



বিশেষ প্রবন্ধ

মহালা পতন-মোটেম বিজিবি বিভাগের কার্যাবলী নিয়ে এবং পতন-মোটেম ও জম-সংগ্রহের দায়-সংবিধি অনুযায়ী বিষয়ে জম-সংগ্রহকে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের পরিবার জন্য পতন-মোটেম "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুনঃমোটেম বা সরকারী বিজিবি অফিস প্রায়শঃ বা মিষ্টবাস্যে বসিয়া যেখানে বিধি বাতীত অনুযায়ী যে সব পুত্র এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য পতন-মোটেম কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১১ই নভেম্বর—১৯৬০

যদি নাৎসীদের জয় হয়—

যদি বর্তমান সংগ্রামে নাৎসীদের জয় হয়, তাহা হইলে জগতের অন্যত্র কি ঘটাইবে, প্রত্যেক দেশেরই ভিত্তিগত ব্যতিক্রম তাহা উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু সকল স্থানের সবসম্পূর্ণ অনুসরণে আসে না—বিশিষ্ট জনগণকে সমাইয়া রাখার জন্য নাৎসীরা কিরূপ অসামান্যিক কৃষ্ণতা ও অত্যাচার-অন্যচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জাতিগত চার—জগতের সকল দেশেই তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে। ইতিমধ্যেই তাহারা ইটালীর সমরোগিজার আক্রমণ নিজেদের প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রচার করিয়াছে এবং এশিয়ার প্রত্যক্ষ বিস্তারের জন্য সম্প্রতি তাহারা জাপানের সহিতও এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। নিজেদের মতদের সিঁড়ির জন্য ইহারা যে-কোন অপ-কর্মের অনুষ্ঠানে কুণ্ঠিত নহে। জগতের অন্য সব জাতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ বলিয়া নাৎসীরা মনে করিয়া থাকে। সুতরাং নতুন যেসব জাতি ইহাদের অধীনতায় আঁড়াল আঁসিয়াছে, তাহাদের দাসত্ব ও শাসন চরম হইয়াছে। নাৎসী নীতিতে অধিকার বা পরান্যায় কোন স্থান নাই। ফ্রেড-হটেল ও অন্যান্য গণপ্রান্তিক শক্তি ভারত ও অন্যান্য স্থানে গণতন্ত্র নীতির প্রচার সাধন এবং সকলের প্রতি সম-স্বাধার প্রদানের যে চেষ্টা পরিচালিত, নাৎসী জাতিগত যে এইসবের মোরচার বিরোধী, ইতিমধ্যেই মধ্য-ইউরোপের নাৎসী অধিকৃত দেশগুলিতে তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। জেকোপ্তোভিকিয়া ও পোলান্ডে নাৎসী বিজয়প্রাপ্তি বেসব অত্যাচার, বিতীর্ণিকা ও বহুপাতের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার কাহিনী প্রকৃষ্টই স্বলীল। আবার এই প্রবন্ধে নাৎসী শাসনব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

জেকু সংকুতির সর্বসম্মত

পত ১৯৩৯ সনের মার্চ মাসে জার্মানগণ জেকো-প্তোভিকিয়া দখল করিয়া লওয়ার পর হইতেই জেকুদের সংকুতি ধ্বংস করিয়া জাতিগতকে মরণ্য জীবের পরিণত করার জন্য নাৎসীরা বিশেষভাবে চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছে। জেকুদের জাতীয় বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করিয়া দিয়া জেকু বালক-নারিকাদিগকে জার্মান ভূমে বোম্বাসন করিতে যত্ন করা হইয়াছে। এই সব জার্মান ভূমে এমন নিকাই প্রদান করা হয়—যাহার ফলে জেকুগণ বাঙলা-বাঙ্গালী প্রকৃতি কেবল কেবলমাত্র নিম্নস্তর পদে কাজ করাই উপযুক্ত অর্জন করিতে সক্ষম।

জেকুগণকে তাহাদের নিজস্ব জাতীয় সংকুতির সাধনা করিতে দেওয়া হয় না। জাতিগতকে জেকু জাতীয়-সঙ্গীত গাহিতে বাধ্য দেওয়া হয়; এমন কি জেকুদের প্রাচীন প্রাণা পাখা এবং প্রাচীন জাতীয় কবি ও সাহিত্যিকদের মতামত পাঠ করিতে দেওয়া হয় না। নব-প্রকার উচ্চতরের কার্যে জেকু-জাতির ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে এই জাতিগত একটা অস্বাভাবিক জাতির পরিণত করাই প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ

হইতেছে। নিম্ন-বিদ্যালয় হইতে শুরু করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর জার্মান প্রকার বিধি-বিধির প্রাধান্যের দায়িত্ব বর্তাই বহিত হইয়াছে। এই সব আদেশ প্রতিষ্ঠানভেদে বিভিন্নরূপে। পাঠ্য-পুস্তকগুলি একুশতাব্দে সংশোধন করা হইয়াছে, বেশ বিশ বছরের জেকু-সাহিত্যের কোন শ্রেণিই জার্মানে না থাকে এবং সাধারণতঃ জার্মানের মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইতে না পারে। বহু বছরে জেকু ভুলভঙ্গি বন্ধ করিয়া দিয়া উচ্চ জুন-গৃহসমূহে জার্মান সেনা-বাহিনী ও পুলিশ দলের স্থান করা হইয়াছে।

জার্মানদের অধিকার হরণ

জার্মান শাসনে জেকু শ্রমিক-সমাজ সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ফ্রেড-ইউনিয়নসমূহ এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া জার্মানের অধ-জাতির দাসত্বাপন্ন করা হইয়াছে। বহু বছরে জাতি জাতি চাকুরী হইতে জেকু শ্রমিকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের নাৎসীদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বহু জেকু শ্রমিককে জোর করিয়া জার্মানের জাতীয়তাবোধ হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ জার্মানীতে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং সেখানে নামমাত্র মজুরীতে জাতিগতকে কঠোর পরিশ্রমের কাজ করিতে হইতেছে। জেকু শ্রমিক-সমাজের সকল পূর্বসূর দেতা বর্তমানে বন্দী-নিবাস কিংবা কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছেন; অথবা দেশ ত্যাগ করিয়া জার্মানের অনেককে পলায়ন করিতে হইয়াছে। এরূপ অনেক নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে। ফ্রেড-ইউনিয়নসমূহের সর্বপ্রকার অধিকার হরণ করা হইয়াছে।

জেকু জাতি-সমাজ ও শ্রমিকগণ নাৎসী অত্যাচারের আঘাত পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। গত মতের মাসে পুলিশের উচ্চতর পরিধানে প্রায়শঃ পড়বে যে দাড়া হইয়াছিল, তাহার ফলে প্রায় ৫০,০০০ লোককে প্রেক্ষার করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। প্রকাশ,—এই উপলক্ষে বিচারাজিনয়ের পর ১২০ জন ছাত্রকে কীটিকাটে বুলানো হইয়াছিল এবং ৮,০০০ ছাত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে মজুরী করার জন্য জার্মানীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

নাৎসী-শাসনে জেকোপ্তোভিকিয়ার অবস্থা বর্তমানে এরূপই দাঁড়াইয়াছে।

গোপ ১৩ সহস্র মতল লোক নিহত

নাৎসীরা পোলান্ডে যে নির্মমতার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা আরো উদাহরণ। নিরপেক্ষ সংবাদপত্রসমূহের সংবাদভাষ্যের বিবরণে প্রকাশ,—জার্মান সামরিক আনালভগুলি (পোলান্ডের সকল অঞ্চলে এখন পর্যন্তও এই শ্রেণীর আনালভগুলির কাজ পূর্ণভাবে চলিতেছে) সহস্র সহস্র পোলকে সামান্য সামান্য অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে। প্রকাশ,—পোলান্ডের যে অঞ্চলকে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, একবার সেই অঞ্চলেই ১৮,০০০ মরনারীকে হত্যা করা হইয়াছে এবং 'অধিকৃত' অঞ্চলেরও ৬,০০০ মরনারীর এরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে।

একটি জার্মান আনালভের কয়েক ডিয়ারক কোনও ডেনিসু পত্রিকার সংবাদভাষ্যের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্রেন্সবার্গ নগরের বৃহত্তর জেয়ারটি পোলদের কীটিকা করা নির্ধারিত হইয়াছিল। অনুসরণের ফলে জীভির নগর করার জন্য দ্বিহত জাতিগতের বৃহত্তর করেকরিন পর্যন্ত উচ্চ জেয়ারে কুণীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। বোম্বিত পোলিশ বৃহত্তর জার্মানী বিবরণীতে বন্ধ হইয়াছে যে, গত জানুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত পোলদের অঙ্ক: ১৫,০০০ লোককে নাৎসী সামরিক আনালভের ডিয়ারে বন্দী করিয়া নিহত করা হইয়াছে।

জার্মান পোলদের বৃহত্তর বেসব প্রাণাধ্য বিবরণী পাঠ্য দিয়ারে, জার্মানে প্রকাশ—যে সংখ্যক বন্দ-কাজকর হত্যা করা হইয়াছে, প্রচার করা হইয়াছে

অবশ্য কারাগার ও বন্দী-নিবাসে অধিক মতল হইয়াছে। পোলান্ডে বৃহত্তরই বৃহৎ বর্তমানপূর্ণ দেশ; কিন্তু নাৎসীরা মতল হইতে বৃহৎ বৃহৎ জাতিগত অথবা মতল পূর্ণাঙ্গায়ে কোনকূপ বর্তমানপূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া অধিক দারী করিয়াছে। মতল-সংখ্যক মতল ও গ্রামে পীড়নবৃত্ত দারীত্বের বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পোলান্ডে মতল-সংখ্যক মতল পীড়ী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, দারীরা ফলে-জিয়ারে পীড়ীকে মতলগারে পরিণত করা হইয়াছে এবং জার্মানদের প্রাণাধ্য দারীকূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

বিশিষ্ট ও বেসব

পোলান্ডে জার্মান শাসনের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার ইহাই যে, অসংখ্য পোলিশ সম্প্রদায় মতল-ভুক্ত করা হইয়াছে এবং বিপত্ত করের দিল্লিশ শীতের মতল মতল পোলকে জার্মান বেস হইতে বহিকৃত কূপ-হইয়াছে।

তিন লক্ষ পোলিশ বৃহৎ-সংখ্যক জার্মানীর কৃষিকর ও কল-কারখানার এমন পর্যন্তও বেসব দারীতে রাখা করা হইয়াছে। এতদাতীত বহু মতল পোল, বৃহৎ-বৃহতীকে জার্মানের জাতীয়-বহন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, জার্মানীর শ্রমকেন্দ্রসমূহে পাঠান হইয়াছে। এই সব বৃহৎ-বৃহতীকে প্রকৃতপক্ষে জীভালগের জীবন যাপন করিতে হইতেছে এবং দারীরা জার্মানদের সহিত বিলা-বিলার কোন অধিকার জার্মানের নাই। জার্মান জেতানর ও নিরপত্তিগণ এই সব পোল বৃহৎ-বৃহতীকে প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ্য বাজারে কেনা-বেচা করিয়া থাকে। কারণ, প্রাচীন জোমামতা বেসবভাবে বিবেচনী কৃতদানদিগকে বেসবভাবে জর-বিক্রয় করিত, সেইরূপভাবেই জার্মানীর জেতানর ও নিরপত্তিগণ নিজেদের পছন্দ মত পোল বৃহৎ-বৃহতীদিগকে স্বকাধো দিল্লিশ করার জন্য বাজিরা লইতে পারে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে—এই শ্রেণীর পোল বৃহৎ-বৃহতীর বয়স ১৪ হইতে ১৬ বছরের বেশী নয়।

জার্মান বহিকৃত

বন্দুক রাজ্যসমূহ, ইটালীয়ান টাইবল ও জার্মান রাষ্ট্রের অন্যান্য স্থান হইতে অপদাতিত জার্মানদের স্থান করার জন্য বহু সংখ্যক পোল চাকরীকে উপরূপ দানের আদায়-ক্ষেত্র হইতে বহিকৃত করা হইয়াছে এবং মধ্য-পোলান্ডের অনুরূপ ও লোক-বহন স্থানসমূহে জার্মানগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। মধ্য-পোলান্ডে যে স্থানে এই সব বহিকৃত পোল চাকরীকে স্থানান্তরিত হইয়াছে, সেখানকার উপপাদনে বৃহৎ পূর্ণবর্তী সবচেয়ে দারীরা লোকদের জীভিকা নির্বাহ হইত না।

সব চেয়ে বহিকৃত ব্যাপার হইতেছে ইহাই যে বহু মতল ইটালীকে জোরপূর্বক জার্মানের শৈল্পিক বাঙলুরি হইতে বিভাজিত করিয়া লুবলিনের নিকটবর্তী একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করা হইয়াছে। এই নির্দিষ্ট স্থানটি প্রকৃতপক্ষে বন্দী-নিবাস অপেক্ষা বোটেই উপুত কোন কিছু নহে। দারুণ শীতের মতল—বহন পৈত্যা পূন্য তিথীরও নীচে ২০ ডিগ্রী পর্যন্ত ঠাণ্ডা গিয়াছিল—সে-সবের বহু বছরের ইটালীদিগকে পতলালিত বোলা পতলা করিয়া লুবলিনে পাঠানো হইয়াছিল। এই সব বহিকৃতগণের মধ্যে সকলে লুবলিনে শৌচিত্রে সক্ষম হয় নাই; কারণ দারুণ শীতে অনেককেই মৃত্যু হইয়া-ছিল এবং জার্মানের বৃহত্তরগুলি পরিমধ্যে পরিণত হইয়াছিল। নাৎসী অসামান্যিকতার অসামান্য প্রমাণ ইহা। পরে বহু সংখ্যক ইটালী দার্মানির সংকলক যোবে দাড়া গিয়াছে।

পুলিশের ঘোষণা

পোলান্ডের অনুসরণের সহিত জার্মান কৃষ্ণ-কর্মী নিম্ন, জার্মান প্রকাশনপূর্ণ জার্মান জার্মান [পর পৃষ্ঠার দেখুন]

[পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রেরণ]

পলিশ-কর্তৃপক্ষের একটি ঘোষণার কতকংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিচ্ছি:—

"গোলাপের এক সুপ্রসিদ্ধ সোকেস বোম্বাইয়ের কোম্পানীর দ্বারা আদেশ করা হইতেছে যে, গোলাপ নারী-পুংসককেই আদেশ কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিমিতিকে প্রেরিত পত্র ছাড়াই দিতে হইবে। রাজপুংসককে বিক্রয়ীদের সম্মতি—বিক্রয়ীদের কোন অধিকার ইত্যাদি নাই। রাষ্ট্র, পার্টি বা সেনা-বলের ক্ষেত্রস্থানীয় ব্যক্তি-বর্গকে প্রেরিত গোলাপ পুংসককে নিষেধের মতকারণ অসম্মত করিয়া প্রীত্যাদির প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিবে।

"গোলাপের এবং বাজারে সকল আর্জান কর্তৃপক্ষ ও প্রীত্যাদির পরিবারবর্গ এবং আর্জান আর্জান লোক-স্বপ্নকে সর্বপ্রথম জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। গোলাপ ছুসের ইন্ডিক্স বা চুপী কিম্বা ব্যাঙ্ক এবং গোলাপ বেলগে ও গোলাপ বিভাগের কর্তব্যকারীদের দ্বারা পরিচালিত হইবে। বেলগে গোলাপ এবং চুপীতে পাঠে নাই যে, গোলাপ বিক্রয় ও আমদানি বিভাগ এবং গোলাপ উপরোক্ত ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করিবে না, তাহাঙ্গিকে আইনের কঠোর বড় জোপ করিতে হইবে।"

আর্জান পত্র-বন্দোবস্তের এক ঘোষণার আর্জান-স্বপ্নকে সকল ব্যাপারে গোলাপের উপর স্থাবি প্রদত্ত হইয়াছে এবং গোলাপকে নিকট প্রাচীর অধীনস্থ আর্জান বন্দোবস্ত প্রদত্ত হইয়াছে। অপর ও আমদানি সাক্ষ্য সম্পর্কে পুণিবার প্রতি যে নতুন আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে আর্জান ও গোলাপের প্রতি প্রিয়তম ব্যবহারের নির্দেশ দিরাছে। গোলাপ আর্জান পলিশ কেবলমাত্র গোলাপ অধিবাসীদের উপরই কর্তৃত্ব করিতে পারে এবং আর্জান নাগরিকদের উপর আর্জান আর্জান পলিশের কর্তৃত্ব চলে।

"অধিকৃত" অর্থে এই মর্মে এক আদেশ জারী হই যে, ১৯৩৯ সালের ১৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে দে-সব কর্তৃত্ব ও সম্পত্তি আর্জানদের ছিল না, তৎসমুদয় আর্জান রাষ্ট্র কর্তৃক দখল করা হইবে। পরেওলাতে গোলাপ কারবারগুলি বাজেরাধৃত করিয়া নাসিকদ্বিগকে অন্যত্র নিযুক্ত করিয়া দিরাছে। গোলাপ ভোক্তাদের নিকট হইতে তাহাদের উৎকর্ষ ফল ও মুদ্রিত পত্রাধি বাধ্যতামূলক বিবরণী সংগ্রহ করিয়া বাধ্যতামূলক আর্জানীতে পাঠানোর ব্যবস্থা হইয়াছে।

উপরে দে-সব বিবরণ প্রকাশিত হইল, তাহাতেই সাধারণ পাসনের স্বরূপ বুঝা যায় এবং বর্তমান মুদ্রা যদি সাধারণের জর হয়, তবে পরিণামে কি হইতে পারে—তৎসব উপলব্ধি করা চলে। ইহাও পরিহার্য্য বুঝা যায় যে, সভ্যতা ও বস্তুবাহকতার জন্য প্রোট-কটন সংগ্রাম করিতেছে এবং আর্জান আবিষ্কারের পথ-চালন হইতে বহা-ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানের জনগণকে উদ্ধার সাধন ও বৃটেনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলায় ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা

কমিটির অর্থাৎ প্রতি সভা

বাংলা দেশে ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের অধিব্যক্তি সভা বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে, পুর্বাঞ্চে কলিকাতা রাইচস বিল্ডিংসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশন মি: জে. এম. বটমলী, সি. আই. ই., আই. ই., এম. সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আধ্যাপনিক বোর্ডের কর্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে ইতিকর্তব্য বিবরণ করা হইয়াছে:—

(১) এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইতে হইলে উহাতে ইন্সপেক্টরের স্বাক্ষর থাকিবে কিনা।

(২) ক্যান্ট্রি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার "জাতীয় পাসন পত্র" আদায় করা আর একটি অতিরিক্ত ইচ্ছাধীন পরীক্ষার বিবরণ কৃতি করিবার প্রস্তাব।

(৩) ক্যান্ট্রি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরীক্ষার আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রস্তাব, পুস্তক প্রস্তুত ও প্রকাশিত এই সম্পর্কে বর্ণনামূলক গির্জাবলী। নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি প্রাথমিক বোর্ডের "আধুনিক ভারতীয় ভাষা" নামক সাব-কমিটির নিকট বিবেচনার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। ভারতীয় ভাষাসমূহ পরিচালন পরীক্ষা ও শিক্ষা সেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে "আধুনিক ভারতীয় ভাষা" সাব-কমিটির কর্তৃত্ব প্রদান বিবেচনা করার পর বোর্ড ১৯২৭ সালের ২২ই সেপ্টেম্বর একতরফন বিল আনোচনা করে এবং ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সেকেন্ডারী একতরফনের আদেশ প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কতিপয় প্রপাশন করা হইয়াছে।

ভুলসমূহের ইন্সপেক্টর সন্ধান আর্থিক বংশের সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে সঙ্কোচের ইতিহাস করিয়া যে বিস্তারিত প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা অনুমোদন করা হইয়াছে। উহাই বিবীকৃত হয় যে, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এংলো-ইণ্ডিয়ানদের চাকুরীর যে প্রস্তাব প্রদান করে সে সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারের অনুমোদন করা হইবে।

সভার সভাপতির বিজ্ঞাপন মুদ্রাকারের জন্য বহু হস্তায় আর্থিক পরীক্ষার জন্য অত্রীতে সনদ বিজ্ঞাপন বেলুন শীর্ষক পত্র নিকা সেওজা হট, তৎসমুদয় কোন ভাল বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইন্সপেক্টরকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্টারের পত্র-প্রাপ্তি নিষিদ্ধ করিবার জন্য সেকেন্ডারীকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত পত্রে সেকেন্ডারী ইউরোপীয়ান ভুলসমূহকে পরিবর্তিত সার্টিফিকেট প্রদানের বেলুনসমূহে শিক্ষার সনদ সম্পর্কে সনদ পাসনের পরিচয় হইতে বহা-ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানের জনগণকে উদ্ধার সাধন ও বৃটেনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষার অগ্রগতি

পরী সংগঠন বিভাগের উন্নয়ন-সম্পাদ

কাহানাবলী

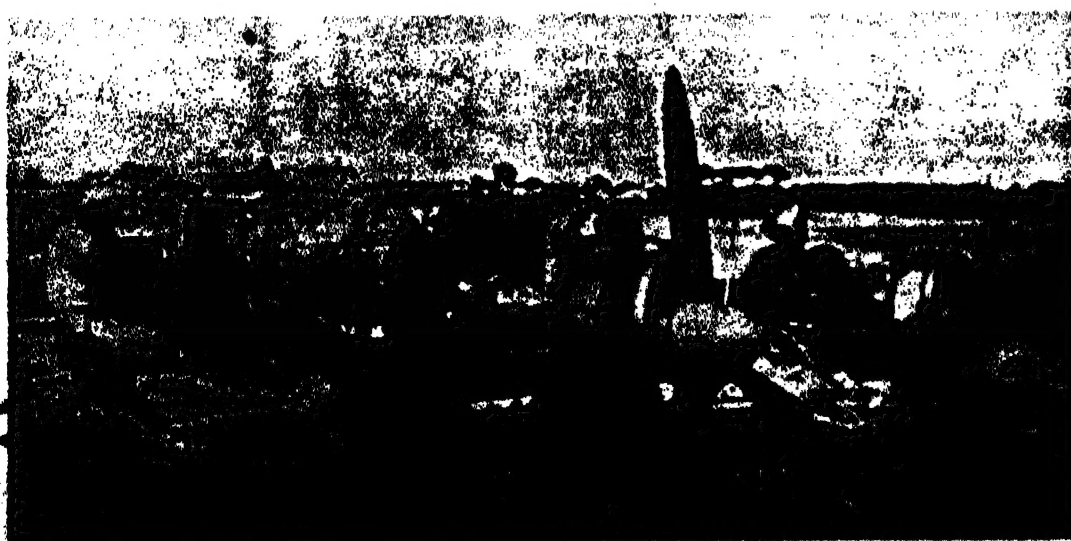
গত ১৯৩০ সালের পূর্ণ "বহুভাষার শিক্ষা" পত্র-সংগঠনের কোনও বিশেষ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিল না। ১৯৩০ সালের হাট মাসে শিক্ষা ও পরী-সংগঠন বিভাগ স্থির করেন, সরকার বহুভাষার শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিবেন এবং উক্ত পরী-সংগঠন বিভাগের বিশেষ কাজ করিয়া বিবেচিত হইবে। তৎসমুদয় পরী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর পরী-সংগঠনের নবিত বহুভাষার শিক্ষা সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু এই পরিকল্পনা যাত্রা উক্ত কার্যের ক্রিয় পরিণামে অনুপ্রাণিত সাধনের পূর্বেই পুনরায় আর একটি প্রস্তুত উপলব্ধ হইল যে বহুভাষার শিক্ষা শিক্ষা-বিভাগের কাজ হইবে, কি পরী-সংগঠন বিভাগের কাজ হইবে। গত ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে এইজন্য একটি প্রাথমিক এবং বহুভাষার শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। বহুভাষার পরী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর মি: জি. আই. এম. পুর্বাঞ্চে চৌধুরী, আই. সি. এম. উক্ত কমিটির দুই সম্পাদক নিযুক্ত হইল। তিনি বহুভাষার শিক্ষা সম্পর্কে আট পত্র ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন বিতরণ করেন।

অধিকাংশ লোক প্রাথমিক পাস করে বসিয়া বহুভাষার শিক্ষা পরী-সংগঠনের একটি তত্ত্বাবধাণ আর বিহার গত ১৯৩৮ সন হইতে পরী-সংগঠনের একটি ব্যাপক ভাষা বিভাগীয় ডিরেক্টর কর্তৃক পুণ্ডিত হইয়াছিল এবং সম্পত্তি উক্ত অনুমোদন-পত্র সনাক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে এই সম্পর্কে কত ও বহুই অনুপ্রাণিত পরিচালিত হয়।

পরী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হইতে ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর এবং ১৯৩৯ সালের মার্চের মাসে ও অন্যান্য সময়ে উপদেশাবলী পাঠিয়া সেম্বার বহুভাষার শিক্ষার একটা সাক্ষ্য পত্রের মার এবং ইতি-পূর্বে এই সম্পর্কে যে কাজ সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার চাইতে বহু এবং ব্যাপক কাজ এক সঙ্গে সমাধা হয়।

এমন কি আনিপু-ভাষার "অগ্রগতি" বহুভাষা এবং দিগন্তপুর্বে "অগ্রগতি" প্রাক্করণের বহু অপর্যায় সনদের প্রতিষ্ঠা সনদে ডিরেক্টরের ব্যাপক সম্বন্ধের ফলে জাতীয় সরকারী ও বেসরকারী অধিদপ্তরদের মধ্যে বিশেষ উত্থাপনার সাক্ষ্য হইয়াছে। ২১ জনের মধ্যে যেট ৮৬ জন সহকৃদ্য আনিপু-পুস্তক বিপোর্টে জালা গিয়াছে যে, এই প্রদেশে বর্তমানে যেট ১০,০০০ হাজার মৈল-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সনদ মৈল-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ জাতীয় টাঙ্ক হইতে, কতকগুলি ইন্ডিয়ান বোর্ডে তরফি হইতে এবং কতকগুলি সামান্য কয়েকটি বহুই বিভাগের উচ্চতর কাজ করিবার তরফি হইতে পুস্তক অর্থে পরিচালিত হয়। যে সনদ প্রায়ে বহুভাষাকে শিক্ষা সেওজা হইতেছে, তাহার সনাক্ষ্য মন তাহাদের উপর এবং যে সনদ সরকার বহুভাষা পোত এই সনদ সনদে শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহাদের সনাক্ষ্য সেট সনদের উপর। কোন কোন সনদে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার বিদ্যুৎ পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। অপর কোরে টিপসট বিরোধী অভিযোগ ও ডিটকম্বল আন্দোলন প্রবর্তন করা হইয়াছে। দৌলিগাওনের মধ্যেও ব্যাপক-ভাবে শিক্ষা প্রচারের জন্য ঘোর সেওজা হইয়াছে। এতদ্বাচীত বহুভাষার শিক্ষা সনাক্ষ্য, সংগঠন এবং পরী-প্রাচীর ও সামান্য পাঠ্যপুস্তক স্থাপন করা হইয়াছে। সার্কল অফিসার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র, প্রাচীর কণ্ঠী ও জাতীয় অধিদপ্তরকে ৫০টি সহকৃদ্য অগ্রগতি শিক্ষা পরিচয় টেনি সেওজা সনদ বহুভাষার শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ সহযোগিতার কাজ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত পরবর্তী কালের ব্যাপক ও উৎকর্ষ কার্যের সনাক্ষ্য বহুভাষা সনদে।



বিদ্য-বিদ্যালয় কামের সোফার ভূমিত্ত একটি সাক্ষ্য বোম্বাই, বিদ্য। ইহার ওজন সনদকে বন্দী করা হইয়াছে।

বাংলার ভূমি-রাজস্ব বিভাগ

১৯৩৯-৪০ সালের বার্ষিক বিবরণী

বাংলা সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের ভূমি-রাজস্ব বিভাগের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, এই বৎসর পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের মোটের উপর কিয়ৎ পরিমাণ আর্থিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, যদিও আটস ও পাটের কলস কাটার আগে এবং বুকের পূর্বে উহা পরিষ্কৃত হইয়া উঠে নাই। আলোচ্য বৎসরের অবিক্রাণ সময়েই উপযুক্ত সময়ে সংযোজিত পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও নন্দীয়া, হুগলীবাংলা এবং ২৪-পরগণার অংশ বিশেষে এই বৎসর প্রবল বৃষ্টিপাত এবং বন্যা দেখা দেয়। আগষ্ট মাসে বড়ো আধমাত্রার ধরণ ঢাকা বিভাগের নীচু ভূমিসমূহ, তেলার লোনা জমির অঞ্চল, মোতাখালীর বীপসমূহ এবং খুলনার অংশবিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সকল প্রাকৃতিক বিপদাশয়ের ফলে জনসাধারণ যে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়, কৃষি-ঋণ ও সাহায্যের ফলে উহা নিবারিত হয়। আটস ও পাটের কলস মোটের উপর ডালই হয়। বেখানে কলস স্থিতি নষ্ট করিয়া নাই, দেখানকার চাষীরাও, বুকে মূল্য বৃদ্ধির সমুদ্র কিয়ৎ পরিমাণ সুবিধা লাভ করিয়াছে। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সরকারী নীতির ফলে আংশিকভাবে তাহার উপকার হয়। তবে চাষীরা পণ্য বেশী দিন ধরে মধ্যস্থত বাহিত পাবে নাই বলিয়া মূল্য বৃদ্ধির সমস্ত সুবিধা লাভ করিতে পারে নাই। নিম্ন ও সাধারণ শ্রমিকদের মজুরীর হার এই বৎসর খরচ ছিল এবং মধ্যমিত শ্রেণীর মধ্যে বেকার-সমস্যা বেশ প্রবল হইয়া উঠে।

বৃষ্টি-পরিমাণ ও পল্লী-কল্যাণ

আলোচ্য বৎসরে কৃষি-বিষয়ে অবস্থা মোটামুটিভাবে প্রায় আগের মতই ছিল, তবে রেশম ও গালা-নিষের কিয়ৎ পরিমাণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

পল্লী-সংগঠন কার্যে আলোচ্য বৎসর মধ্যেই উন্নতি সাধিত হয়। বয়স-নিষেও মধ্যেই উৎসাহ প্রদান করা হয়। বড়ীয় কৃষি-বাতক আইন অনুযায়ী পল্লিত ঋণ-মালিনী বোর্ডগুলি এই বৎসর কাজ চালাইতে থাকে এবং পল্লীবাসীদের রপের বোকা মধ্যেই পরিমাণে লাভ করিতে সাহায্য করে। অপর পক্ষে, এই সকল বোর্ডের কার্য-ক্রমের ফলে পল্লী-ঋণের অভাব দেখা দেয় ও বোর্ডের দ্বারা যে পরিমাণ উপকার পাওয়া সম্ভব হইত, লীক-মুক্ততার দ্বারা উত্তরাধি উপকার সম্ভব হয় নাই।

এই বৎসর সমগ্র প্রদেশে কৃষিঋণ বাবদ ৩৩,৭৬,৩১০ টাকা ও অমি-উন্নয়ন ঋণ বাবদ ২২,৭৮০ টাকা বিতরণ করা হয়।

কৃষি রাজস্ব

আলোচ্য বৎসরে রাজস্ব বাবদ পাওনা বীড়াইয়াছিল ৫,১৫,২৮,৫৭৬ টাকা। পূর্ব বৎসরে রাজস্ব বাবদ পাওনা হইয়াছিল ৩,১৪,৬৩,৭০৫ টাকা। পূর্বের পাওনা ৮৮,৪০,০৩৯ টাকা বহিরা এই বৎসর রাজস্ব স্বত্ব বোর্ড ৪,০৩,৬৮,৬১৫ টাকা পাওনা বীড়াইয়াছিল। এই বৎসর আদায় হয় মোট ৩,০৩,৬৭,৫১২ টাকা, অর্থাৎ মোট পাওনার ৭৬-৭১ ভাগ এবং চলতি বৎসরের পাওনার ৯৮-৯২ ভাগ। পূর্ব বৎসরে আদায়ের হার ছিল মোট পাওনার ৭৫-৭৪ ভাগ এবং চলতি বৎসরে পাওনার ৯৪-৯২ ভাগ।

বাসনহলভিগিতে এই বৎসরে রাজস্ব বাবদ মোট পাওনা স্বত্বকার পরিমাণ বীড়াইয়াছিল ১,৩৪,৭৮,৫৮১ টাকা। চলতি বৎসরে ৭৪,৮২,০০৬ টাকা ও বাকী পাওনা

৬০,৯৬,৫৭৫ টাকা)। উহার মধ্যে ৬৭,৮৮,৯৩২ টাকা আদায় হয়। অদায়ী টাকা চলতি বৎসরের বাবদ নতকরা ৯০.৭৩ ভাগের সমান। পূর্ব বৎসরে এই হার ছিল ৮৫.৫৬।

এই বৎসর ২৬,২০৪টি সম্পত্তির বাবদ বাকী পড়িয়াছিল, কিন্তু উহার মধ্যে মীমাংসা বিক্রী হয় মাত্র ১,৪১৭টি সম্পত্তি। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মীলারী আইনের ব্যবহারে মোটেই কড়াকড়ি করা হয় নাই।

সরকারী জমিসমূহের চলতি বৎসরের পাওনার নতকরা ৩-১ ভাগ, অর্থাৎ ২,৩৩,০২২ টাকা চাষের জমির উন্নতি, আদায়ের বাবদ প্রকৃতি বাবদে ব্যয় করা হয় এবং ১,৬৫,৭২২ টাকা অর্থাৎ চলতি বৎসরের পাওনার নতকরা সেক্ষেত্রে সরকারী জমির পদ্যাটের উন্নতি সাধনের জন্য জিলা-বোর্ডসমূহকে প্রদান করা হয়।

কৃষি-বাজার উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা

বীকুড়া, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বনোয়, চটগ্রাম, মোতাখালী, লাকিলি, ভলপাইটি, বড়ুয়া ও মালদহ জিলায় উন্নততর কৃষির উপায় নিকাদানের জন্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

৩২ যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যা কিয়ৎ পরিমাণ নিরসনের জন্য তাহাদিগকে কৃষিকার্যে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা বিশেষ ফলস্বরূপ হয় নাই। প্রাক্তন আটক-বন্দীরা বাবরগঞ্জ কতিপয় স্থানে জরি নেয়।

সরকারী সম্পত্তিগুলিতে বিজ্ঞান ও হাতের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে যথাক্রমে ৪,৬১০ ও ২,২০,৯৩২ ছিল। পূর্ব বৎসর উহার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪,৫৬০ ও ২,০৩,৮৬১।

আলোচ্য বৎসর বাবরগঞ্জের অন্তর্গত সুন্দরবনে বসতি স্থাপনের ৩৩তম বৎসর এবং ২৪-পরগণার বসতি স্থাপনের ২৫তম বৎসর। এই বৎসর কোনও নতুন পতিত জমিতে আবাদ করা হয় নাই। বাবরগঞ্জ, ২৪-পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবনের পতিত জমিতে আবাদের জন্য আলোচ্য বৎসরের শেষ পর্যন্ত পতর্গ বেস্ট যে টাকা নিরাহেল এবং বাহা আদায় হইয়াছে, তাহার মোট হিসাব এই :—

	বার।	আর।
বাবরগঞ্জ	২৮,৯৭,০১১	৪২,৪২,৩৮১
২৪-পরগণা	৮,১৪,০৭৪	১৩,৪৯,৫৭৫

মোট ... ৩৭,১১,০৮৫ ... ৫৫,৯১,৯৫৬

চটগ্রাম জিলায় বসরাবাদি যোগ্য বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা সাক্ষাৎসাধিত হইয়াছে। ইহার ফলে কয়েক নতুন ভূমি কৃষি-বী পরিবারের আঁকানিধায়ে বন্দান হইয়াছে।

শৌ-মহিষাতির বাজার

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিস্ত ১৯শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ অতীত হইয়াছে, এই সপ্তাহে মোট ১৪৫টি বুড়মতী পাতী কলিকাতার শৌ-মহিষাতি, ভলুঘো ৭৮টি পাতী ও অংশিত্তি অদায়্য প্রদেয় হইতে আনিয়াছে। এই সপ্তাহে পাতী হইতে ৯০টি ও অদায়্য প্রদেয় হইতে ৩০৭টি বহিষ আনিয়াছে।

পাতীর মূল্য ৬৬ টাকা হইতে ১১০ টাকা পর্যন্ত এবং বহিষের মূল্য ১৩০ টাকা হইতে ১৮০ টাকা ছিল।

“বেঙ্গল উইকলী”

(দৈনিক সংবাদ)

—এবং—

“বাংলার কথায়”

(বাংলা সংবাদ)

বিজ্ঞাপন দ্বারা আপনাদের ব্যবসায়ের

প্রচার সাধন করুন।

সাপ্তাহিক প্রচার সংখ্যা

৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের বেই ও অদায়্য বিবরণ অবগত

হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায়

অনুগ্রহ করুন :—

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস,

আলীপুর, কলিকাতা।

ফুতের বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিস্ত ১৯শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সপ্তাহে আপনাদের “বিশেষ” শ্রেণীর ৮ সেপের ফুতের টিন কলিকাতার বাজারে নিম্নোক্ত দরে বিক্রয় হয় :—

ফুতের নাম।	প্রতি মণ।
অনুভ ভোগ	৬৬
কিশোর	৬৬.১০
ওভার	৬৬
হাণ্ড প্রভা	৬৬
পতর	৬৬
সীতা	৬৭
শ্রী	৬৫

উক্ত শ্রেণীর ১০ সে, ১৫ সে, ২১.১০ এবং ১২ সেপের টিনগুলি উপরোক্ত হার অপেক্ষা প্রতি মণ ১ টাকা হইতে ২ টাকা অধিক মূল্য বিক্রয় হইয়াছিল।

(বিশ্ব-বোর্ড)

বাংলায় সংক্রামক রোগের প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিস্ত ১৪ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে নিম্নোক্ত জেলার সংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় :—

জেলা।	ইনফুজিয়া।
দাখিলি:	৫৯
ত্রিপুরা রাজ্য	১০৪

দাখিলি, ত্রিপুরা সদর এবং কলিকাতার কোন কোন স্থানে মেলিকাইটিস রোগ দেখা গিয়াছে। প্রচুর কোন সংবাদ আসে নাই। (শ্রেণ-বোর্ড)

বিস্ত ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর তারিখে দাখিলি এবং ২৪ অক্টোবর তারিখে টাউন্সের নতুন সম্প্রদায় হইয়া গিয়াছে। কোন স্থান হইতে কোনও সংক্রামক রোগের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ইটালীয়ান বাহিনী কর্তৃক গ্রাস আক্রান্ত

ইউরোপীয় সংগ্রামে নতুন পরিবর্তিত সূচনা

আফ্রিকার রাজকীয় বিমান-বাহিনীর সাফল্য

গত ২০শে অক্টোবর ভোর ৪টার পূর্বেই রাজকীয় বিমানবাহিনীর বিমানের জোড়াক বন্দরে ইটালিয়ান নৌবাহিনী এবং ইরিত্রিয়া ও আবিসিনিয়ার বিমানবাহিনীর উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিয়াছে। ইরিত্রিয়া ও আবিসিনিয়ার বিমানবাহিনীগুলি চাইতে ইটালিয়ানবল শোহিত লোকের বিপুল কমান জমা চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূতি হয় নাই।

জোড়াক ভায়াফোর্সার ব্যারাক ও ভেলের টাকগুলির মধ্যে অনেকগুলি বোমা নিক্ষেপ হয়। একটা বড় বিস্ফোরণ ঘটে এবং উহার অগ্নিবিহার আক্রমণকারী প্লেনের কেবিন পর্যন্ত আলোকিত হয়। আরও কয়েকটি ছোট ছোট বিস্ফোরণ হয়।

ইরিত্রিয়ার আঙ্গারার বিমান-বাহিনীতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া বৃষ্টি প্লেনগুলি ভূতলে অবস্থিত ভিনবাগি ইটালিয়ান প্লেন কতিপয় করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে নতুন ব্যবস্থার আভাস

ওয়াশিংটনে এইরূপ প্রকাশ যে, লর্ড লোথিয়ান কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতির বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যেই লণ্ডনে যান নাই। উপরন্তু ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের তৈল ও অলবালব কীচামাল সহ প্রাপ্য মহাসাগরে বৃষ্টি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন 'পাখ' ও অবস্থার বিষয় আলোচনাও উহার ইচ্ছা ও গমনের অন্যতম কারণ। কোম কোম রাজনৈতিক পর্যালোচনা এইরূপ বিশ্লেষণ করিতেছেন যে, নিরুচিতনের অব্যবহিত পর্বেই প্রাপ্য মহাসাগরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দৃষ্টিভঙ্গী নীতি সম্পর্কে অধিকতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা চাইবে। নিরুচিতনের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত লর্ড লোথিয়ান লণ্ডনে অবস্থান করিবেন। এই বিষয়েও প্রতিশ্রুতি বিশেষ তথ্য আরোপ করা হইতেছে। এইরূপ বলা হইতেছে যে, প্রাপ্য মহাসাগরে ইখন নতুন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, ঐ সময় তিনি বৃষ্টি সরকারের হাতেও কাজে পারিবেন।

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, বৃষ্টি সাক্ষরত বৃষ্টি প্রকাশনকে 'স্ববোধমত জাপান' হ্রাসের নির্দেশ দিয়াছেন। অনিশ্চিত অবস্থা ও বায়সার সঙ্কটের জন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর মাসের বিমান-যুদ্ধ

গত সেপ্টেম্বর মাসের বিমান-যুদ্ধ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন,—প্রথমতঃ ১৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিভারপুলে জার্মানবল ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা ব্যর্থ করাকে বৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জয়বাদ বলা হইতে পারে। • দ্বিতীয়তঃ উহার পর হইতে লিভারপুলে জার্মান বিমানের আক্রমণ যুদ্ধ জরাজীর্ণ কখনই জার্মানকে সাফল্য করিবে না। তৃতীয়তঃ, রাজকীয় বিমানবাহিনী জার্মান বিমানবাহিনীর দ্বারা বিধাট না হইলেও বৃষ্টি বিমানবাহিনী জার্মান বিমানের তুলনায় অধিকতর যোগ্যতার সহিত বৈদ্য-আক্রমণ চলাইয়াছে। গত মাসে ১৪টি তারিখে ২৫০ বারি বৃষ্টি বিমান বাহিনীর উপর আক্রমণ চলাইয়া তথ্য বৃষ্টিত টস বোমাবর্ষণ করিয়াছে। রাজকীয় বিমানবাহিনীর অক্লান্তগণ মনে করিতে যে, জার্মানী আগামী শতাব্দীর মধ্যে প্রচেষ্টা দিকে অভিযান চলাইবার সন্তান করিতেছে।

মন্ত্রণালয়ে বৃষ্টি বিমানের সাক্ষরত আক্রমণ

রাজকীয় বিমানবাহিনীর বৈদ্যকীয় বিমানবাহিনী ২০শে অক্টোবর জার্মানী ও জার্মান অধিকৃত রাজ্যসমূহের উপর

বিশেষ তৎপরতার সহিত আক্রমণ চলাইয়াছে। বিমান বিভাগের একটি ইশারায় এই সমস্ত আক্রমণের বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বেলেন ও ফ্রেডারাইকস বন্দরের উপর বিশেষ বেলেন আক্রমণ চালান হয়। বেলেনে একটি বাণিজ্য-পোতের উপর বোমা পড়ে এবং জাহাজ ও তদারক্যের পুষ্টি কতিপয় হয়। অন্যান্য বিমান-পোত কবালী উপকূলের নিকটে একটি বাণিজ্যজাহাজ-বহরকে আক্রমণ করে। একটি জাহাজের উপর বোমা পড়ে এবং উহা অচল হইয়া যায়। আনহাউসার অবস্থা ব্যাপক থাকা সত্ত্বেও হাফোর্সের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান হয়। জাহাজ অনেক স্থানে আগুন ধরিয়া যায় এবং বিস্ফোরণের দল জমা পড়ে। এডমন্টস্টাট হাইল্যান্ড ও ডুসেলডর্ফের তেলের কারখানা, ট্যাংক নিকট একটি বিমান বাহিনী এবং অপর কয়েকটি তেলের ও এলুমিনিয়ামের কারখানার উপরও আক্রমণ চালান হয়। বিনিবার গ্রামে বৃষ্টি বিমানবাহিনী বাহিনীর উপর বৃষ্টির বোমাবর্ষণ করে। গ্রামে হাড়া মতে মতে ইটালীয় বিমান ও মোটর গির্দান লোকের উপর এবং ইন্দ্রাভের কারখানাসমূহের উপরও আক্রমণ চালান হয়। চাফা ও উইলহেলম হাফেলের ডকসমূহের উপরও প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করা হয়। বিশাল যে একটি বড় যুদ্ধ-জাহাজের উপর বোমা পড়িয়াছে।



জার্মান-সামরিক বৃষ্টি সাক্ষরত প্রকাশ

জিহাদায়ে স্থাপিত একটি বিদ্যুৎকায় কামান পত্ন-জাহাজের প্রতিপত্তা করিতেছে।

আফ্রিকার ইটালিয়ানবল অবস্থা

২২শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, মিসরের সকল অঞ্চলে, কেনিয়ার এবং কাসায়া অঞ্চলে ইটালীয় কাদা চলিতেছে। অধর ভবিষ্যতে মিসর চাইতে বড় বন্দরের কোম অগ্নি জিহাদেয় লক্ষ্যমণ্ডল নাই। উহাট অসম্ভব হয় যে, ইটালীয়েরা অগ্নিবর্তী বাহিনী গির্দানে ব্যস্ত করিতেছে এবং প্রতি পক্ষকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবার লক্ষ্য চলাইয়া বাটতেছে। বৃষ্টি সেমারলের বোমাবর্ষণ শেলের অবস্থান এবং বালবাহন চলাচলের দীর্ঘ দাড়া উহার সকলে মিলিয়া তথ্যের অনুবিধা করি করিতেছে।

ইটালীয়ী জাহাজ অংশ

নৌবিভাগের মন্ত্রণালয় ২ বারি টমলসারী জাহাজ প্লেনের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। জাহাজ ২ বারি পূর্বে কলকাতা-নির্দেশ ছিল। পত্ন-পত্নী কলকাতার তরবার আক্রমণে উহা পূর্ণ হইয়াছে। উহার কয়েকজন কালারী

ও কর্তব্যরী পত্ন কর্তৃক বন্দী হইয়াছে বহিরা নৌবাহিনী মনে করেন। আর একজন লোক আহত হইয়াছে।

ইটালীয় জেট্রার নিয়ন্ত্রিত

গত ২২শে অক্টোবর তারিখে দোহিত লোকের এক ত্রি-সংখ্যক বৃষ্টি জেট্রার 'কিহাদি' হইতে মিলিত একটি টপ ভোর আঘাতে ইটালীয়ান জেট্রার 'ক্রাফেল-মুলো' গুীরে অটিকাইয়া গিয়া বিধ্বস্ত হয়। নৌ-বিভাগের ইশারায় এই সংবাদ প্রোথিত হইয়াছে।

মন্ত্রণালয়ে বোমাবর্ষণ

বিমান পত্ন বোমাবা করিয়াছেন যে, একবারি রাজকীয় বিমান হাফেলের উপকূল চাইতে ভিন হাইল বৃষ্টি সাক্ষরত বৃষ্টি হাফার টপে একবারি পত্ন জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করে।

বৃষ্টি সাক্ষরত বোমাবর্ষণ

মন্ত্রণালয়ে বোমাবর্ষণ হইতে বোমাবা করা হইয়াছে যে, জাহাজের বৃষ্টির উপর বিমান আক্রমণ করিটি নিশ্চিত আঘাতযুক্ত বোমা বর্ষণ করিতেছে। এই বর্ণের বোমার কলীটের বোলনের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটা ভবিষ্যৎ ঘেড়া হয়। এই পূকার বোমা হাফা সাধারণ বান-পুয়ের বৃষ্টি ভিন তালি পথিক ভেল করা যায়। বিমান আক্রমণ আরও মুলো ব্যতীত হাফাদি ব্যতীত হাফার জাহাজী এই পত্ন বন্দরের বাধা করিতেছে। পোষ্টাল-চালিত অগ্নি-পুষ্টিজালক বোমার পাটিকার্কি অপেক্ষাকৃত কম হইলেও জাহাজী ব্যতীত সাক্ষরত জমা উহা বাধার করিতেছে।

জাহাজ অঞ্চলে গোলাবর্ষণ

২২শে অক্টোবর প্রাপ্য 'কাসাপ্রিসিয়ান'ের নিকটবর্তী জাহাজ নামান পুষ্টি চাইতে গোলাবর্ষণ করা হয়। জাহাজ অঞ্চলে কয়েকটি গোলা পতিত হওয়ার কয়েক-বারি পত্ন বিধ্বস্ত ও সামান্য কয়েকজন হতাহত হইয়াছে।

ইটালীয়ের নতুন মন্ত্রণালয়

ইটালীয়ের সংবাদপত্রসমূহে বাহিনীর যে সকল সংবাদ পাওয়া বাটতেছে, তাহা হইতে এই আভাস পাওয়া বাটতেছে যে, বৃষ্টি নৌ-বাহিনীর সহিত একটি কলকাতা সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ইটালীয়, জাহাজী ও ইটালীয় নৌ-বাহিনীর সহিত কালের অবশিষ্ট যুদ্ধ-জাহাজসমূহকে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাহিনী হইতে জাহাজ কেহাের বোমাবা করা হইয়াছে যে, ভিন সাক্ষরতের সাক্ষরী প্রকাশ মন্ত্রী মঃ পাণ্ডাল ইটালীয়ের সহিত সাক্ষরত করিয়াছেন। সাক্ষরতের সময় ভিন রিবেল্টুল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হতাহতের পুষ্টিজালক সংবাদে মনে যে, কোম বিষয় লটকা করণী ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে, পত্ন-পত্ন কর্তৃপক্ষ মতন তাহা সঠিকভাবে [১০শে পৃষ্ঠার দেখুন]

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

গোপালগঞ্জ (করিমপুর)।—

গত আগষ্ট মাসে পল্লী-উন্নয়নের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা (যাচার তিথ্য ১৫টি বিভিন্ন কার্যপত্র সহিত) এবং ১৯৬৯ সনের বর্ষীয় পল্লী পরিদর্শন ও বেকার তালিকা আইন অনুযায়ী কার্য পরিপাতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। যে কাজ সমাপ্ত করা হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেল :—

৩০টি পল্লী-মজল সমিতি ও ২০টি নারী-মজল সমিতি গঠন করা হইয়াছে। বরফদিগের জন্য ৪০টি প্রাথমিক নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। বালকদের জন্য ২০টি ও বালিকাদের জন্য ৩টি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। ১২টি বাজা নির্মাণ করা হইয়াছে। সবুজ উদ্ভিদবিশেষ কচুরীপানা পরিচালনার কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ২০টি গ্রামের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া পরিদর্শন-শ্রমিক বোনা হইয়াছে। পল্লী-উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন্যায় চাপাইনগর ও নান্দুলাদিতে ২৩টি গ্রাম নিবুড়ান করিয়া লওয়া হইয়াছে :—

(১) বোরাণী, (২) গোপেনচর, (৩) কত্কা, (৪) ভোলাবাড়ী, (৫) পূর্ব আদ্যপাড়া, (৬) পশ্চিম আদ্যপাড়া, (৭) ধুগুয়া, (৮) মনিহার, (৯) জোতিগোপীনাথপুর, (১০) কুলাভাঙ্গা, (১১) কুলবাড়ী, (১২) বানাইল, (১৩) বড়াইল, (১৪) মণিকন্দ, (১৫) নতুনমনিহার, (১৬) গোবরা, (১৭) পাইকবাড়ী, (১৮) সোনাটেক, (১৯) বেগুয়া, (২০) দিয়ারকুল, (২১) কুশী, (২২) মীলকা এবং (২৩) গিরাডাঙ্গা। প্রত্যেকটি গ্রাম একজন ট্রেনিং-প্রাপ্ত অফিসারের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক অফিসারের অধীনে ৫ জন হইতে ১০ জন কর্মী ও প্রত্যেক কর্মীর অধীনে কতিপয় খেজুরসেবক আছে। এই ভাবে প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রতিদিন ২০০ হইতে ৩০০ খেজুরসেবক কাজ করিতেছে।

প্রত্যেক কেন্দ্রে অন্যান্য কাজের সহিত নিম্নলিখিত পরিকল্পনামতে কাজ হইতেছে :—

- (১) পল্লী-মজল এবং নারী-মজল (বাড় ও প্রস্তুতীকরণ) এবং বরফ সমিতি গঠন।
- (২) বরফদিগের শিক্ষা।
- (৩) কচুরীপানা পরিচালনা।
- (৪) আর্থিক অবস্থার বিবরণ সংগ্রহ।
- (৫) বালকদের প্রস্তুত করণ।
- (৬) পরিদর্শন তহবিল।

এই পরিকল্পনার মধ্যে যে সবুজ গ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির বিস্তারিত আর্থিক অবস্থার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। জেলা ব্যাঙ্কিট্টে এই মাসে যাদারীপুর হইতে একজন ট্রেনিং-প্রাপ্ত সার্কেল অফিসারকে এই বহুকুমা পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ট্রেনিং গ্রহণকারী অফিসার, কর্মী ও খেজুরসেবকদিগের সমুদে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন; একটি ভাববিজ্ঞান ও অপরটি ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে।

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর এখানে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি একটি জন-সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তাহার বক্তৃতা দিয়া এই পরিকল্পনার নীতি বিশ্লেষণ করেন।

করোমেনন হলে একটি জন-সভায় জেলা ব্যাঙ্কিট্টে সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন। ট্রেনিং গ্রহণকারী অফিসার ও কর্মীগণ তাঁহাকে যথোপযুক্ত সহায়তা করেন। কর্ম-পরিকল্পনা জেলা ব্যাঙ্কিট্টের সমুদে উপস্থিত করা হয় এবং কতক অফিসার তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। বক্তৃতা কাহ করা হইয়াছে, তাহাতে জেলা

ব্যাঙ্কিট্টে আদম প্রকাশ করেন ও পরিকল্পনার এক একটি বিষয় কার্যে পরিণত করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহের কার্য সম্পন্ন্যায় আদ্যপাড়া উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সমস্ত গ্রামে সম্পন্ন্যায় কাজের সুবিধার জন্য সময় সময় এই কমিটির সভা আহ্বান করা হয়। বহু ও বালকদিগের বিপুল জনতা উৎসাহের সহিত পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের সহায়তা করে। পারীক ব্যাচার ও নানাপ্রকারের কসরৎ প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

মুন্সীপাল—

বিগত ২৩শে আগষ্ট হইতে ৩১শে আগষ্ট তারিখ পর্যন্ত মুন্সীপাল সমস্ত বহুকুমা কচুরীপানা সমুদে উৎসাহিত করা হইয়াছিল। সমস্ত বহুকুমা ব্যাঙ্কিট্টে সার্কেল অফিসারদিগের সহযোগিতায় পূর্বেই বিস্তারিত পরিকল্পনা স্থির করেন এবং প্রত্যেক থানার অফিসে একজন ডায়রাষ্ট্র লোকের অধীনে পল্লী-উন্নয়ন সমিতি, খেজুরসেবক দল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বাল, নিল ও পুত্রবিশী কচুরীপানা পরিচালনা করে। এই ব্যবস্থা খুবই সাক্ষর্যমণ্ডিত হইয়াছে।



গুটেনের আন্তরিক-বাহিনী

বুটেনের চতুর্দশ উপকূলবর্তী বাহিনীর বেশ কমানের ষাটি নিশ্চয় করা হইয়াছে, তাহার একটি দৃশ্য।

সম্রাতি জেলা ব্যাঙ্কিট্টে "বেগম কুটির" সমস্ত বহুকুমা পল্লী-উন্নয়ন ট্রেনিং ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। কানিহাওয়ারের রাজা কলারজন রায় এই "বেগম কুটির" ট্রেনিং ক্যাম্পের অন্য বিদ্যমান এবং উদ্ভূত কৌন ডাক্তার দিতে হইবে না। বহুকুমা ব্যাঙ্কিট্টে সভাপতি ও সার্কেল অফিসারদিগকে সেক্রেটারী করিয়া একটি পল্লী-পালী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। বক্তৃতা ও কার্যের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়। ২৫টি ইউনিয়ন হইতে ২৫ জন খেজুরসেবক এই ট্রেনিং ক্যাম্পে বোধদান করিয়াছে। জেলা ব্যাঙ্কিট্টে বান বাহাদুর মোহাম্মদ হাফুজ, জেলা বোর্ডের ডাইন-সেকারম্যান বান বাহাদুর ই. হক, সার্কেল অফিসারগণ ও অন্যান্য উপস্থিত ভ্রম মহোদয় বক্তৃতা প্রদান করিয়া খেজুরসেবক দলকে বুঝাইয়া যেন যে জেলার সমস্ত পল্লীতে যেখানে অজানতা ও অন্ধকার বিদ্যমান সেখানে খেজুরসেবক দলকে কি ভাবে কোন রকমের কাজ করিতে হইবে। বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারিগণও বোঝান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে জেলার পরীক্ষক সঞ্চালককারী অফিসার

পারীক ব্যাচার পরিদর্শন করেন ও বহুকুমা প্রদান করেন। জেলা অফিসার: এইচ, জামাঈ, আই, সি, এম, পলি, সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি: কার্ভিল, আই, সি, এলিভিউটিভ ইন্সপেক্টর মি: এম, গুপ্ত, আই, এফ, এম; সমস্ত বহুকুমা ব্যাঙ্কিট্টে মি: এম, বোস, জেলা বোর্ডের ডাইন-সেকারম্যান বান বাহাদুর হক, জেলার কৃষি-কর্মচারী, জেলার ফুসসবহের ইন্সপেক্টর, পত-পালন কর্মচারী, ডিট্রি ইন্সপেক্টর, কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর, ডিট্রি হেলথ অফিসার, সমস্ত হাসপাতালের এসিট্যান্ট সার্জন ডা: বোহাকক বেকতুজা, মুইজান সার্কেল অফিসার, পরীক চর্চা সঞ্চালককারী কর্মচারী ও অন্যান্য ভ্রমমহোদয়গণ বারাবাহিকরূপে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন বিষয়ে, বহা পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগণ, ডায় ডিজান, পল্লী-উন্নয়নের পত্র, বরফদিগের শিক্ষা, পল্লী-বাহ্যের উন্নতি বিধান, পরীক চর্চা, কৃষির উন্নতি, পত-পালন, নবনীর উন্নতি, পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা, সমস্ত ব্যাচ ও ক্রম-বিক্রম, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ, সাপারিক অধিকার ও পারিষ, মুখ-প্রচেষ্টা ও মুখের উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে বারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

কর্মীদিগকে বাতবকেতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী জামাঈ ও জামাঈগণ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহার কতিপয় কচুরীপানা পরিচালনা করিয়াছে, জলন কাটিয়াছে, দুইটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করিয়াছে। এই কেন্দ্রের বার নিম্নোক্তের জন্য সময়ের ও বক:সনের অনেক উল্লেখ্য টাকা ও জিনিষাদি দান সাহায্য করিয়াছেন।

গাজপাঠী (সংগ্রহ)।—

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে মোহনপুর, বাঘারা ও হাসবী-পুরে ও গোপালকাপীতে চারটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে ৩০০ জনগণ হইতে ১,৫০০ পর্ব পর্যন্ত লোক সমাগন হইয়াছিল। পল্লী-উন্নয়ন ও বরফদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে এই সভা হইয়াছিল, বহুকুমা ব্যাঙ্কিট্টে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বাঘারার সভায় এখানে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সভাস্থলে ২০৬ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয় এবং ৭০০ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল। গনিপুর ইউনিয়নের হাসবীপুর অত্যন্ত অনুদ্রুত স্থান, সেখানে শুধু কচুরী চেষ্টার একটি সর্গোদারদের পাঠাধ্যাপ স্থাপিত হইয়াছে। গুপ্ত-সেন্টের প্রথম সাহায্য দান পত বৎসর যে সমস্ত বেলার ষাঠি প্রস্তুত করা হইয়াছে, অকস্মাতঃ নিষেধের বাধ্যগুণ্ডির জন্য এই সব বাস্তব সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছে। পল্লী অফিসে বরফদিগের নৈশ-বিদ্যালয়-গুলিতে বেশ ভাল কাজ হইতেছে। যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রতিদুল অবস্থার তিত্ত দিয়াই এই সব উদ্ভূতসূচক কাজ হইতেছে।

জলপাইগুড়ি—

৪ জন বক্তা ও কবিকাজ পরীক-চর্চা ক্যাম্পের ৩৬টি ছাত্রের এবং বেলন বাক্ট কম সমিতির ১৪ জন সদস্য একত্রে এখানে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরীক-চর্চা ও আধুনিক ব্যাচার কৌশল ও বেল প্রদর্শন করেন। এই প্রদর্শনী দুই সন্ধ্যা-যুক্ত হইয়াছিল এবং অকস্মাতঃ উদ্যম বহু সময়ক অবধারণ করিয়াছে।

বাংলায় বহুকুমা স্থাপন সম্বন্ধে সম্রাতি গাজিদিগ হইতে কবিকাজ প্রদানবর্তন করিয়াছেন।

নাঃসো জার্মানীতে শ্রমিক-সমাজের ছন্দশা

[১ম পৃষ্ঠার শেবাংশ]

কুরে না। উচ্চতম কর্তৃপক্ষ ইচ্ছানুসারে যে কোন ব্যক্তিকে সমস্যার দ্বারা চাপাটানো হয়। উপরে পদগুলি খুব বেশি পরিমাণে। শ্রমিকদের কঠোর জীবন অর্থ উত্তরা যে বেশ আবেগ প্রবোধ করিয়া বেড়ায়, আমরা ইচ্ছা করবারও আশ্রিত পারি না। শ্রমিক ক্রান্তের সর্বশ্রমের দ্বারা তাঃ লে-র ব্যক্তিগত কার্যাবলী সম্পর্কে আমরা কিছু বলিতে চাই না।

তথাকথিত শ্রমিক ক্রান্তের দেড়কোটিটারের জন্য বালিন চাচার-গার্টেনে যে বাড়ীটি পড়া হইয়াছে, উহা পড়াশ্রম জসজিত। উহার সম্বন্ধে-প্রকৃষ্টটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেয়। তাঃ লে-র জন্য একটি নিম্নোক্ত ব্যবস্থাও তথায় বহিরাছে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের থাকার জন্য তথায় প্রস্তুত ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নের মাসুলী অফিস ভবনকে ইচ্ছা এক সময় "বাক্সপাশ" নামে অভিহিত করিয়া যথেষ্ট নিশা করিয়া বেড়াইতেন, ঠাণ্ডারাই একপে উচ্চ শ্রমের অটো-নিকার দ্বিবি আবারে বাস করেন। পতকরা একটি নিম্নিত হারে শ্রমিকদিগকে টাকা আদায় করিতে হয়। সমগ্র জার্মানীতে ২ কোটি শ্রমিক কল-কারখানার কাজ করে। উহাদের প্রত্যেককে যদি মাসে ২ বাইবমার্ক টাকা দেয়, তাহা হইলে মাসিক ৪০,০০০,০০০; সুতরাং বার্ষিক ৪৮০,০০০,০০০ বাইবমার্ক টাকা সংগৃহীত হয়। এ বিপুল অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হয়, তাহা দেখান চর না; তবু মোট সংখ্যাটা প্রকাশ করা হয়। মোট সংখ্যা দেখিয়া কিছুই নির্ণয় করা যায় না। উক্ত অর্থ "বাক্স অর জার্মান দেবার"এ (জার্মান শ্রমিক বাক্স) পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাক্স অর্থ নিজের কারবারে ব্যাতি। এই তহবিলের অর্থ হইতে কিছুটা তাঃ লে পিলপুল মোটর কানখানা নির্মাণে ব্যয় করিয়া থাকেন; কারণ মোটর পাড়ী ডেলিভারী সেওয়ার পূর্বে ক্রেতাদের ব্যক্তিগত নিকট হইতে ক্রিয়ারে যে অর্থ পাওয়া যায়, উহা যাহা কারখানার ব্যয় সঙ্কলন হয় না।

নিম্নোক্ত প্রকার বিলোপসংগন

"বিশুদ্ধ বৃষপাত্র" নামে অভিহিত অর্থ এককল লোকের হারকণ্ডে "শ্রমিক শ্রুট" কারখানাসমূহের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। "বিশুদ্ধ কন্ডিসন" ইচ্ছার কার্যে সাহায্য করে। প্রচলিত নিয়ম কানুন অনুসারে প্রতি বৎসর শ্রমিক সমস্যার হইতে উচ্চ কন্ডিসনের সমস্যা ও বৃষপাত্র মনোনিীত হয়। ৪ বৎসর পূর্বে সর্বশ্রম নিবৃচন হইয়া গিয়াছে। সে নিবৃচনে শ্রমিক ক্রান্তের মনোনিীত বহু ব্যক্তি "বৃষপাত্র" হইতে পারে নাই। নিবৃচিতি ব্যক্তিগত কর্তৃপক্ষের সর্বশ্রম লাভ করিতে পারিলেন না; কাজেই প্রাক্তন সমস্যারাই পুনঃনির্ভোগ লাভ করে। কারখানার শ্রমিকদের বিবৃদ্ধ মনোভাবের সমস্যার পাইয়া গড়ম্বংট একপে সমস্যা নিবৃচনের জন্য সজ্ঞা আজ্ঞান করিতে সাহস পাইতেছেন না। বাইবমার্কের ডেপুটি নিবৃচনের সমস্যা কোন্ ডেপুটি কন্ড ডোটারিকা লাভ করিবেন, তাহা যেমন পূর্বেই নিম্নিত করিয়া দেওয়া হয়, কারখানার নিবৃচনে সে ডাবে ডোটার গোদরাল করিয়া দেওয়ার সুযোগ গড়ম্বং-মেন্টের নাই। শ্রমিক সমস্যার সে-রকমের কোন জাম জুরাটরি পরবাহ করিবেন না; কাজেই নিবৃচনও হইতেছে না। কোন "বৃষপাত্র" যদি পদত্যাগ করে, তাহা হইলে শ্রমিক শ্রুট সে-রকম অন্য লোক নিবৃদ্ধ করিয়া থাকে।

এও সব ব্যবস্থারও কর্তৃপক্ষের সমস্যাসংগন হয় নাই। উপরোক্ত বিশুদ্ধ কন্ডিসন ও বিশুদ্ধ বৃষপাত্র বাড়ীতে

ঠাণ্ডা "শ্রমিক বাড়ী" এবং "শ্রমিক বেড়া"র দৃষ্ট করিয়াছেন। এইভাবে ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সব ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব জার্মানীতে জেলা হইয়াছে। শ্রমিক ও মালিক উভয়কে কড়া নজরে রাখা হয়। বিশুদ্ধ "বৃষপাত্র"রা মিরনিতভাবে শ্রমিক শ্রুটের নিকট রিপোর্ট পাঠাইয়া থাকে। অত্যাচার মাসুলী এমন কি ব্যক্তিগত ব্যাপারকে ভিত্তি করিয়া উচ্চ রিপোর্ট রচিত হয়। এক কথায় শ্রমিকরা মনের দানে পরিশ্রম হইয়াছে এবং মাসের শ্রমল মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে অবস্থায় থাকিতে বাধ্য।

জার্মান শ্রমের

বর্তমানে জার্মানীতে বেকার সমস্যা না থাকিলেও পূর্বে হারে এমনও শ্রমিকদের নিকট হইতে বেকার ইন্সিওরেন্সের টাকা আদায় করা হইতেছে। ইচ্ছা জার্মানীর একটি বড় কলেক্টরী। টাকার অর্ধেকটা মালিক এবং অপর অর্ধেকটা শ্রমিকদিগকে দিতে হয়। ইহার সামান্য একটি অংশ মাত্র হরত বেকার শ্রমিকদের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে, বাকীবাণীটা বণসজ্ঞার ও গৃহনির্মাণ কার্যেই খরচ হয়। এই হিসাবে ইচ্ছাকে একটি অতিরিক্ত টাকার বলা যায় এবং আদায়কৃত অর্থ সৈন্যবাহিনী ও উচ্চ পদস্থ বিলাসী সরকারী কর্মচারী-গণের জোগ বিনাসেই উড়িয়া যায়। জার্মান শ্রমিকরা ইচ্ছা বেশ জানেন। যদি প্রকাশ্যে আলোচনা চলিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেককেই এইভাবে নিম্নোক্তিত হওয়ার বিবৃদ্ধে মতায়মান হইতে হইবে।

কিন্তু মালিক গোয়েরা: সমা-প্কাশিত একটি রিপোর্টে নিম্নোক্ত বর্ণে একটি সমস্যা উক্তি করিয়াছেন: "জার্মান শ্রমিকরা মনের আমলে নিজ নিজ কর্মস্থলে গমন করে। পিতৃভূমির জন্য তাহারা যে ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসি-তেছে, ইচ্ছা তাহারা বেশ উপলব্ধি করিতেছে।" ইচ্ছা সত্য নয়; কারণ তাহারা জানেন এমন গুটিকতক লোকের জন্য কাজ করিয়া বাইতেছে, অন্যতা হাতে রাখার জন্য যাচায়া যে কোন কাজ করিতে সজ্ঞাচ বোধ করিলে না।

প্রাক্তন ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদিগকে সামাজিক ও অন্যান্য ব্যাপারে যে সাহায্য প্রদান করিত, প্রচলিত ব্যবস্থার উহার কোন অস্তিত্ব নাই। শ্রমিক শ্রুটের কাজ উহার অস্তিত্বের মধ্যেই শেষ হইয়াছে। শ্রমিকদের কাজ ও মালিক সম্পর্কিত ব্যাপারে উহার কোন হাত নাই। লেবার ট্রাষ্ট সমগ্র রাষ্ট্রে এ সকল ব্যাপারে সর্বশ্রম। ইচ্ছা একটি বড় সমস্যা। বক্তৃতা সংগ্রহ বিবোবে ইচ্ছা আপোষ নিম্নতির কোন কথাবাণী না বলিয়াই এক পক্ষের বক্তব্যের উপর নিজের সিদ্ধান্ত দিয়া ফেলে। শ্রমিক বহী সজ্ঞার প্রবোধ্য জার্মান সেক্রেটারী একপে সরকারী কর্মচারী। তিনি এককালে মালিকদের আইন পরামর্শ-দাতা ছিলেন, একমাত্র প্রায় শ্রমিকদের মায়নসজ্ঞা দাবী-লাওগাঙলিও অগ্রাহ্য হইয়া যায়। বাহিনা বুদ্ধি নিম্নিত এবং বর্ধিত বৈশেষ্যবিত্তা বলিয়া বোধনা করা হইয়াছে। মালিকরা মনে মনে একমাত্র খুব আস্থামিত; কিন্তু এ পথ জার্মানিকে কোথায় লইয়া বাইতেছে, তাহারা ইচ্ছা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। বাহায়া সচেতন, জাহায়া কিন্তু অন্য বড় শ্রেণের করিয়া থাকে।

কোন বিরাট রাষ্ট্রই যেমের অধিক সংখ্যক লোকের অনুগত অধিকাংশ পদবলিত করিয়া শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে না। মালিক দিগের জার্মান ট্রেড ইউনিয়নগুলি আবার সাফ টুটু করিয়া ধাক্কাইবে। মাসায়া অর্থকমে এবং অন্য সকলে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দাবাইয়া নিতে সাহায্য করিয়াছে, যে মালিকরাই একদিন উহাদের পুনরুৎপাদন করিলে। কিন্তু তখন হরত আর সব থাকিলে না।

বিশুদ্ধনক জীবনযাত্রা

সংবাদপত্রে প্রায় তাহারা দিবিয়া থাকে যে, বিশুদ্ধনক ভিত্তি দিয়া জীবন যাপন করা উচিত। হী, আমরা টিক সে-জীবনই যাপন করিতেছি। আমি বশব করিয়া বলিতে পারি, বর্তমান পানন ব্যবস্থার বিবৃদ্ধে আমি কিছুই করিতেছি না। ইহার বিবৃদ্ধে কি করা বাইতে পারে, তাহাও আমার জামা নাই। রাজনীতির কোন কিছু আমি বুঝিও না এবং উহার কোন সংশ্রব রাখার ইচ্ছাও আমার নাই। আমি শুধু ইচ্ছাই দেখিতে পাটিতেছি যে, মাসকবর্গ জমসাগরগণের অবস্থা বশ করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীন ও সংজ্ঞাবে জীবন যাপন করাই আমার ইচ্ছা, আমি বাহা চিত্তা করি ইচ্ছাই ব্যক্ত করা আমার উদ্দেশ্য। আমি আমি একমাত্র আমার মিল্লা করা চাইবে। হরত আমাকে পুনিশ ট্রেনে বাইতে বলা হইবে, প্রেক্তার, হাক্তাভব ও এমনভাবে নিবৃদ্ধি হইয়া বাইতে চাইবে যে, আর কখনও কিরিয়া আদায় প্রবোধ থাকিলে না। চাকুরী হইতে বহবাভব হইতে পারি, তাহা চাকুরীর বহিতে দিবিয়া দিবে—রাজনৈতিক কারণে আমাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তেমন অবস্থায় আমার ভাগ্য আর কোন চাকুরীই ভুটিবে না। যে-পর্যন্ত বাহাতামূলক শ্রম-সাধ্য কার্যের জন্য অন্যত্র প্রেরিত না হই, তদবধি আমাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে, দ্বিতীয় উপায় নাই।

ইচ্ছাই আমাদের জীবনযাত্রার নির্বৃত্ত চবি এবং ইচ্ছাতে বিখ্যার লেপমাত্র নাই। আমরা প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারি না। সমস্যার অধিকারে জনমানবপূন্য পদ থাকিয়া গড় প্রত্যাবর্তনকালে সময় সময় আমি বৈধা হারাইয়া ফেলি এবং ক্রন্দন করিতে থাকি। তখন যদি কাহার পদবল আমায় কানে পৌঁছে, তাহা হইলে আমি ওঠা-কোটে খুব ওঁজিয়া রাবি, পাছে রাষ্ট্রের লোক আমার ক্রন্দনের কারণ উপলব্ধি করিয়া ফেলে। আমি শুধু নিজের জন্য কীদি না, সকলের জন্য আমার কান্ধা আসে।

ইচ্ছাই জার্মান শ্রমিকদের বর্ধিত কার্মিনী। সমগ্র সমগ্র পোলিশ, চাচ, বেলজিয়ান, নরওয়েজিয়ান এবং ফরাসী শ্রমিকদেরও এই একই অবস্থা। কারণ হিটলার তাহাদিগকে বণসজ্ঞার প্রস্তুতের বিদ্যমহীন কার্যে নিবৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল দেশ হিটলারের পদবল হইবে, তাহাদের শ্রমিকদের ভাগ্যও ইচ্ছাই আছে।

নিয়মাবলী

বার্ষিক টাকা।—"বাহ্যার কথার" বার্ষিক টাকা ভিন্ন টাকা করিয়া নিম্নিত হইল। অর্ডারের সঙ্গেই টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাকাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং কখনই প্রাক্তন হওয়া বস্তিক না কেন, পূর্বে সংখ্যা হইতেই বর্ধ বন্ধনা করা হইবে। টাকার জন্য কাহারও নিকট ভি-বি প্রেরণ করা হইবে না। টাকার টাকা যদি-অর্ডারগণে "ইপারিগেটেন্ট, গড়ম্বংট প্রিকিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই টিকানার প্রেরণ করিতে হইবে এবং যদি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের টিকানা পরিভ্রমভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাহ্যার কথার" প্রকাশের জন্য ইচ্ছা হকমত না প্রকাশ্যে প্রেরণ করিবেন, ইচ্ছা অনুগ্রহপূর্বক কার্যের এক পূর্ণ পরিভ্রমভাবে লিখিয়া উচ্চ হকমত "সম্পাদক, বাহ্যার কথার"—রাষ্ট্রীয় নিম্নিত, কলিকাতা—টিকানার প্রেরণ করিবেন। কলকাতায় হরত কোন কখনই লেং দেওয়া হইবে না।

বঙ্গদেশে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

সর্বত্র বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার

জলপাইগুড়ি—

গত ২০শে সেপ্টেম্বর যে সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, সেই সময় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্যকরী সমিতির কোষাধ্যক্ষ মোট ৭৪৬৭/০ আনা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এপরাধ মোট ১০,৯৬৯৭/৫ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪০৩১১/০ আনা সেতি বেরী দ্রাব্যটি জাপানের জন্য পূরক করিয়া রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ১৮,৫২৪১/৫ ইট-ইতিয়া তহবিলে প্রদান করা হইয়াছে।

যুদ্ধ তহবিলে প্রদত্ত টীকা

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর যে সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, সেই সময় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্যকরী সমিতির আর্থনটিক কোষাধ্যক্ষ মোট ১৫৯৬৭/০ আনা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এপরাধ ১১,৩২৯১১/৫ পরমা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪০৩১১/০ সেতি বেরী দ্রাব্যটির বজীর মহিলা তহবিলের জন্য আদান করিয়া রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ১৯,০২৪১১/৫ ইট-ইতিয়া তহবিলে টীকা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

গত ১৮ই অক্টোবর যে সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, সেই সময় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ-কার্যকরী সমিতির আর্থনটিক কোষাধ্যক্ষ বজীর যুদ্ধ তহবিলের নিমিত্ত মোট ১,৭৮৪১/৫ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এপরাধ মোট ১১,৩০০৬৭/১০ পরমা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪১৫৬৭/০ সেতি বেরী দ্রাব্যটির বজীর মহিলা তহবিলের জন্য পূরক করিয়া রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এপরাধ ২৪,২৯৮১/১০ ইট-ইতিয়া তহবিলে টীকা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে। জলপাইগুড়ির ব্যাঙ্কসমূহ ডিফেন্স বণ্ডের নিম্নলিখিতরূপ বিক্রী সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছে:—

৬ বৎসরের জন্য পতকরা তিন টাকা সুদের বণ্ড— ১৫,৫১০৬৭/০।

লোনের যুদ্ধ ঠকুটে—৬০৮।

ডিয়ানা টরসা যুদ্ধ সাহ-কমিটির আর্থনটিক কোষাধ্যক্ষ বি: আর, সি, বজ্রমহারের মারক ১,২৬৪, টাকা পাওরা গিয়াছে।

ঢাকা—

সুদূর উত্তর সার্কেল অফিসারের সভাপতিত্বে সম্প্রতি কলিকাতা থানা যুদ্ধ-কমিটির একটি সভা হইয়াছে। উক্ত সভাতেই মোট ৪০৮ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই থানার অধুপত সালবানিরা ইউনিয়নের কাজ বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। বর্তমানে যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এবং এই সভাটুকুতে যে সাংগী অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার ব্যর্থতার কাহিনী বিশদরূপে বুঝাইয়া বিবিন বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। যে রাজকীর বিমান বাহিনী প্রকল্পকে কোনটাসা করিয়াছে তাঁহাদের অসুত পৌরোহ কণা বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক সভায় বিবৃত হইয়াছে। উপস্থিত গ্রামবাসিনসমূহে রাজকীর বিমান বাহিনীকে অধিকতর পরিশ্রমী করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উত্থাপনা পরিসংকিত হইয়াছে।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর যুদ্ধ সম্পর্কিত জাপানের সাহায্যার্থে কলিকাতা নাবিক দ্বায়ে একটি কুটিল ব্যাচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

বাণীর উক্ত ইয়ারকী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহ-বোনিজার সময় উক্তের সার্কেল অফিসার এই অনুষ্ঠানটি সংগঠন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে ১৭৪১০ আনার উক্তি প্রদত্ত হইয়াছিল।

লালমনি—

গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে লালমনি-এর ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহ ছাত্র ও শিক্ষকসমূহের নিকট হইতে বেক্সাপ্রবোধিতভাবে প্রদত্ত টীকা সংগ্রহ করিতেছে এবং লালমনি: জেলা যুদ্ধ তহবিলের সম্পাদকের নিকট জমা দিতেছে। একাধারে নিকট ও ছাত্রসমূহের পক্ষ হইতে বেশ সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

গত ১লা অক্টোবর জেলায় স্বাধা সম্পর্কিত ব্যাচাম সংগঠনকারী এবং লালমনি: বিটমিসিপ্যান বালকদের

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বি: কে. এম. বাইরের সহযোগিতায় লালমনি-এর বিদ্যালয়সমূহের জেলা-পরিচালক যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যার্থে ভারতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রসমূহের হাত বিড় গিয়েনা হলে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান সংগঠন করিয়াছিলেন। বাব বাহাদুর ডি. ই. আত্মীয় আনুসারে এই হল বিদ্যালয়ে জাপান পাওরা বিতরণ এবং ৪০০৬৭/৫ সংগৃহীত হওয়ার পর লালমনি: লয়েড ব্যাচের ম্যানেজার বি: এইচ. বি. বাবের মারক ৬৬৮৭/৫ লালমনি: জেলা-যুদ্ধ তহবিলের সেলেক্টারীর নিকট জমা দেওয়া হয়। এই ৪০০৬৭/৫ পরমা বহো ইট-ইতিয়া যুদ্ধ-তহবিলের জন্য ৩০৮ টাকা পূরক করিয়া রাখা হয় এবং ১৬০৬৭/৫ সাপারের পরমায়ে অবধিত ভারতীয় সৈন্যসমূহের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

ভারতকে শক্তিশালী করুন



ভারতীয় বিমান বাহিনী
গঠনে সহায়তা করুন

ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট—১০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা এবং ৫০০০ টাকা কুলো এই বণ্ড বিক্রীত হইতেছে। বণ্ড বৎসর পরে মোট ১০০ টাকার বণ্ড ১০৬৭/০ হিসাবে পরিণত—অতঃপর ৬০ মৌসিক বণ্ড দেওয়া হইবে—ইসকাল টাকার বিবর্তিত। এই সতির কোন কাগজেই বুল্যারি হইবে না। একজনে সর্বাধিক ৫০০০ টাকা কুলো বণ্ড গ্রহণ করিতে পারিবেন। নিকট-তর পোষ্ট অফিসে বা ডিয়ার্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসে আবেদন করুন।

যুদ্ধ বণ্ডসমূহের ডিফেন্স বণ্ড—১০০ টাকা এবং ইহার যে কোন ভবিষ্যৎ সাহায্য বিক্রীত হয়। ১৯৪৬ সালের ১লা আগস্ট তারিখে ১০০ টাকা হারে পরিণত। অতঃপর ৬০ হারে বণ্ড গ্রহণ হইবে। যে কোন ব্যক্তি বণ্ড টাকার ইচ্ছা এই বণ্ড গ্রহণ করিতে পারিবেন। ডিয়ার্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেসারীসমূহে আবেদন করুন।

যুদ্ধ বিক্রীত বণ্ড—১০০ টাকার বণ্ড যে কোন কুলো বণ্ড বিক্রীত হইবে। ডিফেন্স বণ্ড বৎসর পরে নির্দিষ্ট কুলো পরিণত—এক বৎসর পরে ডিফেন্স বণ্ডের মোটের পরিণত করা হইতে পারে। প্রাপ্তির পরোক্ষের ক্ষেত্রে যে কোন সময় নির্দিষ্ট কুলো পরিণত করা হইতে পারে। ডিয়ার্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেসারীসমূহে আবেদন করুন।

ভারতীয় বিমান-বাহিনী গঠন জাত ভারতীয়কে বিমান চালনায়ে সুশিক্ষিত করিতেছে। ডিফেন্স বণ্ড, ডিফেন্স ডিয়ার্টসে বিমান সঙ্গরহায়ে ১০০০ টাকা বণ্ড। ভারতীয় এবং আপন-এর নিজের পুত্রসমূহ উক্ত প্রযোজনায় যুদ্ধ বিজ্ঞানে আরো বেশী সুশিক্ষিত লোক, আরো বেশী ট্যাঙ্ক, আরো বেশী বিমান এবং আরো বেশী মেরিন পান।

ডিফেন্স বণ্ড, ডিফেন্স আপনি নিরাপত্তা ও লাভসাধনে পথে টাকা খাটিবার সুযোগ লাভ করিবেন। গভর্ণমেন্ট এবং দেশের সাংসদীয় বিধ-সম্মতি দ্বারা পুর্নপোষিত এই লব্ধি কোন কাগজেই বুল্য হ্রাস করিয়া সঞ্চার নহে।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স বণ্ড ক্রয় করুন

ইটালীয়ান বাহিনী কর্তৃক গ্রীস আক্রমণ

[৫ম পৃষ্ঠার ছের]

অবশ্যই নহেন। অপর দিকে মিউনিস্টার-টাইমসের বোম্ব 'সংবাদপত্র' জানাইতেছেন যে, তখন বিবেচনাপূর্বক ফ্রান্সের সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী ইটালীর পর্বত-সঙ্কুলে আটক রাখা হইয়াছে। শীঘ্র বাহিনী হাটাইতেছেন বলিয়া শুভব বিবেচিত। অপর দিকে বৈদেশিক সংবাদমাধ্যগে যাহাও বিবেচনাপূর্বক অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন ভাষ্য-কথনা না করে, তত্বত্যা নূতন নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। য: লাভাল প্যারিস হইতে তিনি অভিব্যক্তি যাত্রা করিয়াছেন। ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত সংবাদ জানা যায় যে, ফরাসী রাজতন্ত্র যেমনি যে সাংবাদিকগণকে বলিয়াছেন যে, আত্মপক্ষীয় পক্ষ হইয়া ফ্রান্স যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তিনিতে অবস্থিত ফরাসী সরকারের জটিল সুশাসন বলেন যে, বৃটেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সংবাদ নিতান্তই হাস্যকর।

১। সের প্রান্ত ইটালী-মুসোলিনীর স্তম্ভ

উল্লেখ্যকৃত নামক সংবাদপত্র 'লান্স' হইতে সংবাদ পাওয়াইতেছে যে, ইটালী-জাৰ্মানী সম্প্রতি তিনি সরকারের নিকট নিম্নলিখিত পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন। তৎসং-সাথে ফ্রান্সকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আপন উপনিবেশ বিস্তার করিতে হইবে—

- (১) আলবেন কোরেশ—জাৰ্মানী।
 - (২) মার্স—ইটালী।
 - (৩) টিউনিজ—ফ্রান্স এবং ইটালীর মধ্যে সমবন্টন।
 - (৪) আলজিরিয়া—ফ্রান্স।
 - (৫) মরক্কোর উত্তরাংশ—ফ্রান্স।
 - (৬) আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশের অবশিষ্টাংশ ফ্রান্স, জাৰ্মানী ও ইটালী সমবন্টিতভাবে লান্স ও পোষণ করিবে।
 - (৭) ফরাসী-ইম্পেরিয়াল—জাৰ্মানী।
 - (৮) ভূবাসাধার ফরাসী নৌ-বহর এবং উত্তর আফ্রিকার ফরাসী বিমানবাহিনীকে বৃটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত করার জন্য ইটালী-জাৰ্মানীর হাতে বিতে হইবে।
 - (৯) এই সকল পুস্তক গৃহীত হইলে জাৰ্মানী ফ্রান্সের অবিকৃত অঞ্চল হইতে সরিয়া যাইবে। কেবলমাত্র টিউনিজ চ্যানেলের তীরবর্তী অঞ্চল সকল ফ্রান্সীয়সমূহ হইতে অবরুদ্ধ করিয়া বাগের শেরে যথা নিম্ন বেলজিয়াম সীমান্ত এবং সোনি নদী পর্যন্ত তথাকথিত অবরুদ্ধ অঞ্চল জাৰ্মানীর হাতে থাকিবে।
- পূর্বেই পুস্তকসমূহ তিনি সরকারের সমস্ত উপস্থিত করা হইলে তাহারা এক বিশেষ বৈঠকে বিবেচনা করিয়া দেখেন। তৎকাল বাকবিত্তপ্রাণ পর অবস্থানে সতাই এ পুস্তক গৃহীত করিয়া যেন। যখন লি 'পেঁতা', ফ্রান্সের ওয়েগা এবং অপরাধ কয়েকজন বহী পুস্তকের বিরোধিতা করেন।

ইটালী ও জাৰ্মানীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টি সংস্কার ভঙ্গ

ইটালী-জাৰ্মানী যে সকল দাবী জানাইয়াছে, সেগুলি যদি গৃহীত হয়, তবে ফরাসী উপনিবেশসমূহকে ফ্রান্সের বা পক্ষ হইতে বাহ্যিক হইবে না, একথা চিন্তা করিয়া পুস্তক গৃহীতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। য: লাভাল, য: বোকা, এডমিটাল ডাবলন দাবী জানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সকল দাবী গৃহীত করিয়া নিম্নলিখিত য: লাভাল পুস্তকের পরিচয় হইয়া যতমান জাৰ্মান-ফ্রান্সের আশঙ্ক করিয়াছেন। বোকা করা হইয়াছে যে, যখন লি 'পেঁতা' এবং লাভালর যথো বিরোধিতা চব্ব হইয়া উঠিয়াছে। য: লাভাল নূতন পুস্তকের ভিত্তিতে বিচার এবং বিবেচনাপূর্বক সহিত

আলোচনা চালাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই অবস্থার ফ্রান্সের ওয়েগার উত্তর আফ্রিকা যতনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। যে কোনরূপ আক্রমণই হউক, ফ্রান্স সাত্ত্বিক হকার পুস্তক-সংকল বলিয়া তিনি হইতে যে বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে, ফ্রান্সের ওয়েগার সরকারের সহিতও তাহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

ইটালী কর্তৃক গ্রীস আক্রমণ

গ্রীক সেনাপতিবৃন্দের এণ্ডেজারে বলা হইয়াছে, ২৮শে অক্টোবর সকাল ৫টা ৩০ মিনিটের সময় ইটালীজান সৈন্যসল গ্রীক-আলবেনিয়ান সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। গ্রীক সৈন্যসল আপন এলাকা হকার জন্য যুদ্ধ করিতেছে।

ইটালী চরমপন্থ প্রত্যাখ্যান

ফ্রান্স-ব্রেভিয়ে সরকারী জার্মান সংবাদ সরবরাহ এজেন্সী কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া জানাইতেছে যে, ইটালীজান সৈন্যসল ভোর ৪টার সময় গ্রীস সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

জাৰ্মান সংবাদ সরবরাহ এজেন্সী আরও ঘোষণা করিতেছে যে, গ্রীস ইটালীর চরমপন্থ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। প্রত্যাখ্যান হইলে ইটালীজান সৈন্যসল ভোর ৪টার সীমান্ত অতিক্রম করিবে, চরমপন্থে এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

লক্ষ্য লিপের নিকট নৌ-যুদ্ধ

প্রকাশ, লক্ষ্য লিপের নিকটে ইতিপূর্বেই গ্রীক ও ইটালীজান নৌ-বহরের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রীক প্রবাস-মন্ত্রী ফ্রান্সের ঘোষণা

গ্রীক প্রবাস-মন্ত্রী ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন ২৮শে অক্টোবর সকালে ঘোষণা করিয়াছেন—“গ্রীস আমরম সংগ্রাম করিবে।”

গ্রীক প্রবাস-মন্ত্রী ফ্রান্সের প্রধান সৈন্যবাহকের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন।

গ্রীক প্রবাস-মন্ত্রীর আশঙ্ক

ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন এক ঘোষণাবাহিনীতে বলেন—“আমাদের নিষ্পেক্ষতা সম্বন্ধে ইটালি আমাদের স্বাধীন জাতিবিশেষ বাস করার অবিকার প্রমাণে সম্মত নয়। ইটালীজান স্তম্ভ কর্তৃক অঞ্চল পুস্তক-পত্রের জন্য দাবী উপস্থাপন করিয়াছেন। যে দাবী উপস্থাপন করা হইয়াছে এবং যেভাবে উদা উপস্থাপন করা হইয়াছে, তাহা আমি গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সান্নিধ্য বলিয়াই মনে করিতেছি।”

অতীতে গ্রীক জাতি যেভাবে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, তাহার মহাশয় রক্ষা করিবার জন্য ঘোষণাবাহিনীর উপস্থানে সকলের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

গ্রীস রাজ্য ভাঙের ঘোষণাবাহিনী

গ্রীসের রাজ্য ভাঙ এক ঘোষণাবাহিনীতে বলিয়াছেন—“কিছুপ অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে যে যুদ্ধ করিতে হইতেছে, তাহা প্রবাসমন্ত্রী আপনাদিগকে ইতিপূর্বেই জানাইয়াছেন। প্রত্যেক গ্রীক যে পথ পর্যন্ত কর্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিবে, সে সম্বন্ধে আমি দ্বিধা-নিশ্চিত। জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ-পরিচালনের জন্য সমগ্র জাতি প্রস্তুত হইয়াছে।”

বৃটিশ জাতিসংঘ সভাপতি ক হলে

গ্রীসের বৃটিশ স্তম্ভ লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী ইটালীর আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রীসের আত্মরক্ষার জটিল বসানস্বরূপ স্তম্ভ প্রকার সূচনা করিবে বলিয়া ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন সৈন্যসল প্রকাশ করিয়াছেন।

ফ্রান্সের বৃটিশ জাতিসংঘ সভাপতি

ফ্রান্সের সামুদ্রিক সীমানার বৃটিশ নাবিকদের 'এক' বৃটিশ জাতিসংঘের যে সকল জাহাজ রক্ষিত, তাহাদের প্রয়োজনীয় ফ্রান্সের সরকার একটি নূতন আদেশ জারী করিয়া সেগুলির নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করিয়াছে। এই সকল জাহাজকে উদ্ভাঙ্গা এডমিন স্ট্রিলা ও মালেনার আটক রাবিয়াছিলেন এবং নিজেদের সামরিক কার্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সেগুলি জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

আদেশ-পত্রে বলা হইয়াছে যে, ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন জাহাজ হইয়াছে এবং কোন জাহাজ যদি বিদেশী কর্তৃপক্ষ অপসারণ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে বিপুলসংখ্যকতার অভিযোগে গুরুত্ব দেওয়া হইবে।

ভূবাসাধার বৃটিশ নৌ-বাহিনীর সাক্ষাৎ

ভূবাসাধার বৃটিশ নৌ-বহর রাজকীয় 'বিনান-বাহিনীর' সহযোগিতায় দ্বি-বারাধির পূর্ণবহী উপকলের নিকটে মিসর ইটালীর সৈন্যদের জাতিসংঘ উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাজকীয় বিনানবাহিনী দ্বিবারাধি ইটালীর বাহিনী তৎসংক্রমে উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। ফলে নৌ-সেনা নিবাসের ইমারতগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এরিভিয়া ও ইটালীর পূর্ণ-আফ্রিকার সাক্ষ্যের সহিত পর্যবেক্ষণ কার্য চালান হইয়াছিল।

১। জাতিসংঘ বিমান সিলেক্স

বিনান-সচিবের পক্ষের হইতে প্রাপ্ত এণ্ডেজারে প্রকাশ, ২৮শে অক্টোবর রাতে ইংলণ্ডের উপরে শত্রু বিমানের আক্রমণের তীব্রতা অনেক হ্রাস পায়। লণ্ডন নগরের উপরে আক্রমণ আরও কম হইয়াছিল। রাত্রির পূর্ণ-ভাগে উত্তর-পশ্চিম ইংলণ্ড ও মিডল্যান্ডের উপরেই প্রধানত: আক্রমণ চলিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে ও দক্ষিণ ওয়েস্ট-এ বহু সংখ্যক বোমা বর্ষিত হইয়াছিল। মাদ্রাসাইড ও মিডল্যান্ডের একটি পন্থে কিছু কিছু ক্ষতি হয় ও কয়েকজনে আহত লাগে কিন্তু হতাহতের সংখ্যা খুবই অল্প। ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে, সাধারণত: বাসগৃহগুলিই অতিশয় হয়। মাত্র উত্তর-পশ্চিম ইংলণ্ডের কতিপয় লোক নিহত হয়। আহতের সংখ্যাও অধিক নহে। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, রাত্রির বিনান যুদ্ধ ১০ খণ্ডা নষ্টবিনান ধ্বংস হইয়াছে।

ভিত্তি নীতি কি আক্রমণ হইবে?

জরিখের রাজনৈতিক মতল মনে করেন যে, পেট্র-বিটনার-চুক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার পর শীঘ্রই জাতিসংঘের নূতন একটা সামরিক অভিযানে ব্রুটী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইটালীজান সংবাদপত্রগুলি পূর্ণ-ভূবাসাধারে আগুন একটা সংগ্রামের উদ্বোধনী করিয়া উপরোক্ত অনুমানের সমর্থন করিতেছে। সুইসকা যো-পুলি-তাবেই এইরূপ মতকা করিতেছে যে, সম্ভবত: জিওলিটার ইহার পরে এ্যাকসিস পল্লিগণ কর্তৃক আক্রমণ হইবে।

বৃটিশ রাজ্যবাহী জাহাজ নিবন্ধিত

বৃটিশ নৌ-বহর কর্তৃক ২৮শে অক্টোবর ঘোষণা করিয়াছেন যে, নরপক্ষের আক্রমণের ফলে ব্রিটিশ রাজ্য-বাহী জাহাজ "এন্ড্রুস অব ব্রিটেন" (৪২ হাজার টন) বিধ্বস্ত হইয়াছে। জাহাজে আনুমানিক ৬৪০ জন ব্রুটী ছিল। বৃটিশ বণতরীসমূহ উদ্ভাঙ্গের মধ্যে ৫৯৬ জনকে এপর্যন্ত উদ্ধার করিয়াছে। হতাবশিষ্ট লোকদের মধ্যে কয়েকজন সৈন্য এবং সৈন্যদের পরিবারসংগ আছে।

শের সংবাদ

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ,—গ্রীকদের সাহায্যার্থে বৃটিশ নৌ-বাহিনী অবিলম্বে প্রস্তুত হইয়াছে এবং এথেন্স ও ককোবীপের নিকটে ব্রিটিশ বণতরী সমূহ পৌছিয়াছে। প্রথম আক্রমণে ইটালীজানগণ কর্তৃকটা অগ্নিসং হইলেও শেষ পর্যন্ত জাহাজগকে বিশেষ বাধা পাইতে হইয়াছে এবং প্রকাশ,—ইটালীজান অগ্নিবর্তী বাহিনীকে পেট্রলিয়ামের পাত্র করিয়া গ্রীক-বাহিনী একপাশে আত্মরক্ষার ভিত্তিতে অনেকদূর পর্যন্ত আগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

ফসলাদির রোগ ও তাহার প্রতিকার

চাষী সমাজের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

আকের পোকা

পাকা বাজরা।—এই বাজরা ও বাজরার প্রজাপতি মতলা। গ্রী-প্রজাপতি আকের নিম্নদিকে গাল করিয়া ডিম পাড়ে। এক একটি পাতাতে ২০টি পর্যন্ত ডিম থাকিতে পারে। ডিমের গালা পচাওতাদের কটা হরের গোবে ঢাকা থাকে। একটি প্রজাপতি এইরূপ অনেকগুলি ডিমের গালা দিয়া থাকে। ডিম হইতে কীড়া-কুটিয়া পাতার নিম্নে ডিমের দিয়া আকের ডগার চুকিয়া বাইতে থাকে। ইহাতে ডগা শুকাইয়া যায়। ২১-২২ দিন এইরূপ বাইয়া প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা হয়। জারপত পুতলী অবস্থায় ১০/১২ দিন থাকিয়া প্রজাপতিরূপে বাহির হয়।

প্রতিকার।—(১) ডিমের গালা সংগ্রহ করিয়া কেবোদিন তৈল অথবা মাটিতে পুতিয়া রাখিলে ডিম নষ্ট হইয়া যাইবে।

(২) আক্রান্ত পাতগুলি কাটিয়া গরুকে বাওরাইয়া দিলে অথবা পোড়াইয়া ফেলিলে ভাল হয়।

মরলা হরের বাজরা।—এই বাজরার প্রজাপতি মতলা হরের। ইহা গা ডিমের বেলায় লুকাইয়া থাকে ও মাটিতে উড়িয়া বেড়ায়। গ্রী-প্রজাপতি পাতার নিম্নদিকে সারি সারি করিয়া একটির পর আর একটি টাঙ্গির মত সাতাইয়া ডিমের গালা দেয়। এক একটি পাতাতে ১৭০টি পর্যন্ত ডিম থাকিতে পারে। একটি গ্রী-প্রজাপতি এইরূপ অনেকগুলি ডিমের গালা দিয়া থাকে। ডিমের গালা হইতে ছোট কীড়া কুটিয়া ডগার নিম্নদিকে বাইতে ডিমের চুকিয়া ফুটর করিয়া বাইতে থাকে। একটি আক্রান্ত আকে ১৫০ পর্যন্ত ছোট কীড়া থাকিতে পারে। প্রায় দুই সপ্তাহ একত্রে থাকার পর ইহারা বাহির হইয়া জমাদান্য আকে চলিয়া যায় ও কাণ্ডের উপরিতানে ছিঁড় করিয়া ডিমের চুকে। সেবান হইতে আবার জমা আকে চলিয়া যায়। এইরূপে একটি বাজরা অনেকগুলি আক নষ্ট করিয়া থাকে। এই বাজরা আক্রান্ত আক পাছগুলির ডগার পাতা শুকাইয়া যায়।

প্রতিকার।—গালা বাজরার অনবস্থ।

আখের পাতার পোষক পোকা (পাইরিল্লা)।—পাইরিল্লার পোষক বা শুকনা বাজরার মত। ইহাদের পাকার পিছনদিকে সালা অথবা সালা হরের অনেকগুলি কোটা থাকে। যুব লম্বা হরের মত। এই শুক দিয়া পাতার রস চুষিয়া যায়। প্রায় দুইতে কাটিক রস পর্যন্ত ইহাদিগকে পুৰ বেশী পরিমাণ পাতার বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। পাতার একটু নাড়া লাগিলেই ইহারা ব্যালালাকি করিয়া উড়িয়া যায়।

গ্রী পাইরিল্লা আকের পাতার নিম্নদিকে সারি সারি করিয়া ডিম পাড়ে। ডিমগুলি পিছনদিকের ত্রোণের মত সালা সেরে ঢাকিয়া রাখে। ইহাদের ডিম কুটিয়া কীড়া হয় যা "নিমপু" বাহির হয়। "নিমপুকে" বাজরাধী জেলার "বুন্দী" বলে। বুন্দীর পিছনদিকে দুইদিকে দুইটি সালা সেরের মত আছে। এই সের দুইটির সাহায্যে ইহাদিগের লাকটিতে সুরিধা হয়। ক্রমে এই সের বসিয়া পরে ও পাইরিল্লার পরিণত হয়।

প্রতিকার।—(১) ডিমের কলা সালা সেধিতে পাইয়ে পোড়াইয়া ফেলা। যদি ডিমগুলি কাল বা বীল হরের সেধিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাদিগকে সাধারণ কুটিয়া আক কেত হইতে ২৫ বর্ষ করে রাখিলে

ডিম হইতে ছোট ছোট পরতোলী পতক বাহির হইয়া উড়িয়া কেত চলিয়া আসিবে। এই পতকগুলি আবার জমাদান্য ডিম নষ্ট করিবে ও পোষক পোকের বৃদ্ধি কর হইবে।

বিকৃত বিবরণ।—বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ১৯৩৪ সনের বুলেটিন নং ১ হইয়া।

বাং-র উকণী, ডাক, বাণ বা পোড়ু মতা রোগ

এই রোগের কারণ একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র কৃমি, যাহা অনুবীক্ষণ হরের সাহায্যে বাতীত দেখা যায় না। সাধারণতঃ বাইন করা জলে-ডুকা যাহেই এই রোগের উপস্থাপন ঘটে। কখন কখন বোজা যাহেও দেখা যায়। আশ্বিন ও কাটিক মাসে জলে-ডুকা আমন যাহেই এই রোগ কেতের যাহে যাহে আক্রমণ শুরু করে এবং ক্রমে ক্রমে উড়িয়া পড়ে। এই কৃমি পাতের কচি আশের রস চুষিয়া যায় এবং ধান চিটা করিয়া ফেলে। যদি রোগাক্রান্ত পাতগুলিকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রাধ্য পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে পাতের কচি আশে এবং কচি ধানের ডিমের এই কৃমি সেধিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ যাহেই উড়া বাহির হইবার পূর্বেই পাত আক্রান্ত হয় এবং পাতের পাতা ও ডাটার বা লালচে ও ক্রম কাল বিশিষ্ট দেখায়। ইহার ফলে ধানের উড়া বাহির হইতে পারে না এবং পোড় ফুটিয়া থাকে। যদি কখনও পোড় বাহির হয় তাহা হইলে ধান চিটা অবস্থায়ই থাকে। ইহার আক্রমণে পুষ্টি বংশের পুণ্যবৎ লক্ষ লক্ষ টাকার ধান নষ্ট হইয়া যায়।

প্রতিকারের উপায়।—(১) ধান কাটিবার পরে কেতের সমস্ত নাড়া ভাল করিয়া কেতের পোড়াইয়া ফেলিবে। যে কেতের নাড়া পোড়াইয়া ফেলিবার প্রবন্ধ নাহি, সেই কেতের নাড়া পুতলাকী হাতে কুড়াইয়া মাটির মধ্যে অনেক দীর্ঘ পুতিয়া ফেলিবে, কারণ রোগের কৃমি সকল ইহার ডিমের থাকে।

(২) ধান কাটিবার পর হইতে পরবর্তী ফসলের পূর্ণ পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ গাভল স্প্রেয়া উচিত।

(৩) যে কেতের বোণ লাগে নাহি, সেই কেত হইতেই বীজ সংগ্রহ করিবে।

(৪) প্রতি সের ভলে ৬ ছটাক পরিমাণ হিসাবে লবণ নিশাইয়া বীজ ধান তিসাইবে। চিটা ধানগুলি উপরে তালিয়া উঠিলে, শীঘ্র চুষিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে, কেন না ইহার ডিমেরও রোগের কৃমিগুলি থাকে। পরে জলে-ডুকা ধানগুলি অন্য এক পাত্রে পরিষ্কার জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। চিটা ধান যেন কোনও প্রকারে ভাল ধানের সঙ্গে না মিশে।

(৫) কেত হইতে ভাল বাগাতে সঠিতে না পায়ে, তাহার পুষ্টি বিশেষ লক্ষ রাখিতে হইবে।

হটবা।—এই সবচেহে জমাদান্য জ্ঞাতব্য বিষয় বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর, পোঃ রমলা (চাকা), কিংবা উডিনতবিল্ (ইকনমিক বোটানিস্ট—পোঃ তেজপাণ্ডে, চাকা), এই টিকানার নিম্নেই পাওয়া যাইবে।

কলিকাতার বিশিষ্ট বাজরাধী ও বেঙ্গল লিড মিলের মালিক মিঃ ইব্রাহিম খোদার আর্থিক পত্র ২৬শে অক্টোবর আকস্মিক ভাবে ৪২ বর্ষের পরমোক প্রথম করিয়াছেন। মিঃ আর্থিক ক্যাপিটেল এম-এ, এম-এস-বি ও ব্যাণ্ডিয়ার ছিলেন। পূর্বে তিনি কলিকাতা কপের হেরফনের কাউন্সিলরও ছিলেন।

বাঙালার মফঃস্বলে চাউলের মূল্য

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিক্রিত ১৮ই সেপ্টেম্বরে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বাঙালার মফঃস্বলে অকালে চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল :—

চাউল-পঞ্চাঙ্গা, জারকট হারবার, বারাকপুর, বাগালাত, বসিরাহাটে সাধারণ চাউল টাকায় ৮/১০ নাড়ে আট সের হইতে ৮/১০/০ আট সের মূল্য ছিল; দলীয়া কুটিয়া, মেহেরপুর, চুয়াচাচা ও রাণাবাটে টাকায় ৮/১০/০ নাড়ে সের ডিম ছটাক হইতে ৮/২ মূল্য সের; কুশলীদালাল, মাদারগা, জলীদালাল ও কালীতে টাকায় ৮/১০/০ পৌনে আট সের হইতে ৮/১০/০ পৌনে মূল্য সের, মাদারগা, বিনাইয়া, নাওড়া, নড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকায় ৮/১০/০ হইতে ৮/২ মূল্য, কুশলী, পাতালিয়া ও বাগেরহাটে টাকায় ৮/১০/০ নাড়ে নাড়ে সের হইতে ৮/১০/০ সের; বর্ডমান, আশানগর, বারানসী ও কালনা ৮/১০/০ আট সের এক ছটাক হইতে ৮/১০/০ আট সের মূল্য ছিল; বীরভূম ও বামপুরহাটে টাকায় ৮/১০/০ পৌনে আট সের হইতে ৮/১০/০ পৌনে মূল্য সের; বাকুড়া ও বিজপুরে টাকায় ৮/১০/০ পৌনে মূল্য সের হইতে ৮/২ সের; বেধীপুর, কাঁচী, তমলুক, বাটান ও কালগ্রামে টাকায় ৮/১০/০ আট সের হইতে ৮/১০/০ নাড়ে মূল্য সের; ভগলী, শ্রীরামপুর ও আশানগর টাকায় ৮/১০/০ আট সের হইতে ৮/১০/০ পৌনে মূল্য সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়া টাকায় ৮/১০/০ সের হইতে ৮/১০/০ ছটাক; বাজপাটী, নওগাও ও নড়াইলে টাকায় ৮/১০/০ সের হইতে ৮/১০/০ পৌনে মূল্য সের; মির্জাপুর, ঠাকুরগাঁও ও বাপুর্নহাটে টাকায় ৮/১০/০ সের হইতে ৮/১০/০ মূল্য সের; জয়পাটী ও আলীপুরে টাকায় ৮/১০/০ সের হইতে ৮/১০/০ সের; দাজিলিং, কাশিরা, পিলিগুড়ি ও কালিমা টাকায় ৮/১০/০ সের, বাপুর্ন, শীলকান্দী, কুড়িয়ান ও গাইবান্ধা টাকায় ৮/১০/০ পৌনে নাড়ে সের হইতে ৮/১০/০ সের; বড়চাঁর টাকায় ৮/১০/০ ছটাক; পাবনা এবং মির্জাপুরে টাকায় ৮/১০/০ সের হইতে ৮/১০/০ নাড়ে এগার সের; মালভা টাকায় ৮/১০/০ পৌনে মূল্য সের, ও শিহায়ে টাকায় ৮/১০/০ ছটাক; চাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জে টাকায় ৮/১০/০ আট সের; জমদানিহাট, আমালপুর, চালাইল, মেহেরগাও ও বিলোয়ারগঞ্জে টাকায় ৮/১০/০ সের হইতে ৮/১০/০ সের; ফরিদপুর, গোহালপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় ৮/১০/০ নাড়ে নাড়ে সের হইতে ৮/১০/০ সের; বাঘেরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও মালিখা মফঃস্বলে টাকায় ৮/১০/০ নাড়ে নাড়ে সের হইতে ৮/১০/০ নাড়ে আট সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার টাকায় ৮/১০/০ সের হইতে ৮/১০/০ নাড়ে মূল্য সের; হ্রিপুরা, শ্রীমঙ্গলবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় ৮/১০/০ নাড়ে নাড়ে সের হইতে ৮/১০/০ নাড়ে আট সের; নওগাও ও ফেনীতে টাকায় ৮/১০/০ নাড়ে আট সের; পার্শ্বা চট্টগ্রামে টাকায় ৮/১০/০ মূল্য সের, হ্রিপুরা হাফো টাকায় ৮/১০/০ নাড়ে মূল্য সের হইতে ৮/১০/০ নাড়ে এগার সের।

মাননীয় খরাষ্ট-সচিব

বোম্বল গাংলী ব্যাটেলম্যান পরিদর্শন

খরাষ্ট-সচিব বালা সার মাজিমুদ্দিন মিঃ সি, ডি, বাটস সর্মাভিগার পত্র ২৫শে অক্টোবর সেবা-এ প্রথম করেন। তদ্বার সার মাজিমুদ্দিন বোম্বল গাংলী ব্যাটেলম্যান পরিদর্শন করেন। ব্যাটেলম্যানের কর্মকাণ্ডে অধিকার খরাষ্ট-সচিবের সঙ্গে থাকিবে সেবাসের ব্যাটেলম্যান সেবাভা সেম। ব্যাটাক প্রকৃতি পরিদর্শন করিবে খরাষ্ট-সচিব লক্ষ্য হয়।

কলিকাতা অন্ধ সেবা-কেন্দ্র

চক্ষুরোগগ্রস্ত লোকদের দর্পণ তথ্যোগ

বাংলা দেশে চক্ষুরোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। বিশেষতঃ ছানি ও ছানসা রোগে (কাটারেট ও গ্লোমার) গ্রামে গ্রামে অনেক লোক অক্ষিপাতার হইয়া পড়িতেছেন। সুসমস্ত যোগা চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বহু পাইলে কিং এই সকল রোগ সহজেই আরোগ্য হইতে পারে। সুতরাং বর্তমান কালে চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসার বিশেষ সুযোগ পান না। চিকিৎসকের সংখ্যা যেমন অল্প, তাহাদের দাবীও তেমন বেশী। তাহা ছাড়া তাঁহারা থাকেন নগরে এবং তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র প্রায়ই থাকে নগরে সীমাবদ্ধ। কলিকাতার হাসপাতাল-গুলিতেও রোগীর সংখ্যাপ্রাপ্তে হানাতা—সেখানে অল্প রোগীই স্থান সন্ধান হয়।

প্রতি বৎসর প্ৰায় প্ৰায় রোগী তাহাদের কষ্ট-মুক্তি সংক্রান্ত পুঁজি তহবীল নগরে চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু অনেকই হাসপাতালে প্রবেশলাভ করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া দেশে ফিরিয়া যান। নিম্নোক্ত চেষ্টা কেবল কেবল বা অনতিজ্ঞ চিকিৎসক বা ছাত্রের ডাকেরে বরণাপণ হন। কোন কোন ক্ষেত্রে কণিক ফলাও হয় বা হয়। কিন্তু অধিক দিনের তাহাদের চক্ষু চিকিৎসার জন্য নষ্ট হইয়া যায়। প্ৰতি চিকিৎসককে আরোগ্য লাভের দাবী কোন আশা থাকে না।

এই দুঃস্বপ্ন দূর করিবার জন্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রণীত চক্ষু-চিকিৎসক ডাক্তার টি. আচন্দ সাহেবের মনে অনেক দিন হইতেই কলিকাতায় অন্ধ-সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা ছিল। এই বৎসরে কলিকাতার বেরন মি: আবদুর রহমান দিল্লী সাহেব এই ব্যাপারে আগ্রহী হইয়া এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা কার্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। মুনিবাসের মদার বাহাদুর, স্বর্গীয়মান ঠাকুর, মর্ডা সিংহ, মানসী এ. কে. কজলু চক ও বাহাদুর স্বর্গীয়মান, সাহ সি. সি. রায়, সাহ আবদুল হামিদ গজমতী, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট দেশবাসী তাঁহাকে এই শুভ কর্মে উৎসাহিত করেন। হাট বাহাদুর শেঠা প্রমুখ কলিকাতা মহানগর ডাক্তার সম-মিলিত ২০৯ নম্বর মোহাম্মদ সার্কানার রোডের প্রাঙ্গণে পানি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দিয়া কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাঙাল সরকার হইতে কেন্দ্র অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়।

কেন্দ্রের পর্বত সৌভাগ্য যে, কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এই কেন্দ্রকে সকল করিয়া তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রবীণ বিশেষজ্ঞেরা বিদ্যা পাঠশ্রমিক রোগীদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবেন। রোগীদের বীজ, কাণ, নাক, গলা ও ল্যাবোরটরিতে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর রোগীদের চক্ষু অপারেশন করা হইবে।

প্ৰতি ৩০ নভেম্বর, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ হইতে একবাসের জন্য এই অন্ধ সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ২২শে নভেম্বর, ৬ই অক্টোবর, ৩রা নভেম্বর পর আর রোগী ভর্তি করা হইবে না। এই কেন্দ্রে কেবলমাত্র দরিদ্র রোগীদেরই জন্য। কেন্দ্রে প্রয়োজনীয়ের জন্যও স্বল্প ব্যয় থাকিবে। চিকিৎসার জন্য কোনে কী লাগিবে না—কেন্দ্রে রোগীদের আহ্বানের ব্যয়ও বিদ্যা-ব্যয়ে করা হইবে। এককালীন পঁচাত্তর রোগীর চিকিৎসার আয়োজন করা হইবে। আশা করা যায় যে, পালাক্রমে একবাসে প্রায় দেড়হাজার রোগীর অপারেশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে।

রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইবে বহিরাই কন হয়। কাজেই বীজাঙ্ক চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রে

[পরবর্তী কালের নিম্নে হইবে]

বাঁকুড়ার প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষা

নারী-সমিতির সভার আলোচনা

বাঁকুড়া জেলার জেলা ব্যাংকিং ইন্সটিটিউট রায় বাহাদুর এম. সি. মজুমদার মহোদয়ের পক্ষী প্রদেয়া হইয়া বন্ধুতার মহোদয়ের উদ্যোগে নারী-সমিতির একটি সভা হয়। তাহাতে বয়স্কদের শিক্ষার আন্দোলন ও উহার উপায় সম্বন্ধে সভার সার্কানার একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। নিম্নে তাহার সারাংশ দেওয়া গেল:—

অর্থাভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আইন কার্যে পরিণত করিতে না উহার ব্যাপক প্রয়োগে যে বাধা আছে, তাহা উল্লেখ করে তিনি বলেন,—এই আইন সর্বত্র কার্যে পরিণত হ'লেও দেশের সকলকে শিক্ষিত করিতে অসম্ভব। দুই পুরুষ সময় লাগবে। বালকসমূহকে বারাত্মকভাবে জুনে পাঠালেও তাহাদিগকে বহু মাসিক হতে অসম্ভব: ২৫ বৎসর সময় লাগবে। ইতিমধ্যে যদি বয়স্কদের শিক্ষা-লাভের ব্যবস্থা না করা যায়, তবে ২৫ বৎসর তায়তবর্ষকে একটি বানে থাকিতে হবে। অধিকন্তু বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি বর্ষাব্যবহার ও আগ্রহ না থাকিলে তাদের পুত্র-কন্যার শিক্ষা বিষয়েও যত নিম্নে না। একমুখ বয়স্কদের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। যে দেশে সকল লোকেই অল্প বিদ্যার শিক্ষিত, সে দেশেও অশিক্ষিত বয়স্কদের শিক্ষার আন্দোলন আছে, এবং এতটা উদ্বোধনীয় দেশসমূহে বিশেষভাবে হইয়া থাকে।

প্ৰতি ১০০ বৎসরে এ দেশে অশিক্ষিতদের সংখ্যা প্ৰায় ৫০। সকল দেশেই পাঠশালা বার না। তারপর যারা পড়াশুনা শেষ করে, তাহারা আন্দোলনের অভাবে সাধারণতঃ দেশের তিন বৎসরের শিক্ষা জুনে যায়। দেশে গাভর্ণমেন্ট-অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অনসাধারণের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও পূর্ব কম। বর্তমান যুগে বনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বড় বেশী দূরত্বের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। যে শিক্ষিত, তার কতকা হচ্চে, তার গ্রাম-বাসীকে, তার অশিক্ষিত পুত্রকে নিয়ে বলে, তার সঙ্গে বেলাকোণা করে, তার নিজের জ্ঞান অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

যাদেরকে বেটে পেতে হয়, সন্ধ্যা বা রাত্রি ছাড়া তাদের অবসর নাই। এই জন্য মাছা ঝাল বা মৈন-বিদ্যালয় বয়স্কদের প্রথম স্থান। কিন্তু দিনের হাটভাঙ্গা বাটীর পর তাদের পক্ষে শীতল অক্ষর শিক্ষা বা অন্ধ শিক্ষা প্রীতিপূর্ণ হয় না। তাই যে পদ্ধতিতে মৈন-বিদ্যালয়ে শিক্ষা এতদিন হ'য়েছে তার দ্বারা কল বিশেষ

[শেষ কালের নিম্নে দেখুন]

[পূর্ব কালের কের]

আসিতে ইচ্ছুক, তাহারা যেন বরা করিয়া অবিলম্বে তাহাদের দার কেন্দ্রের আফিসে যোগদান করেন। নারী ডাক্তারের নিকট হইতে চক্ষু ছানি কাটাওয়ার উপযোগী হইয়াছে কিনা, জানিয়া যেন রোগীগণ দার যোগদান করেন। ছানি কাটাইবার মতন না হইলে রোগীদের অবস্থা পরমা বদত করিয়া কলিকাতা আসা ব্যর্থ হইবে।

হাটবের দার যোগদান থাকিবে, তাহাদের কোন জরিবে কলিকাতা আসিতে হইবে, তাহা পত্রযোগে জানানো হইবে।

রোগীরা যেন যেন আসেন যে, কেন্দ্রে কেবল যাত্র রোগীদেরই থাকিবার ব্যবস্থা করা হইবে। রোগীদের আত্মীয় বন্ধুদের কেন্দ্রে থাকিতে পারিবেন না। কেন্দ্রের পরিচালকগণ ও বার্ডেনারি রোগীদের ভার লইবেন। তবে আত্মীয় বন্ধুদের নিষিদ্ধ সময়ে রোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

কেন্দ্রের আফিস—৬, বিজয় রোড। কেন্দ্রের ড্রাক্স—২০৯, মোহাম্মদ সার্কানার রোড, কলিকাতা।

হাওড়ার শরীর-চর্চা শিক্ষা

আমতার জন-সভা

বিক্রম সেন্টের দানের ২৯শে জুলাই বন্ধিয়ার দিন আমতার সার্কানার অফিসের অফিসে জুন ও জুনের প্রতিদিন ও আমতার সরকারী ও বেসরকারী প্রতিপক্ষি-নারী ব্যক্তিদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমতার সার্কানার অফিসার মি: রতেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ. সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেনারেল অর্গানাইজার মি: অজিত দাস বিমুক্ত হইয়া এই সভার যোগদান করিয়াছিলেন এবং আমতা সার্কানার এইরূপ একটি এসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং আরও বলেন যে, এই সমিতি নারীর জাত ও যুবকদের দ্বারা ও মৈত্রিক উদ্ভূতি সাধনে বৃহৎ সহায়তা করিবে। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণও এই সভার বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত সমিতির জন্য কার্য-সূচি প্রস্তুত করার জন্য একটি অন্তরী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে আমতা সার্কানার বালক ও বয়স্কদের জন্য আগামী বীতকালে বেলানুসার ব্যবস্থা করিবে।

[পূর্ব কালের কের]

কিছুট হয় নি। এতল বিদ্যালয় তাদের পক্ষে বিশ্রাম ও আমতার স্থান না হ'লে আরও দুই এক বণ্টা অতিরিক্ত পরিশ্রমের বিষয় হয়েছে। নারীদের জন্য এতল বৈঠকের সময় স্থান বিশেষে পৃথক হ'তে পারে। বেল ২টা হতে ৪টা মধ্যে তাঁদের কিছু অবসর থাকা সম্ভব।

অনেকে বলেন—বাল্যকালেই শিক্ষার একবাত্র সময়, বালক-বালিকারা বড় শীঘ্র বিবর্তিত পারে বয়স্করা নেকুল পারে না। কিন্তু এ ব্যাপা তুল। বয়স্কবিশ্ব বনীকরণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বয়স্করা বালক-বালিকা অপেক্ষা ৪৫ ও ৫০ ভাগ উত্তম শিক্ষালাভ করতে পারে। বয়স্কদের জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার পরিদর, তার বিচার ও কল্পনা-শক্তি আর বয়স্কদের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাদের মান-সম্মত বোধও শিশুদের অপেক্ষা বেশী। এই জন্য বয়স্কদের পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষাব্যাস প্রণালী শিশুদের থেকে অনানুপ্য হ'বে। বয়স্কদের পুস্তকের বিশেষ হবে তাহা বর্তমান বড় বড় বিষয়ে এগিয়ে বেতে পারে, শিশুরা তা পারে না ব'লে তাদের পুস্তকে বর্তমান জীবনের ঘটনাবলী হ'তে ছোট থেকে শীঘ্র বড় বিষয়ের অবতারণা করা। এতল পাঠ্য পুস্তকের অভাব আমাদের দেশে আছে। বয়স্কদের সৃষ্টিশক্তি একটু কম, সেজন্য জটিলে বর্ণনালা সুবধ না করায়ে কতকগুলি মূলকল নির্বৃত্তে বা আলাপ, সেই ঐকল কটা বিধান উচিত। পরে সেই কটা অক্ষর নিয়ে যে সমস্ত পল হ'তে পারে তা বিবিরে অক্ষরগুলিতে কল্পনা বরবর্ণ যোগ করে অবিকল্পন কল্পনাব্যাপা শিক্ষা নিয়ে এই সমস্ত পল নিয়ে কল্পনা ব্যাখ্যা ও কল্পন অবতারণা করতে হ'বে। একজন ১০/১২ বৎসরের বালক বা বালিকা বা একজন অশিক্ষিত গ্রামবাসী ১,২০০—১,৫০০ পল জানে। জামার ১,০০০টি মূলকল বেছে নিয়ে পুস্তক লেখার কাজে ব্রতী হওয়া উচিত।

বয়স্কদের শিক্ষা সকল করতে হ'লে বয়স্কদের রোগী পুস্তকবিশিষ্ট পুস্তকাদার স্থাপন প্রয়োজন। প্রতি ইটলিরে, প্রতি নিউনিপিয়াসিটিতে এতল লাইব্রেরী থাকা আবশ্যিক এবং উহার বহি দারে করে গ্রাম হ'লে গ্রামজনে বা মহলা হ'লে ত্রিগু মহলায় পুস্তক বোত-শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

বয়স্কদের বৈঠকে ১ বণ্টা বা ১৫০ বণ্টা শিক্ষাকল্পন পর একটু বৈঠকী পর না যাবও অক্ষুণ্ণ রাখা ব্যপ্তে। সেই দেশ প্রতিষ্ঠানক হ'বে। তাহা বেলকল্পন হ'বে এবং শিক্ষাও হ'বে। এইরূপ প্রত্যক্ষ ইতিহাস, বাস্তবতা, জুনের, মানসতা, বর্তমান, উপন্যাস ইত্যাদি কল্পা বেতে পারে।

বালক-বালিকাদিগকে অমানুষে পরিণত করা হইতেছে

মাদেনবি: এডেংটু—বি.সিটি—এম.এম কো: সি:

[illegible]

ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা অপরিবর্তিত

স্টোনে জার্মান বিমান-বাহিনীর শোচনীয় ব্যর্থতা

আবার হিটলার-মুসোলিনি সাক্ষাৎকার
জার্মান এক বিশেষ সংবাদে প্রকাশ,—মুসোলিনির
গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের প্রাক্তন কেন্দ্র বিবাস্য প্যারিসে
ডেইলিতে হিটলার-মুসোলিনি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়।
ক্যাটিন নিরাসে ও ডন রিবেনট্রুপও আলোচনার কালে
উপস্থিত ছিলেন।

মুসোলিনি হিটলার ও মুসোলিনির সাক্ষাৎকারের
পরে যে জার্মান সরকারী এগজের্স প্রকাশিত হইয়াছে,
অন্যতে “পূর্ণ যুদ্ধকোর” সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

এগজের্সে আরও বলা হয় যে, এখন পর্যন্ত
অধিবাসিত করেকটি প্রশ্ন সম্পর্কে কুহেলার ও ডিউসের
হওয়া করেক বর্ণনাব্যাপী আলোচনা চলিয়াছিল। বর্ণনাব্যাপী
আন্তরিকতার সহিতই আলোচনা হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত
উভয়েই একমত হন। ডন রিবেনট্রুপ ও ক্যাটিন
নিরাসেও আলোচনার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জার্মান বিমান-বাহিনীর বিরাট ক্ষতি

সম্প্রতি বিমান আক্রমণে লন্ডনের যে সকল প্রসিদ্ধ
অট্টালিকা অতিপ্রস্তু হইয়াছে, তন্মধ্যে বর্তমান
ডিক্টোবিয়ার অধ্যাপক কেনসিংটন প্রাসাদ ও গড যুদ্ধের
কেন্দ্রসমূহ প্রাচীন সৈনিকগণের বাসগৃহ তেলগ
হাসপাতাল ভাঙাঘের অন্যতম। জালা গিরাতে, কেনসিং-
টন প্রাসাদের উপর একটি ‘মসোটিভের দুটি বর্ড’
বোমা পতিত হয়, ফলে সর্বোচ্চতম ও ঠেট ডিপার্ট-
মেন্টের করেকটি ঘর অতিপ্রস্তু হয়। তেলগ হাস-
পাতালের উপর বহন বোমা পড়ে, তখন ৫৫০ লেন্সন-
প্রাণ সৈনিকের অধিকাংশই আশ্রয়স্থলে ছিলেন। বিমান
লঙ্ঘনের হিসাবে প্রকাশ, যদিও জার্মান বিমানবাহিনী
ক্রমাগত তাহাদের আক্রমণ প্রণালী পরিবর্তন করিয়াছে,
তথাপি গত ১২ সপ্তাহ ধরিয়া ব্রুসেলের উপর আক্রমণ
চালাইয়া তাহাদের দুটি বিমানের তিনজন বিমান ও
১৪ জন বৈমানিক ধ্বংস হইয়াছে। প্রায় তিন হাজার
জার্মান বৈমানিক নিহত বা বন্দী হইয়াছে। দুটি বিমান
বিভাগের মাত্র ১৫০ জন বৈমানিক নিহত হইয়াছে।

জার্মান বিমানবাহিনীর দুইবার সন্তনন আক্রমণের
ফলে বালিনে প্রায় এক হাজার বাসী হানে আতঙ্ক
বহিত হয় এবং সেন্ট্রাল হাইল দূরে মেঘের আড়াল
হইতে উঠা দৃষ্ট হয়। বালিন ইতিপূর্বে এরূপ প্রচণ্ড
আক্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। রেলগর ও
ট্রেনসমূহ এবং তিনটি প্রধান রেলওয়ে কেন্দ্র পুনঃ
পুনঃ আক্রমণের ফলে তীব্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
ভূগর্ভস্থপথের উপর অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত বোমা নিক্ষেপের
ফলে তীব্রভাবে আতঙ্ক বহিতা হয়।

জোজার এলাপাতে কামানের লড়াই

কম্পী উপকূলে স্থাপিত জার্মান কামান হইতে জোজার
প্রণালীতে দুটি জাহাজগুলির উপর তীব্রভাবে গোলা-
বর্ষণ করা হয়। যদিও তিনটি কামানপ্রণী হইতে
একযোগে গোলাবর্ষণ করা হয় এবং সবুজ জাহাজ-
গুলির চতুঃপার্শ্বে বেলগুলির বিস্ফোরণ হয়, তথাপি
জাহাজগুলি বীরতবে প্রণালী পথে আপনাদের গন্তব্য-
স্থানে চলিতে থাকে। কামানপ্রণীগুলির একটি
কম্পিউসিসেলের আলোককেন্দ্রের পার্শ্বে, একটি জোজার
সেন্ট্রাল বেলগুলির পূর্ব দিকে কামানের নিকট ও
কুড়ীয়াই প্রথম দুটির মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। গোলাবর্ষণ
পরিহার দেখা যায় এবং হাইলার হাইলার সেন্ট্রাল কেন্দ্রের
পার্শ্বে হইতে কামানের আতঙ্ক ও গুলি বেল
বিস্ফোরণের ফলে অলোচ্ছন্ন দেখিতে পায়। চ্যানেল

উপকূলের নবগ্র ভূতাল বিস্ফোরণের ফলে কামান
উঠে। জোজারে বেলগুলিসমূহ সতর্কতাপূর্ণি পোনা
যায়। ৪৫ মিনিটের মধ্যে এক বর্ড পেল পড়ে এবং
গোলাবর্ষণ চলিতে থাকে। এক বর্ড বেলগুলির
পর ফেলা যায়, কোন কামানই অতিপ্রস্তু হয় নাই।

জুটলান দুটি টালার ভলম্ব

মৌকিতাপ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, “হিকরী”
ও “লুইসকেন” নামক দুই টালার বর্ডপক্ষে
বাইলের আঘাতে ভলম্ব হইয়াছে।



কিছুদিন পূর্বে মেনার জিহিবর্ষে হিটলার ও মুসোলিনি এই পাণ্ডীয় মধ্যে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বাস্তব-
বাহার পরিচালনায় সূত্র লৌহ নিশ্চিত, ইদা হইতেই বুঝা যায় যে, ডিউটরমুদ্র চতুঃপুত্র প্রাণের ভয়ে কম্পী সন্তক পাকেন।

গ্রীক বাহিনীর অগ্রগতি

গ্রীক সরকার কড়ক প্রচারিত ইচ্ছায় প্রকাশ,—
প্রথম বাহা অতিক্রম করিয়া গ্রীকগণ জার্মানিয়ার এলাকার
তিন হাইল প্রবেশ করিয়াছে এবং মসোমোট্ট অস্থলীতে
করেকটি ব্রহ্মকিত বর্ডপাণী বহন করিয়াছে। ২ জন
কর্মচারী ও ১৫০ জন সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে এবং
১০০ অশ্ব ও গ্রীক সৈন্যগণ কাড়িকা লইয়াছে। উক্ত
ইচ্ছায় আরও প্রকাশ,—ইটালীয়গণ ১৫টি বর্ডের
ও পরীতে বোমাবর্ষণ করিয়াছে, তাহাতে বৈমানিক
৪০ জন অধিবাসী নিহত ২০২ জন আহত হইয়াছে।
ককুতে বোমাবর্ষণকারী ইটালীয় বিমানে গ্রীক বিমানের
চিহ্ন চিত্রিত ছিল।

গ্রীসে দুটি মৌ-কম্পচারীতে উপস্থিতি

এথেন্সের বর্ডে প্রকাশ, দুটি মৌ-বাহিনীর অধিসাধন
এথেন্স এবং গ্রীসের অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।
গ্রীকদের সহযোগিতা করিয়া জালা উদ্যোগ পূর্ণ উপায়
কাজ করিতেছেন।

গ্রীক বাহিনী কড়ক একটি বিরাট পাহাড় ও বন

এথেন্সের সংবাদে প্রকাশ যে, গ্রীক পলাতক বাহিনী
ইটালীয় বৈমানবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া
ক্রমাগত তিন একটি পাহাড় বহন করিয়াছে। এই
পাহাড়ের পূর্ব ৪,৯২৫ ফিট উচ্চ। এই বিজয় লাভের
ফলে গ্রীকবাহিনী এই সর্বপ্রথম জার্মানবাহিনীর
অধিকাংশ পৌড়িতে লক্ষ্য হইল। এই বিজয় বৌদ্ধ
গ্রীক সৈন্যদের পরম বীরত্বের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য

করা হইতেছে। এই পাহাড় হইতে করিচকার উপর
বর্ড বর্ডপাহার কামানের গোলাবর্ষণ করা বাইতে
পারিলে। এই নিমিত্ত গ্রীকসৈন্যদের এই জয়লাভকে
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। করিচকার
নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে বহন করা
হইতেছে যে, বিরাট বিলম্ব পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী গ্রীকদের
গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধগুলির উপর ইটালীয়গণ গোলাবর্ষণ
করিতেছে।

ইটালীয়দের পরাক্রম

রোম বেগারের সংবাদে প্রকাশ, কর্ভুরীপের ১৬ হাইল
দক্ষিণ পূর্বে হ্যাগোমিডান সবুজ দিউকাল বীপের নিকটে
দুটি বর্ড জাহাজসমূহকে লেগা গিয়াছে।

বেলগুলির সংবাদে প্রকাশ, শীঘ্র হইতে প্রেক্ষিত
সংবাদে জালা গিরাতে যে, গ্রীক সৈন্যগণ বিলম্বিত
অধিকার করিয়াছে এবং করিচকার উপর বোমাবর্ষণ
করিতেছে।

একটি ইটালীয় ইচ্ছায় বলা হইয়াছে যে,
ইটালীয় বিমানবাহিনী জার্মানদের পূর্ব দিকের গ্রীক
বাহিনীসমূহের উপর প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করিয়াছে।
একটি গ্রীক ইচ্ছায় জার্মানি হালকুনি সবুজের সংবাদ
ঘোষণা করা হইয়াছে। এথেন্সে যে-সরকারী সংবাদে
প্রকাশ, গ্রীক সৈন্যগণ গত ৪৮ ঘণ্টার শীঘ্রের দক্ষিণ
অংশে আক্রমণ চালাইয়াছে এবং আলবানিয়াতে কিছু লুণ
অগ্নির চইয়াছে। শিশো অঞ্চলে গ্রীকবাহিনী একটি
ইটালীয় বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলে এবং ২০টি টালার
মধ্যে ৯টি পূর্ণ বা বহন করে। ইটালীয় সৈন্যগণকে
কালুনা নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত চটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মুসোলিনি শীঘ্রের সংবাদে প্রকাশ, জালা গিরাতে
পশ্চিম প্রাচ্যে ইটালীয়েরা যে আক্রমণ চালাইতেছিল,
জালা বাহা হইয়াছে এবং ইটালীয় সৈন্যগণ বিলম্বিত
হইয়াছে। সর্বসাধিক ইটালীয় সেনা বন্দী হইয়াছে
এবং বর্ড টালার গ্রীক সেনারা অধিকার করিয়াছে। বর্ড
ইটালীয় বাহিনী এখন নিপাকজনক অবস্থার পতিত হই-
য়াছে। বোমের বেগতবে বোমার ফলা হইয়াছে যে,
ইটালীয় বাহিনীকে বর্ড প্রতিরোধের সন্তুধীন হইতে
হইতেছে।

কম্মিডায় জার্মান সৈন্যের উপস্থিতি

মুসোলিনি হইতে ইচ্ছায় প্রকাশ জার্মান বাহিনী
বে, বর্ডমানে ১৬ ডিউকাল জার্মান সৈন্য ব্রুসেল
[৭৭ পৃষ্ঠার শেষ]

পরলোকে মিঃ চেম্বারলেন

ভূতপূর্ণ রূপ প্রদান-মন্ত্রী জীবনাবলম

লন্ডন, ১৮ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,—গত শনিবার অপরাহ্নে মিঃ সের্ভিল চেম্বারলেন তাঁহার পত্নী-আবাসে পরলোকে গমন করিয়াছেন।

ভূতপূর্ণ প্রদান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনের বৃত্তা আকস্মিক কিছু নহে। দীর্ঘদিন যাবতই তিনি সাদাধন পীড়া ভোগ করিতেছিলেন। মাত্র দুইদিন পূর্বেও একটি ভৌকসভায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল মিঃ চেম্বারলেনের বর্তমান স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করিয়া উৎসেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃটিশ রাজনীতির বহু উদ্যম-পতন ও কিছুনাট্য চিত্রমাণে অভিনয় বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া মিঃ চেম্বারলেন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের নিকট সুবর্ণীয় হইয়া থাকিবেন—সংশয় নাই। ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে বাসিংহাউসে তাঁহার জন্ম হয়। মাত্র একশ বৎসর বয়সে তিনি পশ্চিম-ভারতীয় বীপপুঞ্জে একটি অসিয়ারী পরিচালনা করিবার জন্য প্রেরিত হন। কিন্তু ১৮৯৭ সালে পুনরায় বাসিংহাউসে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ব্যবসার কার্যে যদ্যদিনিবেশ করেন। অতঃপর ১৯১১ সালে ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার বর্তমান রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। উক্ত সালেই তিনি বাসিংহাউস সিটি-কন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন এবং কেবল মাত্র সিকের কর্মকর্তার গুণেই ১৯১৫ সালে বাসিংহাউসের লর্ড-মেরর নির্বুত হন।

এ সময়ই মিঃ লয়েড জর্জের দলী এই তরুণ প্রতিভা-পশু মাদুখটির উপর পড়ে। ১৯১৬-১৭ সালে মিঃ চেম্বারলেন লয়েড জর্জেরই অধীনে জাতীয় বাহিনীর তিরেটার নির্বুত হন।

এ অবসর ১৯১৮ সালে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯২২-২৩ সালে পোষ্টমাস্টার জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৪-২৯ সালে বলডুইন মন্ত্রিসভায় তিনি জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রি গ্রহণ করেন।

১৯৩২-৩৩ সালে তিনি ইউনিয়নিস্ট দলের চেম্বারম্যান নির্বাচিত হন এবং এ পদব্যালা হইতেই তিনি বুটেনের অর্থ-মন্ত্রির পদ গ্রহণ করেন। বুটেনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের কণ-বারমুশে মিঃ চেম্বারলেনের আকীর্ষ্য এ তাইবই সত্তর হইল। বিভিন্নরূপে বাণিজ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, লঙ্ঘনে কিছু অর্থনৈতিক সংকলনের আরোহণ, আধিনিয়মকে কেন্দ্র করিয়া ইটালীর বিরুদ্ধে সাংলন জারী প্রভৃতির মধ্য দিয়া চেম্বারলেন ইতিহাসে সুবর্ণীয় চইয়া থাকিবেন।

অতঃপর ১৯৩৭ সালের ২৮শে যে মিঃ বলডুইনের অবসর গ্রহণের পরে মিঃ চেম্বারলেন বুটেনের প্রধান-মন্ত্রীর আসন গ্রহণ করেন। দীর্ঘ তিন বৎসর কাল প্রধানমন্ত্রীরূপে তিনি বুটেনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। বিভিন্ন চুক্তির দ্বারা হিসাবে ভবিষ্যৎ ইতিহাস চেম্বারলেনকে স্মরণ করিবে।

একে একে সারা অস্ট্রা, বোহেমিয়া, রাইনল্যাণ্ড প্রভৃতি দখল করিয়া হিটলার চেকোশ্লাভিয়ার নিকে ডাকহইয়াছেন মাত্র—চেকোশ্লাভাকিয়া তাঁহার চাই। বীড়িয়া থাকিবার মত হান জাতিগণী পৃথিবীতে চাহে—রাইখট্যাগ হইতে হিটলার একদা বৃহত্তম বোষণা করিলেন। মিঃ চেম্বারলেন বৃহিতে পারিলেন, পূর্ব-ইউরোপে যে গভের পূর্বাভাস দেবা হইতেছে, জায়া ভবু সেখানেই অবস্থ থাকিবে না। উহার আনোভনে নবগ্র পৃথিবী চকল হইয়া উঠিবে—জায়াতে বহু কিছুম উদ্যম-পতন অসিয়ারী হইয়া দেবা দিবে। মিঃ চেম্বারলেন বোষণা করিলেন—“পৃথিবীতে আর একটি বড় প্রোভ বহিয়া হইতে আসি দিখ না। একাত বনে বৃটিশ জাতি পাতিই কামনা করে।”

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

জাতীয় জন-সেবা সম্মেলন

বাঙলা সরকারের অভিনব উদ্যম

বাঙলা সরকারের জাতীয় জন-সেবা সম্মেলন কার্যাবলী সম্পর্কে প্রথম ছয় মাসের যে বিবরণী বিভিন্ন জেলা চইতে বাঙলা গভর্ণমেন্ট পাইয়াছেন, তাহাতে প্রতীক্ষমান হয় যে, এই সকল সম্মেলন বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ১৯৩৯ সালের শেষ ভাগে এই সকল সম্মেলন গঠিত হইয়াছিল এবং মহামান্য স্যার জম হার্শটের পরিদর্শনের পর উক্ত বৎসরেরই ২রা ডিসেম্বর এই সম্মেলনকে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ইচ্ছাশিক্ষা বিভাগ জেলার পাঠাইবার কক্ষে কিছু সময় ব্যয়িত হইয়াছিল এবং সম্মেলনস্থ বর্তমান কক্ষের প্রথম হইতে মিছেদের কাজ শুরু করে। সপ্তম ২১টি শাখা গঠন করা হইয়াছে। তদুপা ১৩টিতে বিশেষভাবে নির্মিত বলদবাহিত পাড়ী সরবরাহ করা হইয়াছে, ৬টিতে সেশীর মৌকা (জল প্রাণিত অক্সিজেনের কাজ করিবার জন্য) সেওয়া হইয়াছে এবং ২টি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি শাখার সিনেমা দেখাইবার সময় সরঞ্জাম (প্রজেক্টর ও জেনারেটিং প্ল্যান্টসহ) শিকাদুলক ফিল্ম, রাইজোকোন, লিউলিস্কার, বিভিন্ন বেকর্ডসহ গ্রামোফোন বেলিন, শিকাদুলক প্রাচীরপত্র ও মজা এবং প্রদর্শন-মহোপা উপাদান সরবরাহ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সম্মেলন চিকিৎসা-বিষয়ক আর একটি শাখা আছে; উক্ত বিভাগে একজন ডাক্তার, একজন কম্পাউণ্ডার এবং একটি ঔষধের কান্ন আছে। বর্তমান বৎসরের জালুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্যন্ত এই সকল সম্মেলন প্রদেপের বিভিন্ন স্থানে মোট ১,৬০০ বার প্রদর্শনী বুদিয়াছিল; উহাতে উপস্থিতির সংখ্যা মোটামুটি ৩,০৬৫,০০০।

ছয় বৎসরব্যাপে এই সকল সম্মেলন যে সকল কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছিল, সেই সকল স্থানে বেডিক্যাল অফিসারগণ সপ্তম প্রায় ১০,০০০ বাড়ীতে চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং সম্মেলন শাখার বসিয়া ডাক্তারগণ মোটামুটি ৫০,০০০ হাতের রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন।

প্রত্যেক সম্মেলন কর্মস্বাক অফিসার পলী-উনুহন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অসাধ্য বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন এবং জাতিগঠন বিভাগের দ্বারী অফিসারগণ পলী অফিসার লোকসিগকে উৎসেগা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রায়ই সম্মেলন প্রদর্শিত বিভিন্ন উপাদানির ভ্রমোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ একাতারে প্রদর্শনী ও বক্তৃতা সাধারণ ব্যাপকভাবে শিক্ষাদুলক প্রচার কার্য এবং পীড়িত গ্রামবাসিগণের হায়ে চিকিৎসা পরিচালনার পরিকল্পনা সমগ্র ভারতবর্ষে অভিনব। এই পরিকল্পনা এখনও অস্বাভীভাবে পরিচালিত এবং ইহার কসাকল বিশেষ বয়ের সচিৎ পরিদর্শিত হইতেছে।

[১ম কলমের শেষ]

মিঃ চেম্বারলেন এবং কলী প্রদানমন্ত্রী ই লালানিয়ার বিভিন্ন এক বৈঠকে সমবেত হইয়া “বিস্মিক চুক্তির” আরোহণ করিলেন। বিদ্যা রত্নপাতে চেকোশ্লাভাকিয়া সমস্যার সমাধান হইল। বৃটিশ প্রসিকুলর পার্লামেন্ট মিঃ চেম্বারলেনের দীর্ঘ প্রতীক্ষা জানাইলে, মিঃ চেম্বারলেন ভবু আসনু অসিয়ারী হইতে পৃথিবীকে বলা করিবার সৌরবই বোষণা করিলেন। যাহা হইক, নাংদী অভিবাস ইহাতে কেন হইল না। এক বৎসর বুদিয়া না আসিতেই পোন্ডাও সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বের বিতীর্ষ মহাবুদ্ধ আজ হইল। জাতিগণীর বিরুদ্ধে বুদ্ধ বোষণার কালে সমগ্র আশা-আশির নিকট মিঃ চেম্বারলেনকে আত্মিক আবেগের হরত রাজনৈতিক বুল্য কিছুই নাই—কিন্তু পাতিকারী এক সামবাস্য কর্মজিক আবেগের বিশায়ে জায়া অক্ষর হইয়া থাকিবে।

বুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন পত্রিকার মতামত

বৃটিশ শক্তির উচ্চ প্রশংসা

“বোষ্টন ট্র্যাবলার” নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়াছে: “বোম্বার্ডিংয়ের মধ্যেও বৃটিশেরা যে বুদ্ধতা ও পৌরুষের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে সমগ্র সভ্যজগৎ উদ্বিগ্ন হইবে।”

“নিউইয়র্ক পোস্ট” ১৭ই অক্টোবরের সংবাদ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছে: “ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে বৃটিশের প্রতাপই যে অবিক, তাহাতে সন্দেহবাক্য নাই।”

“সোইসডিল কুরিয়ার জার্নালের” ১৯শে অক্টোবরের সংবাদ প্রকাশ যে, সোইসডিল বৃটিশের প্রতি মহানু-ভূতিসম্পন্ন স্ববিধাত কেটাকি মীসের একটি শ্রদ্ধ গঠিত হইয়াছে। এই সভা একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন: “বৃটিশের পৌরুষ ও বুদ্ধতা আমাদের (আমেরিকার) আশ্রয়কার প্রথম বাণী, বৃটিশ পৌরুষের প্রকৃৎগণকে আমাদের আটলাণ্টিক সমুদ্রও বলা করিতেছে। পশ্চিম ফ্রেন্ডার্ড আক্রমণ সম্মুখে হিটলারের ক্রমপ্রকাশমান অভিসন্ধির পূর্বে বৃটিশের বীরত্বপূর্ণ বুদ্ধই বর্তমান অস্তরার। সুতরাং আমরা বুটেনকে পূর্ণ সহায়তা দানের পক্ষপাতী; এই সহায়তার দ্বারা আমাদেরই মিছেদের নিরাপত্তা সাক্ষিত এবং আমাদের আশ্রয়কার ব্যবস্থা বৃহত্তর হইবে।”

“ক্রিডল্যাণ্ড প্রেস টিলাস” লিখিয়াছে: “অ্যাকসিন্ধু শক্তিবর্গ বিদ্যুৎগতি বুদ্ধে ব্যর্থ-কান হইয়াছে এবং এইবার এক সুদীর্ঘকাল দ্বারী বুদ্ধের জন্য তাহাদের প্রতাপ হইতে হইবে।”

“পোর্টল্যাণ্ড প্রেস হেরাল্ড” বলেন: “হিটলার অ্যাও কোন্সালীর অবস্থা ক্রমেই কামিল হইয়া পড়িতেছে। জাতিগণীর বিরাম আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। বৃটিশেরা তবু যে আশ্রয়কার সক্ষম জাহাই নহে; পরদেপে পর্যন্ত তাহারা আক্রমণ চালাইতে নব্ব, সে প্রমাণও তাহারা দিয়াছে।”

“নিউইয়র্ক টাইমস্” বলেন: “বৃটিশেরা প্রবাপিত করিয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরে তাহাদের গতিবিধি অপ্রতিরোধ্য। ইটালীর পৌ বা বিমান বহরের সাধ্য নাই তাহাদের বাধা দেয়।”

মুসলমানেরা অধিকাংশই ব্রিটেনের পক্ষে

“ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের” সম্পাদকীয় প্রবন্ধ

মুহাম্মদ জমের উভয় পক্ষেই মুসলমান আছে। ইটালী দেদুসী উপকণ্ঠির বহু লোককে লিবিয়া চইতে বিভাগিত করিয়া বুদ্ধে নিরোজিত করিয়াছে। উহাদের দলপতি সৈয়দ ইব্রীস কিং মুসোলিনীর বিরুদ্ধে বুদ্ধ বোষণা করিতে অতি ব্যগ্র অন্যান্য আরব দলপতিদেরই অন্যতম। মিস্রী, লিবিয়া, লেবানন, ট্রান্স জর্ডানিয়া, চিউলিস, আলজেরিয়া প্রভৃতি এবং ইটালী অধিকৃত সকল অঞ্চলের মুসলমানগণের মনোভাবই ঐরূপ। যেমন আলজেরিয়া অধিকারের সম্মত হইয়াছিল, তেমনই এখনও মুসলমানদের একতারা বুদী—“একজন মাত্র আল্লা আছেন; মুসোলিনী সেই অজ্ঞান নর।” উন্নতবর্ষের মুসলমানগণও সকলেই ব্রিটেনের পক্ষে।

কলিকাতার ট্রাউট নির্মাণ ব্যবস্থা

সমগ্র ভারতে এই প্রথম প্রচেষ্টা

বাহাতে কলিকাতার বহু সংখ্যক ট্রাউট তৈরী হইতে পারে, সম্রাতি জাহান বাবলা করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা সম্ভবপর হয় নাই। এই ট্রাউট নির্মাণকার্য যদি একবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে উক্ত ব্যবসারের পক্ষে দ্বারী মুহাম্মদ মিলকুশে পরিপকিত হইবে। কারণ কলি দিয়াছে যে ইতিপূর্বে এই প্রচেষ্টা ট্রাউট জাল পরিবাহে প্রদেপে আনলানী হইত।

পল্লী-চাষার ঋণ-সমস্যার সমাধান

সালিসী বোর্ডসমূহের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

কলপাইগুড়ি জেলা—

মোহনাবাদী বন্দনপুর গ্রাম-সালিসী বোর্ড

মহাজন অনিষ্টকরী ব্যক্তক আশ্রয়কীর্তনের ০.৫৮ একর জমির মণ্ডলের উপর ২৫০৮ টাকা ঋণগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত টাকার সুব হিসাবে উপরোক্ত জমি ছয় বৎসরকাল জোপ-নবন করিয়াছিলেন। উক্তর পক্ষে মণ্ডা এইকূল বীমাংসা হইয়াছে যে, মহাজন ব্যক্তি ১৩৪৭ সন হইতে ১৩৪৯ সন পর্যন্ত জমি জোপ-নবন করিবেন এবং উক্তর আর লাভকা সম্পর্কে জাহার কোনো দাবী থাকিবে না।

বর্ডমান জেলা—

আনখোলা গ্রাম-সালিসী বোর্ড

পত ১৩১৩ সনে ব্যক্তক ওয়াইল্ডার মহাজনের দুই বিলা জমির উপর কৃষিকার্যের মহাজন কলস হক ১০৮৮ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী ১৩ বৎসরে এই একশত টাকা সুদে আনলে বিত্তন হইয়া দুইশত টাকার দাঁড়। কিন্তু মহাজন ১৩ বৎসর জমির কলস জোপ করিয়াছিলেন বলিয়া বোর্ড সাব্যস্ত করেন যে, উহাতে ব্যক্তকের কোন শোণ হইয়া গিয়াছে। উক্তসময়ে মহাজন সমস্ত দাবী ত্যাগ করিয়া ব্যক্তককে জমি প্রত্যাপন করেন।

কালনা গ্রাম-সালিসী বোর্ড

গ্রন্থের পরিমাণ ছিল ৩,৮৬৪, টাকা। উহা ৩,৬৫৯, টাকার বীমাংসিত হইয়াছিল।

দলদি গ্রাম-সালিসী বোর্ড

মহাজন বৃন্দল কিশোর চট্টোপাধ্যায়ের বটপেজ তমসুক বাবদ আশ্রয়কীর্তনের দ্বিতী ছিল ২৩০৮৩ টাকা। মহাজন আপোষে ২০০৮ টাকা ১০ বৎসরে কিস্তিনশী করিয়া গিয়াছেন। এই বোক্তকর ব্যক্তকের নিজের জমি কল থাকার মহাজন ব্যক্তককে ১.৬৫ একর জমি তাপে ১০ বৎসর চাব করিতে দিয়া চাবের উৎপাদের নিজ আশ্রয় হইতে ব্যক্তক মহাজনের কিস্তিনশীর টাকা শোণ বিবে বলিয়া বীমাংসা হইয়াছে।

পাঁচতা গ্রাম-সালিসী বোর্ড

মহাজন বশান্তনু মজুমদার দাবীর পরিমাণ ছিল ১৯৮৮ টাকা। বোর্ড গ্রন্থের পরিমাণ ১০৯৮ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং একটি বীমাংসার চেষ্টা করেন। মহাজন সুব হিসাবে ১০৮ এবং আসল মণ্ডা ৫৯৮ পাইয়াছিলেন এবং আর ৩০৮ পাইলেই সমস্ত দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন।

ব্যক্তক মহাজনের মজুমদার ও বাবদ ব্যক্তকের মজুমদার কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করিতে অসম্মত হইয়া তাহাদের ৪৫ ডেসিমেল পরিশোধ করি ২ বৎসরের জন্য বাইবালগী তাপে প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইহাতে মহাজন সীকৃত হন।

হাজরাহী জেলা—

কলস গ্রাম-সালিসী বোর্ড

ব্যক্তক জমির জমি বোপারী মহাজন মহাজন ছিল। ব্যক্তকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বোর্ডের অনুমোদনক্রমে মহাজনকে জাহার সুক্তি দান করিয়াছেন। কেহই কোন অবস্থা গ্রহণ করেন নাই। বোর্ড গ্রন্থের পরিমাণ ছিল ১,২৯১৮/৬ পাই। এই দাবী বিবেচনায় উত্তরোত্তর।

দানব গ্রাম-সালিসী বোর্ড

মহাজন বিবেচনা আশ্রয়কীর্তনা (কলিকাতা) ব্যক্তক মহাজন বেওলা এবং আশ্রয়কীর্তনা নিকট হইতে জিস্তি ১২১১৮/৩ পাই সহ বোর্ড গ্রন্থের পরিমাণ ১৭৭১৮/৩ পাই দাবী করেন। উক্ত গ্রন্থের পরিমাণ পরে ১০৫৮ বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ব্যক্তকপন উহা মণ্ড প্রদান করে।

দানব গ্রাম-সালিসী বোর্ড

পত ১৩১৬ সনে ব্যক্তক বোপেজনাথ প্রামাণিক মহাজন শৈবলিনী মজুমদার নিকট হইতে ১৮৮৮ টাকা গ্রহণ করে। বটপেজের বলে এই গ্রন্থ গ্রহণ করা হয়। মহাজন ৪৭০৮ টাকা দাবী করেন এবং উহা ৩৬৬৮ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। পরে মণ্ড ৩১৮ টাকা দিয়া এই দাবীর নিষ্পত্তি হইতে।

উলুপু গ্রাম-সালিসী বোর্ড

মহাজন কলিকাতার মজুমদার কলিকাতার কলিকাতার নিকট ১০৮৮ টাকা দাবী করেন। বেওলা মহাজন ১৫ বৎসরকাল ব্যক্তকের জমি জোপ-নবন করিয়া বোর্ড লাভ করেন, তজ্জন্য বোর্ড উক্তের মণ্ডা বীমাংসার দাবী করেন যে বর্ডমান সনের কলস দইয়া মহাজন জাহার মজুমদার দাবী দ্বিতী বিবেচনা এবং জমি কলস বিবেচনা।

মিরাজপুর জেলা—

দেবপুর গ্রাম-সালিসী বোর্ড

একটি বেওলা মলিনের বলে ব্যক্তক আশ্রয়কীর্তনা সরকার মহাজন মৌলভী মনসুর আলি জামুন্দারের নিকট হইতে ১২৯৮ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুগ্রহন করিয়া বোর্ড আশ্রয়কীর্তনা পারেন যে, সুব হিসাবে ১২৫৮ টাকা ইতিমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। তখন বোর্ড ১২৯৮ টাকা আসল ও ১৭৬৮ টাকা সাব্যস্ত করেন। বোর্ড অর্থের পরিমাণ হয় ৩৭৫৮ টাকা, মহাজন প্রদত্ত সুদের কল বিবেচনা করিয়া ১৭৬৮ টাকার দাবী নিষ্পত্তি করিতে সম্মত হন। ব্যক্তক বোর্ডের সমুদ্রে মহাজনকে উক্ত অর্থ মণ্ড প্রদান করে।

মোক্তাবাদ গ্রাম-সালিসী বোর্ড

মহাজন বৃন্দাবনজ মহাজন এবং আরও অনেক ব্যক্তক ইয়াবুলীন বেওলা নিকট দাবী ছিল ১২৫৮ টাকা। জমি বটপেজ ছিল। গ্রন্থের পরিমাণ ৯০৮ টাকা দাবী হয় এবং ৫৫৮ টাকার সাব্যস্ত হয়। মণ্ড টাকা প্রদান করিলে ব্যক্তককে জমি প্রত্যাপন করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা—

আলুদিয়া গ্রাম-সালিসী বোর্ড

ব্যক্তক শৈব আশ্রয়কীর্তনা মজুমদার মজুমদার কলস এবং ১,৫০০ বিলা বাস জমির মালিক। তিনি পত ১৩১৬ সনে মহাজন অজমেশু মজুমদার হাট এবং অশ্রয়কীর্তনা নিকট ৩০৫ বিলা বাস জমি বটপেজ বিলা ৩,০০০ টাকা দাবী করেন। পরে কলস দা হওয়ার উক্ত ব্যক্তকের অবস্থা সুব বাপান হইয়া পড়ে এবং ১৯১৬ ও ১৯১৭ সনের বন্যার জাহার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়। কলসেই বাবা হইয়া গ্রন্থ শোণের দ্বিতী তিনি গ্রাম-সালিসী বোর্ডের নিকট আবেদন জানান। গ্রন্থের পরিমাণ ৫,১১২, বলিয়া দাবী হয় এবং ১,৭০০, টাকার বীমাংসা হয়। উক্ত অর্থ দাবী ব্যক্তি কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

পল্লী অঞ্চলে বিনাচারে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা

বিভিন্ন জেলার বাঙলা সরকারের সাহায্য

১৯৪০-৪১ সালে পল্লী অঞ্চলে বিনাচারে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য বাঙলা সরকার জেলা-বোর্ডসমূহে নিম্ন-লিখিত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

বাঙলা সরকার এডমিট্রী ১৯৪০-৪১ সালে মালবর জেলার বাপকভাবে টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য মালবর জেলা-বোর্ডকে অতিরিক্ত তিন লাখ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বোর্ড ৪৫,০০০, টাকার টাকা ১৯৪০-৪১ সালে কিস্তিতে মজুমদারী বিত্তি দেওয়া হইয়াছে, নিম্নে জাহার তালিকা প্রদত্ত হইল—

(১) বর্ডমান	১,৩০০
(২) বীরাপুর	৬০০
(৩) বীরাপুর	৬০০
(৪) মৌলভীবাজার	২,১০০
(৫) মৌলভীবাজার	৬০০
(৬) হাওড়া	৬০০
(৭) মালবর	১,৬০০
(৮) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(৯) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(১০) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(১১) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(১২) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(১৩) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(১৪) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(১৫) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(১৬) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(১৭) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(১৮) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(১৯) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(২০) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(২১) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(২২) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(২৩) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(২৪) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(২৫) মৌলভীবাজার	১,৬০০
(২৬) মৌলভীবাজার	১,৬০০

কলিকাতার অর্থ সেবা-বিভাগ

বাঙলা-সরকারের সাহায্য

বাঙলা সরকার কলিকাতা ট্রাষ্ট ও বিনিস্ ক্যান্স (অর্থ সাহায্য-বিভাগ) নামক প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য হিসাবে পঁচাত্তর লাখ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যে স্থাপিত হইয়াছে এবং একমাত্র কলস বিলা চাষি। এডমিট্রী উক্ত প্রতিষ্ঠান এই মণ্ডে জাহারের দাবীর কলসবিবেচনার নিকট অনুজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছে—যেহ জাহার এই শিবির সম্পর্কে বাপকভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এমুল ব্যবস্থা করেন যেহ বোর্ড মণ্ড বিলা সমস্তে বোপারী আশ্রয়কীর্তনা হয় এবং কোন বিশেষ দিম অতিরিক্ত ও অশ্রয়কীর্তনা মজুমদার জাহার এডমিট্রী চাষি।

এই শিবিরের উদ্দেশ্য হইতেছে সমস্ত প্রকার চাকুরিগণের চিকিৎসা করা এবং যে সকল অশ্রয়কীর্তনা ব্যক্তি প্রত্যাকভাবে পুটে জিহা হাসপাতালে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করিতে পারে না, তাহাদের সুবিধা করিয়া দেওয়া। এককম অতিরিক্ত চাকুরি চিকিৎসক ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মহামান্য ব্যক্তি অনুগ্রহপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা হইয়াছে।



জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যারফল পল্লী অঞ্চলে এবং শিল্প শিল্পের মাধ্যমে বহুকুসুমের সফল সরকারী ও বেসরকারী কর্মসূচির জন্য ক্রমাগত প্রচারণা পরিচালনা করে পল্লী অঞ্চলের কল্যাণ সাধন প্রচেষ্টায় সূচনামূলক কার্যক্রম করিতেছে। বাঙালি সরকার যে পরিকল্পিত পল্লী উন্নয়নের পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জটিল উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

সম্প্রতি চারটি জেলায় যে পল্লী-উন্নয়ন কার্য সাধিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

এই স্থান হইতে যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পল্লী-উন্নয়নের প্রচেষ্টা মূলতঃ পল্লী-জন্মপথের শিল্প দ্বারা ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছিল। এ পর্যন্ত এ জেলায় যত সৈন্য-বিভাগের স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৫৬; তদুপরে একমাত্র বালিকাশিক্ষা কেন্দ্র হইতেই ৩৯টি বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে। মিরককড়া পল্লীকরণের ২০টি গ্রাম-পাঠাগার স্থাপন করা হইয়াছে। জেলায় অসংখ্য পল্লী সংগঠন সম্পর্কিত কার্যাবলীর মধ্যে পল্লী-উন্নয়ন, বয়স বিদ্যালয় স্থাপন, ইউনিয়ন কোর্ট কার্যসমূহ কর্তৃক হাতে-কলমে শিক্ষাদান এবং বিভিন্ন প্রকারের গো-বাছুর চাষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ—

বাংলাদেশ হইতে গত জুলাই মাসের যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে পল্লী-উন্নয়ন কার্যাবলী বিশেষ ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইতেছে।

সকল উন্নয়ন কর্মসূচির "ই-টার জুল স্পোর্টস এসোসিয়েশন" কর্তৃক হইতে প্রতিযোগিতামূলক খেলা পরিচালিত হইয়াছিল। উচ্চতর স্তরের উচ্চ-ট-রাঙ্গী বিদ্যালয়-সমূহও যোগদান করিয়াছিল। খালকাটি উচ্চ ট-রাঙ্গী বিদ্যালয়ে আদিত একটি সড়ক সার্কল অফিসার, দুইজন ইন্সপেক্টর এবং সমস্ত বিভাগের একজন হিসাব পল্লীকর্ম পল্লী সংগঠন সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করিয়া অনুষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। উক্ত সড়ক বিভিন্ন সমিতি এবং স্থানীয় অফিসারগণের সহকারে ব্যক্তি স্থাপন সম্পর্কে একটি পরামর্শ সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সকলকাটি, সামুহার এবং চরিশ-কাহনিয়া উন্নয়ন পল্লীকর্ম সমিতিসমূহ পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সম্পাদন করিয়াছেন। বিশেষভাবে সর্বপ্রথম উল্লিখিত সমিতিটি জন্মস্বাক্ষরের মধ্যে "বর্ধ-গোলা" প্রথা প্রবর্তনের নির্দিষ্ট চাউল দান দিয়াছে। খালকাটি ও রাবেরকাটিতে গ্রাম্যমান বয়স শিল্পা দলের এবং সাপলেকা ও মঠবাড়িয়াতে সরকারী জন্মসেবা সঙ্কলন পরিদপ্তরের কলে স্থানীয় পল্লী সংগঠন কার্যাবলীতে বিশেষ প্রেরণা জাতিয়াছে।

বালিশাল সদর, তাগরিয়া এবং পটুয়াখালীতে পুলিশ, অসংখ্য কর্মচারী এবং জনসাধারণের মধ্যে সহযোগ-সড়ক অবিলম্বে হইয়াছিল।

জগদী—

মিজুরের একটি পল্লী-সংগঠন শিল্পা শিল্পের এগারটি গ্রামা শাখা সংগঠিত হইয়াছে এবং উপস্থিত মাসেই প্রাতিযোগক সমিতিসমূহ উচ্চতর সহিত সহযোগিতা করিয়া অকল পরিকার, রাস্তার পানু বর্ধী প্রেরণ সংকলন সাধন এবং পল্লী সংগঠন কার্যাবলীর জন্য নির্বাহিত কর্মসূচির সফলকর প্রণয় সাধন করিয়াছে। এই সকল কর্মসূচি বহুকুসুম হাফির এবং সার্কল অফিসার বিশেষ

অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কর্মসূচির মধ্যে যাহাতে পল্লী-উন্নয়ন কার্যে প্রেরণা জাগে, তদুপরে শ্রেষ্ঠ কর্মী-বৃন্দকে সার্কলিকের প্রদান করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আরম্ভবাং বহুকুসুমের অঙ্গগত ঘটনায় এবং পায়বলতপন নামক স্থানে গ্রামা বিলম্বাধার স্থাপন করিয়া পল্লীকর্ম সমিতিসমূহ বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। জেলায় বিভিন্ন কার্যকর উন্নয়ন প্রেরণ বীজ বিতরণ এবং হাতে-কলমে কৃষিকার্য শিল্পা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাথমিক বহুকুসুম পল্লীকর্ম সমিতিসমূহ কর্তৃক ভারকুণ্ডায় একটি নতুন বয়সপথের শিল্পাঙ্ক এবং কঠকগুলি আদর্শ গ্রাম্যগার স্থাপিত হওয়ার এই অঞ্চলে শিল্পা বিস্তারকর বিশেষ সহযোগকর্ম কার্য সাধিত হইয়াছে।

মোরাখালী—

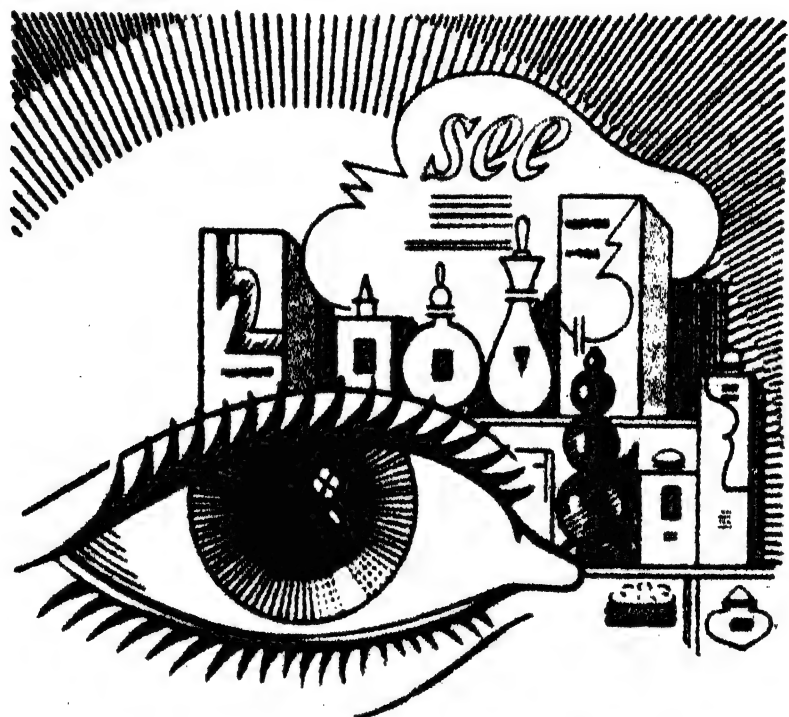
মোরাখালী জেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রতি কতিপয় প্রচারণা-সড়ক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই সব সড়ক

বক্তৃতা প্রদানে জনসাধারণকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে:—

- (১) স্বাধীনতার উপায়।
- (২) প্রাথমিক ও পূর্ণ বয়সের শিল্পা।
- (৩) যেভাবেই বাগানটি প্রভৃতি প্রস্তুত ও সংকলন করণ।
- (৪) উন্নত শ্রেণীর কলমের চাষ।
- (৫) পট-বাছুর চাষ।
- (৬) প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে পোষ্টালিকের লেডিং-ব্যাঙ্ক টাকা সংকলন ব্যবস্থা।
- (৭) মুষ্টি-সকার ব্যবস্থা।

বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে আগত করিয়া ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক সড়ক কাল কেন্দ্রী বহুকুসুম পল্লী-সংকলন ও কচুরীপানা বিদ্যায় সড়কের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বেশ সাকলোর সঙ্গে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর মাসে সৈন্য-বিভাগের ও পল্লী-পাঠাগারগুলির কাল বেশ স্বন্দরভাবে পরিচালিত হইয়াছিল।



আলো আকর্ষণ বিক্রী

উজ্জ্বল আলোর উপযুক্ত ব্যবহারে ফ্রেডারের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় এবং লোকমন্ডের সম্ভিত জীবনসড়ারে তাহার কৌতূহলও বৃদ্ধি পায়। বিক্রীর বেটা গোড়ার কথা—সাধ-রূপের দৃষ্টি আকর্ষণ, উজ্জ্বল আলোক ব্যবহারে তা সহজসাধ্য হয়। জোরালো আলোর সাহায্য গ্রহণ করুন। দেখবেন এই হবে আপনাক সব চেয়ে সস্তা ও ভালো বিক্রয়।

ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা অপরিবর্তিত

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

सुविधा साधयितुं न संभवति

इतिथान्ता दानिकान्ता काव निषण्णित

সৌ-বিভাগ হইতে যোগিত হইয়াছে যে, অসম্ভব
 যথিত্য ক্রমের 'পারেকি', 'প্যাট্রোজ' চলে-তোষ
 আধাতে জলকণ হইয়াছে।

সৌ-বিভাগের একটি অনুপ্রেরণার দুটি অল্প-সঙ্কীর্ণ
ক্রমের বোঝা পাণ্ডুর কণা দেখা করিয়া বলা হইয়াছে
যে, এ পর্য্যন্ত যে সংকল পাণ্ডুর সিংহ, জাহাঙ্গীর
নাম যে, 'দোহরশিক'-এর ৫২ জন অফিসার ও ৩১৬
জন সার্বিক এবং 'পারস্যবাস-এর' ৩২ জন অফিসার ও
২০০ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

ହେଉଛି ଇଟାଲିଆନ ମାସକେରିନ କ୍ଲବ

বুটিন নৌ-বিভাগের একটি লক্ষিত এশ্বত্থাৎ বলা
হইয়াছে যে, বুটিন হালকা নৌবহরের আক্রমণে আরও
দুটি ইটালীয়ান সাবমেরিন গুলে হইয়াছে। নৌবহর
বিমান বহরের সহযোগিতায় একটি সাবমেরিনের পাণ্ডাভাষন
করিয়া উদ্ধার গুলে করে।

आदि काय ५१ अनेक आदि जयर्षि

আজিকার করানী অবিকৃত মিবক জম্বলের অন্তর্ভুক্ত
 লাম্বাভেদনেষ অবিবাসীরা জেবাবেল দ্য পলেস মিকট
 আদ্বানন পৈন প্রত্যয় জানাইবাছে। ইতিপূর্বে প্রাচ্য
 মিত্রোজের ভিগি পত্তন বোপৌর সমর্থক বসিয়া দোষণ
 করে এবং জেবাবেল দ্য পলেস প্রত্যয় প্রতিষ্ঠার প্রবলভাবে
 বালা দেহ। জানা গিয়াছে যে, জেবাবেল দ্য পলেস উক্ত
 সৈন্যবলের সম্বন্ধে সম্মানজনক বর্গ উপস্থাপিত করিয়াছেন।

କୃତ୍ତିମେ ଯେନା-ମାୟା ବାସି

বেঙ্গলী বাহিনীর পুনঃগঠনের কলে ব্রিটেনের
সৈন্যসংখ্যা এখন আকস্মিক বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া
২৭ লক্ষ হইয়াছে। বেঙ্গলীসের উপর। কর্তৃক
করা হয় একজন ভিয়েটন জেগারেল থাকিলে এবং
ইহার অধীনে একটি ভিয়েটনোট থাকিলে। সর্ব
প্রকার উহার সদা ট্যুপেটোর জেগারেল হইবেন। তিনি
প্রাচীর পূর্ণ করিয়া কবিবেন।

[১ম কলমেবর কোর]

/৬৥ সাত্বে ত্রয় সের হইতে /৯ সের ; বঙ্কড়ার টাকার
 /৮। সোতা আট সের ; পাবনা ও সিরাঙ্গগড়ে টাকার
 /৮৥ সাত্বে আট সের হইতে /৯। সোতা নয় সের ;
 বালুঘাট টাকার /৮৥ সাত্বে আট সের ; কুড়িয়াঘাটে
 টাকার /৮৬ ভটাক ; ঢাকা, বাণিকগড়, দারাদণগড়
 ও মুন্সীগঞ্জে টাকার /৮ সের হইতে /৮। সোতা আট সের ;
 ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাকাইল, সেরতকোণা ও কিনোক্তিগড়ে
 টাকার /৭ সের হইতে /৭৥ সাত্বে সাত সের ; কবিদপুর,
 ধোয়ালগঞ্জ, দামারীপুর ও গোশালগঞ্জে টাকার /৭। সোতা
 সাত সের হইতে /৮ সের ; কাঞ্চনগড়, শিবোড়পুর, পটুয়াখালী
 ও লক্ষিম নগরবাতপুরে টাকার /৭৥ সাত্বে সাত সের হইতে
 /৮৥ সাত্বে আট সের ; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে
 টাকার /৮৥ সাত্বে আট সের হইতে /৯৥ সাত্বে নয়
 সের ; ত্রিশুড়া, ব্রাহ্মণখেকিরা ও টাকপুরে টাকার /৮।
 সোতা আট সের হইতে /৮৥ সাত্বে আট সের ;
 দেয়াখালী ও কেনীতে টাকার /৮। সোতা আট সের
 হইতে /৯। সোতা নয় সের ; ত্রিশুড়া ডাকো টাকার
 /৭। সোতা সাত সের হইতে /৯। সোতা এগার সের ।

একটি ইচ্ছাধীন পুৰাণ, ২য়। মনোবল তাহিণে 'সাকু'
 নামক একবাণি মূলিন মানবোবিন পুৰাণকৰ একবাণি
 বৃহৎ পুৰাণটো কালক নিমজ্জিত কৰিয়াছে। কালকবাণি
 অমৰিকৃত কাল কালী পুৰাণ অজিতৰ দ্বাৰা কাল
 চিন্তাৰ কালক ৬ মিনিটৰ মধ্যে নিমজ্জিত কৰ।

ଆଳାପେନିଆ : ଶୁଦ୍ଧର ଅବସ୍ଥା

বৃহৎসাল চাইতে যে সকল লোকের আদিমভাবে সামরিক
বহন আছে। যথোপযুক্ত যন্ত্রাণে বহন করেন। আলেক-
সিয়ার এলাকার গ্রীকগণ যেসকল খনি খনন করিয়াছে,
সেইগুলির একটিই হাটহাটা চর সাই এবং গ্রীকগণ
সেই সকল হাটের ভাটকের পদ্ধতি করিয়াছে। এক-
খানি ইজিপ্তের প্রকাশ যে, দুখবার পশ্চিম আফ্রিকার
ইটালীয়দের উপর আক্রমণ চলাইয়া গ্রীকগণ ভাটকের
চারটি কামান, দুই পশ্চিম বাহুর কামান এবং ২০টি
যেনিকগণ বহন করে।

ইত্যাদিতে আরও প্রকাশ যে, ইটালীয়ায় পুস্টনের
কয়েকটি নতনের উপর বিমান আক্রমণ চলায়, কিন্তু
লক্ষ্যবস্তুর কোন অঙ্গিই ভাঙায়। কহিতে পারে নাই।
তবে কতক ঘোষারহিক অধিবাসী ইত্যাদি ইত্যাদি।
মহা স্বাক্ষরে প্রীকরণ লিখায় এলাকার একটি ইটালীয়া
বারিসীকে হুল সেবা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবারে বলিয়া
ফালা পেল। কতক সৈন্য বন্দী হইয়াছে। কিন্তু
নলে বিতরক হইয়া ইটালীয়া সৈন্যগণ কখন
পলাটতেছিল, তখন প্রীকরণ জাহাঙ্গিরকে খোঁজ করিয়া
বন্দী করে।

इष्टांजीय राहिनीय अक्षयवि

যোমের এক ইচ্ছাচারে প্রকাশ দে, ইটালীর নারিত্তী
 শ্রীমের উচ্চ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত কালমান শ্রী
 লার হটকা পিয়ারে। ইচ্ছাচারে একা হটকাতে দে,
 প্রোপা হটকা শ্রীয়ে ফেফারিয়া হটকাতে মিনামারিত্তী
 যোমারগণ করিত। ও বেশিমগান চাপাইয়া হটকাচারিত্তীকে
 লটার। করিত।

କାନ୍ଦାମୀଡ଼େ ବୁଢ଼ିଆ ବିହାରୋର ହାତୀ

বিমান বিভাগেও একটি ইন্ডাস্ট্রি বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বিমানসমূহের কার্যনির্বাহীতে ব্যাপকভাবে হান্সা বিমান সমূহের চালানোর উপকরণগুলি প্রায়শই এর কার্যনির্বাহী অংশ এবং পরবর্তী উত্তর-পশ্চিম উপকরণগুলি একটি রেলওয়ে ভাণ্ডারের উপর আক্রমণ চালায়। ইন্ডাস্ট্রি বলা হইয়াছে যে, এতদ্বারাও ব্রিটিশ বিমানসমূহের লেউস ও হান্সা-এর তৈরি পৌরসভার, সুসঙ্গত-এর মিকটবর্তী কারখানা অংশ, এবং মল্লী হীমকর্তী হায়ে ও প্রেভেন্স এক রেলওয়ে ইন্ডাস্ট্রি ও জাংসন, প্রিন্সসেস অফিসের কার্যনির্বাহীসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। পূর্বাধিক বিমানভাগে পূর্বাধিক অধিকার ব্যাপকভাবে হান্সা কেওলা চয়। ব্রিটিশ বিমানসমূহের সালকসমূহের তৈরি পৌরসভার সমূহের উপর আক্রমণ চালায়। বিভিন্ন স্থানে অধিকার আক্রমণ চয়। এতদ্বারাও ও কক্স-হাউস পোতাশ্রয়ের বিমান বাটসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। চান্সেই একটি হ্যাংগারের উপর হোয়াসে এবং হুটলস্টিভ নরুর বিমানসমূহের উপর বেলিগানের ওলী বসিত হয়। একটি বিমান অধিকার পবিত্রত্ব অধিকার মিলিত হয়। কক্স-হাউস-এ একটি জাংসন সমাবেশের উপর আক্রমণ চালায়। তৈরি-সেলসের এক মেকানিকাল সমাবেশের উপর হোয়াস বসিত হয়। বিমান বিভাগ হইতে সোমিত হইয়াছে যে, এইসব অভিযানে হইতে ব্রিটিশ বিমান বিভাগে চয়।

[ବିଷୟ ସୂଚୀ]

বিশদ ২৩শে অক্টোবর তারিখে যে সভায় শেখ
হুসাইনে, এই সভায় আবদুল্লাহ ও কাদেরের অধ্যক্ষতা
যেদিন ছিল তারই সাক্ষিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

আলোচ্য সন্তানে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম
হইয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টি হওনার আবাদী কসলের অবস্থা
জান হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন স্থানে
আরও বৃষ্টি প্রয়োজন। বঙ্গবাসীরা কসলের জন্য
অনি শ্রমও কষার কাজ চলিতেছে। ১৯শে অক্টোবর
বলিয়ার যে সন্তান শেষ হইয়াছে, তাহাতে শ্রমের বিনিময়ে
সাধারণ মানুষের কাছে ৪,৭১৫ জন লোক নিয়োজিত
হইয়াছিল। এই প্রদেশের লোকে যে চাউল সাধারণতঃ
ব্যবহার করে, তাহার মূল্য পূর্ব সন্তানের মূল্যের তুলনায়
নতুনকায় প্রায় ০.৬৫ ডাল বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিগত ৩০শে অক্টোবর তারিখে যে সমগ্র শেষ হয়তো,
এ সমগ্রই আনন্দোৎসব ও কলনের যেখান অবস্থা ছিল
তাঁরা সংক্ষেপে বিস্তারিত দেওয়া গেল:—

পূর্ণ বকের কোন কোন জেলার সাধারণের চেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হইয়াছে, অমান্য নামে সাহান্য ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্গবঙ্গালীন কসলের আবাসের ভয়া ভয়িত প্রভাবের কারে বেশ জলের হইয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টিপাত হওয়ায় আকাশী কসলের উপকার হইয়াছে। ২৪শে অক্টোবর তারিখে যে সপাত শেষ হইয়াছে, তাহাতে বীরভূম জেলায় ঠেট বিধিকের কারে ৮.৭৫৬ কস লোক নিরোজিত হইয়াছিল। সাধারণ চাউলের মূল্য গড়ে পূর্ণ সপাতের বকের চেয়ে শতকরা প্রায় ০.৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ବିଶେଷ ସୂଚୀ

• চব্বিশ-পরগণা, ভারত-প্রশাসন, বাঙ্গালার, বাঙ্গালী
ও নিম্নলিখিত সমস্ত বাসিন্দা হইলে নীচের টাকার
১৭ সের হইতে ৮১১ সাত আট সের; বরীয়া, কুইয়া,
মেঘেরপুরের টাকার ১৭১ হটাক হইতে ৮ সের; মুন্সীরা
বাল, লাক্ষ্মণ, জঙ্গীপুর ও কালীতে টাকার ১৭১১সের
হইতে ৮১১ সাত আট সের; হাশেম, জিলাইল,
বাড়িয়া, সুলতান ও বন্দারের টাকার ১৭ সের হইতে
৮ সের; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটের টাকার
১৭ সের হইতে ৮ সের; বড়বাস, আসানসোল
কাটোকা ও কালনার টাকার ১৭৬ হটাক হইতে ২৬
সের সের দুই হটাক; বীরভূম ও বাসুদেবপুরের টাকার
৮৬ হটাক হইতে ৮১ সোয়া আট সের; বীরভূম ও
বিক্রপুরের টাকার ১৭১১ সাত সাত সের হইতে ৮ সের;
হুগলি, শ্রীকালীপুর ও আসানসোলে টাকার ৮ সের হইতে
৮১৬ হটাক; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় টাকার ৮ সের
হইতে ৮১৬ হটাক; রাজশাহী, বগুড়া ও নাটোরের
টাকার ৮ সের; দিনাজপুর, ঠাকুরদাঁড় ও বাসুদেবপুরের
টাকার ১৭১১ সাত সাত সের হইতে ৮ সের;
ফালগুণী ও কালীপুরের টাকার ১৭ সের হইতে ৮ সের;
জামপুর, মিলনগড়ী, কুড়িয়ায় ও বাইরাহর টাকার
[পরবর্তী কলমে নিম্নে উল্লিখিত]

ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা অপরিবর্তিত

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

ব্রিটিশ বাহিনীর অত্যন্ত আক্রমণ

১৫ নভেম্বরের একটি ইতালীতে বলা হইয়াছে যে, একটি ব্রিটিশ সৈন্যদল বিমান বাহিনীর সহযোগিতায় স্থান-আবিসিনিয়ার সীমান্তবর্তী গোলবার্চের উপর আক্রমণ চালাইয়া উড়া বন্দল ফেলে। কতিপয় সৈন্য বন্দী হয়। বক্রপঙ্কের পাখী আক্রমণ সাক্ষ্যের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়া দুইবার প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করা হয়। ক্যাসাল ব্রুস্কোনে জেনেরেল-ডেসপুটি এলাকার ব্রিটিশ সৈন্যদল বক্রপঙ্কীয় সৈন্যদলের উপর চাপ দিতেছে।

ইটালীয়ান বৈমানিকদের আত্মসমর্পণ

ভূমধ্যসাগরের উপর একটি ইটালীয়ান বিমান ও কয়েকটি ব্রিটিশ ক্রাস বিমানে (বিমানবাহী জাহাজে থাকে) মধ্যে যুদ্ধ এক অতুতপূর্ণ দৃশ্য দেখা গিয়াছে। ইটালীয়ান বিমানের বৈমানিকদের আত্মসমর্পণের নিদর্শন-অনুপ শেত বজা আশোষিত করে। উহার ফলে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে।

কয়েকটি ক্রাস বিমান সমুদ্রের উপর উড়ন দিবার সময় তিনটি বড় বেসিংগামবিশিষ্ট একটি ইটালীয়ান বিমান বেধিতে পাইয়া অনেক দূর হইতে কয়েকটি গুলীবর্ষণ করে। কোন কোন গুলী ইটালীয়ান বিমানে লাগে; ফলে উহার গতি হাস পায় এবং উহা নীচে নাবিরা পড়ে। ক্রাস বিমানসমূহ উহার চাতিবিক্রে পুড়িতে আরম্ভ করিলে উহা আত্মসমর্পণের নিদর্শন দেখায়।

ইটালীয়ান বাহিনীর সামান্য অগ্রগতি

ইটালীয় হাইকমান্ডের এক ইতালীতে গ্রীসের উত্তর-পশ্চিম কোণে কালামাস নদী পারের দাবী করা হইয়াছে। ইতালীতে বলা হইয়াছে যে, থ্রাকিয়ার অঞ্চলে জার্মান সশস্ত্রবাহিনী যুদ্ধ বহিরা এবং প্রসঙ্গ হইলে মিকটে পজেন্সিয়া ও সুরক্ষিত কালসবুহের উপর বোমাবর্ষণ ও বেসিংগামের গুলী ছুড়িয়া বিমানবাহিনী স্থলবাহিনীর সহায়তা করে।

গ্রীক সামরিক কর্তৃপক্ষও গ্রীসের উত্তর-পশ্চিম কোণে জাহাজের সেনাবাহিনীর সামান্য আংশ অপসারণ স্বীকার করিতেছেন। গ্রীক বিমানবাহিনী পক্ষ অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ করিয়া ও পক্ষ সেনাদলের উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছে। জাহাজের সকল বিমানই নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। আলবেনিয়ার ইটালীয় বাহিনী ও বিমান বাহিনী উপরও জাহাজ বোমাবর্ষণ করে।

এপিরাস সীমান্তে গ্রীকবাহিনীর পশ্চাদসরণ

এক ইতালীতে বলা হইয়াছে যে, এপিরাস সীমান্তের বাসভাগের শেষ প্রান্তে গ্রীকবাহিনী কিছু পশ্চাদসরণ করিয়াছে। পত্রবাহিনীর হাউসীতে সাক্ষ্যের সহিত বোমাবর্ষণ করা হয়। বিমান-পোড়সকল নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে। সমগ্র সীমান্তে গোলাবর্ষণবাহিনীর লড়াই চলিতে থাকে।

ইটালীয় বিমান গ্রীসের জলোপ নগরে বোমা বর্ষণ করিয়াছে। জলোপ একটি উন্মুক্ত নগর। সেখানে কোন সামরিক লক্ষ্য-বস্তু নাই। এই আক্রমণে কয়েকজন অসামরিক ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে। ইটালীয়ানরা লারিসা নগর, পাত্রাস ও করিথ পোতাশ্রয়েরও হানাহানি করিয়াছে। করিথ আক্রমণ চালাইবার সময় ইটালীয় বিমান-জাহাজ এথেন্সের উপর দিরা ব্যস্ততাও করিয়াছে। এই জন্য সেখানে দুইবার সতর্কতাশূচক বংশীধ্বনি করা হয়।

আইজিয়ায় সমুদ্রে বক্রপঙ্কের হাইন

এক সরকারী ইতালীতে প্রকাশ, গত সপ্তাহের শেষভাগে ডিওব্রিচা ও টানহামিয়ার বাকবর্তী কান প্রণালীতে বক্রপঙ্কীয় বহু নাইন উদ্ধার করিয়া ধ্বংস করা হইয়াছে।

প্রণালীটি পরিকৃত না হওয়া পর্যন্ত বহু নাইনপুসকারী সাহায্য টানহামিয়ারে প্রবোজনীয় প্রযোজ্য প্রেরণ করিতেছে।

জাৰ্মান বিমানবাহিনীতে বোমাবর্ষণ

গত ১৫ নভেম্বর রাতিতে জাৰ্মানী বিমানবাহিনীর বোমাবাহিনী জাৰ্মানীর একটি বিমানবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। উক্ত বিমানবাহিনীতে ৬টি জাৰ্মান বিমানপোত লক্ষ্যহিতা রাখা হইয়াছিল। বোমা বর্ষণ করা হইলে এই বিমানগুলিতে আগুন ধরিতা যায়। অনুব্রূণ আরও কয়েকটি বাহিনীতে বোমাবর্ষণ করা হয়। বিমান সত্ত্বরের একটি ইতালীতে প্রকাশ, নোরিমেটের সাবমেরিন বাহিনী এবং বোলোন ও ক্যালের বন্দরে বোমাবর্ষণ করা হয়।

করাসী সাবমেরিনের আত্মনিমজ্ঞন

তিনি সরকারের সাবমেরিন "পলিনোটের" নাবিকগণ উহাকে ডুবাইয়া দিয়াছে। কোরাস বন্দরের নিকট বাহীন করাসী বাহিনীর আগমনের পর এই ঘটনা ঘটে। নাবিকগণকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

ইটালীয় আলপাইন বাহিনী পটুদন্ত

এথেন্সের সংবাদ প্রকাশ যে, ১৫ নভেম্বর গ্রীক উচ্চতম কর্তৃপক্ষের একজন ইতালীতে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে যে, হানীর এক সংঘর্ষের কালে গ্রীক সেনাদল ৮০ জন লোককে বন্দী করিয়াছে। উক্ত ইতালীতে একথাও বলা হইয়াছে যে, গ্রীক সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবশে পত্রপঙ্কের গোলাবর্ষণ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। সর্বশ্রেষ্ঠ যে ইটালীয় আলপাইন সেনাদল গড় কয়েকদিন যাবত রণক্ষেত্রের পিছারি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, তাহাঙ্গিনিকে বর্তমানে সম্পূর্ণ বিসর্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পটুদন্ত আলপাইন ডিভিশনে দুই বন পদাতিক এবং এক বন গোলাবর্ষণ বাহিনী ছিল। সম্প্রতি যে দুই হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে আরও নীচে জন-পারন হইয়া গিয়াছে—বর্তমানকালে ইটালীয় সৈন্যই এই জনস্রোতে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের পটুদন্ত এবং আরপাতুবিতে ইটালীয়দের স্তম্ভের ছড়াইয়া বহিয়াছে। ক্রাস নামে এবং নীতের আক্রমণেই তাহাদের স্তম্ভ হইয়াছে। সত্বকত: ন্যাকতে বাহ এবং তালুকের আক্রমণেও অনেক প্রাণ হারাইয়াছে। এ সকল ইটালীয় সৈন্যদের অনেককেই বন্দী করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং বহু পরিমাণ গোলাবাহন এবং অস্ত্র-গ্রীকদের হাতে পড়িয়াছে।

অতুতপূর্ণ সামরিক মৌলদ প্রবর্ধন করিতে হইয়া গ্রীক সৈন্যরা হয় হাজার ফিট উর্থে পর্বতেও আক্রমণ করিয়াছিল। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের গ্রীলোকেরাও অস্ত্র-এবং বেসিংগামসমূহ পর্বতের গাত্র বহিরা ছুনিয়া লইবার কার্যে সাহায্য করিয়াছিল।

এথেন্সের সামরিক বহল ঘোষণা করিতেছেন যে, ১৮২১ সালে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে গ্রীক সেনাদলের বহু কোশলের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচর বিস্ময়ে পিছারের জরাজাত ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইটালীয় অক্সিয়ারপক্ষে এ সম্পর্কে কিছুনা করা হইলে জীহ্বা বহেদ যে, বিপুলকালের ধুনি করিতে করিতে গ্রীক সৈন্যরা জীহ্বাঙ্গিনকে আক্রমণ করিয়াছিল।

প্রায় ২৬০ জন ইটালীয় বন্দী সামরিকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

জাৰ্মান সরকারের আর্থিক বিভাগের স্পেশাল অফিসার মি: এ. ডি. বান, আই-সি-এস কলিকাতা বন্দরের ডক মজুর ও হালিকদের মধ্যে বিরোধের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জরুরি হইয়াছেন।

কলিকাতায় নিম্নপ্রদীপ মহড়া

সাক্ষ্যপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ

গত ৬ই নভেম্বর বুধবার রাতি ১০টা হইতে ১১টা পর্যন্ত কলিকাতা এবং উহার নিকটবর্তী হাওড়া, দুবলী ও চব্বিশ পরগণার বিন-অফেন্ডিতে সাক্ষ্যপূর্ণভাবে নিম্নপ্রদীপের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ার সূচনার জেঁ বাজাইয়া জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় এবং শেষেও জেঁ বাজাইয়া পরিসংখ্যান সূচিত হয়। এইদিন রাতে ট্রান্সমিটার মধ্যে অন্ধকার রাখা হইয়াছিল এবং বাহিরের আলোকগুলিও অবতরণে আবৃত করা হইয়াছিল, যাহাতে উপর হইতে কোনভাবেই উহা সূচীপোচর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বোটের পাড়ী ও লরীসবুহেও অনুব্রূণ ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় কয়েকখানা এরোপ্লেনও নগরের উপরিতানে উড়িতেছিল। ফলে কলিকাতার এক অতুতপূর্ণ দৃশ্যের অবলম্বনা হয়।

এসময়ে অধিকাংশ লোকই পূজাত্যস্তে অবস্থান করে। অবশ্য নগরের এই অভিনব দৃশ্য বহুকে প্রত্যক করার জন্য হাওড়ার উৎসুক জনতারাও অভাব ছিল না।

হাওড়া ও নিয়ালন্দ ট্রেন

হাওড়া ও নিয়ালন্দ ট্রেন সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, কেবলমাত্র বাতীরের প্রাটিকর্ষে হাওড়ার রাস্তাতে অস্ত্রবিদ্যা না হয়, ততক্ষণা মাঝে মাঝে উপরিভাগ আবৃত নু আলোকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সময় যে সকল ট্রেনের ছাড়াই করা ছিল, সেগুলি হেড-লাইট না জালাইয়া ট্রেন হইতে বাহির হইয়া আসে। পাড়ীর কানরাঙলির জামালাগুলিও বহু রাখা হইয়াছিল।

মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ও বি. এম. আর পুরী প্যাসেঞ্জার বিমান আক্রমণ সতর্কতা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী আলোক নিরস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া হাওড়া ট্রেন পরিভ্রমণ করে এবং কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরে গিয়া আলো জালায়। গোবো প্যাসেঞ্জার, ব্যাণ্ডেল লোকাল এবং জাড়াগ্রাম প্যাসেঞ্জার এই সময় হেড-লাইট না জালাইয়া হাওড়া ট্রেনে প্রবেশ করে এবং ট্রেনের কোনর যে সকল নু আলো অগ্নিতেছিল, সেইগুলির সাহায্যে বাতীর পথ নির্ণয় করে।

নিয়ালন্দ ট্রেনেও অনুব্রূণ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হাওড়া ও নিয়ালন্দের কর্তৃপক্ষ ও রেলওয়ের পুলিশ বাতীরের নিরাপত্তা এবং হাউসপোর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

বিমান-আক্রমণ সতর্কতা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী এই সময়ে সর্বপ্রকার বাহিরের আলো, বিজ্ঞাপনের বাতি, চৌকীর হাওয়ার সক্ষমকগুলিতে যানবাহন চাপল নিরস্ত্রের আলো এবং সিসেরা ও বিরেটায়ের সমুদ্রবিত্ত বাতি নির্বাপিত রাখা হয়। পাড়ীগুলিও এই সময় আলো আবৃত করিয়া বহাস্তব বন পতিতে চমকল করিতে থাকে। মহড়ার সময় বাহিরের আলোতে পক্ষী পাঁচিয়া দেওয়া হয়।

নিমিত্ত পাত্ৰদের প্রশংসনীয় ব্যবস্থা

প্রায় ৭,৬০০ নিমিত্ত পাত্ৰ তাহাদের নিজ নিজ ভিত্তি কমাগাশের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশের সহযোগিতায় নগরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রহরা দিতে থাকে।

মি: সি. এম. মল্লিকের নেতৃত্বে প্রায় ৩২৬ জন নিমিত্ত-পাত্ৰ হামিকতলা অঞ্চলের পুলিশের সহিত পরামর্শ-ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রহরা দিতে থাকে। ১০টার পূর্বে নিমিত্ত-পাত্ৰা নিজ নিজ নিমিত্ত বাহিনীতে উপনীত হয়। মহড়ার সময় মোকান, বাজার ও রোটেগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

নগর ও নগরতলীর সমস্ত অঞ্চলেই অনুব্রূণ ব্যবস্থা করা হয়।

এই উপলক্ষে সর্বত্র ব্যাপক পুলিশ-প্রহরার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কলকাতার নগরীতে করিয়া নগরে উল্লস দিতে দেখা যায়।

বঙ্গদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

সর্বত্র বিপুল উৎসাহ-উদ্বীপনার সঞ্চার

জলপাইগুড়ি—

শনিবার ১৮ই অক্টোবর তারিখে যে সন্ধ্যায় শেষ হইয়াছে, এই সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্যকরী সমিতির অধিবেশনিক কোষাধ্যক্ষ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ হইতে মোট ১,৭৮৪।০ পাই সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তারিখ পর্যন্ত মোট ১০,৩০০৫/৬ পাই টাকা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৪২১৫৫/০ আদা দেড়ী বেরী হাঙ্গুটি বহিলা সাহায্য-জাহাজের জন্য আদালা রাখা হইয়াছে।

এ পর্যন্ত ইট-ইতিমাত্র কমে ২৪,২৯৮।৬ পাই পাঠান হইয়াছে।

জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ব্যক্তির সহায়তায় যুদ্ধ-এবং যাবদ বিভিন্ন নকায় নিয়োজিত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে:—

৬ বৎসর বেরাণী ১/২ বৎসর	
ডিকেন্স বণ্ড	১৫,৫১০৫৫/০
স্বয়ং-বিহীন বণ্ড	৬০০
ডিকেন্স-এবং যুদ্ধ-সাম-কমিটির	
অধিবেশনিক কোষাধ্যক্ষ	
সহায়ক	১,২৬৪

২৫শে অক্টোবর যে সন্ধ্যায় শেষ হইয়াছে, এই সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্যকরী সমিতির অধিবেশনিক কোষাধ্যক্ষ ১,২৮৩৫/০ আদা টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তারিখ পর্যন্ত ১৪,৫৮৪/৬ পাই টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে ২১৫৫৫/০ আদা দেড়ী বেরী হাঙ্গুটি বহিলা যুদ্ধ-জাহাজের জন্য আদালা রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ইট-ইতিমাত্র কমে ২৫,৪৫৪৫৫/০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ব্যক্তির সহায়ক যুদ্ধ-এবং যাবদ নিয়োজিত অর্থ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে:—

৬ বৎসর বেরাণী ১/২ বৎসর ডিকেন্স	
বণ্ড	১৫,৫১০৫৫/০
স্বয়ং-বিহীন বণ্ড	৬০০
জলপাইগুড়ির পোস্টালিসে ডিকেন্স	
সিভিল সার্ভিসে ডিকেন্স	১১,৯৮০
আবীপুর দুরাতের বহু-সাহায্য	
সহায়ক	৭০০
বেকপাড়া টি-এস্টেটের ম্যানেজার	
সহায়ক	১৫৪/০
পলাশবাড়ী টি-এস্টেট	১০৪৫/০
যজ্ঞা যুদ্ধ সাম-কমিটির চেয়ারম্যান	৩১৫০

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ত্রিপুরা)—

শনিবার ১৯ই অক্টোবর তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পুলিশ জবের সদস্যগণ "সাক্ষরতার কাল" নামক একখানো সার্টিফিকেট অফিস করিয়াছিলেন; এই সঙ্গে যুদ্ধ-পীড়িত অসহায় হইয়াছিল। অনুষ্ঠানটি বেশ সাক্ষরতার হইয়াছিল। ৮০০ টিকিট বিক্রী করিয়া ১,২০০ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১,২০০ টাকা যুদ্ধ-জাহাজের প্রদান করা হইয়াছে। বহুবাহর জাহাজের পুলিশ-অফিসার ও জাহাজের কর্মচারীগণ এবং স্থানীয় কতিপয় সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তির সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান সফল হইয়াছে।

কালী (কুলীয়াবাড়)—

কালী মিউনিসিপালিটির প'ৱট্টে ওয়ার্ডে সিভিল-পার্স বাহিনী প্রদান করা হইয়াছে। প্রতি ওয়ার্ডে ১০ জন হইতে ১২ জন করিয়া মোক এই বাহিনীতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বড়লাটের কার্যকাল রুচি

আজ্ঞা এক বৎসর

১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে ভারতের বড়লাট মহাশয়ের লেফটেন্যান্ট-গভর্নর কার্যকাল আরম্ভ এক বৎসরের জন্ম দৃষ্টি করা হইয়াছে।

ভারতকে শক্তিশালী করুন

আপনার অঙ্গভূমির শক্তিসামর্থ্যের উপরেই

আপনার নিরাপদ ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে

দেশের তথা আপনার আত্মরক্ষার জন্যে ভারতে প্রচুর শক্তিকল্পিত লোক, ট্যাংক বিমান এবং মেশিনগানের প্রয়োজন আছে। ডিকেন্স বণ্ড, জন্ম করিয়া আপনি এই প্রয়োজন মিটাইবার সহায়তা করিয়া দেশের তথা আপনার নিজের নিরাপত্তা অক্ষয় করিতে পারিবেন। এবং উহার সাহিত্য আপনি এক নিরাপদ ও লাভজনক পথে টাকা বাটাইবার সুযোগ লাভ করবেন। বহু-বাহর এবং দেশের স্বাধীনতা বিস্তারিত হওয়া পূর্তিপোষিত এই লক্ষ্যের কোন কারণেই মূল্যহানি হওয়ার সম্ভাব্য নহে।

ডিকেন্স বণ্ডে সার্ভিসে—১০০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা মূল্যে এই বণ্ড বিক্রীত হইয়াছে। বণ্ড বৎসর পরে প্রতি ১০০ টাকার জন্য ১০০/০ হিসাবে পরিণত হবে—অর্থাৎ ৫০ বৈশিষ্ট্য জন্ম দেওয়া হইবে—ইনকাস ট্যাংক বিক্রীত। এই লক্ষ্যের কোন কারণেই মূল্যহানি হইবে না। একবৎসর সার্ভিসে ৫০০ টাকা মূল্যের বণ্ড জন্ম করিতে পারিবেন। ডিকেন্স বণ্ডে সার্ভিসে বা ডিকেন্স বণ্ড অফ, ইতিমাত্র অফিসে আবেদন করুন।

জন্ম বৎসরের ডিকেন্স বণ্ড—১০০ টাকা এবং ইহার যে কোন ভবিষ্যৎ মূল্যের বিক্রীত হবে। ১৯৪১ সালের ১লা আগস্ট তারিখে ১০০ টাকা জন্মে পরিণত হবে। অর্থাৎ ৫০ বৎসর জন্ম জন্ম জন্ম জন্ম হইবে। যে কোন ব্যক্তি বণ্ড টাকার ইচ্ছা এই বণ্ড জন্ম করিতে পারিবেন। ডিকেন্স বণ্ড অফ, ইতিমাত্র, ইন্সপেক্টর বা অফ, ইতিমাত্র এবং সরকারী ট্রেনারীসহ আবেদন করুন।

স্বয়ং-বিহীন বণ্ড—১০০ টাকার ওয়ার্ডে যে কোন মূল্যের বণ্ড বিক্রীত হইবে। ডিকেন্স বণ্ডের প্রতিটি মূল্যে পরিণত হবে—এক বৎসর জন্মে ডিকেন্স বণ্ডের জন্মে পরিণত করা হইতে পারে। অর্থাৎ ৫০ বৎসর জন্মে ডিকেন্স বণ্ডের জন্মে পরিণত করা হইতে পারে। ডিকেন্স বণ্ড অফ, ইতিমাত্র, ইন্সপেক্টর বা অফ, ইতিমাত্র এবং সরকারী ট্রেনারীসহ আবেদন করুন।



ইণ্ডিয়া ডিফেন্স বণ্ড ক্রয় করুন

পশু-খাদ্য ফসলের চাষ

চাষী-সমাজের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

বাঙালীরা কেবলমাত্র পশু-খাদ্যের জন্য কোন কোন ফসলের চাষ হয় না বলা যাইতে পারে; যে দুই একটি ফসলের চাষ হয় তাছাড়াও অধিক পরিমাণে পুণ্য কম। সুতরাং; খানের বিচালিই এদেশের প্রধান পশু-খাদ্য; কিন্তু বনে বাবা ব্যবহার যে চাউনের জন্যই খানের চাষ করা হয়, বিচালির জন্য নয়। সুতরাং পশু-খাদ্য হিসাবে খানের চাষ করা হয় বলিলে ভুল বলা হইবে।

আরও দুইয়ের বিষয় এই যে, এই বিচালিও পশু-খাদ্যের জন্য যত করিয়া ভালভাবে বাধা হয় না। সাধারণতঃ এলোমেলোভাবে বিচালি গালা করিয়া বা পালা দিয়া বাধা হয় এবং উহার জিহ্বা বৃষ্টির জল ঢুকিয়া উহাকে পশু-খাদ্যের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলে এবং বাসা হিসাবে উহার মূল্য অনেক কমিয়া যায়। বিচালির বাধা পরিষ্কারভাবে এমন করিয়া করা উচিত, যেম উহার মধ্যে সরসে বৃষ্টির জল ঢুকিতে না পারে তাহা হইলে উহা পশু-খাদ্যের উপযুক্ত হইতে পারে।

বাঙালীরা পশুর দুগ্ধদাতার একটা প্রধান কারণ পশু-খাদ্যের অভাব। প্রত্যেক কৃষকই পশু-খাদ্য করিয়া থাকে, কিন্তু জোরার খাদ্যের প্রমাণতা অনেকেরই কমে। কৃষক যাহাট্রে ঘোষে যে বনস ছাড়া জোরার কৃষি-কারী যোটেই সম্ভবপর নয়। গোষ্ঠাটিই যে কৃষকের প্রধান সহায়, একথা প্রত্যেক কৃষককেই স্বীকার করিতে হইবে। যে দেশে পশুখাদ্য প্রায় ৭০ জন লোক কৃষিকারী, সেই দেশে পশু-খাদ্যের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য।

সাময়িক বলিতে বাঙালীরা পশু-খাদ্যের জন্য বিশেষ কোন আশ্রয়ের প্রথা নাই। হাটাও বা আডে, তাহা বিশেষ দৃষ্টি করিয়া আশ্রয় করা হয় না। কেবলমাত্র খানের বিচালিই এ দেশের প্রধান পশু-খাদ্য। চাউনের জন্যই খানের চাষ করা হয়; বিচালির জন্য নয়। অতএব পশুর উপুড়ির জন্য বিশেষভাবে পশু-খাদ্যের আশ্রয়ে প্রত্যেক কৃষকের যত্নবান হওয়া উচিত।

পশু-খাদ্যের কলগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা—

(ক) এক বৎসরের কল—যেমন জোয়ার, ভুট্টা, মিলেট, বরবটী, খেসারী এবং কলাই। জোয়ারকে জোরজন্যের প্রধান পশু-খাদ্য বলা যাইতে পারে; বাঙালীরা এই কল উত্তমরূপে জন্মে এবং ভালভাবে ইহার আশ্রয় করিলে কলও বেশী পাওয়া যায়। যদিও বর্তমানে এই দেশে জোয়ারের অধিক পরিমাণ পুণ্য কম, কিন্তু ইহা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। খেসারী খানের কলদের মধ্যেই বপন করা হইয়া থাকে এবং বান কাটিয়া লইবার পর ভলিতে পশু চরাইয়া বা বাঁধিয়া উহা গরুকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

কোন কোন জায়গায়, বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গে, গম, ধান, হই, মটর, ছোলা ইত্যাদি হবি ফসলের বড় পশু-খাদ্যকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

(খ) দ্বি-বৎসরের কল—যেমন সেপিয়ায় বাস, বাঁধি বাস ইত্যাদি।

(গ) আর সবরের কল অর্থাৎ যে সকল কল একটা প্রধান ফসল ছাড়া অন্য কোন ফসলের পর অপর একটি প্রধান কল বপন করিবার পূর্বে উৎপন্ন করা যাইতে পারে; এই সকল কল জাতাজাতি আছে; জোয়ার, মিলেট, বরবটী, কলাই ইত্যাদিকে এই শ্রেণীর কলদের মধ্যে বোঝা যাইতে পারে। ইহাগুলিকে আশ্রয় দিয়া কিংবা পাটের পর বপন করিয়া হবি কল লাগাইবার পূর্বে কাটিয়া গরুকে খাওয়ান হইতে পারে। এই সকল কল জন্মাইয়া পশু-খাদ্যের পরিমাণ বহুত বাড়াইতে

পাওয়া যায় এবং তাহাতে প্রধান কলদের চাষের কোন অনুরোধ হয় না। এই পুস্তকে ইহাও বনে রাখা উচিত যে, পশু-খাদ্যের জন্য এই কল আর সবরের কল উৎপন্ন করিতে বিশেষ যত্নও হয় না। উত্তর পশু-খাদ্য কলগুলির যেটামুটি নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা চাই:—

- (ক) বাইতে ভাল লাগে।
- (খ) সহজে হজম হয়।
- (গ) কল বেশী হয়।
- (ঘ) শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে।
- (ঙ) কাঁচা অবস্থায় খাওয়ান যাইতে পারে।
- (চ) সাইলেন্স (কাঁচা বাসগুলি পড়ে বা বাঁধুনা হয়ে রাখাকে সাইলেন্স বলে) করা যাইতে পারে।
- (ছ) পশু আশ্রয়িত কল না হয়।

জোয়ার, ভুট্টা, মিলেট, বরবটী ইত্যাদি শ্রেণীর বা বর্গ-কালের কল। জল না পড়ার এইরূপ ভলিতে এই সকল কলদের চাষ করা উচিত; ইহাদের জন্য জল ভালভাবে প্রস্তুত করা এবং ভলিতে সার দেওয়া বিশেষ দরকার।

জোয়ার তিন শ্রেণীর হয়—

- (১) এক শ্রেণী দেবী করিয়া কাটা যায়। ইহা বপনের পর ৮০ হইতে ১৬০ দিনের মধ্যে কাটিয়া গরুকে খাওয়ান যায়; ইহার বীজ বড় ও সালা হয়।
- (২) এক শ্রেণী কাটা যায়। ইহা বপনের পর ৭০ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে কাটিতে পাওয়া যায়; ইহার বীজ ছোট এবং বীজের রং লালচে হয়।
- (৩) উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি আর এক শ্রেণী—এই শ্রেণীর কল সর্বাপেক্ষা অধিক কল দেয়।

বর্ষাকৃতি জোয়ারের কল (অর্থাৎ যে কল বেশী বাড়ে না) গরুকে খাওয়ান উচিত নয়। সেখা গিরাছে এইরূপ জোয়ার পশুখাদ্যকে খাওয়ানিলে উহা বিবে পরিপক হইবে এবং সবের সময়ে উহাদের বৃদ্ধির কারণও হইয়া থাকে।

কোন কোন জেলার চৈত্র-বৈশাখ মাসে ভুট্টা বপন করা হয়; কিন্তু সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসেই ইহা বপন করা উচিত। ৮০ হইতে ৯০ দিনের মধ্যেই ইহা কাটিয়া গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে। ভুট্টার বীজগুলি বপন করণ থাকে তখনই ভুট্টার গাছ কাটিয়া গরুকে খাওয়ানিবার প্রস্তুত হয়।

জোয়ার, ভুট্টা কিংবা অন্য সকল প্রকার পশু-খাদ্যের কলকে বপন কল হয়ে, তখনই উহাগুলিকে কাটিয়া পশু-খাদ্যকে খাওয়ানিবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়।

ইহা সর্বদাই বনে রাখিতে হইবে যে, আশ্রয় খানের নীচু ভলিতে কিংবা অন্য কোন ভলিতে রাখার উপর জল পড়ায়, সেই ভলিতে পশু-খাদ্যের কল ভাল জন্মে না, পশু-খাদ্যের কলদের জন্য উহু ভলি ব্যবহার। ইহা সত্য কথা, জল বা অন্য কোনো বস্তু জলে জন্মে এবং অন্য কোন পশু-খাদ্যের জন্মের সময় ইহাগুলিকে ভাল পশু-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যদিও অনেক কল কাঁচা বাস পশু-খাদ্যের জন্য খাওয়া যায় না, তবন কচুরীলাগা গরুকে খাওয়ান হয়—কিন্তু চালা কৃষিকেন্দ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাকে খানের বিচালির সঙ্গে কিংবা বহিরাগত সারের সহিত খাওয়ানিলে কলমাত্রের অতিরিক্ত অন্য সর্বু পরিত্রের সময় অবশ্যই হয় না।

[সেব কলদের বিশেষ জ্ঞাতব্য]

মোসলেম-জগতের আসন্ন বিপদ

ইন্-সম্মেলনে মেররের বক্তৃতা

"ইন্-রিইউনিয়ন" কমিটির উদ্যোগে কলিকাতায় মোহামেদান স্পোর্টস মাঠে ইন্-মিলনী হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার বিশিষ্ট বাঙালী, মসলমান সনাতন ও বৈষ্ণব ও ইউরোপীয় এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিনন্দন জানান। কলিকাতার মেরর বিঃ আমদুর রহমান সিখিকী বক্তৃতা পুস্তকে বলেন যে, "ইন্-মিলন" একটি বিশেষ আমল উৎসব। কিন্তু বিশেষ কালের চারিদিকে এতুপ ভাবে হওয়াই আশিরাহু যে, আশ্রয় আশ্রয়ের যে-কোন অবস্থায় জন্ম প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইটালী ও জার্মানীর এই আক্রমণাত্মক নীতি আমাদের দেশকেও আক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। "আজ, মোসলেম জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং আমরা যদি উহাকে আশ্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত না হই, তবে আমরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব।"

উপসংহারে মেরর বলেন যে, তুরস্কের অধিবাসিগণ শতাব্দীকাল ধরিয়া মোসলেম জগতকে সমস্ত বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বর্তমানে তাহার বিধান বাহিনী বা আধুনিক সমরোপকরণ নাই। এতাবস্থায় প্রকৃৎক যদি আনাড়োদিগা এবং নিরীহার (যাহা বর্তমানে ইটালীর পানানাবীন) মধ্যে আগাইয়া আসে, তবে উহাকে বাধা দেওয়া সম্ভব হইবে না। এক পার্শ্বে ইরাক ও অপর পার্শ্বে প্যালেস্টাইন উভয়ই তাহাদের কৃষ্ণপাত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং তুরস্কখানও এই বিশৃঙ্খলক এলাকার মধ্যে জড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু দুইয়ের বিষয় এই যে, আমরা সৈনিকও নহি, অথবা অর্থ-পালীও নহি—হাঠাতে তুরস্ককে কোনরূপে সাহায্য করিব। কিন্তু মোসলেম জগতকে এই সর্বুনাশ প্রকর হাত হইতে রক্ষা করার জন্য আমাদের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

দুহ-বিদ্যোদী বক্তৃতা দেওয়ার অপরাহ্নে পণ্ডিত জগদরাল বেহু সন্ত্রান্তি ৪ বৎসর কারাবন্ডে নতিত হইয়াছেন।

[পশু কলদের তেজ]

উপরোক্ত কলগুলি বাতীত টানাবালায়, মটর, রাসানু প্রভৃতি গাছের তলা পশু-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

প্রত্যেক কৃষক পশু-খাদ্যের কলদের জন্য ভাল বীজ ব্যবহার করা উচিত; ভাল বীজ সংগ্রহ করিতে যদি কিছু অভিজ্ঞতা বরচ হয়, তাহা কল বেশী হওয়ায় জল শোষাইয়া যায়।

কতকগুলি পশু-খাদ্যের কলদের বিব্রাশ্রুতি বীজের পরিমাণ এবং ভালভাবে চাষ আশ্রয় করিলে বিব্রাশ্রুতি উহাদের কল বিশেষ বেগে হইল:—

কলদের নাম।	বিব্রাশ্রুতি বীজের পরিমাণ।	বিব্রাশ্রুতি কল।
	সে।	হা।
জোয়ার	১০ হইতে ১২	১২০ হইতে ১৩৫
ভুট্টা	৮ হইতে ১০	১১০ হইতে ১২৫
মিলেট	৪ হইতে ৪	৮০ হইতে ৯৫
বরবটী	৪ হইতে ৫	১০০
জই, ধান, গম	১১ হইতে ১২	১০০
ছোলা, মটর	৫ হইতে ৭	৬০ হইতে ৭৫
কোলারি	৫ হইতে ৭	৮০ হইতে ৯৫
মালি কলাই	৪ হইতে ৫	৫০
সেপিয়ায় বাস	৩ হাজার হইতে	৫০০
	১৫০ হাজার চালা।	
মিলি বাস	৩ হাজার হইতে	২৫০
	১৫০ হাজার চালা।	

[১ম পৃষ্ঠার শেখাংশ]

জায়া কবের জন্মদা পুত্রের মায়ের পুত্রকনের অন্তরে ইচ্ছা
 মনোমুগ্ধতা সৃষ্টি করিয়া দেয় এবং মুগ্ধ করা এবং সেচ্ছা
 সৃষ্টির জন্মদা যে পুত্রক-পুত্রস্ট্রীমিশ্রনে বাঁচিয়া থাকিতে
 হইবে, এই ভাব প্রত্যেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।
 অপর জাতীর লোককে বিবাহ ও পুণ্য চোখে দেখার
 শিকারও সবে সবে প্রত্যেকের মতে হয়। পৃথিবীর
 পুত্রকনের জন্য সাংসারিক এই বাস্তবিক শিকার জন্ম-
 রাখে।

Printed and published by GEORGE WILSON DAVIS at the General Government Press, Albany, England. Editor: ALFRED HEDDERLEY.

वाङ्मय कथा

1. 4. 1944

মুসোলিনী'র সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্বরূপ

ବ୍ୟାକିସନ ବାବେଲୀ ଏକ କୋଠ,
 ଏକେଟ୍ଟ—ମି ଏକ ଓ ଏକ-ଏକ କୋଠ,
 ବାବେଲି: ଏକେଟ୍ଟ—ମି ବାବି-ଏକ-ଏକ କୋଠ ମି: ।

‘‘ଜୁ କାବି ନାହିଁ, ନିଜେକ ବିଚାରୋପିତ ଜାତୀୟ
‘‘ସାଧୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ‘ସେବକା’ ସେବକ-ପାରିଶ୍ରମିକ ଉପାଦାନ ସମିତି
‘‘ବିଚାରୋପିତ ଜାତୀୟ ସେବକା ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ । ଏହି

বিলম্ব ১৫ মন্তব্যের জাতিবে যে মন্তব্য দেব
কইরাতে, ঐ সময়ে কমিটিজার এগমার্ক মেনোয়াল মার্কা
টানে ওয়া ৮ আঠার দেব মন্তব্য যে বুলা ছিল, জাতি
মিয়ু মেওকা মেনো :—অমৃতভোগ প্রতি মন ৩৫,
টাকা, ক্রিপার প্রতি মন ৩৩, টাকা ; ওয়ার প্রতি মন
৩৪, টাকা ; বাপাপ্রভাল প্রতি মন ৫৮, টাকা ; পতর
প্রতি মন ২৩, টাকা ; বীড়া প্রতি মন ৬৭, টাকা ; ওয়া
প্রী প্রতি মন ৬৫, টাকা । উল্লিখিত মেনোয়াল মার্কা
মুত ১৫ মন দেব, ১৫ পাঁচ দেব, ২৫১০ আঠার দেব
ও ১২ দেব টানে ভটিজা মন্তব্যে ১, টাকা ও ২, টাকা
অধিক বুলা মন হিসাবে বিক্রয় হয় ।

FLA

ইটালীয় বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা

গ্রীসের রণক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ পরাজয়

জাৰ্মান রণতরী বিবরণ

বাসিন হটতে প্রেরিত এক বিবরণে জানা যায় যে, বৃষ্টিপাত সাববেলিগের আক্রমণে একখানি জাৰ্মান রণতরী পুনে হইয়াছে বলিয়া জাৰ্মানীতে বীকৃত হইয়াছে। জাৰ্মানবাসিন নার কি, তথা জানা যায় না।

গ্রীস-আক্রমণে ইটালীর অসামর্থ্য

অভিযানকারী ইটালীসেনা সৈন্য-বাহিনীর নৃতন সেনা-পত্ৰি নিবৃত্ত করা ও বহুসংখ্যক নৃতন সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে প্রমাণিত হইতেছে যে, অভিযানকারী সৈন্যসংখ্যা গ্রীস আক্রমণ করিয়া যাকনা লাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

ইটালিয়ান ডিভিশন বিবরণ

পিওস পর্বত অঞ্চলে এক ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে ইটালীর এক ডিভিশন পাহাড়িয়া সৈন্য পরাজিত ও বিপুল হইয়াছে বলিয়া গ্রীসের এক এগেডারে লবী করা হইয়াছে।

গত যুদ্ধে বুলগারিয়া যে অসামর্থ্য সৈন্য পলের অকৃত্য হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পলের অসামর্থ্য সৈন্যসংখ্যকে লইয়া এই পাহাড়িয়া ডিভিশন গঠিত হইয়াছিল। তাহারা এপিরাণের গ্রীক সৈন্যদের যোগা-যোগ নষ্ট করিতেছিল। যথা পতিবার ভয়ে বহু কঠি করিয়া ও বহুই সৈন্যকে হত্যা করিয়া প্রাণা-পলায়ন করে। ডায়ালো হইতে উদ্যতের পাচায়াপে যে সমস্ত সৈন্য আগমন করিয়াছিল, তাহারাও পলায়ন করে। গ্রীক বাহিনী বহু সৈন্যকে বন্দী করে ও সমস্ত-সম্পদ হস্তগত করিতে সমর্থ হয়।

ত্রিভুজিতে বোমা বর্ষণ

বিত্তিকাপূর্ণ বিস্তারিতের দ্বারা দেখিয়া যাকবীর বিমান বহুর চানকপন নেপলস নগরের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। একজন চালক বলে যে, ঐ দ্বারা সেবার পর লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ করিতে কোন প্রকার ক্ষয় হইয়াছিল না।

আক্রমণকারীপন অতি প্রত্যয়ে তথায় উপস্থিত হয় এবং নেবের কাঁকে লক্ষ্যবস্তুর উপর নুঁ পড়া যাত্র তাহারা আক্রমণ অব্যাহত করে। তাহারা লক্ষ্যবস্তুর দ্বিধ করিতে ক্রমবর্ধ হয়, তাহারা বোমাবলিকে লইয়া দিগন্ত আশি-হাতে ৮ ত্রিভুজিত উপর আক্রমণকালে পোতাশ্রয়, চক, জাহাজ ও বেলটেন লিভাভায়ে বেবুল পরিবার দেখা যায়, দিক সেটুল নষ্ট করিতে পাওয়া যায়। একখানি বিমান নগরের চারিদিকে ৪০ মিনিট পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে এবং তৎপরে তৎকর উপর বোমাবর্ষণ করে। বোমাবর্ষণের ফলে পুৰল বেগে আগুন জ্বলিয়া উঠে।

আটখানা ইটালিয়ান বিমান জ্বল

যাকবীর বিমান বহুর দ্বারিকেন বিমানপোতসমূহ ১১ই নভেম্বর সোমবার টেমস নদীর বোচনাং অঙ্গুরে আটখানা ইটালীয়ান বিমানকে বিধ্বস্ত করে। প্রাণাশ্রয় বলা হইয়াছে যে, বিধ্বস্ত ইটালীয়ান বিমানগুলির মধ্যে ৫ খান্য বোমাবু ও ৩ খান্য জলী বিমান। বৃষ্টিপাত জাহাজের উপর আক্রমণের ক্ষেত্র কালে ইগুলি বিধ্বস্ত হয়। গ্রীস-ইউই সমস্ত ১৪ বন্দী পর্যন্ত পরাজয়ের আরও লক্ষ্যবাসি বিমানপোত তুপাতিত করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে বহিও লক্ষ্য পাওয়া গিয়াছিল যে, ইটালীয়ান বিমানপোতসমূহ ইংলণ্ডের উপর আক্রমণে যোগদান করিতেছে, তাহা হইলেও এই প্রথম ইটালীয়ান বিমান তুপাতিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, কোনও ইটালীয়ান বোমাবু বিমান ব্রিটেনের উপর বোমাবর্ষণে সমর্থ হয় নাই।

জেনারেল দা পলের সৈন্যদের লিভাভায়ে প্রবেশ

জাৰ্মান কবানী বাহিনী ১১ই তারিখ সোমবার লিভাভায়ে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া জাৰ্মান কবানী বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার হটতে প্রকাশিত ইচ্ছায়াবে উল্লিখিত হইয়াছে। জেনারেল ট্রেট বাহাশান পতিভাগ করিয়া আক্রমণের আবেগ ফেন। জেনারেল দা পল লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ওয়াইটকে গাবুনের গঠন নির্মুক্ত করিয়াছেন।

জেনারেল ওয়েগার জালে প্রত্যাগমনে অধীকার নিউইয়র্কে হটবোপ হটতে লাকি আভাশ পাওয়া গিয়াছে যে, উত্তর আফ্রিকা হটতে জেনারেল ওয়েগার জালে প্রত্যাগমন করিতে অধীকৃত হইয়াছেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার কবানীবাহিনীর প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত আছেন।

জেনারেল দা পল কর্তৃক গাবুনের রাজধানী লিভাভায়ে অধিকার এবং ইলোচীনে পোলবোপ ও তথাকার গঠন ও জেনারেলের পত্যাগ প্রত্যাগমনে সচিব জেনারেল ওয়েগার জালে করিয়া হটতে অধীকৃত বোমাবোপ আভে বলিয়া "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকা অনুমান করিতেছেন। উক্ত পত্রিকার ত্বরিত হটতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, নিরপেক্ষ হটবোপের কর্তৃপক্ষপন মনে করিতেছেন যে, জেনারেল ওয়েগার এই অধীকৃত হাভা তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি বিরোধেই পূর্ণাভাষ পাওয়া হইতেছে।

আটলান্টিক বৃষ্টিপাত কনভল আক্রমণ

আটলান্টিক মহাসাগরে একটি ক্রম জাৰ্মান যুদ্ধ জাহাজের সচিব একাকী যুদ্ধ করিতে হইয়া সমস্ত বৃষ্টিপাত বাণিজ্য জাহাজ "জাভিস বে" (১৪ হাজার টন) আত্মপালিকা পুনে হইয়াছে। তবে সে একটি "কনভল" এর অধিকাংশ জাহাজ বলা করিতে সমর্থ হইয়াছে। জাৰ্মান কর্তৃপক্ষ একটি বৃষ্টিপাত "কনভল" পুনে করা হইয়াছে বলিয়া যে লবী করিয়াছেন, ইহাট হটতেছে সেই "কনভল"।

জানা গিয়াছে যে, "জাভিস বে" বহুতম নিকট অগ্রগত লইয়া পরপক্ষীয় যুদ্ধজাহাজের সমুখীন হয় এবং তাহা সচিব সন্দর্ভে পুণ্ড হয়। এইভাবে সে "কনভল" এর অধিকাংশ জাহাজকে পলায়ন করার প্রয়াস করিয়া ফেলে। তদুত্তর অঙ্গন হইয়া সবে "জাভিস বে" যুদ্ধ চালাইতে থাকে। জাহাজটিতে তখন ভীষণভাবে আগুন জ্বলিতেছিল। ইতিমধ্যে জাহাজটিতে একটি বিস্ফোরণ হটতে লোনা যায়। "জাভিস বে" পুনে হটতে বলিয়া বলিয়া হটতে হটতে। একটি বাণিজ্য জাহাজ "জাভিস বে" ৩৫ জন ইচ্ছাশ্রয় লবিক আভে।

জাৰ্মান বৃষ্টিপাত কনভল "বহাভ" কে বলেন যে, আক্রমণ-কারী পত্র জাহাজটি হব জাৰ্মান ক্রমে যুদ্ধ জাহাজ "ডব্লিউল্যাও" নর "কনভল"।

অতিক্রম জাৰ্মান জাহাজ নিবন্ধিত

স্যানজ্যানসিভোতে দেশ-সরকারীভাবে পুণ্ড এক অসম্পত্তি সংবাদ প্রকাশ, অতিক্রম জাৰ্মান জাহাজটি জাহাজ "প্রুয়েন" কর্তৃক লক্ষ্য পুণ্ড জেনিস উপকূলের অঙ্গুরে জলমগ্ন হইয়াছে। বাহীর জেনিস নরইউজান পত্রিকা "বিয়েন" এই মতে একটি ভাষ পাউয়াতে। স্যানজ্যানসিভোবাসী এক জেনিস পত্রিকার জেনমাকে জাহাজের অধীকৃতকনের নিকট হটতে সংবাদ পটয়াছেন যে, জেনমাতা বীণের জর মাইল উত্তরে জাহাজটি "প্রুয়েন" জলমগ্ন হইয়াছে। বৃষ্টিপাত উপে জাহাজ জাহাজটি জলমগ্ন হটতে বলিয়া মনে হয়।

বৃষ্টিপাত বিমান-বাহিনীর তৎপরতা

১১ই নভেম্বর নভেম্বর তারিখে বৃষ্টিপাত বোমাবু বিমান-বহুর পোলবোপকিবেন এবং কসোভো জৈলকোভসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। তদুপরি বৃষ্টিপাত বোমাবু এবং যুদ্ধের বেলভাভোভ ও কাভাশানসমূহের উপরও আক্রমণ চালানো হয়। বিমান বিভাগের একটি ইচ্ছায়াবে এই সম বিবরণের বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, বোমাবোপ এই সম সাববেলিগ বাণি এবং লালি: জামজাকের ওক অকল-সমূহের উপর পুচও বোমাবু বর্ণন করা হয়। পরজাহাজে কর্তব্যটি বিমান বাণির উপরও আক্রমণ চালানো হয়। এই সম অভিযানের সময় একটি বৃষ্টিপাত বিমান নিখোঁজ হয়।

"আটলান্টিক কনভলিউশন" নামক পত্রিকার জাৰ্মানীয় জাহাজ নিবন্ধন সম্পাদিত একখানি সাপ্তাহিক পত্র হটতে এই মতে একটি সংবাদ পুণ্ডিত হটতেছে যে, জাহাজ নিবন্ধন কারখানার উপর লক্ষ্যবাসি বোমাবু পতিয়াছে এবং কিছু উল্লেখ পা পাউলিও, "জাৰ্মানী বহু বহু জাহাজ নিবন্ধনের কাজ হাভা কিছু আবহ করিয়াছিল, জাহা-সম্পূর্ণ পুনে বহু হইয়া গিয়াছে।

ইটালীয় রণতরী বিবরণ

বৃষ্টিপাত নৌবাহিনীর অগ্রগত বিমানবহুর আক্রমণে ইটালীয় নৌবহর যেভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে, কখনও লক্ষ্য জাহাজ বিবরণ পাশ পুসকে মি: চাটিলস বলেন,—জাহাজ আশানন্দিতকে একটি ভাষ বহর দিখ। জাহাজের বিমান আক্রমণে ইটালীয় নৌবহরের যে প্রাণী রণতরী পুনে হইয়াছে, এইগুলি অগ্রগতের পতিলাসী রণতরীগুলির মধ্যে প্রুই বাহীর। ইটালীয় নৌবহরকে বৃষ্টিপাতের জুসবাসাপবীর নৌবহর অনেকা অনেক বেশী কনভল-পালী লগিতা প্রচার করা হইলেও লক্ষ্য লাই এই জাহাজ-গুলি সচিব এড়াইয়া গণিতেই বহু করে। ঘটনাক্রমে একটি নৌবহরকে বহুলা বলিয়া অভিহিত করিয়া মি: চাটিলস বলেন, ইটালীয় রণতরীগুলির মধ্যে এখন যাত্র তিনখানি কথাক্ষম আছে। তিনি বলেন, এই সতর্কতার ফলে জুসবাসাপবীর নৌবহর উপর বিশেষভাবে প্রত্যয় নিবৃত্ত হইবে। তদু জাহাজ মতে, অগ্রগতের লক্ষ্য-বাহনের নৌবহর উপরেও উদ্য প্রতিক্রিয়া লেবা লিবে। মি: চাটিলস আভাশের বৃষ্টিপাত নৌবহরের লক্ষ্য ও লক্ষ্যের জুসবী প্রবাসা করেন।

ইটালীয় নৌবাহিনীতে ব্যাপক আক্রমণ

বৃষ্টিপাত নৌবহর ইটালীয় প্রধান নৌবাহী লিভাভায়ে ইটালীয়ান নৌবহরের উপর পুচও আক্রমণ চালায়। "লিভাভায়ে" প্রাণী একটি যুদ্ধ জাহাজ জুসবাসাপবীর দ্বারেন হয় এবং "কাতুর" প্রাণী একটি যুদ্ধ জাহাজ জুসব আটকাইয়া যায় এবং উদ্য অংশ জলমগ্ন হয়। "কাতুর" প্রাণীর অঙ্গন একটি ইটালীয়ান যুদ্ধ জাহাজ ও জুসব-বুলে দাবেন হটতে বলিয়া অনুমিত হটতেছে। তিনি ইটালীয়ান জুসব ও জাম দিকে কাভ হইয়া পতিয়াছে। তদুপরি নৌবহরের অকৃত্য হটতে লক্ষ্য লক্ষ্যবাসী জাহাজেরও লক্ষ্যভাগ্য জলমগ্ন হয়। নৌবাহিনীর একটি ইচ্ছায়াবে এই সম বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

১১ই নভেম্বর প্রাণীকালে বৃষ্টিপাত নৌবাহিনীর একটি ইচ্ছায়াবে লিখিত হইয়াছে যে, বৃষ্টিপাত নৌবহর লক্ষ্য ইটালীয় প্রধান নৌবাহী লিভাভায়ে ইটালীয়ান নৌ-বহরের উপর আক্রমণ চালিয়া উদ্যে দাবেন করে। ১১ই নভেম্বর তারিখে নৌবাহিনীর অকৃত্য বিমান-বহর উক্ত আক্রমণ চালায়। ইটালীয়ান যুদ্ধ জাহাজ-সমূহ উপকূলের নুচের আভাশে ছিল। আক্রমণের ফলাফল লিখিতের জন্য বিমান হটতে কলোপ্রাণ প্রচল করা কর্তির বিবরণ জামিতে পাওয়া গিয়াছে। এই ইটালীয়ান নৌবহরের জাহাজ যুদ্ধ জাহাজ। তদুপরি বৃষ্টিপাত "লিভাভায়ে" এবং জাহাজ "কাতুর" প্রাণী জাহাজ ছিল। এই আক্রমণের ফলে একজন উক্ত [৮ম পৃষ্ঠার দেখুন]

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

বাংলা গঠন সমিতি পল্লী-উন্নয়ন কার্যের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। বিশেষ এই প্রদেশের কয়েকটি জেলার যে পল্লী-উন্নয়ন কাজ হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা গেল :—

মেদিনীপুর—

বিগত জুন মাসে মেদিনীপুর হইতে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই জেলার পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহের কাজ পূর্বের চেয়ে অধিকতর ব্যাপকভাবে করা হইতেছে। যথেষ্ট নতুন পল্লী-মজল সমিতি গঠিত হইয়াছে। জেলার দুবকুল পল্লী-উন্নয়নের কাজ বিশেষ অগ্রসর প্রদর্শন করিতেছে এবং তাহার মতো কাজও করিতেছে। তন্মধ্যে শুধু বেচুয়া-বুলক পরিগ্রহে কনসার একটি পুষ্করিণী বনন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কানীর উদ্যোগী কলীগণ পরবর্তী ট্রেনিং কেন্দ্রে যোগদান করিবার জন্য নাম লেখাইয়া দিয়াছে এবং ব্যাপকভাবে কর্ম-কেন্দ্র নির্বাচন করা হইতেছে। কতকগুলি পল্লী-মজল সমিতি যথা জোখা-ঝিঁঝা সমিতি ও পাচগোদী পল্লী-মজল সমিতি নতুন নতুন কাজে প্রস্তুত করিয়াছে এবং পুরাতন কাজে বেরানত করিয়াছে। অন্যান্য সমিতি স্থানীয় স্বাধীনতার কাজ করিয়াছে। ইহার মধ্যে দুজানগর ও অকপুর্ন সমিতি বড় পুষ্করিণী পরিষ্কার করিয়াছে ও বাসভিরা পল্লী-মজল সমিতি কতিপয় গাছ-পাখানা প্রস্তুত করিয়াছে। সমস্ত সমিতিতেই মজল পরিষ্কারের কাজ হইতেছে। পূর্বে যে সমস্ত ডাকবাংলো স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলির উপকারিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেগুলি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। গোবর্ধনপুরে, মোচনপুরে ও চকপালে নতুন ডাকবাংলো প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শেখোজ ডাকবাংলো জনসাধারণের বড় সিলের অস্থিবা দূর করিয়াছে। কুইপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি একটি কুট চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া বড় প্রশংসার কাজ করিয়াছে। কেশপুর ও পানবনী থানার নতুন সমন্বয় সমিতিসমূহ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত সমিতি কৃষি কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছে। বাইতুরীতে একটি স্থানীয় ধীর প্রস্তুত করিবার জন্য একটি সমিতি-স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই ধীর প্রস্তুত হইলে সেচের কাজের অনেকটা উন্নতি হইবে। জাখা-ঝিঁঝা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন সমিতি প্রস্তুত পাওয়া যায় একটি খেলার মাঠ প্রস্তুত করিয়াছে। এই জেলায় পল্লী পাঠাগারসমূহ বেশ ভাল কাজ করিতেছে এবং উহার সদস্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নানীচক কলোনিয়ন গ্রামের কাজ বড় ছিল। এখন তাহাকে নতুন ধরনে পুনর্জীবিত করা হইয়াছে।

হাওড়া—

বিগত জুলাই মাসে হাওড়া জেলার কুইপাড় হেড পল্লী-উন্নয়নের কাজ বড়টা আশা করা গিয়াছিল, ততটা হয় নাই। গঠন সমিতির সেচ বিভাগ সর্বস্বতী নদী ও বেতিয়া দাঁড় হইতে কুইপাড় আশ্রয়িত করিয়াছে। অনেক জমিদার ও স্থানীয় জনসাধারণ যেভাবে এই কাজে সহায়তা করিয়াছেন। কল্যাণপুর ও বনহরিপুরের পল্লী-উন্নয়ন সমিতি বিশেষ ভাল কাজ সমাধা করিয়াছে। প্রখরোক্ত সমিতি বর্ষীয় স্থানের মজল পরিষ্কার করিয়াছে ও কতিপয় খালের উন্নতিসাধন করিয়াছে এবং বোম্বাক সমিতি শুধু বেচুয়াবুলক পরিষ্কার দ্বারা একটি কাজ নির্বাহ করিয়াছে। কুইপাড়ের একটি সমিতি বাজারঘাটের স্থিতির জন্য একটি কাজ প্রস্তুত করিয়াছে। গভর্ণ-

মেন্টের সাহায্য নইয়া জেলার কতকগুলি খালের সংস্কার কাজ করা হইয়াছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে গঠন-মেন্টের জন-সেবা সভা সিলুয়া ও বালীতে কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছে এবং স্থানীয় পাঠাগারের ডেয়ার উৎসে একটি নৈশ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাওড়া জেলার গভর্ণমেন্ট পল্লী-উন্নয়ন কার্যের কল বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। কারণ যে কেশুয়া বিলের ধান প্রতি বৎসর অধিকতর বিনষ্ট হয়, তাহা বর্তমান বৎসরে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইয়াছে। যদিও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বন্যা কম হইয়াছে, তথাপি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যদি বর্ষায় পূর্বে কেশুয়া খাল পুনর্নির্মিত না করা হইত, তবে ২০ হইতে ৩০ হাজার বিঘার ধান অতিরিক্ত ভলসে নষ্ট হইয়া যািত। এইভাবে প্রায় আট হাজার টাকা ব্যয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকার ধান রক্ষা পাইয়াছে।

এই বৎসর অন্যান্য যে সকল জনসংগঠন ও ধীরের পরিকল্পনা কার্যাকরী করা হইয়াছে, তাহাও বিশেষ মূল্য-বান বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। দুই তিন বৎসর হইতে সোজা বাবোলের ক্যানেল পুনর্নির্মিত করা হইয়াছে এবং বন্যার সময় উহা উত্তমরূপে বোঁত হইয়া গিয়াছে। কলে জেলার সিংহি অঞ্চলে কালেক্টরের প্রাচীরে বহুলাংশে ধান পাইয়াছে। হুগলী ধীরের কাজ অধিকতর বেচুয়া-প্রশোদিত্রানে সম্পাদিত হইয়াছে এবং উহার উল্লেখ্য সাধিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমতার নিকট পুন্ড-ধীর বন্যা ঠেকাইয়া রাখিতে কৃতকার্য হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর বন্যার উহা ডাকিয়া গিয়াছিল।

আগামী বৎসরের কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, উত্তম ফলস্বরূপে কলে স্থানীয় চীনা ও বেচুয়া-প্রশোদিত্র প্রতিক আশা হইতেই পাওয়া যাইবে।

মুম্বাই—

মুম্বাইতে জেলায় বিগত জুন ও জুলাই মাসে পল্লী-উন্নয়ন কাজের যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে এই সময়ে শুধু মুম্বাই পানায়ই ২০টি পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কতকগুলি সমিতি সেতু নির্মাণে ও নিখীর্ণ স্থানের কচুরী পান্য পরিষ্কার করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। জামালপুর মহকুমার পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের উপদেশবর্ত পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক প্রচার কার্য হইয়াছে এবং আগামী শীতকালে ট্রেনিং ক্যাম্প স্থিতির প্রচেষ্টা হইয়াছে। কামারিয়াতে একটি খেলার মাঠ বেচুয়াবুলক পরিষ্কার দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। এই মাঠের জন্য স্থানীয় একজন বন্যায় বাজি জরি প্রদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত টালাইল মহকুমার গোপালপুরে একটি প্রস্তুতি হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে এবং নবর মহকুমার বহুলাংশে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

রাঙ্গপুর—

চরখাট থানার অরবী ইউনিয়ন বোর্ড হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তথায় ১ বৈভব মাস পরিবর্তন একটি নতুন কাজ নির্বাহ করা হইয়াছে, একটি গ্রাম্য-কল প্রস্তুত ও জল পরিষ্কার করা হইয়াছে। বাবুয়া থানার পল্লীপু ইউনিয়ন বোর্ড হইতেও অনেক পরিষ্কার, বেচুয়াবুলক পরিষ্কার দ্বারা একটি খেলার মাঠ প্রস্তুত করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তথায় গ্রাম্যসীপন

কাজ করিতেছে। পান্য থানার হরিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ইন-পার্স নিম্নে খেলাধুলার ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। পল্লী অঞ্চল হইতে প্রায় ২,০০০ খুই হাকার লোক এই অনুষ্ঠানে সমবেত হইয়াছিল। নবর মহকুমার ব্যাকিষ্টেট সমবেত ডেয়ার কার্যালয়ে লোকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ও নিখিলাকে জীবন যাপন করিবার উৎসাহ দিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

নারীক ব্যাবে উৎসর্ঘ

হরিপুর ইউনিয়ন বোর্ডে সারি-বেলা, নীতার কাজ, তরবারি চালনা ও তীর ছোঁড়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং প্রতিযোগিতার দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়াছে। জাখাখিকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। নারীক উন্নতি সাধন ব্যাপারে গ্রাম্য লোকের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

মানসিক উৎসর্ঘ

চরখাট থানার অরবী ইউনিয়ন বোর্ডে আরোও ৪ চারিটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নৈশ বিদ্যালয়-সমূহ বীতিবৃত্ত পরিচালিত হইতেছে এবং ক্রমশঃ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

কৃষির উন্নয়ন

হরিপুর ইউনিয়নে বেলা-বুলা প্রদর্শনী উপলক্ষে যেত ও ধীরের প্রস্তুত জিনিষের প্রদর্শনী হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ প্রদর্শিত জিনিষের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

মাদারীপুর (ফারুখপুর)—

১৯৪০-৪১ সালে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে যে ১২০টি মলকূপ বনন করা হইবে, তার স্থান নির্দেশের প্রস্তু সম্পর্কে সার্কুল অফিসার ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট-গণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে একটি পরিকল্পনাও তৈরী করা হইয়াছে।

কচুরীপান্য পরিষ্কার ব্যাপারে চিকলী ও গোপালপুর ইউনিয়ন বোর্ড যথেষ্ট কার্য সম্পাদন করিয়াছে।

কলমবাড়ী ইউনিয়নের অগ্রগত কলমবাড়ী পল্লী-সংগঠন সমিতি কর্তৃক একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উপস্থিত বিদ্যালয়গুলিও বেশ ভাল কাজ করিতেছে।

কোম অঞ্চল হইতে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের কোনরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শিবচর এলাকার অগ্রগত বাহাদুরপুর পল্লী-সংগঠন সমিতির উদ্যোগে বাহাদুরপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

প্রতিবেদক ও আয়োজকীয়ক ব্যবস্থা হিসাবে ইউনিয়ন বোর্ড এবং পল্লী-সংগঠন সমিতিগুলির মারফৎ পরিষ ও অজস্রমুখ লোকদিগকে বিনামূল্যেই সরকারী কুইনাইন বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শীতকালে উৎপন্ন হানের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক।

গোয়ালন্দ (ফরিদপুর)—

উত্তর এলাকাতেই বহুত নিরক্ষরদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় সন্মানে পরিচালিত হইতেছে।

বুনি ও সরাইন ইউনিয়ন বোর্ডে কচুরীপান্য পরিষ্কারের জন্য স্থানীয় প্রচেষ্টা প্রবৃত্ত হইয়াছে। কোমাকলী ইউনিয়নের অগ্রগত বৈকুণ্ঠনাথপুরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণের সহযোগে নতুন জনসাধারণকে উৎসাহ করিয়া পল্লী-বাধ্য ও বাহাদুরপুর সমস্ত সম্পর্ক বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। নবকালের নিকট হইতে যে

[পর পৃষ্ঠায় দেখুন]

[११] प्रस्ताव (क)

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে
একটি অধ্যায়। এই অধ্যায়ের আলোকে স্বাধীনতা
আন্দোলনের ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের
ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

ইটালীয় বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা

[৫ম পৃষ্ঠার শেখাংশ]

জাহাজগুলির মধ্যে তিনটি বুদ্ধ-জাহাজ মাত্র কার্যক্ষম অবস্থায় আছে বাকি অসংখ্য হইতেছে। এগুলি সংরক্ষণ পাওনা পিছাতে যে, অধুনা একটি বৃষ্টি সাবমেরিন একটি পত্ন "কনকর" এর উপর আক্রমণ (এই "কনকর" এ দুইটি জোপামকার জাহাজ ও একটি ডেট্রার ছিল) চালান। ফলে ১/১০ টন মাল বোম্বাই একটি জাহাজ জনগণ হয় এবং অপর জাহাজটিও যাবেন, সম্ভবতঃ জনগণ হইতেছে।

ইটালীয় বাহিনীর আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ

উপাধিক্ত গ্রীক মতল পুস্তকটি সচিব বসিতেছেন যে, গ্রীসের সম্পর্কে ইটালীর সমরনীতি আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার পরিপন্থিত হইতেছে। আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ গ্রীক ও বৃষ্টি পক্ষ অনুসরণ করিতেছেন। বৃষ্টি বিমান বাহিনী কর্তৃক ইটালীয় বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণই একটা দাবী, এইরূপই তীব্রতা বসিতেছেন। বৃষ্টি বিমান বাহিনীর আক্রমণে আলবেনিয়ার সৈন্য ও সমরসম্মার প্রেরণে ইটালীরদের বিঘ্ন অগ্রবাহ হইতেছে।

ইটালীয় বাহিনী ক্রমে

আলবেনিয়ার উপকূলে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ইটালীয় বাহিনী দুইজো নগর "ডুরিও" হইতেছে এবং টেন ও অন্যান্য জিনিসের গুদামগুলি ধ্বংস হইতেছে।

এক সরকারী ইন্টারভিউ বলা হইতেছে যে, ১১ই তারিখ রাত্রিতে আলবেনিয়ার উপকূলে সাকলোর সহিত বিমান আক্রমণ চালান হয়। ফ্রান্সে তিন ঘণ্টা আতঙ্ক বরিয়া যায়। পরে এই আতঙ্ক এক হইয়া যায় এবং রাত্রিতে কিরীয়ার পথে ১০০ মাইল দূর হইতে অনেক ব্রিটিশ বৈমানিক এই আতঙ্ক দেখিতে পার। ড্যালোর উপর বিমান আক্রমণের সময় সবগুলি বোম্বাই লক্ষ্যবস্তুর উপর পতিত হয় এবং একটি গুলার উদ্ধিয়ার যায়। সম্ভবতঃ উহা একটি অগ্নির গুলার ছিল। ১১ই নভেম্বর রক্তবাহার দিন পুনরায় ড্যালোর উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং ফ্রান্স ও একটি বড় অটালিকার উপর বোম্বা পড়ে। সিরামধূনী কামানসমূহ হইতে যে গোলা বহিত হয়, তাহাতে কোন কল হয় নাই এবং সব কয়েকটি বিমানই নিরাপদে কিরীয়া আসিয়াছে।

ইটালীয়-মলোটক আলোচনা

ফ্রান্স-ইংলিও এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, ২: মলোটক ১৪ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে বাসিন হইতে মলোটক রক্তমা হইয়া গিয়াছেন। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী জাভান রাজধানীতে দুই দিন অবস্থান করিয়া গেলেন। এই সময় মলোটক চিনিলারেন সহিত তীব্রতার দুইবার আলোচ হইতেছে। ২: মলোটককে বিলায় সমর্থনা জাপনের জন্য তিন বিবেচনাপ ও বড় সামরিক ও বেসামরিক বিশিষ্ট রাজপুত্র ইংলেন উপস্থিত ছিলেন। বাসিনের সোভিয়েট রাজকূট ২: মলোটককে সহিত মলোটক রক্তমা হইয়া গিয়াছেন।

সোভিয়েট-জাভান আলোচনা সম্পর্কে জাভান যেতার নিম্নোক্ত ইন্টারভিউ প্রচার করিতেছেন:—পারম্পরিক আত্মপূর্ণ মলোটককে মলোটক উত্তরের স্বাধীনতা সমস্যাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে এবং পারম্পরিক স্বাধীনতা সকল বিষয়ে জাভানী ও সোভিয়েটের মধ্যে বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে।

বৃষ্টি নৌসচিবের ঘোষণা

বৃষ্টি নৌসচিব মি: এ. ডি. আলেকজান্ডার একটি যেতার বক্তৃতার ঘোষণা করেন যে, ফ্রান্সে হইতে বৃষ্টি নৌবহরের প্রথম কর্তৃত্বপূর্ণতার কলে ইটালীয়ান বনভরী-সমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ বহলানে ধাস পাইয়াছে। জুবাবা-সাক্ষর পরিস্থিতির সম্পূর্ণরূপে তিন আকার বাধ

করিতেছে এবং সমগ্র ভগ্নে বৃষ্টির নৌপক্ষি আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠ চুক্তিতে প্রমাণিত হইতেছে। ইটালীয়ান নৌবহরের এই প্রকার অবস্থা সম্পর্কে জাভান নৌবিভাগ হইতে কি প্রকার মতবা প্রকাশ করা হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলে উৎসুক হইয়া আছে। বৃষ্টি গ্রীসকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, ফ্রান্সে তাহা পালন করিতেছে। মি: আলেকজান্ডার জুবাবাগরীর বৃষ্টি নৌবহরের অবস্থারক এতদবিদ্য কামি:হাস এবং "ইংল", "ইলাট্রাস" এর ক্যাপ্টেনসমূহকে অভিযুক্ত করিয়া বলেন যে, কুসৌমিনী একপে পরাজিত হইতে বাইতেছেন বসিয়া নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

লণ্ডনে বিমান-আক্রমণ

বিমান ও লেনরকা বিভাগের এক ইন্টারভিউ ১৪ই তারিখ ঘোষিত হইতেছে যে, সেদিন ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে নরপকের ১১টি ভাইট বোম্বার ও ১টি জর্জবিমান ধ্বংস করা হইতেছে। বিমানগুলির কোন প্রকার আক্রমণ চালানোর পূর্বেই ধ্বংস হয়। একটি অতিক্রম বোম্বার বিমান একক দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অতিক্রম করে। উহাকে অবিলম্বে গুলীবিদ্ধ করা হয়। দুইটি বৃষ্টি বিমান নির্যাত হইতেছে। কিন্তু একটি বৈমানিক বাক্য পাইয়াছে।

ওয়েস্টমিনস্টার হলের কতি

নাথানী বিমানের আক্রমণে জাভান সরকারী বিবরণে "সামরিক লক্ষ্যবস্ত" বসিয়া বসিত যে সব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অটালিকার কতি হইতেছে, সংবাদ সমরবার বিভাগ হইতে তাহার একটি জালিকা প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত জালিকার উইলিয়াম বুলস কর্তৃক নির্মিত ওয়েস্ট-মিনস্টার হলের দারও আছে। এই হল বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনার জন্য বিখ্যাত; উদাহরণ স্বরূপ প্রথম চার্লসের বিচার অনাত্ম। তদুপরি জালিকার ২৪টি সুবিখ্যাত হাসপাতাল এবং অপ্রসিদ্ধ বহু পীড়ার নাম উল্লিখিত হইতেছে। তদুপরি ওয়েস্টমিনস্টার এবী এবং সেন্টপলস, ক্যাণ্টাবারী ও নিডারপুল ক্যাথিড্রেলএর নাম উল্লেখযোগ্য। তদুপরি হাউস অব লর্ডস, বৃষ্টি বিট-জিভন, বিভিন্ন আলসতপুত্র এবং টেট গ্যালারী, সমর-সেট হাউস ও হারো কুলে শত্রু আক্রমণ চিত্র বিদ্যমান।

সারাজিবিদ্যাপী বিমান হানা

১১ই নভেম্বর রাত্রিতে উল্লেখ চত্রালোকে জাভান বিমানবহর পুনরায় বৃষ্টি বেল প্রচণ্ডভাবে হানা দেয়। লণ্ডনই এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্ত ছিল। বিতী-বারের হানাও সময় আক্রমণের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং সেপের বিভিন্ন অঙ্গল বিশেষভাবে বিভ্রান্ত ও নাসি সর্গীর তীব্রবর্তী অঙ্গল আক্রমণ চলে। রাত্রি হইবার কিছু পরে লণ্ডনে প্রথম বোম্বা বহিত হয় এবং সমগ্র রাত্রি বহিত কিছু সময় পর পর আক্রমণ চলিতে থাকে। ব্যাপক অঙ্গলের কতি হয় এবং কতিপয় লোক নিহত হইয়াছে বসিয়া আশঙ্কা করা বাইতেছে; কিন্তু কোথাও বেশীসংখ্যক লোক হতাহত হয় নাই। বিকৃত অঙ্গলের কতি হইতেছে বটে, কিন্তু আক্রমণের তুলনায় কতির পরিমাণ অত্যধিক হয় নাই। বিভ্রান্ত ও নাসি নদীতট প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয় নাই। সাধা কতি হয় এবং কতি অঙ্গল:ব্যাক লোক হতাহত হয়।

আবীন করাসী নৌবহরের পেট্রল জাহাজ ক্রমে

আবীন করাসী নৌবাহিনীর প্রধান নৌ-অধ্যক্ষ ঘোষণা করিতেছেন যে, বিপক্ষের কার্যকারণিত্য আবীন করাসী নৌবহরের "ন মুনসিক" নামক পেট্রল জাহাজখানি ধ্বংস হইয়াছে।

লোরেন হইতে করাসী অববাসী বিভাগ

এই মর্মে একখানি ইন্টারভিউ প্রকাশিত হইতেছে যে, লোরেন হইতে প্রত্যহ ৫ হইতে ৭ টন বোম্বাই করাসী জাহাজখানি অববাসীকে বহিষ্কৃত করা হইতেছে। উক্ত ইন্টারভিউ আরও প্রকাশ, লোরেনে জাভান কর্তৃপক্ষ তথাকার করাসী জাহাজখানি অববাসীকে জানাইয়াছেন যে, জাভানকে চর পোয়াতে, আর যা চর জাভান প্রেরণ করা হইবে। এই দুইটি ঘাটের মধ্যে তথাকারকে যে কোনও একটি বাছিয়া লইতে হইবে। লোরেনে জাভানকে বাছিয়া লইয়াছে। গত ১১ই নভেম্বর হইতে জাভানকে প্রত্যহ ৫ হইতে ৭খানি ট্রেনে বোম্বাই করিয়া লোরেন হইতে বহিষ্কৃত করা হইতেছে। বেসরকারী বহলে বলা হইতেছে যে, করাসী ও জাভান পতন:শেষের মধ্যে যে চুক্তি হইতেছে, তদু-সাহেব তীব্রতাপ্রাপ্ত বহিষ্কৃত করা হইতেছে। করাসী পতন:শেষ বহাটী এই কথা অব্যাহত করিতেছেন। জাভান-জাভান আলোচনার সময় এই ধরনের কোনও ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনওরূপ আলোচনা করা হয় নাই। করাসী পতন:শেষ এই সমস্ত ঘটনার প্রতি জাভান বুদ্ধিবলি কামিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

এখানি বৃষ্টি মাইনবিদ্যাপী জাহাজ ক্রমে

নৌসচিবের এক ইন্টারভিউ পঁচখানি মাইন-বিদ্যাপী জাহাজের ধ্বংসের কথা ঘোষিত হইতেছে এবং জাভানীর মাইন বাপনকারী বুদ্ধি পাওনার কথা উল্লিখিত হইতেছে। ইন্টারভিউ উল্লিখিত হইতেছে, "মাইন বাপনকারী বুদ্ধি পাওনা সবেও আরও উত্তর পাণ্ডা ব্যবস্থা সাকলোর সহিত অবলম্বন করিতেছি এবং আমাদের বসনসমূহে আনিবার পথ মাইন মূলা সাহিত্যে বিশেষ সাকল্য লাভ করিতেছি।" যে কথখানি মাইনবিদ্যাপী জাহাজ ধ্বংস হইতেছে, সেগুলির নাম হইল টনার বিরোভা, সার্ভা, উইলিয়াম ও টেনাও-বিমান এবং ড্রিকটার গার্ডহেলেন। সার্ভার ও টেনাও-বিমান জাহাজের কেহই হতাহত হয় নাই।

লণ্ডনে ব্যাপক বিমান-আক্রমণ

বৃষ্টি বিমান বিভাগের এক ইন্টারভিউ বলা হইতেছে, বৃষ্টির উপর নাথানী "লিফসফীং" আরম্ভ হওয়ার পর ১৪ই নভেম্বর রাত্রিতে এই প্রথম জাভান বিমান-সমূহ প্রধানতঃ মধ্য ইংলণ্ডের উপরে জোর আক্রমণ চালান। একটি নগরের উপর উহা তীব্র আক্রমণ চালানিলে পর বহু ঘণ্টা আতঙ্ক বরিয়া যায়; প্রভূত কতি হইতেছে। হতাহতের সংখ্যাও খুব বেশী বসিয়া আশঙ্কা করা বাইতেছে। মধ্য ইংলণ্ডের অন্যান্য নগরে লোকনগর ও বাতীর কতিগ্রস্ত হইতেছে। কয়েকজন লোক হতাহত হইলেও উহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। লণ্ডন এলাকারও বোম্বা বহিত হয়; ফলে কয়েকটি বসভাগী ও অটালিকা ধ্বংস হইতেছে। কয়েকজন লোক হতাহত হইতেছে। ইংলও ও উত্তর ওয়েসলএর অন্যান্য দুই এক ঘণ্টা বিমান আক্রমণ হয়; কিন্তু এইসব অঙ্গলে হতাহতের সংখ্যা খুব কম।

কোভেন্ট্রি নগরের কতি

লেনরকা বিভাগের এক ইন্টারভিউ বলা হইতেছে যে, ১৪ই তারিখে রাতে কোভেন্ট্রি নগরের উপর নর-পক প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালান। লণ্ডন নগরের উপর প্রচণ্ড আক্রমণের সহিত এই আক্রমণের তুলনা চলে। বিপক্ষের বোম্বগুলি লক্ষ্য করিয়া নুতু: বিমানধূনী কামান লাগা হয়, ফলে সেইগুলি নীচে নামিয়া নিম্নলিখিত উপর লক্ষ্য স্থির করিয়া বোম্বা কেলিয়ার আর স্থিতি পার না; কিন্তু নগরের কতি তামসতই হইতেছে। হতাহত জাভা দিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, প্রায় হাজার ঘণ্টা লোক হতাহত হইতেছে। বিকৃত এলাকার উপর বিমান হইতে আগুণ বোম্বা কেন্দ্র হয়। ফলে কুতূহলে আতঙ্ক হয়ে এবং পতন:শেষ বুদ্ধি মিথি:হায়ে জোম্বা কেলিতে থাকে। বহু বাড়ী, র ও বীর্জা বিকৃত হইতেছে বসিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

[১০ম পৃষ্ঠার শেখাংশ]

প্রজনন ষাঁড় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

বন্যের চাষী-সমাজের বিশেষ জ্ঞাতব্য

প্রয়োজনীয়তা হিসাবে ইচ্ছা সত্য যে, একটি ষাঁড় একটি গো-পালের অর্ধেক। পুষ্টি এবং ভাল জাতের প্রাপ্তি হইলে ইহাকে পালের প্রায় বার আনা বরা হইতে পারে। বাঙালীরাই সচরাচর যে ভাবে গরুর যত্ন করা হয়, সেইভাবে বর না করিয়া ইহাকে পালের সহোদর মতের চেয়ে বেশী যত্ন করা প্রকার।

পালের জন্য ভাল জাতের ষাঁড় রাখিলে মাসেকের বেশের গো-মহিষাণির অনেক উৎপত্তি হইবে। একটি ষাঁড় তাহার জীবনে প্রায় ৬০০ নত গরু পাল দিতে পারে এবং কম পক্ষে ৬০০ নত বাচ্চের জন্ম দিবে। সেখানে গাভী পড়ে তাহার জীবনে মাত্র ৫ হইতে ৭টি পর্য্যন্ত বাচ্চা দেয়। সুতরাং ষাঁড়কে একটি সাধারণ গরু হইতে ১০০ গুণ বেশী যত্ন করা আবশ্যিক। সত্য ভাল ষাঁড়, বংশোদ্ভূতের তত ভাল গরুর উৎপত্তি ঘটবে।

মিক্টি এবং আকারে ছোট ষাঁড় ব্যবহার করার গো-মহিষাণি জনন: ধীন হইতেছে। বলশেবা পূর্বা একদিন খাটিতে পারে না এবং গাভীগুলিও তাহারে বাচ্চা আহারোপযোগী হুণ্ড দিতে পারে না।

মিক্টি ষাঁড় তাহার মার ধারণ গরুর বংশবিস্তারের অক্ষম। ইহার জন্য গাভী ঐ হতভাগা ষাঁড় নয়, গাভী ঐ ষাঁড়ের মালিক।

পালের জন্য ভাল জাতের ষাঁড় ব্যবহার করিলে লাভ-জনক উন্নত গোবংশের উৎপত্তি হইবে। তাছাড়া সেখানে অবশিষ্ট সময় হইবে।

বতসুর সত্ত্ব বাতুর অবস্থাতেই ষাঁড় বাচ্চাট কহিতে হইবে এবং তাহার জন্য বিশিষ্ট প্রকারের খাদ্য ব্যবহার এবং বিশেষরূপে যত্নের প্রয়োজন, বাচ্চাট উচ্চা শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতে পারে। জন্ম হইতেই অথবা বাচ্চাট কহিবার পর হইতেই ষাঁড়ের লালনপালনে উচ্চর সেতের পুষ্টি ও সারব' এবং বংশ বিস্তারের পক্ষে সতর্ক সন্নিবেশ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

যে ষাঁড় পাল দিতে অসম্মত, তাহা একেবারেই অপ্ৰয়োজনীয়। সমধিক বয়সের মিক্টি ষাঁড়ের সর্বম ৬ পুরুষোচিত আকৃতি, সুবজাৰী, সুস্থতা বড় এবং তীক্ষ্ণ চক্ষু ও বলিষ্ঠ গঠন এবং হাড়গুলি মজবুত হওয়া চাই।

বলিষ্ঠা স্বাস্থ্যসম্পন্ন বাচ্চা জন্মাইতে হইলে ষাঁড়ের বাসস্থান, উপযুক্ত খাদ্য এবং ষাঁড়মোচার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্য, যত ও পরিপূরকের অভাবই ষাঁড়ের প্রজননশক্তি হ্রাস হইবার প্রধান কারণ। তাহাকে সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ করিতে হইবে, যাছাতে সে অভ্যস্ত বেগী না হয় অথবা অভ্যস্ত কৃশ না হইয়া পড়ে। ষাঁড় বেগী হইলে ভাল কাজ করিতে পারিবে, ঐ ষাঁড় গুল।

সাধারণতঃ ষাঁড় অতিথিক বেগী হইলে কাজ করিতে চায় না; উহার বর্ষীয় সুস্থ অবস্থার রাখিতে হইবে, এবং উহাকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিপূরন করিতে দিবে। যাহাতে খসখস পেট-বেগী না হইয়া মজবুত হালপেণী-বুড় হইতে পারে।

সাধারণতঃ বয় হইয়া থাকে যে, পূর্ব বয়স ষাঁড় ১২০ হইতে ১৪০টি পর্য্যন্ত গরু পাল দিতে পারে এবং যদি ষাঁড়গুলি তাহার বর করা হয়, তবে সে তাহার ১২১০ বৎসর পর্য্যন্ত একইভাবে পাল দিতে পারিবে। ইহার পরে তাহার যত্ন বাড়িয়া যেনা হইতে পারে। বতর্বিদ উহার পক্ষে অল্প পক্ষে এবং ইচ্ছাসম্মত হইতে পারে, ততদিন উহাকে পালের জন্য রাখিবে। সতর্ক উহার

মুক্তকেন্দ্র করিবে। তিন বছরের ষাঁড়কে প্রথম বছরে কখনা আঁঠির বাসে ৪৫টি গরু পাল দিতে দেওয়া উচিত। পরে তাহাকে এই কাজে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করা হইতে পারে, অর্থাৎ বাসে ১০১২টি গরু পাল দিতে দেওয়া হইতে পারে। অনেক ষাঁড় কোন বাচ্চা পাল না লেবাইয়া এক বছরে ১৪০টি হইতে ১৮০টি গরু পর্য্যন্ত পাল দেয়। চাকি আনা বা আঁঠি আনা কি দিতে লোকের অনিচ্ছুক যদিহা বাসে মাত্র ২টি বা ৩টি গাভী পাল রাখিতে আনা উচিত নয়। পুষ্টি বাসে ১০১৫টি গাভী ষাঁড়ের নিকট আনা বাচ্চা।

বাসে অতঃ ৮১০টি গাভী পাল দিতে দেওয়া হইলে ষাঁড়ের সম্বন্ধে অভিযোগ খুবই কম পোমা মার; কিন্তু যখন বাসে ২৫টির মতো এই কাজ শীঘ্রই থাকে, তখন এই অভিযোগ আসে যে, ষাঁড় পাল দিতে অনিচ্ছুক এবং গাভীর উপরে উঠিতে চায় না। যদি ষাঁড় মজবুত অবস্থার থাকে তবে একদিনে তাহাকে দুইটি গরু পাল দিতে দিলেও কোন অনিষ্ট হয় না।

ছোট ছোট গাভীগুলিকে ষাঁড়ের নিকট আনা হইলে, ষাঁড়ের তার সহ্য করিতে পারে না। সেগুলিকে পালের জন্য মাত্র তৈয়ার করিতে হইবে এবং ষাঁড়কে নিকটে আনিবার পূর্বে গাভীটিকে ভালরূপে বাচ্চর সহিত রাখিবে এবং ষাঁড়কে একবার মাত্র পাল দিতে দিবে। পালের পর ষাঁড়টিকে বাকি রাখিবে, যেন সে ঐ গাভীর কিছু না মার।

গরুর পালের সঙ্গে বাস থাকিতে ষাঁড়ের অধার বিচরণে কোন বাধা নাই; কিন্তু লেবাই হইলে ঐ মালের সঙ্গে যেন কোন ছোট বকুয়া বাচ্চা না থাকে। একটি মাত্র ষাঁড়কে ঐ মালের সঙ্গে বিচরণ করিতে দিবে। একই সময়ে দুই তিনটি ষাঁড়কে একটি গো-পালের সহিত মনন করিতে দেওয়া উচিত নাহয়; কারণ তাহারা গাভীগুলিকে অত্যন্ত বিরক্ত করে।

ষাঁড়ের খাদ্য বেশ একটু চাষী মতন হওয়া উচিত; যে ষাঁড়ের প্রথম দুই কম পক্ষে প্রায় ৮০০ পাউণ্ড, নিম্নলিখিত হরগুণি তাহারে দৈনিক খাদ্য-তালিকা বনিয়া বরা হইতে পারে:—

বড়	৩ টোতে ৪ সেব।
খাঁচা বাস	১০ টোতে ১৫ সেব।
বৈল	১ সেব।
জাল	১ সেব।
লবণ	১ চটাক।
বনিকজবা	১ চটাক। (টম্পিরিলেন কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিস, ১৮ নং ট্রাঙ্ক রোডে প্রাপ্য।)

গোপালার নিকটবর্তী কোনও স্থানে সেপিরার বাসের ছোট একটি ক্ষেত্র করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইচ্ছাতে প্রচুর পরিমাণে ভাল বাসের সংবাদ হয়। সেপিরার বাস ছাড়াও আশাবের যেনে জুটা, জোপার, বজরা, বরগী, বেগারী, মটর, কলাই ভালরূপে জন্মায়। যখন ঐ সকল তর্য্য ফুলত হয়, তখন উচ্চাশিক সেপিরার বাসের পরিবর্তে বেগী হইতে পারে। বৈল, জাল, লবণ এবং বনিক তর্য্য সর্বশেষ বাঙালান উচিত।

উপরোক্তসিদ্ধি সর্বত্র ফলস হইতেই সাইলেক (দক্ষিণ বাস) তৈয়ার করা হইতে পারে। সাইলেক তৈয়ার করিবার প্রণালী বাচ্চা কৃষি বিভাগের ১৯১০ সালের ১ম পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগে। সেপিরার বাসের চান

[যে কলসের নিম্নে দেখুন]

“বেঙ্গল উইকলী”

(ইংরেজী সাপ্তাহিক)

—এবং—

“বাঙলার কথায়”

(বাঙলা সাপ্তাহিক)

বিজ্ঞাপন দ্বারা আপনাদেব ব্যবসায়ের

প্রচার সাধন করুন।

সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা

৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের বেই ও অন্যান্য বিবরণ অবশ্য

হওয়ার জন্য নিম্নে ঠিকানায়

অনুলিখন করুন:—

ইন্টারিটেভেন্ট, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

মোসলেম জগতের প্রতি জার্মানী ও ইটালীর ভয়

বিস্তারিত সংবাদপত্রের মন্তব্য

কারো বিশ্ববিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট আরবী সংবাদ-পত্র “আল-বাকার” লিখিত হইয়াছে যে, যদি জার্মানী নিকট-প্রাচ্যে আসিয়া পেশ্চিম, জাহা হইলে সমস্ত হইতে উক্ত পর্ষদ সমস্ত মুসলিম জনগণ সাম্প্রতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাবির সম্পূর্ণ হইবে। ইচ্ছাতে আরোও বলা হইয়াছে যে, জার্মানপন যে সমস্ত বেশ আক্রমণ করিয়াছে তাহার প্রতি পুষ্টি করিলে আশঙ্কা জন্মিতে পারি যে, একসময়কাল দাম পরিচালিত বিজ্ঞাপন কিছুল দাম ও মুসলিম জনগণের প্রয়োজন করিয়া থাকে।

এই সংবাদপত্রে ইচ্ছা বলা হইয়াছে যে, আরবপন তাহাদের আত্মীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিচালন করে যাই এবং সমস্ত মুসলিম জনগণ বুঝে কষ্টক প্রদানিত পন্থায় দাম সর্বম করা থাকে।

[২য় কলসের দেখান]

সতর্ক নিম্ন) বিবরণ জানিতে হইলে বর্ষীয় কৃষি বিভাগের ১৯১১ সালের ১০ম পত্রিকা পাঠ করুন।

পরিচায় পাদীর জন ব্যবহার করা উচিত। আহার্য ও নিম্নলিখিত বিবান অনুযায়ী চাওয়া উচিত।

পত্রিকার পরিচালনা যাহাতে সক্ষম হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। মজবুত এম পত্রিকাসম্পন্ন অবস্থার রাখিতে ষাঁড়ের যথেষ্ট পরিপূরন সর্বকার। যখন গো-পালের সহিত তাহাকে বাস থাকিতে না আনা বিচরণ করিতে দেওয়া হয়, তখন তাহার কোন অতিথিক পরিপূরনের লক্ষ্যন নাই; কিন্তু যখন ষাঁড়ের লক্ষ্য হয়, তখন উচ্চাৎ কোন না কোন বকম পরিপূরন করিতে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কাজেই অবশ্য গাভীতে ভুক্তি প্রাপ্তি দ্বিতীয় কর্তব্য হওয়া জন্য কাজ করায় হইতে পারে। গো-মহিষাণি এবং তাহারের বাস সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জামিয়ার জন্য বেঙ্গল গভর্নমেন্টের লাইট ইন্স অফিসারের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন —

“লিটল ইন্স অফিসার, গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, পো: ডেপার্টমেন্ট, ঢাকা”।

ইটালীয় বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা

[৮ম পৃষ্ঠার ভের]

আটলান্টিক জাগ্রাণ বিমানের ভ্রমণের আশঙ্কা

রয়টারের বিমান বিভাগীয় সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরের বাণিজ্যপথ পত্রবিমান বাহিনীর দ্বারা আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হওয়ার উক্ত পথ বন্ধ করার জন্য উপকূলরক্ষী নাবিকীর বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর ভেদে অধিক দারিদ্র্য লাভ হইয়াছে। জাগ্রাণ ইউ-বোটের আক্রমণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাহাজ হাড়া বিমান আক্রমণের দ্বারাও এই পথগুলি বন্ধ করার চেষ্টা হইতেছে। জাগ্রাণ কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ জাহাজসমূহের বিরুদ্ধে কয়েকটি সাক্ষাৎপূর্ণ আক্রমণের দাবী করিয়াছে। এই সমস্ত দাবী অতিরিক্ত হইলেও ইহা বুঝা যাইতেছে যে, জাগ্রাণের পরিণতি আক্রমণ বৃদ্ধি পাইতেছে। চ্যানেল অবস্থা উত্তর সাগরে আক্রমণের ভয়েও এই আক্রমণ ব্যাপকভাবে হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

বি: ইউরেন মধ্য-প্রাচ্য রমণ শেষ করিয়া সন্তোষে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

জাগ্রাণ "জাহাজ ৮৮" গোলাবর্ষী বিমানসমূহ আটলান্টিকের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য পুনরায় আবিষ্কৃত করিয়াছে। নিশ্চয় যে, এই বিমানগুলি বৃটানীশিত ব্রিটিশসমূহ হইতে বাহির হয় এবং সিলি দ্বীপের ৮০ মাইল পশ্চিমে ভাটলেসের সূতল বন্দরকে ঘাইবার উদ্দেশ্যে উত্তর পশ্চিম দিকে গতি দেয় এবং বোম্ব হর আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে দিক্ নির্ধারণ করিয়া আটলান্টিকের দিকে অগ্রসর হয়।

আয়ারল্যান্ডের ৩ নত মাইল পশ্চিমে কয়েকটি আক্রমণ করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। "জাহাজ ৮৮" বিমানগুলি এই পর্যন্ত হইতে পারে; কারণ এই বিমানগুলি বোম্বা লইয়া ১০ নত মাইল উড়িতে পারে। রাজকীয় উপকূলরক্ষী বিমানবল বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিচরিত লক্ষ্য করিতেছে কিন্তু আটলান্টিকের সমস্ত স্থান পর্যবেক্ষণ করা রাজকীয় বিমান-বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়।

আলটায় বা ইংল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের ভেদে পত্র পত্রের আক্রমণ হলের আরও কোন নিকটবর্তী দাঁটি হইতে রাজকীয় বিমানবাহিনী পর্যবেক্ষণ কার্য চালাইবার সুযোগ পাইলে পত্রপক্ষীর বিমানগুলির বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ-জমক বাতাস অবলম্বন করা অনেক সম্ভব হইত।

চ্যানেল উপকূলে তামানগঞ্জ

চ্যানেলের উত্তর তীর হইতে আবাদ বৃষ্টি ও জাগ্রাণ বুৎপালার কামানসমূহের গোলাবর্ষণ চলে। জাগ্রাণ কামানগুলি প্রথম গোলা লাগিতে আরম্ভ করে; গোলায় আঘাতে কেবল হতাহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সকাল বেলায় দিকে বৃষ্টি কামানগুলি হইতে জাগ্রাণের কামানের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষণ হয় এবং জাহাজ। পাল্টা জবাবে জাগ্রাণ কামানসমূহও পুনরায় গোলা উৎপাদন করিতে থাকে। দুই বণ্টা গোলাবর্ষণের পথ কামানগুলি নিষ্কৃত হয়।

কোরিকা শহরের পতন

প্রকাশ, করিকা শহরের পতন হইয়াছে। আরও প্রকাশ, ১৯শে নভেম্বর রাত্রি ১টার সময় এই শহর অধিকৃত হইয়াছে।

নানান্বানে গ্রীকদের অগ্রগতি।

এপিরাসে ও করিন্থের পূর্বে প্রচণ্ড সংগ্রাম ও উত্তর অঞ্চলে ও কালারাস নদী অঞ্চলে গ্রীকদের সাক্ষাৎ, কক সংগ্রাম ইটালীয়ান বোম্বার্ডার প্রদত্ত কর্তৃক গ্রীক দাঁটিগুলির উপর বোম্বাবর্ষণ—গ্রীকদের দুই এপিরাসের প্রবাস বহিষ্ঠ বিধে পরিণত হইয়াছে।

করিকা অঞ্চলে ইটালীয়ানদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিরত হইয়াছে এবং গ্রীকগণ পত্র প্রচণ্ড বাধা পুনরায় সংগ্রামে প্রচেষ্টার দাঁটিগুলি বন্ধ করিয়া লইয়াছে। কয়েকদিন যাবৎ কয়েক মল ইটালীয়ান সৈন্য কালারাস নদীর দক্ষিণ দিকের এই দাঁটিগুলি প্রাণপণে রক্ষা করিতেছিল। গ্রীক সৈন্যগণ ইটালিয়ানকে নদীর উত্তর পাশে ভাড়াইয়া দিয়াছে।

সমস্ত বন্দরকেই গ্রীকদের আক্রমণ

সরকারী বহন হইতে জানা গিয়াছে যে, গ্রীক সৈন্যগণ সমস্ত বন্দরকেই আক্রমণ করিতেছে। ডিনারি অঞ্চলেও তাহার ইটালিয়ানদের দ্বারা অভিযান করিতেছে।

১৮ই তারিখে সকালে আরোজম শেষ হওয়ার পর অপরাহ্ন হইতে করিন্থের উত্তর-পূর্বে গ্রীক সৈন্যদের অগ্রগতি আরম্ভ হয়। করিকা অঞ্চলে ইটালিয়ান সৈন্যগণ সূর্যের পাল্টা আক্রমণ করে; কিন্তু তাহাদের ৯ বাস প্রেনগুলির আঘাতে ভূপাতিত করা হয়।

করিন্থের নিকটবর্তী এক গ্রামে মল হাজার কল ও বিস্তার আঘাত্য ব্রহ্মসহ ইটালিয়ানদের বিস্তার বসবাস গ্রীকদের হস্তগত হয়। মলটি কামান, ৬৩টি ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কামান ও ১৫টি পরিবা-ধ্বংসী কামানও গ্রীকগণ অধিকার করিয়াছে।

মুগোপ্লাত কর্তৃপক্ষের নিকট ইটালীয়দের

আত্মসমর্পণ

মসজিদের সঙ্গিকটর জেডজেলিকা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গত রবিবার রাতে ১০০টি ট্যাঙ্ক সহ ৬নত ইটালীয়ান সীমান্ত অতিক্রম করে এবং মুগোপ্লাত কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করে। পরে আরও জানা গিয়াছে যে, ১২ নত চালুকা বরণের কামান ও ৪ নত ডাবী কামান ইটালীয় বাহিনীর সাথে ছিল। উহা সমস্তই মুগোপ্লাতিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করা হইয়াছে।

মুগোপ্লাতিয়া জাগ্রাণ সৈন্যের উপস্থিতি

মুগোপ্লাতিয়ার প'চি ডিভিশন সমস্ত ও অসংজ্ঞিত সৈন্য অবস্থান করিতেছে। বাণে শহরের কূটনৈতিক মহলের সুনিশ্চিত বারশা, পরবর্তী ৪৮ বণ্টার মধ্যেই এই সমস্ত জাগ্রাণ সৈন্য গ্রীক আক্রমণ করিবে এবং মুগোপ্লাতিয়াকে বলবানে "নবলধারণ" প্রবর্তনে সহায়তা করিতে হইবে।

মিউইরকস টাইমস পত্রিকার বাণে হইতে প্রাপ্ত এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, হিটলারের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় রাজা বোরিস জানাইয়াছেন যে, তিনি গ্রীক আক্রমণের জন্য নান্দী সৈন্যবিশেষ পথ ছাড়িয়া দিবেন।

মিউইরক টাইমস পত্রিকার আরও প্রকাশ, সোফিয়া হইতে জাহুলে আগত নির্ভরযোগ্য সংবাদোক্তগণ জানাইতেছেন যে, বর্তমানে মুগোপ্লাতিয়ার পক্ষ বিনা হত্যাতে অ্যান্ডিস পত্রিকার কবলে পড়িত হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

গত বুধবার রাসে চট্টগ্রামের শাহুদিয়া থানার অন্তর্গত ইয়োচিচা নামক গ্রামে একটি পরীক্ষক সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং পুন্ডুকার পরীক্ষক সম্পর্কিত কার্যাবলী হস্তান্তর লক্ষ্য বন্ধ করা হইয়াছে। ককসংক্রান্ত বহুভাষ্যের বিচারকৃত্য হাপন করিয়া ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান করিবাম প্রত্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

আবহাওয়া ও ককসনের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৬ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে বাঙলা দেশের আবহাওয়া ও ককসনের অবস্থা যাহা ছিল, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল:—

কোন কোন স্থানে ইতঃভক্ত: ও সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছে; জাহা হাড়া এই সপ্তাহে বাঙলাদেশে বৃষ্টিপাত হয় নাই। বনভকালীন ককসনের আবহা ডালই চলিয়াছে। কোন কোন স্থানে জলনি আদম কাটা আত্ম হইয়াছে। আবহা ককসনের অবস্থা সাধারণতঃ সন্তোষজনক নহে। বিগত ২৪ নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে বীরভূমে টেই-বিলিক কক্ষে ১১.৮৯৪ জন লোককে নিমুক্ত করা হইয়াছিল। সাধারণ ব্যবহৃত টাউসের মুদ্রা পূর্ণ সপ্তাহের মূল্যের তুলনায় পতকরা ০.১৪ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

টাউলের মূল্য

চব্বিশ-পঞ্চগা, ডায়মণ্ড হাবদান, বারাকপুর, ধারালত ও বলিরঘাটে টাকার /৭ সের হইতে /৮ আট সের; নদীয়া, কুড়িয়া, বেহেরপুর, চুরাডাঙ্গা ও বাগাঘাটে টাকার /৭/১০ সোয়া সাত সের হইতে /৮ আট সের; বুদীদাখ, মাসমাগ, জলীপুর ও কালীতে টাকার /৭/১০ সাত সের হইতে /৮/১০ সোয়া আট সের; বগোচর, শিনাইবহ, বাঙড়া, মড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকার /৭/১০ সাত সের হইতে /৯ নয় সের; খুলনা, সাতকীয়া ও বাগেরহাটে টাকার /৭ সাত সের হইতে /৮ সের; বর্ডমান, আসানগোল, কাটোয়া ও কালনার টাকার /৮ সের হইতে /৯/১০ নয় সের দুই ছটাক; বীরভূম ও বাবপুরহাটে টাকার /৮/১০ সোয়া আট সের হইতে /৮/১০ পৌনে নয় সের; বীকুড়া ও বিকুপুরে টাকার /৭/১০ সাত সের; মেলিনীপুর, কীর্ষী, তমলুক, বাটান ও বাড়াগ্রামে টাকার /৮ সের হইতে ১০ মল সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আদামবাগে টাকার /৮ সের হইতে /৮/১০ পৌনে নয় সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ার টাকার /৮ সের হইতে /৮/১০ পৌনে নয় সের; রাজশাহী, নওগাঁ ও নাটোরে /৮ সের হইতে /৮/১০ সোয়া আট সের; শিনাকপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুরহাটে /৭ সাত সের হইতে /৯ সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে /৭ সাত সের হইতে /৭/১০ সাত সের; দাখিনি, কালিয়া: ও কলিমাংএ টাকার /৭ সের হইতে /৮ আট সের; রংপুর, নীল-কারাবী ও গাইবান্ধার টাকার /৬/১০ সোয়া ছয় সের হইতে /৮ আট সের; বগুড়ার টাকার /৮/১০ সাত সের; আট সের; পাখনা ও সিরাঙ্গগঞ্জে টাকার /৮ সের হইতে /৯ নয় সের; মালভৈ টাকার /৮/১০ সাত সের; আট সের; কুচবিহারে টাকার /৮/১০ আট সের তিন ছটাক; ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে টাকার /৮ সের হইতে /৮/১০ সাত সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর ও নেত্রকোণার টাকার /৭ সের হইতে /৭/১০ সাত সের; ককিলপুর, গোরালপ, মাদারীপুর ও গোপালপুরে টাকার /৭/১০ সোয়া সাত সের হইতে /৮ আট সের; বাবুগঞ্জ, পিছোড়পুর, পটুয়াখালী, ও বকিল সাবাকপুরে টাকার /৭/১০ সাত সের হইতে /৮/১০ সাত সের; আট সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও টাঙ্গুপুরে টাকার /৮ সের হইতে /৮/১০ সাত সের; নোয়াখালী ও ককীতে টাকার /৮/১০ ছটাক হইতে /৮/১০ সোয়া মল সের; পাবুড়া চট্টগ্রামের টাকার /৮/১০ সাত সের; ত্রিপুরা বাকো টাকার /৭/১০ সোয়া সাত সের হইতে ১০/১০ সোয়া সাত সের।

পাট-সমন্য সমস্ত আয়োজনা করার জন্য কাকবীর প্রবাস-জলী, মানবীর বহুটি-সচিব ও মানবীর অর্থ-সচিব সম্মতি দিলী ককন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে হাজার জাহাজযাত্রা

স্থানীয় হক-কমিটির বিবৃতি

কলিকাতা হাঙ্গার-ফায়াংস

সানিটী বোর্ডসমূহের কতকাংশ

সীল ও-সানিটী বোর্ড

বোকাখানা নং ২২১১১, সম ১৯৩৬ সাল।

বাতক—ডক্টর বো

বনাম

হাঙ্গার—কলিকাতা জেটী।

তারিখ ২ জানু ৮ পক্ষ জরি কট বাক দিয়া ৭০ টাকা কর্তৃক গ্রহণ করিয়াছিল। হাঙ্গার এই জরি উপর ৩ বৎসর জোগ করে। আইনের ১৮ (২) ধারার বিধানমতে ২৬ টাকা ওপের পরিমাণ বাকী করা হয়। এই বোকাখানা আপোষে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। বাতক নং ২০ নিম্ন টাকা হাঙ্গারকে দিয়াছে এবং জরি কোথায় পাইয়াছে।

পোরকমারী হাঙ্গারবিশেষকণ ও-সানিটী বোর্ড

বোকাখানা নং ৭৬২, সম ১৯৪০ সাল।

বাতক—কলিকাতা ও

বনাম

হাঙ্গার—সানিটী প্রদত্ত পাল।

একখানি কট বাকী বাতক ৫০ টাকা কর্তৃক ১০ টাকা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। হাঙ্গার ২ জানু ১৪ জেটী পক্ষ জরি ৬ বৎসর জোগ করিয়াছে। বোর্ড হইতে নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে হাঙ্গার বাকী ১০৪৮ সালে জরি বাতককে কোথায় দিবে।

বোকাখানা নং ৫৭২, সম ১৯৪০ সাল।

বাতক—বনু বিনি

বনাম

হাঙ্গার—সানিটী বিজ্ঞা ও

কট বাকী পাল দিয়া ৭০ সত্তর টাকার ও-সানিটী বোর্ড বিধানমতে ১৪ টাকা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। হাঙ্গার ১ জানু ১৫ পক্ষ জরি কল ১০ বৎসর জোগ করিয়াছে। বোর্ড কর্তৃক নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বাতক বাকী ১০৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারি বা তৎপূর্ব হাঙ্গারকে এক কিসতে ১২ টমিন টাকা দিবে এবং তখন হাঙ্গার বাতককে জরি বাতকের নগদে জাতিয়া দিবে।

বুদুসকল ও-সানিটী বোর্ড

বোকাখানা নং ১২৫৭, সম ১৯৩৬ সাল।

বাতক—গির্জা চন্দ্র পাল

বনাম

হাঙ্গার—বিনি ও-সানিটী পাল ও

বাতক ৪ ১/২ পাউন্ড চার জানু জরি কট বাক দিয়া ৩০০ টাকা কর্তৃক গ্রহণ করিয়াছিল। হাঙ্গার ১৭ বৎসর এই জরি কল জোগ করিয়াছে। আইনের ১৮ (২) ধারার বিধানমতে বোর্ড সাব্যস্ত করেন যে, হাঙ্গার জরি কিছুই পাইবে না। এই আপোষে নিষ্পত্তি পেনশন মুনসেক কোটে আপীল করা হইয়াছিল। মুনসেক আপীল ডিসমিস করিয়া বোর্ডের আপোষ বনাম বাতক আপোষ দিয়াছেন এবং বাতক জাহার জরি কোথায় পাইয়াছে।

[পূর্ববর্তী কলমের জেব]

কল কলার আশুপ কল মোতাওয়াক না সানী বিলে জাহার উপর বেল কোম হক-বাকী আশা আপন না করেন।

৮। কলিকাতা হাঙ্গারের হক-কমিটি স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হেডকোয়ার্টার ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নববোধিত হাঙ্গার মোহমে কলিকাতার ট্রেনের নগর উপস্থিত থাকিবেন এবং হক-সানিটীপকে স্থিতিমতে থাকার ব্যবস্থা ও ট্রেনের টিকিট জর করিতে সাহায্য করিবেন।

৯। আরও বিবেচ্য বিষয় কলিকাতা হইতে কলিকাতা হাঙ্গার হক কমিটির একজিউকিউকিট অফিসারের নিকট ১১৬ নং মোতার সার্কুলার বোর্ড, কলিকাতা, দিকানার পর সেওয়ার অন্য উপস্থাপন দেওয়া হইতেছে।

১। মুক্তের জন্য কলিকাতার হাঙ্গারবিশেষকণ ও-সানিটী বোর্ড পাল দিয়া ৭০ টাকা কর্তৃক গ্রহণ করিয়াছিল। হাঙ্গার এই জরি উপর ৩ বৎসর জোগ করে। আইনের ১৮ (২) ধারার বিধানমতে ২৬ টাকা ওপের পরিমাণ বাকী করা হয়। এই বোকাখানা আপোষে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। বাতক নং ২০ নিম্ন টাকা হাঙ্গারকে দিয়াছে এবং জরি কোথায় পাইয়াছে।

২। হক-বাকী কলিকাতার জন্য জাহার ইজুট, জাহার কল কলিকাতা আশিবার পূর্বে জাহারের জেলা বা হক-বাকী অফিসারের নিকট হইতে হক-বাকীর অনুমতি-পত্র (পাসপোর্ট) গ্রহণ করেন; হক-বাকীর আপন আপন জেলার বিনা ব্যয়ে এই অনুমতিপত্র দেওয়া হইয়া থাকে। হক-বাকীর জন্য জাহার কলিকাতার বাসিন্দা সচিব, জাহার নিজে জেলা হইতে অনুমতিপত্র (পাসপোর্ট) লইয়া না আসিলে কলিকাতার আশিবার পাসপোর্ট লইতে পুস্তককে ১ টাকা কি নিতে হইবে। হক-বাকীপকে আরও উপস্থাপন দেওয়া হইতেছে যে, জাহার বেল আপন আপন জেলার সিভিল-মার্জিন কিয়া ডিটাইট বোর্ড বা ডিউনিপালিটির হেলথ অফিসার হইতে কলিকাতা ও বসন্তের টিকা গ্রহণের সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। এই অনুমতিপত্রের জন্য কোনমূল্য দায় করিতে হইবে না। জাহার নিজ নিজ জেলা হইতে টিকা সেওয়ার সার্টিফিকেট আশিবার না, জাহারপকে কলিকাতার বিনা-ব্যয়ে টিকা সেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩। কলিকাতা হাঙ্গার হইতে জিসের মাসের প্রথম সত্তরকে জাহার জাহার হইবে; কিন্তু মুক্তের অবস্থার বহুপ সতীকিতবে জাহার সেওয়া লভন নর। কিন্তু হক-বাকীপকে শেষ পক্ষে ২৯শে সত্তর কলিকাতা পৌঁছিতে হইবে এবং জাহার জাহার বিনামের জন্য পঁচ দিসের কলিকাতার বাস বস করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইবে। হক-বাকীপকের কলিকাতার যে কলকলিন থাকিতে হইবে; এই সময় বিনাম্যারে বোলাকিবানার স্থিতিমতে থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪। বর্তমান মোহমে নির্ধারিত জাহার বিবরণ নিম্ন দেওয়া গেল:—

ডেক-বাকী। ... বনাম ও-সানিটী।

কলিকাতা হইতে জেলা ও জেলা	...
হইতে বোকাই	২২৬
দ্বিতীয় শ্রেণী।	
কলিকাতা হইতে জেলা ও জেলা	...
হইতে বোকাই	৫০১
প্রথম শ্রেণী।	
কলিকাতা হইতে জেলা ও জেলা	...
হইতে বোকাই	৭১০

৫। মুক্তের জন্য কলিকাতার হাঙ্গারবিশেষকণ ও-সানিটী বোর্ড পাল দিয়া ৭০ টাকা কর্তৃক গ্রহণ করিয়াছিল। হাঙ্গার এই জরি উপর ৩ বৎসর জোগ করে। আইনের ১৮ (২) ধারার বিধানমতে ২৬ টাকা ওপের পরিমাণ বাকী করা হয়। এই বোকাখানা আপোষে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। বাতক নং ২০ নিম্ন টাকা হাঙ্গারকে দিয়াছে এবং জরি কোথায় পাইয়াছে।

ডেক-বাকী।

কলিকাতা হইতে জেলা ও জেলা	...
হইতে বোকাই	১৪১
দ্বিতীয় শ্রেণী।	
কলিকাতা হইতে জেলা ও জেলা	...
হইতে বোকাই	৫০১
প্রথম শ্রেণী।	
কলিকাতা হইতে জেলা ও জেলা	...
হইতে বোকাই	৫১১

৫। ১৯৪১ সালে হাঙ্গার বাকীর হিসাব (নিম্নে বাকীর যে বিবরণিত হিসাব) দেওয়া গেল, জাহার জাহার-বাকী সোমার মুনোর উপর নির্ভর করিয়াই হিসাব করা হইয়াছে। এক পাউন্ড বা একটী পিণির মূল্য ২৯ টাকা বাকী এই হিসাব দেখান গেল। সোমার এই মূল্য কম বা বেশী হইতে পারে। বর্তমানে বোকাইয়ের এক পিণির মূল্য ২৮৬০ আনা। সৌদি আরব পতন-বোর্ড এয়ার লাইনীর কর ও ট্যাক্স পতক ২৫ টাকা হাস করিয়াও বর্ন পাউন্ডের বিনিময় হার ২৯ টাকা অনুসারে যে নবুনিম্ন দায় বোকাখা করিয়াছেন, জাহার নিম্নে দেওয়া গেল:—

কলিকাতা হইতে	...
টাকা।	৬৪৬
ট্রান্সে ডেক ও পরে ট্রাই বোলে	১,৩৩৬
.. দ্বিতীয় শ্রেণী ও পরে বাসকোলে	১,৩৮০
.. প্রথম শ্রেণী ও পরে বোকাইবোলে	১,৩৮০

উল্লিখিত টাকার অর্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর বাকীপের নবু নিম্ন দায় হিসাবে করা হইয়াছে। যদি কোম জাহার বাওতা ও থাকার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন, জাহার হইলে ইহার চেয়ে অধিক দায় আবশ্যক হইবে।

৬। জাহারবাকী বর্ন-মাসের হার জেলার বর্ন-মাসের দায় আপেক্ষা কম। জাহাতে হক-বাকীপ জাহারবাকী বর্ন-মাসের হারের সুবিধা পাইতে পারেন, সেওয়া হক-বাকীপকে জেলায় দায় নিষ্পত্তির জন্য জাহারবাকী হইতে বাকী বর্ন-মাসে লইবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর বাকীপ যে পরিমাণ বর্ন-মাসে লইতে পারিবেন, জাহার নিম্নে উল্লিখ করা গেল—

ডেক-বাকী	১৪টী বর্ন পাউন্ড বা পিণি।
দ্বিতীয় শ্রেণীর বাকী	২৫টী বর্ন পাউন্ড বা পিণি।
প্রথম শ্রেণীর বাকী	৪১টী বর্ন পাউন্ড বা পিণি।

৭। যে লব্ধ হক-বাকী বোকাখাক বা সানীপকে নিম্ন দায় করেন, জাহারপকে বিবেচ্যভাবে সাহায্য করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই লব্ধ বোকাখাক বা সানীপ সানীপকে সানী হইতে জাহার লব্ধ জাহারের পতিত আশাপ-পতিত করিয়া পর এবং হক-বাকীপকে বাকী ও নিবরণ-পত্র বিতরণ করে। এই লব্ধ মোক বোকাখাকও হইতে পারে। সৌদি আরব পতন-বোর্ড স্বেপ কর ও ট্যাক্স হাঙ্গার বোকাখা করিয়াছেন, জাহার চেয়ে অধিকতর [যে কলমের নিম্নে দেপুন]

আবিসিনিয়ায় ইটালীর বর্বর অত্যাচার

[১ম পৃষ্ঠার দেখাও]

যেখানে অনুসারে নির্দিষ্ট অপর্যাপ্ত বসতি বিবেচিত হইয়াছে। সে-সব জায়গা তৃত্তপূর্ণ সন্তানের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল, ইটালীয়ানরা সে-সব স্থান সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া শ্রেণীভেদে বসবাসের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে যে জায়গা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (তৃত্তপূর্ণ ইটালীয়ান সৈনিকদের বাসস্থান) তাহার পরিমাণ প্রায় ২৯,৬৫৩ একর। এই ভিত্তিতে কয়েক শত ইটালীয় পরিবারের বসবাস নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বহু ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ইটালীয়ানরা দখল করিয়া লইয়াছে। আকাশ জেলার আদ্বিন-আবাবার চল্লিশ মাইল দক্ষিণে একটি কৃষি-উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। এই সব স্থানের হাবুশী জুয়াধিকারিগণকে তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছে, কিংবা লম্বাভাবে মৃত্যু সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। সে-সব জায়গা এই সব জায়গা ছিল, জুয়াধিকারিগণকে রাজ্য-নির্গাণকারী মজুরে পরিণত করা হইয়াছে।

এই সব অন্যায় ব্যবহার মনে এতদূর অসন্তোষ দেখা দেয় যে, উপনিবেশের আবাসী ইটালিয়ানদিগকে সরকার জমা ইটালীয় অফিসারদের অধীনে পরিচালিত সেনা-বারিসী মোতায়েন করিতে হয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে এই সব সৈন্য ও মজুর পার্শ্ববর্তী স্থানের বিরোধীদের সহিত যোগদান করে এবং উপনিবেশের বাসিন্দা ৪২ জন ইটালিয়ান পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু এবং সেনা-বারিসীর অফিসারদিগকে হত্যা করে ও তাহাদের মরদেহী আগাইয়া দেয়।

এই বিরোধের পরিণামে ইটালীয়গণ জীবনভাবে প্রতিপোধ গ্রহণ করে। কয়েক মল শ্রেণীক ইটালীয় সৈন্য আকাশ জেলার প্রেরিত হয় এবং ইচ্ছা বিভিন্ন স্থান ধ্বংস করিয়া ও দেশীয় লোকদিগকে নির্বৃত্তভাবে হত্যা করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। বহুসংখ্যক পরিবারের উপার্জনকর লোকদিগকে বন্দীও করা হয়। এই অভিযানে কত লোককে যে নিহত করা হইয়াছিল, তাহার কোন প্রামাণ্য বিবরণী পাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, পুরুষ অবিসানীদিগকে হত হত্যা করা হইয়াছিল, অথবা স্থানান্তরে নির্বাসিত করিয়া পৃথকপৃথক জীভগণে পরিণত করা হইয়াছিল।

দেশের আশে বহু স্থানে অত্যাচার-অতীত অসংখ্যক বৃদ্ধিকারী ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের উৎপন্ন গম, কচি ও পশুদিগ জমা যে মৃত্যু দেওয়া হইয়াছে, বাতাস-বহু অপেক্ষা তাহা অনেক কম বলিয়া ইচ্ছা অভিযোগ করিয়া থাকে। অনেক ইটালিয়ান কর্মচারী ১০০ মীটার মোটের পরিবর্তে মিত্র হাবুশীদিগকে সতীর টিকেট বিক্রয় প্রত্যাখ্যত করিয়াছে এবং কলে হাবুশী জলগণ বজ্রবল্যই ইটালীয়ান নোট গ্রহণ করিতে সতর্ক সতর্ক হয় না।

বেপরোজা পোষণ

ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকৃত হওয়ার পর হইতে হাবুশীদিগের অবস্থার উন্নতি ও মূলের কথা, অবলম্বিতই যে হইয়াছে, —তাহা বলাই বাহুল্য। কাশন, সৈন্য বিভাগের ব্যয় নতুনান করিয়া স্থায়ী অবিসানী-দের কল্যাণ সাধনের উপযোগী কয়েট অব' পাওয়া সম্ভবপর নয়। কোনো কোর্টারী ইটালীর বেজা-সৈন্যদের অত্যাচার সত্বে আবিসিনিয়ার অবিসানীদিগকে বজ্রবল্যই অভিযোগ করিয়া থাকে। কলনের উপন্যুত মৃত্যু না পাইলে কৃষিকাজে হাইতে হাবুশীরা অবিসানী করায় কলে কলনের মৃত্যু এবং পর্যাপ্ত বেশ জালই আছে।

ব্যক্তিগত ব্যবসার বহু করিয়া দেওয়ার কলে দেশের আর্থিক অবস্থা অতি পোচনীয় হইয়া বাড়াইয়াছে। ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশীদের কাক-কারবার বহু করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসারী প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। অনুবর্তিত ব্যক্তিগত ব্যয় হইতে আবিসিনিয়ার কোন ক্রয় (এমন কি কুশ পার্শ্বগত) আবিসানী নিষিদ্ধ হইয়াছে। ক্যানিষ্টে ব্যবসার পরিচালক প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অবলম্বিত সম্পর্কে ব্যবসারীরা (অবিসানী ইটালিয়ান) অভিযোগ করিয়া থাকে এবং মূল-প্রায় ব্যাপক প্রাবল্য সম্পর্কেও নানা কথা শোনা যায়।

আলেকজেন্দ্রিয়ার অবস্থিত কেন্দ্রীয় কপটিক গীর্জার সহিত আবিসিনিয়া বর্বরদের সম্পর্ক ছিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে এ-বসত এই সম্পর্ক বরাবর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইটালিয়ানরা দেশের লোককে বর্বর উচ্চপদে সন্মান করিয়াছে, কেন্দ্রীয় কপটিক গীর্জার পক্ষ হইতে বোধগা করা হইয়াছে যে, বর্বর নইরা জিনিমিসি বেলার কোন অবিসানী তাহাদের নাই।

বিদেশীরাগ বহিষ্কৃত

আবিসিনিয়ার পার্শ্ববর্তী স্থান ও কেনিয়ার ইটালিয়ান বিন্দারীরা কাক করিতেছেন; কিন্তু আবিসিনিয়া চইতে ইটালিয়ান ব্যতীত আর সকল দেশীয় বিন্দারীকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত বিদেশীদিগকেও বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিখ্যাত ব্রিটিশ-ভারতীয় ব্যবসারী জি, এন, বোয়াস আলীর প্রতিষ্ঠান—যাহা ১৮৮৮ সাল হইতে আবিসিনিয়ার ব্যবসা চালাইয়া উক্ত দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল—ইটালিয়ানরা উক্ত প্রতিষ্ঠানকেও বাহির করিয়া দিয়াছে। অথবা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান কতক কতিপূরণ লাভ করিয়াছে।

ইটালীয় পক্ষের আবিসিনিয়ার কথা কি হইয়াছে—উপরে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই তৎসম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া বাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারীদের কিছুই বিরোধের তাব আবিসিনিয়ার বিন-বিনই ধ্বংসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ক্যানিষ্টে সেনাগুলির অন্যই মাত্র এই বিরোধের অবিসানী উঠার সুযোগ পাউতেছে না।

চৌথামে প্রাথমিক শিক্ষকের ক্রোশ

রাউজান-কেন্দ্রের সাক্ষ্য

বিস্তৃত ১১ই আগস্ট শুক্রবার রাতি ৮ ঘটিকার সময় ভারীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাক্ষেপে নব প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষক ক্রোশ; কেন্দ্রের বিশু কুলদান জু হাটখুনের সম্মুখে সামাজিক নাটক "পথের পথ" বেশ সাক্ষ্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। উক্ত উপলক্ষে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিশু কুলদান সম্মুখে এইকূপ কোন নাটক এই পর্যাপ্ত অভিনীত হয় নাই। ভারীয় সরকারী ও বেসরকারী বহু বিশিষ্ট উদ্যোগক উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

অতঃকাল মধ্যে এই নব-প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষক ক্রোশ কেন্দ্রীয় ইচ্ছা সুযোগে বেহু বহিষ্কৃত কি: এ, এই, জরুরী এবং, এ, বি, টি এবং অন্যান্য সরকারী শিক্ষক দল হইবন যোগ বহুসংখ্যক অবিসানীদিগ ও অসম্মিতদের নব-প্রতিষ্ঠানে উন্নতি লাভ করিয়াছে কবিরা অসম্মিতদের তৃত্তপূর্ণ প্রণয় করেন।

ব্যবসায়িক নিবারণ-প্রচেষ্টা

সরকারী কর্মচারীদের বাণীয়ে ব্যবস্থা

যাকুল সরকারের ব্যবসায়িক নিবারণ সংক্রান্ত নীতি অনুসারে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে কতিপয় নিবারণ-কানুন প্রকর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আশু কক মার, এতদ্ব্যতীত ব্যবসায়িক-সরকারী কর্মচারীদের যাব' ভক্তি হইবে এবং সার্বজনভাবে অবিসানী বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনাও কম হইবে। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কাহারও ব্যবসায়িক হইলে তাহাকে উপন্যুত ডিক্লিনার-রীনে আনয়ন করা সম্পর্কে কোনও নিষিদ্ধ সরকারী নীতি না থাকায়, ফেলবায় যে উক্ত রোগীই প্রকৃত ভক্তি হইতেছে, তাহা নহে; পরন্তু রোগীর আত্মীয়জন, কুলদান ও বাহ্যিক রোগীর সম্পর্কে আসে, তাহাদেরও মজুর অপকার সাধিত হওয়ার ব্যবসায়িক নিবারণ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই পও হইয়া বাইতেছে। এতদূর কেন্দ্র দিয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি নিবর্ত হইতে এই রোগে অন্য কোন ব্যক্তিতে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং বাহ্যিক দিকেরে সার্বজনীন না করিয়াও সরকারী কার্য পরিচালনে সক্ষম, তাহাদিগকেও ব্যবসায়িক আক্রান্ত হইয়াছে সন্দেহে কর্তৃত্ব করা হইয়াছে। এই সকল নিবারণ বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেন্ট স্থির করিয়া-ছেন যে, কোন কর্মচারীর ব্যবসায়িক হইয়াছে সন্দেহ হইলে, তাহাকে বিনা-পারিশ্রমিক পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য প্রেসিডেন্সী অথবা সিভিল-মার্শালের দিকট প্রেরণ করা হইবে। যদি উক্ত কর্মচারী কাক করিবার উপন্যুত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহাকে কতিপয় মর্মে কাক করিতে দেওয়া হইবে। যদি তাহার কক পরীক্ষা করিয়া বস্তু বীজাণু পাওয়া যায়, অথবা তাহার দিকট হইতে অন্যান্য ব্যক্তিতে এই রোগ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সিভিল-সার্ভারে তিনি বর্তমান পর্যাপ্ত ভুক্তি পাইতে পারেন, তাহাকে ততদিনের ভুক্তি দেওয়া হইবে এবং সরকারী মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক কার্যে বোঝানোর উপন্যুত বলিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত না হওয়া পর্যাপ্ত তাহাকে কার্যে বোঝান করিতে দেওয়া হইবে না।

রংপুর প্রস্তুতি-সময়

বাঙলা সরকারের সাহায্য

রংপুর প্রস্তুতি ও নিউ-সময়ের কর্মসান পূর্বের প্রয়োজনীয় পরিকর্তন ও পরিবর্তনের জন্য যাকুল সরকার ৩,২৫০ টাকা মজুর করিয়াছেন। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এইকূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য যে পরিকর্তন গৃহীত হইয়াছে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের গৃহীত জনসংখ্যার নিবারণ করার জন্যই এই অব' মজুর করা হইয়াছে। সরকারী নব' অনুযায়ী এই কেন্দ্রে প্রদেশের পূর্ব ও পশ্চিমে প্রস্তুতির ডিক্লিনার ও পরীক্ষার ব্যবস্থা ভিত্তিতে হইবে এবং অবিসানী বিভাগের ডিরেক্টর ও সরকারী ডিরেক্টর, বাঙলা প্রস্তুতি ও নিউ-সময় বিভাগের স্পার্টমেন্টের অধ্যক্ষ ডিরেক্টর কর্তৃক প্রেরিত যে কোন কর্মচারী এই কেন্দ্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

মিত্তিক গার্ড নদের কর্তব্য ও সংগঠন সম্পর্কে বাঙলা সরকারের বিশুনিবিত্ত প্রত্যয় পোকেটে প্রকাশিত হইয়াছে: এই প্রদেশের অবিসানীদিগ বর্বরদের সম্মুখে বাহ্যতে কার্যকরীভাবে সার্বজনীন পৃথক্য সাধিতে সাহায্য করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে যাকুল সরকার ১৯৪০ সালের মিত্তিক গার্ড অভিযান-এর ব্যয় অনুযায়ী (১৯৪০ সালের ৮শ; মার্চ) এই প্রদেশে মিত্তিক গার্ড অবিসানীদিগ বর্বর করিয়াছেন। মিত্তিক গার্ড নব' একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং যে কোন ব্যক্তি রোগী উদাস মৃত্যু নিযুক্ত হইতে পারে। অবিসানীদিগের অবিসানী অন্য মিত্তিক গার্ড সম্পর্কে বিজ্ঞপিত বিবরণ পোকেটে প্রকাশিত হইয়াছে।



বাঙলাব কথা

১৪ বর্ষ, ৪৭ নং সংখ্যা

কলিকাতা, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪০

[এক খান]

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সফর

বরিশাল, নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় বিপুল সাজা

বরিশালে গভর্ণর বাহাদুরের সফর

বরিশাল মহামান্য গভর্ণর এবং সেক্টর বোর্ডী হার্ভার্ট ২৪শে নভেম্বর রাতে বরিশালে পদার্পণ করেন। ২৫শে জার্মিন প্রান্তে জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্বাগতিক জেলা-কল কন্সটিটেবল গভর্ণর ও গভর্ণর-পত্নীকে সম্বোধিত করা হয়। নেতৃবাহিনীর বেসরকারী জ্ঞান সভ্যদের সম্মেলন এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রতি-নিধিরূপ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

বাংলাদেশের সমস্ত পুলিশ বাহিনী গভর্ণর ও গভর্ণর-পত্নীকে গার্ড-অফ-অনার প্রদান করেন। অতঃপর স্থানীয় বিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড, আদ্বাহামে ইসলামিয়া এবং জমিদার সমিতির পক্ষ হইতে গভর্ণরকে মানপত্র প্রদত্ত হইলে তৎপরে গভর্ণর বাহাদুর নিম্ন বক্তৃতাটি প্রদান করেন। প্রধানে স্বামী মাদনীর বিঃ এ, কে, কলকাতা হক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মহামান্য গভর্ণর, বরিশালের অধিবাসী-সংখ্যা বেশীর ভাগই মুসলমান, বর্তমান মুন্ডে ইসলামের বিপদের কথা স্মরণ করিয়া আত্ম মুসলমান ভ্রাতারাই বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক, বলিয়া বক্তব্য করেন। ইটালী দ্বিধা ও আনবেসিমেন্টার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। তথু আল-বেসিমা যা হিসেবের মুসলমান অধিবাসিগণ অস্ত্র, এই আক্রমণের ফলে সশস্ত্র মোসুদের অপভূত বিপদ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া গভর্ণর বাহাদুর মনে করেন। তিনি আরও মনে করেন যে, কেবল মুসলমান অস্ত্র—হিন্দু-মুসলমান ও সংকীর্ণতা আর সবুজ বিশালতা দেখা দিয়াছে। ইংল্যান্ডের উপর নির্ভর্যতা, বুটানবের উপর উৎপীড়ন এই সব দেখিয়া এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কোনও বর্ণের প্রতিই আত্মরক্ষা বা ইটালীর প্রত্য সাই।

অতঃপর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের কৃতির অবদান উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বরিশালে প্রচুর পদা উপার্জন হয়। কৃষিজাত পণ্যের বাজার বর বাহাদুরে টিক থাকে, সেই দিকে ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য রাখা জরুরী।

সাম্প্রতিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, দেশের বর্তমান অবস্থার ইহা বতর্নীয় হু হু, ভতই বসল। এই প্রসঙ্গে গভর্ণর বক্তৃতের পূর্বাভাস দেখাইয়া বলেন যে, সেখানেও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের মধ্যে কৈফিয়া ও কতটেকা ছিল; কিন্তু বুদ্ধ বাবিশ্যামে বিভিন্ন পার্টী লম্বাশনি ও বৈষম্য বুটাইজ দেশেরকার করা জাতীয় গভর্ণর-বোর্ড পঠিনে একত্রিত হইয়াছেন। দেশের এই সঙ্কটকালে জাতীয় অধিবাসীসকলকে সাম্প্র-বার্তিক বৈষম্য ও বতর্নীয় ভেদনীতি তুলিয়া বাইতে হইবে বলিয়া তিনি বক্তৃতার শেষ করতেন।

বরিশালে বিউনিসিপ্যাল এলাকার কল সন্মেলন পরি-কল্পনা, বরিশালে টেকনিক্যাল স্কুল ইত্যাদির উল্লেখ প্রসঙ্গে গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, প্রজন্মগুলি সরকারের শিক্ষণীয় গ্রহিয়াছে। পতিকল্পনাগুলি বাহাদুরে কার্য-করী হয়, তৎকালীন সরকারের উচিত ভাব। কার্যকর

জেলার সেচ-সমন্বয় উল্লেখ প্রসঙ্গে মহামান্য গভর্ণর বলেন যে, সেচ সংক্রান্ত কৃষি কৃষি পরিচর্যাগুলি বাহাদুরে বিভিন্ন জেলা-বোর্ডের হাতে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হয়, সরকার তৎসম্পর্কে বিশেষভাবে করিতেছেন। সরকার এবং জেলা বোর্ড তখন সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বলা ও হাওয়া বতর্নীয়ের সাংসারের জন্য উন্নত আবহাওয়া হইতে বলিয়া গভর্ণর বাহাদুর সত্য বলিয়া বলেন।



(মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর)

বাংলাদেশ জেলার পঞ্চাশটির সংখ্যা এবং খ্রী-শিক্ষার উপস্থিতি প্রসঙ্গে আলোচনার পর মহামান্য গভর্ণর ও-গামিনী বোর্ডের কার্যকারিতার কথাও উল্লেখ করেন।

অধিবাস সমিতির মানপত্রের উত্তরে গভর্ণর বলেন যে, স্মৃতিস্তম্ভের বিপোর্টিটি বর্তমানে সরকারের বিশেষত্বাধীন গ্রহিয়াছে। বিবর্তনের প্রচুর অনুবাসন করিয়া সরকার এই সম্পর্কে পূর্ণসুত্রিতাবে বিশেষভাবে করিয়াছেন বলিয়া তিনি অধিবাসসকলকে আশ্বাস দেন।

বরিশালে মেডিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ পদ

২৫শে নভেম্বর অপরাহ্নে বিশুল সন্মেলনের মধ্যে প্রধানে স্বামী মাদনীর বিঃ এ, কে, কলকাতা হক বাহাদুর গভর্ণর ও সেক্টর বোর্ডী হার্ভার্টকে এক উদ্যান-সভিলনীতে আশ্বাসিত করেন। সভিলনীর পূর্বে মহামান্য গভর্ণর বক্তৃ-পায়ে একটি মেডিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ পদ

প্রতিশ্রুত্ব স্বাপনের জন্য গভর্ণরকে আশ্বাসিত করার পূর্বে মাদনীর প্রধানে স্বামী ডিউটি ব্যাখিষ্টে বিঃ কে, এল, সিউলীনের প্রধানে করেন এবং মহামান্য গভর্ণর যে প্রধানে স্বামী পিত্ত পরজোক্তকত বতর্নীয় বোঝান ডাঃকেদের মাদনীর মেডিক্যাল স্কুলের লুককরণে স্বামী হইয়াছেন, তৎকালীন জাতীয় প্রতি আত্মরিক বলাবাব প্রদান করেন।

উদ্যান-সভিলনীতে চারি বক্তৃতির নিবন্ধিত ব্যক্তি বোঝান করেন। কতকজন মহিলাও সভিলনীতে যোগ-দান করিয়া সজা পোজা বর্তন করিয়াছিলেন।

গভর্ণর বাহাদুরের খেপুলা। পরিদর্শন

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ২৪শে নভেম্বর প্রান্তে খেপুলাডার ডেভ-কোয়ার্টার্স পরিদর্শন করেন। জাতীয় জীবাণকে বিশুলভাবে সম্বোধিত করা হয়। গভর্ণর বাহাদুর বাজার, কলোপাইজেশন অফিস, বাতুয়া চিকিৎসালয়, পুজা, কো-অপারেটিভ ব্যাংক, চাউনের কল এবং কলোপির ব্যাংক-ক্যাট্টারী পরিদর্শন করিয়াছেন।

[সেখানে ৮৭ পৃষ্ঠার হইয়া]

পাভাবের প্রধান-মন্ত্রীর পুত্র

মুন্ডে বতর্নীয় হওয়ার সাংবাদ

পাভাবের প্রধান স্বামী মাদনীর দ্বারা সেকালাব হারাত বানের পুত্র সেক্টর-বোর্ড শৌকত হারাত বাসকে পাভা বাইতেছে না বলিয়া পত্নী মো সতেরক ডারিবে সাংবাদ আদিয়াছিল। এখন সাংবাদ পাভা নিয়াকে যে, তিনি মুন্ডে কেবলে বতর্নীয় হইয়াছেন। তিনি আবহাওয়া হইয়াছেন, জন্মে জীবাণ জন্ম ওভুতর হয়ে।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

(মাত্রাণের পার্শ্ববর্তী বা জমা হইতে লুককত, যে-কোন ধর্মের সব জাভাই বাইতে পারে এবং বতর্নীয়টি বিজ্ঞিত প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞিত বাতর্নীয় মাত্রাণ ও জাভাকের বাতর্নীয় ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্তন হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বুটিন মুন্ডালা, ডাক, অট্টোনিয়া ও হংকং-এর মধ্যে ডাক, বাতর্নীয় ও মাদনীর জাতীয় বাতর্নীয় করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

বুটিন মুন্ডালা, ডাক, অট্টোনিয়া, ব্রুজ, জুবুখাডা ও পাভোপালাগর জীবাণী বনবনসুহের মধ্যে জাভাক বাতর্নীয় করে।

মাত্রাণিকে অনুবোধ করা বাইতেছে যে, জীবাণা বেশ জিভের পুত্রোজন সম্পর্কে পুত্রোক্তে বিজ্ঞিত করেন। বতর্নীয় পরিবর্তিত জমা জাভাকের বাতর্নীয় কথই পরিবর্তন করানো হইয়াছে।

জাভাক জাভার জাভার সম্পর্কে বলাবাব ওভাডি, বাতর্নীয়ের জাভার পুত্র বিবরণ ও মাদনীর জাভার দ্বারা প্রকৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন টিকানায় লিখুন :—

ম্যাকিমল ম্যাকটী এণ্ড কোং,

এডেনটন—পি এণ্ড ও এস-এস কোং,

ম্যাসেভিঃ এডেনটন—বি-আই-এস-এস কোং লিঃ।

বিশেষ প্রবন্ধ

বাঙলা গণতন্ত্র-মোটের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গণতন্ত্র-মোট ও জন-সাধারণের স্বাধীনতা-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গণতন্ত্র-মোট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমোট বা সরকারী নিয়ন্ত্রিত অথবা প্রাধিকার বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় বাস্তবিক জগতের সত্য প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গণতন্ত্র-মোটের কোন পারিশ নাই।

বাঙলার কথা

২৯ ডিসেম্বর—১৯৮০

পঞ্চম বাহিনী

পাঠকগণের দরত সূত্রণ আছে কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমরা "পঞ্চম বাহিনী" সম্বন্ধে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন মহল প্রকাশ্যভাবে এ বিষয়ে আলোচনা বেশ পছন্দ করে নাই। পক্ষান্তরে একটি সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এই প্রবন্ধের প্রধান প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি সংবাদ হিসাবে প্রচার করিয়াছেন। "পঞ্চম বাহিনী" অসিষ্টকর কার্য বহু করিতে হইলে জন-সাধারণকে তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক করা একান্ত প্রয়োজন এবং এই দিক দিয়া উপরোক্ত সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানটি যে বেশ ভাল কাজ করিয়াছেন, তাহা নিয়ে কোন সন্দেহই নাই। তাহারা প্রকৃতই সচিবালয়-পরায়ণ লোক, আশাশ্রয় সতর্কবাণীর প্রকৃত মূল্য তাঁহারা নিশ্চয়ই অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এমনও একজন লোক আছে, যাহারা এরূপ সতর্কবাণী সম্বন্ধে পছন্দ করে নাই। দৃষ্টান্তরূপে বলা চলে কোনও একখানা সংবাদপত্র প্রবন্ধটির ব্যাপক প্রচারের জন্য উল্লেখিত সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রবন্ধটি মোটেই ব্যাপক প্রচারের উপযোগী ছিল না। আমাদের এই সহযোগী অভিঃপের প্রায় দুই কলম স্থান ব্যাপীরা দানাতুল কথার অবতারণা করিয়া এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন, যাহাতে আমাদের সতর্কবাণীর কার্যকারিতা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

অপর একখানা সংবাদপত্রও তুলীর্ষ আলোচনার মধ্য দিয়া এই কথাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে দেশে "পঞ্চম বাহিনী" কোন অস্তিত্ব না থাকিলেও আমরা যদি অমত্ব-কই এরূপ "পঞ্চম বাহিনী" আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছি। এ সব কথার উত্তরে আমরা শুধু এ কথাই বলিতে চাই যে, "দেশের সচিবালয়-পরায়ণ" সরকারী উদ্দেশ্যেই আমরা সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়াছিলাম; কারণ আসন্ন বিপদের অন্তিমুখিত্য তাঁহাদের হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। যাহারা কোন বিষয় বুঝিও না বুঝিও ভাব করে, তাহাৎসিগকে বুঝান প্রকৃতই অতিক্রম বাপাধ। তাহাজা যেসব লোক "সিজেমের ভীতুতা, বোকারী বা অনতর্কজা হুয়া সম্পূর্ণ" অজ্ঞানভাবে দেশের আত্মরক্ষার পক্ষে লুপ্ত করিয়া দিয়া" প্রকাশ্যভাবে সিকেন্দ্রিকে "পঞ্চম বাহিনী" হাডের ক্রীড়নক করিয়া তুলে, তাহাদের মতো আসন্ন বিপদের অন্তিমুখিত্য জাপানও প্রকৃতপক্ষে অতি দুঃসাহা ব্যাপার।

যেসব মুক্তিযোদ্ধার উপর নির্ভর করিয়া আমরা পূর্বেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেশবাসীর প্রতি সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়াছিলাম, যাহারা এ-রকম সতর্কবাণীকে হানিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, তাহারা যে প্রকাশ্যভাবে পক্ষপাতেরই সাহায্য করিতেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কি? এরূপভাবে পূর্বাঙ্কে উজ্জ্বলিত সতর্কবাণী অপ্রাণ্য করারই পরিণামে হল্যাত, নতুও, বোকাহিয়ার ও জ্ঞানহীন

পতন হইয়াছে। সুতরাং বলা চলে তাহাদের সবুও বিপদ আসন্ন, এই সতর্কবাণীর প্রতি আমরা প্রবন্ধ করিয়া যাহারা দেশবাসীকে "অনতর্ক" করিয়া দিতে চায়, তাহারা প্রকাশ্যভাবে হিঁসার ও ক্রীয়ার "পঞ্চম বাহিনী" কার্যেই সাহায্য করিতেছে, সন্দেহ নাই। এরূপ কিছু সর্বলোককণ যে দেশের "আত্মরক্ষার পক্ষে লুপ্ত করিয়া দেয়," তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং পুনরায় একান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা একথা উল্লেখ করিতে চাই যে, তাহাতেও "পঞ্চম বাহিনী" অসিষ্টকারিতার আশঙ্কা পূর্ণভাবে বিদ্যমান হইয়াছে এবং দেশের সচিবালয়-পরায়ণ সরকারী এ বিষয়ে পূর্বে হইতেই সতর্ক থাকা উচিত। দেশের লোক এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইয়া "সচিবালয়-পরায়ণ" প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, স্বাধীন-সৈনিক মতবাদ তুলিয়া সাধারণ বিবেক-মুখিত্য প্রয়োগ করাই তাঁহাদের পক্ষে উচিত হইবে।

রাজকীয় বিমান-বহরের সাক্ষ্য

বুড়ের প্রথম দিকে জাঙ্গান সেলাপতি রার্শে'ল গোয়েরিং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, জাঙ্গান রক্ষণ-ব্যবস্থা এত দৃঢ় যে, বাসিনের উপর বোমা বর্ষণ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু গত কয় মাস যাবত রাজকীয় বিমান-বহরের বিমান-সমূহ বুটেন চাইতে উড়িয়া গিয়া পুনঃ পুনঃ স্বেপভাবে বাসিন ও জাঙ্গানীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানে সম্পূর্ণ সাক্ষ্যের সঙ্গে বোমা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে গোয়েরিং-এর উপরোক্ত উক্তি বার্থ-ভাই প্রমাণিত হই-রহছে। বাসিন হইতে বহু সহস্র মারী ও বালক-বালিকাকে ইতিমধ্যেই হানাতরে শ্রেণ করা হইয়াছে। তখন তাহাই হবে, বহু হজরীতে কচীর পর বচা—কোন কোন সময় সাজা হাতও—জাঙ্গান রাজধানীকে নিম্নলীল অবস্থার ঘাটিতে হইয়াছে। এরূপ কি, রাজকীয় বিমানবহরের সাহায্য বৈমানিকগণ বহুবার দিনের বেলাও বাসিন আক্রমণ করিতে কুড়িত হইয়া নাই। সুতরাং রার্শে'ল গোয়েরিংকে আজ বাধ্য হইয়া অনেকাংশে সত্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। নিরপেক্ষ দেশের সংবাদপত্রসমূহের রিপোর্টারদের সিকট তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, বাসিনের উপর বোমা বর্ষণ সম্পর্কিত সকল সংবাদই বিশেষভাবে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাসিনের অবিসানীরা এতটা পঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে যে, দিনত ২৯ মডেফর তারিখে যদিও বাসিন বা জাঙ্গানীর অপর কোথাও কোন বৃষ্টিপ বিমান হানা দেয় নাই, তথাপি একটি সতর্কত-পুনি তুলিয়াই মোক-কম জাড়াহুতা করিয়া আশ্রয়স্থানে পৌড়িয়াছিল। প্রকাশ, মগরীর উপর একটি জাঙ্গান বিমান বোঝাই বাসিনবাসিনগণ এতটা চক্কর হইয়া উঠিয়া-ছিল। প্রায় বেড় বচা কাল জুড়তর আশ্রয়স্থানে কাটাানের পর অবশেষে সকলে বুঝিতে পারে যে, অত্যাশে যে বিমানটি দেখা গিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা তাহাদের নিজেদেরই বিমান। এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায়, রাজকীয় বিমান-বাহিনী জাঙ্গান জনগণের মনে কতটা ভীতির সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জাঙ্গান বিমান-বাহিনীর ব্যর্থতা

গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে বুটেনের উপর জাঙ্গানীর বিমান আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই আক্রমণের কলে বুটেনের সামরিক পক্ষি কতটা ক্ষতি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে জাঙ্গান বেজার-বার্ডার প্রতিশ্রুতিই সানাতুল আকরবী কাহিনী প্রচারিত হইলেও, আক্রমণ চালাইতে গিয়া জাঙ্গানীর যে বিশুল সংখ্যক বিমান ও বৈমানিক নিশ্ট হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবেচনা করিতে যেহে মনে করা চলে যে, প্রকৃতপক্ষে জাঙ্গান বিমান-বাহিনী গোচরীর ব্যর্থ-ভাই পরিচয়

দিত। বিমান আক্রমণে বুটেনের সামরিক পক্ষি যে খুব সানাতুলি ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, নিরপেক্ষ সংখ্যক-পক্ষ প্রতিনিধিত্ব—এমন কি বুটীর সামরিক বিভাগের বৃকপত্র "জেন্ডার" পত্রিকা পর্যন্ত—ঘোষণা করিতে যায়া হইয়াছেন যে, দেশ আক্রমণে বুটেনের সব-পক্ষি মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই সম্পর্কে ইয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, গত তিন মাসের বেশকতক মোকা-কর্ষণে বুটেনে মাত্র ৩০০ সৈন্য নিহত ও ৫০০ সৈন্য আহত হইয়াছে। অপর বৈমানিক মত-বাহী যায়া নিয়াছে অনেক। কারণ, দেশবাসীর মনোবল বনাইয়া বিহার জন্য সাংগীতা ইচ্ছাকৃতভাবেই বৈমানিক জনগণের (ভয়মতো মারী ও নিত অনেক হইবে) উপর বেশী করিয়া আক্রমণ চালাইয়াছে। কিন্তু এতদুত্তরেও অটোবর মাসের শেষ পর্যন্ত প্রতি ২০০,০০০ জন লোকের মধ্যে বুটেনে একজন নিহত ও প্রতি ১৩২,০০০ জনের মধ্যে একজন সাক্ষাতিকভাবে আহত হইয়াছে। গতনের জনবহুল অক্ষয়সবুও পড়প্রতি ৪৩,০০০ জনের মধ্যে একজন নিহত ও প্রতি ৩০,০০০ জনের মধ্যে একজন সাক্ষাতিকভাবে আহত হইয়াছে। এই ক্ষতি যদিও বিরাট, তথাপি বিপদ হচাসময় ১৯১৪ মাসের ক্ষতি তুলনায় ইয়া ক্ষতি সক্ষম বলিতে হইবে। বহু-বুড়ের মনে 'সু' মারক কানের বাসিন দিন ব্যাপী বুডেই ৬০,০০০ বৃষ্টিপ সৈন্য নিহত হইয়াছিল এবং একবারে 'সান্দ্র-সান্দ্র' বরকান মারী বুডেই ৬০,০০০করাদী সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

প্রচার-কার্যে সত্যের মূল্য

"সত্যের জয় সুনিশ্চিত"—এই সুবী-বাণী অনুসরণ করিয়াই যে বৃষ্টিপ প্রচার-বিভাগীর স্বরীর নক্সর হইতে বহু সম্পর্কিত সংবাদনি প্রচারিত হইয়াছে, সক্ষম অগতেরই নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ তাহা স্বীকার করিতেছেন। পক্ষান্তরে জাঃ গোয়েবলস্ পরিচালিত জাঙ্গান প্রচার-বিভাগ হইতে অবিরত নিষারই যে জ্ঞান বিভ্রান্তের প্রয়াস পাওরা হইতেছে, তাহাও সকলেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমেরিকান, ডুর্কী, আর্মী বা নিসবীর সংবাদ-পত্রগুলির কথা না হয় বাস দেওরা হইল; কিন্তু জাঙ্গানীর সঠিত অনেকটা সিতানীতে আবহ বৃষ্টিপ সংবাদপত্রসমূহও যে জাঙ্গান প্রচার-বিভাগের কাহিনীর অসাক্ষ্য বুঝিতে পারিয়া বৃষ্টিপ প্রচার-বিভাগের কথাই নিশ্চয় করিতেছেন, তাহাও প্রমাণ পাওরা যায়। সম্প্রতি ইটালীয়ানগণ বিজেরাই স্বীকার করিতে যায়া হইয়াছেন যে, বৃষ্টিপ পক্ষ হইতে পক্ষ-পক্ষের কতিয় যে তামিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতে অতিপয়োজিক কোন জ্ঞান ও মাইই, বহু; অনেক সময় কতিয় পরিচয় কম করিয়াই বলা হইয়া থাকে। অপর জাঙ্গানীর মতই ইটালীয়ান-গণও তাহাদের 'সাক্ষ্য' সম্পর্কে অনেক মনগড়া কাহিনী মর মর প্রচার করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা মিছেদের হজাহডের তামিকাও অপর্য প্রকাশ করে। কিছুদিন পূর্বে উক্ত-আফ্রিকার ইটালীয় সেকা-বাহিনীর উপর আক্রমণ সম্পর্কে এক বৃষ্টিপ সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, ১১টি ইটালীয় বিমান বিধিষ্ট ও ৬৯ জন বৈমানিক নিহত হইয়াছে। ইটালীয় রিপোর্টে এই কতিয় বিবরণ নিতে হইয়া বলা হইয়াছে যে, মোট ২৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৭৭ জনের সন্ধান পাওরা হইতেছে না; অর্থাৎ মোট ১০৪ জন লোক যায়া নিয়াছে বা মিথ্যেই হইয়াছে। এই সংখ্যা বৃষ্টিপ পক্ষের প্রচারিত সংখ্যা হইতে ৩৫ জন বেশী। কাজেই বলা চলে, বৃষ্টিপপক্ষ হইতে পক্ষ বা মিছেদের কতিয় যে বিবরণ প্রকাশ করা হইয়া থাকে, তাহা সকল ক্ষেত্রেই এরূপ পক্ষ-পাতিয় ঘোষণা হইয়া থাকে। "সত্যের যে মূল্য অনেক"—জাঙ্গান তাহা উপলব্ধি করিতে না, তাহা আমরা জানি।

[পঞ্চম-পৃষ্ঠা ১ম কলামের নিম্নে দেখুন]

বর্তমান যুদ্ধ ও ভারতের কর্তব্য

ভারতীয় নেতৃবর্গের অভিযত

বর্তমান যুদ্ধ ও ভারতবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষের জন-সেত্রে যে যে অভিমত বৈশিষ্ট্য দেখা দেওয়া হয়েছে, প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল :—

ডাক্তার এন. এম. সরকার

ভারত গণপরিষদের যুদ্ধ পরিচালনা কার্যে ভারতীয় নিরস্ত্রবিশাষকগণকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কলিকাতা ১৯৪০ সনের ১লা জুলাই তারিখে স্যার এন. এম. সরকার বলেন,—“নিরস্ত্র ও অসশস্ত্রের ক্রিয়াকলাপ যুদ্ধের সার্থকতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারতবর্ষে উৎসাহ দিয়াছে।”

মিঃ জমশেদ মেহতা

সিদ্ধান্ত প্রদানের বিঃ জমশেদ মেহতা বিগত ১০শে জুন তারিখে কলিকাতায় একটি জনসভায় বলেন,—“নিরস্ত্র-পন্থী স্বাধীনতার হ্রাস নীতির জন্য ভারতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহাতে নিরস্ত্রপন্থীকে সমর্থন করা অসম্ভবীয় কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।”

ডাক্তার মিঃ এ. ই. ইসলাম

মহীপুরের মেডিক্যাল কলেজের একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন,—“ভারতের নিরস্ত্র নিয়োগের জন্য ভারতবর্ষকে সমস্ত শক্তি দিয়া বিপুল যুদ্ধ-প্রচেষ্টা করিতে

হইবে—যাহাতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য নিরস্ত্র-পন্থী, যাহাদের সহযোগিতায় এই যুদ্ধ সার্থক প্রায় করা হইবে, এই সর্বশক্তি যুদ্ধে অহত করিতে সক্ষম হইবে।”

ডাক্তার সি. ডি. রমন

বিগত ২৬শে জুলাই তারিখে একটি জনসভায় সভাপতিত্ব করিয়া প্রথম করিয়া স্যার সি. ডি. রমন বলেন,—“সম্মতিতে বসবাস করিবার কালে ভারতবর্ষে আমরা এখন অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি যে, দেশের লোক লোক লোক উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না কিংবদন্তি বিষয় বিপক্ষে আমরা আশঙ্কিত হইয়াছি। আমি চাই যে যিনিই অসম্মতিতে আসিয়া পৌঁছিয়া উক্ত আশঙ্কিত প্রবেশ করিয়া আমাদের কার্যকরী সহযোগিতার উপর যাহা বর্ষণ করুন : তাহাতে সত্য বক্তৃতা হইবে সেজন্য মানুষের মনে বর্তমান যুদ্ধ প্রেরণা জাগাইতে পারে, তাহার চেয়ে অধিকতর কাজ হইবে।”

ডাঃ জি. এস. আকবরুল

খিওলপিকার পোস্টমাস্টার প্রেসিডেন্ট ডাঃ জি. এস. আকবরুল “যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ” সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া ভারতবাসীদের প্রতি অনুপ্রাণিত করিয়া বলেন যে, যুদ্ধ জয়ের নিশ্চিত বৃত্তির সহিত সহযোগিতা করুন।

মিঃ চন্দ্রকান্ত বি. মেহতা

ভারতীয় বণিক সভার প্রেসিডেন্ট মিঃ চন্দ্রকান্ত বি. মেহতা বিগত ৩রা আগস্ট তারিখে উক্ত সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন,—“আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত তাহা হইলেও নাসীবাৎ ও ক্যান্টনমেন্ট প্রদান করা পানেন জনা ভারতবর্ষে যেখানে বৃত্তির সাহায্য করিত এবং অল্পেই সম্পদের নিরাপত্তা করা করিত।”

ডাক্তার চন্দ্রকান্ত শীতলসার

বিগত ২রা আগস্ট তারিখে সাধারণতঃ বিবরণ দিয়া হইয়া স্যার চন্দ্রকান্ত শীতলসার বলেন,—“সর্বত্র বিরুদ্ধ বৃত্তির জরাজীর্ণ উপরই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিষ্ঠুর করিতেছে। অতএব সর্বত্র করণে ইংল্যান্ডে সাহায্য করা ভারতবর্ষের কর্তব্য।”

ডাক্তার ডাক্তার. কে. সত্যেন্দ্র মেহতা

কোচীম রাজ্যের মেডিক্যাল স্যার ডাক্তার. কে. সত্যেন্দ্র মেহতা বলেন মিথিল ভারতবর্ষে পিতৃপুত্রবীর উদ্বোধন উপলক্ষে বিগত ৫ই আগস্ট তারিখে বলেন “আমি বলিতে চাই যে আগামী ১১ই মাস ভারতবর্ষের বৃত্তির সম্পর্ক ভিত্তি করিতে যে, তাহা বিজয় ও মুসোলিনীকে পুনঃ করিবার জন্য এবং সমস্ত অস্ত্রকে এই বিশ্ব নিপাত হইতে বাক্য করা আজ বৃত্তিকে সাহায্য করিবার যথেষ্ট কারণ বহিরাতে। যুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ এবং আমাদেরই লক্ষ্যে হইবে।”

মিঃ এম. এম. রায়

বড়লাট বাহাদুর ভারতবর্ষে বৃত্তি নীতির যে বোধনা প্রচার করিয়াছেন, সাধারণতঃ তাহার আলোচনা করিয়া মিঃ এম. এম. রায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে, “স্বাধীনতা ও একত্বের জন্য যাহা যুদ্ধ করে, তাহাদের আশ উৎসাহ হইবে ক্যান্টনমেন্ট পুনঃ করা। তাহেই সাম্রাজ্যবাদী বৃত্তির ভারতবর্ষে যে নীতিই অনুসরণ করুক, ভারতবর্ষের অসম্মতি কর্তব্য হইবে এই সংগ্রামে যোগদান করা। তাহেই ভারতের স্বাধীনতা জন্য যাহা সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত, তাহাদের কর্তব্য

হইবে একই উদ্দেশ্যে। বৃত্তি সাম্রাজ্যবাদের সহিত যবে, বৃত্তি সাধারণতঃ সহযোগিতা করা।”

লর্ড লিও

কলিকাতা বৃত্তি ইতিহাস এসোসিয়েশন হলে একটি প্রতিনিবন্ধন সভায় বক্তব্যের একটা বিবরণ দিয়া বক্তব্য করিবার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করিতে হইয়া লর্ড লিও বলেন “এ সম্বন্ধে বিস্তারিত পাকিতে পারে না যে, নাসীবাৎকে চিত্তে পুনঃ করিতে হইবে। আমাদের কার্য প্রচেষ্টা বৃত্তির সাহিত্য অসম্মতিভাবে ভিত্তি এবং বৃত্তি বৃত্তির সহিত আমাদের উদ্যান বা পত্তন হইবে।”

কলিকাতা মুখিয়া চৌধুরী

মাজার বাবু-পরিষদে বিদ্যাবী দলের নেতা কলিকাতা মুখিয়া চৌধুরী বিগত ২৯শে আগস্ট তারিখে তিব্বতীয় ভারত-পার্টী সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে হইয়া বলেন :—“সত্যতঃ সাধারণ জনা যে সংগ্রামের পূর্ণতা হইয়াছে, ভারত যদি এই সংগ্রামে সম্পূর্ণ বিনা-সন্দেহ ও পূর্ণ প্রাণে বৃত্তির পক্ষে হইয়া না দাঁড়াই, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অসম্মতি করা হইবে।”

মিঃ এম. এম. রায়

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ক্যান্টন-বিদ্যাবী দলের অধ্যক্ষ দেওয়ান এক জনসভায় বক্তৃতা দান প্রদান মিঃ এম. এম. রায় বলিয়াছেন :—“বৈশ্বিক ক্যান্টনমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যে যুদ্ধে অস্ত্রের হইয়াছে, এই যুদ্ধে আমরা যদি বৃত্তির সাহায্য করা প্রদান করেন না করি এবং ক্যান্টনমেন্টের বৃত্তির সঙ্গেই যোগদান মিডায়ী প্রতিষ্ঠার প্রদান পাই, তাহা হইলে স্বাধীনতা করা আমাদের যুদ্ধে পোতা পাত না।”

খানবাজার ইসলাম

মিঃ খানবাজার ইসলাম প্রেসিডেন্ট দান বাহাদুর ইসলাম বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক বিবৃতি দান প্রদান বলিয়াছেন :—“যুদ্ধ-পরিচালনা ব্যাপারে বৃত্তির সাহায্য করা প্রত্যেকেরই উচিত।”

শ্রীমতী বি. বোম

মাজার বাবু-পরিষদে বক্তব্যের বাহাদুর যুদ্ধ-পরিষদে ৫ই সেপ্টেম্বর প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এক পত্র দিয়া শ্রীমতী বি. বোম প্রদান করেন :—“আমরা ভারতবর্ষে ইচ্ছা উপলব্ধি করিতেছি যে, বর্তমান যুদ্ধ কেবল আত্মরক্ষার জন্য কিংবা সমস্ত বিশ্ব পলায়ন করিয়া নাসীবাৎ-নীতি পুনঃসংগ্রামের আশঙ্কিত আশঙ্কিত বিরুদ্ধে নিষ্কণ্টক বৃত্তির প্রতিষ্ঠার সাহায্য করে, এবং সংগ্রাম ও তাহার ফলাফলে যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা মৈত্রিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাকে রক্ষা—এক কর্তব্য সমস্ত মানব-জাতির ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে সংগ্রাম করা। পরিণাম লাভ হইবে না কেন, এই সংগ্রামে আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অসম্মতি পাকিতে।”

স্যার সেকেন্দার চৌধুরী দান

সাহাবের প্রদান-নীতি স্যার সেকেন্দার চৌধুরী দান বিগত ১লা অক্টোবর তারিখে জনসভায় লোক দানে অনুষ্ঠিত এক সভায়-সভায় বক্তৃতা দিতে হইয়া বলেন :—“সাহাব সম্পর্কে আমি বলিতে পারি—দেশের লোকেরা ১৯ জন লোক বিজয়বাদের পত্তন হইয়াছে এবং যাহা বিদ্যায় অসম্মতি প্রদানে ৬ জনের মতোই বিদ্যমান। যদি বিজয় বৃত্তির উপর ভরী হয়, তাহা হইলে ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতার সম্মতি অসম্মতি দিতে হইবে। এবং যে স্বাধীনতা আমাদের অপরিহার্য পাইয়াছি, তাহাও অসম্মতি হইবে।”

ডাঃ বি. এস. মুখো

নিবন্ধ-ভারত তিব্বত-সভায় ক্যান্টন-সভায় ডাঃ বি. এস. মুখো বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে বাহাদুর [৮ম পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা]

জাৰ্মান বেতারের মিথ্যা-প্রচার

বিগত ৫ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় এক আশা-রপত্র কর্তৃক আটলান্টিক মহাসাগরে একটি বৃত্তি “কল-ভর” জাহাজ হইয়াছিল, পাঠকদের তাহা অসম্মতি আছেন। এক্ষণে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, “কল-ভর” বোট ৩৮ নাসা জাহাজের মধ্যে সাত ৫ নাসা বিনাই হইয়াছে, বাকী জাহাজগুলি নিরাপদে বৃত্তির বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে। জাহাজের অবস্থানিত পরেই জাৰ্মান বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, উক্ত “কল-ভর” সমস্ত জাহাজই ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ৮ই নভেম্বর তারিখে বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় জাৰ্মান বেতারে ঘোষণা করা হয় “আটলান্টিক মহাসাগরে জাহাজের জাহাজ রপত্রের পশ্চিম হইতে বৃত্তির হ্রাস সরবরাহকারী একটি “কল-ভর” সমস্ত জাহাজকে শিথিল করিয়া দিয়াছে।” এই ঘোষণার দুই ঘণ্টা পর জাৰ্মান কর্তৃপক্ষের এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয় যে, সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এখনকার ৮৬,০০০ টন বৃত্তি বাহিনী জাহাজ নিশ্চিৎ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে কয়টি জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহার বোট “সিনের” বোট উপরোক্ত সাধারণ অনুসরণ মধ্যে এবং ইহা হারাই বৃত্তি হইতে পারে যে, জাহাজের কতি সম্পর্কে জাৰ্মান পক্ষ হইতে যেসব সাধারণ প্রচারিত হয়, তাহা কতদূর ভিত্তিহীন।

জাৰ্মান বেতারে এই সম্পর্কে পরে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, জাৰ্মান রপত্রের যুদ্ধ যুদ্ধের সহিত কাজ করারই “কল-ভর” অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাহাজ নিমজ্জন সম্ভবপর হইয়াছিল।

কিন্তু এক্ষণে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জাহাজের এমন লম্বী কোনও বলা নাই। কারণ, “কল-ভর” অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি জাহাজ সম্পূর্ণ নিরাপদে বৃত্তির বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সন্মতি

বুড় ভাণ্ডারে বিরাট ধান প্রাপ্তি

বিগত ১৭ই নভেম্বর তারিখে বাঙালার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর চট্টগ্রাম পরিদর্শনে গমন করিলেন পর (বিদ্যুত বিবরণ গত সাপ্তাহ প্রকাশিত হইয়াছে) বিরাটভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ হইতে বুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্য হিসাবে গভর্ণর-বাহাদুরের হস্তে ৪০,০০০ টাকার একখানা চেক প্রদান করা হয়। স্যাকিট-হাউস প্রাক্ষেপ অনুষ্ঠিত সভায় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ. এম. স্যাকিন, আই-সি-এস, এই চেকখানা গভর্ণরের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরায় ৫০,২৫৫ টাকা প্রাপ্তি

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ১৯শে নভেম্বর কুমিল্লায় গমন করিয়াছিলেন, পাঠকগণ গত সপ্তাহেই তাহা অবগত হইয়াছেন। বিগত ২০শে নভেম্বর তারিখে গভর্ণর-বাহাদুর স্থানীয় বুদ্ধ-কমিটির এক সভায় বক্তৃতাদান পুসকে জেলার বুদ্ধ-প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এ-পক্ষীয় ত্রিপুরা জিলা বুদ্ধ-সাহায্য ভাণ্ডারে যে ধান বিক্রিতে, তাহাতে এই জেলা প্রথম স্থানীয় কতিপয় জেলার তান অধিকারে সমর্থ হইয়াছে। লাইট সাহেব জেলার সিভিক-পার্টি প্রতিষ্ঠানেরও প্রশংসা করেন।

বুদ্ধ সম্বন্ধে প্রচারকাণ্ডা ব্যাপারে এবং দেশের শান্তি অব্যাহত রাখার কাণ্ডা বক্তৃতাগুলির কমিটিসমূহ কলিকাতায় "পাব-সংযোগ কমিটির" (Public Relations Committee) সাহায্য চাহিলে সেখান হইতে বক্তা প্রেরিত হইবে।

গভর্ণর মহোদয় একথাও বলেন যে, বর্তমানে যে খুজ চণিতেছে, তাহার সম্বন্ধে কেবল সেনাদলই সংশ্লিষ্ট নহে। এই যুদ্ধের প্রত্যয় সকল সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক দেশের আর্থিক অবস্থার উপরও পড়িত হইয়াছে। বর্তমানে পাটের বাজারে যে মন্দা দেখা গিয়াছে, তাহার কারণ শুধু টাইট নহে যে, বর্তমান বুদ্ধ চট্টের বলিয়া আর আগের মত ব্যবহৃত হয় না; বরং এক দেশ হইতে অন্য দেশে বুদ্ধ-বিশুদ্ধির ফলে বিশেষে পাট চালান কেওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াও পাট-ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইতেছে।

গভর্ণর-বাহাদুর আরও বলেন যে, অত্যাচারী নৃ-সমূহের গণ্ড বন্ধ করার জন্য সভা জাতিসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সর্বপ্রকারে সাহায্য করা স্বাধীনজাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই একান্ত কর্তব্য।

ত্রিপুরা জেলা বুদ্ধ-কমিটির অন্তর্ভুক্ত মহিলা সান-কমিটির চেষ্টায় বুদ্ধ-ভাণ্ডারে যে ধান সংগৃহীত হইয়াছে, লাইট-সাহেব তৎক্ষণা মহিলা সান-কমিটির কাছের প্রশংসা করেন।

ত্রিপুরা জেলার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে বুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্য হিসাবে গভর্ণর-বাহাদুরকে ৪৭,৬০৫ টাকার জোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

স্থানীয় ডাকবাংলার অনুষ্ঠিত এক পক্ষ-পার্টিতে মহিলা বুদ্ধ সান-কমিটির পক্ষ হইতে গভর্ণর-পক্ষী লেডী বেরী হাথার্টিকে ৫,৬০০ টাকার এক জোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

বোড়শ বাঙালী ব্যাটেলিয়াম

নিম্নলিখিত ও সক্রিয় সৈন্যদল হলিও সরকারী বোম্বা

ইণ্ডিয়া সেক্টরের এক অভিজিত সংখ্যার এই মর্মে নোতান করা হইয়াছে যে, ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল কোর্পের ১৬ সংখ্যক (বাঙালী) ব্যাটেলিয়াম ২৬শে নভেম্বর হইতে মহামান্য স্প্রাটের ডাকডব বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর এই ব্যাটেলিয়ামকে নব্বই প্রকার সামরিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করা হইবে।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর

২৬তম উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন

এক সরকারী কমিউনিকেশন বলা হইয়াছে:—মহামান্য রাজ-প্রতিনিধি আগামী ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। দিল্লী হইতে কলিকাতা যাত্রার পথে বড়লাট বাহাদুর হুজিরা করলা-খনি অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। মহামান্য লেডী লিনলিংগো ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

আগামী ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৪১) তারিখে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মহামান্য রাজ-প্রতিনিধি ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের পীড়কালীন সন্মতির বাকী অংশ সম্পন্ন করিতে যাত্রা করিবেন।

বজ্রার মহিলা বুদ্ধ-ভাণ্ডার

ইউ-ইণ্ডিয়া তহবিলে আরও ৩৫ হাজার টাকা প্রেরণ

লেডী বেরী হাথার্টের বাকী মহিলা বুদ্ধ-ভাণ্ডার হই ইতিয়া তহবিলে আরও ৩৫,০০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত অর্থ বৃষ্টিপ বুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য একটি "শিটকাগার" বাকী বিমান জেরে ব্যরিত হইবে। এই অর্থে যে বিমান জর করা হইবে, তাহার উপর "ল-বাকী মহিলার দান" কথাটি লেখা থাকিবে। ইউ-ইণ্ডিয়া তহবিল কমিটি এই সম্পর্কে ব্রিটিশ বিমান-সচিবের নিকট একটি নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারতকে শক্তিশালী করুন

জাতির
প্রতি
আহ্বান



ডিসেম্বর লেডী সার্ভিসেস—১০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ এবং ৫০০০ টাকা হুদো এই ৪৩ বিক্রীত হইতেছে। বন্ধ বন্ধের পথে প্রতি ১০০ টাকার বন্ধ ১০০/০ হিসাবে পরিণত—বন্ধকতা ৫০ বৈশিষ্ট্য হ্রস্ব দেখা হইবে—ইনকার টায়ার বিবর্তিত। এই লক্ষ্য কোন কার্যবই দুঃসাধ্য হইবে না। একতরফে সর্বাধিক ৫০০০ টাকা হুদোর বন্ধ করা করিতে পারিবেন। মিকট-জব পেরি অফিসে বা বিজার্ড ব্যাড অফ-ইণ্ডিয়া অফিসে আবেদন করুন।

জর বন্ধকতার ডিসেম্বর বন্ধ—১০০০ টাকা এক হাজার যে কোন অভিজিত সংখ্যার বিক্রীত হয়। ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ১০০০ টাকা হারে পরিণত। বন্ধকতা ৫০ হারে হ্রস্ব হ্রস্ব হ্রস্ব টায়ার হইবে। যে কোন ব্যক্তি বন্ধ টাকার ইচ্ছা এই বন্ধ জর করিতে পারিবেন। বিজার্ড ব্যাড অফ-ইণ্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাড অফ-ইণ্ডিয়া এক সরকারী ট্রেনারীদ্বারা আবেদন করুন।

হ্রস্ব বিক্রীত বন্ধ—৫০০ টাকার ইচ্ছা যে কোন হুদোর বন্ধ বিক্রীত হইবে। বিন্দু বন্ধের পথে বিক্রীত হুদো পরিণত—এক বন্ধের ক্ষেত্রে বিন্দু বন্ধের ক্ষেত্রে পরিণত করা হইতে পারে। প্রমাণিত প্রমাণের ক্ষেত্রে যে কোন বন্ধের বিক্রীত হুদো পরিণত করা হইতে পারে। বিজার্ড ব্যাড অফ-ইণ্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাড অফ-ইণ্ডিয়া এক সরকারী ট্রেনারীদ্বারা আবেদন করুন।

আবেদনের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করুন। আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ শান্তি ও মঙ্গলের জন্য টাকা নিয়োজিত করুন। দেশের আহ্বানে সাড়া দেন, ভারতের সমস্ত সেনাবাহিনীকে আরো অস্ত্র শস্ত সরবরাহে সাহায্য করুন। মনে রাখিবেন, ভারতের সমগ্র বিত্ত এবং সরকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপনার দায়িত্ব পূর্ত্যপোষক। আবেদনের সেবা করুন ও নিজে লাভবান হউন।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স বণ্ড ক্রয় করুন

গ্রৌক বাহিনীর অভাবনীয় জয়যাত্রা

সর্বত্র ইটালিয়ানদের শোচনীয় দুষ্কাণ্ড।

वि.पति हृदिभूत शान्तीः योगदान

হাঙ্গারী অ্যাক্‌শন্-কোম্পানি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার
কমিটা জার্মান সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান হইতে প্রচার
করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ভিয়েনাতে তিন
জিবেনট্রুপ, কাউন্ট মিচেরো এবং বাসিলের কোম্পানী রাজস্ব
মি: কুন্স এক পক্ষে এবং হাঙ্গারীর পক্ষ হইতে কাউন্ট
জেকী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহার কয়েক
২৭শে সেপ্টেম্বর জার্মানী-ইটালী ও জাপানের মধ্যে যে
চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, হাঙ্গারী তাহাতে যোগদান করিল।

हलादो आश्विनदेव कदादि

“শ্রীমদ্ দেবায়ন্যাস” নামক দ্বারীম ওলন্দাজসিঙের সংবাদপত্রখানি লন্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। এই পত্রের ইটালভাষীভিত্ত সংবাদভাষ্য সংবাদ দিতেছেন, আফ্রিকার বিমানবাহিনীর কাজ দ্বারীম গোয়েতি; আফ্রিকানে বিমান যোগে চলিয়াগেল উপর গিয়াছিলেন। ওলন্দাজ আক্রমণকারী যুদ্ধি বিমানগুলিকে লক্ষ্য করিতেছেন, এই যুদ্ধে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তিনি প্রচার সম্বন্ধে নির্ভর করিতে গিয়াছিলেন।

এ সংবাদপত্র আরও বলিষ্ঠাছেন, খৃষ্টিয় বিমান
আক্রমণের সংকেত করিবার পর আমেরিকার, বেঙ্গল
রক্ষারভায়ে লোকের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রীয়
তথ্য লোককে রাষ্ট্রিতে রাষ্ট্রীর বাহির হইতে বিমোহন
করিয়া যে আবেশ প্রদান করিয়াছে, তাহার সমর বহিষ্ঠ
করা হইয়াছে। লোককে রাষ্ট্রিকালে আরও অধিক
সমর রাষ্ট্রীর মধ্যে থাকিতে হইবে। ওটি ভুল বালককে
ইচ্ছাপূৰ্ব্বক কতি করার অন্তরালে হেগের সামরিক
আদানতের বিচারে বহিষ্ঠ করা হইয়াছে। বালকরা
আত্মীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাপিত বিদ্যুতের ও
টেলিফোনের তার কাটিয়া দিয়াছিল।

काशीनाथ गुरुदत्त काशीवासी आचार्य

যুবেন শহরের উপরে সম্রাতি রাজকীর বিমানবাহিনী
যে আক্রমণ চালাইয়াছিল, তাহাতে আত্মাণীর বৃহত্তম
রাজীবাবী আহায "ইউরোপ" অভিযন্ত্র হইয়াছে বলিয়া
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত আহাযবাহিনী যুবেনের
ভেত্রে অবস্থান করিতেছে।

• উত্তর সমুদ্রে কাস্থান বোট নিষিদ্ধ

বুলিশ নৌবাহিনী উক্তর সমুদ্রে একবারি জাহাজ বোম
 ভুবাঁইয়া দিয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে নৌ-সকলের জানাইতেছেন
 যে, যে সকল জাহাজ জীবিত ছিল, তাহাদের সকলকেই
 উদ্ধার করা হইয়াছে। বুলিশের পক্ষে কোন ক্ষতি
 বা ক্ষয় হইয়াহুত হয় নাই।

বুটিশ সাব-মেরিন “হুম-বো” নিষেধাজ্ঞা

বৃষ্টিপ নৌ-মকড়র কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রস্তাবের
 বলা হইয়াছে যে, বৃষ্টিপ সামবেশিণ "বেশবে"র
 শৌখিন্যের জরিপ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; সুতরাং
 উহা প্রায় হইয়াছে বর্ষিয়া মনে করিতে হইবে।

ভাৰ্জীয়া টেলিভিছো-বোটে নিয়ন্ত্ৰিত

পূর্ব উপকূলের নিকটে করকখানি ব্রিটিশ ডেপুটীকে
সহিত বুদ্ধ করিয়া একখানি জাহাজে বোম্বাই-টপে জে-
মোট ফুলে হইয়াছে বলিয়া যে নবাব প্রকাশিত হটতা-
ছিল, একখানি জাহাজ এতদ্বারা জাহাজীকার করা
হইয়াছে।

अज्ञान-व्यापन परितः कर्म

১০. উ. কলকাতা নগর পঞ্চায়েত
 ১১. উ. কলকাতা নগর পঞ্চায়েত

তাহে সবিশেষ হইয়াছে। এবেতহাংগে বলা হইয়াছে যে, “বহা-শ্রাচ্য বিমানবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফের ডেপুটি এয়ার বার্মান্ড ও, টি, বরেন্ড জুব্বাসাগর অভিযান করার জন্য একোপ্সেনসেপে হওয়ায় হন। অতঃপর আর তাঁহার কোন সন্ধান মিলিতেছে না। একদমে জায়া নিরাস্তে যে, তিনি টরানিয়ারসের হাতে বন্দী হইয়াছেন।”

ଭାର୍ଗବୀୟେ ବ୍ରଜିୟ ବିଦ୍ୟାୟନଃ କାମା

২১শে নভেম্বর রাতে রাজকীয় বিমান যত্নে ছুটিকুপে
বুকোলের উপর আক্রমণ চালায়। এই স্থান পৃথিবীর
যাণ্ডা অনুপোকা বড় বন্দরস্থানে পরিণতি লাভ করিবারে।

এই বঙ্গের সাময়িক গুরুত্বের দিক দিয়া বিশেষ
 প্রয়োজনীয়, কারণ যুক্তি যেন ভাষা ও জনশ্রুতির মধ্য
 দ্বারা উহা অবস্থিত এবং তাইন প্রকৃতির ন্যায় প্রাচীর সমগ্র
 কাঠামো অক্ষতের সন্ধিকটকটী সেতু প্রকৃতিতে বৈধ
 হইয়াছে :

ସେଥିରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଲା ଡର, ଡାକାଡ଼େ
 ଆନ୍ଧାଧୀର ମନେ ଅନ୍ଧାରାସୀ କାଢ଼ା ହାଲମୟ ଖୁସ ନା
 ଡ଼ିଲୁଆଁ ପାରେ ନା । କଟକେ ବନ୍ଦି ହାସଲ ଆକ୍ରମଣ ଚଳେ
 ଯଦି ବିଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ଡାକି ବୋଲା ବାବଦୁ ଡର । ମାଟିମଟା
 ନେଲେ ସେ, ବିମାନଧୁନୀ କାହାନ ଡ଼ିଲୁଆଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରେ ଗୋପା-
 ନ୍ୟସ କରା ଡର । କାଢ଼ି, କାହାନେର ମାଢ଼ାର ବାହରେ
 ଡାକିଲା ନକାହଲନେ ଡାମବୁଲେ ସେବିଆ ଡ଼ିଲୁଆଁ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଲା ।

কুসংস্কার-সংস্কার-সংস্কার

আজ্ঞাভাৱে এক সংবাদে প্ৰকাশ,—বাৰ্জানোৱিচ ৩
বৰ্জোৱান প্ৰণালীৰ সাধাৰিক এলাকাৰ সৰ্ব্ব্ব এ "অবৰোধৰ
অবস্থা" ঘোষণাৰ জনা তুৱক পতন ঘণ্টাকে কমতা
প্ৰকাশ কৰিতে অনুৰোধ কৰিছে অমতিবিলম্বেই প্ৰাপ্ত-
ম্যামনাল এসেঞ্চনীয়ে প্ৰত্যাহ উপস্থাপিত হইলে এইবুল
নিশ্চয় কৰাৰ কঠিন হইতাহে। এইবুল কমতা হস্তান্ত
হইলে সাধাৰিক ৩ পুলিচ কঠিনক তুৱকেৰ ঘোষণা
বাবজাৰ এই শুভবপুৰ্ণ অৱস্থাৰ নিৰাপত্তাৰ জনা গীৰ-
বাতি আটম জাৰী, বাসস্থান নিৰবধন, সম্পত্তি হস্তান্ত-
কৰণ এবং অন্যান্য অৱশ্যী বাবজা প্ৰবৰ্ত্তনৰ অধিকাৰ
লাভ কৰিবে। শ্ৰেয় ৩ জাহুল এই শুভবপুৰ্ণ অৱস্থাৰ
অন্তৰ্ভুক্ত। প্ৰীক-ইজালী সংঘৰ্ষৰ কমে জটিল পৰি-
ৱৰ্ত্তিত উত্তমৰ আশা পাৰাৰ সৰ্ব্বপট পতন ঘণ্টা
মিঃসম্মেহে এই প্ৰকাশ কৰিতেছে।

କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ଡିଟାଲିଆନ ଶୀକ୍ଷିତ

টানালীহান হাইকমান্ডের এক এগেটচারে বীকস
করা হইয়াছে যে টানালীহান সৈন্যেরা করিবার পরিকল্পনা
করিয়াছে। উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রের কথাও
বীকৃত হইয়াছে। এগেটচারে বলা হইয়াছে যে,
টানালীহান সৈন্যদের যে দুইটা ডিভিশনকে বুডের সূচনায়
দুই-আলখানিকা সীমান্ত এবং করিবার বাকার জন্য
নিযুক্ত করা হইয়াছিল, এপারো সিনের বুডের পর পরদের
পশ্চিম দিকে জাচারের সরাইয়া বেড়াইয়া হইয়াছে।
পর হইতে সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। এই সময়ের
মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম চল। টানালীহানদের যথেষ্ট অস্ত্র
হইয়াছে এবং পরদেরও সহানই অস্ত্রের বেশী অস্ত্র
হইয়াছে। নতুন আলখানী টানালীহান সৈন্যেরা এখন
নতুন বাহাদুরে সমবেত হইতেছে।

उत्तरांचल-साहित्य-निबन्धन समिती

কবিজ্ঞান চতুর্বিধ সংগ্রাহকের কালে ইটালীজানদের
একটি সম্পদ ব্যাটারিয়ার বন্দী এবং বিপুল পরিমাণ
সমরোপকরণ শ্রীকদের হস্তান্তর হইয়াছে বলিয়া জানা
গিয়াছে।

ਲੇਖਕ: ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਾਮਰਾਜ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਭਾਰਤ

UNEP নভেম্বর মাসে পিঠাফে যে, আরো দুইটি আন-
বেলীক পান প্রকল্পের অধিকারে আনিয়াছে। অশ্বিনাধী
গৌক বাবিলী করিয়াছে ২০ মাইল উত্তর দিকের পোয়াডিম
বহর পুরন করিয়াছে এবং বকরানে জোহালা পান
অতিক্রম করিয়া আনবাসানগাধী পুখান রাজা বহিরা
অশ্বিনক হইয়াছে। অন্য যে পানবিলী প্রকল্পের অধিকারে
আনিয়াছে, তাহা হইতেছে কোটী পান্ডিতা পান হইয়া-
পানিল। এই কালে উপাধীমানজা বাহা পুখানক কক
নভেম্বর হইতে পান বহিরা হন হইতেছে।

ਸ਼੍ਰੀ ੧੦੮: ਸਿਰਿ ਮੁਖਿ ਮੇਰੇ

କଟକଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ
ବିଶାଳ ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ଆଗିରା କରାଯିବ ।

ଆଜିପାଠ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଠାବଳୀ ବାବଦ

ପ୍ରାଚୀନାବଳୀ ଆଦିର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଏକ
ନିକାସ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

अभिज्ञान शकुन्तले दिव्यान्तः प्रकाशः

১৪৪৭ নবমের ননিবার তাহাে সবুজ হইতে বঁকে
কোকে জাড়াই বোমারু বিমান উপরেের লক্ষণ উপলব্ধ
একটি সহরে আত্মর মোকা বঁধন করে। মুন্সের
পুরির হইতে এই সহরে এত শুবত বিমান
আক্রমণ হত নাই। বিমানগুলি সকল দাঁড়িতে কিত্তি
যায়, এমন লক্ষণ ঐর বিবেচনক বোমারু গীড়া,
সিমেসাপুর, মাক, সরকারী ষ্টাণ্ডিকা, হোটেস, মোকাম
ও কুয়ারিসমত কিত্তি হয়। কয়েকখানে কাতন
লাগিতা যায়। বিমানগুলি এই সকল লক্ষণের উপর
আক্রমণ শীঘ্রক বাবিত্তে চাহে, কিন্তু বিমানগুলী কামানের
অবাদে মোলারধনে জাহা বিহাজিত হয়।

ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ

আবহা-স্রাব অবস্থার উপস্থিতিতে যথাসম্ভব স্রাবের প্রকল্প
 কঠিন। সন্নিবৃত্ত প্রকল্পে সূক্ষ্ম বিধান প্রদানক্রমে আক্রমণ
 চালান। বাসিন্দা ৩ নির্দিষ্টকালে জলার প্রাক্তন ৩ রেল
 টেম্পের উপর বোমা নিক্ষেপ কর এবং বিখ্যাত কান্টনমেন্ট
 জুইয়াং পুয়াং-এর উপরও আক্রমণ চালান কর।
 বোম্বোনের আকার্যক্রম। ৩ জটিল প্রকল্পে প্রেরণে পাঠিত:-
 এক উপরও জলার বিধান আক্রমণ চালান।

বাতৰীৰ বিধান বাতৰীৰ পোনাৰ বিধানসমূহ মুক্ত-
 লিখাৰিণি এবং পোনাৰ বিধানসমূহ বাতৰী-পোনাৰ উপৰ
 বিধানসমূহ কৰে। এই সমূহ পৰিশিষ্টাৰ এবং এনে-
 তলতলি কৰে। কৰকৰি পৰিশিষ্টাৰ কৰকৰি পোনা লিখি
 হয়। উচিত হয়। কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি
 ইহা বাতৰীৰ উপৰ কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি
 কৰকৰি এবং কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি
 কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি
 কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি
 কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি কৰকৰি

ଡାକିଶାସି କାହାଣୀ ଆହୁର

পশ্চিম ভারতীয় বীণপুঞ্জের বিকট একটি আক্রমণকারী
জাহাজ হঠাৎ সোমের জাহাজ করা হটহাতে, এই যশে
"পোর্ট হোমার্ট" নামক একবারি দুটিম হীমার
হটহাতে একটি যজ্ঞেও দুনিয়াতে বেহায়ে করা পড়ি-
হাতে। "একবারি সোমেরজাহাজ" সে পেরিতে
পাইহাতে, এই যশে দুটিম হীমার "বেরহাজ" কষ্টক
আরম্ভনায়ে দুটি ৫০০ মাইল পশ্চিম হটহাতে প্রেরিত
একটি বিপদ দাবীও যাহা বেহায়ে করা পড়িহাতে।

গ্রীক-বাহিনীর অভাবনীয় জয়যাত্রা

[৫ম পৃষ্ঠার শেখাংশ]

প্রকাশ, আনন্দাঙ্গ হইতে প্রায় চারি পত মাইল দূরে দুইখানা বৃষ্টি জাহাজ ও একখানা বৃষ্টিজাহাজ জাহাজ উপরে ভোর আঘাতে ধাক্কা খাইয়াছে। একখানা জাহাজ সংবাদ দিচ্ছে যে, অপর এক জাহাজ হইতে হত্যাবিষ্টদের লইয়া ঘাইবার কালে সেট জাহাজটিও কতিপয় হয় এবং অবিলম্বে সাহায্যপ্রাপ্তির প্রয়োজনে জাহাজটি পূর্ব দিকে ভ্রমিয়া চলিয়াছে। জাহাজগুলির নাম হইতেছে পেরানি (১,১০০ টন), টাইমেরিক (৫,২০০ টন) এবং এণ্টেস (৫,২০০ টন)। যেহেতু জাহাজটি টাইমেরিক হইতে হত্যাবিষ্টদের লইয়াছিল।

আফ্রিকা বৃষ্টি বাহিনীর সাফল্য

মুদ্রানের মুক্ত-সম্পত্তি একটি ইন্ডোরে প্রকাশ, বৃষ্টি গোলাবারুদবাহিনী কর্তৃক অগ্নিগোলাবর্ষণের ফলে, ইটালীয়গণ এখন বেটোয়া পারিত্যাগ করিয়াছে। এখন কেবলমাত্র বায়ে চতুঃপার্শ্ব পর্বতমালা হইতে ইটালীর টিমলার সৈন্যদল এই অঞ্চলে আসিতে সক্ষম করে।

বেটোয়া গোলাবারুদ হইতে মাত্র মাইল দু'রেক দূরে আদিমনিয়াম এলাকা অধিকৃত। গত ৬ই নভেম্বর তারিখে বৃষ্টি বাহিনী গোলাবারুদ অধিকার করে।

ত্রিশজি চুক্তিতে প্রোভাকিয়ার আক্রমণ

২৪শে নভেম্বর আর্মাদো, ইটালী ও জাপানের ত্রিশজি চুক্তিতে প্রোভাকিয়ায় আক্রমণ করিয়াছে। প্রোভাকিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মঃ টুকা শাপিনে পৌঁছিয়া এই চুক্তিতে আক্রমণ করিয়াছেন। প্রোভাকিয়াকে লইয়া এই পর্যায় জয়টি রাষ্ট্র ত্রিশজি চুক্তিতে যোগদান করিল। দুবানিয়ার প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল এণ্টনেস্কু যে সর্বোচ্চ চুক্তিতে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেটাই সেই সর্বোচ্চ প্রোভাকিয়া আক্রমণ করে। জেনারেল এণ্টনেস্কু বালিন ত্যাগ করিয়াছেন। চুক্তিতে আক্রমণের পর এক ঘোষণায় মঃ টুকা বলেন,— পতন ঘণ্টা ও সমাজ-ব্যবস্থাকে নাশী-বান্ধার হুণাবৃত্তি করিয়া প্রোভাকিয়ার জনসাধারণের এই নক-বিবাসে সহযোগিতা করা উচিত।

বালিন ত্যাগের প্রাক্কালে জেনারেল এণ্টনেস্কু বলেন,— দুবানিয়া ও পোভিগেট ইন্ডিয়ানের মধ্যে যে সম্মতি বর্তমান, তিনি উহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন।

করিজার গ্রীক-শাসন

করিজার অবস্থা সম্পর্কে এণ্টেস হইতে সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ইটালীয়গণ এখন করিজার সহিত পলায়ন করিয়াছে যে তাহারা শাসন-কার্য পরিচালনের পদক্ষেপে সমস্ত কাগজপত্র (দলিলাদি) কেহিয়া গিয়াছে। এই ভূমির মধ্যে ইটালীয়, গ্রীক ও আলবেনীয় ভাষায় প্রকাশিত বহু ঘোষণাপত্রও ছড়িয়াছে। সহরের লোকসমূহ গ্রীক সৈন্যদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে মুসোলিনির জিন্দা প্রতিষ্ঠা ও বিকৃত ইটালীয় বিজয়িসমূহ বাতীত ইটালীয় অধিকারের আর কোনট ছিট দেখা যায় না। করিজার ১১ জন গ্রীক, ৪ জন আলবেনীয় ও এক জন মেয়র লইয়া নুতন সিউমিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে। গ্রীক আক্রমণের জন্য ইটালীয়গণ যে দ্বারা তৈয়ারী করিয়াছে, তাহাতে পরিতাপ সমস্ত-সম্মান পড়িয়া আছে।

বৃষ্টি প্রাধান-মন্ত্রী কর্তৃক অভিনন্দন

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্রীসের জেনারেল বেটোয়ের নিকট একটি বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে কবিদ্য ববলের জন্য তিনি গ্রীক সৈন্য বাহিনীকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

গ্রীসের রাজার বেতার বক্তৃতা

একটি ইন্ডোরে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত নীতিগত ব্যাপিরা গ্রীক সৈন্যদল এখনও অগ্রসর হইতেছে

শত্রুপক্ষের পরিতাপ জিনিষপত্র বহু পরিমাণে গ্রীকদের হস্তগত হইতেছে। বাবাণ আঘাতের দ্বারা বিমান আক্রমণ চালান হয় নাই। অপরকে শত্রুপক্ষীয় জাহাজ-সমূহ সামল ধীপে গোলাবর্ষণ করে। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। গ্রীসের রাজা সৈন্যদের প্রতি একটি বাণীতে বলিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের পূর্ব পুরুষের ঘোষণা বর্ণন। "আমি এইরূপ বীরদের সৈন্য বলিয়া পৌরন বোন করিতেছি।" গ্রীকদের ঐক্য ও সাহসেরও তিনি প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে-গ্রীকদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে শত্রুপক্ষের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি ইহাও বলেন যে, শেষ পর্যায় সত্যতা ও ন্যায়ই জয়ী হইবে।

গ্রীকদের আরো অগ্রগতি

২৬শে নভেম্বর এক সংক্ষিপ্ত এন তেহার প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে যে, গ্রীক সৈন্যরা আরও অগ্রসর হইতেছে এবং তাহারা আরও কয়েকটি নুতন বাণী দলন করিয়াছে। গ্রীক সৈন্যরা বর্তমানে যে সকল স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহা গোপন রাখার জন্য অধিকৃত স্থানসমূহের নাম এনতেহারে দেওয়া হয় নাই। উহাতে প্রকাশ, শত্রুপক্ষ কয়েকটা নতন ও পল্লীর উপর বোমাবর্ষণ করে এবং কয়েকজন হতাহত হয়, কিন্তু কোনও সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা পড়ে নাই।

চার ডিভিশন ইটালীয় সৈন্য বিক্ষত

হিসাব করা হইয়াছে যে, ইটালীয়সমূহের ৪টি ডিভিশনকে বুল সৈন্যবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিধৃত করা হইয়াছে। ইটালী যে নীতিগত বাতীলী লইয়া প্রথম অভিযান শুরু করিয়াছিল, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ইটালীয়গণ বিপর্যয়

কারোম্বিত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রচারিত এক এন্ডেহারে বলা হইয়াছে যে, মুদ্রানে গোলাবারুদ পূর্বপ্রকাশিত ইটালীয় সৈন্যদের মোটেই বিশ্রাম গ্রহণের অবসর দেওয়া হইতেছে না এবং বিস্তারিত সৈন্যরা উহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

গ্রীসে বৃষ্টি বিমান-বহরের কৃতিত্ব

"মিউজ ক্রনিকেল" পত্রিকার এথেন্সের সংবাদদাতা ডায়রোনে জানাইতেছেন যে, বৃহৎ জাহাজের ইতিহাসে প্রথম বিমান অভিযানকারী বলরূপে গ্রীসের বৃষ্টি বিমান বাহিনী প্রায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া ইটালীয়সমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে।

গ্রীস আক্রমণ হওয়ার ৬০ ঘণ্টার মধ্যেই বৃষ্টি বিমান বহর গ্রীস বাণীগুলি হইতে আক্রমণ শুরু করে। দুবাকোর আলবেনিয়ার একমাত্র সুরচিত বন্দর এবং ইটালীয়গণ সৈন্য পার করানোর জন্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। বৃষ্টি বোমাবু প্রেনগুলি এই বন্দর এবং ডালোনা নামক নেকলে বন্দরটির উপরেও বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

অন্তঃপরে ইটালী হইতে সৈন্য প্রেরণের বন্দর ত্রিলি ও বাবীর উপরেই রাজকীয় বিমানবহর বোমা কেলিয়াছে।

যখন ইটালীয়গণ ও গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলিতেছে, তখন বৃষ্টি প্রেনগুলি শত্রু সৈন্যের উপর বোমা ও বেশিগানের গুলি নিক্ষেপ করিয়াছে।

অগ্রসারী গ্রীক সৈন্যদল যখন পূর্ব দিকে, সাংবাদিক আঘাতের মধ্যে শত্রুপক্ষের পাল্টা আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া অগ্রসর হয়, তখন রাজকীয় বিমানবহর জাহাজী ক্রা ও সমরোপকরণ নিক্ষেপ করিয়া এই বন্দর সৈন্যকে সাহায্য করিয়াছে।

ত্রিশজি চুক্তিতে ইংলণ্ডের বোম্বার্ডার জাহাজ

বালিন হইতে প্রায় এক সপ্তাহে জাহাজ-যাত্রা যে, অ্যাকসিনে আর কোনও সক্রিয় সদস্য গ্রহণ করা হইবে না। একজন টিমপলার পোভিগেট কর্তব্যীয় নিকট হইতে জানা যায় যে, বুলগেরিয়া অ্যাকসিনে চুক্তিতে আক্রমণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। বুলগেরিয়ায় বালিন রাষ্ট্রবৃত্তি নাকি বলিয়াছেন যে, গ্রীসের উপর আক্রমণের সহিত বুলগেরিয়া কোনওভাবে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না এবং অ্যাকসিনে চুক্তিতে বোলগারেরও সে ইচ্ছা রাখে না।

বেলজিয়ান কলোতে ইটালীয় বিক্ষততা

বেলজিয়ান কলোর গভর্নর জেনারেল ঘোষণা করিয়াছেন যে, বেলজিয়ান বর্তমানে নিজেদের ইটালীয় সহিত যুদ্ধকৃত বলিয়া গণ্য করিতেছে। যে সকল ইটালীয়সমূহ ভাষ-গতিতে লগের হয়, নিউগোল্ড-ভিল ও এলিগাবেল-ভিলে তাহাদের সকলকে প্রেক্ষিত করা হইয়াছে।

তুরস্কের কঠোর নীতির সাফল্য

ইটালিয়ানরা ক্রমাগত পশ্চিমপন্থণ করিতে থাকার আশঙ্কী বলকানে অনুসৃত কলোকৌশলের পরিবর্তন করিয়াছে। আর্মাদো বেতারে বলা হইয়াছে যে, কম প্যাপেন এবং ডুকী পররাষ্ট্র সচিবের মধ্যে আলোচনার ফলে তুরস্ক রাষ্ট্রনৈতিক চাকলা হাসপ্রাণ হইয়াছে। তুরস্ক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলেই যে এই পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, সে কথা অস্বাভাবিক বেতারে উল্লেখ করা হয় নাই। এখন শটাই দেখা যাইতেছে যে, তুরস্কের দৃঢ় বনোজবের সমুদায় হইয়া আর্মাদো দিয়া গিয়াছে।

পোল্যান্ডে আর্মাদো বর্ধরতা

লন্ডনের বিশুদ্ধ বহন হইতে জানা গিয়াছে যে, পোল্যান্ডে ক্যাথলিকগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে।

প্রকাশ, পোল্যান্ডের ৪০০ নত ক্যাথলিক পার্টিকে আর্মাদোতে প্রেরণ, বহু ব্যক্তিকে হত্যা ও অন্যান্য বহু লোককে বন্দী নিবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে। ক্যাথলিক সভ্যলবী লোকদের নীতিগত ক্রমশঃ বহু করিয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রকাশ, পোল্যান্ডের ৪ লক্ষ প্রুটেট্যান্ট বর্ধরতায় অবস্থা ইহা হইতেও পোচলীয় হইয়া পড়িয়াছে। বহু-বলের সমস্ত স্থানের পোলিশ পার্টিকে প্রেক্ষিত করা হইতেছে। টেসেগ আশকের সমস্ত সমুদায়নীকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। পলিশ পোল্যান্ডের কেমিস প্রবেশের ১০ হাজার প্রুটেট্যান্টের মধ্যে পতকরা ৪০ জনকে প্রেক্ষিত করিয়া আর্মাদোতে প্রেরণ করা হইয়াছে। পোল্যান্ডের অধিবাসী বলিয়া দাবী করাতে তাহাদের প্রতি দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। পোল্যান্ডের প্রুটেট্যান্ট-গণকে সকল প্রকার বই পুস্তক প্রকাশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

মহামায়া গভর্নর বাহাচরের ঘোষণা

যুদ্ধ-ভবিষ্যে বাঙালি বিরাট দান

"বিভিন্ন যুদ্ধ ভবিষ্যে বাঙালি দেশে আর পর্যায় অধিকারী লোকা সংগৃহীত হইয়াছে—একমাত্র আমি বাঙালি জনসাধারণকে নৃত্য-করণে অসামান্য প্রদান করিতেছি।" ২৬শে নভেম্বর প্রাতে একটি এন্ডেহারে বাঙালি গভর্নর উপরোক্ত নিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

মহামায়া গভর্নর আরও বলিয়াছেন— "যুদ্ধ এখনও বর্তমান দেশ হইতে বহুদূর আছে এবং যুদ্ধ ভবিষ্যে প্রত্যেকেরই লোকা যুদ্ধ বা যুদ্ধে অধিকৃত এবং যুদ্ধেরই যুদ্ধ করিতে অসামান্য করিতে।"

যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের দায়িত্ব

কুড়িগ্রামে মাননীয় রাজস্ব-সচিবের বক্তৃতা

বাংলায় রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মহী মাননীয় সচিব বিহার প্রদেশ সিংহ দ্বারা বিগত ৫ই নভেম্বর রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম পরিসর'নে গিয়াছিলেন। রংপুর জেলার কৃষিকেন্দ্র-প্রাণ কুড়িগ্রাম মহকুমার সবার স্বাস্থ্যের সম্পর্কে তিনি তথ্য গিয়াছিলেন। রংপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুড়িগ্রামের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও স্থানীয় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রেলস্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া মাননীয় মহী মহোদয়কে সম্বিদ্ধিত করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে অবহিত হওয়ার মানসে ইতিপূর্বে মাননীয় রাজস্ব মহী আর কখনও কুড়িগ্রাম পরিসর'নে না যাওয়ার নতুন প্রেমীর লোকদের মধ্যে এ উপলক্ষে বেশ উৎসাহ ও উৎসাহের স্রোত হইয়াছিল।

কুড়িগ্রামের জনসাধারণের পক্ষ হইতে অত্যধিক সন্মানিত চেয়ারম্যান দ্বারা সাহেব ডাঃ বোমেন চন্দ্র দ্বারা একধাণি মানপত্র পাঠ করেন। একটি স্তম্ভের কোঠায় করিয়া মানপত্রখানি মাননীয় মহী মহোদয়কে প্রদান করা হয়। মানপত্রের উত্তরবাদ্য প্রসঙ্গে মাননীয় মহী বলেন, স্থানীয় ভাষায় সন্তুষ্ট যে অবস্থার উত্তর হইয়াছে, উত্তর প্রতি সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। তবে সরকার কি করিবেন না করিবেন সে-সম্পর্কে তিনি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। প্রত্যাবর্তিত ও মনোনিবেশিত হয়ে সবার স্বাস্থ্যের দা কবীর কোন কারণ তিনি এখন পর্যন্ত দেখিতেছেন না। মানপত্র গ্রহণের পর তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সমভিষাচারে উক্ত স্থান পরিসর'ন করেন।

ইহার পর তিনি কুড়িগ্রাম মহকুমার নগর-বন্দী দল পরীক্ষণ এবং একটি জনসভার যুদ্ধ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। কুড়িগ্রাম যুদ্ধ কমিটির সেক্রেটারী তাঁহার রিপোর্টে লোক ও অর্থ সাংগ্রহ ব্যাপারে তাহার কাম্য-বন্দী বর্ণনা করেন। উক্ত সভায় রংপুরের সরকারী উকিল বাবু বিধুরচন্দ্র লাহিড়ী এবং কুড়িগ্রামের বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী বাবু প্রতাপ চন্দ্র দ্বারা বক্তৃতা প্রদান করেন।

সর্বশেষে মাননীয় মহী মহোদয় বাংলা ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

তিনি বলেন, "বর্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি আপনাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বন্দী যুদ্ধ তহবিলে ৫,০০০ টাকা এবং ১০ জন মগরবন্দী সাংগ্রহের জন্য আমি কুড়িগ্রাম যুদ্ধ-কমিটিকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পূর্ববর্তী বক্তৃতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যে আপনাদিগকে বেশ ভালভাবে বুঝিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধে আমরা বুটেনকে সাহায্য করিব, না নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিব, ইহাট আপনাদিগকে স্থির করিয়া লইতে হইবে।

ভারতের সচিব যুদ্ধের সম্পর্ক

কেহ কেহ মনে করেন, ইহা একটি ইউরোপীয় যুদ্ধ—ভারতের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। কি করা উচিত অনুচিত জ্ঞান জাগরণী, ইটালী, বুটেন, জার্মান প্রভৃতি যুদ্ধরত জাতিরাই স্থির করিবে, ইহাতে আমাদের বাধা বাধাবিধ কিছুই নাই। আমি আপনাদিগকে জানাইতে চাই, ইহা একটি জাত বারদ। জার্মানরা বলেন, ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বর্তমান যুদ্ধের ধীরে, আর এখন ১৯৪০ সনের নভেম্বর মাস অর্থাৎ বিজ্ঞানবিক একবৎসর দুইমাস। এক সময় ইহা

ইউরোপের উত্তর দীর্ঘ অধিবাসিত মরুভূমি দেখে দীর্ঘায় ছিল; কিন্তু গত জুন মাস হইতে ইহা ত্রিগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। এক্ষণে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, অল্প ভবিষ্যতে এশিয়া এবং ভারতও সাংগ্রহে জড়িত হইয়া পড়িবে। জাপান এশিয়ায় অতীত একটি রাজ্য এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দী। যুদ্ধ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধাচরণে ইউরোপের উপর এশিয়ার জয়লাভ মনে করিয়া আমরা আশঙ্কিত হইয়াছি। বর্তমান যুদ্ধ-জাপান যুদ্ধ হইতেই আমাদের দেশের স্বদেশী আন্দোলন প্রবৃত্ত অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। জাপান এক্ষণে আর ভারতের যত্ন কিংবা স্বাধীনতার রক্ষক নয়। চীনের স্বাধীনতা হরণের জন্য আর আর ভারত চীনের অধিন। তাহা হইলে সে ভারতের উপর আপনাদের পড়িতে পারে, ইহাতে আশঙ্ক্য কি? ভারতের উপর সকলের পোত আছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, চীনের সঙ্গে সাংগ্রহে জড়িত না থাকিলে জাপান ইতিমধ্যে কলিকাতার বোমা বর্ষণ না করিয়া ছাড়িত না। সুতরাং বিপদ যে কেবল পশ্চিম দিক হইতে আসিবে ইহা মনে করা ঠিক নয়। বুনিয়াদ হইয়াছে। সাংগ্রহ-পত্রের মারকম আপনাদের নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছেন, ১৪ দিন পূর্বে বুনিয়াদ বৈশ্বিক মহী মি: বেলোভিৎ যখন বালিগে উপস্থিত হইয়া এক্ষণে হিটলারের সহিত আলোচনার মত আছেন। ইহা আশী তত্ত্ব লক্ষণ নয়। জাপানী বুঝিতে পারিয়াছে যে, পর্যাপ্ত বিজিৎ রাজ্য হইতে বিশাল বসন্তের লাভ সত্ত্বেও পরিণামে বুটেনই জয়লাভ করিবে। এ জন্যই বুনিয়াদ সহিত মিঃ মিলি করিতে তাহার এতটা আগ্রহ। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যদি জাপানী এবং বুনিয়াদ একাত্ম হয়, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে যথেষ্ট আশঙ্ক্যের কারণ বহিরাছে। যদি এ-যুদ্ধে বুনিয়াদ জালিয়া দেয় যে, দুই মাস সৈন্য লইয়া সে ভারত আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তাহা হইলে ভারতের রক্ষা নাই। এসকল অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করিয়া আমার মনে হয়, যে সকল ভারতীয় সেভা প্রচার করিয়া কেড়ান যে, এ যুদ্ধের সহিত ভারতের কোন সাংগ্রহ নাই, তাহারা বেশকিছু ঠিক পথে পরিচালিত করিতেছেন না।

সত্যসিদ্ধির ভাষা

আমি কখনো পূর্বে কেন্দ্রীয় পরিষদে মি: সত্যসিদ্ধি বলিয়াছেন যে, ইহা ইউরোপীয় সাংগ্রহ; সুতরাং আমরা ইংলণ্ডকে সাহায্য দান করিতে প্রস্তুত নহি। আমি আপনাদিগকে শুধু এইটুকু চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি যে, যুদ্ধ যদি ইংলণ্ডের পরাজয় করে, তাহা হইলে ভারতের কি দশা হইবে? আপনাদের ভাবিতে পারিয়াছেন, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সাংগ্রহের অতীত মালমাল লব্ধ ইউরোপের অনেকগুলি রাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। বুটেন মগর চওড়ার পর জাপানী বা ইটালী ভারতকে দখল করিয়া দিলে, যদি আমাদের উচিত ধারণা হয়, তাহা হইলে ইহা ভুল। এ-জন্যই আমি আপনাদিগকে অন্ততঃ এইটুকু উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, ইংলণ্ডের পরাজয়ের ভারতের সর্বদল।

বুটিন সাংগ্রহের অতীত ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারতেরও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। পঞ্চ পক্ষণ বৎসরের উদ্ভূত হইতে ইহা যে যত্নের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে ইহা বাস্তবে কুশলিত হইয়া উঠিয়াছে প্রায়। ইহা

অধীকার করিবার উপায় নাই এবং, ১৯৩৫ সনের ভারত সত্ত্ব'বোর্ড আইনে প্রবেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদ্যপিও এটি সচল থাকুক, ভারত সচিব এবং বুটিন মহী সভার অন্যান্য সদস্যগণ ভারতীয় যোগ্য করিয়া আসিতেছেন যে, কুজাবদানে উন্নয়ন ভারতের স্বাধীন শাসন প্রবর্তন করিবেন। উন্নয়নের কথা অবিশ্রাম করিবার কোন কারণ আমি বুঝিবার পারিতেছি না। লর্ড এস. সি. সিংহ কোন এক সময় আমাদের বিনিয়াজিলেন যে, বিখ্যাত মহোদয়গণ যদি আমরা অর্থ ও লোকসম দিয়া বুটেনের সাহায্যে অনুগ্রহ না হইতাম, তাহা হইলে ১৯১৯ সনের ভারত সত্ত্ব'বোর্ড আইন প্রণয়ন করণও সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। বর্তমানের বুটেনকে অকাত্তে সাহায্য প্রদানে বুটিন জন্ম-সাধারণের হৃদয় ভারতের প্রতি মহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া উঠে এবং ভারত সত্ত্ব'বোর্ড আইন উহারই মূল বিকাশ। আমি মনে করি, ১৯১৯ সনে ভারতের স্বাধীনতা বোর্ডের প্রতি প্রতি হইয়াছে এবং বর্তমান মহানুভূতির অবসানে ইহা পুনঃপ্রদান প্রাপ্ত হইবে।

ভেনসান, পোলাগ, জার্মান প্রভৃতি দেশের দেশ হিটলারের শাসন হইয়াছে, উন্নয়নের অবস্থাতকু চিন্তা করিয়া দেখার জন্য আমি আপনাদিগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। কিছুদিন পূর্বে আমি সাংগ্রহ-পত্রের একটি সাংগ্রহ পাঠ করিয়াছি যে, জাপান সৈন্যদের জাহাজ ভেনসানকে দাবীতে রাখিয়া পতন হইয়াছে। জাপান বুঝিবারীনের ক্ষেত্রে কাছ করার জন্য অন্যান্য পোলিশ লোকসমকে জার্মানিতে চালান দেওয়া হইয়াছে। জার্মান অধিকৃত অঞ্চলকেও উৎসর্গ বসাদির অর্থেই জার্মানীকে প্রদান করিতে হয়।

যদ্যপি গাধী আমাদের সকলের পুত্রের পাত্র। তিনি প্রকাশ্যে ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ইংলও জীবন-মরণ সাংগ্রহে নিজ দ্বারা কালে তিনি উন্নয়ন উন্নয়ন করিবেন না। তিনি একজন নত্যাশ্রী। বিশপু নতকে উন্নয়ন করা নত্যাশ্রীরা নীতি নয়; কিন্তু কংগ্রেসের বর্তমান নীতি উহার সহিত বাস বাস না। আইন-অমান্য প্রতাপ করিয়া যদ্যপি গাধী নিজের কবীর মর্যাদা নষ্ট করিয়াছেন।

বাঙালী পল্টন

কয়েক দিন আগে আমি খোঁজ বাঙালী পল্টনের কুচকাওয়াজ দেখার জন্য লেবা গিয়াছিলাম। তথাকার কথ্য: অফিসারকে ইহাদের শিকারীকা সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, মাত্র ৯ মাসের মধ্যে ৪০০ লোক সামরিক শিক্ষা এতটা উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে যে, পুলিশের যে কোন বাহিনীর মোকাবেলায় দাঁড়াইতে পারে। প্রতি বৎসর ১০০ ভারতীয়কে নিরাসপোষ পরিচালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিমান বাহিনীতে মোকাদ্দমের জন্য ইতিমধ্যে ২৮ জন ভারতীয় ইংলণ্ডে গমন করিয়াছে। রক্তের কবিশন ভারতে শিকোপুতির চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাউতেছে, ভারতও প্রস্তুত হইতেছে। ইংলণ্ডকে সাহায্য প্রদান সম্পর্কে আমি পূর্বেই আমার বক্তব্য বলিয়া গিয়াছি। এক্ষণে আমার মনে হইতেছে, আমি ইহা বলাগতামে বলিতে পারি নাই। ইংলণ্ডকে সাহায্য করা পূর্ণ প্রত্যয়ে আমাদের নিজেকেই সাহায্য করা। যদি আপনাদের মিলকে নিজের পরিকল্পনা'কেও নিজের দমসম্পত্তিকে রক্ষা করিতে চাওন, তাহা হইলে ইংলণ্ডকে বর্তমান যুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য দান হইতে প্রস্তুত নাই।

টাকার হোতা প্রদান

উক্ত জনসভায় প্রায় ২,০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। সভার শেষে কুড়িগ্রামের জনসাধারণের পক্ষ হইতে বক্তৃতাটির যুদ্ধ তহবিলের জন্য মাননীয় মহী মহোদয়কে এক হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করা হয়। জন-প্রিয় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বাস সাহেব দ্বারাও টাকার আদায়, অত্যধিক সন্মানিত চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণের অগ্রাধ পত্রপ্রদানের সঙ্গে অনুদানটি সর্বস্বীয় স্তম্ভ হইয়াছিল।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সফর

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যুদ্ধ-ভাঙারে বহির্জালের দান

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ২৬শে নভেম্বর বহির্জাল পুলিশ লাইনে তিনশতাধিক সিন্ডিক-পার্শ্ব ও একদল বহুজাতিকের পারিষদ পরিদর্শন করেন। পারিষদের পর সিন্ডিক-পার্শ্বের ডিটাইল করাগারপনকে গভর্ণরের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি জেলার প্রত্যেক নামে সিন্ডিক-পার্শ্ব বল গঠন করার জন্য তাঁহাদেরকে বন্যায় প্রদান করেন। বহির্জাল জেলায় ৭৪১ জন সিন্ডিক-পার্শ্ব সংগৃহীত হইয়াছে। পারিষদের পর গভর্ণর জেলা যুদ্ধ-কমিটিতে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। জেলার যুদ্ধ-প্রচেষ্টা কার্যের ত্বরান্বিত প্রণালী করেন। তিনি যুদ্ধোপকরণ সরবরাহে বাধা দানের ক্ষমতাগুলির উল্লেখ করিয়া যে পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ বাধা দেন সববাহ্য করিতে পারিবে, তাঁহার চেয়ে অধিক সৈন্য সংগ্রহ করা নির্বৃদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি আরও বলেন যে, বহুপক্ষের চেয়ে কম যুদ্ধোপকরণসহ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণ করা উচিত নহে।

তিনি আরও বলেন, বহুপক্ষ 'পক্ষ বাহিনীর' সাহায্যে অনেক নামে সাফল্য লাভ করিয়াছে; কিন্তু সিন্ডিক-পার্শ্ব বাহিনী গঠন করিলে পক্ষ-বাহিনীর কাঙ্গা প্রতিহত করা বাইবে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: জে. এল. মিউনিয়ন বহির্জাল জেলার পক্ষ হইতে যুদ্ধ-তহবিলের জন্য ১১ হাজার টাকা চাওয়ার চেষ্টা ও জেলাবোর্ডের কমচারিগণের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান দান বাহাদুর হাশেম আলি দান এক হাজার টাকার একটি ভোজা প্রদান করিলে গভর্ণর বাহাদুর বন্যায়ের সহিত তাহা গ্রহণ করেন।

এই টাকা দানে বহির্জাল জেলা হইতে যুদ্ধ তহবিলে অর্ডালক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

সেডী বেরী হার্পার্ট, বহির্জাল যুদ্ধ-কমিটির সভার বোগ-দান করিয়াছিলেন।

নোয়াখালীতে গভর্ণর বাহাদুরের সফর

বাংলা গভর্ণর ২১শে নভেম্বর নোয়াখালীতে পদার্পণ করিয়া নোয়াখালীর সিন্ডিক-পার্শ্ব পরিদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। বাঙালি-খাদ্য-বস্ত্র এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার দিক হইতে সিন্ডিক-পার্শ্বের কর্তব্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। সামাজিক ঐক্য, সম্প্রীতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈতন্য প্রতিষ্ঠার সিন্ডিক-পার্শ্বের যথেষ্ট কর্তব্য রহিয়াছে বলিয়া তিনি অন্তিমত প্রকাশ করেন।

নোয়াখালী মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা-বোর্ড, আত্মরক্ষা-ইনস্টিটিউট এবং তহবিল সংগ্রহন সভার পক্ষ হইতে গভর্ণরকে আদরপূর্ণ প্রদান করা হয়। তৎক্ষণে গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, নোয়াখালী জেলার হেড-কোয়ার্টার্স স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে সরকার বহু কাল ধাক্কা বিবেচনা করিতেছেন। গত ১৯২৯ সালে বেঙ্গলার তাজন ধবির পর হইতে সরকার হাইকোর্টে নোয়াখালী জেলার মধ্য হেড-কোয়ার্টার্স স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন; কিন্তু হাইকোর্ট দুই মাসব্যয় মধ্যে বলিয়া গত ১৯৩৬ সালে কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে বেঙ্গলপট্টেই হেড-কোয়ার্টার্স স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এই জন্য যে কেন্দ্রীয় অধিবাসী-বৃন্দের দাবী অস্বীকার করা হইয়াছে, তাহা নহে। যাদের দুরূহ সম্পর্কে বিবেচনা করিয়াই সরকার জেলার হেড-কোয়ার্টার্স কেন্দ্রীভূত স্থানান্তরিত না করিয়া বেঙ্গলপট্টেই স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর গভর্ণর নোয়াখালী বাল এবং পথর সম্পর্কে করেকটি কথা বলেন। বালের দ্রুপ নোয়াখালী পথরটি জাতিয়া হইতেছে। উহা নিষাধের জন্য বালের পতি বাহাদুর জন্য দিক দুইটি দেওয়া হয়, তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা

অবলম্বিত হইতেছে বলিয়া গভর্ণর জানাইয়া দেন। সেট-বিভাগের উপর মধ্য বাল কর্তন পরিকল্পনার তার দেওয়া হইয়াছে এবং ৮১,০০০ টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা বসন্ত প্রকৃত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা যথা পথরটিকে সামরিকভাবে রক্ষা করা বাইতে পারে বলিয়া গভর্ণর বাহাদুর বক্তব্য করেন। তিনি জানান যে, এই সম্পর্কে পরে আরও বিবেচনা করা হইবে। কেন না হেড-কোয়ার্টার্স স্থানান্তরিত করার উপরই বিপরীত নির্দেশজনে নির্ভর করিতেছে।

মিউনিসিপ্যালিটি ও পলী অফিসমুখে জল সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতি, প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং মিউনিসিপ্যাল সড়কসমূহের সংস্কার সাধন সম্পর্কে গভর্ণর বাহাদুর বক্তৃতা করেন।

নোয়াখালী হইতে সশীপ, হাটীয়া, রামগতি প্রভৃতি দীর্ঘ পথসাধনের কি ব্যবস্থা করা হইতেছে, মহামান্য গভর্ণর সেট সম্পর্কে করেকটি কথা বলেন। তিনি বলেন, এই সম্পর্কে বিভাগীয় নেতিগণন কোম্পানী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, নোয়াখালীর অধিবাসীদের তাহা মনঃপূত হয় নাই। তবে জেলা-বোর্ডকে দুইটি দীর্ঘ পরিশ্রম করিয়া সড়ক বোলায় প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে জেলা-বোর্ডের কি বক্তব্য, তাহা না জানা পর্যন্ত সরকার কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিতেছেন না বলিয়া লাই-সাহেব জানাইয়া দেন।

নোয়াখালী ও সশীপের মধ্যে টেলিগ্রাফ স্থাপনের প্রস্তাবটি মূলতঃই বাধা হইয়াছিল; কেন না সশীপে একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপনের বিষয় সম্পর্কেই সরকার বিবেচনা করিতেছিলেন বলিয়া গভর্ণর বক্তব্য করেন। তবে স্থানীয় সংবাদদিগের আদান প্রদানের জন্য টেলিগ্রাফ সড়কসমূহ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ার গত জুলাই মাসে এই সম্পর্কে একটি চুক্তি গৃহীত হয়। পোটবার্টার-জেনারেলের উপর বিপরীত চুক্তির বীনাংসার তার রহিয়াছে বলিয়া গভর্ণর বাহাদুর জানান।

ত্রিপুরার পল্লীতে গভর্ণর বাহাদুর

২০শে নভেম্বর মহামান্য গভর্ণর সার জেন হার্পার্ট সাবাসিন কুমিল্লায় খুবই কর্তব্য ছিলেন। প্রত্যয়ে উদ্বিগ্ন তিনি বোচিরাগোপে পথের সীমানা পার হইয়া গ্রামাঞ্চলে চলিয়া যান। সেখানে তিনি বর্তমান পনোর অবস্থা প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করেন এবং চাষীদের সংস্পর্শে গিয়া তাহাদের অত্যন্ত-অভিযোগ উদ্ভাবিত সমুদয় বিবরণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকেন।

গভর্ণর বাহাদুর কৃষি ক্ষমতি পরিদর্শন করিয়াছেন। ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধি-বল গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরীক্ষার অবস্থা সম্পর্কে গভর্ণরকে অবহিত করেন। পরীক্ষার অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে বাহাদুরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তৎসম্পর্কে গভর্ণর প্রতিনিধি-বলকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

কুমিল্লা পথের গভর্ণর সিন্ডিক-পার্শ্বের কৃষকগণকে পরিদর্শন করিয়া শ্রীত হন। অতঃপর তিনি জেলা-কুমিল্লা পরিদর্শন করেন। ব্রজদারী এবং জমিদারের কার্যকলাপে গভর্ণর খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ব্রজদারীদের পক্ষ হইতে যুদ্ধ তহবিলের সাহায্য্য গভর্ণরের হাতে একশত টাকার একটি ভোজা প্রদান হয়।

সেডী বেরী হার্পার্ট সার হালপাতারটি পরিদর্শন করিয়াছেন। ত্রিপুরার জাতিয়ার পক্ষ হইতে গভর্ণর বাহাদুর এবং সেডী বেরী হার্পার্টকে একটি চাকর কলিমে আশ্বাসিত করা হয়।

যুদ্ধ-সম্পর্কে নেতৃবর্গের অভিমত

[৩য় পৃষ্ঠার ভেতর]

দুর্গাপুকা প্রবর্তনীর উদ্যোগ-উৎসব বহুজাতীয় পুস্তক বলেন:—“ভারত যদি আত্মরক্ষা করিতে চায়, তবে তাহাকে নিজের সকল শক্তি একত্রীভূত করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্ণ-প্রাণে সাহায্য করাই ভারতের কর্তব্য হইবে। ইংলণ্ডের নিজস্ব-স্বাদের অবশিষ্ট হইতেছে— ভারতের স্বাধীনতার বিষয়।”

খালিকোটের রাজা-বাহাদুর

উজ্জ্বল বাবু-পরিষদের সন্যাস খালিকোটের রাজা-বাহাদুর দাগপুরে অনুষ্ঠিত এক নেতৃ-সংলগ্নে সভাপতিত্ব করিতে বাইয়া বলিয়াছেন:—“বুটেন পাশ্চাত্য ও প্রুচ্যে ভারতের জন্যই সংগ্রাম করিতেছে। বাহাদুর ভারতের বর্তমান সড়কসমূহ পরিদর্শিত উপলব্ধি করিতেছেন, তাহা-দের উচিত সর্ব-প্রকারে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বুটেনকে সাহায্য করা।”

সার মনুখ মুখার্জী

বেঙ্গল প্রাদেশিক হিন্দু-সভা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে বাইয়া বিগত ১৯শে অক্টোবর তারিখে অমরাবতী পথের সার মনুখ মুখার্জী বলিয়াছেন:—“যুদ্ধের ব্যাপারে জেনে আগ্রহ নষ্ট এবং ভারতের রক্ষণ-ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার ব্যাপারে হিন্দু-মহাসভার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে।”

মি: পি. এন. রাজভট্ট

চরিত্র-নেত্রা মি: পি. এন. রাজভট্ট পূর্ণা জেলায় গুলু নামক স্থানে এক সভার বলিয়াছেন:—“ভারতের ত্রিলাভ কল্যাণ বিনি কাশনা করেন, যুদ্ধের ব্যাপারে নিশ্চয় থাকে তাহার পক্ষে কিছুতেই সন্দেহ নহে। বুটেনের লোকজী থাকে সবে ও আমরা তাহাকেই চাই— ভারতে জাতি প্রভুত্ব আমরা কাশনা করি না।”

সার সোলতান আহমদ

বিভাগ যুদ্ধ-বিমান তহবিলের উদ্যোগ সভার সার সোলতান আহমদ বলিয়াছেন:—“ভারতের বিশদ আর পুরে নহে; বরং একান্ত নিষ্ঠুর আগত। এই অবস্থার আমাদের কর্তব্য পরিষ্কার। যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চলাইয়া বাইতেই হইবে এবং ভারতকে এই সংগ্রামে সন্মানজনক অংশ গ্রহণ করিয়া সাংগীত ও ক্যান্টিনের চির-সমারি চাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী

অল্প চিকিৎসা-শিবির পরিদর্শন

প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মি: এ. কে. কলমল হক ২১শে নভেম্বর প্রাতে দোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত অল্প চিকিৎসা-শিবির পরিদর্শন করেন। উক্ত শিবিরের সুপারিন্টে-জেন্টের সহিত তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ডসমূহ দর্শন করেন এবং সেখানকার কার্যাদি পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন।

উক্ত শিবিরে বর্তমানে ৩ শতের অধিক রোগী আছে এবং প্রায় ১২৫ জন রোগী দৈনিক আউটডোরে চিকিৎসিত হইতেছে। এক্ষণে প্রায় ১০০ জন রোগীর অল্প-চিকিৎসা করা হইয়াছে।

আগামী ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর চাকুরিয়া সেক্টর এক বেলা হইবে। যোহি, জাব, লেক জাব ও বাজারদারী জাবের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় এই বেলায় সমস্ত কলোনিয় করা হইয়াছে। হিসাব প্রাপ্তিকে প্রেরণাবান করিয়া একটি পল্লিমালী করিষ্ট গঠিত হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী পীতকালে ইহা একটি দর্শনীয় বস্তু হইবে। এই বেলায় যে অর্থ প্রদান হইবে, তাহা সেডী বেরী হার্পার্টের যুদ্ধ-তহবিলে দান করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

হাওড়া জেলায় শিক্ষা বিস্তার

১৯৩৯-৪০ সালের কার্য-বিবরণী

হাওড়া জেলার পরিমাপ কল ৫২২ বর্গ মাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা মোট ১,০২৮,৮৬৭; উন্মূখ্যে ৫২২,০৭৫ জন পুরুষ ও ৪৯৬,৭৯২ জন স্ত্রীলোক।

যদিও পুস্তক বন্সার কলে বর্তমান বৎসরের অবস্থা অভ্যন্তরীণ এবং তাহার কলে হাওড়া জেলা কল বোর্ডের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সেল আলাদা করে কল মুন্সিবী রাখা হইয়াছে, তথাপি শিক্ষা বিস্তারকার্যের যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশেষ সন্তোষজনক।

যদিও সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পূর্ব বঙ্গের উক্ত বিভাগের সংখ্যা ১,৪২১ হইতে ১,৪৬৪ হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি বর্তমান বৎসরে ছাত্রসংখ্যা ৮৬,২৩৫ হইতে ৯০,৫৫২ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। হিসাবে দেখা যায় ইহারে পতকরা পঁচাত্তর ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। জেলায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় ১১,১২,২৪১, বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১,০২,৯৬,৭৫১ টাকা। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যগুলির কলে জেলা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে:—

(১) জেলায় একটি জেলা কল-বোর্ড গঠন।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মজলার যে সকল শিক্ষক ইতিপূর্বে ট্রেনিং লাভ করিয়াছেন, আরও ৬৬ ট্রেনিং কলে তাহাদের জন্য পুনরায় শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৩) আরও ৬৬ ট্রেনিং কলে নতুন পাঠ্য-পুস্তিকার প্রবর্তন।

বালকদের মাধ্যমিক শিক্ষা

আলোচ্য বর্ষে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১ এবং ছাত্রসংখ্যা ১৬,৬৯৩; ইহার পূর্ব বঙ্গের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৩ ও ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬,২৪৫। আলোচ্য বর্ষে এই সকল কুলের ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৫৪,৫৭১ টাকা; ইহার পূর্ব বঙ্গের উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫,০৭,১৩০ টাকা।

এই বৎসর বালকদের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৬ এবং ছাত্রসংখ্যা ৪,৩৭৯। ইহার পূর্ব বঙ্গের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪০ এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪,৮৭২। বর্তমান বৎসর ইহার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮৭,৭০৮ টাকা এবং পূর্ব বঙ্গের উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮৪,৮৯২ টাকা। বালকদের মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সরাসরি সাহায্য বরচের পরিমাণ হইতেছে ৬,৩৩,৪৮১ টাকা। ইহার পূর্ব বঙ্গের উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫,২২,০৮৭ টাকা। উন্মূখ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ৬০,৮৪২ টাকা, জেলা তহবিল হইতে ১০,৮৯১ টাকা এবং মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে ২,৭৫২ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব বঙ্গের উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল বৎসরে ৪৭,৬৪০, ২,২৫৬, এবং ১,৮৫৪ টাকা।

১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ যে সকল শিক্ষক বালকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে নিযুক্ত ছিলেন তাহাদের সংখ্যা ১,০১৬; ইহার পূর্ব বঙ্গের উক্ত শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল ৯৬১। ইহার মোট ৯২২ জন ছিল এবং ৪৫ জন মুসলমান। ইহার পূর্ব বঙ্গের ছিল শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৮৭৮ এবং মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৮৩। এই সকল শিক্ষকের মধ্যে ৪৪ জন ছিল এবং একজন এক-শ্রী পাল।

প্রবেশিকা পরীক্ষা

পশ্চিম প্রবেশিকা পরীক্ষার যে সকল ছাত্র যোগদান করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ছিল ১,৭৫১, উন্মূখ্যে ৭৮৫ জন পরীক্ষার্থী গত ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পুণ্ডিত নাপিতেশ্বরী পরীক্ষার যোগদান করিয়াছিল। ইহার মোট ৯৭৭ জন পরীক্ষার কৃতকার্য হইয়াছে।

কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষা

চাক্তারাবলির দ্বারা তৎপাক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং মুন্সীপুরের ডেপুটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যের জন্য একজন করিয়া ট্রেনিংপ্রাপ্ত কৃষিবিষয়ক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং উক্তজন্য প্রত্যেকে সরকারের নিকট হইতে ১২০ টাকা করিয়া বার্ষিক সাহায্য লাভ করিয়াছেন। মুন্সীপুর ডেপুটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ভবিষ্যতে আরও ছাত্র ব্যক্তিদের ব্যবস্থা করিয়া ৭ম ও ৮ম বর্ষের বাহিরে, উক্তজন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের নিকট হইতে ৭২০ টাকা সাহায্য লাভ করিয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

যদিও ১৯৩৮-৩৯ সালে বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯২৩ হইতে ৯১৬ হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা ১৯৩৮-৩৯ সালের ৪১,৬৩৮ হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে ৪৪,১৪১ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

যে সকল ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক পাঠ্য অধ্যয়ন করে, তাহাদের সংখ্যা ১৯৩৮-৩৯ সালে ছিল ৭,৩৭৩ এবং বৃদ্ধি হইয়া ১৯৩৯-৪০ সালে ৭,৮৮১ হইয়াছে। যে সকল ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তাহাদের মোট সংখ্যা ১৯৩৮-৩৯ সালে ছিল ৪৮,৬৬৭ এবং বৃদ্ধি হইয়া ১১,১৯-৪০ সালে ৫১,২০৮।

১৯৩৯-৪০ সালে বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য যে সরাসরি মোট ১,৬৬,৮০৮ টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ৭২,৬৭০, জেলা তহবিল হইতে ২,০২৪, মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে ৪২,৯৮৭, এবং অন্যান্য বেসরকারী উপায়ে ১,৪৯,৬৬৮ টাকা বরচ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব বঙ্গের উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল বৎসরে ২,৪২,৪৮২ টাকা, ৫৪,৫১৬ টাকা, ১৮,৭৬৯ টাকা, ৪৮,৬৬৮ টাকা এবং ১,২০,৮৩১ টাকা।

১৯৩৯-৪০ সালে বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা আছে ১,৬০৩, উন্মূখ্যে ৫১৮ জন ট্রেনিং পূর্ণ। ইহার পূর্ব বঙ্গের উক্ত সংখ্যা ছিল বৎসরে ১,৫১২ এবং ৪৮৯। আলোচ্য বর্ষে ১,১৫৯ জন বালক প্রাথমিক মজলার পের পরীক্ষার যোগদান করিয়াছিল। ইহার পূর্ব বঙ্গের উক্ত সংখ্যা ছিল ১,১৭৮; উন্মূখ্যে ১,১১১ জন অর্থাৎ পতকরা ৮১-৮ জন পরীক্ষার কৃতকার্য হইয়াছে। ইহার পূর্ব বঙ্গের উক্ত সংখ্যা ছিল বৎসরে ১,০২৩ এবং পতকরা ৮৬-৮ জন।

ভারতীয় বালিকাদের শিক্ষা

ভারতীয় বালিকাদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দুইতেই সীমাবদ্ধ আছে, কিংবা যে সকল বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষা করে তাহাদের সংখ্যা ৪৩৫ হইতে ৪০০ পর্য্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। দুইটি বিদ্যালয়ে স্পর্শিত বিদ্যালয় হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছে। এই বিদ্যালয় দুইটিতে

১৬ জন শিক্ষার্থী আছে, উন্মূখ্যে ৫ জন ট্রেনিং পূর্ণ। ইহার মধ্যে একজন বি-সি, পাল। এই বিদ্যালয় দুইটি মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৫,৩১৪ টাকা; ইহার পূর্ব বঙ্গের উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২২,৫৪৬ টাকা, উন্মূখ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২,৫৩০ টাকা, মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে ২,৪০০ টাকা এবং অন্যান্য উপায়ে ২০,৩৮৪ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বেসরকারি অর্থের সাহায্যে বিদ্যালয়ের বাহিরে মোট করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব বঙ্গের উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল—বৎসরে ১,৬৫৬ টাকা, ৩,২৬৬ টাকা এবং ১৭,৫২৪ টাকা।

মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহ

বালিকাদের জন্য মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দুই হইতে ১৬ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব ১৪টি বালিকা বিদ্যালয়ে ৭ম ও ৮ম VI পর্য্যন্ত থাকার এবং মাধ্যমিক স্তরের সাহায্য প্রাপ্তি ও মধ্য বৃত্তি পরীক্ষার জাতীয় পরীক্ষার দ্বারা থাকার আলোচ্য বর্ষে তাহাদেরকে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে গণ্য করা হয়। এই বিদ্যালয়সমূহে ২৫ জন শিক্ষক এবং ৭০ জন শিক্ষার্থী আছে, উন্মূখ্যে ২৫ জন ট্রেনিং পূর্ণ।

এই সকল বিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩২,০৫৪ টাকা; উন্মূখ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ১১,৩০৬ টাকা, জেলা তহবিল হইতে ১,০০৭ টাকা, মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে ৪৭১ টাকা এবং কুলের বাহিরে মোট অন্যান্য বেসরকারী উপায়ে ১৯,২৬৮ টাকা পাওয়া যায়।

বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়

আলোচ্য বর্ষে মজলার বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭৬ এবং তাহাদের জাতীয় সংখ্যা হইতেছে ১৩,০২৮। ইহার পূর্ব বঙ্গের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৭৯ এবং ছাত্রসংখ্যার সংখ্যা ছিল ১৩,৪৫৯।

বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র নিযুক্ত আছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ৪০৮; উন্মূখ্যে ১৩২ জন শিক্ষার্থী এবং তাহাদের ভিতর ৪১ জন ট্রেনিং পূর্ণ।

এই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৯২,৭৪২ টাকা, উন্মূখ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২৬,৬২২ টাকা, জেলা তহবিল হইতে ২,৪৭০ টাকা, মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে ১৫,৪৩০ টাকা এবং কুলের বাহিরে মোট অন্যান্য বেসরকারী উপায়ে ৪৮,১৮০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব বঙ্গের এই সংখ্যা-তালি ছিল বৎসরে ১,০৩,৭১৫ টাকা, ১৯,৪৫০ টাকা, ৭,৭৬১ টাকা, ১৯,০৫০ টাকা এবং ৫৭,৪৪২ টাকা।

বিশেষ বিদ্যালয়সমূহ

১৯৩৯-৪০ সালে টেকনিক্যাল এবং নিম্ন-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২টি এবং ৫৮টি বালিকা এই বৎসর শিক্ষা লাভ করিত, ইহার পূর্ব বঙ্গের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অপরিসংখিত কিংবা ৬১ জন জাতীয় শিক্ষা লাভ করিত। এই দুইটি বিদ্যালয়ের বৎসরব্যাপির নির্দিষ্ট হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ১০৯ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে।

মুসলমানদের শিক্ষা

১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯,০২৭, উন্মূখ্যে ১৪,৭৩৮ জন বালক এবং ৪,২৮৯ জন বালিকা। ইহার পূর্ব বঙ্গের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯,৪০২; উন্মূখ্যে ১৫,৩৬৬ জন বালক এবং ৪,১৩৬ জন বালিকা। আলোচ্য বৎসর ৪৭৫ জন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে কম ভর্তি হইয়াছিল অর্থাৎ পতকরা ২-৪ জন ছাত্র বন্দিয়া গিয়াছিল। অন্যান্য কারণের দ্বারা মুসলমান ইহার এক-মাত্র কারণ। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ উচ্চ ও নিম্ন

[সংখ্যায় ১১পৃষ্ঠার ভিতর]

মাননীয় মিঃ তমিজউদ্দীন খান

নাটোর সাহিত্য সন্মেলনের উদ্বোধন

গত ১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৩।১০ টার সময় মাননীয় বঙ্গী মিঃ তমিজ উদ্দিন খান আসাম সেনে নাটোর টেননে গেলেন। তিনি নাটোর বহুকলা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক সন্মেলন ও পল্লী-বঙ্গল কনফারেন্স দুইটি পৃথক পৃথক সময়ে উদ্বোধন করেন। নাটোর মহকুমার কচুড়ীপালা সপায়ে গাভারা ভোল কাঠা কবিরাজে, ত্রাছাঙ্গিকে তিনি মেডেল ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। মাননীয় বঙ্গী ও বাহিরের নিমন্ত্রিত অতিথিদের অর্থ-অনিবার ক্রীড়া না হয়, সে দিকে সকল অনুষ্ঠানের কর্তৃ-কর্তৃপক্ষ সতর্ক ছিলেন। মাননীয় বঙ্গীকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। তিনি সারাদিনব্যাপী অস্ত্রায় ভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ও পৃথক পৃথক সময়ে সমস্ত অনুষ্ঠানে সারাগঠ বক্তৃতা প্রদান করেন। নাটোরের কৃষি-কার্য পরিচালনা করিয়া তিনি ভূমী পুশংসা করেন। রাত্রি ৮ টার সময় তিনি পানেল ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

উত্তর-বঙ্গ মুসলিম সাহিত্য সন্মেলন

গত ১৭ই নভেম্বর নাটোরের উত্তর-বঙ্গ মুসলিম সাহিত্য-সম্মেলনী অতি সফল সময়ের ভিতরে অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটি পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে। বিশিষ্ট হিন্দু মুসলমান ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। জেলাপত্রের দিগে অনেকগুলি সাহিত্যিককে দেখা যায়। মাননীয় বঙ্গী মিঃ তমিজ উদ্দিন খান সকাল ৯টার সময় প্যাডেল উপস্থিত হইলে ভাষণপ্রদান তাঁহাকে গাউ-অফ-অনার জন্মায় এবং বিপুল জনতার জিলাবাসের মধ্যে তিনি আসন পরিগ্রহ করেন। তৎপরে সারাদিনব্যাপী নিম্নোক্তকণ কাদ্যসূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠানের সকল বিভাগের কার্য সমাপ্ত হয়:—(১) কোরাণ পাঠ, (২) বালাদান, (৩) মাননীয় বঙ্গী কর্তৃক লিঙ্গলমীর উদ্বোধন (৪) মিঃ আব্দুল উদ্দিন ও কলিকাতার পুখরমাণ সেমওয়ারের দুইটি সভ্যত, (৫) অভ্যর্থনা পরিষদের সভাপতির অভি-ভাষণ ও লিঙ্গলমীর সভাপতি নিপুচন, (৬) কলি, (৭) সভাপতির অভিভাষণ, (৮) জেনারেল সেক্রেটারীর বিশেষ পাঠ এবং (৯) পুস্তক, কবিতা পাঠ।

বঙ্গীয় উপকূলরক্ষা বাহিনী

প্রথম দলের কলিকাতায় আগমন

বিগত ১৬ই নভেম্বর তারিখে বঙ্গীয় উপকূল রক্ষা গোলান্দ্র বাহিনীর প্রথম দলের আশি জন সৈনিক আশায়া ক্যান্টনমেন্টে পিতা নাটোর পর তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে বাইবার পথে হাওড়া টেননে উপস্থিত হয়। টেননে গাড়ী আদিবার বহুপূর্বে প্রাটিকরন জন-সমুদ্রে পরিণত হয়। গাড়ী হইতে অবতরণের পরেই ব্রিটিশ বাও বাজাইয়া তাঁহাদের উপস্থিতি ঘোষণা করে। ইহার পর সিভিল রিক্রুটমেন্ট কমিটির সহকারী সেক্রেটারী মিঃ বি, কে, লাহিড়ী ও মণ্ডলী দাখী আবদুল কুদ্দুস সৈনিকবৃন্দকে একে একে উপস্থিত তত্ত্বাবধানী সজে পরিচয় করাইয়া দেন।

অতঃপর হাওড়ার বেসার্স লড ব্রাদার্স জিহাদিসের চা পানের ব্যবস্থা করেন। অবশেষে অকিসার কবিতা এবং কেতুবে গোলান্দ্রগণ চারিসম যোড দিয়া যাচ করিয়া নিয়ালদয় টেননে পৌঁছেন। তাঁহাদের যাচের সময় চারিসম যোডের "কুপাখ" ও বাজীর বাখাখাখি উৎসাহী লক্ষ্যকণে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সিভিল রিক্রুটমেন্ট কমিটির পক্ষ হইতে নিয়ালদয় টেননে ইহাদের আহাখি ব্যবস্থা করা হয়। পরে সৈন্যল তাঁহাদের গন্তব্যস্থানে চকিয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধ ও মানব-সমাজের কল্পনা

মধ্যপ্রদেশের গভর্ণরের বক্তৃতা

মধ্য-প্রদেশ ও বেহার প্রাদেশিক যুদ্ধ-কবিতার সভার বক্তৃতা লাম পুস্তক মহামান্য গভর্ণর স্যার এইচ, জে, টুয়াইনার সেমিন বসিয়াছেন:—"যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের লুই শ্রেণীর প্রচার-কার্যের কথা উল্লেখ করিতে হইত। এই ধরনের প্রচার-কার্যকে আমি শত্রু পক্ষের প্রচার-কার্য বিশেষণেই বিশেষিত করিতে চাই। কিন্তু যুদ্ধের বিষয় অনেকগুলি বক্তৃতার মধ্যেই আমি এ-তেন প্রচার-কার্যের পরিচয় পাইয়াছি। এই সভার উপস্থিত আমাদের বক্তৃকের মধ্যে কেহ অথবা এরূপ বক্তৃতা প্রদান করেন নাই—আমাদের বিদ্রোহীরাই এই ধরনের বক্তৃতা করিয়াছেন।



(মহামান্য স্যার এইচ, জে, টুয়াইনার)

আমোচা বক্তৃতাগুলিতে যে দুইটি বিষয়ের প্রতি-জ্ঞা দেখা হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতে আমাদের যুদ্ধে যোগদানের যৌক্তিকতা সজে প্রণু করার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে—এই যুদ্ধ নাকি লুইটি সাম্রাজ্য-বাহী শক্তির সংগ্রাম এবং এ-জন্য যুদ্ধের ব্যাপারে উপেক্ষা পূর্ণন করা হইতে পারে। দ্বিতীয় কথা এই যে, বর্তমান যুদ্ধ অথবা এমন সংগ্রাম নহে—যাতে ভাঙতাবা-ও মুক্তিপ্রাপ্তি যোগ দিতে পারে।

বর্তমান যুদ্ধে লুইটি সাম্রাজ্যবাহী শক্তির সংগ্রাম বলিয়া আমরা প্রচার করিতেছি, তাহাদের চিন্তাধারা আশে যে কঠোর যোগোপযোগী নহে, এবং অপ্রাপ্ত-পতাবীর বন লইয়াই যে তাহারা কথা বলে—এ-কথা আমি বিনা বিচারে ঘোষণা করিতে পারি। আমি নতুন কালের 'জোর দান বুদ্ধি তার' নীতি বা আধুনিক ভাষায় যাহাকে 'নতুন রাজনীতি' বলা হয়, মানুষকে যদি তাহার উর্দ্ধে উঠিতে হয়, তাহা হইলে এমন সময় নিশ্চয়ই আসিবে—যখন জগতের আভিস্যুত ওদুয়ার নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ লক্ষ জীবন (গত মহাযুদ্ধে ৮০ লক্ষ মানুষের বৃত্তা হইয়াছিল) এবং অল্প অল্প 'অর্থ' ব্যয় হইতে বিরত থাকার যৌক্তিকতা স্বীকার করিবে। আমার মনে হয়—তখন যুদ্ধের পরিবর্তে অন্য পন্থায়ই মানব-জাতির মুখ-বুদ্ধি বৃদ্ধ করার প্রয়াস পাওয়া হইবে।

বিগত কুলাই মাসে বাকু জেলার বধেই পল্লী-উনুয়নের কাজ হইয়াছে, সরকারী ও বেসরকারী অনেক লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সময় বহুব্যয় বিভিন্ন গ্রামে সভা করিয়া ওদায় পল্লী-উনুয়নের মানসি উপায় আন্দোচনা করা হইয়াছে। নিউমার একটি গ্রাম্য হল প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্ণর লেণ্ট ৪০০ টাকা সাহায্য অর্থ করিয়াছেন।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক মহড়া

১১ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হইবে

কলিকাতার জনসাধারণ এবং ২৪-পর্বদা, হাওড়া এবং জগলীর কাছাকাছি অঞ্চলের অধিবাসিদের লুই এই দিকে আকর্ষণ করা হইতেছে যে, পূর্বে ৪১ ডিসেম্বর একটি বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক মহড়া হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হইয়াছিল। তাহা আগামী ১১ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হইবে। এই মহড়া সন্ধ্যা ৭টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলিবে এবং এই সময় আন্দো-ক নিরস্ত্রের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে এমন একটি পরীক্ষা-মূলক ব্যবস্থা করা হইবে, যাহা আকস্মিক প্রয়োজনে আইন বলে বিধিভুক্ত করা হইবে। এতদ্ব্যতীত বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখার যোগাও এই সময় পরীক্ষা করা হইবে।

জনসাধারণের সাহায্যে বিশেষ অনুবিধার কারণ না ঘটে তত্ত্বনা আলোক-নিরস্ত্র সম্পর্কে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইবে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, মোটরকারের মালিকগণকে তাহাদের মোটরের আন্দোতে জনসাধারণী যোগাও পরাইতে বাধ্য করা হইবে না।

এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে:—

হেড্‌ লাইটের বায়ু সরাইয়া রাখিতে হইবে এবং সংবাদ-পত্র পাতীর কাগজ থাকা পানের আলোগুলি ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

রেল চলাচল বন্ধ করা হইবে না। গভর্ণর লেণ্ট বুদ্ধিতে পারেন যে, আকস্মিক বিপদের সময়ে রেলপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তখনকারী মহড়ার ব্যবস্থা করিলে এক শ্রেণীর লোকের অনুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তাহারা বিবেচনা করেন যে, এই সকল পরীক্ষা-মূলক কার্য যতদূর সম্ভব এবং যত ভালভাবে সম্ভব সমাধা করিতে হইবে এবং যে, কোনরূপ পরিবর্তিত অবস্থার মগীর জীবন ও অঞ্চলের নিরাপত্তা নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে গভীর মাত্রে এক বৎসরকাল যাত্র মহড়া বধেই নহে। সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, পূর্বেকার ব্যাপারের মত এবারও তাহারা জনসাধারণের আনুষ্ঠানিক সহযোগিতা লাভ করিবেন।

ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী

ভারতীয় অফিসারদের সমস্ত বিভাগে যোগদানের আদ্যকার

২০শ নভেম্বর সকালে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে মিঃ স্যারেন্ড্রী মল্লিকা দাসের এক প্রশ্নের উত্তরে দেশরক্ষা সমস্ত বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এ, ডি, সি, উইলিয়ামস বলেন যে, ভারতীয় অফিসাররা এবং ভারতীয় সৈন্যদের সমস্ত বিভাগে যোগদান করিতে পারে এবং দেওয়ানের ইন্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমীর প্রকার সাহায্য করা হইয়াছে ও পাঠ্য-ভাষিকা সংকলন করিয়া ১৮ মাসের উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহা জাড়া বোতে একটি সুদূর ক্যাডেট পিকাকের স্থাপন করা হইয়াছে এবং উহাতে বৎসবে ১২ নত ক্যাডেটকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধের গোড়া হইতে ৫১৬ জন ভারতীয় অফিসারকে কমিশন দেওয়া হইয়াছে এবং গত ১লা অক্টোবর হইতে আরও ৪০০ জন শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

ব্যবস্থা সরকারের প্রত্যাশিত পাঠ্য-ভাষা নিরস্ত্রের লুপ পাঠের পরিবর্তে অন্য কি কালের আদ্য হইতে পারে ও তত্ত্বনা কি উপায় অবলম্বন করা বিবেচ্য। সম্প্রতি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে একটি কনফারেন্স আয়োজিত হইয়াছে। বৃষ্টি ও শ্রি বিভাগের স্বাধীন বাধ্যবী মিঃ তমিজউদ্দিন খান সভাপতিত্ব আসন অধিকৃত করিয়াছিলেন।

হাওড়া জেলায় শিক্ষা বিস্তার

[১ম পৃষ্ঠার পেশাংশ]

বিলাতে ভারতীয় শ্রমিকদের ফৌজ

রাজীন্দ্র প্রসন্ন বসু

হাওড়া মহানগর হিন্দু বালিকা ১ এবং ১২। ইহার পূর্ণ বয়স উচ্চ সংখ্যা ছিল বালিকা ১ এবং ১১। এই সকল বালিকা সংকট ও উন্নত বয়সের। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পাঠ্যক্রম উচ্চ বালিকা হাজির সংখ্যা ছিল ৬৪। ১২টি নিম্ন বালিকা উচ্চ বয়স ১,১২৪ জন ছাত্র ছিল; ইহার পূর্ণ বয়স সেবাসংস্থা হাজির সংখ্যা ছিল ১,১২৩।

উচ্চ বালিকা ও নিম্ন বালিকাগুলির সাক্ষরতার হার ছিল বালিকা ৪,৪৪০ ও ২৬,৮৬৯ টাকা। ইহার পূর্ণ বয়স উচ্চ বয়সের পরিমাণ ছিল বালিকা ৪,২৭২ এবং ২৩,১০০ টাকা। তদুপরে ১,১০২ ও ৭,৫৫০ টাকা বালিকা প্রাথমিক সাক্ষর হইতে পাঠ্য নিম্ন ছিল।

১২ সরকারী ও বেসরকারী ছাত্র হইতে বালিকা ১,১৮১ ও ১,৭০৮ টাকা বেশী ব্যয় করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে মুসলমান শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল ৬২৪; ইহার পূর্ণ বয়স উচ্চ সংখ্যা ছিল ৫৮০।

বিশেষ শ্রমিক শিক্ষা

জেলার হিন্দুগণের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে অনগ্রসর আতি হইতেছে বালিকা, নাইবার, পোল, জোম, মুনবী, মনুজ, বোশা, মুচি, বেথর ও কেওলাপ। ইহারাই অনুন্নত আতি বালিকা পরিচিত।

১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ বিদ্যালয়সমূহে অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮,৭৪২ জন; তদুপরে বালিকার সংখ্যা ছিল ১,০০২। ইহার পূর্ণ বয়স উচ্চ বালিকা হাজির সংখ্যা ছিল ৯, ৬৭৬, তদুপরে বালিকার সংখ্যা ছিল ১,২২৬। মোট সংখ্যা হইতে ৩২৪ জন উচ্চ শ্রেণীতে, ৩৯৩ জন মাধ্যমিক স্তরে এবং ৬,৭২৩ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও ৬২৩ জন বালিকা ও একটি বালিকা বিশেষ বিদ্যালয়ে এবং ১২৩ জন বালিকা অনুন্নত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে ছিল।

সমগ্র জেলার অনুন্নত শ্রেণীর জন্য কেবল বাত্র একটি বালিকা ইংল্যান্ড বিদ্যালয় (পালিকা বিদ্যালয়) আছে। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮৩ জন। কুলের মোট বালিকা বয়স হইতেছে ১,৭১৮ টাকা, তদুপরে ৪২০ টাকা প্রাথমিক সাক্ষর হইতে পাঠ্য নিম্ন ছিল। আলোচ্য বর্ষে অনুন্নত সপ্তম বয়সের ছাত্রসংখ্যা নিম্নলিখিত বৃত্তি লাভ করিয়াছিল:—১। ইংল্যান্ড—১; উচ্চ প্রাইমারী—২; নিম্ন প্রাইমারী—৪।

শিক্ষকদের ট্রেনিং

আলোচ্য বর্ষে ১,১৮৩ জন শিক্ষক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছিল; তদুপরে ২২৪ জন ট্রেনিং—জমার তিন ৪৪ জন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষকিত্রী নিম্ন ট্রেনিং, ৩ জন এম-টি ডিপ্লোমা, ১০১ জন শিক্ষক বালিকা শিক্ষকতা পরীক্ষার পাস, ৪৭ জন জুনিয়র সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত এবং ২৬ জন শিক্ষকিত্রী ট্রেনিং সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার কার্যে নিযুক্ত হইবে এইরূপ শিক্ষকদের ট্রেনিং নিম্নলিখিত বালিকা সমগ্র জেলার কেবল বাত্র একটি প্রতিষ্ঠানই আছে এবং উচ্চ বৃত্তি নিম্নলিখিত বালিকা বয়স হইতেছে ১,৭১৮ টাকা, তদুপরে ৪২০ টাকা প্রাথমিক সাক্ষর হইতে পাঠ্য নিম্ন ছিল। আলোচ্য বর্ষে অনুন্নত সপ্তম বয়সের ছাত্রসংখ্যা নিম্নলিখিত বৃত্তি লাভ করিয়াছিল:—১। ইংল্যান্ড—১; উচ্চ প্রাইমারী—২; নিম্ন প্রাইমারী—৪।

একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রাক্কট রেজিষ্টার ও দুইজন সাক্ষর পাস বালিকা শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান কার্যে নিযুক্ত আছেন। ১৯৩৯-৪০ সালে সপ্তম বয়স ৩২ জন জুনিয়র ট্রেনিং অধীনে ছিলেন। বালিকা বয়স পরীক্ষার সকলই পরীক্ষার যোগ্যতা করিয়াছিলেন কিন্তু জমার মধ্যে ৩১ জন কৃতকার্য হন। কুলের বালিকা বয়সের পরিমাণ ৭,২৫২ টাকা; ইহার পূর্ণ বয়স উচ্চ বয়সের পরিমাণ ছিল ৫,৫০০ টাকা। এই সময় অব্যবহৃত প্রাথমিক সাক্ষর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

জেলার বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১,৬০০ জন শিক্ষক ও ৩ জন শিক্ষকিত্রী আছেন। তদুপরে ৫১৮ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং ১,০৮৫ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত নছেন। ইহার পূর্ণ বয়স ইংল্যান্ডের সংখ্যা ছিল বালিকা ৪৮৯ এবং ১,০৭৩। এখানে একটি বিশেষভাবে উন্নত বালিকা যে, ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ২৯টি বালিকা হইয়াছে।

বালিকাদের শিক্ষা

আলোচ্য বর্ষে বালিকা-বিদ্যালয় ও বালিকা সংখ্যা ছিল ৭৩ এবং জমার ছাত্রসংখ্যা ছিল ২,১৬৫ জন। এই বিদ্যালয়সমূহের বয়সের পরিমাণ ছিল ৪,৬২৪, এবং সময় অব্যবহৃত বালিকা জমার সংখ্যা হইয়াছে।

মহানগর উচ্চ সাক্ষরতা শিক্ষা

আলোচ্য বর্ষে জনসাধারণ পরীক্ষা-চল্লী সম্পর্কে তথ্য: সচিব হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় রীতিমত পরীক্ষা-চল্লী ও বালিকা-বিদ্যালয় করিয়াছে।

হাওড়া জেলায় পরীক্ষা-চল্লী সম্পর্কিত সংশ্লিষ্টকারী ১৮৩ ও ১৮৩ ইংল্যান্ড বিদ্যালয়, ১৮৩ ও ১৮৩ নিম্ন বালিকা ও বালিকা শিক্ষকদের ট্রেনিং নামের নিমিত্ত তিনটি অফিসার দ্বারা পরীক্ষা-চল্লী সম্পর্কিত শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সালে সপ্তম বয়স একজন জন শিক্ষক ট্রেনিং লাভ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মাধ্যমিক প্যাচ টাকা বরাদ্দ হিসাবে প্রাথমিক সাক্ষর হইতে পাঠ্য টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভারতীয় শ্রমিক-সার্ভিস

সংগঠিত পক্ষে ৮জন প্রার্থী নিম্নলিখিত বালিকা।

একবার সরকারী একত্রভাবে যোগদান করা হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত বালিকা ভারতীয় শ্রমিক সার্ভিসের যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে উচ্চ উন্নত উন্নত প্রতিযোগিতা দ্বারা অনুমান ৭জন প্রার্থী প্রাপ্ত হইবে প্রাপ্ত করা হইয়াছে।

মুসলমান প্রার্থীদের যোগদানের জন্য ৬টি পদ সংগঠিত থাকিবে। তবে কোনও মুসলমান যদি উন্নত প্রতিযোগিতার কৃতকার্য হন, তাহা হইলে যোগদানের সংখ্যা এই অনুপাতে হ্রাস পাইবে। একটি পদ "অন্যান্য" নামানুসারে অন্য দ্বারা হইবে। উপরোক্ত প্রার্থী পাইলে এই পদে যোগদান করা হইবে। উচ্চ জমার "তদনীলকৃত" সম্প্রদায়ের জন্যও একটি পদ সংগঠিত থাকিবে; তবে যদি উচ্চ সম্প্রদায়ের কোনও প্রার্থী উন্নত প্রতিযোগিতার উদ্বীর্ণ না হয়, তাহা হইলে যোগদানের উপরোক্ত প্রার্থী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে উন্নত প্রতিযোগিতা দ্বারা এই পদে প্রার্থী নিয়োগ করা হইবে।

ভবিষ্যৎ উপলক্ষে কলিকাতার বৃত্ত-জমার পাঠ্যদান বালিকা শিক্ষকদের অনুমান সম্প্রদায় হইবে বালিকা পাঠ্য করা যাবে।

২৪শে মার্চের পরিবার কাঠিকে এক বালিকা দ্বারা কালো বালিকা প্রাপ্ত হইবে যে: আলোচ্য বালিকা ভারতীয় শ্রমিক সার্ভিসের একটি বিলাতী পরিবারের দ্বারা যোগদান করিবে। এই পরিবারের অনুমান বালিকা ভারতীয় শ্রমিক সার্ভিসের জন্য নেওয়া হইবে এবং জমার ইংল্যান্ডের প্রথম আশোষন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মধ্যে সাক্ষর জমার লাভ করার পর জমার প্রথম করা হইবে। বি: বেডিন বালিকা, ইহার কলে ইংল্যান্ডের সচিব ভারতীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক যোগদানের কলী করা হইবে। তিনি আশা করেন ইহার কলে প্রাচীন যোগের সাক্ষর জীবনব্যাপী প্রকারী উন্নত লাভ হইবে। কারণ উচ্চ না হইলে পাঠ্য জমার সচিব প্রাচীন-যোগের সাক্ষর লাভ করিবে।

প্রকাশ, আলোচ্য অনুমান দ্বারা সাক্ষর একজন ভারতীয় শ্রমিক সার্ভিসের শিক্ষা সার্ভিসের জন্য ইংল্যান্ড গমন করিবে এবং জমার জমার শ্রম-সার্ভিস বি: বেডিনের অধীনে থাকিবে।

প্রথমে ৫০ জন শ্রমিকের একটি দল ইংল্যান্ড গমন করিবে এবং জমার প্রাচীন ও সাক্ষর পর ৫০ জন করিয়া মোট গমন করিবে। জমার ইংল্যান্ড ৬ জন শিক্ষার্থী করিবে। ভারত-সাক্ষর কেবল শ্রমিকদের ইংল্যান্ড গমনের জমার দিবে এবং শিক্ষা ও অন্যান্য দ্বারা বালিকা সাক্ষর বালিকা করিবে।

এই সময় শ্রমিক শিক্ষার্থীদের পর জমার কলিকা আলোচ্য মুদ্রাপত্রের নিম্নলিখিত যে কোন শ্রমিক নিম্নলিখিত হইবে।

আরও জমার জমার যে, আলোচ্য ১৭৭ জমার দ্বারা হইতে ৮,৫৫০ জমার শ্রমিকের শিক্ষা জমার হইবে এবং একজন বালিকা সাক্ষর-যোগের প্রাচীন এক কোরি টাকা বরাদ্দ করা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দ্বারা প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং যে প্রতিষ্ঠানে জমার শিক্ষার্থী করিবে, জমার বালিকা ও শিক্ষক-পদের বেতন দ্বারা ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ লাগিবে।

১৯৪২ সালের জমার সাক্ষর সাক্ষর ১৫ জমার নিম্নলিখিত দ্বারা হইবে এবং জমার শ্রম-যোগের কার্যে যোগদান করিতে সাক্ষর হইবে।

বিলেবী উন্নতির মূল্য নিরূপণ

সংগঠিত পক্ষে ৮জন প্রার্থী নিম্নলিখিত বালিকা।

নিম্নলিখিত উন্নতির পাঠ্যদান ও বৃত্তি সাক্ষর দ্বারা সাক্ষর করা হইয়াছে এবং উচ্চ জমার বালিকা ও সাক্ষর-যোগের কার্যে দ্বারা হইবে।

নাম।	পাঠ্যদান।	বৃত্তি।
	প্রতি উন্নত।	প্রতিটি।
	টাকা।	টাকা।
(১) হিটলার (বহু)	২০১১০০	১৫০০
হিটলার (জাতি)	২১০১০০	৫০০
(২) কেপলারের বহু		
কলিকাতার জমার	১১১০০	১১১০০
.. জমার	২১	২১

জমার-সাক্ষর অতিশয় জেলা-জমার বি: এ. বি, পাঠ্যদান, জমার-সাক্ষর, বালিকা জমার দ্বারা অনুমান প্রাথমিক জমার পক্ষে নিম্নলিখিত হইয়াছে। এই জমার কার্যার্থী দ্বারা জমার শ্রম-যোগের সাক্ষর জমার জমার ও সাক্ষর-যোগের অতিশয় জমার দ্বারা বি: পাঠ্যদান জমার সাক্ষর করিবে।

বঙ্গদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

বিভিন্ন জেলা হইতে বিপুল সাহায্য

গভর্ণর বাহাদুরের আনন্দ জ্ঞাপন

বিশত ১০ই নভেম্বর তারিখে গভর্ণর মেজর হাউজে বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলের পরামর্শ কমিটির যে সভা হইয়াছিল তাহাতে মহাশয় গভর্ণর বাহাদুর আনন্দের সহিত উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য করিবার জন্য তিনি যে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাচার অসংখ্য সাহায্য তাহাতে যুদ্ধতহবিলে সাহায্য করিয়াছে। মহাশয় গভর্ণর বাহাদুর উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। যুদ্ধ তহবিলে মোট ৪৭ লক্ষ টাকার অধিক জমা হইয়াছে তাহার মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকার অধিক টট ইতিমধ্যে তহবিলে দেওয়া হইয়াছে, এই টাকার কাইটার বিমানের দুইটি দলকে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত করা হইয়াছে। অর্ধ লক্ষ টাকার অধিক বেসামরিক লোকের সাহায্যার্থ' দেওয়া হইয়াছে এবং প্রায় ৬০,০০০ টাকা ভারতীয় রেজু ক্রস সোসাইটি এবং সেন্ট জন্স হাস্যালানে দেওয়া হইয়াছে এবং উহা দ্বারা ২৫ বামি আফ্রো-বান সরবরাহ করা হইয়াছে। ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ১০ম বঙ্গীয় সৈন্যবাহিনী ও উপকূল বন্দী বাহিনী—যাহা দ্রুত গঠন করা হইল—অপ'জান হেতু বাক্তীয় প্রয়োজনীয় সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তৎক্ষণা দ্রুতম উপায় করি প্রচার করিয়া এই সমস্ত সুবিধা দানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হউক। ইহাও স্থির করা হইয়াছে যে, ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্যও সাহায্য প্রার্থনা করা হউক এবং যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পাওয়া গেলে একটি পূর্ণ বিমানবাহিনী গঠন করা হউক।

হামলীয়া গভর্ণর-পত্নীর বাণী

মহাশয় মেজর হাউসে নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করিয়াছেন—বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিলের সমর্থক ও চিঠিভাষীক' তদ্বিধা আনন্দিত হইবেন যে আমরা এতদন্ত মোট ১,৫০,০০০ টাকা রাজকীয় বিমান বাহিনীতে একটি পিটকায়াব বিমান ক্রম করিবার জন্য প্রদান করিয়াছি এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই বিমান ক্রম করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। আমরা দ্বিতীয় আর একটি বিমান ক্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছি এবং তাহার জন্য ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলের সমর্থকতায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য একটি বিমান ক্রম করিবার জন্য ১০,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল আদা করিতেছে যে, একটি পূর্ণ বিমান বাহিনী গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা তাহার সংগ্রহ করিতে পারিবে। আমরা ভারতীয় রেজু ক্রস সোসাইটিতে দুইটি আফ্রো-বান সিডেজি, তাহার ব্যবস্থা রেজু ক্রস সোসাইটি ও সেন্ট জন্স হাস্যালানের বঙ্গীয় অরেন্ট যুদ্ধ কমিটি করিতেছে। আমরা নিম্নোক্ত চিঠিতে তহবিলের সমর্থকতার জরুরি বৈধতা বাহিনীকে একটি আফ্রো-বান দ্বি-স্থির করিয়াছি। এই বান সমুদ্রের পরপারে ব্যবহৃত হইবে। আমরা স্যালুতেশন আদায়কে একটি 'ডেজলপুর্ন' পেন্সিকা প্রদান করিব উহা সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারে আসিবে; ক্রমশঃ যে সমস্ত ডেজলপুর্ন হারাইয়া নিয়াছে ইহা দ্বারা সেখানে পূরণ করা হইবে। এই সমস্ত জিনিষাদির উপর লিখা থাকিবে "বঙ্গীয় মহিলাদের উপহার"।

বিশত ১০ই মাসে টাকা বিভাজনের পর মোট জমা হইল ২,৩০১ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে, যুদ্ধ

বাহারায় অর্থ হইয়াছে এই অর্থে ভারতের সাহায্য করা হইবে। ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্য ও সাক্ষিকগণের সুবিধা দেওয়ার জন্য ৮,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা রোমান্সেসে কুটিরের দ্বারা ১,০০০ টাকা এবং লেন্ডএ বঙ্গীয় সৈন্যবাহিনীর সুবিধার্থ' দ্বারা ৫০০ টাকা উপরোক্ত টাকা হইতে দেওয়া হইয়াছে।

আরোও ১,৫০০ টাকা মোট দুটোনে বিমান আক্রমণ-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে এইরূপ সাহায্যের জন্য ১৫,০০০ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছিল।

এই সমস্ত কার্যের জন্য আরোও টাকা সাহায্যে গ্রহণ করা হইবে এবং আমরা স্বাধীন চেয়ারম্যান অথবা জেলা প্রতিনিধি উক্ত টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

গভর্ণরের যুদ্ধ তহবিল

গভর্ণরের যুদ্ধ-তহবিলে বর্তমানে ১১,৪১,৯৯১ টাকা টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গতপূর্ণ সপ্তাহে আসামগোল হইতে ৬,৫০০ টাকা এবং সেতী বেরী হাউসি' মহিলা যুদ্ধ-তহবিল হইতে ৭১,৭০০ টাকা সংগৃহীত হয়।

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কিষ্টেট মি: আর, ওল্ড, আই-সি-এস, টীক প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কিষ্টেট যুদ্ধ-তহবিল কমিটির সভাপতি হিসাবে গভর্ণরের নিকট দুই হাজার মোট ১০,৫০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া যুদ্ধ-তহবিল

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া যুদ্ধ-তহবিল হইতে পুনরায় ৩০,০০০ পাউণ্ড ব্রিটিশ বিমান বিভাগীয় স্বীয় নিকট বিমান ক্রমের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। এই তহবিল হইতে এ-পর্যন্ত মোট ২৮০,০০০ পাউণ্ড টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে এবং এই টাকা হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-জন্ম দ্বারা দ্বিতীয় এক দল বিমান-বহন গঠন করা হইয়াছে।

মহাশয় গভর্ণর বাহাদুরের তহবিলে গত সপ্তাহে ১,০০০ পাউণ্ড টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তদুপরে বর্তমান ও দিনাজপুর জেলা হইতেই বেশী টাকা পাওয়া গিয়াছে। এ-পর্যন্ত এই কংগ্রেস ১০,৪৭,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

যুদ্ধ-কণ

অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত রাজ্যের যুদ্ধ-কণ হিসাবে সেভিংস সার্টিফিকেট ও সেভিংস ট্রান্স বিক্রয় দ্বারা নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে:—

ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট	৩,৩৭,২৮০
ডিকেন্স সেভিংস ট্রান্স	২,৪১৫

উইটস

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া যুদ্ধ-সাহায্য-জরুরের জন্য ১,৫৫৬ টাকা টাকা উঠান হইয়াছে। মহাশয় গভর্ণর বাহাদুরের আনন্দ উপলক্ষে স্বাধীন আনকারী স্পোর্টস্‌মেন্স এই কংগ্রেসে অর্থ আয়ে ১৫০ টাকা টাকা তুলিয়াছেন।

অনুপাইত্তি

বিশত ১০ই নভেম্বর তারিখে রাজকীয় নবম দ্বাদশ যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রচার কার্য সম্বন্ধে উল্লেখ্য এক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় প্রায় ২,০০০ লোক উপস্থিত ছিল। স্বাধীন দ্বাদশ যুদ্ধ সম্পর্কিত সাহায্য এই সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এতৎ ব্যতীত মি: উল্লেখ্য বাব বর্ধন, এম এল এ, দ্বাদশ যুদ্ধ সম্পর্কিত সাহায্য ব্যানারী, মি: কাশী আকবর খানেক, মি: এম, জৈন, মি: এম, জি, মি: প্রমুখিতও সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। মোকুল বাহারী পল্টনে বোলসানার্থ' এই সভায় ৫ জন তদুপ উপস্থিত হইয়াছেন। সভায় যুদ্ধ জরুরের জন্য ৪০১ টাকা টাকা সংগৃহীত হয়।

গত ১৫ই নভেম্বর যে সভায় শেষ হইয়াছে, উক্ত সভাতে অনুপাইত্তি যুদ্ধ কার্যকরী সমিতিতে ১,০৯৫/১০ আদা টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই তারিখ পর্যন্ত মোট ১৬,৪৮১/১০ পাই টাকা পাওয়া গিয়াছে। তদুপরে ৩১৫৫/০ আদা দেতী বেরী হাউসি' বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ জরুরের জন্য অর্থ করিয়া দ্বারা হইয়াছে। এতৎব্যতীত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস ২৯,৬৯৬/০ আদা প্রেরিত হইয়াছে।

অনুপাইত্তি ব্যাংকসমূহ যুদ্ধ-কণের নিম্নোক্ত হিসাব প্রদান করিয়াছে:—

	টাকা।
গভর্ণর ১ টাকা হুসের ৬ বৎসর	
মহাশয় বঙ	১৫,৫১৫৫/০
দুই বিহীন এম	৬০০
পোষ্টালিক্সে বিক্রীত ডিকেন্স সার্টিফিকেট	১২,৮২০

বিশত ১৫ই নভেম্বর তারিখে জেলা যুদ্ধ-কমিটির সভা হইয়াছিল। এই সভায় বিভিন্ন আনন্দিক সাহায্য-কমিটির কার্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রচারকার্য সম্পর্কে কলিকাতা-কম্পন গণসংবোধ কমিটির প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়।

১৫ই নভেম্বর তারিখে অনুপাইত্তি সিভিক গার্ড সাহায্য-কমিটিরও এক সভা হইয়াছিল।

নিমিত্তপূর

জেলা-ব্যাঙ্কিষ্টেটের পক্ষী নিম্নোক্ত জে, সি, বাবের নেতৃত্বে স্বাধীন মহিলা যুদ্ধ-কমিটির পক্ষ হইতে এক সাহায্য অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই উপলক্ষে কলিকাতার এক বাটনামা সভা সম্প্রদায় ১৫ই ও ১৫ই নভেম্বর তারিখে স্বাধীন নিমিত্ত-পূর সভাসমূহে সভাসমূহে হইয়াছিল। উক্ত সভাসমূহেই যুদ্ধ সাহায্য লোক সভা সম্পর্কিত সমালোচনা হইয়াছিল। রাজপাহী বিভাগের কমিটির মি: এ, জে, ডাঙ্গ, সি-আই-ই, আই-সি-এস মহোদয়ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান করা বাইতেছে যে, এই অনুষ্ঠানের দ্বারা বিলাও প্রায় ১,০০০ টাকা উদ্ধৃত থাকিবে। যুদ্ধের সাহায্য ব্যাপারে এই আনন্দ-সোসাইটির অনুষ্ঠান হইবার পরে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

স্বাধীন জেলা যুদ্ধ-সম্পর্কিত মি: এম, জে, দ্বাদশ যুদ্ধ কমিটির কর্মসমূহের নিকট হইতে ৫১৫০ আদা টাকা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ-তহবিলে বিয়াছেন।

২৪ মাস

স্বাধীন ডিউটিপায়সু সাক্ষিক উক্ত-ইংলান্ডী বিদ্যালয়ের ছাত্রসমূহ যুদ্ধ-জরুরের সাহায্যার্থ' "রক্তা-বাহী" পত্রিক প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পত্রিকার প্রথম বিক্রয় অর্থ হইতে ২৪১ টাকা দেতী বেরী হাউসি' যুদ্ধ-জরুরের প্রেরণ করা হইয়াছে। কলস মহিলাদের সভায় এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

হিটলারের অমানুষিক অত্যাচার লীলা

কতিপয় ছুঁতেভোগার মন্ব্যভূদ কাহিনী

মিস্ত্রি বিটলারের অভিযোগে বিশেষজ্ঞ অভিযন্তা
সাক্ষ্যে বিশ্বাস প্রদত্ত হইল। ইহার উপর কোন টিকা-
কিন্তু অসম্ভব।

আমি একজন চেকুভাভীর ছাত্র। ১৮ বাস পূর্ব
পর্বাত আবার দেশ একটি পঞ্চাঙ্গিক রাষ্ট্র বিন্যাসে শান্তি-
শ্রম জীবনযুদ্ধের বিকট হইতে প্রজাই পাইয়া আসিতে-
ছিল। রাষ্ট্রের চতুর্দশাব্যয় যথোপযুক্তি-স্বাধীনতা এবং
অভিযুক্তি প্রত্যেক কৃষ্টির উদ্ভূতি সাধনে সকলের অবাধ-
অধিকার ছিল। আর আর উহা একটা তাৎকালিক রাষ্ট্র
পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই ইহার
নাই। আমার সমপাঠ্যশ্রম বিশু-বিদ্যানের হইতে বিভাজিত
জাহাঙ্গীর হাজার হাজারকে দেওয়া হইয়া গেল।
হত্যা বা কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দাস-পুত্রের জন্য
হাজার হাজারকে দাস জর্জরিত পাইয়াছে। দেওয়া
হইয়াছে। আমার দেশের শিক ও কৃষ্টিকে পলা টিপিয়া
রাখিয়া রাখিয়া হইয়াছে। সাময়িক উদ্বেগে সাময়িক
সাধারণ আমায় দেশের সমস্ত সম্পদ আহরণ করিয়া
সম্মিলিত। জর্জরিত শ্রম-বাহিনীর সক্ষিত মানুষ
প্রতিযোগিতার সন্ধিতে হয় বলিয়া আমার দেশের শ্রম
বাহিনী আর নৃত্যশ্রম। আমার পিতার ব্যবসা ধূস
হইয়া গিয়াছে; আমার ছোট ভাই বোম্বেলিকে জর্জরিত
ধূসে ইয়াই শিক দাস করা হইতেছে যে, জর্জরিত জাতি
শ্রম এবং জাহাঙ্গীর দেশের উপর প্রভাব করিবে।

বিদ্যার : তোমাকে একথা আমি বসাবল
 জানাইতেছি ।

আমি পোল্যান্ডের একজন ইঞ্জিনী। মাত্র বার মাস পূর্বে পর্য্যন্ত আমি এমন একটি বাড়ির প্রজা হিসাব যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং সকল বিষয়ে সম্বিকার ছিল এবং যেখানে শ্রেণিগতের আত্মীয় মূল্য নষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আর আজ আমি একজন দুখী ক্রীম বিপেয়। সুইডেন ডিটেটর আমার বেশটিকে জামাজামি করিয়া প্রাণ করিয়া বলিয়া আছে। আমার মেরুদণ্ডী পোল্যান্ডের আত্মতে দুঃস্বপ্নে পরিণত এবং আত্মাটির ব্যতিক্রম বাহিনী আমার মেরুদণ্ডকে নির্মূল করিয়া নিরাহে।

ইহা দ্বারা আমাদের অভিযুক্ত পর্দায় নিম্ন-এ-
 আমাদের ব্যবসা-দক্ষিণা কল্যাণকর হইতে
 আমাদের আর্থিকস্থিতিরও পথপ্রদর্শন করা
 হইবে। শীঘ্রই এই আন্দোলনের
 ফলস্বরূপ ইতিবাচক মুক্তির আশ্রয়
 পাইব।

ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ
 ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ
 ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ
 ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ ସାହସୀମାନଙ୍କୁ

ହହ ଏକମେ ବୁଦ୍ଧ, ନା ହହ ବୁଦ୍ଧା କାହନା କରିତେହେ । ପ୍ରତି-
 ଶୋଧ ଗ୍ରହଣେର ଅନ୍ୟାୟ ଆସି ବୀଡ଼ିବା ଆସି ।

হিটলার । একমুখী জোহাৎকি আমি সবকিছ জানাই ।

আমি একজন ডেমিশ জাতীয় মোহালা। ছয় মাস পূর্বে পর্য্যন্ত আমার দেশটি পৃথিবীর অন্যতম উন্নতিশীল দেশ বলিয়া গণ্যকৃত ছিল। প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের সহিত উহার কোন বিরোধ-বিশয়ন ছিল না। আর আম উহা একটা ভাবেনার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। নাৎসীসের কবুবার উপরেই উহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। পঞ্চ বনের সাহায্যে নাৎসীরা আমাদের দেশের বৃহৎ ভূভাগ বন্দিয়া আছে। আমাদের দেশের পঞ্চাঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলি এক্ষণে উপভাসের বিষয়-বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বেকর্ম্ম প্রকাশ্যে মিথ্যেভাবে ঘোষণা দাও করিতে সাহস পাইতেছেন না। আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা কণ্ট করিয়া বেতরা হইয়াছে, পাঠে আত্মীয় প্রভৃতির মনে দাওয়া দিয়া যশি। আমাদের সমুদ্র-পারের বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া পিড়াছে। মাসে, রাখন ৩ টির সম্প্রদায় আমাদের লাভজনক ব্যবসা একেবারে মই হইয়া পিড়াছে। আত্মীয়ের সহিত অসন্তুষ্ট ভুক্তিতে বিভিন্ন প্রমাণ আমাদের করে চাপানো হইয়াছে। এক সময় বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র, রাখন ইত্যাদি তৈরীর ব্যাকসার আমাদের গর্ভে এবং সমগ্র জনতের উদ্বার বন্ধ ছিল। ইহা সমুদ্রে প্রলে হইয়া পিড়াছে। কারণ বর্তমানে আমরা সমুদ্রপার হইতে বাধ্য সংগ্রহ করিতে পারি না, কলে এক সময় যে সকল পুৎনামিত পণ্ড আমাদের উন্নতির মূল কারণ ছিল, তাহাবিন্দকে হত্যা করিতেই আমরা বাধ্য হইজেছি। দাবীর জাঙ্গান কর্তৃপক্ষের আমের অনুসারে বর্তমানে আমাকে কাজ করিতে হইতেছে এবং আমার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আর আমার মিথ্যে মদে?

এই শব্দে কখনো কখনো মিথিলাদেশে বৃত্তান্ত জ্ঞান
করিতেছি।

আমি সন্তানের স্নেহের একজন বানিক। ছয় মাস
নবুৎ ও আমার স্বপ্নের সন্তানের সবকে উদ্ভূতিনী,
উদারবল এবং সন্তুতিসম্পন্ন স্নেহ বানিক উচ্চ
বানি স্নেহ করিয়াছিল এবং আমার স্বপ্নের স্নেহের
স্নেহ সন্তুতি পাঠি মিতা সন্তানের বিভিন্ন স্নেহের স্নেহ
বানিক উদারবল। কিন্তু সন্তানের স্নেহের স্নেহের
স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের
করিয়া “স্নেহ স্নেহ স্নেহের” এই স্নেহের স্নেহের স্নেহের
স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের
স্নেহের। স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের
স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের
স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের
স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের স্নেহের

বিদ্যাহে। নবজন্মের অভ্যন্তরে অর্থ-মৈত্রিক এবং
স্বাক্ষর-মৈত্রিক প্রীতি-ময় নন্দন-মুখে বিকসিত। আনন্দের
যে কণি ও কাণ্ডের বাল্যের অশ্রু-ময় মুখের
বিশুদ্ধ ছিল, তাহা নবজন্ম পূর্বে প্রাপ্ত হইয়াছে; কারণ
বর্তমানের উক্ত বাল্যের কার্যাবলীর সঠিক চিত্রিত
নন্দন-মুখে প্রকাশিত। আনন্দের সৌখিন্য-ময়
হইতে একবারে বিকসিত; কারণ নবজন্ম ১২টি ক্রান্ত
সময়ের নবজন্মের নন্দন-মুখে ইচ্ছা-ময় বিকসিত
উদয়-ময় পরিচালিত হইতেছে। আদি বর্তমান
আমার জাতকের কাছে বাহিরে আত্মিক আদি এবং
কোনকালেই আমায় পূর্বে আত্মিক স্বকর্মের মধ্যে কিরিত
বাহিরে পারি না; কিহা তাহাদের উদয়-ময়-ময় মিত্র
কোন প্রকার সাহায্য করিতেও আমি অসমর্থ। এই
সকল ক্ষমতার জন্য ক্রিয়াকর্মকে সমর্থ।

আমি চম্পাণ্ডের ভবনক বাঘদাটী। পাট বাস
পূৰ্বে ও আমার ভবন প্রবাসবাগ্যেব মত ইহার বি-
শেষভাব উপর নির্ভর করিয়া, মুক্তবাস আটির সহিত
সবজা বলা করিয়া সকলের সহিত বাঘদাটী ভালাইয়া
আমিতেছিল। এই বেশে আমার সবভাটিক শীতের জন্য
বিশেষ ভাবে পণ্ডিত ছিল এবং কাহাকেও প্রচোড়িত
করিতে কিংবা কাহাকেও বাধা প্রদান করিতে সম্পূর্ণ
সম্মতবুদ ছিল। আর এই বেশে মাথায় আভ্যাসিতের
সবভাটিক বিশেষিত, ইহার ভবনক আভ্যাসকারী নৈমিত্তিক
বাধা মুক্তিও এবং ইহার সমস্তবুদ আভ্যাস বোঝা বাজ
বিদ্যুৎ। বর্তমানে আমার ইচ্ছামত পুস্তক কিংবা সংবাদপত্র
পাঠ করিতে সাহস করি না এবং পূৰ্বেই মত বিশেষণী
বেতন-কেন্দ্রের সম্বন্ধ প্রথমে সাধনী নষ্ট। এমন কি

[পোখাল ৭ম পৃষ্ঠার ভ্রম]

সি এও ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিমিটেড
(ব্যাংকপথে পান্ডাঘাটী বা জুবা হইতে লক্ষণী
বেংকোন বন্দরে লক্ষণীঘাটী পর্যন্ত গমন এবং লক্ষণীঘাটী
থেকে প্রত্যগাতি লক্ষণীঘাটী বা লক্ষণীঘাটী হইতে ব্যাংকপথে ও
জাহাজের সহায়তায় ব্যাংকপথে বেংকোন প্রত্যগাতি লক্ষণী
হইতে গমন।)

4-11-68

द्वितीय मुद्रणाया, उत्तर, आदिभिरा च प्रकाशने मया
उक्त, वादी च मानवादी कारणान् प्रस्तुत कृतिषु आह ।

वि-वाहि-हम-हम कोर निः

পূৰ্ণ পুৰাণা, ভাৰত, আফ্ৰিকা, আমেৰিকা, ইয়াৰ
স্বৰূপাৰ্ছা ও পান্থোপাৰ্ছাৰ ভাৰতী পৰ্য্যটক
কৰা আৰম্ভ কৰিব।

ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅନୁରୋଧ କରା ଯାଉଅଛି ଯେ, ଶ୍ରୀରାଜା ବେଳ
 ସିଂହଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ ବିଧିତ କରନ୍ତୁ ।
 ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ତଥା ଶ୍ରୀରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ
 କରାଯାଉ ଯିବାକୁ ।

আমার হৃদয় জেঁদে সন্দেহে বদান্যত্ব ত্যাগি,
কাজীনের জেঁদে পূর্ণ বিশ্বাস ও মনের জেঁদে তার
প্রকৃতি অগতঃ বড়ার জন্য বিদ্রুপ চিকানার লিখন :—

-বাকিবন বাকবতী এক কো.,
কলকাতা—শি এক ও এক—এক কো.,
বাকবতি, কলকাতা—শি—এক—এক কো. শি.

বিশেষ প্রত্যা

কলকাতা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের কার্য-সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাউলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রাচীনা বা নির্ভরযোগ্য বসিরা যোগিত বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব অন্যান্য যে সব পুস্তক এই সাধারণতঃ প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাউলার কথা

২৪ ডিসেম্বর—১৯৪০

আজ-প্রত্যয়

বিগত ২১শে মার্চের তারিখে মহামান্য স্প্রট পালিমেণ্টে মহাপ্রভার সদস্যদের প্রতি এক বক্তৃতার বসন,— "সম্রাটের সমগ্র সেবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেবা-সময়ের বীরদের এবং সেসময়কার রক্ত-ব্যবহার একাগ্রতা ও আত্ম-প্রজ্ঞা-সাধারণের পূর্ণ সফলতার ফলে বিশ্বের লাভ সম্পর্কে আমার নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছে।" স্প্রট আরো বলেন,— "যে পর্যায় সা-সামান্যতার নিরাপত্তা সাধিত হয়, সে-পর্যায় অত্যাচারী শক্তিশালী বিদ্রোহ সংগ্রাম চলাইয়া যাওয়ার জন্য আমার প্রজ্ঞা-সাধারণ ও আমার বিশ্বাসের সত্যের প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণতার এই নিরাপত্তা যখন সাধিত হইবে, তখনই যাত্রা বিভিন্ন আতি অথবা অত্যাচার ও বল-প্রয়োগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে সাধারণতা ও সামাজিক ম্যারপজার উপর ভিত্তি করিয়া একত্রে কাজ করিতে সক্ষম হইবে।"

বুটেনের বেসব বিশিষ্ট মেডা বর্তমান জীবন-মরণ সংগ্রামে আত্মিক পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদেরও অনেকের আনুগত্য বক্তৃতার এ-তেন আত্ম-প্রত্যয়েরই সুর শ্রুতি হইয়া উঠিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ চাট্‌চিল পালিমেণ্টের বক্তৃতার সেদিন বলিয়াছেন,— "এ পর্যায় এই বুদ্ধ সম্পূর্ণ জ্ঞানে সমগ্র জাতিগণ ও নিকি বা অর্জুনের সমগ্র বৃত্তি সম্রাটের যথোচিত চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত বুটেনের কল-আমাদের জন্য মোটেই নিরুৎসাহক হইয়া নাই। যে সময় আমরাও আমাদের পক্ষের বড়ই অসুখ-সুখ হইতে পারি, আমি সেই দিনের দিকে আশা-পূর্ণভাবে দৃষ্টি করিতেছি। আমি সেই দিনের প্রতি নির্ভর করিতেছি—যেদিন মাকি মবীন জগত ও বৃত্তি সাধারণতা রূপ-সত্যের নিক দিয়া কেনী শক্তিশালী হইয়া বিজয়ী হইতে পারিবে এবং কল-আমাদের আত্মিক জ্ঞানের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারিবে।"

কয়েক দিন হইল কোলকাতায় বক্তৃতার লক্ষ্য প্রসঙ্গে মিঃ আর্থার গ্রীন্ট্রি বোষণা করিয়াছেন,— "সে-পর্যায়ের কল বুটেনে গিয়ে যে কতি হইয়াছে, জাতিগোষ্ঠে এইগুলি কতি তৎপেক্ষা পক্ষপাত কেনী হইয়াছে। যদিও বুটেনের উপর আতি সাংস্কৃতিকভাবেই পুনঃ পুনঃ বিবাস আক্রমণ চালাইয়া হইয়াছে, তথাপি পক্ষ প্রক্তি আক্রমণ চালাইয়া বুটেন যে বিরাট কতি সারন করিতে পারিয়াছে, তাহার ফলস্বরূপ বুটেনের কতি আতি সামান্য। এইগুলি হওয়ার কারণ ইহাই যে, জাতিগোষ্ঠে বেসব-ও-জাতিগোষ্ঠে আক্রমণ চালাইতেছে। বিবাস আক্রমণে বিদ্রোহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাধারণ বুটেনে হারত কেনীই হইবে; কিন্তু বড় বড় ডেল-সংসোধন-পার, অত-পক্ষের কারখানা, বিদ্যুৎ-কেন্দ্র, বাস-বাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি সাময়িক লক্ষ্য বস্তুর কতি বুটেন অপেক্ষা জাতিগোষ্ঠে অনেক কেনী হইয়াছে।" মিঃ গ্রীন্ট্রি অতঃপর হিসাব করিয়া প্রদর্শন করেন যে, জাতিগোষ্ঠে বিবাস বাহিনী পক্ষপেক্ষে যে কতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে, জাতিগোষ্ঠে বিবাসের আক্রমণে বুটেনের কতি অপেক্ষা জাতিগোষ্ঠে পক্ষপাত কেনী হইবে।

মিঃ আর্থার গ্রীন্ট্রি বেসব কোলকাতায় উপস্থিত বক্তৃতার প্রদান করেন, গ্রীন্ট্রি সেই দিনই লন্ডন উলিমেণ্টে মিঃ চাট্‌চিল-কেন্দ্রেতে সাংস্কৃতিকদের সম্মুখে এক বক্তৃতা দেন। একটি অর্থ-সমিতির প্রতিনিধিত্বের পক্ষে হিসাবে তিনি তথ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমরা এবং আমাদের মিত্র-পক্ষ নিশ্চিতভাবে বর্তমান বুটেনে বিজয় পক্ষে আত্মবিশ্বাস করিয়াছি। যদিও প্রথম প্রথম পক্ষপাত কতিপয়। আমরা জাতিগোষ্ঠে করিতে পারিয়াছি, কিন্তু এই লক্ষ্য সাধেও বুটেন বর্তমানে এতটা শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছে যে, ইতিপূর্বে কোন সময় এতটা সফলতার হয় নাই।"

বুটেনের উপরকার প্রত্যয় এই সব বক্তৃতার যে আত্ম-প্রত্যয়ের সুর শ্রুতি হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রকৃষ্ট লক্ষ্য করিবার যত। এই সব বক্তৃতা হইতে পরিচায়ক বুঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের যে তেটা পাইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে বাক-হইয়াছে। কারণ, বুটেনের জনগণের মনোবল মোটেই শক্তি হইয়া নাই এবং বুটেনে কল-আমাদের কতিও হইয়াছে বুঝি সামান্য। এই আত্ম-প্রত্যয়, এই পূর্ণ সফল, মিত্রদের উৎসাহের পরিচয়। সমগ্র এই সুর শ্রুতি এবং সমগ্র জাতিগোষ্ঠে বেসব-প্রয়োগিত সত্যবাসিত্যের বুটেনের সমগ্র শক্তি বেসব বৃত্তি আত্মিক চলিয়াছে, তাহারই পরিচয় বুটেন ও মিত্রপক্ষ যথা ইষ্ট-মোদের ও জাতিগোষ্ঠে উপর অবশ্যই জরী হইতে সক্ষম হইবে। সমগ্র ইতিপূর্বে প্রদান বিজয় করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উৎসাহিত "মিত্র" জাতিগোষ্ঠে পক্ষপাত করার যে কপি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের, তাহা অবশ্যই বাক-হইবে।

বুটেনের জাহাজসমূহ

বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজ বহু পরিমাণে জাহাজ নিরাস্ত্র বলিয়া জাহাজ প্রচার বিভাগ অর্থোজিক দাবী করিতেছে। বটনাটি এই—সমগ্র জাহাজগণ দাবী করিয়াছিল যে, বটনা-বোট ৩৮ বাণা বৃটিশ জাহাজ জাহাজ জাহাজ নিরাস্ত্র। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, জাহাজগণের দাবী কতটা অতিরিক্ত। এই সবুর জাহাজের ৩৩ বাণি জাহাজ এইগুলি সংবাদ প্রচারের পর নিরাপদে বন্দরে পৌঁছিয়াছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না এবং বক্তব্য মিঃ বোনাফ্রু জল বিগত ১৪ই মার্চের তারিখে বেসব বক্তৃতার পর; বিবৃতি নিরাস্ত্র যে, ১৯৪০ সনের জুন মাস হইতে জাহাজগণ পূর্ণাঙ্গেরা অধিক সংখ্যক জাহাজ জাহাজ হইতেছে। বুটেনের প্রাক্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ২১,০০০,০০০ টন জাহাজ ছিল। বুটেনের প্রথম বৎসরে বৃটিশ জাহাজের কতি পরিমাণ ছিল ২,১৮০,০০০ টন। এই সময়ের মধ্যে বরওরে, ডেনমার্ক ও বেলজিয়ামের বাণিজ্য জাহাজের মধ্য হইতে অনেক জাহাজ পাওয়া যাওয়ার বৃটিশের বাণিজ্য জাহাজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরও গ্রীসের কতকগুলি বাণিজ্য জাহাজ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইয়া জাহাজের বাণিজ্য পোতপ্রণীর যাত্রা এক-চতুর্থাংশ এখন সাধারণ জাহাজের হাতে আছে। বুটেনের পূর্বে এই সব বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ ছিল ৫,৫০০,০০০ টন। ইহার সঠিক নুতন তৈরী জাহাজও আছে। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, পক্ষ যে কতি করিয়াছে তাহাতে বৃটিশ বাণিজ্য কোলপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। একথা সত্য যে, অনেক সময় অনেক দাম পুরিয়া হইতে হইয়াছে এবং জাহাজের পক্ষের পর হইতে বিপদের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুটেনে তিন উপরে এই জাহাজের সমস্যার সমাধান করিতেছে। প্রথমতঃ নুতন জাহাজ তৈরী করিয়া। আমেরিকার সামুদ্রিক কলিকদের সহিত ৬৫ বাণা জাহাজ ও আরও কয়েকটি বেসবকারী জাহাজ তৈরী করিয়া দিবে। দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেন্ট তিন ইট-ইটনে মিত্রদের ৪৯ বাণা জাহাজ ও তৃতীয়তঃ ১৬ বাণি জাহাজ ও ২ বাণি ডেনমার্কের জাহাজ ছিল, তাহাও বুটেনের হারত সক্ষম করিয়াছে।

একটি বৃটিশ জাহাজ জাহাজ করিয়া অথবা নুতন জাহাজ তৈরী করিয়া তাহা যে বাণিজ্য হইয়াছে, তাহাও বৃটিশ জাহাজ আরও ৫,০০০,০০০ টন বৃদ্ধি পাইবে। বৃটিশ জাহাজ আরও জাহাজ নির্মাণের দাবী করিতেছে। ১৯১৮ সনে আমেরিকা ৩,০০০,০০০ টন দ্বিতীয়-জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছিল। এখন জাহাজ আমেরিকার জাহাজ তৈরীকার কল-আমাদের বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা হইয়া জাহাজ, আমেরিকা, ডেনমার্ক ও বেলজিয়ামের অন্যান্য সনে জাহাজ তৈরী করা হইতেছে। তৃতীয়তঃ সাং-বেরিগ হইতে জাহাজ তৈরী করিবার নুতন দাবী করা হইতেছে। আমেরিকা হইতে ৫০ বাণা ডেনমার্ক আমেরিকা সনে ও কতকটা বুটেনের জাহাজ তৈরীকার পুষ্টিকরতা হইয়া জাহাজ বাক-হইবে অনেকটা করিয়া আসিয়াছে। তাহাও বাক-হইবে বেসব বিবৃতির কল-আমাদের পক্ষপাত বাক-হইবে ও আমেরিকা জাহাজ বক্তব্য বক্তব্য বাক-হইবে না।

গ্রীক-ইটালীয়ান সংগ্রাম

গ্রীকগণ ইটালীর পরাক্রম বহু করিয়া চলিয়াছে। বুদ্ধ প্রকৃষ্টপক্ষে আত্ম হইবার পূর্বে অনেকের আশা করিতে পারে নাই যে, গ্রীকগণ আত্মারিক দাবী জাহাজ অধীনে শক্তিত সুসোনিয়ীর সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে এগুলি বীরদের সহিত সংগ্রাম চলাইতে পারিবে। গ্রীকসৈন্যগণ তখন আত্ম-প্রত্যয় বাক-হইবে বাণা প্রদান করে নাই, তাহা হইয়া ইটালীয়ান সৈন্যগণকে পাশ্চাত্য আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত করিয়াছেন। জাতিগোষ্ঠে এইগুলি বুঝি গিয়াছে যে, এই সংগ্রামের এগুলি কল হওয়ার ইতিপূর্বে অনেকটা উলিগু হইয়া পড়িয়াছেন। সেজন্যই বসন করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য পূর্ণ করিবার জন্য ইটালীর যে বিরাট বস্তন আত্ম-প্রত্যয়, বসন আত্ম-প্রত্যয় হইল তাহার অপরিহার্য অংশ। স্পষ্টতঃই দেখা হইতেছে যে, ইটালীর যে কাজ করিবার জন্য আমেরিকা করিয়াছিলেন, সুসোনিয়ী তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। জাহাজ ইটালীর গ্রীসকে বিজয়লাভ করিতে কিহা তাঁহার বস্তন পক্ষ ইটালীর অক্ষমতা বিশেষ সমুখে প্রকট হইতে দিতে পারে না; কারণ তাহা হইলে জাহাজ-ইটালীর মিত্র পক্ষ অজের বসার সাধ-কতা মোটেই থাকে না। সুতরাং এ ব্যাপারে জাহাজগণ হতক্ষেপে কল-বিলম্ব করা চলে না এবং এখন বুটেনের জাহাজ বুলপেরিয়ার পক্ষ আসিয়াছে। জাহাজ সৈন্যগোষ্ঠে গ্রীস অভিযানে হইতে হইলে ইহা উপত্যকার তিতর দিয়াই হইতে হইবে। কিন্তু গ্রীসের উপত্যকারী সমুদ্রে বুটেনের আত্ম-প্রত্যয় গ্রীক বীপপুঙ্খকে নিশ্চয় বাক-হইবে এবং জাহাজ সমুদ্রে ও আকাশ হইতে ইটালীর বাহিনীকে অবরুদ্ধ করী বাক-হইবে। সমুদ্রে ইটালীর পরাক্রম হেতু বৃটিশ সৈন্যগণ পূর্ণ-জাহাজগণের কতকগুলি বীট বসন করিয়া বলিয়াছে এবং জাহাজগণের আত্ম-প্রত্যয় পক্ষ-সাধন্য বৃটিশের অনুকূলে আশ্রয় করিয়াছে।

সমুদ্রে জাহাজ-সময়ের অবতারণা

জাহাজগণ প্রচারকার্যে এক কপি দাবী করিতেও জাহাজগণ সৌহার্দ্য ও বাণিজ্য জাহাজগণ বৃটিশ সৌহার্দ্যের ভয়ে সক্ষম। সমুদ্রে সমগ্র জাহাজগণ বটনা হইয়াছে তাহাও ইটালীর প্রকাশ পাওয়া যায়। জাহাজগণ ও বাণা জাহাজ ইটালীর বাক-হইতে পোপনে বাহির হইয়া এই অসুখ অতিরিক্ত প্রকাশ করিয়াছে।

জাহাজগণ হইয়াছে যে, ১৪ই মার্চের তারিখে সনে এই ৪ বাণি জাহাজ জাহাজ সাংস্কৃতিকদের সহিত সংগ্রাম জাহাজগণের জন্য তৈরী করে। কোন সফল-বাক-হইতে জাহাজগণ এককপি জাহাজ জাহাজ আতি কতি পক্ষপাত করে এবং অপর তিনজন জাহাজ পুনরায় পূর্ণ কল-হইতে দিয়া যায়। অপর পক্ষে কয়েকটি বৃটিশ জাহাজ ছিল না। বক্তব্য জাহাজগণ অধিকতর বৃটিশ সৌহার্দ্যের ভয়ে এগুলি সক্ষম যে, বৃটিশ সৌহার্দ্যের কল জাহাজ হইতেই জাহাজগণ কতি করিবে জাহাজগণ কতি করিতে পারে না।



কেন্দ্রীয় পাট-কমিটি

বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত

ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট-কমিটি ১৯৩৯-৪০ সালের বার্ষিক কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। কার্য-বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, জুট-কমিটির কার্য সামান্যিক সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইয়াছে। রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কমিটির গবেষণা বিভাগের অনুসন্ধান বিশেষ প্রয়োজনীয় সকল লাভ করা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কাল রাখা ছিল যে, পাটের গোড়ার পীড়া দূরী হইতে উদ্ধৃত হয়। কিন্তু চাকার কৃষি-গবেষণাগারের পরীক্ষায় দ্বিধীকৃত হইয়াছে যে, পাটের রোগ বীজের মধ্যেই নিহিত থাকে। আরও বিদ্যুৎ ও পটীর গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, পাটের রোগ-বীজাণুর মধ্যে অর্ধ-চক্রাকার রোগ ও গীলফা পোকা প্রভৃতি কর্তৃক প্রেরণীয় রোগ বীজাণু সচরাচর পৃষ্ট হয়। চাকার বিভিন্ন প্রকার বীজাণুর সংশ্লিষ্ট ঘটনায় হয় এবং পাট পিঁঠা জলের চওটা সমুদায় রাসায়নিক পরীক্ষা ও সারের প্রয়োগ সম্পাদিত হইয়াছে। পাট-তন্তর গঠন ও বিভিন্ন জরুরি ক্ষতির আনুমানিক পরীক্ষাও করা হইয়াছে। জুট-কমিটি চীনাগত্রে একটি টেক্সটাইলজিক্যাল সেবেরটরী স্থাপন করিয়াছেন। এখানে পাট-তন্তর পুষ্টি, সুস্বাদু ও সমরীয়তার পক্ষের সংযোগ এবং তৎসমুদয় ও তন্তর সৌলভ্য প্রায় দ্বিধীকৃত হইয়াছে। অতীত পাটের আর্জতাও নির্ধারিত হইবে আশা করা যায়। পাট-নির্মিত বস্ত্র অপেক্ষা বোলোকা কাপড় নির্মিত বস্ত্রের চিনি দ্বারা বেশী সুবিধাজনক; কারণ পাট নির্মিত বস্ত্রের আর্জতা বিদ্যমান থাকে। পাট-তন্তর আর্জতা হাস করিবার প্রয়াস চলিতেছে।

জুট-কমিটি আরও একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। পাটের আঁলের সঠিত বণ এবং পাকানো পাটের আঁলের সঠিত অম্যান্য আঁল মিশ্রণ দ্বারা সুতন উপায়ে পাট-নির্মিত বস্ত্র ব্যবহারের পরীক্ষা-কার্য চলিতেছে এবং এই পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

জুট-কমিটির অধীনস্থ মার্কেটিং বিভাগ আলোচ্য বর্ষে প্রধানতঃ পাটের বাজারের তথ্য সংগ্রহ ও পরীক্ষামূলক-ভাবে পাটের বাজারের উন্নতি বিষয়ক কার্যে নিয়োজিত ছিল। এবিধের মার্কেটিং বিভাগ যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছে। পাট চাষের জমির পরিমাণ নিরূপণ কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং শীঘ্রই পাট চাষের উপযুক্ত জমি নির্ধারণ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত হইবে।

উৎসর্গের মূল্য নির্ধারণ

সরকারী বিবৃতি

ভারত সরকারের বিপত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের যে প্রেস-নোট বিপত ৭ই মার্চ তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে "এ ও বি" ৬১৩ বটিকার পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছিল। ঐ প্রেস-নোটের সংশোধন করিয়া ১৯৪০ সনের ৫ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে কলিকাতা পথের ও পরষতলীতে নিম্নলিখিত হালকৃত মূল্য উক্ত বটিকা পাওরা হইবে।—

ভেজমাণ (এ ও বি ৬১৩) বটিকা

বটিকার পরিমাণ।	মূল্য।
১০০ বটিকার আধার	... ১৬ টাকা।
৫৫ বটিকার আধার	... ৪১০ আনা।
৫৫ বটিকা	... ১৬ পাই।

ছয় কোটি চটের খলিরা

গভর্নমেন্টের নতুন অর্ডার

জানা গিয়াছে যে, গভর্নমেন্ট ভারতীয় জুট কমিটির দিকট ৬০,০০০,০০০ মাসুর বস্ত্রের অর্ডার প্রদান করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মাস ডেলিভারী দিতে হইবে। আরো জানা গিয়াছে যে, ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমিতি শেষ অর্ডার পাইয়াছিলেন।

প্রকাশ, মিসরের প্রায় দুই লক্ষ বেস্ট্র ইটালীর দিকটে মুদ্র করায জন্য প্রস্তুত হইয়া বহিয়াছে।

আগ-মার্কা আটোর দর

সরকারী বিবৃতি

গত সময়ে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের ভারতীয় চাকী পেশা আঁল নিম্নলিখিত দরে বিক্রয় হইয়াছে:—

- ১। কাপড়ের বস্ত্রের প্রতিবর্ণ ... ৫৫০০ পিঁঠ টাকা চৌক আনা।
- ২। চটের বস্ত্রের প্রতিবর্ণ ... ৫৫০০ পিঁঠ টাকা চৌক আনা।
- ৩। কাপড়ের বস্ত্রের প্রতিবর্ণ ... ৬০০ ছয় টাকা দুই আনা।

ভারতকে শক্তিশালী করুন



আপনার ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করিতে আপনার সজিত অর্থকে সত্যিকারের কাজে লাগান। ভারতের রক্ষা সাধন শক্তিই আপনার ভবিষ্যত নিরাপত্তার সবচেয়ে সুব্যবস্থা। আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র ও সৈন্য প্রতিপালনের সহায়ক হইয়া আপনার কর্মকাণ্ড সম্পাদন করুন।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স বণ্ড কিনিয়া আপনি শুধু স্বদেশের ও নিজের আত্মরক্ষা করিতেছেন না—নিরাপত্তে টাকা খটাইয়া তুলে। সুদে লাভবানও হইতেছেন।

ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট—

১০৯ টাকা, ৫০৯ টাকা, ১০০৯ এবং ৫০০৯ টাকা মূল্যে এই বণ্ড বিক্রীত হইতেছে। ৫৫ বৎসর পরে প্রতি ১০৯ টাকার জন্য ১০১১/১০ হিসাবে পড়ি-গোবা—পতকরা ১০০ বৈশিক সুদ দেওয়া হইবে—ইমকান টাকায় বিবক্ষিত। এই পণ্ডির কোন কারণেই মূল্যহানি হইবে না। একজনকে সর্বমুখিক ৫০০০ টাকা মূল্যের বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। পোষ্ট বকিং বা রিজার্ভ ব্যাংকে খোঁজ দিন।

ছয় বৎসরের ডিফেন্স বণ্ড—

১০০৯ টাকা এবং ইহার যে কোন ভবিষ্যৎ সংস্কার বিক্রীত হয়। ১৯৪৬ সালের ১শা আগষ্ট তারিখে ১০১৯ টাকা হারে পরিশোধ্য। পতকরা ১৯ হারে সুদ ছয় মাস অন্তর উঠান হইবে। যে কোন ব্যক্তি বণ্ড টাকায় ইচ্ছা এই বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

সুদ বিহীন বণ্ড—৫০৯ টাকার

জুর্বে যে কোন মূল্যের জন্য বিক্রীত হইবে ডিন বস্ত্রের পরে নির্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ্য—এক বৎসর অন্তর ডিন মাসের মোটামুটি পরিশোধ করা হইতে পারে। প্রস্তুত পুরোজনের ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে নির্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ করা হইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স বণ্ড ক্রয় করুন

সর্বত্র ইটালীয়ান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়

আলবেনিয়ার গ্রীকদের অগ্রগতি

ইটালীয়ানদের পুনরাক্রমণের প্রচেষ্টা

গ্রীক সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ইটালীয়ানরা করিন্থা অভিমুখে এক পাল্টা অভিযান পরিচালনের সজ্জা করিতেছে বলিয়া আভাস পাওয়া যাইতেছে।

• ইটালীয়ান সৈন্যেরা যুগোস্লাভ সীমান্তের নিকটে বিশাল উল্লেখে ডোড়জোত করিতেছে এবং কামান নষ্ট করা দিতেছে।

গ্রীকদের অব্যাহত অগ্রগতি

পত্ন কয়েক বিঘস যাবত গ্রীকরা এখন অশ্রুতভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে যে, ইটালীয়ানদের দ্বিতীয় রক্তাক্ত নির্বাপনের সুযোগও পেওয়া হয় নাই। ইটালী আলবেনিয়ার যে সকল দুতন সৈন্য আনিতেছে তাহাদিগকে অবিলম্বেই লম্বা রণক্ষেত্রে প্রেরণ করা হইতেছে; কিন্তু এখনই উহারা গ্রীকদের সম্মুখীন হইতেছে তখনই তাহারা পরাজিত হইতেছে।

গ্রীকরা সর্বশেষ ইটালীয়ানদের দুইখানা বিমানপোত হস্তগত করিয়াছে। বিমান দুইখানার অবস্থা ভালই ছিল এবং চালু করার জন্য সাহায্য রকমের যোগাযোগ প্রয়োজন হয়।

গ্রীকদের বিমান নষ্টের অজ্ঞাত আক্রমণ

গ্রীকদের বিমান নষ্টের এক এপেডোচারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বিমানগুলি পশ্চিমপন্থনরত ইটালীয়ানদের বিদ্রোহ করিয়া তুলিয়া ইটালীয়ানদের অগ্রগতিতে সাহায্য করে।

একটা পদাতিক বাহিনীর উপর বোমা বর্ষণের ফলে তীব্র বিপুলতা দেখা দেয় এবং বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। টিউলনেতে কনভয়ের উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং নৌচর-লবীর ও অনুভূত প্রেরণার উপরে বোমা পড়ে। আগিও-কাটোতে রক্তাক্ত উপর বোমাবর্ষণ করা হইলে উহা অতিশ্রুত হয়। মিসিনি, টেরোপো ও বাবীর উপর পর্যবেক্ষণ কার্য চালানো হয়।

উত্তর রণক্ষেত্রে অগ্রগতি

উত্তর রণক্ষেত্রে গ্রীক অগ্রগামী বাহিনী ভোসকো-পোলের ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে হাইকা পৌঁছিয়াছে। উহারা শহরে কোন ইটালীয় সৈন্য দেখিতে পার না; তবে উহারা তিনটি ইটালীয় ব্যাটালিয়নের পতাকা হস্তগত করে। উত্তর রণক্ষেত্রে অপর এক ক্ষেত্রে গ্রীকরা একজন সেনানায়ক, তাতার সহকর্মীগণ, ৬৫ জন কোম্পানী কমান্ডার এবং একটি ব্যাটালিয়নের মাধ্যমী সাজসজ্জাদি হস্তগত করে। গ্রীক বাহিনী পোসাতের অধিকার করিয়াছে। উত্তর হইতে যে আট ইটালীয় সৈন্য আনিতেছিল, বৃটিশ বিমানের বোমা বর্ষণে তাহারা হতাহত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। উপকূলবর্তী রণক্ষেত্রে গ্রীক বাহিনী বিমানবাহনে ইটালীয় বাহিনীর পশ্চাতে অবতরণ করিয়া ইটালীয় বাহিনীর সম্মুখীন সুযোগ বিজিত্য করিয়া কেলিয়াছে। এপিডাস রণক্ষেত্রে গ্রীক বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিবেদন করিবার জন্য নব্যগত ইটালীয় সেনাবলি চেষ্টা করিতেছে, হুত সেনা আত্মসমী করিয়া যুগ্মরূপে নিরস্ত্রভাবে হস্তান্তর করিয়া হাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। বৃহৎ আকারের পন অনুমান দুই ডিভিশন ইটালীয় সেনা আত্মসমীকর আত্মসমী করা হইয়াছে। পলায়নপর ইটালীয় বাহিনী নিম্নলিখিত গ্রীক প্রাকগতিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া চলিয়াছে।

বৃটিশ প্রচার-সচিবের বক্তৃতা

লন্ডনে জাতীয় বৈশিষ্ট্যকর বক্তৃতা করিবার এক জোড়-সত্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে মি: জাক কুপার বলেন, "ডিটে টমরা একটা তুল করিয়াছেন। যুগোস্লাবী জাহার আশ্রয় প্রদান বড় উত্ত পাকা নয়। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, গ্রীক আলবেনিয়ার বড় জনতার নিকারে পর্যাবসিত হইবে। কঠোর বাস্তবের আঘাতে তাহার মিস্রভজ হইয়াছে; কিন্তু এখনও ঠিক কিছু বুঝিতে না পারিয়া তিনি এখনও চকু বগড়াইতেছেন। একটা চিন্তা করিতেও যৌবন যোগ হয় যে, একটা জাতি যাহারা প্রাচীনকালে সত্যাত্মকে সম্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল এবং আর একটা জাতি যাহারা আধুনিক যুগে সত্যাত্মকে সম্মুখ করিয়া তুলিতেছে—এই দুইটি জাতি আর চারো চার মিলিয়াই বর্ষতার নিম্নে সংগ্রাম করিতেছে। আত্মপরা রাক্ষসনৈতিক সংগ্রাম বা ধর্ম কোমল প্রকার সংগ্রাম যেরূপ ভালভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে, ইটালীয়ানরা সেখান পারেন না। কারণ যদিও তাহারা আর তাহাদের এক অযোগ্য কেশ-খালীর ডিটেটরীর পাল্লার পড়িয়াছে, তবুও তাহারা তসত্তা এবং এমন একদিন আনিবে যখন বাবীকতা পুনরায় ফিরিয়া পাইয়া তাহারা সত্যতার ডাগর ত্যাগের পূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করিতে পারিবে।"

ব্রিটেনের সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মি: জাক কুপার বলেন যে, যখন কোমল লোক দুইজন বহু কর্তৃক অত্যাচার রাক্ষসে আক্রান্ত হয় এবং নিজের জীবন রক্ষার জন্য মুখ করিতে বাধ্য হয়, তখন কি জন্য সে মুখ করিতেছে তাহা বলার মত বোধোপগি বা সময় তাহার থাকে না। কিন্তু, তবিত্যক্তে কি হইবে না হইবে, তৎসম্পর্কে আলো-চনার বিরত থাকার কোমল কারণ নাই। এই সংগ্রাম উদ্দেশ্য এবং সম্ভবত: পৃথিবীকে যথেষ্ট পরিমাণে শান্ত করিয়া কেলিবে। কাজেই, যখন এই সংগ্রাম শেষ হইয়া যাইবে, তখন আমরা আমার উহার পুনরুঠনে প্রবৃত্ত হইব এবং যে সকল সমস্যার সমাধান আর সম্ভব নয় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার সমাধানে দায়বিরোধ করিব।

জার্মানিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবগত নিত্য

যুগোস্লাভ হইতে আশ্রয় নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, যুগোস্লাভ প্রাপ্তন পুরান-মন্ত্রী জেনারেল আর্গে মিচান এবং জেন-নিয়ালতা বিভাগের হুতপূর্ণ বর্গী মারিনেবু ও আরও ৬২ জন যুগোস্লাব রাজনৈতিক বন্দীকে ফিলিস্তিন সামরিক বন্দীশালায় ওঠী করিয়া হস্তগত করা হইয়াছে।

মহত্তরয়েত পক্ষীয় বিচারণ

পত্ন ২৮শে মার্চের মঙ্গলবার রাতিতে পশ্চিম মহত্তরয়েত মাদরাস চলাচলে বিদ্যুৎ খরচ উদ্দেশ্যে এক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ইহা কেন্দ্রীয়িক মহত্তরয়েত-নগর বৈজ্ঞানিক কার্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

"মিউইক টাইমস"এ টেকনিক হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, ঠিক একই সময়ে উত্তর মহত্তরয়েত পক্ষীয় ও পূর্ব-মহত্তর পক্ষীয় পক্ষিতে আঘাত করে। পত্ন কয়েক বৎসরের মধ্যে বড় বড় মুহুর্তমূলক কার্য আর সংঘটিত হয় নাই।

ঐ অবস্থানে অবস্থার বোধনা করা হইয়াছে এবং জার্মান সৈন্যবাহিনীর বৃহত্তর অবস্থার মোড়োদন ব্যাপ হইয়াছে। অসুলো হইতে দুতন সৈন্যও প্রেরণ করা হইয়াছে।

"বেঙ্গল উইকলী"

(বিভাগীয় সংবাদিক)

—এক—

"বাঙলার কথা"

(বাঙলা সংবাদিক)

বিজ্ঞাপন বিভাগ আপনাদের ব্যবসায়ের

প্রচার সাধন করুন।

সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা

৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের যেই ও অব্যাহত বিবরণ অবগত

হওবার জন্য নিম্ন টিকানায়

অনুলিখন করুন:—

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

করেক্ষমতাকে প্রেক্ষার করা হইয়াছে। মনে হইতেছে, বিপত্ত বৃষ্টি ও জুয়ারপাড়ের ফলে পূর্ব-মহত্তরয়েত জমি ভূমি বর্ধেইরূপে মরম হইয়া বাঙলার নামান্য তিনদাবিট বিস্তারনের সাহায্যেই পূর্ব-মহত্তরয়েত করা সম্ভবপর হই-
য়াছে।

অসুলো-বাগে'র বেলগুয়ের নগরী হাদে কতি হইয়াছে এবং সরকারী সত্ক-ভলিও কতি লাভিত হইয়াছে।

ইটালীয়ান নৌ-বহরের পলাতন

জুমায়াগারে বৃটিশ নৌবহর দেখিতে পাইয়া ইটালীয়ান নৌবহর পুনরায় সংগ্রাম এড়াইয়া পূর্ব প্রদেশ করিয়াছে। সরকারী এপেডোচারে প্রকাশ, দুইখানা ব্যাটেলিশন, বহু-সংখ্যক জাহাজ ও ডেইরার এবং বৃটিশ রণতরীসমূহ দেখিতে পাইয়া পূর্ণ বেগে আপন জাহাজে পলায়ন করিয়াছে। বৃটিশ জাহাজগুলি বহু দূর হইতে গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিল।

ডিউরিন অস্ত্র-নির্বাণের কাম-ব্যস্ত বোম্ব বর্ষণ

বিমান নকশের এপেডোচারে প্রকাশ, রাজকীয় বিমান-বহরের জাহী বোম্বার প্রেক্ষণি ডিউরিনের ইটালীয় রাজকীয় অস্ত্র নির্বাণের কাছাকাড় উপর বোম্ব বর্ষণ করিয়াছে। আর চার জাহা পূর্ব প্রদেশের বিমান আক্রমণের পর এই দ্বিতীয় আক্রমণে কতির পরিমাণ আনন্দ ওগে বঞ্চিত হইয়াছে।

৮,২০০ টনের বৃটিশ জাহাজের পলাতন সন্ধান

অষ্ট্রেলিয়ার নৌ-সচিব মি: ডিউরিন ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিম পূর্বে "পোর্ট অফ প্রিকবেস" নামক বৃটিশ জাহাজ এককালীন আক্রমণকারী জাহাজ আত্মরক্ষা আক্রমণে নিমজিত হইয়াছে। এককাল অষ্ট্রেলিয়ান রণতরী উক্ত নিমজিত জাহাজের ২৭জন বক্তব্যবিত্ত লাভিক লগা অষ্ট্রেলিয়ার এক কক্ষের উপনীত হইয়াছে। ৮,২০০ টনের এই জাহাজ লন্ডনে বৈজ্ঞানী করা হইয়া-
ছিল।

আত্যাগীতে বৃটিশ জাহাজ বিপর

ব্যাংকে রেডিও "ট্রেন্সমিট" নামক বৃটিশ জাহাজ হইতে এই বর্ষে সন্ধান পাইয়াছে যে, উহা লাক্ষেরিণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। ব্যাংকে রেডিও আরও জানা-
যাচ্ছে যে, হুইটিস জাহাজ "বাস্টন" (যাহা টপে'র জাহাজ আঘাতে অগ্নি হইয়াছিল) এখনও জাহাজ আত্মরক্ষা ওগে হুইটিস বোম্ব জাহাজে তরিতা গিয়াছে এবং জাহাজের নব্যত্বগে অগ্নি উঠিতেছে। উক্ত জাহাজে ১৩ জন লাভিক আছে; কিন্তু জীবনভরী আর একটি।

[৮ম পৃষ্ঠার সেতুন]

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

মোড়াখালী—

সদস্যের সহকর্মী-হাকিম জীতার অধীনে সার্কুল অফিসারগণকে লইয়া গ্রাম বাগানে কতিপয় প্রচারণা-সভা আয়োজন করিয়া পল্লী-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিনয়রূপে বুঝাইয়া দেন। কেনী সহকর্মী সার্কুল অফিসার সিগুনিগিত স্থান সমূহে প্রচার কার্য চালাইয়াছেন :— বাগনভূঁইয়া, আনন্দপুর, হাজাপুর, পঁচগাছিয়া, ভাগল-নাইয়া, ভাড়াপুর ও গলিয়া। এই সকল সভার গ্রামবাসি-গণের সমাগম বেশ ভালই হইয়াছিল।

সাহায্যকর্ম

দক্ষিণ সাতারায় আদর্শ পল্লীর কলীকুল লোকালয় বোর্ডের দ্বারা পার্শ্ব একটি ভোবা হইতে কচুরী পান্য পরিষ্কার করে। এতদ্ব্যতীত ভাড়াপা একটি পুকুরিণীর পাড় হইতে জল সাহু করে। দক্ষিণ পান্যকলী আদর্শ পল্লীর কলীকুল কবিল সহায়ের পুকুরিণী দ্বারা একটি পুকুরের কচুরী পান্য পরিষ্কার এবং পার্শ্ববর্তী জল সাহু করে।

অটোমর দ্বারা কোন নুতন মৈত্র-বিদ্যালয় কিংবা গ্রামাগ্রহণের স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি রীতিমত ভাবে কাজ করে।

জাতি-গঠন—

চরখাট পান্যের অন্তর্গত আদর্শ ইউনিয়নবোর্ডে সেন্ট হাইল দ্বারা নুতন গ্রামা বিদ্যালয়, একটি গ্রামা বিদ্যালয় স্থাপন এবং কিছু পরিমাণে জল সাহু করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বাগমারা পান্যের অন্তর্গত গমিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন কিছু জল পরিষ্কার করা হইয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। এই স্থানে গ্রামবাসিগণ বৈজ্ঞানিকপ্রণোদিতপ্রদে একটি বৈজ্ঞানিক মঠ তৈরী করিতেছে।

ইদেব হিসে পদা পান্যের অন্তর্গত হরিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এক দিনের জন্য একটি বোলা-পান্য আয়োজন করিয়াছিলেন। পল্লী জল হইতে প্রায় ২,০০০ লোক এই উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিল। সহ-কর্মী হাকিম সমবেত সকলকে সজ্জিত কক্ষে যোগদান করিবার নিমিত্ত এবং পান্যপূর্ণভাবে বাস করিতে উৎসাহিত করেন।

পারীক্ষিক ক্রীড়া-কৌতুক

হরিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন একটি ক্রীড়া-কৌতুক প্রতিযোগিতা, সতরপ, ডমোয়ার ও তীরন্দার কলার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং বিজয়ী প্রতিযোগিতাকে প্রয়োজনীয় পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল। উপস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত চরখাট পান্যের অন্তর্গত আদর্শ ইউনিয়ন বোর্ডে চারটি নুতন সহকর্মীর মৈত্র-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। মৈত্র-বিদ্যালয়সমূহে তীক্ষ্ণরূপে ভাবে বলিতেছে এবং ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

একটি ক্রীড়া কৌতুক উপলক্ষে হরিপুর ইউনিয়ন বোর্ডে বেস ও বীলার তৈরী দানাদুল বিভিন্ন শিকার ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনকারীদেরকে পুরস্কার বিতরণিত হইয়াছে।

কলকাতার (চট্টগ্রাম)—

পত অটোমর দ্বারা কলকাতার সহকর্মী যে পল্লী-সংগঠনকারী কার্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

আলোচ্য দ্বারা চকারিয়া পান্যের অন্তর্গত চোবিকা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন কলিরাখালী কৌজার কুমারী বালক জল বৈজ্ঞানিকপ্রণোদিতপ্রদে পরিষ্কৃত হইয়াছে।

একাদশক বিত্তিগু দ্বারা কলকাতার ৪৬২৭০ জনকে সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ-ভবনিলে প্রদান করিয়াছেন।

গোয়ালন্দ (ফরিদপুর)—

সহকর্মীর মৈত্র-বিদ্যালয় উত্তর এলাকাতেই পরিচালিত হইতেছে। গোয়ালন্দের সার্কুল অফিসার জীতার এলাকার অন্তর্গত বিদ্যালয়সমূহের আর আরে বিদ্যালয় পাইতেছেন।

পতর্গ বোর্ডের নিকট হইতে যে কুটিলি পাওয়া গিয়াছে, তাহা গ্রাম-সালিনী বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান এবং যে সকল অফিসার মালিকের বিশেষ প্রাধিকার দেখান-কার উপযুক্ত লোকসিগের দায়িত্ব বিতরণ করা হইতেছে।

মালারীপুর (ফরিদপুর)—

ভাষ্যত পতর্গ বোর্ডের নবীকৃত অর্থ হইতে ১৭টি নল-কুল খনন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে ৫টি নলকুল ইতিমধ্যেই খনন করা হইয়াছে।

ইউনিয়নসমূহ হইতে কচুরী-পান্য পরিষ্কার করিবার জন্য সার্কুল অফিসারগণের দায়িত্ব ইউনিয়ন বোর্ড-সমূহকে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং এই সহকর্মীর ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ উক্ত কার্য সম্পাদন করিতেছে।

প্রজন্ম বীড়

এই সহকর্মীর প্রজন্ম বীড়সমূহ ১২টি বাড়িরে জন্ম দান করিয়াছে। কলকাতার পান্যের অন্তর্গত পান্যবিদ্যা নামক স্থানে একটি নুতন গ্রামাগ্রহণ স্থাপিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ রমজানপুর আর একটি গ্রামাগ্রহণ বোলা হইয়াছে। পুরাতন গ্রামাগ্রহণগুলি বেশ ভাল কাজ করিতেছে।

মোটের উপর এই সহকর্মীর দ্বারা বেশ ভাল। ইতিমধ্যে কয়েকজন লোক মালিকের দ্বারা ভূগিতেছে। নব স্থাপিত দক্ষিণ রমজানপুর পল্লী সংগঠন সমিতি একটি দ্বারা প্রায় এক মাইল পরিমিত স্থানের জল সাহু করিয়াছে। এই সমিতি বৈজ্ঞানিকপ্রণোদিত প্রদে পল্লী-পথ নির্মাণ কার্য শুরু করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই একটি দ্বারা এক মাইলের চারি ভাগের তিন ভাগ তৈরী করিয়া ফেলিয়াছে।

যে সকল স্থানে এখনও পল্লী-সংগঠন সমিতি গঠন করা হয় নাই, সেই সকল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণকে উক্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে বলা হইয়াছে। সরকার যে সকল কুটিলি সরকার করিয়াছেন, তাহা স্বাধীনতা বিলি করা হইতেছে।

গোয়ালন্দ (ফরিদপুর)—

কুয়াজা পল্লী-সংগঠন সমিতি একটি মৈত্র-বিদ্যালয় এবং একটি দারিদ্র্য সমিতি স্থাপন করিয়াছে।

কাঁচি ইউনিয়নের অন্তর্গত পল্লী-সংগঠন সমিতি নিজ নিজ অফিসার কচুরী-পান্য পরিষ্কার করিয়াছে। বোনাপাড়া পল্লী-সংগঠন সমিতি ৫০০ পত বৈজ্ঞানিক-সেবকের সাহায্যে বলা নবুতী নদী হইতে কচুরী-পান্য পরিষ্কার করিয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত বোনাপাড়া গ্রাম হইতে জল সাহু করিয়াছে। এই গ্রামের দ্বারা ও মালিকের বিশেষ উদ্বুদ্ধি দানিত হইয়াছে।

বীড়—

পত অটোমর দ্বারা সরকারী সিনেমা পাঠ পল্লী-সংগঠন ও কলিরাখালী গ্রামে পল্লী-সংগঠন সম্পর্কে কতকগুলি চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বারীর দ্বারা সম্পাদিত পল্লী-সংগঠন বিত্তিগু গ্রামে ব্যক্তিগত-সংগঠন সমবেত প্রদর্শন বৃহৎ প্রদান করিয়াছেন এবং এতদ্ব্যতীত কুমার

নামক স্থানে একটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কৌজার দ্বারা সম্পাদিত কলকাতার এবং সালিনী ইন্সপেক্টর সভার বৃহৎ প্রদান করিয়াছেন।

পল্লী-সংগঠনের সার্কুল অফিসারের সহযোগিতায় পল্লী বিলন সমিতি একটি কুটিলি টিন গঠন করিয়াছে এবং উক্ত দল বিত্তিগু গ্রামের সমিতি প্রতিযোগিতাসমূহে বোলা করিয়াছে। দ্বারীর কলিরাখালী বাস অফিসার দ্বারা খেলার মাঠের জন্য টিন একর জমি দান করিয়াছেন। সমিতির প্রদর্শনের বহু নুতন পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে এবং প্রদর্শনের সমসাময়িক গ্রামের বহু নিরক্ষরগণের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে বৃহৎ-পাঠ্য করিতেছেন।

সদর সহকর্মীর দ্বারা উদ্বুদ্ধি জন্য বৈজ্ঞানিক প্রচার কার্য করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে সহকর্মীর বিত্তিগু স্থানে উপযোগী কলসের আদান হইয়াছে। পল্লী-সংগঠন ও দ্বারীর সমসাময়িক বহু সহযোগিতা এ বিষয়ে অগ্রণী হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। জীতার জীতারের নিজ নিজ গ্রামে কৃষি-কার্য বুলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

অফিসারগণের একটি সমসাময়িক পল্লী-সংগঠন স্থাপিত হইয়াছে; তাহাতে দ্বারীর সার্কুল অফিসার দ্বারা উদ্বুদ্ধি হইয়াছে। এই কলার পল্লী-সংগঠন সমিতিসমূহ বেশ সন্তোষজনক কাজ করিয়াছে। তাহার মধ্যে পল্লী-সংগঠন, কল্যাণ-পুর ও ভাগলদীতে দ্বারীর সার্কুল, লোপোতে দ্বারী খনন এবং বিত্তিগু স্থানের অফিসার দ্বারা দ্বারী অপসারণ, জল পরিষ্কার এবং বৈজ্ঞানিক সমিতি কর্তৃক দ্বারী প্রদর্শনের ১২টি পত উদ্বুদ্ধি ও গুণ উদ্বুদ্ধি করা হইতে পারে। সোনাভালা সার্কুলে বহু পরিমিত স্থান হইতে জল পরিষ্কার ও বালের সংগ্রহ সাধন ও সদর সহকর্মীর ২০০ পত চালা বপনের জন্য বিতরণ উদ্বুদ্ধি করা হইতে পারে। আলোচ্যস্থানে তিনটি নুতন মৈত্র-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বোরাহের (বিজপুর) একটি বিদ্যালয়ে আদান পত ক্রয় করিবার জন্য ২৫ টাকা সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। অনেকগুলি পাঠ্যগ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পুস্ত্র প্রতিষ্ঠিত পাঠ্যগ্রন্থে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিজপুরের সহকর্মী ব্যক্তিগত পল্লী-সংগঠন কাজে বিশেষ বৃহৎ প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি গ্রামবাসীদের নিকট আবেদন করিবার জন্য একবারি পুস্তিকা লিখিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দোকের মধ্যে উৎসাহ পল্লী-সংগঠন হইতেছে।

জাতি (মৌলভীবাজার)—

বর্ষাকালের পর সম্প্রতি পল্লী-সংগঠন সম্পাদিত কার্যাবলী পুণ্যস্থানে শুরু করা হইয়াছে। সহকর্মী হাকিম ও সার্কুল অফিসার কর্তৃক সহকর্মীর সর্বত্র প্রচার সভা আয়োজিত হইতেছে। দ্বারীর বৎসরের কর্তৃ-পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি দ্বারীতে একটি সমসাময়িক অধিবেশন হইয়াছে। একটি শিক্ষা-নিবির সংগঠন করা হইয়াছে। ১৫ জন কলী এবং বহুজন অফিসার এই শিক্ষা-নিবিরে যোগদান করিয়াছেন। সম্প্রতি উত্তর উদ্বোধন উদ্বোধন সম্প্রদায় হইয়া গিয়াছে এবং কল্যাণ-ব্যক্তিগত এই অনুষ্ঠানে সভাপতির করিয়াছেন। কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান, কয়েকটি বিশিষ্ট ভ্রাতৃলোক এবং বিত্তিগু বিভাগের অফিসার-গণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১,৫০০ পত লোক এই উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। কলীকুল প্রতিদিন প্রাতে প্রাতে গিয়া উপস্থিত হইবেন এবং বৈজ্ঞানিক সার্কুল অফিসারের সেক্ষেত্র ও গ্রাম-বাসিগণের সহযোগিতায় পল্লী-সংগঠন সম্পাদিত কাজ করিবেন এইরূপ দ্বারা হইয়াছে। এইরূপ আশা করা হইতেছে যে পল্লী-সংগঠন বিভাগের উদ্বুদ্ধি সমিতি উৎসবে সভাপতির করিবেন।

হিটলারের অমানুষিক অত্যাচার-নীতি

[১ম পৃষ্ঠার শেখাংশ]

সেনাদলে বাঙালী অর্থনৈতিক অবস্থা

বিশেষ জ্ঞাতব্য

আমরা আমাদের জির প্রিয় "হাউস অফ অর্থ" এবং বাংলা অত্যাচারের ভয়ে যে রাশী সাগর-পারে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাঁহার উদ্দেশ্যে তত্ত্ব নিবেদন করিতেও অব্যাহতি নাই।

আমার দেশবাসী যুদ্ধে লিপ্ত কতিপয় হইল। তাঁহার কলমে আমাদের বিমানবাহিনী নিশ্চিত হইয়া যায় এবং আমাদের সৈন্যসমূহ অবিচলিত পূর্বপ্রান্তে হইল। আমার বাসভাগ ইষ্ট ইন্ডিয়া পর্বত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, উহা সমস্ত ধূসে চট্টা গিয়াছে। লুণ্ঠিত-দমন আমাদের গৃহ-পালিত পশুগুলিকে ক্রমাগত বহিরা নিয়া গেল। আমা-
 .গের কার্যের উপস্থিতি ইতিপূর্বে উক্ত মনো-
 বুটনের নিকট বিস্তৃত হইত; বর্তমানে উহা আশ্রয়-
 নির্ভরিত মনো আশ্রয়গতকৈ সরবরাহ করিতে হইতেছে।
 এই সব কার্যের জন্য আমি হিটলারকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আমি বেলজিয়ামের একজন কৃষক। পঁচ মাস পূর্বে আমার দেশে নিজের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করিবার প্রচেষ্টার সর্বপ্রকার বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক পরিভ্রাণ হইল। তখন সে বৈদেশিক হইতেই আক্রমণ আত্মক না কেন, তাঁহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু বুর্জোয়া বিধি আমেরা নিজের সর্বনাশে এই অতিভ্রাণ লাভ করিয়া যে, নিরপেক্ষতাই হইবে নহে এবং পঁচ মাসের মধ্যেই বিস্তারিত আমেরা আশ্রয় সরবরাহকর তদার নিশ্চিত হইল। আমাদের সৈন্যসমূহ বিশেষ উপস্থিতি লোক সঙ্গীত তিন, কিন্তু উহা ব্যাপক-
 জায়ে হাজির হাজারে পূর্বপ্রান্ত হইল। কারণ আমেরা পূর্বাঞ্চে নিরপেক্ষতার সার্বিক কর্তৃপক্ষের পরামর্শ নষ্ট প্রাথমিক সাবলানতা অবলম্বন করি নাই। কাজেই আমাদের আবেদনে তাঁহারা সাদা নিদেও শেষ পর্যন্ত তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বর্তমানে ক্রান্তির বিপরীত পূর্ব এবং পূর্বপ্রান্তে মনো-
 বৃত্তির সাক্ষ্য স্বরূপ পাঠাইয়া আছে। আমাদের বর্ত-
 মানেকারী ফ্রান্স ও ব্রিটেন আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং অনেক গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের জন্য আমরা নিরুপস্থিত।
 সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও আমাদের রাজ্য নিজে-
 ল্পেই বন্দী এবং শাসন ক্ষমতাহীন। আমাদের গণ-
 মেন্ট সাগর-পারে বিভ্রাণিত এবং সেই স্থান হইতেই তাঁহারা বিজ্ঞানের নিষেধে বুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন। আমাদের দেশের অধিবাসিনীগকে বাংলা সরবরাহকর নিকট কারখানা ও মাঠে বসপূর্বক কাষ করাতে বাধ্য করা হইতেছে। ইহার নিষিদ্ধ আমি হিটলারকে সমস্ত জানাইতেছি।

আমি ভৈনক করাচী সৈনিক। চারি মাস পূর্বেও আত্মসমর্পণ বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক প্রেরণ সৈন্য-
 দলের অব্যাহতি হইয়া এবং সুস্থ বিস্তৃত সাহসিকতা সর্ব প্রকার স্ব-স্ববিধা নষ্ট প্রান্ত একই বিরাট ও বিপুল দেশ বহিরা পরিপকিত ছিল। কিন্তু আজ সে কল্যাণবীর সার্বিক শে-
 কের সার্বিকভাবে অধিনা-
 কতার সাংলীনের পারের তদার নিশ্চিত। আসলে কিং-
 সেন ক্যানিট বিশ্বাসভাজক সাক্ষ্য ও বোম্বের আতঙ্কিত এবং তাঁহারা তাহাদের আশ্রয় প্রদান পে-
 করিয়া আছে। ক্রান্তির মূল লক্ষ্য পক্ষ বাহিনী নীতি-
 তদা একত্ব পুণীতিপত্র ও অবশিষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, প্রয়োজন বোধে ক্রান্তির সাগর-পারের সাগর-
 হইতে কল পর্যন্ত বুদ্ধ চালাইবার সম্ভবত্ব লাভ দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমানে ক্রান্তির তিন ভাগের দুই ভাগ-
 ক্রান্তি আশ্রয়ের অব্যাহতি আছে। ক্রান্তি আশ্রয়-
 ক্রান্তির সক্তি বুদ্ধিগত নিষিদ্ধ ক্রান্তি এক-কৃতীত্ব-
 "ভিন্ন পৃষ্ঠার হতে" লাভ আছে। যে দেশের অর্থ-

নৈতিক ব্যবস্থাকে বিস্তারিত উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ করে পতি-
 চানিত করিতে হইবে, তাহাকেই দানসংকে ১০,০০০,০০০
 অমার আশ্রয় প্রার্থী। বিস্তারিত সৈন্যসমূহ এবং
 তাহাদের পল্লভ্রমের প্রতিপালন করিতে হইবে। ক্রান্তি-
 রেন ডি ক্রান্তির অত্যাচারের ক্রান্তির যে সকল লোক
 পরিচালিত হইতেছেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত ক্রান্তির অন্যান্য
 অধিবাসী ক্রান্তির সমস্তে বাধ্য ক্রান্তি পাঠাইতে লক্ষ্যিত।
 করাচীসিগের মধ্যে পূর্ব-পূর্ব সৃষ্টি করিবার নিষিদ্ধ
 নাথীকরণ আশ্রয় চেষ্টা করিতেছে। ইতিপূর্বেই ইহা
 প্রতীকিত হইতেছে যে, আশ্রয় নিষেধের জন্য ক্রান্তির
 ক্রান্তি-সম্প্রদায় স্ব-স্ববিধা প্রদানই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য।
 ইতিপূর্বে ক্রান্তির নৈতিক পতন ঘটাইতে এবং তাহার
 সম্প্রদায় লুপ্ত হইতে। ক্রান্তি বর্তমানে লুপ্ত
 ও বিপুলতা সুবোধুনি আসিয়া পাঠাইয়াছে।

ইহার জন্য হিটলারকে আমি প্রদান জানাই।

আমি ভৈনক করাচী কৃষক। অষ্ট মাস পূর্বে আমেরা
 দেশ গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইত এবং পত-
 বুটের ফলে যে ক্রান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব
 করিবার জন্য দেশ বহুপরিচালিত হইয়াছিল। এতদ্বারা
 আশ্রয়গত আমেরা বাসনা বাহিনীর মনো-
 করিয়া পুণি পুণি সৈন্যসমূহ গঠন না করিয়া অন্য
 ভাবে দেশকে তৈরী করিবার প্রয়াস পাঠাইতেছিল।
 কারণ পুণি পুণি অমলমের ফলেই এই বিপত্তি। কিন্তু
 অসম্পূর্ণ মন সর্বোপস্থিতি লাভ করিয়া ক্রান্তি এবং
 ১৯৩০ সালে হিটলার ক্রান্তির মনো-
 সাংলী-নিষিদ্ধ পক্ষে পরিচালিত হইল। আজ এই
 সাংলী মনো-
 কার্যের ফলেই ফিটলার হইতেছে—সত্যপত্রের
 আশ্রয়কে বিস্তারিত দেওয়া, সমস্ত চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা ভাঙ
 করা, বাহিনীর প্রতিবেদনের উপর চড়াও করা এবং
 ক্রান্তি একাধিপত্য বাপনের ভয় প্রদান। বর্তমানে
 করাচীর নীতি ক্রান্তি ও মনো-
 হইতে একবারে চূড়।
 ইহার উত্তরই অবশেষের চিত্র। ইহার পর হইতেই
 একমাত্রক ও ভিত্তিক। অন্যান্য আশ্রয়ের মত
 আমার আশ্রয় আর আমার নিজের মনো-
 উহা বাহিনীর মনো-
 "কিটলারকে" তাহাদের অবশেষে পূর্ণা করিতে আমা-
 দিককে নিকা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা যে কোন
 কাজ করিতে আমি বহুবিধা পাঠাইতে পারি না।
 আমার কোর্ট রাজ্য সাংলীনের অধিকার করার ভাঙাটের
 "মরকে" পঁচিতেছে এবং আমাকে এ ব্যাপার মানিয়া
 নিতে হইতেছে। আমার পিতা মাতা সাংলী নীতির
 সমালোচনা করার তাঁহাদের গিডনে আমাকে গুপ্ত
 হিসাবে থাকিতে হয় এবং তাঁহাদিগকে আশ্রয় গোয়েন্দা
 বাহিনীর হস্তে সমর্পণ করা হয়। ইহার ফলে আমার
 পিতা সেনে চিহ্নিত লোক হইয়া গেলেন এবং তাঁহার
 ক্রান্তি একবারেই বাধ্য হইয়া গেল। আমি নিজে
 সাংলী ভাঙাটের বহু ও প্রতিপালিত এবং অন্যান্য
 আশ্রিকে নিকট বহিরা পুণি চুক্তি করিতে অসম-
 তাঁহারা সাংলী নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত পোষণ করিলে
 আমি পুণি প্রকাশ করিয়া থাকি। সর্বোপরি উক্তনীতিগত
 আমেরা নিকট বহিরা আসি এবং তাহাদের প্রতি কোনো
 ব্যবহারই নিষিদ্ধ নহে। তাহাদিগকে জ্ঞাতহইতে হইবে।
 আমি বুটের ভয় বোধনা করি; কারণ আমেরা ইহা হারাট
 পরীক্ষিত হইয়া থাকে এবং বিপুলে পলায়ন প্রাধিকার
 এই একমাত্র উপায়।

আমি ভৈনক ইংল্যান্ড। আশ্রয় মাস পূর্ব পর্যন্ত
 আমার অধিকারে দেশবাসীর বৃত্ত আশ্রয় মনো-
 বিপুল করিতে যে আতঙ্কিত ক্রান্তির সমস্তা পরিপর্ণ

সম্প্রদায় তাহাদের মন বাহিনীতে অধিকার করিলে
 বাঙালীকে বোধকালের জন্য একমাত্র হস্তের দেওয়া
 হইতেছে। ট্রিনি-এ বোধকাল করার মত করিবার
 জ্ঞাতব্য বিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ট্রিনি-এ বোধকাল করার পর প্রার্থীকে ৫ মাস পর্যন্ত
 মাসিক ৩ পত টাকা হারে বেতন দেওয়া হইবে। ট্রিনি-এ
 প্রার্থীকে ক্রান্তি অধিকারের পদভুক্ত করা হইবে। ট্রিনি-
 সম্প্রদায় হইবার পর তাহাদিগকে সেকেন্ড ব্যাচমেন্ট
 পক্ষে নিবন্ধনীয় হিসাবে ৩ মাসের জন্য ক্রান্তি দেওয়া
 হইবে এবং বাঙালী ৬ টাকা মাসিক প্রত্যেককে অতিরিক্ত
 ৪০ টাকা হিসাবে জ্ঞাত হইবে।

প্রার্থীকে অত্যাচার বাহিনীতে হইতে হইবে।
 কোনও ক্রান্তিকাল বিধি মোক্ষ না থাকিলে
 প্রার্থীর বয়স ২১ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে হওয়া
 চাই। যদি প্রার্থীর কোনও ক্রান্তিকাল বিধি মোক্ষ
 থাকে, তবে তাহার বয়স ২১ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে
 থাকিলেই চলিবে।

প্রার্থী মাসিক মোক্ষসম্প্রদায় থাকি হওয়া চাই।
 মাসিক উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং বকের মাস ৩৫০
 ইঞ্চি কম হইলে চলিবে না।

ক্রান্তিকাল বিজ্ঞানের জন্য নিম্নলিখিত প্রদত্ত হইল।

বয়সের সীমা	
(১) ট্রিনি-এ আশ্রি অধিকার	
কোর (৩-৫-ই)	২৫—৩৫
(২) ট্রিনি-এ আশ্রি অধিকার	
কোর (ক্রান্তির ডিটাইল)	২৫—৩৫
(৩) ট্রিনি-এ ট্রিনি-এ কোর	২১—৩৫
(৪) ট্রিনি-এ নিগদ্যসম্প্রদায় কোর	২১—৩০
(৫) বহাল ট্রিনি-এ আশ্রি পাঠিন	
কোর (একটি প্রাক)	২১—৩০
(৬) বহাল ট্রিনি-এ আশ্রি পাঠিন কোর	২৫—৩৫

প্রার্থীপন অন্যান্য বিধি মোক্ষসম্প্রদায় হইলে
 নিম্নলিখিত বয়সের যে বর্ষ দেওয়া হইতেছে, তাহার ২১
 বৎসর হইতেই চলিবে।

সম্প্রদায়ের জ্ঞান কর্তৃক প্রার্থীপনকে যত জিলা বাহিনী-
 ট্রিনি-এ নিকট আবেদন করিয়া সাংলীত করিতে হইবে।
 অধিকা পাঠিন পাঠিন ক্রান্তির চেম্বারম্যান, এডমিন
 ট্রিনি, আশ্রয় (কলিকাতা), ক্রান্তি লাভা পতন বৈদেশিক
 এসপ্লিমেন্ট এডমিন্টার, ৮, ট্রিনি-এ ট্রিনি, কলিকাতা,
 ক্রান্তি আবেদন করিয়া কর্তৃক সাংলীত করিতে হইবে।

[২য় পৃষ্ঠার শেখাংশ]

তাৎপর্ষ্য করা সম্ভব। আমার বাঙালী ছিল যে, সকল
 আশ্রয় ক্রান্তিকাল বিজ্ঞানের গণতন্ত্র পক্ষ করিবার
 অব্যাহতি; বাংলা নীতি তাঁহাদেরই নিজের জিনিষ। কিন্তু
 আজ আমি অসম্পূর্ণ হইয়াছি যে, বাংলা নীতি একটি
 বিপ্লী ব্যাপার এবং ইহা হারা অসম্পূর্ণ হইবার পূর্ব
 পুণিবার বুদ্ধ হইতে ইহাকে নিষিদ্ধ করিয়া ক্রান্তি
 হইবে। আজ আমি এই বহিরা পণ্ডিত যে, আমার
 ক্রান্তি এবং তাহার সমস্ত ক্রান্তি এই প্রাথমিক
 ব্যাপারের নিষেধে বুদ্ধ করিবার জন্য বাহিনীর ভয়ে ক্রান্তি
 হইয়াছে। আমি বুটের মনো-
 ও ক্রান্তি হিটলারের ক্রান্তি এমন ক্রান্তি যে, ইতিপূর্বে
 বাঙালীরা সাংলীত এবং ক্রান্তি আসে নাই। বিচার-
 ক্রান্তি তাহাদের ক্রান্তির সার্বিকতার পূর্বে কোনো ক্রান্তির
 ফলে আমি হিটলারের ক্রান্তি ক্রান্তি সমস্ত উপস্থিতি করিতে
 পারি নাই। অন্যান্য নীতি সম্প্রদায়ের মত মত দিম না
 করাচী ও ক্রান্তি এই প্রাথমিক হইতে সম্প্রদায়ের অন্যান্য
 লাভ করে, আমি যে কোন প্রকার বিপদের মধ্যে নিরা-
 অশ্রয় হইব।

হিটলার, তাহাকে সর্বশেষে আর একবার ধন্যবাদ।

সর্বত্র ইটালীয়ান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়

[৫ম পৃষ্ঠার ভেতর]

ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর ভিতর

এক বিমানের আক্রমণে কতিপয় ইটালীয় সৈন্য "ডায়েন" ও "স্ট্রোম" নামে দুইখানি ব্রিটিশ বায়ুসেপাতক দ্বারা ধরা হয়। (নো-সিচিং বোম্বার্ড) করিয়াছেন যে, কোন আঘাতেই কেবল হতাহত হয় নাই।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বীরত্ব

একখানা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, গান্ধী-সেনা পুনরবিচারে ভারতীয় সৈন্যগণ যে অসমসাহসিকতা ও সৈন্যপা প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎকালীণ ব্রিটিশ সশস্ত্র-সেনা সীমান্ত-সৈন্যগণের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতের জাতীয়-সৈন্যের মিত্র এক ব্যক্তিগত বাণী প্রেরণ করিয়া ব্রিটিশ সৈন্য-সচিব মিঃ ইডেন যে সকল সৈন্য বৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই উচ্চাঙ্গ করিয়া বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মিঃ ইডেন বলেন যে, ভারতীয় সামরিক কর্মচারী ও সৈন্যগণ যেরূপ সৈন্যপা ও সাহসের সহিত বৃদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন, তাহাতে সত্যি জীহাদের পুরস্কার দেওয়া ও বৃদ্ধি দিবার জীহাদের বীরত্বকে ঐতিহ্য পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতের বহুখানা জাতীয়-সৈন্যগণকে বন্দোবস্ত করিয়াছেন। গত জুলাই মাসে সুদূর সীমান্তস্থিত গান্ধী-সৈন্য সৈন্য কর্মকর্তা অধিকৃত হইয়াছিল; কিন্তু বর্তমান মাসের প্রথম ভাগে ভারতীয় পদাতিক সৈন্য বাহিনী ও অন্যান্য সামরিক দল ইটালীয় বাহিনীর উপরে অত্যন্ত আক্রমণ চালায়। প্রত্যেক ও বলা ও আকাশপথে প্রচণ্ডভাবে বাধা প্রদান করে। তাহা সত্ত্বেও এবং ভারতীয় সৈন্য বাহিনী সংগ্রাম কর হইলেও উহারা গান্ধী-সৈন্য পুনরবিচার করিতে সক্ষম হয় এবং প্রত্যেক সৈন্যগণকে আবিষ্কারের সীমান্তের অপর দিকে তাড়াইয়া দেয়।

গ্রীক সৈন্যবাহিনীর আরো অগ্রগতি

এখেন্স বেতিগেতে বলা হইয়াছে যে, আলবেনিয়ান সশস্ত্র বাহিনী হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, গ্রীক সৈন্যগণ পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

গ্রীক সৈন্যগণ বহু দূরে ইটালীয়দের স্তম্ভ ভাঙ করিয়াছে এবং এলবাসের নিকটে ইটালীয় সৈন্যদের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে। যোগাযোগী বলেন যে, গ্রীকগণ এক্ষণে আলবেনিয়ার মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। দলতাপী ইটালীয় ও আলবেনিয়ান সৈন্যগণের নিকট বিরোধের সংবাদ পোনা মাইতেছে।

কর্কুর উপর বোম্বার্ডিং

গ্রীক জন-সিমান্তা বিভাগের এক ইজ্ঞাযে কর্কুর উপর বোম্বা ও মেশিনগানের গুলীবর্ষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বিমান আক্রমণের ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। নিপোলোনিয়া ধীশে দিল্লি নগরের উপর বোম্বার্ডিং করেকজন বেসামরিক নাগরিক হতাহত হইয়াছে।

গ্রীক বিমান চান

এক গ্রীক ইজ্ঞাযে বলা হইয়াছে যে, গ্রীক বিমান, পূর্ব ইটালীয় সৈন্য সমাবেশ ও কারামসমূহের উপর সাক্ষ্যের সহিত বোম্বার্ডিং করিয়াছে। প্রকাশ, ইটালীয় বিমানসমূহ এলিয়ার, কর্কুর, নিপোলোনিয়া ও গ্রীটের দ্বারা প্রায়ে এবং পাজাসে বোম্বার্ডিং করিয়াছে।

৩০০ ইটালীয় ও আলবেনিয়ানের যুগোশ্লাভিয়ার

প্রবেশ

বোম্বার্ডিংয়ের এক অসমসাহসিক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বোম্বা, ফলাফলে সত্ত্ব করেক দিবে ডিসেম্বরের অধিক

ইটালীয় ও আলবেনিয়ান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যুগোশ্লাভিয়ার কর্কুরের নিকট আক্রমণ করিয়াছে।

যুগোশ্লাভ-গ্রীক সীমান্ত হইতে "রকটার" এর বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, গ্রীকবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব সৈন্যগণ তাহাদের অগ্রগতিতে আরও সাক্ষ্য অর্জন করিয়াছে। প্রকাশ গ্রীকরা প্রোগ্রামের দ্বারা সৈন্যগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আরও সাক্ষ্যের জ্ঞানের দ্বারা হইয়াছে। ইটালীয়দের প্রথম পাঠ্য আক্রমণ সত্ত্বেও গ্রীকগণ যুগোশ্লাভিয়ার উত্তর দিকে আরও অগ্রসর হইয়াছে। ইটালীয় পদাতিকবাহিনীকে গোলন্দাজবাহিনী প্রভৃতি সাহায্য করে এবং পিছাতে নদী অতিক্রম বন্ধ করার জন্য তুলন বৃদ্ধ হয়। ইটালীয় বিমানসমূহ কোরিনাস গ্রীক বিমান বাহিনীর উপর চান দিলে একটি বিমান ভূপাতিত করা হয়।

টুরিনের উপর বোম্বার্ডিং

ব্রিটিশ বিমান বিভাগের একটি ইজ্ঞাযে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর ভারী বোম্বা বিমানবহর টুরিনের (ইটালী) উপর বোম্বা বর্ষণ করে। টুরিনের উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয় এবং এই আক্রমণে কতিপয় দোকান পূর্ণাঙ্গের অধিক গুলি বৃদ্ধি পায়। রাত্রি এগার বাজার পর হইতে ব্রিটিশ বিমানসমূহ উপর্যুপরি আক্রমণ চালায়। কারখানা-অধ্যুষিত অঞ্চলের বহু দোকান অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয় এবং বহু অগ্নি-বিধ্বংসক বোম্বা বর্ষিত হয়। প্রত্যাবর্তনের সময় ব্রিটিশ বোম্বা বিমানবহরের শেষ বিমান আলস পার্শ্বের নিরক্ষর হইতে উপর্যুপরি বিস্ফোরণের ফলে টুরিনে ধূসলীলা চলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইটালীয়ান সীমান্তের পরাজয়

২৭শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, যুগোশ্লাভিয়ার ব্রিটিশ বিমানবহর নীতিগোচর হয়। ইটালীয়ান নৌবহর পুনরায় উদ্যোগকে এড়াইয়া যায়। একটি সরকারী ইজ্ঞাযে বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়ান নৌবহর দুইটি লুচুয়াফ এবং বহুসংখ্যক জাহাজ ও ডেট্রয়ার ছিল। এই নৌবহর ব্রিটিশ নৌবহরের নীতিগোচর হওয়া মাত্র ক্ষতগতিতে নিজ বাহিনী অভিনুবে অগ্রসর হইতে থাকে। ব্রিটিশ ও ইটালীয়ান নৌবহরের মধ্যে দূরপাল্লার কামানের সম্মুখের কথা বোঝা করিয়া ব্রিটিশ নৌবিভাগের এক ইজ্ঞাযে বলা হইয়াছে যে, বিশ্রুতের কিছু পূর্বে যুগোশ্লাভিয়ার ব্রিটিশ নৌবহর ইটালীয় নৌবহরের সংশ্লিষ্ট আসে। উক্ত ইটালীয়ান নৌবহর দুইটি লুচুয়াফ এবং বহুসংখ্যক জাহাজ ও ডেট্রয়ার ছিল বলিয়া প্রকাশ। ব্রিটিশ নৌবহর নিকটবর্তী হইতেছে বলিয়া বুঝিবার শত্রুপক্ষীয় নৌবহর উহার গতি পরিবর্তন করে এবং ক্ষতগতিতে নিজ বাহিনী অভিনুবে অগ্রসর হইতে থাকে। ব্রিটিশ নৌবহর ইটালীয়ান নৌবহরের পশ্চাদ্ভাবন করে এবং এবল জালা পিরাছে যে, দূরপাল্লার ব্রিটিশ নৌবহরের সহিত শত্রুপক্ষীয় নৌবহরের সম্মুখ হয়।

জার্মান ডক ও বিমান বাহিনী আক্রমণ

২৬শে নভেম্বর ব্রিটিশ বোম্বা বিমানের প্রধান লক্ষ্য ছিল উইলহেলমসবার্গের ও কীয়েক। আঘাতের ফলাফল পাকিস্তানে লক্ষ্যস্থানে বোম্বা পড়ে; কারণ উক্ত স্থানেই বিস্ফোরণ বোম্বা হয়।

ব্রিটিশ বিমান বিভাগের এক ইজ্ঞাযে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বিমানবহর হান্সবার্গের ডক ও ডিসেম্বর-এর সী-প্লেন বাহিনী আক্রমণ করে। অন্য একটি শত্রু বিমান-বাহিনীর উপরও তাহারা বোম্বা বর্ষণ করে। একটি ব্রিটিশ বিমান বিধ্বংস হইয়াছে।

ইটালীয় পূর্ব আফ্রিকার আক্রমণ

ব্রিটিশ ইজ্ঞাযে প্রকাশ, ইটালীয় পূর্ব আফ্রিকার অ্যাডমিরাল নিকট এক বৃহৎ বোট-ইজার্টের উপর বোম্বা

বোম্বা আক্রমণ সাফল্য পেয়েছে। বোটের অধিকাংশ ইজার্ট বোম্বা হয়, প্রভুত কতি হইয়াছে।

মাস্টার পিমান চান

২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর মাস্টার ইটালীয় বিমান হানা দেয়। ২৪শে তারিখে একটি শত্রু বিমান বিমানবহরী গোনার গুলুভরভাবে ভবন হয়। ২৫শে তারিখে ইটালীয় বিমানবহরীকে বাধা দিবার পূর্বেই তাহারা পলায়ন করে।

বালিমে বোম্বার্ডিং

জানা গেল যে, ২৭শে নভেম্বর রাতে ব্রিটিশ বিমানবহর বালিমেও বোম্বার্ডিং করে। জার্মান মিউজ একেলী বীকার করিয়াছে যে, বোম্বা বিমান বালিমের উপর আঘাত করিয়াছে।

নৌ-বাহিনী ইটালীয় কতি

ইটালীয়ানরা বীকার করিয়াছে যে, ২৭শে নভেম্বর অপরকে যুগোশ্লাভিয়ার সার্বানিয়ার দক্ষিণে নৌ-সম্মুখের পর "লানসের" নামক ডেট্রয়ার গুলুভরভাবে ধারণ হয় এবং উতাকে চানিরা বন্দরে লইয়া আসিতে হয়। ডু-পরি তাহারা ইহা বীকার করিয়াছে যে, "কিউম" নামক জাহাজের একটি গোলাব আঘাত লাগে। দুইটি ইটালীয়ান বিমান গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হয়। ইটালীয়ান ডেট্রয়ার "লানসের" ১২৩৮ সালে নির্মিত হয়। "লানসের" (২,০০০ টন) চারিটি ৪'৭ ইঞ্চি ব্যাসবৃদ্ধ কামান আছে এবং উহার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৯ নট (১ নট = ১.১৭ মাইল)। জাহাজের কিউম (১০,০০০ টন) ১৯৩১ সালে নির্মিত হয়। উহার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩২ নট এবং উহাতে দুইটি বিমান রাখার ব্যবস্থা আছে।

ব্রিটিশ বিমান বিভাগের হানা

এক সরকারী ইজ্ঞাযে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বিমান-সমূহ ডালোনা পোতাশ্রয়ের উপর সাক্ষ্যের সহিত আক্রমণ চলাইয়া আসিয়াছে। একটি বড় জাহাজের উপর বোম্বা পড়ে এবং ব্রিটিশ বিমানসমূহ বহু গুলীবিদ্ধ করিয়া আসিতেছিল, তখন জাহাজটি ভূবিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ডকও কতিপয় হয়। একটি বিমান বাহিনী ও অ্যালিকাসমূহ ধূস হইয়াছে। প্রত্যেকের একটি বিমান ভূপাতিত করা হয়।

হারাত ধীশের উপরও সাক্ষ্যের সহিত আক্রমণ চালায় হয়। এখানে একটি ব্রিটিশ বিমান ধূস হইয়াছে। একটি ব্রিটিশ ও একটি শত্রুপক্ষীয় বিমান বোম্বা পিরাছে। ইজ্ঞাযে আরও বলা হইয়াছে, টেম্পেলনি বন্দরকে একজন পলায়নপর ইটালীয় সৈন্যের উপর ব্রিটিশ বিমানসমূহ বোম্বা বর্ষণ করে; সৈন্য দলের প্রভুত কতি হইয়াছে। কেক-সিবিবির বিমান বাহিনীর উপরও কয়েকটি বোম্বা বর্ষিত হয়।

শত্রু-অধিকৃত এখেন্সে আক্রমণ

বিমান বিভাগের একটি ইজ্ঞাযে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বোম্বা বিমান বহর প্রধানতঃ কলোন এবং উতার চতুপাশ্ব বর্তী লক্ষ্যবস্তুর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এপোলোপ, লাহাভের, বোনাম প্রভৃতি শত্রুপক্ষের অভিযান বন্দর এবং শত্রুপক্ষের কয়েকটি বিমান বাহিনীর উপর বোম্বা বর্ষিত হয়। একটি ব্রিটিশ বিমান বিধ্বংস হয়।

জুগোশ্লাভিয়ার অগ্রগতির বিকাশ

বুবারেই হইতে জার্মান মিউজ একেলী সংবাদ পাইয়াছে যে, ২৮শে নভেম্বর যুগোশ্লাভিয়ার বুনারিয়ার আরম্ভ গার্ড আন্দোলনকারীদের দ্বারা আর একটি "সার্বভৌমিক হত্যাকাণ্ড" সাক্ষিত হইয়াছে। জুতপূর্ব বুনারিয়ার প্রধান বর্তী (ইনি ১২৩১ সালে প্রধান বর্তী ছিলেন) প্রকোপের ভবনকে আরম্ভ গার্ড আন্দোলনকারিগণ বর্তী হইতে তাকিরা লইয়া যায়। পরে তাঁহার বৃদ্ধদের পেরনেই নিকট বুলেট লব্ধবস্তুর অবতার পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

বালিমের এক সংবাদে প্রকাশ, বুকারিয়ার সর্বত্র অধিকাংশ বোম্বা বর্ষিত হইয়াছে।

[১১ পৃষ্ঠার শেষ]

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশ

বিভিন্ন স্থানে ঝিনুপ উৎসাহ-উদ্যম

ভোলা (হাথরগঞ্জ)

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এক সাধারণ সভায় ভোলা মহকুমার যুদ্ধ-কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটির একটি কার্যকরী সমিতি এবং বিভিন্ন কার্যের জন্য কতকগুলি সাব-কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

কমিটি গঠিত হওয়ার পর হইতে যুদ্ধ জাগরণে যেকোনো ক্ষত সাহায্য আদায়ের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা পাওয়া হইতেছে এবং কমিটির সভাপতি স্বামী মহকুমা হাকিমের আগ্রহে একটি কার্যকরী সমিতি ১৬,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

তিনজন নারকের অধীনে তিন জন সিডিক গার্ড গঠন করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্বামী সিডিক কোর্টের সাহায্যে ভোলায় পায়ের তাল্পিত হইতেছে। যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ও বাঙালীর স্বাধীন ব্যাপারে এই সিডিক গার্ড বাহিনী বিশেষ কার্য করিতেছে।

বিশেষ সাক্ষরতার সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রচার-কার্য চালানো হইতেছে এবং সর্বত্র বিশেষ উৎসাহ-উদ্যোগের সঞ্চার হইয়াছে। বাহাতে কোনরূপ ভয় বা বিবুদ্ধাবাদী কোনরূপ ইচ্ছাচারিণি প্রচারিত না হয়, তৎক্ষণাৎ প্রচার সাব-কমিটি বিশেষভাবে চেষ্টা পাউতেছে এবং বাহাতে যুদ্ধের সঠিক সংবাদ প্রচারিত হইতে পারে, তৎপ্রতিও লক্ষ্য করিতেছে।

সকল সম্প্রদায়ের জনগণের মিলিত হইতে কমিটি ব্যাপক সর্বত্র লাত করিতেছে। স্বামীর উকীল ও যোগ্যতার লাইসেন্সের সদস্যগণ নিম্নলিখিতভাবে প্রতি মাসে যুদ্ধ জাগরণে টাকা দিতেছেন এবং উক্ত লাইসেন্সের সেক্রেটারীর যুদ্ধ কার্যকরী কমিটিরও সদস্য। এতদ্বিধা উকীল, যোগ্যতার ও অন্যান্য অফিসারগণ ব্যক্তিগতভাবেও যুদ্ধ জাগরণে টাকা দিতেছেন। জনসাধারণের কাছ হইতেও ব্যাপক সর্বত্র পাওয়া হইতেছে।

খাটাল (বেলিনীপুর)

এই মহকুমা হইতে এ পর্যন্ত যুদ্ধ জাগরণে ৭,৩২৭/০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই টাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে প্রদান করা হইয়াছে:—

- (১) ইট ইজিয়া কও ... ৩২০
- (২) বকীর যুদ্ধ-জাগরণ ... ৪,৮২০/০
- (৩) লেডী বেরী হাথুটি বহিরা ...
- যুদ্ধ-ভরকিল ... ১,৯৩৭
- (৪) মাসিক টাকা ... ১৮০

মহকুমার সর্বত্র সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইতেছে এবং জনসাধারণ এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছে।

ভরলুখ (বেলিনীপুর)

ভরলুখের মহকুমা-হাকিমের সভাপতিত্বে মহিষাল ও নারবাটে সম্প্রতি দুইটি সভায় অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায়ই মহিষালের সার্কেস-অফিসার ক্যানিষ্ট ও সাপী কতকগুলি বিশেষণ করিয়া প্রদান করেন যে, হিউলার ও হুসোনিয়া প্রাচীন যুদ্ধের তেজস, গু ও হুসোনিয়া কতকগুলি করিয়া কিন্তু সভ্যতা যুগে করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রুট ফুটন এই যুদ্ধের অত্যাচার হইতে সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য কিছুটা চেষ্টা হইতেছে, জাহাও তিনি বর্ণনা করেন। এই যুদ্ধ সংগ্রামে সেক-কল ও অর্ধকল কিছু কমান্ড করা বেলিনীপুরের

কর্তব্য। তিনি জাহাও বুঝাইয়া দেন। বাঙালী সেনাবলে বাহাতে যুদ্ধকরণ যোগ্যতা করে, তৎক্ষণাৎ তিনি অনুমোদন করেন। একজন তরুণ সৈন্যসঙ্গে যোগ-দান করিতে অগ্রসর হয়। জাহাকে বেলিনীপুর পাঠান হইয়াছে।

কাঁচগ্রাম (বেলিনীপুর)

বাহাৎসবের জহিলায় মহাশয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি বাহাৎসে এক যুদ্ধ সম্পর্কিত সভায় অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সভায় মি: পি. পি. বৈদ্যনাথন, আই-সি-এস, সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় কতিপয় বক্তা বক্তৃতা করেন এবং যুদ্ধসম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা চলে। সভায় যুদ্ধ-জাগরণে ৭০০ টাকা টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

মালগড় নামক স্থানেও মি: পি. পি. বৈদ্যনাথন, আই-সি-এসএর সভাপতিত্বে এক সভায় অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কানীজালা ও চাউনীশোল নামক স্থানেও যুদ্ধ-সম্পর্কিত সভায় অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

বাঁকড়া

বাঁকড়া জেলা যুদ্ধ-কমিটির এক সভা সম্প্রতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাক্ষরতার দিক দিয়া এবাবত যেন কাল হইয়াছে এবং কমিটি তদ্বিষায়ে কি কার্যক্রম অবলম্বন করিবার সমর্থ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সভায় আলোচনা হয়।

বিগত ১৯ সেপ্টেম্বর হইতে এ পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে ৮৭টি সভায় অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং এ-সময় সভায় কোন-কোনটার প্রোডার সংখ্যা ১,০০০ পর্যন্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ১০টি সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ-জাগরণের জন্য এবাবত নিম্নোক্ত পরিমাণ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে:—

সদর মহকুমা	৬,৮৬৪
বিষ্ণুপুর মহকুমা	৪,৭৮০/০
মহিলা যুদ্ধ-ভরকিল	২০০

সৈন্যদের জন্য ব্যাপক ও অন্যান্য যুদ্ধ-সুবিধার জন্য সরবরাহ করা চাড়াও, স্বামী মহিলা যুদ্ধ-কমিটির (জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের পরী উদার সভানেত্রী) সদস্যগণ জাহাৎসব বেডকল সোসাইটির বকীর কমিটি এবং লেডী বেরী হাথুটি যুদ্ধ-ভরকিলে নিম্নলিখিতভাবে টাকা দিতেছেন।

এই জেলা হইতে ১০৫ জন তরুণ এ-পর্ষাদ বাঙালী পল্টনে যোগদানের জন্য নাম দিয়াইয়াছে। সম্প্রতি যুদ্ধকরণ তরুণকে এতদ্ব্যতীত কমিকার্সের পাঠান হইয়াছিল এবং জানা গিয়াছে যে, তরুণের সামরিক কল্লপ ২ জনকে বেশ পরীক্ষার পর তত্ত্বি করিয়াছেন।

ভরলুখপুর (ঢাকা)

ভাওরাল কোটি অব গুহাভাস্ এইসের মাসেনজার এবং চাকা উক্ত সমর্থ মহকুমা-হাকিম মহোদয়ের উদ্যোগে ভরলুখপুরে যুদ্ধ-জাগরণের সাহায্য করে উদ্যোগী এবং চাকা কল্লপ মদের মধ্যে এক কল্লপ সম্প্রতি যোগ্যতার আয়োজন করা হইয়াছিল। পূর্বে ও হাকিমের অধিক ভাওরালের বাজতক জনসাধারণ এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া জাহাৎসব বাজতকির পরিচয় দিয়াছিল। নরকারী কল্লপারী ও ভাওরাল টেটের কল্লপারীও জনসাধারণের পুনঃ মহোদয়িতার এই অনুষ্ঠানটি সর্বত্র সর্বত্র ও লাকল্যামিত হইয়াছে। প্রুৎসব কল্লপ বাধন ৪ চাকিরাজিক চাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অনুষ্ঠানে জনসাধারণের যোগদানের সুবিধার জন্য চাকা ও ভরলুখপুরের মধ্যে একটি সেন্সাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

এই সত্তে গ্রামপ্রসার সংগৃহীত বক্তৃতিতে একটি মোকা বাইত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানটিও সর্বত্র সর্বত্র হইয়া সর্বত্র সর্বত্র আদম বর্জন করিয়াছে। জিলা যুদ্ধ সাহায্য সমিতির সভাপতি স্বামী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদর এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। বেলায় শেষে কৃষি শিক্ষকদের অধ্যক্ষ মি: ভরলুখ, এম, জাক মহোদয়ের পরী পুরস্কার বিতরণ করেন।

অতঃপর ভাওরাল টেটের মাসেনজার মহোদর এবং উক্ত সমর্থ মহকুমা হাকিম মহোদর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার বর্তমান যুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে সর্বত্র সর্বত্র সাহায্য করিতে অনুমোদন করেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন:—

মি: জে. জর্জ, আই, সি, এন্স, ডিট্রীট ম্যাজিষ্ট্রেট; কুমার মহোদয়নারায়ণ রায়, ভাওরাল; মি: ভরলুখ, এম, জাক, আই, এ, এম, অধ্যক্ষ, চাকা কৃষি শিক্ষক; মিসেস জাক; মি: ভরলুখ, এক, বিলল, আই, সি; মি: সি, আমদার আলী (জাহাৎসব টেট রেলওয়ে) ও বেলায় আমদার আলী, মিসেস কিলেক্ট; মিসেস জিক; মি: এ, ম্যাজিক, এন্স, জি, ও (নর); মি: এ, সটরক, এন্স, এম, এ; মি: কল্লপ, কল্লপ, জাহাৎসব; মি: কে, এম, জাহাৎসব; মি: প্যাকেল, জুট বিলার্ড টমলিট; মি: কে, এম, জাহাৎসব; মি: জি, বি, পাল, বি, এ, এন্স; মি: এন্স, পি, সেনজার; মি: আই, বি, চাকি, পি, এ, এন্স; মি: সকার, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, ট, বি, রেলওয়ে।



কলকাতা কল্যাণ-বাহাৎসব টেটের সমর্থ উপস্থিত স্বামী মহিলা যুদ্ধ-কমিটির (জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের পরী উদার সভানেত্রী) সভাপতিত্বে ভরলুখপুরে যুদ্ধ-ভরকিলে নিম্নলিখিতভাবে টাকা দিতেছেন।

আবহাওয়া ও কসনের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণ

গত ২০শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে আবহাওয়া বেশ আনন্দজনক ও কসনের অবস্থা যথেষ্ট ভাল ছিল, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল:—

কোন কোন স্থানে উষ্ণতা: ৬ সারান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছে; তাহা ছাড়া এই সপ্তাহে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত হয় নাই। শীতকালীন কসন কাটা আরম্ভ হইয়াছে এবং বসন্তকালীন কসনের বসন চলিতেছে। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম কোণ কোণ জেগার আবাদী কসনের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। বিগত ১৬ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে বীরভূমে টেট-বিলক কাজে ২১,৫১৬ জন লোককে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মেদিনীপুরের কাঁচী বহুকায় ভগবানপুর ও পটাপুর থানায় ৪,০৯৭ জন লোককে দান হিসাবে সাহায্য করা হইয়াছে। সাধারণ বাসস্থান চাইদের মূল্য পূর্ণ সপ্তাহের মূল্যের তুলনায় পতন ০.৪২ ডাগ হাট পাইয়াছে।

চাইদের মূল্য

চম্পিন-পরাগা, ডায়মণ্ড হারবার, বারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে চাকার ১৭ সের হইতে ৮১১০ সাত্বে আট সের; মলীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাবাটে চাকার ১৭১০ সোয়া সাত সের হইতে ৮ আট সের; মুন্সীরাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কালীতে চাকার ৭৫০ পৌনে আট সের হইতে ৮৫০ পৌনে নয় সের; বগোদর, খিনাইল, বাগড়া, নড়াইল ও বনগাঁয়ে চাকার ৮ সের হইতে ১৯ নয় সের; সাতক্ষীয়া ও বাগেরহাটে চাকার ১৭১০ সোয়া সাত সের হইতে ৮ সের; বর্ডমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায়ে চাকার ৭১১০ চটাক হইতে ১৯ নয় সের; বীরভূম ও বামপুর-হাটে চাকার ৮ আট সের হইতে ৮৫০ পৌনে নয় সের; বাঁকুড়া ও বিজপুরে চাকার ১৭১১০ সাত্বে সাত সের হইতে ৮ আট সের; মেদিনীপুর, কাঁচী, তমলুক, বাটান ও বাজুগ্রামে চাকার ৮ সের হইতে ১০ নয় সের; জগন্নী, প্রিয়ামপুর ও আরাববাগে চাকার ১৭৫০ পৌনে আট সের হইতে ৮৫০ পৌনে নয় সের; বাগড়া ও উলুবেড়িয়ার চাকার ৮ সের হইতে ৮১১০ চটাক; রাজনারী, নওগাঁও ও বাটোয়ে ৮ সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুরহাটে ১৭ সাত সের হইতে ১৯ সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে ১৭১১০ সাত্বে সাত সের; লালসিং, কাসিয়াং, লিলিগুটি ও কলিঙ্গাং চাকার ১৭ সের হইতে ৮ আট সের; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা চাকার ১৬১০ সোয়া ছয় সের হইতে ৮১১০ সাত্বে আট সের; বগুড়ার চাকার ৮১১০ সোয়া আট সের; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে চাকার ৮৫০ পৌনে নয় সের হইতে ১৯ নয় সের; বালুঘরে চাকার ৮ আট সের; কুচবিহারে চাকার ৮১১০ আট সের ছয় চটাক; ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মাদিকগঞ্জ ও মাদারগঞ্জে চাকার ৮ সের হইতে ১৯ নয় সের; মহবনসিং, জামালপুর, টাকাইল, কিশোরগঞ্জ ও মেজকোণার চাকার ১৭ সের হইতে ৮ আট সের; করিমপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে চাকার ১৭ সাত সের হইতে ৮ আট সের; বাবুগঞ্জ, শিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বকিণ সাবাকপুরে চাকার ১৭১১০ সাত্বে সাত সের হইতে ৮১১০ সাত্বে আট সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে চাকার ৮১১০ সাত্বে আট সের হইতে ১১১০ সাত্বে নয় সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মপাড়া ও চাঁপপুরে চাকার ৮ সের হইতে ৮১১০ সাত্বে আট সের; মেঘাখালী ও কেপীতে চাকার ৮১১১০ চটাক হইতে ১০ নয় সের; পার্শ্বতা চট্টগ্রামে চাকার ১১১১০ সাত্বে নয় সের; ত্রিপুরা হাকো চাকার ১৭১০ সোয়া সাত সের হইতে ১১১০ সোয়া ছয় সের।

ভারতীয় গোলন্দাজদের দক্ষতা

উচ্চতম অফিসারের উচ্চ সিত প্রশংসা

সিলাপুরে হেডকোয়ার্টার, এইচএন একটি ভারতীয় আর্মিয়ারীসন, শত্রুসন কর্তৃক এডেন আক্রমণ কালে কতকগুলি ইটালীয় বিমান ভূপাতিত করিয়াছে এবং প্রকাশ যে এই অগ্নিব্রুটের মধ্যে ভারতীয় গোলন্দাজগণ বিশেষ প্রশংসারযোগ্য কাজ করিয়াছেন।

বারবেরা নগর (ইটিস সোমালিনাও) ধালি করিয়া বিহার অববাহিত পূর্বে পূর্বোক্ত দল পাঁচটি শত্রু বিমানকে ভূপাতিত করে। এই দলের নরটি লোক আহত হইয়াছিল, কিন্তু আঘাত গুরুতর হয় নাই। এত-ব্যতীত তাঁহারা তাঁহাদের কামান ও মহাপ্রতি সহায়তা লইতে সক্ষম হইয়াছিল।

একজন অফিসার এডেন চট্টে সিলাপুরে চিঠি লিখিবার সময় বলিয়াছেন, "এই সকল লোক বাঁচি যোদ্ধা এবং দৃঢ় তীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ বলিয়া নিজেদের প্রমাণিত করিয়াছেন"

প্রথম দিকের একটি বিমান-আক্রমণ সম্পর্কে লিখিতে গিয়া উক্ত অফিসার বলিয়াছেন, "একটি ডাল বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক কামান কিছুণ সাময়িকিক কতি করিতে পারে, তাহা এমন আবহাওয়ায় উপলব্ধি করিয়াছি। এবং আমরা একথাও জানি যে অতঃপক্ষে যে একটি শত্রু বিমান বীচে নাহিয়া আসিয়াছিল, উহা তাহাকে ধ্বংস করিবার পূর্বেই বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক কামান দ্বারা তাহাকে আঘাত করা হইয়াছিল।"

এই সাত উক্ত অফিসার আরও যোগ করিয়াছেন, "সেই চরম মুহূর্তে শত্রু-লক্ষিত বোমার দল ও বংশী-ধ্বনি এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক কামানের গোলা-বর্ষণের বিভিন্নতা দ্বিগুণ করা সহজসাধ্য নহে; কিন্তু আমরা আমাদের যুদ্ধে বংশীদের দিকট হইতে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে আমরা কিছুণ কার্যকরী।"

হংকং-সিলাপুর রাজকীয় সৈন্য বাহিনী এই বলিয়া গর্ব অনুভব করে যে, তাহারা এমন ইতিহাস রচনা করিয়াছে যাহা তাহাদের পরিচয়ের পরিচ্ছদের মতোই সুস্পষ্ট। এই সৈন্য বাহিনী একশত বৎসর পূর্বে হংকং "চায়না লডল" নামে গঠিত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ ইহার দলভুক্ত লোকেরা রাজ্যের অধিবাসী ছিল। কিন্তু পরে পাঠাণী মুসলমান ও শিবের মধ্যে হইতে সূতন সৈন্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

বর্তমানে ইহার অন্তর্ভুক্ত লোক পঞ্চাশ ও বৃদ্ধপ্রমণের অধিবাসী।

সেনাদল সম্পর্কিত সংবাদ

সামরিক কর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতীত প্রকাশ নিষিদ্ধ

১৯১৯ সনের ভারত-রক্ষা বিধি ৪১নং ধারার ১নং অনুবিধি ক প্রকরণের বিধানমতে মহামান্য গভর্নর বাহাদুর আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, ১৯৪০ সনের ২৬শে নভেম্বর হইতে বাংলা প্রদেশ ও আসাম মিলিটারী এলাকার সৈন্য সম্পর্কিত কোন বিষয় সংবাদপত্রে, সামিক বা পাকিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইলে তাহা প্রকাশের পূর্বে বাংলা প্রদেশ ও আসামের সেনাপতিগণের যেকোন কলিকাতার কোর্ট উইনিংয়ে পরীক্ষার জন্য বিত্তে হইবে।

বর্তীক ব্যবস্থা-পরিষদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশন ব্যতী কতক বিশ বারী হইয়াছিল।

সেনাস্ সম্পর্কে সরকারী নীতি

কোনরূপ বিভেদ সরকারের উদ্দেশ্য নয়

আগামী লোক-গণনার সময় হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রেরণী বিভাগ লিপিবদ্ধ না করিবার যে সিদ্ধান্ত গভর্নমেন্ট করিয়াছেন, সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে উহার সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে একথাও বলা হইয়াছে যে, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গভর্নমেন্টের প্রত্যেক নীতির পুণ্যই এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে লোকের মধ্যে ঐক্য বারনা আছে বলিয়া বলা হয়। গভর্নমেন্টের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কারণ নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

(১) ভারত গভর্নমেন্টের ১৯১৬ সনের সূচী (অনুসৃত সম্প্রদায়) এর তৃতীয় তালিকায় অনুসৃত সম্প্রদায়ের যে তালিকা আছে, তাহাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি জানা সিদ্ধান্ত প্রয়োজন; কারণ জনসংখ্যা ঐ সম্প্রদায়ের তলশীলভুক্ত হওয়ার দাবী বিবেচনা করা হইবে।

(২) বিভিন্ন জাতির সংখ্যা নির্ণয় ঐতিহাসিক ও সূত্র বিজ্ঞানের দিক হইতে মূল্যবান এবং প্রত্যেক জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ধারণের জন্যও প্রয়োজন।

(৩) মুসলমানদের ব্যাপারে কতকগুলি সবিত্তির পক্ষ হইতে আবেদন করা হইয়াছে যে, লোক-গণনার মুসলমানদের মধ্যে যেন সামাজিক দলভুলিকে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা না হয়। মুসলমানদিগকে প্রেরণিত বা শুধু মুসলমান বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবার এই অনুরোধের সহিত ভারতের লোক-গণনার কমিশনারের উপদেশেরও সামঞ্জস্য রহিয়াছে এবং এই জন্য মুসলমানদিগের বিভিন্ন প্রেরণীর মধ্যে পার্থক্য না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্যবসাগত কোন নাম না দিয়া শুধু মুসলমান বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া এই অনুরোধের সহিত ভারতের লোক-গণনার কমিশনারের উপদেশেরও সামঞ্জস্য রহিয়াছে এবং এই জন্য মুসলমানদিগের মধ্যে বিভিন্ন প্রেরণীর মধ্যে পার্থক্য না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

মুতের বাজার দর

বাংলা সরকারের মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বিগত ২৬শে নভেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে কলিকাতার আগমার্কা স্পেশাল মার্কেটের ডায়া ৮ আটার সের মুতের যে মূল্য ছিল, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—অনুভূতিগত প্রতি মণ ৬৬, টাকা; কিশোর প্রতি মণ ৬৭, টাকা; উজার প্রতি মণ ৬৭, টাকা; বাগাশ্রুতাপ প্রতি মণ ৫৯, টাকা; পতর প্রতি মণ ৬৭, টাকা; নীজ প্রতি মণ ৬৯, টাকা এবং শ্রী প্রতি মণ ৬৬, টাকা। উল্লিখিত স্পেশাল মার্কেট মুত ১০ মণ সের, ১/৫ প'ট সের, ১/১১০ আড়াই সের ও ১/১ সের টানে জরিয়া মণ হিসাবে ১ এক টাকা হইতে ১১ বেড় টাকা অধিক মূল্যে কিনা হইয়াছে।

হজ্বাত্তোদের সুযোগ সুবিধা

স্পেশাল অফিসার নিয়োগ

আগ, ইরাক ও ইরানের পবিত্র স্থানসমূহে কোন তীর্থ-যাত্রী যবন করিবে, তাহাদের যাত্রায় বাগাশ্রুত বাগাশ্রুত বর্তমানে যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য ভারত-সরকারি মি: জে, এ, হার্বি আই-সি-এসকে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন।

সর্বত্র ইটালীয়ান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়

[৮ম পৃষ্ঠার শেবাংশ]

কুম্ভলোয়ার নৌ-যুদ্ধের বিবরণ

"সার্ক হারেন" হইতে বহিত একটি ইংরেজী মৃতদেহ
সিটরিও শ্রেণীর একখানি বণভরীর উপরে পতিত হইয়াছে।
নৌ-বিশারদ হইতে বোঝা যায় হইয়াছে যে, একখানি
ইটালীয় ক্রুজারে ভীষণভাবে আঘাত অসিদ্ধে এবং
একখানি ডেইরারের পশ্চাৎভাগ কাণ্ড হইয়া কতিপয়
হইয়াছে এবং অন্য একখানি ডেইরারও সামান্যভাবে
কাণ্ড হইয়া পতিয়াছে এবং অগ্নির হইতে পাইতেছে না।
কুম্ভলোয়ার নৌ-যুদ্ধের "বাইটাইক" ক্রুজারেরই
কতি হইয়াছে। এই ক্রুজারে দুইবার আগাত লাগিয়াছিল।
তবে পূর্ব সামান্যই কতি হইয়াছে এবং উহা বর্তমানে
কুম্ভলোয়ার জল প্রবৃত্ত আছে।

ডোভেকার্কি ও লিবিয়ায় প্র ও গোলাবর্ষণ

নৌ-বিশারদ এণ্ডেহারে কুম্ভলোয়ারের কুম্ভলোয়ার
বহরের সচিত্র নথিই কুম্ভলোয়ারের আরও কয়েক
নক আক্রমণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রকাশ,
একই সময় ডোভেকার্কি বীপপুত্রের দের বীপ নাকী
বন্দর ও লিবিয়ার ত্রিপোলী বন্দর একই সময়ে আক্রমণ
হয়। নাকী বন্দরে অসংখ্য গুলি হওয়া সত্ত্বেও তৎ
ও অন্যান্য নক্যবহর উপর বোমা নিক্ষেপ হয়। যানে
হানে অগ্নিকাণ্ডের স্রষ্টা এবং একখানা জাহাজ, বতসর
নব্বয় কুম্ভলোয়ার, কতিপয় হয়। একখানা এংলোপুন
প্রত্যাবর্তন করিতে পারে নাই।

ত্রিপোলীতে জাহাজঘাটায় একখানা জাহাজ এবং
বোম জাহাজঘাটটিতেও বোমার আগাত লাগিয়াছে। সামান্য
হানে প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের স্রষ্টা হয়। একঘণ্টা পর
প্রায় ৬০ মাইল দূর হইতেও এই আঘাত বেশ বেগিতে
পাওয়া যায়। সমস্ত কুম্ভলোয়ার পুনঃ লিবিয়া প্রত্যাবর্তন
করিয়াছে।

আলবেনিয়ার গ্রীক-মার্তিনীর অগ্রগতি

সংবাদ আসিয়াছে যে, আলবেনিয়ার বণকেন্দ্রের
দক্ষিণ দিকের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের আরও কয়েকটি
পাহাড় গ্রীক সৈন্যদের করতলগত হইয়াছে। জানা
গিয়াছে যে, এই সাকল্যের কলে গ্রীকদের আরও অগ্র-
গমনের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

গ্রীক কর্তৃক বৃহৎপরিমাণে হস্তিতে যে এণ্ডেহার
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বিমান যুদ্ধে বহুসংখ্যক
ইটালীয় বিমানপোত ভূপাতিত করার দাবী করা হইয়াছে।

পলাতনকৃত ইটালীয়দের ক্রমঃসত্তা

ইংগোমেনিয়ার নীমাতকর্তী অফেন আর একখানি
পূর্ব পলাতনকৃত অবস্থার নাই। পলাতন করিবার সময়
ইটালীয়ানরা এই সমস্ত বাড়ী ঘরে আত্মন বহুবিধা নিরা-
স্থি। যে কয়খানি ঘরপুত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহা ইটালীয়
বোমাবু বিমানপোত কয়েকবার আক্রমণ চালিয়া বিধৃত
করিয়াছে।

ইংলিশ-চ্যান্সেলে নৌ-যুদ্ধ

নৌ-বিশারদ এণ্ডেহারে প্রকাশ, ২৯শে মতের
ভরবার জের বোমার কুম্ভলোয়ার হালকা বণভরীসমূহ পত্র
বণভরীসমূহের সচিত্র ইংলিশ চ্যান্সেলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।
পত্র বণভরীসমূহ কুম্ভলোয়ার বণভরীসমূহ কর্তৃক পশ্চাৎভাগ
হইয়া হুত্বকণে ট্রেনের দিকে পলায়ন করিতে থাকে।
কুম্ভলোয়ার "একখানা বণভরী কতিপয় হইয়াছে। পত্র
একভরীসমূহ কতিপয় হইয়াছে, তবে কতিপয় পরিমাণ
কিম্বদ জানা যায় নাই।

আলবেনিয়ার মার্সিয়াল বোমারগতি

একসময় কয়েক প্রকাশ, মার্সিয়াল বোমারগতি উল্লেখ্য
শ্রেণীর গ্রীকদের দ্বারা পলাতনকৃত বোমারগতি প্রবৃত্ত

করিয়াছেন। মতের যুদ্ধে যে সকল ইটালীয় সৈন্য
ছিল, তাহাদের প্রত্যেক সাতজনকেই অথবা একজনকে
ওলী করার আদেশ দানই নাকি তাহার পূর্ব কতিপয়
অন্যতম হইয়াছে। নীমাতের ইংগোমেনিয়ার পত্র
আর একটি পূর্ব অবশিষ্ট নাই; পলাতন ইটালীয়
সৈন্যসমূহ সমস্ত পূর্বে অগ্নি সংযোগ করিয়া গিয়াছে।
যে সামান্য কয়েকখানি পূর্ব অবশিষ্ট ছিল, ইটালীয়
বিমানসমূহ হইতে তাহাদের উপর বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে।
একখানি গ্রীক ইজারারে বলা হইয়াছে যে, কুম্ভলোয়ার
বোমা বহিত বণভরী কতি হইয়াছে।

কুম্ভলোয়ার জাহাজ বণভরীর আশঙ্কা

কার্যকর সংবাদসমূহ ইতি কতিপয় যে, কুম্ভলোয়ার
জাহাজ অসংখ্য অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া
কার্যকর পক্ষে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন হইতে পারে।
কুম্ভলোয়ার বোমার কিং বোমার করা হইয়াছে
যে, অবস্থা এখনও কেমারেল এণ্টোনেসের আত্মতরী
এবং তিনি স্বপ্নে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কর্তব্য পালন
করিবেন বলিয়া বোঝা করিয়াছেন।

যেহেতু আসন্ন আত্মতরীপ রাজনৈতিক পতি কোন্
দিকে গ্রীক বুকা হইতেছে না। সাময়িক মরিসভা
পতি হইতে পারে এবং সর্বদলীয় পত্র "মেন্ট" স্বপ্নের
কথাও চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উদা-
নৈতিক নেতা যঃ জর্জেল ব্রাট্টেরনকেও মরিসভার
একটি বহর প্রবণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।
গত ২৮শে মতের প্রাতে যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে
জাতীয় কৃৎক দলের নেতা যঃ ম্যানিউয়ের সচিত্র আলোচনা
চল। যঃ ম্যানিউ সম্প্রতি প্রকাশ্যে জাফান-ইটালী
বাটোয়ারার হাজারীকে ট্রান্সিলভেনিয়া প্রত্যাবর্তনের
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। যাহা পোলভাল স্রষ্টা করিতেছে
এবং যাহা হস্তাকারী জাহাজের জন্য কঠোর ব্যবস্থা
অবলম্বনে সরকার দৃষ্টিপূর্ণ। প্রবেশনমুখেও
অনেক হস্তাকারী হইয়াছে। জাতীয় কৃৎক দলের
অন্যতম নেতা যঃ ম্যানিউর দৃষ্টান্তও পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, আরম্ভ পাঠ দলের সমস্তোক্তা ম্যানিউর
পূর্বে প্রবেশ করে এবং একখানা বোমার করিয়া বুঝে-
টের উপকণ্ঠে ব্যাপ্তে লইয়া গিয়া ওলী করিয়া হস্তা
করে।

"নিউইর্ক টাইমস্" বেলগ্রেভ চইতে এই মর্মে
এক সংবাদ পাইয়াছেন যে, কুম্ভলোয়ার হইতে যাহা
মাইকেলের পলাতনের সত্যতা আছে। উক্ত পত্রিকা
সংবাদসত্তা জানাইয়াছেন যে, যাহা মাইকেলের হস্তা
বলী হেনে ইতিমধ্যেই কুম্ভলোয়ার হইতে পলাতন সম্প্রতি
কুম্ভলোয়ার উপস্থিত হইয়াছেন। যাহা মাইকেলও
অনুপূর্ণ পত্র অবলম্বন করিতে পারেন; কারণ তিনি
নিজকে বলাই বলিয়া মনে করিতেছেন। সংবাদসত্তা
আরও বলিয়াছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির লব্ধ সাময়িক
কর্তব্যকারীদের মধ্যে যে বিকোডের সঙ্গ হইয়াছে, তাহার
কলে কুম্ভলোয়ার সাময়িক একসময়কৃত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

একটি কুম্ভলোয়ার জাহাজ

নৌবিশারদের এক এণ্ডেহারে বলা হইয়াছে যে,
ভরবার জের ইংলিশ চ্যান্সেলে এক সংঘর্ষের সময় পত্র-
পত্রী আক্রমণসমূহের উপর বারংবার আগাত করা হয়;
কিন্তু তাহা অসংখ্য পলাতন বার এবং সেই কারণে
কি পরিমাণ কতি হইয়াছে তাহা সঠিক জানা যায় না।
কুম্ভলোয়ার "জাটেলিন" কতিপয় হইয়াছে; তবে
উহা একপে বন্দরে নিরাপদে আছে। কুম্ভলোয়ার বোমার
অধিনায়ক ক্যান্টেন সর্জ লুইস মার্সিয়াল "জাটেলিন"-
এর উপরে ছিলেন। আর কোন কুম্ভলোয়ার জাহাজ কতিপয়
হয় নাই।

[পের কবরের দিকে পটব্য]

কলিকাতা অন্ধ চিকিৎসা-কেন্দ্র

আরও এক মাতের জন্য বোমা থাকিবে

কলিকাতার বৈদ্য বিঃ আলুর মহম্মদ সিদ্দিকীর
নির্দেশক্রমে গত ১লা মতের কলিকাতার অন্ধ চিকিৎসা-
কেন্দ্রটি বোমা হয়। পূর্বে ৪ মতের জন্য চিকিৎসালয়টি
বোমা হইয়াছিল। একপে বৈদ্য হইয়াছে যে, উক্ত
চিকিৎসালয় আরও ১ মাস পর্যন্ত বোমা রাখা চইবে।

গত ২৮শে মতের পর্যন্ত প্রায় ১৯০ জন রোগীর
আয়োজন করা হয়। প্রত্যেকের এবং চিকিৎসা পত্র
রোগীদেরই বিশেষ করিয়া আয়োজন করা হইয়াছে।
গত ২৮শে মতের পর্যন্ত চিকিৎসালয়ে প্রায় দুই লক্ষ
রোগীর রোগীর চিকিৎসা করা হয়। বৈদ্যকাল-
কালি এবং কলিকাতা লোক-কালি সকল দিক বিবেচনার
পর বৈদ্য করিয়াছেন যে, উক্ত চিকিৎসালয় আরও এক
মাস অবধি ১১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বোমা রাখা চইবে।
২২শে ডিসেম্বরের পর চিকিৎসালয়ে আর রোগী ভর্তি
করা চইবে না।

চিকিৎসালয়ের কর্তৃক বৈদ্য করিয়াছেন যে, উপর্যুক্ত
সময়ে নোষ্ট্রিন দিলে যাহাতে আরও রোগী-বাক
রোগী চিকিৎসালয়ে ভর্তি করা সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা
করা চইবে। চিকিৎসালয়টি যাহাতে আরও ১ মাস বোমা
রাখা যায়, তৎকাল যার যাহা পূর্বদল কার্যকরী জাহাজ
পূর্বের একতলাটি চিকিৎসালয়ের জন্য হস্তিমা বিয়াছেন।

জাহাজ মতের পরিচালনা

যাহা পূর্বদল বিয়াছেন বলাই জাহাজ মার্তিনীর
মতের যাহা কলিকাতা অন্ধ চিকিৎসালয়ে পতি-
নব মতের জাহাজ কার্যকরী বৈদ্য জাহাজ মতের
প্রকাশ করিয়াছেন।

এই অতি প্রয়োজনীয় জনহিতকর চিকিৎসালয়ে
আরও লীমকাল পরিচালন করার জন্য অতিবিক্র
অর্থ প্রয়োজন হইলে তিনি জাহাজ পূর্বদল বলাবলা
মতের করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

[দ্বিতীয় কলকের শেবাংশ]

জাহাজ মতের আক্রমণ

জাহাজ বোমার প্রকাশ যে, পেলুত লীতে কয়েকখানি
লীভোটি মিলিয়া একখানি জাহাজ মতের আক্রমণ
করে।

পূর্বদল কুম্ভলোয়ার জাহাজ

যাহা ডেভেকোরগার হইতে প্রকাশিত এক এণ্ডে-
হারে কুম্ভলোয়ার সৈন্যদের এক অতিক্রম আক্রমণের বিবরণ
দিয়া বলা হইয়াছে যে, যাহাদের এই যুদ্ধে পত্রপত্রের
প্রতিষ্ঠা কতি হইয়াছে। এণ্ডেহারে বলা হইয়াছে,
"কালো বণকেন্দ্রে একজন বোমারহস্ত কুম্ভলোয়ার বলাইসৈন্য
একজন পত্রসৈন্যের উপর সাকল্যের সচিত্র অতিক্রম
আক্রমণ চালায়। পত্রপত্রী এই সৈন্যদের এবং পরে
যে লব সৈন্য তাহাদের সামান্য অগ্রসর হয়, তাহাদের
মধ্যে অনেক সৈন্য হস্তাকারী হইয়াছে। যেহেতু অফেন
একজন পত্রপত্রপত্রী পত্রসৈন্যের উপর কুম্ভলোয়ার
সৈন্যসমূহ ভীষণ গোলাবর্ষণ করে"।

গ্রীকদের আরো সাকল্য

এক গ্রীক যুদ্ধের বিবৃতিতে প্রকাশ, কোথিয়া
হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে এবং এসবাসান অতিক্রম
ইটালীয়দের পশ্চাৎভাগের পক্ষে অবস্থিত আলবেনিয়ার
পত্র পোয়াডের গ্রীকরা ব্যাপক লড়াইয়ে লব করিয়াছে।
পত্রটি ইটালীয়রা বহুবিধ করিয়াছেন। গ্রীকপক্ষে
যেহেতু লড়াই একটি ৬,০০০ কুম্ভলোয়ার পর্যন্ত লব
করিতে হয়। গ্রীকরা পূর্বদল বলা সাকল্যকৃত বণভরী
করিয়াছে।

ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার

বাঙলা-সরকারের প্রতিবাদ

পত্রিকাগুলির সহিত ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, কোন কোন সংবাদপত্র অতিরিক্ত ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিবরণ কখনও সংবাদসভার নাম দিয়া কখনও নাম ব্যতীত প্রকাশ করিয়া তাহাতে সত্যকথনের উপর অত্যাচারের অভিযোগ ও অপর সত্যের উপর মোহাযোগ করিয়া অতি আশ্রয়ের সহিত এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি করিতেছে। অনেক সময় বিবৃতি, প্রেস-নোট ও প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া প্রকৃত ঘটনার পর্যাপ্ত বিবরণ দিয়া সেবাদন হইয়াছে যে, এই সন্মত অভিযোগ মিথ্যা। কিন্তু কেবল মিথ্যা অভিযোগ করার প্রবৃত্তি এখনও ঘুর ঘুর নাই এবং কখন কখন ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কোন সংবাদসভার বিশেষ অভিযোগের প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং যে সংবাদপত্রে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সংবাদপত্রেই প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সংবাদসভাই একই অভিযোগ পুনরাবৃত্তি করার করিতে এবং অন্য কোন সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এবণ একটি আত্মসম্মান বর্জিত সন্মতি ঘটিল। একজন সংবাদসভা কোন একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে বিগত ৩০শে এপ্রিল তারিখে একটি অভিযোগ প্রকাশ করে এবং বিগত ৩০শে জুলাই তারিখে পাদ্রিসিটি বিভাগ হইতে বহাধন তাহা এই অভিযোগের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই সংবাদসভাই পুনরায় বিগত ২৮শে আগষ্ট তারিখে অন্য একটি দৈনিক কাগজে এই অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছে।

ইহা ব্যতীত অভিযোগগুলি এমন বেশরওভাবে করা হয় যে, অনেক সময় উহা শুধু কল্পনাপ্রসূত হয়। এই কথার পুনরাবৃত্তি করে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল:—

একটি সংবাদসভা অভিযোগ করিয়াছিলেন যে মোরাদাবাদী জেলার কতিপয় মুসলমান দিব্যদোকে সামরিক চৌকুরী পরিবাহকের পুত্রবধী হইতে নষ্ট লুট করিয়া গিয়াছে। কেবল কোন ঘটনার কথা স্থানীয় পুলিশের নিকট সংবাদ দেওয়া হয় নাই। এই সংবাদসভা সেই সংবাদপত্রে এ অভিযোগও করিয়াছে যে, মুসলমানগণ বহুসংখ্যক চিশুর ধান ও পাট লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে কেবল ধান পাট লুট হওয়ার কোন সংবাদ এই বর্ণিত স্থানে বা উহার নিকটবর্তী কোন স্থানে হইয়াছে বলিয়া এ বহুসংখ্যক ও পর্যাপ্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কয়েকটি চুরি হওয়ার সংবাদ দেওয়া গিয়াছে কিন্তু কাহারও উপর সন্দেহ না হওয়ার চোকে করা যায় নাই এবং এই সব চোর চিশুর হইতে পারে মুসলমানও হইতে পারে।

একথাও অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ১৯৩২-৪০ সনে মোরাদাবাদী কাসেমের ইচ্ছাবীম সাহায্য তহবিল হইতে ১,১৫০ টাকা বিতরণ করিয়াছেন; কিন্তু কোন বিশু নিকাশতন বা প্রতিষ্ঠান এই তহবিল হইতে কোন সাহায্য গ্রাণ্ড হয় নাই। প্রকৃত অবস্থা নিম্নে দেওয়া গেল: সাধারণ ইচ্ছাবীম সাহায্য তহবিল ৭৫০ টাকা; উন্নয়ন ৫০৫ টাকা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিতরণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৪৫ টাকা নিম্নলিখিত ভাবে বিতরণ করা হইয়াছে:—

	টাকা।
মুসলমান নিকাশতন	১৭০
বিশু নিকাশতন	৩৫
খ্রীষ্টান নিকাশতন	১০
	২৪৫

বিশেষ উল্লেখ্য ১,২০০ টাকার মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে কিছুই দেওয়া হয় নাই, সত্য টাকা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হইয়াছে। অতএব উপরোক্ত

[২য় কলামের নিম্নে হইয়া]

পদ্মা-কল্যাণ প্রচেষ্টা

৭টি জেলার জল অতিরিক্ত সাহায্য মন্তব্য

বাঙলা সরকার বাঁকুড়া, বর্ধমান, রাঙ্গিলি, খুলনা, মুন্সিগাঁও, বরেনসিহ এবং হাফলুয়া জেলার নিম্নলিখিত পরিকল্পনার বার নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা মন্তব্য করিয়াছেন:—

বাঁকুড়া	টাকা।
বাঁকুড়া জেলা সাহায্য প্রদান	৫০০
জল প্রাচীর	১০০
পাঁচতালকের জলজোড়া নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংস্কারের নিমিত্ত	১৫
সাহায্যবাহনপূর লৈন-বিদ্যালয়	১৫
বর্ধমান	
বাংলায় ইউনিয়ন বোর্ডের ডিপেন্ডেন্সারী জন্য একটি পাকা দালান নির্মাণকল্পে	৫০০
রাঙ্গিলি	
ডাঙ্গিলি আদ, নি, বিনয় ডিপেন্ডেন্সারী নিমিত্ত	১,০০০
ডেপুটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণকল্পে	১৫০
কামিন্দা নহরে অর্থ ও বহুনিমিত্ত জন্য একটি ভবনের নিমিত্ত	২০০
খুলনা	
মুন্সিগাঁও পল্লী-মজল সন্থিতর জন্য একটি পল্লী-বিলমাগার নির্মাণকল্পে	১০০
বালু কল্যাণ পল্লী-মজল সন্থিতর নিমিত্ত একটি পল্লী-বিলমাগার নির্মাণকল্পে	১০০
মুন্সিগাঁও	
ইন্ডাণী-লমল ইউনিয়ন বোর্ড ডিপেন্ডেন্সারী ভবন সংস্কারকল্পে	১৫০
কাপী মহকুমার অর্থ ও কীতিপূর ইউনিয়ন বোর্ড ডিপেন্ডেন্সারী নিমিত্ত ভবনের ও কম্পাউন্ডারিগের বাস-ভবন নির্মাণকল্পে	১,২৫০
বরেনসিহ	
সেকোপা মহকুমার অর্থ ও সপীকোপা ইউনিয়ন বোর্ড ডিপেন্ডেন্সারী নিমিত্ত 'ফিল্ডার' ভবন	৩০
বরেনসিহ নহরের একটি বেলায় বাঁঠের সংস্কার-সাহায্যের নিমিত্ত (ইহার উপরনের জন্য গত বৎসর ১,০০০ টাকা মন্তব্য করা হইয়াছে)	১০০
হাফলুয়া	
ডাঙ্গাপাড়ার অর্থ ও সোলাইডাক বালুর উপর একটি সেতু নির্মাণকল্পে	৫,৯৫০

[১ম কলামের শেষে]

বিশদ হইতে দেখা যায় যে, মোরাদাবাদী জেলার বিশু নিকাশতন ২০ জন ব্যক্তি, জাহাঙ্গিরকে নবাবসমূহাত হিসাবের জন্য সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

কিন্তু কলকাতা কোর্টের চেষ্টা হইতে, জাহাঙ্গির নিম্নলিখিত হইতে পাইই বুঝা যায়। যে সন্মত উদাহরণ দেওয়া গেল জাহাঙ্গিরের অনুদান। এই প্রকারের অভিযোগ বাঁহা পুনঃ পুনঃ করেন, তাহারা নিম্নলিখিত আসেন যে উহা অতিরিক্ত অথবা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ইহাতে গেলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে অথবা ভিত্তি অসংলগ্ন করে। সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের নিকট অনুদান করা হইতেছে যে, এই প্রকারের অভিযোগ যে কেহ কলকাতা কোর্ট, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। (প্রেস-নোট)

ডাকটিকেটের মূল্য হ্রাস

১লা ডিসেম্বর হইতে কার্যকরী

একখানি সরকারী নিবন্ধিতে প্রকাশ, গত ১লা ডিসেম্বর হইতে ডাক ও ডাক এবং টেলিফোনের হার সম্পর্কে নিম্নলিখিত পরিবর্তন কার্যকরী হইয়াছে:—

- (১) ডাকের মধ্যে যাকৃত টিকেট ও বিনয়করের হার (প্রথম জেলা) এর পরমা হইতে পঁচ পরমা করা হইয়াছে। তার পরে প্রত্যেক অতিরিক্ত জেলার ডাক আয়ের ব্যয় দুই পরমা থাকিবে।
- (২) ডাকের মধ্যে যাকৃত কুক প্যাস্ট ও সার্বজনীন প্যাস্টকরের টিকেটের হার দুই পরমা হইতে (আড়াই জেলা) হিস পরমা (পাঁচ জেলা) বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তারপর প্রত্যেক অতিরিক্ত আড়াই জেলার পূর্বের হার এক পরমা করিয়া থাকিবে।
- (৩) গ্রেট ব্রিটেন, উত্তর আয়ারল্যান্ড, কিল (মূল্য নক), প্যাস্টোইন, ট্রান্সজর্জান ও অন্যান্য ব্রিটিশ অধিকৃত ও আশ্রিত স্থানসমূহে প্রেরিত টিকেটের টিকেটের হার প্রথম আটশে আড়াই আনা হইতে সাত্বে তিন আনার বৃদ্ধি করা হইবে। তার পরে প্রত্যেক অতিরিক্ত আটশে আনা ও চার আনার টিকেট থাকিবে।
- (৪) বর্ধমান প্রেরিত টিকেটের টিকেটের হার প্রথম জেলার হার পরমা হইতে দুই আনার বৃদ্ধি করা হইবে। প্রত্যেক অতিরিক্ত জেলার পূর্বের হার একখানার টিকেটেই চসিবে।
- (৫) ডাকের, বর্ধমান, সিংহল, আফগানিস্তানে ও লাদাখ (তিব্বত) প্রেরিত প্রত্যেক সাধারণ জাহের উপরে একখানা সার চার্জ এবং প্রত্যেক একপ্রশ্ন জাহের উপরে দুই আনা সার চার্জ আদায় করা হইবে। প্রেস ও অভিনন্দন জাহক জাহের উপরেও সারচার্জ আদায় করা হইবে।
- (৬) বর্ধমান ট্রান্স টেলিফোন কল যে বাঙাল আদায় করা হয়, তাহা হাড়াও প্রত্যেক কলের হারের উপরে পঁতকরা আড়াই নশ টাকা নিতে হইবে।

অন্যদিকে হুজুর ভিত্তিহীন সংবাদ

মেদিনীপুরে সাহায্যদান বন্ধ করা হয় নাই

সম্রাতি কোন কোন সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে কথাসমূহ এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, মেদিনীপুর জেলার অর্থ ও তৎপালন প্রাণ অধীন একটি গ্রামে চারি জন লোক অন্যদিকে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে এবং সন্মত (বর্ণিত) মহকুমার অর্থ ও সন্মত প্রাণ অধীন একটি গ্রামে এক ব্যক্তি আহততার চেষ্টা করিয়াছিল; ইহা সন্মত ও পত্নীকেই সাহায্য-কেন্দ্র বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। অনুদানে জানা গেল যে, এই সন্মত অভিযোগ ভিত্তিহীন। হুজুর লোকসিগের নাম এবং যে গ্রামে তাহারা বাস করিত তাহার নাম পর্যাপ্ত উল্লেখ নাই—ইহাভেই পট প্রতীকরণ হইবে যে, এই সংবাদের অনুদান আকাশ-কুণ্ডল হস্তা করিয়াছেন। এই হইতে ২৫শে অক্টোবর পর্যাপ্ত বহন-পীড়িত গ্রামসমূহের প্রত্যেকটি ব্যতীতে তাহাদের অর্থ-অভিযোগ সম্পর্কে অনুদান করা হইয়াছে; কিন্তু কেহই এ সংবাদ গ্রহণ করেন নাই যে, অন্যদিকে কেহ সত্য বিচারে কিছু আহততার চেষ্টা করিয়াছে। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহও এ ব্যতীত কোন সংবাদ প্রকাশ করেন নাই। এখন পর্যাপ্ত প্রত্যেকটি গ্রামে প্রত্যেক বিশু ব্যক্তিকে একখানি নাম প্রদান করা হইতেছে। গত ২৪ নভেম্বর পর্যাপ্ত ৪১৫,৩৪৭ জন ব্যক্তিকে বৃত্ত প্রদান করা হইয়াছে।

নিম্ন কলমে এই গ্রামের কথা বলাহে আর না হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সংবাদ প্রচারের সময় মেদিনীপুর জাহে বিশুদের উল্লেখ করা যাক। (প্রসঙ্গিক)

কলিকাতা দমকল-বাহিনীর প্রশংসনীয় কার্যাবলী

মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর কর্তৃক নূতন কেন্দ্রের উদ্বোধন

কলিকাতা দমকল-বাহিনীর নূতন কেন্দ্রের উদ্বোধন করিতে হইয়া বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ১৬ ডিসেম্বর অগ্নিকাণ্ড এটির সময় নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।—

“কলিকাতা দমকল-বাহিনীর নূতন কেন্দ্রের কার্যাবলীর উদ্বোধনের প্রবেশ লাইন আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি এবং মাননীয় মহী মহোদয় আমার প্রতি যে আশঙ্কা: সম্বোধন জ্ঞাপন করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিতেছি। কতকগুলি বিশেষ কারণে আমি এই অনুষ্ঠানের প্রতি পূর্ণ হৃদয়েই আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিতেছিলাম। কলিকাতায় যে সব প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান তাহাতে, তদুপরে সম্ভবতঃ দমকল-বাহিনীর প্রতি জনসাধারণের সম্বন্ধ খুব কমই পড়ে। কলিকাতায় কোলোক বহি উপদ্রুপরি কয়েক মাসও দান করে, তাহাও সম্ভবতঃ দমকলের অস্তিত্বের বিষয় জানিতে পারে না। অবশ্য দমকলের ইঞ্জিনগুলির বিশেষ হাটখুনি মাঝে মাঝে শুনা যায়। কিন্তু যেহেতু প্রচলিত এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে, তাহা তাহাতে গেলে এই হাটখুনি কাহারও পার্শ্ব বাহত করে না, বলা চলে।

“আমরা জানি যে দমকল-বাহিনী খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হইতেছে এবং যখনই কোথাও অগ্নি লাগিলে ঐকমত্যে খুব কিশুতার সঙ্গে ইহা অগ্নি নির্মূলের ব্যবস্থা করিবে। আমাদের এই অনুষ্ঠানের জন্যই এবং দমকলের প্রয়োজনীয়তা খুব কমই দেখা দেয় বলিয়া দমকলের অস্তিত্বের কথা তাহাদের সুযোগ হইত আমাদের চর না।

“হুজুর হাটায় পর দণ্ডি, এমন কি দিনের পর দিন এই দমকল-বাহিনীর কোনই কাজ না থাকিতে পারে। কিন্তু যখন কোথাও আগুন লাগার সংবাদ পাওবা যায়, তখন ইহার কর্মসমতা পটুত্ব আশ-প্রকাশ করে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বৃহত্তে এতদুপায়ে অতি ক্ষুদ্র এবং সোপানসহ সঙ্গে কাজ করিতে হয় বলিয়াই দমকল-বাহিনীর পরিচালনা প্রথম শ্রেণীর ও তৃতীয় হওয়া দরকার।

“আমি এখানে আসার পূর্বেই কলিকাতা দমকল-বাহিনীর কথা শুনিয়াছি এবং মাননীয় মহী মহোদয় ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে জানা বলিয়াছেন, অতি আশ্চর্যের সঙ্গে তদা প্রবণ করিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানটি যে একটি প্রথম শ্রেণীর জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান, তদা সন্দেহ বীকৃত হইয়াছে জানিয়া আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হইলাম। কারণ এই নগরীর পক্ষে এত প্রয়োজনীয় একটি প্রতিষ্ঠান যদি তদার সাক-সম্মত ও তদার সমিতি সন্তুষ্টি করি-পনের দিক দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হইত,

তদা হইলে প্রকৃতই সন্তোষ হইত না। এই জন্যই আমি যেখান অতি আনন্দিত হইলাম যে, এই দমকল-বাহিনীর জন্য একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সন্তোষের হইয়াছে এবং তদার উদ্বোধন করার সুযোগ আমি লাভ করিয়াছি।

“বিমান-আক্রমণ নিরোধ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে দমকল-বাহিনী যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে, মাননীয় মহী মহোদয়ে তদা উল্লেখ করিয়াছেন, আমি তদার গুরু উপলব্ধি করিয়াছি। ইহা বলা সম্পূর্ণ নিম্নোদ্যোগ যে, বিমান-আক্রমণ নিরোধ পরিকল্পনার দমকল-বাহিনীর সহযোগিতা অপরিহার্য। নতুন বিমান-আক্রমণ সম্পর্কে যে সব বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি, তদা হইতে ইহা পরিতোষিত হইয়াছে যে, তদাকার দমকল-বাহিনী যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করার সবুই অনেক জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পাউয়াছে। তদুরী ব্যবস্থার জন্য কতিপয় অস্বাভাবিক বোলা হইয়াছে এবং অগ্নি-নির্বাপন কার্যের জন্য এককল যন্ত্রসমূহকে পঠন করা হইয়াছে জানিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমি শুধু একমাই বলিতে চাই যে, এই নগরীও আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে বলিয়া যদি মনে করা হয়, তবে এ-সম আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য পূর্ণ হৃদয়েই আত্মদিকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। কারণ, তদুরী অবস্থার আকস্মিক বিপদ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব কলিকাতায় প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি যতদূর সম্ভব তদুরী অবস্থা দেখা দেয়, তবে তাহাতে দমকল-বাহিনী যথাসময়ে কার্য সম্পাদন করিতে পারে, তৎক্ষণাৎ জনসাধারণের কাজ হইতে ব্যাপক সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে। আমি মনে করি—ইহা নিশ্চিতভাবে মনে করা হইতে পারে যে, তদুরী অবস্থার কলিকাতার দমকল-বাহিনী বেশ প্রসঙ্গের সঙ্গেই তদারের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবে। তবে ইহা অবশ্যই বীকার্য যে, প্রকৃত অবস্থার উপরই ইহার কার্যক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করিবে। কলিকাতা কর্পোরেশন এবং হাটহা ও পার্শ্ববর্তী মিউনিসিপ্যালিটি তদারের কর্মসম্পাদনের প্রতি কর্তব্যের কথা মনে করিয়া দমকল-বাহিনীর প্রতি সকল সময়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিবেন বলিয়াও আমি আশা করি। প্রয়োজনের সময় যথেষ্ট পরিমাণ জন-সহযোগিতা, হাটখাট বন্ধ করণ বা দালাল-এবংত জামিয়া সেওলা প্রভৃতি যে কোন কাজ তদা এই সহযোগিতা সম্ভবপর। জনসাধারণকেও আমি বলিতে চাই যে, দমকল-বাহিনী যে কাজ করে, তদার জাল-বল বিবেচনা না করিয়া তদার যে

সহযোগিতা করে। কারণ, এতদুপ সহযোগিতা ব্যতী বিপদ হইতে বাঁচা হইতে পারে।

“পরিশেষে আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং এই আশাই করি যে, কলিকাতার দমকল-বাহিনী উদ্ভিগতও জন-সেবার কাজ আরো হৃদয়ে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে।”

ভারতের নূতন প্রধান-সেনাপতি

লেক্টেণ্ট্যান্ট জেনারেল আর্চিবল্ড লেঙ্ক নিম্নুক্ত

জেনারেল দায় বর্ডার এ, ক্যাপেলের যশে ভারতের বাহিনীর লেক্টেণ্ট্যান্ট জেনারেল সি. জে. ই. আর্চিবল্ড লেঙ্ককে ১৯৪১ সালের প্রথম ভাগ হইতে ভারতের প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ মহামান্য ভারত সন্যাস্ত অনুমোদন করিয়াছেন।

ভারতের এই নবনিযুক্ত অধী-নাট প্রিটেনের বাক্ষরী সেনাপতি বাহিনীর অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ইংলণ্ডের লন্ডনকালে আক্রমণ হইতে আতঙ্কিত জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তদার মরম হইয়াছে ৫৬ বৎসর। সুচকুর, কৌশলী ও অক্লান্ত বলিয়া তদার খ্যাত আছেন। সৈন্য বলগঠন ও কর্মচারীদের সম্বন্ধে তদার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিনি চারুকিন্ত করিমি অসমতম সম্মতা ছিলেন এবং সেই সময় তিনি ভারতের জনস্বার্থের সম্বন্ধ-প্রচেষ্টার সব দিক প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পান।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ (ব্যাপারের পূর্ণবর্তী বা তদা হইতে প্রকৃতী যে-কোন বস্তুতে সব জাহাজই থাকিতে পারে এবং বর্তমান বিজ্ঞিত প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞিত বাতীতেই ব্যাপার ও জাহাজের যতদূর সম্ভব ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্তন হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ বৃদ্ধবাক্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হাংকং-এর যথোক্ত, বাতী ও দালালী জাহাজ যতদূর সম্ভব করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

বৃটিশ বৃদ্ধবাক্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, গ্রুজ, জুজুপ্রাচা ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দরসমূহের যথোক্ত জাহাজ যতদূর সম্ভব করিয়া থাকে।

বাতীদিগকে অনুমোদন করা হইতেছে যে, তদার যে বিজ্ঞেয় প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ববর্তী বিজ্ঞিত করেন। বর্তমান পরিবর্তিত জন্য জাহাজের যতদূর সম্ভব পরিবর্তন করানো হইয়াছে।

জাহাজ জাহাজ জাহাজ সম্পর্কে বন্দরসমূহ তদার, বাতীদিগের জাহাজ পূর্ণ বিবরণ ও দালাল জাহাজ হাট প্রকৃতি অবসর হওয়ার জন্য নিম্ন টিকানায় নিম্নুক্ত:—

ব্যাঙ্কিংস ব্যাংকটী এণ্ড কোং,

এন্ডেপ্ট—পি এণ্ড ও এবং কোং,

মাসেমিং এন্ডেপ্ট—বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ।

বিশেষ প্রবন্ধ

বাঙলা গণপন্থ্যের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গণপন্থ্য বোর্ড ও জন-সংগঠনের কার্য-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করার জন্য গণপন্থ্য বোর্ড "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রেসবোর্ড বা সরকারী বিভাগে অবস্থা প্রাধান্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বোধিত হইয়া ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গণপন্থ্য বোর্ড কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৬ই ডিসেম্বর—১৯৪০

দুইটি নিরপেক্ষ দেশের কাহিনী

ইউরোপের যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি আজ পর্যন্তও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে কমানিরা ও গ্রীসের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের সূচনার বলকান উপদ্বীপের এই দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম এবং যুদ্ধ হইতে পূর্বে থাকার জন্য তাহারা বিশেষ চেষ্টাও পাঠাইয়াছিলাম। কমানিরা আকস্মিক পন্থেনে কমানিয়ার সেকেন্ড ডিগ্রি হইয়া যায় এবং বৃটেনের প্রতিশ্রুতির প্রতি পোচনীভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সে ত্রিশটি চুক্তিতে যোগদান করে। পরাক্রমে এসব মেথিয়াও গ্রীস পূর্তনকে নিজের দীর্ঘতীর্ষীকৃত্য হইয়া ধরিয়া থাকে; সে বৃটেনের প্রতিশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞাও প্রদর্শন করে না এবং বৃটেনের পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ হওয়ার মত কাজ হইতেও বিরত থাকে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত টালা গ্রীস আক্রমণ করিতে কুচিত হয় নাই। কাজেই বিবেচনা করিয়া দেখার সময় আসিয়াছে—কমানিরা ও গ্রীস সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষতার দীর্ঘতীর্ষীকৃত্য পালন করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহাদের দশা কি দাঁড়াইয়াছে।

অ্যাঙ্গিল-নভিস পক্ষপুষ্টে আশ্রিত কমানিয়ার দুলাবান পুনেপন্থি ও একান্ত প্রয়োজনীয় সবুজ-তীরবর্তী অঞ্চল আজ অপরূপে অবিকারে গিয়াছে। কমানিয়ার সকল বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদ—এমন কি যর; রাজা ক্যারলও—হয় বন্দী অথবা বিশেষে নির্যাসিত হইয়াছেন এবং বিরাট জাতিগত হাতিয়া কমানিয়ার বুক চাপিয়া বসিয়া থাকিয়া এই দেশের বৈশিষ্ট্য ৩০,০০০ পাউণ্ড খরচ লাগাইতেছে। শুধু তাহাই নয়;—হুজুগা দেশের উপর আজ অত্যাচারের বহনিকা অধিকার বন্দীভূত হইয়া রাখিয়া আসিয়াছে এবং দেশে অতি পোচনীভাবে অত্যাচারের স্রষ্টা হইয়াছে। জাতিগত সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের যথাক্রমে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ৬৪ জন রাজনৈতিক বন্দীকে (তলুকা একজন ডুপুর্ন প্রাধান-বন্দীও অন্তর্ভুক্ত) জেলের মধ্যে অত্যন্ত আড়তারা গুলী করিয়া নিহত করিয়াছে। এই অত্যাচার অবস্থার প্রতিকারার্থে বন্দী-সভা সারা রাত ব্যাপিয়া অবিক্রমণ করিয়াও কোন পথ বাহির করিতে পারেন নাই এবং এক দিকে সেনা-বাহিনী ও অপর দিক দিয়া আরম্ভ-পার্শ্ব দল পরস্পরের পক্ষপন্থীকায় বন্দোস্ত হইয়া প্রকৃত হইতেছে। অ্যাঙ্গিল-নভিস রক্ষণাবলী এবং করিয়াই কমানিয়ার দুখিনের অত্যাচার বন্দীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ পক্ষীয় পক্ষপন্থী পক্ষ কর্তৃক আক্রমণ হইয়াও গ্রীস আক্রমণকারী সৈন্যদলকে তাড়া করিয়া আফ্রেনিয়ার পর্য্যন্ত পলাইয়া গিয়াছে। গ্রীসের নিজের বীর্য ও দুর্ভাগ্য কখনই এই অত্যাচারী বিজয় সত্ত্বপন্থ হইয়াছে, নতুন নাই; কিন্তু বৃটেন বিমান ও বো-বাহিনীর সহায়তায় যে এই ব্যাপারে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে,

তাহাও অবশ্যই স্বীকার্য। আজ গ্রীসের যে বিজয়-রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে প্রতিরোধ করার জন্য পক্ষপন্থ হইতে নতুন উদ্যম লইয়া অগ্রসর হইবে। কিন্তু ইহা অসম্ভবসেই আশা করা চলে যে, গ্রীক বীর্যপন্থ সকল বিবুদ্ধাভ্যন্তরেই জয় করিতে সমর্থ হইবে।

অ্যাঙ্গিল-নভিসের মানাচরণ চাপ যতই তুলী, বুলগেরিয়া ও বুগোস্লাভিয়া ইতিমধ্যেই যে দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে পরিকারী কৃষ্ণা গিয়াছে যে, গ্রীস ও কমানিয়ার অবস্থা দেখিয়া বলকানের এই সব পক্ষ প্রকৃতই উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিয়াছে। বেশব বেশ বলকান অঞ্চল হইতে বহু পূর্বে অবস্থিত, তাহাদেরও এখন হইতেই সতর্ক হওয়া উচিত, নতুন নাই।

গ্রীসের প্রতি বৃটেনের সাহায্য

গ্রীসের প্রতি বৃটেনের সাহায্যের পরিমাণ দিন-দিনই বৃদ্ধি হইতেছে। বিগত ২৫শে নভেম্বর তারিখে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, বৃটেন ও নিউজিল্যান্ডবাসী বহু সংখ্যক সৈন্য ও বৈমানিক লইয়া কতিপয় বৃটেন যুদ্ধ-আহাৎ কোনও গ্রীক বন্দরে বাইরা উপস্থিত হয়।

গ্রীক ও বৃটেন বৈমানিকদের সম্মিলিত আক্রমণে পলায়নপর ইটালীয়ান সৈন্যদলকে যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে, তাহা আজ আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। এতদ্ব্যতীত পক্ষপন্থের সরবরাহ কেন্দ্রসমূহ এবং আকি-মোকাটো, এলবাসান, টিহাসা প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত পক্ষপন্থীর বিমানবাতি সমূহের উপরও ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যে নাবক স্থানে একটি ১০,০০০ টন ওজনের আহাৎের উপর সরাসরি বোমা বর্ষিত হইয়াছে এবং একটি ক্ষুদ্রতর আহাৎ নোজরাবদ বাকা অবস্থায়ই প্রকৃত অস্তিত্ব হইয়া ধ্বংস হইয়াছে। দুর্ভাগ্যে জেটীর উপরও তীব্রভাবে বোমা বর্ষিত হইয়াছে। ডেলোকা বন্দরেও বোমা বর্ষণের ফলে আর একখানা আহাৎ নিনষ্ট হইয়াছে।

বহাশ্রাচ্যে বৃটেন বিমান-বাহিনীর প্রধান অবিনাশক যার্মেল সংঘের সম্মতি গ্রীসে অবস্থিত বৃটেন বিমান-বাহিনীর কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। রাজকীয় বিমান-বাহিনী যেহেতু ব্রুডতার সঙ্গে গ্রীসকে সাহায্য প্রদান করিয়াছে, তৎকাল ব্যক্তিগতভাবে গ্রীসের রাজা জর্জ, জেনারেল মিটাকাল ও জেনারেল পাপাপোস্ যার্মেল সংঘেরকে বন্যায় প্রদান করিয়াছেন।

আক্রমণকারী ইটালীয়ান বাহিনীর উপর গ্রীক বাহিনী কমান্ডর যে বিজয় লাভ করিয়া চিনিয়াছে, তাহার ফলে বহান অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রে হুজুগ-প্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। বুগোস্লাভিয়া ও বুলগেরিয়া নিজের স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক অত্যাচারে রাখার পক্ষ দুর্ভাগ্যের সঙ্গে প্রকাশ করার জাতিগত কুটনীতির পূর্ণ ভিত্তি গতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং জাতিগতী বন্ধন-ইউরোপে যে ৭০ ডিগ্রিসন সৈন্য বোজারেন বাহিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, এই বিরাট সেনা-বাহিনীও পতি আপাততঃ বাহাশ্রাচ্য হইয়াছে, বলা চলে।

গ্রীসের বর্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে হুজুগীপ সেনা-সারক জেনারেল গ্যার হিউবার্ট পাস্ (ইনি বিগত মহানযরে ১৯১৬-১৮ সনে কমান্ডের চপক্ষেত্রে ৫ম বৃটেন বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন) বলিয়াছেন :—“গ্রীসের এই সংগ্রামের ফলে সমগ্র যুদ্ধের পরিধিভিত্তিই পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। ইটালীয়ান সেনা-বাহিনীর পোচনী পক্ষীয় বহি পেন পর্য্যন্ত সামরিক ব্যাপার বলিয়াও প্রমাণিত হয়, তাহা পি পক্ষপন্থের এই সব পরাজয়ই যে আমাদের বিজয়কে নিকটতর করিয়া আনিতেছে, তাহা একদল নিশ্চিত।” জেনারেল গ্যার এই বাণী সার্বক হইয়া উঠুক, কখনো পক্ষিকারী জাতিসমূহের কামনা হইবে।

জাতিগত উপর আক্রমণ

জাতিগতী বাঙলার, কল-কারখানা, বিমান-বাতি ও অভিযান বন্দরসমূহের উপর রাজকীয় বিমান-বাহিনী উপযুক্তি যে সাক্ষ্যপূর্ণ আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পক্ষপন্থে জাতিগত বিমান-বাহিনী ইংলণ্ডের বৈমানিক জনপদের উপরেই অত্যাচারভাবে আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে। এই সব আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে এক দিক দিয়া রাজকীয় বিমান-বাহিনীর অত্যাচার বৈমানিকদের বোমাজ কেহু-ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, অপর দিক দিয়া জেনারেল জাতিগত বৈমানিকদের অব্যোপাজ ও হিউলারের বার্ম পৌরস্ব-বীর্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রাজকীয় বিমান-বাহিনীর আক্রমণে হিউলারের আক্রমণ-পক্ষি ক্রমে ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু নির্ভর জাতিগত আক্রমণ যতই ইংলণ্ডের দরদারী, বালক-বালিকা তাহাদের বিবৃদ্ধ পু-রাজি, গীর্জা-সমূহ ও হাসপাতালগুলির পার্শ্ব উন্নত বস্তকে নজরবান রাখিয়াছে।

রাজকীয় বিমান-বাহিনীর আক্রমণ কোন কোন রকমীতে একটা নির্দিষ্ট স্থানের উপর পরিচালিত হইলেও, অন্যান্য সময়ে বিভিন্নভাবে অনেকগুলি স্থানেই আক্রমণ চালান হইয়াছে। বিগত ২০শে নভেম্বর তারিখে পূর্ববীর সর্ব-বৃহৎ বন্দীতীরবর্তী বন্দর হুইলবার্গ-করটের উপর ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা ব্যাপিয়া আক্রমণ চালান হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ২২শে নভেম্বর তারিখে টাভারান বিমান-বাতিতে আক্রমণ চালানো হয় এবং ইহার দুইদিন পর এক রকমীতে নরওয়েস্থিত অন্যতম জাতিগত বিমানবাতি জিট্রানগ্যাও আক্রমণ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত চিট্রিগন বিখ্যাত ইটালীয়ান অস্ত্রাগার ও তৎসংশ্লিষ্ট ফিরাট এগো-পুস কারখানার উপযুক্তি দুইবার তীব্রভাবে আক্রমণ চালানো হইয়াছে। ব্যালিগের বেলগের-ট্রেনগুলির উপরও নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কয়েকবার আক্রমণ চালানো হইয়াছে এবং বিগত ২রা ডিসেম্বর তারিখে হাওয়ার বন্দরে যে বিরাট আক্রমণ চালান হইয়াছে, সত্ত্বতঃ তাহার তুলনা হয় না। রাজকীয় বিমান-বাহিনীর এই সব সাক্ষ্যপূর্ণ অভিযান যে বৃটেনের চরম বিজয়কে নিকটতর করিয়া আনিতেছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

আমেরিকার নাৎসী-অনাচার

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হইয়া যাওয়ার পর সেখানে উপযুক্তি ও পক্ষপন্থ কর্তৃক কল-কারখানার যে অতি সাধনের প্রমাণ পাওয়া হইয়াছে, প্রকৃতই তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিগত ১১ই নভেম্বর তারিখে ওহিও নাবক স্থানে বিস্ফোরণের ফলে একটি জেলের ডিপো ধ্বংস হইয়া যায়, ওক্লাহোমা নাবক স্থানে একটি ভৈলকপও বিধ্বস্ত হয় এবং সিলিন নাবক স্থানের ত্তক ত্তকে অগ্নিকাণ্ড সঞ্চিত হয়। অতঃপর ১৮ই নভেম্বর তারিখে ত্রিঅতিদে বারক স্থানে একটি “সারানাইট” কারখানার বিস্ফোরণ ঘটে। এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে একদলভাবে তিনটি দুর্ভাগ্যের অনুষ্ঠান হয়।

আমেরিকার নাৎসী কার্যাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য কংগ্রেসের সদস্য মি: হার্টিন টাইলসের সত্মপন্থি যে কতিপয় পঠন করা হইয়াছিল, বিগত ২২শে নভেম্বর তারিখে তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে আমেরিকার জাতিগত সরকারের কার্যাবলী সম্বন্ধে বাকা বলা হইয়াছে, তাহাতে বিগত মহানযরের দিনে ক্যাপ্টেন ডলপ্যাপেন (কর্তব্যে ত্তরকে জাতিগত পূর্ত) ও ক্যাপ্টেন ফরজেন কার্যাবলীর কথাই লেখ করা হইয়া গেল। রিপোর্টে বলা হইয়াছে :—“জাতিগত গণপন্থ্য কেন্দ্র প্রমাণ

[পর-পৃষ্ঠার প্রবন্ধ]

[পূর্ব পৃষ্ঠার শেষ]

কার্য্য চালাইয়া যা তৎকালিক সাময়িক তত্ত্বাবধি পরি-
চালনা করিয়াই কাজ হয় না; বরং যুদ্ধক্ষেত্র এবং যুদ্ধ
একটি আনন্দিকার অর্থনৈতিক ভিত্তির মধ্যে প্রবেশের
উপায় কয়েক বছর কালই পাইয়া আসিতেছে।—
গুপ্তাঙ্গী পক্ষ-বাহিনীর উপরোক্ত আধুনিক আচরণসমূহ
কিন্তু কিস্তি ২৭শে নভেম্বর তারিখে আমেরিকান
বিশেষ এই মর্মে এক আহ্বান পাঠ করিয়াছেন যে, যুদ্ধ
এই জাতীয় রকম ব্যবহার কঠোর কোন কাজ করিলে
১০,০০০ জন পর্য্যন্ত অপরাধীকে জরিমানা দিতে হইবে।
ইংলণ্ডের কতগুলি অঞ্চলে সম্প্রতি যে বোমা-বর্ষণ হইয়া
গিয়াছে, তাহার ফলেও বুটেনকে সাহায্য করার তাব
আমেরিকার আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ১৬ই নভেম্বর
তারিখের "ওয়ার্ল্ড টুডে" পত্রিকা এ-সময়ে
বিস্তারিত করিয়াছেন:— "কতগুলি পুংসু বোমা বার মাই;
ইহার ফলে বুটেনের প্রতিরোধ আরো দৃঢ়তর হইবে
হইবে। এই আক্রমণের ফলে যে-সব বয় ও বয়স্কদের
মিন্ট হইয়াছে, তাৎপরিবর্তে নতুন বয় ও সব-সময়ের
ব্যবস্থা করিতে যুদ্ধ-বাহি ও বুটেন যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে,
তাঁহা পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। জার্মান ভিক্টোর
তাঁহার কার্য্য হারা তাঁহার নক্ষত্র ও তাঁহারে মনুষ্যের
জ্ঞান আরো বেশী করিয়াই উজ্জ্বল করিয়াছেন হইবে।"

বিমান-সংগ্রাম

উল্লেখ্য কতগুলি নাবিক যাহা বিমান-আক্রমণ চালাইয়া
নাগীরা যে সাহস্য অর্জন করিয়াছিল, বাহিন্য-দল, বুটেন
ও সান্ত্বনাদানের অনুরূপ আক্রমণ চালাইবার প্রচেষ্টা
করিতে গিয়া তাঁহারা বাহ-নোয়ার হইয়াছে এবং
ইংলণ্ডের উপর বিমান-সংগ্রামের অবস্থা অনেকাংশে
পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। জার্মান বিমানের সংখ্যা অনেক
বেশী বহিরা এবং পর্য্যন্তও তাঁহারা ইংলণ্ডের উপর
ব্যাপকভাবে সৈন্য-আক্রমণ চালাইতে পারিতেছে সত্য,
কিন্তু নাগীরা বৈমানিকগণ বিমান-বিপ্লবী কামানের
গোলা হইতে আতঙ্কিত হইয়া প্রায়ই এত বেশী উর্ধ্ব
হইতে বোমা বর্ষণ করিতেছে যে, ঠিক নক্ষত্রের উপর
অবিকার বোমাই পড়িতেছে না। গত কিছু দিন হইতে
নক্ষ-বিমানগুলি ইংলণ্ডের বিভিন্ন-অঞ্চলের কল-কারখানা-
গুলির উপর আক্রমণ চালাইবার প্রয়াস পাঠিতেছে এবং
কলে লণ্ডনের অবিসাদিগণ কতকটা নিঃশ্বাস ফেলার
অবসর পাইয়াছে। কিন্তু রাজকীয় বিমান-বহর জার্মানীর
কত-কারখানা অঞ্চলের যে বিরাট কতি সাধন করিতে
সমর্থ হইয়াছে, নাগীরা বিমানগুলি এ-পর্য্যন্তও ইংলণ্ডের
কল-কারখানাসমূহের সেতু কোন কতি সে আশী করিতে
পারে নাই, তাঁহা বলাই বাহুল্য।

বুটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য

আমেরিকার আতঙ্কিত আমেরিকান ও বুটেনকে কার্য্য-
করী সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা দিন দিনই দৃঢ়তর
হইতেছে। কিন্তু ১৯শে নভেম্বর তারিখে যোগা
করা হইয়াছে যে, বায়োসো, বাহানা, জামেজকা, সেন্ট-
মুজিয়া, এলিগোয়া এবং বুটেন গিরাবার সামরিক কেন্দ্র
আক্রমণের দান নির্ভুলতা ব্যাপারে বুটেন ও আমেরিকার
আরো চুক্তি লিপ্য হইয়াছে। তার ইতিমধ্যে ২৬টি
বিরাটকার বোমাবর্ষী বিমান সর্ব্বাঙ্গ বুটেনকে ভেদিতারী
নিম্নর জমা অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ২০টি
"উচ্চতর দল" অবিলম্বে যাত্রায়ে ভেদিতারী প্রেরণ
হয়, তৎকাল্য আদোচনা চকিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্র
সেনা-বিতরণী কল্পা যোমারেন কর্তৃক মর্মে ইয়াও
জেনকী করিয়াছেন যে, আমেরিকান "স্পেটী বসাইট"
[২৪ কলমে শেষ]

ভূরঙ্কর সংবাদপত্রসমূহের যুদ্ধ-
সম্পর্কিত অভিমত

বুটেনের অনুকূলে যুদ্ধের প্রতি পরিবর্তন

বুটেনের যুদ্ধ সম্পর্কে ভূরঙ্কর সংবাদপত্রগুলি যে বক্তব্য
করিয়াছে, নিম্নে তাঁহার কতকটি বিশিষ্ট উল্লেখ্য প্রবৃত্ত
হইল:—

"ওয়ার্ল্ড" নামক একটি সংবাদপত্র বক্তব্য করিয়াছে—
"যদি কেবল বুটেনের উপর বিমান আক্রমণের কল সম্পর্কে
অনুমান করেন, তবে তিনি এই ব্যবহারই উপনীত হইবেন
যে, সেখানে তীব্র একটি আকাশ-যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে
এবং উহা পরিণামে জার্মানিগণেরই প্রতিফলিত হইয়াছে।"
উক্ত পত্রিকা আরও বক্তব্য করেন— "বর্তমানে যুদ্ধের
জোয়ার যে বুটেনের অনুকূলেই প্রবাহিত হইতেছে, এই
বক্তব্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচলিত করিতেছে।"

"টাইম" নামক একটি সংবাদপত্র বক্তব্য করিয়াছে—
"বুটেন একটি তীব্র পরীকার নিপতিত হইয়াছে, কিন্তু
তাঁহারা এ পর্য্যন্ত বেশ ভালভাবেই উহা বুঝিয়া আসিয়াছে।
তাঁহারা তাঁহাদের সাহস হারায় নাই কিংবা ভয়ের আশা
পরিভাষ্য করে নাই। তাঁহাদের আশু এবং বোম্বা বেশ সবল
এবং তাঁহাদের লক্ষ্য যিনি পর দিন তীব্র হইয়া
উঠিতেছে। নিরপেক্ষ অভিজ্ঞগণ বলেন যে, বোমা-
নিক্ষেপের ফলে জনসাধারণ অবিচলিতই আছে। তৎ
তাঁহাই নহে, ইয়াতে তাঁহাদের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ
করিবার পূর্ণাঙ্গ জন্ম: জন্মিত হইতেছে। জার্মান
পুংসুপীপাত বুলি জাতির প্রভাব হইতেছে— "আমরা
এক বছর বহিরা ইয়াই আশা করিতেছিলাম। পুংসু-
লীলা আমাদের বহির্ভূত পাবে নাই। আমরা এক-
ভাবেই ধাঁড়িয়া আছি এবং এইভাবেই ধাঁড়িয়া থাকিব।"

জার্মানীর কুটনীতি বিষয়

রাশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত সম্পর্ক

কুটনীতিতে যে অনুবিদ্যা আছে, জার্মানী এবং তাঁহার
সম্মুখীন হইয়াছে।

পূর্ব্বতাপে ত্রিবেদ্যে লিখিত হইয়াছে একটি কন্-
কারেন্স আশাস করিয়া তাঁহাতে নীচে সাহায্যের
প্রশ্ন বিবেচনা করিবার যে সিদ্ধান্ত হিটলার করিয়াছিল,
তাঁহাতে সোভিয়েট পতন-মেন্টকে নিয়ন্ত্রণ না করার
কিন্তু সাহায্য না দেওয়ার মতো পতন-মেন্ট অসমর্থ
হইয়াছে। ইয়াও বুঝা গিয়াছে যে, জার্মানী বসকান
রাজ্যসমূহ নতুন ব্যবস্থা করার কতি একাকী গ্রহণ
করিতেছে বহিরা কলবাহীরা তেমন সমর্থ নহে।
লিখিত কন্কারেন্সের এই ব্যাপারে জনগণ এতদ বিবৃত
হইয়াছে যে, তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছে এবং নক্ষত্রিত
জার্মান যুদ্ধে কৈফিয়ত দিতে বলা হইয়াছে।

পশ্চিমতাপে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অনবিকৃত
ফ্রান্সের অর্ধেক পশ্চিম সেওরার জমা জার্মানী যে দাবী
করিয়াছে, তাঁহাতে তিন পতন-মেন্ট জারী হয় নাই।
পেঁতা পতন-মেন্টও এই প্রস্তাব গ্রহণ বা পালন করিতে
আশা রাখে না। নতুন জার্মান পতন-মেন্ট ও
তিনি পতন-মেন্টের সম্পর্ক দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে।

[পূর্ব কলমের শেষ]

নামক বিমান বুটেনকে সহকার্য করার অনুমতিও প্রবৃত্ত
হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও সম্প্রতি এক যোগা
বলিয়াছেন যে, বুটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য চরন
লীয়ার শিলা পৌঁছিয়াছে। কয়েকি বুঝা যায়, হিট-
লারবাহার বিজয়ে বুটেনের সাহায্যে আমেরিকার সাহায্য
অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকিবে বহিরা আশা করা যায়।

নৈশ-অভিযানকারীদিগকে বাধা
দেওয়ার নতুন উপায়

বুটেন আক্রমণ হিটলার মূলতঃ সাধিত্বার্থে
কেন?

লণ্ডনের বুটেন, কিং অথবা বিবাত, সৈন্য-বিমান-
আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহীণের আতঙ্কিত ব্যবস্থা
চুক্তি নহে। সৈন্য বিমান-আক্রমণে বাধা নিবার জমা
নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং লোকাল যুদ্ধ
অগ্রসর হইতেছে।

বিমান পুংসু কামানের সাহায্যে বিশালতাপ তীব্রত
বৃদ্ধির গোপনীয় উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছে।

কতৃপক্ষ সৈন্য আক্রমণ প্রতিরোধের সমস্যা সমাধানের
ব্যাপারে আরো নিশ্চয়ী হইতেছেন নাই।

জার্মানদের বয় কতি বুটেন আক্রমণে বিনয় হইতেছে
কেন?

অনেক লোক আছে, বাহারা জার্মান কৌশলের যে
কোন পরিবর্তনকে পুরতিপতি ও অসাধারণ চতুরতা
আখ্যা দিয়া থাকে।

কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত। হিটলার
তাঁহার আক্রমণ প্রতি সাধিত্বার্থে; কার্য্য জমা না করিয়া
উপায় নাই। তিনি কারণে তিনি এতদ করিতে
বাহা হইয়াছে। উহার লুটী কারণ আমাদের পক্ষে: (১)
রাজকীয় বিমানবহর, (২) রাজকীয় যৌবহর, (৩) আ-
র্য্যগণ।

জার্মানদের যুদ্ধের সময় সেতু আতঙ্কিত হইল, যদি
সেইসেতু আতঙ্কিত এবং দাক্ষিণ্য,-- তাঁহার পাগলা প্রকৃতি
জামে কি জমা তিনি তেমন অগ্রসর হয় নাই--জমা
হইলে এবং একবার আক্রমণের কতি তিনি গ্রহণ করিতে।
কিন্তু এতদ চেঁচায় সর্ব্বদা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

আকাশযুদ্ধে সেতু অর্জনের উপরই সমস্ত নির্ভর
করে। হিটলার এই সেতু লাভ করিতে পারে নাই এবং
কখনও পারিবে না। গোয়েবি: ও তাঁহার বিমান-বাহিনী
তাঁহাদের প্রত্যেক হস্তাঙ্গ করিয়াছে।

সমুদ্রপথে টাঙ্ক আদিরা জাহাজের জমা হিটলারকে
একটি বন্দর বা সমুদ্রতীরের অবিকারী হইতে হইবে,
যেখানে অনুকূল আতঙ্কিত হইবে জাহাজ লইয়া আসা
হইতে পারে। তাঁহাতে সমুদ্রের উপরও প্রভাব পাকা
প্রদোষন।

এই মহাসময়ে অর্থ নির্ভরক যুদ্ধ এবং চলিয়াছে।
ইয়া আকাশপথে হইতেছে।

ইটালীয় নৌ-বাহিনীর উপর ব্রিটিশ আক্রমণ

ভূরঙ্কর সামরিক আতঙ্কিতের প্রশংসাবাদ

ইটালীয় নৌ-বাহিনীর উপর বুটেনের তীব্র আঘাত
ভূরঙ্কর বিশেষ প্রশংসাকারের সহিত গ্রহণ করিয়াছে।
তাঁহারা সকলে একতারা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে,
বুটেনের এই সাহস্য ইটালীয় সামরিক শক্তির দৃঢ় পুংসু
সূচনা করিতেছে। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী ও আকাশ-বাহিনীর
এই সাহায্যের সহিত ত্রিবেদ ইটালীয়পদের গোপনীয়
পক্ষাঘাতসমূহের তুলনা করিয়া ভূরঙ্কর সামরিক ও নৌ-
শক্তির অভিজ্ঞগণ বিশেষ জোরে সহিত যোগা করিয়াছেন
যে, জার্মানদের জয়ান্ত ব্রিটিশ বাহিনী সম্পর্কে যোগা
নিষেধ নহে, জার্মান সবকারী বিভ্রাটের কখনো
ব্রিটিশ যুদ্ধ তাঁহাদের উপর এতদ সমাধির আক্রমণের
দাবী করিতে পারে নাই, একদিকে তিনি যুদ্ধ তাঁহাদের
বাহার করার দাবী করা ও বুটেনের কথা।

বুটিনের বাণিজ্য বাবদ

বিখ্যাত বাণিজ্য পত্রিকার প্রকাশ

অপরিচিত বাণিজ্য-সংবাদপত্র “আমেরিকান এক্সপোর্টার” বলে যে, বর্তমানে ইউরোপে ভারতীয় মুদ্রার সংবাদ সেতুপে আছে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতেছে, বিশেষ উদ্ভাসে উদ্ভিপূর্ণ বিশেষী সংবাদ এইরূপ আছে আর কখনও প্রচলিত হয় নাই। এই সংবাদপত্র আরোও বলে “আমরা যতই সংবাদ পত্রিকার পাঠ করি কিংবা ব্যক্তিগত যোগে প্রাপ্ত করি, আমাদের দৃষ্টি-শক্তি ততই অপ্রতিভ হইয়া পড়ে।

একথা সত্য যে বুটিনের মুদ্রার অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়া প্রতিদিনের বোমা নিক্ষেপ এবং অকস্মাৎ মুদ্রা, অবরোধ ও প্রতি-অবরোধের সংবাদের সহিত সাধারণ আন্তর্জাতিক ব্যবসায় জসাবরণ বিষয় এবং বিশেষভাবে বুটিনের মুদ্রার বাণিজ্য-সংবাদের সামগ্র্য করা বড়ই স্বকঠিন। উপর্যুক্ত ইহা লক্ষ্য করিবার দ্বারা যে, মুদ্রা-বিশদ ইমপিরিয়েন্সের তার ১৯১৪-১৮ সনের উচ্চতম তার অপেক্ষা কম। যে সময় বুটিন ভারত নিউইয়র্ক বন্দরে প্রবেশ করে কিংবা তথা হইতে ডাউন আসে, গত আগস্ট মাসের তিন সপ্তাহে ভারত তালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বুটিনের রপ্তানী বাণিজ্য দুই সপ্তাহ নাই। ইহা উপলব্ধি করা বড়ই বিস্ময়কর যে, নির্দিষ্ট কুলাই মাসে বুটিন বীপপুত্রের তিতরে ও বাতিরে, আকান-পথে, সমুদ্রে ও সমুদ্রের উলসেলে অবিরাম মুদ্রা চলিতে থাকে অথচ বুটিন মুদ্রাবাহী আমেরিকার ইউনাইটেড ট্রেডস অপেক্ষাও জনপ্রতি অধিক বাণিজ্যসম্ভার রপ্তানী করিয়াছে। বুটিনের রপ্তানী ব্যবসার মূল্য হইল ১৩২,০০০,০০০, লোক সংখ্যা ৪৬,০০০,০০০; অতএব জনপ্রতি হার হইল ২.৬৭ ডালা। আমাদের নিজেদের কুলাই মাসের রপ্তানীর মূল্য হইল ৩১৭,০০০,০০০, লোক সংখ্যা ১৪০,০০০,০০০; অতএব জনপ্রতি ২.২৬ ডালা।

বুটিন রপ্তানীকারকদের পক্ষের প্রতি বুটী আকর্ষণ করা আবার কাজ নয়, তদ্ব্যবস্থায় আমের। কার্গানটাইল পাতিয়ান ও অন্যান্য বুটিন বিশেষজ্ঞ পত্রিকা এই পক্ষ নির্ণয় করুক। যেটি কথা এখনও আমরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই বহিরাঙ্কি।

বুটিনের মাল রপ্তানীকারকগণ যেভাবে ভারতের ব্যবসা চালাইয়া বহিঃভ্রমণ, জাহাজ সেবিয়া কৌতুকভ্রমে বলা যায় “সংবাদ বুটিন, সংবাদ!”

বুটিনের অননুমীয় হুত

আন্তর্জাতিক পত্রিকার প্রকাশ

“আন্তর্জাতিক জিটাং” এবং “বাক্সি নিরোন্ডি নাচিরিয়েন” পত্রিকা ইংলণ্ডবাসীকেন্দ্র দৃষ্টি সত্ত্বে সমালোচনা করিয়াছে। প্রথমোক্ত পত্রিকার মিঃ চাচিলস সত্ত্বে বলিতে বইয়া ইহার পাঠক পাঠিকাগণকে সাবধান করিয়া বলিয়াছে যে, যিনি দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম চালাইতে লুপ্তপ্রতিভ হইয়াছেন, সেই দুঃসাহসিক পক্ষিপন্থ ব্যক্তির নাম “বাক্সি”কে বেন কৃত করিয়া না দেখা হয়। আন্তর্জাতিক জিটাংর আশা বড়ই কীর্ণ হইতে চলিয়াছে, ততই ডেনজিগেভিয়ান লেন্ডমিতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হইতেছে। বইতেছেন আন্তর্জাতিক পত্রিকা ব্রিটিশের প্রতিযোগিতার পক্ষের প্রতি আশা প্রকাশ করিয়াছে। ব্রিটিশের প্রতিযোগিতা এবং স্বাধীনতার বিমানবাহিনীর সাক্ষ্যে কলসী ভেঙের জনবহু ব্রিটিশের পক্ষের প্রতি আশাবান হইয়াছে, ভারতীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং যাহারা আন্তর্জাতিক জিটাংর প্রত্যাশা করিয়াছিল জাহাজ এখন অনুভব করিতেছে যে, মুদ্রা সমস্যাই শেষ হইবে এবং ব্রিটিশ তার সন্তোষ রক্ষা করিবে এবং প্রকৃত পক্ষে কলসীই কতিপয় হইবে।

এই আঘাত চতুর্দিকে ধ্বনিত হইবে

টরান্টো আক্রমণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সংবাদ পত্র

টরান্টো টেলিগ্রাফ লিখিতেছে—ইংরেজ নৌ-শক্তি ইটালীয়ান নৌ-বহরকে পঙ্ক করিবার জন্য যে আঘাত দিয়াছে, তাহা বিশ্বের চতুর্দিকে ধ্বনিত হইবে। ইং-পোর্টের উদ্ভাসে এত আর বাহ্যে এতটা কার্যসিদ্ধির সংবাদ বুজিয়া পাওয়া অসম্ভব। অনেক লোক আছে যাহারা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, বিমান-শক্তি আমেরিক নৌ-শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া দিবে। টরান্টোর সুরক্ষিত পোতাশ্রয়ে আমেরিক নৌ-বহরের বিমান বাহিনী এই কথার উত্তর প্রদান করিয়াছে। গার্সী সেনাপতির উদ্যোগে অনুমোদিত পক্ষিপালী নৌ-বহরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিমান বাহিনী সমুদ্রের উপর আবিপাতা করিত ধ্বং-শক্তিকে আরোও বৃদ্ধি ও সম্ভারিত করিয়াছে। টরান্টো বহরকারী বিমান মা হইলে বন্দরস্থিত ইটালীয়ান মুদ্রা-ভাণ্ডারের কোন কতি করা সম্ভবপর হইত না। টাইমস পত্রিকা লিখিতেছে—এই দীর্ঘদিনের অসুখী ইং-পোর্ট সঙ্কটীয় অবস্থা এবং সম্ভবতঃ রাজনৈতিক অবস্থার এইরূপ পরিবর্তন সাধন করিল, যাহার মূল্য এখনও অনুমান করা বাইতেছে না। একথা সত্য যে ইটালীয়ানদের কোন জাহাজ ডুবিলে বহিরা সংবাদ পাওয়া যায় নাই; যে নৌ-সেনাবাহকের ইং-পোর্টসমূহ অগভীর জলে মজর করা থাকে, তাহাকে অন্ততঃ অনুগ্রহ প্রদান হইতে বঞ্চিত করা যায় না। কিন্তু পুনরায় এই সব ইং-পোর্টকে সমুদ্রে লটকা বাইতে এবং কার্খোপযোগী করিতে একাধিক বার অনেক মাস কাজ করিতে হইবে। এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, তাহার মালের পর মাল শিকড়কে কাজ চালাইতে পারিবে। ইতিমধ্যে ইটালীর কার্খোবী মুদ্রা ভাণ্ডারের সংখ্যা হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া তিনটিতে পৌঁছাইল। কলসী নৌ-বহর বন্দ-ভাগের মজর জুঝাসাগরে আন্তর্জাতিক পক্ষি সাম্রাজ্যে যে ব্যাঘাত ঘটাইল, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীকদের হস্তে পরাজয়ের অব্যাহিত পক্ষে ইটালীয়ান নৌ-বহরের এমন শোচনীয় পরাজয় জুঝাসাগরের তীরবর্তী লেন্ডমুহে আত্মপী ও ইটালীর অপরাধেরতার দীপ্তি লুপ্ত হইল।

মিসরে ইটালীয়ান আক্রমণ

বহু বেসামরিক নাগরিক হতাহত

“অল বালাগ” পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইটালীর চানাকারিগণ সামরিক লক্ষ্য বহু ছাড়া অন্য সময়ের উপরেই বোমা বর্ষণ করিয়াছে। মিসর এজিস পক্ষের বিরুদ্ধে বাইবার টঙ্কা সতর্কতার সহিত পরিহার করিয়াছে। এর কারণ ইহাই নয় যে, ইজ-মিসরীয় চুক্তি অনুসারে মিসর নিরপেক্ষ থাকিবে; কারণ মিসর পাতিপ্রিয় দেশ এবং প্রত্যেকের সঙ্গে বহু ভাবাপন্নভাবে থাকিতে চায়। যদিও মিসর দেশে বোমা বর্ষণ হইয়াছে তথাপি ইংলও জাহাকে বহু বোম্বা করিতে না বলিয়া ইংলও মিসরীয় পাতিবিরি প্রুতি সন্মান দেখাইয়াছেন। মিসর এবং ব্রিটেনের মধ্যে যাহাতে একটা গোলামের কষ্ট হয়, সেই উদ্দেশ্যে ইটালীর যেভারবার্ড কিলকে চাইবারো আশাশ্রিত করিয়াছে। ইটালী মুদ্রা বোম্ব সেওরা পূর্বে বলিয়াছিল যে, মিসরে ব্রিটিশের সামরিক লক্ষ্য বহু ছাড়া অন্য কিছু উপর বোম্বাবর্ষণ করিবে না। এই সর্ব সে রক্ষা করে নাই। অন্ততঃ পক্ষে জাহাজ সতর্কতার সাহায্য কিছু প্রমাণ কেওটা উচিত ছিল। ইটালীর প্রকৃত যেভারবার্ড বোম্বিত ততৈক্যবাপী বিবাদের পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইটালীর বিমান বাহিনী কল্যাণ মিসরে বোম্বাবর্ষণ করিয়াছে। মিসরের বেসামরিক লোক এবং বন সম্পত্তি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে জাহাজের নাই, একথা বলা ভাল। পক্ষান্তরে ইহাই মনে হয় যে তাহার ব্রিটিশ বিমান-বাহিনী কামানমুহুরে ভরে উঠিল।

“বেঙ্গল উইকলী”

(বিজ্ঞানী সভাপতি)

—এক—

“বাঙলার কথা”

(বাঙলা সভাপতি)

বিজ্ঞান বিজ্ঞান আপনাদের বাক্যসমূহ
পুলার সাক্ষর করুন।

সাপ্তাহিক প্রকাশ-সংখ্যা

৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞানের রেই ও অন্যান্য বিজ্ঞান অবনত
হওয়ার জন্য নিম্ন টিকাদার

অনুলভন করুন:—

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

ইউরোপীয় সম্মানবাদ সমগ্র বিশ্বের পক্ষে বিপজ্জনক

বিখ্যাত আমেরিকান শিক্ষাবিদে অতিমত

আমেরিকার উপনিবেশিকগণকে ধন্যবাদ দিবার জন্য যে দিন বর্ধা করা হইয়াছিল, সেই দিন কারো মনে অবশিষ্ট আমেরিকান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভাপতি ডক্টর চার্লস ওয়াটসন বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতাপন্থ পরিহিত যে আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, একথা আমরা তাহাঙ্গিকে ধন্যবাদ দিতেছি। বিজ্ঞানজ্ঞান সত্ত্বে যে আমেরিকার সহানুভূতি আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইটালীর বর্তমানের উত্থান বা পতনের জন্য যে আমেরিকাবাসীগণেরও লাবির আছে একথা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। বর্তমান মুদ্রা একতরু অগ্রসর হওয়ার পূর্বে পর্যায়, ইউরোপের ক্রান্তি ব্যক্তি চিন্তার এবং সমস্ত উদ্ভিদ প্রকৃত বহু কার্খো পরিণত হইবার, চুক্তিপত্রসমূহ নষ্ট করিয়া ফেলিবার, চেকো-স্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ডবাসীগণকে শাসনে পরিণত করিবার, নয়ত্তে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড এবং বেলজিয়াম অভিযানের পূর্বে পর্যায় আমেরিকাবাসীগণ বর্তমান মুদ্রাকে এত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করে নাই। কু্যান্ডার্নে মুদ্রা এবং কলসীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল। যদিও ব্রিটেন আক্রমণ স্ত্যাক্রমণে পরিচালনা করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবুও জাহাজের পক্ষে একা দীর্ঘকালব্যাপী বাবা প্রদান করা খুবই দুঃসাহসিকের কার্য। আমেরিকাবাসীগণ উপলব্ধি করিয়াছে যে, ইউরোপের ভীতি, পৃথিবীতে ভীতি এবং ইহা আমেরিকার দ্বারা আঘাত করিতেছে। ইটালীর কেবল পৃথিবী জয় করিবার স্বাভাবিক হইতে চায় না, সে পৃথিবীতে একটা নবযুগের স্বষ্টি করিতে চায়, যেখানে পক্ষি পৃথিবীর সূচনা করিবে এবং জাতি-প্রাধান্য সাধারণ্য ও কৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া বাইবে সংবাদপত্র, ফুল, পীক, আইন আদালত সমস্তই কেবলমাত্র গৌরবো-জালে আবদ্ধ হইবে। যে পক্ষপতি ইউরোপ, আমেরিকা এবং পৃথিবীর স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিয়াছে, আমেরিকা কি তাহার বিরুদ্ধে লড়াইকে না? যদি জাহাজ নষ্ট হইবে, তবে কেন এই অসংখ্য প্রকারের মুদ্রার লক্ষ্য সমগ্র, বিমানপোত এবং টরপেজো যেটি আমেরিকা হইতে ব্রিটেনে পৌঁছিতেছে।

বাসীর প্রকাশ-স্বাধীনতা ১৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবারে পাবার
ফুল-বোর্ড মুদ্রার তিথি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মফঃস্বলে গভর্ণর বাহাদুরের সফর

খুলনা ও বাঁকুড়ায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা

“আমার শেষ আবেশন হইতেছে—বেঙ্গালপ্রদেশিত এবং আন্তরিক সহযোগিতা। আমানিকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, এই বৃহৎ অনুপ্রসারী হইতে পারে; হুতরা: আমানিকে দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

“এই প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় আমি যে ভাবে পরিচরিত করিতেছি এবং যে প্রণালীতে বক্তৃতা প্রদান করিতেছি এবং উদ্দেশ্যে করিব, তাহা যেন বৃহৎ প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রচুর সার্বিক উদ্দীপনার স্রষ্টা না করে, বরং পরে প্রশংসিত হইয়া উঠিতে পারে। এই সময় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইতেছে সকল সম্প্রদায় কর্তৃক সম্মতিসূচক সমভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রচেষ্টা। বর্তমান পর্যায় পর্যন্তের পর পরাভূত এবং পাপি স্থাপিত না হয়, ততদিন সেই প্রচেষ্টা সমভাবে অনুগ্রহ রাখিবার নিমিত্ত আমি আমানিকের সহযোগিতা কামনা করিতেছি।”

পত্নী ২৮শে নভেম্বর খুলনার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাঁকুড়ায় পত্নীর বাহাদুর মহারাজা স্যার জন হার্ভার্ট উপরোক্ত বক্তৃতা করেন। খুলনা বিভাগীয়পালিটি, খুলনা জেলা বোর্ড এবং খুলনার “বহুসংগঠন এসোসিয়েশন” তাঁহাকে যে সাদা-পত্র প্রদান করেন, উপরোক্ত দিন সকাল বেলা তিনি তাঁহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

অধিবাসিনের ভাবের বৃদ্ধি করিষ্টি ও শিথিল পার্শ্ববর্ত-মারক নিবেদনের সমন্বয় করিয়াছে যেহেতু মহারাজা পত্নীর বাহাদুর বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

বেঙ্গলকারী জয়

গভর্ণর কক প্রসঙ্গে যোগা করেন যে, অল্প উদ্দেশ্যে তিনি আরও বেঙ্গলকারী গ্রন্থ করিতে সমর্থ করিয়াছেন এবং তিনি আশা করেন যে, আশা কর্তব্য মনের মধ্যেই তিনি প্রদেশের সমস্ত জেলা পরিচরিত করিবেন।

তিনি বলেন যে সবু জেলায় অকিলার এবং বিশিষ্ট বেঙ্গলকারী উদ্দেশ্যবোধের সহিত পতিত হইবার নিমিত্ত তিনি বিশেষভাবে উৎসুক। কারণ এই সময় জেলায় যে কোন সমস্যা স্থায়ী অঙ্গনে বড় প্রয়োজনীয় বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইক না কেন,—যুদ্ধের পূর্ণপট্টে যখন পরিস্থিতি হারা বিচার করিয়া তাহাকে বহাৎমানে সঙ্গিবোধিত করিয়া বুঝা সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কোন বিশেষ বরণে প্রচারকারী চাপানো তাঁহার উদ্দেশ্য মতে; যুদ্ধের কলে যে সকল সমস্যা দেশের সমুদ্রে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বর্তমান সময় সকল গ্রামের ব্যক্তি কক এবং এই সকল সমস্যার কি ভাবে সমুদ্রীয় হওয়া যায়, মোটামুটি তাহার আভাস দেওয়াই তিনি তাঁহার কর্তব্য বলিয়া মনে করেন।

ইহা এমন একটি সমস্যা, যাহা খুলনা ব্যতীত অমায়্য জেলাকেও অতিশ্রুত করিয়াছে এবং গভর্ণরেন্ট বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া এই সম্পর্কে বিশেষত্বা করিতেছেন। পুন্ডান মনুনা মণীতে যে সকল চরম উৎপত্তি হইয়াছে, সেগুলিকে অতীত করিয়া সম্মতি একটি শীঘ্র রেখার স্থায়ী কক হইয়াছে এবং তাহার উপস্থানের কক একটি পরিকল্পনা-ভিত্তী কক হইতেছে।

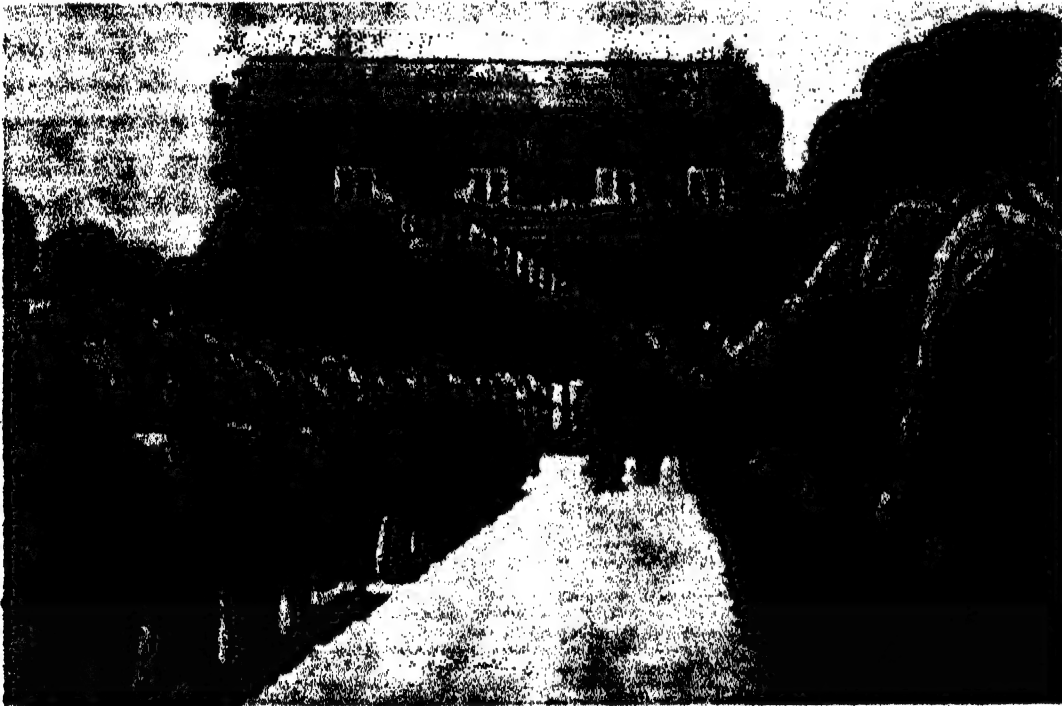
বিভিন্ন মণী ও মালের উদ্ভূতি বিধানের একটি পরিকল্পনা বিশেষত্বাধীন আছে এবং আশা করা যায় যে, বাসুদা মণীর সমস্যার পরিকল্পনা—যাহা উদ্ভিগ্ধো দামদ-ভাষিকভাবে মনুদীকৃত হইয়াছে—তাঁহার কক বর্তমান বৎসরে শুরু করা হইবে। অতঃপর গভর্ণর বাহাদুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার খুলনা অধিবাসিনের সমিতির সভাপতি ও সম্পাদককে সাক্ষাৎ করেন।

মহারাজা পত্নীর ও মেট্রী মেট্রী হার্ভার্ট একটি উদ্যান সমিতিরীতে যোগদান করেন। সমসার এবং পরী গ্রন্থান বিভাগের দায়িত্ব স্বীকারী মি: মুকুন্দবিহারী মল্লিক তাঁহাদের সমাধান এই উদ্যান-সমিতিরী বাহাদুর করিয়াছিলেন।

জয়ন সমাপ্তি

দীর্ঘ পক্ষকানধ্যাপী চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, মোগাখালী, বাবরপল এবং খুলনা পরিচরিত করিয়া মহারাজা স্যার জন হার্ভার্ট, মেট্রী মেট্রী হার্ভার্ট ও মণীর কর্তব্যী সমিতিবাহারে পত্নী ২৮শে নভেম্বর কলিকাতার প্রত্যাবর্তন করেন।

খুলনা পরিভ্রমণের পূর্বে মহারাজা পত্নীর বাহাদুর সমসার ও পরী-গ্রন্থ দান বিভাগের দায়িত্ব স্বীকারী মি: মুকুন্দবিহারী মল্লিক সমিতিবাহারে খুলনার উদ্ভূত সমস্যার সমাধান পরিকল্পনা করেন এবং স্থায়ী শিথিল সার্বিক তাঁহাকে সকল বিভাগ বুঝিয়া দেখান। খুলনা হইতে বিশ মাইল পূর্বে জেলায় দায়ক স্থানে তিনি সেরক একটি সেকন্ডে দায় হারা অঙ্গন ও আশ্রিত হইয়াছেন। এই সময় তাঁহারও একটি ওয়াটে রোগী হিসাবে অবস্থান করিতেছিল।



গভর্ণর-বাহাদুর খুলনার শিথিল-গার্ড স্থায়ী পরিকল্পনা করিতেছেন।

এই প্রদেশের গভর্ণরগণ ইতিপূর্বে এক সন্ধ্যা বড় পরিচরিত করিয়াছেন, বর্তমান গভর্ণরের ব্যাপক গ্রন্থ উল্লেখ্য সর্বাপেক্ষা অন্যান্য দীর্ঘ গ্রন্থ। তাঁহার সেই স্থায়ী গ্রন্থের প্রায় শেষ কালে কতকগুলি দান-পত্রের উল্লেখ দান কালে তিনি বক্তৃতা করেন যে, গ্রন্থ ব্যাপদেশে তিনি বিশেষ আন্তরিক দানত সমাধান লাভ করিয়াছেন এবং বহু বহু শ্রুতি লইয়া তিনি কলিকাতার প্রত্যাবর্তন করিবেন। যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা, যেখানে ইহা বৃহৎ অতিক্রম করিয়াছে এবং যেভাবে ইহা বিশেষ অঙ্গন কিংবা জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল মতে, পরম সবু সন্ধ্যা জয়নের সহিত জড়িত, এই সকল বিষয় তিনি শিথিলভাবে জনসাধারণকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি আশা করেন বৃহৎ সম্পর্কে যে সকল কক করিয়াছেন, তাহা অধিকার সেরক ফলস্বরূপ করিতে পারিয়াছেন এবং যে সকল জেলা তিনি পরিচরিত করিয়াছেন, সেগুলার

বিভাগীয়পালিটি, জেলা বোর্ড এবং মহাসংগঠন এসোসিয়েশনের অতিশ্রুতের উল্লেখ—ওয়েব মণী বিভাগীয়পালি অঙ্গনে যে কক দান করিয়াছে, মহারাজা পত্নীর বাহাদুর তাঁহার উল্লেখ করেন এবং যোগা করেন যে এই পরিকল্পনা কক করিবার নিমিত্ত সেট বিভাগ একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং ইহা কার্যকরী করিতে বর্তমান কক ব্যাপিত হইবে।

তিনি একথাও যোগা করেন যে, সাতকীরা-মাতারন বেঙ্গল উপস্থান পরিকল্পনা তাঁর সমস্যার শিথিল স্পারিশ করিয়া পাঠান হইয়াছে এবং সেখান হইতে অল্প চট্টগ্রাম আসিলেই কক শুরু করা হইবে। তিনি কক-প্রসঙ্গে ইহাও বুঝিয়া যেন যে, খুলনা হইতে বক্তৃতা পর্যায় একটি সোচ্চ হারা নির্মাণ করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে—তাঁহার কলে জনসাধারণ ও সেট কার্যের বিশেষ অঙ্গন স্থায়ী হইবে।

খুলনার বিভিন্ন জন পূর্বে যে অঙ্গনগতি হইয়াছে, সেই সম্পর্কে মহারাজা পত্নীর বাহাদুর বক্তৃতা করেন যে,



গভর্ণর বাহাদুর মোগাখালীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত পরিচরিত করিতেছেন।

খুলনা পরিভ্রমণের সময় মহারাজা পত্নীর বাহাদুর সৌভাগ্যবশত দান এবং চিত্র ও কৃষি বিভাগের পরিচরিত করেন। এই চিত্র বিভাগের তিনি বাঁকুড়ায়ের অঙ্গন-জয়ন জুতপূর্ণ গভর্ণর স্যার জন এডওয়ার্ডের স্মৃতি-কৃতির আদর্শ উল্লেখ করেন।

[২৪ পৃষ্ঠার সেপার]

ব্রিটনের মাল প্রেরণের ব্যবস্থা

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের ভিতর দিগ্গা আক্রমণ

গ্রীসের সংগ্রামে বুটেনের সাহায্য

জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে

সম্প্রতি কয়েক মাস জাহাজের বিপুল কতি হওয়া সত্ত্বেও, ইউরোপ অবরোধ অবস্থায় থাকার লক্ষণ জাহাজের পতিতপ দীর্ঘ হইলেও এবং বৃহৎ বিপুলতার সঙ্গে সঙ্গে অধিক সংখ্যক জাহাজকে সাম-রিক ও নৌবহরের কাছে প্রয়োজন থাকিলেও, ব্রিটনের মাল প্রেরণের ব্যবস্থার তেমন কোন বাধা দৃষ্টি হয় নাই। মালবাহী জাহাজের সংখ্যা বুটেন প্রথম বৎসর ৬,০০০,০০০ টন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু এই বৃদ্ধি মাত্র এককালীন ছিল। কারণ এই জাহাজের মধ্যে মাংসী অধিকতর সেনার জাহাজ, বাতা ভাষা জাহাজের চাপে দিয়াছিল, বৃহৎ মিলিত রাষ্ট্রের নিকট হইতে চুক্তিবলে গৃহীত জাহাজ ও বৃহৎ হস্তগত করা জাহাজ ছিল। গ্রীসের সমুদ্রপাণী জাহাজের একটা বড় অংশ, বাতা আমরা চুক্তিবলে ভাড়া বা ক্রয় করি নাই। মোট পরিমাণে ১,১০০,০০০ লক্ষ টন ইটালীর আক্রমণের ফলে ব্রিট পশ্চিম চাপে আসিতে পারে। একটা অতি শীঘ্রই যে বর্তমানে যে হারে ব্রিটনের জাহাজ ভুগাইতেছে, এই হারে জাহাজের কতি বুটেন হইতে নিবে না। কারণ কতি পরিমাণ নুতন প্রস্তুত জাহাজের পরিমাণের চেয়ে বেশী এবং জাহাজের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রিটিশ একটা সময়ের কথা বলিতেছেন যখন আমাদের যুদ্ধসৈন্য দুই মণে প্রেরণ করিতে হইবে। কাজেই ইহা বুটেনের পরিকার ও অতি জরুরী কর্তব্য যে, কেবল প্রেরণের জন্য জাহাজের ব্যবহার করা হইলে চলিবে না; প্রতিদিন জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

নুতন জাহাজ নির্মাণের সময়তায় জন্য আমানিককে অটলপটিকের পরপারের সাহায্যের দরকার হইবে। সম্প্রতি ইহা জানা গিয়াছে যে, ব্রিটিশের মিলিং মিনিটী বহুসংখ্যক মালবাহী জাহাজের জন্য বড় বড় কন্ট্রোল-র সহিত কথাবার্তা চালাইয়াছেন।

মিসাপুর নৌ-বাতির প্রয়োজনীয়তা

বুটেন বহু পূর্বেই পারকর্ষিত হইয়াছিল

জরুর পূর্বে যে একটি দীর্ঘ নির্মাণ সাব্যস্ত হইয়াছে তাহা মূলতঃ বুটেন কলম্বু সহ। বসিও "অ্যাক্সিসের" নুতন অবস্থায় জন্য ইহা কিং পরিমাণে আরোপ করা হইয়াছে। গত ১৯২১ সালের ইপিবিয়ান কনফারেন্সের প্রত্যক্ষভাবে উহা আপনা আপনি পড়িয়া উঠিয়াছে এবং উক্তসময় নিম্নাপুর হইতে প্রস্তুত মহাসাগরের বুধে একটি নৌ-বাতি কাল্পনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গত ১২ বৎসর ধরিয়া এই নির্মাণকার্য চলিতেছে এবং বুটেন পূর্বেই ইহার প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; আগামী ১৯৪১ সালের জন্য খুব সামান্য কাজই থাকি পড়িয়া আছে। সারি বোর্ট কক-পপুয়ানকে যে অবলম্ব-প্রাক্তর ডালিকা হইতে ডালিকা আনিয়া কেবলি সারক জুখকের পতন করিয়া বেওয়া হইয়াছিল এবং বাহর কলে তিনি ডালকে এক প্রান্ত হইতে অট্টালিকাকে বাল্য লইয়া বিপাল অঞ্চলের "কমাতা-ই-ই-টিং" হইয়াছিলেন, এ পরিকল্পনা তাহারই মেলনকল্পন। সার্ব-ভৌমিক সংরক্ষণ পরিকল্পনার ইহা একটি বাস্তবিক পরিপত্তি এবং ইহা বুটেন হইতে ডালকের পথে ভূতীর দীর্ঘ। এই পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বহুপূর্বেই অনুভূত হইয়াছিল। মিসাপুর দুইটি বিপাল নুতনের ব্যবস্থাপন এবং ইহার বহা দিগ্গা বুটেনের বহু বাণিজ্যসভার বাজারত করিয়া থাকে।

জার্মান ইটালীর মন্তব্য

পর্জুগাল ইটাকে কি চক্রে দেখিতেছে? বাচেলস গাভেন মিটিং ও জার্মান ইটালীর অন্যান্য কার্য নিম্নলিখিত আশ সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছে।

পর্জুগাল একথা বেশ জানে যে, এই সব ঘটনার পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ভাগ্য নির্ণয় করিবে।

নিম্নলিখিত কারণে যে, ইউরোপে নুতন ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা মাংসীপণ করিয়াছে, ফ্রান্সের সচিব জার্মানীর সে বিষয়ে আলোচনার ফলেই চিহ্নিত্যের বর্তমান কার্যাবলি সূচনা হইয়াছে। এখন গ্রীসে ইটালীমানস অকৃতকার্য হওয়ার, ট্রান্সপোর্টে ইটালী নৌবহর বড় হওয়ার এবং ইটালীর আভ্যন্তরীণ বতভবের জন্য সামরিক সমন্য জটিল হইয়াছে, একথা হিটলারের ঐশ্বর্য কাছে কতকটা ব্যাঘাত কল্পিয়াছে।

ইহাও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ফলোন্ট কনফারেন্সে হিটলারকে বাতা ইটালী করিবার অনুমতি দেয় নাই এবং সেজন্য তিনি স্পেনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে এবং তাহাখাড়া ভূমধ্যসাগরে আসিবার অসম্পন্ন অশেষণ করিতেছে। বাতাতে ইটালীর উপর ব্রিটনের চাপের মাত্রা কমিয়া আসিতে পারে। ইহাও হইতে পারে যে জার্মান ও ইটালী বনকানে ও পূর্ব ভূমধ্য সাগরে অনুবিহার পড়িলে হিটলার সেই কতিপূরণ করিবার জন্য দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের ভিতর দিগ্গা আক্রমণ করিতে পারে।

ইহা নিঃসন্দেহ যে বুসোলিনী ভূমধ্য সাগরে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্রকৃত সাহায্য পাইবার জন্য স্পেনকে হতক্ষেপ করার জন্য অসুরোধ করিতেছে। তাহা হইলে নুতন ম্যাটিন সভ্য বোধনা করিয়া ইটালীর উপর জার্মানীর প্রত্যক্ষ সাহায্য করিতে পারে।

বুটেনের জন্য আরো বহু আমেরিকান বিমান

উত্তর ভেপের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সহযোগিতা

বাকীকর বিমান-বাহিনীর পতি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সংখ্যক এরোপ্লেন আমেরিকা হইতে বুটেনে আনয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব এরোপ্লেনের মধ্যে কতক হইতেছে বৃহৎ বিমান, কতক বোম্বার্বী বিমান এবং বাকীগুলি হইতেছে বৈমানিকদের শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী বিমান। এই বিমানবহুরের সবগুলিই প্রথম শ্রেণীর এবং কোন কোন শ্রেণীর বিমানের দক্ষতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিতও হইয়াছে।

ফ্রেট-বুটেন হইতে বিমান-সমবাহকের যে বিরাট অর্ডার আমেরিকার কারখানাসমূহে প্রস্তুত হইয়াছে, বাতাতে বহু-ভাবে তৎসমূহর তৈরী হইতে পারে, উক্তসময় ব্রিটিশ ও আমেরিকান ব্যরিকদের মধ্যে সহযোগিতার কাজ চলানের ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্ন লিখিত এই সহযোগিতার জন্য আরো পুঙ্ক্তর হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং তাই কয়েক ব্রিটিশ ও আমেরিকান কারখানাসমূহের উপস্থিতি বিমানগুলি খুব উচ্চ শ্রেণীর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্তমানে বুটেনের যে-সব বিমান রহিয়াছে, তৎসমূহর ক্ষমতা-বিশেষের তুলনার ফলস্রুত্রে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতার নিমিত্ত বিমানসমূহ যে আরো উচ্চ শ্রেণীর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিস্তৃত ১৫ ডিসেম্বর তারিখে বাকীর ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চ পরিষদ) অধিবেশনে জরুরী পক্ষা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সংগৃহীত সমুদ্রে ব্রিটিশ আধিপত্য

গ্রীক বুটেন কলে ইটালীজনের দুর্বলতা উল্লেখ হইয়া বহা পড়িয়াছে। বর্তমানে ইটালীর সৈন্যসল যে দুর্বলতা লক্ষ্যবীন হইয়াছে, বিমান ও নৌ-বাহিনী নিক দিগ্গাও তাহারা তেমনই দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছে এবং কলে এই ধাঁড়াইয়াছে যে, কলৌ প্রকৃতি কেলব গ্রীকবীপ দখল করিলে সমস্ত-বিজ্ঞানের নিক দিগ্গা ইটালীর খুব সুবিধা হইত, নৌ বা বিমান বাহিনীর সাহায্যে এই সব বীপ দখলের কোন চেষ্টাই ইটালী পার নাই। ইটালীর এই দুর্বলতার ফলে বুটেন বিরাট সুযোগের অধিকারী হইয়াছে। ক্রীট বীপ দখল করিয়া লইয়া এবং অন্যান্য গ্রীকবীপ যথেষ্টভাবে ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ার বুটেন এক্ষণে ইজিযান সাগরের সহিত ইটালীর সম্পর্ক হ্রাস করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং মোসেকানিক বীপে বেগর ইটালীর খাটি রহিয়াছে, তৎসমূহের সরবরাহ পথও বন্ধ করিয়া দিবার সুবিধা পাইয়াছে।

যদি শেষ পর্যন্ত অ্যাক্সিস পশ্চিম-গ্রীসের অধিকার-স্থান দখল করিয়াও লইতে সক্ষম হয়, তাহাপি গ্রীসের নুতন ব্রিটিশ কর্তৃক অব্যাহতই থাকিবে। তাহা ছাড়া, গ্রীসের সংগৃহীত বীপপুঞ্জও বুটেনের অধিকার অব্যাহত থাকিবে এবং গ্রীসের প্রতি বুটেনের এই সাহায্যই সত্বকতঃ শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া বিবেচিত হইবে। গ্রীসের প্রতি ব্যাপক সামরিক সাহায্য পান করিতে হইলে সুবেদ ক্যানেল অঞ্চলের রক্ষণ ব্যবস্থাকে দুর্বল না করিয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয়।

গ্রীসের সমুদ্রবৃত্ত সমুদ্রে বুটেনের বিমান ও নৌ-বাহিনীর প্রভুত্ব থাকার আরো একটা সাক্ষ্য আছে। যদি তৎসমূহ কোন বিশদ হয়, তখন বুটেন অনায়াসে সাহায্য করিতে পারিবে। আক্রান্ত হইয়াও গ্রীস বুটেনের প্রতি আস্থা রাখার নাই এবং ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর যে বিরাট সাহায্য সে পাইয়াছে, তাহাতে তাহাকে সন্তুষ্ট হইতেই হইবে।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর কৃতি

সরকারী এমপ্লোয়ার

৫ই ডিসেম্বর তারিখে গভর্ণমেন্টকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করা হয় যে, কম-নিয়ন্ত্রণক লক্ষ্যে আটক মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু যদি অন্যান্য বর্ষবট চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুতররূপে সাহায্যাদি দিবে।

গভর্ণমেন্ট মিঃ বসুকে জোর করিয়া পাওরাইতে দাবী ছিলেন না। কাজেই, ভারত-বন্দ্য আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী তাঁহাকে আটক রাখার যে নির্দেশ-জারী করা হইয়াছিল, তাহা সাময়িকভাবে তলিত রাখিয়া ৫ই ডিসেম্বর (১৯৪০) অপরাকে তাঁহাকে মুক্তিমান করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া আসা হয়।

গভর্ণমেন্ট এই বর্ষে উপদ্রষ্ট হইয়াছেন যে, দুর্বলতা ও কমনোয়েল সত্ত্ব, মিঃ বসু যদি তাঁহার অন্যান্য গুরু করেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্যান্য সম্পর্ক উত্তরের কোনও কারণ নাই। কাজেই, মিঃ বসু যদি পুষ্টিকর ধান্য গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কল্যাণের জন্য গভর্ণমেন্ট দাবী করেন।

মহীন্দ্রা সুন্দরাম নির্বাচন-কেন্দ্র

উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা

মহলদী আকর্ষণ মোসেন কোম্পানীর বৃহৎ হস্তান্তে পূর্ব কলীয়া (গ্রামা) সুন্দরাম নির্বাচন কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন হইবে। ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং ২০ই ডিসেম্বর আবেদন-পত্র পরীক্ষা করা হইবে। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী পূর্বে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

যুদ্ধের দিনে পুলিশের প্রয়োজনীয় কৰ্ত্তব্য

কলিকাতা-পুলিশের প্যারেডে স্বরাষ্ট্র-সচিবের বক্তৃতা

বিশ্ব ৪১ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার পুলিশ প্যারেডে মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতা শুধার অনুষ্ঠিত হইতে মাননীয় সচিব মহাশয় পাঠ করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

“স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বহী মহোদয়ের অতি প্রয়োজনীয় কার্যবশতঃ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। তিনি শুধার বক্তৃতা পাঠ করিবার জন্য আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং ইহাও জানাইতে বলিয়াছেন যে, আজ শ্রুতঃকালে মহাশয় পতন হইবার ঝুঁকিতে পড়িয়াছেন। তিনি আজ বক্তৃতা পড়িয়াছেন। স্বরাষ্ট্র-সচিবের বক্তৃতা পাঠ করিবার পূর্বে শুধার বক্তব্যের তুলনামূলক আর্থিক হিসাবে চাই যে, অসম্মান এই প্রতিষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র সচিবের প্রতিনিধি করার অনুগ্রহ আমি অতি আনন্দের সহিত স্বীকার করিতে সমর্থ হইয়াছি। কারণ এই বাৎসরিক প্যারেডে কলিকাতা-ব্রিগেডের সহিত সাক্ষাৎের সুবিধা হইবে।”

মিঃ কোয়ার্ডেনকার, কলিকাতা পুলিশ ও কলিকাতা ব্রিগেডের অফিসারগণ। আজ কলিকাতা পুলিশ ও কলিকাতা ব্রিগেডের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার এই সুযোগ পাইয়া আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হইয়াছি। আপনাদের পোশাক দেখিয়া মনে হয়, যদি সেখান যখন কলিকাতা ব্রিগেডের আলোও প্রয়োজন থাকিতা থাকে যে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত আছি। যুদ্ধের পূর্ণ এবং এর বাৎসরিক প্যারেডে বক্তৃতা না করিবার প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছি। প্রায় ৪ বৎসর হইল বর্তমান পতন হইতে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাবদা পরিষদের নিকট আমাকেই পেন্সন পাতি ও পুখলা স্বাক্ষর লিখি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ আলা কতটা সুখাম এবং তাহাতে পতন হইতে বীতি বুঝিয়া দেওয়ারও কতটা সুবিধা হয়। এই বাৎসরিক প্যারেডে বৎসরে একবার একত্রিত হইবার ও পুলিশ বাহিনীর প্রতিনিধির নিকট বাণী প্রেরণের সুযোগ আনন্দ করে। আমি এই সুযোগ ছাড়িয়া দিতে, সোটেই গাফী নই।

পুলিশ বাহিনীর নিকট এই প্যারেডের প্রকৃতই একটা সুখ আছে; কারণ ইহাতে একত্র হওয়ার করে এবং তাহাদের একাগ্রতা আনন্দ করে, এ বিষয়ে আমার একটুও বিচা নাই। অন্যদিকে প্যারেডে আপনাদের যে কিছুটা বোঝাইছেন, তাহা আপনাদের ট্রেনিং ও নিয়ম-নুষ্ঠানীয় পরিচালক এবং বাহাদুর এই সব ভগ্নের সুখামকরণ করিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারে যে কতদূর আপনাদের আপনাদের সৈন্যসিদ্ধি কৰ্ত্তব্য সমাধা করেন। ইহা ছাড়া এই প্যারেডে হওয়ার কলিকাতা-বাহিনীকে দেখিবার সুযোগ পান যে, কি প্রকারের লোকের উপর তাহাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা স্বাক্ষর তার সেগা হইয়াছে।

এই কালের সহিত কলিকাতার স্প্রিট কাল হইল পোজমুরের অতি নিম্নগণ—তাহাও কলিকাতা পুলিশকে করিতে হয়। এই কাল অত্যন্ত জটিল এবং ইহাতে বিভিন্ন কৰ্ত্তব্য ও আর্থ-স্প্রিট প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ আলোচনা ও পরামর্শের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা বুঝি প্রবাসের বিষয় যে, এই কালের বাবদা অত্যন্ত

সহায়ককভাবে চলিয়াছে ও কোনপ্রকার অসুবিধি হইত না। আমি আনন্দের সহিত এই কালের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এখানে আমি কলিকাতা পুলিশ, পতন হইতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও কারখানা, বিশেষভাবে কলিকাতা স্পেশাল পুলিশকে এই কালের কালে তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই-তেছি।

আমি স্পেশাল কনষ্টেবল দলকে অভিনন্দিত করিবার সুযোগ পাইয়া বিশেষভাবে আনন্দিত হইয়াছি। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতে তাহারা কলিকাতা পুলিশকে বহুটা সাহায্য করিয়াছে এবং সম্প্রতি স্বামী বাবদা হওয়ার পূর্বে পহার অতি জরুরি সময়ে তাহারা পোজমুরে বিলাপিত্তে অতিজরুরি হওয়ার প্রহণ করিয়াছেন। তাহারা তাহাদের ট্রেনিং কার্যে বিশেষ বনোবন প্রদান করিয়াছে এবং তাহাদের দলে একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত এলুন লোক আছে, যার উপর পতন হইতে পূর্ণ আস্থা রাখা করিতে পারে জাতিয়া আমি কৃতজ্ঞ হইয়াছি। জাতিয়াকে আজ এখানে উপস্থিত হইবার জন্য আমান করিয়া যে সমস্ত প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা তাহাদের সেবার প্রকাশ্য স্বীকৃতি এবং পতন হইতে আনন্দের সহিত তাহা অনুবোধন করিতেছেন। স্পেশাল কনষ্টেবলদের উল্লেখ করিতে হইয়া বক্তব্যই আমার মনে অন্যান্য বেকারুলক প্রতিষ্ঠানগুলির কথা উল্লিখিত হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ণ এই সব প্রতিষ্ঠান পড়িয়া উঠিয়াছে এবং সম্প্রতি হইতেছে। পতন হইবার সময় আমি স্প্রিট হইয়াছিলাম, তখন বর্তমান যুদ্ধ আপনাদের কাছের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা আমি স্প্রিটে বলিয়াছিলাম। সে সময়ে যুদ্ধ সবে আরম্ভ হইয়াছিল। এখন যুদ্ধের ১৫ মাস অতীত হইয়াছে, শত্রুতা ও শত্রুতার বিরুদ্ধে পড়ি আপাতীত পড়ি পরিবর্তন হইয়াছে। কলিকাতা পুলিশ ও কলিকাতা ব্রিগেডের উপর যুদ্ধের প্রভাব কতটা পড়িয়াছে, আমি আজ প্রবাসতঃ তাহাও আলোচনা করিব।

যদিও কলিকাতার এখনও আমরা যুদ্ধের ভাব অনুভব করি নাই, তথাপি এই যুদ্ধের জন্য আমাদের অনেকের উপর অতি-বিকার্যভার পড়িয়াছে এবং কলিকাতা পুলিশের উপর অন্যান্যদের চেয়ে বেশ। পড়িয়াছে। পতন হইতে পেন্সনের মাসের প্রথমিক দিয়া আত্মপদের বিবৃতি বাবদা অবলম্বনের কথা ও তাহাৎসিক পেন্সনের করার ব্যাপারে স্পেশাল কনষ্টেবল কেবল সাহায্য করিয়াছে, আমি তাহা উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইচ্ছা করিলে পক্ষে যুদ্ধে মোগ সেওয়ার পুনরায় অনুগ্রহ বাবদা অবলম্বন করিতে হইয়া-ছিল এবং ইহা প্রবাসযোগ্য যে এই বাবদার কোন কষ্ট হয় নাই। লোকসিককে একত্র করিয়া আনন্দ করার পক্ষ-মোগ্য কাজ ছাড়াও, ঐ সময় লোকের কালের পুষ্টিসুখ তার সন্তোষ করা কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল বিভাগের একটা অতিবিকার্য।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ও সশস্ত্র-বাহিনী দল

আমি আজ তাহাদের কালের বিষয় উপস্থাপন করিব না। কারণ আগামী ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে মহাশয় বক্তৃতা পড়িবার উপস্থিতিতে তাহাদের বিষয় বলিবার আর একটা সুযোগ আমি পাইব। যুদ্ধের পূর্ণ অতিবিকার্য কৰ্ত্তব্য সম্প্রতি পুলিশকে সাহায্য প্রদানের কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাহা সমর্থন ও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে

ট্রেনিং দিতে ও সংগঠন করিতে পুলিশকে যে বাটর ও কৰ্ত্তব্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহা বুঝিয়ায় কলিকাতা আমি এখানে এই সব প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছি। এখানে আমি আমার সবকটা স্বাক্ষর-সাদন বিভাগের তার প্রায় বহী মহোদয়ের সহযোগিতার সহকারী কার্য-ব্রিগেডের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাই। ইহা বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, কলিকাতার তারার পূর্ণত এই বিভাগের কৰ্ত্তব্যসিক যে ট্রেনিং দিয়াছে, তাহাও আমি উল্লেখ করিব।

বিমান আক্রমণ বিরোধ পরিচালনা ও সশস্ত্র-বাহিনী দল পতন হইতে বৎসর কলিকাতা পুলিশ যে কাজ করিয়াছে, তাহা স্প্রিট বুঝান। এই প্রকারের কাজ যে কতটা জটিল ও কঠিন, তাহা আমি বাবদাভাবে বর্ণনা করিবার জগা পাইতেছি না। কারণ ৭,০০০ হাজার সশস্ত্র-বাহিনী এবং বিমান আক্রমণ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কতক হাজার লোককে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে। মিঃ কোয়ার্ডেনকার ও তাহাৎসিক অধীন কৰ্ত্তব্যসিকের কৰ্ত্তব্যসিকতা স্প্রিট-বিবেচনা ও সৌজন্যের জন্য এই সব প্রতিষ্ঠান পড়িয়া জোলা পড়ন হইয়াছে।

একটা সত্য যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতেই অতিরিক্ত কার্য সম্পন্ন জন্য অতিরিক্ত পুলিশ বিভাগ যত্ন করিতে হইয়াছে। ঐকল সত্যবাদ বাবদা না হইলে এইকল জটিল বহন করা সম্ভবপর হইত না। একটাও সুরক্ষা রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধের লোক বিরোধ করার পক্ষ-আমরা তাহাদের ট্রেনিং এর বাবদা করিতে হয়। এই সময়ে যুদ্ধ পুলিশবাহিনীকে একাধী সমস্ত কার্য গ্রহণ করিতে হয়। যে সমস্ত সমস্যাসমূহ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যেভাবে তাহারা সমাধান করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক।

এ বৎসর আমি কলিকাতা পুলিশের স্মরণীয় পালন সংগ্রহ বিবরণ সমুদয়ের উল্লেখ করিতে চাই না; তবে দুই একটি বিষয় সম্বন্ধে একটু বলিব।

প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল অসামান্য ও স্প্রিট-সাধারণের প্রতি অবজার প্রতি পুলিশবাহিনীর সাধারণ বনোভাৱের পরিবর্তন। আপনাদের জানেন এ বিষয়ে আমার অনুভূতি কতটা সেনী এবং বর্তমান পতন হইতে কার্যভার গ্রহণ করা অবশি তাহারা পূর্ণতার সহিত বলিয়া আদিত্তেছেন যে, কোন অবস্থাতেই তাহারা পুলিশবাহিনীর মধ্যে অসামান্য ও অসামান্য থাকিতে দিচ্ছেন না। আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, মিঃ কোয়ার্ডেনকার আমার বক্তৃতা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। একদিক দিয়া বিবেচনা করিলে পতন কলিকাতা পুলিশের বাবদা পালন-বিবরণীতে নিম্নের পদের ১১ জন কৰ্ত্তব্যসিক চাকরী হইতে বরখাস্ত হওয়া, ১৭ জনের পদাবসি এবং কতকগুলির পদস্থাপ ব্যাপার পড়িয়ায়ক হটে। অন্য দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আমি ইচ্ছা করিতে পড়ি। কারণ ইহাতে পুলিশ বাহিনীতে নিয়মানুষ্ঠিত প্রবর্তনের সমস্ত পরিবর্তন হইয়া উঠিয়াছে। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি কলিকাতার প্রত্যেক অধিবাসী এখন সমস্ত সমর্থন করিবেন।

অন্য কার্যের জন্য পাতি বিবাদের যে বাবদা করা হইয়াছে, তাহাও কলিকাতাবাহিনীর নিকট 'সুখাম' প্রয়োজনীয়। মিঃ কোয়ার্ডেনকার জানাইয়াছেন যে, অতীতে কিছুকাল অতিরিক্ত কার্যসিক প্রতি বিশেষ বনোভাৱ না দেওয়ার সম্প্রতি সমস্ত অপরাধ কৃতির নিকট চলিয়াছে। এই অবস্থা স্প্রিট হওয়ার কারণ হইয়াছে কৰ্ত্তব্যসিক সাংগঠন, জরুরি কার্যের বাবদা সুযোগের অত্যন্ত উত্থাপি। এই সমস্ত এখন বর্তমানে পতন হইতে বিশেষত্বাধীন আছে। আমি একটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি যে এই সমস্ত সমস্ত বিবেচনা করিবার সময় সুরক্ষা রাখিতে হইবে যে, কলিকাতার সমস্ত বনোভাৱে পুলিশের কাজ একই রকম থাকিতে পারে না। আধুনিক সভ্যতার

আলবেনিয়ায় ইটালীয়ান সেনাদলের দুর্দশা

বিজয়ী গ্রীক-বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতি

১ নভেম্বর ৩৯ খানা জার্মান বিমান ভূপাতিত

বর্তমানে ইটা ভাষা গিরাছে যে, গত ৩০শে নভেম্বর বুটেনের উপরে ৫ খানা নক্ক বিমানকে বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। ৩০শে ডিসেম্বর যে, সত্তার শেষ হইয়াছে, সেই সত্তাতে বুটেনের উপরে ৩৯ খানা জার্মান বিমানকে ভূপাতিত করিয়া ভূপাতিত করা হইয়াছে। ইটালীয় বিমান বাহিনীর মতে ১৩ খানা নষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে ৭ জন বৈমানিক নিরাপদে আছে।

বিমান নক্কতের মোচনার প্রকাশ, ব্রিটিশ বিমান হাঙ্গারের উপকূলে একখানা জার্মান সমরজাহাজকে সাক্ষাৎ সহকারে টপেঁতো হারা আক্রমণ করিয়াছিল।

জার্মানী কর্তৃক জোরেন আক্রমণ

জার্মানী লোরেন দখল করিয়াছে।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সহিত লোরেন জার্মানীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে কোন চুক্তি হইয়াছিল কি না, এ পর্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। তবে জোর ভাষা যে, এতদুস্পর্কে ন: লাভান ও টিলারের মধ্যে সাক্ষি একটা চুক্তি হইয়াছিল।

মার্সাল পোঁতা নক্কন বক্তব্য।

৩০শে নভেম্বর এক বেতার বক্তব্য মার্সাল পোঁতা কর্তৃপক্ষের লোরেন হইতে জার্মানপন কর্তৃক নিতান্ত ৭০ হাজার কমান্ডার দুরবস্থা বর্ণনা করেন।

ব্রিটিশ বলেন যে, তাহারা বখানপুঁজ ফেলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। এখনও কমান্ডার বলিয়া পরিচয় দানের পূর্বে তাহা আর কোন সম্পদ তাহাদের নাই। জার্মানপনকে সাহায্য করিবার জন্য গভর্ণ বেস্টের হারা সাধ্য করিবেন। গভর্ণ বেস্ট জার্মানপনকে কাজকর্ম দিবেন। কিন্তু আরও অনেক বেশী তাহাদের প্রাপ্য। প্রিয় স্বজনবন্ধুকে যেসকল আত্মবিক্রম অত্যাচারে জামান হয়, সেইসকল অত্যাচার না বেন তাহারা পায়। "আমাদের দুর্ভাগ্য বৈমানিকের এতদুপ প্রকাশ হইতেই আমরা আরও একবার হইব।"

বুটান সাবমেরিন নির্বোধ

বুটান নৌ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এক বোম্বার ১৯। ডিসেম্বর বলা হইয়াছে যে, বুটান সাবমেরিন "হিরাডের" (সেংক: জি, এস, সল্ট) প্রত্যাহারের সময় উল্লীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এখানি বোমা গিরাতে বলিয়াই বহিয়া লইতে হইবে।

আলবেনিয়ায় গ্রীক সেনা বিতাট সাক্ষ্য।

বুগোশ্চাড-আলবেনিয়া সীমান্ত হইতে রটায়ের বিশেষ সংবাদদাতা ২৯ ডিসেম্বর জানাইতেছেন যে, এই অঞ্চলের পশ্চাটের অগ্রদ্বীপ এবং জীষণ জুয়ারপাত লঙ্ঘন গ্রীক সৈন্যরা আলবানিয়ান সীমান্তের পূর্বকিলে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পোগোশ্চাড হইতে ওখ্রিডা হইতে পশ্চিম উপকূলে বহিয়া উত্তরাভিযুক্তি যে সকল রাস্তা গিয়াছে, গ্রীকদের জাহী-কামান হইতে এই সকল রাস্তার উপর মোল্যবর্ধন করা হইতেছে। বুগোশ্চাড সীমান্ত হইতে কয়েক এক মূলে অবস্থিত বোনাট্টির ও সাণ্ট-মার্টিনের নিকটবর্তী সীমান্ত বাটিকালি নাকি গ্রীক সৈন্যগণ কর্তৃক অবিকৃত হইয়াছে। গ্রীকরা উক্তর দিকে এসবারিকের দিকে অগ্রসর হই। উক্তর দিকে বাওয়ার পথে যে উপভাষা পড়ে, এই অঞ্চলে জীষণ কামানের গর্জন শোনা যায়।

গ্রীক বাহিনীর অগ্রদ্বীপ

১৯ ডিসেম্বর রটায়ের হাতে প্রচারিত এক গ্রীক এনকোডারে বলা হইয়াছে যে, বগোশ্চাডের পূর্বকিলেই আলবানিয়ান সৈন্যরা উত্তরকামানভাবে অগ্রসর হইতেছে।

উত্তরে বলা হইয়াছে যে, বগোশ্চাডের উপকূলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ দখল করা হইয়াছে। প্রিন্সেভী অঞ্চলে সেক্ষত্রিক সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে এবং বহু সমরোপকরণ গ্রীকদের হস্তগত হইয়াছে।

বেসাবাতিয়াক বিজয়ের সংবাদ

বেসাবাতিয়াক বিজয়ের দোকা গিরাছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সরাসরিভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

সংবাদপত্রে ও বেতারের সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বেসাবাতিয়াক পূর্ণ শান্তিই বিবাহ করিতেছে এবং নিরুপস্থানেই তথ্য নির্বাচনের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

বুশিয়ান সংবাদপত্রসমূহে, আয়রণগার্ড কর্তৃক ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও বুখারেষ্ট পুলিশের প্রধান কর্তৃকতাকে বহুবার প্রত্যাখ্যান ঘটানাসমূহের বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বহু ইটালীয়ান সৈন্য বন্দী

২৯ ডিসেম্বর সোমবার রাত্ৰিতে গ্রীক হাইকমান্ডের এক এনকোডারে বলা হইয়াছে যে, কোয়ারাণ্টা হইতে আলবানিয়ানকাঠেগামী লড়া অগ্রগামী গ্রীক সৈন্যদের দক্ষিণ বাহিনীর কামানের পাল্লায় মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

উত্তরে আরও বলা হইয়াছে যে, গ্রীক সৈন্যরা দুইজন খাম অবিকার করিয়াছে। বহুসংখ্যক ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে এবং চারিটি কামানসহ সর্বপ্রকারের সমরোপকরণ হস্তগত করা হইয়াছে।

মাই তিকা পার্বত্য অঞ্চলে গ্রীকদের সাক্ষাৎমক আক্রমণের কলে পত্রবাহিনী নিতান্ত হইয়াছে। সৈন্য ও অফিসারদের মধ্যে অনেককে বন্দী করা হইয়াছে। পোগোশ্চাডের উত্তর দিকে অনুকূল পরিস্থিতি বৃদ্ধি চলিতেছে।

বুসালিনী বাহিনীর পলায়ন

উত্তর আলবেনিয়ায় বুসালিনী সৈন্যদল গ্রীক বাহিনীর দক্ষিণ বাহিনীকে সমুখে দেখিয়া ভুগী নদী দ্বারা আলবানিয়ান অভিমুখে পলায়ন করিতেছে। আলবানিয়ান, ডিরেনা হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ইটা একটা বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ পথ। জুয়ারপাত ও মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন ইটালীয় বিমান-বহর ও গ্রীক বিমান-বহর পলায়নপর

ইটালীয় সৈন্যদের উপর বোমা বর্ষণ করিতে পারে নাই। বর্তমানে গ্রীক সৈন্যরা বগোশ্চাডের পশ্চিমকিলে একটা গ্রাম হইতে উত্তরাভিযুক্তি অগ্রসর হইতেছে।

কমান্ডারদের নিকটবর্তী পাহাড় হইতে ইটালীয় সৈন্যরা পোগোশ্চাডের উপরই জীষণভাবে বোমা বর্ষণ করিতেছে। পথের অবিস্মরণ্য পথটুকি পরিভ্রমণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বকরা পাহাড়ে বহুসংখ্যক গ্রীক সৈন্য অবস্থান করিতেছে এবং গোমবার দিন উক্তর পক্ষে মোল্যবর্ধনের মধ্যে জীষণ বৃদ্ধি চলিয়াছিল। জুয়ার পাহাড়ের জন্য অভিমানে বহুই বাধা বৃদ্ধি হইতেছে। বর্তমানে দানে দানে প্রায় ৫ কিলোমিটার বরক করিয়াছে।

মালবাহী জাহাজ আক্রমণ

মালবাহী জাহাজ "বেলিক" (৪,৩৬০ টন) টপেঁতো হারা আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া উক্ত জাহাজ হইতে প্রচারিত এক বেতারবার্তা হস্তগত হইয়াছে। আরগ্যাডের ২৪০ মাইল পশ্চিমে জাহাজখানি আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বুকে বুটেনে ৪০ কিলোমিটার

বুকের জন্য বুটেনের এখন প্রত্যাহ ১২,৮৭৬ হাজার টানিং ব্যয় হইতেছে। এইরূপ অবিক অব' ব্যয় পূর্বের কখনও হয় নাই। গত সত্তাহে সমরজাহাজ বিজয়ের জন্য ৯০,১৩৪ হাজার টানিং ব্যয় হইয়াছে। তাহার পূর্বের সত্তাহে এ-কম ৭২,৩৬০ হাজার টানিং ব্যয় হইয়াছিল। অব'—ব্যয় গড়ে প্রত্যাহ ২৫ লক্ষ টানিং বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মালবাহী জাহাজের বর্তমান

গত ১৫ই নভেম্বর যে সত্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ১৯খানা বুটান বাণিজ্য পোতা (মোট ৭৫,০০০ টন) এবং মিত্র পক্ষের ডিনবানি বাণিজ্য জাহাজ (২২৫,০০০ টন) বিধ্বস্ত হইয়াছে। গত সত্তাহের ৩ দিনে জার্মান-বের ২৬,০০০ টন বাণিজ্য জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। গত ২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর বুটান বাণিজ্য জাহাজের যে পরিমাণ গড়গড়তা কতি হইয়াছে, বৃদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত কোন দিনই ততটা হয় নাই। উক্ত সত্তাহে মোট ১৯ খানা জাহাজ (৭৫,৫৬০ টন) বিনষ্ট হইয়াছে।

পূর্বোক্ত সময়—বিক্রমপ্তির ডিনবানি জাহাজ (১২,৪১৫ টন) বিনষ্ট হইয়াছে। নৌবিতাগ হইতে পূর্বোক্ত বোম্বা করিয়া বলা হইয়াছে যে, জার্মানরা ১১৮,০২০ টন জাহাজ জুঝিয়া দিয়াছে বলিয়া দাবী জানাইয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠার অব্যাহত]



সমরজাহাজ বর্তমানস্থানে অবস্থান করিতেছে।

যক্ষ্মসুল অঞ্চলে গভর্ণর বাহাদুরের সফর

[৫ম পৃষ্ঠার ভেতর]

উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মিঃ এম. কে. সেন সিনিয়র পতন ও বাহাদুরকে আন্তরিক স্বাগত প্রদান করেন। প্রত্যাহারের সময় বাহাদুর লক্ষী জাঙ্গীসীর বিজ্ঞে কুন্ডে বৃষ্টকে আন্তরিক সম্বোধনিত জ্ঞানের মিত্র জাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়া তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। কারণ কিছুদিন পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক কলসুল হক কলসেজের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানেরও উদ্দেশ্য হইতেই প্রামাণ্যনির্দেশের দ্বারা যথেষ্ট নিকা পৌঁছাইয়া গেল।

হিলেন। গভর্ণর বাহাদুর বোর্ডের চেয়ারম্যানের সম্বিত কর-বর্জন করেন। সমস্তের সহকৃতা-হাঙ্গীস মিঃ এ. কে. বি. কলিম, সমস্তের সার্কের অফিসার মিঃ এ. বাসু ও সেক্রেটারি অফিসার মিঃ এম. এম. ইউনুস বোর্ডের কাগজ-পত্র ও কতিপয় উল্লেখযোগ্য যৌক্তিকতার বিষয় গভর্ণর বাহাদুরকে বুঝাইয়া বিব্রাঙ্কিলেন। বেসম যৌক্তিকতা সঙ্গী টাকার প্রকাশে বীমান্ত হইয়াছে, সেই সব যৌক্তিকতার সহায়তায় দাবী হ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গভর্ণর বাহাদুর বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। অনেক ব্যাপারে গভর্ণর বাহাদুর প্রশংসা করিয়াছিলেন



মহাশয় গভর্ণর বাহাদুর উদ্ভাষের একটি সানলী-বোর্ডের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিতেছেন।

বাহাদুর গভর্ণর-বাহাদুরের সফর

"সিভিকপাঠ ও যুদ্ধ-কমিটিগুলি বোম্বাইসেবকগণের প্রতিষ্ঠান। বুদ্ধের পরেও এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সমস্যার ও সমস্যার মধ্যে সম্মতি স্থাপন করিয়া অন্য আকারে প্রবেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে।"

বাহাদুর যুদ্ধ-কমিটির এক সভার বক্তৃতা কালে বাহাদুর মহাশয় গভর্ণর বিগত ১৫ ডিসেম্বর উপরোক্ত বক্তৃতা প্রকাশ করেন।

"যেহেতু সংখ্যক বাঙালী পল্টনে যোগদানের জন্য বাহাদুর জেলা হইতে ১০০ জন যুবক আবেদন করার পতন ও আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই সৈন্য-বাহিনীর নিমিত্ত সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। তিনি বিভিন্ন সামরিক অফিসারগণের নিকট হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তিনি আশা করেন যে, বাঙালী সৈন্যবাহিনী ভারতের অন্যান্য সৈন্যগুলির মধ্যে নিজ মহাদান প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে।

সকাল বেলা মহাশয় গভর্ণর সার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় ও কমিশনার সহ বোর্ডেরবোর্ডে বসিয়া-বিদ্যুৎ অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

একটি ৩৭-মিলিটারী বোর্ড পরিদর্শন

মহাশয় গভর্ণর বাহাদুর বিগত ১৭ই নভেম্বর তারিখে উদ্ভাষ জেলার যোগদানের ৩৭-মিলিটারী বোর্ড পরিদর্শন করেন। গভর্ণরের সম্বিত জাহার ব্যক্তিগত কর্মচারী-বর্গ ও বিভাগীয় কর্মচারীগণ ছিলেন। পরিদর্শন-কালে সেক্স-মাসিট্টে, সারের বাহাদুর-হাঙ্গীস, সারের বোর্ডের সুবিধার এবং সেক্রেটারি অফিসারও উপস্থিত

এবং সেন্স পুস্তক উত্তরে সফট হইয়াছিলেন। বোর্ডের সমস্যার উদ্দেশ্যে মহাশয় গভর্ণর বাহাদুর বলেন,— "বোর্ডের কার্য বেশিরা আশি সফট হইয়াছি এবং আমি আশা করি সফটেই ইহার গণ প্রদান করিতে সক্ষম হইবো। আপনাদের বোর্ডের কতক কাজ আমি বেশিরা জুট হইয়াছি এবং আমি আপনাদের সাহায্য কামনা করি।"



একজন-মিলিটারী বোর্ডের পরিদর্শন করিতেছেন।

পল্লী অঞ্চলের দাতব্য চিকিৎসালয়ে সাহায্য

বাঙালী সরকারের ব্যাপক স্বহাঙ্গীত

বাঙালী সরকার পল্লী অঞ্চলের চিকিৎসালয়ের জন্য যথাবিধিতভাবে (বাংলা চিকিৎসালয়ের জন্য ৫০০০ এবং প্রাচীর চিকিৎসালয়ের জন্য ২৫০০ টাকা করিয়া) নিম্ন-নিমিত্তকরণ অবস্থায় যত্ন করিয়াছেন:—

- ২৪-পতন (২,৭৫০ টাকা)
- ৫টি বাংলা চিকিৎসালয় ও ২২টি গ্রামা চিকিৎসালয়, দলীয়া (১১,০০০ টাকা)
- ৫টি বাংলা চিকিৎসালয় ও ৩৫টি গ্রামা চিকিৎসালয়, মুনিয়া (৮,৫০০ টাকা)
- ৫টি বাংলা চিকিৎসালয় ও ২২টি পল্লী চিকিৎসালয়, বনোয়ার (২,৫০০ টাকা)
- ৯টি বাংলা চিকিৎসালয় ও ১১টি পল্লী চিকিৎসালয়, সিগুনিয়া পল্লীকরণের জন্য সম্মতি আরও অতিরিক্ত সাহায্য যত্ন করা হইয়াছে:—

হংপুরের বহুমান বাঙালী ও পিতৃকল্যাণ কেন্দ্রের পরিদর্শন ও পরিদর্শনের নিমিত্ত একজনীয় ১,২৫০০ যত্ন করা হইয়াছে।

হাঙ্গীর কলসুল-হং পল্লীকরণের বোর্ডের জন্য এবং বাঙালী জেলার অঞ্চল ট্রেইন এটেনশন-হং মুক্ত কলসুল বনোয়ার নিমিত্ত নিমিত্তকরণ লোক্যাল বোর্ডের যত্ন নিমিত্তকরণ জন্য ১,৫০০ টাকা যত্ন করা হইয়াছে।

কলিকাতা পুলিশের বার্ষিক প্যারেড

[৭ম পৃষ্ঠার ভেতর]

উপস্থিত সকল সবে উহার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। মহাশয় গভর্ণর বাহাদুরকে পুরস্কার ও পদক ইত্যাদি বিজ্ঞপ্তি করিতে অনুরোধ করিয়া পূর্বে পদ বৎসর সার্বিক বেসম যাকিয়ার বাঙালী-হং বনোয়ার অবস্থায় উপস্থিতকরণ পুলিশ বাহিনী দাবী করিয়াছে, তত্ত্বাবধায়ক আশি জাহাঙ্গীরকে অতিরিক্ত করিতেছি। অন্যতর সঙ্গে দেখা মিলাতে যে এই পদ্যর বাঙালী অবস্থা অত্যন্ত উত্তম এবং এই অবস্থায় হাঙ্গী উপস্থিতি সাহায্য প্রদান বিশেষ অনুকল্যাণ সাহায্য বিবেচনা করা হইবে।

এবং আমি মহাশয় গভর্ণর বাহাদুরকে অনুগ্রহ করিতেছি যে, বাহাদুরের কার্য মহাশয় গভর্ণর হং প্রবেশের পতন যেন্ট কর্তৃক জাল দলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, জিহা তাহাঙ্গীসকে পদক ও পুরস্কার প্রদান করুন।

বাঙালীর প্রাইমারী স্কুলসমূহের অঙ্গুর

সংযোগ

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী,
ভারতের বাঙালী পল্লীকরণ,
সহপ্রতিষ্ঠা অধ্যাপক ও প্রকরণ,
চিকিৎসালয়ের অধ্যাপক হং,
বহু উৎসাহ পল্লীকরণ প্রকরণ

অধ্যাপক আবুত হং-সার যোগ, এম-এ, বি-এম
নিম্নলিখিত প্রাইমারী স্কুলপাঠ। পল্লীকরণ প্রকরণ
করিয়াছেন, এবং এই সফল পদকগুলি ২৫০০ মিলিয়ন
বিভাগ কর্তৃক পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত হইয়াছে:—

- ১। শিল্প পল্লীকরণ (প্রথম ৩০০)—প্রথম শ্রেণীর জন্য।
- ২। শিল্প পল্লীকরণ (দ্বিতীয় ৩০০)—দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য।
- ৩। শিল্প পল্লীকরণ (তৃতীয় ও চতুর্থ ৩০০)—তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য।

প্রাইমারী স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের অনুগ্রহে পাইবারাজী
মিলিয়ন-হং পদক প্রেরিত হইবে। শিল্পকরণের উচ্চ-
হং কর্তৃক প্রেরিত হইবে।

মডার্ন বুক এজেন্সি

১০ম কলসে জেলার, কলিকাতা।

আলবেনিয়ায় ইটালীয়ান সেনাদলের চরম হুঁদশা

[৮ম পৃষ্ঠার ভেতর]

মাল ভাগাজ 'হেন্ড্রিক'

একটি বেতার মাথিতে জানা গিয়াছে, ৪,৩৬০ টনের মালবারী জাহাজ "হেন্ড্রিক" আলবেনিয়ার প্রায় ২৪০ মাইল পশ্চিমে টেনে তোর আশেতে বিধৃত হইয়াছে।

বুটিন চেষ্টার "টাইডি"

মৌবিত্তাগ হইতে মোষণা করা হইয়াছে যে, বুটিন চেষ্টার "টাইডি" অটন্যাভের উপকূলে কুজখুটিকার মতো জাহাজ আটকানো সম্পূর্ণরূপে প্রায় হইয়াছে। পঁচাত্তর মাসিক নিহত হইয়াছে।

রাইমলাগে গোলা বর্ষণ

জানা গিয়াছে যে, ৩রা ডিসেম্বর রাতিতে রাজকীর বিমান বহরের একটি কুজ বাহিনী রাইমলাগের রেলপথের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

নেপলসে অভিযাত্রা

রাজকীর বিমান বাহিনী কর্তৃক প্রকাশিত এক এণ্ডে-হায়ে বলা হইয়াছে যে, ২রা ডিসেম্বর রাতিতে রাজকীর বিমানবহর কর্তৃক নেপলস্ আক্রমণের সময় তৈল পরিপোষণ ঘরে একটি বোমা বসিত হইয়াছিল এবং ইহার পর তথ্যের তরায় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ২০ মাইল দূর হইতে আগুনের বিধা দেখা গিয়াছিল।

প্রধান প্রধান রেলপথের উপর বোমা নিক্ষেপ হইয়াছিল। মিসিলির দুইটি বিমানবাহীও আক্রমণ করা হইয়াছিল। আঙুলি বিমানবাহীতে বোমাবর্ষণের পর তথ্যের ভীষণ বিভ্রান্তির পর পোলা বার। মিসিলি বিমানবাহীতেও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং তুর্বিতে অবস্থিত একখানি বিমানপোত ভগ্নাভূত হইয়া বার।

আতঙ্কিত হেরা হিটলার

জটিল কবানী সংবাদলাভ জানাইতেছেন যে, হিটলার জাঙ্গল বাইবার সময় পত্রবাহে নিহত হইবার আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়েন। সব সময়ে তিনি সাজোয়া ট্রেনে মনন করেন এবং জীহার দ্বারা দুইদিন পূর্বে জীহার পত পত দেহরক্ষী জীহার ভাবী হত্যাকারীর সন্ধানে নিযুক্ত হন। জীহার কবানী হোটেলসমূহকে কিস্তি করেন না। জীবপাতি ও নির্ভরতর সুড়কেই ট্রেনখানা রাখেন। আতঙ্কিত অসামান্য বেতরাও হিটলারের আশ্রয় অনুসরণ করিয়া থাকেন।

বুটিন ও গ্রীক ভারত নিয়ন্ত্রিত

"বাসিন" নামক বুটিন জাহাজ (৪,৫৫৫) এবং "সাম গ্যাথ্রিয়েল" নামক গ্রীক মালবারী জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা বাইবার কালে টেনে তোর আক্রমণে নিমজ্জিত হইয়াছে।

গ্রীকদের আতঙ্কিত অগ্রসার

গ্রীক হাটকম্যাগের একখানি এণ্ডেহায়ে বলা হইয়াছে যে, গ্রীক সৈন্যরা জীহ সংগ্রামের পর প্রোগ্রাডিস অঞ্চলে আরও করেকরী সুতল পায়েত অবিকার করিয়াছে এবং কতক সৈন্যকে কবী ও ডিনটি কানালসে কিছু সময়োপকরণ হস্তগত করিয়াছে।

অসামান্য বনকেত্রেও গ্রীক সৈন্যরা সাক্ষ্যজনকভাবে সংগ্রাম চালাইতেছে। গ্রীক বোমারু বিমানসমূহ সাক্ষ্যজনকভাবে অভ্যন্তর ইটালীয় বাহিনী ও তরায়ের বাহিনীতে বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। গ্রীক জলী বিমানপোত পত্রপথের দুইখানি বিমানপোত বিধৃত করিয়াছে।

সতর্কতা বিবরণী হইতে সম্পূর্ণরূপে এবসর বেতার কর্তৃক প্রচারিত এক কবিতার জানা গিয়াছে যে, সুতর

প্রথম কালে গ্রীসের অরক্ষিত নগর ও প্রায়াকলে পত্র নিবাসাক্রমণের কলে ৬০৪ জন নিহত, ১,০৭০ জন আহত হইয়াছে।

ইটালীয়দের আগার পলায়ন

প্রোগ্রাডিসের উত্তরে ওচিডা হলের তীরনদী কানে ইটালীয়রা ধাঁচি বচনা করিয়া গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধার্থে পত্রয়মান হইয়াছিল। কিন্তু এইখান হইতেও তরায় পুনরায় পলায়ন করিতেছে। ইহার আরও উত্তরে ইটালীয়দের তরায় পাটল আক্রমণ বিধৃত করা হইয়াছে। ইহাতে ইটালীয়দের সমূহ কতি হইয়াছে।

গ্রীক যুদ্ধে বুটিন 'বমানের' সাক্ষ্য

বুটিন যুদ্ধে কোরাটোর এক সংবাদে প্রকাশ, বিমান যুদ্ধে বুটিন এক উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। গত ৪রা ডিসেম্বর বুটিন পত্রপথের উপর এক ভীষণ যুদ্ধে বুটিন জলী-বিমান বহু পত্র বিমানকে তুণাভিত্ত করিয়াছে। বুটিন পত্রের কোন কতি হয় নাই।

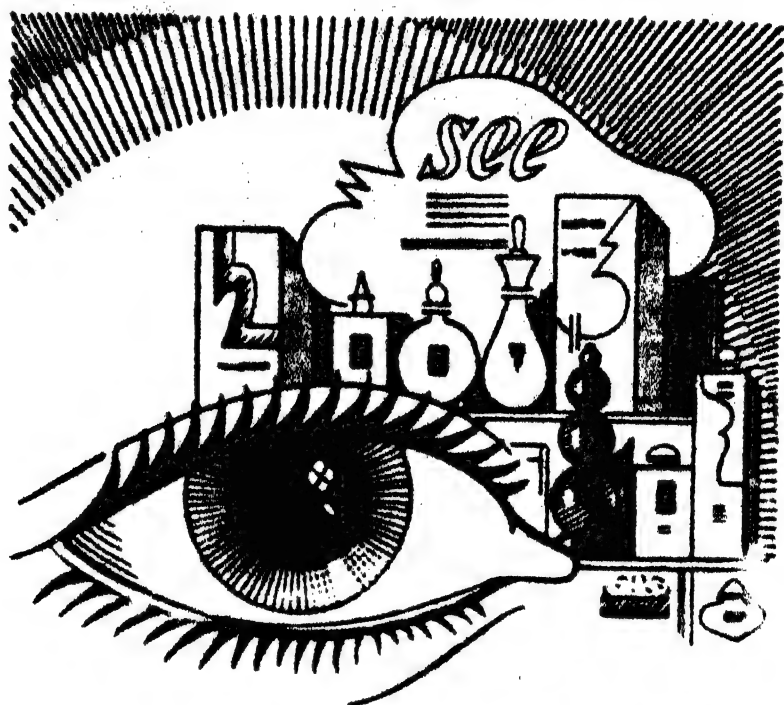
দক্ষিণ আলাস্কাতে হস্তবন্দী জাহাজ বনভাগ

গত ৬ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, একখানি জাহাজ ও জুতগামী জাহাজ বনভাগী বাহিনী জাহাজের হস্তবন্দী দক্ষিণ আলাস্কাতে বনভাগের "কারলডন ক্যান্সেল" নামক বুটিন বাহিনী জাহাজকে আক্রমণ করে। নৌ-বিভাগীর এক এণ্ডেহায়ে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ আলাস্কাতে সমুদ্রে হস্তবন্দী একখানি জাহাজ বনভাগী জাহাজ বনভাগী জাহাজের নথিত "কারলডন ক্যান্সেল" নামক বুটিন বাহিনী জাহাজের বনভাগী জাহাজ হইতেই ভীষণভাবে পোলাবর্ষণ করা হয় এবং "কারলডন ক্যান্সেল" পত্রকে তুণা করে বনভাগী জাহাজের বনভাগী জাহাজ বার করিতে হয়। কারলডন ক্যান্সেলের সাবান্য কতি হইয়াছে এবং কতক কতি হস্তবন্দী হইয়াছে।

ইটালীয় প্রেধান-সমাপ্তির পরহাণ

জাহাজ সংবাদ সংবহার একেখানি সংবাদে প্রকাশ, মাল বনভাগীরা রাজকীর অনুসরণে ইটালীয় সমুদ্রাভ সৈন্যবাহক পত্র হইতে চ্যুত হইয়াছেন। তিনি বেতরা দ্বারা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। জীহার বনে মোলাবেল ইটালীয় জাহাজের নিযুক্ত হইয়াছেন।

[১২ পৃষ্ঠার দেখুন]



আলো আকর্ষণ বিক্রী

উজ্জল আলোর উপযুক্ত ব্যবহারে ক্রেতারের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় এবং মোকামের সজ্জিত ব্যবসায়ের উত্তম বোতামও বৃদ্ধি পায়। বিক্রীর যেটা গোড়ার কথা—সীল-বনের দৃষ্টি আকর্ষণ, উজ্জল আলো ব্যবহারে তা সহজসাধ্য হইল। জোরালো আলো সাহায্য গ্রহণ করুন। দেখুন এই হবে আপনার সব চেয়ে সস্তা ও ভালো বিক্রয়।



জাতীয় বই-কেন্দ্র ও সারা দেশে বিক্রির নিয়ন্ত্রিত কর্তৃক বিক্রয়িত

পাট ও পাটশিল্প সম্পর্কে গবেষণা

কেন্দ্রীয়-পাট কমিটির রিপোর্ট

পত ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতি পাট ও পাট-শিল্পের গবেষণার জন্য বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিয়া কতকগুলি সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, যিস্থে ভারতীয় বিদ্যমান প্রকাশিত হইল। পত ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতা ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতির টেক্সটাইল-নোডিক্যাল রিসার্চ (পাট শিল্প-বিষয়ক গবেষণা) সেক্টরের উদ্বোধনকালে সমিতির গবেষণা সেক্টর কার্যসূচীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই বিক হইতে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট-সমিতির পরিকল্পনা প্রাথমিক। বীজ বংশ হইতে আরম্ভ করিয়া পাট উৎপাদন পর্যন্ত এবং অন্তঃসর উৎপাদিত পাট বিক্রয়ের সুবিধা অসুবিধা ও কিতাবে পাট হইতে বিভিন্ন শিল্পে প্রস্তুত করিয়া যেনে পাট শিল্পের উন্নতি করা হইতামি আনাদিকে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতি গবেষণা ও পরীক্ষামূলক কার্য চালাইয়া আসিতেছেন।

পাট-শিল্প গবেষণা বিভাগ

পত ২১ মাস যাবত টেক্সটাইল-নোডিক্যাল রিসার্চ সেক্টরটির সমিতি পূর্ণ ট্রান্সে কাজ চলিতেছে। পত ১৯৩৯ সালের ৩রা জানুয়ারী কলকাতা এই বিভাগীয় সেক্টরটির সমিতির সরকারী ভাবে উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক ভাবে পরীক্ষামূলক কাজ চালাইবার জন্য বিভিন্ন সেক্টরটিতে আবশ্যিকীয় উপাতিও বসান হয়। সুতরাং সেই দিক হইতে এ-পর্যন্ত কাজের কোনই অসুবিধা বা বিঘ্ন ঘটে নাই। কলিকাতার ৬ মাইল দক্ষিণে বিকৃত জমির উপর সেক্টরটির সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে বিভাগীয় বাহ্যতে আরও সম্প্রসারিত করা যায়, তৎকালীন স্থানেরও অভাব হইবে না। পাট-শিল্প সেক্টর পরীক্ষামূলক কাজের দিক হইতে এই বিভাগ কয়েকটি সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। পাট-শিল্প সেক্টর বহুবিধ জটিল সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান এখানে সম্ভব হইয়াছে।

ভবিষ্যতে পাট-শিল্পের উচ্চ গাণিতিক কতখানি উন্নতি হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু বাস্তব এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোনও শিল্প-প্রক্রিয়ার কাজে সাপোর্ট-ম্যাটারিয়াল পক্ষে প্রচেষ্টা তেমনভাবে সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। এই দিক হইতে পাট সম্পর্কে পূর্ণ-অনুসন্ধান এখানে দুইটি প্রধান সমস্যার উল্লেখ করা বাইতে পারে। পাটের আঁশের শ্রেণী নির্ণয় করা এবং পাটের জলীয় অংশ ও আনহাইড্রাস অর্থাৎ শুষ্ক অংশে যে সম্পর্ক রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিকভাবে তাহার মাপ নির্ণয় করা। পাটকে সূতনভাবে কাজে লাগাইবার জন্যও সামান্য পরীক্ষা চালান হয়। কিন্তু আবশ্যিকীয় অসুবিধার অভাবে এই দিকে কাজ তেমনভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

কৃষি-গবেষণা বিভাগ

কেন্দ্রীয় পাট সমিতির কৃষি গবেষণা-সমিতি চালা কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগে স্থাপন করা হইয়াছে। কয়েক বাঙালার সরকারের কৃষি বিভাগের সহিত কেন্দ্রীয় পাট সমিতি পাট-জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কে একযোগে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ চালাইবার সুবিধা পাইতেছেন। ১ বছরের কিছু বেশী হইল কেন্দ্রীয় পাট সমিতি এই বিভাগে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেখানে উচ্চ সত্যোত্তমক কল ও পাত্রা দিয়াছে। অনেক সময় কীট-পতঙ্গাদি পাটের ক্ষয় কতি সাধন করে। কীট-পতঙ্গাদি হারাও

পাটের চাষার মালা যোগ জমিয়া অনেক সময় পাটের আঁশগুলি নষ্ট করিয়া দেয়। উক্ত কীট-পতঙ্গ এবং পাটের ব্যাধি কি ভাবে দূর করা যায়, কৃষি বিভাগ ব্যসাতভাবে সেই দিকে অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া আসিতেছেন। অনুসন্ধান অনেকটা ফল পাওয়া দিয়াছে। ভবিষ্যতে পাটের বৃদ্ধি এবং উন্নত ধরনের পাট উৎপাদনের পক্ষে উক্ত পরীক্ষা প্রকৃত সাহায্য করিবে।

বিক্রয় বিভাগ

কেন্দ্রীয় পাট সমিতির এই বিভাগকে বিভিন্ন দিকে পূর্ণ রাবিতে হইতেছে। বিক্রয়ার পাট কিতাবে প্রস্তুত রাবিতে হয়, কীভাবে পাট চাষীদের দিকট হইতে কলিকাতার বিভিন্ন দিকে ও বাজারে কিতাবে চালান দিলে সুবিধা হয় ইত্যাদি মালা বিষয়ে লক্ষ্য রাবিয়া বিক্রয় বিভাগ কাজ করিতেছেন। বিক্রয় বিভাগ এই দিকে খুবই সত্যোত্তমক কল দর্শিতে সক্ষম হয়। সেক্টরটির প্রথমভাগে যে যেকোনো রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়, পাট ব্যবসায়ীগণ কতক ভাষা সমাধার লাভ করে। পাট-বিক্রয় এবং উচ্চ বাজারজাত করার দিকে হইতেও আনোচা বৎসরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে। পত ১৯৩৯ সালে উদ্ভিগার সমস্যার পাট-বিক্রয় সমিতিটি স্থাপিত হয়। সমিতির কাজ সত্যোত্তমকভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং সেখানে এখনও সামান্য পরীক্ষামূলক কাজ চলিতেছে। পাটের আঁশের সময় অনুসারে বিক্রয়ার ভাষা কিতাবে বাজার করিতে হইবে চাষীদের ইচ্ছা শিকা দেওয়া হইতেছে। এতদ্বারা পৃথকভাবে একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই পর্যন্ত উক্ত কেন্দ্রে প্রায় ৩ পত চাষীকে কিতাবে পাট বাজার করিতে হইবে, তাহা শিকা দেওয়া হইয়াছে। উচ্চতে খুবই ফল পাওয়া দিয়াছে। কাজেই এইরূপ একটি শিকা-কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পাট চাষের পুষ্টিভাষ

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতি কি ভাবে পাট চাষের পুষ্টিভাষ সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল হিসাব দেওয়া বাইতে পারে, তাহার উপায় নির্ধারণের প্রতি মনোযোগ অর্পণ করিয়াছেন। ইতস্ততঃ নমুনা সংগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়া পাট চাষের পুষ্টিভাষ বিন করা যায় কিনা, তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। পত ১৯৩৭, ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে এই ভাবে সমিতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ট্যাক্সটাইল সেক্টরটিতে কৃত্রিমভাবে কতিপয় পরীক্ষামূলক কাজ চালান। তিন বছর ক্রমান্বয়ে এই ভাবে পরীক্ষা চালানর পর পাট চাষের পুষ্টিভাষ সম্পর্কে জটিল হিসাব সমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়াছে। ইতস্ততঃ নমুনা সংগ্রহের ভিত্তিতে আগামী বৎসরে এক একটি প্রদেশ লইয়া পাট চাষের জন্য পরীক্ষা-কার্য চালান হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এইচ. হোটেসিং উক্ত প্রণালীতে পাটচাষের পুষ্টিভাষ নির্ণয় করা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া উচ্চ জরুরী প্রণালী করিয়াছেন।

পাটের অর্থতত্ত্ব ও প্রচার বিভাগ

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতির এই বিভাগ পাট কল সেক্টর সম্বন্ধে বহুবিধ এবং পাটের অর্থতত্ত্ব সম্পর্কে মালা তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রচার কার্য চালিয়েছেন। উচ্চতে পাট শিল্পের প্রকৃত উপকার হইতেছে। কমিটির সমিতি রিপোর্টের ১৭৭ পৃষ্ঠার কতিপয় এই বিভাগীয় কাজ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দ্রষ্ট হইয়াছে।

বাঙালার সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

চুই মতাহের বিবরণী

পত ৯ই মতাহের যে মতাহ শেষ হয়, সেই সময় বাঙালার বেশে নিম্নলিখিতগুলি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ছিল:—

কলেজার আক্রমণের সংখ্যা—

মুম্বা .. ১৯৮
বরিশাল .. ৫৯

কলেজার মৃত্যুর সংখ্যা—

মুম্বা .. ১০০

স্বাধীনমুখ মুম্বা (মুম্বা) এবং কলিকাতার ইতস্ততঃ বেনিডিক্টাইন হোমের আক্রমণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রেম হোমের আক্রমণের কোনমুখ সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

১৬ই মতাহের যে মতাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙালার বেশে বিভিন্ন কেন্দ্রের নিম্নলিখিতগুলি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ছিল:—

কলেজার আক্রমণের সংখ্যা—

২৪-পরগনা .. ৫০
কলিকাতা .. ৬৬

মুম্বা .. ২২০

বালুঘাট (মুম্বা) .. ৭৬

বালুঘাট .. ৭৬

কলেজার মৃত্যুর সংখ্যা—

মুম্বা .. ১২৯

বলুঘাট আক্রমণের সংখ্যা—

২৪-পরগনা .. ৬৬

ইন্দ্রকুমার আক্রমণের সংখ্যা—

ত্রিপুরা এট্ট .. ৫৫

কলিকাতার ইতস্ততঃ বেনিডিক্টাইন হোমের সংখ্যা পাওয়া দিয়াছে; প্রেম হোমের আক্রমণের কোন সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

বাঙালার সাধন ও প্রসাধন ক্রমের প্রবর্তনী

সরকারী ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে খোলা হইবে

বাঙালার সরকারের ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শনকালে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর হইতে মিউজিয়াম ভবন, ২১নং চিত্তবর্তন এডেনটিতে বাঙালার বেশের সাধন ও প্রসাধন ক্রমাদির একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে এবং উচ্চ আগামী ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত প্রদর্শিত হইবে। এই প্রদর্শনী খোলার উদ্দেশ্য হইতেছে আমাদের দেশের এই সম্পর্কে কর্মসম্পন্ন কতকগুলি অগ্রসর হইয়াছে, সে বিষয় জনসাধারণকে তথ্যকিবদান করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের পথের প্রচার করা। প্রদর্শনকারীদিগকে একই আদর্শ ও আকারের ইল বিনা-জড়িত ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে; অবিকৃত প্রমাণাদিকে জনসাধারণের দিকট দিয়া দিয়া প্রমাণাদি বিক্রয় করিবার অনুমতিও প্রদান করা হইবে। যে যেহু টপের সংখ্যা সাধন, তৎকালীন ইল প্রদর্শনসমূহকে অতি সক্ষম নিম্নলিখিত টিকাদার পর ব্যবহার করিতে অনুমতি করা হইতেছে:—

জবপ্রাণ অফিসার, পতর্গ-হেপ্ট ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ২১নং চিত্তবর্তন এডেনটি, কলিকাতা।

মঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

৩৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের প্রথম ইনস্পেকশন অফিসার মিঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য পত ৯ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে কলিকাতার বাসিন্দা অকালের ১৮।৬।৮৯ জন্মের সেনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স প্রায় ৩৯ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পূর্ণ জন্মযোগের জন্য তিনি দিল্লী হইতে কলিকাতা আসন করিয়াছিলেন, সেখান হইতে মৃত্যুভয়ের পীড়ার আক্রমণ হন এবং অবশ্যায় জটিল উপসর্গের শিকার হন।

আলবেনিয়ার ইটালিয়ান সেনাদলের চরম ছর্দশা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

গ্রীক সৈন্যদের বীরত্ব

একখানি গ্রীক এন্ডেগ্রাফে ৬ই ডিসেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গ্রীক সৈন্যরা প্রেমের অধিকারের কালে নিম্নলিখিত বৈধা, সৈন্যপা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে।

সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ প্রাপ্ত সংখ্যায় ইটালীয়ানদের পশ্চাদপসরণ, ক্ষতি, বন্দী-সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পক্ষদের জিমিৎপন্ন হওয়ায় হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রেমের উত্তর-পশ্চিম অংশ অধিকৃত হয় এবং সমগ্র একটি ইটালীয়ান ভিত্তিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

এই সাক্ষ্যের পূর্বে যে সংগ্রাম হয়, উহাতে গ্রীকরা আরও ৬টা জারী কামান হত্যা করে এবং ঐক্যের সাহায্যে ইটালীয়ানদের উপর গোলাবর্ষণ করে।

৩৩ সত্ৰাংক ইটালীয় সৈন্য অস্ত্রীণ

গ্রীসের বিক্ষিপ্ত সংগ্রাম আরও হওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত ৬ সত্ৰাংক অধিক ইটালীয়ান সৈন্য আলবেনিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যুগোস্লাভিয়ার প্রবেশ করিয়াছে। উহাদের নকিল সাধারণ ১৮টা বন্দী-মিলালে অস্ত্রীণ করা হইয়াছে।

ইটালীয় সৈন্যদের পলাতন

এখেন্স হইতে ৭ই ডিসেম্বর প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, স্যাক্সিকোয়াগাটা পক্ষ করিবার পরেও গ্রীকগণ ইটালীয় সৈন্যদিগকে ইটালীর বাহিরে উত্তর পশ্চিমের সেনাভিনোয় নিকে হটাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং প্রচুর সরবরাহকরণ হস্তগত করিয়াছে। সেনাভিনোয় উত্তর পশ্চিমের এবং আকিরোকাটোর নিকটবর্তী স্থানসমূহে ইটালীয়গণ পলায়ন করিতেছে। বাবা নিরাও জাহায়া কিছু করিতে পারিতেছে না। যতদূরোপলি যুদ্ধক্ষেত্রে এবং অন্যান্য স্থানেও বহু ইটালীয় সৈন্য হত্যা হইয়াছে। পোগ্রা-নেক অঞ্চলেও গ্রীকগণ অনুগত সাক্ষ্য লাভ করিয়াছে।

এপ্রাণ্ড ইটালীয় বিমান ও লোক কন্ডের পরিমাণ

যুদ্ধে অস্ত্রীণ হইবার পর ইটালীয় যে পরিমাণ বিমান ও লোককন্ড হইয়াছে, নিম্নলিখিত সূত্রে প্রাপ্ত সংখ্যায় জাহাজ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, রাজকীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণে ইটালী ২৯০টি বা জাহাজও অধিক ক্ষতি ও বোমাবর্ষণ বিমান হারাইয়াছে। সেইসঙ্গে রাজকীয় বিমান বাহিনীর হাতে ৫০টি বিমান নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রাজকীয় বিমান-বাহিনী গ্রীসে হাতে ২টি বিমান হারাইয়া ইটালীর ৩৭টি বিমান ধ্বংস করিয়াছে।

আর একখানি বৃষ্টি জাহাজ নিরক্ষিত

সেনারী মালবারী জাহাজ "সাতের" হইতে বেতার-বোম্বে জানান হইয়াছে যে, এই জাহাজে নিরক্ষিত বৃষ্টি মালবারী জাহাজ "প্যালমেসিটা"র ২৮ জন অধিককে উদ্ধার করিয়া তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। পর্জুমান উপকূল হইতে ১২০ মাইল দূরে "প্যালমেসিটা" (১,৫৭৮ টন) একখানি সাবমেরিনের আক্রমণে নিরক্ষিত হইয়াছিল।

আর একজন ইটালীয়ান সেনাপতির পতন

সরকারী ইটালীয়ান মিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, আফ্রিকান তীরবর্তী ইটালীয় বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল সেনারের ডেভিডিকে জাহাজ অনুবোধে পর হইতে অপ-সাহিত্য করা হইয়াছে এবং জেনারেল ব্যক্তিগত বেসবোকারী-কেন্দ্র পতন ও জাহাজের সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক নিম্নত্ব হইয়াছেন।

আফ্রিকার সংবাদে প্রকাশ, মার্সাল বাস্তুগত পতন্যে জাহাজে উল্লান্সের সাক্ষর হইয়াছে এবং এই ঘটনাকে আল-জেরিয়ার ইটালীয় বাহিনীর দুঃস্বপ্নের পরিণতি বলিয়া অনুবোধ করা হইতেছে। এই পতন্যের পূর্বে পর্যন্ত

জুসের বিশ্রাম ছিল, গ্রীক অভিযানের জন্য কঠিন পিরানোকে সোদী করা হইতেছে। এখন যেন হইতেছে সত্ৰাংক: অপরাধ ক্যানিগ পাঠ হইতে সেনাবাহিনীর উপর চাপাইবার জন্য সুসোলিনী মার্সাল বাস্তুগত পতন্যে বাবা করিয়াছেন।

ইটালীর সীমান্তে অবস্থিত রটোরের বিশেষ সংবাদভা জাহাজেছেন, রাজনৈতিক সমালোচকরা যেন করেন যে, ইটালীর বাহিনীকে বহির্ভাগে নিরক্ষাণীনে স্থাপন করা হয়, কেবল তাহা হইলে জার্মানী ইটালীকে আলবেনিয়ার সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। এই উদ্দেশ্যের সহিত মার্সাল বাস্তুগত পতন্যের বোম্ব আছে। এইরূপ বিশ্রাম, মার্সাল বাস্তুগত ইটালীর বহু দেড় বদার বাহিনীে চাহিয়াছিলেন। আরও প্রকাশ, ইটালীর সর্বোচ্চ পেট্রোল সংগ্রহের প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন যে, জাহাজ আর বাজি তিন মাসের পেট্রোল সঞ্চিত আছে।

"টুকিউট ডি কেমেন্ডা" পত্রিকার যোঝিত সংবাদ-ভা জাহাজেছেন যে, মার্সাল বাস্তুগত পতন্যের কলে যোঝে বিশেষ উদ্দেশ্যের সাক্ষর হইয়াছে। মার্সাল বাস্তুগত ইটালীর সর্বোচ্চ সৈনিক। তিনি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং তিনি বিশেষ বয়সসম্পন্ন ব্যক্তি। এক সত্ৰাংক পূর্বে মার্সাল বাস্তুগত ইটালীর বাজার নিকট প্রাণী করিয়াছিলেন যে, জাহাজে কার্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া হউক; কিন্তু বিধর্মী বিশেষভাবে গোপন করিয়া বাবা হইয়াছিল।

সেনাভিনো শহর গ্রীকদের আধিকারে

একটি গ্রীক ইহাযারে প্রকাশ, জাহাজা সেনাভিনো শহর অধিকার করিয়াছে, যথাক্রমে বিভিন্ন অংশে সাক্ষ্য লাভ করিয়াছে এবং অক্সির প্রবুধ করেকজন সৈন্য বন্দী করিয়াছে।

ইটালিয়ান নৌ-সেনাপতির পতন

জার্মান সরকারী মিউজ এজেন্সীতে ৮ই ডিসেম্বর যোঝ হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, ইটালীর প্রবাস নৌ-সেনাপতি অ্যাডমিরাল বেনেদিকো ক্যাডামারী বেতার-পতন্য করিয়াছেন এবং জাহাজ পথে অ্যাডমিরাল আরভুরো রিকার্ডি নিম্নত্ব হইয়াছেন।

অ্যাডমিরাল রিকার্ডি সৌভাগ্য পরিচালনার করেকটি উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিম্নত্ব হইয়া গিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মের সময় ত্রিশটি ইটালীয় জাহাজের একটি ডোয়াড্রন জাহাজ অধিনায়কত্বে পর্জুগাল, শেন ও মরজোর উপকূলে এক পক্ষকাল বহু। ইনিগো, ক্যান্সিরা অ্যাডমিরাল রিকার্ডোর সহকারী নিম্নত্ব হইয়াছেন। অ্যাডমিরাল আভেকি ব্যাচিনো সৌভাগ্যের পরিচালক নিম্নত্ব হইয়াছেন।

যে ইটালীর প্রতিদ্বন্দ্বি বন ক্রমের সহিত সক্রিয় আনোচনা করিয়াছিল, অ্যাডমিরাল ক্যাডামারী জাহাজ অন্ড্রন সদস্য ছিলেন। তিনি নৌ-বাহিনীর সক্রিয় পক্ষ জাহাজ করিয়াছেন। উচ্চ পক্ষে অ্যাডমিরাল রিকার্ডি নিম্নত্ব হইয়াছেন।

অ্যাডমিরাল বেনেদিকো ক্যাডামারী ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি নৌবাহিনীর অতি দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন এবং ১৯৩৩ সালে তিনি ইটালীর নৌবাহিনীর প্রবাস সেনাপতি পদে নিম্নত্ব হন।

হট্টভিও বহুরে 'কার্গার্স ক্যাম্প'

"কার্গার্স ক্যাম্প" জাহাজ ক্যাম্পভিও বহুরে যোঝ করা হইয়াছে। উহা হইতে ৭ জন নিম্নত্ব ও ১০ জন অস্ত্র-সাহায্যক-সাক্ষর হইয়াছে। আরও বিপক্ষে এক বৃষ্টি মালবারী হইয়া লাত্তা হয়।

জাহাজের ক্যান্টেন মাকি বহিরেছেন যে, অস্ত্র-সাহায্যকারী জাহাজ বহুজীতি সাক্ষরিতভাবে যোঝ হইয়াছে এবং উহা সত্ৰাংক: পীড়িত করা পড়িয়ে।

পরবর্তী সংবাদে জানা যায় যে, "কার্গার্স ক্যাম্প"-এর আহতদিগকে আশ্রয় জাহাজ যে সব এন্ডেগ্রাফ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা কাক লগ্নে মাই। আরও ইহাদের অধিকাংশই সামান্য আহত হইয়াছিল এবং জাহাজেই অবস্থান করিতেছিল। জাহাজের ক্যান্টেন হাতি বলেন যে, বৃষ্টি ব্যক্তিগতকে সত্ৰাংক: সমাহিত করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, ক্যান্টেন হাতি আত্মরক্ষিত আইন অনুযায়ী জাহাজ বেরাভের জন্য ৪৮ বস্টাকাল বহুরে ব্যক্তিগত অনুবতি প্রবৃদ্ধ করিয়াছেন। উচ্চপক্ষে নৌ-বাহিনীর কর্তৃপক্ষ জাহাজবাহিনীকে পোডগ্রায়ে ৭২ বস্টাকাল ব্যক্তিগত অনুবতি নিবার জন্য স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া অনুবতি হয়।

জার্মানিতে ক্যানিগান ডেল সরবরাহ

ক্যানিগাতে যে পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয়, তাহার পতন্য ৬০ ডাফ অর্থ ৩০ লক্ষ টন তৈল ক্যানিগা আদারী বহুরে জার্মানিতে রক্তাঙ্গি করিয়ে।

সরকারী যুদ্ধপত্র "কুডেনটুল" বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি জার্মানী ও ক্যানিগার মধ্যে বন বহুরের বেরাভে যে আধিক চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে, তাহায্যী এই বাবজা হইয়াছে এবং অতীতে জার্মানীতে তৈল রক্তাঙ্গির যে সকল হিসাব নির্ধারিত হইয়াছিল, এই পরিমাণ তাহাকে হস্তাঙ্গিরাছে।

ক্যানিগান যোঝেরগুলির উপর তৈল চালানের চাপ হালের জন্য নতুন পাইপ লাইন তৈয়ারী করা হইবে। ক্যানিগার যে সকল বাস্তুগত ও গরু-বাহুর উচ্চ হইবে, তাহাও জার্মানীতে মাইবে।

লণ্ডনের উপর জাহাজ বিমান-হানা

গত ৮ই ডিসেম্বর রবিবার পুনরায় জার্মান বিমান-সমূহ ব্যক্তিগত লণ্ডনের উপর হানা দিয়া আওনে বোম্ব ও তীব্র বিস্ফোরক বোম্বসমূহ বর্ষণ করে এবং বিমান ধ্বংসী কামানসমূহও প্রচণ্ডভাবে নর্জন করিতে থাকে।

জার্মান বোম্ব বিমানগুলি কর্তব্যে এককভাবে বর্জন বা তিন-চারখানা একত্রে হইয়া বিভিন্ন দিক হইতে আগিতে থাকে।

জার্মানিতে বৃষ্টি বিমানের প্রচণ্ড হানা

গত ৮ই ডিসেম্বর রবিবার রাতে রাজকীয় বিমান বহুর এক সত্ৰাংক: যোঝ তৃতীয় বাহুর জন্য জুসেনভের কারখানা ও দায়িত্ব লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ চালায়। রাজকীয় বিমান বহুরের একখানি এন্ডেগ্রাফে এই আক্রমণের কথা ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েটের সাবমেরিন-বাটি এবং বোম্ব ও ব্রোইর জাহাজবাহীর উপর বোম্ব বর্ষণ করা হয়। ক্যানিগা, ডানবার্ক ও প্রাভেগিন বহুর এবং পক্ষকীয় কতিপয় বিমান-বাহীর উপর আক্রমণ চালাও হয়।

হিটলার-লিওপোল্ড সাক্ষরকার

কলিকাতা ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সংবাদভা জুসেনল হইতে বেতারযোগে ঘোষণা করিয়াছেন যে, হিটলার ও হালা লিওপোল্ডের মধ্যে সাক্ষরকার অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গ্রীক কর্তৃক জাহাজ করেকটি স্থান অধিকৃত

একটি সরকারী এন্ডেগ্রাফে ৯ই ডিসেম্বর ঘোষিত হইয়াছে যে, গ্রীকগণ আফিরোকাটো এবং আরও কতকগুলি উচ্চপক্ষে স্থান অধিকার করিয়াছে। উচ্চ এন্ডেগ্রাফে প্রকাশ—"যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশে বহুর বিন আক্রমণ সৈন্যগণ আক্রমণ চালাইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই অস্ত্র-পূর্ণ সাক্ষ্য লাভ করিয়াছে এবং জাহাজের সৈন্যগণ আলবেনিয়ার আরও বহু উচ্চপক্ষে স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ সুলতান
 কোরবানী সাহা সম্পর্কিত পত্রিকা কোরবানী ৭৫
 টাকা হারান হারান বেডন।

পদ্মা-চাবীর শৃংখলার সমাধান

সালিসী বোর্ডসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্য

হুগলী জেলার আদালতের নতুনকার মিস্টার কসেকটি এম-সালিসী বোর্ডের কার্যের সৌকর্য্যের বিষয় মিস্ত্রী প্রমথ চট্টোপাধ্যায়—

ডিস্ট্রিক্ট শৃংখলার সালিসী বোর্ড

৩৮ সালের ৬/১২/৫৯: বেকসিমার মহাজন আদালত আদালত মণ্ডল দলিলের বলে খাতক হেবলজার বোর্ডের নিকট ৫৫০৮ টাকা দাবী করে। সর্ভ ছিল এই যে হুগলীর বঙ্গল মহাজন খাতকের ময় বিদ্যা তমির কলম ভোগ্য করিলে। মহাজন প্রায় ১৪ বৎসর যাবত এই জমি ভোগ্য-বহল করে। মহাজন টাকার দাবী জিজ্ঞাসা শেষ এবং বিশেষ আদালতের সহিত খাতকের জমি প্রত্যর্পণ করে।

৪০ সালের ৬/১২/৫৯: মামলার মহাজন মনুধন্য দত্ত হাতিচিটা বলে খাতক আদালত মণ্ডলের নিকট হইতে ৬৯ টাকা দাবী করে। আসলের পরিমাণ ছিল ৬২ টাকা। ঋণের পরিমাণ ৬৯, বলিয়া নির্ধারিত এবং ২০ টাকাতে সাব্যস্ত হয়। পাট বৎসরে এই ঋণ শোধ করিতে হইবে।

৩৯ সালের ২/১২/৫৯: মামলার মহাজন মনুধন্যদেব বোস তত্ত্বকের বলে খাতক মনুধন্য পোষালের নিকট ৪৯৮ টাকা দাবী করে। আসলের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা। ঋণের পরিমাণ ৪৯৮, বলিয়া নির্ধারিত এবং ১৬০ টাকাতে দুই বৎসরে শোধ করিতে হইবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

মাজগাতি শৃংখলার সালিসী বোর্ড

৩৮ সালের ৭/১২/৫৯: মামলার মহাজন গোষ্ঠীবিহারী বোস একটি মণ্ডলের বলে খাতক আদালতের বোরার নিকট ৪৩০ টাকা দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ১১৬, বলিয়া নির্ধারিত এবং ২০ টাকাতে সাব্যস্ত হয়। খাতক মণ্ডল টাকা দিয়া ঋণ পরিশোধ করেন।

৩৯ সালের ২/১২/৫৯: মামলার মহাজন গোষ্ঠীবিহারী বোরার মণ্ডলের বলে খাতক শেখ এম্বালের নিকট ১১৭ টাকা দাবী করে। আসলের পরিমাণ ছিল ১১২। ঋণের পরিমাণ ২১৭, বলিয়া নির্ধারিত এবং ১১৮, বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ১২ বৎসরে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

চৌধুরী শৃংখলার সালিসী বোর্ড

৪০ সালের ১৪/১২/৫৯: মামলার মহাজন মনুধন্যদেব বুঝাণী খাতক চৌধুরী প্রামাণিকের নিকট একটি মণ্ডলের বলে ৬৩৬ টাকা দাবী করে। আসলের পরিমাণ ছিল ৩১৮ টাকা। ঋণের পরিমাণ ৬৩৬, বলিয়া নির্ধারিত এবং ৪১৮ টাকাতে সাব্যস্ত হয়। উক্ত ঋণ এগার বৎসরে ২১ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

৪০ সালের ৮/১২/৫৯: মামলার দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে প্রাপ্য ছিল ২০ টাকা। উহা বিলা টাকার মিহিট হইয়া যায়। মহাজনের নাম মূর মহাজন মণ্ডল এবং খাতকের নাম জসীমউদ্দিন মণ্ডল।

৩৯ সালের ৭/১২/৫৯: মামলার মহাজন বেশীমাধব জার মণ্ডলের বলে খাতক পদ্মনাথ দেবীর নিকট ১৪৮৬/০ দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ১৪৮ টাকা বলিয়া নির্ধারিত এবং ৫০ টাকাতে সাব্যস্ত হয়। সাত বৎসরে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

৪০ সালের ৯/১২/৫৯: মামলার মহাজন জামকীমাধব বোস এবং জাহার অমায়্য পরিচরণ মণ্ডলের বলে খাতক পাটুগোপাল ঘোষ ও অমায়্যের নিকট ৩১৯ টাকা দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ২১৯ টাকা বলিয়া নির্ধারিত এবং ৮৩১/১০ পরসর সাব্যস্ত হয়। উক্ত ঋণ দ্বয় বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে।

বঙ্গদেশীয় চিকিৎসা-বিদ্যালয়সমূহ

১৯৩৮-৩৯ সালের বার্ষিক বিবরণী

বঙ্গদেশীয় চিকিৎসা সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের ১৯৩৮-৩৯ সালের বার্ষিক বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ৪৪ হর যে বঙ্গদেশে সর্বমুখ ৯টি মেডিক্যাল স্কুল আছে; তন্মধ্যে ৬টি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাকি বেসরকারী প্রকারে পরিচালিত হয়। ইহার সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বঙ্গদেশীয় ষ্টেট মেডিক্যাল ক্যাকালটির অন্তর্ভুক্ত "কাউন্সিল সাইটসেন্সিফিক" পরীক্ষার সমর্থন্যে ট্রেনিং প্রদত্ত হয়। কেবল মাত্র জলপাইগুড়ির ক্যাকালস মেডিক্যাল স্কুল ব্যতীত প্রত্যেকটি সরকারী মেডিক্যাল স্কুলে কম্পাউন্ডারদের জন্য ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

১৯৩৮-৩৯ সালের জুলাই মাসে যে বর্ষ শুরু হয়, তাহার প্রথম ভাগে বিভিন্ন মেডিক্যাল স্কুলে মোট সনস-প্রাণ্ড ছাত্র সংখ্যা ছিল ২,৯৮০; ইহার পূর্ব বৎসর উক্ত ভাগে সংখ্যা ছিল ২,৮৯১। আলোচ্য বর্ষে নতুন ভর্তীরা সংখ্যা ছিল ৭১০; তন্মধ্যে ৮১ জন মুসলমান ছাত্র। ইহার পূর্ব বৎসর উহাদের সংখ্যা ছিল ৬৪৮ এবং ৮৩। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে সকল ছাত্র শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়, তাহাদের সংখ্যা ৩৬৪; ইহার পূর্ব বৎসর উক্ত সংখ্যা ছিল ৩৫৮।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলে ছাত্রগণের একটি বর্ষব্যস্ত ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে কোনরূপ নিয়ম-পুখ্যতা ভঙ্গ করা হয় নাই। অবশ্য অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এই বর্ষব্যস্তের বিশেষ সন্তোষজনক বীমাংসা হইয়া গিয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যবহার এবং উপস্থিতি সমগ্রভাবে বিশেষ সন্তোষজনক ছিল। বর্তমান, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং জলপাইগুড়িতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষক পাওয়া যায় নাই বলিয়া ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেন্ট উক্ত স্থানসমূহের মেডিক্যাল স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক শিক্ষক নিযুক্তি নবু করিয়াছেন। সেই সময় হইতে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য পৃথক শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুল এবং তৎসংশ্লিষ্ট হাসপাতাল সমূহের নিম্নলিখিত উন্নতি সাধন করা হইয়াছে:—

- (১) আলোচ্যবর্ষে গভর্ণমেন্ট ১০,০০০ টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহের এম্. কে হাসপাতালের প্রসুতি ও ত্রীবোণ বিভাগের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ একটি নতুন প্রসবাগার নির্মাণ করিয়াছেন।
- (২) আলোচ্যবর্ষে গভর্ণমেন্ট ৭,৭০০ টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহের এম্. কে হাসপাতালে ছয়টি বোণীর শয্যা এবং একটি পৃথক অপারেশন-রুম সহ আকর্ষণিক দুইটায় আহত ব্যক্তিদের জন্য একটি বিভাগ নির্মাণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ড্রেসিং-রুম, বাহির হইতে চিকিৎসাার্থ আগত বোণীদের গৃহ এবং স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন কালে ডাক্তার ও ছাত্রগণের বসিবার কক্ষ নির্মাণ করিয়াছেন।
- (৩) ৪,৪১১ টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

"হিটলারের অবস্থা মোটেই ভাল নয়"

ব্রিটিশ চুক্তি সম্পর্কে আমেরিকার অভিমত
কার্ভার ও ইটালী এবং জাপানের সহিত যুদ্ধের ও জার্মানির বোম্বার্ড অপ্রত্যাশিত হয়ে এবং ইহাতে আমেরিকার কোন প্রকারের সমালোচনা হয় নাই। মিউ ইরেক্টর একজন ব্যবসায়ী আপাদ, কার্ভারী ও ইটালীর সহিত যুদ্ধের ফলে একটি বড় বিনিময়হীন এবং এই বড় হইতে আমেরিকার মোকের বনোজব প্রকাশ পায়। বর্তু এই—বর্তন ব্যবসায় ভাল চলে, তখন মতল আমেরিকার ভক্তি করিও না।

মাননীয় নগরায় মোশাররফ হোসেন

জন্ম-সত্য বক্তৃতা

জলপাইগুড়ি জেলার রাইপত্র বানার অভ্যন্তর বক্তৃতা প্রদানের বোলবী ডিবিদ্যালী সরকার বিপত ২০শে নভেম্বর তারিখে এক জনসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান বিভাগের ডাক্তার ব্রী মাননীয় শ্রদ্ধা মোশাররফ হোসেন বান বাহাদুর, উক্ত সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। নিকটবর্তী ও বহু দূরের বহু সংখ্যক লোক এই সভার সমবেত হইয়াছিল। যারিকার্য্যী ব্রাহ্ম-ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ছাত্র উন্নতি, পাট নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও বর্তমান মুক্ত সাত্ত্বিকা ও নৃগণ গভর্ণমেন্টকে সাহায্য প্রদানের জন্য হিন্দু-মুসলমান নিম্নলিখিত সকলের বনে উৎসাহ উদ্যম সঞ্চার করিতে তাহাদের অভিব্যক্ত প্রকাশ করেন। মাননীয় ব্রী মহোদয় বলেন যে, জনসাধারণের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে। তিনি জনসাধারণকে এরূপ আপ্যাস নিম্নলিখিত যে, মুক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কার্য সাধায়া চাহিলেই জলপাইগুড়ির মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সত্বায়া উপায়ে এরূপ সাহায্য প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। তিনি আরোও বলেন যে, উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করার পূর্বে তাহাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে সকলেই তাহাদের আগ্রহ সকল ছেদকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করে। মাননীয় ব্রী মহোদয় একথাও বলেন যে, পাট নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যাপারেও গভর্ণমেন্ট নিশ্চেষ্ট রহেন নাই। গভর্ণমেন্ট তাহাদের কর্তব্য করিতেছেন এবং আর্থিকভাবে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সর্বসাধারণের সহযোগিতা না পাওয়া গেলে ঐ কার্য সাধায়া হইতে পারে না।

যুক্তজয়ের মত শক্তি জার্মানীর নাই

আমেরিকান বিমান-সেনাপতির অভিমত

বাকিং যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবহরের বেসর-জেনারেল জেমস ই. ডেবী ৭৩ দিনব্যাপী বৃটেনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মিউইরকে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন যে, বৃটিশের শক্তি হইতে বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে খুব আশা পোষণ করিতেছেন।

তিনি বৃটিশ বীপকে একটি সুরক্ষিত বীপ বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, "যেভাবে বৃটিশ যুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের পরাজয় হইবে না।" তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জার্মানীর বিশাল বিমানবাহিনী থাকিলেও তাহা যুদ্ধে পতিলায় পোলা গিয়াছিল, সেইরূপ পতিলায় পড়বে।

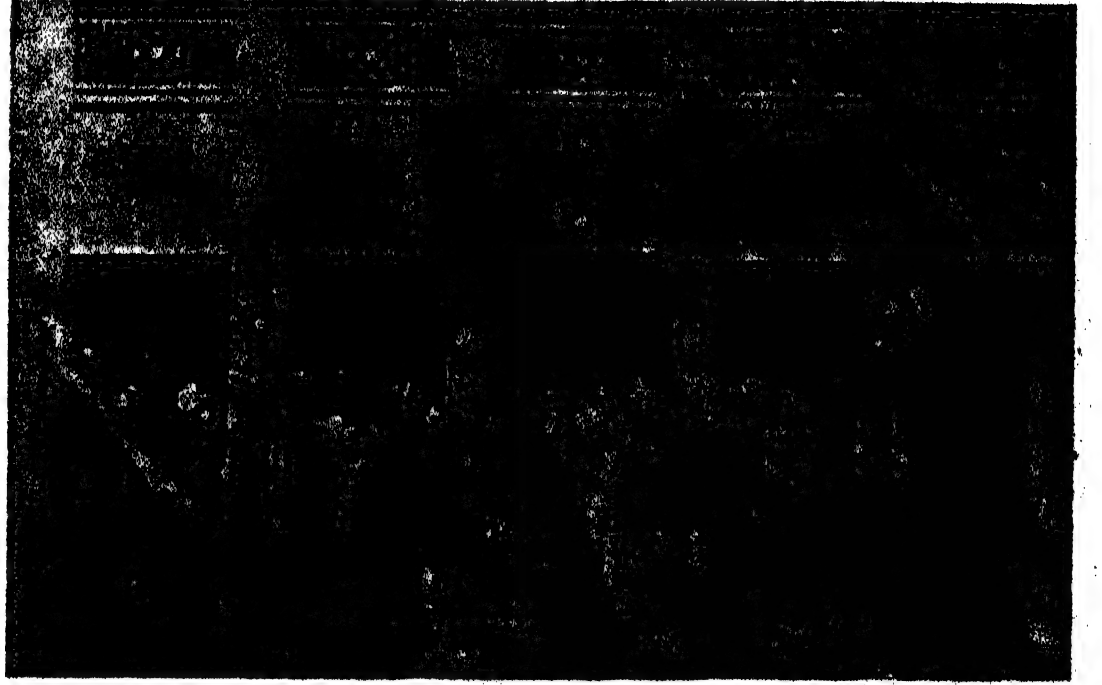
বেশপ বনে করা হইয়া থাকে, জার্মানীর যদি সেইরূপ সর্ব বিমানপোতই থাকিত, তাহা হইলে তাহারা যে কোন কোন বর্ষের কথা ভুলিয়া পায়ারহুট প্রেসের সাহায্যে সংগ্রাহকের নিপত্তি করিতেছে না, তাহা আমি বৃটিশ উচিত্তে পারিতেছি না।

তাহাদের দাবী অনুযায়ী যদি তাহারা পতিলায় পড়িত, তাহা হইলে তাহাদের দিনের পর দিন পায়ারহুট বিমানপোতের সাহায্যে ইংলন্ডে আনিয়া পোলায়তের বড় বৃটিশ শক্তিকে পুনঃ করিতে দক্ষ হওয়া উচিত ছিল। কর্তব্যে বৃটিশের পক্ষে ১ বাসার বনে জার্মানীর ১২ জন বিমানপোত বিনষ্ট হইতেছে।

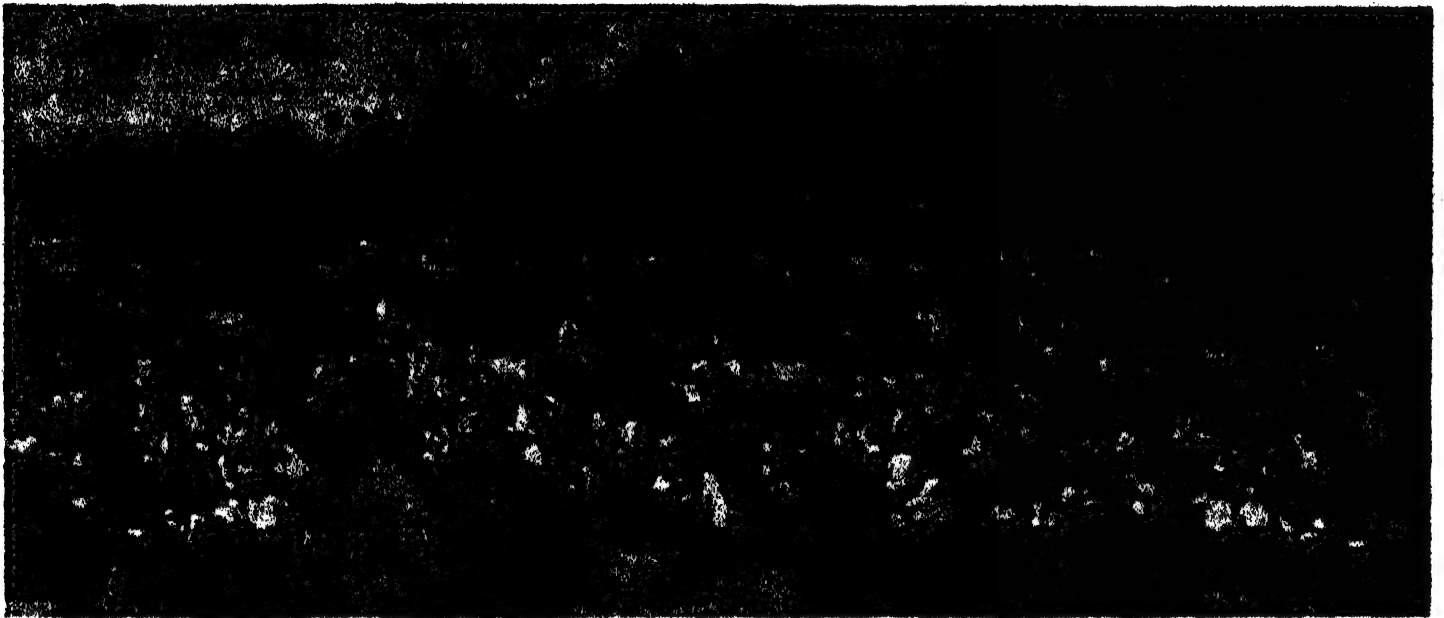
—বরিশালে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সফর—



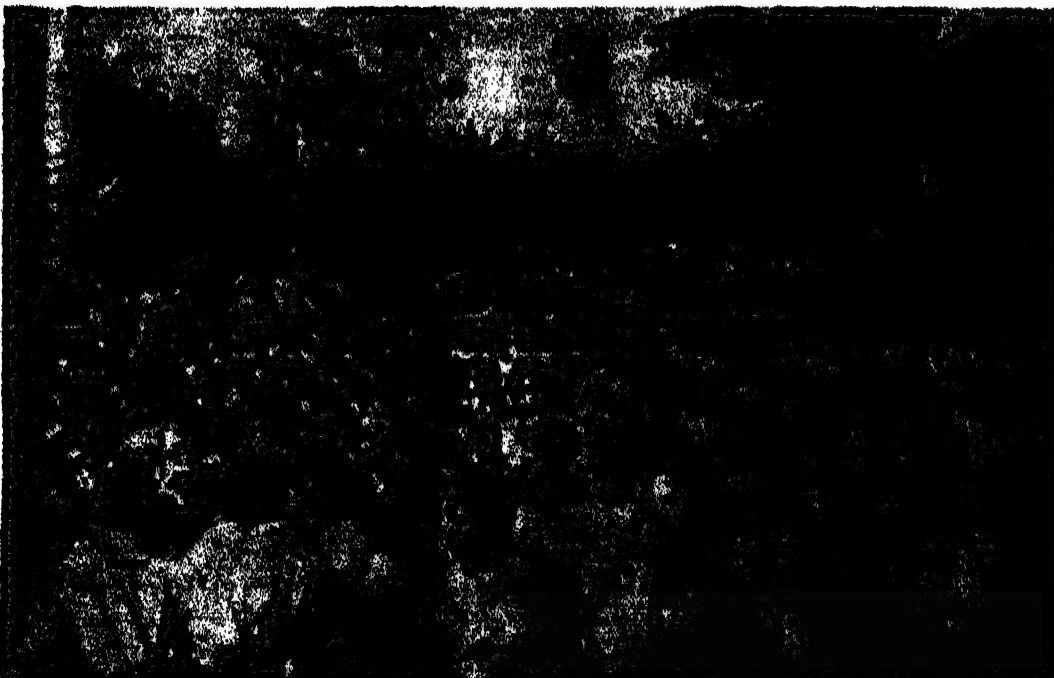
মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর বাসনীর প্রবাদ-বরীষ সঙ্গে চাখার
অন-সভার বোম্বাদানি' অগ্রসর হইতেছেন। বাস-
বাহাদুর এন, অফিসল এন-এন-এ সাহেবও সঙ্গে
হইয়াছেন।



চাখার "কমলুল হক কমেস" ও কমেস-সংস্প "মেডী মেদী হার্ট" ট্রোফন করিয়া
মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর ও গভর্ণর-পত্নী বাহিমে আসিতেছেন।



গভর্ণর-বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করার জন্য চাখার বাংলার তীরে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। বাংলার নবোও
বে অসংখ্য লোক নৌকায় আরোহণ করিয়া উপস্থিত ছিল, চিত্রে জাহাজ দেখা যাইতেছে।



মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর চাখারে যে বিরাট অন-সভার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন,
সেই সভার সমবেত অদভাব একাংশ।



মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর বাসনীর "ভারতের মেডিক্যাল
সুসে" ডিগ্রি-প্রদান প্রকৃতি করিতেছেন।

বাঙলাব কথা

৩৪ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা]

কলিকাতা, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০

[এক পাতা]

ফ্যাসিষ্ট শাসনের বর্ষের অভিযান

ভারতবাসিগণ সতর্ক হউন !

ভারতের কোন কোন মহলে এই বর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেছে যে, বর্তমান যুদ্ধের সহিত জার্মানির ক্রিয়া ভারতে বাহ্যিক বসবাস করিতেছে, তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

এখানে কোম্পানির বিশেষ সভাসদ। সুতরাং যুগোস্লাবীয় গ্রন্থ-সম্প্রদায় ভিত্তি করিয়া এখানে জার্মান কোম্পানির বসতি হইল। অধিকাংশ হইলেও বনে কখন—বৃষ্টি সান্নাধ্যের পূর্বে সহযোগিতার অভাবে শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের বাহ্য হইয়া ডিষ্ট্রিক্টের সাথে আপোষ করিতে হইল। যুগোস্লাবী ও জার্মান অনুবর্তীরা ভারতের উল্লেখ করিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, যুদ্ধে বিরাট স্বার্থভোগের বিনিময়ে ভারতবর্ষ জার্মানের প্রাপ্য হইবে। এ-জন্যই ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজদিগকে দূর করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুগোস্লাবী ও জার্মান সৈন্যের অপর একজন ডিষ্ট্রিক্টের সাহায্যে আগ্রাসন হইয়াছে।

ইটালীয়ান সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে 'কোরেট্টা'ও আগ্রাসন কর। সকলেই হতভম্ব আনন্দ—কোরেট্টা জার্মান গোঁড়পোর ইটালীয়ান সংকল্প গ্রহণ করে। যেটির তৈল এবং জোরাই ইত্যাদির প্রবাহন আছে। অতীতের পলির মধ্যে ক্যানিসের বিকল্প সমালোচকের পৃষ্ঠদেশে চুরিকাঘাত করাই ইহাদের নীতি।

বনে কখন—ইটালীয়ান সেনাপতি গ্রাফিয়াসী ডিষ্ট্রিক্টে ডাইনর এবং পতন-ভেনারস নিয়ন্ত্রণ হইতেছে। ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পনে উগ্রীত হওয়ার পূর্বে তিনি ইটালীয়ান পূর্ব আফ্রিকার উক্ত পনে কাজ করিয়াছেন। ডাইনর হিসাবে জার্মান ওপাওপের পরিচয় ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়াছে। সেনাপতি হিসাবে জার্মান স্বান কোথায়, এতদে জাতি নির্ণীত হইবে। লুকোভিরি কোন ধরনে তিনি গারেন না। একসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইটালী কর্তৃক আফ্রিকার অধিকারের পর জাপানের কঠিনতম যুদ্ধ পক্ষ এবং যাকুনপূর্ণ একটি দিন গ্রাফিয়াসীকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করার গ্রাফিয়াসীকে পাবে আঘাত লাগে। এই কল্প ডাইনর তখন ইটালীয়ান ক্যানিসে সৈন্যকে দেলিয়া দেন। কলে প'চ দিনের মধ্যে আফ্রিকা-আফ্রিকা ও তৎসম্পৃক্তিত হানে ইটালীয়ান সৈন্য ২০০,০০০ আফ্রিকানকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া ফেলে। এই ঘটনা সংকীর্ণ হর সার ১৯৩৬ সনে—১৯৩৬ সনের ক'র যুগে নয়। এই ব্যাপারে নিরন্তর ব্যক্তির সংখ্যা সত্তর শতকের অসংখ্য এক-পক্ষাংশ।

এবার কোম্পানির নিজস্ব বিশ্লেষণ হইল।

বহিরাগত—কুটি লক্ষ হইতে তিন লক্ষ ইটালীয়ান সৈন্য ভারতে আক্রমণ করিয়া ইটালীয়ান পতন-বোম্ব

উপনিবেশ স্থাপনে যোগাযোগ করিলেন। জার্মানদিগকে বন-অজ্ঞানে বিভ্রান্ত করিয়া ইটালীয়ানরা তাহাদের স্ব-বাড়ীর উপর আশ্রয় কমানীরা হল। বিভ্রান্ত জার্মানরা অসহায়ের মতো লাগিল। ইতিপূর্বে ইটালীয়ানরা জাপানের অধিবাসীদিগকে পাচাত-পূর্বে তাড়াইয়া দিয়া ১৯৩৭-৪০ এই দিন বৎসরে ৩০০,০০০ ইটালীয়ানদের আশ্রয় করিয়া লইয়াছে। তদু কি ইহা? তিন লক্ষ ইটালীয়ানের আশ্রয় করিতে তৎসম্পৃক্ত ইতিপূর্বে হত্যাও করিয়াছে। ইতিপূর্বে লক্ষ-বোম্ব ৩০ লক্ষ ইটালীয়ানের বসবাসের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।



ক্যানিসে কুঠারের বিক্রয়িকার মধ্য দিয়াই ইটালীয়ানদের আগ্রাসন হইবে।

ভারতে বিস্তারিত আশ্রয় হইয়াছে; জাপানের জায়া উহাকে 'সেবেল্লু' বলা বাটতে পারে। ইটালীতে যে দুই কোটি লোকের স্থাপত্য আছে বলিয়া ইটালীয়ানরা প্রচার করে, ভারতে তাহাদের স্থান হইবে। কিন্তু এখানেও কিছু বাধাবিপত্ত আছে। জার্মান সত্বেলনী কংগ্রেস হতভম্ব উক্ত কার্যের প্রতিবাদ করিবে। তখন কোরেট্টা জোঁটো কলের কামান ও গ্যাস-বোম্বের সহায়িত ক্যানিসে সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতার কর্তৃত্বের গোপনীয় পদ্ধতি। কংগ্রেস নেতৃপন জোঁকের পক্ষ কেহিতে না কেহিতেই কোরেট্টার হাতে বস পড়িবেন। ইহাদের মধ্যে বাহ্যিক অত্যন্ত উৎসাহী, তাহাদের কাছাকাড় বিব-বাপ প্রচারণা এবং কাছাকাড় না নিকটবর্তী জনের কুচার নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইবে। আর আপেক্ষিক

কর সাহসী এবং জার্মান চাইকায়ের ধরিয়া তাহাদের যুদ্ধের মধ্যে এক পাঁচি যেটির তৈল চু চু করিয়া গানিয়া বেড়াইবে।

ইহার পর অবস্থা এমন দাঁড়াইবে যে, ডিষ্ট্রিক্টের ডাইনর বাহ্য নিবেশ, এই সব লোক বিলা-বিলায় উঠাই পলায়ন করিবে। হতভম্ব কোথায় কোথায় বিস্তারিত দেখা দিবে। বিস্তারিত বহনের জন্য ইটালীয়ান সৈন্যসামর্য অধিনায়ে জাপান উপস্থিত হইয়া কামান, কলু, বিলাক পাপ ইত্যাদি প্রচারণা ১৫ দিনের মধ্যে ৫০০,০০০ জার্মানকে হত্যা করিয়া প্রবাহ করিয়া দিবে যে, ইটালী বিস্তারিত আক্রমণ নিতে পারে না।

অতঃপর পাতি স্থাপিত হইবে; অর্থাৎ ইটালীর নিয়ন্ত্রণে একটি উচ্চবাচ্য করার সাহসও কোন ব্যক্তির থাকিবে না। ইটালী সে অবস্থার জার্মান পরিকল্পনাবাহী ভারতে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু উক্ত কার্যে অর্থের অভাব। অর্থ কি প্রকৃতিতে সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাও ইটালীয়ানের আশা আছে। যাকুনপূর্ণ ও অর্থ-করী পেনালতীর উপর জার্মানের আশ্রয় শতকরা ৫০ জাপান পর্যন্ত করা হইবে। আফ্রিকার শতকরা ৮০ জাপান পর্যন্ত করা বসান হইয়াছে। তবে জার্মান বিস্তারিত জার্মান অধিক। অধিকতর ব্যক্তির জন্য যেটির তৈল ত আছেই। যদি উহার প্রচারণাও তখন হুকল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জার্মান উপস্থিত জায়া জার্মানকে বজায় রাখিয়া লম্বুরে নিক্ষেপ করা হইবে। বান ইটালীতেও ক্যানিসে-বিহারী লোকজনকে এ-ভাবে উহার দলীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

[৮ম পৃষ্ঠার দেখুন]

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিমিটেড (জাপানের পাল্লবর্তী না জায়া হইতে চুরকী বেকোন বৎসরে লক্ষ আঘাতই থাকিতে পারে এবং বর্জ্যকৃতি নিষ্কৃতি প্রচার করিয়া না বিস্তারিত ব্যক্তিগত জাপানের ও জার্মানের বাজারত ব্যাপারে বেকোন প্রকার পরিকল্পনা হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃষ্টিপ সূক্ষ্মতা, জরত, অট্টোমিডা ও হংকংএর মধ্যে জাক, বারী ও যাকুনপূর্ণ জাতীয় বাজারত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন্ কোং লিমিটেড

বৃষ্টিপ সূক্ষ্মতা, জরত, আফ্রিকা, অট্টোমিডা, গ্রান, হুয়ুপ্রাচা ও পারস্যোপদানের জার্মানী কলমসমূহের মধ্যে জার্মান বাজারত করে।

জার্মানদিগকে অনুগ্রহ করা করিতেছে যে, জার্মান সৈন্য সিন্ধুদেশে প্রচারণা সম্পর্কে পুনর্বার বিবিত করেন। কর্তৃক পরিচিতির জন্য জার্মানের বাজারত লক্ষ পরিচারণা করানো হইয়াছে।

জার্মান জার্মান জার্মান সম্পর্কে বসানতম জাপানি, জার্মানের জার্মান পূর্ণ বিস্তারিত ও যাকুনপূর্ণ জার্মান হার প্রকৃতি অবসর হওয়ার জন্য সিন্ধু মিকানার সিন্ধু।

ব্যক্তিগত ব্যক্তিকী এও কোং,

এজেন্ট—পি এণ্ড ও এবং কোং,

বাসমতি এজেন্ট—বি-আই-এস-এন্ কোং লিমিটেড।

বিশেষ প্রবন্ধ

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী নিয়ে এবং গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের পারস্পরিক অবস্থার বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সবেল সরবরাহ করবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অবশ্য প্রাধান্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যায় যে সব পুস্তক এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

—চুটী—

যুদ্ধদিনের অবকাশ ও ইংরাজী নব-বর্ষ উপলক্ষে আগামী ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৪০) ও ৬ই জানুয়ারী (১৯৪১) তারিখে "বাঙলার কথা" প্রকাশিত হইবে না।

বাঙলার কথা

২৩শে ডিসেম্বর—১৯৪০

যুদ্ধ-পরিস্থিতি

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ইউরোপের উপর শীতকাল এই বিতীর্ণ বার আগত হইয়াছে। জার্মানী আশা করিতেছিল যে, এই শীতকালে সমগ্র ইউরোপে তাহাদের বিজয়-ধ্বনি শ্রুতি হইয়া উঠিবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ঠিকই হইয়াছে এই যে, হিটলারকে সন্তুষ্ট করার জন্য সুনোদিগী গ্রীষ্ম আক্রমণ করিতে যাইয়া যে সেলা-বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার হাজার হাজার সৈনিককে এই দাপুণ শীতের দিনে আন্বেসনিয়ার জুয়ার-সমাজস্থ পশুদের উপর দিয়া বন্দীভাবে অগ্রসর হইতে হইতেছে। অপর দিক দিয়া বিপাক সমুদ্রে রাজকীয় নৌ-বাহিনী ও বাণিজ্য-জাহাজসমূহ বুটেন অভিযানে অসমর্থ নাথগী বাহিনীর সর্ব-প্রকারের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে এবং টান্ডোর বেসামরিক জনগণ বেশরওরা বোমা-বর্ষণের মধ্যেও উদ্ভূত নরকে ঠাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজেদের সর্ব-প্রকার কাল-কর্ম করিয়া বাইতেছে। শুণু জাহাই নহে; রাজকীয় বিমান-বাহিনীর বিমানসমূহ বাস জার্মানী ও নাথগী-অধিকৃত অন্যান্য স্থানে গিয়া সামরিক লক্ষ্য-বস্তুসমূহ ও কম-কারখানা অঞ্চলের উপর সাক্ষ্যের সঙ্গে বোমা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে।

এই যুদ্ধের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রভাব বিশেষ সকল দেশেই জনগণের উপর বিশেষভাবে পড়িত হইয়াছে। কিন্তু বহু দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ বেড়াইতে পরিচালিত হইতেছে, তাহার প্রকৃত অবস্থা সম্যকরূপে অনুধাবন করা সাধারণ লোকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যুদ্ধ এমন ব্যাপার নহে যে, বন্ধা আঁকিয়া তাহার অবস্থা অপছন্দে বুঝান বাইতে পারে। বিজুত স্থান ব্যাপীরা ভলে, ভলে ও অজবীকে সমান ভীতুতার সঙ্গে সংগ্রাম একাক্রমে করেক হাস পর্য্যন্তও চলিতে পারে এবং এ-ফেন সংগ্রামে বেসামরিক জনগণ, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষীভিত্তি এরনভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে যে, যুব বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা পক্ষেও এমন যুদ্ধের বিশ্লেষণ মোটেই সহজসাধ্য নহে।

জাঙ্গের পড়বার পর হিটলার এক সূতন ও বিরাট যুদ্ধের সূচনা করেন; কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। বুটেন অভিযান ও লণ্ডন দগীর ধূল সানন করিয়া যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করাই হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাঁহার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বিমান অধিকার ও বৃষ্টি নৌ-শক্তি যুগু করার জন্য বুটেন অভিযানের সম-সময়েই জুয়ার-নাগরে বিতীর্ণ যুদ্ধের সংগ্রামের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইটালীয়ান

নৌ-বহরের ধুলে ও গ্রীক বাহিনীর উপর্যুপরি বিজয় যাত্রা এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থতার পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং সর্বত্র অসমর্থীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা যাত্রা বুটেন আয়ো ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য বখেই স্থবোধ সন্ত করিয়াছে। করেক মাসের মধ্যে বুটেন এত-প্র-ভাবে প্রস্তুত হইতে সমর্থ হইয়াছে যে, আফ্রিকার ইটালীয়ান সৈন্যবলের অবস্থা পোচনীভর হইয়া ঠাঁড়াই-রাছে। শুণু তাহাই নহে; বুটেন এত-প্রভাবে গ্রীক-বাহিনীকে সাহায্য করিতে পারিয়াছে যে, অব্যাহত জয়যাত্রার মধ্যে দিয়া গ্রীক বীরগণ সমগ্র বনকান অঞ্চলে নব-প্রেরণার সজার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং নাথগী কৃষ্ণীভিত্তি একপে আর বনকান অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না।

বুটেন ও আমেরিকার যুদ্ধ-সজার প্রস্তুতের বেশব কারখানা চলিয়াছে, গত করেক মাস ধরিয়া পূর্ণ উদ্যমে সেসব কারখানার কাজ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বৃষ্টি বিমান বাহিনীর অবিবত আক্রমণ এবং বৃষ্টি অবরোধ ব্যবস্থার জন্য জার্মানীর কারখানাগুলির কাজ যে বর্তমানতাই বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বুটেনের আকস্মিক-ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া বিহার জন্য হিটলার আটলান্টিকে যে সূতন আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াও বুটেনের বন্দী জাহাজসমূহ এবং বাণিজ্য-জাহাজ প্রেরী পূর্ণ-মানে নিজেদের কাজ চালাইয়া বাইতেছে।

উপরে বেশব যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করা হইল, তাহার প্রত্যেকটিই বিরাট ধরণের এবং ইতিহাসে বিশেষ-ভাবে উল্লেখিত হওয়ার যোগ্য। এত-প্র যুদ্ধ হরত আরো অনেক চলিবে। কিন্তু বুটেন ও ব্রিট-শক্তি সকল অবস্থার জন্যই যে প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

নৌ-সংগ্রাম ও বিমান-যুদ্ধের ফলাফল

জার্মান সাবমেরিন-বহর বৃষ্টি বাণিজ্য জাহাজসমূহের বিরুদ্ধে কতকটা সাক্ষ্য অর্জন করিলেও, মোটের উপর জার্মান নৌ-বাহিনী অপর কোন দিক দিয়া এত-প্র সাক্ষ্যের পরিচয় দিতে পারে নাই। বিগত ২৯শে নভেম্বর তারিখে ইংলিশ চ্যানেলে কতিপয় নাথগী যুদ্ধ-জাহাজ লেবিত পাইয়া করেকখানা বৃষ্টি ডেট্রয়ার তাহা-লিগকে আক্রমণ করিলে পর নাথগী জাহাজগুলি ব্রুজাল স্রষ্ট করিয়া অবিলম্বে কলসী উপকূলের দিকে পলায়ন করে। এই সংগ্রামে বৃষ্টি ডেট্রয়ার "ক্যাভেলিন" কতক পরিমাণে ক্ষয় হইয়াছিল; কিন্তু এত-প্রসঙ্গেও কতকগুলি বন্দী বিমান কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জাহা বিলা বাহার বন্দরে কিরিতে সমর্থ হয়। এই সম বন্দী বিমান পরিবহণে ডিনবালা জার্মান বিমানকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করে। এই সংগ্রামে বৃষ্টি নৌ-বহরের প্রধান পরিচালক ছিলেন মহারান্য স্ত্রাটের জাতি-জাজ লর্ড লুই মন্টিন্যাগটেন এবং তিনি এত-প্রভাবে প্রমাণিত করি-রাছেন যে, তাঁহার পরলোকগত পিতা বার্কুইন্ অ-মিকোর্ড হ্যাভেন-এর (বার্কুইন্স-এর প্রিন্স লুই) মতোই নৌ-বাহিনীতে তাঁহার স্থান বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

ইংলিশ-চ্যানেলের এই সংগ্রামের ঠিক দুইদিন পূর্বে জুয়ার-নাগরে ইটালীয়ান নৌ-বহরের সঙ্গে বৃষ্টি নৌ-বহরের এক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অজুত দুইখানা বনভরি, সাতখানা জুয়ার ও বাজোখানা ডেট্রয়ার সমন্বিত এক ইটালীয়ান নৌ-বহর টরগেটো নৌ-বাহিনী হইতে সাভিনিয়া বা পন্ডির ইটালীয় উপকূলের কোণে নিরাপদ স্থানে বাতায় পড়ে ক্ষুজতর এক বৃষ্টি নৌ-বহরের সমুদ্রে পড়িত হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইটালীয়ান নৌ-বহর তাহাদের ডিমাচরিত পছতি বত পূর্-প্রশংস করে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইটালীয় একখানা জুয়ারে আঙন বাগিয়া যায় এবং দুইখানা ডেট্রয়ার ক্ষয় হয়। পরে বহন বৃষ্টি নৌ-বহর পলায়নপর ইটালীয়ান নৌ-বহরের পক্ষাভাবন করিতে গবে, তখন বিমান-পোতাধারী

বৃষ্টি বনভরি "বার্ক হুয়েল"এর বিমান পোতাধার "লিটেলিও" প্রেরী একখানা বনভরতে উপর উপর বর্ষণ করে এবং অপর দুইখানা জুয়ারকেও ক্ষয় করে। এই যুদ্ধে রাজকীয় নৌ-বহরের "বার্কুইন্" কতক একখানা জুয়ার বাত্র নামান্য ক্ষয় হয়। "ইয়াগেটো" বৃষ্টি আক্রমণের পর জুয়ার-নাগরে বৃষ্টি বাহিনীর এই বিরাট সাক্ষ্যের ফলে জুয়ার-নাগরের পূর্ণাংশে ইটালীয় নৌ-বহরের প্রভাব একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, বন্ধা চলে।

বিনষ্ট ১৯ ডিসেম্বর তারিখে এক যোগ্যের যাত্রা হইয়াছে যে, বুটেন ও জুয়ার-বন্দী সমুদ্রে, এবং জার্মানী ও জার্মান অধিকৃত অঞ্চল ও জুয়ার-বিনষ্ট সমুদ্রে বিনষ্ট নভেম্বর মাসে ২২৯ খানা পক্ষ বিমানপোত বিনষ্ট করা হইয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে ২০ খানা ইটালীয়ান বিমানপোতও রহিয়াছে। নভেম্বর মাসেই বুটেনের উপর ৫৩ খানা বৃষ্টি যুদ্ধ-বিমান বিনষ্ট; হয়, তন্মধ্যে ২৮ জন বিমান-চালক অবশ্য নিরাপদ আছে। এই সময়ে পক্ষ দেশে ৪৮ খানা বৃষ্টি বিমান বিনষ্ট হইয়াছিল। এত-প্রভাৱিত জুয়ার-নাগর অঞ্চল ও আফ্রিকার রণাঙ্গণে ৫৮ খানা ইটালীয়ান বিমান বিনষ্ট হইয়াছে; পক্ষান্তরে বাত্র ১৮ খানা বৃষ্টি বিমান এই সব অঞ্চলে বিনষ্ট হয়। যেসব পক্ষ বিমান নৌ-বাহিনী কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, কিবা গ্রীস ও আন্বেসনিয়ার ইটালীয় বিমান-বহরের যে ক্ষতি হইয়াছে, উপরোক্ত হিসাবে তাহা ধরা হয় নাই।

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে বিনষ্ট ২৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বুটেন ও জুয়ার-বিনষ্ট স্থানে মোট ৩,০০০ জার্মান বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই সময়ে বৃষ্টির বাত্র ৮৫০ খানা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৪১৫ জন বৈমানিক নিরাপদ আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ-পর্য্যন্ত সকল রণাঙ্গণে বৃষ্টি ও ব্রিট-পক্ষের আক্রমণে ৬,০০০ জাহাজেরও বেশী জার্মান বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

গ্রীসে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর সহায়তা

গ্রীক বনভেরা-বাহিনী ও বিমান-বহরের সঙ্গে থাকিয়া রাজকীয় বিমান-বাহিনী গ্রীক-ইটালী যুদ্ধে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে। বৃষ্টি বিমান-বাহিনীর এই সাহায্য সম্পর্কে আভাষ বিগত ৩৯ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত বিমান-বিত্তাগীর বিজুিতে কতক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, যে-সব ইটালীয় সৈন্য করিয়া বন্ধা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের উপর তিনটা বৃষ্টি ব্রুন্ডি বিমান যুব বীচু হইতে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল এবং বেশির-গানের শুভীও চালাইয়াছিল। ইটালীয়ান সৈন্য-গণ পথে বহন একটি সেতু অতিক্রম করিতেছিল তখন বৃষ্টি বিমানের আক্রমণে সেতুটি জালিয়া পড়ে এবং ফলে করিবার সাহায্যার্থে এই সেলা-বাহিনীর অগ্রসর হওয়া আর সম্ভবপর হয় নাই কারণ, অল্প করেক দিন পরেই করিবার পড়ন হয়।

প্রকৃতপক্ষে ব্রিট-পক্ষের বিমান-বাহিনীর কার্য-কারিতাই ইটালীয়ানগণ তাহাদের সেনানন্দ দুসংবদ্ধ করিতে পারে নাই। আন্বেসনিয়ার বীটিনসহ হইতে বৃষ্টি ও গ্রীক বৈমানিকগণ ইটালীয়ানদের সম্বল-কেত্র ও বাজোখানের রাজসমূহের উপর বরাবর বেশরও-ভাবে আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে।

বিনষ্ট ৩০শে নভেম্বর তারিখে গ্রীকগণ ৮ খানা ইটালীয়ান বিমান জুপাতিত করে এবং বৃষ্টি বৈমানিকগণ এই দিন ইটালীয় বন সম্বল-কেত্র ত্রিভিনীর উপর ২৬,০০০ পাউণ্ড ওজনের তীব্র নিক্ষেপক ও অগ্নি-প্রস্থানিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের বন্দর ও তৈয়ারীসমূহ ধ্বংস করিয়া দেয়। ১৯ ডিসেম্বর তারিখে রাজকীয় বিমান-বাহিনী কতকগুলি সামরিক সেতু ও

[পর পৃষ্ঠার দেখুন]

আজিহোকাহে। হইতে ২০ মাইল পূর্ববর্তী জৈপলিনী
স্বাক্ষর দানে কতিপয় বিশিষ্ট রাজার সংযোগস্থল বিনয়
করিয়া দেয়।

২৪১ তিসেবৰ তাৰিখে ৰাজকীয় বিমান-বাৰ্চিনী ৪টি ইটালীয় বিমানকে ভূপাতিত কৰে। যেনেৰ গ্ৰীক বিমান ইটালীৰ সেনাকলেৰ পত্ৰিপথে আক্ৰমণ চলাইছে। ছিল, তাহানিকে বাৰা বেঙোৰা চোঁ পাইলে ২ ৰানা ইটালীয়ান বিমান ভূপাতিত হয় এবং এই সংগ্ৰামে ৰাজ একৰানা গ্ৰীক বিমান বিনষ্ট হয়। ৩৪১ তিসেবৰ তাৰিখে ৰাজকীয় বিমান-বাৰ্চিনী ভেঙোনা, নেপল্ছ এবং পূৰ্ব-সিসিলিৰ কতিপয় বিমান-বাৰ্চিনী আক্ৰমণ পৰিচালনা কৰিবাছিল। ভেঙোনা নাবক স্থানে একটি ৰাজকীয় সৰবৰাহ জাহাজ ৩ ৪ানীয় জেনীতে সৰাসৰি বোবা বধিত হয়। নেপল্ছে ঠেল-লংগোৰানাবৰ ৩ পুৰান বেল-ৰাজ বিনষ্ট কৰা হয়। সিসিলিৰ “অগাষ্টা” নামক স্থানেৰ বিমান-বাৰ্চিনী বোবা-বধ কৰিয়া সেৱানকাৰ একটা বিমানকে বিনষ্ট কৰা হয়। ৪৪১ তিসেবৰ তাৰিখে গ্ৰীকগণ আৰো দুইখনা ইটালীয়ান বিমান বিনষ্ট কৰে।

বিশিষ্ট ২৫০ ডিগ্রির জোড়িবে কর্ণাধীনে টাঙ্গানো-
পূর্ণ বিমান-আক্রমণ চালায় এবং এই আক্রমণে বহু গুলি
পড়িষ্ঠা ও সোতান ভস্মীভূত হয়। কয়েকজন লোক
নিহতও হইয়াছে। ইহার ৪ দিন পূর্বে ইটালীয়ান
ডেট্রায়ারসহ হইতে এই বীপে গোলা বর্ষণ করা হইয়া-
ছিল; কিন্তু উপকন্ঠ কাবান হইতে প্রত্যাহারে গ্রীকগণ
গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলে ইটালীয়ান ডেট্রায়ারগুলি ধূম-
জ্বালে আত্ম-গোপন করিয়া পলায়ন করে।

৩০শে নভেম্বর তারিখে এখানে হইতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, একটি ইটালীয়ান সারবেরিগ কল্টুর গ্রীক বাণিজ্য-কাহাজকে আক্রমণ করার প্রয়াস পাইলে একটি গ্রীক ডেপুটার উক্ত সারবেরিগকে ভাঙিয়া দেয়।

আল্‌বেমিস্তার সাংখ্যানে কেবল খ্রীষ্ট বেরমেন্ট ও বোম্ব
সমুখীন হইয়াই ইটালীয়গণ বর্তমানের নিকৃষ্টি পাইতেছে
না। ভূতপূর্ব রাজা জর্জের পটনক বিশুদ্ধ মনুষ্য প্রচেষ্টার
আল্‌বেমিস্তানদের মৰ্য্যো ও বিজ্ঞেয় দেখা দিরাছে।
প্রকাশ,—এম্বাসাদান আমলে মগর আল্‌বেমিস্তানগণ গবিল
বুড়ে অবতীর্ণ হইরাছে। আল্‌বেমিস্তানদের এই বিজ্ঞেয়
করার জন্য ইটালীর ক্যান্সিষ্ট পার্লি'র জেদাহারন
সেক্রেটারী সিনর টোরানীকে আল্‌বেমিস্তার প্রেরণ করা
হইরাছে। আল্‌বেমিস্তান জাতকদের ইটালী-বিরোধী
বিকোন্ডের পরিণামে সব আল্‌বেমিস্তান মূল বন্ধ করিয়া
দেওয়া হইরাছে।

গ্রীসের প্রতি বৃটিশের আবেদন সচাৰ্য্য প্ৰধান ব্যাপারে
 মুক্তকণ্ঠ সেনা-বাহিনীৰ প্ৰধান-মাত্ৰক ও এৰেবসক বৃটিশ
 বৌ-পৰামৰ্শ-মাত্ৰৰ নৰো আলোচনা চলিতেছে। বিগত
 ২৯শে মন্তকৰ জাৰিৰে মি: লান্ধাৰ ওয়েল্‌স যোষণা
 কৰিয়াছেন যে, সামৰিক পুৰোহতীৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সমৰ্থক
 ব্যাপারে আলোচনাৰ পৰা গ্ৰীস ও আমেৰিকান যুক্ত-
 রাষ্ট্ৰৰ নৰো সন্তোষজনক চুক্তি নিশ্চয় হইক পিত্তে।
 আমেৰিকান অৰ্থ-বিভাগীৰ কৰ্মচাৰীৰেৰ সহিত ওয়াশিং-
 টনৰ শ্ৰীক হুডেৰ আলোচনা হইক পিত্তে।

গ্রীসে অবস্থিত বুলিগ নৌ ও বিমানবাটিসমূহের
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইয়া নিম্নত
১লা হিসেবের অধিবেশে জাতি-সভার মিঃ আন্ড্রেই
বলিয়াঙ্কন :—“বিশব্ব ইটালীরদিকে আবদ্ধ যে-
পরিণত না দমন কবিরাছি, সে-পরিণত যদি প্রতিক্রিয়াকে
আন্তর্যকার সুযোগ আদর্য বিতে পারি, তাহা হইলে
আইরা সেখান হইতে ভার্য্য মানবেন্দ্র অসংযুক্ত মিত্র-
জ্ঞানের পূর্ণক্ষেত্র আক্রমণের সুযোগ পাইক।”

মহাশয়সিঃ জ্ঞান-সংগার প্রধান-মন্ত্রীর বক্তৃতা

বাঙালার প্রাথম-বৃত্তী বান্ধব মি: এ. কে. কলমুন
 এক বিখ্যাত ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীরে ময়মনসিংহ টাউন
 হলেন স্থানীয় মুক্ত কমিটির একটি সভার সভাপতিত্ব করেন
 এবং বিপুল জনতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি
 বলেন যে প্রাচীরবাসীকে বিপুল অর্থ-পাটসহন অবস্থার
 দিবে মুক্তিপ্রাপ্তি চিহ্ন করিতে হইবে এবং নিজেদের
 স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সাহায্য প্রদান করিতে হইবে।
 উপলক্ষ্য করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, এসেছে
 মুক্তিযুদ্ধের আশ্রমের পূর্ণ ক্ষেত্র অবস্থা কিংবদন্তি বিখ্যাত
 ছিল, তাহা তিনি শৈশবে প্রাচীরে পিতামহের নিকট
 শুনিয়াছেন। জনসাধারণ লুণ্ঠন ও প্রত্যাশিত ভাবে
 পূর্ণতা উচিত থাকিত এবং প্রাচীরের দ্বারা কিছু
 সামান্য প্রাকৃতিক থাকিত, তাহা ব্যক্তি নীচে পুড়িয়া
 গিয়াছিল। মুক্তি-বাসিন্দে থেকে এই অবস্থার
 দৃষ্টি হইতে বলা করিয়াছে এবং বেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা
 প্রদান করিয়াছে। চিহ্নের পাণ্ডিত্য নীতির প্রতীক,
 সে যদি কৃতকার্য হয় তাহা হইলে আইন, শান্তি ও
 শৃঙ্খলার সঙ্গে মানব-শক্তির মানস প্রতিষ্ঠিত হইবে।
 তিনি আরোও বলেন যে, অকপট মুক্তি চিহ্ন দেখিলে
 কেহা যাইবে যে, ব্যাপার অতি গুরুতর—মুন্সিফ মুক্ত
 এক নিকে মানবশক্তি ও অপর নিকে মুক্তি ও স্বাধীনতা
 প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই বৌদ্ধিক বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া
 সকলকেই মুক্তিযুদ্ধ মুক্ত-প্রাচীরের সাহায্য করিতে হইবে।
 তাহা নিজেদের স্বাধীনতা জয়; এখানে প্রাচীরবাসীদের
 প্রতি প্রাচীরের পূর্ণ ব্যবস্থার কথা আসে না। তিনি
 আরোও বলেন যে, ময়মনসিংহ পূর্ণপ্রাচীর জেলা, শুধু
 আশ্রমের দিক দিয়া নয় প্রাচীরের দিক দিয়াও বটে
 এবং এই জেলার মুক্ত প্রাচীর এই প্রদেশে প্রাচীরের
 অসুপাড়েই চলে উঠিত। "এই মুক্ত মুক্ত আশ্রম
 প্রাচীর করিতে চাই না বরং নিজের স্বাধীনতা জয়
 দিলাসহ সাহায্য করাই আমি সমর্থন করি।"

ইহার পর যত্নমনসিঃ হওয়া কুল-বোতের অধিন
 পূরে ভিত্তি প্রকৃত স্থাপন করিতে বাটরা তিনি আরও
 একটি বিপুল জনতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন।
 তিনি বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যা এত বিরাট
 ও জটিল যে গঠন-মোটের বর্তমান আর্থিক অবস্থায়
 ইহা সম্পূর্ণরূপে সমাধান করা সম্ভবপর নহে।
 প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বাঙলা
 দেশে আত্মতঃপক্ষে এক নতুন কুল স্থাপন করা সরকার
 এবং ভাষার দ্বারা বাৎসরিক পঁচি কোটি টাকা চাইবে।
 কাজেই প্রাথমিক কুলের জন্য যে টাকার প্রয়োজন, তাহা
 গঠন-মোটকে সামান্য করিতে হইবে। বাঙালদের দিক
 দিয়া দেখিলে শিক্ষা-করকে আনন্দদায়ক বস্তুই মনে করিতে
 হইবে, কারণ তাহারা বাদ্য কিন্তু সামান্য শিক্ষা-করস্বরূপে
 দিবে, তাহার কুলমাত্র চাকীদের ছেলেদের উপকার হইবে
 অনেক বেশী।

হাসিনীম প্রবাস-বন্দী ২৫ ডিসেম্বর জারি হইল ময়মনসিংহ
পৌরসভা এবং বেলাগায়ে টেনসন বিপুল জনতা হাঁড়ালে
সমর্থন করে। ইহাৰ মধ্যে পল্লী সঙ্ঘের প্রাথমিক কুলেব
জাহ্নবাঈ ছিল বেশী।

পাট জমিদারদের শুল্ক অতিরিক্ত। অর্থাৎ কল
মানসীর প্রধান-মন্ত্রী হরমন্নিংহ পায় হইতে ১৫ মাইল
দূরে মুক্তপুত্র মন্দির অপর পারে ঐতিহাসিক বাজারে
থাকত। তথায় ঐতিহাসিক কতিপয় অভিনব-পাত্র
সেতারা হই।

[पञ्चमदी कलात्मक विद्या]

ਆਮੇਰਿਕਾਨ ਰੁਟੀਨ-ਫਾਕਟਰ ਆਰਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ

বাকিঃ দুইশত টকা বিক্রি করানোর পরে
 আদায়ঃ বাকি বিদ্যমান।

৯৪৮ লোভিগানের বড় গরুর ওয়ানি-টমের
 কলখিরা কলার ডিউট হইতে জালান হইয়াছে যে,
 মালিককে দ্বিগুন দাখল ৯৪৮ লোভিগান ১১৫ ডিসেম্বর
 বুলাব লম কাঠি টোরা সময় দ্বিগুন দুইবারে দাখ
 নিয়াছেন। দ্বিগুন দুইবার হইতে বলা হইয়াছে যে,
 ৯৪৮ লোভিগান ইকোনমিক হোমে (পুসার লোম কবিত
 বড় দুইবার হইতে) জালান হইয়া দাখ নিয়াছেন।

মুখ্যতঃ লর্ড লোথিয়ানের বাগানিয়ার "আমেরিকান
কান্ট্রি হাউস এনালিসিস" গ্রন্থে লর্ডের মতের বিবরণ
করা ছিল। কিন্তু হঠাৎ অল্পের মধ্যে লর্ডের ক্রিষ্টি
বালনিয়ার গ্রন্থে লিখিত থাকেন। লর্ডের কান্ট্রি
হাউস এনালিসিস গ্রন্থে লর্ড লোথিয়ানের
হঠাৎ লর্ডের লর্ড লোথিয়ানের

লর্ড গোবিন্দান আমেরিকায় ব্রিটিশ রাজপুত্র ছিলেন।
লর্ডমান যুগে ব্রিটেনের লর্ড আমেরিকায় সাধারণভাবে
জান। লর্ড গোবিন্দান বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। এ
সম্পর্কে যাই মাসব্যবসিক যুগে তিনি লর্ডে আসিল
আমেরিকায় কিরিতা যান।

পরেও তঁর মনন পূরান বরী ছিলেন, তখন লর্ড
সোমারসন তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। অতঃপর তিনি
তাঁর আন লাফল্টের চ্যান্সেলর হন। পরে কিছু
কালের জন্য তিনি লন্ডনের ডায়-সটিংস পদে অধিষ্ঠিত
ছিলেন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি লর্ড
হোমাল্ড লিওনসের হলে আমেরিকার প্রিটোর গভর্নর
দ্বিত্ব হন।

ସଂସ୍କୃତାଦିମାନ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧମାନ ୦୮ ବଦନମାନ ହେଉଅଛନ୍ତି ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତେନାମା

কমান্ডার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ডিটেক্টিবী লীডার প্রভাব কমান্ডার জাতীয় জীবনে যে নীতিবৈজ্ঞানিক আনয়ন করিবারে, প্রকৃতই জাতি বড়ই শীতানায়ক। উক্ত-পুত্র হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে যখনো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ব্যাপারে কমান্ডার ব্যাতি অত্যধিক। ১৮৭০ সন হত্যাক ১৯৩০ সন পর্যন্ত কমান্ডার জাতীয় ইতিহাসে একটিও রাজনৈতিক অপরাধ লুট হয় না। ১৯৩১-৩২ সনে নব-পরিষ্কৃত "আইরন পাঠ" জাতিদের রাজনৈতিক প্রতিবন্ধীমণ্ডকে হত্যা করা আরম্ভ করে এবং ১৯৩৩ সনে এম. ডুকার হত্যার পর বহুসংখ্যক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং উহা ২৬শে মার্চের পরে মূলতঃ হত্যার চরমে উন্নীত। কমান্ডার এশোনেসকে বধি কমান্ডার 'দ্রাণকণী' নামে অভিহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ আইরিশ-পার্শ্ব পরিচালিত লুটের অর্ধ-শিক্ষিত লুটের এট হত্যাকাণ্ড প্রচলিত করিতে পারেন, জাতি হইলে বিশেষ জাতিবান বসিয়াই বিশেষিত হইবেন।

[ପ୍ରଥମ କଳାମେଧ ଶେଷ]

এই সব অভিমতগুলির উপর ভিত্তি করে মোকদ্দমাকে পাঠের
চাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে অনুমোদন করেন এবং সমস্তকর হটলে
আপারী বংশের পাঠের চাষ মোটেই না করিবে অন্য
কোনকালের আশঙ্ক করিতে উপদেশ দেন।

ସଦସ୍ୟମାନେ ଡକ୍ଟର-ସାହିବ ଡେମାଣ୍ଡମାନ ସ୍ଥାନ ସାତେଷ
 ନୁହଇ ତାହାର ସୀମିତ ସମ୍ଭବତଃକା କାହାମେଲେ ଦେଖି
 ଡିମାଣ୍ଡ-ସମିତିରୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବାହେବେ । ମାନବୀୟ
 ସ୍ୱାଧୀନତା ଡିମାଣ୍ଡ ଲୋକମାନ କରିବାହେବେ ।

নাৎসীদের “নব-বিধানের” স্বরূপ

অত্যাচার ও হত্যার নামান্তর মাত্র

সি. উইলসনস্ট্রীট একটি পুস্তকে লিপ্যন্তর করিয়াছেন, সমগ্র জাতিতে একটি “নতুন” বিধান করিবার নিমিত্ত জাতিশাসী, ইটালী এবং জাপান পরস্পরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ শোনা যায় যে, এই “বিল-বান্ধা” শান্তি, ঐশ্বর্য, উন্নতি এবং আত্মরক্ষিতিক জাতির আনন্দ করিবে। জাপান পূর্ব এশিয়ায় এবং জাতিশাসী ও ইটালী উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় এই ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা করিবে। যে সকল রাজ্য জাতিশাসী ও ইটালী শাসন-অধিকার লাভ করিয়াছে—“নতুন বিল-বান্ধা” অনুসারে এপন্যস্ত জাতিরা দেখানো কি কাজ সম্পাদন করিয়াছে?

একদা ইটালী সন্ধান চিত্রা, বিবাসি শির এবং উল্লার মনোরম দেখ ছিল। উল্লার জনসাধারণ স্বাধীনতা ও একতা লাভ করিয়া শান্তি ও ক্রমবিকাশ ইশুয়ার মধ্যে বাস করিতেছিল। কিন্তু জাতিশাসী ইটালীকে শিরকলা সম্পর্কে অনুপূর করিয়া ফেলিয়াছে এবং উল্লার মনো-ভাবাপন্ন ব্যক্তির চিত্রা করিয়াছে কিংবা কারাগারে প্রেরণ করিয়াছে। বর্তমানে ইটালীয়গণ দুর্ভাগ্যবান।

চিৎকার ও নাৎসী-নীতি জাতিশাসী জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছে? একদা জাতিশাসী চিত্রাশীল ব্যক্তির, বিভিন্ন সম্পর্কে পড়ীর জামসম্পন্ন জামের, উন্নত মনোরম মণ্ডিতকলা এবং মজলুম প্রেই শিরের দাসভূমি ছিল। নাৎসী নীতির অধীনে জাতিশাসীর প্রাচীন বিদ্যা-পীঠ হইতে বোম্বা করা হইয়াছে, পীঠ সভা লিকা করিবার একটি বিশেষ বিষয় মতে পরন্তু যে সভা জাতিশাসী জাতির উপকারে আসিবে—কেবল তাহাই লিকাশীল। স্বাধীন চিত্রাশীল ব্যক্তির চিত্রা করা হইয়াছে, কালাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছে, কিংবা নিশ্চয়মে প্রেরণ করা হইয়াছে। নাৎসীরাণ্য ব্যক্তি লিকাশীলকে পীঠন করা হইয়াছে। জাতিশাসীর পিতা ও মূকগণকে কেবল-মাত্র হিটলারকে পুজা করিতে লিকা দেওয়া হইয়াছে। জাতিশাসী লিকা লিকাশীলকে তাহাদের পিতামাতার পেড়নে গুপ্তচর হিসাবে লাগিয়া থাকিতে এবং তাহাদের পিতা, মাতা, ভাই, বোম্বা হিটলার কিংবা নাৎসী নীতির বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ করে কিনা, তাহা পুনির্বেশ ও প্রতিকারকে জানাইতে লিকা দেওয়া হইয়াছে।

এই নাৎসী-নীতি যদি জাতিশাসীতে এই ধরনের “নব-বিধানের” প্রতিষ্ঠা করিয়া পাকে, তবে অন্যান্য দেশে এই নীতি প্রচলন করিবার সময় উহা কি সময়ভাবে করা হইবে? নাৎসী জাতিশাসীলকে লিকা দেওয়া হইয়াছে যে, মানব জাতির মধ্যে তাহাবাট প্রেই এবং অন্যান্য জাতি তাহাদের লোকা করিবে। হিটলার সামরিক জাতি যে সকল লোকে জয় ও মরীচন করিয়াছে, জাতিরা বেশ ভাল করিয়াই জানেন যে নাৎসীদের এই “নব বিধান” একটি বিশেষ পুণ্য, উহা যে কোন প্রকার স্বাধীনতা-বিরোধী এবং উদার আর একটি নাম অত্যাচার ও হত্যার।

“গ্রাক্স্পী”র ভয়াবশেষ

ব্রিটিশ জুজার “কাণ্ডন কাসেল” মেয়ামতে

নিয়োগ

ব্রিটিশ বাণিজ্য জুজার “কাণ্ডন কাসেল” শত্রু আক্রমণে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বর্তিভিডিও বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ কুড় রনবরী “গ্রাক্স্পী”ও অনুরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। পরে উহা যেখানে সমুদ্রে আত্মনির্ভর করিবে। “গ্রাক্স্পী”র জাহাজ-চুরা লোহা সমুদ্রে হইতে ভোজা হইতেছে। বর্তিভিডিও জাহাজ বোম্বার্ডকারী কোম্পানী জাহাজ হারাই বর্তমানে কাণ্ডন-কাসেলের মেয়ামতে কবিতোহ।

ক্রাসেস কুটির অভাব ঘটিয়াছে

কৃষি-মন্ত্রী ও জাতিশাসী-বিভাগীয় কর্মচার বিবৃতি

তিনি হইতে নিম্নোক্ত উপায়ে প্রাপ্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, বিগত অন্যান্য বছরের সময়কার নীতিকালের মত এবারকার নীতিকালও বিশেষ তীব্র হইবে। সেই জন্য তাহার নতুন আর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার বস্তু প্রস্তুত ও জাতির কৃষি সম্পদ কিরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, সে বিষয়ে নতুন উদ্ভাবনী নীতি প্রয়োগ করিবার প্রয়াস করা হইতেছে।

কৃষি মন্ত্রী এবং, ক্যাভিগট এবং কৃষি বিভাগের সর্ব-ময় কথা ও জাতিশাসী অতিষ্ঠ ক্রিট রেটন-হাট্ট দুটোই নিম্নোক্ত-গুচক বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন।

“সম্প্রতি ক্রাসেস কুটির বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে এবং ক্রাসেসের নতুন কুটিরাদিকের পক্ষে ইহা বিশেষ চরম-পূর্ণ বিষয়।” এবং, ক্যাভিগট উপরোক্ত উক্তি করিয়া-ছেন। তিনি কথা পুস্তকে এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন যে, “স্বাধীন” অকল, অধিকৃত অকল হইতে প্রায় ৪,০০০,০০০ হাল্লর গম আমদানী করিবে। কারণ উক্ত নামে কল কিছু পরিমাণে অধিক জন্মিয়াছে।

রেটন হাট্ট বলিয়াছেন যে, ক্রাসেস তাহার আলুর চাষের শতকরা ৪০ ভাগের উপর কতিপয় হইয়াছে। চাষ সম্পর্কে অবকা আরও নোচনীয়া। কারণ ক্রাসেস তাহার পুরোজনীয় চাষির শতকরা ৫০ ভাগ বাহির হইতে আমদানী করিয়াছে।

ইটালীর পরাজয়ের ফল

বলকানে রাশিয়ার প্রত্যাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা

জল, স্থল ও আকাশ যুদ্ধে ইটালীর অকৃতকার্যতা চরমপত্র (এরিস) কর্তৃপক্ষের উপর দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতেছে। উহার অগৌণ ফলাফল নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করা যাউতে পারে:—

- (১) গ্রীসের জরাজেত বলকানে আবার রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীসের রাশিয়ার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা ছিলেন।
- (২) রাশিয়ার পরাধীন অনুসারী বুলগেরিয়া তাহার রাজ্যের উপর দিয়া জাতিশাসী সৈন্য চালানিতে দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে এবং সীমান্ত রক্ষা-ব্যবস্থায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিবে স্থির করিয়াছে।
- (৩) ক্রমান্বিতা নিজের সম্পর্কে আরো সুনিশ্চিত মনঃ চরমপত্রের প্রতি তাহার আগ্রহও বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে।
- (৪) তুরস্ক প্রাচীর উপকূলবর্তী স্থানকে সুরক্ষিত করিয়া সমর পীঠিতে পরিণত করিয়াছে। রাশিয়া ও বুলগেরিয়ার অনুসৃত নীতি পরোক্ষভাবে তুরস্ক ও গ্রীসকে সাহায্য করিতেছে।

- (৫) স্পেন দরিদ্রা বীড়াইয়াছে।
- (৬) মিসরের দিকে শত্রু অগ্রগতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
- (৭) সিরিয়া চরমপত্রের প্রভাব বিস্তারে বাধা দিতেছে।
- (৮) গ্রীসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, উহা এক্ষণে বাস ইটালীতেই চলিতেছে।
- (৯) তুরস্ক-রাশিয়ার শত্রু বিরুদ্ধে বৌ এবং বিমান বহর অধিকতর প্রশিক্ষণী করা হইয়াছে।
- (১০) যুগোস্লাভিয়া শত্রু আক্রমণ আশঙ্কা করিতেছে।
- (১১) ইটালীর সামরিক পরাজয়ে জাতিশাসীর অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে।
- (১২) দরিদ্রতার ভিতর লিকা প্যাডেটাইন এবং মিসর আক্রমণ আলেকজান্দ্রিয়া বৌ ও বিমান বীঠি স্থাপন পরিকল্পনার সময় অধিক দুরবর্তী হইয়া পড়িল।

“বেঙ্গল উইকলী”

(ইটালী সংস্করণ)

—এবং—

“বাঙলার কথায়”

(বাঙলা সংস্করণ)

বিজ্ঞাপন দিয়া আপনাদিগকে বাঙলার
প্ৰসার সাধন করুন।

সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা

৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের বেই ও অন্যান্য বিবরণ অবগত।

হওবার অন্য নিম্ন ঠিকানায়

অনুগ্রহ করুন:—

সুপারিস্টেণ্ডেন্ট, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

স্পেনের উপর হিটলারের দাবী

যুদ্ধ-ঘোষণার জন্য প্ররোচনা

বহু স্পেনবাসী ইটালীয়দিগকে বুঝা করে এবং টার্সা-টোর ঘটনাত্ত তাহারা পোলাখুমিতাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। তৎসঙ্গে টার্সাটোর এত অল্প পরেই সেন্সর স্তনেরের বালিন গমনের কারণ হিটলারের জবুরি আদান ব্যতীত আর কিছুই নাই।

তাহা না হইলে স্পেনের বৈদেশিক মন্ত্রী যে সময় “এরিস”-এর সম্মান করিয়া আসিতেছেন, ঠিক সেই সময় “এরিস” পত্রিকার সহিত স্পেনের বসিষ্ট সমুদ্রের উপর কখন হোর দিবেন না।

একদা বিশৃঙ্খল করিবার কিছু কারণ আছে যে, হিটলার স্তনেরকে বলিয়াছেন যে, হয় স্পেন যুদ্ধে জাতিশাসীর সহিত যোগ দিউক; না হয় জাতিশাসী সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইতে প্রস্তুত হউক।

জেনারেল জাভোর বহু বিশৃঙ্খলী চেলা গণতান্ত্রিক স্বদেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জাতিশাসী বিশেষজ্ঞদের সাহায্যগ্রহণে যে উৎসাহ দেখাইয়াছিল, তাহার জন্য পড়ীর অনুভূতি বোধ করিতেছে।

জাভোর গভর্নমেন্ট যেমন একদিকে হিটলারকে অসহ্য করিতে হইতাত্ত; তেমনি অন্যদিকে হিটলারকে পুরোজনীয়তাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছে। স্তনেরের প্রথম বালিন গমনের সময় হিটলার পাঁচ লক্ষ টন রাই স্পেনকে দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যে পরিমাণ বাধা এবং টেল যুদ্ধবাস্তি এবং খ্রিষ্টানের সঙ্গে চুক্তি করিলে পাওরা যাউতে পারে, তাহার তুলনায় হিটলারের প্রস্তাবিত মাল অতি তুচ্ছ।

আগামী প্রকাশ্যের মেলা

স্বাধীনতার জাতিবাস

আগামী ১৯৪১ সনের জানুয়ারীর মধ্যভাগে প্রকাশ্যের মেলা অনুষ্ঠিত হইবে। মেলায় কলেকা এবং বসন্ত রোগের প্রাকৃতিক চটকা থাকে। এজন্য মেলায় গমনোচ্ছুর ব্যক্তিগণকে কলেকার ইন্ডেক্সন এবং টিকা গ্রহণ করিতে বলা যাউতেছে। বীজাণু কলেকা ইন্ডেক্সন ও টিকা গ্রহণের নিম্ন মন্ত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, মেলায় উদ্যোগকে নতুন করিয়া ইন্ডেক্সন বা টিকা লইতে হইবে না।

[প্রিন্স-মোট]

বশীরহাট, বর্ধমান ও আসানসোলে গভর্ণর-বাহাদুর

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সর্বত্র ব্যাপক সাড়া

গত ১২ই ডিসেম্বর বাঙালিরা গভর্ণর বাহাদুর বাহন বিভাগের নবী বানসীর মহারাজা প্রীপচন্দ্র নন্দী সমভিব্যাহারে বৈকাল ২-৫০ বিবিক্টের নবর বশীরহাট কান্ধারী টেনে উপস্থিত হন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মি: কে. এ. এম, হিন্দু টেনে গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করেন। বিভিন্ন সুসজ্জিত জোখপায় ও বাহা অভিব্যক্তি করিয়া তিনটার নবর মহারাজা গভর্ণর বশীরহাট কুস বহনানের সুসজ্জিত বস্ত্রে উপস্থিত হন। বস্ত্রে প্রায় পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট গভর্ণর বাহাদুরকে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, স্বাধীন মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও যুদ্ধ-তহবিলে লাভ্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সহিত পরিচয় করাই দেন। ইহার পর কুনের বর-ভাট্ট দল গাউ-অব-অনার প্রদান করে। বহুতলা যুদ্ধ-কবিতার প্রেসিডেন্ট ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বাধীন এম, ডি, ও, অভিনন্দন পাঠ করেন এবং লাট-বাহাদুরকে বার হাজার এক শত টুইটাকার একটি ডোড়া উপহার দেন ও সেটী বেরী হারনাট যুদ্ধ-তহবিলে সেটী এ, কে, রায়ের দান পাঁচশত টাকার একটি ডোড়া উপহার দেন। ইহার পর বশীরহাট মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বাহনবাহাদুর এ, এফ, এম, আবদুর রহমান লাট বাহাদুরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ইহার পর লাট বাহাদুর বক্তৃতা করিতে উঠেন। গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতার পর মি: বৈলেভনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় ইহার পুনরাবৃত্তি করেন।

গভর্ণর-বাহাদুরের বক্তৃতা

গভর্ণর বাহাদুর ইহার বক্তৃতার বলেন:—“আমি আপনাদের নিকট হইতে যে অভ্যর্থনা পাছিলাম, সেজন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ দিই। বশীরহাটে এই আমার প্রথম আগমন। আপনারা সকলে পরীক্ষার ও পরী-উত্তর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতিকর্মনির্বাহে পরী প্রাণের জেন-বিসবাস তুলিয়া এক মনে কার্য করুন—যুদ্ধান্তে দেশের লোক ভাল করিয়া বাইতে ও পরিতে পারে ও বনুমানের অধিকার লাভ করিতে পারে এবং বাঙালী দেশ শুদ্ধা শুদ্ধা দেশে পরিণত হয়। বাঙালি যত্নে যত্নে আপনারা এই কথা প্রচার করুন এবং লোক যেন একত্রে কাজ করিবার মতিয়া বোধে। পরীপ্রাণ ভারতের অনু সাংধান করে। পরী হুকা পাইলে সব হুকা পাঠ, পাঠিতে আপনারা দাস করিতে পারেন। এই জেলার বিকপুণেও আদি এই কথা বলিরাছিলাম। জীষণ যুদ্ধ ভারত-সীমান্তে উপস্থিত। যুদ্ধ ভারতের তেজো পত্ন হইলেন যবো আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতের কোটি কোটি লোক বাহাতে পুং না হয়, সেবিকে সকলে লক্ষ্য রাখিবেন। যুদ্ধ শুধু ইউরোপে সীমাবদ্ধ নয়। এশিয়ায়, আফ্রিকায় সব জায়গায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। একদিন হিংসাপরায়ণ পরশুপীকাতর কবুর সাংসী জার্মানী ও উল্লিষ্টোপী কবু ইটালী, অন্যান্যিক লায়ের ও সত্যোয় বহুক পাঠিপ্রিয় গ্রেই বুটেন। যাব যেমন অতর্কিতে নিরীচ পত্নদিকের উপর লাকইয়া পড়িয়া হত্যা করে, কবুর জার্মানীও নিরপেক্ষ পাঠিপ্রিয় পোলাও, ডেনমার্ক, নরওয়ে, লুয়েমবুর্গ, বেলজিয়াম, হলান্ড প্রভৃতি দেশে লক্ষ লক্ষ নর-নারী যুব, যুদ্ধ, নিভসিগকে হত্যা করিয়াছে অমানুষিকভাবে। যাব ফলর আছে, অনুভব করুন, যাব বন আছে, ডিগা করুন। বিজয়ক বোনা

ও অগ্নিযুদ্ধভালক বোনার অগ্নি-বুড়িতে পত্ন পত্ন লোক হত জাহত পত্নদীপ হত্যা দেন। লক্ষ লক্ষ লোক চীৎকার করিতেছে—‘‘শুধু হুকা কর বনিয়া’’



গভর্ণর বাহাদুর একটি কন-সভায় বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

বিশ্ব পাঠি আনিয়া জন্ম আমাদের সম্রাট যুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগৎজগৎ সর্বত্র যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পুনর্নির্ভিত হইবে পৃথিবী কি চায়। স্বাধীনতাপ্রিয় পাঠিকারীরা হুকা পাইলে, না বহু হুকা ও মিষ্টভাষ্য যাব প্রভৃতি হইবে। ভারতের সমুদ্র বুটী লম—একটি মহামোড়িত করিয়া পাঠির সহিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন করা, জন্মটি অসহযোগ করা ও ডিক-মিনের হত জগৎকে নিমজ্জিত করা। ভারতের স্বাধীনতা আফ্রিকায় ও মিসরের মহাত্মািস তবো শীঘ্রইয়া ঘটাইছেন। আপনাদের হুকার জন্ম, ভারতের কোটি কোটি নর নারীর হুকার জন্ম ভারতীয় সৈন্যেরা টংকাল বৈদ্যের সঙ্গে কীর্ষে কীর্ষে বিলাইয়া যুদ্ধ করিতেছেন।

যাব এই যুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য দাস করিবার জন্য ভারতে শিবিরে পত্নপ্রব করিয়া ডাকটীবেলা অর ডেবী করিতেছে। এমন মহামোড়ের দিন। বুটীনের অর সুমিষ্টিত। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে। স্বাধীনতা বহন, এ যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ নয়—বুটীনের যুদ্ধ, জীয়া বহা যুদ্ধ করিবেন।

মহামোড় মহারাজা। জীয়াবো মহারাজা

ইহার পর বাহনবাহাদুর প্রীপচন্দ্র নন্দী বক্তৃতা করিতে উঠেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ ভারতের জন্ম কে লারী। বুটীপ পত্নপ্রবর্ত কিভাবে এই যুদ্ধ যত করার তেটা করিয়াছিলেন, যাব জন্ম জন্ম কাটি বুটীকে বুটীপ ও বুটীপ রাজনীতিকদের উচ্চ রাজনীতি জন্মের অভ্যর্থ বহন করিয়াছিল—নিউসিক চুক্তিতে। স্বাধীন স্বাধীনতা হাওয়াইয়াসি সাহায্য ইত্যাদি, পোলাও বাহাইস জাব স্বাধীনতা। জাবের মিসেরককে পালা—ডেনমার্ক, নরওয়ে, লুয়েমবুর্গ, বেলজিয়াম, হলান্ড এয়া কোম পক্ষে সাহায্য চায় মাই, নিরপেক্ষ ছিল। এয়া বুটীপ আনিয়া জার্মানরা কবুজার বহন কবু লেন-ডমিকে একের পর এক হরণ করিল, কোম বিচার বুটী একের মাই। এর পর ফরাসীর পালা। আর-কমতের লুপ এম জার্মান বোটবাহিনী, কবুগী হাওয়াইস স্বাধীনতা। বিলায়ার ডালাট দিগির বুটীপোম লইল। যুদ্ধ আদি ইউরোপ ছাড়িয়া আফ্রিকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ যুদ্ধে আমাদের কর্তব্য কি? ভারত-বহ স্বাধীন হইবে। আমি বলি, ডেমিনিয়ন টেটাস না উপনিবেশিক স্বাধীন-পাসন ব্রিটিশ পাসনারীয়ে থাকিয়াই ভারত লাভ করিবে। অসহযোগ করিয়া সেই স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। মিঃটা-বলি-বিকতের পর হইতে আমরা কি কীর্ষে কীর্ষে অধিকতর স্বাধীন-পাসন পাই মাই? যে অধিকারের স্বযোগ আমরা পাইতাম, তাতে আমরা আমাদের দেশের মজল করিতে লম্বা হইব। ইংলও আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া যুদ্ধ বোম্বারদ করিয়াছে বলিয়া কেব কেব বলে, সে ফলার কোম বুলা মাই। স্বাধীন-পাসন লাভ করিতে হইলে যে স্বযোগ আমাদের কাছে উপস্থিত। যুদ্ধ-তহবিলে আমরা যদি সাহায্য করি ও ব্রিটিশ যদি জরী হয়, তা হইলে সে পুণ্ডার অল্প জুকি-খাতে আমাদের আনিবে। যে তরকার রক্তপ্ৰাণ বিকিসু-মেনে প্রবাহিত হইতেছে, আমাদের সাহায্য পাইবে ডাক্তার হায়া হইতে হুকা পাঠিবে। প্রাচ্যে ও অধু-প্রাচ্যে যুদ্ধের তেবী থাকিবেছে। মিসরে ও আফ্রিকায় ইংরাজ সৈন্যদের পাশে শীঘ্রইয়া একেবারে সৈন্যেরা পড়িতেছে। ইংপা-চারনার যুদ্ধ বাধিয়াছে। উত্তরা-জন্মের কি পরিপতি হইবে, আমরা জানি না। ব্রিটিশের কাছে আমাদের অনেক লারী আছে সত্য। আপনাবুপ পাই মাই মেনে যে বিচার করিবার একই সময় পাই। যবে আগুন লাগিলে সকলকে দিগাইতে হইবে একসঙ্গে। ভারতের যুঃসময় উপস্থিত। যুদ্ধভাণ্ডের সাহায্য কবুন, বাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বহা পার শু শু সেজন্য নয়, বাহাতে ভারত বীতে ও স্বাধীন-পাসন লাভ করে, সেজন্য।

অতঃপর গভর্ণর বাহাদুরের প্রাট্টেট সেডেটারী মি: কাটার আই, মি: এম, ও মি: ট, বাহনবাহাদুর বাহাদুরের পক্ষ হইতে বশীরহাটবাসীদের নিকট হইতে যে অর্থ সাহায্য করা চাই, সে জন্ম সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ইহার পর বাহু নবেজ দাস বাহান মহারাজা বশীরহাট-বাসীদের তহক হইতে এয়া জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারম্যান সত্য: ডিমিসিয়ার আচমন এম, এম, এ, জেলাবাসীদের পক্ষ হইতে বাহনবাহাদুর লাট বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাহনবাহাদুর মিঃবির পরে কয়েকটি প্রাণে মাইতা পরীবারীদের আর্থিক মহত: সম্বন্ধে জ্ঞাত হন।

বাহনবাহাদুর গভর্ণর বাহাদুরকে যে সাহায্য করিয়া ডোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল, সেটি জমিদার বাপু বর্দীক-কুমার বহু হুটপত টাকার প্রকাশ্য নিদানে দান করেন।

[৯ম পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা]

আফ্রিকার রণাঙ্গণে ব্রিটিশ বাহিনীর বিজয়াভিযান

সর্বত্র ইটালীয়ানগণ পরাজিত ও পশুদাস্ত

আলবেনিয়ায় ইটালীয়দের প্রত্যাগমন

একজন গ্রীক সরকারী মুখপাত্র বলেন, গ্রীকরা আফ্রিকাবাদীদের অসহায়তের ফলে আলবানিয়ায় ইটালীয়ান বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সৈন্যরা আফ্রিকাবাদীদের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে সরিয়া যাচ্ছে।

আরও উত্তরে ইটালীয়ানরা খুব বিপুলভাবে পশুদাস্ত করছে। উত্তরায়নে গ্রীকরা তিনবার প্রচণ্ড বিরুদ্ধে আক্রমণ করিলে ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় চরচর হইল।

ক্যানাডীয় ডেপুটি প্রিন্সের অভিযান

ক্যানাডীয় নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টারের এগজেক্টিভ প্রকাশ, পূর্ণ আটলান্টিক সাবমেরিনের সহিত যুদ্ধে ক্যানাডার ডেপুটি প্রিন্সের "সাবমেরিন" টপেটোর আঘাতে কতিপয় হইয়াছে।

২১ জন নৌ-সৈন্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৮ জন আহত নৌ-সৈন্যকে হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে। ডেপুটি প্রিন্সের নিখোঁজ এক ব্রিটিশ বন্দরে পৌঁছিয়াছে।

আফ্রিকার রণাঙ্গণে ব্রিটিশ বাহিনীর বিজয়

কায়রো হইতে প্রকাশিত একখানি এগজেক্টিভ বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গণে ৪,০০০ হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী ও বহু-সংখ্যক সশস্ত্র শ্রেণীর ট্যাঙ্ক হস্তগত করিয়াছে।

ইজ-ইটালীয় বিমান-সংগ্রাহকের পরিণতি

ইজ-ইটালীয় বিমান-সংগ্রাহকের লাভ-ক্ষতির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(ক) ব্রিটেনের উপর আক্রমণ: ইটালীয়ান বিমান-পোতগুলি ১১ই ও ২৩শে নভেম্বর ব্রিটেনের উপর হানা দেয়। ১১ই নভেম্বর ২৫ খানা বিমানপোত আসে এবং উহার মধ্যে ১৩ খানা বিমানপোতই ভূপতিত হয়। ২৩শে নভেম্বর ২০ খানা বিমান হানা দেয় এবং উহার মধ্যে ৭ খানা ভূপতিত হয়। সে সকল বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া সঠিক ধরন পাওয়া গিয়াছে, তাহারই হিসাব এখন প্রস্তুত হইল। আরও ইটালীয় বিমান এই সময় তীব্রভাবে কতিপয় এবং সঙ্কট: বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কোনও ব্রিটিশ বিমানপোত খোঁজা যায় নাই।

(খ) আফ্রিকা ও আলবানিয়ার উপর: ইটালীয় যুদ্ধে যোগদান করার পর তাহার অগাস্ট ৩০৮ খানা বিমানপোত আকাশে অবস্থান কালে বিধ্বস্ত হইয়াছে। আলবানিয়ার ৩২ খানা ইটালীয় বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া যে হিসাব করা হইয়াছে, তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কমপক্ষে আরও ১২০ খানা ইটালীয় বিমান ভূতলে অবস্থান কালে বিধ্বস্ত হইয়াছে। ব্রিটেনের আল-বানিয়ার উপর ৬ খানা এবং আফ্রিকার উপর ৪৯ খানা বিমান খোঁজা গিয়াছে। নৌ-বহর সংশ্লিষ্ট বিমান বাহিনীর সাক্ষ্য বা ক্ষতির হিসাব ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

ইটালীতে ব্যক্তি-আশীর্বাদ

কায়রোর "আল-আযহান" পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইটালীয় ব্যক্তিগণ পক্ষে হানিজনকভাবে গ্রীক-ইটালীয় যুদ্ধ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করিবে, তাহাযোগে প্রাক্কলিত করিবে হইবে বলিয়া ইটালীতে ঘোষিত হইয়াছে।

জাফার জামান বিমান মেসার্সের ব্যবস্থা

প্যারী হইতে লণ্ডনের যুদ্ধ সংক্রান্ত আর্থিক বিভাগে এই বর্ষে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, মেসার্স জামান বিমান লণ্ডন ও অন্যান্য নগরে আক্রমণ চলাইতেছে,

তাহা মেসার্সের জন্য ক্রমের নোটের ক্যাটরী ও বিমান ক্যাটরীগুলি ব্যবহার করা হইতেছে। সাংগী কমিশনারগণ কর্তৃক কারখানাগুলি ক্রমশঃ নীতি অনুসরণ করিলে তাহা বুঝিয়া দিবার জন্য ক্রমের অধিকৃত ও অন্যান্য অফিস পরিদর্শন করিয়াছেন। এতদ্বারা ১৫ হাজার কর্তৃক প্রদিককে কারখানাতে স্থানান্তর করা হইয়াছে।

আফ্রিকার রণাঙ্গণে ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণে পশ্চিম মরুভূমির যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ১১ই ডিসেম্বর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও দুই হাজার ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। ইহা লইয়া এই কয়দিনে মোট চার হাজার ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইল।

পশ্চিম মরুভূমিতে ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণ এখনও প্রাথমিক ধরনেই চলিয়াছে। বর্তমানে ইটালীয় যুদ্ধ তেল করার কোন প্রস্তুতি নাই। কারণ এই স্থানে

ইটালীয়দের কোন দাবী হয় নাই। এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যদের দক্ষিণে দুইটি ও উত্তরে দুই উপত্যকার সঞ্চার হইয়াছে।

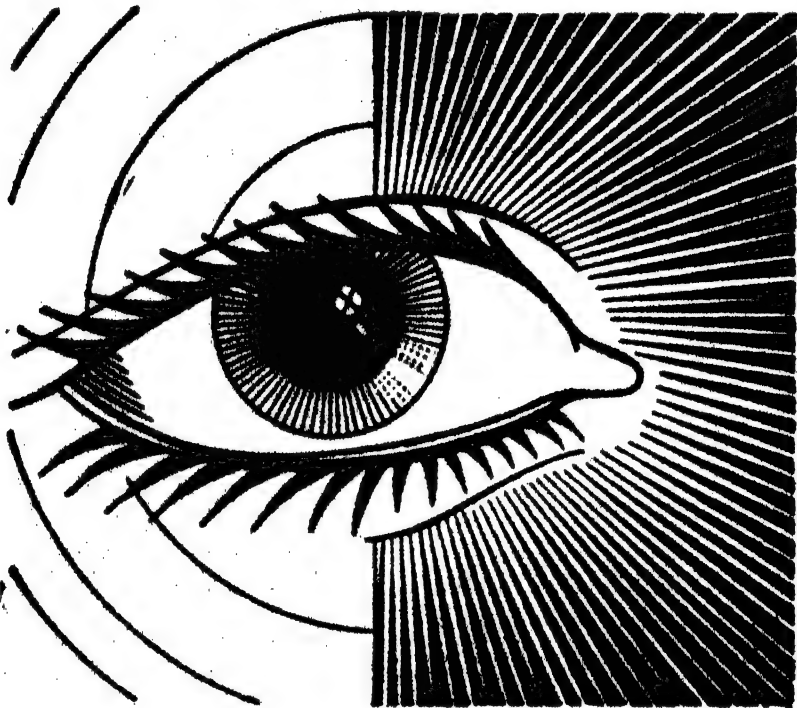
কায়রোর একটি সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ সৈন্যরা পশ্চিম মরুভূমিতে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটালীয় বাহিনীকে ব্রিটিশ ট্যাঙ্কবাহিনী নিশ্চেষ্ট করিয়া আপাইয়া চলিয়াছে।

ইটালীয় ইতহাস

পশ্চিম মরুভূমির যুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর যুদ্ধের ইটালীয় সরকারের একটি ইতহাস প্রকাশিত হইয়াছে। এই ইতহাসে বলা হইয়াছে যে, সোমবার প্রত্যুত্তরে ব্রিটিশ নীলোত্তরাবাহিনী দিল্লিবারাণীর দক্ষিণ-পূর্বে ইটালীয় বাহিনীকে আক্রমণ করে। এই স্থানের যুদ্ধ রক্ষাকারী লিনিয়ান সৈন্যদল কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া বাঁচি রক্ষার পর পরাজিত হয়। লিনিয়ান বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মালোট্ট এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

এতদ্বারা এক সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ বিমানের আক্রমণে আফ্রিকা-আবাবা রেল-লাইনে করসা সোমালি-ল্যান্ডের নিকটবর্তী একটি ট্রেনের তীব্র ক্ষতি হইয়াছে

[১০ম পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।]



দিন ও রাত্রি

একদা মানুষ কাজ করত। শুধু দিনে—তার থেকে সন্ধ্যা। এখন কৃত্রিম আলো কাজের সময় অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু মানুষ তার মজাগত অর্থাৎ এখনও হাড়তে পারেনি—তারের ভেতর আবদ্ধ থাকতে সে ভালো লাগে না। বেশীর ভাগ সময়ই সে কাটাতে চায় বাইরে। সেই জন্য দিনের আলোর ও রাতের আলোর উজ্জলতা খুব বেশী প্রভেদ থাকা উচিত নয়। এতে চোখের অবস্থা অসুখ বা অসুস্থ হবার সম্ভাবনা। রাত্রে যদি দিনেই পরিণত করতে হয় উজ্জল আলোর সাহায্য গ্রহণ করুন, চোখ ভাল থাকবে।



কলিকাতা ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানীর নিম্নলিখিত কার্য পরিচালিত

১৯৪০

বাঙালি পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

চাষী-সমাজের কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য

পাট-রেশম-সম্পদের চীৎ কণ্ঠস্বর মহোদয় নিম্নোক্ত দুইটি বিধি পাটচাষীদের অবগতির জন্য প্রচার করিয়াছেন:—

(১)

পাটচাষিগণ সতর্কতা অবগত আছেন যে, যাহাতে জীহাদা পাটের মাথা মুখা পাইতে পারেন, তাহার জন্য পতন-বেশ্ট বসানো চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন ১৯৪০ সালে যে সব জমিতে পাট বপন করা হইয়াছিল, তাহার একটি সঠিক তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং ১৯৪১ সালে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করা পতন-বেশ্ট সাবায় করিয়াছেন। এই সময়ে পাটচাষিগণ যত্ন সহিত ইতিমধ্যে বোম্ব পাটচাষী থাকিবেন। নতুনা অনতিবিলম্বেই যে সব জমিতে পাট চাষ করা হয় তাহার প্রত্যেক ভেলায়, ইউনিয়নে এবং সমস্ত হইলে প্রত্যেক বোয়ার এ বিষয় নোটিশ দ্বারা জ্ঞাত করান হইবে। পাটের জমি তালিকাভুক্ত করিবার সময় সব-কারী কর্তৃপক্ষীগণের বসানো চেষ্টা সত্বেও বহু পাটচাষী পতন-বেশ্টের আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধি না করিয়া জমি তালিকাভুক্ত করিবার কার্য-প্রণালী অবগত হইবার চেষ্টা করেন নাই। উপরন্তু এতদ্ সম্পর্কে জাহানের নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লান্ন ছিলেন। ইহাতে পাটচাষীগণ নিজেদের অনুবিধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্তমান পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সম্বন্ধে যাহাতে পুনরায় এরূপ না হইতে পারে, তজ্জন্য পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর আনয়নীয় নিয়মাবলী এবং কার্যপদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হইল। এ সমস্ত বিবরণ অবগত থাকা জাহানের অবশ্য কর্তব্য।

(১) প্রথমতঃ পাটচাষীগণের ইচ্ছা অবগত হওয়া উচিত যে, ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট বপন করা হইয়াছিল এবং যাহা বেকর্ডভুক্ত করা হইয়াছে, ১৯৪১ সালে তাহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাট বপন করা যাইবে বলিয়া পতন-বেশ্ট নির্দেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে কোনও পাটচাষী পাট বপন করিয়াছিলেন বলিয়া তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, তাহার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে ১৯৪১ সালে পাট বপন করিবার অনুমতি পাইবেন।

দ্বিতীয় কর্তব্যবিপণ অনতিবিলম্বে প্রতি বোয়ার প্রত্যেক পাটচাষী যে পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিতে পারিবেন, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিবেন। এই তালিকায় (১) পাটচাষীর নাম, (২) জাহার নাম ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমি তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং (৩) উক্ত তালিকার বর্ণিত জমির এক-তৃতীয়াংশ যাহাতে উক্ত পাটচাষী ১৯৪১ সালে পাট আবাদ করিতে পারিবেন, তাহা প্রদর্শিত হইবে। ইহা প্রস্তুত হইবারাই পাটচাষীগণের অবগতির জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রচার করা হইবে এবং এই সম্বন্ধে সমস্ত নোটিশ জারী করা হইবে। বিভাগীয় কর্ত্তারী এ সম্পর্কে যে জাহিরে এই বোয়ার উপস্থিত থাকিবেন, তাহাও এই নোটিশে উল্লিখিত থাকিবে।

(২) এই নোটিশ পাওয়া মাত্রই পাটচাষী নোটিশে লিখিত স্থানে নিজ কাছাকাছি যে পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিতে যেওনা হইবে তাহার তালিকা দাখিল করিবেন এবং জাহার পাট-জমির বর্ত্তমান ও অন্যান্য আনয়নীয় বসিন্দ-পত্র সহ নোটিশে লিখিত জাহিরে স্থানীয় প্রাইমারী লাইসেন্সিং এজেন্টের পরিশ্রমের জন্য জীহাদ নিকট উপস্থিত হইবেন। কোনও বিধে কারণে বহু উপস্থিত

হইতে না পারিলে পাটচাষী জাহার উপস্থিত প্রতিনিধি পাঠাইবেন। কিন্তু ইহা জানিয়া থাকা কর্তব্য যে, বোম্বি অনুকারী উপস্থিত না হইলে বা অন্য কোনও-রূপে নোটিশ অবহেলা করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

প্রাইমারী লাইসেন্সিং এজেন্ট পাটের বর্ত্তমান এবং অন্যান্য বসিন্দা পরিদর্শন করিয়া যদি পাটচাষী লাইসেন্স পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে পাটচাষী কত পরিমাণ জমিতে পাট বপন করিতে পারিবেন, তাহা তিনি জানাইবেন এবং কোন্ কোন্ জমিতে পাট বপন করিতে ইচ্ছুক, তাহা নির্দেশ করিতে বলিবেন।

কোনও অবস্থাতেই তালিকাভুক্ত জমির এক-তৃতীয়াংশ জমির অধিক জমিতে পাট বপন করিতে যেওনা হইবে না। সুতরাং পাটচাষীগণ পূর্বে হইতেই কোন্ কোন্ জমিতে ১৯৪১ সালে পাটচাষ করিবেন তাহা স্থির করিয়া রাখিবেন এবং নিজ নিজ পাটের জমির বর্ত্তমান এই সকল জমির মধ্যে সমস্ত হইলে চিহ্নিত করিয়া রাখিবেন। যদি পাটচাষীর জমি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করার প্রয়োজন না হয়, তবে পাটচাষী উক্ত কর্ত্তারীর নিকট হইতে তখনই একটি বসিন্দা লাইসেন্স পাইবেন।

(৩) পাটচাষীগণ সূচন রাবিবেন যে নোটিশের উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুসারে জাহার কার্য করেন। নোটিশে লিখিত জাহিরেই সমস্ত কার্য করিতে হইবে। এই জাহির সাধারণতঃ নোটিশ জারী হইবার তিন দিনের মধ্যে হইবে।

(৪) উল্লিখিত তালিকার কোনও প্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে তাহা তালিকা প্রচারের তারিখ হইতে তিন দিনের মধ্যে স্থানীয় প্রাইমারী লাইসেন্সিং এজেন্টের উদ্ভূত কর্ত্তারীর নিকট জানাইতে হইবে। পাটচাষীগণের যেসব সূচন থাকে যে, কোন কর্ত্তারীরই কোন অবস্থাতেই ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করা হইয়াছিল বলিয়া বেকর্ডভুক্ত হইয়াছে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমির অধিক জমিতে ১৯৪১ সালে পাট বপন করিতে অনুমতি দিবার কল্পনা নাই।

(৫) যদি কোনও পাটচাষী জাহার পাটজমির বর্ত্তমানভুক্ত জমির পরিমর্মে অন্য কোনও জমিতে পাট বপন করিতে চান, তবে তিনি বিভাগীয় ২৪ নং কবনে এই বোয়ার লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে সাতদিনের মধ্যে স্থানীয় প্রাইমারী লাইসেন্সিং এজেন্টের উপস্থিত কর্ত্তারীর নিকট উক্ত মাপের সেক্টরবেশ্ট বর্ত্তমানের মকল এবং সপ্লিট পাট-জমির বর্ত্তমান সহ আবেদন করিবেন। যদি সিদ্ধান্তিত জমি কোনও জমির অংশ হয়, অথবা জমিকে কুস্তর অংশ ভাগ করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পাটচাষী বিভাগীয় কর্ত্তারীর নির্দেশানুযায়ী সরেক্ষীনে উপস্থিত থাকিা পূঁজি পুঁজি বিভাগ করিয়া লইবেন। পাটচাষীগণকে উক্ত পুঁজি উপস্থিত থাকিতে হইবে। জমি বিভাগ করিবার পূর্বে পাটচাষীকে লাইসেন্স দেওনা হইবে না।

(৬) অন্তঃপাট পাটচাষীগণকে জাহানের পাটের বর্ত্তমান ও অন্য বসিন্দা এবং বসিন্দা লাইসেন্স সহ স্থানীয় পাট কর্ত্তারীর ডেরারমাসের নিকট, অথবা স্থানীয় লাইসেন্স প্রদানের জাহার কর্ত্তারীর নিকট, উপস্থিত হইতে নোটিশ দেওনা হইবে। নোটিশের বর্ত্তমানকারী কার্য করা একান্ত প্রয়োজন।

(৭) বলা বাহুল্য, পতন-বেশ্ট পাটচাষীগণের অনুবিধি অন্য বসানো চেষ্টা করিতেছেন এবং সপ্লিট এই বিষয়ে সাবায় করিতে সচেষ্ট। পাটচাষীগণকে অনুমোদন করা যাইতেছে যে, জাহার যেসব অবস্থানে পতন-বেশ্টের নির্দেশ পান এবং জাহানের বিবরণানুযায়ী কার্য করেন। নতুনা পতন-বেশ্ট কতটুকু পাটচাষিগণ করিতে বাধ্য হইবেন।

(৮) এ বিষয়ে পতন-বেশ্টের নির্দেশানুযায়ী কার্য করিতে বা পাট চাষ করিবার জন্য লাইসেন্স পাইতে কোনও পাটচাষীর কিছুই ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইবে না। এ সম্পর্কে পাটচাষীর বিভাগীয় কোনও কর্ত্তারীকে বা পাট-কর্ত্তারীর কোনও সেবারকে কিছু দেওনা বা দিতে চাওনা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোনও বিভাগীয় কর্ত্তারী এ সম্পর্কে আইনবিহীন কিছু গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তিনি পদাতি পাইবেন।

(৯) পাটচাষীগণ সূচন রাবিবেন যে, জাহানের সব বাস্তবতার জন্যই পতন-বেশ্ট এই ভুল এবং ব্যাপক অনুমোদন বহুপ্রস্তুত হইয়াছেন। বিভাগীয় কর্ত্তারীগণ জাহানের কর্ত্তারী বসানো চেষ্টা পান করিবেন বলিয়া বিশ্বাস। কিন্তু পাটচাষীগণেরও এ বিষয়ে কর্ত্তারী বসানো এবং জাহানের সবসম্পত্তি এবং সমস্তসম্পত্তি একান্ত প্রয়োজন। পাটচাষীগণের অন্তঃপাট এবং অবহেলা জাহানেরই স্বার্থেই বিশেষ হানিকর হইবে। বিভাগীয় কর্ত্তারীগণের অন্তঃপাট এবং অবহেলার প্রতিবিধান সপ্লিট করা হইবে। কিন্তু শুধু বিভাগীয় কর্ত্তারীগণের আর্থিক প্রচেষ্টায়, পাটচাষীগণের সহানুভূতি ব্যতীত, এরূপ ভুলের সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়; উক্তের সমস্যাতে চেষ্টা যাহা অতীত কল লাভ করা যাইতে পারে। অন্তঃপাট পাটচাষীগণের প্রতি আশ্রয়ের সপ্লিট অনুমোদন যে, জাহার যেসব নিজ কর্ত্তারী বসানোভাবে সম্পন্ন করেন এবং আর্থিকভাবে বিভাগীয় কর্ত্তারীগণের সবসম্পত্তি এবং সহকারী হন; ইহাতেই অতীত দিষ্ট হইবে।

(২)

এই বিভাগ হইতে সম্প্রতি যে ১ নং প্রচার পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পাটচাষের জন্য লাইসেন্স প্রদানের কার্যাবলী এবং পাটচাষীগণের এতদ্ সম্পর্কে কর্ত্তারী ও জাহির সম্বন্ধে সাক্ষিপত্রাধে বলা হইয়াছে। আবার একান্ত অনুমোদন, পাটচাষীগণ এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অবহিত না হইয়া থাকিলে অনতিবিলম্বে উক্ত পত্রিকার বর্ধ অবগত হইবেন এবং প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী সূচন রাখিবেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টায় পাটচাষী এবং বিভাগীয় কর্ত্তারী উভয়েই সমবেত চেষ্টায় বিশেষ প্রয়োজন। বিভাগীয় কর্ত্তারীগণ জাহানের কর্ত্তারী অবশ্য পালন করিবেন; কিন্তু পাটচাষীগণও যদি জাহানের কর্ত্তারী বসানোভাবে পালন না করেন, তাহা হইলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

১। পাটচাষীগণের অবগতির জন্য পুনরায় উল্লেখ করা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালে যে পাটের জমি তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, পাটচাষীকে ১৯৪১ সালে সেই জমির এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষ করিতে যেওনা হইবে না। শুধু জাহার মতে, অধিকার মোট তালিকাভুক্ত পাটজমির যে উল্লেখ এক-তৃতীয়াংশ জমিতে তাহারে পাটবপন করিতে যেওনা হইবে, তাহার সিদ্ধান্ত ১৯৪০ সালের পাট-বর্ত্তমানভুক্ত জমিতে প্রাথমিক থাকিবে। অন্তঃপাট, পাটচাষীগণ বিশেষভাবে সূচন রাখিবেন যে, ১৯৪০ সালে যে জমি তালিকাভুক্ত হয় নাই, সে জমিকে পাট বপন করিবার জন্য প্রস্তুত না করাই বিধে। এ বিষয়ে কোনওরূপ অন্তঃপাট অনুমোদন প্রদান হইবে না।

২। উল্লিখিত প্রচার-পত্রিকায় পাটচাষীগণকে ইহা জানান হইয়াছে যে, তালিকাভুক্ত জমির মধ্যে যদি কেব

ফ্যাসিস্ট-শাসনের বর্ষের অভিযান

[১ম পৃষ্ঠার শেখাংশ]

ইতালিয়ানদের বন্যী সম্প্রদায়কে দাবিয়ে পড়িতে চাইতে দেখিয়া প্রবিক সম্প্রদায় হঠাৎ মনে মনে খুব আশঙ্কিত হইবে। আনিসিনিয়ার দ্বারা এ-সম্প্রদায় বন্যী সম্প্রদায়ের উপর নিম্ন শ্রেণীর লোকদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়া হইবে। যে মুহূর্তে সম্ভবতঃ পিকিট সম্প্রদায় বলিতে কিছু থাকিবে না; ত্রিক সে-মুহূর্তে উপরোক্ত নিম্ন শ্রেণীর পাল্লা আসিবে।

তারপর কি ?

এ-ভাবে হঠাৎ তিন বঙ্গের কাটিবে। এ-সময় ভারতে ইটালীয়ান দ্বারা সৈন্যসংখ্যা লাভাইবে ত্রিশ লক্ষ। ভারতের রাজকোষ হইতেই ইতালিয়ান দ্বারা নিরুপিত হইবে। উক্ত সৈন্যদলে অন্যান্য ১০ হাজার ইটালীয়ান সামরিক অফিসার থাকিবে। ইতিমধ্যে ত্রিশ লক্ষ ইটালীয়ান উপনিবেশিকও আসিরা পড়িবে; সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধা, কলিকাতা, বাজার, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ইটালীয়ান দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। সমস্ত কল-কারখানার মালিকদের হইবে ইটালীয়ান। ইটালীয়ান গভর্ণমেন্ট স্বয়ং স্বয়ং শেখারের মালিক হইবেন। ইটালীয়ান জর বিক্রয় ও বকতানী খোঁজ ভারতে উৎপন্ন জ্বালানির বিলি বান্ধা নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকিবে।



প্রবিক লোকদিগকে একপাড়াতে বসান করিয়া বেগার বাটাইতে লইয়া যাওয়া হইবে।

ইটালীয়ান ভারতে তখন আর কোন বৈদেশিক থাকিবে না। কোয়েটুয়ার লাইসেন্স ব্যক্তিগতকৈ কারখানা ব্যবসা-ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকিবে না। ইটালীতে প্রস্তুত কলের লোকদের সাহায্যে ভারতে চাষাবাদ আরম্ভ হইবে। অন্য কোন দেশের লোকের ব্যবহার করা হইবে না। এ-পদ্ধতি নিম্ন শ্রেণীর লোকজন কতকটা লাভিতাই হইতে দিন হাসান করিতে থাকিবে; কিন্তু ইহার পর আসিবে জাহানের পাল্লা। সমস্ত দেশটাকে পলাতক করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে ইটালীয়ান সৈন্যসামরিকের চমচামো-পেচামো দ্বারা বাট ভৈরীর জন্য তখন এই নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে নিযুক্ত করা হইবে।

যদি এ-কালে হাজার হাজার প্রবিক বৃত্তান্তকেও পড়িত হইত, তাহা হইলেও ইটালীয়ান গভর্ণমেন্টের কিছু আসে-যায় না। বিগত ১৯৩৮-৪০ সনের মধ্যে রাজ্য ভৈরীর কাছে ৪০,০০০ আনিসিনিয়ার প্রবিকের প্রাণবিরোধ ঘটাইয়াছে। হত বেশী লোক দ্বারা বার, ইটালীয়ানদের পক্ষে ততই লাভ; কারণ ইহাতে ইটালীয়ানদের জন্য অধিক ভারতীয় ব্যবসা হইয়া যায়। সূত্রম্ব দাবিবে, এবংও এক কোটি ৭০ লক্ষ ইটালীয়ানদের স্থান চাই।

এমতাবস্থায় পাছে প্রবিকদের বন্যী-শিবিরে আতঙ্ক হইয়া পড়ে-একদা নিম্ন শ্রেণীর লোকজন আবেগন নিবেদন জানাইতে আরম্ভ করিবে। কল এই হইবে যে-বন্যী-শিবিরের ভয়ে তাহারা পূর্বাংগে আবেগন নিবেদন করিবে,

আবেগন নিবেদন জাপনের শক্তি স্বল্প অবিলম্বে তাহা-দিগকে তথ্যই পন্ন করিতে হইবে।



অবাধ্য লোকদিগকে একপাড়াতে বসে নিবেদন করিয়া হত্যা করা হইবে।

কম্ম ও তারপর

মনে করুন, কোন কোন ভারতীয় মেজা পাড়া পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক সৌভাগ্যক্রমে ইটালীয়ান সৈন্য-বাহিনী ও কোয়েটুয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু সমস্তলবাসিগণের পক্ষে পাড়া-পর্বতের শিবিরে বাস করা সোজা ব্যাপার নয়। তিনটি শীত ঋতু তথ্য বাপনের পর জাহাঙ্গীর হঠাৎ ইটালীয়ান বন্যাজী বীকারে সম্মত হইয়া ইটালীয়ান কূটনৈতিক অফিসারের সচানুভূতি লাভ করিবে; তিনি ইতালিয়ানকে কম্ম করার প্রতি-শ্রুতিও দিবে। এই পক্ষ ইটালীয়ান অফিসারের প্রতিশ্রুতিতে আত্ম ছাপন পূর্বক পলাতক নেতৃকুল জাহানের পাবু ত্যাগ আশ্রয়স্থান হইতে হঠাৎ বাহিয়া আসিবে। নিম্নীর আইন-পরিষদ ভবনের মধ্যস্থলে (ইতিমধ্যে বেগানে হঠাৎ মোরাম উৎসব প্রাক্ষণ করা হইয়াছে) জাহানিকে লম্বা হইবে। খুব বুঝানোর সহিত বাঙালী দাওদার পর নেতৃকুল বীর বীর পরিকল্পনা'কে দেখার জন্য প্রহাতিসুখে বাজা করিবে; কিন্তু পথিমধ্যে কোয়েটুয়া কর্তৃক সকলে নিহত হইবেন। হতই ইটালীয়ান অনুপত্ত হোঁচ না কেন, ইটালীয়ান উপনিবেশিক পরিকল্পনার কোন প্রত্যক্ষ প্রতিপত্তিলাসী ব্যক্তির স্থান নাই। ইহা হঠাৎ কাহারও নিকট অকিঞ্চুদ্য বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তব মতীর হরিরাছে। বিগত ১৯৩৮ সনে ইবিওপিয়ানদের মধ্যে সর্ব-প্রধান রাজপুত্র রাগ কাস্কার দুই পুত্রের প্রাণ সংহার এতদে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কতক পক্ষ ইটালীয়ান কণ্ঠচরী আতঙ্ক উক্ত রাজকুমারদের নিরত্বরণ প্রকাশ করিয়া পরানুভব করিয়া থাকেন। ইটালীয়ান আনুভব বীকার

কম্মার সময় নিহত রাজকুমারের উক্ত নিরত্বরণ পরিচয় করিয়াছিলেন। মুসোলিনির চর ইহাদের হত্যাদানন্দ করে।

হঠাৎ কোটিপত্র বেগিয়া সকলে নিবহিয়া উঠিবেন। ইহাতে কতজনের জীবন নষ্ট হইবে; কারণ এ-সকল অমানুষিক ব্যাপার ইবিওপিয়ানদের সংঘটিত হইয়াছে। ইটালীয়ানদের আকিঞ্চুদের পূর্বে যে সকল ভারতীয় বণিক ইবিওপিয়ান দ্বারা বান্ধা করিত এবং পরে বাহাঙ্গা ইটালীয়ানদের হাতে চরম দাওয়া ভোগ করিয়াছে, তাহাদের যে-কোন ব্যক্তির নিকট আপনাদ্বারা উহার সম্বন্ধ পাইবেন। ইহাতে আত্ম অস্তিত্ব নষ্ট; ইহা সত্তোর উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি বর্তমান মুহূর্তে ইটালী জর লাভ করে এবং দুটেন পরাক্রম বীকার করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্য আরও অনেক কিছ আছে। তবে সুখের বিষয়, সাবানুবারী সাহায্যের দ্বারা ভারত পক্ষকে পরাক্রম বীকার করিতে বাধ্য করিতে পারে। যদি মুসোলিনি বন্যী হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীরই কতি হইবে নবায় চাইতে বেশী। কাজেই বলা চলে—এ-মুহূর্ত একা-কুটনের নয়, ভারতেরও বটে।



হত্যায্য প্রবিকপন বীহরিন বেগার বাটিয়া দেশে করিয়া হত হইবে—জাহানের পরিবার-পরিজন নিহত হইয়াছে।

ফেল-ও-হুত শিহুত্বা তদন্ত কর্মটি

প্রাণ-পাত্রের বসন্ত তৈরী

বাঙালার ফেলসনুয়ে প্রস্তুত শিহুত্বা সম্পর্কে তথ্য করিবার জন্য বাঙালী সরকার নি: আত্মর রহমান শিহুত্বী, এম. এল. একে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করেন। বাঙালার বিভিন্ন ফেলে করেটীদের কি কি শিহুত্বা প্রস্তুত করিতে পিকা দেওয়া হইতেছে, কাসা-বুজির পর উক্ত শিহুত্বা দ্বারা করেটীরা জীবিকা অর্জনের সুবিধা পাইতেছে কিনা, বিভিন্ন ফেলে প্রস্তুত জ্বালানির চাহিদা কিরূপ এবং বাজারে অলান্য শিহুত্বাবার সহিত ফেলজাত শিহুত্বাবাদি প্রতিমশিজার টিকিয়া থাকিতে পারে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিটি চারি পক্ষ একটি প্রস্তুপত্রের বসন্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রস্তুপত্রের প্রথম বসন্ত বাঙালার বিভিন্ন ফেল-স্পারিটুয়েন্টের নিকট প্রেরণ করিয়া ফেলে শিহুত্বা প্রস্তুতের ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে। দ্বিতীয় বসন্ত প্রস্তুপত্রে কাসাবুত করেটীদের জীবিকা সম্পর্কে সংবাদ লওয়া হইবে। ত্র ও চতুর্থ প্রস্তুপত্র দুইটি বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিয়া ফেলজাত জ্বালানির বাজারে কিরূপ চাহিদা আছে এবং অলান্য দাব্য পুত্তিষ্টানের সহিত প্রতিমশিজার ত্রুটি কোন্ স্থান অবিকার করিয়াছে, ইত্যাদি বিস্তারিত জামিয়া লওয়া হইবে।

বন্দীরাট, বর্দ্ধমান ও আসানসোলে গভর্ণর বাহাদুর

[৫ম পৃষ্ঠার শেখাংশ]

বুদ্ধভাণ্ডারে বর্দ্ধমানের বিরাট ধান

বর্দ্ধমান জেলায় বর্দ্ধমানের পক্ষ হইতে বর্দ্ধমানের মহা-জমাবিজায় বাহাদুর কর্তৃক বাহাদুর বুদ্ধ ভাণ্ডারের জন্য প্রায় ১৭,৫৪০ টাকার একখানি চেক প্রদান করা হয়। প্রায় ১০ই ডিসেম্বর একটি চক-ভাণ্ডার বর্দ্ধমান গভর্ণর বাহাদুর বলেন বুদ্ধ-ভাণ্ডারের লক্ষ্যবিন্দু অর্থ সাহায্য দানের পৌর বর্দ্ধমান জেলা অর্জন করিয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলা কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ বর্দ্ধমানে ২,০০,০০০ টাকার পৌছিয়াছে। বর্দ্ধমান গভর্ণর বাহাদুর বলেন, সভ্যতায় জীবন বহুপুত্র মহারাষ্ট্র-বিরাট বাহাদুর ও মাননীয় বিজয়পুত্র সিংহ বাহকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছেন। বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজা বাহাদুর বনিকাল সিংহ বাহের সার উদ্দেশ্যপূর্বক তিনি বলেন, জেলা বোর্ডের অর্থ ১,২৫,০০০ টাকার ডিসেন্স বণ্ড প্রদান করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুর জনসাধারণের সমুখে একটি মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের আদর্শ অনুসরণে বর্দ্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার বণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

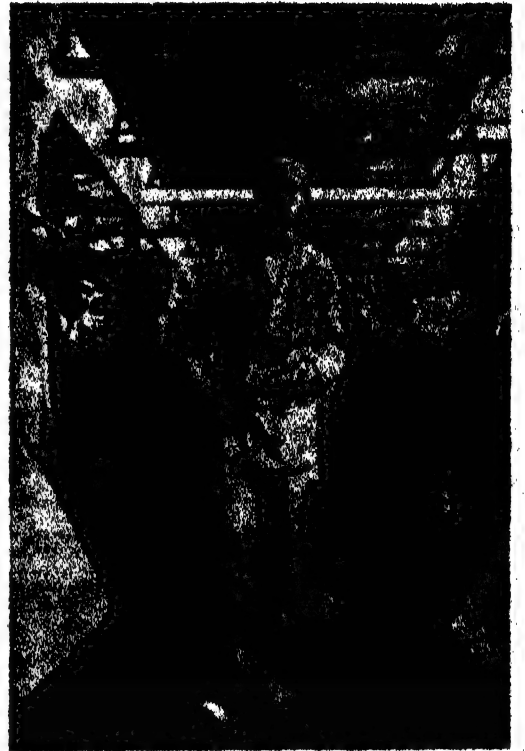
ভারতের কোন কোন বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্যকর বুদ্ধের ব্যাপারে বহুদিকে সাহায্য করার পরিবর্তে জীবন "অভিবি" হইতেছেন যেহেতু তিনি লুপ্ত প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এই আশাও পোষণ করিয়া থাকেন যে, শীঘ্রই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় একযোগে গ্রেট ব্রিটেনের সমস্ত-প্রচেষ্টার লক্ষ্যপূর্বক সাহায্যসাধনপূর্বক সাংসী-মানিত আত্মাণীকে পদ্যাস্ত করিতে অগ্রসর হইবে।

বাহাদুরের দক্ষম নিকটস্থ বা হস্তান্তর করা মাননীয় সার বিজয়পুত্র সিংহ বাহ সফলকর অনুষ্ঠান আয়োজন করেন, গভর্ণর-শেখ ভাণ্ডারের বিপক্ষে বখাসা সাহায্য করিলেন।

বর্দ্ধমান বিজয় পুত্রের সেরা এই বুদ্ধে ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উল্লসিত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে বহি ব্রিটেন পরাজিত হয়—ভাণ্ডার ভারতবর্ষকে দেখিবেন; তখন তিনি বাহ্যিক এই কার্যসম্পন্ন করিতেছিলেন যে, ব্রিটেন এই বুদ্ধে জরী হইবে এবং সে অত্যাচারের হাত হইতে ভারতকে উদ্ধার করিবে। এই প্রসঙ্গে জমাদার বর্দ্ধমান সফলকর ভারতের কড়বা সম্পর্কে বলিতে গিয়া সার বিজয়পুত্র—অর্থ-বিলের ব্যাপারে বি: ভুলান্টি

সকালে আসানসোলে কুট হাসপাতাল ও উপনিবেশের উদ্বোধন করিতে গিয়া বাহাদুর বর্দ্ধমান গভর্ণর ও উপরাজ বাহাদুর প্রকাশ করেন।

গভর্ণর বাহাদুর বলেন,—ভারতবর্ষে এক পৃথিবীর লক্ষ্য বর্দ্ধমান বাহাদুর কুট হাসপাতাল আয়োজন চাকি-ভেতে। কিন্তু গভর্ণর কর্তৃক বর্দ্ধমান বাহাদুর আশা গোপ নিধারনে বর্দ্ধমান সাক্ষ্য আত্ম করা নিবর্তে, ভাণ্ডার ভুলান্টি কুট হাসপাতাল নিধারনে সম্পর্কে সাক্ষ্য অধিকারী কম। কিন্তু



বর্দ্ধমান গভর্ণর বাহাদুর ও সফলকর বিজয়পুত্রের মন্ত্রী মাননীয় বি: হু. কুমারস্বামী মল্লিক বাহাদুর (পুলনা) সফলকর বর্দ্ধমান-মহিলা পরিষদ করিতেছেন। ডিক্রে সফলকর বিজয়পুত্রের বোর্ডিং বাস-বাহাদুর আশা আশীর্বাদে জেলা বাহাদুরে।



বর্দ্ধমান গভর্ণর বাহাদুর ও মাননীয় গভর্ণর-শেখ একটি সভায় ভাণ্ডারের প্রতি প্রথম অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিতেছেন।

তিনি আরও বলেন, "আমি শুধু বুদ্ধ-সম্প্রদায় কণা করার জন্য আসি নাই। এ জেলার চাকী সম্প্রদায়ের অর্থ সম্পর্কে কিছু করার জন্য, বিশেষ করিয়া অর্থ-বুদ্ধের বুদ্ধ বাহাদুর পদাধিনি বর্দ্ধমানের ভাণ্ডারের প্রতি সহানু-ভূতি প্রকাশ করাই আমার আসার অন্যতম কারণ। তিনি চাকীসম্প্রদায়কে এক-কণে আশ্বাস দেন যে, আশা-কণে গভর্ণর-শেখ বখাসা ভাণ্ডারকে সাহায্য করিবেন।

বুদ্ধ ভাণ্ডারের জন্য চেক প্রদান প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র-বিরাট বাহাদুর বলেন, বুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে বর্দ্ধমান গভর্ণর বাহাদুরের ধনাত্মক উপদেশের জন্য জীবন কুটল। বুদ্ধ ভাণ্ডারের লক্ষ্যবিন্দু উপর অর্থ সাহায্য করিয়া বর্দ্ধমান জেলা প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে বলিয়া জীবন পদ্যাস্ত করিতেছেন।

স্টোয়ার্টের কেন্দ্রীয় বাহাদুর পরিষদের বুদ্ধভাণ্ডার উদ্বোধন করেন।

এই জেলা পরিষদের বিভিন্ন বর্দ্ধমান সাহায্যবাহকে ধনাত্মক প্রকাশ করিয়া রাজা বাহাদুর বনিকাল সিংহ বাহ বলেন যে, ভিটলারের প্রভু হইতে মাননীয় আত্মকে সফল করিবার নিমিত্ত এই বুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য করা ভারতবাসীর অধিকা কড়বা।

আসানসোলে গভর্ণর বাহাদুর

"বুদ্ধের কুট-ভাণ্ডার বর্দ্ধমান বৈজ্ঞানিক ও সমাজ সেবার কার্য অধ্যয়ন পণ্ডিত পরিচালিত হইতেছে, আমি ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। এইগুল মাননীয় পক্ষি বাহাদুর সভ্যতার জন্য সূচিত চক—উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাষ পাওয়া যায়।" কিন্তু ১০ই ডিসেম্বর

বাহাদুর এই মহৎকর্মক কার্যকেই জীবনের একমাত্র বৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, জীবন একটুও নিম্নপাশ চক সাই বা লক্ষ্যের জনসাধারণ বখাসা বাহাদুরের পরাক্রম চক সাই।

কুট হাসপাতাল ও উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশ্যে করিয়া গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, জিনিস অর্থ অথবা অন্য কোন প্রকারের কুট চিকিৎসার জন্য হাস-পাতাল ও উপনিবেশের কাজ চলিতে পারে না,—খনিও জিনিস বাহাদুর বুদ্ধ গোপীর প্রকৃত উপকার হইয়াছে। এই উপনিবেশে শীঘ্রকাল অর্থায়ন করিয়া কুট হাসপাতাল চিকিৎসিত হইবার প্রদোষ লাভ করিবে। ইহা জাতি নিম্নোক্ত দুটি উপকার সাধিত হইবে—(১) পরিবারক প্রথম বাহাদুরের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হইতে পারিবে না এবং (২) রোগিগণ এখানে শাশীকভাবে স্বাভাবিক জীবন গাণন করিতে সমর্থ হইবে। জীবন নিম্ন-জিনিসকে সমাজের ধূলা বলিয়া মনে করিবেন না।

পুষ্টিভাণ্ডারের উদ্বোধনের পর গভর্ণর বাহাদুর, দুটি কলিক ও কুট হাসপাতাল কণা পুষ্টিভাণ্ডার প্রাথম উপনিবেশ পরিদর্শন করেন।

গভর্ণর কলিক সোভার কারখানাও পরিদর্শন করেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঞ্চিত কারখানার বিভিন্ন বিভাগ দেখেন।

ইহার পর তিনি বাহাদুর সাইবার ওরেনজের সেন্টার ও বাহাদুর চাকি: জীব পরিদর্শন করেন।

সম্প্রতি নির্মিতে প্রাথমিক সরকার-সমুদয় প্রচার বিভাগীয় ডিরেক্টরের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বাহাদুর-সরকারের পুষ্টি-বিভাগের ডিরেক্টর বি: আশা-জমাদার এই সম্মেলনে বক্তব্য দিয়াছিলেন।

আফ্রিকার রণাঙ্গণে ব্রিটিশ বাহিনীর বিজয়াভিযান

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

দিল হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী

কারবোর জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত এক ইজ্ঞাহারে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম মরুর অগ্রগামী ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীর সচিব ইটালীয়দের বৃত্ত চলিতেছে। ইটালীয় সৈন্যেরা ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে হট্টয়া বাইতেছে এবং ব্রিটিশ সৈন্যেরা ইটালীয়দিগকে বান হইতে বানান্তরে তাড়াইয়া লইয়া বাইতেছে। বন্দী ইটালীয়দের সঠিক সংখ্যা বা আসা গেলেনও মনে হয় ২০ হাজারের অধিক ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং বিভিন্ন আকারের বহু ট্যাক, কামান ও প্রচুর গোলা-বাক্স ব্রিটিশ সৈন্যদের হস্তগত হইয়াছে। পতাবিক ইটালীয় অফিসারও বন্দী হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি বাতিনীর সেনাপাধ্যক ও লুইজম কমান্ডিং জেনারেল অফিসারও আছেন।

নিম্নোক্তাংশী এলাকার দুইটি ইটালীয় বাহিনী একেবারে কোপঠায়া হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। এট বাহিনী দুইটিতে ১৪ হাজার হইতে ১৭ হাজার পর্যন্ত সৈন্য হইয়াছে।

রোম হইতে প্রকাশিত একটি ইটালীয় ইজ্ঞাহারে বলা হইয়াছে যে, বুখার নিম্নোক্তাংশী পশ্চিমে তুলস বৃত্ত হইয়া গিয়াছে। এই বৃত্তে ইটালীয়দের প্রভুত্ব কতি হইয়াছে। আকাশে দুই সাতটি ইটালীয় বিমান ধূস হইয়াছে।

ভার্মাণ্ডিতে ব্রিটিশ বিমানের হান

বিমান বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, ১১ই তারিখ বুখার রাতে ব্রিটিশ বিমানবহর ভার্মাণ্ডিতে আক্রমণ অভিযানকল্পে ও বহু বিমানবাহীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। পশ্চিম ভার্মাণ্ডিতে বায়নচাইম পাওয়ার স্টেশন, রেল-লাইন এবং কালে ও লুলোন বন্দরের উপরও বোমাবর্ষণ হয়। ইটালীতে নেপলসের উপরও আক্রমণ চলিয়াছিল।

গ্রীক-বাহিনীর অগ্রগতি

এপেন্স বেতাবে বলা হইয়াছে যে, নিম্নিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রীক বাহিনী অগ্রসর হইতেছে। অধিশ্রায় ব্রী ও তুমারপাতের মধ্যেও তাহারা নতুনদের অনুসরণ করিতেছে। ইটালীর বাতিনীর বান পানু বিমানেরা পশ্চিম-পূর্বের দিকে হট্টয়া বাইতেছে। তাহাদের বাবা-মামের সর্বপ্রকার চৌকি বাধা হইয়াছে। আরও উত্তরে তাহারা বেশ কয়েক প্রবল ভাবে বাধা দিতেছিল, তাহাও রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রেরিত অফিসে গ্রীক বাহিনী আলবেনিয়ায় আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্খল অধিকার করিয়াছে। আরও উত্তরে ইটালীয়দিগকে এমন একটি কৃত্রিম ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বান হইতে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে যে তাহারা উহা পুনরায় ধ্বংসের চেষ্টা করে। ফলে তাহাদের গুরুতর ক্রটি হইয়াছে। গ্রীক বাহিনী ইটালীয়দিগকে সিংগাস কেলিতে দিতেছে না এবং তাহারা ট্রেন-রোডের নাম অগ্রসর হইতেছে।

বাতিভানে বিমান-আক্রমণ

১১ই ডিসেম্বর বুখার ভার্মাণ্ডি বিমানবহর বাতিভান এলাকায় প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছে। প্রচুর বোমাবর্ষণ ৬টি গীকো, ১১টি বিমান, ২টি সিনেমা পুন্ড ও বহু ঘরবাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ হয়। কয়েকটি এলাকায় বহু বসতিগারীও কতিপয় হইয়াছে। কতিপয় লোক হতাহত হইলেও আক্রমণের প্রচণ্ডতার তুলনায় নিহতের সংখ্যা কম।

পূর্বে ভার্মাণ্ডি বিমানগুলি বাতাবিক রীতি অনুযায়ী হান দেহ এবং পরে পরের উপর আক্রমণ বোমা নিক্ষেপ

করিতে থাকে। পরে আরও কতকগুলি বিমান আদিয়া বুখারের তীব্র বিকোরক বোমা কেলিতে থাকে। বহু বানে আগুন ধরিয়া যায়। কিন্তু প্রাপ্যত পরিশ্রমের ফলে উহা নিবাইয়া কোলা হয়। এক সময় বিমান বান কামানের প্রবল আক্রমণে ভার্মাণ্ডি বিমানগুলি উত্তরকালে উড়িয়া আতঙ্কিত করে।

১২ই তারিখ বুখারভিয়ার আকাশে দুই ৬টি ভার্মাণ্ডি বিমান ধূস হইয়াছে।

ইউন কলেজ কতিপয়

ইংলণ্ডের লন্ডনে বসতিমা বিমানের "ইউন কলেজের" উপর সম্প্রতি দুইবার বোমা বর্ষিত হয়। প্রথমবারের আক্রমণে কলেজের উপর দুই নতাবিক আক্রমণ বোমা নিক্ষেপ হয়। বোমাবর্ষণে কলেজের দুইটি লালনে আগুন ধরিয়া যায়। কলেজ বেডচামেরক-বল ঐ আগুন নিবাইয়া কোলে।

বিতীয় বারের আক্রমণকালে কলেজের উপর দুইটি তীব্র বিকোরক বোমা নিক্ষেপ হয়। কলেজ কলেজের ঐতিহাসিক কক্ষ ও কলেজ অভ্যন্তর পীড়িত কতিপয় হয়।

ইউন কলেজ ইংলণ্ডের একটি অতি বিখ্যাত কলেজ। পাঁচশত বৎসর পূর্বে রাজা র্ট হেনরি এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মিল্যান্ডে নৈশ আক্রমণ

বিমান বহর হইতে প্রকাশিত এক ইজ্ঞাহারে প্রকাশ যে, ভার্মাণ্ডি বিমান বহর গত ১১ই তারিখে বুখার রাতি-কালে মিল্যান্ডের একটি নহরের উপর প্রবলতঃ বে আক্রমণ চালায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। ইজ্ঞাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, অন্যত্র নতবিসমের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং কতি সামান্যই হইয়াছে। উক্ত নহরের উপর সার্বভাষিকারী আক্রমণে যে কয়েকটি বানে আগুন ধরিয়া যায়, তাহা অধিনয়ে নিবাইয়া কোলা হয়।

ভার্মাণ্ডি মাল-ভাহাজ আটক

ওলন্দাজ ডেইয়ার "ড্যানকিং ইয়ারডেন" কিতা উপ-কুলের অধুবে "হাইন" নামক ভার্মাণ্ডি মালবাহী জাহাজটিকে আটক করিয়াছে।

ব্রিটিশ অবরোধ এডাইবার জমা "হাইন" বাহিনী পূর্বে মেলিকোর ট্যাম্পিকো বন্দর ত্যাগ করে। পশ্চিম আটলান্টিকে কোন এক বানে ওলন্দাজ ডেইয়ারটি হাইনের নিকট উপস্থিত হইলে উহাতে আগুন অনিতে দেখিতে পায়।

মাকিণ নৌ-বিভাগের এক সংবাদে প্রকাশ, হাইন জাহাজের নাবিকগণ জাহাজ ত্যাগের পূর্বে নিকেরাই জাহাজটিকে ভুয়াইয়া নিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

ভার্মাণ্ডি রসবাহী জাহাজ নিমজ্জিত

ব্রিটিশ সাবমেরিন "সামকিন" হইতে দুইটি টপে'জো নিক্ষেপ হওয়ার অব্যবহিত পরেই চারি হাজার টনের একখানি ভার্মাণ্ডি রসবাহী জাহাজ নরওয়ে উপকূলে নিমজ্জিত হইয়াছে। জাহাজখানিতে ভার্মাণ্ডি প্রচুর বস্তু ছিল। উক্ত সাবমেরিনের কক্ষক ভার্মাণ্ডি জাহাজ-খানিকে টপে'জো আঘাতে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া-ছেন। ব্রিটিশ নৌ-বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে ভার্মাণ্ডি ৪ নবদ্র টনের একখানি ডেনমার্কী জাহাজও উক্ত সাবমেরিনের আক্রমণে বারো হইয়াছে।

নরওয়ে ভার্মাণ্ডি জাহাজ ভূবি

নরওয়ে ভার্মাণ্ডি জাহাজ "অসলো ফিরট" (১৮ হাজার টন) নিউ-ক্যান্সনের নিকট (ইংলণ্ড) এক বাইনে বাধা বাইয়া ভূবিয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডে ভার্মাণ্ডি বিমানের হান

গত ১২ই ডিসেম্বর রাতিতে কিছু সময় অল্প দুই বন্দী কাল বাক বাক ভার্মাণ্ডি বিমান ইংলণ্ডের পূর্ব উপকূলে অভিযান করে। পশ্চিম-পূর্ব উপকূলের কয়েকটি বানেও কয়েক বাক বিমান হান দিয়াছে। ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ এবং নানান বানে হান দিলেও মিল্যান্ড অফেনই আক্রমণের তীব্রতা বেশী দেখা যায়। ভার্মাণ্ডি বিমানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ জমী বিমান জাহানিককে আক্রমণ করে এবং বিমানবাহী কামান-শ্রেণী গজিয়া ওঠে।

রসবাহী ভার্মাণ্ডি জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ

ব্রিটিশ বিমান বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে বুখারভি-বার অপরাহ্নে উপকূলে বন্দী ব্রিটিশ বিমানবহর সেই বন্দরের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। রাতে উপকূলে বন্দী অপর একটি ব্রিটিশ বিমান হান্যও উপকূলের অধুবে একটি রসবাহী ভার্মাণ্ডি জাহাজের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে।

কয়েকটি ভার্মাণ্ডি সাবমেরিন ভূবি

ব্রিটিশ বিমান বহর লরিই সাব-মেরিন ও অন্যান্য ইউ-বোট খাটিতে আক্রমণ চালাইয়া কয়েকটি সাবমেরিন ভুয়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। একটি ইউ-বোটের কয়েকজন নাবিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গ্রীকদের আরো অগ্রগতি

গ্রীক হেডকোয়ার্টার্সের এক ইজ্ঞাহারে ১৩ই ডিসেম্বর বলা হইয়াছে যে, একটি গ্রীক পর্যবেক্ষকবাহী বন্দীসন কয়েকজন অফিসার সহ ১৫০ জন ইটালীয়কে বন্দী করিয়াছে।

লন্ডনের সামরিক মন্ত্রণালয় নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, আলবেনিয়া সীমান্তে গ্রীকদের বিদ্রুত প্রায় ১৪টি ইটালীয় বাহিনী সমাবেশ করা হইয়াছে। আবহাওয়া কারণ হইলেও গ্রীক সৈন্যেরা আরও কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে।

আফ্রিকার পশ্চিম নতুনপাশে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ইটা-লীয় সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া রাজ্য পরিচাল্য করিতে করিতে চলিয়াছে। এই এলাকার ইটালীয় সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল হইয়া উত্ততঃ ছুটাইয়া পড়িয়াছে। এই অফিসিট ইটালীয় সর্ববাহর কেন্দ্র হইতে দূরে পড়ায় সম্পূর্ণ বোমাবোণ তরানক কটলায়া হইয়া পড়িয়াছে।

কারবোর জেনারেল-হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত ইজ্ঞাহারে বলা হইয়াছে যে, আরও কয়েক হাজার ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। বিস্তীর্ণ এলাকার বৃত্ত চলিতেছে বলিয়া বন্দীদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। পশ্চিম বৃত্তে ব্রিটিশ সৈন্যেরা অব্য-গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে এবং ইটালীয় সৈন্যেরা ক্রমশঃ পিছু হট্টয়া বাইতেছে। তিনজন নিম্নের ইটালীয় জেনারেল বন্দী হইয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও লুইজ জেনারেলও বন্দী হইয়াছেন। উহাদিগকে কারবোরে বান হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জেনারেল সেদাইলারোও আছেন। জেনারেল মালটি নিহত হওয়ার জেনারেল সেদাইলারো তাহার বনে সেদাইলারকের তার গ্রহণ করেন। বসবসন পলারমকালে তিনি বুখারভিয়ার বন্দী হইয়াছেন।

ব্রিটিশ বাহিনী ক্রুতার ক্রম

ব্রিটিশ বাহিনী ক্রুতার "কোর বার" সন্থর পরে চলিবার সময় পত্র পত্রের টপে'জো আঘাতে বিহ

[১৩ পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা]

হিটলারের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ

আলসেন্স-লোরেণের উপর জার্মানীর দাবী

নোবেলকে জার্মানিগণের আবাসভূমিতে পরিণত করিবার জন্য এই দেশ হইতে কনাসী জাতিভাষী সমুদয় লোককে বাধ্যতামূলকভাবে বানাস্তবিত করিবার নিষেধ এবং এই নিষেধের বিরুদ্ধে তিনি গভর্ণমেন্টের প্রতি-
জ্ঞাভঙ্গের সম্বন্ধে পাঠ করিয়া সম্প্রতি কয়েক বৎসরে বহুভাষী হিটলারের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করা অশোভন হইবে না।
বিশ্বে এই সমুদয় প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করা গেল :—

(১) ১৯৩৫ সন ২১শে মে—“জার্মানী ওক্সবুর্গ-
জাভে স্বীকার করিয়াছে ও চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে যে, সার্ব-
ভৌমত্ব প্রদানের পর জার্মানী কনাসীর লীকা অতিক্রম
করিতে না। যদিও আনস এইসব করিয়াছি
তথাপি আনস চুক্তিবদ্ধ হইয়া পবিত্রায়
করিয়াছে। আলসেন্স-লোরেণের জন্য আনস দুইবার
বৈদ্যসম্মত করিয়া থাকিলেও উহার প্রতি আনসের আর
কোন দাবী নাই।”

(২) ১৯৩৬ সন ১১ই মার্চ—“কনাসীর উপর
জার্মানীর আর কোন দাবী নাই, জার্মানী আর কোন দাবী
করিতে না।”

(৩) ১৯৩৬ সন ২০শে সেপ্টেম্বর—“কনাসীর
কোন দেশ নওরার জন্য জার্মানীর দাবী নাই।”

(৪) ১৯৩৬ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর—“আমি
আরও বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছি— আমি সার্বভৌমত্ব
প্রদানের পর এই ভেলা কোন্ দেশের পর কনাসীকে
ভবনই বলিয়াছি যে এখন আর কনাসী ও আনসের
মধ্যে কোন মতভেদ নাই। বর্তমানে এই দুই জাতি
একত্র কাজ করিবে, ততদিন কনাসী ও জার্মানীর মধ্যে
সোহাৰ্জাও বজায় থাকিবে।”

(৫) কনাসী ও জার্মানীর মধ্যে ১৯৩৬ সনের ৬ই
ডিসেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত সোহাৰ্জাওর উত্তরপক্ষ
স্বীকার করিয়াছিল যে, এই দুই দেশের সম্প্রতি এই ভিত্তিতে
কৃষি পাইবে যে, পরস্পর পরস্পরের লীকা স্বীকার
করিয়া লইবে। তাহাতে শুধু তাহাদের উভয়ের স্বার্থ
রক্ষিত হইবে না, উহা উভয় দেশের শান্তি বজায়
অপরিহার্য সহায়ক হইবে। জার্মানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী
বোথো করিয়াছিলেন “জার্মানী ও কনাসীর মধ্যে
অন্ত্যায়মূলক বিষয়ে এমন কোন মতভেদ নাই তাহাতে বিশেষ
সম্বন্ধের কারণ থাকিতে পারে।”

(৬) ১৯৩৬ সনের ২৮শে এপ্রিল—“সার্বভৌমত্বের
প্রত্যাবর্তন কনাসী ও জার্মানীর মধ্যে স্বাভা-
বিকভাবে নিষেধ করিয়াছে।”

(৭) এমন কি ১৯৪০ সনের ১১শে জানুয়ারী তাহলে
অর্থিক মুক্ত ঘোষণার ৪ মাস পরে একজন জার্মানি
বোম্বার্ডার আনসের কনাসীতে বোম্বা-
“আলসেন্স আনসের জন্য মতে; আনস আলসেন্স লোরেণের
উপর সর্বপ্রকার দাবী পরিত্যাগ করিতেছে।”

ডন প্যাপেনের কার্যাবলী

ডন প্যাপেনের কার্যাবলী

ডন প্যাপেন অকস্মিকভাবে সেক্রেটারী এবং
মেম্বারদের উপস্থিতিতে ডন প্যাপেনের সঙ্গে এবং
সংসদে গিয়ে সে কথাবার্তা হইয়া গিয়াছে, সে সম্পর্কে
কিছুই প্রকাশ পাই নাই। জার্মানি বহুসংখ্যক কনাসী
হইতে অনুমিত হয় যে, ডন প্যাপেনের কার্যাবলী
প্রতি ডন প্যাপেন এবং পাঠ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে
বাসিন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। প্রকাশ, ডন প্যাপেন
কার্যাবলী হইতে প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা জার্মানীর নাই।

[পরিবর্তী কলমে নিম্নে দেখুন]

কনাসীর হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে

বৈদেশিক প্রেরণা

ভূতপূর্ব মন্ত্রীর অভিমত

নতুন কনাসীর ভূতপূর্ব মন্ত্রী মি: ডি. ডি. টিসিকে
গত জুলাই মাসে কনাসীর ভিতর হাটবার আসন দেওয়া
হইয়াছিল। তিনি হাটতে অধীকার করেন এবং অস-
কোটে বসেন। তিনি কনাসীর পক্ষে বলেন যে, কনাসীর
যে লক্ষ্যকার বিতর্কিত অস্তিত্ব হইতেছে এবং যাহার
লক্ষ্যমান হাটই মুসলমান পক্ষি, জাতি বা কনাসী-
বাসী পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিধে কোন দাবী করিবে না।
আধুনিক সময়ে কনাসীর লক্ষ্যকার হত্যাকাণ্ড
কিন্তু না। ইহা বৈদেশিক প্রেরণা দ্বারা দেশ মধ্যে
প্রবর্তিত হইয়াছে।

“কিন্তু বিতর্কিত লক্ষ্যকার এই হত্যাকাণ্ড লক্ষ্যকার
করিয়াছে; ইহা কনাসীর অসুস্থতার জন্যই হইয়াছে।

“আমি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ে সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্যকার
কিন্তু পাই যে, কনাসীতে বর্তমানে ৯০ জন লোক
এই হত্যাকাণ্ডের শিকার করিয়াছে।

“কিন্তু এই সমুদয় পানসের দাবী হইতে ইহা নষ্ট;
যদি আরও, কনাসীর বর্তমান লক্ষ্যকার পক্ষ সমর্থ
পানস কতকগুলি লোক ও অস্ত্র।

“ইউরোপের এই উদ্যোগ কোণে—বাক্তর শোষণের
চৌম্বার কনাসী জাতি ২,০০০ দুই হাজার বৎসর
পর্ষদে বাঁচিয়া আছে।

“ইহা এখনও বাঁচিয়া থাকিবে এবং সুসভ্য মানব
জাতির দ্বারা অন্যান্য দেশের সমর্থিত করিবার জন্য
পাকিস্তান স্বাধীন জীবন যাপন করিবে।

“ইহা হইতেই বুঝা যায়, কেন আজ প্রায় সমস্ত দেশ
বিত্ত-পক্ষি করে কনাসী প্রাধান্য করিতেছে; কারণ তুমি
ইহা হাটই তাহার স্বাধীনতা বজায় থাকিতে পারে।

“বাহার কনাসীর লক্ষ্যকার আনস কিংবা তাহাদের সম্বন্ধে
বাহারের কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাহারা আনসের সন্তিত
একত্র হইবেন।”

বিমানকর্তার তুলনামূলক হিসাব

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বিবরণ

সম্প্রতি কনাসীর উপর ও চারিত্রিক যে বিমান সম্বন্ধ
হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণ ও পক্ষপক্ষের কাছার কত বিমান
প্রাণ হইয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল :—

পক্ষপক্ষ	কৃষ্ণের পক্ষে	বিমানের নিষেধ চালক
অক্টোবরের		
মোট সংখ্যা	২৪১	১১৯
নভেম্বর, ১—৭	৫০	২২
নভেম্বর, ৮—১৪	৮১	১০
নভেম্বর, ১৫—২১	৪৭	৮
নভেম্বর, ২২	২	১
নভেম্বর, ২৩	১১	১
নভেম্বরের মোট	১৯১	৪০

[পূর্ব কলমে দেখুন]

পক্ষপক্ষ ইউরোপ এবং তুরস্ক হাটতে বহু বিমান
না করে, এই জন্যই বাকি জার্মানী বিতর্কিত পক্ষি
সন্তিত করিয়াছে এবং হইতেছেন। ইটালী-প্রাধান্য
সম্প্রতি জার্মানীর নিষেধকতা উহার কতকগুলি সমর্থন
যোগ্য। তবে জার্মানী ইহা জানাইয়া গিয়াছে যে,
যদি কৃষ্ণ সৈন্য প্রাণে অবতরণ করে, তাহা হইলে
জার্মানীর হত্যাকাণ্ড অবশ্যক হইয়া পড়িবে। জার্মানীর
সার্বভৌমত্ব মুক্ত-বিত্তি কার্য করেন না। জার্মানীর
উচ্চ সোহাৰ্জা প্রাধান্য অধিকার সত্যতা প্রকাশ না
কিন্তু বর্তমান ভূতপূর্ব মন্ত্রী তাহাদের নিম্ন কৃষ্ণকে
অনুরোধ জানাইবেন।

লওগে বিমান-সংক্রমণ-নিরোধ ব্যবস্থা

ভূতপূর্ব আনসের প্রেরণা

নিষেধকতা বিতর্কিত পক্ষপক্ষের সেক্রেটারী
বিস এডেন উচ্চকিনয়ন কয়েকটি উপস্থিত সমস্যা
সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইয়া বসেন, “আনসের
জীবন যাপন হাটতে আনসের করিয়া ভূমিতে হইবে।”

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ—খাটা ব্যবস্থা।—
লওগে জার্মানীর আনস বসেন কনাসীর কৃষ্ণ-
পক্ষের কাটা-পক্ষিকার লক্ষ্য এবং শেষ হইয়াছে।
ভূতপূর্ব দেশের মধ্যেও কাজ আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতে
বিশেষ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গ প্রকাশিত; এই সমস্যা
মধ্যে ১৬টি টেননের কাজ শেষ হইবে এবং অন্যান্য
সমস্ত টেননের কাজ বৎসরের শেষ ভাগে সম্পূর্ণ হইবে।

পক্ষ-আনসের—যে সমুদয় পক্ষ-আনসের আনস
স্বীকৃত করা যায় নাই, সেগুলি বহু করা হইয়াছে এবং
তৎপরিবর্তে তৎপরিবর্তি আনসের ব্যবস্থা করা
হইতেছে।

জাপের ব্যবস্থা—এক প্রকার মৃত্যু বরণের জাপ-
সম্বন্ধে বহু ব্যবস্থার ব্যবস্থা করার জন্য সমস্ত
বিতর্কিত মন্ত্রী সন্তিত আলোচনা চলিতেছে।

টিকেট—জাপের ভূতপূর্ব দেশের আনসের
নিষেধকতা প্রাধান্য উচ্চ করে, তাহারা কৃষ্ণের
টেননে তিন মাসের সাময়িক টিকেট পাইবে। যে সমুদয়
লোক বৈ আনস করিয়া থাকে, তাহারা জাপের সার্ব
নিষেধকতা থাকিলে বহু দান পাই হইবে, তখন তাহাকে
প্রাণ অধিক দেওয়া হইবে। সমস্ত বিন টিকেট মত
সমুদয় লোক জাপের ব্যবস্থা উচ্চাভিলাষি মত
সমস্ত মৃত্যু ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইবে। গত দুই
মাসে ৫৯২টি তৎপরিবর্তি আনসের আনসের
আনসের খেলা হইয়াছে। তাহাতে ১০০,০০০ এক
লক্ষ লক্ষমণীকে আনসের দেওয়া হইতে পারে।

সার্বভৌমত্বের নো মুক্ত

কৃষ্ণ সার্বভৌমত্বের অভিমত

“ডেইলী টেম্পেল” সম্পাদকের প্রবন্ধে বসেন :—
“ইটালীজান নৌ বিতর্কিত পক্ষে নভেম্বর মাসের
মুখ্য-কৃষ্ণের দিন। এক পক্ষপক্ষের কিছু অধিক
লক্ষ্যের মধ্যে পর পর দুইটি আনস পাইয়া ৬ বার
মুখ্যকার প্রাধান্য এবং ৭ বার তাহা জাপের জাপের
সম্বন্ধে গভীর ইটালীর বিলাসি বোম্বা মুক্ত ঘোষণা
সম্বন্ধে তুলনামূলক একজন সত্যতা অবস্থায় আনস
পৌত্তিকতা; বহুসংখ্যক ইটালীর মত একবার
কাছের প্রাধান্য এবং দুইবার তাহা জাপের জাপের
মুখ্যকার প্রাধান্য হইল। পক্ষপক্ষের ইটালীজান
আনসের মত ইটালীজান নৌ-বতের কৃষ্ণ-বিনা
প্রতিপক্ষ হইতেছে।”

“টাইমস” বলেন :—“১১ বৎসর পূর্বে জাপের
জাপের পক্ষপক্ষের সার্বভৌমত্ব পক্ষপক্ষ ও আনসের
লক্ষ্যকার পক্ষপক্ষের সার্বভৌমত্ব ইটালীজানকে মত, বহু
কৃষ্ণকে উপস্থিত করিতে হয়।”

ইটালীজান সার্বভৌমত্ব উচ্চ মুক্ত যে বিশেষ বিলাসি,
যদি ইটালীজান উচ্চ জাপের উচ্চ করিবে। বিতর্কিত
কৃষ্ণ বৈ-বতের জাপের নৌ-বতের কাছের পক্ষ
কিন্তু জাপের সন্তিত পক্ষে, উচ্চ বিলাসি জাপের
হইয়াছে। ইটালীজান বিলাসি জাপের পক্ষ
উচ্চ আছে। উচ্চ পক্ষের মত ২৪ মত। অপর
পক্ষে ইটালীজান লক্ষ্যকার পক্ষের ২৭ হইতে ৩০
মত।

সংবাদ প্রকাশে বিধিনিষেধ

সাময়িক খেলা পূর্ণ সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের নিষেধ

সেনাদল সম্পর্কিত সংবাদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে এক সরকারী নির্দেশ প্রচার করা হইয়াছে, অতঃপর নিম্নোক্ত নির্দেশ জারী করা হইয়াছে:—

“সেনাদলের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, জিমখানা এবং এট ধরনের খেলা-ধুলা সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে:—

(ক) যখন কোন টুর্নামেন্টে সেই সকলের সকল কিংবা অধিক সংখ্যক ইউনিট যোগদান করিতেছে, তৎকালে সেই সকলের ইউনিটসমূহের ব্যাপক তালিকা প্রকাশ করা হইতে নিষেধ থাকিতে চইবে।

(খ) খেলা-ধুলা সম্পর্কিত সংবাদে কোন বিশেষ ইউনিটের নামোল্লেখ করা হইতে পারিবে; কিন্তু বিশেষ সামরিকতা অবলম্বন করিতে হইবে নাহাতে উক্ত নামোল্লেখের ফলে সেই সকলের ইউনিটসমূহের ব্যাপক তালিকা প্রকাশে উচ্চ সাহায্য না করে।

(গ) ব্যাটলিয়নের সংখ্যা উল্লেখ না করিয়া রেজিমেন্ট অনুসারে ইউনিটের নামোল্লেখ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে যে, ১১১ নং পিথ রেজিমেন্টকে “১১১ পিথ রেজিমেন্টের একটি ব্যাটলিয়ন”, বরফোর্ড রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটলিয়নকে “বরফোর্ড রেজিমেন্টের একটি ব্যাটলিয়ন” এবং কিং জর্জ V লিফথ বক্সী সাপোর্ট এণ্ড হাই-সার্ভিস প্রথম ফিল্ড কোম্পানীকে “কিং জর্জ V লিফথ বক্সী সাপোর্ট এণ্ড হাই-সার্ভিসের একটি ফিল্ড কোম্পানী” বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে।

(ঘ) যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে কোন বিশেষ ইউনিটের সংগঠন, স্থান পরিবর্তন এবং আচরণের সংবাদ জ্ঞান-ইচ্ছা প্রেস-অফিসারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সংবাদ প্রকাশ করা চলিবে না।

জরুরী কর্মশ্রমে ভারতীয় পদাতিক সৈন্য

বাঙালার প্রচেষ্টা আদৌ ব্যর্থ হয় নাই

ভারতবর্ষে সম্রাটের সমস্ত বাহিনীতে বাঙালার হইতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে লোক যোগদান করিতেছে।

জরুরী কর্মশ্রমের জন্য ভারতীয় পদাতিক সৈন্যদলে সম্প্রতি যে বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত হইয়াছে, সেখান বাঙালার বেশ বিশেষ গৌরব অর্জন করিতে পারে। এই সংখ্যা যুগে যুগে ভারতের কথা অবগত হওয়া যায় এবং দেখা যায় যে, গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সেন্ট্রাল ইন্টারভিউ বোর্ড যে বোর্ড সংখ্যা নিযুক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রেসিডেন্সী ও আসাম জেলাসমূহ পতক ১৩টি করিয়া লোক সরবরাহ করিয়াছিল।

অন্যান্য প্রদেশের সহিত এই সম্পর্কে সংবাদমূল্যবান তুলনা করিলে দেখা যায় কোন কোন প্রদেশকে উচ্চ অতিক্রম করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ পাঞ্জাবের উল্লেখ করা হইতে পারে। যে সকল লোক এই ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে যদি ভারতবর্ষের বাঙালী কন্যার মত সম্মান দিয়া গণ্য করা হয়, তবে বাঙালার বেশ এই ভাষিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারে যে, তাহার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় নাই। এই সকল সাক্ষ্য উৎসাহিত হইয়া বাঙালার সৈন্যকে আরও অধিক সংখ্যক সৈন্য লোককে প্রেরণ করা উচিত।

কলিকাতার নিম্নদীপ মহড়া

১১ই ডিসেম্বরের সাক্ষ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান

কলিকাতা ও তাহার চতুর্দশার্ধ অঞ্চল পুর বিমান দ্বারা নিম্নদীপে আক্রান্ত হইলে ত্রাসপূর্ণ হওয়া যায় কিভাবে সমস্ত পুর অধিকার করিয়া দেখা হইবে, তাহার একটা মহড়া গত ১১ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হইয়া গিয়াছে।

সকল পুনি হওয়া মাত্র সমস্ত বাতাস, বাতী, অগ্নি প্রভৃতির সমস্ত আলো নিবিত্য যায়। কেবল বেখানে কোনও সময়ে আগুন নিবে না, সেখানে অর্থাৎ শূণ্য-বাতিভাঙিতে চিত্তের আশ্রয় যেমন জনে তেমনি অগ্নিতে থাকে। তবে শূণ্যতার অন্যান্য কার্য চিহ্নের সাহায্যে হয়।

ট্রামে, বাসে, মোটরে এবং গারে টাটকা বহু ব্যক্তি সন্ধ্যায় পথের কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তাপথে নিম্নদীপ মহড়ার মত দেখিবার জন্য বেড়াইতে থাকে। ট্রামের আয়োজীরা ট্রামের জানালা খুলিয়া নগরীর বিভিন্ন পোতা দেখিবার জন্য চেষ্টা করিলে কনডাক্টররা তাহাদের বাধা দেয়।

কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তাঘাটা ও বাটখালাগুলি ঘোলা ছিল; তবে তাহাদের সৌন্দর্য্যমান আলোকবানান পরিবর্তে টিকিট দরের সম্মুখে কেবল নীল আলো অগ্নিতে দেখা যায়। কিন্তু শীতের কলিকাতার সার্কাসটি মিথুয় ও মিলুয় ছিল। চৌরঙ্গীর হোটেলগুলির বাহিরে পর্কা দেওয়া থাকিলেও তিতরের অধিবাস আনন্দপ্রাপ্ত পূর্বের মায়ের ছিল।

ই-আই-আরের পনরটি ট্রেন এবং বি-এস-আরের আটটি ট্রেন যথাবিধিত আলোকবিহীনভাবে ছাড়ে এবং ব্যাঙলের পর ট্রেনের আলো জ্বলিয়া উঠে। ই-বি-আরের ট্রেনগুলিও ঠিক এই ভাবেই ছাড়ে। অধিকাংশ মোটর হইতে নীল আলো নিসৃত হয়। অন্যান্য বাসবাহনাদিতে কোনরূপ আলো ছিল না; তবে কয়েকটি সাইকেলে কীপ আলো অগ্নিতে দেখা যায়।

রাতি বারটার সময় নিরাপত্তা পুনি হইলে রাস্তাপথের আলোগুলি পুনরায় জ্বলিয়া উঠে এবং মোটরের আলোগুলি অন্যান্য দিনের মত পুনরায় অগ্নিতে থাকে।

কলিকাতা অন্ধ-সেবাকেন্দ্র

মহাশয় গণপরিষদ-পত্নী কর্তৃক পরিচালিত

গণপরিষদ পত্নী মানসী দেবী সেরী হারবার্ট, মিসেস হামিলটন ও একজন এ-ডি কং সহ সম্প্রতি কলিকাতা অন্ধ চিকিৎসা-কেন্দ্র পরিচালন করিয়াছিলেন।

সেরী হারবার্ট তথায় উপস্থিত হইলে অন্ধ-চিকিৎসা-কেন্দ্র করিটির চেয়ারম্যান তীর্থাঙ্ক বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন এবং তার বাহাদুর ভক্তদল কার্ণানী ও উচ্চ কেন্দ্রের সেক্রেটারী সওদাগরী এ. এক, এম, আবদুল আলী, মি: এ. কে, রূপ ও বান বাহাদুর তলকক আহমদের সহিত তীর্থাঙ্ক পরিচয় করাইয়া দেন।

ভারতীয় অফিসার ডা: টি. আহমদ তীর্থাঙ্ক কেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সহীকা দান।

গত রক্তবর্ষের সকালে মহাশয় বহুসংখ্যক বাহাদুর গণের মাঠে কলিকাতার নগরবন্দী বাহিনী ও বিমান আক্রমণ প্রতি-রোধক যোদ্ধাদের দলের যুদ্ধাভ্যাস পরিচালন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধাভ্যাসে ৪ হাজার ৮ শত নগর-বন্দী ও ২ হাজার ৮ শত বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক যোদ্ধাদের যোগদান করিয়াছিলেন।

আবহাওয়া ও কলনের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সপ্তাহে বাতাস সৈন্যের আবহাওয়া ও কলনের অবস্থা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল:—

বৃষ্টিপাত হইতেছে না। শীতকালীন কলন কার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং বসন্তকালীন কলনের বসন্ত কার্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের কোন কোন জেলা বাতীত আবহাওয়া কলনের অবস্থা যথেষ্ট সন্তোষজনক। কিন্তু ৩০শে নভেম্বর তারিখে বীরভূমে ট্রে-বিলিক কায়ে ২৫১ জন লোককে নিহত করা হইয়াছিল। মেদিনীপুরের কাঁধী বহুব্রাহ্ম ৭,৬৬২ জন লোককে দান হিসাবে সাহায্য করা হইয়াছে। সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য পূর্ণ সপ্তাহের মূল্যের তুলনায় পতক ০.৪৫ ডান হ্রাস পাইয়াছে।

চাউলের দর

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, বারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে চাউর /৭১১০ সাত্রে সাত সের হইতে /৯ দর সের; নদীয়া, কুড়িমা, বেহেরপুর, চুরাজুলা ও রাণাবাটে চাউর /৭১০ সোরা সাত সের হইতে /৮ আট সের; বুর্জিাবাদ, লালবাগ, জলীপুর ও কানীতে চাউর /৭১১০ সাত্রে সাত সের হইতে ৮৫০ শৌণে দর সের; বগোছর, বিনাইনহ, বাগড়া, নড়াইল ও বনগারে চাউর /৮ সের হইতে /৯ দর সের; বুলকা, সাতকীরা ও বাগেরহাটে চাউর /৭১১০ সাত্রে সাত সের হইতে /৮১১০ সাত্রে আট সের; বর্দমান, আনানসোল, কাটোয়া ও কালনার চাউর /৭১১০ হটাক হইতে /৯ দর সের; বীরভূম ও রামপুরহাটে চাউর /৭১১০ হটাক হইতে /৮ আট সের; বাকুড়া ও বিষ্ণুপুরে চাউর /৮ আট সের; মেদিনীপুর, কাঁধী, তরলুক, বাটান ও বাউগ্রামে চাউর /৮ সের হইতে /৯৫০ হটাক; জগলী, শ্রীরাম-পুর ও আরামবাগে চাউর /৭১১০ সাত্রে সাত সের হইতে /৮৫০ হটাক; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় চাউর /৮ সের হইতে /৮৫০ হটাক; রাজসাহী, নওগাঁ ও নাটোরে /৮ সের হইতে /৮১১০ সাত্রে আট সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বামুণহাটে /৮ আট সের হইতে /৯ সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে /৭১১০ সাত্রে সাত সের; দাখিলি, কাসিয়া, মিলিগুড়ি ও কলিঙ্গা চাউর /৭ সের হইতে /৮ আট সের; হুগুণ, নীলফামারী, কুড়ি-গ্রাম ও গাইবান্ধার চাউর /৬১১০ সাত্রে ছয় সের হইতে /৭১১০ সাত্রে সাত সের; বগুড়া, চাউর /৯ দর সের; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে চাউর /৮৫০ শৌণে দর সের হইতে /৯ দর সের; কুচবিহারে চাউর /৮৫০ আট সের তিন হটাক; ঢাকা, মুল্লীখন্ড, মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে চাউর /৮ সের হইতে /৯ দর সের; বরনসিহ, জাবালপুর, চাঁদাইল কিশোরগঞ্জ ও মেত্র-কোণার চাউর /৭ সের হইতে /৮১১০ সাত্রে আট সের; করিমপুর, গোয়ালন্দ, বাগলীপুর ও গোপালগঞ্জে চাউর /৭ সাত সের হইতে /৯ দর সের; বাঘগঞ্জ, পিরোজ-পুর, পটুয়াখালী ও ককিন সাফলপুরে চাউর /৭১১০ সাত্রে সাত সের হইতে /৮১১০ সাত্রে আট সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে চাউর /৮১১০ সাত্রে আট সের হইতে /৯১১০ সাত্রে দর সের; ত্রিশুকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঠাকুরপুরে চাউর /৯ দর সের হইতে /১০১১০ সাত্রে দর সের; নোয়াখালী ও কেপীতে চাউর /৯ সের হইতে দর সের; পার্শ্বভা চট্টগ্রামে চাউর /৯১১০ সাত্রে দর সের; ত্রিশুকা রাজ্যে চাউর /৭১০ সোরা সাত সের হইতে /১১০ সোরা সের সের।

প্রকাশ, অতঃপক্ষে ২০ হাজার ইটাবীর বন্দী সৈন্যকে ভারতের কোনও এক বন্দী-নিবাসে অস্থায়ী রাখিবার বড় ব্যবস্থা করা হইতেছে। আফিসার পশ্চিম বঙ্গ অঞ্চলের সংগ্রামে এই সকল সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই তাহাদিগকে ভারতে আনয়ন করা হইবে, এইজন্য সতর্কতা বহিরাছে।

[১০ম পৃষ্ঠার ভেতর]

হয় এবং কখনো কখনো বাত। বৃষ্টি মৌসম-সংস্কৃত
এই সংস্কার বোধবা করিরাছেন। নিরন্তরনের কলে
কতলোক হস্তাহত হইরাছে বা কত সারিক লকা পাইরাছে,
আহা এখনও পর্বাৎ জানিতে পারা যায় নাই।

आय २७ हाकार-ईटालीय मैना बनी

সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ দূত
ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে প্রায় ২৬ হাজার ইটালীয় সৈন্য
বন্দী হইয়াছে।

কাৰোৱাৰ একাট বেলনকাৰী সংৰাে কলা হইবাহে বে.
প্ৰায় ১০ হাজাৰ ইটালীৰ সৈন্য বন্দী হইবাহে। কাৰোৱাৰ
বন্দীৰ একাট সংৰাে কলা বে. পশ্চিম বংগতে
অগ্ৰপাৰী কৃষিৰ সৈন্যবাহেৰ সহিত ইটালীৰ কালকোঙা
কৃষিৰীৰ তুলন যুদ্ধ চলিহেহে। কালকোঙা সৈন্যগণ
সিঙেৰেৰ বাটি স্তম্ভ কৰিবাব কলা প্ৰাণপণে লডিহেহে
এব: পান্ধা আক্ৰমণ চালাইবাব চেষ্টা কৰিহেহে, কিং
উহাৰেৰ সবল আক্ৰমণই বাৰ হইহেহে।

একটি ইটালীর সামরিক ইন্সটিটিউটে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়া-সীমান্তের নিকটে দিরেনিকা অঞ্চলে শুক্রবার অচেনাভাবে অধিকার সংগ্রাম চলিয়াছে। ব্রিটিশ বিমান বহন বিধেওটা উপলক্ষ্যেই কটোনে বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

मयूराजकुल शोक वाहिनी विजय

গ্ৰীক যুদ্ধৰ অবস্থা বৰণনা কৰিছে। গ্ৰীক বেতাৰে
বলা হৈ আছে যে, আতিথ্যাত্মক উপসাগৰোপকূলে গ্ৰীক
সৈন্যৰা একাধি বিৰাট অহলাভ কৰি আছে। গ্ৰীক সৈন্যৰা
প্ৰচণ্ডভাবে আক্ৰমণ কৰিছে। সিম্বল পত্ৰৰ নিকট
অগ্ৰসৰ হৈ আছে। চেপেলিনীৰ নিকট ইটালীদৰা
প্ৰবলভাবে বাৰা দেয়; কিন্তু পৰিশেষে বাঁটি জাতিয়া
পলায়ন কৰে। এই আক্ৰমণে বহু ইটালীৰ বন্দী হৈ আছে
এবং একাধি বিৰাট ইটালীৰ আলপাইন বাৰ্ভনী প্ৰভুত
কতি স্বীকাৰ কৰিছে পলায়ন কৰিছে।

મમત્ર સંપાદન શ્રીકામર અગ્રગતિ

বন্যজীবের বিশেষ সংরক্ষণার্থে জানাইতেছেন যে, সমগ্র
বন্যজীবনেই গ্রীকবাদিনী অশ্বসুর হইতেছে। আলবেনিয়ার
দক্ষিণ বন্যজীবনে গ্রীকগণ ইটালীর বাদিনীকে সমুদ্রের
সিক্রে লেবিকা লইবার জন্য প্রচলিতভাবে চেষ্টা করিতেছে।
এতদ্ভিন্ন সিমারা বন্যজীবের বিরাপদ্য সম্পর্কে ইটালীরগণ
উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ যে, গ্রীকবাদিনী
উক্ত বন্যজীবের ৫ মাইলের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু এখানে প্রতিকণণ শ্রেণিতির উত্তর-পশ্চিমে আরও
কয়েকটী বলের প্রবল কবিতাছে।

કે. ટે. જી. ટી. સ્કોલરશીપ નં. ૪૫૫

প্রাচীন প্রচার-বিভাগের একজন মুদ্রণকর্মী জানাইতেছেন যে, যে সব ইটালী বন্দী ইউরোপে, আফ্রিকার মধ্যে, অফিসার-দের সাংখ্য্য মোট ২০০ এবং সৈন্যসংখ্য্য ৭ হাজার। সম্প্রতি বাহাদুরকে বন্দী করা ইউরোপে আফ্রিকাকে ইচ্ছা করিত্তর করা হয় নাই এবং আফ্রিকার সাংখ্য্য এখনও গণনা করা হয় নাই।

इरानी २७२ कम बनी इरानी बनिमा श्रीका
 बनिमा ।

১. বেসম বনসভার বসন্ত হইবারে ভাঙ্গার মধ্যে ২২০টী
বন্দুক, ট্যাঙ্ক বাস ৫৫টী কামান, বহু ট্যাঙ্ক, ভাঙ্গার হাঙ্গার
অগ্নিযৌগিক বন্দুক, ২৫০ বার্নি বোট, ১৫ ভাঙ্গার
বোট, সাইকেল ও বাইসিকেল, বহু গাড়, বহু পোশাক
এজুতিন বহু লক টাকা মুল্যের অন্যান্য আরও ভিন্ন
বস্তু হইবারে।

স: ল্যভাল পদ্যাত ও প্রেক্তার

১৪ই ডিসেম্বর রাতিতে নিউ রেডিওর বারকতে
বক্তৃতা প্রদানে বার্নাল পেঠা অভিনয়ের তালীতে বলেন
“বিশ্বের ক্রিয়ায় লাভান বার করাণী অভিনয়র বই।”

মানসাল পেট্রী উপরোক্ত যোগদান প্রদর্শন করেন।
ককাদীশন, যোগের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি
এইমাত্র একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। ইদিয়ে ফুটিংকে
পরবর্তী বিভাগের যতী নিযুক্ত করা হইয়াছে।” তিনি
আরও বলেন যে, ইদিয়ে বিভাগকে মানসাল পেট্রীর
পরবর্তী সোতা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা বাতিল
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আত্মকৃত্রিম নীতি বজায়
রাখার উদ্দেশ্যেই আমি এইজন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য
হইয়াছি। ককাদীশনের সচিব আদ্যের যে সফল বিষয়
আছে, ত্রাণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কলে কোনক্রমে
বাহ্যত হইবে না। আমি এখনও জাতীয় বিপ্লবের
কর্ম বারক্রমে চালি বহিরা বসিয়া রহিয়াছি।” মানসাল
পেট্রী তাঁহার বাতাবিক ভাষার এই বক্তব্য করেন।

জাতিগত অধিকৃত অঞ্চল চট্টো প্রাপ্ত এক সংবাদে
 প্রকাশ যে, কল্যাণী পুলিশ কল্লুর নঃ লাইডাল লুট চট্টোয়ে
 এবং জাহার বাটীও বানান্দ্রালী চট্টোয়ে ।

বাংলাদেশ পেশা ব: লাভালের পশ্চাতির এবং ডায়স-
প্রিন্সিপালের পদ পোশ কঠিনা দিব্য সংবাদ টিউনারকে
আনাইডাফ্রেন বসিতা প্রকাশ। উক্ত বেশ পরিচায় বুদ্ধা
বাইডেডে নান্দীলের উদ্যেত প্রবেশা থাকুক আর নাট
থাকুক, উদ্যেত ডায়ালের সমস্ত আছে।

ভাঙ্গাশী কক্ক ও টটালী গ্রামের পদ্মাবতী

তুরস্কের কোনও সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, আশ্রাণী কর্তৃক ইটালী দখল হওয়া অসম্ভব নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোর যুদ্ধের এই দশে, ইটালীরসের সূত্রে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে একজন আশ্রাণ সাহসিক কাম্ভাচী এবং গুপ্তচর ইটালীতে গিয়াছেন।

ভাৰতীয় শাসনব্যৱস্থা

শেখর গভর্ণমেন্ট আনুষ্ঠানিক পাসনাধীন তাজিগারকে
নিজ পাসনাধীনে আনা সম্পর্কে সম্পৃতি এক বিবৃতি
দিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে,
পট ২২শে নভেম্বর যে আইন হইয়াছে, সেই আইনের
বলে শেখরগুজ মহারাজকে যে আইন দ্বারা পাসিত হইতেছে,
তাজিগারও সেই আইনের আনলে আসিবে।

निर्वाह: अक्षय २००७

একেন্দ্র বেতারের ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দিয়ারা
অন্যদল প্রচণ্ড সাংঘাতিক চলিতেছে বলিয়া শীঘ্রাতঃই বৈদেশিক
সামরাস্থাপনাগণ আনীতহুইবে। দিয়ারা আফ্রিকাভিত্তিক
একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। টায়রের সাহায্যে পৃথিবীবাসিনী
অংশের উন্নতিতে। ইটালীয়দের কারাবাসনের সমুদ্র প্রকাশ
চেতা ব্যর্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ গোষ্ঠান্তরে নিকট
মৃত্যু একটি লুন্ডার জন্য ভীষণ লড়াই চলে। পৃথিবী
বাহিনী উহা সফল করে। ইটালীয়দের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন
হইয়া জনসাধারণের মধ্যে ছড়ায়।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ଶ୍ରୀକ ଯେଉଁକାହାଣି—ଏକ ଇଞ୍ଚାଟାଏ ମୁକାମ ଯେ
 ଶ୍ରୀକ ଯାଦିନୀ କହେକାମି ନମୁ ଚୁକ୍ତ ନବନ କବିହାତ ।
 କହେକାମି ଇଞ୍ଚାଟାଟକ ନବୀ କହା ଇଞ୍ଚାଟା ଏବଂ କହେକାମି
 କାହାଣୀ ଓ କାହାଣୀ ଡିନିସ ଇଞ୍ଚାଟା ଇଞ୍ଚାଟା ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ସାକ୍ଷୀମ ବିଧାନ ନବମ ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସାଥେ ମେଳିତହସ
 ଓମନ (ସାକ୍ଷୀ ନବମ କମିଟି) : ସାକ୍ଷୀମକାରୀ କୃଷି କି
 ଯିବି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନ ନୂଆ ହେଉଛି ।

ভাষ্যসমীক্ষা: বিভিন্ন 'কথোপকথন' শব্দ

ବ୍ରିଟିଶ ବିମାନ ବିଡ଼ାଏର ଏକ ଉପାଦାନେ ବନ୍ଦା ହଟିଯାଏ
ଯେ, ୧୫ଟି ଡିରେକ୍ଟର ଗାଡ଼େ ବ୍ରିଟିଶ ବିମାନବନ୍ଦର କାଳିନେ
ସହ ଯୁକ୍ତବସ୍ତୁ ନାମକିକ ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲାଈମ୍, କାକିନାମ୍
ଏ ଡିରେକ୍ଟର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉପର ବୋମାବର୍ଷଣ କରାଯାଏ । ଏହା

সংস্কার ব্রিটিশ বিদ্যালয় ক্রমবিকাশ-অনু ব্রেন, কিয়েস লম্বার
 ও ব্রোডবের উপরও প্রভাব চানায়। করণী উপকূলে
 দুটি জাহাজ বাধিয়া জাহাজের উপর বোমা নিক্ষেপ
 হয়। ব্রিটিশ বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে বিদ্যা আদিত্যে।

বাংলাদেশ চট্টগ্রাম সরকারী চিকিৎসা একাডেমি
ককচিং বঙ্গা চট্টগ্রামে যে, ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর বোম্বার্ডিং
কমিশনে : বাহিনীর ডুপ্লিফাইং মেলবাইনেও বোম্বা
পড়িয়ে :

ଆଜ୍ଞାତ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା

ଆନ୍ଧ୍ରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ସ୍‌ମାନ କଟକ ନ୍ୟାସୀ ବିଧିବିଧି-
ନିୟମ ମହାନ ଭବନ ଛାଡ଼ିବାର ବିଚାର ହେଉଅଛି । ୧୬ଟି ଡିସେମ୍ବର
ସୁଦ୍ଧ-ବିକାଶ ନିଗମର ଛାଡ଼ିବାର ବାକ୍ୟନୀତିରୁ ଆନ୍ଧ୍ରୀୟ ବିରୋଧୀ
ସମୋଦାୟ ମୁହାଁ ନ କରାଉ ଭବନ ଛାଡ଼ିବାର ଯୋଜନା କରା
ହେଉଅଛି ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ব্রিটিশ সৈন্যদের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত
এক ইংল্যান্ডের দল হইয়াছে যে, অসুখাধী ব্রিটিশ সৈন্যদের
বিবিধা সীমায় বহুতর অসুখের হইয়াছে এবং ঐ অসুখে
এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। ঐ ইংল্যান্ডের দল হইয়াছে
যে, উত্থানী সৈন্যদের এখনো সন্তোষের বিকট সুরধ্বনি
পাশিসদের দল করিতেছে।

আবহাওয়া, ধারণা, আঁকা, মাপ ও ব্রিটিশ বিমানবাহক
পশ্চিম বঙ্গের ইংলীশ বিমান-আবহরণ বাটী ও বিমান
বাটীর উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। সমিবার ও সমিবার
ব্রিটিশ বিমান পশ্চিম বঙ্গের প্রধান নদীতে নিক্ষেপিত,
যিনি পানজল। তখনক, তবী ও এল-আদবের উপর
আক্রমণ চালাইয়াছে।

সপ্তমের সার্বিক কর্তৃপক্ষ মহলের নিকট চাইতে
জামা খেল যে, অগ্ন্যধারী ব্রিটিশ সৈন্যেরা বারম্বার ও
কাম্পুতো বুণে ও নিকট যুক্ত করিতেছে। মক বাজার
পরিষদে বৃষ্টিপাত হইতেছে। কারণ কোন ক্রিয়
শ্রম করিয়া দেখা যাইতেছে না।

একটি ইতালীয় সাহসিক ইক্সপেডিশনে বলা হইতাকে
 যে, শিবগাইক। সীমাহে ব্রিটিশ সৈন্যরা কোথ চাপ
 দিতেছে।

প্রতিবাদ সাধনের সবকারী মতল হইতে জালা গিরায়ে
যে, বিজিগদারী দ্বিগত এলাকা হইতে ইটালীর দৈন্য-
বিপাকে বিভাজিত করিতে করিতে ইটালীর লীকসার বহু
আসিয়া পড়িয়াছে।

পরিষদী দ্বারা প্রকাশ,—সোমবার ও কাপায়ে নু
 নীচ সোমবার কার্যকর অধিকাংশ উচিত।

स्टोलीग्रान विमान वाहिनी

[illegible]

কমলাট টাৰা আনিকতঃ পাইবুলে বুঝা যাউতেছে যে, বিমানপোত বা বিমানবাণীৰ কোন দিক দিশটো ইটালীৰ বিট্ৰিয়েল সমকক নহে। প্ৰথমতঃ বিমানপোত-
তালি অত্যন্ত মাজাৰি নহাৰে, দ্বিতীয়তঃ বিমান বাণীকে
উল্লেখকৰ লিখিত কৰিয়া হুলিৰাব বাধকা নাই এমঃ
তৃতীয়তঃ বৰীৰ ভাগ বিমানচালক এমঃ দিহানকৰ-
চাৰীকেৰে মুখে সাহায্যকৰ উল্লেখ নাই। প্ৰথম জোড়াণী-
ৰীকাৰ কৰিগাচে যে, ইটালীৰ পুৰন শ্বেণ্ডিৰ বিমানপোত-
নাই। এখন দেখা যাউতেছে যে, ইটালীৰ "কলটান" বিমান-
পোততালিৰ অৱলভাৱ অত্যন্ত অল্প। সোমক বিমানতালি
আকাল বটতে এমঃ লটি টটতে সহজেই অৱলভ
যায়েল হইয়া থাকে। উল্লেখৰ পুৰান কলটান
"কিৰদাৰ সি যাব ৪২" বিমানতালি বুলিল বিমানেৰ
কাছেই অৱলভ পাৰে না। তাৰা তাৰা "কলপাল সি ৪
৩৩" এমঃ "সেউকা মাদেগী ৪৪ নামক তিনি টটল
বিবিষ্ট সোমক বিমানতালিৰও নাম প্ৰকাৰ অসুবিধা
আছে।

ফ্রান্সে দারুণ খাদ্যাভাব

জার্মান বাহিনীর কামবান মান দাবীর পরিণাম

যদি বর্তমান শীতকালে ফ্রান্সে খাদ্যাভাব ঘটে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ দাবী, ফ্রান্সের জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর অতিরিক্ত চাহিদা এবং অধিকৃত ও অনধিকৃত অঞ্চল নার সিদ্ধ ফ্রান্সে বিভাগের গুণী।

তুসু সেপ্টেম্বরের দুই সপ্তাহে ফ্রান্সে চাইতে ১০ লক্ষ শূকর এবং হাজার হাজার গবাদি পশু জার্মানিতে চালান দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে জার্মানদের তুলনায় ফরাসীদের গড়পড়তা মাংসের পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পায়; সর্বাঙ্গীণে প্রত্যেক জার্মান ১৭১০ আউন্স এবং প্রত্যেক ফরাসীর তাহা ১২ আউন্স। ফ্রান্সকে চর্বিজাত প্রমাণিত অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতে হইয়াছে। শূকর পুষ্টি বার্ষিক গড়ে অনেক ফরাসী ৩৮ পাউন্ড মাংস তৈরি ব্যবহার করিত। বর্তমানে উহা ১০ পাউন্ডে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে গড়ে প্রত্যেক সপ্তাহে ১১০ পাউন্ড ওকনের কটি পাটখা থাকে। শান্তির সময়ের তুলনায় উহা এক-ষষ্ঠাংশ হইবে। ফ্রান্সের অনধিকৃত অঞ্চলেও শীতু চিনির অভাব অনুভূত হইবে। বীট চিনির মিক দিয়া ফ্রান্সে মানদণ্ডীট ছিল। জার্মান অধিকৃত অঞ্চলেও বীট চিনির চাহ হইত। শূকর সময় উচ্চ অঞ্চলের সসল দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বোর্কের মন্ডের উপরও জার্মানরা বেশ মোটা দাবী পেশ করিয়া থাকিবে। তাহারা মন্ডের অর্ডার দেয় বলে, কিন্তু উহার দাম চুকায় না। প্রকাশ কোন একটি কারিকে একটি ১২,০০০,০০০ মোটর মদ জার্মানিতে চালান দিতে হইয়াছে। ফলে ফরাসী বহুতালীকারকণা দুইকাষলাগ, হুইভেন ও নবগেরের সহিত জার্মানের চুক্তি পালন করিতে অসমর্থ হইল। এ-সকল দেশের সহিত অসামান্য ফ্রান্সের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে।

ব্রিটিশ শ্রমিকদের প্রচেষ্টা

শূকর ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অবদান

ব্রিটিশের শূকর প্রচেষ্টার জীবনী-শক্তি প্রতি কতকটা অনুপ্রাণিত মিক হইতে তুলনী প্রমাণাধার করা হইয়াছে। এই প্রমাণসাক্ষী আমেরিকার শূকর-ব্যাট্টর সময় সেক্রেটারী। তিনি মিউ-অবলিন্সে আমেরিকান শ্রমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ফেডারেশনে বোধগম্য করিয়াছেন যে, বি: বেভিন এবং বি: বরিশনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শ্রমিকগণ বর্তমানে এত যুদ্ধ-সজ্জা প্রস্তুত করিতেছে যে, ইতিপূর্বে হানুমে এতটা করিতে পারে নাই। তাহাদের পরিশ্রম দ্বারা তাহারা জার্মানের বীপ-আবাসভূমিকে স্বাধীনতার অভ্যুদয়ী দুগে পরিণত করিয়াছে। এই অবস্থার প্রচেষ্টা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃগণের তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হইয়াছে, এবং এই শ্রমিক-আন্দোলনই আজ ব্রিটিশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের বেকস ও।

শূকর কুষ্ঠ-রোগীর দান

মালয়ের একটি কুষ্ঠাশ্রমের বদান্যতা

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুষ্ঠাশ্রম মালয়ের অঙ্গার্ড সেলামগোর নামক স্থানের কুষ্ঠ-প্রতিষ্ঠান শূকর উপলব্ধি যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহা অপেক্ষা বর্তমান দান শূকর সম্পর্কে কেহ প্রদান করে নাই।

প্রায় ১,১০০ হাজার রোগী এই সম্পর্কে দান করিয়া-ছিলেন এবং উচ্চ অবস্থায় কুষ্ঠরোগের সম্পূর্ণ অজানিতে হইয়াছিল। উচ্চ পক্ষে এক শিলিং দিতে হইবে এইরূপ খবর করা হইয়াছিল এবং গরিব রোগি-গণ যে যেমন পারে, এক হইতে পাঁচ সেন্ট পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন। মোট মুদ্রিত শিলিং সংগৃহীত হইয়াছিল।

গ্রীক অভিযান ও জার্মান সংবাদপত্র

পরস্পর-বিরোধী অভিযান

সম্প্রতি বিশেষ কোডুকের সঙ্গে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, জার্মান প্রেস, ইটালী ও গ্রীসের যুদ্ধের প্রচার-কাণ্ড সম্পর্কে একেবারে বীরব। কারেকটি ইংল্যান্ড ইটালীয়ান কমিউনিক বাতীত আসল ব্যাপার কি ঘটতেছে, সে সম্পর্কে জার্মান পাঠকদের জানিবার কোন উপায়ই নাই।

বালিনে সবকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, বোধগম্য করা হয় নাই বলিয়া ওখানে কোন মুহূর্ত নাই। যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশ ব্যাপারে ক্ষুর ক্ষুর বিব্রিতে বলা হইয়াছে যে, ওখানে কেবলমাত্র হাতাচাতি লড়াই চলিতেছে।

সম্প্রতি জার্মান-গ্রীসের সম্পর্ক ব্যাপারে জার্মান সংবাদ-পত্রসমূহ সম্পূর্ণ বিপরীত মতের জন্য প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন যুদ্ধে ইটালীয় পরাজয়কে স্বাধীন গ্রীক সাফল্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল মেটাক্সাসের বিস্তারিত জন্য ভোখোরোপ করিয়া বলা হইয়াছে যে, গ্রীস তুসু নিজের জন্যই মরে; পরন্তু আলবেনিয়া ও বলকানের মুক্তি জন্যও যুদ্ধ করিতেছে।

অন্যতঃ অবস্থানের জন্য ইটালীকে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইতেছে। কিন্তু ইটালীর মিত্রশক্তিরা একেবারে একজন কুটনৈতিক প্রতিমিহি আছে বলিয়া উহার খুশি চওড়া লভ্য। বুলগেরিয়ার জিতের দ্বারা মাথলী সৈন্যের অভিযানে যদি বুনিয়া আশ্রিত উত্থান করে, তবে এই পরিকল্পনা যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইবে এবং মাথলী বাহিনী বনালিয়ায় তিতর দিয়া কিম্বা আলবেনিয়ায় প্রবেশ করিয়া ইটালীকে সাহায্য করিবে।

ব্রিটেনে প্রবল আক্রমণ আসে

ইটালীর পরাজয়ে জার্মানীর পুনরোদয়

বিশেষজ্ঞদের ধারণা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরও তীব্ররূপে ইংল্যান্ডে জার্মান আক্রমণ শুরু হইবে। যুগোসলিয়ার পরাজয়ে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাতে হিটলার ইংল্যান্ডকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য আর একবার মরণপন চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। গ্রীসের জয়লাভে যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও তুর্কী বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সুতরাং জার্মানী যদি উত্তর দিকে শত্রুর সমুদ্রবীচ হইতে না চায়, তবে গ্রীসকে সাহায্য করিবার পক্ষে তাহার আর বিতীর্ণ উপায় নাই। সুতরাং যুগোসলিয়ার জুনের সংশোধন ও চক্রশক্তির দ্বারা যৌবন পুনরুদ্ধার করিতে হইলে হিটলারকে সোজা ইংল্যান্ড আক্রমণ ও তাহাকে পরাভূত করিতে হইবে।

যুব সম্ভবতঃ হিটলার তাঁহার বিমান ও সাবমেরিন আক্রমণ দুইই বাড়াইয়া দিবেন। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা ব্রিটেনের পজি বৃদ্ধির পথ বন্ধ হইবে এবং ব্রিটেনের জলসামরিকের যবন ও ভীতি এবং নৈরাত্য সজার হইবে বলিয়া হিটলার আশা করে।

অনেকেই মনে করেন যে, তাহার পক্ষে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা সম্ভব নহে। ইটালী একবার হারিতে শুরু করিলে অত্যন্ত ভাড়াভাড়াই একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এমন সম্ভাবনা আছে। বর্তমানকালে ব্রিটেন আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পাইবে। জার্মান অধিকৃত দেশগুলিকে আভ্যন্তরিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলাও এই ক্ষেত্রের শীতকালের পরে বৃদ্ধি পাওয়ার আশা আছে। তখন তাহা বহন করিতে হিটলারকে বহু সৈন্য ব্যাপ্ত করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাকে অবিলম্বে হাফা হর একটা কিছু করিতেই হইবে।

যুদ্ধ বিরতির জন্য জাপানের চেষ্টা

সামরিক বিভ্রাটের পরিণাম

জাপান এবং নানকিং-এ ওয়াং চিং ওয়েং সাকী-গোপাল গভর্নমেন্টের সহিত শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সচি হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, এইরূপ বহু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

চীনের সহিত যুদ্ধ বড় শীঘ্র সম্ভব বহু কলিয়ার জন্যই জাপানের এই লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা। চৌকিও কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, নানকিং-এর "স্বাধীন" গভর্ন-মেন্টের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেই চীন দেশের সাকীটুকু প্রত্যাবৃত্ত হইবে এবং চীনা-কাইসেকের প্রত্যাবৃত্তি হইবে। যদিও চীনদেশবাসীর উপর ইহার প্রতিফলিতা কিরূপ হইবে, তাহা পূর্বেই অনুমান করা সহজসাধ্য নয়; তথাপি যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে জাপানের আশা উচ্চ হইবে বলিয়া বিশ্বাস। ব্রিটেন ও আমেরিকা যে দুই ভাষা পোষণ করেন ও বেক্সপ জন্তে চীনকে সাহায্য করিতেছেন, তাহাতে নিঃসন্দেহে চীন-বাসীর মনোভাব আরোও দৃঢ় হইবে।

জাপানের যথাসম্ভব দ্রুত যুদ্ধ বাধাইবার ইচ্ছা দুই কারণে হইয়াছে। কতকটা তাহার সামরিক বিভ্রাটের জন্য ও কতকটা বর্তমান অবস্থায় তাহার দক্ষিণাভিমুখী অগ্রগতির সম্প্রসারণ সম্বন্ধিত বলিয়া উপলব্ধি করার। চৌকিওতে অনেকেকা বসিতে পারে যে, জাপানের, একজন সম্প্রসারণের সম্ভাবনার সময় নিশ্চিষ্ট আছে। একজন সময় নিশ্চিষ্ট হইয়াছে ইউরোপের বটনাবলীয়া দ্বারা এবং তাহার চেয়ে বেশী হইয়াছে আমেরিকার দ্রুত যুদ্ধ-আয়োজন হেতু। এই অবস্থার মধ্যে আর একটি বিষয় হইল রাশিয়ার হাবভাব। জাপানের সহিত অসামান্য চুক্তির যে কথাবার্তা চলিতেছিল, তাহার এখন কোন ফলাফল হয় নাই এবং কথাবার্তা যদিও এখন পর্যন্ত চলিতেছে, উহা বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না। ইহাই দুই চর যে, ফণিরা যুব সতর্ক নীতি অবলম্বন করিয়াছে। সোভিয়েট গভর্নমেন্ট চীনা কাইসেককে সাহায্য করিয়া আসিতেছে এবং জাপানের একজন ভর আছে যে, অল্প প্রাচ্যে কর্তৃক বিস্তারের চেয়ে সে নিজের জয় লাভই বেশী পছন্দ করিবে। এই জন্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।

অষ্ট্রেলিয়ার পেট্রোল

অন্য যে কোন দেশের পেট্রোলের সমতুল্য

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াতে ব্যাপকভাবে পেট্রোল পণ্ডিত্য করা হইতেছে। প্রথম দফার যে পেট্রোল সম্ভবতঃ করা হইয়াছিল, উহা সম্ভবতঃ বিভাগের স্বাধীন সৈন্যবাহিনী ইউরোপের মোটেই ভর্তুকী করা হয়। নিউসেস সেল হইতে গ্রেস ডেভিস নামক স্থানে পেট্রোল পরিষ্কার করা হয়। আশা করা যায় যে, উচ্চ স্থানে প্রথম বৎসর ১০,০০০,০০০ গ্যালন পেট্রোল পরিষ্কার করা হইবে।

কয়েকদিনের মধ্যে, ১০টি বকবহনবিধি ব্যাটারী প্রায় ৫০০ পত টন বেটে তৈল ব্যবহার করিয়া প্রায় ৫৮,০০০ গ্যালন অপরিষ্কৃত তৈল উৎপন্ন করি-তেছিল। এই তৈল হইতে প্রায় ৩৫,০০০ গ্যালন পেট্রোল প্রস্তুত হইবে।

সম্ভবতঃ বড় বড় অরেল কোম্পানীর মার্কস এই পেট্রোল বাজারে চালু করা হইবে। গ্রেস ডেভিস নামক স্থানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বেটে তৈল বহুত আছে, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। এখানে টন পিছু একশত গ্যালন তৈল পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে ইউরোপে পাওয়া যায় প্রতিটনে মাত্র ২৫ গ্যালন।

গ্রেস ডেভিস স্থানবিশেষে প্রস্তুত আর পরিবাহণ পেট্রোল হইয়া মোটর চালক প্রতিষ্ঠানের লোকেরা বাজার মোটর চালানো পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহা যে কোন পেট্রোলের সমতুল্য।

বাংলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

[৭ম পৃষ্ঠার শেখাংশ]

জমিদার বাহিরের কোন ভবিষ্যৎ পাটচাষ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিজ বোকার বসতা লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে ২৪ নং ফর্মের সার্টিফিকেটের প্রতিমার সহি বোকার নকল সহ স্থানীয় উপায়কর্তাইসি: অফিসার অর্থাৎ জুনিয়র সেকেন্ড ক্লাসের এগিট্যান্ট ইন্সপেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। তাহার পর উক্ত দরখাস্তে লাইসেন্স প্রদানের তারিখের স্থানীয় ইন্সপেক্টর জুনিয়র বা লাইসেন্সিং অফিসারের চুক্তি আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা সরব-সাপেক্ষ। অতএব পাটচাষীদের পক্ষে, একান্ত প্রয়োজন না হইলে, ১০ (২) ধারা অনুযায়ী এই ব্যবস্থা অবলম্বন না করাই সুবিবেচনার কার্য্য হইবে।

৩। যদি কোনও পাটচাষী মনে করেন যে, উল্লিখিত পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন, তাহা হইলে জমিদারজাত পাটচাষির বসলে যে ভবিষ্যৎ তিনি পাট বপন করিতে চান, তাহার সার্টিফিকেট প্রতিমার সহি বোকার নকল (অনুলিপি) স্থানীয় কালেক্টরী হইতে সংগ্রহ করিয়া জমিদার, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় এগিট্যান্ট ইন্সপেক্টরের অফিস হইতে ২৪ নং ফর্মও সংগ্রহ করিবেন। বোকার বসতা লাইসেন্স বিতরণ হওয়ার তারিখ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাহাতে উক্ত আবেদন দাখিল করিতে পারেন, তাহার জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।

৪। পাটচাষীগণকে ইচ্ছাও পূরণের সুযোগ করা হইতেছে যে, যদি লাইসেন্সের জন্য নিযুক্তিত লাপ কোনও বড় বাগের অংশ হয়, তাহা হইলে এই অংশ বখোপবৃত্তান্তে বিভাগ করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে; তাহা না হইলে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। ইহা পরিচালিতাবে জানিয়া রাখা দরকার যে, পাটচাষীগণের স্বাধীনতার উচ্ছেদে বাহাতে বহুদেশের কোনও স্থানে লাইসেন্স বাতীত একটি পাটসাহ ও কেহ অন্যাইতে না পারেন, সে বিষয়ে গভর্নমেন্ট এবং গভর্নমেন্টের আদেশানুযায়ী অত্র বিভাগীয় কর্মচারীগণ লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ। এ বিষয়ে যাহা গভর্নমেন্টের নির্দেশ বা আইন অবলম্বন করিবেন, তাহাদিগকে তাহার কলতোগ করিতে হইবে। গভর্নমেন্ট কাহাকেও রেহাই দিবেন না; এবং আইন লঙ্ঘন করিলে ধনী, দরিদ্র, ছোট, বড় নিম্নবিশেষে নিরপেক্ষভাবে সকলকেই দণ্ডিত করিবেন। এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ এবং ইহা পাটচাষীগণের জানিয়া রাখা ভাল। যাহা এ সম্পর্কে আইন অবলম্বন করিলে, তাহা বহুদেশের জন্য বাহাতে আদৌ পাটচাষ করিতে না পারে, প্রয়োজন হইলে সেজন্য ব্যবস্থাও গভর্নমেন্ট অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর। পরিশেষে পাটচাষীগণের নিকট আমি পুনরায় সনির্বৃত্ত অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন কোনও সরকারী কর্মচারীকে তাঁহার কর্তব্য পালনে কোনও প্রকার প্ররোচন না দেবান অথবা কে-আইনীভাবে তাঁহাকে পৃথকৃত করিতে চেষ্টা না করেন।

গভর্নমেন্ট এই পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ কার্য্য সুচাচ্ছন্দে পরিচালনা করার জন্য বিশেষ বর সরকারে লং, কর্ট ও নির্ভরশীল কর্মচারী নিযুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের কর্তব্যই হইবে—স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সহিত পাটচাষীগণের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা। আমার অনুরোধ পাটচাষীগণ এই কঠিন কার্য্য সমাধা করিতে এই কর্মচারীবৃন্দকে সাহায্য করিয়া যেন তাঁহাদের কর্তব্য পালন করেন। ইহাতে তাঁহাদেরই স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে।

বৃহৎ-স্কেলে মাথাব্যাবে সজ্জিত বেশ সাক্ষ্যের সঙ্গে কলিকাতা জুজুজি থেকে এক কোটির অনুরোধ হইয়া গিয়াছে।

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস

মহাপরিষদের সাক্ষ্যের সঙ্গে নিম্ন

বিশ্ব ১০৭ দেশের আওতায় ১৯৮০ গীলা সোমাইটির ডেপুটি চেয়ারম্যান রাম সাহেব বৌলী কারী বহিষ্কৃতিন সাহেবের সভাপতিত্বে স্থানীয় সেশুাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের অফিস গৃহে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সেশুাল ব্যাংক, গীলা সোমাইটি, ল্যাও মপেজ ব্যাংক, ইজারীয়াল ইউনিয়ন, আর্থুয়াল ব্যাংক প্রভৃতি সমবায় সমিতিসমূহের সভা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং সমবায় বিভাগীয় কর্মচারীগণ এই সভার বোগদান করেন। এই সভার কো-অপারেটিভ অডিটর বাবু মনোজেন চক্রবর্তী সমবায়ীদের প্রতি আন্তর্জাতিক সমবায় সন্মেলন ডায়ন প্রেসিডেন্ট বি: আর, এ. পানায়ের বাণী কলানুবাদ করিয়া এবং সমবায়ই যে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব-স্বাভুকের প্রতীক—তাহা বুঝাইয়া দেন। তৎপর মহাপরিষদ আর্থুয়াল ব্যাংকের সেক্রেটারী স্থানীয় বোকার বৌলী বোকারেন এম্বারেন্ত আলী সমবায়-নীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বক্তৃতা করেন। অতঃপর আন্তর্জাতিক সমবায় সন্মেলন বিশ্ববাসী সভা হিসাবে সভায়—বাহারীয়া স্বাধীনতা ও সমবায় কর্মচারীবৃন্দ হইতে আত্মবিক্রিত, গীলাদের দেশ আত্মবিক্রিত পণ্যসমূহ, তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া—স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তি আনয়ন করিতে সমবায় পদ্ধতিই যে সর্বোত্তম তাহা বোঝা করিয়া এবং সমবায় নীতির ভিত্তিতে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও বিশ্ব-স্বাভুকের ন্যায়-সমস্ত পরিবেশনে পারিবারিক সমবায় প্রতিষ্ঠা করিতে ও নিজ নিজ পদ্ধতি ও প্রভাবের দ্বারা মানবতার পূর্ণ অধিকার ফিরাইয়া আনিতে বিশেষ সমবায়ী ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আহ্বান করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগতম বৃদ্ধে বিজ্ঞপ্তিকে বলাল্য অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন। এই দিন গীলা সোমাইটি, সেশুাল ব্যাংক প্রভৃতি বিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ কর্তৃক প্রাক্তনাল হইতে অপরাজ পর্ব্যত ভিক্ষুকগণকে চাউল বিতরণ করা হয়।

পুষ্টিকর দ্বারা সম্পর্কে পরবেষণা

বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া কমিটি গঠিত

পুষ্টিকর দ্বারা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য বাঙলা সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। দ্বারা বিভাগের ডিরেক্টর মে: কর্ণেল এ. সি, চারিচী কমিটির আহ্বান-কারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

দ্বারা পর্যালোচনা, আবেদন সহিত দ্বারার সম্পর্ক, দ্বারা সম্পর্কে বৌলিক গবেষণা ও প্রচার কার্যের জন্য বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান কেন্দ্রের অধ্যাপক ডা: বি, সি, ওয়, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথের ডা: বি, আরম্ব ও বাঙলা সরকারের পুষ্টিকর দ্বারা সম্পর্কীয় অফিসার ডা: এস, এন, চারিচী এই কমিটির মুণ্ড-সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙলা সরকার দ্বারা করেন যে, বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রচেষ্টার ফলে বাঙলা দেশের পুষ্টিকর দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে।

ভারত শাসন আইনের ১০১ ধারার প্রকৃত কলম বলে বাঙলায় বহালাল পতন বাহাল মেদারি হাট্টন এণ্ড কোম্পানীর অস্বাস্থ্যকর অংশিগার বি: বীরেন বুঝাইকে ১৯৪০ সনের ২০শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার পেরিকু নিযুক্ত করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের চিকিৎসালয়ে

সাহায্য

বাঙলা সরকারের বাণিক দান

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন অংশের পলী অফিসের দ্বারা চিকিৎসালয়ের জন্য বাঙলা সরকার ১৯৪০-৪১ সালে প্রতি দান-সাহায্য চিকিৎসালয়ের জন্য ৫০০ এবং গ্রামা ভিক্ষেমণ্ডলীর জন্য ২৫০ টাকা হারে নিম্নলিখিত জল দান করিয়াছেন:—

(১) চট্টগ্রাম (২,১৫০)

দান-ভিক্ষেমণ্ডলী:—বহেগনালী, রাসু, উবিয়া এবং টেকনাফ।

পলী-চিকিৎসালয়:—কডেপুর, কর্ণেল হাট এবং মহারুপি।

(২) ত্রিপুরা (৪,৫০০)

দান-ভিক্ষেমণ্ডলী:—হোবা, কচুয়া, বুড়ীয়া এবং দেবীয়া।

পলী-চিকিৎসালয়:—উনিয়াটিক, দুর্গাপুর, মকসুদপুর, জলপাই, বোচনপুর, পানাইর, পালিমপুর, পতন, হাক-কুচপুর এবং হানারচর।

(৩) মেঘালয় (২,১৫০)

পলী-চিকিৎসালয়:—সোমাইটুরী, হাফিহ পাক্স, দাকক-ডুইএল, বতপাড়া, কাবীঘর, বাজিঝোকা, বুড়িঘর, মুনীর হাট, বাজুজ, পাঠান মনর এবং হাফিহর বেহোরিহাল।

আপনার দৃষ্টি ও চাকী আটার বর

নিম্নের হাফেজি অফিসারের বিজ্ঞপ্তি

বাঙলা সরকারের নিম্নের হাফেজি: অফিসার আপনাকে দাঁকা দৃষ্টি এবং আপনাকে দাঁকা চাকী আটার বর সম্পর্কে নিম্নলিখিত বুল বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন:—

গত ১৫ ডিসেম্বর পলিমার যে সত্যই দেখ হইয়াছে, সেই সময় ১৮ সেবী বিশেষ আপনাকে টিনের বুজের বর কলিকাতা অফিসে নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

অনুভবের প্রতি বর ৬৮, কিনোয় ৬৯, ডাকার ৬৯, রাণা পুজা ৬৯, পতন ৬৯, গীলা ৭১ এবং গী ৬৮।

উপরোক্ত দাঁকার সেশ্যল প্রেসের বুল সেবী, ৪ সেবী, আড়াই সেবী এবং এক সেবী টিনের আপনাকে বুজের বর উপরোক্ত বরের বরপ্রতি ১, হইতে ১১০ টাকা বেশী ছিল।

গত ১৫ ডিসেম্বর পলিমার যে সত্যই দেখ হইয়াছে, সেই সময় বিভিন্ন বরিতে দাঁকা আপনাকে চাকী আটার বর নিম্নলিখিত বুল ছিল:—

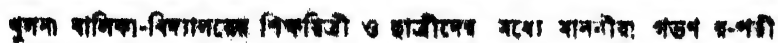
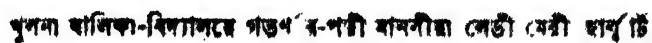
(১) দাঁকার বরিতে	... প্রতিবৎ ৫৮৮
(২) চাকীর বরিতে ৫৮৮
(৩) দাঁকার বরিতে ৬৮

চট্টগ্রাম পলীসংগঠন ট্রেনিং ক্যাম্প

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক উদ্বোধিত

মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বি: এস, এন, মিত্র, আই, সি, এস, চট্টগ্রামে পলী-সংগঠন ট্রেনিং ক্যাম্পের উদ্বোধন করিয়াছেন। বহুসংখ্যক সন্তান দান হইতে আগত ২৭ জন কর্মী উক্ত ক্যাম্পে শিক্ষাদান করিতেছেন। আগা করা যাহা যে, বহুসংখ্যক সন্তান পলীসংগঠন সমিতি শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ করিবে।

মিসরীর খেদ্দ - সেমারিলি গঠনের ফেট



এমডেনের কংসারশেষ

मिहिराशुदेव नाममात्रं भूमेः । 'वज्र-व-

বিপ্লবতন্ত্রের পূর্ব যুগের অন্ধকারে যে বর্ণনোক্তাধারিত
 বাণিজ্য জাহাজসমূহের উপর অভিযুক্ত আক্রমণ চালাইয়া
 দাখিল হ্রাসের সত্য করিয়াছিল, বর্তমানে তদুপাধার
 উহার দাবীগুলি নিম্নসূত্রের ডিক্টোরিয়া ট্রাটী একটি
 বোকাবের পটভাষায় পড়িয়া গরিয়াছে। উক্ত বর্ণনোক্তার
 নাম ছিল “এথেন্স”।

কোফোন্স বীণপুঙ্খের অনুরে আট্টোনিয়ান বংশোদ্ভূত
 নিতুম্বী কর্তৃক এতদেন নিমজ্জিত হওয়ার পর অনুমতি
 ব্যতিরেকে বহু ব্যক্তি সমুদ্রগর্ভে হইতে উদার বাতু-জ্যামি
 উড়াইয়া লইয়া যায়। পরে যখন এ-সমস্ত বাতু-জ্যামি
 নিকাশপুরে লইয়া গিয়া দাবাইতে চেষ্টা করা হয়ন, তখন
 পুশিন উহা বাজেয়াপ্ত করে।

প্রায় ১ বৎসরকাল এসকল দ্রব্য বেশিই পুষ্টিগুণবান
পাওয়া যিকে পড়িলে থাকার পর চশমি দুই হর লম্বক
কইনক বাড়ু-দ্রব্যাদি বিক্রয় ৩৭৫ পাউন্ড মুদ্রা উদ্য
কর করিয়া লইয়াছেন।

বিশ্বাস বুড়ে বুদ্ধিমানের সাক্ষ্য ও ইচ্ছাবাহীমান ব্যক্তিব-
 কাহিন্যকে গ্রীকগণ যেভাবে বিভাজিত করিতেছে,
 তাহাতে মিসরীর অসমর্থতারের মধ্যে ভীত প্রেরণা
 আনিয়াছে এবং বহু সংখ্যক যুবক বুড়ে বোমসান না
 করিবার জন্য বর্তমান-মেন্টের বিজ্ঞানের নবীতানত
 ও বুদ্ধিবৃত্তার প্রতি বিশেষ-সম্মেহ পোষণ করিতেছে।
 মিসরীর যুবকগণ এই ব্যাপারে লক্ষ্য বোম করে বলিলে
 অত্যাতি হইবে; কিন্তু তাহারা মনে করে যে, মিসর তাহার
 বিব্র-শক্তি সেরকা ব্যাপারে বুড়ে নিষ্ঠা সহ হওয়ার
 মিসরের ভাটীর বর্মানার হানি হইয়াছে। তাহারা
 গ্রীক সৈন্যের বীরোচিত কার্যের বিষয় পাঠ করে এবং
 তাহার প্রশংসা করে এবং মিসরদেশে একথা মনে করে
 যে, তাহারাও ইরান বক্তার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত।
 গ্রীকগণ ইচ্ছাবাহীকে বেরণ বুঝা করে, মিসরীরদের
 অনুভূতিও তাহার চেয়ে কম নহে। এই সব কারণে
 মিসরে একটি আপোদন আরম্ভ হইয়াছে যে, অতঃ
 বুদ্ধি সৈন্যগণের সহকোনিতার যুদ্ধ করিবার জন্য অতঃ
 একদল মিসরীর বেচ্ছা-সেনাপন পঠন করা হটক অনেক
 যুবক ব্যবসায়ী, বিশেষভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ীগণ বুদ্ধি
 সেনাপনে বোমসান করিতে ইচ্ছা করে অথবা কোন
 প্রকার সাহায্য করিতে বাসনা করে। রাজ্যের বিশেষ
 অনুজ্ঞা ব্যতীত আইন মতে এরূপ সাহায্য প্রদান সর্ববর্ষ
 নহে এবং অনুজ্ঞা অনুযায়ী প্রহণের জন্য প্রধান-মন্ত্রীর
 নিকট বাওরার কথাবার্তা হইতেছে। মিসরীর অসমর্থতারের
 জন্য প্রধান দল, বাহাদুর কেবুইন নামে পরিচিত, যুদ্ধ করিবার
 অনুমতি পাইবার জন্য তাহারা আপোদন করিতেছে।

মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চলে মুক্তির ব্যবস্থা।

আবহগল বিশেষভাবে কুটিলাপাহী

ভূবাসাগর এবং মহা-প্রাচ্য অঞ্চলে বৃদ্ধ বড়ই বনীকৃত
হইয়া উঠিতেছে, তবুই আরও নান্য সাধে পরিচিত দেশটি
অবিকৃতভাবে সকলের দৃষ্টি কেন্দ্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহাৰ প্ৰাৰ প্ৰত্যেকটি সেনা পুৰাতন ভুৱত ৰাজ্যৰ
সভৰ্ভুক্ত হৈছিল। বৰ্তমান ইহাৰা যে তমু বিভিন্ন প্ৰশাসীতে
পাৰিত হৰ জাৰা মৰে, পৰত ইহাৰেৰ স্বাধীনভাৱে
ভাৱত্যা পৰিচালিত হৰ।

ইরাক, সৌদী আরব এবং ইয়েম এই তিনটি হাইড্রো-কার্বন দ্রব্যের প্রধান উৎস। ইরান পর সিভিল, সেবাদল এবং কুইক্সার্কানের দাম এবং ইরানের নিজস্ব গভর্ণমেণ্ট আছে ; কিন্তু তাহারা জাতিসংঘের ম্যাগেটের অধীনে পরিচালিত হয় । ইরান পর প্যাসেন্টাইনের দাম, টিহা সরাসরিভাবে জাতিসংঘের ম্যাগেটের অধীনে শাসিত হয় । ডুবুর আছে এডেনের কৃত্ত কৃত্ত রাজ্য ।

এই সকল হাকের তকী বর্তমানে বিশেষভাবে প্রকাশ-
পূর্ণ। বিস্ময়ের স্যার ইরাকও বুটেনের নিজস্বা-
ল্যে বসিও বুটেনের বসতিদের সহিত সে সমস্ত সম্পর্ক
হিস্তি করিয়াছে, তথাপি এখনও সে যুদ্ধ ঘোষণা করে
নাই। ইহার সৈন্যসমূহ ডিন জায়ে বিভক্ত এবং
ইরাক বৃষ্টিশি বিলিটারী শিশনের দিকট ফ্রেন্স দাত
করে। সৌদী আরবকে নিজস্বত্বের পক্ষে বলা বহিঃ
পারে। সৌদী আরব ইরাকের সহিত আরবের জাতি
বন্ধনের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ। ইয়েমেনও এই সত্তার
দ্বারা আবদ্ধ।

বিনষ্ট করেক বৎসর যাবৎ প্যারেটাইনকে বিশেষ
মুজিবের যত্নে বিয়া কাটাটিতেই বইয়াছে। কিন্তু
বর্তমানের একশ বর ইকিত পাতলা গিয়াছে; তত্বের দুই
বার বে, আদ্যবশ বিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহকে পরীক্ষা
করিতেছে। বায়না বেশ ছাড়িয়া পলায়ন বিয়াহি
ডোহানের যত্নে অনেক কিরিয়া আসিয়াছে। এক
বর বর প্রত্যাপন করা বইয়াছে। বর্তমানমুহুরে
বর্তন বৈদ্যবল আরও কিছুকাল এখনে অবস্থান করিলে।



No. C2532

বাঙলাব কথা

শ্রবণ, ১৮ সংখ্যা

কলিকাতা, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪১

[এক আদ্য]

জাতি-বিদ্বেষ ও জগতের ভবিষ্যৎ

চীনে জাপানী প্রভাব সম্পর্কে জনৈক মহিলার অভিজ্ঞতার কাহিনী

হিসেন্ এলা হাইলাট একজন সমসাময়িক সাংবাদিক। চীনে বাসিতা তখন জাপানী কর্তৃপক্ষ ও সেনাদের হাতে জয়যুক্ত যে বিষয় বুঝে গুলিতে হইয়াছিল, তাহার কাহিনী বর্ণনা করিতে হইয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

কানসে নবমই বছরপ্রাচ্যের কোলও সংবাদ পত্র, তখনই একটি ঘটনা শ্রী হইয়া আমার মন-চক্রে জাগিয়া উঠে। ঘটনাটি কয়েক বছর পূর্বে ঘটয়াছিল।

জাপানীরা এখন পিঙ্কি-এ বেশ কার্যকরী হইয়া বসিয়াছে। সাংবাদিকেরও তাই। সাংবাদিকের সংস্কার বিদ্যোৎপাদন আন্দোলন আন্তর্জাতিক এলাকায় পঞ্চম জাপানের অধীনতা স্বীকার করিয়া দিতে হইয়াছে। ক্যান্টনে, ইয়াংগি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে, হাইলানে, ক্যান্সী ইম্পেরিয়েন বিভিন্ন অংশে জাপানীরা অধীনতা প্রদানের আশঙ্কায় বিস্তারিত করিয়া বসিয়াছে—একবার চীন ছাড়া ইহার কিছুই কেহ অঙ্গুলি দ্বারা উল্লেখ্য করে নাই। আজ তিনি সরকারের পূর্ণ মতের প্রয়োগ হইয়া জাপানী মুক্ত জাতিগুলি সাইগন বন্দর অধিকার করিবার চেষ্টা দিতেছে। জাপানের এই রাজ্যবিশ্বাসের কলঙ্ক বহুবিকৃত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। জন-সাধারণ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে না পারায় মনে হয় এশিয়ার মানচিত্রের সমস্ত দিকই তাহার দ্বারা ঘেরা ভেতন শ্রী হয়ে।

১৯৩১ সালে মাকুরিয়ার পতন হয়। "কোর বার মুক্তক ভার" শীর্ষক নিকট শ্রীপ অন্বেষণ তখনই প্রথমবার বাবা নত করে। ইহার চার বছর পর ১৯৩৫ সালে এশিয়ার জাপানের রাজ্যবিশ্বাসের সেই অধ্যায়টিকে আত্ম করিবার জন্য একটি ক্যান্সী সংবাদপত্র কর্তৃক জারি করা হইয়াছিল। জাপানের এই রাজ্যবিশ্বাসের চেষ্টা কি সকল হইয়াছে? জাপানী প্রত্যাশা চীনের প্রতি কেনন বাধার করিতেছে? সুস্থ প্রাচ্যে কি জাপানের আরও রাজ্যবিশ্বাসের ইচ্ছা আছে?

পূর্বা তিনটি মাস আমি বিশাল মাকুরো কোলের নবুত্র ঘুরিয়া বেড়াই। মাকুরো আরও অনেক জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ-প্রদানের দ্বিতীয়। পরিচয়পত্র জাপানী পুলিশ আমাকে কতবার যে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহার ত্রিক নাই। বৈদ্যুতিক হইতে চীনা বসন্তের আর উদ্ভিষ্টের মত নাই; প্রতি উৎসাহী কুসে কর্তৃত্বের হৃদয় ইত্যাদি পত্রিকা কখন জ্ঞান করিয়া বহু আশঙ্কিত করিয়াছে। বারবার আমার ক্যান্সী বাহ্যিক করিয়াছে। লিখিত কয়েকটি প্রস্তাব কখন দিতে হইয়াছে এবং একস বারই লিখিয়াছে যে, জাপান এক ক্যান্সীকুলের মত মনে চকিত।

পূর্বা এই ইউরোপীয় ও আমেরিকান ক্যান্সীর সহিত সাক্ষাৎ করি। মাকুরোতে সকল জাতিই লিখিত করিবার সঙ্গ অধিকার আছে বলিয়া জাপানীরা যে

চাক নিটাইতেছিল, ইহাও সকলেই জাতিকে বলে কথা বলিয়া উপহাস করেন; বলেন ইহা জাপানীরা ছাড়া আর কিছুই নহে, কারণ বিদেশীর পক্ষে তখন সেখানে বাসনা চালানো প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট কত গ্রামে আমি পুটান মিশনারীদের সহিত দেখা করিয়াছি; চীনা জাতিদের বিশ্রাম করে বলিয়া এই মিশনারীদেরও জাপানীদের হাতে কম নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় নাই। একবার এক ডাইন-ক্যান্সারের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, ক্যান্সা জাপানী সৈন্যের একবার নাকি তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নিটাইতা তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি একবার সেখানে কতগুলি মিশনার "রেকর্ডার" (বিশেষে আগ্রহ-প্রার্থী) অভিনি হইয়াছিলাম। জাতিদের কাছে তুলিয়া যে, জাপানীরা তাহাদের পক্ষে বুড় মের এবং সকল বকর ভুলন করে। পোক্তিকের শীর্ষকের নিকট দিয়া যে, বেল-নাইন তৈয়ারী আরও হইয়াছিল, বোটারলী চাপিয়া জাতি বার দিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছি। যে সকল ইঞ্জিনীর নদীতে আমার সহযোগী থাকিত, জাপানী সৈন্য কাছে থাকিলে তাহারা আমার সহিত ক্যান্সারী বলিতেও ভয় পাইত। জাপানীদের সাক্ষাতে ছাড়া চীনা জাতিদের সহিত দেখা করাও আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু নবুত্র আমি জাপানীদের প্রতি চীনের জনসাধারণের তীব্র বিদ্বেষ লক্ষ্য করিয়াছি।

নিজেকেও ভুগিতে হইয়াছে

এই জে পেল পনের কথা। জাপানীদের হাতে নিজেকেও ভুগিতে হইয়াছে।

দারুণ শীত পড়িয়াছে। সাইবেরিয়ার শীত যে কেমন তীব্র হয়, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। এই শীতের করমণি ধরিয়া সেকলে বাসবাসে চলিবার পর অবশেষে ক্যান্সিডোন্সক ও হাবিভের মধ্যে রেলের যে বৈদ্যুতিক লাইন চলিয়াছে, তাহারই এক ট্রেনে আসিয়া পৌঁছিলাম। "চাইনিজ ইটাপ" রেলওয়ে নামক এই রেল-পথটি তখনও পোক্তিকের হাতে। এই পথের ট্রেনগুলি প্রায়ই নসুলন কর্তৃক আক্রান্ত হইত। কিন্তু বৃহৎ ট্রেনটা আমাকে কেমন একটা নির্ভরতার ভাব জাগাইল। জুতীর প্রেরণ এক কামরার আরও পাইয়াছিল; বেশ মিশ্রিত হইয়া বসিয়া সেলাম। বসুন্ধা বাহ্যতে হঠাৎ আত্ম হইতে আসিয়া আক্রমণ করিতে না পারে, সেই জন্য ট্রেনের আগে আগে অস্ত্রভূজিত আর একটা ইঞ্জিন চলিতেছে। নিরাপত্তার জন্য আমাদের ট্রেন যাত্রা কোলও এক ট্রেনে পাইয়া থাকিত, রাষ্ট্র পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসিদ্ধ প্রহরীরা ট্রেনের চতুর্দিকে পাহারা দিতে থাকিত। পুটিকর হইতে ক্যান্সার কামরার ঘুরিয়া গেল জাতি ভিন্ন বসিয়া। কানের বাসনে

বাসেন ভিন্নের মাল যে চতুর্দিক বেড়া হইয়াছিল জাতি বসিয়া বসিয়া ফেলিয়া—এমনই কথা পাইয়াছিল। পথের প্রান্তে বস জাতিসে দেখা পেল বাক মাল জাতিসে দেখা দিয়া আমাদের পাড়ী চতুর্দিক পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রান্তরানের জন্য প্রস্তুত হইয়া কামরার বাহিরে আসিয়া; এইবার ক্যান্সার কামরার বাহিরে হইলে পানের পাড়ীটার দ্বারা দ্বারা ভিন্নের দিয়া বাহিরে হইবে। জাপানীরা দেখিলে পাড়ীটা জাপানী সৈন্যের জাতি। আমি পেলিকে আর না জাতিসে অগ্রসর হইলাম।

প্রায় অর্ধেকটা পাহা হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় সৈন্যদের হীকজক করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে বাধাইল এবং কয়েকজন আমার নিকে রাইফেল জব্দ করিয়া ধরিল, বেশ এমনই ভীষণ ভুক্তিবে। অর্ধেক হইয়া সেলাম, আমি জে ইহাদের কিছুই করি নাই। বুধে হাত জোঁরাইয়া বুঝাইলাম আমি বাওরার জন্য বাইরেছিলাম। কিন্তু জে জাতিতে হুকুম করে। আমার চতুর্দিকে বাকীপনা আরও বহু বৈটে লোক আসিয়া জীর্জ করিয়া দাঁড়াইল। জাতিদের জব্দকি শীতের জর পাইবার মত।

অকস্মাৎ আমার পূর্ণ হইল যে, সেদিনই জোহান্সের দেখিয়াছিল কামরার কাছে এই জাপানী সৈন্যেরা বুঝের মিশ্রিত শীলোককে বাপুতাইয়া শিষ্টে ক্রীতি দিয়াছে, জাতিদের কোল পিত সেবিয়াও লামালাবায় দিয়া করে নাই। এমন সময় আমাকেও ক্রীতি বেড়া হইল। প্রত্যুত্তরে আমি জাপানী মুক্তকর হাতে বহু আশ্রয় করিলাম; আমার ভু এইটুকু বুঝাই উল্লেখ্য ছিল যে আমার মের শ্রী কথা জাতিসে উল্লিষ্ট হয় নাই। দেখিলে চতুর্দিকে মুক্তকর আরও জব্দক হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলাম ইহা পথিহানের আরও মত।

শিষ্টে লামা

সুভাগ্য পিত হইতে লামিলাম, তবে লক্ষ্য মিশ্রিত দিয়া দৌড়াইয়া পালাইতে পারিলাম না। ইহাতে সৈন্যগুলি [১৮ পৃষ্ঠার শেষ]

পি এও ও এবং বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পাণ্ডুলিপি বা জাতি চতুর্দিক বৃহৎ শ্রী কোল বসরে লম বাহ্যিকই পাইতে পারে এবং বাকীতি বিভিন্ন প্রচার করিয়া বা বিভিন্ন বাতীতই যাত্রাপথ ও জাতিদের যাত্রারত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এও ও

বৃষ্টিপ মুক্তকর, জারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকং এবং জাতি, বাতী ও মালবারী জাতি যাত্রারত করিয়া থাকে। বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

বৃষ্টিপ মুক্তকর, জারত, জাতিসে, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রুস, সুব্রহ্মচা ও পারদোপসাপর তীব্রতী বাকরসমূহের মধ্যে জাতি যাত্রারত করে।

জাতিসিদ্ধকে অনুবোধ করা বাইতেছে যে, জাতিসে বেশ মিশ্রিতের পুরোজন সম্পর্কে পুত্রাৎ, বিভিন্ন করেন। কর্তমান পরিবর্তিত জন্য জাতিদের যাত্রারত বহু পরিবর্তন করানো হইয়াছে।

জাতিসে জাতিসে জাতিসে সম্পর্কে বাকরসমূহ তথ্যাবি, যাত্রীদের জাতিসে পূর্ণ বিবরণ ও মালের জাতিসে হার প্রকৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন টিকানার লিখুন :—

ম্যাকিনসন ম্যাকেরী এও কোং,

এডমন্টস—পি এও ও এস-এস কোং,

ম্যানচেস্টার—বি-আই-এস-এস কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

জাতি পতন ঘেঁষে বিজিত জাতির কার্যক্রম
সময় এবং পতন ঘেঁষে ও জন-সাধারণের কার্যক্রম
অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ
করবার জন্য পতন ঘেঁষে "জাতির কথা" প্রকাশ করিয়া
গায়ে। কিন্তু প্রেসনেট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা
প্রাচ্য বা মিডিয়ামো বা বিজ্ঞা যোগিত বিজ্ঞ বাজীত
অন্যান্য যে সব পুস্তক এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার
জনা পতন ঘেঁষে কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৫ই জানুয়ারী—১৯৪১

যুদ্ধের হালচাল

বাঙ্গালী বিমান-বাহিনী অনেক দিন হইতেই লঙ্কনের
উপর আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছিল; সম্প্রতি আবার
ইংরেজের কল-কারখানা অঞ্চলেও তাহাদের সজয় পড়িয়াছে।
কিন্তু এখন আক্রমণে বড়তর বেগপড়াভাবে যোমা
কর্তব্য করিয়াই বাঙ্গালী বিমান বহর তাহাদের কর্তব্য সমাধা
করিতেছে। এক্ষণে ইহা পরিষ্কারই বুঝা গিয়াছে যে,
দীর্ঘ রাস্তা লম্বা পথ অতিক্রম করিয়া আক্রমণ চালাইয়া
লঙ্কনের যে ধরনের কতি করা সম্ভবপর হইয়াছে, কল-
কারখানা অঞ্চলের কতি মোটেই তাহার চেয়ে বেশী
হয় নাই। পক্ষান্তরে বিগত এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ
করিয়া রাজকীর বিমান-বহর জার্মানীর দালা হানের
উপর অতিক্রম নৈম আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে। এই
কল আক্রমণ সম্পর্কে জার্মানগণ প্রচার করিতেছিল যে,
বিপক্ষ কোন কতিই সম্ভবপর হয় নাই এবং বৃষ্টি বৈমা-
নিকরণ কাপড়বস্ত্র বস্তুই নিবাতায়ে আক্রমণের সাহস
পাইতেছে না। জার্মান বৈমানিকগণ নৈম আক্রমণ
যে ব্যাপকভাবে চালান নাই, তাহার প্রকৃত কারণ
ইহাই যে, নৈম আক্রমণ চালানোর বড় দক্ষতা অধিকার
জার্মান বৈমানিকেরই নাই। প্রকাশ, নিশাবোপে বিমান
জালা পিকালানের জন্য জার্মানগণ বর্তমানে পোলাও
শিকারের পুনিয়াছে এবং এই শিকারের হইতে শিকিত
বৈমানিকগণ সম্ভবতঃ নৈম আক্রমণ চালানোর বোলা
হইবে। সম্প্রতি জার্মানগণ যে ব্যাপক নৈম আক্রমণ
চালান আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হারাই বুঝা হইতেছে
যে, জার্মানিতে বৃষ্টি বৈমানিকদের নৈম আক্রমণ বেশ
সফল হইয়াছে। বাঙ্গালী বিমানবহুর সাম্প্রতিক আক্রমণে
কতটুকু, বৃষ্টি প্রকৃতি হানের যে কতি হইয়াছে, বৃষ্টি
বিমানবহুর অনেক দিন পূর্বে হইতেই জার্মানীর
কল-কারখানা অঞ্চলের এতগুলি কতি সাধন করিয়া আসিতেছে।
কিন্তু হয় অনেক রকম প্রতিক্রিয়া অনুসরণের পর বাঙ্গালী-
বৈমানিকগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, বৃষ্টি বিমান-
বহুর বড় নৈম আক্রমণ চালাইতে পারিলেই বেশী
কল পাওয়া যায়। কতটুকু ও বাঙ্গালীরাই বাঙ্গালী বিমানের
নৈম আক্রমণে যে কতি হইয়াছে, তাহা হারাই অনুমান
করা যায় বৃষ্টি বিমানবহুর জার্মানিতে সাময়িক লক্ষ্যব-
সমূহের উপর দীর্ঘদিন হইতে যে আক্রমণ চালাইয়া
আসিয়াছে, তাহাতে কিন্তু কতি হইতে পারে। বিমান
আক্রমণে ইংরেজের বিভিন্ন পন্থার যে কতি হইয়াছে,
এক আক্রমণ যদি সাময়িক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর
পরিচালিত হইত, তাহা হইলে কতি কিন্তু দীর্ঘায়িত
জাতির জীবন বিধি।

বিমান আক্রমণে উত্তর পক্ষেই যে কতি সাক্ষিত হইয়াছে,
তাহার কথা বিবেচনা করিতে গেলে লক্ষ্য নিক জমিয়া
যেবা উচিত। কেনন কিছু বিবরণ প্রকাশ করিলে
পক্ষ পক্ষের সুবিধা হইতে পারে, বার জাতি বাস বিজ্ঞ
সর্ব প্রকার কতি ও ইংরেজের বিবরণই বৃষ্টি পক্ষ হইতে
নির্মিতভাবে প্রচার করা হয়; কিন্তু জার্মান পক্ষ হইতে
কোন কতিই স্বীকৃতি প্রকাশ করা হয় না। যাহাযে
"ইন্ডা" নামক পেশীর সংবাদপত্রের লঙ্কনই সংবাদকর্তা
সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—“আবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা
হইতে বলিতে পারি যে, কেবল বিমান আক্রমণ হারা
কোন সেনাকে বিলম্ব করা যায় না। বৃষ্টি বহর
কল চলে লঙ্কন নগরীর পার্শ্ববর্তী ট্রেন্স নগর উপর
মোট ৩৫টি রেলওয়ে সেতুর মধ্যে এ-পন্থাও একটিও
বিলম্ব হয় নাই।”

পক্ষ কিছুদিন হইতে আটলান্টিক মহাসাগরে যে জাহাজ
নিকরজন আরম্ভ হইয়াছে, বাঙ্গালীরা এই ব্যাপারকে
বুঝে "নব-পন্থার" বলিয়া অভিহিত করিতেছে। বুঝে
এই তথ্যকথিত "নব-পন্থার" উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাঙ্গালীরা
বলিতেছে যে, (১) সাবমেরিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি
করিয়া এবং বেশী পরিমাণে বাহিন সন্নিবেশ করিয়া
বৃষ্টি বাহিনী জাহাজসমূহ ও বৃষ্টি বহরগুলি ধ্বংস
করিয়া বৃষ্টিবাহিনীকে "ভাঙে বার" ব্যবস্থা করা হইবে
এবং (২) বৃষ্টিবাহিনী প্রাথমিক পন্থাগুলিতে ব্যাপকভাবে
নৈম বিমান আক্রমণ চালাইয়া বৃষ্টিবাহিনী অস্ত-শত্রু প্রকৃত
ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে।

হিউলার আশা করিতেছেন যে, বৃষ্টিবাহিনী জাহাজসমূহ
ধ্বংস করিয়া নিকট প্রাচ্যে বৃষ্টি বৈমান প্রেরণ ব্যবস্থা
ও গ্রীসের প্রতি বৃষ্টিবাহিনী সাহায্য দান ব্যাপারে বাধা
হুই করা সম্ভবপর হইবে। উত্তর ক্রান্ত অধিকার
করা কল হিউলার যে সুবিধা লাভ করিয়াছেন, বৃষ্টিবাহিনী
প্রাথমিক পন্থাগুলিতে আক্রমণ চালাইয়া সেই সুবিধারই
সম্ভাবনা করা হইতেছে বার। আবারও আরম্ভ
প্রতিকূল থাকিলেও উত্তর ক্রান্ত অধিকার জার্মান বিমান
বাটগুলি হইতে বৃষ্টিবাহিনী বহুতরভাবে আক্রমণ চালান
সম্ভবপর হইতে পারে; পক্ষান্তরে এক্ষণে প্রতিকূল
আবহাওয়ার মধ্যে বৃষ্টিবাহিনী বাটসমূহ হইতে উড়িয়া
বহু বৃষ্টিবাহিনী কল অধিকার জার্মান যেন আক্রমণ চালান
অনেক সময় রাজকীর বিমান বাহিনীর পক্ষে সুবিধাজনক
হয় না। ক্রান্তের পন্থার উপকূল জার্মান অধিকারে
থাকার দূরত্ব ক্রান্ত জার্মান বহু-ভরী সাহায্যেও
অনেক সময় আক্রমণ চালান সম্ভবপর হয় এবং বহু
বড় বড় জাহাজ ও ক্রান্ত বহু সংখ্যার না থাকার
দূরত্ব জার্মানীর যে অসুবিধা উপরোক্ত সুবিধাজনক পরি-
স্থিতির জন্য সেই অসুবিধার অনেকটা কতিপূরণ
হইতেছে বলা চলে। অধিক বৃষ্টিবাহিনী বিমান নির্মাণ
ব্যবহার বাধা হুইর জন্যও জার্মানগণ বিপক্ষ চোঁ
পাইতেছে।

কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, বুঝে এই তথ্যকথিত
"নব-পন্থার" প্রতিরোধ জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বৃষ্টি
অন্যই করিবে।

বৃষ্টি জাহাজসমূহ বিলম্ব করার যে অভিমান জার্মানী
আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অনেকটা প্রতিকার ইতিমধ্যেই
করা হইয়াছে এবং বিলম্ব হমানবহুর দিনে ১৯১৭
নামে জাহাজ নিকরজন ব্যাপার কেবল পোচনীর হইয়া
উঠিয়াছিল, এক্ষণে অন্য এ-পন্থাও দেখা দেয় নাই।
বৃষ্টিবাহিনী বাধ্য-সম্মত এবং পন্থার পরিমাণে বহুতর
হইয়াছে এবং জনগণের জীবনমাত্রা ব্যবহার বাধা
এ-পন্থাও বিপক্ষ অবসমিত হয় নাই। কোন কোন ক্রান্ত
ব্যাপারে যে নিরস্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা
সতর্কতা হিসাবেই করা হইয়াছে এবং এক্ষণে নিরস্ত্র
হারা ক্রান্তবাহিনী অথবা অন্যর ও বিপক্ষে-সতর্কতা
করা ব্যবহারই প্রতিকূলক হুই করা হইয়াছে
নাই। ব্যাপক বোমা-বর্ষণ ও বাহিন সংগ্রাম সত্বেও

বৃষ্টিবাহিনী কলসমূহের বিপক্ষ কোন কতি হয় নাই;
কোন কোন ক্ষেত্রে সাক্ষিত অসুবিধা দেখা দিয়াছিল
নাই। এক আক্রমণে কল কল হইয়া বহু হইয়া
হয় নাই। জার্মান বিমান-বাহিনীর আশ্রয় চোঁ
সত্বেও বৃষ্টিবাহিনী কল-কারখানাগুলির কল বিপক্ষ
ব্যাপার হয় নাই। কল ব্যবস্থা, এই বিপক্ষ সাহায্য
অর্থন করিতে হইবে জার্মানগণকে বৃষ্টিবাহিনী
অন্যান্য সেনা এবং আবেদিকার অধিকৃত অস্ত-শত্রু নির্মাণের
কারখানাগুলির প্রতিও অন্যই আক্রমণ চালাইতে
হইবে। কিন্তু তাহা আদৌ সম্ভবপর নয়। বৃষ্টিবাহিনী
ক্রান্ত অধিকার করিয়া বাঙ্গালীরা যে সাময়িক সুবিধা
লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনায় বৃষ্টিবাহিনী সর্বপ্রকার
সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী। বিশেষতঃ বৃষ্টিবাহিনী
জন-সাধারণ তাহাদের বৃষ্টি কলসমূহ নইয়া লঙ্কন
প্রতিহত করার জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুত হইয়া আছে।

চীন, জাপান ও ক্রান্ত

জাপান পোডিয়েট রাজপুত্র সম্প্রতি এক ঘোষণায়
জাপান পতন ঘেঁষে জাতিগত বিরোধের যে, চীনের
প্রতি পোডিয়েট সরকারের নীতি এবং অপরিবর্তিতই
হইয়াছে। বর্তমান বিপ্লবাত্মক রাজনীতিক পোলাওয়ের
সময়ে এই ঘোষণাকে প্রকৃতই বিশেষভাবে বিবেচনার
যোগ্য বলিতে হইবে। বর্তমান বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার
পর হইতে পোডিয়েট ক্রান্ত এবং ঘোষণা পুন কল
করিয়াছে বার। তাহার বৈশেষিক নীতি সম্পর্কে
কোনরূপ ধারণা করা হইতে পারে। জার্মানী ও ইতালী
প্রকৃতি চক্র-পন্থার পক্ষ হইতে এই ধরনের যে সব
ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে, পোডিয়েটের এই উদ্ভিচিত
ঘোষণাকে তাহা হইতে অনেক বেশী পরিমাণে
বিশ্রাস্য ও শুষ্ক সম্প্রতি বলিয়া অনাগ্রহেই মনে করা
হইতে পারে। এই ঘোষণা হারা চীনা কলিক
পরিচালিত চৈনিক সরকারের প্রতি ক্রান্তীয় বহুতর
পুনরাত্ম প্রদান করা হইয়াছে। সাময়িকিত জাপানী
আশ্রিত চীনা সরকারের সর্ব-ন করিয়া জাপান যে
ঘোষণা প্রচার করিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রান্তীয়
এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার ইহার শুষ্ক আরো বৃদ্ধি
পাইয়াছে। সাময়িক সরকারের প্রতি জাপানের এই
সর্ব-ন ব্যাপারে যে চুক্তি সাক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে
পোডিয়েট বিরোধী একটি বার আছে। ত্রি-পন্থি
চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে কল জাপান বিভাজী সম্পর্কে
চক্র-পন্থার যে ধারণা ঘোষণা করিয়াছিল, এক্ষণে
কোন বিভাজী সম্ভাবনা যে আপাততঃ নাই ক্রান্তীয় রাজপুত্রের
উপরোক্ত ঘোষণা হইতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়
এবং বুঝা যায় এদিকার "নব-বিধান" হুইর ব্যাপারে
জাপান যে চোঁ পাইতেছে, ক্রান্তীয় কোন সম্ভাবনাক্রান্ত
উৎপ্রতি নাই।

চক্র-পন্থা পোলাও

পোলাওয়ের সহিষ্ঠাঙ্গন আবেদিকার সহিষ্ঠাঙ্গনের
নিকট যে সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে নিউইর্ক
টাইমস পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহার আভ্যন্তরীণ
কতিতে লিখিয়াছে "আবার পোলাওয়ের 'হবার'
আভ্যন্তরীণের অনেক কল কাহিনী অনন্ত আহি
কিন্তু সম্প্রতি জার্মান কল-বাহিনীর কতটুকু পুঁই একই
পুনরায় একত্বসম্পন্ন সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে।
ইহা অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করে, এই সাহায্য
বৃষ্টিবাহিনীর নিকট হইতে কলও পৌঁছিয়াছে
না, কিন্তু এক্ষণে হইতেছে সত্যের অবশিষ্ট ও পন্থাগুলির

[পর পৃষ্ঠায় দেখুন]

[१४४]

আফ্রিকার রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাফল্য

পনের হাজার ইতালিয়ান বন্দী

মধ্য প্রাচ্যের ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারেল ওয়াডেল সাফল্যের পুর মিত্রের কবরস্থ করিয়া আনিয়াছেন। গতকাল সন্ধ্যার পর চট্টো ১৫ হাজারেরও অধিক ইতালীয় সৈন্য ব্রিটিশ সৈন্যদের নিকট বন্দী হইয়াছে।

৫ই জানুয়ারী একখানা সরকারী ইশ্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আফ্রিকার সমগ্র উত্তরাঞ্চল স্বাক্ষরকারী ইতালীয় সৈন্যরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে। পশ্চিম-পূর্ব অক্ষরের বহিঃবেগার ঘাঁটি ভেদ করিয়া আমাদের চতুর্দশী সৈন্যরা আফ্রিকার প্রবেশ করিয়াছে। পনের হাজারেরও অধিক সৈন্যকে বন্দী করিয়া সন্ধ্যা হইয়াছে এবং অপরাহ্নের প্রতিরোধ ক্ষেত্রে সন্ধ্যা ধূসর করিনার জন্য সংগ্রাম সাক্ষ্যের সচিবত চলিতেছে।

ইশ্তাহারে একথাও বলা হইয়াছে যে, সুলান এবং কেমিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের পশ্চিমের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

লন্ডনের সংবাদ প্রকাশ যে, সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, ব্রিটিশ সেনারী বাহিনীর একদল নৌ-সৈন্য আফ্রিকা ভিত্তিক গাফল্য বিচিৎ করিয়া দিয়াছে।

সিবিয়ায় আক্রমণ

লন্ডনের সংবাদ প্রকাশ যে, কারবোতে রাজকীয় বিমানবাহিনীর মধ্য প্রাচ্যের ডেউকোমিটার হইতে প্রচারিত একখানা ইশ্তাহারে বলা হইয়াছে গত ৩রা এবং ৪ঠা জানুয়ারী রাতিকালে এবং পশ্চিম সারাদিন পূর্ব সিবিয়ার ইতালীয় বিমান বাহিনীসমূহে অবিরাম গোলা-বর্ষণ করা হইয়াছে।

বাফ্রিয়া ৮ হাজার ইতালীয় বন্দী

কারবো সংবাদ প্রকাশ, ব্রিটিশ বাহিনী বাফ্রিয়া জয়গত অগ্রসর হইতেছে। আট হাজার লোক বন্দী হইয়াছে এবং সম্ভাব্যতমভাবে সংগ্রাম চলিতেছে।

আলবেনিয়ায় ইতালীয় হুমকি

এক্সেস-এর রাজকীয় বিমান বাহিনীর ডেউকোমিটার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বোম্বার্ডার বিমান-লব্ধ এলবাসানের রাজ্যের মোড় এবং অপরাহ্নের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাফল্যের সহিত বোম্বার্ডিং করিয়া আনিয়াছে। সকলগুলি বোম্বাই সহরে পড়িয়াছে এবং কয়েকজনে আত্মন অঙ্গিয়া উঠিয়াছে।

মধ্য আলবেনিয়ায় বর্তমানে এলবাসানেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘাঁটি। পোথ্রালেজের উত্তরে সংগ্রাম করিয়া গ্রীকরা কিছু অধিক করিয়া লইয়াছে। পোথ্রালেজের উত্তরাংশে এই সংগ্রাম চালাইবার উদ্দেশ্যে পূর্ব দিক হইতে এলবাসান আক্রমণের চেষ্টা করা, কেননা অপর দিক উপকূলভাগে ডেপেলিনি এবং ক্রিস্তার উপর চাপ দিবার ক্ষেত্রে এলবাসানকে পশ্চিম-পশ্চিম দিক হইতেও আক্রমণ করিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

আরও দুই লাখ ইতালীয় বন্দী

এক্সেস হইতে প্রাপ্ত ববরে প্রকাশ, আলবেনিয়াতে আরও অধিক সংখ্যক ইতালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে। একখানি গ্রীক সামরিক ইশ্তাহারে প্রকাশ, "বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীক সৈন্যগণ সাক্ষ্য সহকারে যুদ্ধ চালাইতেছে। অক্সিডাফনস আরও দুই লাখ চারি জন ইতালীয় বন্দী হইয়াছে এবং বহু অপরাহ্ন ও সমরোপকরণ গ্রীকদের হস্তগত হইয়াছে।"

ত্রিভুজের উপর ব্রিটিশ আক্রমণ

বিস্তৃত ২৪ জানুয়ারী ব্রিটন ও এভেডেনের উপর যে আক্রমণ পরিচালিত হই, তাহা খুবই ব্যাপক হয়।

ব্রিটনের উপর বিমান-চালায় পর্ষদেবর্ষণ কার্য পরিচালিত হয় এবং উহার পর আক্রমণ চালানো হয়। উহার পূর্ব দিকের দ্বারের বাহ্যিক বিমান বহর দীর্ঘ সময় দাবত ব্রিটনের উপর আক্রমণ চালান। এমতেনের জাঙ্গান নৌ-বাতির উপর রাজকীয় বিমান বহর এইবার লইয়া ২৯ বার আক্রমণ চালান এবং পূর্ব বন্দী আক্রমণ সমূহে জাঙ্গান, ডক, বিমান-বাতি ও পেট্রল ওলানের উপর আক্রমণ চালানো হয়।

ত্রিভুজের আবার আক্রমণ

সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমানবহরের বোম্বা বিমানপোডসমূহ আর একবার ব্রিটনে হানা দিয়াছিল। এমতেনের সামরিক সাক্ষ্যের উপর বোম্ব নিক্ষেপ হইয়াছিল।

ইতালীয়ান সাবমেরিন গুলমণ

ব্রিটিশ নৌবহর কর্তৃপক্ষ ঘোষিত হইয়াছে যে, একখানা ইতালীয় সাবমেরিন প্রহরাধীনে পক্ষ অধিকৃত অঞ্চলের নিজস্ব ঘাঁটিতে অগ্রসর হওয়ার কালে ব্রিটিশ সাবমেরিন 'থ্যাটারবোর্ট' কর্তৃক জলমগ্ন হইয়াছে।

নববর্ষে গ্রীসের সংকল্প

গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল মেটাক্সাস নববর্ষে গ্রীক জনসাধারণের প্রতি এক বাণীতে বলিয়াছেন যে, "পক্ষ নিশ্চিত না হওয়া অবধি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রাম করিবার দৃঢ়তা লইয়া আমাদের ১৯৪১ সাল শুরু হইয়াছে।"

জেনারেল মেটাক্সাস আরোও বলেন যে, যুদ্ধ দীর্ঘকাল দ্বারী, কঠোর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে জানিয়াই আমাদের ১৯৪১ সাল আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা কৃত-সম্মত ছিলাম যে, গ্রীসের পক্ষে সম্মানজনক ভাবে যুদ্ধ পরিচালিত নিষিদ্ধ আমরা সব কিছু সহ্য করিব।

ইরাকের জাঙ্গান জাঙ্গানের কাত

ওয়েলিংটনের সংবাদ প্রকাশ যে, জাঙ্গান (বুঝবার) নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রেচার ঘোষণা করেন যে, একটি জাঙ্গান জাহাজ ৫০০ ব্রিটিশ, কানাডী ও নরউইজান বাহিনীকে এমিরাত বীপে নামাইয়া বের। (ইরাকের মধ্যে ৪০ জন স্রীলোক ও ৭টি শিশু ছিল।) ইরাককে উক্ত বীপ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। উক্ত ৫০০ নরনারী "কোমিটা", "ব্যাঙ্কিট", "হোলনউড", "ট্রিলা", "ভিগ্নি", "ট্রিলাভিক", "ট্রিলাষ্টার" নামক সাতটি জাহাজের নাবিক ও বাহিনী। এগুলি অনুবর্তি হয় যে, "ট্রিলা কিনা", "মোটোর্ড" ও "রিজাউড" নামক অপর তিনটি জাহাজের উদ্ধারপ্রার্থ লোকজন এখনও উক্ত জাঙ্গান জাহাজেই আছে এবং অন্যান্য জাহাজের কতিপয় নাবিকও উক্ত জাঙ্গান জাহাজে আছে। উল্লিখিত সাতটি জাহাজের মধ্যে সাতটি ব্রিটিশ, দুইটি নরউইজান ও একটি কানাডী জাহাজ।

আগম্যক ঢাকী আটা

বিভিন্ন আধারে ডরিয়া কলিকাতায় যে চন্দ্রোনি আটা বিক্রয় হয় তাহার মূল্য উপরোক্ত সত্তায়ে নিম্নরূপ ছিল :-

কাপড়ের আধারে	প্রতি মণ	৫১১/০
চটের আধারে	"	৫৭০/০
কাপড়ের বসিয়ার	"	৫৬০/০

আফ্রিকার রণক্ষেত্রে স্যার ফ্রেন্সিস

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উচ্চ গতি প্রদর্শন

পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী হানবীর স্যার ফ্রেন্সিস হানবীর। সুলানে পদম করিয়া তথাকার ভারতীয় বাহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কারবোতে হানবীর প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সৈন্যদের সাহস, নৈতিক বল ও নিরানুবর্তিতার প্রশংসা করিয়া এক বিখ্যাত প্রদান করিয়া বলেন,—

"পশ্চিম যুদ্ধবিধে আমাদের সৈন্যবাহিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদের নিরানুবর্তিতা 'বাহা' শক্তি ও সজীবতা খুবই প্রশংসনীয় ভেদে পাইলাম। জিদিবাহারীর কৃতিত্বপূর্ণ জরলাতে তাহারা এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহাতে তাহাদের বর্ধাশা পক্ষ মিত্রের নিকট সম্মানভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংরাজ সৈন্যদের পার্শ্ব পাতিয়া ইহারা সংগ্রাম করিয়াছিল পত বড়বিনের উৎসবের সময় এই ইংরাজ সৈন্যরা উক্ত হৃদয়নি সহকারে আহত ভারতীয় সৈন্যগণকে সহজিত করিয়াছিল। যে সময় ইতালীয় বন্দী সহিত আমার আলোচনা হইয়াছিল, তাহারা অনেক বলিয়াছে যে, সজীব চালনার ভারতীয় সৈন্যরা এতদূর তৎপর যে, পক্ষদের পক্ষে আত্মসমর্পণ হইয়া অনাকোন গভ্যাক্ত ছিল না।

সৈন্য এবং অধীনস্থ বাহিনী সমূহের মুক্তমান, শিক ও চিন্তার মধ্যে সকলেই কে কাহাকে ছাড়াইয়া বাইবে, তত্ত্বনা রীতিমত প্রতিযোগিতা দাখিয়া গিয়াছে। মেডি-ক্যাল ও ট্রান্সপোর্ট বাহিনীর অবিরাম কার্যের ক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিরুত্তর সৈন্যবাহিনীর অবিরামক সে: জেনারেল স্যার বেটল্যাণ্ড উইলসন আমাকে জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় সৈন্যগণ বিশেষ ভাবে শিক্ষিত এবং তাহাদের মানসিক অবস্থা খুবই প্রশংসনীয়। এই যুদ্ধে তাহারা এই ভাল ভাল করিয়াই প্রদর্শন করিয়াছে। তাহারা তৎ অক্রমণের বোম্বার্ড কৃতির দেখার নাই—পাক্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পরে অগ্রসর হইতেও তাহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। যত্ন ও বিমানপথ হইতে তাঁহা আক্রমণ সমূহ ভারতীয় সৈন্যরা অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইয়াছে এবং পৃথলাপূর্ণ ট্রেনিং ও সাহসের গুণে অল্প কতি বীকার করিয়া পক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। পশ্চিম যুদ্ধবিধে এই সমস্ত সৈন্যের জন্য ভারতের গর্ব অনুভব করা উচিত। ইহাখাই যুদ্ধবিধে সাফল্য হইতে যুদ্ধকে দূরে রাখিয়াছে।

[৩য় পৃষ্ঠার কের]

কাছো নিরুত্তর লোকজনের জন্য উন্নত ধরনের ব্যবস্থা এবং আহতদের কতিপূরণের আরোজন করা হইয়াছে।

মোটের উপর প্রত্যাহ লব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা একটির পর একটি করিয়া সমস্ত বাহানিবুগুলি কাবু করিয়া কেলিতেছি। ইহা যাদুলী ব্যাপার নয় বর: পরিচিতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সব কিছুই করা হইতেছে, জনসাধারণের মনে সে-বিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা বিশ্বাস, তাহারা উহা ভালভাবে উপলব্ধি করিতেছে।

"একধে আমি বীজপ্রসূ বটেন হইতে ভারতের উদ্দেশ্যে সাহস ও নিষ্ঠাকর্মের বাণী প্রেরণ করিতেছি। ব্রিটনের কষ্ট নৈতিক শক্তি, আমাদের ও ভারতের এবং অধীনস্থ-প্রিয় প্রত্যেক দেশের একই উদ্দেশ্য ও অক্ষয় আত্মকর্ম এবং আমাদের জনসাধারণের সম্পদ ও কর্মের উপর নির্ভর করিয়া জরলাত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কল্পনা চালাইয়া বাইবই।"

পাট-সমস্যায় বাঙালী সরকার

মূল্য-নির্ধারণ ও চাক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নীতির বিশ্লেষণ

ভারত সরকার, বাঙালী সরকার এবং ভারতীয় চটকল সমিতির কতিপয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিদ্যুৎ সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চটকল সমিতির সদস্যরা তাকে বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইয়াছেন সেবিশেষ বাঙালী সরকার আনন্দিত হইয়াছেন।

চলতি বৎসরে পাটচাষীদের পক্ষে সহযোগকরক করে পাট বিক্রয় ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট একটি বড় হস্তক্ষেপ করিল সমস্যার সম্বন্ধীয় হইয়াছেন। যুদ্ধ বোম্বার পরে ছাট চড়া নামে বিক্রীত হওয়ার পাটের উৎপাদন হ্রাস বাড়িয়া যায়। পাটচাষের জমির পরিমাণ বহুদৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। যে-সকল জমি পাটচাষের উপযুক্ত নয়, তাহাতেও পাটচাষ করা হয়। কসলের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পায় যে, উহার বণোপকৃত ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং উহার উপর আবার কসল কাটার সময়ে পাট পঁচাইবার ফলে অত্যধিক বর্ষেই পরিমাণে নিম্নস্তরের পাট উৎপন্ন হয়। পাট বপন নিয়ন্ত্রণের জন্য গভর্ণমেন্ট যে চেষ্টা করেন, তাহা ব্যর্থ হয়। বৃদ্ধের ফলে পাট শাকসার গুরুতররূপে হ্রাস হইতে পারে এবং দর ও চাহিদা বৃদ্ধির পরিবর্তে বিপরীত অবস্থাও দেখা দিতে পারে—গভর্ণমেন্ট এই বর্ষে সকলকে সতর্ক করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে, পাট-নিয়ন্ত্রণ সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল ব্যক্তি তখন মনে করিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেন্টের পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য প্রতিপূর্ণ এবং বৃদ্ধের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং চড়া দরও বজায় থাকিবে, তাহাদের চাপে পড়িয়া গভর্ণমেন্টকে তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। লুর্ডাগাবন্ডতঃ ঘটনাক্রমে গভর্ণমেন্টের অনুরোধটীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সকল দেশ পাট রপ্ত করিত, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই আজ পর্তুগাল, বালিকা বাধ্যতায় হওয়ারও পাট এবং পাটজাত পণ্যের চাহিদা বর্ধিত পরিমাণে হাসপাতাল হইয়াছে। তাহাজ চলাচল ব্যবস্থার ব্যতিক্রমের জন্যও এই অবস্থা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। চাহিদার অপেক্ষা উৎপাদন বেশী হওয়ার পাটের দর বজায় থাকা কখনও সম্ভব নহে। কাজেই এই সকল বিপদ ও অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে পাট চাষীরা বাহ্যতে স্তব্ধাঙ্গনক দর পায় তাহার উপায় নির্ধারণের প্রতি গভর্ণমেন্ট যোগাযোগ করেন।

অতীতসময় ফলস্বাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট পাটের মস্তস্তম আশঙ্ক হওয়ার পূর্বেই পাট-ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত পাট-নিয়ন্ত্রণ প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় চটকল সমিতি এই ভার নেন যে, তাহারা উক্ত সমিতির সদস্যবাহী চটকলগুলিকে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত কলিকাতার কোন চটকলস্থত সর্বমুখ্য দপ্তর অন্যান্য মূল্যে বাস্তবিক হারে পাট ক্রয়ের জন্য সোপারিশ করিবেন। গভর্ণমেন্ট পাট-নিয়ন্ত্রণ সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে এই চুক্তিসম্মত সর্বমুখ্য দপ্তর কপা ডানাইয়া দেন এবং চাষীদেরও মধ্যস্থলে বিভিন্ন দপ্তরের পাটের জন্য অনুগ্রহ হারে দর দাবী করিতে ও ধীরেস্থলে পাট বিক্রয় করিতে এবং এককালে অধিক পরিমাণ পাট বাজারে বিক্রয় উপস্থিত না করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। দর যে হারে নির্ধারিত করা হয়, তাহাতে চাষীরা মাথা ও বণোপকৃত মূল্যই পাইত। কিছুদিনের জন্য এই চুক্তি পাটের মাথা মূল্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। প্রদেশের সর্বত্রই চাষীরা যে সকল ক্ষেত্রে চাহিদা নাট, সেই সকল ক্ষেত্রে বিক্রয়ের জন্য চেষ্টা না করিয়া গভর্ণমেন্টের উপদেশ মানিয়া চলার গভর্ণমেন্ট আনন্দিত

হইয়াছেন। ইহার ফলে চাষীরা বেশী পরিমাণ পাট ক্রয় করে বিক্রয়ের হার হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে এবং বাস্তবিকভাবে যে পাট এখন পর্যন্ত বিক্রয় হইয়া বাইত, তাহা এখনও চাষীদের হাতে রহিয়া গিয়াছে। মিলগুলি পাট ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ আশ্রয় দেখাইলে মধ্যস্থলের বাজারে কলিকাতার বাজারের জন্য নির্ধারিত দর বজায় থাকা সম্ভব হইত, কতকগুলি বিশেষ কারণে (যাহা নিয়ন্ত্রণে গভর্ণমেন্টের কোন হাত ছিল না) মিলগুলি ক্রয়ের জন্য সেগুলি আশ্রয় দেখায় নাট এবং উহার ফলে নির্ধারিত হারের কম মূল্যে পাট বিক্রী হইতে থাকে। কোন কোন স্থানে চাষীরা এখন কি বক্রিকারও পাটের উত্তীর্ণ না। অন্যান্য ক্ষেত্রে শালশালা নির্ধারিত হারের কম মূল্যে পাট ক্রয় করিতে লাগিল এবং যে সকল পাট মিলে বিক্রয় করা সম্ভব হইল, তাহা বিক্রয় করিয়া তাহারা লাভ করিল। বাকী পাট তাহাদের হাতে রহিয়া গেল এবং এখানে বহিরাগত। পাটের দরের একদল অধোগতি আরম্ভ হওয়ার গভর্ণমেন্ট আরো অধোগতি নিবারণের জন্য এই সম্পর্কে পুনরায় ব্যবস্থাবলম্বনে বাধ্য হইলেন। মিলগুলি যে সকল প্রস্তাব করিল, গভর্ণমেন্ট প্রণামতঃ দুটী কারণে তাহা মানিয়া লইতে পারিলেন না। প্রথমতঃ ক্রয়ের আশ্রয় যে অব্যাহত রাখা হইবে, এই নুতন প্রস্তাবে সেগুলি কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল না এবং অবশিষ্ট কসলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যে তাহারা নুতন দরে কিনিয়া লইবে, সেগুলি কোন প্রতিশ্রুতিও মিলিল না। দ্বিতীয়তঃ এই প্রস্তাবে "বটম" শ্রেণী বলিয়া স্বীকৃত পাট অপেক্ষা নিকট দরের একটি নুতন শ্রেণী সৃষ্টি প্রস্তাব করা হইল। গভর্ণমেন্ট আপত্তা করিলেন যে, উহার পরিপন্থিতে উন্নত শ্রেণীর "বটম" পাটও নিকট দরের "বটম" হিসাবে বিক্রীত হইতে পারে এবং পাটের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভেদতা অনেক বেশী পরিমাণে বাড়িয়া বাইবে ও ফলে পাটচাষীদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া উঠাইবে। দুটীও বর্জন করা গেল, যে দিন শ্রেণীর পাট ১ দরে বিক্রয় হইত, নুতন নিম্নস্তর শ্রেণীর অস্বীকৃত হইলে তাহার দর অত্যন্তই কমিয়া বাইত।

লুর্ডাগাবন্ডতঃ চটকলগুলি পাটের কোনও প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে অসম্মত হইল। কাজেই বাঙালী সরকার এই ব্যাপারে ভারত সরকারের সাহায্য গ্রহণ না করিলেন। ভারত সরকার এতৎসংক্রান্ত পরিচিতি আলোচনার জন্য বিত্ত মন্ত্র ডিসেম্বর (১৯৪০) জিল্লিতে এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলনে নিম্নস্তরের নুতন "বটম" মাকী সৃষ্টির পরিকল্পনা পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত হয় এবং স্থির হয় যে, চটকলগুলি আগামী এপ্রিল মাসের (১৯৪১) বহাভাগ পর্যন্ত ৩৭১০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে। এই ক্রয়ের দর এখনভাবে নির্ধারিত হইবে, বাহার ফলে ক্রয়ের চাহিদা সমানভাবে বজায় থাকিবে হইবে এবং মধ্যস্থলের পাটচাষীরাও উপযুক্তরূপে দর পাইবে। এই ৩৭১০ লক্ষ বেল সাধারণভাবে "বটম" দরের পাট অপেক্ষা নিকট হইবে না এবং এই দরের পাট ছাড়া অন্য যে সকল দরের পাট ক্রয় করা হইবে, তাহা একতরফিক হইবে। বাকী চটকলগুলি ব্যবস্থা-মুদারীভাবে নির্ধারিত পরিমাণ ৩৭১০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এবং গভর্ণমেন্টের চাকর বাকী পাট ক্রয় করিবে। কাজেই অবস্থা একদল একদল পঁড়াইল :—

চটকলগুলি আগামী চার মাসের মধ্যে অন্যান্য ১৮৭১০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে। এই পাট "বটম" শ্রেণীর

পাটের অপেক্ষা উন্নত হইবে (যে পাট কার্গিফিক্ট এবং বেল বোম্ব দরকে উপযুক্ত হইবে পাটের মধ্যে পড়করা দরও তাহার অধিক নাট, তাহাই এই শ্রেণীর পাটেরূপে নির্ধারিত হইয়াছে)। "কার্গি" শ্রেণীর ইহার অপেক্ষা নিম্নস্তরের পাট এই ব্যবস্থার অস্বীকৃত হইবে এবং উহার কোনও মূল্যও নির্ধারণ করা হয় নাই। এই ব্যবস্থামুতরাই চটকলগুলি কলিকাতার সর্বমুখ্য নিম্নস্তর হারে পাট ক্রয় করিবে :—

	মিল	দর
ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল	৭৫%	৬১
ইন্ডিয়ান জার্সি	৮৫%	৬১০
ইন্ডোপার্সিয়ান স্যাক্স	৮৫%	৬৫০

বেশী বাড়াই-না-করা—দর ৬১ টাকা।

উল্লিখিত দরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য পাট-চাষীদের অনুরোধ করা হইয়াছে। উক্ত দরের অনুপাতে পাটচাষীদের মধ্যস্থলের বাজার-দরও দিক করিতে হইবে। যাদের দরও থাকার এবং যাদের প্রতিনিধি ফলা কলিকাতার বণপুত্রি যে দরে পাট বিক্রয় হইবার কথা, তাহা হইতে মধ্যস্থলের বাজার দর সচরাচর ৬০ হইতে ১০০ কম হইয়া থাকে। পাটচাষীদের আরও জানান হইতেছে যে, তাহারা বেল নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম দরে পাট বিক্রয় না করে বা বিক্রয়ের জন্য এককালীন বেশী পরিমাণে পাট বাজারজাত না করে। কলিকাতার জন্য পাটের যে উপরোক্ত সর্বমুখ্য দর নির্ধারিত হইল, সেই দরই চটকলগুলি নিজেদের পক্ষ হইতে অথবা সরকারের পক্ষ হইতে পাট ক্রয় করিবে। অথবা উল্লিখিত মূল্যই যে পাটের দাবী কর হইবে, এমন দর। উপরোক্ত সকল দিক বিবেচনা করিয়া সরকার এই সর্বমুখ্য দরকে চাষীদের পক্ষে উপযোগী বলিয়াই মনে করেন। আর ইহাও দিক যে, এই সময়ে ইহা অপেক্ষা অধিক হারে পাটের সর্বমুখ্য দর ধারিতা দেওয়া সম্ভব নহে। পাটচাষীদের আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র "বটম" এবং "মিল" শ্রেণীর পাটের জন্যই উক্ত দর নির্ধারিত হইয়াছে। পাটচাষীরা সাধারণতঃ শ্রেণী হিসাবে পাট বাড়াই না করিয়াই বাজারে লইয়া আসে এবং এ অবস্থাতেই পাট বিক্রয় করে। ততমাত্র উক্ত মিশ্রিত পাট "বটম" এবং "মিল" উক্ত শ্রেণীর পাটই থাকিবে না। মিশ্রিত পাটের জন্য দর সর্বমুখ্য দর "বটম" শ্রেণীর জন্য দর সর্বমুখ্য দরের সমানুপাতিক হইতে পারে না; বরং মিশ্রিত পাটের মধ্যে "বটম" এবং "মিল" উক্ত শ্রেণীর পাট থাকার মতন উক্ত শ্রেণীর পাটের পরিমাণ অনুসারেই সর্বমুখ্য দর নির্ধারিত হইবে। কাজেই মূল্য চলে—পাটচাষীরা উক্ত মিশ্রিত পাটের জন্য গড়ে যে সর্বমুখ্য দর পাইবে, তাহা "বটম" শ্রেণীর জন্য দর সর্বমুখ্য দর অপেক্ষা সাধারণতঃ বেশীই পড়িবে। উপরে কলিকাতার বাজার দরের যে হার প্রদত্ত হইল, সেই নিকট হারের উপর নির্ভর করিয়া তদনুসারে মধ্যস্থলের বাজার দর দিক করতঃ পাটচাষীরা নিম্নোক্ত বিক্রয়ের জন্য নিজেদের পাটের মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।

পুরের দর ন্যায় সরকার এখনও সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, পাটচাষীরা বেল কেবল উক্ত শ্রেণীর পাট বিক্রয়ের প্রতিষ্ট লক্ষ্য না রাখে। এই পর্যন্ত দেখা গিয়াছে, উক্ত শ্রেণীর পাটের মূল্য হাস পায় নাট। উক্ত শ্রেণীর পাটের চাহিদা পূরণের দায় এখনও বহিরাগত। কাজেই তবিশেষতঃ উক্ত পাটের দর পড়িয়া বাইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত কারণে পাটচাষীদের উচিত কেবল তাম্র তাহাদের পাট বাজারজাত না করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকট শ্রেণীর পাটও বাজারে বিক্রয় হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। কেন না নিকট শ্রেণীর পাট বর পরিমাণে এখনও অবিক্রীত রহিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বেশীর ভাগ পাটই এ-পর্যন্ত চাষীদের হাতেই রহিয়াছে। পাটের দর সম্পর্কে [১০ পৃষ্ঠার পেশন]

রবি ফসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার

চাষী-সমাজের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

এখন তুলে রবি ফসল পাইতে চাইলে দাক্ষিণ্য বনিন্দা-গুলিকে চাষা-রোগাক্রান্ত ও অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের অভিযাচীর চেষ্টাও বন্ধ করা দরকার।

আমাদের দেশে গম, ধান, সরিষা, কলাই, ছোলা, আলু, তিসি প্রভৃতি ফসল বনিন্দা হিসাবে লাগান হয়। ভাল ফসল পাইতে চাইলে সমস্তে চাষ আদাল করিতে হয়। উপরন্তু যার ও সেচন প্রভৃতি দিতে হয়, এ'ত জালা কথা। আমাদের কৃষকগণ এ-বিষয়ে ভাল করিয়াই জানেন। কিন্তু এত কুশল এত যত্ন এবং এত পরচ করিয়াও সময় সময় আমাদের কৃষকগণ আপা মত ফসল না পাইয়া কতিপয় হান। নানা কারণে এই ক্ষতি চাইতে পারে। তবে কতকগুলি কারণের উপর আমাদের কোন চাপ নাই, যেমন অতিশুষ্ক বা অশুষ্ক, অসময়ে বৃষ্টি বা সময়ে উপযুক্ত বৃষ্টির অভাব। ইত্যাদির প্রতিকার আমরা সহজে করিতে পারি না। অথবা সেচন ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্যের অভিযাচী কিছু মোচন করা হইতে পারে। কিন্তু ইহা বড় অর্থব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। সেচরূপ জল নিকাশের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে অতিশুষ্ক কাল হইতেও ফসল বন্ধা করিবার কিছু প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু ইহাও বড় অর্থব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। কতকগুলি ক্ষতির কারণ আমাদের নিজেদের চেষ্টায় মোচন করিতে পারা যায়। যেমন পলাকে রোগ এবং পলা-অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ও অভিযাচীর চেষ্টাও বন্ধ করা। নিম্নে আমাদের দেশের বনিন্দা কতকগুলি রোগ এবং অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের আক্রমণ চেষ্টাও কিরূপে বন্ধা করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপে লিখা গেল। বিশেষ বিষয়ের আদ্যাক হইলে সরকারী কৃষি বিভাগে Economic Botanist, Dacca, লিখিলেই পাইবেন।

(১) গম, ধান ও হটরির ছেতো রোগ

এই রোগ পলা ও তুম আক্রমণ করে এবং সমস্ত জিম্বিখী নষ্ট করিয়া কাল চাইয়ে পরিণত করে।

গমের ছেতো রোগ—আস্টিলেগো টিটিগাই।

ধানের ছেতো রোগ—আস্টিলেগো হরভিআই।

হটরির ছেতো রোগ—আস্টিলেগো এডেনি।

প্রতিকারের উপায়।—কৃষক পুন সাধনানে ছেতোয়ুক্ত ভগা একটা খলেতে সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। বীজ যদি ছেতোর সজ্জিত মিশিয়া যায়, তাহা হইলে বুনিন্দার পূর্বে বীজ কেমিকেল বিক্শার "এথ্রোসিন জি" একভাগ, পাঁচপাত ভাগ পানির সহিত মিশাইলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

"এথ্রোসিন জি" ১৮৭৮ ট্রাও বোড, কলিকাতা (১৯৪০ ৭ পাউন্ডের টিনের দান) মেসার্স ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইণ্ডাস্ট্রিসের নিকট পাওয়া যায়।

(২) গম, ধান ও হটরির মরিচা ধরা রোগ

গম গাছের উপর সাধারণতঃ তিন প্রকারের বিভিন্ন মরিচা ধরা রোগ দেখা যায়।

(১) কাল (পাক্‌সিনিয়া গ্রামিনিস)।

(২) হলুদে (পাক্‌সিনিয়া প্রুমেবাস)।

(৩) কলক (পাক্‌সিনিয়া টিউসাইদা)।

যেহেতু দুই প্রকারের রোগ ছোট খাতিতে আক্রমণ করে এবং সময় সময় খুব বেশী ক্ষতি হয়।

মটরের উপর পাক্‌সিনিয়া কোলাই হয়।

প্রতিকারোপায়।—রোগ প্রতিরোধক পলিভিনিট জাতের বীজ নিষ্কাশন ও তাহাদের চাষ করা দরকার।

(৩) মরিচা

মটর উপর সাধারণতঃ তিন প্রকারের রোগ দেখা যায়।

(১) মরিচা ধরা রোগ, বাহা পাতা ও তাঁটিতে প্রকাশ পায়।

(২) সালা খড়ির লায়র গুঁড়া চাষা রোগ।

(৩) হলুদ মরিচা রোগ।

তৃতীয়টি দ্বারা গাছের বিশেষ ক্ষতি হয়। আক্রান্ত গাছের পাতা এবং তাঁটা ধূসর বর্ণে পরিণত হইয়া শুকাইয়া মরিয়া যায়।

প্রতিকারোপায়।—(১) ক্ষেত হইতে মরিচা গাছগুলি তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

(২) ক্ষেত হইতে জল-নিকাশের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৪) মটর

মটর গাছের গুঁড়া চাষা রোগ।—ইহা সাধারণতঃ মস ধরিবার সময় গাছের পাতা ও তাঁটিতে সালা খড়ির মত জন্মে। যত্নের সাহায্যে গাছের গুঁড়া ছিটাইলে এই রোগ দমন করা যায়। সকাল বেলা যখন পাতা শিশিরে ভিজা থাকে, তখন ঔষধ ছিটাইতে হইবে।

মটর গাছের চলে যাওয়া রোগ।—এই রোগ গাছের উপরে মাটির সংলগ্ন স্থানে আক্রমণ করে এবং গাছ নিম্নে হইয়া মরিয়া যায়। রোগ দেখা দিবার পূর্বে ৬০০ ভাগ জলে ১ ভাগ কেরল মিশ্রিত করিয়া গোড়ায় দিলে রোগ দমন হয়। এক কাঠা জমিতে ১/৪ বণ ঔষধমিশ্রিত জল প্রয়োজন। সাধারণতঃ মূল্যবান ফসল ইত্যাদিতে দেওয়া চলে যেমন বড় জাতের মটর। "কেরল" মেসার্স উইলকিন্সন হেউড এণ্ড কোর্ক এণ্ড কোম্পানি, ২২ং কুইন্স রো, কলিকাতায় পাওয়া যায়। মূল্য ৭১০ আনা করিয়া প্রতি প্যালন্।

(৫) ছোলা

ছোলার উপর সাধারণতঃ দুই প্রকার রোগ দেখা যায়।

(১) মরিচা ধরা রোগ, বাহা পাতার উপর দেখা যায়।

(২) চলিয়া যাওয়া রোগ।

দ্বিতীয়টিতে গাছের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং রোগ প্রতিরোধ পলিভিনিট বীজ ব্যবহার করিলে এই রোগ আর প্রায় দেখা যায় না; যথা "কাংপুর ডেইলি"।

(৬) অড়হর

উইলট (কিউজেরিয়া)।—অড়হর গাছ এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে উপরের পাতা সকল হলুদে হইয়া শুকাইতে থাকে এবং পাবে সম্পূর্ণ গাছটা শুকাইয়া মরিয়া যায়। এই রোগ মাটিতে গাছের আবর্জনার মধ্যে জন্মায় এবং উপযুক্ত কাল পাইলেই আক্রমণ করে।

প্রতিকারোপায়।—গাছটা যখন শুক অবস্থায় দেখা যায়, তখনই উহা তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত এবং রোগ প্রতিরোধক পলিভিনিট জাতের অড়হরের আবাদ করিলে ফসল পাওয়া যায়। পর্যায় চাষ করা দরকার।

(৭) গোল আলু

গোল আলুর বড়ক।—এই রোগে প্রথমাবস্থায় গাছের পাতার ছোট ছোট বাগানি হইবার দাপ পড়ে এবং শীঘ্রই ইহা জলবায়ুর অনুকূলে ক্রমশঃ আকারে বাড়িতে থাকে। রোগ বাড়িলে পাতা ও তাঁটার প্রবেশ করিয়া সম্পূর্ণ গাছটা ২১১ দিনের ভিতরে মরিয়া ফেলে। পরে গাছটা কাল হইয়া পঁচিয়া যায় এবং মাটির ভিতরের আলুও আক্রান্ত হয়।

রোগ নিবারণের উপায়।—(১) মীরোগ আলু লাগাইবে। আক্রান্ত ক্ষেতের আলু দেখিতে ভাল হইলেও লাগাইবে না।

(২) জল নিকাশের সুব্যবস্থাসমূহ জমিতেই আলুর চাষ করিবে।

(৩) একই ক্ষেতে প্রতি বৎসর আলু চাষ নির্বিঘ্ন।

(৪) কাঁচা অথবা অধিক পরিমাণ গোবর সাহায্যে প্রবেশ করিবে না।

(৫) যে সব জমিতে আলুর রোগ দেখা যায়, তাহার গাছ ৬"—৮" বড় হইলেই ৫১৬ বার বোর্কো বিক্শার পিচকারী দ্বারা ছিটাইয়া দিতে হইবে। এক কাঠা জমিতে ১/৪ বণ ঔষধ দরকার হয়।

(৬) আলু তুলিবার পর বীজ আলু ঠাণ্ডা ও শুকনা কারগার গোলাজাত করিবে।

বোর্কো বিক্শার প্রস্তুত করিবার পরিমাণ

ভূতে . . . ৬ ছটাক ২ তোলা। মূল্য প্রতি সের ৬০০
পাথুরে চুণ . . . ৬ . . . ১০০
জল . . . ১ বণ।

(৮) আলুর ভাটা রোগ

রোগের প্রকাশ।—গ্রীষ্মকালে আলু গাছ যখন বেশ বড় হয়, তখন সাধারণতঃ উপরের পাতায় এবং নীচের পাতায় এক প্রকার ঔষধ কাল বর্ণের অনেক লাগ পড়িতে দেখা যায়। এই লাগ অসমানভাবে গোলাকারে বহিত হয় ও তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঢ় রংয়ের গোলাকার চিহ্ন পড়ে। গাছের পাতা শুকাইয়া কালো হইয়া গাছ একেবারে মরিয়া যায়।

প্রতিকার বিধি।—পিচকারী দ্বারা বোর্কো বিক্শার ছিটাইলে এই রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

একই জমিতে প্রতি বৎসর আলুর চাষ করিবে না।

(২) আলু গাছের গোড়া পঁচা রোগ

এই রোগ মাটির নীচে গাছকে আক্রমণ করে এবং গাছ চলিয়া শুকাইয়া যায়। গাছের গোড়ার মাটি দিবার পূর্বে "কেরল মলিউস" (১ ভাগ কেরল ৬০০ ভাগ জল) দ্বারা উত্তমরূপে গাছের গোড়ায় দেওয়া উচিত।

(১০) বেগুন গাছের তাঁটার শুকা রোগ

ছোট চাষা ও বড় গাছ উভয়কেই এই রোগ আক্রমণ করে। রোগাক্রান্ত স্থানে প্রথমতঃ ফোসকার মত দেখায়। তারপর সেই স্থান কৃচকিয়া তাহা অন্য অংশ অপেক্ষা লম্ব হইয়া পড়ে। আক্রান্ত গাছ প্রায় মরিয়া যায় এবং এই তাঁটার বীজ বহা জায়গায় কুটিয়া বাহির হয়।

প্রতিকারোপায়।—রোগ ধরিবার পূর্বে গাছে পতকরা ১ ভাগ বাগ'গি কিংবা বোর্কো বিক্শার পিচকারী দ্বারা ছিটাইলে উপকার পাওয়া যায়।

বাগ'গি বিক্শারের পরিমাণ

ভূতে . . . ৬ ছটাক ২ তোলা, মূল্য ৬০০ প্রতি সের।
কাপড় কাচা গোড়া ৮ ছটাক, . . . মূল্য ৭০ প্রতি সের।
জল . . . ১ বণ।

এক কাঠা জমিতে ১/৪ বণ ঔষধ প্রয়োজন।

(১১) বিলাতী বেগুন গাছ চলিয়া যাওয়া

এক প্রকার কীবাণু দ্বারা গাছ আক্রান্ত হইলে এই রোগ প্রকাশ পায় এবং গাছ চলিয়া পড়ে। চাষা গাছ খুব

[১২ পৃষ্ঠার দেখুন]

বাঙালার জেলা ও লোকাল-বোর্ড সমূহ

১৯৩৮-৩৯ সনের বাষিক বিবরণী

১৯৩৮-৩৯ সালে লোকাল বোর্ড এবং জেলা বোর্ড-কমিটির কার্য পরিচালনা সম্পর্কে বাঙালার সরকার সম্প্রতি যে প্রত্যাবর্তন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রত্যাবর্তনের সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রস্তুত হইল:—

পূর্ববর্তী বৎসরের দ্বারা আলোচ্য বৎসরেও বাঙালার সেবে মোট ২৬টি জেলা বোর্ড ছিল। জেলা বোর্ডগুলিতে মোট ৬৯৪ জন সদস্য ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৪৪৭ জন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ পতন-কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পতন-কেন্দ্র যাহা-জিন্দে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ৮৮ জন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ২৪-পরগণা ও নারায়ণ এই দুইটি জেলা বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। পূর্ব-বর্তী বৎসরের দ্বারা আলোচ্য বৎসরেও বাঙালার জেলার কমিশনার পদাধি: জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু আর সমস্ত জেলা-বোর্ডেই নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। জেলা বোর্ডগুলিতে লস্কাকুলো ৩৯১টি সভা হয়। ইহাদের মধ্যে একটি সভাও মিষ্টি সংখ্যক সভার অনুপস্থিতিবশত: নষ্ট হয় নাই; কিন্তু আলোচ্য বৎসরে মোট ২৬টি সভার অধিবেশন মূলত:ই বাধা হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে যাত্র ১২টি সভার অধিবেশন মূলত:ই বাধা হইয়াছিল। গড়পড়তা যথোদয় জেলা বোর্ডের সভার লস্কাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সভা (৮৯.৭) এবং মুশিলাবাহ জেলা বোর্ডের সভার লস্কাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সভা (৬৪.৪) যোগদান করিয়াছিলেন। সরকারী সদস্যগণের মধ্যে লস্কাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সভা ২৪-পরগণা জেলা বোর্ডের সভার এবং বড়ুয়া জেলা বোর্ডের সভার লস্কাপেক্ষা কম সংখ্যক সভা যোগ দিয়াছিলেন।

লোকাল-বোর্ড

বীরভূম, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাংপুর এবং নোয়াখালী জেলার লোকাল বোর্ড তুলিয়া দিবার ক্ষেত্রে সমগ্র বাঙালার লোকাল বোর্ড-সমূহের সংখ্যা কনিয়া মোট ৭০টি হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে মোট ৮৪টি লোকাল বোর্ড ছিল।

আলোচ্য বৎসরের প্রথম তিন মাস পর্য্যন্ত রাংপুরে ৪টি লোকাল বোর্ডের কাজ চলে এবং ১৯৩৮ সালের জুন মাসে এই ৪টি লোকাল বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হয়। রাংপুর জেলার লোকাল বোর্ডগুলির সদস্যসহ লোকাল বোর্ডগুলির মোট সদস্য-সংখ্যা ১,৩৯৩ হইতে কনিয়া ১,২৪৮ হয়। লোকাল বোর্ডগুলিতে মোট ৭২ জন সরকারী এবং ১,১৭৬ জন বেসরকারী সদস্য ছিলেন। পূর্ববর্তী বৎসরের দ্বারা আলোচ্য বৎসরেও যাত্র ৪টি লোকাল বোর্ড বাতীত আর সমস্ত লোকাল বোর্ডেই বেসরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন। যে সমস্ত জেলায় লোকাল বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হয়, সেই সমস্ত জেলায় জেলা-বোর্ডগুলি লোকাল বোর্ডের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে; অন্যান্য জেলায় লোকাল-বোর্ডগুলি পূর্ববৎ কর্তৃত্ব পরিচালনা করে।

ইউনিয়ন কমিটি

আলোচ্য বৎসরে বাঙালার সেবে যাত্র ৩টি ইউনিয়ন কমিটি ছিল; তন্মধ্যে কেবল দাখিলি জেলার অন্তর্গত গুজর ইউনিয়ন কমিটির কার্য সন্তোষজনকভাবে নির্বাহিত হয়। ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত হাজিপুর ইউনিয়ন কমিটির কার্য যাত্র অতিশয় ছিল।

আলোচ্য বৎসর শেষ হইবার পর ৩ মাসে ইউনিয়ন কমিটির বসে একটি ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহলা জেলার উপযুক্ত স্থানের অভাবে হওয়ায় জন-পাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত আলীপুরমুন্সার ইউনিয়ন কমিটির কার্য যথোপযুক্তরূপে নির্বাহিত হইতে পারে নাই; কারণ মহলা অপসারণ করাই কমিটির প্রধান কাজ ছিল।

আর্থিক অবস্থা

আলোচ্য বৎসরে জেলা বোর্ডগুলির দ্বারা পূর্ববর্তী বৎসরের যে মণ্ডল তহবিল ছিল, তাহা হ্রাস হইয়া মোট ১ কোটি ৫২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের আর অপেক্ষা ১৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা কম যায় হয়।

আলোচ্য বৎসরে চলিত আর হইতে ৮৩ টাকা দায় করিবার কথা ছিল, তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৩ হাজার হইতে কনিয়া ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬ হাজার টাকায় হ্রাস হয়। আলোচ্য বৎসরের শেষে জেলা বোর্ডগুলির দ্বারা মোট ৪৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা মণ্ডল থাকে। পূর্ববর্তী বৎসরের শেষে জেলা বোর্ডগুলির দ্বারা মণ্ডল আয়ের পরিমাণ ছিল ৫২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

শিক্ষা

আলোচ্য বৎসরে শিক্ষার দ্বারা জেলা বোর্ডগুলির আয়ের পরিমাণ ১১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা হইতে কনিয়া ২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকায় এবং ব্যয়ের পরিমাণ ২৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা হইতে কনিয়া ২৬ লক্ষ ১ হাজার টাকায় পরিণত হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিভাগের অধীন কয়েকটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা জেলা কুল বোর্ডের দ্বারা চলিয়া যাওয়াতেই শিক্ষার দ্বারা আর এবং ব্যয়ের পরিমাণ এইভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন জেলা বোর্ড কর্তৃক মোট ৫৮৩টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে এই সমস্ত বিদ্যালয় মোট ২৮,৭২৭টি বালক এবং ৩,৪২৬টি বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে জেলা বোর্ডগুলির অধীনে মোট ৭৫৫টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৪২,১২৩ ও ৩,৭০৭ ছিল। আলোচ্য বৎসরে সমস্ত জেলা বোর্ডের অধীনে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,০৮৮ হইতে হ্রাস পাইয়া ৭৭০ হয়। আলোচ্য বৎসরে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৩২,৮৩৪ ও ৬,৫৮১ ছিল।

পূর্ববর্তী বৎসরের নি: প্রা: বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৫২,০১৪ ও ৭,২১৪ ছিল। জেলা বোর্ডের সাধারণ্যে উ: প্রা: বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যাও আলোচ্য বৎসরে ১১,৭০২ হইতে কনিয়া ১০,৮৫৫ হয় এবং ইহাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও যথাক্রমে ৪২,৪১২ হইতে কনিয়া ৩৮,৫৫৬ ও ৩,০৮,৮৩২ হইতে কনিয়া ১০৩,১৭৮ হয়।

আলোচ্য বৎসরে জেলা বোর্ডের সাধারণ্যে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ৯,৮৮৩ এবং এই সমস্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে

২৪০,০৬১ ও ৭৩,১৭৯ ছিল। পূর্ববর্তী বৎসরে জেলাবোর্ডের সাধারণ্যে নি: প্রা: বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০,৯৬০ এবং এই সমস্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭৩,১৬৬ ও ১২৪,২০৫ ছিল।

আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন জেলার দ্বারা ৪৩ হইতে হ্রাস পাইয়া ৪২ হইতেও উন্নতের জারসংখ্যা ৪,৬১৫ হইতে বাড়িয়া ৪,৬৪৯ পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছে। জেলা বোর্ডের সাধারণ্যে বিভিন্ন জেলার দ্বারা ১,২৫৯ হইতে বাড়িয়া ১,৪০৩৫ পরিণত হয়।

উন্নতের জারসংখ্যাও ১১০,৫০২ হইতে বাড়িয়া ১৩৭,৩৭৮ হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের দ্বারা আলোচ্য বৎসরেও জেলা বোর্ড কর্তৃক কোল ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালিত হয় নাই। জেলা বোর্ড হইতে সাধারণ্যে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫ হইতে কনিয়া ১৪ হয়। কিন্তু ইহাদের জার সংখ্যা ৩,৪২০ হইতে বাড়িয়া ৩,৫৬০তে পরিণত হয়। আলোচ্য বৎসরে জেলা বোর্ড পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয় কুলের সংখ্যা ৭ হইতে কনিয়া ৫ হয়।

জনসংখ্যা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা

আলোচ্য বৎসরে এই দ্বারা জেলা বোর্ডগুলির মোট ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা আর এবং ৪২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয় হয়। পূর্ববর্তী বৎসরে এই দ্বারা মোট ১২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা আর এবং ৪২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে জেলা বোর্ড পরিচালিত ডিসপেন্সারীর সংখ্যা ৬৯২ হইতে বাড়িয়া ৭১৩ হয়, কিন্তু ডিসপেন্সারীর জন্য ব্যয়ের পরিমাণ মোট ১৩ লক্ষ টাকা হইতে কনিয়া ১২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকায় পরিণত হয়। জেলা বোর্ডের সাধারণ্যে ডিসপেন্সারীর সংখ্যা ৬০৮ হইতে কনিয়া ৬০৪ হয় এবং এই দ্বারা ব্যয়ের পরিমাণও ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা হইতে কনিয়া ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকায় পরিণত হয়। কয়েকটি ঘোষিতপাণিক, আয়ু-শ্রেণীকৃত ও ইউরোপীয় ডিসপেন্সারীও জেলা বোর্ডগুলির নিকট হইতে লাভবা লাভ করিয়াছিল।

গ্রামাঞ্চলে জেলা বোর্ডের যে সমস্ত ডিসপেন্সারী আছে, তাহাদের অনেকগুলিতে এবং জেলার সমস্ত ও বহুকুল্য পন্থে অবস্থিত জেলা বোর্ডের ডিসপেন্সারীতে জনাত্তর যোগের চিকিৎসা করা হইয়াছে।

সংক্রমক রোগ দমনের জন্য আলোচ্য বৎসরেও জেলা-বোর্ড হইতে পূর্ববর্তী বৎসরের দ্বারা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

জার্মানীর কলকারখানার ক্ষতি

আমেরিকান সাহায্যদাতার অভিযন্ত

দ্বারা-দাতা বুডকাই: কোম্পানীর সাহায্যদাতা ওয়ারেন আর্নস্টইন সম্প্রতি ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আমেরিকায় কিরিয়া বলিয়াছেন যে, মোহা পন্থের ক্ষেত্রে জার্মানীর কলকারখানার উপপালনের পরিমাণ বর্তমানে ত্রিগুণাগ হ্রাস পাইয়াছে। তাহা-দাতার উক্ত অঙ্কল এবং কোমন্ডের ও এর অঙ্কলের কলকারখানাগুলি একেবারে পূর্ণরূপে পরিণত হইয়াছে। আর্নস্টইন লন্ডন এবং বার্লিন দুই জায়গায়ই কাজ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বার্লিন ও অন্যান্য দাপ্তর পন্থগুলি বেশকিছু ব্যয় হ্রাস করিয়া দিতে বলিয়া আর, এ-একের সৈন্যগণ ঠিক সামরিক স্থানগুলি ঠিক করিয়া মোহা-পন্থ করিতে পারিয়াছে। মোহা পন্থের ক্ষেত্রে জার্মানীর চাইতে উন্নতের অনেক কম দিয়াছে বলিয়াই তাহার ধারণা।

জাতি-বিদ্বেষ ও জগতের ভবিষ্যৎ

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

এমনই রাগিয়া গেল যে, অকস্মাৎ তাহারা আমাকে অনিচ্ছায় পিটাইয়া পেটে লাগি মাঝিয়া একশেষ করিল। কিন্তু আজ সব চেয়ে আমার শ্রোণী করিয়া মনে পড়িতেছে সেই সকলের সঙ্গিত ক্রোধের ডগিটা—সেই বিকট বুঝতলী ও চেপের ভয়ঙ্কর চাহনিগুলি। এতগুলি লোক একই সঙ্গে এমন রাগিয়া মাটিতে পারিল কি করিয়া?

সবিত্তে সবিত্তে দরজার কাছে দাঁড়া পাড়ীর পা-
লানীতে পা দিবার জন্য আমাকে পিছন ফিরিতে হইল।
অরুণি আমার পিঠে পড়িল লাগি। হাত-বাগটা হাত
হইতে বসিয়া বাহিরে ডিটকাইয়া পড়িলার জোপাড
হইয়াছিল, কোনও রকমে বাঁচিয়া গেল। এট বাগের
মধ্যেই আমার পাশপোর্ট (ভাউস) ছিল, সেটি খোঁজা
গেলো মুকিলের আর দীনা পাকিত না। এক মুহূর্তের
জন্মা আমার শ্রোণী টুটিয়া গেল; পিছনে ফিরিয়া কাছে
যে লোকটাকে পাঠান, তাহার গায়ে গায়ের জোরে
এক চড় বসাইয়া দিল। চকিতে জুজু আপানী সৈন্যটি
কোমরবধ হইতে একটা ফিরাট টানিয়া বাহির করিল।
কম কথা নয়; মহামতি আপানের এমন কৃতি সত্যনের
গায়ে কিনা একজন সান্নায়া কীলোক হাত তুলিতে সাহস
করে। যদিও ভয়ে প্রায় অধমরা হইয়া উঠিয়াছিল তবুও
অকস্মাৎ তো হো করিয়া উচচ হাস্য করিয়া উঠিল।
এই হাসিতে সেই কানোয়ারগুলিও অবাধ হইয়া গেল,
আমিও কম অবাধ হইলাম না।

আপানী সৈন্যগুলি তখনও আমার সম্মুখে। আমি
পিছন দিকে হাত বাড়াইয়া কোন রকমে পনের কামরার
দরজাটা খুলিয়া ফেলিলাম এবং চাই করিয়া ভিতরে
চুকিয়া গেলি।

আমার চোখে জল দেখিয়া গার্ড আসিয়া জিজ্ঞাসা
করিল কি হইয়াছে। ঘটনাটি তাহাকে খুলিয়া বলিলাম।
একটা নিকপায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল: "তবে এরা
এমন লোকের উপরও অত্যাচার করে যার বাঁতিনত
পাশপোর্ট আছে, এ দেশে যাদের দেশের কনসাল আছে।
আপনিও উকটা চোট দিয়া কতি আশায় করিয়া লইতে
পারেন। পনের হৈলমেই একজন ডাক্তারকে দিয়া
পরীক্ষা করান। এই দেশে যে কি সব কাণ্ডকাবখান
হইতেছে সব যদি জানিতেন। এই হাবাখজালা প্রুতি-
নিমট শ্রুত রাশিয়ানদের উপর নাক অত্যাচার করে,
কারণ কানে যেচাবীরা কাচাকড় কাড়ে নালিশ করিতে
পারিলে না।"

পনের হৈলমে কিছু পানাহার করিয়া গায়ে জোর
করিয়া পাটলাম। প্রত্যেকটই বলিল সৈন্যগুলিকে
উপযুক্ত শিক্সা দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে বেলগের
সোভিয়েট কমিউনিস্ট ও মুকোকো সরকারের শ্রুত-
রাশিয়ান পানাহারীদের মধ্যে আশচর্য মতের মিল
দেখা গেল। কিন্তু একজন দীর্ঘশ্বাস লোক আমাকে
সাধনান করিয়া দিল। সে বলিল সৈন্যবিত্তা এ অন্যায়ের
কোনও প্রতিকারই করিলে না, সৈন্যরা কোনও রকমে
প্রমাণ করিয়া দিলে আমি হাতান হইয়াছিলাম এবং
সৈন্যদের কুসখাটতে চোটা করিয়াছিলাম।

একে আমার পোষাকসমিচ্ছদ গরীবের মত ছিল।
জাহাজ উপর তুলীর শ্রুণী হইতে আমাকে নামিয়া
আসিতে দেখায় আপানী সৈন্যেরা বোম্বকর আমাকে
আশ্রয়প্রার্থী মনে করিয়াছিল। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থী হইলেও
কামরার পাশ দিয়া মাটিতে বাসা খেওয়ার কোনও সম্ভ
অধিকারই আপানী সৈন্যগুলির ছিল না। এমন অকারণে
জাতিবিদ্বেষ মাগিয়া উঠিবার কোনও অধ ই হয় না।
এই কুহুত বাসহাবের প্রকৃত কারণ কি? এই প্রশ্নের

অবশি শ্রুতিতে গেলেই স্বপ্ন-প্রাচ্য মূল সমস্যার
সন্ধান মিলিলে।

সেই মুহূর্তে আমি অবশ্য আপানীগুলিকে খুণা
করিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, কোনও বিতংসতাই ইচ্ছার
পক্ষে অসম্ভব নহে। ১৯১৮ সালে লীগ অব নেশনে
এক চমচিচর দেখি; তাহাতে আপানীসেন চীন অধি-
কারের ছবি দেখান হয়। এট চুরি করিয়া আমানী
করা ফিল্মটিতে যে সকল ঘটনা দেখিয়াছিলাম, তাহাতেও
আমার ইত্বপই মনে হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা থাক।

জাতি-বিদ্বেষ

আপানী বিদ্বেষ জাগ্রত করা আমার উদ্দেশ্য নহে।
আমি শুধু দেখাইতে চাই যে বর্তমানে জগতে অজ্ঞ
মনোবৃত্তির বড়ট প্রাচুর্য হইয়াছে। মহিলে মাংসী
প্রচার কৌশলের সত্যপ্রায় আপানীদের মত সবল
স্বপ্নের জাতির মধ্যে এমন কানোয়ারের স্রষ্ট সম্ভব হইত
না। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে আজ বিদ্বেষের
মহে—সৌহার্দ্যের প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের উপরও এই সর্বশাস্ত্রা পড়ির বজ্রপাত
আজ উদাত। ইংলও ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রাচ্য
যদি ব্যর্থ হয়, তবে এশিয়ার অধিকাংশ যে আপানের
গ্রাসে পড়িত হইবে, ইচ্ছাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

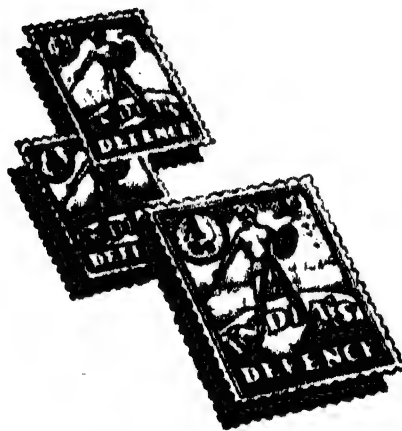
উরুপ বহর মাংসীদের বন "ইহনী বনীনের জেই"
এবং বিদেশী বনিকদের প্রতি বিদ্বেষে পূর্ণ করিয়া
তোলাব কোনও চেষ্টাই ক্রটি হয় নাই। আপানীসেন
নিরবিত্তানে প্রচার করা হইয়াছে যে, ইহায়াই জনতের
সকল অসিটের মূল। তাহা হাড়া মুহুই পুরুষের উপযুক্ত
ক্রীড়া এবং অন্যান্য দেশের রাজ্য গ্রহণ না করিয়া নিজ-
দেশের বিস্তৃতি লাগন করা যায় না। মুসোলিনী ইটালীর
কর্তৃত্বের গ্রহণ করার পর হইতে সেরাসেনও অনুসরণ
প্রচার চলিয়া আসিতেছে। আপানী জনসাধারণের
মধ্যেও এই প্রেবীর জাতি-বিদ্বেষ প্রসিষ্ট করাইয়া দেওয়া
হইয়াছে। এ কার্য খুব কঠিন হয় নাই। আপানীদের
ধারণা জগতের জাতিনিচরের মধ্যে একবার তাহায়াই
সেবীর সন্ধান এবং সেই কারণে ইশুরের শ্রিত জাতি—
যেন আর সকলে ইশুরের সন্ধান নহে। সত্যতা জাতি-
বিদ্বেষ স্রষ্ট করা আপানে খুব কঠিন হয় নাই।

আপানের নেতারা আপানীদের বুঝাইতেছে যে, পণ্ড
অর্জনপ্রাপ্তী শ্রিয়া শ্রুতকার জাতিগুলি তাহাদের সুবের
পথে অগ্রসর হইয়া আছে। ১৮৯৫ সালের চীন আপান
যুদ্ধের পর আপান চীনে যে সকল শ্রিয়া অর্জন করিয়াছিল,
তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই আপানকে আশিকভাবে
বিক্রিত করিয়াছে; ১৯০৫ সালে রাশিয়ার সহিত
যুদ্ধে জিতবার পরও আপান অনুসরণ ভাবে বিক্রিত হয়;
অতঃপর আপানীদের অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এবং আফ-
রিকায় হাটয়া বসবাস করার পক্ষে বিশ্ব উপযুক্ত
করা হইল; অথচ বিক্রিত লোকসংখ্যার কিছু কিছু বাহিরে
চালান দেওয়া আপানের পক্ষে বড়ই প্রয়োজন। আমেরিকান,
যুক্তরাষ্ট্র আপানীদের পৌর-অধিকারের অনুপযুক্ত বিবেচনা
করিল, ইহা কি কম অপমানের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

[১০ম পৃষ্ঠার দেখুন]

প্রত্যেকেই এ-ভাবে সঞ্চয়

করছে



যে-কোন পোষ্ট অফিসে গিয়ে
একটি ডিকেন্স সেভিংস কার্ড
চেয়ে নিন্—বিনামূল্যে পাবেন।
যখন যেমন পারেন চার আনা,
আট আনা অথবা এক টাকা
মূল্যের ডিকেন্স সেভিংস

ট্যাম্প কিনে কার্ডের ঘরে বসাতে থাকুন। বশ টাকা
মূল্যের ট্যাম্প জ্বলে কার্ডটি ডগি হবে এবং তখন সেই
কার্ডটি যে-পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে, সে পোষ্ট
অফিসে নিয়ে গেলে আপনার কার্ডের বসলে ১০, টাকা মূল্যের
একটি ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট
আপনার জন্য টাকা উপার করতে থাকবে এবং বশ বছর পরে
এই বশ টাকার সার্টিফিকেটের দাম হবে ডের টাকা ম'-আনা।
জ্বলের ওপর ইন্সান্স ট্যাক্স লাগে না। বশমই টাকা কেনং
চাইবেন তখনই আপনার প্রাপ্য মুদ্র সবচেয়ে টাকা কেনং পাবেন।

আস্বরকার জন্তু সঞ্চয় করুন

ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

বাঙলায় পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

চাষী-সমাজের আরো জ্ঞাতব্য

বাঙলা সরকারের পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কম্পিউলার মিঃ এইচ. এম. এম. ইমরাক, আই-সি-এস, নিম্নোক্ত এগুতোরানী প্রচার করিয়াছেন :—

কর্মীরা জুট রেগুলেশন বিভাগ হইতে যে ২য় প্রচার-পত্রিকা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে নিম্ন-লিখিত প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে, যথা :—

১। পাটচাষীগণ তাঁহাদের সেক্টরভুক্ত পাট-জমি ছাড়া অন্য জমির জন্য লাইসেন্স হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার সাপেক্ষে সেক্টরমেন্ট পচটার সচিব বোর্ডের নিকট নতুন করিয়া লইবেন কিনা।

২। অথবা তাঁহাদের নিকট যে ফাইনাল পচটা রহিয়াছে, তাঁহার খাতির কাজ চলিবে।

উক্ত ইহা বলা হইতে পারে যে, তাঁহাদের নিকট যে পচটা রহিয়াছে, তৎপ্রতি কাজ চলিবে। তাঁহাদের জুট ২য় কন্স বানীয়া প্রাইমারী লাইসেন্সিং এ্যাসিস্ট্যান্ট কিং এ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে লইতে হইবে। এই ২য় কন্স পাইতে কোন খরচা লাগিবে না। পাট চাষীগণকে এই কন্স মধ্যস্থতানে পূরণ করিয়া সেক্টরমেন্টের পচটা-সহ তাঁহার পাট-জমির প্রতিস্থান এ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টরের নিকট দাখিল করিতে হইবে। সাংখ্যিক মোজার বসড়া লাইসেন্স বিলি হইবার ৭ দিনের মধ্যে এই বসড়ার দাখিল করিতে হইবে। কোন কোন স্থান হইতে এই সময় বৃদ্ধি করিয়া দিবার অপব্যয় পরবর্ত্তের সম্বন্ধে সেক্টরমেন্টের ফাইনাল পচটা দাখিল করিবার বিধান উদ্ভূত হইয়া দিবার জন্য অনুপ্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন স্থানে হইতেছে যে, এই অনুপ্রণয়ন করা করা এই বিভাগের ক্ষমতার অধীনে : কোনকালেই ৭ দিনের উক্ত সময় সেওয়া হইতে পারে না, যেহেতু ইহা সকলই বুঝিবে যে, যদি সময় বাড়িয়া সেওয়া যায়, তাহা হইলে ২৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে লাইসেন্স সেওয়া করা সম্ভব করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ হইবে। সেক্টরমেন্টের পচটা অথবা তাহার অনুলিপি পরবর্ত্তের সম্বন্ধে দাখিল করা আইনের বিধান। ইহার বহির্ভূত কার্য করিবার অধিকার এই বিভাগের নাই।

এই সম্পর্কে বলা হইতে পারে যে, ব্যক্তি বিশেষের এই নিয়ম পালন করিয়া কার্য করা অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টকর; তাহা গভর্ণমেন্টের অপব্যয় এই বিভাগের অবিলম্বে নহে। কিন্তু পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কার্যের ব্যয় ক্রমশঃ কার্য—যাহা ব্যতীত বীজনা দেশের পাটচাষীগণকে বাঁচাইবার গভর্ণমেন্টের অন্য কোন উপায় ছিল না—কঠিন ব্যক্তি বিশেষের সমাধা কিছু ভ্রাম্য বীজার ছাড়া সকলকার হওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা বহুবার বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি যে পাটচাষীগণের সাহায্যার্থ যাহা কিছু করা প্রয়োজন, তাহা করিতে আমরা কৃত্তি হইব না। আমরা সত্যক অবগত আছি যে, পৌনঃপুনিক দশা উপপাদন কৃষিকার্যের সাধারণ ব্যবস্থা; কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে, পত্ন বৎসরের পাটের কলম অত্যন্তপক্ষে বিধি আশা পরিচালন হইয়াছিল এবং তাহার অনুপাতে আগামী বৎসরের দশা লাভে হয় আশা হইবে; ইহার দিক পরিচালন কবিই নতুন হওয়া উচিত। পাটচাষীগণের অবগতির জন্য ইহা বলাও প্রয়োজন হবে করিতেছি যে, আইনের ১০ (২) নং অনুযায়ী বীজনা দাখিল করিতে পাটচাষীগণের বিধ

অনুযায়ী হইবে; তৎপরি আশায়ের কাছাকাছি প্রত্যেকেরই নিকট হইবে। কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করিবার সময় নাই এবং এই জন্যই আমরা পুনঃ পুনঃ অনুপ্রণয়ন করিতেছি যে, পাটচাষীগণ একান্তই প্রয়োজন না হইলে এই প্রথা অবলম্বন করিবেন না। আমরাও আমাদের দিক হইতে তাঁহাদের সাহায্য সাহায্য করিতে সচেষ্ট থাকিব। ২৯শে ফেব্রুয়ারি প্রাইমারী লাইসেন্সিং এ্যাসিস্ট্যান্টের নিকট যাচাতে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টরগণকে প্রত্যেক মাসমাস করিয়া কার্যে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের সরকারের কল্যাণের জন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইতে অনুপ্রণয়ন করিতেছি। যদি আমরা লাইসেন্সিং কাছাকাছি প্রাইমারী বোর্ডের মধ্যে শেষ করিতে না পারি, তাহা হইলে পাটচাষীগণই কতিপয় হইবেন।

কোন কোন স্থানে একজন আন্দোলন হইতেছে যে, পাটচাষীগণ ১ (২) নং (যে সকল স্থানে পাট ব্যতীত অন্য কোন কলম উৎপাদিত হইতে পারে না এবং যে সব ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হইবে না) স্থানীয় অথবা জিলের না এবং অনেক স্থানে লোকের দাবী করিতেছে যে, বর্ত্তমান সংশোধন করা এবং এই আইনের নীতি উল্লংঘন ও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হউক। এতদ্ব্যতীত পাটচাষীগণকে দুঃখের সম্বন্ধে জ্ঞান হইতেছে যে, ইহা সম্ভবপর নহে। এইজন্য করা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের উদ্দেশ্য ও নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তবুও ইহা সত্য যে, কোন কোন স্থানে পাট ব্যতীত অন্য কোন কলমের জন্য জরিমানা উপযোগী নহে। কিন্তু সেইজন্য কতিপয় পাটচাষীর স্থানীয় গভর্ণমেন্ট, আইনের বিধানের ও বহুল সংখ্যক পাটচাষীর স্বার্থের নিকটে হইতে পারেন না। গভর্ণমেন্ট এই প্রকার কার্য করিলে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ অর্থশূন্য হইবে। পাটচাষীগণের স্বার্থের জন্যই আগামী বৎসরের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্বে প্রচার-পত্রিকার উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাটচাষীগণের নিজস্ব প্রতিনির্ধারণ ইহা হইতেও কঠিন নিয়ম প্রচুরন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং কেহই ইহা স্বীকার করিতে পারেন না যে, পাটচাষীগণের পুঙ্কট উপকারের জন্যই তাঁহারা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বপক্ষে অধিক পরিচাল পাট যে সকল জেলার উৎপাদ হয়, সেট সকল স্থান হইতেই এই দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল জেলার পাটচাষীগণ এবং তাঁহাদের তত্কালাকালীন বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যদি পাটের মূল্য হ্রাস হয়, তাহা হইলে তাঁহারাও সর্ব্বপক্ষে অধিকতর কতিপয় হইবেন। সুতরাং প্রত্যেক পাটচাষী তাঁহার ভাল-মন্দ নিকট বিবেচনা করিয়া পরিচালন নতুন পরিচাল আর্থ-নীতির জন্য কিং-পরিচাল আর্থ-প্রাণ করিতে কৃত্তি হইবেন না।

পাটচাষীগণ জানেন যে, ১৯৪০ সনে তাঁহাদের দ্বারা বত্ন পরিচাল জমি পাট প্রতিস্থানভুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ১/৩ অংশ ভবিষ্যৎ এই বৎসর পাট চাষ করিতে সেওয়া হইবে। সুতরাং তাঁহাদেরকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, পাট চাষ করিবার জমির দান নির্ধারণ করিবার সময় তাঁহারা যদি তাঁদের কোন অংশ পাট চাষ করিবার জন্য নির্ধারণ না করিয়া সম্পূর্ণ লাগাই নির্ধারণ করেন,

“বেঙ্গল উইকলী”

(দৈনিক সংবাদিক)

—এবং—

“বাঙলার কথায়”

(দৈনিক সংবাদিক)

বিজ্ঞাপন দ্বারা আপনাদের ব্যবসায়ের

প্রচার লাভ করুন।

সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা

৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের বেট ও অন্যান্য বিক্রয় অবগত

হওয়ার জন্য নিম্ন ত্রিকার

অনুলিপি করুন :—

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস,
আদালত, কলিকাতা।

তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে চাষ করিবার সুবিধা হইবে। পাটচাষীগণকে যতদূর আশঙ্কিত জ্ঞাত করান হইতেছে যে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা প্রণালীতে কার্যকরী করা হইবে, কোনজন শৈথিল্য হইবে না এবং আইনের কঠিন বিধান হইতে বাদী, নির্ধারিত কেহই পাইবেন না। পাটচাষী সমাজের সাধারণ এবং চরম স্বার্থের প্রতিবেদ এই আইন সর্ব্ববিধ উপায়ে প্রয়োগ করা হইবে, কাচাকেও বাদ দেওয়া হইবে না এবং এই প্রণালী লাইসেন্স ব্যতীত একটি পাট গাছও জন্মাইতে দেওয়া হইবে না। বিজ্ঞাপন কর্ত্তারীণ প্রতি বত্ন জরি পুণ্যপুণ্যকরণে লাভ্য করিয়া দেখিবেন, যাহা একবার বা দুইবার নহে, বহুবার এবং প্রত্যেকবারই বিভিন্ন কর্ত্তারীণ লাভ্য করিবার জন্য প্রেরিত হইবে। যদি কেয় কোন কর্ত্তারীণে অবলম্বনে প্রচুর করিবার প্রচলন পায় এবং বলা না পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে ৫০০টি বিভিন্ন বিভিন্ন কর্ত্তারীণের সমষ্টিকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই কার্যে তাঁহাদের দ্বারা বাদ হইবে, তাহা বিনা লাইসেন্সে উৎপাদিত পাটের মূল্য অপেক্ষা পঞ্চাশের অধিক দায় করিতে হইবে; উপরন্তু বরা পড়িলে তাহাকে গভর্ণমেন্টের কর্ত্তারীণে প্রচুর করিবার অপরাধে সিন্চাইট ফৌজদারী আইনে অভিযুক্ত হইতে হইবে। লাভ্য হউক, লাভ্য হইতে পারিবেন না। আমরা এইজন্য অপরাধীকে বুঝিয়া বাহির করিবার জন্য এবং লাইসেন্স ব্যতীত পাট চাষ দ্বারা দিবার জন্য পূর্বকার যোগ্য করিব। আমাদের দ্বারা আরও অনেক উপায় আছে, যাচাতে ইহা করিতে বোঝা পাইতে হইবে না। কিন্তু পরিশেষে ইহা বলিতে চাই যে, ইহা কার্যকরী অভ্যুদয় নহে এবং ইহা আমাদের পক্ষেও দুঃখের বিষয় হইবে। আমরা পাটচাষীগণের সেরক—আমরা চাই পাটচাষী-দের সেবা করিতে, সাহায্য করিতে, তাঁহাদেরকে সন্তুষ্ট করিতে এবং আরও যে যে উপায়ে তাহাদের উপকার করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে। আমরা তাঁহাদের উপকারে আগিলার জন্য উন্মূখ, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্যের নিকটে দুই রাখিতে হইবে। সুতরাং আমাদের সমির্ভূত অনুপ্রণয়, যেন তাঁহারা ইহা সম্যক উপলব্ধি করেন এবং তাঁহাদের নিজের এবং আমাদের কার্যের সমাধা করিতে অগ্রসর হইবেন।

দুর্ভাগ্যের সাহায্যার্থ সম্প্রতি কলিকাতা ইন্ডিয়ান-পার্টেনে ভাষ্যে দ্বারাও বেঙ্গলগভর্ণমেন্টের সম্মুখে গঠিত হইয়াছে কলিকাতা-বেঙ্গল হইয়া গিয়াছে।

বাঙালি জলাতন রোগের চিকিৎসা

বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

নিম্নোক্ত বিভিন্ন প্রকার করা হইয়াছে :—

বাঙালি দেশে জলাতন রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা একই কক্ষে না রাখিয়া বিভিন্ন স্থানে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতার টপিক্যাল কলের পাখর ইনস্টিটিউট বন্ধ করিয়া সেওয়া হইয়াছে। তথ্যের কোন রোগীর চিকিৎসা করা হয় না। ২য় টৌর রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতায় জলাতন রোগের ডাক্তারি প্রকৃত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতার নিম্নলিখিত হাসপাতালসমূহের বহিঃস্থানে কুণ্ডর ও অন্যান্য পত্র জমাড়াইলে ঐ সমস্ত রোগীদের চিকিৎসা করা হইবে :—

- (১) পাখর ইনস্টিটিউট, বালীগঞ্জ; (২) প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল (ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইন্ডিয়ান রোগীদের জন্য); (৩) ডাক্তারি হাসপাতাল (ভারতীয় মহিলা ও শিশুদের জন্য); (৪) ক্যাথলিক হাসপাতাল; (৫) শঙ্করনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল এবং (৬) মেমোরি হাসপাতাল।

এই সকল হাসপাতালে দরিদ্র রোগীদিগকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করা হইবে। এই সকল স্থানে জলাতন রোগীদের চিকিৎসার জন্য বাঙালি সরকার কতকগুলি নিম্ন প্রণয়ন করিয়াছেন। এই নিয়মে সরকারী কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য কতকগুলি সুবিধা দান করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তিকে সংশয় করিবার পর সেই পত্র কোন সন্ধান পাওয়া না গেলে অথবা পত্রটিকে মারিয়া ফেলা হইলে; কালবিলম্ব না করিয়া নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে গমন করিয়া চিকিৎসাধীন হওয়া উচিত; কারণ বর্তমান শীত চিকিৎসা জারি হয় ততই আরোগ্য সম্ভাবনা অধিক।

কলিকাতার বাহিরের রোগীদিগকে অনুমোদিত ডিসপেন্সারীসমূহে চিকিৎসা করা হইবে। রেজিটার্ড ডাক্তারগণ নিজেদের রোগীগণকে জলাতন রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেন। তাঁহারা বালীগঞ্জ পল্লীর ইনস্টিটিউট হইতে অথবা কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ১৪টি ইন্-সেক্সনের জন্য দশ টাকা জমা দিয়া অথবা ডি. পি. পার্শ্ব মে ডাক্তারি পাঠ্যে পারেন। কোন চিকিৎসকের ৭টি ইন্সেক্সনের ঐক্য প্রয়োজন হইলে ডাক্তার জনসদ প'চ টাকা জমা দিলে তাহা পাঠ্যেবন। চিকিৎসকগণ তাঁহাদের চিকিৎসিত রোগী যে জেলাবোর্ড অথবা ডিসপেন্সারীসমূহের এলাকায় অবস্থান করে, তাহা পাখর ইনস্টিটিউটে জানাইবেন।

লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড অথবা ডিসপেন্সারীসমূহ প্রভৃতি তাহাদের অধীন যে সকল চিকিৎসালয়ে জলাতন রোগীদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত, তাহা বিভাগীয় কমিশনার অথবা পাখর ইনস্টিটিউটের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে জানাইতে হইবে।

কোন বিভাগীয় কর্মী বাতীত অন্যান্য সরকারী কর্মচারীক তাহাদের চিকিৎসার জন্য তাহাদের উচ্চতম কর্মচারীর পরসর অনুমোদিত চিকিৎসা-কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে হইবে। ডাক্তারিগণ নিতল স্থানে রাখা হইলে তাহা প্রকৃতের পর জর সত্য কাল ডান থাকে।

সরকারী কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য নিম্নলিখিত কতকগুলি সুবিধা দান করা হইয়াছে :—

- (১) বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, (২) রোগী ও তাহার সঙ্গীর একজনের বাতায়ত খরচ প্রদান, (৩) এক মাসের বেতন অগ্রীর প্রদান এবং (৪) এক মাসের ক্যান্ডিডাল ছুটি।

সরকারী কর্মচারীগণকেও উপরোক্ত সুবিধা প্রদান করা হইবে।

কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া রেল-লাইন

বাঙালি সরকারের বিরতি

নিম্নোক্ত সরকারী বিরতি প্রচাতিত হইয়াছে :—

ফরিদপুর জেলার কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া রেল লাইন উঠাইয়া দেওয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবের জন্য বর্তমান বঙ্গী-মণ্ডলীর বিরুদ্ধে সংবাদ-পত্রে ও সভাসক্রে যে আলোচন সচল করা হইয়াছে, সেদিকে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। আলোচনকারীগণ যে যুক্তি দেখাইয়া এই আলোচন সচল করিয়াছে তাহা চাই এই যে, উল্লিখিত বিরাট অঞ্চলটি বিশেষ স্বাধীনতা নিয়ে এবং তেমন কিছু উর্বরাও নহে এবং উক্ত রেল লাইন উঠাইয়া দিয়া এই বিরাট অঞ্চলটিকে উদার একমাত্র বাতায়ত ও যোগা-যোগের পথ হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে; অথচ ইহার ফলে এই বিশাল অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোকের যেকোনও অসুবিধার সৃষ্টি হইবে, তৎপ্রতি বর্তমান বঙ্গী-মণ্ডলী যথেষ্ট জোরের সহিত ভারত গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। পূর্বে যুক্তিটী স্বীকার করিয়া লইতে গভর্ণমেন্টের কোন বিধা নাই। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্পর্কে একথা জোরের সহিতই বলা যায় ইহার বর্তমান অবস্থা আর কিছু নাই। এই গভর্ণমেন্ট প্রচাতিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অসংগত হওয়া সত্ত্বেও অবিলম্বে তার ও পরযোগে ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেন যে, ইহার ফলে জনসাধারণ চরম অসুবিধার পড়িবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে ক্ষতি হইবে। ঐ সময়ে ঘটনাক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আরো কয়েকজন বঙ্গী ন্যায়দীপ্তিতে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সেই সুযোগে ভারত গভর্ণমেন্টের যান-বাহন বিভাগীয় বঙ্গীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত লাইন উঠাইয়া দিলে ফরিদপুরবাসীদের যে কিরূপ ত্যাগ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলেন। কিন্তু ভারত গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এই যুক্তি দেখান হয় যে, সার্বভৌম স্বাকার জন্য বঙ্গ লাইন লীথ রেলওয়ে লাইনের প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে সারা ভারত হইতেই কতকগুলি রেলওয়ে লাইন উঠাইয়া লওয়া হইতেছে। বিশেষতঃ উল্লিখিত রেলওয়ে লাইনটিতে কোন লাভও হয় না। ইহাতে প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাইলে বার ৩৭ টাকা করিয়া আর হয় এবং বৎসরে লাইনটি চালাইতে প্রায় ৬৬,০০০ টাকা ব্যয় হইতে পড়ে। ফলে বাঙালি পক্ষ হইতে যে সকল যুক্তি দেখান হয়, সেগুলি অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া বিবেচিত হয়। কাজেই বুকের জন্য প্রয়োজন আছে— এই জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বাঙালি আপত্তিকে ব্যক্তিগত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বাঙালি বঙ্গীমণ্ডল ইহাতে সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না এবং বঙ্গী-সভার বিষয়টি আরও আলোচনা করা হইল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁহার চারিজন সহকারীসহ দ্বিতীয়বার মন নিতীতে গেলেন, তখন পুনরায় তাহারা মাননীয় স্যার এডওয়ার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের আপত্তির কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে সেই পূর্বের উত্তরই দেওয়া হয়।

পুনরায় এ সম্পর্কে বঙ্গীসভার আর একটি অধিবেশন হয় এবং বাঙালি প্রতিবাদ পুনরায় জ্ঞাপন করা হয়। এইবার রেল লাইন উঠাইয়া লওয়া অস্বাভাবিক বলিতে পারিবে এবং বিষয়টি আরও বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ভারত গভর্ণমেন্ট স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা একথা পরিহারভাবে বলিয়া দিলেন যে, বুকের অবস্থার জন্য যদি লাইনটি উঠাইয়া লইবার প্রয়োজন হয়, তবে অবিলম্বে তাহা করা হইবে।

বঙ্গীর ব্যবস্থা-পরিষদের শ্রাব্য মাননীয় বানবাহনুর আজিফুল হক মাহেব মন-বর্ষ উপলক্ষে মাইট (মার) উপাধি প্রদত্ত হইয়াছেন।

জাতিবিদ্বেষ ও জগতের ভবিষ্যৎ

[৮-ম পৃষ্ঠার জের]

ব্যাপক প্রচারের ফলে সকল আপাদমস্তক চিত্ত আত্ম বিধেবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সৈন্যদের সংগঠিত আত্ম এই জাতিবিদ্বেষের ভিত্তির উপরই স্থাপিত। বর্তমান পর্যন্ত আপাদমস্তক সৈন্যের জাতিভিত্তিক এই সকল আপাদমস্তক সৈন্যের উদ্দেশ্যে সাধারণ করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহারা যে কোনও বস্তু বজা করিতে পারে। যে বস্তু সৈন্যদের হাতে আত্মকে নিগ্রহ জ্ঞান করিতে হইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশের বস্তুই কুড়ি পার হয় নাই; কিন্তু এই অসংখ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপাদমস্তক তোলা হইয়াছে। চীনা বা শ্রেষ্ঠ জাতির লোকেরা তাহাদের উপহাসের পাত্র, যেমন ইন্দোনেশিয়া, মালয়ী জেলার এবং দক্ষিণ ইটালীর লোকের হস্তি পাত্র।

হারমিনে ট্রেন মাস্টারের অধিনে পূর্বোক্ত ঘটনা সম্পর্কে একজন আপাদমস্তক সৈন্যদের সহিত বহু তর্ক করিতে হইল। অতঃপর আবার পক্ষে আত্মকে সৈন্যের কনসাল উপস্থিত হইলে সে তাড়াহুড়ি এক গর বানাইয়া ফেলিল। কহিল, "হুইনে হুইটা তাকাত বাইতেছিল সৈন্যদের উপর আদেশ ছিল, তাহারা যেন গাড়ীর কথা মিয়া বাইতে না পারে।" কিন্তু এ বিষয়ে আর আর উৎসাহ ছিল না। আত্ম তাহাতে লাগিলার জাতি-বিদ্বেষ উঠাইয়া দেওয়া কোনও জাতির পক্ষেই কঠিন নয়; অসংখ্য সাধারণের মন প্রতিহিংসার বিধে বিভাজ করিয়া তোলাও সহজ। কিন্তু ইহা কি অভিপ্রায়? এইরূপ জাতিবিদ্বেষের পরিণাম আত্মবাহী বুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নহে। যে পর্যন্ত না জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে সকলেই বুঝার চোখে দেখিবে, ততদিন জগতে শান্তির আশা নাই, সাধারণ মানুষের সুখেরও আশা নাই।

ব্রিটেনের আবাদানো বাণিজ্যের উন্নতি

বৃদ্ধির কারণ পাইলে আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা

১৯৪০ সালের প্রথম ১০ মাসে ব্রিটেনের আবাদানোর পরিমাণ ১৯৩৯ সালের অনুরূপ কাল অপেক্ষা শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোর্ড অব ট্রেড ট্যাটিস্টিকসের (বাণিজ্য হিসাব প্রতিষ্ঠান) হিসাব অনুসারে দেখা যায় সকল প্রকার পণ্যের আবাদানোই বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেন হয় অসুখ ভবিষ্যতে ব্রিটেনের আবাদানোর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। যদি বৃদ্ধি হইতে ৪৭ পাওরা যায়, তবে দেশবিশেষ হইতে আরও আবাদ এবং তাহার দান বিটাইয়া দেওয়া সহজ হইবে। ১৯৩৯ সালের ১ম নভেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ব্রিটেনের মোট আবাদানোর মূল্য ১,১২০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

ওরানিটনে ব্রিটিশ কিনাল ডেনিপেশন (অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের জন্য প্রেরিত প্রতিনিধিত্ব) বর্তমানে ব্রিটিশ সরকারের সহিত কথাবার্তা চালাইতেছে। বৃদ্ধি হইবে যে ব্রিটেনে আরও পণ্য চালায় দিতে ইচ্ছুক, এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাহারও বহু নিষ্পত্তি পাওয়া গিয়াছে। ব্রিটেনকে ৪৭পাওরের পক্ষে বৃদ্ধির বিধেও বিশেষ স্বার্থ আছে। বৃদ্ধির কারণ-পরিবর্তিত স্বার্থভারের জন্যই তাহার নিকট সকলার বিশ্ব হইয়া উঠিবে। এমন ভাবে স্বার্থের ভার ভারী হইতে থাকিলে তাহার ভাবে আমেরিকা নিজেও বিব্রত হইয়া পড়িবে। ব্রিটেনকে যদি ৪৭ দেওয়া হয়, তবে এমিক বিব্রত তাহার সুখিক। ব্রিটেন তখন আমেরিকা হইতে আবাদানোর দাব দাব দাবে বিটাইবার বদলে যাবে কাল চালাইতে পারিবে।

পাট-সমস্যায় বাঙলা সরকার

[৫ম পৃষ্ঠার শেখাংশ]

যে নুতন ব্যবস্থা করা হইল, যতদূর সম্ভব বাজারে সে সঁজাল পৌঁছিয়াছে এবং ফলে তৎকাল বাজার দর ইতিমধ্যেই কম-বেশী বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ইচ্ছা যে পাটচাষীদের কতখানি সুবিধা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। আশা করা যায়, আগামী এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে বহোম অমূল্য দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পাট ভাল দরে বিক্রীত হইবে। এই বৎসর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় উৎপাদন পাটের পরিমাণ বেশী হইয়াছে, তাহা দর পাটের পাটচাষীদের হাতে প্রচুর টাকা জমা হইবার আশা আছে। তখন, পাটচাষীরাও বিভিন্ন দ্রব্য পাট বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবে এবং কম মূল্যে পাট বিক্রয়ের চেহারা চলিলে চাষীরাও বিক্রয় বন্ধ করিয়া অন্যান্য দ্রব্য হাতে নগর্য গ্রহণিতে পারিবে। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পূর্ণ উদ্যমে চলিতে থাকিবে। ইহার উপর আগামী বৎসর অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ পাট উৎপাদন হইবে এবং এভাবে প্রতিবৎসরই পাট চাষের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে। কাজেই, এই অবস্থায় ১৯৪১ সালের ৩০শে জুনের পূর্ব পর্যন্ত পাট বিক্রয় করিয়া চাষীরা সন্তোষজনক দর লাভে নিশ্চয় সক্ষম হইবে।

পূর্বের দায় এবং বীজবাহক চাষীরা পাট হাতছাড়া করিবে এবং নিকটে দর অপেক্ষা কম দরে চাষীরা কোনক্রমেই পাট বিক্রয় করিবে না বলিয়া সরকার আশা করিতেছেন। অপেক্ষাকৃত নিকট প্রাচীর পাট অনেক সময় নামনা দরে বিক্রয় করার জন্য ক্রেতাদের তরফ হইতে সাশ্রয় দেখা যায়। উক্ত নিকট প্রাচীর পাটের একবারেই কোন মূল্য পাট ইচ্ছাশি বলিয়া ক্রেতাদের চাষীদের পাট হাতছাড়া করিতে প্ররোচিত করে। চাষীদের উক্ত প্রকারের প্ররোচনায় ক্রমশঃ নিষেধ করা যাউতেছে। পাট উৎপাদন দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রিত করার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার ফলে ভালমত সকল জাতের পাটের চাহিদাই পূরি পাইবে—চাষীদের এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। কাজেই চট করিয়া খুব কম দরে নিকট প্রাচীর পাট হাতছাড়া করিতে চাষীদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা যাউতেছে।

বৎসর বৎসর পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করার মানসোচ্চ সম্পূর্ণ সরকার পুনরায় সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিতেছেন। পরবর্তী বৎসরে কি পরিমাণ পাটচাষ করিতে হইবে, পূর্ব হইতেই সরকার এই সম্পর্কে একটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না করিলে চরম এই বৎসর পাটের কোন প্রকার মূল্য পাওয়াই অসম্ভব হইয়া পড়িত। ইহা সত্ত্বেই অনুমান করা যায় যে, বৎসর বৎসর বেশী পরিমাণে কেবল পাট উৎপাদন করিয়া চলিলে চাষীদের হাতে প্রভূত পরিমাণে পাট জমা হওয়া সম্পূর্ণ বাস্তবিক এবং সেই ক্ষেত্রে যদি তদনুপাতে পাটের চাহিদা না থাকে, তবে পাটের মূল্যও আশাশ্রিত বাক্যে হাস পাওয়া নিশ্চিত। সুতরাং চাষীদের স্বার্থের জন্য আবার বলা হইতেছে যে, তাহারা যেন পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা কোনক্রমেই বেশ পাট বেশী উৎপাদন না হয়, এই কথাটি সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে। পাটচাষ সম্পর্কে সরকার যে নীতি অবলম্বন করিতেছেন, তাহা বাহ্যতে লীর্জকাল পর্যন্ত প্রযুক্ত হইতে পারে, সেই ভাবেই করা হইয়াছে। স্বাভাবিক চাষীরা বাহ্যতে উপকৃত হয় এবং পাটের দর বাহ্যতে সকল বণ্টনে ঠিক থাকে, উৎপত্তি লক্ষ্য রাখিয়া সরকার উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। ১৯৪০ সালে যেটি বড় একর পরিমাণ করিতে পাট চাষ করা হইয়াছে, আগামী বৎসরে তাহার পরিমাণ

কমাইয়া উহার তিন ভাগের এক ভাগ করিতে বাহ্যতে পাট চাষ করা হয়, সরকার সেই ব্যবস্থাই করিতেছেন। পাট চাষ সম্পর্কে সরকারের এই নিয়ন্ত্রণনীতির ফলে কি ফল পাওয়া যাইবে, চাষীরা তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং নিজের স্বার্থের জন্য চাষীরা পাট-চাষ সম্পর্কে সেই নীতি মানিয়া চলিলে বলিয়া সরকার আশা করিতেছেন।

মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি

বাঙলা সরকারের অর্থ, কৃষিকা ও পর-সচিব মাননীয় মিঃ এইচ. এল. সোহরাওয়ার্দী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:—

পাটের মূল্য ও ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে পাট ক্রেতাদের পরিমাণ সম্পর্কে মিলসমূহের সহিত আমাদের যে চুক্তি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আমি সামান্য কিছু মন্তব্য করিতে চাই। বাহ্যতে মতঃমতে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে, চাষীরা চুক্তির পূর্ণ সুবিধা ভোগ করিতে পারে এবং মিলসমূহ পাটের কি পরিমাণ মূল্য দিতে প্রস্তুত, তাহা সবগত হইবার নিমিত্ত সকলে চুক্তির আওতা উপলব্ধি করুক, ইহাই আমি চাই। ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে মিলসমূহকে যেহেতু ১৫ লক্ষ বেল অথবা ৭৫ লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিতেই হইবে। বাস্তবিকভাবে মিলসমূহ যে পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়া থাকে, ইহা তদপেক্ষা বহুতম বেশী।

যদি মিলসমূহ তাহাদের নিজের ব্যবহারের জন্য এই ১৫ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রচারা, যাহা বাণিজ্য পড়িলে, তাহা গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ক্রয় করিয়া লইবে। এই সরকারী পাট গভর্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে এবং যখন উহারা সমস্ত মনে করিবেন, তখন ইগুলি বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে বাহির করিবেন। সুতরাং চাষীদের পাট বিক্রয়ের জন্য প্রত্যাশা করিবার কোন কারণ নাই এবং মিলসমূহ যে মূল্যে পাট ক্রয় করিবে, সেজন্য মূল্য না পাইবারও কারণ নাই। পাট বিক্রীর সময় চাষীদের যে দুইটি প্রদান করা মনে রাখিতে হইবে, তাহা আমরা আমাদের এগেজন্ডারে উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমতঃ প্রচারা নিকট হইতে কলিকাতায় পাট চালানোর ব্যয়। রেল, স্ট্রীয়ার ও নৌকা যোগে মাল প্রেরণ এবং কলিকাতা হইতে কলকাতার উপর এই ব্যয়ের ভারতম্বা হইবে। দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেন্ট হিসাবে পাট বিক্রয়ের সময় পাটের মধ্যে যে সময় বিভিন্ন প্রাচীর হইয়াছে, তাহার কথাও মনে রাখিতে হইবে।

কেনা যাউতেছে যে, বর্তমান বৎসরে পূর্ব বৎসরের তুলনায় নিম্নপ্রাচীর পাটের পরিমাণ অনেক বেশী এবং উচ্চ, মধ্য ও প্রাচীর পরিমাণ পূর্বের তুলনায় খুবই কম। এইজন্য উচ্চ প্রাচীর পাটের পূর্ণ মূল্য সঞ্চয় না রাখিবার কোন কারণ নাই এবং এই প্রাচীর পাটের কলিকাতার বাজারে যে দর হইয়াছে, তাহা মিলসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্যের অনেক বেশী। সুতরাং চাষীরা যদি সতর্কতার সহিত পাট বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে উচ্চ প্রাচীর পাটের জন্য যে ভাল মূল্য পাইতে পারিবে, অবশ্যই একই সঙ্গে তাহার নিম্ন-প্রাচীর পাট বিক্রয়ের কথাও ক্রমশঃ চলিবে না। আমাদের চুক্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি চাষীরা সন্তোষজনক মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে প্রচারা যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ লাভ করিতে পারিবে। আমি বিশেষ জোরের সহিত এই কথা বলিতে চাই যে, যদি আগামী বৎসরের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমাদের মূল্য সঞ্চয় না থাকিত, তাহা হইলে পাট ক্রয় ও মূল্য

নির্ধারণের চুক্তি করা কখনই আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। এই নিয়ন্ত্রণ বেশ কড়া হইবেই হইবে। পাট-সমস্যার অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে যে, এতদ্বিতীয়া করিবার চাষীদের প্রতিনিধিগণ আমাদেরকে বর্তমানের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ করিতে পাটচাষের অনুমতি প্রদানের পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আমরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার্য বলিয়া মনে না করায়, আমরা দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ এবং বর্তমানের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ করিতে পাট চাষের অনুমতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এক্ষণে এই উপায় এবং লীর্জকালের জন্য নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করিয়া আমরা বর্তমান বৎসরের ফসলের জন্য উপযুক্ত মূল্য আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছি।

যদি কোন ব্যবস্থা না হইত এবং বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কোন সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে এই বৎসরে ১১০ টাকা বা তদুপর মূল্যে পাট বিক্রয় হইত। কারণ পাটের আবাদশী ছিল বেশী এবং বুকের ফলে চাহিদাও নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। যদি চাহিদা অপেক্ষা আবাদশী বেশী হইতে থাকে, তাহা হইলে কেহই পাটের জন্য উচ্চ মূল্য অথবা প্রকৃত প্রকারে কোন মূল্যই প্রদান করিবে না। সুতরাং যদি আমরা কোনরূপ সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণই হইবে উহার ভিত্তি এবং আমরা এই নিয়ন্ত্রণ নীতি পরিপূর্ণভাবে পালন করিবার নিমিত্ত বৃহৎ-পুতিজ্ঞ। এই বৎসরে বিভিন্ন কারণে (যাহা আমরা এগেজন্ডারে উল্লেখ করিয়াছি) নিম্ন প্রাচীর পাটের পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী। ক্রেতাদের এই সমস্ত নিম্ন প্রাচীর পাট সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষা করিতে পারিতেন; কিন্তু নিয়ন্ত্রণের জন্য উহা সম্ভবপর হইবে না। পরিপূর্ণভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তিত হইলে এই সমস্ত উপেক্ষণীয় পাট যে মিলসমূহ ক্রয় করিয়া লইবে, সে বিষয়ে আমার বিস্ময় সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সমস্ত নিম্ন প্রাচীর পাটের জন্য উপযুক্ত মূল্য না পাইবারও কোন কারণ নাই।

আমাদের নিকট আবেদন করা হইয়াছে যে, এইজন্য নিয়ন্ত্রণের মতন চাষীদিগকে খুবই দুর্ভোগ হইয়াছে হইবে। আমরা এই সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়াছি। নিয়ন্ত্রণের ফলে দুর্ভোগের আশঙ্কা থাকিলেও আমি মনে করি যে, চাষীদের নিজের স্বার্থের বাজিহেই এই দুর্ভোগ চাপিয়ে দেয়া করা কর্তব্য। ৩০০ বকেজ জন্য সেড টাকা হিসাবে মূল্য পাওয়ার চাহিতে ১০০ বকের জন্য ৭২ টাকা হিসাবে মূল্য পাওয়া চাষীদের পক্ষে অনেক ভাল হইবে। ইহা তাড়াহুড়ায় আমার পুর্নবিচার আছে যে, এই নিয়ন্ত্রণের ফলে বিভিন্নভাবে চাষীদের আরো উপকার হইবে। প্রথমতঃ নিয়ন্ত্রিত পাট বিক্রয়ের জন্য চাষীরা যে মূল্য পাইবে, প্রচারা পরিমাণ সাধারণ দরের অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। আমি মনে করি যে, নিয়ন্ত্রিত ফসল বিক্রয় করিয়া চাষীরা সেটি যে পরিমাণ অর্থ পাইবে, তাহা অনিয়ন্ত্রিত ফসল বিক্রয়লাভ মোট অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ চাষীদের পক্ষে অধীক এক-তৃতীয়াংশে পাট চাষের পরিমিতও অপেক্ষাকৃত কম হইবে। তৃতীয়তঃ সেবা যাউতেছে যে, নিয়ন্ত্রণের ফলে যে কণু বেশী ভাবে মূল্য পাইবে না, এই পরিমাণ অর্থ উপার্জনের জন্য তাহাকে অপেক্ষাকৃত কম পরিমিতও করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ পাট চাষ হইতে যে পরিমাণ জমী দান পড়িবে, তাহাতে প্রচারা জন্য পশাও চাষ করিতে পারিবে। এই করিতে প্রচারা দান চাষ করিতে পারে। বাঙলার উৎপাদন দানের পরিমাণ প্ররোচনার তুলনায় অনেক কম। সুতরাং বাহির হইতে দান আবাদশী না করিয়া যদি আমরা আমাদের প্ররোচনামূল্যবাহী দান উৎপাদন করিতে পারি, তাহা হইলে প্ররোচনের পক্ষেই ভাল হইবে। তাহাজ্ঞ এই সমস্ত করিতে অগাধা পশাও চাষ করা

[১৫ পৃষ্ঠার শেখাংশ]

রুশো-জার্মান সম্পর্ক

সোভিয়েটের অস্পষ্ট মনোভাব

চিটলালের কূটনৈতিক কার্যক্রমের লক্ষ্যে সম্প্রতি "সোভিয়েটের প্যাসিফিস্ট" পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদপত্রা নিম্নরূপে:—

রাশিয়ার নিকট জার্মানী নিকট-প্রাচ্য সীমান্তের দ্বা-
অন্যায়ী ভাগ স্বাধীনতা করিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছিল।
কিন্তু মনে হয় এ বিষয়ে রাশিয়া স্পষ্ট করিয়া কোনও
প্ৰতিশ্রুতি দেয় নাই। ইহা নিশ্চিত যে রাশিয়া যেভাবে
এমন কিছুই করিবে না, যাতে জার্মানী লাক্সেমবুর্গ
প্রণালীর নিকট আগিয়া আসিতে পারে। জার্মানীকে
সে স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছে যে, কুক্ষ উপসাগর
অঞ্চলে রাশিয়ার বিশেষ স্বার্থ আছে। বর্তমানে সে
বেসামরিকভাবে মনোযোগী। কয়েকটি সামরিক মনোর
বোম্বার্ড সে প্রচার নিজ কর্তৃত্ব বলা করিতে চায়।

রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে জার্মানী যে বৈরীতাপনের
চেষ্টা করিতেছিল, প্রাচ্যে সফল হইয়াছে বলিয়া মনে
হয় না। এ বিষয়ে রাশিয়ার মনোভাব অস্পষ্ট রহিয়াছে।
তত্বে: চীনে জাপানকে আবার ওয়াংচিং উইং সাকী-
গোপাল গভর্নমেন্টের উপর ভরসা করিতে হইতেছে।
কিন্তু ইহাতে জাপান বা জার্মানীর কোনও সুবিধা
হইবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ চীনা: কাইশেক যুদ্ধ
চালাইতেই থাকিবেন।

রাশিয়ার কলকারখানাগুলি হইতেও জার্মানী নিজ
যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিশেষ কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করিতে
পারে না। কারণ এমিকে রাশিয়ার উদ্ভূত প্রার নাই বলিলেও
চলেন এবং জার্মানী অপেক্ষাও রাশিয়ার মানবাত্মের
উপর বেশী কাজের চাপ পড়িতেছে।

অথবা রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে ব্যাপকতর সহ-
যোগিতা অসম্ভব মনে; এবং যুদ্ধের গতি কোন দিকে
যাব তাহার উপরই বোঝ হয় এই সহযোগিতার প্রশ্ন
নির্ভর করিতেছে। বর্তমানে রাশিয়া যদি সাজ না হইত
পানি অবস্থার বসিয়া আছে। সাক্সীতির দিক দিয়া
সম্প্রতি ব্রিটেন রাশিয়ার সহিত যে সহযোগিতার ইচ্ছা
প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, তাহা বিশেষ কলপ্রসূ হয়
নাই। গত খ্রীস্টাব্দে স্যার ট্যাংকোও ক্রীপ্স ব্রিটিশ
রাষ্ট্রপুত্র হইয়া বক্তোতে যাওয়ার পূর্বে ইং-রুশীর বাণিজ্য-
কুক্তির ভবিষ্যৎ যে অবস্থার ছিল, এখনও তাহা প্রায়
তেনমি আছে। ইহা হইতেই রাশিয়ার মনোভাব অনেকটা
অনুমান করা যায়। রাশিয়ার সহানুভূতি জার্মানীর
দিকেই; কিন্তু বর্তমানে সে শুধু চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

গ্রীসকে রাশিয়ার সাহায্য

তুরস্ক-বুলগেরিয়ান সম্পর্কে উদ্ভি

রাশিয়া গ্রীসে ২০,০০০ হাজার টন তুটা রপ্তানি করিয়াছে
বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।
ইতিমধ্যে তুরস্ক ও বুলগেরিয়ায় মধ্যে নতুন বিভাদীর
কথাকাড়ী চলিতেছিল; তাহা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।
অথবা নিজ নিজ রাজ্যের মধ্য দিয়া বৈদেশিক সৈন্য
চলাচলে বাধা লান করা হইবে বলিয়া তুরস্ক ও বুল-
গেরিয়ায় মধ্যে যে সঙ্কট পূর্বীত হওয়ার কথা হইয়াছিল,
বর্তমানে তাহা পরিভ্রান্ত হইয়াছে। কারণ বুলগেরিয়া
এখনও অনেকটা জার্মানীর প্রভাব দ্বারা চালিত
হয়, তাহার পক্ষে ঐকম একটা সঙ্কট গ্রহণ করিয়া
জার্মানীকে চটাইতে সাহস করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে
তুরস্কের পররাষ্ট্র সচিব আলোচনা সমাপ্ত করিবার জন্য
সৌকর্য্য আসিতেছেন বলিয়া যে শুভব রহিয়াছিল,
তাহার মূলে কোন ভিত্তি নাই। তবে তুরস্ক ও বুল-
গেরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কের যে অনেকটা উন্নতি
হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রুটেনের মাটিতে যুদ্ধ কি আসন্ন ?

মিঃ বিতারলী বাস্কাটারের অভিমত

মিঃ বিতারলী বাস্কাটার হাউস অব কমন্সের একজন
বিশিষ্ট সভ্য। যুদ্ধের শেষ অব্যাহ আসন্ন বলিয়া বর্তমানে
ইংলেণ্ডে যে বিশৃঙ্খল হইয়াছে, তাহা উল্লেখ
করিয়া তিনি সম্প্রতি একটি পুস্তক লিখিয়াছেন। আত্মা
এখানে পুস্তকটির সার মতলন করিয়া দিলাম:—

যুদ্ধ বর্তমানে প্রাচ্যে শেষ আছে প্রবেশ করিতেছে
বলিয়া রুটেনের ও জনসাধারণের মূহ বিশৃঙ্খল। ইটালীকে
কিনা বিটলার যে ভয় বেলিতেছিল, তাহা বরফ হইয়া
গিয়াছে। গ্রীক সাক্সো উৎসাহিত হইয়া বুলগেরিয়া,
তুরস্ক এবং যুগোস্লাভিয়া যে ভয় প্রকাশ করিতেছে,
প্রাচ্যে পূর্ণ ইউরোপেও হিটলারকে পারিয়া হাইতে
হইয়াছে। তত্বে: ব্রিটিশেরা মনে করিতেছে যে পোল
ব্রিটেনকে পরাজিত করিবার চেষ্টার চিহ্নের এইবার
একবার সর্ব্বশূন্য করিয়া দিবে। কমানী উপকলে
যত্ন বত্ কাবান বসান হইয়াছে। প্রতিরোধেই লাক্সি-
ওয়েক (জার্মান বিমান বাহিনী) ব্রিটিশ বীপপুত্রের
কোনও না কোন অঞ্চলে হামা দিতেছে। ব্রিটেনের
ভাড়া জুয়াইবার জন্য জার্মানীর দাবিরবিশেষ
বিস্তারিত মত কাও কারখানা করিতেছে এবং জার্মান
বিমানগুলি ব্রিটেনের সঙ্গোপগী জাহাজের "কমন্ডার"
(যুদ্ধ)গুলিকে বধাসাধা হরবারি করিতেছে। অসচ
আবাহের (আটবিশ ক্রি টেট) বাটগুলি ব্যবহার করিতে
না পারায় ব্রিটেন আকাশে চিল সেওয়ার ব্যাপার ও
সাব্যবসিক প্রাণের যুদ্ধে পূর্ণাঙ্গুরি তথিবা পাইতেছে না।

ব্রিটেনের উপর জার্মান আক্রমণ আরও হইলে তাহা যে
পূব সহজ ব্যাপার হইবে, ব্রিটেনের কেহ অবশ্য এমন
কথা মনে করে না। ব্রিটেনের আরও বিমানপোত
ও যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রয়োজন, ধ্বংস প্রয়োজন এবং
সম্রোপরি আমেরিকা হইতে ভাড়া পাওয়া প্রয়োজন।
যুদ্ধ কত দিন বিস্তৃত হয় না হয় এবং ব্রিটেন বিজয়ী
হইবে কি যুদ্ধে বিধ্বস্ত দুইদলের অন্যতম মাত্র হইবে,
তাহা আমেরিকার আচরণের উপর অনেকটা নির্ভর
করিতেছে। আমেরিকার পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিলে
এই যুদ্ধের একটি মাত্র পরিণতি হইতে পারে—জা
ব্রিটেনের জয়লাভ।

জার্মানী কর্তৃক ফরাসী নৌবহর ব্যবহারের কারী

ভূমধ্যসাগরে ফরাসী বন্দর ও নৌবহরের গুরুত্ব

জার্মানীর পক্ষে লিবিয়াতে ইটালীকে ৩৭ ট্রিম
প্রকার সাহায্য করা সম্ভব। পূর্বমত: স্পেনের মধ্য দিয়া
জিব্রাল্টার প্রণালী হইয়া উত্তর আফ্রিকার সৈন্য প্রেরণ।
দ্বিতীয়ত: মাদেইর বন্দর হইতে সোজা উত্তর আফ্রিকার
সৈন্য প্রেরণ। তৃতীয়ত: ইটালীর মধ্য দিয়া ভূমধ্য সাগরের
সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কট অংশ অতিক্রম করিয়া স্পেনের
মধ্য দিয়া সৈন্যপ্রেরণের নামা অবস্থি আছে। পূর্বমত:
স্পেন উহাতে রাষ্ট্রী না হইতে পারে। দ্বিতীয়ত:
জিব্রাল্টারে ব্রিটিশের বাটী খুব প্রকৃতি। ইটালীর মধ্য দিয়া
সৈন্য প্রেরণ সুসোলিনী পদ্ধতি করিবে কিনা সন্দেহ।
কাজেই জার্মানী যদি ফ্রান্সের বন্দর ও নৌবহরগুলি
ব্যবহার করিতে পারে, তবেই ভূমধ্যসাগর পার হইয়া
ইটালীর সাহায্যে জার্মান সৈন্য আসিতে পারে। যতদূর
মনে হয় জার্মানী ঐগুলি ব্যবহার করিবার অনুমতি
লাভের জন্য ফরাসী গভর্নমেন্টকে আবার বেশী রকম
চাপ দিতেছে।

পরবর্তী এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বাহাতে ফরাসী
নৌবহর জার্মানীর হাতে বাইয়া না পড়ে, তত্বে: তাহা
ফরাসী সেনা ভাগ করিয়া উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশে প্রেরণ
করিয়াছে।

রবি-কসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কোন পাকিতে বীজতলা হইতে আসিয়া কেতে যোগ
করা উচিত। শিকড়ে আঘাত মেন না লাগে, কারণ
এই রোগ ঐ রকম শিকড়ের তিতর দিয়া গাছে প্রবেশ
করে।

(১২) রবিচ গাছের মড়ক

এই রোগ রবিচ গাছের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি করে।
গাছের বনন কল করে তখন এই রোগ আবির্ভূত হয়।
জাহাজ গাছের একটির পর একটি কুল দুইবা পড়ে
এবং ক্রমশ: শুকাইয়া যায়। অনেক সময় কুলগুলি
আপনা আপনি ধরিয়া পড়ে। রোগ মখন পুঙ্খল হয়
তখন কুলের বোটা হইতে ভীটার প্রবেশ করে এবং
ক্রমেগে গাছের সর্ব্বই শুকাইয়া পড়িতে থাকে।
তখন গাছের ভাল প্রথমত: বাগারী মরের হইয়া লাল
ভোলা লাগি দেখায়। গাছের ভালগুলিতে এইরূপ
প্রবেশ করিয়া শুকাইয়া দেয়। রোগ নীচের দিকে
সারিবার কালে সে ক্ষতিতে লাগির হয়। তখন শুধু
পাখার উপর দিকে এবং ভীটার নীচের দিকে এই উত্তর
দিকেই বাড়িয়া চলে। এইরূপে ক্রমশ: সমস্ত গাছটি
জাহাজ হয় এবং শুকাইয়া যায়। এই রোগ ফলকেও
জাহাজ করে।

প্রতিকারোপায়:—রোগী কিংবা বাগাতি মিস্ত্রী
শিকড়ার মধ্য দিয়া ইটালীতে রোগের উপশম হয়।

(১৩) রবিচ গাছের ভগ্না পঁচা রোগ

এই রোগের প্রথম অবস্থায় ইহাকে রবিচ গাছের
মড়ক বলিয়া ডুল হইতে পারে। মড়কের মত ইহাতেও
ভগ্নাগুলি মূর্ত্তা পড়ে এবং শুকাইয়া কাল হইতে থাকে,
এবং জাহাজ ভগ্নাগুলি শীঘ্র পঁচিতে থাকে এবং তাহার
উপর একটি চক্চকে ভাতা জন্মায়। মড়কে যেমন
শুকনা লাগা ভোলা কুলিয়া উঠে, ইহাতে তাহা হয় না।
কুল ফুলিবার সময় এই রোগ আবির্ভূত হয় এবং কুলগুলি
কাল হইয়া পঁচিয়া যায়।

প্রতিকারোপায়:—বাগাতি মিস্ত্রী শিকড়ার
মধ্য দিয়া ইটালীতে উপকার পাওয়া যায়।

ব্রীশ সাক্সো মিশরীয় সংবাদপত্রের উদ্বাস

চুড়ান্ত সাক্সোয়র আশা

আফ্রিকার ব্রিটেনের জয়লাভে মিশরের সংবাদপত্রগুলি
স্পষ্ট উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। দুই দিন 'কেন্দ্র
সৈন্য সংবাদপত্র' বিক্রয় হইয়াছে, ইতিপূর্বে আর কখনও
তেনম হয় নাই। সাধারণের ধারণা এই যে, মিস্রী জার্মানী
ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার মিশরের উপর ইটালীর
আও আক্রমণের সম্ভবনা হয় হইয়াছে।

ব্রিটেনের এই আক্রমণাত্মক নীতির সাক্সো সম্পর্কে
মত্বা করিয়া মিশরের "আল আহ্‌রার" নামক সংবাদ-
পত্রটি ব্রিটিশের ইয়াহাউরুলির সভ্যমিষ্ঠা এবং অত্যুচ্চ
পরিহারের বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেন "মিশর
তাহাদের মিত্র-শক্তির এই সাক্সোয়র সংবাদে অতিশয়
আনন্দিত; ইহাকে চুড়ান্ত জয়লাভের পূর্বব অব্যাহ বলা
হইতে পারে।

"আল বালাগ" নামক পত্রিকাটি বলে যে, ফরাস
পূর্ব্বেও ইটালী যে সহজ জয়লাভের আশা করিয়াছিল,
এইবার সে আশা সরাই হইল। অত্বে: এই পত্রিকাটি
লিখিয়াছে: "ইংলেণ্ড তাহার আত্মরক্ষামূলক নীতি পরিভ্রাণ
করিয়া এইবার আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিয়াছে।
মিশরের শীঘ্রতঃ ইটালীর সৈন্যবাহিনী একপে
পরাভরের ডিক্‌ দান পাইতেছে।"

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

করিমপুর (সদর)—

পত্নী মতের মতে কলিকাতা, কানাইপুর, সাওপাড়া, পরমেশ্বরী, বাগাতি, বামপুর, ডাওলা, লক্ষ্মীপুর, পতি, ডালা, চরবিজপুর, কুপু, মামিকান্দ, ডালা, এবং ডালাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের বিল অফলে কচুড়ী-পালা পরিষদের কাজ বিশেষ সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হইয়াছে।

উলুকা পল্লীমঞ্চ সমিতি, কামারপুর সমিতি ও বুলুকা পল্লী সংগঠন সমিতি উলুকা, কামারপুর এবং বুলুকা গ্রামে জল পরিষ্কার করিয়াছে এবং কলিকাতা চিহ্ন পুস কার্ণো বিশেষ প্রসঙ্গীয় কার্য সম্পাদন করিয়াছে।

বরফপানের শিকা

প্রায় ৫০টি নৈশবিদ্যালয়ে আনুমানিক ২৫৭ জন শিশুর বার্ষিক শিকা লান করা হইতেছে, অন্যথায় ৮১১ জন বরফ শিকা লিখিতে ও পড়িতে শিকা লাভ করিয়াছে।

সরকারী প্রকল্পে বীজগুলির প্রতিপালকগণ যথাবোধ্যভাবে এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করিতেছে এবং নব্বইটি এই বীজগুলি স্থান আছে। এই সকল বীজের দ্বারা যে সব বাগানের জন্ম হইয়াছে তাহাদের বিশেষ করিয়া চর উদ্ভাবন কেন্দ্রের সাহায্য বিশেষ সন্তোষজনক।

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর্ম

জেলার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অফিসের কুইনিন বিতরণ ব্যাপ্তি মালেকিয়া প্রাচীর পুষ্টিকরণ সমস্ত বরফের হাকিম পল্লী অফলে ৮ পাউণ্ড কুইনিন বিতরণ করিয়াছেন। তখন পানার অফিস ও জাপান ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন রূপাণ্ড গ্রামে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গোয়ালন্দ (করিমপুর)—

উত্তর এলাকাতেই বরফ নিরক্ষরণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। এই এলাকার বিদ্যালয়ে শহুরে বিবরণী গোয়ালন্দের সার্কল অফিসার প্রেরণ করিতেছেন।

কলিকাতার নিকট হইতে যে কুইনিন পাওড়া গিয়াছে তাহা যে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহার পূর্ণ হইয়াছে।

পত্নী মতের মতে স্থানীয় প্রচেষ্টায় মালিকানাধীন পানার অফিস, ডালা, কামারপুর ও ডালা ইউনিয়নে তিনটি নতুন পল্লী চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ডালা এবং কামারপুরের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন বোর্ড হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে জেলাস্তর ডালা নিয়োগ করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্রাদি ক্রয় করা হইয়াছে। পল্লী অফলে তিনটি চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়ার পল্লী অফিসার মধ্যেই উপস্থিতি সন্নিবিষ্ট হইবে এবং এই বরফের মালেকিয়া-প্রস্তুতি অফিসের দ্বারা জনসাধারণ চিকিৎসিত হইবার সুযোগ লাভ করিবে।

পালা পানার অফিসে সেন্সিটিভ ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনও এইরূপ একটি ডিস্পেনসারী বোমার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

মজিরা, পালা, উলুকা, কামারপুর, ডালা এবং কলিকাতার বোমার মতের জন্য পত্নী মতের মতে যে সরকারী সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে তাহাও স্থানীয় পল্লী প্রদান করা হইয়াছে।

রাজশাহী—

পত্নী মতের মতে রাজশাহী জেলার সদর মহকুমায় যে সকল পল্লী-সংগঠনকার্য সম্পাদিত হইয়াছে নিম্নে তাহার একটি বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সদর মহকুমার পল্লী-সংগঠন শিকা পরিষদের হাওয়াফানি করেন। প্রথম দলের মাত্ৰ জন অফিসার এবং ২৩ জন কল্লীর মধ্যে ৩ জন অফিসার এবং ১৭ জন কল্লী টেনিএর জন্য যোগদান করিয়া ছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের অফিসারগণ এবং বরফের হাকিম পল্লী সংগঠনের পদ্ধতি ও আদর্শ, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর্ম, নিরক্ষরণ, কলিকাতা, কলিকাতা এবং প্রয়োজনীয় কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে বহুবিধ বক্তৃতা প্রদান করেন।

কলিকাতা বক্তৃতা, চিহ্ন ও মজিরা সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল এবং কৃষি-বিষয়ক উন্নতির পথ হাতে-কলমে শিকা লাভ করিবার নিমিত্ত কল্লীসম সদরকারী কৃষি মার্গ পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

কল্লীসম সদর অফিসের দুই হইতে মাত্ৰ মাইল পর্যন্ত পুরমহী ডেরবালা, মজিরাখালি, বাউলা, মজিরা এবং পাল্লা নামক গ্রামে ব্যাপকভাবে হাতে-কলমে সংগঠনমূলক কার্য করিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রামের পল্লী-সংগঠন এবং ব্যাপকভাবে সংগঠনমূলক কাজের পরিচরমা সম্পাদিত হইয়াছে। কল্লীসম—পল্লীর জনসাধারণের সমর্থন লাভে সক্ষম হইয়াছেন—কলিকাতার সদর পাল্লা সমস্ত ডালা জল সাফ ও ডোলা ডালা করিয়াছে এবং গ্রামের বহুবিধ কার্য সম্পাদন করিয়াছে। চরখাট পানার অফিসে পদ্ধতি এবং গোলাপাটী পানার অফিসে গোলাপাটী পাল্লা নামক গ্রামে যে জনসভা আয়োজন করা হইয়াছিল সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রামে ১৯৩০ হইতে ১৯৩১ লোক সমবেত হইয়াছিল এবং তাহাগুলির মধ্যে পল্লী-সংগঠন ও বরফপানের শিকা সম্পর্কে প্রেরণা জাগ্রত হইয়াছিল।

স্থানীয় লোকের শিকার জন্য লাওলা নামক গ্রামে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত একটি সভা আয়োজন করা হইয়াছিল এবং তাহাতে সদরের মহকুমা হাকিম এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ওষধদ্রব্যপণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভাতেই তখন-পূর্ব নির্ধারণের জন্য ১০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা কল হইতে পাঠে গ্রামের পল্লী নির্ধারণের জন্য সম্পদের সার্কল অফিসারকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিয়া একটি পল্লীমালী পরিচালক সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

নিরক্ষরণ পূর্ণ করিবার প্রচেষ্টা

গ্রামে নতুন কলিকাতা নৈশবিদ্যালয় সংগঠন করা হইয়াছে এবং কার্যকরী শিকা লাভের নিমিত্ত পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত কল্লীসমকে সেখানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। জারানী ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে কলিকাতা নৈশবিদ্যালয় বোমার জন্য চারিটি পৃথক ভ্রমণ নির্ধারণ করা হইয়াছে। যে সকল বরফ নিরক্ষরণ এই সকল নৈশবিদ্যালয়ের শিকা লাভ করিতেছে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ বঞ্চিত হইতেছে।

নীলকাহারী (রাংপুর)—

পত্নী মতের মতে এই গ্রামে যে সকল পল্লী-সংগঠনমূলক কার্য সম্পাদিত হইয়াছে নিম্নে তাহার একটি বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

সম্পূর্ণ রূপে যেচাপ্রাপ্তি গ্রামে কলিকাতা পানার অফিসে রাজ্যীয় নামক গ্রামে মধ্য মাইল দীর্ঘ একটি জল নিকালার দ্বারা খনন করা হইয়াছে।

ডালা সমসাময়িক দ্বিতীয় দফার পৃথক সাহায্য ডালা হইতে রাজ্যীয় পল্লীমঞ্চ সমিতিতে ৪০০ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। সমিতির সদস্যগণ তাহা হইতে এক কলিকাতা ব্যয় করেন নাই, কিন্তু যেন প্রসঙ্গীয় পল্লী-উন্নয়ন কার্য করিয়া চলিয়াছেন। সৈয়দপুর পানার অফিসে সংগঠনমূলক গ্রামে আর একটি ভ্রমণ খনন করা হইয়াছে। এই ভ্রমণের দৈর্ঘ্য ১৫০ ফিট।

সৈয়দপুর পানার অফিসে দীর্ঘ, সংগঠনমূলক এবং ডিলা পানার অফিসে পোলটাই ও গোপালদাস গ্রামের অধিবাসিগণ কচুড়ী পাল্লা বিহারী অতিথায় পরিচালনা করিয়াছেন। মজিরা এবং কামারপুর মজিরা কচুড়ী পাল্লাও পরিচালনা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে :— ডালাই পল্লী, ডালাই পূর্ব, ডালাই উত্তর এবং ডালাই-দেবপুর। বর্তমানে এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৫ হইতে ২০ এর মধ্যে। আদ্য করা হইবে যে অল্প ভবিষ্যতেই ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।

জাপান চাপাট নামক গ্রামে একটি মালিকা পল্লী একটি মালিকা বিদ্যালয় বোলা হইয়াছে।

কলিকাতা ও নীলকাহারী এলাকার সার্কল অফিসারের দ্বারা অনুমোদিত সম্পূর্ণরূপে যেচাপ্রাপ্তি গ্রামে ৪০টি গৃহে স্বাস্থ্যকর্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিজুপুর (দীর্ঘ)—

কোচবিহার এবং পালিয়া নামক গ্রামে দুইটি নতুন সমিতি গঠিত হইয়াছে।

কোচবিহার পানার অফিসে প্রকল্প পল্লী-উন্নয়ন সমিতি তিনটি পুষ্টিকরণ এবং কিছু জল সাফ করিয়াছে। জাপান পানার অফিসে প্রকল্প সমিতি দুইটি পুষ্টিকরণ পরিচালনা করিয়াছে। কোচবিহার পানার অফিসে মালিকা নামক গ্রামে যেচাপ্রাপ্তি গ্রামে একটি ভ্রমণ খনন করা হইয়াছে এবং উক্ত ভ্রমণের পান দিয়া এককলিকাতা কিট লক্ষ্য একটি গ্রামের সাহায্য করা হইয়াছে। মালিকা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি তিনটি পুষ্টিকরণ এবং স্থানীয় বাসিন্দার সমিতি একটি পুষ্টিকরণ পরিচালনা করিয়াছে। বিজুপুর পানার অফিসে চরখাট নামক গ্রামের নৈশবিদ্যালয় হাতে-কলমে কৃষি শিকার মার্গ ইংরাজী পাকসকী চাষের প্রবর্তন করিতেছে। গ্রাম-গ্রামের হাতে-কলমে কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে উন্নয়ন দফার ইচ্ছা চাফ প্রবর্তন করা হইয়াছে।

গ্রামবাসীসমূহকে স্বাস্থ্যকর্ম দ্বারা ও পল্লী পল্লীর জলের উপকারিতা সম্পর্কে বুঝাটী দেওয়া হইয়াছে।

জাপান সমিতি সদস্যগণের জন্য পারীক্ষিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং প্রকল্পীয় পত্নী গ্রামা দীর্ঘপ্রকল্প প্রবর্তন করা হইয়াছে। জাপান অফিস এবং কোচবিহার পূর্ণ কৃষি বোলা হইয়াছে।

জাপান আদর্শ মিলনগারের জন্য একটি ভ্রমণ নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নৈশ বিদ্যালয়সমূহ ডালায় চলিতেছে এবং নিরক্ষরণ বরফপানের সাহায্য শিকা দিয়ার করিতেছে।

দীর্ঘ—

পত্নী মতের মতে দীর্ঘ জেলার সদর মহকুমায় যে সকল পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য সম্পাদিত হইয়াছে নিম্নে তাহার একটি বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

[পর পর্চা দেখুন।]

ফ্রান্সের বর্তমান মনোভাব

জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত

“নিউজ ক্রনিক্যাল” পত্রিকায় মি. ড্যানিস বারিসেট লিখিত একটি প্রবন্ধে লিখিতছেন:—

বর্তমানে ভিত্তিতে তিনটি পিঠি পূর্ণ আছে। একটি জাতিগত, জাতিগত পক্ষপাতী, লাভাল এবং জাতিগতের মধ্যে বিশেষ কোনও পক্ষ পক্ষ নেই; চিত্রশিল্পের জীভনক চটবার জন্য চুইভনেই প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। তিনি সরকারের নৌ-সচিব আর্ডিনারাল বারিসেট উপর বন্ধন প্রতিপত্তি-বিরোধী; কিন্তু টারানো-নাব বটনাবলীর পর চটতে নৌ-বিভাগে ত্রাণ জনপ্রিয়তা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।

দ্বিতীয় পথ্যারে আছেন মাল পাল পের্তা। তিনি নিজেকে আরেকজন মাল পাল ফু চিৎসনবুগ বলিয়া মনে করেন। তিনি প্রকৃতিই দেশের মজল সাধন করিতে চাহেন এবং মনে করেন যে বর্তমানে জাতিগতের সর্ব মাদিয়া লইয়া চলা ছাড়া দেশের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। তাহাকে জানে এমন নিরপেক্ষ মন কন্দের বৃদ্ধ ধারণা এই যে মাল পাল পের্তা ক্রমশই লাভালের নীতি হইতে পূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। ইহার আশঙ্কি কারণ এই যে বৃটিশের প্রতিরোধ কক্ষতা সেবিয়া ত্রাণ বৃদ্ধে ফ্রান্সের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আশা জাগৃত হইয়াছে। ত্রাণ ছাড়া জাতিগতী এমন কোনও সঠিক উপস্থিত করিতেছে না যাহা আরম্ভমান নজার রাবিয়া গ্রহণ করা চলে। ইহাও মাল পাল পের্তার মনোভাব পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। (লাভাল বরখাস্ত হইবার পূর্বেই ইহা লেখা হইয়াছিল।)

তৃতীয় পথ্যারে আছেন ফরাসী জনসাধারণ যাহারা একবারে চিত্রশিল্পের পরাজয়েই আশার চিত্র দেখিতে পান। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পূর্বে বৃটিশের বিপক্ষবাদী ছিল ফ্রান্সের এমন বহু সংবাদপত্র পূর্বে ম্যার বর্তমানে তিনি সরকারের ইচ্ছাচারগুলি প্রকাশ করিতে থাকিলেও (আইন অনুসারে এগুলি ত্রাণ প্রকাশ করিতে বাধ্য) বর্তমানে এইগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া ত্রাণ এমন কোনও বক্তব্যই করিতেছে না যাহাতে বৃটিশের প্রতি বৈরীতা-সূচক মনোভাব প্রকাশ পায়।

ওয়েলস জাতিগত নিয়ন্ত্রণের জন্য

গত এক জানুয়ারী লাংসী বিমানসমূহের আক্রমণের প্রবাস লক্ষ্য ছিল যদিও ওয়েলস-এর একটি শহর। শহরটির উপর বহু অগ্নিবোমা নিক্ষেপ হয়। অগ্নিবোমা বর্ষণের পর অতি বিক্ষোভক বোমা নিক্ষেপ হয়। মোটের উপর আক্রমণ ততটা প্রচণ্ড হয় নাই। হত্যারতের সংখ্যাও যে খুব বেশী হইবে, তাহা মনে হয় না এবং কতক পরিমাণও অপেক্ষাকৃত কম। তবে বিমান আক্রমণ অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। সন্ধ্যার পর আক্রমণ শুরু হয়। পর্যবেক্ষককারী বিমানসমূহের পিছনে পিছনে আক্রমণ-কারী বিমানগুলি শহরটির উপর আসিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রথমে হাজার হাজার অগ্নিবোমা বর্ষণ করিয়া পরে অতি বিক্ষোভক বোমা নিক্ষেপ করে। বিমানযুদ্ধী কামানপ্রেরণী হইতে যেকোন প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়, ওয়েলস-এ সেরজন ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। দুইটি সিনেমোগ্রাফ ওরুতর কতিপয় হইয়াছে। লোকাল-পাট এবং বাড়ীঘরের উপরও বোমা পড়ে। কয়েকটি নিষ্কার আশ্রয় বহিয়া যায়। তবে মোটের উপর কতক পরিমাণ ততটা বেশী নয়। আক্রমণের তুলনায় হত্যা-হতের সংখ্যা কম। লোকসমূহী এবং সামরিক বাকী-বাহিনীর লোকজন বেশ সম্ভাব্যজনকভাবে কার্য করে।

জলপাইগুড়িতে যুদ্ধ সাহায্য

নব্বয়ন লোক খোঁজ বজীর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ত্রাণদায়কে বিগত ১৯শে মতেষর তারিখে জলপাইগুড়ির নিয়োগ করিবার সম্বন্ধে উপস্থিত চটবার আলোচনা হওয়া হইয়াছিল। দুইজন উপস্থিত হইয়াছিল এবং নিয়োগ করিবার আশ-লিপ্যকে মনোনিয়ম করেন। কন্যাতি: অফিসার এই লিনই ত্রাণদায়কে উদ্ভি করেন এবং তিনি লেখ: চলিবা যান।

যুদ্ধ-তহবিলে সাহায্য

বিগত ১৯শে মতেষর তারিখে যে সন্তাধ শেষ হইয়াছে এই সময়ের মধ্যে জলপাইগুড়ির যুদ্ধ-কার্যাকরী কমিটির অর্থনৈতিক কোষাধ্যক্ষ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যুদ্ধ-সাহায্য তহবিলে যোগ ১,১০৫৫০০ আনা পাঠাইয়াছেন।—

মি: আর. পি. বজুরাধের নিকট হইতে ১৭৯১৯৯
মহম্মদজির সাব-কমিটির অর্থনৈতিক কোষা-
ধ্যক্ষের নিকট হইতে ১৪০১/৬
সবর সার্কেল যুদ্ধ কমিটির চেয়ারম্যানের
নিকট হইতে ১,০৫৮৫০০
এন. জি. গোয়েন্দারের নিকট হইতে ৩০
প্রধান চম্র সেনের নিকট হইতে ২৭০
আজ পর্য্যন্ত মোট সংগৃহীত টাকার পরিমাণ দাঁড়াই-
য়াছে ১৮,৮১৭০৯। ইহার মধ্যে ১১৫০ লেডী বেরী
হাথুর্টের বজীর মহিলা তহবিলের জন্য পৃথক করিয়া
রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইষ্ট ইন্ডিয়া তহবিলে আজ
পর্য্যন্ত ৩২,২৪০০৯ পাউ সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।
বিগত ১০শে মতেষর তারিখে যে সন্তাধ শেষ হইয়াছে
এ সময় মধ্যে যুদ্ধ কমিটির অর্থনৈতিক কোষাধ্যক্ষ ১১৯৬
আনা টাকা পাঠাইয়াছেন।

মোট সংগৃহীত টাকার পরিমাণ হইয়াছে ১৮,৯১৭-০-৩
পাউ। তন্মধ্যে ১১৫০ আনা লেডী বেরী হাথুর্টের
বজীর মহিলা তহবিলের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

বিগত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে যে সন্তাধ শেষ হইয়াছে এই
সময় মধ্যে জলপাইগুড়ির যুদ্ধ কার্যাকরী কমিটির অর্থনৈতিক
কোষাধ্যক্ষ ৫৭০০-৬ পাউ টাকা স্বরূপে পাঠাইয়াছেন।

আজ পর্য্যন্ত মোট সংগৃহীত টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে
১৯,৫০৭-০-৯ পাউ। তন্মধ্যে ১১৫০ আনা লেডী
বেরী হাথুর্টের বজীর মহিলা যুদ্ধ তহবিলের জন্য
পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত ৩৩,২৮৭১০৯ পাউ ইষ্ট ইন্ডিয়া যুদ্ধ
তহবিলে দেওয়া হইয়াছে। বিগত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে
জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্যাকরী কমিটির মাসিক সভা হইয়া
গিয়াছে, তাহাতে এই অফিসার যুদ্ধ সাব-কমিটিসমূহ
যে কাজ করিয়াছে তাহা আলোচিত হইয়াছে। কি
উপায়ে এই ফেলার বড় বড় হাটে সভা করিয়া ডিকেন্স
সেভি: সার্কিটকেট ও কার্ড বিক্রয় করার বহল প্রচার
হইতে পারে সে সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করিয়াছে।

[পর পৃষ্ঠার জের]

নিরলাপাল থানার অঙ্গণে ক্রিমপুর ইউনিয়নের
অধীন জোরিসা-নিলাইবাট রোড (২,০৫০' X ১৮')
জোরিসা কমিটি কর্তৃক ঘোষিত করা হইয়াছে।

বীরসিংপুর কমিটি নিম্ন লিখিত রাজ্য ওলির সংহার
সাধন করিয়াছে:—

গাওতাল পাড়া রোড (৫৬০' X ১৪')।

বজলপাড়া রোড (৫০০' X ৮')।

গড়গড়া এবং কেশুবাড়িয়া পল্লী-সমল সমিতি ছয়পত
বর্গ ফিট পরিমিত জমল সাক্ করিয়া ১,১০০ গজ
রাজ্য ভেদী করিয়াছে। শ্যামসুন্দরপুর পল্লী-সমিতি
৪০০পত বর্গ ফিট পরিমিত জমল পরিষ্কার করিয়া
একটি রাজ্য (৪৫০' X ৮') নির্মাণ করিয়াছে। এই
রাজ্য শ্যামসুন্দরপুর হইতে ফেলা বোর্ডের রাজ্য পর্য্যন্ত
গিয়াছে।

আব-হাওয়া ও ফসল সম্বন্ধে বিবরণ

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ১৮ই ডিসেম্বর যে সন্তাধ শেষ হইয়াছে, উক্ত
সন্তাধে কোথাও বৃষ্টি হয় নাই। বসন্ত কালের ফসল
বোনা অনেকটা অগুসর হইয়াছে। আমন ধান কাটা
খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর ব্যঙ্গাল
কোন কোন অংশ ব্যতীত এই প্রদেশে ফসলের অবস্থা
বোটাভুলী ভাঙই। বিগত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে বীরভূমে
মিলিকের কাছে ১,৪০৭ জন লোক নিমুক্ত করা হইয়াছিল।
এই সময় মধ্যে চাউলের মূল্য শতকরা ০.৪৫ ভাগ
কমিয়াছে। বাঙলার মক্কেলে এই সময়ে যে মূল্য ছিল
তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

চম্পু-পরগণা, ডায়নও হারবার, বারাকপুর, বারানত,
বসিরহাটে শাধারণ চাউল টাকার ১৮ আট সের হইতে
১৯১০ সাড়ে নয় সের; নন্দীয়া, কুড়িয়া, বেহেরপুর,
চুয়াডাঙ্গা ও বাগাঘাটে টাকার ১৭১০ সাড়ে সাত সের
হইতে ১৮ আট সের; মৃণীদাবাদ, লালবাগ, জলীনগর
ও কান্ধীতে টাকার ১৭১০ সাড়ে সাত সের হইতে ১৯
নয় সের; মণোচর, বিনাইলত, মাগড়া, নড়াইল ও
বদগারে টাকার ১৮ আট সের হইতে ১৯ সের; খুলনা,
মাতকিরা ও বাগেরহাটে টাকার ১৮ আট সের হইতে
১৮১০ সাড়ে আট সের; বর্ডমান, আসানসোল, কাটোয়া
ও কান্দার ১৭ সাত সের হইতে ১৮৫০
আট সের বার জটাক; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকার
১৭৫০ সাত সের ভের জটাক হইতে ১৮ আট সের;
বাঁকুড়া ও বিজপুরে টাকার ১৮ আট সের; বেলনীপুর,
কীর্ষী, তরলুক, হাটান ও বারগ্রামে টাকার ১৮১০ সোয়া
আট সের হইতে ১৮৫০ জটাক; হুগলী, শ্রীরামপুর
ও আদারবাগে টাকার ১৭১০ সাড়ে সাত সের হইতে
১৮ আট সের, হাওড়া ও উলুবেড়িয়ার টাকার ১৮১০
সোয়া আট সের; রাজশাহী, নওগাঁও ও নাটোরে টাকার
১৮১০ সোয়া আট সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে
টাকার ১৭ সাত সের হইতে ১৮ আট সের; দাতিনিং,
কাশিরাং, মিলিগুড়ি ও কলিঙ্গা-এ টাকার ১৭ সাত সের
হইতে ১৮ আট সের; বাপুর্, মীলকামারী, কুড়িগ্রাম
ও পাইবাড়ার টাকার ১৮১০ সোয়া চয় সের হইতে ১৯১০
সাড়ে নয় সের; বগুড়ার টাকার ১৮১০ জটাক; পাবনা
এবং সিরাজগঞ্জে টাকার ১৯ নয় সের, মানসং টাকার
১৮১০ সাড়ে আট সের; কুচবিহারে টাকার ১৮৫০
জটাক; ঢাকা, মুনসীপজ, নারায়ণগঞ্জ ও মনিকগঞ্জে
টাকার ১৮ আট সের হইতে ১৯ নয় সের; কলিকাতা,
গোয়ালপা, মালদা, ও গোপালগঞ্জে টাকার ১৭১০
সাড়ে সাত সের হইতে ১৯ নয় সের; বাবগঞ্জ, পিরোজ-
পুর, পটুয়াখালী ও লক্ষিম সাবাকপুরে টাকার ১৭১০
সাড়ে সাত সের হইতে ১৯ নয় সের, চট্টগ্রাম ও কক্স-
বাজারে টাকার ১৮১০ সাড়ে আট সের হইতে ১৯১০
সাড়ে নয় সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মবাড়িয়া ও চাঁদপুরে
টাকার ১৯ নয় সের হইতে ১০১০ সাড়ে নয় সের;
নওরাখালী ও ফেনীতে টাকার ১৯ নয় সের হইতে
১০ নয় সের; পার্শ্বতা চট্টগ্রামে টাকার ১১ এগার সের;
ত্রিপুরা রাজ্যে টাকার ১৮ আট সের হইতে ১৩১০ সোয়া
ভের সের।

ভারতীয় হজরতীপ

মহা দিল্লীতে এই বর্ষে সংবাদ পৌছিয়াছে যে, এস.
এস. “এলুমিয়া” ও “হরনারী” জাহাজবোঝে ভারত
হইতে বীহাঙ্গ হজরতীপ করিয়াছিলেন, জাহাজ নিরাপদে
বেঙ্গালে উপনীত হইয়াছেন।

ইটোলাতে কি বিপ্লব আসন্ন ?

সৈন্যবল ও ক্যান্সিডবলে কলহের আশঙ্কা

পাঠি লক্ষ্য করি ইহা হইল শেষ কথা বসে কথা গল্পত
হইবে। সুনি আবারের আশা পরিশূর্ণ না হয়, তথা
ইহা হইলে পাঠের মূল্য বুঝির জন্য গল্পত বেণ্ট ডেটের কোন
প্রকার জটী করিবেন না।

“বিভিন্ন ক্রিয়াক্যান” পত্রিকার সোফিস্টিক সংবাদপত্র
 আনিয়েছেন যে, জাঙ্গীণ সৈন্যদের কুচক্রাণ্ডের মধ্যে
 ক্যান্ডিয়ার একমণ্ড বিশেষ অশান্তি চলিতেছে বলিয়া
 যেন হয়। ক্যান্ডিয়ার পতন নেষ্ট বড় বোম্ব বরফ ফলাও
 করিয়া সেখান আভ্যন্তরিক শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার কথা
 যেনও করিতেছেন, ইহা সন্দেহজনক। আরও
 বার্তার দল ক্যান্ডিয়ার স্বকল্পের বলিতেছে যে, জাঙ্গীণ
 জাহানের প্রকৃত বন্ধু এবং ব্রিটেন জাহানের শত্রু। ক্যান-
 দিয়ার জবদখ্যার পতনকে জাঙ্গীণই কুশীল্যবী।
 জাহান বলিতেছে যে জাঙ্গীণ সৈন্যবাহিন্যের প্রাকোচীতে
 ক্যান্ডিয়ার সৈন্যগণ কান করিতেছে এবং জাঙ্গীণ জাহানের
 প্রহরান্বিত পতনও এবং অন্য দল বল করিতেছে। সেখ
 ঠিক কি বলিতেছে, তাহা জাহান দুখিতা উদ্বিগ্নে পারিতেছে
 না। বুঝাই সরকার এই অশান্তির জহা বিশেষ পতিত হইয়া
 উদ্বিগ্নে বলিয়া যেন হয়। একটি গুপ্ত বেক্রমবী
 হইতে প্রত্যাহই জেনারেল একোচীমুকে সানাত্তরে
 করতেন্দ্রের কথা হইয়া থাকে। একোচীমু চক্রান্তের
 মধ্যে একজনকে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জাহান ঠাট
 অভিযোগ করা হয়। জাহান জাহান সেখান কর্তৃক জাঙ্গীণ
 বিজয়ী ইজাহার বিদিত হইতেছে। জেনারেল অশান্তির
 ইহাও অবশ্যই সম্ভব।

১। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন দ্বারা ব্যবহৃত
চাষী-পাঠক বিবরণ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে
সংশোধিত হইয়াছে, তাহাতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের বহাঙ্গনী
আইনের বিধানগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। "ক" এই
শব্দের অর্থ নির্দেশ হইতে "আইনগত অন্য
প্রকারের আদায়ের অযোগ্য যে কোন টাকা" বাক্যে উক্ত
হইয়াছে। কাজেই ইহাতে বহাঙ্গনী আইনগত আদায়ের
অযোগ্য কোন টাকা কিংবা সুদ কিংবা উক্ত প্রকারের
যে কোন টাকা বাক্য থাকিবে।

২। আবার ১৮ ধারার নথিত (৬) শ্রমিকদের যোগদান বিবেচনায় এই বিবাস করা হইতাহে যে, কবের পরিচয় নিশ্চয় করার সময় যে ক্ষমতা হইবে, তাহার দ্বারা তৎকালে প্রচলিত কোন আইনে বিধিই তার অনেকা অধিক হইবে না।

৩। প্রবাসি কর্ম বাবদ যে সমস্ত প্রদান কই হইয়াছে, তাহার আসল ও মুদ্রের আর্থিক মূল্য বহিষ্ঠে হইবে এবং উহা নির্ধারিত প্রণালীতেই হিসাব করিতে হইবে।

৪। মহাজনী আইনের ১০ ধারার (১) প্রকরণের (খ) দফাতে প্রথমে এই আইনে নির্ধারিত মূল্যের হার অনুসারে অর্থাৎ নতুন ছাড়া কর্তৃক দেয়া নতুনকা ১০ টাকা সরল হারে এবং বহুতী কর্তৃক দেয়া নতুনকা ৮ টাকা সরল হারে হিসাব করা আবশ্যিক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইমূল্যে হিসাব করিতে হইবে। কারণ প্রতি সকল মূল্যই ষ্টেটে মূল্যের যে হার দেওয়া থাকে, তাহা ঐ হারগুলি অপেক্ষা অধিক। এই হিসাবগুলি করার সময় সব পর যে সকল তারিখে টাকা ওয়াশীন দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি পণ্যের মধ্যে আনিতে হইবে এবং মূল্যের পরিমাপের অতিরিক্ত যে টাকা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া দেখা হইবে, তাহা আসনের মধ্যে জমা করিয়া নষ্টিতে হইবে এবং অনুসারে আসল বাবদ বকেয়া টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে। এই হিসাবগুলির জমা মূল কর্তৃক যে তারিখে দেওয়া হয়, সেই তারিখটি প্রযোজনীয়। "মূল কর্তৃক" বলিতে কি বুঝায় তাহা চাষীবাড়ক বিবরণ আইনের ২ (১১ক) ধারায় দেওয়া হইয়াছে এবং মূল কর্তৃক পরিমাণ সিদ্ধাপন করিতেও বোর্ডগুলির পক্ষে কোন দুকিল হইবে না। কারণ বরখাস্তে কিংবা ষ্টেপের বিবরণে মূল কর্তৃক আসল টাকা দেখান থাকে। আসল বাবদ বকেয়া টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হইলে পর বরখাস্তের মহাজনী আইনের ১০ ধারার (১) প্রকরণের (ক) বা (খ) দফার বিধানগুলি প্রয়োগ করিয়া যেখানে প্রত্যেক যে, এই দফাগুলির কোনটি প্রয়োগ করিয়া ষ্টেপের পরিমাণ দায়ও কমান দায় কিনা।

৫। যে সকল স্থানে সেওয়াবী আদালতের ভিত্তি থাকিবে, সেই সকল স্থানে ওপের পরিচালন সম্পর্কে এই ডিক্রীওমিকেই চূড়ান্ত প্রণালীতে থাকা করিতে হইবে। কিন্তু ঐশ নিষ্পত্তি করার সময় মহাজমী আইনের নির্দেশের উপর ভিত্তি করিয়া বনভাড়াতে ওপের মের পরিচালন থাকা করিতে হইবে এবং এই প্রণালীতে যে পরিচালন বন্ধীত হইবে, ত্রাসার অতিরিক্ত কোন টাকা দিবার আদেশ নিষ্পত্তিতে সেওয়াবী সঙ্গত হইবে না। এইরূপ স্থানে বেড়ি পাওলাদারদিকে রাজী করিবার জন্য চেষ্টা করিবে এবং পাওলাদারগণ রাজী না হইলে মোকদ্দমাগুলি ভ্রমসিদ্ধ করিতে হইবে এবং বাতকনিসকে মহাজমী লাইসেন্সে নতুন ডিক্রী লইবার জন্য বলিতে হইবে।

নিম্নলিখিত-ভারত যোগদানের শিলা-মহোৎসবে সভাপতিত্ব
করার জন্য বামদিকী শ্রমিক-কর্মী মহোদয় বিপ্লব কল্লিদের
কর্তৃক সবার পূর্বের প্রথম অভিযোজিত।

"**নিউজ কলিকাতা**" পত্রিকা নিম্নলিখিত লক্ষ্যসমূহ
 লক্ষ্যসমূহ :—

গ্রীক এবং খ্রিষ্টানের ব্যবহারের জন্য ইটালীতে একটা বড় বড় আর্থনৈতিক সঙ্কটের সূত্রপাত হইতেছে ; যে কোনও দিনই ইহা দাঁড়ীর পরিণতি হইয়া দেখা দিতে পারে। সারা উত্তর ইটালীই বুকের উপর বীভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। জার্মানের ব্যবসা এই যে, মুক্তব্যবসা করিয়া ইটালী এক বড় ভুল করিয়াছে এবং ইহার জন্য সবগুণ দেশকে বিশেষ কষ্টগ্রস্ত হইতে হইবে। কোনও দেশ না করা সত্ত্বেও কোমরেন ক্যামোনিষ্ট এবং জায়ে হত্যমান হত্যার সৈন্যবিজ্ঞান ও ক্যামিষ্ট পার্টীর মধ্যে ক্যামোনিষ্টা জীপু হইয়া উঠিয়া প্রায় কয়েক পরিবর্তিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বুকের কর্তৃক নির্ধারিত আক্রমণের পূর্বে বুগোমিনী ভলু আদ্য করিতে পারিবে না যে, আর্থনৈতিক প্রত্যক্ষার গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মুহূর্ত্ত বিবর্তিত হইতে পারে ; কিং নিবীয়াতে এমন দাক্ষ্য হইবার পর বুগোমিনীকে নৃত্যস্তর সাময়িক ব্যবহার সমুদায় হইতে হইয়াছে। মাথলীয়া সত্যসি সাহায্য না করিলে বুগোমিনীর এই সঙ্কটের সমাধান হওয়া মুকিন। ইটালীতে যদি প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দেয়, তবে সেই অবস্থাতে আর্থনী ইটালীতে প্রত্যক্ষ ও ইটালীর কর্তৃক গ্রহণ করিতে পারে।

উক্ত ইটালীতে যে অসংখ্য আবহ্রমণ করিয়াছে, ইটালীর প্রতিবাদ নবোত্তর ইরান ভ্রমণে যে সৈন্য উপেক্ষা করিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। তাহা যদি ঐশ্বর হইত উঠে তবে ইটালী দুই পরম্পর-বিভোদী নহে বিতর্ক হইত। পণ্ডা অসম্ভব নহে। তাহা হইলে উক্ত ইটালীতে সৈন্যদলের ও নাকী আছে কামিন্ড পাঠিত কর্তব্য হইবে।

বর্তমান বুদ্ধ সম্পর্কে আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর অস্তিত্ব

বেঙ্গল-বেনারেল বেঙ্গল চেনী আমেরিকার সরকারী
পরিষদ কর্তৃক এক সালের উপর খ্রিষ্টাব্দে অবস্থান
করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি দুই বৎসর-পর্যন্ত সম্পর্কে
"চেনী টেমপ্লাক" পত্রিকার প্রতিবিম্বিত বিকট যে
বিশৃঙ্খিত নির্যাতন, ত্রাণ বিশেষ প্রমাণসমূহ। পরিণামে
নাৎনির্যাতন পরাক্রান্ত হইবে ইহাই উদ্যোগ কারণ। বেঙ্গল-
বেনারেলের এই অভিমত আমেরিকার বিশেষ প্রজ্ঞাপ
বিস্তার করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে "বেঙ্গল টেমপ্লাক"
পত্রিকা লিখিয়াছে, বিপত্ত বহানুচ্ছেদ সময় ১৯১৪ সালের
মার্চের দুই খ্রিষ্টাব্দের প্রকাশ করা হইল। তার বৎসরব্যাপী
নীকারীণ পুংসবরণ ও প্রচেষ্টার পরে উহা সত্য হইয়াছিল
এবং মার্চের দুই করলাভের প্রকাশ সন্ধান করিয়াছিল।
এই দুই বৎসর বহুত আরও অনেক পুংসবরণ করিতে
হইবে। কিন্তু খ্রিষ্টাব্দ একটি দুই বৎসর বহুত করলাভ
করিয়াছে এবং খ্রিষ্টাব্দের পক্ষে নির্যাতন চক্রান্ত কোনই
কারণ নাই।

শ্রী শ্রী সেনাভারতের অস্তিত্ব

বিলম্বের "জাইগারিও ডি ন্যাশিনাল" পত্রিকার "বোম্বের নতুনাল" নামক একটি প্রবন্ধে পটুপীতের অন্যান্য সেল্যাবল জায়ে ডি কারতালো বিবিতাকেন, ইটালীর পরাজয়ে বোম্বের নতুনাল বিনই চইরাতে। ইটালীর সৈন্যদল প্রায় ভূতলক এবং সেল্যাবলীর বেলকল জাতিয়া পিরাতে।

—গভর্ণর বাহাদুরের যফঃস্বল সফর—



বীকড়ায় এক জন-সভায় বক্তৃতা প্রদানের পর মহাশয় গভর্ণর বাহাদুর সভাসল ত্যাগ করিতেছেন।



বীকড়া বৃদ্ধ-কমিটির সভায় বোম্বাদার গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ এন. ও. কার্টার আই-সি-এস (দক্ষিণে) সহ অঙ্গুল হইতেছেন।



মহাশয় গভর্ণর বাহাদুর আসানসোল কৃষ্টিশ্রমের ঘাঘোড়াচীন করিতেছেন।
চিত্রে রাজস্ব-সচিব মাননীয় স্যার বি. সিংহ রাজকেও দেখা যাইতেছে।



গভর্ণর বাহাদুর ইতনপুর নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় (বীকড়া)
পরিদর্শন করিতে যাইতেছেন।

লাভালের পদচ্যুতির নাটকীয় ইতিহাস

ক্রাঙ্কো-রাষ্ট্রপাল সম্পর্ক পরিবেশনার সম্ভাবনা

“ডেইলী টেলিগ্রাফ” পত্রিকার নিউইয়র্কস্থিত সংবাদ-লাভা লিখিয়াছেন:—

ডিলির নিরপেক্ষ যফঃস্বল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে লাভালের স্বল্প উন্নয়নের ইতিহাস-বৈধা কৃষ্টিশ্রমের পরবর্তী-সচিবের পক্ষে নিম্নতর হওয়ায় রাষ্ট্রপাল পৌত্তাল প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে। ডিলি হইতে প্রেরিত সংবাদগুলির একটিতে এমন বক্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এইবার রাষ্ট্রপাল পৌত্তালী ও ক্রাঙ্কো-পারম্পরিক সম্পর্ক পুনরুৎপাদন করিয়া লইবার জন্য হিটলারের সহিত শীঘ্রই সাক্ষাৎ আলোচনা আরম্ভ করিবেন।

লাভালের পদচ্যুতির ঘটনা বিশেষ নাটকীয় ধরণের। ডিলির যন্ত্রী-সভাকে আহ্বান করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপাল পৌত্তাল লাভালকে পদচ্যুত করেন। সভায় ডিলি সংক্ষেপে বলেন: “আমি নিম্নারি লাভাল ও শিক্ষাবন্ত্রী এমিলি রিপার্টের পদত্যাগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছি।”

[পরবর্তী কালের নিম্নে হইবে]

ব্রিটেনকে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য

নিরপেক্ষতা আইনের ব্যাখ্যা

চেস্টার নামানায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ উইলসন ৩য় উইলসন ৩য় ১৩ তারিখে বোম্ব শহরে এক বক্তৃতা প্রদানে বলিয়াছেন যে জনস্বয় আইন বা নিরপেক্ষতা আইন ব্রিটেন-ব্রিটেনকে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা আর্থিক সাহায্য দানের অঙ্গরায় হইতে পারে না। পূর্বেও অনেকেই ইহা বলিয়াছেন। মিঃ উইলসন নিজে একজন আইন-ব্যবসায়ী। তিনি “কিন্তু তবুও অবশ্য হইয়াছেন” যে এই আইনগুলির দ্বারা বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বা জাহাজের কোনও এজেন্টকে ঋণদান নিষিদ্ধ হইলেও বোম্ব যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক ঋণদান সম্পর্কে কোনও বাধা নাই।

লাভাল প্রতিবাদ করে এবং রাষ্ট্রপাল পৌত্তাল সহিত একান্তে কথা বলিবার প্রার্থনা জানায়, কিন্তু পৌত্তাল তাহাতে রাজী হন না।

লাভাল রাষ্ট্রপাল পৌত্তাল সহিত একই ঘোড়েনে বাস করিত। সেই ঘোড়েনে জাহাজে সেই ঘোড়েনেও ভাঙ্গা করিতে বসে হন। এবং হিটলারকে তাহার সিদ্ধান্ত জানাইবার জন্য সেই ঘোড়েনে রাষ্ট্রপাল পৌত্তাল বাসিনে এক বিশেষ দূত প্রেরণ করেন।

চ্যাডিকারে চর্যাপের অনঘটনা

করাসী-স্পেনীয় সংঘর্ষের আশঙ্কা

“নিউজ ক্রনিক্যাল” পত্রিকার চ্যাডিকার সংবাদ-লাভার তারে প্রকাশ যে, চ্যাডিকারের স্পেন কর্তৃক আত্মরক্ষাতিক পুলিশ এবং ব্রিটিশ, করাসী ও ইতালীয় শাসন-সহকারীদের পদচ্যুত করার চ্যাডিকারে নানা গোজবোলের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। চ্যাডিকারে বুর সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পাইবার ভাষাসে ১,২০০ সৈন্যকে স্পেনীয় একাতার সরাইয়া লইয়া তাহাদের দ্বারা ১,০০০ শ্যামিল সৈন্য আনা হইয়াছে। ইহা হইয়া করাসী যুদ্ধোত্তর সীমান্তের নিকট বহু শ্যামিল সৈন্য আসিয়া ভড়া হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। করাসী এলাকা হইতে আসত লোকের নিকট হইতে আনা হইতেছে যে, করাসী সীমান্তে বহু সৈন্য রেজিমেন্ট আছে। ইতিমধ্যে করাসী রাষ্ট্রপাল-তদারকায় “হানাতের করাসী বেসিডেন্সী হইতে কোমণ্ডার অর্কেন্স বা পাওজা পর্যন্ত শ্যামিল কর্মচারীদের দ্বারা ধারণা-ভর বিভ্রমের কর্তৃক হাতিয়া দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

বিশ্বত বহুদিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের “আইনগত” কতি-কতিয় অসংকল্পিত অনুষ্ঠান ইহা বিদ্যে।

বাঙলাব কথা

এক বর্ষ, ১৮ বঙ্গাব্দ

কলিকতা, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪১

[এক আনা]

আফ্রিকায় ব্রিটিশ রণ-সাফল্য

বর্তমান সংগ্রামে বিরূপ পরিবর্তনের সূচনা

বৃটিশ সেনা এবং একটি প্রবল ঘটনা বর্তমান যুদ্ধ-পরিবর্তনের সব চাইতে বড় কথা। পশ্চিম বিসব এবং মিডিয়ায় বর্ণনাক্রমে বৃটিশ ও মিত্র সশস্ত্রবাহিনীর অসাধারণ সাফল্যই পূর্বোক্ত প্রবল ঘটনা। যোঁর-বালিন চক্রের অন্যতম সহযোগী ইটালীর জায়া-বিশ্বাস্যে হিটলার কি করিবেন না করিবেন, বৃটিশ সেনার মধ্যে উঠা একটি। লাভালকে পলচ্যত করিয়া কুলাকে তিনি পলচ্য-মেন্টের পররাষ্ট্র সচিবপদে নিযুক্ত করিয়া যান। পিত্তা বিতীয় সনসার সই করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত ঘটনার সহিত সনসার বৃটিশ বনিত বোণা-বোম্বা থাকা অসম্ভব নয়। গ্রীকদের হাতে ইটালীর সশস্ত্র-সাক্ষ্য তোরকে হিটলার হস্ত উপেক্ষার বিষয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভাব করিবেন। গ্রীক-বিশ্বকে পরাভূত করিতে অসমর্থ হওয়ার নুসোলিনীর উপর হিটলার খুব অসন্তুষ্ট নাও হইতে পারেন। নুসোলিনী যদি গ্রীক পোতাশ্রয় এবং বীপগুলির উপর আশ্রিত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে একটি বড় হিসাবে ইটালীর বসিলা বৃদ্ধি পাইত। সে অবস্থায় হিটলারের পক্ষে করাচী-অধিকৃত সাতোয়ার উপর ইটালীর দাবী উড়াইয়া দেওয়া সহজসাধ্য হইত না এবং করাচীর সহযোগিতায় ইউরোপে “নব বিধান” ঘটনাও বড় ব্যাপারে পরিণত হইত। গ্রীসের ন্যায় একটি বড় শক্তিকে পরাভূত ইটালী বনন পূর্বনিশ্চিত করিতে পারিল না, তখন তাহাকে করাচীর অধিকৃত কোন রাজ্য প্রদানের প্রস্তুতি উঠিতে পারে না।

একটি দ্বিতীয় নুসোলিনীর অকৃতকার্যতার জন্য হিটলার হস্ত জালী দৃষ্টিতে সন্ধান, কারণ তিনি এক্ষণে আর নুসোলিনীর দাবী পূরণে বাধ্য নহেন। অন্য পক্ষে বড় বড়দের যুদ্ধে ইটালীর পরাজয় বরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। কারণ মিত্র অভিযান ও উহা বন্ধন করার তার অপিত হইয়াছিল ইটালীর উপর। উক্ত আফ্রিকা, নিকট ও দূর প্রান্তে বৃটিশ সাক্ষ্য প্রতিক্রিয়ার বিষয় বার নিম্নে হিটলার এক্ষণে আপত্তা করিতেছেন যে, ইটালী হস্ত যুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। ইটালীর পূর্বপ্রদানের পর ফ্রেট বুটেন ভূবাস্যপরে অপ্রতিরূপী থাকিয়া যাইবে। তেজস অবস্থার ভূবাস্যপরে বিরোধিতা বৃটিশের শক্তিশালী বৌ-বহুরের একটা বিরাট অংশ হিটলারের সাববেরিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে হিটলারকে বাধ্য হইয়া একটি প্রবল সনসার সনুতীয় হইতে হইবে। পতনের হাত হইতে ইটালীকে রক্ষার জন্য হিটলার বিরাট সৈন্য বাহিনী নইয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতে পারেন। ইটালীতে আত্মপ সৈন্যের প্রবেশ ইটালীরান আত্মরক্তের বর্জ্য-হানিকর, কারণ ইটালীরান উহাকে শত্রুরিক বন্ধন বলিয়া বনে করিতে। অন্য পক্ষে

তথ্য যদি আত্মপী সৈন্য প্রেরণ না করে, তাহা হইলে পত বহাসমবে ফ্রেট বুটেন ও ক্রাসের অবস্থার সহিত বর্তমানে তাহার অবস্থার একটা বৈষম্যমূলক তুলনার সই হইবে যাই। পত বহাসমবে ক্যালোবেরোর সাংগ্ৰামের অব্যবহিত পরেই তিনি ডিভিশন বৃটিশ এবং তিন ডিভিশন করাচী সৈন্য ইটালীতে প্রেরিত হইয়াছিল। তখন এরমভাবে ইটালীকে কাকে লাগানো হইয়াছিল যে, ইটালীর আত্মপ বহোভাবে আত্মপ আঘাত লাগিতে পারে নাই। আত্মপী তখন বৃদ্ধিমতার পরিচয় প্রদান করিতে পারে কিনা, তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না।

সম্প্রতি আত্মপ সরকারের মুখপত্রগুলি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, বৃটিশ বীপপুত্রের উপর অশ্রুত আক্রমণের সাহায্যে বৃটিশের শক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়াই হইতেছে, ইটালীকে সাহায্য করার একমাত্র না হইলেও প্রবল উপায়। সরকারীভাবে সূচনিক দ্বিতীয় উক্ত অভিমতের মূল্য সাক্ষ্যেও কার্যতঃ বৃটিশ কারণে উভয় ভিত্তি নাই। হিটলার কর্তৃক বুটেন বিপুল হওয়ার পূর্বোক্ত যদি ইটালী বৃদ্ধিলাভ-পক্ষে অসমর্থ পূর্বের ন্যায় এবারও হিটলার যদি বুটেনের যুদ্ধে অকৃতকার্য হন, তাহা হইলে যোঁ-বালিন চক্রের দক্ষিণ প্রান্ত হারাওয়া আত্মপীর অবস্থার কোন উন্নতি সাধনই হইতে পারে না।

লাভালের পলচ্যতি ও কুলাস নিয়োগের পলচ্যতে যে কোন কারণ থাক না কেন, উপর্যুক্ত যে সাক্ষ্য প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বনে চর, আত্মপী ইটালীকে সহায়তা তৎক্ষণে ক্রাসকে প্রবল সহযোগী করিবার হস্তসমর্থ হইতেছে। লাভাল পূর্বনিশ্চিতবস্ত বৃটিশবিরোধী লোক। ব্যক্তিগত জীবনে বা রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহার কোন নীতি নাই। মিথের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে হিটলারের আদেশেও তিনি ক্রাসকে বুটেনের বিরুদ্ধে সাংগ্ৰামে প্রবৃত্ত করাইতে কোন বিনয়ী কুপিত হইবেন না। কহতার কুলাইলে তিনি পৈত্রকে সহায়তা হিটলারের সব কর্তৃক বর্জ্য করার কথা নষ্টেন। বৃটিশ আত্মপী বাক্যকে সম্ভার ব্যক্তি বলিয়া বনে করিয়া থাকেন, তিনি কি ভাবে লাভালের ন্যায় লোককে বীর ভেপুটির পদে নিযুক্ত করিলেন, আত্মপী উহা পূর্বোক্ত ঘটনা গিয়াছে। লাভালের পলচ্যতি হইতে বনে চর, পৈত্রের নিকট অবশেষে লাভালের বরণ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। লাভালের ন্যায় কুলাও আত্মপী বৈধা লোক, তবে তিনি সাংঘাতিক বক্তবের বৃটিশবিরোধী নহেন। তিনি সুবিশ্বাসী, কারণ তিন চারি বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ বৈধা ছিলেন। আত্মপী একদিন ইউরোপ শাসন করিবে, বিবলিষ্টের আশিয়া তিনি দাবী বৈধা হইয়া পড়েন। এক্ষণে তিনি দেখিতে পাইতেছেন যে, গ্রীসের কাছে ইটালীর পরাজয় ঘটাইয়াছে এবং উক্ত আফ্রিকায়ও তাহাকে পোচনীর পরাজয় বরণ করিয়া হইতে হইয়াছে। ইটালীর পতনে আত্মপীর শক্তি

বৃদ্ধি পাইবে এবং কোন কারণে করার বড় মিথোপন তিনি করেন। তিনি বড় টিক করিতেছেন যে, করাচীর সহযোগিতার বিষয়ে আত্মপীর নিকট হইতে উক্ত মূল্য আঘার করার প্রবোধ আসিরাছে। হস্ত তিনি ইহাও জাতিতেছেন যে, আত্মপী বুটেনকে পরাভূত করিতে পারিবে না; এরমভাবে বৃটিশের সহিত সম্পর্ক হিন্দু কর্মী বাকচীর নয়। তিনি বৃদ্ধিমান, তবে পূর্ব লভেজ লোক। নীতিগতভাবে লাভাল অপেক্ষা কুলাকে লইয়া হিটলারের বহুবিকা বেশী।

মিত্র ও মিডিয়ায় বর্ণনাক্রমে বৃটিশবাহিনী যে সাক্ষ্য অর্জন করিয়া লইয়াছে, উভয় ওক্ত বক্তব্যে কুপ না করিয়াও পরবর্তী কর নিম্নে বর্তমানের পূর্বোক্ত সনসার বৃটিশ সমাধানের নিম্নে বোঝাইতে পারে। মিথের বাহাট বৌ না কেন, আঘার বনে চর, উপরে বক্ত প্রবল ঘটনাটিই বর্তমান বহাসংগ্রামে একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে।

[উক্তরায় উক্ত মিথিত প্রবক্তের অনুবাদ]

সুদূর-প্রাচ্যে স্বাধীন করাচী আন্দোলন

সুদূর প্রাচ্যে স্বাধীন করাচী আন্দোলনের সূচনা করাচীবিগের কাছের সাহায্য সাহায্যের জন্য ক্রাসকে দা পলে সুদূর-প্রাচ্যে একজন প্রতিদ্বন্দ্বি নিযুক্ত করিয়াছেন। মিত্রপুর্বে এই প্রতিদ্বন্দ্বি প্রবল কার্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

প্রতিদ্বন্দ্বি নাম যঃ পাইকুয়েমিয়ার ডি সোম্পার। তিনি মিত্রপুর্বে পৌড়িতাছেন এবং মিত্রপুর্বে ও মাসের স্বাধীন করাচী করিবার সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিতেছেন।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ (মিত্রপুর্বে পাপু বর্তী বা জায়া হইতে সুবর্তী বেকোন বনরে সব জায়াই থাকিতে পারে এবং মপারীতি বিজ্ঞান প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞান বাতীতই জায়াপ ও জায়াবের মিত্রপুর্বে ব্যাপারে বেকোন প্রকার পরিবর্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ সুজায়া, জারত, অট্টলিয়া ও হংকংএর মধ্যে জাক, বাতী ও মালবাতী জায়া মিত্রপুর্বে করিয়া থাকে।

মি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ
বৃটিশ সুজায়া, জারত, আফ্রিকা, অট্টলিয়া, সুজ, সুবৃজায়া ও পারস্যোপশায়ের প্রবর্তী বনরসমূহের মধ্যে জায়া মিত্রপুর্বে করে।

বাতীবিগের অনুবাদ করা হইতেছে যে, জায়া বন মিথেরের পূর্বোক্ত সম্পর্কে পূর্বোক্ত, বিজিত করেন। বর্তমান পরিবর্তনের জন্য জায়াবের মিত্রপুর্বে বর্জ্য পরিবর্তন করানো হইয়াছে।

জায়াব জায়া তারিখ সম্পর্কে বহাসমর্থ তথ্যাদি, বাতীবিগের জায়া পূর্ণ বিবরণ ও মাসের জায়া তার প্রকৃতি অবগত হওয়ার জন্য মিত্র টিকানার নিম্নে:—

বাকিসন মাকচী এণ্ড কোং,
এক্সেস—পি এণ্ড ও এন্-এন্ কোং,
মাসবিকিঃ এক্সেস—মি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের আর্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অবকা দ্রাব্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় বাস্তবিক অমায়িক যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২০শে জানুয়ারী—১৯৪১

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বার্তা

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বিগত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে আমেরিকান জন-সাধারণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত এক বেতার-বক্তৃতায় পরিস্কারিত ভাষায় কথোপকথন যেন, বর্তমান যুদ্ধে চক্র-শক্তিবর্গের (জার্মানী-ইটালী) অসমর্থতার কোন সম্ভাবনাই নাই। এত বক্তৃতায় জনগণের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়ের উল্লেখ সাধারণ আশ্রয়, সুস্বচ্ছ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে করার প্রয়াস এবং ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণীও অবশ্য ছিল। বিঃ রুজভেল্ট বলেন—“যাত্রা চলিতে গেলে বলিতে হয়—প্রকৃতই বিপদ সমুদ্রে হইয়াছে। চক্র-শক্তিবর্গ কেবলমাত্র অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যেই পূর্বাভাসিত হইতে না। যাহা এই অত্যাচারী শক্তিবর্গের উচ্চাকাঙ্ক্ষার চক্রান্তে পিষ্ট হইতে বসিয়াছে, জাতিগণের দুঃ ও সন্নিহিত প্রচেষ্টা এবং জাগরণে হারাই যাত্রা ইত্যাদি পরাজয় সম্ভবপর। সত্যতা বলিতে চর—এই বিরাট বিশেষ অধিকাংশ লোককেই আজ সন্নিহিত-জাতি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যোগা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে।”

যদিও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কেবলমাত্র আমেরিকান জনগণের উদ্দেশ্যে এই বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি বিশ্বের যেখানেই এই বক্তৃতা শ্রুত হইয়াছে, সেখানেই বিরাট প্রতিক্রিয়া ঘটি হইয়াছে। এমন কি, এই বক্তৃতার পর জার্মানীকে পশ্চিম ঘোষণা করিতে হইয়াছে যে, আটলান্টিকের পরপারে সাম্রাজ্য বিস্তারের কোন আশা দাঁড়াইবে কোন দিনই ছিল না। কিন্তু জার্মানীর এই কথার উত্তরে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নিচের জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বলিবে—এ কথার কোন অর্থ নাই।

আমেরিকার যে দুইয়ের লোক চক্র-শক্তির প্রতি কড়কটা সহনশূন্য ছিল, মানা যেনে নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট সৌভাগ্য সেখানকার জাতিগোষ্ঠীর যাত্রা যাত্রায়ই অনেকটা করিয়া আসিয়াছিল। নাৎসী-নীতির বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দৃঢ় মনোভাব প্রকাশের পর এই প্রেরণী “সহনশূন্যতার” সংখ্যা যে আরো কতটা গিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বর্তমান সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিলেই নিরাপত্তা থাকা হইবে, এমন মনোভাবের অধিব আমেরিকা হইতে একেবারেই নির্মূল হইয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কারণ, ম্যাজিনো সাইনের বড় বিরাট দুর্গ-প্রেরণী বর্তমান থাকা স্বতঃ জ্ঞান রক্ষা পায় নাই। একপক্ষেই আমেরিকানরা যেন করিতেছিল যে, আটলান্টিকের বড় বিরাট হাতিয়ার ব্যবধান নাৎসী আক্রমণ হইতে স্বভাবতই আমেরিকাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু জাতিগোষ্ঠীর অগ্রিম না থাকিলে যে আটলান্টিকের এই “ব্যবধান” কিংবা অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইত, বর্তমানে অনেকেরই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নাৎসী প্রচারকার্যের ঘোষণা করিতেছিল যে, “ম্যাজিনো সাইনের” দৃঢ় রক্ষণ ব্যবস্থার অপর পার্শ্বে অবস্থিত

থাকা স্বতঃ জ্ঞান যে রক্ষা হইয়াছে, “ইংলিশ চ্যানেল” সামরিক ব্যবস্থার “অস্ত্রশস্ত্র” অবস্থিত ইংল্যান্ডের সেই দশটি হইতে বাধ্য। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সতর্ক হইয়া বুটেন আশ্রয়কার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে বলিয়াই নাৎসীদের বুটেন অভিযানের যশু আর পর্যন্তও সফল হইতে পারে নাই।

ভারতের ব্যাপারে বিবেচনা করিতে গেলে বলা চলে হিন্দুস্তানের বিরাট স্বাধীনতা ভারতের “ম্যাজিনো সাইন” বলিয়া অনায়াসে বলা করা যায়। কিন্তু অতিদ্রুতের সেকা গিয়াছে যে, সামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থা বর্তমানে দৃঢ় হইতে না কেন, দেশবাসী সতর্ক ও প্রস্তুত না থাকিলে শত্রুর পক্ষে “বাণীর প্রাচীর” তৈরি করা আরো অসম্ভব মতে। বুটেন, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য ও ব্রিট শক্তিবর্গ শত্রুর সফল কলী-ক্রিয়াকার্য করার জন্য যে সাক্ষা-পূর্ণ ব্যবস্থা সর্ব্বক্ষেত্রেই করিতে পারিয়াছে, ১৯৪০ সালের সংগ্রামে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৯৪১ সালে হইতে শত্রুর আক্রমণ নানা দিক দিয়াই আরো তীব্রতর হইয়া যেকা দিবে এবং আনাদিগকে এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বৃটিশ বিমানের সাফল্য

বিগত বৃটিশ দিবসে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এবং কতকটা আবহাওয়ার কল্যাণে যে যুদ্ধ-বিবর্তি হইয়াছিল, তাহার পর হইতে রাজকীয় বিমানবাহিনী শত্রুর এলাকার পূর্ণাঙ্গপেক্ষা আরো বেশী পরিমাণে বিমানাক্রমণ দ্বা-জায়েই পরিচালিত করিয়াছে। বিগত ২৬শে, ২৭শে ও ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে ‘লা-ওবিয়েস্ট’ নামক স্থানে অবস্থিত নাৎসী সাবমেরিন বাটিতে যে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালান হইয়াছে, এবং বৃটানী ও অন্যান্য অভিযান-বলরে অবস্থিত বিমান-বাটি, সরবরাহ-কেন্দ্র প্রভৃতির উপরও যে তান চালাইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত নরওয়ে উপকূলে এবং হংকং ও এয়ারমুও বলরে জাপান আক্রমণসমূহের উপরও আক্রমণ চালান হইয়াছিল। এই সব বলরে তাহাজ-বাটি, গুদামসমূহ, বিমান-আক্রমণ-বিরোধী কামান প্রেরণীর উপরও আক্রমণ চালান হইয়াছিল। একমুখ বৃটিশ বিমান পশ্চিম জাপানীতে চলাচলের পথ, সেতু ও কারখানাসমূহের উপরও আক্রমণ চালাইয়াছিল।

বিগত নব-বর্ষ দিবসে লওনে যে উপাধি বিতরণ তাগিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় যে, রাজকীয় বিমান-বাহিনীর অসাধারণ সাফল্য বুটেনের বিমান-নির্দীপ কারখানাসমূহ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বহাঙ্গা স্বীকার করা হইয়াছে। হ্যারিকেন ফাইটার প্রেরণীর বিমানের প্রধান পরিকল্পনা-কারী বিঃ সিড্‌নী ক্যান্স, বাল্ল-বল্ল কারখানার প্রধান বিমান ইঞ্জিনিয়ার বিঃ এ. সি. ইন্সট, হকার-নিডেলী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিঃ ক্রাফ এন্ড শ্রিগ্‌ল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেন উপাধি পাইয়াছেন, তেনি সহকারী ম্যানেজার, ফোরম্যান এবং কারিগর প্রেরণীরও বহু লোক সম্মানিত হইয়াছেন।

বৃটিশ বিমান বিভাগীর নবীকৃত হইতে যে সালগ্রামারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—বিগত বর্ষে (১৯৪০) জার্মানীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় বেলগের কেন্দ্রের উপর ৮২ বার বিমান আক্রমণ চালান হইয়াছে। হামবার্গ বলরে ৬১২ বার; ডেন-সেনকির্শেনে ৩৯ বার; বার্লিন, উইলহেল্মস্ট্র্যাডেন, লোরেই ও ডুইলবার্গ-বল্ল নামক স্থানে ৩৫ বার করিয়া; কলোন, ম্যান্‌হিম ও ওল্‌ফেন্স ৩৪ বার করিয়া এবং ব্রেনেনে ৩২ বার সাকলোর সঙ্গে বিমান আক্রমণ চালান হইয়াছে। বাস্ জার্মানী ও জার্মান অধিকৃত স্থানসমূহে অবধি আক্রমণ পরিচালনা করিতে হইয়া রাজকীয়

বিমানবাহিনীর ৩৭৪ থানা বিমান বেলগেরে ও ২৮ থানা সমুদ্রে বিনষ্ট হইয়াছে এবং এই সব বিমানের আক্রমণে ৬৩ থানা জার্মান যুদ্ধ-বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

১৯৪০ সালে বুটেনের উপর আক্রমণ পরিচালনা করিতে হইয়া জার্মানীর মোট ২১,৯২৩ থানা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে; পক্ষান্তরে এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে হইয়া যাত্র ৮৪৭ থানা বৃটিশ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। যে-সব জার্মান বিমান কতিপয় হইয়াছিল বা অন্যভাবে বিনষ্ট হইয়াছিল, উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে তাহা বহা হয় নাই। পশ্চিম-সীমান্তের বেলগেরে ও জায়েস বুটেনের ৩৭৫ থানা বিমান এবং জার্মানীর ৯৫৪ থানা বিমান বিনষ্ট হয়।

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে-সব ইটালীয় বিমান ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তভাবে জানা গিয়াছে তাহার সংখ্যা হইতেছে ৪১৬; ইটালীয় সহিত সংগ্রামে বুটেনের যাত্র ৭৫ থানা বিমান ধ্বংস হইয়াছে। যে-সব জার্মান ও ইটালীয়ান বিমানকে বিমান-বাটিসমূহে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং বৃটিশ নৌ-বিতাগের অস্ত্র-যুদ্ধ বিমান-বহর ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত যে ৫২ থানা জার্মান ও ইটালীয়ান বিমান ধ্বংস করিয়াছে, তাহার বিবরণ উপরোক্ত হিসাবে দেওয়া হয় নাই।

বুটেনে অবস্থিত বিমান-আক্রমণ বিরোধী কামান-প্রেরণীর আক্রমণে ৪৪৪ থানা জার্মান বিমান বিনষ্ট হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৩৩৪ থানাই গভ ১লা সেপ্টেম্বরের পরে (অর্থাৎ গড়ে প্রত্যাহ ৩ থানা করিয়া) বিনষ্ট হইয়াছে।

জানাতে করিয়া প্রত্যাহ গড়ে ৪,০০০,০০০ পাউণ্ড মুল্যের যে-সব দ্রব্য বুটেনে আদিত্যে, বিমান-বাহিনীর রক্ষণার্থেই এই সব জাহাজ নিরাপত্তায় বন্দরে পৌঁছিয়াছিল। এই সময় মধ্যে ৪০,০০০ থানা জাহাজ বিমান-বাহিনীর রক্ষণার্থে ৩৪,০০০,০০০ মাইল সমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া বন্দরে পৌঁছিয়াছিল।

আকাশ-যুদ্ধের ফলাফল

রাজকীয় বিমানবাহিনী এবং গ্রীক বৈমানিকরা তুমার-বাটিকার মধ্যেও ইটালীয়ান সীমান্তে ভীষণভাবে আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে। ১৯৪০ সনের শেষ দিন গ্রীকদের জাহী বিমানপোতগুলি ৪ থানি ইটালীয়ান বিমানপোতকে ভূশাতিত করে। তাহারা ইটালীয়ানদের একটি অজাগা বিধ্বস্ত করে এবং সৈন্য-সমাবেশ স্থানেও বোমা বর্ষণ করে। অন্য পক্ষে রাজকীয় বিমানবাহিনীর উপকূলরক্ষী দল শত্রুপক্ষের ২ থানি বিমানপোতকে সমুদ্রে নিরস্ত্র জিত এবং বোমাবর্ষী বিমানপোতগুলি ডেলোয়ার তাহাদের অয়োজিত আক্রমণ চানার।

ইহার দুই দিন পূর্বে রাজকীয় বিমানবাহিনী গোলা-বাল্ল বিধ্বস্ত উক্ত পক্ষের বহন তাহাদের একবিংশ ও ঘাণিণ আক্রমণ চালান, তখন তাহারা শত্রুপক্ষের দুইখানি মালবাহী জাহাজ এবং একখানি রক্ষণপোত লক্ষ্য করিয়া কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। একটি সামরিক ট্রাক, মোটর সলিফোর্স এবং উত্তর দিকের স্ট্রিটে যাতায়র যাত্রার বোমা বর্ষণ করে। জাহাজ হইতে নাব্য পরকণই একমুখ ইটালীয়ান সৈন্যের উপর নিক্ষেপ একটি বোমা বিক্ষোভিত হয়। এ-কারো যাত্র একখানি বৃটিশ বিমানপোত বোমা গিয়াছে।

আলবেনিয়ার সংগ্রামের সূচনা হইতে এ-পর্যন্ত রাজকীয় বিমানবাহিনী ইটালীয়ানদের ৫০ থানি বিমানপোত (সম্ভবতঃ আরও ১৬ থানা) ধ্বংস করিয়া গিয়াছে; বৃটিশের বোমা গিয়াছে যাত্র ৭ থানি বোমাবর্ষী এবং ৪ থানি জাহী বিমান।

[পর পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য]

[পূর্ব পৃষ্ঠার ক্রম]

ইতিমধ্যে ইতালীয়ান বৈমানিকরা গ্রীক সীমান্তের নিকটে অবস্থিত অসংখ্য নগরগুলির উপর জাহাজের দুটি নিক্ষেপ করিয়াছে। বহুদিনের সময় একদিন জাহাজ অসংখ্য বর্ষ বীপে চড়াও করিয়া ২১ জনের প্রাণহানি এবং ৩০ জনের অধিক লোককে জখম করে। গ্রীসের সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ২৯শে নভেম্বর হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ সপ্তাহে তথায় ৮৮ জন বৈমানিক লোক নিহত এবং ২৯৬ জন আহত হইয়াছে।

আলবেনিয়ার সংগ্রাম

প্রচণ্ড ভূবাহাণ্ড ও পাচ পার্শ্ব ভা কুৎসারিত জিত্তির বির। আলবেনিয়ার গ্রীক সৈন্যদল আফ্রিকার নিকট অগ্রসর হইতেছে। নতুন স্বয়ং অধিকৃত এবং বাসনা কার্য পরিপন্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ পর দিন গ্রীক হাইকমান্ডের সাবরিক ওকরণ পলিকরণ অগ্রগতির পথে চলিয়াছে।

গ্রীসের বায়ু পাল্টার সৈন্যবাহিনী সমুদ্র তীর বহিরা জ্যানোনার নিকট অগ্রসর হইতেছে। পক্ষান্তরে ক্রমপত যোদ্ধা নিক্ষেপ এবং বেরনেট চার্জের সঙ্গে কেলীর অঙ্গনের মূল নগর টেমপেলিনী ও কেলসি পুনর্নিপ কবিয়া মুক্তক হুতাত অবস্থার আনিয়া দীর্ঘ করানো হইয়াছে। করিকাতে যে বাহিনী অবস্থান করিতেছিল, উহা বস্কোপোলিস হইয়া বেরাটের নিকট অগ্রসর হইতেছে এবং উত্তর অঙ্গনের দুইটি বিভিন্ন বন এলবাসনের নিকট অগ্রসর হইয়াছে। তদুপাধো পোথ্রায়েল হইতে একটি বাহিনী অফ্রিজা হ্রদ অতিক্রম করিয়া মেইন রোডের উপর বন হাইল উত্তরে একটি স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দ্বিতীয় বাহিনীটি 'কানবি' উপত্যকার উপর হইতে মোকরা রোডের পরিধা বেষ্টিত পটভূমিকে 'চ্যানেল' করিতেছে।

চারিটি ইটালীয়ান ডিভিশন বারসাগনিয়ারী সৈন্য-বলের সাহায্য পাইয়া নতুনভাবে বনীরান হইয়াছে। উক্ত বারসাগনিয়ারী বন জাহাজের ক্ষত পতির জন্য বিখ্যাত। উক্ত সৈন্যদল উত্তর অঙ্গল বন্ধ করিতেছে। পাচ কুৎসারিত কলে ৫০ গজের পূর্ববর্তী পক্ষাধ 'সেখানে দুই গোচর হইতেছে না। কলে উত্তর সৈন্যদলট অল্পা পক্ষর সঙ্গে মুখিতোছে।

জল-যুদ্ধে গ্রীসের বীরত্ব

সম্প্রতি আফ্রিকার দুইটি সাক্ষ্যবাহিত নৌ-যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বৃহন্নাস পূর্ব দিনে গ্রীসের সাবমেরিন 'প্যামিনিকোলিন্স' ১৪টি বর্ষ সৈন্যের সঙ্গে ডালোনা উপ-সাগরের মুখে আক্রমণ করে এবং তিনটি জাহাজকে টপে'জো ঘাড়া ভুয়াইয়া দেয়। এই সব জাহাজের ওজন হইতেছে ৩০,০০০ টন। এই বীরত্বপূর্ণ কার্যের জন্য কমান্ডার ইয়ারলিন্ড পলোনিউ লাভ করেন এবং গ্রীক গভর্ণমেন্ট কর্তৃক পুনরানো ভূষিত হন। গত ৩১শে ডিসেম্বর বৃটিশ বৃদ্ধ জাহাজ আলবেনিয়ার উত্তরতর প্রবেশে অবস্থিত সান-পিয়োজাগুলি বেহুনা দাবক বাহিন্যা কেন্দ্রের নিকটে চারিটি ইটালীয় নববরাদ জাহাজকে ভুয়াইয়া দেয়।

বোসনিয়ার বিখ্যাত সৈন্য-বাহিনীকে বনীরান কর্তব্যে নিযুক্ত এই জাহাজগুলি ভারী কামান এবং বোট-লবী বোকাই করিয়া মটরা চলিয়াছিল।

গ্রীসের রাজ্য কর্তৃক জনসাধারণের নিকট উদগার করণের বাণীতে ঘোষণা করিয়াছেন—“ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর কারণে গ্রীকগণ পূর্বে দুঃ করে নাই এবং গ্রীসের জনসাধারণ পূর্বে ইহা অপেক্ষা অধিক বীরত্বের সহিত পক্ষর সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।”

রাজকীয় নৌ-বাহিনী

প্রাণীপদের ভিত্তির নিয়মাবলী

বহানিয়া সম্রাটের ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে ১৭-২০ বৎসর বয়স নিকিত বাঙালী যুবকগণের জন্য শিক্ষানবীশের পদ বানি আছে।

শিক্ষানবীশগণকে ৪৮ বৎসর কাল জাহাজের ব ন মনোমীত বিভাগে হাতে কলমে কাজ শিখিতে হইবে।

সর্বসাধারণের অগ্রগতির জন্য কামান বাইতেছে যে, জাহাজের কলকল্পা চালু এবং উহাদের মেরামতের জন্য নৌ-বহরের অত্যাধিক প্রত্যেক জাহাজেই বহ-বিদী নামে অভিহিত বৃহৎ কারিগরের আবশ্যক হইয়া থাকে।

এ কার্যের ৪টি বর্ষ বিভাগ আছে, যথা—

(১) ইঞ্জিন প্রকোষ্ঠের বহ-শিল্পী—বহলাপ, জাহাজ চালানবার চাকা ও উহাদের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কলকল্পা কার্যোপযোগী রাখা ইহাদের কাজ।

(২) বিদ্যুৎ-পরিচালিত যন্ত্রপাতির কারিগর—ইহারা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট কার্যের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

(৩) সাবরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিভাগ—এই বিভাগে নিযুক্ত শিল্পীগণকে কামান বন্দুকের যন্ত্রপাতি কার্যকর, কামান সন্নিবেশ ও কামানের লক্ষ্য স্থির করিয়া দিতে হয়।

(৪) জাহাজ নির্মাণ বিভাগ—এই বিভাগে নিযুক্ত কারিগরকে জাহাজ ও জীবনভরী বোম্বার্ড এবং সূত্র-বরের বাহতীর কাজ করিতে হয়।

প্রাণীপদকে ৭ ৭ ইচ্ছাসম্মতী যে কোন একটি বিশেষ বিভাগে বাছিয়া লইতে দেওয়া হয়; তবে মনোমীত বিভাগেই যে তাতাকে গ্রহণ করা হইবে, সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া চলে না। বেতনের তার নিম্নে প্রস্তুত হইল—

মাসিক।	
শিক্ষানবীশ	২০-৪০
বহ-শিল্পী	৫০-১২০
কমিশনপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিম্ন পদাধিকারী	১৩০-২৭০

উদাহরণকে বিনা বায়ে জাহাজ, বাসস্থান ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়; তদুপাধি সংস্থানবের জন্য নিযুক্তি মাছিয়া এবং ১৮ বৎসর চাকুরীর পর পেন্সন লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করার ব্যবস্থা আছে। পুরা বেতনে মৌর্য দিনের জন্য ছুটি এবং রোগে বিনা জাহাজ বাতায়তী পালের ব্যবস্থাও আছে।

২০-২৪ বৎসর বয়স বহ-শিল্পীদের জন্য সরকারি প্রবেশের সুবিধা আছে। তাহাদের চাকুরীর পদাদিও শিক্ষানবীশের চাকুরীর অনুরূপ।

প্রাণীপদকে বৃটিশ প্রজা চওড়া চাই। ভিত্তির তারিখ হইতে তদাধিক ১২ বৎসর বহানিয়া সম্রাটের ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে এবং আবশ্যক হইলে উক্ত সময়ের পরও ১০ বৎসর ভারতীয় বিচার্ড নৌ-বহরে কাজ করিতে চাইন।

প্রাণীপদকে ম্যাট্রিকুলেশন বা তদনুরূপ কোন শিক্ষা-প্রাপ্ত হওয়া চাই।

কে-সকল প্রাণী কোন অনুমোদিত কাছীগরী বিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষানান্ত করিয়াছেন, জাহাজও ভিত্তির যোগ্য বিবেচিত হইবেন; তবে তেমন অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক নয়।

ইংরাজী ভাষার ভাল জ্ঞান থাকা চাই এবং প্রাণীপদ সর্বপ্রকারে স্বয়ং ও লবল হইবেন।

[পরবর্তী কালের নিম্নে হইয়া]

ইংলণ্ডে আমেরিকান বিমান

জার্মান নৌ-বাহিনীকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা

লন্ডনে হাউস অফ কমন্সের পোষাক বিমানসহ চার প্রকার আমেরিকান বিমান ও চার এরিনমুজ বোম্বিং জাহাজ বোম্বার্ড বিমান বহন পরিমাণে ইংলণ্ডে আগমন করিতেছে।

এই চারি প্রকারের আমেরিকান বিমান ইংলণ্ডে পৌঁছিতে ইতিমধ্যে বৃটিশ বিমান-বাহিনী পক্ষান্তরে উপর যে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, তাতা অনেকাংশে পলিপালী হইতে পারিবে।

বোম্বিং বোম্বার্ড বিমানগুলি বৃহৎ পলিপালী; উহা চার টন বোম্ব বহন করিতে সক্ষম। দুই এরিনমুজ বিমানগুলি রাজকীয় বিমান বাহিনীকে অধঃ পলিপালী করিতে পারিবে। উপকূল-রক্ষাকারী বিমান বাহিনীর সহিত একযোগে ইহা আটলান্টিক মহাসাগরে বৃটিশ বাহিন্যা জাহাজগুলিকে রক্ষা করিতে পারিবে। লন্ডনে হাউস অফ কমন্সের ডেপুটি জাতীয় বিমানগুলি আকারে অন্যান্য বিমান হইতে বৃহৎ এবং লন্ডনে হাউস অফ কমন্সের জাতীয় বিমান অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র গতিশীল। রাজকীয় বিমান বাহিনীর সহিত কাজ করিয়া এইগুলি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ১৯৪০ সনে জার্মানী বা ইংলণ্ড যে লবল বিমান ব্যবহার করিয়াছে, লন্ডনে হাউস অফ কমন্সের জাহাজপেকা উপকূল রক্ষা ও পাহারা প্রদানের পক্ষে অধিকতর কার্যকরী এবং এই বিমানগুলিকে প্রয়োজন হইলে সর্বপ্রকার কার্যে ব্যবহার করা হইতে পারে। এইগুলি ১৫ পত মাইলের অধিক দূর গমন করিতে পারে এবং আটলান্টিক মহাসাগর পাহারার জন্য উহাতে এক প্রকার নতুন ট্যাঙ্ক সংযোগ করা হইয়াছে।

এই সবকিছু জাহাজের তুলনায় ৩ গুণপারী বিমান হইতে জার্মানীর উপকূলবর্তী বাহিন্যা জাহাজের নিষ্কার পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

আমেরিকা হইতে জাহাজযোগে ও আকাশ পথে যে সব বিমান ইংলণ্ডে পৌঁছিতেছে, তাহাতে প্রায় ৩০ প্রকারের বিমান প্রেরণ করা হইয়াছে।

কলিকাতার বিভিন্ন কোয়ার্টারে পুঙ্কর ধ্বংস

অগ্নি-কীর্ণনে প্রবিষ্টর জন্য

কোনরূপ অকরী প্রয়োজনের উত্তর হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া অগ্নি-নির্মূলক সমপাতির ব্যবহারের জন্য নগরের বিভিন্ন কোয়ার্টারে পুঙ্কর ধ্বংসের পুণ্য সম্পর্কে কর্পোরেশনের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা জাহাজ বিপ্লবের প্রধান কলকল্পা বর্ষমানের এই ব্যাপারে কর্পোরেশনের দৃষ্টি পত্রাঙ্গল করিতেছেন। কারণ বিপ্লব নগরের অগ্নি নির্মূল্যের জন্য সে সকল স্থান হইতে যত সমবরাদ পাটয়া থাকে, কোন কারণ বশতঃ সেই সববরাদ বন্ধ হইয়া গেলে মিউনিসিপ্যাল পুঙ্করগুলি হইতে অগ্নি-নির্মূলক যন্ত্রপাতির জন্য সাহায্যে অনাগ্রহণেই জল পাওয়া যায়, তাহার সুবিধার জন্য এই সকল পুঙ্করের চতুর্পার্শ্ববর্তী বেড়া নতুনভাবে নির্মাণের জন্য তিনি ক্ষতকগুলি পুঙ্কর স্থাপন করিয়াছেন।

[২য় কলমের পেশাপ]

পুঙ্করগণের পর্যাপ্ত পুষ্টি বয়সের সাধারণতঃ যে এবং অক্টোবর মাসে পোচ প্রচণ্ড ভয়া হইবে।

এ-সম্পর্কে অন্যান্য বাহতীর বিবরণ ৮, ৪৫তম ইটি, কলিকাতা, ঠিকানায় বাহতী সবকালের নিয়োগ উপকল্পা অথবা অফিসার-ইন্-চার্জ, মেকানিক্যাল ট্রেনিং এন্ড ট্রেনিং-সেন্ট, মহান ইন্ডিয়ান নেভি ডিপো, কোম্বাই-এ পাওয়া যায়। (সুপ্র-বোর্ড)

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙলার আর্থিক সাহায্য

৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় চুরায় লক্ষ টাকা টাকা আদায়

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য হিসাবে বাঙলার বিভিন্ন জেলা হইতে কি পরিমাণ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সঠিক বিবরণী প্রদান প্রকৃষ্ট অঙ্গ। কারণ, অনেক জেলা হইতে টাকা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া গিয়াছে:—কোন স্থানে স্থানীয় জনতার সহায়তায় টাকা আদায় হইয়াছে, আবার বহু স্থানে অনেক ব্যক্তিগতভাবেও কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। রেলওয়ে কোম্পানীসমূহের পক্ষ হইতে যে বিরাট পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যেও যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য অনেক হইয়াছে। এরূপভাবেই রেল কোম্পানীসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যক্তি সরাসরিও কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। যাহা হউক, মহানন্দা গভর্নর বাহাদুরের যুদ্ধ-সাহায্য তালিকার ও ইট-ইউনিট তহবিলে গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪০) পর্যন্ত যে পরিমাণ টাকা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই কতকটা অনুমান করা হইবে যে, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙলা দেশ কিরূপ বিরাটভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছে। আমরা জন-সাধারণের অবগতির জন্য উপরোক্ত উক্ত সাহায্য-তালিকার ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত সংকলিত হিসাব গিয়ে প্রদান করিলাম:—

জেলাসমূহ।	গভর্নরের যুদ্ধ-তালিকা।	ইট-ইউনিট তহবিল।	মোট।
(১) ২৪-পরগণা	৫৫,৭৭৮	৫১,২২৬	১,০৭,০০৪
(২) বর্ধমান	৩২,৯৭১	২৫	৩২,৯৯৬
(৩) মুন্সী	৩০,২০৭	৯২৬	৩১,১৩৩
(৪) মুর্শিদাবাদ	১৮,৭৪১	৯২	১৮,৮৩৩
(৫) নদীয়া	২০,৬২৬	১,১৭১	২১,৭৯৭
মোট	১,৬৪,৩২১	৫৪,৩০৮	২,১৮,৬২৯
(৬) বাকুড়া	২৭,৩৮০	৩৫	২৭,৪১৫
(৭) বীরভূম	২০,১৪০	১৩৩	২০,২৭৩
(৮) বর্ধমান	১,১৮,৮৯৬	১২,৫৭৫	১,৩১,৪৭১
(৯) হুগলী	৩০,০২৪	৪,৮৭৭	৩৪,৯০১
(১০) হাওড়া	২,৯৪৪	৫০,২০৭	৫৩,১৫১
(১১) মেদিনীপুর	৬১,১৮৫	১,৮০৯	৬২,৯৯৪
মোট	৩,২৭,৬১৯	৭০,৬৮৬	৩,৯৮,৩০৫
(১২) চট্টগ্রাম	৮০,৩৫০	২৯,৯১১	১,১০,২৬১
(১৩) পাবনা চট্টগ্রাম	৩,৫৮৭	৫৪৭	৪,১৩৪
(১৪) মোকামদী	৫৩,১৪০	১	৫৩,১৪১
(১৫) ত্রিপুরা*	১,৫৫,৫৬১	১,১৮৬	১,৫৬,৭৪৭
মোট	২,৯২,৬৮৮	৩১,৬৪৭	৩,২৪,৩৩৫
(১৬) বাগেরপাড়া	১০,১৯৬	৪৯,৬৮৮	৬২,৮৮৪
(১৭) ঢাকা	৫৫,০৮৭	৪১,৫০৬	৯৬,৫৯৩
(১৮) কক্সবাজার	১৫,৪৪৪	১,১৫৯	১৬,৬০৩
(১৯) ময়মনসিংহ	১০,৩৪৪	১,১০৯	১১,৪৫৩
মোট	৯১,১৭১	৯২,৪৬১	১,৮৩,৬৩২
(২০) বগুড়া	৭,৪৭৯	২৫০	৭,৭২৯
(২১) লালমনিয়া	২৯,৮১০	৩৩,৬৬৬	৬৩,৪৭৬
(২২) দিমাছপুর	৪৬,৪০০	৩১	৪৬,৪৩১
(২৩) জলপাইগুড়ি	২২,৩৭০	৪৯,৯৭৮	৭২,৩৪৮
(২৪) মালদহ	১৪,৮১২	১,৫২২	১৬,৩৩৪
(২৫) পাবনা	৫,৪১৬	৫২৯	৫,৯৪৫
(২৬) রাজশাহী	২০,৫২১	৪,২৭৮	২৪,৭৯৯
(২৭) রংপুর	৩০,০৭০	৫২২	৩০,৫৯২
মোট	১,৮২,৮৭৮	৯০,৭৭৮	২,৭৩,৬৫৬
(১) বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ-তহবিল	৩,১০,৪৮৬	...	৩,১০,৪৮৬
(২) ইন্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন	২৫,০০০	...	২৫,০০০
(৩) ত্রিপুরা রাজ্য	৭,০০০	...	৭,০০০
(৪) আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে	...	৭,৪০৮	৭,৪০৮
(৫) বি. এন. রেলওয়ে	...	৪১,৮৭৯	৪১,৮৭৯
(৬) ই. বি. রেলওয়ে	...	১২,৫২২	১২,৫২২
(৭) ই. আই. রেলওয়ে	...	৭৪,১১১	৭৪,১১১
মোট	৩,৪২,৪৮৬	১,৩৫,৯০৮	৪,৭৮,৩৯৪
বাঙলার জেলাসমূহ হইতে মোট	১০,৬৪,৬২৯	৩,৪৩,৬৩১	১৪,০৮,২৬০
কলিকাতা হইতে মোট	১,৫০,৩২১	৩২,৩৬,১৭৮	৩৩,৮৬,৫১৯
বাঙলার বাহির হইতে মোট	১,৯৮১	১,২২,২৯৭	১,২৪,২৭৮
মোট	৩,৪২,৪৮৬	১,৩৫,৯০৮	৪,৭৮,৩৯৪
সর্ব-মোট	১৫,৫৮,৪৮৬	৩৮,৩৮,০৮৬	৫৩,৯৬,৫৭২

*ত্রিপুরা জেলার সর্ব-মোট টাকা সাহায্য করা হয় ৮৫,০০০ টাকাও কম হইয়াছে।

সাধারণ শিক্ষা বিলের উদ্দেশ্য

সমালোচনার উত্তরে সরকারী বিবৃতি

নিম্নলিখিত সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে:—
বঙ্গীয় সাধারণ শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাইতে পিতা বন্ধুত্ব প্রসঙ্গে অনেক বিনিয়োগ হইবে, সরকার হাইস্কুলসমূহের সংখ্যা কমাইয়া চারিগুণ পর্যন্ত নির্ধারিত করিবার পরিকল্পনা দিরা করিয়াছেন। ইহাতে বর্তমানের অনেক অনুরোধ করিয়াছেন যে, সরকার সাধারণ শিক্ষার সকল সুযোগ নষ্ট করিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা নিম্নলিখিতরূপ:—

বর্তমান বা পূর্বতন সরকার কখনও কখনও কখনও সাধারণ পূর্ববর্তন বা হাইস্কুল বিল অনুমোদন এবং কি করা পর্যন্ত করেন নাই। বর্তমান সরকার বলে করেন যে, সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণীত হইয়া প্রয়োজন; কিন্তু আইন সভার সিদ্ধান্তকে সরকারের উপর সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কিত প্রত্যেক দাবির আওতাধীন না হইলে কেবল কোন আইন প্রণয়ন করিবার ইচ্ছা সরকারের নাই। সাধারণ শিক্ষা বিল সরকার প্রতি-নিধিবলক একটি বোর্ড গঠন করিয়া উহার হস্তে ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার অর্পণ করিতে চাহেন।

১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে গভর্নমেন্ট হাউসে শিক্ষা সমস্যার সর্বসম্মত সমাধান করিবার জন্য একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। সেই সময়েও বর্তমানের দ্বারা অবৈতিক সমস্যা প্রবল ছিল। উপরন্তু কুল দ্বাপনের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ব্যয়াদি নির্ধারণের জন্য, শিক্ষকের বেতন, ছাত্রদের জী-হাট্টেন নির্ধারণ, প্রতিভাপট কণ্ড, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্ব হইতেই কিছু কিছু ধারণা করা সরকার হইয়াছিল। সাধারণ ও সাধারণ শ্রেণী জাতি ক্রান্তি বা প্রাচীন জাতি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধিত হাইস্কুল দ্বাপনের বিষয়ও পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। পরিকল্পনার এই সময়ে হাইস্কুল ক্রান্তিসমূহে পঠিত বালক-বালিকাদের সুবিধার ব্যবস্থাও ছিল। প্রদান করা হইয়াছিল যে, হোটেলসমূহ চারিগুণ হাইস্কুলেই এই সময়ে সমস্ত হাইস্কুলের ছাত্রদের বাস সন্ধান হইত। এই পরিকল্পনাতে ন্যূনতম ব্যয় হইবে বলিয়া বহু প্রকাশ করা হইয়াছিল। উপরোক্ত সম্মেলনে পরিকল্পনাকে বলা হইয়াছিল যে, উহা সরকারী পরিকল্পনা সহ, উহাকে আলোচনার ভিত্তিতে গ্রহণ করিতে হইবে ও অবৈতিক প্রয়োজনাদির বিষয় উহাতে উল্লিখিত হইবে। এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া সরকার সর্বোপরি কোন প্রত্যাব উদ্ভাসিত বা সরকার কর্তৃক বিবৃতিত হয় নাই।

সরকারের উদ্দেশ্য উত্তরায় শিক্ষাদানের জন্য সন্ত-বহু সকল রকম সুবিধাদান করা। এই উদ্দেশ্যে উহার একটি বোর্ড গঠন করিতে চাহেন; এই বোর্ডের কার্য হইবে সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মজলের উপর সম্পর্কে বিবেচনা করা।

২.০০০ ক্রায়ামান চিকিৎসা ইউনিট

কন্যাও অকলে বাঙলা সরকারের ব্যবস্থা

বাঙলা গভর্নমেন্ট কর্তৃক এই প্রদেশের কন্যা বিধুত অকলে মহাবীরি যোগের চিকিৎসা অনুষ্ঠিত হইবে, কন্যা ২০০০ ক্রায়ামান সঞ্চিত চিকিৎসা ও বাঙা ইউনিট গঠনের যত্ন দান করিয়াছেন। নিম্ন-লিখিত কর্মচারী নইয়া প্রত্যেকটি ইউনিট গঠিত হইবে:—

একজন এম. এম. এক, ডাক্তার; একজন কম্পিউটার এবং একজন উচ্চ-শিক্ষক।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের যশোহর পরিদর্শন

যুদ্ধে সাহায্যদানের ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া

গত ২৩শে ডিসেম্বর যশোহরে বাঙালির মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর একটি জন-সভার বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত জন-সভার আনুমানিক ১০,০০০ জনের লোক সমবেত হইয়াছিল।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন, “আপনাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই সম্প্রতি সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন কিংবা শ্রবণ করিয়াছেন যে, উত্তর আফ্রিকার বর্তমানে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যজন ইতালীয়দের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর এসো-সিগেটসে চোখের অন্ধ কমান্ডের উচ্ছেদন সভায় সম্প্রতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে কথা উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাও ততঃ আপনাদিগকে কেত তেজ পাঠ করিয়া থাকিবেন। এই সময় তিনি বলেন যে, এই সকল যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য-জন তাহাদের বংশানুক্রমিক বীর্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার এই বক্তৃতা শ্রবণে প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে প্রকৃত বীরত্বের সঞ্চারিত হইবে।

“উক্ত সৈন্যদের দ্বারা তাহাদের ফলে আমরা ভারতবর্ষে বসিয়া পানি ও খাদ্যাদি উপভোগ করিতেছি। কিন্তু ইহা সত্যই ভ্রূণের নিমিত্ত যে, যখন তাহারা আমাদের প্রত্যেকের শত্রুর সম্মুখে সমবেতভাবে সজাতিমান আছে, তখন আমাদের দেশের অভাবের সেই একতা বলা কণা সম্ভবপর হয় নাই; কিংবা তাহাদিগকে সর্বাঙ্গিকভাবে একপাশে সমর্থন করা হয় নাই, বাহান ফলে তাহাদের কাজ সহজসাধ্য হইতে পারে।



পাঠকগণ অবগত আছেন মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কিছুদিন পূর্বে বর্ধমানের পদম করিয়াছিলেন। তিনে সভায় গভর্ণর বাহাদুর ও মাননীয় কান্টন-বাজারের মহারাজাকে দেখা গাইতেছে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে কান্টন যুদ্ধ কমান্ডার মারকস যুদ্ধের পতি-প্রগতি সম্পর্কে প্রত্যেক জেলার অভ্যন্তরস্থ গ্রামে বিপদভারে বুঝিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করিয়া যেন। তিনি বলেন যে, এই যুদ্ধ গত যুদ্ধের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এই যুদ্ধের ফলে একাধারে সৈনিক ও নাগরিক প্রত্যেকের স্বার্থ প্রতিপত্ত হইয়াছে এবং ইহার গতি কি তাহা বিস্তারিত করিবে ও কোন্ কোন্ দেশ ইহার সচিহ্ন সন্মতিক্রমে সন্নিবিষ্ট হইবে, তাহা কালক্রমে পক্ষে ভবিষ্যৎ বানী করা সম্ভবপর হবে।

একতার জন্য আহ্বান

যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের সমর্থন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা বন্ধন আবেদন জানাইয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাহার

বক্তৃতা শেষ করেন। “আমাদের সমবেত কামনা—পানি, সেই পানি সারা করিতে আমরা সমবেতভাবে যে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিব এবং অগত্যা চিরদিনের জন্য নাগরী বর্ষ বস্তা হইতে মুক্ত করিবার প্রচেষ্টা করিব।”

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতার পূর্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এন. এন. খান, আই-সি-এস, সারস্বত সন্মান প্রদান করিয়া একটি নাতিশীর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং জেলায় জনসাধারণের তরফ হইতে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে ২৭/১২/৪১ তারিখ একটি চেক প্রদান করেন।



যুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্যার্থ বর্ধমানের সভায় গভর্ণর বাহাদুরকে টাকার ত্রোতা উপহার দেওয়া হইতেছে।

মিঃ ক্ষিতি নাপ দোষ মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা বাঙালির তরফে করিয়া বুঝিয়া দেওয়ার পর অপর-সচিব মাননীয় মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী উক্ত জন-সভাকে উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, গভর্ণর বাহাদুরের পক্ষে জনসাধারণের সচিহ্ন সাক্ষ্যে সচরাচর সচিয়া হইতে না। এই জেলার অধিবাসী-গণের ইহা সত্যই সোজাগোব কথা যে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর অসংখ্য তাহাদের সচিহ্ন সন্মতির কথা বলিতে আসিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, একদল ব্যাপারও সচরাচর ঘটে না যে, গভর্ণর বাহাদুর প্রানের ভিত্তি বুঝিয়া যেহাউতা কান্টন পাইল মর ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিজ্ঞাসা করিবেন—যেমন নাকি অসংখ্য সন্মানে মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর তাহার সচিহ্ন করিয়াছেন।

যুদ্ধ প্রসঙ্গে সম্পর্কে মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, যদি আমাদের দেশবাসীগণ এই ধারণার ধনবর্ধী হন যে, বর্তমান যুদ্ধের সচিহ্ন তাহাদের কোনো যোগাযোগ নাই এবং যখন বৃটেন তাহা প্রভু হইতে ভারত-বর্ষকে হস্তা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে, তখন এই দেশের লোক শুধু তাহাদের স্বার্থভাগ অবলোকন করিবেন এবং ইহা হইতে কিছু লাভের প্রত্যাশা করিবেন—তাহা হইলে তাহারা ন্যায়তরক রকমের ভুল করিবেন।

ভারত আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতে পারে—কিন্তু তাহা সম্ভব বৃটেন যে তাগ বীকার করিতেছে এবং নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত একক যুদ্ধ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া বৃটেনকে পূর্ণ [শেষ কলমের নিমিত্ত দেখুন]

ইডেন উদ্যানে ক্রিকেট খেলা

বড়লাটের দলের জয়লাভ

যুদ্ধ জীবনের সাতাশাৎ গত ওয়া কান্টনীর তরফে ইডেন উদ্যানে বড়লাট দলের বাঙালির গভর্ণর বাহাদুরের দলের যে তিন দিনব্যাপী ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়, এই কান্টনীর বর্ধমান অপর্যন্ত উদ্ভাবিত খেলাটি বিশেষ উজ্জ্বলতা ও উত্তীর্ণতার মধ্যে পরিণত হয়। বড়লাটের দল শেষ পর্যন্ত এই খেলায় ৩ উইকেটে জয়ী হয়। তিন দিনই রাতে বেশ জনসমাগম হইয়াছিল।

৪২০৭ টাকার ব্যাট বিক্রয়

বর্ধমান খেলায় পর বড়লাট, বাঙালির গভর্ণর এবং উত্তর দলের বেসোহাউলের পরিবর্তে ব্যাট নিলামে জাকা হইলে বাঙালির প্রথম বর্ধী ২০৭ টাকার ডাক দিয়ার পর ইহা বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে যখন ৪০৭ টাকার ওঠে, তখন প্রতিযোগিতা মহারাজা সর্বেশ্বর ডাক অর্থাৎ ৪২০৭ টাকার উচ্চা কিনিয়া লন। পাতিভাণ্ডার মহারাজা এই ব্যাটটি কিনিয়া নবাব পুর্বে কুচবিহারের মহারাজা ৩০৭ টাকার এবং বেড়ী বেরী হাওয়াটি ৪০০৭ টাকার ডাক নিলামে লন। এই দিন ১২০৭ টাকার গ্রুপ ছবি বিক্রয় হইয়াছে। সংগৃহীত টাকা যুদ্ধ-ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে।

ভারতীয় স্থল-বাহিনী

দরখাস্ত পাঠাইবার নিয়ম

মহামান্য সর্বাটের ভারতীয় স্থল-বাহিনীতে যোগ-লাভেচ্ছু ব্যক্তিদের দরখাস্তের নিয়ম লক্ষ্যে সম্পর্কে প্রচারিত ১৯৪০ সনের ওয়া ডিসেম্বর তারিখের প্রেস-নোটে অর্থনৈতিক দিলাবে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি জানী আবেদনকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে—

(১) যুদ্ধ-খলবাসী প্রাধিকরণকে দরখাস্তের কবর ও বিলম্ব বিবরণীর জন্য স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে হইবে। কবর মধ্যবর্তী পূর্বের পর কবর প্রেরণকারীর নিকট উচ্চ পাঠাইতা নিতে হইবে।

(২) কলিকাতা ও পহরতলীর প্রাধিকরণকে দরখাস্তের কবরের জন্য চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, এডমিনিস্ট্রেশন, আদিনিপু, অথবা বাঙালি সরকারের নিয়োগ-উপদেষ্টার নিকট আবেদন করিতে হইবে। দরখাস্তের কবর নিয়োগ উপদেষ্টার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেও উচ্চ পূরণ করিয়া পূর্ণাঙ্গ টিকানার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাইতে হইবে। (প্রেস-নোট)

[পূর্ববর্তী কলমের কের।]

নৈতিক সমর্থন করা কর্তব্য। যদিও ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধক্ষেত্র বর্তমানে অবস্থিত, তাহাপি ইহা দৃষ্টান্ত করিতে হইবে যে, বৃটেনের দলীয় ন্যাতিবীর এবং সারী ও নিজস্বের তাহাদের কয়েক ভারতবর্ষ পানি উপভোগ করিতেছে। বৃটেন যদি যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে ভারতের জাতি চিরদিনের জন্য অন্ধকার হইয়া যাইবে। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধবৃত্ত ভারতীয় সৈন্যদেরকে যেভাবে সর্বাঙ্গিকভাবে সত্যতা করা কর্তব্য, বর্তমানে তাহাদের সমস্ত পক্ষ দটরা সেই অনুপাতেই বৃটেনকে সাহায্য করা উচিত।

তৎপরে বাদ বাহাদুর কেশব দাস রায় প্রৌদ্বর্ধী এবং বৌদ্ধী লাংকুর বহমান বনাবাক প্রদান করেন। মহামান্য সর্বাট ও মহামান্য লাট সচিবের উদ্দেশ্যে উদ্ভাস-ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া সভার কার্য সমাধা করা হয়।

বর্ধমান জেলায় জরীপ কার্য

নানা বিষয়ক চিত্তাকর্ষক তথ্যের সন্ধান

মিঃ কে. এ. এল. চিল, আই. সি. এস. বর্ধমান জেলায় জরীপ কার্য সম্পাদনপূর্বক যে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, উদ্ভূত দেখা যায়, ১৯২৭-৩৪ সনে সর্বমোট ২,০১৬ বর্গ মাইল ভূমি জরীপ করা হইয়াছে। আশানুগোল মতকৃত্যকে উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

জনসংখ্যা।—সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা গত বার বৎসরে পতনকরা ১০ জন বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১,৫৭৫,৬৯৯ জন হইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা দেওয়া হইল:—

বাঙালী	১,৩৭১,৫০২
হিন্দুস্থানী	৯২,৫৫৯
বিহারী	১০০,০০০

অধিনায়কের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যার চাউতে সামান্য অধিক; তবে হিন্দু-স্থানীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকদের দ্বিগুণ। উহার কারণ এই যে, উহার স্ত্রীলোক উপার্জনের জন্য সাময়িকভাবে এখানে আগমন করিয়া থাকে।

পেশা।—কৃষিকারিগণ অধিনায়কের জীবিকা নিযুতের প্রধান উপায়। মোট জনসংখ্যার চাকাকরা মাত্র ২ জন নহলে বাস করিয়া থাকে। আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া ইহার সাধারণতঃ চাষ-আবাদের উপর নির্ভরশীল। মাঝারী প্রকার জলসেচের ব্যবস্থা থাকায় ফসল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অল্প। তবে অনিশ্চয়তার দ্বিত্ব একেবারে এড়ান যায় না। বর্তমান যশা সারারের পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বর্ধমানের অবস্থা অনেকটা ভালই ছিল। মাথা পিছু গড়ে মৈনিক ১০ আনা বায় করিলেই কোন বকমে দিম চপিয়া যাইত। মাথা পিছু ১০০ আনা বায় করিতে সক্ষম ব্যক্তিকে কৃষকরা অবস্থাপন্ন নোক বলিয়াই মনে করিত।

শিক্ষা।—মাদ্যেরিয়ার দক্ষ সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিতে হয়। কলেরা, ধসহ, কুষ্ঠ, আমাশয় এবং টায়ফয়েড বোগেরও আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে; তবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা দাবত্বা এসকল ব্যাধি নিবারণে বিশেষ কার্যকরী প্রতিপন্ন হইতেছে। চিকিৎসার ব্যবস্থায় জনগণ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রত্যেক মিউনিসিপালিটিতে এক একটি করিয়া এই অঙ্গনে মোট ৪টি হাসপাতাল আছে। জরীপের সময় জেলা বোর্ড ও পোকাল বোর্ড পরিচালিত শতাব্দী চিকিৎসালয়ে সংখ্যা ছিল, যথাক্রমে ১৯ এবং ২১টি।

বীধ।—অতি প্রাচীনকাল হইতে বীধ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বর্ধমানের একটা বিবাহ অংশ প্রায়ই বন্যায় প্রাণিত হইয়া যাইত। জনসাধন প্রতিবেদককে অসংখ্য বীধ নিশ্চিত হয়। ইহাদের কতকগুলি এত প্রাচীন যে, উহাদের নির্মাণের তারিখ পাওয়া যায় না। উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে গভর্ণমেন্টের প্রাথমিক চেষ্টা-চরিত আনিকভাবে সফল হয়। দায়োদর সম্পর্কে একবার মনে করা হইয়াছিল যে, উহার কোন সমাধান নাই। চূড়ান্তভাবে উহার সমাধান হইয়া গিয়াছে, এমনও নিশ্চয় করিয়া তেমন কিছু বলা যায় না; তবে মনে হয়, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে নূতন কোন আশুবিধার দৃষ্টি হইবে না।

কৃষকের অবস্থা

এককালে সমগ্র জেলাটি বর্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পতন প্রথার প্রবর্তন পূর্বক উক্ত জমিদারীকে

পূর্বের দায় হইতে বন্ধ করার বর্ধমানের মহারাজা এখনও বেশীর ভাগ ভূমির মালিক হইয়াছেন। বর্ত্ত: এ-অঞ্চলের ৭০ ভাগ ভূমি বর্ধমান মহারাজার ১৭টি প্রধান জমিদারী মহলের অন্তর্ভুক্ত। হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায়ও ২১রাজ্যের যে জমিদারী মহল আছে, উহার আয়তন বর্ধমানবর্ত্ত জমিদারীর এক-তৃতীয়াংশ হইবে। রিপোর্টে বর্ণিত অঞ্চলের মোট ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল, কারণ সমগ্র অঞ্চলটিকে পতন দেওয়া হইয়াছে। একটি-মাত্র বা জোমিটারো সকলের একাধিক প্রাণ নইয়া এক একটি পতনের দৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে এক একেরে কিছু কম লাভেরও ভূমি আছে। মোকদমী রায়তের সংখ্যা মোট রায়তদের পতনকরা ৪০ জনের উপর। লাভেরও ভূমির সংখ্যা খুব বেশী, যথা পতনকরা প্রায় ১০ ভাগ। ইহার অধিকাংশ ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর অথবা ধর্ম সম্পকিত, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ উহা ভোগ দখল করিয়া থাকে। সাধারণতঃ আরও ইহার অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

কোর্কা-রায়ত

প্রত্যেক গ্রামে কোর্কা রায়ত আছে। এতসকলে প্রচলিত রীতি অনুসারে জমির উপর কোর্কা রায়তদের দখল স্বর থাকে বলিয়া তাহার উপায় গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকে। ভাগ-প্রথা সর্বত্র প্রচলিত আছে, তবে ভাগদারদের সংখ্যা কত, সে সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা করা যায় না। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভাগদার লাঙল, গরু, বীজ এবং বার সরবরাহ করিয়া থাকে। উৎপন্ন পশা জমির আসল মালিক ও ভাগদারের মধ্যে সমান-ভাবে ভাগভাগি হইয়া থাকে। অন্য প্রকারেও ভাগ-ভাগি হয়, তবে উহার বহুল প্রচলন নাই।

এ-থলে 'মাসকর', 'বেগার', 'শতী মোকদমী' ও 'পতকী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বেগার' প্রথা সম্পর্কে বলা চলে যে, ইহা বলক্রমে কাজ করাইয়া লওয়া নহে। বার ভিত্তির খাজনার পরিবর্তে সাধারণতঃ সপ্তসবে দুই দিন হইতে চারি দিন বিনা মজুরীতে কাজ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। গাওতালরা ইহা বেশ পছন্দ করে। নিম্ন শ্রেণীর ভূমিহীন মজুর সম্প্রদায়ের মধ্যেও উক্ত প্রথা প্রচলিত আছে।

ফসল।—মোটমুটিভাবে পতনকরা ৯৫ ভাগ জমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে। আমন ধানই বেশী, বোরো ধানের চাষ কুচিং হইয়া থাকে। আরমের অনুপাতগণী জমিতে আউস আবাদ হয়। সমগ্র অঞ্চলে পতনকরা ৫ ভাগ জমিতে ডাল উৎপন্ন হয়।

মোটের উপর বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত, তবে সমভাবে হয় না। পশ্চিম দিকের উচ্চ ভূমিতে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম। এ-কারণে প্রাচীন কাল হইতে কোন না কোন বকমে জলসেচের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। উক্ত অঞ্চলের একটা বৃহৎ অংশে বিল নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নল নদীগুলিও শুষ্ক হইয়া পড়ে, প্রয়োজন হত জল পাওয়া যায় না। পূর্ব হইতেই পতনকরা ৯০ ভাগ জল আসে। অনেক ধানার অর্ধেকের বেশী আবাদী জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে।

ইডেন বাল।—বর্ধমান চাউনে পানীয় জল সরবরাহ এবং নর্কমা পরিকাঠের জন্য ১৮৮১ সনে উক্ত বাল

[শেষ কলামের নিম্নে দেখুন]

বহরমপুরে স্যার বি, পি, সিংহ রায়

কর্ণের বিনিময়ে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা

বঙ্গদেশীয় রাজস্ব বিভাগের মহী মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় গত ১৪ই ডিসেম্বর বহরমপুর পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবণের উদ্দেশ্য হইতেছে—অন্যদূর জন্ম যে সকল অঞ্চলে অনটন দেখা গিয়াছে, জেলায় সেই সকল স্থান পরিদর্শন করা।

রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আব, সেন, আই, সি, এস, এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বান বাহাদুর মহশ্ব মহম্মদ সহভিষায়ায় স্যার বি, পি, সিংহ রায় কান্ধী মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং কান্ধীতে জমিদার ও কৃষকগণের প্রতিনিধিগণের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। ১৫ই ডিসেম্বর তিনি লালবাগ মহকুমায় কতক অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তৎপর মাননীয় মহী মাননীয় সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়নসংস্থারের সহিত কক্ষের বিনিময়ে সাহায্যদান সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সাহায্যে জেলায় বেকার শ্রমিকগণ চাকুরী পায় এবং কৃষকগণ সেচকার্যে প্রয়োজনবিশিষ্ট লাভ করে, তত্ক্ষণাৎ কতকগুলি পরিচালক পুষ্করিণীর পুকোড়ারের পরিকল্পনা মজুর করেন। তিনি জনসাধারণকে এই আশ্বাসবাণী প্রদান করেন যে, গভর্ণমেন্ট মতসূর মতস্ব কর্ণের বিনিময়ে সাহায্য, কৃষি-ঋণ এবং এককালীন দানের দ্বারা অধিনায়কগণকে সাহায্য করিবেন।

গত ১৫ই ডিসেম্বর স্যার বিজয় প্রসাদ আশ্বিনগঞ্জে স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকলী মেমোরিয়াল হলে উদ্বোধন করেন এবং মুক্ত পরিষিতি সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারতের আশ্রয়কার নিমিত্ত এবং তাহার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতি, ধর্ম এবং রাজনৈতিক মতবাদ নিবিশেষে প্রত্যেক ভারতীয়ের এই মুক্ত-সভাতে মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেন্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করা কর্তব্য।

[পূর্ববর্তী কলামের অব্যে]

কাটা হয়। পরে দেখা যায়, উহার জনের কতক ভাগ সেচ কার্যেও ব্যবহৃত হইতে পারে। বিগত ১৯০৪ সনে ২০,০০০ একর জমিতে জলসেচন করা হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে উহা বৃদ্ধি পাইয়া জরীপের সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ১৫,৬২৯ একরে দাঁড়ায়। দায়োদর বালের কাজ শেষ হইলে অতিরিক্ত জল পাওয়া যাইবে। তখন ১৭,০০০ একর পরিমিত জমিতে সেচ কার্য চলিতে পারিবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। জল সরবরাহের অন্যান্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হইলে ৬০,৫০০ একর জমিতে জল সরবরাহ হইতে পারিবে।

দায়োদর বাল।—বাঙলা দেশে দায়োদর ধানই সর্ব-প্রধান জলসেচের ব্যবস্থা। দায়োদরের জল নিয়ন্ত্রণার্থীনে আনয়ন পূর্বক সদর মহকুমার একটি বৃহৎ অংশে সেচ কার্যে উহা ব্যবহারের জন্যই উক্ত বীধ নিশ্চিত হইয়াছে। জরীপের সময়ও উহার নির্মাণ কার্য চলিতেছিল। সে সময় অনুমিত হইয়াছিল যে, ১৯১১ সনে ৬২,০০০ একর জমিতে জল সেচ করা সম্ভবপর হইবে এবং ক্রমশঃ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১৯১৬ সনে ১৮০,০০০ একর করা যাইতে পারিবে।

বর্ধমান জরীপের কার্যে মোট ২৫,৬৭,১৮৪ ব্যক্তি হইয়াছে। গড়ে প্রতি বর্গ মাইলে ১,২৭৫ টাকা বার পড়িয়াছে। আরের অভাব বাদ দিয়া হিসাব করিলে প্রতি বর্গ মাইলে বার পড়ে, ১,২৪৭ টাকা মাত্র। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষে প্রতি বর্গ মাইলে ৯১৬ টাকা বার তার বহন করিতে হইয়াছে। (প্রেস-নোট)

সারদহ পুলিশ ট্রেনিং কলেজ

শিক্ষানবীশ সাব-ইন্সপেক্টরদের প্রতি ইন্সপেক্টর-জেনারেলের উপদেশ

শিক্ষার সীমাহীন ক্ষেত্র

১৯৪০ সালে যে পুলিশ কমিশন গঠিত হইয়াছিল, অনেককালে তাহার সোপানবিন্দু অনুসরণ করিয়াই বাঙালি আর পশ্চিম পুলিশ বিভাগের কাজ চালানোর চেষ্টা অনেক হইয়া পাওয়া যায়। কিন্তু গত ত্রিশ বছরের মধ্যে ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর-জেনারেল, এবং আরো নানারূপ বৈজ্ঞানিক অধিকৃতির বিকৃতির ফলে বর্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সুতরাং সঠিক আদর্শ বসিতে হইতেছে যে, যাত্র কয়েকজন বাঙালি বাঙালি পুলিশ অফিসারদের অধিকাংশই আধুনিক প্রণালীর সাহায্যে সজ্জিত করা করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাহা হইলে আরি আপনাদিগকে বসিতে চাই যে, আপনারা এমন একটি কক্ষকে প্রবেশ করিতেছেন, যেখানে অব্যাহত অনুবাদের প্রয়োজন বহিরাছে এবং যে স্থলে পুরুষকে শিবার সীমাহীন ক্ষেত্র বহিরাছে। দীর্ঘদিন পড়া চাকুরী করার পর আজ পশ্চিম আদর্শ পুলিশের বড়ো ব্যাপারে অনেক নতুন জিনিষ প্রতিনিয়ত শিখিতে হইতেছে এবং আরি আপা করি আপনাদের একপাড়াই শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা পাঠিবেন। আপনারা যেন করিবেন না যে, এই কলেজ হইতে ট্রেনিং গ্রহণ করিয়া পশ্চিম শিক্ষা দইয়া আপনারা পারিবে নাই-হেজেন। একজন পূর্ব শ্রেণীর পশ্চিম অফিসার হইতে চাইলে যে শিক্ষা ও বিচার অনুসন্ধান প্রয়োজন, যেন [চমকিত শব্দ]

১৯৪০ সালে যেসব শিক্ষানবীশ পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ট্রেনিং গ্রহণের জন্য সারদহ পুলিশ ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন, বিগত ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর তারিখে তাহাদের শিক্ষা-সমাপন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ষীয় পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল মি: এ. ডি. গর্ডন, সি-আই-ই, আই-পি, এর উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

২০শে ডিসেম্বর তারিখে ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষানবীশগণ ইন্সপেক্টর-জেনারেলের সম্মুখে প্যারেড করেন এবং তৎপ্রতি অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। শিক্ষানবীশদের কিপ্রভা ও হৃদয় স্পর্শে মি: গর্ডন বিশেষ প্রীত হন এবং প্রশংসা করেন।

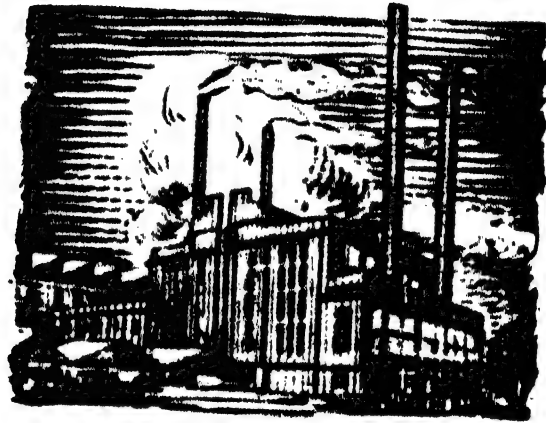
২১শে ডিসেম্বর তারিখে শিক্ষানবীশ সাব-ইন্সপেক্টরগণ তাহাদের শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সামরিক কারদায় সমবেত হইয়া ইন্সপেক্টর-জেনারেলের সামনে এক একে পদে প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠানে কলেজের প্রিন্সিপাল মি: ই. এইচ. সেন্সক মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর ইন্সপেক্টর-জেনারেল মহোদয় ডিন, অস-চালনা ও আইন অধ্যয়ন ব্যাপারে বিশিষ্ট দান অধিকারী-দিককে পদক ও পুরস্কার বিতরণ করেন। উপসংহারে মি: গর্ডন নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেন:—
ভক্ত মহোদয়গণ।

পুলিশ অফিসারদের যে পুণিগত শিক্ষার প্রয়োজন, অর্থাৎ আপনারা তাহা সাধা করিবেন। এক্ষণে আপনারা সারদহ কলেজের কুহ পঠী ত্যাগ করিয়া বাঙালি বৃত্তের কর্মক্ষেত্রে যোগদান করিবেন। এখানে কতিপয় বহু ডাবাপন্ন শিক্ষকের তত্বাবধানে থাকিয়া আপনারা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; নিজের সম্বন্ধে ভাবিবার বা দাঁড়ি গ্রহণ ব্যাপারে বিশেষ কোন কিছু এখানে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু নীচুই এই অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইবে। যদিও আপনাদের ট্রেনিং কাল এখনও শেষ হয় নাই এবং কতকগুলি শিক্ষকের অধীনে এক্ষণে আপনাদিগকে কার্যকরী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে; তথাপি ইহা বলা চলে যে, এই সব শিক্ষক সর্ব্বত্র আপনাদের কাজের উপর লক্ষ্য রাখিতে পারিবেন না—তাঁহারা কেবল মূলনীতি ও কার্যক্রমের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধেই আপনাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবেন। আপনাদের কার্যকরী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্তি বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়াই করা হইবে এবং আপা করা যায় যে, এই সব শিক্ষক আপনাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য বখালাই চেষ্টা পাঠিবেন। কিন্তু এই ব্যাপারে অনেক কিছুই আপনাদের নিজেদের উপর নির্ভর করে।

ডাক্তার ও পুলিশ অফিসারের তুলনা

আপনাদিগকে এখন হইতে নিজেদের সর্বাঙ্গ ও প্রবণতাকে সর্ব্বত্র পুলিশি রাখিতে হইবে। আরি আপনাদিগকে অনুসন্ধান হইতে অনুবোধ করিতেছি। পুলিশের কার্যবিধিতে যে সব নিয়মাবলী সঙ্গিবোধিত আছে, তাহার প্রত্যেকটাই একটি সজ্জিত অর্থ বহিরাছে। প্রতিরোধবূলক সব ব্যবস্থাই বহুবিধ একটি পুষ্টি উৎসে নিহিত আছে। যদি আপনারা সত্যকল্পে উপলব্ধি করিতে পারেন যে কেন এসব ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা হইলেই উৎসাহ সাধনের পথে আপনারা অর্ধেকটা



মূলে আছে ইলেকট্রি সিটি

বর্তমান যুগের সঙ্গে ইলেকট্রি সিটির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। গরম যেখানে বেশী, ইলেকট্রি সিটি আনে ঠাণ্ডা বাতাস, আবার যখন ঠাণ্ডা বেশী, আনে উষ্ণতা ও আরাম। বিদ্যুৎ দূর করে ইলেকট্রি সিটি আনে প্রকৃততা। অঙ্ক-কার রাজাকে এ আলোকিত করেছে, নৈশ জয়ন এখন নিরাপদ। আমাদের খবরের কাগজ, আমাদের বেতার, আমাদের সিনেমা—প্রত্যেকটির মূলে আছে ইলেকট্রি সিটি, তাহাতে এখন জিনিষ খুব কমই আছে যা তৈরী করতে ইলেকট্রি সিটির কোন সাহায্যই নেওয়া হয়নি।



কলিকাতা ইলেকট্রিক সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

সারদহ পুলিশ ট্রেনিং কলেজ

[৭ম পৃষ্ঠার ভেতর]

রাখিবেন আপনারা এরূপ শিক্ষা ও অনুসন্ধিৎসা-কেন্দ্রের হারদে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন নাই। এই কলেজের মধ্যে আর সময়ের মধ্যে যে জ্ঞান পূর্ণান সন্তুষ্ট হইয়াছে, আপনারা খুব মনোযোগ ও আগ্রহের সঙ্গে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ভবিষ্যতে আপনাদিগকে আরো অনেক কিছু শিখিতে হইবে। গেজেটে ও বেঙ্গল পুলিশ ব্যাগাভিগে মেন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে এবং সর্বোপরি মানন চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া আপনাদিগকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ভবিষ্যতে সম্পর্কে আপনাদিগকে এই আবার বক্তব্য। কিন্তু আর একটি বিষয়ে আমি আপনাদিগকে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। তাহা হইতেছে—যে চাকুরীতে আপনারা প্রবেশ করিবেন, তৎপ্রতি আপনাদের দায়িত্ব কথা। যখন আপনাদিগকে এই চাকুরীর জন্য নিযুক্ত করা হয়, তখন আপনাদিগকে প্রণীত করা হইয়াছিল কেন এই চাকুরীতে প্রবেশ করিতে আপনারা ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই প্রণীত উদ্দেশ্যে অনেক বিনিয়োগিতেন যে, এই চাকুরীর মধ্যস্থতায় মানন-সেবার সুযোগ রচিয়াছে বলিয়াই তাহারা ইচ্ছা পূরণ করিয়াছেন। যদি প্রকৃতই ইহা আপনাদের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রমাণ্য। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে সর্বদা আপনারা এই আদর্শ মনে রাখিবেন।

জন-সেবার পুষ্টিগণের কর্তব্য

আমরা জনসাধারণের সেবক। এই "সেবক" কথাটির লক্ষ্য জিত হওয়ার কোন কারণ নাই। এই নিশ্চয় আমরা কেবল নিজেরদের স্বার্থের সেবা করিতে আসি নাই; আমাদের সম-শ্রেণীর অন্যান্য মানুষের সেবাও আমাদের কর্তব্য। কিন্তু অসাধারণ প্রথম চাকুরী আপনাদের পুষ্টিগণের কাছে উচ্চ শ্রেণীর সেবার বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের উপরই জনসাধারণের ধন-সুখ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। কাজেই আপনাদিগকে জন-সেবকের এই কর্তব্য দৃষ্টান্ত বিভিন্ন জেনার কর্তব্যের মতো করিতে হইবে। যদি আপনাদের মধ্যে কেহ এরূপ হাত ধরিয়া পোষণ করিয়া থাকেন যে, একজন যথেষ্টচাচী "কর্তব্য" হিসাবেই তিনি কর্তব্যের দায়িত্বের, তবে তাহাকে এ-কেন বারবার অবসান করিতেই হইবে। আপনারা যে এলাকার প্রেরিত হইবেন, ওখকার জনগণের ধন-সুখের নিরাপত্তা আপনাদের উপরই নির্ভর করিবে। জনসাধারণের এই ধরনের সেবা করার জন্যই গভর্ণমেন্ট আপনাদিগকে যেমন প্রদান করিতেছেন। জনগণের যেকোনো ত্রুটি এবং তাহাদের অভিযোগাদি নিষ্পত্তি করিয়া পুষ্টিগণ কর্তব্যগণ প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে অসুগৃহীত করেন না; বরং আইনগতভাবে তাহাদের যে কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই পালন করেন। এই ব্যাপারে আপনাদের পক্ষ অসন্তোষের কোন কথাই আসে না; বাধ্যতামূলক যে কর্তব্য আপনাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা আপনাদিগকে পালন করিতেই হইবে। কোন কোন পুরাণে ধরনের পুষ্টিগণ অফিসার (তাহাদের সংখ্যা সর্বত্র: খুব বেশী নয়) উচ্চতর, বদমেজাজী, অধিপত্য-প্রিয় ও অজ্ঞ হিন্দ। এই ধরনের অফিসারদের কাছ-ফলেই জনসাধারণ পুষ্টিগণের উপর আতঙ্কিত হইয়া পুষ্টিগণকে জীভি চক্রে নিরীকণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থার প্রতিরোধ সাধনের জন্য আমি বঙ্গদেশে চেষ্টা করিয়াছি। আপনারা বাঙালার সম্মত বংশের সন্তান—আপনাদের জাতি, পিতৃব্য এবং প্রতিবেশিগণ সকলেই বাঙালী। কাজেই আত্মীয় মনে হইবে—আপনারা যদি আমার উপদেশ লক্ষ্য করে, তাহা হইলে পুষ্টিগণের প্রতি জনসাধারণের আত্মীয়মিত্র নিশ্চয়ই

বহুলাংশে দূর করিতে সমর্থ হইবেন। আপনাদের পিতা, ভাতা ও প্রতিবেশিগণ সকলেই জানেন—আপনারা শিক্ষিত উন্নত-সন্তান; পুষ্টিগণের উচ্চ পরিচালন করিলেই যে কেহ অল্প দানবের স্বপ্ন পরিগ্রহ করিতে পারে, এ-কথা নিশ্চয়ই তাহারা বিশ্বাস করেন না। কাজেই বলা চলে—আপনারা সকলেই যদি এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করেন যে, নিজের পিতা, ভাতা ও প্রতিবেশিগণকে নিজের ব্যবহার দ্বারা হত্যা করিবেন না, তাহা হইলে বাঙালার জনসাধারণ ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, পুষ্টিগণের লোকেরাও তাহাদেরই সমস্ত প্রকৃতির আত্মীয়—নতুন বকরের কোন ভীষণ প্রকৃতির জীব নহে। জনসাধারণের বিশেষ ধরনের সেবার কাজ সম্পন্ন করার জন্যই বিশেষভাবে আপনাদের উপর কর্তব্যতার দায়িত্ব করা হইয়াছে।

বাঙালার পুষ্টিগণ "বাঙালী"

বাঙালার পুষ্টিগণ-বাঙালী বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বাঙালার নিজস্ব জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ সমস্ত পুষ্টিগণ-বাঙালী ব্যতীত কমেইবলনের সকলকেই বর্তমানে বাঙালীদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত করা হয়। আপনারাও সকলেই বাঙালার অধিবাসী এবং আপনাদের উচ্চতর কর্তব্যগণ ও দিন দিনই বেশী সংখ্যায় বাঙালীদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হইতেছেন। কাজেই পুষ্টিগণ-বাঙালীর বিরুদ্ধে যদি বর্তমানে কোন অভিযোগ উত্থিত হয়, তবে তাহা ডাইয়ের বিরুদ্ধে ডাইয়ের অভিযোগ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। বঙ্গীয় পুষ্টিগণ আমি ৩৩ বৎসর কাল কাজ করিয়াছি এবং আমি আমি জন-সেবার কি বিরাট সুযোগ পুষ্টিগণের হস্তিয়ারে এবং সমস্ত সময়ে এই সুযোগের কিঞ্চিৎ সফলতার তাহারা করিয়াছে। সন্তোষজনক মনে পুষ্টিগণ যে বীর্য প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহারা বীরত্বের জন্য যে রাজকীয় মেডেল ও পুষ্টিগণ বিভাগীয় মেডেল লাভ করিয়াছে, তাহারা যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও অসম্মতি যে অপব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দূর করার চেষ্টাই আমাদিগকে সর্বপ্রথমে পাঠিতে হইবে।

"আপনাদের হস্ত ও অন্তরকে পবিত্র রাখুন"

একদা আমি আপনাদের প্রতি শেষ উপদেশ প্রদান করি। আপনারা সর্বপ্রকার অসাধু আচরণ হইতে নিজের হস্ত ও অন্তর পবিত্র রাখুন। আপনারা কি পরিচালন যেমন পাইবেন এবং উন্নতির কি সম্ভাবনা হইয়াছে, আপনারা এখন তাহা অবগত আছেন ও যে সময়ে এই চাকুরীতে প্রবেশের মনঃ করিয়াছিলেন, তখনও জানিতেন। যেমন ও উন্নতির এই ব্যবস্থাকেই আপনারা সজ্ঞাত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বলা চলে, অসং উপরে আর বুদ্ধির চোটার কোন সজ্ঞাত কারণই থাকিতে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণীর পুষ্টিগণ কর্তব্যগণের নিকট হইতে জনসাধারণ কি ধরনের কাজ পাইতে পারে, তাহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে—একদা আমি গোড়াই উল্লেখ করিয়াছি। এই সব কর্তব্য কোন প্রকার পুরস্কার প্রাপ্তির আশা না করিয়াই বিনামূল্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। বর্তমান সময়ে অর্থ গ্রহণ করিয়া অপব্যবহারে রক্ষার চেষ্টা পার—এরূপ কর্তব্যগণ পুষ্টিগণ-বাঙালীতে খুব বেশী আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, এখনও এমন লোক কতক পুষ্টিগণ-বাঙালীতে হইয়াছে, যাহারা তাহাদের আইনবিরুদ্ধ

[শেষ কলামের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা]

বনগ্রাম মোসলেম সমবায় শিক্ষা সমিতি

মিঃ এন. এম. খান কর্তৃক উদ্বোধন

সম্মতি বঙ্গোড়ের জেলা ব্যাঙ্কিট বিঃ এন. এম. খান, আই. সি. এন. মহোদয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গোড়ের সমবায় শিক্ষা সমিতি মিটিংয়ের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে একটি বিশিষ্ট জনতা বনগ্রাম গ্রামসার প্রাক্ষেপে সমবেত হইয়াছিল।

সমিতির সম্পাদক মিঃ নিজামুর রহমান সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বনগ্রাম ও বহুব্রাহ্ম এই অতিদূর সমবায় প্রচেষ্টার জাতি বর্ষ ও জাতি-পুঙ্খ নিবিশেষে সকল শিক্ষানুরাগীকেই সহযোগিতা ও সাহায্য করিতে আহ্বান করেন।

সমিতির অর্থ-সম্পাদক মিঃ এম. হারেনউদ্দীন, বি. এল, সমিতির এই বর্ষ জীবনে যে সকল কার্য সম্পাদন করিয়াছে, সে সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিবরণী পাঠ করেন।

মিঃ এন. এম. খান সমিতির উদ্বোধন হইল বলিয়া বোধনা করিয়া সমবায় প্রণালী এই ধরনের শিক্ষা সমিতির প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথম আরম্ভেই সমিতি যে সকল কার্য সম্পাদন করিয়াছে, সেজন্য তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে সমিতির আত্মীয় সদস্য হইতে স্বীকার করেন।

মিঃ এন. এম. খানের প্রেরণায় বাণী এবং আত্মীয়-সদস্য হওয়ার সংবাদে—জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ সেরাফুল ইসলামের ধন্যবাদ প্রদানের পর অনুষ্ঠানের কার্য শেষ হয়। এতদ্ব্যতীত সমিতি গঠনের সুত্রপাত করার মিঃ নিজামুর রহমানকে এবং আর্থিক স্ব ও প্রেরণা সঙ্কল্পের জন্য উপস্থিত উন্নয়নচোরগণকেও তিনি ধন্যবাদ প্রদান করেন।

[পূর্ব কলামের ভেতর]

কর্তব্য পালন করিতে গিয়াও অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। মনে রাখিবেন—এই ধরনের অসৎ কর্তব্যগণের জন্যই সমস্ত পুষ্টিগণ-বাঙালীর বদনাম হইতেছে এবং আমাদের কর্তব্য—যদি আমাদের মধ্যে এরূপ কোন লোক থাকিয়া থাকে, তবে তাহারা মুনোচ্ছন্ন করা। আপনারা অন্য ইম্পেট্র-জেনারেলের সমুখে রাজানুগত্যের পক্ষ গ্রহণ করিয়া সবকালের অনুগত থাকিয়া সাধুভাবে কর্তব্য পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পক্ষ গ্রহণের পবিত্রতা আপনারা উপলব্ধি করিতে পারেন বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি এবং আশা করি যে, এই পক্ষকে জীবী কর্তব্য-জীবনে আপনারা সমুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন। আপনারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করুন—কর্তব্য বাপদেবে কখনও কাহার নিকট হইতে এক পাই পরিশোধ গ্রহণ করিবেন না। এই ব্যাপারে আকাশ অগ্রসর হইতে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতে চাই। যে পর্যন্ত না প্রত্যেক পুষ্টিগণ লক্ষিসার পুষ্টিগণ-বাঙালীর "কালো বেবুলিক" বিভাজিত করার দৃঢ়-সঙ্কল্পে আবদ্ধ হইবেন, সে-পর্যন্ত সমগ্রভাবে পুষ্টিগণের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আমি আশা করি আপনারা যুক্তিনিষ্ঠভাবে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন, যাহার ফলে কেহ অসম্মতিতে অর্থ গ্রহণে সক্ষম হইবে না। হতভুলীর দ্বারের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া অপব্যবহার উন্মোচনের যে পদ্ধতি বর্তমানে সমস্ত বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা যে বঙ্গীয় পুষ্টিগণেরই আধিকার এই ধরনের কথা আপনাদের অব্যক্ত হৃদয়ের আপনাদিগকে উদ্ভাষিত হইয়াছে কিনা, আমি জানি না। এই আবিষ্কার লক্ষ দিয়া বাঙালার পুষ্টিগণ যদি সমস্ত বিশেষ অগ্রণী হইতে পারিবার থাকে, তবে সামুদ্রিক ও নৈরাজ্য লক্ষ নির্যাত তাহারা কেন অগ্রণী হইবে না, ইহা আমার বিশ্বাস।

যত্ন-সরবরাহ উপদেষ্টা কমিটি

ଆରମ୍ଭରୁ ହାତ ଓ ମୁଖଗଣ୍ଠନ

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে বুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পর্কে
যে প্রাথমিক উপলব্ধি কবিতা পঠন করা হইয়াছিল,
জোড়ার আবর্তন বুদ্ধি করিয়া আশায়, বিহায় ও উজ্জ্বল
প্রবেশ উহার অশুভ্রুত করা হইয়াছে। কবিতাকে
শুনানো কবিতা বিশুদ্ধ জীবন পরিষ্কৃত করা হইয়াছে :—

মি: ই. এন. কুমারি, সি-এস আই, সি-আই টি, আই-
 সি-এস, ভারতীয় সরকারের চীফ সেক্রেটারী (চোরাবন্দান)
 মি: জি. বি. মল্লিক, বক্সার চোরাবন্দা অফিসের প্রতিনিধি
 (ভাইস-চোরাবন্দান)।

দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার বাহাদুর জে. পি.
বায়, এম. এ-র নেতৃত্বে স্থানীয় যুগ্ম কমিটি চার মাসেরও
কম সময়ের মধ্যে ৫১,৭৭৮ টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ
হইয়াছেন। দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ খুব সম্ভব
নয়; একতরফার প্রকার অর্জনকের উপর অর্থ সাপ্তাহীত
হওয়া বাস্তবিকই প্রশংসনীয় ব্যাপার।

বি: এম. এ., এইচ. স্পোর্টস্‌ম্যান, মোসলেম চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি, বি: ডি. বি. বৈজ্ঞান, ডাবলীর চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি, বি: এম. আর, সরকার, বঙ্গীয় ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি, বি: ডবলিউ. এ. এম. গুডাকার ডাবলীর চটকস সমিতির চেম্বারম্যান, বি: ট. বি. পুটি, ইম্প্রীনিয়োল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রাল (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড প্রতিনিধি, বি: এ. কে. মি. রঙ্গ, ম্যানিফেস্ট মাসকেজি এবং কোং প্রতিনিধি, বি: এম. কে. কৃপালসী, আই সি. এস, বঙ্গীয় ন্যাশনাল ও শুম বিভাগের অফিসি সেক্রেটারী, বি: এম. মলোমন, আই-সি-এস, উদ্ভিচার উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর, বি: ডি. কে. ডি নিলুটি, আই-সি-এস, বিহারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর, বি: এম. এল. বেকড়া, আই-সি-এস, আসামের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ও লে: ক: জে. আর, ব্যারিঘট, নরহাট বিভাগের কণ্ট্রোলার, বেঙ্গল সার্কেল (সেক্রেটারী)।

সম্পত্তি ঢাকা সদরের (উত্তর) সার্কেল অফিসারের
সভাপতিত্বে কাপাসিয়া থানা মুক্ত কমিটির একটি সভা
হইয়া গিয়াছে : মুক্ত ডাঙানে প্রায় ২০০০ টাকা সংগৃহীত
হইয়াছে।

পত ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত খুদাখীল ডিফেন্স ব্যাণ্ড মোট ২,২৩,০০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। পতকলা তিন টাকা স্থলের ডিফেন্স ব্যাণ্ড মোট ৩১,৮৭,০১,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। (তদুপাধে ১৮,৪২,৬০,০০০ টাকা নগদ এবং ১৩,৪৪,৬১,০০০ টাকা অমাত্যের পাওনা মিহাছে)। এতদ্বাছাড়া পোষ্ট অফিসের দল বঙ্গদেশের ডিফেন্স সেভিং সোসাইটিকের বাকিদ ১,০২,৫০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

পত্র ৭৫ ডিসেম্বর পঞ্চম সমস্যা "ইন্ডিয়ান ডিফেন্স
 লোনে" সংগৃহীত টোলার মোট পরিমাণ নটহেডে
 ১০,৬১,৮৪,৯৯৮ টাকা। (কবিউনিফ।)

বিস্তৃত ১৯৫৯ সনের অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় পুলিশ
বাহিনীর ইনস্পেক্টর-জেনারেল উক্ত বিভাগের সর্বস্বত্বের
কর্তৃত্বাধীন নিকট যুদ্ধ ভাঙ্গারে বেচ্যাকৃত অর্থ-
সাহায্যের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ইহার ফলে
২৬,১১২ টাকা সংগৃহীত হয়। গত ১৯৪০ সনের
৪ঠা মে তারিখে উক্ত অর্থ যুদ্ধ প্রবলনের জন্য সাহায্য
পত্ৰের বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত
অর্থ ৪খানি সুলভজিত গ্রাহ্যলাভের জন্য ও অর্থায়ন
অর্থ শ্রম পক্ষের কার্যের প্রকল্প নিহিত ভারতীয় নাবিক-
দের পরিচালনাধীন সাহায্যকারে প্রতিষ্ঠা কোন একটি
প্রবলনে দান করার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

सुर-निष्ठ स्वयं-ज्ञान भाग्यम्।

সে সময় হইতে বিভিন্ন ফেলার কর্মচারিবৃন্দ ব্যক্তি-
গতভাবে টাই টিকিরা বুদ্ধ তহবিল এবং বর্জ্য বুদ্ধ তহবিলে
অর্থ সাচায্য করিয়া আসিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ২২,২৪৮
টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধ হোমনার পক্ষ
হইতে এ পর্য্যন্ত সর্বমোট ৪৮,৩৬১ টাকা সাপ্তাহীক
হইয়াছে। এই অর্থের সঙ্গে আই, সি, অফিসারগণ
কর্তৃক বিভিন্ন বুদ্ধ তহবিলে প্রদত্ত টাকা মরা চয় বাই :

महोदय सनकासन निष्कविभितान उवाचमात्रम कानुवाची
मात्रम कुटीय सन्नाथ उवाचमात्रम माधव उवाचमात्रम निष्कवि
एकवि माधव उवाचमात्रम उवाचमात्रम

পঞ্চ মডেলের শেখ ডাঙ্গা পরিষদ খুলনা জেলা মুখ
তহবিলে এবং মুখ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাতব্য কার্যের জন্য
লেডি ৩৯,৬৭৬।।/০ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। উক্ত
অর্থের মধ্যে মহামান্য গভর্ণরের মুখ তহবিলে ৩৩,১৯২-
৫৫/৯ পাই, লেডি হারবার্টের মুখ তহবিলে ২,৩৭৩।।/০
পাই, মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের মুখ তহবিলে ১,৪৯৭।/০
টাকা, ইট ইকিয়া মুখ তহবিলে ১,০৪৪।৫৫ টাকা এবং
অন্যান্য ১,৭৩৮ টাকা বিভিন্ন দাতব্য কার্যের জন্য
সংগৃহীত হয়েছিল।

এই পুস্তকটির সাধারণ উদ্দেশ্য হইতেছে—যতদূর
এই বিষয়ে কলিকতার অধ্যয়ন হইয়াছে, সেই সম্পর্কে জ্ঞান-
সাধারণকে প্রোৎসাহিত করা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের
নির্মিত প্রচার প্রচার করা। পরে পুস্তক নকরীসমূহকে
বিশালমুদ্রা ইত্যাদি প্রদান করা হইবে এবং যদি প্রচার
ইচ্ছা করেন তবে জনসাধারণের নিকট প্রচারের প্রস্তুতি
কিন্তু বিক্রয় করিতে অসম্মতি হইবে। যে
হেতু ইলের সাধারণ সীমাবদ্ধ প্রকৃতি এবং কালবিলম্ব না
করিতা পুস্তকনকরীসমূহ ১৯৩৩ চিত্রবহন আর্থাভিযুক্তের
অবস্থিত নকরী প্রত্যাশাযোগ্য বিষয় বাস্তবের প্রত্যাশা
অবস্থানের সহিত পড় সাধারণ করিতে পারেন।

বিশত ২৯শে নভেম্বর মহানন্দা পতন র বাহাদুর
দ্বানীর কয়েকজন হলেন খুলনা জেলা মুক্ত কমিটির
সভার বোঝান করিয়াছিলেন। জমিদারদের পক্ষ
হইতে জেলা ব্যাজিষ্ট্রেট মুক্ত কমিটির জন্য মহানন্দা
পতন র বাহাদুরের হস্তে ২৪,০০০ টাকার একটি চোতা
দ্রবান করেন।

বিপত্ত ২৬শে ডিসেম্বর বে সন্ধ্যা শেষ হইলো, এই
 সময়ে কলিকাতায় আগমার্ক বিশেষ কমিস করা হুত
 বে মূল্য বিক্রয় হইলোতে ভাড়া নিম্নে উল্লেখ করা গেল,
 এই দত্ত ১৮ সের গুণের টানে বিক্রয় হয়—

অনুত ত্রৈল প্রতি বন ৩৮, টাকা, কিশোর ৬৮, টাকা, ওড়ার ৬৭, টাকা, বাণাপ্রত্যাপ ৫২, টাকা, নর ৬৭, টাকা, সীতা ৬৮১০ এবং শ্রী নৃত ৬৮, টাকা।
উল্লোহ নৃত ১০ বন লের চিনে, ১৫ লের, ২১১০
সেই ও ১ এক লের লিমেও বিক্রয় হয় এবং তাহার দুলী
বন প্রতি ২, এক টাকা হইতে ১১১০ হেত টাকা করিক।

এই কমিটি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে:—
কোনও বিধে সম্পর্কে প্রাপ্ত সরকারের সরবরাহ বিভাগ
অভিমত প্রদান করিলে অভিমত প্রদান এবং প্রাপ্ত
সরকারের সরবরাহ বিভাগ, প্রাথমিক পট্টন এবং এবং
সাপেক্ষা-কাংড় ও জাহাজী ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংযোগ,
সাধন।

সরবরাহ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ পাশ্চাত্য কোম্পানি অর্থবিভাগ
অনুমতি হইলে এতৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের
চেয়ার মন করায় বা সবিধি বা তাহাদের প্রতিিনিমিত্তের
অনবা সরবরাহ বিভাগের কর্মসূচীসমূহের সারসংক্ষেপ উক্ত
কমিটিতে প্রেরণীয় হইবে কবিত্ত অনুরোধ করা হইতেছে।
এই কমিটি উপলব্ধি করিষ্টি হইয়াছে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান
আহরণচনা বাল দিয়া কৌশলিক পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে
উক্তকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে চাইবে। তবে আশা করা
যায় যে, তাহারা যুক্তসরবরাহের সর্বত্র বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট,
তাঁহারা এই কমিটিতে সরবরাহিত পুষ্টিপুষ্টি জায়ে গ্রহণ
করিতব্য।

পারনদী এক বিপুলিত্তে ঘোষণা করা হইলো :—

বিশেষ পুস্তকের সঠিক জ্ঞানই কাউন্সিলে যে, পাণ্ডুলিপি, বিচার, আলোচনা এবং উদ্ধৃতিসহ যুক্ত সমন্বিত সংকলিত ব্যাপারে প্রাথমিক আকৃতিস্বরূপ কথিত সংকলিত যে প্রেরণ-নোটি পাঠ করা আবশ্যিক প্রকাশিত ঘটনাকে, তাছাড়াও অনন্যমানতা বশতঃ কেউকোনও অঙ্ক ট্রেন্ড প্রোগ্রামিং অঙ্ক উদ্ভাবন প্রেরিতব্যে বিঃ কে, এ, হ্যাভিংটনের নাম দান পড়িয়া যায়। বিঃ হ্যাভিংটন উক্ত কমিটির একজন সদস্য। (প্রেরণ-নোটি)

অর্থ, শ্রম ও ব্যাপিকা বিজ্ঞানের যতী যাদবীর বিঃ এইচ
এস, সোহরাওয়ার্দী স্মৃতি-বজের কতিপয় মেলায় সফরে
বহির্গত হইতামেন।

যুদ্ধ ও ভারতের কল্যাণ

ঢাকার মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতা

গত ১৯শে জানুয়ারী ঢাকা নর্থ স্ট্রক হল এক বিরাট জন-সভায় বঙ্গদেশ যুদ্ধ সম্পর্কে বাঙালি স্বরাষ্ট্র-সচিব মাননীয় খাজা সাদার নাজিমুদ্দীন এক বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে আমরা এই বক্তৃতার সার-স্বার্থ প্রদান করিতেছি। খেলা ম্যাগিষ্ট্রেট মিঃ ডে, জজ সত্যপতির আসন পূরণ করিয়াছিলেন।

বর্তমান যুদ্ধের ফলে বাঙালি অধিবাসীদের বিপদাশঙ্কা সম্পর্কে সাদার নাজিমুদ্দীন বলেন যে, অমর ভবিষ্যতেই যুদ্ধের আশঙ্কা এই দেশের নিকটবর্তী ঘটনার পূর্ণ সম্ভাবনা হইতেছে। তখন বাঙালি দেশে নিরাপত্তা হইতে পারে। দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করণে ব্রিটিশের সহযোগিতা করা হইতেছে এই বিপদ নিবারণের একমাত্র উপায়। হয় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়া, আর না হয় পরোক্ষভাবে দেশ রক্ষা করিয়া সহযোগিতা করিয়া ব্রিটিশকে সাহায্য করা হইতে পারে। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে শক্তিক পাক্তি যোগদান ও এ. আর. পি. প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানান। যুদ্ধের ফলে যে নতুন চাকুরী পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তিনি সকলকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমানে যুদ্ধের দেশে পাণ্ডি ও শূন্যতা বিদ্যমান করিতে পারে এবং কোনরূপ সাম্প্রদায়িক দাওয়া না হইতে পারে, তৎপুত্রি পক্ষা বাধা প্রত্যেকের কর্তব্য। কারখানাসমূহেও কোনরূপ বন্দরী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, ইচ্ছা হইলে দেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহায়তার ভিত্তি হইবে।

বুটিন অথবা আগুণী, যাচারাই যুদ্ধে জয়লাভ করুক না কেন, তাহাতে ভারতের কোন লাভ নাই হইবে না বলিয়া খাজা সাদার মুক্তি প্রদান করেন, তাহাদের অভিমতের মততা সম্পর্কে সাদার নাজিমুদ্দীন সাদার প্রকাশ করেন। অতঃপর সাদার নাজিমুদ্দীন বলেন যে, ইচ্ছা স্বেচ্ছাবেই দেখা গাইতেছে যে, যদি ব্রিটিশ এই যুদ্ধে পরাজিত হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক হইতেই ভারতের ভবিষ্যৎ ক্ষতি হইবে। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কর্মসংস্থাপনের সমান অংশীদারের মর্যাদা দান করা হইতেছে প্রচলিত ব্রিটিশের আশ্রিত নীতি। অন্য দিকে সমস্ত অশুভ আশঙ্কাকে চিহ্নিতের লক্ষ্যলিখিত করিয়া রাখা হইতেছে নাগরীদের উদ্দেশ্য।

কংগ্রেস এক দল দাবী পেশ করিয়াছেন। অন্য দিকে মোসলেম লীগ আর এক দল দাবী উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই দাবীগুলি হইতেছে পরস্পর-বিরোধী। যদি কংগ্রেসের দাবী গৃহীত হয়, তাহা হইলে মোসলেম লীগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। অন্য দিকে লীগের দাবী গৃহীত হইলে, কংগ্রেসকেও অনুগ্রহ বাধ্য অবলম্বন করিতে হইবে। একতাবদ্ধ মাননীয় বড়লাট ও মিঃ কিশোর প্রভৃতি অনুযায়ী কথা করা হইতেছে বর্তমান ক্ষমতা সীমাবদ্ধতার একমাত্র উপায়। সামাজিক প্রশ্ন নির্ণায়ক: মুক্তদলী রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের মোসলেম লীগের পক্ষে উভয়দিকের পাসন পরিষদে যোগদান করা কর্তব্য। এক্ষণে বিভিন্ন প্রদেশে কোরালিশন মতীলতা গঠিত হওয়াও প্রয়োজনীয়। এইভাবে একযোগে কাজ করিলে পর উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের অভাব অভিযোগ উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট দাবী পেশ করিতে সক্ষম হইবেন। তখন এই সম্মিলিত দাবী উপেক্ষা করার কোন উপায়ই থাকিবে না।

উপসংহারে সাদার নাজিমুদ্দীন বলেন যে, বাঙালি জনসাধারণের নিজ বাহুর বাড়িতেই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যসাহায্যে সর্বপ্রকার সাহায্য করা কর্তব্য।

সভাপতি জেলা-ম্যাগিষ্ট্রেট তাঁহার বক্তৃতার ফলস্বরূপ, বাঙালি গভর্ণমেন্ট আশ্রয়ী চাকুরী সর্বত্র সার্বভৌম দাবীয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের আর্থিকতা প্রদর্শনের সুযোগ পাইবে।

ফ্রান্সের ক্যাবিনেটসমূহ

বিমান নির্মাণের নিমিত্ত নাগরীদের আদেশ

ফ্রান্সের অনধিকৃত অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্ত সম্প্রতি নাগরীক প্রত্যাহন করিয়াছে যে, উক্ত অঞ্চলসমূহে জাপানী জনা বিমান নির্মাণার্থে কঠিনপদ বিমান-কারখানা খোলা আবশ্যক। কারণ উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ কারখানা কাঁচা মালের অভাবে অক্ষমতা হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার ফলস্বরূপ ২,০০০ জনের বিমান নির্মাণের অর্থাৎ দিতে প্রস্তুত আছে এবং ইহার ফলে বহু সংখ্যক বেকার শ্রমিককে কার্যে নিয়োজিত করা চলিবে।

কিন্তু মার্লি পেন্টে এই "শ্রমদান" প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, এমন একজন নিরপেক্ষ ওরাকিবহান সংবাদদাতা এই বর্গে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ফ্রান্সের অধিকৃত ও অনধিকৃত অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একেবারে নিরাপত্তা। অনধিকৃত অঞ্চলের যে সকল ক্যাবিনেট নাগরীদের নিকট হইতে আদেশ পাইয়াছে এবং বাঙালির কাঁচামাল আছে, শুধু তাহাবাই কাজ করিতেছে। মার্লিজন সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই, কেবল মাত্র প্যারিস-সারসং-বাগেলিস্ রেলওয়ে ক্যাবিনেটসমূহ ঠিক মত কাজ করিয়া চলিয়াছে। কারণ আত্মপূরণ চলতি মালেরত না ইচ্ছার নিকট একটি বড় অর্ডার নিরাছে।

"আগমার্ক" ঘৃণ ও আটার দর

সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের বক্তৃতি

বঙ্গ দেশীয় সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ. আর. মালিক নিম্নলিখিত বুলেটিন প্রকাশ করিয়াছেন:—

গত ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার যে সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে সেট সময় আগমার্ক "পেনশাল" শ্রেণীর বীর ১৮ সেরী টিনের দর কলিকাতার নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

	প্রতি বর্গ।
অনুভোগ	৬৭
কিশোর বৃত্ত	৭০
ওড়ার বৃত্ত	৬৬
মাল্য প্রত্যাপ বৃত্ত	৫৮
শঙ্কর বৃত্ত	৬৬
শীতা বৃত্ত	৬৮
শ্রী বৃত্ত	৬৮

উপরোক্ত পেনশাল শ্রেণীর দশ সেরী, ৫ সেরী, আড়াই সেরী এবং এক সেরী আগমার্ক বৃত্তের দর উপরোক্ত ধরনের চেয়ে এক হইতে দশ টাকা বৃদ্ধি পেশী।

গত ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার যে সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে সেট সময় আগমার্ক চাকী আটার দর কলিকাতার বাজারে নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

	প্রতি বর্গ।
(১) কাপড়ের খলিয়াতে	৫১১/৩০
(২) চটের খলিয়াতে	৫৭০/০
(৩) কাপড়ের খলিয়াতে	৫৭০/০

ট্যালিনের সতর্কবাণী

মজা বেজারের ঘোষণার প্রকাশ, "রেড টার" পত্রিকার এই ট্যালিনের এক সতর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, "বুনিয়াদ বৃত্তে বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। সমগ্র জাতিতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। আমরা সামরিকভাবে অক্ষম হওয়ার বিপদের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছি। পরজাতি আশ্রয়িতার ফলে বৃহৎ আশ্রিত আশ্রয়িত উপর চড়াও হইতে পারে, এবং কোনও সুযোগই আমরা তাহাদের দিখ না।"

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বঙ্গদেশে প্রাদেশিক কন্ট্রোলার নিয়োগ

সম্প্রতি এই প্রদেশের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ-বুলক ব্যবস্থার সংগঠন বাঙালি সরকারের বিবেচনায়ীন আছে। উপস্থিত উক্ত ব্যবস্থা নিম্নলিখিত রূপ আছে:—

কলিকাতার এই প্রতিষ্ঠান পুলিশ কমিশনারের অধীনে একটি কমিটির সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। ২৪-পরগণা, হাওড়া এবং হুগলীর শির অঞ্চল স্থানীয় জেলা ম্যাগিষ্ট্রেটকে তাঁহার এলাকার উক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সাধারণ নির্দেশ এবং সমস্ত সমাধানের ভার প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের সভাপতিত্বে একটি সমস্ত সাধন কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে। উপরন্তু পূর্বোক্ত তিনটি জেলায় কলিকাতা, বেলগুয়ে ও পোর্টের সাবক-পুনি ঘোষণার ব্যবস্থা, আলোক নিয়ন্ত্রণ এবং পথ পরি-ত্যাগের ব্যাপারে উক্ত কমিটির সমস্ত সাধন কমিটির ক্ষমতা আছে।

আসানগোল এলাকায় কুলি, বাধ'পুর এবং আসান-সোলে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক কমিটিসমূহ গঠন করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত পথের পোর্ট এবং বেলগুয়ের বিভিন্ন সাব-কমিটিসমূহ গঠিত হইয়াছে।

নতুন কর্ম পরিচালনার ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, লালিঙ্গ, ময়মনসিংহ, বড়গাপুর, বুলনা, চাঁদপুর এবং বর্তমানে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধবুলক ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং এই সকল স্থানের সংগঠন কার্য জেলা-ম্যাগিষ্ট্রেটের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধবুলক কার্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বাঙালি সরকার মনে করেন যে, এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের উক্ত কার্যাবলীর সমস্ত সাধন করিয়া বিভাগীয় কমিশনারের সমস্ত এক একজন অফিসারের হস্তে ন্যস্ত করা কর্তব্য। তাহার ফলে সমগ্র বাঙালি দেশে সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সমভাবে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধবুলক কার্য পরি-চালনের সুবিধা হইবে। তদনুসারে সরকার প্রেসি-ডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ এম. ডি. এইচ. সাইকস, এম. সি. আই. সি. এসকে বঙ্গদেশীয় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধবুলক ব্যবস্থার কন্ট্রোলার নিযুক্ত করিয়াছেন, মিঃ সাইকসকে চারি মাসের জন্য এই পদে নিয়োজিত করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে তিনি এই সম্পর্কে সকল বিশদবস্থা চালু করিতে পারিবেন এবং অপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিতে সক্ষম হইবেন। এই প্রদেশের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ-বুলক ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট দায়িত্ব দাবী থাকিবেন।

বর্তমান সময় সাধন কমিটির সদস্যগণের অভিজ্ঞতা এবং উপদেশ এই বিমান আক্রমণ প্রতিরোধবুলক ব্যবস্থার কন্ট্রোলারের পক্ষে বিশেষ সুলাভান্ব বলা বিবেচিত হইবে এবং তিনি প্রয়োজন যোগে যাবে যাবে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধবুলক সমস্ত সম্পর্কে এই সকল সদস্যগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। অত্যা এই কমিটির বর্তমানে আর কোন কাজ থাকিবে না।

এই নতুন সংগঠনের ফলে কলিকাতা সিটি কমিটির আর প্রয়োজন না থাকার জন্য তুলিয়া দেওয়া হইল। এই অবস্থানে উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ যে সুলাভান্ব কার্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে যে সময়ক্ষেপ ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সর্বত্র সার্বভৌম উদ্বোধনকে বলাবল প্রদান করিতেছে।

রবি ফসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার

চাষী-সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য

ভিসি

ভিসি গাছ এক রকম চল্লে মরিচা বহা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। পাতা এবং ঠাট্টাতে এই রোগ তুল্য। ফসল পাকিবার সময় এই ব্যাধির লক্ষণগুলি কাল হইয়া যায়। বাতলাদেশে এই রোগ খুব কম দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

ভিসি গাছ চলিয়া পড়া রোগ।—ভিন প্রকারের মিডিক্স রোগ দ্বারা ভিসি গাছ আক্রান্ত হইয়া চলিয়া পড়ে (রাইডোক্টিনিয়া, পিবিয়া এবং কিউক-রিয়াম)। আক্রান্ত গাছ সাধারণতঃ ক্ষেত হইতে তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। পরবর্তী বৎসরে পুনরায় এই ফসল ভিসিতে না করা বাকীরা, কারণ ভিসিতে রোগের বীজ থাকিবার সম্ভাবনা। পর্যায় চাষ করা প্রকার।

চিনাবাদাম

চিনাবাদাম গাছের পাতা সাধারণতঃ সার্কোস্পোরা পারলোনেটা লিক্শাই নামক এক প্রকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। সময় সময় ফসলের উষা বিশেষ কতি করে। প্রধান অবস্থায় বোঝা মিক্শার পিচকারী দ্বারা ছিটাইলে রোগ সহজে দমন করা যায়।

ছোলোসোনিয়া বনফ-সি-আই।—এই রোগ চিনা বাদাম গাছকে মারি সাংগু স্থানে আক্রমণ করে। আক্রান্ত গাছ পুথরে চলিয়া পড়ে এবং পরে মরিচা যায়। গাছের মারি নীচের অংশ অর্থাৎ শিকড় ও চিনাবাদাম ইত্যাদি পচিয়া যায়।

প্রতিকারোপায়।—৬০০ প্ত ডাণ্ড জলে ১ ডাণ্ড ফসল মিশ্রিত করিয়া গোড়ায় প্রয়োগ করিতে হয়।

আক

আকের বসা বসা রোগ।—ইহা আকের ভিত্তে জন্মে, এবং আক গাছ মরিচা ফেলে। ইহাতে প্রথমেই তগা বা আগার পাতা শুকাইয়া যায়; যখন পাতা শুকাইতে থাকে, তখন আক গাছটি কালিয়া ফেলিলে দেখা যায়, আকের ভিত্তি লালচে হইয়া গিয়াছে। রোগাক্রান্ত আক গাছের গোড়ার দিকেই প্রথমতঃ ডোকা ডোকা জাল লাগ পড়ে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত আকেই ইহা ছড়াইয়া যায়। আক গাছ মরিচা গেলে, উষার মজকা কীপা হইয়া পড়ে এবং কীপা বারগা মালা মালা সুতাব মত সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম রোগ বীজাণুতে ভরা থাকে।

প্রতিকারোপায়।—(১) মাটিতে পলি (বীজ আক) কখন কেতে লাগাইবে না।

(২) রোগ বহা গাছগুলি উঠাইয়া নইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে, নতুবা এই রোগ ক্রমে সকল ক্ষেতেই ছড়াইয়া পড়িবে।

(৩) বাহাতে ক্ষেতে জল আটকাইয়া না থাকে তাহাও দেখিতে হইবে।

আকের ছাড়া রোগ।—আকের এই রোগ খুব সহজেই বহা হয়। গাছের তগা হইতে ছড়ির মত লম্বা একটা ঠাটা বাহির হয়। এই ঠাটা বেশ লম্বা, কাল ওড়ার আকৃতি, এবং বক্র। ইহা আকের স্বাভাবিক গাছ হইতে ভিন্ন এবং নরম। রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা একটা পাতলা মালা চক্কে আনরণে ঢাকা থাকে; পরিশেষে সেই আনরণ হিন্দু হইয়া যায় এবং ভিত্ত হইতে কাল ওড়ার মত রোগের বীজ বাহির হইয়া পড়ে।

প্রতিকারোপায়।—রোগাক্রান্ত সমস্ত গাছ প্রথমাবস্থায় কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা আবশ্যিক। সেই গাছ হইতে কিছুতেই আকের বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়।

আমায় পঁচা বসা রোগ

ইহা অতি সহজেই "পঁচা বসা" রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত গাছ আক্রান্ত হইলে ইহার উপর দিকের পাতাগুলি চল্লে অর্থাৎ বিধ্বং হইয়া পড়ে। গ্রাহপের বীজে বীজে দিকের পাতাগুলি এবং উষার ভিত্তের দিকের বাহি বিস্তারিত করিয়া পাতাগুলি নীচের দিকে খুলিয়া পড়ে। কলে আপনা হইতেই গাছের উপরের দিকটা এবং গাছের কাণ্ড বা ডালপালা এমনভাবে নষ্ট হয় পড়ে যে, অতি সহজেই উষা চলিয়া ফেলা যায়। কখনঃ বাহি গাছের শিকড় ও তলুকাংশ আক্রমণ করিয়া একেবারে পঁচাইয়া ফেলে। যদি ঐ শিকড় বা আক্রান্ত পুনরীভূতি মঠ করিয়া বা পোড়াইয়া ফেলা না যায়, তাহা হইলে সারা ক্ষেতের মধ্যে বাহি ছড়াইয়া পড়ে এবং সমস্ত ফসল মঠ করিয়া ফেলে। ভিসি বা পঁচা পাতাতে কতিপয় এই বাহি বেশী পরিমাণ হইতে দেখা যায়।

আকের এই বাহি বিধ্বংস করার প্রথমতঃ (১) রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার। (২) যে ক্ষেতে রোগ পূর্ব বৎসর বিস্তার লাভ করিয়াছিল সেই ক্ষেত্রেও পূর্ব বীজ হইতে চাষা উৎপন্ন করা; কারণ বাহিগত আকের পুনরীভূতি বহুকাল পর্যন্ত পুণ্ড অবস্থায় থাকে, এইজন্য ইহা ঐ সকল বীজ হইতে চাষা উৎপন্ন করিলে বাহি বিধ্বংস সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে চাষ এবং জল মিকালেন সুযায়তা থাকিলে এই বাহি বিধ্বংস লাভ করিতে পারে না। শুকনো পত্র মাটিতে অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত জল ভরিয়া থাকে, সেইজন্য ভিসিতে সাধারণতঃ এই রোগ বৃদ্ধি পায়, যদি ভিসিতে যেখানে জল আটকাইয়া থাকে না, সেইজন্য জলে এই বাহি বড় একটা হইতে দেখা যায় না। বীজ বপন করিবার সময় যদি উত্তমরূপে কোলালি দিয়া কোপাইয়া নইয়া কোনরূপ পরিচ্ছন্ন বীজ,

পুনরী বা গোড়া থাকিলে তাহা সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। যে ক্ষেতে পঁচা বসা রোগ একবার হইয়াছিল, ঐজন্য ভিসিতে কয়েক বৎসর আর আগার চাষ করিবে না। যে ক্ষেতে কোনরূপ বাহির লক্ষণ নাই, ঐজন্য ভিসি হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া বপন করিবে। যদি ক্ষেতে কোন রোগাক্রান্ত চাষা দেখা যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাতঃ উষা তুলিয়া ফেলিবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বৎসর আশ্রয় ক্ষেত্রে হইতে আগার এই পঁচা বসা রোগ সম্পূর্ণরূপে দূর করা গিয়াছে।

চামাক গাছ

চামাক গাছ চলিয়া বাওয়া।—অতি ক্ষুদ্র এক প্রকার জীবাণু এই রোগের কারণ। এই রোগ হইলে গাছ মিলেজ হইয়া পড়ে।

প্রতিষেধক উপায়।—(১) চাষা গাছে বাহাতে বেশী আঘাত না লাগে এবং নিকটের বাহাতে খুব কম ক্ষতি হয়, সেইজন্য চাষা গাছ খুব ছোট থাকিতেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উঠাইয়া লাগাইবে।

(২) চামাক পাতার কৃষি (মালা নিকটে না করিয়া) রোগের জীবাণু পুথরের দ্বারা করিয়া দেয়। কৌশলে বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে অথবা কোন প্রকার সাবাস্তাব করিতে হইবে। এমন কোন সাবাস্তাব করিবে না যাহা দ্বারা বাহিতে কারের খসি হইতে পারে। কারণ, কার গাছকে মিলেজ করিয়া ফেলিলে গাছের রোগ নিবারণ করিবার কবতা করিয়া বাহিবে এবং সংক্রমক রোগের জীবাণুও বৃদ্ধি পাইবে।

(৩) রোগমুক্ত চাষা গাছ সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

(৪) চামাক এবং অন্যান্য কয়েকটা গাছ রোগের পুথুরী বীজতলাতে চলিয়া যায়, তাহার কারণ গাছের গোড়ায় রোগ বহে এবং সেইখানেই উষা মিলেজ হইয়া পড়ে। তাহাতেই গাছ পোড়াইয়া থাকিতে অক্ষম হয়। বীজ বপনের পূর্বে ভিসিতে ভাল মতন শুকনো মালা আগার ইহার একটা উত্তম প্রতিকারোপায়।

(৫) বীজতলাতে যদি চাষা গাছ আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে অল্প বাউন্স কর্মাসিস এক গ্যালন জলে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে চাষা গাছ ও মাটি পিচকারী দ্বারা ছিটাইলে এই রোগ দমন হয়। লজ্যাকালে এই উষার প্রয়োগ করা বিধেয়।

বোঝে: মিক্শার প্রয়োগেও এই রোগ দমন হয়।

[১৭ পৃষ্ঠার হইতে]

ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প কিনে

টাকা জমান



১০০ টাকা ১০০ বছরের
তিন টাকা ১-জানা
উপায় করে

পোষ্ট অফিসে তার আলা, অটি আলা
এবং এক টাকা মূল্যের সেভিং
ষ্ট্যাম্প কিনতে পাওয়া যায় এবং
নিম্নলিখিত একটি কার্ড পাওয়া যায়।
ষ্ট্যাম্প কিনে কার্ডের ওপর ক্রমাগত
লাক্কন। কার্ডে মূল টাকা মূল্যের
ষ্ট্যাম্প জমায়ে পোষ্ট অফিস থেকে
এই কার্ডের মূল্যে একটি মূল টাকা
মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট
পাবেন। এই সার্টিফিকেট আপনাকে
তার টাকা উপায় করতে থাকবে।

আজই সেভিংস কার্ড চেয়ে নিন

বাঙলার সংক্রামক রোগের প্রাচুর্য

চুই সপ্তাহের বিবরণ

গত ৭ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলার বিভিন্ন জেলায় নিম্নলিখিতরূপ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল:—

কলেরার আক্রান্তের সংখ্যা—

২৪-পর্গাণা	৭৪
কলিকাতা	৭৯
মুন্সিগঞ্জ	৭০
যশোর	৮৪
খুলনা	৬৯৬
ফরিদপুর	১১৬
বাখরগঞ্জ	২২৭

কলেরার মৃত্যুর সংখ্যা—

যশোর	৭১
খুলনা	৩৩১
ফরিদপুর	৫৯
বাখরগঞ্জ	১১৫

কলিকাতায় উল্লেখ্য: মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের আক্রমণ হইয়াছিল; প্রুগে আক্রমণের কোনরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

গত ১৪ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলার বিভিন্ন জেলায় নিম্নলিখিতরূপ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল:—

কলেরার আক্রান্তের সংখ্যা—

চাঁওড়া	৬৩
২৪-পর্গাণা	১৯২
যশোর	১০৪
খুলনা	৬৭৬
ফরিদপুর	১২২
বাখরগঞ্জ	২৮৯

কলেরার মৃত্যুর সংখ্যা—

২৪-পর্গাণা	৮৭
যশোর	৬২
খুলনা	৩৫৮
ফরিদপুর	৬৯
বাখরগঞ্জ	১৩৯

কলিকাতায় উল্লেখ্য: কলেরার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল। প্রুগে আক্রমণের কোনরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চাকার গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রদের ব্যায়াম শিক্ষাদান

সংক্ষেপ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা

সম্প্রতি চাকা জেলায় গুরু ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রদের জন্ম একটি সংক্ষিপ্ত শরীর চর্চা বিষয়ক ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আনুমানিক ১২০জন গুরু ট্রেনিং স্কুলের ছাত্র এই ট্রেনিংএ যোগদান করিয়াছিলেন। চাকা জেলায় জুল সবুয়ের ইন্সপেক্টর মি: জে, লাহিড়ী এবং চাকা জেলায় জুল সবুয়ের ইন্সপেক্টর মি: এন, হুসেনের প্রেরণায় এই ট্রেনিং কেন্দ্রে সংগঠন করা হইয়াছিল। পঁচাল্লিশ ঘণ্টা এই শিক্ষাদান কার্য পরিচালিত হইয়াছিল এবং একাধারে পঁচিশ ও কার্যকরী শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল। চাকা জেলার জুল সবুয়ের প্রাক্তন বকসেরী পাবলিক ইন্সট্রাকশনের ডিরেক্টর মি: জে, এন, ঘটগিরি সময়ে শিক্ষার্থী গুরুগণ খেলা-ধুলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শরৎ ডিরেক্টর বাহাদুর এবং বাহাদুর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই ক্রীড়া-কৌতুকের ভূমণী প্রশংসা করেন। চাকা জেলায় ব্যায়াম সম্পর্কিত সংগঠনকারী এই অনুষ্ঠান সংগঠন করিয়াছিলেন। চাকার জেলা জুলে যে সকল শিক্ষক শিক্ষার্থী অবস্থান ছিলেন, তাঁহারা ব্রডচারী মৃত্যু প্রদর্শন করেন।

আব-হাওয়া ও কসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ২৫শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে কোথাও বৃষ্টি হয় নাই। বসন্ত কালের কসল বোনা প্রায় শেষ হইয়াছে। আমন ধান কাটা খুব তাড়াহাড়ি চলিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর বাঙলার কোন কোন অংশ ব্যতীত এই প্রদেশে কসলের অবস্থা মোটামুটি ভালই। বিগত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বীরভূমে বালিকের কাছে ২,৬৯১ জন লোক নিমুক্ত করা হইয়াছিল। পূর্বে সপ্তাহের তুলনায় চাঁউলের মূল্য নতকরা ০.৫৮ ভাগ চড়িয়াছে। বাঙলার বকসলে ঐ সময়ে চাঁউলের যে মূল্য ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

চবিশ-পর্গাণা, ডায়মণ্ড চারবার, বারাকপুর, বাগসত, বসিহাটে সাধারণ চাঁউল চাকার ১৮ আট সের হইতে ১৯১০ সাড়ে নয় সের, নন্দীয়া, কুষ্টিয়া, বেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাসাটে চাকার ১৭১০ সোয়া সাত সের হইতে ১৮ আট সের; মুন্সীগঞ্জ লালবাগ, ভজনগর ও কানীর সংবাদ পাওয়া যায় নাই; যশোর, বিনাইদহ, মাগড়া, নড়াইল ও বনগায়ে চাকার ১৮ আট সের হইতে ১৮১০; খুলনা, সাতকিয়া ও বাগেরহাটে চাকার ১৮ আট সের হইতে ১৮১০ সাড়ে আট সের; বর্ডমান, আসানগোল, কানোয়া ও কাননায় ১৭১০ সাত সের তিন চটাক হইতে ১৮৫০ আট সের বার চটাক; বীরভূম ও রামপুরহাটে চাকার ১৮ আট সের হইতে ১৮১০ আট সের চার চটাক; বাকুড়া ও বিষ্ণুপুর চাকার ১৮ আট সের হইতে ১৮১০ আট সের সাত চটাক; মেদিনীপুর, কাঁচী, তমলুক, বাটাল ও ঝাড়গ্রামে ১৮ আট সের হইতে ১৯ নয় সের; জগলী, শ্রীরামপুর ও আদারবাগে চাকার ১৭১০ সাড়ে সাত সের হইতে ১৮ আট সের; চাঁওড়া ও উলুবেড়িয়ায় চাকার চাকার ১৮ আট সের হইতে ১৮১০ সোয়া আট সের; রাজশাহী, নওগাঁ ও নাটোর চাকার ১৮১০ সাড়ে আট সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ ও বাসুর্হাটে চাকার ১৭১০ সাড়ে সাত সের হইতে ১৯ নয় সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে চাকার ১৮ আট সের; দাখিনিং, কানিয়াং, শিলিগুড়ি ও কলিম্পংএ চাকার ১৭ সাত সের হইতে ১৮ আট সের; রংপুর, নীলকাহারী, কুষ্টিয়া ও গাইবান্ধা চাকার ১৬১০ সোয়া নয় সের হইতে ১৯১০ সাড়ে নয় সের; বগুড়ায় চাকার ১৮১০ আট সের চারি চটাক; পাবনা এবং সিরাজগঞ্জে চাকার ১৮১০ সাড়ে আট সের হইতে ১৯ নয় সের; নালদে চাকার ১৮৫০ পৌনে নয় সের; কুচবিহারে চাকার ১৮৫০ পৌনে নয় সের; চাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জে চাকার ১৭১০ সাড়ে সাত সের হইতে ১৯ সের; বরন-সিংহ, আদারপুর, চাঁচাইল, মেহকোনা ও কিশোরগঞ্জে চাকার ১৭ সাত সের হইতে ১৮১০ সাড়ে আট সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, বালাইপুর, ও গোপালগঞ্জে চাকার ১৭১০ সাড়ে সাত সের হইতে ১৯ নয় সের; বাখরগঞ্জ, নিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বকিণ সাবাজপুরে চাকার ১৭১০ সাড়ে সাত সের হইতে ১৮১০ সাড়ে আট সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে চাকার ১৮১০ সাড়ে আট সের হইতে ১৯১০ সাড়ে নয় সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া ও টাঙ্গুপুর্বে চাকার ১৯ নয় সের হইতে ১০১১০ সাড়ে নয় সের; নওগাঁবালী ও কেন্দীর সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পার্শ্ব ভা চাঁউল চাকার ২০ নয় সের; ত্রিপুরা বাজো চাকার ১৮ আট সের হইতে ১৩১০ সোয়া তের সের।

করেকজন বিশিষ্ট উল্লেখ্যকে উপাধির সমন্বিত প্রদান করিবার নিমিত্ত বাঙলার বহানানা গভর্নর বাহাদুর আগাণী এই কেন্দ্রকারী কলিকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে একটি দরবার আহ্বান করিবেন।

“বেঙ্গল উইকলী”

(দৈনিকী সাপ্তাহিক)

—এক—

“বাঙলার কথায়”

(সাপ্তাহিক সাপ্তাহিক)

বিজ্ঞাপন দিয়া আপনীর ব্যক্তান্তের

প্ৰকাশ লভন করুন।

সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা

৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের রেট ও অন্যান্য বিবরণ অবগত

হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায়

অনুলিপি করুন:—

মুপারিটেক্টেট, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

রবি কসলের রোগ ও তাহার
প্রতিকার

[১১ পৃষ্ঠার শেখাংশ]

করেলিন বেসার্ট বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড কারবোনেটিকেল ওয়ার্কস, ৯৪নং চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতার পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৬০০ করিয়া।

তামাক গাছের গোড়া পঁচা রোগ।—এক প্রকার সালা জাতীয় রোগ তামাক গাছের মাটি সংলগ্ন স্থানে আক্রমণ করে ও ইহার ফলে তামাক গাছ নিজে হইয়া চলিয়া পড়ে।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় গাছের কতক পাতা হেলিয়া পড়ে ও আক্রান্ত স্থানের বাকল আর্দ্র ও বিবর্ণ হয়। এই অবস্থায় ভিতরের গ্রন্থিসমূহও নরম হইয়া যায়। অতঃপর এই রোগ স্থান ক্রমশ: চতুর্দিকে, উপরে ও নীচে বিস্তৃত হয় ও ইহার বাকল বসিয়া পড়িয়া ভিতরের অবস্থার প্রকাশ করিয়া দেয়।

এই রোগ এত তাড়াহাড়ি বর্ধিত হয় যে, ইহার অন্তিম সময়ে কিছু ভানিয়ার পূর্ব্বেই অনেকখানি বিকৃত হইয়া পড়ে।

প্রতিকার বিধি।—(১) জবির স্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি সাবধানতা অবলম্বন করিবে।

(২) গাছ বন করিয়া লাগাইবে না।

(৩) জবির জল নিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

(৪) রোগ গাছ নাই সাবধানে ভূমিমা নষ্ট করিয়া দেবিবে।

(৫) ১ ভাগ কেরলের সহিত ৬০০ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া বহো বহো গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিবে।

তামাক পাতাতে লাগ বহা রোগ।—তামাক পাতায় এক প্রকারের সালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগবিশিষ্ট রোগ দেখা যায়; ইহাকে সার্কাস্পোরা নিকোটিনে বলা হয়। আক্রান্ত স্থানগুলি পরে পাতাতে ছিদ্র রাবিয়া গড়িয়া পড়ে।

প্রতিকার।—আক্রান্ত গাছ হইতে কখনও বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়। বীজভ্রম্মাতে যদি চাকা গাছে এই রোগ দেখা দেয়, তাহা হইলে গাছের উপর যথোক্ত বিকৃত্যর হিটান করিবেন।

আফিকার স্ফাটনে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরূপ সাফল্য

ইটালীয় সেনাদলের শোচনীয় পরাজয়

বাহিনীপত্র পত্র

ইটালীয় বাহিনীর এক এগুডের বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়দের প্রাথমিক প্রতিরোধ সত্ত্বেও বাহিনী রণক্ষেত্রের আরও কয়েকটি পত্র গ্রীষ্ম ইটালীয়দের হস্তস্থান হইয়াছে। এই রণক্ষেত্রে গ্রীষ্ম সঙ্গীত চলি-
রাছিল। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী সোমালিয়ার উপকূলে
সেতাবণ করিয়াছিল এবং ব্রিটিশ বিমানবাহিনী এতিয়া
ও সোমালিয়ার ইটালীয় ভূমিতে হানা দিয়াছিল।

সৈন্যবাহিনীর বেত কোর্টের হইতে প্রকাশিত
এক এগুডের বলা হইয়াছে যে, বাহিনীর পশ্চিম
হাফেরও বেশী ইটালীয় সৈন্যকে ধরা হয়।
যেহা ৯ ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর পত্র পত্র সর্বপ্রকার
বাহিনীতে ধরা হয়। পত্র পত্রের বিরুদ্ধে সঙ্গ
বাহিনী ও সঙ্গ এবং সঙ্গ-সঙ্গের বর্তমানে ব্রিটিশ বাহিনীর
হস্তস্থান হইয়াছে। বাহিনীর ইটালীয় বাহিনীর প্রধান
সুশাসিত সৈন্যের বর্তমানে, অন্য একজন সৈন্যের
ও-আরো চাঞ্চল্য উচ্চতর সৈন্যেরও ধরা হয়।
হইয়াছে। বিধৃত অথবা হস্তস্থান হয় সৈন্যের বহু
৫৫টি লাইট ও ৫টি মিডিয়াম ট্যাঙ্ক হইয়াছে।

ব্রিটিশ বেতার-কেন্দ্র কতিপয়

বিমানক্রমের ক্ষেত্রে সঙ্গের বেতার-কেন্দ্র
কতিপয় হইয়াছে। উহার উপর দুইবার বোমা পড়িত
হইয়াছে। ব্রিটিশ ব্রতকর্মী কপে-রেনের কয়েকজন
কর্মচারী সঙ্গ ও অন্যান্য স্থানে নিহত হইয়াছেন
এবং উহাদের কয়েকজন আহত হইয়াছেন। প্রথম স্তরে
যোগাযোগের যখন সংবাদ বলিতে আরম্ভ করেন তখন
প্রথম বোমাটি পড়ে। উহাতে যোগাযোগের পাঠে কোন
বিঘ্ন হয় না। আর্দ্র সঙ্গও পড়া চলিতে থাকে।
নিহত ব্যক্তিদের বহু কয়েকজন বহিরাগত আছেন।
বিত্তীয় স্তরে অসুস্থতা ও কষ্টের কারণে বিধৃত হয়। একজন
পুলিশম্যান নিহত হয় এবং কয়েকজন আহত হয়। প্রতিটি
আক্রমণ বোমার সর্বোচ্চ বুদ্ধিই সংঘটিত হয় বটে;
কিন্তু বেশী ও বিদেশী সকল কার্যসূচীই অসমর্থভাবে
অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। বিদেশী কার্যসূচী প্রায় ৩০টি
ভাষার বোমার করা হয়। পত্র পত্রের স্তরে ও সঙ্গের
সকলে ইংরেজও কোন বিমান আক্রমণ হয় নাই। বিমান
বিভাগের ইজাহারে বলা হইয়াছে, "সংবাদ দিবার বত
কিছুই নাই।"

ভুক্তের দিকে ব্রিটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

একজন সরকারী ইজাহারে বোমার করা হইয়াছে
যে, ভুক্তের দিকে অগ্রগতি সাক্ষ্য সহকারে চলিতেছে।
স্থান অঙ্গনে সঙ্গের পূর্ব দিকে উল্লেখ্য সৈন্যের
পত্রের উপর আক্রমণ চলিতেছে। কয়েকজন অস্ত্র
কেন্দ্র পরিদর্শন হয় নাই। সঙ্গের সংবাদ প্রকাশ
যে, কর্তৃপক্ষের বহু হইতে আক্রমণ পড়া দিয়াছে যে,
ভুক্তের বহির্ভাগে অবস্থিত ইটালীয় ভূমি-বাহিনীর
সহিত ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েকজন পরবর্তী অস্ত্র একটি সংবাদে প্রকাশ যে,
ভুক্তের অস্ত্র ইটালীয় বিমান বাহিনী একজনকে হইতে
ইটালীয় সৈন্যের পত্র দিয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্যের
বিমান আক্রমণ একজনকে হইতে পত্র ৫০টি বিমান-
পত্রকে ব্রিটিশ সৈন্যের হাত করিয়া দিয়াছে। বিমান
বিভাগের ইজাহারে ইটালীয় বাহিনীর সৈন্যের হইতে
হস্তস্থান করিয়া। ইজাহারে বলা হইয়াছে যে,

পত্র সাক্ষীর বিমানসমূহ ভুক্তের উপর আরও
আক্রমণ চলিতেছে। সঙ্গের বোমারু-বাহিনী এবং পত্রের
সামগ্রিক ভুক্তপূর্ণ স্থানসমূহ বোমা পড়িয়াছে, কিন্তু
সে সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যায় নাই।
ভুক্তের উপরেও সাক্ষীর সহিত আক্রমণ চলান হইয়াছে।
ভুক্তের একজনকে একজন সি আর ৪২য় বিমান ভুক্তিত
করা হইয়াছে, সঙ্গের একজনকে রণবিমানও ধরা হয়।
কয়েকটি সংবাদে জানা দিয়াছে যে দিবার পত্র-
করে স্থানসমূহের উচ্চতর ব্রিটিশ ইটালীয় বিমান
বহু ও পত্র আর্দ্র বিমান ও ১০ হাজার আর্দ্র
সৈন্য সাক্ষীর করা হইয়াছে। এদিকে অস্ত্র একটি
সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ আক্রমণ হইতে পত্র-
সৈন্যের আক্রমণ আক্রমণ দীর্ঘতর সাক্ষীর হইয়াছে।

যেহা ইটালীয় কর্তৃপক্ষের একটি ইজাহারে বলা
হইয়াছে যে, এই কাসুয়া সাক্ষীরে বাহিনীর সর্ব-
সংবাদে ব্রিটিশ পত্র হয়। ইজাহারে আরও বলা
হইয়াছে যে, অনেক সৈন্য নিহত, আহত ও নিরুপ-
হইয়াছে।

আক্রমণের গোলাগুলির কার্যাবলি বিবরণ

প্রকাশ, ব্রিটিশ অস্ত্র-বাহিনীর পূর্ব দিকে ভুক্ত-
পত্র পূর্ব বোমারু-বাহিনীর অবস্থিত পত্র-
নির্মাণের কার্যাবলি ধরা হয়। প্রায় ৮০
জন লোক নিহত হইয়াছে। বোমারু-
বাহিনীর সাক্ষীর সাক্ষীর উচ্চ স্থান হইতে ৬০ হাজার
ব্রিটিশ সৈন্যের উচ্চ স্থান হইতে ৬০ হাজার
ব্রিটিশ সৈন্যের উচ্চ স্থান হইতে ৬০ হাজার
ব্রিটিশ সৈন্যের উচ্চ স্থান হইতে ৬০ হাজার

ভুক্তের পত্র সাক্ষীর

সাক্ষীর হইতে প্রায় সর্ব-
সংবাদে ব্রিটিশ সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর

ব্রিটিশ আক্রমণ ও ইটালীয় সাংঘর্ষিকের সাক্ষীর

ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণ "সাক্ষীর" সাক্ষীর
একজনকে সাক্ষীর সাক্ষীর একটি ইটালীয় সাক্ষীর
ব্রিটিশ সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর

ব্রিটিশ আক্রমণ-ব্রিটিশ পত্র-সাক্ষীর

১৯৪০-এর সঙ্গের সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর

সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর

গ্রীষ্ম বাহিনীর অগ্রগতি

গ্রীষ্ম সৈন্যের কর্তৃক সাক্ষীর সাক্ষীর
ইটালীয় সৈন্যের সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
ইটালীয় সৈন্যের সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
ইটালীয় সৈন্যের সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
ইটালীয় সৈন্যের সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর

[১৪ পত্র-সাক্ষীর]

ভারত সরকারের ব্রিটিশ-সাক্ষীর

বিমানসমূহ সাক্ষীর আক্রমণ

প্রকাশ, এ-পত্র-
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর
সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর সাক্ষীর

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলি

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলি
বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলি
বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলি
বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলি
বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলি

নামদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা

পরীক্ষার জন্য কমিটি নিয়োগ

মার্গ, হেলথ ডিভিটর, জনস্বাস্থ্য কক্ষী ও অন্যান্য সমাজ সেবা কর্মীগণের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনা এবং শিক্ষা প্রণালীর উন্নতিকল্পে একটি পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য বাঙলা সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

সভাপতিমণ্ডল অধিনায়ক এই যে, বর্তমান শিক্ষাদান প্রণালী পরীক্ষা করিয়া জাহাজের শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হইয়াছে:—

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (সভাপতি), বাঙলা সরকারের সার্জন জেনারেল, অস ইন্ডিয়া হাইজিন ও পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, বাঙলায় জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর, ডাক্তারি হাসপাতালের মেট্রন মিস হাচিন্স, বেঙ্গল সার্জি, কার্ভিন্সলের রেজিষ্টার মিস এল সি ব্লক, ডাঃ হুম্বী মোহন দাস, অধ্যাপক মিসর কুমার সরকার এবং প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের মেট্রন মিস কলকিনার।

বাঙলায় জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর এই কমিটির সেক্রেটারী ও সভার আয়োজকরূপে কার্য করিবেন। মাসিকভাবে বীথি রিপোর্ট দাখিল করার জন্য কমিটিকে অনুমোদন করা হইয়াছে।

চলচ্চিত্র সেন্সার বোর্ড

১৯৪১ সালের জন্য সদস্য নিযুক্ত

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বকীর সেন্সার বোর্ডের মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ব্যাটল অন্যান্য ব্যক্তিগণ ১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁহাদের পদে বহাল থাকিবেন:—

(১) কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, প্রেসিডেন্ট (এক অফিসিও), (২) মি: উইলিয়াম কী, (৩) মি: সি, আর্টনার, (৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন-চ্যান্সেলর (এক অফিসিও), (৫) মি: জগন্নাথ কোসে, (৬) মি: এ, কে, চন্দ, (৭) মি: কে, মুকুন্দী, এক-এল-এ, (৮) মি: এস, ডি, মিত্র, (৯) মিসেস কে. ডি, কোয়ার্টার, (১০) বেঙ্গল শাসনু নাথার মাসনু, (১১) প্রেসিডেন্সী ও আসাম ডিট্রেক্টর ১৫ ক্যান্টন, কলিকাতা কোর্ট উইলিয়াম (এক অফিসিও), (১২) বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর, (১৩) কলিকাতা পুলিশ হেড কোয়ার্টারের ডেপুটি কমিশনার (এক অফিসিও)।

বীকুড়া প্রসুতি ও শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান

বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান

বর্তমান বিভাগের কমিশনারের পত্নী মিসেস ট্যা হামলারের সভাপতিত্বে সম্প্রতি বীকুড়া প্রসুতি ও শিশু মঙ্গল কেন্দ্রের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু মঙ্গল কেন্দ্রের সেক্রেটারী রিপোর্ট করে যেখানে হয় যে, প্রথম কনসারেই এখানে কাজ অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে। দ্বিতীয় শিশুরের জন্য বিদ্যালয়ে দুই বিভাগ করা হয়, এবং দ্বিতীয় শিশুরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

বিভাগীয় কমিশনার মি: হামলার প্রসুতি ও শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কাজ ২ পত টাকা টাক দেয়।

যুদ্ধের শেষ সংস্কার

[১৩ পৃষ্ঠার জের]

৮০ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী

যথা-প্রাপ্যে অবস্থিত বর্তমানের সংবাদমাত্রা নিম্নোক্ত ধরন প্রেরণ করিয়াছেন:—

একজন সামরিক মুখপাত্র বলেন যে, গত দুই মাস ৬ প্যালেস্টাইন অভিযানে ব্রিটিশের যে সৈন্য হানি হয়, তা ১৯১৮ সালে সংগ্রামের শেষ মাসে, সেই লড়াইয়ের অবস্থার আধাণীর যে পরিমাণ সৈন্য বন্দী হয়, পশ্চিম ফ্রন্টের দুই এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ইটালীয় জনসৈন্যও অধিক সৈন্য হানি ঘটাইয়াছে।

তুলনামূলক হিসাব দিগে দেখা যায়:—

পশ্চিম ফ্রন্টের সংগ্রামে ইটালীয় সৈন্য হানি:—
বহু সৈন্য হত হওয়া ছাড়া ৮০ হাজার সৈন্য বন্দী হয়।

১৯১৪-১৮ সালে ব্রিটিশ সৈন্যের ৬ প্যালেস্টাইন অভিযানকারী বাহিনীর মোট সৈন্য হানি হয় ৫৪ হাজার। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে বৃত্ত আধাণ বন্দীদের সংখ্যা ৭২ হাজার।

সিসিলী দীপে আধাণ সেনাদল

ওরাণিষ্টনে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কূটনৈতিক মহল মনে করেন, সিসিলী দীপটি এখন আধাণীর করতলগত হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, বহু আধাণ সৈনিক, বৈমানিক ও কিশোর এই দীপে আগমন করিয়াছে। সংবাদে আরও প্রকাশ, ইটালী বহুদিন পর্যন্ত আধাণীর সাহায্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিল; কারণ সাহায্যের বিনিময়ে আধাণী রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছিল। কিন্তু পরিণামে ইটালীকে বাধ্য হইয়া সাহায্যের জন্য আধাণীকে অনুমোদন করিতে হয়। প্রকাশ, ইটালীকে সাহায্যের বিনিময়ে উত্তর ইটালীর ট্রিট প্রদেশটি ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইতিমধ্যেই নাকি বহু আধাণ সৈন্য ট্রিটে আগমন করিয়াছে। আরও প্রকাশ, ট্রিট বন্দরে অনেকগুলি আধাণ বাণিজ্য জাহাজ আনিয়া উপনীত হইয়াছে।

কবি-মন্তীর সঙ্কর

কেন্দ্র পরিদর্শন

কবিমন্ত্রী মানবীর বঙ্গবীর ভবিষ্যৎদিন বা পত ৪টা জামুয়ারী তারিখে কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কৃষক সমিতি, উইডিং ফুল এবং বাঙ্গালার পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানবীর প্রদান করা হয়। বাঙ্গালার দ্বিতীয় পুরস্কার বিতরণী সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার সম্বোধন একটি পাঠের আয়োজন করা হইয়াছিল।

বকীর ব্যবস্থা পরিবর্তন

৩৯ কেন্দ্রকারী অধিবৈদ্য আদিত্য

বাঙলায় বহাৎসাল পতনর আগামী ৩৯ কেন্দ্রকারী (১৯৪১) অপরাধ ৪-১৫ বিশিষ্ট কলিকাতার পরিবর্তন করে বকীর ব্যবস্থা পরিবর্তনের অধিবৈদ্য আদিত্য করিয়াছেন।

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী অপরাধ ২-১৫ বিশিষ্ট সমস্ত কলিকাতা পরিবর্তন করে বকীর ব্যবস্থাপক সভায় (উচ্চ-পরিবর্তন) অধিবৈদ্যও আদিত্য করা হইয়াছে।

বাঙলায় পতনর দ্বিতীয় কলিকাতা সেন্সার দ্বারা নির্ধারিত (১৯৪০) এবং বকীর আদিত্য আদিত্য আদিত্য (১৯৪০) দুইটিতে অনুষ্ঠিত প্রকাশ করিয়াছেন।

কুইন্সলিং শাসনের বিরুদ্ধে বিকোভ

মরগেরের ভাষা কোন্ পথে?

"কিউইন্সলিং শাসনের" ইংল্যান্ডের সংবাদমাত্রা বিশেষ কোমের সাহিত্য বোধ্য করিয়াছেন যে, মরগেরের "কুইন্সলিং শাসনের" বিরুদ্ধে বিকোভ জন-বর্তমান হইয়া উঠিতেছে।

তিনি বলেন যে, ওল্ডো টু এলেক্সেটর ক্রেতাগণের ব্যবসা-বাণিজ্য চুক্তি দাবী ব্যাপারে বর্তমানে কমে ইয়া পাই প্রতীক্ষান দয় যে, মরগেরের অর্থনৈতিক জগৎ দাবী হাডের জীভনক পতন-মেরের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সাহিত্য বোধ্য করিয়াছেন। ইয়া কমে কুইন্সলিংয়ের পক্ষীয় সংবাদমাত্র "কিউ কোক" "সুটো জ্যাক" কামককে দাবী করিয়াছে। উক্ত সংবাদমাত্র আরও জানাইয়াছেন যে "মরগেরের এই বনোভাব জীভ হইয়া উঠিতেছে যে, ওল্ডো মরগেরের ট্রিট। বাসিন্দা হইতে কুইন্সলিংয়ের প্রত্যাশবর্তনের জন্য সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সকলেই এই কথা মনে প্রাণে অনুভব করিতেছে যে, কুইন্সলিংয়ের উপর মরগেরের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। প্রবন্ধ: কুইন্সলিং আধাণ কর্তৃপক্ষ দ্বারা জাহাজ পরীক্ষারীম সময় বহিষ্ঠ করিয়া নিতে পারিবে কিনা, কিনা তিনি অবশ্য জাহাজ আশোলন অপর একটি কৃত্রিম পতন-মেরের দ্বারা বানচুত হইবে কিনা।

বকীর অজ্ঞান নিবারণী সমিতি

বাঙলা সরকার কর্তৃক ১৯২৬, টাকা মন্তর

বাঙলা সরকার বকীর অজ্ঞান নিবারণী সমিতির জন্য ১৯২৬ টাকা সাহায্য মন্তর করিয়াছেন। ১৯৪০-৪১ সালের মধ্যে সমিতি কর্তৃক বাঙলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি সাহায্য চকু চিকিৎসালয় পরিচালিত হইবে। এই সর্বে সরকার সমিতির সাহায্যকরে উল্লিখিত পরিবর্তন টাকা মন্তর করেন।

নিম্নমাবলী

বার্ষিক টাক।—"বাঙলায় কবর" বার্ষিক টাক। ডিন টাকা করিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। অর্ডারের সর্বেই টাক। অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং বৎসরই গ্রাহক হওয়া বাটক না কেন, প্রথম সংখ্যা হই-তেই বর্ষ গণনা করা হইবে। টাকার জন্য কাহাকেও নিকট ডি-পি প্রেরণ করা হইবে না। টাকার টাক, মনি-অর্ডারের "সুপারিশ-মেরের, গভর্ণ-মেরের প্রিন্টিং, আদিত্য, কলিকাতা" এই টিকানার প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কখনো টাক। প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের টিকানা পরিবর্তনভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলায় কবর" প্রকাশের জন্য দীর্ঘা সাহায্য বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক কাগজের এক পৃষ্ঠার পরিবর্তনভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলায় কবর"—সাইটাপ বিল্ডিং, কলিকাতা—টিকানার প্রেরণ করিবেন। অসম্মানীয় রচনা কোন সময়ই কোন্ সেরা হইবে না।

সংস্করণ-প্রেরকেরের জ্ঞাতব্য

বাঙলা প্রেরকের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে-সরকারী লোকের পক্ষ হইতে বহু পত্রাদি আদিত্যের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে এক এইসব পত্রে প্রারম্ভ পত্নী-উপস্থাপন ও দ্বিতীয় বিভাগ করিয়াবর্তীর বিবরণী থাকে। "বাঙলায় কবর" এবং কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় না, বহুবার সভায় মরগের দ্বিতীয় সরকারী কর্তারীকর মন্তর মন্তরিত না থাকে। অতএব অনুমোদন করা হইতেছে যে, কোন্ কোন্ সংবাদ প্রকাশিত সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিবেন না। এইসব কোন বিবরণ পাঠাইতে হইলে সর্বজন-অধিকার, অকৃত্রিম ব্যক্তিগত অকৃত্রিম অধিকারের আদিত্যের পরিবর্তন হইবে; পত্রাদি দ্বিতীয় কোন্ করিয়া এই সব বিবরণী সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ইটালীর চরম দুর্কশা

ক্যাসিটে শাসনের আশ্রয় অবসান

ভূমধ্যসাগরে বুটেনের আধিপত্য পাকপাকিতাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে এবং উত্তর আফ্রিকার কবানী-অধিকৃত ভাসনবুহে ইহার একটা সুকল দেখা দিতে পড়িয়াছে।

বর্তমান সংগ্রামে একটি বড় বড় দিক দিয়াই ইটালী পর্যায়ক্রমে বলা চলে। আলবেনিয়া হইতে বিতাড়িত হইলে প্রচলিত ক্যাসিটে শাসন উক্ত দিক দিয়া সার্বভৌমত্ব দাবি করিতে পারিবে কিনা, উচা বলা নহে। বিন বিন নিষিদ্ধ মার্কাল গ্রাংসিয়ানীর দিক ও বহু-সংখ্যক রাস পাইতেছে। পূর্ব আফ্রিকায় ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনীর অবস্থা আরও শোচনীয়। বোম্বের্গার হাউজিং হইয়া গিয়াছে মনে করা যায়। সমুদ্রে আধিপত্য ব্যতিরেকেও সমুদ্রের পরপারে সংগ্রাম পরিচালনা করা বহিতে পারে মনে করার লক্ষ্য উক্ত শোচনীয় পরিস্থিতির উত্তর হইয়াছে।

ইটালীকে বৌদ্ধিক দিক আত্মাণী সাহায্য করিতে পারিবে না। আত্মাণীর বিরাট স্বত্বাধীন বলাকালের পক্ষে অগ্রসর হইয়া গ্রীস এবং সম্ভবতঃ ভূমধ্য আক্রমণ করিয়া বসিবে; কিন্তু বিগত মহাসমরেই আত্মাণী বেশ টের পাইয়াছে যে, নীতকালে বলাকাল অবস্থা আলা-তোয়া আক্রমণ করা সোজা ব্যাপার নয়। তদুপরি কুণ্ডল সত্ত্ব যুগোশ্লাভিয়া এবং তুর্কীয়া নিশ্চয়ই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে। বুলগেরিয়াও তাহার স্বাক্ষর ভিত্তি দিয়া আত্মাণ সৈন্য চালাইতে হিতে অসম্মত হইতে পারে। যাত্রাভেদের ভয়ানক অসুবিধা, কারণ হাউজিং অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং রেলওয়ে খুব কম। এমন একটি দেশে বিশেষতঃ নীত হইতে "স্ট্রী-ক্রীপ" কার্যকরী হইবে না।

যদি আত্মাণী শেষ পর্যন্ত ইটালীর উচ্চ সাহসে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে গভ মহাসমরে আত্মাণী বিক্র-পক্ষের ন্যায় ইটালীকেও হাটবের আত্মাণীন চইয়া থাকিতে হইবে। অপবপক্ষে বুটেন যদি সাহসী গ্রীক বাহিনীর সাহায্যে ইটালীকে দাবাইয়া রাখিতে পারে তাহা হইলে ইটালীর আর দূর দূর। তেমন অবস্থায় ভূমধ্যসাগর পুরাপুরিতাবে একটি বৃষ্টি হয়ে পরিণত হইবে।

বিমান যুদ্ধে জার্মানীর ক্ষতি

এক বছরের হিসাব

বৃষ্টি বিমান দক্ষতার হইতে ১৯৪০ সালে বিমান সংগ্রামের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই বছরে বৃষ্টি জরী প্লেনসহ ৩,০৯০ খানা নত প্লেন বিদ্যুত করিয়াছে। বুটেনের খোঁজা গিয়াছে ১০৫ খানা প্লেন, কিন্তু ৪০০ জন বৈমানিক রক্ষা পাইয়াছে।

প্লেনসহী কামান, বেলুন ব্যারেজ প্রভৃতিও বিস্তর ক্ষয় প্লেন ধ্বংস করিয়াছে; কলে নতর বোট অভিন্ন পরিবাহণ বীড়াইয়াছে নাড়ি ভিন হালাকেরও উপর। প্লেনসহী কামানগুলি ৪৪৪ খানা নত প্লেন বিদ্যুত করিয়াছে।

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে রাজকীয় বিমানবহর বছরে বেশী বৃষ্টির প্রদর্শন করিয়াছে। আগষ্ট মাসে জার্মানদের ৯৫৭ খানা ও বুটেনের ২৯৭ খানা প্লেন খোঁজা গিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে দুই পক্ষের বৃষ্টির পরিমাণ বহুতর ৯৫৭ ও ৩১৮।

ডিসেম্বর মাসে বিমান যুদ্ধের পরিমাণ অত্যন্ত কম। এই ডিসেম্বর তারিখে কিছু ভ্রমসংক্রান্ত পরিবর্তিত হইয়াছে। এইদিন রাজকীয় বিমান বহর ১২ খানা নত প্লেন বিদ্যুত করিয়াছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনী

রিজার্ভ ট্রেনিং পরিচালনা পরিবর্তিত

বিমান বাহিনীর রিজার্ভ ট্রেনিং পরিচালনা অনুযায়ী যে ৫৮ খানা টাইপার বহ ও বহ বেজর বিমানের অর্ধের মেওজা হইয়াছিল। তাহার অর্ধেক পরিমাণ ভারতে পৌঁছিয়াছে এবং বিভিন্ন ক্লাইট ক্লাবের মধ্যে বন্টিত হইয়াছে বনিয়া জানা গিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, বীনগুয়ান্সা কবিতা বিমান চালামা শিক্ষাশাসনের জন্য প্রথম দলে যে ১৩০ জন প্রাথমিক বনোদিত করিয়াছেন, তাহাদের লইয়া এক বিমানবাহিনী রিজার্ভ ট্রেনিং পরিচালনা প্রবর্তিত হইয়াছে। এই সকল প্রাথমিক বিমানচালনা শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ক্লাইট ক্লাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, আরও প্রাথমিক বনোদন সম্পর্কে নীচুই একটি বোধ্য প্রচারিত হইবে।

পলী উগ্রমানে নোয়াখালীর অগ্রগতি

নানা দিক দিয়া সামান্য সীমিত

নোয়াখালী জেলায় পলী-উগ্রমানের কাজ বিগত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বেশ কলপসু হইয়াছে বনিয়া জানা পাওয়া গিয়াছে। এই সময় পলীবাদিনাম নানা বসন ও পাট কাটার কাজে ব্যাপৃত থাকা সম্বন্ধে জাতি-গঠনকারী জনসংখ্যা অগ্রগতির দিকে চলিয়াছে। এই জেলার বিভিন্ন অংশে ও পলী অঞ্চলে প্রচারকার্যের জন্য বহু সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই সময় সভার বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল এবং স্থানীয় সরকারী কর্মচারীগণ বিশেষভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহমান বহির্জ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। পলী-বাহ্য ও লাভজনক কৃষিকার্য সম্বন্ধে লোকের ধারণা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পলী সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও নুটি ডিকার প্রচলন জনসংখ্যা হইয়া উঠিতেছে। পলীর গাওঁদাটের উন্নতি ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বহুবিধের শিক্ষার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। কেনী হকুমার পরিকল্পিত "পলীসংস্কার ও কচুরীপালা ধূস সংগ্রহ" যথেষ্ট সাফল্যের সচিৎ উদ্যোগিত হইয়াছে। দক্ষিণ সাভায়া ও দক্ষিণ খানাবাদী গ্রামে বহু বহু জনসংখ্যার পরিচালনা উচা ব্যবস্থাপনাযোগী করা হইয়াছে। জেলার নৈন-বিমানের ও পলী-পাঠাগারের অবস্থা পূর্ণরূপে উচ্চ আদর্শে রই হইয়াছে। [প্রেস-বোর্ড]

গো-মহিষাধির বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণ

গত ১৪ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেট সময়কার পূর্ণপালিত পশুদির বাজার দর সম্পর্কে বাজার সরকারের চীফ মার্কেটিং অফিসার নিম্নোক্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন :—

উক্ত সপ্তাহে মোট ৩৩৮টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতার আবদানী করা হয়, তন্মধ্যে ২১৪টি পাজান এবং বাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে ১২২টি মহিষ পাজান হইতে এবং ১০৫টি মহিষ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর বহুতর ৯৮ হইতে ১২৫, এবং ১৪২, হইতে ১৮৫, পর্যন্ত উঠিয়াছিল। প্রত্যাহ গাভী ও মহিষের দুই বহুতর ৬ হইতে ১০ সের এবং ১০ হইতে ১২ সের পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল।

ঢাকা জেলায় শরীর-চর্চার ব্যবস্থা

বুদ্বীপক্ষে ভলিবল প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি বুদ্বীপক্ষে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাচ্যে ঢাকা জুবিলি এসোসিয়েশন একটি ভলিবল খেলা প্রদর্শনের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বহু ছাত্র, প্রধান শিক্ষক এবং শরীর-চর্চা সম্পর্কিত উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। এই ক্রীড়া প্রদর্শন বিশেষ শিক্ষা-মূলক এবং প্রয়োজনীয় বনিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বুদ্বীপক্ষে বহুতর বিভিন্ন ক্লাবের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ব্যাচম-শিক্ষক ও যেক্ট মাইকরণও উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে বুদ্বীপক্ষে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশেষ শ্রম বীকার করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলার শরীরিক শিক্ষা সম্পর্কিত সংগঠনকারী এই ক্রীড়া প্রদর্শনী সংগঠন করিয়াছিলেন।

মালখানগরে সত্ত্ব-ক্রীড়া প্রদর্শন

স্থানীয় বিদ্যালয়ের বারিক খেলাধুলা

মালখানগরে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক খেলাধুলা সম্পর্কে সম্প্রতি সত্ত্ব-ক্রীড়া, ভূমধ্য-সত্ত্ব এবং ওয়াটার-পোলো খেলায় ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

গভারীয়া ওয়াটার পোলো এবং ব্যাচম লমিডি সত্ত্ব-ক্রীড়া, ভূমধ্য-সত্ত্ব এবং ওয়াটার পোলো খেলা প্রদর্শন করিয়াছিল।

কাঁপীপুর্ন ইটালিয়ানের ওয়াটার পোলো ক্লাবও উচ্চ খেলা প্রদর্শন করিয়াছিল। অনুষ্ঠানটি সর্বভাষাভাষে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। মালখানগরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাচ্য এবং মালখানগরের জনসাধারণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রদর্শিত সত্ত্ব খেলাধুলাই খুব উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছিল এবং উচা উচ্চতর শিক্ষামূলক ও প্রয়োজনীয় বনিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

গীসে রতীনের সাহায্য প্রদান

ব্যাপকভাবে সৈন্যগণের সাহা-সরঞ্জাম পেরণ

আলবেনিয়ান পূর্বভেদ প্রচলিত নীত যাত্রাতে গভা করিতে পারে, তৎক্ষণা বুটেন আফ্রিকান গ্রীক সৈন্যের নিষিত যথাসংখ্যা ব্যবস্থা করিতেছে। বিনের হইতে গ্রীসে এট নিষিত ক্রমাগত সাহা-সরঞ্জাম প্রেরিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত বুটেনের কার্যকরী সাহায্য বিমানপোতক্রমে তৎক্ষণাৎ হইবে। বিনের পর দিন রাজকীয় বিমান বাহিনীর বিবৃতি হইতে জানা যায় কিভাবে বৃষ্টি বৈমানিকগণ ক্রমাগত অগ্রাধানে ইটালীর গীয়া প্রদেশ আক্রমণ করিয়া তাহাদের নিরপেক্ষ সমুদ্র ভাগ এবং পতর-সমুদ্রে নিরাপদে রাখিতেছে এবং ব্যাপকভাবে পতরগণের গতিবিধি পরিবেক্ষণ করিতেছে।

এমন যেক্ষণ সময়ক্রমে গ্রীক সৈন্যদের নিষিত সাহায্য প্রেরণ করা হইতেছে, প্রচলিত নীতকালেও গ্রীক সেই একট ভাবেই বানাজপ ভিনিষল প্রেরিত হইবে এবং আশা করা যায় যে ভারী ও বহুতর বৃষ্টি পূর্ণ পরিবাহন করিয়া গ্রীস সৈন্যগণ তাহাদের পল্লবগণকে তৎক্ষণাৎ রাখিতে পারিবে। যথা এনিজ হইতে তত্ববোধে তাহার বাজার বৃট পাঠানো হইয়াছে।

সেই প্রচলিত নীতের সচিৎ বৃষ্টির পল্লব কলন পায়ে দিয়া সৈন্যগণ শরীরকে উত্তপ্ত করিতে পারিবে। দস্তানা, সোয়েটার, ব্যালারজা জেলমেন্ট প্রভৃতিও বৃষ্টির দিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

সেপেক্স ব্যাপারে বহা এনিজার কীটা তার এবং বাসুকা-জরী বহা প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করিয়াছে এবং ইটালীর অতিবাহন সত্ত্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চ ও বিমান-পূর্ণী কামানসহ প্রেরণ করিয়াছে।

ART IN INDUSTRY EXHIBITION

শিল্পে চিত্রকলা প্রদর্শনী

প্রদর্শনীতে উদ্বোধনকরণ বিনোদন করেন যে, ভারতীয় শিল্পের বহুলাংশ বিদেশি মন-সাধারণের নিকট কৃতিত্ব তুলতে ভারতীয় চিত্রকলাই বিশিষ্টরূপে উপযোগী।

ভারতের অধিবাসী সমস্ত চিত্রশিল্পীদের চিত্রাবলী সাধারণে প্রদর্শিত হবে এবং উদ্বোধন "বার্গা শেলা" শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য ৫০০/- পাঁচ টাকার একটি উপহার দেবেন। নিম্নবর্ণিত এবং অন্যান্য বিবরণাদি "বার্গা শেলা" অথবা বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নিকট প্রাপ্য। প্রদর্শনী ছয়টি বিভাগে বিভক্ত। প্রথম পাঁচটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে ২৫০/- টাকা, ১০০/- টাকা ও ৫০/- টাকার উপহার আছে ও ষষ্ঠ (শিশু) বিভাগের জন্য যে-কোন অনুমোদিত চিত্রাঙ্কন শিকলিতে বৃত্তির বন্দোবস্ত আছে।

প্রদর্শনাধীনে আবেদনপত্র ও চিত্রাদি পত্রে স্টেম্প কল-অফ-আর্ট, চৌরঙ্গী, কলিকতা, এই টিকিটার পরমা হতে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পাঠাতে হবে।

প্রদর্শনাধীদের

একটি বিশেষ স্মৃতি

ভারতীয় চিত্রাঙ্কনকে উৎসাহিত করার জন্য ছাত্র-প্রদর্শনাধীদের কোনো বিভাগে কোনো প্রদর্শন্য লালবে না, যদি তাঁদের প্রদর্শনপত্রের সঙ্গে কোনো অনুমোদিত চিত্রাঙ্কন শিকলিতে অধ্যক্ষের স্বাক্ষরোক্তি থাকে যে, প্রদর্শনাধী একজন চিত্রশিল্পীর ছাত্র। অন্যান্য প্রদর্শনাধীদের জন্য মাত্র ১/- টাকা প্রদর্শন্য লালবে হইবে এবং এই মূল্যে একজন ছাত্রাদি পর্যন্ত চিত্র প্রদর্শনের জন্য পাঠাতে পারেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী-৮ই মার্চ

বিভিন্ন বিভাগ ও উপহারদাতাগণের নাম

- ১। প্রাচীরপত্র (আর্টস্টোর)
বি ভাসলন রবার কোং (ইন্ডিয়া) লিঃ
- ২। অক্ষরভূষণ (লেটারিং)
"আনন্দবাজার পত্রিকা"
"হিন্দুস্থান টাইমস্"
- ৩। চাকশির (ডেকোরেশন আর্ট)
বি ইন্ডিয়ান টি ব্যার্টেট এন্ড সানসনস্ কোর্ট
- ৪। কাপড়ের ডিজাইন
(টেক্সটাইল ইজলুটি ডিজাইন)
বি মহানন্দী কটন মিলস্ লিঃ
- ৫। আবার-বচন (প্যাকিং ডিজাইন)
বি বেটোল বক্স কোং অফ ইন্ডিয়া লিঃ
- ৬। শিশু (কুডেনাইল)
বি টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোং লিঃ



বাঙলাব কথা

১০৮ নং

কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪১

[এক আঁক]

সংগ্রাম পরিচালনার স্বাধীনতা সুযোগ- সুবিধা

আটলান্টিক লাইন উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা

[জৈনিক সামরিক সংবাদপত্র লিখিত প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত]

বল-বুদ্ধে আমাদিগকে বিজয়লাভে বিভূষিত করিয়া ১৯৪০ সন আমাদের নিকট হইতে বিহার প্রথম করিয়াছে। পশ্চিম মধ্যপ্রদেশে সংঘটিত যুদ্ধের যে বিবরণ প্রত্যয় প্রকাশিত হইতেছে, উহা আমাদের বিজয়-প্রবন্ধকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

যাত্রা এক সপ্তাহ সোজা প্রাণের বিনিময়ে চলিয়া আসিয়াছে। উহার অধিক আলোচনাই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইহা আমাদের সৈন্যবাহিনী হইতে আতঙ্ক করিয়া অবতন কর্তব্য ও সন্তোষ, নৌ এবং বিমান বিভাগের অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহার সহিত আলবেনিয়ার যুদ্ধ গ্রীক সাক্ষর বিলাহিয়া বিচার করিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, আমাদের সামরিক পরিচালনার উপর ইহা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করিবে এবং কলি আমাদের সমর-নীতিরও সম্বল হইবে।

জার্মানীর একটা বড় বড় তথ্য এই যে, তাহাকে যুদ্ধ শেষে বাইরা যুদ্ধ করিতে হয় না। দুই সপ্তাহ পূর্বে হাউস-অব-কমন্সে প্রধান-মন্ত্রী সের-সম্পর্কে বিবৃতি-ভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধের জন্য উত্তরাঙ্গা অস্ত্রীপের পক্ষে গরু জুলাই এবং আগষ্ট মাসে ইংলও হইতে বিহারে বন্দুক-কামান ও ট্যাঙ্ক পাঠাইতে হইয়াছিল। ইহাকে মহানীতির সংগ্রাম বলা যায়।

হিটলার একটা যুদ্ধের মধ্যস্থত্রে অবস্থিত বলিয়া তিনি বড় সহজে উহার যে কোন অংশে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারেন, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সৈন্য প্রেরণ করা আমাদের পক্ষে ততটা সহজ নহে। ইহা একটা জ্যানিতিক উপাধরণ মাত্র। তুপুটে পাচাত-পূর্ত, সন্তোষ, মধ্যপ্রদেশ ও আবহাওয়ার বৈশাখ্য বিজ্ঞান বাহার সৈন্য পরিচালনার নানা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। উপরোক্ত অবস্থিতির বিষয় 'বাক' দিনেও জুগোল বিদ্যা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্পর্কে সামান্য জানা-পোনা সোক পর্যন্ত ইহা যেন স্টাইলবে উপলব্ধি করিতে পারে যে, হিটলার যত জটিলভিত্তে জার্মানীর যে কোন স্থান হইতে ইটালী এবং সেনে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, উত্তরাঙ্গা অস্ত্রীপের পক্ষে আমরা ততটা আর সহজে বর্কে ইংলও হইতে কিছুই সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিব না। একদা আমাদের যুদ্ধ-কবিতাকে নিকট স্থানে নিকট স্থানে সৈন্য ও বন্দুকের প্রেরণের ব্যবস্থা পূর্ণ হইয়াছিল। ইহা রাবিত্তে হয়—হিটলারকে তাহা করিতে হয় না। আমাদের যুদ্ধ-কবিতাকে তৎ জাতি সমর-নীতির অসাধারণ চেষ্টায় বড় থাকিতে হয় না—কিন্তু অনুমানও করিতে হয়। হিটলারকে পক্ষে উহা আদৌ আবশ্যক নহে।

সঠিক অনুমান আমাদিগকে ইহাই নির্দেশ দিতেছে যে, নিজ সেনা পলায়ন বরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করার কোন মানে হয় না, ইহা বেন আমরা বিশ্বাস না করি। প্রত্যয়ঃ যুদ্ধ অনুমানের তথ্যক কলিকাতার হাত হইতে বন্দুকে আমাদিগকে বিলাতে একটি বিহারি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রাবিত্তেই হইবে। প্রধান-মন্ত্রীও ঠিক ইহাই বলিয়াছেন।

যুদ্ধ-প্রাচ্যে একজন সৈন্যবাহিনীর পদ কষ্ট হওয়ার মত কোন সমালোচনা হয় নাই, অথচ ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইহা এতদূর পশ্চিম অন্ডাতন নিখিত বাট্টটিকে পরিচালনা করে জানিয়া দিতেছে যে, ইউরোপ এবং আফ্রিকার ঘটনাবলী আমাদিগকে চীন সেনা ও প্রশান্ত মহাসাগরে আমাদের সাধের পুতি উপাধীন করিয়া রাবিত্তে পারে নাই। বর্তমানে সামরিক পরিচালনা তাহা হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিঃ—

বৃটিশ সাম্রাজ্য একদে দুইটি গীমানে বিভক্ত হইতে এবং তৃতীয়টি অপেক্ষা আছে। আটলান্টিক গীমানে সে বেশ পশ্চিমালী এবং যুদ্ধবাহী এবং ক্যানাডা হইতে প্রেরিত বন্দুকের পূর্ণ বন্দীবেষ্টিত কাহালগুলি যদি সে আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কল্যাণ আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নিজে উপযোগী হইয়া আক্রমণ করার পক্ষে তাহার ক্ষমতা নাই। তুম্বাঙ্গাঙ্গের বন্দুকের সঙ্গে ইটালীকে পর্যায়ক্রমে করিয়া দিতে পারিবারে বলিয়া মনে হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে, সে ইউরোপ ও আমেরিকার পুতি পুতি-নিবন্ধ পূর্ণ চকুনিবন্ধ তাপানীলের উপর কড়া নজর রাবিত্তে।

জার্মানী একদে সংগ্রাম পরিচালনার পূর্ণ জায়গাতে বড় বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুযোগবি হইয়া আছে। তাহার অকল্পিত ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের এই যুদ্ধ সন ধীপের উপর বাপাইয়া পড়িবার জন্য তত যুদ্ধের অপেক্ষা করিতেছে। উত্তর পক্ষই জানে, ইহার চূড়ান্ত বীমাঙ্গা অন্য কোথাও হইবে না।

যুদ্ধবীর বিমান বাহিনীর উপর প্রাধান্য লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ার জার্মানীকে বাধ্য হইয়া আর একটি পুতি যুদ্ধ সংগ্রামে নিম্ন থাকিতে হইল। তুম্বাঙ্গাঙ্গের অকল্পিত বাহিনীকে ইউরোপের অন্য কোথাও পুতি যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে উপযুক্ত সময় নহে এবং এট অকল্পিত একদে এতদূর পশ্চিম সাভাভ্যের একদা আবশ্যক হইয়া পড়িতে।

আটলান্টিক মহাসাগরের বন্দুকে আমাদের জীবন-ভরী সমস্ত বাহিনী-পদটি যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে সমর-আবহের অনুকূল হইবেই। কারণ উক্ত বাহিনী-পদে

যে বন্দুকের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধপত হইতেছে, উহা দিন দিন আমাদের অনুবাহিনী এক এক করিয়া বৃদ্ধ করিয়া দিবে। অন্য পক্ষে জার্মানী যদি উহা কার্যকরীভাবে নই করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সমর-জয় আরও অনুকূল হইবে। ইহার আরও একটি নিক আছে। যেকোন বড় বড় পরিমাণে সামরিকত্ব ব্যবহার তৈরী করিতে সময় হইবে, সমর-জয় তাহার অনুকূল হইয়া উঠিতে পারে। কলি ও বেলজিয়াম আক্রমণ করিতে জার্মানী বিহার করায়, 'কোডা'র কারখানার ভারী তরঙ্গের ট্যাঙ্ক নির্মাণে তাহার পক্ষে বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং গত যে মাসে সে উহার সাভাভ্যে কলিঙ্গের নবী বাহিনীকে পর্যায়ক্রমে করিয়া দেয়।

সাহা হউক, এ-ব্যাপারে জার্মানীর বড়িগতি, জার্মানীর তৈরী-সমরবাহ প্রভৃতি আরও এমন বড় বিষয় আছে, তাহা এ-কুম প্রবন্ধে আলোচিত হইতে পারে না।

ইহার শেষ কোথায়? জার্মানী কলি মাসের জয় হইতে আসিয়া যেখানে পাইব যে, সুযোগবীর অনুকূল-ক্রমে হউক কিম্বা ইটালীজানদের বিরোধিতা আমাদিগকে করিয়াই হউক জার্মানী ইটালীজানদের পলাতকে প্রতিক্ষেপ প্রদানের জন্য চেষ্টা করিবে। উহার কলিকাতা যাহাই হউক না কেন, জার্মানী বন্দুকে হিটলার আবার নৌ ও বিমান বাহিনী এবং সমর-জয় হইলে সম-বাহিনী পটরা ইংলও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতে পারে। যুদ্ধ-পরিচালনার সমস্যায় এবং বল, নৌ ও বিমান বাহিনীর উপর পড়িবার আদ্য সামন্তপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে আমরা সিকিগু থাকিতে পারি।

কলিকাতা মাসে বড়ী ব্যবস্থা-পরিচালনা, যাহাট সেনা আক্রমণ হইবে বলিয়া জানা দিয়াছে।

পি এণ্ড ও এএ বি-আই-এস-এস কোং লিঃ
(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্তী যা তাহা হইতে যুদ্ধবাহী যে-কোন বন্দে সব জাহাজই থাকিতে পারে এবং বন্দীভি-বিজ্ঞিত প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞিত বাতীতই যাত্রাপথ জাহাজের যাত্রাভ্যাস ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্তন হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও
বৃটিশ যুদ্ধবাহী, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকং এর মধ্যে ডাক, সাহী ও বাপবাহী জাহাজ যাত্রাভ্যাস করিয়া থাকে।
বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

বৃটিশ যুদ্ধবাহী, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্যদেশের তীরবর্তী বন্দুকের মধ্যে জাহাজ যাত্রাভ্যাস করে।

যাত্রীদিগকে অনুভব করা হইতেছে যে, জাহাজ বেশ নিশ্চেষ্ট প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ, বিস্তৃত করেন। বর্তমান পরিচালিত অন্য জাহাজের যাত্রাভ্যাস যথেষ্ট পরিমাণে কলিঙ্গ হইতেছে।

জাহাজ জাহাজ তারিখ সম্পর্কে বন্দুকের তথ্যদি, যাত্রীদিগের জাহাজ পূর্ণ বিবরণ ও মাসের জাহাজ প্রভৃতি অন্ডাত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুনঃ—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এস কোং,
এফ-সি-পি এণ্ড ও এস-এস কোং,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-বি-আই-এস-এস কোং লিঃ।

বিশেষ জরুরী

গতলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সবচেয়ে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমোটর বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রাধিকার বা নির্দেশনোগা বলিয়া বোধিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব পুঙ্খ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৭শে জানুয়ারী—১৯৪১

আক্রমণ, সাহস ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন

একমাত্রকরে পরিচালিত দেশগুলির পক্ষে হইতে অন্য দেশের উপর অভিযানের চালাইবার যে ব্যাপার এতদিন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রকৃতই অসুবিধা দেখা দিয়াছে। জার্মানী ও ইটালী যে একতরফা আক্রমণিক আটম চালাইয়া আসিয়াছে, পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা দ্বারা: রাজনৈতিক চাতিয়ার হিসাবে ইহার গুরুত্ব হ্রাসবর্তী হইতেছে। অনেকক্ষেত্রে কথিত গিয়াছে। বাবসাধার ক্ষমতার এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লুটীয়া নিতাই লুটন লোককে ঠকাইবার সুযোগ পায়। কিন্তু হিটলারের অথবা আকস্মিক ভিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, জার্মানীর এই মাথারী নাক বার্মা অর্থাৎ বা বর্তমানে ইতালী প্রচেষ্টা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ইতালীর প্রচেষ্টা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাদের সকলেই আজ সম্মিলিতভাবে এই অসামান্য বিজয় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রত্যেকটা অপরূপ অনুভবের বিষয় বিদ্যুতভাবে প্রচারিত হওয়ার বেগে অসংখ্য লোকেরাও সতর্ক হইয়া পড়ে, সেজন্য ক্ষেত্রে জনতার মধ্যে হইতে, কাহারও সাহায্য না পাইলে এবং পরোক্ষভাবে জন-সাধারণের সহযোগিতা লাভ না করিলে পরিচালনা পাওয়া পাকা বহনকারের পক্ষেও সম্ভবপর হয় না। যেসব দেশ বিজয় করিয়াছে, তাহার সব দ্বারাই মাথারী বানীর জনগণের শান্তিপ্রিয়তা, নিকরগে মনোভাব প্রভৃতির সুযোগ পূর্ণ-মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অনুষ্ঠিত নিত্য নুতন অসামান্য হারা বিভিন্ন দেশের জনগণ আরো বেশী করিয়া সতর্ক হইতে পারিয়াছে। কারণ যেসব দেশকে আক্রমণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে আন-বন্ধার জন্য প্রস্তুত হইতে খুব কম সময়ই দেওয়া হইয়াছিল।

ক্যানিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রীস বেঙ্গল পুত্রতার সহিত লড়ারমান হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝা গিয়াছে যে, মাথারী অসামান্য বিভিন্ন দেশের জনগণ যে পূর্ণ হইতে সতর্ক হইতে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা স্বাধীন হয় নাই। আমেরিকারও বেঙ্গল সম্মিলিতভাবে আনবন্ধার আহ্বান আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিয়াও বুঝা গিয়াছে যে, ইউরোপীয় ডিক্টেটরদের পক্ষে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়ার কল্পনা প্রকৃতপক্ষে অপূরণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ-সময়ে সত্যই বলিয়াছেন:— "ডিক্টেটরগণ যখন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন তাহারা যুদ্ধের কোন সমস্ত উপলক্ষের জন্য মোটেই অপেক্ষা করিবে না। কারণ, নব্বুয়ে, ভেনসার্ক বা হ্যাগের ব্যাপারে যুদ্ধ বাধাইবার বড় উপলক্ষের জন্য তাহারা আপোঁ অপেক্ষা করে নাই।"

যুদ্ধ বাধাইবার বড় হুঁতা ব্যাপারে বহিরা অতি অসামান্যই সতর্ক করা হইতে পারে। নব্বুয়ে ও হ্যাগের বন্ধনের সময় বেঙ্গলভায়ে "বুটিন অসামান্যের" হুঁতা আক্রমণের চেষ্টা মাথারী পাইয়াছিল, আনবন্ধারও যোবা বর্ধনের পর এরূপ কথারই পুনরুক্তি আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই বুঝা যায়— "আমাদের" নুতন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চেষ্টা পাওয়া চাইতেছে। বিশেষ অপর প্রাণ্ডে ভারতের নিকটবর্তী দ্বানে ইন্দোচীন ও থাইল্যান্ডের মধ্যে যে সংগ্রাম বাধিয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। গ্রীক ও বুটিন কামানের বিজয়-পর্জনের প্রত্যক্ষ স্বরূপ ইউরোপ-খণ্ডেও যুদ্ধের বদমায়ে নুতনতর পরিচিতি দৃষ্ট হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে।

আক্রমণ, সাহস ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা যারাই হোক সকল অসুস্থতানিত বিপদের সমুখীন হওয়া সম্ভবপর।

আক্রমণ রণক্ষেত্রে জয়যাত্রা

বিগত ৪৪১ জানুয়ারী অপরূপে বারমিরা পূর্ণ বিজয় হইতে আক্রমণ রণক্ষেত্রে বুটিন-বাহিনীর যে বিজয় অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই লক্ষ্য করিবার মত। কিছুদিন পূর্বে যোম হইতে প্রচারিত বেতার-বার্তায় এই বারমিরা পূর্ণকে ক্যানিষ্ট সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রক্ষণ-বাটী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু মাত্র ৩৬ ঘণ্টা কাল আক্রমণ চালাইয়া বুটিন বাহিনী-বাহিনী অষ্ট্রেলিয়ান পদাতিক বাহিনীর সহযোগিতায় এই পূর্ণটি দখল করিতে সমর্থ হয়। অবশ্য এই সুসংঘর্ষ আক্রমণ চালানোর পূর্বে কয়েক দিন বহিরা বিমান হইতে যোবা বর্ধন করা হইয়াছিল। ইটালিয়ান বাহিনী অবশ্য খুব দীর্ঘস্থায়ী সহিতই লড়াইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সেনাপতি জেনারেল বার্গেন্সলী তাঁহার অধীনস্থ বাহিনীকে বিপদের মুখে রাখিয়া দুইদিন পূর্বেই গোপনে পলায়ন করিয়াছিলেন।

বিগত ১ই ডিসেম্বরের পর হইতে মাথারী গ্রাফিয়ারীকে কম-পক্ষে একলক্ষ সৈন্য হারাউতে হইয়াছে (২৪,০০০ নিহত এবং ৭০,০০০ বন্দী)। পক্ষান্তরে বারমিরা বিজয়ে বুটিন পক্ষের ৬০০ পতনও কম সৈন্য নষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধ সরঞ্জামের দিক দিয়া ইটালীয়দের ক্ষতি এত বিরাট যে, এ-পর্যন্তও তাহার সঠিক হিসাব করা সম্ভবপর হয় নাই; কিন্তু একমাত্র আন-আদের বিমান-কাটিতেই ৪০ বানা কতিপয় বিমান পরিচালক অবশ্যই পাওয়া গিয়াছে, এই ব্যাপার হইতেই বুঝা যায় যে পক্ষে রণ-সজ্জার দিক দিয়া ইটালীয়দের ক্ষতি কতটা হইয়াছে।

বারমিরা এই বিজয়ের পর জেনারেল ওয়াডেলের বিজয়ী বাহিনী আরো অগ্রসর হইয়াছে। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, বিজয়ী বুটিন বাহিনী লিবিয়ার অন্তর্গত সুদক্ষিত তরু বন্দরের নিকটে গিয়া পৌছিয়াছে এবং ফলে এই বন্দরটির সহিত ফল ও জলপথে উত্তর দিক দিয়াই ইটালীর নতুন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন হইয়া গিয়াছে। আকাশ-পথে বিজয় বিবেচনা করিতে গেলেও কল্পা চলে যে, তরুকের পার্শ্ববর্তী আনুগুণ্ডি ও আন-আদের বিমান-কাটিত বাজকীর বিমান বাহিনীর আক্রমণে পরিচালক হওয়ার অবস্থা হ্রাসবর্তী অতি পোচনার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে সত্বর ও বিমান উত্তর দিক হইতেই তরুকের উপর যোবা ও পোচনা বর্ধন করা হইতেছে এবং সমগ্র জগত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে যে, ক্যানিষ্ট সাম্রাজ্যের এই দ্বিতীয় প্রবান পূর্ণের পতন হইতে কতদিন লাগে।

আক্রমণ রণক্ষেত্রে অন্য কোথাও যুদ্ধ-পরিচিতিতে কোন প্রকার পরিবর্তনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আফ্রিকায় হইতে বিশেষ সংবাদ পাওয়া হইতেছে না; কিন্তু বুটিন বিমান-বাহিনীর অবিরত যোবা বর্ধনের ফলে

ইটালীর পালনের বিরুদ্ধে আফ্রিকায় উপকণ্ঠের বিরুদ্ধে যে আরো বর্ধিত হইবে, তাহা না খসিলেও চলে। আফ্রিকায় ইটালীর সৈন্যের সংখ্যা অনেক। কিন্তু ক্যানিষ্ট বর্তমান-বিজয়ী স্বাক্ষর-পরিচালকের সত্যন "আওটার ডিক্ট" এই নব-বিকৃত দেশে স্বাক্ষর-প্রতিদ্বি-ক্ষেপে বর্তমানে কাজ করিতেছেন, সুসামান্যের জন্য এই ব্যাপার শেষ পর্যন্ত হ্রাসত খুব সুবিধাজনক লাগু হইতে পারে।

বুটিন বিমানের কৃতিত্ব

জার্মানীর অসামান্য সুদক্ষিত নব্বুয়ে বেঙ্গল বন্দরে সম্প্রতি এক বহনীতে বুটিন বিমান বাহিনী বিরাট দলকলের সঙ্গে আক্রমণ পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে। বিমান-বিপুলী কামানের অবিরত পর্জন এবং জার্মান যুদ্ধ-বিমানগুলির প্রাণপণ চেষ্টা স্বতন্ত্র এই আক্রমণে বুটিন বিমানগুলির একটিও কতিপয় হয় নাই। পরদিন বহনীতেও আর একদল বুটিন বিমান প্রবেশে অভিযান করিয়া আরো কতকগুলি যোবা কেলিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে।

পরদিন জার্মান বেতারে যে সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহাতেও বেঙ্গলের এই আক্রমণের বিষয় অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় নাই। মাথারী পরিচালিত প্যারিস বেডিও হইতে সেদিন এক বোধনায় বলা হয়:— "বার্মিন হইতে প্রচারিত সাময়িক বিজ্ঞপ্তি অতি সংক্ষিপ্ত ও হতাশা-ব্যতক। বেঙ্গলের উপর উপর্যুপরি যে দুইবার বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে জার্মানীর বিরাট ক্ষতি হইয়াছে। অনেকগুলি বড় বড় কারখানার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং দুইদিন যাক্ত আগুন অনিভেতে। ৬০০ লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।"—অনিভত মিথ্যা প্রচারই সাধারণ কাজ, জার্মান প্রচার-বিভাগের সেই প্রচাতিতামা নাক ডা: গোয়েবল্‌স্‌ও যে বেঙ্গলের আক্রমণ সম্পর্কে সত্য বীকার না করিয়া পারেন নাই, তাহা হইতেই বুঝা যায়—বুটিন বিমান-বিভাগ জার্মানীর কতটা ক্ষতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্যারিস বেডিওর এই সাধনা যেদিন রাতে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই রাতেই বুটিন বিমানসমূহ পুনরায় বেঙ্গলের উপর হানা দেয় এবং তীব্রভাবে যোবা বর্ধন করে। এই আক্রমণ ৩ ঘণ্টাকাল বহিরা চলিয়াছিল এবং ৫০ আয়নার তীব্রভাবে আগুন অনিতে দেখা গিয়াছিল। মাত্র এক মাইল দূরের মধ্যেই ২০টি বড় বড় বন্দরের অগ্নিকাণ্ড লক্ষ্যচিত হইয়াছিল এবং আকাশ-বন্দল বিস্ফোরণ ও তীব্র ধূমে সমাজস্থ হইয়া গিয়াছিল, ইহা হইতেই উপলব্ধি করা যায় যে, এই আক্রমণ কতটা তীব্রতর হইয়াছিল।

ভারতের ব্যারিটরী পরীক্ষা

১২ই মে পুন্যতে পরীক্ষা আরম্ভের সিদ্ধান্ত

১৯৪১ সনে লন্ডনে ও ভারতে একই সময়ে ব্যারিটরী পরীক্ষা প্রচল করা হইবে বলিয়া আইন-শিকার কান্টিনিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতের প্রধান-বিচারপতিকে এই কথা বোধনা করার জন্য কলকাতা প্রদান করিয়াছেন। যে সমস্ত ছাত্র নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন কিন্তু যুদ্ধের জন্য লন্ডনে গমন করিতে পারিতেছেন না, তাহাদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে।

আগামী ১২ই মে হইতে পুন্যতে ব্যারিটরী পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। যে সমস্ত ছাত্র পরীক্ষা নিতে ইচ্ছুক, তাহাদের অবসতির জন্য বীহুই একটি নুতন বোধনা প্রকাশিত হইবে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব ও অর্থ-সচিব

ময়মনসিংহ জেলার সচিব

সম্প্রতি বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব বাজা স্যার জাকিয়াহুদা মহম্মদসিংহের কেন্দ্রীয় কালীবাড়ী নারক দ্বারা পত্র প্রেরণ করা প্রায় ১২ হাজার লোকের এক জন-কর্তার বক্তৃতা দান করেন। তিনি সকলকে সরকারের বুদ্ধিগুণের সাহায্য করিতে উপদেশ প্রদান করেন। অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ এইচ. এল. সোহরাওয়ার্দীও সভার বক্তৃতা করেন।

স্বরাষ্ট্র-সচিব তাঁহার বক্তৃতায় সরকারের পাঁচটি নিয়মণ কীভাবে সম্পন্ন করিয়া বলেন, ইহার ফলে প্রয়োজন-সম্পূর্ণ পাঁচটি হইবে এবং তাহাতে চাষীরা লাভবান হইতে পারিবে। কোন কোন অঙ্গন হইতে পুচার করা হইতেছে যে, পাঁচটি নিয়মণ আইন কেবলমাত্র করিয়া থাকিবে উপর প্রয়োগ করা হইবে এবং বনী চাষীরা উহা হইতে বেহাই পাইবে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। বনী-সহিত নিম্নলিখিত সকলকে এই আইনের আওতায় আনিবার জন্য স্থানীয় কর্মচারীগণকে কড়া আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। বুদ্ধ পুচেরা সম্পর্কে তিনি বলেন, শাসনাত্মিক বা অন্য সকল প্রকারের উন্নতি নির্ভর করিতেছে বৃষ্টির বৃদ্ধি অথবা উপর। কারণ বৃষ্টি সরকার স্বাধীনতাযুক্ত গণতন্ত্র স্বাক্ষর করা বৃদ্ধি বোগলান করিয়াছেন। পাঁচটি নিয়মণ লব্ধে স্থানীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দী স্বরাষ্ট্র-সচিবকে সন্মান করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। দেশ ও বিদেশে যে পরিমাণ পাটের প্রয়োজন, তিনি তাহার উল্লেখ করতঃ বুঝাইয়া দেন যে, কেন পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইতেছে। তিনি বলেন এই আইনের ফলে চাষীদের ব্যক্তিগত অসুবিধা হইতে পারে সত্য, কিন্তু কৃষকদের বৃদ্ধির স্বার্থেই জমা সামান্য ক্ষতি স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া আবশ্যিক। তিনি আশা করেন কৃষকগণ এই সামান্য অসুবিধার জন্য সরকারের কার্যে বিরক্ত হইবে না। বর্তমানে তাহাঙ্গণকে যে সামান্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, দুই এক বৎসরের মধ্যেই তাহা লুপ্ত হইবে।

বুদ্ধ অর্থের ফলে চাষীরা কতটা লাভবান হইবে, তাহার উল্লেখ করিয়াও মিঃ সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, বুদ্ধের পরে শক্তির ফলেও বরন পাট চালান দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাইবে, তখন নিশ্চয়ই পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের পত্রের অপর এক সভারও বক্তৃতা দান করেন।

পত ১৫ই জানুয়ারী ময়মনসিংহের চেচুয়া নারক দ্বারা ১০ হাজার লোকের এক সভায় স্বরাষ্ট্র-সচিব মহোদয়ের পাঁচটি নিয়মণ সম্পর্কে এক সুশীর্ষ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ময়মনসিংহ জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান বান সাহেব জুলফকারি, সচিব মহম্মদা মাজিউট মিঃ বি. সি. চাট্টাচারী ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাশ্রম পক্ষ হইতে মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে কয়েকশালা মানপত্র প্রদান করা হয়।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন চাষীদের উন্নতির জন্য পাঁচটি নিয়মণ আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে। তিনি বলেন এই আইন সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে এবং যদি কেহ উহা লঙ্ঘন করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় সীমিতমূলক করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। কৃষির সহিত শিল্পোন্নতির জন্য চিন্তা অব্যাহত রাখা যে প্রয়োজন

[পরবর্তী কালের নিম্নে হইবে]

আগামী আদমশুমারী ও জনগণের কর্তব্য

সকল সম্প্রদায়ের নিকট মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর আবেদন

বাংলায় প্রথমবার মাননীয় মিঃ জহুরুল হক নিম্ন-লিখিত বিবৃতি দান করিয়াছেন :—

"আগামী আদমশুমারীর প্রাক্কালে আমি বাংলায় সকল সম্প্রদায়কে সজ্জিত হইয়া আদমশুমারীর কার্যকে সাফল্যবশিত ও পুঙ্খ-জন-সংখ্যার নির্ভুল গণনা সম্পাদনের জন্য সনির্বৃত্ত অনুরোধ জানাইতেছি। বিভিন্ন ধর্ম-বিশিষ্ট জন কৃষক অভিযোগ ও প্রত্যাভিযোগ সংগ্রহ উপস্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় সেই সকল বিষয় উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। লোক-গণনা কার্যে বাস্তবতা বর্ণনাত্মক সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, সেই উদ্দেশ্যে সহযোগিতা ও ঐক্য স্থাপনের জন্যই আমার এই আবেদন। সভ্যকে অবিকৃত অবস্থায় প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হওয়াই আমাদের উচিত—আমাদের কার্যনা-অনুযায়ী যেন তাহার হাস্যবুদ্ধি করিতে না যায়। আমি আশা করি, নগর, নগর ও পল্লী-অঞ্চলের জন-নেতৃগণ তাহাদের বক্তৃতা ও অনুবর্তীগণকে জন-সংখ্যার সঠিক গণনার গুরুত্ব বুঝাইয়া দিবেন। কারণ গণনা কার্য সঠিক না হইলে আদমশুমারীর কোন মূল্য থাকে না। যে মনোভাব লইয়া আমি এই আবেদন জানাইতেছি, সেই মনোভাব লইয়াই আমার এ আবেদন গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করি।"

লর্ড হ্যালিকার ও বিলার ষ্টেশন-মাষ্টার

ভূতপূর্ব বড়লাটের স্মৃতি-কাহিনী

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড হ্যালিকার সম্প্রতি বৃহত্তর ট্রিটন বালুত নিযুক্ত হইয়াছেন। "লিটলিং" নামের দ্বারা পত ১০ই তারিখে তিনি সম্মানিত অতিথি হিসাবে সম্বোধিত হন। সেই সভায় তিনি একটি কথন দান করেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের বড়লাটরূপে তাঁহার কার্যকাল শেষ হইলে দ্বিতীয় পরিভ্রমণকালে তিনি বরন পাড়ীতে উঠিতেছিলেন তখন ষ্টেশন মাষ্টারকে স্তবধার করা তিনি বনাবাক জানান। তাহার উত্তরে ষ্টেশন মাষ্টারটি জনাব জিজ্ঞাসিলেন : "আমি আপনাকে জমা এমন কিছুই করি না যে আপনার জন্য অন্যায় হইতে পারে। আপনাকে বিলার স্তবধার জানাইতে পারাটা একটা বিশেষ আনন্দের বিষয়।"

"লিটলিং"সের উদ্দেশ্য করিয়া লর্ড হ্যালিকার বলেন : "আমার সন্দেহ নাই যে, আপনারাও আমাকে অসম্মান ভেদেভাঙ্গা সজ্জিত বিদায় দান করিবেন।"

লর্ড হ্যালিকার লর্ড উইলিংডনের পূর্ণে ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন; তখন তার নাম ছিল লর্ড আরটন।

[১ম কালের শেষ]

করিয়াছেন, তাহার উত্তরে তিনি বলেন যে, কলিকাতায় নিবাসি গিয়া স্বাধীনতার জন্য সামান্য সমস্যার সত্তিতে ঐ বিষয়ে তিনি আলোচনা করিবেন।

মাননীয় বাজা স্যার জাকিয়াহুদা ও মাননীয় মিঃ এইচ. এল. সোহরাওয়ার্দী তৈরবে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের ১১শে মার্চের সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বহু সভ্য লোক স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সেরিবার জন্য ও তাহাদের উপদেশ প্রদান করার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আমেরিকার নাংসী চর

বিচারে দুই বৎসর কারাবাদ

"ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার নিউইয়র্ক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, চার্লস (পাগুপোটি) নামক প্রবন্ধকার জমা পত ১০ই জানুয়ারী মার্চ ১৯ গোয়েরিং-এর জমিক অনুচর নিউইয়র্কের এক আদালত কর্তৃক ২ বৎসরের কারাবাদ ও ৫০০ পাউন্ড অধিমান্য দণ্ডিত হইয়াছে।

আমেরিকার নাম উপাধি নামক দাতার। দাতারগণের বরন আটানু, বাবার চাক, নবীর বক্তৃতা এবং লোক-পরিচয় অত্যন্ত পরিপাটি। সে স্বীকার করিয়াছে যে, নাংসী বহুসংখ্যক হইয়া কাটাশী হইতে বহু অর্থ আনিয়া সে বিভিন্ন দেশের ব্যাংক জমা রাখিত। ঐ অর্থ ঐ সকল দেশে নাংসীসের প্রচার কার্যে এবং চরচর গৃহীত ও নাংসী কর্মচারীদের নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রকাশ পায়।

বৃহত্তর সরকারী বিভাগের সংবাদ প্রকাশ্যে, দাতারগণ সে, সাক্ষী, গোয়েরিং, গোয়েরিং প্রভৃতি বহু বহু নাংসী চরদের বহু।

এ-পাঠ্য আশীর্বাদ করুক যে সকল দেশে আক্রমণ হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই নাংসী অভিযানের ঠিক আবিষ্কৃত পূর্ণ দাতারগণকে দেখা গিয়াছে। ১৯৩৮ সালে যখন নিউইয়র্ক চুক্তি সম্পাদিত হয়, তখন নিউইয়র্ক সে উপস্থিত ছিল।

মহাজন আইন সম্বন্ধে বিশেষ জামিনে হইলে

বায় বাবাসু হার্মিনীমোহন ঘোষ, বি. সি. এল.
(Director, Debt Conciliation, Western Circle, Bengal)

কৃত

বঙ্গীয় মহাজন আইন

এই পুস্তক সম্বন্ধে পত্র-সম্বোধিত প্রকাশিত "বাংলায় বঙ্গীয়" প্রকাশিত পাঠ্যকল।

এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ মূল্য বহুদে বিলম্বিত করুক লিখিত। পুস্তকখানি সম্বন্ধে মূল্য হিসাব-নিকাশ করিতে হইবে, নিম্নলিখিত সম্প্রতি কি অবস্থায় উভয় কল হইতে পারে, আবার কি কি অবস্থায় এই আইন বাটবে না তাহা বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে (১) এই আইন আবেদন মূল্য করিয়া যে হিসাব ও স্মরণ করিতে হইবে তাহার চূড়ান্ত আদায় দেওয়া আছে। ইহা জাতি স্মরণ্য অসম্ভব। ইহা জমা কোম পুস্তকে পাঠ্যকল। (২) নিম্নলিখিত ও তৎসঙ্গে যে সমস্ত কারণে লব্ধতা ও হিসাব করিতে হইবে তাহা দেওয়া হইয়াছে। (৩) এই আইন জন-সামান্য বোর্ডের কার্যে কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা বিস্তারিতভাবে বিশদিত বর্ণনা হইয়াছে। (৪) বিশেষ পরিমাণে বাই খালসী ভণের হিসাব, স্থানীয় বিচার কি অবস্থায় কতদিন মধ্যে চলিবে, জমাদানের কর্তৃক বিভিন্ন ইত্যাদি বিষয়ে চাষী-বাহক আইনের যে মূল্য নিয়মাবলী ও কারণ অর্থ করেকদিন হইল গোয়েরিং প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আটবারী জন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (৫) মহাজন আইন ও সংশ্লিষ্ট চাষী-বাহক আইন আমলে আসা সম্পর্কে অধ্যাপক প্রকাশিত অধ্যাপকীর সমস্ত বিজ্ঞাপন ও তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষ প্রস্তাব :—গীতিকা টাইপুর্নে এই বই কিনিয়া-ডেম স্ত্রীতঃ প্রিন্সতঃ ডাকপত্র, রেজিষ্টারী ফিস্ ইত্যাদি বাবদ পাঠ্যকল পাঠাইলে স্বতন্ত্র অবশিষ্ট আদায় রেজিষ্টারী বোর্ডে পাঠ্যকল। অন্যথায় কেবল প্রিন্স পাঠাইলে তাহা স্ত্রীতঃ লাইসেন্স খোদাই পাঠ্যকল।

১৫০ পৃষ্ঠার বহিঃ মূল্য মাত্র এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :

ঐশ্বর্যশীলকুমার ঘোষ,

১৯শে জানুয়ারী পত ১০, কালীপত্র, কলিকাতা।

কয়েদীদিগকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা

বাঙলার জেল-সমূহের ১৯৩৯ সালের বিবরণী

বাঙলার জেলসমূহের পরিচালনায় ১৯৩৯ সালের বিপোর্টে বলা হইয়াছে,—যদিও প্রাপ্তবয়স্ক কয়েদীদিগকে শিক্ষাদানের ব্যাপক পরিকল্পনা প্রবর্তনের বিষয় এখনও পরীক্ষাধীন, তথাপি আলোচ্য বৎসর কয়েদীদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য টাকা ও রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে দুইজন করিয়া এবং মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ইতিপূর্বেই বেতনভোগী শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। জেল জুলাসমূহের অবস্থা আগাগোড়া বেশ সন্তোষজনক।

অন্যান্য জেলেও এই পরিকল্পনা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। কোন কোন ডিটাইল জেলে কাজ চালাইবার উপযুক্ত একটি পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছে। কুমিল্লা জেলে এক বড়শা স্থানে অপ্রাপ্তবয়স্ক কয়েদীদিগকে নিয়মিত পড়ানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তথ্য প্রাপ্ত-বয়স্ক কয়েদীদের জন্য একটি নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক।

“ক” শ্রেণীর কয়েদীদের জন্য বগুড়া জেলে একটি নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল। কয়েদীগণ শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করে যে, “ব” শ্রেণীর কতিপয় কলীকেও শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। সিউড়ী, বঙ্গুড় ও বীরভূম জেলেও উপযুক্ত কলীদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঘরের ভিতরে বেলিবার উপযোগী যে সমস্ত খেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, জুলাসমূহ আলোচ্য বৎসরেও চলতি ছিল।

আলোচ্য বৎসরের প্রথমে জেলসমূহে ১৪,৭৭৮ জন পুরুষ ও ১৫০ নারী কয়েদী ছিল। ১৯৩৮ সালে পুরুষ ও নারী কয়েদীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৪,৩২৩ এবং ১২৯ ছিল। আগাগোড়া হইতে সরাসরিপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারী কয়েদীদের সংখ্যা আলোচ্য বৎসর যথাক্রমে ২৪, ২৩৩ এবং ৬০৬ ছিল এবং পুরুষ বৎসর যথাক্রমে ৩২, ৫০০ এবং ৫৫৯ ছিল।

আলোচ্য বৎসর মোট ৫৪,৬৫০ জন কয়েদী মুক্তিলাভ করে, তন্মধ্যে আদালত ৫১৫ জন, বগুড়াগ শেষ হওয়ার ২৫,৮৭২ জন, বগুড়ওকৃষ্ণবিরি আদালতী ৭,৫৬৪ জন এবং গভর্ণমেন্টের আদেশে ৪১৯ জন মুক্তিলাভ করে। ২২৩ জনকে বীপাত্রে এবং ১০ জনকে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার হাসপাতালে পাঠান হয়। আলোচ্য বৎসরে যে সমস্ত কয়েদী পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন পুনরায় ধৃত হয় নাই। ৪ জন কয়েদীর কালী হইয়াছে এবং ১৭৩ জন মৃত্যুবরণে পতিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১২,৭৯৯ জন কয়েদীকে অন্যান্য জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যে ২২৩ জন কলীকে পোর্ট ট্রেজারে (বীপাত্রে) পাঠান হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯০ জন বাঙলার, ৩১ জন আসামের এবং ১৭২ জন পাঞ্জাবের লোক। বাঙলার ৯০ জন কয়েদী বেচারা আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ২৯ জন সাধারণ কয়েদীকে আপনাদের হইতে ফিরিয়া আনা হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে মাত্র ২ জন বাঙলার লোক। আলোচ্য বর্ষে কোন বিপুলী কলীকে আপনাদের পাঠান হয় নাই এবং তথা হইতে আনা হয় নাই।

আলোচ্য বৎসরের প্রথমে জেলসমূহে ২৩৯ জন বিপুলী কলী ছিল; বৎসরের শেষে তাহাদের সংখ্যা ৮০ ছিল।

আলোচ্য বৎসরে কোন জেলে রাজকলী (৫৫৫ প্রিজনার) কিংবা বিনাবিচারে আবদ্ধ কোন কলী ছিল না।

আলোচ্য বৎসর মোট ৬০৬ জন নারী কয়েদী জেলে আনিয়াছে। ১৯৩৮ সালে ৫৫৮ জন আনিয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরের প্রথমে ১১ জন সেওয়ারী কয়েদী ছিল সবসং বৎসরে ১২৯ জন (১২৮ জন পুরুষ, ১ জন নারী) খালাস পায় এবং বৎসরের শেষে ৫ জন থাকে।

বাকুড়া বোরস্টাল জুলের কাজ অতিশয় সন্তোষজনক। তথ্য আলোচ্য বৎসর ২৪৮ জন এবং ১৯৩৮ সালে ২৬৩ জন বাসক ছিল।

আলোচ্য বৎসর নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ কার্যে পরিণত হয়:—

কয়েদীদিগকে ঘানি টানার নিয়োগের সঙ্কোচ সাধন। বেতনভোগী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া প্রেসিডেন্সী জেলে এবং মেদিনীপুর ডাকা ও রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে কয়েদীদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা।

বিভিন্ন বর্গাবলীর পুরুষ-নারী কয়েদীদিগকে নীতি শিক্ষা দিবার জন্য জেলে অবৈতনিক শিক্ষক ও শিক্ষিকী নিয়োগ।

এক জেল হইতে অন্য জেলে স্থানান্তরিত হওয়ার সময়ে আত্মীয়স্বজনের নিকট চিঠি লিখিবার সুবিধালাভ।

যে সমস্ত কয়েদী ক্রমাগত তিন বৎসর কোন অপরাধ করে না, তাহাদিগকে ৬০ দিন পর্যন্ত বণ্ড বণ্ডকুক করা।

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বৎসরে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়।

সেন্ট্রাল ও ডিটাইল জেলসমূহের এবং বাকুড়া বোরস্টাল জুলের লাইব্রেরীর উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য বৎসর ব্যয় করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট এক হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য রুড মার্টিন কাণ্ড হইতে পুলিশ কমিশনার দুই হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ১,৯৮৫ জন কয়েদী এই কাণ্ড হইতে সাহায্য পাইয়াছে।

বালকদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাহাদিগকে শিক্ষকলা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগকে লেখাপড়াও শিখান হইয়াছে। একটি বালক ব্যাকটিকুলেশন পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বরননসিংহ, বরিগাল, কুমিল্লা, শাজিলিং, বিনাঅপুর ও বর্ডমান জেলে বেশ লাভ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে জেলে প্রাপ্ত ১,০১,৪৭৭ টাকা জুলের জিনিষ বিক্রীত হইয়াছে। পুরুষ বৎসর ৭৬,৯৪৯ টাকার জিনিষ বিক্রীত হইয়াছিল।

বেলজিয়ামে জার্মান-অনাচার

অষ্ট্রেলি গৃহর বিনাশ বা কতি

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জার্মানী ১৮ দিন বহিরা বেলজিয়ামের উপর যে আক্রমণ চালাইয়াছিল, তাহার কলে ৩৪ হাজার ঘরবাড়ী ধ্বংস হইয়াছে অথবা অতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আরও ১৪ হাজার বাড়ী অপেক্ষাকৃত কম অতিগ্রস্ত হইয়াছে। আবার উক্ত আক্রমণের কলে ছয় হাজার হাইল পরিমিত রাস্তারও প্রচুর কতি সাধিত হইয়াছে।

ভারত সরকারের ডিক্রেন্স বণ্ড

বাঙলার সোয়া পনের কোটি টাকা সংগৃহীত

গত ১৯৪০ সনের নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ সনে পরিচালিত নভেম্বর ডিক্রেন্স বণ্ড এবং তিন বৎসরের ব্যানি বিনা সনের ডিক্রেন্স বণ্ড দ্বারা বাক বিত্তিগু ট্রেন্সমিটে নিম্নোক্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে:—

নভেম্বর ১, সনের বিনামূল্যে ডিক্রেন্স	ডিক্রেন্স বণ্ড	বণ্ড ১০-৮
ডানের নাম।	১-৮-১৯৪০	১৯৪০ হইতে
	হইতে ৩০-১১-১৯৪০ পর্যন্ত।	৩০-১১-১৯৪০ পর্যন্ত।
কলিকাতা	১৪,৮২,৮২,৬০০	৩৩,৬৫,৭৭৫/৩
বাংলার	১,২০০	..
বাকুড়া
বীরভূম	৫,২০০	..
বগুড়া
বর্ডমান	৪৩,২০০	১৪২
চট্টগ্রাম	৫৩,১০০	৪০০
ঢাকা	২,২০০	৪৪,০০০
শাজিলিং	২৪,২০০	১২,৩১২
বিনাঅপুর	২,০০০	..
করিনপুর	৬০০	..
হুগলী
জলপাইগুড়ি	৪,৫০০	৬০০
হাওড়া	৫৩,১০০	২,৫৫২
মহোদয়
মুলনা
মালদহ
মেদিনীপুর	৭,০০০	..
মুন্সিগঞ্জ	১,৫০০	..
বরননসিংহ	৫,০০০	..
নদীয়া	৮০০	৫,০০০
নোয়াখালী
পাবনা	৪,০০০	..
রাজশাহী
হংপুর	৮৭,০০০	..
ত্রিপুরা	১৭,৬০০	৩০০
২৪-পরগণা	২০০	৫০০

মোট ১৪,৯৩,০২,৯০০ ১৪,৩০,৯১১/৩

“বেঙ্গল উইকলী”

(দৈনিক সংবাদ)

—এবং—

“বাঙলার কথায়”

(বাঙলার সংবাদ)

বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন আপনাদের ব্যবসায়ের

প্রচার সাধন করুন।

সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা

৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের হেই ও অন্যান্য বিষয় অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন টিকানায়

অনুলিপি করুন:—

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বেঙ্গল হর্টফোর্ড প্রেস, আলিপুর, কলিকাতা।

ঢাকা ও মালদহে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

যুদ্ধ-পারিষতি সম্পর্কে আলোচনা

বাঙালি মহামান্য গভর্ণর ২০শে জানুয়ারী অপরাহ্নে ঢাকা রেনকোর্সের এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: "দেশবাসী ব্যাপারে দেশবাসীর প্রত্যেকেরই কর্তব্য বহিরাছে। কলিকাতা বা মহামিল্লীর কতিপয় সরকারী কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞের কর্তব্য দইয়াই উহা শীঘ্রই হবে।" সম্পত্তি ঢাকার স্বরাষ্ট্র-সচিব বাহা স্যার স্যাক্সিওকীম যুদ্ধ সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, গভর্ণর বাহাদুর তাহার উল্লেখ করেন। স্বরাষ্ট্র-সচিব বর্তমান যুদ্ধকে অগ্নিনিবার সহিত তুলনা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, অত্যধিকভাবে উহা যখন যেদিকে খুণী বিস্তার লাভ করিতে পারে।

অতঃপর গভর্ণর বাহাদুর যুদ্ধের জন্য বাঙালি হইতে কি পরিমাণ সাহায্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বাঙালি হইতে যে ওশীবাঙ্ক সহবরায় করা হইতেছে, তিনি তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিবেন না। কেমনা পত্রপত্র ইহা জানিতে বিশেষ আগ্রহবান। তবে তিনি এই পর্যায় বলিতে পারেন যে, এই প্রদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণেই ওশীবাঙ্ক ইত্যাদি সহবরায় করা হইতেছে। মহামান্য গভর্ণর কলিকাতা রকার জন্য উপকূলরক্ষী গোলন্দাজ বাহিনী এবং ১৬শ বাঙালী পল্টন বাহিনীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উক্ত সৈন্যবাহিনী দুইটি ভারতের উচ্চ সামরিক আদেশের উপযুক্ত হইয়া পড়িয়া উঠিয়াছে।



মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যশোহর সড়কের কালে স্থানীয় সিভিক-পার্শ্ব বাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন।

গভর্ণর বাহাদুর বলেন: "আমি গভর্ণর এখানে আসিবার পর যুদ্ধ কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা আপনারা দেখিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে প্রিটোর অধিবাসীদের উপর উপর্যুপরি বিনা আক্রমণ চালান হয়। জলপথে প্রেটোরি আক্রমণের জন্য আত্মপক্ষ বিপত্ত পরংকালে যে প্রোড্রোড করিয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু এই প্রচেষ্টা যখন সফল হইবার লক্ষ্যে বলিয়া প্রতীতমান হইল, তখনই অন্যদিকে আত্মন অলিঙ্গা পড়িল। গ্রীস আক্রান্ত হইল। ব্রিটেনের অধিবাসিদের অত্যা সহনশক্তি, রাজকীয় বিমান বাহিনীর শক্তি এবং গ্রীসদের বাহাদুরের প্রচেষ্টা অগ্নি প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে।" যুদ্ধে উপনিবেশসমূহের সহযোগিতার উল্লেখ করিয়া গভর্ণর উক্ত আফ্রিকার স্বাধীনতা বৃষ্টি ও ভারতীয় সৈন্যদের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন: "ইটালীর সৈন্যরা ইউরোপ ও প্রাচ্যের মধ্যে বাতাসাতের পথ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ভারত-রক্ষা প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই দিক হইতে ভারতীয় সৈন্যদের কৃতির অনেকখানি। কিন্তু একথা জাবিলে ভুল করা হইবে যে, যেহেতু ইটালীর দুর্বলতা দ্বারা হইয়াছে, সেইজন্য ভারতবর্ষেরও বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। স্বীয় স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার কৃতসমর্থ ব্যক্তিদের নিকটই বর্তমান যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ।"

অন্যকার সমস্যা একজনকে লইয়া নহে। ব্যাপক-ভাবে দেশবাসী সকলেরই এটি সমস্যা। আমি বাঙালি নবুত্র সক্ষম করিতে মনস্ত করিয়াছি। কয়েক মাস পরে পুনরায় ঢাকার পদার্পণ করিব।"

পঞ্চতাত্ত্বিক আদেশ হইতে ভারতের আদেশ পৃথক নহে। উক্ত আফ্রিকার বর্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা ভারতেরই সংগ্রাম বলা যায়। ভারতবর্ষের এক্ষণে উচিত সাধারনত অর্থ ও সৈন্য প্রেরণ করিয়া সেই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা।"

সভার ঢাকা জেলার পক্ষ হইতে যুদ্ধ উচ্চবিশেষ পক্ষ হইতে দিলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: জে. জে. ৪৫,০০০ টাকা একটি প্রোড্রোড দান করেন। গভর্ণর বাহাদুর তাহা সাধবে প্রদান করিয়া ঢাকার অধিবাসিবৃন্দকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মালদহে গভর্ণর-বাহাদুর

বাঙালি গভর্ণর মহামান্য স্যার জন আর্থার হার্শ্বেট জি. সি. আই. ই. এবং সেডি বেরী হার্শ্বেট বাঙালি বহী মাননীয় মণ্ডলার বাহা হরিশ্চন্দ্র বাহাদুর সহ বিপত্ত এই জানুয়ারী তারিখে স্পেশাল ট্রেনযোগে মালদহ পরিদর্শন করেন। ট্রেনে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য বহু লোক প্রতিনিধিত্ব করিয়া আছেন।

বেলা ১০-১০ সাড়ে দশ ঘটিকার সময় গভর্ণর বাহাদুর জেলা যুদ্ধ-কমিটির সভাসভার সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেলা যুদ্ধ কমিটির সভাপতি জেলা যুদ্ধ কমিটির কার্যাবলী বর্ণনা করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠ করেন। ইহার পর গভর্ণর বাহাদুর কমিটির সমুদে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি যুদ্ধ কমিটির কার্যের জন্য প্রতিনিধিত্ব করে অতিশয় সন্তোষিত এবং আশঙ্কিত বলেন যে, তিনি আশা করেন যুদ্ধ-কমিটি জাহানের উৎসাহ-উদ্যম অকুণ্ণ রাখিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টা আরোও প্রবল করিবেন। তিনি বলেন যে, আমাদের সমুদেব সমস্যা হইল যুদ্ধকে আমাদের দেশ চইতে বখাসত্বের দূরে রাখা।

সাধারণ বক্ষী-বাহিনীর বিষয় আলোচনা করিতে গাইকা মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে বক্ষী বাহিনী জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সেতুস্থাপন। তিনি কমিটির সমস্যাদিকে অনুবোধ করেন যে, সর্ব-সাধারণকে বিশেষভাবে পল্লী-অঞ্চলে যেন যুদ্ধের কারণ জালঙ্ঘনে জানাইয়া দেওয়া হয়। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ১ টার সময় বক্ষী-বাহিনী পরিদর্শন করেন। তৎপরে ১-০ ট্রিনটি পীচ মিনিটের সময় জনসাধারণের সত্তা আরম্ভ হয়। এই সভায় প্রায় ৪০,০০০ চতুর্দশ হাজার লোক যোগদান করিয়াছিলেন। অতিশয় বক্তৃতার পর কমিটির প্রেসিডেন্ট (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) যুদ্ধ উচ্চবিশেষ আরোও সাধারন দান ২১,০০০ একুশ হাজার টাকার একখান প্রক মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে প্রদান করেন। অতঃপর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বক্তৃতা প্রদান করেন।



গভর্ণর-বাহাদুর যশোহরে যে বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার একাংশের দৃশ্য।

রবি ফসলের বিশেষ অনিষ্টকারী পোকা

চাষীদের জন্য কতিপয় জরুরী উপদেশ

তাঁহাৎ

কৃষি ক্ষতি।—বীজ বুনিলার পর বীজক্ষেতে মাঠ কড়ি: সময় সময় জোঁট পাড় খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে।

প্রতিকার।—(১) পুরাতন মশারী অথবা কোন বকম পাড়লা কাপড় বাগা বীজের ক্ষেত চাকিয়া রাখিতে হয়।

(২) নিম্ন পাতা দিয়া চাকিয়া রাখিলেও মাঠ কড়ি: খাইতে পারে না।

চোরা পোকা বা কাটুই

বীজতলা হটতে তামাক পাড় ক্ষেতে লাগাইবার অন্তিম পরেই ইহার প্রাচুর্যে পাতা ও পাড় কাটতে আরম্ভ করে। দিনের বেলায় গাছের গোড়ায় অল্প মাটির নীচে লুকাইয়া থাকে। মাটি বুড়িলেই কীড়া গোচান অবস্থার বাহির হইয়া আসে।

প্রতিকার।—(১) কীড়া-কাটা গাছের মাটি উলটাইয়া কীড়াকে বাহির করিয়া মারিতে হয়।

(২) ক্ষেতে ভাল চুকাইয়া দিতে পারিলে কীড়াগুলি গর্ত ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে; তখন পাখীতে অনেকগুলি খাইয়া ফেলে ও হাতে ধরিয়া মারিতে সুবিধা হয়।

(৩) যে ক্ষেতে প্রতি বৎসর কাটুই লাগে সে ক্ষেতে কল বুনিলার পূর্বে ক্ষেতের কোণে বা আইলের পাশে কয়েক বারগায় আগাছা বাস রাখিয়া বা বুনিয়া দিয়া ক্ষেতের সমস্ত আগাছা উঠাইয়া ফেলিলে কাটুইগুলি এই কয়েক বারগায় রক্ষিত হানে আসিয়া জড় হইবে। তখন উদ্ভাবনকে মাটি বুড়িয়া মারিয়া ফেলিলে কাটুইর উপশ্রব কম হইবে।

(৪) ক্ষেতে সামান্য মুরগীর খাদ্য ছিটাইয়া দিলে মুরগীগুলি খাদ্যের অনুসরণে পোকাগুলিও বুড়িয়া খাইয়া ফেলে। তবে একেবারে জোঁট পাড় থাকিলে মুরগীতে বুড়িলে অনেক পাড় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

জাঁটার আর পোকা

এই পোকা জাঁটার চুকিলে ইহা কুলিয়া উঠে। আর পোকার প্রজাপতি পাতা বা জাঁটার উপর ডিম পাড়ে। ডিম হইতে কীড়া বাহির হইয়া জাঁটার চুকে ও উহা কুলিয়া যায়।

প্রতিকার।—(১) যখনই জাঁটা, পাতার বোটা ও গুণা ফুলা দেখা যাইবে তখনই এই সমস্ত জাঁটা ইত্যাদি ফুলা ভাঙ্গাটির একটু নীচে কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হয়।

(২) একটি বাবল ছরী দিয়া ফুলা বারগাট লম্বালম্বি করিয়া দিলে কীড়াগুলি কাটা যায়, এবং পাড় আখার সতেজ হইয়া উঠে।

ব্যাপক পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনা

[৮ম পৃষ্ঠার খের]

খুলনা

(১) কারাপাড়া দাবক নামের প্রজ-
পাণ্ড ভবনের দ্বিবিদ্য একটি পাকা
মালান নির্মাণকরে .. ৮০০

মদীয়া

(১) মাদ্রুজা ইউনিয়ন বোর্ড ডিসেম্ব-
মাসীর ভবন নির্মাণকরে .. ৫০০

তুকনা তামাক

তুকনা তামাক পোকার খাইয়া অনেক নষ্ট করিয়া থাকে।

প্রতিকার।—(১) তামাক পুখর হইতেই ভাল করিয়া তুকাইয়া বাচাতে পোকা আর পৌঁছিতে না পারে এমন খাল্লো বা জারগার রাখা উচিত।

(২) যদি পোকা ধবে তাহা হইলে কার্পাস বাই-
সালকাইত নামক একটি ঔষধ মাটির সরার উপর তুলা
রাখিয়া তাহাতে চালিতে হইবে। এবং এই সরা খাল্লো
তামাক পাতার উপর রাখিয়া বাল্ল বন্ধ করিয়া দিলে পোকা
লকম মরিয়া যাইবে। তিন হাত লম্বা, দুই হাত প্রস্থ
এবং সেত হাত উঁচু এই মাপের একটি খাল্লোর প্রয়োজন।
৯৪নং চিত্তরত্ন এডিমিউ, বেসার্স বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড
ফার্মেসিউটিকেল ওয়ার্কস, কলিকাতা ঠিকানায় কার্পাস বাই-
সালকাইত পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি পাউণ্ড ১৮০ আনা।

বীজ আলুর পোকা

আলু ধরে বা ডলানে রাখিলে ইহার ডিমের জোঁট লাগা
পোকা চুকিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। আলু যখন ক্ষেতে
তখন গাছের পাতার দুই পক্ষীয় ভিতর কিম্বা জাঁটার
ভিতর ইহার কীড়া থাকিয়া যায়। এই সকল গাছের
মাথাগুলি ও বাওরা-পাতা তুকাইয়া যায়।

প্রতিকার।—(১) এই পোকা আলুর চোবের কাছে
ডিম পাড়ে। বীজ বিনিমার সময় ভাল দেখিয়া কিনিতে

হয়, বা আলুর পালার এই পোকা দেখা দিলে তাহার
বীজ না বুনাই ভাল।

(২) আলু গাছের তলা তুকাইতে দেখিলে, সে গাছ
উঠাইয়া আলোয় দেখা উচিত।

(৩) আলু তুকাইয়া পাতলা কাপড়ের মশারি নিজ
চাকিয়া রাখিলে আলুর পোকা বীজে ডিম পাড়িতে
পারে না। চাকিয়ার সময় কাপড় বেশ আলুর গায়ে
না লাগে তাহার প্রতি দুই বাগা উচিত।

(৪) এক ভাগ ক্রুডঅয়েল লাল কেরোসিন তৈল
তিন ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া আলুকে এই জলে বৌত
করিয়া তুকাইয়া আলুর ভিতর রাখিলে আরও ভাল থাকে।

ছাতরা

যদি কালে আলুতে তুলার বস্ত লাগা ছাতরা পোকা
হয়।

প্রতিকার।—(১) আলুকে চুপের জলে বা জুড়ের
জলে বৌত করিয়া আবার তুকাইয়া রাখিতে হয়।

(২) ক্রুডঅয়েল ইমালসনের ও কিনাইলের জলে
বুটিলেও হয়।

চোরা পোকা বা কাটুই

আলুর গাছের তলা তুকাইয়া বাইতেই দেখিলেই
বুড়িতে হইবে “কাটুই” গাছের গোড়া কাটিয়া দিয়াছে।
তখনই এই গাছের তলা বুড়িয়া পোকা ধরিয়া মারিয়া
ফেলিতে হইবে। ইহার বিবরণ তাবকের পোকার
কথা বলিবার সময় দেওয়া হইয়াছে।

সরিষা

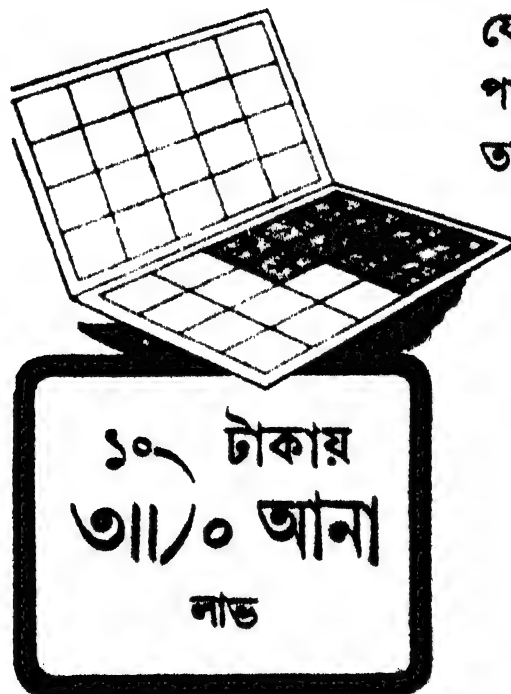
বেড়ি।—ইহা একপ্রকার প্রজাপতির কীড়া। ইহার
সরিষার পাতা, ফুল ও ডড়ি খাইয়া অনেক ক্ষতি করে।

[১০ পৃষ্ঠার দেখুন]

সেভিংস্ কার্ড

সংগ্রহ করুন

যে কোন পোষ্ট অফিসে
পাওয়া যায় এবং
তার উপরে



১০ আনা, ১১০ আনা অথবা
১১ টাকা মূল্যের ডিকেন্স
সেভিংস্ ট্যাম্প লাগান।

যখন আপনার কার্ডে ১০,
১১ টাকা মূল্যের ট্যাম্প জমা
হবে তখন তার পরিবর্তে
পোষ্ট অফিস থেকে একটি
ডিকেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট
ডেরে নিম্ন—১০ বছরের মধ্যে
এই সার্টিফিকেটের দাম হবে
তের টাকা বা' আনা।

প্রয়োজন হলে যে
কোন সময় সুদ
সমেত টাকা ফেরৎ
দেওয়া হবে।

নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করুন
ডিকেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনুন

বাঙলায় সমবায়-আন্দোলনের প্রসার

১৯৩৮-৩৯ সালের বিভাগীয় বিবরণী

বঙ্গ ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে বর্ষ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাঙলা দেশে সমবায় সমিতি গঠনের কার্য সম্পর্কে ব্যতিক্রম বিবরণীতে বলা হইয়াছে :— “সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট একটি সুনির্দিষ্ট নীতি স্থির করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৯ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ব্যবস্থা পরিষদে এই সম্পর্কে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। এই ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে, এই প্রদর্শনে সমবায় আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে গভর্ণমেন্ট সক্ষম করিয়াছেন এবং এই আন্দোলন বাঙালি জনগণকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দান করিবে, গভর্ণমেন্ট তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এই ঘোষণার ইচ্ছা বলা হয় যে, চাষীরা বাঙালি হইয়া সমবায়ের যোগ্য ন্যায়কিঞ্চিৎ পাইতে পারে, গভর্ণমেন্ট তাহারও ব্যবস্থা করিবেন। অন্য-দিক্‌রূপে পুরণো ও নতুনদের জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-সমূহ ও অন্যান্য সমবায় সমিতির সমুদায় যে অঙ্গীকৃত সমস্যার উত্তর হইয়াছিল, তাহার সমাধানার্থ গভর্ণমেন্ট অবিলম্বে একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া আদান-প্রদানের মূল আদান-প্রদানী টাকা ব্যাঙ্কসমূহের আয়ের অনুপাতে প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং এজন্য উপযুক্ত সাহায্য প্রদানেও সক্ষম করেন।

“কৃষকদিগকে স্বয়ংসময়ের যোগ্যী ও প্রদান সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট স্থির করেন যে, সরকারী প্রতিশ্রুতি প্রদান লক্ষ্যে যদি ব্যাঙ্কসমূহে নতুন আদান-প্রদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে সমিতিসমূহের আর্থিক অবস্থা ও এসবের সদস্যদের বিষয়ে বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেন্ট বখাসাধ্য সাহায্য প্রদানে সক্ষম হইবেন। ইচ্ছাও প্রকাশিত হয় যে, এই উদ্দেশ্যে যেখানে প্রয়োজন হইবে সেখানে বখাসাধ্য নতুন সমিতিসমূহ অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নতুন সমিতির প্রতিষ্ঠার যেন আগের মত তুল না করা হয়।”

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, উপরোক্ত ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর সমবায় আন্দোলনে অনেকাংশে নব-জীবনের সূচনা হইয়াছে। সরকারের এই ঘোষণা মত কাজ করীর জন্য সমবায় বিভাগ বখাসাধ্য চেষ্টা করেন। আলোচ্য বর্ষে জারিয় করা প্রদানের জন্য ৬,২৫১টি পল্লী-সমিতি গঠিত হয় এবং এই সব সমিতিতে মূলধন সরবরাহের জন্য প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহে ২০,০০,০০০ টাকা ও প্রদান করা হয়। এই টাকার মধ্যে সাতটি ভের লক্ষ টাকা গভর্ণমেন্ট এক বৎসরের জন্য ও হিসাবে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে প্রদান করিয়াছিলেন। সরকারের এই ব্যবস্থার ফলে সমবায় আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ ক্রমে বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বর্ষে একটি অতিরিক্ত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক খোলা হয়।

অন্যান্য দিক দিয়াও কার্যের প্রসার সাধন করা হইয়াছিল। বাসা, ইকু ও মৎস্য বিক্রয়ের জন্য ব্যাপকভাবে ক্রয়-বিক্রয় সমিতি গঠন করা হইয়াছিল। চারিটি বাসা সমিতি, ২টি মৎস্য ব্যাসারী সমিতি, ১০৯টি সমবায় ইকু উৎপাদন সমিতির সমুদায় গঠিত ২টি ইকু উৎপাদক সমবায় ইউনিয়ন এবং ১৬টি প্রাদেশ ২০,০০০ বিঘা জমিতে জল-সেচনের জন্য গঠিত একটি সেচ-সমিতি আলোচ্য বর্ষে বেশ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করিয়াছিল। একটি নতুন শিল্প-সমিতি ও হস্তশিল্পী গঠিত শিল্পের উপস্থিতি বিবরণী ১৬টি নতুন বহনকারীদের

সমিতি সংগঠন করা হইয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর সমিতিও কার্যের প্রসার সাধিত হইয়াছিল।

বিভাগীয় নীতির পরিবর্তনের ফলে পল্লী-অঞ্চলে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমিতি আলোচ্য বর্ষে গঠন করা হইয়াছিল। সকল শ্রেণীর সমিতির সংখ্যা ২৪,২৫৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০,৭০৭ হয়। এই সব সমিতির সদস্য সংখ্যা গড়ে ৮৬৮,৫৪০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯৮৭,৪২০ হয় এবং ইচ্ছার মূলধনও ১৯ কোটি ৪৮ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০ কোটি ২১ লক্ষ হইয়াছে।

কৃষি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সমিতির সংখ্যা ১৯,৯৩৩ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬,১২৩ হয় এবং এই সব সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৪০,০৮০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩২,৫৩৯ হয়। এই হিসাবে জমি-বহকী ব্যাঙ্ক, স্বয়ংসময়ের যোগ্যী ও ফল ব্যাঙ্কগুলিও বলা হইয়াছে।

অর্থ সমিতিসমূহের দিক দিয়া বলা চলে—আলোচ্য বর্ষে ৩১টি নবজন্মের সমবায় ব্যাঙ্ক, ৫টি রিলিফ সোসাইটি, ২টি মারী প্রতিষ্ঠান, ৪৬টি ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি এবং ২৩টি পল্লী-সংগঠন সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

কৃষি সম্পর্কিত সমিতির মধ্যে ৬,২৫১টি পল্লী-ওপ সমিতি ছাড়াও, ২৩টি সেচ সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের ওপ বীমার জন্য ৪১টি পেনশন সমবায় ওপ-সালীনী খোলা গঠিত হইয়াছিল।

বৎসরের শেষ দিকে অনেকগুলি পল্লী-ওপ সমিতি গঠিত হওয়ার স্বতন্ত্রভাবে অন্য ওপ প্রদানকারী সমিতির সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছিল। এই সব সমিতির কার্যকরী মূলধন ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ হইয়াছে।

বৎসরের শেষ দিকে মোট ৩২টি পল্লী ব্যাঙ্ক ছিল; পূর্ববর্তী বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ২৭টি। এই সব সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯৩৮ হইতে বাড়িয়া ১,০৩৯ হয়।

ক্রয়-বিক্রয় সমিতির সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৪ হইতে ৬৮ হয়। এই সব সমিতির সদস্য-সংখ্যাও ১৩,১১৪ হইতে বাড়িয়া ১৯,৩৫৫ হয়।

সেচ-সমিতির সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ২৭৯ হইতে বাড়িয়া ১,০০১ হয় এবং এই সব সমিতির সদস্য-সংখ্যাও ২১,৬৪৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২২,২১৩ হয়। এই সব সমিতির ব্যয়ভার পূর্ণ বৎসরে ১৪৩,৭৭৮ বিঘা জমিতে জল-সেচন করা হইয়াছিল এবং আলোচ্য বর্ষে ১৪৪,৮৭৮ বিঘা জমিতে জল-সেচন করা হয়।

যদিও অনেক পল্লী-সংগঠন সমিতিসমূহ অর্থ-প্রতিরোধ লক্ষ্যে বেশ স্বল্পের কাজ করিতে থাকে। এই প্রসঙ্গে গ্রামপঞ্চায়ে (ত্রিপুরা), মূলধন (পুলনা), গোষ্ঠ্যসংগঠন (বীকান), নিত্যসংগঠন (বর্ধমান), বাসবল গমিদিয়া (কলিকাতা), কটিকোটক (চাকা) ও মরোভমপুর (মোজা-বাগী) নামক স্থানের সমিতির কাজের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহাও সরকারের প্রকৃত আর্থিক সাহায্য দ্বারা শিল্প সমিতিসমূহ ও বহন-শিল্পীদের ইউনিয়নগুলি স্থাপনকৃত করার চেষ্টা চলিয়াছিল। এই বৎসরের সমিতির সংখ্যা ৫২৪ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪৭ হয় এবং ইচ্ছার মূলধন-সংখ্যাও ১০,৯২৪ হইতে বাড়িয়া ১২,১২৩ হয়।

গভর্ণমেন্ট পঁজাভারীদের সমবায় সমিতি আলোচ্য বর্ষে ১,৪৫৩ বৎসর পঁজা ও ২৩২ বৎসর জাভ বিক্রয় করিয়াছিল। পূর্ব বর্ষে, এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৬৮৩

বৎসর ও ২২৩ বৎসর। এই সমিতি আলোচ্য বর্ষে দুইবার জাভের জন্য পরিচালিত ৩টি জাভা চিকিৎসাসময়, ১টি হাই জুল, ১টি মধ্য ইংল্যান্ড জুল, ১টি হাই মাস্টা এবং ৫২টি প্রাইমারী জুল ও মতল পরিচালনা করিয়াছিল।

উৎপাদন ও বিক্রয় সমিতিসমূহের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ২৪৪ হইতে বাড়িয়া ২৫০ হয়। ইকু-উৎপাদনকারীদের সমিতি গঠন করার ক্ষেত্রে এই জাতীয় সমিতিগুলির সংখ্যা প্রধানতঃ বৃদ্ধি পায়।

কলিকাতার কেন্দ্রীয় মূল-সরবরাহ সমিতির পুষ্টি সাপ্লি শাখা সমিতিগুলি আলোচ্য বর্ষে ১,৩০,০০০ টাকা মূল্যের পুষ্টি সরবরাহ করিয়াছিল। পূর্ব বর্ষে ২,০৪,০০০ টাকার পুষ্টি সরবরাহ করা হইয়াছিল। দেশের অন্যান্য উত্তরপাড়া মূল-সমিতি দেশ-ভ্রমণে কাজ করিয়াছিল। এই সমিতির নিজস্ব একটি গোষ্ঠ্যর মত ও ৩টি পুষ্টিময় মত বহিয়াছে। বৎসরের শেষ দিকে মোট ৪টি মূল-ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল। কলিকাতা ইউনিয়নের সঙ্গে ১২টি সোসাইটি সাপ্লি। এই ইউনিয়নের সংরক্ষিত ভাগের অনেক টাকা মজুদ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই ইউনিয়ন ৩৭,৭২৮ বৎসর ও পুষ্টিময় মত বিক্রয় করে। এই বর্ষে ইউনিয়নের মোট ১১,০৬৯ টাকা লাভ হইয়াছিল।

ম্যালেরিয়া-নিবারণী বাসা-সমিতির সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ১,০৪৫ হইতে বাড়িয়া ১,০৯১ হয়। এই সব সমিতির সদস্য-সংখ্যাও ২০,১৩৫ হইতে বাড়িয়া ২০,৫৫৮ হয়। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য এই সব সমিতি নামা প্রকার প্রতিবেদক ও আয়োজকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে মারী-সমিতির সংখ্যা ৮ হইতে বাড়িয়া ১০ হয়। এই সব সমিতির সদস্যসংখ্যাকে উন্নত বৎসরের মত সাহায্যে বহন-শিল্প শিকারাদি করা হইয়াছিল। সমিতিগুলির উৎপাদন বিষয়াদি উন্নত শ্রেণীর হইয়াছিল এবং বাসার বিক্রয়ও হইয়াছে যথেষ্ট। এই সব সমিতিতে পুষ্টিময় করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১১৮টি; পূর্ব বর্ষে এই সংখ্যা ছিল ১১৭। এই সব ব্যাঙ্কের সমিতি সাপ্লি প্রদান সমিতির সংখ্যা ২০,০৫৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৪,২৫৫ হয় এবং ইচ্ছার কার্যকরী মূলধনও ৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটি ২৯ লক্ষ ২৭ হাজার হয়। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা বিভাগ অনুসারে নিম্নরূপ ছিল :—

কলিকাতা বিভাগ—৫টি, কুমিল্লা বিভাগ—৯টি, পুলনা বিভাগ—৭টি, চুইড়া বিভাগ—৫টি, বর্ধমান বিভাগ—৪টি, বীরভূম বিভাগ—৪টি, মেদিনীপুর বিভাগ—৭টি, চাকা বিভাগ—৯টি, ময়মনসিংহ বিভাগ—১১টি, কলিকাতা বিভাগ—৪টি, বরিশাল বিভাগ—৭টি, চট্টগ্রাম বিভাগ—৮টি, ত্রিপুরা বিভাগ—৮টি, রাজশাহী-নালন্দা বিভাগ—৮টি, বগুড়া-পাখা বিভাগ—১০টি এবং বংপুর বিভাগ—১২টি।

প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বর্ধমান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতি জনসাধারণের আস্থা পূর্ণ হইয়াছে। বলা ও অন্যান্য কারণে যদিও এই ব্যাঙ্কের পূর্ণ-প্রদান লক্ষ্যে আগের মতকরা অল্পবিধা দেখা দিয়াছিল, তথাপি পল্লী-ওপ সমিতিসমূহের মূলধন সরবরাহের জন্য এই ব্যাঙ্ক প্রায় ২০ লক্ষ টাকা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহকে ওপ দান করিয়াছিল। এই ব্যাঙ্ক গভর্ণমেন্টের কাজ হইতে ১ বৎসরের জন্য ওপ হিসাবে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় দ্বিতীয় সাহায্য হিসাবে ২ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কেন্দ্রীয় বাসা-বিক্রয় সমিতি আলোচ্য বর্ষে ১১২,১৮১ বৎসর বাসা ও চাউল ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছিল।

[১০ পৃষ্ঠার চূড়ান্ত]

ব্যাপক পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনা

বাঙলা সরকারের অতিরিক্ত সাহায্যদান

বাঙলা পতন বেস্ট বীরভূম, দিনাজপুর, করিমপুর, জলপাইগুড়ি, ঝুলনা, মেদিনীপুর এবং নদীয়ার নিম্ন-লিখিত পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত ২০,১০০ টাকা জম্ম করিয়াছেন:—

বীরভূম

- (১) শ্রী নিকেতনে অবস্থিত বিশ্ব ভারতীয় পল্লীসংগঠন টেনটিসিউটের সু-নির্ভর বিভাগের নিমিত্ত সেতু সহ একটি পাকা নির্মাণকরে .. ৮০০

দিনাজপুর

- (১) কুরিটাকিয়া বালের উপর একটি পাকা সেতু নির্মাণকরে .. ৩৫০
(২) মুশিগুটি ইউনিয়ন বোর্ডের সব প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত মাগ, প্রোথ, এবং বৈজ্ঞানিক সাহ সাহায্য করা .. ১৫০
(৩) বালিকা দাতব্যচিকিৎসালয়ের নিমিত্ত একটি ভবন নির্মাণকরে .. ২৫০

করিমপুর

- (১) কুটপু পল্লী বিলনাগার ও সাধা-রণ গ্রামাণ্ডারের নিমিত্ত .. ৭৫০
(২) নবদুর্গ পল্লী বিলনাগার ও সাধা-রণ গ্রামাণ্ডারের নিমিত্ত .. ৭৫০
(৩) গরুর পল্লী বিলনাগার ও অন-সাধারণের গ্রামাণ্ডারের নিমিত্ত .. ৫০০
(৪) জুলাপা পল্লী বিলনাগারের নিমিত্ত .. ৬০০
(৫) দাদুদিয়া বরজগণের শিক্ষা কমিটির জন্য .. ৫০
(৬) শিবচর পল্লী বিলনাগারের নিমিত্ত .. ৪০০
(৭) রাউজর সাধারণ গ্রামাণ্ডারের পুস্তক ও আসবাবপত্রের জন্য .. ১০০
(৮) কালকিনি পল্লী উন্নয়ন সমিতির গ্রামাণ্ডারের নিমিত্ত .. ১০০
(৯) বাহাদুরপুর ইউনিয়ন লাইব্রেরীর জন্য .. ১০০
(১০) বাউবরের চর গ্রামা বিলনাগারের নিমিত্ত .. ৭৫০
(১১) কাসিরানী ও মাক্কা মালেরিয়া প্রতি-বোধক সমিতির সাহায্যার্থ .. ১০০

জলপাইগুড়ি

- (১) জয়দারডাঙ্গা ডিম্পেনসারীর ডাক্তারের বাস ভবন নির্মাণকরে .. ৫০০
(২) চুড়াডাঙার ইউনিয়ন বোর্ড ডিম্পেন-সারীর ভবন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় .. ৫০০
(৩) গৈয়াকটা বালিকা বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণকরে .. ২০০

মেদিনীপুর

- (১) জাউগ্রাম এবং নদর মহকুমার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কুলটি-ক্লি অতর্গত কেন্দ্রীয় বানার অধীন বাসুদেবট হটতে ৫ মাইল দীর্ঘ একটি দাঙ্গা নির্মাণার্থ (এই দাঙ্গার উপর ভদ্র নিকাশের ব্যবস্থা সহ দুইটি পাকা সেতু নির্মাণ করা হইবে) .. ১,৫০০

- (২) বড়গুপ্ত বানার অতর্গত বাসপুর হটতে নদমাপুর পর্যন্ত তিন মাইল দীর্ঘ একটি দাঙ্গা নির্মাণার্থ .. ৭০০
(৩) গড়বেতা বানার অতর্গত নোয়াই হটতে বেনাচাপড়া হইয়া বোগুরী কুন্ডনগর পর্যন্ত চারি মাইল দীর্ঘ একটি দাঙ্গা নির্মাণকরে .. ৫০০
(৪) বাসপুর মহা ইংরাজী বিদ্যালয়ের মহাঃবলের ভিত্তিগণের নিমিত্ত একটি ভিত্তিগণ নির্মাণকরে .. ৪০০
(৫) নাকিনী নামক স্থানে একটি গ্রামা বিলন কেন্দ্র স্থাপনার্থ .. ৩০০
(৬) ডানটন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শ্রেণীর নিমিত্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় .. ২০০
(৭) বেলাশ নামক স্থানে একটি গ্রামা বিলন কেন্দ্র স্থাপনার্থ .. ৩০০
(৮) গড়বেতা বানার অতর্গত বাসান্ধি-ডাঙ্গা মহা ইংরাজী বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণ সাহায্য জন্য (এই প্রতিষ্ঠানটি এ-পর্যন্ত স্থানীয় চাঁদার গঠন করা হইয়াছে) .. ৫০০
(৯) আনন্দপুরে একটি গ্রামা বিলনাগার এবং ক্রাঃ-গৃহ নির্মাণকরে .. ৫০০
(১০) কাঁধি বানার অতর্গত রহমানিয়া জুনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র-গণের নিমিত্ত একটি বোর্ডিং হাউস নির্মাণকরে .. ৫০০
(১১) ভগবানপুর বানার অতর্গত কাকলা-গড় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বরন বিভাগের উন্নয়ন .. ৪০০
(১২) কাঁধি বানার অতর্গত হাতিয়ারী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি গৃহ নির্মাণকরে .. ২০০
(১৩) এগুলা বানার অতর্গত বৈচা উচ্চ প্রাইমারী মহকুমার প্রদার ও আসবাব-পত্র ক্রয় .. ২০০
(১৪) বাসুদেবপুরে একটি গ্রামা বিলন-কেন্দ্র স্থাপন এবং আসবাব-পত্র ক্রয় .. ২৫০
(১৫) বাধুয়ারী নামক স্থানে একটি গ্রামা বিলনকেন্দ্র গঠনার্থ .. ৩০০
(১৬) হারিকানপুরে একটি গ্রামা বিলনকেন্দ্র নির্মাণার্থ .. ৩০০
(১৭) দাঙ্গা বিতরক শিক্ষার প্রচার কার্যের জন্য মাসিক-সংগঠন ও প্রাইজ ক্রয় .. ৫০০
(১৮) বীরসিংহ নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণ সাহায্য এবং আসবাব-পত্র ক্রয় .. ১০০
(১৯) বাসপুর নামক স্থানে একটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণ সাহায্য .. ১০০
(২০) বাটাল বিদ্যালয়ের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শ্রেণীর নিমিত্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় .. ২০০

- (২১) প্রত্যেক মহকুমার পল্লী প্রদার কেন্দ্রে নতুন পুস্তক ক্রয়ার্থ দুই টাকা করিয়া বরাদ্দ করা .. ২০০
(২২) সাংঃ বানার অতর্গত সাংঃ ডিম্পেন-সারীর জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণার্থ .. ৩০০
(২৩) মেবুজা বানার অতর্গত নোয়ালা নামক স্থানে নোয়ালাপুর ইউনিয়ন বোর্ড ডিম্পেনসারী ভবন এবং ডাক্তারের বাস-গৃহ নির্মাণার্থ .. ৫০০
(২৪) পাঁশকুড়া ইউনিয়ন বোর্ডের দাউবা চিকিৎসালয়ের ভবন নির্মাণকরে .. ৬০০
(২৫) মাদিককু ইউনিয়ন বোর্ড দাউবা চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত একটি ভবন নির্মাণকরে .. ২০০
(২৬) পালবনী বানার অতর্গত নেড়াবানী বাড়ে গ্রামবাসিগণকে শিক্ষাপ্রদান করিবার উদ্দেশ্যে ভদ্র তুনিবার একটি "পাণ্ডিয়ার হটল" ক্রয় .. ৩০০
(২৭) তুলাব বীচি ছাড়াইবার একটি কল ক্রয়ার্থ .. ৬০০
(২৮) সানকোটা বানার অতর্গত একটি বীচ-ডাঙার নির্মাণার্থ .. ২৫০
(২৯) পালবনী বানার অতর্গত ভীমপুর পল্লী পালন-প্রদা উন্নয়ন কেন্দ্রের নিমিত্ত কৃত্রিম উপায়ে ভ্রূপ দিয়া ভিন্ন কুটাইবার একটি বস্ত্র ক্রয়ার্থ .. ২৫০
(৩০) কৃষকগণকে উন্নত ধরণের কৃষি-বীজ ও সার বিতরণের নিমিত্ত .. ৫০০
(৩১) উপরোক্ত উদ্দেশ্যে .. ১০০
(৩২) বাটালের কৃষি ও শিল্প প্রশমনীর জন্য .. ২০০
(৩৩) কুটবল ও হকী প্রতিযোগিতার নিমিত্ত জেলা "ইন্টার জুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে" .. ৫০০
(৩৪) কুটবল প্রতিযোগিতা, সস্তর ও খেলাধুলা সংগঠন করিবার নিমিত্ত বাটাল মহকুমার "ইন্টার জুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে" .. ৩০০
(৩৫) কুটবল, গাঁড়ার এবং খেলাধুলা প্রতিযোগিতা সংগঠন করিবার নিমিত্ত সদর উত্তর মহকুমার "ইন্টার জুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে" প্রদত্ত হর .. ৩০০
(৩৬) কুটবল, সস্তর ও কীড়া কৌতুক প্রভিযোগিতা সংগঠন করিবার নিমিত্ত সদর দক্ষিণ মহকুমার "ইন্টার জুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে" প্রদত্ত হর .. ৩০০
(৩৭) কুটবল, সস্তর ও খেলাধুলা প্রতি-যোগিতা সংগঠন করিবার উদ্দেশ্যে তমলুক মহকুমার "ইন্টার জুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে" প্রদত্ত হর .. ৩০০
(৩৮) বোচনপুর মহা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একটি খেলার মাঠ নির্মাণার্থ .. ৩০০
(৩৯) নারায়ণগড় বানার অতর্গত গড় কুটপুর্বে একটি খেলার মাঠ নির্মাণার্থ .. ৩০০
(৪০) পানং নামক স্থানে একটি পল্লী কীড়া ভূমি নির্মাণার্থ .. ৩০০
(৪১) গোয়ালভোড় নামক স্থানে একটি খেলার মাঠ নির্মাণার্থ .. ২০০
(৪২) বাপী চকে একটি কুটবল খেলার মাঠ নির্মাণার্থ .. ১০০

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার উইচা]

পাট-সমস্যা ও তাহার প্রতিকার

সরকারের নূতন বিবৃতি

বিস্তৃত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে বিস্তৃত সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে:—

পাটের বাজার সম্পর্কে ইহা নিম্নে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, সে সম্পর্কে পূর্বকার এক বিবৃতিতে কিছু বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বহু বহু বহু পাটের বাজার বহু চেষ্টা নিরাস্ত; কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে সব দেশ আমদানের নিকট হইতে পাট কিনিত, তাহাদের মধ্যে অনেক দেশই আজ পক্ষের হাতে চলিয়া গিয়াছে এবং স্বভাবতঃই সে-সব দেশে এখন মাল রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এখন ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত মন্দা চলিতেছে এবং তাহার ফলস্বরূপ পাটের দৈর্ঘ্য কমিয়া বা বজার চাহিদাও কমিয়া গিয়াছে। এই সব এবং অন্যান্য কারণে পাটের চাহিদা স্বাভাবিক হইতেও কমিয়া গিয়াছে। এই সব কারণে পাটের কলভাপিও পূর্বকার অপেক্ষা কম কর সময় চলিতেছে এবং ফের কর পাট ব্যবহার করিতেছে। অন্যদিকে পাটের রপন খুব বেশী হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া এই বৎসরে পাট পঁচানোর জন্য উপযুক্ত অলের অভাবে যে-সব পাট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অতি নিকট ধরনের। সুতরাং আলোচ্য বৎসরে আমদানের এক সমস্যা হইল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশী পাট লইয়া এবং দ্বিতীয় সমস্যা হইল যে-সব নিকট ধরনের পাট উপস্থিত হইয়াছে তাহাই বা কি করিয়া বাজার-জাত করা যায়। এহেন অবস্থার চাবীদেহ পাটের চড়া দাম দেওয়ার সমস্যা খুব সহজ ব্যাপার নয়। পাটের দর বাহাতে চড়া থাকে তাহার জন্য সরকার মাল ব্যবহার দ্বারা প্রাপণপণ চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি কলভাপিদের সহিত সরকারের এক চুক্তি হইয়াছে। সেই চুক্তি অনুসারে কলভাপিরা যেমন নিবন্ধিতভাবে পাট বণিক করিবেন, তেমনি এমন একটা মূল্যের হারও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে পাটচাষীরা দু'পক্ষা পাইতে পারে। এই চুক্তি অনুযায়ী মিলওয়ালারা কলিকাতার নিম্নলিখিত মূল্যের নীচে পাট বণিক করিতে পারিবেন না:—

	বিভল।	বটম।
	১৫০	৬১
ইতিমাদ ডিটাইট	৮১০	৩১০
ইতিমাদ জাট	৮১০	৩১০
মুদ্রোপীমান প্যাক্জ	৮১০	৩১০
বেশী বাছাই-না-করা	৬১	৬১

কলিকাতার পাট বণিকের এই নিম্নতম মূল্যের উপরে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং সেই বৃত্ত হিসাব করিয়াই চাবীদা মক্কেলে পাটের দর নির্দিষ্ট করিবে এবং এই মূল্যের হারের নীচে পাট বিক্রয় করিতে তাহার কিছুতেই যেন স্বীকৃত না হয়। কলিকাতা হইতে বিক্রয়ের হারের দুই এবং মাকুল প্রভৃতি বণিক লইয়া, মক্কেলের বাজার দর ৬০ হইতে ১১০ পর্যন্ত কম হইয়া থাকে। লক্ষ্যণীয়: মক্কেলে পাটচাষীরা বাছাই-না-করা অবস্থার পাট বিক্রয় করিয়া থাকে। সেইজন্য বিক্রয়ের সময় তাহাদের হিসাব করিয়া দেখা উচিত যে, তাহারা যে মাল বিক্রয় করিতেছে, তাহার মধ্যে কতখানি নিম্নশ্রেণীর পাট আছে, আর কতখানি বা বহু শ্রেণীর পাট আছে। তাহা হইলে তাহারা গড়গড়ত তাহাদের মালের একটা ব্যাখ্য দর পাইতে পারে। এই যে মূল্যের দর নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইল নিম্নতম দর এবং আশ্রয় করা যায়

যে যদি চাহিদা বাড়ে, তাহা হইলে সরকারই ইহার অপেক্ষা ভাল দর পাইবারও ব্যবস্থা করা হইবে।

এই সম্পর্কে পাটচাষীদের পুনরায় সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহারা যেন শুধু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয়ের দিকে বেশী মনোযোগ না রাখে। কারণ, এ বৎসরে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বেশী উপস্থিত হয় নাই। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তাহাদের উপস্থিত নিম্ন শ্রেণীর পাটও চালাইতে চেষ্টা করিবে। নতুন তাহারা দেখিবে যে, তাহাদের মজুত উৎকৃষ্ট পাট খুব বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, শুধু নিম্ন শ্রেণীর পাটই বাকি অধিকার আছে। নিম্ন শ্রেণীর পাট লক্ষ্যেও চাবীদেহ হারের কাছে যে দর পাওয়া যেন, তাহাতেই তাহারা বিক্রয় করিয়া ফেলিবার জন্য বাধ্য হইলে চলিবে না, উপযুক্ত দর না পাওয়া পর্যন্ত বরিয়ান রাখা উচিত। সরকার সামনের বৎসরে পাটচাষ মিরজনের যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে পাটের দর স্বভাবতঃই কিছু চড়িবে। তাহা ছাড়া, যদি চাবীদা নিজেদের খোল-খুশী মজুত সামনের বৎসরে পাট মূল্যে তাহা হইলে এ বৎসরের মজুত তাহাদের মধ্যে যে পাট মজুত থাকিবে, তাহার জন্য দু'ফসল একত্র করিয়া তাহারা ভাল দরই পাইবে।

বিক্রয়ের পূর্বে পাট রীতিমত জলে ডিকাইয়া রাখা হয়। এই ব্যাপারটি সরকারের নীতিগোচরে আনা হইয়াছে। অতিরিক্তের মধ্যেই পাটচাষীদের উচিত এই রীতি বন্ধ করা—কারণ ইহা তাহাদেরই স্বার্থান্বেষিক। জলে ডিকা থাকার ফলস্বরূপ ভাল শুকনা পাটের দর অপেক্ষা অনেক কম দর পাওয়া যায় এবং সেই ক্ষুদ্রান্তে মাল বিক্রয় করিয়া ক্ষেত্রের দর কাটিতে থাকে। ইহার ফলে সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা জন্মিয়া যায় যে, পাটের দর পড়িয়া যাইতেছে। কারণ কেহই দেখিতে পার না যে, যে-পাট অতি কম দরে বিক্রীত হইল, তাহা ডিকা না শুকনা ছিল, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না নিম্ন শ্রেণীর ছিল। তাহা ছাড়া ডিকা পাট মজুত রাখা সম্ভব নয়। যে বিক্রয় করিবে সে যদি ভাল দর না পায়, তাহার পক্ষে মাল কিনাইয়া লইয়া বাওয়া সম্ভব নয়,—যে দর পাইবে সেই দরেই তাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে। কারণ যদি সে বিক্রয় না করিয়া বাড়ী কিনাইয়া লইয়া যায়, সে জামে সে ঐ ডিকা পাট মজুত করিয়া রাখিতে পারিবে না। ডিকা পাট অতি দ্রুত ধারণ হইয়া যায় এবং কয়েকদিন মধ্যে ঐ পাটের মজুত সে আবার দরও আর পায় না। অপর দিক দিয়া যে ঐ ডিকা পাট ক্রয় করে, তাহাকেও তাহাড়াড়ি কলিকাতার বাজারে যে কোনও দরে ছাড়িয়া দিতে হয়; কারণ ডিকা পাট তাহাড়াড়ি কলমে বণিক রাখিতে পারে না। সুতরাং এইভাবে ডিকা পাট বিক্রয় করার রীতির মজুত, পাটের দর পড়িয়াই যাইতে থাকে এবং সেইজন্য এই প্রথা অতিরিক্তের মধ্যেই বন্ধ করা উচিত।

পাটের উপযুক্ত দর বজায় রাখিবার মজুত এবং বাহাতে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে একটা সমতা থাকে, তাহার জন্য পাট উপস্থাপন নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। বাহাতে এই নিয়ন্ত্রণ সত্য সত্যই কার্যকরী হয়, তাহার জন্য সরকার বহুপরিকল্পনা চেষ্টা করিবেন। কারণ একমাত্র পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই চাবীদেহ কল্যাণ নির্ভর করিতেছে এবং একমাত্র এই ব্যবস্থার দ্বারা পাটচাষীরা তাহাদের উপস্থাপন পক্ষের মাল্য মূল্য পাইতে পারে।

সাধারণ লোকের মনে করিতে পারে যে, ইহাতে কষ্টের কারণ থাকিবে; কিন্তু তাহা ঠিক নয়। কারণ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে পাটের দর যে বাড়িবে শুধু তাহা নয়, যে পরিমাণে বাড়িবে তাহাতে চাবীদেহ হাতে মতোমতোমক-ভাবে দু'পক্ষা পড়িবে। তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিবার আছে। চাবীদা কম বাটুদীতে বেশী পক্ষা পাইবে; কারণ নিয়ন্ত্রণের ফলে, চাষের লাভের পরিমাণ ডিন তাহাদের এক ডান হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া যে-সব কবি অসাবধানী থাকিবে, তাহাতে তাহারা বাসা, বাসার, গো-বাসা, আখ, তুলা, সর্ষপ, আলু প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য জমাইতে পারিবে। তাহাতেও একটা বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা থাকিবে। চতুর্থতঃ, যদি আর পাট ভালভাবে উপস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে পাট চৈতন্যী করিতে সে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাইবে এবং এইভাবে যে উৎকৃষ্ট পাট উপস্থাপন হইবে তাহা নিম্ন শ্রেণীর বহু পাটের অপেক্ষা বেশী দর আনিয়া দিবে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণের ফলে পাটচাষীদের মাল্য দিক হইতে পোষাটীয়া যাইবে এবং অবার পাটচাষ করার ফলে তাহার যে অনিবার্য দুঃখতা থাকিবে, তাহার হাত হইতে মুক্ত হইয়া যথেষ্ট সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। যদি চাবীদা অবার নিজেদের খোল-খুশী মজুত পাট মুক্তি চলে, তাহা হইলে এত পাট উপস্থাপন হইবে যে, পাটের দিকে কেহই কিরিতা চাহিবে না এবং পাটচাষীরা তখন দেখিবে যে তাহাদের এত কষ্টের উপস্থাপন পক্ষের কোন দরই নাই। সেইজন্য পাটচাষীদের সর্বপ্রথম কর্তব্য, সরকার হইতে এই সম্পর্কে যে-সব উপদেশ এবং অনুজ্ঞা প্রচার করা হয়, তাহা বিচারিত চিত্তে গ্রহণ করা। কারণ এই সব নির্দেশ বা উপদেশ বহু বিবেচনা করিয়া তাহাদেরই একান্ত কল্যাণের জন্যই নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং সেই সব নির্দেশ অনুসারে চলিলে তাহারা অবশ্যই চাবী-ভাবে যে অপেক্ষাকৃত বেশী সুখ-সুবিধা এবং অব সন্তোষ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এশিয়ার জন্য মার্কিনের মৌ-বহর

জাপানের পরাজয় প্রায় প্রতিরোধের পরিকল্পনা। "ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার কুইনসলিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক "এশিয়াটিক ফ্রিউ" বা এশিয়ার জন্য মৌবহর পঠনের সিদ্ধান্তটিকে লক্ষ্যে অষ্টিনের গুপ্ত প্রকাশ করা হইতেছে। ইহাতে সকলেই মনে করিতেছেন যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হাজা-মুঠানে বাধা দান করিতে লক্ষ্যবস্তুর হইয়াছে। এই প্রস্তাবিত মৌবহর সাধারণতঃ মাদ্রাসা দীপে অবস্থিত থাকিবে; তবে কোমণ্ড কোমণ্ড কেহে ইহা ট্রিটিয়ের সিদ্ধান্তের মৌ-বাটীতে পৌছিতে পারিবে। ইম্পেরিয়াল এবং বাইল্যাণ্ডে জাপানের মার্কিন স্বার্থ-বিরোধী কার্যাবলী প্রতিরোধ করিবার পক্ষে ইহা খুবই উপযুক্ত হইবে।

বাঙালার চর্চাশিল্পের তথ্য

প্রাথমিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ। এখানে চর্চা-শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা যায়, তৎপ্রতি বাঙাল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ হইয়াছে। গত ১৭ই জানুয়ারী বাঙাল সরকারের নির্দেশক্রমে সরকারী শিল্প-মার্গে কমিটির চর্চা-শিল্প সাব-কমিটির এক বৈঠক হয়। চামড়া ট্যান করা, জুতা-নির্মাণ করা এবং চর্চা-শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতির জন্য কতিপয় প্রস্তাব লইয়া বৈঠকে আলোচনা হয়। চর্চা-শিল্পের উন্নতির জন্য আর্থন্যাকমত বাঙাল প্রবেশ টেকনিক্যাল শিক্ষাদানের পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোচনা হয়। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে সাব-কমিটির আর একটি বৈঠক হইবে।

রবিকসনের অনিষ্টকারী পোকা

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

ছোট বেলার ইহাদের বঃ সবুজ ধূসর বর্ণের হয়। বধন বড় হয় তখন কাল রংএ পরিবর্তিত হয়। যাতে ঘরিতে গেলেই ইহারা গুটাইয়া মটিতে পড়িয়া যায়।

প্রতিকার।—(১) যাতে ঘরিতা কেবোসিন বিপ্রিত জলে কেলিয়া যায়।

(২) চূপ ছিটাইলে বা বাগির সঙ্গে কিছু কেবোসিন নিশাইয়া ছিটাইলে পোকা দমন হয়।

যাব পোকা

ইহারা সবিসার উপার ও স্তমির রস চুষিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। অনেক দান পোকা একত্র জড় হইয়া এক একটি সবিসা গাড়ে থাকে।

প্রতিকার।—(১) দল হইতে পদর ভাগ কেবোসিন ইহাল্গন ছিটাইলে যাব পোকা মরিয়া যায়। ১ ভাগ কেবোসিন : ১০ বা ১৫ ভাগ জল।

(২) আক্রান্ত গাছগুলি উঠাইয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

(৩) পদ্ম পোকা ইহাদের ভীষণ শত্রু। পদ্ম পোকা সেখানে ইহাদিগকে মারিতে নাই।

(৪) জ্বাক পাতার জল ছিটাইলেও উপকার হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী অল্পই পোকার হইয়া।

(৫) এক পোকা কাপড় কাচা সাবান কেবোসিন মিশ্রিত বড় একটিন জলে গুলিয়া ছিটাইলেও অনেক উপকার হয়।

যাব পোকা

ইহার বিবরণ ও প্রতিকার সবিসার খেওয়া হইয়াছে।

মুড়ই পোকা

কপির গাছ বধন ছোট থাকে তখন মুড়ইর কীড়া পাতা ছিন্ন করিয়া যায়। ফুলকপি হইলে ফুলের ভিতর ছিন্ন করিয়া যায়। বাঁধাকপিকেও ছিন্ন করিয়া নষ্ট করে।

প্রতিকার।—আমের ডামাকের পাতা ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া বা অর্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে দুই ছটাক কাপড় কাচা সাবান ভাগ করিয়া গুলিয়া থাকে ছিটাইয়া দিলে মুড়ই কতি করিতে পারে না।

সাধা প্রজাপতি

ইহাও কীড়া কপির সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলে। যে ক্ষেত্রে এই কীড়া বেশী হয় সেই ক্ষেত্রে কেবল পাতার নিভাগুলি দেখা যায়। ইহার প্রজাপতি পাতার উপর ভিন পাড়ে। ভিতরগুলি পাতার উপর লম্বায়েই দেখা যায়।

প্রতিকার।—(১) ভিতরগুলি পাতা ছিঁড়িয়া বা দুই আঙুল দিয়া পাতার উপর বসিয়া পাতা নষ্ট করিয়া ফেলা।

(২) চাএর চাষের ক্ষেত্রে (১১) চাষে গুঁড়া সেড আয়সিনেট নামক সেকা বিখ পাঁচ সেব জলে গুলিয়া ইহার সঙ্গে এক ছটাক কাপড় কাচা সাবান নিশাইয়া থাকে ছিটাইলে কীড়া গাছ খাইবে না। থাকে ফুল হইবার আগে ছিটাই দাও।

“সেড আয়সিনেট” ৯৪ নং চিত্তরঞ্জন এডিমিউ, রেসার্চ বেঙ্গল কেরিকেল কারমেনিউটিকেল ওয়ার্কস্, কলিকাতার পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি পাউন্ড ৪৬০ আনা করিয়া।

জোরা পোকা বা কাটুই

জোরা পোকা ইহার প্রতিকার ও বিবরণ খেওয়া হইয়াছে।

নুতন যুদ্ধ-আহাঙ্ক নির্মাণ

ব্রিটিশ নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে ব্রিটেনে যে সকল নৌ-আহাঙ্ক নির্মাণ শুরু হইয়াছে “ইন্ডিনিয়ার” নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার বিঃ ক্রামিস ব্যাকবরাহি সম্প্রতি তাহার একটি বিবরণ দিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা আংশিক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

রাজকীয় নৌবাহিনীর জন্য ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে যে নব্বটি যুদ্ধ আহাঙ্ক (ব্যাটেলসীপ) নির্মিত হইতেছিল গত বৎসরই তাহাদের কাজ শেষ হইয়া যাইবার কথা। “পল্লম জর্জ” শ্রেণীর আরও তিনটি আহাঙ্ক ১৯৪১ সালে তৈয়ারী হইবার কথা। এই আহাঙ্কগুলির ওজন ১৫,০০০ টন হইবে। তাহাদের গতি বর্ণটার ৩০ নট (সমুদ্র পৃষ্ঠের বাইল) এর উপর হইবে এবং প্রধান অস্ত্রসমূহের মধ্যে একটি করিয়া ১৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট কামান থাকিবে।

২৩,০০০ টন ওজনের চারটি বিমানপোতবাহী আহাঙ্কও ১৯৪০ সালে প্রস্তুত হইয়া কাজে ব্যবহৃত হইবার কথা। ইহার মধ্যে “ইলান্টিনাসের” সংবাদ বর্তমানে সকলেই জানেন। এগুলিকে “আর্ক রয়েল” নামক আহাঙ্কটির উন্নত সংস্করণ বলা চলে। ১৯৪২ সালে “ইমপ্ল্যাকবল” ও “ইন্ডিকোটিগেবল” নামক আহাঙ্ক দুইটি প্রস্তুত হইলে বিমানপোতবাহী আহাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

ইহা ছাড়া গত বৎসর বিস্তর জুজুর নির্মিত হইয়াছে ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকেই চারটি ২,৬৫০ টন ওজনের দ্রুত যাইন-বপনকারী আহাঙ্ক নির্মাণ আরম্ভ করা হইয়াছিল সম্ভবতঃ তাহাদের নির্মাণ কার্য শেষ হইবার আর দেরী নাই।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই নব্বটি সাবমেরিন নির্মিত হইতেছিল; তাহা ছাড়া ৯০০ টন ওজনের “চাপ্ট” শ্রেণীর আরও ২০টি সাবমেরিন এতদিনে কার্যকর হওয়ার কথা।

১৯৪০ সালে যে মোটর টর্পেডো আহাঙ্কগুলি নির্মিত হয়, তাহাদের সংখ্যাও সাবান হইবে না। ১৯৩৯ সালের পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুত ২০টি “ব্যাডার” শ্রেণীর বাইন্ পরিকারক আহাঙ্কও নিশ্চয়ই এতদিনে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং কাজে ব্যবহৃত হইতেছে।

অষ্টেলিয়ার রাজকীয় নৌবাহিনীতে সম্প্রতি আরও দুইটি “সুপ” আহাঙ্ক ও অনেকগুলি মাইন-পরিকারক আহাঙ্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ক্যানাডার যে যুদ্ধপরি-করনা সাধারণতঃ প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ক্যানাডার রাজকীয় নৌবাহিনীতে আরও ২টি ডেইয়ার, ৩৪টি বাইন পরিকারক আহাঙ্ক, ৫৪টি কর্টেজ আহাঙ্ক এবং ২৪টি মোটর টর্পেডো আহাঙ্ক বৃদ্ধি করা হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নির্বাচিত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কনস ইঞ্চি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪৮ টাকা হারে “বাঙলার কথা” প্রকাশ করা হইবে। অস্থায়ী সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য এই মিঞ্চিই হারের উপর শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হইবে। কাগজের বিশিষ্ট কোন নামে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও মিঞ্চিই হারের উপর শতকরা ২৫ টাকা বেশী দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের চার্জের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সকল চেক “হুপারিস্টেডেট, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, এই নামে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

বাঙলার সমসার-আন্দোলনের প্রসার

[৭ম পৃষ্ঠার শেবাংশ]

প্রাদেশিক শিল্প-শক্তি-উন্নয়নের প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়ের সুবিধার জন্য একটি নতুন বিভাগ সংগঠন করিয়াছিল এবং শিল্প-প্রদর্শনীসমূহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ইন্সটিটিউশন সোসাইটি আলোচ্য বর্ষে ৪৪৮ জন লোকের প্রতি নুতন পলিসী ইস্যু করিয়াছিল এবং মোট ৪,৭৫,০০০ টাকা পলিসী ইস্যু করা হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসরে ৩১১ জন নুতন লোকের প্রতি মোট ৩,৬০,০০০ টাকা পলিসী ইস্যু করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় মালেরিয়া-নিবারণী সমিতি ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালাইয়াছিল। বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশন সোসাইটির নান্দ পত্রি-বর্তন করিয়া একপে “বেঙ্গল কো-অপারেটিভ এন্ডারেন্স” রাখা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে “ভাগ্য” ও “কো-অপারেটিভ জায়েন” নামক দুইখানা পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সভা-সমিতি করা হইয়াছিল এবং সমসার আন্দোলন সম্পর্কে প্রচারকার্য চালান হইয়াছিল। “ভাগ্য” পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ৬,০০০ হইতে বাড়িয়া ২০,০০০ কপি হইয়াছিল।

বিশোধেরে কৃষি-শিল্প-সাহিত্য প্রদর্শনী

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ঘায়েলঘাটন করিবেন

আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিশোধেরে একটি কৃষি, শিল্প ও সাহিত্য প্রদর্শনী বুলিবার আয়োজন বরদুর্ অগ্রসর হইয়াছে। সরকারের সমস্ত আতিথেয়মূলক বিভাগ এই প্রদর্শনীকে সিক্রিপস ও চিত্তাকর্ষক করিবার নিমিত্ত সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী উক্ত প্রদর্শনীর ঘায়েলঘাটন করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। বহু সংখ্যক প্রদর্শনীর প্রযোজ্য এখানে আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে এবং তৎক্ষণাৎ একটি বিস্তৃত স্থান বেরাও করিয়া ফেলা হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনও তাহাদের নিকাশ্রম এবং উপদেশমূলক প্রদর্শনমোক্ষ্য প্রযোজ্য পাঠাইতে সম্মত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে সাহায্যে পল্লী-অঞ্চলের বহু লোক আকর্ষিত হয় তৎক্ষণাৎ কবিতা, গল্প, কবি গান, জারি গান প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বার্ষিক বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে বক্তৃতাতে যে বরণের প্রদর্শনী হয় উপরোক্ত প্রদর্শনী তত্ত্বো বিবেচ্য চিত্তাকর্ষক হইবে।

ভাউট আন্দোলনের প্রবর্তককে সম্মান প্রদর্শন

নগরী বস্ত্রভাউট হলের সাক্ষ্যমণ্ডিত প্যায়েন্ড

গত ১৭ই জানুয়ারী শুক্রবার নগরী কে. ডি. এইচ. ই. হলের “এ” টিমের ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে জেলা-কমিশনারের সভাপতিত্বে নগরী বস্ত্রভাউট লোকাল এলোপিরেশনের কর্তৃকারীনে পুর্বিবীর চিচ্ ভাউট (ভাউট আন্দোলনের প্রবর্তক) বঙ্গীয় লর্ড বিভাগ পাওয়ারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন-নাথ দ্বারী ভাউটপন সাতকরে একটি প্যায়েন্ডের আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক সংগঠন-সম্পাদক যে কর্তৃসূচি প্রস্তুত করিয়া বিলাহিলেন তাহা বঙ্গীয় ভাউট পালিত হয়। সমস্ত অফিসার, বেসরকারী তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক, ছাত্র, সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং জনসাধারণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন এবং উহা সর্ব্বোচ্চ-ভাবে সাক্ষ্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

আফ্রিকায় ব্রিটিশ বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতি

আবিসিনিয়ায় ইটালীয় শ সনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

আবিসিনিয়ায় বিজ্ঞানসম্মত

১৫ই জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম বঙ্গের পূর্বে ইটালীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পর হইতে আবিসিনিয়ায় যে বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধ হইতেছিল, তাহা প্রত্যক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে।

কেন হইতেছে যে, ইটালী যোদ্ধাদের করিয়া আবি-
নিয়ায় পূর্বাংশের ধ্বংস ও পুনঃস্থাপনকে চেষ্টা
করিয়া বহু ভুল করিয়াছিল। এই সময় পূর্বাংশের
পুনঃস্থাপনকে সুযোগ্যতায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন
কিন্তু ইতোপূর্বে কল্যাণ-প্রসূক হানসীনের কল্যাণ
যোগ্যতায় করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ভূতপূর্ব সূত্রটি হইলে সেনাদলী সীমান্তের কয়েক
মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এই সংবাদে অনুপ্রাণিত
হইয়া সেনার সর্বত্র হানসীনের কল্যাণ-প্রসূক যোদ্ধারা
তীক্ষ্ণ পদাঙ্ক-তলে আসিয়া সমবেত হইতেছে। কোট
হোমি দ্বারা আবিসিনিয়ায় বাহিনী এগারো ইটালীয়-
লিগকে ইতোপূর্বে উদ্ধৃত করিয়া আসিতেছিল,
ইহারা এখন সেনার পশ্চিম দিকের সন্মুখ হইতেছে।
ইতোপূর্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক অস্ত্র-পত্র সরবরাহ
করা হইতেছে। এইজন্য তাহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা-
সূচক বাতী পাওয়া যাইতেছে।

যদিও প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি
ভূতপূর্ব সূত্রটি হইলে সেনাদলী নিজে সৈন্য বাহিনী
পরিচালনায় যে সতর্কতা দেখা করিয়াছেন, তাহাতে
ইটালীর বিরুদ্ধে আক্রমণের যথেষ্টভাবে পক্ষি
হইয়াছে। রাজকীয় নিয়ন্ত্রণের ভূতপূর্ব সূত্রটির
যোগ্য সম্প্রতি এগারো সূত্র প্রচার করিয়া যো-
হইতেছে।

জানা হইলে পূর্বাংশের কল্যাণের সর্বত্র ইটালীর
বিরুদ্ধে অস্ত্র-ব্যয় করিতেছে। সিন্ধু পূর্বাংশ
পূর্ব সূত্রটির পক্ষে বৃদ্ধ করিতেছে। সেনার প্রধান
প্রধান কয়েকটি কেন্দ্রের বাহিরে ইটালীর কল্যাণ
করিতে অসমর্থ হওয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা
হইতেছে।

জার্মানীর উপর ব্রিটিশ বিমানের হানা

গত ১৫ই জানুয়ারী বুধবার রাতে রাজকীয় বিমানবহন
যাপকভাবে উইলহেল্মসহায়ের উপর সাক্ষ্যের সহিত
আক্রমণ চালান।

বিমান বিভাগের সর্বাধিক দক্ষতাবান হইতে প্রকাশিত
এক এগারো বলা হইয়াছে যে, উইলহেল্মসহায়ের
সমগ্র জীবনব্যাপী আক্রমণ চক্রাঙ্কিত এবং এই জগৎ
ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। এই সত্যের
অভিযানে উইলহেল্মসহায়ের প্রধান লক্ষ্য হইলেও
ব্রিটেন বঙ্গের এগারো বলা হইতেছে ও ইটালীর
উত্তর-পশ্চিম জার্মানী ও অক্সফোর্ড বিমানবাহী ও অন্যান্য
লক্ষ্যবস্তুর উপরেও হানা দেওয়া হইয়াছিল। একবার
ব্রিটিশ বিমানপোত বিবোধ হইয়াছে।

মাতৃক সাহায্য সম্পর্কে জার্মানিতে প্রতিজ্ঞা

"নিউইর্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" পত্রিকার প্যারিস
সংবাদদাতা জার্মান সেনার একজন এক সংবাদ প্রেরণ
করিয়াছেন। এই সংবাদে তিনি লিখিয়াছেন—

"জার্মান সেনার পূর্ণাঙ্গি মাতৃক সাহায্য সর্বোচ্চ
হইলে উহা জার্মান সেনার পূর্ণাঙ্গি পরিণত হইবে।"

জার্মান জাতি ইহা অত্যন্ত উত্তর করিতেছে। কারণ
ইহার কল্যাণে সেনার জার্মান পদাঙ্ক বহির্ভূত, সমগ্র
জার্মানীতে বিপ্লব তরঙ্গ হইবে এবং জার্মান অধিকৃত
দেশগুলিতেও বিজ্ঞান-বলি আসিয়া উঠিবে।

জার্মান সৈন্যগণ বলিতেছে যে, যেমন করিয়াই হউক,
আবিসিনিয়ায় এই যুদ্ধ হইতে পূর্বে জার্মান বাহিনী
হইবে।

বিপ্লব মহাবল্লভে সাধারণের সমগ্রতাই যুদ্ধের গতি
পরিবর্তিত করিয়াছিল।

জার্মান পৌরসভার লুণ্ঠন

প্যারিস পূর্বের জার্মান নিয়ন্ত্রিত সংবাদদাতা
অনবরত জার্মান পৌরসভার তীব্র জার্মান আক্রমণ করিতেছে।
ইতোপূর্বে বুঝা যায়, তিনি এখনও বাহিনীর সমগ্র দাবী
মামলা হইতে সতর্ক হইয়াছে।

কল্যাণী বহিনী পদাঙ্ক করিতেছে বলিয়া জার্মানগণ
যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে, তিনি গভর্ণমেন্ট জাতি
সরকারীভাবে অস্বীকার করিয়াছে।

"নিউইর্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" পত্রিকার জার্মান
সংবাদদাতার প্রথম সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব নির্ধারিত
পত্রিকার অনুসারে জার্মান-সংবাদ দাস করিবার জন্য তিনি
বহিনী পরিবর্তিত হইবে। কিন্তু এম, লাজল পুনরায়
হ-পমে অবস্থিত হইলে বলিয়া জার্মানগণ যে সংবাদ
প্রচার করিয়াছে তিনি তাহা সতর্ক করেন নাই।
সংবাদদাতার বহু পুনঃ-গমনের কল্যাণ এম, ফলো, এড-
মিরাল লার্গ ও জেনারেল ব্রিটিশারের হস্তে সমগ্র সমগ্র
কেন্দ্রীকৃত হইবে।

ইটালীতে জার্মান প্রোভার

জার্মান বিমানবহন জার্মানগণের হস্তক্ষেপ করিতেছে
এবং জার্মান বাহিনী কতকগুলি ইটালীর নৌবাহিনী
নইয়াছে—এই সংবাদ হইতে যোদ্ধা বার যে, জার্মান
নিকট প্রাচ্যে ব্রিটিশবিরোধী ক্রান্ত সংগঠনে যার্মাকার
হইয়া এখন ইটালীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে।
জার্মানী সিন্ধুর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে
বলিয়া আবিসিনিয়া হইতে যে সংবাদ হইয়াছে, তাহা লজ্জা
কিনা জানা যায় নাই। তবে একটা জানা গিয়াছে
যে, জার্মান প্রাধান্য: উত্তর-পূর্ব ইটালীতে সমবেত
হইয়াছে এবং ইটালী জার্মানীর বুঠার মধ্যে চলিয়া
যাইতেছে।

ব্রিটিশ জুজারের কতিব

যাহো ডি জেনেরো হইতে সরকারী ইটালীর নিউজ
এজেন্সীতে এই সর্বত্র এক জার্মানী প্রেরণ করা হইয়াছে
যে, ব্রিটিশের সামরিক এলাকার বাহিরে অবরোধ ব্যতী
ভালিয়া নিরাপত্তা করিবার চেষ্টা করিলে ব্রিটিশ
অগ্নিদাহী জুজার "অটোবাস" কল্যাণী জাতি
"মোটোকা"কে পাকড়াও করিয়াছে। "মোটোকা"
ব্রিটিশ উপকূলবর্তী বঙ্গ "সাল্টাড" অভিযুগে যাত্রা
করিয়াছিল।

যাহো ডি জেনেরোর সংবাদে প্রকাশ, জার্মান অভিযুগে
সাধারণ কিছু মানসে নইয়া বাহিনীর চেষ্টা "মোটোকা"
করেকার ব্রিটিশ অবরোধ-ব্যতীকে জালিয়া দিবার
চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রিটিশের নৌবাহিনী হইতে যোদ্ধা
করা হইয়াছে যে, নব্বিশ ব্রিটিশে উল্ল দিতে বাইরা
ব্রিটিশের বিমানপোতের মোটোকাকে লক্ষ্য করে।
যে সময় উহার ইঞ্জিন বাহিনী গিয়াছে এবং অটোবাস
উহারই পাশে পৌঁছিয়া গিয়াছে। অতঃপর দুইটি

অটোবাস একযোগে সমুদ্রে বহিন্ত হইয়াছে। সর্বত্র
প্রবলভাবে "মোটোকা" ব্রিটিশে জাগ করিয়া আসে
কিন্তু অটোবাস উহার কিছু দূরত্ব অতিক্রম করিলে উহা
উত্তর-পূর্ব বঙ্গ পূর্বাংশে টলিতে প্রত্যাবর্তন করে
অতঃপর উহা আবার সমুদ্রে বাহিন হইয়া, অতঃপর
মাইল সীমান্ত মধ্যেই উহা থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল,
কল্যাণ উহাকে বহন বহন করিয়া লইতে হইয়াছে।

আফ্রিকায় ব্রিটিশ অগ্রগতি

এক এগারো বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বাহিনী জুজার
আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে এবং অব্যাহতভাবে অগ্রসর
হইতেছে।

হাইলে-সেনাদলীর সমগ্র কল্যাণ

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার কল্যাণে সংবাদদাতা
জার্মান জার্মান-সেনাদলীর একজন প্রধান দাবী
সেনাপতি জুজার কল্যাণে অগ্রসর করিয়াছেন।
কল্যাণ ব্রিটিশ জাতি প্রাচ্যে প্রাচ্যে প্রাচ্যে প্রাচ্যে
ইতোপূর্বে নিকট হইতে বিপ্লবজাতি আধিপত্য
জাতি তিনি আসিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আবি-
নিয়ায় ব্রিটিশ জাতি-কল্যাণের কথা দেখা যায় পূর্বে
সূত্রটি এই আধিপত্য লড়াইর জন্য বিপ্লব বাহিনী
উক্ত প্রাচ্যে প্রাচ্যের বঙ্গ ১১ বঙ্গ। ইতোপূর্বে
কল্যাণ ব্রিটিশ সাংবাদিক জাতি সাংবাদিক লড়াই
সমগ্র হইয়াছে। আবি জাতি সতর্ক সাংবাদিক করিয়া
এই সংবাদ অগ্রসর হই। তিনি বঙ্গ, সমগ্র কল্যাণ
চাচা ব্রিটিশের জাতি কল্যাণ করিয়া থাকে। আবি
সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম ইন্দুর এবং জাতি পূর্বে
ব্রিটিশের উপর আধিপত্য লড়াই করিয়াছে।

অতঃপর তিনি আবি জাতি একজন প্রাচ্যের
নিকট হইয়া এই বিজ্ঞানের প্রতি কল্যাণ পূর্বাংশ
জাতি-কল্যাণ করিতে কল্যাণ। এই প্রাচ্যের কল্যাণ
যে, কল্যাণ চাচা আবি-নিয়ায় সূত্রের সিংহাসন
প্রাচ্যের জন্য কল্যাণ করিতেছে এবং প্রাচ্যে করিতেছে।
ইটালীজাননা অন্যান্য-কল্যাণ কল্যাণ ব্রিটিশ
কল্যাণে প্রাচ্যে পাইয়াছিল, কিন্তু জাতি লক্ষ্য হইয়াছে।
এখন ব্রিটিশের জাতি ও সূত্রের সিংহাসন পূর্বাংশ
প্রাচ্যের পর আবি এই ব্রিটিশ পূর্বাংশের পরিবর্তন
করিতেছে।

ইটালী-সেনাদলীর সাংবাদিক

জার্মান বিমান সংবাদদাতা বঙ্গ যে, জার্মান
সেনাদলী সাংবাদিকের জাতি কল্যাণ জার্মানগণের
আবি কল্যাণ জার্মান জার্মান পূর্বাংশ করিয়া
সিন্ধুর জাতি জাতি পক্ষি প্রাচ্যে করা হইলে এবং
ব্রিটিশ নৌবাহিনী একজন জাতি না করা পূর্বাংশ এই জাতি
চলিতে থাকিবে। ব্রিটিশে সিন্ধুরে ব্রিটিশ এক-
জন বলা জার্মান পূর্বাংশ আবি।

ইটালী যে অগ্রসর কল্যাণ হইয়াছে এবং যাহাতে
পূর্বাংশ জাতি না হইয়া পক্ষে জাতি জার্মান
এগারো প্রাচ্যে করিতে পারে। কিন্তু জার্মানগণের
সর্বত্র যে অগ্রসর প্রাচ্যে জাতি জার্মান জাতি
এবং এখনও এই জাতি বলা আবি বলিয়া বঙ্গ
হইতেছে।

পূর্বাংশ কল্যাণে জাতি পূর্বাংশ প্রাচ্যে করিয়া
আবি ও আবি-নিয়ায় ইটালীর আক্রমণ কল্যাণ
সর্বত্র করা জার্মানী লক্ষ্য হইতে পারে।

প্রকাশ, জিটার ১০০ বলা হইতে ৫০০ বলা পূর্বাংশ
বুজপূর্বাংশ এবং জার্মানী বৈমানিক ও সমগ্র-কল্যাণ
জার্মানগণ প্রাচ্যে করিয়াছে। তবে এই সময় গ্রীষ্ম
কি অগ্রসর কল্যাণ জাতি জাতি প্রাচ্যে প্রাচ্যে
জাতি জাতি যায় নাই।

জার্মানীয় বিপ্লব

২১শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জার্মানীয় জার্মান
সাংবাদিক সিন্ধুর জেজার-জাতি জাতি-কল্যাণ
সর্বত্র উক্ত বিপ্লবের একজন লক্ষ্যে গুলী করিয়া
কল্যাণ হইয়াছে।

Printed and published by GEORGE WILFRED DAVIS at the Central Government Press, Almore, Benares. Editor: ALFRED HENRI.

[३४] भाषा

• **বাহ্যবলিঃ** এবে-টম—বি-আই-এম-এম কোঃ সিঃ।

[illegible]

গভর্ণর-বাহাদুরের ময়মনসিংহ সফর

অভিনন্দনের উত্তরে পাট-সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা

বাংলায় মহামান্য গভর্ণর স্যার জন আর্থার হার্ভার্ট বিকট ২৭শে জানুয়ারী তারিখে ময়মনসিংহ সফরে গমন করিলেন পরে উৎসবকে বিরাটভাবে অভিনন্দিত করা হয়। অভিনন্দনপত্রসমূহের প্রত্যুত্তরে গভর্ণর বাহাদুর নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেন:—

ভ্রম মহোদয়গণ।

অন্য প্রান্তে আমার প্রতি যে তিনবার অভিনন্দন-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি একান্ত মনোযোগের সহিত তাহা পূরণ করিয়াছি। ময়মনসিংহ জেলার আমাদের এই পুণ্য সফর উপলক্ষে আপনারা আমার স্ত্রী ও আমার প্রতি যে সাদর আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ১৯৩৭ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে স্যার জন এডার্ডের প্রতি আপনাদিগকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আপনারা এই বিরাট জেলার জন-সংখ্যা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিংহ উপত্যকায় এই দুইটি প্রদেশের জন সংখ্যা চেয়েও অধিক। তবু তাহাই নহে, এই জেলার জন সংখ্যা ইন্ডোচীনের দুইটি অধীন দেশ ভেনমার্ক ও নরগরে অপেক্ষাও বেশী। এই দুইটি দেশ বর্তমানে নাৎসীদের অধীনে রহিয়াছে এবং আত্মাধীনতার অধিকার-প্রস্তাবের পরিণামে যে বিরাট সংগ্রাম বাধিয়াছে, তাহার ফলে এই দুই দেশের দুর্ভাগ্য দেখা দিয়াছে। এই দুই দেশের ফলে ময়মনসিংহ জেলার কিরূপ প্রতিভা দেখা দিয়াছে এবং মুক্ত-প্রচেষ্টার জেলার অধিবাসীরা কিরূপ একাগ্রতার সহিত সাক্ষাৎ দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব। স্থানীয় যেসব ব্যাপারী সম্বন্ধে অভিনন্দনপত্রসমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে, আমি সন্তোষে তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিতে চাই।

তিনটি অভিত্যগণই পাট-ব্যবসারের অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, চাষীদের দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে পাট সমস্যা বর্তমানে অতি জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং যদি পাটের দাম বৃদ্ধি না পায়, তবে অবস্থা অতি পোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, গভর্ণমেন্টকেই পাটের দাম বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতে হইবে। এই ব্যাপারে আমি এমন কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই—যে সব ব্যাপারে সাধারণতঃ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসা হইয়াছে। ১৯৪০ সালে পাট অতি বেশী পরিমাণে উৎপাদন হওয়ার বর্তমান অপ্রত্যাশিত দেখা দিয়াছে। মুন্সের ফলে পাটের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইবে মনে করিয়া চাষীরা অত্যধিক পরিমাণে পাটের আবাদ করারই একমুখী পরিমাণে পাট জমিয়া-ছিল। সে সময়ে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য গভর্ণমেন্ট কিছু সফল করিয়াছিলেন, অনেকের অনুবোধে তাঁহারা যে সফল কার্যে পরিণত করিতে বিরত থাকেন; কিন্তু পরিণামে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সরকারের আশঙ্কাই ঠিক ছিল। আমাদের হাতে বিরাট পরিমাণ পাট বর্তমান রহিয়াছে এবং অপ্রত্যাশিত অনেক পাট আবার একান্ত নিম্ন শ্রেণীর; তাহা হাজা মুন্সের জন্য ইন্ডোচীনে পাটের কল্যাণও অনেকাংশে সমুচিত হইয়া দিয়াছে। এই সব কারণে যে পোচনীয় অবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতিরোধ সাধনের জন্য গভর্ণমেন্ট পাট-ব্যবসারীদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন এবং পরিণামে তাহাদের সহিত এমন একটি চুক্তি নিষ্পন্ন করেন—যাহার ফলে চুক্তিসম্মত নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবসার পরিচালনা পাট ক্রয় কমিটিতে নীত হইবে। কিন্তু পরে বলা দেখা যায় যে,

এই ব্যবস্থা যথোচিতভাবে কার্যকরী হইতেছে না, তখন প্রাদেশিক সরকার চাষীদের আর্থিক ক্ষতি কমানোর জন্য আরো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য প্রার্থনা করার দ্বিতীয়ে একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় এবং তাহার ফলে দ্বিতীয় একটি চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই দ্বিতীয় চুক্তির ফল যেন শুভ হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। এই ব্যাপারে বিকট ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বিকট বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর আমি আর বিশেষ কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি না। উক্ত বিবৃতিতে পরিবর্তিত সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া চাষীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমি আশা করি, চাষী সমাজ এসব উপদেশ গ্রহণ করিয়া চলিবেন। আমি জানিতে পারিলাম যে, মিলসমূহ চুক্তিপত্রের বহানুবাহী পাট ক্রয় করিতেছে ও ভবিষ্যতেও করিবে এবং তাহার ফলে সম্ভবতঃ বর্তমান পোচনীয় অবস্থার কতকটা উপশান্তি সহ্যই সম্ভবপর হইবে।



ময়মনসিংহ সফরে গভর্ণর-বাহাদুর স্থানীয় শিল্পিক-পাট চাষীদের অভিনন্দন ও জেলা-ব্যক্তিগণের গভর্ণর সফরে আভ্যন্তরীণ।

পাট-সমস্যা সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা চাইতেই বৃদ্ধি পাইবে যে, প্রাদেশিক সরকার পাট-চাষীদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নহেন। গভর্ণমেন্ট চেষ্টা করিলে পাটের দাম বৃদ্ধি পরিমাণে বাড়িয়াছে পারেন যদিও যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে হাফ খাবারের জন্য কেবল একমুখী অভিব্যক্তি পোষণ করেন। পাটের চাহিদা বৃদ্ধি চাইলেই নতুন দাম বাড়িতে পারে। এ-পদ্ধতি এই ব্যাপারে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাও ফলে দাম কিছু বাড়িয়াছে বটে; কিন্তু যে পর্যন্ত নাকি ইন্ডোচীনের সমস্ত দামে পাট চালানোর সুবিধা না হইবে, অবস্থা মুন্সের বর্তমান পাটের চাহিদা বৃদ্ধি না পাইবে, সে পর্যন্ত বলা বিশেষভাবে বৃদ্ধির সম্ভাবনা মোটেই নাই।

হাফাতে পাটচাষীরা একটি সমস্ত দামপাইতে পারে, তাহাই গভর্ণমেন্টের ইচ্ছা; কিন্তু অত্যধিক পরিমাণে পাট উৎপাদন হওয়ার ফলে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, গভর্ণমেন্ট নিজে পাট ক্রয় করিলেও এই সমস্যার দারী সমাধান আশা করা যায় না। এই সমস্যার একমুখী সমাধান পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের উপরই নির্ভর করে। এই জন্যই গভর্ণমেন্ট পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যাত্রা এক বছরের জন্য এই নিয়ন্ত্রণ হইবে না; বরং কয়েক বছর বাতাই এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চলিবে। কলোনিয়াল সহিত পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ হইলে তাহার যে শুভ ফল হইবে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। পাটচাষীরা যদি গভর্ণমেন্টের পরামর্শ মত কাজ করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহাদের আর্থিক ক্ষতি হইবে। কাজেই আমি আশা করি, আপনারা চাষী সমাজকে চাষ-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া এ-বিষয়ে অনুপ্রাণিত করিবার প্রচেষ্টা পাইবেন।

পাট সমস্যার অন্যতর পরিণতি হিসাবে গণ-সামিলনী বোর্ড সমুদেব নিষ্পত্তিকৃত ব্যবস্থাসমূহে প্রস্তুত কিস্তি অনুযায়ী টাকা আদায়ে বাধা দিই হইয়াছে বলিয়া আমি জানিতে পারিলাম। এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, যাহারা প্রকৃত কিস্তির টাকা পরিপোষে অসমর্থ, তাহাদের সম্বন্ধে যাহার অধিকার স্থিতি-বাতক আইনে রহিয়াছে। কিন্তু যেখানে বাতকরণ প্রকৃত কিস্তির টাকা পরিপোষ করিতে সমর্থ, সেখানে স্থানে বিভাগিহি কিস্তির টাকা আদায়ের জন্য সময় বন্ধিত করিয়া দেওয়ার কোন অর্থ নাই; কারণ কিস্তি খেলাপের জন্য যে আদায়ী টাকা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা পরিণামে বাতকরণেরই অপ্রত্যাশিত কারণ হইবে। কিন্তু যেখানে প্রকৃত বাতকের অবস্থা পোচনীয়, সেখানে কিস্তির টাকা প্রদানের সময় বৃদ্ধি করার বিধান আইনে রহিয়াছে। এই ব্যাপারে বিশেষ অধিকার যে খুব বিবেচনা করিয়াই বাবদার করা হইবে, তাহাও সকলে নিশ্চিত থাকিতে পারেন। চাষী-সমাজের কল্যাণের জন্য গভর্ণমেন্ট যে প্রকৃতই আগ্রহান্বিত, তাহার নুতন প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমান বর্ষেই সরকার প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

দুইবার অভিনন্দন-পত্রে এই জেলার জনস্বাস্থ্যের পোচনীয় অবস্থা উল্লেখ করিয়া প্রাণামজা নদীর সমস্যার কথা বলা হইয়াছে। ইহা অতি দুঃখের বিষয় যে, জেলার অধিকাংশ স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রাচুর্য পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং এই রোগে দুর্ভাগ্য-সংক্রান্ত সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই রোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন যে অত্যাবশ্যক, আমি তাহা উপলব্ধি করিতেছি এবং ইহা নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে যে, এই রোগাক্রান্ত রোগের মূলোৎপাটনে যদি সকলে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ব্যক্তি হইতে এই আশঙ্কা পূরীকরণে অনেকাংশে সাফল্য অর্জন করা যাইবে। ১৯৩৯-৪০ সালে তিনবার নেত্রকোণা মহকুমার বিশেষভাবে ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত স্থানসমূহে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সম্পর্কে তথ্যসু-সন্ধান করা হইয়াছিল এবং পঞ্চাশটি বাস হইতে ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য নেত্রকোণায় একটি কার্যালয়ও খোলা হইয়াছে। এই স্থানে কালাজরের আক্রমণও হইয়াছে—যদিও এই রোগ বিস্তৃতির পক্ষে নহে। এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবর্গেরা এবং কালাজর ও ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা-কেন্দ্র-সমূহ পরিচালনা করিয়া জেলা-বোর্ড এই দিক দিয়া কয়েক কাজ করিয়াছে। গভর্ণমেন্টও বর্তমান আর্থিক ব্যয়সহ কুইনটিন ও কালাজরের ঔষধ সরবরাহের জন্য ৪৪,০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া মহামারী সম্বন্ধে জন ২৩ জন ডাক্তারও নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহা বলা প্রয়োজন যে, গভর্ণমেন্ট হইতে বিভিন্ন জেলার যে কুইনটিন বিতরণ করা হয়, তাহা কতকগুলি নীতির

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

মারিচাপড়া (ঢাকা)—

গ্রামা কর্মীদল এবং আরও অন্যান্য লোককে ট্রেনিং বিহার মিলিত মারিচাপড়া মহকুমা-পল্লী-সংগঠন বিহার গত ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে পরিচালনা করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষিত ট্রেনিং পরিচালনা সম্পর্কে কর্মসূচী প্রচার-কার্য চালানো হয়েছিল। এই মহকুমার প্রত্যেক ইউনিয়ন-বোর্ডকে ট্রেনিং লাভের নির্দিষ্ট কর্মী প্রেরণ করিবার জন্য বলাসহকারে আদেশ জানানো হয়েছিল। স্থানীয় কর্মচারিবৃন্দ যাহাতে এই শিক্ষা লাভের নির্দিষ্ট নির্দেশ বোঝানো করিতে পারে তৎপরতা সন্যাস, কৃষি এবং জেলা বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন করা হয়েছিল। আশ্রয় চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেবল মাত্র ৭৯ পল্লীকর্মী এই আদেশে সাড়া দিয়াছিলেন এবং নূরুদ্দীন ১৩ জন অফিসার (তন্মধ্যে একজন সার্কেল অফিসার, তিনজন স্পেশাল অফিসার, একজন কামরগো এবং আটজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর) নির্দেশ বোঝানো করিয়াছিলেন।

কাজের সুবিধার জন্য এই ৭৯ জন পল্লী-কর্মীকে ১৩টি বিভিন্ন শাখার ভাগ করা হয়েছিল এবং এক একটি শাখা এক একজন শিক্ষার্থীর অফিসারের হাতে মাস্ত করা হয়েছিল। শহরের আশে পাশে ১৩টি গ্রামকে বাড়াই করিয়া দেওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি শাখার জন্য একটি কথিত গ্রাম নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষার্থী কর্মীদল এবং অফিসারগণ তাঁহাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট গ্রামে অবস্থান করিতেন এবং বক্তৃতা প্রদান করিবার নির্দিষ্ট শহরে আগমন করিতেন। বক্তৃতার পর পরস্পরের মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলিত এবং ভাষার আদান প্রদান হইত ও যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করা হইত।

উক্ত তেরটি হাতে-কলমে শিক্ষার নির্দেশে পুনর্বিপণ্ড বিহার সহিত কার্যকরী শিক্ষাও সমভাবে প্রদান করা হয়েছিল।

নিম্নলিখিত ১৩টি গ্রামে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়েছিল—

- (১) ১৩টি বিভিন্ন গ্রামে ১৩ টি পল্লী সংগঠন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলীর নির্দিষ্ট জাহাজ নব প্রকারে চালা আদান করিতেছেন।
- (২) ৪৯টি পুস্তকী এবং ছোট বড় ২২২টি খানা ডোবা হইতে কচুপীপানা পরিচালন করা হয়েছিল।
- (৩) প্রায় ৭০৮ জন ছাত্র লইয়া হাবলসহকারে প্রচার ২৭টি বহুস্তরের বিদ্যালয় এবং সাতটি বাসকদের বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল।
- (৪) ৩৮০টি পুস্তক এবং দুইটি দৈনিক পত্রিকা সহ ৬টি পল্লী গ্রামস্থান স্থাপিত হয়েছিল; এতদ্ব্যতীত দুইটি গ্রামা হল স্থাপন করা হয়েছিল।
- (৫) একটি ব্যাঙ্গাঙ্গাঙ্গ স্থাপন করা হয়েছিল।
- (৬) পানীর জল সরবরাহের নির্দিষ্ট ৬টি পুস্তকী পুস্তক করিয়া স্থাপন করা হয়েছিল।
- (৭) জল সাক, ডোবা ডোবা, জালালা কাটা এবং পাটখানা ও গোয়াল ঘর স্থাপন হইতে পুস্তক করিয়া প্রায় ২০২টি বাড়ী পরিচালন করা হয়েছিল এবং জল সরবরাহের আদানও স্থাপন করা হয়েছিল।
- (৮) পল্লী বাড়িঘর বড় বড় জল সাক করা হয়েছিল।
- (৯) প্রায় ৪৯টি পাটখানা স্থাপন হইতে করা হয়েছিল এবং বোঝানো করা হয়েছিল।

(১০) ২২টি মালেকিয়াপুর বোপীকে কুইনিয় প্রদান করা হইয়াছে এতদ্ব্যতীত আর চারটি বোপীকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১১) আনুমানিক ১,৪২৫ গজ দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ অবস্থা বোঝানো করা হইয়াছে।

(১২) দুইটি সন্ধ্যাকেন্দ্র তৈরী করা হইয়াছে।

(১৩) বাসের উপর পাঁচটি বাসের সীকা তৈরী করা হইয়াছে।

(১৪) এক একর পরিমিত ২৬ বৎ পতিত ভবিতে বিলাতী বেগুন, শাক-সব্জী, কলা, আর এবং কঁচাল প্রভৃতির চাষ করা হইয়াছে।

(১৫) পাঁচটি বিভিন্ন পরিবারে বিড়ি তৈরী, মাদুর তৈরী, সুচিকার্য, সাবান তৈরী প্রভৃতি কুটির শিল্প প্রবর্তন করা হইয়াছে।

(১৬) পাঁচটি বিভিন্ন গ্রামে পল্লী সংরক্ষণ সমিতিসমূহ পুনর্গঠন করা হইয়াছে।

(১৭) সেচ-কার্যের নির্দিষ্ট জল নিকাশের জন্য ৩৫৫ হাত নদা, তিন হাত গভীর এবং দুই হাতে তিন হাত পাশে চারটি নদা খনন করা সংস্কার করা হইয়াছে।

(১৮) ১৩টি গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি পল্লীতেই সার তৈরী করা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

(১৯) বহু দিনের চারটি বিবাদ আপোষে মিটিয়া ফেলা হইয়াছে।

(২০) বহু স্থানে বাস্তুকর খেলাগুলার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

নিম্নের পরিচালনার শেষ দিনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে. জর্জ, আই. সি. এন্স, দুইটি শাখার কার্য তাহাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট গ্রামে পরিদর্শন করেন।

মহকুমা হাকিম মিঃ জে. সাদুল্লাহ, আই. সি. এন্স এবং সভাপতি মহোদয় মারিচাপড়া "ইয়ং মেন্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন হলে" শিক্ষার্থী কর্মী, অফিসারগণ, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যগণ এবং পল্লী-উন্নয়ন কার্যে যত্নবান ব্যক্তিগণের একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

নিম্নের পরিচালনা করিবার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ এ. বসীউল্লাহ, বি-সি-এন্স, যোগদান করেন যে, ১৯৮১ সালের আগামী জুন মাস হইতে নূরুদ্দীন গ্রামা-কর্মী-দলকে একটি "কাপ" পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

মারিচাপড়া (করিমপুর)—

ভাঙত সরকারের সাতটা ভাঙত হইতে ১৭টি নলকূপ মস্তু করা হইয়াছে এবং ইহার অধিকাংশ নলকূপই ইতিমধ্যে খনন করা হইয়া গিয়াছে।

কচুপীপানা পল্লীকর্মীরা ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ বিশেষ যত্নবান হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের তহবিল হইতে ও বেসরকারীভাবে প্রাপ্ত অর্থের সদাযত্ন করা হইতেছে।

প্রজন্ম ঝাঁক

সরকারী প্রজন্ম ঝাঁকসমূহকে বিশেষ যত্ন সহিত পালন করা হইতেছে এবং জাহাজ কতিপয় উৎকৃষ্ট বাস্তুরে জন্ম দিয়াছে। এই মহকুমার সো-বাধ্য কিম্বা জন্মের কোন অভাব নাই।

বর্তমান কৈন-বিদ্যালয়সমূহ আশানুরূপভাবে কাজ করিতেছে এবং নভেম্বর মাসে কোন নতুন কৈন-বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় নাই।

পুরাতন প্রজন্মসমূহ বেশ ভালভাবে চলিতেছে।

বোর্ডের অফিসে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

মহকুমার স্বাস্থ্য বোর্ডসমূহ বেশ ভাল।

ইনিয়ন ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত একটি নতুন পল্লী-সংগঠন সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে। বর্তমান পল্লী-সংগঠন সমিতিসমূহ সুস্বাস্থ্য কার্য সম্পাদন করিতেছে।

গত নভেম্বর মাসে শিবির এলাকার অন্তর্গত চন্দ্রচর বাজারে এবং মালারীপুর এলাকার অন্তর্গত শিববাড়া নামক স্থানে দুইটি নতুন বাজার চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

পানঃ এলাকার অন্তর্গত গরুর নদিক নামে গজানগর পল্লী-চিকিৎসালয় নামে একটি নতুন চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

সার্কেল অফিসারগণ আরও বহু সংখ্যক পল্লী-সংগঠন সমিতি এবং ভিৎসেনদারী স্থাপনের প্রচেষ্টা করিতেছেন।

সরকার কর্তৃক সরবরাহ করা কুইনিয় ক্রয়াদৃত বিতরণ করা হইতেছে।

নোয়াখালী—

গত নভেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলার যে সকল পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

মহকুমা হাকিম এবং সার্কেল অফিসারগণ বহু প্রচার-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন এবং সেই সভার পল্লী-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার কতকগুলি সভার জন-সাধারণকে বনি নদা, শীতের শাক-সব্জী এবং গো-বাশোর চাষের প্রসারভার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল।

গ্রামা বোঝাসমবন্ধে জেলায় বহু স্থানের কচুপীপানা পরিচালন এবং জল সাক করিয়াছে। নকশা সাতটা আদান গ্রামের কর্মীদল গ্রামের ৩টি পুস্তকী হইতে কচুপীপানা এবং অন্যান্য জল-জল পরিচালন করিয়াছে।

নকশা বাসাবাড়ী আদান গ্রামের কর্মীদল এই পল্লীর পল্লী স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কিত কার্য সম্পাদন করিয়াছে।

গত নভেম্বর মাসে বর্তমান নৈন-বিদ্যালয়, পল্লী গ্রামস্থান এবং পল্লী-বহন সমিতিসমূহ রীতিমতোভাবে কাজ করিয়াছে।

একসময় বহুস্তরের একটি নতুন শিক্ষা কেন্দ্র এবং একটি গ্রামা পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে।

সামগ্রিক স্থানীয় অন্তর্গত পানুয়া নামক স্থানে মারিচাপড়া জাহাজের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

সংবাদ পাঠ্য নিয়াছে যে উক্ত কেন্দ্র আলোচ্য মাসে বেশ আশানুরূপ কাজ করিয়াছে।

কলকাতার (চট্টগ্রাম) —

গত অক্টোবর মাসে চাকরিয়া বাসার অন্তর্গত চেরিকা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন নোয়াখালীস্থানীয় কুয়াশী বাসের জল পরিচালন করার কার্য বোঝাপ্রদানিত প্রবে সম্পাদিত হইয়াছে।

বিভিন্ন মাস্তান অফিসারগণ বহু তহবিলের নির্দিষ্ট ৪৬৯৭০ আদা চালা হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছেন।

টাকাইল (মহানসিংহ)—

টাকাইলে বহু সম্পর্কিত প্রচারকর্মের এক সভার গোপালপুর এলাকার ইউনিয়ন বোর্ড এসোসিয়েশন এবং বহু সাধ-কর্মী ১,৪০০ টাকা এবং অভিজিত সংগ্রহ ১০২৫০ আদা সরবরাহের অভিজিত কেন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ. এ. টি. আলেকজান্ডার প্রদান করা হয়। বহু ফোক এই সভার যেকোন করিয়াছিলেন।

বাঙলায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের প্রয়োজন

ব্যবসায়ী সম্মেলনে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বক্তৃতা।

বিপ্লব ১৮ই জানুয়ারী তারিখে মাননীয় মি: এ. কে. ফকরুদ্দীন হক গভর্ণমেন্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে ব্যবসায়ী ও শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের একটি কনফারেন্সে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই প্রদেশের বিন্ট ও হাউসপ্রাইসের পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়া সাহায্য প্রদান করিবার জন্য জনসাধারণের দিকটি আবেদন জ্ঞাপন করেন। কলিকাতার মেয়র মি: আব্দুর রহমান সিদ্দিকী এই কনফারেন্সে সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

এক বক্তব্যে শিল্পোন্নতির দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিতে গেলেন ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলাদেশের স্থান সর্বমুখ। এ প্রদেশে যাহা কিছু শিল্প বহিষ্কার, তাহাও অব্যবহার্য পদ্ধতিতে উন্নীত। প্রধান-মন্ত্রী বলেন যে, এই মতবাদ যাহা তিনি অব্যবহার্য পদ্ধতি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন না। তিনি শুধু ইহার উল্লেখ যাহা তাহাদের কাজের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন যে, অন্য প্রদেশের ন্যায় হইয়াও তাহারা বাঙলা দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে



মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ব্যবসায়ী-সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। কলিকাতার মেয়র মি: আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ও শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর মি: এস. সি. মিত্র প্রধান-মন্ত্রীর দক্ষিণ পাশে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

মাননীয় মি: হক বলেন যে, এই প্রদেশের লোক নিজেদের প্রদেশকে কৃষিপ্রদেশ প্রদেশ আখ্যা দিতে সর্বদাই পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু দেশ এখন কৃষি বিষয়ে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। চাষীদের জোতভূমি আর পুর্বে র মত টাকা পরসার দিক দিয়া লাভজনক নাই এবং বৎসরে তাহাদের বাহা আর চর, তাহা জীবনে অতি সাধারণ আদম মানের পক্ষে আদৌও যথেষ্ট নহে। যাহারা দেশের মজল কামনা করেন, তাহারা এখন বেশ ক্রটিতে পারিয়াছেন যে, তাহাদের শিল্পোন্নতির সাহায্যের উপরই দেশের লোক লোক লোকের দৃষ্টি নির্ভর করে। দেশের বিন্ট নিজেদের উদ্ধার করিতে চাইবে এবং নতুন নতুন শিল্প, বাহার বিপুল উন্নতির সম্ভাবনা বহিষ্কার, পড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশী লোকের কথা নয়, বাঙলাদেশে অতি মুখ্য মুখ্য এবং জগতবিখ্যাত চাকারি মসলীন প্রস্তুত হইত। পাঁচাত্তা দেশে এই সমস্ত কাপড়ের খুব চাহিদা ছিল। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে দেশের শিল্প ও তার শিল্প ছিল। এসকলই এখন বিন্ট হইয়া পড়িয়াছে

বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। যদি বাংলা দেশে তাঁহার শিল্প-ওলিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই সব শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ অনুদান প্রয়োজন এবং খুব সম্ভব উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী প্রস্তুতের উপায় ও এই সব প্রদেশের কোথায় বেশী কাঁচি, তাহা খুঁজিয়া রাখিব করিতে হইবে। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে বাঙলা দেশ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম স্থাপন করিয়া শিল্প সম্বন্ধে লোকদিগকে অবহিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

মি: আব্দুর রহমান সিদ্দিকী সভাপতির বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে, এই মিউজিয়াম অনেক ভাল কাজ করিতেছে এবং আরও বলেন যে, প্রতি দিন গড়ে ১,৫০০ সেন্ট হাজার লোক এই মিউজিয়াম পরিদর্শন করে এবং পত্র লই বৎসরে লোক লোক লোক এই মিউজিয়াম পরিদর্শন করে।

শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মি: এস. সি. মিত্র কনফারেন্সের সভাপতিগকে অভিনন্দিত করেন।

স্যার বি. পি. সিংহ রায়ের করিমপুর পরিদর্শন

বুড় প্রচেষ্টা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ

রাজস্ব-সচিব মাননীয় স্যার বি. পি. সিংহ রায় রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মি: বি. আর. সেন, আই. সি. এন্ড সমিতিব্যাচারে গত ১৭ই জানুয়ারী করিমপুর পরিদর্শন করিয়াছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ, মেটেল-সেন্ট অফিসার, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পহল্লু আরও বিন্ট সর্বকারী ও বেসরকারী উন্নয়নকারীরা তাঁহাকে সন্মানে অভ্যর্থনা করেন। অপরকে স্যার বিজয় প্রসাদ করিমপুর হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত কামাইপুর নামক গ্রামের গমন করেন। সেখানে এক বিলাসিতা ভাষায় অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ড এবং জনসাধারণের উৎসাহে হইতে তাঁহাকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইয়াছিল।

অভিনন্দনের অবশেষে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, তিনি নিজে জেলায় কৃষির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি জনসাধারণকে এই আশ্বাসবাহী প্রদান করেন যে, জেলার কলেক্টর অনুসন্ধানের বৃত্ত আছেন এবং যদি কোনো প্রতিকারের প্রয়োজন পোক পাড়া বাঘ, তবে গভর্ণমেন্ট কনস্ট্রাক্শন বিনিয়ে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। পাট সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সরকারের প্রচেষ্টায় পাটের দর আশানুগত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই দর বৃদ্ধির ফলে এই জেলার কৃষকগণের কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা হইবে। তিনি কৃষকগণের বাজারী ও অন্যান্য দের দ্রুত সম্ভব প্রদান করিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় কালা-অর কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস পরিদর্শন করিয়া করিমপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

গত ১৮ই জানুয়ারী মাননীয় মন্ত্রী, রাজস্ব সেক্রেটারী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জমি রেজিস্ট্রার সম্পর্কিত ডিরেক্টর, মেটেলসেন্ট অফিসার এবং জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান সমিতিব্যাচারে করিমপুরে কার্য সেবিবার নিমিত্ত রাজস্বাধী চতুর্দিকে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। বুড়-প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং পুর্ণিমের ন্যায় জেলার কৃষির অবস্থা সম্পর্কে বিশদভাবে বলেন। উপস্থিত জনগণ তাঁহাকে বিশেষ আন্তরিকতার সচিত গ্রহণ করে। অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী চট্টগ্রাম বৈল যোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আকস্মিকের মুহূর্ত সমঝোৎসাহ

কৃষকের সচিত কৃষকবিরতি নাকচ হইবে?

বালিন এবং গৌর চট্টোপাধ্যায় পাণ্ডুরা বাটপেজ্জ মে, আকস্মিকের বর্তমান কৃষকবিরতি এক "নিমিষ সাময়িক এবং কৃত্রিম প্রচেষ্টা" আভ্যন্তরীণ পুর্ণাভাব।

"বেঙ্গলের আর্থিকবিস্তার" নামক সংবাদপত্রে গৌর চট্টোপাধ্যায় এক সংবাদে এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই সাময়িক উদ্যোগ আরও চট্টগ্রাম পুর্ণ হইয়া এবং কৃষকবিরতি হইবে। আরেকবার সাধারণের চট্টোপাধ্যায় নীচের এই সাধারণকারের বক্তব্যের কথা চাইবে। (ইটা সম্প্রতি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে)।

এদিকে "বেঙ্গলের আর্থিকবিস্তার ডেইলি" নামক সংবাদ-পত্রেও গৌর চট্টোপাধ্যায় পুর্ণ এক সংবাদে প্রকাশ যে, জামস ১১ আকস্মিক পদ্ধতিগণের মধ্যে বঙ্গোপসাগরীয়া উপ হইয়া উঠিতেছে। জেলা কোন সময়ে বাধা এই যে, নীচের আকস্মিকের উচিত জামসের বর্তমান মুহূর্তবিরতি নাকচ হইতে পারে।

আফ্রিকার রণাঙ্গণে ব্রিটিশ বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতি

আবিসিনিয়া ও ইরিত্রিয়ায় ইটালীয়দের পশ্চাদপসরণ

ভোক্তৃক পতন

২২শে জানুয়ারী বুধবার অপরাহ্নে অবিসিনিয়ান সশস্ত্র বিভাগের যেকোরারটার্গে ভোক্তৃকের পতনের সংবাদ পেয়েছিল। সশস্ত্র সচিব মি: স্পেন্সার ঘোষণা করিয়াছেন যে, অবিসিনিয়ান সৈন্যদল আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

ইটালীয়ান হাই কমান্ডের এক এন্ডেচারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ২১শে তারিখ ভোক্তৃকের পূর্বাঞ্চলস্থিত ইটালীয়ান বাঁটা ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এন্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, গত ২০ দিন যাবত ভোক্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রত্যহ উহার উপর গোলাবর্ষণ করা হইতেছিল। সমুদ্রপথে গোলাবর্ষণের পর বোমাবর্ষণ আরম্ভ হয়। প্রত্যহ পর্যন্ত গোলাবর্ষণ চলিতে থাকে এবং সমস্ত দিন যাবত বোমারু বিমানসমূহ অব্যাহতভাবে হামা দিতে থাকে।

অগ্নি-বিধ্বস্ত ইটালিয়ান জুজার

ভোক্তৃক বলয়ে অবস্থিত ইটালীয়ান জুজার "সান জিওর্জিও"তে আগুন লাগে এবং পেট্রোল, রসদপত্র প্রভৃতির গুদামগুলিও অগ্নি বিধ্বস্ত হয়। ১৯৩০ সনে ৯,০০০ টনের এই ইটালীয়ান জুজারবানির নির্মাণ শেষ হইয়াছিল। বর্তমানে ইহা উপকূল রক্ষার নিযুক্ত ছিল।

আলবেনিয়ায় গ্রীক-বাহিনীর অগ্রগতি

গ্রীক সরকার পক্ষের সুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, আলবেনিয়া সীমান্তে গ্রীক বাহিনী যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা সাক্ষ্যবশীত হইয়াছে। ইরাকিত সানসমূহ হইতে ইটালীয় বাহিনীকে বিতাড়িত করা হইয়াছে এবং পত্র পত্র সেখানেই বাধা প্রদান করিয়াছে, সেখানেই পরাজিত হইয়াছে। অন্যান্য অঞ্চল হইতেও গ্রীক বাহিনী অগ্রসর হইয়া বহু পত্র-সৈন্য বন্দী ও সন্মোচকরণ হস্তগত করিয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলে পর্যবেক্ষণকারী ইটালীয় সৈন্য বাহিনী গ্রীক সৈন্যদের আক্রমণে কতিপয় সন্মোচক পলায়ন করিয়াছে।

৪১শী স্ট্রান হইতে ইটালিয়ান বিভাগ

এথেন্সের এক সংবাদে প্রকাশ, ওখার জৈনিক সরকারী সুখপাত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, একটি "উল্ডস" ডিভিশন যুদ্ধ করার পর আলবেনিয়ায় গ্রীক-বাহিনী বহু হাজারের ৪০টি কাম হইতে ইটালীয়ানসমূহকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। অন্যান্য রণাঙ্গণেও গ্রীক বাহিনী ইটালীয়ানদের উপর গোলাবর্ষণ করে। তাহাতে ইটালীয়ানদের প্রভুত্ব কতি হইয়াছে।

বুটেনে ৪০ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য

গত ২১শে জানুয়ারী মি: বেডিন জাতীয় লোকবল সম্পর্কে যে বিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন, কলম সত্য প্রকাশনীর তাহার জওয়াব প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিতর্ক ও সমালোচনামূলক পার্লামেন্টকে গভর্ণমেন্টের পক্ষে বিদ্যু ও বোমা বন্দিয়া বসে করেন না। পরন্তু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিতর্কের মধ্যেই মূল্য দিরাহে এবং ইহাতে গভর্ণমেন্টকে বখেই সহায়তা করা হয়। বর্তমান অবস্থার বিজ্ঞানীয় পরিবর্তন ৪১৫ জনকে লইয়া সমর-পরিষদ গঠিত হইলে উহাতে জাল কল পাওয়া যাইবে না। বর্তমান সমর-পরিষদ আট জনকে লইয়া গঠিত। ইহা বিভিন্ন কারিকপূর্ণ পক্ষে সম্মত। তিনি বদে করেন যে, বিজ্ঞানীয় সম্পর্ক-পূর্ণ ৫ জনা মন্ত্রীর পরিবর্তে এই জাবেই সমর-পরিষদের কর্তব্য পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লোকবলের উল্লেখ করিয়া মি: চাট্‌চল বলেন যে, ৪০ লক্ষ সশস্ত্র ও ইটালিকর্মচারী সৈন্য তৈয়ারী হইয়াছে, ইহা সশস্ত্র রক্ষার তাহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবে। ১৯৩৯ সালে সৈন্যদের পরিমাণ ছিল ক্রম হইলে পর সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়াই পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ত্রাণাদি সরবরাহের জন্য বহুসংখ্যক কারখানা ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

অতঃপর তিনি বলেন যে, ভয়াবহ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মহান সেনার মধ্যে ১৬ মাসব্যাপী সংগ্রামের পরেও ৬০,০০০ হাজারের বেশী বৃটেনবাসী পত্র আক্রমণে প্রাণ হারায় নাই। এই ৬০,০০০ হাজারের মধ্যে অর্ধেকই হইতেছে বেসামরিক লোক।

আগামী ৫১৬ মাসের মধ্যে সৈন্য বিভাগ অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা ও কৃষি-কার্যের জন্যই অধিকতর লোকের প্রয়োজন হইবে।

উপসংহারে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, "আমরা এখনও যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ শিখরে বাইরা পৌঁছি নাই। লিবিয়ার জরাজীর্ণ ভাঙাও আবিসিনিয়া ও ইরিত্রিয়ায় সীমান্তেও গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতির উত্তর হইতেছে এবং ইহাতে চরম ফল লাভেরও সম্ভাবনা আছে।

ব্রিটিশ ডেইয়ার নিয়ন্ত্রিত

ব্রিটিশ ডেইয়ার "হাইপেরিয়ন" নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। নৌ-সেক্টর এই নিয়ন্ত্রণের সংবাদ প্রচার করিয়া বলিতেছে যে, "হাইপেরিয়ন" টপে'জো বা হাইনের আঘাতে কতিপয় ও অগ্রসর হইতে অসমর্থ হওয়ার ব্রিটিশ নৌ-সৈন্যগণ উহা জুয়াইয়া দিয়াছে।

ভোক্তৃকে ব্রিটিশ সৈন্য প্রবেশ

কারগোর ব্রিটিশ যেকোরারটার্গের এক এন্ডেচারে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ২২শে তারিখ যিশুরের কিছু সময় পর, আক্রমণ শুরু হওয়ার মাত্র ১৬ ঘণ্টার মধ্যে ইম্পিরিয়ান সৈন্যদল ভোক্তৃকে প্রবেশ করিয়াছে।

বহির্ভূটনীর পশ্চিম অংশে ইটালীয়ানসমূহকে উল্লিখ করা হইতেছে। রক্ষণ-ব্যবস্থার অন্যান্য সমস্ত অংশ ব্রিটিশ সৈন্যদের হস্তগত হইয়াছে।

১৪ হাজারেরও অধিক সৈন্য বন্দী

এক এন্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, ভোক্তৃকে ১৪,০০০ হাজারেরও অধিক সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। বন্দীদের মধ্যে দুইজন কমান্ডার; দুইজন জেনারেল; একজন এডমিরাল এবং উচ্চপদস্থ আরো কয়েকজন অফিসারও বহিরাছেন। অন্যান্য সন্মোচকরণের সহিত বিভিন্ন ধরনের প্রাণ বৃশিত কাপড়ও হস্তগত করা হইয়াছে। ব্রিটিশ পক্ষে পাঁচ পতনেরও কম হতাহত হইয়াছে। পত্র-পত্রের হতাহতের সঠিক বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। তবে এ পর্যন্ত দুই হাজার আহতকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

সম্রাট হাইলে সেলসীয় আবিসিনিয়ান প্রবেশ

২৪শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সম্রাট হাইলে সেলসীয় পুনরায় আবিসিনিয়ার প্রবেশ করিয়াছেন।

বাটুম হইতে প্রাণ সংবাদে প্রকাশ, তিনি গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে হুদান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যমেনে উপনীত হন। অমী প্রেনের প্রহরীবৃন্দ একখানা হাক্কীর বিমানবহরের বোমারু প্রেনে আরোহণ করিয়া তিনি যাত্রা করেন। তিনি আপন এলাকার অকৃত্রিম কর্তৃত্ব পত্র, দুই পুত্র ও হুদানব ব্রিটিশ বাহিনীর সৈন্যবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত উহা সাফল্য হয়। আবিসিনিয়ার

সেনা-প্রেরিকপণ সম্রাটের নিকট অভিনন্দনবাণী প্রেরণ করেন এবং তিনি বর্তমানকালের আশীর্বাদ লাভ করেন।

অতঃপর সম্রাট ইবিওপিয়ান পতাকা উত্তোলন করেন এবং উৎসব শেষ হইলে পর তিনি আবিসিনিয়ার অভ্যন্তর ভ্রমণের দিকে যাত্রা আরম্ভ করেন।

ইরিত্রিয়ায় ব্রিটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক ইরিত্রিয়ায় মধ্যে ৫০ বাইন পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। ইটালিয়ানগণ ইরিত্রিয়ায় সীমান্তে প্রায় ৫,০০০ কর্ম-বাইন পরিচালিত কাম জাল করা চলিয়া চলিয়া দিয়াছে।

পশ্চাদপসরণকারী ইটালিয়ান ডিভিশন দুইটির কিং-মং বিসিয়ার ও পরিপূর্ণ ১৫২০ বাইন পশ্চিমেরও আত্মরক্ষার বাঁটা স্থাপন করিতেছে। বাকী ইটালীয়ান সৈন্যগণ ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক বিতাড়িত এই দুইজন বাঁটির দিকে গাফান হইয়াছে।

ব্রিটিশ সাবমেরিনের কৃতিত্ব

নৌ-বিভাগের এক এন্ডেচারে প্রকাশ, ব্রিটিশ সাব-মেরিন "পারিয়ার" একখানা ইটালীয় বোমারুকার জাহাজ জুয়াইয়া দিয়াছে। তুবু সাগরে ইটালীয় দক্ষিণ দিকে নৌ-যুদ্ধ হইয়াছিল। পত্র জাহাজখানা বহু মাস-পত্র লইয়া উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম করিতেছিল।

ইটালীয় বিবৃতি

২৫শে জানুয়ারী শনিবার ইটালীয়ান সেনাপতিমণ্ডলীর এক এন্ডেচারে ইটালীয়ান জাতির নিকট ভোক্তৃকের পুরাপুরি পতনের সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

এন্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন সেনা-দল ভোক্তৃকের পশ্চিমভাগে বহিরা হইয়া সংগ্রাম করিতেছিল। গত ভোক্তৃকার তাহা পরাজিত হইয়াছে।

আরও প্রকাশ, ভোক্তৃকে ইটালীয়ানদের এক ডিভিশন পদাতিক, এক ব্যাটালিয়ান সীমান্ত পার্চ, এক ব্যাটালিয়ান কালেক্টরী সৈন্য এবং কয়েকজন নৌ-সৈন্য ও গোলাবর্ষণ সৈন্য লইয়া মোট ২০ হাজার সৈন্য ছিল। এই সমস্ত সৈন্য ১৯ দিন বহিরা জন, বন ও অতীক হইতে অধিশ্রান্ত গোলা-বর্ষণ ও বোমাবর্ষণের মধ্যে বাধা প্রদান করিয়াছে।

এন্ডেচারে এই বলিয়া বীকার করা হইয়াছে:— "সৈন্য ও সন্মোচকরণের দিক হইতে আমাদের ভয়ানক কতি হইয়াছে। প্রচণ্ড ধরনেরই যুদ্ধ হইয়াছে; পত্র পত্র আমাদের বীর্য বীকার করিয়া লইয়াছে।"

এন্ডেচারে আরও বলা হইয়াছে যে, ভোক্তৃকের পত্র যুদ্ধ পশ্চিম দিকে বিকৃত হয়; কিন্তু এই আক্রমণ প্রতিফলিত হইয়াছে।

আলবেনিয়ায় সাকলা লাভের দাবী

গ্রীক রণক্ষেত্রে সম্পর্কে এন্ডেচারে গ্রীকদের হাত হইতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাঁটা অধিকারের দাবী করা হইয়াছে।

লোরিকেন্ট সাবমেরিন বাঁটা আক্রান্ত

বিমান বহুত্বের এন্ডেচারে প্রকাশ, ২৪শে জানুয়ারী তারিখে হাক্কীর বিমান বহরের ক্ষুদ্র একটি বদ লোরিকেন্ট সাবমেরিন বাঁটিতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। উপকূলরক্ষী সেনাসমূহ কঠিন সাক্ষ্য টহল ও পর্যবেক্ষণ চালিয়াছে এবং একখানা সেনাও নির্বোধ হয় নাই।

বিলিতে অনুষ্ঠিত প্রম-মন্ত্রীদের সম্মেলনে বোমারু বাহিনীর মি: এইচ, এল, মোহাওরাখী বিবৃত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে দিল্লী পদম করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রসঙ্গের প্রতিবিকিষণ এই সম্মেলনে বোমারু করিয়া ছিলেন।

পল্লী-চাষীর ঋণ-সমস্যার সমাধান

সালিসী বোর্ডসমূহের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

হাজরা জেলা—

হাজরা ওপ-সালিসী বোর্ড

হাজরা ওপ-সালিসী বোর্ড গত ডিসেম্বর মাসে জেলায় ন্যূনতম বহু মাসের বীমাণ করে। এদের পরিমাণ ছিল ৮৩,৪৬৬ টাকা; যেকোনো পাবে কবিবার বীর পরিমাণ ১,৬৬২ টাকা; ৫০,৪৪১ টাকা বাকি পড়িয়াছিল। মহাজনের সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। কমিটিপন এই প্রত্যয়ে স্বাধী হন যে চমতি মনের বাজনা এবং ছয় মাসের বাকি বাজনা এক বৎসরে পরিশোধ করিতে চাইবে।

হাজরা ওপ-সালিসী বোর্ড

৬১/৩৯ নং মাসের বাতক রহিতকরিত সাহা এবং মহাজন বোমসান প্রাথমিক।

বাতক মহাজনের নিকট হইতে ২৫ টাকা প্রতন করে এবং ৮ বৎসরের জন্য তাহাকে ৩ বিধা জরি প্রদান করে। প'চ বৎসর পর বাতক ওপ-সালিসী বোর্ডের হাফ হয়। উক্ত প'চ বৎসরে ওপ পোষ হইয়া গিয়াছে বিবেচনার মহাজন বাতককে জরি প্রত্যাপন করে।

হাজরা ওপ-সালিসী বোর্ড

৫৫/৪ নং মাসের মহাজন হাজরা প্রাথমিক এবং বাতক জেকের ন্যায়।

বাতক মহাজনের নিকট হইতে পতকরা ৩০০ হতে ৪১ টাকা বার করে। মহাজন ৭৭৫০০ আনা লাবী করে। বোর্ড বিবাসো করে যে ৩১ টাকা লুট বৎসরের মধ্যে চমতি সন্মতকর পরিশোধ করিতে চাইবে। মহাজন বাতককে জরি প্রত্যাপন করে।

হাজরা ওপ-সালিসী বোর্ড

১১/৩০ নং মাসের বাতক নগের কিশোর সনাদী এবং অপর প'চ বাকি।

বাতকপনের দশ জন মহাজন একত্রে ১৮৯৯/০ লাবী করে। পরে ওপের পরিমাণ ১,৮৪১৭০ বাকি বাকি হয়। পরে বাতকপনের অবস্থা বিবেচনার উক্ত ওপের পরিমাণ ১,৬৬৪৬০ আনার বীমাণ করা হয়। বাতক সাধারণতঃ চারি বৎসরের কিতিতে পোষ করিতে চাইবে এবং অন্যান্য ওপ মোল হইতে কিল বৎসরের মধ্যে পরিশোধ।

এই হাফলা সম্পর্কে পরে যে ওপ-সালিসী বোর্ডের নিকট হইতে উপকার পাওয়া গিয়াছিল তাহা নিম্নে বিবৃত হইল :—

প্রথম মহাজন বাকিয়ার ব্যক্তি মিঃ লুইট বতের বসে ১,৬০০ টাকা আদান প্রাপ্য বাকিা লাবী করে এবং ছয় মাসের ২,০০০ হইয়াছে জানার। বোর্ড হিসাব করিয়া বসে আদানের পরিমাণ ৯৪৬৬/১৫। তদ ইত্যাদি পণ্য করিয়া ওপের পরিমাণ ১,৬৬০৭/১৫ বাকিা বাকি হয়। পরে বাতকপনের অবস্থা বিবেচনা করিয়া উক্ত টাকা ১,০৮৭১/১০ পরসর বীমাণ করা হয় এবং উক্ত লিন বৎসরে পোষ করিতে চাইবে বাকিা বাকি হয়।

দ্বিতীয় মহাজন বাপু কিশোর গোবিন্দ নবকার মনে জেন বসে ৪০০ টাকা লাবী করে, কিন্তু বৌকি চুক্তিতে মহাজন বাতকের ১১ বিধা জরি হন বৎসরের জন্য জেকের করে। পরে লিন বিবেচনা করিয়া বোর্ড ওপের পরিমাণ ৪০ টাকা বাকিা লাবী করে। এই ওপ ওপ বাকিয়ার কিতিতে পরিশোধ করিতে চাইবে।

পাটনা জেলা—

পাটনা ওপ-সালিসী বোর্ড

১০৩/৪০ নং মাসের বাতক ১৩০ টাকা মহাজনের নিকট হইতে বার করে। মহাজন তাহার প্রাপ্য ১৩০ টাকা বাকিা লাবী জানার। বোর্ড ওপের পরিমাণ ১২৫ টাকা বাকিা বাকি করে এবং পরে উক্ত মনের মধ্যে সালিসীতে উক্ত ১৩০ টাকার বীমাণ করা হয়। বাতক উক্ত টাকা মহাজনকে নগদ প্রদান করে।

বর্ধমান জেলা—

১১/৩৪০ নং মাসের বাতক বুপল কিশোর হাফি মহাজনের নিকট ৬২৫০০ আনা ধারে বাকিা মহাজন লাবী করে। বোর্ড উক্ত ওপের পরিমাণ ২৬৯০ আনা বাকিা লাবী করে এবং পরে উক্ত ১৭৯ টাকার বীমাণ করা হয়। উক্ত ওপ কিতিতে পরিশোধ করিতে চাইবে। ১ নং মহাজন ১৩৪৭ মনের পোষ জরি প্রত্যাপন করিবে এবং ২ নং মহাজন ১৩৫০ মনে জরি কিতাটকা দিবে এইরূপ স্থির হয়।

কেশুগ্রাম ওপ-সালিসী বোর্ড

১৮/৩৪০ নং মাসের মহাজন বাপু গৌরীমোহন চক্রবর্তীর লাবী ছিল ৫২০ টাকা। কিন্তু মহাজন ৪০ টাকা মনের একটি সম্পত্তি প্রদান করিয়া বাতককে ওপের লাব চাইতে দিচ্ছিল সেব।

কৃষকে নাৎনী অবরুদ্ধতার বিকাশ

কলিকাতা কারখানার যন্ত্রপাতি কারখানীতে চালান

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার ওয়াশিংটন সংবাদ-পত্রের ভাবে প্রকাশ যে, ক্রাসের অসম্মিত কারখানা-গুলিতে শ্রমিক এবং ম্যানেজারদের মধ্যে সহযোগিতার এই অভাব হইয়াছে যে, কারখানা অনেক ক্ষেত্রেই কলিকাতা কারখানাগুলি কাজে লাগাইবার চেষ্টা পরিচালনা করিয়াছে। ইহার ফলে তাহার কারখানার যন্ত্রপাতি-গুলিই সনাদি কারখানীতে চালান দিতেছে। কারখানার মালিকগণকে মূল্যবান তথ্যকিত "রিকুইজিশন মিসিউ" (মূল্য-প্রতিশ্রুতি) দেওয়া হইয়াছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ এই অভ্যাস সেবাটাকে যে, ক্রাসে কারখানা সৈন্য মোতায়েন করার জন্য যে বার হইতেছে, এইগুলি হইতে সেই খবর উঠানো চাইবে।

জেনারেল ওয়েগার ভিত্তিতে প্রত্যাবর্তন

মার্সালপেটার সহিত পরামর্শে প্রত্যাবর্তন

কলিকাতা গীমার হইতে "ডেইলী মেল" পত্রিকার বিশেষ সংবাদ-পত্রের ভাবে জানাইয়াছে যে, ক্রাসের সংবাদে প্রকাশ উক্ত আতিকার অবস্থিত কলিকাতা সৈন্য-বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ওয়েগার। মার্সালপেটার, ব্যাডমিন্টন হাউস, সৌ-স্বা, মন-স্বা, জেনারেল ইংলিশের পুত্রের সহিত কলিকাতা আদোচনার জন্য বিমানযোগে লিটল ভিত্তিতে আসিবেন। ইহা হইতে পাই বাকি হইতেছে যে, পায়িসের কারখানা হইতে বাকি প্রত্যাবর্তন ভিত্তি সনাদের উপর আরও বেশী চাল দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ মহড়া

কলিকাতার বায়বাহিকভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন

বায়ু সনাদে ক্রি করিয়াছেন, এবং হইতে বায়ু-বাহিক ভাবে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক বায়ু-বাহিনী করা হইবে। আলাদা পক্ষকালের মধ্যে উহার প্রথম অনুষ্ঠান হইবে এবং সঠিক তারিখ ও সময় মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে জানাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার ক্রমঃ বিমান আক্রমণ সঙ্কেত-ধ্বনীর হাঙ্গ এবং এসো-মেসোজাণে করা হইবে। তদু বাকি-ধ্বনীর সাহায্যে বিমান আক্রমণ সঙ্কেত জ্ঞান সনাদের না হওয়া পর্যন্ত এভাবে অনুশীলন চলিতে থাকিবে।

সনাদ-আক্রমণ বায়ু-বাহিনী এ, আর, পি, ক-বি-বুল, সিডিক, গার্ড, পুলিশ এবং অন্যান্য বায়ু-বাহিনী বিমান আক্রমণ কালে বিশেষ বিশেষ কাজে নিযুক্ত থাকিবেন, অনুশীলনের উদ্দেশ্যে তদু তাহাণিককে শিক্ষাদান কর এবং কলসারপক্ষে বিমান আক্রমণের সময় তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবগিত এবং অভ্যাস করিয়া জেনারেল উহার অনাতন উদ্দেশ্য। এই বায়ু-বাহিনী কলে সঠিকভাবে বিমান আক্রমণের সময় কলসারপক্ষের মধ্যে আক্রমণের ক্রম হইবে না, আলা করা বার, কলস তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে তাহারা পূর্বে হইতেই অবগিত থাকিবে।

প্রথম মহড়ার কলসারপক্ষে কি করিতে হইবে তাহা পরে বিশদভাবে জানাইয়া দেওয়া হইবে, তবে এখানে ইহা বলা যায় যে, কোন এক অপরাহের মহড়াসে অনুমান ৪৮ ঘণ্টা বাণী উক্ত মহড়া চলিবে। বিমান আক্রমণ সঙ্কেত-ধ্বনীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলসার লোকজনের বাতায়ন বন্ধ হইবে, বাতায়ন বন্ধের বাহিরে আচে তাহাণিককে বের করিয়া পড়িতে হইবে আর বাতায়ন বন্ধের মধ্যে আচে, নিরপত্তার সঙ্কেত-ধ্বনীর না হওয়া পর্যন্ত তাহাণিককে বেরই থাকিতে চাইবে।

শিশুগণ মহড়ার সময় কলসারপক্ষের নিকট হইতে পতন-শব্দ যে পূর্বে সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন পতন-শব্দে আশ্রিত ভাবে বিশ্রাম করেন, এখানে তাহারা উচ্চ পাইবেন কারণ বিমান আক্রমণের সময় তাহাদের নিরপত্তার জন্যই ইহা করা হইতেছে, উচ্চ তাহাদের বেশ জানা আছে।

মূল্যবান, মিলনপত্র প্রকার ব্যয়

যে সময় মূল্যবান সরকারী মিলনপত্র একবার বন্ধ হইলে আর পূরণ করা হইবে না, বিমান আক্রমণের সময় তাহাদের সনাদের বায়ু-বাহিনী প্রতি সনাদের মধ্যেই থাকিবে।

কলিকাতা এবং তদু-সম্মিত-ধ্বনীর হাঙ্গ, কলিকাতা ও ২৪-পক্ষপা জেলায় নিরপত্তার অকালে অবস্থিত এমন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি আক্রমণ তাহাদের নিকট বার ইতিহাস-পুস্তিক মিলনপত্র এবং কলিকাতা প্রতিষ্ঠান। এগুলি মই হইলে তাহাদের ক্রমিক কার্য মটাবে। এতদা বিমান আক্রমণ হইতে তাহাদের সনাদের একপে আশ্রিত বায়ু-বাহিনীর জন্য উক্ত সনাদের পুষ্টি সনাদের পুষ্টি আক্রমণ করা হইতেছে। (স্পেস-মোট)

প'চ প'চ বৎসর বাতক বায়ু-বাহিনীর হাঙ্গ কলিকাতা জেলায় বিমান হইতেছে, তাহার পরিমাণ হইতে বুঝা যায় যে, বায়ু-বাহিনী উক্ত সনাদের চাফিসা হুত বুদ্ধি পাইতেছে। ১৯১৯ সালে ১,৮৪০ টাকার হাঙ্গ-মিলিত কার্যকর হইবে হয়। ১৯৪০ সালে তাহা বুদ্ধি পাইয়া ১,৪৪০ টাকায় পড়িয়া। কিন্তু ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে সনাদে কলে প্রত্যন্ত কার্যকর হাঙ্গ-মিলিত সনাদের না হওয়ার এবং উহার মূল্য বুদ্ধি পাওয়ার হাঙ্গ-মিলিত কার্যকর জাফিসা সনাদের কলম বুদ্ধি পাইয়াছে এবং ইতিহাসেই প্রায় ১,০০০ টাকা মনের কার্যকর হইয়া গিয়াছে।

রবি ফসলের অনিষ্টকারী পোকা

প্রতিকার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য

তিল ও তিসি

তুলা বা বিড়া পোকা।—ইহারা তিল, তিসি, পাট, মাসকলাই, চিনাবাদাম প্রভৃতি এমন কি সারসে পাইলে যে কোন ফসলের পাতা খাইয়া থাকে। একটি বী প্রজাপতি ৫০০ হইতে ১,০০০ পর্যন্ত তিসি পাড়ে। তিসি হইতে ফুটিয়া কীড়াগুলি ছোট বেলায় পাতার নীচে ললন হইয়া বাইতে থাকে। বড় হইলে সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে।

প্রতিকার।—(১) কীড়াগুলি ফুটানোর সময় ললন হইয়া পাতার নীচে থাকে তখন সেই পাতাটি ছিড়িয়া কেরোসিন মিশ্রিত জলে ঢালিয়া ধরিয়া ফেলা। কীড়াগুলি পাতার ছাল খায় বলিয়া পাতা খেঁচিয়া কোন গাছে কীড়া আছে, সহজে চেনা যায়।

(২) লেড আর্সিনেট বা লেড ক্রোমেট ছিটাইয়া পোকা ধরিয়া ফেলা কিংবা ছোটবেলায় পোকাগুলিকে হাতে ধরিয়া মাঝে মাঝে ডাল।

ছোড়া পোকা

পিঠে ঝুঁকো করিয়া থাকে বলিয়া ইহাগুলিকে ছোড়া-পোকা বলে। ইহারা গাছের ডগা খাইয়া থাকে।

প্রতিকার।—(১) একটি হাড়িতে জলের সঙ্গে কিছু কেরোসিন মিশ্রিত করিয়া হাড়িটা গাছের নিকট ধরিয়া গাছ লাড়িয়া দিলেই পোকা লাকাইয়া হাড়িতে পড়িয়া মরিবে।

(২) দিনের বইল ছিটাইয়া পাতা ডিক করিয়া দেওয়া।

(৩) কেরোসিন বা কিনাইলে একটি মোটা দড়ি জুলাইয়া যদি গাছের উপর দিয়া টালা যায় তাহা হইলে ইহারা গাছে পোকাগুলি আর ডগার পাতা খাইবে না।

তিলের পাতা খাওয়া পোকা

এই কীড়া খুব বড় ও আকৃতি দেখিয়া অনেক ভয় পায়। ইহার পিছনে একটি ছোট লেজের মত আছে। গাছের ঝং সবুজ ও দুইবারে সাদা লাল আছে। ইহারা বেশী ক্ষতি করে না। একটি ক্ষেতে আর সংখ্যক এই কীড়া পাওয়া যায়। হাতে বা চিনাই দিয়া ধরিয়া মারাই সুবিধা।

তিলের ভটা পোকা

এই পোকা বুকের লাল দিয়া পাতা জটা পাকাইয়া ডিঙিরে থাকে ও খায়।

প্রতিকার।—(১) জটা ও জটান পাতা সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া দেওয়া বা মাটিতে পুড়িয়া নষ্ট করিয়া ফেলা।

হল গয়ের পোকা

মাঠ কতি।—ইহারা কীড়া পাতা খায়। ক্ষেত চাষ করিয়া যখন বীজ বুনা হয় তখন মাঠ কতিঃএর কিছুই খাওয়ার থাকে না। কাজেই বীজ হইতে যখন অল্প বাহির হয় তখন ইহারা এই অল্প বাহির কেলে

প্রতিকার।—(১) বেখানে মাঠ কতিঃএর বেশী উপর্য উপর সেই সকল জায়গায় সমস্ত মাঠ না নিড়াইয়া বাধে বাধে কিছু খাস মাঝি দিলে কতিঃগুলি অন্য জায়গায় খাওয়ার না পাইয়া এই সকল খাস বাইবার জন্য ভুড় হইবে, তখন হাত জাল দিয়া ইহাদিগকে ধরিয়া মাটিতে খুব সহজ।

(২) পোকা ধরা খসে দিয়া মাঠ কতিঃদিগকে ধরিয়া ধরিয়া জায়গায় ফেল দানাইই ভাল উপায়।

(৩) ক্ষেতের আইনে আগুন জ্বালাইয়া দিলে অনেক কতিঃ ইহাতে পড়িয়া মারা যায়।

গয়ের বাণ পোকা

ইহার বিষয় পরিবার পোকার বিষয়ণে দেওয়া হইয়াছে।

চট্ চটি পোকা

অনেক সময় দেখা যায় যব ও গয়ের ক্ষেতের অল্প বা চাচা ভকাইয়া খাইতেছে। পাছটি টানিলেই উঠিয়া আসে ও উহার গোড়া কাটা অথবা চিবান দেখা যায়। সকল বেলা গাছগুলি টানিয়া উঠাইলে অনেক সময় কীড়াও সঙ্গে উঠিয়া আসে। ইহাই চট্ চটি পোকার কীড়া। সময় সময় দেখা যায় আলোর কাছে আসিয়া এক প্রকার কঠিন পক্ষবিশিষ্ট পোকা চিং হইয়া লাকাইতে থাকে ও চট্ চট শব্দ হয়। ইহাদিগকে চট্ চটি পোকা বলে। এই পোকার কীড়া বাজির নীচে থাকে ও বাজির ভিতর দিয়া চলাকেন্দ্র করিতে পারে। গভ বনের রাজসাহী ও পাইবাছা অঞ্চলে এই পোকা অনেক দেখা গিয়াছিল।

প্রতিকার।—(১) যদি সমস্ত হয় ক্ষেত জলে ডাসাইয়া দেওয়া ও জলের সঙ্গে সাবান পরিমাণ জুতজ্বলে নিশাইয়া দেওয়া।

(২) যে সকল ক্ষেতে পুড়ি বনের এই পোকার উপর্য উপর সেখানে একবার পূর্বে ক্ষেতের কোনে বা আইনের পাশে কয়েক জায়গায় সাবান যব বা গর দুনিয়া দিলে পোকাগুলি প্রথমে এই সকল জায়গায় জড় হইয়া কল আক্রমণ করিবে। যখন গাছগুলি ভকাইতে আরম্ভ করিবে তখন দ্রুতিতে হইবে যে পোকাগুলি ডগার জড় হইয়াছে। তখনই জলে জুতজ্বলে (জাল কেরোসিন) মিশ্রিত করিয়া ঐ কল জুলাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাষ করিয়া উলট পালাই করিয়া দিতে হইবে।

উই

মাটির নীচে গাছের গোড়া কাটিয়া দেয় ও গাছ ভকাইয়া যায়।

প্রতিকার।—(১) দিনের বইল গুলিয়া অথবা নিবলাজা সিঁদ্র করিয়া সেই জল দিয়া জাল করিয়া মাটি ভিকাইয়া দেওয়া।

(২) কিনাইল জলে নিশাইয়া জাল করিয়া ছিটাইয়া দেওয়া।

জার্মানীর সহিত ইটালীর সম্পর্কচ্ছেদ

হার্ভিন পরিবার ইজিত

"ডেইলি টেলিগ্রাফ" পত্রিকার ওয়াশিংটনের সংবাদ-দাতার ভাষে প্রকাশ যে, যোহে আবেরিকার রাষ্ট্রপতির (হ্যাডেনসডোর) কার্যভার গ্রহণ করিবার জন্য মিঃ উইলিয়াম কিলিগন্স সম্প্রতি ইটালীতে পৌঁছিয়াছেন। এই নিরোধে মনে হয় যে, দুজনাই জার্মানী এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে জাতিগুলির মধ্যে পার্থক্য করিতেছে। যাহািনে দুজনাইর মাত্র একজন চার্ক বা অ্যাকেরার্স আছে, কোনও অ্যাকেরার্সের নাই।

এই নিরোধ সম্পর্কে "টিকারো ডেইলী নিউজ" পত্রিকার যোহের সংবাদাতা জন ডাইটকার এক পাই ইজিত করিয়াছেন। তিনি নিবিতাছেন যে, ইটালী জার্মানীর সহিত সম্পর্ক হ্রাস করিতে প্রয়াস আছে কিনা এ বিষয়ে ইটালীর মনোভাব জানাই মিঃ কিলিগন্সের উদ্দেশ্য। ইহাও অন্ততম মনে যে উহার বারকতে মিঃ কলডেলই ইটালীর রাজ্য ভিতর ইতালুজেনের নিকট কোনও ব্যক্তিগত দিলি প্রেরণ করিয়াছেন।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

হুনিয়ার সবজী-সত্য মানসী বরাট-সচিবের বক্তৃতা

বাঙলার বরাট সচিব মানসী বাবা স্যার স্যাক-নুজিন গত ২৪শে জানুয়ারী হুনিয়ার কচুরীপান-সভায়ে কাজ করিবার জন্য কর্মদিগকে পলক ও সার্কিকিট বিভরণ করেন।

জেলা বোর্ড, যোসনের আনুমান, ইউনিয়ন বোর্ড ও গ্রন্থ-সালিনী বোর্ডসমূহের পক্ষ হইতে উহাকে মানপত্র দানে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল।

মানপত্রসমূহের বক্তৃতা উত্তর দান প্রসঙ্গে স্বীয়বাহার নবু প্রেদীর লোকের নিকট হইতে সরকারী কর্মচারীকে বেজায়ে সহযোগিতা ও সাহায্য লাভ করিতেছেন তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। উহার স্থির বিশ্বাস আছে যে, পল্লী-সংগঠনের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতার কলম বহী-সত্যর বিরুদ্ধে অনসাধারণের মনে যদি সাবান্য মাত্রও সন্দেহ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে ইহাতে তাহা নিশ্চই বিদূরিত হইবে।

স্যার স্যাকনুজীন বলেন যে, রাজনৈতিক প্রচারকার্য সম্বন্ধে হুনিয়ার স্যার ও নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়াই চলিতেছেন।

বুকের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এই বুকে প্রত্যেকেরই বুটেনকে সাহায্য করা কর্তব্য।

পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ করিয়া স্বীয় মহোদয় সরকারী নীতি সম্পর্কে সমালোচনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, এই সমস্ত সমালোচনা সম্বন্ধে বাহাতা-মূলক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হাজা অন্য কোন পক্ষ নাই। শুধু এই এক ব্যবস্থা সাহায্যেই চাষীদের জন্য উপযুক্ত মূল্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে সুঃখপূর্ণ হইতে থকা করা হইতে পারে।

বর্তমান বৎসরে পাটের পরিমাণ একশত কোটি ২৫ লক্ষ গ'ইট হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু চাহিদা এক কোটি গ'ইট ছাড়াইয়া হইতে পারিবে না। মিল-মালীকদের সহিত চুক্তি করিয়া গভর্ণ'মেন্ট পাটের মূল্য বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন।

যদি উহার আদান বিপদ হইতে অনসাধারণকে থকা করিতে চান, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে সাক্ষ্য-মণ্ডিত করা হাজা আর কোন উপায় নাই। তিনি চাষীদিগকে ৫ টাকার কম মূল্য গ্রহণ না করিবার পরামর্শ প্রদান করেন।

"বেঙ্গল উইকলী"

(বিজ্ঞানী সংবাদিক)

—এক—

"বাঙলার কথায়"

(জনসাধারণিক)

বিজ্ঞান দিয়া আপনায় বাসনায়ের
প্রকার লালন করুন।

সাংবাদিক প্রচার-সংবাদ

৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞানকে জেই ও অন্যান্য বিষয় অবগত
হওয়ার জন্য দ্রুত চিন্তা

কল্যাণ করুন।

সুপ্রসিদ্ধ ডেই, বেঙ্গল পত্রিকার প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

১৯৩৮-৩৯ সনের সরকারী বিবরণী

তালিমপরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় পাঠ কমিটির টেকনিক্যাল-
ক্যাল রিসার্চ সেবাবোর্ডবীতে সম্প্রতি কতকগুলি হাস্যরসিক
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাধারণ ভাবে পাঠ
ডিক্টাইটাং দাখ। অনেকা হাস্যরসিক ভাবে পাঠ ডিক্টাইটে
পাঠের অংশ অবিকৃতর পদ্ধতি হয় না কিবা পাঠের
বাহ্যে যেখা পরিবর্তন তুলিয়া কেনিতে পারে না। পাঠ
ডিক্টাইটার কতকগুলি হাস্যরসিক প্রকারে তথ্যগুণ
অবস্থা অবিকার করা হইয়াছে এবং আশা করা
যায় যে, উহা পাঠ ডিক্টাইটার বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভূতি
বিধানে সাহায্য করিবে। কম্প্রোহোজবীর পাঠ কি
ভাবে কাজে লাগানো যায়, সে সম্পর্কে প্রাথমিক কতকগুলি
পরীক্ষা হইয়াছে।

উপরিভাগ। অভিযুক্ত হওয়ার কালে যে পিতৃভুক্ত
 ঋণ ভেদী হয়, ত্রাহা পাটের কোম বিশেষ হয়ে যা
 ত্রিবিধার কালে অম্বিকা থাকে। পোকার বাগড়ার
 কালে যে কণ্ডের কটি হয়, ত্রাহা সতাইকার কলা যে
 কোথের জন্ম হয় ত্রাহা 'জান' দিবার সময় ত্রিভেদী
 এবং কালে ত্রিভেদকার কোমসকল পম্বিকা দার যা ; ত্রিকা
 কবিটির কৃষি পম্বিকা দেখেইটী সন্তুষ্টি এই বিশেষ প্রভে-
 দনীর আবিষ্কারটি করিয়াছেন।

संस्थापक-सचिव-१९ विभाग

এই সম্পর্কে বহু প্রশ্নে বিজ্ঞানমিত হইয়া “স্টাটিস্টিকস্” ও সংবাদ সম্বন্ধের বিজ্ঞান উভয়েই জিনিস চাষ এবং জাহার আঁপের ব্যবসার সম্পর্কিত প্রত্যেকবীরজ সম্পর্কে একটি সংশ্লিষ্ট পুস্তিকা প্রবর্তন করিয়াছে। এই সম্পর্কে সংবাদ এবং সংবাদপুস্তিক এবং বাণিজ্য সংগ্রহের কাজ সমভাবে ব্যগ্রসর হইতেছে। কারণে পাঠ ও জ্ঞান প্রেরণী-ত্বক পণ্যের একটা বার্ষিকিক জালিকা প্রস্তুত হইতে পারে ‘সম্মুখো’ নিউইয়র্ক হইতে কীজ পাঠ, ক্যাশিন, কানপ্ত, তুলা ইত্যাদির বার্ষিকিক পাঠকারী বহু আনন্দের ব্যবসা করা হইয়াছে।

সকালের পাঁচাবীসিগকে দিনের পর দিন কড়ি-
কাটের খোলা পাটের দর আদায়কার জন্য কবিতার কল
প্রচার সম্পর্কিত যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে উহা বাস্তব
বিচার ও আসাবে সবভাবে সংবাদ পরিবেশন করিয়া
চলিয়াছে।

কলিকাতার মিলনমুখ যে বিহীন প্রেমীর পাট নইয়া
ব্যবসায় চানাইডেজে কিংবা বাহা নইয়া জাহাঙ্গীর ব্যবসায়
চানাইডেজে মুক্ত, জাহাঙ্গীর নর প্রত্যয় চৌধুরীর অকল
জাহাঙ্গীরে এই প্রদেশের পাট আবারের অকলের নিবৃত্তি
বালা, পোষ্ট অফিস, দাব-রেজিষ্টারের অফিস এবং কো-
অপারেটিভ ব্যাংকসমূহে জাহাঙ্গীর সেওয়া হয়। গভ-
কারের সহিত সহযোগিতায় এই ব্যবসায় প্রদান করা
একটি পুস্তক বিবেচনামূলক আছে।

কলিকাতা কমিটির যে সময় সভার অধিবেশন হইবে, তৎকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সব কতকগুলি প্রস্তাব-কারী ব্যাপারের আলোচনা করা হইবে: (১) বিকিকিনি বিভাগের উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলী, যথা বাতুল্য-বিহার ও আসামে প্রচলিত পাটের শ্রেণী বিভাগ কেস-বানন, উন্নতবধেব বীজ হইতে উৎপন্ন আশের বিকিকিনি ব্যবস্থা এবং পাট ও পাটহাট পণ্য সম্পর্কে ভারতীয় বাতাল সম্পর্কে ওয়াকিবখাল হওয়া; (২) পাটের বিহার কৃষি সম্পর্কিত পরীক্ষার জন্য বাতুল্যবেশ এবং আসামে তিসি সাব-ট্রেন্স বাপন কারবার বিধি।

[ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ କଳାକାରଙ୍କ ନାମରେ ଲେଖନ]

বাঙালি সঙ্গীতের কবিত্ত্বমিকেশ্বর ও ওয়ার্ল্ড বিজ্ঞানের
১৯৩৬-৩৯ সনের বাসন-বিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে
যে, এই বৎসরে এককালীন বরষের বাড়ে মোটামুটি ৬৬,০৯৯
টাকা ছিল। এবং বহুতঃ এককালীন বরষ বাসনে
২৯,২৩৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে, প্রত্য বৎসর এই বাসনে
২,১৩,৬৪২ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

জাহাজ বাটে আনোতা বৰ্ষে বৰচ হইয়াছে ৩৪,৪৩,৪২০।
টাকা, পূৰ্ব বৎসৰে বৰচ হইয়াছিল ২৮,২৯,১০১।
টাকা। এই বোট বাৰেৰে বৰো ৬,৫৫,৩১৮। টাকা
মেচ কাৰ্য্যে ব্যৱিহিত হইয়াছে। এই বাৰেৰে প্ৰধান
প্ৰধান দল হইল লাবোৰৰ ক্যানেল ও ইণ্ডেন, বৰ্জেন্স
ও বেনিৰীপুৰ ক্যানাল, বৰা ও পশ্চিম বৰ্জেন্স লাবোৰ্ণটি
বৰা জৰিন ও হাওড়া জৰিন কুণি: পৰিকল্পনাৰ বিস্তাৰিত
ব্যৱ কৰাদ প্ৰস্তুত। অবশিষ্ট টাকা বানবাহন, বীৰ
প্ৰস্তুত ও ঝাল কাটাৰিতে ব্যৱিহিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে রাজস্ব বাড়ে মোট ১৭,১৬,৪৭৩ টাকা পাওনা গিরাহে; পূর্বে বৎসর পাওনা গিরাহ ছিল ১১,২৭,৩৩৪ টাকা। এইরূপ পাঁচ লক্ষাবিক্রম টাকা রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ হইল সারোবর কামালের দাবী কর আদায়।

দারোয়ার, ইডেন, বক্রেশ্বর, বেদিদীপুর, সালবন্দ, আৰক্ষোয় ও খানিহালা ক্যানালসমূহ দ্বারা মোট ১১৩,৪০৫ একর জমিতে জল সরবরাহ করা হয়, পূর্ব বঙ্গের ২০০,০০৮ একর জমিতে জল সরবরাহ করা হইয়াছিল। এইরূপ জমির পরিমাণ হ্রাস পাইবার কারণ এই যে দারোয়ার ক্যানাল অঞ্চলের প্রজাপণ আর সংখ্যক জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছে। ১৯১৬ সনের শীতকালে মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের যে সমস্ত ক্ষতি দেখা করিল আরও হইয়াছিল তাহা আলোচ্য বর্ষে পরিচালনা করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই জমির দ্বারা যে সকল মিষ্টি বিঘর জাদা বাইবে তাহা দ্বারায় এমন সব পরিকল্পনা করা বাইবে বাহা লাভজনক হইবে এবং বজীর জুনি উৎকর্ষ আইনের প্রয়োগও সুবিধা হইবে।

এই বিভাগের সংরক্ষিত ধানের পারিবাণ ১,২৬৩ মাইল ২,৩৪৮ কুট। এই যাব দ্বারা ৬,০০০ বর্গ মাইল স্থান সংরক্ষিত হয়। দাবোদর ক্যানাল দ্বারা ৬টি বানার ৩০০ প্রান্তে জল সরবরাহ করা হয়।

আমোচা বর্ষে জায়েগর কামাখা পবিত্রতমা সন্মার্ক
মিলাজিবিড কার্য সন্মাদন করা হইয়াছে :—

(১) কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বিভিন্নতার একত্রিকরণের
ইতিহাসের দ্বারা অধিকার করা বর্তমানে সুদূর অধিক-
মুখ নির্দেশ।

(২) মূল লাইনের সংযোগ হলে পাঁচ ক্যানালের
ক্ষমতা ৫৪,৪৭৮ হলে ১১৩,২০০ চেইন বর্গাকৃতি বৃদ্ধি।

(৩) শাস্তি কার্যক্রমের ১১ নং ও ১১এ নম্বর বিভাগ-
প্রণালী প্রকৃত।

(৪) যুব ক্যান্সেলের ওয়াং বিজ্ঞান-প্রশাসীতে ২১নং
 বহির্গমন পাহিলি সংযোগসা।

যেটি আরও পরিচালনা ব্যয় বণাক্তের ৫,৫৮,০৮২ টাকা ও ৩,১২,৫৬৫ টাকা; পূর্ব বন্দর এই ব্যবসে কর্তৃত্ব ছিল বণাক্তের ১,১৮,০৮২ ও ৫,১৮,০৮২ টাকা।

ইহেন ক্যান্সারের সোচ কার্যের জন্য আর আলোচ্য
কর্মে এককালীন ব্যয় হয় নাই। উহার আর ৩ পরি-
চালন ব্যয় বাকীয়ে ৪৭,০৪২ টাকা ও ৬৯,৪০৯ টাকা।
হইয়াছে।

বক্সেপুর ক্যানালের মূল ক্যানাল ও বিস্তার প্রণালীর
মৈদা ১২ হাইল ২,৪৭৫ কিট। আলোচ্য বর্ষে এককালীন
বায়ু লাই। যেটি আর ও পরিচালন ব্যয় বশতঃ
১০,১০৯ টাকা ও ১১,৬৬১ টাকা হইয়াছে। সাল-
বল সেচ পরিকল্পনার বাকুড়া জেলার হরিণমুখী বাণের
উপর প্রায় দুই হাইল লম্বা একটি পাকা সেতুবন্ধ
ও বাঁধ করা হইবে। প্রথমে সালবল জলসম্বল
সম্বার সমিতি জমির জলসেচের জন্য এই কাজ আরম্ভ
করে তৎপর গড়ন বৈঠক উদ্বা নিম্ন পরিচালনার নিয়ন্ত্রণে।

অন্যান্য ছোট ছোট পরিকল্পনার মধ্যে আমজোয় সেতুবন্ধ, নদীয়ার নদীশুদ্ধ, গছনডীকাট, বিহঙ্গকাট উল্লেখ করা যাইতে পারে। আলোচ্য বর্ষে গভর্নমেন্ট নিম্নলিখিত করিণ ও তদন্তের কার্য করিতাহেন :—

- (১) মালমতের জনজাগরণ পরীক্ষকন।
- (২) মহানন্দ নদীর উন্নয়নকারী জমীর মালিক

মিঃ বিঃ এমঃ এমঃ এমঃ

(৩) উক্তর ফলের নবীসবুহের প্রবাহ ও গভীরতা নির্দ্ধাৰিত।

(৪) ডেহা বিলের প্রাথমিক উন্নয়ন।

(୫) କରତୋଷା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଧାନେର କଥା ଜଣାଇ
ଅବସାର ଦିବରଣ ମଂଗ୍ରହ ।

(৬) বাখাতিয়া, ঠেংব, জলজী, কুমার, নবগজা
ও ইজান্দি নবীর উমুড়ির জন্য নবীর আবদার সংবাদ
সংগ্রহ।

(১) বীকুড়া মহকুমার কলী ও ছোলাই নদীর প্রবাহ
ও গভীরতা নির্ধারণ।

(৮) অসহী ও ভাগীরথী নদীর পূর্বে অবস্থিত
মধ্য বাউসার সম্বোধিত হওয়া করিল।

(৩) দক্ষিণ কলিকাতার নিম্নভূমির জরিপ ও তদন্ত।

(১০) জিওট পীঠে জল নিকাশের ব্যবস্থার জল
জরিনের কার্য।

(১১) পুরাতন বুদ্ধপুত্র মহীকে শব্দে কবিতার প্রশংসা
কবীর অবস্থার উল্লেখ।

(১২) ককিলপুর জেলার চন্দনা নদী প্রাণীর উদ্ভৃতি ও উভয় দিলের সংস্কার কাজের জন্য ত্রুহ ও ককিল কার্খা।

সর্বোমুখিত্তি দেখা করিল করার উদ্দেশ্য হইল দেশের
ভুল-বোঝা সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করা, বাহ্যতে ভবিষ্যতে
বাল বন্দন ও সার্বোমুখিত্তি পরিকল্পনা আয়োজ্য সম্বন্ধে
প্রভুত করা হইবে ও জ্ঞাত কার্যে পরিণত করা হইবে।
বিভাজিত প্রত্যয়ের আলোচনা এবং (৩) বাহ্যলা-
মে দেখে যে সমস্ত কাজ পাঠ বাড়তি কারখানার গৃহীত
হয় সে সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনার বিবেচনা।

[শেষ কল্যাণের কথা]

স্মরণ থাকিতে পারে যে, কবিতা পঠন সোপানীয় রাস একথাকো স্থির করিয়াছেন যে, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত একযোগে গবেষণা কার্য পরিচালিত হইবে। ইহার সুচনা হিসাবে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিককে "টেক্সনোলজিক্যাল ও এগ্রিকালচারাল বিসার্চ ল্যাব-কমিটির" সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে— "ট্যাক্সিটিক্স ও ইনকরপোরেশন ল্যাব-কমিটিতে" লুইজস বিদ্যালয় অধ্যাপকগণ এবং একজন বিদ্যাত সাংবাদিককে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মহামানু গভর্ণর-বাহাদুরের বয়সনসিংহ সঙ্কর

[৩য় পৃষ্ঠার জের]

উপর নির্ভর করিয়াই পুলাস করা চটকা থাকে এবং এই ব্যাপারে জেলা-বোর্ডের ব্যবস্থা প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়। আমি আশা করি, এই ব্যাপারে জেলা বোর্ডের সদস্যগণ তাঁতাদের কর্তব্য উপলব্ধি করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গনে ম্যালেরিয়া নিধারণের ব্যাপক পরিকল্পনা বরম কার্যকরী হইবে, তখন তাঁহারা পূর্ণ ভাবে সহযোগিতা করিবেন।

জালালাবাদ জমিদারদের সংস্কার করিয়া জম-স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের সরাসরি আশ্রিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সময় ব্রহ্মপুত্র মল ত্যাগের পন্থা পরিবর্তন করে, প্রকৃত-পক্ষে তখন হইতেই এই জেলায় এই দিক দিয়া সমস্যা দেখা দিয়াছে। বরমসিংহ জেলার বহু দিবা ব্রহ্মপুত্র মল যে পূর্ণাঙ্গো গতি-পন্থা করিয়াছে, তাঁহাকে পুনরায় পতিষ্ঠা করিতে যে বিরাট ব্যয় পড়িবে, তাঁহার তুলনায় উহার কল কতটা ভাল হইবে, এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। যাহা হউক, আপনাকে জানিয়া সুখী হইবেন যে, আমার সরকারের সহযোগিতায় বাঙলা সরকার ব্রহ্মপুত্র মলের সংস্কার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বাঙলা ও আমার সরকার সম্মিলিতভাবে যে প্রাথমিক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, উক্ত কমিটি সম্মতি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। আমি আশা করি যে, শীঘ্রই হস্ত এই ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা হইবে—যাহাতে আপনাদের অভিযোগ কতকগুলো দূর হইবে। নেত্রকোণা বহুকুমার যোগেন্দ্র নদী সংস্কারও একটি প্রস্তাব করিয়াছে এবং যদি এই প্রস্তাবটি কার্যকরী হইয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহার কল বেশ ভাল হইবে।

মাননীয় উদ্যোগ দুইটিতে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য এ জেলাকে সম্মান লাভে হয়। জেলা স্কুল-বোর্ড ২,৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত ১৯৬২-৬৩ সনে তাহারা শিক্ষকগণের বেতন ও বিদ্যালয়ে সাহায্য লাভ বার্ষিক ৬ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। বাধ্যতামূলক বাবদীর প্রবর্তনের উপর প্রাথমিক শিক্ষার সাক্ষাৎ অনেকটা নির্ভর করে, ইহা আমিও স্বীকার করি। বাধ্যতামূলক বাবদীর দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথম অর্থ ইহা মুখ্য হইতে পারে যে, যাহারা একবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে তাহাৎসিদ্ধে তথ্য রাখা হইবে অথবা সকল ক্ষেত্রে কোন না কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে এবং তথ্য থাকিতে হইবে। শেষোক্ত সমস্যার সমাধান সহজ নয়। প্রথম সমস্যাটি কতকটা সহজে সমাধান করা যাইতে পারে এবং তাহাতে শ্রমের লাভও হইবে। যাহা হউক, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীসমূহে এমন আর কতটা উন্নতি পাই। কারি-পটী ও নিম্ন-বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য গভর্ণমেন্ট শ্রম বিভাগের ডিরেক্টরের হাতে অর্থ দিয়া থাকেন। কার্যকরীতার টেকনিক্যাল জুন বরমসিংহ জেলার সর্বপ্রধান কারিগরী শিক্ষাগার। বাঙলায় শ্রম বিভাগ হইতে ইহা বৎসরে ৩,৭৮০ টাকা সাহায্য লাভ করিয়া আসিতেছে। আমি জানিতে পারিয়াছি, জেলা বোর্ডের সহিত চুক্তির কল উহার বার্ষিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এই সর্ব ৫,০০০ টাকা করায় প্রত্যয় হইয়াছে যে, অসামান্য কলমে প্রাপ্ত বৃদ্ধি আয়ের অনুপাতে উহা ভাল পাইবে। আমি আশা করি, উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনই আশঙ্ক্য অর্থের ব্যবস্থা হইবে।

আমাদের সদস্যগণ কলীর সাময়িক শিক্ষা বিষয়ে দুর্নীতিগুলির সমর্থন করেন জানিতে পারিয়া আমি

আশঙ্কিত। উক্ত দিক দটকা বেশ বিস্তারিত বই হইয়াছে। আইনের জাচার ইহা এখনও বিচার্য্য। এরূপ আমি এখন উহার লোভজন আলোচনার প্রবৃত্তি হইতে চাই না। শিক্ষা-ব্যাপারে উল্লিখিত মনোভাব ও পরবর্তসমীক্ষার আবশ্যকতা সমাক উপলব্ধি করিয়া আপনাকে উক্ত আল্প বক্তার তাৎপর্য চিনিবেন, ইহা আপনাদের নিকট হইতে আমি আশা করি।

জেলাবোর্ডের সদস্যগণকে সম্বোধন পূর্বক মহামানু গভর্ণর সাহাব বনেন :—

এ-জেলার রাজ্যবাটের সমস্যা সম্পর্কে আপনাকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাই রাজ্যবাটের জন্য যে-সবী আপনাকে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার উত্তর আমি উপলব্ধি করি। আপনাদের মোট ব্যয়ের অনুপাতে রাজ্যবাট নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখার জন্য আমি সোপান করিতেছি। উক্ত অর্থ বেশ অতীত কোন বৎসরে বরাদ্দ অর্থের চাইতে কম না হয়। কারণ মলার সিনে ইহাতে শ্রমিক-লেন কাকের ব্যবস্থা হয় এবং দেশের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে ইহার কল লীক্ষ্য হইয়া থাকে। এ প্রদেশের জন্য মজুরীকৃত ২৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে বাঙলা সরকার এ-জেলার বিশেষ বিশেষ রাজ্যগুলির জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বরমসিংহ-টাকাইল সড়কের সেতু নির্মাণ এবং মুন্সীগঞ্জ হইতে টাকাইল পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করা তাঁহাদের প্রবাস কার্য হইবে। চর-বন্যাপ্রব-বন্য সড়কটিরও উন্নতি সাধনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বরমসিংহ হইতে হালুয়াঘাট, নলিতা-বাড়ী হইয়া শ্রীবাড়ী পর্যন্ত একটি রাজ্য নির্মাণের জন্য আপনাকে যে-প্রস্তাব দিয়াছেন, তাহাই সন্মুখে গ্রহণ করা উচিত ছিল, ইহা আমিও অনুমত করি; তবে প্রাদেশিক পূর্ণ বিভাগীয় বোর্ড কর্তৃক ইতিপূর্বে উক্ত স্বীয় অনু-মোদিত হইয়া গিয়াছে। জেলা বোর্ড যদি মনে করেন যে, এ-জেলার উক্ত অংশের সহিত গারো পাহাড়ের সংযোগ সাধন করে যে সড়কের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাই সন্মুখে নিমিত হওয়া উচিত, তাহা হইলে আপনাদের চেয়ারম্যানই বোর্ডের সদস্যগণের নিকট আপনাদের অভিমত সহজে উপস্থিত করিতে পারেন; কারণ তিনি প্রাদেশিক বোর্ডের অন্যতম সদস্য।

বিভিন্ন পানীর জল সরবরাহ সম্পর্কিত প্রস্তু আপনাদের ন্যায় আমিও মনে করি যে, পানী অঙ্গনে ব্যাপকভাবে পানীর জল সরবরাহের পরিকল্পনা হাজা হাজার বছরব্যাপী অবসান ঘটান হইতে পারে। সরকারী জম-স্বাস্থ্য বিভাগকর্তৃক এ জেলার কার্যসূচী পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হইয়াছে। জল সরবরাহ উৎসের সংখ্যা ১০,৫০০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৯,০০০ করা হইবে। এ ব্যক্তার প্রত্যেক ২৬৫ জন একটি করিয়া জল সরবরাহের উৎস পাইবে এবং জল সরবরাহ সমস্যারও অনেকটা সমাধান হইবে। অর্থাত্বে অবিলম্বে পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা সম্ভবপর না হইতে পারে। তবে আমি আশা করি, আপনাকে আর্থিক বৎসরে উক্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া জেলার জন্য আবশ্যিক অর্থ পাওয়া যাইবে। পানী অঙ্গনে জল সরবরাহ সম্পর্কিত একটি বিষয়ে প্রুতি আমি আপনাদের সম্বোধন আকর্ষণ করিতেছি। জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বিনত জিন বৎসরে গভর্ণমেন্ট সর্বমোট জেলা বোর্ডকে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছেন, সেখা দায়। আমি জানিতে পারিয়াছি, উক্ত ঋণের হিসাব সিদ্ধান্ত হইয়াছে। উক্ত অর্থের সম্ভবব্যবহারে উপরী গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রেরণ কার্যসূচী গ্রহণ নির্ভর করিতেছে।

আমাদের ই-ইউনিয়ন সদস্যগণ।

আপনাকে সিনেপে ডিরেক্টরী বক্তার প্রুতি উল্লেখ সম্পর্কে সদস্যগণের দাবীর উল্লেখ করিয়াছেন। আমি সে সম্পর্কে আপনাদিককে ইহা সুবর্ণ করাইয়া দিতে চাই যে, পানী অঙ্গনের বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন আবল পরিবর্তনের দ্রো জরুর সমস্যার কষ্ট করিবে; কাজেই ইহা বিশদভাবে পরীক্ষা করা উচিত। অনেক বিশেষজ্ঞ কর্তারী কৃতিত্ব কমিশনের সুপারিশগুলি পূর্ণাঙ্গপূর্ণভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহা আপনাকে অবগত হইবে। তাঁহার প্রস্তাবাবলী বর্তমানে গভর্ণমেন্টের বিবেচনায় আছে। এ-সম্পর্কিত দাবীর প্রস্তুই যে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচিত হইবে, সে সহজে আপনাকে নিশ্চিত থাকিতে পারেন। শেষ সিদ্ধান্তে উপরীত হওয়া সমর জমস্বাস্থ্যের দাবীর প্রুতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে না, এমন কোন আপত্তি অস্তরে পোষণ করিবেন না। আপনাকে ইহাও সুবর্ণ রাখিবেন যে, কেন্দ্রীয় হটক বা প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট হটক, মহামানু সন্মুখের সকল শ্রমীর প্রুতাপ্রুতের প্রুতি তাঁহাদের একটা পারিষ আছে এবং ডিরেক্টরী বক্তারবক্তার আবল পরিবর্তনের সহিত লু-প্রসারী ও জরুরপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রুত জড়িত আছে। এমন একটি জরুরপূর্ণ বিরাট ব্যাপারে জেলা-বোর্ডার বিশেষ করিয়া যে-সময় এ-দেশ বৃষ্টি সাপ্তাহ্যের অন্যান্য অংশের সহিত একযোগে তাহার অধিব বক্তার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত আছে, কোন সিদ্ধান্তে উপরীত হওয়া সম্ভবপর নয়।

আপনাকে আশ্র-ভারী সম্পর্কে আপনাকে যে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, আমার মনে হয়, তাহার কোন ভিত্তি নাই। বেকর্ট গ্রিকভাবে রচিত হওয়া বাঙলীর, ইহা পুঙ্খ নুতা। আমি জানিতে পারিয়াছি, সঠিক সংখ্যা লিপিবদ্ধ করার জন্য আপনাকে সেও হইয়াছে। লোক-গণনা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট সন্মুখভিত্তিতে উল্লিখিত জন্য গারী মনেন। আপনাদেরই অনুপ্রাণিতাবে ব্যক্ত আপনাকে কথা কেন্দ্রীয় সরকারের াজ্যীকৃত কথা হইয়াছে। াজ-গণনাকারীদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং নির্ভুলভাবেই যে গণনা কার্য সম্পাদিত হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনাকে সর্ব্বাঙ্গ ইহা সুবর্ণ রাখিবেন যে, যাহাদিককে গণনা করা হয়, তাহাদের সম্বোধনিতার উপর আশ্র-ভারীর সাক্ষাৎ বহল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।

জুয়াবিকারী-সমিতির সদস্যগণ।

গত কর বৎসর হইতে গভর্ণমেন্ট আপনাদের সমিতির প্রুতি সম্মান প্রকাশনের জন্য আপনাকে সত্যি পূর্ণাঙ্গ করিতে পারেন। কলীর সরকারী কর্তৃত্ববৃদ্ধির সহিত নিবদ্ধ সহযোগিতা এবং আপনাদের অনুবিবর্তনের প্রুতি সারসংক্ষেপে তাহাদের সম্বোধন আকর্ষণে আপনাকে যে কৃতিত্ব প্রুত করিয়াছেন, তৎ জন্য আমি আপনাদিককে অভিনন্দিত করিতেছি। রাজ্য ডিক্টিং ও শিক্ষাক্ষেত্রে বরমসিংহ জেলার জুয়াবিকারী সম্প্রদায়ের নাম সম্পর্কে আপনাকে যাহা বসিয়াছেন, আমি তাহার উত্তর উপলব্ধি করি। সম্প্রতি যে সমস্ত আইন পাণ করা হইয়াছে, তাহাদের অলভোজনক ব্যবস্থার উল্লেখ পূর্বক আপনাকে অবিলম্বে প্রুত সতর্কতায় নবীভাসিত উল্লেখ করিয়াছেন। আমি সিনেও একজন জুয়াবিকারী। সে হিসাবে আপনাদের আপনাকে কোন কোনটির কারণ বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। আমি আপনাদিককে এইটুকু সুবর্ণ করাইয়া দিতে চাই যে, আকর্ষণ পরিবর্তনীয় জরুরে বাসব এবং পানী-প্রাণের অর্থনীতি মন্য। একই প্রুতাব থাকিবে, ইহা কখন অগা করা যাইতে পারে না। এ-সম্পর্কে বৎসর ব্যয়ক পূর্ব কলীর জুয়াবিকারী পরিচিতিত আমি যে-অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তাহাও আপনাদের হস্ত-যোগ আকর্ষণ করিতেছি। জরুর-কলম আমিও

[৩য় পৃষ্ঠার সেতু]

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় জনসাধারণের কর্তব্য

মানসে রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের সারগর্ভ বক্তৃতা

সম্প্রতি রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মি: এ. কে. জামান, আই, সি, এন-এর সভাপতিত্বে মানসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ইউনিয়ন বোর্ড ও গ্রন্থ সালিসী বোর্ডের সুযোগ্য বহিরা বিবেচিত প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান, সদস্য এবং "কচুরীপানা সত্তা"র উদ্বোধন ও বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে পদক ও পারিভোজিক বিভরণ-কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এ-উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার মি: জামান বলেন:—

• জনস্বার্থ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারার আশীর্বাদ করিতেছি। কারণ জনস্বার্থের কার্যে এ-জেন্দা কতটা অগ্রসর, ততটা আমি স্বতন্ত্র দেখিলাম। মিডেলের কল্যাণের সময় এবং পক্ষি সামর্থ্য হারা যাওয়া জনসাধারণের সেবা করিয়া আনিতেছেন, তদুপরে আর করতল হস্ত পূরিত হইলেন। পদক ও পারিভোজিক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছি। আপনাদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক জনস্বার্থে রহিতাছেন বলিয়া আমি আপনাদিগকেও অভিনন্দিত করিতেছি।

• ইউনিয়ন বোর্ড, গ্রন্থসালিসী বোর্ড ও কচুরীপানা সত্তার সম্পর্কে প্রশংসনীয় কার্যাবলীর আদোচনা আমরা করিয়াছি। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবিষ্যৎ কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আমার কতকগুলি প্রস্তাব আছে।

এ জেন্দার ৯১টি ইউনিয়ন বোর্ড এবং ৪৪টি চৌকিদারী ইউনিয়ন আছে। ইউনিয়ন বোর্ড আদারের কার্যে বোর্ডগুলি বেশ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আদোচা বৎসরে শতকরা ৯৫ ডাগ কর আদার হইয়াছে। ৯১টি ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে ১৫টি বোর্ড শতকরা ১০০ টাকা কর আদার করিতে সমর্থ হইল। ২৭টি বোর্ড শতকরা ৯৫ ডাগ আদার করিয়াছে। নিম্নে ইহাদের আয়ের হিসাব দেওয়া হইল:—

৩৭ (ক) ধারার ১,০৮,০০০ টাকা, ৩৭ (খ) ধারাবতে ৪২,০০০ টাকা, টাঙ্গা ৪,০০০ টাকা, বেক কোর্ট ২,০০০ টাকা, সরকারী সাহায্য ৬,০০০ টাকা, জেলা বোর্ড সাহায্য ৫,০০০ টাকা, বিবিধ ৬,০০০ টাকা, বোর্ড ১,৭৩,০০০ টাকা। উক্ত অর্থ আদার করিতে ১৩,০০০ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। চৌকিদার-সেবা জন্য ব্যয়িত হইয়াছে ৮৯,০০০ টাকা। অবশিষ্ট ৫১,০০০ নিম্নোক্ত বিভিন্ন জন-স্বার্থের কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে:—

রাজ্য নির্মাণ ৮,০০০ টাকা, জনস্বার্থ ২০,০০০ টাকা, পর:প্রণালী ১,০০০ টাকা, জনস্বার্থ ৩,০০০ টাকা, শিক্ষা ১০,০০০ টাকা এবং ভিসুপেন্সারী ৯,০০০ টাকা।

ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এ-জেন্দার ৯১টি ইউনিয়ন বোর্ড ভিসুপেন্সারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নির-বিত্ত জাতি ইহাদের সভা-সমিতি হইতেছে। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের লিখিত জ্ঞানের উন্নয়ন এবং ৩৭ (খ) ধারাবতে আদারী ট্যাঙ্কের পরিমাণ ৩১,০০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪২,০০০ টাকা হইয়াছে এবং এ-সম্পর্কে আরও অনেক কিছু করিবার হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার কথাই উল্লেখ করা হউক। এ-জেন্দার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ; তদুপরে নাকি মাত্র ৩৩,০০০ লোক লিখিত পড়িতে পারেন। উপরোক্ত সংখ্যা হইতে ইহা দেখা যায়, এ প্রদেশের মধ্যে আপ-নাদের জেন্দার সেবাপ্রদাতা জাদা লোকের সংখ্যার হার সর্ব্বাপেক্ষা কম। ইহার প্রতিকারে উদ্যোগী হওয়া আপনাদের কর্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়। ইউনিয়ন বোর্ড জমকিলের টাকা পোষ্টাল সেভিংস ব্যাংকে পড়িত

রাখিবার জন্য আমি আপনাদের বিকট প্রস্তাব করিতেছি। এই নিয়মটি কড়াভাবে জাতি প্রতিনিধিত্ব হওয়া উচিত। আমি আশিতে পারিরাছি বহু ইউনিয়ন বোর্ড ইহা মানিয়া চলে না।

গ্রন্থ-সালিসী বোর্ড

দুইটি স্পেশাল বোর্ড এবং ৪টি স্পেশাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক স্পেশাল বোর্ড সহ এ-জেন্দার ৯৬টি গ্রন্থ-সালিসী বোর্ড আছে। এখন পর্যন্ত বোর্ড ৪২,৪৩৭টি ব্যবসা দানের হইয়াছে, তদুপরে ২৪,১১২টি বহাওনের এবং ১৮,৩২৫টি ব্যাংকের পক্ষ হইতে দানের হইয়াছে। ৩৩,০৬৩টি ব্যবসার বিচার হইয়া গিয়াছে। ইহাদের বোর্ড দাবীর পরিমাণ ছিল ৩৭ লক্ষ টাকা। ১৮ ধারা বতে ২৭১১০ লক্ষ টাকা গ্রন্থ সাহায্য এবং মাত্র ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার দাবী বিচালো হয়। অধীরাংসিত ৯,৩৭৪টি ব্যবসার মধ্যে ১,৩১০টি এক বৎসরেরও অধিক কাল হইল দানের হইয়াছে। তবে ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ১৯৩৭ সনের হিসেবের মাসে এ-জেন্দার পরিদর্শন কালে যে অবস্থা ছিল, ইহার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সে-সব আরও বুঝাওয়ার অধিক ব্যবসা বিচারাবলী ছিল। বোর্ডের কার্যের বিলম্ব উন্নতি হইয়াছে বটে, তবে এখনও অব্যবস্থার সময় ব্যয়িত হইতেছে। সদস্যগণের নির-মিত উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কচুরীপানা সত্তা

কচুরীপানা সত্তার সাফল্যজনকভাবে উদ্বাপিত হইয়াছে বলিয়া আমি আশিতে পারিরাছি। আমি আশা করি, আপনাদের উৎসাহ ও উদ্যম দীর্ঘায়ী হইবে এবং কচুরীপানার উচ্ছেদ সাধনে আপনাদের মধ্যে কখনও শৈথিল্য প্রকাশ পাইবে না। স্বাধীনভাবে ইহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য আপনারা বিশেষ মনোযোগী হইবেন, ইহা আশা করা যাউতেছে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টার আবশ্যিকতা

যুদ্ধ বর্তমানে আমাদের নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, ততই আমাদের মনোযোগ এ দেশের আর্থন্যায়নিক ব্যবসার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইতেছে। পক্ষ আক্রমণ হইতে এ-দেশকে রক্ষা করিতে হইলে আপ-নাদের প্রত্যেককে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার আরও অধিক পরিমাণে সাহায্য করিতে হইবে। এ-সম্পর্কে অনেক কিছু করা আবশ্যিক; তবে ইহা উপযুক্ত সময় মতে। কারণ আপনারা অবগত আছেন, মহামায়া পতঙ্গের বাতাসের এখানে আগমন করিতেছেন। তিনি যুদ্ধ এবং দেশরক্ষা সম্পর্কে জন-সভার বক্তৃতা প্রদান করিবেন। আমি আশা করি মহা-মায়ী পতঙ্গের বাতাসের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য আপনারা কতদূর সমজিয়াভাবে উপস্থিত হইবেন। উদ্যোগী প্রেসিডেন্টগণ যুদ্ধ-প্রচেষ্টার যে-ভাবে আর্থন্যায়নিক করি-রাছেন, আপনাদের অনেককেই সে-ভাবে কাজ করিতে আগ্রহান্বিত বলিয়া আমার বিশ্বাস।

স্বাধীন কল্যাণী দৌরহরের কবাজ-ই-ম-টীক ডাউন-এন্ড-বিগল মুজিরে পত্ত ১০ই জানুয়ারী কল্যাণী নাবিক-পক্ষ সজোবন করিয়া এক বেতার বক্তৃতা করেন যে, ত্রিগুণী কল্যাণী কল্যাণী বক্তৃতা এবং সভা করি-তেছে এবং আশীষ্ট বাণিজ্য জাহাজ সমূহ পাড়ি দিতেছে। এই বাণিজ্য জাহাজগুলির ত্রিগুণী জাহাজ সম্পূর্ণ কল্যাণী নাবিকদের দ্বারা জালিত।

মেহেরপুরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-প্রদর্শনী

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক উদ্বোধন

সম্প্রতি নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমায় অধীন বাগ্গি আশেপাশের নাবিক দানে একটি স্বাস্থ্য-শিক্ষণ কৃষি সম্পর্কিত প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মি: এম. কে. দে, আই, সি, এন, কর্তৃক প্রদর্শনী উদ্বোধন উৎসব সম্পাদিত হয়। অধি-বাসী কারণ বশতঃ নদীয়া জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান হার মণ্ডল মাথ মুখাধী বাতাস, বি, এম, ড, বি, ই, উপস্থিত হইতে না পারায় বেলিনীপুত্র ভবিদারী কোং মিডিয়েটের জেনারেল ম্যানেজার মি: সি, মুখাধী প্রাথমিক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

এই প্রদর্শনী এক সপ্তাহকাল স্থায়ী ছিল। কৃষি, পশু চিকিৎসা, গুটি পোকা পালন, শিল্প শব্দার এবং বিজি-কিনি প্রভৃতি বহু সরকারী বিভাগ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। সরকারের প্রচার বিভাগ প্রদর্শনী জ্ঞান জাতি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে সাহায্য করিয়াছিল।

যে সকল কল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তদুপরে নদীয়া জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগ, স্বাধীন সোশি়াল সাউন্স লীগ, স্বাধীন মনুষ্য সমিতি, কেন্দ্রীয় সরকার ম্যানেজিং-কমিটি, সমাজ দলিনী স্বাধীন-স্বজন সমিতি এবং কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্রী সমিতির দায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনীতে বহু সংখ্যক হল বোকা হইয়াছিল।

পট্টা অঙ্গন হইতে যে সকল জনসাধারণ আগিয়া প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল, প্রদর্শনী কথিত জাহাজের আদো-প্রদোনের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়াছিল।

রাজশাহীতে শিশু-পরিচর্যা কেন্দ্র

পতঙ্গ-পতী কর্তৃক পরিদর্শন

বিপত্ত ১০ই জানুয়ারী তারিখে মহামায়া সোভি বেলী হার্ভার্ট রাজশাহীতে জাতি সি, এম, হার হাসপাতালের পরিদর্শিত অংশ ও শিশু-পরিচর্যা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

পুত্রের উদ্বোধন করিতে সাইরা সোভী বেলী হার্ভার্ট বলেন যে, সাধারণতঃ বাচ্চা দেখে শিশু-কল্যাণ ও বাচ্চ-কল্যাণের কাজের প্রতি তেমন বেশী লুই দেওয়া হয় না; কিন্তু মোক জনস্বার্থে হাসপাতালের সাহায্যের প্রতি আশ্রয়ণীল হইতেছে সেবিয়া তিনি লুই হইয়াছেন।

উদ্বোধনের পূর্বে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্বন্ধে দুইখানি রিপোর্ট পাঠ করা হয়; একখানি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের সেক্রেটারী ডা: ই, এম, বহুবলার ও অপরটি হাসপাতাল কমিটির ডায়সপ্রেসিডেন্ট ডা: এ, বজিন, সিডিল সার্জন, পাঠ করেন।

সংবাদ-প্রেরকদের জ্ঞাতব্য

বাচ্চা প্রদেশের বিভিন্ন অঙ্গন হইতে যে-সরকারী লোকদের পক্ষ হইতে বহু পত্রাধি আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে এবং এইসব পত্রে প্রায়ই পট্টা-উপনয়ন ও স্বাধীন চিত্রকর কার্যাবলীর বিবরণী থাকে। "বাচ্চার কথা" এমন কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় না, বাচ্চার সভ্যতা সম্বন্ধে স্বাধীন সরকারী কর্মচারীদের বক্তব্য লিখিষ্ট না থাকে। অতএব অনুষ্ঠান করা যাউতেছে যে, কেহ কোন সংবাদ সভাধি সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন না। কেহ কোন বিবরণ পাঠাইতে হইলে সার্ভেস-অফিসার, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মহাকান্তার পাঠাইতে হইবে; তাঁহারা স্বাধীন বোর্ড কর্তৃক ৩ সব রিপোর্ট সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ইটালী কি শান্তি প্রস্তাব করবে? ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের হুগলী জেলার ১৯৩১ সালের বন্যা শিখা

স্পেনের মধ্যস্থতার ভূমিকা

সম্রাট জার্মানিয়ার "নিউজ ক্রনিক্যাল" পত্রিকার লিখিত্যে—

সিলবন হইতে ইটালীর আসন্ন পাতিস্থাপন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সম্রাট যেরূপ সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ কৌতুহলের উত্থাপন করিতে পারে। এই পাতিস্থাপন মধ্যস্থতা করিবার জন্য ইটালী প্রচার প্রতিনিধিত্বী রাজ্য স্পেনের রাষ্ট্রদূতদের অনুরোধ করিতে পারে বলিয়া একটা ধারণা কিছু দিন ধরিয়াই বহুমান হইতেছিল।

জার্মানীর পীড়াপীড়ি সম্বন্ধে স্পেন যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। দেশে বাহ্যিকতাবাদের দৃষ্টিতে বিশেষতঃ আমেরিকার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া স্পেন নিরপেক্ষ বহিরাগত। নিরপেক্ষ পক্ষি বলিয়া তাহার পক্ষে মধ্যস্থতা করা যে অসম্ভবজনক তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অল্প ভবিষ্যতে ইটালী আত্মসমর্পণ করিবে বলিয়া যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা নিশ্চিত্যে গ্রহণ করা উচিত নহে।

মুসোলিনীর বিপক্ষ দল

অন্য ইটালীতে মুসোলিনীর বিপক্ষে একটি পক্ষপালী দল আছে। ক্রাউন-প্রিন্স নিজে পর্যাপ্ত অনেক ক্ষেত্রে মুসোলিনীর কাছাকাছিতে বাহাদুরের চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও তাঁহার সংখ্যা খুব বেশী নহে। ক্রাউন প্রিন্সের নিকট আত্মীয় ডিউক অব আয়োন্ডাকে (ইনি এখন আর্জেন্টিনায় আছেন) বহু লোক মেত্রা বলিয়া গণ্য করে। এই পাতিস্থাপন চেষ্টা সফল হইলে পাতি স্থাপনের পরে দেশে যে বিরাট পরিবর্তন অবশ্যস্বরূপী, তাহার অধিনায়ক করিবার জন্য তাঁহাকে আছাদ করা হইতে পারে। তিনি নিশ্চয়ই মার্কাস বোদোলিও ও অন্যান্য বহু উচ্চ-পদস্থ সৈন্যসাম্যক, বিশেষ করিয়া লণ্ডনের জুতপূর্ণ ইটালীর রাষ্ট্রদূত কাউন্ট গ্রাভির সহায়তা লাভ করিতে পারিবেন।

ইটালী যদি ক্যানিষ্ট নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া আবার অন্য উগ্র নীতির মধ্যে গিয়া না পড়িতে পারে, তবে তাহাকে আরও অন্যান্য লোক সহিয়া প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব লব্ধ গভর্ণমেন্ট গঠন করিতে হইবে।

পাতি স্থাপনে ইটালীর আগ্রহ সম্বন্ধে এই সকল সংবাদে জার্মানী ভূমধ্যসাগরে নিজ কার্যকলাপ বৃদ্ধি করিতে পারে। কবে জার্মানী নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে তৎপর হইতে পারে—

প্রথমতঃ হিটলার বড়াদের মধ্য দিয়া পূর্ণ সংকল্পিত সমস্তের পূর্ব ই সৈন্য চালনা করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ জার্মানীর প্রতি প্রকৃত মনোভাব শষ্ট করিয়া বিবৃত করিবার জন্য মার্কাস শে'তার উপর চাপ-বৃদ্ধি করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ আনিকভাবে ক্যানিষ্ট পাসমড্রকে পত্ন করিয়া জুনিয়ার জন্য এবং আনিকভাবে অধিবাসনিক বিমান-বীক্ষণ দল করিতে হিটলার অনেক বিমান ও বিমান-চালক ইটালীতে প্রেরণ করিতে পারে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কলম ইতি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪ টাকা হারে "সংবাদ কলম" প্রকাশ করা হইবে। অস্থায়ী সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য এই নিম্নলিখিত হারের উপর পড়ক ৫০ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হইবে। কলমের বিশিষ্ট কোন স্থানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও নিম্নলিখিত হারের উপর পড়ক ২৫ টাকা বেশী দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের চার্জের টাকা আগ্রহ দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে লক্ষ্য চেক "সুপারিশকৃত" প্রকৃতি, "এই নামে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

প্রাদেশিক কমিটির বৈঠক

বাংলাদেশে ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রাদেশিক শিখা বোর্ডের ২৯শ অধিবেশন বিগত ৬ই জানুয়ারী তারিখে রাইচাৰ্শ বিল্ডিংস্‌এ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভায় জানাইয়া দেওয়া হয় যে, গভর্ণমেন্ট মি: ভগুট, মি: ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ, এবং এল. এ-কে পুনরায় আন্তঃ-প্রাদেশিক ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিখা বোর্ডের সদস্য মনোনয়ন করিয়াছেন। বোর্ড আন্তঃপ্রাদেশিক বোর্ডে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করিয়াছে: (১) তারতর্ষে পরীক্ষণের দ্বারী কেন্দ্রিক পরীক্ষার জন্য আনুমানিক ভারতীয় ভাষাসমূহে প্রশ্ন-পত্র প্রস্তুত করিবেন এবং তদনুসারে মুদ্রাক্ষর নির্দেশ করিবেন। (২) জুনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষণীয় বিষয় বৃদ্ধি করা হইবে। (৩) ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলের শিক্ষকগণের জন্য প্রতিভেদে ফরওয়ার্ড ব্যবস্থা করা হইবে। বোর্ড সুপারিশ করিয়াছে যে, একটি কল একপভাবে যোগ করিয়া দেওয়া হউক যাহাতে ঐ আনান্দী টাকা হইতে আনান্দকারী তাহার জীবন-দীয়ার প্রিমিয়ম দিতে পারে।

এক প্রদেশে হইতে অন্য প্রদেশে টান্সকার ব্যাপারে দাক্ষিণ্য গ্রহণ সম্বন্ধে সমস্ত প্রদেশ একমত নহে বলিয়া ঐ বিষয়ের আলোচনা মুলতবী রাখা হইয়াছে।

১৯৪১-৪২ সনের বাজেট প্রস্তাব আলোচনা কালে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিখার জন্য আটনগত ভাবে নির্দিষ্ট টাকার বরাদ্দকে ১৯৩৫ সনের ভাব্য শাসন আইনের বিধান-মতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ না ধরিয়া সর্বনিম্ন বরাদ্দ বলিয়া ধরিয়া দেওয়ার জন্য গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হইবে।

১৯৪১ সনের ৭ই এপ্রিল পরবর্তী সভায় তারিখ ধাওয়া করা হইয়াছে।

রটেনের পথে আমেরিকার রোমার্ক বিমান

আগামী কয় সপ্তাহে স্বীকৃত স্বীকৃত সমুদ্র পাতি "ডেইলী বেইল" পত্রিকার বিমান-সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

আগামী কয় সপ্তাহের মধ্যেই আমেরিকার প্রস্তুত বহু দূর পালার যোদ্ধা বিমান আটলান্টিক সমুদ্রের উপর দিয়া ব্রিটেনে উড়িয়া আসিবে। সঙ্গে সঙ্গেই তাহাঙ্গিকে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর কার্যে নিযুক্ত করা হইবে।

এই বিমানগুলির মধ্যে লক্ষিত হাউসন পর্বতবন্ধ যোদ্ধা বিমান (ইহারা উপকূল বন্দী বিমান বহুরে কার্যে নিযুক্ত হইবে), দুইটি সংযুক্ত ইঞ্জিন বিশিষ্ট "উড্ড-বুগ" শ্রেণীর বিমান এবং "লক্ষিত ডেভো ডেভো" শ্রেণীর যোদ্ধা বিমান প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের আনুমানিক এবং শ্রেষ্ঠ বিমান থাকিবে। পেরোড শ্রেণীর বিমান আমেরিকার আনুমানিক যোদ্ধা বিমান। কয়েকটি "হাউসন" শ্রেণীর বিমান ইতিমধ্যেই ব্রিটেনে উড়িয়া আসিয়াছে।

আমেরিকার প্রস্তুত বিমানগুলি ব্রিটেনে প্রেরণ সংক্রান্ত সকল সংবাদ এই মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা গোপন সংবাদগুলির মধ্যে অন্যতম। আমেরিকান এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়িক বিমান-চালকদের সহিত ইংলণ্ডে বিমানগুলি পৌঁছাইয়া দিবার যে চুক্তি করা হয়, এ-সম্পর্কে সংবাদ গোপন রাখাও সেই চুক্তির সর্বস্বত্বের অন্যতম। জড়ায় কোন্ পক্ষে এই বিমানগুলি আটলান্টিক পাতি দিবে, তাহাও একান্তভাবে গোপন রাখা হইয়াছে।

সাহায়া-ব্যব সম্বন্ধে সরকারী বিবরণী

হুগলী জেলার ১৯৩১ সনে যে বন্যা হইয়াছিল, তৎ-সম্পর্কে হুগলীর কানেক্ট, বিনি জেলা সেশটনে বন্যা সাহায্য কমিটির সভাপতি ছিলেন, যে শেষ হিসাবটি নিম্নলিখিত ভাষাতে বলা হইয়াছে যে, প্রায় ২৫০ বর্গ মাইল অঞ্চল আর বিস্তর কতিপয় হইয়াছিল। ঐ জেলার কতিপয় সাহায্য চলাচলের প্রধান রাজ্য এবং ৪৮টি মলকুল কতিপয় হইয়াছিল। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অবৈতনিক সেক্রেটারী করিয়া জেলা কেন্দ্রীয় বন্যা সাহায্য কমিটি সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। কয়েকটি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান কিছু দিনের জন্য সাহায্য-বাগ ও শ্রীমামপুর বহুকৃষার কাজ করিয়াছিল। গভর্ণ-মেন্ট ১৪,৫০০ টাকা ও জেলা বোর্ড ৪০০ টাকা বরাদ্দী দানের জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাহা ৪০টি কেন্দ্র হইতে বিতরণ করা হইয়াছিল। এই সমস্ত কেন্দ্রের অবিকালই সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে বহু করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কতকগুলি নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত সাহায্য বিতরণের কাজ করিয়াছে। মোট ৪,০১৭ জন লোককে এইরূপ বরাদ্দী দান প্রদান করা হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট ও জেলা বোর্ড যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহাবিলে আরও টাকা সংগ্রহের জন্য ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি, স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ ও জেলা কেন্দ্রীয় বন্যা সাহায্য কমিটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল।

অভাবগ্রস্ত চাষীদিগকে বীজ ক্রয়ে সাহায্য করিবার জন্য চাষী-সাহায্য আইনের বিধানমতে গভর্ণমেন্ট ১,৪১,৭৮৭ টাকা অগ্রিম প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ২০০ টাকা বানের চাষা বা জালা ও ৬০০ টাকা বরি কসলের বীজ কৃষি বিভাগ হইতে পাওয়া গিয়াছিল; তাহাও বিনামূল্যে ঐ সমস্ত চাষীকে দেওয়া হইয়াছিল—বাহাদের বীজ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং উহা ক্রয়ের সম্রাতি ছিল না। জেলা ব্যাজিষ্ট্রেট জেলা কেন্দ্রীয় বন্যা সাহায্য কমিটির প্রেসিডেন্ট স্বরূপে যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ৫,১৬৪/১৭ পাই মূল্যের কাপড় অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। বঙ্গলক্ষী ও বামপুরি কাপড়ের কল হইতে ৬০০ ছয় শত বগ কাপড় বিনামূল্যে পাওয়া গিয়াছিল এবং কমিটির প্রেসিডেন্ট সন্তানকে ২,৪০০ বগ কাপড় ক্রয় করিয়াছিলেন। জেলা কেন্দ্রীয় বন্যা সাহায্য কমিটি জুনিয়ার মজুরদিগকে পুষ্টি নির্মাণে সাহায্য করিবার জন্য ৩,৫০০ টাকা বিতরণ করিয়াছে। জেলা বোর্ড রাজ্য, সেতু ইত্যাদি বোরামত করিবার জন্য ৫০,৬২০ টাকা ব্যয় করিয়াছে।

এই সাহায্য কার্য অতি সাক্ষরমণ্ডিত হইয়াছিল এবং উহাতে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের, জেলা বোর্ডের সমস্ত কর্মচারী, বন্যাপীড়িত অঞ্চলের সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের ও স্থানীয় পুলিশ কর্মচারীদের যোদ্ধাগুলক মহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে বন্যা সাহায্যের জন্য প্রেরিত বাগা ক্রয়, কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ কয় তাহার এক দান হইতে অন্য দানে প্রেরণ করিয়াছে। জেলার কৃষি অফিসার ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারীগণ, পত-পালম কর্মচারী ও পত-চিকিৎসা বিভাগের কর্মচারীগণও সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করিয়া-ছিলেন।

বাংলা-সরকারের কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্রী মাননীয় মি: ডব্লিউজিএন বস সম্রাতি ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবন্দীরা পল্লব-পন করিয়াছিলেন। অন-নাগরদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিরাটভাবে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল।

জাতিগঠন ও পরী-উন্নয়ন

বীরভূম জেলায় অন্নকট

বাঙালার সংক্রামক রোগের প্রসার

করিমপুর ও বাবরগঞ্জ আশ্রিত প্রসার

পত আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বাবরগঞ্জ এবং করিমপুরে যে পরী-সংগঠন সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জাতিগঠন সম্পর্কে সমস্ত কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই বলা যায়। বন্যায় মাসের মধ্যে এবং পূর্বের উন্নয়ন এই কার্যে বাধার সৃষ্টিও করিয়া নাই, উপরন্তু জাত পণ্ডিতে কাজ করিবার ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। উল্লিখিত জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্বীপনা ক্রমে: বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল দৃষ্টি এবং কৃষকপণের সামগ্রিক অন্তরে ব্যাপৃত থাকাকেও উপেক্ষা করিয়া এই জাতিগঠনমূলক কার্য পরিচালিত হইয়াছে। সরকারী ও স্বৈরাচারী সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে বহু প্রচার সম্পর্কিত সভার আয়োজন করা হইয়াছে এবং পরী-কল্যাণ সমিতি এবং স্বৈরাচারপন্থিত জাতি সমস্ত জনগণের মধ্যে যে পরী-সংগঠনমূলক কার্য সম্পাদিত হইবে, তাহার সূচনা করে। এই ব্যাপারে পরী অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা করা হয়।

বাবরগঞ্জে ৩১টি এবং করিমপুরে ৩৭টি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বাবরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার বরকগঞ্জের নিকা সম্পর্কে একটি পাঠ্য পুস্তক ব্যাপকভাবে বিলি করা হইয়াছে এবং নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্বাচন কার্যও সমাধা করা হইয়াছে। কতকগুলি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করা হইয়াছে। পারশাদুরিয়া নামক স্থানে উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং বালিকাদিগের জন্য জুনিয়র মেডিক্যাল স্কুল নির্মাণ করা হইয়াছে।

পরী অঞ্চলে মান-বাহন চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে নজর দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাবরগঞ্জ সদর মহকুমার সাতুরিয়া-ভারানী বালের উপর দুইটি সেতু নির্মাণ এবং বিল হাইল পরিমিত স্থানের জল পরিষ্কার করা হইয়াছে।

করিমপুরের অন্তর্গত মালেশ্বরীপুণ্ডিত অঞ্চল-সমূহে বিভিন্ন কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহের আরম্ভ সরকারী কুইনিন বিতরণ করা হইয়াছে।

বাবরগঞ্জের চর পল্লী এবং উত্তর সাবিকোল পরী-কল্যাণ সমিতির এবং করিমপুরের সাতিনবাড়ী, মিহরা, বাহারপুর এবং বোনাপাড়া সমিতির পরী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। করিমপুরের অন্তর্গত শিবপুর ইউনিয়ন বোর্ড স্থানীয় অঞ্চলের উন্নয়নকল্পে চারি বৎসরের একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছে। খালের বনন কার্য এবং বহুসংখ্যক নলকূপ স্থাপনের ফলে বিদ্যুত অঞ্চলের সেচকার্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

পরী অঞ্চলে কচুরী পান্য পরিষ্কার করা এক সহজ্য বিষয়। এই ব্যাপারে পরী-কল্যাণ সমিতি এবং স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ নজর দিরাছে। বাবরগঞ্জে ১৫৯টি পুকুরিণী পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং কচুরী-পান্য আইন অনুসারে ১,৫৪১টি বোটল জারি করা হইয়াছে। করিমপুরে এই সম্পর্কে বোনাপাড়া এবং মিহরা পরী-উন্নয়ন সমিতি সর্ব্বাঙ্গেকা জাল কাজ করিয়াছে। পত পত স্বৈরাচারবক এই স্থানে এক যোগে কাজ করিয়াছে।

হাতে-কলমে কাজ নিবাহিবার সরকারী নল এবং জনসেবা সল এই দুইটি জেলা পরিষদ করিয়া উল্লেখ-যোগ্য কার্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছে।

জানুয়ারী তৃতীয় সভায় বৃহত্তর জাহাজ দুবির পরিচালনা আরও হাল পাইয়াছে। ১৯৪৩ জানুয়ারী পর্যন্ত এক সভায় ৩৪,৭৭২ টনের পাটখানা বৃষ্টি জাহাজ ও ২৩,৪৪০ টনের ছব্বান মিশ্রণকারী জাহাজ নিযুক্ত হইয়াছে। কোন বিশেষক জাহাজ নিযুক্ত হইয়া নাই।

বাঙাল-সংক্রামক রোগের বিপুল অর্থসাহায্য

অন্যসার মতন বীরভূম জেলার দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে দুটিক বেগা বিরাছে। ব্যক্তিগতভাবে ওষাকার অথবা পর্য-বেক্ষণ এবং হস্তশুশ্রূষা অবিস্বাসীয়ের সাহায্যের পরিচালনা সিদ্ধি-বণ বানসে জাহাজ বিভাগের জাহাজী মন্ত্রী মানবীর সার বিজয় প্রসাদ সিংহ তার উচ্চ বিভাগের সেক্রেটারী মি: বি. আর. সেন, আই সি, এস সমিতিবাহ্যে বীরভূমের দুটিক অঞ্চলে গমন করেন। ইহার ফলে সাংবাদিক জাতি কতিপয় অঞ্চলে ইতিপূর্বে দুটিক অঞ্চল বোধবা করত: অবিস্বাসীয়ের দৃষ্টি বোচন করে মিত্রোক্ত বাবতা করা হইয়াছে:—

প্রবের বিনিময়ে সাহায্য লান বাবন পতন বৈশিষ্ট ২০,০০০ টাকা মতন করিয়াছেন। বর্জী পুকুরিণী সংস্থার আইনের বিধান অনুসারে সেচকার্যের জন্য বাবরগঞ্জ পুকুরিণী সংস্থায় মিত্র লোকজনের প্রবের বিনিময় বাবন ৭৫,০০০ এবং সেচকার্যে বাবরগঞ্জ-যোগী পুকুরিণী বনসের জন্য দুই উৎকর্ষ বণ হিসাবে ২৫,০০০ টাকা মতন করা হইয়াছে। পুকুরিণীগুলির সংস্থার সাধিত হইলে এ-জেলার চাষা-বন একটা স্বাধী মচোপকার হইবে। কারণ, পুকুরিণীর জালের উপর এ-জেলার চাষাবাদ বহন পরিমাণে সিদ্ধিলাব। বর্জী দুটিক আইনের বিধানমতে বরজাতী বানের জন্য কালেক্টরের হাতে ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বহন, সামাজিক স্বীকৃতি, পারীক ও মানসিক অবস্থার দিক দিয়া বাহা বর্জী দুটিক আইনের বিধানমতে বরজাতী বান লাভের উপযুক্ত নয় অথচ অন্যভাবে বাহা পতিবার আশা হইয়াছে, তাহা-বহে বহো বিতরণের জন্য পতন বৈশিষ্ট জরপোষি লাভা কণ্ডের সজিত বহের অর্থ হইতে ২,০০০ টাকা দিরাছেন। প্রবাদি পতন বাহাভার বোচনকল্পে পতন বৈশিষ্ট কৃষি-বণ হিসাবে বিভাগের জন্য কালেক্টরের হাতে আরও ২৫,০০০ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। জল সরবরাহের জন্য সাধারণত: যে-পরিমাণ অর্থ মতন করা হয়, নলকূপ স্থাপন ও ইটক নির্মিত কূপ বননের ব্যয় বাবন উল্লিখিত ৫০,০০০ টাকা মতন করা হইয়াছে। জনসাধারণের দৃষ্টি-কর্ষণ বোচনকল্পে বাহা বাহা করা আশাবাক, পতন-বৈশিষ্ট জাহা করিতেছেন। (প্রেসমেন্ট)

দুই সভায়ের বিবরণ

পত ২১শ ও ২৮শে ডিসেম্বর যে দুই সভায় বৈশিষ্ট হইয়াছে এই সভায় বাঙালার যে-সকল জেলার সংক্রামক ব্যাবির বিশেষ প্রাতিষ্ঠান হইবে, তাহাদের হিসাব দেওয়া হইল:—

জোপ।	জোপ।	আক্রমণ সংখ্যা।
কলিয়া	বৈশিষ্টপুর	৬৪
..	হাওড়া	৫০
..	চব্বিশপরগণা	২২৬
..	কলিকাতা	৭১
..	বনোদর	১৭২
..	খুলনা	৫৬৬
..	করিমপুর	৭৪
..	বাবরগঞ্জ	৩৬৫
..	ত্রিপুরা	১১৬
		মুত্ব সংখ্যা।
..	চব্বিশ পরগণা	১২১
..	বনোদর	১১১
..	খুলনা	২৮৮
..	ত্রিপুরা	৫৬

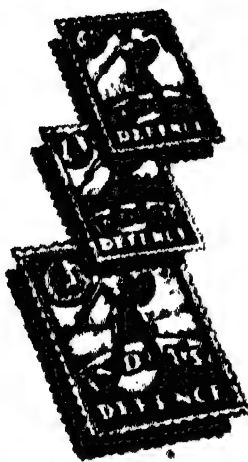
আক্রমণ সংখ্যা।
বনস টাকা .. ৬৪
কলিকাতা ও বরবনসিংহ সভায় বৈশিষ্ট আইটিসু যোগের আক্রমণ কোথাও কোথাও দেবা গিয়াছে। প্রোগের আক্রমণের কোম সংখ্য পাওয়া যায় নাই।

জোপ।	জোপ।	আক্রমণের সংখ্যা।
২৪-পরগণা	কলিয়া	২৫৫
বনোদর	..	১২৮
খুলনা	..	৩০০
করিমপুর	..	১৪৬
বাবরগঞ্জ	..	৩৪৭
ত্রিপুরা	..	২৩২
		মুত্ব সংখ্যা।
২৪-পরগণা	..	১৩৭
বনোদর	..	৯১
খুলনা	..	১০৬
করিমপুর	..	৭৮
বাবরগঞ্জ	..	১৯২
ত্রিপুরা	..	১২৯

উচ্চ সভায় কলিকাতায় ৬৪ জন বনস যোগে আক্রমণ হয়।

এই ট্যাম্পগুলি

আপনাকে সক্ষম হতে সাহায্য করবে



যে কোন পোষ্ট অফিস হতে একটি সেভিংস কার্ড চেয়ে লিখ এবং তাতে চার আনা, আট আনা অথবা এক টাকা মূল্যের ডিকেন্স সেভিংস ট্যাম্প লাগান।
কার্ডের উপর বহন ১/৮ টাকার ট্যাম্প জমা হবে ওখন তাৎকে পোষ্ট অফিসে জমা দিলে তার বহলে একটি ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন, এবং কল বছর পরে এটির লাম হবে তের টাকা ম'-আনা।
প্রয়োজন হলে যে কোন সময়ে কল সবেষ্ট টাকা ফিরত দেওয়া হবে।

নিরাপত্তার জন্য সক্ষম হোন
ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

আবহাওয়া ও কসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ১ম জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সময়ে আবহাওয়া ও কসলের অবস্থা বেশ ভাল ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

এই সপ্তাহে কোথাও বৃষ্টি হয় নাই। আরন ধান কাটা খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর বাঙালার কোন কোন অংশ বাতীত এই প্রদেশে কসলের অবস্থা মোটামুটি ভালই। বিগত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে বীরভূমে রিলিফের কাজে ১,০৭৭ জন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সপ্তাহে সাধারণ চাউলের মূল্য গড়ে টাকার ৮/১০ সোয়া আট সের ছিল। পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি ০.১২ ডাগ করিয়াছে।

বিগত ৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সময়ে আবহাওয়া ও কসলের অবস্থা মধ্য ছিল, সংক্ষেপে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

লাজিলাংএ সমান্য বৃষ্টি হইয়াছিল, আর কোথাও বৃষ্টি হয় নাই। বঙ্গ কালীন কসলের আবহাওয়া শেষ হইয়াছে। আরন ধান কাটা একদুপ শেষ, এখন হারাট হইতেছে। পশ্চিম ও উত্তর বাঙালার কোন কোন অংশ বাতীত পূর্বে আবহাওয়া কসলের অবস্থা মোটামুটি ভাল। বিগত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে বীরভূমে ২,৯১৪ জন লোককে ট্রেট রিলিফ কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। গড়ে চাউলের মূল্য টাকার ৮/১০ সোয়া আট সের। গত সপ্তাহের তুলনায় চাউলের দাম ০.২৯ ডাগ করিয়াছে।

চাউলের মূল্য

চব্বিশ-পরগণা, ভাওয়াল, হাটহাট, বাঁকুপুত্র, বারানত, বসিরহাটে সাধারণ চাউল টাকার ৮ আট সের হইতে ৮/৬০ ডটাক; নীলীয়া, কুড়িয়া, বেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণীগাটে টাকার ৭/১০ সোয়া সাত সের হইতে ৮ আট সের; মুন্সীগঞ্জ, লালবাগ, জলিগঞ্জ ও কাশীতে ৭/১০ সের হইতে ৮/৬০ ডটাক; যশোর, ঝিনাইদহ, বাগড়া, লড়াইল ও বনগায়ে টাকার ৮ আট সের হইতে ৯ সের; খুলনা, সাতক্ষিরা ও বাগেরহাটে টাকার ৮ আট সের হইতে ৮/১০ সাড়ে আট সের; বর্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনার ৭/১০ সাত সের সাত ডটাক হইতে ৮/১০ আট সের আট ডটাক; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকার ৭/৬০ ডটাক হইতে ৮ আট সের; বাকুড়া ও বিজপুরে টাকার ৮ আট সের; মেদিনীপুর, কাঁচী, তমলুক, বাটাল ও ঝাড়গ্রামে ৮ আট সের হইতে ১০/১০ সাড়ে দশ সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামগঞ্জে টাকার ৭/১০ সাড়ে সাত সের হইতে ৮ আট সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ার টাকার ৮ আট সের হইতে ৮/১০ সোয়া আট সের; রাজশাহী, মণগাও ও নাটোর টাকার ৭/৬০ ডটাক হইতে ৮ আট সের; মির্জাপুর, ঠাকুরগাঁও ও বাগুয়াটে টাকার ৭/১০ সাড়ে সাত সের হইতে ৯ নয় সের; কলশাইগড়ি ও আলীপুরে টাকার ৭/১০ সাড়ে সাত সের; লাজিলাং, কানিরাং, লিগিওডি ও কলিঙ্গাংএ টাকার ৬/১০ সাড়ে ছয় সের হইতে ৮ আট সের; রংপুর, নীলকাঠী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার টাকার ৬/১০ সাড়ে ছয় সের হইতে ৮ আট সের; বগুড়ার টাকার ৮/১০ সাড়ে আট সের; পাবনা এবং সিরাজগঞ্জে টাকার ৮/১০ সাড়ে আট সের হইতে ৯ নয় সের; মালদহে টাকার ৮ আট সের; কুচবিয়ারে টাকার ৮ আট সের; ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও টাকার ৮ সের হইতে ৯/১০ সাড়ে নয় সের; বরেন্দ্র, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মেম্ব্রাকোনা ও কিশোরগঞ্জে টাকার ৭ সাত সের হইতে ৮/১০ সাড়ে আট সের; কবিবপুর, গোয়ালন্দ, বাগারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকার

[২য় কসলের নিম্নে প্রদেয়]

ভারতের প্রধান সেনাপতি

ভারতীয় সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বেতার-বক্তব্য

২০শে জানুয়ারী রাতে ভারতের মহামান্য কমান্ডার-ইন-চীফ দিল্লী হইতে বেতারযোগে এক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, মিথিল ভারত রেডিও দিল্লী ট্রেনে এক নুতন সার্ভিসের উদ্বোধন উপলক্ষে অন্য রাতে আমি বক্তব্য করিতেছি। এই সার্ভিসের সাহায্যে যথা-প্রাচ-স্থিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রত্যয় বেতার যোগে বক্তব্য করা হইবে।

মাতৃভূমি স্বাক্ষর জন্য সৈনিকের কর্তব্য সম্পাদনে আপনারা নিম্নে পিতাছেন। আপনারা যে কিছপ জ্ঞান-জাবে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহা আমি অবগত আছি। আপনারা যে আপনাদের স্বদেশের সংবাদ অবগত হওয়ার জন্য কিছপ উৎসুক, তাহাও আমি জানি। এই নুতন বেতার সার্ভিস প্রত্যয় আপনাদের এই সকল সংবাদ শুনাইবে এবং ভারতের সহিত আপনাদের প্রত্যয় ও বহির্ সংযোগ স্থাপন করিবে। প্রত্যয় রাতে আপনারা দিল্লী হইতে গান, নাট্যাভিনয়, সংবাদ ও বক্তব্য নিম্নেদের মাতৃভাষার প্রবণ করিতে পারিবেন।

অতঃপর তিনি বলেন যে, আপনাদের সাহস ও বীরত্বের কাহিনী ভারতীয়দের মনে আহার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। আমার কোনই সন্দেহ নাই যে, বুদ্ধ চূড়ান্তভাবে অর না হওয়া পর্যন্ত আপনারা বুদ্ধ করিয়া যাইবেন।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, আমি নিশ্চয় আমার কার্য-ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি। তাহার পূর্বে আমি আপনাদের একটা কথা বলিয়া যাইতে চাই। পাতি বা সংগ্রামের কালে আমি বহুদিন রাত ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে কাঁধা করিয়াছি এবং আপনারা অনেকই আমাকে ভালভাবে জানেন। আপনাদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আপনারা কি করিয়াছেন, তাহা আমি জানি এবং ভবিষ্যতে কি করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাও আমার জ্ঞান আছে।

কলিকাতার জল-সরবরাহ

বিমান আক্রমণের জন্য সতর্কতাগুলক বাবদ

কলিকাতার বিমান আক্রমণ হইলে, কলিকাতা ও মহাবতীর প্রায় ১৪ লক্ষ লোকের বাহাতে জলকট না বটে, তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য গভর্ণমেন্ট মনোযোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি, জাহাঙ্গীর কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সহিত এ-সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার ফলে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ হইয়াছেন। জামা গিয়াছে যে, কর্পোরেশন মহরের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩৪,০০০ মলকুল বসাইয়া জল সরবরাহের এক নুতন পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

[১ম কসলের পেশ্যে]

৭/১০ সাড়ে সাত সের হইতে ৯ নয় সের; বাবুগঞ্জ, লিয়ারপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাবাকপুরে টাকার ৮ আট সের হইতে ৯/১০ সাড়ে নয় সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকার ৮/১০ সাড়ে আট সের হইতে ৯/১০ সাড়ে নয় সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মবাজার, মণিকগঞ্জে ও টাঁলপুরে টাকার ৯ নয় সের হইতে ১০/১০ সাড়ে দশ সের; মণ্ডরাখালী ও ফেনীতে ৯/১০ সাড়ে নয় সের হইতে ১০ নয় সের; পার্বত্য চট্টগ্রামে টাকার ১১ এগার সের; ত্রিপুরা বাহাে টাকার ৮ আট সের হইতে ১৩/১০ সোয়া তের সের।

সাবান তৈরী শিকার ব্যবস্থা

নুতন মলের নাম তালিকাভুক্ত হইবে

বাঙাল দেশের বহুবিধ মুক নুতনদের মধ্যে বেকার সমান্য সমান্য পরিকল্পনা প্রচার জন্য বাঙাল সরকারের শ্রম-বিভাগ দিব করিয়াছেন যে, নিম্ন বাবে কাপড় কাচ সাবান তৈরী শিখাইবার নিমিত্ত নুতন এক দল ছাত্রের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া রাখিবে। এই শিকারান কার্য ছয় মাস কালের মধ্যে সূচনা হইবে। কলিকাতার ইন্টার্নাল অফিসের পাশাপাশি অফিসে ক্যান্সন সাইথ রোডের 'ইন্টার্নাল রিসার্চ সেক্রেটারিয়েট' উক্ত বিষয়ে ট্রেনিং দান করা হইবে। এই ট্রেনিং লাভান্তে বাঙাল যে সকল বেকার মুক এই সাবান তৈরীর কাজকেই জীবিকা উপার্জনের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিবে, তদু অহানিককেই প্রহণ করা হইবে। বাঙাল এই সপ্তে ততী হইতে ইচ্ছুক জাহানিককে নিম্নলিখিত ঠিকানার আবেদন করিতে হইবে—বঙ্গ দেশীয় শ্রম বিভাগের ডিরেক্টর, ৭নং কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গদেশীয় মার্কেটিং অফিসারের বিবরণী

পঞ্চাদি সম্পদ সাতব্য ব্যবস্থা

গত ১৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাঙাল দেশের মিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মি: এ. আর, মালিক পঞ্চাদি সম্পর্কে নিম্নলিখিত মার্কেট রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন:—

গত ১৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে কলিকাতার ১১১টি নুতনতী গাভী আনীত হয়; তন্মধ্যে ১৭৪টি পাক্ষা এবং বাদ বাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছিল। উক্ত সময়ে ১১৯টি মহিষ পাক্ষা হইতে এবং ২৪০টি মহিষ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল।

নুতনতী গাভী এবং মহিষের দর বাক্ষরে ৭২, হইতে ১০০, এবং ১০২, হইতে ১৫৬, পর্যন্ত গুণী দাখা করিয়াছিল। গাভীর দর ৬ হইতে ৮ সের এবং মহিষের দর ১০ সের হইতে ১২ সের পর্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছিল।

নিয়মাবলী

বাখিক টালা।—“বাঙালার কবার” বাখিক টালা ডিন টালা করিয়া দিখিট হইয়াছে। অর্জারের মকেই টালা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক কসরের কব সময়ের জন্য কাছাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং কখনই গ্রাহক হওয়া বাখিক না কেন, প্রথম সংখ্যা হই-তেই বর্ষ পণনা করা হইবে। টালার জন্য কাছাকেও মিকট ডি-পি প্রেরণ করা হইবে না। টালার টাক বনি-অর্জারযোগে “হুগারিগেটেন্ট, গভর্ণমেন্ট প্রিণ্ট, আলিপুর, কলিকাতা” এই টিকানার প্রেরণ করিতে হইবে এবং বনি-অর্জার কুপনে টালা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের টিকানা পরিকারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—“বাঙালার কবার” প্রকাশের জন্য ধীরে ধীরে দা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, প্রেরিত অনুগ্রহপূর্ণ কাছকেই এক পৃষ্ঠার পরিকারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা “সম্পাদক, বাঙালার কবার”—বাইটর্গ লিগিডেন, কলিকাতা—টিকানার প্রেরণ করিবেন। অসমর্থিত রচনা কোন সময়ই কোং দেওয়া হইবে না।

সেনা-বিভাগে ডাক্তার নিয়োগ

अन्नकारी विज्ञापित

বর্তমান অকরী অবতার ভারতে সাধারণভাবে বিবেচনা
বাহিনীর বেতন প্রদান সাধন হইতে হইতেছে, ভারত
জনা এবং সমাপিত বৈশাখবনের সাধারণ সুখের ভিত্তিতে
যে অভাব হইতেছে, তাহা পূরণের নিমিত্ত এই সংবাদ
অসহী মেডিক্যাল অফিসারদের প্রদানের প্রদানের
বেতন-তফা বাহিনীতে যোগদানের জন্য ভবিষ্যৎ হইতে
আজ্ঞান করিয়া সকল সবার সাধারণতঃ বিবেচনা হইয়া
হইয়াছে এই আজ্ঞানে যতলা বহন পবিত্রনে সাক্ষা
বিজ্ঞানে অফিসারদিগকে প্রদানতঃ দুই শ্রেণীতে
প্রবণ করা হয়। তাঁহাদের কাছাকাড় ও ভবিষ্যৎ
মেডিক্যাল সার্ভিসের অকরী কবিশন দেওয়া হয়, আদর্শ
কাছাকাড় ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগের অকরী পদে
বিশেষণ করা হয়। বহু সংখ্যক মেডিক্যাল প্রাক্তরী
কবিশনের জন্য বরখাস্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে
সাক্ষাতের জন্য আজ্ঞান করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের
মদেককেই কবিশন যত্নও করা হইয়াছে। তাঁহারা
সকলেই বেতন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিবৃত বিবরণ অবগত
আছেন। তথাপি হস্ত এবংও এমন বহু সংখ্যক
ভ্রাতার আছেন যাহারা ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগে
সম্মতি লাভ পতন বৈশিষ্ট্য কর্তৃক যে সকল ভবিষ্যৎ
পর্তাপি পুশত হইয়াছে তাহা অবগত নহেন। মেডিক্যাল
বিভাগের অকরী পদে সাব এসিষ্ট্যান্ট সার্জেন্টের
ভ্রাতারদিগকে নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করা হয়।
এতদপ্রতি এস, এবং, এক ও মেডিক্যাল প্রাক্তরীদিগের
মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে।

এই পদে নিযুক্ত জাকারদিককে অবসানের পরে যেতলা
হর এবং অহানের সুবেদার পদে উন্নীত হইবার সভাবনা
থাকে। কোন কোন ব্যাপারে বেকিফান প্রাক্তরেক
দিগকে সরাসরি সুবেদারের পদ যেতলা হয়। অবসান-
ের বেতন হইল ৭৫—৫১—১৪৫, এবং সুবেদারের
বেতন হইল ১৬০—৫১—১৭৫। একতৃতীত সব
পদে নিযুক্ত জাকারদিককেই নিম্নলিখিতরূপে জাকার দেওয়া
হয়:—৫০, টাকা করিয়া মাসিক ভাতা, এবং তৎসহ
বিলা পরসার চুল কাটার ব্যয়, বিনা পরসার
সরকারী পোষাক, বিলা এরতার কাপড় খোঁচাইএর বন্দোবস্ত,
বিলা জাকার বাসস্থানের ব্যয় এবং বিলা পরসার
আহারের ব্যয় কিংবা তৎপরিবর্তে অভিযুক্তের লাভের
ব্যয়।

জন্মের নাম-এসিষ্ট্যান্ট সার্জন পদে নিযুক্ত হইবার জন্য বাঁচাকা পরীক্ষা করেন, সাফল্যের ও জন্মের পরীক্ষার জন্য জীহানিকে আহ্বান করা হইলে জীহানকে হাসান হইতে আহুত হানে বাঁচাকা আসার পরে কখন বিত্তীয় প্রেরণ দেওয়া হয়। কার্যে নিযুক্ত হইলে জীহানিকে রেলওয়ে ওয়ারেন্ট দেওয়া হয়। জীহা বাঁচাকা জীহান নামে কোম্পানির জন্য প্রত্যয় হান পরীক্ষা করা পরবার টিকেট প্রাপ্ত হন। জন্মের পর ও জন্ম সম্পর্কিত নিযুক্ত পদে এক পরীক্ষার কখন কলিকাতা হাইটস বিত্তীয় হাংকার সার্জন কোম্পানির অফিস হইতে প্রত্যয় বিত্তে পারে।

[illegible]

ক) বাঙালার অঙ্গ-ত হোলদিসবুর (১-৫ পর্যায়)	১১,২০,৫৩৮	৩,৭৪,৯৭০	১৪,৯৫,৫০৮
ব) বাঙালার বাহিরে অন্যান্য জাতি	২,১৫৬	১,৩০,৫১৮	১,৩২,৬৭৮
বঙ্গীয় মহিলা বুদ্ধ উন্নয়ন	৩,৪৫,৭৭২	..	৩,৪৫,৭৭২
ভারতীয় জা এনোলিমেশন	২৫,০০০	..	২৫,০০০
ক্রিশ্চা রাজ্য	৭,০০০	..	৭,০০০
এ. বি. রেলওয়ে	৫৮	৭,৫৮৮	৭,৫৮৮
বি. এন. রেলওয়ে	..	৪৩,২৭৮	৪৩,২৭৮
ই. বি. রেলওয়ে	..	১৮,৫৫০	১৮,৫৫০
ই. আই. রেলওয়ে	..	১০,৫০৮	১০,৫০৮
অন্যান্য মোট	৩,৭৭,৮৩০	১,৪০,০৮৮	৫,১৭,৯১৮
মোট (ক) + (ব)	১৫,০০,৫৩৮	৫,১৫,০৬৮	২০,১৫,৬০৬
ফিলিপাইন	১,৫২,১৭৮	৩৩,৩৮,৭৩৮	৩৪,৯০,৯১৬
মোট	১৬,৫২,৬৮৮	৩৮,৫৪,৮০৬	৫৫,০৭,৫০৬

*विद्युत शक्ति का उपयोग करके प्राप्ता कचरापिचकन की प्रत्यक्ष लागत रु० ६०,००० प्रति वर्ष।



(५५) १९५५

। लॉर्ड ट्रायलभी लिखित आदेशों अनुसार ।

স্বাক্ষর: এড্‌ভেইট—বি-আই-এস-এস কোং লি।

বিশেষ জটিলতা

বাঙালি পতঙ্গ-মেষ্টার বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং পতঙ্গ-মেষ্টার ও কল-সাহায্যের কার্য-মণ্ডলী অবস্থান নিয়ে কল-সাহায্যকে সঠিক সাজান সজবান করিবার জন্য পতঙ্গ-মেষ্টার "বাঙালি কথ" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমেষ্টার বা সরকারী নিয়ন্ত্রিত অথবা প্রাচীণ বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত নিম্ন ব্যক্তিত্ব অবস্থান যে সব পুস্তক এই সংকলনে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য পতঙ্গ-মেষ্টার কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙালি কথ

১০ই ফেব্রুয়ারী—১৯৪১

কল-সাহায্য সম্পর্ক

কলীয়া ও কার্জাণীর মধ্যে সম্প্রতি যে নূতন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার ফলে কল-সাহায্য সম্পর্ক পরিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া অনেক মনে করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আদৌ তাহা নহে। কারণ, নূতন চুক্তিপত্রে বাস্তবিক অর্থাৎ হইতে কার্জাণীকে অপসারিত করার কথা থাকিলেও, কল-সাহায্য নীতিতে সমস্যার সমাধানের কোন ইচ্ছাই নূতন চুক্তিতে পাওয়া যায় না। বরঞ্চ অর্থাৎ বা অন্য কোথাও উত্তর পক্ষি হস্তান্তরিত-ভাবে বা সাময়িক দিক দিয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করিবে বলিয়াও চুক্তিতে কিছু উল্লেখ নাই। কাজেই পরিকারই বুঝা যাইতেছে যে, কিছুদিন পূর্বে বাসিন্দে আসিয়া কার্জাণী কর্তৃপক্ষের সহিত সেবা-সাক্ষাৎ করিয়া গেলেও, প্রকৃতপক্ষে মনোচিত চক্রান্তকে বিশেষ কোন সহযোগিতারই প্রতিশ্রুতি দিয়া যাইতে পারেন নাই।

নূতন চুক্তিতে কতকটা অর্থনৈতিক সাহায্যের ইচ্ছিত অবস্থা পাওয়া যায়। কারণ অত্যন্ত কাগজে-কলমে ইহা বিবীকৃত হইয়াছে যে, কার্জাণী হইতে কলীয়াতে যে-সব কল-কাজ ও নিরস্ত্রতা চালান দেওয়া হইবে, তাহার বিধিমালা কলীয়া পক্ষ এবং বুদ্ধ-সত্য প্রভৃতির উপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি কতিপয় বসিক ক্রম ও তৈল পূরণের কথা বেশী পরিমাণে কার্জাণীতে সজবান করিবে। চুক্তির এই সব সর্ভ হইতে বুঝা যায় যে, উক্ত বেশী পরামর্শের মধ্যে ব্যবসায়ের সম্পর্ক অধিকতর কম্পারিত করিতে ইচ্ছক। একজন ইচ্ছার মধ্যে প্রকৃত-পক্ষে নূতন কিছু নাই। তারপর হাল চালায় দিবার ব্যাপারে উত্তর পক্ষেরই যে অসুবিধা হইয়াছে, তাহার ফলেও ব্যবসায়ের আদান-প্রদান এই উত্তর দেশের মধ্যে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। অধিকন্তু বিবেচনের প্রয়োজন মিষ্টাইকা চালান দেওয়ার হস্ত হাল উত্তর দেশ কি পরিমাণে যোগাইতে পারিবে, তাহাও অবশ্য বিবেচ্য। হাল চালান দেওয়ার অসুবিধার জন্য কলীয়ার সহিত কার্জাণীর বাসিন্দা বজায়তাই পূরণের অনেক কলিয়া মিষ্টাইকা। বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী যদি উত্তর দেশের মধ্যে হালের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়, তবে রেলপথ-সমূহের কাজ এত বাড়িয়া যাইবে যে, এই অত্যধিক চাপ সহ্য করা উত্তর দেশেরই রেলপথগুলির পক্ষে সম্ভবপর হবে। যদি বরিকা লওয়া যায় যে, নূতন চুক্তি অনুযায়ী অত্যধিক পরিমাণ হাল কার্জাণীতে চালান দেওয়ার জন্য কলীয়া রেল-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিবে, তাহা হইলে কার্জাণী হস্ত কতক পরিমাণে কলীয়া পক্ষ পাইতে পারিবে। কিন্তু বেশী পরিমাণে তৈল কার্জাণীতে প্রেরণ কোন কলমেই কলীয়ার পক্ষে সম্ভবপর হবে। কারণ, কলীয়ার তৈল-খনি অর্থাৎ হইতে কার্জাণীতে তৈল পাঠাইতে হইলে একবার তম্বা-সাহায্য পড়ে,

তাহা চালান দিতে হইবে; কিন্তু এই পথ বর্তমানে বৃষ্টি পৌ-বাহিনী কর্তৃক সজবান হইয়াছে। অত্যা-বল্য চলে—নূতন পক্ষি হারা কলীয়ার তৈল বেশী পরিমাণে পাওয়া কোনকালেই কার্জাণীর পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। অবশ্য আদান ও কার্জাণীর মধ্যে বাসিন্দা সম্পর্ক অত্যধিক ঘনিষ্ঠে কলীয়া অনেকখানি সহ্য করিতেছে। কারণ, ত্রুটিভ্রষ্টক বন্দর হইতে তম্বা-পূরণের অনেক হাল কার্জাণীতে চালান যাইতেছে। আমেরিকার সহযোগিতার সত্তবত: এই দিক দিয়া কার্জাণীর অসুবিধার বস্তু করা সম্ভবপর হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, কলীয়ার প্রবাস দুইটি বর্তমান-পক্ষে হইতেছে কার্জাণী ও আদান। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিয়াই সম্ভবত: কলীয়া বর্তমানে ব্যাপকভাবে অস্ত্র-সজ্জার অগ্রসর হইয়াছে। কার্জাণীর সাময়িক পক্ষি এবং বরঞ্চ ও কল-সাহায্য অর্থাৎ কার্জাণী যে কলীয়া-বিরোধী নীতি অবলম্বন করিতে ইচ্ছক, সেটিতেই সরকার তাহা আদৌ বিস্মৃত হয় নাই। দীর্ঘদিন পর্যন্ত বুদ্ধ চলায় ফলে যোগ্যমান উত্তর পক্ষিই বৃষ্টি হইয়া পড়ুক, কলীয়ার মনোপাত কাহা প্রকৃতপক্ষে ইহাই। তাহা না হইলে যদি পতঙ্গবাহী পক্ষিসমূহ জরাজাত করে, তাহা হইলেও কলীয়া কম খুশী হইবে না; কারণ বৃটেন বা বিত্ত-পক্ষীর অন্য কোন পক্ষি হইতে কলীয়ার ভয়ের কোন কারণ নাই। যেদিন কার্জাণীর বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপে পক্ষিলাহী হস্তবাহিনীর অভিযান আরম্ভ হইবে, সেদিন হইতে একাত্ত বাতাবিকভাবেই কার্জাণীর প্রতি কলীয়ার মনোভাবের পরিবর্তন হইবে এবং তখন কার্জাণীকে হস্ত পূর্ণ ও পশ্চিম উত্তর সীমান্ত হস্তার অন্যতম একাত্তভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে হইবে।

ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গন

ভূমধ্যসাগরীয় সংগ্রাম বর্তমানে প্রধানত: দুইটি ধীন ও তৎসম্মিহিত দ্বানের সীমান্ত হইয়াছে। সপ্তাহ তিনেক পূর্বে ইটালীর অধিকৃত সিসিলী ধীনে কার্জাণী বিমান-বাহিনীর অস্ত্রার হস্তার পর হইতে বৃষ্টি অধিকৃত মাল্টা ও তৎপার্বতী কুজের গোঙ্গো ধীনের উপর বিমান-অক্রমণের প্রকোপ অনেকাংশে বাড়িত হইয়াছে। এই সব আক্রমণে কার্জাণীর যে সুবিধা হইয়াছে, তাহার তুলনার কতি হইয়াছে অনেক বেশী। বিশেষ ১৬ই জানুয়ারী তারিখে কতকগুলি কার্জাণী বোমাবর্ষী বিমান ইটালীয়ার বুদ্ধ-বিমান পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়া মাল্টার উপর ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষন করে। বিমানবাহী বৃষ্টি বুদ্ধ-কার্জাণী "ইলারীয়া" ইতিপূর্বেই কতিপয় হইয়া মাল্টার হারবারে মোড়র করা ছিল। এই আত্ম-বাসার আয়ো কতি কহাই হস্ত কার্জাণী বিমানগুলির উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু যে-সাময়িক কতক সম্পত্তির কতি সাধন জাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন সাময়িক লক্ষ্য-বস্তুরই বিশেষ কতি হয় নাই। পক্ষান্তরে এই আক্রমণে কল-পক্ষের কলখানি বিমান বিসর্জ হইয়াছে।

দুইদিন পর পুনরায় আরও ব্যাপকভাবে আর একবার আক্রমণ চালানো হয় এবং এবার কতক "সরকারী সম্পত্তির" কতি সাধন করিতে প্রচণ্ড লক্ষ্যবান হয়। এই আক্রমণে সম্ভবত: কতিপয় "ইলারীয়া" কল-বস্তুরও আরও কিছু কতি হইয়াছে। কল-বাহিনী এই বিস্তার আক্রমণের সমস্ত প্রচণ্ডের পাঁচখানি বিমান তৎপারিত করিতে সক্ষম হয় এবং দুইখানি বৃষ্টি বিমান বিসর্জ হয়। পুনরায় আর একদিন আরও ব্যাপকভাবে পক্ষি বিমানের আক্রমণ চলে এবং এই দিন মাল্টা ও গোঙ্গো ধীনের উপর পাঁচটি বিভিন্ন বসে বিস্তৃত হইয়া বস্তুর বিমান-বস্তুর আক্রমণ পরিচালনা করে। এই আক্রমণে, কল-বস্তুর কল পক্ষে একখানি বিমান বিসর্জ হয়; পক্ষান্তরে আর একখানি বৃষ্টি-বিমান হস্তার যায়।

এই সব আক্রমণ হইতে পরিত্যক্ত বুঝা যাইতেছে যে, মাল্টা অর্থাৎ বর্তমানে ভূমধ্যসাগরীয় হস্ত-বস্তুর একত্ব হস্তিত হইয়াছে।

ইটালীর উদ্দেশ্য

অবিলম্বে কার্জাণীকে বৃটেনের উপর আক্রমণ পরিচালনা ইটালীর পক্ষে বর্তমানে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, আমেরিকার পক্ষ হইতে বৃটেন যে বিশুল সাহায্য লাভ করিতেছে, তাহা হারা দিল দিলই বৃটেনের পক্ষি বস্তুই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপের অবস্থান অংশের দিকে উপনৃত বস্তুর বেতনও অবশ্য ইটালীর প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু বৃটেন আক্রমণের তুলনার এসব প্রয়োজন সম্ভবত: অংশেকাত্ত কর তত্ত্ব সম্পন্ন বলিয়াই মনে করা হইতেছে।

বর্তমানে ইউরোপীয় রাজনীতির অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, কার্জাণী কলীয়ার নিকট হইতে অধিক সাহায্য কতকটা পাইতেছে বটে; কিন্তু নিজের অসুগত বিভ্রান্তে কলীয়াকে কাজে লাগানো এ-পর্যন্তও কার্জাণীর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। অবশ্য আপাতত: কলীয়ার দিক হইতে কোনরূপ কার্যকরী বিরোধিতার আশঙ্কা কার্জাণী করে না। বরঞ্চ অর্থাৎ অভিযান পরিচালনার সমস্ত পোছাতেই ইটালীর ছিল; কিন্তু সাময়িক ও স্বতন্ত্র-ভিত্তিক কারণে আপাতত: এই অভিযান স্থগিত রাখা হইয়াছে। অনেক বিচার-বিবেচনার পর কার্জাণী অবশ্য বর্তমানে ইটালীর সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু এই ক্ষেত্রেও নিজের সুযোগ-সুবিধার দিকেই কার্জাণীর সজব বেশী দেখা যাইতেছে এবং সম্ভবত: এই জন্যই ভূমধ্যসাগর অর্থাৎ বোতামের বৃষ্টি পৌ-বাহিনীর প্রতিই কার্জাণী বিমান-বাহিনীর বেশী লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। বোতাম উপর, ইটালীর একই লক্ষ্যের পক্ষে বাসিত হইয়া চলিয়াছেন এবং ইটালীর সাহায্য থাকুক আর থাকুক—ইহাতে তাঁহার লক্ষ্যের কোন বস্তুর পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ নাই।

কার্জাণীর পক্ষি রণাঙ্গনীয় ক্ষমতা

কার্জাণী কতখানি সাহায্য পাইতে পারে?

কল-সাহায্য বাসিন্দা চুক্তিটি বিশ্লেষণ করিয়া হেম-নিজের "লোরেনজা প্রেসেন্স" পত্রিকা লিখিয়াছেন:—

সাধারণ সময়েই কার্জাণীর বাৎসরিক মোট ৬,০০০,০০০ টন তৈল প্রয়োজন হইত, ইহার মধ্যে আমদানী করা তৈলের পরিমাণ ছিল ৪,৫০০,০০০ টন। বৃটেন অন্য তৈলের জাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ইহা ১ কোটি ৫০ লক্ষ বা ২ কোটি টনে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু বাসিন্দা যদি তাহার সমস্ত পেট্রোল ও কার্জাণীতে পাইতে পারত তবে, তবু ১৫ লক্ষ টনের বেশী সমস্যার করিতে পারিবে না। তাহা হইলে বাসিন্দা ইতিপূর্বেই অবশ্যই বেশ, বিশেষত: ধীন ও বস্তুর সাহায্যগুলির সহিত পেট্রোল সমস্যার করিবে বলিয়া চুক্তি করিয়া বসিয়া আছে। বাসিন্দার বর্তমান চক্রান্তিক পরিকল্পনা অনুসারে যে উপাদান বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, তাহা আদৌ বস্তুর পূর্বে সম্ভব হইবে না।

১৯৩৮ সালের প্রথম ভাগে বাসিন্দার যে পরিমাণ তম্বা উপপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে তাহার নিজের প্রয়োজনও মিটি নাই। পরের বস্তুর অবশ্য বাসিন্দা ১৮,০০০ টন তম্বা বিশেষে হস্তারী করে; কিন্তু কার্জাণী সময়েই কার্জাণীর তম্বা আমদানীর পরিমাণ ছিল ২৮,০০০ টন।

ইত্যাং বাসিন্দার সমস্ত কার্জাণীর জাহিদা মিটিবার পক্ষে আরও দিল, তাহা জাহিদা দেবার সম্ভব।

যুদ্ধে জয়লাভ করিতেই হইবে

ময়মনসিংহ জনসভায় মহামান্য গভর্নর বাহাদুরের বক্তৃতা

মহামান্য গভর্নর বাহাদুর গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে ময়মনসিংহের সার্কিট হাউসে প্রদত্ত বক্তৃতা শুনে বঙ্গের "এই দেশে যে বিপদের সন্মুখীন রহিয়াছে, তাৎপ্রতি আমরা উদ্যোগী থাকিতে পারি না।" মহামান্য গভর্নর বাহাদুর যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সবচেয়ে চেষ্টা করিবার জন্য সকল জনের মধ্যে একত্রে স্বাধীন করিতে অনুপ্রাণিত করিলেন।

মহামান্য গভর্নর বাহাদুর বলেন যে, একথা বোঝ হইতে পারে যে, এই জিনিস অবিকার্য্য হইতে পারে না, এই জিনিস অবিকার্য্য হইতে পারে না, এই জিনিস অবিকার্য্য হইতে পারে না।

মহামান্য গভর্নর বাহাদুর আরও বলেন যে, তিনি



কিছুদিন পূর্বে গভর্নর বাহাদুর ঢাকার এই জন-সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে যুদ্ধ-সাহায্যের জন্য মোট একশত টাকার একটি ডোনা মহামান্য গভর্নর বাহাদুরের হস্তে প্রদান করা হইয়াছে। মহামান্য গভর্নর বাহাদুর ডোনার বক্তৃতায় বলেন "আমি আপনাদিগকে বিশিষ্টভাবে বলিতে পারি যে, এই প্রদেশের গভর্নরেন্ট যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন; এখন এই ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয়তা বাহাতে কারো পরিণত হইতে পারে না। আমরা যখন গভর্নরেন্টের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন একটা কথা স্মরণে রাখা যায় যে জাতিপী যে সবুজ দেশ জয় করিয়াছে, এই সবুজ দেশ প্রস্তুত ছিল না বসিয়াই জাতিপী সকলকাল হইতে পারিয়াছে। অসংখ্য সত্য জাতিপী যখন মুক্তি পাইয়াছে যে প্রস্তুত থাকা নিজস্ব আশঙ্ক, তখনই জাতিপীর অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহামান্য গভর্নর বাহাদুর জনসভায় বলেন যে, আধুনিক যুদ্ধের অংশীদারী ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইহাও উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধ এখনও এদেশ হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে বসিয়া বিশেষরূপে জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারে না, তজ্জন্মই সমাজে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। মহামান্য গভর্নর বাহাদুর তথাপি একটা বলিতে চান না যে, ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ যুদ্ধ ব্যাপারে জয়লাভের করণীয় কার্য্য করিতেছে না। মহামান্য গভর্নর বলেন যে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছে যে, যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ভারতবর্ষের উপরও আসিয়া পড়িয়াছে এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার ভারতবর্ষও ক্রমশঃ বেশী দায়িত্ব করিতেছে। আধুনিক সৈন্য বাহিনীকে সশস্ত্র সজ্জায় রাখা প্রস্তুত করিতে যে সবুজ জিনিসের প্রয়োজন হয়, ভারতবর্ষের বেশী ভারতবর্ষ সরবরাহ করিতেছে এবং ইহা আশা করা যায় যে ভারতবর্ষের সামরিক প্রয়োজনের পূরণ ৯০ জন ভারতবর্ষ হইতেই সম্ভব করিতে পারিবে।

তবু সবকারী ভাবে পরিচালনা করিবার জন্য কিংবা যুদ্ধ সময়ে জনসাধারণের সত্য বক্তৃতা প্রদানের জন্য ময়মনসিংহে গমন করেন নাই। তিনি জনসাধারণের কল্যাণকর স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গমন করিয়াছেন। তিনি একথাও অবগত আছেন যে ময়মনসিংহ জেলায় কল্যাণ-পাটের মূল্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে এবং লোকে বস্ত্রী আশা করিয়াছিল জাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকা পাইয়াছে। তবে গভর্নরেন্ট পাটের দর বাড়াইবার জন্য বহালত্ব দান করা জনসম্মত করিয়াছেন এবং তিনি শ্রোতৃবর্গকে একথাও স্মরণ করাইয়া দেন যে, যদি জাহারা পাটের মূল্য সময়ে অনেকটা নিম্ন হইয়াছে, যুদ্ধের সময় জাহারের বিভিন্ন স্বাক্ষার ও সর্বশ্রেণীর লোক ইহা অপেক্ষাও অধিক কতিপয় হইয়াছে। উপসংহারে তিনি বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে

একত্রে স্বাধীন করা অনুপ্রাণিত করিলেন এবং তিনি আশা করেন যে, এই জেলার কোনপ্রকার বিভক্তন থাকিলে জাহা অপেক্ষে নিম্ন হইয়া ফেলা হইবে।

মহামান্য গভর্নর বাহাদুর বলেন "আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি, এইজন্য বিভক্তন হিটলার বিতে আমি লক্ষ্য রাখিতে থাকিব এবং সকলের স্বার্থ বাহাতে সফল ভাবে রক্ষিত হইবে, জাহা করা হইবে। তবু জাহাদের বিভক্তন জাহা এবং এই যুদ্ধের বিপরীত সত্য উপলব্ধি করিয়া আমরা সবচেয়ে চেষ্টা করিতে পারি এবং পরকে পরাজিত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যে যথোপযোগ্য প্রয়োজন, জাহাও আমরা সচেষ্ট করিতে পারি।

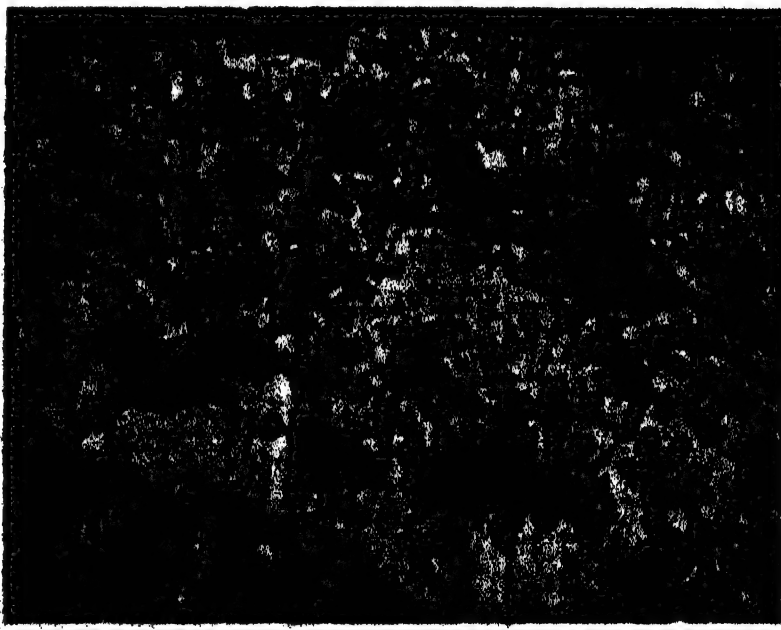
সেকুইন্যান্ট এস, এম, কোনেন গভর্নর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া বলেন যে, মাংসীয়া ও ক্যানিট-হাস সকল দলের বিরোধী। এই যুদ্ধ যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের তেমন, এবং সর্বপ্রকার উপায়ে যুদ্ধের সাহায্য করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান বাম সাহেব মুকল আনিস বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা বা উন্নয়ন পানসত্ব সম্বন্ধে তর্ক করার সময় এটা নয়। তিনি বলেন যুদ্ধে জয়লাভ করাটাই হইল সর্বপ্রথম কার্য্য।

জেলা বিত্তপু বক্তৃতার পক্ষ হইতে এবং কতিপয় কোটি অব ডার্টস অধীনস্থ জমিদারীর পক্ষ হইতে গভর্নর বাহাদুরের হস্তে টাকার ডোনা প্রদান করা হয়। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যেজিস্ট্রেট, জেলা ম্যুজ বোর্ডের জাইন ম্যেজিস্ট্রেট, জেলা পুলিশ বাহিনীর পক্ষে ডি, এস, সি; জেলা বোর্ডের কর্মচারীদের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান এবং জেলা ইন্সপেক্টর জাহাও টাকার ডোনা প্রদান করেন। মহামান্য গভর্নর বাহাদুরের বক্তৃতার সারসংক্ষেপ জেলা ব্যাকিউইট বি: এস, কে, বোম, আই, সি, এম, বাংলা জাহার অনুবাদ করেন এবং মুক্তগাছার মহারাজা পশীকাত জাহা বাহাদুর গভর্নর বাহাদুরকে ধন্যবাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন।

ভারতীয় কারিগরদিগকে ইংলণ্ডে প্রেরণ

প্রথম দলে ৫০ জনের বাতায় আয়োজন
যুক্তেশ্বর প্রম বিজ্ঞানের মন্ত্রী মি: বেভিনের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় কারিগরদিগকে ইংলণ্ডে বিভিন্ন কারখানায় কার্য্য করিবার জন্য প্রেরণের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তদনুসারে প্রথম দলে ৫০ জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হইয়াছে। ইহাও বক্তৃতি যুদ্ধ চসিবে, তজ্জিন ইংলণ্ডের বিভিন্ন কারখানায় কার্য্য করিবে। এই সময় ইহাও স্মরণ পরিবারের স্মৃতি দান করিবে। পূর্বে এই দল জাহাজযোগে ইংলণ্ডে প্রেরণ হইবে। প্রম বিজ্ঞানের সেক্রেটারী মি: এস, ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বিদায় সেতুয়র জন্য বোম্বাই গমন করিবেন।



প্রথম দলের প্রথম দল একটি দল।

আমেরিকান সংবাদপত্রের অভিমত

যুদ্ধ-পরিস্থিতির মানসিক সম্পর্কে আলোচনা

দিলারা নামক কানে ইটালীর বাহিনীর পরাজয়ের কাহিনী "পি-এম" নামক আমেরিকান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কানী ইটালীর সেনাপতি সেক্টেরান্ট কর্ণেল বসিণী এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বসিণী যখন কানী চেন, তখন পাঁচ দিন পর্যন্ত তাঁহার পাড়ী কানো হইয়াছিল এবং তাঁহাকে অতি ক্লান্ত দেখাইতেছিল। অত্যধিক তাঁহার ক্লান্তি হইলে কানী দেখা দিয়াছিল এবং তাঁহা ব্যাঞ্ছন করা ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বোধগম্য ইটালীর পক্ষে সার্বিক ভুল হইয়াছে বলিয়াই আমেরিকান ইটালীর সামরিক অফিসারের অভিমত। তিনি বলেন,—“এই আক্রমণের ফলে গ্রীকগণ স্ত্রীলোকের পরপাপ হইতে বাধ্য হইয়াছে এবং ইহা যুদ্ধের চরম পরিণতিতেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।”

অন্য একজন কানী সেনাপতি বেজর ক্যাম্পেলিও বলিয়াছেন যে, গ্রীসের যুদ্ধকে বিপন্ন মহাসমরের ক্যাম্পেলিওর পরাজয় অপেক্ষাও সাংঘাতিক পরাজয় বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি বর্তমান প্রকাশ করেন যে, উপযুক্ত যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভাবেই ইটালীকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। কারণ, ইটালীর সৈন্যগণকে উপযুক্ত খাদ্য এবং লক্ষ্য পূর্ণতা শীতে উপযুক্ত পোষাকের অভাব সহ্য করিয়াও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

“নিউইয়র্ক রিভিউ” পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে যে, যে-সব করণী শ্রমিককে কোর করিয়া যুদ্ধসম্মত প্রভৃতির কারখানাসমূহে সাংগীতা নিয়োগ করিয়াছিল, সে-সব শ্রমিক কারখানার সম্মতি বিকল করিয়া দেওয়ার সাংগীতা বিধন অন্তর্বিধায় পতিত হইয়াছে।

ক্রাসের “সিটোয়েন্স”, “লোহু”, “কোন্স”, “ক্যাগুন্স” ও “বিনলট” নামক বিখ্যাত কারখানাদি আত্মগণ হস্তগত করিয়াছে। গুরু-বণের তীতি, যুদ্ধ-প্রদান ও অসংখ্য গুরুতর ধাক্কা সত্ত্বেও এসব কারখানার শ্রমিকগণের যারা যত্নবি বিকল করা বন্ধ করণ সম্ভবপর হইয়াছে। সম্প্রতি প্যারিসের কোন্স কারখানা হইতে ২০ ধান যুদ্ধ-বিমান প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলে প্রথম দিনের পরীক্ষা-মূলক উড্ডয়নের সময়ই এখানকার বিমান মাটিতে পড়িয়া ধূস হইয়া যায়। বাহাতে শ্রমিকগণ একপাশে অনিষ্ট করিতে না পারে, তৎক্ষণাৎ সাংগীতা প্রাণবন্তে বাধা প্রদর্শন করিয়াছে। বিপন্ন অস্ত্রের মাসের মাত্র ১০ দিন সময়ের মধ্যেই যুদ্ধবস্ত্রের অপরাধে “সিটোয়েন্স” কারখানার ২৮জন শ্রমিককে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও করণী শ্রমিকদের আত্মগণ-বিরোধী কার্য বন্ধ হইয়াছে।

“পিট্‌সবার্গ ক্যাথলিক” নামক পত্রিকার রেজাভেও হাইকেল “আহিরাণ” নামক জনৈক পাত্রীর এক বক্তৃতা জাপা হইয়াছে। এই বক্তৃতা তিনি বলিয়াছেন:—“যেদল দেশের উপর ডিক্টেটরশন কর্তৃত্ব করিতে চায়, সেদল দেশে সর্বপ্রথমে বর্মীর প্রতিষ্ঠানসমূহকে গলা টিপিয়া হত্যা করা হয় এবং একপাশে বর্মণ বর্মীর নিকি দীর্ঘ হইয়া যায়, তখন বক্তব্যই সংবাদপত্র, বক্তৃতা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতাও বিনষ্ট হয়।”

“বার্টিমোর সাহু” পত্রিকা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা উল্লেখ করিয়া বক্তব্য করিয়াছেন:—“চক্র-পতির অনুশ্রুত বক্তব্য ও এবেনের (আমেরিকার) বক্তব্যের মধ্যে বীজাণুর অতীত বিরোধ বর্তমানই বিদ্যমান হইয়াছে।”

[২য় কলামের নিম্নে প্রবৃত্ত]

বনগ্রামে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ

বনগ্রামের জেলার বনগ্রাম বনগ্রাম পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা নামক মাসিক পত্রিকা আরম্ভ হইয়াছে। বনগ্রাম-ব্যাখিষ্টেট মি: মিহাসুর বনগ্রাম এম-এ মহোদয়ের প্রচেষ্টায় সম্মতি দেবারে একটি সমবায় শিকা-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং স্বাধীন পল্লী-উন্নয়ন পরিষদ ও উক্ত শিকা-সমিতির যুগপত্ব হিসাবে “আগরণ” নামক একখানা মাসিক-পত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। বনগ্রাম-পরিষদের সদস্য মি: সেরাজুল ইসলাম বি-এল এই পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। “আগরণের” ১ম সংখ্যা (জানুয়ারী—১৯৪১) আমবা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেখানকার আদর্শিত হইয়াছে যে, পল্লী-উন্নয়ন ও পল্লী-অকলসের সমস্যা সম্পর্কিত অনেকগুলি স্থানীয় প্রবন্ধ এই সংখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছে। স্বাধীন জনসাধারণের মধ্যে এই পত্রিকাখানার যথেষ্ট সমাদর হইবে এবং বাঙালার অন্যান্য স্থানেও অনুগ্রহ আশা অগ্রবাহী কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

পৌ-মহিলাদির বাজার

কলিকাতার দর

বাঙালার সরকারের মিনির বার্কটিং অফিসার মি: এ. আর. মাসিক জানাইতেছেন যে, বিগত ২৫শে জানুয়ারী বে সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে এই সময়ের মধ্যে ৩০৯টি যুদ্ধবস্ত্রী গাড়ী কলিকাতার আমবাণী করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ২৪৫টি পাঞ্জাব হইতে ও বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। এই সময় পাঞ্জাব হইতে ১৫৫টি ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ২৪৬টি বস্ত্র আমবাণী করা হইয়াছে। যুদ্ধবস্ত্রী গাড়ীর মূল্য ৭৫ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্যন্ত এবং বস্ত্রের মূল্য ১৪০ টাকা হইতে ১৫৭ টাকা পর্যন্ত ছিল।

একপ গাড়ী প্রতিদিন ৬ ঘর সের হইতে ৮ আট সের যুদ্ধ বস্ত্র এবং বস্ত্র প্রতিদিন ১০ লস সের হইতে ১২ ঘর সের পর্যন্ত যুদ্ধ বস্ত্র।

[১ম কলামের শেষ]

“ক্রিডল্যাও প্রেসিডেন্ট ডিলার” নামক পত্রিকা বক্তব্য করিয়াছেন:—“প্রেসিডেন্ট বে দূতাব্য সহিত তাঁহার অভিমত অতিক্রিয়া বহিরা থাকিতে পারিয়াছেন, তাহা সেখানকার জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইয়াছে। আমাদের একপ নীতিই অবলম্বন করা উচিত—যদিও এই ব্যবস্থার যুদ্ধের সম্ভাবনা বেশী থাকে।”

“আমেরিকান ক্যাথলিক প্রেস ওয়াশিংটন” লিখিয়াছেন:—“দিন দিনই ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, যুগোসলিয়ার সামরিক অভিযানের ফলে যে দুর্বলতা দেখা দিয়াছে, ইটালীতে তাহার তীব্র প্রতিফলিত দেখা দিয়াছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলানোর জন্য প্রস্তুত না থাকার কারণে যুদ্ধে অকলসের ফলে তাহাদের অবস্থা অতি পোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীস ও আফ্রিকার ইটালীর বে পরাজয় সম্ভাতিত হইয়াছে, তাহার ফলে যোবান সন্ত্রাসের পুন: প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি বাধা হইয়া পড়িতে পারিয়াছে। এই সব পরাজয়ের ফলে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, যুদ্ধ ইটালীতে আত্মগণীয় নিকি অপ্রতিফলিত এবং যদি যুদ্ধের বর্তমান যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে আত্মগণীয় নিকি আরও দুর্বল হইবে। যোটের উপর, যুদ্ধের পরাজয় বাহাই হইক না কেন, আত্মগণীয় ও ইটালীর জনসাধারণের যারা যুগোসলিয়ার সন্ত্রাস-বন্ধু বাধা হইতে বাধ্য। অপ্রস্তুত অবস্থায় ইটালীর-নিকি যুদ্ধে টানিয়া আনানের ফলে যুগোসলিয়ার বক্তব্য-নেতৃবর্গের জনসাধারণের সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছে।”

মানবীয় মি: মোহরাওয়ার্দী

ঢাকা জেলার সক্র

বক্ত ২১শে ও ২২শে জানুয়ারী বাঙালার অর্থ-সচিব মানবীয় মি: মোহরাওয়ার্দী ও মি: এস. এ. সেলিম এম. এল. এ. মহোদয়ের রাজপুত্র (ঢাকা) একসাথে পরিদর্শন করেন। মানবীয় অর্থ-সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২১শে জানুয়ারী পূর্ণাঙ্গ রাজপুত্র সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কন্ট্রোলিং হল, অপরাহ্নে বনগ্রাম ও ২২শে জানুয়ারী বাঙালার সংগৃহীত বস্ত্রী সভার অধিবেশন হয়। সমস্ত সমস্ত প্রাণবাহী গলে গলে সভার যোগদান করেন। প্রত্যেক কানে তাঁহার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকলিত হয়। রাজপুত্র সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, রাজপুত্র বাসা মোসলেন লীগ, রাজপুত্র বাসার অধিবাসীসমূহ এবং রাজপুত্র বাসার ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানবীয় দেওয়া হয়। মানবীয় সভাপতি পাটচা-নিয়ন্ত্রণ, বর্তমান যুদ্ধের পরিণতি, বস্ত্রগণীর কার্য-কলাপ, মোসলেন লীগের উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন এবং সর্বসাধারণকে আশ্বাস দেন যে, পাটচা অধিবেশনের সময় যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি হইয়াছে, তাহা অনতিবিলম্বে সংশোধনের ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

আত্মগণ সম্পর্কে মার্সিয়াল পেন্টার দৃঢ়তা

ওয়েপার আত্মগণ-বিরোধী কার্যকলাপ

যুগ্মসিদ্ধ সাংঘাতিক এলান রেমও রোন হইতে সম্প্রতি “নিউইয়র্ক রিভিউ ট্রিবিউন” পত্রিকায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, আত্মগণের প্রতি মার্সিয়াল পেন্টার মনোভাব কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে। তিনি আত্মগণের বলিয়াছেন যে, ক্রাসের জনবস্ত্রের প্রতি আত্মগণীয় অধিকতর সম্মান প্রদর্শন না করার জেনারেল ওয়েপার। যা আত্মগণীয় করণী সৈন্যবাহিনী যদি আত্মগণ-বিরুদ্ধ কার্যকলাপ আরম্ভ করে, তবে তিনি তাহার জন্য দায়ী থাকিবেন না।

সংবাদটিতে আর কোনও বিষয় উল্লেখ করা হয় নাই। তবে মার্সিয়াল পেন্টার দৃঢ়তা এবং “ক্রাস যে যুদ্ধবিরতির সর্ব সামিতি চলিতেছে না” তাহা হিটলার ও যুগোসলিয়ার সাংঘাতিকতার সময় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত সংবাদটিতে মনে করেন।

“বেঙ্গল উইকলী”
(দ্বিরাশী সপ্তাহিক)

—এক—

“বাঙালার কথায়”
(মাসিক সাপ্তাহিক)

বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন আশ্বাস বাক্যসমূহ
পুনরাবৃত্তি করুন।

সাপ্তাহিক প্রকাশ-সংখ্যা

৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের ফ্রী ও অন্যান্য বিবরণ অবগত
হওয়ার জন্য লিখুন প্রকাশক
অনুগ্রহ করুন:—

হুগারিকোডেট, বেঙ্গল পল্লী-উন্নয়ন প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

এই বর্ণে কানায় এক এলাহার সেতা হটকাছিল যে,
জেনা বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে বাসু ভাজেন্দ্রনাথ রায়
চৌধুরীর বাড়ীতে বিরা মিলেম করিয়া কানামুক্তি অর্জনিত
[৮ম পৃষ্ঠার দেখুন]

বঙ্গদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া

মহিলা যুদ্ধ কমিটির কার্যসম্পন্নতা

বিদেশে সৈন্যদের জন্য প্রার্থনা প্রেরণ

মিসেস এটচ, জি, কুমারকে সভাপতি করিয়া বিপ্লবী ওয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে কলিকাতা মহিলা যুদ্ধ কমিটির কার্যকরী সংসদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মিসেস কুমার স্বর্ণনা সেন বে, কোন সৈন্যদের কলিকাতা আনিলে তাহাদের সহিত সাহায্য করা কিংবা তাহাদিগকে অস্ত্রাদি দান করা বাধ্য করা সম্ভব হইবে কিংবা, তাহা কেবল আশ্রয় প্রদান করা হইবে।

সর্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে, রোগাক্রান্ত হাটের মহিলা এন্টারটেইনমেন্ট কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করা হইবে যে, ইউরোপীয়ান অথবা ভারতীয় সৈন্য কলিকাতায় আসিলে তাহাদিগকে অস্ত্রাদি ও প্রীতিভাষা দেওয়ার কার্যে সহায়তা করিতে তাহারা ইচ্ছুক আছেন কিনা।

মিসেস প্রাউন স্বীকার করিয়াছেন যে, এই কথা এই কমিটির প্রত্যয় স্বরূপে তিনি বোম্বাইতে হাট এন্টারটেইনমেন্ট কমিটির নিকট উপস্থাপিত করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে সাময়িক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতাও চাহিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, সিন্ডার ট্রিফট কমে বেশ ভাল উপহারসমূহ পাওয়া যাইতেছে এবং অগ্রদান করা হইয়াছে যে, এই কমে ৫০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইবে।

এ, আর, পি,

সমস্ত বর্তমান ব্যবস্থাকে সুতনভাবে গঠন করিবার পরিকল্পনা চলিয়াছে; তাহাতে পুঙ্খমুখে এ, আর, পি, বিভাগের সহিত মহিলা পাখার আরও সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হইবে।

প্রথম সাহায্য ও তত্ত্বাবধানকারী কার্য হাতে-কলমে প্রদর্শনের ও আরও বৃদ্ধার ব্যবস্থা তাকরিন হাসপাতালে মিসেস এ, ব্যাকেরীর নিকটবর্তী করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ফাট' এইড এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সুতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহার কার্য এই মাসেই আরম্ভ হইবে।

বিশত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে এ, আর, পি, বেচ্চা-সেবক দল প্যারেড করিতে সমবেত হইয়াছিল এবং মহানার্য বড়লাট বাহাদুর তাহা পরিদর্শন করেন।

মহিলা যুদ্ধ কমিটি যুদ্ধকালীন হাসপাতালের জন্য সরবরাহ ব্যবস্থা ও সৈন্যদের সুখ-স্বাস্থ্যের জন্য যে কাজ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া যেল :—

প্রায় ১০,০০০ টাকা ব্যয়ে ৭২ বাল্যপূর্ণ হাসপাতালের ব্যবহার-ক্রয় হেলেনিক রেল ক্রয় প্রেরণ করা হইয়াছে। অবৈতনিক রেল ক্রয় কমিশনার জেনারেল স্যার হার্ট্রাও বোম্বি এই সকল ক্রয় পরিদর্শন করেন ও আদেশ জারি করেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় ও ব্রিটিশ সামরিক হাসপাতালে ও বাণীর সহকারী সৈন্য-বাহিনীতে প্রতি দুই সপ্তাহে নিয়মিতভাবে পান'ন প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বড়দিনের উপহার স্বরূপে ৭৩ বাল্য পুত্রো, ৩৩ বাল্য সিকাপুত্র ও বাল্য বীণে এবং ১৩ বাল্য উপহারসমূহ সংগ্রহ প্রেরণ করা হইয়াছে।

অনতিবিলম্বে যথাপ্রাপ্ত সৈন্যদের জন্য আরও অধিক প্রদান্য পাঠাইবার জন্য অগ্রদান আশায়, এই কমিটির প্রচেষ্টা করিবার জন্য বিনামূল্যে পণ্য চাহিলেই সরবরাহ করা হইবে; ৬৪১ পাউন্ড ইতিমধ্যে সরবরাহ করা হইয়াছে।

হইয়াছে এবং কতিপয় বড় বড় কেন্দ্র সাতাশিকের অতিরিক্ত মাল বুল্য দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও ৬৬৭ পাউন্ড পণ্য বিতরণ করা হইয়াছে। যথাপ্রাপ্ত সৈন্য-বাহিনীর জন্য ২,৯৬৫ কম্বল প্রেরণ করা হইয়াছে। এবং ১,০২৫টি কম্বল হেলেনিক রেল ক্রয় প্রেরণ করা হইয়াছে।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের কেন্দ্রসমূহ

জোয়ারগড়ে একটি সুতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই লাইন বোট হাট কেন্দ্র খোলা হইল। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ৩৭৯টি পল্লী কম্বল ও ৩৯৪টি হাসপাতালের সরঞ্জাম প্রেরিত হইয়াছে।

বঙ্গপুরের অফিসার ক্রাফের সদস্যগণ, তথাকার ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় পার্স গাইড ও নিব বহুরূপ সৈন্যদের জন্য বড়দিনের উপহারের বিশাল অংশ প্রেরণ করিয়াছে; ব্যক্তিগতভাবে ২১৮টি পার্স'ন পাঠাইয়াছে—১১৫টি ভারতীয় সৈন্যের জন্য, অন্তর্গত ৫টি নিব সৈন্যের জন্য এবং ১০৩টি ব্রিটিশ সৈন্যের জন্য।

ইট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে রেলকেন্দ্র

হাওড়ার একটি সুতন কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার বোট কার্যকরী দলের সংখ্যা হইল ২১টি। এই সুতন কার্যকরী দলের নিকট হইতে ৫৬৭টি কম্বল ও হাসপাতালের ১,৫৬৯টি ক্রয় পাওয়া গিয়াছে।

ইট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্মচারীরা ৪,৫০০ টাকা মূল্যের একটি এম্বুল্যান্স প্রদান করিয়াছে এবং সৈন্যদের জন্য বড়দিনের উপহার ক্রয় করিবার জন্য বেঙ্গল জয়েন্ট ওয়ার কমিটিতে ২,৫০০ টাকা দিয়াছে। এম্বুল্যান্স ও টুওলা হইতেও মিসেস সৈন্যদের জন্য বড়দিনের উপহারের দ্রব্য সংগ্রহ ১৫০ ও ১০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল টাকা ব্যতীত জিনিসাদি দ্বারা বড়দিনের উপহারের জন্য বহুই জিনিসপত্র দেওয়া হইয়াছে।

সেন্ট জন এন্ড লুলাস ট্রিগেড, সেবা বিভাগ (২য় ডিভিউ)

ড্রিলের বড়তা, বড়তা ও কার্যকরী বল পূর্বক চলিয়াছে এবং প্রথম ভ্রমণ ও পরিচর্যা শিখা শ্রেণীতে অনেক লোক যোগদান করিয়াছে।

পহর সেবা বিভাগের সদস্যগণ বেও হাসপাতালে, শুল্কনাথ পণ্ডিত ও প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে প্রতি দুই সপ্তাহে ট্রেনিং গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। বেঙ্গল জয়েন্ট ওয়ার কমিটি পহর সেবা বিভাগে ৫০০ টাকা ও বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ বিভাগে ৫০০ টাকা দান করিয়াছে।

মেরিনোপুরে জন-সভা

দামপুৰ বামার বেলুট ও পৌরগেটে এবং চক্রকোণ ও বাটাল পহরে কতিপয় যুদ্ধ-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ওক-সালিসী বোর্ডের স্পেশাল অফিসার দামপুৰ বামার প্রাক্তন-বসন ও বহুসংখ্যক ও চক্রকোণ বামার পাটক-সালিসী ও ফিরপালে একজন সভা করিয়াছেন। বাটালের সার্কেন অফিসার সার্কোভান, প্রাক্তন-বসন, সর্দারবানুজা, আফজি ও সোবখানীতে যুদ্ধ-সভা করিয়াছেন। উল্লিখিত সভায় হামি দামপুৰ বামার অধিনায়ক। এই সব সভায় বিভিন্ন যুদ্ধ-ভাষ্যে শ্রীনা বঙ্গের করা হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি

বিশত ১০ই জানুয়ারী যে সভায় অতীত হইয়াছে, এই সময়ে জলপাইগুড়ির যুদ্ধ কার্যকরী কমিটির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ নিকট ২০৪১/৩ পাই টাকা অর্থ হইয়াছে। এ-পরিষদ বোট ২১,৮১৫/৮ পাই টাকা সংগৃহীত হইয়াছে; অন্তর্গত ২১৫৬/০ আনা সেতী সেরী হার্ট্রাওর মহিলা ক্রয়ের জন্য পুঙ্খ করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৫০,২৬৯/১ পাই ইট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে প্রদান করা হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কমিটির কার্যকরী সংসদের একটি সভা বিশত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; তাহাতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ডিকেন্স সেভি সার্ভিসেসেট বিক্রয়ের কথাও আলোচনা করা হইয়াছিল।

বিশত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে সাতলা সরকারের বন বিভাগ ও আবকারী বিভাগের তারিফাট বরী হামদীর মি: পি, ডি, হামকত আলীপুর জুরানে একটি সাফল্য-বিত্তিত যুদ্ধ-প্রচারণা-সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে অবৈতনিক ব্যাঙ্কিট্টে মি: এম, সি, রায়, সোফ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মি: ডি, কে, ভৌমিক, উকিল মি: বি, সি, সেওনী, জোড়ার মি: বি, বি, কলী ও আলীপুর জুরানের বহুলা ব্যাঙ্কিট্টেট ছিলেন। বরী যুদ্ধ বিষয়ক ভাষণে ৭০৪ টাকা টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রায় ১,৫০০ বেলু হাটার লোক সভায় যোগদান করিয়াছিল। সভা শেষে আলীপুর জুরানের সেন্ট-হানীর ব্যক্তিগত হামদীর বরী হামদীরকে চাফের সম্মিলনে আহ্বান করেন।

বিশত ২৪শে জানুয়ারী তারিখে যে সভায় অতীত হইয়াছে, এই সময়ে জলপাইগুড়ির যুদ্ধ-কমিটির কার্যকরী সংসদের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ৭৩০৬/৬ পাই টাকা পাইয়াছেন। এ-পরিষদ বোট ২২,৫৪৫/০ আনা টাকা সংগৃহীত হইয়াছে; অন্তর্গত ২১৫৬/০ আনা সেতী সেরী হার্ট্রাওর মহিলা ক্রয়ের জন্য পুঙ্খ করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৫০,২৬৯/৮ পাই ইট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে প্রদান করা হইয়াছে।

জার্মান তৈলশুল্কানে ব্রিটিশ বিমান আক্রমণ

জার্মানীর পেট্রোল সমস্যা

"ম্যাকডোনা গার্ডিয়ান" পত্রিকার বিবান বিষয়ক সংবাদমাত্র নিখিরাছেন—

জার্মানীতে এরোপ্লেনে ব্যবহারের জন্য বহু কৃত্রিম তৈলের কারখানা আছে। উক্ত চাপের "হাইড্রো-বেন্সোল" পদ্ধতিতে কলমকে তৈল হাইড্রোকারবুনে পরিবর্তিত করা হয়। ১৪ বৎসর পূর্বে জার্মানীতে এই পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল; বর্তমানে ইহার 'এডটা টুগুডি' হইয়াছে যে, এই পদ্ধতিতে এখন অতিশয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। জার্মানীর পক্ষে বিশেষ হইতে আবশ্যকী করা পেট্রোলের পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য; সুতরাং এই কারখানাগুলিকেই জার্মানী অবিকাল এরোপ্লেনের তৈল সরবরাহ করিতে হয়। ইহাদের বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণ জানা সম্ভব নয়; তবে ১৯৩৯ সালে এই কারখানাগুলি বোট ২,১০০,০০০ টন তৈল প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, ইহার উপর জনানিয়ার সকল তৈলও যদি জার্মানী নিজে ব্যবহার করিয়া লয়, তাহা হইলে জার্মানীর প্রয়োজন মিটিবে না। রানিয়ার উৎপন্ন তৈল রানিয়ার নিজের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। একদা রানিয়ার ইরানী; কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

কিন্তু বর্তমানে কেমনে কিংকেন, হামপুর্, ব্রেন্স, ফিলুর্ এবং অন্যান্য ক্রয়ের তৈল প্রয়োজন এবং এরোপ্লেন প্রভৃতি ক্রয়ের পেট্রোলিয়ামের জন্যে কোন-কোন করিয়া রাখার বিমান-বাহিনী "সুইটজারল্যান্ড" তৈল-সম্পদের পক্ষে অভাব হইয়া গিয়াছিল।

বঙ্গদেশে ব্যবসায় সম্পর্কিত শিক্ষা

সরকারী কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের পুরস্কার বিতরণ

পরলোকে গ্রীসের প্রধান-মন্ত্রী

মৃত্যু প্রদান-মন্ত্রী পদে আলেকজান্ডার করিজিস

পত্নী ২৩শে জানুয়ারী ১১শে ফেব্রুয়ারী টিউন নামে বহিঃস্থ
কোম্পানি, আই, ইন সত্যপতিতে পত্নী-সেট কমার্শিয়াল
ইন্সটিটিউটের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় অধ্যাপক
বিঃ এল, সি, ওয়াকার জাহার বার্ষিক বিবরণীতে
কলেন, ইন্সটিটিউটে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে বোনা
হইয়াছে। এই বিভাগের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যবসায়
প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত এমন বহিঃস্থ সম্পর্ক স্থাপন করা
যাহার ফলে এই প্রতিষ্ঠান হইতে নিষ্কৃত জ্ঞানগর্ভ চাকুরী
পাইতে পারে। তিনি এই কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া
দেন যে, ইহা প্রকৃত বিনিয়োগ এবং "কমিউনিটি-
কমিউনিটি-নিয়েস-বোর্ডের" সহযোগিতায় কাজ করিবে।
এই বিষয়ে নিয়োগকর্তাদের সহযোগিতার উপরই তাঁহাদের
সাক্ষ্য নির্ভর করে।

উক্ত বার্ষিক বিবরণীতে বিঃ ওয়াকার আরও বলেন,
এই প্রতিষ্ঠান বার্ষিক পূর্ণ ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে এবং ব্যবসায় সম্পর্ক শিক্ষা বিষয় ইহা
প্রদেশের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। তিনি আরও বলেন
যে, অনুমানিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বড়ই বৃদ্ধি পাইতে
লাগিল এই বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব ততই জটিল হইয়া
উঠিল। ১৯৪০ সালের শেষ ভাগে এই সকল বিদ্যালয়ের
সংখ্যা ৫২৫ বীড়ার, এবং তিনি ব্যবসায় সম্পর্কিত
বিদ্যালয়গুলির জন্য একজন পুরা সময়ের পরিদর্শকের
বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন যে, সমাজে যদি এই ধরনের
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে সত্যিকারের কাজ করিতে হয়,
তবে তাহাদিগকে এমন যুক্ত বল পড়িয়া তুলিতে হইবে
যাহারা উদ্ভাবনে পিছের পথ-প্রদর্শক হইয়া উঠিবে। এই
কেন বর্তমানে বিরাট শিল্পপ্রসারভার সমুদ্রীন হইয়াছে
এবং এই সময় সকল দিক জড়িত করিয়া একটি ব্যাপক
ব্যবসায় শিক্ষার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাকে কোন-
ক্রমেই বাড়াইয়া বলা চলে না। আমরা সেই আপত্তি
নিবন্ধে প্রতীতি করিতেছি—বহন বাঙালী সমাজগণ এই
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের এমন সব
বিভিন্ন পথের প্রদর্শন করিবে, এই প্রদেশে যাহার বিরাট
সত্যতা হইয়াছে। তিনি বিশেষ করে বিজ্ঞান বলেন
যে, পূর্বাভাস পথ পরিচালনা করিয়া চলিবার পুষ্টিভরী এবং
বাসিন্দা এবং একবার প্রয়োজন।

এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ হইয়াছিল।
স্বায়ত্বশাসন গোয়েন্দা জাহার সভাপতির অভিভাষণে
কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে যে ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হয়,
জাহার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন
এবং বলেন যে, অধ্যাপক বহিঃস্থ এই প্রতিষ্ঠান প্রদেশের
শিক্ষা-পরিকল্পনার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ভাব পূর্ণ
করিয়া আছে।

অন্য কার্যকরী ভিত্তি এবং বিবরণ সমূহের প্রয়োজনীয়
সমস্ত বিবরণ এই প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য যে সকল
বিদ্যালয় ও কলেজ ব্যবসায় সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান করে,
তাঁহা হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। স্বায়ত্বশাসন
বহুত-প্রদান করেন, ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যে ইহার
সত্যপতি আবেদন আছে এবং যদি অভিযোগ উপস্থাপন
করা হয় যে, এই প্রতিষ্ঠান শিল্প-বাণিজ্যের পথ-প্রদর্শক
পড়িয়া তুলিতে পারে না—তবে আমরা কল্পনা হইবে
এই যে, আমরা যদি একজন সকলই বীড়ার করিবেন
যে পুষ্টিভরী কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পূর্ণসময় ব্যবসায়ী
পড়িয়া তুলিতে পারে না। এ কথা অবশ্য সত্য।

চলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় চালাইবার জন্য যুক্তবলকে
ফ্রেন্ড নাম করিয়া থাকে। বর্তমানে ইহা যে অবস্থায়
আছে—তাঁহাতে বলা চলে যে, জাহার কোম্পানী ও
ঠেদোপ্রাকার হিসাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে চুক্তিতে
পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে জাহার পরবর্তী কালে
কর্তৃক লাভ করিতে পারে এবং অপর পক্ষে জাহার নিজেরা
ব্যবসাও বৃদ্ধি করিতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জাহার
এই ধরনের যে কোনরূপ চাকুরী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

অতঃপর স্বায়ত্বশাসন বাঙালী দেশের বেকার সমস্যার
উল্লেখ করেন এবং বলেন, ইহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া
উঠিতেছে এবং বাঙালী দেশের যুক্তবলের জন্য যোগ্যতার
নব নব পথ আবিষ্কার করা এবং এই মূল্য পথে কাজ
করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের উপায় উদ্ভাবনের
বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বহিঃস্থ একেবারে
সত্যপতি ব্যবসায়ী তৈরী করা সম্ভবপর হইবে না—তবে
প্রয়োজনীয় সাক্ষরতার সহ একটি কমার্শিয়াল কলেজ—
যুক্তবলকে কোম্পানীর সেক্রেটারী, ইন্সপেক্টর কন্ট্রোলারী
(বহিঃস্থ কাজ ও পরিচালনার ব্যাপার), বীমা সংক্রান্ত
পণ্যকলন, অগ্নি-বীমার ইন্সপেক্টর, সাধারণ ধরনের
হিসাব নিষ্পত্তিকারক এবং প্রচারকার্যের অভিযন্তাদের
ফ্রেন্ড নাম করিতে কোন পারিবে না, জাহার কোনও
যেতু মাই।

ব্যবসায় সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা লাভের জন্য জাহারের
সংখ্যা ক্রমশঃ বেতাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অনুমান
করা যায় যে, উক্ত শ্রেণীর ব্যবসায় শিক্ষার প্রয়ো-
জনীয়তা ইতিমধ্যেই অনুভূত হইয়াছে। তিনি আশা
করেন যে, বিঃ জাহার, কে, উনিক সত্যপতি নির্মূচিত
করিয়া ইন্সটিটিউটের পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য যে
কমিটি গঠন করা হইয়াছে, তাঁহারা যথার্থই প্রতিষ্ঠানের
প্ৰসার সাধনের জন্য যথাসাধ্য বিবেচনা
করিয়াছেন।

নারায়ণপণ্ডে সুব-প্রদর্শনী

সাক্ষ্যগত অনুষ্ঠান

সরকারী পত্নী বিভাগের উদ্যোগে সম্মতি নারায়ণপণ্ডে
যুক্তবল অনুষ্ঠান সাক্ষ্যগত ইতিমধ্যে একটি বীড়-
প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীতে ২২টি সরকারী
বীড় ও জাহারের ১৫০টি সত্য-সত্যি এবং ২১টি দেশী
গাড়ী ও ৩টি দেশী বীড় আনা হইয়াছিল। এ-বলে
ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৫ সালের অধিক
বয়স সরকারী যুক্তবল বহুতগুলি দেশী বীড় অপেক্ষা
অনেক বড় হইয়াছে বোঝা যায়।

বাঙালি পত্নীপালন বিভাগের বিশেষজ্ঞ বিঃ জাহার গণিত
সমবেত সাক্ষ্যগতকে সম্বোধন করিয়া জাহার বীড় ও বীম-
যোগ্য পালন করিতে এবং পাঠের পরিবর্তে গো-মহিষাদির
ব্যায় কর্মহইতে বলেন। তিনি ইহাও বোঝা করেন
যে, বাঙালি পত্নীপালন বিভাগের সহিত সহযোগিতা
করিবে, তাহাদিগকে ছোট ছোট মোরগ সেওয়া বাটবে।
পত্নীপালন বিভাগের অফিসারও উক্ত বিষয়ের উপর
জাহার বিজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রদর্শনীর সভাপতি যুক্তবল সাক্ষ্যগত বিঃ জে,
সাক্ষ্যগত আই, সি, এল, উনিক পত্নী সাক্ষ্যগতের মধ্যে
২৫০, টাকা পুরস্কার বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি
জাহার সরকারের পত্নীপালন বিভাগ নীতি এবং যুক্ত-পরিচিতি
সম্পর্কে একটি সাক্ষ্যগত বক্তৃতা প্রদান করেন।

এবেলস চইতে সরকারীভাবে বোঝা করা হইয়াছে
যে, জেগোবেল বোটারাস আর সময় যোগ্যতার পর
জাহার ক্রিফিনার বাসভূমিতে ২৯শে জানুয়ারী সকাল
৬টা ২০ মিনিটের সময় পরলোক গমন করিয়াছেন।

আরও বোঝা করা হইয়াছে যে, ব্যাড আর গ্রীসের
পত্নী এবং, আলেকজান্ডার করিজিস মৃত্যু প্রদানবর্তী
হইলেন। অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে সকলেই আপন আপন
পদে বহান আছেন।

সাক্ষ্যগত জীবনী

গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী জেগোবেল জোহানিস বোটারাস
১৮৭১ সালে কেরোসেনে গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন।
প্রথম জীবনে তিনি বাণিজ্যের সাময়িক কলেজে সম-
কৌশল শিক্ষা করেন এবং আর্থিকের সংস্কৃতি ও জীবন-
যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯১৭ সালে বিরাট গ্রীক
সামরিক ডেমোক্রাসের নেতৃত্বে গ্রীস বহন বিতরণকে
যোগদান করিয়া বহানুভব অবতীর্ণ হয়, তখন বোটারাস
উহার বিরোধিতা করিলে তাঁহাকে নির্মূচিত করা হয়।
১৯২০ সালে তিনি পুনরায় অধিবেশন প্রত্যাবর্তন করেন।
১৯২৫ সালে গ্রীসের নিয়োগনয়িতা রাজা বিত্তীয় জর্জ
বহন পুনরায় গ্রীসে প্রত্যাবর্তন করিয়া যোগদান গ্রহণ
করেন, তখন বোটারাস তাঁহাকে সাহায্য করেন। ১৯২৬
সালের এপ্রিল মাসে বোটারাস প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ
করেন এবং "কমিউনিটি বিরোধ" ধরনের অজুহাতে এই
বৎসরই ৪১ আগস্ট তারিখে গ্রীসের ডিক্টেটর হন।
১৯২৮ সালে তিনি আর্থিকের জন্য গ্রীসের স্বাধীন-
লাভ করেন।

কমার্শিয়াল টেলের উৎপাদনস্থান

আর্থিক টেল সমস্যা জটিলতর

আর্থিক সীমার চইতে টাইমস পত্রিকার সংবাদবাহক
জানাইয়াছেন—

১৯৩৯ সালের আটোবরে মোট ৫ লক্ষ ২৩ হাজার
টন তৈল উৎপাদ হইয়াছিল; অথচ পত্নী ১১ জাগ
দেশী তৈল-কল বহন করা সত্ত্বেও ১৯৪০ সালের
আটোবরে মোট পরিমাণ পীড়ার ৪ লক্ষ ১৫ হাজার টন।

১৯৪০ সালের প্রথম মাসে কমার্শিয়াল মোট ২৭
লক্ষ টন তৈল বহানী করে। ১৯৩৯ সালে অনুমান
কালের মধ্যে বহানী হইয়াছিল ৩১ লক্ষ ৬০ হাজার
টন। আর্থিকের নিক্ত সমুদ্রপথগুলির অবরোধই এই
বহানী হ্রাসের প্রধান কারণ; তবে আভ্যন্তরীণ রাজ-
নৈতিক গোলযোগ, দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যবেক্ষিত হওয়া
এবং ডুমিকল্পও ইহার জন্য কিছুটা দায়ী। ১৯৪০
সালের প্রথম মাসে কমার্শিয়াল বহন মাস বিশেষে বহানী
করে, জাহার পত্নী ১৭ ৬ জাগ টন তৈল বহানী হয়;
১৯৩৯ সালে ইহার পরিমাণ ছিল পত্নী ১৩ জাগ।
কিন্তু আরও গার্ড মল কর্তৃক অবরোধ এবং আর্থিক
কর্তৃক কমার্শিয়াল বহনের পর সেবার চইতে আর কোনও
বহিঃস্থ তৈলই উৎপাদ বহানী হয় মাই।

সম্মতি কর্তৃকগুলি তৈলবহিঃ উৎপাদন হ্রাস করিতে
যাওয়া হইয়াছে; কারণ যানবাহনের অতিরিক্ত লক্ষণ তৈল
চালান দিতে না পারার তৈলচালনগুলি একেবারে তট
হইয়া গিয়াছে। কাজে বলা চলে—কমার্শিয়াল চইতে
দেশী পরিচাল তৈল সংগ্রহ করা আর্থিকের পক্ষে
আপাততঃ সম্ভবপর হইবে না।

নোয়াখালী জেলায় হিন্দুদের অবস্থা

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

করা হইয়াছিল। অনুসন্ধানে কিছু কালীমূর্তির নাসিকার বিচার পরিদপ্তর সাহায্য পরিচালনা গোবর আবিষ্কৃত হয় এবং পরিদপ্তর বুঝা যায় যে, প্রচার-কার্য চালানোর মতলবেই কোম দুরভিসন্ধিপূর্ণোদিত লোক এই ঘটনার জন্ম দিয়াছিল। এক জন-সভার স্থায়ী মুসলমানপন এই ঘটনার তীব্র মিশ্রাণ করিয়াছিল। এই সভার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, বীঃ গোলাম সওদাগর, এম-এল-এ, এবং রাজেন্দ্র বাবুও উপস্থিত ছিলেন।

(৫) কদাপাড়ার মামলা

জমি সম্পত্তি বিরোধ উপলব্ধ করিয়া কিল্লপে একটি হরি-মন্দির গড়াইয়া উঠিয়াছিল, এই মামলার তদন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। আলুল ওয়াহাব নামক অনেক মুসলমানের একগুচ্ছ জমি অনেক চিলু হস্তগত করার প্রবাস পাটয়াছিল। কিন্তু আলুল ওয়াহাব উক্ত জমি বিক্রী করিতে স্বাক্ষর হইল না। ১লা মে (১৯৪০) তারিখ গভীর রাত্রে উক্ত চিলুটি কথিত জমিতে একটি "হরি মন্দির" স্থানান্তরিত করিয়া অন্যান্য চিলুর সহায়ত্ব আকর্ষণের সাধে সাধে এই ব্যাপারে ধর্মীয় মূল্য অর্থাৎ করার প্রমাণ পায়। ইহার পর এই উপলক্ষে চিলু-মুসলমানের তীব্র সম্মেলনের সম্মেলনা দেখা দেয়। উক্ত পক্ষের উপরই ১০৭ ও ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা হয় এবং কতঃপর বিরোধ আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

(৬) ফয়রান-বিন চাটে কালীমূর্তি অপবিত্র করণ

পরাক্রান্ত আলী ওর্কে পরা পাগলা নামক স্থায়ী অনেক বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ২০/২৫জন চিলুর সাহায্যে প্রকাশ্য-ভাবে কালীমূর্তি তপ্ত করিয়াছিল। এই ব্যাপারে ভারতীয় সত্বনিধি আইনের ২৯৫ ধারা অনুসারে এক মোকদ্দমা আমদান করা হয়। পরাক্রান্ত আলীকে নিচারা চালান দেওয়া হয় এবং মস্তিষ্ক-বিকৃত অবস্থায় সে এই অপকর্ম করিয়াছিল (বলিয়া তাহাকে খালি দেওয়া হয়)।

উপরোক্ত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে মন্দির বা দেবমূর্তি অপবিত্র করণের যে-সব ব্যাপার নোয়াখালী জেলায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক ছিল না এবং কতকগুলি স্বাধীন লোক এই সব ব্যাপারে অথবা প্রচারকার্যের অযোগ্য প্রচণ করিয়াছিল।

হিন্দু নারীর মর্গাঙ্গা মাল

হিন্দু নারীর সতীক-মাল ব্যাপারেও যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে—যদিও আধুনিক কালে এরূপ ঘটনার অনুষ্ঠান প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। দলবদ্ধভাবে নারীর সতীক-মালের কাহিনী নিছক করনা ছাড়া আর কিছুই নহে। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত নারীখতি বেগম বামলা হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নোক্ত করিলে দেখা যায় যে, হিন্দু-নারী সম্প্রদায় অধিকাংশ মামলায়ই আসামীও ছিল হিন্দু। অল্প সংখ্যক মামলার মাত্র মুসলমান আসামী ছিল।

১৯৩৩ সালের একটি মামলা সম্পর্কে সংবাদপত্রে তীব্র আলোচনা উপস্থাপন করা হইয়াছিল। সোদাইবুড়ি হাই-কোর্টের সহকারী জেড-মাস্টার বাবু পটীজ দত্ত তীব্রবীর পরী শ্রীমতী কনকপ্রভা দেবীর উপর অভিযোগ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মামলার আসামীরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছিল। প্রধান দুইজন আসামীর বিচারে যথেষ্ট সাফা হয়। তিনজন আসামী নিরুপেক্ষ ছিল এবং তৎকালীন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইহারে বিলম্ব হইয়া প্রত্যাহার করিয়া দেন। আসামীদের কোন সত্যই

পাওয়া যায় নাই এবং পরিণামে একজন আসামীর স্বীকৃতি হইয়াছিল। হইয়া তালিক লইয়া পুনরায় অন্য মোকদ্দমার মধ্যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। নিম্নলিখিত আসামীদের বিলম্ব হইয়া প্রত্যাহার করার করিয়ারী পক্ষ অসফল হইয়া থাকিলে আইনানুসারে পুনরায় মামলা বারের করিতে পারিত; কিন্তু তাহারা তাহা করে নাই। কাজেই বুঝা যায়, এই ব্যাপারে যৈ চৈ করার কোন সত্য কার্যই হিন্দু-সভার ছিল না।

১৯৩২ সনে নারীখতি ১০টি মামলার মধ্যে মাত্র ৩টির সহিত হিন্দু নারী সংশ্লিষ্ট ছিল। ২টি মামলার আসামী ছিল হিন্দু, অপরটির মুসলমান।

১৯৩৩ সনে ১৩টি নারীখতি মামলার মধ্যে মাত্র ৩টির সহিত হিন্দু নারী সংশ্লিষ্ট ছিল। দুইটিতে আসামী ছিল মুসলমান, অপরটির আসামীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ছিল।

১৯৩৪ সনে নারীখতি মামলার সংখ্যা বীড়ার ১৬টি। মাত্র ৩টি মামলার সহিত হিন্দু নারী অভিযুক্ত ছিল। আসামীদের সকলেই ছিল হিন্দু।

১৯৩৫ সনে সর্বমোট ১০টির মধ্যে হিন্দু নারীখতি মামলার সংখ্যা মাত্র দুই। একটির অভিযুক্ত ব্যক্তির ছিল মুসলমান; অপরটির হিন্দু।

১৯৩৬ সনে নারীখতি মামলার সংখ্যা ছিল ৮; তন্মধ্যে হিন্দু নারীখতি মামলা মাত্র দুটি। একটির আসামীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ছিল, অপরটির সমস্ত আসামীই হিন্দু।

১৯৩৭ সনে নারীখতি ৮টি মামলার মধ্যে হিন্দু নারী লইয়া মাত্র ৪টি। এই চারটি মামলার তিনটিতে সমস্ত আসামী ছিল হিন্দু; অবশিষ্ট ১টি মামলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক আসামী ছিল।

১৯৩৮ সনে নারীখতি ১৫টি মামলার মধ্যে মাত্র ৫টিতে হিন্দু নারী অভিযুক্ত ছিল। ৩টি মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সব কয়েকই হিন্দু, অবশিষ্ট দুইটিতে হিন্দু মুসলমান উভয় প্রকারের লোকই ছিল।

১৯৩৯ সনে নারীখতি মামলার সংখ্যা বীড়ার ১৪; তন্মধ্যে হিন্দু নারী সম্প্রদায়ের মামলা মাত্র ৪টি। তিনটি মামলার সমস্ত আসামীই মুসলমান, অপরটিতে হিন্দু মুসলমান উভয় ছিল। মুসলমান নারীখতি একটি মামলার সমস্ত আসামীই ছিল হিন্দু।

১৯৪০ সনে ৬টির মধ্যে মাত্র দুইটি হিন্দু নারীখতি। একটিতে সমস্ত আসামী ছিল হিন্দু, অপরটিতে মুসলমান।

গবাদি পশু চুরি

পঞ্চাঙ্গিক সংখ্যা (নিম্ন তালিকা দ্রষ্টব্য) হইতে দেখা যায়, মুসলমানদেরই অধিক গবাদি পশু অপহৃত হইয়াছে। এ-ব্যাপারে জোরদার মুসলমানদের প্রতি আদৌ পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই। শুধু হিন্দুদের গবাদি পশু চুরি হয় বলিয়া যে আপোষের দৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার কোন ভিত্তি নাই।

সং.	কোন সম্প্রদায়ের কত		মোট।
	গবাদি পশু চুরি হইয়াছে।	হিন্দু।	
১৯৩৬	৩৪	৯৫	১২৯
১৯৩৭	৫৭	১৫৬	২১৩
১৯৩৮	৫৪	১৭৮	২৩২
১৯৩৯	৬০	২৪৯	৩০৯
১৯৪০	৫০	১৪০	১৯০

অপহরণের অবস্থা

অপহরণের বিক নিম্ন অনেক জেলার তুলনায় নোয়াখালীতে অধিক অনেক জন্ম। অপহরণের সংখ্যা-বৃদ্ধি সম্পর্কে সংবাদপত্রে ও বক্তৃতাগুলির সাহায্যে বিবরণ এবং উল্লেখযোগ্য প্রচার কার্য চালান যথেষ্ট, এ-জেলার কোথাও শান্তিভাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বাকাল্য ঘটে নাই।

নোয়াখালী জেলায় অসংখ্যকজন দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, উহা নিছক দুইবুদ্ধিমুগোবিত্ত এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অনেক অভিযোগ এবং নিম্নের ইউরোপীয়ান পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের উপর এ-জেলার পুলিশ পালনভার দায় আছে। পুলিশের ত্রেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিন্দু। তিনজন সার্কেল ইন্সপেক্টরের মধ্যে দুইজন হিন্দু। জমিদারি বাসার জরি-প্রাণ কর্মচারিগণের মধ্যেও যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু আছেন।

ঐণ-সালিনী বোর্ড

অন্যান্য জেলায় দায় নোয়াখালীও একটি কৃষি-প্রধান জেলা। অল্পজ্ঞ এবং কুসংস্কারের দরুন এ-জেলার কৃষককুল ধর্মে আকর্ষণে নিমজ্জিত। এমনভাবেই সত্ব-বৈষ্ণবকে বাধ্য হইয়া ইহাদের ঐণ-সমস্যা হাতে লইতে হয়। কলে বকীর কৃষিভাতক আইন এবং বকীর মহাজনী আইন নামক দুইটি অতি প্রয়োজনীয় আইনের প্রবর্তন হয়।

স্থায়ী অধিবাসীদের একটি দিবাটি অংশ উক্ত আইন দুইটিতে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া লয়। এক্ষেত্রে জেলার সর্বত্র ঐণ-সালিনী বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। মোট ১৫০ বোর্ডের মধ্যে ১৪০টি সাধারণ এবং ১০টি স্পেশাল (বিশেষ প্রণী) বোর্ড। অথবা অর্থ-ব্যয় এবং অন্তর্বিধা ভোগ না করিয়াও, মহাজন ও ঋতক উভয় পক্ষ এ-সকল বোর্ডের সহায়তায় আপোষে মো-পাওলা মিটাইয়া লইতে পারে। উক্ত আইন বলবৎ হওয়ার পরী অল্পে মহাজনী কারবার কতক পরিমাণে অচল হইয়া উঠিয়াছে সত্য, তবে বড়টা আপত্তি করা গিয়াছিল তাহার কল ততটা ভাবনায় হয় নাই। মহাজনী প্রচার বিবরণ পরিচালনা সর্বোচ্চ সাধনের দরুন কৃষকরা অনিচ্ছাবশিষ্ট বিক বিক্রা নিষেধের সংঘর্ষ এবং পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে ভাল রাখিয়া চলার উপযোগী করিয়া লইয়াছে। কলে এখন পূর্বের দায় বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আর তত বেশী ঐণ করা হয় না।

মুসলমান অধ্যুষিত জেলা বলিয়া স্থায়ী ঐণ-সালিনী বোর্ডের সদস্যগণের বেশীর ভাগ মুসলমান। নিম্নে উক্ত সংখ্যা হইতে দেখা যায়, ঐণ-সালিনী বোর্ডগুলিতে হিন্দুরাও বখাযোগ্য প্রতিনিধির লাভ করিয়াছে—

হিন্দু সদস্য	১৭৮
মুসলমান সদস্য	৫৫০

অসংখ্যক অনুপাতে হিন্দুদের প্রাণ্য হয় সতকরা মাত্র ২০টি আসন, অথচ ঐণ-সালিনী বোর্ডে তাহারা সতকরা ১৩টি আসন লাভ করিয়াছে।

বকীর কৃষিভাতক আইন মহাজনের অর্থ হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-হানির জন্য বড় হইয়াছে বলিয়া সবার সবার অভিযোগ করা হয়। অতঃপক্ষে এ-জেলার ব্যাপারে উহা আদৌ সত্য নয়; কারণ এ-জেলার বহু বড় মুসলমান মহাজন আছেন। হিন্দু মহাজনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, তবে দীঘল আছেন, তাহাদের মহাজনী কারবার বহু বড় এবং তাহারা ব্যাংক ও সোন অফিসে টাকা বাটাইয়া থাকেন। ইতিমধ্যে সাধ ব্যাংক ও নোয়াখালী ইন্ডিয়ান ব্যাংক তালিকাভুক্ত হইয়া ঋণগ্রহণ, তাহারা কৃষিভাতক আইনের আওতার পড়ে না। সুতরাং কেহ যদিও ঐণ-সালিনী বোর্ডগুলি বখাযোগ্য প্রণীর মহাজনের দরুন টাকা সংগ্রহ করিয়া নিষিদ্ধ করিতেছে। কম বাকিয়া, ইহাদের বেশীর ভাগই মুসলমান।

[পৃষ্ঠার ১১ পৃষ্ঠার জের]

আফি কায় ব্রিটিশ-বাহিনীর বিজয়াভিযান

লিবিয়া, ইরিকিয়া, সোমালিয়া ও আফিসিনিয়ার ইটালীয়দের শোচনীয় অবস্থা

ইটালীতে জার্মান বিরোধী বিক্ষোভ

কমরিকা ব্রডকাষ্ট: প্রতিষ্ঠানের বাণেশ্বর সংবাদবাজ বন্ধকন হইতে সংগৃহীত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া জানাইতেছেন যে, বিলাসে সম্প্রতি যে-সবত হাজারাহা হইয়া খেল, তাহাতে প্রায় একশত জন লোক প্রেক্ষার হইয়াছে।

প্রকাশ, রীতিমত সতর্কভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইয়াছে।

আরও প্রকাশ, বিলাস শহরের সর্বত্র বিতরিত হইয়াছে। এই সবত হাজারাহা বা বিতরিত "জার্মানী নিপাত হাউক", "হাওয়া ও মার" লি বাসোগলিহো তোমালিগকে বৃত্তিমান করিবে" এইরূপ শীর্ষক সম প্রকাশিত হইয়াছে এবং জনসাধারণকে দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

শহরের কোন কোন মহলার বিতরিত লোকজন সববেত হইয়া এই সবত বিতরিত সবতে আলোচনা করিতেছিল, পুলিশ জাহানগকে চলিয়া হাইতে আবেশ দেয়। কিন্তু জনতা পুলিশের আবেশ অব্যাহত করিয়াছে।

ইটালীতে জার্মান সৈন্যের আগমন

বাকি সমালোচক মি: হার্টন আগ্রহী আনকার হইতে বৃত্তান্তের ন্যায়নাম ব্রডকাষ্ট: কেশোরেশনকে যেতারযোগে জানাইয়াছেন যে, "জার্মান সৈন্যবাহী ট্রেনসমূহ ক্রমাগত প্রণার গিরিবর্ষের বধ্য দিয়া ইটালীতে উপনীত হইতেছে এবং যোবে জার্মান ও ইটালীয় সেনাপতিদ্বয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে।" তিনি বলেন যে, "যে হইতে নির্ভরযোগ্য কূটনৈতিক সূত্রে আনকার এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে।"

এই সংবাদ হইতে জানা যায় যে, জনসাধারণ বেঙ্গল প্রকাশ্যভাবে ইটালীয় শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক আবেশ করিয়াছে, তাহাতে ক্যান্সিট পার্ট পতিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সৈন্যদের আনুগত্য হানির আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

জার্মানীর বৃটেন অভিযানের নতুন উদ্যম

ওয়ারিংটনের সর্বাপেক্ষা অতিষ্ঠ মহলের সূচনিত অভিব্যক্তি এই যে, আগামী এপ্রিল অবধি যে মাসে জার্মানী বৃটেন আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু বৃটেন বাকিবে মহারতর এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইবে এবং ক্রমাগত বৃহৎ চালাইয়া অবলাত করিবে।

ইউরোপ হইতে বিশ্বস্তসূত্রে ও সর্বশেষে প্রাপ্ত সংবাদসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। সকলের ধারণা, হিটলার অপণিত বৃহৎস্বেপ প্রয়োগ করিবেন এবং এই সবত স্বেপের মধ্যে অব্যাপি অনাবিকৃত নুতন ধরনের বহু স্বেপ থাকিবে। বৃটিশ বৌদ্ধবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি প্রবাসন্ত: টপে ভো-হাধী এয়োগুনের উপরেই নির্ভর করিবেন।

বৃটিশ সৈন্যের ইটালীয় সোমালিয়াতে প্রবেশ

২৯শে জানুয়ারী তারিখ সরকারী এণ্ডেহায়ে প্রকাশ, কয়েক দল টহলকার বৃটিশ সৈন্য ইটালিয়ান সোমালিয়াতে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত এণ্ডেহায়ে বলা হইয়াছে: "বর্তমান টহলকার সৈন্যসমূহ দাবা-হানে দীর্ঘত অভিযান করিয়া ইটালিয়ান সোমালিয়াতে প্রবেশ করিয়াছে। দাবা সৈন্যসম (দেশীয় নিপাহী) কুব কবই দাবা প্রদান করিয়াছে। বৃহৎ চলিতেছে।

"বাকি আফ্রিকার বিমানবহর সোলোহো অফেন বোমাবর্ষণ করিয়াছে।"

দাবী অবিকৃত

৩০শে জানুয়ারী সংবাদে প্রকাশ, দাবী অবিকারের সংবাদ সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। লিবিয়ার বৃটিশ বাহিনী দাবী দাবন করিয়াছে।

আমেরিকার প্রতি হিটলারের হুমকী

৩১শে জানুয়ারী হিটলার বার্লিনে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, "যদিও বৃটেনকে সাহায্য করিতে চাহেন, তাহাও জার্মানি সাধন যে, আমেরিকার টপে ভো টিউবের নিকটে যে জাহাজ উপস্থিত হইবে, তাহার প্রতিই টপে ভো নিক্ষেপ করা হইবে। যদি আমেরিকান টেটসমূহ ইউরোপীয় সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উৎকণ্ঠা আমেরিকার লক্ষ্য পরিবর্তিত হইবে। ইউরোপ অনুগ্রহ চেষ্টার বাধ্যপ্রদান করিবে।

সার্বভৌমতার বিস্তারকল্পে হানা

লৌ-বিভাগের এক এণ্ডেহায়ে প্রকাশ, সৌবহরের সোর্ডক্লিপ বৃহৎ স্বেপ গত ২৯ ফেব্রুয়ারী সাকলোর সার্বভৌমতার একটি প্রধান বিস্তারকল্পের উপর আক্রমণ পরিচালন করে। একটি বৃটিশ বিমান বোমা গিয়াছে।

উত্তর ক্রান্তি বিমান হানা

রাজকীর বিমানবহরের জরী স্বেপগুলির কয়েকটি ঝাঁক ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া এবং পুনরায় বোম্বার্ড স্বেপগুলিকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় দিবাভাগে জার্মান অবিকৃত এলাকার ধূসলীলা বিস্তার করিয়াছে।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য আক্রমণের বেগ কয়েক-দিন বন্ধীভূত থাকার পর এই সবত স্বেপ এবং অব্যাহত বৃটিশ বোম্বার্ড স্বেপ এককভাবে অগ্রসর হইয়া রাজকীর বিমানবহরের পক্ষেও ২৪ বন্টা ব্যাপী আক্রমণ হাভে পরিণত করিয়াছে। রাজকীর স্বেপগুলি বৃটেনের উপর জার্মান বিমানের হানার তুলনায় অনেক বেশী তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে।

বোটের উপর সাংখ্যিক আক্রমণ পরিচালনের দৃষ্টি ঝাঁপি আক্রমণ হইয়াছে; তদুপরে বুনী আক্রমণ হইয়াছে হইবার।

বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক আগরভাট দখল

কারবোর সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশবাহিনী আগরভাট দখল করিয়াছে। উহা লোহিত সাগরের তীরবর্তী বন্দর মাসওয়াদাবী বেলপরের উপর অবস্থিত একটি সাম-রিক গুরুত্বপূর্ণ পথ। বৃটিশ সেনা কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত একটি এণ্ডেহায়ে ঘোষিত হইয়াছে যে, বৃটিশ বাহিনী আগরভাট পথ দখল করে। বহু কামান ও পাড়ী সহ পত পত ইটালীয় সৈন্য বন্দী হয়। তদুপরি বৃহৎ বাহাধী ও প'চিটি হাভা এবং ১৫টি কামান ধূস-করা হয়। আগরভাট দখল দীর্ঘত হইতে ৮০ মাইল দূরে ইটালীয় অবিকৃত এফিহিয়ার অবস্থিত।

টানা বণাকনে দাবীসেপ আক্রমণে ইটালীয়সম্মা বিব্রত হইতেছে। স্বেপট হাইনে-সেনাধীরা আফিসিনিয়া প্রত্যাবর্তনের পর হইতে কুব দলে বিতরিত দাবীসেপকে অতিষ্ঠ সেনাধীর পরিচালনাধীনে জাহানগকে হুমকিত ও সজ্জ্ব সৈন্যসলে পরিণত করা হইতেছে। একটি এণ্ডেহায়ে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশবাহিনীর আফি-নিয়া অভিযানের পর আফিসিনিয়া-জিবুতী বেলপরের আইসার উপর এই কুতীতবার ঘোষাধিত হইল। আফি-কদাবী সোমালিয়াতে হইতে অনুমান ৩০ মাইল দূরে

অবস্থিত। আফিসিনিয়ার বণাকনে দোহা এলাকার বৃটিশবাহিনী চাল কেডার ইটালীয়সম্মা বোম্বা-গোজার মোড় দিয়া পশ্চাদসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং বৃটিশবাহিনী জাহানের পশ্চাদসরণ করিতেছে। ইটালীয়সম্মা সোমালি-ন্যাডের বিভিন্ন বণাকনে বৃটিশ বাকীবাহিনীর চাল বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি এণ্ডেহায়ে ইহাও বলা হইয়াছে যে, অগ্রগামী বৃটিশবাহিনী পুনরায় কেবল অফিসিনিয়া পশ্চাদসরণকারী ইটালীয়সম্মা বাহিনীর পশ্চাদবাহনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহে-টু এলাকার অভিযান চলিতেছে। যাহে-টু হইতে আরও নকিণে বোম্বাতি দাবক দাব বৃটিশবাহিনীর করতলপত হইয়াছে। বহু ইটালীয়সম্মা সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ইটালী-অবিকৃত পূর্ণ আফ্রিকার কয়েক স্থানে সাউথ আফ্রিকা বিমানবহর বৃটিশবাহিনীর অগ্রপতিতে সাহায্য করিতেছে।

বাকি আফ্রিকা বাহিনীর অগ্রাভিযান

আফিসিনিয়ার অভিযানে বাকি আফ্রিকা বাহিনীর সার্বভৌমতার যে বিশেষ সংবাদবাজ গরিয়াছেন, তিনি জানাইতেছেন যে, কেনিয়ার সমগ্র অঞ্চল হইতে আক্রমণকারী ইটালীয়সম্মাকে বিতাড়িত করিবার পর বাকি আফ্রিকা বাহিনী প্রবহবার পত্র-অবিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। এই সবত কৃৎকার যোদ্ধাকে পত্রসেপে পৌঁছিবার পূর্বে অসহনীয় উত্তাপ লাহার কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। গত ছয় দাব দাবত পত্র-অবিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য।

সাকল্যমণ্ডিত গ্রীক অভিযান

গ্রীক হাই কমাণ্ডের এক এণ্ডেহায়ে আর একটি সাকল্যমণ্ডিত বাহিনীর অভিযান শিশন ও আরো পত্র সৈন্য বন্দীর সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

গত কয়েকদিনব্যাপী সাকল্যমণ্ডিত সংগ্রামের পর ফ্রিয়ার উত্তর দিকের সমগ্র পর্বতমালা গ্রীক বাহিনীর করতলপত হইয়াছে।

কিরেন অভিযানে অগ্রাভিযান

আগোরভাট অবিকারের পর বৃটিশ সৈন্য বাহিনী মাসওয়াদাবী বেলপরের ৫০ মাইল পূর্ণ দিকের কিরেন অভিযানে অগ্রসর হইতেছে।

আগোরভাট বেঙ্গল হুমকিত ছিল; সতর্কতা: সেইরূপ হুমকিত হয়ে কিন্তু জাহা হইলেও বৃটিশ বাহিনী বৃহৎ অগ্রসর করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ পর্বতসমূহ ভেবেইনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইটালীয়দের আগরভাট অনুকূল চাইবে। আগোরভাট দাবার বিতাড়িত ইটালীয় বাহিনী নিবৃত্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েক পত্রকে বন্দী করা লহেও অনেক পদারর করিয়াছিল।

অনেক সামরিক সুবপাত্র বলিয়াছেন যে, জাহেলু ইটালীয়রা বর্তমানে পুনর্বার সতর্কতাক অবস্থায় পতিত হইয়াছে।

প্রকৃত প্রকারে ইটালিয়কে চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। অবশ্য এই অবস্থায়ও ইহারা আতঙ্ক আর কয়েকদিন আরম্ভ করা বাকিতে পারে। উত্তরবো বৃটিশ কামান হইতে মেটোপোশদার মোতে খেল বর্জন করা হইতেছে এবং বৃটিশ বাহিনী ইটালীয়সম্মাকে আফি-নিয়া অভিযানে জাহাটরা লইয়া লাইতেছে।

এই অঞ্চলের ইটালীয়রা খেল সামিক হস্তস্ত হইয়া পতিয়াছে। কারণ জাহা মনে করিয়াছিল যে, জাহানগকে তদু অঞ্চল-স্রমিক দাবসীসের গরিয়া বৃহৎ সসুধীস হইতে চাইবে। নিব্রিত সামরিক অভিযানের সসুধীস হইবার কথা তাহাদের মনে উদ্ভিত হয় নাই।

রহস্যের সামরিক সমালোচক বলিতেছেন যে, আগোর-ভাট দাবন ও বৃটিশ বাহিনীর আরো অভিযানের সংবাদ বৃটিশের সামরিক পত্র ও ইটালীয় পূর্ণ আফ্রিকা সাম্রাজ্যের দিকের বৃটিশের সামরিক নেতৃবৃন্দের দৃঢ়তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। প্রকৃত অবস্থায় ইহা ইটালীয় সৈন্যবাহিনীর সামরিক অগোপ্যতার পরিচায় সমালোচনা।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

মেদিনীপুর—

গ্রামবাসিনগণ কৃষিকার্যে সাময়িক ভাবে আটকা পাকায় এবং কঠকগুলি মহকুমার মস্যা ও আনুসঙ্গিক দুর্বনয়র জন্য (বিশেষ করে কৃষি, তেলুগু ও মসরে) মেদিনীপুর জেলার পল্লী-উন্নয়ন কার্য সাময়িক ভাবে স্থগিত ছিল। সম্প্রতি গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের সাফল্য-মন্ডিত পল্লী-সংগঠন কার্যাবলীর বিবরণী পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয় অভাব ও তাহা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সহ মহকুমার পল্লী-সংগঠন কার্যাবলীর অনুসরণের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারে পল্লী-উন্নয়ন কার্যে প্রচুর সাফল্য (সত্য) করা হইয়াছে। জন-সাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদীপনা সঞ্চারিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকারের সঠিক প্রয়োজন সহ একটি গঠন-মূলক পরিকল্পনা তৈরী করিবার পক্ষে বিশেষ সাড়া পাওয়া গিয়াছে। অনেকগুলি পল্লী-সংগঠন সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং ইউনিয়ন বোর্ডের মিকট হইতে মাঝে মাঝে সাহায্য পাওয়া তাহারা সমবেতভাবে নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন পথ রক্ষাপ্রণোদিত প্রমুখ সাফল্য, পল্লী প্রাচীরগুলি অসম্পূর্ণ করিয়া আশ্রয় ও শিক্ষার ব্যবস্থা, বরফপানের পিকা-কেন্দ্র এবং সর্বত্র ভিত্তিতে বীজব্রুনের অঙ্গ-প্রাণিকেন্দ্রের প্রথম নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন, নতুন লাভা চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে।

এখানে একথা উল্লেখ করা হইতে পারে যে, ইউনিয়ন বোর্ড এবং পল্লী-মজল সমিতিগুলি স্থানীয় প্রয়োজনের যে সকল সংগঠনমূলক কাজ শুরু করিয়াছে, তাহা চালাই-বার নিমিত্ত বাঙাল সরকারের ইচ্ছামত ব্যয় করিবার উদ্যোগ হইতে ১৫,৬৫০ টাকা মজুর করা হইয়াছে। এই সাহায্য মজুর হওয়ার কালে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদীপনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং দেশের অভাবের পল্লী-সংগঠন কার্য পরিচালনার পক্ষে ইহা বিশেষ সাহায্য করিবে। যে সকল প্রতিষ্ঠানে এই সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থানীয় চীফা তুলিবার জন্য উদ্যোগ পড়িয়া লাগিয়াছে।

আটাল শিলা-পর্বত

বাসিন-মহকুমা-পল্লী-সংগঠন সমিতি বিশেষ সাফল্য-মন্ডিত ভাবে এক পক্ষ কাল একটি পল্লী-সংগঠন পিথির পরিচালনা করিয়াছে। সদর উত্তর এবং দক্ষিণ মহকুমার এসোসিয়েশনও সম্প্রতি এক পক্ষ কালের জন্য দেশের খামার অঙ্গ-প্রাণিকেন্দ্র নামক স্থানে একযোগে একটি পিথির পরিচালনার কার্যে নিযুক্ত আছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্য, পল্লী-সংগঠন সমিতির সভাপতি, এবং উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সহায় হইতে নিযুক্ত পল্লী-কর্মী এবং বিভিন্ন বিভাগের ১২৫ জন অফিসারকে বহুবিধ পল্লী-সংগঠন কার্য সম্পর্কে একাধারে হাতে-কলমে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নিকা প্রদান করা হইয়াছে। বাসিন্দা হইতে তিন মাইল ব্যাস লইয়া প্রায় কুড়িটি গ্রামে হাতে-কলমে কাজ নিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শিক্ষাবীন অফিসার এবং কর্মীসম প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের অভাব-অভিযোগের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া পল্লী-সংগঠন কার্য-বলীর একটি ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরী করিবে এবং কাজ চালাইবার নিমিত্ত প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া পল্লী-মজল সমিতি স্থাপন করিবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বাহাতে বুঝি পার, তৎক্ষণা বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত বহুতর দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

বহুতর নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে বহুতর প্রদান করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর, পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর, নবী-চর্চা সম্পর্কিত ডিরেক্টর, সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার, প্রাণিকেন্দ্রের দায় সুকুমার চ্যাটার্জি বাহাদুর, এম. বি. ই. এবং সোসিয়াল সাভিস লীগের ডাঃ ডি. এম. মৈত্র।

বিষয়—পল্লী-স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা, পল্লী-সংগঠনের মনস্তত্ব, নবী-চর্চা এবং শারীরিক দৃঢ়তা, পল্লী-পঞ্চায়ত বিকিকিমে এবং পল্লী অর্থ, সর্বত্র স্বাস্থ্য সমিতি এবং জাতীয় সংগঠনের ভিত্তি। বাহাতে একজন বহুতর সুসমস্ততা ভাবে সমগ্র সদর মহকুমার ভিত্তর পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত কার্যাবলী পরিচালনা করিতে পারে, তৎক্ষণা এই পিথির এক মল কর্মীকে ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করিয়াছে।

নোয়াখালী—

গত ডিসেম্বর মাসে সদর মহকুমার কতিপয় প্রচার-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা, মৃত্যু মৃত্যু ফসলের আবাদ, পত-বাঁধার আবাদ এবং ব্যক্তিগত নামে পোট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব সুবিধার বিষয় আলোচিত ও জনসাধারণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সার্কেল অফিসার রাজাপুর, সোনা-গাঙ্গী, হাঙ্গলনাইয়া ও পরভরাতে প্রচার-সভার বহুতর করেন এবং প্রবাসতঃ পল্লী-উন্নয়ন কার্যে লোকসিগকে উদ্বুদ্ধ করেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা

দক্ষিণ সাতারা আদর্শ পল্লীর কর্মীরা জল পরিষ্কার করিয়াছিল এবং (১) চৌগাঙ্গী ভবনের সমুদ্র পুকুরপীর ও (২) জয়নগরের পুকুরপীর জলজ জন্তুর পরিষ্কার করিয়াছিল।

স্থানীয় পল্লী-মজল সমিতি সদর সার্কেলের কেন্দ্রপূর ইউনিয়নের কাওকুচাটে একটি পল্লী সভাগৃহ নির্মাণ করিয়াছে।

রাজশাহী—

রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার বিগত ডিসেম্বর মাসে পল্লী-উন্নয়নের যে কাজ হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

সদর পল্লী-উন্নয়নের যে প্রথম নিকা কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল, তাহা ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বন্ধ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে সহকারী সেক্রেটারী ট্রেনিং প্রাণ কর্মী ও অফিসার-গণের কার্য সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠ করেন। তাহারা নিকা প্রাণ হইয়াছেন, তাহাদিগকে এই সভায়ই কেসা ব্যাকিটেট সার্ভিসকেট বিরাছেন।

চরখাট পানার আদর্শ ইউনিয়নে শুধু যেচহামূলক প্রব দ্বারা এক মাইল দূর একটি রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই ইউনিয়ন বোর্ডেই জলবজরাবাড়ীতে একটি পল্লী সভাগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। এই ইউনিয়ন বোর্ড হইতে জল পরিষ্কারের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। বরফনিয়ের নৈশ-বিদ্যালয় পূর্ণবয়স চলেছে এবং জনসং-উন্নতি লাভ করিতেছে।

ককিলাজ (সদর)—

বিগত ডিসেম্বর মাসে ককিলাজ সদর মহকুমার পল্লী-সংগঠনের যে কাজ হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

গতপর্বেকের প্রথম টাকার যে সদর মহকুমার দেওয়া বহুতর হইয়াছে, তাহার জন্য আনুসঙ্গিক স্থানীয় লোক বহন করিবে। এই টাকা আদায় করা হইতেছে এবং নীচের কাল আদায় হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ কচুপীপানা পরিষ্কার করার কাজ আত্মরিক্তার সহিত আরম্ভ করিয়াছে।

নৈশ-বিদ্যালয়সমূহ হইতে তাহাদের কার্যাবলীর আশিত্তেছে। আলোচ্য সময়ে যে কাজ হইয়াছে, তাহা বেশ সন্তোষজনক। জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাক্ষরতার বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করা হইতেছে।

মাদারীপুর (ককিলাজ)—

ভারত গভর্নমেন্টের প্রথম টাকা দ্বারা ২৭টি মল-কুপ বনন করা হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের সাহায্যের টাকা দ্বারাও মলকুপ বননের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইউনিয়ন বোর্ডের বাজেটে যে টাকা মল-কুপের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা মৃত্যু মলকুপ বননের ব্যবস্থা হইতেছে।

ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ কচুপীপানা পরিষ্কার কার্যে মচটে হইয়াছে।

গভর্নমেন্টের প্রথমদয় ষাটগুলিকে যত্নের সহিত পালন করা হইতেছে এবং এই মহকুমার পত-বাঁধা ও জলের অভাব দূই হইয়া না।

যে মহকুমার নৈশ-বিদ্যালয় আছে, তাহার কাজ ভালই চলিয়াছে। মাতবরের দ্বারা লাইব্রেরীর পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য ১২৫ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। মত-পাড়ার একটি লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য তথাকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

নবীয়ার ব্যবস্থা-পরিষদের উপ-নির্বাচন

মোসলেম-লীগ প্রার্থীর জয়লাভ

নবীয়া পূর্ব পল্লী (মুসলমান) কেন্দ্রে বর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদের উপ-নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। মোসলেম লীগের মনোনীত প্রার্থী ডাক্তার আবদুল বোভালেব মালিক বহু ভোটে নির্বাচিত হইয়াছেন। বহুদলীয় আকর্ষণ হোসেন জোয়ারীরের বৃত্তাভেই এই আসন পূন্য হয়।

ভোটের ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ডাঃ আবদুল বোভালেব মালিক (লীগ)	৬,৪০০
ডাঃ মোহসেন আলী (কৃষক-প্রাণ)	২,৬১৬
এম. এম. জহরুলীন	১,৩১০
আবদুল্লাহ হক	৬০২

আমেরিকার হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎ-কারের প্রতিক্রিয়া

মাদা ডীপ অধিকারের চেষ্টা

“সিউজ ক্রমিক্যান” পত্রিকার নিউইয়র্কস্থিত সংবাদ দাতার ভাবে প্রকাশ, নিউইয়র্কের গুডরিক্যান মহনের কার্য এই যে, যৌথ ব্রিটেনকে আক্রমণ করিবার পূর্বে আমাধী দুইএক মাস কাল আমাধী তুসলানগরে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইটালী যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল তাহার ভাব প্রবণ করিয়া ব্রিটেনকে বহনভব করিত্ত্ব ও বারেন করিতে চেষ্টা করিবে। মাদা অধিকার করিয়া হইবার জন্যও আমাধী সতর্কত্ব একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

নোরাখানী জেলার হিন্দুদের অবস্থা

[৮ম পৃষ্ঠার পেশাংশ]

বিভাগ

এ-জেলার ৪৭-মাসিকী বোর্ডের কাজ বেশ সুচারুভাবে চলিতেছে। এ-পর্ষদ উক্ত পক্ষের সমস্তকর্মের আশেপাশে ৩৭,৩৭,৮৩০ টাকা মূল্যের বোনা-পাওনা বিক্রয় হইয়াছে। প্রথম প্রথম এক আর্থী তুল্য ভাতি হওয়া বিচিত্র নয়; কারণ যে-সকল স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোক লইয়া বোর্ড গঠিত হয়, আইনের মানা মার পাচ সময়ে জাহানের কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ উন্নতিও পরিলক্ষিত হইতেছে। সাধারণতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ দুজিবান ব্যক্তিবর্গকেই এ-কার্যের জন্য মনোনিবেশ করা হয়। জাহানের কর্তৃত্বভাষিতে সাধারণ তুল্যভাষি হইতে বঞ্চিত পাবে, কিন্তু বোটারুটিভাবে জাহানের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইয়া থাকে।

৪৭-মাসিকী বোর্ডগুলির বিরুদ্ধে প্রায়ই দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়। হইতে কোথা কোথাও দুর্নীতি দেখা যায়; কিন্তু প্রচারকার্যের সুবিধার জন্য উহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া সেখান হয়। বোর্ডগুলির উপর বিশেষ কড়া নজর রাখা হয়, তদুপরি ইনসপেক্টরসহ সন্দর্ভনা উহাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে স্থানীয় দুর্নীতি ও মন আচরণ বেশী দিন ঢাকা থাকিতে পারে না। দুর্নীতি বা অনুলুভতা করা পড়া মাত্রই বোর্ডের সদস্যগণের পরিবর্তন ও আশ্রয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে জোর জুটনের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ, মহাজন ও বাতকের সমস্তকর্মই স্বীকৃতি হইয়া থাকে। বোর্ড উহা নিশ্চিত করেন মাত্র। এই সে-দিন মাত্র বোর্ডগুলিকে ১৯ (৭) ধারার বিধান-মতে কাজ দেওয়া হইয়াছে। তদুপরি বোটারুটি মতের বোনার উহা প্রযুক্ত হয় এবং তেমন কেহও ফলাফল দেখা দেয়। তদুপরি ৪৭-মাসিকী বোর্ডের নির্দেশ চূড়ান্ত নয়। যেকোন ব্যক্তিই এবং সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মতে জেলা জজের কাছে বোর্ডের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে। জেলা ব্যাঙ্কিট্টেরও নিয়ন্ত্রণকারি হইয়াছে। আপীল ও পুনর্বিবেচনার জুরি জুরি আবেদন আসে। কোথাও কোন মোহ-জট পরিলক্ষিত হওয়া মাত্রই উহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হয়।

অধিক বাজনাতে নবীর কৃষি-বাতক আইনের আওতাধার হইলে জাহান অন্য কেহ কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া আসিতেছে। আইনের বিধানসমূহ বিশেষভাবে অনুবাহন না করার দৃষ্টিতে দাবী করা হইতেছে, ইহা নিশ্চয়ই দেখা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত আইনের দ্বারা অধিবাস প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কারণ আইনের বিধান অনুসারে বাতীর বোনার মধ্যে বাজনা সর্বাত্মক পরিশোধ। বাকী বাজনার পরিমাণ মতই চুক্তি না কেন, অধিবাস সাধারণতঃ এক বৎসরের বাজনা আদায় করিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষি-বাতক আইনের বিধানমতে হারতরা এখন হান মনের সম্পূর্ণ বাজনা এবং বাকী বাজনার মূল্যপক্ষে ১ রূপ আদায় করিতে বাধ্য। হুতরা; দেখা হইতেছে, বাকী বাজনা সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত অধিবাস প্রার্থী লুই বৎসরের বাজনা একসঙ্গে আদায় করিতে পারেন। বনি বাজনাতে বোনার মধ্যে গণা না করা হয়, তাহা হইলে অন্যান্য বোনার জন্য সম্পত্তি নিশ্চয়ই ক্ষেপ হইবে; তেমন অবস্থার আশঙ্কায় মালিক করিয়াও জুয়াবিকারী কিছুই মত করিতে পারিবেন না। তদুপরি ৪৭-মাসিকী বোর্ডের সাহায্য গ্রহণ করিতে আশঙ্কিত হইয়া যায় বীকার করিতে হয় না; হুতরা; উক্ত পক্ষ বাকী হইতে বাকী পায়।

মাত্র কিছু দিন পূর্বে নোরাখানী জেলার প্রাথমিক শিক্ষা আইন বলবৎ করা হইয়াছে। অধিবাসীদের বেশীতর ভাগ উক্ত আইনের আশ্রয়ভুক্ত উপলব্ধি করিয়া বিনা-বিহার শিক্ষা-কর্ম নিজেই। বোর্ডের উপর প্রায়ের অব্যবহিত হইতে বা টোলের জন্য পূর্বে একজন সাধারণ লোককে বাহা মার করিতে হইত, এখন তাহাকে উহার অধিক মার করিতে হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনভার এক্ষণে জেলা জুল বোর্ডের উপর দায় হওয়ায় জাহান সুযোগ বিক্রয় দিগোপ এবং বিদ্যালয়-গুলির কার্যাবলী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বোর্ডের পরিচালনাবলী বিদ্যালয়গুলিতে বেশ ভাল পড়া শোনা হয় এবং উহাদের আদায়পত্রও উন্নত ধরনের। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইলে সমগ্র জেলা উপকৃত হইবে। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা মেহৎ মন নয়। কলনের অবস্থা ভাল—এ-বৎসর মন্য হয় নাই। আইনে পরিকল্পিত ব্যবস্থাকে এক্ষণে কার্যকর প্রয়োগ করা হইতেছে। বর্তমানে বোর্ড ১,৭৫০টি বিদ্যালয়ে বাকীভূতি পড়া শোনা চলিতেছে; তদুপরি ১,২০০টি বালকদের এবং ৫৫০টি মেয়েদের জন্য।

বিগত ১৯৩৮ সনে প্রাথমিক শিক্ষা আইনের বিধান মতে তদারীকন জেলা ব্যাঙ্কিট্ট বি: আর, কে, মি, আই, সি, এস, জেলা জুল-বোর্ড গঠন করেন।

বোর্ড বেশ যোগ্যতার সহিত কাজ চালাইয়া আসিতে-ছেন। অন্যান্য কতিপয় বোর্ডের অনুকরণে নোরাখানী জুল বোর্ডও যির করিয়াছেন যে, জনসাধারণ অনুপাতে বিভিন্ন সমস্যার হইতে শিক্ষক গ্রহণ করা হইবে, তৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইবে। নিম্নে জেলা জুল বোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষকের শতকরা হার দেওয়া হইতেছে:—

	শতকরা।
হিন্দু	৩১.৩
মুসলমান	৬৮.৭

বিদ্যালয়গুলির স্থান নির্ধারণ করিষ্ট সকল সমস্যার সমাধানে প্রতি বিশেষ নজর রাখিয়া বিদ্যালয়গুলির স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন।

ভিক্টোরিয়া-মার্কা টাকা ও আধুলি

কেরং এরূপের তারিখ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

গত ১৯৪০ সালের ১১ই অক্টোবরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকা ও আধুলি প্রচলন বন্ধ করা হইতেছে। ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত উহা কেরং লগুনার বিবিলকৃত ভাষি হইলেও আরও ৬ মাসের জন্য অর্থাৎ ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমস্ত সরকারী ট্রাকারী ও ডাকঘরে উহা কেরং লগুনা হইবে। ১৯৪১ সালের ১লা অক্টোবরের পর পুনরায় পর্যন্ত বোম্বাই ও কলিকাতার বিভাগে ব্যাঙ্কের ইন্-বিভাগের অফিসে উহা প্রচলন করা হইবে।

কাজেই, যাদের কাছে ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকা বা আধুলি আছে, তাহাদিগকে অগ্রহণ এক্ষণেই জাহান বাকীপ্র শুলক উহা কলকাতা নগরে উপস্থাপন দেওয়া হইতেছে।

কলিকাতার বিমান-আক্রমণ মহড়া

অধিবাসীদের সহযোগিতা

গত ৩০শে আগস্টের বোমা ৩-৩০ মিনিটের সময় বিমান আক্রমণ নতরুজলুচ মহড়া আয়ত হইলে জাহান উপর যে সমস্ত বাসবাসন চলাচল করিতেছিল, সেগুলি বাহিয়া যায়। কলিকাতা, ২৪-পথপা, হাওড়া, তপস্বীর কারখানার অভ্যন্তর উপর মহড়া দেওয়া হইয়াছিল।

মহড়া শেষ হইবার পর বাতমার বিমান আক্রমণ প্রতি-রোধ বিভাগের কন্ট্রোলার মি: সাইমন বলেন,—পুলিশ ও সিভিক পার্টমেন্ট বিশেষ তৎপরতা গ্রহণ করিতে সমস্ত পাড়ী-ঘোড়া বাতমার বাস নিকে দীর্ঘ করািয়া রাখিয়াছিল। পরের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী যেরে ডিউর অবস্থান করিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল। শতকরা ৩ কি ৪ জন লোক জাহানের উপর না হয় জাহানের অবস্থান করিতেছিল এবং অতি অল্পসংখ্যক লোক নব্বাজেনী করিয়া জাহান উপর দুর্ভাগিয়া করিতেছিল। এক কথার বলিতে গেলে বলা যায় যে, পরের সমস্ত অধিবাসী সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। সহ-যোগিতা আরও উন্নত ধরনের হইতে পারে। নতরুজলু সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার জন্য আরও অধিক মহড়ার প্রয়োজন হইবে।

মি: সাইমন বলেন, যদি কোন ব্যক্তি জনসাধারণ-গণতঃ বাহিরে থাকিয়া দিগেছে বিপন্ন করে, তবে সে কেবল নিজের কতি করে না, সমাজেরও কতি করে। কারণ আতত হইলে জাহানকে হাতা হইতে কুড়িয়া লইয়া হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে এবং সেখানে জাহানকে চিকিৎসা করিতে হইবে। তিনি বলেন, যে পর্যন্ত জনসাধারণ সচেতন ও সজাগ হইতে গিয়া, পণ্ডিতে অত্যাচার না হইতেছে, সে পর্যন্ত বিমান আক্রমণ নতরুজলুচ মহড়া চলিতে থাকিবে। যদি প্রয়োজন হয় জাহান হইলে কড়া বন্দে লোকজনকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন কোন অঙ্গনে পাড়ীটানা পড়-গুলিকে বৃদ্ধ করা হয় নাই এবং কয়েকখানা ট্রাক ও বাসের দ্বারীপণ নল জদিয়া আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করে নাই। কোন কোন অঙ্গনে শিক্ষিত ব্যক্তি ও তর মহিলাগণ চলাচল করিয়াছেন। অধিবাসী পুণমার মহড়া দেওয়া হইবে। বিমান আক্রমণ কালে অধিবাসীগণ বাহাতে মাটির দীর্ঘ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তৎকাল্য সুলক নির্মাণের কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

নিম্ন প্রতিষ্ঠানে পাম্প প্রদান

বিমান আক্রমণ কালে আগুয় বোমা হইতে বাক্য পাইবার জন্য ডাক্তার সরকার সমস্ত শির প্রতিষ্ঠানকে এক প্রকার পাম্প সরবরাহ করার কথা বিবেচনা করিতেছেন। সরকার মনে করেন যথেষ্ট সংখ্যক পাম্প সংগ্রহ করা প্রত্যেক শির প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কতগুলি পাম্পের প্রয়োজন হইতে পারে, অধিবাস সরকারকে জাহান জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

বর্তমানে প্রত্যেকটি পাম্পের মূল্য ২,৩০০ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। সরকার মনে করেন অধিক সংখ্যক পাম্প নির্মাণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে উহার মূল্য হান পাইতে পারে।

বাঙলা শতর্পমেন্টের উদ্যম

ম্যানেজিং নিয়ন্ত্রণের জন্য অভিযুক্ত জাহান
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

বর্তমান বৎসর পলী ও সিভিলিয়ান অফিসে ম্যানেজিং-নিয়ন্ত্রণ কার্যের জন্য অধিবাসী অভিযুক্ত জাহান নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত বাতমা শতর্পমেন্ট ২,৬০০ টাকা মূল্য নির্ধারণ।

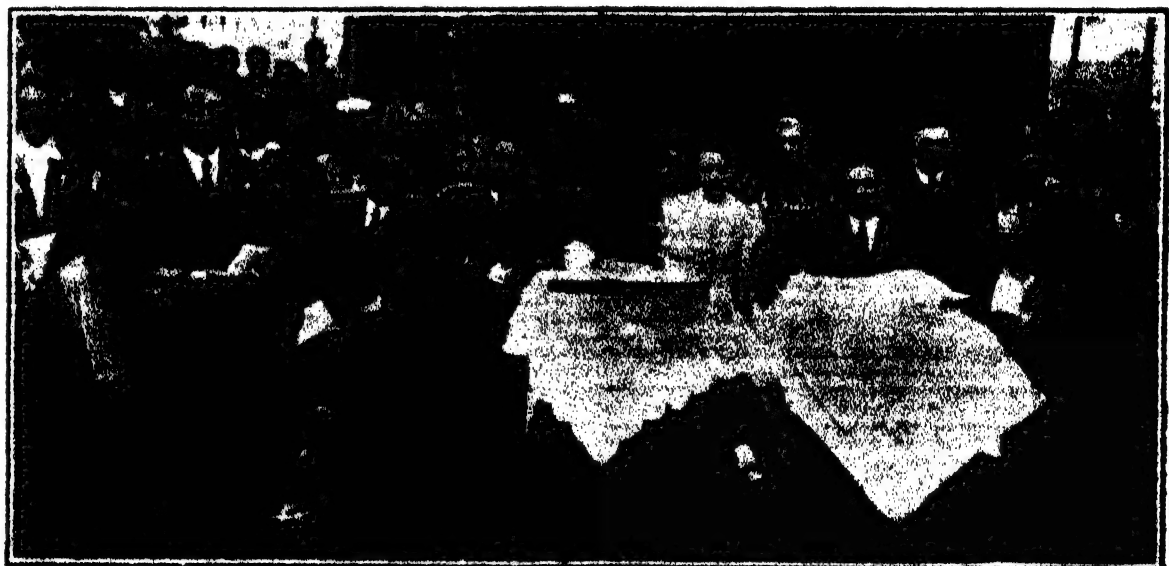
ବ୍ରାହ୍ମଣବାଢ଼ିର ବାହୁଲ୍ୟ କୃଷି-ସମ୍ପତ୍ତି

विनाईट कम-गडाद वरु ठा वान

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রিসভার সভা ২০শে জানুয়ারী কোম্পানীকে
 পরিশোধিত করেন। স্বাধীন কমিশনারীরা স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রিকে
 বিপুলভাবে সমর্থিত করেন। অতঃপর ২৫ জানুয়ারী
 বৈঠকে এক নিষ্পত্তি অনুমোদিত হয়। যেখানে
 কমিটি, স্বরাষ্ট্র এইচ. ই. কুল জবাবদারদের কমিশনারীকে
 আনন্দেরাপুর এইচ. ই. কুল এবং দেবদীপসি থানার কমিশনারী-
 বৃন্দকে পক্ষ হইতে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রিকে প্রতি মানপত্র প্রদান
 করা হয়। মানপত্রের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রি সভায় বক্তৃতা
 করেন। বক্তৃতায় তিনি সুসম্মানসম্পন্নকৈ সীলের আদর্শ
 গৃহদের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি
 পাট-সমস্যা সম্পর্কে সভায় আলোচনা করেন। পাট-
 চাষের ক্ষতিগ্রস্ত হোবার সম্পর্কিত একটি আণাঘী সংসদকে
 সংশোধন করা হইবে, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রি সভায় এই প্রতিশ্রুতি
 প্রদান করিলে সমবেত ব্যক্তিগণ আনন্দ প্রকাশ করেন।
 পাটচাষ সংরক্ষণ করা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রি সকলকে
 অনুরোধ জানান।

হংকং ও সিঙ্গাপুর রাজকীয় পোলিশাভাবহীনীর চাবজন
ভারতীয় পোলিশাভাব নিকট-প্রাচীন এক মুক্ত সম্প্রতি
ইটালীয়দের নিকট হইতে কতগুলি বেশিমানা জিনিস
লইয়া উহা ব্যবহার করে। এই পোলিশাভাব হারিনীটির
সেই-কোয়ার্টার সিঙ্গাপুরে। এই চাবজন পোলিশাভাবকে
১২জন বেচুদারসিকের দ্বারা হইতে নির্বাহিত করা
হয়। দাক্ষিণ গোলা-বুটির মধ্যেও এই চাবজন বচকল
ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজনে একটি এই কথা দুইজনে

সাময়িক কড়পকড়ের মধ্যে এই আলোচনা বেশি
 পূর্ণ নিমিত্তে সময়ের চেয়ে অধিক দিন চলিতে, তাই
 বিটিএন সাময়িক প্রতিনিবন্ধণ আলোচনা সমাপ্ত হওয়া
 পরেও তুমতক অবস্থান করিতেছেন। উভয় কাৰ্য্যকে
 তুমী সরকারের মতন কোন ও উপাত্তের কাৰ্য্যনাট
 পরিচালনা করিবেন। কাৰ্য্যকে ৮০ জন বিটিএন কাৰ্য্যনা-
 টমিক ও হাটালের পরিচালনা আছে। অতঃপর
 উভয় প্রথম দল লক্ষ্যনির্দেশ প্রণালী অবস্থান তুমতক
 আদর্শকাৰ্য্য বাস্তবায়ন পরিচালনা করিবেন।



বি. জি. পেন্স স্টোডিন ক্লাবের বার্ষিক সম্মেলনে ব্রাহ্মণের বি: মোহনচাঁদ্রাণী সভাপতির করিতোষণ।

বন্ধানে তুরস্কের দ্বার

সিঙ্গাপুরের উপকূলবর্তী এবং বিমান-বিশৃঙ্গী বাহিনীর
একটা বড় ঘরটি এই ইলক : ও সিঙ্গাপুর যোজনা-
বাহিনী ইত্যাদি গুলিতে। এই বাহিনীর সৈন্যেরা বহু
পাঁচাবী বসনমাঝ, বহু ও বহুশ্রমেনবাহিনী করে।

“সাইমন” পত্রিকার কটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—
 “তুর্কী পতন ঘেঁষেই এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ
 পতন ঘেঁষেই সহিত প্রত্যেক আলোচনারই দক্ষিণ-
 পূর্ব বঙ্গবাসে তুরকের নিজস্ব বিশেষ স্বার্থের ক্ষেত্র
 উল্লিখে চাঞ্চল্য আকরণ প্রতিষ্ঠিত করিবার দৃঢ় নীতির
 প্রাপন করিয়াছেন। সোভিয়েট সরকারের সহিত
 আলোচনার তুরকের কর্তৃপক্ষ পুনর্বার এই আশুসি পাইয়াছেন
 যে, বঙ্গবাস অকসে তুরকের দ্বার বন্ধকার রাশিয়া আর কোনও
 সাহায্য করুক আর না করুক, অতঃপক্ষে তুরকের দ্বার-
 বন্ধকার প্রত্যেক কোনও বিপ্ল উপস্থাপিত করিবে না।

[**ଉତ୍କଳରାଜ ଶିଳା, ଲିଖିତ ଉପାଦାନ ସମ୍ବଳ**]

ব্যାକ୍ତିମନ ব্যାକ୍ତିତୀ ଏକ কো.,
 ଏକ୍ସ-ଟ୍ରା—পি ଏক ৩ এম-এম কো.,
 ইন্ডাস্ট্রি: এক্স-ট্রা—বি-আই-এম-এম কো. বি.।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

বাংলা দেশের পট্টী-উশুন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ
এইচ. এম. এম. ইগ্‌হাক, আই. সি. এম. বিসত ২৬শে
জানুয়ারী তারিখে বেনিগীপুর কোয়ার্টার্সে বহুবিধক নরনারী
ও সেনাবাহিনী কর্মীদের পট্টী-উশুন বিপ্লব-বোম্ব
পলিশিং করায় এবং পট্টী-উশুনের বিষয়ে
বক্তা প্রদান করেন। তিনি ২৭শে জানুয়ারী তারিখে
মুজারী ট্রেনিং সেন্ট্রে বিহারী শিবক ও হাজরার
সঙ্গে পট্টী-উশুন সম্বন্ধে বক্তা প্রদান করিয়াছিলেন।
উক্ত বক্তৃতি খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং শ্রীমতের
উপস্থাপিত বক্তা সেন্ট্র হইয়াছিল, ভীমসী পুর্জিত
সঙ্গে জুজুসন করিয়াছেন।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

প্রার্থীরা সম্পর্কে নূতন বিধি-ব্যবস্থা

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদানের জন্য বিদ্যমান পুরাতন পদ্ধতিতে হইয়া থাকে, উহাতে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গত কয়েক বৎসরে 'ক্যাড' ভারত পতাকা-বৈষ্ণবের আকারে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তদুপস্থিত প্রার্থীদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির বিষয় চিন্তা করিতে হইয়াছে। নিম্নে প্রার্থীদের সংখ্যা প্রদত্ত হইল:—

সংখ্যা	পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা	পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি প্রার্থীদের সংখ্যা
১৯৩৭	২৬৪	৪৭৩
১৯৩৮	৩৯২	৫৫০
১৯৩৯	৩৬৯	৫৫৮
১৯৪০	৪৬৭	৬৩৭

পরীক্ষার প্রার্থীদের রিপোর্টে বহুতর পরিবর্তন হইয়াছে, পরীক্ষার্থীদের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নতুন অনুষ্ঠান। জাহানগির পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রদান করা কেবলমাত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং পরীক্ষার্থীদের সময় ও পদ্ধতি-সম্বন্ধে পরিবর্তন হইয়াছে। জাহানগির পরীক্ষা অনুষ্ঠান প্রার্থীদের কয়েক বৎসর ধরিয়া হইয়াছে। এত অধিক প্রার্থীর নিষিদ্ধ ও বৈধিক পরীক্ষা প্রদান করা কমিশনের সাধ্যাতীত।

এই কারণে কয়েক বৎসর পূর্বে ব্যবস্থা করা হয় যে, বীজ্যতা নিষিদ্ধ পরীক্ষার আশ্রয় নবর পাইয়েন, তদুপস্থিত জাহানগির বৈধিক পরীক্ষার জন্য আশ্রয় করা হইবে। ইহা সত্ত্বেও নিষিদ্ধ পরীক্ষার প্রার্থীদের উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান ১৯২১ সনে নতুন সিভিল সার্ভিস কমিশনারগণ পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা হ্রাস দৃষ্টপথে সীমাবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টার সময় হইল, পাবলিক সার্ভিস সংক্রান্ত পরীক্ষা সত্ত্বেও জাহানগির বীজ্যতার অধিকার হইতে জাহানগির বসিতে পারেন যে, প্রার্থীদের সংখ্যা হ্রাসের অধিক হইলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রত্যেক প্রার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করিয়া জাহানগির ওপাশ বিচার করা হইতে পারে না। এজন্য জাহানগির ভারত পতাকা-বৈষ্ণবের আকারে পরীক্ষার প্রার্থীদের সংখ্যা হ্রাস করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। গত কয়েক বৎসর হইতে ভারত পতাকা-বৈষ্ণব ও ভারত সার্ভিস এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিয়া এক্ষণে নিম্ন বিধিভাষন হইল, নিম্নে প্রদত্ত ব্যবস্থারূপে উক্ত সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া উপর এবং উহাতে অনুমতিও করা।

উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে প্রার্থীদের পরীক্ষার বসিতে যেভাবে পূর্বে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের জন্য আশ্রয় করা হইবে। প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের পর কোন কোন প্রার্থী যার পদ্ধতি হইবে। কমিশন কর্তৃক পূর্বাভাস কোন কোন পরীক্ষার বিশেষত্ব: ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস পরীক্ষার এ-ব্যবস্থা পূর্ব হইতে বহুতর আছে এবং সে-কেন্দ্রে উহা কয়েক বৎসর জাহানগির হইয়াছে। ১৯২২-১৯২৬ সন পর্যন্ত পূর্বাভাস ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার অনুষ্ঠান ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। উক্ত পরিকল্পনার প্রদান বৈধিক এই যে, উহাতে যাত্র ৩০০ পরীক্ষার্থী প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তদুপস্থিত ২৭৪টি আসন বিভিন্ন এলাকার মধ্যে কয়েক হইবে। বাকী আসন কয়েক এলাকার পাবলিক সার্ভিস কমিশন হইয়াছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রার্থীদের নিষিদ্ধ ও বৈধিক পরীক্ষার প্রার্থীদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া উপর এবং উহাতে অনুমতিও করা।

হুটেনের বহিরাগিরা

রপ্তানী হইতে আমদানীর আধিক্য

গত ত্রিশবৎসরের হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪০ সালে রপ্তানীর তুলনায় প্রিটেনে মোট ৬৬০,৫৯৬,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ বেশী আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৯ সালেও আমদানীর পরিমাণ বেশী ছিল, তবে ১৯৪০ সালে রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর আধিক্য উহা অনেকাংশে ২৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড বেশী।

ত্রিশবৎসরের বাণিজ্যের পরিমাণও সন্দেহজনক বলা হইতে পারে। এই সালে মোট ২৫,০৫০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ বাল বিশেষে রপ্তানী হয়; ইহা অত্যধিক এবং নতুন উত্তর সালের হিসাব হইতেই জানা। এই সালে মোট আমদানীর পরিমাণ ৭৩,৫৭৫,০০০ পাউণ্ড। ইহা, ১৯৩৯ সালের ত্রিশবৎসরের সংখ্যা হইতে ১৩,০০০,০০০ পাউণ্ড কম। এই বৎসরের তুলনায় ১৯৪০ সালের ত্রিশবৎসর সালে কিলিগ্রাম ১৭,০০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ বাসায়বাগী ও প্রায় ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ কাঁচা-বাল কম আমদানী হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই সালে ১৯৩৯ সালের ত্রিশবৎসরের তুলনায় ৯,০০০,০০০ পাউণ্ড বাল্যের কারখানাসমূহ বাল বেশী আমদানী হইয়াছে। যানবাহন, সৌর এবং ই-পাউ আমদানী এই পরিমাণ বৃদ্ধি করণ। যানবাহনের বহুতর হইতে আমদানী করা বিমানপোতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঊর্দ্ধ-নিম্ন তথ্য সংগ্রাহক কমিশন চেয়ারম্যান মি: পি. জে. টমাস ও উক্ত কমিশনের সেক্রেটারী পাটনা হইতে কমিশনার আসিয়া শৌহিরাছেন। কমিশনের সদস্যবৃন্দ ১ সপ্তাহকাল কমিশনার বাণিজ্য সরকারী শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর এবং আরও কতিপয় অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় ঊর্দ্ধ-নিম্ন এবং কাপড়ের কম সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন। কমিশন ভারতীয় কয়েকটি প্রধান প্রধান বহন-কেন্দ্র পরিদর্শন করিবেন।

[১ম কলমের জের]

যদি কোন এলাকার কোন বৎসর প্রার্থীদের সংখ্যা উক্ত এলাকার জন্য নিষিদ্ধ আসন সংখ্যা হ্রাস হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রার্থী নিষিদ্ধ হইলে অন্য নিষিদ্ধ ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি নিষিদ্ধ কমিশন গঠিত হইবে:—

প্রেসিডেন্ট:—কেবলমাত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশনের জৈনিক সদস্য; অন্যান্য সদস্যগণ:—প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রাদেশিক সার্ভিস কমিশনের জৈনিক সদস্য; গভর্নর কর্তৃক মনোনীত বিশুদ্ধাচারের অথবা পিকা বিভাগের জৈনিক প্রতিনিধি; গভর্নর কর্তৃক মনোনীত পাসন বিভাগের জৈনিক অতিরিক্ত কর্মচারী এবং গভর্নর কর্তৃক মনোনীত জৈনিক যে-সরকারী সদস্য।

নিষিদ্ধ কমিশন উক্ত এলাকার প্রার্থীদের সাক্ষাৎ-কারের জন্য আশ্রয় করিয়া নিষিদ্ধ সংখ্যক উপস্থিত প্রার্থী নিষিদ্ধ করিবেন। আগামী ১৯৪২ সনের জানুয়ারী মাসে দিল্লিতে পরীক্ষা প্রদানের সময় উক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে। বর্তমান ১৯৪১ সনের ১৪ই মার্চের পূর্বে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বেশীর ভাগের অধিকাংশ হইলে, তৎকাল পলিটিক্যাল অফিসারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। বীজ্যতা বর্তমানে ইংলণ্ডে আছে, জাহানগির আবেদনপত্রগুলি ১৯৪১ সনের ৩১শে মে তারিখের পূর্বে সরকারিভাবে কেবলমাত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট পৌঁছা উচিত। ১৯৪১ সনের জুলাই মাসের পূর্বে জাহানগির প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য জাহানগির হইতে পারে। প্রাদেশিক পতাকা-বৈষ্ণবের ঊর্দ্ধ-নিম্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়া উপর এবং উহাতে অনুমতিও করা।

বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ড

নূতন সদস্যদের নাম

ভারতীয় বহায়াগিরা গভর্নর নিযুক্তিবিধি সদস্য-সম্বন্ধে বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ড পুনর্গঠন করিয়াছেন:—

চেয়ারম্যান—ভারতীয় রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য (পাকা-বিচার মনে)। বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি—(১) মি: এ. পি. বেঙ্গল (বেঙ্গল চেয়ার অফ কমার্স); (২) মি: বি. সি. বোম (বেঙ্গল ব্যাংকিং চেয়ার অফ কমার্স); (৩) মি: বোম (বেঙ্গল ব্যাংকিং চেয়ার অফ কমার্স); (৪) মি: এম. এ. আফগান (বেঙ্গল চেয়ার অফ কমার্স); (৫) বাবু হরিন্দ্র কুমার (মাদ্রাসা প্রেসিডেন্সি); (৬) মি: অশ্বিনী-কুমার বোম (বঙ্গীয় বহায়াগিরা সভা)।

কিশোরিন্দ্রের প্রতিনিধি—(১) ডা: জি. জি. প্রসাদ বিহারী (কলিকাতা কিশোরিন্দ্র); (২) অধ্যাপক এচ. এম. বে (কলিকাতা কিশোরিন্দ্র)।

কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি—(১) বাবু বাবুদেব দৈব বোম (কলিকাতা কিশোরিন্দ্র); (২) মি: বিহারীচন্দ্র বঙ্গল, এম. এম. এ।

প্রতিনিধির প্রতিনিধি—(১) ডা: এ. এম. বাসিক। অন্যান্য যে-সরকারী প্রতিনিধি—(১) মি: উপেন্দ্র-নাথ এডওয়ার, এম. এম. এ.; (২) মি: আব্দুল কবির, এম. এম. এ।

অন্যান্য সরকারী প্রতিনিধি—(১) অধ্যাপক মি. সি. মরাসিম (প্রেসিডেন্সি কলেজ); (২) মি: এচ. এম. ইন্ডাক, আই. সি. এম. (ভারতীয় পল্লী-সংস্কার বিভাগের ডিরেক্টর)।

পলাতক বঙ্গ সদস্য—(১) ভারতীয় সেবার কমিশনার; (২) ভারতীয় ল্যাণ্ড অফিসার ও সার্ভে বিভাগের ডিরেক্টর; (৩) ভারতীয় কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর; (৪) ভারতীয় শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর; (৫) ভারতীয় সরকার বিভাগের ডিরেক্টর; (৬) প্রেসিডেন্সি কলেজের ইকনমিক্স-এবং সিস্টেম প্রফেসর; (৭) ভারতীয় সিস্টেমার মার্কেট; অফিসার।

বাবু নীহারচন্দ্র চক্রবর্তী, মি. সি. এম. বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর বিল.

ব্যবস্থা-পত্রবলে আলোচনা

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় বাণিজ্য পরিষদে ডিস বঙ্গীয় প্রদত্ত বিক্রয়-কর বাণিজ্য অর্থ-সচিব মানসীক মি: এচ. এম. ইন্ডাক-প্রদত্ত প্রস্তাবগুলি সিলেট কমিশনের রিপোর্ট সহিত বঙ্গীয় বিক্রয়-কর বিলের আলোচনা চলাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। বিলটি সিলেট কমিশনে পুনর্বিবেচনার প্রেরণ করা হইবে। বিলটিতে উল্লিখিত সংশোধন প্রস্তাব ৫৪-৬০ নম্বরে প্রদত্ত হইয়া গার।

সিলেট কমিশন বঙ্গীয় বিক্রয়-কর বিলের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করিয়াছেন। বঙ্গীয় বিলের প্রস্তাবিত ট্যাক্সের হার কমিশন কর্তৃক ২২ টাকা হইতে কমিয়া ১০ টাকা করিয়াছেন। কমিশন বিলটিতে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩ আমদানী-কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বাণিজ্য বিক্রয়ের পরিমাণ ১০ হাজার টাকার অধিক হইলে, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটিতে ট্যাক্স দিতে হইবে; অন্যান্য প্রকারে ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য বিক্রয়ের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার অধিক হইলে, প্রদানের উপর ট্যাক্স দিয়া হইবে। বঙ্গীয় বিলের আলোচনা আসিবে না, কমিশন সেই-সময় জমিকা বিলের আলোচনা করিবেন।

গত ১১ই জুনি হইতে বিলের বিভিন্ন বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

পূর্ব-আফ্রিকার ইটালীয়দের অবস্থা

আফ্রিকার ইটালীয়দের ব্যাপক বিদ্রোহের আশঙ্কা

আফ্রিকার ইটালীয়দের অবস্থা সম্পর্কে বেলজিয়ামের সাংবাদিক গ্যারান সম্প্রতি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মিশরে আমেরিকা ও তার সাহায্যে সতর্কতা করিয়া নিলাম।

পূর্ব আফ্রিকার ইটালীয়দের অবস্থা বর্তমানে মোটেই সুবিধাজনক নয়। তবে যে এই অবস্থার কোন উন্নতি হইবে, এমন সন্দেহনাও দেখা দাড়াইতেছে না। তবে ব্রিটিশ আক্রমণের ফলে যা কোনও আত্মরক্ষণ বিদ্রোহ প্রকাশ পাওয়ার ইটালীয়েরা পূর্ব-আফ্রিকার শীতল পরীক্ষিত হইবে ও আত্মরক্ষণ করিবে, ইতিও বসে করা চলে না। ইটালীর পূর্ব-আফ্রিকাতে যেমন ব্রিটিশ আক্রমণের ভয় আছে, তেমনই আত্মরক্ষণ বিদ্রোহের আশঙ্কাও রয়েছে। বরফ সেমিকে জুলাই অসমতল হওয়ার এবং বাসবাসন চলাচলের অসুবিধার কারণে বাহির হইতে যাওয়ার অপেক্ষাকৃত সামান্য অংশই আক্রমণ চালানো সম্ভব।

এরিসিয়া, ইটালীর সোমালিয়াও ও আফ্রিকার, এই তিনটি রাজ্য লইয়াই ইটালীর পূর্ব-আফ্রিকার সাম্রাজ্য গঠিত। ইহার মধ্যে পূর্বের বেশ দুইটি বহুকাল ধরিয়াই ইটালীর অধীনে আছে, কেবল আফ্রিকারই মাত্র কয়েক বছর পূর্বে অধিকার হইয়াছে।

এই ইটালীর সাম্রাজ্যের তিন উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই ইটালীর পালনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। ইতিমধ্যেই আরও না হইলে কোনও বিদ্রোহ সফল হওয়া সম্ভবপরও হবে; কারণ মাত্র এই অঞ্চলগুলিতেই সুদান হইতে অস্ত্রসস্ত্র ও অন্য প্রকার সাহায্য পাওয়া চলে। আফ্রিকা-আবাবার চতুর্দিকের একটা মিথিষ্ট শীতাবার মধ্যে কোনও সশস্ত্র ও অস্ত্রবিহীন বিদ্রোহ আগাইয়া তোলা সম্ভব হবে।

প্রথমে আফ্রিকার টানা-অঞ্চলেই বিদ্রোহ ব্যাপক হইয়া দেখা দিবে বলিয়া মনে হইতেছে। বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ অস্ত্রাধারী বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়াও যুদ্ধ চালাইতে পারে।

এরিসিয়াতে যদি ব্রিটিশ বহু বকম একটা জয় লাভ করিতে পারে, তবে সম্ভবতঃ তারা বাহা হাবলীয়া বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত হইবে। ফলে সেখানে ইটালীয়দের পালন-ব্যবস্থা বিপ্লবীরা বাড়া অসম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক প্রমিত প্রতিষ্ঠানের সকল

হাংকী কক্ক কৃতন আই, এল, ও, পর্মের প্রকাশ

আন্তর্জাতিক প্রমিত প্রতিষ্ঠান আই, এল, ও (ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিস) এর অনুসরণে ইউরোপের জন্ম একটি বেকী প্রমিত প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্য আঙ্গাণী বর্তমানে বিশেষ চকম চেষ্টা করিতেছে। কেনেডার অধিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রমিত প্রতিষ্ঠানের দালালটি জাহানের হস্তে সমাধি করিবার জন্য আঙ্গাণী হইল সফলভাবে অনুজ্ঞা করিয়াছে। এই দাবীর সমর্থনে আঙ্গাণী দলিয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের সকল দেশের উপরই আঙ্গাণী এক চকম কক্ক করিতেছে। জুতায় আন্তর্জাতিক প্রমিত প্রতিষ্ঠানের অফিসটিও জাহানের হাতেই থাকা উচিত। এইবার হইতে আঙ্গাণী বিভিন্ন দেশের সাহায্যিক এবং প্রমিত সলসারগুলির সহায়তায় সাহায্য করিতে পারিবে। আন্তর্জাতিক প্রমিত প্রতিষ্ঠানের সমাধিবিধি হইয়াছে, ইহা প্রকাশের জন্য আঙ্গাণী বর্তমানে কেনেডা হইতে আন্তর্জাতিক প্রমিত প্রতিষ্ঠানের দলসারী সুপারস্টার অনুসরণে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাংলার সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

দুই সপ্তাহের বিবরণী

গত ১১ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাংলায় যে সকল জেলার সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, জাহানের নাম দেওয়া হইল:—

জেলা।	রোগ।	আক্রান্ত লোকের সংখ্যা।
২৪-পরগণা	কলেজা	৩১১
কলিকাতা	"	৭৫
মহোদর	"	৮৫
কলিকাতা	"	১৩১
বাহরগঞ্জ	"	৩৮১
ত্রিপুরা	"	৩৫৫
মুজুর সংখ্যা।		
২৪-পরগণা	"	১৫৭
কলিকাতা	"	৭৭
মহোদর	"	৭১
বাহরগঞ্জ	"	২৩৩
ত্রিপুরা	"	১৮১

কলিকাতার যে সপ্তাহে বসন্ত রোগে ১২৯ জন আক্রান্ত এবং ৮১ জনের মৃত্যু হয়।

আলানশোল, মহোদর সদর এবং কলিকাতার বেসিটাইটিস রোগ দেখা গিয়াছে।

গত ১৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার যেসকল সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হইয়াছিল, মিশ্রে জাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

কলেজার আক্রান্তের সংখ্যা—	
২৪-পরগণা	৪২০
কলিকাতা	৭৭
মহোদর	৬২
চট্টগ্রাম	১২৪
কলিকাতা	৬০
বাহরগঞ্জ	২৮৯
ত্রিপুরা	২৭০

কলেজার মৃত্যুর সংখ্যা—

২৪-পরগণা	২০৪
চট্টগ্রাম	৭৬
বাহরগঞ্জ	১৭১
ত্রিপুরা	১৪৪

কলেজ আক্রান্তের সংখ্যা—

২৪-পরগণা	৭৩
কলিকাতা	১৫২
চট্টগ্রাম	৬৫

কলেজ মৃত্যুর সংখ্যা—

২৪-পরগণা	৫৭
কলিকাতা	৮৮

সরকারী বিভাগে প্রকাশ, কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি হানসার কলেজের মুক্তি জেলার বিভিন্ন বহুদর কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক মিঃ এ, এল, এল, আকবর বহুকালী কক্ক ১৯৪১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারপতিগণে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নোরাখানী জেলার পল্লী-উন্নয়ন কার্য

গত সপ্তাহের মাসের বিবরণী

গত সপ্তাহের মাসে নোরাখানী জেলার পল্লী-উন্নয়নের কার্য বেশ অগ্রসর হইয়াছে। বহুকাল ব্যক্তিগত উপকরণ ও সার্কের অফিসারগণ মকামে মকামে কতিপয় কাজ করিয়া লোকসমূহকে পল্লী-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। জাহানের বহুকাল অসামান্য বিবরণী মধ্যে উপযোগী রবি কলেজ, শীতকালের পাকপানী ও পল্লী-আবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। গ্রাম্য বেলজিয়ামের জেলার বিভিন্ন স্থানে কল্লীপান পরিচার ও বকম কাটিয়াছে। দক্ষিণ সাতরা আঙ্গাণী গ্রামে কল্লীপান ও অসামান্য বকম পান-পান পরিচারের কার্য বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে। দক্ষিণ বাসেবাঙ্গী আঙ্গাণী গ্রামেও অনুজ্ঞা কার্য করা হইয়াছে। আলোচ্য মাসে মৈত্র-বিজ্ঞানমণ্ডলি, পাঠ্যপারসন ও পল্লী-বকল সমিতিসমূহ সফলভাবে কাজ করিয়াছে। এরিসিয়াপুরে একটি মূল্য বহুকালের শিকা-কেন্দ্র ও গ্রাম্য পাঠ্যপার স্থাপিত হইয়াছে। রাকপত বাসার পদুরাতে দক্ষিণের জোবতা বাহির করিবার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য মাসে ইহার কাজ খুব ভাল চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গ্রাম-বকলসমূহ ভাল কাজ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। [শ্রেনবোট]

দিল্লীপুর মধ্য-পশ্চিম মুসলমান নির্বাচন-কেন্দ্র

বকীর ব্যবস্থা-পরিষদের উপ-নির্বাচন

বাস্ বাহাদুর বৌদত্তী মাহতাবুদীন আহমদ, এম, এল, এর মৃত্যু হওয়ার দিল্লীপুর মধ্য-পশ্চিম (পত্নী) মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্র হইতে বকীর ব্যবস্থা-পরিষদে জাহার মাসে একজন মূল্য সদস্য নির্বাচন করিতে হইবে। যোগদান করা হইয়াছে যে, আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর দিল্লী: অফিসারের (দিল্লীপুরের সদর মহকুমা হাকিম) নিকট মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিবার শেষ দিন এবং আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর উক্ত মনোনয়ন-পত্র পরীক্ষা করা হইবে।

“বেঙ্গল উইকলী”

(দৈনিক সাপ্তাহিক)

—এ—

“বাংলার কথায়”

(সাপ্তাহিক সাপ্তাহিক)

নিজস্ব মূল্য অসামান্য বাসনাতে

প্রকাশ পায় কলম।

সাপ্তাহিক প্রকাশ-সংখ্যা

৩৬,০০০ হাজারেরও বেশী।

নিজস্ব মূল্য এই ও অসামান্য মূল্য অসামান্য

কলমের জন্য শ্রী প্রকাশক

অনুগ্রহ করে —

ইসলামিক উইকলী, বেঙ্গল মার্কেট ১০৬, আগ্রা, কলিকাতা।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যয়মনসিংহের সাহায্য

সম্মিলিত প্রচেষ্টা সম্পর্কে গভর্ণরের আবেদন

“কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে অব্যবস্থাপন, ভাষা কলম বাহ্যিক সাহায্য হারাই যুদ্ধ প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। সফল শ্রেণীর সৈন্যের সর্বাঙ্গিকভাবে উত্তেজনা এবং সহযোগিতাকে আমি উহার জইতে অধিক মূল্যবান বহিরা মনে করি।”

গত ২৯শে জানুয়ারী যয়মনসিংহ জেলা যুদ্ধ কমিটির সভার বক্তৃতা প্রদান করিতে গিয়া বর্তমান মহানগর গভর্ণর বাহাদুর উপরোক্ত বক্তব্য করেন।

গত ২৭শে জানুয়ারী এক বিশিষ্ট জন-সভার কমিটি উদ্যোগে যে এক লক্ষ টাকা উপহার প্রদান করিয়াছে, তৎক্ষণাৎ মহানগর গভর্ণর বাহাদুর কমিটির সদস্যগণকে বন্দোবস্ত প্রদান করেন। যয়মনসিংহ জেলা বর্তমানে একটি যুদ্ধ বিমানের মূল্যের প্রায় সমতুল্য অব্যবস্থাপন করিয়াছে এবং মহানগর গভর্ণর বাহাদুরের যুদ্ধ বিশ্লেষণ যে, পূজা টাকা সংগৃহীত হইলে যুদ্ধ কমিটি উক্ত যুদ্ধ বিমানের সার্বজনীন করিবে “যয়মনসিংহ—১”।

সমগ্র জেলার যুদ্ধের উত্তম সম্পর্কে বাহাদুর জন্মাইয়া দিবার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন; কারণ ইহা ব্যতীত সর্বাঙ্গিকভাবে সমর্থন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা সম্ভবপর নহে।

অতঃপর মহানগর গভর্ণর বাহাদুর জেলার সিভিক পার্টিসনকে বন্দোবস্ত প্রদান করেন। কারণ উদ্যোগ উদ্যোগের অবসরের আশ্রয় বিলম্বিত দিয়া যেহেতু প্রাণো-বিত্তভাবে আইন ও শৃঙ্খলা বক্ষার্থে যত্নে হইয়াছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেন, পুলিশ ও জনসংগঠনের মধ্যে সিভিক পার্টি একটি চিরস্থায়ী ও মূল্যবান সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হইবে।

পার্টের বাহাদুরের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে উপস্থাপন করিতে গিয়া মহানগর গভর্ণর বাহাদুর বক্তব্য করেন যে, কিছুটা অত্যধিক কমে এবং কতকটা যুদ্ধের কমে ইচ্ছাসীলমান মার্কেটে ব্যবসায়ের চানচানিতে পার্টের বাহাদুরে বর্তমানে উচ্চতর সঙ্কট আশ্রিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, বাহাদুর এই সত্য উপস্থিত আছেন, উদ্যোগের

কর্তব্য হইতেছে যুদ্ধকলকে এই ব্যাপার বিলম্বিত হইয়া যেত এবং তিনি আশা করেন যে, উদ্যোগকে কোনমতে বিলম্বিত আশা প্রদান করা উদ্দেশ্যে কোন প্রকার অস্বীকার করা উচিত নহে।

মহানগর গভর্ণর বাহাদুর যে উৎসাহবাহী প্রদান করিলেন, তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ কমিটির তরফ হইতে জেলা জরীদারকে বন্দোবস্ত প্রদান করেন। তিনি আশা করেন যে, মহানগর গভর্ণর যে কথা বিনম্রভাবে বুঝিয়া গিলেন, যয়মনসিংহের সিভিক পার্টি বল জায়া যুদ্ধকল করিতে চেষ্টা করিবে।

সভা উত্তর পর গভর্ণর বাহাদুর সাক্ষি হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট-পদকে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

নেতি বেবী হার্ভার্ট গোলাম ক্যাম্পসিক কমন্ডেন্ট এবং মোস্তফা বাহিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। গভর্ণর বাহাদুর সাক্ষি হইতে সর্বোচ্চ সিভিক পার্টি বলের একটি প্যারেন্ট পরিদর্শন করেন।

উক্ত প্যারেন্টে বক্তৃতা প্রদানকালে গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, যেভাবে সার্বজনীন ব্যক্তিগত ভাবে যত্ন-প্রণোদিত হইয়া আসিয়া উদ্যোগের অবসর সময়ে জাতির সেবা করিতেছে, তৎক্ষণাৎ উদ্যোগ বন্দোবস্ত। সিভিক পার্টির সংগঠনে একটা প্রতীকবাদ হইবে যে, অবদানবাহী উদ্যোগের স্বাধীনতা এবং আইন-শৃঙ্খলা বক্ষার্থে যত্ন-পরিচর।

গভর্ণর কালীকিশোর টেকনিক্যাল স্কুল পরিদর্শন করেন এবং সেখানে জেলার দুটি শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন বীড়ের মাসিককে সাক্ষিককে প্রদান করেন। অতঃপর তিনি সূর্য্যাকার হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

উক্ত দিন সন্ধ্যাকালে নেতি বেবী হার্ভার্ট পার্সন পাইন্ড, মিশন স্কুলের “সু. বার্ডস” নামে একটি সন্ধ্যা এবং বিদ্যালয়ী বাহিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। অপরদিন কালে মহানগর গভর্ণর বাহাদুর এবং নেতি বেবী হার্ভার্ট কে একটি চারের বহুদিকে আশ্রিত করা হয়।

বারাণসী অধিকারে ভারতীয় সৈন্য-দলের কৃতিত্ব

পাকিস্তান ও পাকিস্তান সৈন্যদলের প্রাথমিক বীরত্ব

গত ৩০ ডিসেম্বরী প্রত্যয়ে দুইটি দলের অগ্রগামী সৈন্যবাহিনী বারাণসী অধিকার করিয়াছে। এইদলে পাকিস্তান, পাকিস্তান, গান্ধী ও বীরাহ সৈন্যবাহিনীর সৈন্যদল যুদ্ধে আশাশ্রিতা বিবেক এবং প্রবল করিয়াছে। পীচদ্বিধা বহিরা ভারতীয় প্রিগেড অগ্নিবির এক গিলিসহটের মধ্য হইতে যুদ্ধ চালায়। আইকোনি ও বারাণসীর বন্দোবস্তী পথটিতে অন্য আর একটি বাহিনী ১০ দিন বহিরা লড়িয়াছে। ইহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কয়েক বারাণসী অধিকার করা সম্ভব হইয়াছে। এই সফল সৈন্যবাহিনীর জন্য পথ পরিচালনা করিতে ভারতবর্ষীয় পথপ্রদর্শকবাহী বল যে কর্তৃত্বপন্থার পরিচর বিদ্যে, জায়া সফল পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তর অঞ্চলে যুদ্ধ ক্রম তীব্র হইয়াছিল বহিরা প্রকাশ। ভারতীয় সৈন্যদল যেরোবেট চার্জ (বন্দুকে সঙ্গীত চড়াইয়া যুদ্ধ) করিয়া পতনককে জায়াসের পাকিস্তান উপরকার বাহি হইতে জায়াসের। পতনক জায়াসের উপর জোর আক্রমণ করিলে ভারতীয় সৈন্যদল জায়াসে প্রতিহত করে। একবার পতনককে দুইটি বাহিনী ইংরেজ পক্ষে উত্তর দিকের বাহি আক্রমণ করে; কিন্তু যাত্রা এক ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্যই জায়াসের নাকাল করিয়া হটাঁয়া করে।

বারাণসীর চতুর্দিক বড়ই পর্বত-বহুল, অনেকটা উচ্চতরবর্ষ উত্তর-পশ্চিম দীর্ঘতর দুরবিস্থা বন্দোবস্তী বহু। ভারতবর্ষীয় সৈন্যদল এইজন্য অকস্মেৎ সন্ধি স্থপতিচিত ও অত্যন্ত খালাসেই এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে।

বারাণসী এলিভিয়ের একটি বড় বাহিনী-কেন্দ্র এবং সামরিক দপ্তর। ইহা একটি পাকিস্তান উপর অবস্থিত।

৫০০ পত হইতে কিছু অধিক পতনসময়কে বন্দী করা হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী বর্তমানে বারাণসী হইতে আর ২০ মাইল পূর্বে ও ৫০ মাইল দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব দিকে আরও ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্য আগোব্রি হইতে কেরেনের দিকট পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। প্রদান বীড়ের মধ্যে বন্দ হইয়াছে—“অতঃপর বারাণসী আশ্রিতা দল করিয়া সেখানে বাহি স্থাপন করিতে হইবে।”

মোরাবানী জেলার জনসংখ্যার উন্নতি

বাকলা সরকারের অর্থ-সাহায্য

বাকলা গভর্ণমেন্ট মোরাবানীর সদর হাসপাতালের উপস্থিতিবাহিনে অন্য লক্ষ-সংখ্যক ও বন্দোবস্তী কর করিয়া অন্য এককালীন ৭০০ টাকা দান যত্ন করিয়াছেন।

আগোড়া আর্থিক বৎসরে সন্তোষক রেপের প্রতিবেদন অন্য অতিরিভ অস্বাভী স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও জায়াস নিযুক্ত করিবার জন্য ৪,২০০ টাকা যত্ন করিয়াছেন।

গভর্ণমেন্ট আরও ২,৭৬৪ টাকা মোরাবানীর জেলা বোর্ডকে বন্দোবস্ত যত্ন করিয়াছেন; এই টাকা যাদোবিস্তার-বিবাহী পরিচরকার ব্যয় করা হইবে। এই কাজের জন্য ৫,৫২৭ টাকা ব্যয়ে জায়াস দান বন্দ করা হইবে। জেলা বোর্ড একটা প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, উক্ত ব্যয় কলম অস্বাভী অর্ডার টাকা জেলা বোর্ড দিবে এবং জায়াসে উদ্যোগ বন্দোবস্তকার ব্যয়ও বন্দ করিবে। বাকলা গভর্ণমেন্টের পের বিজ্ঞপ্তির অনুযায়ী জিওমেট্রিক জায়াসে জেলা বোর্ড উপরোক্ত পরিচরকার কার্য সম্পন্ন করিবে।

জায়ে মোটের পরিমাণ বৃদ্ধি

জায়াস দাবীর অবশ্যজ্ঞানী বল

অস্বিকৃত জায়েসের প্রথমবর্ষমান শাসনব্যয় তিনি সরকার ও ব্যাংক অব জায়েসের দিকট বিষয় সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। কমে, অব্যবস্থাপন না জায়াসই মোট হাজি হইতেছে। জায়াসী জায়েস যে সৈন্য মোটরবের জায়াসে, একবার জায়াস বহু জায়াসেই পূর্বে বিলিম্ব-হার অনুসারে সৈনিক ১০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতে হয়। গভর্ণমেন্ট-পরিচালনার ব্যয়ও প্রায় একশত পড়ে। যত্না: যুদ্ধের সঙ্গ জায়াস প্রায় সর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে বন্দা চলে। জায়াস আর দুই জায়ে নিভৃত, জায়াস বহিরাবিজ্ঞা আর বহু। সেনার অর্ডার গায়াসবাই জায়াসীকে বিতে হয়। জায়াসী জায়েসের জল্প করিবার মরম করিয়া বহিরা দিকেরে অন্য সোজসিক উঠিতেছে। এ অবস্থার বহু জায়াসকে সৈনিক ৫৫ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক (মাসিক প্রায় ১৮০ কোটি পাউণ্ড) ব্যয় করিতে হইতেছে, তবল মোটের পরিমাণ যে জায়াসে অনুভিজ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে, জায়াসে কিসেরে কিছুই নাই।

জায়াসীতে বিদেশী প্রমিত

জায়াসীতে অধীন রাজ্য হইতে বহু বন্দী ও যত্ন আশ্রিতা

বর্তমানে জায়াসীতে বিদেশী প্রমিতের সংখ্যা কত, জায়াসীতে করিয়া বন্দা করিম। তবে জায়াসীর “জল্প জল্প জল্প জল্প জল্প” মাসিক সংবাদপত্রে উত্তর সাহিত্য একটি পৃথকে দিবিয়াছেন যে, যুদ্ধের প্রথম জায়ে জায়াসীতে পাঁচ লক্ষ বিদেশী প্রমিত ছিল, কিন্তু ১৯৪০ সালের শেষের দিকে জায়াসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১১ লক্ষে পৌঁছায়। সর্ব্বশেষ হিসাব অনুসারে সেখা বার যে, জায়াসীতে বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ পোলাকবানী প্রমিতের কার্য করিতেছে। চেষ্টা প্রমিতের সংখ্যা ইহার পরে,— প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার। জায়াসী প্রমিতের কার্যী প্রমিতের সংখ্যা হইবে ১ লক্ষ। জেলাবিস্তার ও বন্দোবস্ত প্রমিতের ১ লক্ষ করিয়া মোটও জায়াসীতে প্রমিতের কার্যে নিযুক্ত আছে। ইহা জায়া, যুদ্ধের ১০ লক্ষ বন্দীকেও প্রমিত হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আফিকায় ব্রিটিশ বাহিনীর বিরাট বিজয়

সর্বত্র ইটালিয়ানদের শোচনীয় পরাজয়

প্রধান দীপ রোড-এর বিমানবীঠে বাহিনীর উপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চলার। বিমানবীঠের উপর 'বোম্ব' ও 'মেসিনগার' গুলী বর্ষিত হয়। ফলে অগ্নিকাণ্ড আকস্মিক হয়। ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর পরিপূর্ণ সহযোগিতায় ব্রিটিশ বাহিনী আফ্রিকার পঁচাটি রণাঙ্গনে অব্যাহত পতিতে অগ্রসর হইতেছে।

ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক সাইরেন অধিকৃত
কারো হইতে ৪৪১ কেশুরাণী তারিখে প্রচারিত এপথেকারে অগ্রগামী ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক সাইরেন অধিকারের সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।
এপথেকারে নিবিড় রণক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এখনও ইটালীয়রা আগেরদিকে হইতে পলাতন করিতেছে এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ক্রমেণে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। বারেন্ট হইতে ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী দক্ষিণাভিমুখে শত্রুর পশ্চাদ্ভাগ করিতেছে।

যেহা বিরাট সাক্ষ্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে। ইটালিয়ান উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়ান সোমালিয়ারে বিভিন্ন এলাকার ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যহ নীচের ভেদ করিয়া অধিক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেছে। ইটালীয়ান-দের পক্ষে হতাশের তুলনায় ব্রিটিশ পক্ষে হতাশের সংখ্যা অতি সামান্য হইয়াছে।
রোডস ও পেনে আক্রমণ
বহা-প্রাচ্যবর্তী ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর অকর্তৃত্ব করিতেছে।
বিমানবাহিনী ইটালীয় অধিকৃত সোমালিয়ার দীপপুত্রের

১৫ নত ইটালীয় সৈন্য বন্দী
পার্টির এক সংবাদে প্রকাশ, এরিট্রিয়ার 'সোমালি-নাগের' নিকটে পলাতনপর ইটালীয় সৈন্যদের অসুসরণ করিয়া ব্রিটিশ সৈন্যপদ এ পর্য্যন্ত মোট ১৫ নত ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। ইটালীয়ান বহু সশস্ত্র সৈন্যকে গিরাছে। বারেন্ট দ্বীপের পর সুরমের "সোমালিয়ার" সৈন্যদের ইটালীয়দের অসুসরণ
[পেগাস ৮৭ পৃষ্ঠার ২ইয়া]

চট্টগ্রাম ট্রান্সমিউট
বৌ-বিভাগীয় এপথেকারে "সেলেক্টো" এবং "সুতা সেতী" নামক ট্রান্সমিউট মিনিস্ট্রালের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। "সুতা সেতী"তে কাছাকাছি প্রাণহানি ঘটে নাই।


আলবেনিয়ায় গ্রীক-বাহিনীর অগ্রগতি
এপথেকারে বার্তার প্রচারিত হইয়াছে যে, আলবেনিয়ায় অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও আলবেনিয়ার রণক্ষেত্রে গ্রীক অতিবাহিত সাক্ষ্যের হইতেছে। উপকূল অঞ্চলে গ্রীকদের স্বল্প আক্রমণের ফলে একটি উচ্চ গিরিবর্ষ গ্রীকদের করতলগত হইয়াছে। এই স্থানে ইটালীয়রা প্রতিপালী বাঁটি স্থাপন করিয়াছিল।
আর একটি অঞ্চলে অতিক্রমণের আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং ইহার ফলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং বহু সৈন্য বন্দী ও সশস্ত্রপত্র হস্তগত হইয়াছে।
বন্দীদের মধ্যে আলপাইন বাহিনীর যে সশস্ত্র সৈন্য হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছে যে, তাহাদের সেনাপতি পলাতন সৈন্যদলের অধিনে গুলী করিয়া হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছেন।

আলবেনিয়া হইতে ৭০ মাইল দূর ব্রিটিশ বাহিনী
এরিট্রিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ বাহিনী ১৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং বর্তমানে আলবেনিয়া রেলওয়ে ট্রেনের ৭০ মাইল দূরবর্তী সৈন্যের পথের ক্রমেণে বর্ধন করিয়াছে।
উক্ত বাহিনীদ্বারা ইটালীয়রা গোপ্য অস্ত্রসুখে পলাতন করিতেছে।

আফ্রিকার অভ্যন্তরে ব্রিটিশ বাহিনী
সারসংক্ষেপে সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক বাহিনী কেনিয়া হইতে অগ্রসর হইয়া সুসোমালিয়ার পূর্ব আফ্রিকার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ৬০ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।


বেনগালী অস্ত্রসুখে অগ্রগতি
কারো সংবাদে প্রকাশ যে, আফ্রিকার পঁচাটি রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনী সত্যোৎসাহকভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে। ব্রিটিশ ইটালিয়ান বলা হইয়াছে যে, নিবিড় রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ বাহিনী বেনগালী অস্ত্রসুখে অগ্রসর হইতেছে। এরিট্রিয়ার ব্রিটিশ বাহিনী কেনেন-এর হৃদয়পূর্ণ বন্দী স্বত্বকৃত ইটালীয়ান বাঁটলসুদের উপর দৃষ্টি দিতেছে। আরও বহুগুণে এলাকার বারেন্ট হইতে পূর্ব দিকে পশ্চাদ্ভাগের ইটালীয়ান বাহিনীর উপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ১৫ নত ইটালীয়ান বন্দী হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকারের সশস্ত্রপত্র হস্তগত করা হইয়াছে। স্থানে বিভিন্ন বুদ্ধি ব্রিটিশের পক্ষে পূর্ণ সামান্য সংখ্যক সশস্ত্র হস্তগত হইয়াছে।
আফ্রিকার ইটালীয়ানরা পশ্চাদ্ভাগের পক্ষে বহু বন্দী করিয়া ফেলা সত্ত্বেও ব্রিটিশ বাহিনী পোতা

আপনার চাকরকে সঞ্চয়ী হতে সাহায্য করুন



হাতের লেখার সময় ফলে প্রতিবার ইতি চাকরকে একটি অর্ধ আনা বাবের 'সেভিং ট্যাক্স' ফিলে মেন এবং চাকরকে এই বাবের আর একখানি 'ট্যাক্স' দিতে হবে কেনে। ১০ টাকা বাবের ট্যাক্স জমির 'সেভিং-স্ট্যাক' (যা যে কোনো পোস্ট-অফিসে হাতেই ফিলে) তখন লাগান হলে সেটির ফলে পোস্ট-অফিস থেকে একখানি 'ডিক্লেশন সেভিং সার্টিফিকেট' পাওয়া যায়। বৎসর পরে সার্টিফিকেটটির দাম হবে ১০৫/- আনা, কিন্তু যদি তার আগেই চাকর বদলার হয় তা হলে বদলার করলে তার হয় ৩৬ টাকা কেবল দেওয়া হবে।

চাকরেরা অনেকদিন কাজ করার পর যখন অবসর নেয়, তখন তারা তাদের কিছু উপরি টাকা বঞ্চিত ফিলে ওরা অসুস্থতায় সময় টাকার ফলে চাকরের মর্যে 'ডিক্লেশন সেভিং সার্টিফিকেট' ফিলে তাদের উপহার দিতে পারেন।



সঞ্চয়ী ও আত্মরক্ষার জন্য

ডিথেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

পল্লী-চাষীর ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জেলার সালিসী বোর্ডের প্রাথমিক কার্য

পাটনা—

বোম্বাই ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ৫০ম বার্ষিক ১ম মহাজনের নিকট হইতে সাধারণ মর্গে ১০০ টাকা ধার করে। মহাজনের দাবীর পরিমাণ হয় ২০০ টাকা। যেহেতু মহাজন আট বৎসরকাল ৩৫ একর জমি জোগদান করে এবং তদুপায় ১৩৮ টাকা পার, সেইজন্য বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৪০ টাকা বন্ডিয়া সাব্যস্ত করে। পরিশেষে ১৪ টাকা উদ্য বীমাঙ্গো হয় এবং ঋতক মহাজনকে উক্ত ঋণ নগদ পোষ করে। ঋতক ২ম মহাজনের নিকট হইতে হ্যাণ্ডপাট ঘাটা ১০ টাকা ধার করে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ঋতক মহাজনকে সাক্ষ্যে ১৫ টাকা প্রদান করে। মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ২০ টাকা; ঋণের পরিমাণ ৫ টাকা সাব্যস্ত হয় এবং ৪ টাকা উদ্য বীমাঙ্গো হয়। উক্ত টাকা ঋতক নগদ পোষ করে। ঋতক ৩ম মহাজনের নিকট হইতে মর্গে'জের বলে ৬৫ টাকা ধার করে এবং মহাজনকে ৫৯ একর জমি জোগদান করিতে দেয়। মহাজন উক্ত জমির ফসল হইতে ৪৫ টাকা পার। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১০ টাকা সাব্যস্ত করে এবং উদ্য ৪ টাকা বীমাঙ্গো হয়। উক্ত টাকা ঋতক নগদ পোষ করে।

রাজশাহী—

চুতামণি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৫৮ম বার্ষিক ঋতক মহাজন প্রাথমিক, মহাজন মহাজন প্রাথমিকের নিকট ৭ বিঘা জমি মর্গে'জ বিধা ১৭৫ টাকা ধার করে। মহাজন ৬ বৎসর জমি জোগদান করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ২৮ টাকা এবং উদ্য চারি দকার পোষ দিতে হইবে সাব্যস্ত করে। ঋতক তাহার জমি ফিরিয়া পার— মহাজনও এই ব্যবস্থার সম্মত হয়।

চাটারদীঘি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৫০২ম বার্ষিক ঋতক মহাজন মহাজন সাবেক বোম্বাই নিকট ৭ বিঘা জমি মর্গে'জ বিধা ৮৪ টাকা ধার করে। মহাজন পাট বৎসরকাল উক্ত জমি জোগদান করে। সালিসীতে সাব্যস্ত হয় যে, ঋতকের আর কোন ঋণ নাই এবং মহাজন অবিলম্বে তাহার জমি প্রত্যাপন করিবে।

ইসবপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১০০৪ম বার্ষিক ঋতক উদ্য সেপাই মহাজন প্রথমবার জোতলায়ের নিকট ৪ বিঘা জমি ১২ বৎসরের জন্য মর্গে'জ বিধা ২০০ টাকা ধার করে। জমি বৎসর জমি জোগদান করিয়া মহাজন ১১৪১৭০ দাবী করে এবং বোর্ডও ১৮ বার্ষিক অনুসারে উদ্য সাব্যস্ত করে। উদ্য ৪০ টাকা নগদ দিতে হইবে বন্ডিয়া পরে সালিসীতে বীমাঙ্গো হয়। ঋতকের নগদ টাকা পরিপোষ করিবার ক্ষমতা নাই বন্ডিয়া মহাজন আরও দুই বৎসর জমি জোগদান করিয়া উদ্য তাহাকে প্রত্যাপন করিবে।

চুতামণি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৮ম বার্ষিক ঋতক মহাজন মহাজন সাবেক বোম্বাই নিকট হইতে হ্যাণ্ডপাট ৪০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন মর্গে'জের ৭১৫ টাকার দাবী আদায়। বোর্ড ঋতক ৬ মহাজনের

পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ১৮ বার্ষিক অনুসারে ঋণের পরিমাণ ১৫০ টাকা বন্ডিয়া সাব্যস্ত করে। কিন্তু মহাজন ঋতকের নুসখা দেখিয়া তাহার নিকট হইতে এক কলকর্কও গ্রহণ না করিয়া তাহাকে একেবারে ঋণমুক্ত করিয়া দেয়।

হুগলী—

হরিপদোকা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৪৭৭১২০ মং বার্ষিক মহাজন আবদুল হারি একটি মর্গে'জ বন্ডিলের বলে ঋতক হরিচরণ বোম্বাই নিকট ৪০০ টাকা দাবী করে। উদ্য আসনের পরিমাণ ছিল ১০০ টাকা। ঋণের পরিমাণ ২০০ টাকার সাব্যস্ত হয় এবং বীমাঙ্গো হয় ৩২ টাকার। দুই বৎসরে উক্ত ঋণ পরিপোষ করিতে হইবে। মহাজন ১০ বৎসর কাল ঋতকের বেড়া বিধা জমি জোগদান করিয়াছে। ঋণ সমস্তা সমাধানের সময় উক্ত বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছিল।

তিরোল ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৬২১২ মং বার্ষিক মহাজন আবদুল আজিজ একটি মর্গে'জ বন্ডিলের বলে ৫৫০ টাকা দাবী করে। মর্গে'জ এই ছিল যে মহাজন ঋতকের ৩ বিঘা জমির ফসল মূল দিলবে জোগ করিবে। মহাজন প্রায় ১৪ বৎসর কাল এই জমি জোগদান করে। মহাজন দাবী লাভের পরিতাপন করিয়া বিনেব আসনের সহিত উক্ত জমি ঋতককে ফিরাইয়া দেয়।

রাজহাটি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৭২১২ মং বার্ষিক মহাজন গোষ্ঠী বিদ্যাহী বোম্বাই একটি মর্গে'জ বন্ডিলের বলে ৪০০ টাকা দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ১১৬ টাকা বন্ডিয়া সাব্যস্ত হয় এবং ২৫ টাকার বীমাঙ্গো হয়। ঋতক নগদ টাকার ঋণ পরিপোষ করে।

নওগাঁ (রাজশাহী)—

বাংলাহাট ঋণ-সালিসী বোর্ড

এইখানে জেলার নতুনপাড়া বড় বাবলার নিশিতি হয়। ৮ বার্ষিক অনুসারে ৩১৫ পূজা বাপী উদ্য "নিশিতি" লেব হইয়াছিল। ঋণের পরিমাণ ৮৩,৪৬৯ সাব্যস্ত হইয়াছিল এবং ১,৬৬৯ টাকার জী আদায় হইয়াছিল। বাবলার দাবীর পরিমাণ ছিল ৫০,৪৪২ টাকা। মহাজনের সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। ভবিষ্যৎপন এই প্রস্তাবে সম্মত হয় যে, চুক্তি এক বৎসরের এবং ৬ বৎসরের দাবী বাবলার এক বৎসরের পোষ করিতে হইবে। দাবী বাবলার ১৪ বৎসরে পর্যন্ত পোষ করিবার ব্যবস্থা সেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য ভবিষ্যৎপন দাবী বাবলার পোষ হইয়া বাওরার পর কিত্তির প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

জলপাইগাঁড়—

সোমোদহী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১৯ মং বার্ষিক মর্গে'জ বন্ডিলের ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল। ঋণের পরিমাণ ১০০ টাকার সাব্যস্ত হয়। যেহেতু মহাজন ৪ বৎসর বন্ডিয়া ঋতকের ২ একর জমি জোগদান করে, তদুপায় বীমাঙ্গো করা হয় যে মহাজন এক কিত্তিতে আর কেবল মাত্র ৭ টাকা পাইবে।

বুড়োয়ান—

উদ্ভিদ ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৬ সালের ১৫৩ মং বার্ষিক মহাজন কালিদাস কালুখিয়া এবং আরও ১০ জনের দাবীর পরিমাণ ১৮,৭৭৬ টাকা। বিভিন্ন বাবলার ডিগ্রী ও মর্গে'জ বন্ডিলের বলে ঋণের পরিমাণ উচ্চতর দাঁড়ায়। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১৪,৪৪৭ বন্ডিয়া সাব্যস্ত করে। পরে উদ্য ৭,৯৬৫ টাকার বীমাঙ্গো হয় এবং উক্ত ঋণের জুলা মুদ্রা জমির দাবী ঋণ পরিপোষ করা হয়।

চুতামণি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ২১১১ মং বার্ষিক মহাজনের দাবী ছিল চার জন। ১ মং ও ৪ মং মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ৫২৪৬১০; ২ মং মহাজন কোন দাবীর ডাবিকা পাবিল করে নাই। ৩ মং মহাজনের কাছে যে ঋণ ছিল, তাহা পোষ করিয়া সেওয়া হইয়াছে বলা হয়। ঋতক দাবী করে যে, সে ১ মং, ২ মং এবং ৪ মং মহাজনের নিকট বার্ষিক ৩০০, ৩০ এবং ৭২ টাকা ধারে।

বোর্ড নিম্নলিখিতরূপ ঋণের ডাবিকা প্রত্যত ৩ দাবী করে:—

	আদায়।	জম।	বোর্ড।
১ মং মহাজন	৩০০	২২৪৫০	৫২৪৫০
২ মং মহাজন	৩০	..	৩০
৪ মং মহাজন	৯২	৪৬১০	১০৬১০

সাব্যস্ত হয় যে ১ মং মহাজন ২২৫ টাকা পাইবে; তদুপায় ২২১০ নগদ পরিপোষ করা হয়; দাবী ২০২১০ মং বৎসরের কিত্তিতে পরিপোষ করা হইবে। ২ মং মহাজন বাবলারিক পরান বলার ঋণ বৎসরের কিত্তিতে ৩০ টাকা পাইবে; ৩ মং মহাজনকে কিছু দিতে হইবে না এবং ৪ মং মহাজন ৮টি বাবলিক কিত্তিতে ৯৫১১০ পাইবে। ঋতকের সাব্যস্তপারে কিত্তির বন্ডিয়া করা হইয়াছিল।

আমদগার ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১০৪ মং বার্ষিক মহাজন কোদারি বন্ডিলের দাস আগরওয়ালা দিগ্লি কোটি টিক্টির বন্ডে— ঋতক মহাজনের দাস এবং আরও অমোজের নিকট ১,৪২৮১৬০ আদায় পাওনা দেখায়। বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ ৫০০ টাকার সাব্যস্ত করে। ঋতক নগদ ঋণ পরিপোষ করে।

বিদ্যাহাট ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৩৪১৫ মং বার্ষিক ১ মং মহাজন জয়কান্দা ভট্টাচার্য ৮৫৯ টাকা দাবী আদায়। বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ ৪৫০ বন্ডিয়া সাব্যস্ত করে এবং উদ্য ১৩৮ টাকার বীমাঙ্গো হয়। উক্ত ঋণ নগদ পরিপোষ করা হয়।

আমতৈল (পাটনা)—

৪-২-৩৭ তারিখে এই বোর্ডের প্রথম অধিবেশন হয়।

এই বোর্ডের মোট বন্ডিলের সংখ্যা—

মহাজন কর্তৃক	.. ২১৫
ঋতক কর্তৃক	.. ৬১২
বোর্ড	.. ৮২৭

উক্ত বন্ডিলের ডাবির মধ্যে—

নিশিতি হইয়াছে	.. ৪৬৯
দাবি	.. ১১২
দাবী	.. ১৩০

৪৬৯টি নিশিতিযুক্ত বোম্বাই মহাজনের দাবী ছিল ১,৬৪,৭০২১১৭ পাই। ১৮ বার্ষিক ঋণ সাব্যস্ত হয় ১,২৫,০০৫৫৫ পাই এবং নিশিতি হইয়াছে ৬৩,৯০০৫৬ পাইতে। ঋতক ঋণ এক লক্ষ টাকার উপর যেহেতু পাইয়াছে। এই ৪৬৯টি বোম্বাই মহাজন মাত্র ২৫টিতে আদায় হয় এবং তদুপায় ২২টিতে বোর্ডের দার মহাজন হইয়াছে।

বোর্ডের মোট বন্ডিল হইয়াছে ৮৬৯১১৭৬ পাই এবং কোটিকিতে বোর্ডের আর হইয়াছে ৩,৫৫৯৫০।

আফ্রিকার রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরাট বিজয়

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ভেতর]

উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলে বিরাট বিজয় লাভের সহিত ব্রিটিশ সৈন্যদের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। সুদান হইতে সৌদানগারী দীর্ঘ ৭০ মাইল পথে ইটালীয়রা হারান পাতিয়া গিয়াছে; কিন্তু "মোবাইল" সৈন্যদল-সমূহ সজোজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে।

বেনগালীর পতন সংবাদ

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, বেনগালী ব্রিটিশের সকল আধিকার। সতনের সামরিক বহন বেনগালীর পতন সংবাদ সরকারীভাবে স্বীকার করিয়া এই বড় প্রকাশ করিয়াছেন যে, আক্রমণের কিছুই বিবরণ পাওয়া হইতেছে না; তবে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে এখন প্রতীয়মান হয় যে, বেনগালী এলাকার এই সময় প্রধান বুলিঙ্গা আরম্ভ হইয়াছিল। বেনগালী বাণাল প্রাথমিকের শেষ খাতি। বেনগালী একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নগর। ইহার লোকসংখ্যা ৩৫ লাখ; উদ্ভাবন বহু ইটালীয়ান, গ্রীক, মার্কিন এবং ইহুদীও আছে। নগরে কয়েকটা মসজিদ ও সিমানগ (কিছলিদের উল্লেখ্য) এবং একটি সুখ্যা বাজারও আছে।

বাণাল প্রাথমিকের প্রাক্তন প্রধান খাতি বেনগালী অবিকৃত হওয়ার প্রকৃতপক্ষে নগর সাইরেন্সিকা প্রদেশ ব্রিটিশ বাহিনীর করতলগত হইল। কারণ বেনগালী একাধারে একটি পৌ ও বিমান-খাতি এবং তদুপরি ইহা সাইরেন্সিকা প্রদেশের রাজধানী। বেনগালী অতিমুখে বিজয় অভিযানে ব্রিটিশ বাহিনীকে এক সপ্তাহের মধ্যে ১৫০ মাইল দূর পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রিটিশ এগেডের বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক বাহিনীর তড়িৎ আক্রমণে ইটালীয়ানরা বেনগালী হারান সতর জাগ এবং বৃহৎসংখ্যক নগর সর্বস্ব করিতে বাধ্য হয়।

আলজাজা অভিযুখে অভিযান

বাটুনের সংবাদে প্রকাশ যে, এথিওপিয়া রাজধানী আলজাজার পথে অবস্থিত কেরেন-এর উপর আক্রমণ চালানোর জন্য ব্রিটিশ বাহিনী খাতি লুট করিতেছে। সুদান দেশের বাহিনী বারেনটুর পূর্বদিকে পলায়নপর ইটালীয়ান বাহিনীর পশ্চাৎদণ্ড করিতেছে। ইটালীয়ানরা প্রচুর বন্দনগার কেলিবা পলায়ন করিতেছে।

ডেনিশ সাংসদেয় ও টপে'জো বোট

ইকহলর-এর সংবাদপত্র "ডায়েলস মিহেটার" বলিতেছে যে, ডেনিশ টপে'জো বোট আক্রমণ পক্ষের উদ্যোগ হইতেছে এবং কার্গান নাবিক নিবৃত্ত করা হইয়াছে।

তবে এই যে, আক্রমণ ডেনিশ টপে'জো বোট ও সাংসদেয়গুলি দ্বারা নিরাস। "ডায়েলস মিহেটার" বলিতেছে যে, বাল্টিকের সুদূর জনা এবং বিকাশনের জন্য টপে'জো বোটগুলি ডায়াস দ্বারা হইয়াছে; কিন্তু সাং-বেগিনগুলি দ্বারা কোন প্রস্তুতি ছিল না। আক্রমণ নগরের সময় যে সকল লুট হইয়াছিল, তাহা এই প্রথম উল্লেখ্যভাবে উদ্ধৃত করা হইল।

"ডায়েলস মিহেটার" বলিতেছে যে, আক্রমণ পক্ষ একজন করিয়া ডেনিশ বীর পদমূর্তির ব্যবস্থা করিতেছে; তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে যে পর্বত এমন এক ডেনিশ জীপজ পণ্ডিত করা, যাহা হাজা ও জনসাধারণের বিশুদ্ধ-জ্ঞান হইবে; অথচ সেই সঙ্গে আক্রমণ দাবী মানিয়া লইতেও প্রস্তুত থাকিবে।

রাজধানী খিএলপোড হইতে আগমনে বোমা নিক্ষেপ হইয়াছে। সরকারী কার্গান মিউজ এডেম্বলী করিয়াছেন যে, ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রাক্তনকালে রাজধানীর বিজয়

বহরের বিমানপোতসমূহ উত্তর আফ্রিকার উপর হামা মিরাছিল। এই সময় আগমনে বোমাসমূহ নিক্ষেপ হইয়াছিল।

ব্রিটিশ ও ইটালীর মধ্যে সন্ধির কথা

ডিম্বির প্রাক্তনকালে বহন হইতে সংবাদ পাওয়া মিউইয়র্ক টাইমসের ডিম্বির সংবাদপত্র জানাইতেছেন যে, দুই সপ্তক জেনারেল জাকো ইটালীতে গমন করিয়া বুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং হিটলারও তাহাদের সহিত বোন্দন করিতে পারেন বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

উক্ত সংবাদপত্র আরও বলেন, ডিম্বিতে অনুমান করা হইতেছে যে, সতত: জেনারেল জাকো বোমাবিহার ব্রিটিশ ও ইটালীর মধ্যে সন্ধির কথাবার্তা আদান বদল করিতেছেন।

করাসী মন্ত্রী-সভার পরিবর্তন

১১ই ফেব্রুয়ারী সরকারী নির্দেশে এডমিরাল লাক্সমীর নামাল পের্টার মন্ত্রিসভার বোন্দা করা হইয়াছে।

বুসোলিনীর কার্গান আক্রমণ আনন্দ

শ্রী লক্ষ্য এডেম্বলীর কার্গানের সংবাদপত্র জাক-বোনে জানাইতেছেন যে, ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে বুসোলিনীর মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক হইয়াছিল।

রাজা বরিস লোকিরা হইতে ৬০ মাইল দূরবর্তী চ্যান-কোরিয়ার পট্টভবন অতিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

সংবাদপত্র আরো জানাইয়াছেন যে, লোকিয়ার কুটনৈতিক বহন মনে করেন যে, বুসোলিনীর কার্গান আক্রমণ আসল হইয়া পড়িয়াছে।



বার্গা-শেলের সুদূর বিস্তৃত বিরাট কেরোসিন বিতরণের গোড়া পত্তন হইতেছে তাহাদের প্রাথমিক শুদায়গুলি।

এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন মজুত থাকে এবং প্যাক করা হয়। প্রত্যেকটি কার্গাই বিশেষ শুদায়স্থান সহকারে সম্পাদিত হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্র জনসাধারণ বাহাতে অবিকল খাতি কেরোসিন নিশ্চিতে পাইতে পারেন তাহার জন্য বার্গা-শেলের প্রতি শুদায়ে বহু বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারী নিযুক্ত আছেন।



বার্গা-শেল অয়েল টোয়েল এও ডিট্রি বিউটিং কোং অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ইন্ডিয়া কোম্পানী)
কলিকাতা মোম্বাই মাদ্রাস কচি চেন্নাই

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর সফর

পাখনা ও যশোহর পরিদর্শন

১৭ই ফেব্রুয়ারী সকালে বাঙালার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় বি. এ. কে. ফকরুদ্দীন হক পাখনার গমন করেন।

ফেলা-ম্যাকিন্টোকে সঙ্গে লইয়া তিনি প্রথম-বীতে গমন করেন। প্রথমে তিনি সিডিক পাঠ ও বরফাউট বাহিনী পরিদর্শন করেন। স্থানীয় নব্বু পুনি-বাহিনী উদ্যোগে পাঠ-অব-অনার প্রদান করে। বিউমিসিপ্যানিটী, ফেলাবোর্ড, ফেলা বোস্লেস লীগ, সন্ন্যাস বহুত্বা বোস্লেস লীগ এবং পল্লবপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি প্রধান-মন্ত্রীকে বিশেষ প্রদান করে।

বিউমিসিপ্যানিটীর অভিনন্দনে স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনা প্রদান করিতে ও ইচ্ছাশক্তি নবী সংগ্রহ করিতে আবেদন করা হয়। ফেলাবোর্ড সেম-নির্ভারণ কাগজ গণিত গণিতে অনুবোধ করে। সেম-নির্ভারণ সমাজ না হওয়া পর্যন্ত জমিদারপন শিকা-কর প্রবর্তন গণিত গণিতে প্রাধান্য করেন এবং ফেলা বোস্লেস লীগ অবিলম্বে বাধ্যতামূলক শিকা বিল পাশ করিতে অনুবোধ করে। অন্যান্য মানপত্রের কৃকণের অবস্থার উপস্থিতি অন্য প্রধান-মন্ত্রীকে অনুবোধ করা হয়।

প্রধান-মন্ত্রী একত্রে মানপত্রগুলির উত্তর দান করেন এবং বলেন, তিনি নিজে বহিরা বহিরা পরীক্ষার দাব-কটের কথা তুলিলেই উদ্যোগের সম্ভাবনার উল্লেখ হয়। বাঙালার জমিদারপনের অবস্থার উপস্থিতি অন্য তিনি সর্ব-প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। শাকসবজী ও ইল-মুগার চাষ করিয়া কৃকণকে আর বৃদ্ধি করিতে তিনি উপদেশ দান করেন। তিনি বলেন, পাটের মূল্যবৃদ্ধি একটি বৃহৎ জটিল সমস্যা। গত-বর্ষে পাটের মূল্যবৃদ্ধি অন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন সত্ত্বে, কিন্তু এই চেষ্টা কতটা সফল হইবে, তাহা এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে বলিতে পারা যায় না।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী আরো বলেন, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়া কি উপায়ে অধিকতর ফল উৎপাদন করা হইতে পারে, তাহা বিবেচনার জন্য তিনি বিশেষ লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তৎক্ষণাৎ যাকটে যার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আগামী আশ্বিনবারী সম্পর্কে তিনি বলেন, লোকসংখ্যা সঠিকভাবে গণনা করা উচিত। যদি কল্পিত উপায়ে লোকসংখ্যাকে অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি করা হয়, তবে এই সংখ্যাকে কেহই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

প্রাথমিক শিকা সম্পর্কে প্রধান-মন্ত্রী বলেন যে, বর্তমান মন্ত্রিসভার কার্যকালে বাঙালার দেশে অধিকতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং তৎক্ষণাৎ বহু অর্থের প্রয়োজন। বাঙালার সরকার যাকটের টাকা হইতে এই অর্থ-সহায়তা করিতে অসমর্থ; সুতরাং এইজন্য নুতন ট্যাক্স বার্ষিক করিয়া অর্থের প্রয়োজন করিতে হইবে। কিন্তু কর আদায়ের প্রবর্তন করিয়া কিন্তু টাকা সংগ্রহ করা হইবে এবং এই বাবদে আরও কর বার্ষিক করা হইবে বলিয়া তিনি আভাস দান করেন। এই সমস্ত নুতন কর প্রবর্তনের ফলে বহিরা জমিদারপনের বাধ্যতে কোলপ্রকার কষ্ট না হয়, তিনি উৎসাহিত কথা জ্ঞাপন করেন।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আশীশপুর গ্রামে পাখনা ফেলা বোস্লেস সভ্যদের অধিবেশন হয়।

অতিরিক্ত প্রধান-মন্ত্রী বলেন, শিকারের কথা করা কতটুকু দেশের লক্ষ্যে অধিকতর প্রাথমিক শিকা প্রবর্তন করা সম্ভবপর হবে। পাট-কর সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে পাট-কর কম করিতে হইবে।

যশোহর পরিদর্শন

১৭ই ফেব্রুয়ারী বাঙালার মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী যশোহর কৃষি, শিল্প ও বাবা-পুষ্ক-বীর দ্বারা উদ্ভাটন করেন।

ফেলাবোর্ড, ফেলা বোস্লেস লীগ, উকসিলী হিন্দু সমিতি, কান্যকুমার ব্রাহ্মণ-সমিতি, পাটচারী সমিতি ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে উদ্যোগে মানপত্র প্রদান করা হয়।

প্রধান-মন্ত্রী সমস্ত মানপত্রের একত্রে জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, প্রাথমিক শিকা দেশের সকল সমস্যার মধ্যে প্রধানতম সমস্যা। যে শিকাগত করিবে সেখানেই

উৎকৃষ্ট মানবিকের কর্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়, তিনি সেই শিকার আশ্রয়ান। যশোহর পাটচারী সমিতির জন্য তিনি আশ্রয় প্রদান করেন। পাটের মূল্যবৃদ্ধি অন্য সম্ভবপর সকল চেষ্টা করা হইতেছে বটে, কিন্তু জমিদার সম্পর্কে তিনি বৃহৎ আশা পোষণ করিতে পারেন না। পাটের পরিবর্তে তিনি অপর কোন বস্তুকে চাষ করিতে উপদেশ দান করেন। তিনি কল-কারখানা স্থাপনের জন্যও যশোহরীরা বৃহৎ আশ্রয় করেন।

প্রধান-মন্ত্রী প্রজ্ঞাপিত যশোহর কলেজের স্থান পরিদর্শন করেন। স্থানীয় জমিদারপন প্রধান-মন্ত্রীকে জানের বহুদিনে আশ্রয়িত করেন।

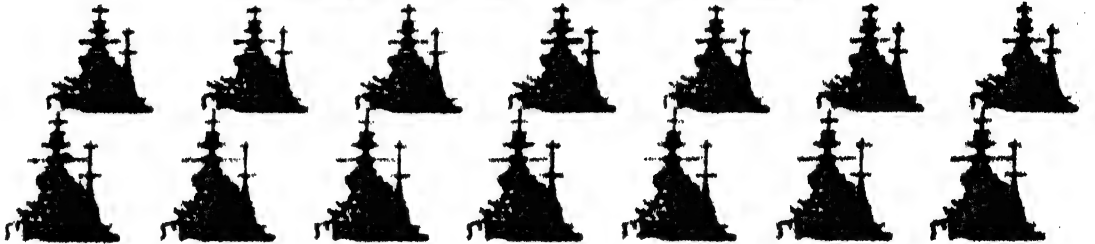
তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ের পারিভোজিক-বিতরণ সভায়ও বোধ্যান করিয়াছিলেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব-বহিরা সমস্তের উপস্থিতিতে কলকাতার একটি জেট-টার টপেডো বহিরা টুবাটো বোধ্য হইয়াছে।

—ব্রিটেনের অজেয় নৌ-শক্তি—

THE STRENGTH OF THE BRITISH NAVY

BATTLESHIPS AND BATTLE CRUISERS: 14



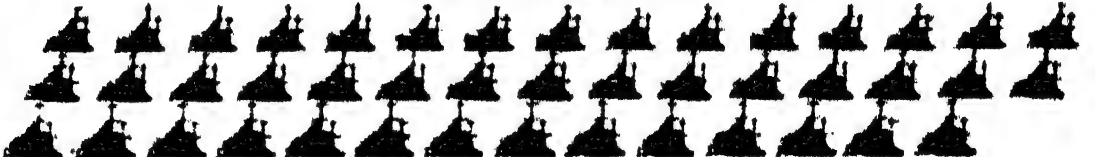
AIRCRAFT CARRIERS: 8



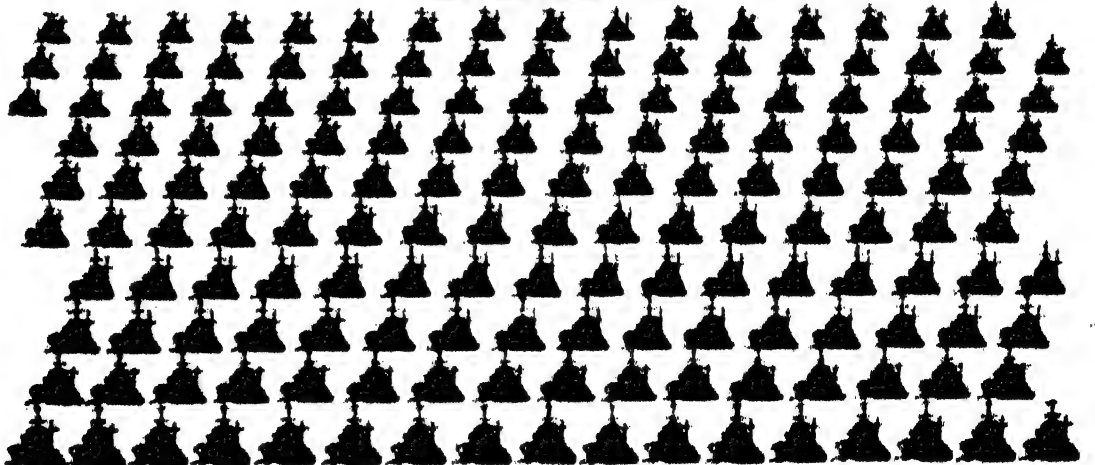
EIGHT-INCH GUN CRUISERS: 13



OTHER CRUISERS: 44



DESTROYERS: 163



SUBMARINES: 50



বৃহৎ নৌ-বাহিনীর পক্ষে সমস্ত বিশেষ অস্ত্রসম্পত্তি। বর্তমানে ১৪ বাহা কৃকণ বপোপা ও কৃকণ, ৫ বাহা বিদ্যাবাহী বপোপা, ১৫ বাহা আট ইঞ্চি কামান বিশিষ্ট কৃকণ, ৪৪ বাহা কৃকণ কৃকণ, ১৬৩ বাহা ডেস্ট্রয়ার ও ৫০ বাহা সাবমেরিন এই অজেয় নৌ-বাহিনীর অস্ত্রসম্পত্তি। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকখানা নুতন যুদ্ধ-কাণ্ড চেষ্টা হইতেছে।

আমেরিকান সংবাদপত্রের অভিমত

যুদ্ধ-পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা

"নিউইয়র্ক টাইমস্" বলিতেছে যে, ইটালী-বাসীরা প্রত্যক্ষ পক্ষপাতকে ছেঁচ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেও গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণের পৌরস্বত্ব অক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইটালীর ভিতরে ও বাহিরে যুদ্ধোপকরণের বীর পৌরস্বত্ব করিতে হইলে যুদ্ধে তাঁহার প্রাণা পরিচরিত করা নিতান্ত আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য বিখ্যাত বিমান-বিশেষজ্ঞ মেজর এলেকজান্ডার সের্জানস্কী "পি. এম." নামক পত্রিকার লিখিতেছেন, "আমরা যে সমস্ত বিমান প্রস্তুত করিতেছি, সেগুলি সমস্তই যুদ্ধে প্রেরণ করা হইবে, তাহা আমি নিশ্চিন্তে বলিতে পারি। ইহা আমাদের পক্ষে তৎসমস্তের কাজ নহে, সাধারণ জ্ঞানের কাজ হইবে। অথবা এইজন্য যে এখন আমেরিকার পরীক্ষামূলকভাবে যেসব নতুন ধরনের বিমান প্রস্তুত করা হইতেছে, তাহা আমাদের বিশেষ কোন কাজে লাগিবে না, কিন্তু যুদ্ধের মধ্যেই কাজে লাগিবে। এইজন্যভাবে কাজ করিলে আমেরিকার যথেষ্ট লাভ হইবে। যুদ্ধের জন্য বিমান প্রস্তুত করার আনুমানিক ফল স্বরূপে বিশ্লেষণে বিমান প্রস্তুত ও পরিচালনার আমাদের বহুদূর অতিক্রান্ত লাভ হইবে। সাধারণ ধারণা এই যে, যদি ইটালীতে জার্মানী জয়লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা বিমান ব্যবহার পরিচালনা করিবে এবং অধিকৃত আতিশয্যের আতঙ্ক ভৈরবীর স্বযোগ অবলম্বনে নৌবহর প্রস্তুত করিয়া দিবে। ইহা বোকাবীর কথা। জার্মানী আমাদের বিমান-শক্তি চাৰি-পাঁচ গুণ করিবে এবং যুদ্ধের বীপপুত্রের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে, আমাদের সহিতও সেই ব্যবহার করিবে।"

"নিউইয়র্ক টাইমস্" সংবাদপত্র ডাঃ মুরে বেস্টনিক নামক জনৈক আমেরিকা প্রবাসী কনসার্নার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি মাস্কিনো সাইনে সৈনিকের কাজ করিয়াছেন এবং যুদ্ধের ভিত্তি দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়ন করেন। ইনি বলিয়াছেন, কনসার্নার অধিকৃত আফ্রিকার পশ্চিমা ৯৮ জন লোক জেনারেল দ্য পলকে সমর্থন করিয়া থাকে। যুদ্ধে গড়প্‌বেষ্ট হইয়া করিলেই ইহাদের সকলের সাহায্যে পাঠিতে পারেন। পেন্ডাও এ-অবস্থার বেশ ভাল চানিত্তেছেন, কারণ তিনি জানাইয়া দিতেছেন যে, জার্মানদের সর্বাধীন করায় হইলে জেনারেল ওয়েসার আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবেন।

"সেন্ট লুই স্ট্রোপ ডেমোক্র্যাট" পত্রিকার প্রতিনিবি ওয়াশা নামক নামে যুদ্ধক্ষেত্রে ৭২ বাহিনীর অধিনায়ক প্রিন্সেডার জেনারেল ট্রুংগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এক্ষণে যুদ্ধ করে স্বযোগ পরিহার পতক ৫৫ ডাগ যুদ্ধের অনুকূল। গত দুই মাসে জার্মানীর অনুকূলে ছিল ৭ এবং বিপক্ষে ছিল ৩। জেনারেল ট্রুংগ গ্রীষ্মকালে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ পর্যাবেক্ষক হিসাবে ইংলণ্ড পরিদর্শন করিয়া যাইবেন।

"হাট্" সিটিবেট" এর লেখক এডউইন ছিল লিখিয়াছেন:—সিগনাল কোড-এ কাজ করিবার জন্য সবর বিভিন্ন ভারতীর সমস্ত বিভাগের নিকট প্রত্যাশায়ী কোডাকি ডায়াডিক্স ১০ জন ভারতীর লোক চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রত্যাশায়ীদের লিখিত কোন ডায়াডাক নাই। লক্ষ্য পূর্বীতে যাকি করে ১০ জন পুতাক উক্ত ডায়াডাক। সমস্ত বিভাগ ইহা সূচক করিয়া অভ্যন্তর আনন্দানুভব করিতেছেন যে, বিদ্যুৎ বহানসহে জার্মানরা কোন একটি তার টীলিয়া তৎসমস্ত কোডাকি ডায়াডাক লিখিতে পার এবং ইহাতে জার্মানদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হইয়াছিল।

ইটালী সম্পর্কে আরবদের মনোভাব

আরবনেতা কর্তৃক ব্রিটেনের সহিত সহযোগিতার উপদেশ

বহুদূর পূর্বা ইরাক পাকী ট্রান্সজর্ডনের হাতি-এইজাত জাতির প্রধান। ইহাদের একটি শাখা বহুকাল ধরিয়া সিরীয়াতে বাস করিতেছে। বহুদূর পূর্বা সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, সিরীয়ার স্বাধীনতার নিকট হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন সিরীয়ার আরবদের উপর ইটালীরদের অভিযানের সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল সংবাদ আসিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে। তিনি এবং জাতির সৈন্যদল ব্রিটেনের পক্ষে লড়িতে পারিতেছে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি জানাইয়াছেন যে, শীঘ্রই হস্ত তিনি ব্রিটিশের সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

হাতিজার সুপরিচিত অধিবাসী হামিদ জা ইব্রাহিম (বর্তমানে ইনি নির্বাসনে আছেন) সম্প্রতি বলিয়াছেন, ব্রিটেন আরবদের, বিশেষতঃ প্যালেষ্টিনের আরবদের, সকল জাতীর দাবী পূরণ করিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন, এবং ইহাও আশা করেন যে, আরবরা ব্রিটেনের সহিত একাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম থাকিবে। প্যালেষ্টিনের আরব অধিবাসী ও ব্রিটেনের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া যে মতবিরোধ চলিতেছে, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু তিনি বলেন, এই বিবাদ ঘরোয়া বিবাদ হইয়া আর কিছুই নহে। আপোষেই ইহা মিটানো সম্ভব। নেবুলাসের ঘেরা লোলেমান কেতুকা ও অন্যান্যরাও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

হাতিদের স্বাধীনতার ব্যবস্থা

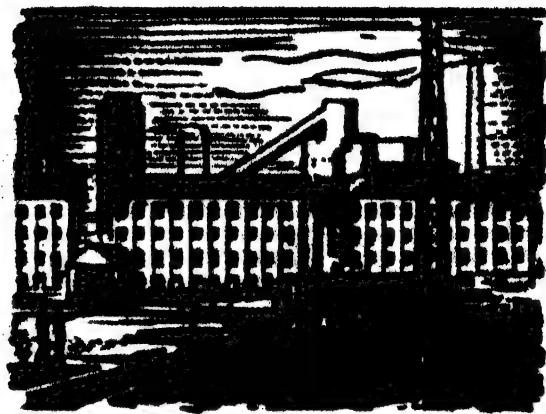
হুসনুবে পরীক্ষার আয়োজন

হুসনুবে স্বাধীনতার সম্বন্ধে শিক নেওয়ার জন্য ও হুসনের শিকারী হেন্স-বেলগের এই বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য এক জার্মানির চিকিৎসার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে বাতলা পতর্ক-বেষ্ট করী জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে হুসন-স্বাধীনতার বিভাগ পরীক্ষামূলকভাবে গঠিত হইতেছে। হুসনের জন্য প্রতিষ্ঠা করার সমস্ত করিয়াছেন। চলিত হুসনের হইতেই এই পরিকল্পনাতে কাজ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ইহাও স্থির করা হইয়াছে যে, বর্তমানে যে সমস্ত ভারতীয় কলিকাতার পতর্ক-বেষ্ট পরিচালিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক হুসনে হাতিদের স্বাধীনতার কার্যে নিযুক্ত আছেন, ইহাও যথেষ্ট সংকুল কলেক্টর প্রাণ বিভাগ ও কলিকাতা বাতলাগার অধীন বিভাগও আছে, তাহা নিশ্চয় করী জনস্বাস্থ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে।

ইহাও বলা হইয়াছে যে, হুসনের হেন্স-বেলগের স্বাধীনতা পরীক্ষার বাতলা যেনে পরীক্ষার বিভাগের ডিরেক্টরের লিখিত সহযোগিতার সহিত সম্পাদিত হইবে।

আনোচ্য বর্ষে বিটলিনিপ্যানিটির অন্তর্গত হামসনুবে ও পূর্বা অঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক কার্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থী ডাকের নিযুক্ত করার জন্য অর্থিক ২,৮০০ টাকা পতর্ক-বেষ্ট যত্ন করিয়াছেন।

ইহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, হামসনুবে পরীক্ষার কলিকাতার ক্রি-মেসারিরা ইউনাইটেড ন্যাশনাল উন্নয়ন কর্মের জন্য ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।



ইলেকট্রিসিটি আনে সমৃদ্ধি

কোন ইলেকট্রিকের লাইন যদি অনুন্নত করেন, খেবরেন তার পেয়ে আছে শি, বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি। ক্যাকটরির পায়ই হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি। তার আকারের খেবরেন ইলেকট্রিক আলো, তার ইতিম চলেছে ইলেকট্রিকের কোরে, বর পূজার থেকে তার মাল সম্বন্ধীয় হচ্ছে ইলেকট্রিকের সাহায্যে। জাহাজা ক্যাকটরির সবাই, চাকর থেকে যদিও স্বীকার করতে বাধ্য যে, জায়েব সৈন্যদল স্বীকারের কোম না কোন কাজে ইলেকট্রিসিটি না হলে এক দুর্ভাগ্য চলে না।



কলিকাতা ইলেকট্রিক স্পার্টস কলেজ লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

ভূতা প্রস্তুত ব্যাপারে পাঠের ব্যবহার

কেন্দ্রীয় প.ট. সমিতির প্রদেয়।

দ্বিতীয় কেম্ব্রীজ পাঠ কবিতার সেকেন্ডারী বিঃ
 বসুন্ধার সম্প্রতি ২৪ পরমপার অধ্যাপিত বাই-
 বাটার জুডার কারখানা পরিচালন করেন এবং
 তদারী করিতে পাঠ ব্যবহার করা যায় কিনা,
 কারখানার পরিচালকদের সহিত আলোচনা করেন।
 বিচালকদের নুই আকর্ষণ করিয়া বলেন যে
 তিনি এখনকার 'আলবার্টা' নামে অভিহিত
 তলা (সোল) কুঠিলাকার পাঠ বাজা তৈয়ার
 করে এবং আলোচনার বন্ধ প্রণীত মধ্যে
 ইল সাধারণ ব্যবহার্য পান্থক এবং দরিদ্র দোক-
 মধ্যে ইহার নুই প্রচলন আছে। তিনি বলেন
 যে, এখানেও অনুগ্রহ নক্স জুডার মধ্যে চাটিকা
 এবং গ্রিনি বলেন যে, বাজি কোম্পানী এই বিধের
 জুডা প্রস্তুত করিয়া পাঠের নুতন ব্যবহারের পথ
 করিতে পারে। কোম্পানীর ব্যবসায়ি-
 বিঃ জন কার্ণো বিঃ বসুন্ধারকে জানান যে,
 প্রতি একপ্রকারের জুডা বাহির করিয়াছে
 উপরিভাগ জুলা ও পাঠের বাজা প্রস্তুত হয় এবং
 ট বাজার প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমানে জীবার
 মান দারিকেন হোমক্স বাজা জুডার জুলা (সোল)
 করিতেছেন এবং বিঃ বসুন্ধারের কথাকত জীবার
 নী পরিচালন জুডার উপরিভাগ ও জুলা পাঠ
 স্থাপন করিয়া সুবিধা অসুবিধা পরীক্ষা করিবেন।
 উপরিভাগ পাঠের তৈয়ারী করিতে উপযোগী পাঠ-
 ক্যান্ডারের ব্যবহার এবং জুলা প্রস্তুত করিতে
 বের নুই বা অতেনা পাঠ স্থাপন প্রচলন।
 বসুন্ধার বাজি কোম্পানীর পরিচালকদেরকে
 জেন যে, তিনি জার্মানী কুট বিলন্ এনোমিকেলের
 বিধের আকর্ষণ করিবেন এবং আশ্রয় বিবাহের
 ভেতন কেম্ব্রীজ কুট কবিতার প্রবন্ধি পবেষণার
 সকল প্রকারের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওনা

সরকারী জাতীয় কলেজ-সকল ছাত্রী মেলায় অংশগ্রহণ
করুন এবং কল্যাণ করুন।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাংলার সাহায্য

বিভিন্ন জেলার কার্য-বিবরণী

চাঁদপুর (ত্রিপুরা)

স্বরাষ্ট্র-সচিব হানবীর খান সাহাব মজিব উদ্দীন, কে, সি, আই, ই, সম্রাতি বধন চাঁদপুর মহকুলা পরিদর্শন করিতে যান, তখন চাঁদপুর যুদ্ধ কমিটির ড্রক হইতে তাঁহাকে ১,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। হানবীর খান এই ব্যাপারে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং বক্তৃতা-প্রদানে যত্ন করেন যে, যুদ্ধ তহবিলের জন্য তিনি এই সর্বপ্রথম টাকার হোতা উপহার পাইলেন। চাঁদপুর মহকুলায় অত্যন্ত যুদ্ধ-কমিটিগুলির (চাঁদপুর মহকুলা যুদ্ধ-কমিটি এবং চাঁদপুর বহিরা-যুদ্ধ কমিটি) সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। একটি সামগ্রিক প্রদান-প্রদানে হানবীর স্বরাষ্ট্র-সচিবকে এই বিষয়গুলি প্রদত্ত হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সরকারী ও উপযুক্ত পরিমাণে বেসরকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকর নীতি যুদ্ধ-কমিটি পঠন করা হইয়াছে। যুদ্ধ-কমিটির উদ্দেশ্য হইতেছে জনসত্তা সংগঠন করা এবং সম্প্রদায়িক বিষয় বিশদ-রূপে বুঝা হইয়া যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে কার্যকরী প্রচেষ্টা করা, যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে খবর সরবরাহ করা এবং বিজ্ঞা ওজব দমন করা, অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে শক্তি সঞ্চারিত করা, যুদ্ধে রত সৈন্যদের জন-সাধারণকে যোগদান করিতে উৎসাহিত করা, পক্ষের ক্ষতিতে সবচেয়ে প্রচেষ্টা যে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় সেখানে জন-সাধারণকে আনয়িতা দেওয়া এবং একই উদ্দেশ্যে মনোমত এবং আভিগত অনৈক্য বিসর্জন দেওয়া।

এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া হাটে ও বাজারে সভা-সমিতি আয়োজন করা হইয়াছে এবং ট্রেনের বাতীল ও জগতের লম্বা-সম্মুখ হানবীর সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা হোটেল-বাট বক্তৃতা দান করা হইয়াছে। সভার এবং ঘরে ঘরে অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সিমেদা প্রদর্শন এবং সাহায্য-অভিযানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই বিষয়গুলিতে একথাও বলা হইয়াছে যে, গত সপ্তাহের মধ্যে বাংলার মহানন্দা পতন-র বাহাদুর বধন এই জেলা পরিদর্শন করেন, তখন তাঁহাকে বন হানবীর টাকার একটি হোতা চাঁদপুর যুদ্ধ কমিটির ড্রক হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

উক্ত বিষয়গুলিতে কমিটির নিম্নলিখিত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে :—

মিত্রিক পাঠ সংগঠন, বিকাশ-আক্রমণ প্রতিরোধক প্রতিষ্ঠান সংগঠন ব্যবস্থা, সরকারী কর্মচারীদের কর্তৃক "জিকেন্স সেভিং ক্লাব" সাহায্য প্রদান এবং জন-সাধারণ কর্তৃক "জিকেন্স সেভিং সার্ভিসেস" করা। উক্ত বিষয়গুলিতে একথাও বলা হইয়াছে যে, অনুগ্রহ আর একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পাদন করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হইতে পারে,—চাঁদপুর মহিলা-যুদ্ধ কমিটি, বিসেস এন্, কে, বেঙ্গলীর দেবীয়ে (তিনি কমিটির জন্য টাকা সংগ্রহ করিতে দেশের অভ্যন্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন) দেবী বেরী হাট্টি যুদ্ধ তহবিল স্থাপিত হইবার অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত তহবিলে ১,০০০ টাকার একটি বনি উপহার প্রদান করিয়াছিল। এই কমিটি একটি নীচ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল; তাহাতে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় বহিরাগত নবদ্বীপ হিপায়ে বৈকল্য করিয়াছিলেন। এই নীচ-কেন্দ্র প্রতি সপ্তাহে বীভিনত বিদিত হইতেন এবং তাঁহাদের তৈরী কল্যাণ কলিকাতার "জাতীয় জেজেন সোসাইটি"র নিকট প্রেরণ করিতেন।

মেজকোণা (ময়মনসিংহ)

সম্রাতি হানবীর খান সাহাব মজিব উদ্দীন, কে, সি, আই, ই, বধন ময়মনসিংহ জেলা পরিদর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় গত ২৭শে জানুয়ারী ময়মনসিংহ সাফি-হাউস প্রাঙ্গণে এক বিশিষ্ট জন-সভার নেত্রকোণার মহকুলা-হাকিম এবং মহকুলা যুদ্ধ-কমিটির প্রেসিডেন্ট মি: এন্, হানমুদা, আই, সি, এন্, ১৭,০০০ টাকার একটি হোতা তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। মহানন্দা পতন-র বাহাদুরের বক্তৃতা টিক পূর্বে এই টাকার হোতা প্রদান করা হয়। জেলার অন্য চারটি মহকুলা অংশের নেত্রকোণার দান বহু রূপে, সঙ্গীত ছিল। এই টাকার হোতা ব্যতীত, মহকুলা যুদ্ধ-কমিটি ইতিপূর্বে "মহানন্দা পতন-র যুদ্ধ-সংগ্রাম তহবিলে" ৩,৪০০ টাকা প্রদান করিয়াছিল এবং এখনও সমভাবে টাকা সংগৃহীত হইতেছে। আশা করা যায় যে, উক্ত কমিটি আগামী করেক মাসের মধ্যেই উক্ত মহকুলা হইতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত জুলিতে সক্ষম হইবে।

জলপাইগুড়ি

গত ২৫শে ও ২৬শে জানুয়ারী বরীক যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যকর জলপাইগুড়িতে উক্ত বিধানের ফলা-কৌশল প্রদর্শন করা হইয়াছিল এবং এই দুই দিন যথাক্রমে ৫টি ও ৪টি বিধান যোগদান করিয়াছিল। জন-সাধারণের মহা হইতে ১৬১ জনকে প্রদানস্বপ্নের সুবিধা প্রদান করা হইয়াছিল। এইজন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা বরীক যুদ্ধ-সংগ্রাম তহবিলে প্রদত্ত হইয়াছিল। গত ২৬শে জানুয়ারী বিধানের আর একটি বেলান্দার আয়োজন করা হইয়াছিল এবং বিরাট জনতার লম্বা-সম্মুখ হইয়াছিল। গত ৩১শে জানুয়ারী যে সভার শেষ হয়, সেই সময় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ-সংগ্রাম ব্যবস্থাপক সমিতির অধৈর্যক কোষাধ্যক্ষ ৭৩৬০ আনা প্রাপ্ত হয়। এ পর্যন্ত ২২,৬১৬০ আনা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে হইতে ৯১৬৬০ আনা দেতি বেরী হাট্টি-র মহিলা তহবিলের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। তদুপরি ৫০,৮১৬০/০ ৪ পাই "ইউ ইভিরা ক্লাব" টাকা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরা ট্রেনের অধিকার সাহায্যদান

ডায়াল ও বৈকল্যসহ আয়োজনার বর্ধ

মিত্রিক এবং বহুপ্রাচ্যের গ্রীষ্ম সৈন্যবাহিনীর অধিকার সাহায্য আভিগত ওজরেল সম্রাতি এবংল পরিদর্শন হইয়া গ্রীষ্মের প্রধান মন্ত্রী (অনুবা পরলোকগত) জেনারেল বৈকল্যসহ ও গ্রীষ্ম সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, গত ২৮শে জানুয়ারীতেই মজেন এই সম্মান পাওয়া যায়। কিন্তু জেনারেল ওজরেল ও জেনারেল বৈকল্যসহ গ্রীষ্মে একটি গ্রীষ্ম ফল-বাহিনী প্রেরণ সময়ে আয়োজনা করিয়াছেন মহিলা যে সংগঠন হইয়াছে, তাহা কর্তৃপক্ষবহন কর্তৃক অধীকৃত হইয়াছে। গ্রীষ্মের প্রয়োজন অনুসারে গ্রীষ্ম পতন-বৈকল্য তাহাকে অধিকার সাহায্য করিতে থাকিবে, ইহা খুবই মজব। ইহা নিশ্চয় বলিয়া বনে করা হইতে পারে যে, নৌ ও বিমান যুদ্ধে ব্যয়জ এবং প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ হইতে এই সাহায্য দান করা হইবে।

বাংলার অর্থ-নিবারণী প্রচেষ্টা

সাহায্যদান চকু-চিকিৎসাগারের প্রবর্ত কার্য

বাংলা দেশের অর্থ-নিবারণী এসোসিয়েশনের ১৯৩৬-৪০ সালের বর্ষের আর্থিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারত-বর্ষে বিকাশ, শিক্ষা, জনসেবা ও পলী-উন্নয়ন ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সাধিত হইতেছে। তবে সবে বাংলা-দেশে অর্থ-নিবারণের এসোসিয়েশনের কার্যও তদ্রূপে বাড়িত হইয়াছে; আরোপা-সাপেক্ষ অর্থ ও জাহার নিবারণ-সহায়্য সমাধানের চেষ্টা করা হইতেছে। এই চেষ্টার জন্য খুবই সজ্ঞাবহক হইয়াছে। অনুবরণ প্রদান দৈহিক অর্থবিকার মধ্যে অর্থ একটি এবং ১৯৩১ সনের আদায়ভাষীতে বোকা বার যে, বাংলাদেশে ৩৭,৩২২ জন পূর্ণ বক্ত ও ইহার ডিন্ডণ আনন্দিকভাবে অর্থ লোক আছে। এখন পলী অফলে কতজন অর্থ লোক আছে, তাহার পণ্য করা হইতেছে এবং এতদ্ব্য ১০০ একশত গ্রামের অর্থের সংখ্যা জানা গিয়াছে। এই এসোসিয়েশন বর্ষে উপস্থিত হইয়াছে। ১৯৩০ সনে ইহার কার্য আরম্ভ হয়। প্রথম হইতেই এই এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ছিল এই প্রদেশের পাঁচটি বিভাগে পাঁচটি সাহায্যদান চকু-চিকিৎসাগার পরিচালনা করা, তাহাতে আধুনিক চিকিৎসার সুবিধা সুদূরপল্লবীণী ঘরের লবতার নিকটই পাইতে পারে এবং চকুরোন নিবারণ ও আরোপা-সাপেক্ষ অর্থের বিপর্যয় লোকদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং বিপর্যয় যে পরিচালনা কার্যকরী হইয়াছে, তদনুসারী কার্য করা। ১৯৩৬ সনের মার্চ মাসে প্রথম সাহায্যদান চিকিৎসাগারের কাজ আরম্ভ করা হয়; পরে ১৯৩৭ সনে দ্বিতীয় সাহায্যদান চিকিৎসাগার স্থাপিত হয়।

এই দুইটি চিকিৎসাগারের কার্যের ব্যাপকতা ও প্রকৃষ্টতা, এদিকে পতন-বৈকল্যের দুটি আকৃষ্ট করে এবং পতন-বৈকল্য ১৯৩৬-৪০ সনে আরও দুইটি চিকিৎসাগার স্থাপনের জন্য আর্থিক ১৫,০০০ পনের হাজার টাকা ডিন্ড বৎসরের জন্য বহুর করেন এবং ১৯৪০ সনে এই দুইটি চিকিৎসাগার খোলা হয়। আশা করা যায় যে, ১৯৪০-৪১ সনে পঞ্চম চিকিৎসাগার খোলা হইবে। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যাসমূহের মধ্যে অর্থ নিবারণ অন্যতম, একই মানে কেন্দ্রীভূত অর্থ উহার সহিত নিশ্চিতভাবে সংশ্লিষ্ট—উহা হইল জনসাধারণের বিকাশ, এই জনসাধারণের অধিকাংশই হইল চাষী। আলোচ্য বর্ষে পলী-উন্নয়ন ও পলী-বীজনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য গঠনকৃত কার্যের অনেক পরিকল্পনা পতন-বৈকল্য করিয়াছেন। জাল পানীর অনেক ব্যবস্থা, পতন-উৎপাদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসাগার স্থাপন, প্রাচ্য স্থল, পাঠাগার ও খেলার মাঠের জন্য বহু টাকা ব্যয় করা হইতেছে। এই সমুদয় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে সর্ব-সাধারণের সাহায্য উন্নতি হইবে এবং আধুনিকভাবে আরোপা-সাপেক্ষ অর্থও করিয়া হইবে।

নিম্নলিখিত বিবরণ জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক হইবে :—

ভারতবর্ষে পূর্ণ অর্থ লোকের সংখ্যা ১,০০০,০০০ এবং প্রায় ৩,০০০,০০০ লোক আনন্দিকভাবে অর্থ; বাংলাদেশে পূর্ণ অর্থ লোকের সংখ্যা ৩৭,০০০ এবং আনন্দিক অর্থের সংখ্যা ১১১,০০০। ইহার মধ্যে পতন-৬০ জনের অর্থ নিবারণ-উপকরণী। সর্বমোট লোকের টাকা নিমে ভারতের সর্বমোট চকু চিকিৎসাগার যে পরিমাণ অর্থ আরোপা করে, তাহার চেয়ে বেশী লোক আরোপা অর্থ করিতে পারে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৪০০,০০০,০০০ জন এবং ভারতের যাত্রা চারিটি সাহায্যদান চকু চিকিৎসাগার আছে, তাহাও পতন-বৈকল্যে অর্থ-নিবারণে। এই চারটি চকু চিকিৎসাগার ২৫১,৮৪৭ জন লোকের চিকিৎসা করিয়াছে।

1-2

ସମ୍ପାଦକ: ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ—ବି.ଏଚ୍.ଏମ୍.ଏମ୍. ମୋହନ ମିଶ୍ର

বিশেষ জরুরী

অসম গণপন্থা সমিতির বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গণপন্থা সমিতি ও জন-স্বাস্থ্যের কার্য-সম্পন্নিত অসমীয় বিষয়ে জন-স্বাস্থ্যকে সঠিক সমাজ সচেতনতা কল্পনার জন্য গণপন্থা সমিতি "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রেসমেন্ট বা সরকারী নিষেধিত অসম প্রাধান্য বা নির্ভরযোগ্য বসিতা বোধিত বিচার বাঙলার অসমীয় যে সব পুস্তক এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গণপন্থা সমিতির কোন দায়িত্ব নাই।

নিয়মাবলী

দায়িত্ব ঠিকানা।—“বাঙলার কথা” দায়িত্ব ঠিকানা করিয়া দিচ্ছি এইরূপে। অসমের সকলই ঠিকানা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও প্রায়িক করা হইবে না এবং বরদী প্রায়িক হওয়া ব্যতিক্রম না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। ঠিকার জন্য কাহারও ক্ষতি টি-পি প্রেরণ করা হইবে না। ঠিকার টাকা যদি-অর্থাৎ “সুপারিশেডেণ্ট, গণপন্থা সমিতি, আমিনুর, কলিকাতা” এই ঠিকানার প্রেরণ করিতে হইবে এবং যদি-অর্থাৎ কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রেরকের ঠিকানা পরিকারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—“বাঙলার কথা” প্রকাশের জন্য বীহারী সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক তাহার এক পৃষ্ঠার পরিকারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা “সম্পাদক, বাঙলার কথা”—হাইটোর্স বিল্ডিং, কলিকাতা—ঠিকানার প্রেরণ করিবেন। অবদানীত রচনা কোন সময়ই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বাঙলার কথা

২৪শে ফেব্রুয়ারী—১৯৪১

বিক্রয়-কর বিল

কলীর ব্যবস্থা-পরিষদে নিম্নোক্ত-কিছু কল্পিত অনুমোদিত কলীর বিক্রয়-কর বিল উপস্থাপন করিতে হইয়াছে। অর্থ-ব্যয়িক মানদীর নিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার কল বিক্রয়ব্যবস্থার বৃহৎ বহু হইয়া গিয়াছে, বলা চলে। বিশেষ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণক হইতে যে-সব বৃত্তি-জরুর অবতারণা করা হইয়াছিল, মানদীর মতী তাহার প্রত্যেকটিই সমুদয় প্রদান করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—বাঙলার উন্নতি হউক, বেকারী কি তাহার ফলস্বরূপ হবে না? যদি প্রকৃতই দেশের উন্নতি দেশবাসীর কাছা হয়, তাহা হইলে উক্তব্য ঠিকার ব্যবস্থাও অবশ্যই করিতে হইবে এবং মূল্য কম না কমিয়া সমস্ত ঠিকার ব্যবস্থা করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হবে। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, একপক্ষে যে ঠিকার সংঘটিত হইবে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার সমস্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যদি-কিন্তু এই ব্যাপারে আরো উদারীত্ব আরো। দেশে কম-সংখ্যক অবস্থা জল হউক, শিকার উন্নততর ব্যবস্থা হউক এবং দেশের স্ব-স্বার্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক—এক

পাখী যদি কথা হয়, তাহা হইলে গণপন্থা সমিতি টাকার কাছিতে প্রবেশ, তাহাতে আগতি করা আরো উচিত হবে। “আমরা হান্স চাই তাম্ চাই—অর্থ কোর টাকার দিতে প্রস্তুত নই”—একটি কথা কেবলমাত্র সে-সব লোকই বলিতে পারে, যাঁহারা কেবল বাণ-বিচার বক্তব্যই গণপন্থা সমিতির সকল কাজের বিস্তারিত করিয়া থাকেন।

অনেকে হস্ত বিজ্ঞান করিবেন—অন্য কোন বক্তৃতা টাকার বা বসিয়ার বিক্রয়-কর প্রবর্তন করা হইতেছে কেন? মানদীর বক্তব্যেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন,—“কর-নির্ধারণের অন্যান্য আদ্যে পদ্ধতি সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া আমরা এই বিশেষ পদ্ধতিতেই পছন্দ করিয়াছি এই জন্য যে, ইহার কতকগুলি সুবিধা রহিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে হার বৃদ্ধি কম করা হইয়াছে, কর আদায় করিতে বরত ও বৃহৎ কর পড়িবে এবং বর্ধিত পরিমাণ টাকা আদায় হইবে। কাজেই বলা চলে—এই একটি মাত্র কর হারাষ্ট আভিগত-মূল্য কাছো আমরা সমস্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারিব। বিবেচনা যদি এই কর-নির্ধারণ ব্যবস্থা বর্ধোচিতভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে দেশের দরিদ্র জন-স্বাস্থ্যের উপর এই করের বিশেষ চাপ পড়িবে না। কারণ, এই ব্যবস্থার যে কর দিতে হইবে, তাহার বেশীর ভাগই অবশ্যপূর্ণ ক্রেতাদিগকেই বহন করিতে হইবে এবং ব্যালারীয়াও করের কতকংশ বহন করিবে। “সরকারের বিক্রয়ব্যবস্থা নিশ্চয়ই এই সব বৃত্তির সাহায্য অস্ত্রের সঙ্গে উপলব্ধি করিবেন; কিন্তু দালাল, লোকদলার ও ব্যবসারীদের উপর কতকটা করের ভার পড়িবে বলিয়াই ইচ্ছা রাখ-পূর্ণোদিত হইয়া আমরা হৈ চৈ উপস্থাপন করিয়াছি। মানদীর অর্থ-মতী ইহাদের সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন,—“দেশ গোয়ার ব্যতিক্রম, ইহাদের তাহাতে কিছু বার আসে না।” এই প্রশ্নের সোচ্চের দেশবাসীর ভালবাস সম্বন্ধে বিবেচনা না করিলেও, জনপ্রিয় সরকার এই ব্যাপারে নিশ্চয় থাকিতে পারেন না। এই জন্যই যে-সব লোকের কর বিচার অবস্থা রহিয়াছে, তাহাদের উপর কর-নির্ধারণ করিয়া সরকার পানীর অসম ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা, জন-স্বাস্থ্য, সেচ-ব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতির জন্য অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থার অগ্রসর হইয়াছেন। প্রকৃতই দেশের কল্যাণ বীহারী অস্ত্রের সঙ্গে কামনা করেন, নিশ্চয়ই সরকারের এই ব্যবস্থাকে তাঁহারা সমর্থন করিবেন।

এই মূল্য কমের হার অতি সামান্য, দেশের দরিদ্র জন-স্বাস্থ্যের উপর এই করের চাপ বেশী পড়িবে না; অর্থ ইচ্ছা হইয়া বর্ধিত পরিমাণ অর্থ-সংস্থান হইবে। প্রকৃতই আইনের এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি মানদীর অর্থ-মতী দেশবাসীর বৃদ্ধি আকর্ষণ করিয়াছেন। টাকা-প্রতি এক পরগা করিয়া কর নির্ধারণ প্রকৃতই অতি অতিক্রমের সম্ভব নাই। বিবেচনা এই ব্যবস্থার কোন ভিন্নবের উপর যে বিক্রয়-কর নির্ধারিত হইবে, তাহা মাত্র একবারই আদায় হইবে—জি-সি-সি-একটিবার বিক্রয় হইলেও টাকা-প্রতি এক পরগা বেশী কর আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই। তাহা হইয়া, অনেক ভিন্নবকে এই করের আভ্য হইতে বাক পেওয়ার হইয়াছে এবং এই জন্যই এই করের হার বৃদ্ধি কর-সংস্থানের কোন অসুবিধা হইবে না। বলা, চাই, জল, মাটি, বলা এবং অন্যান্য কল্যাণ, পাট, চাকর প্রকৃতি অর্থ-কলী জন্য এবং দেশের জীবা, কামর, কুয়া, বৃত্তি প্রকৃতির উপস্থাপন প্রত্যাহিকও এই করের আওতা হইতে বাক পেওয়ার হইয়াছে। বিশেষতঃ দেশে কল্যাণ হইতে অন্যান্য বস্তাবী করা হইবে, দেশে কল্যাণ উপরও টাকার বলা হইবে না। ইচ্ছা হইয়া, আইনের আভ্য হইতে আরো বক্তব্য করা বাক পেওয়ার হইবে এবং করা চলে—এই আইন হার করিতে হইয়া গণপন্থা সমিতির জনস্বাস্থ্যের সম্বন্ধে প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে অগ্রসর হইয়াছেন।

বুটেনে বাংলা অভিবাসন

“হিউম্যানিটি আবার বুটেনে অভিবাসনের চেষ্টা করিবে?” এই প্রশ্নটি এখন সর্বত্র অস্বাভাবিক হইয়াছে। পরাকর হইতে বৃদ্ধিতে হইবে হিউম্যানিটি পক্ষে বুটেনে বাংলা প্রদানের পক্ষে প্রণয় করিয়া দেওয়ার চেষ্টা পাইতেই হইবে এবং বলাচান বা অন্যত্র অভিবাসন পরিচালনা করিয়া এই শিক শিক সাক্ষ্য অর্জন মোটেই সম্ভবপর হবে। সুতরাং বলা চলে হিউম্যানিটি বাংলা হইয়াই বুটেনে অভিবাসনের চেষ্টা পুনরায় পাইতে হইবে। এসম্পর্কে বৃট্টিশ প্রবন্ধ-মতী নিঃ চার্লিস লিঙ্ক ১৯ই জুন তারিখে বক্তাই বলিয়াছিলেন,—“হিউম্যানিটি ইচ্ছা দেশে অভিবাসন, বৃদ্ধিতে পারিতেছেন যে, এই বীপেই (বুটেনে) আমানিটকে ধ্বংস করিতে চাইবে, নতুনা তাঁহার পরাকর সুনিশ্চিত।” অবিলম্বে বুটেনে অভিবাসন না করিয়া বুটেনের উপর ব্যাপকভাবে বিমান ও সাবমেরিনের আক্রমণ চালাইয়া বুটেনকে সন্ধি করিতে বাধ্য করতঃ তাহার পর তৎবিষয় আক্রমণের জন্য মূলতঃ প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা পাওয়া নাগোলের পক্ষে বিচিত্র হবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বনের প্রদান এবাং সাক্ষ্যবর্তিত হয় নাই। এসম্পর্কে বিমান-বহন ও সাবমেরিন-বাহিনীর হারা বুটেনকে কাম করা পক্ষে সম্প্রতি আবার আমেরিকার সাহায্য বিচারিত অবস্থায় হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বলা চলে অবিলম্বে বুটেনে অভিবাসন পরিচালনা করা ছাড়া হিউম্যানিটি গত্যস্ত নাই।

“কিন্তু বিপত্ত বর্ধের সেক্ষেত্র মনে এসম্পর্ক অভিবাসন পরিচালনার যে সুযোগ ছিল, বর্তমানে অবস্থা তাহালাপেক্ষ অনেক বেশী প্রতিকূল। অভিবাসনের পূর্ণাঙ্গাভাবক বিপত্ত বর্ধের প্রাথমিকালে হিউম্যানিটি বুটেনের উপর বিমান আক্রমণ আভ্য করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতই সে সময়ে বুটেনকে বৃহৎ বিপদের মধ্য বিলা সমরক্ষেপ করিতে হইয়াছে। তখন সম্বোধিত জাতিদের পক্ষ সমষ্টিত হইয়াছিল এবং তাহার কল নগরে হইতে আরম্ভ করিয়া জাতিদের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত বিচারিত সমুদ্রতে জাহাজীরা অবিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জুমাঙ্গার অস্ত্রও অবস্থা তখন বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু এতদ্ব্যতঃ অভিবাসনের সাক্ষ্য সম্বন্ধে সন্নিধান হইয়া হিউম্যানিটি তখন অভিবাসনের সমস্ত পরিহার করিয়াছিলেন। এসম্পর্কে অভিবাসনের সমস্ত পরিহার করার প্রকারান্তরে জাহাজীরা যে তখনকার মত পরাকর বীকার করিয়া নাই হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। কারণ, পত বর্ধের প্রাথমিক ও পরবর্তীতে বুটেনে অভিবাসনের যে সুযোগ সিরাজ, এসম্পর্ক প্রবর্ত সুযোগ আর সম্বন্ধে অসিদ্ধার নয়। বর্তমানে বুটেনের অবস্থা পূর্ণাঙ্গাভাবক জরুরে ভাব, বর্তিতে হইবে। বর্তমানে ইটালীর গোচরী পরাকর কল হির ও বলা-প্রত্যয় সব বিপত্ত কাটিকা গিয়াছে এবং জুমাঙ্গারও বুটেনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। বর্তমানে বুটেনে ৪০ লক্ষ লক্ষ সৈন্য বোতায়েন রহিয়াছে এবং জাতিদের বাক্ষেত্র যে অতি হইয়াছিল, তাহার অস্ত্র বেশী মূল্য সমস্ত-সমস্ত পড়িত করা হইয়াছে। বৃট্টিশ বিমান-বাহিনী সর্বপ্রকারে বিশেষের বোম্বার্ড প্রতিপত্ত করিয়াছে। বুটেনের জন-স্বাস্থ্যের বৈতিক বলাও অক্ষুণ্ণ আছে এবং সামরিক ও বিমান আক্রমণ বিরোধক পরিচালনা সর্বপ্রকারে পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। কাজেই বলা চলে, পতর অভিবাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বুটেনে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

“হিউম্যানিটি বুটেনে আক্রমণ করেন, তবে তাঁহাকে এত কম অনুগ্রহ করা হইবে যে, তিনি বৃদ্ধিতে পারিবেন না কোথ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করা হইতেছে।”—আমেরিকান বুটেনকে এই অভিনত প্রকাশ করা হইতেছে। বুটেনে নিম্নোক্ত বিশেষ পক্ষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। হিউম্যানিটি ইচ্ছা অভিবাসন করিবে—ইচ্ছা অভিবাসন করিবে বৃট্টিশ দেশ-বাহিনী প্রস্তুত করিয়াছে এবং প্রকৃতই এই এসম্পর্ক অভিবাসন, জল মানদীর বৃদ্ধির পক্ষ যে-কিছু লিঙ্কই লিঙ্ক ও অতি হইবে।

বাঙলা সরকারের ১৯৪১-৪২ সনের বাজেট

[১ম পৃষ্ঠার ভের]

১৯৩৯-৪০ সনের সংশোধিত হিসাবে রাজস্ব বাজেট ১৪ লাখ টাকা বাড়ীতী হইবে বলিয়া বলা হইয়াছিল; কিন্তু কার্যতঃ ৬০ লাখ টাকা উন্নত হইয়াছে। আয়ের ক্ষেত্রে ২৯ লাখ টাকা, খেণী হওয়ার এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৪৫ লাখ কম হওরাই আনুমানিক হিসাব হইতে এই ১৪ লাখ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেশব বাজেট প্রকাশিতঃ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা হইতেছে—পাট ২২ লাখ, তুনি-রাজস্ব ৮ লাখ, আবকারী ৫ লাখ, অন্যান্য ট্যাক্স ও কর ৪ লাখ এবং অপ্রত্যাশিত আদায় ৭ লাখ। কিন্তু ট্যাক্স বাজেট ৮ লাখ ও বিচার বিভাগীয় বাজেট ২ লাখ টাকা কম আদায় হওয়ার উপরোক্ত উন্নত অনেকাংশে কমিয়া যায়।

পাট-ভরের আদায়ই সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেবা যায়। এই ব্যবসে ১৯৪০ সনের জানুয়ারী মাসে আদায় পাইয়াছিল ১৬ লাখ, ফেব্রুয়ারী মাসে ১৮ লাখ এবং মার্চ মাসে দুই কিস্তিতে ৬৬ লাখ টাকা। ফুডের দিনে আহাৎ বাতায়নের অনুবিধা সবেও যে পাট-কর হিসাবে এত টাকা পাওয়া গিয়াছে, ইহা বাস্তবিকই অভাবনীয়।

মার্চ মাসে অনেক খেণী টাকা আদায় হওয়ার, তুনি-রাজস্ব বাজেটও আর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে হারে তুনি-রাজস্ব আদায় হইয়াছিল, ফেব্রুয়ারী মাস পর্যায় উক্ত হারেই টাকা উন্নত হইতেছিল; কিন্তু মার্চ মাসে (১৯৪০) মোট ১ কোটি ১৯ লাখ টাকা আদায় হয়। পূর্ব বৎসর উক্ত মাসে ৯৫ লাখ টাকা মাত্র আদায় হইয়াছিল।

খেণীর মত খেণী পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ারই আবকারী বাজেট উপরোক্তভাবে আর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৩৯ সালের বজীর অর্থ-আইন অনুযায়ী ব্যবসায়ের উপর যে ট্যাক্স বসান হইয়াছে, তাহার ফলেই “অন্যান্য কর ও ট্যাক্স” বাসল আর বৃদ্ধিত হইয়াছে। নতুন আইন অনুসারে প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ টাকা আদায় হইবে, পূর্বে তাহা সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভবপর হয় নাই।

“অপ্রত্যাশিতভাবে” যে টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নোক্ত কারণে আদিয়াছে:—

সম্মতঃ ইহা সকলেরই সম্মত আছে যে, কতকগুলি সংরক্ষিত তহবিলকে সাধারণ হিসাবের মধ্যে আনয়নের জন্য কাগজে-কলমে হিসাবের সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলা হইয়াছিল। তদনুসারে এই সব সংরক্ষিত তহবিলের টাকাকে রাজস্ব বাজেট জমা করিয়া বাজেটের ওপ তিপটিট বিভাগে তাহা বরচ দেয়া হইয়াছে। এই সব তহবিলের পরিমাণ পূর্বে যাহা বলা হইয়াছিল, কার্যতঃ তাহাপেক্ষা ৭ লাখ টাকা বেশী সেবা যায়। কারণ বৎসরের শেষ নিকে আরো কতকগুলি সংরক্ষিত তহবিল সরকারের অধীনে আনয়নিত করা হইয়াছিল। এই বাজেট একপ-ভাবে আদায়ী যেমন খেণী সেবান হইয়াছে, বরচও সম-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিচার বিভাগীয় আরও যে বাড়ীতী পড়িয়াছে, তাহার প্রকাশ কারণ হইতেছে “এক্সপ্লেসন্স” বাসল আর খেণী হিসাব করা হইয়াছিল। কোর্ট-কি কম বিক্রী হওরাতেই “ট্যাক্স” বাজেট আর কম হইয়াছে। সংশোধিত হিসাব ভেদী করার সময় মনে করা হইয়াছিল যে, সেনের সর্বত্র বসন ওপ-সানিনী বোর্ডসকূরের কাজ চলিতেছে, তবন বক্তব্যতঃই কোর্ট-কি বাসল আর খেণী হইবে; কিন্তু এই অনুমান সত্যে পরিণত হয় নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে বরচের বাজেট ৪৫ লাখ টাকা কম বার হইয়াছে। তদনুসারে ২১১ লাখ টাকা “বিভিন্ন বাজেট” কম বার হইয়াছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা কম টাকা প্রদানের জন্যই একপ হইয়াছে। বরাক অপেক্ষা প্রায় ১২ লাখ টাকা কম আদায় হওয়ার এবং প্রায় ১০ লাখ টাকা বাড়িত না হওরাই একপ বাটয়াছে। এই সব আরও আলোচ্য বর্ধেই সর্বপ্রথম প্রাথমিক রাজস্বের অতর্কিত করা হয় এবং এই জন্যই পূর্বাভাসে কোমরপ সঠিক অনুমান সম্ভবপর হয় নাই।

অন্যান্য বেশব বাজেট অনুমান অপেক্ষা বার কম হইয়াছে, তদনুসারে ৪ লাখ অপ্রত্যাশিত বার, পূর্বাভাসে ৪ লাখ, বৃত্তিক-সাতায়া ৩ লাখ, নিকা ৩ লাখ, পুনি ২১১ লাখ ও সাধারণ শাসন বার ২১১ লাখ টাকা।

অপ্রত্যাশিত বার যে কম হইয়াছে, তাহার কারণ ইহাই যে, যাহা অনুমান করা গিয়াছিল, তাহাপেক্ষা প্রকৃত বার কম হইয়াছে এবং ব্যয়ের কতকংশ আলোচ্য বর্ধেই ভারত সরকারের নিকট হইতে আদায় হইয়াছিল।

প্রবেশের কোন অফলে ব্যাপক বৃত্তিক সেবা না হওয়ার, বৃত্তিক-সাতায়া বাজেট বার কম হইয়াছে। অন্যান্য বাজেট যে কম বার হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য মতে।

রাজস্ব বাজেট ৪৫ লাখ টাকা বার কম হওয়ার ও ২৯ লাখ টাকা আর বাড়ার যে মোট ৭৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে বাজেটের ওপ তহবিলে প্রদেয় টাকার মধ্যে ১৩ লাখ টাকা কম প্রদানের বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে আর পরিমাণ টাকার ট্রেনারী বিল্ ইন্স করায়ই একপ হইয়াছিল।

প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে ইহাই পীড়ার যে, সংশোধিত হিসাবে যেখানে ১ কোটি ৫৫ লাখ টাকা উন্নত লইয়া বৎসর শেষ হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, সেখানে আরো ৬১ লাখ টাকা যোগ হওয়ার মোট ২ কোটি ১৬ লাখ টাকা উন্নত লইয়া বৎসর শেষ হইয়াছে। এই হিসাবে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে ট্রেনারী বিলের দ্বারা পূর্বাভাস ১০ লাখ টাকার ওপও বলা হইয়াছে। বিশেষ কতকগুলি কার্যের জন্য নিশ্চিই ১৭ লাখ টাকাও এই হিসাবের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

আলোচ্য বর্ধের হিসাব সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার পূর্বে আমি আরো কয়টি কথা বলিতে চাই। আমি বলিয়াছি আলোচ্য বর্ধে রাজস্ব বাজেট ৬০ লাখ টাকা উন্নত লইয়া শেষ হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি এতদ-প্রতি দুই আকর্ষণ করিতে চাই যে, আরও বাজেট “অপ্রত্যাশিত আর” হিসাবেই ৪২ লাখ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই টাকা কেবলমাত্র হিসাবের ভাড়াই সেবান হইয়াছে। আর একটি ব্যাপারে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহা হইতেছে ইহাই যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহে যে ১০ লাখ টাকা বৎসরের শেষ সময় পর্যায়ও প্রদান করা হয় নাই এবং আদায়ের তাতেই বহিয়াছে। এই উক্ত ব্যাপারে বিবেচনা করিতে গেলে প্রকৃত উন্নত ৬০ লাখ না হইয়া মাত্র ৮ লাখ পীড়ার।

১৯৪০-৪১ সন

পত প্রায় দুই বৎসর ভারতের বাহিরে বার তত্ত্বপূর্ণ ঘটনার অনুভব হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতবানী এবং ডিটেক্টর-পালিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে-সংগ্রাম চলিয়া

আসিতেছে, উহার পড়ির প্রতি কোন চিত্রাঙ্গীণ ব্যক্তিই উদাসীন থাকিতে পারেন না। তবে অন্য আবি তদু-প্রবেশের আর্থিক ব্যবস্থার উপর ফুডের কড়ী প্রতিষ্ঠিত সেবা গিয়াছে, তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

আমি জানিতে পারিয়াছি, ফুডের নকশা অন্যান্য প্রবেশ পূর্বেই তদনুসারে লেভান হইয়াছে। বাঙলায় কিন্তু উহার বিপরীত সেবা হইতেছে। এই ভারতবর্ষের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে অধিক দূর বাইতে যাব না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাট বস্ত্রাণী বহু হইয়া মওরায়, এ-প্রবেশের সাংখ্যিক কতি হইয়াছে; কারণ অর্থ নীতি ক্ষেত্রে পাটের স্থান অতি উচ্চ। আদায় বিশৃঙ্খল, ইহা সকলে অবগত আছেন। তদুও কেব কেব ইহা তুনিজ হওয়ার ভাণ করিয়া থাকেন। এ-সম্পর্কে পুনরাবৃত্তি করা নিম্নোক্তম। তদু যে আদায় সাধারণ অবস্থার বৎসরে পাটেরক বাসল ২ কোটি টাকা পাইয়া থাকি এমন নয়, উপরন্ত রাজস্ব, ট্যাক্স, আবকারী ইত্যাদিতে পাটচাষীদের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। বর্তমান প্রতি-বোধিতার দিনে ইউরোপের বাজার হাতছাড়া হওয়া এবং আহাৎ চমচল ব্যবস্থার সত্যেও সাধনে পাটচাষীদের পক্ষে সাংখ্যিক কতির কারণ হইয়া পীড়াহইয়াছে। উপরন্ত এ-বার পাটও পূব খেণী উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সর্বসাধারণ হাত হইতে বলা এবং উৎপন্ন পাটের মারসমস্ত মূল্য প্রায়ের জন্য গভর্ণমেন্ট যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি উহার পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করি না। সমস্যার চক্রান্ত সমাধান করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি দাবী করিতেছি না; তবে যাহা গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে আমি ইহা নিশ্চয়ই দাবী করি যে, অন্যান্য প্রতিযোগিতার অবলান না ঘটাইলে এবং বদী ক্ষেত্রসমস্ত হাত হইতে হারতমিগকে বাকার ব্যবস্থা না করিলে পাটচাষীরা কখনও উৎপন্ন পাটের মারসমস্ত নয় পাইত না। পাটের মারসমস্ত নয় এবং উহার স্থায়ি বিধানের কার্যে এ-প্রবেশে আরোই সর্বপ্রথম ভারতীয় চটকল সমিতির সহযোগিতা লাভে সমর্থ হই। তাহাদের এই সহযোগিতা-লাভে আমি আনন্দানুভব করিতেছি এবং আপা করি উবিধাতে অধিক পরিমাণে আদায় উঠা লাভ করিব।

এ-সমস্যার পূর্ণ ভাগে “৪০—কুনি” বাজেট অতিরিক্ত অর্থের দাবী জমাটয়া উক্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় পাটের উচিত মূল্যের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য যে অর্থনৈতিক অনুবিধার দৃষ্টি হইয়াছে, উহার উল্লেখ করিয়াছেন। সদস্যবৃন্দ আবার যুগে আবার উহা উল্লিখিত চাহিবেন না বলিয়া আপা করি। গত বাজেটের পত এ-বৎসর গভর্ণমেন্ট যে-কয়টি কার্যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তদনুসারে কুনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত জুন মাসে গভর্ণমেন্ট দ্বির করেন যে, বাজেটে বরাক অর্থ তাড়াত বর্তমান বৎসরে প্রাথমিক নিকা বিভাগকে জেলা-কুল বোর্ডগুলিকে মোটা বাকের অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং পরিষদের মন্ত্রী লাভের আদায় নিকা-বিভাগকে উক্ত উদ্দেশ্যে ৮ লাখ টাকা বার করার অমতা সেওয়া হয়।

কুনি কাজের জন্য যতকাল বেয়াদী ওপ-প্রদান ব্যবস্থার আশাশ্রয় প্রতি কিছুকাল হইতে গভর্ণমেন্টের মনো-যোগ আকর্ষিত হইয়াছে। গত বৎসর সমস্যার সমিতিগুলির মারক ১৩ লাখ টাকা ওপ লান পূর্ণক এ-সম্পর্কে পরীক্ষা চলে। ১৯৪০-৪১ সনের বাজেট উপস্থিত করার পর আদায় উক্ত পরীক্ষারলক ব্যবস্থার কলাকল জানিতে পারি। উক্ত উপর নির্ভর করিয়া গভর্ণমেন্ট বর্তমান বৎসর কুনি-ওপ বিতরণের জন্য ৬০ লাখ টাকা বরচ করেন। এই অর্থের মধ্যে ৫০ লাখ সমস্যার সমিতির মারক এবং ৫ লাখ জেলা অফিসারগণ কৃষিকীরণের মধ্যে ওপ হিসাবে বিতরণ করিয়াছেন।

অতঃপর চমচি বৎসরের আর-বার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। প্রাথমিক হিসাবে বৎসরের প্রথমে ১ কোটি

[৪র্থ পৃষ্ঠার হইকা]

বাঙলা সরকারের ১৯৪১-৪২ সনের বাজেট

[তৃতীয় পৃষ্ঠার ভের]

৫৫ লক্ষ টাকা উৎস এবং বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ ৭২ লক্ষ টাকার ষোড়শভাগে অনুবিত হইয়াছিল। সংশোধিত করণের দ্বারা বার, বৎসরের শেষে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা থাকিবে। নিম্নোক্ত কারণে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে:—

উৎস তহবিলে ৬১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি, রাজস্বের বাজে ১৫ লক্ষ টাকা বাটতি, রাজস্ব বিভাগের বাজের বাজে ৩১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি, সর্বোপরি রাজস্ব বাজের বহিষ্ঠিত এককালীন লাভাঘা ও ঋণদান বাবদ ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি।

উক্ত ভারতবাসীর কারণগুলি আলোচনা করা যৌক। সংশোধিত হিসাবের উৎস তহবিল এবং পূর্ববর্তী বৎসরের শেষে যৌক তহবিলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ১৯৩৯-৪০ সনের আর-বার সম্প্রতি আলোচনায় আমি উহা নিশ্চয়ভাবে বুঝিয়াছি।

পাটভুক্ত ৪৫ লক্ষ, তুনি-রাজস্ব ৭ লক্ষ, ট্যাক্স ১০ লক্ষ, বিচার বিভাগে ৬ লক্ষ, অনুপ্রাণিত বাজে ৪ লক্ষ টাকা আর হাঙ্গ পাওয়ার রাজস্ব বাজে মোট ১৫ লক্ষ টাকা বাটতি পড়িবে। অপর পক্ষে আরকব বাবদ ২৬ লক্ষ, আদায়ী আর ১৫ লক্ষ, শিল্প ও বাজে বাজের প্রত্যেকটিতে ৫ লক্ষ করিয়া এবং বন ও খেজিরে বিভাগের প্রত্যেকটিতে ১ লক্ষ টাকা করিয়া আর বৃদ্ধিতে উহার কথকি কতি পূরণ হইবে। এই ভারতবাসীর কারণের মধ্যে সর্বোপরি পাটভুক্ত এবং আরকবের উল্লেখ করিতে হয়। শেখোক্ত দফা সম্পর্কে আমরা স্বাধীনভাবে কোন সঠিক হিসাব-পত্র রচনা করিতে পারি না। ভারত পতন-বৈশিষ্ট্য যে-সংখ্যা দিয়া থাকেন, উহার উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হয়। পাটভুক্ত বাবদ লক্ষ অর্থ প্রতিমাসে আমাদের হিসাবে যোগ হয়। যে-পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তাকে ত্রিভি করিয়া সংশোধিত হিসাব-পত্র রচিত হইয়া থাকে। আনুমানিক পূর্ব পর্যন্ত আমরা ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা পাইয়াছি। আসুয়ারী মাসে আমাদের মাত্র ৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য বৎসরের আমরা ১ কোটি টাকার অধিক পাইব বলিয়া আশা করা যায় না। এক্ষণে সংশোধিত হিসাবে আরের পরিমাণ প্রাথমিক হিসাবের তুলনায় ৪৫ লক্ষ টাকা কম করা হইয়াছে।

সরকারের বাস বহনের রাজস্ব বহন পরিমাণে হাঙ্গ পাওয়ার তুনি-রাজস্ব বাজে আরের অর্থ দানিয়া গিয়াছে। অনু-জুতিশিয়ার ও জুতিশিয়ার বাজে যথাক্রমে ৪ লক্ষ এবং ৬ লক্ষ টাকা আর হাঙ্গ পাওয়ার লক্ষ ট্যাক্সের বাজে ১০ লক্ষ টাকা বাটতি পড়িয়াছে। বিন অর্থ একচেতন ও বাবদ-সংক্রান্ত অপরাধের দলিল-পত্রের সংখ্যা হাঙ্গের লক্ষ অনু-জুতিশিয়ার বাজে ৪ লক্ষ টাকা আর করিয়া গিয়াছে। সেওয়ারী বাবদ সংখ্যা করিয়া বাওয়ার জুতিশিয়ার বাজে ৬ লক্ষ টাকা বাটতি দেয়া গিয়াছে। অনুপ্রাণিত আরের বাজে এত কম টাকা পাওয়ার কারণ এই যে, মুদ্র-সংক্রান্ত বাবদ বাবদ গত বৎসর বাবা বহন করা হইয়াছিল, উহার বেশীর ভাগই ভারত পতন-বৈশিষ্ট্যের নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে; বর্তমান বৎসরে সামান্য মাত্র আদায়ের দাবী রহিয়াছে। দেশী দ্রব্যাদির কাটতি বৃদ্ধি পাওয়ার আদায়ী বিভাগের আভিভি আর হইয়াছে। কুইনাইনের বহন প্রচার এবং মুদ্রাবৃদ্ধি শিল্পবিভাগে আভিভি অর্থ দানের কারণ। বাজে বাজে আর বৃদ্ধির কারণ এই যে, কলিকাতার পতন-বৈশিষ্ট্য ইনেক্টিক চাক দাবদ যে অর্থ-বাব করিয়া থাকেন, ১৯৩৭ সনের বহাভাগ হইতে উহার পুনঃ হিসাব-নিকাশে পতন-বৈশিষ্ট্য কিছু অর্থ ফেরৎ পাইয়াছেন। বহু সর্ববাহ্য বিভাগ হইতে কতকগুলি বিশেষ অর্থ পাওয়ার বন বিভাগের আর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনুপ্রাণিতভাবে দলিল-পত্রাদির সংখ্যা-বৃদ্ধির লক্ষণ রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের আরের অর্থও বাড়িয়া গিয়াছে।

পাটের উচিত মূল্য লাভের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইতেছে বলিয়া কৃষি বাজে ৫৫ লক্ষ টাকা আর বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাথমিক বিচার প্রসার সাধন উদ্দেশ্যে শিক বাজে ৭ লক্ষ টাকা আভিভি আর করিতে হইবে। মুদ্র-কালীন অর্থনীতির পরিবর্তনের লক্ষণ আভিভি পুলিশ ও সিভিক পার্টের (নাগরিক বর্কী) জন্য ৬ লক্ষ টাকা আভিভি আর পড়িবে। সরকারী ইয়ারভারের নির্মাণ কার্য বর্কীভূত হওয়ার পূর্ব বিভাগে ৯ লক্ষ টাকা কম বহন হইবে। আবর্জনা পরিষ্কার, জল সরবরাহ ও বালেশ্বরীয়া প্রতিরোধক পরিকল্পনামুসারে কাজের সর্ব উপস্থিত হয় নাই বলিয়া বাজেতে জন-স্বাস্থ্য বাজে যে পরিমাণ অর্থ করা হইয়াছে, উহা অপেক্ষা ৬ লক্ষ টাকা কম বহন হইবে। মুদ্রের লক্ষণ বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বাজেতে বহান অর্থ অপেক্ষা ৫ লক্ষ টাকা কম বহন হইবে আশা করা যায়। ইহা ছাড়া, সাধারণ দান, ঋণ-দানীয়া এবং বিচার-বিভাগের প্রত্যেক বাজে ১ লক্ষ টাকা করিয়া বাটতিয়া পাইবে।

একপে ঋণ ও ডিপজিট সম্প্রতি ১ কোটি ৩ ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির কারণ বলা যাইতেছে। ট্রেজারী বিলের ব্যাপারে ইহা ঘটিয়াছে। ১৯৪০ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৬০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল নকশা থাকিয়া

বাইবে অনুদান করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্যতঃ সেবা শেষ মাত্র ১০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল অনুদানীয়া আছে। সুতরাং ১০ লক্ষ টাকা কম বহন হয়। বর্তমান বৎসরের বাজেতে ট্রেজারী বিল ইস্ত করার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। সংশোধিত আর-বারের হিসাবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল ইস্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ১৯৩৯-৪০ সনের হিসাব হইতে যে ত্রিশ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল আর বহন টানিয়া আনা হইয়াছে, উহা সহ চলতি বৎসরে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা পরি-পোষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং বৎসরের শেষে আমাদের হাতে ৭৫ লক্ষ টাকা থাকিবে বাইবে আশা করা যায়। এইজন্যকার আমাদের তহবিলে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা লাভ পড়িবে। শিকা কর এবং সিভিল কোর্ট ডিপজিট বাজে আভিভি আদায়ীয়া টাকা হাঙ্গ ব্যাপকভাবে দশা বিভাগের কতিপূরণ করা হইয়াছে।

১৯৪১-৪২ সন

১৯৪১-৪২ সনের বাজেতে আর-বারের হিসাবের প্রাথমিকভাগ সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যিক। ১৯৩৬ সনের ভারত দান আভিনের তৃতীয় অধ্যায় কার্যকরী হওয়ার পূর্বে বর্কীর মোটর-বাসবাহন ট্যাক্স আইনের বিধান অনুসারে কলিকাতা করপোরেশনকে যে কতিপূরণ দেওয়া হইত, উহার জন্য পরিষদের বর্কীর আদায়ক হইত না। ১৯৩৭ সনের ভারত ও ব্রহ্ম সম্প্রতি আমাদের ৪র্থ পার্যাগ্রাফের বর্কীমুযারী ১৯৩৯-৪০ সন পর্যন্ত এই ব্যবস্থার দাবী উপস্থিত করা হইত। এই বৎসর হইতে পরিষদের বর্কী লাভের জন্য উহা বাজেটের

[৭ম পৃষ্ঠার দেখুন]

সেভিংস্ কার্ড

সংগ্রহ করুন

যে কোন পোস্ট অফিসে
পাওয়া যায় এবং
তার উপরে



প্রয়োজন হলে যে
কোন সময় সুদ
সম্মত টাকা ফেরৎ
দেওয়া হবে।

নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করুন
ডিকেন্স, সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনুন

১০ আনা, ১১০ আনা অথবা
১০ টাকা মূল্যের ডিকেন্স
সেভিংস্ ট্যাক্স দানীয়।

বহন আদায় কার্ডে ১০
টাকা মূল্যের ট্যাক্স করা
হবে তখন তখন পরিবর্তে
পোস্ট অফিস থেকে একটি
ডিকেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট
ফেরৎ দিবে—১০ বছরের মধ্যে
এই সার্টিফিকেটের দান হবে
ডেন টাকা ন' আনা।

ভারতে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

কেমন করিয়া প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন

বর্তমান যুদ্ধযোদ্ধার এক বংশের মধ্যে ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় নগরে বিমান আক্রমণের অসিষ্ট নিবারণোপায় ব্যবহার যথেষ্ট আয়োজন করা হইয়াছে।

বিমান আক্রমণের অসিষ্ট নিবারণোপায় সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে প্রথম ব্যবস্থা হইল কতকগুলি শিকাপ্রাণ গুপ্তাগারের দল গঠন করা, অগ্নিনির্বাপক সাহায্যকারী সেবকদল গঠন করা ও অতিরিক্ত চিকিৎসা-ব্যবহার বন্দোবস্ত করা ও সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। এই কার্য সমাধানের জন্য কতকগুলি লোক নিযুক্ত করা এবং আশ্রয়স্থল ও সাহায্যকারী জমা গৃহাদি নির্মাণের ব্যবস্থা, কোথাও গুপ্তাগার নষ্ট হইলে লোকবিশিষ্টে উদ্ধার করিবার জন্য বন্দোবস্তসমূহে সজ্জিত সেবকদল গঠন করা এবং সর্বপক্ষে পান-পুষ্টিযোগ্য সাহায্যসামগ্রী রাখা।

কতকগুলি নগরের ব্যবস্থা অন্যান্য নগরের ব্যবহার চেয়ে বেশী অগ্রসর হইয়াছে। উপর্যুক্ত বলা যাউতে পারে যে, বোম্বাই ও কলিকাতা বিমান আক্রমণের সাহায্যকারী অবলম্বনের ব্যবহার জন্য আধুনিক ব্যবস্থা-কেন্দ্র আছে। আশা করা যায় যে, ভারতের বড় বড় নগর পরবর্তী, যেখানে লোকসংখ্যা বেশী, সেখানে কার্যকারী ব্যবস্থা-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা-কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হইল নগরের বিমান আক্রমণ সাহায্যকারী দল কেন্দ্ররূপে কাজ করা এবং সাংগঠনিক ও বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিম্নলিখিত সংযোগ রাখা এবং আশ্রয় বিমান আক্রমণের সমাধানের ক্ষমতা সজ্জিত করা এবং সাহায্যসামগ্রী রাখা সাহায্য প্রদান করা।

শিক্ষিত উপদেষ্টা ও সাক্ষ-সহকারী অপ্রচুরতার জন্য এবং কতকটা টাকার অভাবে একসঙ্গে এই সমস্ত ব্যবস্থা করা যায় না।

তিনটি অপরিহার্য বিষয়

তিনটি অপরিহার্য কার্যের প্রতি প্রথমেই মনোনিবেশ করা বিধীকৃত হইয়াছে এবং প্রয়োজন অনুসারে উহার প্রসারের ব্যবস্থা করা হইবে। ওয়ার্ডেন নিয়োগ ও জাহাজের শিকার ব্যবস্থা করা, অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য কর্তৃক সেবকদল গঠন করা এবং চিকিৎসক দল গঠন করা। ভারতবর্ষে এই ত্রিবিধ ব্যবস্থা হইল বিমান আক্রমণের অসিষ্ট নিবারণোপায়ের তিনটি এবং ইহা ঘাইই যথেষ্ট ব্যাপক ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে এবং ক্রমে ইহার আরও উন্নতি করা যাইতে পারে।

ইহাট মনে হয় যে, পান রাখার করা সম্ভবপর হইলেও কার্যতঃ উচ্চ করা হইবে না এবং সেই জন্যই শুধু ট্রেনিং বিহার জন্য গ্যাসজালি বা অন্যান্য গ্যাস-প্রতিরোধক ব্যবস্থার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ

এই ব্যবস্থা কয়েকটিই এ দেশে বিমান আক্রমণের অসিষ্ট নিবারণোপায়ের সমস্ত কার্য মনে। ওয়ার্ডেন ও বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ কার্যে নিয়োজিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও কার্য-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহ হইতে বিদগ্ধ আশ্রয় আসন বা পাঠ্য কোম কাউন্সিলে পরিবেশিত হইবে। বিমান-পরিচালিত বন্দীধূনি দ্বারা বিমান আক্রমণের সতর্কবাণী প্রচার করা হয়। এই সমস্ত বন্দী হইতে একপ্রকারের অসুস্থ পক্ষিত ধূনি বাহির হয়। এই ধূনি ইংলওবাসীর নিকট খুবই পরিচিত। সতর্কভাষনক নাভেলিক বাণীর একটি নির্দিষ্ট নিয়মাবলী দেখা হইয়াছে ও জাহা সাধারণো প্রচার করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, যে সমস্ত স্থানকে সাংগঠনিক বা বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার পক্ষ

হইতে বিশেষভাবে আক্রমণসাধ্য ও জরুরী বলিয়া প্রতী-
তুল্য করা হইয়াছে এই সমস্ত স্থানেই একপ্রকারের বর
ব্যবহার করা হইবে।

আক্রমণসাধ্য অঞ্চল

ভারতবর্ষ অতি বিস্তীর্ণ দেশ। ইহার মধ্যে এমনও
সব স্থান আছে, যাহা আক্রমণ হইতে বেশ মুক্ত। কিন্তু
ভারতে তিনটি অঞ্চলের অন্তর্গত: বিমান আক্রমণের আশঙ্কা
হইয়াছে। প্রথমে যে অঞ্চল ভারতের উত্তর-পশ্চিম
ভাগে অবস্থিত, যেখানকার ইহার অন্তর্গত, উত্তর-পশ্চিম
সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের অধিকাংশ অংশ বিস্তারিত
দ্বারা আক্রমণসাধ্য।

আর একটি অঞ্চল পূর্ব বিভাগে অবস্থিত; যথা বাঙ্গা-
লা-দেশ এবং আসাম ও ত্রিপুরার কতকগুলি এবং এই অঞ্চল
বিশেষভাবে আক্রমণসাধ্য। কারণ এই স্থানের বহুল
লোক সংখ্যা, ইহার শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারখানা ও চটকন-
সমূহের জন্য এই অঞ্চল আক্রমিত হইবার বেশী সম্ভাবনা
হইয়াছে। তৃতীয় অঞ্চল দ্বারা বিমান আক্রমণ হইতে
রক্ষা করা সম্ভবপর হইল ভারতের সমস্ত বন্দরগুলি
ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত যথা কলিকাতা,
বোম্বাই, মাদ্রাস ও কলিকাতা; এই সমস্ত বন্দর হইতেই
সাধারণতঃ ভারতের বিশুল বাণিজ্য চলিতেছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ইংলওর বড়
জোট দেশেও সংরক্ষিত অবস্থায় আনিতে অনেক সময়
ও টাকার প্রয়োজন হইয়াছে।

ঐক্য ব্যবস্থা ভারতবর্ষে করিতে হইলে ইহার বিভিন্ন
অবস্থাপন প্রদেশসমূহের বিশুল লোকসংখ্যাহেতু ও
আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হওয়ার দৃশ্য
কাজটি আরও কঠিন হইবে। যেহেতু ভারতবর্ষের পান-
তন্ত্র ঐক্যিক মতে, সেই হেতু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট ও
প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টকে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করিতে
হইবে। কাজেই ব্যবস্থাসমূহের ঐক্য ও সমন্বয়িতা
বন্দার প্রয়োজন আরোও বেশী। প্রত্যেক প্রদেশকেই
ইহার নিজস্ব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং
হানীর অবস্থার সঠিত সাহায্য করা কাজ করিতে
হইয়াছে। ভারতবর্ষ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহু
দূরে অবস্থিত; তাহাণি বর্তমান একমাত্রক যুদ্ধের দিনে,
যখন যুদ্ধ চারিদিকেই বিস্তার লাভ করিতে পারে, বিশেষ
করা উপেক্ষা করা চলে না। এখনই আক্রমণ হইবার
সম্ভাবনা নাই কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইংলওর পদ্ধতি অনুকরণ
করিয়াছে এবং "প্রস্তুত হও" পদ ব্যবসায়ের আবার
অনুষ্ঠান ও সজ্জিত অনুসারে অবলম্বন করিয়াছে।

কেন্দ্রীকীকৃত শহরসমূহ

ভারতবর্ষের প্রায় বড় বড় নগরকে বিমান আক্রমণের
অসিষ্ট নিবারণোপায় ব্যবস্থার জন্য জাহাজের আক্রমণ-
সাধ্য অবস্থা এবং সাংগঠনিক, শিল্প ও বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট অতিরিক্ত
কনুসারে ত্রিবিধ অবস্থার একটির অধীনে বিভক্ত করা
হইয়াছে।

যে সমস্ত নগরকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে
সেগুলি বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ
প্রাপ্ত হইবে। ইহার অনেক স্থানে সর্বক্ষেত্রের জন্য
একজন এ, আর, সি, অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে
এবং তিনটি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি—ওয়ার্ডেন দল গঠন ও
জাহাজের শিকার, অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা ও চিকিৎসা
ব্যবস্থা পূর্ণভাবে করা হইয়াছে। এই সমস্ত নগরকে
বিভিন্ন অঞ্চলে ও উপ-অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে এবং
প্রত্যেকটিতে ওয়ার্ডেন ও জাহাজের সহকারী নিযুক্ত করা

হইয়াছে এবং অনেক স্থানে জাহাজের পূর্ণ শিকার
কেন্দ্র হইয়াছে এবং বহু স্থানে জাহাজ জাহাজের কর্মী
পালনে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে পাঞ্জির সমস্ত
অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থাকে পূর্ণ ক্ষমতার দ্বারা হইয়াছে এবং
সম্পূর্ণভাবে আধুনিক করা হইয়াছে। তদুপরি সাহায্যকারী
অগ্নি-নির্বাপক দল গঠন করা হইয়াছে। এই সহকারী
অগ্নি-নির্বাপক দলে সাহায্য আরো জাহাজ অধিকাংশই
বেতনসেবক; জাহাজের কণু পোষক সেওরা হইয়াছে।

নগরগুলির কর্মীদের ট্রেনিং

অতিরিক্ত নগরগুলির কর্মীদের কার্যবদ্ধ
করিতে হইলে ৬০ হাজার ট্রেনিং সেণ্টার প্রয়োজন।
সাক্ষ-সহকারীর মধ্যে সুপরিচিত ট্রেনিং পান,—ইহা
একটি ছোট ট্রেনিং এবং বোম্বাই দ্বারা চালিত হয় এবং
ইহা এক বিদ্যে ১৮০ গ্যালন হিসাবে জনসাধারণ প্রচারিত
করিতে পারে। ট্রেনিং পানের বড় বড় বেশী নয়
এবং ইংলও ইহার উপযোগিতা ভাল ভাবেই প্রচারিত
হইয়াছে। একটি লবী বা বর-চালিত মান ইহাকে
চালিতা নইয়া করিতে পারে। ইহা দ্বারা আরোও সুবিধা
এই যে, সর্বত্র সাক্ষ-সহকারীর বোম্বাই পানী কিংবা
সাহায্যিক দলগুলি প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানেও
লোক ইহা চালাইতে পারে, দুইজন মানুষ ইহাকে
চালিতা নিতে পারে। চিকিৎসা ব্যাপারে অনেক ভারতীয়
জাহাজ কাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সেন্ট
অন এডুয়ান্স, বেডফোর্ড, সেকুই কাই এসোসিয়েশন
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বহুসংখ্যক লোককে প্রথম-সাহায্য
প্রদানকারী দলে ট্রেনিং দিয়াছে। সমস্ত প্রথম শ্রেণীর
নগরে জাহাজ, টেলিকোন, সাহায্যকারী ও অন্যান্য পূর্ণ
সহকারী প্রাথমিক তত্ত্বাবধা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ প্রচেষ্টার বহুভাষিত প্রতিষ্ঠান
অংশ গ্রহণ করিতেছে। এই সব বালক সাহায্য-
কারীর কাজ করে এবং চৌকী দেয় এবং সাহায্য আশ্রয়-
প্রদানের সাহায্য রাখা করে।

উদ্ধারকারীদল

ঐক্য দল ভারতের সমস্ত গ্রাম সম্বন্ধেই মনে।
যে-সমস্ত নগরকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, তাহা
ছাড়াও অনেক জাহাজ আছে। সেগুলি জরুরী হইলেও
প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। এই সমস্ত স্থানকে
দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, সেখানেও পূর্ণ ব্যবস্থা
করা হইয়াছে; তবে ছোট রকমে।

ইহার পরও অনেক নগর আছে, যেগুলিকে উপেক্ষা
করা চলে না; তবে তেমন জরুরী নয় কিংবা আক্রমণসাধ্য
নয়। এইগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।
এখানে বিমান আক্রমণের অসিষ্ট নিবারণোপায় ব্যবস্থার
জমা নিয়ন্ত্রণ করা ও কর্মীদের ট্রেনিং সেণ্টার
জমা নির্বিত পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এখানে ট্রেনিং
কেন্দ্রের জন্য তত বেশী টাকার ব্যবস্থা করা যায় নাই।

সমস্ত প্রথম শ্রেণীর নগরে উদ্ধারকারী দল গঠন করা
ও জাহাজের ট্রেনিং আরম্ভ হইয়াছে। এই সব দলের
কাজ হইবে বিস্তৃত অসিষ্টকারী হইতে লোক উদ্ধার
করা এবং কোম অসিষ্টকারী বা বন্দর ভিত্তি করা হইলে
সেগুলি অপসারিত করা।

ট্রেনিং এর জন্য অনেক প্রদেশে জম অবস্থা ট্রেনিং
কেন্দ্র অবস্থা কোম প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ডেন ও অন্যান্য লোক-
বিশিষ্ট ট্রেনিং সেণ্টার হইতেছে। বর্তমানে এই ট্রেনিং
সেণ্টার জমা উপযুক্ত উপদেষ্টা বহু পরিচরিত পাঠ্য
হইতেছে না, যদিও কোম কোম প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশ
হইতে এ বিষয়ে অগ্রসর। কিন্তু আশা করা যায় যে,
জম উপদেষ্টারূপে অনেক লোককে শিক্ষা সেণ্টার
হইবে এবং বিমান আক্রমণের অসিষ্ট নিবারণোপায়
ব্যবস্থার উপযুক্ত কর্মীদের শিক্ষা সেণ্টার করিবে।

[১১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয়]

[४२२]

বাঙলা-সরকারের ১৯৪১-৪২ সনের বাজেট

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

পরিষেমে জেলা ও মহকুমার অফিসগুলির প্রাক্তন আদায়পত্র বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য ২৩ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

জন স্বাস্থ্য

ইহার পর আমি জনস্বাস্থ্য বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিম। এখানেও নয় লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইলক্ষ টাকা পল্লীর জনস্বাস্থ্যের জন্য। এই খাতে মোট বরাদ্দ হইল ১০ লক্ষ টাকা। চলতি বৎসর কুটনাইন বিস্তারণ খাতে ছিল ৫ লক্ষ টাকা, উহা বাড়াইয়া আনোচা মধ্যে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অনুন্নতপড়ানে ম্যালেরিয়া-নিবারণ পরিকল্পনার জন্য সাত লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হইয়াছে; সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ এক লক্ষ ছিল বাজেটে বরাদ্দ, উহা বাড়াইয়া ২ লক্ষ ৬০ হাজার করা হইয়াছে; অতিরিক্ত বরাদ্দের অবশিষ্ট টাকা জলের কল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পর:পুনালীনের অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্যই বরাদ্দ হইয়াছে।

অবসর-বৃত্তির জন্য ব্যয়

অবসর-বৃত্তির জন্য ব্যয় পূর্ববৎ বাড়িয়া চলিয়াছে—একদা অবসর বৃত্তি ৬ বার্ষিক-ভাতা খাতে প'চ লক্ষ বৃত্তি বরাদ্দ হইয়াছে। একসঙ্গে অবসর বৃত্তি দেওয়ার জন্য ৭ লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ হইয়াছে। প্রাথমিক ও অধ্যয়ন চাকুরীর লোকপালের বহু পরবর্ত্ত করিয়াছে, তাহা হাস করার জন্য এই ৭ লক্ষের ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। যে-সময় পরবর্ত্ত বিবেচনাবীন হইয়াছে তাহার মোট টাকার পরিমাণ হইবে প্রায় ৫০ লক্ষ। ইহা হাজা একসঙ্গে অবসর বৃত্তি দেওয়ার বহু লাভজনক; কারণ ইহাতে পৌনঃপুনিক অবসর বৃত্তির পরিমাণ হাস পায় এবং বেতনকে হ্রাস করা হয় তাহাতে পতন-বোনের কিছু লাভও থাকে। বেঙলি অপশাট এককালীন দিতে হইবে, একদা বার চলতি বৎসরে খুবই কম এবং সাধারণ বরাদ্দ বাজেটে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের চেয়ে এক লক্ষ বেশী।

শিক্ষা

শিক্ষা বিভাগের ব্যয়ে যে বৃদ্ধিবারের বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ সাড়ে চারি লক্ষ। ইহার আর্ডেকের বেশী করা হইয়াছে কুটির শিল্পজাত প্রদর্শনী প্রদ-বিভাগ

পরিকল্পনার জন্য। অতি সতর্কতার সহিত তদন্ত করিবার পর বর্জ্য বিষ তদন্ত কমিটি (যাহা কিছুদিন যাবত কাজ করিয়া আসিয়াছে) এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে। আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা স্বরূপে নির্ধারিত ক্ষেত্রে আবার এটি বিস্তার ও সমন্বয় চলার প্রতিষ্ঠা করিব। দুইটি ভাষা ও কীলার প্রচােষের জন্য এবং দুইটি ঊর্ধ্ব প্রস্তুত বস্ত্রাদির জন্য। ভারীপ্রকৃতির কাঁচা মাল দিবার জন্য প্রত্যেক জেলার কার্যকরী মূলধন স্বরূপে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইবে; এই প্রস্তুত কাঁচা মালের পরিবারে তৈয়ারী প্রদ্যাদি দ্বারা প্রস্তুত করা হইবে। এই প্রস্তুতের কুটির শিল্পের উৎকর্ষের জন্য এই পরীক্ষামূলক কার্যের কল খুবই প্রস্তুতকারী তত্ত্বপূর্ণ হইবে। পতন-বোনের কিসাখী বিভাগা পঠন করিবার অতিপ্রায় করিয়াছেন, ইহা ব্যাঙ্গ লক্ষ প্রকারের মধ্য চাষের উৎকর্ষ সাধন করা হইবে। গভীর সমুদ্র, মাখানলী, এবং পুষ্করী প্রভৃতিতে এবং এই বিভাগের পঠন কার্যের প্রথম ব্যবস্থা করার জন্য আগামী বৎসরে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। পবেষণা কার্যের জন্য ৫ মণির শিকালানের জন্য ২৯ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। বহুসময়ে বেশের ময়ম বিদ্যালয়ের পুরাতনের জন্য ২৯ হাজার ৫ হোলপুর্বে বিদ্যালয়তীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষাগাণের শির বিভাগের জন্য ২০ হাজার টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিনকোনা বিভাগের পুনর্গঠনের জন্য সিনকোনা বাজেটে সাত লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য হইল সিনকোনার চাষ বৃদ্ধি করা, বাহাতে বাড়িয়া লেন বলা সম্ভব কুটনাইন সববরাদ্দ বিষয়ে আর-নিরন্তর হইতে পারে।

সমবায়

সমবায় বিভাগের বাজেটে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ আপেক্ষা ১ লক্ষ টাকা বেশী করা হইয়াছে। দুইটি প্রদান বিষয়ে এই বৃদ্ধি বহুচ ধরিতে হইয়াছে। প্রথমটি হইল সমবায় সমিতিগুলির সদস্য ও সেক্রেটারীপদের ট্রেনিং দেওয়া—ইহার জন্য ভাষিত পতন-বোনের টাকা দিতেছেন। ইহাতে ব্যয় হইবে এক লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। দ্বিতীয় বিষয় হইল আর মেহোদে কলী এণ্ড বিস্তার ও আদায় করার জন্য তদারক কর্মচারীদের ব্যয় ৮৮ হাজার

টাকার ব্যয় বরাদ্দ। চলতি বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা কলী এণ্ড মেহোদে হইয়াছে, একদা আমি পূর্ব-ই বিনিয়োগ এবং আগামী বৎসরের বাজেটে এই লক্ষ ৬০ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। দুইলক্ষের সহিত বিস্তারের জন্য এবং এই বিশূল টাকা আদায় করিবার জন্য আরও অতিরিক্ত তদারক কর্মচারী দিবার আবশ্যক।

সেচ-কার্য

উপরোক্ত কারণে তিনলক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই টাকার পরিমাণ এত কম হওয়ার কারণ হইতেছে এই যে, কতকগুলি বিরাট পরিকল্পনার প্রবর্তনই ওষু বাজেটে বরাদ্দ করা হইয়াছে, কিন্তু এই সকল কাজ শেষ হইতে বহু বৎসর লাগিবার সম্ভাবনা। এই সকল পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে মল-মলী সম্পর্কে পবেষণা করিবার নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। এই স্থানে মলীর তদন্ত এবং সেচসমস্যার উন্নয়ন করে পবেষণাগারে সন্তোষের সাহায্যে শিক্ষা করিতে হইবে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিকশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ রাজ্য বৃত্তিপাত, সেচ এবং জন-বিকাশ সম্পর্কিত কাজ প্রদান করা হইবে।

সাকসোব আশা মটকা একটি ব্যাপক সেচকার্যের প্রচেষ্টা শুরু করার পূর্ব-ই এই বিষয়ে সার-সরভাসে পরিপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কতীতের অবস্থানায় কলে সেচবিভাগ বর্তমানে যে সাংগঠিক দীর্ঘাবধির বলা দিয়া চলিয়াছে, এই প্রতিষ্ঠান জায়া অনেকাংশে দূর করিতে সক্ষম হইবে। আমরা বিশ্বস্তির প্রথম আশে এই সম্পর্কে আমি উল্লেখ করিয়াছি। যদিও এই প্রতিষ্ঠানের আগামী বৎসরের প্রয়োজনের চাহিদা মিটাইতে বিন হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। অনুমান করা গিয়াছে যে, আগামী প'চ বৎসরের মধ্যে এই পরিকল্পনার নিমিত্ত ছয় লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে। অনু-রূপভাবে ২৪-পরগণা জেলার জন-বিকাশের ব্যবস্থার নিমিত্ত বিদ্যাবতী-পিরানী পরিকল্পনার জন্য ৫০ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু সর্ব সাকসো তত্ত্বজনা ১ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হইবে। টাকা জেলার অন্তর্গত কপ'পাড়া মালের উন্নয়নকরে আগামী বৎসর বিন হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু সর্ব সাকসো তত্ত্বজনা এক লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ব্যয় হইবে আশা করা যায়। ঠিক একই ভাবে খুলনা জেলার অন্তর্গত বেরতরা মালের উন্নয়নকরে বিন হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিন্তু তত্ত্বজনা মোট বহুচ হইবে ৭৫ হাজার টাকা। এতদ্বার্তীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা আছে, উহার নিমিত্ত বিবরণী বাজেটে দেখা যাইবে।

ভূমি রাজস্ব

ব্যবসগত ও কবিশপু জেলার ব্যাপক জরীপের কাজের কলে ভূমি রাজস্ব খুই লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশী হইয়াছে। আনোচা বৎসরে যে সকল জরীপের কাজ প্রবর্তন করা হইয়াছে, তাহা পরিকল্পনামুযায়ী অনুদান হইতেছে।

পুলিশ

উপরোক্ত নিজেসময় দুই লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, আগামী সামবায়নী অতিরিক্ত পুলিশ নিযুক্ত করার একটা সম্ভাবনা হইয়াছে, পাকিস্তানে চলতি বৎসরে ব্যয় কতক মাসের জন্য সে ব্যবস্থা আছে। এতদ্বার্তীত বেঙ্গল পুলিশের সাক-ইন্সপেক্টরের মধ্যে ট্রেনিং দান করিয়া রিজার্ভ রাখার জন্য কিছু ব্যয় ব্যক্তি হইয়াছে।

বিবিধ

আমি এখন একটি বিষয়ের খসড়া ব্যয়ের উল্লেখ করিম। এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার প্রস্তাব করিতেছি, যাহার নিমিত্ত বাজেটে কোম্পানি বরাদ্দ করা হয় নাই, কিন্তু যে ব্যয়

[১০ পৃষ্ঠার শেষ]



বাঙলার পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টরের আফিসে সম্মতি সংগ্রহপত্র-সেবিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চিত্রে দেখা যাইতেছে—কমিস্যনার বিশিষ্ট সাংসাদিকদের সঙ্গে বিভাগীয় ডিরেক্টর মিঃ এইচ. এম. এম. ইব্রাহিম খান, মি. এস উপাধি হইয়াছেন (বসন্তের)।

বাঙলায় পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বিভাগীয় কন্ট্রোলারের চতুর্থ বিবৃতি

কৃষকগণ বাঙলায় পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই জন্য সরকার বাঙালি পট করে কৃষকদের হাতে ফরাসীরা চৌকি করেছেন, কিন্তু এ কথা প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষকদের ও জনসাধারণের সহ-যোগিতা ভিন্ন সরকার বাঙালিদের এই চৌকি মকম হইতে পারে না।

পাটের চাষিদের উপরই প্রধানতঃ পাটের উৎপাদন ও মূল্য বৃদ্ধি নির্ভর করে। তাই তারা মাসের বাইরে-বাইরে করেন জীর্ণতাও জানেন যে, চাষিদের অতিরিক্ত যদি কোন জিনিস বাজারে আসে, তাহলে তার কম হইবেই হইবে। পাটের কোম-ব্যাচতেও গ্রিক এই নিয়মই বাটে, অর্থাৎ চাষিদের বেশী পাট উৎপাদন করলে তার মূল্য কম হইবে।

সকলেই এখন জানেন যে, চাষিরা অনুমতি পাট উৎপাদন করিবার জন্য সরকার বাঙালি একটি আইন জারি করিয়াছেন। এই আইনের প্রধান প্রধান মন্ত্রণাবলি এবং এ সম্বন্ধে কৃষকদের কর্তব্য ও শাস্তি কি, তাহা পূর্বের পত্রিকাগুলিতে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

সরকার বাঙালি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৯৮০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট বোনা হইয়াছিল, ১৯৮১ সালে সেই পরিমাণ জমির তিন ভাগের এক ভাগে পাট বুনিলে মোটামুটি চাষিরা অনুমতি পাট উৎপাদন হইবে এবং তাহার ফলে পাটের মূল্য নিশ্চয়ই বাড়িবে। এই বিভাগের ১, ২ ও ৩ নম্বর পত্রিকার কৃষকগণকে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং পরে এ বিষয়ে কাহারও কোন অজ্ঞতার অজ্ঞাত প্রাচী হইবে না। তাই তারা যেন সুরেণ রাখেন যে, কৃষকদের ও ও দেশের সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য সরকার বাঙালি এই আইন অনুসারে ১৯৮১ সালে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে পূর্ণ সজ্জা করিয়াছেন—এবং তাই তারা কখনও কোন কারণে এই সজ্জা ত্যাগ করিবেন না।

চাষিরা অনুমতি পাট উৎপাদন করা ব্যতীত আরও কয়েকটি কারণের উপর পাটের উৎপাদন ও মূল্য বৃদ্ধি নির্ভর করে, তাই একটি কারণ এখানে বলা হইতেছে।

সকলেই জানেন যে, পাটকলের মাসিকপত্র গ্রাহকের আর্থনিক কাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপযোগী পাট প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাই তারা যদি গ্রাহক জানেন যে, কোন মাসের চাষিদের অনেক বেশী পাট উৎপাদন হইয়াছে, তাই তারা পাট কিনিবার জন্য মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তাই তাদের উচিত ও সুবিধামত এবং যখন পাটের বাজার পড়িয়া যায় তখন কলের মাসিকপত্র বুন সস্তায় পাট কিনিয়া রাখেন। বর্তমান মাসের এই সমস্যা দুই প্রকারভাবে দেখা দিয়াছে। প্রথমতঃ এ মাসের পাটের ফসল দুই বেশী হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দুইয়ের জন্য বিশেষের অনেক বড় বড় পাটের বাজার একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিছুদিন আগে যে সকল দেশ আমাদের বিক্রেতা হইতে পাট কিনিত, সেই সকল দেশ এখন মকম হাতে চলিয়া গিয়াছে এবং সেই সকল দেশে এখন পাট বস্তারী বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা দুইয়ের জন্য বাইরে-বাইরে আগের অপেক্ষা অনেকটা বৃদ্ধি চলিতেছে এবং সেই জন্য পাটের মূল্য ও বস্তার চাহিদাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। বসে ও বস্তার চাহিদা কম হওয়ার জন্য এদেশের কলগুলির কাজের সময়ও কমিয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলগুলিতে পাটের বরচও কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে অবশ্যই বুঝিতে পারা যায় যে, পাটের চাহিদা কম

কম হইয়া গিয়াছে—অর্থাৎ এই মাসেরই আগের উপর পাটের পরিমাণ সন্তোষজনক বেশী। ইহাও কম এই দৃষ্টান্তগুলি যে, পাটের কলের মাসিকপত্র পাট কিনিবার জন্য মোটেই আগ্রহ করেন না—এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমস্যা সম্বন্ধে কৃষকগণ বাঙলায় পাটের উপর বৃদ্ধি মূল্য পান তাহলে তারা সরকার বাঙালি বিশেষভাবে চৌকি করিতেছেন, সমস্তি কলের মাসিকপত্রের সহিত সরকার বাঙালিদের এক চুক্তি হইয়াছে—এই চুক্তি অনুসারে কলের মাসিকপত্রের পূর্বোক্ত মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট কিনিতে হইবে এবং গ্রাহকগণকে মাসিকপত্রের কোন প্রকার পাট নিষেধ কি নামে কিনিতে হইবে তাহাও বর্ণিতা দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার পাটের নিষেধ মতের তথ্য পাটের হইলে পাটের প্রণীতির মূল ও উৎপাদনের সম্বন্ধে কৃষকদের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক—সেই জন্য বাজারে প্রচলিত প্রণীতির মূল ও বিবরণ এখানে দেওয়া হইতেছে।

সাধারণ পাট

- | নাম | বিবরণ |
|-----------------|---|
| (ক) টপ ... | ১০০ আঁশ, ভাল বঃ, নতুন ১০ ডানের বেশী গোড়ার ভাল (কাটিং) থাকিবে না। |
| (খ) বিভিন্ন ... | ১০০ আঁশ, নতুন ১০ ডানের বেশী গোড়ার ভাল (কাটিং) থাকিবে না। |
| (গ) বট ... | সকল বকরের পাট বা টপ ও বিভিন্ন প্রণীতির নয়, কিন্তু কাটিং থাকিবে না। |

তোলা পাট

- | নাম | বিবরণ |
|-----------------|--|
| (ক) টপ ... | ১০০ আঁশ, ভাল বঃ, নতুন ১০ ডানের বেশী গোড়ার ভাল (কাটিং) থাকিবে না। |
| (খ) বিভিন্ন ... | ১০০ আঁশ, নতুন ১০ ডানের বেশী গোড়ার ভাল (কাটিং) থাকিবে না। |
| (গ) বট ... | সকল বকরের পাট, বাচা টপ ও বিভিন্ন প্রণীতির নয়, কিন্তু কোন কাটিং থাকিবে না। |

আবার জানিয়েছে উপর পাটের মূল্য আছে, বলা—জাত পাট, ভিটাই পাট ইত্যাদি। সাধারণতঃ বহুমানিতঃ কলের মূল্য, জামালপুর, ঢাকা, জেলায় মূল্য এবং সাধারণতঃ প্রকৃতি দানের উচ্চ জমিতে বেশ পাট ফলে তাহাকে জাত পাট বলে। সেখান, মুন্সিপুর ও বনু প্রকৃতি মূল্য বীজ ও চর অফেন বেশ পাট ফলে তাহাকে ভিটাই পাট বলে। জাতপাট সাধারণতঃ মজা, নতুন, চক্কে এবং সাধারণ ভিটাই পাট মোটা ও কম চক্কে। কিছুকাল পরে সাধারণতঃ ভিটাই পাটের মূল্য কম হইয়া উঠে।

কলের মাসিকপত্রের সহিত যে চুক্তি হইয়াছে—সেই অনুসারে নিম্নলিখিত মূল্য বর্ণিতা দেওয়া হইতেছে :—

মার্কা	বিভিন্ন	মূল্য
(১) ইন্ডিয়ান ভিটাই	৭৫০	৬, ৩০০
(২) ইন্ডিয়ান জাত	৮০০	৬০০
(৩) ইন্ডোপাকিস্তান প্যাক্ট	৮০০	৬৫০
(৪) বেশী বাড়তি না করা	৬	..

যদি বাইরে হইবে যে, উপরোক্ত মূল্যগুলি মাসিকপত্রের মূল্য, মাসিকপত্রের মাসিকপত্রের পাট চাষিদের হাতে দেবে ও ইহারে গ্রাহক, কৃষি-বরচ ইত্যাদি বাইরে মাসিকপত্র হইতে পাটচাষিদের হাতে ফরাসীরা চৌকি করেছেন। বৃদ্ধি অনুসারে মোটামুটি মূল্য (৬) হইতে ১০০ বরচ পড়ে, সুতরাং মাসিকপত্রের মূল্য মকম হাতে রাখা এবং পাট চাষিদের জন্য বরচের একটি মোটামুটি হিসাব করিয়া কৃষকগণ নিজেদেরই গ্রাহকের প্রণীতির মূল্য পাটের মূল্য অবশ্যই নিশ্চিত করিয়া উপর বরচ মূল্য করিতে পারিবেন এবং সেই মূল্য অপেক্ষা গ্রাহক যেন কম মূল্য পাট বিক্রয় করিতে বাঁকত না হয়। এ সম্বন্ধে কৃষকগণ নিজেদের মূল্য না দেখিলে কে আর দেখিবে।

বর্তমান মাসের আর একটি সমস্যার সই হইয়াছে; তাহা এই—পাট পত্রিকা উপর কলের অজ্ঞানে এ মাসের অধিক পরিমাণ নিকট প্রণীতির পাট উৎপাদন হইয়াছে; এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হইতেছে এই যে, কৃষকগণ যেন একেবারে উৎকৃষ্ট প্রণীতির মূল্য পাট বিক্রয় করিবার জন্য বাধ্য না হয়। এ ক্ষেত্রে যেন গ্রাহকের হইবে যে, বর্তমান মাসের উৎকৃষ্ট প্রণীতির পাটের পরিমাণ অতি কম হইয়াছে; সুতরাং গ্রাহক যদি প্রথমেই একেবারে গ্রাহকের উৎকৃষ্ট প্রণীতির মূল্য পাট বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে গ্রাহকের মূল্য কেবল নিকট প্রণীতির পাট পড়িয়া থাকিবে—পরে ইহা বিক্রয় করা করিম হইবে, সেই জন্য সরকার বাঙালি কৃষকগণকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, গ্রাহক যেন উৎকৃষ্ট প্রণীতির পাট বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়ঃ নিকট প্রণীতির পাট বিক্রয় করেন। এই প্রসঙ্গে কৃষকগণ আবার বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, গ্রাহক যেন টপ, বট ও বিভিন্ন প্রকৃতি বিভিন্ন প্রণীতির পাট চিনিবার জন্য বিশেষ চৌকি করেন এবং গ্রাহকের উপর পাট এই সব ভিন্ন ভিন্ন প্রণীতিতে ভাল করিয়া বিক্রয় করেন।

বর্তমান পাটের মূল্য কম হওয়ার আর একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছে; সেই কারণটি এই যে, অনেক পাটের ওজন বেশী করিবার উদ্দেশ্যে পাটের ভল মিশাইয়া এই পাট বিক্রয় করিয়া থাকেন; এ কথা সর্বসাই মনে রাখা উচিত যে, তখন পাট অপেক্ষা এইজন্য ডিমা পাটের মূল্য কম হইবেই হইবে। পাট ডিমা হওয়ার অজুহাতে ক্রেতাদের নামের নিকট দিমা বরাট, মজারী প্রকৃতি বাইরে পাটের মূল্য কম করিবার চৌকি করিয়া থাকেন; ইহাও ফলে সাধারণের মতো একটি লাবণ্য কল্পে যে, পাটের বাজার জনসং পড়িয়া বাটতেছে, কেউ তলাইয়া বুঝেন না যে, ডিমা পাট বা কেবল মাত্র নিকট প্রণীতির পাট বিক্রয়ের জন্যই বাজার বন্দা হইয়া বাটতেছে। ডিমা পাট বেশী দিন মজুত রাখিলে ইহা মই হইয়া যায় এবং পরে ইহা বিক্রয় করিয়া অর্ধেক মূল্য পাওয়া যায় না; সেই কারণে কৃষকগণ ডিমা পাট বাজারে আনিয়া যে পর পান সেই মতই ইহা বিক্রয় করিয়া ফেলেন—কারণ গ্রাহক যেন জানেন যে, ইহা মিথ্যা কথা পড়ে গেলে ইহাকে আর বেশী দিন মজুত রাখা হইবে না এবং তাহাতে ইহা বিক্রয় করিয়া বর্তমান মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য লাভ পাওয়া হইবে না। তাই তারা এই ডিমা পাট কেনেন গ্রাহকের বিশেষ আছে—গ্রাহক এই ডিমা পাট বেশী দিন জমা রাখিতে পারেন না; মাসিকপত্রের চাহিদা দিমা প্রকারের বাজারে যে কোন পরে ইহা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ডিমা পাট বিক্রয়ের প্রমাণ কৃষকদের সঙ্গে কত মাসিকপত্র গ্রাহক অতি মতেরই বুঝা হইবে।

এখন শেষ ও বিশেষ মন্ত্রণাবলি করা এই যে, পাটের উৎপাদন ও মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য চাষিরা অনুমতি পাট উৎপাদন করিবার জন্য পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ বিশেষ আশ্বাসক পূর্ণ হইয়াছে এবং একমাত্র চাষিরা অনুমতি পাট উৎপাদনের উপরই কৃষকদের মিতালতা [১০ম পৃষ্ঠার দেখুন]

আমেরিকার কারখানা হাত করবার চেষ্টা

আমেরিকার বিরুদ্ধে যেতে গেল এই জরি কর্তৃক অভিযোগ

আমেরিকার দুঃস্বপ্নকল্পে শিল্পের বেশ একটা বড় অংশ জার্মানী হাত করিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি এক অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই জার্মান কর্তৃক বিনষ্ট করিবার জন্য গত ১৯৩৭ জার্মানী মুক্তরাষ্ট্র সরকার জরুরী অবস্থায় প্রবেশ করেন।

জার্মানীর বিরাট দর প্রস্তুত কারখানা আট, ডি, কারবেনসিউস্ট্রি ও ত্রাচার সহিত আরও পাঁচটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও অন্য নয় জন ব্যক্তি আমেরিকার রাগনেসিয়ান প্রকৃতির কারখানাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে। আরও বলিয়া মুক্তরাষ্ট্রের কেভারেল গ্রাউ করি অভিযোগ করিয়াছেন। বিমানপোত ও অন্যান্য বুদ্ধ লক্ষ্য প্রস্তুত করিবার পক্ষে রাগনেসিয়ান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস।

মুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগ বলিতেছেন, ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে আমেরিকার আন্তরিকতার পক্ষে অপরিহার্য প্রমাণগুলির উপর জার্মান প্রতাপের "বিস্ময়কর প্রমাণ" পাওয়া গিয়াছে। রাগনেসিয়ান-উৎপাদন কারখানাগুলির উপর জার্মানীর নিয়ন্ত্রণাধিকারের নকশা রাগনেসিয়ান উৎপাদনের অন্তর্বিধা ও উৎপাদনের পরিমাণ লীমাইট হইয়াছে; তাহা ছাড়া ইচ্ছাতে কৃত্রিম উপায়ে দাম চড়াইয়া রাখাও সম্ভব হইয়াছে। বেলম পরিবার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আমেরিকার এলুমিনিয়াম কোম্পানী, ডাউ কেমিক্যাল কোম্পানী এবং কার্বেন কোম্পানীর মুইয়ন কর্তারী ও এই ব্যাপারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

হিটলার কোন দিক আক্রমণ করবে?

গ্রেন্স আক্রমণের আশঙ্কা

গত ২৪শে জানুয়ারী পর্যন্ত পর পর পাঁচ জাতি প্রিটনের উপর বিমান আক্রমণ চালাইবার পর বিমান আক্রমণে বিরতি দেখা দিয়াছে। এই তুফান যে একটা লুপ্ত আক্রমণের পূর্বসূরী, তাহা এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। অবশ্য গত কয়েকদিন ধরিয়া আবহাওয়ার অবস্থাও মেন আক্রমণের উপযোগী ছিল না।

ক্রমশঃ জার্মান বিমান আক্রমণ এবং আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত বিমানের সংখ্যা যেমন কমিয়া আসিতেছে তদান্বেতন হইতে হয়, বুঝ বড় রকম একটা আক্রমণের সময়ে কাজে লাগাইবার জন্য জার্মানী বিমানপোত, পোটোল, পোলান্ডারী এবং বিক্ষিপ্ত বৈমানিক বহুদ রাখিতেছে। অবশ্য আক্রমণ বলিতে কেমন যে প্রিটন আক্রমণই বুঝায়, তাহা সন্দেহ। বরকান দেশগুলির বিরুদ্ধে বা সম্পূর্ণভাবে জুডাশাগরের প্রিটন জাহাজগুলির উপরেও এই আক্রমণ চলিতে পারে। বর্ধমান জার্মানিতে বর্ধমান অধিক সংখ্যক জার্মান বিমানপোত জড়ো করা হইতেছে বলিয়া যে সংবাদ আসিতেছে, তাহাও অতিশয় অর্থপূর্ণ।

লণ্ডনের লর্ড-মেররের তার

বাঙলা হইতে প্রেরিত সাহায্যের জন্য বরখাস্ত

লর্ডের বুদ্ধ-সম্পর্কিত তথ্যবিশেষ পক্ষ হইতে প্রেরিত ১,৪১৪,৯০০ আনার প্রার্থী বীকার করিয়া লণ্ডনের লর্ড-মেরর নিম্নোক্ত তার প্রেরণ করিয়াছেন: "আরোও টাকা দানশে পূরীত হইবে। আমার বিমান-আক্রমণ সাহায্য-তাড়ার বাঙালি লোককেও সাহায্য করিয়াছে। জার্মানদের দাম একাদিকার সকলের পক্ষেই বিরাট উপসাহায্যকর হইয়াছে।"

আবহাওয়া ও কসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ২৪শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে আবহাওয়া ও কসলের অবস্থা বর্ণনা ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

এই সপ্তাহে উত্তর বঙ্গের কোন কোন দান বাতীত বৃষ্টি ঋতাবিকের চেয়ে অল্প হইয়াছে। পর্য্যবসায়ী কসলের জন্য চাষের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টি হইলে জার্মানী কসলের উপকার হইবে। বিগত ২৪শে জানুয়ারী বীরভূমে ও মুন্সিবাগে বিনিমের কাজে বর্ষাক্রমে ৩,২০১ ও ১,২৪৯ জন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বীরভূমে ১,০৩৯ জন লোক বরষাভী দান পাইয়াছে। এই সপ্তাহে সাধারণ চাউলের মূল্য গড়ে টাকার ৮ আট সের ছিল। পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় চাউলের মূল্য পতন ০.৫৪ তাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চাউলের মূল্য

চব্বিশ-পরগণা, ভারদু হারবার, বাক্যপুর্ন, বারাসত, বসিরহাটে সাধারণ চাউল টাকার ৮ আট সের হইতে ৮.৮০ টাকার; নবীয়া, কুড়িয়া, বৈদ্যেশ্বর, চুড়াডালা ও রাণাঘাটে টাকার ৮ আট সের হইতে ৮.৮০ সেরা সাত সের; মুন্সিবাগ, লালবাগ, জলীমপুর ও কান্দিতে ৮.৮০ সের হইতে ৮.৮০ টাকার; বনোহর, বিনাইল, বাগড়া, মড়াইল ও বনগায়ে টাকার ৮ আট সের হইতে ৮.৮০ সের; বুলমা, সাতকিয়া ও বাগেরহাটে টাকার ৮ আট সের; বর্ধমান, আসামগোল, কাটোয়া ও কান্দার ৮.৮০ সাত সের তিন টাকার হইতে ৮.৮০ আট সের সাত টাকার। বীরভূম ও বামপুরহাটে টাকার ৮ আট সের; বীড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকার ৮ আট সের; বেলীপুর, কীর্ষী, তরলুক, বাটাল ও খাড়াগায়ে টাকার ৮ আট সের হইতে ৮.৮০ সের; চুগলী, শ্রীহরপুর ও জাহাঙ্গীর টাকার ৮.৮০ সেরা সাত সের হইতে ৮ আট সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ার টাকার ৮.৮০ পৌনে আট সের হইতে ৮.৮০ সেরা আট সের; রাজশাহী, নওগাঁ ও নাটোরে টাকার ৮.৮০ টাকার হইতে ৮.৮০ সাত আট সের; মিলাপুর্ন, ঠাকুরগাঁ ও বালুঘাটে টাকার ৮.৮০ সাত সের হইতে ৮ আট সের; দাখিলি, কাশিরা, শিলিগুড়ি ও কলিঙ্গা টাকার ৮.৮০ সাত সের হইতে ৮ আট সের; হুগুণ, বীলকাহারী, কুড়িয়া ও পাইখাড়ার টাকার ৮.৮০ সাত সের হইতে ৮ আট সের; বড়ুয়ার টাকার ৮.৮০ সাত আট সের; পাবনা এবং মিলাপুর্ন টাকার ৮.৮০ সাত সের হইতে ৮.৮০ সাত আট সের; মালদহে টাকার ৮ আট সের; কুড়িয়ায় টাকার ৮.৮০ পৌনে নয় সের; ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, সারানগর ও মণিকগঞ্জে টাকার ৮ সের হইতে ৮.৮০ সাত আট সের; বরনগর, জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীর, মেজেকোণা ও কিশোরগঞ্জে টাকার ৮.৮০ সাত সের হইতে ৮.৮০ সেরা আট সের; কলিকাতা, পোয়াল, বরগাতিপুর ও গোপালগঞ্জে টাকার ৮.৮০ সাত সের হইতে ৮.৮০ সের; কক্সবাজার, শিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাতক্ষীরে টাকার ৮ আট সের হইতে ৮.৮০ সের; চট্টগ্রাম ও কক্স-বাজারে টাকার ৮.৮০ সাত আট সের হইতে ৮.৮০ সাত সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মপাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকার ৮.৮০ সাত আট সের হইতে ৮.৮০ সের; নওগাঁ ও কেরীতে ৮.৮০ সাত আট সের হইতে ৮.৮০ পৌনে নয় সের; পাবনা চট্টগ্রামে টাকার ৮.৮০ সের; ত্রিপুরা হাটো টাকার ৮.৮০ সেরা সাত সের হইতে ৮.৮০ সেরা সের।

বাঙলার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

[২ম পৃষ্ঠার শেবাংশ]

ও পাটের মূল্যবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে এবং কেমনভাবে এই উদ্দেশ্যই সরকার বাহাদুর পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার জন্য বঙ্গপরিষদ হইয়াছেন। মূল্যের নিয়ন্ত্রণ অনেক মনে করেন যে, এই ব্যবস্থা কৃষক-নির্ভর কষ্টের কারণ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এই ব্যবস্থা একেবারেই ভুল। প্রথমতঃ পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে চাউল জমিদারী পাট উৎপাদন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটের দাম যে বাড়িয়া যাইবে, তাহা নিশ্চয়ই হইবে বলা হইতে পারে এবং একথাও বলা হইতে পারে যে, বিনা নিয়ন্ত্রণে বেশী পরিমাণ ভরিতে পাট উৎপাদন করিয়া কৃষক যে অর্থ পাইতেন, নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কম ভরিতে পাট উৎপাদন করিয়া তাহা অপেক্ষা বেশী অর্থ পাইবেন। অর্থাৎ এই বেশী অর্থ পাইবার জন্য জমিদার কম পরিমাণ করিতে হইবে, কেননা নিয়ন্ত্রণের জন্য জমিদার তিন তাগের এক তাগ মাত্র ভরিতে পাট চাষ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন ভরিতে এ কসর পাট বোনা হইবে না, সেই সব ভরিতে দান, চীনামান, পতলা, ইক্ষু, তুলা, পাঁচলী, মিষ্টি আলু ও অন্যান্য কল লাগাইয়া কৃষক জমিদার আরো পরিমাণ অনেক বাড়াইতে পারিবেন। এ ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার; অধিক পরিমাণ ভরিতে পাট বপন করিলে কৃষক উহা বীজিত তথির করিবার সময় পান না—কাজে কাজেই তিনি যে পাট উৎপাদন করেন, তাহা বীজিত তথিরের অভাবে সাধারণতঃ নিকট হয়; কিন্তু আর ভরিতে পাট বপন করিলে কৃষক ঐ অধিক পাট তথির ইত্যাদি সূচকরূপে করিতে পারেন এবং ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট উৎপাদন হয়; সুতরাং তিনি এইরূপ আর ভরিতে পাট বুনিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের জন্য অধিক মূল্য পাইবেন। সুতরাং পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে কৃষক কতিপয় হইবেনই না, বরং নানান দিক হইতে লাভবান হইবেন। যদি পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তাহা হইলে এত অধিক পরিমাণে পাট উৎপাদন হইবে যে, কেহই উহা কিনিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না এবং ফলে কৃষক পাটের সাহায্য মূল্যও পাইবেন না। সেইজন্য কৃষকনির্ভর গুরু প্রদান কর্তব্য এই যে, সরকার বাহাদুর কর্তৃক প্রচলিত উপদেশ জমিদার যেন বিনাধিয়ার পালন করেন; এই উপদেশ পালন করিলে জমিদার কল্যাণ হইবে এবং জমিদার আবার স্ব-স্বাচ্ছন্দ্যে বৃদ্ধ ভরিতে পাইবেন।

মহার্জ-ভাতার ব্যবস্থা

অল্প বেতনের কর্মচারীদের সুবিধা

অল্প বেতনের কর্মচারী চাকরীবিধিককে দৈনিক এক টাকা হিসাবে মহার্জ তত্ত্ব প্রদানের জন্য কিছুদিন পূর্বে বাঙলা গভর্ণমেন্ট একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। যদি একদিক্রমে তিন মাসকাল কলিকাতার টাকার ৮ সের করিয়া চাউল বিক্রয় হয়, তাহা হইলে দৈনিক ১০ টাকা বা উহা অপেক্ষা কম বেতনের কর্মচারী চাকরী-বিধিককে উক্ত দ্বারা তত্ত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত করা হয়। কলিকাতার গত তিন মাস সাধারণের আবহাওয়া চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি-বিবরণ হইয়াছে। সুতরাং গভর্ণ-মেন্ট দ্বারা করিয়াছেন যে, ১৯৪১ সনের ১ম ফেব্রুয়ারী হইতে পুনরায় পর্যন্ত পরিকল্পিত মহার্জ-ভাতা দেওয়া হইবে। ইহাকে কার্যকরী করিতে সরকারের যেটি ৮ সের টাকা ব্যয় হইবে।

इलाहउ पाईकारी कनिषावा

মোটর-সরীর চাক, ফাটাইয়া দেওয়ার আশঙ্কা

অনেকে চরিত্রহীন করেন যে, ভাৱ ভাৱে বিদায় আত্মকরণ
আপত্তা পূৰ্ণ কৰ, কিন্তু বিদায়পত্ৰা কিন্তু চৰিত্ৰহীন।
লোকের বিদায়পত্ৰা অন্য সাধনাত্মক অবলম্বন কৰা হোৱা
পত্ৰপ্ৰেৰণাৰ লগে, লগৰাশীৰ্ষিককৈ আৱৰ্ণনৰ দিহেৰ,
পৰিৱৰ্ত্তনৰ ও হোৱাৰেৱেৱেৰে বৰ্ণনৰ অন্য বাধ্যতা
অবলম্বন কৰা উচিত। বিদায় আত্মকৰণ প্ৰতিৰোধ
অনেককোনে আৱলম্বন প্ৰতিৰোধ এবং লোকের বৰ্ণনোনা
বিদায়পত্ৰা বাধ্যতা লগৰা লোকের লগৰাশীৰ্ষিকৰ উপৰ
এবং বিদায়পত্ৰাশীৰ্ষিক ও অন্যসাধনাত্মক প্ৰতিৰোধ
লগৰাশীৰ্ষিকৰ উপৰ মিৰ্ণন কৰে।

বাঙলা সরকারের ১৯৪১-৪২ সনের বাজেট

[৮ম পৃষ্ঠার ছের]

করিতেই হইবে। পরিষদের সমসাময়িক অবস্থার আবেশন যে, যে সকল সরকারী চাকরীয়া কর বেতন পান, যুদ্ধের সময় তাদের খাওয়া-পাওয়া সুবিধার জন্য একটা পরি-কল্পনা পত্ৰপত্র পত্ৰ জুলাই মাসে তৈরী করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কথা হইয়াছে যে, সাধারণ চাউন টাকার আট সেব করিয়া বিক্রীর ব্যবস্থা হইলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে। বর্তমানে চাউনের খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্তমান মাসের প্রথম হইতে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। অনুমান করা গিয়াছে যে, পুরা এক বৎসরে এই পরিকল্পনার জন্য ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে।

আর্থিক কল্যাণ

এক বৎসর যে পরিকল্পনামূল্যে কাজ হইবে এবং যাহার বরাদ্দ বর্তমানে পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার আর্থিক কল্যাণ আর্থিক পুনঃ সংক্ষেপে বিবৃত করিব। এই বরাদ্দ দেখা যায় যে, রাজস্ব খাতে এক কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বাটতির সম্ভাবনা এবং ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় উত্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। পরবর্তী অর্থের পরিমাণ কাজ চানাইবার পক্ষে অসম্ভবরূপে কম এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ট্রেজারীসমূহে যে ন্যূনতম অর্থ জমা রাখা প্রয়োজন, তাহার অপেক্ষাও কম। ইতিপূর্বে আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছি যে, সেল্ফ ট্যাক্স হইতে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহার উপরই বাজেট তৈরী করা চলে না এবং পরিষদ ব্যাপকভাবে নূতন রাজস্ব আদায় করিবার কল্পনা প্রস্তুত না করিলে কোন পত্ৰপত্রই এই বরাদ্দের বাজেট পেশ করিতে পারে না। এই বৎসর আমার কাজ বিশেষভাবে অগ্রবিহীন-জনক হইয়াছে। বাজেট প্রস্তুত করার সময় যে সেল্ফ ট্যাক্সের উপর নির্ভর করিয়া আমি বাজেটের সমস্ত রকম করিব এবং কতকগুলি নূতন ব্যয়ের ব্যবস্থা করিব দ্বিতীয় করিয়াছিলাম, তাহা খুব দ্রুত সিলেট করিষ্টি হারা পান করা হইয়াছে। উক্ত সিলেট করিষ্টি বিলে প্রস্তাবিত ট্যাক্সের হার পত্ৰকা দুই টাকা হইতে ত্রু-বে টাকার এক পরমা বর্ধা করিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু কতকগুলি বিষয়কে কর বর্ধার অনুপস্থিত বলিয়া দাও-বিয়াছে। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি স্বভাবতঃই উপস্থিত হইয়াছিল:—

- (১) পরিষদ এই বিনকে আইনে পরিণত করিবে কি না?
 - (২) যদি তাহাই করা হয় তবে ট্যাক্সের কি হার পাকা বলিয়া গৃহীত হইবে?
 - (৩) আমার আসল বরাদ্দ হইতে সিলেট করিষ্টি যে সমস্ত বিষয়কে কর বর্ধার অনুপস্থিত বলিয়া দাও-বিয়াছে এবং পরে পরিষদ বাজা বাত দিবে, তাহার সহিত আমার মূল পরিকল্পনার কতখানি তুলনা হইবে?
- এই সকল প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। আমার পক্ষে একমাত্র পক্ষ হইতেই এই কথা বলিয়া লজ্জা যে, পরিষদ এমনভাবে বিলটি পাস করিবে—যাহার ফলে বাঙলা দেশ বাজেটের সমস্ত রকমের জন্য যথোপযুক্ত অতিরিক্ত নূতন রাজস্ব লাভ করিবে এবং আমাদের কার্য পরিচালনার নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী-স্বাস্থ্যসেবা, পল্লী-পানীর জন্য সরকার এবং সমস্ত: পত্ৰপত্র যে কতকগুলি নূতন চাকরীর প্রবর্তন করিতে বিশেষ বাধ্য, সেই সকল ক্ষেত্রের সমসাময়িক প্রয়োজন পান করিবে। ইহার কল্যাণ বর্তমানে পরিষদের সমসাময়িক হাতে লাভ আছে।

যদি পরিষদ নূতন ট্যাক্স প্রবর্তন সম্পর্কে পূর্বেই স্পষ্ট প্রকাশ করিতেন (এবং আমি অবগত আছি যে সরকারের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যেও এমন স্পষ্ট আবেশন,

যাহারা এ সম্পর্কে স্পষ্ট পোষণ করেন এবং নূতন আবেশন করিয়া তাহাদের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন) এবং আমি যদি ইতিপূর্বেই সেই স্পষ্ট উক্তন না করিয়া থাকি—তবে আমার কবি, যে বিপুল যত্ন ও আত্মবিকল্পার সহিত এই বরাদ্দসমূহ তৈরী করা হইয়াছে, তাহাতেই পরিষদের সমসাময়িক মিকিট ইচ্ছা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, নূতন কর হইতে যে রাজস্ব আদায় হইবে তাহার বিশেষভাবে প্রয়োজন আছে এবং বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীকে এই ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় যে, তাহারা প্রদেশের স্বার্থেই কনাই উচ্চা রাখ করিবেন।

আমি একটা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, যদি পরিষদ নূতন কর বলাইয়া নামস্ব আদায় করিবার কল্পনা পত্ৰপত্রটিকে দিতে অস্বীকার করে—সে ক্ষেত্রে নূতন করিয়া বরাদ্দ করিবার সময় আর নাই। প্রত্যা-পরিষদের সমসাময়িক বর্তমান বরাদ্দের আনিকার উপরই ভেটি দিতে বলা হইবে, কাজেই এই সকল সাময়িক সাময়িক ব্যবস্থা জাড়া পত্ৰপত্র মেন্ট আর কিছুই বলিতে পারেন না। যেহেতু নিম্নতমাত্রিকভাবে শাসনকার্য পরি-চালিত করিতেই হইবে। এই ব্যাপারে ফলে সমস্ত রাজস্বের বরাদ্দ সাময়িকভাবে চাটাই করিয়া দিতে হইবে এবং এই চাটাইয়ের ফলে ত্রু-বে সমস্ত জনহিতকর কাঙ্ক্ষাকে পত্ৰ করিয়া ফেলিবে তাহা নহে, পরন্তু বর্তমানে যে সকল প্রয়োজনীয় জনস্বার্থসাধক কাঙ্ক্ষা চর্চা-আছে, তাহারাও বিচ্ছিন্নভাবে করা হইবে।

ইতিপূর্বে আমিই প্রাতঃকালে আমি বলিয়াছি যে, যুদ্ধ সম্পর্কে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং উচ্চ কেসনমাত্র প্রদেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলা হইবে। কিন্তু আমি মনে করিতেছি যে, আসল প্রদেশের পূর্ণ প্রাণের যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী নীতির বিষয়ে সাধারণভাবে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কোন কোন অফিসে বলা হইয়া থাকে যে, বর্তমানের এই দুঃসময়ের প্রদেশের প্রকৃত কাঙ্ক্ষা হইতেছে—সকল প্রকার জনহিতকর কাঙ্ক্ষা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা পতিতায় করিয়া অতিরিক্ত ট্যাক্স হারা সাংগৃহীত সমস্ত অর্থ কেন্দ্রে-সম্মিলিত প্রয়োজনীয় কাঙ্ক্ষা ব্যয় করা। যাহারা

এই বাঙালি দেশের প্রাণের বসন যে, শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের উপর যাহারা একটি টাকা বেশী ব্যয় করেন—তাহারা সেই টাকামিট প্রাণের যুদ্ধ প্রচেষ্টা হইতে পৃথক করিয়া দেন। আমি এবং আমার সহকর্মীরা এই বাঙালি পোষণ করি-মা। অবশ্য যাহারা একটা সম্মিলিতভাবে স্বীকার করি-বে, যুদ্ধ জয় না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রাথমিক প্রয়োজনে প্রদেশের প্রয়োজন কনাইজা কেওরা উচিত, কিন্তু যাহাদের মতামতের যে সকল প্রদেশ বরাদ্দ-বিধি শাসনের সমস্ত রকম করিয়া আদিত্যে একটা প্রাণের সম্পর্কেই প্রয়োজ্য। বহু বৎসর আগের কালটির পর বাঙলা দেশে সার্বভৌমত্বের শাসন কাঙ্ক্ষা ত্রু হইয়াছে—কাজেই যাহারা দেশের পক্ষে উচ্চ প্রয়োজ্য নহে। আমার একমাত্র স্বীকার করি মা যে, গত বৎসরের বরাদ্দ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের একটি টাকা বেশী ব্যয় করিলে প্রাণের যুদ্ধ প্রচেষ্টা হইতে একটি টাকা করিয়া যাইবে। এই বাঙালি প্রবর্তিতার অর্থের সূচিত হইতেছে। এই প্রদেশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টার যে কাঙ্ক্ষা করিতেছে তাহা কোনো বড়ই ত্রু-নহে। আমার মনে বাঙালি হইতেছে—আমাদের বিশেষ করিয়া প্রাথমিক ও কৃষিক্ষেত্রে জীবনমাত্রার প্রাণী-উন্নতি করিতে হইবে, তাহার ফলে সমস্ত প্রদেশের যোগ্যতা-বর্ধিত হইবে এবং তখনই কেন্দ্রীয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সমসাময়িক পরিচালনা সাফল্য করা সম্ভবপর হইবে।

সিঙ্গি-বারানোর পতন সম্পর্কে প্রত্যাশবর্ণীর বিবরণ

সিঙ্গি হইতে বোম্বার্ডের প্রাণের

যেসব ভারতীয় সৈন্য বর্তমানে বিসরে বহিয়াছে তাহাদের দ্বারা বেকর্ড-করা বিবরণ নিম্নলিখিত-ভাঙে সিঙ্গি কেন্দ্র হইতে বোম্বার্ডের প্রাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব বেকর্ড মিসরীও টেই প্রোডাক্ট: কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে। সিঙ্গি-বারানোর পতন ও তৎসম্পর্কে কতিপয় প্রত্যাশবর্ণী ভারতীয় সৈনিকের বর্ণনা বিশুদ্ধাঙ্গী ভাষায় এই সব বেকর্ডে তোলা হইয়াছে। আগামী ২৪ মার্চ অবধি তাহাদের অপরাহ্ন ৬-১৫ মিনিট হইতে ৬-১৮ মিনিট (প্রায় ৩ টাইম) পর্যন্ত এই সব বেকর্ড-কৃত্য হইবে।



হাসনীর বাজা দ্বারা সাক্ষ্যবহীত ও হাসনীর সি: এইচ. এস. সোভার্ডরাধীকে পোড়ানো সমস্তায়ে তৈরী-অনুষ্ঠিত বোম্বার্ডের সমস্তায়ে হইয়া ব্যক্তি হইতেছে।

নারী জীবনের মহান দায়িত্ব

ক্রান্তির উপর জাতিগণের দাবী

বেলভাকার পশু-প্রদর্শনী

বয়স্কটিউ ও গার্ল-গাইডদের প্রতি সর্ব ব্রাহ্মণ পাণ্ডুরেলের বিদায় বাণী

কিছুদিন হইল বয়স্কটিউ ও গার্ল-গাইড দলের অধিনায়ক সর্ব ব্রাহ্মণ পাণ্ডুরেল পরলোক গমন করিয়াছেন। সম্মতি কেম্বার সরকারী সংবাদ সম্বন্ধে ২৩শে জানুয়ারি কানকপত্রের মধ্যে তাঁহার দুইটি বিদায়-বাণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার একটি বয়স্কটিউদের ও অপরটি গার্ল-গাইডদের প্রতি উদ্ভিষ্ট। ব্রাহ্মণ পাণ্ডুরেল বয়স্কটিউদের বলিয়াছেন: “অন্যকে আমল লান করিয়াই প্রকৃত আমল লাভ হয়। এই পৃথিবীকে উন্নততর স্থান করিতে চেষ্টা করিও। যখন তোমাদেরও মরবার সময় আসিবে, তখন যেন এই আমল লটখাট মরিতে পার যে তোমরাও জীবনটাকে বৃথা নষ্ট কর নাই, অর্থাৎ উৎকৃষ্টর স্থান করিতে সমালোচনা চেষ্টা করিয়াছ।

“এইরূপে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমল লাভ করিতে চেষ্টা করিও; ছাউন হটবার সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইও না—বয়স্কটিউদের সভা না থাকিলেও নয়। এ প্রচেষ্টায় টনুর তোমাদের সহায়তা করুন।”

গার্ল-গাইডের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন: “নারীকে দুই দিক হইতেই উন্নতির পিঠ দেবিকা বলা চলে। প্রথমতঃ তাহার বংশ বক্ষা করিবে, দ্বিতীয়তঃ পুত্র আমলময় করিয়া এবং স্বামী ও সমাজের সঙ্গী হইয়া জগতের আমল বৃদ্ধি করিবে। ইহাট গার্ল-গাইডের বিশেষ দায়িত্ব। স্বামীর প্রকৃত সহচরী হইয়া, অর্থাৎ স্বামীর লক্ষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান ও সমায়ুজিত প্রদর্শন করিয়া, তাহাকে উপদেশ দান করিয়া, তখনই প্রকৃত ‘গাইড’ হইতে পার। সমাজ-বিপ্লবে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহারের দৈহিক, মানসিক এবং চারিত্রিক উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে জীবনের সম্ভাব্যতার ও জীবনকে ভাল করিয়া উপভোগ করিবার কক্ষতা দান করার মধ্যেই গার্ল-গাইডদের দায়িত্ব।”

মহামুদে নারীর অংশ গ্রহণ

ব্রিটেনে বহুসংখ্যক নারীজমিকের কারখানায় যোগদান

দুই আরও হওয়ায় সময় ব্রিটেনের শ্রমিক সংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৩৫ লক্ষের মধ্যে ছিল বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু সংখ্যক নারী শ্রমিকের যোগদানই এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। পূর্বে যে সকল জীলোক গৃহ-কর্ম ভাড়া আর কিছু করিত না, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে কারখানায় এবং অপিসে কাজ করিতেছে। এই প্রকারে ব্রিটেনে শ্রমিকের মোট সংখ্যা ২ কোটি ৩০ লক্ষে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে।

এই সংখ্যা যদি আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়, তবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিকগণ হইতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণিতে শ্রমিক নিযুক্ত করিবার এক বিস্তৃত পরিকল্পনাও গড়প্লেট বিব করিয়াছেন। যে সকল লোক কোমও কাজকর্ম করে না, এই সঙ্গে তাহাদের কাজে যোগদান আশাশ্রিত করা হইবে। যখন অনুসারে শ্রমিকদিগকে আট ভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের বেকিষ্টেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সৈন্য-দল ও জাতীয় শ্রম প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের প্রয়োজন। যখন হিসাবে এইরূপ বেকিষ্টেশন হইলে লোক নিযুক্তি অনেক বিলম্ব হইবে।

ভিত্তিতে চুইটি বিভিন্ন মত

ভিটলার ও মার্শাল পেন্টার মধ্যে বর্তমানে জাতিগণের সহিত ক্রান্তির সহযোগিতা সম্পর্কে পূর্ব বিনিময় হইতেছে। প্রকাশ, মার্শাল পেন্টার জাতিগণের সহিত সামরিক সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহেন। এ সম্পর্কে জাতিগণ-নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাসী সংবাদপত্রগুলি তিনি গড়প্লেটকে জরুরীই অধিক আক্রমণ ও তীব্র প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, লাউডল্ নামক সংবাদ-পত্রটিতে মসিখে দিয়াং বলিয়াছেন—যদি তিনি সরকার নাথালদের সহিত আপোষের বর্তমান প্রয়োগ অবহেলা করে, তবে “কামান গড়প্লেটের মধ্যে” সমস্যার সমাধান হইবে।

জাতিগণী যে উত্তর আফ্রিকায় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, বর্তমান যুদ্ধের অবশিষ্টকাল জেনারেল গ্রেগরীকে লাইটলা বাগাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা ছাড়া গিলিমির নিকটবর্তী প্রাণীগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে হইলে মিউনিসিপাল থ্যাট স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহাতে ভূমধ্যসাগরের দুই দিক আলাদা করিয়া রাখা সম্ভব হইবে। তাহা ছাড়া ব্রিটিশের সেনা-বাহিনী জমা মোতায়েন নৌবহরগুলির কতকংশও ইহাট ইহার ফলে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে সরাইয়া আনা প্রয়োজন হইবে।

জাতিগণের সহিত সহযোগিতা সম্পর্কে ভিত্তিতে বর্তমানে দুইটি বিভিন্ন মত আছে। কিছুদিন পূর্বে মার্শাল পেন্টার সিনেটের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট মঃ জিনেনি ও চেম্বার অব ডেপুটিজের ভূতপূর্ব সভাপতি মঃ ডেরিটের সহিত এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইহারা তাঁহাকে প্রতিরোধনীতি অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়াই বলা যায়। অন্য মতাবলম্বীরা মনে করেন যে, চাপ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ যেভাবে সহযোগিতা না করিলে ক্রান্তি যদি পূর্ণাপুরি জাতিগণের অধীন হইয়া পড়ে, তবে অবস্থা যে আরও খারাপ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দোকান কর্মচারী আইন

সাধারণের জ্ঞাতব্য

১৯৪০ সনের দোকান কর্মচারী আইন কোন তারিখ হইতে বলবৎ করা হইবে, বহু লোক তাহা জানিতে চাহিতেছে। এখন নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইল:—

দোকান কর্মচারী আইনের ধসড়া নিম্নাবলী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ তারিখের পর এ-সম্পর্কিত আপত্তি ও প্রত্যাশগুলি বিবেচিত হইবে। আশাশ্রিত কর্মচারী নিয়োগের প্রস্তুতিও গড়প্লেটের বিবেচনামূলক আছে। আশা করা যায়, আগামী মার্চ মাসের পূর্বে নিম্নাবলী ও কর্মচারী নিয়োগের প্রস্তু হুজুতভাবে মীমাংসার পর আইনটিকে কার্যকরী করা হইবে। সঠিক তারিখ বখারীতি জানাইয়া দেওয়া হইবে। (শ্রেম-নোট)

বিলাতে ভারতীয় কারিগরদের শিকার ব্যবস্থা

বাঙলা হইতে প্রথম দলে ৯ জন প্রেরিত

বেডিন জীম অনুসারে গ্রেট ব্রিটেনে শিকারাতের জন্য বাঙলা হইতে প্রথম দলে ৯ জন কারিগরের দল প্রেরিত হইয়াছে জানিয়া জনসাধারণ নিশ্চয়ই আনন্দানুভব করিবে। ইহাদের মধ্যে ৪ জন ফিটার, ৪ জন চাপার এবং ১ জন অক্সি-এন্টাইলেন ওরেড্ডারের কাজ শিক্ষা করিবে। শিকারীদের মধ্যে ৫ জন মুসলমান, ৩ জন হিন্দু এবং ১ জন এংলো-ইণ্ডিয়ান। (শ্রেম-নোট)

পশু-পালন কমিশনার ও পশু-অভিজ্ঞকে মানপত্র দান

বঙ্গদেশীয় পশুশ্রম উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে কি কল পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যে বিলাত প্রদর্শনিত পশুশ্রম একটি প্রদর্শনী বোলা হইয়াছিল তাহা পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত বাঙলা সরকারের প্রদর্শনিত পশুশ্রম সম্পর্কিত অভিজ্ঞ বিঃ পোনিপ্ সমভিষাচারে ভারত সরকারের পশু-পালন বিষয়ক কমিশনার ডাঃ ওয়ারন্স সম্মতি বেলভাকার পদার্পণ করিয়াছিলেন। বহরমপুরের বহুকুমা হাকিম, বহরমপুরের পশু-পালন অফিসার, বেলভাকার চিনির কলের ম্যানেজার, বেলভাকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বোলডী এ. হাফাজ্ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট উদ্বোধনগণ তাহাদের বেলভাকার অভ্যর্থনা করেন।

উক্ত প্রদর্শনীতে প্রায় ১০০ পশু প্রদর্শনযোগ্য পশু প্রদর্শিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৩২টি সরকারী প্রজনন ঘাঁড় এবং ৪৪৮টি তাহাদের বাচ্চুর। ইহাদের অধিকাংশের অবস্থাটি বিশেষ সন্তোষজনক ছিল। এতদ্ব্যতীত গাভী, ঘাঁড়, গ্রামা ঘাঁড়, উন্নত-বরণের পশু-পালন ব্যবস্থা এবং সেই সকল কার্যের ভিন্ন প্রভৃতি আরও অন্যান্য ব্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে এক হাজার কৃষকেরও বেশী সমবেত হইয়াছিল। স্থানীয় জনসাধারণ, উক্ত পরিকল্পনায় কি অসাধারণ উপকার পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া এবং আরও পশুচিকিৎসকের সাহায্য ও প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া প্রজনন ঘাঁড়ের আবেদন জানাইয়া—পশু-পালন কমিশনার এবং প্রদর্শনিত পশুশ্রম অভিজ্ঞকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। কৃষকগণের উপকারার্থে বর্তমান বড়লাট বাহাদুরের পরিকল্পনামূল্যবোধী কাজ করিয়া কি অত্যন্তব্য কল পাওয়া গিয়াছে, তাহা উপস্থিত জনগণকে বাংলা ভাষায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া সদর বহুকুমা হাকিম অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

পশু-পালন কমিশনার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, এখানকার সন্তোষজনক কাহা দেখিয়া তিনি বিশেষ প্রীতিনাভ করিয়াছেন। বহুকুমা হাকিম তৎপর তাঁহার বক্তৃতা বাংলা ভাষায় উপস্থিত জনগণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।

প্রদর্শনীতে আনীত ৮টি সরকারী প্রজনন ঘাঁড়কে ২৫০ টাকা করিয়া পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য প্রদর্শনীর ব্রব্যাদির জন্য ১১১ টাকা বিতরণিত হয়।

“বেঙ্গল উইকলী”

(ইংরেজী সাপ্তাহিক)

—এবং—

“বাঙলার কথায়”

(বাঙলা সাপ্তাহিক)

বিজ্ঞাপন দ্বারা আপনাদের ব্যবসায়ের
প্রচার সাধন করুন।

সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা

৩৬,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের হার ও অন্যান্য বিবরণ অবশ্যই
বক্তার জন্য নিম্ন টিকাসায়
অনুলিপি করুন:—

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বেঙ্গল গড়প্লেট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

কালিঙ্গা হোমের বার্ষিক অধিবেশন

মহামান্য গভর্ণরের বক্তৃতা

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী কালিঙ্গা হোমের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিয়া আমি বিশেষ আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছি। ইতিপূর্বে আমি কালিঙ্গা হোম বোর্ড বোর্ডের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছি।

কালিঙ্গা হোমের বার্ষিক অধিবেশন এই বিস্তারিত উপস্থিতি হইতে পারিয়া আমি বিশেষ আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছি। ইতিপূর্বে আমি কালিঙ্গা হোম বোর্ড বোর্ডের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছি।

আমি পবিত্রের পর এ বছর কি কি উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম। সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি। এ সম্পর্কে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম।

[১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭]

বাংলায় আদম-শুমারী

বর্ষ নিশিদ্ধ করা সম্পর্কে নির্দেশ

বাংলায় আদম-শুমারী অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আদম-শুমারী অনুষ্ঠিত হইতেছে।

অগ্রপ্রতিরোধক সামাজিক আবিষ্কার

আর, এ, এক-এর আক্রমণ আদম-শুমারীতে

আদম-শুমারী অনুষ্ঠিত হইতেছে।

[১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭]

আদম-শুমারী অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আপানের যুদ্ধে যোগদান সম্ভাবনা

পাররাষ্ট্র সচিব মাংসুরোকার ঘোষণা

আপানের যুদ্ধে যোগদান সম্ভাবনা

আপানের যুদ্ধে যোগদান সম্ভাবনা

আপানের যুদ্ধে যোগদান সম্ভাবনা

আপানের যুদ্ধে যোগদান সম্ভাবনা

ডিক্রেন বণ্ডে সংগৃহীত অর্থ

প্রায় সাড়ে বোল কোটি টাকা

ডিক্রেন বণ্ডে সংগৃহীত অর্থ

যুদ্ধের সঙ্কটপূর্ণকাল অতিবাহিত

বর্তমান বৎসরেই চূড়ান্ত জয়লাভের আশা

[মিঃ টি. এ. ক্যাম্প লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

১৯৪১ সনে যুদ্ধের অবস্থা কি বীভতাইবে, মিঃ আলফ্রেড ডাক্ কুকারের সহিত সাক্ষাতের সময় আমি এই আটল প্রশ্নটিই তাঁরাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। যুদ্ধ সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাব কি, তাহা বুটেনের ভাষা বিভাগের মন্ত্রীকে লেখিলে পাঠ বুঝা যায়। তিনি বলেন, "আমাদের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সঙ্কটপূর্ণকাল আবার কাটাছিল উদ্বিগ্ন। আবারও কত বড় বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, একবার তাহা সেখান। আমাদের যে বিপর্যয় পূর্বসূচক হইল, তৎপূর্ণ তাহার বিশাল বাহিনীর উপর নয়, তাহার নৌ-বহরের উপরও আঘাত অনেকটা নির্ভর করিয়াছিল।"

"পত্নী মহাসমরে, কমান্ডার, হান্সব্রান্ড, ইটালীয়ান এবং জাপানী নৌ-বহর আমাদের পক্ষে ছিল। হান্সব্রান্ডের পতনের পর আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ তাহার বিরাট নৌ-বহর সহ আমাদের পক্ষে যোগ দেয়। ১৯৪০ সনের প্রারম্ভিকালে আর সময়ের জন্য হইলেও কার্যতঃ আলা-মিসকে কমান্ডার নৌ-বহরের বিরুদ্ধে যাত্রা হইয়া যাবত। অবলম্বন করিতে হয়। জাপানের নৌ-বহর তখনকার কারণ না হইত। এক্ষণে যতদূর আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের উপকূল হইতে নিয়মিত পর্য্যটন সমগ্র জল ভাগ বর্তমানে জাপানীর আধিপত্য। আর পরিস্থিতিটি প্রণালী এবং পোতাশ্রয়-বহন জুসবাসাগরে ইটালী ১০০ নাবিকের সাহায্যে আমাদের যতদূর উৎকণ্ঠার স্রষ্টা করিয়াছে। পরিস্থিতি কতটা আশঙ্কাজনক, তাহা মিঃ ডাক্ কুকারের পাকীয়া হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছিল। তারপর আবার তাহার চোখে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের চিত্র পঙ্খিত হইয়া উঠে।"

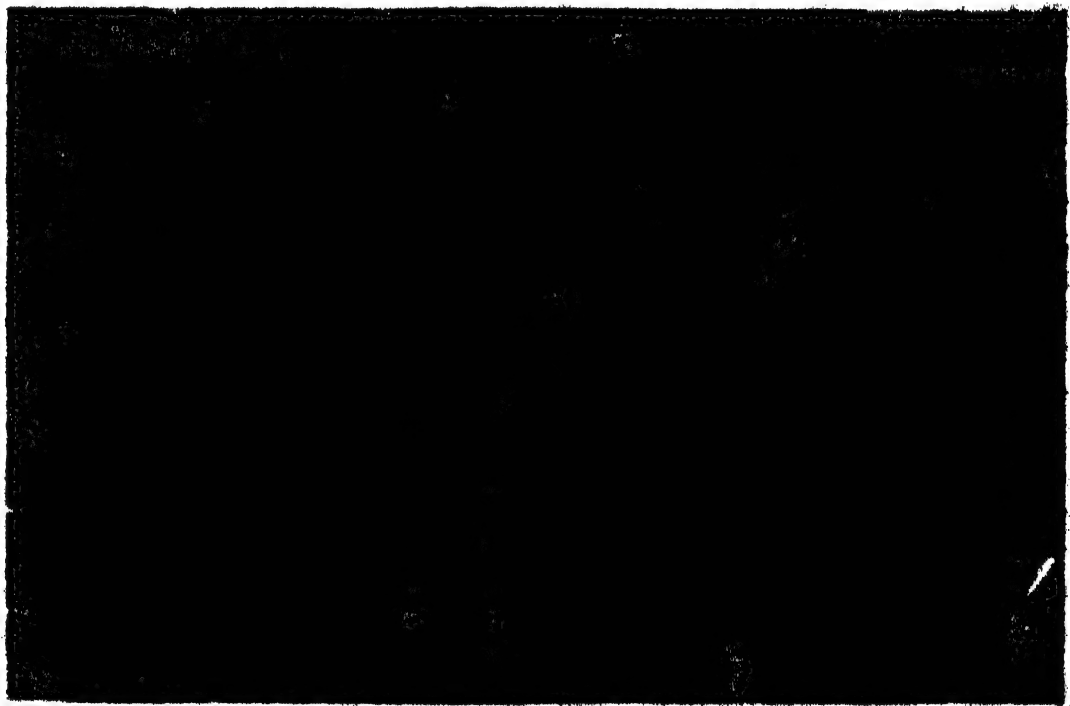
"সেখান, যাত্রা জয় মনের মধ্যে কত পরিবর্তন হইয়া গেল। এ-সময়ের মধ্যে ইটালীয়ান নৌ-বহর কার্যতঃ কিছুই করে নাই। এক্ষণে উহা এতটা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে যে, ভবিষ্যতে আর কখনও সংগ্রামে কার্যকরী-ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। আবার আট-লান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে পাহারা দিতেছি; জুসবাসাগর এবং ভারত মহাসাগরে আমাদের প্রত্যক্ষ আঘাত আছে। বিপদের ঝড়-ঝুড় কাটিকা গিয়াছে। দিন দিন আমাদের হপসজার বৃদ্ধি পাইতেছে; আমেরিকার সাহায্যও অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। অপর পক্ষে জাপান বাহিনী এখন ইউরোপের বিজিত ও বৃত্তান্ত দেশসমূহে ছড়িয়া আছে।"

"জাপান বাহিনী ক্যান্সের ডিউর মিঃ ক্যাম্পের যৌক কিং বনকান রাউসবুর্জ অবস্থা ইটালী ও স্পেনের ডিউর মিক বাস্, জনসাধারণ উহার উপর কোন ভরসা আরোপ করিতে চায় না। উপরে যে-সকল দেশের দার করা হইল, সে-সকল দেশের অধিবাসীরা এমন কি ইটালীয়ানরা পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে বাস করিতে বস্তুনিষ্ঠ। জাপানীর সৈন্যের এবং তাহাদের কৃষ্টিবের একটা সীমা নিশ্চয়ই আছে।"

"ক্যান্সের পতনের পূর্বে আবার প্রকাশ্যে বলিয়াছিলাম যে, বুটেন যদি কোন রকমে অটোর বাস পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে সাংলীনের জয়লাভের আশা তিরোহিত হইবে। ১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাসেই সমগ্র পৃথিবী দেখিতে পাইবে যে, বুটেন তৎপূর্ণ সর্ব বিজয় অধিক পক্ষ সফল করিয়া গিয়াছে এবং নয়, নয়:

আক্রমণাত্মক কার্যকরী সূচনাও করিতেছে। বর্তমানে হিটলার আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সাম্প্রতিক নিবৃত্তিসমিতে এমন আর পূর্বের সেই তর্জন-পর্জন ও আতঙ্কিত নাই। বিরাট অসাক্ষ্যের আশঙ্কা এমন তাঁহার সমুদ্রে উকি-খুঁকি হারিয়া বেড়াইতেছে।"

হিটলার ইংলও অভিযানের চেষ্টা করিবেন কি না, আমি জানিতে চাহিলে মিঃ ডাক্ কুকার মিসেসকে বসিয়া কেলিলেন, "অভিযান? ইহাই হিটলারের একমাত্র আশা ভরসা। আমরা কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানি, সে-কার্যে হিটলার কখনও সফল হইতে পারিবেন না। ইংলও বর্তমানে বড়টা দুর্ভাগ্যে স্বরক্ষিত, কোনকালে ভঙা ছিল না। আমাদের সৈন্য সামন্তও এত বেশী এবং তাহারা সারা অক্সেপে এত দুর্লভ যে, সাংলীনা ইতিপূর্বে আর কখন ডেনম পশ্চিম সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখীন হয় নাই। সিডানে আকাশযুদ্ধে এবং নৌ-সংগ্রামে আমাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমাদের বেশ আক্রমণ করা বাস্তবিকই বিপজ্জনক ব্যাপার। ইহা সত্ত্বেও হিটলার হত্যা উইয়া অসত্য তাহাই হস্ত করিয়া বসিবেন।"



মহামান্য পত্নী ও বর্তমানের মহামান্য সাক্ষর সময় অধ্যক্ষ মিঃ কনিজের চেয়ারম্যান মহামান্যের মহামান্য বাহানু কনিজের মহামান্যকে পত্নী জের সহিত পরিচিত করিয়া দিতেছেন।

মিঃ ডাক্ কুকার আরও বলেন, হিটলার যুব শীঘ্রই অভিযান করিতে পারেন; কারণ তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতেছেন যে, আমাদের অবস্থা দিন দিন উন্নতির দিকে চলিয়াছে; অপর পক্ষে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ কাহিল হইয়া পড়িতেছে।

অতঃপর আবার ইটালীর বুটেন সম্পর্কে আলোচনার প্রবৃত্তি হই। মিঃ ডাক্ কুকার ইটালীর মৈত্রিক পক্ষিত উল্লেখ করিয়া বলেন, বুসোলিনী পত্নর ন্যায় যুব প্রীত্ব হস্তের উপর চড়াও করিয়া বলেন; বুসোলিনী এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন। অব্যক্তব্যক্ত কৈবিক্তরকণ করা হইতেছে যে, ইটালী সন্তোষের জন্য যথোচিতভাবে প্রস্তুত ছিল না। আমরা কিন্তু সন্দের পর যান গিয়া

ইটালী বিশেষ সতর্কতার সহিত বুটেন আরোহণ করিয়া আসিতেছিল। জল, বন ও আকাশে তাহার পাহার বটরাছে। ইহার মূল কারণ এই যে, ইটালীর জনসাধারণ কখনও সংগ্রামের পক্ষপাতি ছিল না।

ক্যান্স ও বুটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বোমবার ছাড়া বুসোলিনী বড় বড় অব্যক্তীয় অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠার কোন ভিত্তির বিরুদ্ধে উহার নীতির মিলে না। আমরা আশা করি, শীঘ্রই ইটালীকে সমরকণ হইতে মুক্ত করিয়া নিতে পারা যাইবে।

ক্যান্সের পরামর্শবিরাগী অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত কি, জিজ্ঞাসা করার মিঃ ডাক্ কুকার বলেন, ক্যান্সের বরোবৃত্ত ব্যক্তি মনে মনে কি চিন্তা করিতেছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে ইহা নিশ্চয়ই কম নয়, সম্রাটের চানিকর কোন কার্যই তিনি করিবেন না। আমি বতস্ব জানি, ক্যান্সের জনসাধারণ আমাদের সহিত একমত হইয়া উঠিয়াছে।

কমান্ডার এখন দেখিতে পাইতেছে যে, বুটেন তৎপূর্ণ অপরাধের হস্তা গিয়াছে এমন নয়, উপরন্তু কার্যকরী বিরুদ্ধে সে পালটা আক্রমণও চালাইতেছে। তাহার আক্রমণ বহু প্রাচুর্যে ইটালীর পোচলীর পরাভব এবং গ্রীকদের কৃষ্টি সম্পর্কে ওরাকেকফাল আছে। তাহারা ইহাও দেখিতে পাইতেছে যে, জুসবাসাগরে বুটেনের প্রত্যক্ষ অকুণ্ঠ রহিয়াছে এবং ক্যান্সের বোমবারকারী ডাক্ষও তাহারা বেশ হুসুসু করিতে পারে। এক্ষণে তাহারা ইহা বেশ পরিকারভাবে বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহাদের আশা একেবারে নির্ভুল হইয়া যায় নাই, বরং উহা সফল হইতে চলিয়াছে। তাহারা সত্যিকার ভাবে ইহাও জানে যে, বুটেনের জয়লাভের উপর

আমাদের মুক্তি নির্ভরশীল। একজনকার আমাদের প্রতি কমান্ডারের সর্বমম উত্তরোত্তর মুক্তি পাইতে যাবে।

যাহা সরকার এই প্রসঙ্গের সুনির্ভর ও নিশ্চিত হস্তান্তর বৃদ্ধি-বিকাশ বাস সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা প্রবর্তন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে এই পরিকল্পনা উক্ত ও বহু-ইংরেজী ক্যান্সেরবুর্জ প্রবেশ্য ছিল। এই মুহুর্ত যাবতীয় মনে বৃদ্ধি-বিকাশ প্রবর্তিত হইবে এবং শিল্পের ও ভবিষ্যৎ জয়লাভের কৃষ্টি জল যোগ্য হইবে।

বাঙালার কথা

শ্রবণ, ১৫শ সংখ্যা]

কলিকাতা, একা মার্চ, ১৯৪১

[এক পাতা]

বিমান আক্রমণ-নিরোধ পরিকল্পনা

হাওড়ায় জরুরী পরিস্থিতি সম্পর্কে মহামান্য গভর্ণরের বক্তৃতা

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাইজা জেলা এ. আর. পি. কর্তৃক হাওড়া মহানগরে যে-রকমের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তাহা নানা মহানগর গভর্ণর সাহেব জন হারবার্ট উহাতে উপস্থিত ছিলেন। তাহালা এ. আর. পি. কংগ্রেসার বিঃ এন. ডি. এইচ. সাইমনস মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে সম্বোধিত করিয়া এ. আর. পি. কার্যে প্রীতির গভীর উৎসাহের প্রকাশ করেন।

মহাভার যোগেশনের জন্য হাওড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিঃ এ. পি. হার্টলী মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক হাওড়া জেলা বৃদ্ধ তহবিল কর্তৃক সংগৃহীত ৩১,১২৫ টাকার একটি চোড়া তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। অতঃপর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সমবেত জনসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলেন:—

স্বর্গপুত্র আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রাপ্ত ৩১,০০০ টাকার চোড়ার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙালাদের কতটা সাহায্য করিতে শৃঙ্গরত, এই কথা সাদাধাই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সোভিয়েতরা: আমরা এখনও যুদ্ধের ভয়াবহতা হইতে নিরাপদে আছি এবং আমি আশা করি, আমাদের নিরাপত্তা ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তবে উহা অনেকটা আমাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার আমাদের প্রত্যেক কার্যটি, এমন কি এক-কালীন দান কিবা ধন হিসাবে যে টাকাদি আমরা দিতেছি, উহা যুদ্ধ-জয়ে সাহায্য এবং যুদ্ধকে পূর্বে গেলিয়া রাখিতেছে। আপনাদের দান জীবন দীর্ঘায় সমতুল্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহাই সর্বাধিক বিচিন্তনীয় বিষয়। কাজ হইয়াছে। ইহার জন্য আন্তরিকতা অন্য পৌর-প্রাচীর নির্মিত হইতেছে এবং নিরস্ত্রকিপূর কর্তৃক আমাদের পক্ষে আক্রমণ করার প্রয়োজন-হিসাবে লাভ হইতেছে, কাজেই যুদ্ধ এতদিক চড়াইয়া পড়িতে পারিতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যুদ্ধের বিঘ্নিত লাভ হইয়া না হওয়া আমাদের উপরই নির্ভর করিতেছে।

আপনারা উহা অবশ্যই সমর্থন রাখিবেন, পল্লভাণ্ডা, বর্মবিপুলের সঙ্গ কিবা অন্য কোন উপায়ে আপনারা পক্ষের আক্রমণ এড়াইয়া চলিতে পারিবেন না। পত্রপত্র কাহারও হস্তে করিবে না। অযোগ্য পাইলেই তাহারা আঘাত করিবে। আমাদের মহামান্য সন্ত্রাসি বাহাদুর তাঁহার প্রতাপের নিরাপত্তার জন্য কতটা চিন্তিত, কংগ্রেসার তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, কয়েক মাস পূর্বে মহামান্য সন্ত্রাসি বাহাদুরের ও রাজপরিবারের বাসস্থান, বাকিংহাম বাজ-প্রাসাদের উপর বর্ষন বোমা বর্ষিত হইয়াছিল তখন বাঙালাদের জনসাধারণের অন্তরে কতটা ধ্বংস সৃষ্টি হইয়াছিল। এত বিপদাপন্ন সময়েও মহামান্য সন্ত্রাসি ও সন্ত্রাসী ধর্মোবিশিষ্ট অসল পরিচর্য করিয়া ধর্ম-ভক্তের সাহায্যের ব্যবস্থা এবং তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিয়া থাকেন। রাজ্য-প্রতিনিধিত্বের সকলের ধূসসাধন

তাহাদের লক্ষ্য, সুতরাং আমরা সকলেই একই বিপদের সম্মুখীন। ব্যক্তি ও সম্প্রদায়নির্দেশে আমরা যে বিপদের সম্মুখীন, উহাতে আমাদের সকলের একই কষ্টবা হইয়াছে। গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার আমাদের সকলের সমান অধিকার হইয়াছে। নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রতিনিধি-নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। শ্রেণিকোষ ব্যক্তিগণ সকলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। যখন কোন বিপদাপন্ন উপস্থিত হয়, তখন নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দলগত বৈষম্য ও ভেদভেদ তুলিয়া গিয়া বিপদ-মুক্তির জন্য প্রয়াস চর। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করাই তখন প্রত্যেকের কর্তব্য হইয়া পড়ায়।

অতীত আক্রমণ করিয়া নাগরীরা প্রথম প্রথম কিছু ভ্রমিয়া করিয়া দইতে পারিয়াছিল; কারণ নাগরীদের আক্রমণের জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের ধারণা ছিল, নাগরীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে না কারণ তাহারা কোন সোমের কাজ করে নাই, উপরন্তু আক্রমণের প্ররোচনা না জোগাইলে নাগরীদিগকে ভয় করিবার কোন কারণও তাহাদের নাই। কিন্তু ইহারা এস-এস-এস উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে, তাহাদের পৌরস্বায়ী নাগরীদিগকে আক্রমণের কাহো প্রেরণা জোগাইবে। তাহারা কোন যুক্তিহীন দাবি রাখেন। সশস্ত্র বাহা দানকেই তাহারা একমাত্র যুক্তি বলিয়া মনে করেন। কোথাও কোন বাহা সম্মুখীন হইতে চর নাই বলিয়া সংগ্রামের গোড়ার দিকে তাহারা কিছু ভ্রমিয়া করিয়া দইতে পারিয়াছিল। উত্তরোত্তর বাহা বিঘ্নিত হইতেছে বলিয়া নাগরীদের ভয়ভাঙার আশা হইয়াছিল হইতেছে। ইহাও স্মরণে রাখিয়া আপনাদের পূর্ণ-সত্যের পূর্ণ স্বযোগ প্রদান করিতে চেষ্টা করিবে না। লঙ্কনের উপর বিমান আক্রমণ করিতে নাইয়া তাহারা বেশ ভাল শিক্ষা লাভ করিয়াছে। দুই একসংখ্যে লামান লামান অস্ত্রের পর একসংখ্যে তাহারা এখন এক প্রতিশ্রুতির পাশ্চাত্য পড়িয়াছে, তাহারা কিছুতেই পুষ্টিপূর্ণন করিবে না। লঙ্কনের নিকট হইতে তাহারা যে বাহা পাইয়া আসিতেছে, বর্তমান সংগ্রামে উহাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ইহা বলা নিম্নহোজন। দুইটি কথা কহিবে ইহা স্মরণের হইয়াছে। প্রথমতঃ আক্রমণ প্রতিরোধ করে সমবেত প্রচেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ বঙ্গবাসীদের অনমনীয় মনোবল। যখন যখন পত্র বাহা তাহাদের মনোবলকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। লঙ্কনবাসী এ কাহো যে সহযোগিতার পরিচয় দিয়াছে, তৎক্ষণা তাহাদের প্রত্যেক সন্ত্রাসি গণ্যকৃত্য করিতে পারে। বিগত আগষ্ট মাসে যখন আক্রমণের সূচনা চর, তখন লঙ্কনবাসী বাহাই প্রমাণ পরিদ্রাষ্ট। ক্রমাগতঃ দুই মাস কাল বোমাবর্ষণ করিয়াও পত্রপত্র লঙ্কনের সাধারণ নাগরিক জীবনে বিপদায় ঘটাইতে পারে নাই। সমবেত প্রচেষ্টা এবং দৃঢ় সত্ত্ব

কত কাহাকরী হইতে পারে, ইহার জন্য উহা প্রমাণিত হয়। যদি তাহাদিগকে পূর্ণাঙ্গ যুক্তিতে পারিত যে, তাহাদিগকে ভীষণ বাহা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা অধিক সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইত।

অথবা পাশ্চাত্য লোকেরে আপনারা প্রস্তুত হইল, ইহাই আমি আপনাদিগকে জোরের সহিত বলিতে চাই। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইহাই লঙ্কন আবাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে। বিপদ যখন একেবারে ঘরের আশিতা উপস্থিত চর, তখন প্রস্তুত হওয়ার সময় থাকে না। সময় থাকিতে প্রীতিমত আয়োজন করিতে হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার জাযও একসংখ্যে আমাদের মধ্যে লুটাইয়া তুলিতে হইবে। যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলিতে থাকে, তাহা হইলে আক্রমণ হওয়ার পর বিবাদ-বিসম্বাদ বিচিয়া করিয়া সওয়ার স্বযোগ পাওয়া যাইবে না। মনোমালিন্যের দীর্ঘায়ের জন্য সন্ত্রাস-সন্ত্রাস আশঙ্ক্য নাই। পাশ্চাত্য আঘাতের মধ্যেই বিরোধের দীর্ঘায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয়। যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর বিপদাধীন দানিয়া আসে, তখন যেরো মনোমালিন্যের দান থাকে না, ইহার বহু দৃষ্টান্ত চরিয়াছে। মনোমালিন্য তখন সাধারণ হইয়া পড়ে। যদি আমরা আক্রমণ হই, তাহা হইলে আমি, আপনি এবং অপরাপর সকলে সংগ্রামে জোপাইয়া পড়িব যত্নে তখন জয়লাভের জন্য আবাদিগকে পূর্ণ হইতে সমর্থকভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আপনারা প্রকাশ্যভাবে লড়াই দেখাইলেন উহাই বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র কাহাকরী ব্যবস্থা। আরও বহু মহোত্তর অনুষ্ঠান করিয়া সাধারণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সকলকে অবগিত করা উচিত। কংগ্রেসার প্রীতির মলবলম্বে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থার আয়োজন করিতেছেন। ইহার জন্য আপনারা সকলেই উপকৃত হইবেন।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(মহাপ্রভুর পান্থবর্তী বা তাহা হইতে পূর্ববর্তী যে-কোন মন্তরে সব জাহাজট পারিতে পারে এবং বহাধীতি বিজ্ঞাপি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞাপি বাতীতই বাতাপন ও জাহাজের বাতায় ও ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিসংখ্যানি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বুনিয় যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে জাহাজ, বাতী ও মালবর্তী জাহাজ বাতায় করিয়া থাকে। বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

বুনিয় যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, যুক্ত, জলুপুত্ৰা ও পারস্যোপসাগর প্রবর্তী মালবসমূহের মধ্যে জাহাজ বাতায় করে।

বাতীদিগকে অনুগ্রহ করা যাইতেছে যে, জাহাজ বেশ নিজেদের প্রত্যেক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ, বিস্তৃত করেন। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের বাতায়ত মধ্যেই পরিমানে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ জাহাজ প্রবর্তি সম্পর্কে বহাধারন তথ্যাদি, বাতীদিগের জাহাজ পূর্ণ বিবরণ ও মালের জাহাজ দায় প্রকৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন টিকানার লিখুন:—

মার্কিনস ব্যাংকটী এণ্ড কোং,

এক্সেস্টন্স—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,

ম্যানেজিং এক্সেস্টন্স—বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের পার্থক্য-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমোটর বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় বাতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্ট কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৩রা মার্চ—১৯৪১

বাজেটের সমালোচনা

বাঙলার অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী ১৯৪১-৪২ সনের যে বাজেট বরাদ্দ আইন-সভায় সমুখে পেশ করিয়াছেন, দেশের এক শ্রেণীর লোকের তাহা মনোপূত হয় নাই। বাঙালী কেবল স্বাধীনতার আনন্দেই সরকারের প্রত্যেক কাজের বিজ্ঞপ্তি করিয়া থাকে, তাহা মিথ্যাকি সন্দেহ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে এবং এই দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিতে গেলে বাজেটের বিজ্ঞপ্তি সমালোচনাকারীদিগকে প্রকৃতই কিছু বলার থাকে না। নিরপেক্ষ সমালোচনা গঠনমূলক না হইলেও বর্তমান বঙ্গী-বঙালী দলবলই অতি সাধারণ ভাষায় বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বাজেটের বিজ্ঞপ্তি বাঙালী সমালোচনা করিয়াছে, তাহাদের সমালোচনা যে আলো "নিরপেক্ষ" বা "গঠনমূলক" নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সব সমালোচক বলিতেছে যে, বাজেটে বাচিতি হওয়ার জন্য বঙ্গী-বঙালীর "অযোগ্যতা" ও "দুঃস্থ-ক্রিয়" দায়ী। আমাদের একখানা সহযোগী পুনঃ পুনঃ বাজেটের বাচিতি দেখিয়া অভিমানায় "আঘাত-প্রাপ্ত" হইয়াছেন বলিয়া ভান করিয়াছেন। এ-ধরনের "আঘাত" সম্বন্ধে যে জোর গলায় বাজেটের সমালোচনা করিবার মত পক্ষি সহযোগী পুন্দ্রন করিতে পারিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু ভবিষ্যতেও একজন "আঘাতের" সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া আমরা সহযোগীকে কোন প্রকারে সাহায্য দিতে পারিতেছি না। কারণ, উল্লিখিত কোনও গভর্ণমেন্টের পক্ষে প্রতিবৎসেই তাৎক্ষণিকমূলক কাজের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় না করিয়া উপায় নাই এবং এজন্য যেমন করিয়াই হউক না কেন, টাকা সাঞ্চান করিতেই হইবে। আমাদের অন্য এক সহযোগী বলিয়াছেন,—"বাজেট বিচার বাচিতি দেখান হইয়াছে, কিন্তু এসব বাচিতি যাহা আভিগঠনমূলক বিভাগগুলির কোন উন্নতির ব্যবস্থা করা হয় নাই।" এতেন উক্তি প্রকৃত অর্থের খেচরাকৃত বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নহে এবং বঙ্গী-বঙালীর বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিজ্ঞপ্তির প্রমাণও ইহা দ্বারা পাওয়া যায়।

আমাদের আর একখানা সহযোগী বাজেটকে "অপব্যয়মূলক" আখ্যায় অভিযুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু সুদীর্ঘ দুই কলমব্যাপী প্রবন্ধের মধ্যে এই উক্তির অনুরূপ কোন প্রমাণই উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। এতদসম্বন্ধে কিন্তু সহযোগী উপদেশ বিতর্কণ করিতে কাত্ত হন নাই। তিনি বলিতেছেন,—"মিজের স্বল্প বুদ্ধি দ্বারা বার করা সাধারণ নীতি। যদি কোন ব্যক্তি স্বাধীন বাচিতি বাজেট করে, তবে বুদ্ধিতে হইবে—মিজের সাধারণ চেয়ে বেশী দার করাই সেই ব্যক্তির স্বভাব।" এই প্রবন্ধের মধ্যস্থতায় সহযোগী একখানি বিশেষভাবে বলার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বর্তমান সময়ে টাকার বদলি টাকা দুনিয়া তাক দ্বারা আভিগঠনমূলক কাজের সম্ভাবনা সমস্ত হইবে না। এই সব ভাব্যকথিত "অপব্যয়মূলক" দেশের জনগণের উপস্থিতি-অবস্থিতির জন্য

বাজেট যে কোন পরও করা করে না, আলোচ্য প্রবন্ধে বিশেষভাবে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। "হ্যান্স চাই—হ্যান্স চাই" বলিয়া ইচ্ছা চীৎকার করিয়া থাকে এবং যখন সরকার কার্যের পরিকল্পনা করিয়া তৎক্ষণাৎ টাকা নতুর করে, তখন ইচ্ছা চীৎকার করিয়া তুর তোলে—"সরকার বড় অপব্যয়ী।"—কটিলতা যে কতটা সীমা ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়ায়, তাহাও তাহা চীৎকারেই প্রকাশিত হয়। সেজন্য লোক অসহ্য হইয়া যায়—বাজেটের চিত্তাই বড় ভাল এবং দেশের দুর্ভিক্ষ-জনগণের কল্যাণে এক পরমা দিতেও তাহারা প্রস্তুত নহে, তাহাদের কথা যে কি নুনা, বঙ্গী-বঙালী তাহা বেশ জানেনই অথচ আড়ম্বর এবং এই জন্যই বলা চলে—বিকল্পবাদের গভ চীৎকার সম্বন্ধে জনপ্রিয় বঙ্গী-বঙালী জনগণের কল্যাণের প্রচেষ্টা অসম্ভবতঃই চালাইয়া দাঁড়ান।

জার্মানী ও ফ্রান্স

বুটেনের উপর জার্মানীর ভারী আক্রমণে তিনি সরকার দ্বারা কার্যকরীভাবে সাহায্য করে, তৎক্ষণাৎ হিটলার গত কিছুদিন হইতে বিশেষভাবে চোটা পাইয়া আসিতেছেন। ফরাসী নৌ-বহরের বাটসমূহ এবং অবশিষ্ট ফরাসী বণতরীগুলি ব্যবহারের জন্য হিটলার তিনি সরকারের নিকট দাবী পেশ করিয়াছেন, বলিয়া জানা গিয়াছে। ফ্রান্স বুটেনের বিজ্ঞপ্তি যুদ্ধ ঘোষণা করুক, হিটলার অবশ্য এখনও একজন দাবী পেশ করেন নাই। প্রকাশ, মার্সাল পেট্রী ও তাঁহার সহকর্মীদের নিকট নিম্নোক্ত ভাবে চাপ দেওয়ার প্রয়াস পাওয়া হইতেছে:—

(ক) একদিকে এম লাতান ও তিনি সরকারের পারিষদ প্রতিনিধি কমিটি-এ বুনন এবং অপর দিকে তিনি সরকারের নৌ-সচিব এডমিরাল দার্বিলার সহিত আলোচনাক্রমে প্রকাশ্য দাবী পেশ করা হইয়াছে।

(খ) ফ্রান্সের জার্মান অধিকৃত এলাকার নাৎসী প্রতিনিধিদের বেতার ও সংবাদপত্রসমূহের মধ্যস্থতায় তিনি সরকারের বিজ্ঞপ্তি অবিরত ফ্রান্স প্রচার করা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্মান বেতার ও সংবাদপত্রের মধ্যস্থতায় অবিরত ফ্রান্সে জাতি প্রদর্শনও করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত নিরপেক্ষ দেশসমূহে আতঙ্কিত সাধারণ প্রচার করা হইতেছে।

(গ) তিনি সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে পারিষদ সম্মতি একটি জার্মান প্রতিনিধিদের কাছনির্ভর দল গঠন করা হইয়াছে।

কিন্তু এসব চালাচালী এতদূর বিশেষ কলম্পূর্ণ হয় নাই। মার্সাল পেট্রী হিটলারের সামনে মাথা অবনত করিতে সম্মত হন নাই; ফ্রান্স-জার্মান যুদ্ধ-বিবর্তির সত্তা অনুযায়ী চলিয়া একটা আপোষ শেষ পর্যায় সম্ভব হইবে বলিয়াই মার্সাল পেট্রী মনে করেন। কিন্তু কথা হইতেছে হিটলার কি একজন আপোষ মানিয়া লইবেন? কারণ ফরাসী নৌ-বহরের বাট ও অবশিষ্ট বণতরীসমূহ না হইলে হিটলারের পক্ষে বর্তমানে আর অগ্রসর হওয়া প্রকৃতই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, তাঁহার দোসর নুসোলিনীর অবস্থাও অতি কালি হইয়া পড়িয়াছে এবং বুটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্যের পরিধানও অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। একজন অবস্থার ফরাসী বন্দরসমূহ ও বণতরীগুলি ব্যবহারের অধিকার না পাইলে হিটলারের পক্ষে তুরস্বাগর অঞ্চলে বুটেনের সমুদ্রীন হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। বিদ্যায় বঙ্গী অগ্রগতি প্রতিহত করিবার মতলবে ফরাসী উত্তর আফ্রিকার সৈন্য-প্রেরণের পরিকল্পনাও হস্ত হিটলারের রহিয়াছে। বন্দরসমূহের মধ্যে বিরাট মধ্য-প্রাচ্যের দিকে জার্মান অগ্রগতির প্রবলতা অসম্ভব নহে এবং সম্ভবতঃ সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গী বঙ্গীপুত্রের উপরও প্রত্যক্ষভাবে অভিযানের প্রচেষ্টা হইবে।

সম্ভবতঃ তিনি সরকারের সহিত হিটলারের আপোষ সম্ভবপর হইবে না। জার্মানী মনে করে—যদি মার্সাল পেট্রী হিটলারের প্রস্তাবে রাজী হইবেন, কিংবা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অধীকৃত হইবেন; এতদুভয়ের মধ্যস্থতি কোন পথ নাই। যদি মার্সাল পেট্রী হিটলারের প্রস্তাব মানিয়া লন, তাহা হইলে ফরাসী নৌ-বহর ও আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্য এই ব্যাপারে যোগদান করিতে সম্ভবতঃ সম্মত হইবে না। যদি মার্সাল পেট্রী হিটলারের প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে নাৎসীরা সমগ্র ফ্রান্স দখল করিয়া লইয়া ফরাসী নৌ-বহর ও উত্তর-আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্য অধিকারের চোটা হস্ত পাইতে পারে। মোটের উপর অবস্থা যেতদূরই হউক না কেন, ফরাসী আফ্রিকার শাসনকর্তা জেনারেল গুয়েগোর এই ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে এবং বুটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী-ব্যবস্থাও নিশ্চয় অতি দ্রুত অবলম্বিত হইবে। এক কথায় বলা চলে, হিটলার যে ব্যবস্থাটি অবলম্বন করুন না কেন, ফ্রান্স মার্সাল পেট্রীর প্রস্তাব-প্রতিপত্তি ও ফরাসী জনগণের তাৎক্ষণিক উপরই সব নির্ভর করিতেছে। হিটলারকে এই ভাবনা দাঁড়াই দীর্ঘাঙ্গা করিতে হইবে।

হিটলারের জয় সম্ভবপর নহে

নাৎসীরা সমগ্র ইউরোপে যে দখল প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে, দিন দিনই তাহার পক্ষি কমিয়া যাইতেছে। আটলান্টিক মহাসাগর হইতে কক্স-সাগর পর্যায় এবং উত্তর নেক হইতে সিনীলী দ্বীপ পর্যায় সমগ্র ইউরোপ, বহুও নানা দেশে নাৎসী বাহিনী ছড়িয়া রহিয়াছে এবং অনেকস্থলে দেশবাসীর প্রকাশ্য বিবোধিতার মধ্যেই তাহাদিগকে কাজ করিতে হইতেছে।

নাৎসীদের এই বিরাট বাহিনী যে বহুদৈর্ঘ্য পক্ষিমান, এবিষয়ে কাচাকচ সন্দেহ নাই। বিগত দুই সপ্তাহব্যাপী তাহাদের বুট প্রমাণ-বঙ্গী মিঃ চাচিল এক বক্তৃতায় সকলকে এ-বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি আগুন। "নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" পত্রিকায় উল্লিখিত ইমসন এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"জার্মান সেনাশল এ-পর্যায়ও পরাজিত হয় নাই, কিন্তু হিটলারের পরাজয় সম্ভব হইয়াছে। কারণ, যে বিজয়ের উপর তাঁহার আপত্তিরা সব কিছু নির্ভর করিতেছে, জার্মান সেনাশল তাঁহার জন্য সে দিকের অতন করিয়া আনিতে পারিবে না।"

মিজের স্বতন্ত্রসিদ্ধ নীতি অনুযায়ী অবশ্য আরো অনেক ধূসরীলার অনুমান হিটলার করিতে পারেন, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নতুন নতুন অঞ্চলে কিংবা পুরাতন অঞ্চলেই হিটলারী তাৎক্ষণিক নব-বিকাশ প্রত্যক্ষ করা হস্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা অনিশ্চিত যে, হিটলার কোনক্রমেই বিজয়ী হইতে পারিবেন না। তিনি বুদ্ধ মার্সালকে জাতি প্রদর্শন চোটা, কমানিয়ার মধ্য জিয়া মধ্য-প্রাচ্যের দিকে সৈন্য চাপনা, বুটেনকে অল্প করার নিতা নতুন কারনা, এসবের ভিতর দিয়া এই কথাটি বর্তমানে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চরমস্তি অনিশ্চিত পরাজয় আশার চকল হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব-আফ্রিকার অগ্রগতি

বর্তমানে ইটালী-অধিকৃত পূর্ব-আফ্রিকার সর্বোচ্চ জীকালো ভাবে বাহির হইতেছে। তৎকালর ভাইসরয় এবং সৈন্যাবাক ভিটক অর্থাৎ সন্ন্যাসি বিদ্যমানপাত যোগে আফ্রিক-আফ্রিকা হইতে আসায়া গিয়াছিলেন। স্যাত্তর রাজ-পরিবারের এই বংশের তাঁহার শাসনাধীন টলটলারমান রাজ্যের ভবিষ্যৎ লইয়া সম্ভবতঃ বিবর চিত্তাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ বঙ্গী এবং আফ্রিকার সৈন্য বাহিনী কক্স-সাগর তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম [পর পৃষ্ঠায় দেখুন]

ভারত সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টা

ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধে প্রচেষ্টা

বর্তমানে ভারত সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার কল ইতিপূর্বে যে সকল ক্ষিতি এখানে প্রকাশিত হইত না, তাহা উপস্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে।

ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন ওজনের একটি বন্দুক চীনে চালিকা হাণ্ডার (কোলিং প্রেস) আনিয়াছে। এই বন্দুক চীনের সরকারের বড় বন্দুক চালিকা হাণ্ডার বন্দা হইতে পারে।

এক্সপ্লোজিভিভের সুপ্রিকোর্ট: তৈরি প্রচেষ্টার জন্য একটি অয়েল কোম্পানীর সহিত একটি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই বন্দোবস্ত অনুসারে কোম্পানী নিজের কারখানার একটি জুয়েলারি মেশিন বসাইবে।

ক্রীম ফরাসি এবং জার্মান (জাচার) সংরক্ষণের কারখানাগুলিরও উপস্থাপন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের সরকারি বিভাগ গত দুই সপ্তাহে অট্টোম্যান, ব্রিটিশ পতঙ্গ-বোম্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতে প্রচেষ্টার জন্য বন্দা বন্দোবস্ত করার পাঠ্যক্রম। তাহা হাজার মিলিয়ন ও বাকি আফ্রিকার জন্য পাঠ্যক্রম বন্দা এবং মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ২০ লক্ষ পক্ষ হেসিয়ার (চট) কিনিবার অর্ডারও পাঠ্যক্রম প্রচেষ্টা।

[২য় পৃষ্ঠার বোধ্য]

করিয়াছে এবং উক্ত আফ্রিকার আবার আফ্রিকার পতঙ্গ উচ্চতর হইয়াছে। বিভিন্ন ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য বন্দা বন্দোবস্ত করার পাঠ্যক্রম। তাহা হাজার মিলিয়ন ও বাকি আফ্রিকার জন্য পাঠ্যক্রম বন্দা এবং মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ২০ লক্ষ পক্ষ হেসিয়ার (চট) কিনিবার অর্ডারও পাঠ্যক্রম প্রচেষ্টা।

ইতিহাসের উপরও চড়াও করা হইয়াছে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর লোকজন উক্ত অর্ডার প্রচেষ্টার জন্য বন্দা বন্দোবস্ত করার পাঠ্যক্রম। তাহা হাজার মিলিয়ন ও বাকি আফ্রিকার জন্য পাঠ্যক্রম বন্দা এবং মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ২০ লক্ষ পক্ষ হেসিয়ার (চট) কিনিবার অর্ডারও পাঠ্যক্রম প্রচেষ্টা।

বিভিন্ন যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে তৈরি বেশী কিছু না পোকা হইলেও ইহা বন্দে করা টিক হইবে না যে, তৎকালীন যুদ্ধের পরিস্থিতি হইয়াছে। জুজ-সংগ্রামের ভারী বন্দোবস্তে বিভিন্ন আকারে অভিযানের পক্ষ গ্রহণ করিবে। ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

তিন ডিক্টেটরের সভা

ক্রাফ্ট, হিটলার ও মুসোলিনী আলাচনার বিষয়

জেনারেল ক্রাফ্ট, হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে বর্তমানে আলোচনা হইতেছে। ইহাঙ্কর বন্দোবস্ত ও আলোচনা বেন্গালী ও জেনারেল ক্রাফ্টের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইবার কথা।

শেনের পক্ষ অস্বীকারের সময়ে ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

অবশ্য ট্রিটনের সহিত ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ক্রাফ্টের সর্বপ্রথম হইবার পূর্বে মার্কাস পেন্টা মার্কিনে করানী রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই ক্রাফ্টের বন্দা বন্দোবস্ত কেনে কিনিবার সময়ে ক্রাফ্টা জাহাজ সহিত একবার দেখা করিয়া হইবেন, ইহা অনুমান করা অনায়াস।

ট্রিটনে মার্কাস জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি

বহু সতন্ত্র নারীর মার্কাস জাহাজ প্রণয়ন

১৯৪০ সালের হিসাবে দেখা যায় ট্রিটনের বন্দোবস্ত তুলনায় আফ্রিকার পরিমাণ পতঙ্গ প্রায় ২০ জাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আফ্রিকার পরিমাণ বাড়িতে চাটিলে বন্দোবস্ত পরিমাণও বৃদ্ধি করা চাই। যতদূর ট্রিটনের উপস্থাপন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হইয়াছে। যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

২০ হইতে ২১ বন্দোবস্তের যে সকল বোম্বা এবং কোম্পাও কাজ করে তাই প্রচেষ্টার পক্ষ গ্রহণ করা হইয়াছে। যুদ্ধে প্রচেষ্টার জন্য দুই হাজার টন সৈন্যবাহিনীর উপস্থাপনী বন্দা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিণতি

[জার্মান হাটসেট লিখিত]

হিটলারের আক্রমণ আশু বন্দা পত ১৬ই ফেব্রুয়ারী সপ্তমে বিখ্যাত জার্মান হিটলারের দ্বারা। জার্মান হিটলারের দ্বারা এই যে, হিটলার বন্দা আক্রমণ আরম্ভ করিবে তখন জার্মান হিটলার নিক হইতে আক্রমণ পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে। জার্মান হিটলার বা জাহাজ ইহা ইতিমধ্যে আক্রমণ করিবে; জার্মান হিটলারের বন্দা মিতা পূর্ণ-ভূমধ্য-সাগরের নিকে অগ্রসর হইবে; শেন অবশ্য মাজানের ক্রাফ্ট পশ্চিম ভূমধ্যসাগর আটকানোর চেষ্টা করিবে এবং জার্মান হিটলার ও ল্যান্সেরিনগার ট্রিটনের উপর আরও তীব্রভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিবে।

সকল সেবিয়া বন্দে হয় জাপানের পরবর্তী-সচিব বি: হাংহুজোকা জাপ সরকারকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্ররোচিত করিতেছেন। তবে জাপানে অনেকের আশঙ্কা এই যে, জাপান নিক নিকে আক্রমণ চালাইতে থাকিলে জাপান আবার পিছন হইতে জাহাজকে না আক্রমণ করিয়া বন্দে। কাজেই একটা রূপ-জাপান চুক্তি বা হওয়া পর্যন্ত জাপান এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিবে না। জাহাজ জাপানের যুদ্ধে নিত হওয়ার আর একটি প্রতিশ্রুতি আছে। ইহা জাহাজ বন্দোবস্ত। বাহির হইতে—এমন কি যে জাপান আক্রমণ করিবার জাহাজ অতিপ্রায় সেবা হইতেই—জাহাজ জাহাজ আফ্রিকার প্রচেষ্টা। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বাহিনী-অবস্থায় অবশ্যকারী। তাহা বেশীদিন দূর করিয়া টিকিলা থাকা জাপানের পক্ষে সহজ নয়।

এদিকে জেনারেল ওয়াডেল পূর্ণ-ভূমধ্যসাগর অগ্রসর হইতে বন্দোবস্ত প্রায় অপসারিত করিতে বন্দোবস্ত হইয়াছেন। হিটলার যদি বন্দোবস্ত অগ্রসর বন্দা বিজা পূর্ণ-ভূমধ্যসাগরে পৌঁছিতে পারে, তবে অবশ্য ওয়াডেলকে এই অগ্রসর আবার যুদ্ধে নিত হইতে হইবে। কিন্তু হিটলারের পক্ষেও এই অভিযানের বিপদ অনেক।

ক্রাফ্টের সহিত মুসোলিনী ও শেন জাহাজ আফ্রিকার আলোচনা হইয়াছে, জাহাজ সতন্ত্র না জাহাজ পর্যন্ত ক্রাফ্টের বন্দোবস্ত সতন্ত্র কিছু বন্দা চলে না। তবে শেন পতঙ্গ-বোম্বের অগ্রসর এবং বন্দে বন্দে হিটলারের অগ্রসর; হিটলারের শেনকে কিনিবার বোম্বার প্রচেষ্টা সেবা হিটলার জাহাজকে নিত অনেক কিছু করাইতে পারে।

ট্রিটনের উপর জার্মানীর অভিযান সতন্ত্র এইটুকু বন্দা চলে যে, হিটলারের অভিযানের জন্য ট্রিটন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে।

জার্মানীর বিদেশী প্রতিক্রিয়া সংখ্যা

সামগ্রিক করিবার জন্য পোলাও হইতে পোক আফ্রিকার

সিসবন্ হইতে তৈরী ট্রিটন প্রতিক্রিয়া সংখ্যা-মাত্র যে জাহাজ করিয়াছেন জাহাজে প্রকাশ, বর্তমানে ১০ লক্ষেরও অধিক বিদেশী প্রতিক্রিয়া জার্মানীর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ করিতেছে। জার্মানীর এক সরকারী রিপোর্টেই দেখা যায় যে, জার্মানীতে এক কারখানা মাত্র হিসাবেই ৬ লক্ষ ৭০ হাজার বিদেশী প্রতিক্রিয়া নিযুক্ত আছে। জাহাজের কাজে কত বিদেশী কিনিবার বাটিলো হইতেছে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই, তবে ইহাঙ্কর সংখ্যাও কারখানার নিযুক্ত প্রতিক্রিয়ার সমান হইবে। ক্রাফ্টের পক্ষ ও যুদ্ধ-সম্পর্কিত বিপ্লবান্তিতে যে সকল যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিতে চাইতেছে ইহাঙ্কর সহিত জাহাজের পক্ষ করিবে জার্মানীর মোট বিদেশী প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা সতন্ত্র ২০ লক্ষেরও উপর বাড়িয়াছে। এই প্রতিক্রিয়ার অধিকাংশই পোলাও হইতে সম্প্রদায়।

যশোহরে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী

বীরভূম জেলার দুর্ভিক

দিনাজপুরে শরীর-চর্চা ট্রোণ কেবল

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান

বাঙালির প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মি: এ. কে. ফজলুল হক বিলাত চলে ফেরার পরে যশোহরে পদাধীশ করিয়াছিলেন। বনগাঁয়ে তিনি সিংহভূমোদীয়া গিনিয়র মাস্টার উদ্বোধন উৎসব সমাধা করেন। বেলা ১১টার সময় যশোহরে পৌঁছিয়া কোন প্রকার নিশ্চয় না করিয়াই স্থানীয় মেমিন বালিকা মধ্য ইংরেজী স্কুলের বাসিন্দা পুরকার বিতরণী উৎসবের সভাপতিত্ব করেন।

বেলা তিন ঘটিকার সময় বিপুল জনতার সম্মুখে তিনি জেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করেন এবং তৎসম্বন্ধে যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: এম. এম. খান, আই. সি. এস, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতি-শির-স্বাভা-পুষ্ণীর উদ্বোধন করিতে অনুমোদন করিলে তিনি উহার উদ্বোধন ঘোষণা করেন তৎপরে তিনি বিভিন্ন পুষ্ণী মধ্যের উপস্থিত হইয়া দেখেন।

বেলা পঁচ ঘটিকার সময় তাঁহার সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত টাউন মাস্টারগিটে এক চায়ের মজলিসে তিনি যোগদান করেন। বেলা এটা সময় পুনরায় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। এই পুষ্ণী ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বোলা ছিল, ইহা দেখিবার জন্য বহু লোক আসিত। জেলার স্তম্ভ পত্নী হইতেও প্রতিদিন পুষ্ণী দেখার জন্য লোক আসিয়াছে।

সেকুনিয়ান্ট কলেজ এ. সি. চ্যান্সেলরী ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই পুষ্ণী পরিদর্শন করেন। ইহার প্রত্যক্ষা দেখিয়া তিনি আমল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিদর্শন সময়ে পুষ্ণী মণ্ডলে কবি-গান হইতেছিল, তিনি প্রায় এক ঘণ্টা এই কবি-গান শ্রবণ করিয়াছিলেন।

ফাউন্ট-সমাবেশ

সাকল্যবর্তিত ফাউন্ট-সমাবেশ সবে মাত্র শেষ হইল। যশোহর জেলা ফাউন্ট সমিতি আর্থিক অনুবিধার জন্য ১৯৩৯ সন হইতে এরূপ সমাবেশ করিতে পারে নাই। এই বৎসর স্থানীয় সমিতি ৪০০ টাকা দিয়াছে এবং গভর্ণমেন্ট আরও ২৫০ টাকা দিয়াছেন। বহুব-ভাঙ্গা জুনিয়র মাস্টার বিতরণী খেলার মাঠে তাঁহার মীচে ক্যাম্পের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বিভিন্ন স্কুল হইতে তিসপত ফাউন্ট ও বোলজস ফাউন্ট-মাস্টার এই ক্যাম্পে যোগদান করিয়াছিল। ১২ই ফেব্রুয়ারী ক্যাম্প আরম্ভ হয় এবং ১৪ই তারিখের সন্ধ্যাবেলা ইহা বন্ধ হয়। কলিকাতা গিনি হাউসের বেসান বি, সরকার এও সনস প্রকট এম, এম, খান ফাউন্ট নিষ্ঠা প্রতিবেদিতার শেষ-মিলে বিভিন্ন ধল প্রতিবেদিতা করিয়াছিল। যশোহর জেলা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ফাউন্টসল বিজয়ী হওয়ার ফাউন্ট সমিতির প্রেসিডেন্ট জেলাজয় মি: এম, কে, ওল আই, সি, এস, তাহাঙ্গিকে নিষ্ঠাটি প্রদান করেন। মি: ওল এই সময়ে মি: এম, এম, খানকে ফাউন্টদের জেলা কলিনার মিলোণ করেন। এই শেষদিনের উৎসবে বীহার উপস্থিত ছিলেন তাহাঙ্গের যথো প্রেসিডেন্সী বেকের ডেসুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল মি: আর, এম, খাউট ছিলেন। সমিতির সেক্রেটারী বাবু মলিনী-কান্ত মজুমদার এই ক্যাম্পের সাকল্যের জন্য বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান

বিলাত ২৫শে জানুয়ারী মণ্ডলাপাড়া বুদ্ধ কবিতা একটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিল। ইহার কমে জেলা বুদ্ধ তরফিলে ১৪০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। মণ্ডলাপাড়া একটি গভর্ণমেন্ট; বেসিক দিয়া বিবেচনা করিলে কবিতার এই উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়।

সরকারী ঘোষণা

১৯১৩ সালের বর্তমান লুডিক আইনের ৭৪ নং নিয়ম অনুযায়ী গভর্ণমেন্ট বীরভূম জেলার নিম্নোক্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠান দেখা দিয়াছে বহিরা ঘোষণা করিয়াছেন:—

সবর মহকুমা—সাইখিরা খানার বাটপালসা ও বনগ্রাম ইউনিয়ন; মোহাম্মদখান খানার আলাবগড়িয়া, ভারকাটা, ডিহলু ও সোকেলা ইউনিয়ন; ইসলাম-খানার খানার মজলিহি, বাটিকার ও ধনপুর ইউনিয়ন এবং দুবরাহপুর খানার পদুমা ইউনিয়ন।

রামপুরহাট মহকুমা—রামপুরহাট খানার আয়াস, কালুয়া, হাশান ও হুদীগ্রাম ইউনিয়ন; মণ্ডেশ্বর খানার কুন্দা ও উলকু ইউনিয়ন।

সাকল্যপূর্ণ অনুষ্ঠান

জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের জিলা শরীর-চর্চা সংগঠনকারী কর্মচারী মি: আর, এম, চক্রবর্তী মধ্য ইংরেজী স্কুল ও জুনিয়র মাস্টার শিক্কপণের ট্রেনিংএর জন্য দিনাজপুরে একটি ট্রেনিং কেন্দ্র খুলিয়াছেন। ১৯৪১ সনের প্রা জানুয়ারী হইতে ২৩শে জানুয়ারী পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ট্রেনিং দেওয়া হইবে। বোলজস শিক্ক ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, শিক্ক-তত্ত্ব, ক্রীড়া ও খেলা-ধুলা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হয় এবং আধুনিক খালি হাতে ব্যায়াম, জোট বড় খানা প্রকারের খেলাধুলা, ব্যায়ামাদি ও ক্রীড়া ব্যায়াম সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই কেন্দ্রে পরিদর্শন করেন।



৩নং—মফঃবল ডিপো

ভারতবর্ষের সর্বত্র নিয়মিতরূপে কেরোসিন সরবরাহ করা একটি চরম সমস্যা। এই বিষয়ে বার্মা-শেলের যে পৃথক পৃথক অফিস আছে মফঃবল ডিপোগুলি তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই ব্যবস্থার ডিপো-গুলিতে এত কেরোসিন সঞ্চিত রাখা হয় যে সেই এলাকায় কখনও কেরোসিনের ঘাটতি পড়া অসম্ভব। সুনির্বাচিত স্থানসমূহে এইরূপ বহু ডিপো থাকার বার্মা-শেল ব্যবস্থার দ্বারা নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষের সর্বত্র কেরোসিন সরবরাহ করিতে সক্ষম।

এই ডিপোগুলির পিছনে বার্মা-শেল বহু অর্থ নিয়োজিত করিয়াছেন। কারণ, বন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম ৬০০,০০০ পল্লীবাশী কেরোসিন সরবরাহের যে সুবিকৃত ব্যবস্থা আছে তাহার পৃথক স্বীকার জ্ঞত এই ডিপোগুলি অনেকাংশে দায়ী।



বার্মা-শেল অয়েল কোর্পোরেশন এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং লিমিটেড।

কলিকাতা

বোম্বাই

মাদ্রাস

কলিক

(ইন্ডিয়ান সলার)

মিউ বিলি

রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের দরবার

যুগ-প্রচেষ্টার দেশবাসীর সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা

বিশ্ব ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিভাগীয় দরবারে রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মহোদয় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

এই অনুষ্ঠানে কতিপয় ব্যক্তির জন-সেবার গুণগ্রহণ আনুষ্ঠানিকভাবে করা হইল এবং বহান্যো বহুলাংশে বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত সনম ও ব্যাঘ্র উদ্বোধনকে প্রদান করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। প্রত্যেককে ব্যাঘ্র ও সনম প্রদানকালে আমি অভিনন্দন জানাইয়াছি এবং অসামান্য সাহায্য বিবেচনায় আলোচনা করিবার পূর্বে আমি পুনরায় ঐ সমস্ত ব্যাঘ্র ও সনমপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে অভিনন্দন জানাইতেছি এবং আশা করি যে, তাঁহারা জন-সেবা কার্য্য করিতেই থাকিবেন এবং জনসাধারণের প্রজ্ঞা ও মনের শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ অবিসারকের প্রদত্ত সনম বহু দিন ভোগ করিবেন।

আজিকার এই অনুষ্ঠানে যেখানে জনসেবার জন্য কতিপয় ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করা হইল, সেখানে শাসন ব্যবস্থা কর্তৃক জনসাধারণের জন্য কি করা হইতেছে, তাহার কিছু কিছু এবং শাসন ব্যবস্থা, বিভিন্ন সমস্যা ও তাহার সমাধান করিতে নাগরিকদের নিকট হইতে কতটা সাহায্য পাটতে চায়, তাহার আলোচনা হইতে পারে।

রাজশাহী বিভাগ পুর সমস্তটাই পরীক্ষা পঠিত এবং ইহার ১১,০০০,০০০ অবিসারীর মধ্যে বিশাল অংশ কৃষি সংশ্লিষ্ট। ১৯৩৯ সনে জনসাইডেজিতে বহন বিভাগীয় দরবার হইয়াছিল, তখন কৃষির অবস্থা যেটুকু সন্দেহজনক ছিল এবং ১৯৩৯-৪০ সনের শেষ পর্য্যন্ত ঐরূপ অবস্থাই ছিল।

বর্তমান বর্ষে (১৯৪০-৪১) অনেক জেলার নিয়মিতভাবে বৃষ্টিপাত না হওয়ার উচ্চ অঙ্কে আউন ও আদম বানের কতি হইয়াছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ভাল পাট উৎপাদন না হওয়ার এবং অত্যধিক পরিমাণ পাট উৎপাদন হওয়ার ও বুদ্ধের জন্য উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ার পাট-চাষীদের বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। ইক্ষুর মূল্যও অনেকাংশে কমিয়া যাওয়ার চাষীদের অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে।

উপরে অবস্থার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে কতিপয় সমস্যা দেখা দিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত চাষীদের উপযুক্ত সাহায্য প্রদানের পরিকল্পনা রচনার জন্য জেলা-কর্মচারীগণ বিশেষভাবে অসুস্থান করিতেছেন। সুখের বিষয় ইহা যে, ব্যাপক কতি বৃষ কম কারণেই হইয়াছে এবং পূর্বে যেমন হইয়াছিল, কতি মোটেই ততটা সাংসাতিক হয় নাই। আমার মনে হয়—আগামী এপ্রিল মাসের পূর্বে কোথাও সাহায্য প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিবে না। কাজেই উপযুক্ত তত্ত্বের জন্য জেলা-কর্মচারীগণ যথেষ্ট সতর্ক পাইবেন। চিনির দর কমিয়া যাওয়ার যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে মুক্তপ্রবেশ বা বিহারের চাষীদের বেঞ্চ অসুবিধা দেখা দিয়াছে বাঙালার বেঞ্চ কোন ব্যাপক সমস্যা নাই এবং মুক্ত-প্রবেশ বা বিহারের যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা যথায় বাঙালারও ইচ্ছাচারীপ উপকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পাটের মূল্য কমার জন্য যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে ব্যস্তারই সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে পতন-বেণ্ট পাটের নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং সকলেরই উচিত সরকারের এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করা। সমস্যা এক অঙ্গ যে, কতটুকুতে জন-সিদ্ধি প্রয়োজন। পাট-নিয়ন্ত্রণ কমা করিলেই প্রদানকারী কতি ও পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগীয় কর্ম-চারীগণকে এই ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

এই সম্পর্কে সাদা প্রকার অভিযোগ গোলা হইতেছে এবং কোম-কোম জেলার অভিযোগের পরিমাণ একাত্ত বৈশী। এই সব অভিযোগ সম্পর্কে কতি ক্রম এবং যত্ন সহকারে অসুস্থান করা হইতেছে এবং আমি আশা করি—অসুস্থানের ফলে অনেকের অসুবিধা দূরীভূত হইবে। কিন্তু ইহা সন্দেহে সূর্য্য রাখিতে হইবে যে, যদি পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের সরকারী পরিকল্পনাকে সাক্ষ্য-যুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে সকল চাষীকেই কতকংশে ত্যাগ-বীকার করিতে হইবে। এককভাবে মোটা লাভের আশা ত্যাগ করিয়া বাহাতে সকল চাষীই উপযুক্ত দর পাইতে পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আবহাওয়ার প্রতিফল অবস্থা বা অন্য কারণে যেখানে চাষী-সমাজ প্রকৃতই দুর্ভাগ্যবশত হইয়া পড়ে, সেজন্য হাদে সরকারী প্রাণ্য আদ্যের কতকটি না করাই সরকারী নীতি। এই বিভাগের শাসন-কার্য্য পরিচালনার এই নীতিই চালানিয়া আসা হইয়াছে।

শাসন-বহল এলাকা ও কোট-অফ-ওয়ার্ডের অধীনস্থ অবিসারীগুলিতে বাঙালার আদ্যের জন্য সার্টিকিট জারীর পদ্ধতি পতন-বেণ্ট আদ্যে দুই বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র জনসাইডেজি জেলারই শাসন-বহলের বাঙালার আদ্যের করিতে সার্টিকিট পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৯৪০-৪১ সনের প্রথম ৬ মাস মত্রে মাত্র ১৪,৯৪১টি ক্ষেত্রে মৃত্তম সার্টিকিট জারী করা হইয়াছিল। বাহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ অসুবিধা না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই টাকা আদ্য করা হইয়াছিল এবং ফলে উপযুক্ত মত্রে মাত্র ১৬,১৭৯টি সার্টিকিটের টাকা আদ্য করা হইয়াছিল।

গুণ-সালিনী বোর্ডের মধ্যস্থতার চাষীদের গুণ কমাইবার যে নীতি পতন-বেণ্ট অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কাজ বিশেষ তদ্রূপভাবে পরিচালিত হইতেছে। এই সমস্ত বোর্ডের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য হারী প্রচেষ্টা করা সরকার। কারণ ক্রমশঃ বেকারতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অজীভের অসুস্থিততা ও অনেক ক্ষেত্রে কর্ম-বিমুক্ততার লক্ষণ দাবিলী সরকারগুলির সিদ্ধি তাড়াতাড়ি ও দ্রুতভাবে হয় নাই। ১৯৪০-৪১ সনের প্রথমার্ধে

১০৯,২০১টি মধ্যস্থত গুণ-সালিনী বোর্ডসমূহে করা হইয়াছিল এবং ২০,৯৯৬টি মধ্যস্থত সিদ্ধি করা হইয়াছিল। আশা করা যায় যে, ১৯৪০-৪১ সনের প্রথমার্ধের শেষ ভাগে যে ১৪১,৭৭৭টি মধ্যস্থতী বেকারতা ছিল, তাহা সিদ্ধি হইয়া নীতিই কমিয়া যাইবে। পল্লীর লোক-লোক সমস্ত সমস্যার জন্য দাবীর কৃষি-বাত্ত আইন অনুসারে গুণ-বীমাণো করার একটি উপায় পতন-বেণ্ট অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে না হইলে কিহা মট হইয়া যেমন চাষীসমাজে সাহায্য করিবার জন্য পতন-বেণ্ট যথেষ্ট পরিমাণ টাকা ধার দিয়াছেন এবং ১-৪-১৯৪০ তারিখে পতন-বেণ্টের পাটনা টাকার পরিমাণ ছিল ২১,৭০,০০০ টাকা।

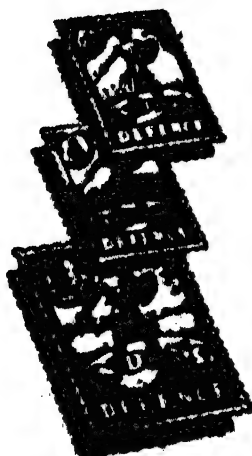
১-৪-১৯৪০ এবং ৩১-১২-১৯৪০ তারিখের মধ্যে উদ্ভিষিত প্রথম গুণের মাত্র ৩,৩৯,০০০ টাকা বেঞ্চায় লোকে আদ্য করিয়াছে। ইহা হাটা বুকা ধার যে, গুণগ্রহণ চাষীগণ যে পর্য্যন্ত বিবেচনের কতি পূরণ করিয়া ফলস্র অবস্থা না হইয়াছে, ততদিন পতন-বেণ্ট টাকা আদ্য করিতে কোন প্রকার চাপ দেয় নাই। এমন কি বহন আবহাওয়ার অবস্থা অনুসৃত্ত হইয়াছে, তৎমত চাষীসমাজে আবহাওয়ার কাছো সাহায্য করিবার জন্য পতন-বেণ্ট অর বোম্বাী গুণ প্রদান করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে রাজশাহী বিভাগে গুণ দেওয়ার জন্য পতন-বেণ্ট ৮০,০০০ টাকা মত্রে করিয়াছেন। ১৯৩৯-৪০ সনে অন্য ভাল থাকার পতন-বেণ্ট ও অবিসারবণ বেশ বাঙালার ৭ মেন আদ্য করিয়াছেন কিন্তু ১৯৪০-৪১ সনের মত্রে মত্রে কোম কোম অঙ্কে আদ্যের কাজে অসুবিধা ঘটাইয়াছে। প্রতিকূল অবস্থার জন্য মৃত্তম করতার পত্ন সমস্তা হইয়া বীড়াইয়াছে। পল্লী অঙ্কে প্রাথমিক শিক্ষা দাপক প্রবর্তন করার জন্য পতন-বেণ্টের বিশেষ চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এবং মিনাথপুর, জনসাইডেজি, মংপুর, মত্কা ও পাখনার জেলা মৃত্তম-বোর্ড স্থাপিত হইলেও চাষিগণ মাত্র জেলার শিক্ষা-কর কার্য্য করা মত্রেপার হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে মাত্র একটি জেলার অর্থাৎ জনসাইডেজিতে শিক্ষা-কর আদ্য করা হইতেছে।

[১৩ পৃষ্ঠার ত্রুটি]

২১শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মুক্তপ্রবেশ তদ্বিসে মোট ৬৪,৯৭,২৩০ টাকা সাংগৃহীত হইয়াছে। তদ্বিসে ৪২,৪৫,৯০০ টাকা বৃষ্টি মুক্ত-সাইডিসের জন্য ইট-ইজিয়া তদ্বিসের তদ্বক হইতে প্রদান করা হইয়াছে।

এই ষ্ট্যাম্পগুলি

আপনাকে সক্ষম হতে সাহায্য করবে



যে কোন পোষ্ট অফিস হতে একটি সেভিংস কার্ড চেয়ে নিন এবং তাতে চার আনা, আট আনা অথবা এক টাকা মূল্যের ডিকেন্স সেভিংস ষ্ট্যাম্প লাগান। কার্ডের উপর বহন ১০৮ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা হয়ে তখন তাকে পোষ্ট অফিসে জমা দিয়ে তার ফলে একটি ডিকেন্স সেভিংস সার্টিকিট পাবেন, এবং কম বছর পরে এটির দাম হবে তের টাকা ম-আনা। প্রয়োজন হলে যে কোন সময়ে ছয় মত্রেট টাকা ফিল্ড দেওয়া যাবে।

নিরাপত্তার জন্য সক্ষম হোন
ডিকেন্স সেভিংস সার্টিকিট কিনুন

বাংলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

চাষীদের প্রতি সরকারের সতর্ক-বাণী

সিস্থা সরকারী বিধি প্রচাৰিত হইয়াছে:—
বাংলা সরকার পুনরায় জনসাধারণকে ইহা জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন যে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহের পাট সম্পর্কে বিধিগত নীতির প্রধান ভিত্তি। ইতিপূর্বে উক্ত আইন ১৯৪১ সনের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধিগত ব্যবস্থা লম্বিত যে বিধিগত প্রচার করিয়াছেন উহাকে কার্যকরী করিবার জন্য উহা কোন কার্যে অসম্পূর্ণ রাখিবেন না। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহা যথাযথ চেষ্টা-চরিত এবং অব্যবহৃত করিতেও কৃতিত্ব হইবে না।

১৯৪০ সালে চাষিদের পরিচালিত অপেক্ষা অনেক বেশী পাট উৎপাদন হইয়াছিল। পূর্বে এত অধিক পাট কখনও উৎপাদন হয় নাই। উৎপাদন কমানের পরিচালিত চাষিদের অতিরিক্ত হইলে চাষিদেরকে যে অসুবিধার পড়িতে হয়, উহা হাত হইতে রক্ষার জন্য সরকার যদি অপ্রাপ্তি ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে বৌদ্ধের প্রাচুর্যই পাটের দর সামান্যভাবে পড়িত। হইত। এমন কি পাট খেচাকেন্দা পর্যন্ত হইত না। সরকারকে সমাধান যে উহা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য এই বৎসর পাটের একটা নির্ধারিত মূল্য হইয়াছে। যদি সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতেন তাহা হইলে কিছুতেই এ মূল্য পাওয়া হইত না। এ উক্তি সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

১৯৪১ সনের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনসমূহের নীতির ভিত্তি-পুস্তক এবং উহাকে কার্যকরী করিয়া ডোলায় জন্য উহা দুই-সপ্তাহ ইহা সরকার পূর্বাভাসে সকলকে জানাইয়া সা নিম্নে উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

১৯৪০ সনে অত্যধিক পরিমাণে উৎপাদন পাট বহুমান বৌদ্ধের নিঃশেষ হইবে না। যুদ্ধের দরুন এবং মালবারী জাহাজের সংখ্যা উন্নয়ন হইয়া পাটের অনেক বিদেশী বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং অন্যান্য দেশগুলিও আগের দায় এখন তত বেশী পাট ক্রয় করিতে পারিতেছে না। এ কারণে পাটের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। যদি ১৯৪১ সনেও অধিক পরিমাণে পাট উৎপাদন হয় তাহা হইলে কার্যে: পাট বিক্রয় হইবে না। তদুৎপাদিত পেশীর পাট বিক্রয় হইতে পারে, তাহাও খুব কম দরে। অবশিষ্ট পাট অতিরিক্ত অবস্থায় চাষীদের হাতে মজুদ থাকিবে। উপরন্তু আগামী বৎসরের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কায় সমস্ত কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ না হইলে বর্তমান বৎসরের যে পাট এখনও চাষীদের হাতে মজুদ রহিয়াছে উহা যোটেই বিক্রয় হইবে না; হইলেও খুব কম দরে বিক্রয় হইতে পারে। মজুদ পাটের দর বাহাতে একেবারে না পড়িত। বরং পরবর্তী বৎসরের পাটেরও বাহাতে দায়-সম্মত দর পাওয়া দর তৎক্ষণাৎ পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বাহাতে কার্যকরী হয় এবং চাষিগণ বাহাতে অপেক্ষার বিদ্যা প্রয়োজনের পড়িত। বিদ্যা না হয় তাহা হইলে ব্যবস্থা অবলম্বন সরকার দুই-সপ্তাহ। সরকার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করিয়াছেন পাটচাষীদের রক্ষা এবং বন্ধনের জন্যই। অন্য কোন উদ্দেশ্যে উহা হইবে নাই। পাটচাষীদেরকে সর্বদা সতর্ক হইতে হইবে।

সরকার বিশ্বাস করেন যে, উহা হইবে এই নীতির উদ্দেশ্যে প্রায় সকল চাষীই উপস্থিত করিতে সক্ষম। তবে কতিপয় ব্যক্তি নিম্নের অন্তর্ভুক্ত করণেই হইবে।
কিছু ব্যক্তি নগরী: ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় হোক,

অপরকেও হাত পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে। বিশেষ জোর করিয়াই একথা বলা চলে যে,—সরকার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে আদেশ জারি করিয়াছেন, উহা হাজা অন্য কোন উপায়েই চাষিদেরকে সর্বদা সতর্ক হইতে হইবে।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে রচিত রেকর্ড সৌকর্য্যপূর্ণ, এই অঙ্গুষ্ঠানে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃত আলোচনা চলিয়াছে। আলোচনায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ সরকারও ইহা জানেন যে, রেকর্ড নির্ভুল না হইলেও উহা এমন কোন সৌকর্য্যপূর্ণ নয়, যে অন্য পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। রেকর্ডের তুল-স্বাধি বাহাতে বড়সর সম্ভব সংশোধিত হয় এবং কিছু ব্যক্তি না পড়ে তৎক্ষণাৎ সরকার আদেশ জারি করিয়াছেন। নিম্নে উক্ত আদেশগুলি নিম্নলিখিত হইল:—

(ক) জমির পুট সম্পর্কে তুল সংখ্যা, মালিকের তুল নাম নিম্নলিখিত করা প্রকৃতি যে সকল জমির সম্পর্কে কোনজন সন্দেহের অবকাশ নাই, ইউনিয়ন পাট কমিটির কর্তৃত্বাধীন অবস্থায় তাহা সংশোধন করিবেন।

(খ) বাহাতে কৃষকগণ জমিতে পর পর বিভিন্ন ফসলের আবাদ করিতে পারে তৎক্ষণাৎ তাহা নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবার সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত যে সকল জমির পাটের জমি বন্দিয়া রেকর্ড করা হয় নাই, তাহাও লাইসেন্সভুক্ত করার দরমামা কমিটি যে কোন সময় (এমন কি লাইসেন্স প্রদানের পরও) গ্রহণ করিবেন।

(গ) যদি কেহ দাবী করে যে রেকর্ড করার সময় আপত্তি জানাইয়া সে যে আপত্তি পেশ করিয়াছিল সে সম্পর্কে জালগ্রন্থ অনুসন্ধান করা হয় নাই কিবা বিশেষভাবে তাহা পেশ করা হয় নাই বন্দিয়া তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবে উক্ত আপত্তি পুনরায় তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহা হইতেই ইউনিয়ন জুট কমিটির নিকট জারি পেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে।

(ঘ) সামান্য দুই এক ক্ষেত্রে যেখানে একটি পুজা বোঝা কিবা একটি পুজা তালিকা কোন কারণে রেকর্ড করা হয় নাই সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইতেছে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে মূল্য নির্ধারণ করিয়া রেকর্ড প্রস্তুত করা হইবে।

গভর্নমেন্ট বিশ্বাস করেন যে এই আদেশগুলি প্রকৃত অভিব্যক্তি দ্বীকরণে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ইহা হাজা আরও কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। এই সকল অসুবিধা দ্বীকরণের কিবা একেবারে হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইবে। কল বোঝার পর প্রত্যেকটি ব্যাপার বিশেষ পরদরকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে এবং যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দ্বীকরণার্থে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কিন্তু দুই-তিনের কতকজন লোক সাময়িকভাবে অসুবিধার পড়িত হইবে বলিয়া সরকার এই আদেশ কিছুতেই প্রিভিল করিতে পারেন না কিবা করিবেন না। ১৯৪০ সালে যে পরিচালিত হইতে পাটের আবাদ করা হইয়াছিল, ১৯৪১ সালে তাহা এক-তৃতীয়াংশ কমিতে সেই আবাদ করিতে হইবে।

বাংলায় পাট আবাদ করে প্রচুরসংখ্যক বৎসর হইতেই এই বৎসরের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা
[পেশ কলমের নিম্নে দেখুন]

জাতিগঠনমূলক কার্যের জন্য অধিক অর্থের বরাদ্দ

বাংলা সরকারের নুতন বাজেটের বৈশিষ্ট্য

ব্যবস্থা-পরিষদের সাহসে ১৯৪১-৪২ সনের যে বাজেট পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কার্যের জন্য অধিক অর্থের বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই বার বরাদ্দের কতক দরকার সংশ্লিষ্ট বিবরণ আনয়ন নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। 'বঙ্গ বাজনা, বর্ধন' যে ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার উপর অতিরিক্ত বরাদ্দ হিসাবেই এই অর্থ-রানি মজুর করার প্রস্তাব হইয়াছে:—

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য	৮,০০,০০০
উপশিলভুক্ত জাতির শিক্ষার জন্য	১,৫০,০০০
প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর জন্য	১,৩৫,০০০
কেন্দ্রকারী সাধারণিক মালিক ও বালিকা	
বিদ্যালয়সমূহের সাহায্যার্থ	১,০০,০০০
প্রাথমিক-বরাদ্দের শিক্ষার জন্য	১৯,০০০
সেন্ট্রী গ্রামোর্থ কলেজে বালিকাদের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য	১১,০০০
ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত হোষ্টেলের সুবিধার জন্য	১,৫০,০০০
জাতির নুতন কলেজের জন্য	৬৭,০০০
পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টার পুনর্গঠন জন্য	১,১৮,০০০
পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনার অতিরিক্ত সাহায্য	৬৪,০০০
পল্লী অঞ্চলে পানীর জল সরবরাহের জন্য	২,০০,০০০
মালদেব-পুনর্গঠিত অঞ্চলে কুলাইন বিতরণের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ	১,০০,০০০
মালদেব-বিহারী পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ	১,৫০,০০০
কুলাইন-শিল্পে প্রযুক্তিগত বিকিকিদি ব্যবস্থার জন্য	২,৫০,০০০
বঙ্গ-নিয়ের পুরান জন্য	৮০,০০০
মুৎ নিয়ের গবেষণা ও ট্রেনিং-এর জন্য	২২,০০০
শিল্প টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউটের পুরান সাধন জন্য	২০,০০০
সিল্কোনা বিভাগের পুনর্গঠন জন্য	১,৫০,০০০
সরকার সম্পর্কে ট্রেনিং দানের জন্য	২৮,০০০
নব্য-রূপ প্রদানের জন্য	১০,০০,০০০
মন্ত্রী সম্পর্কে গবেষণাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	২০,০০০
বিদ্যালয়-শিল্পী সেহু পরিকল্পনার জন্য	৫০,০০০
কর্ণপাড়া সেহু-বালের জন্য (ঢাকা)	২০,০০০
বোম্বাই সেহু-বালের জন্য (খুলনা)	২০,০০০
মিস্ত্র-বৈজ্ঞানিক সরকারী কর্মচারীদের পূর্ব-ল্য-জাত্য বাবদ	৮,০০,০০০

[২য় কলমের জের]

ব্যক্তিগত অন্য কোন ব্যবস্থাই তাহা নিম্নলিখিত করা করিতে পারিবে না। সেই জন্যই গভর্নমেন্ট পাটচাষিগণকে এবং বাহা সর্বাত্মকভাবে জনসাধারণের কল্যাণ করিয়া করেন এই মহামুভব 'সৌকর্য্যপূর্ণ' নিকট এই আবেদন করিতেছেন যে, মানুষের জাতি বড়সর সমস্ত সেইসকলকে বর্তমান বৎসরের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে উহা বেন গভর্নমেন্টকে সাহায্য করেন। সরকার এই আবেদন প্রচার করিতেছেন কারণ উহা জানেন, উহা জানেন আবেদনগুলি প্রতিপাদন না করিলে আগামী বৎসর কৃষক-গণ ভীষণ বিপদে পড়িত হইবে এবং উহা জানেন যে কতকগুলি দুই প্রকৃতির লোক সরকারের আদেশ না মানিবার জন্য কৃষকগণকে প্রয়োজিত করিয়া প্রচার করা চলাইবার কল পাটের দর একটা নিম্নগামী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। সরকার বিশ্বাস করেন যে এই আবেদনের কল একটা ব্যাপক সাজ পাটের দর এবং উহা জানেন পাটচাষিগণ আইনের কল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন অপ্রত্যাশিত করিয়া হইতে পারে।

সময় বহুদূর ভবিষ্যৎ শিক্ষা নিবিহিতভাবে উলোভিত
এবং পরিচালকগণকে শিক্ষা নিবারণ জন্যই বাণিজ্যিক
শিক্ষা নিবির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই সময়ের শেষের
দিকে বাংলায় বাংলায় শিক্ষা নিবির বুলিবার পরিকল্পনা
পুর্নিত হইয়াছে; প্রত্যয়ের সকলপ্রাই বর্তমান শিক্ষার
সাফল্য নির্ধার করিবে। কতিপয় সপক্ষেই সুদৃঢ়
কল্পিত হইবে যে, 'সামলয়ন ও সহযোগিতা' হইয়া পুর্নোক্ত
পদ্ধতিগণী প্রায়ের বহুদিন উদ্ভূতি সাধন করিতে সক্ষম।

বাউসার মোট লোকসংখ্যা

১৮৭২ সাল হইতে ১৯৩১ সাল

			১৮৭২ সালের লোকসংখ্যা।			১৮৮১ সালের লোকসংখ্যা।		
			মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।	মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মুসলমান	১৬,৬৮১,৮৫৬	৮,৪০০,৪৭০	৮,২৮১,৩৮৬	১৮,১৯২,২৩৬	৯,১৪১,৮৬১	৯,০৫০,৩৭৫
হিন্দু	১৭,২৫৮,০০৪	৮,৬১০,৪৭৪	৮,৬৪৭,৫৩০	১৭,৬৩০,২৭০	৮,৮১২,৮৮৬	৮,৮১৭,৩৮৪
বৌদ্ধ	৮০,৫৭৮	৪১,০৮৬	৩৯,৪৯২	১৫৪,১০৬	৭৮,১৯০	৭৬,৯১৬
খ্রীষ্টান	৬০,৪৮৪	৩৫,২২৪	২৫,২৬০	৭২,১২৮	৩৯,২৪৪	৩২,৮৮৪
উপজাতীয় বর্গ	অন্যান্য।			অন্যান্য।		
জৈন						
সিখ						
ইহুদী						
পার্সী						
কনকিউসিরাণের অনুবর্তী	২৮৪,০০৬	১৪৪,৯০০	১৩৯,১০৬	২৬৪,৬০০	১৩২,৪৭২	১৩২,১২৮
অন্যান্য বর্গ						
যে বর্গ নির্দিষ্ট হয় নাই						
মোট	৩৪,০৬৮,৪৫৮	১৭,২৫৫,৪৮৭	১৭,১৩০,০৭১	৩৬,০১৮,০৭৬	১৮,২০৪,৬৫৩	১৮,১১৩,৪২৩

			১৯২১ সালের লোকসংখ্যা।			১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা।		
			মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।	মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
			১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
মুসলমান	২৫,২১০,৮০২	১২,৯৫৭,৭৭৫	১২,২৫৩,০২৭	২৭,৪৯৭,৬২৪	১৪,২০০,১৪২	১৩,২৯৭,৪৮২
হিন্দু	২০,২০৬,২০৮	১০,৫০৭,৮৮৮	৯,৬৯৮,৩২০	২১,৪৭০,৪০৭	১১,২৯৯,৯১৪	১০,১৭০,৪৯৩
বৌদ্ধ	২৭৫,৭৫৯	১৪০,৬৫৯	১৩৫,১০০	৩১৬,০০১	১৬১,৭৯৬	১৫৪,২০৫
খ্রীষ্টান	১৪৯,১৯২	৭৯,০০৫	৭০,১৮৭	১৮০,০৮০	৯৫,৯২০	৮৪,১৬০
উপজাতীয় বর্গ	৮০০,০৬২	৪২১,৮৮৬	৩৭৮,১৭৬	৮২৮,০০৭	৪২৮,৭৫৭	৪০০,২৫০
জৈন	১০,০৬৯	৫,৪২৯	৪,৬৪০	৯,১৬৭	৪,৫৭১	৪,৫৯৬
সিখ	২,০৮০	১,৮০৪	১,২৭৬	৭,০২০	৪,৫১৪	২,৫০৬
ইহুদী	১,৮৫১	৯০৬	৯৪৫	১,৮৬৭	৯৫৭	৯১০
পার্সী	৭৭০	৫০২	২৬৮	১,৫২০	৮৯৭	৬২৩
কনকিউসিরাণের অনুবর্তী	১,৪৫০	১,২৯৮	১,১৫২	১,৪৫৭	১,১৯৬	১,২৬১
অন্যান্য বর্গ
যে বর্গ নির্দিষ্ট হয় নাই	২০২	১৩৪	৬৮
মোট	৪৬,৬৯৫,৪৩৬	২৪,১৫১,৭৭২	২২,৫৪৩,৬৬৪	৪৯,১৬৮,০০৭	২৬,০৮১,৬৯৭	২৩,০৮৬,৩১০

न्याय विधि अध्यायनार्थ गुरु

30,000,000	30,000,000	30,000,000	82,088,000	20,870,000	20,000,000	80,000,000	20,000,000	20,000,000
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

ଭବିଷ୍ୟତ — { ବୃଦ୍ଧି +
 ହାନି —

१९१३-१९१४	१९१४-१९१५	१९१५-१९१६	१९१६-१९१७	१९१७-१९१८	१९१८-१९१९	१९१९-१९२०
२०	२४	२६	२७	२९	२९	२९
+३,११८,०७८	+३,११८,०७८	+३,२४५,०२०	+३,२२३,०७०	+३,२४५,०२२	+३,२०८,०७८	+३,२४५,०२२
+४४६,०००	+३,२४५,०२२	+१६२,२९०	-३९०,०००	+३,२४५,०२२	+३,२०८,०७८	+३,२४५,०२२
+३३,९३०	+३३,९३०	+३३,९३०	+३३,९३०	+३३,९३२	+३३,९३०	+३३,९३०
+३,९३९	+३३,९३०	+३३,९३०	+३३,९३०	+३३,९३२	+३३,९३०	+३३,९३०
	+१६,९३०	+३३,९३०	+३३,९३२	-३३,९३०		
	+३९०	+३३,९३०	+३३,९३२	-३३,९३०		
	-३९२	+३३,९३०	+३३,९३२	+३३,९३०		
अवशेष ।	+३३२	+३३०	-३३२	+३३	अवशेष ।	अवशेष ।
+३३३,९३०	+३३९	+३३३	+३३३	+३३३	+३३३,९३०	+३३३,९३०
	+३३३	+३३३	+३३३	+३३		
	+३३	-३३		
	+३३,९३०	+३३३		
+३,११८,०७८	+३,२४५,०२२	+३,२४५,०२२	+३,२२३,०७०	+३,२४५,०२२	+३,२०८,०७८	+३,२४५,०२२

নিম্নত এই কোম্পানী জাতিতে বসবাসকারিহীন হুত
 কলিহীন বসবাসকারী নগর একটী পৌরক হইয়াছিল এবং
 বসন্ত শিকার পাহাড়াভিত্তি হইয়াছিল।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

জাতি-গঠন —

কিন্তু জানুয়ারী মাসে বাক্সাবী জেলার সর্ব
বহুমান নিম্নলিখিত পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত কার্যাবলী
সম্পাদিত হইয়াছে:—

আগস্ট মাসে চরমাটী থানার অন্তর্গত আরানী
ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ভারতীয়া হইতে সোমবার
সন্ধ্যা মাসের নিকটবর্তী তিন মাসের বীর্ষ একটি রাত্রে
বেতনপ্রাপ্তি প্রদে নির্ধার করা হইয়াছে। ভারতী-
পাল এক সোমবার প্রায়ের জলসারসন দুই মাসের বীর্ষ
একটি রাত্রে সন্ধ্যা সন্ধ্যা করেন এবং উক্ত ইউনিয়ন
বোর্ডের অধীন জল সাক্ করার কাজও পরিচালিত
হয়। উক্ত ইউনিয়নের অন্তর্গত কলকলপুরের অধিবাসি-
গণ একটি মিলনাগার স্থাপন করিয়াছেন এবং উহার
সম্পাদক করা হইয়াছে "কলকলপুর গ্রাম মিলনাগার।"
গত ২৭শে জানুয়ারী বহুমান হাকিম এই মিলনাগারের
ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এই অনুষ্ঠানে বহু
উৎসাহী কর্মী এবং ইউনিয়নের জলসারসন উপকিত
হিসেব। একটি বিরাট জনসভার স্থানীয় বহুমান
হাকিম এই উপলক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং
ব্যাপকভাবে জনগণের জীবনযাত্রা-প্ৰণালীর উন্নতিবিধান
সম্পর্কে জাহাঙ্গীরকে উৎসাহী করিয়া জেলেব ও
বহুত নিরক্ষরগণকে শিক্ষালাভ করিতে উপদেশ প্রদান
করেন। এই বহুমান মধ্য উক্ত ইউনিয়ন পল্লী-
সংগঠন ব্যাপারে উদ্যোগবোলা কার্য সম্পাদন করিয়াছে।
এতদ্ব্যতীত চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।
বহুমানের শিক্ষার নিমিত্ত বৈশ-বিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত
কাজ করিয়া চলিয়াছে এবং এ সম্পর্কে যে উন্নতি
পরিচালিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ সন্তোষজনক। চরমাটী
থানার অন্তর্গত আরানী ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে
বহুমানের বৈশ-বিদ্যালয়সমূহ এ পর্যন্ত প্রথম-মহাবিদ্যালয়ে
কাজ করিয়াছে এবং তাহাদের দায় বিশেষভাবে
উল্লেখযোগ্য।

বাকুড়া —

গত ১৯৪০ সালের মতের মাসে বাকুড়া জেলা
সর্ব বহুমান নিম্নলিখিত পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য
সম্পাদিত হইয়াছে:—

গত অক্টোবর মাসে জেলা ব্যাংকিংট প্রজাবল্যটি
থানার অন্তর্গত পল্লীগ্রাম প্রায় পরিচালনা করার অনুপ্রাণিত
হইয়া প্রায়বাসিগণ গত ১লা মতের একটি নূতন পল্লী-
সমিতি স্থাপন করিয়াছে। পল্লীগ্রাম থানার অন্তর্গত
ভিন্দুরী-নিরপুরিয়া গ্রামা পথ পাড়াত্তের পানসেপে
বেতনপ্রাপ্ত পথ্য বাকুড়া সেতু হইয়াছে। তাহা
সর্বকারের পল্লী উন্নয়ন সাহায্য হইতে এই নির্ধার-
কার্য সরাহা হইয়াছে। শীতকা গ্রামা মিলনাগারের
জনা সর্বকার ৪০০ টাকা বহু করিয়াছিলেন এবং
উহার নির্ধার-কার্য সরাহা হইয়াছে। এই বহুমান
অন্তর্গত সকল ইউনিয়নে পরি ও বেকার সাহায্য
সমিতিসমূহ গঠিত হইয়াছে।

মিলনাগার থানার অন্তর্গত বহুমানের ইউনিয়নে
আজ একটি পল্লী-সংগঠন সমিতি গঠিত হইয়াছে।

কাজ এলাকার অন্তর্গত ত্রিপুরা পল্লীসংগঠন সমিতি
এই মাসের বীর্ষ একটি রাত্রে সন্ধ্যা সন্ধ্যা করেন

বাকুড়া, পুর্নাল, পাড়লা, পিঠালাকুড়া এবং নূতন
প্রায়ের অধিবাসিগণ বহুমানের ইউনিয়নে যে সমিতি
গঠন করিয়াছে—উহা বাকুড়া বীর্ষ হইতে ২,৭৫০ ফিট
বীর্ষ একটি বাকুড়া বাকুড়া সরাহা করিয়াছে। এই

বাকুড়ার একটি বিরাট জনসভার স্থানীয় চার বহুমান
বাকুড়া উপলক্ষে প্রায়বাসিগণ ১,৫০০ টাকা বাকুড়া
জলসেত কার্যে সাহায্য করিয়াছে। পল্লী-কল্যাণ সম্পর্কিত
এই বিরাটকার্য অধিকাংশই বেতনপ্রাপ্তি প্রদে
সম্পাদিত হইয়াছে।

অগ্র থানার অন্তর্গত নতুন সাকু মাসে বেতনপ্রাপ্তি
প্রদে সেতসম্পাদিত আর একটি বাকুড়া বাকুড়া হইয়াছে।
এই থানার বীর্ষ এক মাসের আর জেলেব এক জাপ
এবং উহা বাকুড়া এবং অন্যান্য পাকসকলী চাখের নিমিত্ত
২০০ টাকা পরিচালিত অধি সেতকার্য সম্পাদন করিয়াছে।

বহুমানের অন্তর্গত নূতন অকল মাসে বাকুড়া কলকলপুরের
সাহায্যপ্রদানকার্য শুরু করা হইতে পারে, উক্তন্য
পুর্নালী উন্নয়ন আইনে উহা পুর্নালপুরের পুর্নাল বাকুড়া
কলকলপুর নিমিত্ত ব্যাপক অনুসন্ধানকার্য পরিচালিত হইয়াছে।

বিকুপুর (বাকুড়া) —

গত মতের মাসে বহু পল্লী-উন্নয়ন সমিতি জল
সাক, জোবা জোবা, রাত্রে সন্ধ্যা এবং পুর্নালী পরিচাল
করিয়া জীবন যাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধন করিতে
চেষ্টা করিয়াছেন। বিকুপুর থানার অন্তর্গত বাকুড়ায়
নূতন স্থাপিত সমিতি বৈশ মাসের বীর্ষ একটি রাত্রে
উত্তর পল্লীগ্রাম জল সাক্ করিয়াছে এবং প্রায় বাকুড়া
সাক স্থাপিত বাকুড়া করিয়াছে। কোটালপুর থানার
অন্তর্গত বিকুপুর নামক থানে আর একটি সম-গঠিত
সমিতি দুইটি পুর্নালী পল্লীগ্রাম করিয়া উহার জল
পান করিবার উপলব্ধ করিয়া দিয়াছে। অতপুর্ন থানার
অন্তর্গত পল্লীগ্রাম নামক থানের সমিতি কিছুদিন হইল
বেশ ভাল কাজ করিয়া আসিতেছে এবং বাকুড়ায় উহা
বেতনপ্রাপ্ত কাজ বাকুড়া আর একর পরিচালিত ভিত্তে
অবস্থিত তিনটি পুর্নালী পরিচাল করিয়া বিকুড়া
জলের ব্যবস্থা করিয়াছে। অতপুর্ন থানার অধীন পল্লীগ্রাম
নামক থানের সমিতি পল্লীগ্রামি নামে জলসেত জেলেব
জলী একটি বিরাট পুর্নালী পরিচাল, সমস্ত প্রায়ের
জল সাক, রাত্রে জেলেব জেলেব সন্ধ্যা এবং কলকলপুর
জল নিকাশের সাক পরিচাল করিয়াছে। পল্লীগ্রাম
থানার অন্তর্গত চার কলকলপুর সমিতি দুইটি টাকা
বাকুড়া একটি থানের আড়াআড়িভাবে বীর্ষ নির্ধার
করিয়া চাখের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এই
ব্যাপারে স্থানীয় লোক বেতনপ্রাপ্তি জেলেব কাজ
করিয়াছে।

কলিকাতা

বিকুপুর থানার অন্তর্গত চার সাকু মাসে সম-
স্থাপিত জেলেব-কলকলপুর কলকলপুর বাকুড়া ও ই-কলকল
পাকসকলী চাখের নূতন করিয়া পল্লীগ্রাম কার্য চাখাইতেছে।

বিভিন্ন থানে জাহাঙ্গীর সর্বকারী কর্মচারিগণ কর্তৃক
বেতনপ্রাপ্তি এবং জলসেত বৈশিকভাবে জন-
সাধারণকে জাহাঙ্গীর সাহায্য উন্নতি সাধন করিতে উপদেশ
প্রদান করা হইতেছে। দুইটি উক্ত টংকলী বিদ্যালয়ের
বোডিং-এ ভিত্তিবীকুড়া বাকুড়া প্রদান করিবার ব্যবস্থা
প্রায় পাকপাকি করিয়া চলিয়াছে। কোটালপুর
বাকুড়ায় থানের জেলেব চিত্তবৃত্তি ব্যবস্থার চাইতে উক্ত
বাকুড়া সর্বকার করিবার আয়োজন করা হইয়াছিল।

অতপুর্ন থানার অন্তর্গত বাকুড়া প্রায়ের আল্প বহু-
সকল জেলেব পল্লী-সংগঠন সংগঠনকারীর জাহাঙ্গীর
ব্যাপকভাবে পল্লী-সংগঠন সরাহা সংগঠন করিয়াছিল।

এই পল্লী-সংগঠন প্রায় একশত লোক জাহাঙ্গীর করিয়াছিল।
থানে থানে বিভিন্ন থানা-বাকুড়া প্রায়বাসিগণ বাকুড়া এবং
জলসারসন জাহা বিশেষভাবে জাহাঙ্গীর করিয়াছিল।
অতপুর্ন থানার অন্তর্গত জেলেব জাহাঙ্গীর পল্লী-উন্নয়ন
সমিতির জাহাঙ্গীর একটি কলকলপুর প্রতিযোগিতা পরিচালিত
হইয়াছিল। এই ব্যাপারে বহু স্থানীয় বাকুড়া জন
জাহাঙ্গীর করিয়াছিল।

পল্লীগ্রাম থানার অন্তর্গত চার কলকলপুরের স্থানীয়
সমিতি বৈশ বিদ্যালয়, প্রায়বাসি এবং পল্লীগ্রামের
জাহাঙ্গীর উপদেশ ও আল্প বিজ্ঞান করিয়া বেশ পুর্নাল-
বাকুড়া কাজ করিতেছে। অতপুর্ন থানার অন্তর্গত
পল্লীগ্রাম প্রায়বাসিগণ বাকুড়া বাকুড়া বাকুড়া
হইয়াছে। পল্লীগ্রাম এবং কোটালপুরের স্থানীয়
সমিতিগুলি জাহাঙ্গীর জাহা বিশেষভাবে নিমিত্ত একটি
পাকিক-পল্লীগ্রাম প্রায়বাসি হইয়াছে। রাত্রে প্রায়ের
আল্প বহুমান এবং কোটালপুরের জাহাঙ্গীর সমিতি
বিভিন্ন সাকু অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিল।

কলিকাতা

জলসারসন এবং জেলেব ইউনিয়নসমূহের
সাকু জাহাঙ্গীর একটি নূতন কলকলপুর পল্লীগ্রাম
উন্নতি। সাকু নামক এক পুর্নাল জাহাঙ্গীর এবং
সাকু জাহাঙ্গীর পুর্নাল পল্লীগ্রাম জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর
সাকু জাহাঙ্গীর পল্লীগ্রাম জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর
সাকু জাহাঙ্গীর পল্লীগ্রাম জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর

সোমালপুর (কলকলপুর) —

বহুমানের শিক্ষার নিমিত্ত বৈশ-বিদ্যালয়গুলি উক্ত
এলাকাতেই কাজ করিয়া চলিয়াছে।

সর্বকারের নিকট হইতে প্রায় কলকলপুর বেকারকারী
প্রতিষ্ঠানের জাহাঙ্গীর বাকুড়া হইতেছে।

জেলা ব্যাংকিংটের উন্নতিবাকুড়া বাকুড়া জাহাঙ্গীর
হইতে এই বহুমানের চার বৈশ-বিদ্যালয়ের জনা ১২০৮
টাকা বহু করা হইয়াছে। এক একটি বৈশ-বিদ্যালয়ের
জাহাঙ্গীর ১০৮ টাকা করিয়া পল্লীগ্রাম।

সাকুপল্লী পল্লী-সংগঠন সমিতিতে ২০৮ টাকা বহু
করা হইয়াছে। বাকুড়ায় সাকু-জাহাঙ্গীর বিদ্যালয়ের
জাহাঙ্গীর পল্লীগ্রাম জনা ২০৮ এবং পল্লীগ্রাম জাহাঙ্গীর
জাহাঙ্গীর বিদ্যালয়ের জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর
করিবার নিমিত্ত ১০৮ টাকা বহু করা হইয়াছে। উপলক্ষে
সাহায্য এই বহুমানের পল্লী-সংগঠন কার্যে যথেষ্ট
সাহায্য করিয়াছে।

কলকলপুর প্রায়ের বিভিন্ন কলকলপুর সাহায্য স্থানীয়
প্রচেষ্টা পরিচালিত হইতেছে।

রাজকীয় বিমান বাতিনীর সাকু

গত দুই মাসের হিসাব

গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে পল্লীগ্রামের মোট ৪৮০টি
বিমানপোত প্রায় হইয়াছে বাকুড়া জাহাঙ্গীর। এই
দুইমাসে পল্লীগ্রামের প্রতি তিনটি বিমানের জনা রাজকীয়
বিমানবাহিনীর একটি সাকু বিমানপোত বাকুড়া বাকুড়া।

গত দুই মাস হইতে এ-পর্যন্ত রাজকীয় বিমান-
বাহিনী ১৫০টি ইটালীয় বিমানপোত প্রায়বাসি করিয়াছে।
জাহাঙ্গীর এই বাকুড়া ১৪০টি বৈশ-জাহাঙ্গীর
পল্লীগ্রাম বাকুড়া বিমান জাহাঙ্গীর হইয়াছে।

আফিকায় ইটালীয়-বাহিনীর চরম সঙ্কট

ভাষণ ও ইটালীয়ান জাহাজ-সমূহের বিরাট কতি

ডুক-বুলাপেরিয়া অনাক্রমণ চুক্তি

সরকারী ভাষণে নিউজ এজেন্সীর নিকট সোফিয়া হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, বুলাপেরিয়া ও ডুবকের মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

ডুকী-বুলাপেরিয়া অনাক্রমণ চুক্তির শর্তগুলি এইরূপ:—

(১) পররাষ্ট্র আক্রমণ হইতে বিরত থাকি ডুবক ও বুলাপেরিয়া আচাশের অপরিবর্তনীয় সীতি বলিয়া মনে করে।

(২) দুইটি গভর্ণমেন্টের মধ্যে বর্তমানে বিশেষ সম্প্রীতি বর্তমান এবং এই সম্পর্ক প্রচারা দ্বারা ও পরিবর্তিত করিয়া চলিতে দৃঢ়-সত্তর।

(৩) উভয় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সহিত সামঞ্জস্য রাখা করিয়া প্রচারা বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতির জন্য সর্বভোক্তাভে চেষ্টা করিবে।

(৪) উভয় গভর্ণমেন্টই আপা করেন যে, উভয় দেশের সংবাদপত্রগুলি এই সম্প্রীতি রাখা কার্যে আর-নিরোপ করিবে।

শত্রুপক্ষের জাহাজ কতির হিসাব

বৌদ্ধিভাগের সর্বশেষ বিবৃতিতে প্রকাশ, জার্মান ও ইটালীয়ানদের জাহাজ বোমা বাতরার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্রিটেন কর্তৃক হতগত, নিমজ্জিত অথবা আত্মনিমজ্জিত হওয়ার কলে জার্মানদের মোট জাহাজ ধ্বংসের পরিমাণ দুই হাজার হওয়ার পর হইতে এ-পর্যন্ত মোট ১,৩৩০,০০০ টন এবং ইটালীয়ানদের জাহাজ-বোমার পরিমাণ ৬২০,০০০ টন বাড়িয়াছে। কাজেই বোমা বাতরিতে যে, গত এই আশুয়াবী শেষ সরকারী হিসাব প্রকাশের পর জার্মানীর আরও ৭০ হাজার ও ইটালীর আরও ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন জাহাজ বোমা পিয়াছে।

সুয়েজ ক্যানেল অকলে শত্রু বিমানপোত

একখানি সরকারী এণ্ডেভারে বোম্বা করা হইয়াছে যে, ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যঃকালে সুয়েজ ক্যানেল অকলে শত্রু বিমানপোত হানা দিয়াছিল। বিমানপোত হইতে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু কোন কতি হয় নাই কিংবা কোথ হতাত্ত হয় নাই।

এণ্ডেভারে আরও বলা হইয়াছে যে, লক্ষিণ মিসরের পূর্বাঞ্চলের আরও কয়েকখানে বিমানাক্রমণের সন্দেশমুখি করা হইয়াছিল।

ব্রিটিশ-বাহিনীর অগ্রগতি

এরিত্রিয়ার প্রধান বন্দর মাসওরাহ দখলকর্তা কিরণ অধিকারের জন্য শীঘ্রই বুকের নুতন অব্যাহার শুরু হইবে বলিয়া আপা করা যায়।

উত্তর সিক হইতে যে ব্রিটিশ বাহিনী অগ্রসর হইতেছে, তাহারা ক্রমেই পরবর্তী নিকটবর্তী হইতেছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী লিবিয়া সীমান হইতে ৯০ মাইল ও কিরণের ৪৫ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ব্রিটিশ বাহিনীর এই অগ্রসরবাদের কলে কিরণ সম্পর্কে নুতন আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এখিকে পশ্চিম সিক হইতেও ব্রিটিশ ও ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর হইতেছে।

ইটালীয়দের হ্রস্বতা

একখানি এণ্ডেভারে বলা হইয়াছে যে, লক্ষিণ আফ্রিকা বিমান বাহিনী গত কয়েকদিন ব্যত ইটালীয় সোমালিল্যান্ডে পক্ষপন্থকে লক্ষ্যবস্তু করিতেছে। লক্ষিণ আফ্রিকানদেরও হানার সংবাদ এণ্ডেভারে প্রকাশিত হইয়াছে।

আবিসিনিয়ার সঙ্কট আসন্ন

আবিসিনিয়ার রাজপ্রতিনিধি ডিউক অব আওটা কর্তৃক বুসোলিনীর নিকট প্রেরিত একটি তারের বর্ষ রোম-বেতারযোগে প্রচারিত হইয়াছে। উহা যারা মনে হয় যে, পূর্ণ আফ্রিকার আসন্ন সঙ্কটের কথা ইটালীয়গণ বুঝিতে পারিয়াছে। বিমান বহরের কেন্দ্রবিন্দু পদে উন্নীত করার জন্য বুসোলিনীকে বন্যাবাহ আসিয়া ডিউক বলিয়াছেন,—“বেতাবেই হউক না কেন, আমরা টিকিয়া থাকিব।” ডিউক আরও লিখিয়াছেন যে, ইটালীয়গণ অরনাভের জন্য যে-কোন প্রকার স্বার্থ-ভাগ করিতে প্রস্তুত।

লক্ষিণ-আবিসিনিয়ার ইটালীয়দের আত্ম-সম্পন্ন

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে বাইরোবীর সংবাদে প্রকাশ যে, লক্ষিণ আবিসিনিয়ার বেগাবিত ইটালীয়ান সৈন্যদের সঠিক আফ্রিকান সৈন্যদের নিকট আত্মসম্পন্ন করিয়াছে। ৬০০ নত ইটালীয়ান সৈন্য বন্দী হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ইটালীয়ান। বহু কামান ও মেশিনগান হতগত করা হইয়াছে। সরকারীভাবে ইহাও ঘোষিত হইয়াছে যে, সাম্রাজ্যবাহিনী সাকলোর সহিত ইটালীয়ানদের সবচেয়ে পাট্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া জুলা নদী অতিক্রম করিয়াছে। তৎপরি ইত্যাচারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই অকলে সত্যো-জনকভাবে সংগ্রাম চলিতেছে; অন্যান্য রণাঙ্গনে অব্যাহার কোন পরিবর্তন হয় নাই। হালটার বাহ্যাত্মক সামরিকবৃদ্ধি প্রবর্তিত হইয়াছে। গতবৎসকে ১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়স পর্যন্ত পুরুষকে সামরিক কার্যে বোগদানের জন্য তালব করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

চট্টগ্রাম ইন্টার-স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন

৬ষ্ঠ বার্ষিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ২রা ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার “ইন্টার-স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের” ৬ষ্ঠ বার্ষিক প্রতিযোগিতা চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রাথমিক বেলা-বুলা জেলায় সাতটি বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ১১৪টি প্রতিযোগকে নির্বাচন করিয়া জেলায় ফেডারেশনে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

কাজল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ৩২ পরশেন্ট লাভ করিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ কান লাভ করে এবং সরকারী স্কুলের উচ্চ বিদ্যালয় এবং কালুরখিল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রত্যেকে ২০ পরশেন্ট লাভ করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই অনুষ্ঠান বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কলিকাতা স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের বিভিন্ন ছাত্রদের প্রেরণ বেলোরাককে বাতাই করা হইয়াছে।

বেলিনীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে হানীর স্কুল-সমূহের সাব-ইন্সপেক্টরের সহযোগিতায় জেলায় বেলা-বুলা-বিহারক সংগঠনকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন একটি পরীক্ষা-চর্চা সম্পর্কিত শিক্ষা-নিবন্ধ সংগঠন করিয়াছিলেন। সহকারী বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বয়স হইতে ২১ দিনের জন্য নিবন্ধে শিক্ষারীণ থাকিবার নিবন্ধ ৪৬ শিক্ষককে প্রেরণ করা হইয়াছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে যে নুতন বেলা-বুলা ব্যবস্থা করা হইয়াছে, শিক্ষকদেরকে বিশেষ করিয়া সেই ব্যতীত ক্রীড়া ও পরীক্ষা-চর্চা প্রবর্তন ও পরিচালনা করা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধে নারীর স্থান

বোগদানের জন্য সরকারের আবেদন

প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বর্তমানে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধবলক প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং আকস্মিক হানাপাত্তানে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং পৃথ-চিকিৎসার জন্য ব্যতীত মহিলা বেতজালেকিকা সংগঠন করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে বহু সংখ্যক ব্যতীত মহিলার দরকার। এমন বহু শিক্ষিত মহিলা আছে, যাহারা এই ট্রেনিং লাভ করিতে পারেন এবং যাহারা ইতিমধ্যেই অংশ লিখেন কিংবা সম্পূর্ণ ট্রেনিং লাভ করিয়াছেন। বর্তমান আকস্মিক প্রয়োজনে নিজের দেশকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক ব্যতীত মহিলাকে দলে দলে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে বোগদান করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। যাহারা এই কাজে বোগদান করিতে উচ্চুক, তঁহাদিগকে নিজ নিজ অফিসের চিহ্ন এয়ার বেইল্ড ওয়ার্ডেন কিংবা বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ-বলক প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট ভাষ্য-রূপের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া বেতজাপ্রদানিত-ভাবে বোগদান করিতে অনুরোধ জানানো হইতেছে। যে সকল ক্ষেত্রে ট্রেনিং-এর প্রয়োজন আছে, সে সকল ব্যাপারে তারপ্রাপ্ত ভাষ্যরূপ বিমান আক্রমণ সম্পর্কিত ওয়ার্ডেনের সহিত আলোচনা করিয়া রূপ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। যে সকল ভাষ্য বিমান আক্রমণ সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রাথমিক চিকিৎসার তারপ্রাপ্ত তঁহারা আবার সেন্ট জন আয়ুলেন্স এসোসিয়েশনের সহিতও সংশ্লিষ্ট। এই প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক চিকিৎসা এবং পৃথ-চিকিৎসা শিক্ষা দানের তার গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানেরও ব্যবস্থা করিবেন। আপা করা যায় যে, ব্যতীত দেশের মহিলাগণ দেশের সীমান্ত রক্ষার জন্য দলে দলে বোগদান করিতে পশ্চাত্তাপ হইবেন না।

সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের বিবৃতি

চন্দ্রবতী গাভী ও মহিষের সাপ্তাহিক বাজার-বর

বঙ্গদেশীয় সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মি: এ. জাব, মাসিক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহ ৩১৬টি চন্দ্রবতী গাভী কলিকাতার আনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২১০টি পাতাল এবং বাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত করা হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে ১৯০টি মহিষ পাতাল হইতে এবং ১২৬টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে কলিকাতার আনা হইয়াছে।

চন্দ্রবতী গাভী ও মহিষের বর বৎসরে ৭০ টাকা হইতে ১০০ টাকা এবং ১৪০ টাকা হইতে ১৪৫ টাকা পর্যন্ত ভীমান্য করিয়াছে। গাভী ও মহিষগুলি হইতে প্রত্যাহ বৎসরে হয় হইতে আট পের এবং ৯৭ হইতে বার পের পর্যন্ত দুগ্ধ পাওয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নির্ধারিত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কলম ইতি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪ টাকা হারে “সাপ্তাহিক কথার” প্রকাশ করা হইবে। অস্থায়ী সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য এই নির্ধারিত হারের উপর পঞ্চভাগ ৫০ টাকা হিচাবে অতিরিক্ত চার্জক্স বিত্তে হইবে। কালক্রমে বিশিষ্ট কোন কালে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও নির্ধারিত হারের উপর পঞ্চভাগ ২৫ টাকা বেশী বিত্তে হইবে। বিজ্ঞাপনের প্রত্যেকটি টাকা অগ্রিম বিত্তে হইবে এবং এই টাকেশে সর্বত্র এক “সুপার-ইন্সপেক্টর, কলকাতা ট্রিবিউন” এই কলে নিবন্ধ পরিচিতে হইবে।

শান্তিাপনে ইটেনোবাসীনের আর্থ

সহযোগী বিটলাইভিং প্রতি প্রকাশ করুন

[১০৪]

উচ্চাটিকা বা পাতে, এ-উদ্দেশ্যে। ভাষাতীর্থ সৈন্যবাচিনী
 তথ্য যে কৃষ্ণের পবিত্র পুণ্য কবিতা, তিনি
 তাঁরা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ভাষাতীর্থ সৈন্যদের
 প্রতি আশ্রয় দিলেই কর্তব্য পরিচালিত। আশ্রয়ের
 কোন কার্যের মতন যাচাই ইচ্ছা হলে ভাষাতীর্থ সৈন্য
 কোন বিশেষ কষ্ট বা চর, ভাষাতীর্থ আশ্রয়কে মত
 থাকিতে হইবে। পক্ষের সঙ্গে সাধনা মুখোমুখি হইয়া
 সাধনা করিতে হইবে। আশ্রয় ও আশ্রয়কে
 আশ্রয়কে সাধনা ও আশ্রয়কে আশ্রয়। আশ্রয়কে
 প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিশেষে আশ্রয়কে
 আশ্রয় বিশেষে আশ্রয় করিয়া লইতে হইবে, আশ্রয়কে
 আশ্রয়ের ভাষাতীর্থের আশ্রয় করিতে হইবে। আশ্রয়
 আশ্রয়কে মত মতের আশ্রয় কেন, ভাষাতীর্থ সৈন্যবাচিনী
 সৈন্যবাচিনী ও আশ্রয়-বাচিনী আশ্রয়ের পক্ষ এবং আশ্রয়-
 বাচিনী পক্ষ। পক্ষ কর্তব্য আশ্রয় আশ্রয় আশ্রয়
 আশ্রয়ের প্রতি আশ্রয়ের আশ্রয় কেন মত হইবে
 উচ্চ।

দুঃস্বাদে অব্যাহির প্রদর্শনী

উষাখ্যেমের মেলার শিল্পীর অনুষ্ঠান

নামকীর্তি।—“কলসার কথা” প্রকাশের জন্য
বীরাঙ্গা সংঘ বা প্রকাশিত প্রেরণ করিবে, বীরাঙ্গা
অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিচালিতাবে বিবিত
উক্ত গ্রন্থ। “নামকীর্তি, কলসার কথা”—স্বাধীন বিবিত-
কলসার—বীরাঙ্গা প্রেরণ করিবে। অগ্রসরীত
গ্রন্থ কোষ সম্বন্ধে কোষ কোষ হইবে না।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার সরকারী প্রচেষ্টা

বিভিন্ন জেলার জল বিরাট অর্থ ব্যয়

বাঙলার বিভিন্ন জেলার ম্যালেরিয়া এবং কলেরা প্রতিরোধের জন্য সরকার কি করিতেছেন না করিতেছেন, জুনা জনসাধারণ জানিতে পারে না, এমনকি কোন কোন সংবাদপত্রে সর্বশোচনীয় হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এ-জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে:—

১৯৪০-৪১ সনের বাজেটে কুইনাইনের জন্য মোট ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। হাসপাতাল ও চিকিৎসা-লব্ধের জন্য বিভিন্ন জেলা বোর্ডের দ্বারা ১,৬৮,৭৫০/- শেওড়া হইয়াছিল। অনুরূপ উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয়কর ১,৬৮,৭৫০/- শেওড়া হইয়াছিল। জেলা বোর্ড হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় নয় এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন সার্জনের দ্বারা ৫৬,২৫০/- টাকা প্রদত্ত হয়। ইহা ছাড়া উক্ত উদ্দেশ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের দ্বারা ৫৬,২৫০/- শেওড়া হইয়াছিল। বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের ৫০,০০০/- টাকার একটা তহবিল থাকে। যেথাক অর্থ ছাড়া অবশিষ্ট অর্থ ২৬টি জেলার নিম্নোক্ত দ্বারে বণ্টন করিয়া শেওড়া হইয়াছে:—

বর্ডমান—২৮,১৫০/-; বীরভূম—১১,১০০/-; বাকুড়া—৭,৫৫০/-; বেদিনীপুর—২২,৫০০/-; জগদী—২৬,১৫০/-; হাওড়া—৮,৮০০/-; ২৪-পরগণা—২৮,৪৫০/-; ধুলনা—১২,০৫০/-; বগোছড়া—১৪,০৫০/-; মল্লীয়া—২২,৮০০/-; মুন্সিগঞ্জ—২১,১৫০/-; রাজশাহী—১২,৪০০/-; লালমনিয়া—৩,৭০০/-; জলপাইগুড়ি—১৪,৫০০/-; হুগুড়া—২১,৮৫০/-; দিনাজপুর—১৬,২০০/-; বগুড়া—৮,২০০/-; পাবনা—৮,৬০০/-; মালদহ—১৫,৭০০/-; ঢাকা—১৯,০০০/-; ময়মনসিংহ—৩৮,৮৫০/-; কবিদপুর—১২,০৫০/-; বাগেরা—২২,২০০/-; চট্টগ্রাম—২৮,৬০০/-; নোয়াখালী—৯,০০০/-; ত্রিপুরা—১৪,২০০/-; ঢাকা।

অল্পবী অবস্থায় ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধক কার্যে ও ঔষধ বিতরণ কিংবা ঔষধের জন্য অর্থ বিতরণের জন্য বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের বিশেষ তদবিলের অর্থ নিকুনো বহুসংখ্যক চিকিৎসককে বিভিন্ন মফসসে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কোন কোন জেলার কতজন সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক প্রেরিত হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহা শেওড়া হইল:—

বাকুড়া—১০, বাগেরা—৬, বেদিনীপুর—৩, ময়মনসিংহ—২০, কবিদপুর—৫৫, ধুলনা—৪, বগোছড়া—১৭, বগুড়া—৩, পাবনা—১৫, মুন্সিগঞ্জ—২, রাজশাহী—৩ জন।

নিম্নের জেলাগুলি মেডিক্যাল অফিসার চারিখা পাঠান নাই:—

জগদী, ২৪-পরগণা, মল্লীয়া, লালমনিয়া, দিনাজপুর, মালদহ এবং ত্রিপুরা।

জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের যে বিজ্ঞপ্তি তহবিল আছে, উহা হইতে বিভিন্ন জেলার ২ পাউণ্ড হইতে ২০১ পাউণ্ড সিঙ্কোনা পাউডার, ৪ পাউণ্ড হইতে ১২৫ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট বডি, ২ পাউণ্ড হইতে ১৫৯ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট পাউডার, ১ পাউণ্ড হইতে ১২৫ পাউণ্ড সিঙ্কোনা ট্যাবলেট, ১,০০০ হইতে ৬,০০০ কুইনাইন ডিহাইড্রোক্লোরার সরবরাহ করা হইয়াছে।

উপর্যুক্ত নিম্নলিখিত জেলা বোর্ড এবং ইউনিমিসিয়ানিটিতে কলেরা ও অন্যান্য সংক্রমক রোগ-প্রতিরোধক কার্যের জন্য ডাক্তার এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টর প্রেরিত হইয়াছিল:—

২৪-পরগণা—১০ জন ডাক্তার এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টর; বনবিহারী ইউনিমিসিয়ানিটি—১ জন

[পরবর্তী কালের নিম্নে হইবে]

ভুরকের মনোভাব

জাঙ্গামীর মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ

কর্ণেল ডোনোভান গত সেরবান রাতে পানপেন ৩ মিলর হাটবার জন্য আত্মা পরিচাল্য করিয়াছেন। আত্মার তিনি প্রধানমন্ত্রী রাকিম সৈয়দ, পররাষ্ট্রসচিব সেরাজুল ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের সমিতি আলোচনা-আলোচনা করেন। যদিও কর্ণেল ডোনোভান বেসরকারীভাবেই তুরকে আগমন করিয়াছিলেন, তবুও তুরকের সংবাদপত্রগুলি ইহার বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ করে। ইউরোপের বহু সম্পদে মুক্তবাস্তব নীতি কি, কর্ণেল ডোনোভান তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার তুরক বিশেষ প্রবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এদিকে "ইয়েনী সাবাহ" নামক সংবাদপত্রটি এই কেমালীর সংবাদ দুইটি সংবাদের প্রতিবাদ করেন। সংবাদ দুইটি জাঙ্গামীর দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া বলা হয়। একটি সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, চিতলাবের গত বক্তৃতাটি শুনিবার পর তুরকের সামরিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন তিন প্রেরণীর লোককে সৈন্য হইবার দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। এই সম্পর্কে পত্রিকাটি লিখিয়াছেন,— চিতলাবের বক্তৃতাটি শুনিয়া তুরক সতর্কভাষনক ব্যবহার পৈখিয়া প্রদর্শন করা অপেক্ষা আরও ব্যাপক ব্যবস্থা কথায় প্রয়োজন বসে করিতেছে। অন্য সংবাদটিতে বলা হইয়াছিল যে, যদি তুরকের উপর চাপ না দেওয়া হয়, তবে জাঙ্গামী বুলগেটিকা আক্রমণ করিলেও তুরক তাহাতে কোনও উচ্চবাচ্য করিবে না। ইহা হৈ একেবারেই মিথ্যা।

জাঙ্গামীর এরোগেনের সংখ্যা

একখানি পরিকার হিসাব

ব্রিটনের উপর আক্রমণ চালানিতে একসঙ্গে জাঙ্গামী কং বিমান ব্যবহার করিতে পারে এ সম্পর্কে "এরোগেন" নামক বিমানপোত বিদ্যক পত্রিকাটি একটি হিসাব লিখিত করিয়াছে। এই হিসাব অনুসারে দেখা যায়, মসলুহের উপর উপকূল হইতে আক্রমণ করিয়া স্পেনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন বিমানচালিত লক্ষ্যবস্তুকে যে সকল জাঙ্গামী বিমান ব্রিটনের উপর আক্রমণ চালানিবার জন্য মজুদ রাখিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১,৯০০ এর বেশী হইবে না। যাহায্যেহে অন্য ব্যবহৃত বিমান ও যে সকল বিমান হাতে মজুদ রাখা হয়, তাহাদের হিসাব করিলে অবশ্য সংখ্যানি ৮ হাজারের ওড়ায়। কিন্তু এই ৮ হাজারটি একসঙ্গে হুড়ে ব্যবহার করা যায় না। যে কোনও এক সময়ে ৪ হাজার বিমানের বেশী হুড়ে ব্যবহৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। এই ৪ হাজারের মধ্যে দেড় হাজারের বেশী জঙ্গী বিমান পণ্ডান জাঙ্গামীর পক্ষে সম্ভব নহে। অপর গুরুত্বপূর্ণ কথা এইটাই যে চারিদে একটা বোম্বার্ড বিমানের দক্ষী হিসাবে দশটা জঙ্গী বিমান পণ্ডান প্রয়োজন।

[১ম কলমের শেখান]

স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, কামারগাঙ্গী ইউনিমিসিয়ানিটি—১ জন ডাক্তার, মুন্সিগঞ্জ জেলা বোর্ড—১ জন ডাক্তার; বগোছড়া জেলা বোর্ড—৪ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, ধুলনা জেলা বোর্ড—৮ জন ডাক্তার ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর; লালমনিয়া জেলা বোর্ড—২ জন ডাক্তার, মালদহ জেলা বোর্ড—১ জন ডাক্তার; কবিদপুর জেলা বোর্ড—২১ জন ডাক্তার ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, বাগেরা জেলা বোর্ড—১০ জন ডাক্তার; নোয়াখালী জেলা বোর্ড—৯ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর; ত্রিপুরা জেলা বোর্ড—৪ জন ডাক্তার ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর। (শ্রেণ-মোট)

রেলওয়ে বোর্ডের বাৎসরিক রিপোর্ট

১৯৩৯-৪০ সালে ৪ কোটি টাকা লাভ

১৯৩৯-৪০ সালে রেলওয়ে বোর্ড হইয়াছে তাহাতে পণ্ডন-মোট পরিচালিত রেলওয়েসমূহের সকল খরচ খরচ মিমা মোট নিম্ন ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। বেসরকারীসমূহের উক্ত লাভ গত বৎসর ৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। এই বৎসর তাহা কমিয়া ৩০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। পূর্বের বৎসরের মোট ৫১ কোটি ৩ লক্ষ টাকার দ্বারা এই বৎসর ৫২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার বেশে ব্যয়ভারত করিয়াছে।

সরকারি রেলওয়েগুলির জন্য এ বৎসর যে সকল কাজ করা হইয়াছে তাহাতে ভারতে প্রস্তুত পণ্যের পরিবাহ্য পূর্বের বৎসরের মতকরা ৬৩% হইতে বৃদ্ধি পাইয়া মতকরা ৬৬% হইয়াছে। টাটা কোম্পানীর নিকট ৮৭,৬০০ টন রেল ও কিন-পুয়েটের অর্ডার শেওড়া হয়। রাষ্ট্রী এবং মাল রাষ্ট্রীর জন্য ৩৯,০৪,০০০/- টাকার কাজ ক্রয় করা হয়। তামা ডাঙা ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার বেশে স্থানান্তরিত এই বৎসর কেনা হইয়াছে। এইগুলি আংশিকভাবে ভারতবর্ষে এবং কিছুটা বর্ষা হইতে ক্রয় করা হইয়াছে।

হরিদ্বার-মেরাউন রেলওয়েটি পণ্ডন-মোট কিনিয়া লইয়াছেন। এই বৎসর মোট ৭১ মাইল নূতন রেল-লাইন খোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিছুমানে ২১ মাইল রেলপথ নূতন নিশ্চিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশে দেশীয় বাজারগুলিতে তাহাদের নিজ নিজ বরচেষ্টা নিশ্চিত হয়।

এই বৎসর উন্নত বরখের অনেক তৃতীয় প্রেরণী পাঠী নিশ্চিত হইয়াছে এবং পাঠীতে মতিলা রাষ্ট্রীসমূহের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মেহের-কানওয়ার লরকা ও জাঙ্গামীর বিন দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই বৎসর ডাল পানীয় জল সরবরাহের বিশেষ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। বেসরকারীসমূহের মোট ৪,০০০ খাটী পানীয় পাত (জলপাতা) আছে। এ বৎসর প্রীতিকালে এই কাটার জন্য আরও ২,৫০০ জন অস্থায়ী নূতন লোক লওয়া হইয়াছে। বাটীপান, প্র্যাটিকল, ওভার প্রিফ প্রভৃতির এই বৎসর অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

“বেঙ্গল উইকলী”

(ইংলী সাপ্তাহিক)

—এবং—

“বাঙলার কথায়”

(বাঙল সাপ্তাহিক)

বিজ্ঞাপন নিজ আপনকার ব্যবসায়ের

পুণার লাভন করুন।

সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা

৩৬,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের বেট ও অন্যান্য বিষয় অকলস

হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায়

অনুলিপি করুন:—

মুদ্রারিটেংক, বেঙ্গল পল্লভেরক্ট প্রেস,
আলাপুর, কলিকাতা।

“ডিকেম্বর” বিক্রীর পরিমাণ

বাঙালি সংক্রামক রোগ

ডায়নওহারবারে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

এপরাষ্ট্র চৌত্রিশ লক্ষের উপর সংগৃহীত

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে যে পরিমাণ ডিকেম্বর বই (১৯৪৬ সালের পত্রিকা তিন টাকা বইয়ের ডিকেম্বর বই এবং প্রথমদীন তিন বইয়ের ডিকেম্বর বই) বিক্রী হইয়াছে এবং এই ডিকেম্বর বই চালু হইয়া হইতে শুরু করিয়া যে পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন ক্রোড়সমূহে সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি বিবরণী প্রস্তুত হইল :—

পত্রিকা তিন টাকা বইয়ের ১৯৪৬ সালের ডিকেম্বর বই (দ্বিতীয় দফা)

ডিসেম্বর ১৯৪০	১৯৪০ সালের ১লা আগস্ট হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বিক্রীর পরিমাণ	টাকা।	টাকা।
কলিকাতা		১,১৪,০০,১০০	১৬,০৩,২৪,৭০০
বাংলাবাজার		..	১,২০০
বাকুড়া	
বীরভূম		..	৫,২০০
বগুড়া	
বর্ধমান		৫২,৭০০	৯৫,২০০
চট্টগ্রাম		৫,১০০	৫৮,২০০
ঢাকা		১৬,১০০	১৮,১০০
দাখিলি		১০০	২৫,০০০
দিনাজপুর		..	২,০০০
ফরিদপুর		..	৬০০
হুগলী	
হাওড়া		..	৫৩,১০০
জলপাইগুড়ি		..	৪,৫০০
শশোহর	
খুলনা	
মালদহ	
মেদিনীপুর		..	৭,০০০
মুর্শিদাবাদ		..	১,৫০০
ময়মনসিংহ		..	৫,০০০
মদীয়া		..	৮০০
মোহাবাদী		২৫,০০০	২৫,০০০
পাবনা		৭০০	৪,৭০০
রাঙ্গাবাদী	
রংপুর		..	৮৭,০০০
ত্রিপুরা		..	১৭,৬০০
২৪-পরগণা		..	২০০

মোট .. ১,১৫,০৪,৬০০ ১৬,০৮,০৭,৭০০

প্রথমদীন বই

ডিসেম্বর ১৯৪০।	১৯৪০ সালের ১০ই জুন হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।	টাকা।	টাকা।
কলিকাতা		১৪,৪৭৮	৩৩,৭২,৬৫২
বাংলাবাজার	
বাকুড়া	
বীরভূম	
বগুড়া	
বর্ধমান		..	১৫৩
চট্টগ্রাম		..	৪০০

[২৪ জনের দ্বারা প্রেরণ]

দুই সপ্তাহের বিবরণী

গত ২৫শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে ১,৬১৮ জন কলিকাতার আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে মেদিনীপুরে ১৭২, বাঁধবাগে ৪৫৫, ত্রিপুরায় ৩১৫ এবং ২৪-পরগণায় ৪১৮ জন।

উক্ত সপ্তাহে কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা ৬২৪, তন্মধ্যে মেদিনীপুরে ৮২, ২৪-পরগণায় ২০১, বাঁধবাগে ২৪১ এবং ত্রিপুরায় ১৬৩ জন।

মোট ২৭৪ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। কলিকাতার মৃত্যু বোগে উক্ত সপ্তাহে ১৪৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীহানপুর, মণোহর এবং কলিকাতার কোথা কোথাও মেনিটাইটিস রোগ দেখা গিয়াছে। কেহ প্রোগে আক্রান্ত হয় নাই।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙালি দেশের বিভিন্ন জেলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

বাঙালি কলিকাতার আক্রান্তের সংখ্যা—মোট ১,২৯৬
বাঙালি কলিকাতার মৃত্যুর সংখ্যা—মোট ৫৮৭

বিভিন্ন জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা—

মেদিনীপুর	১৩৫
২৪-পরগণা	৩৫৬
বাঁধবাগ	৪১৮
ত্রিপুরা	২৭৩

বিভিন্ন জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা—

২৪-পরগণা	১৫৯
বাঁধবাগ	২০৯
ত্রিপুরা	১৪২

কলিকাতায় মৃত্যু বোগে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩০১ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৪৮।

আসামসোল ও কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিটাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। প্রোগ রোগের আক্রান্তের কোনোরূপ সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

[১ম কলমের জের]

ঢাকা	৪৪,০০০
দাখিলি	১২,৩১২
দিনাজপুর	..
ফরিদপুর	..
হুগলী	..
হাওড়া	২,৫০১
জলপাইগুড়ি	৬০০
শশোহর	..
খুলনা	..
মালদহ	..
মেদিনীপুর	..
মুর্শিদাবাদ	..
ময়মনসিংহ	..
মদীয়া	..
মোহাবাদী	৫,০০০
পাবনা	..
রাঙ্গাবাদী	..
রংপুর	..
ত্রিপুরা	৩০০
২৪-পরগণা	৫০০

মোট .. ৩৪,৪৫,৪০০

বিভিন্ন দিক দিয়া প্রাপ্তির পরিচয়

সার্কেন অফিসারের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি ডায়নওহারবারে পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলির সদস্য ও ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মীদের এক দিবাট সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মহাকুমা ব্যাক্সিষ্টেট মি: সি. এ. বেনন আই. সি. এস. সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বে ৪২টি সমিতি কার্য করিতেছিল, ইহার উপর আরোও ১৪টি নতুন সমিতি গঠন করা হইয়াছে। পল্লী-উন্নয়নের বিভিন্ন দিক দিয়া এই সমিতিগুলি যত্নের কাজ করিয়াছে। কর্তৃক রোডমেনর জনা একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

কলকাতা পানার অফিসারের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি ‘সম্পূর্ণ’ বেসেডনাল কার্ভো এক মাইল লম্বা একটি পল্লী রাস্তা পাকা করিবার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। বাঙালি পত্ৰ-মোহন পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ও মহাকুমা ব্যাক্সিষ্টেট সম্প্রতি এই স্থান পরিদর্শন করেন এবং এই প্রচেষ্টায় কর্মীদেরকে উৎসাহ প্রদান করেন।



মোহনপুর বালার সংস্কার-কার্যে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মি: কে. এ. এস. হিল, আই. সি. এস. ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীগণ সহযোগে মাটি কাটিয়া আশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, চিত্রে তাহাই দেখা যাইতেছে।

ডায়নওহারবার মহাকুমা কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী মোহনপুর নামক স্থানে প্রায় ৩ মাইল লম্বা একটি খাল খননের কাজ নিগত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহা পল্লী-সংস্কারের একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ। মোহনীর গোলাম মহিউদ্দিন মি. এস. সাহেবের নেতৃত্বে তিনটি ইউনিয়নের প্রায় ৫০০ পঁচিশ শত লোক কোলারী ও খুড়ি হাতে সমবেত হইয়া খাল খননের কাজ আরম্ভ করে। ইহাতে আবলম্বন ও আর্থ-মিতি সভার উন্নয়ন হাতে-কলমে দেখা হইয়াছে। এই খাল দ্বারা প্রায় ৮,০০০ আঁট হাজার বিঘা জমির ফসল বন্যা হইতে রক্ষা পাইবে। প্রতিদিনই এই জনবল কাজ চলিতে থাকিবে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই ইহা সমাধা করা হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মি: কে. এ. এস. হিল, আই. সি. এস. অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মি: ই. জি. ক্রিস্, আই. সি. এস. ডায়নওহারবারের মহাকুমা ব্যাক্সিষ্টেট মি: সি. এ. বেনন, আই. সি. এস.; বাঙালি পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর বাহাদুর ডি. এন. মিত্র প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও নিজেরা মাটি কাটিয়া বেসেডনাল কার্ভোকে উৎসাহ দান করিয়াছেন। ইহাতে এ স্থানে বিপুল উৎসাহের স্রোত হইয়াছে।

কলকাতা পানার মালদহপুর খাল হইতে প্রচুর সমগত জন পরিপূরনের কলে ইতিপূর্বে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের খান বিশেষভাবে অভিযুক্ত হইত। এই অভিযুক্ততার ভাবে বহু করিবার জন্য স্থানীয় কমিটি একটি খালের উপর একটি বাধ প্রস্তুত করা আরম্ভ করিয়াছে, বেসেডনাল প্রবে ও স্থানীয় চীফা দ্বারা এই কাজ করা হইতেছে।

বাঙলাব কথা

৩৫ বর্ষ, ১৬শ বর্ষা

কলিকাতা, ১০ই মার্চ, ১৯৪১

[এক খণ্ড]

স্টেনের অভিনব সমর-প্রচেষ্টা

সফাফিক সফর-প্রচারক দল সংগঠন

[ওসওয়াক ডাহ লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

কানুগারীর দ্বিতীয় সত্তাহে সফর ভরবিল হইতে বৃহৎ-জাতীয় বহু অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত সত্তাহে সড়ক ২১১০ টাকা মূল্যে এক কোটি ১০ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড বৃহৎ-ওণ, বৃহৎ-ওণ বাবদ সড়ক ১ টাকা মূল্যে ১ কোটি ৭০ হাজার পাউণ্ড, এবং সফর ভরবিল হইতে ৯০ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড পাওরা পিয়াছে। এভাবে সর্বমোট ৩২০ লক্ষ পাউণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।

ইহা বৃহৎ বহু বর্ষের অর্থ বটে। কিন্তু ইহা সবেও অর্থ-নীতি মতল ভবিষ্যতে বৃহৎকালীন সফরের পরিমাণ আরও অধিক দেখিতে চাহেন। সর্বোপরি ইহাও আশা করা বাইতেছে যে, সামান্য পরিমাণে বহাঙ্গা সফর করিতেছে, তাহাদের কার্যের দ্বারা অপরাধের ব্যক্তিও উৎসাহিত হইবে। গত ১৯৩৯ সনের মন্তেবর হইতে ১৯৪০ সনের মন্তেবর পর্যন্ত তাহাদেরই তদু ৪,৭৫০ লক্ষ পাউণ্ড সফর করিয়াছে। ১৯৪০ সনের মন্তেবর হইতে ১৯৪১ সনের মন্তেবর পর্যন্ত তাহাদের ৮,০০০ লক্ষ পাউণ্ড সফর ভরবিলে সংগৃহীত হয়, তৎকাল্য বেশ চেষ্টা-চরিত চলিতেছে।

সফর প্রচারকদের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কানুগারীর দ্বিতীয় সত্তাহে আরও ৮১১টি দল বহুরী লাভ করিয়াছে। ইহাদিগকে দইজা আক পর্যন্ত সর্ব-মোট ১৭৬,৭৮২টি দল এবং ইহাদের সদস্য-সংখ্যা ১ কোটি পাঁচাইয়াছে। ইহা হাজা হুটেমে পোট অফিস সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে এবং ট্রাষ্ট সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে বৎসরে ১২০ লক্ষ ৩০০ লক্ষ লোকের নামে হিসাব বোলা হইয়াছে।

উপরোক্ত হিসাব হইতে বুঝা যায়, হুটেমে ২৫০ লক্ষ ক্ষুদ্র সফরী লোক আছে। তবে ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, কোন কোন লোকের নামে তিনটি নামেই হিসাব বোলা আছে; কাজেই সফরী ব্যক্তিদের সংখ্যা উপরে প্রদত্ত সংখ্যার সমান হইবে না। এতদ্ব্যতঃ, ইহা নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যায় যে, বৃহৎ প্রথম বৎসর গড়ে প্রত্যেক ক্ষুদ্র সফরী বৃহৎ-জাতীয় ২০ পাউণ্ড, অর্থাৎ সত্তাহে ৮ শিলিং হুতরাং দৈনিক এক শিলিং-এর কিছু বেশী পিয়াছে। দৈনিক বাহাতে গড়ে প্রত্যেক সফরী দুই শিলিং করিয়া বেশ, তৎকাল্য আশোপানের সূচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য লোককেও আশোপানে টানিয়া আনা উহার অপর উদ্দেশ্য। কারণ হুটেমে পনের বৎসরের অধিক বহুত লোকের সংখ্যা প্রায় ৩৫০ লক্ষ। ইহাদিগকে উপার্জনকর বলিয়া মনে করা হয়; হুতরাং ইহারা সকলে সফরীদের অর্জিত হইতে পারে।

কিন্তু ১৯৩৯ সনের মন্তেবর হইতে ১৯৪১ সনের কানুগারী পর্যন্ত ক্ষুদ্র সফরী ব্যক্তিরা পতন-বৈশিষ্ট্যে ৪,৪৭০ লক্ষ পাউণ্ড ওণ দান করিয়াছে। কানুগারীর

বহাঙ্গা পর্যন্ত সফর-ওণের বিভিন্ন বাতে তাহারা ৮,৯৬০ লক্ষ পাউণ্ড ওণ দান করিয়াছে। অতিরিক্ত বিনামূল্যে ২৭০ লক্ষ পাউণ্ড বিরাছে। রাজস্ব হইতে যে পরিমাণ অর্থ বৃহৎ জমা বাজেটে বরাদ্দ হইয়াছে, তাহা হাজাও এ বৎসর প্রায় ১৪,৭০০ লক্ষ পাউণ্ড পাওরা বাইবে, উপরের হিসাব হইতে তাহা দেখা বাইতেছে।

সফরীদের অধিকাংশই বৃষ্টিপ সম্প্রদায়ের লোক। ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় সব কারখানার শ্রমিকরা একত্র হইয়া পূর্ণোচ্চতাপে বৃহৎ-ভরবিলে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছে। ইহা বৃহৎ সত্তা যে, বৃহৎ বহুত কল-কারখানার কাম বাড়িয়া পিয়াছে এবং শ্রমিকরা পূর্ণের তুলনায় অধিক বহুরী লাভ করিতেছে বলিয়া তাহারা কিছু কিছু সফরও করিতে পাইতেছে। সজিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওরার ইহাও অন্যতর কারণ। শ্রম-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বহীর রিপোর্টে আরও একটি ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ, গত কয় বৎসরে বৃষ্টিপদের জীবন-মাত্রা-পূর্ণাঙ্গীর মান উঠু হইয়া পিয়াছে। বর্তমান সত্তাকীর প্রথম ১৫ বৎসরের তুলনায় একশ্রেণী বৃষ্টিপ শ্রমিক সম্প্রদায় পানাহারে তাহাদের আরের একটা সামান্য অংশ মাত্র ব্যয় করে। রিপোর্টে ১৯০৪, ১৯১৪ এবং ১৯৩৭-৩৮ সনে শ্রমিকদের আর-ব্যয়ের হিসাব সঙ্গিবেনিত হইয়াছে। বর্তমান সংগ্রাহকের পূর্ণকণ পর্যন্ত হিসাব সঙ্গিবেনিত হওরার ইহা বলা চলে না যে, বাসায়বোর নিয়ন্ত্রণ কিংবা অপব্যয় সর্ববরাহের মতল শ্রমিক সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়াই পানাহারে সংকট হইতে হইয়াছে।

শ্রম বিভাগের বহীর রিপোর্টে আনা যায়, ১৯০৪-১৯১৪ পর্যন্ত সড়ক ১০০ জন শ্রমিক তাহাদের আরের ৬০ ভাগ ব্যয়গ্রহণে ব্যয় করিত। ১৯৩৭-৩৮ সনে তাহারা ব্যয়গ্রহণের অন্য ব্যয় করিয়াছে সড়ক ৩২.৬ ভাগ মাত্র। ১৯৩৫ সনের পূর্ণে তাহারা বাড়ী-জাত, পোশাক-পরিচ্ছদ, আদৌ প্রকৃতি বাবদ তাহাদের আরের মত ভাগ ব্যয় করিয়াছে, বর্তমান সংগ্রাহকের পূর্ণকণ পর্যন্ত তাহাদিগকে তত ব্যয় করিতে হয় নাই। অপর পক্ষে, অন্যান্য বহুত অর্থ-আসবাব-পত্র, ধূমপান, আশোপ-প্রবোধ, দ্বাখা, হুটীর দিন, বীমা, পুস্তক, পবীর-চর্চা প্রকৃতি বাবদ তখন বৃষ্টিপ শ্রমিকরা তাহাদের আরের সড়ক ৪ ভাগ মাত্র ব্যয় করিত। একশ্রেণী তাহা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া সড়ক ২৯.৭ পাঁচাইয়াছে। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা বাইতেছে, বিপত্ত মহাসময়ের পূর্ণে বৃষ্টিপ শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাসিতা ছিল না। মাত্র গত কয় বৎসর হইতে তাহারা বিলাসিতার জন্য আরের একটা বোটা অংশ ব্যয় করিয়া আসিতেছে। সফর আশোপানের ফলে যদি বিলাসিতা হ্রাস পায়, তাহা হইলে বহু অর্থ উদ্ধৃত থাকিবে এবং এই অর্থ বৃহৎ পরিচালনার নিয়োগ করা বাইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরে স্টেনের ভোড়ভোড়

সিঙ্গাপুরে বহু জাহাজ বিমান প্রেরণ

ব্রিটেন হইতে সম্প্রতি তুসকাল্যাবধি অল্পে বহু জাহাজ বোম্বক বিমান প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "ডয়েলিটেন" জাহাজ বিমানও আছে। সিঙ্গাপুরেও ব্রিটেন হইতে অনেক এক-ইঞ্জিন ও দুই-ইঞ্জিন বিনিষ্ট "জাহাজ কেন" জাহাজ জাহাজ-বিমান পাঠান হইয়াছে। তবে সফর বহু অষ্ট্রেলীয় সৈন্যও সেখানে পৌঁছিয়াছে। উক্ত স্থানে মোট কত জাহাজ বিমানপোত প্রেরিত হইয়াছে তাহা বিমান-সচিবের বহুর হইতে প্রকাশ করা হয়-কিন্তু কিছু এক সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেন হইতে বিভিন্ন অল্পে জাহাজ প্রেরণের মতল অনেক বৈমানিক শ্রমিক বিমানপোত সম্পর্কীয় কর্মচারীকে বিদেশে বাইতে হইবে।

স্টেনে প্রমিক অসন্তোষ হ্রাস

বৃহৎ-প্রচেষ্টায় আন্তরিক সহযোগিতা

১৯৪০ সালে ব্রিটেনে কত সন্তান শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে ব্রিটেনের শ্রম-সচিবের বহুর হইতে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৃহৎ সফরে জীব শ্রমিক চাকলা পতন-বৈশিষ্ট্যের সূত্রাঙ্গার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান বৃহৎ সফর সম্প্রদায়ই সূত্রে জরাজোহর অন্য একাত বাধ্য বলিয়া শ্রমিকের বেতন সফরীর বিবরণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর শ্রমিক পোষাবোনের ফলে গড়ে বার্ষিকিক ১,৭৭৮,০০০ রোজ মট হইয়াছে। ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা হ্রাস পায়; এই বৎসর মোট ৯৪০,০০০ রোজ মট হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০৬,০০০ রোজ না প্রায় অর্ধেকই কয়লার বসিতে শ্রমিক অসন্তোষের ফলে মট হয়।

লি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

(ব্যাপারদের পার্শ্ববর্তী বা জাহাজ হইতে বৃহৎকালী বৈকোন বহুরে সব জাহাজই থাকিতে পারে এবং বহুরীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি জাহাজই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাত্রারত ব্যাপারে বৈকোন প্রকার পরিবর্তনকারি হইতে পারিবে।)

লি এণ্ড ও

বৃষ্টিপ বৃহৎকালী, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকং-এর বহুর জাহাজ, জাহাজ ও বাসবাহী জাহাজ যাত্রারত করিয়া থাকে। বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

বৃষ্টিপ বৃহৎকালী, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাহাজ, জাহাজ ও পারস্যোপদ্বীপের জীবনকালী বহুরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাত্রারত করে।

জাহাজদিকে অনুসরণ করা বাইতেছে যে, জাহাজ বেশ নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গে বিলম্ব করেন। বর্তমান পরিবর্তিত অন্য জাহাজের যাত্রারত বহুরে পরিবর্তন কয়লো হইয়াছে।

জাহাজ জাহাজ জাহাজ সম্পর্কে বহুরসমূহ তথ্যাদি, জাহাজের জাহাজ পূর্ণ বিবরণ ও সালের জাহাজ ব্যয় প্রকৃতি অবগত হওরার জন্য নিম্ন ঠিকানার লিখুনঃ—

ম্যাকিনসন ম্যাকেরী এণ্ড কোং,

এক্সেস্টন—লি এণ্ড ও এস-এস কোং,

ম্যাকেরীঃ এক্সেস্টন—বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

বিশেষ প্রত্যা

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এখা গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের আর্থ-সংলগ্নিত অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমেন্ট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিবরণ বাতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

নিয়মাবলী

বার্ষিক টীকা।—“বাঙলার কথা” বার্ষিক টীকা তিন টাকা করিয়া দিখিত হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই টীকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাচকেও প্রাদিক করা হইবে না এবং বর্ষদ্বয় প্রাদিক হওয়া বাতীক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। টীকার জন্য কাহারও নিকট ডি-পি প্রেরণ করা হইবে না। টীকার টাকা যদি-অর্ডারযোগে “সুপারিন্টেন্ডেন্ট, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং, আলিপুর, কলিকাতা” এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং যদি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে দিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—“বাঙলার কথা” প্রকাশের জন্য বাহালা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাহার জন্য প্রদত্ত পুঁজি ক্রয়কর্তার এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা “সম্পাদক, বাঙলার কথা”—রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অবদানীত রচনা কোন সময়ই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বাঙলার কথা

১০ই মার্চ—১৯৪১

বিশ্ব-সময়ের সূচনা

আমরা বলতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান ইউরোপীয় সংগ্রাম মৃতদণ্ডের বিশ্ব-সময়ের জন্ম দায়ন করিতে বলিয়া আসিয়া কথা বাইতেছে। গত বর্ষে হিটলার সমগ্র ইউরোপের উপর নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রায় প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু বুটেন তাঁহার সব আশা-ভরসার ভাঙি দিয়াছে। বুটেনের পুরুষাণী বুদ্ধতার জন্যই কোন প্রকার আপোষমূলক সন্ধি-প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয় নাই; কিংবা মাংসী বিমান-বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণ সঙ্গেও বুটেন দমিত হইয়া পড়ে নাই। সুতরাং ইউরোপ-খণ্ডের অনেকগুলি দেশ মাংসী-পদতলে পিষ্ট হওয়া সঙ্গেও শুধুমাত্র বুটেনের বিরুদ্ধতার জন্যই হিটলারের পক্ষে সমগ্র ইউরোপের অধিপতির গৌরব অর্জন সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। শুধু তাহাই নহে—বুটেন দৌ-বাহিনীর অবরোধ-প্রচীর হিটলারের পক্ষে বরং বিরাট অসুবিধার কারণ হইয়াই পড়াইয়াছে। যদি হিটলার বুটেনকে দমন করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে সমগ্র ইউরোপখণ্ডে স্বতন্ত্রতাই তাঁহার অশ্রুতিমত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইত এবং সেজন্য কেহে অন্যান্য দেশের উপরও ক্রমে ক্রমে মাংসী-পদতলা উল্লীস করা সহজসাধ্য হইয়া উঠিত।

বুটেনকে দমিত করিতে না পারায়, বুদ্ধ-পরিচিতিতে প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর জন্য বিরাট বিপদের সূচনা হইয়াছে। সবুজ বুটেনের অব্যাহত প্রত্যাহার কমে

বিগত প্রায় দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া বুটেন ইউরোপীয় একটি বড় শক্তি, জগৎব্যাপী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি ও ইউরোপীয় ডিক্টেটরদের আক্রমণ হইতে আমেরিকান গণতন্ত্রের প্রধান রক্ষণাধী—একসঙ্গে এই ত্রিবিধ দায়িত্ব পালন করিয়া আসিয়াছে। কাজেই বলা চলে—বিগত শতাব্দীতে মাংসী-বাহিনী বুটেনকে দমিত করিতে না পারায় তাহার যে প্রতিজ্ঞা দেখা দিয়াছে, তাহা শুধু ইউরোপে গীমান্বত থাকে নাই, বরং সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। মাংসীদের দ্বারা বুটেন অভিযানের তীতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বুটেন আফ্রিকার যথেষ্ট সৈন্য প্রেরণ করিয়া সেখানে ইটালীয়ানদেরকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং তুরস্ক-সাগরে প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রকারান্তরে ইউরোপেও মাংসীদের পতিবিরোধে বাধা দান করিতে সক্ষম হইয়াছে। বুটেনের এই সাফল্যের কলে আমেরিকানগণ ইহা বেশ ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, যদি মাংসীরা আটলান্টিক মহাসাগরে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে স্বতন্ত্রতাই আমেরিকারও বিপদ উপস্থিত হইবে। এই বিশেষের অনুভূতিই আমেরিকাকে বুটেনের সাহায্যে আরো বেশী করিয়া অসুপ্রাণিত করিয়াছে। এক কথা বলা চলে—গত শতাব্দীতে জার্মানগণ বুটেন অভিযানে ব্যর্থ হওয়ার কলে অবস্থা এই পড়াইয়াছে যে, বুটেন কতকগুলি সংগ্রামশীল জাতির নায়কপদে বৃত্ত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার প্রধান রক্ষণ-ধাটির কর্তব্যও তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

মাংসীদের মত এক-নায়কের পরিচালিত শাসন সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহার পক্ষে পূর্ণ সাফল্য অর্জন কিছুতেই সম্ভবপর নহে। হিটলার গোড়া হইতেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমেই যে সমগ্র বিশ্বে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে হইবে, একথাও তিনি বেশ ভালই জানিতেন। ইউরোপে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যদি তিনি সক্ষম হন, তাহা হইলে সমগ্র ইউরোপকে একটি বিরাট মাংসী কারখানার পরিণত করিয়া অন্তঃপর ক্রমে ক্রমে আফ্রিকা, এশিয়া—এমন কি আমেরিকারও—প্রভুত্ব বিস্তার করা হয় ও হিটলারের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। কারণ, প্রথমে রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার পর অর্থনৈতিক চাপ এবং সুযোগ সুবিধা আঘাত করার যে কৌশল মাংসীরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করিয়াছে, অন্যত্রও এমন কৌশল প্রয়োগ অসম্ভব নহে। কিন্তু অবস্থা এমন পড়াইয়াছে যে, বুটেনের বাহাদুর-শক্তির তীব্রতার জন্য অবশেষে হিটলারকে বাধা হইয়া বরণ-পণ ব্যবহার অগ্রসর হইতে হইয়াছে। নিজের অনুভূত দীতির কলে যে জটিল সবল্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে সেই সবল্যায়ই সমুদীন হইতে হইয়াছে। কাজেই বলা চলে—ইউরোপীয় সংগ্রামের প্রকৃতপক্ষে অবসান হইয়াছে এবং বর্তমানে উহা বিশ্ব-সংগ্রামের জন্ম দায়ন করিবার উপক্রম হইয়াছে।

চক্রান্তির আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা যেটিবুটি পরিকারই বুঝা বাইতেছে। কারণ মাংসী প্রচার-কার্যের ভিত্তর দিয়া তাহা খোলাখুলিতাবেই প্রচার করা হইতেছে। মাংসীরা আশা করিতেছে যে, প্রচার মহাসাগর অঞ্চলে আপাদ বুটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে এবং তাহার কলে বুটেন ও আমেরিকার শক্তি কতকালে সেই অঞ্চলে নিবৃত্ত হইলে স্বতন্ত্রতাই বাস বুটেন ও তুরস্ক-সাগর অঞ্চলে প্রতিরোধ অনেকাংশে সীমীভূত হইয়া পড়িবে। সিলিনী বীপ ও টিউনিসিয়ার মহাবাহী তুরস্ক-সাগরের কেন্দ্রীয় অংশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার হইতে আনেককারিমা পর্য্যন্ত আফ্রিকার উত্তরাংশে প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা আশাভর্য জার্মানীর ইচ্ছা বলিয়া মনে হইতেছে। এতদ্বাতিত বর্তমান অঞ্চলে শক্তি সমবেত করিয়া অগ্রসর হওয়াও জার্মানীর অন্যতম পরিকল্পনা। বর্তমানের এই আক্রমণ যে কোন্ দিকে

[পরবর্তী কালের দিকে দেখুন]

কারখানায় বিমান আক্রমণ আশঙ্কায় সতর্কতা

ভারত সরকারের নতুন পুস্তিকা

বিমান আক্রমণকালে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে ভারত সরকারের দ্বারা বিভিন্ন ইতিপূর্বে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়াছেন। সম্প্রতি বিমান আক্রমণে ভারতবর্ষের কলকারখানা ও বাসনার অসুবিধার পক্ষে উপযোগী কতগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধিত একটি পুস্তিকাও গভর্ণমেন্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কারখানার আশে কলকারখানি বাহাতে বিকল না হয়, সেদিকে নৃষ্টি রাখিবার জন্য বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গোলাগুলির টুকরা ছিটকাইয়া আসিয়া বাহাতে বেসিনগুলি জ্বলন না করিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। বরদার, জল ও গ্যাসের পাইপ, ইলেকট্রিকের তার ও সুইসুবার্ড প্রভৃতির বাহাতে কতি না হয়, সে বিষয়েও বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। পেট্রোল ও বেনজিনের মত দাহ্য পদার্থের আধারগুলি সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। টেলিকোমের লাইন প্রভৃতিও বিশেষভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন; কারণ এগুলি বিকল হইলে সংবাদ আদান-প্রদানেই অসুবিধা ঘটবে।

সাধারণতঃ বাস্তুকাপূর্ণ দলিয়া দাগা বোমাবর্ষণের কতি হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়। কাঠের বাহুর মাটি ভরিয়া রাখিলেও কাজ চলে। যে স্থানে বেশী রকম কাঠের জান্না ও কাঠের দেওয়াল আছে, সেখানে তাবের আল দেওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ বোমার আঘাতে কাচ টুকরা টুকরা হইয়া চতুর্দিকে ছিটকাইয়া পড়িলে তাহা বিপজ্জ্বলক হইয়া উঠে।

জল, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সরবরাহ কারখানার কতির মকণ ইহাদের সরবরাহ বন্ধ হইলে কি করিতে হইবে, তাহাও তাহাদের পূর্বাভা, স্থির করা প্রয়োজন। আগুন লাগিবার আপত্তা আছে বলিয়া তাহার জন্য পূর্বেই জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখা উচিত। বাহির হইতে বাহাতে কারখানার ভিতরকার আলো নৃষ্টিগোচর না হয়, কারখানার মালিকদের সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আলোকিত বিজ্ঞাপন ও বাহিরের সর্বপ্রকার আলো বন্ধ রাখা প্রভৃতি আরও বহু বিধি-নির্দেশ এই পুস্তিকাটিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসাকারী দল গঠন, আয়ুর্কেন্দ্র, আগুন নির্মূখপনের ব্যবস্থা, বতপাতি বোমাবতি ও সতর্কতা-সংক্রান্ত সমস্ত উপদেশও ইহাতে আছে।

বহুদর্শিতা শিকার ব্যবস্থা

বাঙলা সরকারের সাধু প্রচেষ্টা

বাঙলা সরকারের শিরবিভাগ অবৈতনিকভাবে তাঁতে ডুলা, পাট, পশুর ও বেশন বয়ন, রতন, সুত্রণ এবং তিলাইনের কাজ শিকা প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। কমিকাজ ১১০, সুয়েত্রনাথ ব্যানার্জী রোডে শিল্প-বিভাগের বে ট্রেজারি সেকশন রহিয়াছে, প্রত্যহ বেলা ১০টা হইতে অপরাহ্ন, ৪টা এবং পশিবারে ১০টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত তাহার ট্রেনিং জাপ বসিবে। শিকা গ্রহণেচ্ছু-শিল্পকে বয়ন, বোপাজ প্রভৃতি উদ্যোগপূর্বক ৭, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কমিকাজ, ঠিকানায় বাঙলার শিরবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। (প্রেস-নোট)

[২য় কলমের পোষণ]

পরিচালিত হইবে, তাহা অবশ্য এখনও সোপান দাঁকা হইয়াছে। এতদ্বাতিত পূর্ব-আটলান্টিকের সম্ভবসমুদ্র বহু করিয়া দিয়া বুটেনের উপর চরমভাবে অভিযান পরিচালনার দৃষ্টিও অবশ্য হিটলারের রহিয়াছে।

একপক্ষেই বর্তমান সংগ্রাম ক্রমে বিশ্ব-সময়ের জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে নূতন সমস্যার উদ্ভব

ত্রিশক্তি চুক্তিতে বুল্গেরিয়ার যোগদান

বর্তমান সময়ে যুদ্ধ-সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সংগ্রহই হইল—ত্রিশক্তি চুক্তিতে বুল্গেরিয়ার যোগদান। অনেকের মনে করিতেছেন—অত্যন্ত নূন্যপ্রাঙ্গণ্যের উপর ভরসা হইবে এবং এজন্যই এই গ্রিসের সংগ্রাম ও তুরস্ক-সংগ্রাম যুদ্ধে জার্মান প্রভাব কার্যকরী করার প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চিত যে, বেলগারভে আফ্রিকা ফ্রন্টের অব্যাহত বিজয় চলিয়াছে, এই অবস্থার জার্মানীর পক্ষে তুরস্ক-সংগ্রামে প্রভাব বিস্তার খুব সম্ভবসাধ্য হইবে না।

বুটান বিমান-বাহিনীর প্রতিষ্ঠা

২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বুটান বিমান-বাহিনী আফিসিয়ার ইটালীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী আফিস আনবার বিমান-বাহিনীতে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। এই আক্রমণের ফলে বিমান-বাহিনীর অটোমোবাইলসমূহের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক ইটালীয় হতভাগ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

রাজকীয় বিমান-বাহিনী আফিসিয়ার গ্রীক অভিযানেও বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

বুটান বিমান-বহর ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জার্মান-অধিকৃত ককাসী বন্দর ফ্রেজের উপরও বায়কভাবে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল।

ফার্স হইতে প্রত্যাপ্ত তথ্যমত মাকিন সংবাদসমূহ বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নিউ-ইয়র্কে প্রচার করিয়াছেন যে, বুটান বিমান-বহরের আক্রমণের ফলে ফার্সের ইলেক্ট্রিক কেন্দ্র, রেলপথ প্রভৃতির গুরুতর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। প্রকাশ,—জার্মানীতে বিমান আক্রমণের সংবাদ গোপন রাখা হয় এবং যদি কেউ এই সব সংবাদ প্রচার করে, তবে তাকে কঠোর সাজা দেওয়া হয়।

জার্মান বিমান-বহরের বার্ষিক প্রদর্শন

জার্মান বিমানবহর তুরস্ক-সংগ্রামে এক স্বকীয়রূপে বুটান জাহাজ-প্রণীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু এই আক্রমণে কোন বুটান জাহাজের ক্ষতি হয় নাই। আক্রমণকারী বিমানগুলির মধ্যে কয়েকখানা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

সিটিলারের বক্তৃতা

২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নিউইয়র্কের বিখ্যাত "নিউইয়র্ক স্টার" নামক পুস্তি দিলায় সাতশী সনের সমসাময়িক সমুদ্রে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা তিনি সাববেলিগ আক্রমণের তীব্রতা বুঝির স্বকীয় প্রকাশ করেন এবং আর অন্যভাবে পুনর্গঠ আফ্রিকার পরিত্রা প্রদান করেন।

ইটালীয় সোমালিল্যান্ডের রাজধানী অধিকৃত

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বুটান পূর্ব-আফ্রিকা ও পশ্চিম-আফ্রিকার বাহিনী ইটালীয় সোমালিল্যান্ডের রাজধানী যোগাতিও নগর অধিকার করিয়াছে। বুটান বাহিনী কোবা নদী পার হইয়া ৬০ মাইল দূরবর্তী পেনিস নগরও দখল করিয়াছে এবং ফলে ইটালীয়ানদের পলায়নের পথ বন্ধ করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। কাকাসের দক্ষিণ দিকে এক যুদ্ধে ৪০০ ইটালীয়ান সৈন্য ও ৩টি কামান বুটান বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে।

তুরস্ক বুটান পররাষ্ট্র-সচিব

বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে বুটান পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইভেন সেনাপতিগণীর অধিনায়ক দ্বারা জস টীকুর নগর হইয়া তুরস্কের রাজধানী আনকারায় পৌঁছেন। তথ্যসমূহ বুটান পররাষ্ট্র-সচিব এম. সারাকানলু ও বুটান প্রবাস সেনাপতি মার্সাল চাকমাকের সহিত আলোচনা করেন। পরদিনও বুটান সচিব পর্য্যন্ত এই আলোচনা চলিয়াছিল। তুরস্কের জনসাধারণ বুটান পররাষ্ট্র-সচিবকে বিরাট ভাষাধিত করিয়াছিল।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা

বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন, "আমাদের প্রধান কাজ হইবে তুরস্ককে জরুরীতায় রাখা।"

বুটান বিমান-সচিবের ঘোষণা

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বুটান এক বক্তৃতা প্রদান প্রসঙ্গে বুটান বিমান-সচিব দ্বারা আভিচরিত সিদ্ধান্তের বক্তব্য,—"পত্নী মহাদেবে লও ফ্রেনচাইল্ডের পরিচালিত রাজকীয় বিমান-বাহিনীর মূলমন্ত্র ছিল—জার্মানীতে প্রবেশ করিয়া জার্মানিগণকে আক্রমণ করা। এবারও রাজকীয় বিমান-বাহিনীর মূলমন্ত্র উহাই বহিরাগত।"

লিবিয়ার জার্মান সৈন্য

এক ইটালীয়ান বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কয়েক দল জার্মান সৈন্য আফ্রিকার গরম করিয়া বেনগাতী হইতে ৬০ মাইল দূরে লম্বা হইয়াছে।

রাজকীয় বিমান-বাহিনীর আক্রমণ

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাতে রাজকীয় বিমান-বাহিনী কালো বন্দরের উপর সাক্ষ্যপূর্ণ ভাবে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কালো ও উত্তর ক্রাসের কতিপয় স্থানের উপরও আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছিল।

বুটান নৌ-বহরের প্রতিষ্ঠা

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বুটান নৌ-বাহিনী পূর্ব-তুরস্কসংগ্রামে অবস্থিত ইটালীয়ান বীপ ক্যাটেল-নোরিকো দখল করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

জাপানীদের সিঙ্গাপুর ভ্রমণ

টোকিওর ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা যেজহার দলে দলে সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করিয়া যাউতেছে। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সিঙ্গাপুর বন্দরের প্রবেশ-পথে হাউস বন্দন হইয়াছে।

মহাসংখ্যক আমেরিকান সাহায্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়া এক সংবাদে জানা গিয়াছে।

আফ্রিকার বুটানের রণ-সাক্ষ্য

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বুটান বাহিনী কুচকুচ নগরের পূর্ব ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত মাক্কা নগরও দখল করিয়া লইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেলমিট নামক স্থানটিও বুটান সেনাদের অধিকারে আনিয়াছে।

মার্কাস বায়ক বিমান-আক্রমণ

গত ২৬শে তারিখে বহুসংখ্যক জার্মান বিমান একসঙ্গে মার্কাস আক্রমণ করিয়াছিল। সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে। লুটলাল জার্মান বিমান ভূপাতিত করা হইয়াছে এবং মতবৃত্তি আছে কয়েকখানার ক্ষতি হইয়াছে।

লিবিয়ার জার্মান সৈন্যের বিবেচ

লিবিয়ার বেসে জার্মান বৈমানিক ইটালীয় সাহায্যার্থে গিয়াছে, জার্মান সারবরণ তথ্যের প্রতি খুব বিবেচ গোষণ করে। সম্রাটি একদিন লুইজ জার্মান বৈমানিক পাবারুই সাহায্যে বিমান হইতে লাফাইয়া পড়িলে পর আক্রমণ জাহাজগণকে হত্যা করে।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রসঙ্গ]

নিরপেক্ষ দেশের পোতাশ্রয়ে শত্রুপক্ষের জাহাজ

বন্দর হইতে বাহির না হইবার কারণ

লন্ডনে প্রাপ্ত তথ্য যে হিসাব করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, নিরপেক্ষ দেশগুলির বিভিন্ন বন্দরে মোট ১০ নকশা ৩০ নকশার জাহাজ ২৩৩টি বন্দরবন্দী জাহাজ আশ্রয় লইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরগুলিতে মোট ২৬টি জাহাজ আশ্রয় লইয়াছে; তাহার মধ্যে ২৬টি ইটালীয় জাহাজ। ব্রিটিশে ২৪টি আশ্রয় লইয়াছে; তাহার মধ্যে ১৬টি ইটালীয়। আমেরিকায় আশ্রয় লইয়াছে মোট ২০টি, ইহার মধ্যে ১৭টি ইটালীয়ের। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য বন্দরে মোট আরও ৩৬টি নকশা জাহাজ আশ্রয় লইয়াছে। ইহার মধ্যে ইটালীয় জাহাজের সংখ্যা ২১।

স্পেনের বিভিন্ন বন্দরে ১১টি জাহাজ ও ১১টি ইটালীয় জাহাজ, ক্যানারিস বীপে ৫টি জাহাজ ও ১৩টি ইটালীয়, এজোরেশ-এ একটি জাহাজ জাহাজ এবং কেপু ভাণ্ডে বীপে একটি ইটালীয় জাহাজ আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। এগুলির কোনটাই বন্দরের নিয়ন্ত্রণ পত্রীর বাহিরে আসিতে পারেন করিতেছে না। গত সেপ্টেম্বরের পরে আফ্রিকার পশ্চিমের যে দুটোটি জাহাজ নিরপেক্ষ দেশের বন্দর হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করে, তাহাদের অবিকালই জানার জন্য নিরপেক্ষ দেশীয় বন্দরে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্বাফ্রিকা ২৩৩টি জাহাজের মধ্যে জার্মানীর একটি জাহাজ জাহাজ সেনে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং পানামা জার্মানীতে পৌঁছিয়াছে চেষ্টা করিতে গিয়া পাঁচটি জাহাজ জাহাজ নিরক্ষিত হইয়াছে অথবা যেজহার আত্মনির্যাস করিয়াছে।

ভারতীয় পুলিশ বিভাগের চাকুরী

প্রাতিযোগিতা পরীক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ হইতে ভারতীয় পুলিশে চাকুরীর জন্য নিম্নলিখিত প্রাতিযোগিতার একটি প্রাতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ১৯৪১ সনের ৬ই অক্টোবর তারিখ সোমবারে কলিকাতার আরম্ভ হইবে। এই প্রাতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কৃত-কার্যভার উপর নিম্নের কতিয়া বাংলাদেশে দুইজনকে চাকুরী দেওয়া হইবে, ইহার মধ্যে একটি চাকুরী মূলমন্ত্র প্রাতিযোগিতার জন্য সিদ্ধি থাকিবে। প্রত্যেক আবেদনপত্র আবেদনকারীর নিজ কোলাহ মাজিষ্ট্রেটের নিকট অবশ্য প্রার্থী কলিকাতাবাসী হইলে তাহার আবেদনপত্র কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের আফিসে ১৯৪১ সনের ২৫শে মার্চ তারিখে কিংবা তৎপূর্বে পৌঁছা প্রয়োজন।

২। আবেদন করিবার নিকট করণের মকল ও এই সম্বন্ধে নিরবধী ও পরীক্ষার বিষয়-জালিকা কলিকাতা হাট্টাস বিলিঃ-এ অত্র বিজ্ঞাপনের সেক্রেটারীর নিকট পাওয়া যাইবে।

পূর্বেই সমস্ত জ্ঞাতব্য লিখিত হইয়া গিয়া মার্চ ২৬ তারিখ হইতে সিঙ্গাপুরের পাটকারী ও পুচকা মূল্য নিম্নলিখিত-রূপ হইবে:—

৮০ কাঠি—প্রতি প্রদান	৫৫/১১
প্রতি তরল	১০
১ পাণ্ড	২০
২ পাণ্ড	৩ পাণ্ড
৪০ কাঠি—প্রতি প্রদান	১০
এক তরল	১/০
তিন পাণ্ড	২/০
এক পাণ্ড	৩ পাণ্ড।

মেদিনীপুর জেলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

পল্লী-পাঠাগারের ব্যবস্থা

বিভিন্ন মহকুমা হইতে যে সংখ্যক পাঠাগার গিরাতে জাহাজে বোকা যার যে, পল্লী-পাঠাগার ব্যবস্থার বেশ ভাল কাজ হইতেছে এবং অধিকতর বরাদ্দের দ্বারা সেগুলির এই পরিকল্পনার সুযোগ সকলকেই পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেছে। এই পরিকল্পনাকে আরও উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য মৃত্যু মৃত্যু পুস্তক ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে পতন-মেন্টের নিকট ১,২০০ টাকা সামান্য চাপরা হইয়াছে; সম্প্রতি পতন-মেন্ট এই টাকা মজুর করিয়াছেন এবং একদানের মধ্যেই মৃত্যু পুস্তকাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

স্বাস্থ্য-সেবা

জাতীয় মহকুমায় প্রায় সমস্ত সমিতিতে ফুটবল খেলোয়াড়ের ও পল্লীর খেলোয়াড়ের মল গঠন করা হইয়াছে। মহকুমার পল্লী-উন্নয়ন সমিতির মধ্যে খেলোয়াড় উৎসাহ জন্মাইবার জন্য কাল ও শিল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইতেছে। জামারী মাসে আন্তঃবিভাগীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উক্ত সময় মহকুমায় জার্মানিগণ পল্লী-সংস্কার সমিতি গ্রামবাসীদের জন্য একটি খেলায় মাঠ তৈয়ার করিয়াছে। ইহার জন্য মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী বিনামূল্যে জমি প্রদান করিয়াছে এবং পতন-মেন্ট ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন। গোয়াবীর পরীক্ষণী স্থান গত বছর কাপিত হইয়াছিল, কিন্তু আর্থিক বিবাদের জন্য ইহার কাজ বন্ধ হইয়াছিল। এখন ইহার পুনর্গঠন করা হইয়াছে। পরবর্ত্তা পানার ১৬নং ইউনিয়নে মৃত্যুতলা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি খেচা-মূলক গ্রামে একটি খেলার মাঠ প্রস্তুত করিয়াছে। স্বাস্থ্য ইউনিয়নে বোর্ড একটি ফুটবল ও খেলার সরঞ্জামাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করিয়াছে।

কৃষি উন্নয়ন

উক্ত সময় মহকুমায় ত্রিপুরে একটি পশুপালন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। অমতিবিলম্ব ভিত্তি কৃত্রিম তাল দিয়া ডামা উৎপাদনের কাজ আনা হইলে। ইহার জন্য পতন-মেন্টের নিকট হইতে ২৫০০ টাকা সামান্য পাওনা গিয়াছে। পানকালীতে একটি বীজাণুর পুনিবার প্রচেষ্টা দ্রুত হইয়াছে; পানকালী পল্লী-সংস্কার সমিতি এই বীজাণুরের কাজ চালাইবে। পানকালী পানার মিত্তলায় দশা খাঁদের তুলার আবাদ হইতেছে। ইহা মেদিনীপুর তুলা-চাষী সমিতির পুষ্টিপোষকতার করা হইতেছে। জেলার কৃষি-অফিসার এই সমিতির তত্ত্বাবধান করেন। এই সমিতি নীচ একটি বীজ ছাড়াইবার কাজ আনিবে এবং জাহার জন্য পতন-মেন্ট হইতে ৬০০০ টাকা সামান্য পাওনা গিয়াছে। পরবর্ত্তা পানার মিত্তাপাড়া ইউনিয়নে বেডখাতিয়ার একটি পশু-পালন প্রতিষ্ঠান খোলার সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়াছে। কাঁচী মহকুমার আরগোল পল্লী-উন্নয়ন সমিতি দশ বিঘা জমিতে একটি কৃষিক্ষেত্র পুনিয়াছে। কপি, কুমকপি, টমেটো, পাকসম, লাকিনিং ও মৈনিতাল আলু, পিঁজাফ, সব্জি, বাদে প্রভৃতি এই কৃষিক্ষেত্রে ছোট ছোট ভূখণ্ডে আবাদ করিয়া চাষীদের সমুখে আদর্শ স্থাপন করা হইয়াছে। এই কৃষিক্ষেত্রে দার দিয়া চাষীদেরকে সেখান হইতেছে কিভাবে উন্নত ধরনের দার দিয়া আরও কৃষির উৎসর্গ সাধন করা যাইতে পারে।

জাতীয় মানবীর স্বাধীন-সচিব বালা দায় লাকিমুন কে, সি, আই, ই অফিস হইয়া কিছুদিনের জন্য চুক্তি হইয়াছে।



লুকানো টাকা
মৃত অর্থের সামিল

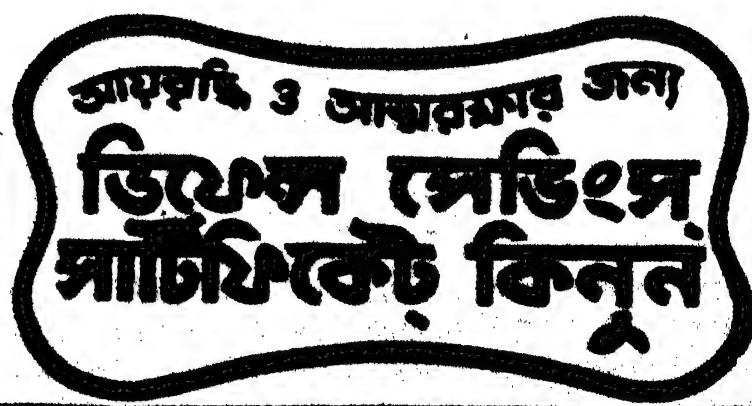
যে টাকা কোনো কারে লাগে না তার কোনো খুলাই নেই। কিন্তু সেই টাকার যদি 'ডিকেন্স সেভিং সার্টিফিকেট' কেনেন তাহলে টাকাটা দিনের পর দিন বাটতে থাকে। যেমন বরুদ ১০০ টাকা দিলে আপনি যদি আর একটি 'ডিকেন্স সেভিং সার্টিফিকেট' কেনেন তাহলে ১০ বছরে আপনার ৩১১/০ আনা বেশী মোটপার হবে। অন্যর দান করতে পারে কিন্তু 'সেভিং সার্টিফিকেট'ের কমে না। টাকা কড়ি গহনাপত্র হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু 'সেভিং সার্টিফিকেট' হেতর নান্নে রেজিষ্ট্রী করা থাকে বলে কখনই হার'র না। দান চাল বন্দ ইত্যাদির দট হবার ভয় আছে কিন্তু 'সেভিং সার্টিফিকেট' যে কোন সময়ে পুরা-নান্নে তোলান যায়। সার্টিফিকেটগুলি বিভিন্ন শানে পাওনা দার—১০০, ৫০০, ১০০০, ৫০০০ ও ১০০০০ টাকা।

কি করে সার্টিফিকেটগুলি

অপ্পে অপ্পে কিনতে পারা যায়

ডাক ঘরে গিয়ে, 'ডিকেন্স সেভিং স্টাম্প কার্ড' চেয়ে নিম্ন—
জাইলেই পাবেন। ডাকঘর বরুদ যেমন সুবিধা হয় 'ডিকেন্স সেভিং স্টাম্প' কিনতে থাকুন—বাকের দার ১০, ১১০ ও ১০০ টাকা। ১০০ টাকা দানের স্টাম্প বরুদ কার্ডের ওপর জমা হবে, ডাক-ঘরে গিয়ে তখন তার পরিবর্তে একটি ১০০ টাকার 'ডিকেন্স সেভিং সার্টিফিকেট' দিন। এই 'সার্টিফিকেট' আপনার জন্য টাকা আত্তে থাকবে এবং দশ বছরে এর দার হবে ১৩১১/০ আনা—এর জমা ইনকার টায়র লাগে না। টাকা যদি আপনার আগেই বরুদ হয় তাহলেও দূর ভদ্র কিনা পাবেন।

বাঁচতে হলে টাকা বাঁচান



বঙ্গীয় নূতন মহাজনী আইন

জন-সাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিধান-সমূহের সংক্ষিপ্ত-সার

কেন্দ্রবাসীর অবগতির জন্য ১৯৪০ সালের নূতন বঙ্গীয় মহাজনী আইনের সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করা হইল :-

কার্য্যভার উপর প্রয়োগ করা হইবে ?

এই আইন সকল শ্রেণীর ব্যক্তি, কৃষক, শ্রমিক, উচ্চ-মোড়ার, কনিষ্ঠ, এক কথার যে কেহ ওপায়-পুষ্ট হইয়াছে, তাহার উপরেই প্রযোজ্য। তবে এমন কতকগুলি ওপা আছে যেগুলি এই আইনের পরীক্ষিত-ভিত্তিতে বিবেচিত; যথা, তলবীল বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি এই আইন অনুসারে মোটামুটি বাস্তবিকভাবে বাইবে, সেই ব্যক্তির নিকট পুঁজী ও পুঁজী-সম্বন্ধীয় নীতি বা বীমা কোম্পানীর নিকট পুঁজী দেয়া, বাস্তব-অধিকার বিবরণ দেয়া অথবা কেবলমাত্র বাস্তব পরিচালন বাস্তব দেয় অর্থ ইত্যাদি। কেবলমাত্র বিত্তনিসিদ্ধান্তিনীতির একাকার মধ্যে বাস্তব দেয় বা নির্ধারণ করা অসম্ভব বাস্তব নির্ধারণ বাস্তব যে অর্থ দেয়া করা হইবে এবং এই বোলা যদি কিস্তিবন্দী হিসাবে ১০ বৎসর বা তদতিরিক্ত সময়ের মধ্যে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহাও এই আইন হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। জন-স্বার্থ, বাস্তব-বাণিজ্য-সংরক্ষণ ও উচ্চ উৎপাদিত্য এবং কেন্দ্রবাসীর আর্থিক প্রগতিসাধনের উদ্দেশ্যে এই নবন্য ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কার্য্যভার এই আইনের সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী ?

যে সময় ব্যক্তির দেয়া এমন পর্য্যাপ্ত পোষ হয় নাই এবং যাহাদের দেয়ার জন্য মাঝমাঝের করা হইয়াছে এবং ত্রিক্রমাবলী করা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যাপ্ত ত্রিক্রম বন্দবস্ত করা হয় নাই, তাহারা এই আইনের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। দেয়ার ত্রিক্রম দ্বারা ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে বিক্রীত সম্পত্তির বন্দবস্ত দেওয়া হয় নাই, সেই ব্যক্তিও এই আইনের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে। যে সময় ত্রিক্রম বন্দবস্ত করা হয় নাই তাহা নাকচ করিবার জন্য এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে, ব্যক্তিকে ১৯৪০ সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এক বৎসরের মধ্যে লবণাক্ত করিতে হইবে। যে সময় মাঝমাঝ বা আপীনের নিষ্পত্তি হয় নাই, সেজন্য এবং ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যাপ্ত যে সময় ত্রিক্রমাবলী করা হয় নাই সেইগুলি সম্বন্ধে পুন-বিবেচনার জন্য ব্যক্তি আবেদন করিতে পারিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ত্রিক্রম সম্বন্ধে অন্যান্যদের পুন-বিবেচনা হইতে পারে এবং বাস্তব ব্যক্তির করার ১২ বৎসরের মধ্যে যদি কোন কারবার বন্ধ করা সম্পর্কে ত্রিক্রম হইয়া থাকে, তাহাও নাকচ হইতে পারে। ব্যক্তিকের মাঝে মাঝমাঝ করিয়া যদি কোন মহাজনী ত্রিক্রম লাভ করিয়া ব্যক্তিকের সম্পত্তি বন্দবস্ত করিয়া থাকে, কিন্তু ব্যক্তি যদি স্থল পরিদর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে লবণাক্ত করিয়া সুবিচারপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে পুনরায় সম্পত্তি ফিরাই পাইবে। হিসাব করিয়া যদি দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারীর পর ব্যক্তি তাহার মাঝমাঝ দেয়ার অতিরিক্ত পরিদর্শন করিয়াছে, তাহা হইলে সে প্রথম অতিরিক্ত অর্থ ফেরৎ পাইবে। ব্যক্তি যদি সুবোধ-সুবিদ্যালভের উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে নূতন ত্রিক্রমাবলী করিয়া তাহাকে কিস্তিবন্দীর অবস্থার দেওয়া হইবে, ত্রিক্রমাবলী অনুযায়ী পাওনার জন্য তাহাকে কোমরপ হস্ত দিতে হইবে না। এই আইন অনুসারে প্রথম ত্রিক্রমাবলী সম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করাও চলিবে না। ত্রিক্রমাবলীর

জন্য যদি কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে আশ্রয়তর বিবেচনার উক্ত সম্পত্তির যে পরিমাণ অংশ বিক্রয় করা ত্রিক্রমবস্ত অর্থের সংস্থান হইতে পারে, মাত্র ততটুকু অংশ বিক্রীত হইবে।

মহাজনী ও তাহারের সারি

যে সময় লোক বাস্তব মহাজনী (টাকা ও পেমেন্ট) কারবার চালাইতেছে, তাহারের প্রত্যেককে নাম বেতেরা করিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহার এইরূপ লাইসেন্স না থাকে, তাহা হইলে সে মাদিন করিতে পারিবে না। তাহাকে কল-বাস্তবের সময় ব্যক্তিকে ওপের সঠ, যেহাৎ প্রকৃতিও প্রকাশ করিতে হইবে। যে কল বাস্তব বন্দবস্ত কোন অর্থ দেওয়া হইবে, তখন মহাজনীকে সজ্ঞাবোধে তাহার পূর্ণপরি রসিদ প্রকাশ করিতে হইবে এবং পূর্ণ পরিদর্শনের সময় ব্যক্তিকের স্বাক্ষরযুক্ত সময় কাগজ ব্যক্তি করিতে হইবে। যদি কোন কিস্তিবন্দী বা কিস্তি বন্ধক দেওয়া থাকে তৎসম্বন্ধে ফেরৎ দিতে হইবে, জামিন বাস্তব ব্যক্তি কোন চলিল দিয়া থাকে, তাহাও ফেরৎ দিতে হইবে। যে কার্যের প্রকৃত পরিদর্শন দেখা নাই, তাহার চার্জ দেয়া নাই, এবং পরে পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন ধর পূর্ণ অবস্থার ব্যক্তি যদি কোন মহাজনী কোন ব্যক্তিকের নিকট হইতে চলিল গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে কারাগারস্থ বা কারাগার ব্যতিক্রমের অর্থও জামিন করিতে হইবে। যদি কোন কল প্রকৃতি বাস্তব-বাণিজ্য বাস্তব দেওয়া মা হয়, তাহা হইলে উহা বাস্তব জন্য দেয় কর্তৃত্বপে দেখা চলিলে মা এবং উহা বাস্তব জন্য প্রথম ওপা কিনা, তাহা প্রকাশ করিবার সারি ওপা-বাস্তবকারী মহাজনের উপরেই বহিবে। উপস্থিত লক্ষণগুলি সম্পর্কে কোন চলিল অর্থপূর্ণ বিবেচিত হইলে তাহা ব্যক্তি ও লক্ষণের হইবে এবং উহা লইয়া মাদিন করাও চলিবে না। প্রত্যেক ওপা মহাজনীকে প্রত্যেক বৎসরের প্রথম দুই মাসের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার অপরিদর্শিত দেয়ার পরিদর্শন প্রকাশের জন্য ব্যক্তিকের ইচ্ছা অনুসারে বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় পূর্ণপরি হিসাব দিতে হইবে। এই হিসাবে বৎসরের প্রারম্ভে মোট আসল ও সুদের তথ্য, যে সময় অর্থ লান করা হইয়াছে বা পোষ করা হইয়াছে, তারিখসহ তাহার পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিবরণী দেখা থাকিবে, ইত্যাদি দেখা সম্বন্ধে ব্যক্তিকের কোন লক্ষণের অবকাশ থাকিবে না এবং দেয়ার প্রকৃত বন্দবস্ত যে সকল সময়ের নিষ্ঠুরভাবে সাব্যস্ত করিতে পারিবে। ব্যক্তি প্রত্যেক জরুরি অর্থ অর্থ এই বৎসরের হিসাবযুক্ত বিবৃতি দাবী করিতে পারিবে।

নূতন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন

এই সময় বঙ্গ কেন্দ্রবাসীর ওপের বেলায় ব্যক্তি মা, অতীত ওপ সম্পর্কেও ইহা সমান প্রযুক্ত হইবে। উপরে যে সময় ওপ, কারবার, মাঝমাঝ ত্রিক্রম ও আপীনের কথা বলা হইল, সেই সকল ক্ষেত্রেও এই সময় বঙ্গ ব্যক্তিবে। নিম্নে এই সময় ব্যক্তির পরিদর্শন দেওয়া হইতেছে। ব্যক্তিকের দেয়ার পরিমাণ এই সময় ব্যক্তির যে কোন একটি ব্যক্তি নির্ধারিত হইবে। এই হিসাবী ব্যক্তি প্রকাশ করিয়া যে সর্বশেষ দেখা দাঁড়াইবে, কোন ব্যক্তিকেরই তাহার অতিরিক্ত কোন অর্থ পরিদর্শন করিতে হইবে না :-

(১) যদি কোন লোক আসল বা স্থল বা এতদুভয় বন্দবস্ত হস্ত দেয়ার নিম্ন পরিদর্শন করিয়া থাকে, তাহা

হইলে সে ওপ হইতে আসল পাইবে। তাহাকে আর অতিরিক্ত কোন অর্থই প্রকাশ করিতে হইবে না। "আসল ওপ" এই কথাটি ব্যক্তি প্রযুক্ত হয়, যেহেতু লোক ব্যক্তি হইবে।

উদাহরণ :- (ক) একজন লোক ব্যক্তি ২০১ টাকা স্থল ১০১ টাকা ব্যক্তি হইয়াছে। সে স্থল পরিদর্শন করিতে আসলে তাহার ব্যক্তি ২০১ টাকা স্থল হইবে তাহাও ত্রিক্রম প্রযুক্ত ১০০ টাকা ওপ প্রকাশ করিল। অতঃপর স্থল বা আসলে কিবা আসল ও স্থল উভয় ব্যক্তি ২০১ টাকা দিল। তাহার স্থল দেখা ছিল ১০০ টাকা, সেইজন্য সে উহা হইতে অব্যাহতি পাইল।

(খ) একজন লোক ১০০ টাকা ব্যক্তি হইয়াছে। সে স্থল ব্যক্তি ১০১ টাকা পোষ করিয়াছে। এবং তাহার ব্যক্তি ১০০ টাকা ব্যক্তি হইতে ত্রিক্রমাবলী হইয়াছে। সে মাত্র ২০ টাকা প্রকাশ করিয়া এই ত্রিক্রম হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।

(গ) একজন লোক ১০০ টাকা ব্যক্তি হইয়াছে এবং ১০১ টাকা প্রকাশ করিয়াছে। এবং আসল ১০১ টাকা দিল, তাহাও ত্রিক্রম প্রযুক্ত, আসল ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যক্তি কিছুই বিদ্য থাক না, সেহা হইতে সে অব্যাহতি পাইবে।

(২) যে কোন ব্যক্তিকের ব্যক্তি মা কোন, কোন ব্যক্তিকের উক্ত ব্যক্তিকের আসলের পরিদর্শন দেখা দাঁড়াইবে, স্থল লান তাহার অতিরিক্ত অর্থ দিতে হইবে না।

উদাহরণ :- একজন লোক ১০০ টাকা ব্যক্তি হইয়াছে এবং এক ব্যক্তিকের ১০১ টাকা আসল বাস্তব ও ১০১ টাকা স্থল বাস্তব মোট ১২০ টাকা প্রকাশ করিল। মাদিন তাহার নিকট স্থল বাস্তব আরও ১০০ টাকা পাওনা থাকিল। এবং যদি মাদিন করা হয়, তাহা হইলে মহাজনী স্থল বাস্তব ১০১ টাকার বেশী দাবী করিতে পারিবে না। এবং তাহাকে স্থলের ১০১ টাকা ও আসলের ১০১ টাকা লইয়া সমস্ত ব্যক্তি হইবে। প্রথমোক্ত নিম্ন অনুসারে ব্যক্তিকের ১০১ টাকা দিয়া ওপ হইতে মুক্তি পাইতে হইত। এবং সে এই বৎসরের যে কোন ক্ষেত্রে এই নিয়মের সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে।

(৩) এখন বঙ্গবন্দু প্রকাশক কার্যের বেলায় ব্যক্তি ৮১ টাকা এবং বঙ্গবন্দু প্রকাশক কার্যের বেলায় ব্যক্তি ১০১ টাকা দিগবে স্থল লওয়া চলিবে; অর্থাৎ ১০০ টাকা ব্যক্তি হইলে যদি কোন জামানত না থাকে, তাহা হইলে স্থল এক বৎসরের স্থল বাস্তব ১০১ টাকা এবং জামানত থাকিলে মাত্র ৮১ টাকা স্থল পাওনা হইবে। ব্যক্তি ব্যক্তি ১০১ টাকা স্থলের অর্থ এই যে, প্রত্যেক বৎসর প্রতি টাকার শেঁচ আসল কিছু উপর এবং প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক টাকার ১৬ পাই অর্থীয় আর পরমার কিছু বেশী স্থল পাওনা হইবে। বৎসরে ব্যক্তি ৮১ টাকা স্থলের বেলায় প্রত্যেক টাকার প্রতি মাসে ১২৬ পাই এবং প্রত্যেক বৎসর প্রতি টাকার প্রায় ৫ পয়সা স্থল পাওনা হইবে। ব্যক্তিকের মাত্র এই বৎসরের স্থল প্রকাশ করিতে হইবে।

উদাহরণস্বরূপ বঙ্গ ব্যক্তি, একজন ব্যক্তি মাসে প্রত্যেক টাকার এক আনা হিসাবে স্থল ১০১ টাকা ব্যক্তি হইয়াছে। মাদিনের সঠ অনুসারে প্রত্যেক মাসে তাহাকে স্থল বাস্তব ১০০ আনা হিসাবে পোষ করিতে হইবে। নূতন আইন অনুসারে তাহার যদি কোন জামানত না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মাসে মাত্র ১৬ পাই অর্থীয় ১ আনা ৪ পাই স্থল দিতে হইবে। এবং মাসে মাসে, আট মাস পর ই ব্যক্তি স্থল বাস্তব ৮০ আনা পোষ করিল। নূতন আইন অনুসারে স্থল বাস্তব তাহার ১০ আনা ৮ পাই অর্থীয় ১১ আনার বেশী পোষ করার প্রয়োজন নাই। সেইজন্য ১১ আনা স্থল বাস্তব করা হইয়া ব্যক্তি

[৮ম পৃষ্ঠার হইবে]

যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে নূতন সমস্যার উদ্ভব

[৩য় পৃষ্ঠার শেবাংশ]

৭২৬খানা ইটালীয় বিমান বিনষ্ট

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ বিমানসমূহ ইটালীর ভ্যায়েনোয়া বন্দর আক্রমণ করিয়া বিরাট ক্ষতি সাধন করিয়াছে। সমস্ত বৃটিশ বিমানই নিরাপদে ফিরিয়া আসে। সমগ্র ইটালীয় বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে।

দার্কেনেলিঙ্গ প্রাণাণাৎ মাইন সমাবেশ

তুর্কী নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নির্দেশ জারী করিয়াছেন যে, যে সকল জাহাজ দার্কেনেলিঙ্গ দিয়া বাহিতে চাষে, তাহাদের প্রত্যেককেই এখন হইতে নিজের নিজের পরিচয় জানাইতে চাইবে এবং একজন করিয়া পাইলটদের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

প্রকাশ যে, দার্কেনেলিঙ্গ দিয়া জাহাজ চলাচল সম্পর্কে যে নির্দেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা মাইন সংস্থাপনের জন্যই করা হইয়াছে।

আধীন ফরাসী বাহিনীর সাক্ষাৎ

দক্ষিণ লিবিয়ার একটি ওয়েসিস গত ১লা মার্চ আধীন ফরাসী বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এইখানে এক হাজার ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে।

বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক একটি গিরিবন্দ মঞ্চ

গত ১লা মার্চ এলিট্রিয়ার উত্তর-পূর্বের বৃটিশ বাহিনী কিয়েনব্যাপী রাস্তা পর্যন্ত বিধ্বস্ত একটা গিরিবন্দ অধিকার করিয়াছে। এই বান্ধা ইটালীয়দের একটি বড় বাঁটা ছিল এবং সমগ্র উপনিবেশ অধিকারের পক্ষে ইহা একটা সামরিক চাবিকাঠি বিশেষ।

আবিসিনিয়ার গোলাপাখারী সাতায়ণ আরো সাক্ষাৎ অধিক হইয়াছে। গতানুগতিক যুদ্ধ-প্রসঙ্গ আবিসিনিয়ান বাহিনীর দ্বারা ইটালীয় বাহিনীতে আক্রমণ করিয়া তাহাদের বুধই ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

এক ডিভিশন ইটালিয়ান সৈন্য বিলম্ব

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ আফ্রিকার গোল্ডকোষ্ট বাহিনী ইটালীয়ান সোমালিলাও জুয়া নদীর তীরে এক ডিভিশন ইটালীয়ান সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছে। তাহারা তিনজন ইটালীয়ান ব্রিগেডিয়ারকে বন্দী করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকান বাহিনী মোট ২ হাজার ইটালীয়ানকে বন্দী করিয়াছে।

মামনীর মিঃ সোহরাওয়ার্দী

মামনীর অর্থ-পরিচয়

মামনীর অর্থ-পরিচয় মিঃ এইচ. এল. সোহরাওয়ার্দী মামনীর জিয়ার গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম করেন। বেস্টমেন ম্যাপমাণ গার্ড কোর্টের তত্ত্বাবধানে মামনীর স্বত্বকে গার্ড-অফ-অনার দ্বারা সুরক্ষিত করেন।

মামনীর জমদারদের পক্ষ হইতে মামনীর স্বত্বকে একটি মানপত্র প্রদত্ত হইলে, তৎপরে তিনি একটি বক্তৃতা করেন।

অতঃপর মামনীর মিঃ সোহরাওয়ার্দী সরকারী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার বিশ্লেষণ করেন। নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন চাষীর অসুবিধা হইতে পারে, তৎসম্পর্কে সরকার যে অবস্থিত আছেন, মামনীর মিঃ সোহরাওয়ার্দী বক্তৃতায় তাহা সকলকে জানাইয়া দেন। তিনি এই সম্পর্কে আরও বলেন যে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটিলেও, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যাপকভাবে চাষী সম্প্রদায়ের দুঃখ-কষ্টের মোচন করিতে সমর্থ হইবে। পাটের ভবিষ্যৎ কল্পনা সম্পর্কে যে সারসারা তুল-সাহিত্য পাইয়াছিল, সরকার তাহা সংশোধনের আদেশ দিয়াছেন বলিয়া মামনীর স্বত্ব উপস্থিত জনতাকে আশ্বাস প্রদান করেন।

২৬ খানা ইটালিয়ান বিমান বিনষ্ট

এখানে ১লা মার্চ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমান বহর আলবেনিয়ার ২৬ খানা বড় প্লেন বিধ্বস্ত করিয়াছে। আরও ৯খানা বড়-প্লেন এমন ভরম হইয়াছে যে, ঐগুলি বাঁচিতে কঠিন পারিবারিক বলিয়া মনে হয় না। একখানা বৃটিশ প্লেনও খোঁজা যায় নাই।

গ্রীক সৈন্যদের সাহায্য করিবার সময় রাজকীয় বিমান বহর ত্রেপেলিনির পূর্বে করা গ্রাভের উপর সার্বক বিমান আক্রমণ পরিচালন করিয়াছিল।

বৃটিশ ডেট্রার নিমজ্জিত

নৌ-বিভাগের ঘোষণাব্যাপীতে প্রকাশ, উত্তর-দাগের কনভয়ের উপর আক্রমণ প্রতিরোধের সময় বৃটিশ ডেট্রার "এক্সমুর" জলমগ্ন হইয়াছে। উক্ত ঘোষণাব্যাপীতে বলা হইয়াছে যে, আক্রমণ ইট-বোটসমূহ উত্তর দাগের একটি কনভয় আক্রমণ করে। আক্রমণ প্রতিরোধের সময় বটে, কিন্তু "এক্সমুর" ডেট্রার নিমজ্জিত হইয়াছে। কনভয়ের অন্য কোন জাহাজ আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

ভিন্সি সরকার কর্তৃক জাপানের দাবী স্বীকার

ফরাসী-বাট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জাপান যে সমস্ত বন্দী দাবি করিয়াছে, ভিন্সি মন্ত্রিসভা মূলনীতি হিসাবে সেই সমস্ত বন্দী মানিয়া লইয়াছেন।

কি কি বন্দী আপ প্রত্যয় মানিয়া লওয়া হইল, তাহা এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা হয় নাই; তবে ভিন্সি মন্ত্রিসভা ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ এড়াইবার উদ্দেশ্যেই তাহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

ভাঙ্গা কনভয় আক্রান্ত

ব্রিটিশ উপকূল-রক্ষী বিমান বাহিনী গত ২৭ মার্চ উত্তর দাগের আক্রমণ জোপানদার জাহাজসমূহের কনভয়ের উপরে আক্রমণ চালাইয়া একখানি ২০,০০০ টন ভারবাহী জাহাজের উপর টর্পেডো নিক্ষেপ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে গোলাগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি

সামরিক প্রয়োজনের বিভিন্ন ভিত্তিরে বর্ত্ত ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার অর্ডার

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কারখানাগুলিতে উৎপন্ন কারামের গোলা, বন্দুকের কাঁচ, ছোট বোমা, রাইফেল, বন্দুকের সলীন, শাস-প্রশাস সমস্ত করিবার গ্যাসের আধার প্রভৃতি বৃদ্ধোপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চ্যাকিল্ড কবিতা কৃত আগ্নেয়াস্ত্রগুলির গোলাগুলির পরিমাণ বর্ত্তী বৃদ্ধি করিবার উপাধি করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহার প্রায় বিংশ পরিমাণ উৎপাদনের এক পরিকল্পনা প্রায় প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং বিদেশ হইতে বস্ত্রপাতি নীচুই আসিয়া পৌঁছিতে। এই বৎসরের সাধারণিক কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সম্প্রতি সাধারণের প্রবন্ধ-নীতিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারখানা হইতে প্রায় ২৮১ প্রকারের মনুষ্য প্রকৃতি হইয়াছিল। সামরিক বিভাগে ব্যবহৃত বহু ভিত্তিরে ব্রুটিং ও বিশেষ বিশেষকর কারখানাগুলির বিশেষকর কর্মীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রবন্ধ-নীতি ফলে মোট ৪০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার ১৭টি অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ৬০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই প্রবন্ধ-নীতিতে উপস্থিত ছিল।

সমগ্র রক্তাব্যাপী নিষ্পত্তি হইল

কলিকাতার সাকলোর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত

মুম্বায় হইতে সমগ্র রক্তাব্যাপী প্রথম নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বিগত ৩রা মার্চ সোমবার রাতে কলিকাতা এবং ২৪-পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জিলার শিল্প-অঞ্চলে সাকলোর সহিত প্রতিপালিত হইয়াছে।

এ, আর, পি, এবং সিডিকগার্ড অফিসারগণ, ওয়ার্ডেন ও জাহাজের সহকারীসকল লইয়া সাকলার ব্যাপী কার্যে নিযুক্ত থাকেন। উক্তারা কিছুকাল পরে পরেই বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া কলিকাতা ও বাঙালার এ, আর, পি, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচারিত উপদেশ অনুসরণ করতঃ পর্যন্ত প্রতিপালন করিতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

উক্ত উপদেশে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, সমস্ত রাস্তা ও বাহিরের বাড়ি নিড়াইয়া কেনিতে হইবে; গৃহের বাড়ি একপভাবে নিরস্ত্র করিতে হইবে, বাড়িতে গৃহের বাহির কিংবা উপর হইতে নিক্ষেপের সাহায্য। রাস্তার সমস্ত বাসবাসের আলো এবং নবীকৃত জাহাজ ও নৌকার বাহিরের আলো পর্দাভূত করিতে হইবে এবং সমস্ত বাসনা সম্পর্কিত চুরি, জেট ও ভক্তের আলো, চলতি ও বন্দরস্থিত জাহাজের আলো নিরস্ত্র করিতে হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা ইন্সপেক্টরেন্ট ট্রাই, ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী ও ইলেকট্রিক কোম্পানীগুলিকে তাহাদের কর্তৃত্বাধীন সমস্ত রাস্তার বাড়ি নিড়াইয়া কেনিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। রেলওয়েসমূহ ও পোর্ট কমিশনার এ, আর, পি, কন্ট্রোলার মিঃ এম, ডি, এইচ, লাইনসের প্রত্যেক তত্ত্বাবধানে তাহাদের আলো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করে।

রেলওয়ে ট্রেনে ব্যবস্থা

নির্দেশ অনুসারে হাওড়া ট্রেনের সমস্ত বাড়ি নিরস্ত্র ও পর্দাভূত করা হয়। ট্রেনের কর্তৃত্বাধীন আবৃত ল্যান্ডিং-এ সাহায্যে বাতীলগকে প্রাকটিক্যাল সেওয়া-আলা করেন। বর্ত্তকালে সমস্ত নিষ্পত্তি অবস্থার মধ্যেই ট্রেন ট্রেনে সাওয়া আলা করে। কোন সার্ভাইলিট ব্যবহার করা হয় নাই।

শিয়ালদহ ট্রেনেও উপযুক্তরূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

চান গাড়ীগুলি বীতিমত চলাচল করিয়াছে, তাহাদের বাড়িগুলি আবৃত অবস্থায় ছিল। মোটর গাড়ীগুলির হেডলাইটের আলো খুলিয়া কেনিয়া ও সাইড লাইটের কাচের মধ্যে বসবের কাগজের সহ পাঠ্য আবরণ দিয়া মোটরবাস চালান হইয়াছিল।

এই সাকলারব্যাপী নিষ্পত্তিপত্রণ ব্যবস্থার পর হইতে আলো-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে রাস্তাতে আলো গৃহের বাহিরে দেখা না যায়, জাহাজ বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং মোকামের ভিতরের আলো একপভাবে পর্দাভূত করিতে হইবে, বাহ্যিক বাড়ির হইতে আলোর শিখা না দেখা যায়।

বহরের সর্বত্রই বন্দোবস্তভাবে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

বাঙালার বুদ্ধ তহবিল

সংগৃহীত টাকার হিসাব

বাঙালার বুদ্ধ তহবিলে ১৯৪১ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্যন্ত মোট টাকার পরিমাণ পাঁচাইয়াছে ৬৫,২২,১৮৫। এই টাকার কথা হইতে ৪২,৯৬,৯০০ টাকা ইট ইতিহাস করে পক্ষ হইতে বৃটিশ সমর প্রচেষ্টার দেওয়া হইয়াছে।

(শ্রুত-সেট)

যেদিনীপুর জেলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

মানসিক দিয়া আশা প্রদ প্রগতি

যেদিনীপুর জেলায় বিস্তৃত ভিত্তিতে যশে পল্লী-উন্নয়ন কার্যের নানাবিধ প্রচেষ্টা হচ্ছে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত জেলাব্যাপী পল্লী-উন্নয়নের কার্য সংগঠিত করা প্রচেষ্টা ও নিয়ন্ত্রিতভাবে সর্বত্র জনসভার অনুষ্ঠান করিয়া প্রচারণা করা বিভিন্ন পন্থায় পল্লী-উন্নয়নের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে স্থানীয় প্রয়োজন ও তাহা মিটিবার পন্থা লক্ষ্যে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামের বাস্তব প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করিয়া পল্লী-উন্নয়ন কার্যের গঠনমূলক পরিকল্পনা দ্বিধা ছাড়া গ্রামবাসীদের সাজা উপলব্ধি করা হইতেছে। আলোচ্য যানে, বিশেষ করিয়া উক্ত সব মহকুমা, বাটাল ও বাউগ্রাম মহকুমা, বরগাঙ্গা পল্লী-মজল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং পুরাতন সমিতিগুলিকে সব উল্লেখ্য পুনর্গঠন করা হইয়াছে। উক্ত সব মহকুমা ৯টি, বাটালে ৭টি ও বাউগ্রাম মহকুমা ৬টি মতন পল্লী-সংস্কার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাটাল মহকুমা পল্লী-উন্নয়ন সমিতির পটপোষকতার বাটালে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত ট্রেনিং ক্যাম্প দুই সভ্যদের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, পল্লী-উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকারের কার্যে বহু সরকারী কর্মচারী ও বাছাই করা পল্লীকর্মীরাও ব্যবহারিক ও পুণিগত ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এই ক্যাম্পে বোলা হইয়াছিল। অনুষ্ঠান আর একটি ক্যাম্প বাউগ্রামে বোলা হইয়াছিল, তাহা বিভিন্ন পল্লী-মজল সমিতি ও জরিদারী সমিতি হইতে ২৯ জন কর্মীকে ট্রেনিং দিয়া পল্লী-সংস্কার কাজে তাহাদের পারদর্শিতার সাক্ষ্যদেয় দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই সব ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মী নিজেদের গ্রামে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে পল্লী-সংস্কারের বাস্তব প্রচার করিবেন এবং নিজেদের গ্রামের অবস্থার উন্নতি করার জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন। সব মহকুমার এইরূপ একটি শিক্ষা-নিবির বোলার উদ্দেশ্যে বালিচকে একটি জনসভার আয়োজন হইয়াছিল। সার্কুল অফিসারগণ ও স্পেশাল অফিসারগণ উক্ত ও দক্ষিণ সমর মহকুমার পল্লী-উন্নয়ন কার্যের জন্য যথেষ্ট প্রচারণা করিয়াছিলেন। এই শিবির দুই সভ্যদের জন্য বোলা হইয়াছিল।

সংস্কার উন্নতি

উক্ত সব মহকুমার নাওড়ী পল্লী-উন্নয়ন সমিতি বঙ্গী রোড রেলওয়ে স্টেশন হইতে নাওড়ী পর্যন্ত ২ ½ মাইল লম্বা একটি রাস্তার কার্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহার অর্ধেক কাজ হইয়া গিয়াছে এবং এখনও কাজ চলিতেছে। এই সমিতি পতঙ্গ-বেণ্টের নিকট হইতে এই কাজের জন্য ৬০০ টাকা সাহায্য পাইয়াছে এবং ৩০০ টাকা স্থানীয় টীকা তুলিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। ইহা ছাড়া প্রায় ২০০ টাকার বেজমূলক প্রব স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে পাওয়া হইবে। এই মহকুমার বেনাচাপড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি শুধু বেজমূলক প্রব পুরন্দরপুর বাল হইতে বেনাচাপড়া ইউনিয়ন বোর্ড আদান পর্যন্ত ½ মাইল লম্বা একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে। জায়াবিরগা পল্লী-সংস্কার সমিতি ১ ½ মাইল লম্বা একটি গ্রামা রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে, এই রাস্তার দুই ধারে বাল কাটা হইয়াছে। বাউগ্রাম পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ২ ½ মাইল লম্বা ও ৩ ফুট পতীর একটি সেতু-বাল বন্দ করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ বেজমূলকপ্রণোদিত প্রব করা হইয়াছে।

দক্ষিণ সমর মহকুমার নিকশা বাগড়াপেরিয়া পল্লী-সংস্কার সমিতি ও মাইল লম্বা একটি রাস্তা বেনামত করিয়াছে। কোশবাড়ী থানার বাগড়াপেরিয়া হইতে কুসুমিকুদী পর্যন্ত ৫ মাইল লম্বা একটি রাস্তা, যাহা যাহা সব মহকুমা ও বাউগ্রামের সংযোগ সাধিত হইবে এবং অপর একটি রাস্তা মহাপুর হইতে লক্ষ্যপুর পর্যন্ত, যাহা যাহা বাউগ্রামের সংযোগ সাধিত হইবে, আরম্ভ করা হইয়াছে। বাউগ্রাম মহকুমার দেউলহা, বড়পোতা ও আউইবাড়ী পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি তাহাদের নিজ নিজ এলাকার রাস্তা বেনামত করা আরম্ভ করিয়াছে।

কাঁকী মহকুমার আরগোল সমরার নীলিমা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ২০০ গজ লম্বা একটি পল্লীপথ প্রস্তুত করিয়াছে, ইহা বেজমূলকপ্রণোদিত প্রব হইয়াছে। যাত্রা ৭, টাকা মহকুমার বেতম মহকুমে যাত্রা হইয়াছে। এগুয়া থানার বাবিল ইউনিয়নে গ্রামবাসীরা নিকটেই ৮০০ গজ একটি পল্লীপথ বেনামত করিয়াছে।

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থা

উক্ত সব মহকুমার মোতাড়ী পল্লী-সংস্কার সমিতি ১২ একর জমির জমল পরিচাল করিয়াছে। বেনাচাপড়া পল্লী-সংস্কার সমিতি ২টি পুকুরী ও ২ মাইল রাস্তার জমল পরিচাল করিয়াছে। নব-প্রতিষ্ঠিত বরকুমার পল্লী-সংস্কার সমিতি পানীর জল সরবরাহ করিবার জন্য একটি পুকুরী বননের কাছ আরম্ভ করিয়াছে। পর-বেতার ম্যানেজার প্রকোপ বুদ্ধি পাওয়ায় তাহার একটি ম্যানেজার প্রতিরোধক সমিতি স্থাপনের লক্ষ্যে আয়োজন শেষ হইয়াছে। দক্ষিণ সমর মহকুমার নাকশী বাগড়াপেরিয়া পল্লী-সংস্কার সমিতি রাস্তার ধারের জমল পরিচাল করিয়াছে, নশটী চোখার জমল পরিচাল করিয়াছে এবং একটি ডোমিওপায়িক লাত্রা চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছে। পট ভিত্তির যানে একটি বিরাট জনসভার উপস্থিতিতে দক্ষিণ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। এই সভায় একটি মহিলাকে তাহার বাড়ী ও উহার চতু-পাশের স্থান পরিপাতি রাখার জন্য কীসার কর্মসী পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। পরিচাল-পরিচালনার জন্য এবং বাড়ীতে স্বাস্থ্য বন্ধার প্রচারণার প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। নব-প্রতিষ্ঠিত জায়াবিরগা লাত্রা চিকিৎসা-লয়ের জন্য একটি লাত্রা বাড়ী নির্মাণ করা হইতেছে। স্থানীয় একজন সজ্জর ব্যক্তির লনের আবেদন পানার মহর গ্রামে নীচু একটি লাত্রা চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইবে। বালিপুর সমরার স্বাস্থ্য সমিতি যথেষ্ট ভাল কাজ করিতেছে, সাং পানার লম্বা প্রাচীরের অন্তর্গত অনুসরণে একটি স্বাস্থ্য সমিতি আত বোলা হইয়াছে। কাঁকী মহকুমার আরগোল সমরার পল্লী-উন্নয়ন সমিতি আরগোলে ৪টি চোখা পরিচাল করিয়া তাহাতে কেবোদিন তৈল চালিকা দিয়াছে। পটাপপুর থানার ১৪নং ইউনিয়নে নব-প্রতিষ্ঠিত বড়উলহাপুর সেবক সমিতি এক মাইল স্থানের জমল পরিচাল করিয়াছে, ১২টি পুকুরীর জমল জমল লাক করিয়াছে ও ১৫টি চোখার কেবোদিন তৈল চালিকা দিয়াছে। উপরোক্ত ইউনিয়নে কাগ্রাবাদি চকের বীধ বেজমূলকপ্রণোদিত প্রব বেনামত করা হইয়াছে। কর্মসীলগের আচারের ব্যবস্থার জন্য বড় উলহাপুর সমিতি ২৭, টাকা ও আরগোল সমিতি ১৮, টাকা দিয়াছিল। এগুয়া থানার ১১নং ইউনিয়নে জগদীশপুরে একটি লাত্রা

বলকুল বন্দ করা হইয়াছে এবং গ্রামবাসীরা একটি পুরাতন লাত্রার সংস্কার সাধন করিয়াছে। এগুয়া ইউনিয়ন এই কাজে ৬৬ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে।

কাজপ্রায়

বাউগ্রাম মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের পল্লী-সংস্কার সমিতি গ্রামা পথের জমল পরিচাল করিয়াছে। বরগা গ্রামের সমিতি পরিষ্কার লোকসমূহকে যেদিনপাশের ৩০০ বিঘা-মুদো বিস্তার করিয়াছে।

উল্লুপ মহকুমার মোতাড়ী পল্লী-মজল সমিতি দুইটি রাস্তার ধারের জমল ও মাইল স্থানের জমল এবং মাজি পুকুরীর কচুপান পরিচাল করিয়াছে। পরমানন্দপুর সমিতি দুইটি রাস্তার জমল পরিচাল করিয়াছে।

শিক্ষা ও মানসিক আশ্রিত অপনোদন

উক্ত সব মহকুমার মোতাড়ী পল্লী-সংস্কার সমিতি একটি মৈত্র-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০ জন এবং পেকরাবনের নব-প্রতিষ্ঠিত পল্লী-সংস্কার সমিতি একটি মৈত্র-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থী সংখ্যা হইয়াছে ২০ জন। বরকুমার মতন পল্লী-সংস্কার সমিতি একটি উচ্চ প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করিয়াছে এবং অনির্দিষ্ট বয়সের শিক্ষার জন্য একটি মৈত্র-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। আমলপুর সমিতি গ্রামবাসীদের মানসিক শ্রান্তি অপনোদনের জন্য একটি গ্রামা লজা-গৃহের প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহার স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং সম্মতি ইহার জন্য পতঙ্গ-বেণ্টের ৫০০ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

পল্লী-সংস্কার সমিতি

বাউগ্রাম মহকুমার বিনপুর, বরগা, লবিদুদী, জাজগোতা, বীড়া, আউইবাড়ী, রাস্তা, বাবিলপাড়া, বড়লী এবং লাক্ষাবিরগার পল্লী-সংস্কার সমিতি জায়াবিরগার পাশাপাশির দ্বিধা গ্রহণ করিয়াছিল এবং গ্রামের অনির্দিষ্ট বয়সের শিক্ষার জন্য লক্ষ্যসাধনের লক্ষ্যপ্রার্থী দ্বিধে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বীনপুর, করলাই, লাক্ষাবিরগা, নটীচুয়া, বাবীচুয়া, বরগা ও বীড়ার মৈত্র-বিদ্যালয়গুলিতে বেশ সাফল্যজনক কাজ হইতেছে। আলোচ্য যানে জায়াবিরগা একটি গ্রামা লজাগৃহ বোলা হইয়াছে এবং গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য এই লক্ষ্য গ্রামে অভিনয়-সভা গঠন করা হইয়াছে। কাঁকী মহকুমার সমরার পল্লী-সংস্কার সমিতি বরকুমার নিকশা দেওয়ার কার্য বিশেষ আগ্রহের সহিত চালাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ৫০ জন সমিতি সব চেয়ে ভাল কাজ করিয়াছে সেগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

চক্রকোণা থানা—সামগড়, মহাবালা, কটপুর, বাল জামলপুর।

কাঁকী থানা—বিহবাগ্রাম, নটীচুয়া, মহাবালাপুর।

লক্ষপুর থানা—লোমাসাণী, জোতকোণা, লক্ষপুর, লাক্ষাবিরগা ও বরগা চক।

কাঁকী

কাঁকী মহকুমার আলোচ্য যানে চারটি মৈত্র-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। একটি পটাপপুর থানার বড় উলহাপুরে—জায়াবিরগা ২৭ জন, উত্তাপলিবা ৬ শিক্ষার্থী—জায়া-সংখ্যা বহুতম ১১ জন ও ৭ জন, অপরটি বড়িয়ার—জায়াবিরগা ১০ জন। বড়িয়ার একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা উহার জন্য টীকা তুলিয়া ২০০ টাকা দিয়াছে এবং বরগা ইউনিয়ন বোর্ড তাহাতে ২০ টাকা সাহায্য করিয়াছে। পটাপপুর পূর্ব আমলপা চক্র সমিতি এবং নব-প্রতিষ্ঠিত বাবিল ডোমিওপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি নিজ নিজ সমিতির জন্য গ্রামা সভাপুর নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছে এবং উহার জন্য লক্ষ ও পুরস্কারের ভিনিসাচি টীকা করিয়া সংগ্রহ করা হইতেছে।

[৪৮ পৃষ্ঠার হইয়া]

বঙ্গীয় নূতন মহাজনী আইন

[৫ম পৃষ্ঠার ভেতর]

৬৯ আনা আসনের বরে জমা পড়িবে। অর্থাৎ ৮০ আনা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচার আসন বাকী থাকিবে মাত্র ৫ টাকা ১১ আনা; পতকরা ১০৮ টাকা হারে তখন এই ৫ টাকা ১১ আনার উপরেই ধার্য হইবে। ৫৮ টাকা ১১ আনার মাসিক তুল ধীড়াইবে মাসে ৯ পাউ অর্থাৎ ৩ পয়সা। যদ্যে কখন, এই বাতক মাসে নির্দিষ্ট মাসে এক আনা হিসাবে তুল পরিপোষিতব্য হইবে। ৪ মাস পর মহাজনকে তুল দাখল ৪০ আনা প্রদান করিবে। এই বার মাসে প্রচার তুল ধীড়াইয়াছে মাত্র ৩ আনা। সেটকরা ৩ আনা তুলের বরে জমা পড়িবে এবং ৩৭ অর্থাৎ ২ টাকা ৫ আনা আসন দাখল করা পড়িবে আসনকে মাত্র ৩ টাকা ৬ আনার পরিপাত করিবে। বাতক এইভাবে কেবলমাত্র তুল পরিপোষ করিতে থাকিলেও তুল ও আসন উভয়ই শেষ হইতে থাকিবে। সেটকরা যে সমস্ত বাতক নির্মিতরূপে চড়া হারে তুল প্রদান করিয়া আসিতেছে তাহারা যদি উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে তাহাদের বের অর্ধের হিসাব দর, তাহা হইলে তাহাদের অবিকাল লোকই দেবিবে যে, তাহাদের তুল ও আসন দুইই শেষ হইয়া গিয়াছে। যদি ডিক্রিয়ারী হইয়া থাকে, তাহাও তীব্র হওয়ার প্রয়োজন নাই। ১৯৮১ সনের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত এই সমস্ত ডিক্রি যদি বলবৎ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পালটা মামলা রুজু করা চলিবে এবং পূর্বোক্ত প্রণা অনুসারে তুল ও আসন সমস্তই চূড়ন করিয়া নির্ধারিত হইবে। চক্রবর্তী তুল অলপট বে-আইনী করা হয় নাই, কিন্তু চক্রবর্তী তুল বাক আন নাই বাক, মহাজন আদালত-মুজ্জ কর্তৃক জমা পতকরা ৮৮ টাকা এবং আদালতবিনীত কর্তৃক জমা পতকরা ১০৮ টাকার বেশী তুল প্রদান করিতে পারিবে না। যে সমস্ত তারিখে তুল জমা দেওয়া হইয়াছে, হিসাবে যে পরিমাণে বেশী তুল চাইয়াছে তাহা আসন দাখল বাক পড়িবে, এবং এইভাবে হিসাব করিয়া বোট সেনার পরিমাণ দিরা করিতে হইবে। দ্বিতীয় ধারা অনুসারে যে কোন সন্থের যে পরিমাণে আসন থাকে তাহার অতিরিক্ত তুল প্রদান বে-আইনী। প্রথম ধারা অনুসারে পরিপোষিত সমস্ত অর্ধ হিসাব করিতে হইবে; মূল আসন হইতে বাক দেওয়ার পর বাকী অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই সেনার পরিপাতরূপে প্রচার হইবে।

নূতন বঙ্গীয় নূতন মহাজনী আইন

(১) উল্লিখিতভাবে আসন ও তুল পরিপোষ সম্পর্কে সুবিধা।
(২) ১৯৮০ সনের ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব কর্তৃক দাখল হইয়া থাকিলে ডিক্রিবিভিত অর্ধের জমা কোন তুল দিতে হইবে না।
(৩) ১৯৮০ সনের ১লা সেপ্টেম্বরের পর কর্তৃক দাখল করা হইলে ডিক্রি আবেদনপ্রাপ্ত সেনার জমা পতকরা ৬৮ টাকা হিসাবে তুল দিতে হইবে।
(৪) বাতককে কর্তৃক দেওয়ার কথাবার্তা পরিচালন, কমিশন, কাছাপরিদর্শী চার্জ ইত্যাদি দাখল মহাজনকে কোন অর্ধ দিতে হইবে না। বাতক যদি এই ধরনের কোন অর্ধ দেয়, তাহা তাহাকে কেন্দ্র দিতে হইবে অর্থাৎ আসন হইতে সেই পরিমাণে বাক দিতে হইবে। বাতকের যদি সমস্তি থাকে, তাহা হইলে বর সন্থের অনুসরণ, ট্যাক্সের দায়, রেজিস্টারীর খরচা ইত্যাদি তাহার নিকট হইতে আদার করা হইতে পারে।

(৫) বতক সংক্রান্ত ডিক্রি বেলার বাকী ও প্রতিবাদীর অবস্থা, ডিক্রি অর্ধের পরিমাণ সন্থে বিবেচনা করিয়া আদালত নির্দিষ্ট তারিখসহ বার্ষিক নিতিবন্দীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কিন্তু প্রতিবাদী যদি কিসি বেলাপ করে, তাহা হইলে সন্থ পাওনা একসঙ্গে আদারের জমা ডিক্রি দেওয়া হইবে; তবে আদালতের সন্থ দেওয়ারও অবিকার থাকিবে। চরম ডিক্রি বেলার অতীত হওয়ার পূর্ব্বেই বাতক যদি বেলাপী টাকা আদালতে দাখিল করিতে পারে, তাহা হইলে চরম ডিক্রি নাকচ করিতে হইবে।

(৬) ১৯৮০ সনের ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে যে সমস্ত কর্তৃক দাখল করা হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্তৃক বেলার আদালত বিনা সন্থে কিসিবন্দীর আবেদন প্রদান করিবে। বাকী ও প্রতিবাদীর অবস্থা সন্থে বিবেচনা করিয়া আদালত প্রয়োজন হইলে উর্ধ্বপক্ষে ২০ বৎসরের মেয়াদে পর্যন্ত কিসিবন্দীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে। এই ধরনের কিসি বেলাপ হইলে, ডিক্রিভিত সমস্ত পাওনার পরিবর্তে মাত্র বেলাপী কিসি পাওনা আদার করা চলিবে। যদি কোন ডিক্রি আরী হইয়া থাকে এবং উহার মেয়াদ চলিতে থাকে, তবুও এই আইন প্রযুক্ত হইবে। নিতি বেলাপ হইলে ডিক্রিভিত মাত্র বেলাপী কিসি জমা আবেদন করিতে পারিবে এবং বেলাপের তারিখ হইতে সে পতকরা ৬৮ টাকা হিসাবে তুল পাইবে। বেলাপী কিসি পরিপোষের জমা আদালত এক বৎসরের অতিরিক্ত সময় দিতে পারে। যে বাতকের নামে দাখিল করা হইয়াছে, যদি আদারের চরম আবেদন প্রদানের পূর্ব্বে বেলাপী টাকা জমা দিতে পারে, তাহা হইলে আদালত উক্ত আবেদন জারি হইতে বিরত থাকিবে।

(৭) আদালতের বিবেচনার ডিক্রি লাবী পূরণের জমা সম্পত্তির যে পরিমাণ অংশ নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয়ের লক্ষ্যে, মাত্র সেই পরিমাণে বিক্রয় করা চলিবে। উক্ত মূল্য যদি সম্পত্তি বিক্রীত না হয়, তাহা হইলে ডিক্রি-দারকে লাবীর বাকী অংশ ত্যাগ করিতে হইবে।

(৮) মহাজন কর্তৃক পাওনা আদারে বা বতকী ডিক্রিভিত বিক্রয় অথবা বাতক কর্তৃক সেনার দার হইতে অব্যাহতি লাভ ইত্যাদি যে কোন কারণেই হউক না কেন, এবং আদালত এই সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে যেভাবেই নিশ্চি কক না কেন, ১৯৮১ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখ পর্যন্ত যে সমস্ত হিসাবপত্র, মামলা-বোকফনা বা ডিক্রিয়ারী ইত্যাদি মূলতুবী ছিল, পুনরায় সেই সমস্ত লইয়া নূতন মামলা দায়ের করা চলিবে।

(৯) ১৯৮১ সনের ১লা জানুয়ারীর পরে কোন বাতক যদি সেনার অতিরিক্ত পরিপোষ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কেন্দ্র পাইবে।

(১০) কোর্টের ডিক্রি বলে ডিক্রিয়ার যদি বাতকের কোন সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে এবং তাহার অবিকারে থাকে, তাহা হইলে নূতন মামলা দায়েরের সঙ্গে সঙ্গে বাতক তাহা অবিকার করিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত কিসিবন্দীর ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু কিসি বেলাপ হইলে বাতককে পুনরায় পূর্ব্বে বিক্রীত সম্পত্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

(১১) মহাজনের সহিত হিসাব-নিকাশ কিসিয়ার জমা বাতক আদালতে মাত্র ১৮ টাকা জমা দিয়া আবেদন করিতে পারিবে।

(১২) এইরূপ হিসাবের পর বাতককে যে পরিমাণ অর্ধ দিতে হইবে বিনীতা বোধনা করা হইবে, বাতক তাহা আদালতে জমা দিতে পারিবে। আদার মহাজন যদি বাতকের টাকা লইতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহা আদালতে জমা দেওয়া চলিবে, এবং একথা বাতককে জমা দেওয়ার তারিখ হইতে আর কোন তুল টালিতে হইবে না।

অতঃপর

মহাজন পাওনা আদারের জমা বাতককে উক্তক বা অত্যাচার করিতে পারিবে না। সে পতকর পুরোষ করিতে পারিবে না বা বাতকের প্রতিবিধিতে কোনরূপ বাধা জন্মাইতে পারিবে না। সে বাতকের অববর্ত্ত অনুসরণ করিতে পারিবে না, বাতকের সম্পত্তিতেও বাধা দিতে পারিবে না, বাতকের দায়দান বা ব্যবসার দানে অর্থক অপেক্ষা ও চলাকরা করিতে পারিবে না। এই ধরনের অত্যাচার আইনভ: স্পর্গ এবং একথা অর্ধ-পত্র ও কারাদণ্ড কিংবা দুই প্রকার গণ্ডেই করিত হইতে হইবে।

ডিক্রিভিত কর্তৃক দাখল

ডিক্রিভিত পক্ষ সম্পর্কেও এই আইন বলবৎ হইবে। ডিক্রিভিতের বিমিত্র মূল্য অনুসারে সেনার পরিপাত ধার্য হইবে ও এই আইন উহাতে প্রযুক্ত হইবে। যদি ডিক্রিভিতের মতো মতো সেনা শেষ দেওয়া হয়, তাহা হইলেও উহার প্রকৃত মূল্য অনুসারে হিসাব করিতে হইবে।

বিক্রপূর প্রদর্শনী

মাননীয় বাতক সংক্রান্ত উচ্চাধন

পত্র ১৬ই ফেব্রুয়ারী মাননীয় সার বিক্র প্রদর্শনী সিনেট দায় বিক্রপূর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভার উদ্বোধন বাকীর নিউনি-পালিট, মহাকুমা জন-কল্যাণ সমিতি ও প্রদর্শনী কমিটি পক্ষ হইতে মাননীয় প্রদান করা হইয়াছিল। মাননীয়র উদ্বোধন মাননীয় মহী মহোদয় বিক্রপূরের অতীত পৌর এবং পুনঃস্থার প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন বিক্রপূরের অনুকরণে প্রতি বৎসর প্রদর্শনী বেলার আদালত তাহা বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। শির বাগিজোর প্রদার সাধনের জমা এন-কুমার বে ডো-চলিত চলিতেছে, তিনি সকলকে উদ্বা অব্যাহত রাখিতে অনুবোধ জানান। নির্ভুলভাবে লোক গণনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আদোপ পূর্ব্বে তিনি বলেন যে, বিজ্ঞান ও সংখ্যার নিক নিম্না উহার বপষ্ট মূল্য আছে। প্রদর্শনীর নিতিয় হৈল পরিদর্শন করিয়া তিনি বত্বত করেন যে, বিক্রপূরের পতন হইতেছে, ইহা বলা শক্ত। বিক্রপূর হইতে মাননীয় মহী মহোদয় ৮ মাইল দূর-বদী বীকান্দর নামক স্থানে অবস্থিত পোরা মাইল দীর্ঘ বীধ পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্বোধনে খালের উপর উক্ত বীকটি নির্মিত হইয়াছে। তিনি তথায় একটি জমদার পৌরোহিত্য করেন। সত্বে প্রায় ৭ হাজার লোক এবং মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তিনি তাত্পূর কার্যে বিশেষ প্রীত হইয়াছেন এবং বাচাতে কীল দীকটি বত্বত-বেশের অপানুকূল্য পালা ধীর্বে পরিপাত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

বীকুদার পূর্ত্তারী সংস্কার

ভুক্তিক-সংস্কার ব্যবস্থা

ভুক্তিক অঞ্চলে সামান্য বিভরণ সম্পত্তি কার্যাবলী পলিশ-নের জমা সম্পত্তি বীকুদার সেনা ব্যাকিটেট দায় বাচাপূর এবং, সি, বত্বদার সন্থ বত্বদার ব্যাকিটেট এবং সেনা ইভিনিয়ারকে লইয়া সেনার পদী অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। বাকীর পূর্ব্বে সংস্কার আইনের বিধানানুযায়ী সিউটি ও বেলপূর রে-বকর পূর্ব্বে সংস্কার সাধন হইতেছে, তাহারা উদ্বোধন করেকটি দেখিতে গিয়াছিলেন। ভুক্তিক-প্রদীকিত ব্যাকিদের সাধারণ-বাক ব্যবস্থার উপস্থিতিসাধন করাই উদ্বোধনের উদ্যোগ করিবেন উদ্বোধন ছিল।

বঙ্গীয় যুদ্ধ-সাহায্য ভাণ্ডার

২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের হিসাব

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যয়

আবিসিনিয়া যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের অর্থ

মুজিব সীমান্তের পালাকাট ও মোতেজা অঞ্চল হইতে সম্রাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী আবিসিনিয়ায় সীমান্ত ত্রিভুজের কিছুকাল পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে। এই যুদ্ধে ভারতের বাগীরা সৈন্যরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেছে। সম্রাট কটনক পুতাকমণী ইত্যাদি যে বিবরণ বিজ্ঞপ্তি, তদা ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে বিশেষ যৌতুকজনক। গত ১২ই জানুয়ারী একজন বাগীরা সৈন্য একটি গোলাবারুদ বাহিনী সঙ্গে লইয়া বেতেজা অঞ্চল পত্র বাটীর উপর প্রথম আক্রমণ চালান। অতঃপরে দুই দুই অগ্রসর হইয়া ইত্যাদি অকস্মৎ পত্র উপর কাপাইয়া পড়ে এবং ভারতের পুত্র কতিপয় করিতে সক্ষম হয়। পত্র পক্ষে বাহিনীর বাটীর বিকে অগ্রসর হইলে কাটকের কাছে ঢাকা কামানের গাটি হইতে ভারতীয় সৈন্যদের উপর মেগিন্যামের গোলা নথন আরম্ভ হয়। প্রথম গোলাটিই একজন নিপাতীর মূক আঘাত লাগে। তদী বাহিনী এই নিপাতীটি মাটিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে সে অসাধারণ বীর্য প্রকাশ করিয়াছে। তাহার হাতে একটি স্বাক্ষরিত আশ্রয় ছিল। কোন রকমে সেটাকে পত্রপক্ষের বিকে ত্যাগ করিয়া ইটালীয়দের কামানের গাটিটার প্রতি সে প্রায় ৩০ বার তুলী ছুঁড়িয়াছে। অতঃপর ভারতীয় সৈন্যেরা কিছুকাল অগ্রসর হইলে সাহসী সন্ধি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভারতীয় সৈন্যেরা প্রথম বিজয়ে মুগ্ধ করিয়া পত্রপক্ষের পিছনে ছটাইয়া নিতে লাগিল। এই আক্রমণ ইটালীয়দের কৌশল সমা করিতে পারে নাই। তাহারে যখন পুইপ্রদর্শন করিল, তখন সেবা গেল অগ্রসর ইটালীয় সৈন্য হত ও আহত হইয়া পড়িয়া আছে। প্রায় ২৬ মিনিট ব্যাপিয়া এই আক্রমণ চলিয়াছিল।

বঙ্গব্রতের আক্রমণ আরম্ভের জন্য জার্মানীর তোকুজোড়

আমেরিকায় ৬০ কিলোগ্রাম মালের বাণী

বঙ্গব্রতের আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য ইকিলাত ফুট আয়োজন করিতেছে, এই বিশাল ওজালিটেনও যুদ্ধই হইয়া উঠিয়াছে। বৈদেশিক সংবাদে জানা করিবার (কয়েক মিলিয়ন মূল্যের) সতাপতি সিনেটর জর্জ মিলারডেন "জার্মানী পুইই এক আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে প্রকৃত বটনা ঘটবে মিলার জানতা হয়।"

সিনেটর জর্জ মিলারডেনের বরাট্ট সচিব কর্তেই জানের অন্তরক বহু। '৪১ ও ইজারা বিন' সম্পর্কে ওয়াশ কলিটি সেদিন হইতে বিভিন্ন কতাবলীরে সাফ্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেদিন হইতেই তিনি যোজাটি হাউস (প্রেসিডেন্টের আসন) ও বরাট্ট বহুতের সচিব অধিষ্ট যোগ করা করিতেছেন।

ওজালিটেনের ওজালিটেন মালের আয়োজন হইতে মনে হয়, আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে অক-পলিমর্ফ নিম্নলিখিত চার অঞ্চলে আক্রমণ আরম্ভ করিবে:-

- (১) প্রিটেন ও মিকটমটী সমুদ্র পথে;
- (২) মলকাসে প্রিটেন ও কুম্বাসাপের অঞ্চলে প্রিটেন সামরিক বাহিনীর উপর;
- (৩) সেনের মধ্য দিয়া কিসুস্টার; এবং
- (৪) প্রসাদ মতাসাপের অঞ্চলে সিনাপুরের উপর।

	বঙ্গীয় যুদ্ধ-সাহায্য ভাণ্ডার।	ইউ ইতিহাস কঙ।	বোট।
	টাকা।	টাকা।	টাকা।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পত্রিকা	৫৮,২৮৭	৫৭,২২৪	১,১৬,২৮১
(২) বঙ্গোবস	১৬,৪৭১	৬৮৩	১,৩৭,১৫৪
(৩) পুন্না	৩৪,৬৬৭	২৭৬	৩৫,৬৪৩
(৪) হুগলিবাগ	২৩,৩৫১	১,৩৭৭	২৪,৪২৮
(৫) মলীয়া	২৫,৩৪৩	১,৫৪৬	২৬,৮৮৯
বোট	১,৭৮,৮১৯	৬১,৫৭৬	২,৪০,৩৯৫
২। বর্ডমান বিভাগ—			
(১) বীকুড়া	২৭,৪১০	৩৫	২৭,৪৪৫
(২) বীরভূম	২০,১৪০	১৩৩	২০,২৭৩
(৩) বর্ডমান	২,০২,২৮৫	১২,৮৬৫	২,১৫,১৫০
(৪) হুগলী	৩৩,০২৪	৫,৬১৫	৩৮,৬৩৯
(৫) হাওড়া	৩৪,২৪৩	৫২,১২১	৮৬,৩৬৪
(৬) বেঙ্গলীপুর	৬৪,৭২৪	২,২৫৪	৬৬,৯৭৮
বোট	৩,৮১,৮২৬	৭৩,০২৩	৪,৫৪,৮৪৯
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১) চট্টগ্রাম	৮৪,১৮৩	৩২,৫২৬	১,১৬,৭০৯
(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম	৪,২৩৮	৫৬৭	৪,৮০৫
(৩) সোয়াখারী	৬১,২০৭	১	৬১,২০৮
(৪) ত্রিপুরা	১,৬৩,৫৭৬	১,৩৪৬	১,৬৪,৯২২
বোট	৩,১৩,২৬৪	৩৪,৫১০	৩,৪৭,৭৭৪
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১) বাবুগঞ্জ	১৩,২৭৯	৭২,০৬১	৮৫,৩৪০
(২) ঢাকা	১,১২,৯৯১	৪৪,৫৮৬	১,৫৭,৫৭৭
(৩) ফরিদপুর	১৬,৮৭৯	১,১২৪	১৮,০০৩
(৪) ময়মনসিংহ	১,২১,১২৮	৪,৪৬৭	১,২৫,৫৯৫
বোট	২,৭১,২৭৭	১,২২,১৩৮	৩,৯৩,৪১৫
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
(১) বগুড়া	৭,৮৩১	২৫০	৮,০৮১
(২) লালপুর	৩২,৮৫৩	৪১,২৫৩	৭৪,১০৬
(৩) দিনাজপুর	৫৩,৭২৮	৩৩	৫৩,৭৬১
(৪) জলপাইগুড়ি	২৪,৯০০	৬৩,৭৮৮	৮৮,৬৮৮
(৫) মালভা	৩৫,৮১২	১,৫২২	৩৭,৩৩৪
(৬) পাখা	৬,৮৬৫	৭৭৪	৭,৬৩৯
(৭) রাজশাহী	২৩,৬২০	৪,৭৭৬	২৮,৪৬৬
(৮) বগুড়া	৩৩,০৭০	৭৬২	৩৩,৮৩২
বোট	২,১৮,৭৪৯	১,১৩,১৫৮	৩,৩১,৯০৭
সংকীর্ণ হিসাব :—			
বাঙালার সেন্যাসমূহে সংগৃহীত	১৩,৬৩,৯৩৫	৪,০৪,৫৭৫	১৭,৬৮,৫১০
বাঙালার বহির্ভূত সেন্য	২,২৫৬	১,৩৮,৪৭৮	১,৪০,৭৩৪
বঙ্গীয় বহিরা যুদ্ধ, ভবনিক	৪,২১,২১৫	..	৪,২১,২১৫
ভারতীয় চা সচিব	২৫,০০০	..	২৫,০০০
ত্রিপুরা জন্ম	৭,০০০	..	৭,০০০
এ, বি, সেনগুপ্ত	২৫	৭,২৮৮	৮,০৮৩
বি, এম, সেনগুপ্ত	..	৭৩,৩১১	৭৩,৩১১
ই, বি, সেনগুপ্ত	..	১২,৯৮১	১২,৯৮১
ই, আই, সেনগুপ্ত	..	৪০,০৪৬	৪০,০৪৬
বিভিন্ন যুদ্ধে প্রাপ্ত সৈন্য অর্থের পরিমাণ	৪,৫৩,৩১০	১,২১,৩২৬	৫,৭৪,৬৩৬
বাঙালি ও বহির্ভূত সেন্য	১৮,১২,৫০১	৭,৩৪,৩৭২	২৫,৪৬,৮৭৩
কলিকাতা	১,৬৬,৮৩০	৩৫,১১,৪৭১	৩৬,৭৮,৩০১

বৃহত্তর ভবিষ্যৎ পরিণতি

ব্রটেনকে হুইপকে উদ্ধাৰ কৰিবান্ৰ মন্তব্য

উৎপন্ন আশ্বিনপূর্ণী সাহেব মাননীয় সভাপতি সাহেবকে
 তিনি যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বাস্তবায়ন, সুবিধা
 বঞ্চিত এই নব্বু পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের আশঙ্কায়
 তদ্বিতিক আশ্বিনপূর্ণী উদ্ভবনা সভার দ্বা. সমিতি ও
 জনসাধারণের পক্ষ হইতে কুতূহল ও অন্যান্য উপপন
 করার পর সাহেবে উদ্ভব ও অন্যান্য অধিবাসীকে
 সভা সমাপ্ত হয়।

বিমান-চালনা শিক্ষার উৎসাহ দান

তুরকের বিশ লক্ষ সন্ধান খাড়া আছে

মালয়ে ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্র

বাঙলা সরকার কর্তৃক ১৬টি বৃত্তি প্রদান

এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বাঙলা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিমান পরিচালনার 'এ' লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক বিমান-শিক্ষার্থীকে ৬ নত টাকা হিসাবে ১৬টি বৃত্তি প্রদান করা হইবে। ব্রিটিশ প্রজাবাদের মধ্যে বাঙলার জৌনসাইন্ড অথবা দ্বারী অধিবাসীদের জন্যই উক্ত সন্ধানবিধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে কতিপয় নিম্ন-বর্ণিত বিবৃতি প্রদত্ত হইল:—

(১) বৃত্তির জন্য প্রার্থীপদের ১৬ জনের ব্যক্তিগত অথবা কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট বিজ্ঞপ্তি কর্তে দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে। নিম্ন-বর্ণিত প্রকাশিত হইবার পর ১ মাসের মধ্যে উক্ত আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে। জেলা ব্যক্তিগত এবং কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট লিখিত দরখাস্তের কর্তা আনাইতে হইবে।

(২) জেলা ব্যক্তিগত অথবা কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট দরখাস্ত প্রেরিত হইবার পর দরখাস্ত-গুলি বাঙলা সরকারের এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি-অফিসের নিকট প্রেরিত হইবে। উক্ত এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি-অফিসে নির্বাচন কমিটির সেক্রেটারী পদে থাকিবেন। দরখাস্তের সহিত প্রার্থীর স্বাক্ষর ও পারিবারিক বোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি-অফিসের নিকট প্রেরিত হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবৃন্দ নিয়োগ কমিটিতে থাকিবেন। প্রার্থীদের নির্বাচন করার পূর্বে উক্ত নিয়োগ কমিটির নিকট আবেদনকারী প্রত্যেক প্রার্থীকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করা হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবৃন্দকে সহায় নির্বাচন কমিটি গঠিত হইয়াছে:—বি: এইচ. আই. ম্যাথু (চেয়ারম্যান), বি: রমজিন্দা পাল চৌধুরী এম-এল-সি, বি: হুতেশু প্রকাশ দাস, সাহেবজাদা কাওরান জাহ সৈয়দ আলী বীর্জা এম-এল-এ, ডা: হবির রহমান, একজন সাধারণ প্রতিনিধি এবং বাঙলা সরকারের এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি-অফিসের বি: কে. সি. দাস আই-সি-এস (সেক্রেটারী)।

(৪) আবেদনকারীদের সম্পর্কে নিম্ন পরীক্ষণী প্রদত্ত হইল:—প্রত্যেক প্রার্থীর বয়স ১৮ হইতে ২৬ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। প্রার্থীকে বাঙলা প্রদেশের জৌনসাইন্ড অথবা বাঙলার দ্বারী অধিবাসী ব্রিটিশ প্রজা হইতে হইবে। সাধারণত: বাহাজা আই, এ বা আই, এম-সি পাল অথবা কোনও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ বা আই, এম-সি কোর্সের সমস্ত পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষার পাল করিয়াছে, সেই সমস্ত ব্যক্তি প্রার্থী হিসাবে গণ্য হইবে। প্রার্থীর ইংরাজী ভাষার জ্ঞান দৃঢ় হওয়া চাই।

(৫) সর্বমোট ১৬ জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হইবে। তন্মধ্যে ৮ জন মুসলমান এবং বাকি ৮ জন অন-মুসলমান প্রার্থীকে দেওয়া হইবে। কোনও মহিলা প্রার্থীকে দেওয়া হইবে না।

(৬) ট্রেনিং শেষ হইবার পর প্রত্যেক প্রার্থীকে সন্ত্রাসের বিমান-বহরে যোগদান করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে প্রার্থীকে পুনরায় যে কোনও জায়গায় কাজ করিতে প্রদত্ত থাকিতে হইবে। নির্বাচিত হইবার পর প্রার্থীপদের উল্লিখিতজন একটি প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

বাধীনতা রক্ষার তেজস্বী

সম্প্রতি বি: চাচিচল যে বেতার বক্তৃতা দিয়াছেন ইত্যাদির দাক্ষিণ্য এবং কুটিলতার বহুদূর মতে তাহাই ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা ও অকপট বক্তৃতা। বক্তৃতা এবং বিশেষত: বক্তৃতা-সম্পর্কে বি: চাচিচল বাবা বসিয়াছেন, তাহা বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ বি: চাচিচল বক্তৃতা-পরিচিতি পরিবর্তনের যে আশা করিয়াছেন, তাহা সত্য হইয়া উঠিলে তুরকের স্বাধীনতা হইয়া পড়িবে। নিজ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তখন তুরকের অবস্থান করা হইয়া উপায় পাই।

ইউরোপীয় শ্রম এবং অন্যান্য অঙ্গের তুরক ২০ শতাংশ হইয়াছে। অতঃপর বিভিন্ন দরকার সম্পর্কে ভোট-লক্ষ সন্ধান উঠাইয়া আছে।

উদ্ভ. মাপনী ও গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি

মালয়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য সম্প্রতি উদ্ভূত একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহা অনেকটা ইতালীর মত, কেবল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান সংবাদগুলির সংকলিত দ্বারা, মুদ্রিত এবং ভারতীয় সংবাদগুলি উদ্ভূত দ্বারা হয়। পত্রিকাটি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে। ইহা ছাড়া মালয় পত্র-বোর্ড মালয়ী ও গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত সংবাদের ইচ্ছাও বাহির করিতেছেন।

বলীয়া বাবা-পরিষদে বাক্যের সাধারণ আদোষতা বলাই হইয়াছে। অতঃপর বিভিন্ন দরকার সম্পর্কে ভোট-প্রদান আরম্ভ হইবে।



৪নং—এজেন্ট (প্রতিনিধি)

কেরোসিন সরবরাহের সন্ধানপত্র প্রয়োজনীয় অর্থ বোধ হয় এজেন্টগণ। নিজ নিজ এলাকায় মাল পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব হলত: তাহাদেরই। তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে তাহাদের এলাকা-ভুক্ত প্রতি দোকানী, এমন কি কেহিওলা ও বোতলওয়ালারা পর্যাপ্ত সময়মত এবং প্রয়োজনমত মাল পান। বাস্তব-পেলের এজেন্টগণ সকলেই বিশ্বাস-বাস্তব। দেশবাসীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিটাইতে তাহারা যে সহায়তা করেন তাহা ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাপ্ত হয়।

গোড়াপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০০,০০০ পরীক্ষণী এই কেরোসিন সরবরাহের বিভিন্ন তত্ত্বগুলি যথার্থ পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহাদের জ্ঞান বাস্তব-পেলের নিজের নিযুক্ত বহু ইন্সপেক্টর আছে।



বাস্তব-পেল অয়েল টোয়েজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ এজেন্টস্।

কলিকাতা

বোম্বাই

মাদ্রাস

কলকাতা

(ইংলিশ লেংগুয়েজ)
নিউ দিল্লী

স্বাধীনতা সত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ধান-রক্ষণার্থী পরিচালনা করিয়াছিলেন।

জার্মানীর শাসনিত্রে গ্রীসের পাল্টা জবাব

কমান্ডার জেনারেল জার্মানীর আক্রমণের সুযোগ

কিছুদিন ধরে জার্মানী গ্রীসকে এই বলিয়া শাসাইতেছিল যে, ইটালীর সহিত সন্ধি না করিলে জার্মানী পিছন দিক হইতে গ্রীস আক্রমণ করিবে। সম্প্রতি গ্রীস ইহার পাল্টা জবাব দিয়াছে। সেও উল্টা তর মেখাইয়া বলিয়াছে যে, তারা হইলে সে তাদের বিমান ক্রেতারদিগকে বোম্বার্ড করার বিনামের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবে, যাহাতে তাদের সেবান হইতে উড়িয়া গিয়া কমান্ডার জেনারেল জার্মানী বোম্বার্ডের বিধি প্রচলিত করিয়া আসিতে পারে। গ্রীস হইতে এই জার্মানী বিমানবোম্বের নাত্র এক ঘণ্টার পথ।

জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করিলে তাহাদের সূক্ষ্ম চীতিতে বলিয়া কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে, তাহা এখন পর্যন্তও বলা হইতেছে না। তাহারা কি বলাইবে ব্যাপক অভিযানের পরিকল্পনা বণিত হইবে অথবা ব্রিটিশ বোম্বার্ড বিমান কমান্ডার জেনারেল জার্মানী পুনঃ করিবার পূর্ব হইতে বাহ্যতে বাহ্যিক নদী পার হইয়া এক নিয়ন্ত্রণিত অরাজক করিতে পারে, সেই আশার সর্ব্ব পথ করিবে, তাহা এখনও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

এখন পর্যন্ত গ্রীসের সহিত জার্মানীর প্রকাশ্য পত্রতা হ্রাস হইয়াছে, কয়েকই জার্মানী সম্পর্কে এখন গ্রীসকে নিরপেক্ষভাবেই পথ্য করিতে চাইবে। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যে পর্যন্ত "বে-সামরিক পোষাকপরা" সৈন্য ছাড়া প্রকাশ্যভাবে অন্য জার্মান সৈন্য প্রবেশ না করে, ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশের বিমানপোতগুলি এই সকল দেশের উপর দিয়া উড়িয়া কমান্ডার জেনারেল জার্মানীর উপর বোম্বার্ড করিতে পারে না। কিন্তু জার্মানী আক্রমণ আরম্ভ করিলেই জার্মানী বিমানবাহিনী নিম্নলিখিত লক্ষ্যবস্তুর উপর দৃষ্টি নিতে পারিবে:—

- (১) ক্যাম্পের পূর্ব তালুকদারের পক্ষের বাইল ব্যাপী তৈলখনি;
- (২) প্রোবেলিক নিকটে তৈল-সল (পাইপ লাইন), বিবিধ তৈল সংযোগকার এবং ক্যান্টিনার বড় তৈলের কারখানা। রেললাইনের নিকটবর্তী বলিয়া এগুলি আকাশ হইতে সহজেই নিশানা করা সম্ভব;
- (৩) দামিরূপ নদীর তীরবর্তী প্রিউরগিট লাক তৈল-খনি ও বাল্যী বন্দরের বজ্রাসমূহ;
- (৪) যে সকল অধীর ও চেক কারখানা তৈল-বলি ও পোষণাগারের জন্য যন্ত্রপাতি তৈয়ার করে।

ইংরেজ কর্মচারীদের জাপান ত্যাগের অনুরোধ

শ্রম-প্রীতি আসন্ন সুযোগের আভাস

"নিউজ ক্রনিক্যাল" পত্রিকার টোকাগত সংবাদ-মাত্রের তাহে প্রকাশ, জাপানী নেতারা দেশে এবং বিদেশে এমন একটা ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যেমত শ্রম-প্রাচ্যের পরিধিতি পক্ষজনক কিছু নহে। তাহারা বুঝাইতে চাইতেছেন যে, সম্প্রতি যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা ব্রিটিশ কর্তৃক আমেরিকা, ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার জাপানের মতোভাবে সম্পর্কে আতঙ্ক সজ্জার ফল। তবে লক্ষ্য দেখিয়া যেন হয়, বড় বড় ব্যবসায়ীরা তথ্যবাহিত আরও গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইবে বলিয়া আপত্তা করিতেছে। যে সকল জাপানী কোম্পানী লন্ডনের কোম্পানী-গুলির সহিত পুনঃসন্ধি (রি-ইনস্টিটিউশন) করিয়াছিল, তাহারা জাতি খাতিল করিয়া দিতেছে। মাত্র গত মাসেও এমন কতগুলি পুনঃসন্ধি করা হয়। জাপানী প্রতিষ্ঠানের ব্রিটিশ কর্মচারীদের বলা হইয়াছে যে জাহানের জাপান ত্যাগ বাধ্যতাবদ্ধ।

মুন্সীদাবাদে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

নিশাচর্যে রাত্তা-সংস্কার

মুন্সীদাবাদের পুরানপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত নিশাচর্য গ্রামে সাধারণতঃ গোরালা ও অনুগত সম্প্রদায়ের লোকের বাস। সম্প্রতি মহকুমা ব্যাংকিট্টেট বওদবী আমল হামির চৌধুরীর অনুপ্রেরণার ও স্থানীয় সার্কল অফিসার এবং প্রেসিডেন্টের সহায়তায় উক্ত গ্রামের অধিবাসি-বৃন্দের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভার সহপ্রাণিক লোকের সমাপান হইয়াছিল।



মহকুমা-ব্যাংকিট্টেট মি: এ. এইচ. চৌধুরী আরিকং
উদ্যোগে সভার উদ্বোধন করিতেছেন।

সভার প্রারম্ভে মহকুমা ব্যাংকিট্টেট পল্লী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টার আশঙ্কাজনক বিশদভাবে বুঝিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বহুতে জল পরিষ্কার এবং চলাচলের জন্য রাস্তা তৈয়ার করিয়া তিনি জনসাধারণের সমুখে একটি আদর্শ স্থাপন করিলে অন্যান্য সরকারী কর্মচারী এবং গ্রামবাসীরা উহার অনুপ্রেরণা করে। মুন্সী আরিকং উদ্যোগ নামক জনৈক গ্রামবাসী রাস্তা নির্মাণের জন্য উহার জমি ছাড়িয়া দেন। উহার প্রতি সন্মানার্থ রাস্তাটি নির্মিত হওয়ার পর উহার নাম আরিকং উদ্যোগ রাস্তা রাখা হইয়াছে। যুব জীকজনকের সহিত উহার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠান হইয়াছে। যুব শীতুই বাহাতে উক্ত গ্রামে একটি সলকুল স্থাপন ও পাকা সেতু নির্মিত হয়, তৎক্ষণাৎ আরোজন চলিতেছে।

মহাপ্রাণ ধানার সীমানাপাত্তরও একটি জমসভা হইয়া গিয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন-কার্যে স্থানীয় অধিবাসীদের উৎসাহ বর্ধন করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভাপতি মহকুমা ব্যাংকিট্টেট উদ্যোগ বক্তৃতার নিরক্ষরতা পূর্ব ও পল্লীর বহলজনক কার্যে সকলকে বোধ্যমান করিতে অনুপ্রেরণা করেন। সভার বক্তব্যাক সীতাত্তর ও উপস্থিত ছিল।

মালদহে শরীর-চর্চা কেন্দ্র

সাকল্যপূর্ণভাবে সম্পন্ন

মালদহ যুব-কল্যাণ সমাজের উদ্যোগে তথার বিস্তৃত ১৫ই জানুয়ারী হইতে ৩ সপ্তাহকাল বারী একটি শরীর-চর্চা কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। মালদহ জেলার বলা এবং উচ্চ ইংরেজী কল্যাণদের ৪০ জন শিক্ষক উহার যোগদান করিয়াছিলেন। মালদহ এবং রাজশাহীর ক্রিকেটাল এজুকেশনের অধ্যাপকরা স্বাভা, বাহান এবং অন্যান্য বোলবল সম্পর্কে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিভিন্ন ব্যায়াম-কৌশলও তিনি হাতে-কলমে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শিক্ষকবর্গ বিরাট জনতার সমুখে শরীরচর্চা-কৌশল, বোলবল এবং সুতাপ্রতি প্রদর্শন করিয়াছেন। বালকদের জেলা ব্যাংকিট্টেট উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়া-ছিলেন। শিক্ষকবর্গের কার্যে তিনি অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছেন এবং সকলকে নিজ নিজ কল্যাণের উদ্যোগ প্রদর্শনের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন।

কলিকাতার আলো-নিয়ন্ত্রণ

মহামান্য পতনের কর্তৃক আবেশ জারী

ভারত রক্ষা আইনের (৫২) ধারার (১) উপধারা (ক) দ্বারা প্রবৃত্ত কনজন্সে মহামান্য পতনের নিয়ন্ত্রণ আবেশ জারী করিয়াছেন। ইহা ২৭৮৭ কনজন্স জারিয়ার কলিকাতা পৌরসভা প্রকাশিত জারি হইবে বলবৎ হইবে এবং ১৮৬৬ সনের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৩ ধারার নিম্নলিখিত কলিকাতা পতন, পতন বাহ্যকপন বহুকুমা, ২৪-পতন জেলার টালিগঞ্জ, বেহালা, বেটাবল্লভ মহেশতলা ও বজ্রকালী, হুগলী জেলার অন্তর্গত টুটুকা, শ্রীহরপুর, উত্তরপাড়া, ডব্রুগুজ, বর্ধাণ এবং হাওড়া জেলার হাওড়া সদর, বোলবাড়ী, বাতিয়া, নীকরাইল, বিবপুর, বাসি, সালিশীচকরা ও টুপুবেড়িয়া ধানার কার্যকরী হইবে।

আবেশ

(১) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বণিত ব্যবহার ব্যতিক্রমে কোন আলো, ইয়ারত বা আরগার আলো আলোই হইতে পারে হইবে না।

(২) কোন মোকানপাট কিংবা ১৮৬৬ সনের কলিকাতা পুলিশ আইনে বণিত কোন প্রমোদনাগারের বহির্ভাগে আলো প্রদর্শিত হইতে পারিবে না। মোকানের ভিত্তি আলো আলিতে হইলে উহা এমনভাবে পুঙ্ক আবেশে চাকিয়া হইতে হইবে যে, বাহিরের উহার আলো-বলি পড়িতে পারিবে না। মোকানবর্ধন কিংবা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কোন অবস্থার মোকানের বহির্ভাগে আলো আলোইতে পারিবে না।

(৩) (ক) আবেশের ব্যতিক্রমে যদি কোন আলো আলিতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে কলিকাতার ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার এবং অন্যত্র জেলা ব্যাংকিট্টেট অথবা পুলিশ কমিশনার কিংবা জেলা ব্যাংকিট্টেটের নিকট হইতে কনজন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহা আচ্ছাদিত বা নিয়ন্ত্রণিত করিতে আবেশ নিতে পারিবেন।

(৪) কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং অন্যত্র জেলা ব্যাংকিট্টেট বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই আবেশের আওতা হইতে যে কোন লোককে আবেশ বা সম্পূর্ণরূপে রেহাই দিতে পারিবেন; তবে উহা প্রাসেনিক পতন-বৈশিষ্ট্য পৌচরীভূত করিতে হইবে এবং তাহারা বে-আবেশ প্রদান করিবেন উহা বাসিয়া চলিতে হইবে।

(৫) আবেশ অবশ্যাকারীর হ্র বাস পর্যন্ত জেল এবং গরিবানা হইতে পারিবে।

(৬) এ-আবেশে বণিত কলিকাতা বলিতে ১৮৬৬ সনের কলিকাতা পুলিশ আইন, ১৮৬৬ সনের কলিকাতা পতনজনী পুলিশ আইনের ১৪ ধারার বিধান অনুসারে প্রবৃত্ত বিজ্ঞপ্তি এবং ১৯০৮ সনের ইণ্ডিয়ান পোটস্‌ ব্যাটেল ও বাসা অনুসারে প্রবৃত্ত বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নলিখিত অঙ্গলকে বুঝাইবে। (শ্রেণ-নোট)

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নির্বাচিত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কলম ইতি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪, টাকা হারে "কলমার কলার" প্রকাশ করা হইবে। অন্যান্য সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য এই নিম্নলিখিত হারের উপর পতক ৫০, টাকা হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ নিতে হইবে। কলমের বিনিমি কোন কলম বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে নিম্নলিখিত হারের উপর পতক ২৫, টাকা বেশী দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের চারেকের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সকল চেক "ম্যাজিস্ট্রেট-পতন-বৈশিষ্ট্য" এই নামে নিম্নলিখিত হইবে।

বাক্স ল্যাব কক্ষা

১৭ই মার্চ, ১৯৭১

১৭ই মার্চ, ১৯৭১

[এক খান]

আফ্রিকায় ব্রিটিশ বাহিনীর সুবিধা

ইটালীয়ানদের পরিবেষ্টিত হওয়ার সম্ভাবনা

[যেহেতু-জেনারেল স্যার জনস পল্লান লিখিত প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত]

সাইবেরিয়ায় ইটালীয়ান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। হত্যা হত্যার পুনরাবৃত্তি করিয়া দাখিল।

এমন কি ট্রান্সিলভানিয়া ইটালীয়ান বাহিনী উচ্চ পুনরায় দখলের জন্য শক্তি সঞ্চয় পূর্বক যদি কোন চেষ্টা-চরিত্র করে, তাহা হইলেও নতুন এবং আকাশে প্রাণনা প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে মধ্যবর্তী বিত্তীয় মজুতের অতিরিক্ত করার বিষয় করণাও করা যায় না।

ইহার লোভা অর্থ এই যে, জেনারেল ওয়াডেল শুধু যে উচ্চপূর্ণ নৌ এবং বিমান বাহিনী লাভ করিয়াছেন এমন নয়, উপরন্তু বীল নদীর তীরে অবস্থিত বাহিনীকে তিনি সামরিক দিক দিয়া বিশদবৃত্তান্ত করিয়াছেন। তৎপরি বলাকান এবং গ্রীসে আর্মীপদের অগ্রগতি ও চক্রান্তের বিবরণে তিনি উদাহরণে সম্ভবতঃ নিয়োগ করিতে পারিবেন।

গ্রীকরাও এলিকে ধীরে ধীরে হিরতাবে আনবেনিয়ার অগ্রসর হইতেছে। সম্প্রতি ইটালীয়ানরা বহুগুলি পাক্সি আক্রমণের সূচনা করিয়াছেন, তার সব কর্মইই ব্যর্থ হইয়াছে।

যদিও, সুসানিয়ার জাপানেই জেনারেল ক্যাডেলানো আক্রমণের নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কারণ অনুকূল আবহাওয়া এবং সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণের জন্য প্রেরণ করার পক্ষে আশ্রয়ক সময় না দেওয়া হইলে আক্রমণের সূচনা করিবেন না, ইহা বঙ্গোপসাগর পরিভার-ভাবে আদ্যুত নিয়ন্ত্রিত।

যদিও লক্ষ্য ক্যাডেলানো নীতি সামরিক নীতির স্বাভাবিক একটি নীতি কার্যকরী করিয়া তোলার চেষ্টা করিতেছেন। গ্রীকরাও নতুন কোন ভাবনা দখল করিতে বাধ্য প্রকাশ এবং আক্রমণের ব্যবস্থা করাই যদি উচ্চের নীতি হয়, তাহা হইলে তেঁা বাহিনী পাক্সি আক্রমণ চালিয়া উচ্চপূর্ণ স্বাধীনতা দখল করা সুকল্যাণত। অপর পক্ষে হত্যা হত্যার পুনরাবৃত্তি যদি উচ্চের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সবেমাত্র লাভজনক মতকারে এবং অনুকূল আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাক্সি আক্রমণ চালানো একান্ত আবশ্যিক।

সামরিক গুরুত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া তেঁা বাহিনী আক্রমণ চালানিলে বিশেষ সুবিধা হইবে না। ইহাতে অর্ধের অপচয় এবং সৈন্যদের মৈত্রিক ক্ষয় হইয়া পড়ে।

উপরন্তু ইহার ভাঙ্গা ব্যাপক এবং সুব্যবস্থিত আক্রমণ বাক্সাও হইতে পারে। অপর পক্ষে ইটালীয়ানরা যদি ফির করিয়া থাকে যে, আর্মী কক্ষ বুলগেরিয়া এবং যুক্তপ্রাচ্য আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রায়াও পাক্সি আক্রমণ চালানিলে, তাহা হইলে বলা যায় যে,

উচ্চ প্রতিরোধের জন্য গ্রীকরা ইতিপূর্বেই উচ্চ-পূর্ণ স্বাধীনতা করায় করিয়া রাখিয়াছে।

যদি আর্মীপদের উচ্চতা কার্যে পরিণত হওয়ার পূর্বে গ্রীকরা জেনারেল ললন করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে জেনারেলের পক্ষে আরও সুবিধা পাইবে।

বঙ্গোপসাগরের দিক দিয়া জেনারেলের পক্ষে ভ্রমণ: সুবিধা পাইতেছে; উপরন্তু ব্রিটিশের সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ত্রায়া ইটালীয়ানদেরকে অধিকতর ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিবে অথচ আশ্রয়ক সৈন্যসংগ্রহ করিতে হইবে না।

জেনারেল পাল্পাগোল কার্যতঃ যুদ্ধ আর সংগ্রাম সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছিলেন; অন্যথায় সৈন্যসংগ্রহ আরো করেন নাই।

পূর্ব আফ্রিকায় যুদ্ধ উত্তরোত্তর উৎসাহের সঙ্গে করিয়া চলিয়াছে। ব্রিটিশরা সুভাষ: এখন ইথিওপিয়া ইটালীয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিতেছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্থানে ইটালীয়ানদের উপর বেশ চাল পড়িতেছে। যখন ইটালীয়ানরা কোথাও ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিতেছে না এবং ত্রায়াবের বঙ্গোপসাগর আক্রমণ হইতেছে না। ইহার আরও একটি দিক আছে। ইটালী-অধিকৃত অঞ্চলের বহু জায়গায় বিদ্রোহাশ্রিত পুণ্ডিত চটকা উঠিয়াছে। ইথিওপিয়া ইটালীয়ানদের বিরুদ্ধে বহু রাজ্য বাকায়, এবং সুদান রেলপথে অধিক দূরে অবস্থিত নয় বলিয়া কেবল মাত্র ত্রায়া বহু ব্রিটিশ সৈন্যের সমাবেশ ও বঙ্গোপসাগর সতর্কতা হইতে পারে। অন্যত্র সৈন্যদের বঙ্গোপসাগর সতর্কতার পক্ষে সুবিধাজনক পথটি নাই। একদম পথচালিনা সেনা বিরাট বাহিনী লইয়া ক্রান্তগতিতে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়।

পূর্ব আফ্রিকায় যে সকল ইটালীয়ান ঔপনিবেশিক আছে, ত্রায়াবের বিরুদ্ধে বিধান একটি বহু বড় সমস্যা। ইথিওপিয়াকে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লইতে সামরিক দিক দিয়া ইটালীয়ান বাহিনীকে বিশেষ বেধ পাইতে হইবে এবং ইহার লক্ষ্য ত্রায়াবের পক্ষেও রাস পাইবে। নিরাপত্তার বিধান হইলেও লক্ষ্য বাধ্যতাবাদের সম্ভবীন জামাদিনকে হইতেই হইবে।

সম্প্রতি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ইথিওপিয়ায় উত্তর কোণে অতিদ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। উচ্চের পরিচালনা কি দাঁড়ায়, সকলে আগ্রহের সহিত উচ্চের প্রতীক্ষার পাতিবে। একজনকে সোচ্চারিত লক্ষ্য হইতে বালতুলি পর্যায় স্বাধীন সমস্যা।

বঙ্গোপসাগরে দীর্ঘকাল অবস্থিত জেনারেলের আবহাওয়া ভাল এবং বহু-চালিত বাস-সামনের পক্ষে উপযোগী। সমস্তক্ষেত্র বালতুলি পর্যায় সুকল্যাণ; তবে বঙ্গোপসাগর বহু-চালিত বাস-সামনের পক্ষে ত্রায়া সুবিধাজনক জায়গা হইতে পারে। সামরিকের সেনা আর যে, পূর্ব-প্রদেশ

পাশেবের বাজারের রাজ্য আছে এবং কাগোলা হইতে কেবল পঞ্চাশ জায়গারী পঞ্চাশ সাধারণে জিনিষপত্র আদায়িত করা হইতে পারে। ব্রিটিশ বাহিনী একবে কেবলবের সহিত বোমাবোম আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছে। উচ্চের দিক হইতে আক্রমণ পরিচালিত হইলেই ইটালীয়ান-বের বঙ্গোপসাগর বাজারি বিলম্ব হইয়া পড়িবে।

বক্তার ভাউট শিখির

সাক্ষ্যের সঙ্গে অল্পান্ত

বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চন্দ্রাবাইনা গ্রামে সাওথিল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাক্ষেপে বক্তা জেনারেল বাৎসরিক ভাউট শিখির অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাউটবের ১১৩ জন ভাউট ও জেনা ভাউট বারি বি: এইচ, কে, বঙ্গোপসাগর ১২ জন অফিসার ও চন্দ্রাবাইনার আরও ভাউটব ইহাতে বোমাবোম করিয়াছিল। বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই ভাউটবের সহিত ৬২ জন বক্তার সাংগঠিক বাকী বোমাবোম করিয়াছিল।

ভাউটবের নাম প্রকার বোমাবোম প্রকাশ করে। ত্রায়াবের সমবেত ছিল অতীত সাক্ষ্যবাহিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট ৬৬ জন ভাউটকে ব্যাক পুনরায় করেন ও বিশেষ কে, সি, বলাক বিজয়ী ভাউটবকে বিজয়-নিদর্শন প্রদান করেন। সাওথিল পি, এল, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ভাউট ও সাংগঠিক বাকী-গণকে জনগোপে আশ্রয়িত করেন। এই প্রদর্শনী বোমাবোমের জন্য পূর্ব পূর্ব পট্টা হইতে প্রায় ৭,০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। বক্তার জেনা ব্যাঙ্কিট বি: কে, সি, বলাক ভাউট প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শিখির-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ব্যয়বাহর জন্য তিনি সেখানে পলাপণ করেন।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এল-এল কোং লিঃ (জামাদিনের পাক্সি) বা জামা হইতে লক্ষ্যবর্তী কে-কোন বঙ্গোপসাগর সতর্কতা রাখিতে পারে এবং স্বাধীনতা বিজয়ী প্রচার করিয়া বা বিজয়ী বাতীত বাতাপন ও জামাভের বাতাপন ব্যাপারে কে-কোন প্রকার পরিবর্তনাই হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

ব্রিটিশ বক্তাবা, জামত, অট্টোনিয়া ও বঙ্গোপসাগর নবো জাক, বাতী ও মাদবাতী জামত বাতাপন করিয়া থাকে। বি-আই-এল-এল কোং লিঃ

ব্রিটিশ বক্তাবা, জামত, আফ্রিকা, অট্টোনিয়া, ব্রজ, জামতপ্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বঙ্গোপসাগর নবো জামত বাতাপন করে।

বাতীকিংকে অনুবোধ করা হইতেছে যে, জামা বঙ্গোপসাগর প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিশিত করেন। বক্তার পরিচিতির জন্য জামাভের বাতাপন বহু পরিচালনা করানো হইয়াছে।

জামাক জামত ত্রায়া সম্পর্কে বঙ্গোপসাগর ত্রায়াবি, বাতীকিং জামত পূর্ণ বিবরণ ও বঙ্গোপসাগর জামত প্রকৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন টিকানায় লিখুন:—

জামতবঙ্গোপসাগর এল কোং, জামতবঙ্গোপসাগর—পি এণ্ড ও এবং-এল কোং, বাতাবিজ: জামতবঙ্গোপসাগর—বি-আই-এল-এল কোং লিঃ।

বিশেষ প্রকট্য

মহাশয় পতঙ্গ-মেষ্টার বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং পতঙ্গ-মেষ্টার জ্ঞান-সাধারণের আর্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ প্রদান করিবার জন্য পতঙ্গ-মেষ্টার "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসবোর্ড বা সরকারী বিভাগ অথবা প্রাচীণ বা নিষ্ঠুরযোগ্য বসিলা যোজিত বিষয় বাস্তবিক অঙ্গান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য পতঙ্গ-মেষ্টার কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৭ই মার্চ—১৯৪১

বিজয়-অভিযান

আফ্রিকার বণাক্ষরে বৃষ্টিপাত বাহিনীর হাতে ইতালীর বাহিনীকে পুনঃ পুনঃ যে পরাজয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই উদ্বেগজনক। বিশেষভাবে ইতালীর সোমালিল্যান্ডে বৃটেনের এই বিজয় অভিযান বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হইয়াছে। এই বলে জেনারেল কামিংহামের দক্ষিণ-আফ্রিকান বাহিনী পূর্ণ ও পশ্চিম-আফ্রিকার সেনাপ্রধানের সহিত মিলিয়া সোমালিল্যান্ডের সেনাপ্রধানকে এমন শিক্ষা দিয়াছে যে, তাহার বহু দিন পর্যন্ত তাহা মনে রাখিবে। এই অভিযানে রাজকীয় বিমান-বাহিনী, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার বিমান-বহর এবং বৃষ্টিপাত নৌ-বহরও বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইতালীয়ান সোমালিল্যান্ডের অন্যতম প্রধান বলবৎ কিম্বারো দখল করার পর জুলা নদীর তীর ধরিয়া বিজয়ী বৃষ্টিপাত-বাহিনী অনেক দূর পর্ষা অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে। জুলা-নদীর মোহনার অবস্থিত জাহা বন্দর এবং দেশের আরো অভ্যন্তরে অবস্থিত পানির নামক স্থান অবিকৃত হওয়ার পরিচায়ক বুঝা যাইতেছে যে, এই অঞ্চলে ইতালীর বাহিনী চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে।

উপকূল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বাহিনীর অগ্রাভিযান আরো ব্যাপকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং কলে কিসরাহো হইতে ১৫০ মাইল দূরবর্তী শ্রাজ্জ বন্দর এবং অবশেষে ইতালীয়ান সোমালিল্যান্ডের রাজধানী মোগাদিশু বন্দরেরও পতন হইয়াছে। এই স্থান হইতে দুই দিকে প্রসারিত দুইটি মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তার সাহায্যে বৃষ্টিপাত বাহিনী যে আরো দ্রুত তাহার অগ্রাভিযান চালাইয়া বাটতে পারিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়াই অনুমান করা যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকান অঞ্চলেও বৃষ্টিপাত বাহিনী সাক্ষরতার সঙ্গে অগ্রসর হইতেছে এবং কলে বেগা ও বরাল নামক দুইটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অবিকৃত হইয়াছে। অপর দিক দিয়া চানারদের দক্ষিণ দিকে সম্রাট হাইলে-সেনাপী পরিচালিত হান্সী বাহিনী ক্রমেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং তাহার উত্তর দিকে অন্য একটি বৃষ্টিপাত বাহিনী পত্নার নহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইরিত্রিয়া অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সেনাবল, ভারতীয় সৈন্যগণ ও স্থানীয় করানী সেনাপ্রধানের সহায়তায় অগ্রসর হইয়া বিশেষ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েক নদর বেড়াও করার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাসিন হইতে ঘোষণা করা হয় যে, "আফেবাবিজা" নামক স্থানে একজন জার্মান সৈন্যের সহিত বৃষ্টিপাত বাহিনীর সাক্ষর হয়। এই "আফেবাবিজা" স্থানটি বেঙ্গালী হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণে। অঞ্চল হইতে এই সাক্ষরক বলা হইয়াছে যে, আফ্রিকার কতক জার্মান সৈন্যের উপস্থিতি অবশ্যই নহে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা মোটেই বেশী হইতে পারে না। যদ্যে হত-প্রাণ-কার্যের অংশ হিসাবেই আফ্রিকার জার্মান সৈন্যের উপস্থিতি সন্দেহ এই সংবাদটি বাসিন হইতে প্রচার করা হইয়াছে।

ভূরূপ ও বর্তমান সংগ্রাম

বলকান অঞ্চলে জার্মান সেনা-বাহিনীর অবস্থান ভূরূপের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্য কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোতফল কামালের নেতৃত্বে পরিচালিত ভূরূপ সোভিয়েট কমান্ডার সহিত বিশেষ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে এবং বাহাতে মার্কিনেপিন প্রণালীতে জার্মান প্রভাব প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে, এই ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে ভূরূপ কমান্ডার সহযোগিতা আশা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু জার্মান সেনা-বাহিনী এক্ষণে সমগ্র বলকান-অঞ্চলে প্রভাব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলেও, কমান্ডার কোন প্রতিশোধের সুবিধা উপাধন করিতেছে না; বরং পূর্বের মতই জার্মানীকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। এইজন্যই ভূরূপ আশা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বলকান রাষ্ট্রসমূহের দাব্যতাও ভূরূপের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নব্য ভূরূপের অনুসন্ধান কার্য পুনঃ পুনঃ একথা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের কোন বাসনা, বিশেষতঃ ইউরোপ-বহু ভূরূপের সীমানাবৃত্তির কোন আকাঙ্ক্ষা ভূরূপের নাই। এক্ষণে নীতি ঘোষণার কালে স্বতন্ত্রভাবে ভূরূপ বলকান রাষ্ট্রসমূহের দাব্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ভূরূপের সঙ্গে অন্যান্য বলকান রাষ্ট্রের যে বিরোধ ও অসুখ অস্তিত্বে বহু যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তাহা একেবারে মিটিয়া না যাওয়ার সম্ভাবিত্যে কোন ব্যবস্থা করা বলকান রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি ভূরূপের সঙ্গে যুক্তপেরিয়াস যে অনাক্রমণ চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে, যদি এই চুক্তি আর কিছুদিন পূর্ণে সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আরবক্ষার উদ্দেশ্যে সবগুলি বলকান রাষ্ট্রের সম্মিলনের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিত। কিন্তু বর্তমানে এমন সময়ে এই চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, চুক্তির সাথে সাথেই অতি দ্রুত জার্মান সেনা-বাহিনী বলকানে প্রবেশ হওয়ার প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তির কোন ফলাফল হয় নাই। অথবা ইহা স্বীকার্য যে, এই চুক্তি নিষ্পন্ন হওয়ার কালে জার্মানীর সহিত যোগ দিয়া গ্রীস বা ভূরূপ আক্রমণ করা যুক্তপেরিয়াস পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। কাজেই বলা চলে—জার্মানী কর্তৃক স্যালোসিকা আক্রমণ হইলেও এই চুক্তির ফলে ভূরূপকে নিরপেক্ষ থাকিতে হইবে—একটি ব্যাধ্য মোটেই সম্ভব নহে।

বাহা হউক, এখন পর্যন্তও ভূরূপ তাহার বৃষ্টিপাত-সহ সঙ্গে সামরিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা করার দায়িত্ব অগ্রসর হইতেছে। ভবিষ্যতে কি হয়, তাহাই এক্ষণে বিশেষভাবে উদ্বেগ।

জার্মান-করানী সম্পর্ক

জার্মানীর অন্যান্য আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সামরিক রাজনৈতিকভাবে চাপ দিয়া অগ্রসর সামরিক অভিযান পরিচালনার নীতি অনেক দিন হইতেই চালাইয়া আসিয়াছে। বর্তমান জার্মান সাম্রাজ্যের অনুসন্ধান ক্রেতারিক বি দ্রুত ও বিন্দুর্বার এ-হেন নীতিই চালাইয়া আসিয়া-ছিলেন এবং বিটবার এই দিক দিয়া তাহারের তত্ত্ব বিবোধ মতই অগ্রসর হইতেছেন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর কোম্পেন্স অঞ্চলে যুদ্ধ-বিবর্তিত সর্থে থাকার করার সময় মার্সাল শে'জ হস্ত মনে করিয়াছিলেন যে, জার্মানী ও জেনের মধ্যে একপক্ষে যুদ্ধের অবসান করা হইল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। কারণ একপক্ষে যুদ্ধ শেষ করার নীতি মোটেই জার্মান নীতি নয়—তাঁহারা চার কয় করিয়া অগ্রসর তাহাকে পিছনে হুঁ-বিহুঁ করিতে। যুদ্ধের মনে করা চলে নহণের, পোলাও, কোকোশ্রোজিকার, ইকাত, কোকোশ্রোজিকার ও বলকান

অঞ্চলে যেমন যুদ্ধ শেষ হয় নাই, তেমনই জেনেরও প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ চলিতেছে। বর্তমানে অথবা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বৃটেন ও অন্যান্য বিজয়কারী পক্ষের সহায়তায় জেনের যুক্তি আদরন, অথবা জেনের অর্থনৈতিক কাঠামো পূর্ণভাবে জার্মান অর্থনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া সমস্তলি করানী প্রতিষ্ঠান রাখা অর্থনৈতিক পক্ষের জেনা হুজা আর কোন উপায় নাই।

বিগত তিনেকর মাসে যঃ লাতানকে পদচ্যুত করিয়া মার্সাল শে'জ প্রকাশ দিয়াছিলেন যে, করানী জাতিকে দাস-পৃথক্ আদর হইতে দিতে তিনি সম্মত নহেন। বর্তমানে ইহা বিশেষভাবে জেনা দিরাছে যে, যুদ্ধ মার্সাল শে'জকে দ্রুতপূর্ণ জার্মান প্রেসিডেন্ট রু' হিডেন-বার্গের মতই সাহেবের অধিনায়ক পক্ষে সমালীন রাখিয়া পূর্ণ-কর্তৃক বহুতঃ গ্রহণ করতঃ যঃ লাতান তাঁহার জার্মান প্রভুদের ইচ্ছিতে পরিচালিত হওয়ার মতব্ব করিয়াছিলেন। চরম যুদ্ধের এই মতব্বের সংবাদ পাইয়া মার্সাল শে'জ লাতানকে প্রেক্ষতার করিয়া যুদ্ধের ন্যূনোচ্চল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অতঃপর যঃ ফুসিন এই পক্ষে নিযুক্ত হন এবং বর্তমানে এডুয়ার্ড দাস'ল বৈদেশিক সচিব, বরাট সচিব ও সরকারী প্রধান-মন্ত্রীর কর্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। করানী জনপদের উপর এডুয়ার্ড দাস'লদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি বিদ্যমান, এই অবস্থার জার্মান-করানী বিরোধের শেষ পরিণতি যে কি হয়, তাহা প্রকৃতই উদ্বেগ।

নৌ-শক্তির গুরুত্ব

"বাট হইতে বহু দূরবর্তী স্থানে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা বাহার আছে, তাহারই জরুরা হইবে। একমাত্র বৃষ্টিপাতই সে-ক্ষমতা ধরিয়াছে"। সম্প্রতি আসিয়াতে জেনারেল স্যার রোজার উইলসন উপরোক্ত মতব্বা করিয়াছেন। দৈনিক হিসাবে তিনি নৌ-শক্তির ভূমিকা পূর্ণাঙ্গও করিয়াছেন এবং আমরাও সেবিতে পাইতেছি যে, প্রতি সময়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। আফ্রিকা এবং গ্রীসে জেনারেলের পশ্চাতে ধরিয়াছে নৌ-শক্তি এবং এই নৌ-বহরই চরম জয় বহন করিয়া আনিবে। গত বছর-সময়ের শেষভাগে ৫টি নৌ-শক্তি বাহা করিয়াছিল, বর্তমানে সে-বলে রাজকীয় নৌ-বহর এককভাবে তাহা হস্পন্ন করিয়া চলিয়াছে। গত দুইবলে আরও ২০ খানি হস্পণাত এবং বিমানপোতবাহী জাহাজ উহার অভ্যন্তর হওয়ার রাজকীয় নৌ-বহর এক্ষণে যুদ্ধ শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছে। উপরোক্ত হস্পণাত ও বিমানপোত-বাহী যুদ্ধকাণের জাহাজগুলি বৃষ্টিপাত জাহাজ নির্মাণ কারখানার তৈরী হইয়াছে, অথচ সামরিক বহুর প্রচার করিয়াছে যে, তাহারা কারখানাগুলি অকেজো করিয়া দিয়াছে। বৃষ্টিপাত নৌ-বহর পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হওয়া সম্বন্ধে পতঙ্গ-মেষ্টার আক্রমণ হইতে যুক্ত থাকিবার দাবী করিতে পারে না। কারণ পতঙ্গ নৌ-বহর কোন সময়ে সমগ্র সময়ে পুঙ্খ হন না এবং স্বীয় পোতপুঙ্খ হইতে অস্ত্রের ও যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে অসুখ্য আবির্ভূত হইয়া থাকে। অথবা বৃষ্টিপাত পতঙ্গ-মেষ্টার কর্তব্য এমন আশা তাঁহাদের অন্তরে স্থান দেন নাই যে, তাহারা পৃথিবীর সর্বত্র সমুদ্রপৃষ্ঠে পতঙ্গ আক্রমণ হইতে যুক্ত থাকিতে পারিবেন।

বৃটেন পতঙ্গ-মেষ্টার দায়িত্ব জুলা দাবী করে না। ইতিহাসের যুদ্ধের যানবাহনের একটা যুদ্ধ অংশ নির্দেশ। উক্ত যানবাহন মতঃ সামরিক প্রচার করিয়া দেখাইতেছে যে, তাহারা বৃষ্টিপাত নৌ-বহরকে পক্ষ করিয়া দিরাছে। অথচ নিরপেক্ষ বলকানসমূহ পতঙ্গ-মেষ্টার এবং ২০৩ খানি জাহাজ এক বলকানে উল্লসিত হইতে আটক হইয়া আছে। ইহাদের কতক শেখ এবং এডোয়ান গিগেরি

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় ১ম কলামের নিম্নে দেখুন]

(5)

(2)

সম্মুখাভিমুখের অবস্থতির জন্য জানাম বাইরেতে নে,
কুইলাইনের মূল্য বৃদ্ধি চতুর্থের পঞ্চদশের ২০টি
কুইলাইনের বড়িপুর থেকে কুইলাইনের গিনি পোর্টে আনিদের
তারকা নির্দিষ্ট করেন, তাহার মূল্য আগামী ১লা এপ্রিল
তারিখ হইতে বর্তমান মূল্য ১০০ আনার স্থলে ১০০০
রান্না দাবী করিরাছেন এবং পুনরায় আদেশ পা চতুর্থ
বার্ষিক এই মূল্যের তার বলবৎ থাকিবে।

অতঃপরে গানী-দুজার কার্যে নিয়োজিত প্রায় ১৭ বছর যাবৎ যোগদানকারীক যোগদানকারীক
অতঃপরে যোগদান করিয়াছেন। [নিম্ন ৫ম পৃষ্ঠা হইতে]

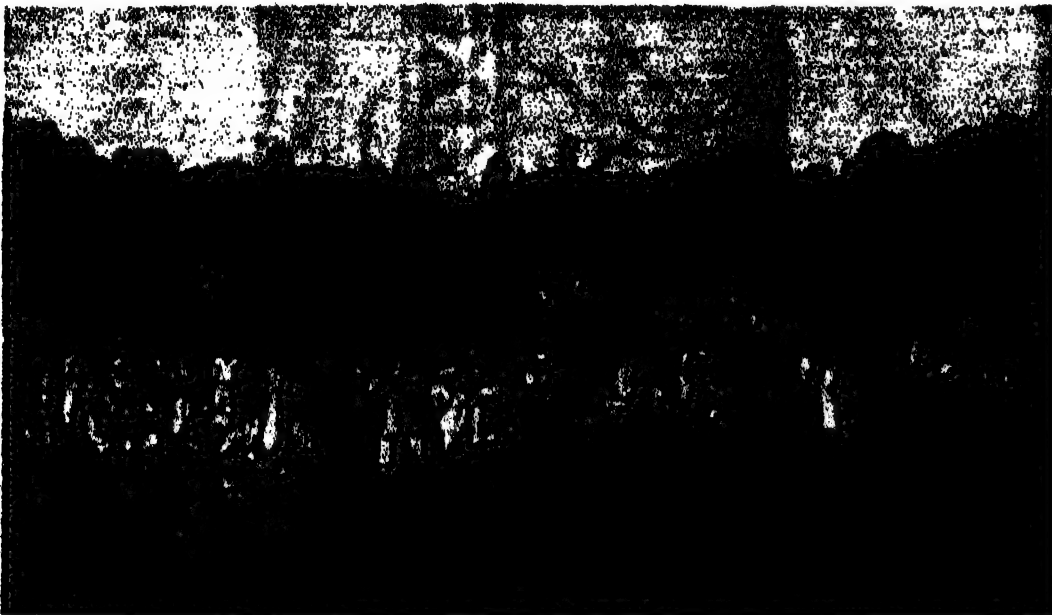
যশোহরে পল্লী-সংগঠন কার্যাবলী

নানা দিক দিয়া উন্নতিমূলক পরিকল্পনা

কৃষি ও বাণিজ্য প্রদর্শনী

একপক্ষীয় সাফল্যবশিষ্টভাবে চলিবার পর গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যশোহর কৃষি-শিল্প এবং বাণিজ্য প্রদর্শনীর সন্মতি ঘটিয়াছে। অনুমান করা গিয়াছে যে, প্রত্যয় এই প্রদর্শনীর দশ হাজার লোকের দর্শন করিয়াছে। বাঙালী সরকারের শিল্প বিভাগের হাতে-কলমে বাণিজ্যিক ছোবড়া হইতে জ্বালানি নির্মাণ শিখাইবার দল কয়েকজন গ্রী ও পুরুষকে বাণিজ্যিক ছোবড়া হইতে বড়ি ও পাশোষ ভৈরী শিখা দিয়াছে। প্রদর্শনীর শেষ দিবস যে পুরস্কার-বিভরণী সভা হইয়াছিল তাহাতে জেলা ব্যাজিট্রেট মি: এম. এম. বাস, আই. সি. এস. সভাপতিত্ব করেন। বাহালা প্রদর্শনীতে জ্বালানি প্রদর্শন করিয়াছিল এবং গ্রাম্য বোলাবুলার যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১৭টি বোলাবুলার, ১০০টি সার্টিকিট, ১টি বোলা-নির্মিত শিল্প, ১টি বোলা-নির্মিত কাপ, ১টি চাল, ১টি মিড়ানী, ১২টি ভলসেচের পাত্র, ৪টি কুঠার, বহুদিক কৃষি বিষয়ক বস এবং নগ্ন ১৫০ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল।

অন্যের পুনর্নবন কার্য শুরু করে। সেই কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। এই কার্যের পরিসংখ্যানের পর বাঙালী সরকার যেচাপ্রদর্শনিত কর্তৃকলকে তুর্হিতোক্তনে আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত বিশেষ আদেশের সহিত ৫০০ টাকা মন্তর করিয়াছেন। প্রায় ৩০ হাজার লোক এই কার্যে যোগদান করিয়াছিল। বিশেষতঃ করিয়া দেখা গেল সরকার যে উৎসেণে অর্থ মন্তর করিয়াছেন, তাহাতে তাহার মন্তরলাস হইবে না। কলম উক্ত অফিসের কয়েকজন বিশিষ্ট উন্নয়নক এই উপলক্ষে দালালি প্রয়োজনীয় বস দান করিলেন। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী উক্ত কালের পার্শ্ব অবস্থিত এক বিরাট বহলানে এই ভোজ-পর্ব সমাধা হয়। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা হইতে রান্ধা শুরু করা হয়। প্রায় ৩০ হাজার লোক এই ভোজে যোগদান করিতে আসিয়াছিল। জেলা ব্যাজিট্রেট মি: এম. এম. বাস, আই. সি. এস. সভাপতিত্ব করেন। বাহালা প্রদর্শনীতে জ্বালানি প্রদর্শন করিয়াছিল এবং গ্রাম্য বোলাবুলার যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১৭টি বোলাবুলার, ১০০টি সার্টিকিট, ১টি বোলা-নির্মিত শিল্প, ১টি বোলা-নির্মিত কাপ, ১টি চাল, ১টি মিড়ানী, ১২টি ভলসেচের পাত্র, ৪টি কুঠার, বহুদিক কৃষি বিষয়ক বস এবং নগ্ন ১৫০ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল।



জন-সাধারণের যেচাপ্রদর্শনে ভবানীপুর কালের সন্মতির সাধন করা হইতেছে।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানটির পত্রিকা সম্পাদক বাবু তুর্হিতোক্ত মি: এম. এম. বাস, আই. সি. এস. সভাপতিত্ব করেন।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যশোহর বাঙালী আদল লাগে। একটি কুঠে বস পুষ্টিয়া বাঙালীর অব্যবহিত পরই ত্রুপুটি ব্যাজিট্রেট বোল্ডী এস. এ. বহির এবং কোতোয়ালী বাসার তারপ্রাণ কর্তব্যরী ঘটনাবলি উপস্থিত হন এবং পার্শ্ববর্তী কুঠে বহুদিক ত্রাজিকা কেনিলা অগ্নিকে আরম্ভের মধ্যে আদরন করেন। তাহা সন্মত ত্রিভ জারিটি বহু বিশষ্ট হইয়া যায়। স্থানীয় অফিসারগণ যদি এইভাবে ত্রিভবকেনে বাবদ, অবলম্বন না করিডেন, তবে এই অগ্নি ব্যাপক ক্ষতি সাধন করিত।

ভবানীপুর শাল

এক সময় ভবানীপুর কাল বেশ উন্নয়নযোগ্য প্রকার সম্পন্ন ছিল এবং উহা কুমার ও নবগঙ্গা নদীর যোগদানের করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে উক্ত কাল ত্রাট হইয়া যায় এবং তাহার ফলে জন দিকাল এবং ত্রিবর্তী গ্রাম-ভূমির মধ্যে যজ্ঞমতের ব্যবস্থা মন্তর হয়। গত জানুয়ারী মাসে গ্রামভূমির বিশেষতঃ মন্তর মাকিম মি: এম. সি. বহুদিক প্রেরণের অনুপ্রাণিত হইয়া কালের ত্রাট

কচুরীপা-এর বিক্রেতা অভিযান

সমগ্র জেলায় কচুরীপালা ধুনের অভিযান পুরানবে চলিয়াছে। একটি বিশেষ অফিসের অধিবাসিগণ একটি বিরাট কাজ সম্পাদন করিয়াছে। যশোহর জেলায় কচুরীপালা ধুনের প্রায় ৩০ মাইল ব্যাপী প্রবাহিত আছে। উহা পানার একপক্ষে ত্রী ছিল যে, একটি লোক পা না ত্রিভাইরা এক ত্রীর হইতে আর এক ত্রীতে বহুতল হাটিয়া হাইতে পহিত। বহুতল সে পুরা একেবারে বলাইয়া গিয়াছে। এই কার্যের প্রবল করিয়া এবং বাহাতে অপর এই ধবনের পল্লী-উন্নয়ন কার্যে ত্রুতী হয়, সেই উৎসেণে উৎসাহ আগাইবার জন্য একটি বিশেষ ত্রাভিল হইতে দুইটি মন্তর মন্তর করা হইয়াছে। এতব্যতীত কচুরীপালের বিশালতায় আদর প্রবোধের জন্য বাঙালী ও কচুরীপালের নিমিত্ত ৩০০ টাকা বাস করা হইয়াছে।

মাজাপা বোড

সমগ্রিত বানবীর প্রদান মন্ত্রী বদর্শিতে প্রদ্যাবিত নিরাক্ষেপা মাজাপার যে ত্রিভি প্রভব দানন করিয়াছেন, সেই উৎসেণে গুহীত একপত্র বিখা অধির অফিস সাক করিতে এবং মাজাপার হইতে শুরু করিয়া ত্রিপাণ্ডিত্যের ত্রিভব বিখা বদর্শ। যেসকলে ত্রৈম পদ্যর দুই মাইল দীর্ঘ "মাজাপা বোড" নিরাক্ষেপে গত ২৩ মার্চ মন্তর মাকিম এবং অদ্যাদ্য অফিসারগণের অধিবাসকতার প্রায় দুই হাজার লোক অফিস পহিকার করা শুরু করিয়াছে। মাজাপার কাজ কয়েকদিন পূর্বে হইতেই শুরু হইয়াছে। মাজাপার কার্য প্রায় শেষ হইয়াছে এবং উহা জেলা বোর্ডের ত্রিভিকাত্তর করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই মাজাপার অফিসের বহুদিনের অত্রাণ মন্তর করিয়াছে। উপরোক্ত মাজাপার নামানুসারে উহার নামকরণ করা হইয়াছে। কলিকাতার যেসকল মি: আদর মন্তরান শিখিতী কিছুদিন পূর্বে তা: জে. সি. বাস কর্তৃক পল্লীকিত একটি মালেকিরা মাপ্রিট ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার জন্য তা: বাহকে লজ মইয়া যশোহর বাঙালীর পথে বদর্শিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং কিছুকাল অবলম্বন করিয়া কচুরীপালকে উৎসাহিত করিয়া সবলত জনতার সোদান-মুদির মধ্যে বিজ্ঞান পার্কে মাজাপার প্রবেশ উদ্বোধন করেন।

গুরুপালিত পত্র ও গোবাল্য প্রদর্শনী

আগামী ১৫ই ও ১৬ই মার্চ নিরাক্ষেপা মাজাপার প্রদর্শন প্রাক্ষেপে একটি পত্র ও গোবাল্য প্রদর্শনী বোলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একদা যশোহর বাঙালী অবলম্বন করা হইতেছে। যশোহর জেলায় ব্যাজিট্রেট মি: এম. এম. বাস, আই. সি. এস. প্রদর্শনীর বাহেতু-মাকিম করিলেন। এই ধবনের প্রদর্শনীর বদর্শিতে এই প্রদর্শন। উচিতরো পাভাযের অত্রাণ ত্রিভব দানন ত্রিভ হইতে প্রজ্ঞমসকারী বীত বদর্শিতে আমদারী করা হইবে।

[লেখক: রথ পুষ্ঠার ত্রুত]



জেলা-ব্যাজিট্রেট মি: এম. এম. বাস, আই. সি. এস. বহুদিক মাকি করিতেছেন।

বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষার বিস্তার

সীমিত ও অনুন্নত শ্রেণীর অগ্রগতি

বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯৩৯-৪০ সনের বিশেষ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

বাঁকুড়ার শিক্ষা সমস্যা বেশ নৃদল বহুতর। ইতার সমগ্র অঞ্চলটা কৃষকশ্রমিকের সমৃদ্ধ করিতে হইলে অপরিহার্য বৈধা ও যত্নের প্রয়োজন। পূর্ণ লোক-সংসারমতে এই জেলায় ১,১১১.৭২১ জন লোকের বাস। ইতার মধ্যে ৫১৫,১২৪ জন সীমিত, বাউরি ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর লোক। শুধু সীমিতরাই মোট লোক সংখ্যার পঞ্চকরা ১০ জন। কাছেরই ইতা হুশটে যে মোট লোক সংখ্যার পঞ্চকরা ৪৬ জন হইল সীমিত ও অনুন্নত শ্রেণীর লোক। সীমিত শিক্ষা বোর্ডে ইতার প্রেসিডেন্ট হইল জেলা ব্যাজিষ্ট্রেট, জেলা কোর্ট, মি: ভদ্র, ডে, কুলশা এবং আধুনিক অধিবাসীদের জন্য নিয়োজিত পেশার অফিসার সকলে মিলিয়া সীমিত ও অনুন্নত জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করত: জাহাঙ্গিরকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সীমিত বাসকদের জন্য ৯৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, ইতার মধ্যে ৫৫টি বিদ্যালয় সীমিত শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত। বেলিশীপুর জেলায় একটিকে বাস দিয়া ১৯টি বিদ্যালয় মেথোডিস্ট মিশন কর্তৃক পরিচালিত এবং অবশিষ্ট বিদ্যালয় বেসরকারীভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই জেলায় সীমিতশিক্ষার শিক্ষার উন্নতির জন্য মোট প্রত্যেক বার হইয়াছে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট প্রদত্ত ৩,৮২৮ টাকা, সীমিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাহায্য বাসক জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ১,৮৮৬ টাকা এবং আলোচ্য ৭,০২৪ টাকা। অতীত আশঙ্কের সহিত একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাউলার মহাবান্য গভর্নর বাহাদুর এই জেলায় সরকারী পরিদর্শন সময়ে সীমিতশিক্ষার শিক্ষার উন্নতির জন্য সীমিত শিক্ষা বোর্ডে ১০০ টাকা টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

বালকশিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষা

সীমিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির এই জেলায় বালক-অর্থের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পূর্বে ১,৩৮২টি ছিল; পরে জায়া বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১,৪৪৭টি পড়াইয়াছে এবং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫১,৯৭৩ জন হইতে ৫৬,২০৫ জনে পড়াইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় ৬৫টি বিদ্যালয় ও ২,২৩২ জন ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট ৫৫৭,০৭৪ জন পুঙ্খনির বহো ৫০,৮২০ বাসক অর্থের বিদ্যালয়ে বাউলার উপস্থিত বহুত বালকদের পঞ্চকরা ৬৯.৩ জন (পঞ্চকরা ১৪ জন হিসাবে বহিরা গিলে) আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ে বোধ্যমান করিয়াছিল। নব্বুর বিদ্যালয়ে প্রাথমিক জয়ে শিক্ষার্থী বালকদের সংখ্যা হইল ৫৪,০৫২ জন। ইহারিগকে হিসাবের মধ্যে বহিলে জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার জেনেদের পঞ্চকরা হার দুইই সন্তোষজনক হইত, কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি জয়েই যথেষ্ট জট হইয়াছে। এই অর্থের প্রতিকার করিতে হইলে ১৯৩০ সনের বর্ষীয় (পারী) প্রাথমিক শিক্ষা আইনে অধিকতর ডাল ও কার্যকরীভাবে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন ও সেবে ইতা অবৈতনিক ও বাধ্যতাবদ্ধ করার জন্য ব্যবহিত জেলা জুন্-বোর্ডে স্থাপন করিতে হইবে।

বালকশিক্ষার প্রাথমিক জুন্-বোর্ড মোট সংখ্যার মধ্যে পূর্বে ১২০টি এবং বর্তমানে ১২৬টি কর্তৃক বোর্ড ও জেলা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে বাঁকুড়া বিভাগীয় পরিদর্শক কাক প্রাথমিক। কারণ আলোচ্য বৎসরে বিভাগীয় পরিদর্শক

বিল সাংসদ পরিকল্পিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে; ইতার মধ্যে একটি উচ্চ প্রাথমিক বহুত ও আছে।

এই নব্বুর বিদ্যালয়ের জন্য যে ব্যয় হয়, জায়া নিম্নে দেওয়া গেল:—

	১৯৩৮-৩৯।	১৯৩৯-৪০।
	টাকা।	টাকা।
প্রাথমিক রাজস্ব	৬৫,৫০১	৬৬,৯৮৪
জেলাবোর্ড	২৭,২৫৬	২৮,৩৪৮
মিউনিসিপালিটি	৫,৫২৫	৬,১৬১
বেসরকারী	৭৮,৭৯৫	৮০,১৪২
মোট	১,৭৭,২০৭	১,৮১,৬২৫

নৈম-বিদ্যালয় ও বহুতর জুন্

এই জেলায় ১৪৫টি নৈম-বিদ্যালয় আছে; তন্মধ্যে ৩২টি বহুতরদের শিক্ষালয়। পূর্ণ বৎসর এরূপ জুন্-বোর্ড সংখ্যা ছিল ১১৪টি। এই সব জুন্-বোর্ড বার এ বৎসরে হইয়াছে ২,০৩০ টাকা; পূর্ণ বৎসরে বার হইয়াছিল ১,৪৯৯ টাকা। এই নব্বুর জুন্-বোর্ডের মধ্যে, পড়া ও হিসাব শিক্ষা দেওয়া হয়; সঙ্গে সঙ্গে বর্ষশিক্ষাও দেওয়া হয়। জায়া-জেনে ও বহুতরদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে এই সব জুন্-বোর্ডেই বহুতর করে।

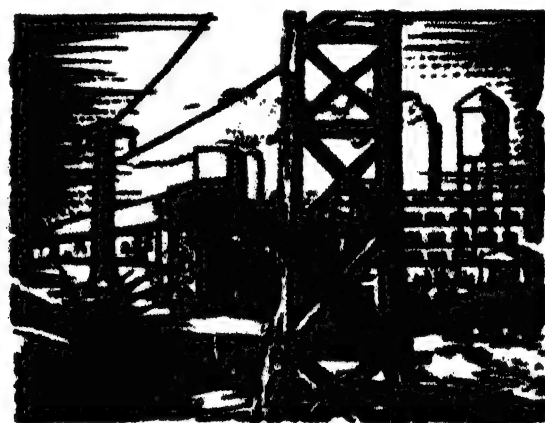
শিক্ষক ও জাহাঙ্গির ট্রেনিং

ডিনটি ওক ট্রেনিং জুন্-বোর্ড ৮৬ জন ওক ট্রেনিং পাইতেছিলেন। এই ডিনটি ওক ট্রেনিং জুন্-বোর্ড একটি জুন্-বোর্ড মিশন দ্বারা পরিচালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত, আর দুটি উন্নত বহুতর জুন্-বোর্ড।

সাধারণ বিদ্যালয়

বিগত ৩১শে মার্চ তারিখে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-নব্বুর সংখ্যা ছিল ২২টি। গত বৎসরের দ্বারা একবৎসরেও বাঁকুড়া জেলা জুন্-বোর্ড এই জেলায় একবৎর পঞ্চদশ বোর্ড পরিচালিত জুন্-বোর্ড ছিল। ইতারে গত বৎসর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২৫ জন, কিন্তু একবৎসর ছিল ৩১৭ জন। এই জুন্-বোর্ড বার আলোচ্য বৎসরে হইয়াছে ২৪,৮৯০ টাকা। গত বৎসর বার হইয়াছিল ২০,৯৭০ টাকা।

[৮ম পৃষ্ঠার জট]



ব্যবসার সমৃদ্ধি ইলেকট্রিসিটি ব্যবহারেই সম্ভব

যে কোন কাজই হোক না কেন, তা সুসম্পন্ন করতে হ'লে মানুষের মস্তবড় সহায় হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি। এ কারখানা আলোকিত করে, বিরাট বিজ্ঞান মেশিন চালায় এবং জমিকদের পরিচালন যথেষ্ট লাভ করে। জায়া কম সময়ে এবং অল্প পরিমাণে বেশী কাজ করতে পারে; আলোকিতও এতে যথেষ্ট লাভ হয়। তাই ইলেকট্রিসিটি কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত করে, আলোকিতের সমৃদ্ধিশালী করে এবং জমিকদের কাজের মধ্যেও আনন্দ দিতে আসে।



বুটেনের সাহায্যে আমেরিকার বিরাট ব্যবস্থা

ইজারা ও ঋণ-দান আইন পাশ

গ্রীকদের বিরাট সাফল্য

গ্রীক প্রচার-সচিবের এক এগেজেন্সি এবেলস রেডিও-বোম্বে প্রচার করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, গ্রীকরা ক্রমান্বয়ে ইটালীয়বিশেষে পিত্ত হটাইয়া নিতেছে। তাহারা দুইটি প্রচণ্ড ইটালীয় আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। ইটালীয়রা প্রচণ্ড কামানসহ আক্রমণ চালাইয়াছিল। কিন্তু গ্রীকরা ৫,০০০ ফিট উচ্চ পর্বত হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া ইটালীয়দের আক্রমণ বন্ধ করিয়া দেয়। দ্বিতীয়বার আক্রমণ করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাও অব্যর্থভাবে ব্যর্থতার পর্যাবসিত হয়; অবশেষে ইটালীয়বিশেষে তীব্র কতি খীকার করিতে হয়।

করাসী উপকূল-অঞ্চলে বিমান-আক্রমণ

এক মার্চ রাত্রিতে রাজকীয় বিমানবহরের বিমান-পোড়ানোর করাসী উপকূলের বন্দরে ভরবর আক্রমণ চালাইয়াছিল। ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূল হইতে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ বোমা পিরাইয়া। কালে এবং বীমাদের উপর আকাশ আলোকিত হইয়াছিল এবং করাসী উপকূলের ২০ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে মার্চলাইট-সমূহকে ধ্বংস করিয়া দেয়া গিয়াছিল।

কিরেনের আরম্ভে বৃষ্টি বাহিনী

ইরিত্রিয়ার সাম্রাজ্য বাহিনী একদিকে কিরেনের করেক বাইল ও অন্যদিকে ১৫ মাইল দিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ভূকী প্রোসেন্টে সমীপে হিটলারের মৃত

আনকারা বেতাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট ইনোন্স সহিত কার্গাপ রাষ্ট্র কন পাপেনের সাক্ষাৎকার হইয়াছে। কন পাপেন হিটলারের নিকট হইতে একটি বিশেষ বার্তা লইয়া আসিয়াছেন।

ভুরতের সীমান্তে ১৫ ডিভিশন জাম্বাণ সৈন্য

বুলগেরিয়ার রাজধানীতে তজব রাষ্ট্র হইয়াছে যে, ইতিমধ্যেই ২০ ডিভিশন জাম্বাণ সৈন্য বুলগেরিয়ার প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে ১৫ ডিভিশন ভুরত সীমান্ত অভিমুখে রওনা হইয়াছে।

উনোহু পাপেন সাক্ষাৎকারের বিজ্ঞ বিবরণ

আনকারা বেতাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কার্গাপ রাষ্ট্র কন পাপেন ৪ঠা মার্চ ভুরতের প্রেসিডেন্ট ইনোন্স সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিটলারের ব্যক্তিগত বার্তা পাঠ করিয়া গোনান। ঘোষণাকারী বেতাবে বলেন, "প্রেসিডেন্ট গভীর মনোযোগের সহিত ঐ বার্তা শ্রবণ করেন এবং উই মোতামের জন্য কুরারের সন্থানে উহার বন্যাপ্রাণের জন্য কন পাপেনকে অনুবোধ করেন।" ভুরতের পররাষ্ট্র-সচিব এম, সারাকোগলু সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন। আনকারার নিকটবর্তী চানকারার প্রেসিডেন্টের আবাস-ভবনে সাক্ষাৎকার হয়।

বৃষ্টি বিমান-বহরের আক্রমণ

পত এম মার্চ রাত্রিতে বৃষ্টির করেকখানা উপকূল বকী এলোপুন কালের ডক ও বেলগেরে সাহিত্য আক্রমণ করে।

৪ঠা জাতি একখানা উপকূলবকী প্রেস প্রেটের নিকট এক বিমানবাসী আক্রমণ করিয়া পত একখানা বকীপ্রস বিধ্বস্ত করিয়াছে। সম্প্রতি বিমান সংগ্রামে আরও চমকবান পতপ্রস বিধ্বস্ত করার সংবাদ সম্বিত হইয়াছে।

আলবেনিয়ার গ্রীক অগ্রগতি

৫ই মার্চ এবেলস বেতাবে প্রচার করা হইয়াছে যে, আলবেনীয়া সীমান্তে প্রচণ্ড কামান বৃদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। একটা ইটালীয় ট্যাঙ্কের উপর গ্রীক গোলাবর্ষণ বাহিনীর গোলা বর্ষণের ফলে ট্যাঙ্ক আড়ন লাগে এবং উহার অত্যন্তরক সৈনিকগণ নিহত হয়।

আফ্রিকায় গটীশ-বাহিনীর আরো সাফল্য

কারের এক সংবাদে জানা যায় যে, বৃদ্ধ ক্রমঃ আফ্রিকায় কেরেকলে প্রবেশ করিতেছে এবং উহা খড়ের পজিতে চমিত্তেছে। বৃষ্টি সৈন্য বাহিনী বক্ত সৈন্যগণকে ত্রাড়াইয়া লইয়া বাইতেছে এবং পতপ্রস কোনরূপ বাধারহীন চেষ্টা করিতেছে না। বৃষ্টি বাহিনী বোমাবিদ্ধ হইতে ১৭০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

জুয়া মণী হইতে ওরেনসিলে পর্যন্ত সমস্ত ভূতাপ কার্যতঃ বৃষ্টি বাহিনীর করতলগত হইয়াছে। প্রকাশ, পূর্ব আফ্রিকার ১৬ হাজার ইটালীয় বকী ও ১২ পত কামান বৃষ্টি বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে।

আফ্রিকায় বাহিনীর বিজয়

বুলগেরিয়ার আফ্রিকায় বাহিনী ইটালীয়দের বিশেষ ভরসাপূর্ণ হুইরে মূর্ণ করল করে এবং বর্তমানে তাহারা জেত্রা মার্কস অভিমুখে পতপ্রসদরকারী একটা ইটালীয় বাহিনীকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঐ অঞ্চলে ১৫ পত অসিদ্ধিত ইটালীয় সৈন্য এবং ২ পত উপনিবেশিক সৈন্য অগ্রসরত পতপ্রস করিয়া বুলগেরিয়ার আফ্রিকায় বাহিনীর মনে গোপ জিতছে।

আরও দুইটি ইটালীয় বাহিনী পতপ্রস

নায়েরবির সরকারী এগেজেন্সি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃষ্টি বাহিনী ইজিরা, বায়লোজা ও বালমোবুতি অবিকার করিয়াছে। ঐ দুইটি বাহিনী বোমাবিদ্ধ হইতে যথাক্রমে প্রায় ১৭০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও গ্রীক উত্তরে। এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার পত সৈন্য বকী হইয়াছে।

ইটালীয় বকী সংখ্যা

লগেন সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, লিবিয়ার বৃদ্ধ এপর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ইটালীয় সৈন্য বকী হইয়াছে। ১৯ মার্চ জাতি আফ্রিকায় বাহিনীর বৃদ্ধ আরও এক হাজার সৈন্য বকী হইয়াছে।

বুটেন ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সম্পর্কভেদ

লগেন সরকারীভাবে সম্বিত হইয়াছে যে, বুটেন ও বুলগেরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক তিগু হইয়াছে।

বৃষ্টি বিমান-বাহিনীর আক্রমণ

জকী বিমানপোত পরিবেষ্টিত রাজকীয় বিমান বহরের একদল বোম্বার্ক বিমানপোত ৫ই মার্চ অপরাজে বন্যাদের ভকে আক্রমণ চালাইয়াছিল। অন্য দিকে আর একটা বৃষ্টি জকী বিমানপোত বহর চ্যামেন ও উত্তর ক্রাসের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। বন্যাদের ভকে উপর বোমা নিক্ষেপ হইয়াছিল এবং উহার ফলে আত্মহতী বন্দরে ভরবর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখা যায়। একখানি পত বিমানপোত বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং আরো করেকখানি গুরুতররূপে ক্ষয় হইয়াছে।

করাসী সরকার জাম্বাণ সৈন্য

৫ই মার্চ করাস সত্তর একটা প্রপের উত্তরে সরকারী পতরাষ্ট্র সচিব মিঃ আর, এ, মটলার করাসী সরকার ক্যান্সার জাম্বাণ সৈন্যের উপস্থিতির কথা প্রকাশ করেন। ঐ সময় তিনি বলেন যে, কার্গাপ বৃদ্ধবিস্তি

কমিশনের কৌশল প্রতিদ্বন্দ্বি ক্যান্সার ছিলেন। কেরেকারী প্রবর্তন আকর্ষ লক্ষিত বক্ত কার্গাপ অফিসার ও সৈন্য তবার পৌঁছিয়াছে বন্যার সংবাদ পাওয়া যায়। মিঃ মটলার ইহাও বলেন যে, ইহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার বিবরণ পাওয়া বাইতেছে।

বৃষ্টি সাহায্যের অংশীদার

পারিয়ারেণ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃষ্টি সাহা-যেবিস্তি পতপ্রসের প্রায় ১০০ খানা রণজরী ও যোগানকার জাহাজ বিধ্বস্ত করিয়াছে।

গ্রীস-সীমান্তে জাম্বাণ বাহিনী

৬ই মার্চ জানা গিয়াছে যে, জাম্বাণ পতপ্রস বাহিনী আফ্রিকানোপোলের নিকটবর্তী গ্রীস-বুলগেরিয়ার সীমান্ত-বর্তী ক্ষুদ্র বুলগেরিয়ার পহর ভিলেনপার্ডের ১৫ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বুলগেরিয়া হইতে ইজাফুল-পারী বাহিনী ট্রেনসবুল ভিলেনপার্ডে বাহিনী নেতারা হইতেছে এবং জাতীয়গকে ভুরত পর্যন্ত বাহিনীর জন্য কোন প্ররোপ দেওয়া হইতেছে না।

ট্রেন, মণী, বাস ও বিমান ভক্তি কার্গাপ সৈন্য অফিসার-প্রোভে বুলগেরিয়ার বন্য দিগা গ্রীক সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণ দিককার তিনটি প্রবাস রাজ্যকে ভৈমক প্রত্যক্ষদর্শী 'বাইলের পর মাইল ঠাণা বজ্রাভিত সমরোপকরণ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১,৭০০ ইটালীয়দের আত্মসমর্পণ

৭ই মার্চ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১,৭০০জন ইটালীয় সৈন্য বৃষ্টি বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

গ্রীক বাহিনীর আরো সাফল্য

৭ই মার্চ গ্রীক প্রচার-সচিব এক বেজায়-বক্তার বলেন—"গ্রীক সৈন্যগণ যে-কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছেন। তাহারা এখনও আক্রমণ পরিচালন করিতেছে; সৈন্যদের মধ্যে কোনরূপ সৈন্যনা না উত্থাহতীকজ উভূত হয় নাই।

বেতাবার্তার আলবেনিয়া রণক্ষেত্রে টরনলার গ্রীক সৈন্যদের অপ্রতিদ্বন্দ্বি কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইটালীয় বাহিনীর উপর সাহা-করার সহিত গোলা বর্ষণ করা হইয়াছে। বন্য রণক্ষেত্রে ইটালীয়দের একটি পতপ্রসী বাহিনী গ্রীক সৈন্যদের হাতা অধিকৃত হইয়াছে।

আফ্রিকায় বৃষ্টি বাহিনীর তড়িৎ অভিযান

বৃষ্টি সৈন্যরা ইটালীয় সোমালিয়াতে নিবেলী বকী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং আফ্রিকায় প্রকেন-লাভ করিয়াছে। ফলে সমগ্র বৃষ্টি গ্রীসপুত্রের সম-পরিমাণ জাম এবং জাহাঙ্গের হাতে চমিয়া আসিয়াছে। বক্তের বক্ত পতপ্রস অগ্রসর হইয়া তাহারা এখন একপত হাজারেরও অধিক বর্ণমাইল দখল করিয়া লইয়াছে এবং ২১ হাজার সৈন্যকে ছয় বকী করিয়াছে অথবা নিহত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার অনেকটাই ইজিরোণীয়। বিমানপত জাহাজ পলারমান ইটালীয় সৈন্যদের সহিত বৃষ্টি সৈন্যদের এখন আর কোন মুহূর্ত হইতেছে না।

বুটেনের সাহায্যে আমেরিকা

আমেরিকান পারিয়ারেণ্ট রণ ও ইজারাদান আইন পাশ হইয়া গিয়াছে এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঐ আইনে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঐ আইন পাশ হওয়ার পর বুটেন আমেরিকার নিকট হইতে পিরাটরানে সাহায্য পাইতে থাকিবে। প্রকাশ, ৭৫ খানা জেটরার বুটেনকে অবিকারে সরবরাহ করার বাসক্য ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষার বিস্তার

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

সাধারণপ্রাথমিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১টি হইতে ১৩টি বীড়াইয়াছে এবং কোন সাধারণ প্রাথমিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া ৯টি হইতে ৮টিতে বীড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, বাজা ও কানসালায় ইংরেজী বিদ্যালয় সাধারণপ্রাথমিক স্কুলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং শিমুলাপাণ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সাধারণ কক্ষ করা হইয়াছে।

সাধারণপ্রাথমিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের জাতসংখ্যা আলোচ্য বৎসরে বীড়াইয়াছে ৩,২১৩ জন। ইহার পূর্ববৎসরে ছিল ২,৮৩৭ জন এবং ইহার বার বর্ধমান বৎসরে ও গত বৎসরে যথাক্রমে ১,২৬,২৮৯ টাকা ও ১,১১,০৭৭ টাকা হইয়াছে। সাধারণপ্রাথমিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে গড়ে জাতসংখ্যা ছিল ২৪৭ জন, ইহার পূর্ববৎসরে গড় ছিল ২৪৮ জন এবং গড়ে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য বার হইয়াছে ৮১০ টাকা। ইহার পূর্ববৎসর বার হইয়াছিল গড়ে ৮৪১ টাকা।

সাধারণ প্রাথমিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে মোট জাতসংখ্যা ছিল ১,৩৯৯ জন। ইহার পূর্ববৎসরে সংখ্যা ছিল ১,৫০৯ জন এবং মোট বার হইয়াছিল ৩৮,২৫৪ টাকা। পূর্ববৎসর বার হইয়াছিল ৪৮,৫৮১ টাকা।

মধ্য ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা, জেলাবোর্ড পরিচালিত দুইটি বিদ্যালয় সহ পূর্ববৎ ৫৭টি ছিল। এই সপ্তম বিদ্যালয়ে জাতসংখ্যা কমিয়া ৪,৭০২ জন হইতে ৪,৪৮৪ জনে বীড়াইয়াছে এবং মোট বার ৯১,৫৯৬ টাকা হইতে ৮৭,৫০২ টাকায় বীড়াইয়াছে, অর্থাৎ ৪,০৯৪ টাকা কমিয়াছে।

দুইটি মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ের মধ্যে সারেকা নারিক হাদেশ বিদ্যালয়টি শিক্ষা বিভাগ হইতে সাধারণ প্রাথমিক আধিকারে। এই দুইটি স্কুলের মোট জাত সংখ্যা হইল ১৬২ জন এবং ইহার মোট বার হইয়াছে ১,৮৭৬ টাকা; তন্মধ্যে ৬১০ টাকা প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে এবং ২৪০ টাকা জেলাবোর্ড হইতে দেওয়া হইয়াছে। ইহা উল্লেখ করা বৈশাখ্যজনক যে, মধ্য-বাংলা বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ বন্ধিও পদার্থী অঙ্গন উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা বহিরাছে, তাহা এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের গুরুত্ব দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

বহুলপুর্বে একটি কুমিলার নাসায়া আছে এবং এই জেলায় এই শ্রেণীর শিক্ষারতন এই একটি নাইই আছে। ইহার জাতসংখ্যা ৬৭ জন জন, তন্মধ্যে ৫ জন বালিকা। আলোচ্য বর্ষে এই বিদ্যালয় প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ৭২০ টাকা ও জেলাবোর্ড হইতে ২৪০ টাকা সাহায্য পাইয়াছে।

হাউসে ভাড়া শিক্ষা

এই জেলায় শুধু মালিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাবলা ও শির লহরে শিক্ষার পাখা বোলা হইয়াছে; তাহাতে বরল, সূত্রবরের কাক ও কুমিলার বিদ্যা দেওয়া হয়।

কৃষি পরিচরিতা

তিনটি সাধারণপ্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মালিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বাকুলিয়া মধ্য ইংরেজী ও কৈলাকুয়া মধ্য ইংরেজী স্কুল এই পরিচরিতা গ্রহণ করিয়াছে। এই সপ্তম বিদ্যালয়ে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কৃষি-বিষয়ের শিক্ষকের বেতনবরল মাসিক ১০ টাকা সরকারী বিভাগ হইতে দেওয়া হয়। বাকুলিয়া ও কৈলাকুয়া মধ্য ইংরেজী স্কুলে কৃষি-শ্রেণীর ব্যয়ের জন্য প্রত্যেক স্কুলে ৭২০ টাকা সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

পরীক্ষার ফলাফল

এই জেলায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির ৩৭৬ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৭৫ জন ও প্রাইভেট ২৫ জন; তন্মধ্যে ১৩ জন বালিকা গত ব্যাচিকুশন পরীক্ষার পরীক্ষার্থী-রূপে উপস্থিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২৩২ জন ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫ জন কৃতকার্য হইতে পারিয়াছে। এই ১৫ জন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর ৮ জন বালিকা। মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষার মধ্য ইংরেজী স্কুলগুলি হইতে ৬২ জন পরীক্ষার্থী ও মধ্য বাঙলা স্কুল হইতে ৪ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৭ জন—তন্মধ্যে ৩ জন শিক্ষার অনুগ্রহ ও তপশীলভুক্ত শ্রেণীর ও একজন মধ্য বাঙলা স্কুল হইতে বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

প্রাথমিক (মধ্য) পরীক্ষার ১,৩৬১ জন ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১,১৪২ জন পরীক্ষার পাশ হইয়াছে। অনুগ্রহত সমাজের জন্য রক্ষিত ২টি সহ ৯টি বৃত্তি এই জেলার ছাত্রগণ লাভ করিয়াছিল; ইহার পূর্ববৎসর ১০টি বৃত্তি লাভ করিয়াছিল।

নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ৪৫টি বৃত্তি এই জেলায় দেওয়া হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৪টি শীতাল ও অন্যান্য অনুগ্রহত সমাজের জন্য সংরক্ষিত। পূর্ববৎসরও এই পরিমাণ বৃত্তি এ জেলায় দেওয়া হইয়াছিল।

ভারতীয় বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষা

বালিকাদের শিক্ষারতনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৮টি হইতে ২২৪টি হইয়াছে এবং তাহাতে জাতসংখ্যা ৫,৩৭২ জনের মধ্যে ৫,২৯২ জন হইয়াছে। বালক-বিদ্যালয়ের স্কুলে ও বালিকা-বিদ্যালয়ে বিগত ৩১শে মার্চ তারিখে শিক্ষার্থী বালিকার মোট সংখ্যা ছিল ১১,৩৫১ জন। পূর্ববৎসরের সংখ্যা ছিল ১৩,৫২৩ জন। এই জেলায় মোট স্ট্রীলোকের সংখ্যা ১২৩১ সনের লোক-গণনার ছিল ৫৫৪,৬৪৭ জন। এই স্ট্রীলোকের সংখ্যার সঠিত তুলনা করিলে একথা বলা হইতে পারে যে, এ জেলায় বালিকাদের শিক্ষা ভেদন অনুগ্রহ হই নাই। তাহাশি আশার কথা এই যে, সামাজিক বীড়ি-নীতির লক্ষণ ও শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার জন্য যে অনুবিধা তাহা ক্রমশঃ দূর হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে বালিকাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩টি, ইহার পূর্ববৎসর ছিল ২টি। ইহার একটি সাধারণ-প্রাথমিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ২টি সাধারণপ্রাথমিক মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়। এই তিনটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪২৯ জন, পূর্ববৎসরের সংখ্যা ছিল ২৫০ জন। এই তিনটি স্কুলের জন্য মোট বার হইয়াছে ১৩,৯৯৪ টাকা; তন্মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ৫,৩৮৬ টাকা, জেলা বোর্ড হইতে ১,২০০ টাকা ও ডিউসিপিয়ালিটি হইতে ১,৫০৮ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২১১টি; ১৯৩৮-৩৯ সনে এরূপ স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৯৬টি। এই সপ্তম স্কুলে বালিকার সংখ্যা ছিল ৫,৫১৯ জন, পূর্ববৎসরের সংখ্যা ছিল ৫,০৭৫ জন। এই সপ্তম বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬টি জেলা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত, ১৬৬টি সাধারণপ্রাথমিক ও ২৪টি কোন প্রকারের সাহায্য পায় না। বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট বার ছিল ১৫,৬৭১ টাকা; পূর্ব বৎসরে বার হইয়াছিল ১৩,৬৯৮ টাকা।

কারিগরী ও ব্যবসা শিক্ষা

কারিগরী শিক্ষার জন্য এই জেলায় ১৩টি বিদ্যালয় ছিল, পূর্ববৎসরে ছিল ১২টি। ইহার মধ্যে বাঁকুড়ার [৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

মহামান্য গভর্ণরের রাজস্বী পরিদর্শন

বুড়-ভাণ্ডারে জনসাধারণের সাহায্য প্রদান

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হার্ভার্ট সর্বপ্রথম রাজস্বী পরিদর্শন করেন। রাজস্বী জনসাধারণের তরফ হইতে বুড়-ভাণ্ডার, তহবিলের নিমিত্ত জেলা ব্যাজিষ্ট্রেট ২০,৬০০ টাকার একটি বলি মহামান্য গভর্ণরকে প্রদান করেন। এই অর্থ বোপ করিলে রাজস্বী জেলার মোট বারের পরিমাণ বীড়ার ৭০,০০০ টাকা।

অর্থপূর্ণ বলি প্রদান করিবার সময় জেলা ব্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, বিগত বুড়ের ব্যয়ের তুলনায় এই অর্থের পরিমাণ অতি সামান্য, কিন্তু রাজস্বী জেলার অবিসানি-পণ আশা করেন যে, বৃত্তিদের বুড় প্রচেষ্টায়-উদ্যোগের সমানুভূতি হিমায়ে উদ্যোগী হইবে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সঠিত অর্থ গ্রহণ করিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বর্ধমান বুড়-সংক্রান্ত তহবিলের নিকট হইতে দূরে রাখিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জেলার বুড়-কমিটিকে জাহার এই বাণী প্রত্যেক গ্রামে প্রচার করিতে অনুগ্রহ করেন। তিনি জনসাধারণকে ওয়ার ৭৫ কিনিতে অনুগ্রহ করেন এবং তিনি বলেন যে, উদ্যোগী একাধারে বুড়-প্রচেষ্টা এবং ক্রেতাগণকে সাহায্য করিবে।

সারদা হইতে গভর্ণর বাহাদুর মোটরযোগে রাজস্বীতে উপস্থিত হইলে জেলা ব্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক প্যারেড প্রাউডে সজ্জিত হন। ইহাশে গভর্ণর বাহাদুর সিডিক গার্ড-নল পরিদর্শন করেন এবং তাহারা গার্ড অফ অনার গ্রহণ করেন।

গভর্ণর বাহাদুর প্যারেডে সিডিক গার্ড নলের কার্য-কলাপ দৃষ্টে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন।

অতঃপর গভর্ণর বাহাদুর জেলায় বুড়-কমিটির সভার বোধ্যান করেন; উক্ত সালেই তাহাকে টাকার বলিয়া প্রদান করা হয়।

গত ৭ই মার্চ পর্যায় বজীর বুড়-সংক্রান্ত তহবিলে মোট ৬৬,২৬,৯২৪ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে; তন্মধ্যে ৪৩,৪৭,৭০০ টাকা বৃত্তি বুড়-সংক্রান্ত কাজে ইট ইতিহা লাভ সংগ্রহ করিয়াছে।

[২৪ ফর্মের পেশাপ]

মেডিক্যাল স্কুল একটি; ইহা গভর্ণর-শেণ্ট অনুবোধিত ও জেলা বোর্ড হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত। ইহার জাতসংখ্যা ১৯৮ জন। অপর প্রতিষ্ঠান হইল ডিস্ট্রীক্ট আনুর্বেদিক শিক্ষারতন; ইহার জাতসংখ্যা ছিল ২৩ জন এবং ইহা জেলা বোর্ড হইতে সাহায্য প্রাপ্ত। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টি গভর্ণর-শেণ্ট-পরিচালিত বরল-বিদ্যালয়, তাহাতে জাত-সংখ্যা ৪৯ জন এবং ৪টি সাধারণপ্রাথমিক শির বিদ্যালয়, ৩টি জেলার জন্য ও ১টি মহিলাদের জন্য; তাহাতে ১৫৫ জন পুরুষ ও ৫৫ জন মহিলা শিক্ষার্থী আছে। সাহায্য পায় না এরূপ একটি কমাশিয়াল স্কুল আছে, তাহাতে ৪৬ জন শিক্ষার্থী। দুইটি সাধারণপ্রাথমিক স্ট্রীলোক-বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ৫৯ জন পুরুষ ও ৯ জন মহিলা শিক্ষার্থী আছে।

বোরষ্টাল স্কুল

এই প্রদেশের মধ্যে বাঁকুড়ার বোরষ্টাল স্কুল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ১৫ বৎসর হইতে ২১ বৎসরের অপ্রাণ-বরল অপরাধীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ইহাদিককে সংশোধিত করিয়া উপযোগী সাময়িক করিয়া দেওয়া। এই প্রতিষ্ঠানে মোট ২৫৮ জন বালক ছিল এবং গভর্ণর-শেণ্ট ইহার জন্য ৪৭,১৪৩ টাকা বার করিয়াছেন।

পল্লী-অঞ্চলে কৃষকদের ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন ঋণ-সালিসী বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য

জগদল জেলা

বেঙ্গল ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১৬৬নং ব্যবসায় বাতক জালানউদ্দীন শেখ এবং আরও অনেকে একটি ঋণ ঋণালী বত্রে ১৬৬ টাকা ব্যয় লইয়া সোয়া দুই বিঘা জমি ৮ বৎসরের জন্য মহাকনী ঋণক যাকু শেখকে হাতিয়া বের। বাতক উক্ত মহাকনের নিকট হইতে অপর আর এক দফার ৭৭ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাকন জমি এক বৎসর জোগ দখল করিবার পর বাতক তাহার ঋণ-সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত ঋণ-সালিসী বোর্ডের দায়বদ্ধ হয়। বোর্ডের পরিমাণ ৮৪৭ এবং ৭৭ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। দ্বিঃ দর যে, মহাকন ১৩৪৭ সালের পৌষ বাদ পর্যন্ত জমি জোগ দখল করিয়া বাতককে প্রত্যাপন করিবে এবং তাহাতেই বাতকের ঋণ শোধ হইয়া যাইবে। বাতকের দুরবস্থা দৃষ্টে বোর্ড এই সম্মতিজনক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

কালীপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৬৫নং ব্যবসায় বাতক কারাতুল্লা শেখ এবং আরও অনেকে মহাকন কালী মাকু বেপারীর নিকট হইতে ২৫০৭ টাকা ঋণ করে; হুদে আসনে উহা ১,০০০ টাকার ঋণ। ঋণ-সালিসী বোর্ডের চেয়ার উক্ত ঋণ ব্যয় ১০৭ টাকার বীমাংশ হয়।

বর্ধমান ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ২১৫নং ব্যবসায় বাতক সাধুজান শেখ মহাকন আরীর উদ্দীন এবং পানউল্লা বেপারীর নিকট হইতে ২৫৬৭ টাকা ঋণ করিয়া কিছু জমি হাতিয়া দিয়াছিল। মহাকন ১০ বৎসর বাদ এই জমি জোগ দখল করে; তাহারপরে বোর্ডের পরিমাণ ১৬৭ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। বাতকের দুরবস্থা দৃষ্টে মহাকন তাহার জমি-জমা প্রত্যাপন করে এবং তাহাতেই ঋণ শোধ হইয়াছে বলিয়া বানিয়া লয়। বোর্ডের চেয়ারেই এই সালিসী কলপ্রসূ হয়।

জয়গাভ ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১নং ব্যবসায় বাতক এম্বাচ প্রামাণিক গত ১৩৪৩ সনে ২০ বৎসরের জন্য ১৪ জোগ জমি বর্গে জ করিয়া মহাকন আলুদ গকুরের নিকট হইতে ৬৬৮৭ টাকা ঋণ করে। মহাকন তিন বৎসর জমি জোগ দখল করিয়া জমি হইতে ১৬৮৭ টাকা পায়। অবিকার জমি বর্গে জ করিয়া হেওরাতে বাতকের আর্থিক অবস্থা বারো হওয়ার এবং হুদে আসনে বোর্ডের পরিমাণ ১,৫০০ টাকা ঋণইবার কমে বোর্ড মহাকনের মহাকনভার উপর নির্ভর করে। মহাকন সালসে বাতক ১০৭ টাকা ১৮ বৎসরে শোধ দিবে, এই প্রকারে সমস্ত হয় এবং বাতকের সমস্ত জমি প্রত্যাপন করে। একটি বত্রে বত্রে বাতক মহাকন মাকু বিলম্বাচরণ বানের নিকট হইতে ৪৪০৭ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ হুদে-আসনে ৮৮০৭ টাকা সাব্যস্ত করে। তাহার বোর্ড বাতকের অবস্থা দৃষ্টে বিশেষ প্রণয়ন সহিত উক্ত ঋণের পরিমাণ ১০৭ টাকার বীমাংশ করে। উক্ত ১০৭ টাকা ৫৭ টাকা আর্থিক ক্ষতিতে ৬ বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে। মহাকন ব্যক্তি ৮৫০৭ টাকা বিশেষ মহাকনভার সহিত হাতিয়া দিয়াছেন।

কোচবদর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৪৬১নং ব্যবসায় মহাকন বেদীমাকু প্রামাণিক ২৪৭৭ টাকা শারী করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১০০৭ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। বাতকের দুরবস্থা দৃষ্টে বোর্ড একটি সালিসীর ব্যবস্থা করে। তাহার কমে বাতক মন ২৭৭ টাকা মহাকনের হাতে প্রদান করিয়া ঋণ মুক্ত হয়। মহাকনও এই প্রকারে সমস্তি লয় করে।

দামোদরপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ২১নং ব্যবসায় বাতক গত ১৩৩২ সালে মহাকনের নামে ৪০০৭ টাকার একটি জমি বন্দী বত লিখিয়া বের। তাহারপরে বাতক সাহের উদ্দীন শেখ এবং আরও অনেকে বিভিন্ন তাবিবে ১৫১১০ প্রদান করে। ঋণের পরিমাণ ১৬৪১১০ বলিয়া সাব্যস্ত হয়। মহাকন কারিমীকুমার সরকার নিক্তে বোর্ডের একজন সদস্য। বাতকের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি ৫০৭ টাকা প্রদান করিয়া সমস্ত ঋণ মাকু করিয়া লেন। এই সালিসীর জন্য সমস্ত মহাকন বোর্ডের প্রাণ।

নোহালিপাড়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৯৫নং ব্যবসায় গত ১৩৩৮ সালে বাতক জিহারী প্রদান দান ২৯ জোলা সোনা বতক

হাতিয়া মহাকন সালিসীমহাকন সাহায্য নিকট হইতে ২০০৭ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। মহাকন শুধু ১৬ জোলা সোনা বীমাংশ করে এবং বোর্ডের নিকট একটি বানি শেখ করে। বাতক বলে যে সে ২৯ জোলা সোনা হাতিয়াছে, কিন্তু তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না। বোর্ড বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত মহাকনকে বীমাংশ করার যে প্রকৃতপক্ষে ২৯ জোলা সোনা বীমাংশ দেওয়া হইয়াছিল। যেহেতু মহাকন ইতিপূর্বেই সোনা বিক্রি করিয়া কেনিয়াছিল, উক্ত জমা বোর্ড সাব্যস্ত করে যে, বাতককে মহাকনের ৫০০৭ টাকা প্রদান করিতে হইবে। এই বীমাংশের বাতকের খুব উপকার হইয়াছে।

হালিশাটী

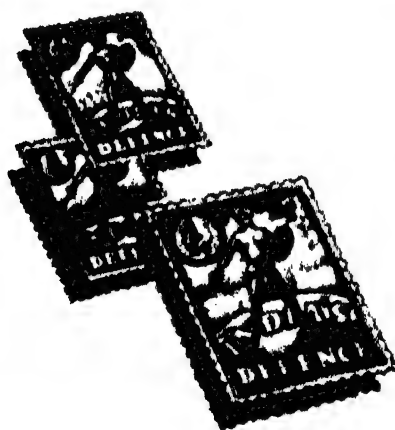
চোরাগপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১৬১নং ব্যবসায় বাতক কিশিন মকন এই সর্গে মহাকন জমিউদ্দীন মকনের নিকট হইতে ৯৯৭ টাকা ঋণ করে যে, হুদে পরিকল্পিত মহাকন বাতকের ১৩৩২ একন জমি জোগদখল করিবে। মহাকন উক্ত জমি এগার বৎসরকাল জোগদখল করে; বাতক ১৩৪২ সালে ঋণ শোধ করিতে পারিল না বলিয়া ৯৯৭ টাকার আর একটি দুতম ক্ষতিজনক বত উপরোক্ত জমি বর্গে জ করা হইল। তাহারপরে বাতক ১১৭ টাকা শোধ করে।

সুতরাং বত্রে বত্রে মহাকন ১৩৪৩০ আদা শারী করে।

বীমাংশের সমস্ত বাতকের দুরবস্থা দৃষ্টে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ মহাকনের সমস্ত সমস্ত করিতে সমর্থ হন এবং মহাকন বীমাংশে ১০৭ টাকা প্রদান করিয়া বাতককে ঋণমুক্ত করে।

প্রত্যেকেই এ-ভাবে সক্ষম করছে



চাম্প কিনে কার্টের ঘরে বসাতে থাকুন। মন টাকা হুলোর চাম্প জ্বলে কার্টটি ভাঙি হবে এবং তখন সেই কার্টটি কে-পোই অফিসে সেতিং ব্যাং আছে, সে পোই অফিসে দিবে গেলে আপনার কার্টের বত্রে ১০৭ টাকা হুলোর একটি ডিকেন্স সেতিং সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট আপনার জন্য টাকা উপায় করতে থাকবে এবং মন বত্রে পরে এই মন টাকার সার্টিফিকেটের বার হুদে তের টাকা ম'আদ। হুদে তখন ইমুকাই চাম্প পাবে না। বত্রেই টাকা ফেরৎ গ্রহিবে তখনই আপনার প্রাণা হুদে সর্বোচ্চ টাকা ফেরৎ পাবেন।

আত্মরক্ষার জন্য সক্ষম করুন

ডিকেন্স সেতিং সার্টিফিকেট কিনুন

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

কলিকাতা সারসংক্ষেপ—

জলসরবরাহ—ভারত গভর্ণমেন্ট এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট মিলে মিলে জল সরবরাহ করা যে অবস্থা হইতেছে, উহার পরিপূরক হিসাবে প্রায় ১,০০০ টাকা টীকা সংগৃহীত হইয়াছে। নীচের মলকুল স্থাপনের কার্যাবলি হইবে।

খেলার মাঠ—পুণ্ড আমদারী মাস হইতে ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক পুণ্ড দ্বিতীয় ক্রিকেট টীকা এবং দ্বিতীয় টীকার টীকা মিলে মিলে কাজ করা হইতেছে :—

(১) কলকাতা এম. টি. কুলের খেলার মাঠ—	
সরকারী সাহায্য।	দ্বিতীয় টীকা।
১০০০	২০০০
(২) গাঙ্গুলি পল্লীর জন্য খেলার মাঠ—	
৪০০০	২৭০০

মোট ৭০০০	মোট ৪৮০০
জলসরবরাহ—ভারত গভর্ণমেন্টের দ্বিতীয় ক্রিকেট টীকা এবং দ্বিতীয় টীকার সাহায্যে মিলে মিলে কাজগুলি সুস্থভাবে সম্পাদিত হইতেছে :—	

(১) দ্বিতীয় টীকা দ্বিতীয় টীকার সাহায্য—	
সরকারী সাহায্য।	দ্বিতীয় টীকা।
২০০০	১২০০
(২) দ্বিতীয় টীকা-সংগৃহীত বিলম্ব—	
২০০০	১২০০
(৩) টীকা হইতে গোলাপালিকা পর্যন্ত খাল সংগ্রহ—	
৪০০০	১০০০
মোট ২০০০	মোট ৪০০০

কলকাতা—সমগ্র গভর্ণমেন্ট পুণ্ড ১,০০০ টীকার সাহায্যে কুমার নদীতে বেড়া ভেঙার ব্যবস্থা হইতেছে।

পল্লিকা—নৈম-বিদ্যালয়সমূহ হইতে প্রাপ্ত হিসাবে দেখা হইতেছে—কাজ বেশ সাফল্যজনকভাবে চলিতেছে।
আজ—মালেকিয়া-অধ্যাপিত অফিসে বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করা হইয়াছে।

মালেকিয়া সারসংক্ষেপ (কলিকাতা)—

জলসরবরাহ—ভারত গভর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত দ্বিতীয় ক্রিকেট টীকার ১২টি মলকুল স্থাপন করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডগুলি নিজেদের তহবিলের টীকার ১০টি মলকুল স্থাপন করিয়াছে। কতকগুলি মলকুল স্থাপনের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত অর্থ ও দ্বিতীয় টীকার টীকা মালেকিয়া সারসংগ্রহীতে করা হইয়াছে। মলকুলের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট যে ১০,৮৮০ নিযোজন, বর্তমান বৎসরেই উহা শেষ করার ব্যবস্থা হইতেছে।

কলকাতা—কোন কোন ইউনিয়নে কলকাতার উচ্চশিক্ষা সাধন করা হইয়াছে। সমগ্র গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রায় ১০০ টীকার সাহায্যে কলকাতা পুণ্ডের আয়োজন চলিতেছে।

পুণ্ডের বীজ—সরকারী পুণ্ডের বীজগুলি ভালই আছে। কল ও জলের অভাব দেখা দেয় মাই।

নৈম-বিদ্যালয়—নৈম-বিদ্যালয়গুলি সফলভাবে চলিতেছে। একক-বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের জন্য অর্থ ও একক-আবাসিক। কলিকাতা বোর্ডের দুইটি নৈম-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। পাঠ্যপুস্তকগুলি অর্থও ভাল।

আবাসিক—আবাসিকপুণ্ড এবং পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি জল পল্লিকা কাছাকাছি হইতেছে। আবাসিক অবস্থা সাধারণতঃ ভাল। জনসংখ্যা বিভাগ হইতে প্রেরিত কুইনাইন জলসরবরাহের মধ্যে বিতরণ হইতেছে।

নিবন্ধ—ভারত গভর্ণমেন্টের অর্থ খাল বন্দ, মাল ও খেলার মাঠ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

গোলাপালিকা সারসংক্ষেপ (কলিকাতা)—

উত্তর সার্কলে বরফের শিকার জন্য প্রতিষ্ঠিত নৈম-বিদ্যালয়গুলি বেশ ভালভাবে চলিতেছে। মিলে মিলে বিদ্যালয়গুলি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ইচ্ছাধীন তহবিল হইতে ১০ টীকা করিয়া সাহায্য লাভ করিয়াছে :—

গোলাপালিকা সার্কল	
(১) জোড়ানপুর নৈম-বিদ্যালয়, (২) উজানচর নৈম-বিদ্যালয়, (৩) চৌবেড়িয়া নৈম-বিদ্যালয়, (৪) দ্বিতীয় মহানন্দপুর পল্লী-উন্নয়ন নৈম-বিদ্যালয়, (৫) নৈম-বিদ্যালয়, (৬) চন্দ্রাবনন্দপুর নৈম-বিদ্যালয়।	
পাশা সার্কল	
(১) বাওলা নৈম-বিদ্যালয়, (২) হোগলাডাঙ্গা নৈম-বিদ্যালয়।	

বে-সরকারী লোকের ব্যবস্থা সরকারী কুইনাইন বিতরণ করা হইতেছে। কলকাতা পুণ্ডের চৌ-চরিত অবস্থার-ভাবে চলিতেছে। কতকগুলি খাল ও সর্কল কলকাতা পল্লিকা করা হইতেছে। জলজলপুণ্ড ও চৌবেড়িয়ার ইউনিয়নে পুণ্ডের বীজগুলি বেশ সফলভাবে কাজ দিতেছে। প্রায় একশতের অধিক বাচ্চের জন্ম হইয়াছে। এ অফিসে দ্বিতীয়ভাবে পল্লী-উন্নয়ন পুণ্ড পালনের উৎসাহ সাধনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহা খুব কমপুণ্ড হইবে।

গোলাপালিকা সারসংক্ষেপ (কলিকাতা)—

কলিকাতা, কলকাতা, কলকাতা, কলকাতা এবং অন্যান্য ইউনিয়নে কলকাতা পল্লিকা করা হইতেছে।

কলিকাতা ইউনিয়নের খেলা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি চাউল সংগ্রহ করিয়া উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বিক্রি করে। মালেকিয়া অধ্যাপিত অফিসের প্রেসিডেন্ট-গণকে মালেকিয়া বিক্রয় কার্ধ্য আনুষ্ঠান করিতে বলা হইয়াছে। জলসরবরাহের মধ্যে বিতরণের জন্য বর্ষে পরিচালিত কুইনাইন ও জলসরবরাহের নিকট পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হইতেছে। মালেকিয়া ইউনিয়নও বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে। সার্কল জুড়ে পল্লী-উন্নয়ন সার্কল একটি জলসরবরাহ সত্তা হইয়া গিয়াছে। নৈম-বিদ্যালয় এবং পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি নিয়মিতভাবে কাজ করিতেছে।

ত্রিপুরা সারসংক্ষেপ—

চৌকিগ্রাম থানার অফিসে একটি ইউনিয়ন বোর্ডে বালিকা হইতে মিলিতকৃত পল্লী-উন্নয়ন বোর্ডে প্রবেশিত প্রবেশ প্রদত্ত করা হইতেছে এবং এ ইউনিয়নে আরও দুইটি বোর্ড প্রদত্ত করার চেষ্টা হইতেছে। নিম্ন-লিখিত পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে :—

(১) হোমলা থানার হোমলা ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে হোমলা থানার।	
(২) কুচিলা থানার হোমলা ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে হোমলা থানার।	
(৩) দেবীদুর্গা থানার হোমলা ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে হোমলা থানার।	

(৪) দেবীদুর্গা থানার হোমলা ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে হোমলা থানার।

(৫) কলকাতা থানার, কলকাতা ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে কলকাতা থানার।

মালেকিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি এবং পল্লী-উন্নয়ন সমিতি বোর্ডের দুইটি বোর্ড ও দুইটি পল্লী-উন্নয়ন করিয়াছে।

জামশেদপুর (ত্রিপুরা)—

মাননীয় কৃষি-মন্ত্রী জামশেদপুর প্রদেশীয় উন্নয়ন করিয়াছিলেন। পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ ইন্ড্রাক, আই. সি. এস. এই প্রদেশীয় একটি জলসরবরাহ সত্তা প্রদান করেন; বিশেষ করিয়া বরফের শিকার সত্তা আয়োজন করেন।

চাউল—

পুণ্ড আমদারী মাসে কলিকাতা থানার চন্দ্রাবনন্দী গ্রামে বরফের শিকার প্রবেশ আন দাইল লতা একটি বোর্ড প্রদত্ত করা হইতেছে। এই বোর্ডের নাম "পল্লী-উন্নয়ন বোর্ড" রাখা হইতেছে। একটি বরফের শিকারজনক বোরস ও পুণ্ড প্রদত্ত করা হইতেছে। গ্রামের কয়েকটি সর্কল পল্লিকা করা হইতেছে।

গ্রামের সর্কল বোর্ডগুলি সর্কল ও বরফ করা হইতেছে। কতিপয় পল্লী-উন্নয়ন কলকাতা পুণ্ড করা হইতেছে। নিম্নের খা ও আধিকার খা। বরফ দুইটি বিন পল্লিকা করা হইতেছে।

সর্কল জন্ম নিরোধের জন্য কয়েকটি পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্র হইতেছে। বরফ বোর্ডগুলিকে দেওয়া জন্য এই সমিতিতে ৪ পাউন্ড সিনকোলা বোর্ড দেওয়া হইতেছে এবং সমিতির বিবরণে জানা গিয়াছে যে এই উত্তর বিভাগের কলে ১,০০০ তিন হাজার লোকের উপকার হইতেছে।

এই সমিতি কলিকাতা হইতে বিনামূল্যে দৈনিক ও পল্লিকা ২৩ খানা সংবাদপত্র পাঠ্য পাবে।

এই সমিতির নিজস্ব একটি লাইব্রেরী আছে; উহাতে কতিপয় পুস্তক আছে।

মালেকিয়া—

বিপত আমদারী মাসে জেলার সর্কল প্রদত্ত-সর্কল অনুষ্ঠান হইতেছে। তাহাতে জামশেদপুর পল্লিকা ও পল্লিকা-সর্কল সেডিং ব্যাঙ্ক ব্যক্তিগত মাসে হিসাব খুলিবার প্রয়োজনীয়তা সর্কলে আয়োজন করা হইতেছে।

কলিকাতা থানার গ্রামের কলিকাতা জল এবং দুইটি পল্লী-উন্নয়ন জল অফিস পল্লিকা করিয়াছে এবং কলিকাতা থানার গ্রামের কলিকাতা জল অফিস একটি বোর্ডের পল্লিকা আনুষ্ঠান করিয়াছে। সর্কল বরফের সর্কল থানার অফিসে চিটপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি এক বোর্ড লতা বোর্ডের সর্কল করিয়াছে। সর্কল থানার অফিসে হুকেয়ার পল্লী-উন্নয়ন সমিতি বরফের শিকার প্রবেশ একটি বোর্ড প্রদত্ত করার কাজ করিয়াছে এবং ইউনিয়ন কাজ অনেকটা সম্পন্ন হইতেছে।

বরফের শিকার—
চিটপুর এবং হুকেয়ার পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ও চৌ-বেড়িয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি সর্কল বরফের শিকার নৈম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং এ নৈম-বিদ্যালয় কাজ বেশ ভালভাবে চলিতেছে। কলকাতা থানার অফিসে মালেকিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি দ্বিতীয় গ্রাম প্রাদেশিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি পুণ্ড নির্মাণ করিয়াছে।

বুলগেরিয়ার ব্রিটিশ দূতাবাসের
কর্মচারী উদ্ধাও

पेहेलिया कन्ह बनिहा काभका

বুলগেরিয়ার খ্রিষ্টীয় কল্পমাণের আকিলের কর্ণারবী
 যি: প্রেস্টাইট পত্র ২৪শে জাতিবে বুলগেরিয়ার শীর্ষকের
 নিকট বিবাহ হইয়াছেন। এ পদার্থও প্রাচীর কোনও
 ধর্মিক পাওনা: হার নাই বা এই পদার্থের কোনও সমাধান
 হয় নাই। সাধারণের বিশ্বাস, তিনি মেরোপোর
 চতুর্বে হারা: অপসৃত হইয়াছেন। বুলগেরিয়ার
 প্রবাসবরী ব: সিলোকেব সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুলগেরিয়ার
 খ্রিষ্টীয় রাষ্ট্রপতি জালান বে, এই ব্যাপারটিকে খ্রিষ্টীয়
 অজিগর গুপ্তের বলিয়া মনে করিতেছেন, এবং খ্রিষ্টীয়
 পত্রবর্গেণ্ট আশা করেন যে, প্রকৃত দোষী ব্যক্তিকে
 বহিষ্কার জন্য বুলগেরিয়া পত্রবর্গেণ্ট নীচুই বিশেষ
 উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করিবেন।

চন্দ্রকোণা	..	৬০০০
কুমিল্লা	..	১,৫০০০
কুষ্টিয়া	..	১,০০০০
আবাহাণ	..	২,০০০০
বর্ধমান সিভিল স্টেশন	..	১,০০০০
খোখরডাঙ্গা	..	৭০০০
নাটোর	..	১,১২০০
ডাট্টাঙ্গা	..	১,০০০০
পাতিপুত্র	..	১,০০০০
প্রতিপুত্র	..	১,১০০০

কেরোসিন কাহিনী

৫নং—দোকানী

ভারতের চল্লিশ কোটি লোকের পক্ষে অভিজুষ্টি ও অমানুষি একটি গুরুতর চিন্তার বিষয়, কারণ জীবনধারণের অভাবমুক্তকীর বহু জিনিষ এই অনিশ্চিত বৃষ্টি-পাতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু কেরোসিনের নিয়মিত আমদানি সবচেয়ে কোনই অনিশ্চিত্য নাই।

বার্দ্‌-শেল কেরোসিন আমদানির একমুখী সুব্যবস্থা করিরাছেন যে এই একটি অভ্যাবস্তম্ভীয় পদার্থ সকলেরই সহজপ্রাপ্য হইতাত্বে। যদি কোম প্রায়ে মাত্র একটি দোকানও থাকে সেখানেও বার্দ্‌-শেল কেরোসিন বিক্রয় হয়। গত বৎসর বৎসরে প্রমাণিত হইতাত্বে, যে যাহাই ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষে প্রত্যেকেই প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন আমদানি বিষয়ে সুনিশ্চিত-থাকিতে পারেন—তা তিনি সহজেই ভাল করুন বা পুদুর পরীক্ষিত।

बाल कर्म का प्रभु प्रतीक ।

The illustrations show children engaged in various types of labor. The first shows a boy operating a large mechanical wheel. The second shows two boys sitting on the floor with a lantern, possibly working on a craft or study. The third shows a boy standing next to a window, possibly washing or cleaning.

বার্ভা-শেল অয়েল টোয়েন্ট এণ্ড ডিট্রিবিউটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
এজেন্টস্:
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাস কলকাতা সিঙাপুর

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কলকাতা সিংহ বিলী

পুলিশ ও অধিবর্তিত হাফটীর মেডিক্যাল ব্যাপার
নবকুমার ও হানসব্রুক নামটি বেডনভোবী মেডিক্যাল
অফিসারের উপর দাখল থাকিবে।

ল.-ম.টিনিয়ার স্কুলে গভর্ণর বাহাদুর

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির উচ্চসিত প্রশংসা

বিশ্ব ২৮শে ফেব্রুয়ারী ল.-ম.টিনিয়ার স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় বাঙালি গভর্ণর বাহাদুর স্যার জন হারবার্ট সিন্ধুগুপ্ত বহুতা পুরস্কার করেন:—

সেতি হারবার্ট ও আমার প্রতি আপনাদের সমর্থনের জন্য আমি সর্বাপেক্ষে আপনাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার উত্তরে অকুণ্ঠিত বসিতে পারি যে, আপনাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণ উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া এই বিখ্যাত বিদ্যালয়ের অনেক কিছু দেখার সুযোগ লাভ করার আশা আনন্দান্বিত করিতেছি। আমরা সমোচ্ছ্বাস সহকারে আপনাদের কার্যাবিবরণী পূরণ করিয়াছি। উহাতে দেখা যায়, বৃহৎ পরিমিতের বহুত পুরস্কার আদৌ পুত্ৰাধিষ্ঠিত হইয়া নাই। ১০০ বৎসরের অধিক পুরাতন একটি বিদ্যালয়ের নিকট ইহা আশা করা উচিত; বিশেষতঃ একাধিকবার আপনাদের বিদ্যালয়ের উপর দিয়া বহু-বহু বহু গিয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত ফেলোশিপ প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে যান পাইয়াছে, ইহা বাস্তবিকই বড় সফলতা; মিঃ কার্ণের বহুত পুরস্কার দীর্ঘকাল সঞ্চিত আর্থিক একত্ব। প্রথমতঃ আমাদের সেবাশ্রমী অকস্মাৎ বড় হইয়া গিয়াছে বা এমন এক অদ্ভুতপূর্ণ অবস্থায় নষ্ট হইয়াছে যে, আমাদের পাঠ্যক্রম অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের জীবনযাত্রা ক্রমে উন্নত হইয়া উঠিতে। বিদ্যারতঃ আশুপুত্রকে আমাদের অবস্থা মন্থিত হইতে হইবে এবং বিশেষ অধিকার লাবী করিতে পারিবে না। অতঃপর যাহা দুশ্চিন্তা, এখানে উচা লাভ করিয়া তাহার উপকৃত হইবে এবং কৃতজ্ঞ থাকিবে; আমরাও তাহার উপস্থিতির বহুত লাভবান হইব।

ভারতীয়দের প্রবেশ

এই পুরস্কার লাভ কর বৎসরে ভারতীয় ছাত্রদের ভক্তি সম্পর্কে মিস্ কাউন্সিল যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমার মনে পড়িতেছে। ভারতীয় ছাত্রদের ভক্তি সম্পর্কে যে সাক্ষ্যে কণা তিনি বলিয়াছেন, উহা আমার অস্তরে এই বিশ্বাস পুঙ্খ করিয়া তুলিয়াছে যে, গুণের পরিবর্তনের সহিত ল.-ম.টিনিয়ার ছাত্র বাহিনী চলিতে পারিতেছে। কেবলমাত্র পুরস্কার পরিবর্তন ও নতুনভাবে তরুণ চোখে দেখা হয় এবং শুধু নতুনদের জন্যই উত্থাপিত পুরস্কার করা হইয়া থাকে, সে হলে ইহা বাস্তবিকই বড় সফল। তদুপরি আপনাদিগকে আরও একটি তত্ত্বপূর্ণাঙ্গী পরিদর্শন আনন্দনের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। আপনাদের স্কুলটি কলিকাতার বাহিরে কোন খোলা এবং স্বাধিকার আধার আদায়ের পুত্ৰাধিষ্ঠিত কণা বলা হইতেছে। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, টালিমন্ড অফিসে স্কুলের আবেগ সংগ্রহের বিষয় বিবেচনামূলক আছে। তাহার অধির দায় জন্ম: বৃদ্ধি পাইতেছে। গভর্ণর: বড়ির প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি যে, তাহা-জ্ঞা না বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কিছুই করা হইবে না। কোন বড় বহর নথ্য নাড়িতে থাকে, তখন পহরের বাহিরে ডাল দানে স্কুল সরাইয়া বহর নতুনদের পরিচালক বটে; তবে উহাও কতকটা অবিশিষ্টের মধ্যে আশাইয়া পড়ার দায়। কিন্তু ইংলণ্ডে বহরার তাহা করা হইয়াছে। স্কুলের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছে এমন বহু বিখ্যাত স্কুল পহরের বাহিরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এ জন্য কোন সন্দেহ করিয়াছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস পাই না।

বৃহৎ-চৌহাট স্কুলের গান

বৃহৎ-চৌহাট স্কুলের গান সম্পর্কে মিঃ কার্ণ যাহা বলিয়াছেন, আমি উহার ওপর উপলব্ধি করিতেছি। বৃহৎ-চৌহাট স্কুলের জন্য যে আবেগন করা হইয়াছে, বাঙালিদের পুরস্কার বিদ্যালয়সমূহ হইতে উহার বহুত লাভা পাওয়া গিয়াছে। এ স্কুলের শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্ররা অস্বস্তি বোধ করিতেছে, ইহা আমি বেশ স্পষ্টরূপে করি। সাদা বাহাদুরের পতিয়া বাহাদুর এ-সময় ভারতে অবস্থান করিতেছে, তাহার অধিকার মধ্যে উক্ত কলুজির তার বিদ্যালয়। বাহাদুর স্কুল ত্যাগের সময় নিকটবর্তী, তাহাও পশ্চিমী উদ্দেশ্যে বসন্ত হইবে। আমি তাহাদিগকে ইহা বলিতে চাই যে, তাহাদের কর্মীর কাকও এখানে বহিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রমোদনের চাপে বৃহৎ-চৌহাট এখানে বাকি হইতেছে। শিক্ষকদের মধ্যে বাহাদুর অস্বস্তি বোধ করিতেছেন, তাহাদিগকে আমি মিঃ কার্ণের বহুত অনুধাবন করিতে বলিতেছি, উহার সহিত আমার বক্তব্যের এতটা সামঞ্জস্য গহিয়াছে যে, আমি উহার সহিত আর কিছু যোগ করা অসাধ্যক মনে করি। এখানে শুধু আমি ইহা বলিতে চাই, যে উদ্দেশ্যে আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, উহার কাঠকো অর্থ ১২ শিকা ও আল্পকে দি যাতন হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের সংগ্রামটাই দায় ভার পরাবসিত হইবে। মিঃ কার্ণ এবং মিস্ কাউন্সিল যে কার্যাবিবরণী পাঠ করিয়াছেন, আমি উহার আর কোন সমালোচনা করিতে চাই না; তবে বিদ্যালয়টি যে উহার শৈক্ষিক মান অকুণ্ণ রাখিয়া চলিতেছে, আমরা যোগ দর সে আশ্বাস পািতে পারি। স্কুলটির উত্তরোত্তর শীর্ষস্থিতি সঞ্চিত হউক, ইহা আমার কামনা। অসাকার অনুধাবনের জন্য আমরা উত্তরে পুনঃ আপনাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইন্ডিয়ায় ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্ব

গোলাবর্ষ উপেক্ষা করিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ

ইন্ডিয়া দীর্ঘকালের কামনা হইতে ইটালীয়বিশিষ্ট কেরেনে হটাইয়া দিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক সৈন্যবাহিনী যে কৃতির প্রশংসা করিয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি এই মুহুর্তে যে বিবৃত সত্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, ব্রিটিশ সৈন্যের প্রধানতঃ দুইটি বাহিনী এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। একজন ভারতীয় কনিষ্ঠ অফিসার গোলাবর্ষ নামক স্থানে শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষের বহু দিয়া ভারতীয় বাহিনীকে পরিচালিত করিয়া লইয়া আসে এবং একটি চড়াই গির্জাঘট অধিকার করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু শত্রুপক্ষের উপর্যুপরি আক্রমণে অবশেষে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষে আহত হইলেও সৈন্যের সৈন্যদের ভিকি নিরাপদ স্থানে কিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই মুহুর্তে একজন ভারতীয় "ট্রোয়া"-বাহক একটি আহত সিপাহীকে বৃহৎ-চৌহাট হইতে লইয়া আসিবার সময় প্রাক চতুর্দিকেই শত্রু কর্তৃক বেঁচে হইয়াছিল। কিন্তু সে বিশেষ তৎপরতা সহকারে সিপাহীর বস্তুটি তুলিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিভাজিত করিতে সক্ষম হয় এবং আহত সিপাহীকে হাসপাতালে নৌহাইয়া দেয়। আর একজন ভারতীয় গোলাবর্ষ বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়া বৃহৎ-চৌহাট করিয়াছে। বৃহৎ-চৌহাট শত্রুসৈন্য তাহার উপর খাঁপাইয়া পড়িলেও সে নিতীকভাবে তাহাদের উপর মেসিন্ গান চালাইতে থাকে। অতঃপর শত্রুপক্ষের একটা বোম্ব আঘাতে তাহার বৃহৎ হয়। শত্রুপক্ষ বিভাজিত হইলে দেখা যেন, মেসিন্ গানের "স্ট্রিগার" (ঝোড়া) উপর তাহার আত্মল দ্বির হইয়া বহিয়াছে।

একটি তরুণ পাঠার্থী সৈন্যও এই মুহুর্তে বিশেষ বীরত্ব প্রশংসা করিয়াছে। শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষ উপেক্ষা করিয়া সে একটি ইটালীয় বেসিন-গানের ধাক্কা অধিকার করে। বিশেষতঃ তাহাকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিলে সে নিজের বেসিন-গানটি ইটালীয় বেসিন-গানের নিকটে বসাইয়া গুলি ছুঁড়িতে থাকে।

ভারতীয় পথ-পরিচালক সৈন্য বাহিনীর কৃতিত্বও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৩শে জানুয়ারী হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ইহা ৫৭৫টি মল মাইন্ অপসারিত ও একটি বিশৃঙ্খল সেতু বোম্বার্ড করিয়াছে।



ভারতীয় বাহিনীর দ্বারা বিজয়পুর শত্রুপক্ষের সজ্জাটিকে বহুত বেসিন-গানের সহায়তায় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে—সামরিক বহী দেখা-ব্যক্তিটিকে গুলি লইয়া হারান।

ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে মহামান্য
সমাটের বাণী

যাফে ভাড়া,তর নাশা,যার জন্ম ধনাবান জ্ঞাপন

কৃষাভিমা ভবিষ্যৎ-সম্রাট ভাবিতব্যকে সচেতন করিয়া
বর্তমানের মিকট নিম্নলিখিতরূপ দাবী প্রেরণ করিয়াছেন :—

“মুক্ত আৰু স্বাধীন সৰল আৰি ভাৰতবৰ্ষৰ নিকট
যে নানী প্ৰেৰণ কৰিছিলোম, তাৰোতে আৰি সংস্থানে
ভাৰতবাসীৰ পূৰ্ণ সৰল-সহায়তা লাভ কৰিব, এইৰূপ
অনিচ্ছিত আশাই প্ৰকাশ কৰিছিলোম। এই আশা
আজ সত্য প্ৰমাণিত হৈছে। কাৰণ, গত আঠাৰ
বাল কৰিছে ভাৰতবৰ্ষ লাভনামৰ ও অধিবাসিনৰ মুক্ত-
হৰ্ষেই সহায়তা প্ৰদান কৰিছে আনিছেহেঁম।

বক্তৃতাধর্মের এই সফিকণে রাজনায়কের উপরেই আমি
অধিকতর নির্ভরশীল। সার্বভৌম সত্ত্বার প্রতি
ঐচ্ছিকের আনুগত্য আর কখনও গ্রহণ বাস্তবরূপ লাভের
অবসর পায় নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয়
রাজ্যসমূহ হঠাৎ অধিশ্রান্ত দাবীর প্রবাহিত সৈন্য, অর্থ
ও সমরোপকরণ সাম্রাজ্যের সমর-শক্তি ক্ষীণ হইতে
ক্ষীণতর করিয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় মোক্ষানের সাহস-
বীর্য উত্তীর্ণ-পুসিক। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বণকেত্র
প্রাচ্যের বীরের পবিত্র অঙ্গবস্ত্রট পাওয়া হইতেছে।
আর এই সঙ্গে ভারতের অধিবাসীগণও কুঃ-কল্যাণ মোচনের
জন্য যত্নবশে সাহায্য করিয়া চলিতেছে।

ଭାରତର ସାମାଜିକ ଓ ଅବିକାଶିତ ସେ ଆର୍ଥିକ
ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରକାଶ ଓ ସମ୍ବିକାଶ ଦେଇ ଅଭିବିକାଶ
ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ଉପକ୍ରମ ଯାହା ଶିକ୍ଷାବଳୀରୁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ
ସମାଜକୁ ଉପକ୍ରମ କରିବାକୁ । ଯାହା ଯାହା, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାବଳୀର

ভারত ইটালীয় বুদ্ধিবলী

२२ राजाजी यन्त्री बागिच-उ-काश-उ-मरका-उ-म-प्रति

এসমানেই যে প্রায় কলিকাতা পাবনাতেও যে এ
 পন্থায় ভ্রমণে সবকাল মন রাখার উদ্যোগে মুখমণ্ডল
 এসমানে কলিকাতা পন্থায় উদ্যোগে।

[illegible]

মর্যাদা স্বাক্ষর করিয়া আমরা সাংপ্রতিম পুস্তক হইল।
 সান্নিধ্যের অন্যান্য আশেপাশে মত ভাবভবন, প্রাচ্য, অতীতের
 স্মৃতিসুই সমর্থন করিয়া থাকে। আমার প্রাণবিশ্বাস,
 ভাবভবন বেঙ্গল স্বতঃপ্ৰসূতভাবে প্রকৃতিভিত্তিক বহুমান
 পুস্তক সমর্থন করিয়া চলিয়াছে। আমাদের সমগ্র সাহিত্যের
 চরম কলহিত না হওয়া পর্যন্ত প্রাচ্য অব্যাহত থাকিবে।"

(ନାୟକ) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଗାଥା ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

বহুলানি বহাযনা ভাট-সম্মানি নিকট নিযুক্তিবিহীন
উদ্ধ-নিমি প্রথম কবিতাভূমি :—

“আপনি কমা করিয়া যে ভয়ভীতি বাধী পুেরণ করিয়াছেন
আপনাকে অন্তর্গত ও বিশ্বস্ত প্রতিশ্রুতিবশত তাহদের
দ্রাঘদায়ক ও ভেলবাসীর পক্ষ হইতে আরি হেতুনা আপ-
নাকে আকর্ষিতকর দণ্ডাধি আপনি করিতেছি :

সদুপাসাধারনের এই বিরাট কঠুরা সাধারণ লোক
আপনার অনুকম্পাপূর্ণ বাণীর মত অপর কিছুই আশা করে
এখনকার সকলকে অধিকতর উৎসাহ দান করিতে পারে
না। ভারতের ক্ষেপীত সামন্তরা ও সামান্য জমিদারী-
দের লোক হইতে আমি পুন বিদ্রোহের সাহচর্য বর্ণিত হই
এবং আপনাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি যে, যে
আমণ বন্ধার জন্য আমরা মুক্ত পূর্ব হইয়াছি, তাহার
সামান্য ও বিস্তৃত সাহচর্য জন্য আমাদের লোক
হইতে কোনরূপ উদ্ভী-বিচ্ছাদি বা কণ্ঠস্বরের অগ্রসর
হইবে না।”

লেক-মেলার মোট ব্যয়

• 1911 1912 1913

সেই সেই বাগুনি কড়ক ফুলিত বড়ীত বাহন।
 যুগ ভাঙিলে যখন বাগুনির ফুলে পাত ছিড়িলে যখন
 চাকুতিয়া সেদে যে মেলা বগলান যথ, প্রহর দিগন্ত
 প্রকাশিত হইয়াছে। সেলায় সেটি চক্ৰচক্ৰমণে পাই
 লাভ হইয়াছে। সেলায় সেটি হইয়াছিল চক্ৰচক্ৰমণে
 যখন।

সাপ্তাহিক আদম বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা পরিদর্শন করা
হইত। প্রত্যেকের ৮০ হাতের দাঁত। নিম্নলিখিতভাবে
বর্ণিত করা হইবে:—

নেতী মেসীর ইচ্ছাবীণা গ্রা-ট	১,০০০/-
৫৫ ডিক্রি কু-ট	১,০০০/-
কেন্দ্রস	১,০০০/-
সিদ্ধান্ত টি-বোর্ড	১,০০০/-
কাল ইন্ডিয়ান নেতী	১,০০০/-
বাণিজ্য কালেক	১,০০০/-
কাল ইন্ডিয়ান	১,০০০/-

00004

সেবক-সেতুর উদ্ভোধন

ମାତୃଗର୍ଭ ବାହାଜନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦ

विनाश १९६१ यादृच्छिक प्रकाशित वाङ्मयस्य प्रथम
प्रकाशनात् अत्रापि अनेकेषु लेखकेषु विज्ञान-समीक्षा-उपलब्ध
कथासमूहस्य विवरण उपलब्धम् कविश्रीस्य।

এখন সমস্যা হলো তিনি একটি নীচ বন্ধুতা প্রকারে এই
পুলের উপস্থাপনায় উন্নয়ন করেন এবং বলেন যে,
এখানে একটি একটি পুলের প্রয়োজনীয়তা বহুতর
হয়েছে।

ମେଣ୍ଟି ଦେଖି ପାଶୁଛି ମଞ୍ଚ ବଡ଼ ମହକାଣୀ ଓ ବେ-ମହକାଣୀ
କହୁଛାଣୀ ଓଟି ବଳହୀନ ଉପାସିତୁ କ୍ରିୟମ ।

ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਭਾਗੀਏ ਸਭੀ ਜਾਨਕੀਏ ਸਰਾਸਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਚਤੁਰ ਮਨੀ
 ਸਭਾਸਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਪੁਰ ਉਦਯੋਗਯੋਗ ਅਨੁਕਾਸ ਕਾਮਾਭਿਲਾਸ
 ਬਾਲਨ ਦੇ, ਏਹੇ ਪੁਰ ਬਾਹਲੀਏ ਬਾਲਸਾ-ਬਾਲਿਕਾ ਏਕ
 ਸਤੁਰ ਸੁਖਮਨੀ ਭਿਲੇ ।

এই পুস্তকটি ভারতের সমগ্রস্থ মূল্যবান পুস্তক। ইতিহাস
 মণির উপর গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানগত আলোচনা একটি মূল্য
 পূর্ণ আলোচনা, কিন্তু ইতিহাস। মূল্য। মূল্য। মূল্য।
 মূল্য। মূল্য। মূল্য।

পুলকি সিংহান ঘোষি ১৫, ৬২, ১৯৯০ টাকা বাব লভিগাড়ে।
ইফারি মনো ডাবল-লনকার সেংসিগা হোড মণ্ড হটহেড
১৫, ৬০, ১৯৯০। সিংহান ঘোষি মনশিট টাকা বাবলন
হোড মণ্ড হটহেড সেংসিগা হটহেড।

১৯৫৬ সালের প্রথমবারী মাম হট্টেড আদালত কলিকাতা
১৯৫৭ সালের প্রথম বিচার বিভাগীয় মাম হট্টেড।

[illegible]

ମି ଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ ମି ଏସ୍-ଏସ୍ ଏସ୍ କୋଃ ମି

(ସାହାଯ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ) କି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁତେ ମୁହଁକରି
 ଯେ-କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପାଦନାରେ ସହାୟକ
 ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ କି ବିଭାଗୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର
 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପାଦନାରେ ସହାୟକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ କି
 ହିଁତେ ମୁହଁକରି)

14 23 3

ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଶାସନ, ଅନୁମୋଦିତ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ଏବଂ
ବିଶେଷତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ।

[illegible]

বাংলাদেশের অনুশাসন সভা মাদ্রাসা থেকে, ঐতিহ্য থেকে
মিডেলের পুরস্কার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিজ্ঞিত করেন।
বইখান পল্লিভিত্তিক জম। জগদেবের বাগ্যানের মধ্যেই পরিচালনা
করা হবে। প্রত্যাহা।

ଜାହାଜ ଡାହାଣ ଡାହାଣ ନିମ୍ନରେ ବ୍ୟାପକର ଡାହାଣ,
 ଡାହାଣରେ ଡାହାଣ ନିମ୍ନରେ ଡାହାଣ ଡାହାଣ ଡାହାଣ
 ପ୍ରକୃତି ଡାହାଣ ଡାହାଣ ଡାହାଣ ଡାହାଣ ଡାହାଣ ଡାହାଣ :—

ସ୍ବାକ୍ଷର ସାକ୍ଷୀ ୫୭ ବୋଲି,

একজন—মি এচ ও এম-এম কোং.

ক্যান্সার: এফ.টি.এস-এস-এস কোং লি:

বিশেষ ড্রুটব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের পার্থক্য-সংশ্লিষ্ট অসংখ্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংজ্ঞা সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রাচীণ বা দিওরখোয়া বলিয়া বোধিত বিখ্যাত বাতীত অসংখ্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহান জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৪শ মার্চ—১৯৪১

বলকান-সমস্যা

জার্মানী দুই পক্ষে দুইটি পক্ষ বলাকেই বুঝ করিতে হয়। পক্ষ—সোভিয়েতসমূহে এতদিন পর্যন্ত এই যে অসিদ্ধ মত কল্পনা হইয়াছে, বলকানে নতুন পরিস্থিতি দ্বারা হওয়ার পর এতেন অসিদ্ধকে পূর্ব বেশী ভরসা-সম্পন্ন বলিয়া আর মনে করা চলে না। বিগত বহু-সময়ের যুগে অবশ্য জার্মানী বিভিন্ন বলাকেই পূর্বক পূর্বক পক্ষ সন্থিত এক সঙ্গে বুঝ করার প্রয়োজনীয়তা বোধগম্য এতটাই চোখের পুয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু একই পক্ষ মধ্যে (যন। বুলগেরিয়া) একই সময়ে বিভিন্ন বলাকেই বুঝ পরিচালনা হইতেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। একপক্ষের বিভিন্ন বলাকেই বুঝ করার মত দেখাই লোকসন। ১৯৩৯-১৯৪০ হিউলারের অভিযায়ে এবং তাঁহার জন্য একপক্ষের কতকটা প্রতিকার অবশ্যই আছে। সম্ভ্রুতি জার্মানী বলকানে যে চালচলী আরম্ভ করিয়াছে, তাহার আসল অর্থ হইতেছে—ভয় দেখানো বা দমনের হইলে অভিযান পরিচালনা করিয়া সামরিক ও গ্রীষ্ম পক্ষ কল্পনা হওয়ার নিজস্ব তুর্কী মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সোভিয়েতসমূহ বীণ দমন করিয়া সিস্টেমী বীণ ও উজ্জ্বল সামর হইতে সন্ধিবিহীনভাবে চাল দিয়া পূর্ব ভূমধ্য-সাগরে বীণ প্রভাব ফুটিয়া তুলি। এই মত জার্মান বিমান-কারিগরী ও সাবমেরিন যন্ত্র অবশ্য বীণ বীণপুত্রের উপর প্রভাবের তীব্রতার আক্রমণ পরিচালনাও আশা আছে। হিউলার আশা করেন যে, একপক্ষের কাজ করিতে পারিলে ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে ইটালী যে বাণীতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার কতকটা প্রতিফল হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল সামর-উলকসে বীণের পক্ষি ফুটি কল্পনা সম্ভবপর হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার প্রচেষ্টায় হিউলারকে অবশ্য পশ্চিম সীমান্ত হইতে সৈন্য অপসারিত করিতে হয় নাই। ইটালী যে সোভিয়েত বাণীতার পরিচয় দিয়াছে, একপক্ষই অবশ্য হিউলারকে আশা বাধা হইয়া বলকানে নতুন অভিযানের সূচনা করিতে হইয়াছে।

বুলগেরিয়ার জনসাধারণের মনোভাব খাড়াই ঠিক না কেন, উজ্জ্বল গভর্ণমেন্টের পূর্ব সীমান্ত কল্পনা প্রকৃতপক্ষে আর সমস্ত বুলগেরিয়ার জাতিগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অভিযানকারীসমূহকে কথামাত্র বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টাও বুলগেরিয়ার কুপ্রাণি দুর্ভাগ্যের দর নাই। অসুস্থের উপর নিউন করিয়াই বুলগেরিয়া উপাধীনের মত আক্রমণকারীর সমুদ্রে মল্লক মত্ত করিয়াছে। উজ্জ্বল পক্ষ সঙ্গে যোগ দেওয়ার লক্ষ্যম যে কি, বুলগেরিয়া সিন্ধুই তাহা বুঝিতেছে; কারণ জার্মানিয়ার পুটল চোখের সামনেই বিজয়মান রহিয়াছে। বিজয় একপক্ষ বুলগেরিয়াকেও পক্ষবাক্য বলিয়া বোধ্য করত; আক্রমণ করিতে পারিলে এবং একপক্ষের জার্মানিয়ার তৈলের বলিভলি অতি সবচেয়ে বিজয়কের আক্রমণের আভ্যন্তর মধ্যে আসিয়া পড়িল। বুলগেরিয়ার জাতিগত অভিযান

পরিচালনার পূর্বেই এই ব্যাপারে যে কপীজার মত সত্তা হইয়াছিল এবং উত্তর পক্ষের মধ্যে এই সম্পর্কে একটা বোঝা-পড়া যে পূর্বেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহাও অনেকাংশে পরিকল্পিত বুঝা হইতেছে। সম্ভ্রুতি বোঝা বোঝা হইতে বাধ্যত: জার্মানীর বুলগেরিয়ার সীমান্তের নিকটে যে অসিদ্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা সম্ভবত: বহির্জগতের চক্রে বলা দিকেপেরই প্রকাশ মাত্র। বুলগেরিয়ার কপীজার পক্ষপাতী যে একপক্ষ লোক রহিয়াছে, তাহাঙ্গিনকে প্রবেশ দিবার জন্যও হয়ত একপক্ষ প্রচারণা চালিতে পারে।

বুলগেরিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর স্বভাবত:ই জার্মানী তুরস্কের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিতে। বাধ্যতে তুরস্ক উত্তেজিত হইয়া পড়িতে পারে, জার্মানী এতদিন পর্যন্ত এমন কোন কাজ করে নাই। কিন্তু এতদসম্বন্ধে জার্মানীর চারভাষ সম্পর্কে অনুমান করিয়াই তুরস্ক আরবকার বাবকার অগ্রসর হইয়াছে এবং বুটেন ও গ্রীসের মত তুরস্কের যে সন্ধি রহিয়াছে—তাহা অবশ্য-ভাবে পালন করিবার আকাঙ্ক্ষা পূন: পূন: সোধণা করিতেও কুষ্ঠিত হয় নাই। সম্ভ্রুতি বীণ পররাষ্ট্র-মন্ত্রি মি: এংটনী ইটেন ও সেনাপতি কেমারেল স্যার জন ডীল আকারার যোগে পর তুরস্কের জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষ যেকোন বিপুল-ভাবে তীব্রাঙ্গিনকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা হারাও বুটেনের প্রতি তুরস্কের প্রতিভা তাই প্রকাশ পাইয়াছে। জার্মানের পতনের পর বহন বুটেনের অবস্থা প্রকৃতই অতি শোচনীয় হইয়া পড়াইয়াছিল, তখনও তুরস্ক বোটেই হতাশ হত নাই। কাজেই মনে করা হইতে পারে—এখন প্রয়োজন পড়িলে, তুরস্ক তখন খ্রীষ আর্থ বলা ও দায়িত্ব পালনে মোটেই কুষ্ঠিত হইবে না।

আলবেনিয়ার বলাকেই গ্রীক-বাগিনীর বিভবের সাথে সাথে রাজকীয় বিমান-কারিগরী জরাজাগ্রত অস্বাস্থ্য-ভাবে চলিতেছে। বলকান-অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করিয়া জার্মানী সামরিকের দিকে অগ্রসর হওয়ার যে তাই দেখাইতেছে, তাহা সম্বন্ধে গ্রীকদের মনোবল অসুস্থই রহিয়াছে। অবশ্য গ্রীসের সামনে বিপল আসন্ন হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে করা চলে; কিন্তু এই ব্যাপারে ইতালী মনে গাধিতে হইবে যে, বিগত বিশ-মাসের বলাকান-অঞ্চলে সবরাণি প্রকৃষ্ণিত করার সাথে সাথেই জার্মানীর সুভাগ্যেরও সূচনা হইয়াছিল।

জার্মানী বনাম তুরস্ক

তুরস্কের প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত হিউলারের বিশেষ বাণীতে তুরস্কের প্রতি হস্ত বসক দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা বিখ্যাত পক্ষের প্রয়োগ হইতে আর একটি নতুন প্রতিশ্রুতি উহাতে পরিবেশিত হইয়াছে; অবশ্য ১৯৩৫ সনে নাগরী ডিক্টেটর নিজেকে কানান আভাতুর্কের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার মন্ত্রির যেকোন অবমাননা করিয়াছিলেন, এবারও হয়ত তেমন কিছু করা হইয়াছে। কিন্তু বাধাই করা হইল না কেন, যে বিমানপোতটি উজ্জ্বল বাণী বহন করিয়া লেভা গিরাছিল, উহা নাগরীদের অসাকলোর একটি প্রতীক হইয়া রহিল। বুটেন গত ১৮ মাস রিয়া সব বর: উহার বহু পূর্ব হইতে নাগরীক তুরস্ক প্রভুত অর্থ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া আসিতেছে, একদা তাহাদের সাম্প্রতিক অসামান্যতা বুঝ বড় করিয়া দেখা হইতেছে। নাগরীদের চিরাচরিত নীতি অনুসারে তাহারা তুরস্ককে সামরিক অস্ত্রবিকা ও বিপদের মুখে তৈরিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা সম্বন্ধে সে বীর কর্তব্য কিম্বা কল্প প্রতি বিশ্বস্ততা হইতে আশে নড়চড় করে নাই। ডম্ প্যাশেন তাহাকে উত্তর করিয়া হইতে নিবৃত্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং ডম্ প্যাশেনকে উজ্জ্বল উৎসাহ নাগরদের জন্য তুরস্ক পাঠান হয়। তাহা কারণে এই ব্যক্তি অভ্যস্ত কুখ্যাত। এক সময় তিনি হার ইংলও চিত্রা করিয়াছিলেন যে, নিজের কাজে হিউলার ও গোয়েলিকে পর্যাপ্ত অবজ্ঞা কর্তব্যী হিসাবে নিয়োগ

করিলেন। আর বলকানকে তিনি আরম্ভ মনে না; রুকুই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। একপক্ষ তিনি যে গভর্ণ-মেন্টের রুকুই করিতেছেন তাহাদের একপক্ষ কর্তৃক তাঁহার নিজের অকিল পুত্র আর ও জন সোল মল্লক তাঁহার দুইজন অস্ত্রবিক বহু নিবৃত্ত হওয়া সম্বন্ধে তিনি উহা মধ্য করিয়া দিয়াছেন। প্রথম জীবনে গভর্ণর বৃত্তি এবং অগ্নিকাণ্ড কর্তৃত্ব চেষ্টার জন্য ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বুলগারি হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। উজ্জ্বল কার্যের দক্ষতা তিনি হিউলারের সম্বন্ধে পড়েন। মি: ইটেনকে পশ্চাতে ফেলার জন্য ডম্ প্যাশেন একটি সরকারী ডোক-সভার তাঁহার তুর্কী অস্ত্রবিককে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য করিয়া চক্রবর্তি-বৈধ সেনারী সংবাদপত্র "ক্যালান্ড" বলেন, মি: ইটেনের স্বত্বকপের কুটনৈতিক গুণ মনিনপত্র এবং জার্মানদের মুখের জারাজিহের মধ্যে বলকানের ভবিষ্যৎ নির্ভিত রহিয়াছে।

জাপানের হাবভাব

সম্ভ্রুতি যে হাবভাব দেখা হইতেছে, তাহাতে ইটাই মনে হয় যে, হিউলারের ইজিত মত যেকোন বুলুর্বে বুটেন, হারাও এবং কোন কোন অবস্থায় আমেরিকান বুলুর্বারের নিকটে প্রকাশ্য বিরোধিতা দেখাইতেও জাপান মোটেই পশ্চাৎপদ নহে। বুটেন ও আমেরিকা এই উত্তর রাষ্ট্র জাপানের এই ভূমিভাগি পূর্ণ মাত্রের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে এবং তাহারা জাপানকে পরিচালনাতে জানাইয়া দিয়াছে যে, জাপান যদি লকিল দিকে নিজের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পায়, তাহা হইলে প্রস্তুত মহাগ্রাণের বুটেন ও আমেরিকান বাবের সম্মিত তাহার সমর্থ অনিবার্য হইয়া পড়িলে। কিন্তু এতদ-সম্বন্ধে যদি জাপান জার্মানীর ইজিত মতই কাজ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে শ্যাম (থাইল্যান্ড) ও ইন্দোচীনে নীতি করিয়া বার্মা রোড, সিঙ্গাপুর ও মাল্য, সুমাত্রা, বোনিও প্রভৃতি স্থানের উপর আক্রমণ পরিচালনার প্রয়াস হস্ত পাইবে।

জাপানীদের আধুনিক হাবভাব দ্বারা ইহা আরো বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহারা চিহ্নিতা কাজ করার যে নীতি জাপানী রাজনীতিজ্ঞরা দীর্ঘ দিন রিয়া অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাৎপরিবর্তে বর্তমানে নাগরী আশ্রয় বৈপর্য্য নীতিই বেশ প্রচল করা হইয়াছে। জাপানের এই নীতির ফলে ভবিষ্যৎ এ্যাংলো-জাপানী সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসুস্থিত সূচনা হইবে—ইহা অবশ্য দুঃখের বিষয়। কিন্তু যত্ন প্রাচো বুটেনের যে বিরাট সৈন্য বাগিনী রহিয়াছে, যে কোনরূপ জরুরী অবস্থায় অন্য যে তাহারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা বলাই বাহন। তাহা হাঁড়া, লকিল দিকে অভিযান পরিচালনার পূর্বে সোভিয়েট কপীজার হাবভাব সম্পর্কেও জাপানকে অগ্রে নিশ্চিত হইতে হইবে। কিন্তু সোভিয়েট কপীজাকে শান্ত করিতে হইলে পূর্ব-এশিয়ার জাপানকে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষারই জলাভূমি দিতে হইবে এবং জাহার পক্ষ প্রকৃত সমর্থ বাগিনে কপীজা যে কি করিবে, তাহাও বলা কঠিন। যেখানে সমস্ত এইজন জটিল, জাপান সেখানে কি করে, অত:পর তাহাই জটিল।

মহম্মদসিংহ জেলার ম্যালেগিয়া নিবারণ

বাঙলা সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা

মহম্মদসিংহ জেলার ম্যালেগিয়া নিবারণের জন্য বাঙলা সরকার ২৩ জন জাহার প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে ১০০ পাউণ্ড কুইনাইন সাপস্টেক পাউডার, ৭৮ পাউণ্ড কুইনাইন সাপস্টেক বডি, ১৫০ পাউণ্ড নিম্বলক পাউডার, ৫০ পাউণ্ড নিম্বলক বডি এবং ইন্ডোফুরক উপযোগী ১,০০০ এস্পেস্ কুইনাইন ডিমাইড্রোজেন সরবরাহ করিয়াছিলেন।

সোমালিল্যান্ডে আবার ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন

স্টেনের সাহায্যে আমেরিকার বিরাট ব্যবস্থা

ব্রিটিশ-মুজের হোটেল বোমা

লোকিমার জুতপুর্ন ব্রিটিশ মৃত্তি বেডেল ইত্যাদি আসিয়া শৌখিনের অধিকার পরেই জুতপুর্ন হোটেলের এক প্রথম বিল্ডিং করা। উহার কলে ৩ জন নিয়ত ও ২০ জন অধিক হয়। প্রকাশ, একটি স্ট্রাকচারের মধ্যে একটি এক বোমা বিস্ফোরিত হইয়া এই কাণ্ড ঘটে।

আরও প্রকাশ, লোকিমার হইতে যে ট্রেনে মি: বেডেল আসেন সেই ট্রেনটি ধ্বংস করিবার চেষ্টাও হয়।

ব্রিটিশ বাণিজ্যসাহায্য জাহাজ পরিমাণ বৃদ্ধি

গত ২২য় মার্চ বঙ্গোপসাগরে যে সত্বে শেষ হইয়াছে সেই সত্বে বাণিজ্যপোত দুটির পরিমাণ অনেক বেশী হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরে পর কাছাকাছি দুটির কতিপয় বিক নিয়া উহার স্থান তুটীয়া।

বোট ১৪৮,০০৮ টন পরিমাণ ২৯টি জাহাজ অনন্য হইয়াছে। তন্মধ্যে ২০টি ব্রিটিশ জাহাজ (বোট ১০২,৮৭১ টন), ৮টি বিদেশীয় (বোট ৪১,৯৭০ টন) ও একটি নিরপেক্ষ (৩,১৬৭ টন) জাহাজ।

এই সংখ্যা দেখিয়া এখানে বলা হইতেছে যে, ব্রিটিশ জাহাজের উপর জার্মানীর বসন্তকালীন আক্রমণ আরও হইয়া গিয়াছে।

ব্যক্তিগত প্রাসাদের বোমা বর্ষণ

বিশালক্রমে ব্যক্তিগত প্রাসাদের উপর পুনরায় বোমা বর্ষণ হয়।

প্রাসাদের নিকট তিনটি বোমা পড়ে। একটি বোমার প্রাসাদের উত্তর কক্ষের প্রহরীর কক্ষটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কয়েকটি পাথরের তক্তও চূর্ণ হইয়া যায় এবং অনেক পুলিশ সাংবাদিকগণ আহত হয়। অপর দুইটি বোমা প্রাসাদের সমুখস্থ বঙ্গোপসাগরের উপর পড়িয়া গেলার সঙ্গী করে।

আরও তিন সত্তর ইটালীয়ান বন্দী

আলবাডিরায় বধ্য-বধ্যভূমে গ্রীকরা পঁচ দিন আক্রমণ চালাইবার পর উহা শেষ হইয়াছে। পূর্বে যে ২০ হাজার ইটালীয়ানকে বন্দী করার কথা বোঝা গিয়াছিল, তাহাজ্জি আরও তিন হাজার ইটালীয়ান বন্দী হইয়াছে। ইটালীয়ান বন্দীদের দাবী যে, আলবাডিরায় মুক্ত এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩০ হাজার ইটালীয়ান সৈন্য হত্যা হইয়াছে।

সম্রাট এক মুজের বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কানকোয়ার্দের একটি পোলশাড ব্যাটেলিয়ান একমল পলায়নপর ইটালীয়ান কামিলকে হত্যা করিতে বাধ্য করার জন্য উহাদের উপর গোলাবর্ষণ করে।

ব্রিটিশ বিমান-বহুরের আক্রমণ

জার্মান সরকারী নিউজ-এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, জার্মানীর বিমান বহুরের বোমারু বিমানপোতসমূহ হাফলুর্ন উপকূলবর্তী অন্যান্য জার্মান শহরের উপর এই আক্রমণ চালাইয়াছিল। অসংখ্য উগ্র-বিস্ফোরক ও আগুন বোমা নিক্ষেপ হইয়াছিল।

ইটালীয় সৈন্যসমূহ

এখানে বোঝা হইতে দেখা যায় হইয়াছে যে, ইটালীয়ানরা আলবাডিরায় বধ্যভূমির ১৭ মাইল দূর ব্যাপিত আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিলে মুসোলিনীর সৈন্যসমূহের সমগ্র ব্যাটিলিয়ান নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ইটালী হইতে আনীত নতুন সৈন্যবাহিনী পুঙ্খবহু প্রেরণ করা হয়। ইটালীয়ানরা বঙ্গোপসাগর প্রান্তে বোমারু আক্রমণ চালান।

আফ্রিকার ব্রিটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

ক্যাম্বোয়া হইতে অফিসিয়াল ৪৫ মাইল দূরত্বের অধিকার পতনের পরও ব্রিটিশ বাহিনী অধিকৃত স্থান

নিজেছিল এবং ইহার কলে ক্যাম্বোয়া ৪০ মাইল অধিক-পূর্ববর্তী আফ্রিকার পতন হইয়াছে।

প্রধান বন্দীবাহিনী ও পূর্ব আফ্রিকান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের ফলে আলোনা ব্রিটিশ বাহিনীর করতলগত হইয়াছে।

লোকটিন বীপপুঞ্জ ব্রিটিশ বাহিনী

ব্রিটিশ উপকূল ডাঙ বন্ধার নিষ্পত্তি বৌবহরের সহিত বহুতরুর যে বিশেষ সংযোগস্থল আছে, তিনি জানাইতেছেন যে, সম্রাট লোকটিন বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ আক্রমণ উপলক্ষে এক গজের কষ্ট হইয়াছে; এবং এই পর যে সত্তা ঘটনা তাহা অনেক পক্ষ প্রমাণ করিয়া বলিতেছে।

গম্ভীর এই যে, অবতরণকারী বিভিন্ন সৈন্যসমূহের মধ্যে এক দলের লুইজান অফিসার স্থানীয় ডাকঘরে গমন করিয়া বাগিনে এগনিক হিটলারের নিকট নিম্নলিখিতরূপ জাহাজ প্রেরণ করেন:—আপনি বঙ্গোপসাগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, কোন ব্রিটিশ জাহাজ-অধিকৃত এলাকার পলাপণ করিতে পারিবে না; কিন্তু এখন এই প্রতিশ্রুতি পালন সম্পর্কে আপনি এমন নিশ্চিত কেন?

হিটলারের নিকট তুর্কী প্রেসিডেন্টের বাকী

সরকারী জার্মান সংবাদ সম্বন্ধে এজেন্সীর নিকট লোকিমার হইতে এই মর্মে একটি সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তুর্কী পররাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন অফিসার লোকিমার উপনীত হইয়াছেন। আরও প্রকাশ, এই অফিসার তুর্কী প্রেসিডেন্টের দিখিত বাকী লইয়া হিটলারের নিকট গমন করিতেছেন। খুব সম্ভব হিটলার তুরস্কের নিকট যে বাকী প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই বাকী তাহার উত্তর জাড়া আর কিছুই নয়।

মুগোপসাগর প্রধান-মন্ত্রীর বালিশ গমন

আফ্রিকার যেতিয়া একটি বুডাপেস্টের বঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ, মুগোপসাগর প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রি জার্মানী যাত্রা করিতেছেন। আরও প্রকাশ, বিসেন্ট কাউন্সিলের অনিবেশন হওয়ার যে কথা ছিল তাহা মূলতঃই বাতী হইয়াছে।

এই নিউজ এজেন্সী বুডাপেস্টের অপর একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া এই সংবাদ সম্বন্ধে বলিতেছে, তবে ইহা যে অসম্ভবিত সংবাদ, এইরূপ অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছে।

আটলান্টিক ইটালীয় বিমান বাস

নাইরোবি হইতে ১৬ই মার্চ প্রাণ সংবাদে প্রকাশ, নিরোবোর ৮ বাণা ইটালীয় বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

৪০ বাণা জার্মান বিমান বাস

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ১৪ই মার্চ তুরস্কের লুগে পঁচিশটা জার্মান বিমান ধ্বংস করা হইয়াছে; তন্মধ্যে জার্মান বিমানের আক্রমণে তিনবাণা ও বিমান-দুইটি কামানের আক্রমণে দুইবাণা। মার্চ মাসের মধ্যে এই লইয়া সম্মুখবর্তে চলিয়া বাণা পঁচিশ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। তন্মধ্যে ২১ বাণা জার্মান বিমানের আক্রমণে, ১৭ বাণা বিমানদুইটি কামানের গোলায়, একবাণা ব্রিটিশ গুইডারের আক্রমণে ও আর একবাণা অন্য উপায়ে।

মুসোলিনীর আশা চূর্ণ

গ্রীসবর্তি বহুতরুর বিশেষ সংযোগস্থল পিবিলাফেন যে, ১৫ই মার্চ পনিবার মুসোলিনীর যোনে প্রত্যাবর্তন করিবার কথা ছিল; কিন্তু বিজয়ী বীররূপে অধোদ্বারীর সম্মুখে উপস্থিত হইবার তীক্ষ্ণ যে আশা ছিল, তাহা চূর্ণ হইয়াছে। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি জগদগুরু দলনেত্রীসঙ্গে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, দলনেত্রীসঙ্গে হুজুত আক্রমণ চলানো হইবে। এই প্রতিশ্রুতি

[সেখানে ৮ম পৃষ্ঠায় হইয়া]

বাংলার সাময়িক পরীক্ষা বিভাগ

১৯৩১ সালের বিবরণী

বাংলাদেশের সাময়িক পরীক্ষা বিভাগের পঞ্চমবার্ষিক বার্ষিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৩১ সনে ২০,২৭৮টি জ্ঞান এই বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষা করা হইয়াছে। ইহার পূর্বে বৎসর ১৮,৭০০টি জ্ঞান পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কাজেই এ বৎসর ১,৫৭৮টি জ্ঞান বেশী পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই বিভাগের বিভিন্ন শাখায় অধিক সংখ্যক বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হওয়ার কারণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই বৎসর জ্ঞানের মধ্যে ১৬,৯৮৯টি জ্ঞান বাংলাদেশ হইতে, ২,১০২টি জ্ঞান বিহার হইতে, ৫০১টি উড়িষ্যা, ৩৮১টি আসাম, ৭৬টি কেন্দ্রীয় পতন বেসের বিভিন্ন বিভাগ ও অন্যান্য প্রাদেশিক পতন বেসে হইতে ও অন্যান্য স্থান হইতে ৮৯টি জ্ঞান আসিয়াছিল। এই রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, সাধারণ বিশেষণ ও আবকারী বিভাগে ১০,৯৭৭টি জ্ঞান পরীক্ষা করা হইয়াছে, পূর্বে বৎসরে ১০,০৪১টি জ্ঞান পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কাজেই এবৎসর ৯৩৬টি জ্ঞান বেশী পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই পরীক্ষিত জ্ঞানের মধ্যে ১০,৪৬১টি বাংলাদেশ হইতে, ৪৬টি আসাম, ২৯৯টি বিহার, ৪৬টি উড়িষ্যা, ৬৯টি কেন্দ্রীয় পতন বেসে ও অন্যান্য পতন বেসে পক্ষ হইতে এবং ৩৬টি অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়াছিল। চিকিৎসা লক্ষ্যীয় আইন বিভাগে ২,০০৫টি বৈজ্ঞানিক সংক্রান্ত ৬,০২১টি জ্ঞান পরীক্ষা করা হইয়াছে। পূর্বে বৎসরে ১,০০৫টি বৈজ্ঞানিক ৪,৭০৬টি জ্ঞান পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এই বিভাগে কিছু গবেষণামূলক কার্যও হইয়াছিল এবং আশোচ্য রূপে ইতিহাস জার্মানি অব মেডিক্যাল হিস্টরি ও ইতিহাস মেডিক্যাল সেখানে কতিপয় চিত্রকর্ম প্রদর্শন করিয়াছিল। ইতিহাস উল্লেখ করা মাইতে পারে যে, নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত কার্য শেষ হইয়াছে এবং তাহা শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে:—

(১) ভারতীয় সাধারণ বাসের মধ্যে লিঙ্গের ভাব।

(২) মানুষের চুলে বর্ণের প্রভাবের পরিমাণ—বলা হইয়াছে যে, মানুষের চুলে কেবল মাত্র লিঙ্গই বর্ণের দা, বহুতরু: মানুষের মাংসপেশ্যে যে সমস্ত উপাদান বিদ্যমান আছে, তাহা সবই চুলের ভিতর রহিয়াছে, বলা আদেশিক, কল্করাস, তামা, লৌহ, মজা, নিকেল, শোভা ইত্যাদি। অতএব চুলকে মানব দেহের সমস্ত উপাদানের পরিচায়ক বলা মাইতে পারে।

ইহা ভারতীয় নিম্নলিখিত তদন্ত চলিতেছে:—

(১) উপাধীর মধ্যে যে বিখ্যাত উপকার আছে।

(২) সাধারণ বাসের মধ্যে আদেশিক উপাদান।

(৩) এলাফের জ্ঞানে এক্ষমিত ভাব।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, এলাফের জ্ঞান বাসকারের জন্য এক্ষমিত বিশেষ করেকটি সুখা পাটীয়াছে। স্থানীয় বাসকারের যে এলাফের জ্ঞানটি পাটীয়াছে, তাহা অত্যন্ত অধিক। এই বিষয়ে তদন্ত কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

বাংলা সরকারের প্রধান মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষী জানাইয়াছেন যে, পূর্বে আসেন বহুতরু হইয়া সমগ্র এজেন্সি, পোটসেডল, তামা ও ভারতীয় লক্ষের মুদ্রা নিম্নলিখিতরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে:—

	টাকা।
জাহাজ হইতে মাল লইলে	১২৭
জাহাজ হইতে লইলে	১৩৭
জাহাজে প্রতিদণ	৩/৬ পাই।

পূর্ব-আফ্রিকার ভারতীয় সৈন্যগণের
কৃতিত্ব

প্রধান সেনাপতির ইচ্ছা

গত ১০ই মার্চ কন্টিনেন্স অ'র ট্রেটে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে
ভারতের বর্তমান অসীমার্ট সারু ব্রহ্ম অসিন্দেক আত্মিকার
অবশিষ্ট ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা
করেন। ইটালীতেই কামালা হইতে কেবল পর্যন্ত
হটাইয়া নইয়া গিয়া ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যে কৃতিত্বের
পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রশংসা করিয়া কোনরকম ওয়াফেল
কিছুদিন পূর্বে যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, সার
ব্রহ্ম এ সমর্কে তাহারও উল্লেখ করেন।

কালো হইতে সৈন্য অপসারণ কালে ইটালীয়দের
বলতব ছিল এই যে, তাহারা কেবল পর্বত ও গির্জা-
সভ্য রক্ষা করিবে। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ইতা-
লিয়াকে পশ্চাদ্ধিক হইতে আক্রমণ করিয়া কেক হইতে
বিস্তাড়িত করে। পত এম কেব্রুয়ারী হইতে শত্রুপক্ষ
কিরোণের নিকটবর্তী কতগুলি পর্বত অবিকার করিয়াছিল।

উত্তর পাক্ষের মধ্যবর্তী ভূভাগ পাহারা দিবার ভার
প্রধানতঃ মারাঠা ও ব্রিটিশ সৈন্যদের উপর পড়িয়াছিল।
কখনও কখনও ইহাদের সহিত শত্রুপক্ষের টহলদার
সৈন্যদের সংঘর্ষ হইতাহে, এবং 'প্রতিক্রিয়া'ই আমাদের
সৈন্যরা ইহাদের নাকাল করিয়া ছাড়িয়াছে।

ক্যামারন পৈলশ্রেণী আক্রমণে যে সকল ভারতীয় সৈন্য
 যোগদান করিয়াছিল, বর্তমানে জাভায়া নিশ্চয় লাভ করি-
 তেছে। ইহাদের একটি ব্যাটালিয়নকে পাহাড়ের উপর
 একসঙ্গে দখলিন করিয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।
 অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ইহারা সে স্থান আগ্নেয়াস্ত্রাঙ্কিত।

পাখানী, কাঠ, রাজপুত, শিব, বারঠা প্রভৃতি সকল
ভারতীয় সৈন্যই কেবল বিজয়ের সাহায্য করিবার জন্য
আগ্রহান্বিত হইয়া আছে। ইহারা সকলেই খুব জানলে
কাল কাটাষ্টতেছে। ইহাদের একটি ব্যালিগিরানে একটি
বাহুপাণ্ডিত গঠিত হইয়াছে; সম্ভাবনায় সেখানে প্রায়ই
সভীত হুলা যার।

অস্ট্রিয়া হেলিকোপ দিল্লী কোর হইতে উর্কুতে যে
সংবাদ প্রচার করা হয়, তাহাষ্টর সৈন্যেরা তাহা বিশেষ
আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে। এখান হইতে দিল্লীর
বেজারবার্গী পুখই শাই ওলা যায়।

বহুকাল বিভিন্ন জুলের ছেলের সম্মিলিত বোলাধূলা এই প্রদর্শনী খোলা থাকার কয়েক দিনই হইয়াছিল, কিন্তু সবচেয়ে বেশী কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছিল বিভিন্ন জুলের ১৬টি ছেলের বক্তৃতা ও বাঙ্গালুবাহ প্রতিবেশিতায়। ইহার মধ্যে একটি ছেলে ১৯৪০ সনের প্রীক সৈন্যাদ্যক্ষ সাক্ষ্যিয়াছিল এবং প্রোডুসরীকে সৈন্যদল মনে করিয়া একটি উদ্ভীর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া তাহার বেশ আক্রমণকারী টানালীবানদের সহিত যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিয়াছিল। আর একটি ছেলে সদা-সিংহাসনাক্রম আকবর বাদশাহ সাক্ষ্যিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া তাহার সম্বন্ধে কর্ণচাৰিগণকে দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার সহিত রাজ্য শাসন করত: শান্তি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষা করিবার উপদেশ প্রদান করে। দুই জন ছেলে নিজেদেরকে বিষ্ণুপুরের ষাণ্ডিক রাজা গোপাল সিংহের (১৭২০-১৭৪৫) বক্সী কর্তব্য করিয়া বিষ্ণুপুরের নগর-ডোকাণের নিকট সমানাত হারচাটা দলের সহিত হিংস ও অহিংস নীতির যুক্তি-বুদ্ধতা সম্বন্ধে বাঙ্গালুবাহ করিয়া-ছিল। বাঙ্গালুবাহের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাংলা ভাষার ঘোষা বর্ণ-বানার প্রচলন করার সুবিধা ও অনুবিধা আলোচনা করা হইয়াছিল। ইহাতে মধ্যেই কৌতুক-লব্ধ আলোচনা হইয়াছিল।

পূজন'মীর শেষ করেক দিন অধিক বাড়ি পর্য্যন্ত
লম্বাও ও নাট্যাঙিনর চলিরাছিল। বাড়ির হইতে কোন
নাট্যকার বলা বা নিমেষা গায়ক আসা হয় নাই, স্থানীয়
প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ, ছোট ছোট ছেলে বেরেবা এই
সময়কাল দেখাইরাছিল। নিম্নলিখিত জায়গাব্যক্তিগণ
পূজেন্দার কামেজেনার মোদারী এই পূজন'মীর একটা
আকর্ষণ ছিলেন : তিনি বিকণহেরই অধিবাসী।

এই প্রথম দী ইহার কর্তৃপক্ষের আর সমস্তের মধ্যেই
শরীর ও মনের উৎকর্ষ ও বিভিন্নপুষ্কী কার্যে তেজসা
জালায়িতা কিরাহে। প্রথম দী কথিটি এক প্রকারের
কর্ত্ত প্রচার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সাঙ্গাপ্রকার প্রয়োজনীয়
সংবাদ বেওয়া হইয়াছিল; বখা ডাইটামিন, টুটী, চম্পের
বিভিন্ন অস্বাস্থ্য, হেলগরে ও বাসের লক্ষিত সকল
অস্বাস্থ্য, বরফের ও বিভিন্ন বরফের শিকলের উচ্চতা
ও ওজনের পদ্ধ এবং ইহার মধ্যে মধ্যে বাক্য ও অন্যান্য
বিষয়ের দ্বারা লেখা আছে। সকলেই ইহার সহায়
সঙ্গোপসঙ্গ করিয়াছিল।

নথী নং: ... ৪,৪০,৫৪২

পোর্ট সৈকল ও জুগান হইতে আবিষ্কারী করা নবপত্র
নবও ১২ই মার্চ হইতে নির্যাস করা হইয়াছে। নবপত্রে
প্রচলিত নির্যাসিত নব এই প্রণীত নবপত্র কোলাও এখন
হইতে প্রবল হইবে।

“বেঙ্গল উইকলী”

(वि.सं.सं. सं.सं.सं.)

—

“বাঙলার কথায়”

(संलग्नक ३)

विज्ञानम विदुः शान्तमिव वायुमहोत्तम
नमसि शीतल कण्ठम् ।

मासिक आवक-मर्यादा

৩৩,... হাকিমেরও বেশী ।

विद्याभरणम् ॥ १ ॥ अथर्ववेद विद्याभरणम् ॥
दशमस्कन्धम् ॥ १ ॥

100-100000

বঙ্গবিদ্যেভট্ট, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস,
কলকাতা, ভারতবর্ষ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন

মহামান্য চ্যান্সেলার মহোদয়ের বক্তৃতা

বিশিষ্ট ৮ই মার্চ বিজয়ন কলেজ প্রাঙ্গণে একটি পুঙ্খবিস্তৃত বক্তৃতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। রাইট অনারেবল স্যার ডেভ বাহাদুর শাস্ত্রী সমাবর্তন-বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মহামান্য স্যার জন হারবার্ট এ-উপলক্ষে বক্তৃতা উপস্থিত হইলে জাইন্স-চ্যান্সেলার স্যার আজিজুল হক কর্তৃক সম্বোধিত হন।

গতবর্ষ বাতায়নের বক্তৃতা

বক্তৃতা প্রদান প্রসঙ্গে মহামান্য স্যার জন হারবার্ট বলেন:—

আমার প্রতি স্মৃতির জাপনের জন্য আমি সর্বাপেক্ষে জাইন্স-চ্যান্সেলারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি ইহার গুরুত্ব একারণে বিশেষভাবে উপলব্ধি করি যে, উহা এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে, যিনি একই সময় কৃতিত্বের সহিত দুইটি লাভবান কার্য সম্পাদন করিতেছেন এবং উহার পুরস্কার স্বরূপ স্বতন্ত্র কিছুদিন পূর্বে মহামান্য স্যার বাহাদুর কর্তৃক সম্বোধিত হইয়াছেন।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রয়োজনের দিক দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেশকে কতটা সাহায্য করিয়া উল্লিখিত পারেন, বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি উহার উল্লেখ করিয়াছেন। উহার অধিক কিছু বলার আবশ্যক আছে বলিয়া আমি মনে করি না বটে, তবে তিনি যে সকল সমস্যার আভাস দিয়াছেন, উহা পরীক্ষিত হইয়া চিন্তা করিয়া দেখা আমাদের উচিত বলিয়া আমার মনে হয়।

সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলার কর্তৃক দীর্ঘ বক্তৃতা দানের রীতি নাই; আমার মনে হয় পাকা-উচিত নয়। রাইট অনারেবল স্যার ডেভ বাহাদুর শাস্ত্রীর স্মরণার্থে বাস্তবিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণের পর বক্তৃতা প্রদান করিতে আমি সচেষ্ট বোধ করিতেছি। উহার প্রত্যেকটি কথাই আমাদের গর্বের উত্থেক করে। ভারতের উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশংসকরূপে তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সন্মতি এবং বাঙালীর বনীয়া সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করা সজ্ঞ মনে করিয়াছেন, একজন সুদীর্ঘ অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে তিনি ততটুকু দেখাইয়াছেন। অবশ্যই ইহা পরিকল্পিতভাবে অবগত আছি যে, বন ও মনের দিক দিয়া আধুনিক ভারতে তিনি কাহারো অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। এমন কি সুদূর ইউরোপের যে সকল স্থানে আজও মুক্ত বুদ্ধি, উদার দৃষ্টি ও মানবজাতি অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তথায়ও তাঁহার সন্মতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

অব্যাকার সমাবর্তন উৎসবে আমি চ্যান্সেলার হিসাবেই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত আছি। ৪ বৎসর পূর্বে স্যার জন হারবার্ট বলিয়াছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের অধোগ্রহণ সুবিধাগুলি গভর্ণরেরও প্রাপ্য। সে অবস্থা এখনও অটুট বহিয়াছে। তবে বর্তমানে এতটুকু প্রত্যেকের স্মৃতি হইয়াছে যে, পূর্বের স্যার গভর্ণরকে চ্যান্সেলারের আদেশ-নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয় না। এক্ষণে রাষ্ট্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারে গভর্ণর সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন। এক কথার কথা বলি, বিচারপতির আসন ত্যাগ করিয়া চ্যান্সেলার আর একতরফেই থাকিয়াছেন।

এই ব্যবস্থার দ্বারা চ্যান্সেলারের উপর পক্ষপাতের কোন আয়োজন করা হয় না বটে, তবে এক্ষণে তিনি

নিজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করিয়া মনে করিয়া থাকেন।

বুদ্ধ ও বিনিময় সমস্যা

পৃথিবীর আকাশে যে বনঘটা দেখা দিয়াছে, আর সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই না। বুদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে ভ্রম-ভ্রান্তির অনেক কিছু বলার প্রয়োজন আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে স্বাধীন সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলার সাধ কতটা আছে বলিয়া আমার মনে হয়। স্যার ডেভ বাহাদুর শাস্ত্রী আমাদের সম্মুখে বহু চিন্তার বিষয় উপস্থিত করিয়াছেন। অতীতে আমরা যাহা স্বপ্ন করিয়াছি, উহা পূর্ণ হইবার নয়। আমি ইহা স্মৃতিতে রাখি যে, বর্তমানের পুঙ্খবিস্তৃত কণ্ঠস্বরী স্বতন্ত্র এবং উহা কিছুতেই বিশ্ব-সভায় পূর্ণ সাধন করিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের যোগাযোগ অতিরি বর্তমান পরিবেশের উপরও দৃষ্টি সন্মত করিয়া পুঙ্খবিস্তৃত জানিতে চাইয়াছেন যে, শীতকালের দৃষ্টি ও সভ্যতার উপর যে চাপ পড়িয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উহা সহ্য করিয়া নইতে পারিবে কি না? কিহা শুধু অতীতের স্মৃতি বকে ধারণ পূর্ণক সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নিশ্চিত হইয়া যাইবে। যদি তাহার বর্তমানের স্বতন্ত্রতা সহ্য করিয়া নইতে না পারে, তহা হইলে উনিয়াতে কি হইবে? গত বর্ষ বৎসরে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ইউরোপের বহু দেশে নৈতিক ও সামরিক সম-প্রণালীর বিশেষ সাধন করা হইয়াছে। উনিয়াতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ইহা উপযুক্ত সময়। আমাদের পৌরুষ বা জ্ঞান পরিমার্জিত হইতে চ্যান্সেলারের দেখা হইয়াছে, আমরা সে জন্য প্রস্তুত আছি কি? সুদূর বহিরাবর্তী বিশ্ব আশাধিক যে জ্ঞান ভাঙার দ্বারা গিয়াছেন উদার সংস্কার এবং নিশ্চিন্ত সাধনের জন্য আমরা কি যোগাযোগভাবে সজ্জ হইয়াছি?

এমন আরও কতকগুলি প্রশ্ন আছে, যাহা মনে মনে প্রত্যেকের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। তবে যাহা বাহাদুর শাস্ত্রীর পৃথিবীতে প্রবেশের জন্য উদাত্ত হইয়াছেন, তাঁহার

হৃদয় মনে করিবেন যে, উহা শুধু শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপার এবং যুবকরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে দেশের ক্ষেত্রে অনুসরণ হইবে। যদি ইহাও আপনাদের ধারণা হয়, তহা হইলে বৃদ্ধা যাম, আপনাদের আশ্বিনাস আছে। ইহাও প্রাথমিক অবস্থার নয় বরং সত্য সত্য কথা। কিন্তু আমি যে প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছি, উহাকে আদৌ অবহেলা করা যায় না। এমন কতকগুলি প্রশ্ন আছে যাহা আমাদের পূর্ণ বর্তমানেরও মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছে, আপনাদেরই উদার উত্তর প্রত্যাশা করিতে হইবে। সত্য মতবাদ ও উদ্বেগ এবং বৃদ্ধা আশা-আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর বর্তমান অশান্তির মূল। এক্ষণে মানুষ পুরাতন এবং নতুন বাস্তবিক বর্তমানকে পূর্ণ জৈবিক ক্ষেত্রে রাখি হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন মতবাদ ভুল হইতে পারে; তবে উদার কারণ এই নয় যে, উহা নতুন বাস্তবিক বর্তমান এই জন্য যে, যুগের পরিবর্তনে বর্তমানও পরিবর্তন ঘটানো। আপনাদের পুরাতন সম্পদগুলি বাচাই ও বিচার করিয়া দেখুন। যদি উহা সত্যবিশিষ্টাধে পরিচালিত হয় তহা হইলে বিশেষ হইতে পারে। অপর পক্ষে যদি আপনাদের উদারের প্রতি ন্যায্য সম্মান প্রশংসা পূর্ণক বিচার-বিবেচনার পর প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন এবং তৎফলে তান কিছু অমানসী করেন, তহা হইলে আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনাদের যোগ্য অঙ্গন করিয়াছেন উহা স্বাধীন হয় নাই।

শুধু পৃথিবী-বিজ্ঞান শিক্ষালাভই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নয়। আপনাদের মধ্যে ভাসমান জীবনযাত্রার জ্ঞান সঞ্চার করাও উহার একটি প্রধান কাজ। কারণ ইহা প্রতিবেশে আপনাদের পৃথিবীতে চলিতে পারেন না। সামরিক ব্যক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং বিশ্বসমস্যা ও ব্যক্তিগত সামরিক সমস্যা ব্যক্তিগত মতাদর্শ আপনাদের কণ্ঠস্বর। আমাদের প্রত্যেক অস্তিত্বই তান দুটি বিশেষ যে উভয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, উদার প্রতি একবার মনোযোগ প্রদান করুন। যুগবিস্তারের আমরা পৃথিবীকে অশান্তকৃত স্থান দেখিতে চাই। যাহা কিছু ভাল ও সং উদার নিশ্চয়, এবং বিচার-বিবেচনার পর যুগের পরিচালিত যদি আপনাদের শিক্ষা করেন, তহা হইলে দেশের উন্নয়ন, আশা-ভরসা যাহা অতি-জিহ্ন হৃদয় যোগ্যতা আপনাদের অঙ্গন করিতে পারিবেন।

বাঙালি দেশাস্থের জীবনযাত্রা কর্তব্যের এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইতেছি যে, বিভিন্ন জেলা হইতে যে বিবরণী পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বুঝা যায়—বাঙালি নতুন এই বর্তমান লোক-পন্থার জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প কিনে

টাকা জমান



৪৯ টাকা মূল্য বহুরে
তিন টাকা ম-আনা
উপায় করে

পোষ্ট অফিসে চার আনা, আট আনা এবং এক টাকা মূল্যের সেভিংস ষ্ট্যাম্প কিনতে পাওয়া যায় এবং বিনামূল্যে একটি কার্ড পাওয়া যায়। ষ্ট্যাম্প কিনে কার্ডের ওপর জরাজেঁদে থাকুন। কার্ডে মূল টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প জমালে পোষ্ট অফিস থেকে এই কার্ডের সহলে একটি মূল টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাঠাবে। এই সার্টিফিকেট আপনাদের ঘরে টাকা উপায় করতে থাকবে।

আজই সেভিংস কার্ড চেয়ে নিন

२५५ बलमिश्र :-

१। मानिकगढ़ी ४ मधुमधुनक बना मिरा प्रवाहित
 कर महीदे लकी मानिकु करा घईकाहे ।

হাথিয়ারপুর থানার অফিসে ৩ জানুয়ারি ইটনিয়া
অধিকাংশ শবীর কবরের বাস। প্রেসিডেন্ট ও সলদাস

কর্তৃপক্ষ প্রুশ'নী সভাপতির প্রতিদিনই সভার আয়োজন
করিয়াছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যে প্রায় ১৪।১৫ জনের
সভার লোক উপস্থিত থাকিত। দুই তিন সপ্ত প্রুশ'নীর
সাক্ষাৎ করা হইয়াছিল। শেষ তিন পৃথক বিতরণের
কাণ্ড হইত। বাস্তবসম্মত জরিদার ও পল্লী উন্নয়ন
সমিতির সভাপতি ও প্রুশ'নী সার-কমিটির সভাপতি
বিঃ পুশ'দাস দার মহোদয়ের অর্থ-নুকূল্যে ও আর্থিক
সহযোগিতায় ও স্থানীয় উন্নয়নসময় ও ব্যবসায়ের অর্থ
উৎসাহ ও অগ্রসর পরিশ্রমে প্রুশ'নী বিরাটভাবে সাফল্য
যুক্ত হইয়াছিল।

[illegible]

[৩য় পৃষ্ঠার শেখাংশ]

[२४ कन्दर्पस्य विदुः जगन्म]

বঙ্গদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

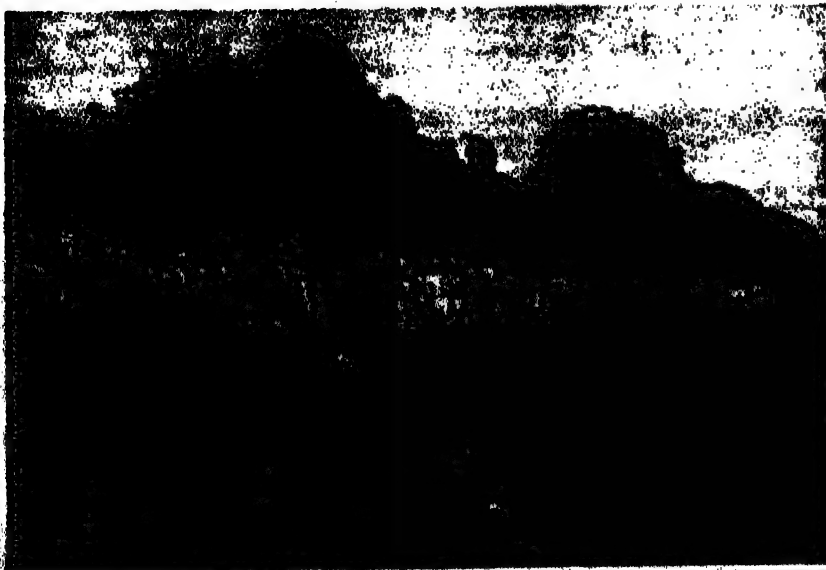
সর্বত্র বিরাট উৎসাহ-উদ্বোধন

বহরমপুর—

মুন্সিবাগ জেলার অন্তর্গত বহরমপুর সদরে সংগঠিত সিডিক পার্টির সভ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে এবং শহরের বিশিষ্ট নেতা মি: অনিলচন্দ্র চ্যাটার্জি এবং মি: ই.ব. সেকুয়ে এই কাছা সম্প্রদায়ে সংগঠিত হইয়াছে। এই দলের প্রাথমিক সংগঠনের এক সময়ে বাহুবীর মহাবাহা পতঙ্গ বাহাবীর উদা পরিচালনা করেন এবং জাহাঙ্গিরকে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করেন। সম্রাতি বহন বানবীর রাজ্য সচিবের সভাপতিত্বে লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত আশিকগড়ে একটি বিরাট বুদ্ধ প্রচার সপ্তর্কীত সভা হয়, সেই সময় বানবীর মহীর আপমনকালে বহরমপুর সিডিক পার্টি এবং লালবাগ সিডিক পার্টি তাঁচাকে পার্টি অক অব্যয় প্রদর্শন করে এবং উহার কলে জন-সাধারণের বহা জাহাঙ্গিরের সম্পর্কে একটি উত্তম বারণা করেন। বহরমপুর সিডিক পার্টির আর একটি অংশ সময় মহকুমার অন্তর্গত দুবকলে অনুষ্ঠিত আর একটি বিরাট জনসভার বোগদান করে এবং সববেত জন হাজার বাড়ির মনে বেশ জাল বারণার বৃষ্টি করে। অন্য এক সময় বহরমপুর সিডিক পার্টি জন সিডিক পুন্সিদের সচিব সচিবসিডিকানে শহরের বড় বড় বাজার ভিতর মিলা বাচর্ট করে। অন্তর্গত পুন্সি পুন্সি-স্টেটের জাহাঙ্গির বোগদান বিনে প্রকাশ করেন। পুন্সি পুন্সি-স্টেটের অনুরোধে এই সিডিক পার্টি জন সচিবসিডিকানে মহরম উপলক্ষে পাতি বক্ষায় নিযুক্ত পাকে এবং বিশেষ প্রশংসার বোগা কাজ করে। তন্মধ্যে একজন পকেট-মারকে মাল সববেত প্রেরণার করে।

দুবকী, বানবীরের সিডিক পার্টি জন সপ্ত পুন্সি অফিসারদের অধীনে এবং বহকুমা হাকিরের নেতৃত্বে ত্রিল অভ্যাস করিতেছে। কাকীদ সিডিক পার্টি জনকে জেলা ব্যাঙ্কিট্টে দুইবার এবং পুন্সি পুন্সি-স্টেটের দুইবার পরিচালনা করিয়াছেন। অকীপুনের সিডিক পার্টি জনকে পুন্সি পুন্সি-স্টেটের দুইবার এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুন্সি একবার পরিচালনা করিয়াছেন।

এখানে একথা উল্লেখ করা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না যে, বহরমপুর সিডিক পার্টি জন অন্যভাবে কিছু প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। পতঙ্গ-মেন্টের বিভিন্ন বিভাগে আবেদন করিয়াছেন এইরূপ বহু সমস্যা পার্টির কমান্ডারগণের পুন্সি-পত্রে বোঝে চাকুরী লাভ করিয়াছে।



বহরমপুরের সিডিক-পার্টি জন ব্যাঙ্ক বহলানে পায়েত করিতেছে।

শ্রীরামপুর—

সিডিক পার্টির জালিকাত্ত হওয়া জাতীয় জীবনের প্রয়োজন এবং প্রত্যেক নাগরিকের কষ্টনা হইতেছে—হয় সিডিক পার্টি জন বোগদান করা দিচ্কা বাহাৎ সিডিক পার্টি জন বিশিষ্টাধী ও পুন্সিদের পরই জেনেরা বাপারে বিজীত সারি সংগঠন করিতে পারে, তৎক্ষণা জাহাঙ্গিরকে 'অর্থ' দ্বারা সাহায্য করা।

সম্রাতি শ্রীরামপুরের জৌতলাবী কোট প্রাচীরে একপাত সিডিক পার্টির একটি সভার জগলীর ব্যাঙ্কিট্টে মি: বি.বি. দাশগুপ্ত উপস্থাপন করিয়াছেন।



বহরমপুরের সিডিক-পার্টি জন ও সিডিক পুন্সি-বাহিবীর সচিবসিডিকানে প্রদর্শনী।

মি: দাশগুপ্ত একটি চমৎকার কক্ষীলম সংগঠন করবার নির্দিষ্ট শ্রীরামপুরের কক্ষীলমকে আদান করেন এবং এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য মি: কে. এ. জাটাজা এবং উপস্থিতগণকে বনাবাস জ্ঞাপন করেন। বহুদা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে, বহন জেনেরা বাপারে অধিকতর প্রবণ দুটি এবং পক্তি নিরোজিত করা প্রয়োজন।

ইহার পূর্বে মি: দাশগুপ্ত সিডিক পার্টি জন পরিচালনা করেন; জাহাঙ্গা তিন সারিতে সজ্জমান ছিল। ইহার পর উৎসব শুরু হয় এবং সিডিক পার্টি জন জেলা ব্যাঙ্কিট্টের সমুদ্রে পশব প্রদর্শন করে।

জানীর কমান্ডার মি: কে. এম. জাটাজা এবং জেনার কমান্ডার মি: জবীর বাহ সিডিক পার্টির উল্লেখ করিয়া বহুদা প্রদান করেন।

নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য উপস্থিত ছিলেন:—

জবনী জেনার পুন্সি পুন্সি-স্টেটের মি: টি. কে. খোশ, শ্রীরামপুরের বহকুমা হাকির মি: এম. সি. জাটাজা, বহকুমা পুন্সি অফিসার মি: একু. কারমান, অফ. সি. মিসেস কারমান, বানবীর অফিসার মি: এ. সি. সেন, মি: এ. আর খানকা, মি: কে. সি. সেন, (ডেপুটি ব্যাঙ্কিট্টে) মি: এম. বি. মিরজুহুরা, মি: বি. চাট্টা, শ্রীরামপুর মহকুমার বিদায় জাহাঙ্গ পুন্সি-বাহিবী অফিসার মি: এম. এম. হার, জটিল জেনারেল মি: বি. বি. জাটাজা, মি: এম. সি. জৌবী, জা: পি. সি. সেন, জা: এম. এম. পান, জা: কে. ডি. লাহা, মি: পৌবীলাপ জটাজা এবং মি: এ. কে. সেন।

জলপাইগুড়ি—

পার্ট ১০০ জেনারেল বেন মধ্য পেম হইয়াছে, সেই সময় জলপাইগুড়ি বুদ্ধ কার্যকরী কমিটির অধৈর্যক কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গিরের বুদ্ধ লান-কমিটির নির্দিষ্ট ১,৬২,৩০০ আনা প্রাপ্ত হয়।

এপ্ৰিল ১১ ১৯৪৬/৪৭ সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯১,৫৬/০ আনা দেবী দেবী জাহাঙ্গির মতিলা জহাঙ্গির নির্দিষ্ট পুন্সি করিয়া দ্বারা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ৫৭,৭৭২৬/০ পাট ইট-ইটিকা তহবিলে প্রদত্ত হইয়াছে।

পার্ট ৭৫ পার্ট ৭৫ মধ্য পেম হইয়াছে, সেই সময় জলপাইগুড়ি বুদ্ধ কার্যকরী কমিটির অধৈর্যক কোষাধ্যক্ষ ৩৯,৮১/০ আনা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে বহুদা বনাজলের বুদ্ধ লান-কমিটির নির্দিষ্ট হইতে ৯৮,১৫ পরমা এবং মতিলা জহাঙ্গিরের বুদ্ধ লান-কমিটির পক্ষ হইতে জাহাঙ্গির মি: কে. পি. জাহাঙ্গিরের নির্দিষ্ট ১১,৮১ পার্ট ৭৫ দ্বারা।

এপ্ৰিল ১১ ১৯৪৬/৪৭ পরমা টাঙ্গা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯১,৫৬/০ আনা দেবী দেবী জাহাঙ্গির মতিলা জহাঙ্গিরের অন্য পুন্সি করিয়া দ্বারা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ৫৭,৭৭২৬/০ পাট ইট-ইটিকা তহবিলে প্রদত্ত হইয়াছে।

পার্ট ১০১ পার্ট ১০১ জলপাইগুড়ি 'পতঙ্গ-মেন্ট অফিসার ইন্সপেক্টর' সমস্যাপন করেকজন ডেপুটি অফিসারের সহযোগিতায় বহুদা বুদ্ধ লান-কমিটির সাহায্যার্থে জলপাইগুড়ি জাহাঙ্গা বাচা-মধ্য হলে 'মহা বহাঙ্গ' অফিসারের অধিনয় করেন। এই উপলক্ষে বহুদা বুদ্ধ লান-কমিটির পুন্সি হইয়া দিরাছিল।

ব্যবসায়ে চিত্র-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা

দুই ইঞ্জিনযুক্ত বোম্বার্ক বিমান

ভূপালের মানবীয় নগরায় বাহাদুর

শিল্প-উন্নয়ন সম্পর্কে মানবীয় প্রধান-মন্ত্রী

সম্রাট বাঙালার মানবীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফকরুদ্দীন হুগ্ কলিকাতার চৌরঙ্গী রোডে ব্যবসায়ী-শিল্প প্রদর্শনীর (Art in Industry) ব্যয়োগাটিন করিতে গিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি ব্যাপারে চিত্র-শিল্পের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি এই বক্তব্য করেন যে, দেশে যাহাতে ব্যবসা-প্রদর্শনিত হইয়া উঠে, সেখানে দেশের কল্যাণকারী ও সুবিকাশ বিবেচনায় চিত্রশিল্পীরা হইয়া উঠিবেন—সে সময় উপস্থিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে—যাহাতে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি হয় সেখানেও উচ্চতর প্রগতির পথে পুঁজিতে অগ্রসর হইবেন।

প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন যে, এই বর্ণের একটি প্রদর্শনী সংগঠন সর্বোত্তমভাবে বাঙালীরা। কারণ এই প্রদর্শনী শুধু যে শিল্প ও বিজ্ঞানে পারদর্শী ভাবপ্রীত হইয়া থাকে তাহাদের যোগ্যতা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে সর্বোৎসাহিত তাহা নহে, পরন্তু ব্যবসায়-গণকেও তাহাদের এই কাজে ব্যবসায় কেন্দ্রে ব্যবহার করিতে সুরিধা প্রদান করিয়াছে। বাঙালী পণ্ডিত-মেন্ট এই বর্ণের একটি প্রদর্শনীই হুলা জনস্বজন করিয়াছেন।

সরকারী শিল্প-বিজ্ঞানদের অধ্যক্ষ মিঃ মুকুল দে মানবীয় মিঃ হুগ্কে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া এই প্রদর্শনীর ব্যাপকভাবে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হইবার সত্যাবদার কথা জ্ঞাপন করেন। ইহার ফলে সবুজ ভাবভের নিরিগণ একটি মৃত্তম কর্কশেত্র খুলিয়া পাইবেন। তিনি আশা করেন যে, শিল্পিদল এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করিবে। তিনি বলেন যে এই উপলক্ষে যে সকল কার্য সম্পাদিত হইবে, তাহা মিউরাল পেটিং ও প্রতিভুতি অঙ্কন প্রভৃতি চিত্রশিল্পের অন্যান্য বিভাগের নতই প্রয়োজনীয় বলিয়া নিশ্চিত হইবে।

বাঁকুড়ায় আদিম-অধিবাসীদের উন্নয়ন-কার্য

[৭ম পৃষ্ঠার ভেতর]

একটি এই অর্থ প্রদর্শনীর সময় বাঙালার অর্থে। দেখা গিয়াছিল যে, আদিম অধিবাসীরা সকল রকম পুরাতারই ভাগ পাইয়াছিল।

"সবুজ" নামে একটি গীতগোবিন্দী দাঁক প্রানের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দীর নিকট উহা বিশেষ চিত্রাঙ্কন ও টাইলিং এবং উহার ভিতর গীতগোবিন্দীর মধ্যে উপস্থিত বর্ণের জীবন-যাত্রা প্রণালী প্রবর্তন সূচিত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দী নৃত্য এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

এতদ্ব্যতীত একটি সমীচ প্রতিলিপিতার ও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। গ্রামা লোকের মনোবৃত্তিমাণে স্থানীয় জাতি দাঁক ও বাজার আরোজন করিয়াছিল। তাহাতে বাজার বাজার লোক সববেত হইয়াছিল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এল. সি. বজুরদার পুরাতার বিভরণ করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় লোক প্রদর্শনী সংগঠন করিয়াছিলেন বলিয়া শেষ-বক্তার তিনি জাহানের প্রশংসা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সহযোগিতা ও সববেত পড়িল উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্থানীয় প্রদর্শনী-কর্মী কর্তৃক এই প্রদর্শনী সংগঠিত হয় এবং আদিম অধিবাসীদের স্পেশ্যাল অফিসার ও বাবুদের সার্কেল অফিসার উদ্যোগে বৃদ্ধ-সম্প্রদায় ছিলেন উক্ত কর্মী পণ্ডিত-মেন্ট এবং জেলা বোর্ডের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করে। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় জীবিত পাওয়া নিশ্চিত।

আক্রমণে অধিতীয়

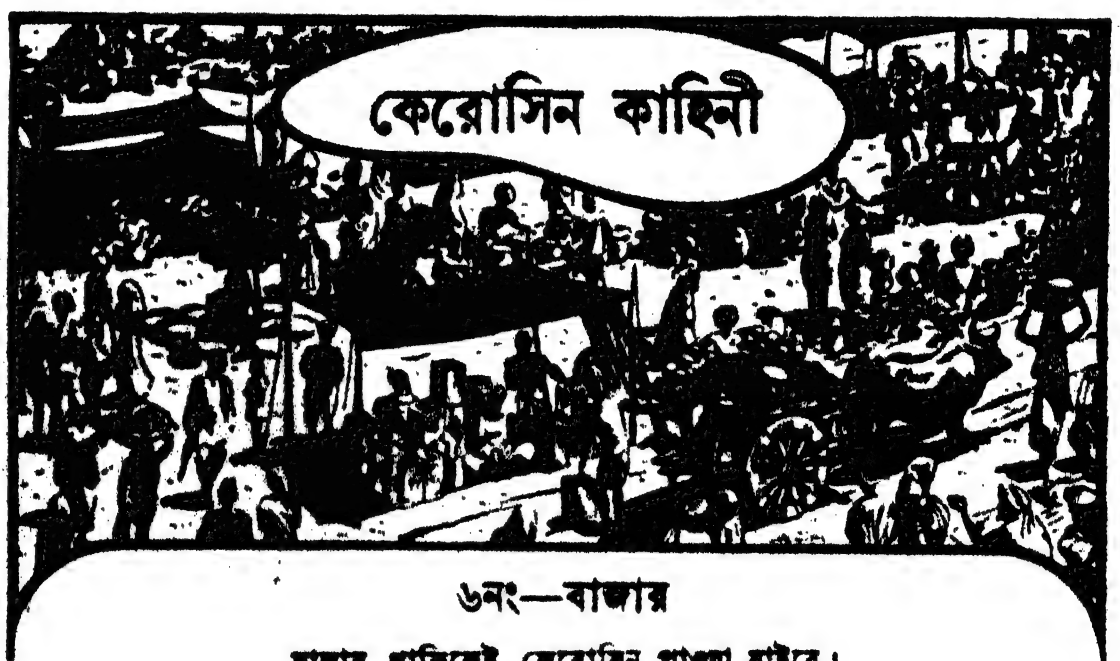
দুই ইঞ্জিনযুক্ত মৃত্তম এলো ম্যাকটোর বোম্বার্ক বিমানের উল্লেখ এখন করা বাইতে পারে। আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত সংবাদ মতে জাপানের শ্রেষ্ঠ সামরিক জাহাজী বিমানের মধ্যে সর্ট টাইপ: জাতীয় বিমানের সহিত ইহার তুলনা করা বাইতে পারে। জাহাজীর বিরুদ্ধে জীবন বোম্বার্ক নিক্ষেপ অভিযানের আরোজন করিতে ইহা যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

এই ম্যাকটোর সম্বন্ধে এখন শুধু এই কথাই বলা চলে যে, ইহা বৃষ্টি প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং জাহাজীর টাইলিং-কেন্দ্র বোম্বার্ক বিমানের পরিবর্তে এগুলি বাইলিং-কেন্দ্র বোম্বার্ক বিমান এবং ইহাতে আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যয়াদির যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে।

মহা-প্রাণের সৈন্যদল পরিচরম

ভূপালের নগরায় বাহাদুর সেনার সৈন্যদল ও বৃষ্টি বাহিনী পরিচরম শেষ করিয়াছেন। তিনি বক্তৃত্বের শিবিরে আপন সৈন্যদের সৈন্যদের সহিত দুই দিন অবস্থান করিয়াছেন।

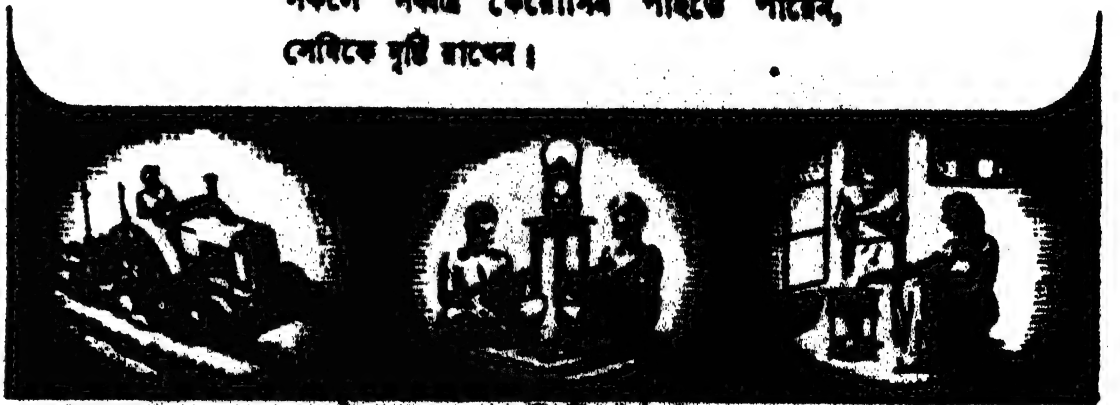
মানবীয় নগরায় বলেন, "আমি যেখানেই গিয়াছি, সৈন্যদের আমন আমন-শীত দেখিয়াছি। আমি সৈন্যদের উৎসাহ, সাহস দেখিয়া ভূষ্টি লাভ করিয়াছি। সৈন্যদের সকলে সুখে ও সুস্থ পরীয়ে আছে। সৈন্যদের রক্ষণ-বেকনের ব্যবস্থাও প্রশংসনীয়। শেষ পর্যন্ত নগরায়ের জন্য তাহারা প্রস্তুত আছে।"



৬নং—বাজার

বাজার থাকিলেই কেরোসিন পাওয়া বাইবে। ক্রমে ক্রমে কেরোসিন ভারতের নিবৃত্ততম প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। হুদুর গ্রামবাসি-গণও জানেন যে ঠিক ছুয়ারের গোড়ায় না হইলেও স্থানীয় বাজার অথবা হাটে কেরোসিন সর্বদাই সজ্জত থাকে এবং টিনে অথবা বোতলের মাগে পাওয়া যায়।

বহু বৎসর ধরিয়া বাঙ্গা-দেশে কেবল মাত্র কেরোসিন বিক্রয়ের এই হুদুর বিবৃত্ত বন্দোবস্ত করিয়াই নিরন্ত হ'ন রাই। উপরন্তু তাহাদের ইন্সপেক্টরগণ কেরোসিন সরবরাহ-ব্যবহার উন্নতি করিতে সর্বদা চেষ্টা করেন—বাহাতে সকলে সর্বত্র কেরোসিন পাইতে পারেন, সেবিকে দৃষ্টি রাখেন।



বাঙ্গা-দেশে অয়েল ট্রোরক এও ডিই বিউটিং কোং অক ইতিয়া মিঃ একেটম্: কলিকাতা মোহাই বাজার কলিকাতা মিঃ মিঃ

कलिकातार बाजार मर

ব্রাইটন বিল্ডিংএ প্রথম বৈঠক

বাল্যকালেই কব-প্রতিষ্ঠা কৃষি, পশু-চিকিৎসা ও পশু-পালন বোর্ডের প্রথম বৈঠকে এই প্রদেশে আগও কৃষিকার্য ও কৃষি-পথেরণা কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা সহজে আলোচনা করা হইয়াছে। এই বৈঠক নিম্নত ২৮শে কেশবরাই জাতিবে রাইটার্স বিল্ডিংএ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাল্য নরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের স্রী যামদীর সি: কৃষি-উদ্বিগ্ন বান সভাপতি আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশু-রোগ নিবারণ সহজেও এই সভার আলোচনা হইয়াছিল। যামদীর সি: বান সমস্যাগকে সহজনা করিতে যাইয়া এই বোর্ডের কার্যে শুক দাতিত ও কষ্টব্য গ্রহণ করার জন্য জীহানিকে বন্যাক প্রদান করেন। যে তিনিই বিভাগের দাসন পরিচালনার জীহা উপদেশ দিবেন বলিয়া আশা করা যায়, তাহাতে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়ার জন্য জীহানিকে অনুগ্রহ করা হয়। তিনি আগও বলেন যে, পূর্বে একটি কৃষি বোর্ড ছিল; তাহা উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিত; কিন্তু ই বোর্ডের সভা কখনও কীভাবে তাহা অনুষ্ঠিত হইত না এবং ই সভার সমস্যার উপস্থিতিও ত্রুটি সমস্যাকমক ছিল না। কলে যে উল্লেখ্যে ই বোর্ড গঠিত হইয়াছিল তাহা কখন পূর্ণ হয় নাই। পশু-পালন সহজেও একটি পৃথক বোর্ড ছিল। তাহাতে অধিকার সমসাই ছিলেন বিশেষতঃ। জীহা কৃষি বিভাগের পশু-পালন দাশার নীতি ও পরিচালন সহজে পরামর্শ দিতেই কিন্তু কয়েকটি সভার পরই ই বোর্ডের কাজ বন্ধ হইয়া যায়।

“এইরূপ অবস্থা স্বেচছা জাতি মনে করিলার
বে, কৃষি, পশু-পালন ও পক্ষ-চিকিৎসা বিভাগের সক্ষমিত
কাজে আরও শ্রুত উৎসাহ ও অনুবাণ কষ্ট করিবার জন্য
একটা কিছু করা প্রয়োজন ; কারণ এই সব বিষয়ে পরামর্শ
প্রদানের জন্য কোন পরামর্শ বোর্ড নাই। অর্থাৎ অসামান্য
প্রশ্নে অনুজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত পরামর্শ বোর্ডের গঠন সম্বন্ধে
সংবাদ নিতা স্বেচছা পাইলার যে, যুক্ত-প্রদেশের কৃষি, পশু-
চিকিৎসা ও পক্ষ-পালন বিভাগের সক্ষমিত বোর্ড তুলনায়
অসামান্য বোর্ড অপেক্ষা ভাল। এই বোর্ড যুক্ত-প্রদেশের
বোর্ডের আদর্শেই গঠন করা হইয়াছে ; শুধু স্থানীয় অবস্থার
সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য কোথাও কোথাও সামান্য
পরিবর্তন করা হইয়াছে।

“আমি পূর্বেরই বলিয়াছি যে, আপনাদের উপর যে কার্যভার দেওয়া হইল, তাহা শুকতর ও সাগরিপূর্ণ। এই বোর্ডের শাসন ব্যবস্থায় একটি কর্তৃত্বাধিকার দেওয়া হইয়াছে; বিভিন্ন সন্থে এই সমুদয় বিষয়ে আপনাদের উপদেশ চাওয়া হইবে।

“আপনারা বীজ, উর্ব্ব রক্তাসাবক বহু, কৃষি যন্ত্রাধির
উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণ সত্ত্বে, কৃষি, পক্ত-চিকিৎসা
ও পক্ত-পালন সত্ত্বে প্রদর্শনী ও প্রচারকাহী, জমিতে
জল, সরবরাহ ব্যবস্থা, ভূমির ক্ষয় নিবারণ, জমির-উর্ব্ব রক্তা-
সাবন, পক্ত উৎপাদন, পক্তের পুষ্টিসাবন, সাধারণতঃ পক্ত
ও পকীর উৎপত্তি বিধান, পক্তরোপ ও পকীরোপের
চিকিৎসা ও উচ্চাদের রক্ষণ, কৃষি, পক্ত-চিকিৎসা ও পক্ত-
পালন ব্যাপারে শিক্ষা প্রদান, কৃষিজাত প্রযোব ও পক্ত-
জাত প্রযোব ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করণ ও অন্যান্য
যে সব বিষয়ে আপনাদের উপদেশ চাহিত হইবে, আপনারা
আবালিগকে উপদেশ দিবেন।

第一、二章

“ইহা বলই নিজেদেরোজন যে, অসংখ্যজন একটি বিলাস
ভাণ্ড। ইহাতে আমি নিচর বলিতে পারি, আপনাদের
অনেকজন কাল ব্যতিত হইবে, প্রাণ হ্রাস পবিত্র করে
এক ব্যক্তিরও অসুখিও আপনাদিগকে জ্ঞান করিতে

[२४ कल्याण विद्युत शोध]

এক মণ্ডাচর বিবরণ

বিষয় : ২৬শে ফেব্রুয়ারী যে সম্মান দেয়া হইয়াছে,
 যে সম্মানে বারদার জাহাঙ্গীর ও মঙ্গলের জাহাঙ্গীর নিয়ে
 দেওয়া হইল :—

খালে নামে বহু বাসিন্দাও ছাড়া মাঝে মাঝে কাঁচা
 কোম বটী হয় নাই। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের ভিত্তিতে চাষ
 এবং বীজ কাটা ও সাজাইবার জন্য আরও বৃষ্টির আবশ্যক।
 বিস্ময়কর ভাবে কেন্দ্রকারী ভাটবিশে সুশিলাবান এবং বীরভূমে
 পুষ্টিগিক বিশিষ্ট টেটী কাজে যথাক্রমে ২,৮৩৪ এবং ২,১২৩
 জন লোক নিযুক্ত ছিল। বীরভূমে ২,২১০ জন পরবর্তী
 দান লাভ করিয়াছে। বাউলাখোলে সে লগ্নায়ে গড়ে
 নিকার প্রায় ১৮ সের চাউল বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ববর্তী
 লগ্নায়ের তুলনায় চাউলের দর বড়করা ৩০ টাকা পড়িয়া
 গিয়াছে। ২৪-পরগণা জেলার ডায়মণ্ডচাঁদাবার, বাগাকপুর,
 বাবাসত এবং বাঁশরাটে সাধারণের আয়েরা চাউল নাকার
 ১৮ সের। মলৌয়া জেলার কুঁহিয়া, মেঘেকপুর, চুয়াডাঙ্গা
 এবং রাণাঘাটে নাকার ১৭ সের হইতে ১৭১০০ টনাক ;
 মুন্সিগঞ্জের লালবাগ, কচুদীপুর এবং কালিয়াতে ১৭৮০ টনাক
 হইতে ১৮৮০ টনাক ; বশোরের জেলার সাতুয়া, মড়াইল
 এবং বনগাঁওতে নাকার ১৮ সের হইতে ১৯ সের ; বুলমার
 সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাটে ১৮ সের ; বর্ডমানের আসান-
 সোম, কাচিয়া এবং কালসার ১৭১০ টনাক হইতে ১৮১০০
 টনাক ; বীরভূম এবং রামপুরহাটে ১৮৮০ টনাক হইতে ১৮১০
 টনাক ; বীকড়া এবং বিষ্ণুপুরে নাকার ১৭ সের হইতে ১৮
 সের, মেদিনীপুর জেলার বীদি, তমলুক, বানিাল এবং
 ব্যাংগুরে ১৭৮০ টনাক হইতে ১৯০০ টনাক ; ভগলী,
 শ্রীরামপুর, আবামহালা ১৭১০ টনাক হইতে ১৮ সের ;
 বাঁড়া ও উকুগেড়িয়ায় ১৭৮০ টনাক হইতে ১৮১০
 টনাক ; রাজশাহী, নওগাঁ এবং সাটোরে ১৭৮০
 টনাক হইতে ১৮ সের ; হিমালপুর, ঠাকুরদী ও
 কপুথবাটে নাকার ১৭১০ টনাক হইতে ১৯ সের ;
 জমশাইদহ, আলিপুরে নাকার ১৮ সের, লালিয়া, কালিয়া,
 নিলিগড়ি এবং কালিয়া-৪ ১৮১০ টনাক হইতে ১৮ সের ;
 রামপুর, নিলবাঘাটী, কুড়িগ্রাম এবং খাইরাবাদ ১৮১০ টনাক
 হইতে ১৮১০ টনাক, বড়ডায় ১৮৮০ টনাক, পাঁচনা,
 ও সিদ্ধান্তপুরে ১৭৮০ টনাক হইতে ১৮৮০ টনাক ; মালদহে
 ১৮৮০ টনাক ; কুচবিয়ায় ১৮৮০ টনাক, নাকা, মানিকগঞ্জ,
 নারায়নগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জে ১৭১০ টনাক হইতে ১৮১০
 টনাক, মহনসিঙে, জামালপুর, রাজাইল, নেত্রকোণা
 ও কিশোরগঞ্জে ১৭ সের হইতে ১৮ সের, ফরিদপুর,
 গোরাপল, মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জে ১৭১০ টনাক
 হইতে ১৯ সের ; বাবরগড়ের পিরোজপুর, পটুয়াখালি
 এবং পল্লিন সাহাবাঙ্গপুরে নাকার ১৮ সের হইতে
 ১৯ সের, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে ১৮১০ টনাক
 হইতে ১৮১০ টনাক ; হুগুুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও টালপুরে
 ১৮১০ টনাক হইতে ১৯ সের ; মোরামাণী এবং ফেনীতে
 ১৮১০ টনাক হইতে ১৯ সের ; পাণ্ডু তা চট্টগ্রামে ১৯ সের ;
 ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭১০ টনাক হইতে ১৮১০ টনাক ।

[১ম কলমেব জেব]

হইবে। কিন্তু জন-কল্যাণের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে কার্যের প্রকৃত অনুষ্ঠান করিয়া আপনাতা পরিশ্রম, সময় ব্যয় ও অসুবিধাকে কটকট বসে করিবেস না। কারণ একথা নিশ্চয় যে, আমরা জন-কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেছি। আপনাতা বসন পরিহিত প্রদান করিয়াছেন, তখন কটক বসন করিয়া নাইবেস বলিয়াই আবার বারণ। সকলেরই একথা উপলব্ধি করিবেন যে, যে কাল আপনাতা প্রদান করিয়াছেন তাহা অতি পরিহরণ।

সি: ই. এম. মুক্তি, আই. সি. এম. ভারীভাবে বাঙলা
স্বাধীনতার চীক সেজেউঠার পরে নিম্নকৃত হইয়াছেন :

ଆଦେଶ: ଅକିମ୍ବାରର ବିକଳିତ

बाह्य भाग पर्यावरण निर्मित बाह्य भाग : अविभाज्य
 भाग १०० भाग : अविभाज्य निर्मित विधि प्रकाश
 कविताएँ :

উৎপন্ন পদার্থ :	চলতি দর।
“আদমাক” আটা—	
কাগজের খণ্ডিত প্রতিদ্বন্দ	.. ০১/০
চটের খণ্ডিত ০১/০
কাগজের খণ্ডিত ০১/০
“আদমাক” বৃত্ত—	
কিশোরি মাঁকা ৩০১
অকৃতজ্ঞের মাঁকা ৬৩১০
ওঝা ৬৩১
মাঝাপ্রান্ত ০০১০
পদ্ম ৬২১০
নীচ ৬০১
শ্রী ৬০১
চাউল—	
বাঁকাভুলসী ০০০ হইতে ০৬/০
পাটমাট ০০/০ .. ০১/০
মোটা ০১/০ .. ০১/০
ডিম—	
মুরগী প্রতি কুড়ি ১০/০ হইতে ১০
বীণ ১০/০
দুগ্ধ—	
পাঁচ ঘের ১১ টাকা।
আলু—	
সেমী (নেমিভাল) প্রতি বন ১৬/০ হইতে ১৬/০
.. প্রতি ঘের ১/০
মংলা—	
মোচিত প্রতি বন ২২/০ হইতে ২২/০
চিংড়ী ১৮/০ হইতে ২৬/০
টলিল ৯/০ হইতে ১১/০
কল—	
আপেল (কাঁচা) প্রতি টাকায় ১০/০ হইতে ১৬/০
কমলা (কাঁচা) ১০/০ হইতে ১০/০
আনারস (কাঁচা) প্রতি কুড়ি ১০/০
কলা (মসুরী) প্রতি একল ১০/০ হইতে ১০/০
.. (মিষ্টানু) ১০/০ হইতে ১০
উর্ধ্ব পক্ষে ৮ ঘের দুধ দেয় একল পাটীর মূল্য ১০/০
কমপক্ষে ৬ ঘের দুধ দেয় একল পাটীর মূল্য ১০/০
উর্ধ্ব পক্ষে ১২ ঘের দুধ দেয় একল সচিবের মূল্য ১০/০
কমপক্ষে ১০ ঘের দুধ দেয় একল সচিবের মূল্য ১০/০

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রুতি করণ
উক্তি প্রুতি সমাপ্তের জন্য ৯০ টাকা হারে “স্বাক্ষর
করণ” প্রকাশ করা হইবে। অস্বাক্ষর সাময়িক বিজ্ঞা-
পনের জন্য এই নিম্নের হারের উপর শতকরা ৫০ টাকা
হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হইবে। কাগজের
বিশিষ্ট কোন স্থানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও
নিম্নের হারের উপর শতকরা ২৫ টাকা বেশী দিতে
হইবে। বিজ্ঞাপনের চার্কের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে
এবং এই টাকাদ্বারা লবণ চেক “স্বপারিশটেডেট,
লন্ডন” কোম্পানী প্রুতি; “এই নামে নির্দিষ্ট পাঠাইতে হইবে।

ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিস্তার

ଜାମ ମାଗରିକ ସୁଧମାୟିକର ତତ୍ତ୍ୱ

[illegible]

মুখপাত্র বোষণা করিবারজন্য যে, যদি টীনা সৈন্যেরা
করোয়ালা ধীপে পুবেশ করে তবে জাপান বর্গা পর্ষদ
বুড়ের ক্ষেত্র প্রসারিত করিবে; কারণ টীনাগের আক্রমণ
যদি ব্রিটিশদের সহিত এক গোপন চুক্তির কম। ইনি
ব্রিটেনকে এই 'বলিরাও' শাসাইয়াছেন যে, ব্রিটিশেরা
যদি বর্গা হইতে টীন-জাপান বুড়ে হস্তক্ষেপ করিতে
চেষ্টা করে, তবে তাহারা স্বাভাবিক বলিরাও হুজিরা করিবে।

“প্রত্যেক পরিবারে পাঁচটি সন্তান হাউ”

জাপানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জাপানী পরিকল্পনা পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুত একটি বৎসাবধিক পরিকল্পনা সম্প্রতি স্বীকৃতির অন্তিমকাল লাভ করিয়াছে। এই পরিকল্পনার প্রত্যেক জাপানী পরিবারে বাহ্যতে পাঁচটি করিয়া সন্তান থাকে এবং জাপানের জনসংখ্যা বাহ্যতে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬০ সালের মধ্যেই ১০ কোটিতে পৌঁছাইতে পারে, তাহার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হইয়াছে।

A black and white photograph showing a group of approximately ten people standing in a line in front of a large, light-colored building. The building has a prominent sign at the top that reads "KHWAJA NAZIMUDDIN MUSLIM HALL". The people are dressed in formal attire, including suits and dresses. The image is somewhat grainy and has a high-contrast, almost posterized appearance.

Printed and published by GEORGE WILFRED DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSSAIN.

সুদূর প্রাচ্যের রণরঙ্গ-মঞ্চ জাপান

যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সহিত সম্মুখের সম্ভাবনা।

[উদ্দেশ্যসহ বীজ লিখিত]

সম্মতি আনি বনিরাহিন্য বৈ, হঠাৎ গণসংসদ উদ্ব-
পূর্ণ আক্রমণ হইতে বঙ্গবান এবং নূর শ্রীচো বানাসংগিত
হইরাছে। গত বর দিনের মধ্যে ক্রতগতিতে বঙ্গবন্ধু
পরিপূর্ণ হইরাছে।

তুর্কী মুলপেরিয়ারকে আক্রমণ করিবে না, ইহা ভাড়া তুর্কী-মুলপেরিয়ার চুক্তির আর কোন বিশেষ শর্তক্ৰ আভে কি না, অনুসন্ধান তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিবেতত না। ইহা বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগত অভিমত বটে। তবে যেহেতু তুর্কী জাহান পূর্বের সমস্ত কাধাবারকাজ পালনে বৃহৎ সমস্ত জ্ঞানন করিয়াছে এবং বুটেনের সহিত জাহান পারম্পরিক সাধাৰা চুক্তি রহিয়াছে, সে জন্য ইহা মনে করা যায়, গ্রীস যদি আক্রান্ত হয় তাহা হইলে তুর্কী জাহান সাহায্যে অগ্রসর হইবে না এমন কোন কথা নাই। ইহা যাহা কার্য্যকরীভাবে তাহাকে সাহায্য করার উপায় বহু হইয়া যায় নাই।

বুলগেরিয়ার দ্বারা বুগোস্পাতিভা উত্তর সত্বে বাগিনের
সোড বা বোবে লিখা হইবে না। কয়েক দিন হইল
বুগোস্পাতিভার প্রবান ব্রী ও বৈদেশিক সচিব বাট্‌চেন্-
পাভেনে হইয়া হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আদি-
য়াছেন। তাঁহাদের কথানুসারে সত্বে আর্থাৎ পক্ষ হইতে
অনেক কিছু শোনা হইতেছে; তবে বুগোস্পাতিভা যে
হিটলারের নির্দেশে বাগিনা হইবেন এমন কোন লক্ষণ
কেনা হইতেছে না। তাহার পরবর্ত্তী নীতিরও কোন
পরিবর্তন হয় নাই।

বঙ্গবান-ব্রাহ্মণ্য প্রতি বিপত্ত ১৯১৩ সন হইতে
 বুলগেরিয়ায় বনোভাব তত্বে তাহা নহ। উহার তুলনায়
 সাত্তিকার (অথবা দুগোপ্তাসাত্তিকার) বনোভাব আপেক্ষিক
 জাল। ১৯১৩ সনে অষ্ট্রা-হাঙ্গেরী ও জার্মানীর
 প্রয়োচনার বুলগেরিয়া বহন সাত্তিকা ও গ্রীস আক্রমণ
 করিয়া বসে, তখন তাহারা সম্মিলিতভাবে বুলগেরিয়াকে
 উভয়দিকে পিকা দিয়া দেয়।

১৯১৯ সনে ভারতীয় পুষ্টিপোষকতার অটো-সার্কেলী
কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ১৯২০ সনে, সার্বজনীন স্বাস্থ্য
এককভাবে অটো-সার্কেলীর সৈন্যবাহিনীকে পুষ্টি
কমিটি সেরা কিন্তু এক বছর পরে অটো, ভারতীয় এবং
মুসলিম সৈন্যবাহিনী সৈন্য পুষ্টিসমিতি গঠিত। পুষ্টি
কমিটি গঠিত হইয়াছিল।

পাতিমার সৈন্যবাহিনী স্বয়ংক্রিয় হইয়া থাকিলে দুইটি
পক্ষের মধ্যে কলকাতার জালাল ও প্রেট গার্ডের মধ্যে গুলি
ফেরান্স করে :

१९७४ मध्ये पुनर्गठित नाटिकाय समिती, मुंबईच्या
अध्यक्षपदावर मधे महानाट्यसिद्धांत बरीच कामे
होतात. मधे समिती-संस्थापित करणित मुंबईच्या
महानाट्य मध्ये नाटिकाय समिती बरीच आहे।

প্রীত্বেন্ন জনসাক্ষরতাও লক্ষণ অসুপ্রাপিত না হইলেও
প্রীত্ব ও সুশীলপ্রভিনের মধ্যে পল্লী হইতে স্বাধীনভাবে
বিভাজন হইয়াছে।

ইহা খুবই সত্য। যে, পশ্চিম-বঙ্গের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা বড়ো সহজ, যুদ্ধোপাধিভার উন্নয়ন দীর্ঘকাল ধরে অসম্ভব। সত্য এবং সত্যের সমীরণে মর্যাদাপূর্ণ বিক্ষিপ্ত সমাজসমূহকে তত্ত্বাবধায় রাখাও অসম্ভব। সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমার্জন প্রক্রিয়ায় এই রক্ষা করিতে পারা যায়। উপরন্তু উক্ত বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে ক্রোড় জাতীয় লোকসমূহ বাস; বেলগেছড় গড়পা-মেট ইত্যাদির পুষ্টি সম্বলভার করেন নাই।

ইহা সাক্ষ্যে আমায় বড় বিশ্বাস, যুগোশ্লাভ সন্তান-
মোটের কোর্ট আন্তরিক প্রতিনিবিশেষ জাতিগণের লক্ষ্য
পূরণের প্রভাবে সমস্ত প্রশাসন করিবেন না। যুগোশ্লাভ
বাচনীতে সাক্ষ্যের যে-সকল লোকজন গ্রহিতাছে, পত্রকে
বাচনীকে জন্য আতঙ্কিত কৃতসমস্ত। (পরবর্তী সংবাদে
জানো গিয়াছে—যুগোশ্লাভ জাতিগণের চাপে পড়িয়া
অ্যাকসিস চুক্তিতে সাক্ষর করিয়াছে)।

"কোন অবস্থারও ইহা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না যে, 'ভদ্র' কিম্বা 'খ্রীস্ট' জাতিগোষ্ঠীকে পথ চাটুনিয়া দিবে। ইহাও নিশ্চিত যে, খ্রীস্ট সৈন্য ব্যতীতী ভ্রাতাদের সাহায্যকারী ভূমিক গ্রহণ করিতে পারেন।

“পূৰ্ণ” হইতে ইহা জন্ম দিল। “ভবে” লক্ষ্যভিত্তি বৃত্তি
পৰৱৰ্তী লক্ষ্য যি: এণ্টনী ইণ্ডেন এন: প্ৰধান সৈন্যনাথক
দান জন দিল। উপায় পদম কৰায় বিপদটি আৰু পৰিষ্কাৰ
হইয়া গেল।

“মুসোলিনীকে আলবানিয়া চাইতে বিতাড়িত করার
পক্ষে গ্রীকদের হাড নটকাইরা মেডারাই হিটলারের
শ্রুত উদ্দেশ্য। ইতিহাস সাগরে যা উহার নিকট
বিমান বাণী স্থাপন পূর্ণক ভূবাসাগর, উত্তর-আফ্রিকা
এবং বঙ্গোপসাগর যেই কুটিলকে নিশ্চয় করিয়া জেরনাই
হিটলারের অপর উদ্দেশ্য। হিটলার বড় বড়দের একটা
হাড হাওয়ার কপি করিতেছেন।

“একদা তিনি বুটিন অভিযানের যশে বিভোর আছেন। এই মশুকে লক্ষ্য করিয়া জেরদার জনা কোনরূপ ক্রটি করিবে না। এ-কারণে তিনি আপানকে এতটা উৎসাহী দিয়া আসিতেছেন। আপান যদি লাবনে পা বাড়াইয়া চলিতে থাকে, তখন হইলে তাকে একদিন বুটিন সাম্রাজ্য এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতেই হইবে।

“আপনাদের পরামর্শে আমি বিঃ বাৎসল্য আমার দুই
পুত্রকে বলা স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি একবার
কলিকাতায় যে, জাভারীর সমস্ত-বিশেষজ্ঞান আপনাদের
আগমন করিয়াছেন, আপনাদের আশায় প্রত্যেকের সহযোগিতা
করিবে। পরামর্শে আমার কলিকাতায় যে, আপনাদের
বর্তমান বিশ্ব-সংগঠনে অত্যন্ত করিতে প্রস্তুত আছি।

"জানাম কি করিবে, না করিবে, সে-সম্পর্কে আমি কোন
উদ্বিগ্নাচরণী করা প্রয়োজন বলে মনে করি না। জানাম
কাজানীর পানচর গুটি। কুম প্রাচীর বন-বনকে
জাহাজের প্রথম স্নায়ক হিসাবে অভিযানে লাগিত হইবে।

যাচা চউক আমাৰিগণকে তদু ইহাই সাধন কাৰিবে
ইদেবে যে, দ্বীপীয়া দাস্য্যাকা নিম্নপৰিভূক্ত এৰা সমৰ্থ কৰণ
দুৰ প্ৰাচ্যেৰ বনৰভৰমকেৰে গীতৰ মৰ্য ক হিমাৰে মিলভাই
বসিলা থাকিবলৈ লা। অতিমৰ্য্যকি এৰল একাটি পাত্যেৰ
বিকে আৰাইয়া অসিৰভেবে যে, একদৰে ইয়া বিজ্ঞান
কৰা দাৰ, অসবনই কি মানবজাতিৰ জাণা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবে
অথবা অন্য নিয়ন্ত্ৰণত উপাৰে মানবজাতিৰ কাৰী কৰাৰে
দাৰকা কৰা হেবে।

বিমান আক্রমণ প্রিটেনশাসীদের কার্য করিতে
পারে না।

অনিষ্ট থাকিলে প্রত্যেক কলক বিচিৎর প্রায়শ্চিত্ত
প্রদত্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগের সার্জেন-জেনারেল,
ডক্টর টমাস পারাম, ব্রিটেনে যেখানে কাল বাস করিয়া
সম্প্রতি আবহবিকার প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ক্রমশঃ
বিষম আক্রমণ ও যে ব্রিটিশবাসীদের শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর
বিশেষ কোনও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ায় সঞ্চিত করিতে পারে
নাও, ব্রিটিশের চারিখিক বৈশিষ্ট্যই ইহার কারণ বলিয়া
তিনি বহু প্রকাশ করিয়াছেন। পোশাকপীর মধ্যে
অতি সামান্য দোকট হস্তত্বই হইতে পারে।

বিবাহ আদেশ হইতে আনবকার আশ্রয়মিটে
আজ্ঞা লঙ্ঘিত যে সকল বিবাহ-আজ্ঞা পালিত হয়, তাহার
পাঠ্যমাত্র জারীর প্রকাশ্য করণ। এতদ্বিধি দুকৃত্যের দ্বারা
ছিল যে, এই আদেশের আশ্রয়-লঙ্ঘনকার আনবকার প্রায় নাই।

শি এণ্ড ডি এন্ড বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

(স্বাক্ষরপত্রের পাশ্চাত্যী বা জাভা চাইতে পূর্ববর্তী কে-কোন বস্তুই সর্ব-স্বাক্ষরিত পরিভাষা পাবে এবং বস্তুসমূহ বিজ্ঞান প্রচারের পরিভাষা বা বিজ্ঞান বাস্তবীকরণ স্বাক্ষরপত্রের স্বাক্ষরিত বাস্তবীকরণ বাস্তবীকরণ কে-কোন প্রকার পরিভাষাসমূহ চাইতে পাবে।)

File 44-38861

মুজিব মুন্সাবা, জামুট, অষ্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড যাবো
জাক, বাজী ও মালবারী জামুট বাজারস্থ কলিকাতা যাবে।

বি-আই-এন-এন কো: মি:
 বুলি বুলকায়া, জাকত, আফিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রাহ্ম, মল্লেশিয়া ও পাকিস্তানদেশে দীর্ঘকালী শব্দবল্লভের মধ্যে জাকত বাক্যভুক্ত করে।

কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন করা যাচ্ছে যে, জীবাণু রোগ
নিরোধের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ, বিস্তৃত করেন।
কর্তৃপক্ষ পরিচিতি অন্য জাতির ব্যক্তিগত যেকোনো পরিবারে
কখনোই হয়নি।

ଆହାର ଡାହାଣ ଉପରି ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାଧିରୁ ଉପାସି,
 ଡାହାଣର ଡାହାଣ ମୁଖ ବିକଟବ ଓ ଡାହାଣର ଡାହାଣ ହାତ
 ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍‌ଗମ୍ୟ ହେବାର କଥା ବିଷ ଡିହାଣର ବିଷୟ :—

ব্যাকিমস ব্যাকিমতী এও কোং,
 প্রভেপটস—নি এও ও এম—এম কোং,

বঙ্গবন্ধা একেপটম—বি-আই-এস-এস কোং লি।

বিশেষ জটিলতা

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসসেট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রাচীনা বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বোধিত কিংবা ব্যক্তিগত আদ্যাদি যে সব প্রসঙ্গ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৩১শে মার্চ—১৯৪৩

বসন্তকালীন অভিযান

বসন্তকালে বুটেনের বিরুদ্ধে জার্মানীর যে অভিযান সম্পর্কে এতদিন পর্যন্ত নানাধরন জল্পনা-কল্পনা চলিয়া আসিতেছিল, প্রকৃতপক্ষে এখন চইতে তাহার সূচনা হইয়াছে। সম্প্রতি সমুদ্রে জাহাজগুলির পরিমাণ বেঙ্গল-ভাষে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইত্যাদি এই পরিকল্পিত অভিযানের সূচনার আভাস পাওয়া যাইতেছে। বিগত ২৪ মার্চ তারিখে যে সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, তার সেই এক সন্ধ্যা সময়ের মধ্যেই সমুদ্রে ১৪৮,০৩৮ টনের জাহাজ বিনষ্ট করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ২০ নাবিক বৃদ্ধি, ৮ নাবিক ব্রিগেডীয় ও ১ নাবিক নিয়ন্ত্রণ জাহাজ জাহাজ হইয়াছে। এরূপ ব্যাপার যে অসম্ভব হইবে, অথচ চিহ্নিত পুঙ্খটো তাহা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহার ৪০০ সাবমেরিন সমুদ্রে জাহাজ খেঁড়া হইবে। বুটেনেরও বহু বিশেষজ্ঞ পূর্বেই চইতেই বলিয়াছিলেন যে, জার্মান-জাহাজ দুটির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে বুটেনকে পূর্বেই চইতেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সাবমেরিন, বোম্বার্ডিং জাহাজ ও বিমান-বাহিনীর আক্রমণ এই ত্রিবিধ উপায়ে আক্রমণ আরম্ভ করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যময় যে এই ত্রিবিধ উপায়েই কোমন্ডার উপর নিষেধাজ্ঞা নির্ভর করে, তাহা যদিও বলা সম্ভবপর নহে, তথাপি ইহা পরিকল্পিত কথা যাইতেছে যে, অপারেশন: ত্রিবিধ উপায়েই সমভাবে প্রযুক্ত হইতেছে। জার্মানীর সাবমেরিন বাহিনী সম্পর্কে ইতিপূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং প্রকাশ যে, বাহাতে জার্মানী বন্দরসমূহ চইতে অভিযান চালান যায়, তাহার উপযোগী করিয়া বহুসংখ্যক জোট জোট সাবমেরিন তৈরী করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলাই বাহুল্য যে, জার্মানীতে ওকেন দাবা একাধি সীমাবদ্ধ এবং জাহাজ সাবমেরিনের জন্য যে সব প্রস্তুতি অবলম্বন, তাহা ব্যাপকভাবে তৈরী করা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ সাবমেরিনের জন্য চালক প্রভৃতি তৈরী করিতে বীধিদিন পর্যন্ত শিক্ষাগানের প্রয়োজন হয়। আলানী তৈরী দণ্ডার ব্যবস্থা, বোম্বার্ড ও চালকটির দ্বি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে বলা চলে যে, জার্মানীর যেটি যে পরিমাণ সাবমেরিন হইয়াছে, তাহার এক-তৃতীয়াংশের বেশী কোন সময়েই সমুদ্রে কাহারও থাকিতে পারে না। বিশেষ ওয়েস্টফাল ব্যক্তিরা মনে করেন বর্তমান বসন্তকালে জার্মানীর একশত বা দেড় শত সাবমেরিন আক্রমণ ব্যাপারে সম্ভবতঃ কার্যকরী এবং গ্রহণ করিতে পারে। জার্মানীর দুই পাল্লার একোপ্তনময় বর্তমানে জার্মানী সেনাবাহিনী চইতে অভিযানে অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া বুটেনের পশ্চিমে বহু লুই আটলান্টিক মহাসাগরের উপরও সেনা কতকালে আক্রমণ চালাইতে পারিতেছে। এই সব বিমান স্ত্রুত সতর্কতামূলক ও পলারসের কোমন্ডে বিশেষ দক্ষ এবং সবে সবে সাবমেরিনের বড়োই সারসংক্ষেপ বটে। ইহাদের অনিষ্টকারিতা রোধ করা পুঙ্খটোই কঠিন ব্যাপার, সন্দেহ

নাই। জার্মান বোম্বার্ডিং জাহাজগুলি অসংখ্য জার্মান-জাহাজ প্রেরণ উপর আক্রমণ চালাইতে সক্ষম; কিন্তু আলানীর জাহাজ ও কোমন্ডের জাহাজ বা জাহাজ একটাই পুঙ্খ কার্যকরী নহে। মোটের উপর, বহু বিবেচিত বসন্ত-কালীন আক্রমণে জার্মানী সার্বভৌম জাহাজের জন্য বসন্তকালে চইতে করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বুটেনও যে সমুদ্র-প্রকার অবস্থার জন্যই প্রস্তুত, তাহা ও না বলিলেও চলে।

বুটেনের প্রতি আঘেরিকার সাহায্য

জার্মানীর কথা ও কালের মধ্যে যে বিরাট অসামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহা আমেরিকার মোকদ্দমও বেশ জানকরকম বৃদ্ধিতে পারিয়াছে। হিটলার নিশ্চয়ই জানেন যে, আমেরিকার জার্মান চিত্তবাহী জনগণ তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করে না এবং জার্মানীজাতীয় খেলা আর বীধি দিন চালান সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই বসন্ত চালবাহীর কথা হিটলার দুইটি মহাসাগরে চক্রান্তের প্রভু প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়া আমেরিকাকে এ-দেয় প্রভুত্ব হানিয়া লইতে বাধ্য করার মত অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইবে বলিয়াই হিটলার মনে করিতেন।

এই চালবাহীর সাহায্যে সাকলা লাভ করিতে চইলে গাও বর্ধিত বুটেনকে কাণ্ড করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হিটলার তাহা পারেন নাই এবং পরিবারে এ্যাংলো-আমেরিকান সহযোগিতা এত দূরতর হইয়াছে যে, মি: চার্লিসের ডাফার বলা চলে—“হিসিঙ্গিল নদীর প্রোভ-বারার মতই এই সহযোগিতা দূরতর, অসুস্থযোগ্য ও মহানভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিলে সন্ধান পাইবে।”

ডাককার্ড বন্ধের বুটেনের সাহায্য-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বুটেনের উপর অবিরত যে আক্রমণ চালান চইতেছে, তাহাতে বেসামরিক জনগণের বীরত্বেরও পরিচয় বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। তারপর, পশ্চিমালী এক শত্রু চইতে আঘেরিকার সাথে সাপেক্ষে অসামান্য প্রাণত্যাগে বুটেন যে বিজয়-রাহার সূচনা করিয়াছে, তাহার সংবাদও নিত্যা পাওয়া যাইতেছে। বর্তমানে আমেরিকান জনসাধারণ চিহ্নিতারের পরাজয় সম্বন্ধে দ্বিধা-নিশ্চিত হইয়া কেবল অপেক্ষা করিতেছে—কত দীর্ঘ এই পরাজয় সম্ভবপর হইবে।

বুটেনে কতিপয় আমেরিকান স্টেটসম্যান প্রেরণ, কলভেলের পুনঃনির্বাচন এবং ইজারা ও জম আদান পান—এসব প্রতিশ্রুতি অবস্থার মধ্যে হিটলারের প্রচার-সচিব ডা: গোয়েবলসের প্রচারণা বিধা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। অতঃপর বসন্তকালীন অভিযানের ফল যে কি লাভার, তাহাই ব্রহ্মা। নাব্যী প্রচার-সচিব ঘোষণা করিয়াছেন—বর্তমান বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বেই বুটেনের অবসান হইবে; কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, জাহাজের পূর্বেই কোন ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যতা পরিণত হয় নাই। বুটেন যে-কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার নিজের প্রচেষ্টা ও আমেরিকার সাহায্য এই দুইয়ের সহিতলেনে হিটলারকে পতন যে আসন্ন চইয়া আসিয়াছে, তাহা অনেকটা নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে।

লকোটেন্ দীপপুঞ্জে অভিযান

জার্মান-অধিকৃত সমুদ্রের পশ্চিম দ্বীপ লকোটেন্ দীপপুঞ্জে সম্প্রতি বৃষ্টি বৌ-বাহিনীর এক সফল অভিযান হইয়া গিয়াছে। জার্মান বোম্বার্ডিং জাহাজ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই এই অভিযান হইয়া গিয়াছে। লকোটেন্ দীপপুঞ্জ সমুদ্রের মধ্যে কক্-মাহের তৈরী উপাদানের প্রথম কেন্দ্র। দীপপুঞ্জ বহু-তৈরী কলকলসময় ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জার্মানীর যে বিরাট অভিযান হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। করণ উপর বিশেষতঃ প্রস্তুতকার্যে বসন্তকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

[৩৪ কলমের দ্বিতীয় ভাগ]

আফ্রিকার সমরে ভারতীয় সৈন্যদের কতিব

২,৫০০ পরটেনম্য বন্দী

বারাংটুক যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা যে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই যুদ্ধে ইজারা একটি শত্রুপক্ষীর কালো-কুর্জ (ড্রাক্স নট) ব্যাটালিয়ন ও একটি ইটালীয় প্রিপেডকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে এবং ২,৫০০ পরটেনম্য বন্দী করিতে সক্ষম হয়। বিমান-বাহিনী ইহাদের সহিত বিশেষ সহযোগিতা করে। বর্তমানে সাম্রাজ্যিক বাহিনীর কতী এবং বোম্বার্ড বিমানগুলি পলারসের পরবাহিনীকে উদ্যত করিয়া তুলিতেছে। এই সকল পলারস ইটালীয় সৈন্যদের উপর বোম্বার্ড বিমানগুলি অসংখ্য বোম্বার্ডিং করিতেছে। তাড়াতাড়ি পলাইতে চইতে সিয়া ইটালীয় সৈন্যরা বহু অস্ত্র ফেলিয়া গিয়াছে। ১৮ই জানুয়ারী চইতে কেম্পারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বহু পরবিমান ডুপাতিত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কম পক্ষে ২৫টিই বৃহৎ বোম্বার্ড বিমান। এই সমরে সাম্রাজ্যিক বাহিনীর বায় ডিমটি বিমানপোত নষ্ট হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইহাদের বৈমানিকেরাও বলা পাইয়াছে।

রাশিয়ার জার্মান অস্ত্র-কারখানা

ব্রিটিশ আক্রমণ এড়াইতে জার্মানীর নব-উদ্যম

সঠিক কোনও সংবাদ না পাওয়া গেলেও জরাজড়ই উক্ত বলা যাইতেছে যে, রাশিয়ার উদ্যম পূর্বাঞ্চলে জার্মানী শীঘ্রই সামরিক জরাজড় প্রস্তুতের কারখানা তৈরী আরম্ভ করিবে। জার্মানী কারখানার বুনন, ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রপাতি যোগাইবে, এবং রাশিয়া ইহাদের কাঁচামাল সরবরাহ করিবে। যুদ্ধ চলা কালীন রাশিয়া এই কারখানাগুলির উৎপাদন জরাজড় শতকরা, ২৫ ডাণ পাইবে, তবে যুদ্ধের এই কারখানাগুলি সমস্তই সোভিয়েট সরকারের সম্পত্তি হইয়া যাইবে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, এই কারখানাগুলি সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে; এই কারখানাগুলিতে প্রবাসতঃ যুদ্ধসামগ্রী ও সামরিক জরাজড় প্রস্তুত হইবে। এই গ্রীষ্মকালেই কারখানা নির্মাণ আরম্ভ হইতে পারে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে জার্মানী বৃষ্টি বিমানের আরও বহির্কারে কারখানা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবে, রাশিয়াও জার্মানীর সহিত সন্ধান সম্বন্ধে আরও অধিক নিশ্চিত হইতে পারিবে।

সৈন্যদের প্রয়োজনীয় বিবিধ বস্তু প্রস্তুত সাবগ্রী কতকগুলি ভারতবর্ষের কারখানার প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া সম্প্রতি সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে এই সকল কারখানার প্রস্তুত জরাজড় নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। তাহা জরাজড় ভারতবর্ষের কারখানার নির্মিত কাগজ প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের নমুনাও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কলোভত করা হইতেছে।

[২৪ কলমের শেষভাগ]

বিশেষ চক্রান্তকে ধরন পাতিয়া বলা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত যে বৃষ্টি বৌ-বাহিনীর সৈনিকগণ বীধি অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য—দীপপাশি বৃষ্টি বৌ-বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিয়া জরাজড়কে পদ সোপাইয়া বইয়া গিয়াছিল। বৃষ্টি বৌ-বাহিনী যে চক্রান্তের যে-কোন সামগ্রিক কেন্দ্র আকস্মিক সবে অসংখ্য হানিতে সক্ষম, মোকোটেন্ অভিযানে তাহাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

এক-নারক-শাসনের ভবিষ্যৎ

একচ্ছত্র শাসক-শাসনের যুগ কতকাল বিদ্যমান ছিল—
একই যুগে তার কতকালসময় সাধারণ-জীবনে আবার
কতকাল কতকাল চলে। কতকাল, তার যুগ-শাসনের
তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। যুগ-শাসন আজ ব্যক্তি-
-স্বত্বাধীনের, স্বত্বাধীনের, স্বত্বাধীনের ব্যক্তি-স্বত্বাধীনের।
পৃথিবীর সমস্ত গণতন্ত্রী রাষ্ট্রই ব্যক্তিকে বহাযোগ্য সত্ত্বাধীন
করে' সনাক্ত-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, প্রমাণিত হয়েছে। আজ
প্রত্যেক মানুষই বুঝতে পারছে, রাষ্ট্রের স্বত্বাধীন স্বত্বাধীন
বলি অজ্ঞে-ব্যক্তির শাসন-তত্ত্বের না থাকে, তবে সমস্ত
কল্যাণার্থে রাষ্ট্র স্বত্বাধীনভাবে উন্নত হতে পারে
না। রাষ্ট্র নিয়েই সমস্ত—সুতরাং সেই সমস্ত স্বত্বাধীন
বা স্বাধীনতা কোথায়, যে-সমস্ত 'রাষ্ট্র-শাসন' বহুবিধ
বক্তব্যের আত্মপানে আবদ্ধ?

ইয়োহান্নেসের একজন রাজনীতিক ছিলেন ও মুসো-
লিনীর নেতৃত্বাধীনে পৃথিবীতে "সবশিখার" হত্যার তত্ত্বের
হয়েছেন। তাঁদের 'বিধান'-কে চিহ্ন করে নিশা করা
সবীচীন নয়। হিটলার যা' বলছেন, মুসোলিনী যা'
করছেন, তা' যে খাপসই হতে পারে, এমন কথা
আমি বলি নে। আমি কেবল বুঝি যারা এই প্রবন্ধে
এই সত্যই প্রমাণ করতে চাই, যে, তাঁদের নক-বিধানের
যে-যে-যে-একচ্ছত্র শাসকের ওপর যে বিশেষভাবে
জোর দেয়া হয়েছে, তা' মুসোলিনী হন নি—এমন
কি, মুসোলিনীও হন নি।

একদিন অবশ্য ছিল বটে, যখন একজন মানুষের
ইচ্ছার সমগ্র মানসকে চলে চলে, বসতে চলেছে।
মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজ যখন আজকের মত জটিল
হয়ে ওঠেনি, যখন অর্থনৈতিক প্রগতির পথে
কোনো বিরোধের ছর নি আবির্ভাব, সরল অনাড়ম্বর
জীবন-মাপনে মানুষের সমগ্রা জাগে নি এতটুকু, তখন
মানুষ একজন "ওপার-ওরালকে" স্বীকার করতে বিধা
করেনি। কিন্তু করেনি এইজন্য, যে, তার ব্যক্তিগত
জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন
সেই "ওপার-ওরাল" অতীত-হেসনে নিরস্তিত হতো
না—তার অর্থনৈতিক আর্থ-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে' সেবার
জনা ওপারওরাল আসতো না তার কুটনৈতিক কৌশল
মিরে। অত্যাচার তখন হতো না, এমন নয়। কিন্তু
সম্ভবতঃ সেটা বুদ্ধ-বিপ্লবের সময়। রাজা অপেক্ষ,
রাজা কপিত, রাজা হর্ষবর্ষন প্রভৃতির আদর্শে বেশ এক-
নারক-শাসনের আওতার ছিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য।
কিন্তু তাঁদের শাসনকালে সরল সমাজের সরল জীবিকা-
নির্ভর স্বত্বাধীনভাবে প্রমাণিত হতে পারতো। পাঠান
ও মোগল আমলেও একনারকের অধীনে ভাবতবর্ষ
এসেছিল। আসাউদ্দিন, শের শাহ, বাবর, আকবর,
উরঙ্গজেব প্রভৃতির শাসনকালে দেশে বিস্তারিত যে জাগরণ,
তা' নয়, কিন্তু তা' এক রাজার নিজস্ব অন্য রাজার
বিস্তার। তখন অর্থনৈতিক বিবি-ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত
রাজনীতিবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার কুটনৈতিক মানুষের
জানা ছিল না; কবে রাজার রাজ্যের বুদ্ধ হলেও
প্রজারা বেতে পেত, অর্থ-সঞ্চয় করতে পেত, বস্তু
করে রাজা মাসে ভেদে পার্শ্ব করবার অধিকারও পেত।
কিন্তু এই কথাটাই অতীত ইয়োহান্নেসের সপ্ত-শাসনের
আমলেও বাটে; গ্রীসের আমেরিকানিজ, রোমের
জুলিয়াস সীজার, অষ্ট্রিয়ার রাজা মার্সেলস অথবা ইংল্যান্ডের
রাজা ক্যান্টের শাসনকালে একচ্ছত্র শাসকের অস্বাভাবিক
পতিত্বের অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু জেতে করে' প্রজারা
যে অনুভবী ছিল, তা' কখনো হয় না। অতীত একটা
সত্য, যে, রাজারা কেবলে একেবারে বেজাজাজী, প্রজা-
ত্বকে প্রজাদের বেগানে জড়িত করে-অস্বাভাবিক শাসন
পর সজা নিয়েছে, সেখানে প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে,
রাজার বিরুদ্ধে হয়েছে, ভেঙে দিয়েছে রাজ-প্রশাসন, আদিত
নিয়েছে প্রজেক্ট-উদ্যোগ। ইয়োহান্নেস রাজা চার্লস অথবা
কলম্বী বুদ্ধি বোদ্ধন দুই-এক হত্যাকাণ্ড জীবনকালীন

যারা জানে, তাদের একটা দুজন পোকার না। কিন্তু
আমি যা' বলতে চাইছি, তা' এই, যে, অতীতের তখন-
সাধারণ আধুনিক জনসাধারণের মত এত ব্যক্তি-স্বত্বাধীন-
প্রিয় ছিল না। যে-রাজা প্রত্যেকভাবে তাঁদের কোনো
অত্যাচার করতে না, তার বশতঃ তার স্বীকার করতে—
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যাবে ও স্বত্বাধীনতা
যাকতে পেলেনই তারা বসে বসে।

কিন্তু আজকের কথা সম্পূর্ণ বস্তু। আজকের
পৃথিবীরাষ্ট্র পর পর অনেকগুলো রাষ্ট্রিক বিপ্লব জোলের
শাসন দেখেছে; দেখেছে, বিপ্লবের প্রবর্ততার কলম
তার দাবীর মুকল'ন যদি একবার ঘুরিয়ে দের আকাশে, বও
বিপ্লব হয়ে তার বৈরত্বের সৌভাগ্য। তাই তাঁদের অগ্র-
গতিক, এমন কেউ নেই, যে তারা ভেঙে পাবে। এমন
অবস্থা এমন লীজায়েছে, যে, সকলেই তাঁদের দাবীর
কথা বলতে চায়, স্বাধীনভাবে স্বাধীনভাবে চলে চলে চলে।

এমনি হত। অতীতে গণ-সাধারণের যখন In-
feriority Complex-এর প্রভাব ছিল আশ্চর্য রকমের।
Divine theory-র মূর্তি যারা, তারা রাজা বা
রাষ্ট্র-নারকে স্বেচ্ছা বলে' প্রচার করেছে, জন-সা-
ধারণ কাতে লম্ব'ল'ল' পেরেছে। আজ সমস্তর যুগে
মানুষ নিজেকে আর জোঁক বনে করে না; যেন করে না,
তাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অস্বাভাবিক কোনো মানুষের
প্রয়োজন আছে। সে বিশ্বাস করে, সে নিজেকে নিজের
চামায়েতে পারে—নিজের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত
করতে পারে।

এমনি সময়ে একচ্ছত্র শাসকের একটা Psychological
Blunder. আশ্চর্য হয়ে যা' এই ভেবে—এতদলক হিটলার
অথবা সিনার মুসোলিনীর বস্তু অতবড় জনপ্রিয় রাষ্ট্র-
নায়েকত্বও যুগ-শাসনের এত স্বত্বাধীনতার কেন
উপলব্ধি করতে পারেন না। শব্দতত্ত্বের উচ্চ বিপ্লব-
সম্প্রীত তাঁদের কানে কি পৌঁছায় না? "তারা
কি মুসোলিনীরকে জানেন না, জানেন জুলিয়াস সীজারকে?
দেখেননি, কী বসেছে তাঁদের জীবনে? অতীতে
মানুষ যখন আজকের মতো এত উপভোগ্য ব্যক্তি-
স্বত্বাধীনকে ঘোরে' নি, তখনই যদি একচ্ছত্র শাসকের
সেটা পতিত্বের ঐ লক্ষণ হয়ে থাকে, তাহলে আজকের
গণপ্রান্তিক যুগে তাঁদের ভবিষ্যৎ-জীবনে যে কী ঘটবে,
তা কি একবারও ভেবে দেখেন না? অথবা এই কথাটি
কি ঠিক, যে, নিপসা যেখানে প্রবল, প্রভুত্বপ্রীতি যেখানে
লুপ্ত, সেখানে অতিবড় বুদ্ধমান ব্যক্তিব' বুদ্ধির
বিপদার হটে।

আজ আমি নিঃসন্দেহে এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি,
সাতীনের Leadership Principle সফলমণ্ডিত
হতে পারবে না কিছুতে। যেহেতু থেকেই চ'ক,
এমন এক আকস্মিক আঘাত আসবে তার বুকে, তার
পতিত্ব প্রভৃতি করার কোন সাধনা তার থাকবে
না। আমি বেন লীজার্টেই স্বেচ্ছা পাচ্ছি, বিপ্ল-
মানুষ গণপ্রান্তিক প্রতিষ্ঠার পথে লুপ্তার বেগে ছুটে চলেছে।
পরের যুগে এই সব প্রাণতীর্ণ প্রবর্তন-প্রায় একচ্ছত্র
নিরাসিত্ব তার চলাই বেগে বুদ্ধমাজ' করে' পড়ে ছেড়ে।
উল্লেখ্য যেখানে আকাশ, স্বাধীনপ্রাণী
যাডাল কেবলে স্বত্বাধীন, উদীপ অকল'র রশ্মিরেবা
কেবলে প্রাণপ্রাণী, পৃথিবীর মানুষ, জলো আমবা সেই-
পথে চলেতে থাকি।

[শের কলমের শেষ]

রাষ্ট্রতন্ত্রিত একদিন অর্ধ-বসন্তর জন্য 'নিজস্বীপ' শাসন
করিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে, যাতে প্রভিধেরক
ব্যবহার পরীক্ষা ভাগভাগে হইতে পারে।

এই পরীক্ষার চাক্ষুশ টাকা দায় হইবে। পরের
সময় অসমাক টাকা দিয়ার ব্যবস্থা করিতে কর্তব্যবশের
১,০০,০০০ টাকা দায় হইবে।

সরকারের সতর্কবাণী

বিমানাভয়কালে জনসাধারণের কর্তব্য নির্দেশ

বাংলা সরকারের নক হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি
প্রচারিত হইয়াছে:—

বাংলা দেশে বিমান আক্রমণের ফলে লক্ষ্যী অবস্থার
উদ্ভব হইলে নিম্নলিখিত প্রভিধেরক ব্যবস্থা অবশ্যম
করিতে চাইবে তৎসম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষণার্থে
জনা যাডলা সরকার দ্বারা প্রচারকর্তা আদিত করিতেছেন।
এ-সম্পর্কে কতকগুলি পুঙ্খিকা ও পোষ্টার প্রকাশ করা
হইবে। কতকগুলি প্রচারপত্রও মুদ্রিত হইতেছে এবং
শীঘ্রই তারা বাজারে প্রকাশ করা হইবে। জাডতে
জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতবা বিবরণ বিজ্ঞপিতভাবে
নিম্নলিখিত হইবে।

বিমান আক্রমণ প্রতিষেধ সম্পর্কে প্রথম প্রচারপত্র
প্রকাশিত হইয়াছে। জাডতে কলিকাতার আডবে
যোমা নিম্নলিখিত সত্যবা আডবে বসিয়া জনসাধারণকে
সতর্ক করা হইতেছে এবং অনুগ্রহ লক্ষ্যী অবস্থার উদ্ভব
হইলে কলিকাতার কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া
হইয়াছে। নিম্নে উক্ত প্রচারপত্রটি অবিকল প্রকাশ করা
হইল:—

"বিমান আক্রমণের ফলাফলের জন্য এমনই প্রস্তুত
হউন। কলিকাতা জাডার জাডার অগ্নি যোমা পড়তে
পারে। আপনাদের ঘরের একটা পড়তে পারে।
যোমা দেখে ওর পাঠেন না। যোমার উপর জল ছিটাবেন
না—জাডতে তারা ফাটবে না, আর আপনাদের কোন
অনিষ্ট করবে না। জোমা আপনাদের আদিত ভেঙে
যাবে। রাষ্ট্রের পড়ার পড়ি এক মিনিট কাল জেবের
ভেতর থেকে অস'রা অগ্নিকণা বের হ'বে যাদের জিনিষ-পত্র
আডন হইবে দেখ।

আডন চাক্ষুশিক জাডিতে পড়ার শূন্য উডা নিডিতে
যোমার জন্য আপনাদের করতে পারেন—অবশ্য করবেন।
যোমা দেখে তার পাঠেন না। পড়ার এক মিনিট
পর উডা আর কোনো অনিষ্ট করতে পারে না, তখন
ওর উডাপ জাডা আর কিছুই থাকে না। কোনো
বকম রাসায়নিক অগ্নি-নিবাপক বস যোমার পাঠে
লাগাবেন না, কারণ জাডে বিজ্ঞান দ্বারা সতর্ক হতে পারে।

কয়েকটি বসতি লক্ষ্যী জেবে ডিডি করে রাখবেন,
যেমন জিনিষ-পত্র যোমার আডন লাগলে সে আডন
সময়েই মিডিতে কেলেতে পারেন। যোমা থেকে আডন
যেহেতু যোমা মাডা মাডা উডাকে জেবে কেবল জনা
করেক বসতি বসি বা রাষ্ট্র এবং একবাণি শাবল
রাখবেন।

সময়ে আডন ঘরে যার এমন সব জবাণি ডাড, উপভোগ
যর এবং মিডির ওপর থেকে সবিধ জেলুন। পক্ষা,
পাণিজা ও অন্যান্য অনাবশ্যক জিনিষ এমন জাডার
রাখবেন না।

সময় হলে সমস্ত লক্ষ্যী ও জাডা বস করে দেখেন,
কারণ জাডে আডন জাডিতে পড়তে পারবে না।
উডা পড়ন'জোমার সতর্কবাণী, অবশ্য করবেন না।"

কলিকাতার জাডার আলোক চাক্ষুশের শাবল
কলিকাতা পড়ের পলিপাল' ৩,০০০টি বৈজ্ঞানিক
আলোক এবং ১০,০০০টি জাডের আলোক বিমানাভয়
প্রভিধেরক ব্যবস্থা দিগারে জাডে চাক্ষুশ রাজা রাষ্ট্রের
পাঠে, সেই সময়ে বসতি পড়ন'জোমার ৩ কলিকাতা
কলে'জের লক্ষ্যী-পড়ের মধ্যে সম্প্রতি একটা আলোচনা
হইয়া গিয়াছে।

আপনার শাক'দার জোডে (পারদাডাডের জোড হইতে
কিন্তু জাডের জোড পড়ার) এই সম্পর্কে একটা পরীক্ষা
হইবে। পড়ের উডার পার্শ্ব একপড় আলোককে দাডা
দিয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। পড়ের উডার পার্শ্ব

বঙ্গীয় যক্ষা নিদারনী সমিতি

মহামান্য পতঙ্গর বাহাদুরের বক্তৃতা

বাঙালি মহামান্য পতঙ্গর বাহাদুর বঙ্গীয় যক্ষা-নিদারনী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার যে বক্তৃতা দিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম সেওয়া হলো:—

পতঙ্গর বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতার বলেন—“আমি এই সমিতির যে রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে দুই একটি বিষয় ভিত্তি আমি অন্যান্য কোন বিষয়ে বিশদভাবে সমালোচনা করিতে চাই না। প্রথমতঃ বর্তমান যুগের এবং এই দেশের সর্বাপেক্ষা অসুখী লোকের বিক্ষেপে সাধারণ এই সমিতি যেমন পুঙ্খপূর্ণভাবে সাহায্য করিতেছে তদা এবং উহার ব্যাপক কর্মসম্পন্নতার বিষয় আমি অবগত আছি। এইজন্য আমি এই সমিতির উদ্যোগ এবং কর্মসম্পন্নতার প্রশংসা জানাইতেছি। অতঃপর তিনি সমিতির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সকলের নিকট আবেদন করেন। তৎপরে তিনি বলেন—সম্রাটের যক্ষা-নিদারনী তহবিলে অর্থ সাহায্যের আবেদনের ফলে সমগ্র ভারতে খুবই সফলফল পাওয়া গিয়াছে। এই তহবিলে যে টাকা আছে, তাহার আর হইতে সমিতির বার্ষিক আয়ের অর্ধেক টাকা পাওয়া যায়।

“জমসাদারপের এই যোগ্য ও উচ্চ সম্পর্কে অবিকল্পিত সচেতন হওয়া উচিত ছিল এবং সমবেত চেঁচা ভিত্তি এই রোগের বিক্ষেপে লড়াই করা অসম্ভব ইহা বুঝা উচিত ছিল। এই সমিতিতে সাহায্যে আরও অধিকসংখ্যক লোক সদস্য প্রেরিত হইবে, তাহার জন্য আরও ব্যাপকভাবে আবেদন করা দরকার। অধ্যাকার নিষ্পত্তির ফলে কার্যনির্বাহক সমিতির ফলস্বরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি আশা করি উহার ফলে সমিতির সদস্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে।”

মহামান্য পতঙ্গর অতঃপর বলেন—“আপনাদের কাছাকাছি নিকট ইহা পুরাতন সংবাদ মনে হইলেও আমি লাজিদিং কোমার পেশোক নামক ছাদে বাঙলা পতঙ্গর যক্ষা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। তাহার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। এইজন্য একটি প্রস্তাব প্রবর্তন করিতেছি যে সমগ্র ভারতবর্ষে যক্ষা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে এবং আপাদি বৎসরের বাজারে ইহার ব্যয়-ব্যয়ও হইয়াছে।

“যে স্বাস্থ্যনিবাস ও চিকিৎসা কেন্দ্র হইলেও ইহা আশা দখল নহে। স্বাস্থ্য নিবাস হইলে দুইটি উক্তের সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে। প্রথমতঃ পুষ্কভাবে রাখা এবং দ্বিতীয়তঃ রোগের প্রথম অবস্থায় সাহায্যে রোগ নির্মূল করিয়া তদা চিকিৎসা দ্বারা নিরাস করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু সরকারী স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপিত হইলেও জেলার জেলার মুক্ত বায়ুতে কেন্দ্র থাকায় যে ওজর আছে, তাহা তুলিলে চলিবে না।

“এই স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের আর একটি ওজর আছে। এখানে যক্ষা রোগ সম্পর্কে গবেষণার সুযোগ হইবে। গাট সাহেব উপস্থিতের বলেন—“যুদ্ধের জন্য এই প্রকারের সমিতির প্রতি হইবার খুবই আশঙ্কা। কারণ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অগতির সমস্ত সম্প্রদায়ের উপরই পড়িতে বাধ্য।”

বাঙলা সরকারের সিনিয়র সেক্রেটারি: অফিসার, মি: এ. আর. মালিক জানাইতেছেন:—

২২শে মার্চ তারিখে যে-সভায় শেষ হইয়াছে, সে-সভায় কলিকাতার ১৬৫টি দুর্ভবতী গাড়ী আবাদী হইয়াছে। পাঁচটি হইতে ২৭টি এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসা হইয়াছে।

দুর্ভবতী গাড়ী এবং বহিবেদ দ্বারের দ্বার বৃদ্ধি হইয়াছে। গাড়ীর দ্বার ৭৬ টাকায় হইতে ১০৫ টাকায় বহিবেদ দ্বার ১৪৮, ১৭১ ছিল। গড়ে প্রত্যেকটি গাড়ী ১৬ বেস হইতে ১৮ বেস এবং বহিবেদ ১০ বেস হইতে ১২ বেস বৃদ্ধি পায়।

বনগী ও সাহিত্য সম্মেলন

বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের উপস্থিতি

গত ১৬ই মার্চ অপরাহ্ন ২টার সময় বনগী ও বিজ্ঞান পার্কে কবি কাকি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বনগী ও সাহিত্য সমিতির ৪র্থ বহিবেদন অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। সভাসভায় অসংখ্য চারি সপ্তম লোক উপস্থিত ছিল। কলিকাতা, বগোহর ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক সাহিত্যিক ও যোগদান করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক মহিলা উপস্থিতি সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবি নজরুল ইসলাম একটি দমরুপ্রাণী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সমিতির চেয়ারম্যান মি: বিজ্ঞান রহমান উপস্থিত প্রোডাক্টরী প্রতী সর্বজনীন ভাষণ পূর্বক বাংলা সাহিত্য ও ভাষায় বনগী ও প্রেসিডেন্টের বিবৃতি দানের উল্লেখ করেন। সম্মেলনে বহু কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। জনৈক গোষ্ঠী, যোগদানক যোগদান, নীলমণি সিং, করিক পুষ্ক বাহাদুর গায়কগোপাল-বাহাদুর সাহায্য প্রোডাক্টরীকে আশীর্বাদ করেন। কবি নজরুল ইসলামও স্বয়ং সভাসভায় একটি গান করিয়া ছিলেন।

মি: হবিবুল্লাহ, মি: মুজিবুর রহমান বী, মি: বিভূতি ভূষণ ব্যানার্জি, মি: সেরাজুল ইসলাম, এম. এল. এ, প্রভৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন, বনগী ও সাহিত্য সম্মেলন বাংলা সাহিত্য কেন্দ্রে নবযুগের স্রষ্টা করিবে। কারণ সাহিত্যকে বাস্তব ও আত্মীয়তার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইলে পরীক্ষার মতো আশা, আকাঙ্ক্ষা, ও উহার বিবিধ সমস্যাদি সাহিত্যের ভিত্তি দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—বহুরূপ চতুঃপাশের মধ্যে উহার আশ্রয় করিয়া রাখিলে চলিবে না; বনগী ও সম্মেলনে উহার সূচনা হইয়াছে। সম্মেলনের কার্য সভা পর্যন্ত চলিয়াছিল। অতঃপর রাত্রিতে দুই ও তৃতীয় সপ্তম তদা গানের সাহায্য প্রোডাক্টরী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার পর মি: সরকারী আলি তরফদার ও বাবু সত্যচরণ বসু আমন্ত্রণীয় মনো অতিথিগণকে জনসভায় আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

৪০টি সিনেট কংক্রিট কুল এবং দুইটি মলকুপের জন্য কলকাতার মহকুমার সরকারী সাহায্য ৫,০০০ এবং প্রাদেশিক পানীর জন্য সরকারী ভাণ্ডার হইতে ৭৬০ টাকা বহুর করা হইয়াছে। গত কেন্দ্রীয় বাসে উক্ত অর্থ বিভিন্ন কংক্রিটের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। কতকগুলি কুপের কাজ উক্ত বাসেই শেষ হইয়াছে। বইস্কেন পানির অংশও বোড়াবাটা ইউনিটের অধীন নোকা বাসিয়ার চার একটি রাস্তা নির্মাণ ব্যাপারে সরকারী সাহায্য ৩৫০ এবং ভাণ্ডার সরকারের সাহায্য ভাণ্ডার হইতে ১৫০ টাকা বহুর করা হইয়াছে এবং এই কাজ চলিতেছে।

আমেরিকার নৌ-বহরের শক্তিবাহী

দুইটি রপপোডের যোগদান

সরকারীভাবে যোগদান করা হইয়াছে যে, ৩৫,০০০ টনের “ডায়ালিটন” নামক আমেরিকার নতুন রপপোড-বাসি যে বাসের ১৫ই তারিখে সমুদ্রে জাহাজ হইবে। উহাতে ২৪টি ১৬ ইঞ্চির কানন থাকিবে। এপ্রিল মাসে “মর্থ” ক্যারোলিনা নামক রপপোডবাসি নৌ-বহরে যোগদান করিবে। ১৯২৩ সনের পর এই রপপোড বৃদ্ধি হইয়াছে। নৌ-বহরের শক্তি বৃদ্ধি করা হইল। প্রথম দিক হইয়াছিল যে, ১৯৪১ সনের নভেম্বর এবং ১৯৪২ সনের অক্টোবর মাসে উক্ত রপপোড দুইখানি নৌ-বহরে যোগদান করিবে। এপ্রেলিয়ার আগে ৪ খানি রপপোডের নির্মাণ কার্য চলিতেছে; তদুপরি “ইজিগান”, “বাসাহসেটস” এবং “সিউথ ডাকোটা” বর্তমান বৎসর ও “আলাবামা” ১৯৪২ সনে যোগদান করিবে। প্রত্যেকটি ৪৫,০০০ টনের আগে ১১ খানি রপপোড নির্মাণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে; তদুপরি ডিলবানির কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

জাপানের প্রত্যেকটি ৪০,০০০ টনের অস্ত্র: ৫ খানি রপপোড আছে। ইহাদের মধ্যে “মিনি” এবং “ট্যাক-মাই” রপপোড দুইখানি বৎসরে ১৯৩৯ সনের নভেম্বর এবং ১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে জাহাজ হইয়াছে। এ-বৎসর উদ্যোগকে কাজে লাগানো বাইতে পারিবে। ইহাদের ১৬ টি কানন আছে বলিয়া মনে করা হয়।

বাঙালি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে সমগ্র বাংলা দেশে মোট ১১২৭ জন লোক কলেরার আক্রান্ত হইয়াছিল। তদ্ব্যবধি ২৪-পরগণা জেলার ২২৪ জন ও বাঁকুড়া জেলার ২৭১ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। মোট ৩৫৫ জন লোক কলেরা রোগে উক্ত সপ্তাহে মারা যায়। তদ্ব্যবধি ২৪-পরগণার ১৬০ জন ও বাঁকুড়া জেলার ১৫৬ জন মারা যায়। বনভোগের মোট আক্রমণের সংখ্যা আনুমানিক সপ্তাহে ছিল ৬৭৫। তদ্ব্যবধি ২৪-পরগণা জেলার ১০৩, কলিকাতার ২৯৫ ও চাকার ১৪০ জন বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছিল। কলিকাতার ও ২৪-পরগণার এই সপ্তাহে বৎসরে ১৫৬ ও ৫৪ জন বসন্ত রোগে মারা যায়।

বঙ্গীয় সেকান কর্তৃক আইন আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে বলিয়া বাংলা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন।



মহামান্য স্রষ্টা ও স্রষ্ট্রী লোকের কোমল-বিশ্বাস অমর পরিচয় করিয়া দিলেন। সমগ্র মানবীর নিকট প্রত্যক্ষভাবে আশ্বাস করিতেছেন।

শুক্র-পরিষ্কৃতিতে নূতন সঙ্কটের সৃষ্টি

ত্রিশাঙ্ক চুক্তিতে যুগোশ্লাভিয়ার যোগদান

বুটেনের জন্য আমেরিকান বিমান

মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর সদস্যরা জানাইয়াছেন যে, রাজকীয় বিমান বতরের জন্য ২২ বাহিনী বোম্বার্ডার বিমানপোতের প্রথম বিমানপোতবাহিনী ডেটস (ওডিএস) জাতি করিয়েছে।

প্রত্যেকখানি বিমানপোতই তার ইঞ্জিনবিশিষ্ট দুই পাখার বোম্বার্ডার বিমানপোত। এই বিমানপোতগুলি দুই-বাল-পূর্ণ সিঙ্গেল হাইড্রো অসিমেট্রিক বিমান-বাহিনীতে অপেক্ষা করিতেছিল। প্রত্যেক দিন একখানি করিয়া বিমানপোত ইংলণ্ড যাত্রা করিবে।

বুলগেরিয়ানদের সহিত জার্মানদের সঙ্ঘর্ষ

বুলগেরিয়া হইতে আগত পত্রিকার নিকট হইতে জার্মান সৈন্যদের সহিত বুলগেরিয়ানদের সংঘর্ষের সংবাদ জানা গিয়াছে। দক্ষিণ বুলগেরিয়ার একটি দুর্গটনায় উন্নয়ন করিয়া উদার জানাইয়াছে যে, জার্মান সৈন্যদের উপস্থিতিতে বুলগেরিয়ানদের মধ্যে কোনরূপ উৎসাহ নষ্ট হয় নাই—এই কথা বলার জন্য জার্মান জার্মান সৈন্যদের একজন জার্মান, প্রতি ওলীকরণ করে। জার্মান পিতা ওলীর আওতা তিনটি গারি হইয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গেই রিভলবার গারি করিয়া বেলগের ওলী করিয়া হত্যা করে। ইহার ১৫ মিনিট পরেই জার্মান জার্মান পিতাকে বাড়ীর সমুখে আনিয়া ধীরে ধীরে।

আফিসআলবার পতনানন্দ

জার্মান বৃটিশ যুদ্ধপাত্র বলিয়াছেন যে, বারবেলা পুনরুদ্ধারের ফলে আফিসআলবার পতনানন্দ দেখা গিয়াছে। সাম্রাজ্য বাহিনী তেরটি বিভিন্ন জিনিস হইতে দুই পক্ষকে ইটালীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের অভিমুখে আগ্রসর হইতেছে। বারবেলা পুনরুদ্ধারের ফলে বৃটিশ সরকার সমস্যা বহুলাংশে সমাধা হইয়া আসিবে।

এইভাবে উন্নয়ন করা হইতে পারে যে, গত ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে ইটালীয় সৈন্যরা বহন বারবেলায় প্রবেশ করে, তখন রোম বেজার হইতে বোম্বা করা হইয়াছিল যে, "বর্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য" মোহিত সামরিক রাজকীয় নৌবহরের নিকট বহু হইয়া গেল।

গত দুই সপ্তাহ বাবত কিরণে বপাক্ষে উত্তর পক্ষের মধ্যে বৃদ্ধ চলিতেছে। কিরণ বপাক্ষে বৃটিশ পক্ষের লক্ষ্য অনিবার্য বলিয়া বসে হইতেছে।

আলবেনিয়ার ইটালীয়ানদের শোচনীয় অবস্থা

গ্রীক বেজারে ১৮ই মার্চ বোম্বা করা হইয়াছে যে, ইটালীয়ান সৈন্যরা আলবেনিয়ার উপত্যকায় সাত বিলম্বাণী যে আক্রমণ চলাইয়াছিল, তাহা প্রতিহত এবং ইটালীয়ানরা ভীষণভাবে পরাস্ত হইয়াছে।

একখানি গ্রীক এজেন্টের জানানো হইয়াছে যে, গ্রীকরা ইটালীয়ানদের ক্রমাগত আক্রমণ প্রতিহত করে এবং ইটালীয় বাহিনীর মধ্যে কলঙ্কিত করে।

মহা-জাহাজ নির্মিত

ব্রিটিশ উপকূলভাগের বিমান বহর জিহাদি বীপের অন্তরে পক্ষপক্ষ একখানা বৃহৎকার সতর্ককারী জাহাজ উপে তৈরি আঘাতে দুইবার নিহত হইয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

দুই মাসে এক জাহাজ লোক নিহত

গত ১২ই এবং ১৩ই মার্চ জাহাজে যানি মলী অফিসে জার্মান বিমান আক্রমণের ফলে মোট ৪০০ নিহত এবং

৫০০ সামরিক আহত হইয়াছে। ১৩ই ও ১৪ই মার্চ তারিখে হাইড্রো মলী অফিসে মোট ৫০০ নিহত এবং ৮০০ সামরিকভাবে আহত হইয়াছে।

জাহাজ দুটির হিসাব

গত ১৪ই মার্চ যে দুইটি জাহাজ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে জাহাজের কার্যকারিতা বা আক্রমণ মোট ২৫ বাহিনী জাহাজ জলবায়ু হইয়াছে। এই জাহাজগুলি একমুখ ৯৮ হাজার ৮ পদ ১২ টনের ছিল বলিয়া লোকপত্র হইতে ঘোষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কুইকানি হইল প্রিন্সের জাহাজ ও প'চবানি হইল প্রিন্সের বিমানজাহাজ। ইহার পূর্বে সপ্তাহে বৃটেনের কুইকানি জাহাজ দুইবার কথা ঘোষিত হয়। কিন্তু একমুখ জাহাজ গিয়াছে যে, প্রিন্সের ১২ বাহিনী জাহাজ এই সপ্তাহে জলবায়ু হইয়াছে।

বৃটিশ-বাহিনীর কবলে জিহাদি

১৯৪১ মার্চ সরকারীভাবে জিহাদি কবলের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

জিহাদি পূর্ণ-আবিসিনিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র এবং কয়েকদিন পূর্বে বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক অবিকৃত ব্যবহার হইতে যে পূর্ণ ইটালীয়ানরা পশ্চাৎপদ করিতেছে, উহা সেই পক্ষে অবিকৃত। আফিস-আলবার জিহাদি বেলগের সহিত সাম্রাজ্যের অবিকৃত আগে এই পত্র অবিকৃত এবং উহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সেবেলায় পত্র জিহাদি ৬০ হাউসের মধ্যে এবং তারার পত্র ৫০ হাউসের মধ্যে অবিকৃত; আফিস-আলবার মাত্র ২৫০ হাউস পূর্ণ অবিকৃত।

বুটেনের সাহায্যে আমেরিকার অর্থ মজুর

প্রতিনিধি সভার ৪৭ ও ইতালি বিন সম্পর্কে ১৭০ কোটি টালি: বাহ মজুর করিয়া একটি বিন পুত্র হইয়াছে।

উত্তর মহাসাগরের জন্য মার্কিন নৌবহর

১৯৪১ মার্চ সিনেট এপ্রোপ্রিয়েশন কমিটি উত্তর মহা-সাগরের জন্য মার্কিন নৌবহর নির্মাণ ব্যয় ১৫৫ কোটি ৭০ লক্ষ টালি: বাহের একটি বিন পূর্ণ সম্প্রতি বহু করিয়াছেন। যে বিনে উত্তরামি নুতন বহর বয়ান-কুচার নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, উহাও প্রতিনিধি সভার মন্ত্রী লাভ করিয়াছে।

বৃটিশ বিমানবহরের তৃত্ব

গত ১৯৪১ মার্চ মার্চ রাজকীয় বিমান-বাহিনীর অস্ত্রপত্র বোম্বার্ড বিমানসমূহ অস্ত্র সক্ষমতার সহিত কোলোনের উপর বোম্বার্ডন করিয়াছে।

বিমান সক্ষমতার এক এজেন্টের প্রকাশ, রাজকীয় বিমান বাহিনীর অস্ত্রপত্র বোম্বার্ড বিমানসমূহ হাইন নটর পূর্ণ ভীষণতর পিত্র এলাকা ও বেল টেমসমূহের উপর পুনরুজ্জীবিত বোম্বার্ডন করে। আফিসআলবার দুই পক্ষের ছিল বলিয়া বোম্বার্ডনের ফল পটভায়ে দুইপোতের হইয়াছিল। কতিপয় কারখানার উপর বোম্বা পড়িত হয় এবং একখানা প্রকাণ্ড বাড়ী প্রচণ্ড গোলাব আঘাতে ধূসরুপে পরিণত হয়। আরও দুইটি কারখানায় আগুন লাগি লাগি করিয়া অগ্নি উঠে। বেস রাস্তার বাহে আরও কয়েকখানো আগুন জ্বলিতে দেখা যায়।

উত্তরমহাসাগর ও মেসোপটামিয়া তিনটি বিমানবাহিনীর উপর সক্ষমতার সহিত আক্রমণ পরিচালিত হয়। কোল বৃটিশ বিমান বোম্বা যায় মাই।

জার্মান জাহাজ সেন্স

দুইটি পত্রিকা "কোউক" ও "পোটেম"র বাসিন-ধিত সর্বোচ্চতার প্রেরিত সংবাদে ৫,১০,০০০ টন জার্মান

জাহাজের জাহাজ প্রবেশ সম্পূর্ণ ভাবে বিনই হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। উপরন্তু উক্ত সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, অনুমানমতে ইহা পুত্রীমাম হইয়াছে যে, বৈশ্ববাহিনীর মধ্যে একমুখ যে গাই: কারণ, জাহাজের বিভিন্ন অংশে একটি সময়ে আগুন ধরিয়াছিল।

জার্মান সাহায্যের ও জাহাজের ক্ষতি

গত ১৯৪১ মার্চ জাহাজে বৃটিশ বিমানবাহিনী পোহিগেট জার্মান সাহায্যের বাহিনী আক্রমণ করিয়া সাহায্য লাভ করে। বিভিন্ন ওয়েক বহু বিলম্বের ফলে এবং সাহায্যের জীর্ণ অগ্রিকার হয়।

বৃটিশ বিমানবাহিনীর উত্তর জিহাদ সম্বন্ধে, জিহাদ উপকূলের অন্তরে কতকগুলি জাহাজ ইটালি এবং একখানা জাহাজ টেমসারী জাহাজের উপর কলের কামান হইতে গোলা ও বোম্বা বর্ষিত হয়। উত্তরমহাসাগর জাহাজবাহিনী কতকগুলি নৌকার আগ্রহ লইতে দেখা যায়।

সমুদ্রের দক্ষিণ উপকূলের অন্তরে একখানি রসদবাহী জাহাজ জাহাজের উপর কলের কামান হইতে গোলাবর্ষণ করা হয়।

সমুদ্রের জাহাজের পরিচালনা

২০৪১ মার্চ মতাবান্য পুত্র ও পুত্রী পুত্রীমামে বোম্বা-বিশুদ্ধ অফিস সক্ষম পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ইটালীয়ান রণতরী জাহাজ বা জলময়

জুমাগানবাহিত বৃটিশ নৌবহরের সহিত সামুদ্রিক কতিপয় বিমান জাহাজ ও জুমাগানবাহিত জাহাজের উপর যে আক্রমণ করে, জাহাজ কলে ইটালীয় একখানি জাহাজ অবস্থা বহু তেজসবান অবস্থায় জাহাজের সহিত জলবায়ু অবস্থা অবস্থা হইয়াছে। বিমানগুলি উপর্যুপরি কয়েকখানো আক্রমণ চালায়। উপকূলের সাহায্যে ৬ কি ৭ বার আক্রমণ করা হয়।

জাহাজের সঞ্চাল

এক সরকারী ইহায্যে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ২০৪১ মার্চ পুত্র ইংরেজসেনা বৃটিশ সোমালিয়া ও আবিসিনিয়ার পীঠস্থ জাহাজের সঞ্চাল করিয়াছে।

আলবেনিয়ার মুখে ১৫ সপ্তাহ ইটালীয়ান সৈন্য জাহাজ সামুদ্রিক ইটালীয়ান আলবেনিয়ার প্রাক্তনিকের উপর যে সকল ভীষণ আক্রমণ করিয়া বিলম্ব বসেবস হয়, জাহাজে ২০ হাজার ইটালীয় সৈন্য হতভত হইয়াছে।

জিহাদ অবিকৃত

২০৪১ মার্চ সরকারীভাবে জিহাদ অবিকৃতের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

সাইবেরিয়ায় আরও গুরুত্বপূর্ণ অবিকৃত চমিতে থাকায়, এইরূপ পিত্র করা হইয়াছিল যে, জিহাদবাহিনীর উপর আক্রমণ না চালাইয়া কেবলমাত্র পদাধিকারকারী বাহিনীর উপর উহা বহরকারী জাহাজ প করা হইবে। গত কয়েক দিনের মধ্যে এই পরিচালিত চুচায় পীঠস্থ করার প্রণোদনা দেখা যায়।

বৃটিশ ও অষ্ট্রিয়ান সৈন্য পটভা পিত্র একটি বাহিনীর উপর এই কার্যের জাহ পুত্র করা হয়। অষ্ট্রিয়ানের জন্য বৃদ্ধ পরিচালন চুক্তি হইলে জিহাদবাহিত ইটালীয় সৈন্যবাহিনী আবিসরণ করে।

সৈন্যবাহিনীর ইটালীয়ান কমান্ডার ও পুত্র ৮ পদ সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে।

জিহাদ প্রোগ্রামের পুত্র ১৫০ হাউস দক্ষিণে এবং মিলর পীঠস্থ হইতে উহা পুত্র ৫০ হাউস পূর্বে পরিচালিত হয়ে অবিকৃত।

এ জাহাজে পদাধিকার সম্প্রদায়ের পুত্রীজাহাজ কবর থাকার পত্র পুত্রীজাহাজের সাহায্য কোনরূপ ক্ষতি না হয়, জাহাজের সামুদ্রিক সৈন্যবাহিনী বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

[সেখানে ১১ পুত্র হইয়া]

কল্যাণীভাবে ধীমান্ত সাংখ্যিক কল্যাণী বোঝানো করিবে,
ঊর্ধ্বাঙ্গের জলুপী ভাষিত বহুপ'সেটিক ধাম সেতলা
হইয়াছে বলিয়া বসে কথা হইবে। জলুপরি ঊর্ধ্বাঙ্গের
পেচান সাপকীত প্রজাতিও বহুলা নরকার কর্তি জ্ঞান
করিয়াছেন।

আদিম অধিবাসীদের কল্যাণ প্রচেষ্টা

বাঁকুড়ার স্পেশাল অফিসারের রিপোর্ট

বাঁকুড়া জেলার আদিম অধিবাসীদের জন্য নিম্নতম সরকারী স্পেশাল অফিসার ১৯৩৯-৪০ সনের ত্রীমাসিক কার্য বিবরণী দাখিল করিয়াছেন।

সূর্য্য থাকিতে পারে যে, বাঁকুড়া সরকারী বাঁকুড়া, বেলিনী-পুর, মালদহ, দিনাজপুর এবং বরেনসিঃ জেলার আদিম অধিবাসীদের জন্য নিম্নতম সরকারী স্পেশাল অফিসার ১৯৩৯-৪০ সনের ত্রীমাসিক কার্য বিবরণী দাখিল করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসর বাঁকুড়া আদিম অধিবাসীদের স্পেশাল অফিসার ২২৩ দিনে ১১৯টি বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন পূর্বক গ্রামে, থানা কোর্টে এবং সমস্ত আদিম অধিবাসীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলোচনা করিয়াছেন।

গঠনমূলক কার্য ও প্রচার

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সরকারি বিভাগ কর্তৃক কোন কোন থানার কৃষি বণ্টন সমিতি স্থাপনের যে পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে, স্পেশাল অফিসার উহাদের সুযোগ গ্রহণের জন্য আদিম অধিবাসীদেরকে উৎসাহিত করেন। উক্ত সমিতিগুলির সংখ্যা ২৮,০০০, এবং দান করা হইয়াছে, ডানমধ্যে আদিম অধিবাসীরাই ৫,০০০ পার। তাহারা এখন বর্তমানে ৮০ ভাগ পোষ্য দিরাছে।

ইহা ছাড়া, তাহাদের আর বৃদ্ধির জন্য স্পেশাল অফিসার জরাজীর্ণ টানা বাড়ি, ইকু, শাকসব্জী এবং তুলার চাষ করিতে উৎসাহিত করেন। সাঁওতাল অঞ্চলে উৎকৃষ্ট বানের ও শাকসব্জীর বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রকাশ, বিষ্ণুপুর থানার কৃষি বিভাগ যে প্রদর্শনী কেন্দ্র খুলিয়াছেন, উহার কক্ষে সে অঞ্চলে টানা বাড়ির চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পল্লীকলনে গ্রাম পানের জন্য থানা ব্যাংক স্থাপন সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটি এক্ষণে সরকারের বিবেচনায়ীন আছে।

সরকারী শিক্ষাবিভাগ বাঁকুড়া জেলার দুটি প্রাথমিক বহন-মল প্রেরণ করিয়াছেন। আদিম অধিবাসীদের বহু স্কুল বহনশিল্প বিদ্যা করিয়াছে। বহন শিল্প বিদ্যা দ্বারাও বহু হইয়া যা বহু, এতদ্ব্যতীত দুইটি সরকারি সমিতি গঠিত হইয়াছে।

অর্থ

সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিম অধিবাসীরা তাহাদের পুষ্কল্যবাদের বিকাশ জন্য উত্তরোত্তর অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে। জেলার সাঁওতাল শিল্পা বোর্ডের অধীনে ৫৪টি পুষ্কল্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তদুপরি এমন আরও বহু বিদ্যালয় আছে, যেখানে আদিম অধিবাসী ছাত্রদেরই সংগঠিত। আলোচ্য বৎসরে যে ১৪টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মৈল-বিদ্যালয়ও আছে। এক্ষণে বহু এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে আদিম অধিবাসী ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি চলিয়াছে। আদিম অধিবাসীদের কেহ কেহ হাট্টী মূল্যবান পদার্থ পাণ করার পর চান্দীর স্থানে আছে। স্পেশাল অফিসার ইচ্ছার জন্য চাকুরীর চেষ্টা করিতেছেন।

বিবিধ জনহিতকর কার্য সম্পাদন এবং ভোট বাটো বিবাক বিদ্যালয় নিশ্চিহ্নর জন্য স্পেশাল অফিসার পল্লী সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এ পর্যন্ত ২০টি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে ইচ্ছার কাজ বেশ সম্ভবজনক ভাবে চলিতেছে। অল্প ভবিষ্যতে একটি জেলা সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিশেষ করিয়া আদিম অধিবাসীদের মজদের জন্য সারেকা মারক স্থানে একটি স্থানীয় প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল।

বর্তী প্রজন্মের আইনের অধীন (ক) অধ্যায়ের বিবিধ ব্যবস্থাগুলি এ-জেলার সকলের জানা পাকা সবেও প্রায় মানিয়া চলা হয় না। এক্ষণে সাঁওতাল ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে অধি চাকুরী, অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের অধি লবন এবং কানেটের বিনা অনুমতিতে আদিম অধিবাসীদের অধি বিনা মনিসে বহু করা চলিতেছে।

প্রত্যেক বাণ্যারটি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, উপযুক্ত অধ্যায়ের অধি আইনের বিধানমুতাবেক করা করিতে স্পেশাল অফিসার পক্ষপাতি বাধ্য করার আদিম অধিবাসীরা তাহাদের অধি দায়িত্বও মূল্য লাভ করে। ইতিপূর্বে তাহারা এতটা মূল্য আর কখনও পায় নাই। অধি অর্থন বহন সম্পর্কিত ক্ষেত্রটির সংশোধন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অধি দেওয়া হইয়া দেওয়া হয়, মোট ১০,৭১০ একর অধি পুষ্কল্য মালিককে দেওয়া হইয়াছে।

সম্পত্তি বেসকল প্রব বিক্রয়ের কাজ উপস্থিত হয়, স্পেশাল অফিসার দ্বারা তাহাতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি আবেদনকারীদের গ্রামে উপস্থিত হইয়া অধি মূল্য গ্রহণ করিয়া দেন এবং তাহাদের সন্তুষ্টি মনিসে সম্পাদন ও বারবার চাকুরী জানান প্রদান করাইয়া দেন। উক্ত ব্যবস্থার ফলে আদিম অধিবাসীরা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। কারণ প্রত্যেকেরই সর্ব অধি বিক্রয় করিয়া অর্থের আয়োজন করিতে এক্ষণে কোন বেশ পাইতে হয় না, অধিক ইচ্ছাও প্রত্যাশিত হইয়াছে আলোচ্য থাকে না। ইচ্ছাও জানা পাইয়াছে, যে-আইনী-ভাবে যে সকল অধি বাক্য বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, স্পেশাল অফিসার বহু ক্ষেত্রে আলোচ্য ইচ্ছার দান করিয়া দিতে পারিয়াছেন। দাখিল প্রদান ব্যবস্থারও অমেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

আইনগত বাণ্যার আদিম অধিবাসীদের জন্য যে-সরকারী সাচ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, উহা তাহাদের প্রত্যুত কল্যাণকর প্রতিলম্ব হইতেছে। কারণ বহু অধি বহু প্রদর্শন উচ্চ বিশেষ পায়্যা করিতেছে। ইহা দেখা গিয়াছে যে, এতদ্ব্যতীত আদিম অধিবাসীদের পক্ষপাতি করা হইয়া অল্প পক্ষ আলোচ্য বিধানের জন্য আবেদন জানান।

আবগারী মাল্যার বিচার

মক্খলে আবগারী মাল্যার বিচারের জন্য একটি নতুন জীম প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা বেশ সুকল প্রদান করিতেছে এবং আদিম অধিবাসীরাও অধিভাবে অধিবাসীর চাকা আলব করিয়া দিতেছে। আলোচ্য বৎসর আবগারী মাল্যার বিচার কার্যের তাহা প্রায় ব্যক্তিগত ৫১০টি মাল্যার বিচার করিয়াছেন। (প্রশ্ন-মোটি)

রটেমে বেকার সংখ্যার হ্রাস

জমিনে অধিকসংখ্যক মালী অধিক

কেন্দ্রকারী মাল্যে রটেমের বেকারীবিহীন বেকারের সংখ্যা মোট ৫৬০,৮৪৪ ছিল; পুষ্কল্য ইচ্ছার সংখ্যা ছিল ৬৯৫,৬০৬। এই বেকার সংখ্যার মধ্যে ২০০,১৬০ জন পুরা বেকার, ৬৭,৭১০ জন সাময়িক ভাবে বেকার ও ১৬,০১৫ জন আছে, তাহারা বারের বারের কাজ করিয়া থাকে।

বেকার-প্রতিকার বেকারীবিহীন মালীপ্রতিকার মোট সংখ্যা ছিল ২৪০,২১১। ইচ্ছার মধ্যে ১০৫,১১০ জন পুরা বেকার ছিল। প্রায় এবং স্পেশাল বিভাগীয় মালী প্রদর্শন হইতে দেখা করা হইয়াছে যে, দেশের কাজের জন্য মোট দি পক্ষিপা মালীপ্রতিকার পাওয়া হইতে পারে, তাহাদের হিসাব মালিয়ার জন্য সকল মালীপ্রতিকার পক্ষেই বেকারীবিহীন হওয়া আবশ্যিক করা হইবে। যে সকল মালী সাধারণতঃ বাক্যের কাজ করে না, তাহাদেরও ইচ্ছার অনুষ্ঠান করা হইবে। সুতরাং সমস্ত অধিবাসে পুষ্কল্য হ্রাস সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত থাকার প্রদর্শিতার জন্য অধিক সংখ্যক মালীপ্রতিকার প্রত্যেকের।

মি: আলীজুল চক, এম-এ, বি-এম, বাহ-এটি-এ, আগারী ১লা এপ্রিল হইতে কলিকাতায় ফেরার নিমিত্ত হইয়াছেন। ইনিই কলিকাতায় প্রথম মুসলমান কল্যাণ;



পুষ্কল্য বিদ্যালয়-বহনের কোনও বর্জিতে প্রায়শই তৈল ভর্তি করা হইতেছে। অতি সূত্রের সঙ্গে এই কাজ সমাধা হয়।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

রাজশাহী (সংগ)—

গত কেন্দ্রসভার মাঠে রাজশাহী জেলার সদর মহকুমাতে যে সকল পল্লী-উন্নয়ন কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে জামার বিবরণী প্রস্তুত হইল:—

গত কেন্দ্রসভার মাঠে চমকাট খানার অধীনস্থ আবাদী ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন বিদ্যা নামক গ্রামে আন মাইল দীর্ঘ একটি নুতন রাস্তা খোঁজাখোঁজিত প্রস্তুত হইয়াছে। আবাদী ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনস্থ গ্রাম-বালিগাওঁ তিন মাইল দূর একটি রাস্তায় মেসারসি কাজ শুরু করিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় চাঁদার মূল্যবোধ নামক গ্রামে একটি পল্লী বিদ্যালয়ের নির্মাণ হইয়াছে। আবাদী ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনস্থ প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে স্থানীয় লোক অঙ্গল সাহায্য করিয়াছে এবং প্রায় বিদ্যা জঙ্গলাবীর্ণ অঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাতন পুষ্করিণীর পান্য উত্তোলন পরিচালনা করিয়া উহার জল ব্যবহারোপযোগী করা হইয়াছে। গ্রামবাসীগণ এবং খোঁজাখোঁজকারী এক সঙ্গে এই কার্য সম্পাদন করিয়াছে। এই মহকুমার জমা পুষ্করিণী পল্লী অঙ্গলের পানীয় জল সরবরাহ জোগাড় হইতে ১৫টি নদকূপ খনন করা হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে এই সকল নদকূপ খনন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকাংশ নদকূপ ইতিমধ্যেই খনন করা হইয়া গিয়াছে। জীবন্ত সর্বকাণ্ডের দ্বিতীয় দফার প্রস্তুত সাহায্য হইতে এই মহকুমার 'বাগিচা' অঙ্গলের নির্মাণ পাঁচটি কূপ খনন করিয়া করা হইয়াছে। কল্যাণকর এটি কার্যে ভাষা প্রচলন করিয়াছেন। এই অঙ্গলের বহু দিনের পানীয় জলের অভাব এই কূপ খননের ফলে দূরীভূত হইবে।

অনুসৃত অঙ্গল হইতে কচুরীপান্য পরিচালনা এবং গভর্ণ-মেন্ট বহুদীক্ষিত পরিচালনা অনুসারে ধীরে ধীরে নির্মাণ কার্য শুরু হইয়াছে। অধিকাংশ ব্যক্তিগণের নির্মিত কতকগুলি নুতন নৈশবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে এবং পুরাতন বিদ্যালয়গুলি পূর্ণরূপে কাজ করিয়া চলিয়াছে। গোলাপাড়া, বোচনপুর এবং বাগমারী নামক খানার সমস্ত স্থাপিত উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের উচ্চশ্রম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পাওয়া যাইতেছে এবং স্থানীয় জনসাধারণ তাহাদের উন্নয়নসাধন এবং আর্থিক স্বচ্ছন্দতার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছে।

রাজশাহী জেলার বাগমারী খানার অধীনস্থ ১৫ নং ঘোষীপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, সভাপতি, বোর্ডের সেক্রেটারী, অধিবাসীবৃন্দ ও বঙ্গোপকৌশল-গণসং কচুরীপান্য দিবস উপলক্ষে বিগত ১৫/৩/৬১ ইং তারিখের এক বিরাট পোতাভ্যাস বাহির করিয়া ইউনিয়ন-বাসীদিগকে কচুরীপান্য খুসে করিবার উদ্দেশ্যে উৎসাহিত করেন। এই পোতাভ্যাস প্রায় ৫০০০ লোক যোগদান করিয়াছিলেন। জাহাজ সকলে সমবেত হইয়া যেসকল বিলের অনুমান দেড় মাইল দীর্ঘ দূর হইতে কচুরীপান্য উত্তোলন করিয়া খুসে করেন।

কচুরীপান্য খুসে করিবার কাজ সমাপনান্তে প্রেসিডেন্ট মৌ: কল্যাণীন্দ্র হওন ও সদস্য মৌ: হুমায়ুন হওন উপস্থিত ব্যক্তিগণকে মিষ্টি-দ্রব্য প্রদান এবং পল্লী-উন্নয়ন কার্যে সহায়তা করিবার জন্য অনুপ্রেরণা করেন।

এই অনুপ্রেরণার ফলে ইউনিয়নবাসীগণ অন্যান্য দাম, কৃষি ও জলাভূমি হইতে কচুরীপান্য উত্তোলন করিয়া খুসে করিতেছেন।

পূর্বে বর্ণিত খানার কচুরীপান্য খুসে করিবার জন্য সদর, এম্, ডি, ও, মহোদয়ের নিকট হইতে সাহায্য দান ১৫, টাকা পাওয়া গিয়াছে।

মোহাম্মদ—

মজলিল মহকুমার মোহাম্মদ ও গোপালপুরে ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি গভর্ণ-মেন্ট প্রত্যেকটির জন্য ১,০০০, এক হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন। গোপালপুরে স্থানীয় লোক ২,০০০, দুই হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছে। মোহাম্মদে এই চিকিৎসালয়ের জন্য চাঁদার পরিমাণ হইয়াছে মাত্র ১,০০০, এক হাজার টাকা। এই দুইটি চিকিৎসালয়ের কাজ আগামী এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ হইবে। মজলিল মহকুমার আউরিয়া গ্রামটিকে আশ্রয় গ্রামে পরিণত করা হইতেছে। গ্রামবাসীরা নিজেদের চেষ্টায় স্থানীয় অঙ্গল পরিচালনা করিয়াছে ও জোতি জোতি ডোনা ভরিয়া ফেলিয়াছে। বাঙলা গভর্ণ-মেন্ট একটি পল্লী-দল বা সভ্যদের জন্য ১,০০০, এক হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত দলের প্রস্তুতকারী চলিয়াছে এবং মার্চ মাস শেষ হইবার পূর্বেই ইহা শেষ হইবে বলা আশা করা যাইতেছে। গভর্ণ-মেন্টের এই সাহায্য পল্লী-উন্নয়ন কর্মসূচিকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছে। জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ব্যালেন্সিয়া ইউনিয়নের বি: ওয়াথ' সবডিভিশ্যারে বিগত ১২ই মার্চ তারিখে বঙ্গোপকৌশল-জিনের। তাহারা ফেলা ব্যাজিট্রেট সহ ১৩ই মার্চ তারিখে বিনাইদহ মহকুমার তাহেরপুর পরিদর্শন করেন এবং বোম্বার কাবালাক নদী তীরের নদী হইতে বাহির হইয়াছে সেখান উত্তর করেন। আশা করা যায় যে, শীঘ্রই তীর ও কাবালাক নদীর খনন কার্য আরম্ভ হইবে।

মুন্ড-গুণ

মহকুমা ব্যাজিট্রেট বোল্ডী আলি আছম সাহেবের চেষ্টায় ফলে দুই মাসের ৫,০০০, পাঁচ হাজার টাকার ডিকেন্স সেভিংস বণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। জনসাধারণকে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যাংক ডিকেন্স বণ্ড করিবার জন্য আগ্রহান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা করা হইতেছে।

লক্ষীপাণা কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রশমন মীর উম্মেদন বিগত ১০ই মার্চ তারিখে বেলা ১ ঘটিকার সময় ফেলা ব্যাজিট্রেট বি: এন, এম, খান, আই, সি, এন, কর্তৃক বিপুল জনতার সম্মুখে সম্পাদিত হইয়াছিল। লক্ষীপাণা ফেলার এক কোণে একটি কুপ গ্রাম। এই অঙ্গলে এই প্রথম প্রশমন-নী। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চিত করিয়াছে। প্রশমন-নীতে বহু শিক্ষাপ্রদ উপাদান সেখান হইয়াছিল। ইহা ১০ মিল বোলা ছিল। প্রশমন-নী উদ্বোধনের অব্যবহিত পূর্বে ইটনা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দ্বারীক ব্যাংকের আশ্রয় বৌদল ও ব্রজভারী নৃত্য প্রশমন করিয়াছিল।

বিগত ১৭ই মার্চ তারিখে মোহাম্মদার ২৭ জন সিন্ডিক গার্ড দাম দিয়াইয়াছে এবং ফেলা ব্যাজিট্রেটের সম্মুখে প্রশমন গ্রহণ করিয়াছে। ফেলা ব্যাজিট্রেট জাহাজের খোঁজাখোঁজিত সেলেক্ট প্রদান করা প্রশমন করেন এবং জাহাজ যে প্রশমন গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রতি অঙ্গল ব্যক্তিগে উপদেশ দেন।

মোহাম্মদের ফেলা দ্বারা বি: এম্, কে, ও, আই, সি, এন, নদীর তীর বন্দী হইয়াছেন। জাহাজে বিলাত অভিবাসন জাহাজ করার জন্য পথের কড়িগর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মোহাম্মদের প্রেরিত কবিদ্বার বঙ্গভাষার দ্বারা বিগত ১৪ই মার্চ তারিখে বোম্বারের পরলোকগমন করিয়াছেন।

স্বাধীনবাড়ির (জি: রা)—

ব্রাহ্মণবাড়ির খানার অধীনস্থ মাইল দীর্ঘ রাস্তা এবং কচুরীপান্য অধীনস্থ বিয়াটটি, কচুরীপুর এবং কচুরী ইউনিয়নে বহু কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে।

ত্রিপুরা সদর (দক্ষিণ মহকুমা)—

কেন্দ্রসভার মাঠে পরিচালিত নামক ইউনিয়ন বোর্ডে দুই মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা খোঁজাখোঁজিত প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বোম্বারপেট্টা ইউনিয়ন বোর্ডে একটি পল্লী-অঙ্গল হল খোলা হইয়াছে।

পেচল ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনস্থ কতকগুলি জোনা হইতে কচুরীপান্য পরিচালনা করা হইয়াছে।

ত্রিপুরা স-২ উত্তর মহকুমা)—

গত কেন্দ্রসভার মাঠে নিম্নলিখিত পল্লী-অঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে:—

(১) প্রীতাইন ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনস্থ পোপোজিরা ও সালাগলা।

(২) নুসানগর খানার অধীনস্থ পূর্ববাগি ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন নবিদ্বারদ।

(৩) দেবীঘাট খানার অধীনস্থ আকরপা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন বহুদ্রপুর্ন।

নিম্নলিখিত স্থানে নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে:—

(১) নুসানগর খানার অধীনস্থ চাপিতলা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন চাপিতলা।

(২) বড়ীচক খানার অধীনস্থ মরনান্ডী ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন কৈদ্রপুর্ন।

কৈদ্রপুর্ন পল্লী-অঙ্গল সমিতি এক মাইল দূর একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে। মরনান্ডী পল্লী-অঙ্গল সমিতি একটি নুতন রাস্তা নির্মাণ এবং কতকগুলি অধ্যাপক জঙ্গল পরিচালনা করিয়াছে। চাপিতলা পল্লী-অঙ্গল সমিতি কতকগুলি পুষ্করিণী হইতে কচুরীপান্য পরিচালনা করিয়াছে।

চাঁকপুর ত্রিপুরা)—

ইন্দ্রাবিন্দপুর, হানারচন, গাতিপুর্ন, নয়া গাঁও এবং বিকুপুর্ন পল্লী-সংগঠন সমিতির সদস্যগণ বহু কচুরীপান্য পরিচালনা করিয়াছে। এই সকল সমিতি বহু খানের জঙ্গল সাহায্য করিতেও সমর্থ হইয়াছে।

নোয়াখালী—

বিগত কেন্দ্রসভার মাঠে কচুরীপান্য দিবস উপলক্ষে নোয়াখালী জিলার লক্ষীপুর খানার ১১নং খালারী ইউনিয়নের বিবনী গ্রামের পল্লী-উন্নয়নের কাজ বেশ অগ্রসর হইয়াছে। লক্ষীপুরের সেশাল অফিসার বৌদী আকল দ্বারা জৌকুরী মক্কেলে মক্কেলে খানে খানে কতিপয় সভা করিয়া লোকসিগকে পল্লী-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বিতর্কিতেন। জাহাজ বহুদ্র অধ্যাপক বিবরের মধ্যে উপস্থাপী দ্বি কসনের, শীত ও গ্রীষ্মকালের লক্ষীপুরী উন্নয়ন ও কচুরীপান্য খুসে করার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধত্যা আদ্যের আশাভাজ্য লক্ষ্যে বিবরণসমূহ আদ্যোপদ্য করেন। বিবনী পল্লী-উন্নয়ন সমিতির বোম্বারসংক, কচুরী দূরক, বিবনী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, হুমায়ুন ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও মেম্বারদের সহযোগিতায় বিবনীর পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিভিন্ন পল্লীতে কচুরীপান্য পরিচালনা ও জঙ্গল কাটাকা এই অঙ্গলের প্রীতি ব্যক্ত করে চেষ্টা করিয়াছে। পশ্চিম বিবনী অঙ্গল গ্রামের কচুরীপান্য ও অঙ্গল জঙ্গল পথ পদ্ধতি পরিচালনা কার্য বিশেষভাবে আশাভাজ্য হইয়াছে। বিবনী দূর-দূর দূর-দূর বৌদ্রাও অনুপ্রাণ কার্য করা হইয়াছে। অঙ্গল জাহাজ নৈশ-বিদ্যালয়গুলি, পল্লী-অঙ্গল ও পল্লী-অঙ্গল সমিতিদ্বারা সর্বজনসংক কাজ করিয়াছে। বিবনী গ্রামের স্থানীয় পল্লী-অঙ্গল সমিতির বোম্বারসংক দূরকসমূহ সর্বজনসংক একটি স্থানীয় রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে ও একটি উচ্চ প্রশিক্ষণী বাহিনী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে।

যেহা সার্বভৌম উদ্ভিদম-বোর্ড কার্ণের বালিকদিগকে ও বাগমান পুশ্প-নী কোম্পানীর চাষীদিগকে তাহাদের সাক্ষ্য-মণ্ডিত কঠিন সার, কচুরীপানার মিশ্র সার এবং পলাতির বাসা বাস ইত্যাদি বাণিজ্যের পণ্ড পুশ্প-নী করায় জমা অর্জন কিস্তির দ্বারা করেন। কমসংখ্যক ও চাষীরা ইত্যাদি খুব সম্ভব হইত। চাষীদিগের শিক্ষা ও উৎকর্ষের জন্য শিক্ষাপুত্র ও উপযোগী অনেক প্রকার পুশ্প-নীতে যেহা হইয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া হইতে পরে সাধারণ লোক এই পুশ্প-নীতে আসিয়াছিল এবং পুশ্প-নী প্রকারি ও হাতে-কলমে কৃষিকার্যের শিক্ষাপুত্র ও চিত্তাকর্ষক পুশ্প-নী মণ্ডল করিয়াছিল। প্রায় ২০,০০০ বিন হাজার লোক এই পুশ্প-নী দেখিতে আসিয়াছিল। কানীর লোকেরাও এই পুশ্প-নী দেখিতে আসিয়াছিল। প্রচণ্ডের মধ্যে যি: জাতিস মনন আলীও ছিলেন। কৃষি বিভাগে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতাকারীদিগকে কৃষি-বহুমি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। উদ্ভিদম বোর্ড কার্ণের আলীকদের মধ্যকার উল্লুত বহুরের সারা বছর নামের বীজ বিক্রয় বা নিম্নবহুর বাবদ্য করা হইয়াছে।

ভারতীয় সেনা-বাহিনীর অর্ডন্যান্স বিভাগ

তরুণ বয়সে চাকুরীর সুযোগ

ভারতীয় সেনা-বাহিনীর অর্ডন্যান্স কোরের ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে চাকুরীর নিম্নোক্ত সুযোগ সম্পর্কে বাংলা-সরকারের মিনিস্টার-উপসেক্টর নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন:—

চাকুরীর সর্বোচ্চ ৬ বিবরণের নিম্নোক্ত:—

বয়স—২০ হইতে ২৯ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:—বিশুদ্ধিকৃতদের কোন ডিগ্রী বা ডিগ্রীর সমতুল্য কোন উপাধি। কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা সম্পর্কিত জ্ঞান কিংবা কাঠ, কাচ, বস্ত্রাদি, বৌদ্ধ জ্ঞানাদি, সরাসরি ও চাকুরী সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকিলে ভাল হয়।

শারীরিক যোগ্যতা:—উচ্চতা ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি, বুক ক্রাস্টেইন বাকের বেড সেন ১১ ইঞ্চি হয় এবং ওজন ১১০ পাউন্ড হওয়া চাই।

সাধুতা:—প্রাথমিকভাবে তাহাদের সজ্জা, সাধুতা ও স্বাভাবিক সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশ্নাবলি করিতে হইবে।

চাকুরীর স্থায়িত্বের কাল:—মুদ্রা বহুদিন থাকিলে, ডিগ্রীর পর ১২ মাস কালও অবশ্য যদি তহবিল পর্যায় চাকুরীর প্রয়োজন থাকে।

যদি প্রয়োজন হয়, সকল প্রার্থীকেই তাহাদের বাড়িতে কাজ করার জন্য প্ররোচিত থাকিতে হইবে।

বেতন:—(১) পদে বেতন মাসিক ২৫০ টাকা।

(২) ট্রেনিং সময়ে দৈনিক ১১০ টাকা করিয়া ট্রেনিং বেতন।

(৩) মন-কমিশন অনুসারে অফিসারের যোগ্যতার সীমিত ২ বছর কাল কাজ করিলে মাসিক ২০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত বেতন। ৪ বছর মন-কমিশন অনুসারে যোগ্যতার সীমিত কাজ করিলে মাসিক ৪০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত বেতন এবং ৬ বছর কাল উক্ত পদে যোগ্যতার সীমিত কাজ করিলে মাসিক ৬০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত বেতন।

(৪) ২ বছর চাকুরীর পর যোগ্যতাসূচক বেতন মাসিক ২১০ টাকা করিয়া।

(৫) বার্ষিকের সময়ে মাসিক ৮০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত।

(৬) বাস-অর্থাদি বিনামূল্যে প্রদান করা হইবে এবং মেসের এলাউন্স দেওয়া হইবে।

(৭) বিনামূল্যে পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করা হইবে।

(৮) মুদ্রা-অর্থাদি অফিসের মাধ্যমে কাজ করিলে, তাহাদিগকে নিম্নোক্ত বিশেষ এলাউন্স প্রদান করা হইবে:—

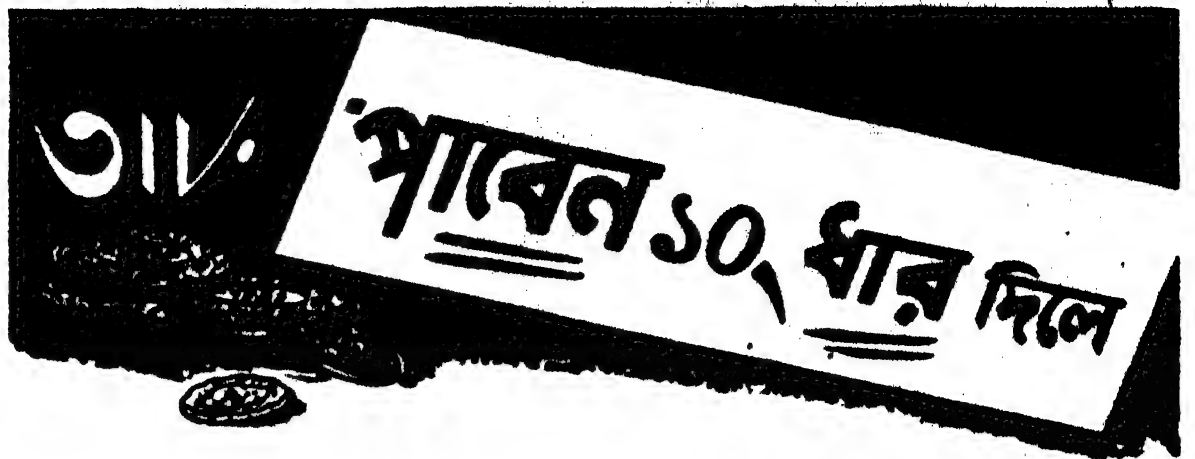
(ক) মাসিক ১০ টাকা করিয়া ক্যান্টিনের খরচের জন্য এলাউন্স।

(খ) মুদ্রাক্ষেত্রের ভাড়া মাসিক ২০ টাকা করিয়া। এক বছর কাল ট্রেনিং প্রদানের পর বিজ্ঞানীয় পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে প্রার্থীকে মাসিক ২০ টাকা করিয়া ট্রেনিং বেতনের অধিকারী হইবে।

ট্রেনিং:—প্রাথমিক সামরিক ট্রেনিং প্রদান করিতে হইবে এবং চাকুরীতে প্রাপ্তি জন্ম লইয়া লাভ্যতা করিতে হইবে।

পেনশন ও গ্রাচুয়ালি:—ভারতীয় সেনা-বাহিনীর যোগ্যতাস সৈন্যপদ ও তাহাদের উত্তরাধিকারীকে যে হারে ও যে নিয়মে পেনশন ও গ্রাচুয়ালি পাইয়া থাকে, সেই হারেই এই পদের প্রার্থীকে ও তাহাদের উত্তরাধিকারীকে পেনশন ও গ্রাচুয়ালি পাইবে।

[পদবর্তী ২ বছরের নিম্নে হইবে]



প'ড়ে দেখুন কি ক'রে পাবেন

যারা ভবিষ্যতের জন্মে কিছু কিছু সঞ্চয় করতে পারেন তাঁদের পক্ষে গভর্ণমেন্ট 'ডিকেন্স সার্টিফিকেট' একটি সুবর্ণ সুযোগ। টাকা খুবই নিরাপদ উপরত্ব এত বেশী মুদ্রা সঞ্চয় করা সাধারণতঃ অন্য কোন উপায়ে পান না।

গণটাকা নামের একটি 'সার্টিফিকেট' কিনলে প্রথম বছরের পর থেকে প্রতি বছরে ১/১০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। এ ছাড়া পাঁচ বছর পরে চার আনা এবং দশ বছর পরে আট আনা 'বোনাস' দেওয়া হয়। তার

মানে দশ বছর পরে ১০০ টাকা ১৩১/১০ আনার পরিণত হয়—এর জন্যে ইনকার চ্যাঙ্গ লাগে না।

আপনি শুধু ডাক-ঘরে গিয়ে একখানি 'ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট' কিনুন। এক-সঙ্গে যদি ১০০ টাকা না দিতে পারেন তা হ'লে একটি 'ডিকেন্স সেভিংস ট্যাম্প কার্ড' চেয়ে দিন—বিনামূল্যে পাবেন। তাহলে

বহন বেতন জমিা হয়, ১০ আনা, ১১০ আনা, অথবা ১০ টাকা নামের ডিকেন্স 'ট্যাম্প' এই কার্ডের উপর জমাতে থাকুন। ১০০ টাকার 'ট্যাম্প' জমালে 'সেভিংস ব্যাঙ্কের' কাজ হয়

এমন পোই অফিসে গিয়ে সেই 'কার্ডের' পরিবর্তে একখানি ১০০ টাকার 'ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট' নিয়ে আসুন। সার্টিফিকেট-

খানি আপনার জন্যে টাকা জমাতে থাকবে এবং দশ বছরে এর পরিমাণ হবে ১৩১/১০ আনা—এর জন্যে ইনকার চ্যাঙ্গ লাগে না। ইতিমধ্যে যদি আপনার টাকার প্রকার হয় তা হলে সাদা মুদ্রা ও 'বোনাস' ৩৩ টাকা কিনে পাবেন।

সেভিংস ট্যাম্প
সঞ্চয়ের পথ
সুগম করে

ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন
নিজে লাভবান হবেন-স্বদেশ সুরক্ষিত হবে

G. I. ৩০.

[১ম কমান্ডের খোঁজ]

বাংলার তরুণ সম্প্রদায় এই চাকুরীতে অন্যায়ের চুক্তিতে পারে এবং আশা করা যায় যে, তাহারা এই সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা পাইবে।

কেন প্রার্থী এই চাকুরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা নিম্নোক্ত সব বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ সহ পরামর্শ গ্রহণ করিবেন:—

(১) বয়স।

(২) শিক্ষাগত যোগ্যতা।

(৩) ব্যবসায়িক যোগ্যতা—যদি থাকিা থাকে।

(৪) উচ্চতা।

(৫) বুকের সম্প্রসারিত বেড।

(৬) ওজন।

পরামর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পর্কে দুইখানা সার্টিফিকেট (ডিকেন্স অফিস: একখানা কোনও সেক্টরেই অফিসের মিলিত হইতে) দিতে হইবে। নিম্নলিখিত যে কোন টিকিটের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে:—

বাংলা সরকারের মিনিস্টার-উপসেক্টর, ৮নং লাইট স্ট্রিট, কলিকাতা; অথবা

এসিট্যাপ্ট টেকনিক্যাল ডিভিউ: অফিস, ৩নং বোম্বে, বেইলু, কলিকাতা।

কানাজ ও মুন্সিগাঁও দুইয় বহুদিনের ডিভিউ জালাল নির্মাণ কাজখানা সমুদ্রে সেকা ও বৈদ্যুতিকীয় জালাল নির্মাণ করিবে। মুন্সিগাঁও শাসন বিভাগ কর্তৃক এই বছরের একটি চুক্তি সম্পাদনের কথা মোকদ্দম করা হইয়াছে।

ଜିନିଷକୁ ଟୁକିଦେ ବୁଝାମଣା କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କ
 କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା ଥିବ, ବୁଝାମଣା ଥିବ ।
 ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ଜିନିଷକୁ ଟୁକିଦେ ଯାକର କରାଯାଏ ।

महिलासिंहार वन्या-विनिर्णय कार्य

মেদিনীপুর জেলায় প্রথমবারের কার্য

ଆହୁରିକି ସେହି ସମୟରେ ଏକ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମରେ, ଗାଆଁର
ଅବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରାଣୁରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଯାହାକି
ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଈର ଅଟିଥିଲା ।



বাঙলাব কথা

৩৪ বর্ষ, ২০৭ সংখ্যা]

কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল, ১৯৪১

[এক পাতা]

মধ্য-প্রাচ্যে যুদ্ধের ঘনঘটা

লিবিয়ায় জার্মান বাহিনীর উপস্থিতির কারণ কি ?

[মেক্স-জেনারেল জার জার্নেস প্রস্তুত লিখিত]

ইউরোপের যুদ্ধ-পরিস্থিতি আবার ঘোরাঘুরো হইয়া উঠিয়াছে।

জার্মানী কর্তৃক যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ হইয়া সবেমাত্র তাহার জাতি উদ্বেগ-সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কিছু কাল চলে না। বাহ্যতঃ যেন হয়, গ্রীস আক্রমণ হইবে। যুগোস্লাভিয়া এবং তুর্কী যদি জার্মানীর দাবীর নিকট মাথা নীত করিত, জার্মানীর কথায়, তাহা হইলে জার্মানী তাহাদের আক্রমণ করিবে কি না, প্রশ্ন হইতে পারে।

যেটুকু পূর্বে আক্রমণ হইবার কাল পূর্বক চলিতেছে। বিটলার হস্ত ইহাও চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন যে, গ্রীসের জাতির ব্যাপারে পড়িয়া পড়িবে। তবে শীঘ্রই যে তুর্কী আক্রমণ হইবে, তেমন সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। ইহার কারণ আছে। যুগোস্লাভিয়াকে যে পর্যন্ত না সামরিক বাহিনীতে পরিণত এবং গ্রীসকে পর্যাপ্ত না করা হইতেছে, সে পর্যন্ত তুর্কীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা খুবই কম।

ইহার আরও একটা দিক আছে। তুর্কী যদি গ্রীসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আগ্রহ হয়, তাহা হইলে সে অবস্থায় জার্মানী হস্ত তুর্কীর বিরুদ্ধে সাপ্লায়ে দিবে—অন্য অবস্থায় জার্মানী কি করিবে তাহা অনিশ্চিত। তেমন অবস্থায়ও যুগোস্লাভিয়াকে পশ্চিমালী সামরিক বাহিনীতে পরিণত না করা পর্যন্ত জার্মানী তুর্কীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান হস্ত চালাইবে না। যুগোস্লাভিয়ার নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জার্মানী খুব সন্তুষ্ট হইবে—অন্য অবস্থায় জার্মানী কি করিবে তাহা অনিশ্চিত। তেমন অবস্থায়ও যুগোস্লাভিয়াকে পশ্চিমালী সামরিক বাহিনীতে পরিণত না করা পর্যন্ত জার্মানী তুর্কীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান হস্ত চালাইবে না। যুগোস্লাভিয়ার নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জার্মানী খুব সন্তুষ্ট হইবে—অন্য অবস্থায় জার্মানী কি করিবে তাহা অনিশ্চিত। তেমন অবস্থায়ও যুগোস্লাভিয়াকে পশ্চিমালী সামরিক বাহিনীতে পরিণত না করা পর্যন্ত জার্মানী তুর্কীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান হস্ত চালাইবে না।

অপর পক্ষে গ্রীস আক্রমণ করিতে গিয়া জার্মানী যদি যুগোস্লাভিয়ার নিকট মাথা প্রাণত হয়, তাহা হইলে যুগোস্লাভিয়া ও রুমেলিয়ার ভিতর দিয়া সে যুগোস্লাভিয়াকে উৎকণ্ঠা আক্রমণ করিয়া বসিতে পারে।

যুগোস্লাভিয়ার প্রতি রাষ্ট্রের ভাবনা বলাকালে যুদ্ধের পরিণতির কথা করিয়াছে। যদি ইহার কোন মূল্য থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, রাষ্ট্র জার্মানীকে বলাকালে যে-পন্থার নীতি চালাইবার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হইবে।

কিন্তু ট্যানিসের যবন কণা আসা সোজা ব্যাপার নয়। জার্মানী কর্তৃক যুগোস্লাভিয়া আক্রমণের কাল হাজকীর বিমান বহন একপে যুগোস্লাভিয়া এবং যুগোস্লাভিয়ার উপর দিয়া রুমেলিয়ার আক্রমণ চালাইতে পারিবে। তবে এক্ষেত্রে হাজকীর বিমান বহনকে অপরিচিত রাষ্ট্রের উপর দিয়া অনেক বুর আগ্রহ হইতে হইবে। আক্রমণকে সাক্ষ্যবদ্ধ করিতে হইলে বিমান বহনকে বেশ ভালরূপে পর্যবেক্ষণের কালও চালাইতে হইবে। একজনকার মতামতে অধিক কিছু আশা করা যাইতে পারে না। প্রকৃত হাজকীর বিমান বাহিনী ইতিমধ্যে ইটালীয়ানদের বিমান বাহিনীর উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। কাজেই ইটালীয়ানরা একপে জার্মানদের সহযোগিতার ও আক্রমণের পুরোজনে আশ্রিত হইয়া সাহসী হইবে না।

তবে যুগোস্লাভিয়া নয়, তুর্কী এবং মিসরের যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতেছে। মিশর মিশর ওইসে অবস্থিত সৈন্য বাহিনী কি করিতেছে না করিতেছে, তাহা জার্মানী লাইট নাই এবং নাবহসজ্জিত নয়। উপরন্তু জেনারেল ওরাতেল তাহার উদ্বেগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ কিছুই জানিতেছেন না।

সাইরেনেরকার সীমান্তে জার্মান সৈন্যের উপস্থিতির মতন জেনারেল ওরাতেল অধিক হইয়া পড়িবে বলিয়া আমি মনে করি না। জেনারেল ওরাতেলের ভাবনা কি করিতেছেন তাহা জানা, কিন্তু মক্কুমির অবস্থা সম্পর্কে ওরাতেলের ভাবনা, অথবা মক্কুমির জার্মান ট্যাঙ্কে কানে লাগানো হইতে পারে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা জরুরী জার্মান সৈন্যদের হস্ত তাহার গমন করিতেছে। জেনারেল ওরাতেলের আগ্রহের সত্ত্বেও সাধারণ উদ্বেগের তাহাদের থাকিতে পারে। ইটালীয়ানদের পরাক্রমের প্রতিপত্তি প্রদর্শন ও পশ্চিম দিক হইতে মিশর আক্রমণের হস্তের তাহাদের আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। প্রথমতঃ টিপলীতে অধিক সাধারণ সৈন্য প্রেরণের পূর্বে জার্মানী হস্তিহাঃ তত্পরি তুমুলসম্প্রদায়ের বহুমান যে অবস্থায় সশস্ত্র হইতেছে, তাহাতে তাহাদের জন্য বহুমান প্রেরণও সোজা ব্যাপার নয়। টিপলী সাইরেনেরকার হাজকীর বিমান-বাহিনীর পালার বাহিরে নয়।

টিপলী এবং সাইরেনেরকার মধ্যে দিল্লী মক্কুমির বিমানের দাকা অবস্থায় মৌ-বহরের সমন্বিততা বাহিরে বিলাট বাহিনী লইয়া আগ্রহের হস্তা এক প্রকার অনশ্বসিত হইবে।

পত্রিকা চতুর্ন টিপলীর কাছা চালাইবে। ইহাও জেনারেল ওরাতেলের জন্য বিলাট বৃষ্টি বাহিনীর আবশ্যক। টিপলীতে যদি সত্যি বিলাট একটি জার্মান-বাহিনী থাকে, তাহা হইলে টিপলীতে প্রতিপত্তি ওরাতেলের পরিণতির আশঙ্কাই জার্মানীকে তাহার গমনে বাধা করিবে।

জার্মান অধিবাসীর ভিতর পূর্বে আক্রমণের যুদ্ধ চলিতেছে। ইটালিয়ার যুদ্ধের কল্যাণের উপরই তাহাদের অবস্থা নির্ভরশীল। ইহা অবশ্যই যেন রাষ্ট্র উচিত যে, পূর্বে আক্রমণের ইটালীয়ান আক্রমণের যোদ্ধাভিত্তিক অন্যান্যদের তুলনায় অধিক রপনপূর্ণ। উপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতি ইটালীয়ী সোকেই আকৃষ্ট হয় এবং তাহার তাহারা নানাতর অতিক্রম ও অর্জনে প্রবৃত্তি পাইয়া থাকে। জিবিয়ার স্যাকসি এবং নিরহিত সৈন্যদের উপস্থিতি পরিণামে ইটালীয়ানদের পক্ষে সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, পূর্বে আক্রমণের ফলের সংশ্লিষ্ট হয় নাই।

ইটালীয়ানরা যদি সাপ্লায়ে অবস্থান হইতে না চায়, তাহা হইলে সন্তান কল্যাণের আশা করা যাইতে পারে না। তবে তাহাদের বিমানপোতের সম্ভাবনা

হস্ত হান পাইতেছে বলিয়া তাহারা চিহ্নিত হইয়া পড়িতেছে।

সোমালিয়ার জেনারেল ক্যানিংহামের অসাধারণ সাক্ষ্য ইটালীয়ানদের দ্বারা পূর্বের পক্ষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে এবং সমস্তলক্ষ্যের উপর দিয়া হস্ত পড়িতে সৈন্য পরিচালনা সম্ভবপর।

জেনারেল ওরাতেল হস্তে বিচিরা এবং পশ্চাদিক হস্তে জার্মান হস্তের আশঙ্কা তাহারা আক্রমণের দিক হস্তা লাইতে পারে। জেনারেল ক্যানিংহাম যে একটা বিলাট অভিযানের পরিচালনা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা সম্ভব নয়।

পোল্যান্ডে জার্মান বর্ধিততা

পোল্যান্ড হস্তে নাগরিকের মূল্যবোধ একটি সর্বোচ্চ মত্রে পৌঁছিয়াছে। অনেক ইহুদি জার্মানদের নিকট হইতে পলায়ন করায় তাহার প্রতিষ্ঠা মত্রে বৃত্ত ১০০ জন ইহুদিকে হস্তা করা হইয়াছে।

গত বসন্ত কালে কুই সাকস অটমক পোলিশ ইহুদি ওরাতেলের পোল্যান্ড কর্তৃক প্রেরিত হয়। তাহার হস্ত-কতি দাকা সবেমাত্র কুই প্রবর্তীর দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে সম্ভব হয়। তাহার প্রেরণ বা পলায়নের জন্য জার্মান পুলিশ ৪০ পাইল পুরস্কার ঘোষণা করে।

অতঃপর কুইর প্রতিষ্ঠা মত্রে ওরাতেলের কাগজের তিনশত টিপলীকে আক্রমণ করা হয়। জার্মানীকে জানান হয় যে, যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কুই উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের ১০০ জনকে হস্তা করা হইবে। কুই শেষ পর্যন্ত বিলাট না আসায় ১০০ জনকে হস্তা করিয়া সত্যি হস্তা করা হয়।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

(জার্মানদের পার্শ্ববর্তী বা তাহা হইতে পূর্ববর্তী যে-কোন বসন্তে সব জাতীয় বাহিনীতে পারে এবং সমাধি বিলাট প্রচার করিয়া বা বিলাট বাহিনীতে জার্মান ও জার্মানদের হস্তা হস্তা ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্তন হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃষ্টি বৃষ্টি, তাহা, অটমিকা ও হস্তাঃ যবন কণা, বাহিনী ও মালবাহী জাহাজ হস্তাঃ করিয়া থাকে। বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

বৃষ্টি বৃষ্টি, তাহা, আক্রমণ, অটমিকা, প্রাণ, সুপ্রতিষ্ঠা ও পারসোপদার প্রবর্তী বসন্তবৃষ্টির মধ্যে জাহাজ হস্তাঃ করে।

বাহিনীকে অনুগ্রহ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেম নিজেদের পুরোজন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ, বিলাট করবে। বর্তমান পরিণতির জন্য জাহাজের হস্তাঃ যবন পরিণামে কল্যাণ হইয়াছে।

জাহাজ হস্তাঃ প্রবর্তী সম্পর্কে বসন্তবৃষ্টি তাহা, বাহিনীকে জাহাজ পূর্ণ বিলাট ও বসন্তের জাহাজ হস্ত প্রবর্তী অবগত হস্তাঃ জন্য বিলাট টিপলীর দিবসঃ—

মাকিসন মাকিসী এণ্ড কোং,

একটম—পি এণ্ড ও এণ্ড-এস কোং,

মাকিসিঃ একটম—বি-আই-এস-এস কোং লিঃ

বিশেষ প্রকটন

বাঙলা গল্প-মেলার বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী হৃদে এবং গল্প-মেলার ৩ জন-সাধারণের আর্থ-সামগ্রিক অবস্থা বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করার জন্য গল্প-মেলার "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমোটর বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অবকা প্রাধান্য বা মিথ্যাবাদী বনিতা বোধিত বিবরণ ব্যতীত অন্যথা যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা জন-গল্প-মেলার কোন দাবি নাই।

চুটী

ইটারের চুটী উপলক্ষে আগামী ১৪ই এপ্রিল তারিখে "বাঙলার কথা" প্রকাশিত হইবে না।—সং. বা. কঃ

বাঙলার কথা

৭ই এপ্রিল—১৯৪১

সিরিয়া

পশ্চিমে তুরস্বাসাগর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে ইউজেনীয় নদী পর্যন্ত এবং উত্তরে আর্মেনিয়ার সনতল ভূমি ও দক্ষিণে আরবীয়া মরুভূমি এই চতুর্ভুজীয় মধ্যে অবস্থিত সিরিয়া। ভূগতক সাধারণতঃ সিরিয়া নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। বিশেষভাবে প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্ডানীয়ার উত্তর দিকের ভূভাগট এই নামে অভিহিত। এই ভূভাগের পশ্চিম অংশে উর্বর সেলাভুমি অবস্থিত এবং প্রচুর পরিমাণে পশু-পালন করা হয় এবং এই সব পশু-পালের পুষ্টি-ক্রমণে চালু হইয়া যাওয়া ভূপ-সম্পদীর্ণ অঞ্চল ও মরুভূমিতে মিলিয়া গিয়াছে। যদিও এই দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই আরব, তথাপি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও এখানে বসিয়াছে এবং উত্তর-পূর্বে বহুবার এখানে রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কার লইয়া অনেক আগ্রহের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। মোট ৩,২৬০,০০০ লোক সংখ্যার মধ্যে ২,০০০,০০০ জন হইতেছে সূর্যী মুসলমান এবং অবশিষ্ট জন-সংখ্যার মধ্যে নানা ধর্মাবলম্বী লোক বসিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সিম্প্রদায়ের মধ্যে আরব মুসলমান সংখ্যাই হইতেছে ১,৩২,০০০ জন। ইহারা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের এক শাখা বিশেষ—একাদশ শতাব্দীতে মিসরের জেনেরাল মোহাম্মদ বালিহা এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। মোহাম্মদীয় নাবক প্রাচীন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সংখ্যাও ২৪০,০০০ জন। বিগত মহাসময়ের পর শুরু হইতে আগত আর্মেনিয়ানদের সংখ্যাও প্রায় ১০০,০০০ হইবে। আলাওয়াইন নামক বহু-খ্রীষ্টানীয় (মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা হইতেছে ২৭৪,০০০ জন। আরব জাতীয় গ্রীক খ্রীষ্টানের সংখ্যা ২৬০,০০০ জন ও অন্যান্য খ্রীষ্টান খ্রীষ্টান হইতেছে ১৮৭,০০০ জন। সূর্যী মুসলমানের সংখ্যা ১৬৬,০০০ জন। উত্তর লেবাননের পশ্চিমাংশের মোহাম্মদীয়দের বাসভূমি এবং দক্ষিণ সীমায় সিরিয়ান-জর্ডানীয় মিশ্রিত জন-সংখ্যা নামক পশু-ভাষার বাসভূমি: জনসংখ্যার বাসভূমি। একদানে সীমাবদ্ধ থাকার এই উত্তর সম্ভাব্যের ওপর বর্তমানের কতকটা বসিয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়েরও বিশিষ্ট ঐতিহ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বকাশ দেখা যায় এবং দেশের ব্যক্তিগত ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব নাই।

বিগত মহাসময়ের পূর্বে আরবদের মধ্যে জাতীয়-গতের আশ্রয় হয় এবং ফলে ১৯২০ সালে লেবাননে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আরব রাজ্যের পত্তন হয়। পরে সূর্যী সম্ভাব্যের সিরিয়া জাতিসংঘের অধীনে একটি ফরাসী ম্যান্ডেট পাসিত হইতে পরিণত হয়। ফরাসি মতই সিরিয়ায় ম্যান্ডেট প্রদান খ্রীষ্টীয় ম্যান্ডেট ছিল এবং একজন সচিব ছিল যে, পরে দেশের স্বাধীন করিয়া দিতে হইত। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্ভাব্য বৃদ্ধা বসিয়া

ফরাসীরা এতদিন পর্যন্ত আরবদের জাতীয় আন্দোলনকে সমাটয়া রাখিয়া আসিয়াছে। এদিকে মাইনর উপকূল ও তুরস্ব পশ্চিমের মধ্যবর্তী সিলিসিয়া ফেমা ১৯২১ সালে তুরস্বকে দিয়া দেওয়া হয় এবং বর্তমান যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে উত্তর-সিরিয়ার ওপর পূর্ণ বলের আন্তর্জাতিকতা ও ঐতিহ্য মণ্ডলী ফরাসী সরকার তুরস্বকে দিয়া দিয়াছেন। সিরিয়ার অবশিষ্টাংশকে দুইটি পদত্রে পাসিত দেশে মণ্ডলীকৃত করা হইয়াছে।

প্যালেস্টাইন সীমান্ত হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত সিরিয়ান পদত্রে অঞ্চল লইয়া লেবানন পদত্রে পাসিত হইয়াছে এবং লেবানন বন্দরে এই পদত্রে আরবানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের বাকী অঞ্চল লইয়া সিরিয়ান পদত্রে পাসিত হইয়াছে এবং লেবাননে উত্তর জর্ডানীয় মণ্ডলী পাসিত হইয়াছে। এই রাজ্যে জবল-ড্রুজ এবং আরো কতকটি অঞ্চল কোন কোন দিক দিয়া কতকটা আর-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাইয়াছে। আরবরা চাহিতেছে যে, এই উত্তর পদত্রে একত্রীভূত হইয়া ইরাকের মতই স্বাধীন দেশরূপে আত্ম-স্বাধীন সম্ভাব্যপ্রদীভূত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। উত্তর পদত্রে মধ্য কিছুদিন পর্যন্ত খুব অনগ্রসর চিনতে থাকে এবং অবশেষে ১৯৩৬ সালে উত্তর পদত্রে মধ্য বহুসংখ্যক সচিব স্বাক্ষরিত চুক্তির অনেকটা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান যুদ্ধ বাধার পর হইতে বর্তমানের সিরিয়ার ওপর অনেকাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, মিসরে ও প্যালেস্টাইনে অবস্থিত বৃষ্টিপাত সচিব তুরস্বের যোগদান বজায় রাখার পক্ষে সিরিয়ান সম্পর্ক অপরিহার্য এবং তুরস্ব ও ইরাকের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারেও অবকা অবিকল একই। তাহা ছাড়া, বর্তমানের তৈল-বন অঞ্চল হইতে সিরিয়ান পর্যন্ত সিরিয়ার ভিতর দিয়া একটি পাইপ-লাইন চলিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ সামরিক ওকরের দিক দিয়া প্রাচ্যে বিশ্বপক্ষীয় সেনা-বাহিনীর কেন্দ্র ও সিরিয়ারই প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘ পতনের পর সিরিয়ায় পদত্রে-বিশেষী নানাসংখ্যক মতবাদ আর-প্রকাশ করে। প্রকাশ—প্রাক্তন ফরাসী নবী এম. লেভান সিরিয়াকে জাতিসংঘ পক্ষে বোঝা স্বরূপ মনে করিতেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই গত সেপ্টেম্বর মাসে একটি ইটালীয়ান যুদ্ধ-বিরতি কমিশন সিরিয়ার গমন করে এবং তত্বেই ফরাসী সেনা-বাহিনীকে ছত্রস্ত করিয়া দিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা পায়। উক্ত কমিশন ৫০০ ফরাসী এম্বাসেদর পাওয়ারও দাবী করিয়াছিল এবং সিরিয়ার সামরিকবিশেষ দাঁটি নিষ্পত্তির অধিকার চাহিয়াছিল। কিন্তু গোড়া হইতেই এই কমিশন কোনরূপ সম্মতি পায় নাই। ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশ পায় যে, কমিশনের সদস্য ৫ জন ইটালীয়ান জেনারেলকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং তত্বেই মাসে উক্ত কমিশনের অর্ধেক পরিচালন সম্পদ দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর বিগত ডিসেম্বর মাসে সিরিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে এই কমিশনের কথা আর কিছু শোনা হইতেছে না। ইহা পরিষ্কারই বুঝা হইতেছে যে, সিরিয়ানদের বর্তমানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তত্বেই ফরাসী কর্তৃপক্ষ ইটালীয়ান দাবী দূরত্বের সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। রিচার্ড সৈন্যদল জাতিসংঘ প্রত্যাবর্তন করার এক্ষণে বর্তমানের সিরিয়ার ফরাসী সেনার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।—সম্ভবতঃ যুদ্ধ-বিরতি সময়ে যে পরিচালন সৈন্য সিরিয়ার ছিল, বর্তমানে তাহার সংখ্যা অর্ধেক হইয়া গিয়াছে। সিরিয়ার ফরাসী সরকার অনেকটা পশ্চিমাবর্তীভাবেই অবস্থান করিতেছে বলা চলে; কারণ অ্যান্ড্রিউ সচিব পক্ষে সিরিয়ার উপস্থিতি বর্তমানে সম্ভবপর হবে। অন্য পক্ষে সিরিয়ার জনসংখ্যে নিজেদের অবৈতিক জীবনের দিক দিয়া সম্পূর্ণ জাতি প্যালেস্টাইন ও মিসরের উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্তমান হইতে সিরিয়ায় তৈল সরবরাহ বৃষ্টিপাত সরকার কর

দিয়াছেন এবং সিরিয়ার উৎপন্ন হওয়ার ব্যাকার অর্ধেকেরও বেশী বৃষ্টিপাত সরকারের কর্তৃত্বাধীন। সিরিয়ার জনসাধারণও নানা বর্তমান পোষণ করিয়া থাকে। আরব হিসাবে তাহারা স্বাধীনতা কামনা করে; কিন্তু ইহাও বুঝে যে, একক অবস্থায় স্বাধীনতানে টিকিয়া থাকার ক্ষমতা তাহাদের নাই। আলেকজেন্দ্রো তুরস্বের হাতে মারওয়ার সূর্যী মুসলমানেরা বর্তমানেরই তুরস্বের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিতে নিবীকণ করিয়া থাকে। সমগ্র আরব উপদ্বীপকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সচিব ও ফরাসী বংশ পাসিত ইরাক ও ট্রান্স-জর্ডানিয়ার মধ্যে বিভক্ত বলা চলে। ইবনে সচিব ও আরব আরবদ্বারা বুটেনের দেশ বহু; কিন্তু প্যালেস্টাইনের আরব-ইজরাইল সমস্যার জন্য এই ব্যাপারে কতকটা মতের অসাম্য বিদ্যমান বসিয়াছে। তেজস্বানের মুখ্যতাই ইরাকের লোক এবং তিনি জনমত বিভক্ত পক্ষে চানিতোছেন। অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য লালবিত্ত; কিন্তু তাহারা জানে না— ফরাসি এই নিরাপত্তার সম্মান পাওয়া হইতে পারে। এক্ষণেই ফরাসী কর্তৃপক্ষের মতই সিরিয়ার জনসাধারণও অবস্থার পরিবর্তন দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

যদি তুরস্বের বিরুদ্ধে জাতীয় অভিযান করে, তাহা হইলে সিরিয়ার ওকর আরো বাড়িয়া যাইবে। কারণ, সিরিয়ায় যে বেলপদ, বন্দর, তেলের পাইপ-লাইন এবং ইরাকে মারওয়ার জন্য বাগদাদ বেলপদের যে আশ-নিবেশ বসিয়াছে, তাহার সামরিক বৃদ্ধা অনেক।

কলিকাতার বসন্তের প্রাকৃতিক

বাঙলা সরকারের সতর্ক-বাণী

বাঙলা সরকার কলিকাতার বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে নিম্নলিখিত এণ্ডেচার প্রচার করিয়াছেন:—

কলিকাতার বসন্তের প্রকোপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং বসন্তজনিত জনসাধারণকে উক্ত রোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শীঘ্রই নীচা লইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

এই রোগে মৃত্যুর দার অত্যন্ত অধিক। বসন্ত রোগের প্রতিকারের উপায় থাকা সত্ত্বেও বহুলোক এখনও নীচা লইতেছেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ক্যাম্পবেল হাসপাতালে বসন্ত রোগাক্রান্ত কয়েকটি শিশু মৃত্যু হইয়াছে। তাহারা একেবারেই নীচা নয় নাই।

প্রতি চার পাঁচ বৎসর অন্তর কলিকাতার বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বিশেষভাবে প্রকট হইয়া থাকে। ১৯৩৭ সনের মহামারীর পর ইহাট চতুর্থ বৎসর।

কলিকাতা কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া নীচা লইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন; আশা করা যায়, আরবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাংসদিকরণ এই ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

বাঙলার জনসংখ্যা

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ১লা মার্চ তারিখে সেন্সাস শেষ হইয়াছে, সেন্সাস বাঙলা দেশে ১,৩৬৯ জন কলিকাতার আশ্রয় হয়। ইহাদের মধ্যে ২৪-পরপণার ৩৫০, কলিকাতার ১০০, কলিকাতার ১৬০, বাবরগড়ে ২০৭ এবং চট্টগ্রামে ৪১১৬ জন আশ্রয় হইয়াছিল। মোট ৪৩৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৪-পরপণার ১৬৩ জন এবং বাবরগড়ে ১১২ জন। বসন্ত রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা ১,১৩২; তন্মধ্যে কলিকাতার ৪৬১ জন, চাকার ২০৩ জন। কলিকাতায় ও ২৪-পরপণার বসন্তের ৩৪০ এবং ৫৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। দাক্ষিণী কোলার ৮৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় ৩ জনের প্রেস এবং কোলার কোলার বেনিফারিটস রোগের প্রকোপ বিদ্যমান।

আফ্রিকার রণাঙ্গনে ব্রিটিশ অগ্রাভিযান

যুগোশ্লাভিয়ায় সঙ্কটজনক পরিস্থিতি

হাঙ্গার অভিযানে ব্রিটিশবাহিনীর অগ্রগতি

আবিসিনিয়ার যে ব্রিটিশ সৈন্যরা জিজিলা হইতে পশ্চিমে যাকী নিরিপথ দিরা অগুসর হইতেছে, তাহারা হাঙ্গার পক্ষের ২০ মাইলের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে। হাঙ্গার অধিকৃত হইলে আবিসিনিয়া-জিবুতি বেলডয়ে এবং দিরেলাওয়া শবর (হাঙ্গারের ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই বেলপথ অবস্থিত) বিপন্ন হইবে।

লুপিন আবিসিনিয়ার ব্রিটিশ সৈন্যরা দেগেপি হইতে উত্তরে অগুসর হওয়ার আবিসিনিয়ায় রূপ: খেনী বিপন্ন হইতেছে।

আবিসিনিয়ার উত্তর-পশ্চিমে হাকী সৈন্যরা সেন্সা বার্কোলে ১৮ হাজার ইটালীয় ও সেনীয় সৈন্যকে ধরার করিয়া বাহিয়াছে।

খাধীন আবিসিনিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

আবিসিনিয়ার গোজ্জান প্রদেশে সন্ধ্যা হইলে সেন্সার উপস্থিতিতে "খাধীন আবিসিনিয়ার পুনরুজ্জীবন" উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বৃষ্টিতে সন্ধ্যা সেনাপতি ও রাজ-কর্তব্যী পরিবৃত হইয়া পর্বতার করেন এবং সৈন্যদের অভিযান প্রদর্শন করেন। ইটালীয়দের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রদান নেতা কারাভা এক সম্বন্ধনা-পত্র পাঠ করেন এবং সন্ধ্যা তাহার উত্তর দেন।

ডাচ উপকূল ভাঙ্গাণ জাহাজের দুর্ঘটনা

ব্রিটিশ বিমান বিভাগের এক এন্ডেজারে বলা হইয়াছে যে, গত ২৪শে মার্চ ডাচ উপকূলের নিকট ব্রিটিশ বিমানের আক্রমণে প্রতিপক্ষের একটি জাহাজ নিরক্ষিত হয়।

কেমের এলাকায় ব্রিটিশ অগ্রগতি

যদি প্রাচ্যের ব্রিটিশ হেড কোয়ার্টারের একটি ইঙ্গায়ে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশবাহিনী কেমের এলাকায় আরও বহু ধাঁচ লবন করিয়াছে এবং ইটালীয়দের আর একটি পালটা আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। কলে বহু সৈন্য বন্দী এবং প্রচুর বসন্তার ব্রিটিশবাহিনীর হস্তগত হইয়াছে। লিনিয়ার ইটালীয়দের একটি কুচ লল আলায়েইনা লবন করে। ব্রিটিশ ব্রিটিশবাহিনী পূর্বাংশে এই স্থান ত্যাগ করিয়াছিল।

বালিগ হইতে রাজধানী স্থানান্তরের কথা

"নিউইয়র্ক পোস্ট" পত্রিকার ত্বরিক হইতে এই বর্ষে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণ প্রচণ্ডতর হইলে চিলিয়ার বালিগ হইতে ত্রিয়েয়ার রাজধানী স্থানান্তরিত পাবেন। উক্ত সংবাদমত্যা বলেন যে, ত্রিয়েয়া হইতে ব্যাপকভাবে ইটালী ও চেক বিভাজনের ঘরাই বনে হর যে, ভাঙ্গাপন্ন সম্ভবত: ত্রিয়েয়ার রাজধানী স্থানান্তরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

যুগোস্লাভিয়ার সর্বাধিকার

"নিউইয়র্ক টাইমস" এর বেলগ্রেভিয়ার সংবাদমত্যা সন্ধ্যা প্রকাশ, যদা সাধিয়াত দুই হাজার কথক এলিসের নিকট আত্মসমর্পণের প্রতিশ্রুতি জানাইবার জন্য লাঠিসোটা লইয়া হাতিপোপোভের নতর বসন্তক প্রবেশ করে। বোসনিয়ার একটি শহরে এবং বর্গনিগোর পোভেরিগ, বেরালি ও সেরিকা শহরেও অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

লর্ড হ্যালিকারের ঘোষণা

নিউইয়র্ক সাংবাদিকদের এক বৈঠকে লর্ড হ্যালিকার ২৬শে মার্চ ঘোষণা করেন, "প্রত্যক্ষ হইলে ব্রিটিশ কিল বড়ার পর্যায় বৃদ্ধ জালাইবে।" তিনি বলেন যে, তাঁহার "নিশ্চিত বিশ্বাস" এই যে, ব্রিটিশ সৈন্য, নৌ

ও বিমান বাহিনী এবং অবরোধ ব্যবস্থার সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে ব্রিটিশ জাহাজী ও জাহাজীর সহিত যোগদান-কারী অন্যান্য এলিস পত্রিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। অতঃপর লর্ড হ্যালিকার ইচ্ছাও বলেন যে, লুপিন যুদ্ধাট্ট কর্তৃক সাহায্যসেব করিয়া উপর যুদ্ধের স্বাধীন নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীর উন্নয়ন করিয়া লর্ড হ্যালিকার বলেন যে, ব্রিটিশ প্রতি-শাসনমূলক শক্তি চাড়ে না, পরব্র ব্রিটিশ ইচ্ছাও লেখিতে চায় যে, জাহাজী পৃথিবীতে বর্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে তাহার পুনর্বাস্তি না হলে, তৎসম্পর্কে সন্নিবিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

লুপিনের কনকট আক্রমণ

ব্রিটিশ বিমান বিভাগের বহীষ সঙ্কট হইতে প্রচারিত এক এন্ডেজারে উপকূলভাগীয় বিমান বহর কর্তৃক গত ২০শে ও ২৬শে মার্চ লুপিনের জাহাজসমূহের উপর আক্রমণে কতকগুলি কৃতিত্বের কথা প্রচারিত হইয়াছে।

ব্রিটিশ নৌবাহিনী বিমানবহর হস্তান্তর উপকূলের অধুই লুপিনের একটি কুজার কনকটের উপর গোলা বর্ষণ করে।

আবিসিনিয়ার অধুই একটি বিমান-গুপ্তী কামানবাহী জাহাজ অগ্রিমুখ করা হয় এবং বোরকারের নিকটে একখানা টহলপত্রী জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। উপকূল ভাগীয় বিমান বহরের একজন পাইলট লুপিনের একখানা সর্ববাহ জাহাজ নিরক্ষিত করে।

যুগোস্লাভিয়ার রক্তপাত্তীন বিষয়

বেলগ্রেভ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ২৬শে মার্চ শেষ রাতিতে বেলগ্রেভে বিনা রক্তপাতে দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। প্রকাশ, এলিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী প্রধান বহীকে প্রেক্ষতার করা হইয়াছে এবং প্রাক্তন বিমান-সচিব জেনারেল সিবোভিচ দেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, বিজেন্ট প্রিন্স পল দেশ চইতে পরামর্শ করিয়াছেন এবং তাঁহার সীং প্রাচ্যর সঙ্গে গিয়াছেন।

রাজা পিটার প্রচারণের উচ্চশো এক ঘোষণামাণী প্রচার করিয়াছেন। উচ্চায়ে তিনি বলিয়াছেন যে— "দেশবাসীর এই চরম লক্ষ্য নুহুই আমি শহরে রাজ্যভার গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছি। বিজেন্টী কাউন্সিলের সমস্যা ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বেলগ্রেভ পদত্যাগ করিয়াছেন। আমার অনুগত সৈন্য, নৌ ও বিমানবাহিনী আমার নির্দেশ পালন করিয়া চলিতেছে। সিংহাসনের চতু:পার্শ্বে সমবেত হইবার জন্য আমি সমস্ত প্রচার নিকট আবেদন জানাইতেছি। আমি প্রাক্তন বিমান-সচিব জেনারেল সিবোভিচকে নুতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বলিয়াছি।"

যুগোস্লাভিয়ার অবরোধের অবস্থা

তিনি সংবাদ এজেন্সীর নিকট নুতনপেই হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, যুগোস্লাভিয়ার "অবরোধের অবস্থা" বোঝিত হইয়াছে। "অবরোধের অবস্থা" সামরিক জাটন জাহীর একটা সংস্কৃত রূপ মাত্র। সংবাদে প্রকাশ, জনসাধারণকে প্রাণীপন্থের সাহায্যে এই নির্দেশের কথা জানালে হইয়াছে। বেলগ্রেভ বেলগ্রেভ উপরোক্ত সংবাদ ঘোষণা করিয়া জনসাধারণকে বলা হইয়াছে যে, "বৈদেশিকতা" বাহাতে এই অবস্থার ব্রহ্মণ প্রদর্শন করিয়া গোপন্যের সৃষ্টি না করিতে পারে, তৎক্ষণা জনসাধারণ বেল স্কুপ-সেন্টার নির্দেশ দান করে।

জাহাজীর কৈফিয়ত জলব

"নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকার বাসিন্দিক সংবাদমত্যা তাহাযোগে জানাইয়াছেন যে, ২৭শে মার্চ যুগোস্লাভিয়ার যুগোস্লাভিয়ার শাসন ব্যবস্থার যে আকস্মিক পরিবর্তিত সাধন করা হইয়াছে, উহার অর্থ বিপ্লবের অর্থ বেলগ্রেভে যুগোস্লাভ পতন হইবার নিকট জাহাজী নাকি দুইটি ধারী জানাইয়াছে।

জাহাজী পতন হইতে যুগোস্লাভিয়ার জাহাজী নুত হিহিনকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

রাজা পিটারের লপন গ্রহণ

বিশ্বল আভ্যের বহা ২৬শে মার্চ রাজপ্রাসাদে রাজা পিটারের লপন গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। বিরাট জনতা রাজ প্রাসাদে সমবেত হইয়া নুতন রাজাকে অভিনন্দিত করে। রাজা সহসা বহনে রক্ত উত্তোলন করিয়া প্রত্যাভিযান জ্ঞাপন করেন।

ইটালীয়ান জাহাজ নিরক্ষিত

এবেলস বেলগ্রেভ সংবাদে প্রকাশ, একখানা গ্রীস সাবমেরিন একখানা পাচ হাজার টনের ইটালীয়ান টানসপোটিকে নিরক্ষিত এবং আর একখানা ছোট ট্রায়াকে ওকটরপে ধর করিয়াছে।

জুয়ানাগারে নৌবহু ইটালীয় পরাজয়

সরকারীভাবে ইটা সম্বিত হইয়াছে যে, জুয়ানাগারের নৌবহু কিউম, পোনা ও জাভা নামক তিনটি ইটালীয়ান জুজার এবং একটি যুদ্ধকার ও একটি কুজার ডেইয়ার জলগু হইয়াছে। ব্রিটিশের সঙ্গে কেব্র হস্তান্তর হয় নাই। ইটালীয়ান হাট কনকটের একটি ইজাহারে বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়ানরা আবিসিনিয়া-জিবুতী বেলপথের অসাত্তম প্রদান আবিসিনিয়ার শহর দিরেলাওয়া ত্যাগ করিয়াছে। জুপরি ইজাহারে ইটাও বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়ান বাহিনী অশুখলভাবে পশ্চিম অঞ্চলের নুতন বাসিন্দাতে পৌঁছিয়াছে।

বুলগেরিয়া জাহাজ বিজয়ের সংবাদ

বুলগেরিয়ার জাহাজ সৈন্যদের সম্মিত যে-সামরিক সৈন্যদের এক সংবাদ হয় বলিয়া ১০শে মার্চ সকালে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

করাসী বাটারী হইতে ব্রিটিশ জাহাজের উপর পোলাবর্ষণ

নৌবিভাগ হইতে প্রকাশিত একখানি সরকারী ইজাহারে বলা হইয়াছে:—

"সংবাদ পাওয়া যায় যে, চারখানি বাণিজ্য জাহাজ জাহাজীর জন্য সমরসম্মার পইয়া জিহাজীর প্রাণীয়া বলা জিহা অগুসর চইতেছে এবং করাসী ডেইয়ার জাহাজের সঙ্গে বাহিয়াছে। জুয়ানাগারের উক্ত কনকট আকি করিয়ার আদেশ দেওয়া হই, কিন্তু কোনক্রমে জাহাজা সেনীয় পরিবার প্রবেশ করে। পরে সেনীয় পরিবার ত্যাগ করিয়া জাহাজা লবন অগুসর হর, তবন আমায়েহ জাহাজী জিহা জাহাজের অনুসরণ করে এবং জাহাজী করিয়ার উচ্চশো উচ্চশিখরে বসিত বলে। যুদ্ধের শক্তি হিসাবে ইজল করিয়ার অধিকার আমায়েহ অবলাই ছিল। কিন্তু উপকূল করাসী বাটারী হইতে আমায়েহ জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করা হয়। আমায়েহ জাহাজী তবন পাষ্টা গোলা ভুজিতে বাধা হয়। করাসী বাটারীর কাউন্সিল কলে আমায়েহ জাহাজী করাসী জাহাজী এবং করাসী ডেইয়ারের উপর গোলা ভুজিতে পাচিত, কিন্তু সামরিক পরিবার জাহাজা সেক্ষণ করে নাই, কলে বাণিজ্য জাহাজী নিকটবর্তী সেন্য বন্দরে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। পরে আমায়েহ জাহাজী জিহাজীয়ে করিয়ার অধিকার সমর করেকরাসী করাসী বোমাক বিবাহ একযোগে জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করে; কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই।

[এখ পৃষ্ঠা হইয়া]

নোরাখালীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্যোগে সভার অনুষ্ঠান

বিগত ১৮ই মার্চ নোরাখালীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে. এম. মিলের সভাপতিত্বে তথ্য একটি বিলাসী অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে অনুষ্ঠিত হানীত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের বক্তব্যে বৈরতের দ্বিধা অনুসারেই উক্ত সভা আয়োজিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহস্রাবিধ লোক সভায় যোগদান করেন। সভায় বেশ কয়েকটি ভাষণে আয়োচনা চলিয়াছিল। সভাপতি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সভার কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। আয়োচনার পর নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:—

নোরাখালীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের এই সভায় স্বীকৃত হইল যে, বর্তমান সাম্প্রদায়িক মনো-বালিনা দূর করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিলম্বিতের আপোষ বীমাসা, অত্যাচার-অভিযোগের প্রতিবাদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-তাকালি দিবাধন ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সৌহার্দ্যের প্রচার করে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্ব এবং তাঁহার বক্তব্যের প্রকাশিত কল্পনা কাহ্যকরী কথার জন্য জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে মনোনিবেশ লাভিগণের সম্বন্ধে একটি (এক)-কমিটি স্থাপিত করা হইল।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য প্রদান করিয়া সভার কার্যের সূচনা করেন। তিনি বলেন:— সভায় যোগদানের আয়োজনে সাড়া দেওয়ার আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই সভায় জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপন মানসে আমি যে আয়োজনের সূচনা করিতেছি, উক্ত উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহযোগিতা ও সমর্থন বহিরাগত বলিয়া আমি উৎসাহের নিকট কৃতজ্ঞ। যে সকল কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে উক্ত হইয়াছে, তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্যক।

আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি সর্বপ্রকার দ্ব্যর্থকতা এড়াইয়া চিন্তিত চাই। পরিস্থিতির আর অধিক দূর গড়াইয়া দেওয়া কঠোর উচ্চা নয়। ইহা অত্যন্ত পরিশ্রমের বিষয় যে, আমার কার্যভার গ্রহণের সময়ই মনোবালিনা দূর পাইয়াছে। ইহা আমার নিকট খুবই বেদনাদায়ক প্রতীকমান হইয়াছে, বিগত ১৮ই মার্চ আজীবন বৈরতবানদের উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃগণের একটি বৈরত বৈরত আয়োজিত হয়।

ঐহাঙ্গা আমার আশ্রমে সাড়া দিয়া বৈরতের খেলা খুজিয়াছে আলাপ-আলোচনা করায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। উক্ত বৈরতের দ্বিধা অনুসারে সাম্প্রদায়িক অবস্থার উদ্ভূতির উপায় নিষ্কাষণের জন্য অবশ্যক অসম্ভব আয়োজিত হইয়াছে। আমার পুত্র বিশাল, পরের সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও শান্তি স্থাপনের অনুকূল কোন উপায় নিষ্কাষণ হইলে জেলার অন্যান্য অংশেও উক্ত প্রভাব অনুভূত হইবে। আমি তথ্যের পাঠ্য-সভা আশান্বিত করিতে চাই।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদিগকে কিভাবে কাজ করিতে হইবে, সভায় সভাপতি হিসাবে যে সম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাব উপস্থিত করা আমার কর্তব্য। বীর অরুণের পুত্র আমি কার্যভার গ্রহণ করিলেও তাঁর সাম্প্রদায়িক মনোবালিনা জর্জরিত কোন কোন দান সম্পর্কে আমি লক্ষ্য অভিজ্ঞতা বহিরাগত। মনোবালিনার কারণও আমার নিকট অজানা নাই।

আমার বিশাল, দায়িত্বহীন উক্তি এবং মনোবালিনা সম্পর্কে নানা গুণ ও অতিরিক্তের মতন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হইয়া উঠে। সাম্প্রদায়িক সভ্যদের পক্ষে ইহা সব চাইতে অনিষ্টকর। কাহারও মনোভাবে আঘাত না লাগে, এমন সংস্কারে বক্তৃতা দানের জন্য আমি উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃগণকে অনুরোধ করিতেছি। আজ কাল জমাদানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনার সমার এবং ক্ষমতা লাভের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে; এমনভাবেই বীর সাম্প্রদায়িক মতবাদ এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি লাভের অনুকূল স্বাধীন মতবিত্ত ব্যক্ত করিবার অধিকারের সম্বন্ধে সাধন কেহই পছন্দ করেন না।

বৈর এবং ন্যায়সঙ্গততার প্রত্যেক দল নিজের বক্ত প্রচার করিতে পারেন। তবে জনমতের অতিরিক্তি করিতে যিরা অপর দলের মনোভাবে আঘাত আঘাত না লাগে, তৎপ্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই জেলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি সকলকে সংযমী হইতে অনুরোধ করিতেছি। ইহা প্রত্যেকের জন্য একান্ত আবশ্যক। যদি কেহ ইহা অবহেলা করেন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি মাফাতে অধিক শোচনীয় হইয়া না পড়ে, তৎক্ষণাৎ আমি ভাষ্য-বন্ধা আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে সভা-সমিতি ও মিছিলের বিচ্ছেদ বাধা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইব। তবে আমি ইহাও আশা করি, উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃগণের সুদৃষ্টির উদয় হইবে এবং তাঁহাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা পাইলে আমাকে তেমন অস্বাভাবিক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে না।

সাম্প্রদায়িক মনোবালিনা দূর করার সহায়ক আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইলে আবশ্যক বনে করি। প্রত্যেক ব্যাপারে অতিরিক্ত এবং হানীত কর্তৃপক্ষকে দায় দিয়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে অত্যাচার-অভিযোগের প্রতিবাদ লাভের দিকে একটি দৌক দেখা পাইতেছি। ইহার দ্বারা কেহই লাভবান হয় না। তদুপরি দমন দেখা যায় যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুয়া, তখন অভিযোগ সম্প্রদায়ের মনোভাব আরও কঠোর হইয়া উঠে। ইহা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে শুভ নয়। এ-কারণে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, সাম্প্রদায়িক অত্যাচার-অভিযোগের প্রতিবাদ সাধনে আমাকে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে একটি শান্তি-স্থাপন কমিটি গঠন করা হইক। আমার বিশাল, উক্ত ব্যাখ্যার বলে এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের আঘাত কলি এবং ভুয়া গুণ ও অতিরিক্তের মতন বৃদ্ধি-বাহ্য হইবে।

উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সভ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য আমি ইহাও বলিতে চাই যে, যদি সভ্যদের চর ভাষা হইলে বন্দী সভা-সমিতিতেও উক্ত সম্প্রদায়ের লোক মাফাতে যোগদান করিতে পার, তাহার বাধা করা উচিত। ইহার বলে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম ও কৃষ্টি সহিত পরিচিত হইতে পারিবে। আমার এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তৎপর সভ্য সিদ্ধান্ত রচনা করিতে আমি নেতৃগণকে অনুরোধ করিতেছি। এই জেলার মানব প্রতিষ্ঠা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির দিকে পাঠ্য-প্রচেষ্টার সর্ব প্রকার সাহায্যদান এবং হিসাব-বিষয় পরিহার করার জন্য আমি উক্ত সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন আহারিতেছি। রাজনীতি কেবল বর্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু সেজন্য পারস্পরিক

সম্মত ব্যক্তি হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বীর সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অপেক্ষা অপেক্ষা প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন দ্বিধা নাই। উপরান উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃগণের সুদৃষ্টির উল্লেখ করন, বাহাতে উক্ত সম্প্রদায় তথ্যমাতে তাহাদের ইতিহাস ও কৃষ্টি সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চিন্তিতে পারে। উপরান করন, অবশ্যক এই সভা যেন অপর তথ্যমাতে এ জেলার উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সভ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন কার্যে সহায় হয়।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তব্য শেষ হইবার পর নিম্নলিখিত হিন্দু ও মুসলমান নেতৃগণ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন:—

বীর বাহাদুর চন্দ্রের দত্ত, বীর বাহাদুর আমল গোহরাণ, বাবু ক্রীতীপ চন্দ্র বীর চৌধুরী, বাবু বাজেন্দ্র লাল বীর চৌধুরী, বীরভী বৃজিবর রহমান, বীরভী সেকান্দার আহমদ, বীরবাহাদুর মোহাম্মদ গাফী চৌধুরী।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে সকলেই দুইটি সম্প্রদায়ের ইহা বিরোধী মনোভাবের অতিরিক্তি করার করেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিকে অগ্রণী হইয়া এই বিরোধ দূর করিবার উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত যে উদ্যোগকে অবলম্বন করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কারণ, এই বিরোধী মনোভাব কোনো সম্প্রদায়েরই ভাল করিতে পারে না, পরন্তু উহা জেলার শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে অতিরিক্ত।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই কথাও উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন যে, হিন্দু ও মুসলমানকে বরাবর এক সঙ্গেই বাস করিতে হইবে।

সমস্ত বক্তৃতা ও সেবার সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াবাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং যিহা ও বাজে গুণ এবং আসল ঘটনাকে ফেনাইয়া প্রচার করার নিষা করেন; কারণ মূলতঃ এই সকল ব্যাপারের জন্যই দুর্ঘটনা ঘটনা থাকে।

যুদ্ধ-সংবাদ

[৩য় পৃষ্ঠার শেবাংশ]

জাঙ্গা ডেইয়ার জখম

বিমান বিভাগের এন্ডেগারে প্রকাশ, গত ৩১শে মার্চ বুটেনের প্রেনহির প্রেনীর বোম্ব প্রেন ক্রিজিয়ান বীপ-পুন্ডের নিকটে একখানা জাঙ্গা ডেইয়ারের উপর দুইবার বোম্ব আঘাত চানিয়াছে।

এন্ডেগারের আরও বলা হইয়াছে, "ডেইয়ারবান বুরিতে বুরিতে শুভ হইয়া পড়ে এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে কাট হইতে থাকে।

"অতঃপর আমাদের প্রেনগুলি নীচ হইয়া ট্রেপিকলি ও আবহাওয়া বীপের উপর ভিত্তি বার এবং সজ্জিত কামানপ্রণী ও কুজকাওরাত জাঙ্গা সৈন্যদের উপর বেশিগানের গুলী বর্ষণ করে। কিন্তু জাঙ্গা সৈন্য হতাহত হয় এবং কুজকাওরাতের অবসান ঘটে।"

ইটালীয়ান নৌ-বহরের বিরূত ক্রি

আনেকজাঙ্গিয়া হইতে তুর্কসাগরের সংবাদলাভ জানাইতেছেন যে, এডমিরাল ক্যানিংহাম এক প্রেনের উক্ত ইটালীয় নৌবহরের ক্রি নিম্নলিখিত আনুমানিক হিসাব প্রদান করিয়াছেন:—

বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশ, ৮ ইঞ্চি পরিধির কামানবিশিষ্ট জুজার ও ডেইয়ার নতকরা পঞ্চাশ তাপের অধিক, ৬ ইঞ্চি পরিধির কামানবিশিষ্ট জুজার ও ডেইয়ার নতকরা ৫০ তাপ, সাব-মেরিন ২০ হইতে ৩০ তাপ। এই গুলির হিসাব করা খুবই কষ্টকর।

আসমারী শহরের পতন

আসমারী অধিকৃত হওয়ার সংবাদ ১শা এপ্রিল সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

বাঙলার পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা-বাণী

এই প্রবেশের বহু পরামর্শে বাঙালি নিকট হইতে, আমাদের কাছের সমস্ত ক'রকারি শুভেচ্ছাপূর্ণক বাণী আমরা সৌভাগ্যক্রমে পাইয়াছি। আমাদের ইচ্ছা, প্রত্যেক প্রচার-পত্রিকার সঙ্গে আমরা উঠার কয়েকটি কবিতা ছাপিব। বর্তমান প্রচার-পত্রিকায় আমরা বাঙালি প্রধান নবী, অন্যতম নবী: ফজলুল হক, এম-এ, বি-এল; পল্লী-পুনর্গঠন বিভাগের নবী, অন্যতম নবী: সুমিত্রাচন্দ্র বসু, এম-এ, বি-এল, লাল পি. সি. রায়, কে-টি, ডি-এস সি. সি. এম-আই, সি-আই-ই; নেতী অবলা বত্ৰ এম: "ইন্ডিয়ান"এর সম্পাদক, সি: আর্থার মুর যে বাণী দিচ্ছিলেন, তাহা হইতে কতকংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

মামলীয়া গোবিন্দ-মল্লী

পল্লী-বজ্রকে অভিনবিত করবার ও তাকে নবায়নের শুভেচ্ছা ও সম্ভাষণ জনসাধারণ এই ভ্রমোগ আমি অতীশ সানন্দে গ্রহণ করি। আমার বিশ্বাস ও আশা, সকলের পক্ষেই এতদ্বার ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠাপূর্ণ হবে।

আমরা পল্লীবাণী জাতি। পল্লীবাণী জনসাধারণের উন্নতির উপরই আমাদের জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। এই কারণেই পল্লী-পুনর্গঠন আমাদের একান্ত কর্তব্য।

এই কাজ সমস্ত মনোনিবেশ ও সর্বপ্রকার বাস্তবিকতা হইবে; এম: আমি আশা করি, পত্র-বৈমল্য পল্লী-পুনর্গঠনের জন্য শীঘ্রই সে আন্দোলন আয়ত্ত্ব করবেন বলে বিশ্বাস করি। সমস্ত প্রাণের লোক স্বাভাবিক মহাসম্মিলিতভাবে প্রত্যেক মনোনিবেশ ও সাহসে পরস্পরের সহযোগিতা করে সমস্ত দেশের কল্যাণ সাধন করবেন। পল্লী-পুনর্গঠন-প্রচেষ্টাতে নিশ্চিত হওয়া সকলেরই কর্তব্য। প্রত্যেকেরই দ্বাৰাশক্তি কাজ করবার সুযোগ এবার আছে।

পল্লী অঙ্গনে পুনর্জাগরণ আনতে হ'লে, সব চেয়ে বেশী দরকার, সমস্ত জনসাধারণের, বিশেষ করে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, আগ্রহ, উৎসাহ, সহতা, নিষ্ঠা এবং আত্ম-জ্ঞান। আশা করি, আমাদের এই আন্দোলনে দেশের জনসাধারণ যথেষ্ট সাড়া দেবেন।

এ. কে. ফজলুল হক।

মামলীয়া মি: জি: উদ্দীন খান

ভূটী মহাশয়ের জিজ্ঞাসা বড়োয় যে ভীষণ ও দুঃস্বাদী বুদ্ধি চমকেছে, তাহা পৃথিবীর ভিত্তি কাপাইয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর জগতের পুনর্জাগরণ হইতে এক নতুন লব্ধিভিত্তি উদ্ভব হইবে; বিশেষত: যুদ্ধের পর নতুনভাবে যে জগৎ গড়িয়া উঠিবে, সেই জগতের ঘটনাবলীর সহিত লব্ধজ্ঞা বাণীরা বীজিত হইলে এখন হইতেই আমাদের নজর অর্জন করিতে হইবে এবং সেই নজর প্রধানত: নির্ভর করিবে আমাদের দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতির উপর। সুতরাং আমরা আমাদের দেশের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি স্থাপন ও সুসংযত করিবার জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা ও বাস্তবতা করিব তাহার বাধাই কুড়ন জগতে আমাদের রাষ্ট্রিক ও অর্থ-নৈতিক জগৎ নির্মিত হইবে। আমাদের দেশের অর্থ-জগৎকে পরিপূর্ণকারী জনসাধারণ, মুম্বীশীলপ এবং সম্ভ্রান্ত কৃষক সম্প্রদায়ই আমাদের দেশের মেরুদণ্ড। অভিজ্ঞ চোখে দেশের এই বেকলত প্রায় ভাঙিয়া পড়িতে বসিয়াছে। ইহাকে পুনরায় গোড়া ও পক করিয়া তুলিতে হইবে, কুর্খার জনসাধারণকে, জগৎকে বোঝানুভব কাটাইয়া, পথের ধুলি হইতে

উঠাইয়া আবার উন্নত করিতে হইবে। গিরকর্তা, অজ্ঞতা ও নিবৃত্ততা হইতে জগৎকে বাঁচাইতে হইবে। সংবাদমিষ্ট ভাগ্যবিশাগ্র যেন ইহা মনে করিয়া নিজের প্রজ্ঞা না করেন যে, প্রত্যেকের অনন্ত ভাইপাণকে কীকি দিও, তাহাঙ্গিকে পিঠনে ফেলিও, তাহাঙ্গ হঠাৎ "সব পেছাই"র দেশে পৌঁছিয়া হইতে পারিবেন। অব-বিশ্বাস অনুসারে অনুবর্তিত জগতে, অন্যায়-অত্যাচারের শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সকলেই, বনী-বহিষ্ট নিম্নলিখিত, একমুখে, মরিচের বা বাঁচিবে। আমাদের দেশের নেতৃপন্থী, শিক্ষিত, নর-নারীজন পল্লীবাণী জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য এই আনন্দজনক কর্তব্য সম্পাদনে, মনে প্রাণে, নিজমিগকে নিয়োজিত করেন; কারণ, পল্লীতেই প্রকৃত জাতি বাস করে। মাত্র এই উপায়েই আমরা পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে সমর্থ; এবং জগতে মহালাভ আসনের অধিকারী হইব, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বলিষ্ট, আরসমানশীল জাতির ভিত্তি গঠিত করিতে পারিব, অন্য কোন উপায়ে নহে। পল্লী-উন্নয়নের সরকারী এবং সে-সরকারী সমস্ত কর্মসূচিকে আমি এই মনন উপলক্ষে আমার একান্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রাণনা করি, জাতিগঠনের যে পবিত্র কর্তব্যের দায়িত্ব তাহারা বরণ করিয়া লইয়াছেন বিধাতা তাহাঙ্গিকে সে কর্তব্য একনিষ্ঠভাবে উদ্ধাপন করিবার নজি ও প্রেরণা দিবেন।

টি, খান।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

পল্লী-সংস্কার কাজটা যেমন বড়, যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই জটিল ও দুঃকৃত; বাস্তবিক কিছু করা যাবে না, Rome was not built in a day—একদিনেই যের মগরী নির্মিত হয়নি; বৎসরের পদ বৎসর একাধি-চিন্তে এই কাজে লেগে থাকতে হবে। লক্ষ্য স্থির করে মৈরাশাকে ধরে তেলে নিশ্চিত পরিকল্পনাকে নিয়ে নিঃস্বার্থ-ভাবে এই কাজে জুড়ী দিতে হবে। আমাদের সর্বশক্তি মনে রাখতে হবে, Nation lives in the cottages অর্থাৎ "জাতির জীবন পল্লীতে"। এ কথাটা আমাদের দেশে বহুটা বাটে ভেদন আর কোন দেশেই বাটে না; কৃষকই আমাদের জাতির মেরুদণ্ড; অতএব পল্লীবাণী কৃষকবিশেষের সর্বস্বাধীন উন্নতিতে আমাদের জাতির উন্নতি, কৃষকের সঙ্গে প্রাণে থেকেই তাদের সঙ্গে মিলে মিলে আমাদের পল্লী-সংস্কারের সকল কাজ করতে হবে। বাঙালি কৃষক দরিদ্র হতে পারে, বাঙালি কৃষক অশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু বাঙালি কৃষক অবুর নদ, বাঙালি কৃষক বুধ নর; সে তার দিগ্ভাষিত বুদ্ধিতে পারে, যদি কেউ তার সঙ্গে মেলাবেশা করে তার প্রকৃত পরসীম বস্তু তাকে সেই বুদ্ধির দেয়। এক একজন কৃষকের নজি অতি ক্ষুদ্র, এক একজন কৃষক অতি দুর্বল—তার মন লম্বে, কুসংসার ও মিথ্যার আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—কিন্তু তাদের সম্মিলন করে তাদের মধ্যে যে শক্তি, উদ্যম, উৎসাহ ও উৎসাহিতা নিহিত আছে তা উদ্ধৃত করে নিতে পারলে বাঙালি কৃষক আর ক্ষুদ্র ও দুর্বল থাকবে না—সে তখন এমন শক্তিশালী হবে যে, দেশের সকল সমস্যাই সে সমাধান করবে—বর্তমানে সে যেমন পরমুখপেকী হয়ে আছে, তেমন আর থাকবে না।

কে এই বড় ও জটিল এবং দুঃকৃত কাজের ভার গ্রহণ করবে? আমরা সকল বিষয়েই পরমুখপেকী; আমরা

এই অকর্মণ্য যে, কোন কোনও নিজেদের মজবুত জন্য কোনও কাজ নিজেরা করতে পারি না, আমরা সকল কাজের জন্য পরের উপর নির্ভর করে থাকি; আমরা পত্র-বৈমল্যে পানাপানি নিয়ে আমরা চেয়ারে বসে বড় বড় সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করে থাকি; কিন্তু কোন দেশের কোন পত্র-বৈমল্যই দেশের জন-সাধারণের সহযোগিতা ও সাহায্য ব্যতীত পল্লী-পুনর্গঠনের কাজ করতে পারেন না—তাঁরা পথ দেখিয়ে দিতে পারেন; বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারেন; পল্লী-পুনর্গঠনের তার দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই গ্রহণ করতে হবে। একখাটা সর্বশক্তি মনে রাখতে হবে, Heaven helps those who help themselves অর্থাৎ "যে নিজেরা কাজ নিজেরা করবার চেষ্টা করেন, ঈশ্বর তাঁদের সাহায্য করেন।

আমার একমাত্র প্রাণনা পল্লী-সংস্কার বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও পরিকল্পনা সফল হোক; বাঙালি কৃষকের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠুক, বীরা একাঙ্গে জুড়ী হয়েছেন, তাঁদের আমি আশীর্বাদ করছি; ঈশ্বর তাঁদের সহায় হউন।

ঈ-প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

নেতী অবলা বত্ৰ

আমাদের পল্লীর সর্বশক্তি হয়েছে যে যে কারণে তার মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে, জনসাধারণের অজ্ঞতা, অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত, সম্মতিপন্থ সম্প্রদায়ের প্রায় চোখে লজ্জা চলে আসা। পল্লীর পূর্ণ সৃষ্টি সর্ব-শক্তি দিয়ে পেতে হ'লে চাই—উপযুক্ত শিক্ষা, পল্লীর স্তম্ভায় কৃষক-শিল্পের ও ব্যবসায়ের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন, জন-স্বার্থের উন্নতির জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ, কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ও বিক্রয়ের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা।

সমস্ত পল্লী-পুনর্গঠন-সময়ের সব চেয়ে সরকারী কথা হচ্ছে, পল্লীবাণী জনসাধারণের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস ভর করিতে পারা।

কর্মীদের সমস্ত কর্তব্য অতি দুঃকৃত; তাঁদের আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

অবলা বত্ৰ।

মি: আর্থার মুর

পল্লী-পুনর্গঠনের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি; দেশের মনোযোগের উপর উঠার দাবি, সব সময়েই, এমন কি, মহাযুদ্ধের সময়েও, পূর্ব বেশী।

পল্লী-পুনর্গঠন বিভাগের বিরাট কাজে আমার আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

আর্থার মুর।

পল্লী-পুনর্গঠন বলতে ঠিক কি বোঝার, এ সম্বন্ধে সাধারণের বেশ স্পষ্ট ধারণা নেই। অনেকের ধারণা, যেচ্ছামূলক চেয়ার বা অন্য কোন উপায়ে পল্লী অঙ্গনের বড় বড় অঙ্গন পরিষ্কার, কচুরীপানো খুস, জলনিকালের ব্যবস্থা, বাস্তবিক নিষ্কাশন, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পল্লীবাণীর হিতকর কাজ করলেই পল্লী-পুনর্গঠন করা হবে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? না, তা ছাড়া আরও কিছু? একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে যে, পল্লী-পুনর্গঠনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কেবল তা নয়। এক প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, পল্লীবাণীদের হিতকর ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক জীবনের আবহ পরিবর্তন করা; তাদের জটি, তাদের চিন্তাবাহা, তাদের মনোবৃত্তির বোঝ ক্রিয়ের জীবনের লক্ষ্যকে পরিচালিত করতে হবে উন্নতির পথে। তাদের মধ্যে এনে দিতে হবে নব জাগরণের সাড়া, অর্থাৎ তাদের নিজেরা জীবতে দেখানো কি উপায়ে তাদের সব নিজেই অর্থ-জগৎ হবে এবং সেই বড়ো চেয়ারে তাদের বর্তানে পরিণত করা। পল্লীর উন্নতিবিধানের আকাঙ্ক্ষা পল্লী-বাণীদের মনে প্রবল না হ'লে এবং সেই আকাঙ্ক্ষা [১০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয়]

বাঙলায় মাদ্রাসা-শিক্ষার ব্যবস্থা

তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট

বাঙলায় মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতির সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এবং সেই বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য গত ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে গভর্ণ-মেন্ট দ্বারা মাদ্রাসার মোদাফফ মতলা বন্ধুকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া পরিষদ ও আইন সভার তদন্তকমিটি সভায় সরকারী ও বেসরকারী তদন্তমোদাফফকে দিয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটি ১৯৩৮ সালে একটি এবং ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে বহু সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নও প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং তাহার সর্বতরফক পাত্তা গিরাছে। সম্প্রতি উক্ত কমিটির বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা গভর্ণ-মেন্ট কর্তৃক কমিটির পাক রিপোর্ট বহিয়া প্রণীত হইয়াছে।

এই বিবরণী তিনভাগে বিভক্ত: যথা—মুন্সিফম্যান মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস, মাদ্রাসাসমূহের বর্তমান অবস্থা ও সুপারিশ।

উক্ত কমিটির বিশেষ প্রয়োজনীয় সুপারিশসমূহ নিম্নে বিব্রিত হইল:—

(১) কমিটি গভর্ণ-মেন্টের নিকট বিশেষ ভাবে এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, আইন করিয়া কলিকাতা সহরে ইসলামিক শিক্ষার একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং ওল্ড জিম ও নিউ জিমের সমস্ত মাদ্রাসা, এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের উপর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য থাকিবে। উক্ত কমিটি তত্ত্বাবধায়ক বর্গের ব্যবস্থা পরিষদের মাধ্যমে অধিবেশনে কিংবা যত শীঘ্র সম্ভব একটি বিল প্রবর্তন করিতে গভর্ণ-মেন্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

(২) যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন আবদীর সাহিত্য, ইসলামিক শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং গির সম্পর্কে মোদাফফা অর্জন করিয়াছেন, পরীক্ষা কিংবা অন্য কোনো উপায়ে তাঁহাদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য প্রস্তাবিত ইসলামিক শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপিত হইক এবং প্রাচীনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি, ডিপ্লোমা, প্রাচীর সার্টিফিকেট প্রভৃতি সম্মানজনক উপাধিসমূহ প্রদান করা হইক।

(৩) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইবার পর তদন্তকমিটি উপদেশ দান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং লেকচারার নিয়োগ, শিক্ষা-প্রচারের নিমিত্ত সম্পত্তি প্রদান ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বসতিগার এবং লাইব্রেরী নির্মাণ, পুস্তক সন্নিবেশ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, ছাত্রগণের বাসভবন এবং বাসচার সম্পর্কে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করা এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা যথাযথভাবে সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে গঠিত করিতে হইবে।

(৪) প্রস্তাবিত ইসলামিক শিক্ষার বিশ্ব-বিদ্যালয় গঠিত হইবার পর তদন্তকমিটি প্রয়োজন বোধে মাদ্রাসার ব্যবহার করিবার নিমিত্ত যোগ্য পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের কমতা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) দুই বর্ষের মাদ্রাসার বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে বিবেচনার ওল্ড জিম এবং নিউ জিম এই দুই বর্ষের মাদ্রাসাকেই বন্ধ করিতে হইবে।

(৬) কমিটি এই যত পোষণ করে যে, মাদ্রাসা প্রকার শিক্ষা একেবারে উচ্ছেদ করিলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহে মুসলমান ছাত্রগণের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস হইবে না।

(৭) ওল্ড ও নিউ জিমের মাদ্রাসার নিযুক্ত চারিটি ক্লাসকে প্রাথমিক শিক্ষা আইনের অধীনে স্থাপিত সাধারণ

প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বর্ষের সম-পরিমাণে বহিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বর্ষ-সুবিধা ভোগ করিতেছে কিংবা এক্ষণে করিতে, তাহা সমভাবে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) ওল্ড জিম মাদ্রাসার তিনভাগ-বিভাগে পানী শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

(৯) ওল্ড জিম এবং নিউ জিম মাদ্রাসার ক্লাস V হইতে আবদী ভাষা শিক্ষা দান থক করা হইবে।

(১০) ওল্ড জিম মাদ্রাসার ক্লাস ও কলেজ বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন ইন্টারমিডিয়েট অনুসারে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে; অর্থাৎ তিনভাগ বিভাগে ক্লাস III হইতে ক্লাস VI পর্যন্ত যথা ইংরাজী ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা দান করিতে হইবে এবং আশের ও কালিল ক্লাসে ম্যাট্রিকুলেশন ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা দান করিতে হইবে।

(১১) ইংরাজী সহ মাধ্যম কালীন পরীক্ষা পাশ করিলে, সেই সকল ছাত্র মাধ্যম আই, এ ও বি এ, ইন্টারমিডিয়েট বিশেষ দুই বর্ষের কোর্স ইংরাজী শিক্ষা করিতে পাবে, তত্ত্বাবধায়ক মাদ্রাসা এবং সমস্ত বর্ষ হইলে বেসরকারী মাদ্রাসার উক্ত পাত্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) আশের পরীক্ষার ইচ্ছাধীন পরিত্যক্ত বিষয় হিসাবে (ক) প্রাথমিক সিতিকুল ও ইকনমিক্স এবং (খ) কমার্স অফিস করিতে হইবে এবং কালিল পরীক্ষার মধ্যে (ক) কমার্স ও (খ) পরিত্যক্ত ইকনমি সাধারণ করিতে হইবে।

(১৩) কলিকাতা মাদ্রাসায় নিযুক্তিবিহীন বিষয়গুলি সম্পর্কে টাইটেল ক্লাস স্থাপিত হইবে:—

- (১) হির (ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান)।
- (২) আবদী সাহিত্য (আমদ)।
- (৩) ইতিহাস ও ইসলামিক সভ্যতা।

(১৪) ওল্ড ও নিউ জিম মাদ্রাসায় যে সকল মাধ্যমিক শিক্ষক আছেন, তাঁহাদের ট্রেনিং এর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বহুদিন পর্যন্ত ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান স্থাপিত না হয়, নিশ্চিত ও ওল্ড ও নিউ জিম মাদ্রাসায় ট্রেনিং ক্লাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৫) ওল্ড ও নিউ জিম মাদ্রাসার বিভিন্ন বিভাগের নিমিত্ত কতকগুলি বৃত্তি ও টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৬) যেসব বর্ষে হাট মাদ্রাসা এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার যে ওল্ডম্যান এবং টাইপেণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহার সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং মাদ্রাসার বিকাশ হইতে তাহার ক্ষতিসাধন হয়। বিশেষভাবে নিশ্চিত—ওল্ডম্যান মাদ্রাসা-শিক্ষার হ্রাস হইতে জীম মাদ্রাসা অনুসরণ করে সেই সকল ছাত্রের প্রবিবার জন্য, যে কতকগুলি মুত্তম বৃত্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে কাঙ্ক্ষণী করা করা হইবে।

(১৭) মাদ্রাসাসমূহে অর্থ কলী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৮) কমিটি গভর্ণ-মেন্টের নিকট বিশেষভাবে এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, বিশেষ করিয়া উত্তর বর্ষের মাদ্রাসার চাকরদের কলেজের শিক্ষা প্রদানার্থে মাদ্রাসা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিবর্তন করা হইক।

(১৯) মিরাডগঞ্জের ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজটিকে একটি সরকারী কলেজে পরিবর্তন করিবার জন্য কমিটি গভর্ণ-মেন্টের নিকট সুপারিশ জানাইতেছেন।

ক্লাস ক্লাস ও কলেজ ক্লাস প্রবর্তন করিয়া ওল্ড জীম মাদ্রাসাগুলির মুত্তম শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে কমিটি প্রস্তাব দিয়াছেন। মুত্তম শিখির মাদ্রাসাগুলিতে প্রাথমিক ক্লাস সহ মোট ১০টি শ্রেণী থাকিবে। উক্ত ব্যবস্থা ঠিক হইলে ক্লাস ও হাট মাদ্রাসার অমুদ্রণ হইবে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বাপারে মুসলমানদের সাহায্য এবং পুষ্টি কলীর সংরক্ষণের জন্য ইসলামিক সাহিত্যে বিশেষ লক্ষণ লোকের অভাব মোচন, দ্বিতীয়তঃ মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীরা বাজিরাপ মাধ্যমে খীর জীবিকা উপার্জনে সক্ষম হইত। সমাজের অপরিসংখ্য অভাব পূরণ করিতে হইতে পারেন। তত্ত্বাবধায়ক ওল্ড জীম মাদ্রাসার পাইলটনিকার সম্পাদনের নিমিত্ত কমিটি সুনিশ্চিত ভাবে কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন।

নিউ জীম মাদ্রাসা সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, হাট মাদ্রাসা ও ইন্টারমিডিয়েটের পি গ্রুপের পরীক্ষার সাহায্যার্থে এবং খেজুরীদীন শিক্ষণীর বিষয়গুলিকে মুক্তিপত্রের মাধ্যমে তাহা করিয়া উচ্চশিক্ষা আরও বৈধ করিয়া স্থাপিত হইবে অর্থাৎ হাট মাদ্রাসার ক্লাসের দান হাট ক্লাসের যত্নের দানের অমুদ্রণ হইবে; ম্যাট্রিকুলেশন [২৪ পৃষ্ঠার শেষে]



মুত্তম বর্ষের বৃত্তি মুদ্রিত 'বেঙ্গল মেশিন-পার' টালমার সৈনিকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই কামান তুমি ও বিজ্ঞান-আক্রমণ নিরোধ ব্যবস্থার ব্যবহার করা চলে। ওল্ড দান হইতেও ইহা হইতে জলী দর্শন করা যায়। ইহা হইতে প্রতি মিনিটে ১০০০ বার জলী দর্শন করা যায়।

নৈচাটি ও গোরাপুর বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠান

মহামায়া গভর্নর বাতায়নের পরিদর্শন

গত ২৭ই মার্চ বাতায়নের মহামায়া গভর্নর সার জন হার্পিট গৌরীপুর ও নৈচাটির শিল্প অঞ্চল ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করেন।

তিনি জেলায় শিল্প ও শিল্পবিষয়ক কার্যাবলীসমূহ পরিদর্শন এবং একটি প্রশংসনীয় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক বাতায়ন অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে ওয়ারেন্ট, আর্মুয়েন্স, পানীয় জল ট্যাংকি মুদ্রিত হইলে প্রায় পুনরায় শোষণ করিবার নিমিত্ত অনুসন্ধানকারী সেক্সপেশনাল দল, ফায়ারমান এবং অন্যান্য সকলে বেশ নিরাস্ত্রভাবে সচিব নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়াছিল।

মহামায়া গভর্নর প্রথম বিভাগীয়পাল অফিসে সিন্ডিক গার্ডেন এবং নৈচাটি অঞ্চলের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে পরিদর্শন করেন। সেখানে বিমান আক্রমণ সংশ্লিষ্ট প্রধান ওয়ারেন্ট বি: সি, ডি, সি এবং ডেপুটি চিফ ওয়ারেন্ট বি: এটু, এল, রেডিওর ট্যাংকি অভিযান করেন।

নৈচাটির বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া মহামায়া গভর্নর প্রশংসনীয় কিছু প্রতিরোধক ট্যাংকিগণকে বন্যায় জ্ঞাপন করেন। তৎপরে তিনি বি: ডি, এ, এম, ওয়ারকার এবং বি: ডি, আই, ডাক সনজিবাচারে গৌরীপুরের কল-কারখানাসমূহ পরিদর্শন করিতে গান।

কিজাবে কীচা মাল বিভিন্ন অবস্থার ডিউর দিয়া গিয়া প্রকৃত জিনিষে অপারিত হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মহামায়া গভর্নর একটি বিশেষ প্রায় এক ঘণ্টা কাল অভিযান করিয়া গিয়াছিলেন। সজ্জিত তৈরী জিনিষগুলি সেখানে তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

গৌরীপুর টাউন ঘরে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক প্রশংসনীয় সময় পত্রের বিমান আগমনের ইজিত করিয়া সাধারণতঃ অবলম্বনের জন্য বংশীধ্বনি করা হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের তাহাদের কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়স্থলে উপস্থিত হইল।

অগ্নির সহিত লড়াই করিবার জন্য যে সকল সৈনিক ইজী ছিল, তাহারা একটি অগ্নি-প্রজ্জ্বলক বোমা নষ্টয়া বোমা দেখার। আর্মুয়েন্স দল "আহুত" দিগেও চিকিৎসা করিয়া কবে।

কিভাবে কারখানাসমূহে গ্যাস এবং ডাঙা বাতায়ন দল সাজাড়া করিতে হয় তাহা অতীত চিত্রকর্মভাবে প্রদর্শিত হয়। যখন "সবুজ বিশপ কাটিয়া গিয়াছে" এই কথা জানাইবার বংশীধ্বনি করা হইল, তখন শ্রমিকদের পুনরায় তাহাদের কার্যে যোগদান করিল।

বীহার এই প্রশংসনীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন মহামায়া গভর্নর বাতায়ন ট্যাংকিগণকে বন্যায় প্রদান করেন।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নিশ্চিত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কল ইজি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪ টাকা হারে "বাংলাদেশ কবী" প্রকাশ করা হইবে। অস্বাভাবিক বিজ্ঞাপনের জন্য এই নিয়মিত হারের উপর পতক ৫০ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হইবে। কালেক্টর বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও নিম্নলিখিত হারের উপর পতক ২৫ টাকা বেশী দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের চার্জের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সকল ডেক "ছপারিং-টেক্ট", "সবুজ-মেন্ট প্রিন্ট", এই নামে নির্দিষ্ট পাঠাইতে হইবে।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কমফারেন্স

রাজশাহী মহাদেবপুরে প্রায় দুই সহস্রাধিক লোকের সমাগম

মহাদেবপুর জুট রেগুলেশন ইন্সপেক্টর উদ্যোগে স্থানীয় লোকদিগের সহযোগিতায় গত ১০ই মার্চ সোমবার অপরাহ্ন বেলা ২ ঘটিকার সময় স্থানীয় জমিদার দ্বারা সারসংক্ষেপে জৌরী বাতায়নের উদ্যান প্রাঙ্গণে বিরাট সজ্জিত পাটচাষের দীর্ঘ পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন এক মহতী কমফারেন্সের আয়োজন হয়। প্রাকৃতিক আবহাওয়া প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় বিভিন্ন স্থান হইতে সভার, চাষ, শিক্ষক, কৃষক, অধ্যক্ষ, দিল্লী, মুসলমান সর্বশ্রেণীর প্রায় দুই সহস্র লোক যোগদান করিয়াছিল।

উদ্বোধন সম্বন্ধে গীত হইবার পর দায় বাতায়নের প্রত্যয়ে এবং বাবু কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে রাজশাহী বিভাগের এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বাবু জে. বি. চক্রবর্তী বি. সি. এস. মহোদয় সভাপতি নির্বাচিত হন।

সভার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বাবু উদ্দেশ্য ও চিহ্ন-মুদ্রণের ইচ্ছা সত্ত্বেও বি: ডি, হবিবুল্লাহ, বি. এস, অতি সজ্জ ও সরল ভাষায় এক জল্পবাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে স্থানীয় হাট জুলের এ্যাসিস্ট্যান্ট ডেপুটি মাস্টার বাবু কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এস, সি, মহোদয় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সমর্থনে এক প্রতিষ্ঠিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সভার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে সাফল্য সহিত করিয়া বাতায়ন থেকেও কৃষকদের আগন্তু ধূসের মুখ হইতে বন্ধা করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। সভার আর যাচাও বক্তৃতা করেন উদ্বোধন মতো বৌ: ওয়ারেন্ট বক্তৃতা, বাবু তিনকড়ি চক্রবর্তী ও বৌ: মহোদয় ইন্সপেক্টর সারসংক্ষেপ বক্তৃতা বেশ সময় উপযোগী ও উপভোগ্য হইয়াছিল।

সভাপতি মহোদয় সভার সাধারণ অভিযান প্রশংসা করিয়া বলেন "আমরা শাসন করিতে আসি নাই। আমরা আগিয়াছি বাতায়ন কৃষকদিগের সেবা করিতে। সমগ্র প্রদেশে আমাদের প্রায় দশ সহস্র, প্রশিক্ষিত, উচ্চমানা সারসী, তরুণ সৈনিক বহিরাহে। আমাদের পুত্রদের সুনয়ন পরিচালনাশীলিত দুঃ কৃষক জনগণের একনিষ্ট সেবা। বর্তমান বাবা-বিপত্তিই আমরক আমরা আমাদের সময় হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না। বরং অবিচলিত চিত্তে লড়াই ও সচিবৃত্যের সহিত আমরা আমাদের এই কঠোর ব্রত উদ্যোগে সচেষ্ট থাকিব। যেদিন আমাদের এই প্রচেষ্টার কৃষকদিগের কিংবদন্তিও দুঃখের লাবণ হইয়াছে সেখানে পাইব, সেই দিনই আমাদের প্রবের চরম সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ করিব।" পরিবেশে তিনি পাট রেকর্ড সংক্রান্ত জুল-ক্রী সংশোধনের সুযোগ ও সুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং সজ্জ হইয়া "সবুজ" সংকল্পে বহুসংখ্যক হইতে কৃষকদিগকে উপদেশ দেন। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কার্যে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পূর্ণ সহযোগিতা লব্ধে তিনি বিশেষ প্রীতি হন।

সভার সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

- (১) মহাদেবপুরের এই জমসজা বাতায়ন গভর্নমেন্টে বর্তমান পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করিতেছে এবং গভর্নমেন্টের এই কার্যে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিতে তাহারা কৃতজ্ঞ।
- (২) বর্তমান সময় প্রচেষ্টার গভর্নমেন্টকে বন্যায় কার্যকরী সাহায্য প্রদানে এই সভা প্রতিশ্রুতি দিতেছে।

আবহাওয়া ও কলনের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ১৯শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাতায়ন আবহাওয়া ও কলনের নিম্নলিখিত অবস্থা ছিল:—

দৈনন্দিক কলনের জরি-জাব এবং কেশের বর্তমান কলনের জন্য বৃষ্টিব অভ্যাস আবশ্যিক। বসন্তকালীন কলন কাটা হইয়া গিয়াছে। গত ১৫ই মার্চ মুন্সিগঞ্জ এবং বীরভূমের বৃত্তিক-প্রসিদ্ধি ব্যক্তির বাক্যে ২,০২৫ এবং ৩,৪২৪ জনকে সাধারণ কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বীরভূমের ৩,৭৮০ জন লোক বরগাতি দান পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাতায়ন আবহাওয়ার আদ্য চাউন টাকায় ৮/১০ ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ণ-বর্তী সপ্তাহের জুলবার চাউনের দর ০.১০ ডাক হ্রাস পাইয়াছে।

চাউনের দর

২৪-পরগণা—ডায়মন্ডহারার, বারাকপুর, বারানস এবং নগরহাটে টাকায় ৭/১০ সের হইতে ৮ সের; নলীয়া—কুটীয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং বাগাঘাটে টাকায় ৭/১০ হইতে ৭/১০/১০ হ্রাস; মুন্সিগঞ্জ—লালবাগ, জলী-পুর এবং কালিতে ৭/১০ সের হইতে ৮/১০ সের; বনোদর—খিনাইদহ, নাওরা, নড়াইল ও বনগাঁয়ে ৮/১০ সের হইতে ৯ সের; বুলনা—সাতকীরা ও বাগেরহাটে ৮/১০ সের, বর্ডমান—আদামসোল, কাচোরা এবং কাননায় ৭/১০ সের হইতে ৮/১০ সের; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় ৮/১০ হ্রাস; বাকুড়া এবং বিজুপুরে ৭/১০ সের হইতে ৮ সের, বেঙ্গলীপুর—কাঁচি, তনুক, বাটাল এবং বাউগ্রামে ৭/১০ সের হইতে ৯ সের; হুগলী—শ্রীরামপুর ও আগরনগে টাকায় ৭/১০ হইতে ৮/১০ হ্রাস; হাওড়া ও উলুবেড়িয়া ৭/১০ সের হইতে ৮/১০ সের, রাজশাহী—নগরী এবং নাটোরে ৭/১০ হ্রাস হইতে ৮ সের; দিনাজপুর—ঠাকুরগাঁও ও বাগুয়াটে ৭/১০ সের হইতে ৯ সের; জলপাইগুড়ি এবং আদিপুরে ৮ সের; লালিঙ্গা—কালিঙ্গা, কালিঙ্গা এবং নিলিগুড়ি ৬/১০ সের হইতে ৮/১০; রংপুর—নীলসারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার ৭/১০ সের হইতে ৮/১০ হ্রাস; বগুড়া ৮/১০ হ্রাস; পাবনা এবং মির্জা-গঞ্জে ৭/১০ সের হইতে ৮/১০ হ্রাস; মালদহে ৮/১০; কুচবিহারে ৮/১০ হ্রাস; ঢাকা—মণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের বাতায়ন দর জানা বার নাই। যরন-সিংহ—জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে ৭/১০ সের হইতে ৮ সের; কলিকাতা—গোয়ালপাড়া, নারায়ণ-পুর এবং গোয়ালপাড়া ৭/১০ হইতে ৮/১০ সের; বাগেরহাট—নিরোজপুর, পটুয়াখালী এবং দক্ষিণ নারায়ণ-পুর ৮/১০ সের হইতে ৯ সের; চট্টগ্রাম ও কক্স বাজারে ৮/১০ হইতে ৯ সের; ত্রিপুরা—গ্রামগাতিয়া এবং টাকপুরে টাকায় ৮/১০ সের; মোহাবাদী ও কেশীতে ৮/১০ সের হইতে ৯ সের; পাহাড় চাউগ্রামে ৯ সের হইতে ১০ সের; ত্রিপুরা বাজারে ৭/১০ হ্রাস হইতে ১০ হ্রাস।

(প্রেস-বোর্ড)

রাজকীর বিমানবাহকের জলী বিমানপোত ও বিমান-পোত বিমান কামানসমূহ বৃষ্টিব ও বৃষ্টিবের আশ-পানে গত ১লা জানুয়ারীর পর হইতে বার্ষিক গড়ে ৫০ বারি করিয়া বহু বিমানপোত স্থল করিয়াছে। ১৯৪১ সালের প্রথম তিন মাসে বোর্ড ১৫৫ বারি বিমানপোত স্থল করিয়াছে।

গুরুদাসপুরে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি

কাম্পানিক ও অতিরঞ্জিত সংবাদের প্রতিবাদ

বাঙলায় মাদ্রাসা-শিক্ষার ব্যবস্থা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সংবাদপত্রে রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার গুরুদাসপুর থানার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সে-সবের বিবরণের কতকংশ অতিরঞ্জিত ও কতকংশ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। প্রকৃত অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা যেনঃ—

কয়েক বৎসর পূর্বে এই থানের কতিপয় নেতৃস্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান এই অঞ্চলে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। মাননীয় খাজা সাহাব মাদ্রিস উলীমের নামে এই স্কুলটির নামকরণ হওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এই স্কুলের জন্য গুরুদাসপুর হাটের ব্যবসায়ীগণ ২,০০০ টীকা ভাড়া দিতে বসিয়া অস্বীকার করেন এবং যৌনানা আলমবন্দীও তৎকালীনগে উপযোগিক সহায়তা করিবার জন্য কলিকাতা প্রেরণ করেন। কিন্তু ভাড়াটা অস্বীকৃত টাকা পোষ্টালিস সেভিসে ব্যাঙ্কে জমা না দেওয়ায় এই স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত করা হয়। স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই থানের মধ্য ইংরেজী স্কুলে ৮ম শ্রেণী খুলিয়া দেন এবং পরে ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণী খুলিয়া দেওয়া হয়। গুরুদাসপুর হাটের পলি ঘরে এই স্কুলের শ্রেণীর স্থান করা হইয়াছিল। ইহার পর এই হাটের ব্যবসায়ীগণ এই স্কুলের জন্য ৫,০০০ টাকা ভাড়া অস্বীকার পুনরায় করেন এবং স্কুলের ভিত্তি স্থাপনের জন্য ভাড়া দিবার কথা হয়। কিন্তু পুনরায় ভাড়াটা অস্বীকৃত টাকা দেন নাই। এ বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং ব্যবসায়ীরা যে স্কুলের ব্যক্তির সহজে আপত্তি করেন, তাহাঙ্গিকে স্কুল কমিটির সভাপতি হইতে অপসারিত করা হয়; কিন্তু শেষে ব্যবসায়ীগণ এই অস্বাভাবিক টাকা দিতে অস্বীকার করেন—যে স্কুলটি নাটোরের মহকুমা মাজিষ্ট্রেটের নামে নামকরণ করা হইবে। একথা কিন্তু সত্য নহে। স্থানীয় দরিদ্র হিন্দু মুসলমান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গুরুদাসপুর হাটের ব্যবসায়ীগণ ভাড়া দেন দেলে মেঘেরের শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার অভিপ্রায় রাখেন না। নিম্নে ১৯৪০ সনের ডিসেম্বর মাসে মধ্য ইংরেজী স্কুলের সহিত সংযোজিত উপরে ৪টি শ্রেণী খুলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পরে উক্ত সম্প্রদায়ের লোকের প্রেরণ পুনরায় এই ৪টি শ্রেণী খোলা হয় এবং একজন সহস্র হিন্দু ভক্তলোকের প্রসঙ্গ পূর্বে উক্ত স্থান করা হয়। ইহাও উল্লেখ করা যাউতে পারে যে, গুরুদাসপুর হাটের কোন কোন ব্যবসায়ী কেবল সন্তান প্রদানে নিবন হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভাড়াটা নানা প্রকার বাধা বিস্তারিত করিয়া দেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাউতে পারে যে, ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে একজন ব্যবসায়ী ভাড়া দেন হইতে স্কুলের সমস্ত সরঞ্জামাদি বাহিরে ফেলিয়া দেন। গুরুদাসপুর হাট হইতে এক মাইল দূরে চাঁচাইকর বাজারের কতিপয় প্রতিপত্তিশালী হিন্দু ভক্তলোক মুসলমানদের সহযোগিতায় টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করেন এবং ১৯৪১ সনের ৫ই মার্চ তারিখের মধ্যে ৬,০০০ টকা ভাড়া টাকা সংগ্রহ করেন। ভাড়াটা সকলেই উচ্চ প্রকাশ করেন যে, চাঁচাইকর বাজারের নিকটে স্কুল স্থাপিত করা হইল। শুধু মুসলমানগণ এই থানে স্কুল প্রতিষ্ঠান করিতে চাহিয়াছিলেন, একথা আস্তে সত্য নহে। গুরুদাসপুর হাট ও চাঁচাইকর হাট দুটাই হিন্দু জনবাসের সম্পত্তি। উক্ত সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক লোক গুরুদাসপুর হাটে বাজা করতেন। কারণ ভাড়াটা স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তৎকালীন ব্যবসায়ীদের বাধ্যতাকে অস্বীকার হইয়াছিল। কোন প্রকারের নিকটী বা লুণ্ঠন হয় নাই। গুরুদাসপুর হাটে বাজার বাধা প্রদানের জন্য কোন প্রকার

বল প্রয়োগ করা হয় নাই। মহকুমা মাজিষ্ট্রেট কেন্দ্রস্থানী মাসের ৭ই মার্চ ১৯৪১ তারিখ পর্যন্ত ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই মার্চ তারিখ পর্যন্ত গুরুদাসপুর হাটে ছিলেন। ভাড়া দিতে কোন প্রকার নিকটী, লুণ্ঠন বা বলপ্রয়োগের অভিযোগ করা হয় নাই।

বল ইহা সেরা খেল যে, একটি উচ্চ বিদ্যালয় খোলা হইতেছে এবং উহা গুরুদাসপুরে স্থাপিত হইবে না, তখন এই থানের ব্যবসায়ীগণ সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করিল। লুণ্ঠনের অভিযোগের উল্লেখ সেরা খেল যে, উহা প্রতি সামান্য ব্যাপারের জন্য করা হইয়াছিল। একজন হিন্দু (মুসলমান নহেন) যিনি সর্বদা গুরুদাসপুর হাটের একজন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কিনিয়াই ক্রয় করিতেন, তিনি এই ব্যবসায়ীর সেকান হইতে বাধা কিছু কিনিয়া ক্রয় করেন। ইহাকেই অতিরঞ্জিত করিয়া লুণ্ঠন নামে অভিহিত করা হয়। তদন্ত ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, গুরুদাসপুরের কতিপয় হিন্দু মহিলা এক বিবাহের সোপান করিতে গিয়াছিলেন। ইহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইয়াছে গুরুদাসপুরের হিন্দু মহিলাগণ গ্রাম ও সম্মানের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। ইহা ন্যায্য করিবার বিষয় যেহেতু এইজন ওজন হইয়াছে, তিনে ভাড়াটা সপরিবারে গুরুদাসপুরে সম্পূর্ণ পারিত্যে লাস করিতেছিলেন। কোন ব্যবসায়ীর সম্পত্তি বা মান টাকার জন্য আটক রাখা কথা সত্য নহে।

একদিকে চাঁচাইকরের অনিবার্যত্ব ও অপর দিকে গুরুদাসপুরের ব্যবসায়ীগণ স্কুলের স্থান সহজে বিচোরা দাবী উপস্থিত করার জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু একটা আপোষ নিষ্পত্তির চেষ্টা হইতেছে। কোন কোন সংবাদপত্রে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার এ পর্যন্ত ঐকম নিষ্পত্তিতে বাধা সৃষ্টি হইয়াছিল। যৌনানা আবদুর রশীদ তৎকালীন এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ হিন্দুগণের বিরুদ্ধে আপত্তিকরক বক্তৃতা প্রদান করার কথা কিবা ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করার কথা সত্য নহে। মহররের সময় প্রচলিত প্রখ্যাতশালী শোভাযাত্রীরা লাঠি ইত্যাদি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিল। এই সময়ে এমন কিছু ঘটনা হয় নাই, যাহাতে হিন্দুদের মনে হ্রাসের সঙ্কল্প হইতে পারে এবং বহুতঃ কোন সময়েই হ্রাসের অবস্থা ছিল না। যদি সাম্প্রদায়িক রূপ লিখা মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশ করিয়া সাম্প্রদায়িক বিষয়ের দীর্ঘ বলন না করা হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই আপোষ মাদ্রাসা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গুরুদাসপুরের ব্যবসায়ীগণ এখন অস্বীকৃত ৫,০০০ টাকা দিয়াছেন।

রাউজানে মাননীয় ক্রমসম্মান সফর

জনগণ কষ্টক বিপুলভীর সখ্যিঃ

রাউজান পল্লী-উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে রাউজান কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মহী মাননীয় মিঃ ত্রিভুজিন বর্মান, এম.এ., বি.এল., সার্জেন্ট, রাউজান পল্লিবিভাগের অধ্যক্ষ সন্মতা ডাঃ সানাইয়াহ, বার-এসি., এম.এ.-এ, সার্জেন্ট সমিতিবাসীর কিছুদিন পূর্বে চট্টগ্রামের অধ্যক্ষ ও রাউজান পল্লীতে গমন করিয়াছিলেন। রাউজান এই সময় উপলক্ষে সভাপতিগণ ও রাউজান বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল।

মাননীয় মহী মহোদয়ের ভাষণে তিনি স্কুলের ভাষণের অধরা উল্লেখ ও পল্লী-উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য এবং ভাষণে অত্যন্ত দার জনতার আগ্রহ দেখিয়া অত্যন্ত লা করিষ্টি ও উপস্থিত ভর মহোদয়গণকে ধন্যবাদে পর বৃদ্ধ ও জ্ঞানগণকে ধন্যবাদী হইয়া বৃহ চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পল্লী-উন্নয়নের কার্যে আগ্রহ হইবার জন্য উপদেশ দেন।

পল্লীকার তৎকালী বিষয় অত্যন্ত আছে, হাই মাদ্রাসা পল্লীকারও হইলি থাকিবে। ইংটারমিডিয়েট পল্লীকার সি. প্রদেশ পল্লীবিভাগকে তাহাদের ইচ্ছামুতাবে আরও অধিক বিষয় নিযুক্তিতে সুযোগ দান করিতে হইবে। আরবী ও ইসলামিক ইতিহাস সম্পর্কিত বাধ্যতামূলক বিষয়গুলিও সে-ভাবে দান পাইবে।

কমিটি সদস্যগণের এই বর্ধে অতিরিক্ত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ৩৫০ ৬ মিউ জীম মাদ্রাসা খুলিয়া দেওয়া হইলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে না। এই উক্তিও সখ্যে ভাড়াটা বলিয়াছেন যে, এক শ্রেণীর মুসলমান বহু-বিভাজিত বৈশ্বিক শিক্ষা পছন্দ করেন না। যদি মাদ্রাসাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে মাধ্যমিক স্কুলে বহীর শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সন্তানরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে না।

কমিটি বলেনঃ—“হুজুরা” মাদ্রাসাগুলি উঠাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। ইহা সর্বদা সত্য যে, সমাজের উপর আলোচনার বড়টা প্রভাব, ততটা আর লাভার নাই। জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে হইলে ইচ্ছাশিক্ষাকে গণ্যে রাখিতেই হয়। এমতাবস্থায় সমাজের ও পণ্ডিত মেগের স্বার্থের প্রতিবে মাদ্রাসাগুলিকে স্বীকৃত্যে চালু রাখিয়া শিক্ষার্থীগণকে দুজিমান ও অস্বিকৃত্যে মাধ্যমিক চিন্তায়ে গতিয়া তোলা একান্ত অস্বাভাবিক।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছিলঃ—

খান বাহাদুর মোহাম্মদ হাফিজা বখশ (চেয়ারম্যান); হুজুরা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, এম.এল., মিঃ বাহা-লাহাদুর বখিওর হুজুরা, খানজুল উলানা খানবাহাদুর মোহাম্মদ মুতা; হুজুরা আবদুর রাক্বাক, এম.এল., এ; খান বাহাদুর হুজুরা আচম আলি এমততপুর্নী, এম.এল., এ; হুজুরা খানজুল হুজুরা, এম.এল., এ; হুজুরা মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, এম.এল., এ; খান পাচের আমিন উল্লা, এম.এল., এ, মিঃ খান সৈয়দ মোহাম্মদ সরওয়ার খোলাইনী, এম.এল., এ; হুজুরা মোহাম্মদ ইয়াহিন, এম.এল., এ; খান বাহাদুর হুজুরা আলকাজ উম্মিন আহমদ, এম.এল., এ; খানবাহাদুর হুজুরা বাজতান উম্মিন আহমদ, এম.এল., এ; মিঃ মোহাম্মদ দখাতু আমিন, এম.এল., এ, হুজুরা মোহাম্মদ মোহাম্মদ চক, এম.এল., এ; হুজুরা সেওরাম মোহাম্মদ আলি, এম.এল., এ, আপত্তক হুজুরা ডাঃ সানাইয়াহ, এম.এল., এ, হুজুরা মোহাম্মদ মলিকজামান ইসলামা-বাদী, এম.এল., এ, ডাঃ মোহাম্মদ জোহায়েদ মির্জাকী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী, ফারসী এবং ইসলামিক ইতিহাস পূর্বক অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকচারার হুজুরা আবদুর রহমান বাকী, ডাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আরবী পূর্বক অধ্যাপক ডাঃ এম.এম. হোসেন, ডাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকচারার ডাঃ সেজাউল চক; রাজশাহী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ খান সার্জেন্ট জিগাউল চক; কলিকাতা মাদ্রাসার সেকচারার মলিকজুল উপাধ্য হুজুরা মোহাম্মদ মজহার, কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপক সয়মজুল উল্লাহ হুজুরা মোহাম্মদ হোসেন; কলিকাতা মাদ্রাসার সেকচারার হুজুরা আবদুর রহমান আলকাজপটী। (প্রেস-নোট)

নিম্ন চাইলে প্রোভিন ও বাহুর পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান দলিয়া সম্পত্তি সৈন্যবিভাগকে পল্লীকারমূলক ভাবে এই চাইল হইতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। নিম্ন চাইলে পক্ষি বহিঃ হয়, এবং আতন চাইল আপেক্ষা ইহার লামও কম পড়ে।

বাঙলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

পূর্ণ করবার চেষ্টা তাদের সত্য স্বভাবে পরিপূর্ণ না হলে, ভারী কল্যাণের আশা নাই। বাইরে থেকে যা করে সেওয়া হবে বা সম্ভব দেখিয়ে তাদের দিগে যেতুক করিয়ে নেওয়া হবে, তার বাইরে খুবই কম; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইনস জোর করে চাপানো উন্নতির চাপগুলো পর্যাপ্ত ধরে বুকে গিয়ে আবার পল্লীর সেই সাধারণ কালের জমজমাট কাঠামো দেখিয়ে পড়বে। পল্লীর বাইরের চেহারা বদলে দিলেই মধ্যম পল্লী-পুনর্গঠন করা হবে না, পল্লীবাসীদের মনের চেহারাও বদলে দিতে হবে।

পল্লী-পুনর্গঠন আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য যদিও গ্রাম-বাসীদের মনোভূমি ও চিন্তাধারার পরিবর্তন করা, কিন্তু সেইখানেই তার শেষ নয়, সেই সঙ্গে গঠনমূলক কার্যো জনসাধারণকে পরিচালিত করা এবং আদর্শ পল্লী, আদর্শ গৃহ করতে হলে যে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে তারও ব্যবস্থা করা। অবশ্য, সকল ব্যাপারের গোড়ায় থাকবে তাদের মানসিক পরিবর্তন সাধন।

বর্তমানে পল্লী জনসাধারণের মনোবোধের প্রবল সমস্যা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে, সত্যি কথা বলতে হ'লে বলতে হয় যে, নিজেদের উন্নতিবিধানের ইচ্ছাই লোকে প্রায় পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে; উন্নতির প্রতি এই উৎকর্ষ উপাধীনতাই হ'লে পল্লী-জনগণ-মনের প্রধান সমস্যা। বস্তুত: এই গণচেতনাকে উন্নতির দিকে আগিয়ে তোলার সার্বজনীন পল্লী-পুনর্গঠন; অর্থাৎ পল্লী-বাসীদের মনে এনে দিতে হবে প্রচণ্ড উদ্যম, অসীম আগ্রহ, যার ফলে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতির চেষ্টা তো করবেই, সেই সঙ্গে পরস্পরের চেষ্টাকে, মিলিয়ে সমবেতভাবে সকলের উন্নতিবিধানও করানো হবে। আমরা চাই সেই পল্লীসমাজ, সেই পল্লী-শোভিত বালাদেশ গড়ে তুলতে, যে সমাজ, যে বালাদেশ সকল প্রকার ব্যক্তি-বিশিষ্টকে তুচ্ছ করে স্বাধীনসম্পদে সজীবিত করার পক্ষে অর্জন করবে। আমরা চাই, পল্লী জনসাধারণ মানসিক সজীবনী পদ্ধিতে সর্বসিদ্ধিও হবে, বিপুল উৎসাহে, আকুল আগ্রহে, প্রবল চেষ্টায় পল্লীর সকল দিককার চরম উন্নতি বিধান করুক; এবং তাদের এই উন্নয়ন ইচ্ছাকে স্বাভাবিক সচেতন বাধুক। আধার-মধ্য পল্লীর বুকে কেবল শ্রমীপ আনিতে দিলেই চলবে না, সেই ধীপ-বিধাকে সজীব রাখবার তেল জোগানোর সম্ভাব্য এনে দিতে হবে পল্লীর বাসিন্দাদের মধ্যে, তবেই হবে পল্লী-পুনর্গঠন সমাজ; তাদের মধ্যে সেই পর্যাপ্ত পক্ষি এনে দিতে হবে, যার দ্বারা তারা তাদের গ্রামকে সকল উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে করবার।

এ-থেকে পাই বুঝতে পারা যায় যে, পল্লী-পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পল্লীবাসীদের মনে এমন উৎসাহ ও প্রেরণা জাগানো যাতে তারা তাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে, যাতে তাদের সমগ্র মূল্য সামর্থ্যকে পরিপূর্ণ কাজে লাগাতে পারে। শুশান, পল্লীর বুকে এমন সজীবনী পক্ষি সঞ্চার করতে হবে যাতে সর্বশ্রেষ্ঠতার আভির্ভাষে দেখা দেব আশার আলো, কাণে ধ্বনিত হ'ল আশার বাণী, যাতে তারা আবার নতুন উদ্যমে, নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাতির নদীতীরের উত্তরণ করতে পারে। নিখিল, মুণ্ডিত, মৃত তারত-বাসীর কণ্ঠবিধূর জড়র মোচন করতে যে তীব্র আবেগ প্রকাশ, যে বহন স্বাধীন হলে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ জাগবে, সেই মূল্য আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করতে হবে জনসাধারণের মধ্যে—তবেই হবে পল্লীপুনর্গঠন।

এই প্রসঙ্গে "হরাস কবিশান অব্ এগ্রিকালচার" এই বক্তৃতা পোষণ করেছেন যে—কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কেবল গড়ন বৈধ তাদের সামনে আধুনিক বিজ্ঞান-উদ্ভাবিত বর্ত প্রকার যন্ত্রোপ-সুবিধা উপস্থিত করলেও

মতলিন পর্যাপ্ত তারা সেই সুযোগের সর্বব্যবহার করবার বৃত্ত মানসিক ও পারীক্ষিক পক্ষে অর্জন না করে, এবং নিজেদের জীবনযাত্রা-প্ৰণালীকে উন্নত করবার আগ্রহ তাদের মধ্যে বর্তমান না দেখা দেয়, ততদিন কৃষি ও কৃষকদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যে সকল বিষয়ের উপর কৃষির উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে, তার মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে, কৃষকের নিজ জীবনের লক্ষ্য; কৃষকের টাকা চাই বাঁচার মতো বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা।

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ব্যবস্থাপক সভায় পল্লী-পুনর্গঠনের (বাজেট) ব্যয়-স্বাক্ষর প্রণালী উপস্থাপনকালে মাননীয় বি: স্ত্রাবস্কী যে কথা বলেছেন তার মধ্যে পল্লী-পুনর্গঠনের মূলনীতি কি, তা বেশ পরিস্ফুটভাবে বলা হ'য়েছে। তিনি বলেছেন—

"বাংলা দেশের জনসাধারণের ধারণা—পল্লী-পুনর্গঠন বলতে বুঝায় কেবল, খাল কাটা, বিনের জল নিষ্কাশ করা, বাস্তব উন্নতি করা, অল্প পরিষ্কার করা, বালা-ভোলা ভরাট করা, আর কচুরীপানা ধুংস করা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেবল এইগুলো নয়, ওসব তো বটেই এবং আরও অনেক। এই সকল কাজ পল্লী-পুনর্গঠনের সঙ্গে একান্ত স্বাভাবিকভাবে তড়িত। আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি পল্লী-পুনর্গঠনের মধ্যম অর্থ হচ্ছে, পল্লী-জনগণ-মনের উন্নয়ন, তাদের চিত্ত সংস্কার করা। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য—পল্লীবাসীদের মনে বাঁচার মতো বাঁচার ইচ্ছাকে, সব রকমে সুখে বেঁচে থাকবার আগ্রহকে প্রবলভাবে জাগাতে হবে, এই ইচ্ছাকে তাদের মনে বহুতুল করে দিতে হবে; এবং তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে, জানিয়ে দিতে হবে, দেখিয়ে দিতে হবে যে, জীবনকে সুখের করবার উপায় তাদের হাতেই আছে; তাদের মধ্যেই যে কর্মশক্তি লুকিয়ে আছে তার সর্বব্যবহার করলেই তাদের অবস্থা বহুতুলে ফিরে যাবে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, গ্রাম-বাসীদের আশা, আর সর্বশাশা তত্ত্বাবধায় ভেঙে নিয়ে তাদের মধ্যে নবীন আশা, নতুন প্রাণপক্তি জিগিরে নব জীবনে অভিবিক্ত করা; তাদের দ্রুত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, তাদের মৃত আত্মসম্মানবোধকে আগিয়ে তোলা, তাদের জানিয়ে দেওয়া যে, তারা পূর্ণ স্বাধীন পক্ষিমান, নিজেদের পারেই তারা দাঁড়াতে পারে, তারা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল। পল্লী-পুনর্গঠন আন্দোলন তাদের জীবনের লক্ষ্যকে প্রসারিত করবে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উন্নত করবে, তাদের মনে জ্ঞানের তৃষ্ণা এনে দেবে এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবার ইচ্ছাকে তাদের মধ্যে সঙ্গ জাগরুণ রাখে। আমার মনে হয়, স্বপরিচরিত পল্লী-পুনর্গঠন কর্ম-পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাভাবে কাজ করলে আমাদের আর্ড, স্ট্রিট, গুণ্ডিত জেপবাসীর সমন সেবা করা হবে, তাদের বাঁচানো হবে বির বিনাশের হাত থেকে। বস্তুত: এই কাজই হবে আমাদের পল্লীপূজা, এতেই হবে আমাদের গণসেবা।

আমার এই সব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে পাছে পল্লী-পুনর্গঠনের অর্থ বোঝবার অসুবিধা হয়, আমাদের মৈন-দিন জীবন থেকে একটা উদাহরণ নিছি—

যেদ স্বাস্থ্যকর ঝুঁকটে সবকিছু একটা জায়গা বেছে পল্লীবাসীদের বাস করতে দেওয়ার কয়েক বৎসর পরে দেখলে কি দেখা যাবে? যেখানেই সব কুঁড়ে ঘর, তার না আছে কোনো সৌন্দর্য; আকাঙ্ক্ষা সব সঙ্গ পথ, হলো আত্মসম্মান কুণ হয়েছ চারিদিকে, তার উপর দেখা যাবে অসংখ্য বালা-ভোলার ছেঁদে গেছে, সেই জায়গাটা। বহুতুল অপরিচ্ছন্ন (মোজা) হতে পারে গ্রামবালা হয়েছ ভুই, তার উপর নেটা হয়েছ বালু-বালু জমজমাট, মালা যোগের আড়ং, গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই

নিজের সুবিধা করতে গেছে কিন্তু গ্রামের ও প্রতিবেশীদের সুখ-সুবিধার দিকে কোটাই চাননি কেউ। নিজের নিজে সুবিধাও যে করেছে তাইও সুবিধানের মতো করেনি; এই সব বালা-ভোলা-মর্জমা কেটে তারা নিজেদেরই কবরের বাগড়া করেছে নিজেদের হাতে। এই গ্রাম-বাসীরা কি সকলে মিলে একটা সাধারণ পুকুর কোটে নিজেদের স্বকীয়মত সাজি নিয়ে কাজ করতে পারতো না? যদি সকলের একই পুকুর ব্যবহার করা যে-আজ্ঞা বোধ হয়, লম্বা বাগটি পরিবার মিলে পুকুর কোটে তার চারিদিকে ঘর তৈরী করতে বাবা কি? তারা কি সকলে মিলে একটা গর্ত-বোঁড়া ঘর (বোরিং বেনিন) তৈরী করে বা কিনে সকলের জন্য কুণ-পাখবাসার ব্যবস্থা করতে পারতো না? এই সব কাজের জন্যে কি খুব বেশী অর্থেরই প্রকার, না, অর্থের চেয়ে বেশী টাকা চাই তাদের শিকা, তাদের মধ্যে টাকা চাই মিলে মিলে কাজ করবার সময় সম্ভাব এবং সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকবার স্বাভাবিক আগ্রহ?

এই সব দেখলে আর বুঝতে বাকী থাকে না যে, পল্লীবাসীদের এই করুণ সুখ, বসতি-ব্যবহার কারণ কেবল তাদের আর্থিক পরিস্থিতি নয়, আরও অনেক কিছু; মনের সৈন্য এবং করুণার অক্ষরত। তাদের এই অভ্য-বোচনের উদ্দেশ্যই পল্লী-পুনর্গঠনের পক্ষিকরনা। এতবার আমরা এক কথায় পল্লী-পুনর্গঠন শব্দটির অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি এই বলে যে,

"পল্লীবাসীদের মধ্যে নতুন চেতনা এনে তাদের নিজেদের উন্নতির জন্যে ব্যক্তিগত-ও সমবেতভাবে চেষ্টা করবার আগ্রহ জাগাতে; তাদের মধ্যে আত্ম-সম্মানবোধ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াবার জন্যে; পরস্পরের সহযোগিতা ও স্বেচ্ছামূলক চেষ্টাকে কাজে লাগানোর এবং আদর্শ নাগরিকের কর্মব্যবোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষিত ও সজ্ঞবদ্ধ করতে; সুখের সংসার গড়ে তুলতে, আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলতে এবং গ্রামা সম্প্রদায়সমূহের পারীক্ষিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আর্থিক অবস্থার সাধারণ বর্ধনের উন্নতির জন্যে যে আন্দোলন তারই নাম পল্লী-পুনর্গঠন।"

এই আন্দোলনের গোড়ার কাজ হলো জনসাধারণের চিত্তবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করে তার উপর উন্নত হবার আকাঙ্ক্ষার ভিন্ন পীড়বার উপযোগী করা। তবে সেই-বানোই আমাদের কাজের শেষ নয়, গাঁথুণীর কাজও কিছু এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই কাজের ধারা হবে কেমন?

যোচানুগী সেরী একরকম জানা আছে বস্তুই হয়। আমরা জনসাধারণের শিক্ষার, স্বাস্থ্যের এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির বিধান করতে চাই, বিশেষ করে চাই উন্নততর জীবনযাত্রা-প্ৰণালীর সঙ্গে তাদের তালো রকম পরিচয় করিয়ে দিতে। পারীক্ষিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি না করলে, তাদের কর্মপক্ষে আগ্রহ করতে না পারলে তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আশা করা বৃথা। অপর পক্ষে আবার, তাদের আর্থিক সম্ভবিত্ত বাড়াতে না পারলে এবং সেসপুটর স্বাভাবিক সংস্থান করতে না পারলে তাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করা অসম্ভব। তাদের সাধারণ স্বাস্থ্যানুষ্ঠান ও আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধান, এই দুটোর কোনটাই জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি না বাড়িলে সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের একমুখে এই সব সমস্যা-সমাবধানে হস্তক্ষেপ করতে হবে। অনেক মনে করেন একটার পর আর একটা হয়ে এগিয়ে গেলেই কাজ তখন হবে, তা বোধ হয় নয়।

পল্লী-পুনর্গঠনের কার্যসম্পাদক তিনটি প্রধান বিষয় হচ্ছে, আমাদের জনসাধারণের অর্থ খুঁড়ি পর্যাপ্ত, স্বাস্থ্য চাই অকুণ্ণ এবং শিকা চাই পরিপূর্ণ। এই তিনটি প্রধান বিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে একই সঙ্গে।

[পেজ ১১ পৃষ্ঠার প্রস্তাব]

বাংলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

[১ম পৃষ্ঠার ভেতর]

কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাজার দর

মার্কেটিং অফিসারের বিজ্ঞপ্তি

বাংলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার
আবাইতেছেন যে, ২৪শে মার্চ কলিকাতায় নিম্নলিখিত
বাজার দর ছিল:—

আপেক্ষা করা	প্রতি বগ।	মূল্য।
কাপড়ের বগে	..	৫১/০
চটের বগে	..	৫১/০
কাপড়ের বগে	..	৫১/০

মুত—

কিশোর মুত	..	৬৫
অমৃত জোপ	..	৬৫
ডাঙার	..	৬৫
রাখা প্রতাপ	..	৫৬
মুত	..	৬২
নীতা	..	৬৬
শ্রী	..	৬৬

চাউল—

বীকতুলসী	..	৬—৬/০
পাটনাট	..	৫১/৬—৬
বোটা	..	৫১/০

ভিন্ন—

মুগনি প্রতি ২০টি	১০০—১১০
হীন	১০০—১০০
মুত টাকা প্রতি ১৬ সেব।	

গোল আলু—

সেনী নৈনিগাল প্রতি বগ	২১/০—২৫০
-----------------------	----------

মাক—

মট প্রতি বগ	২৩/১০
চিঃটী	১৮—২৫
ইলি	১৫

কল—

আপেল (কাণ্ডী) প্রতি টাকার	১৬—২০টি
কলসাপে (লাগপু) ..	৩২—৩৫
আপেল (আপার) প্রতি ২০টি	১২/১০—১৮
কলা (সবী) প্রতি ভজন	৫০—১/০
.. (সিলাপু) ..	৫৬—১/০

পাটী—

১৮ সেব	.. ৯৫
১৬ সেব	.. ৯৫

মহিষ—

১২ সেব	.. ১৬৫
১০ সেব	.. ১৫৫

যুক্ত তরফে দান

যেসারি কিনিপু ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানী (ইউজা)
লিমিটেড বজীর মুক্ত তরফে ৬০,০০০ দান করিয়াছেন।
ইহার মধ্যে ৩০,০০০ টাকা টি টিউজা কং এবং অবশিষ্ট
অর্থ মহাস্বাস্থ্য পতনীর বাচাবু এবং তরী প্রকল্পের
কমিটির উচ্চাঙ্গারে বিভিন্ন তরফে দেওয়া হইবে।

[পূর্ব কলমের ভেতর]

সকলের মতনের জন্যে অবিচল লক্ষ্যে প্রকৃত কাজ
করতে; আমার অস্ত্রের প্রতীকে থাকবে অসিমানী
উদ্যমের অনির্বাপ শিখা, আমার চিত্তে থাকবে অসম্পূর্ণ
অকৃত্রিম পুষ্টি এবং আমার কাজে থাকবে অসামান্য
শক্তি, আমি এগিয়ে চলবো মুক্ত করে উজ্জ্বল করে
অবশেষে বিশ্ব মানবের বিজয়িনী।

আমি সর্বদাঃ করবে বিজয়ীর কাজে তোমাদের সকল
কাঁচা অস্ত্রের কবজার মধ্যে পড়ি, সাহস এবং চিত্তের
পুষ্টি রাখবো।

এইট, এল, এল, ইস্তাফা,

চাইবেরন অফিসার কলিকাতা, বেঙ্গল।

কৃষোপা এবং কার্যনিপুণ প্রতিষ্ঠান আর সবর-বচি
কর্তৃপক্ষিত ব্যক্তি এই সুবিধাট উদ্দেশ্যে সকল করা
সম্ভব নয়। এই পল্লী-পুনর্গঠন কার্য পরিচালনা
করবার মধ্যে প্রতিষ্ঠান তৈরী করাই এখন আমাদের
প্রথম এবং প্রধান সমস্যা। সম্ভবতাই পল্লির উন্নয়ন।
পল্লীবাসী বহিঃ এবং অসহায়, সস্তা, কিন্তু জা ব্যক্তিগত-
ভাবে, সবলীকৃতভাবে নয়। আমরা চাই, যে এই কথাটা
ডাল করে বুঝুক, আর, জলবিশুর সমলীতে যেমন সাধারণ
হয়, তেমন, তারা সবাই প্রত্যেকের বংশোদ্ভূত পুঁতি
বিশিষ্টে সমস্ত জাতীয়তিকে সম্বল ও পরিপূর্ণ করে
তুলুক। সমস্ত গঠন করতে পারাই আমাদের কাজ
নাটাই করে নেবার কলীপাথর—আমাদের আদর্শে
কার্যনিপুণতার জন্যে কলি-সমস্ত গঠন করবার মধ্যেও
শিখা আছে বলেই, কিন্তু সেটা গড়ে না তুললে আমাদের
কাজে সাধাই চলে না। সমস্তগঠন ব্যক্তিগত প্রত্যেক
ব্যক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। সমস্তগঠন ভাল
করে করতে হবে, বহুসংখ্যক ভাল করা দার করে করে
তত ভাল করতে হবে; পল্লী-পুনর্গঠন আলোচনের
একটি হল প্রধান কথা। বাংলাদেশে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি
বৈধভাবে কাজে পক্ষে অনেক সুবিধা হবে বলেই
নাই, সেখানে পল্লী-পুনর্গঠনের পল্লীকেন্দ্র স্থাপন করা
চলবে। কিন্তু আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে
ইউনিয়ন বোর্ড জাতির গ্রামের দিকে, প্রায়বাসীদের
খুব নিকটে, খুব অন্তরক হবে।

পল্লী-পুনর্গঠন কার্যের আসল কলিফল, যাদের
হাতে-হেতেরে কাজ করতে হবে, তারা হচ্ছে সেই পল্লী-
বাসী, কর্তৃক্রেত হবে তাদেরই কল-বাসন-বাসা-ভোকা-
জল-সম্বন্ধীর্ণ স্থান পল্লীপুত্র এবং কর্তৃক্রেত হবে
আমাদের পুত্র। তাদের মন বয়েছে গ্রামের সজীব
লীলার আশ্রয় হবে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্তব-
সম্বন্ধি করনাও গ্রামের জীবী কীপ সরলতা জাতিয়ে
যেনী দূর যেতে পারে না, এবং এই গ্রামই হল তাদের
পৈশবের বৈশা-বর, কৈশোরের লীলাঙ্গন, যৌবনের কর্তৃক
ও কর্তৃক্রেত বিপ্রাঙ্গণ; তারা বিশিষ্টভাবে গ্রামের
পল্লীপুত্রের অস্তরক। তাদের জীবনের প্রতি-
জ্ঞা অবিচলিত সম্পর্ক রয়েছে যে গ্রামের সঙ্গে,
যে গ্রাম প্রকৃতির সঙ্গে, সেই গ্রামকে ও গ্রাম প্রকৃতিকে
জাতিয়ে কর্তৃক্রেত স্থাপন করতে না পারলে কোনো
প্রতিষ্ঠানই সফলকাম হতে পারবে না। স্বভাবতঃ
গ্রামের চাইই তাদের কাজে বড়ো, অন্য যে কোন প্রতি-
ষ্ঠানের চেয়ে। পল্লীর প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত পল্লীবাসীর উপর
প্রভাব বিস্তার করা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাধ্যা
সম্ভব নয়। পল্লীকেই পল্লী-পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠানে পরিণত
করতে হবে। পল্লী-অনুপ্রাণকেই প্রকৃত কলিফল করতে
হবে শিক্ষিত করে; এই কাজের জন্যে পল্লীতে পল্লীতে
স্থাপন করতে হবে পল্লীকল সন্থি পল্লীকল প্রাণ
অনুপ্রাণে। সন্থির কাজ প্রথম থেকে খুব সম্ভাব্যকম
সম্ভব হতে পারে, কারণ সেটা নির্ভর করছে যাদের
নিরে সন্থি গড়ে উঠবে তাদের উপর; কিন্তু তা হলই
কলিফল না করে আমাদের সেই সাধাই গ্রহণ করতে
হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পল্লীবাসীদের সম্ভব হতে
কোনোই একটা বড় বড়ো শিখা তাদের পক্ষে; সমস্ত-
গঠনের এবং জা অসহায়ের প্রথম সোপানই হলো
পল্লীবাসীদের জন্যে বৈজ্ঞানিকভাবে হতে নিজেদের জন্যে
এবং সকলের জন্যে বিশিষ্টভাবে কাজ করবার চেষ্টা
আনিবে সেজন্য। পল্লীকল সন্থির সত্যকথনের মনে
এই আগ্রহ বড় প্রবলতর হবে, সন্থির কাজও তত বেশী
সম্ভব এবং সম্ভাব্যকম হবে।

কিন্তু এই আশিপূর্বক তার বেবে কো? কে জরি
তৈরী করবার কাজে লাগবে? আর পল্লী-পুনর্গঠনের প্রতিষ্ঠান-
গুলি পল্লী-পুনর্গঠনের প্রাথমিক কাজের তার গ্রহণ
করবার পক্ষে নিশ্চয় বয়েই নয়। এই কাজের জন্যে
চাই আরও অনেক লোক, জাতি-বর্গ বিশিষ্টে সমস্ত
শিক্ষিত, চিত্রাঙ্গীল সম্প্রদায়, চাই আরও অর্থের পুঁতি।
আমাদের আমাদের যে কিছু অভাব আছে, তা মনে,
কিন্তু তাদের অধিকাংশই অভাব, অভাবগ্রস্ত এবং অসহায়।
আমাদের টাকার সাহায্য নাই বললেই হয়; সন্থি সেপের
পল্লী-পুনর্গঠন বর্গী হতে পারে কেমন করে? সেপের
লোকও পল্লী, সেপের পল্লী-পুনর্গঠন তৈরীক পল্লী;
তিন পক্ষ হলে তবে না তার উপর প্রকৃত অট্টালিকা হবে।
মনি থেকে বাসা নিজেই তৈরী পাড়ব পুঁতি। গাছ সস্তাই
ডাল দোক না কেন, করনই তা ফুল ফলে সম্ভব
হতে পারে না যদি তার মনি হয় অসহায়; বহুসংখ্যক
গ্রহণ করতে পারে সেই অসহায় জরি থেকে সেটুকুই
উজাড় করে দেয় তার সামান্য ফুলে আর ফলে। একদিকে
অনসাধারণের সর্বনাশা পরিহ্রা আর একদিকে পল্লী-পুনর্গঠনের
অসম্ভবতা, তারা বহুসংখ্যক করতে চান বা অনসাধারণের
অন্য সেটুকু করা নিত্যকাল করবার, সে পদার্থ করবার
অসম্ভবতা; এই দুই অসম্ভবতার পড়ে একটা নৈরাশ্যকমক
বাসার সৃষ্টি হয়েছে। এই বাধাকে লঙ্ঘন করবার উপায়
কি নাই? নিশ্চয় আছে, কিন্তু সারীভাবে লক্ষ করতে
হলে মূল থেকে শুরু করতে হবে।

যে আমার পল্লীবাসী বহুসংখ্যক, যে আমার আশা,
আশাবীর্ষ ধীন পল্লীবাসী সবাবাসী, তোমাদের কাছে
আমরা একান্ত অনুপ্রাণে তোমরা তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে
সচেতন হও, কোমর বেঁধে লাগো। মনে রেখো, বয়েই
পল্লী আছে তোমাদের, বয়েই সম্ভব আছে তোমাদের;
কেননা তোমাদের চেতীর আপেক্ষা, তোমাদের মুক্ত ইচ্ছার
আপেক্ষা, তোমরা মনে করলেই অসম্ভবের মধ্যেই
নিজেদের এক বহু সম্ভবশালী জাতি করে
তুলতে পারো। অসংখ্য এসেছে প্রত্যেকের, সকলের
পক্ষে এই প্রাণ; সম্ভবতঃ হবে সকলে মিলে এ অসংখ্য
গ্রহণ কল, দুঃখের সারি প্রভাত হয়েচে, নতুন আশার
অনুপ্রাণের মুক্ত তরঙ্গ জাতিয়ে তোমাদের মধ্যে চাই সেই
সজীবনী আলোর দিকে; বিপুল উৎসাহে মনকে মুক্ত
করো; নিজের পারে ভর দিয়ে পীড়িত চেতী করো;
অপরের সাহায্যের আপেক্ষা না রেখে নিজেদের সম্ভবতঃ
করো, কারণ উপর নির্ভর না করে মুক্তে সেখা যে,
তোমাদের যোগ্যত্বের উপায়, দুঃখবোধের উপায় রয়েছে
তোমাদের নিজেদের হাতে—জীবনের উদ্দেশ্যে পুসারিত
করো, সুখের জীবন স্থাপন করবার চেষ্টা করো, পরস্পরের
কল্যাণের জন্যে সাহায্য ভাগ স্বীকার করো, সর্বজনন্য
মতনের জন্যে প্রত্যেক একটু সময় করে সাহায্য পরিপূর্ণ
করে অসম্ভব অর্থ ত্যাগ করে সেখা নিজেদের পুঁতি
দূর করবার উপায় রয়েছে নিজেদেরই হাতে। চেতী
করলে তোমরা অসাধ্য সাধন করতে পারো। একবার
তোমাদের হাতেই রয়েছে তোমাদের ভবিষ্যৎ, অপর কারণ
হাতে নয়; বিজয়ীর নামে সকলে আগো, দুঃখের বোর
জাতিয়ে পীড়িত হই, কাজে যোগ লাও—যে আমার নিশ্চিত
সম্ভবশালী, আগো, আগো।

এই কাজে পল্লী অর্থন করবার জন্যে আমি তোমাদের
অনুরোধ করি, এই কথাগুলো তোমরা কণ্ঠে করো, অস্তর
সুস্থগ রেখো, মনের মধ্যে উচ্চারণ করো সকলে সম্ভবতঃ—

“আমি আমার নিজের কাছে কারকশাল্যকে প্রতিজ্ঞা-
বদ্ধ যে, আমি সন্তানের আমার সন্তানরা চেতী করবো
পূর্ণ নিঃস্বার্থকারে কেবল আমার বা আমার পরিবার-
কল্যাণ নয়, আমার প্রতিবেশীদেরও সেবা করবো;

[শেষ কলমের নিম্নে পুঁতি]

জার্মানীর বেপরওয়া শোষণ নীতি

কৃষ্ণ ও কলসৌ উপনিবেশগুলির চরম দৃষ্টাঙ্গ

‘‘বে-পর্যাপ্ত জ্ঞান জাতিগণের পক্ষে পিষ্ট হয়তে থাকিবে, সে-পর্যাপ্ত জ্ঞানী উত্তর-আফ্রিকার সমুদয় সম্পদ জাতিগণ কর্তৃক শোষণিত হইতে থাকিবেই এবং জ্ঞান জর-বিহীনভাবে জাতিগণের কাছ হইতে কিছুই পাইবে না। একবাত্র দুটোইই জ্ঞানী উত্তর-আফ্রিকার নথিই জ্ঞান-বিস্ময়ের পদ্ধতিতে ব্যবহৃত করিতে সমর্থ। সমগ্রিত ‘ইকনমিষ্ট’ নামক ‘অর্থ-নীতি বিষয়ক পত্রিকার এক প্রবন্ধে এরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইতাত্বে। পাঠকদের অবগতির জন্য জানিয়া দিবে যে, ‘ইকনমিষ্ট’ নামক পত্রিকা সমুদয় ক্রিয়া নিম্নায়।

অধীনস্থ দেশের সমুদয় আর্থিক সম্পদ শোষণ করিয়া
সহীদ্য প্রায় বিনিময়ে উক্ত দেশবাসী জনগণকে আত্মপূর্ণ
শেষে বা অন্যরূপ নামকানুসারে হাউচিউ বিত্ত সমষ্টি
প্রাকৃতিক বীড়িই ভারতীয় সম্পদ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে !

ক্রমে এই কীৰ্তি বেঙ্গল ব্যাপকভাবে জাগ্রণী
 চানাইয়া আসিতেছে, অন্য কোথাও তাহার পুনলা মিলে
 না। ক্রমেন্তঃ শিল্প ও কৃষি-প্ৰধান অঙ্গসমূহ বৰ্দ্ধমানে
 নৃশূন্য ভাবে জাগ্রণীৰ কৰতলগত এবং তিনি-স্বকাৰেৰ
 সৰ্বদায় কৰ্ম্মী এলাকা ও জাগ্রণ অধিকৃত ক্রমেন্তঃ বৰ্দ্ধা
 ব্ৰহ্মপুত্ৰ পক্ষে চীনেৰ প্ৰাচীৰেৰ বৰ্দ্ধই বাবদান নিলাম।
 সনৎ ১৯৪০ সালে ক্রমে যে কল উৎপন্ন হইয়াছিল,
 তাহাৰ এক বড় অংশই জাগ্রণী নিজেৰ বাবদাৰেৰ
 জন্য লইয়া যায়। বেনৰ বীহ হইতে তিনি
 টোকা হৰ, তাহাৰ সবই জাগ্রণী নিজেৰ জন্য লইয়া
 নিয়াছিল। এই সব ক্ৰয়োৰ দুলা ব্ৰহ্মপুত্ৰী-বাৰ্ক বা
 ক্যাসেলবাইন্ বাৰ্ক মোট প্ৰদান করা হয় এবং ২৫ ক্রমে
 এক বাৰ্ক বলিয়া বিনিময় হয় নিৰ্দ্ধাৰিত হয়। অৰ্থাৎ
 এই সব মোট তাহাৰা যে জাগ্রণ তিনিৰ পাওজা বাইবে,
 তাহাৰ কোন নিশ্চয়তা নাই।

কালক্রমে এই অবস্থা সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। কালক্রমে আর্থিক
বিপত্তির ফলে কল্যাণী উপনিবেশগুলিতেও যে সাংসাদিক
প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, তাহা প্রায়ই বিবেচনা
করা হয় না।

এতদিন পর্যন্ত উপনিবেশসমূহের সহিত ক্রান্তের
 যে বাণিজ্য-বাণিজ্য ছিল, তাহা শিল্প-প্রদান দ্বারা-কেন্দ্রের
 সহিত কতকালে উদ্ভূতশীল উপনিবেশসমূহের বাণিজ্য-
 বিবিন্ন হইয়া আর কিছুই ছিল না। বোটের উপর,
 উপনিবেশসমূহের সকলদী বাণিজ্য ও ক্রান্ত হইতে
 আরবাবী ভিত্তির যথো অনেকটা সমস্ত হস্তান্তর হইয়া
 আসিতেছিল।

এই ক্রমেই পড়নের কালে উপনিবেশসমূহ ও বাস
জনগণের মধ্যে প্রায়-দৈনিক সঙ্গর্ষ সঙ্গুল জন্মে ব্যাহত
হয়। (পূর্বাংশ) কারণ, প্রথম উপনিবেশসমূহকে
জিনিবের কোন জিনিব প্রদান করার অন্তর্য কার ক্রমে
নাই। জাতিগত অধিকৃত ক্রমে কোন কারণের আছে,
যদিও তাৎক্ষণিক কালে দ্রুত প্রকটতাই বহু হয়।

নিরাঙ্ক বা আর আর কাজ হইতেছে। উপনিবেশ-সমূহ
হইতে জাহাজের যে সকলে (অর্থ-এ জিনিস-সরকারের
অধীনস্থ জাহাজ) সরাস্ত্র বাস্তবায়ন করা যায়, সেজন্যকার
অর্থ-মৈত্রিক জীবন প্রায় পূর্ণ হইয়াছে বলিলেও
চলে। কিন্তু এতদসম্বন্ধে আফ্রিকা হইতে বার্সেলিন
দলবে নিরবিস্তৃতভাবে জাহাজের আমদানী হইতেছে,
কারণ, সত্ত এক যুগেরও অধিক কাল হইতে উপনিবেশ-
সমূহ যে বাণিজ্য-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহা ভাঙা
অন্য কোন সন্তোষজনক পদটি প্রায়শ পাওয়াইছে না।
কিন্তু বর্তমানের ব্যবস্থা ও আবেগকার ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট
পার্থক্য দৃষ্টিগোচর। কারণ, পূর্বে বার্সেলিন যে
পরিমাণ মাল উপনিবেশসমূহ হইতে আসিত, প্রায়
তুলনায় বহু মাল সেখান হইতে উপনিবেশসমূহে প্রেরিতও
হইত। এক্ষণে কিন্তু বার্সেলিনে যে মাল আফ্রিকা
হইতে আসে, প্রায়শ তুলনায় অতি কম পরিমাণ মাল
সেখান হইতে বাহিরে যায়। তাহা ভাঙা ইচ্ছাও প্রমাণিত
হইয়াছে যে, বার্সেলিনে উপনিবেশসমূহ হইতে যেমন
মাল আসে, প্রায়শ এক বিশেষ অংশ জাহাজের হস্তগত
হয়।

যোড়ের উপর বলা চলে—বর্তমানে জায়েস যে ব্যবসা-
বাণিজ্য চলিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ জাঙ্গাণীই
গ্রহণ করিতেছে। বিভিন্ন কলারী উপনিবেশ চটতে
বালাহা, মলা, মাংস, চিনি, উদ্ভিজ্জ তৈল, কলকৌ
এবং অন্যান্য মানাপ্রকার দ্রব্য জায়েস প্রেরিত হইতেছে ;
কিন্তু তাহার এক বিরাট অংশ জাঙ্গাণীর হাজারে ঢালাই
হইতেছে—কিন্তু জাঙ্গাণী সরকারের সংরক্ষিত ভাণ্ডারে
জমা চটতেছে। জায়েসের নিজের জন্য এসব দ্রব্যের
খুব কম অংশই কাজে লাগিতেছে, অথচ জাঙ্গাণী যেমন
মান লইতেছে, তাহার মূল্য প্রদানের কথা চিন্তা দিয়াই
রাখা হইতেছে। জায়েসকে একপাত্রের অনিহিত পোষকের
নিমিত্তে ভিসি-সরকারকে যে চাতিচিটা দেওয়া চটতেছে,
তাঁহার মূল্য যে একান্ত অসিদ্ধিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

উপনিবেশসমূহ চটতে যে মাল আদায়ী হয়, তাহার
বিনিময়ে যথেষ্ট মাল তথাহি প্রাপনের কোন উচ্চা। ভাষ্যাতীত
নাই, আৰু ভিঙ্গি-সৰকাৰেৰ এ-বাপাৰে কোন ক্ষমতাই
নাই। ভিঙ্গি-সৰকাৰেৰ অধীনৰ অঞ্চল যথেষ্ট মাল পাওয়ো
সম্ভবপর নহে; আৰু যদি পাওতা হ'ল—তথাপি মাল-
চলাচলেৰ অসুবিধাৰ জন্য উপনিবেশগুলিৰ চাহিদা
মিটাবো কোনক্রমেই বৰ্হিহানে ক্লাসেৰ পক্ষে সম্ভবপর
নহে। উক্ত-আফ্ৰিকাই উপনিবেশগুলি ইতিমধ্যেই
আৰ্দ্ৰাণ প্ৰভাৱেৰ ফল কতকামল উপলভি কৰা আৰম্ভ
কৰিছে। এই তথাহি আদায়ীৰ বিশেষ অভাব দেখা
দিয়ছে। এই বাপাৰে নিয়ন্ত্ৰণ ব্যক্তিৰ অৱলম্বন
বিষয় ইতিমধ্যেই বিশেষত্ব কৰা হইছে। তেওঁলোক
সৰমায় সেউনে নিয়ন্ত্ৰণ হইক সেউনি দিয়াছে।

হাঙ্গেরি-বংশের মধ্য দিয়া একদল প্রাচ্যের সম্পদ
শোখিত হওয়া বোধ করা একবার বুটেনের পক্ষেই সম্ভবপর।
বন্দ্যাজিত অথবা খৃষ্টি-বুটেনে যথেষ্ট চাউনি। আছে এবং
আলুকেবিজা ও টিউবিসের মধ্য, উত্তর-আফ্রিকার উপনিবেশ-
গুলির কলকোটে, আলুকেবিজার এসলাটো মাল এবং পৌর,
নিলা, মধ্য, পার্শ্ব ও একিবিবি প্রভৃতি বাহুও বুটেনে
যথেষ্ট বিক্রয় হইতে পারে। এই সব জ্বোষের নিমিত্তে
বুটেনে নিরক্ষাও জ্বা ও আদানী অনায়াসে বকজারী করিতে
পারে। এমন কি, যদি সম্বাসরিডানে বজ্রাণি, মেনিমাৰী,
করলা ও ঠেল সরবরাহ করা সম্ভবপর না হয়, তথাপি
বুটেনে এসব জ্বোষের মূল্য বর্ণ মুক্তা বাজা পরিপোষ করিলে
বিহার করানী উপনিবেশগুলির পক্ষে এই মুক্তা বাজা
অন্য দেশ হইতে প্রয়োজনীয় জ্বা সংগ্রহ করা সম্ভবপর
হইবে। অবশ্য মাল চালাদ সেওয়ার ব্যবহার অস্বীকার
হইতাত্তে; কিংবেসন করানী আদ্য এই দুইজন ব্যবহার
সম্ভব হইবে, সবুহে তাহাদের বন্ধার ব্যবহারও বুটেনে
অবশ্যই করিলে। পূর্বে বহু মূল্যবান বাস হইতে খিলিম-
পত্র আদানী করিতে বুটেনে বাণিজ্য-আদানসমূহের যে
সহর লাগিত আফ্রিকা হইতে সেসব মাল আটলানটিকের
উপকূলবর্তী বন্দরসমূহ হইতে আদানীর ব্যবস্থা হইলে
আদানসমূহের সহরও অনেক বীড়িত হইবে।

অধীনস্থ দেশগুলি বাছাতে কোন হস্তেই প্রয়োজনের
 বেশী জিনিষ পাটতে না পারে, ইহাই আর্থিক নীতি।
 সুতরাং বলা চলে—আফ্রিকার কলানী উপনিবেশসমূহ
 যে-পৰ্য্যন্ত মাদেগিসের স্বাধীনতার একতরফা থাকিবে
 চালাইতে থাকিবে, সে-পৰ্য্যন্ত প্রচারা অবিরত চোবিত
 হইতেই থাকিবে। সুত্রে পরাজিত না হইবাও কলানী
 উপনিবেশগুলি যে একপন্থায়ে আত্মাণীর দলদ বরণ
 করিবা নিতেছে, ইহা প্রকটই আশ্চর্যের বিষয়।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ
 (বাজারপথে পার্শ্ববর্তী বা জোতা হইতে পৃথকী
 যে-কোন দপ্তরে নব জাহাজই বামিতে পারে এবং যথাযথ
 বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি বাতীতই যাত্রাপন ও
 জাহাজের বাতায়নত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্তনাদি
 হইতে পারিবে।)

শি এক ৩
 দুইজন বৃদ্ধাঙ্গ, জাহত, অসুস্থিতা ও বৃদ্ধ-এক মনো
 জাহত, বার্দ্ধী ও মামবাহী জাহত বাতাব্যত করিতা থাকে
 বি-অসু-এক-এক কো: শি:

ବୃତ୍ତିମ ମୁକ୍ତବାକ୍ୟ, ଡାକଡ଼, ଆଞ୍ଚିକା, ଅଢ଼େଇକା, ସ୍ବାସ, ହୁକ୍ତପ୍ରାଣୀ ଓ ମାକେନୋମାକର ଡାକବଣ୍ଟି ବ୍ୟବହାରମୁଦ୍ରେକ ଯଦା ଜାଣିବ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ବୃତ୍ତିନିକେ କରୁଥିବା କଥା ଯାହାକି ସେ, ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବ
 ଦିବ୍ୟେଶ୍ଵରୀ ପ୍ରଭାକର ନାମକେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ କହେ ।
 ବୃତ୍ତିର ପରିଚିତିର କଥା କାହାକିର ହାତକାତ୍ତ ଯେଉଁ ପରିସର
 କରାନ୍ତେ ବଢ଼ିଯାଏ ।

জাহাজ জাহাজ জাহাজ সপক্ষে যথাসম্ভব তথ্যাদি,
 বাস্তবিক জাহাজ পূর্ণ বিবরণ ও যাহার জাহাজ হার
 প্রকৃতি অবগত হওয়ার জন্য শ্রদ্ধা ও কানার লিখন :—

... १००० ...

কর্তব্য—সি এও ৭ এম-এম কোর্স.

বাসনেকি: এবে-চন-বি-আই-এন-এন কো: সি:

বিশেষ প্রবন্ধ

বাঙলা গণপরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গণপরিষদ ও জন-সংগঠনের কার্য-সংলগ্নই অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গণপরিষদ "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রমাণ বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গণপরিষদের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২১শে এপ্রিল—১৯৪১

ভারতবর্ষ ও যুদ্ধ

ক্রমশঃই অধিকমাত্রায় ভারতীয় চিন্তাধারা যুদ্ধ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ভাব ধারণ করিতে লাগা হইতেছে এবং যুদ্ধবিষয় বর্তমানে সকলের মনে সর্বোচ্চ বড় আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্রের বারংবার একটি বাসানুবাদ চলিতেছে। এলাহাবাদের 'দিতার' সংবাদপত্রে সম্প্রতি যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এখনকার মধ্যে এটা সর্বোচ্চ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এই ভারতীয়ভাবী সংবাদপত্রে একজন "ভূতপূর্ব কাগ্রেসী" বলিতেছেন:— "আমি প্রায়ই আশ্চর্য হইতেছি যে, আমরা ভারতে জে বেশ জাগ্রান্ এবং সত্যাগ্রহ ও পাকিস্তান অথবা ঐ ধরনের সামাজিক বা রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে আমরা কি কখন গুরুত্ব দিয়ে এসব ভেবেছি যে, বৃটেন বর্তমানে যুদ্ধের সব আসল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে নিজে একাই কৃষ্টিবর্ষ সত্ত্বে যুদ্ধ চালাচ্ছে, বৃটেন যেন নিজের মজদুরের মত বিশাল পশু-পক্ষির মধ্যে একা একটা মল্লভানের মত বেধেচাটার অন্যতর বিকল্পে যুদ্ধ করছে? আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকের কাছে এখনও যুদ্ধটা যেতিওর ভিত্তর দিয়ে অথবা প্রতিশোধের সংবাদপত্রে একটি উত্তেজক সংবাদ মাত্র, অথবা অসুখিকের বক্তৃত্যবলে আরকর ও কতিপয় বাসভাষী সামগ্রীক মূল্য বৃদ্ধি, যুদ্ধ-ভরমিলে একবার অথবা দু'বার টীকা পান, এরকম সব ধারণা। আমরা যুদ্ধ ও হত্যারস্তের সম্বন্ধে যা পড়ি, সেটা 'আমাদের কিছু না' এরকম ভেবে। এই মনোভাবের অবশ্যই পরিবর্তন ঘটবে, তবে যত আগে হয় ততই ভাল। যেহেতু আপনার উপর বোমা অথবা গোলা পড়ছে না, সেইজন্য আপনি মনে করবেন যে এটা অন্যায়লোকের যুদ্ধ। বর্তমানের যুদ্ধে, শ্রমিক, কৃষক, আপনি আপনার অফিসে, কারখানায় অথবা আপনি যেখানেই কাজ করুন না কেন, গণপরিষদের কাছে যুদ্ধেরও সৈনিকের মত আপনার কোন প্রভাব নাই। এ যুদ্ধ সমগ্র দেশের যুদ্ধ, এটা কেবল পেশাদার সৈন্যদের লড়াই নয়। এই জিনিষটা যত নীচু বুঝবেন, তত নীচুই জয়লাভের পথে পৌঁছানো যাবে।

"পক্ষের উদ্দেশ্য যুগই সম্প্রতি। আমাদের সকলের মিলিত সান্ত্বনাকে সে ধুংস করতে চায়। সে কেবল সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপরই তার আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখে; এর বদলে সে এসব এড়িয়ে গেছে এবং যে সব দেশ সে আক্রমণ করেছে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চেষ্টা করেছে। আপনারা যতন্তো পক্ষবাহিনী ও কূটনৈতিক চাপের কথা ভাবছেন। বর্তমান যুদ্ধে এগুলি হচ্ছে নতুন ধরনের যুদ্ধপুণালী এবং আধুনিক অস্ত্রস্ত্রের মত এগুলিও যুদ্ধ শক্তিসম্পন্ন। যখন আপনার মায়ন ও প্রভাব, ও মেতারের উপর বিশ্বাস এইভাবে নিপুণ ও শত্রুত্বক ও বিখ্যা প্রচারকাণ্ডের ফলে নষ্ট হয়, তখনই বন্ধ আক্রমণ করে।"

"ভূতপূর্ব কাগ্রেসী" লেখক তারপর বলিয়াছেন:— "যদিও প্রচো সম্প্রতি সামাজিক-বাহিনী জয়লাভ করেছে, আমাদের প্রত্যেকের মনে, দেশের রাজনৈতিক বর্তমানে থাকা সত্ত্বেও উদ্যোগ পূর্ণ আছে। কিন্তু যখন আপনি ভাবেন যে, এই যুদ্ধে আপনি কি অংশ গ্রহণ করেছেন, তখন কি আপনার মনে একটা সোখী মনোভাব আসে না? আপনার মত হাজার হাজার লোক এই সব কাজে যোগ দেবে। তাঁরা সবসময় প্রাকৃতিক আনন্দপ্রসার মধ্যে জয়লাভ লোভা ও উপভোগের বৃত্তি ভোগ করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে এ জীবনে আর ভাগবে না, কিন্তু তাঁদের সন্তানরা হাসিমুখে গান গাইতে গাইতে এখনও সামনে এগিয়ে চলেছেন, কেননা যাত্রে আমরা স্বাভাবিকভাবে জীবনধারণ করতে পারি, তাই তখনো এঁরা সবসময় অস্বাভাবিক করতে প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁরা আমাদের অনেকে মত প্রতিবাদে কিছু অর্থ পান বলেই আমাদের কর্তব্য কি এমিয়ে শেষ হোয়ে গেল? তাঁরা আমাদের মতই মানুষ, একটা আগুনের জন্যে যুদ্ধ করছেন, এবং এর ফলে আমরা যুদ্ধের মত মূরে থেকেও উপভোগ করব। আমাদের মধ্যে তাঁদেরও যুদ্ধ-যুদ্ধে বোধবার কল্পনা আছে, তাঁরা তাঁদের বাতীয়ার, না, স্ত্রীপুত্র ঠিক আমাদের মতই ভালবাসেন—এবং এর জন্যে আপনি কি করছেন? এ যুদ্ধ যেমন আপনার, তেমনি তাঁদেরও। যদি হিটলারের পার্থক্য ও নির্ভর অত্যাচার জয়যুক্ত হয়, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের যে কি লক্ষণ হবে, সেটা ভাববার জন্যে আপনারা যুদ্ধ তীক্ষ্ণ কর্তব্যশক্তি প্রয়োজন হবেন না বোধ হয়।"

অবশেষে এই ভারতীয় স্বদেশানুগামী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করছেন:—"যখন এসব বীরযোদ্ধা বর্তমানে হিটলারের পথে প্রধান বাধা দিচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা এই আপদবাল্যে হিটলারকে অগ্ন থেকে নিশ্চিন্ত করবার আশা রাখেন, তখন তাঁদের মধ্যকার সাহায্য করা কি আমাদের অবশ্য কর্তব্য নয়? অর্থাৎ জনা, সিগারেটের জন্য অথবা সৈন্যদের অন্যান্য স্বত্ববিধার জন্য আবেদন করা হচ্ছে না। যখন প্রতিমুহুর্তে ইতিহাস তৈরী হচ্ছে, এইরকম গোলাগারের সময় আমাদের প্রত্যেককে আমাদের ব্যক্তিগত কর্তব্য বোধময় আসন উদ্দেশ্য। বৃটেনের সমুখে প্রধান সমস্যাগুলি হচ্ছে—(১) বৃটিশ-বীপপুত্রকে বন্ধ করা, (২) সরবরাহ আসবাব পণ্য খোলা রাখা, (৩) ভূমধ্য-সাগরে জিলাপুত্র ও অন্যান্য বাটী বজায় রাখা, (৪) নিকটপ্রাচ্য বন্ধ করা এবং আপনাকে বাধা দেওয়া। বৃটেনের যোদ্ধা সমস্যা হচ্ছে আরারল্যান্ডের উপর মজর রাখা ও ডাকডকে ঠাণ্ডা রাখা। আপনি যা কিছু জীবনে ভালবাসেন এই সব গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়ের উপর সে সবার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সেইজন্য আপনি অবশ্যই এ যুদ্ধ অপরের কর্তব্যকর্ম বোলে আর ভাববেন না, এবং ব্যক্তিগত উদাহরণ, ভ্রাণ এবং ব্যবহার দিয়ে তত্ত্বের ও সত্যপ্রণের উপর নতুন কোর জন্ম গড়তে চাওয়া করুন।"—ভারতীয় জনবৃত্ত কোন্ পথে পড়িয়া উঠিচ্ছে এবং ভারতবাসীর আত্ম কর্তব্য কি, ভদ্রক ভূতপূর্ব কাগ্রেসীর উপরোক্ত অভিসত্ব হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আটলান্টিকের সংগ্রাম

নেপোলিয়নের নৌ-সংগ্রামের পরিকল্পনা বেনন বাথ হইয়া দিয়াছিল, হিটলারের ব্যাপারেও অনেকাংশে তাহাই হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক বক্তৃতায় হিটলার ঘোষণা করিয়াছিলেন,— "মার্চ ও এপ্রিল মাসে এমন লক্ষ্যবিশিষ্ট সংগ্রাম আরম্ভ হইবে—যাহা ব্যক্তি পক্ষপাত করলও করে নাই।" কিন্তু এই ঘোষণার পর কার্যকরীকরণ যে দিগন্ত পাওয়া বাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ হয়—হিটলারের উপরোক্ত ঘোষণা

'কল্যাণের নবু জিয়ার' মতই হইয়াছে। ২২ মার্চ তারিখে যে সত্বেই মনে হয়, উক্ত সত্বেই বিজয়যুদ্ধে জাতিসংঘের পরিমাণ ১৪১,০০০ টন পাঁড়ার। কিন্তু ইহার পর হইতে কতিপয় পরিমাণ জাহাজে কল্যাণ : ৯ই মার্চ তারিখে ৯৮,০০০ টন ও ১৬ই মার্চ তারিখে ৭১,৭৭৩ টন জাহাজে জাহাজ নিরক্ষিত হয়। যুদ্ধের সমগ্র সময় ক্যালিফোর্নিয়া গড়ে যে পরিমাণ কতি হইয়াছে, এই সংখ্যা তাহা হইতে মাত্র ১০,০০০ টন বেশী। যুদ্ধ-পারামি বিমান, আটলান্টিক, চ্যান্সেল ও নবজের উপকূল পাঁটির সুবিধা এবং অগ্নি অধিকৃত ইটালোর অন্যান্য দেশে তকের সুযোগবিধা থাকা সত্ত্বেও, আলোচ্য তিন সত্বেই হিটলারের নৌ-বাহিনী যে সাক্ষ্য কর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কতিপয় নৌ-বহর তাহালাকে অনেক বেশী পরিমাণে সাক্ষ্য কর্তন করিয়াছিল। তারপর আলোচ্য তিন সত্বেই যেহেতু বৃটেনের মোট ৩১৮,০০০ টনের জাহাজ নিরক্ষিত হইয়াছে, সেখানে প'চ সত্বেই সর্বের মধ্যে চক্র-পক্ষিও ৩০০,০০ টনের জাহাজ মাত্র গিয়াছে। উত্তর পক্ষের বাণিজ্য-জাহাজের সংখ্যা বিবেচনা করিয়া হিসাব করিলে চক্রপক্ষি এই কতিপয় চারওণ বেশী মনে করিতে চাইবে এবং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, জাহাজ নিরক্ষনের যে অভিযান বিজয়যুদ্ধের বিরুদ্ধে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে পক্ষিত হওয়ার প্রকৃতি কোন কারণ নাই।

নারায়ণপণ্ডে খাল খনন

বেঙ্গালপণ্ডে বিরাট কার্য সম্পন্ন

একটি খাল ভরাট হইয়া মেঘনা নদীর সহিত তাহার যোগাযোগ দ্রুত হওয়ার চাকা জেলার অন্তর্গত হারপুন্ডা পানির অন্তর্গত বোকা পূর্ণ-দোহননগরের পূর্ব দিকের প্রায় ১,০০০ বিঘা আবাদী ভূমিতে বহুকাল হইতে জল জমিয়া ছিল।

এই সংবাদ নারায়ণপণ্ডের সার্কেন অফিসারের গোচরে আসা হইলে তিনি এই কার্যের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়া উঠেন এবং অমির মালিকদের সহিত দেখা করিয়া উহার স্বয়ং ভ্রাণ করিতে প্ররোচিত করেন এবং বেঙ্গাল-প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করেন। হারপুন্ডা খানা-পানী সংগঠন সমিতির তত্ত্বাবধানে এই কাজ শুরু করা হয়। এই খালের কাজ সম্প্রতি শেষ হইয়াছে এবং উহার সৈধ্য এক মাইলের চারিভাগের তিন ভাগ। উক্ত খাল প্রবে ও পতীরতর ব্যাক্রমে ১০ ও ১২ ফিট। বেঙ্গালপ্রদেশে প্রবে যে কাজ সম্পাদিত হইয়াছে তাহার আনুমানিক মূল্য ১,৩০০ টাকা বলিয়া ধরা করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই উপলক্ষে স্থানীয় লোক প্রায় ২,০০০ টাকার ব্যয় ভ্রাণ করিয়াছে—এতদ্ব্যতীত কতিপয় মূল্য ও হইয়াছে। নিজেদের মধ্যে বীমাংসা করিয়া উক্ত অবি তাহার হাড়িয়া দিয়াছে।

প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, উত্তর আফ্রিকার বৃটিশ সৈন্য-দলের উন্নয়নযোগ্য অর্থ এবং ইটালীর শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি-সংস্মরণ এই খালকে নির্মাণ বর্ধি নামে অভিহিত করা হইবে। এতদ্ব্যতীত এই যুদ্ধে একজন বীর ভারতীয় সৈন্য বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধ জয়কে অন্যায়ের উপর দায়ের ভরের প্রতীক বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে।

বাঙলা সরকারের কমিউনিকেশ্যান এও ডার্কন্স বিভাগের সেক্রেটারী মি: কে. ডি. মোক্কে, আই-সি-এস, দুই লাইনছেন বিহার, বেঙ্গালপাণ্ডা পাকিস্তান, তেলুগু ও স্থানীয় সার্বভাসন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী মি: জি. সি. সেন কমিউনিকেশ্যান ও ডার্কন্স বিভাগের সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিবেন।

লণ্ডনের আধুনিক জীবন যাত্রা

ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় রাত্রি বাপন

[প্রত্যক্ষকারীর পত্র]

বিলাত হইতে একজন ইংরেজ উদ্ভাবনা ভাস্কর্যের
জীৱন আঁচরিতে বসেন। একটি চিঠি লিখিয়াছেন।
নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলেও ইহা হইতে লণ্ডনের
বর্তমান অবস্থা, বিশেষতঃ ইংরেজ আর্থিক অবস্থার
ও বানী এলিজাবেথের রাজত্ব ও জনসাধারণের জ্ঞান
অবস্থা সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যাইবে, ইহা যেন
করিয়া এই বহিঃলিপি আঁচরিতে বসেন। অনুমতি অনুসারে
পত্রটি মুদ্রিত হইল :-

লন্ডন-পূর্ব লণ্ডনের কোনও এক স্থান,

সোমবার, ২১শে ফেব্রুয়ারী।

এ সপ্তাহের বিশেষ ঘটনা—রানী আবারও জীবিত
এসেছিলেন। কলিন আগে কে একজন এখানে এসে-
ছিলেন এবং এ সকল পরিচয় ন করে সে সত্ত্বে, রানীকে
এক উজ্জ্বলিত পত্র লেখেন। কলিন রানী আবারও
সোমবার, রাতে টেলিফোন করে জানান যে পরদিনই
তিনি আবারও এখানে আসছেন। তবে তিনি আবারও
বললেন, একথা যেন প্রচার না করা হয়, কারণ বিজ্ঞান
বাহিনীর লোকেরা যে কোথায় গেল, তা জোর করে
বলা চলে না। একথা না জানিয়ে কি করে পাওয়া যাবে,
তাই জাননার বিষয় হয়ে পড়িল। বোমা বর্ষণে যে
সকল পিতামহ জীবিত বাকি হইয়াছে বিশেষভাবে
রানী তাদের সন্ধান চেষ্টা করেন, খবরটা না জানিয়ে
কি করে যে তাদের সংগ্রহ করা যাবে তাই সমস্যা।

পরদিন দুপুরের দীর্ঘায়া যাত্রা আরম্ভ হইতে, এমন
সবর রানী এসে পৌঁছলেন। হল ঘরে গলে আমরা
সকলে খাচিলার, তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করতে ছুটে
গেলার।

আজকের রানীর মধ্যে এমন একটা প্রশান্ততা ও
শান্ত ব্যক্তিত্বের এমন অকল্পিত আছে যে, তা সহজেই
লোকের প্রতি আকর্ষণ করে। শিশুদের বা দুর্গত
জনসাধারণের সন্মুখ এসে তিনি অকল্পিতভাবে বললেন
যদি যে তাতে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

আবারও উপরের ঘরগুলিতে ছোট ছোট
ছেলেদেরেরা বোমা করছিল, কেউবা পুতুলের চেয়ার
ঘরে পরিষ্কার করছে, কেউবা সাবান গায়ে বেধে ভুত,
কেউ কলচে পানির জলে শাপালাপি, গলা ছেড়ে কেউ
বা করছে গান। এমন সময়ে রানী তাদের রাজ্যে
প্রবেশ করেন। পরে তিনি বললেন, এমন চরমকার
দুশা অনেকদিন দেখেন নি। শিশু কিছ্র হুকেপট
করেন না, তবে ক'জন তাঁকে জানালে যে তাই হইতে
এই রাতের বসাবাস করবার লোক—“তোমার কিছু সাফ
করে দিতে হবে?”

এর পর রানী গেলেন ছেলেদের ঘরে। মুহূর্তের পরে
এ অকল্পিত নৃতন করে কি বস্তু তাই পড়তে চলে,
তার হস্তের তৈয়ার করতে দেখানো সবটাই বাস্তব। এই
পরিচয়নার জন্য গাচ আর কল-আলোকারের অবশ্যই
কিছু ব্যতীতি। কতগুলি ছোট ছোট খেলনার দিকে আঁচল
খেলিয়ে রানী ক্রমশঃ গাঢ়ীয়া সহকারে বললেন,—“বেশ
তো দেখতে জিবাকুলি।” ছেলেবা চোঁচির বলে উঠল,
“বোম্ব, কি যে বলে। বোম্বা কেবল চিনতে পারে না।”

এবার রানী আর একটা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে
যান। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে এক সময়ে আঁচরিতে
তিনি বলেন,—বিশেষ পর দিন এই প্রসঙ্গীয়া, গৃহীত
লোকের লুক্কায়িত বোম্বা বেড়াই যে কী কষ্টকর, তা
বলে বুঝতে পারল না।

বিশেষ আক্রমণ হইতে আতঙ্কিত আশ্রয়স্থলি আবারও
বর্তমান জীবনে এমন একটা বড় বান অধিকার করে
আছে যে, তাদের সময়ে কিছু বাক অবশ্যই হবে না।

এ অকল্পিত কারখানাগুলির নিজেদের অনেকগুলি ডাল
ডুগুই আগ্নেয় আছে, কারখানার কলচাষী ও তাদের
পরিবারবর্গ এখানে আশ্রয় করতে পারে। বোম্বার
এক কারখানাতে এত বড় একটা ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় আছে
যে, তাতে এক সপ্তাহে তিন হাজার লোক থাকতে পারে।
চতুর্দিকে তিনি আর কল মজুত হইতে আশ্রয়স্থলি মন নয়।

তবে অধিকাংশ লোকই টিউব হেলের ভূগর্ভস্থ টেনেন্ট
আশ্রয় নেয়। অনেকগুলি টেনেন্টে সাধারণের আগ্নেয়
স্থান বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্থানীয় বোম্বা (মিউ-
নিসিপ্যালিটি) দ্বারা ওদের বাসস্থান পরিচালিত হয়।
যদি যে টিউব টেনেন্টে আগ্নেয় নেই, তাই মন দিয়ে
এক সপ্তাহ রাখা চলে গিয়েছে। তার দুধারের ফুটপাথের
উপর লোকজন এসে আশ্রিতে বসে। কিন্তু আশ্রয়স্থলি
গমন বাসবার বা অন্য কোনও আশ্রয়ের বাসস্থান করা
সম্ভব নয়।

বিভিন্ন কুয়াটারীতে বাসিন্দাদের জন্য লণ্ডনের
কাউন্সিল কাউন্সিল অনেক আগ্নেয় তৈয়ার করে দিয়েছেন,
তার কিছু ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়, কিছু বা ভাঙ্গার এক ভাগ
যে—কাঠ আর বাগু নিয়ে যথসম্মত নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলো
হয়েছে। এখানকার পিতার ভূগর্ভস্থের ঘরগুলিকেও
বহুলোক আতঙ্কিত আগ্নেয় হিসাবে ব্যবহার করে।

আতঙ্কিত আগ্নেয়গুলিতে প্রবেশ করবার পর আমরা
হয় সরাসরি গিয়ে তাকে পড়ি, নহলেও মেঝের পাঠা
বিচানাতে বসে উল বুনি, আর অল্প গাচ ওজন চানাই।
অনেকে প্রায়শঃই আর বেড়িয়ে নিয়ে আসে। এরপর
এমন ঘর খেলে আসে তখন মৃত্যু পথের উদ্ভব হয়,
ইটি, কলি আর নাসিকা গাচ। কথাখাড়া, প্রায়শঃ-
কোন, বেড়িয়ে আর নাসিকাদুনি সত্ত্বে যে আতঙ্কিত
বুঝি না তা নয়, প্রায় ঘণ্টা মতের দুমোটে পারি।
কুখুখু ডাড়া ন ঘণ্টাকেই নিশ্চয় কেউ কম দুই ঘণ্টা
সাহস করবে না।

বিশেষ আক্রমণ দিনেও হয়। দিন ডাল থাকলে তো
অনেকবারই আক্রমণের সত্ত্বেওনি থেকে ওঠে। এ
সত্ত্বেও দিনের বেলায় তো প্রায় ঘোড়ই ওরা বোম্বা
কলে গেছে। তবে কতি কোনও ক্ষেত্রেই তেমন
ভয়কর হয় নি।

আমরা আবারও জায়ে প্রায় সার্বজনীন ভোজন
মুখে দিয়েছি। রোজ ৮০ থেকে ৯০ জন আবারও
এখানে খায়। এত লোকের এক সঙ্গে বাঙলা যে কি
মজার ব্যাপার, তা আর কি বলব। যাকে সের্বিট সবাই
খোঁষ মিষ্টি হাসিমুখ, যেন কোনও বিপদকেই এখা
বুকেপ করে না।

তোমাদের ধন্য মিঃ। ভালবাসা অনেক।
ইতি
তোমাদের
বোনী।

লালমণিরহাটে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নাট

সংবাদ-সংবাদ এডেটর প্রমোদ সাংবাদ

ইউনাইটেড প্রেস কর্তৃক প্রচারিত গত ১৫ এপ্রিল
তারিখের সংবাদের একটি বর্গে কতগুলি সংবাদপত্র
প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাতেও বলা হইয়াছে যে, গত
কিছুদিন যাবৎ লালমণিরহাটে সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধ মনোভাব
বর্তমানে আছে; এখানে অতিশয় পুণিল যোগায়েন
করা হইয়াছে এবং চাকা ও মোটরচালী হইতে আগ্নেয়
আক্রমণ সন্তোষজনক ব্যক্তিকে পুণিল হাঙ্গর বেগতে
টেনেন্টে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই
সকল সংবাদ সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। লালমণিরহাটে
সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধ মনোভাব বর্তমান থাকার
উদ্ভাবিত, কিন্তু পুস্তকপত্র সেতপ কোন বিরুদ্ধ ভাব
নাই। উক্ত অঞ্চলে কোন অতিশয় পুণিলও যোগায়েন
করা হয় নাই এবং উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হাঙ্গর
টেনেন্টে কোনও প্রেরণও করা হয় নাই।

বর্তমান যুগে রাশিয়ার প্রকৃত মনোভাব

রাষ্ট্রনেলিশ রক্ষার তুরসকে পরোক্ষ

সাহায্য দান

বিঃ বঃপ্রত্যক্ষকার সচিব ইয়ানিনের কথোপকথন এবং
তুরসকে রাশিয়ার আগ্নেয় দান এই উভয় পুস্তকে প্রত্যক্ষকার
বর্তমান যুগের প্রতি রাশিয়ার প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে
প্রশ্নের উত্তর হয়। রাশিয়া হইতে যেন কয়েক বৎসর
যুগ তাহার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। পরস্পরকে ধূসে
করিবার জন্য যন্ত্রাঙ্কিত রাজ্যগুলি সর্বত্রই হইতেছে।
বোম্বা বিমান ও বহু নিয়ন্ত্রণ কৃতির প্রয়োগে জনসাধারণের
উপর যে চাপ পড়িতেছে, তাহার প্রতিরোধ স্বল্প জন-
সাধারণের যেন পারিবারিক জন্ম প্রবল আগ্নেয় উদ্ভাবিত
হইবে। জনসাধারণের এইকম আগ্নেয় হইতেই বসন্তিক
বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাশিয়া কিন্তু বর্তমানে
যুগে লিপ্ত হইতে চাহে না। তাই যুগের শেষে
যুগান্তর দেশগুলিকে রাশিয়া নিজ ইচ্ছামত সত্ত্বে সহ-
যোগিতা করিতে বাধ্য করিতে পারিবে।

রাশিয়ার এই কথন্য সত্তা হইয়া উঠিতে হইবে
মুঠটি জিনিষের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যুগে লিপ্ত পক্ষদের
কোনটিই অধিন্যত অবস্থায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।
দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া এই যুগে লিপ্ত হইবে না। বর্তমান
যুগে লিপ্ত না হইয়া যুগে দীর্ঘায়িতা পাকিবে যে রাশিয়ার
সকল কুটনৈতিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য, ইহা বিস্ময়কর।
তদুপর প্রাচ্যের অবস্থা লক্ষ্যে বর্তমান সময়ে নিশ্চিত বাক্য
চলে। রাশিয়ার পক্ষে সম্রাট মাংসুরোকা যত্নে
গিরাছিলেন। রাশিয়ার বহুতর বসলে জাপান জয়কে
বিশেষ কিছু নিবার জাপান দেব নাই। তবে সত্তাই যদি
জাপান সন্ধিপাতিমুখী অভিযানে অগ্রসর হয় (তাহা
জাপানের সামরিক কাছাকাছি দেখিয়া এইকমই যেন
হইতেছে) তবে রাশিয়াকে ঠাণ্ডা রাশিয়ার জন্য তাহাকে
জাপানের অনেক কিছু ছাড়া দান করিতে হইবে।
তাহা সত্ত্বে রাশিয়ার আতঙ্কিত লক্ষ্যে নিশ্চিত হইয়া
চলিবে না।

পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার অবস্থা যে যুগ সত্ত্বেও
তাহা সত্ত্বেও বুঝা যাইবে। বসন্তিক হইতে রাশিয়ার
প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রনেলিশ
প্রবালী বিপদ। রাশিয়া যিহে আতঙ্কিতের দ্বারা সত্ত্বেই
আক্রান্ত হইতে পারে রাশিয়া যিহে সে আতঙ্কিতের প্রকাশ্যে
বাধ্য দান করিতে সাহস করিবে না। তবে তুরস যদি
রাষ্ট্রনেলিশ রক্ষার অগ্রসর হয়, তবে রাশিয়া অত্যন্ত
আতঙ্কিত হইবে। রাশিয়া তুরসকে সচিব সম্প্রতি যে
চুক্তি করিয়াছে, তাহাতে রাশিয়ার এই মনোভাবই সূচিত
হইতেছে।

আমেরিকার ধর্মবাহিনীতে রুটেমে সাহায্য প্রেরণ ?

যুক্তরাষ্ট্রের “কমন্স” যোগে লাল সংবাদ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্ষরিত সংবাদের দ্বারা এই যে, রাষ্ট্র-
বিভাগের পুণম কল্যাণ (সেক্রেটারী) কলিন অল্প
আমেরিকা হইতে “কমন্স” যোগে প্রেরিত লাল প্রেরণের
পক্ষপাতী। তিনি বলে করেন যে, আমেরিকান যুগ তাহাজের
পাঠ্যকার প্রেরণে যুগের সত্ত্বেও সত্ত্বেও পাঠ্য উচিত।
তিনি আমেরিকান কল্যাণীনের আমেরিকান যুগ তাহাজকে
কমন্স বাক্যে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহেন পলি প্রেরণকে
আর যুগ তাহাজ হাঙ্গর কলিয়ার বিরোধী—একিঞ্চিৎ
বক্তার হইয়া বিপদ।

সাহায্য প্রেরণে নিয়ন্ত্রণ হইয়াছে তাহাজ ও পাঠ্য চিহ্নিত।
লক্ষের মৃত্যু লালমণিরহাটে যাত্র প্রবল ব্যক্তি সত্ত্বেও
এককালীন বিশেষ দান হিসাবে ১০,০০০ টাকা মত
করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে আদর্শ পল্লী স্থাপন

চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার কর্তৃক পরিদর্শন

চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মি: ডি. এম. মল্লিক মহোদয় চাকরি সমাপ্তিবার্ষিকীতে চট্টগ্রাম মহকুমার 'অদ্বৈত' পল্লী স্থাপনের অধীন নদীতটস্থ আদর্শ পল্লী স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন। কাজে দুই মাস পূর্বে এই আদর্শ পল্লী স্থাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ইটনিয়নের প্রেসিডেন্ট মৈয়দাদ আলমের হাট চৌধুরী পরিচালনার প্রায়ের অধিদায়িত্ব বিদেশ উন্নয়নোপায়ী কার্য সম্পাদন করিয়াছে। প্রায়ের প্রত্যেক স্থান হইতে কচুড়ীপানা পরিচালনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তৎপন্ন শাক, তিসি, ডোবা, ডাকাট, যেচড়াপ্রাপ্যে পূর্বে দুই মাইল দূর হইতে পল্লী স্থাপন এবং প্রেসিডেন্টের অনুপ্রেরণায় একটি মৈয়দাদ আলম স্থাপিত হইয়াছে। দুইজন ডাকার সহযোগে চীন দিল্লী গ্রামস্থানিককে সেবিয়া বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কতকগুলি বাড়ীর সংস্কার সাধন করিয়া প্রচুর আদ্য-বাস্তব চলাচলের নিবিড় জালমা তৈরী করা হইয়াছে। খিব করা হইয়াছে যে, মহিলাদের জন্য একটি সন্থি স্থাপন করা হইবে এবং আশা করা যাইতেছে যে, বেগম আলমের হাট প্রায় তাহার সাহায্য ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন।

কমিশনার মহোদয় উপরোক্ত কার্যাদি পরীক্ষণ করিয়া বিশেষ প্রীতি হইল এবং আশা করেন যে, লম উৎসাহ ও উদ্যোগ সাহায্যে এই কার্য পরিচালিত হইবে।

আমেরিকার আদর্শ ও গুণের কার্য

আদর্শীতে ব্রিটিশ আদর্শের গতিবিধির সংবাদ প্রেরণ

গত ২২শে এপ্রিল আমেরিকার পুলিশ পল ফেল নামে আমেরিকার একজন বাসিন্দাকে আদর্শীর পক্ষে গোয়েন্দা-নিবন্ধি করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। বিচারে প্রচার হইয়াছে। আমেরিকান পল্লী উপকূলে আকর্ষণ পদ্ধতিগণের বিভিন্ন আদর্শ হইতে আমেরিকার গুণের পুলিশ আরও বহু গুণের ও কতিপয়কারীকে প্রেরণ করিতে পারিবে বলা আশা করা হয়। ফেল আমেরিকার সাপ্তাহিক আদর্শের অর্জন করিয়াছেন। ব্রিটিশ আদর্শের গতিবিধি সম্পর্কে আদর্শীতে সে নিবন্ধিত সংবাদ পাঠাইত বলা আশা করা হয়।

ভারতবর্ষে মুকোস উৎসব

মুর্খতা প্রতিষ্ঠানের নব উদ্যম

ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে ভরল মুকোস প্রস্তুত করা যত্ন কি না, বর্তমানে একটি চিনির কারখানায় তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর-জেনারেল ইচ্ছাশ্রম প্রস্তুত মুকোসের নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সামান্য কিছু বয়সী গাফা হইয়া এই নমুনাগুলিকে সন্তোষজনক বলা চলে। বর্তমানে এই বয়সী লব করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বায়ু সার্জিক্স বায়ুমৌল্যেতন ঘোষ, বি. সি. এন্ড. স্পেশীভ
(Director, Debt Conciliation, Western Circle)

বজ্রীয় মহাজন আইন

২৭শে জামাইরী "বাঙলার কথা" দেখুন।

৪৭-মালিশী বোর্ডের কার্যে এই পুস্তক ব্যবহার করা করিলে অনেক প্রকারের ভুল হইয়া কাজে যে-আইনী ও বাস্তব হইবে। বহুলা কাগজে বীজ্যে ১০০ পৃষ্ঠার বহির মূল্য মাত্র এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান: শ্রীমতীজুম্মার ঘোষ,

১৯২ অশ্বিনী নত বোড, বাঙ্গালি, কলিকাতা।

বাঙলার সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

দুই সপ্তাহের বিবরণী

গত ৮ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় প্রেসিডেন্টী বিভাগে মোট ১,৫৮০ জন ব্যক্তি কলেরার আক্রান্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে হাওড়ায় ১০০ জন, ২৪-পরগণায় ২৩২ জন, বঙ্গোড়রে ১০৪ জন, কলিকাতায় ২৬৬ জন, বাবরগড়ে ২২২ জন এবং চট্টগ্রামে ১৬২ জন উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। উক্ত সময় মোট ৬৪৩ জন লোক কলেরার প্রাণত্যাগ করে; তন্মধ্যে কলিকাতায় ১১৯ জন, বাবরগড়ে ১২০ জন, চট্টগ্রামে ১০৪ জন এবং ২৪-পরগণায় ৯৮ জন বৃত্তান্তে পড়িত হয়। মোট ৭৩৪ জন লোক বসন্তে আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে কলিকাতায় ১১৬ জন, ঢাকায় ১৭২ জন এবং হাওড়ায় ৭৭ জন উক্ত রোগাক্রান্ত হয়। উক্ত সময় মোট ১৩৬ জন লোক বসন্তে প্রাণত্যাগ করে; তন্মধ্যে কলিকাতায় ২৮৫ জন এবং ঢাকায় ৫১ জন লোক বৃত্তান্তে পড়িত হয়। দাখিলি: ৭৭ জন লোক ইনফ্লুয়েন্সার আক্রান্ত হয়। কলিকাতায় এবং দাখিলি: সমস্ত ইতস্তত: মেনিঙাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রুণ রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোনো বিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

গত ১৫ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় বাঙলাদেশে মোট ২,৫৩৬ জন লোক কলেরার আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে বাবরগড়ে ৫০৫ জন, কলিকাতায় ৪৭৪ জন, বর্তমানে ১২৫ জন, ২৪-পরগণায় ২৬৫ জন, বঙ্গোড়রে ১১৩ জন, চট্টগ্রামে ২৫৬ জন ও হাওড়ায় ১৩০ জন রোগাক্রান্ত হয়।

উক্ত সময়েরই মোট ৯৭২ জন লোক বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে বর্তমানে ১০৭ জন, কলিকাতায় ৪৬৪ জন, ঢাকায় ১১৪ জন ও ২৪-পরগণায় ১০৪ জন লোক রোগাক্রান্ত হয়।

দাখিলি: ৬১ জন লোক ইনফ্লুয়েন্সার আক্রান্ত হয়। বর্তমান সময় ও কলিকাতায় ইতস্তত: মেনিঙাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রুণ রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বাঙলা সরকার নৃশিপ-সাম্রাজ্য কুষ্ঠ-নিবারণী সন্থিতির বজ্রীয় পাঠ্য ১৯৪০-৪১ সময়ের জন্য ১০,০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। সন্থিতি এই অর্থ দ্বারা কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবে এবং কুষ্ঠরোগ নিবারণ ব্যাপারে প্রচার-কায পরিচালনা করিবে। সন্থিতি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও বাঙলা সেনের অন্যান্য সরকার-পরিচালিত মেডিক্যাল স্কুলের উপরে প্রাপের ডাক্তারের মধ্যে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে বক্তৃতা ও বিতরণ করিবে।

হগলী জেলায় পল্লী-সংগঠন কার্য

হানিরাখালী থানার উন্নয়নোপায়ী প্রসতি

গত ফেলুয়ারী মাসে হগলী জেলার অন্তর্গত হানিরাখালী থানার নিম্নলিখিত পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে:—

(১) পাণ্ডুরা থানার অন্তর্গত পাঁচগোলা নামক গ্রামে একটি পল্লী প্রাঙ্গণ স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাণ্ডুরা ও হানিরাখালী থানার অন্তর্গত কতকগুলি হাজা-বন্দা পুষ্করিণীর পঙ্কজকার করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২) হানিরাখালী থানার অন্তর্গত দিল্লীর নামক গ্রামে এক মাইল দূর ও পাঁচ কিট প্রুবে একটি পল্লী পথের সংস্কার সাধন এবং দল বিধা জমির উপরকার অজল যেচড়াপ্রাপ্যে পূর্বে পরিচালনা করা হইয়াছে। দানবড়া এসোসিয়েশন কর্তৃক দানবড়া ইউনিয়নে একটি "প্রুই পল্লী" প্রতিবেশিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং দানবড়া ইউনিয়ন বোর্ডের ডাইন্স প্রেসিডেন্ট বাবু পতিত-পাথর বিশাস, জমিদার একটি রোপা নির্মিত কাপ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। স্থানীয় এসোসিয়েশন ঘোষণা করে যে, দিল্লীর গ্রাম ইউনিয়নের মধ্যে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ করিয়াছে এবং উক্ত গ্রামই কাপ পাওয়ার উপযুক্ত। এক মাসের মধ্যেই একটি পুষ্করিণী বিতরণী উৎসবের আয়োজন করা হইবে এবং আশা করা যাইতেছে যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত সভার সভাপতিত্ব করিবেন এবং পুষ্করিণী বিতরণ করিবেন।

(৩) হানিরাখালী থানার অন্তর্গত কলিকল, কোচালপুর, গোপালপুর ও কাঠালগোবিন্দা এবং পাণ্ডুরা থানার অন্তর্গত চোরাগোবী ও দানপুরের পল্লী-উন্নয়ন পাঠ্যসমূহ বহু পুষ্করিণী হইতে কচুড়ীপানা লুণ্ঠিত ও ধূস করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহার ১২ বিঘা জমির উপরকার অজল শাক এবং কতকগুলি পল্লীপথের সংস্কার সাধন করিয়াছে।

(৪) পাণ্ডুরা থানার অন্তর্গত চারলদাশপুর ইউনিয়নের অধীন দানপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ডিসেনসারীর জন্য একটি নতুন ভবন নির্মিত হইতেছে।

ঢাকার দাক্ষার ফলে ফৌজদারী মামলা

বিশেষ ভাবে নিযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করিবেন

গতপর্বেই খিব করিয়াছেন যে, ঢাকার দাক্ষার ফলে যে সকল ফৌজদারী মামলার উত্তর হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত একজন ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার করিবেন এবং এই বিচার কার্য দত্ত দত্ত সন্তক-সহায্য করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বাবরগড়ে অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মি: আব, এস, টি, জন, আট-সি-এস ঢাকার বিশেষ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।



আত্মিকার উপায়ে বৃত্তিদের হাতে বন্দী তিনজন ইটালীর অফিসার। তাহাপাশে
সহায়দে বঙ্গবাহিনীর বন্দীরা দাঁড় করিয়াছেন—সেফর-জেনারেল হাবোলা জা-ইনি।

বলকান অঞ্চলে যুদ্ধের অনলশিখা বিস্তৃত

গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়ার নাৎসী আক্রমণ

বিশ্ব সংবাদ "বাঙালীর কথা" ইটালির দুটি পূর্ব সর্ব পর্ব যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল। অতঃপর যুদ্ধের ব্যাপারে অনেক নতুন পরিবর্তনের সূচী হইয়াছে। উল্লেখ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ইহা যে জার্মানী একযোগে গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করিয়াছে। আফ্রিকার রণাঙ্গণে ও সিবিরিতে জার্মান-রাষ্ট্রীয় কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। আফ্রিকার রাতরাণী আফ্রিকা-আবাবায় বৃটিশ সৈন্যসমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে। আরও পূর্ব কয়দিনের যুদ্ধ-সম্পর্কিত বিশেষ সংবাদগুলি নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

যুদ্ধে ইটালীর বিরাট ক্ষতি

১. গতকাল এক হিসাব প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, আফ্রিকা এবং এলবেনিয়ায় আড়াই লক্ষের উপর ইটালীয় সৈন্য নিহত, আহত অথবা বন্দী হইয়াছে। বিনিময়ে ১ লক্ষ ৪০ হাজার, ইবিট্রিয়ার ও আফ্রিকার ২০ হাজার এবং ইটালীয়ান সোমালিল্যান্ডে ৩০ হাজার ইটালীয়ান সৈন্য বন্দী হইয়াছে। এলবেনিয়ায় ২০ হাজার সৈন্য বন্দী, ২০ হাজার সৈন্য নিহত এবং ৫২ হাজার সৈন্য আহত হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন রণাঙ্গণে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৬০৪ জন নিহত এবং ২,৩৬২ জন আহত হয়।

আফ্রিকা-আবাবায় বৃটিশ বাহিনীর প্রবেশ

২. সার্বভৌম ইয়াহায়ে প্রকাশ—৫ই এপ্রিল সন্ধ্যায় অগ্রগামী বৃটিশ সৈন্যসমূহ আফ্রিকা-আবাবায় প্রবেশ করে। রাজপ্রতিনিধি এবং সরকারী পূর্ববর্তী নগর ভাগ করিয়া ছিলেন। ১লা এপ্রিল তারিখে যে বাহিনী প্রেরিত হয়, তাহার ফলে ইটালীয়ান পূর্ব-আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধির হস্ত হিসাবে এক বাহিনী ৩রা এপ্রিল বিকালে বৃটিশ বিনিময়ে আসিয়া পৌঁছেন। তখন তাহার নিকট কতকগুলি সশস্ত্র বাহিনী বলা হয়। আফ্রিকা-আবাবায় চারিপার্শ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বেসামরিক নগরবাসী নিশ্চিন্ততা বন্ধ করিয়া এই সকল সশস্ত্র বাহিনী বলা হইয়াছিল।

জার্মান সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি

৭ই এপ্রিল অপরাজে পশ্চিম জার্মান কর্মচারীরা বলি-রাছেন যে, জার্মান সৈন্যবাহিনী এ পর্যন্ত যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পূর্ব ২০১২৫ মাইল দূরত্বে প্রবেশ করিয়াছে।

যুগোস্লাভ সরকারের রাজধানী ত্যাগ

জার্মানীর বৈজ্ঞানিক প্রকাশ, কোন ইটালীয়ান সংবাদপত্রের গোপনীয়ভাবে সংবাদপ্রাপ্ত জানাইতেছেন, যুগোস্লাভ সরকার জেনারেল সিমোভিচ সহ বেলগ্রেডের ৬০ মাইল দক্ষিণে বানিকস ও ক্যাটাকে গিয়াছে।

বুটেনে বিমান-আক্রমণের ক্ষতি

নিম্নলিখিত বন্ধা বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বুটেনে বিমান আক্রমণের ফলে মার্চ মাসে ৪ হাজার ২৫৯ জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত এবং ৫ হাজার ৫৫৭ জন আহত হয়। বাহিনীকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল, তাহাৎকিঞ্চিৎ পেশিক পর্ষাদে কেসা হইয়াছে।

ম্যালেভিকায় একইধরনের বিপর

ইটালিয়ান কূটনীতিক সংবাদপ্রাপ্ত নিম্নলিখিত—অগ্রগামী জার্মান সৈন্যবাহিনীর ম্যালেভিকা প্রবেশের ফলে ফেরদা বাক্সে যে ব্যাসিভোমিয়ার রাজধানী হস্তচ্যুত হইয়াছে তাহা বাক্সে, পরে এই বাক্সের গ্রীক সৈন্যসমূহ বৃষ্টিতে নিহত হইয়া গিয়াছে।

গ্রীস ও পূর্ব-ম্যালেভিকায় কয়েক ডিভিশন গ্রীক সৈন্য বাহিনীর সন্ধান এবং প্রকৃতপক্ষে তাহার পরিবর্তিত হইয়াছে।

অপর জার্মান সৈন্য প্রকৃতপক্ষে যুগোস্লাভিয়ার বাক্সপ্রাপ্ত বন্দী করিয়াছে এবং পুরাতন বাহিনীর যে

প্রধান বাহিনীকে বেলগ্রেডে রাখা হইতেছে, সেই বাহিনীকে পরিবর্তিত করিবার জন্য উত্তর ও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে।

যুগোস্লাভ সৈন্যসমূহ এদিকে কমানিয়ার, হাজেরী ও অটোয়া হইতে জার্মানবাহিনীর আক্রমণে প্রকৃতপক্ষে রাখা হইতেছে এবং আর কতক সৈন্য এলবেনিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।

আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনী আরও অগ্রসর

বৃটিশ ও সাম্রাজ্যবাহিনী আফ্রিকা ও অফ্রিকা হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইতেছে। অপরটি ইটালীয়ান সৈন্যরা আফ্রিকা-আবাবায় হইতে ১৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে ডেকি নামক স্থানে সর্বোত্তম হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং বৃটিশ ও সাম্রাজ্যবাহিনী সেইদিকেই অগ্রসর হইতেছে।

আফ্রিকা-আবাবায় ৪ হাজার ৭৫০ সৈন্য বন্দী

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আফ্রিকা-আবাবায় ৫ হাজার সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। ইহা-জিগের মধ্যে ৪ হাজার ইটালীয়ান, সৈন্য ১ হাজার

সৈন্য। ইটালীয় বৃটিশ সৈন্যসমূহ আরও ১ হাজার ৪৫০ জন ইটালীয়ান এবং ২ পদ সৈন্য সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। আত্মরক্ষা বৃষ্টি অফ্রিকার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ১৮ জন বেলগ্রেড চাকর ৮ পদ ইটালীয়ানকে বন্দী করে।

বেনগাজী হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত

বেনগাজীর পূর্ব দিকে হইতে বৃটিশ সৈন্যসমূহ উল্লেখ্য কাফ্রিকা-আবাবায় পক্ষে অফ্রিকার অনুকূল স্থানে আসিয়া সর্বোত্তম হইয়াছে। সরকারী ইয়াহায়ে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে—“পূর্ব কয়েকদিনের মধ্যে আফ্রিকার পশ্চিমপশ্চিম কালে পূর্ব পক্ষের বহু সৈন্য হস্তচ্যুত হইয়াছে। কয়েকজন বন্দী আফ্রিকার হস্তচ্যুত হইয়াছে।

ফ্রোন্টিয়ার “আবাবায়”

জার্মানীর সরকারী সংবাদ সর্বোত্তম একেদলী বিনিময়ে-ফ্রেন্স, জার্মানী কতক জার্মান অফ্রিকার পর যুগো-স্লাভিয়ার ফ্রোন্টিয়ার প্রবেশ “আবাবায়” বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। যেতার মধ্যে এই মধ্যে এক বিবৃতি পঠিত হইয়াছে। জার্মানী নামক একজন ফ্রোন্টিয়ার সৈন্যপতি বিবৃতি পাঠ করেন। তিনি সরকারী কর্মচারী সৈন্য-বাহিনীর অভিনয় ও সর্বোত্তম অফ্রিকার দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে।

যুগোস্লাভ সৈন্যদের পশ্চিমপশ্চিম

তিনি সংবাদ সর্বোত্তম একেদলী বুজাপেত হইতে এই মধ্যে সংবাদ পাইয়াছে যে, যুগোস্লাভ জার্মানীর উত্তর সীমান্ত পরিভাগ করিয়াছে। বিবৃতি অনুসারে বিবৃতি বলা পঠিত হইয়াছে। কেউকিঞ্চিৎ বিবৃতি বেলগ্রেডে লাইন ডিগুটি হইয়াছে। জার্মান সৈন্যরা এখন এই পরিভাগ অফ্রিকা অফ্রিকা করিতেছে ও বেল-পক্ষে যোগাযোগ পূর্ব প্রতিক্রিয়া করিতেছে।

[৮ম পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা]



পোস্ট অফিস থেকে এখন আপনাকে বেশী পূর্ণ উপায় বরাদ্দ এখন এক চমৎকার সুযোগ দেখা হচ্ছে যা এর আগে কোন দিন ছিল না। দুই বা ততোধিক টাকা দিয়ে আপনাকে প্রথমে একটি ডিফেন্স সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলতে হবে। সাধারণ পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ অ্যাক্সেস সর্বোচ্চ নিয়মেই এর কাজ হবে এবং একজনকে নামে সর্বাধিক তথ্য নেওয়া হবে ১০,০০০ টাকা। নিকটস্থ পোস্ট অফিস গিয়ে এর সবচেয়ে বিস্তৃত বিবরণ ভেদে আসুন। এ বরাদ্দের সুবিধা আর আপনি নাও পেতে পারেন।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে এর গল্প করুন

পোস্ট অফিস ডিফেন্স
সেভিংস ব্যাঙ্ক

টাকা রাখুন

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

মহীলা ও যশোর জেলার প্রচেষ্টা

মহীলা ও যশোর জেলায় বিগত বড়োয়ার ও ডিসেম্বর মাসে পল্লী-উন্নয়নের যে কার্য হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

মহীলা জেলায় পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি ও যশোর-বিজ্ঞান-নিবারণী সমিতিগুলি অত্যন্ত পরিচালিত, রাজ্য নিয়ন্ত্রণ, কুটনাইন নিয়ন্ত্রণ ও জেলার কোন কোন অঞ্চলে সেখানে বলা জন্মের তথ্যের কেরোসিন তৈরি প্রচেষ্টার কাজ চালান করিয়াছে। কাশাঘাট মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ কচুরীপালা পরিচালিত করিয়াছেন। কুটনাইন মহকুমার নিম্নলিখিত জেলা সারসংক্ষেপে বড় বিজ্ঞান জমির কচুরীপালা প্রচেষ্টাপ্রণালিতে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামবাসীগণ জাতীয়তাবাদী নীতি নীতি এলাকার খাল ও ডোবা হইতে কচুরীপালা পুস কাঠে সংযোগিতা করিয়াছে। সমস্ত মহকুমার সমস্ত পানীয় জলীয় কলিগণ বহুজাতিকের নিকা ও অন্যান্য পল্লী-উন্নয়নের কাজ তৎপরভাবে সচিব করিয়াছে। কুটনাইন মহকুমার হাতিগাও-হাতিগাও ইউনিয়ন বোর্ডে স্থানীয় লোকের প্রচেষ্টায় একটি ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য-চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। কাশাঘাট মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে সামান্যতর ইন্সপেক্টরগণ ও ইউনিয়ন বোর্ডের স্থানীয় ডাক্তারগণ সমস্ত বড় ঔষধের ব্যবস্থা করার কলমে মহানগরীর প্রকাশ্য হাঙ্গ পাউয়াছে।

যশোর জেলায় সমস্ত অত্যন্ত পরিচালিত, রাজ্য সঞ্চালন ও বহুজাতিকের নিকা-পরিচালনা কার্যে পরিণত করিয়া চেষ্টা হইয়াছে। কচুরীপালা পুস কচুরীপালা ব্যাপক কার্যে আরম্ভ হইয়াছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই এই জেলা হইতে কচুরীপালায় নিম্নলিখিত সমস্ত বড় হইবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটি বাকের কচুরীপালা পরিচালিত কার্যে গ্রামবাসীদের সচিব নিজেও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং নড়াইল মহকুমার পল্লী-উন্নয়ন কর্মসূচির সমস্ত পল্লী-সংস্থার সমস্ত বড় প্রকাশ করেন। নড়াইল মহকুমার আশে পশ্চিম পল্লী-সংস্থার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই জেলায় জন-সেবা সমস্ত ভাল কাজ করিতেছে। জেলায় মহকুমার পল্লী ইউনিয়ন বোর্ডে শুধু বহুজাতিক প্রবেশ একটি নতুন রাজ্য প্রকাশ্য করা হইয়াছে।

বর্ডমান, জগলী ও হাওড়া জেলা

বর্ডমান, জগলী এবং হাওড়া হইতে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গত বড়োয়ার ও ডিসেম্বর মাসে তথ্যের বেশ কাজ হইয়াছে। উহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, জনসাধারণ স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতায় বাহিরের কোন সাহায্য ব্যতিরেকে এতটা সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছে।

বর্ডমান জেলায় পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি, জল, কচুরী-পালা ও বর্ডমান পরিচালিত, ডোবা ও মালা ডায়াট, পুকুর ও মালা ঘাটের সংস্থার কাজ করিয়াছে, কচুরীপালা পল্লী-উন্নয়ন সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে।

দুইটি পল্লী-উন্নয়ন নিকা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। তথ্যের সংখ্যক কলিক পল্লী সংগঠন সম্পর্কে নিকা কেন্দ্র হইয়াছে। অনেকগুলি পুকুরের কচুরীপালা পরিচালিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্য ঘাটের সংস্থার এবং বন-জল পরিচালিত কার্যে ব্যাপকভাবে কাজ হইয়াছে। পুকুরের জলে কেরোসিন তৈরি চালিয়া এবং কুটনাইন বিতরণ পুষ্ক বাল্যের প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গতের একটি কৃষি কর্ম খোলা হইয়াছে। সমস্ত মহকুমার কোন কোন স্থানে উৎকৃষ্ট বীজ বণ্টনের সাহায্যে প্রচেষ্টার চালাইয়া লোককে উৎসাহিত করিয়া চেষ্টা হইয়াছে। ওলাসি নরক স্থানে বীজ-বোঝা পালনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আশানন্দন এবং কাচোয়া মহকুমার দুইটি মৈত্রি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

জগলীর পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি নিজ নিজ এলাকায় পল্লী-সংগঠনের কাজে অংশগ্রহণ করিয়াছে। গোপেন-মালপাড়া এবং শ্রীপুর-মালপাড়া সমিতিগুলি স্থানীয় রাজ্য-স্থানীয় সংস্থার সাহায্য করিয়াছে। জিগুই, গোপেন-মালপাড়া এবং মালপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মহানন্দ এবং সোমরা ইউনিয়ন বোর্ডে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। পাটের পরিবারে দাতব্যক অন্য়ান্য নিকা পল্লী-উন্নয়নের জন্য কৃষকগণকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। জেলা ইন্সপেক্টর জুল স্পোর্টস এসোসিয়েশন প্রতিযোগিতামূলক খেলা খেলার আয়োজন করিয়া-ছিলেন। স্থানীয় অধিনায়ীদের চেষ্টায় হারবার্ভারী খেলায় নারীর উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। সমস্ত মহকুমার আরও কেরোসিন এলাকা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। পল্লী পাঠাগারগুলি জনসাধারণের নিকট অধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

হাওড়া জেলায় সমস্ত সমস্ত মহকুমার বহুজাতিক, জগতবস্ত্রপুর, বাজুলায় পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছে। উক্ত সমিতিগুলি ম্যাজিস্ট্রেট-স্বপ্নীভিত অঞ্চলে কুটনাইন এবং সিদ্ধান্ত বিতরণ এবং বড় সাধারণ পুষ্কবী পরিচালিত করিয়াছে। সমস্ত মহকুমার একটি বিজ্ঞান অংশ হইতে আগাড়া ইউনিয়ন পরিচালিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একাধারে স্থানীয় জমিদারগণের সহযোগিতায় পাওয়া গিয়াছে। নিম্ন বিজ্ঞানের ডিরেক্টর বাহাদুর কচুরীপালা প্রস্তুত নৈমিত্তিক পরিচালনা স্থানীয় বড় বেকার যুবককে মৌলিক পরিচালিত কাজ শিক্ষা দিয়াছে। এ-মহকুমার জনসাধারণকে নিকা পল্লী-উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে বড় স্থানে রাজ্য বেকার এবং কচুরীপালা পুস করা হইতেছে এবং আশা করা যায়, পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি আরও ব্যাপকভাবে কার্যাবলী করিবে। বিজ্ঞান পানীয় জল সরবরাহের পরিচালনা কার্যকরী করা হইতেছে। এ-মহকুমার কোন কোন চাষীকে ভাল গোল আলু ও চক বেড়ালের বীজ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আন্তরিক কোন কোন চাষীকে বৈজ্ঞানিক উপায় প্রস্তুত মান দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যের একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী খোলার আয়োজন চলিতেছে। মৈত্রি বিদ্যালয় ও পাঠাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নকর চৌকিদারগণকে মৈত্রি বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাও সে আদেশ পালন করিতেছে। উল্লেখ্য একটি বাহাদুরগাও ও তুইয়ে রায় একটি গ্রাম হাল সংস্থাপিত হইয়াছে।

চাঁকপুর (ত্রিপুরা)

গত ৮ই মার্চ চাঁকপুর বিভাগের কমিশনার মি: ও.এ.এ. মার্টিন চাঁকপুরের মহকুমা হাটের সভাপতিত্বাধীনে চাঁকপুর মহকুমার অংশ ও জগলী ইউনিয়নের অধীন বসীউজ্জামান-পুর নামক একটি আশ্রয় পল্লী পরিচালিত করেন। এই আশ্রয় পল্লী দুই মাস পূর্বে স্থাপন করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আব্দুর রহীম চৌধুরীর অধীনে পরিচালিত হইয়া গ্রামের অববাসিনগ

উন্নয়নের কাজ সম্পাদন করিয়াছে। গ্রামের প্রত্যেকটি কোন হইতে কচুরীপালা পরিচালিত করা হইয়াছে, জল সাক করা হইয়াছে, তিনটি ডোবা ডায়াট করা হইয়াছে, দুই মাইল দীর্ঘ চরটি রাজ্য ব্রিঞ্চ করা হইয়াছে, যেহেতু-প্রচেষ্টায় প্রবেশ দুইটি মৈত্রিবিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, প্রেসিডেন্টের প্রেরণায় দুইজন ডাক্তার সঙ্গীতে তিনবার করিয়া গ্রামবাসীগণকে সেবিয়া বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতেছে, কচুরীপালা পুসের সংস্থার-সাধন এবং আলো-চাঁক চলাচলের নিমিত্ত তাহাতে জানালা বসানো হইয়াছে। কিং হইয়াছে যে, যেখান আব্দুর-বসীউজ্জামান কেন্দ্রে ও সাহায্য স্থানীয় মতিলালগের জন্য একটি মহিলা-সমিতি স্থাপন করা হইবে।

এই সকল কাজ সেবিয়া কমিশনার বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আশা করেন যে অনুরূপ উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া উক্ত কাজ সমভাবে পরিচালিত হইবে।

রায়পুর (দীকুড়া)

গত ৫ মার্চ (২১শে ফাল্গুন) রায়পুর জুল গৃহ লর্ড সচিব পুস সিংহের বৃত্তা বামিনী উপলক্ষে কৃষি, শিল্প ও রাজ্য প্রদর্শনী ৫৫ অবস্থায় অনুষ্ঠান সচিব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতৎসহ জুলের জাগরণের বামিনী প্রতিক্রিয়া ও পুরস্কার বিতরণাদি বখা-বীতি সম্পন্ন হইয়াছে। বীজতুল জেলা বোর্ডের অযোগ্য চেয়ারম্যান হরিকিষোর সমস্ত মহোদয় পুস নীতি উদ্বোধন ও পুরস্কার-বিতরণী সভার পৌরহিত্য করেন। রায়পুর ও পাণ্ডুদহী গ্রামের বড় লোক প্রদর্শনীতে বড় কৃষি ও শিল্পের দ্রব্য প্রদর্শন প্রেরণ করিয়া এবং প্রদর্শনী কেন্দ্রে নিম্নলিখিত উপস্থিত, পার্কে ইত্যাক সাফল্যবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। দীর্ঘদিনের কৃষিক্ষেত্রে ইহা উৎকৃষ্ট বসিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাদের উৎসাহ বর্ডমান নরক প্রদর্শনীতে কৃষি-বিজ্ঞান কচুরীপালা প্রদর্শনী ও উৎকৃষ্ট শিল্পের দ্রব্যের জন্য প্রদর্শনী কচুরীপালা প্রদর্শনী পুরস্কার বীজতুলের তথ্যে জুল ইন্সপেক্টর মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিতরণিত হইয়াছিল। সমাগত জনগণের চিত্তবিনোদনার্থে বিদ্যালয়ের বর্ডমান ও প্রাচীন ছাত্রগণকর্তৃক অভিনয়েরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রদর্শনী ৩ দিন দায়ী হইয়াছিল।

জালের পণ্য জাগরণীয় বস্ত্র

উচ্চাভিলাষী বিনিময়তার নিষ্ঠা

জালের প্রদর্শিত অঞ্চল ও উৎকৃষ্ট কৃষিকাজগুলি প্রদর্শিত: জাগরণ অধিকৃত জালের অংশ। ১৯৪০ সালে জালের কৃষিজাত পণ্যের অধিকাংশই জাগরণী লইয়া গিয়াছে। বিট চিনির সবচেয়ে জাগরণীকে দিয়া দিতে হইয়াছিল। জাগরণী নিজ দেশের মুদ্রার এই সকল পণ্যের মূল্য দেয়। এক জাগরণ মার্কেট বিনিময় মূল্য কৃষি জাত বর্ডা করা হইয়াছে।

ইতিপূর্বে জাল এবং তাহার উপনিবেশগুলির আয়তনী ও জগলীতে যেটুকু সভ্য ছিল। কিন্তু জাল জাগরণী কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর এই সভ্যতা নষ্ট হইয়াছে। জাল এখন প্রায় কিছুই জগলী করিতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জাগরণী কর্তৃক উপনিবেশগুলি হইতে রাজস্ব, মলা, মাস, চিনি, “ডেজিটাইল” (মলা বীজ হইতে প্রস্তুত) তৈল ও অনেক প্রকৃতি বড় সামগ্রী জালে আয়তনী হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত: ইহা অধিকাংশই জাগরণীর দ্বারা এবং সরকারী মালিকানাধীন হইতেছে।

দক্ষিণ ইংল্যান্ডের কোনও জায়গায় একটি বিশুদ্ধ জার্মান বিমান। ইংল্যান্ডের নাম বাক্সে আতঙ্কিত শ্রাব্যই
একদম চম্পা চটি-খোঁচের চর।

यह-गण-दान

सरकारी ईस्तेहारे अवस्था विशेषण

[मनुष्य कल्याण विदुषः]



যশোরের নানাদিক দিয়া কর্ণচাঞ্চল্য

চুঁচুড়ার সিভিক-গার্ড প্যারেড

মোটরের বডি নির্মাণ

জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্যোগ

যশোরের নবরত্নসীতে যে সকল গ্রাম আছে, তাহার দখলদারগণের উচিত দায়িত্ব পালন করা এবং উহার প্রাচীন ধর্মের প্রতি চান্দায়া জীবিকা অর্জন করে। যশোরে তাহার তাহার ব্যবসায়ের উপযোগী আধুনিক জিলাটি পাটের পায়ে তক্তানা প্রচলিতকে সজবদ্ধ করিয়া একটি মনোরম বয়স সমিতি গঠন করিবার যথেষ্ট প্রচেষ্টা পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সমিতি প্রচলিতকে সত্য মতে সুখ্যা কিনিয়া এবং উপযুক্ত মূল্যে চাহাফের তৈরী জিলা বিক্রয় করিয়া তাহারিণকে গাছকা করিতে পারে। সমস্যা বিভাগের কর্ণচাঞ্চল্য এই সমিতি স্থাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থার নিমিত্ত কিছু দিন হইল এই সকল গ্রামে পরিদর্শন করিয়া ফিরিতেছেন। গত ১০শে মার্চ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: এম. এম. খান, আই. সি. এস. নওয়ালা নামক গ্রামে গিয়া এই উদ্দেশ্যেই তক্তানাধিপের এক বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তক্তানাধিপের মধ্যে বক্তৃতা লোকেরা ইতিমধ্যেই সমিতি যোগেই করার জন্য আবেদন পেশ করিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, বাকী নবরত্ন হইতেই উহার কাজ শুরু হইবে।

মহিলাধিপের বৃদ্ধ প্রচেষ্টা

মিসেস এম. এম. খান মহিলা বৃদ্ধ কমিটির প্রেসিডেন্ট; উক্ত কমিটি লেডি মেম্বারি হাউসটি বৃদ্ধ তক্তানাধিপের নিমিত্ত এ পর্যন্ত ১,৬০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। সভাপতির বক্তৃতা চাকিরের শ্রী মিসেস এ. আহমদ খান সংগ্রহ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

পরমা তত্ত্বাবধি

বৃদ্ধ সংগ্রহ ব্যাপারে সাধারণ চাহিদা মিটাইবার জন্য যশোরে একটি অভিনব পদ্য অবলম্বন করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে একটি পরমা তত্ত্বাবধি স্থাপন করা হইয়াছে। গাটা এপ্রিল মাস এই তত্ত্বাবধি খোলা থাকিবে এবং এই সময়ের মধ্যে জেলার ১৮ লক বাড়ীতে গিয়া জনপ্রতি একটি করিয়া পরমা চাওয়া হইবে। প্রতি গ্রামে একজন করিয়া লোককে এই চাঁদা তুলিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। যে সকল পরিবার এই সাহায্য এক পরমা দিতেও অসমর্থ, তাহারিণকে অসমর্থ চাপ দেওয়া হইবে না; কিন্তু যাহার তত্ত্বাবধানে তাহার বাস করে, সে তাহার কের প্রদান করিবে ইহা আশা করা যাইতেছে। এই তত্ত্বাবধি জিলা উদ্দেশ্য সাধন করিবে। একপক্ষে জেলার প্রত্যেক অধিবাসীকে উহা বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করিবে, অপর পক্ষে জেলা তত্ত্বাবধি এইভাবে বহু অর্থ সংগৃহীত হইবে। ১লা এপ্রিল এই তত্ত্বাবধি খোলা হইবে কিন্তু মাগড়া বক্তৃতার কোর্স একটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের এই পরি-কল্পনাটি এত ভাল লাগিয়াছে যে, তিনি তাহার ইউনিয়নের সেরা এই এপ্রিলের মধ্যেই প্রদান করিবেন বলিয়া তার প্রহণ করিয়াছেন।

সিভিক গার্ড

সিভিক গার্ডের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এক সভায় একত্রিত হইয়া বক্তৃতা হইতেই ৪৫ জন নতুন সিভিক গার্ড জারিলাভ করিয়াছে। গত ২৮শে মার্চ ১৯৬১ উপলক্ষে সিভিক গার্ডধিপের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের যে উৎসব হইয়াছিল, তাহাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। এই আকস্মিক বিপদের দিনে সুবর্ণাখণ্ড যে দেশের সেবা করিতে যত্ন করিয়াছে, তক্তানা তিনি তাহারিণকে সমাধা প্রদান করেন এবং তিনি আশা করেন যে, তাহার সৈনিক জীবনের সিদ্ধান্তখণ্ডা হানি মুখে বরণ করিা লইবে।

(২১ জনের দিল্লি ব্রতী)

সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত হইতে কমিশনারের অনুরোধ

গত ২০শে মার্চ চুঁচুড়ার ময়দানে সিভিক গার্ডধিপের একটি সাধারণ প্যারেড প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেই সময় বর্তমান বিভাগের কমিশনার মি: এস. কে. হালদার, আই. সি. এস. উক্ত প্যারেড পর্যবেক্ষণ করেন।

সকাল ৮ ঘটিকায় কমিশনার প্যারেড-ময়দানে উপস্থিত হন, তৎপরেই উক্ত স্থানে লক্ষ লক্ষ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তৎপর তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: বি. বি. দাস ওয় এবং সিভিক গার্ডের জেলা কমান্ডার মি: এস. রায় কর্তৃক অভ্যর্থিত হন। অতঃপর প্রত্যেক অভিযান বেলীতে লইয়া যাতায়া হয় এবং সেই স্থান হইতে তিনি সিভিক গার্ডধিপের অভিযান গ্রহণ করেন। পুলিশ দলের ব্যাঙ অনুষ্ঠান কালে লক্ষ লক্ষ বাজিতেছিল। ইহার পর কমিশনার সিভিক গার্ড দল পরিদর্শন করেন। অতঃপর সিভিক গার্ডদল জেলার কমান্ডার এবং সিভিক গার্ড কমান্ডার সমভিব্যাহারে অভিযান বেলী অভিমুখ করিয়া মার্চ করিয়া চলিয়া যায়। উৎসব শেষে কমিশনার সিভিক গার্ডদের উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে কি ধর্মের কাজ সিভিক গার্ডদের সম্পাদন করিতে হইবে, তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাহারিণকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া নিরাময়তরিক ও যোগ্যতা সম্পন্ন দলে পরিণত হইতে অনুরোধ করেন। ১৭৫ জন সিভিক গার্ড এই প্যারেডে যোগদান করিয়াছিল।

ভারতে কারখানাসমূহের সম্প্রসারণ

ভারতে অধিক সংখ্যার মোটরের বডি নির্মাণের ব্যাপক আরম্ভন চলিতেছে। আগামী জুন মাস হইতে একটি কারখানাকে মাসে ৫০০ বডি নির্মাণের বিষয় চিত্তা করিয়া দেখিতে বলা হইয়াছে।

আরও একটি বন্দুক-কারখানা এবং বেল নির্মাণ কারখানার বিকৃতি সাধন এবং অস্ত্র নির্মাণের একটি পুরাতন কারখানা পুনঃ দখলের বিষয় অনুমোদিত হইয়াছে।

বর্তমান হইতে কাঠের যে চাহিদা আঁসিয়াছে, উহা মিটান হইতেছে। জামিতে পালা গিয়াছে, কেন্দ্রীয় প্রথম পক্ষে সরবরাহ বিভাগ ৪০,০০,০০০ টাকার কাঠ খরিদ করিয়াছেন।

সরবরাহ বিভাগ কেন্দ্রীয় ১ম ও ২য় সল্লাহে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট হইতে বহু, নিউজিল্যান্ড হইতে বহু পরিসরবিপ্লি পত্র কাপড়, বুদ্ধ দেশ হইতে কখন এবং ডিফেন্স বিভাগের জন্য ১২,০০,০০০ গজ বনারীর কাপড়ের অর্ডার পাইয়াছেন।

প্রকাশ, ভারত সরকার ভারতীয় চটকদ সরিষাকে আরও ২৭০ লক পলে সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার দিয়াছেন। তিনিটি মাসিক ক্রিতিতে বলেগুলি সরবরাহ করিতে হইবে।



চুঁচুড়ার সিভিক-গার্ড বাহিনী। বিভাগীয় কমিশনার মি: এস. কে. হালদার আই-সি-এস, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল মহোদয়ও গার্ডদের মধ্যে উপস্থিত রহিয়াছেন।

(১ম কলনের জেব)

আলম "হাট"

কালিগঞ্জ বাজার জেলার অন্যতম বৃহৎ গ্রাম্য বাজার; উহাকে নীচের আলম হাটে পরিণত করা হইবে। গত ২৮শে মার্চ বাজারের মালিক ওয়ার্ড এজেন্টের ম্যানেজার সহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কালিগঞ্জ বাজার পরিদর্শন করেন। বাজারে ইতিমধ্যেই একটি নতুনপু আছে এবং আরও একটি বন্দ করিবার আবেদন পাওয়া গিয়াছে। বাজারে বাজার সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তক্তানা বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বাজারে বেশী লোকান ঘর তৈরী না হয় এবং উক্ত বৃদ্ধি না পায় তক্তানা অভিরিক্ত স্থান গ্রহণ করা হইয়াছে। পুখানাবদ্ধভাবে নেতৃ নির্মাণ ও পথচারীধিপের জন্য বাজা বাসিবার পথিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। বহিষের গাড়ী বাসিবার জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে, এই সকল উদ্যোগের ফলে বাজারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইবে এবং বণ্যসমূহ জেলায় অন্যান্য বাজারের মালিকেরাও এই উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ ব্যয় করিবার সুবিধা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

যুগোশ্লাভিয়ার সৈন্যবলে ইংরেজ, রমনী

চৈনিক সৈন্যবাহিনীতে যোগদান

সাধারণ অধিভাষিত অনিয়মিত সৈন্যবাহিনী কোমিন্ত-জিঙ্গের চৈনিক দলে একজন ইংরেজ মহিলা যোগদান করিয়াছেন। ইহার নাম মিসেস কন বিচেল। ইহার পূর্বে আর কোনও ইংরেজ মহিলাই এই দলে যোগদান করেন নাই। মিসেস বিচেল দেখিতে বেশ লম্বা এবং সেহও বেশ বয়স্ক। ইনি বৈমানিকের আইসেন্সপ্রাপ্তা, ভাল মোড়-সওয়ার এবং সাব্রীর ও চালবেরীর উত্তর ডাখাই বেশ জানেন এবং ই দুই ভাষায় লিখিত অনেক ঘাটীর সঙ্গীত ও কাব্য ইংরেজীতে অনূদান করিয়াছেন। সম্প্রতি ইহাকে বেলগ্রেডে কাজে যোগদানের জন্য আন্তান করা হইয়াছে। যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনেও শ্রী-চৈনিকদের পাশে দাঁড়িয়া গার্ডের ইউনিটের পরিচা তিনি বেলগ্রেডে উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়োজন হইলে সৈন্যদের সহিত যাত্রাতে একসঙ্গে বৃদ্ধ করিতে পারেন, একথা তিনি বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন।

গবেষণার জন্য তিনটি বৃত্তির ব্যবস্থা

প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ ৭৫ টাকা

গবেষণা কার্যের জন্য আগামী জুলাই মাসে ৭৫ টাকা করিয়া তিনটি বৃত্তি প্রদান করা হইবে। এই বৃত্তি বিজ্ঞান এক বৎসর ব্যতী, কিন্তু যদি গবেষণা কার্যের জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন হয়, তবে উক্ত সময় তিন বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা চলিবে।

যে প্রকারের যোগ্যতার প্রয়োজন তাহা যদি আবেদনকারীগণের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে প্রদত্ত করা হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি, সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি এবং বিজ্ঞান অথবা সাহিত্য গবেষণার জন্য তৃতীয় বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

এই বৃত্তির জন্য যিনি আবেদন করিবেন, তাঁহাকে আবেদন করিবার তিন বৎসর পূর্বে কলিকাতা অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী কিম্বা এম. এ. পাশ হইতে হইবে এবং কোন্ বিষয়ে তিনি গবেষণা করিতে ইচ্ছুক পরিষ্কারভাবে সেই বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত কোন্ প্রতিষ্ঠানে তিনি গবেষণা কার্য পরিচালনা করিবেন তাহার নাম এবং সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাযোগ্য সুখ-সুবিধা প্রদান করিতে ইচ্ছুক সেই নিশ্চয় প্রদান করিতে হইবে; কিম্বা যদি কোমো প্রতিষ্ঠানেরই উল্লেখ না থাকে, তবে কি চাকিতে ও কি ভাবে গবেষণা করিতে ইচ্ছুক তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে।

প্রত্যেক আবেদনকারীকে তাঁহার আবেদনের সঙ্গে এই বর্নের একটি চুক্তিপত্র পেশ করিতে হইবে যে, নির্বৃচ্চিত হইলে গবেষণাকারী বোর্ডের যিনিদের কিম্বা অনৈবদিকভাবে কোন কাজ গ্রহণ করিবেন না, কোনো পরীক্ষা দিতে পারিবেন না, কিম্বা বৃত্তি বলবৎ থাকা কালীন তাঁহার নির্বৃচ্চিত বিষয়ের বৈশিষ্ট্য গবেষণা ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক আবেদনকারীর আবেদনের সঙ্গে প্রস্তাবিত গবেষণা কার্য চালাইবার জন্য কতদিন সময় লাগিবে, তাহা জানাইয়া কর্তৃপক্ষের একটি করিয়া সুবন্দ খাফা বাতনীর।

আবেদনকারীকে বাঙালী কিম্বা বাঙালীদেশে বাসী বসবাসকারী হইতে হইবে।

এই বৎসরের বৃত্তির জন্য আবেদনকারীগণকে ১০ই বৈশাখ সর্বশেষ কোন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা জানাইয়া অনুমোদিত কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হারকণ্ড আবেদন পেশ করিতে হইবে। কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ বঙ্গদেশীয় ডিরেক্টর অফ পাব্লিক ইন্সট্রাকশনের পারসনের অ্যানিষ্টেটের নিকট উক্ত কর্তৃক পাওয়া যাইবে।

যে সকল আবেদন নির্ধারিত দিবসের পর পেশ করা হইবে কিম্বা অনুমোদিত কর্তৃক প্রাপ্ত করা হইবে না, তাহা বিবেচনা করা হইবে না।

মুসোলিনী দ্রবীকৃত

দক্ষিণ আমেরিকায় গাজ্জত অর্থ চালান

নিরপেক্ষতায় চইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সুইজার-ল্যান্ডে মুসোলিনীর অনেক টাকা জমা ছিল, কিন্তু ইটালী যুদ্ধে যোগদান করার পর মুসোলিনী এই টাকার বেশীর-ভাগই উঠাইয়া আনিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় চিহ্ন ও পেমেন্ট বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখিয়াছেন। তাঁহার জামাতা কাউন্ট সিব্যানোও গুডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। কাউন্ট সিব্যানো তাঁহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে বহু টাকা পাইয়াছিলেন। ইটালীর পররাষ্ট্র সচিবের পদে নিযুক্ত হইবার পরে এই টাকা তিনি আদিত্ত বাতান। ইটালীর যুদ্ধে যোগদানের পর এই টাকার একটি বড় অংশই তিনি ফ্রান্সে সরাইয়া ফেলিয়াছেন।

“বিনাপন্নসায় ভারতবর্ষ দেখা”

ইটালীর সৈন্যদের মনোভাব

উত্তর ইটালীর সমস্ত শহরেই ‘আর্য্যাপ সংযোগ সাধন কমিশন’ নিযুক্ত হইয়াছে এবং ইটালীর প্রার প্রত্যেক শ্রমিক প্রতিনিধানেই আর্য্যাপ প্রতিনিধিদের আসন দান করিতে হইয়াছে। বিনাপন্নসায় এবং বৈজ্ঞানিক বয়-নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহু আর্য্যাপ বিশেষজ্ঞ চুক্তিয়াছে। বয়নশিল্পগুলির অবস্থাও উন্নত। জাহা জাহা রোবের টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি প্রতি-ষ্ঠান হইতে ইটালীরদের তাড়াইয়া তাহাদের স্থানে আর্য্যাপদের বসান হইতেছে। যোনের সরকারী দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগেও আর্য্যাপরা প্রবেশ করিতেছে—বিশেষ করিয়া জনসেবা সচিবীর বিভাগগুলিতে। (বর্তমান বৎসরের প্রথম ভাগে ইটালীতে বাধ্য নিয়ন্ত্রণের বড়ই কড়াকড়ি করা হইবে। ইটালীরেরা বলে, আর্য্যাপদের হস্তক্ষেপের লক্ষ্যই এমন হইয়াছিল, কিন্তু আর্য্যাপ সংযোগগুলি যোগ্য করে যে, ইটালীর আয়নাভয়ের অক্ষপাতাই ইহার জন্য দায়ী।) ইটালীর পুলিশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে মেট্রোপো (আর্য্যাপগুপ্তচর পুলিশ) প্রবেশ করিয়াছে এবং ইটালীর পুলিশকে বিকাশানের দ্বায়ে অকৃত্যে যোবে বিভিন্ন আর্য্যাপ পুলিশ মোতায়েন হইয়াছে। বহু ইটালীর সৈন্যের কাউন্ট আর্য্যাপ সৈন্যাব্যাক্ষের উচ্চত ব্যবহারের গল্প শুনা যায়। “চ্যাম্পেই” নামক পত্রিকায় একজন নিরপেক্ষ সংবাদদাতা এই সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা হইতে অবগত হইতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন: “ইটালীর সৈন্যেরা যে প্রকার বৈপরীত্যভাবে বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বেড়ায়, তাহা বিস্ময়কর। আমার এক বন্ধু ট্রেনে কতকগুলি ইটালীর সৈন্যের সহিত একসঙ্গে ঘাইতেছিলেন। এই সৈন্যদের মধ্যে কয়েকজন আফ্রিকার ঘাইতেছিল। তাহাদের একজনকে লক্ষ্য করিয়া অপর একটি সৈন্য বলিল: ‘আফ্রিকায় ঘাইতেছ, ইচ্ছা তো সুখের। কি করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয়ই জান। ব্রিটিশদের নিকট থাকা দিও; তাহারা কোনও কঠিন করিবে না; এমন কি বিনাপন্নসায় হস্ত ভারতবর্ষটাও দেখিয়া আসিতে পারিবে’।”

সোকানবারগের জ্ঞাতব্য বিষয়

সোকান বর্ডের সময় রাতি ৮-৫৫ মি: (কলিকাতা সময়)

জনসাধারণের মধ্যে সোকান কর্তৃত্বী আইন সম্পর্কে যে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে, সেদিকে লক্ষ্য-বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে।

উপরোক্ত আইন অনুসারে সোকান বর্ড করিবার সময় হইতেছে—রাতি ৮টা (ইংগন্ড টাইম) অর্থাৎ কলিকাতার সময়ের ৮টা ২৪ মিনিট এবং ৮-২৪ মিনিটে যে সকল বরিকার সোকানে উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহাদেরই নাম সরবরাহ করিবার দিহিত আর আর বর্ডা সময় বেশী দেওয়া হইবে। সুতরাং সোকান বর্ড করিবার প্রকৃত সময় হইতেছে কলিকাতা সময়ের ৮টা ৫৪ মিনিট।

উপরোক্ত আইনের ৯ নং ধারায় প্রাপ্ত সোকানবার-গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। উক্ত ধারা অনুসারে প্রত্যেক সোকানবারকে সপ্তাহের কোন দিন অর্ধ কিম্বা এবং কোন্ দিবস পূর্ণা দিন বর্ড থাকিবে তাহা তাপানো কর্তৃক লিপিবদ্ধ করিয়া সোকানের একটি বিশিষ্ট স্থানে চালাইয়া দিতে হইবে এবং উক্তর একটি কপিও সেই সঙ্গে কোন পরিবর্তন থাকিলে তাহা সোকানের চিফ ইন্সপেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে। চিফ ইন্সপেক্টরের অফিস ও নং কন্ট্রোল টাউস টাউস অবস্থিত। সকল সোকানবারের এই স্টেটিস্টিক কপি অবিলম্বে চিফ ইন্সপেক্টরের অফিসে পাঠাইয়া দেওয়া কর্তব্য।

আমেরিকায় ভারতীয় প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষের উপর রাশিয়ার লোভ ?

যে বনোভোক্ত আত্মাণীতে হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার পর হইতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমেরিকায় সংবাদপত্রগুলি নানারূপে ভ্রান্ত্য ভ্রান্ত্য করিতেছে। ভারত বঙ্গদেশের একটি বঙ্গ দেশের জন্য রাশিয়া বহুদিন ধরিয়াই উদ্ভাবিত হইয়া আছে। সুতরাং যেন হই, রাশিয়া আত্মাণীতে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহার বঙ্গদেশ ভারতবর্ষ, ইরাক এবং ইরান সম্বন্ধে ভারতীয় সহিত কোনও একটা যোগাযোগ করিয়া আনিয়াছে।

সম্প্রতি পণ্ডিত অধ্যাপকাল বেইলার “স্বাধীনতার পথে” নামক নূতন পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে। মিউইলক বেইলার টিউটন পত্রিকার প্রসিদ্ধ সমালোচক ডিরেক্ট নীহার ইহার একটি দীর্ঘ ও অনুকূল সমালোচনা করিয়াছেন। এই পত্রিকার প্রকাশকদের অন্যান্য সংবাদপত্রের ইহার বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে। অন্যান্য পত্রিকাগুলিতেও এই পুস্তক সম্বন্ধে লক্ষ্যপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আটলান্টিকের যুদ্ধ

আর্য্যাপ ইউ-বোট ক্যাসের ব্যবস্থা

মি: উইলিয়াম টিউ সজ্জাতি এক বেতার বক্তৃত্ত্ব লিখিয়াছেন:—আর্য্যাপ ইউ-বোট ও যুদ্ধবাহ্যিকগুলি বর্তমানে আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটেন ও তাহার ব্রি-শক্তিবর্গের সঙ্গদাগরী জাহাজগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। অ্যাডমিরাল দার্লি ব্রিটিশ অবরোধ ফ্লো করিয়া বাসাপূর্ণ জাহাজ আনিবার জন্য করানী নৌবহর ব্যবহারের যে চুক্তি দেখাইয়াছেন, আটলান্টিকের এই যুদ্ধের সহিত তাহার কিছুটা যোগাযোগ আছে বলিয়া মনে হয়।

মি: উইলিয়াম টিউ প্রকাশ্যেই জানাইয়াছেন যে, এই সঙ্গদাগরী কোবও একদিন তিনটি আর্য্যাপ জাহাজ ভুয়াইয়া দেখা হইয়াছে। ইহার পরে আরও আর্য্যাপ ইউ-বোট ভুয়া হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

গত ৯ই মার্চ যে সঙ্গদাগরী হইয়াছে তাহাতে ব্রিটিশ ও ব্রিটনশিপের বোট ৯৮ জাহাজ টন জাহাজ-ভূমি হইয়াছিল। পূর্বের সঙ্গদাগরী কতকগুলি জাহাজ ইহা নতকরা ১৩ ভাগ কম। কিন্তু জাহাজ ভূমির পরিমাণ আরও হ্রাস করা প্রয়োজন। আটলান্টিকের সমস্তর জন্য ব্রিটেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে।

মাৎসুরোকায় নিকট হিটলারের দাবী

পূর্ণ সঙ্গদাগরী দানের প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে

ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকার টোকাগুপ্তিত সংবাদদাতার তাহা প্রকাশ, হিটলার মাৎসুরোকায় প্রার পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন যে, তাপান আত্মাণীকে পূর্ণ সঙ্গদাগরী দান করিবার প্রতিশ্রুতি না দিলে, এনিয়ার লক্ষ্যান্তরী অভিযানে তাপান অ্যাক্সিসের নিকট চইতে কোনও সাহায্যের আশা করিতে পারে না। টোকাগুপ্তিত “আপারি” নামক সংবাদপত্রটির রাশিয়ার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, তাপান পররাষ্ট্র সচিব মাৎসুরোকায় দাবে আভ্যুত্থান কালে হিটলার ব্রিটেন ও আমেরিকা সম্পর্কে আর্য্যাপকে পষ্ট কোনও বীতি প্রদান করিতে বলেন।

ভূমধ্যসাগর জলসামান্য এসেদাপ্ত সমস্ত সমস্তিক্রমে এক আইন পাশ করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে যোনের মধ্যে আন্তরকামান কার্যের জন্য যে কোন বয়সের বিজাত অকিয়ারদিগকে অধ্যয়ন করা হইবে।

মাল চলাচলের সুবন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তা

শান্তকালে আবদামী ও রপ্তানীর ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। বঙ্গের অধিকাংশভাগে অত্যধিক বিলম্ব বা কারখানার বিলম্বে মাল পৌঁছিবାର অনেক অভিযোগ শুনা গিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ মাল বহনের স্বল্পতা নহে। বেশোষণ আদ্র ও ত্রাল হইলে বর্ডার মালবাহন কয়েকটি আদ্রও সহজে মাল চলাচল করা হইতে পারে।

ସଂଖ୍ୟା ୨୭୫ ଷାଠିଶ ଆଦିକ୍ରମ

আমেরিকায় "হুজিলাভা" নামে যে বৃহৎ বোম্বা
বিমান প্রস্তুত হইতেছে, তাহার অনেকগুলি আটলান্টিক
সমুদ্র পাড়ি দিয়া গ্রেট ব্রিটেনে আসিবার পৌছিয়াছে।
হুজিলাভা উন্নত ধরণের বহুলাকার বিমানপোতের
বর্ধে, অসামান্য। ইহার উচ্চতম গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৩০
মিলি, এবং বোম্ব বহনের ক্ষমতাও অসাধারণ। ইংরেজ
সৈন্যবিশেষেরা "হুজিলাভা"গুলিকে আট বন্দারও কম
সময়ে আটলান্টিক পার করিয়া আসিয়াছে।

ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନୀୟ ଚଳାଚଳନର ବାବଦ

আমেরিকান বিমান কোম্পানীর জন্য যে সকল "বোরিং" বিমানপোত তৈয়ার হইতেছে, তাহার মধ্যে ডিনালি ফ্রিটেনের পাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা ছাড়া "সিকোরজি" বিমানপোতও গুটি তিনেক বোরিং হইয়া গিটেন পাইবে। "সিকোরজি" এবং "বোরিং" উভয় প্রকার বিমানপোতগুলি চারটি ইঞ্জিন সম্বলিত। বোরিং পৰিবার ধ্বংস কাৰ্য্যবাহী বিমানপোতসমূহের অন্যতর।

बिगुल २१८१ माछ अविद्यमान मन्त्रालय गठन न बाधोस्

বিশত ২৭শে মার্চ তারিখে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কলিকাতা অস্ট্রেলিয়ার ল্যাট হট্টে মোটরসকযোগে উক্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হন। বি-এস-আর জেটীতে সানিয়া অভ্যন্তর ল্যাট সাহেব কিং জর্জ উক্ত অঞ্চলে গিয়া তথাকার বিমান-আক্রমণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। বি-আই-এস-এস কোম্পানী কর্তৃক আগুন ও বিস্ফোরণ নিবারণের যে সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কোম্পানীর 'কার্পে'-১-সুপারিস্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন হ্যান্সে গভর্ণর বাহাদুরকে তাহা প্রদর্শন করান। আরও ব্যক্তিকে একটি গভীর নর্কবার উপর দিয়া ট্র্যাচের বহন করতঃ কেবল করিয়া লইয়া যাওয়া হইতে পারে, তৎসময়ে সুন্দর প্রদর্শনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বিনিরপুর উক্ত এই সব অনুষ্ঠানের পর ল্যাট বাহাদুর পুনরায় সন্ধ্যাবেলাে বোটানিক্যাল গার্ডেনে জেটীতে গিয়া অবতরণ করেন এবং সেখানে হট্টে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিদর্শনে গমন করেন। উক্ত কলেজে বৃহৎ সংক্রান্ত কার্খার শিল্পীমণ্ডকে ট্রেনিং দানের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, গভর্ণর বাহাদুর তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত পরিদর্শন করেন। কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পাণ্ডা তাঁহাকে এরোস্পেসের বাস্তবিকদের শিক্ষাগার ও অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ বিভাগের শিল্পীদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদর্শন করান। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিমানের ইঞ্জিন সংক্রান্ত বিভাগ এবং কাঠের কাছের বিভাগও পরিদর্শন করেন। অভ্যন্তর তিনি বাস্তবিকদের থাকার বারাক ও আচারের স্থান প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। কলেজ হট্টে ফিরিয়া ল্যাট সাহেব বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতর দিয়া মোটরযোগে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ମାଧ୍ୟମିକ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ

পঞ্চমশ্রেণী আনিতে পারিরাছেন যে, ১৯৪১ সালের
বর্ষীয় লোকান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আইনের ৯ নং
নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক লোকানে যে নোটিশ সাধারণের
জ্ঞাত্য হানে শুনাইয়া দিতে হইবে, তাহার নকল এই
আইন অনুযায়ী নিযুক্ত চীফ ইন্সপেক্টরের অফিসে দিজে
উপস্থিত হইয়া জমা দিয়া বর্ষীয় গ্রহণ করিতে হইবে
বনিতা লোকানধারণ ধারণা পোষণ করিতেছেন। এইরূপ
ধারণার ক্ষেত্রে চীফ ইন্সপেক্টরের অফিসে যে অন্তত
তীর্থ হইতেছে, তাহা লোকানধারণের পক্ষে খুব অসুবিধা-
জনক হইরাছে এবং উক্ত বর্ষীতে অন্যান্য যে সব অফিস
রহিরাছে, সে সব অফিসের পক্ষেও বিরক্তির কারণ
হইয়া পড়াইরাছে।

আইনের বিধান ইহাই যে, আইনানুবোধিত পোস্টাফিসাল
মোকাদ্দেমের মাঝে স্থলাভিষ্যত থাকিতে হইবে এবং জাহাজ
একটি নকল চীফ-ইন্সপেক্টরের অফিসে প্রেরণ করিতে
হইবে। যদি ডাকযোগে পোস্টানের নকল চীফ-ইন্স-
পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া আইনের বিধান অনুযায়ী যে
যাবতীয় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একখানা
সার্টিফিকেট (Certificate of posting) পোস্টা-
ফিস হইতে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।
আইনের বিধানাবলী বা উৎসংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীর কোন
বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হইলে পরে সুবিধান
যে কোন সমর চীফ-ইন্সপেক্টরের নিকট অনুসন্ধান করা
চবিবে। (শ্রী-মোঃ)

স্বাধীনতা বিপ্লবিনিধানটির এলাকার বর্তমান অবস্থিক
বৎসরে ক্যালেন্ডারিক নিউজপেইর জন্য বাক্সের সরকার
১,০০০ মতুর করিরাহুবে।

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার নিম্নলিখিত হইতে প্রাপ্ত

একটি সংবাদে প্রকাশ, অবিকৃত ক্রান্তের বৌদ্ধিমত মানব
পন্থের আশ্রয় নৈমিত্তিক যখন ব্রিটেন অভিযানের সহায়
নিতেছিল, তখন একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়।
পন্থের বহির্ভাগে আশ্রয়ের নদীর এক নির্জন স্থানে
পেট্রোল চালিতা মাৎসরীরা তাহাতে অগ্নিসংযোগ করে।
তৎকালীন অগ্নিনিরোধক পোষাক পরিয়া জাহাজ
সৈন্যদের সেই আশ্রয়ের মধ্যে প্রাণহীন পড়িতে
আদেশ করা হয়। কিন্তু কার্যকালে সেবা গল অগ্নি-
নিরোধক পোষাকগুলি প্রকৃতপক্ষে ইহাদের আশ্রয়ের
হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। অগ্নিসংযোগ হইয়া
অনেকে মারা পড়িয়াছে এবং অনেকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া
প্রিয়াছে। ক্রান্তের সৌকর্যের দুট কিম্বদন্তি যে, পন্থ
পন্থকালে এক জাহাজ বাহিনী ব্রিটেন অভিযান করিবার
উদ্দেশ্যে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিবার চেষ্টা করে; কিন্তু
ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী সবুজের উপর পেট্রোল চালিতা মাৎসরী
বুলেট সহযোগে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করার জাহাজ
বাহিনী আর অগ্রসর হইতে পারে না। বাহাতে ভবিষ্যতে
পুনরায় আক্রমণকালে জাহাজ সৈন্য প্রকৃত আশ্রয়ের
মধ্য দিয়াও অগ্রসর হইতে পারে, সেজন্যই এই অগ্নি-
নিরোধক পোষাকের পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

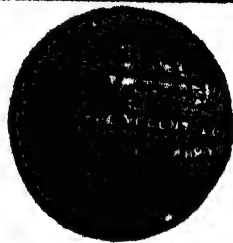
माहम जिर्गाहिया राखिवार कुजिय उपाय

সাহস ও সাহসিকতা জিয়াউর রাব্বির জন্য জার্মান সৈন্যেরা অধিক পরিমাণে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া অর্থনৈতিক যুদ্ধ সংক্রান্ত যন্ত্রীর দপ্তর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্মান সৈন্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবির দ্বারা বর্তমানে এই দপ্তরই পরীক্ষার্থে জড়ো করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক যুদ্ধ সংক্রান্ত যন্ত্রীর দপ্তরের বিশেষতঃ ভাইর ফেলগুস জানান যে, মস্কোটেন ধীপে যে সকল জার্মান সৈন্যকে বন্দী করা হয়, তাহাদের পকেট হইতে এরূপ সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে বাহা হইতে জার্মান সৈন্যদের মধ্যে মাদক দ্রব্যের প্রচলন বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা-দের প্রত্যেকের পকেটেই দুবের ওষুধ এবং অন্যান্য পেটেন্ট দ্রব্যই পাওয়া গিয়াছে।

(बुद्धिमान नर ।)

ਸ ਕੋਰੋ ੫ -

72



(बाँडिपि गह ।)

第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次 第 6 次 第 7 次 第 8 次 第 9 次 第 10 次

THE

1991

কৃত্রিম।					কৃত্রিম।				
টী.আ.:		টী.আ.:			টী.আ.:		টী.আ.:		
'যোজন' নয় ১	১	৪	১	৮	পান্থ ডেটি	...	১	৪	
'যোজন' নয় ২	১	১২	২	০	পান্থ হাতাড়	...	২	৮	
'যোজন' নয় ৩	০	০	০	৮	পান্থ বড়	...	০	৮	
শিখ উইকার নয় ০	...	০	৮		মোহন কান্	০	০	০	
শিখ উইকার নয় ৪	...	১	২	০	মাইটকন	০	০	০	
শিখ উইকার নয় ৫	...	০	১	৮	হাডকন নয় ১	...	০	১০	
'টি' বেলু নয় ০	...	০	৮		হাডকন নয় ২	...	০	১২	
'টি' বেলু নয় ৪	...	০	৮		হাডকন নয় ৩	...	০	১০	
'টি' বেলু নয় ৫	...	১০	৮		হাডকন নয় ৪	...	১	০	
উইলিয়ামস কুটি নয় ০	...	১০	৮		হাডকন নয় ৫	...	১	০	

वि. नि. १८६३ नं. १८६३ : वि. नि. १८६३ नं. १८६३

কো. হ. ম. ডো. ব. ডো. দা. স. সি.

१० नं. कलकत्ता स्थिति, कलकत्ता

বাঙলাব কথা

স্ব কবি, ২২শ খণ্ড]

কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪১

[এক খণ্ড]

ব্রিটশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ

ইজারা ও ঋণদান বিলের গুঢ় উদ্দেশ্য

ইজারা ও ঋণদান বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার ইতিমধ্যে আমেরিকা হইতে ব্রিটনে রপসম্মার আসিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটনেও আরও লোকজন বৃদ্ধির আরোজন চলিয়াছে। বৃহৎ সম্প্রদায় বৃটনের নুতন শিল্পগুলি চালু করার উদ্যোগ হইতেছে। জাহাজ নির্মাণ কার্যে অবিলম্বে পঞ্চাশ হাজার লোকের আশ্রয়। আর নির্মাণের জন্য ১০০,০০০ নারী শ্রমিক এবং অস্ত্র-কারী টেরিটোরিয়াল সার্ভিসের জন্য আরও ৩০,০০০ লোকের আশ্রয়। ব্রিটনে। সর্বমুখে উক্ত ১৮০,০০০ শ্রমিক, ছাড়াও আর কাল পরেই আরও ৫০০,০০০—৬০০,০০০ লোক আশ্রয় হইবে।

বৃহৎ পরিচালনার পক্ষে অনাবশ্যক শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত করা সম্পর্কে দুই সপ্তাহ পূর্বে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা কার্যে পরিণত হইলে বৃহৎ সম্প্রদায় শিল্প কার্যাবির জন্য ৫০০,০০০—৭৫০,০০০ পুরুষ ও নারী শ্রমিক পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। কিন্তু এ-সংখ্যাও পর্যাপ্ত নয়। বিচারে এক্ষণে আর কোন শ্রমিক নাই বলিয়া নুতন লোক সংগ্রহ করিতেই হইবে। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ২০ এবং ২১ বৎসর বয়স্ক নারী এবং ৪১ ও ৪৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষদিগকে অধ্যয়ন্যাক বৃহৎ-শিল্পে নার ডানিকাতুক করিতে হইবে। ক্রম বিভাগের নারী মিস বেভিন উক্ত ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। তবে জাতীয়তাবাদিক দ্বন্দ্বিতা ওজনপূর্ণ বিবেচিত শিল্পকার্যে নিযুক্ত পুরুষ ও নারী শ্রমিককে তাহাদের স্বপ্নে থাকিতে দেওয়া হইবে। বাহ্যিক অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় শিল্পে নিযুক্ত আছে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, তাহা-বিনকে তুলসী শিল্প-কার্যে নিযুক্ত করা হইবে। আমেরিকা হইতে ব্রিটনের নুতন কারখানাসমূহের জন্য এখন হইতে কলকজা, যন্ত্রপাতি অনবরত আসিতে থাকিবে। উদাহরণকে চালু করার জন্য ব্রিটিশ শ্রমিকদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ইজারা ও ঋণদান বিল আইনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ-শিল্পে ব্রিটিশ অর্থ-সম্পদকে কালে সাগরীয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্টোল্ডস নামক সর্বপ্রধান ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান জাহাজের আমেরিকানিত গ্রাহক "আমে-রিকান ডিস্‌কন্ট কন্‌সলিডেশন" একটি আমেরিকান শিল্পিকের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। কোম্পানীর নথিভুক্ত ব্রিটিশ গুড'সেস্ট প্রথম ক্রিডিতে উহার বিক্রয়কর অর্থ ৪ কোটি ডলার পাইবেন। সেই ৮ কোটি হইতে ১০ কোটি ডলার পাওয়া যাইবে। এই অর্থের সমস্তটাই ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ গুড'সেস্টের প্রাপ্তি আসিবে।

উপরোক্ত ক্রম-বিক্রয়ের দুইটি অর্থের প্রাপ্তি ইজারা ও ঋণদান আইনে যে, আমেরিকা ব্রিটিশ ঋণ পরিশোধ করিবে, ব্রিটনেও নিয়ন্ত্রণে তত্ত্ব রাখা

করিতে প্রস্তুত আছে। বিতীকৃত: বিদেশে ব্রিটিশ গুড'সেস্টের কে-কেনা রহিয়াছে, উহার দ্বারা তাতা পরিপোষ করার ব্যবস্থা হইবে। ইজারা ও ঋণদান বিলের বিধান অনুসারে বৃহৎ-শিল্পের পূর্বে রপসম্মারের মূল্য দাব্য আমেরিকার বৃহৎ-শিল্পকে কিছু দিতে হইবে না, ইজা-সত্তা কথা; তবে এখনও ব্রিটনের ডিনটি সেনার পাও হইয়াছে। প্রথমত: ইতিপূর্বে আমেরিকা হইতে যে ব্রহ্মাণি ক্রয় করা হইয়াছে, উহার মূল্য আদায় করিয়া দিতে হইবে। বিতীকৃত: যে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য আমেরিকা হইতে ব্রিটনে যে-সময় মাল সরবরাহ করা হইয়াছে, উহার মূল্যও শোধ করিতে হইবে। তৃতীয়ত: বিদেশে ব্রিটিশ ব্রহ্মাণিদের মূল্য বিদেশী মুদ্রায় ব্রিটিশ গুড'সেস্টকে আদায় করিতে হইবে। অর্থনীতি-বিদগণের হিসাবে বিদেশে ১৯৪১ সনে ব্রিটিশ গুড'সেস্টের সেনার পরিমাণ হাঁড়িতে ১৯ কোটি ডলার। ডিস্‌কন্ট প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয়কর অর্থ দ্বারা সেনার পুষ্টি অর্ধেকটা শোধ হইয়া যাইবে। আমেরিকার ব্রিটনের অন্যান্য যে-সময় সম্পত্তি রহিয়াছে, উহার বিক্রয়কর অর্থ সমস্ত সেনা পরিপোষ হইবে বলিয়া লক্ষ্যের অর্থ-নীতি মহল আশা করিতেছেন।

বর্তমান মহাসংগ্রামে ব্রিটনের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বিপত বহালসরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম লাগিট ইজারা ও ঋণদান বিলের আসল উদ্দেশ্য। এখানে রোড বিল্ডিং সোসাইটির সাধারণ সভার লর্ড ট্যাম্প একটি চিত্রকর্মক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সরকারী ঋণের উক্ত নীতি প্রযোজ্য।

লর্ড ট্যাম্প বলেন, "চলুন, আমরা বর্তমান মহাসংগ্রামের প্রথম ১৮ মাসের জাতীয় আর্থিক অবস্থার সচিত্র বিপত বহালসরের প্রথম ১৮ মাসের অবস্থার তুলনা করি। ১৯১৪ সনের জুন মাসে কোম্পানীর কাগজের মূল্যের হার ছিল শতকরা ৩১০ টাকার কিছু বেশী। বর্তমান সংগ্রামের প্রারম্ভে আমরা শতকরা প্রায় ১৮ হারে কর্তৃত্ব গ্রহণ করি। বিপত বহালসরের প্রথম ১৮ মাসের পর ১৯১৬ সনে মূল্যের সর্বনিম্নহার ছিল শতকরা ৫ টাকা। মূল্যের ৩ ও ৫ বৎসরে পরিশোধ্য অর্থের তালিকা বৃহৎ পরিচালনা করিতে থাকেন। এমনকি পেট্রোল বৎসর জাহাজ ছিল বৎসরে পরিশোধ্য শতকরা ৬ টাকা তবে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতেও বাধ্য হন। অসম্ভব বিবেচিত হওয়ার পরে অবশ্য উক্ত হারের মূল্যের কাগজ প্রত্যাহৃত হয়।"

বর্তমান সংগ্রামে আমরা শতকরা মাত্র ৩ টাকা মূল্যে লীফ বেরানী কর্তৃত্ব দিতেছি। মূল্যের দ্বারে কোন পরিশোধন হয় নাই। এ-ব্যবস্থার বড়ই বড় বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

১৯১৬ সনের ১৪ মাস বেরানী মূল্যে শতকরা ৩ টাকা মূল্যে ট্রেজারী বিল পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। কলার মূল্যের দ্বারা ৩ এক বৎসর বেরানী ট্রেজারী বিল

মূল্যের দ্বারা বৎসরে শতকরা ৫১০ ও ৬ টাকার পাওয়া ১৯১৪ সনে ব্যাঙ্কের মূল্যের দ্বারা ছিল শতকরা ৪ টাকা ১৯১৬ সনের জুলাই মাসে উহা বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৫ টাকা হইতে ৬ টাকার পাওয়া। বর্তমান বৃহৎ আয় হওয়ার পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর ব্যাঙ্কের মূল্যের দ্বারা ছিল শতকরা ২ টাকা; বৎসরটি জুড়ে সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও উহা আবার ২ টাকারও দামের আসিয়াছে। আর কাল বেরানী ঋণের মূল্যের দ্বারা ১৯১৫ সনে ছিল শতকরা ২ পাউণ্ডের কিছু বেশী। ১৯১৭ সনে মূল্যের দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৪ পাউণ্ডেরও বেশী পাওয়া। বর্তমানে কিছু বহুকাল বেরানী ঋণের মূল্যের দ্বারা শতকরা ১ পাউণ্ডই রহিয়াছে। হাস-বৃদ্ধি হয় নাই

প্যারিসের রপসম্মার দ্বারা বৃত্তান্তে দণ্ডিত

জীবন রক্ষার জন্য মার্কাল পেন্টার আধীন ফরাসী আন্দোলনের নিম্না

চাইকন পত্রিকার ফরাসী সীমান্তবর্তী বিশেষ সংখ্যক দ্বারা তাহা প্রকাশ, ফরাসী জমসাদারদের বন্দোস্তার ক্রমেই অধিকতরভাবে ব্রিটিশের অনুকূল হইয়া উঠিতেছে অথচ ডিসি লক্ষ্যের ক্রমেই অধিকতর জাহাজ বৈদ্য হইয়া উঠিতেছেন।

তবে সম্প্রতি মার্কাল পেন্টার জেনারেল দ্য গলেন আধীন ফরাসী আন্দোলনকে নিম্না করিয়া উক্তি করিয়াছিলেন, জাহাজ অন্য কারণে আরে বলিয়া বিশ্বস্ত হইতে আসা পিচ্ছিল। ফরাসী ফরাসী বাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা করিবার অপরাধে প্যারিসে যে লক্ষ্যে জাহাজে আক্রমণের বৃত্তান্তে দণ্ডিত করিয়াছেন তাহাদের পাঁচাইয়ার জন্য মার্কাল পেন্টার এইরূপ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বি-আই-এস-এন কোং লি

রূপী বৃত্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপদ্বীপ তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ ছাড়ার যে-সব বিবরণ, পাণ্ডুর সম্ভবপর, তাহা এবং বাতীনের ডাড়া, মার্কাল ডাড়া প্রকৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন টিকামার আবেদন করুন :—

ম্যাকিন্স ম্যাকেলী এন্ড কোং, ম্যানেজিং: এডওয়ার্ড, বি-আই-এস-এন কোং লি।

বিশেষ ট্রেষ্টব্য

বাঙালি গভর্নমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্নমেন্ট ও জন-সাধারণের মধ্য-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক ধারণা সরবরাহ করিবার জন্য গভর্নমেন্ট "বাঙালার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রাধিকার বা নির্দেশনাপত্র হইলো যেমত বিধি বাতীত অন্যান্য যে সব প্রকৃত এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্নমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙালার কথা

২৮শে এপ্রিল—১৯৪১

আদিম অধিবাসীদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

বাঁকড়া জেলার আদিম অধিবাসীদের উন্নয়ন কার্যের জন্য নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার ১৯৩৯-৪০ সনের রিপোর্ট সম্প্রতি পেশ করিয়াছেন। দেশের আদিম অধিবাসীদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা সাধাতে হইতে পারে, তজ্জন্যই বাঁকড়া-সরকার বাঁকড়া, বেদিনীপুর, মালভা, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলার আশ্রিতদের শাসন-সংস্থার বিচিন্তিত অঙ্গুলে একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন, সম্ভবতঃ দেশবাসী তাহা অবগত আছেন। আলোচ্য রিপোর্টে বাঁকড়ার স্পেশাল অফিসার জানাইয়াছেন যে, সমগ্র বৎসরের মধ্যে মোট ২২৩ দিন তিনি বিভিন্ন স্থানে সফর করিয়াছিলেন এবং মোট ১১৯টি গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন পানায় এবং জেলার সমস্ত ৬৩০টি আদিম অধিবাসীদের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। সরকারী সমবায় বিভাগ হইতে কোন কোন পানায় যেসব পশা-পশু সরিষা গঠন করা হইয়াছে, তাহাতে আদিম জাতীয় লোকেরা এসব সরিষার সুযোগ গ্রহণ করে, তজ্জন্য স্পেশাল অফিসার তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এট সব সরিষার মধ্যস্থতায় সমগ্র জেলায় যে মোট ২৮,০০০ টাকা ধন বিতরণ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে শুধু আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই ৫,০০০ টাকা বিতরণ হইয়াছিল। এই ধনের মধ্যে পতকরা প্রায় ৮০ ভাগ আদিম জাতীয় লোকেরা প্রত্যাপনও করিয়াছে। বাঁকড়াতে কৃষিকার্যের ভিত্তি দিয়া আদিম জাতীয় লোকেরা নিজেরদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে, তজ্জন্য স্পেশাল অফিসার টীমালান, ইকু, শাক-সব্জী ও কাপাসের চাষে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সাঁওতাল-অধিবাসিত অঞ্চলে উন্নত শ্রেণীর ধান ও শাক-সব্জীর বীজ বিতরণ করা হইয়াছিল। বিজুপুর থানার সরকারী কৃষি-বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত বীজ-কেন্দ্র খোলার ফলে টীমালানদের আবাদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পল্লী-অঞ্চলে ধন-প্রাপ্তির সুবিধার জন্য একটি পশা-বাঘ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকারের দিকট পেশ করা হইয়াছে এবং বর্তমানে এই পরিকল্পনাটি সরকারের বিবেচনাধীন হইয়াছে। সরকারী শিল্প-বিভাগ পরিচালিত দুইটি জামান বরন-বিদ্যালয় এই জেলার কাজ করিতেছে এবং আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বহু লোক বরন-কাঠো শিকিত হইয়াছে। বরন-কাঠো শিকাপ্রাপ্ত লোকেরা বাঁকড়াতে ব্যবসারে নিয়োজিত হইতে পারে, তজ্জন্য দুইটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সাঁওতাল ও অন্যান্য জাতীয় আদিম লোকেরা তাহাদের পুত্র-কন্যাদিগকে লেখাপড়া শিখিবার জন্য কয়েক অধিকতরকালে আশ্রয়দিত হইতেছে এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার জন্য দিন-দিনই বেশী করিয়া লাই উচিত হইতেছে। জেলায় সাঁওতাল শিক-বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত

আরো এমন অনেক বিদ্যালয় হইয়াছে—যেখানে প্রকৃত-পক্ষে আদিম জাতীয় ছাত্রের সংখ্যাই বেশী। আলোচ্য বর্ষে ১৪টি নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে মধ্য ও উচ্চ-বিদ্যালয় বিদ্যালয়সমূহেও আদিম-জাতীয় ছাত্রের সংখ্যা দিন-দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি, আদিম জাতির মধ্যে কয়েকজন ব্যাপ্তিক পটীকারও পাণ করিয়াছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহাদের চাকরীর চেষ্টা করিতেছেন। সাধারণ উন্নতি ও মানবীয় ব্যবহার গ্রামাঞ্চল-বিস্তারিত দিটারের জন্য গ্রামাঞ্চল সমিতি সংগঠনের এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে। এ পর্যন্ত এক্সপ ২০টি সমিতি গঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই একটি কেন্দ্রীয় জেলা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিশেষভাবে আদিম জাতীয়দের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে লাইনাই সারেকা নামক স্থানে একটি সার-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্থানীয় প্রত্যাহার আইনের ৮(ক) অধীনে বর্ণিত সরকারি ব্যবহার করা এই জেলার জন্য থাকিলেও, সকল ক্ষেত্রে তাহা পালন করিয়া চলা হয় নাই। কাজেই, সাঁওতাল ও অন্যান্য জাতীয় লোকের মধ্যে জরি-হস্তান্তর, সাঁওতালদের জরি ভিন্ন জাতীয় জমির কর্তৃক মূল এবং কালেক্টরের অনুমতি ব্যতীতই আদিম অধিবাসীদের জরি বৌদ্ধিক ব্যবহার বহু রাসায়নিক ব্যাপার কোন কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্পেশাল অফিসার এই সব ব্যাপারে অনুসন্ধান করিয়া বাঁকড়াতে সকল ব্যাপারে আইনের ব্যবস্থা অনুসৃত হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন এবং ফলে আদিম অধিবাসীরা তাহাদের ভূমির জন্য উপযুক্ত মূল্য পাটরাছে। ভূমি-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের ন্যায্য অংশ দিরা করা দেওয়া হইয়াছিল এবং ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে আদিম-অধিবাসীদিগকে তাহাদের জরি কিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মোট কিকিটামিক ১০৭ একর জরি এক্সপভাবে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জরি-হস্তান্তরের ক্ষেত্রে স্পেশাল-অফিসার গ্রামে যাইয়া পক্ষদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সঠিক দিরা করিয়া এবং নিজে সাহসে থাকিয়া দলীল দিরাইয়া টাকার আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারের ফলে আদিম-অধিবাসীরা একান্ত প্রয়োজনের সময় জরি বিক্রয় করিয়া টাকার সংগ্রহ করিতে সহজেই সমর্থ হইয়াছে—পূর্বের মত তাহাদিগকে প্রতারণিত হইতে হয় নাই। যেসব আইনগত যেসব ক্ষেত্রে বাঁকড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, স্পেশাল-অফিসার সেসব ক্ষেত্রে আপোষে বাঁকড়া হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্তমানে বাঁকড়ার দাবিলা প্রদানের ব্যবস্থারও বখেট উন্নতি হইয়াছে; বাঁকড়া নিরাও কোন আদিম অধিবাসী প্রজাতি দাবিলা দেওয়া হয় নাই, একজন দৃষ্টান্ত বহু কর্মই দেখা গিয়াছে।

আদিম অধিবাসীদিগকে বিনা ধরচার আইন-সম্পর্কিত পত্রাঘাণ প্রদানের যে পরিকল্পনা গভর্নমেন্ট করিয়াছেন, তাহার ফল খুব ভাল হইয়াছে। কারণ যে ক্ষেত্রে সরকার কোনও আদিম অধিবাসীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, অপর পক্ষ আপোষের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। আরকারী মোকদ্দমার বিচার বহু-বলে সম্পন্ন করার এক পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আদিম অধিবাসীরা তাহাদের জরিলা অনতিবিলম্বে প্রদান করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ৫১০টি আরকারী ব্যবসার বিচার এক্সপভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

জাপানের নীতি ও কার্য-পদ্ধতি

বিপত্ত পশ্চিমীরা যেখানে যে সময় হইতে জাপান আধুনিকতার অনুসরণ করা শুরু করিয়াছে, তখন হইতেই সুযোগ-সুবিধা বহু অবলম্বনের নীতি অবলম্বন করিতেও লে কুণ্ডিত হয় নাই। ১৮৯৪ সালে চীনদেশে জাপানের ভিতর বিরাট জাপানের এক-বল আধুনিকতর ব্যবস্থার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সে সময়ে জাপান

বহু বহু পশ্চিম হস্তক্ষেপের ফলে চীনের ক্ষয়-ক্ষয় অসংখ্য অধিকার করা জাপান পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ইহার পর প্রচো জপিতার প্রথম বিদ্যুৎ হস্তক্ষেপ কিছুকি পর্ষায় জাপানকে কৃতকর্ম দমিত হইয়া থাকিতে হয়; কিন্তু ১৯০৪-৫ সালে, জপিতার পরাধিত করার পর ১৯১০ সালে স্থানীয় কোরিয়া রাজ্য দখল করার তাহার সাহস আরো বাড়িয়া যায়। ১৯১৫ সাল হইতে চীনের প্রতি জাপানের আক্রমণমূলক নীতি আরো উন্নত মুখিতে প্রকাশ পায় এবং ১৯৩১ সালে মাকুকুরো দখল ও ১৯৩৭ সালে বর্তমান চীন-জাপান সংগ্রামের মধ্য বিরাট ইহার পরিণতি হইয়াছে।

প্রতিবেশী পশ্চিমীয় রাষ্ট্রগুলি যখন অন্য কোন সমস্যা লইয়া বিব্রত থাকে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জাপান হস্তক্ষেপ জাপানের নীতি। জপিতা যখন দুর্বল ছিল, সেই সুযোগেই জাপান কোরিয়া দখল করিয়া যায়। ১৯১৫ সালে অন্যান্য বহু বহু পশ্চিমে যে সময়ে হস্তক্ষেপে ব্যর্থ ছিল, জাপান তখনই চীনের প্রতি ২১ দফা দাবী পেশ করে। চীন যদিও জাপানীর বিরোধী বিজ্ঞপ্তিতেই কাজ করিতেছিল, তথাপি জাপান ১৯১৭ সাল পর্যন্তও চীনের প্রতি চাপ দিতে থাকে। অন্যান্য পশ্চিমে যখন যখন পশ্চিমে সফল করিয়া লয়, তখন ১৯২১ সালে জাপান ওয়াশিংটন সম্মিলিত সম্মত হয়। ইউরোপের উপর যে সময়ে ব্যাপকভাবে মল চলিতেছিল, সেই মলার সুযোগ লইয়া জাপান মাকুকুরো দখল করিয়া লয়, এবং যে-সময়ে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ নাৎসী অগাচার লইয়া ব্যর্থ ছিল, তাহারই সুযোগে ১৯৩৬ সালে জাপান চীনের বিরুদ্ধে বর্তমান সংগ্রামের সূচনা করে। জাপানের রাজনৈতিক মতবাদ ইহাই যে, তাহারা জাতি হিসাবেই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং সেই হিসাবে অন্যান্য জাতির উপর শাসন পরিচালনার অধিকার স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের হইয়াছে। এই নীতিরই ফলে যেখানে সুযোগ পাইয়াছে, সেখানেই জাপান অত্যাচার-মূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছে। সামরিক অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক ধন-পুত্রসংগতভাবে জাপান শাসিত হইয়া আসিয়াছে এবং এই সামরিক-তত্ত্ববল্লি যারা প্রকৃতপক্ষে জনগণ নিশিষ্ট হইয়া আসিতেছে। নাৎসীদের বার্ষিক অনুসরণ চাড়া কিছুকি অপর কোন অব-লান দেওয়া জাপানী নেতাদের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে।

হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণ

অনুসন্ধানের ক্ষমতা সরকারের পরিকল্পনা

হাটে তোলা গ্রহণের প্রশু সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার নিষিদ্ধ সেই বিষয়ে বিভিন্ন সংগ্রহের নিকে সরকারের দুই গুণ কিছু দিন ব্যবস্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। বাজার, বেলা ও হাট সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, বাঙালি দেশে আনুমানিক ৬,০০০ হাট আছে, তাহাদের কোনটা সত্তায়ে একদিন এবং কোনটা বা সত্তায়ে দুই দিন বসে। এই সকল হাটের মালিক স্থানীয় জমিদার-গণ; তাহারা হয়, নিজেরদের বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা হাট চালান, অথবা বাৎসরিক বাজারের ইজারাদার-দিগের নিকট বীজ লেন। হাটের মালিক অথবা ইজা-রাদারগণ এক দিনের জন্য অধারীভাবে চালা বর ব্যবহার করার নিষিদ্ধ কৃতক এবং অন্যান্য সকলের নিকট হইতে তোলা আদায় করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থার ভারতম্য হেতু এই জেলার দ্বারা কোনরূপ সমজ নাই। বাহারা উচ্চ অধারী চালানর ব্যবহার করে, হাটের মালিক কিবা ইজারাদারগণ তাহাদের কোন মূল সুবিধার ব্যবস্থা করেন না। উপযুক্ত মূল সুবিধা প্রদান করা হইতেছে এবং জেলা টিক বহু গ্রহণ করা হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী নিযুক্ত থাকে। এই সম্পর্কে উন্নতি বিধান প্রণয়ন করা হইয়াছে যে, উচ্চ বিদ্যক কৃতকর্মী পুরোকারী সর্বোচ্চ সংগ্রহের নিষিদ্ধ ১৯৪১-৪২ সালে হয় বাল কাল অনুসন্ধান করা হইবে।

ভারতবর্ষে কি হিটলারের গুপ্ত বেতারবাঁটি আছে?

[অল-ইন্ডিয়া রেডিওর মির্জা টেকন হটতে ভারত
সরকারের প্রধান ইনকয়েরমেন অফিসার মি:

অসলিন হেমসের বক্তৃতা]

কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারতবর্ষে কোন
দানে কি জার্মানীর গুপ্তবেতারবাঁটি আছে? জাহা
না হইলে এখানকার বর এত জড়াজড়ি জার্মানী
বা ইটালীতে পৌঁছে কি করিয়া? বস্তা বাসেক
পূর্বে জার্মানীর বায়ু পরিবহনে যে সকল প্রণু
জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহার বস্তা করেক পরেই ইটালীর
বেতারবাঁটি হইতে হিন্দুস্থানে তাহা বোঝা করা হয়।
জুজী বস্তার আকস্মিক অভ্যর্থনের বর ভারতে প্রথম
আমিয়ার সামান্য কিছুকণ পরেই জার্মান রেডিওতে তাহার
উল্লেখ করা হইয়াছিল। সাধারণ লোকের নিকট এগুলি
কিন্তু কখনও বহুসংখ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু কি করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ
সংগ্রহ ও প্রচার করা হয়, তাহা বাতাসের জালা আছে
তাঁহাদের কাছে ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। ভারতবর্ষে
সভ্য সভ্য হিটলারের গোপন বেতারবাঁটি আছে কি না,
এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের প্রচলিত
পদ্ধতিটি বর্ণনা করিলেই জনসাধারণ বুঝিতে পারিবেন
যে, এই প্রকার কোন গুপ্ত-বেতারবাঁটির কোন
প্রয়োজন নাই।

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন
অঞ্চলের বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলির পরস্পরের সহিত
একটা নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে
রয়টার্স, আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেস, জার্মানীতে
ডি, এন, বি, ফ্রান্স ও কানাডা সাম্রাজ্যে চার্লস এজেন্সী,
ইটালীতে ইকানি এজেন্সি, জাপানে ডেইই এজেন্সি
এবং সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সরকারী ও বেসরকারী
বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ দেশের
সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান
করিত। গত শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতেই এই প্রথা
চলিয়া আসিতেছে। লঙ্কনে রয়টার্সের হেড অফিসে
হাভাস এজেন্সী, ডি, এন, বি, টেকনি এজেন্সী, পোলিশ
নিউজ এজেন্সী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি
জনা এক একটি আলাদা ঘর ঠিক থাকিত। বিভিন্ন
স্থান হইতে-ভার এবং টেলিকোনযোগে রয়টার্সের অফিসে
যে বিভিন্ন সংবাদ আসিত, ইহারা সকলেই তাহা দেখিতেন
এবং তাহা হইতে বাছিয়া নিজ নিজ দেশের উপযোগী
সংবাদ পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ বানিয়ে ডি, এন, বি,
এর হেড অফিস, প্যারিসে হাভাস এজেন্সীর হেড
অফিস প্রভৃতি সকল সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের হেড
অফিসেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি থাকিত।
ইহাতে সকল প্রতিষ্ঠানেরই সুবিধা হইত এবং সংবাদ
সংগ্রহের খরচ বহু পরিমাণে ধীচিলা হইত।

অন্য ইংরেজে যে সংবাদ বিশেষ মূল্যবান, তাহা যে
অন্যত্রও সমান গুরুত্বপূর্ণ হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।
পাকিস্তানে ইংরেজে যে সংবাদের বিশেষ মূল্য নাই, আমেরিকার
জাহার বিশেষ মূল্য হইতে পারে। বৃটান্ডরূপ জোড়ার
প্রণালীতে একজন আমেরিকান জনে ভূমিকা করিলে সে
সংবাদ ইংরেজের কাগজে ছাপা হইতেও পারে, না হইতেও
পারে;—কিন্তু তাহাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইবে না।
অন্য নিবন্ধিত আমেরিকান জরাজীর্ণ যদি আমেরিকার
বাসকার জীবনে বা সমাজে একজন বিশিষ্ট লোক হয়,
তবে তাহার মৃত্যুর সংবাদ আমেরিকান সংবাদপত্রের
পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। এ ক্ষেত্রে রয়টার্সের অফিস
হইতে সংবাদ পাওয়ার পর আমেরিকার এসোসিয়েটেড
প্রেসের প্রতিনিধি এই সংবাদ আরও বিশেষ মূল্য
পাওয়া প্রয়োজন কবে করিলে সেখান দ্বিগুণ বাতাস
করিতে পারেন। লঙ্কন এক একটি নিউজ এজেন্সীর

এলাকা ভাঙ করা আছে। এক জনের এলাকার অন্য-
জনের আলাদা বাতাস রাখিয়া অনর্থক ব্যয়বাহুল্য করা
প্রয়োজন হয় না; পরস্পরের মিলিত সহযোগিতার সংবাদ
আদান প্রদান চলে।

সুতরাং জার্মানীর জার্মান বাতাস পরিবহনে অর্থ-সচিব
কোনও বক্তৃতা দিলে রয়টার্সের মির্জা প্রতিনিধি তারফোনে
তাহা অবশি লঙ্কনে পাঠাইয়া দিবে। কব মিনিটের মধ্যেই
রয়টার্সের লঙ্কনের হেড অফিসে সে সংবাদ পৌঁছিতে।
যুদ্ধের পূর্বে জার্মান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের লঙ্কনের
প্রতিনিধি তৎকালে সেই সংবাদ পাইতে পারিত এবং
জার্মানীতে পাঠাইবার উপযুক্ত বনে করিলে অবশিই সে
সংবাদ জার্মানীতে পাঠাইতে পারিত। অনুগ্রহ উপায়ে
রয়টার্সের যারকতে জার্মানবর্ষের বর সামান্য করেক
মিনিটের মধ্যে লঙ্কনের সর্বত্র পৌঁছিতে পারিত।

কিন্তু জার্মানী দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া যমর
এই ব্যবস্থার ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। রয়টার্সের
অফিসেও আর জার্মান বা ইটালীজান সংবাদ সরবরাহ
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের
প্রতিনিধি রয়টার্স জার্মান অধিকৃত দেশগুলিতে সংবাদ
পাঠায়, তাহাদের স্থান নাই। কিন্তু সুইজারল্যান্ড, সুইডেন
এবং রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি এখনও নিরপেক্ষ আছে।
সুতরাং এসেগুলির সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি
নিরা এখনও রয়টার্সের হেড অফিসে আসেন।
রয়টার্সের নিকট হইতে জার্মানবর্ষের সংবাদ জানিয়া ইহারা
নিজ নিজ দেশে পাঠাইতে পারেন। সেখান হইতে
জার্মানী ও ইটালীর সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের
প্রতিনিধিরা তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন। অনুগ্রহ উপায়ে
আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদও
জার্মানী এবং ইটালীতে পৌঁছিতে পারে। সুতরাং
সেখা বাইতেছে যে, ভারতবর্ষের সংবাদ পাওয়ার জন্য
ভারতবর্ষে জার্মানী বা হিটলারের কোনও গুপ্ত বেতার-
বাঁটির প্রয়োজন নাই। বঙ্গ বাহন্য, হিটলারের বক্তৃতা
ও বিভিন্ন বোঝা এবং জার্মানীর আভ্যন্তরীণ খবরসবরও
অনুগ্রহ উপায়ে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে
পৌঁছায়। জার্মানীর বরবর জমাও জার্মানীতে
ব্রিটেনের কোনও গুপ্ত বেতারবাঁটি রাখিবার প্রয়োজন
হয় না,—নিরপেক্ষ দেশগুলির যারকতেই জার্মানীর
বর পাওয়া যায়।

সুতরাং ভারতবর্ষের বর হত জার্মানীতে এবং
ইটালীতে পৌঁছায় বলিয়া বিস্ময় বা আশ্চর্য কিছুই
নাই। লঙ্কনের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির সহ-
যোগিতাই ইহা সম্ভবপর করিয়াছে।

অর্ডেক আর্ভিসিনিয়া ইটালীর হস্তচ্যুত

সর্বত্র বিজ্ঞোচর বিকাশ

সাইরোবি হইতে "টাইমস" পত্রিকার সংবাদপত্র
জানাইয়াছেন:—

আর্ভিসিনিয়ার অর্ডেকই বর্তমানে ব্রিটিশদের হাতে।
বহু শহরগুলির মধ্যে সেসি, এবং গোজার এখনও
ব্রিটিশদের দখলে আসে নাই। তবে টাইলে
সেনাধী হাব্‌সী সৈন্যেরা গোজারের পথ আটকিয়া
ইটালীরদের যাত্রাভ্রমের পথ প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে
বলা চলে। এরিট্রিয়া হইতে পলারমণর ইটালীর সৈন্যেরা
বেলুসিতে আসিয়া তীব্র করিতেছে। এই শহরের উপর
ব্রিটিশ আক্রমণের বিধান বাহিনী প্রচণ্ড যোমার্বণ করিতেছে।
সেবুসি হইতে আফিস আবাবার যে পথটি গিয়াছে, তাহার
উপরও যোমার্বণ চলিতেছে। যে সকল স্থান এখনও
ইটালীরদের হাতে আছে, তাহাতে ব্যাপক বিরোধ সেখা
দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যে সকল হাব্‌সী সৈন্য ইটালীরদের
বল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহারাই চতুর্ধিক হইতে
ইটালীরদের উপর তেরাজনি ইচ্ছিতেছে। কিন্তু সত্যি
হইলে সেনাধী হাব্‌সীনের নিকট এক আবেদন করিয়া
বলিয়াছেন তাহারা বেন ইটালীরদের উপর প্রতিহিংসা
চরিতার্থ না করে।

হল্যাণ্ডে জার্মান-বিরোধী গুপ্ত সমিতি

১৫ জন যুত্বায়েও গণিত

হল্যাণ্ডের তেঁদ নগরীতে জার্মান-বিরোধী এক গুপ্ত
সমিতির সভ্যদের বিজ্ঞে সম্প্রতি যে পাটকাঠী বিচার
আরম্ভ হইয়াছিল, বর্তমানে সে সময়ে বিজ্ঞ সংবাদ জালা
দিয়াছে। বিচারে ১৫ জন যুত্বায়েও গণিত হইয়াছে
এবং করেকজনের বীথিকালের কারাদণ্ড হইয়াছে।
জার্মানীর গোয়েন্দা ও জাতিপন সৈন্যদের জীবন নাশের
এবং জাতিপন সামরিক আয়োজনের কতি সাধন করিবার
যত্নবলে নিষ্ঠ হইবার জন্য বোটা ৪৩ জন হল্যাণ্ডবাসী
বিজ্ঞে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। এ সময়ে বিশেষ
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন
রাজনৈতিক মনোভুক্ত ছিল, সমাজের বিভিন্ন স্তর ও
বয়সের লোকই ইহার সভ্যপ্রার্থিত ছিল।

প্রকাশ, গোটাডোবের জাহাজ নিশাণ প্রতিষ্ঠানে জার্মানীর
জনা যে সাবমেরিনটি নিশিত হইতেছিল, যত্নবহুকারী
তাহা বোমা মারিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা ছিল।
গোটাডোবের নিকট টেলিফোন লাইন কাটিবার এবং
বেলজিয়াম সীমান্তে যুদ্ধসজ্জাপূর্ণ গাড়ী লাইনচ্যুত করিবার
অভিযোগও ইহাদের বিজ্ঞে উপস্থিত করা হইয়াছিল।

অভিযুক্তদের মধ্যে ১৮ বৎসর বয়স একটি কুলো
জাহাও ছিল। ইহার নিকট একটি মানচিত্র পাওয়া
যায়, এই মানচিত্রে হল্যাণ্ডে জার্মানদের সামরিক বাহিনী
গুলির অবস্থান দেখান ছিল। ইংরেজে পালানিয়া দিয়া
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এই মাপটি দেওয়াই জার্মানির উদ্দেশ্য
ছিল।

গুপ্ত প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য সভ্যদের বিজ্ঞে বিভিন্ন
অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। ব্রিটিশ সৈন্য হল্যাণ্ডে
আগিলে তাহাদের সাধারণতঃ জনা বিভিন্ন পরিকল্পনাও
ইহারা প্রস্তুত করিয়াছিল। রাত্তার মোড়ে ইহারা জুল
মিক নির্দেশ করিয়া রাখিত যাহাতে জার্মানরা জুল পথে
গাড়ী চলাইয়া যানের মধ্যে বাইয়া পড়ে। গুপ্ত সমিতির
সভ্যদের অনেকের নিকট মেনিনগান্ ও বোমা পাওয়া
গিয়াছে।

"মৌলভীপাড়া প্রগতি সমিতি"

কুমিলার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন

সাব-রেজিষ্টার বৌ: ওরাজি উকীন আহমদের পুত্রপোষক
তার কুমিলার শহরের অস্থায়ী মৌলভীপাড়ার "মৌলভীপাড়ার
প্রগতিসিত এসোসিয়েশন" নামে একটি সমিতি গঠন
হইয়াছে। পরী অঞ্চলের উগুতমের জমাট এই সমিতি
গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি করেকটি শাখার বিস্তার
এবং এক একজন সম্প্রদায়ের অধীনে এই শাখাসমূহ
পরিচালিত হয়। সাহিত্য শাখার একটি পুথক জাম
আছে। ক্রীড়া বিভাগের খেলা-মূল্যের ব্যয়তা আছে
একটি ব্যায়ামাগারও স্থাপিত হইয়াছে এবং শাখায়
উপস্থিত মিলিত সকলেই ইহা ব্যবহার করিতে পারে।
অভ্যর্থন, লিখ ও জনসাধারণের সাহায্যার্থে একটি
তলাশিয়ার কোম গঠন করা হইয়াছে। এই বেজা-
সেবক বাহিনী দ্বারা বিভাগের অধীনে পরিচালিত
এবং জাহাজ অঙ্গন পরিষ্কার, শবকের বিধান প্রভৃতি
ব্যব-উপস্থান সম্পর্কিত কার্য সম্পাদন করিবে।

সামরীর প্রধান-মন্ত্রী সম্প্রতি ত্রিপুরা খেলার প্রাঙ্গণ
বাড়ীয়া মহকুমার পদন করিয়াছিলেন। বলিও তাহা
সকল সম্পূর্ণ আকর্ষণকরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা
বিষয় জনতা কর্তৃক তিনি সর্বত্র অত্যন্ত হইয়াছিলেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

লিবিয়ায় রাজকীয় বিমানবাহিনীর কৃতিত্ব

লিবিয়ায় হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, লিবিয়ান বহু সন্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ পক্ষ সৈন্য-বাহিনী আওতায় ও পশ্চিমাবর্তী করা হইয়াছে। বৃটিশ বিমান-বাহিনী সমূহ জাপান বাহিনীকে নিপনাত্ত করিতেছে। ইরান-লিবিয়ায় যুদ্ধাঙ্গণে পুণ্যক্রমে নিম্নে হইতেছে।

১. খানা সার্বভৌমত্ব বিবরণ

প্রাপ্ত সংবাদে ২০ খানা জাপান এবং দুইখানা ইটালীয় বিমানকে ভূপাতিত করা হইয়াছে। বৃটিশ কী বিমান বহুর দুইটি ছোয়াছুই এই কাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছে। রাজকীয় বিমান বহুর এক এশেটোরে ১৫টি পিল এই সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

বৃটিশ সাংসদগণের কৃতিত্ব

বৃটিশ সাংসদগণ এট, এম, এস "টাইমস" পত্র-বিকৃত প্রকাশের কোনও বন্ধনামী একখানা সপ্তাহ-ব্যাপী বিপুলভাবে সোয়াইট ইটালীয় জাহাজকে (প্রায় ০ হাজার টন শক্তি) জগত করিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌ-বহুর কৃতিত্ব

গত ১৫ই এপ্রিল বৃটিশ নৌবহুর আক্রমণে ভূমধ্যসাগরে ৩০ খানা জাপানি জাহাজ লইয়া গিয়াছে। পত্র-বিকৃত এক কনভয় গির্গিল হইতে ত্রিগোণি-প্রায় সমস্ত নিমজ্জিত হইয়াছে।

বৃটিশ নৌ-বহুর এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া বহন—পুত্রোবাহিনী প্রায় পাঁচ হাজার টনের দুইখানা জাপানি জাহাজ মোটরগানে পরিণত ছিল। এই দুইখানা বহুর হইয়াছে। অল্পসংখ্যক আওতায় একখানা জাহাজ টনের জাহাজ বিকোরণের ফলে বিপুল হইয়াছে এবং তিন হাজার টন মাল বহনের ক্ষমতা-বিশিষ্ট আওতায় দুইখানা জাহাজ বিকোরণের ফলে বোঝা গিয়াছে।

তিন খানা ইটালীয় ডেইয়ার নিমজ্জিত

"লুসা টারিগো" নামক ১,৬২৮ টনের ইটালিয়ান ডেইয়ার এবং আরও দুইখানা অপেক্ষাকৃত ছোট ডেইয়ার এই কনভয়ের প্রত্যয় নিমজ্জিত ছিল। তিনখানা ডেইয়ারই লিবিয়া গিয়াছে।

এই সাক্ষ্যবিশিষ্ট নৌ-অভিযানের সময় "বোম্ব" নামক তিন বণভূমীখানি পত্র-বিকৃত আওতায় নিমজ্জিত হইয়াছে। তবে নিমজ্জিত জাহাজের সবগু নৌ-সৈন্য। কমান্ডিং-অফিসারের উদ্ধার সাধন করা হইয়াছে।

কল-জার্মান সীমান্তে দুর্গ নির্মাণ

জানা গিয়াছে, সবসংখ্যক জার্মান প্রতিক্রিয়া কল-জার্মান সীমান্তে দুর্গ-মালা নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। পশ্চিম লাইন নির্মাণকারী জার্মান ইঞ্জিনিয়ারগণ নুতন গ-মালা পরিদর্শন করিতেছে।

আবিসিনিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

আবিসিনিয়ায় বৃটিশ সৈন্যদল বাহিনী সক্রিয়-ক্রমে পত্র-বিকৃত আক্রমণ করিয়া বিপুল করিয়াছে এবং দুর্গ-মালা শেষ পর্যন্ত অবিকার করিয়াছে। এই পত্র-বিকৃত বোম্বার্ডারদের ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গ-মালা দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

ডেইরী অভিযানে ব্রিটিশ বাহিনী

আবিসিনিয়ায় বৃটিশ বাহিনী উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে ডেইরী দিকে অগ্রসর হইতেছে। গত কয়েক দিনের মধ্যে বোম্বার্ডার সামগ্রী হাড়া একজন ইটালিয়ান ইঞ্জিনিয়ার, ৪০ জন অসামান্য অফিসার ও দুইজন

ইটালীয় ও ১,৬০০ গুপ্ত সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে।

জাপানি এলাকার বৃটিশ আক্রমণ

১৬ই এপ্রিল জানা গিয়াছে যে, লিবিয়ায় বৃটিশ সৈন্য-বাহিনী সাক্ষ্যজনকভাবে কাপাজ এলাকার পত্র সৈন্যদের পশ্চাদভাগ আক্রমণ করিয়াছিল। পত্র সাক্ষ্যজন-সমূহে পেল-বর্ধন এবং আওতায় বহুইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

জোজকে তীব্র সংগ্রাম

ইটালীয় সনকারী এশেটোরে ১৬ই এপ্রিল উত্তর আফ্রিকায় ভয়াবহ সংগ্রামে বৃটিশ নৌ-বহুর অগ্রগতির আভাষ পাওয়া গিয়াছে। উম্মাতে বলা হইয়াছে যে, সোপান এলাকার সংগ্রাম চলিতেছে। নৌ-বাহিনীর সহায়তায় বৃটিশ সৈন্যরা আত্মপা পত্রিতে জোজক বলা করিতেছে।

গ্রীসে জার্মানদের অগ্রগতি

জার্মান অগ্রবর্তী বাহিনীর পশ্চিম মাসিডোনিয়ায় প্রবেশ করার কথা এক এশেটোরে ঘোষণা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, জার্মান সৈন্যবাহিনী চালিয়ার নদীর উত্তরভাগে প্রবেশ করিয়া কাদাকার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কোভানীর দিক হইতে অগ্রসর হইয়া গ্রাহারা চালিয়ারনদের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর করিবার দক্ষিণে প্রবেশ করিয়াছে। ক্রিয়াসাকরিত গির্গিল পত্র-বিকৃত বহন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জার্মান আক্রমণ প্রতিহত

১৭ই এপ্রিল রাতিতে এথেন্স বেতারগোণে বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ-গতিতে পশ্চিম মাসিডোনিয়ায় যুদ্ধ চলিতেছে। গ্রীক বাহিনী জার্মানদের গুপ্তের কতিপায়ন করিয়াছে।

বৃটিশ ও সাম্রাজ্য বাহিনী গ্রীক বাহিনীর সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে বহুচালিত জার্মান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং পত্র-বিকৃত কতিপায়নও করিয়াছে; আত্মপা চেষ্টা সত্ত্বেও জার্মানরা কোন স্থানে গ্রীক বাহু ভেদ করিতে সক্ষম হয় নাই।

রাজকীয় বিমানবহুর সাক্ষ্যজনক বোম্বার্ডের ফলে দক্ষিণ সাব্রিয়ার বহুভাগে জার্মান অগ্রগতি বহু হইয়াছে।

বলোনে প্রথম বোম্বার্ড

রাজকীয় বিমানবহুর গত ১৬ই এপ্রিল বলোনের উপর ভয়াবহ বোম্বার্ড করিয়াছিল। বিস্ফোরণ ও ভয়াবহ হইয়াছিল যে, ইংলিশ উপকূলের বাড়ীর পর্যন্ত কীপিয়া উঠিয়াছিল। ক্রাসী পশ্চিম-পাশের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং ইয়াতে সবগু আকাশ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

নুতন ক্রোট গুপ্তবৈদ্য

বুলাপেট হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, এক নুতন ক্রোট গুপ্তবৈদ্য গঠিত হইয়াছে। তা: একটি প্যাডেলিট এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, প্রধানবর্তী এবং পররাষ্ট্র-মন্ত্রি বসিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। কেনারেল ডেটানিক সচিব বসিয়া ঘোষিত হইয়াছেন; কেনারেল ডেটানিক ক্রোট রাষ্ট্রের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট এবং সৈন্যবাহিনী-নৌ-বহুর, বিমান বহুর ও পুলিশ বাহিনীর সর্বাধিকার পত্র-বিকৃত হইয়াছেন।

পত্র-বিকৃত রাষ্ট্র-বিমান-আক্রমণ

১৭ই এপ্রিল উত্তর জার্মানী, নিম্নে: বুসেনের উপর রাজকীয় বিমান বহুর বালক আক্রমণ, বোম্ব

উপর সৈন্য বিমানবাহিনী এবং বেলিগোলাও ও বেলজিকার উপর দিবাভাগে আক্রমণের সংবাদ বিবরণে ঘোষিত হইয়াছে।

উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ সৈন্যদের সহিত নৌবহুর সহযোগিতা

উত্তর আফ্রিকায় উপকূলে বৃটিশ বাহিনীর সহিত নৌ-বহুর আরও সহযোগিতার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উম্মাতে বলা হইয়াছে যে, নৌ-বহুর হইতে কাপাজীকো পুত্রের উপর পুনঃপ্রায় সাক্ষ্যের সহিত সাক্ষ্যজন করা হয়। বহু সংখ্যক গোলা নিক্ষেপ হয় এবং পত্র-বিকৃত ক্রোট সন্নিবিষ্ট প্রায় একশত ট্যাঙ্ক ও মোটরগানের মধ্যে ইন্ডলি বিস্ফোরিত হইতে দেখা যায়। সব হইতে আলজিয়ার বিমান বাহিনী এবং উত্তর বহুর ওয়াবের উপর পুনঃপ্রায় সাক্ষ্যজনকভাবে গোলাবর্ষণ করা হয়। সম্মতি ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহুর অগ্রগতি: পত্র-বিকৃত দুইখানা জার্মান ডাইভ-বোম্বারকে বিপুল এবং অপর কয়েকখানাকে জবর করে।

গ্রীক রণাঙ্গণে সাম্রাজ্যিক পরিবর্তি

১৮ই এপ্রিল গ্রীক রণাঙ্গণের পরিবর্তি সাম্রাজ্যিক-রূপে বর্ণিত হইল, এখন পর্যন্ত জার্মানগণ গ্রীক-বাহিনী বাহু ভেদ করিতে পারে নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

সবসংখ্যক জার্মান ও ইম্পিরিয়াল সৈন্যদের মধ্যে সংগ্রামে ইম্পিরিয়াল সৈন্যগণই জয়লাভ করিতেছে। সাম্রাজ্যের সৈন্যদের মধ্যে প্রেরিত বহুভাগই আত্মপা হইয়াছে।

পাঁচখানা জার্মান বোম্বার্ড সেনা বিবরণ

লগনে সম্মতি একটি সংবাদে প্রকাশ, প্রেন-গান-সম্মতি এক ট্যাঙ্ক-পুংসী বেজিনেট পাঁচখানা জার্মান বোম্বার্ড সেনা ভূপাতিত করিয়াছে।

এসে ৫০ হাজার জার্মান সৈন্য নিহত

আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেস কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ, গ্রীস আক্রমণের ফলে এ-পর্যন্ত ৫০ হাজার জার্মান সৈন্য নিহত হইয়াছে।

লিবিয়ায় জার্মান অগ্রগতি প্রতিহত

লিবিয়ায় বর্তমানে জার্মানদের অগ্রগতি প্রতিহত করা হইয়াছে।

ত্রিগোণী বহুর বিমান আক্রমণ

রাজকীয় বিমান বহুর ও নৌবহুর যুদ্ধ সেনাগুলি লিবিয়ায় ইটালো-জার্মান বাহিনীর প্রধান বাহিনী ত্রিগোণীর উপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ পরিচালন করে। জাহাজ ও পোতাশ্রয়ই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। সার্বভৌম বহুর একখানা ডেইয়ারী জাহাজের উপর বোম্ব নিক্ষেপ হয়। ফলে একশতটিরও অধিক সময় বহুর জাহাজখানিকে পুড়িতে দেখা যায়।

বালিকের উপর আক্রমণ

সম্মতি রাজকীয় বিমানবহুর যে অগ্রগতি পশ্চিমাবর্তী বোম্বার্ডার প্রবর্তিত হইয়াছে, বালিকের উপর ইয়া নিক্ষেপ হয়।

সাক্ষ্যজনক উপর সাক্ষ্যজনক প্রচণ্ড রক্তস্রাবের "ব্রিগ" গ্রীক জাহাজ, কমান্ডিং-অফিসার জাহাজ পত্র-বিকৃত হইয়াছে।

বাঙালার সরকারী শিল্প-বিভাগ

১৯৩৯-৪০ সনের বার্ষিক কার্য-বিবরণী

বাঙালার সরকারী শিল্প বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সনের কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত বিভাগ পূর্ব-প্রবর্তিত পরিকল্পনার ফলাফল পর্যালোচনা করেন এবং তথ্যসমূহ নির্ধারণ করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে বৎসরের শেষভাগে জড়ত শেখের শিল্প প্রচেষ্টার প্রসার শুরু হয় এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণ-মেন্ট বৃহৎ শেখ হওয়ার পরও এই সকল শিল্পের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার আশ্বাস দেন। বাঙালার যেভাবে কলকাতা প্রয়োজনীয় শিল্পের পত্তন হইয়াছে, ভারতে আর কোথাও এরূপ হয় নাই। অবিকাল শিল্পই বেল-কাঠী ব্যক্তির উল্লেখ-আরোহণে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সরকারী শিল্পবিভাগ সর্বদাই ঐগুলিকে সাহায্য প্রদান করিয়া আসিয়াছেন।

শিল্প গবেষণা

শিল্প বিভাগের অধীনে শিল্প-গবেষণা বোর্ড গঠনের কথা গত বৎসরে ঘোষিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে উক্ত বোর্ড দশটি পরিকল্পনা সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করে।

শিল্প তদন্ত কমিটি

আলোচ্য বৎসরে শিল্প তদন্ত কমিটি বাঙালার সৈন্যত্ব বিভাগ ও কৃষির শিল্পকার্য-পন্থা দিকের সম্পর্কে দুইটি প্রাথমিক বিবরণী দাখিল করে। কমিটির সোপানমূলক এই বৎসরে গভর্ণ-মেন্ট কর্তৃক বিবেচিত হয়। বৎসরের শেষ ভাগ হইতে গভর্ণ-মেন্ট কীসা ও পিতল শিল্প এবং চতুর্ভুজিত তীতশিল্পকার্য পন্থার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ৪টি বিক্রয় ও সরবরাহ ডিপো প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শিল্প সংক্রান্ত তথ্য

এই বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আলোচ্য বিভাগের তথ্যসাধার নিকট নানারূপ তথ্য জানিতে চাওয়া প্রায় ১,২০০ পত্র পত্র আসে এবং ঐগুলির অবিলম্বে উত্তর প্রদান করা হয়।

শিল্প-মিউজিয়াম ও জাদুঘর প্রদর্শনী

শিল্প-মিউজিয়ামের প্রয়োজনীয়তা বাঙালার শিল্পপতিরা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জনসাধারণও এই সম্পর্কে বিশেষ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করে। প্রদেশের কতিপয় মাননীয় স্রষ্টা এবং বহু শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও শিক্ষাবিদ এই যাদুঘর পরিদর্শন করেন।

জাদুঘর প্রদর্শনী মক্কা-র অফিস পল্লী-শিল্পের প্রসার সাহায্য এবং উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেয়।

প্রদেশের টেকনিক্যাল শিক্ষা সন্যাস এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তদন্তের জন্য আলোচ্য বৎসরে ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার মিঃ জন পার্কেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

রসায়ন শাখা

একটি এণ্ড রাসায়নিক, একটি হাইড্রলিক প্রেস ও টিন ইন্টারকন্টেক্ট বদল প্রযুক্তি: মিল সংগৃহীত হওয়ার শিল্প গবেষণাগারের রসায়ন শাখার যথেষ্ট রকম প্রসার সাধিত হয়। এই বৎসর সাবান, গালা, স্ট্রেশনার প্রযুক্তি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালিত হয়। বহু সাবান এবং অফেনের জন্য টীকা কালী তৈয়ারী সম্পর্কেও গবেষণা চলে।

বেকার সাহায্য পরিষদ অনুযায়ী এই বৎসর চারটি বদল কলিকাতার এবং অন্যান্য কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের সাহায্য তৈয়ারী কল-কৌশল শিক্ষা দেয়।

টেকনিক্যাল শাখা

বিভিন্ন প্রকারের বঃ ও বাণিজ্য প্রস্তুত করা সম্পর্কে এই বৎসর ব্যাপকভাবে গবেষণা চলে এবং ইন্সট্রাক্ট-প্রোটি: সম্পর্কে বাবারাখিকভাবে কতকগুলি পরীক্ষা কার্য চালানো হয়।

শিল্প গবেষণাগারের বঃ ও বাণিজ্য শাখা এই বৎসর কতিপয় বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা চালায় এবং একজন বেসরকারী ব্যবসায়ী কর্তৃক কলিকাতার নিকটে আলোচ্য বৎসরে একটি আধুনিক ধরনের বঃ ও বাণিজ্যের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বুৎশিল্পের উন্নতির জন্য আলোচ্য বৎসরে গবেষণা পরিচালিত হয় এবং জুবি কাঁচি প্রযুক্তি তৈয়ারীর ব্যয় হ্রাসের জন্য পরীক্ষা চালানো হয়।

উন্নততর পদার্থবিশেষের ফলে জাড়া তৈয়ারীর ব্যয় হ্রাসও সম্ভব হইয়াছে।

বয়ন শাখা

আলোচ্য বৎসরে পাঁচটি বয়ন-কৌশল প্রদর্শনকারী দল হিমুরা, মালদহ, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার ১১টি কেন্দ্রে বয়ন-কৌশল প্রদর্শন করে এবং পশ্চিম বঙ্গ-কৌশল প্রদর্শনক দুইটি দল ও পশ্চিমবঙ্গ-কৌশল প্রদর্শনক দুইটি দল বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং জায়গা বেলে। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে পশ্চিমবঙ্গ তৈয়ারীর জন্য ৮টি কারখানা এবং পাটের কল, টেবিলজুপ, সতরঞ্চি, সুন্দরী প্রযুক্তি পাটকার্য হওয়া প্রস্তুতের জন্য ৪টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বৎসর ৪টি জোবডা-শিল্প শিক্ষাদানকারী দল বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী, মেদিনীপুর ও হাটহাড় ৭টি কেন্দ্রে বয়ন-কৌশল প্রদর্শন করে এবং জোবডা-জাত হল তৈয়ারীর জন্য জোট ও যাকানি আকারের কয়েকটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেল-শিল্প সংক্রান্ত সমস্যারও আলোচ্য বৎসরে তদন্তকর্ম করা হয়।

ট্যানিং ও চর্ম-শিল্প

বর্জীয় ট্যানিং ইনস্ট্রাক্ট এই বৎসর গবেষণা, শিক্ষা পান এবং প্রচারকার্য এই ত্রিবিধ কার্যসূচী গ্রহণ করে। এই বৎসর ইনস্ট্রাক্টকে পুনর্গঠন করার পরিকল্পনা যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রসর হয় এবং ট্যানিং বিষয়ে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে প্রদানের জন্য ৩ বৎসরের ট্রেনিং-এর পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বৎসর শেষ হওয়ার

পূর্ব পর্যন্ত ট্যানিং বাঙালার সরকারের বিবেচনামূলক ছিল। ৫টি কেন্দ্রে উন্নততর ট্যানিং-এর কল-কৌশল প্রদর্শন করা হয় এবং ট্যানিং, মুদ্রণশিল্প ও চর্মকার শহীদা বোর্ড ৭০ জনকে এই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

শিল্প তদন্ত

এই বৎসর কাচ, বোতাম, জুবি-কাঁচি, সেলুলয়েড, শিল্প, পশ্ম এবং চর্ম-নির্মিত কারখানা সম্পর্কে বিবরণী প্রণীত হয়।

টেকনিক্যাল ও শিল্প-শিক্ষা

আলোচ্য বৎসরে শীতকালীন বর্জীয় বয়ন ইনস্ট্রাক্টে ও বয়নশিল্পের সরকারী বেসরকারী বয়ন ও বয়ন ইনস্ট্রাক্টের পুনর্গঠন কবিজা উল্লেখ্য পুদ্যপত্র শিল্প টেকনিক্যাল-লিক্যাল ইনস্ট্রাক্টে পরিণত করা হয়।

টেকনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টে একটি পাট বয়নের মত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আলোচ্য বৎসরে সম্ভব করা হয় বটে; কিন্তু যুদ্ধের ফলে কলকাতা পাটকার্য অগ্রবিধা হওয়ায় এই বৎসরে ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করা যায় নাই। এই বৎসর যথেষ্ট শ্রমী বিদ্যেভ: মুদ্রণশিল্প ও তপসীপত্রক শ্রমীর মুদ্রণশিল্প শিল্পশিল্পের জন্য ২৯টি বৃত্তি প্রদান করা হয়।

আলোচ্য বৎসরে বাঙালার সরকারী শিল্প বোর্ডের ১১টি বৈঠক হয় এবং সাহায্যের মঙ্গল ঘটন ৪১ বারি আবেদন পাওয়া যায়। এই বৎসরে জল কার্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২,১০০ টাকা ব্যয়িত করা হয়।

ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সাধারণের কর্তব্য

কলিকাতা ১৩ নং গভর্ণ-মেন্ট প্রেস ইন্টার-মেসারি ব্যাপ্তিকোষ প্রোট এবং কো-সিমিটেড মে "এ, কে, বি" (বঙ্গপ্রদেশ জাদুঘর ইনস্ট্রাক্ট) টিম আনয়নী করিয়াছে, জাড়া অনুমতি দেওয়া বিক্রয় করা হইবে। উক্ত অনুমতি পর ৮ নং জাড়া জাড়া বয়নশিল্প মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রদান কর্তৃকচারীর অধিন হইতে প্রকাশ করা হইবে। এই বিক্রয় কার্য ২৩শে মার্চ হইতে চলিবে। উক্ততর পুচবা দল নিম্নে প্রস্তুত হইল:—

এ, কে, বি. ২ সি, সি, ১০০ ৩০০ প্রতি দাগ
এ, কে, বি. ৫ সি, সি, ১০০ ৫০০

মহো পেন্ডিয়ার সাহায্যে প্রকাশ, একমাত্র মহো মগরী জাড়া মহো জেলার সর্বত্র গত ২২শে এবং ২৩শে মার্চ তারিখে প্যারাশুট বাহিনী প্রতিরোধক কুচকাওয়াজ হইয়া গিয়াছে। লুকনোভের অফিসের মহোদয় পাঁচ মার্চ তারিখ কৃষক "প্যারাশুট বাহিনীর" আক্রমণ প্রতিরোধ করে। এই মহোদয় প্যারাশুট মিলিটারি "আক্রমণকারীদের" সকলকেই ধ্বংস করা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।



মিউজিয়াম হইতে ইংলেও আগন্ত সৈন্যপণ ব্রহ্ম-পানের সাহায্যে ভলী-চালনা অভ্যাস করিতেছে।

“হস্ত-চালিত তাঁতের বয়ন-শিল্প”

উন্নতির জন্য সরকারী শিল্প-বিভাগের তথ্যানুসন্ধান

বঙ্গদেশীয় শিল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানে চলে আসছে “হস্ত-চালিত তাঁতের বয়ন-শিল্প” নামে একটি চিত্রাঙ্কন ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গদেশীয় বিভিন্ন কেন্দ্রের হস্ত-চালিত তাঁতের বয়ন-শিল্পের ব্যাপক অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে শিল্প সম্পর্কিত বিভাগীয় তথ্য-সংগ্রাহক কর্মচারী মিঃ ডি. এ. বোম, এম. এ. এই বিবরণী তৈরী করেছেন।

ইহার ঐতিহাসিক পটভূমিকা অনুসরণ করিয়া উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, হস্ত-চালিত তাঁত এই দেশের বহু প্রাচীন ও ব্যাপক কৃষি-শিল্প। কৃষি-শিল্প কোন সময় চলেই নিভেনি। অবস্থার ভিত্তি দিয়া টাইলি কোম্পানীর আমল পর্যন্ত আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। উক্ত বিবরণীতে আরও বলা হয়েছে যে, কাপাস বয়ন বাটীতে পাট, পশম এবং সিলেকশন বয়ন লইয়া এই হস্ত-চালিত তাঁত গঠিত। শিল্প বিভাগ অপর প্রত্যেকটি বিভিন্ন শাখা লইয়া পৃথক বিবরণী তৈরী করিবে যার করিয়াছে বনিয়া বর্তমান রিপোর্টে শুধু কাপাস বয়ন সম্পর্কেই বিস্তৃত বিবরণী প্রদান করা হয়েছে। পার্শ্বত্যা চট্টগ্রাম এবং কুচবিহার ও ত্রিপুরার সামন্ত রাজ্য বাদ দিয়া বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল লইয়া এই বিবরণী তৈরী করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে তত্ত্বাবধায় পরিবারের সংখ্যা, কাজ করে একজন তাঁতীর সংখ্যা, কতগুলি তাঁত ব্যবহৃত হয়েছে তাহার সংখ্যা, ব্যবহৃত সূতার মূল্য ও পরিমাণ, বিভিন্ন জেলায় যে সকল সূতা তৈরী হয় তাহার মূল্য ও পরিমাণ, এবং বঙ্গদেশে হস্ত-চালিত তাঁতে কাপাস বয়ন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সংখ্যানুপাতিক ও ব্যাপকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত বিবরণীতে উক্ত শিল্প সম্পর্কে কোন কোন ব্যাপার বিবরণীতে প্রদত্ত হয়েছে:—

ঢাকা বিভাগে তত্ত্বাবধায় পরিবারের সংখ্যা ২০,৩১১; তাঁতীর সংখ্যা ৭৫,১২৮; এই বিভাগে বাৎসরিক ৮৯ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হয় এবং ৩৫৬ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগে তত্ত্বাবধায় পরিবারের সংখ্যা ১০,৯৩৭; তাঁতীর সংখ্যা ২৫,১১২; এই বিভাগে বাৎসরিক ৩৭ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হয় এবং ১৯৯ লক্ষ গজ বস্ত্র তৈরী হয়।

রাজশাহী বিভাগে তত্ত্বাবধায় পরিবারের সংখ্যা ১৮,২৪৯; তাঁতীর সংখ্যা ৩২,১৯৮; এই বিভাগে বাৎসরিক ৫০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হয় এবং ১৮৯ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হয়।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে তত্ত্বাবধায় পরিবারের সংখ্যা ১০,৩৬২; তাঁতীর সংখ্যা ২৮,০১২; এই বিভাগে বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হয় এবং ১৫১ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

বর্ধমান বিভাগে তত্ত্বাবধায় পরিবারের সংখ্যা ১৬,৩৯৪; তাঁতীর সংখ্যা ৩৬,১৬১; এই বিভাগে বাৎসরিক ৪৭ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হয় এবং ২৫২ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হয়।

হিসাবে দেখা যায় যে, সর্বমুঠে তত্ত্বাবধায় পরিবারের সংখ্যা ৮১,২৬০; তাঁতীর সংখ্যা ১,৯৬,৬১১; বাৎসরিক ৯৯৬ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ব্যবহৃত হয় এবং ১,২৪৬ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ হস্ত-চালিত কাপাস বয়নকেন্দ্র ও প্রত্যেকটি কেন্দ্রে কিরূপ সরকারী জিনিষ তৈরী হয়, তাহা উক্ত বিবরণীতে বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই বিবরণীতে বালি-শিল্প এবং ইহার অর্থনৈতিক দিকও আলোচিত হইয়াছে এবং রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন কৃষি শিল্পের (তন্মধ্যে হস্ত-চালিত কাপাস বয়ন-শিল্প সর্বাধিক ব্যাপক ও প্রয়োজনীয়) অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য শিল্পবিভাগ সংশ্লিষ্ট একটি করিয়া প্রাদেশিক কৃষি শিল্প বোর্ড থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিল্পের উন্নতিসাধক উন্নততর করিবার নিমিত্ত উক্ত বিবরণীতে—উৎপাদনক্ষমাকৌশল, বিকিকিনি, মূল্যবোধের ব্যবস্থা এবং তত্ত্বাবধায়ককে সম্বলিত করার ব্যাপারে সংস্কার ও উন্নতিবিধান সম্পর্কে কতগুলি ইঙ্গিত আছে। বঙ্গদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নলিখিত চিত্রাঙ্কন ইঙ্গিত করা হইয়াছে:—

- (১) যে সকল অঞ্চলে গতানুগতিক প্রাচীন ধরনের তাঁত ব্যবহৃত হইতেছে, সেইখানে আধুনিক তাঁতের প্রবর্তন।
- (২) হস্ত-চালিত তাঁতে তৈরী জিনিষকে পালিশ ও অধিকতর সুন্দর করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নের প্রবর্তন।
- (৩) কাপড় বস্ত্র করিবার আরও উন্নত ধরনের উপায় প্রবর্তন।
- (৪) তৈরী জিনিষ কোন কোন কেন্দ্রে লম্বার কিম্বা চণ্ডার খাটো হয়, সেই ব্যবস্থা এবং কাপড়ে খাঁস ডায়ে বস্ত্র করা বন্ধ করা।
- (৫) উন্নত ধরনের সূতা ও নক্সা ব্যবহার করিয়া হস্ত-চালিত তাঁতে নিম্নিত্ত বস্ত্রাদির সমতা সাধন।
- (৬) হস্ত-চালিত তাঁতে নিম্নিত্ত শিল্পে অধিকতর কার্য-কার্যসম্মিত নক্সা ও নমুনার প্রবর্তন।
- (৭) হস্ত-চালিত তাঁতে প্রস্তুত পণ্যের অধিকতর সুন্দর ও সুবিন্যাসে প্রচারকর্মের ব্যবস্থা।

তুরকের সমরোজ্ঞান

শ্রেন হইতে বেসামরিক জনসাধারণ অপসারিত

ডেইলী-বেল পত্রিকার ইংল্যান্ড-নিবাসী সংবাদদাতার ভাষে প্রকাশ, তুর্কী সরকার শ্রেন হইতে বেসামরিক জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশকে অ্যান্টোনিয়াতে সরাইয়া লইয়া বাইতেছেন। ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ লোক শ্রেন ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মোট প্রায় ২৫০ লক্ষ লোক শ্রেন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাইবে বলিয়া কলম হয়। তুর্কী সরকার বুজের জন্য বিপেক্ষ-রূপে প্রস্তুত হইতেছেন।

তুরকের খ্রিষ্টান অধিবাসীদের সংখ্যা নির্ভর করছে। ইহাদেরও অন্যান্য পাঠ্যবিষয় ব্যবস্থা হইতেছে। এক হাজার মিলিয়নকে তুরক হইতে তুরক-পাঠ্যবিষয় বসানোর কথা হইতেছে। ইহা হইতে তুরকের খ্রিষ্টান বুদ্ধিবল্লভ বহিষ্ঠ গাফ্রিই নহে এমন ৮০টি খ্রিষ্টান পরিবারকে পাঠ্যবিষয়, সার্বজনীন অর্থ্য ভাষ্যে চলিয়া বাইবার জন্য পুর্নমুখী উপস্থিত মনোবৃত্ত করিতে বলা হইয়াছে।

যুদ্ধে চমুহারাঘের সাহায্যে বাঙলা

ক্যাপ্টেন স্যার আরান ক্রসটারের জন্মবার জ্ঞাপন

ইংলণ্ডে যে সকল ব্যক্তি বাঙলার স্বাধীনতার ঊর্ধ্বতন হইয়াছেন, তাহারা সর্বত্র বঙ্গদেশ জ্ঞাপন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে যুদ্ধে প্রত্যাগত এবং কাগরিক অস্ত্রের সংখ্যা কম নহে। ক্যাপ্টেন স্যার আরান ক্রসটারের নিম্ন-লিখিত পত্রে উদা প্রতীকমান হইবে:—

“বঙ্গদেশীয় বঙ্গলাট বাঙালীর যুদ্ধ সংগ্রামে তত্ত্বাবধায় সেন্ট ড্যান্সটোন শাখার নামের জামিকার আমি ক্রমাগত এমন বহু টাকার অর্থ খেঁচেছি, বাঙা বাঙলা দেশ হইতে আসিতেছে। এ সম্পর্কে আমি নবাবীতি ‘তত্ত্বাবধায়’ অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষকে উক্ত অর্থের প্রাপ্তি সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি; এবং আমি নিশ্চিত জানি যে আপনাদের প্রেরণাতেই এই বিপুল অর্থ আমার নিকট আসিতেছে। তত্ত্বাবধায় এই অবসরে আমি আপনাদিগকে আমার একমিত্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রয়াস পাইব।

“একথা বলাই বাহুল্য যে, আপনাদের সাহায্য আমার কত বেশী প্রয়োজন। এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নবন আমরা গৃহে বসিয়াও যুদ্ধরত সৈনিকদের নতই নিজেদের বনে করিতেছি, সেই সময় আমাদের বহু আশঙ্কার নতই আমাদিগকে সাহায্য করিবে। সেই আশা একেবারেই অসম্ভব। হাসপাতালসমূহ খালি করিয়া-বাইবার প্রয়োজনে আমরা অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপে পড়িয়াছি; বোমার বাড়ীঘর ও ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া পুরাতন সেন্ট ড্যান্সটোনের অধিবাসীগণ ক্রমাগত সাহায্যের জন্য আমাদের নিকট আসিতেছে এবং গত হেমন্ত কালে আমাদের হেড কোয়ার্টারসমূহ বিশেষরূপে কতিপয় হইয়াছে বলিয়া আমাদের অনিবার্য কর্তব্যকে লঙনের বাহিরে পাঠাইয়া দিতে হইয়াছে।”

উক্ত পত্রে যে সাহায্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সেন্ট ড্যান্সটোনের প্রয়োজনে বাঙলার সাহায্যের একটি অংশ বিশেষ। বাঙলা দেশ সর্বমুঠে ২৫,৯৪৪,৭১৫ পরমা এবং ১২০ পাউণ্ড সাহায্য প্রদান করিয়াছে এবং তত্ত্বাবধায় যুদ্ধে যে সকল লোক অস্ত্র হইয়া গিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়া ড্যান্সটোনের অধিবাসি-বৃন্দের জন্য তাহার সমবেদনাপূর্ণ লিপি বাঙলা দেশে কি ভাবে গৃহীত হয় তাহা নিম্নলিখিত পত্র হইতে প্রতীকমান হইতে পারে:—

“গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত আপনাদের পত্রের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এ সম্পর্কে বাঙলা দেশের সমবেদনা যে কত গভীর, সে বিষয় কিছু বলা-বাঙলা নাই। এতখানি দূরে অবস্থান করিয়া যুদ্ধের দাবি এবং কষ্টের তার গ্রহণ করিতে আমাদের স্বরোপ অধিবা যে কত কম, সে বিষয়ে আমরা বিপুল সচেতন। তথাপি আমাদের সমর্থনের জন্য আমরা বঙ্গদেশী করিতেছি এবং শত্রুর আক্রমণ বন্ধ করিতে আমরা যে দুইটি সম্পূর্ণ ভোজ্যভূমির ব্যয় বহন করিয়াছি, তত্ত্বাবধায় আমাদের আশঙ্কের মীমাংসা নাই। সেই সঙ্গে আপনাদের পত্রে গৃহে অবস্থান করিয়াও যুদ্ধরত অবস্থার ড্যান্সটোন অধিবাসীদের যথোপযুক্ত যে উৎসাহ চিত্র আপনি অতিত করিয়াছেন, তাহা বাঙলা দেশের সর্বত্র-অবস্থান-বুদ্ধ-বুদ্ধির সমবেদনা হাতে লব্ধ হইতেছে। কঠোর যুদ্ধ সম্পর্কিত তত্ত্বাবধায় পরামর্শ সমিতি এই ব্যয় দ্বিগুণ করিয়াছেন যে, ড্যান্সটোন ব্যয়ের ৪০,০০০ হাজার টাকার প্রাপ্যদের নিকট প্রেরণ করিবেন; এই সময়ে আপনাকে হাসপাতালে রাখিয়া আমি বিশেষ কল্যাণিত। আমি, অস্ত্র করি যে সেন্ট ড্যান্সটোনের নিকট-বাসী এই অর্থ, কিছু পরিমাণে অর্থসংগ্রহের সহায়তা করিয়াছি।”

কলিকাতার পুলিশ-কমিশনারের পতী বলেন, সি, ই, এস, কোয়ার্টারের বিজয়ী
পুষ্টিমাণীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন।

বাংলা সরকারের বদান্যতা

লেডী মেরী হার্বার্টের মহিলা
বুধ-তহবিল

পল্লী-অঞ্চলের চিকিৎসালয়ে ব্যাপক দান

পল্লী অঞ্চলের পাঁচটা চিকিৎসালয়ের সাহায্যের নিমিত্ত
বাংলা সরকার দয়াসীতি চাবে (অর্থাৎ বাংলা ডিস্পেন-
সারীর জন্য ৫০০ টাকা করিয়া এবং বিভাগীয় জেলার
অন্তর্গত একটি পল্লী চিকিৎসালয়ের জন্য ২৫০ টাকা
করিয়া) নিম্নলিখিত অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুর
করিয়াছেন:—

প্রেসিডেন্সী বিভাগ (২,৫০০)

মদীরা জেলা	২,০০০
পল্লী চিকিৎসালয়—	
গ্রামনগর	
জানসেবপুর	
বান্দুয়া	
মাদিপুরা	
মুন্সীগঞ্জ জেলা	৭৫০
পল্লী চিকিৎসালয়—	
কীতিপুর	
মাদীরাগাঁও	
বাগিচাপাড়া	
মশোদর জেলা	৫০০
পল্লী চিকিৎসালয়—	
বাগিচাপুর	
জয়দিয়া	
খুলনা জেলা	২৫০
মাদারাপুর (পল্লী চিকিৎসালয়)	

বর্ধমান বিভাগ (১,০০০)

বীরভূম জেলা	৭৫০
পল্লী চিকিৎসালয়—	
গোনারকুশু	
ভাণ্ডাপুর	
লোকপাড়া	
বাকুড়া জেলা	২৫০
রায়দিয়া (পল্লী চিকিৎসালয়)	
মেদিনীপুর জেলা	২৫০
চানসেবপুর (পল্লী চিকিৎসালয়)	
হাওড়া জেলা	৭৫০
পল্লী চিকিৎসালয়—	
রামপুর	
মুন্সীগাঁও	
বনহরিষপুর	
হুগলী জেলা	১,০০০
পল্লী চিকিৎসালয়—	
দিশানপুর	
হারদলপপুর	
করিয়াপ	
বাটানল	

চট্টগ্রাম বিভাগ (১৫,৫০০)

চট্টগ্রাম জেলা	১,০০০
পল্লী চিকিৎসালয়—	
বান্দুয়া	
মাজিরা	
বিরাঙ্গা—বাংলা ডিস্পেনসারী	
সোরাখালী জেলা	৫০০
পল্লী চিকিৎসালয়—	
সোরাখালী	
বিজ	

ঢাকা বিভাগ (১০,৭৫০)

ঢাকা জেলা	১,০০০
পল্লী চিকিৎসালয়—	
মামরাই	
রূপগঞ্জ	
তেরশ্রী	
শ্যামগঞ্জহাট	
মহম্মদসিংহ জেলা	২,৭৫০
পল্লী চিকিৎসালয়—	
উজি	
মোশাবানী	
বাগীচোলা	
মিসাল	
পরাণগঞ্জ	
গাহাগর	
পুটিজান	
দৌচাখোলা	
বহিমাগঞ্জ	
কাশীগঞ্জ	
বাগীচপুর	
বাগীচশুনা	
টাইল	
নাকুলী	
সোবুলী	
আঁধারিয়া	
মল্লীরাবাড়ার	
শ্যামপুর	
মামুদপুর	
চন্দ্রকাণা	
পুখু বলা	
সন্দীকাণা	
কানিবাগ	
আন্তজিরা	
দিয়ারা	
সোরাখালীবাড়ার	
শিয়ালকোল	
পাঁচটিকি	
এলাসিং	
গলা	
তালকানা	
লাউহাটী	
আদমপুর	
লক্ষীগঞ্জ	
কলা	
সোরাপাড়া	
দাপুদিয়া বাবুয়া	
বোহনগঞ্জ	
ভাটগা	

রাঙ্গপুর বিভাগ (৫০০)

রাঙ্গপুর জেলা	৫০০
বানসাদা—বাংলা ডিস্পেনসারী	

বাংলা সরকার দয়াসীতি কৃত আশ্রয়ের জন্য ১,৫৭৫
টাকা এবং বাকুড়া কৃত আশ্রয়ের জন্য ৬,৭২৫ টাকা মঞ্জুর
করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ২৪-পরগণা জেলার বিভা-
গারে টাকা ব্যয়ের জন্য ১৯৪০-৪১ সনে ১,০০০ টাকা
অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩১শে মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার প্রাপ্তির তালিকা

১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—

(১) ২৪-পরগণা	সংখ্যা দেওয়া হয় নাই।
(২) মশোদর	১,৫৫০
(৩) খুলনা	২,৬২০
(৪) মুন্সীগঞ্জ	১,৪২০
(৫) মদীরা	৮৭৮

মোট ৬,৪৮৮

২। বর্ধমান বিভাগ—

(৬) বাকুড়া	৭৭০
(৭) বীরভূম	..
(৮) বর্ধমান	১২,১৮৭
(৯) হুগলী	৫,৬৫৫
(১০) হাওড়া	২,৮২১
(১১) মেদিনীপুর	৬২,১৫৮

মোট ৮২,৭৯১

৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—

(১২) চট্টগ্রাম	১,৪০০
(১৩) পাহাড় চট্টগ্রাম	..
(১৪) নোয়াখালী	২,৭৫০
(১৫) ত্রিপুরা	১০,০৮০

মোট ১৪,২৩০

৪। ঢাকা বিভাগ—

(১৬) বাবগঞ্জ	১,৪৭০
(১৭) ঢাকা	১৩,৫০০
(১৮) করিমপুর	৫৩৮
(১৯) মহম্মদসিংহ	২,৯০১

মোট ১৮,৪০৯

৫। রাঙ্গপুর বিভাগ—

(২০) বগুড়া	৭৭৫
(২১) বাজিলি	২৪,২২০
(২২) দিনাজপুর	৫,৪১৮
(২৩) জলপাইগুড়ি	৬,৭৮০
(২৪) মালদহ	২,৯৭০
(২৫) পাখনা	৭২২
(২৬) রাঙ্গপুর	৫৪০
(২৭) হুগু	৭,১১৮

মোট ৪৯,৩২৩

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা	১,৭১,২৩৭
কলিকতা	৪,১২,৪১১
পাটের কল ও কাচকা ইত্যাদি	৫৩,১৩৫

মুঠ মোট ৬,৩৬,৮৮৩

মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সরকারী নীতি

একটি হিন্দু নারী অপহরণের অভিযোগ

জন-সাধারণের অকাতির জন্য প্রকৃত অবস্থার বিশ্লেষণ

সম্পূর্ণ কার্যনিক ও গল্প কথা

সরকারের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতি লইয়া সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে সমালোচনার সূচনা হইয়াছে। কয়েকই জন-সাধারণের অকাতির জন্য নব্বুজ অবস্থা বুঝিয়া বেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে।

২। ভারতবর্ষ আইন অনুযায়ী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন এবং জনসাধারণের জীবন রক্ষার জন্য প্রযোজ্য যে সকল প্রয়োজন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রস্তুত কমতায় বলেই বাস্তব প্রাঙ্গণিক সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই কমতা বর্তমানে কতকগুলি বিশেষভাবে নিম্নে প্রবোধ মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেই প্রস্তুত হইতেছে। নিম্নে এই সব নিম্নে প্রবোধ তালিকা প্রস্তুত হইল:—

খাদ্য-শস্য, তেল ও আটা, ডাল, গুড় ও ঘৃত, উষ্ণ তৈল, লক্ষা, হলুদ ও পেঁয়াজ, সবুজ, গুটি, লুঙ্গী, পাটী এবং ভারতে প্রস্তুত ২০-এস (20a) নম্বরের অধিক নম্বর মুক্ত সুতার মূল্য নয়, এমন জামার কাপড়, কেরোসিন তৈল, কাঠ, করলা, পাখুরে করলা ও আলানী কাঠ, দেশলাই, ঔষধি, গৃহস্থালীর কার্ঘ্য ব্যবহৃত সামান্য গো-খাদ্য, ভূমি-শস্য মিশ্রিত ভূমি ও বৈল।

৩। এই সব প্রবোধ সবগুলির মূল্য-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এখনও সন্দেহ নেই। গম, সরষা, আটা, সরিষার তৈল, ডাল, মসলা, দেশলাই, পাসিকেল তৈল, কেরোসিন, জাহাজীতে প্রস্তুত ঔষধি এবং কতিপয় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বিলাতী ও আমেরিকান ঔষধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে এই সব প্রবোধ উচ্চতম মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তালিকার উল্লিখিত অন্যান্য প্রবোধ মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই; কারণ এসব প্রবোধ মূল্য সম্পর্কে সামাজিক ধরনের উঠতি-পড়তির কোন সংবাদ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

৪। উচ্চতম মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গীর্ণ কতকগুলি নিম্নে নীতি বানিয়া কাক করিয়া আনি-তেছেন:—

(ক) বাস্তবে স্বাধীনভাবে প্রযোজ্য সকল প্রবোধ বাস্তব হইতে পারে, এমন কোন ব্যবস্থা করা হইবে না;

(খ) প্রযোজ্য নূতন চালান আমদানী করিতে যে বরত পড়ে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মধ্যে মধ্যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে;

(গ) জনসাধারণ বাস্তবে উপকৃত হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তালিকাভুক্ত কোন প্রকার জিনিষের মধ্যে সাধারণতঃ যে ধরনের জিনিষ বেশীর ভাগ চলে, কেবল বাস্তব তাহাই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

(ঘ) যে সব প্রবোধ বর্ত্তমান নিয়ন্ত্রণিত হইয়া গেলে পুনঃ সরকার অসমর্থ (যেমন জাহাজী ঔষধি), সে সব প্রবোধ মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

৫। এই প্রদেশের অধিকাংশ লোকই বাংলা উৎপাদন-কারী এবং চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে ইচ্ছার বাধা-হীন হইবে বিবাহ,—অধিকার অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য—বিশেষতঃ বজীর চাষীদের একমাত্র অর্থ-করী ফসল পানের মূল্য অতি কম হওয়ায়, চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এ যাবৎ করা হয় নাই। এই ব্যাপারে আরো একটি বিশেষ বিশেষ বিষয় হইতেছে ইহাট যে, বর্ত্তমানে এই প্রদেশের যে আর্থিক অবস্থা, প্রচলিত চাউলের উৎপাদন আভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কমই আছে। ইহার উপর যদি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহা হইলে বাহির হইতে চাউলের আমদানী কমিয়া যাইবে। আশঙ্কা বর্ত্তমানে এবং তাহার জন্য অতি সাধারণ হইতে পারে।

৬। কতিপয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় প্রবোধ বর্ত্তমান মূল্য ও মুদ্রণ পুনঃ সময়ে সব মূল্যমূল্যক বিবেচনার জন্য নিম্নে প্রস্তুত হইল।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রবোধই মূল্য বৃদ্ধি পাউয়াছে, কিন্তু প্রযোজ্য মূল্য-সংশ্লিষ্ট সকল অবস্থা বিবেচনা করিতে গেলে বলা চলে—এই বৃদ্ধি কোন প্রবোধ ব্যাপারেই অত্যধিক বা অসমর্থ নহে। কলিকাতা ও পটুয়াখালী অঞ্চলের শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনবাহ্য নিবৃত্তির ব্যয়ের দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায়—এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে ইচ্ছার ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ৯.৮৫ টাকা বাস্তব হইয়াছে।

হিন্দু নারীরা ক্রমবর্ধমানরূপে অপহৃত হইতেছে এবং স্বামীরা হিন্দুগণ প্রায়ই ভয়ে আইনের পরামর্শ হইতেছে না, কোন কোন অঞ্চল হইতে এই কথা শুনা যায় করিবার মিত্র যে প্রচারকার্য চলিয়াছে, সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত আধাংশটি বিশেষরূপে আলোচনা করিবে। কিছুদিন পূর্বে কোন একটি সংবাদপত্রে এই অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, "বাংলায় যেসব পিরোজপুর বহুবাহর অস্ত্রাতি পাণ্ডুরা বাবার অধীন জামিনাশাট প্রায়ের বিজয়লক্ষী নামে একটি নমুনা স্বীকৃতি করেকজন মুসলমান বৃত্ত কর্তৃক অপহৃত হয়।" উক্ত সংবাদপত্র একবারে উত্তর করে যে, "মুসলমানদের ভয়ে স্বামীরা নমুনা করা কোন অভিযোগ আদায় করিতেছে না।"

অনুসন্ধান জানা গেলে যে, উল্লিখিত স্বীকৃতিটির স্বাক্ষর-চক্রিত ভুল ছিল না এবং সে উক্ত প্রায়েরই এক মুসলমান পান্ডুরা-বাহকের সহিত ওপ্প্রেম চালাইতেছিল। অবশেষে সে, উক্ত বোকার সহিত বদলাস করিবার মিত্রিত বাহির হইয়া আসে এবং পরিশেষে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া সেই বোকারকে বিবাহ করে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তাহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বিশেষ শান্তিতে বাস করিতেছে এবং উক্ত প্রায়ের প্রত্যেকের সহিতই তাহাদের সন্ধা আছে। "অপহরণের" কাহিনী সম্পূর্ণরূপে গর এবং "ভয়ে" কথা একবারে কার্যনিক।

জাগ্ৰামদের হাতে রোমের বিমানবিশ্বাসী কামান

ইটালীয়দের স্থানে জাগ্ৰাম কর্তৃকারী নিয়োগ

"ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার জেনেভাভিত্তিক সংবাদ-পত্রের ভাষে প্রকাশ, রোম নগরীর বিমানবিশ্বাসী কামান-গুলি জাগ্ৰামরা ইটালীয়দের হাতে হইতে নিজেদের হাতে নষ্টয়াছে। উক্ত পত্রিকার কবালী অধিকৃত দেশগুলিতে তৎকালিক মুষ্টিবর্তিত কমিশনের ইটালীয় কর্তৃকারীদের স্থানে জাগ্ৰামদের নিযুক্ত করা হইতেছে। ইহার কারণ অল্প বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়েরা কবালী কর্তৃকারী, বিশেষতঃ কবালী সৈন্যদের গতিত বনিবনাও করিয়া চলিতে পারিতেছে না।

জিনিষ।	১-৯-৩৯ তারিখ।	১০-৩-৪১ তারিখ।	বরের বৃদ্ধি বা হ্রাস।
			শতকরা।
চাউল (৯ প্রকারের গড়ে প্রতি বস্তা)	৪১/০	৪১/১০	বৃদ্ধি ২৬
ধান (৩)	২১১/১৫	৩৮/৫	.. ১৯
ডাল (৩)	৬০/০	৫/১০	হ্রাস ১৫
সরিষার তৈল (২ বস্তার গড়ে প্রতি সের)	১৬০	১৬১০	হ্রাস ৭
সবুজ (৩)	১০	১৭১০	বৃদ্ধি ৩৭
মসলা (৫ প্রকারের গড়ে প্রতি সের)	১৭০	১/১০	হ্রাস ৮
গম (পাচান "লাজ" প্রতি বস্তা)	৩১/০	৪৭/০	বৃদ্ধি ২৫
মসলা (হাউসহোল্ড নং ৩ প্রতি সের)	৭৫	৭২৫	.. ২২
আটা (চাকি প্রতি সের)	১/১৫	৭৫	.. ২৮
চিনি (জরতী প্রক্তি সের)	১১০	১৫	হ্রাস ৬
সারিকেল তৈল (প্রতি সের)	১১০	১/০	বৃদ্ধি ১১
দেশলাই (৪০ কাঠি ১ বস্তা)	১/৫	১৭১০	.. ৫০
কেরোসিন তৈল	১০	৭৫	.. ২৮

“বেঙ্গল উইকলী”

(৪৫০০ নম্বর প্রতি সপ্তাহে)

—এবং—

“বাঙলার কথায়”

(৪৫০০ নম্বর প্রতি সপ্তাহে)

বিজ্ঞাপন দিয়া আপনাদের ব্যবসায়ের
প্রচার সাধন করুন।

সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা

৩৬,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের হার ও অন্যান্য বিবরণ অবশ্যই
জরুরী জন্য নিম্ন টিকানায়
অনুলিপি করুন :—

রূপারিটে-৩৫, বেঙ্গল গার্ডেনস্ট্রিট, কলিকাতা।
বাগানপুর, কলিকাতা।

যুদ্ধ-সংবাদ

[৪র্থ পৃষ্ঠার শেখাংশ]

বহু জার্মান সৈন্য হতাহত ও বন্দী

রয়টার্সের বিশেষ সংবাদদাতা ১৯শে এপ্রিল জানাইতেছেন যে, আলবার্টার চিহ্নিতা অঞ্চল হইতে গ্রীসে ওলিম্পাস পর্যন্ত ১৫০ মাইল স্থানে অত্যন্ত তীব্র যুদ্ধ হইতেছে। সকল স্থানেই বৃটিশ সাম্রাজ্য সৈন্যবাহিনী এবং গ্রীক সৈন্যগণ প্রবল বাধা প্রদান করিতেছে। সাম্রাজ্য সৈন্যগণ শত্রুর বহু সৈন্য হতাহত ও বন্দী করিয়াছে। গ্রীকরা অনুমান করিতেছে যে, গ্রীসে জার্মানীর ৬০ হাজার সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

জার্মান আক্রমণ প্রতিহত

গ্রীসে যে সকল স্থানে ইংরেজ সৈন্য সবচেঁত হইয়াছে, তাহার সকল স্থানেই জার্মান যন্ত্র-বাহিনী ও পদাতিক সৈন্যদল প্রবলভাবে আক্রমণ করে। আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে, বহু জার্মান বন্দী হইয়াছে ও বহু হতাহত হইয়াছে। আক্রমণ প্রবল হইলেও জার্মানরা বৃটিশ বাহ কোম স্থানে ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই।

গ্রীক প্রধান-মন্ত্রীর মৃত্যু

গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী মগিয়ে আলেকজান্দ্রে করিজিসের গত ১৮ই এপ্রিল সহসা মৃত্যু হইয়াছে। গত ৩ মাসের মধ্যে পুটলান গ্রীক প্রধান-মন্ত্রী কর্তৃকত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ভারতে জার্মান বন্দী

মুকে বন্দী ১৭ জন জার্মান ভারতবর্ষে আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ৪ জন পক্ষ কর্তৃকচাটী আছে। তাহাদিগকে বধ্যপ্রাচীরে বন্দী করা হয়। তাহাদিগকে উত্তর-ভারতের কোন বন্দীনিবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বুটেনের সাহায্যে যুগোস্লাভ জাহাজ

বর্তমানে পশ্চিম গোলার্ধের বিভিন্ন বন্দরে যুগো-স্লাভিয়ার যে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টনের জাহাজ-অস্ত্র, সেগুলিকে যুগোস্লাভিয়ার তাহার বহু সমান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহারের নিমিত্ত বুটেনকে অনিলম্বেই সাহায্যার্থ প্রদান করিবে। ওয়াশিংটনের যুগোস্লাভ বৃত্ত এই বর্ষের এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

আলবেনিয়ার বৃটিশ আগুগতি

সিবিয়ার ডোব্রুক অঞ্চলে বৃটিশ ইহলদারী বাহিনী পত্রদিগকে অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছে। সোমানে বৃটিশ সৈন্যদল শত্রুর হস্ত ও সৈন্যবাহিনী হস্তগুলি আক্রমণ করে। কলে করেকখানা গাড়ী ও একখানা সাইকেল গাড়ী মট হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যত্র বুটেনের আক্রমণকারী ইহলদারী বাহিনীর আক্রমণে শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

আলবেনিয়ার প্রধান রাজপুত্রের কতি হওয়ার যে বৃটিশ সৈন্যদল ডেলিগ দিগে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদিগের গনদের পথে বিঘ্ন হইতেছে।

জার্মানিতে বিমান আক্রমণ

বৃটিশ বিমানবাহিনী গত ২০শে এপ্রিল রাতিতে ফ্রান্সের উপকূল জার্মান অবিকৃত বন্দরসমূহে ও পশ্চিম জার্মানীর দারিক লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ চালায়।

বৃটিশ বিমানবাহিনী জুসেলডক ও আফেনের উপরও বোম্বার্ড করিবে।

ভৈলদারী শত্রু জাহাজ নিরস্ত

দৌ-সমুদ্রের বহু হইতে প্রচলিত এক ইজহারে বলা হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষের একখানা ভৈলদারী জাহাজ সিমোনি হাইবার পথে বৃটিশ সাম-বোটিং "ট্রোফোর" আক্রমণে লক্ষ্য হইয়াছে; জাহাজে প্রচুর তৈল ছিল।



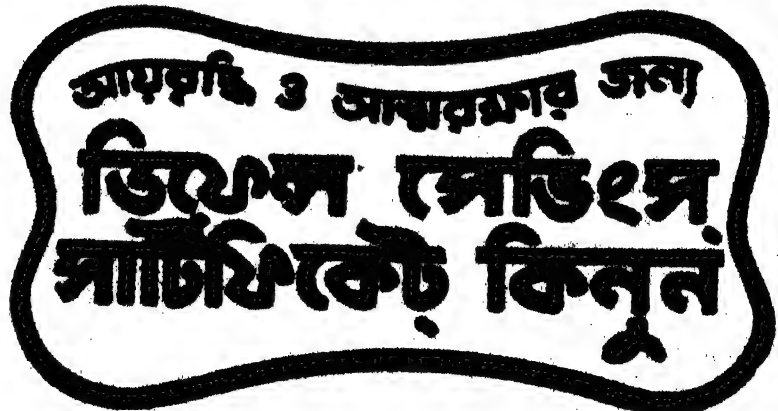
আপনি যদি বাড়ির দীঘে টাকা পুতে রাখেন বা কাঁচা টাকা, সোণা অথবা রূপো কিনে বাড়ীতে লুকিয়ে রাখেন তা'হলে সে টাকা আপনার বা আপনার সংসারের কোন কাজেই আর লাগতে পারে না। লাভ করতে হ'লে টাকাকে বাটীতে হ'বে এবং ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেটে টাকা বাটানোর বড় সহজ ও নিরাপদ ব্যবস্থা আর কিছুই নেই।

১০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা এবং ১,০০০ টাকা দানের ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কেনা যেনেই পতন-বৈপ্লবের কাছে আপনার টাকা পতিত রাখা—আর আপনার প্রত্যেক ১০ টাকার জন্যে পতন-বৈপ্লব বাৎসরিক ১/০ আনা করে সুদ ও পক্ষ বহরের শেষে ১০ আনা ও পক্ষ বহরের শেষে ১১০ আনা 'বোনাস' দিয়ে আপনার আসল ১০ টাকাকে বাড়িয়ে ১১১/১০ আনার দাঁড় করাবেন। ইচ্ছা হ'লে যে কোন সময়ে আপনি এই সার্টিফিকেট ন্যায্য সুদ তত্ত্ব ভাঙাতে পারবেন এবং বাস্তব-বহু টাকা ও লিভারের সোণার রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যয়াদর বদলে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আপনার টাকা বাড়ছে দেখে খুশী হবেন।

কিছু-বন্দীতে
ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট
কিনতে পারেন

পোট অফিসে গিয়ে একটি ডিকেন্স সেভিংস কার্ড চান—বিনামূল্যে পাবেন। তারপর ১০ আনা, ১১০ আনা বা ১ টাকা দানের সেভিংস ট্যাক্স ববন যেমন পারেন ইচ্ছা বত কিনতে থাকুন। ববন আপনার কার্ডে ১০ টাকা দানের ট্যাক্স অবশ্যে তবন 'সেভিংস ব্যাঙ্ক'র কাজ করে এমন যে কোন পোট অফিসে গিয়ে কার্ডখানি দিনেই আপনি একটি ১০ টাকার ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন।

টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়ান
বাঁচতে হ'লে টাকা বাঁচান



G. L. 18.

যুগোস্লাভিয়ার রাজ্য পিটার

যুগোস্লাভিয়ার এক লক্ষ্যে প্রকাশ যে, যুগোস্লাভিয়ার রাজ্য পিটার বর্তমানে একেলে অবস্থান করিতেছেন। যেখানে নিয়তিত এবং আরও বড়িশর যুগোস্লাভ বহী জাহাজ লক্ষ্যে আছেন।

পতনবী লক্ষ্যে আনা বিচারে, রাজ্য পিটার একেলে হইতে ফেরতাবলেন (প্যাসেটাইন) পৌঁছিয়াছেন।

কৃষি-কথা

সেভাশ্রম ইচ্ছা-প্রদর্শনী

গত কলকাতার নগর প্রাঙ্গণে বিলাতী সৈন্যের অবস্থিত সেভাশ্রম চিনির কলের উদ্বোধন ও কলের নানিকটের ব্যারে এবং কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইতিপূর্বে আর্থ চার্টার উন্নয়ন উপলক্ষ্যে কৃষি এই প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল এবং জাই উদ্বোধন এই প্রদর্শনীর সম্বন্ধে কলিকাতা হইতে "ইচ্ছা প্রদর্শনী", তথাপি ইহাতে কৃষি, শিল্প ও বাণ্য প্রভৃতি পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে বহু প্রদর্শিত জিনিস ছিল। সর্ষী ও "ভগা" নিষ্কৃতি হইতে শুরু করিয়া রোপ ও কীটনাশক দ্রব্য পর্যন্ত উন্নত আর্থ চার্টার প্রত্যেক শিল্পীর বিষয় বাণ্যায়িকভাবে অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক পুস্তক, সজ্জা ও স্বকীয় চিত্রের সাহায্যে দেখান হইয়াছিল। বকের উপরে প্রদর্শিত জ্বালানী তেল প্রদর্শনী প্রদর্শনী প্রদর্শনে উন্নত সজ্জায় সর্ষী চাষ, কৃষ "ভগা" নিষ্কৃতি, "জুলি" কাটিয়া "ভগা" রোপণ, সার প্রয়োগ, কৃষা হইতে জল সেচন, আগার লাগানোর উপকারিতা, চালায়ুজ্জ গর্ভে গোবর-সার সংরক্ষণ, আর্জনা-সার প্রস্তুত প্রভৃতি বহু শিল্পীর ব্যাপার দেখান হইয়াছিল এবং সর্ষাগত চাষীদের বুঝিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। প্রতিযোগিতার মধ্যে বিবেচিত প্রদর্শনীর বহু টাকার আকর্ষণীয় কৃষি-বস্তু পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। কোনও সর্ষাগরী প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা সংগঠিত একজন পল্লী-উন্নয়ন-মূলক উপলক্ষিত প্রদর্শনী বহু একটা দেখা যায় না। শর্করা শিল্পে চিনির কল এবং আর্থ চার্টার এই দুই পক্ষের দ্বারা ও কল্যাণ একান্তভাবে বিকল্পিত, একপক্ষের অতি করিয়া অপর পক্ষ কখনও স্বাধীনভাবে সত্যবাদী হইতে পারে না, এই বোধ বেশে বড়ই সজ্জা হইতে হয় ততই দুই পক্ষেরই স্বতন্ত্র। আর্থ-চার্টার বিস্তৃতির সঙ্গে আর্থের যে অবনতি ঘটিতেছে, এই প্রকার শিল্পমূলক প্রদর্শনীর দ্বারা যদি তাহার প্রতিফলন হয় এবং উন্নত প্রণালীর আর্থ-চার্টার প্রতি চাষীদের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহা হইলে চাষীদের অনেক আর্থিক কল্যাণ সাধিত হইবে এবং সেই সঙ্গে চাষীদের উৎপন্ন ভাল আর্থ পাওয়া কলেরও বড়ই উপকার হইবে। সুতরাং উক্ত চিনির কলের এই শিল্প প্রচেষ্টা প্রদর্শনীর এবং বাঙালার অন্যান্য চিনির কলেরও এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই পথ অনুসরণ করা উচিত।

কলিকাতা কৃষি-বিভাগ উক্ত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং বিলাতী সৈন্যের কৃষি-কর্মচারী ওই সৈন্যের ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিকেন্দ্র ও কৃষি-প্রদর্শন কেন্দ্রসমূহে চাষীদের উৎপন্ন বাল্যপুষ্টি উন্নত পণ্য ও বিলাতী সর্ষী প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কৃষি-বিভাগ হইতে কৃষিকেন্দ্র শস্যাদির বোধ্য প্রদর্শনীর সজ্জাও টাকা মূল্যের উন্নত কৃষি-বস্তু ও সার পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। সৈন্য কৃষি-কর্মচারী ও সর্ষাগরী স্বকীয় কৃষি-প্রদর্শন করণ হয় উপস্থিত থাকিয়া প্রদর্শনীতে সর্ষাগত কৃষিকর্মীদের প্রদর্শিত শস্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়া বিচারিতেন এবং কৃষি-বিভাগের প্রচার-কর্মচারী প্রদর্শনী-রূপে এক বিরাট জনসভার আর্থের উন্নতির দ্বারা সম্বন্ধে এক সারসংক্ষেপ বক্তৃতা দিয়া উন্নত আর্থ-চার্টার আরও দিকের প্রতি চাষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

বিলাতী সর্ষীর প্রবর্তন

এ কলসর সর্ষা জেয়ার ও মজুমদার যে সকল কৃষি-শিল্প-বাণ্য-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাদের কৃষি-সাধারণ একটা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বিবেচনা করা উচিত। আট-দশ বছর পূর্বে এই সকল প্রদর্শনীতে চাষীদের উৎপন্ন বিলাতী সর্ষী বহু একটা দেখা যায় না। তখন স্বকীয় কল-কর্মচারীর সর্ষীই প্রদর্শনীর সজ্জা দান করিত।

[২য় কলসর সর্ষি দেখুন]

লোকান কর্মচারী আইন

লোকান খুলিবার সময় নির্দেশ করা হয় নাই

কোন সময় লোকান খোলা হইবে, তাহা লইয়া যে জনসাধারণের মনে বড়ই বোলবালের খবর হইয়াছে, সেদিকে নতুন বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ১৯৪০ সালের লোকান কর্মচারী আইনে লোকান খোলার সময় সম্পর্কে কোনরূপ নির্দেশ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ইংল্যান্ড সময় ১৯৩৮-৩৯ সালে লোকান বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন এবং প্রতি সাতাহে কত ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে, তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং প্রাক্তনকালে যে কোন সময় লোকান খোলা হইতে পারে; প্রয়োজন হইলে ইংল্যান্ড সময় সকাল ৬-৩০ মিনিটে খুলিয়া সন্ধ্যা ৮-৩০ মিনিটে বন্ধ করা হইতে পারে। অবশ্য আইনের ৭ (২) নং ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের বেশী বাহাতে কর্মচারিগণকে কাজ করিতে না হয় এবং ৭ (৪) নং ধারানুসারে নির্দিষ্ট ঘণ্টার বেশী বাহাতে জরাজীর্ণকে থাকিতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

"খালার করিয়া হিটলারের যুগু চাই"

আহত সৈন্যের অস্ত্র মাল্য

সকল হইতে প্রকাশিত স্বাধীন ডাচ সংবাদপত্র "রিজ নেদারল্যান্ডে" নিম্নলিখিত কাহিনীটি বহির হইয়াছে:—

সম্প্রতি হম্বার্ডের হিটলার-নিযুক্ত পাসনকর্তা সেইস ইকোরাট আহত ডাচ সৈন্যদের পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের কোনও উপকার করিতে পারেন কি না এবং কেবল কিছু চাফে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে একজন আহত সৈনিক তাহার বিজ্ঞানা হইতে বলিয়া উঠে: "চাই বৈ কি, খালার করিয়া হিটলারের যুগু আনিয়া দিন।"

সেইস-ইকোরাটের যুগে অনেক ডাচ কৃষ্টিয়া উঠিল সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রকাশ করিলেন না। সন্দেহে বলিলেন, "এ আকাঙ্ক্ষার বিপদ আছে।"

"আমার পক্ষে আর বিপদ নাই।" বলিয়া আহত লোকটি গায়ে কবল সরাইয়া ফেলিল। তখন দেখা গেল, তাহার দুইটি পাট কাটিয়া কেদা হইয়াছে। সেইস-ইকোরাটের যুগে আর কথা কুটিল না—তিনি তাড়াতাড়ি সেবান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

[১ম কলসের সর্ষি]

কিন্তু এখনকার প্রদর্শনীতে সাধারণ চাষীদের উৎপন্ন কলকপি, ধানকপি, ওলকপি, পাশপাশ, বিট, বিলাতী সেগুন প্রভৃতি সর্ষী সংঘাতেও অনেক আদিত্তে এবং গুণেতেও বেশ ভাল দেখা যায়। ইহা অতি সুন্দর। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা কৃষি-বিভাগের ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক ও কৃষি-প্রদর্শন কেন্দ্রের দ্বিতীয় দ্বিতীয় চাষীদের মধ্যে এই সকল সর্ষীর প্রদর্শনের যে অভাব চোখ চলেতেছে, তাহার ফলেই যে ক্রমে ক্রমে এই পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই সকল সর্ষী চাষ করিলে চাষীদের তথু যে বেশ সুপল্লব আর্থ হয় তাহা বহু, এই সর্ষী-চাষীরা নিজেদের বাইরে তাহাদের কলিকাতা একটা উৎকর্ষ হয়। একজন বাঙালী চাষাণীল ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, কোনও ব্যক্তি বা জাতির দ্বারা তাহার সত্যতার ব্যাপক। এই উক্তি বহু একটা সর্ষীর সত্য নিহিত আছে। বাঙালার মধ্যে মানুষের কলিক পরিচর পাওয়া যায়। সুতরাং এই সকল উক্তির সর্ষী চাষীদের আর্থবর্ষের মধ্যে সর্ষী, বক্তা তাহাদের কলিক উন্নতির লক্ষণ।

যুগোশ্লাভিয়ার বালক নৃশর্তি . পিটার

[স্বামী ডাক লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

(বীহালা সত্ত্বেও বেডিং বি. বি. সি. বেজার-বার্ডা) ভবিষ্যৎ থাকেন, জীহাদের কাছে স্বামী ডাকের দ্বারা নিশ্চয়ই অপরিচিত হবে। তিনি একজন বুদ্ধ সংবাদ-বাহক। বর্তমান বুদ্ধ আর্থ হইবার পূর্বে তিনি যুগো-শ্লাভিয়ার ছিলেন এবং স্বামী পরিবারে শিল্পের কাজ করিতেন। স্বামী পিটারের সত্যি জীহাদের বিশেষ বক্তৃতা; সুতরাং যুগোশ্লাভিয়ার বর্তমান নৃশর্তি পিটার সম্পর্কে জীহাদের সত্যমত বিশেষ প্রণয়নযোগ্য।)

১৯৩৪ সালে স্বামী যুগোশ্লাভিয়ার স্বামী আনেকজের দ্বারা আত্মজীহাদের মধ্যে নিহত হয়, তখন জীহাদের জীহা পুত্র বর্তমান স্বামী পিটার ইংলণ্ডে যুগে পড়িতেছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি দীর্ঘ কাল বাস করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইংলণ্ডে জীহাদের জীহাদের দিনগুলি এবংও তিনি সর্ষী মনে করিতে পারেন। পিটার বক্তৃতার পরই জীহাকে ইংলণ্ডে ত্যাগ করিতে হয়, কারণ যুগোশ্লাভিয়ার শাসনকর্তা অনুসারে স্বামী স্বামীকে বাইরে বাস করিতে পারেন না। যুগোশ্লাভিয়ার কিরিয়া আনিয়া তিনি স্বামী হইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বামী স্বামী পক্ষে এক শাসন পরিদর্শন কর্তৃক স্বামী পরিচালিত হইতে লাগিল। জীহাদের স্বামী পলট এই শাসন পরিদর্শনের সেরা ডিনারে করা করিতে লাগিলেন।

স্বামী পিটার অতি সাহসী সাহসের দিকট উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু জীহা সত্ত্বেও তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। তথু মরমে জীহা বলিয়াই যে তিনি জনসাধারণের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই হবে; শেষের পণ্যমানা ব্যক্তির প্রতি স্বামী পিটারের প্রচুর জীহাদের জনপ্রিয়তা বর্তমান অব্যাহত কারণ।

ইংলণ্ডে ত্যাগ করিবার সময় তিনি সঙ্গে করিয়া একজন ইংরেজ শিল্পকে লইয়া যান। জীহাদের মধ্যে পল্টীর প্রতি সত্য স্থাপিত হইয়াছিল। সৈন্যের সর্ষী সম্প্রদায়ের সম্প্রদায় আসা যে স্বামী পক্ষে নিজস্ব প্রয়োজন, আর বর্তমানে পিটার তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যুগো-শ্লাভিয়ার জীহাদের দিক ইংল্যান্ডের জীহাদের সমস্ত একজন শাস্ত্রীয়, জীহাদের ও স্প্রোভেটীর ফেলে নিষ্কৃতি করা হইয়াছিল। স্বামী পিটারের সত্যি জীহাদের এক সঙ্গে পড়াশুনা এবং একত্র বৈদ্যুতন করিত। প্যারে ইংলিষ্টা না সাইকেলে স্বামী পিটার জীহাদের সত্যি নামা স্বানে বক্তৃতা বেড়াইতে হইতেন। গ্রীষ্মকালে জীহা ফেলিয়া জীহাদের সকলে একত্রে বাস করিতেন।

দুর্ভাগ্য বলিয়া স্বামী পিটারের একটা শিল্প আছে। উত্তরোত্তর সত্ত্বে একটি বক্তৃতি পুস্তকটি এই স্বামী প্রচারের জন্য বিশেষভাবে সর্ষী, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বামী পিটার শাস্ত্রীয় জীহা ভাল বলিতে পারেন না; ইংরেজী পুত্র কিছুই জানেন না, তিনি অভ্যস্ত সোজা স্বামীকে লোক এবং সৈন্য সত্ত্বে সম্প্রদায় উদারীয় প্রভৃতি এই পুস্তকে বহু অপবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু এগুলি সম্প্রদায় ভিত্তিক। প্রকৃতপক্ষে তিনি শাস্ত্রীয়, ইংরেজী, সর্ষাগী, আর্থগ জীহাদের সত্য কথাসাহা। বলিতে পারেন। তাহার বুদ্ধি অতিশয় জীহা, এমন বীণাশিল্প পুত্র কল লোকের মধ্যেই দেখা যায়। তিনি যে স্বামী আর্থিক সত্ত্বে সম্প্রদায়, দ্বারা এবং ভাল স্বামী হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি শাস্ত্রীয়, জীহাদের ও স্প্রোভেটীর প্রভৃতি সৈন্যের সর্ষী সম্প্রদায়ের লোকের শাস্ত্রীয় এবং সাহায্যিক উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল। সকল বিষয়েই জীহাদের উৎসাহ প্রচুর। অবশ্য ১৯৩৮ সালের জীহাকে সত্যি এমন সর্ষী বিষয়ে আগ্রহশীল মনে হয় না, বরং উদারীয়ই মনে হয়। কিন্তু একটু ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ দ্বারা যায় যে, ইহা জীহাদের স্বামীক লোক স্বামী জীহা কিছুই হবে।

বাঙলাব কথা

৩৪ বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা]

কলিকাতা, ৫ই মে, ১৯৪১

[এক আনা



বুটেনের আগামী বৃদ্ধ-বাজেট

অর্থনীতিকক্ষেে বিরাট বিপ্লবের সম্ভাবনা

বর্তমান মহাসংগ্রামের বিরাট ব্যতীত বৃটেন কিভাবে বহন করিবে, ১৯৪১ সনের বাজেট রচনার সময় সর্বপ্রথমে ইহাই হইবে জাগিত্তে। অর্থের চাহিদা মিটানি একমাত্র সমস্যা নয়। স্বাধীনতা উপাদান ও সরকারী সম্পর্কেও জাহাজে সাধা সাবাইতে হইতেছে। উক্ত ব্যাপারে বুটেনের অর্থনীতিকক্ষেে যে বিরাট বিপ্লব সূচিত হইয়াছে, বিঃ জোনাল্ড চার্লসমান সে-সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

“বৃদ্ধ পরিচালনার আদর্শ প্রত্যয় ১৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া আসিতেছে। গত ১২ বারের হিসাব বড়ইয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনীতিকক্ষেে একটা দারুণ বিপ্লবেরই সূচী হইতে চলিয়াছে। অর্থনীতির নিক দিয়া বিচারে প্রস্তুত হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, বৃটেনের ব্যয় এক্ষণে বিজয়েরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপর পক্ষে রাজনীতির নিক হইতে বিচার করিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, সাকল্যের সচিৎ সংগ্রাম পরিচালনার মানসে বুটেনের জনসাধারণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিরন্তর যে অধিকার গণতন্ত্রকে দেওয়া হইয়াছে, চাউল-গণতন্ত্র আদ্যে আদ্যে উহা কার্যক্ষেে প্রয়োগ করিতেছেন।

ইহাকে অর্থনৈতিক বিপ্লব বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। আগামী বাজেট সম্পর্কে আমি আপনাদের চাইতে বেশী বেশী বলি না। তবে আমার বিশ্বাস, ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪২ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত বুটেনের সমগ্রগত জাতীয় আয়ের ১১২ হইতে ৩৫ অংশ পর্য্যন্ত গণতন্ত্র কল্পকই ব্যয়িত হইবে। শান্তির সময় যে ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ১৬ কিংবা ১৭, বৃটেনের সময় উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫ হইতে ৬০ দাঁড়াইয়াছে। আপনাদা অনায়াসে ইহাকে বিপ্লবের পর্য্যায়ে কেলিতে পারেন। গণতন্ত্র বৈধি চাকুরীজীবনের ক্ষতিসাধন এবং উৎপাদন শ্রমিকের সমগ্রগত মূল্যের প্রত্যেক পণ্ডিতের মধ্যে ১১১২ শিলিং ব্যয় করেন, তাহা হইলে ইহা পরিকল্পিত প্রমাণিত হইয়া যায় যে, দেশের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টাই গণতন্ত্র কল্পক কোন না কোনরূপে নিরস্ত হইয়া থাকে। এই বিরাট পরিবর্তন এখনও পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই।

আমেরিকান বুদ্ধবাহুর নাম অন্যান্য যে সকল দেশ আমেরিকান কার্যে যোগদানের করিয়াছে, বীরে বীরে জয়লাভেরও বুটেনের অনুসৃত নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া যে সকল দেশে যোগদানের যাবতীয় ব্যয় উচ্চমান দান করা হয়, তাহার উচ্চ পরিমাণ অবলম্বনীয়। তাই বলিয়া ইহা যেন কেবল মনে না করেন যে, অর্থনৈতিক সংগ্রামে গণতন্ত্র একেবারে অসমর্থ এবং একদাক্ষক্যই সর্ববিধ কার্যকরী। তবে ইহা স্বীকার্য যে, গণতন্ত্রের সব হইতে বড় অনুদান এই যে, উহা বৃদ্ধ কার্য ক্ষমতার অধিকার। ইংরেজদের

ক্ষেত্রে ইহা খুবই সত্য। ইহা নিশ্চয়ই গৌরবের কথা নয়; কারণ এ জন্য আমেরিকাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। অনেক পোল, কানাডা, আটলিন, আমেরিকান, ইটালীয়ান, জাপান এবং ইংরেজকে হাতী সম্পর্কে যে রচনা লিখিতে দেওয়া হইয়াছিল, সে পুরাতন গল্পটি আপনাদা নিশ্চয়ই ভুলিয়াছেন। পোল জাতীয় লেখক হাতীর একটিরাত্র বৈশিষ্ট্যের উপস্থাপন পূর্বক পোল্যান্ডের স্বাধীনতার সংগ্রামে চন্দ্রপূর্ণারোহী সৈন্য নির্যোগের কথা বর্ণনা করেন। কানাডা লেখক শ্রমিক জাহাজ হাতী সম্পর্কে একটি পলা রচনা করেন। আটলিন তরলোক “আমেরিকার পুষ্টি অধিকার” শীর্ষক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। আমেরিকান লেখক পুনিবীর, সর্বমুখ্য হাতী সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন। ইটালীয়ান লেখক একখানি পীড়িকায়া রচনা করিয়াছিলেন। জাপান তরলোক নৃত্য জাহাজের উৎপত্তির সচিৎ হাতীর কি সফল হইয়াছে, সে সম্পর্কিত তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ক একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যয়ন করেন। ইংরেজ তরলোক আমি “যে করটি হাতী নীকার করিয়াছি” শীর্ষক একটি রচনা লেখেন।

বন্দই যে সমস্যার উদ্ভব হয়, আমাদা উহার সমাধান করিয়া থাকি। পূর্ব হইতে উহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া রাখা যায় না। অর্থনৈতিক নিক দিয়া বর্তমান মহাসংগ্রামে কোন কোথায় কিসের আশ্রয় চর, সে সম্পর্কে কোন পরিচায়ক দাবী করা খুব লজ্জা ব্যাপার। কোথায় কিসের আশ্রয়, কার্যক্ষেে সে-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্থনের পর আমাদা অনুভবী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকি।

আমাদের সমস্ত নিক এক্ষণে অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইতেছে। উহার একমাত্র উদ্দেশ্য, বৃদ্ধ-প্রচেষ্টার একত্র প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ এবং যে-সামগ্রিক অধিবাসীদের জীবনব্যয় নির্বাহের পক্ষে নিত্যাবশ্যক শ্রমিক উৎপাদন করা। এ জন্যই আপনাদা ঘেঁষিতে পাইতেছেন যে, ছোট বাটো শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত করিয়া বস্তুসমূহ নির্মাণের কারখানাগুলির জন্য প্রমিত সংগৃহীত হইতেছে। বৃটেনে জমা কেন্দ্রাবে সৈন্য সমাবেশ করা চর, বস্তুসমূহ নির্মাণের জন্যও ঠিক তেমনি জামে বৃটেনে প্রমিত সমাবেশের কাজ চলিতেছে। তবে ইহা এখনও বাধ্যতামূলক করা হয় নাই।

প্রমিত সমাবেশ সম্পর্কে একটা নীতি এক্ষণে স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। সামগ্রিক কার্যের জন্য বাধ্যতামূলক আদান করা হয় নাই, সে-সকল সর-সারীকে কম-কারখানায় যোগদানের জন্য দান প্রেরিত করিয়া রাখিতে হইবে। জয়লাভের কি কি কাজ করিতে হইবে, তাহা কখনও জানিয়া দেওয়া যাইবে।

ভারতে প্রস্তুত কামানবাহী গাড়ী

সরকারী সংবরণ বিতরণের তৎপরতা

ভারতবর্ষের রেলওয়ে কারখানাগুলিতে কামানবাহী গাড়ী নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। সর্ব প্রথম গাড়ীটির নির্মাণ-কার্যও সমাপ্ত-প্রায়।

অধিকতর পরিমাণে হাউজেন ও মর্লিন উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করা হইতেছে।

গত দুই সপ্তাহে ভারত সরকারের সংবরণ বিভাগ যে সকল অস্ত্র পাইয়াছে, তাহার মধ্যে মিলর হাউজেন, চট্টের খলিয়া, মালয় হাউজেন ব্রহ্ম, অট্টোনিয়া ও সিংহল হাউজেন জাল প্রভৃতির জন্য পাটের সুতা, অট্টোনিয়ার জন্য বাকী-ব্রহ্ম এবং অস্ত্রের বিতরণের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির অস্ত্রই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন স্থানের লবণের দর

গম্বান মূল্য-নিয়ন্ত্রকের বিবৃতি

লবণের দর স্থান-নিয়ন্ত্রক বিঃ এম. কে. কৃপালনী নিম্নলিখিত প্রেসনোট প্রকাশ করিয়াছেন :—

এজেন্সি, পোর্ট সৈয়দ, মুন্সিয়াদা এবং ভারতীয় লবণের দর সম্পর্কে গত ১৭ই মার্চ যে প্রেসনোট প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত প্রেসনোট জারি করা হইল, উহা ১৮ই এপ্রিল হইতে কার্যকরী হইয়াছে :—

আমাদ হইতে ডেলিভারী লইলে ১০০ মণের	
দর (তর দান)	১৫৫
পোলা হইতে ডেলিভারী লইলে ১০০ মণের	
দর (তর দান)	১৫৭
বাজারে প্রতি মণ	১১/১০
বাজারে প্রতি সেব	১/১০

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

রূপী বুদ্ধরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অট্টোনিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপদ্বীপের ভারতীয় বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ভাডার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিন্স ম্যাককী এন্ড কোং,
ম্যাকিন্স এন্ড কোং, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

নিয়মাবলী

বাংলা টাঙ্গা।—“বাঙলার কথা” বাঙালি টাঙ্গা টিঙ্গা টাঙ্গা করিয়া মিষ্টি টিঙ্গা। জাঁজের সঙ্গেই টাঙ্গা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাচাফেও গ্রাহক করা হইবে না এবং বৎসরই গ্রাহক হওয়া বাতিল না কেন, প্রথম সংখ্যা টাইটেট বর্ষ পণ্য করা হইবে। টাঙ্গার জন্য কাচাফেও নিকট ডি-পি প্রেরণ করা হইবে না। টাঙ্গার টাকা যদি-অর্থাৎবোলে “সুপারিন্টেন্ডেন্ট, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং, আলিপুর, কলিকাতা” এই টিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং যদি-অর্থাৎ কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের টিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—“বাঙলার কথা” প্রকাশের জন্য বীহার্য সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক কামজের এক পৃষ্ঠার পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা “সম্পাদক, বাঙলার কথা”—রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা—টিকানায় প্রেরণ করিবেন। অবদানীত রচনা কোন সময়েই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অসামান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট “বাঙলার কথা” প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বোধিত বিষয় ব্যতীত অসামান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৫ই মে—১৯৪১

সাময়িক পরিস্থিতি

যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে বিলাতের ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—

এথেন্স হইতে জার্মান বাহিনীর ক্রম অগ্রসরের যে সংবাদ পাওয়া বাইতেছে, তাহাতে বিশ্বের কিছু নাই। যুগোশ্লাভিয়ার সম্মিলিত বাহাদানের অবদান হওয়ার জার্মানী গ্রীসের যুদ্ধে নতুন নতুন সৈন্যবাহিনী আত্মদানী করিতে পারিতেছে। জার্মান বাহিনীর কড়ির পরিস্রাব খুব বেশী হইতেছে সন্দেহ নাই, তবে তাহাদের লোক-বলের আধিক্যকে অস্বীকার করা চলে না।

এদিকে মধ্য-প্রাচ্যের যুদ্ধ ক্রমেই শীট আকারে ধারণ করিতেছে। যে সকল জার্মান সৈন্যবাহিনী মিসর সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারাও কিছু আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে না। যে সকল জার্মান ও ইটালীয় সৈন্যদের উপর তত্ত্বক বিজয়ের ভাব করণ করা হইয়াছিল, বিতীর্ণতার বাধা আক্রমণ করিবার পর তাহারাও আর নতুন আক্রমণ চালাইবার উৎসাহ বোকাও করিতে পারিতেছে না। তবে জার্মানী লিবিয়া হইতে এইবার পূর্বে প্রদর্শন করিবে, মনে করা ভুল হইবে। মিসরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সুরেখ বাস হইতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধিত করিবার জন্য মাংসীরা একবার সকল পক্ষ প্রয়োগ করিয়া দেখিবে বলিয়াই মনে হয়।

লিবিয়ার যুদ্ধে জার্মানীর আক্রমণ আরও প্রবল হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল। এ পর্যন্ত জার্মানী ডেনস

কোনও তীব্র আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ইটালীর সৈন্যবাহিনীগুলিকে নতুন সামরিকভাবে সজ্জিত করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইতারা কতটা কাজে লাগিবে কিছুই বলা যায় না। অন্ততঃ পক্ষে ইহাদের সংখ্যা সেবিরা ভয় করিবার কিছুই নাই। জার্মানী অথবা লিবিয়ার আরও সৈন্য ও সরঞ্জাম পাঠাইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের ব্রিটিশ জাহাজের পাহাড়া এড়াইয়া আসা খুব সহজ হইবে না। যাত্রা সেদিন এক জার্মান “কনভয়” কি প্রকারে ধ্বংস হইয়াছে, তাহার সংবাদ আমরা সকলেই অবগত আছি।

অন্যদিকে ওয়াশিংটনের অধীনে আফ্রিকার বোট বত সৈন্য আছে, জার্মানী ও ইটালীর বিলিত সৈন্য সংখ্যাও তত হইবে না। ব্রিটিশ ও সাম্রাজ্যিক বাহিনীর সৈন্যেরা সকলে সাইবেরিয়ার রথাকনে উপস্থিত না থাকিলেও শত্রুই যে সাইবেরিয়ার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিমধ্যে জার্মান বাহিনীর অগ্রাভিমানের পক্ষে তেজুকই কিছু হইয়া বীড়াইয়া আছে। তেজুক আর করা জার্মানীর পক্ষে সহজ নহে। কারণ সমুদ্র পথেই তেজুককে প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি ও খাদ্য সস্তার সরবরাহ করা চলে এবং ব্রিটিশ নৌবাহিনী ইহার স্বকার সাচাচা করিতে সমর্থ।

‘ডেইলী টেলিগ্রাফের’ এই মন্তব্যের পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। গ্রীসের সংগ্রামক্ষেত্রে একপক্ষে প্রকৃত-পক্ষে নীরব এবং আফ্রিকারও মাংসী বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা পাইতেছে। আফ্রিকার এই সংগ্রাম যে প্রকৃতই তরোহ হইবে, তাহা একজন নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে।

বাঙলার মৎস্য-ব্যবসায়

বাঙলা-সরকার পুস্কার মৎস্য-চাষ বিভাগ (Fish Department) খোলার সত্তর করিয়াছেন। বিগত ১৯০৬ সালে স্যার কে. জি. ভল্গের সোপাশিপ অনুসারে এই বিভাগ খোলা হইয়াছিল এবং পরে ১৯২৩ সালে ব্যঙ্গ-সঙ্কট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বিভাগ তুলিয়া দেওয়া হয়। পরে জন-সাধারণের দাবী অনুসারে ১৯৩৭ সালে সরকার পুস্কার এই বিভাগ খোলা সম্পর্কে বিবেচনা করেন এবং তদনুসারে স্বাভাবিক সরকারের কিনারী বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর জাঃ এম. আর. সাইডুকে বাঙলা-বোনে মৎস্য উৎপাদনের অবস্থা ও পুস্কার কিনারী বিভাগ খোলার ব্যাপারে একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনার জন্য নিযুক্ত করেন। মিঃ সাইডু একপক্ষে একটি বসন্তা পরি-কল্পনা সরকারে দাখিল করিয়াছেন এবং তদনুসারে কিনারী বিভাগের একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধীনে কতিপয় কর্মচারী নিয়োগের বিষয় ঘিরীকৃত হইয়াছে। বাঙলার মত প্রদেশে এক্ষণে একটি কিনারী বিভাগের প্রয়োজনীয়তা যে অনেক, তাহা না বলিলেও চলে। বাঙলার জন-সাধারণ যে কেবল ব্যাপকভাবে মৎস্য ব্যবহার করে, তদুপরি তাহাই নয় বরং তাহারা মৎসকে মিসরের অপরিহার্য খাদ্য বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, মৎস্য মিসরের আভাবিক স্ববোধ-সুবিধাও এই প্রদেশে হইয়াছে প্রচুর। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে, বাঙলা-বোনে কৃষির পরই মৎস্য-মিসরের স্থান হওয়া উচিত। কাজেই সরকার যে পুস্কার কিনারী বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জন-সাধারণ এই সিদ্ধান্ত সাদরে স্বাগত করিয়া নইবে বলিয়াই আশা করা যায়। এদেশে হাজার হাজার লোক মৎস্য ব্যবসায়ের মধ্য দিয়াই জীবিকা-নির্বাহ করিয়া থাকে। সরকারী এই নতুন বিভাগের সহায়তায় ইহারা যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবে এবং গ্রীসের আর্থিক সমস্যাও যে একপ্রকারে দূরিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

চীন-ব্রহ্ম রোডে মাল চলাচল

জাপানীকরণ বাহাদানের চেষ্টা ব্যর্থ

চীনের অন্তর্গত কুনমিং হইতে ডেইলী টেলিগ্রাফের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

শান রাজ্যের অন্তর্গত লাসিরা হইতে বর্ষা রোডে মাল পাঁচ দিন চলিয়া এইবার আরি ইউরানে পৌঁছি-রাহি। পথে আবার বিশেষ কোনই কষ্ট হয় নাই। লাসিরা হইতে ইউরানের মতো কোনও জাপানী বিমান-পোতই আবার চোখে পড়ে নাই। জাপানীরা বড়ই না কেন বাগাড়ম্বর করুক, ৪০০ মাইল দীর্ঘ পথে বোমা বর্ষণ করিয়া মানুষ বা যানবাহনের চলাচল বন্ধ করা সম্ভব নহে। ইউরান বা ব্রহ্ম-রোডে আক্রমণ করিয়া পথ না আটকাইলে জাপানীরা কিছুতেই বর্ষা রোডে চলাচল বন্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। ইউরান বা বর্ষা আক্রমণও সহজ কথা নহে।

এই পথের অনেকগুলি পুন জাপানীরা বোমা বর্ষণ করিয়া ব্যর্থতার বিষ্ময় করিয়াছে। কিন্তু চীনারা তাহাতে মনো নাই। মেকং নদীর উপরকার পুলটা জাপানীরা দুইবার বোমা বর্ষণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিল। চীনারা কিন্তু যাত্রা ছর সত্তাযের মতো নতুন একটি সোল্যামান (মাসপেননন) পুল নির্মাণ করিয়া দর। সাবুইন নদের উপরকার পুলটি বোমা বর্ষণে কতিপয় বর্ষেই অস্বা-হার্য্য হয় নাই।

এই নদীগুলিতে ডেনের পুন্ডা, পিপা বাক্সা নিশ্চিত বর ডেলা প্রভৃতি রাখা হইয়াছে। পুলগুলি বিশেষ কতিপয় বা ধ্বংস হইলে পারাপারের জন্য এই ডেলাগুলি ব্যবহৃত হইবে।

বর্ষা রোডের যে বিভিন্ন উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে জাপানী বর্ষাকালেও এই রাস্তা ব্যবহার করা বাইবে বলিয়া মনে হয়।

রেল লাইন ও অন্যান্য রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য পুস্ক শ্রমিকের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ার, বর্ষা রোডের কাজ প্রথমতঃ গ্রীলোক ও মালক-মালিকারাই করিতেছে। প্রায় সর্বত্র দেখা যায় কাজের কীকে কীকে মারেরা নিতদের পরিচর্যা করিতেছে।

বড়টা হিসাব করিতে পারিলাম, তাহাতে মনে হয় এই পথে বর্ষা সীমান্ত হইতে মাল প্রায় ১৬,০০০ টন মাল চীনে আনানী হয়। কুনমিং-এও প্রায় ১০,০০০ টন মাল আসে।

মালবাহকের আস

জাপানী কলসের অবস্থা

আমের বটম্বর আসসু হইয়া আসিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা-সরকারের মার্কেটিং বিভাগে আমের প্রেরণ-বিভাগ ও বিকিকিনির অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কে মামলাপণ তথ্য জানিতে চাহিয়া, অনেক চিঠি-পত্রাদি গিহিতেছেন।

মালবাহে আমের কলসের অবস্থা এ-পর্যন্ত বেশ ভালই ছিল; কিন্তু দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ার কলসের মধ্যেই কতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা বাইতেছে। ইতিমধ্যেই কতিপয় আম বড়িয়া পড়া আরম্ভ হইয়াছে।

বাঙলা-সরকারের প্রধান মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ. আর. মালিক সজ্জিত মালবাহের বক-মলে স্বাগত করিয়া আদরিয়াছেন। তিনি কতিপয় আম-উৎপাদনকারীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের স্বতন্ত্র-অভিযোগ প্রবণ করিয়াছেন।

জাপানী খুব মনে মনেই একটি অস্ত্র-প্রদর্শনী খোলার প্রস্তাব হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, শীঘ্র আমের ব্যবহার সম্পর্কে এই প্রদর্শনী কাজ অনেকটা সমাপ্ত হইবে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ত্রিপুরাভিযানে বৃটিশ নৌ-বহরের আক্রমণ

বৃটিশ নৌ-বহর ত্রিপুরার উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়াছে।

নৌ-বিভাগীর এণ্ডেহায়ে বলা হইয়াছে যে, গত ২১শে এপ্রিল প্রত্যয়ে বৃটিশ নৌ-বহর ত্রিপুরার উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়াছে। ভারী ও হালকা উভয় শ্রেণীর বন্দুকের হইতে গোলা বর্ষিত হয়।

সাতখানি জাহাজে গোলাবর্ষণ

একখানা নৌ-বিভাগীর এণ্ডেহায়ে প্রকাশ, ত্রিপুরা বন্দরে বোমা বর্ষণের কালে ৬ খানা সৈন্যবাহী বা যোগান-দার জাহাজ, একখানা ডেপুটী, নৌ-বিভাগীর হেড কোয়ার্টারের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র এবং সর্ব-যোগ্যকরণের ওলাবতীর উপর গোলা পড়িয়াছে। নৌ-বহরের গোলাবর্ষণের সময় রাজকীর বিমান বহর ও নৌ-বিভাগীর প্রেনগুলিও বোমা বর্ষণ করিয়াছে। প্রায় ৪০ মিনিট ধরিয়া পোতাশ্রয় ও বন্দরের ইয়ারংগুলির উপর ১৫ ইঞ্চি গেল ও অন্যান্য ছোট সাইজের বহু গেল নিক্ষেপ হইয়াছে।

“উপকূলভাগে একটি ভেলের ভিগোর নিকটে একটি বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে এবং রেল ট্রেনসেও আগুন লাগিতে দেখা গিয়াছে। জাহাজ ষাট নৌ-বিভাগীর হেড কোয়ার্টারের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র ও একটি সর্বযোগ্যকরণের ওলাবতী আগুন লাগিতে দেখা গিয়াছে।”

গ্রীক-বাহিনীর আত্ম-সমর্পণ

ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনীর হেড কোয়ার্টার হইতে যোরে এই বর্ষে একখানি অতিবিক্ত এণ্ডেহায়ে প্রচার করা হইয়াছে যে, এপ্রিল ও ব্যাসিডোনিয়ার গ্রীক সৈন্য-বাহিনী অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে। গত ২২শে এপ্রিল রাত্রি ৯টা ৪ মিনিটের সময় গ্রীকদের একটি সামরিক প্রতিনিধি বল এপ্রিল রণাঙ্গনের একজন ইটালীয় বাহিনীর সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ হাইকমান্ডের পূর্ণ সন্তুষ্টি অনুসারে আত্মসমর্পণের পর সন্তোষ পত্রবলী নির্ধারিত করা হইয়াছে।

শত্রু-পত্নের বিমানের কতি

সর্বশেষ সরকারী হিসাবে জানা যায় যে, ১লা জানুয়ারী হইতে ৪ পর্যন্ত ইটালী ও জার্মানীর মোট ৯৯৫ বিমান বিমান নষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ইটালীর ৭৭৩ খানা ও জার্মানীর ২২২ খানা।

১৯৪১ সালের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে ইটালী ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া রাজকীর বাহিনীর হাতে ৬২ খানা বিমান নষ্ট হইয়াছিল। অবিকল পাইলটেরই জীবন রক্ষা পাইয়াছিল।

শত্রুপক্ষের জাহাজভূবি

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বর্তমানে শত্রুবাহিনীর জন্য যানপত্র এবং কলানি নষ্ট হইয়া যাইবার কালে ১ খানা ডেলবাহী জাহাজ (প্রায় ১০ হাজার টন), ১ খানা যোগানদার জাহাজ (৬ হাজার টন), একখানা অস্ত্রের গোলাবাহনবাহী জাহাজের উপর বৃটিশ নৌ-বিভাগীর বিমানপোতসমূহ টর্পেডো বর্ষণ করিয়াছে। যেহেতু জাহাজখানা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কঠিন হয় এবং আকাশে তিন হাজার ফিট পর্যন্ত অগ্নিপুঞ্জ উঠিতেও দেখা যায়।

রাজ্য জর্জের ক্রীটকীপে সময়

এখানে প্রতিপক্ষে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাজ্য কর্তৃক মিলিত সর্বসম্পদ ক্রীটকীপে পৌঁছিয়াছে।

যোরে সরকারী ইটালীর নিউজ-এজেন্সী বলিতেছে যে, গ্রীক বাহিনীর অবিকল (১৬ হইতে ১৮ ডিভিশন সৈন্য) আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

আফ্রিকার বৃটিশ-বাহিনীর অগ্রগতি

সৈন্য বিভাগের হেড-কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত এক-খানি এণ্ডেহায়ে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়ার বৃটিশ টচলদার সৈন্যবাহিনী জোজুক ও সোলাব এলাকার টচল ভিত্তিতে। আফ্রিকার যাত্রাঘাট বিনষ্ট করিয়া সেওয়া সবেও সৈন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পত্রবাহিতের মধ্যেই চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ অঞ্চলে অভিযানকারী বৃটিশবাহিনী সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে। বৃটিশ সৈন্য-বাহিনী রাজি-সমল করিয়াছে।

হুইখানী গ্রীক হালপাতাল জাহাজভূবি

২১শে এপ্রিল জার্মানরা গ্রীসের অনেক স্থানে প্রচণ্ড বোমা বৃষ্টি করিয়াছে। তাছাড়া দুইটি হালপাতাল জাহাজ ভূবিয়াছে। একটি যাত্রী জাহাজ বড় নারী ও বালক বালিকা সহ গ্রীসের প্রধান ভূভাগ চাতিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সেট জাহাজে বোমাপাতের কালে আগুন ধরিয়া যাওয়ার অনেকে হতাহত হইয়াছে।

জিভ্রাল্টারের গভর্নর পদে লর্ড গট

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দফতর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বর্তমান সন্যাসী জেনারেল ডাইকটাইন পটিন জিভ্রাল্টারের গভর্নর ও কমান্ডার-ইন-চীফ পদে নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন।

শত্রু-এলাকার বৃটিশ বিমানের আক্রমণ

বিমান সচিবের দফতরখানা হইতে প্রকাশিত এক এণ্ডেহায়ে ব্রিটিশ বোম্বার্ক বিমানবহর কঠক জার্মানী ও জার্মান অধিকৃত ভূমিতে বিবাহিত আক্রমণের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

গত ২৪শে এপ্রিল দিনের বেলা নরওয়ের উপকূলের অদূরে বোম্বার্ক বিমান বহর শত্রুপক্ষের একখানি ডেলবাহী জাহাজে আগুন বধাইয়া দেয়। এই জাহাজখানি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়াছে। আর একটি বাহিনী উপকূলের নিকট-বর্তী একটি দীপে অবস্থিত বৈজ্ঞানিক বোমাবর্ষণ করে।

উত্তর ফ্রান্সের উপর আক্রমণের সময় বৃটিশ জরী বিমানপোতসমূহ বিমান বাহিনীতে অবস্থিত জার্মান জরী বিমান পোতসমূহের উপর বোমাবর্ষণের জন্য নিক্ষেপ করিয়াছিল।

বিমান আক্রমণের সময় কীল ও উইলহেলম শেডেনো নৌ-বাহিনীসমূহই প্রধান লক্ষ্য ছিল। একটি শক্তিশালী বোম্বার্ক বিমানবাহিনী এই সময় নৌবাহিনী আক্রমণ করিয়া ছিল। কীলের উপর আক্রমণই অধিকতর ভয়ানক হইয়াছিল। এইখানে জাহাজবাহিনী ও কারখানা অল্পে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং ইহার উপর উগ্র বিস্ফোরণ বাবা নিক্ষেপ করিয়া আলো কতি লক্ষম করা হয়। গ্রাভিতে নরওয়ে, চন্দাপ, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের উক্ত খ অন্যান্য লক্ষ্যভাগেও আক্রমণ করা হইয়াছিল।

বুটেনের নৌ-শক্তি শেষ পর্যন্ত জয় আনিয়া দিবে

নৌ-সচিবের পালাবোটারী প্রাইভেট সেক্রেটারী লে. কমান্ডার ফ্রেচার এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, শে পর্যন্ত বুটেনের নৌ-শক্তিই চিটিলারকে পরাজয় করিবে। এনিজাবেথের যুগ হইতে বুটেন আজ পর্যন্ত যে সকল বড় বড় যুদ্ধ করিয়াছে, তাছাড়া নৌ-শক্তিই শেষ পর্যন্ত জাহাজের জয় আনিয়া দিরাছে। বৃটিশ সামরিক শক্তিই একদা বেলজিয়াম পার্শ্বভাগ অঞ্চলে দ্রুতক কারবাইর নির্জনভায়ে আপনাদের দৃঢ়ত্ব প্রমাণ করিয়া দিখা চিটিলারের পতন ঘটাইবে। কোম কোম জার্মান একদা জাহাজ জাহাজে, অনেকা মিলেমে নিশ্চয় হইবার পূর্বেই জাহাজ আনিয়া লইবে।

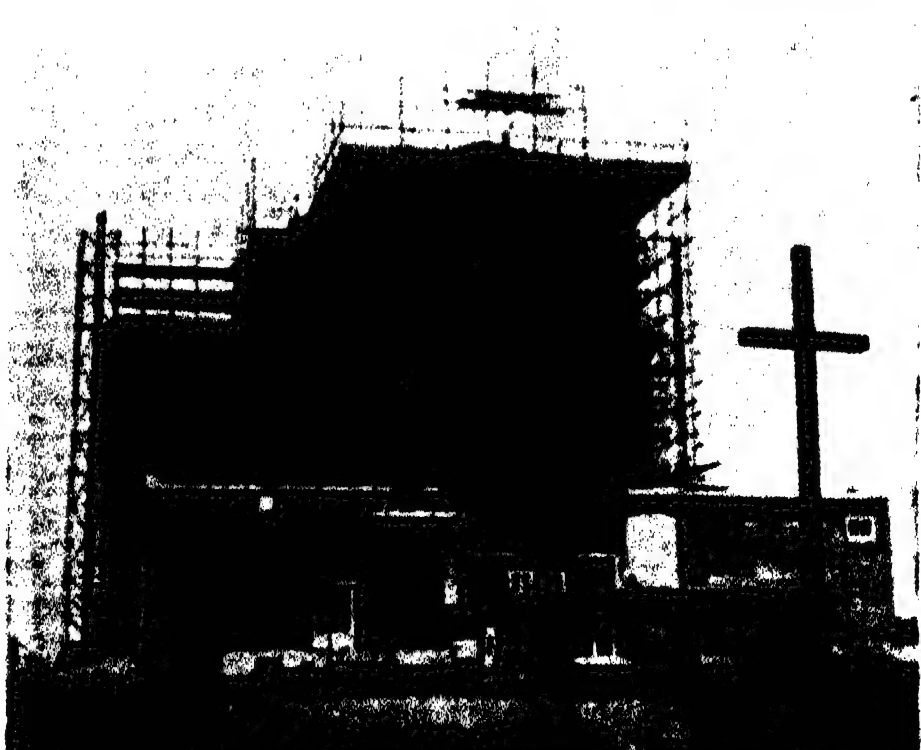
এখানে জাহাজ বাহিনী

২৭শে এপ্রিল প্রাতে এক্সেলসিডে শক্তিক পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে। পূর্বাঙ্ক ১০ টার মধ্যে বোম্বার্ক সাইকেল জাহাজী অগ্রপারী বাহিনী তথায় পৌঁছে।

এখেন্সের পরবর্তী এক সংবাদে জানা যায় যে, জার্মান বোম্বার্ক সাইকেল জাহাজী বাহিনীর প্রথম দল পূর্বাঙ্ক সাড়ে নয় ঘটিকায় এখেন্সে প্রবেশ করিয়াছে।

নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ—“নিউ ইয়র্ক টাইমস্”-এর সংবাদমাতা জানাইতেছেন যে, অবিকল বৃটিশ সৈন্য ও অস্ত্রপ্রাণীস হইতে উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধের জন্য বিমানপদে অপসারিত হইয়াছে।

[সংবাদ ৭৪ পৃষ্ঠার হইবে]



সামর্যানে অবস্থিত বোমাবর্ষণ সঙ্কেত সারে ভেলার “পীলকোর্ড” প্রীকার নির্মাণ-কার্য অব্যাহতভাবে চলিতেছে—ইংলণ্ডের জনসংখ্যার সৈনিক কলের প্রমাণ উদ্য হইতে বেশ পাওয়া যায়।

যুগোশ্লাভিয়া খণ্ডিত করিতে জার্মানীর বড়যন্ত্র

“স্বাধীন ক্রোশিয়া” সৃষ্টির ইতিহাস

চাইন্স পত্রিকার কুটনৈতিক সংবাদদাতা লিবিয়াছেন:—

কিছুদিন পূর্বে হটতেই যুগা সঠিত্তিহীন যে, চিচিলার যুগোশ্লাভিয়াকে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যুগো-শ্লাভিয়া অখণ্ডিত থাকিলে জার্মানীর পক্ষে তীতি প্রদর্শন করিয়া জাভান উপর অধিকার বিস্তার সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ, মস্কামকে কুৎ কুৎ মাজো বিভক্ত করিবার জন্য জার্মানীর যে পরিকল্পনা আছে, অর্থাৎ যুগোশ্লাভিয়াকে সে পরিকল্পনার সঠিত্তি বাপ নাওরালে যায় না।

চিচিলার কোশলের বাসাই যুগোশ্লাভিয়াকে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুগোশ্লাভিয়ার পূর্বতন মন্ত্রী যখন চিচিলারের সঠিত্তি চুক্তি সম্পাদন করে, তখন চিচিলার ইচ্ছাও মনে করিয়াছিলেন যে, জাভার উচ্ছেদা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু জাভার কোশল ব্যর্থ হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া চিচিলার যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সবে সবে যুগোশ্লাভিয়াকে বিভক্ত করিবার ক্ষমতা পূর্বের মায় চলিতে লাগিল। ইহারই কালে ক্রোশিয়ান তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

জার্মানিতে সোমার নিম্নোক্ত কোয়ডুনগুলি যেকোন প্রকৃতিতে সংগঠিত হইয়াছে, ইতিপূর্বেই ক্রোশিয়ানরা এককল “কিডীশন” ও সেইরূপভাবে গঠিত হইয়াছিল। জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে ইতারাও কাজে লাগিয়া যায়।

ক্রোশিয়া হইতে জার্মান বাহিনী যুগোশ্লাভ সৈন্যদের পিছনে চটাইয়া দেওয়া মাত্র এই “কিডীশন” হল প্রকাশ্য মজমকে অকটীর্ণ হইল। ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা জরটার সময়ে ক্রোশিয়ান “স্বাধীনতার” সংবাদ পাওয়া গেল। তেমনবেল স্লাভকো কোটরনিক মিছেকে সেনের কর্ত্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া এক বেতার বোম্বা করিলেন, “ক্রোশিয়া মুক্ত ও স্বাধীন”। ইতার সামান্য পরেই বেতার-বাটী হইতে জার্মান জাতীয় সঙ্গীতটি গীত হইল।

পল্লী-সংস্কার সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা ও প্রদর্শনী

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ব্যবস্থা

কলিকতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ২৩শে এপ্রিল বুধবার হইতে ১২ই মে পর্যন্ত পল্লী সংস্কার সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদনুসারে এই মে হইতে ১৫ মে পর্যন্ত জাভার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠান হইবে। বাঙলা সরকারের পল্লী-সংস্কার বিভাগ এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহ-যোগিতায় এই বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছে। বহু সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ পল্লীসংস্কার, পল্লীবাধা, কৃষি, নিজেস্বত্ব, বরতনের নিকা প্রভৃতি বিষয়ের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা, পরিভাষা প্রভৃতি পরিভাষা করিয়া বাহাতে বক্তৃতাগুলি জনসাধারণের বোধগম্য হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বক্তৃতা প্রবৃত্ত হইবে। বক্তৃতাগুলি অত্যন্ত নিকলপ্রস হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জন-সাধারণ বিশেষ করিয়া বাঙলার জাভা ও বুধসংস্কার বক্তৃতাগুলি প্রবণ করিয়া বহু বিষয় জানিতে পারিবেন এবং জাভাওর আসল গ্রীষ্মের চুইতে নিজ নিজ গ্রামে গমন করিয়া পল্লী-সংস্কার কার্যে আত্মনিবেশন করিতে সক্ষম হইবেন।

ভারতবর্ষের নূতন শাসন সংস্কার কমিশনার

ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কর্তৃক স্বরাষ্ট্রিক শাসন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার

ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকার বি: ডব্লিউ. এম. ইন্টার লিবিয়াছেন:—যুগোশ্লাভ ভারতবর্ষে আরও বুধ সংস-
তারিক পরিবর্তন সাধনের জন্য বিভিন্ন নূতন ও উচ্চপূর্ণ
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। ভারতবর্ষে স্বরাষ্ট্রিক
শাসন (ডোমিনিয়ন ট্যাটাল) প্রবর্তন করাই যে ব্রিটেনের
উচ্ছেদা, ইহা একাধিকবার শঠ জাভার ব্যক্ত করা হইয়াছে।
মাত্র কয়েক মাস পূর্বেও ভারত সচিব বি: এবেরি ইতার
পুনরুৎসাহ করেন।

কি উপারে এবং কখন এই শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন
করা যায়, বর্তমানে জাভাই সমস্যা। ১৯৩৫ সালের
ভারত শাসন আইনে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তন
সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল, জাভা একাধিক
কারণে বাতিল করিতে হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।
বর্তমানে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছে এবং
সেই উচ্ছেদা সর্বপ্রথম ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

“রাউন্ড টেবল” নামক পত্রিকাটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের
বিভিন্ন দেশের রাজনীতি আলোচনা করার জন্য বিখ্যাত।
এই পত্রিকার তত্ত্বপূর্ণ সম্পাদক এবং বর্তমান প্রচার-
সচিবের দপ্তরে সাম্রাজ্য শাখার অধ্যক্ষ বি: এইচ. ডি,
হডসনকে শাসনসংস্কার কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে।
জাভাকে বড়লাটকে শাসনসংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে
হইবে। পলটি নূতন মতে; কিন্তু ইতিপূর্বে ইহাতে
মাত্র সিভিলিয়ানেরাই নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যে
শাসনসংস্কার ইতিপূর্বেই প্রবর্তিত হইয়াছে তথু
সে সম্বন্ধেই ইতারা বড়লাটকে পরামর্শ দিতেন। এইপক্ষে
বি: হডসনের মিরোণ বিশেষ অর্থপূর্ণ। ইহাকে নূতন
শাসন সংস্কারের সূচনা মনে করা যাইতে পারে।

ডোমিনিয়ন ট্যাটাল প্রবর্তনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট
নিসেলেই হইয়াছেন এবং পীচুই এইরূপ কোনও ব্যবস্থা
অবলম্বিত হইবে বলিয়া মনে হয়। শাসন সংস্কারের
প্রথম ধাপ হিসাবে পীচুই আরও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয়
আলোচনা আশা করিতে পারি।

শন-আঁশের শ্রেণীভাগ

একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব

বিগত ২৭শে এপ্রিল বাঙলার সিনিয়র মার্কেটিং
অফিসারের কাফায়ালে শন-আঁশ সাব কমিটির একটি
সভা হইয়া গিয়াছে। কমিটি বিশেষে বক্তৃতাধীষোণা
শনের আঁশের শ্রেণীভাগ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া
শ্রেণী বিভাগের ৪টি নিয়ম করেন। সভার ইচ্ছাও ছিল
যে, উপরোক্ত নিয়ম কার্যকরী হইতেছে কিনা
জাভা পর্যবেক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য বক্তৃতাধী-
কারক ও প'ইটকলী কারীনের একটি সমিতি গঠন করা
আবশ্যিক। জাভা আরবার্ড ল্যাবেলও লাগাইবেন।
ভারত সরকারের এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এক্তাইকার
জা: এম. মাল, জাই, সি, এম সভাপতির আসন গ্রহণ
করিয়াছিলেন। সভার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থিত
ছিলেন:—

- (১) কোর্স ব্যাকলিন এও কোর্স বি: কুইন; (২) কোর্স
ইন্সপারাবী কোম্পানীর বি: বিকর্বা আদ্বাহ;
- (৩) কোর্স বেকীমান অফসারের কোর্স বি: ভাচার্ভা;
- (৪) ভারত সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার বি:
পি, এম, ইয়াকন; (৫) বাঙলা সরকারের সিনিয়র
মার্কেটিং অফিসার বি: এ, আর, মালিক; (৬) ভারত
সরকারের এগ্রিকালচার মার্কেটিং অফিসার বি: প্রদর্শন
নিয়ম; (৭) বাঙলা সরকারের এগ্রিকালচার মার্কেটিং
অফিসার, বি: শাসনতন্ত্র হক।

বাঙলার পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ

টাক, কন্ট্রোলারের ঘোষণা

“১৯৪০ সনের বর্ষীয় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৪
ধারার ১ উপধারার প্রদত্ত ব্যবস্থাবলে মহামান্য গভর্নর
বাহাদুর নির্দেশ দিচ্ছেন যে, উক্ত ধারাবলে প্রত্যেক
পাটচাষীর যে সমস্ত জমিতে ১৯৪১ সালে পাট উৎপাদ
হইয়াছে, জাভা পুখাদপুখাদপে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা
করা হইবে।”

পাটচাষীগণ অবগত আছেন যে, ১৯৪০ সালে যে
পরিমাণ জমিতে পাট আবাদ করা হইয়াছিল এবং জাভা
যেকতত্ব হইয়াছে জাভা $\frac{1}{3}$ এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ
জমি চিহ্নিত করিয়া পাট আবাদের লাইসেন্স দেওয়া
হইয়াছে। মহামান্য গভর্নর বাহাদুরের উপরোক্ত ঘোষণা
অনুসারে পাটচাষীগণকে জানান হইতেছে যে, লাইসেন্স
উল্লিখিত প্রত্যেক শাসন জমির বুধারং কার্য অবলম্বি-
বিশেষে আরম্ভ করা হইবে এবং সরকার বিধার জমি
পুনরায় মাপ করা হইবে। প্রয়োজন হইলে একাধিক
বার এই বুধারং কার্য করা হইবে।

কোনও পাটচাষী লাইসেন্স রাজা নিকিই অংশের
অতিরিক্ত জমিতে অথবা লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া
কোনও জমিতে পাট আবাদ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত
হইলে তিনি আইনতঃ অভিযুক্ত হইবেন এবং বিচারালয়ে
৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ৩৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা
অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ইহা জাভাও
মবেশ উপারে উৎপাদিত পাট পাটচাষীর নিজ ধরচে
নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং পাটচাষীগণকে
অনুরোধ করা হইতেছে যে, জাভা এই নির্দেশ সূচক
বাণীবেন এবং কোনও প্রকার প্রলোভনে আইনের স্পষ্ট
বিধান লঙ্ঘন করিয়া জাভাদের নিকিই জমির অতিরিক্ত
জমিতে পাটচাষ না করেন।

—এইচ. এস. এম. ইমহাক, প্রধান কন্ট্রোলার, জুট
রেজুলেশন, বাঙলা।

লিবিয়ার জার্মান সৈন্য অবতরণের রহস্য

বহু দূরবর্তী বৃত্তীয় নৌ-বাটীর অনুবিধা

চাইন্স পত্রিকা লিবিয়ার বুদ্ধ সম্পর্কে এক সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ লিবিয়াছেন:—

তুন্স-সাগরের উপর দখল না থাকিলেও জার্মানী
যে জাভার মধ্য দিয়া বাভারাত ও বুদ্ধ সভার চলাচল
করাইতে পারিতেছে, ইহাতে বুদ্ধ বিদ্যায়ের কিছু নাই।
এই কার্যে বিপদ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা কিছু
অসম্ভব ব্যাপার নহে। জার্মানীর মরওরে আক্রমণের
কালে এইরূপ সৈন্য ও বুদ্ধ-সভার চলাচল আরও বুধ
আকারে সংঘটিত হইয়াছিল।

ব্রিটেনের নৌবল অতিশয় পতিলায়ী সম্ভব নাই,
কিন্তু জাভা বলিয়া ইহা অসাধ্য-সাধ্য করিতে পারে না।
ক্যাটানিরা হইতে ত্রিপিলা মাত্র ৩১০ মাইল। একবার
মাল্টা বীপ হাড়া এই বৃহৎ সৈন্যের ব্যবহারী সমুদ্রপথটির
কাছাকাছি আর কোনও ব্রিটিশ নৌবাহিনী নাই। মাল্টা
তুন্সসাগরে ব্রিটিশের প্রধান নৌবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া
হইতে ৮২০ মাইল এবং ক্রিস্টান্স হইতে ৯৯১ মাইল
দূরে। এমন কি ত্রিপিলা হইতে জেট্রাকও ৫৭০ মাইল।
এত দূরের বাটী হইতে ইমম বিজা অ্যান্ডনিয়াল
কানিইয়ের পক্ষে নিম্নলিখিত বীপ হইতে জার্মানদের আক্রমণের
আশা সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভবপর নহে। বর্তমান বুধের
জে করাই নাই; পত্ত বুধের মরওরে ইহা সম্ভব হইত না।
বিমান হইতে পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা সাত করার
বর্তমানে জার্মানদের পক্ষে নিম্নলিখিত ও আক্রমণের ব্যবহারী
সামান্য পথটি পাতি নিজ আশা বুদ্ধের সম্ভব হইয়াছে।
জবে আক্রমণের জার্মান কলতর নইল আশিয়ার সমস্ত
ব্রিটিশ নৌবাহিনী জাভার অধিকারীই করেন করিতে
পারিবে।

বহুভাষ্য প্রসঙ্গে বি: ইন্সটাক বলেন যে, পল্লী-উন্নয়ন সমিতি প্রকৃতপক্ষে একটি বৈজ্ঞানিক সমিতি। কিন্তু মূলতঃই যথোপযোজ্য পল্লীবাণিজ্য বাস করিতেছে, যথোপযোজ্য নীতি, সামাজিকতা, শ্রম, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নানা নীতি বিজ্ঞান প্রাধান্যের কি অনুভূতি বহিরাগত, পল্লীবাণিজ্যের কি ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা বর্তমানতাই নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে প্রচেষ্টা হইবে। পল্লীবাণীনের যথোপযোজ্য অনুভূতি কাণ্ড হইলে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য তাহারা অধিক হইয়া পড়িবে এবং বর্তমানতাই একা সমস্যা নয় হইলে সম্মিলিত চেষ্টার উদ্দেশ্য সাধনের পুরস্কার পাইবে। বি: ইন্সটাক অতঃপর বলেন যে, পল্লী-উন্নয়নের আলম হওয়া উচিত “অধিকতর জ্ঞান অর্জন”, “অধিকতর সম্পদ” ও “অধিকতর স্বাস্থ্য” এবং এই কার্য-জ্ঞান সাধনের মধ্যমতাই কার্যকরী করিতে হইবে। শ্রম-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, শিল্প-বিভাগ ও স্বাস্থ্য-বিভাগের সহযোগিতাও এই ব্যাপারে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। বি: ইন্সটাক মতামত করেন যে, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত বহন পল্লী-উন্নয়নের কাজ করিতে হইবে, তখন বর্তমানতাই অবস্থাই একমাত্র পথ। তিনি উপসংহারে মতামত করেন যে, সমস্যাগুলি সম্মিলিত চেষ্টায় সমাধে তিনি নিশ্চয় করেন এবং তাহাও উদ্ভাবন সামাজিক জীবন সমস্যাগুলির বা সামাজিকজীবনের বিভিন্ন উপর প্রভাব না হইয়া সমস্যাগুলি বিভিন্ন উপর প্রভাব হইবে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৩য় পৃষ্ঠার ভেতর]

শত্রুপক্ষের মিসর-সীমান্ত অতিক্রম

গত ২৬শে এপ্রিল শত্রুর সৈন্যের বহু সৈন্য সোদ্রান এলাকা দিয়া মিসর সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

সম্রাট হাটলে সেনাসীমার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের ডোড়বোড়

আফিসআবাবাহিত রকটারের বিশেষ সংবাদবাহক নিউ-জের্সি, একদিকে বহন সামরিক বাহিনী আফিসিনিয়ার শত্রুপক্ষের শেষ প্রতিরোধ বাটীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। অপরদিকে ভেতর হাটলে সেনাসীমার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের ডোড়বোড় চলিতেছে।

ভেদী অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথে কুবুচা গিরি-বর্ষের দক্ষিণে ইটালিয়ানদের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকান সৈন্য-বাহিনীর যুদ্ধ চলিতেছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকান সৈন্যরা আরও দুই মাইল অগ্রসর হইয়াছে। এদিকে আফিসআবাবার উত্তরে দুর্গের কাছে অকলে যুদ্ধের লাইজিরিয়ান বাহিনী শত্রুদের সেবাদান ঘোর বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া পাড়াতে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে। এই অকলে বিক্রমকীর সৈন্যরা শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

আফিসিনিয়ার বহু ইটালীয় বাহিনী উদ্ধৃত

ইটালীয়দের পূর্ব-আফ্রিকান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবার পূর্বে আফিসিনিয়ার অবশিষ্ট যুদ্ধগুলি সাক্ষ্যের সহিতই পরিচালিত হইতেছে। স্ত্রানস লেনককা বাহিনী মোটামুটি অধিকার করে এবং ১২ জন অফিসার, কয়েক শত উপনিবেশিক সৈন্য, বহু রসম ও গোলাবারুদ, ২টি কামান এবং একটি জলী-বিসান হস্তান্তর করে।

মিসর সীমান্তে শত্রু-সৈন্য

কারগোর এক সংবাদে প্রকাশ, আফিসিনিয়ার দক্ষিণের দুইটি মোটামুটি বাহিনী মিসর সীমান্ত অতিক্রম করে। এই বাহিনী দুইটি প্রায়শই ইটালীয়দের লইয়া গঠিত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। সোদ্রানের যে অংশে জমি চালু হইয়া সবুজের দিকে গিয়াছে আফিসিনিয়ার বাহিনী জাহাজ দক্ষিণাঞ্চল দিয়া পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে। ওয়াককহাল মহল মনে করেন যে, শত্রুসৈন্য সবুজ হইতে ১৫ কি ২০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং দক্ষিণ-অভিমুখী অভিযানের কোনও আভাস বর্তমানে পাওয়া হইতেছে না।

চাকার হাক্কামা সম্পর্কে অনুসন্ধান

গভর্নমেন্ট কর্তৃক কমিটি গঠন

অন্যায়বাদের অবশেষে জমা নিম্নোক্ত প্রস্তাব গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে:—

চাকার সম্পত্তি যে লোক হাক্কামার অনুষ্ঠান হইয়াছে, উৎসর্গে অনুসন্ধান করার জন্য বাঙাল সরকার একটি কমিটি গঠনের সত্ত্ব করিয়াছেন। কমিটির সদস্যদের দায় পড়ে-প্রকাশিত হইবে। এই কমিটির কার্যক্রম হইবে নিম্নরূপ:—

“চাকার পক্ষে ও বোমার সম্মতি যে সব হাক্কামার অনুষ্ঠান হইয়াছে, জাহাজ কার্য ও প্রকৃতি এবং এই সব হাক্কামা বহনের জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, উৎসর্গে অনুসন্ধান করিয়া বাঙাল সরকারের নিকট জাহাজের নিয়ন্ত্রণ ও সেনাপ্রেরণ সম্পর্কে কমিটির একটি রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হইবে।”

জাহাজ হইতে অধিনায়কী অপসারণ

জাহাজ হইতে তিনি সংবাদ-এজেন্সীর নিকট প্রেরিত এক বারের প্রকাশ, জাহাজ হইতে বেলপথে ও সবুজপথে বেসামরিক অধিবাসীদের ব্যাপকভাবে অপসারণের কাজ আরম্ভ হইবে। যিনি দুই হাজার করিয়া লোক হামাগুর করা হইবে বলিয়া বিবীকৃত হইয়াছে। তুর্কী গভর্নমেন্ট ইচ্ছার অপসারণের ব্যস্ততার বহন করিবে এবং ইচ্ছা-মিগকে বহু আলাতোনিয়ার প্রেরণ করা হইবে। বর্তমানে জাহাজ হইতে বহু ব্যক্তি বেলপথের অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ সূত্রবাস হইতে বৃটিশ উপনিবেশের অধিবাসীদের প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, মিসর অথবা ভারতে চলিয়া যাইতে নিষেধ দেওয়া হইয়াছে।

করিব জাফান বাহিনী

জাফান প্যারামুট বাহিনী গত ২৬শে এপ্রিল করিবে অবতরণ করিয়াছে বলিয়া জাফানী দাবী করিতেছে।

জাফান বাহিনীর এথেন্সে প্রবেশ

২৭শে এপ্রিল একবারি বিশেষ এণ্ডেচারে জাফানীর উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষ প্রচার করিয়াছেন:—“অবিশ্রুত আক্রমণ চালাইয়া এবং পশ্চাদ্ধাবনকারী বৃটিশ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জাফান সীকোজা বাহিনী সকাল ৯ ঘটিকার সময় এথেন্সে প্রবেশ করে।”

জাফানীর উপনিবেশ দাবী

উইলহেলম ট্রান্স জার্মান যুদ্ধপত্রের মুখে প্রকাশ, জাফান উপনিবেশ সচিবের দপ্তর প্রতিষ্ঠার ডোড়বোড় চলিতেছে। জাফানী জাহাজ উপনিবেশ সংক্রান্ত দাবী-দাওয়াগুলি অপরিবর্তনীয় মনে করিতেছে।

গ্রীসের বৃটিশ সৈন্যগণ

২৯শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গ্রীস হইতে এখনও বৃটিশ সৈন্য অপসারণ করা হইতেছে। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মিসরে এপ্রিলের অগ্রগতি বহু আছে।

রোম হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গ্রীক হইতে আগত প্রথম বৃটিশ সৈন্যদলটি আন্দেলজাভিয়া দপ্তরে অবতরণ করিয়াছে।

বহু ইটালীয়ান সৈন্য বন্দী

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভেদী অধিকারের সময় দুই হাজার ইটালীয়ান ও চারিশত সেনার সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শত্রুপক্ষ বহু সৈন্য হস্তান্তরও হইয়াছে। বৃটিশ পক্ষে হস্তান্তরের সংখ্যা খুব কম।

মেক্সিকোতে জাফানীর অপকোশল

যুদ্ধরাতের সহিত বিরোধ সচিব চেষ্টা

মেক্সিকোতে জাফান প্রচার কার্যের প্রসার এবং জাফান “বিশেষজ্ঞ”দের প্রবেশ সম্পর্কে নিকট সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এপ্রিল অনুকূল প্রচার কার্যের সঙ্গে সঙ্গে মাৎসীকা যুদ্ধরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে বিরোধ সচিবও চেষ্টা করিতেছে। সংবাদপত্রগুলির মতে, যুদ্ধের প্রথম বৎসরেই প্রায় ৪০০ মাৎসী জাফানী হইতে মেক্সিকোর আসিয়াছে। ইচ্ছার কেবল বিশেষজ্ঞ কারিগর, কেবল জাফান পণ্য-বিক্রেতা কেবল বা অন্যান্য ব্যবসায়ী।

ডেপুটি ব্যাংকিয়ার মি: এ. এইচ. এম. ওয়াল্ডার্স আলী প’চ বৎসরের জন্য বাঙালার ওয়াক্ক কবিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ১লা মে তারিখে বর্তমান ওয়াক্ক কবিশনার বাস বাহাদুর এ. এফ. এম. আবদুল আলী নিকট হইতে কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

‘লুটবল’ ও ‘রাক্কেট ফুটবল’

মানসের ভারতীয় সিপাহীদের ক্রীড়াকৌতুক

মানসের ভারতীয় সৈন্যরা একটি মৃতদেহের আবিষ্কার করিয়াছে। জাহাজ হইতে নাম দিয়াছে ‘রাক্কেট ফুটবল’। ইতিপূর্বে জাহাজ আরও একটি খেলা বাহির করিয়াছিল; জাহাজ নাম দিয়াছে ‘লুট বল’। ‘লুট বল’ নামের বেশী লোককে আর বাহিরের মধ্যে বদামত্ব অধিক পরিচর ও ব্যাঙ্গের সুযোগ দেওয়াই এই খেলার উদ্দেশ্য। ইহা এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে যে, সিপাহীদের বেসামরিক ইংরেজী সঙ্গীতের যুদ্ধ সাহায্যের জন্য একটি পুস্তক ‘রাক্কেট বল’ খেলায় বদামত্ব করিয়াছেন।

সকল কালের ভারতীয় সিপাহী এই খেলার যোগদান করে। ইহা জাহাজের মধ্যে খেলাধেলা ও কতক নৃতি করিতে সাহায্য করিবে।

জাহাজের বল দিয়া এই খেলাটি খেলিতে হয়। প’চ চক্রে প’চ মিনিট খেলিতে হয়। প্রত্যেক চক্রের মধ্যে একটি খিলাফের সময় দেওয়া হয়। একবারে লোক-রক্ষক ছাড়া বলটি কোথাকি (মাথি) করিতে পারিবে না এবং পা না লাগাইয়া অন্য যেমন-তেন প্রকারে বলটি গোল পোর্টের দ্বিতর পাঠাইতে পারিলেই গোল হইবে।

সিপাহীরা খেলাটা অত্যন্ত পছন্দ করিতেছে। খেলার নিয়মাবলীতে অর্ধ পরিহাসের তরীতে বলা হইয়াছে ল্যাং-মারা, দাক্কা দেওয়া, আঁচড়ানো, কামড়ানো বা অন্য কোনও মাৎসী পদ্ধতি অবলম্বন করিলে গুরুতর শাস্তি পাইতে হইবে। পালগামি দেওয়া চলিলে না। খিলকদের কাহারও তুল-বাঁড়ি টানা দিবে না।

‘লুট বল’ও প্রায় এই খেলারই অনুরূপ। একজন ভারতীয় অফিসার এই খেলাটি মানসে প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি পাঠাবে জাহাজ দিক গ্রামে জেলপিসনের লইয়া এই খেলাটি খেলিতেন, বর্তমানে মানসে সিপাহীদের মধ্যে ইহাও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

মি: শাহাব উদ্দীনের মৃতদেহ পদ

পার্বত্যিক হিলেশন কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত

মি: পি. ডে. প্রিন্সিপাল, এম. এল. এ. ফকীর সরকারের সেক্টরাল বোর্ড অব ইনকয়েরপনে যোগদান করার দপ্তর বাঙাল সরকারের পার্বত্যিক হিলেশন কমিটির চেয়ারম্যানের পদে এসেকা লন করিয়াছেন। উক্ত কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান মি: জোকে টাটসন মি: প্রিন্সিপালের বংশে চেয়ারম্যান এবং মি: বাজা শাহাবউদ্দীন, সি-বি-ই, ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলেন।

উৎকৃষ্ট কৃতিত্বের আবার

বাঙাল সরকারের প’রকল্পনা

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে উত্তর পাকিস্তানের আশা বহু, ইহা জটিলপূর্ণ বিবরণ ভাল পাড়া পড়ায় না। বাঙাল সরকার উক্ত জটিল সংশোধনের জন্য একটি একাদশ বাহিন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উত্তর পাকিস্তানের আশা হইবে। প্রত্যেকটি উৎকৃষ্ট বৃক্ষের জন্য যেমনকীটি পানকর প্রথম বৎসর ১০ আনা, দ্বিতীয় বৎসর ১০ আনা এবং পঞ্চম বৎসর ১০ ঘোলাস দিবে। বর্তমান বৎসর হইতে ইহা কার্যকরী হইবে বিব্র হইয়াছে।

[illegible]

কৃষি-কথা—

পানের রোগ ও তাহার প্রতিকার

পান রোগের মধ্যে একটি খুব সাধারণ রোগ, কিন্তু বড় করে বলা হইতে ইচ্ছা করে প্রাদুর্ভাব হওয়ার পান-চাষীদের খুব লোকসান হইতেছে। রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার পান-চাষীদের খুব লোকসান হইতেছে। রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার পান-চাষীদের খুব লোকসান হইতেছে। রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার পান-চাষীদের খুব লোকসান হইতেছে।

পানে যে সকল রোগ দেখা গিয়াছে, তাহারা চারি প্রকারের—

- (১) পানে মজা রোগ,
- (২) মূল মজা রোগ,
- (৩) পানের ভীটা ও পাতা-পাতা রোগ,
- (৪) “কাইলা” বা “আজারি” রোগ।

উপরোক্ত সকল রোগই ছাতা রোগ। একপ্রকার খুব সুন্দর উদ্ভিদ এই সকল রোগের কারণ। এই উদ্ভিদে উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট অসুবিধা বহু ছাতা খালি চোখে দেখা যায় না। পোকা মাকড়ের সঙ্গে এ সকল ছাতা রোগের কোনই সম্বন্ধ নাই।

(১) পানে মজা রোগ

এই রোগের প্রথম অবস্থার আক্রান্ত গাছের পাতায় কোয়ার বড় কালো লগ পড়ে এবং অবিকৃত বৃষ্টি হইতে থাকিলে তিন আশাওয়ার এই রোগ ক্রমে পাতা হইতে বোটার ভিতর গিয়া গাছের ভীটার সংক্রমিত হয়, তখন ভীটার একপ্রকার কালো লগ দেখা যায়। এই লগ ক্রমশঃ ভীটার উপরে ও নীচে ছড়াইয়া পড়ে এবং লতার পশ্চিম সকল বিষণ্ণ হইয়া পাতা চাটাইয়া পড়ে। অনেক সময়ে এইরোগ মাটি হইতে এক কুট বা দুই কুট উপরের লতাও আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত স্থানের উপরিভাগের লতা চট্রিয়া পড়িয়া মরিয়া যায়। ভূমির উপরে পার্শ্ব লতাতেও এই রোগের আক্রমণ হয়। আশাওয়ার গুল হইলে এ রোগ পাতাতেই নিবদ্ধ থাকে, পাতা হইতে লতার ছড়াইতে পারে না। এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে প্রথমে বহু লতাগুলি উঠাইয়া পুড়াইয়া ফেলা বা বরোজ হইতে দূরে মাটির মধ্যে পুড়িয়া ফেলা উচিত, বরোজের পানে কেলিয়া দিলে রোগের বীজ ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। অপর নিম্নোক্ত উপায়ে প্রতিকারের উপায় করা উচিত।

প্রতিকারের উপায়।—সাধারণতঃ বৈশাখ মাসে এই রোগ প্রথম দেখা দেয়, অপর পাতা বর্ষাকাল ইহার খুব প্রকোপ এবং ক্রমে শীত পড়িতে হুক করিলে কৃত্তিক মাস হইতে এই রোগ অনুপস্থিত হইয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বৈশাখ মাস হইতে কৃত্তিক মাস পর্যন্ত মাটিতে পার্শ্ব লতা এবং মাটির উপরে দুই কুট পর্যন্ত লতার “মোর্কো নিকশচার” নামক ঔষধ মিহি পিচকারীর দ্বারা বা চাপা বায়ুনির্মিত পিচকারীর (Compressed Air Sprayer) দ্বারা মাসে একবার করিয়া প্রয়োগ করিলে এই রোগ সহজেই নিবারণ করা যায়। ঔষধ ছিটাইবার পর কুট দুই হইয়া উঠে দুই মাস, তখন কুট দুইটি মরিয়া

ঔষধ দেওয়া প্রয়োজন। লতা মাটিতে হইবে যে, ঔষধের মীল লগ বেশ পাতার ও লতার সর্বত্র লাগিয়া থাকে।

“মোর্কো নিকশচার” ঔষধের উপকরণ ও প্রস্তুতের প্রণালী :—

তুতে—৬ ছটাক ২ তোলা।

পাথুরে চূণ—৬ ছটাক ২ তোলা।

জল—১ মণ।

প্রথমে অর্ধেক জল একটি কাঠের বা মাটির পাত্রে (বাঁতুপাত্র ব্যবহার করিবেন না) লইয়া তুতে গুলিতে হয়। একটি চটের বলির মধ্যে তুতে মাটিয়া জলের মধ্যে বুলাইয়া দিলে তুতে শীঘ্র গুলিয়া থাকে। অন্য একটি পাত্রে চূণ মাটিয়া জল আর জল চাশিয়া চুণটি কুটাইয়া লইতে হয়। সমস্ত চূণ কুটিয়া ঠাণ্ডা হইয়া বাইলে বাকী জলটুকু তাহাতে চাশিয়া দিয়া মাটিয়া লইতে হয় এবং পরে ওই তুতের জলের সহিত চূণের জল মিশ্রিত করিলেই ঔষধ প্রস্তুত হইল। ঔষধ ব্যবহারের পূর্বে এক টুকরা সাধারণ কাপড়ে ছাকিয়া লইতে হয়। একটি সাধারণ ছুরীর ফলা ঔষধে ডুবাইলে যদি ফলার উপর তাহার ভাঁজ করে দেখা যায়, তাহা হইলে প্রয়োজনমত আরও চূণ মিশাইতে হয়।

তুতে ও পাথুরে চূণ সকল জায়গায়ই পাওয়া যায়। কাপড় পাথুরে চূণ পাওয়া না হইলে উহার পরিবর্তে শামুকের চূণ ব্যবহার করা যাউতে পারে, কিন্তু শামুকের চূণ পাথুরে চূণের তুল্য পরিমাণ ব্যবহার করিতে হইবে। একমণ ঔষধ প্রস্তুত করিতে পাঁচ আনা হইতে দুই আনা খরচ পড়ে এবং একমণ ঔষধ একমুঠা বরোজে বেশ প্রয়োগ করা যায়।

(২) মূল মজা রোগ

এই রোগ সাধারণতঃ শীতকালে দেখা যায়। ইহা পানথ্যাচের মাটির নীচের অংশ ও শিকড় আক্রমণ করে। রোগের প্রথম অবস্থায় পাতা মরলা হইয়া চলিয়া পড়ে ও পরে লতা ঔষধ বিষণ হইয়া মরিয়া শুকাইয়া যায়। এই অবস্থায় শিকড় পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ইহা কটা লাল রংের হইয়াছে ও ভাঙিয়া ক্ষত ক্ষত অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রতিকার।—আগুন মাস হইতে শুরু করিয়া বৈশাখ মাস পর্যন্ত মাসে দুইবার করিয়া মাটিতে পার্শ্ব লতা-মূল “কোরল সলিউশন” (একভাগ “কোরল” ও তিনভাগ জল) দ্বারা ছিটাইয়া দিলে এই রোগ সহজে দূরিত হয়। ভূমি ঔষধ দ্বারা ভাল করিয়া ছিটাইয়া দিলে সকল পাওয়া যায় না, কারণ মাটির অধিক নীচে প্রবেশ না করিলে ঔষধের কল হয় না। আশের দুই গায়ে মাটি উচু করিয়া মাটির সহিত তাহার পর এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আর তাহা গড়াইয়া বাইবে না, মাতে মাতে মাটিতে ঢুকিয়া বাইবে। এই ঔষধ মাটির মধ্যে সকল প্রকার ছাতা রোগ নিবারণ করিবার পক্ষে একটি ভাল ঔষধ। এক কাঠা বরোজে একবার এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে প্রায় সাত আনা খরচ পড়ে। এক গ্যালন (৫ সের) টিন কোরলের দাম ৭।০। এই ঔষধ পাইবার ঠিকানা—

কোরল উইলকিন্সন হেট্‌স্‌ এন্ড্‌ সন্স,

২ নং লাইভ রো, কলিকাতা।

(৩) পানের ভীটা ও পাতা-পাতা রোগ

সাধারণতঃ ইহা গ্রীষ্মকালে মাটিতে পার্শ্ব লতা-মূল আক্রমণ করে। এই রোগ কলারি দেখা যায়, কিন্তু

এ রোগ অতিশয় সংক্রমক, একবার এই রোগ আরম্ভ হইলে খুব সহজেই সমস্ত পানথ্যাচ মরিয়া বরোজ পুকা হইয়া যায়। এই রোগ মাটির সংলগ্ন লতা ও পাতার উপর অতি দ্রুত ছোট পাকালো দানা মূড়ার দ্যায় আবির্ভূত হয়। নীচুই ইহা হইতে সরিষার বড় একপ্রকার দানা মিহি দানা অংশে বিভক্ত হয়। ইহাই “সাদা চাউ” নামে অভিহিত। তিন আশাওয়ার ইহা পুনর্জীবন লাভ করিয়া বহুত হইতে পারে। রোগের প্রথম অবস্থাতেই পাতা চলিয়া পড়ে ও পাতা মরিয়া যায়।

এই রোগের প্রতিকারের উপায় উপরোক্ত মূল-মজা রোগেরই মত। রোগ প্রথম দেখা দিলেই আক্রান্ত স্থানে “কোরল সলিউশন” মিহি পিচকারীর দ্বারা প্রয়োগ করিলে এই রোগ সহজেই দূরিত হয়।

(৪) “কাইলা” বা “আজারি” রোগ।

সাধারণতঃ এ রোগে পান বরোজের বিশেষ ক্ষতি করে না, কিন্তু বেশী ছড়াইয়া পড়িলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। শীতকালে এই রোগের সমস্ত আক্রান্ত পাতা প্রথমে একটি কালো লগ পড়ে এবং পরে সে স্থানের উপরের অংশ ক্রমশঃ শুকাইয়া মরিয়া যায়।

প্রতিকার।—এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে লতা-মূল অর্ধভাগ পড়িয়া “মোর্কো নিকশচার” ঔষধ মিহি পিচকারীর দ্বারা পাতা ও লতার প্রয়োগ করিতে হয়। “মোর্কো নিকশচার” প্রস্তুতের প্রণালী উপরে পাবে-মজা রোগের নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত রোগের ঔষধ লতকরা একভাগ পড়ি বিনীত, এ রোগে তুতে ও চূণের দ্বারা উহার অর্ধেক, অর্থাৎ—

তুতে—১৬ তোলা।

পাথুরে চূণ—১৬ তোলা।

জল—১ মণ।

প্রত্যয়ঃ এ রোগের চিকিৎসার পরে পানে-মজা রোগের চিকিৎসার ঠিক অর্ধেক।

উপরে পান গাছের রোগের প্রতিকারের উপায় বর্ণিত হইল, কিন্তু শুধু ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া রোগ দূরিতে না হইতে পারে, তাহার উপায় করাও কষ্টসাধ্য। সাধারণতঃ বরোজে জল-মিক্সারের ভাল ব্যবহার না থাকিলে এই সকল রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সুতরাং প্রত্যেক বরোজে বাগানে জল করিয়া জল-মিক্সার হইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

এই সকল রোগ সহজে আরও কিছু জামিনার প্রয়োজন হইলে বা ঔষধ প্রয়োগের প্রণালী সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানাতে বর্ষীয় কৃষি-বিভাগের ব্যবহারিক উপদেষ্টাদের নিকট লিখিত পত্রে নাম লেখা সকল তথ্য লিখিলে :—

উপদেষ্টা গোষ্ঠী, কলিকাতা,

পোস্ট বক্স নং ১৩,

কলিকাতা।

চক্রবর্তী গাভী ও মহিষের দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বাংলা গভর্ণমেন্টের সিনিয়র ম্যাকট্রী, অফিসার মিঃ এ. আর. মাসিক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

মুঠ ১৯শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় ১৮শ্রেণী চক্রবর্তী গাভী কলিকাতার আশীত হইয়াছে; অন্যথায় ১১১টি পাতার এবং দাম ব্যক্তিগত অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনয়নী করা হইয়াছে।

চক্রবর্তী গাভী ও মহিষের দর বর্তমানে ৭০ হইতে ৯২ এবং ১৪৭ হইতে ১৭৫ পর্যন্ত উঠানো করিয়াছে। গাভীগুলি ৬ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলি ১০ সের হইতে ১২ সের পর্যন্ত প্রত্যয় দূর গিয়াছে।

୩୪୯
 ମାର୍ଚ୍ଚେ ଅକ୍ଷିତ୍‌ବିଂଶତି ଚାକ୍ରୀ

শায়েবানকারীশিগের জাতব্য বিষয়

ବୁଦ୍ଧାଧିଷ୍ଠିତେ, ଦେବନ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯେନ,
 ସାମାନ୍ୟ, କ୍ଷମାକାମୀ ।

शाल-प्रवर्धन वाष्पन पत्र.

মার্কেটিং-অফিসারের বিরুদ্ধে

বঙ্গদেশীয় দিনিয়ার মার্কেট; অফিসার নিম্নলিখিত
কৃষিকাজ পথের কলিকাতার মাজারের নব নন্দকে
নিম্নলিখিতরূপ বিবতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

७५।
 ८५।

কাপডের ভেঁরী বলিতে ভড়ী	
আগমক আটা	প্রতি বশ
এ চটের বলিতে ভড়ি	.. ৫১০
এ কাপডের বলিতে ভড়ি	.. ৫১০
	.. ৫১০

“কিশোর” বাক্য	..	৩৪৭
“অমৃতভাণ্ডা” বাক্য	..	৬২
“ভুকাব” বাক্য	..	৬৪৭
“রাণাপ্রভাণ” বাক্য	..	৫৭৭
“শঙ্কর” বাক্য	..	৬২
“সীতা” বাক্য	..	৩৫৭
“শ্রী” বাক্য	..	৩৫৭

বাৰ্‌ডুলগী	.. ৫৮৩ হইতে ৬১০
পাটনাই	.. ৫১০ হইতে ৬১০
বোটা	.. ৫৮১/০ হইতে ৫৮০

মুদ্রণীয় ডিবি :—		
(শ্রেণী বিভক্ত)	প্রতি কপি	
"এ"	"	১০০
"বি"	"	১১০০
"সি"	"	১১০০
"ডি"	"	১২০০

রুশ-জাপান চুক্তির তাৎপর্য

টাইবন্স পত্রিকার চৌকিওঁহিত সংবাদপত্র
 লিবিয়াভেন :—

মুখ :—
 প্রতি নাকার হ্রস্ব সের
 আলু :—
 (সেশী মৈত্রিকাল) প্রতি বন ২১০ হইতে ২১/০
 " " ১৬০ হইতে ১৬০

সাহ :—		
রোজিত	প্রতি বন	১৯, হইতে ২৪
চিঃডি	"	১৮, হইতে ২০
কসিণ	"	১২, হইতে ১৭

কলা :—

আপেল (কাশ্মিরী) প্রতি টাকার ..	১০টি
কমলালের (নাগপুরী) ..	২০ হইতে ৩৫টি
আনারস (আসাম) প্রতি কুড়ি ৬, হইতে ৮,	
কলা (মধবী) প্রতি ডাকম ৬০ হইতে ১০০	
কলা (শিঙ্গাপুরী) ..	৬০ হইতে ১০০

পশুখনি :— উক্ত পক্ষে যে মূল্য। কন্নপক্ষে যে মূল্য
পরিমাপ দুই সের। পরিমাপ দুই সের

পাণ্ডী	.. ৮ সের	৯৫, ৬ সের	৭৫,
বহিষ	.. ১২ সের	১৭৮, ১০ সের	১৫২,

পট ২২শে মার্চ যে সমগ্র দেশ চট্টগ্রাম, সেই সময়
বাঙালার বিভিন্ন জেলার মোট ৩,২৮৮ জন লোক কলকাতার
আশ্রিত হয় : ডুমুরী ২৪-পরগণার ২৮৫ জন, ঢাকার
২১২ জন, ককিলপুরে ৯২৭ জন, বাবরগঞ্জে ৫২২ জন।
চট্টগ্রাম ২১১ জন, কলিকাতার ১৮৭ জন, মুন্সিরাবাদে ১৫১
জন, পুন্সার ১৪৭ জন, হাওড়ার ১০২ জন বোম্বাইয়ের
হয়। মোট ১,৩৩৫ জন কৃত্যনুবে পতিত হয় : ডুমুরী
২৪-পরগণার ১২৫ জন, ঢাকার ১০২ জন, ককিলপুরে
৩৮৯ জন, বাবরগঞ্জে ২৮৩ জন, চট্টগ্রামে ১১১ জন,
কলিকাতার ৫১ জন এবং পুন্সার ৯৪ জন প্রাকৃত্যাপ
করে।

1990

৩৬, বৈষ্ণবপুর রোড, কলিকাতা

उत्पत्तिः :- ग्रहणं विच्छिन्नं, कर्मलक्षणम् ।

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান

পিরোজপুরে প্রায় ৫ লাখ নৈশ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

পিরোজপুরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে তথ্য নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে মহকুমার সমস্ত একটি পল্লী-উন্নয়ন সংসদ গঠিত হইয়াছে। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট উহার পৃষ্ঠপোষক এবং মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। উক্ত সংসদের অধীনে পল্লী অঞ্চলে কয়েকটি পল্লী-উন্নয়ন সমিতি কাজ করিতেছে।

এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত প্রত্যেক এলাকার একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়েই নৈশ-বিদ্যালয়ের কাজ চলিতেছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই অধিকাংশ স্থলে সামান্য অভিযুক্ত মাদিনার বিনিময়ে নৈশ-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেছেন। অর্থ সমস্যা সমাধানের মানসে চাঁদা হিসাবে ১৯৪০ সালের কালের বৌতবে ১৮,০০০ টাকার ধান সংগৃহীত হয়। গ্রামা স্বায়ত্তশাসন আটনের ৩৭(খ) ধারা অনুসারে মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য ভাণ্ডারের বাজেটে মোট ১০,০০০ খরচ করে। পূর্বেও পরিকল্পনাকে চালু করার জন্য এপ্রকারে মোট ২৮,০০০ টাকা পাওয়া যায়।

বিগত ৪১১ নম্বরের একই সময় পর্যন্ত মহকুমার ৫২৫টি নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হয়। উত্তর জন্য শিক্ষার্থীদের এত ডীড হয় যে, অভিযুক্ত বিদ্যালয় খুলিতে হইয়াছিল। বর্তমানে পর্যন্ত মহকুমার ৫৫০টিরও অধিক নৈশ-বিদ্যালয় চলিতেছে। গড়ে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ৫৪ জন করিয়া সর্বমোট ৩০,০০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণ এ-বাণীয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। ইহা খুবই আশার কথা। ইহারা প্রায়ই নৈশ-বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন এবং শিক্ষার্থীদের নিকট বরফের নিকার আশ্বাসকাজ বর্ণনা করিয়া থাকেন। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হর; ও তাঁহার অধীনে অসামান্য কর্মচারী, সার্কেল অফিসার এবং স্পেশাল অফিসারগণ এ-সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতেছেন। পিরোজপুর পল্লী-উন্নয়ন সংসদের উদ্যোগে বরফের জন্য একটি সুন্দর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। উহার প্রথম সংস্করণের দশ হাজার অতি আর সমস্তের মধ্যে নিম্নোক্ত হওয়ার দ্বিতীয় সংস্করণে ১৫ হাজার

পুস্তক ছাপা হয়। এ-গুলিও শেষ হইয়া আসিয়াছে। পুস্তকের মূল্য মাত্র ৭০ আনা। বিদ্যা মূল্যের পুস্তক শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করিবে না বলিয়া পুস্তকের মূল্য বরফটাই তথ্য আশার করা হইতেছে। বরফ শিক্ষার্থীরা অতি আর সমস্তের মধ্যে ভাণ্ডারের পাঠ দিবিয়া লইতে পারিতেছে।

গত ৪১১ মাস হইতে নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়া শোনা চলিতেছে। এই আর সমস্তের ভাণ্ডার আশাতীত উন্নতি করিয়াছে। সর্বাধিক তাল শিক্ষার্থী, নিকার এবং কর্মীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিকা ও বড়ো মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষও বসিত হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের অব্যতাপে একপ একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার কম বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। জনশিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচালনার জন্য এ-পর্ষাও বৃদ্ধি আকারে ৫ নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী প্রচারিত হইয়াছে। কলকথা জনশিকার কার্য বেশ নিরক্ষরভাবে অগ্রসর হইতেছে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: জে, এল, মিউলিন অন্যত্র বলনী হইয়া বাওয়ার প্রাচীরে কতিপয় নৈশ-বিদ্যালয় পরিদর্শন পূর্বক নিম্নোক্ত বক্তব্য করেন:—“সর্বত্র উৎসাহ ও উদীপনা বহিরাছে। নিরক্ষরতা দূর করার কার্য অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। আমার বিশ্বাস, নিকা বিভাগের সঙ্গে আবার অনেক কতের উপস্থান হইবে। নৈশ-বিদ্যালয় সংস্থাপনের ব্যাপারে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সেপের সহোদপকার করিতেছেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ও বাহারা একেবারে নিরক্ষর ছিল, আজ জাহাঙ্গিরকে দেখিলে আশার সঞ্চার হয়। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট যদি উৎসাহ ও উদ্যম অব্যাহত এবং কালের বৌতবের পরবর্তী কর মাসও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বজায় রাবিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেখা-পড়া জালা লোকের সংখ্যা ২০,০০০ বৃদ্ধি পাইবে। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়।”

বরফের শিক্ষার জন্য প্রণীত পাঠ্য পুস্তকের জুবিচার বাঙালার প্রধান-মন্ত্রী মাসনীর মি: এ, কে, ফকরুল হক বলেন:—“এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ নতুন বরফের। এ জেলার পল্লী-উন্নয়ন কার্যে জন সাধারণকে অনুপ্রাণিত করিয়া ডোমার নার একটি কঠিন কাজ সম্পাদনের জন্য আমরা বর্তমান মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মি: সাংস মোসেন

জৌদী ও কবির জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মি: মিউলিন নিকা কৃতজ্ঞ। নৈশ-বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রদান করিয়া পল্লী-উন্নয়ন সংসদ ভাণ্ডারের উৎসাহ ও উদীপনার পরিচর প্রদান করিয়াছেন। পল্লী-উন্নয়নের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য অন্যান্যরাও ইহারে আশ্রয় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠুক, ইহাই আমি কামনা করি।”

উত্তর-আফ্রিকার জাঙ্গাল বাহিনী

জাঙ্গাল সমস্যার সম্মুখীন

টাইমস পত্রিকার সাময়িক সংবাদলাভে বিবিতাছেন:— ইতালীয়দের নিকা হইতে কিছুটা সহায়তা লাভ করার উত্তর আফ্রিকার জাঙ্গালদের সৈন্য ও ট্যাঙ্ক উত্তরের সংখ্যাই যে ব্রিটিশ পক্ষের তুলনায় বেশী হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা চলে না। আশ্চর্য্য এই যে, ইতালীয়েরা জাঙ্গালদের পরিচালনার বড়টা বীরত্বের পরিচর দিতে পারে, স্বাধীন-ভাবে বুদ্ধ করিলে ভুলটা পারে না। জাঙ্গাল-পর্বে পেট্রোল আনিয়া জাঙ্গালবাহিনীগুলি নিজেদের ট্যাঙ্ক ভরতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বতন্ত্র ভাষা ট্যাঙ্কের জন্য পেট্রোল সংগ্রহের সমস্যার সমাধান করিয়াছে বলিয়া যেন হয়। কিন্তু তল সংগ্রহের সমস্যা ইতার চেয়ে আরও বড় সমস্যা; বক্তৃতির মধ্য দিয়া জাঙ্গালবাহিনী বতই অগ্রসর হইতে থাকিলে, জনের সমস্যা ততই তীব্র হইয়া উঠিবে।

উত্তরের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

সাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য

বঙ্গদেশীয় প্রবাস মূল্য-নিয়ন্ত্রক মি: এম, কে, কৃপালনী গত ২৪শে এপ্রিল নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

গত ১৬ই এপ্রিল বে প্রেস-নোট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আংশিকভাবে সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত পদের উচ্চতম পাইকারী মূল্য কলিকাতা ও পরবর্তীতে নিম্ন-লিখিতজন নির্ধারণ করা হইয়াছে:—

এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ বাণীর অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

	পাইকারী	গুচনা
প্রতি ভর প্রত্যেকটি।		
এনোহু কুই সলি (পুষ্কালীর উপযোগী)	২২১১০	১৫০০
.. (হাতে লইয়া বরফের উপযোগী)।	১৩১১০	১৫০
.. (মহুমা শিনি)	৪১১০	১৫০



বাংলা বর্তমানে বিদ্যমান-অবস্থার আশ্রয়-পত্রিকা।

একটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্য।

বাঙলাব কথা

৯ নং ০২৫৩

কলিকাতা, ১২ই মে, ১৯৪১

[এক আদা]

চীন-ব্রিটিশ নিবিড় সহযোগিতা

বর্ষা সড়ক নির্মাণের সুকল

চীনের কৃষি হইতে বিসত ১৫ই এপ্রিল "ডেইলী টেলিগ্রাফের" বিশেষ সংবাদভাগে প্রকাশিত হইল:—

সম্প্রতি আবি পাল ট্রেডের অন্তর্গত ল্যান্ডিং নামক স্থানে হইতে বর্ষা সড়কের উপর দিয়া ৫ মিলে ইউরানো উপরীত হই। পথে আসাকে কোন বাধা, বিশেষ সমস্যা হইতে হয় নাই এমন কি জাপানী বিমানপোত আসার সমস্যাও পড়ে নাই।

জাপানীদের আক্রমণ সত্ত্বেও ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, কত পোকাই যদিও হোক না কেন, ৪০০ মাইল দীর্ঘ সড়কে বাজারাতের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। ল্যান্ডিং এবং বেক নদীর সড়ক আক্রমণসহ্য সেতু দুইটির উপর জাপানীরা বহুবার বোমা নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও আসি সেতুর উপর দিয়াই নদী পার হইয়া আসিয়াছে। ইউরানো কিংবা কুয়া আক্রমণ ব্যতিরেকে জাপানীরা কিছুতেই পথের পরিষ্কার করিতে পারিবে না। ইউরানো ও বর্ষা আক্রমণ করণ সামরিক লিঙ্ক দিয়া সব বড় সমস্যার বিহার।

জাপানীদের বোমার বিঘ্নের পার্শ্বভা অকলেই ল্যান্ডিংয়ের অবস্থিতি। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে চীনাগা উল্লেখিত নির্মাণ করে। এর উপরও বোমা পড়িয়াছে, কিন্তু উল্লেখ্য লোক চলাচল অব্যাহত আছে।

যেহেতু নদীর প্রবল সেতুটি জাপানীরা বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। দ্বিতীয় সেতুটিও জাহাজ নষ্ট করিয়া দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু কতোর পিছুই চীনাগা সহজে পথচার্য পায় না। যাত্রা হয় সড়কের মধ্যে জাহাজ বর্তমান সেতুটি নির্মাণ পূর্বক সমস্যার জন্ম লাগাইয়া দেয়।

যদি এই সেতু দুইটির কোনটি ধ্বংস বা অতিশয় ক্ষয় জাহাজ হইলে তৎক্ষণাৎ বাজারাতের জন্য উত্তর নদী বকে তৈল পুয়া নিপা নির্মিত নৌকা যাত্রা আছে। ইহা সহজেই হয় না।

একদম বর্ষা সড়কের প্রকৃত উদ্ভূতি সমস্ত আক্রমণের মধ্যে এক আঘাত কল্পনা হইলেও বর্ষা ও বাক সড়কগুলি ও সড়ক উন্নয়ন করিতে পারিবে। যে সড়কে কোন ভাঙে ভাঙে ভাঙে হয়।

একদম প্রকৃতভাবে প্রায় ১০,০০০ টন মাল বর্ষা সড়ক পরিবহন করিয়া চীনাগা দেখে যেন বাকি সড়ক অনুমান। বাকি ১০,০০০ টন ভারের জন্য হয়। এর বিঘ্নের পরিমাণে জাপানীরা বাকি সড়ক হয়।

যেহেতু হইতে কৃষি-এর পথে আবি চীন-ব্রিটিশ নিবিড় সহযোগিতার বহু নিদর্শন পাইয়াছে। বিসত অটোমর মাল বর্ষা সড়ক বোমার পর হইতে ইহা উত্তরাতের বৃত্তি পাইয়া ল্যান্ডিং হইতে চীন সীমান্ত পর্যন্ত রেলওয়ে নির্মাণ সম্পর্কিত ব্রিটিশ পক্ষের রেলের সামরিক নিদর্শনে ইহা পূর্ণ হইতে পারিবে।

ইতোচীম এবং পাইল্যাঙে জাপানী সৈন্যের আগমনে অবশেষে বর্ষার নিরাপত্তা সম্পর্কেও ব্রিটিশের অস্ত্রে সংশয়ের উল্লেখ হইয়াছে। এ-কথা বালর উপরীতের সমজালে বর্ষার ও আক্রমণের উন্নয়ন-আরোহণ চলিতেছে।

পত সড়কে আবি যেহেতু বাক পার্শ্বভা সৈন্য জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে জাহাজগণকে আসা হইয়াছে। বাক সড়ক, ইতোচীম ও পাইল্যাঙ সীমান্তের অধিবাসী বর্ষার এদেশবাসী পার্শ্বভা অস্ত্রে সামরিক কাছা ইহাঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করা হইবে।

বর্ষার পতিলায় বিমানবহন নাই। তবে পতিলায় অট্টালিকা বিমান বহনের সম্ভাবিত আগমনে শীঘ্রই উক্ত অস্ত্রের মোচন হইবে আসা করা যায়। আপার করার বৈমানিকদের বাসস্থানের নির্মাণ কাছা চলিতেছে।

বর্ষার আক্রমণের বাধা সম্পূর্ণ হইলে চীনদেশ হইতে বর্ষা, বালর উপরীত ও জাচ পূর্ব ভারতীয় দীপপুঞ্জের ভিতর দিয়া অট্টালিকা আক্রমণে জাপানীদিগকে উত্তর অধিবাসের পতিতে হইবে এবং লিঙ্ক-পূর্ব এশিয়ার জাপানী সাম্রাজ্য বৃত্তির সূত্রাবলি থাকিবে না।

লিবিয়ার সামরিক পরিস্থিতি

উল্লেখ্য জাপানীদিগকে লাক্ষ্য কতি বীকার করিতে হইয়াছে ইহা আশীর কথা হইলেও লিবিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি বুঝে উল্লেখ্যকর। ব্রিটিশ সেনাবাহিন্যগণ মনে করেন যে, জাপানীরা বর্তী অগ্রদর হইতে থাকিবে জাহাজগণকে পাঠা আক্রমণ করার সুযোগ ততই বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এতদূরকণে মনে হইতেছে যে, সারি-সৈন্যের বাক বুড়ে লাক্ষ্য লাভের সম্ভাবনা থাকিলে, হেনাতন জাহাজের লিবিয়ার বিমান বাতীগুলি কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। যাত্রা করেবাস পূর্বে এ-কমি ইতোচীম নিকট হইতে কাছিয়া লক্সা হইয়াছিল।

ভূতীয় প্রেক্ষার একটি পতিতে পর্যাপ্ত করা হয়। সামরিকের এমন কি সৈন্যদের অস্ত্রেও একি-কমি লাক্ষ্য

উল্লেখ্য যে, জাপানীরা অতিশয়পূর্বক যে জাহাজ বাতীক বাতীক লিবিয়ার অবতরণ করিয়াছে, ব্রিটিশ জাহাজগণকে সমুচিত শিলা দিতে পারিবে। ব্রিটিশ নৌ এবং বিমান বহরের বৃদ্ধি এতাইয়া ইহাঙ্গের নিকট মনে কিংবা কোন বাকসড়ক পথে হইতে পারিবে না। কিন্তু মনে বিশেষ করিয়া তৈল বহন সমস্যাগণকে বা জাহাজ-পথে নষ্ট করিতে পারা যায় নাই, তখন আর উচা নষ্ট করা গোড়া ব্যাপার নয়। লিবিয়ার আক্রমণ হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া এক কান হইতে অন্যস্থানে মাল প্রেরণে বিঘ্ন ঘটান দুহুত ব্যাপার। অত্যা জাপানী অধিকৃত বাক-অস্ত্র সম্পর্কে ইহা বুঝে সত্য।

শীঘ্রই জাপানীদের উপর পাঠা আক্রমণ চলিবে, ইহা নিশ্চয়ই বলা চলে। তবে দিলি জাহাজীরা ব্যার ততটা সহজে নিপত্ত হইবে না। সৈন্যগণে যদি জাপানীদের তৈল নিশেধ না হয়, জাহাজ হইলে জাহাজ আক্রমণের প্রতিকার বাকি থাকিবে না। জাতিং বৈশ্ব আক্রমণ পরিচালনার কল্পনা ইতোচীমগণের অনেক জাহাজের অনেক বৈশ্ব। তবে ইহা মনে হয়, বৃত্ত পতিতে হুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইতেছে বাকি ইতিহাস জাহাজের সৈন্য সৈন্য করা হইয়াছে।

বোমাবর্ষণে উল্লেখ্যকর কতি

বোমাবর্ষণের কলে জাতিং মালের শেষ পর্যন্ত বুঝিবে ২৩ হাজার লোক নিহত ও ৪০ হাজার লোক আহত হইয়াছে। যাহাঙ্গতিমি: আর্গেই ব্রিটিশ অদা (বুধবার) এই জিগ্মস প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বুধবার সন্ধ্যায় ৪০০ মালপাঠা ও অন্যান্য বাতী প্রতিষ্ঠানের বোমারের জাহাজগণের সংখ্যা পাঁচটিয়াছে মাত্র ৪০০ জন; তদুপরে নিহতদের সংখ্যা ২৩৫ ও আহতদের সংখ্যা ১৯৫; আহতদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ সৈন্যের অঙ্গন হইয়াছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ বাতারাড করে।

জাহাজ-জাহাজ যে-সব বিবরণ পাঠা সম্ভবপর, তাহা এবং বাতীদের তাক্কা, মালের তাক্কা প্রকৃতি বিস্তৃত বিবরণ জাহাজের জন্য নিম্ন টিকানার আবেদন করুন:—

ম্যাকিন্স ম্যাকেলী এণ্ড কোং,
ম্যাকেলী এন্ড কোং, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

সম্প্রতি একত্রে পেন্টাফিনের দ্রবীভূত যে প্রকারটি পাওয়া
 যায় তাহাও এই প্রকারে সমস্ত বাড়ীতে ৩ বৃত্তাকারে
 পরিণত করিয়াছে। ২০০ বর্গ বাড়ীতে ৩ বৃত্তাকারে
 বসিয়াছে এবং ১০ বর্গ বাড়ীতে ১ বৃত্তাকারে বসিয়াছে।
 ১০ বর্গ বাড়ীতে ১ বৃত্তাকারে বসিয়াছে।
 যে প্রকারে প্রকারটি পরিণত হয়, তাহাও ১০০ বর্গ
 বাড়ীতে ১ বৃত্তাকারে বসিয়াছে এবং ১০০ বর্গ বাড়ীতে
 ১ বৃত্তাকারে বসিয়াছে।

বিদ্যমান টি ও পাণ্ডার ট্রেনটি ধ্বংস করে। ইরাকী বাহিনী এই সব অঞ্চল হইতে অপসারণের জন্য সৈন্য নিষ্কাশিত করিয়া সেওতা হর এবং কসৈক প্রবীণ ইরাকী অফিসার জাহাড়ে লগ্নত হন। এই অপসারণের সময় বাঙালীরা সেওতা হর; কিন্তু জাহাঙ্গা কোনই ব্যবস্থা করে না। তখন ব্রিটিশ বাহিনী বোবা ও গোলা বর্ষণ করিয়া উহা-দগকে বিস্ত্রভিত্ত করে।”

বিনামস্বর্গি ও পাণ্ডার ট্রেনবন্টী ব্যবসা করে। ইরাকী বাহিনী এই সব অঞ্চল হইতে অসমারপের জন্য সৈন্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া সেওতা হর এবং কয়েক প্রবীণ ইরাকী অফিসার ডাহাড়ে লগ্নত হন। এই অসমারপের সমর বাড়াইয়া সেওতা হর; কিন্তু ডাহাড়া কোনই ব্যবসা করে না। তখন ব্রিটিশ বাহিনী বোকা ও সোলা বর্ধন করিয়া উহা-দগকে বিভ্রান্তিত করে।”

বুটেনের দুঃখ প্রকাশ
 লন্ডনে ইরাকী পরিষিদ্ধির জন্য সরকারী মহল দুঃখ
 প্রকাশ করিয়াছেন। ইরাকের নিজস্ব শাসনতন্ত্র অনুসারে
 ইরেনে দুঃখ পাহিতে পূর্ণ স্বাধীনতা জোগ করুক ইহাই
 বুটেনের আত্মরিক অভিপ্রায়। বুটেন ইরাক দখল
 করিতে চায় না। তবে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর হইল, ইহা
 অবশ্যই বুটেনের কাব্য। স্বাধীন আলী ও জাফার বহুগণ
 যদি অস্ত্র ডাঙা করে, ডাঙা হইলে উত্তর সেনার মধ্যে
 আত্মরিক সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে।

রাজকীয় বিমানবাহিনীর একখানি বিমেষ এণ্ডেভারে
মলা হইয়াছে যে, ইরাকী বিমান নগরের আর্দেক বিধ্বস্ত
অথবা আকোতো করিয়া কেলা হইয়াছে।

এখন জানা গিয়াছে যে, হিন্দু জাতি হিন্দু জাতি-
বাহিনীভাবে কলকাতা অধিকারের পরেই তিনি বৃটিশকে
আলাদাভাবে নিষিদ্ধ জাতিগত নিকট বসবাস সাধনা প্রাধিকার
করেন। ইহার পরেই তিনি দাবী করেন যে, রাজ্যসভা
সমুদায় কর্তৃক করা 'বে বৃটিশ বাহিনী ইরাকে আনিয়া
ল' হিহারাছে, অন্য দল আনিবার আগে তাহাঙ্গিকে
স্বাক্ষরিত করা উচিত। বহিষ্ঠে হইবে। বৃটিশ বাহিনী
নিষিদ্ধ বসবাস বাহিনী পৌছে। কিন্তু এই সময় বৃটিশ
বাহিনী ও রাজ্যসভার ট্রুপিং জুনের চতুর্দিকে পশ্চিমবঙ্গ
জাতি কৌশল সমাবেশ করা হইতে থাকে। সৈন্য সরাইয়া
জাতি কর, কিন্তু ইহাতে তিনি কর্পাস করেন না এবং
কিন্তু সঙ্গে বৃটিশ বাহিনী ও বৃটিশ সৈন্যের উপরে
সামরিকভাবে প্রকট দেখান। এই অবস্থার দক্ষত্ব বসবাস
জাতি হইতে বৃটিশ জাতিগত ও নিষিদ্ধকে সরাইয়া
দান হয়।

ইহা ক হইতে যে নবোদিত আশিকারে তাহাতে প্রকাশ
য, রশ্মি আলী তাহার সৈন্য নবোদিত করিতেছে।
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ব্যাপ্ত এই যে, রশ্মি আলীর অনুবর্তী
স্বাভা বুঝ কয় বলিয়া। জর্জরিত যে নিস্তার ঘটাইতেছে,
প্রাণ অবিচলিত নবিত হইবে।

ইহাওক ইহাতে ন্যায় নীতিমালা সিন্ধুতে যে, ভাষাতে
ন্যায় নীতিমালা প্রতিপত্তিতে নীতি এক ন্যায় নীতিমালা
সিন্ধুতে ইহাওক।

सुश्री साहिबी ऐरावी सचिवीरय निरुद्धिड करिड
निरुद्धिड। अरय नरुद्धिड ऐरावीरय अरि कय नरुद्धिड
करिड कय नरुद्धिड, “अरय नरुद्धिड ऐरावीरय नरुद्धिड
नरुद्धिड नरुद्धिड नरुद्धिड सुश्री साहिबी कयारय नरुद्धिड नरुद्धिड।”



ইংলেণ্ডে তুণাভিত্তি কার্খান বিদ্যমানপোত। স্পিটিকায়াৰ জৱেৰ কলা খুদায় একাট তুহখিল পণ্ডিত হইয়াছে।
হুবিতে দেখা যায় যে, কয়েকজন সৈন্য উহাকে স্পিটিকায়াৰ জৱ সাহায্যে পুশৰীতে টানিয়া লইয়া থাকিত্তেছে।

কার্যের সাধনে প্রকাশ যে, খ্রিষ্টান বোম্বার বিমানবহন
বাগদাদের বহিষ্ঠগঙ্গিত ইরাকী বিমানঘাটের বাগদাদ
এবং পের্শিয়ান স্রাবের উপর প্রবল বোম্বা বর্ষণ করে।
বোম্বার আঘাতে সামরিক অট্টালিকাগুলি ধ্বংস হয় এবং
তত্ত্ববিশিষ্ট বিমান থাকেন হয়।

৪১। যে ইংলী কামাঙ্গনবুহ পুসবার হানুসিকা বিকাস
 ৮টিং উপর যোলা বর্ষণ করিতে থাকে। কতক যে-
 সাহসিক অধিকাণী হাজরত হর। দ্বিটিং যোলাক বিকাস-
 নবুহ প্রকৃষ্ণের ইরাক অধিকারিণী ও কামাঙ্গনবুহ উপর
 পাল্টা আক্রমণ হানার। কনে যোলা বর্ষণের তীব্রতা
 হান পাৰ।

এ-প্রকার ২০ বাসি ইটাকী বিমানপাথ বিপুল উইয়াকে।
 ইটা যোট ইটাকী বিমান বাহিনীর অর্ধেক বলিমা মনে হয়।
 কারণ ১৯৩৯ সালের এরা সেপ্টেম্বর মূহ আরম্ভ হওয়ার
 সময় ইটাকের যোট ৫০ বাসি বিমানপাথ ছিল।

জাৰ্জিয়ান উপত্যকাৰ উপৰ বোম্বাৰ্জৰণ
৪টা মে মাহিহে মাজখীৰ নিম্নসৰতৰেৰে ব্ৰেট বন্দৰ
আক্ৰমণৰ সময় বন্দৰে অৱস্থিত জাৰ্জিয়ান ক্ৰুজাৰ জৰ্ণ ছোট
ও বীসেলৰ উপৰও দুখ নিকটে যোৱা পদ্ধতিতে দেখা
দিয়াছিল।

এই সম্পর্কে বিমান পরিবহন সচিবালয় হইতে প্রকাশিত
এক প্রস্তোত্রে বলা হইয়াছে যে, শক্তিশালী বিমানবহন
আক্রমণ চ্যামাইটিভাল এবং বহু ভারী বোমা লিফট
হইয়াছিল। বন্দার উত্তর দিকের ভকে বোমা নিক্ষেপ
হইয়াছিল এবং ইহার ফলে ভরাবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।

[कर्मणः पुण्यं तद्विधा]

इय-मिन्नीय नरद्वानिडा

कलकत्ता जिन इस्ट इंडिया कम्पनी मालिकाना मालिकाना मालिकाना
मालिकाना मालिकाना मालिकाना मालिकाना मालिकाना मालिकाना मालिकाना

জেলা বোর্ড, বাঙলা সরকারের জন-স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা কমিটি এবং কমিকাজি কর্পোরেশনের প্রচাৰ বিভাগ প্রস্তুত করা, প্রাচীরপত্র ও মন্তেমনগুলি হারা জন-স্বাস্থ্য পাখা স্থাপন ভাবে গঠন করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একটি শিশু-প্রদৰ্শনী খোলা হইয়াছিল এবং ম্যাট্রিক লন্ঠন ও সিনেমা সহযোগে জন-স্বাস্থ্য, কৃষি এবং গৃহশাসিত পশুদির বহু সম্পর্কে প্রত্যহ বাসাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। এই প্রদৰ্শনী দেখিতে প্রত্যহ বহুলোক সমবেত হইত এবং উহা সর্বভোক্তাৰ্থে সাক্ষাৎ-মণ্ডিত হইয়াছিল। ১৯৫৮ টাকার অধিক মূল্যের পুস্তক বিতরণ করা হইয়াছে। প্রথমম বীজ বাহারা পালন করে ডাহানের মধ্যে মোকাতাসম্পন্ন মোকসিনকে গৃহশাসিত পশু সম্পর্কিত অকিসার মগন টাকা এবং সাটিকিকট ইত্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

পক্ষ ১৯৮৭ এপ্রিল মাসবীর প্রকাশ বঙ্গী ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পরিদর্শন করেন। সি: কে, সাহাবুদীন, সি, বি, ই,
এন, এল, এ, এবং সত্যজালা কে, মল্লিকার এবং, এল, এ,
প্রকাশ বঙ্গীর সঙ্গে ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশিষ্ট
বাড়িগণ সহ বিরাট জনতা ট্রেনে তাঁহাকে বিপুলভাবে
স্বাগত প্রদান করে। মাসবীর প্রকাশ বঙ্গী ও পরিব্রমের
সঙ্গসাগণ বিশিষ্ট বাড়িবাগের সহিত স্থানীয় পরিষিতি
সম্মুখে আলোচনা করেন এবং ভ্রমাদিগকে পাতি
বজার গাঝিতে উপদেশ প্রদান করেন এবং সকল সম্পদার
বাগাতে বহুভাবে অবস্থান করে সেলিক নুটী গাঝিতে
অনুরোধ করেন।

কিভাবে ব্রহ্মশব্দভিত্তি বহুকূমার সাম্প্রদায়িক সভ্যতা
বজার থাকিতে পারে সেই সম্পর্কে উপায় নির্ধারণ ও
আলোচনার নিমিত্ত গত ১৪ই এপ্রিল বহুকুমা হাকিম
সি: এইচ, এইচ, মোহাম্মদ বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলীম নেতাদের
সহিত একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। বহুকুমা
হাকিমকে সভাপতি এবং মোলভী এ, এম, গাম্বুল হক
ও বাবু ললিত বোহন বহুপক্ষে মুখ্য সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া
স্বাক্ষর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সহিত একটি প্রতিশ্রুতি
পত্র-নিষিদ্ধি পত্রন করা হইয়াছে। সি: মোহাম্মদী এবং
জিগুয়ার অতিরিক্ত পুখিম উপায়দেওভেই, এই অনুষ্ঠানে
উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের কুসংস্কার ভুলে ওজন
ও জাল বন্ধ করিয়া জনসাধারণকে সত্যিবেদ থাকিতে উপদেশ
দেহান করেন।

উন্নত ধরনের বসবাস সম্পর্কিত একটি সম্ভাব্য নথি
 রেজিস্ট্রী করিবার বিবিধ সম্ভাব্য বিভাগে প্রত্যয় পাঠানো
 হইয়াছে। এই ডানে রেজিস্ট্রী কৃত নথিগুলি একত্র
 লক্ষ্য হইবে যেহেতু সমস্ত প্রকার পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত
 কার্যকে কেন্দ্রীভূত করা। নথিগুলি কার্যনির্বাহক
 নথিগুলি অবিকার্য সভ্যকে নির্বাচিত করা হইবে।
 অসমাপ্ত কার্যাবলীর সহিত কৃষকগণ কাছাকাছি উন্নত
 ধরনের কৃষি সম্প্রদায় পাঠাতে পারে নথিগুলি দে বাবদ
 করিবে। বসিও নথিগুলি কাছ এখনও মুক্ত হয় নাই
 উদ্যোগি উদ্যোগ বসন-ভুক্তি ইন্দু পোষার বস এক করিবার
 বিবিধ বাস্তব সম্ভাব্যের পল্লী-সংগঠন বিভাগ হইতে
 সাধারণ লক্ষ্য করিবারে।

প্রকৃতপক্ষে একটি ইকু সোনা যার জন্য করা হইয়াছে
এবং হেলান একজন কৃষিকারি নামান্য ডাড়া নিয়া
সম্পত্তি উহা ব্যবহার করিতেছে।

বাঙালি সরকারের শিল্প বিভাগ সারিকেন হোব্দা
ইহাতে মানসিধি বিত্ত হাতে কলমে তৈরী করা বিক
দিকার নিবিত্ত একটি নমুনা কুম শিল্পই এই কোমার
পাঠাইতেছে।

জান। করা হার যে এই জেলার অবিসানিগণ উক্ত
নগের উপস্থিতির সুবিধাকে কাজে লাগাইয়া কাজটাকে
নিষিদ্ধ করিবে এবং উহাকে আনুমানিক উপলব্ধিকা
বহুল গ্রহণ করিবে।

বাড়সা সখকার চূপচলটিয়া ও বেরশুনে বুইটি প্রযুক্তি
সমনও নিতকলাপ তেত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এককালীন
৩,০০০ মকুর করিষায়েন। মকুরীকৃত মর্থ মুহ-নির্ভায়ে
মার করিতে হইবে। উক্ত কোমের হেমন ভিত্তিয়ার
ঐক্য নিয়োগের জাখি হইতে মালিক ১০% টাক
কিরণে যে কোম পাইবে, উক্ত মার ও মকুর মকুর
কোম কোমের জন্য মকুর করিষায়েন। নিম্নে নিম্নে
পর্দাধীনে এককালীন ও মালিক মর্থ-মাল্য মকুর মার
হইয়াছে।

“বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহাই একমাত্র আশার কথা
নহে। তবিত্যাগেও যে সকল ব্যক্তি অকলুষিত হইবে
যে সকল বিষয়েও বুটিন ও বিন্দীর পতন হইবে নতুন
একরঙ হইরাছেন। উভয়ে মিশ্র পার্লামেন্টের
পূর্ণ সহায়তা করিয়াছে। উক্ত দুজনে পার্লামেন্টের
আমল প্রকাশই বিন্দীরপণের সমোচ্চাষের অভিযুক্তি।
বুটিন ও বিন্দীরপণের এই নিষিদ্ধ সহযোগিতা অতীন্দ্র
কল প্রদান করিবে।”

“আল নতর” বলেন :—“ইহা বেশ ঘোরের সহিত
বলা যায়, বড় বড় সকলার প্রত্যেকটিতে বিশ্ব জাহার
কির বুটনের সহিত বড়েকার পরিচয় দিয়া আনিতেছে।”

“आज-काल” विविधता :-

“আর্মিগনের লাফাবো ইটালী বদিত্ত লিবিয়ার কোন কোন স্থান পুনরুদ্ধার করিতেছে কিংব পূর্ব আফ্রিকার বৃটিশের জয় অব্যাহত রহিয়াছে। গ্রীস এবং বুগোস্প্রাতিয়ার বশকর্ত্তে আর্মিগনা জরলাভ করিয়াছে ঘটে, তবে অন্যান্য স্থানে আর্মিগিকে ভীষণ বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বি: চাটিচল অভ্যন্তর খোলা-খুলিভাবে বুছে তাহাদের লাডলোকশানের হিসাব প্রকাশ করিয়া নিরাছেন এবং তথিবাতেও বাপির কড়মুর গড়াইতে পারে, তাহার আভাসও তিনি নিরাছেন।

“ঐহার শঠিবারিত্ত সকল প্রকারের ভ্রম ও সংশয়ের
অবসান ঘটাইরাছে। তিনি কিছুই গোপন করেন নাই।
এই জন্যই ঐহার দেশবাসী ও বৈজ্ঞানিকগণ দেশসমূহে
ঐহার সমর্থকদের সংখ্যা এত বেশী। পরিষিদ্ধির
প্রত্যেক পরিবর্তন সম্পর্কে সকলকে অবহিত রাখাই
ঐহার নীতি।”

“ভৈলী টেলিগ্রাফ” পত্রিকার কাইরোস্থিত সংবাদ-
পাতা নিম্নরূপে:—

যে সকল লক্ষ পর্যবেক্ষক সম্প্রতি স্মরণ প্রাপ্ত হইতে
এবং প্রেমবোধে কহিলো শে'হিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই
বলিতেছেন যে, ইশোচীনে জাপানের যে ছয় ডিভিশন
সৈন্য বন্দন আছে, তাঁহাদিগকে অরণ্য বৃক্ষে বিপদভয়ে
শিক্ত করা হইতেছে। ইতিপূর্বে শত্রুসৈন্যের উপকূলে
অবতরণের কৌশলও জাপানী সৈন্যদের শিক্ষা হইয়াছে।

খাইল্যাঙের রাজধানী ব্যাককের সর্বাঙ্গের বহু-
সিনেমারটিই আকস্মিক পক্ষীয় প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত
হইতেছে। সম্প্রতি বোট লন হাজার আপানী “বাবলারী”
খাইল্যাঙে আসিয়াছে। বেনারসিক পোষাক পরিধেও
ইহারা যে সৈন্যবিক্রয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট জাহাজে সশস্ত্র
নাই। ইহাদের সংখ্যা প্রতি সত্তাহে এক হাজার হিসাবে
বুঝি নাইতেছে।

महाराष्ट्र राज्य

স্বাস্থ্যের বাক্যের মতন বাহ্যিক অতিশ্রুত হইয়াছে। জাতি-
কর্মসিদ্ধিগণের জীবনের সহায়কের মিত্র। তবে হ
সংবাদ করা হইয়াছে। ইতিপূর্বেকার কতিপয়
উল্লিখিত ৪৫,০০০ টাকা এবং কৃষি-এবং হিঙ্গল মজুরীকৃত
৫,০০০ টাকা ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয় সাহায্যের জন্য
৩০,০০০ ও কৃষি-এবং হিঙ্গল ১,৫০,০০০ টাকা
মত ২৫শে এপ্রিল অতিশ্রুত মতন করা হইয়াছে। ইতি-
পূর্বেকার সেরা মজুরের ক্রয়ের দ্বারা, যে-কোন
কিন্তু আর্থিক সাহায্য (যদি ক্রয়ের আশ্রয়ে প্রত্যেক
জীবনের মজুরের বাহ্যিক দ্বারা মজুর ও ক্রয়ের
প্রত্যেকের ক্রয়) প্রত্যেকের জীবনের মিত্র
কর্তৃক বিক্রয় সাহায্যের বাহ্যিক করা হইবে।

গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিরাপত্তার আশ্বাস বাঙালার সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ প্রদান

হুজুরী গাড়ী ও মহিষের দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

এক সপ্তাহের বিবরণী

হাকার বিভাগিক হিন্দুধর্মকে গৃহে কিরীবার অনুষ্ঠান

হাকার ও নিম্পুরের যে সকল হিন্দু অধিবাসী বর্তমান হাকার দাখলার নিয়মের পূর্ণ পরিচালনা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন তাহাদেরকে আর বিলম্ব না করিয়া নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করিবার নিমিত্ত অনুষ্ঠান আয়োজন করা হইয়াছে। গত ২৬শে এপ্রিল একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে।

উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—“হাকার ও নিম্পুর অঞ্চলের যে সকল হিন্দু অধিবাসী গৃহ পরিচালনা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন তাহাদেরকে আর বিলম্ব না করিয়া নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করে সেজন্য সরকার বিশেষ-রূপ উদ্বিগ্ন। হিন্দুধর্মের সমস্ত প্রাণ আশ্রয় পড়িয়াছে এবং তাহাদের যদি অবিলম্বে না ফেরে তবে আগামী কাল সই হইবারও দাক্ষিণ্য বিপন্ন হইয়াছে। গত ২৬শে এপ্রিল প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি বর্তমানের পরিচালনা করিয়া আগন্তুকতার চলিয়া আসিয়াছে একজন অফিসার দ্বারা তাহাদের সহিত দেখা করিবেন এবং তাহাদের নিজ নিজ আবাসে অবিলম্বে ফিরিয়া আসার যে কড়ী প্রয়োজন সেখানে প্রাথমিকভাবে পরিচালনা করিয়া দিবেন। তাহাকে সরকারের এ আশ্বাসবাণী বহন করিয়াও সইয়া যাইতে উপদেশ প্রদান করা হইবে যে তাহাদের নিরাপত্তা বিশেষভাবে রক্ষিত হইবে।

“আগন্তুকতা হইতে তাহারা ফিরিয়া আসিলে তাহাদের ফ্রি আসিবার স্থান এবং সময়কালে ফিরিয়া আসিলে তাহাদের আহার্যের সমস্ত ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করিতেছেন। তাহাদেরকে এই আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছে যে, যে সকল লোক ফিরিয়া আসিলে তাহাদের সুসন্মান প্রতি-বেশিগণ তাহাদের আশ্রয় অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাঁধে তাহাদেরকে সাহায্য করিবে। গভর্নমেন্ট বর্তমানে নিশ্চিত যে, যে সকল ব্যক্তি নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে তাহাদের আর কোনো ভয়ের কারণ নাই এবং সরকার এই আশ্বাসবাণী প্রদান করিতেছেন যে সাধারণ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জন-গণের নিরাপত্তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং উক্ত সমস্তই প্রযোজ্য হইবে। এই উদ্দেশ্যে উক্ত অঞ্চলে উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবং সাম্প্রদায়িক একতা-সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত গভর্নমেন্ট যথোপযুক্ত সমস্ত সৈন্য বাহিনীর ব্যবস্থা করিতেছেন।

পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থা

বাঙালি সরকারের অতিরিক্ত দান

বাঙালি সরকার নিম্নলিখিত সাহায্য প্রদান করিতেছেন :—

- ১। (ক) হাকারী ও নিম্পুরের হিন্দুনিবাসিনীরা স্থানীয় কুট-বিদ্যেয়ী চিকিৎসকের দ্বারা ও হাকার-বেকরের দ্বারা এককালীন ২০০ টাকা দান।

(খ) অর্ডার মেডিক্যাল অফিসারকে সাহায্য ও অর্ডার অনুষ্ঠানের ব্যয়িতব্য হিসাবে দৈনিক ১৫ টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান।

২। হাকার, হুজুরী ও নিম্পুরের হিন্দুনিবাসিনীরা স্থানীয় কুট-বিদ্যেয়ী চিকিৎসকের দ্বারা ও হাকার-বেকরের দ্বারা এককালীন ২০০ টাকা দান।

গত ২৬শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহ বাঙালি দেশে মোট ৩,৮৯৫ জন লোক কলিকাতা গোপে আক্রান্ত হইল। তন্মধ্যে কলিকাতা ৩৫৭ জন, ২৪-পারগনার ৩১২ জন, বনোয়রে ২৭৫ জন, হুজুরী ২৪২ জন, কলিকাতার ২০৫ জন, বাবরগড়ে ৫৬২ জন, চট্টগ্রামে ৩১০ জন, হাওড়ার ১৩৪ জন এবং ত্রিপুরার ১২২ জন উক্ত গোপে আক্রান্ত হইল। উক্ত সপ্তাহ কলিকাতার মোট হুজুরী সংখ্যা ছিল ১,৭৯২। তন্মধ্যে কলিকাতায় ৩৩৩ জন, বাবরগড়ে ২২৮ জন, চট্টগ্রামে ২৩২ জন, বনোয়রে ১৬৮ জন, ২৪-পারগনার ১৬৮ জন এবং কলিকাতার ১০১ জন হুজুরীতে পড়িত হইল। বনোয়রে মোট ১,২৭৪ জন লোক আক্রান্ত হইল; তন্মধ্যে কলিকাতার ৪২৩ জন, বনোয়রে ২০৯ জন, হাওড়ার ১৩৪ জন, চট্টগ্রাম ১৭৭ জন এবং কলিকাতায় ১৪৬ জন উক্ত গোপে আক্রান্ত হইল। বনোয়রে কলিকাতার ৩৬৮ জন ও হাওড়ার ৭৬ জন হুজুরীতে পড়িত হইল।

লাজিলিতে ৭৯ জন ব্যক্তি ইমকু রোগে আক্রান্ত হইল।

হুজুরী মন্ত্রিসভার সম্মেলন

গত ২৬শে এপ্রিল হুজুরী মন্ত্রিসভার সম্মেলন নিম্নরূপ সম্মেলন আয়োজিত হইয়াছে :—

মন্ত্রি সভাপতি—মহিষের দর।
সে: কর্ণেল জে-সি-সি মুরগানাকেন—এবার ক্যান্সার প্রতিক্রিয়া।
মি: এক, লিডার—কমিটি ও শিপিং ও ট্রান্সপোর্ট।
মি: আর, এটচ, কল—আইনগার চাই কমিশনার।

বাঙালি সরকারের নির্দিষ্ট বাক্য: অফিসার মি: এ. আর. মালিক গত ১লা মে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

গত ২৬শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সপ্তাহ কলিকাতায় ২১১টি হুজুরী গাড়ী আমদানী করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৬৭টি পাঠ্য এবং বাকিগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসা হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে পাঠ্য হইতে ১৬৭টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১১১টি হুজুরী কলিকাতায় আসা হইয়াছে।

হুজুরী গাড়ী ও মহিষের দর সংক্রমে ৬৮, হইতে ৯০ এবং ১৪৫, হইতে ১৭৫ পর্যন্ত ওঠানো করিয়াছে। হুজুরী গাড়ী ও মহিষের দর হইতে ৮ সের এবং মহিষ ১০ সের হইতে ১২ সের পর্যন্ত দর দিয়াছে।

বিভিন্ন প্রদেশের নির্দিষ্ট পাঠ

আলা পরিচালিত যে, নির্দিষ্ট পাঠ সংগ্রহের কার্য সম্পাদক-জনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। বিশেষভাবে পাঠ্য, মালিক, বালা ও হুজুরীতে ইহার অবস্থা পূর্বই সমস্ত-জনক। ১লা মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে মোট ৫৩,১৩১ জন নির্দিষ্ট পাঠ সংগৃহীত হইয়াছে।

কোন প্রদেশে কতজন নির্দিষ্টপাঠ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

পাঠ্য—১০,৬৬৮, মালিক—১০,৭৮২, বালা—১০,৬৬৮, হুজুরী—৬,২৫৭, বোম্বাই—৪,২২৬, মধ্যপ্রদেশ—৩,০৬৭, বিহার—৮৮৭, সিঙ্গ—৪৮৮, সীমান্ত—৪৫৫, দিল্লী—১৮৪, কোয়েটা—১৭৫, কুর্গ—১২৩, উত্তরা—১০০, আকবীর-মাজোর—৯১।

প্রত্যেকেই এ-ভাবে সক্ষম করছে



কে-কোন পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিকেন্স সেভিংস কার্ড করে নি—বিদ্যাবলো পাবেন। বহন বেহন পাবেন চার আনা, আট আনা অথবা এক টাকা দুদ্যের ডিকেন্স সেভিংস

ট্যাক কিনে কার্ডের ঘরে বসাতে থাকুন। লম্বা টাকা দুদ্যের ট্যাক অনুসারে কার্ডটি ভর্তি হবে এবং তখন সেই কার্ডটি কে-পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাংক আবে, সে পোষ্ট অফিসে গিয়ে সেলে আপনার কার্ডের বদলে ১০, টাকা দুদ্যের একটি ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট আপনার জন্য টাকা উপায় করতে থাকবে এবং লম্বা বছর পরে এই লম্বা টাকার সার্টিফিকেটের দাম হবে তের টাকা ন’-আনা। হুজুরী ও নিম্পুর ট্যাক লাগে না। বহনই টাকা কেনা হইবে তখনই আপনার প্রাণা স্ব স্ব সন্তান টাকা কেনা পাবেন।

আত্মরক্ষার জন্য সক্ষম করুন

ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

কক্সবাজার মহকুমায় নানা জনহিতকর অনুষ্ঠান

কক্সবাজার মহকুমা পল্লী-উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে বিগত ২০শে মার্চ হটতে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া গিয়াছে। সমুদ্রতীরে অবস্থিত এই মহকুমা-চাউনটি এই উপলক্ষে আনন্দময় হওয়া উচিত। স্থানীয় প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই এই উপলক্ষে মিথসে বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এই সব অনুষ্ঠানে আশাল-বৃদ্ধ মিছিলেও সকলেই যোগদান করিয়াছিল। যদিও মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাব মহামারির আকারে দেখা দিয়াছে, তথাপি সকল স্থান হইতেই জনগণ মলে মলে যোগদান করিয়াছিল।

সিডিক-গার্ড বাড়ী

বিগত ২০শে মার্চ তারিখে স্থানীয় সিডিক-গার্ড মলের বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল—স্থানীয় জর্জ ওয়েবী হলে। কক্সবাজারের মহকুমা-হাকীম এই সভার সভাপতির করিয়াছিলেন। সিডিক-গার্ড সমিতির সেক্রেটারী বাবু টি. এল. বড়ুয়া বার্ষিক কাহা-বিবরণী পাঠ করিতে হইয়া সিডিক-গার্ডদের কর্তব্য নির্দেশ করেন এবং বাহাতে তাহারা মিথসেবের ক্রমতার অপব্যবহার না করে, ভ্রমসম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন।

যুব-কল্যাণ সংসদ

সিডিক-গার্ডদের বার্ষিক সম্মেলনের পর স্থানীয় যুব-কল্যাণ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহকুমা-হাকীম এই অনুষ্ঠানেও সভাপতিত্ব করেন। সংসদের সেক্রেটারী বাবু টি. এল. বড়ুয়া বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন এবং সংসদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন:—

(১) মহকুমার যে-সব প্রতিষ্ঠান যুব-সমাজের সামাজিক ও পারীক্ষিক উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের কার্যের সমন্বয় সাধন ও এই সব প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান।

(২) সকল প্রতিষ্ঠানের সহায়তার সমাজ-সেবার আদর্শ কার্যকরী কবিত: পল্লী-উন্নয়ন অর্থাৎ পল্লী-অঞ্চলের স্বাধীনতা ব্যবস্থার উন্নতি, প্রাথমিক-ব্যবস্থার শিক্ষা, চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং বেলোড়ার ব্যবস্থা করা।

(৩) বাঙালি-বল, ভলি-বল, সেনীয়ার বেলোড়লা, নানাঙ্গল কবচ, কুস্তি, নুটিবুড় প্রভৃতি নতুন নতুন বেলোড়লায় প্রবর্তন করা যদি প্রয়োজন হয়, নতুন সমিতির প্রতিষ্ঠা।

(৪) সকল ক্ষেত্রেই বাহাতে পরীক্ষ-চর্চামূলক কার্যাদি চলিতে পারে, এতদ্ব্যতীত বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যের প্রসার সাধন।

(৫) মহকুমার অঞ্চলে যুব-কল্যাণ সংসদের পাকা প্রতিষ্ঠা।

স্পোর্টিং এসোসিয়েশন

স্থানীয় স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের সভাপতি মহকুমা-হাকীম মি: এ. এম. সলিমুল্লাহ সভাপতিত্ব করেন। সেক্রেটারী মি: টি. এল. বড়ুয়া তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে পরীক্ষ-চর্চায় প্রয়োজনীয়তা ও এসোসিয়েশনের কার্যাবলী কথায় উল্লেখ করেন।

বিশু-বিদ্যালয়ের ডান জল হাউসেরও বাগান খান্দা, বসিলা বাওলা চৌধ এবং কীকুটীল-পাশ চৌধ দেখিলে দুইই হয় বলিয়া মি: বড়ুয়া উল্লেখ করেন।

পল্লী-উন্নয়ন কমিটি

কক্সবাজার পল্লী-উন্নয়ন কমিটির সভাপতি বিগত ২০শে মার্চ হইয়া গিয়াছে। মহকুমা-হাকীম উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন। কমিটির সেক্রেটারী বার বি. বি. বক্তিত বাহাদুর তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, নিম্নোক্ত বিষয়ে পল্লীর উন্নতির ব্যাপারে কমিটির বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার:—

- (১) স্থানীয় সরকারী হাসপাতালে বাড়-বল ও শিশু-কল্যাণ বিভাগের উন্নতি সাধন।
- (২) কক্সবাজার পল্লীর একটি পত্র-চিকিৎসার স্থাপন।
- (৩) গো-বহিষাদির উন্নতির জন্য পল্লীর প্রজনন-যন্ত্রের আয়তান।
- (৪) ভাল জাতের বৃষণী ও বগেট পরিচালিত জিহ বাহাতে পাওয়া যাইতে পারে, তৎকালীন পল্লী-পালন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
- (৫) কক্সবাজার মহা-ইংগাজী বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নতুন পুত্রের প্রতিষ্ঠা।

বক্সাইট এসোসিয়েশন

২১শে মার্চ তারিখে স্থানীয় বক্সাইট এসোসিয়েশনের সম্মেলন হয়। এসোসিয়েশনের সভাপতি বার বাহাদুর বি. বি. বক্তিত সভাপতিত্ব আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অনারারী সেক্রেটারী মি: কিউ. সি. চাউন বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, ক্যানিট ও নাংগী অভ্যাচারে যে-সব বিপুল-সভ্যতা বিপুল হইয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে দৃষ্টিতে প্রত্যেক লোকেরই উচিত এই অভিলাষ করনের চেষ্টা করা। বাহাতে বিখ্যাত ওজন প্রচারিত হইতে না পারে, তৎকালীন স্ট্রিকটিনকে বিশেষভাবে নিকা দেওয়া হইয়াছে। স্ট্রিকটিনকে বিধান-আক্রমণ প্রতিরোধ কার্যেও নিকা দেওয়া হইবে।

যুব-কমিটি

পত ২১শে মার্চ তারিখে কক্সবাজার যুব-কমিটির বার্ষিক সভা হয়। মহকুমা-হাকীম এই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বার বাহাদুর বি. বি. বক্তিত বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, পত ৫ই মার্চ পর্যন্ত এই মহকুমার যুব-তরুণের মোট ১১,৩৫০ টাকা আদায় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ওয়ার্ডস এট্রিটের ব্যানেকার, সদর থান-বল অফিসার ও আবকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট আরো টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই টাকা হইতে ৫,৩৫৫ টাকা মহামান্য পতন বাহাদুরের চাইয়া আদায় উপলক্ষে ডেপুটিমেন্টে তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল।

ইন্টার-কুল এসোসিয়েশন

যুব-কমিটির সভা হইয়া বাওলা পর ইন্টার-কুল এসোসিয়েশনের সভা হয়। কক্সবাজার হাই-কুলের হেড-মাস্টার বাবু প্রবল দাব ওরোবের বার্ষিক রিপোর্টে বলেন:—

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহকুমা-হাকীমের চৌধ এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। মহকুমার সকল উচ্চ ও মহা-ইংগাজী কুল এবং নিম্নাধ্য ও দুনিয়ার বাহাদুর-ভলিফ এই সমিতির অধীনে আদায় করা হই উৎসাহ। কুলের জাতের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বই করা,

[পরবর্তী কালে প্রকাশ]

“ইরাক কর্তব্য পালন করিতেছে”

ব্রিটিশ সৈন্যের আগমন সম্পর্কে ইরাকী পত্রিকা

চাইবু পত্রিকার যোগদানবিভ দাবানবাজের জয়ে প্রকাশ, ইরাকের রাজনৈতিক অবস্থা পূর্বের দায়িত্ব পালিতপূর্ণ হইয়াছে। ইরাকের মহা বিরা ব্রিটিশ সৈন্যদের বাতাব্যত করিতে বিরা ইরাক যে ইর-ইরাক চুক্তির দ্বারা অনুমোদিত করিতেছে এ বিষয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি বিশেষ জোরে দিতেছে। ইরাকী বাতাব্যত বসিতেছে যে ইরাকে ব্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতির দ্বারা স্থানীয় ইরাকের সমাজ বা সাংস্কৃতিক অবস্থা কোনও রূপেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

“বেঙ্গল উইকলী”

(ইরাকী সংবাদিক)

—এক—

“বাঙলার কথায়”

(বাঙলা সংবাদিক)

বিজ্ঞাপন দিয়া আপনাদের ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।

সাংস্কৃতিক প্রচার-সংস্থা

৩৬,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের রেট ও অন্যান্য বিবরণ অবশ্যই হওয়ার জন্য মিত্র টিকাদার অনুমোদন করুন:—

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস, আলাপুর, কলিকাতা।

[পূর্ব কলমের জের]

রচনা ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার মহা বিরা তাহাদের জ্ঞানের প্রসার সাধন এবং তাহাদের মধ্যে বেলোড়ার ব্যাপক প্রচারই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

বেঙ্গলাপ্রচারিত গ্রন্থ

স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে বিগত ২২শে মার্চ তারিখে বেঙ্গলাপ্রচারের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সকল শ্রেণীর লোকই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। মহকুমা-হাকীম মি: এ. এম. সলিমুল্লাহ, স্থানীয় বিটিনিসি-প্যালিসির চেয়ারম্যান বাহাদুর বি. বি. বক্তিত ও বিভিন্ন মহকুমা-অফিসার বৌ: আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে প্রাতে কাজ আরম্ভ করা হয়। প্রায় ৫০০ লোক একপজাবে বেলা ১১টা পর্যন্ত কাজ করিতে থাকেন। স্থানীয় বেলার মতের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা বড় দর্জা ধনন করিয়া তাহার মাটি দ্বারা দিকটর একটি অব্যবহার্য দালা তৈরি করা হয়। মহকুমা-হাকীম ও অন্যান্য উচ্চসরকারী বালি পারে বহুতে মাটি কাটিয়াছিলেন।

ইউনিয়ন-বোর্ড কর্মকার্য

বিগত ২৪শে মার্চ তারিখে বার্ষিক ইউনিয়ন-বোর্ড কর্মকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মহকুমা-হাকীম সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইউনিয়ন-বোর্ড সমিতির সেক্রেটারী বৌ: কবিতাধীন আহমদ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। সমিতির বিগত বর্ষের কার্যের বিপরীতি রিপোর্ট কথায় বলেন এবং সকল দিক দিকই যে এই মহকুমা পল্লীর উন্নতির দ্বিগুণ, তাহার বিপরীত উল্লেখ করিয়া কর্মকার্য উল্লেখিত হইতে পরামর্শ প্রদান করেন।

সাম্প্রদায়িক সম্ভাব বন্ধি

নড়াইলবাসীদের সাধু প্রচেষ্টা

সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধকে উন্নত করার বিষয়ে নড়াইলের বহুকুমা হাকিম বি: এ, আহমদের সভাপতিত্বে বঙ্গোয়র জেলায় অনুষ্ঠিত নড়াইল বহুকুমা অধীশ কালাবাড়িয়া বার্ষিক ব্রাহ্ম একটি জমসভার আয়োজন হইয়াছে। বঙ্গোয়রের ভেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং নড়াইলের পুলিশ ইন্সপেক্টর এই সভার যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সভাপতি জমসভারপক্ষে বিশদভাবে বক্তব্য দেন।

ডাঃ নরেন চন্দ্র দাস ও ডাঃ বোলভী মতিয়ার রহমান, আবু ক্বক্বন দাস এবং আরও অন্যান্য বক্তা বর্তমান সাম্প্রদায়িক উদ্বেগনা দূরীকৃত করিয়া সাম্প্রদায়িক একতা ও সহ-বোদ্ধিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ ভাবপ্রবণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণের মধ্যে বোদ্ধাবুদ্ভিতাবে আলাপ-আলোচনা এবং প্রত্যেক বিষয়ে পরিকল্পনা বোদ্ধাপ্রদা হয়।

সভার সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

“কালিয়া ধারার অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের লোকের এই জমসভা দ্বারা করে যে, বর্তমান সাম্প্রদায়িক বিকোভ দূরীকরণার্থ, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও একতা সংস্থাপন, সাম্প্রদায়িক বোদ্ধাবুদ্ভিতা ও অভাব-অভিযোগ বীজনা, সাম্প্রদায়িক গোপনীয় দমন করার উদ্দেশ্যে এবং সাম্প্রদায়িক সহযোগিতার উন্নয়ন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হউক।”

উক্ত সভায়ই ৭০ জন সভ্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সাধারণ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নড়াইলে ১৫ জন সদস্যকে লইয়া একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। তন্মধ্যে কালাবাড়িয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বোলভী মতিয়ার রহমানকে সভাপতি এবং আবু ক্বক্বন বিশাস ও বোলভী আবদুল হক বিদ্যাকে যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। কার্যকরী সমিতি যথেষ্ট দ্রুত প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রামে মিলন-সমিতি গঠন করিবেন।

সভাপতি জমসভারপক্ষে যথেষ্ট গুরুত্ব বর্ণনা করিতে বিশেষ করেন এবং তাহাদের বাক্য ও কথা অধিকতর সংকলন করিতে অনুরোধ করেন। তিনি আশা করেন যে, এমন কিছু বলা করা হইবে যা বাহ্যতে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মনে আঘাত লাগিতে পারে।

তিনি প্রোজ্ঞাপনকে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের প্রথাকে অনুশীলন করিতে অনুরোধ করেন এবং পরস্পরের সামাজিক সম্পর্ক করার দায়িত্ব বিধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই আলোচনা প্রোজ্ঞাতলী বিশেষভাবে জরুরী করিতে লক্ষ্য হইয়াছিল এবং তাহার ফলে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

পুস্তক বিতরণ উৎসব

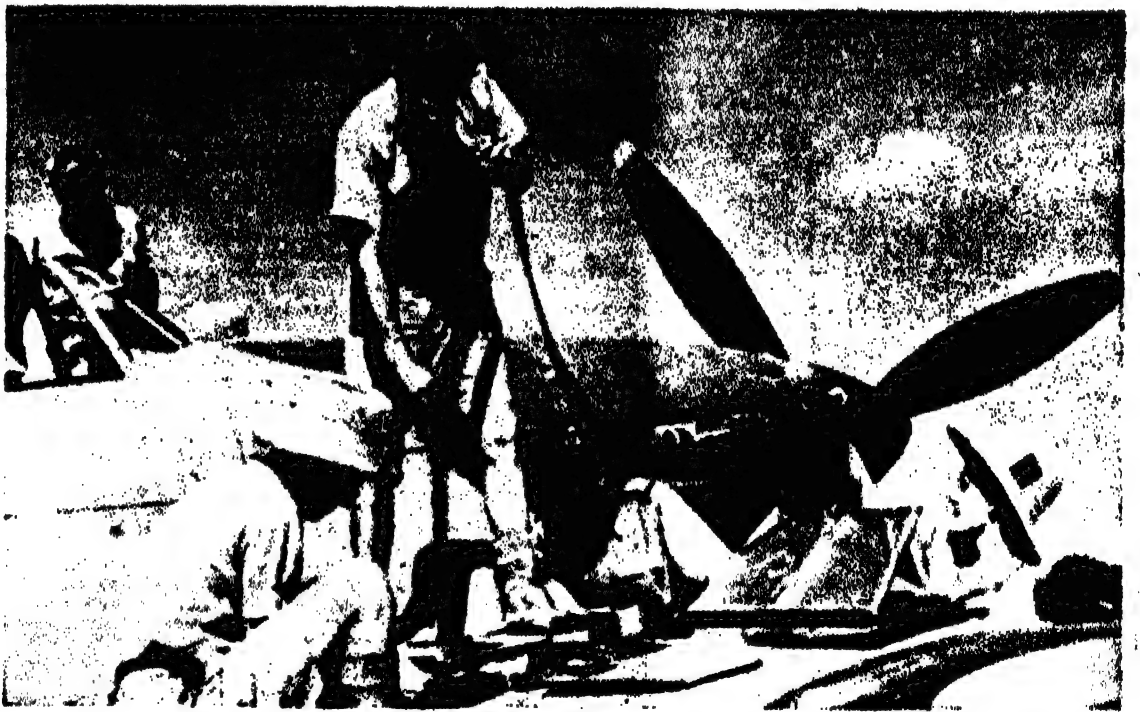
পত ১৮ই এপ্রিল প্রায় দুই হাজার ব্যক্তির উপস্থিতিতে কালাবাড়িয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিভোজিক বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। নড়াইলের বহুকুমা হাকিম বি: এ, আহমদ এই উৎসবে সভাপতিত্ব এবং পুস্তক বিতরণ করেন। আবুজি, অভিনব এবং সফরান জামে হাজির বিশেষ যোগদান প্রদর্শন করে।

পরীক্ষার উচ্চ মান মান্ত করার লক্ষ্যে কোম্পানী জম্য বিশেষ উদ্ভাবনিক পারিভোজিক প্রদান করা

হইয়াছিল। অনুমত অফিসে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টি হোসেনা পুস্তক শিক্ক বোলভী মতিয়ার রহমান, এম, এ, বি, এল, এর পরিচালনাধীনে প্রামাণ্য হইতে নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে লক্ষ্যপ্রদর্শন করে লক্ষ্য করিতেছে। এই পুস্তক বিতরণ উৎসব উপলক্ষ করিয়া ডাঃ ও অভিনবকণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্ভাবনা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

সাম্প্রদায়িক মিলন

পত ২১ই এপ্রিল প্রায়কালে নড়াইলের বহুকুমা হাকিম বি: এ, আহমদ কতকগুলি সম্মেলন পরী পরিদর্শন করিয়া সম্মেলন মেড্রালের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে মিলন ও একতার পরিকল্পনা দ্রুত করার সম্পর্কে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। মেড্রাণ তাহার সহিত বোদ্ধাবুদ্ভিতা ভাবে আলোচনা করেন এবং এই অফিস সম্মেলন ও মূলমামলিগের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিকোভ বর্তমান আছে তাহা দূরীকরণার্থ উচিত সাহায্য করিতে সম্মতি দান করেন।



পশ্চিম বঙ্গভূমিতে একবারি শান্তি প্রাণিকেন বিনামূল্যে প্রদান বোদ্ধা মেড্রা চটতেছে। যুক্ত এই বিনাম-পোতগুলি বেশ সাক্ষাৎসর ভাবে লক্ষ উপর আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে।

বুদ্ধ সম্প্রদায় সভা

পত ২১ই এপ্রিল বুদ্ধবিষয়ক প্রচার কার্যের নিমিত্ত কালাবাড়িয়াতে একটি জমসভা হইয়াছে। প্রায় ১০০০ হাজার লোক এই সভার যোগদান করে। নড়াইলের বহুকুমা হাকিম বি: এ, আহমদ, ডাঃ নরেন চন্দ্র দাস ও ডাঃ বোলভী মতিয়ার রহমান এই সভার মূল বক্তা ছিলেন। বি: রহমান প্রোজ্ঞাধিকার নিক্ত দিক্ত লক্ষ্য বুদ্ধ তত্ত্ববিশে প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। বঙ্গোয়রের জেলা ব্যক্তিগত বি: এল, এম, দান, আই, সি, এলের অনুপ্রেরণার একটি “পরমা তত্ত্ববিশ” ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে জমসভার বিশেষ ভাবপ্রবণতার সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে। উপরোক্ত সভাটি বিশেষ সাক্ষাৎসর হইয়াছে।

পল্লী-সংগঠন

পত ১০ই এপ্রিল নড়াইলের বহুকুমা হাকিম চন্দ্রী পুস্তক পল্লী-সংগঠন সমিতির কর্মীদের পারিভোজিক বিতরণ সভার সভাপতিত্ব করেন। এই উৎসব উপলক্ষে

এক হাজারেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। সমিতির উৎসাহী ও উত্তম কর্মীলগকে লক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে। এই সমিতি এই অফিসে লক্ষ্য লক্ষ্য করিয়াছে এবং খেজা-প্রদোষিত প্রমে কতকগুলি লক্ষ্য ঠেঙ্গী করিয়াছে। প্রায় একশত জন ডাঃ এইচ এই সমিতি একটি অধিকারিক প্রাণিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। ইহার পরিচালনাধীনে একটি ভাল মৈল-বিদ্যালয় আছে এবং তাহাতে লক্ষ্যের অধিক বহু লোক শিক্ষাগ্রহণ করে। এই সমিতির কর্মীদের দ্বিজেন্দ্র জীবন বিন্দু করিয়া সম্মতি এই অফিসের একটি বিদ্যে অধিকারিক নিম্নলিখণ করে। এতদ্ব্যতীত তাহারা এই অফিসে একটি তত্ত্ববিশা মেড্রা গঠন করিয়াছে। পরী-সংগঠন কার্যে উক্ত লক্ষ্য উদ্বেগনা কাহা সম্পাদন করিতেছে।

বি: মেড্রালের রাজ্য

অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম বর্ষি বি: মেড্রিস পত ৩০ মে ইংলণ্ড হইতে লক্ষ্য বুদ্ধরাষ্ট্র বঙ্গা চটয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডে বিনাম আক্রমণ

লক্ষ্যী সার্বভূম উপর লক্ষ্য বিনাম আক্রমণ ব্যাপক হইলেও প্রথম অবস্থায় উচ্চ ৩০ মে বিনিময়ের মত উদ্ভাবন বিনিময় মনে হয় না। লক্ষ্যের একটি এলাকাই গোলা বর্ষণের আওতা গোলা গিয়াছিল। উচ্চ পূর্ণ হইতেই লক্ষ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। বিনামপোতসমূহ লক্ষ উপর দিগা উড়িয়া গিয়াছিল।

লক্ষ্যপ্রদর্শন ক্ষতি

বিপত ১৮ই চটতে ২১শে এপ্রিল এক সপাত কাল লক্ষ্যে সমবেত হইতে জামস প্রদান লক্ষ্যপ্রদর্শন পরিহার দিবাভাগে আক্রমণ করিয়া ২২ চটয়া দিনের অধিক লক্ষ্যপ্রদর্শন জামস জ্বালো অধিকা লক্ষ্য করা চটয়াছে।

সামাজিক বাহিনীর অপসারণ

প্রীমে যে সামাজিক বাহিনী প্রবর্ত হইয়াছিল তাহার লক্ষ্য ৩০ চটতে লিলাপেত দ্রোহা জামা চটয়াছে। সৈন্য অপসারণের ফলে অক্ষয় লক্ষ্য লক্ষ্য আসা হইয়াছে। যে লক্ষ্য প্রাণী সাক্ষ-লক্ষ্য এবং বঙ্গবাহী লক্ষী বোদ্ধা গিয়াছে মেড্রিস দান পরীষ্ট প্রদান করা চটবে।

চৌধুরী বৈদ্যের পতর্নমেট

জেলার লোলাকিল্লুর মেড্রা এখেল মেড্রার লক্ষ্য লক্ষ্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। জেলার লোলাকিল্লুর এখিল মেড্রার লক্ষ্য লক্ষ্য প্রদর্শন দিগে।

কমন্স সভায় বিতর্ক

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে বিঃ ইডেনের বিবৃতি

কমন্স সভায় যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিতর্কের উদ্বোধন প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব বিঃ ইডেন জানান যে, যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিবরণ, বিশেষতঃ যুদ্ধ প্রচেষ্টার সংগ্রামের বিবরণ প্রকাশ করা তাঁতার পক্ষে কঠিন। “এই বিতর্কে যে সকল কথা বলা চাইতে এবং চাইবে, তাঁতার প্রত্যেকটি শব্দ পতীর মনোযোগ সহকারে শুনিবার কঠোর লোক আরও অনেক আছে। কাজেই, বড় কথা জানাইবার উচ্চাশা সত্ত্বেও, আমাকে এমন ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে, যাতে পরোক্ষভাবে আমি পত্রের কার্যে সহায়তা করি না বসি।”

কেন্দ্রকারীরা ঘটনাবলী

কেন্দ্রকারী হিসেবে ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া বিঃ ইডেন বলেন, “যুদ্ধের প্রাক্কালে জাপান অস্ত্রাধারের পরি-কল্পনা সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট মনে করিয়াছিলেন যে, জাপানিরাতে তৎপূর্ণ হইত বহুসংখ্যক জাপানি আত্মসী করা হইয়াছিল এবং তাহাঙ্গিকে জাপানিরা হইতে একে একে বুলগেরিয়াতে পাঠান হইতেছিল। সিভিলিয়ানগণ জমে বুলগেরিয়ায় বিমান বাণিজ্যের ডাক লইতেছিল। এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া আমরা প্লাটই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, জাপানিরা অধিকার করিবার পর সমগ্র বলকানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই পত্রের উদ্দেশ্য। বুলগেরিয়াকে বেড়াফালে থিরা কেলিরা তথ্য অধিকার বিচার করা, গ্রীসকে পদানত করা, তুরস্ককে বলহীন করা, ইহাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে বিনা রক্তপাতে সাধন করিতে পারিলেই জাপানিরা বলকান হইতে আমাদের পূর্বে ভূমধ্যসাগরের ধীর উপর আক্রমণ চালাইতে পারিবে। অবশ্য এই উপায়ে গৌণভাবে ইটালীকে সাহায্য করাও তাহাদের অভিপ্রায় ছিল, কেন না—আলবেনিয়াতে ইটালীরূপ তেমন আঁচিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

ইটালীর (মধ্য) প্রাঙ্গণ

ইটালীর আশ্রিতগণকে জানাইয়াছেন যে, ইটালীরূপ বেশ ভালভাবেই সংগ্রাম চালাইতেছিল। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, গ্রীসের বলহানি করার জন্য তিনি ইটালীকে অন্তিমশক্তি করিয়াছিলেন। সাতো চার কোটি লোক ৭০ লক্ষ লোকের বলহানি হইয়াছে, ইহা সত্যই অসুখ। আমার মনে হয়, কোন বিতরণের সম্পর্কে একজন প্রাঙ্গণের উক্তি আর কেহ কখনও করে নাই। (উল্লাসধ্বনি)। আমরা কিন্তু লেভিভেজিয়ার যে আমাদের বিমানবহরের সহায়তার গ্রীকগণ পত্রপত্রের প্রচণ্ড আক্রমণ-গুলি একটির পর একটি করিয়া বাধা করিয়া দিতেছিল। সত্যি, এত অধিক সংখ্যক সৈন্য এত অল্প সংখ্যক পত্র-সৈন্যের নিকট এতটা দায়িত্বভার এতজন পুষ্টি বিল (হাস্য এবং উল্লাসধ্বনি)।

৮ই ফেব্রুয়ারী

এইবার আমি ৮ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। এই দিন আমাদের বাহিনী বেনগালীতে প্রবেশ করে। ইহাতে আমাদের সাক্ষ্য এবং সাক্ষ্য কল লাভ জালি হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর আমাদের সৈন্যগণের বিশ্রাম লাভ করা অভ্যাব্যাক হইয়া পড়ে। তাহাদের হানগুলি ক্রমান্বয়ে দুইবার বাধা অগ্রসর হইতেছিল। তাহা হইতে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই বিদ্যে বিশ্রামে লিদের পর দিন অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কাজেই এই লক্ষ্য সাধনের পাকীর পক্ষে বেনগালীর পর আর

অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা ছিল না; ত্রিগোণী পর্যায় অগ্রসর হওয়াও একেবারে অসম্ভব ছিল।

পূর্বকল্পনা পরিবর্তিত

আমাদের আশেকার পরিবর্তন ছিল যে, তুরস্ক অধিকারের পর উহাকেই পশ্চিম পার্শ্ব হিসাবে ব্যবহার করা। কিন্তু আমাদের সাক্ষ্য এত অধিক এবং পত্রের বিপরীত এত পূর্ণ হইয়াছিল যে, আরও কিরকুর সাক্ষ্যের সহিত অগ্রসর হওয়া সম্ভব বিবেচিত হইয়াছিল। আরও একটি বিবেচ্য বিষয় এই ছিল যে, বেনগালীর পোতাশ্রয় তখন একেবারে অব্যবহার্য ছিল এবং উহাকে কার্যো-পযোগী করিয়া তুলিতে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে তুরস্কের স্থলর অঞ্চল সূত্র পোতাশ্রয়কে ভিত্তি করিয়াই তখন আমানিগকে অগ্রসর হইতে হইত। যদিও প্রধান ধাঁচী নীল মনের বহীপের উপরই থাকিত।

ক্রীসের সাহায্য প্রার্থনা

৮ই ফেব্রুয়ারীর অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ঐ দিন গ্রীক গভর্ণমেন্ট জাপান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে তুরস্কের হইয়া আমাদের নিকট একটি নোট পাঠান। তাহাতে আমরা কিরকুর সাহায্য প্রদান করিতে পারি এবং কি কি সর্বোচ্চ তাহা করিতে ইচ্ছুক তাহা জানিতে চাওয়া হইয়াছিল। অবশ্য গ্রীক গভর্ণ-মেন্টের এই নোটকে কোনরূপেই সাহায্যের জন্য আবেদন বলিয়া বর্ণনা করা যায় না (উল্লাস-ধ্বনি)। উহাতে গ্রীসের অবস্থা অল্পপটে জানাইয়া আমরা কতদূর কি করিতে পারি তাহা জানিতে চাওয়া হইয়াছিল বার। এতদনুসারে গভর্ণমেন্ট তাহাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য করাট সম্ভব মনে করিলেন। অবশ্য বহু অল্পে বেনগালীর পর আর অগ্রসর না হইয়া সৈন্যদলকে গ্রীসের সাহায্যার্থ প্রেরণের সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল। এই সিদ্ধান্ত শুধু গভর্ণমেন্টেরই নয়—প্রধান সামরিক উপদেষ্টারাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

ক্রীসকে সাহায্য দান

গ্রীসকে সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হয় যে, অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ার অবস্থা, তুরস্ককে আমাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে ওয়াশিংটন রাধা প্রতিনি-কতকগুলি বিষয়ে বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সরাসরি কথাবার্তা চালানই গভর্ণমেন্টের নিকট সর্বোচ্চ উপায় বলিয়া মনে হয় এবং তৎসমুদয়ে ইম্পিরিয়াল কেমারেল হাকের অবাক এবং আমার উপর সেই কার্যের ভার দেওয়া হয়। আমাদের উদ্দেশ্য সকল হবার পক্ষে যে সকল বাধা ছিল, তাহা আমাদের উত্তরের মধ্যে কাহারও অবিদিত ছিল না। আমরা জানিতাম যে, জাপানিরা তাহাদের বহুসংখ্যক অনেকটা হানি করিয়া আনিয়াছে। তাহাদের সামরিক শক্তি যে কত অধিক তাহাও আমরা জানিতাম। তথাপি আমি এখনও মনে করি যে, আমরা যদি সেজন্য ছোট না করিতাম তাহা হইলে আমাদের উপর বোম্বারোপ করা হইত (উল্লাস-ধ্বনি)।

তুরস্কের মনোভাব

যদি প্রচ্যে তুর্ক রাষ্ট্র নেতাদের সহিত আমাদের আলোচনার পর স্বদেশে পঠিত হয়। নিম্নলিখিত হিসাবে তুরস্কের গ্রীস সম্পর্কে আমাদের পরিচরিত ভাষা

[পত্রবর্তী কলমের দ্বারা লেখা]

ইটালীর হুটি-বিবেচ

বিঃ বাৎসুওকার সহিত বিবাম

বিঃ বাৎসুওকার সহিত বাসিন্দে মেনে উদ্বাহ সহিত ইটালীর বিবাম হইয়াছিল বলিয়া সিউইক হোলন্ড ট্রিবিটন পত্রে এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের ট্রিবিটন সংবাদদাতা এই সংবাদ দিয়া জানাইয়াছেন যে, “অবিলম্বে বৃটেনের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য ইটালীর আশ্রয় বিঃ বাৎসুওকার প্রত্যাশন করিলে ইটালীর তুর্ক হইয়া ট্রিবিটনের উপর দুইবারও করেন। উক্ত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, বিঃ বাৎসুওকার বলেন যথো একজন বলেন, ‘ইটালীর উদ্ভেজিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলেন, বৃটেনকে পরাভিত্ত করিতেই হইবে। অবশ্য সেবিরা মনে হয় যে, কাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন, তাহাতিশয্যে তিনি যেন তাহা তুলিয়া গিয়াছেন।’

উক্ত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, বিঃ বাৎসুওকার প্রত্যাশনক্রমে পর যে জাপান প্রতিনিধিবল ট্রিবিটনে আনিয়াছেন, জাপান গভর্ণমেন্ট তাহার অভ্যন্তর মনোভাব লক্ষ্যে তাহাদের সহিত কথা নিতেছেন।

জাপানি প্যারাসুট বাহিনী অবতরণের আশঙ্কা

এককালিবার তাহাঙ্গ লিসবন হইতে লণ্ডনে পৌঁছিলে উক্ত তাহাঙ্গের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন গ্লোভ বলেন যে, আভোরন বীপপুটে অনতিবিলম্বে জাপানি প্যারাসুট বাহিনী অবতরণ করিবে বলিয়া পণ্ডগালে সকলেই আশঙ্কা করিতেছে। ক্যাপ্টেন বলেন, যে দিন এককালিবার লিসবন ত্যাগ করে সেই দিন তিনি একখানি পণ্ডপীজ তাহাঙ্গকে তিন হাজার সৈন্য লইয়া যাত্রা করিতে দেখিয়াছেন। সম্ভবতঃ ঐ তাহাঙ্গখানা বীপপুটে গিয়াছে। তিনি আরও জানিয়াছেন যে, কয়েকদিন ধূর্বে অনুসরণ সংখ্যক সৈন্য তথ্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

সমরোপকরণ বোম্বাই মার্কিন জাহাজ

বিগত ৩১ মে সমরোপকরণ বোম্বাই মার্কিন জাহাজ-সমূহ সুরেছে পৌঁছায় যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা খুবসম্ভব সত্য। যুগোশ্লাভিয়ার ও গ্রীসের সাহায্যার্থ সমরোপকরণ সত্বে গ্রীস মনের প্রথমেই মালবারী জাহাজ এখান হইতে ছাড়ে বলিয়া জানা গিয়াছে। মোহিত-নাগরী বুদ্ধাকল বলিয়া নিবিত্ত অল্পের মধ্যে হইতে বাল দিরা প্রেসিডেন্ট কলডেল্ট বোম্বা কলম পই ই তাহাঙ্গগুলি ছাড়ে।

অধিক সংখ্যক বোম্বার্বী বিমান নির্মাণ

যাহাতে অধিকতর পরিমাণে বোম্বার্বী বিমান নির্মাণ করা যায় তাহাঙ্গের আলোচনা করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট কলডেল্ট বিশিষ্ট বক্তৃতাৎকে, সেলা ও লৌ বিজ্ঞানের কতাবৎকে এক বৈঠকে আহ্বান করিয়াছেন।

[পূর্ব কলমের পোষাং]

হইয়াছিল। আলোচনার সময় তুর্ক নেতাদের মৃত্যু এবং জাপানি এবং স্যামসকত রাধ ও অধিকার করার তুর্ক রাতিব সকলের কল অনন্ত হইয়া অবশ্য প্রীত হইয়াছি। যদ্য প্রচ্যে অধিকতর অভিযানের দিকে তুরস্ক যে বিশেষ বাধা নিতে পারে একথা অবশ্য বীকার্য। আমি জ্ঞান করি, এককালিবার দ্বারা তাহাঙ্গের বৃটেনের সহিত হুটি-বিবেচ তাহাঙ্গ পররাষ্ট্র বাণিজ্য পরি-কল্পিত হইবে।

কৃষি-পঞ্জী

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

জ্যৈষ্ঠ-বৈশাখ—পাট, আউশ ধান, জুতা, নং, অজুত প্রভৃতি বসন্তের বহিষ্কৃত পশা বৃষ্টিতে এই সময়। জ্যৈষ্ঠ পাট ও আউশ ধানের বীজ বপন বৈশাখ মাসের বর্ষা বসন্ত আশ্রয় নতুন পেশ করা উচিত, যা করিলে পরে বিলা, নিজান প্রভৃতি আশ্রয়কার কাজ-কর্মের মধ্যে সুযোগ পাওয়া যায় না এবং আগাছার প্রাদুর্ভাব হয় বেশী। আলা, হুস, ওল, কচু প্রভৃতি মূল্যবান পশাও এই সময়ে লাগাইতে হয়। যোপা ধানের তরল বীজতলা করিবারও এই সময়; জ্যৈষ্ঠের প্রথমে ধানের বীজ কেলিলে চাষা-আশ্রয়কার মাঝামাঝি মৌসুমের উপযুক্ত হয়। পশা নকী কলা-জুতা, জোয়ার, বরটি এই সময়ে বৃষ্টিতে হয়; শীত পশা পাইতে হইলে বৈশাখ মাসের প্রথমে জুতা ব বরটি বৃষ্টিতে আশ্রয়কার প্রথম ভাগে কাটিয়া বাওয়াসে চলে। বহিষ্কৃত পশা সকল বোনা পেশ হইলে মৌসুমের ধান ভাল করিয়া গোবর-সার দিয়া কবি ভৈরবী করিয়া রাখা উচিত, যাতে বর্ষার প্রথমেই ধানের "বীজ" লাগানো যায়; জুতা হইলে বর্ষা পেশ হইবার পূর্বেই কর ধান ঘান বেশ ছাড়ান হইয়া ওঠে এবং ইতিমধ্যে দুই-তিনবার কাটিয়া-বাওয়াসে চলে।

বইকা, নং, বরটি প্রভৃতি পশা-সারের বীজও এই সময়ে বৃষ্টিতে হয়। যোপা ধানের জন্য সসী-সার করিলে বৈশাখ মাসে বইকার বীজ বোনা উচিত; জুতা হইলে জ্যৈষ্ঠের শেষে বা আশ্রয়কার প্রথম ভাগে পাছ মাটিতে চাষিয়া দিবার উপযুক্ত হয় এবং নং-সারো দিনে সম্পূর্ণ পচিয়া যায়। আশ, আলু, তাক, বিলাতী পশা প্রভৃতি মাতৃজনক পশোর, জন্য সসী-সার করিলে জ্যৈষ্ঠ মাসে নং বোনা সবচেয়ে ভাল।

বিল-জমির পাট ও ধানের নিজান বৈশাখ মাসের মধ্যে বসন্ত শীত সন্তর পেশ করিয়া না কেলিলে পরে আর সুযোগ পাওয়া যায় না। আশের কোপান, নিজান প্রভৃতি কাঁচের এই সময়। আশের নিয়মে বসন্ত আশের গোড়ার বোল দিয়া ভাল করিয়া কোপাইয়া দিলে প্রাচ্যের প্রথম উজ্জ্বল আগাছা সকল বই হইয়া যায় এবং পরে বৃষ্টিতে মাটিতে হল হইলে ওই বোলে পাছের বেশ জোর হয়; বিলাপ্রতি দুই বং বোলের সহিত এক নং এসোনিয়ার সালকেট কলক বিলাতী সার বিলাইয়া প্রয়োগ করিলে কলক বিগুণ ফলে। "জুনি" কাটিয়া বোনো মলক-কলস নিজাইয়া দিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে অর্থাৎ বর্ষা মাঝির পূর্বে, জুনিতে ওইকল সার দিয়া মাটি ঢাপাইয়া "ভিনি" বীজিয়া দেওয়া উচিত।

জ্যৈষ্ঠ মাস কাঠজিল, যোগো ধান এবং চর-জমির হালি আউশ ধান পাকিবার ও কাটিবার সময়।

বসন্ত-পঞ্জী—পাট, বিলা, চৈতন, বরটি, কুন্ডা, খিড়িলা, মটোপ, জুতা, নং আলু প্রভৃতি বসন্তের বহিষ্কৃত পশা এবং হিন্দিয়া, যোপাট, সূর্যাবুধী, কুন্ডকনি প্রভৃতি বীজ বসন্তের মূল লাগাইবার এই সময়। নজা, বেগুন ও নংের চাষের জন্য এই সময়ে বীজতলা করিলে প্রথম বীজ চাষা বসন্তে লাগাইবার উপযুক্ত হয়। বরটি বসন্তের বীজতলা বৈশাখের প্রথমেই করা উচিত; শীতের বসন্তের বীজ জ্যৈষ্ঠের শেষে লাগাই ভাল। এই সময়ে পশাভাবে অনেক পুষ্টিশী প্রায় ভাবাইয়া যায়। জায়েসে তলার পশাভাটি উঠাইয়া কলা, পেঁপে ও পাসে দিলে এ সকল পশোর অনেক উপকার হয় এবং সেই সময়ে পুষ্টিশী ও উপুড়ি হইয়া প্রাচ্যের অনেক বৃষ্টি হয়। ধান-জ্যৈষ্ঠের প্রথম পশাভাটি এই সময় কলা, কুন্ডা, পেঁপে উপকার হয় এবং বসন্তের প্রথম পশাভাটি জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে দিলে, অর্থাৎ বর্ষা মাঝির কিছু

পূর্বে, আশ, আলু, আলু প্রভৃতি বসন্তের মূল লাগাইবার সময় এবং কলা "বোপ" (বা "ভেউক") বসন্তের প্রথম সময়। বৈশাখ মাসেই এই সকল কল লাগাইবার সময় এবং বসন্তের প্রথম বৃষ্টি পড়া পোষের ও পাড়াপড়া সার দিয়া তরিতা রাখিলে পাছ বসন্তের সময় লাগতলা গলিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়।

যেন, দুই, জায়েস, চাঁপা, পড়াপড়া প্রভৃতি পুষ্টি কল এই সময়ে কোটে। চাঁপা গোবর পাড়াপড়া করিয়া মলে ওলিয়া বা সারিয়ার বোল তিন-চারদিনে মলে পাড়াপড়া এই পড়া বোল মলে ওলিয়া এই সকল কল লাগে মাসে দুইবার প্রয়োগ করিলে এবং পাছের গোড়ার চতুর্দিকের মাটি খোঁচাইয়া দিলে প্রচুর পরিমাণে ও বীজকাল হইয়া কল কোটে। এই সারকে তরল সার বলে। বেশী ধন ধন বা অত্যধিক পরিমাণে সার দিলে পাছের বুণ বেশী ভেঙে হইয়া কল কম হয়। সকল কল লাগে এ সময় প্রতিদিন বিকালে নিয়মিতভাবে চল দিতে হয়।

"হিটলারবুকে পৃথিবী দেখিতে চাই"

আমেরিকার জনসাধারণের মনোভাব

আমেরিকার স্যারিফতে ইতিমধ্যে মোট পাত ১২ই এপ্রিল তারিখে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতাচ্ছেন:—

কি করিয়া আমরা বর্তমান যুদ্ধে নিজে হইয়াছি ডাঙা বর্তমান কালের পরিপূর্ণ ইতিহাস রচিত হইবার পূর্বে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায় না। তবে আমরা যে পরিপূর্ণ ভাবে এই যুদ্ধে নিজে হইয়া গিয়াছি এ বিষয়ে কিছু আর সন্দেহ নাই। কি করিয়া এই যুদ্ধে নিজে হইলাম সে সম্বন্ধে একটি কথা কিছু জোর করিয়া বলা চলে। তাহা এই যে, আমেরিকাবাসীকে যথোপযথ্য ভাবে কোমল বিষয়েই মতভেদ থাকুক না কেন, অবিকার্যে মোকট পৃথিবীকে হিটলারবুকে দেখিতে চাই।



চব্বিশে পশ্চিম বঙ্গ প্রান্তরে বৃষ্টি ভারতীয় সৈন্যপদ পত্রপত্রের বিধান আক্রমণ প্রতিভূত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আড়েন দেখা বাইতেছে।

কীটপত ও বোপ—বৈশাখ মাসে আশে "মাকরা" (বা "টোকা") পোকার উৎপাত প্রবল হয়। ইহাতে চাষা-পাছের মাছের কচি পাড়া ভাবিয়া বড়ের বসন্ত দেবার এবং টানিলে উঠিয়া আসে। এক জাতীয় পোকা চাষা পাছের গোড়ার কুটা করিয়া প্রবেশ করিয়া ভিতরের কচি পাড়া বাইরা ফেলে, তাহাতেই পাছ ওইকল হইয়া যায়। সুতরাং আশ্রয় পাছগুলি মাটি বৈদিয়া কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে বা পোড়াইয়া ফেলিলে বা এককো বাইতে দিলে তাহাদের বসন্ত পোকাওলা নিম্নে হইয়া যায়। প্রথম অবস্থার আশ্রয় পাছওলা এইভাবে কাটিয়া কেলিলে পশোর কিছুই লোকসান হয় না, কারণ আশ মাস জাতীয় উড়ি, উপরে কাটিয়া দিলে পোকা হইতে বিরান ছাড়িয়া আশার পাছ বাহির হয়। কিন্তু অবহেলা করিলে পোকার বসন্ত-বৃষ্টি হইয়া মলক কোমল আক্রমণ করে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে আশে আর একপ্রকার পোকার আবির্ভাব হয়; ইহারা পাছের মাঝার কুটা করিয়া পাছকে আক্রমণ করে; তাহাতে পাছের উপর কিছু বাত বস হইয়া যায় এবং পরে পাছের গোড়োলা কুটীয়া বীশের কচির বস্ট পাছ বাহির হয়। ইহাতে পশোর প্রভূত ক্ষতি হয়। প্রথম অবস্থার মলক মলক আশ্রয় পাছ-কল পুষ্টিভায়ে গোড়ার কাটিয়া পলকে বাওয়াটীয়া দিলে এই পোকা মলক হয়। আশের বসা মৌসুম

[পূর্ব কলমের জের]

আবির্ভাবেরও এই সময়। এ মৌসুমের প্রথম অবস্থার মলক পাড়াওলা নিম্নে হইয়া বৃষ্টিয়া পড়ে এবং পরে কলস; পাছ সম্পূর্ণ হইয়া ভাবিয়া যায়। অজ্ঞাত-পাছ লজাভাবে চিরিলে ভিতরে লাল লগ দেখিতে পাওয়া যায়। যোপাভায়ে পাছওলা নির্মমভাবে কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। এ মৌসুম অস্তিনর মলকওলা, অবহেলা করিলে কচি চতাইয়া পচিয়া মলক কোমল বস্ট করিয়া দেয়। এই সময়ে আশে "মাকি" বা "কুন্ডা" মৌসুম সারক আর এক পুষ্টির ভায়ে বোপ হয়। ইহাতে পাছের মাঝার কচি পাছের মাসে একটি কাল বা এর শেষের বস্ট বাহির হয়; ওই শেষ আশ্রয় দিয়া বসিলে আশ্রয়ে কুন্ডার বস্ট লগ লাগে। এই মৌসুম ও সারক। আশ্রয় পাছওলা কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা বা পুতিয়া ফেলা উচিত। "পুষ্টি" "মুক্তি" আশেই এই মৌসুমের প্রাদুর্ভাব হয় বেশী; সুতরাং "মুক্তি" আশেই উপর লকা রাখা কর্তব্য।

বিল জমির পাট এই সময়ে চাষা পোকার ("খিড়া" বা "বিলা") আক্রমণ হয়। এই পোকা পাছের পাড়া বাইরা কেলিয়া পাছকে পুষ্টি করিয়া দেয়। এ পোকার ভিন্ন পাছের মাটে একমলে অনেকগুলি থাকে এবং ভিন্ন কুটীয়া জোট জমাওলা প্রথম দিন করেক এককো থাকে এবং পরে একটি বস্ট হইলে ছাড়িয়া পড়ে। সুতরাং এককো থাকার সময় ইহাদের বাহিয়া ফেলা দুই সবক

[পশাবী কলমের বীজ দেখুন]

সাপ্তাহিক বুদ্ধ-সংবাদ

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

মঙ্গলার বৈলম্বনি অকল

আমকাতা রেডিওতে ৩রা মে রাত্রেই ঘোষণা করা হয় যে, মঙ্গল বৈলম্বনি অকল প্রাপ্তি করা হইয়াছে এবং তৈলকূপ ও কারখানাসমূহ এখন ইরাকী সৈন্যদের দখলে আছে।

আবিসিনিয়ান বৃষ্টির অগ্রগতি

বৃষ্টি সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আবাদ্যের ৮ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাতারাতি বিধ্বস্ত করার দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া মঙ্গলগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বৃষ্টি সৈন্যগণ সেনী চইতে আসাব ও পোতা অভিযানেও অগ্রসর হইতেছে। সেনীতে তাহারা আরো তিন চাকার বেসামরিক ইটালীয়ানদের সন্ধান পাইয়াছে। ইহার মধ্যে এক হাজার হইতেছে স্ত্রীলোক ও শিশু।

ভুক্তক সংঘর্ষ

ভুক্তক পরিষিদ্ধি সহজে মৃত্যু কোম সংবাদ পাওয়া যায় নাট; বুদ্ধ চলিতেছে।

২রা মে কার্গিলগণ আক্রমণ আরম্ভ করে। তাহাদের কতকগুলি ট্যাঙ্ক দক্ষিণ পশ্চিম দিকের দূর ডেল করিতে সমর্থ হয়। বর্তমান সময়ে হয় বক্তৃৎক এখন বাহিরের ও ভিতরের দ্বারের সম্মুখভাগে উপস্থিত হইয়াছে এবং এইখানেই বুদ্ধ চলিতেছে।

বুহ ভেদের জন্য প্রত্যাশা করা যাবে

কারগিল ওরাকিহাল মহল সমুদ্রে যে সংবাদ পাইয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, ২রা মে ভুক্তক দিম প্রতিপক্ষ ভুক্তকের দক্ষিণ-পশ্চিমে বহিষ্কৃত উপর যে দ্বার আক্রমণ চালান তাহাতে বড় কার্গিল অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রকাশ, প্রচণ্ড বুদ্ধ হইয়াছে; তবে বুহাতে অবস্থা প্রায় পূর্ববৎ আছে।

সোম্ব এলাকায় আক্রমণ

কারগিল জেলায় যে কোরাটোর একটি ইতালীয় বলা হইয়াছে যে, ৪টা মে অপরাহ্নে বসিও বৃষ্টি সৈন্যগণ বাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে ভুক্তকের উপর প্রতিপক্ষের আক্রমণ বড় হইয়া যায় এবং বিপক্ষের ট্যাঙ্কসমূহ চলিয়া যায়, কিন্তু প্রতিপক্ষ ভুক্তকের উপর পুনরায় আক্রমণ চালাইতে পারে, একজন সত্বেলা রহিয়াছে। ইতালীয় বলা হইয়াছে যে, বৃষ্টি বাহিনী সোম্ব এলাকার পুনরায় আক্রমণ চালান এবং বিপক্ষের কতক সৈন্য হতাহত ও বন্দী হয়।

ভুক্তক বৃষ্টির সাফল্য

ভুক্তক বুদ্ধা এবং বিপক্ষের কার্গিল অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজকীয় বিমানবহন খুব বড় ভূমিকা অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

৩রা মে রাত্রেই বৃষ্টি বোম্ব প্রেসগুলি বেসামরিক নিকটে বেসিমা বিমানবাহী আক্রমণ করিয়া অনেকগুলি বিস্ফোরণের শব্দ করে। মারাত্মক অকলে বৃষ্টি প্রেসগুলি বোম্ববাহী ও বাহিনী সৈন্যদলগুলির উপর বোম্ব ও বেসিমাগুলির ভলীবর্ষণ করিয়াছে। এই সমস্ত নবীর মধ্যে কতকগুলি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছিল। অনেকগুলি বোম্ববাহী বিধ্বস্ত, আর কতকগুলি কতিল্পিত এবং বিস্তারিত সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

বৃষ্টি সৈন্যগণ এ-পর্যন্ত ভুক্তকে তিন হাজার পদ সৈন্য বন্দী করিয়াছে।

মঙ্গল সার্বিক কোরে অগ্রিকাও

কতকগুলি বৃষ্টি বোম্ব প্রেস ভুক্তকের দক্ষিণ-পূর্বে মঙ্গলকের সামরিক ফোর্স কোরাটোর বোম্ব নিকেল করিয়া চারিটি বিস্ফোরণ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে।

ভুক্তকের উপর ভাঙাণ চাপ

বাহিনী কর্তৃক সংবাদ সম্বন্ধেই একেবারে ইতালীয় সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ইতালীয় সাগরের করেকটি বীপ কার্গিলের অধিকারভুক্ত হওয়ার ভুক্তকের আতঙ্কিত ব্যবহারও কিছু পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। সূত্র। অকলেই এখন ভুক্তকের সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট ইনোন্স এই অকল পরিদর্শন করিতেছেন।

সংবাদদাতার বিশ্লেষণ, বুদ্ধ সাগরে কার্গিলের যে আট-খানা বড় বড় জাহাজ আছে সেইগুলি ইতালীয় সাগরে আনয়ন করিয়া অধিকৃত বীপগুলিতে সমরোপকরণ সম্বন্ধেই কালে নিয়োগ করিবে। বাসিন্দা হইতে প্রাপ্ত সংবাদগুলি হইতে বোটাগুলি এই দাবী অনুসরণ করে, কার্গিলী অতঃপর ভুক্তকের উপরেই চাপ প্রদান করিবে। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে আপাততঃ পাতি অকুপ্ত থাকিবে বলিয়া এই দাবী শেখবাসীর দ্বারা স্বীকৃত ডাব আনয়ন করিয়াছে।

সংবাদদাতা আরও বলেন যে, ভুক্তকে বিচলিত করিয়া ভুক্তকানিত বীপপুতে ইটালীয়ানদের সাথে যোগাযোগ সাধন এবং ভুক্তকের সহিত বানা-বিশু বুদ্ধ বুদ্ধ বুদ্ধ সিঁচিয়ার উপস্থিত হওয়াই কার্গিলীর উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

পণ্ডিতের সাহায্যে মাকিন

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সম্প্রতি প্রথম জিৎসল বড় ক্রয়ের জন্য মাকিন মাকিন নিকট বেক্সবোর্গে এক আবেদন প্রদান করেন। মাকিন মাকিন প্রিয় বক্তৃতি আলাদা ও বিশদ হওয়ার যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, সেইগুলি বলা সম্পর্কে এইভাবে অর্থ নিয়োগ করিবার জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন যে, এই আবেদনের বিস্তারিত কোনোই উপস্থিত হটক না কেন সেইখানেই ইহার বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিতে হইবে; সুতরাং বিবর, বুদ্ধিমে এই আশা আবেদিকার প্রত্যেক বহুই বৈধিভে পাওয়া যাইবে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পণ্ডিতগুলিকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্বন্ধেই সম্পর্কে অতঃপক্ষে ২০ লক্ষ টনের আহার-সুখত রক্ষিত-অন্য-বৈশ্ববিশ্ববাসকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট কবিশ্বের চেয়ারম্যানের নিকট পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, ভুক্তকপূর্ণ সমরোপকরণ ও আহার-অন্য সাধারণ প্রেরণের জন্য প্রচলিত ও প্রচলিত সমস্ত পথ হইতে সকল প্রেরণী মালবাহী জাহাজগুলিকে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা হইতে পারে।


বুটেনের সাহায্যে মাকিন জাহাজ

কয়েকদিনের মধ্যে আবেদিকা বুটেনের সাহায্যের জন্য ৫০ বানি তৈলবাহী জাহাজ প্রেরণ করিবে। দক্ষিণ আমেরিকার বন্দর হইতে তৈল লইয়া উক্ত জাহাজগুলিকে ইরাকী বৃষ্টি জাহাজে সম্বন্ধ করিবে।

মাকিনের নৌ-বল বৃদ্ধি

বুদ্ধবাহীর সিনেটে "দুই মহাসাগর নৌবহন" বিল গৃহীত হইয়াছে। এখন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মাকিন-মাকিনের পরই উহা আইনে পরিণত হইবে। বিনে মাকিন নৌবহনের জন্য ৩,৪১,৫৫,২১,৭৫০ ডলারের ব্যয় ব্যয় করা হইয়াছে।

[১২য় পৃষ্ঠার উপর]



ই লে ক্ টি সি টি

জীবনযাত্রা সহজ করে

ভেবে নেবুন বাড়ীতে একটি ইলেক্ট্রিক কেবলি থাকার জুট হুগিবে আর কি হতে পারে? তা-বাওয়ার অভ্যাস একটি বৈশিষ্ট্যিক ব্যাপার—কিন্তু সাধারণ কেবলিতে করে উদ্যোগের পদ্ধতি খাঁজে তা তৈরী করা এক অভ্যাস বিপরীতকর কাজ। হঠাৎ কোনদিন ঘেরী ক'রে বাড়ী বিনে মোকার আগে এক পেরোয়া তা-ই বকস আপনি মনে মনে কামনা করছেন তখনই তা বিলিটের মধ্যে এক পেরোয়া গরম তা খেতে খেতে আপনি বুঝতে পারবেন বাড়ীতে একটি ইলেক্ট্রিক কেবলি থাকার হুগিবে কত।

বড় রকমে সস্তায় বাড়ীতে ইলেক্ট্রিক ব্যবহার করুন

একমাত্র ইলেক্ট্রিক মাস্টার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

हविष्मातु इत्यादिना वाक्यात् ननु

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

আগম্যক আনি	(কাগজের খসে)	প্রতি বন	৫১১০
.. ..	(বস্তার)	..	৫১১০
.. ..	(কাগজের বস্তার)		৫১১০

କିନୋର ମ୍ୟାଟ୍	ପ୍ରତି ବର୍ଷ	ଟଙ୍କା
କମ୍ପ୍ୟୁଟର	"	୫୫
ଡକ୍ଟର	"	୫୫
କାମାଧିକାର	"	୫୫
ମହର	"	୫୫
ମିଆ	"	୫୫
ମୁଦ୍ରା	"	୫୫

বীজ চুম্বী	..	৬১০—৬১১০	৩
পাটগাই	..	৬১১০—৬১০	
বোলি	..	৬৭০	

.. "ବି" ଶ୍ରୀ	..	11/0
.. "ସି" ଶ୍ରୀ	..	11/0
.. "ଡି" ଶ୍ରୀ	..	11/0

... **नाकाब** **१५१०** **०५५**

সেশী	প্রতি বণ	২১০
সৈনিকাল	প্রতি পের	১৩—১৮ পাই

କଟ	ପ୍ରାପ୍ତି ସମ	୧୦—୫୦
ଡି.ଡି	"	୨୮—୩୫
ଇଲିମ	"	୨୫—୨୮

পল (কাগিরী)		
লা (মগপুর)	প্রতি টাকার	২০—২৫
দায় (আসাম)	প্রতি কুড়ি	৬—১৫
১ (সদ্বি)	প্রতি ডাকম	১০—১০
(সিকাপুর)	..	৫—১০
	(প্রেস-মোট)	

ବୋଉ ବୀବାହି । କାଗଜର ବୀବାହି ।
 ଟାକା ଆନା । ଟାକା ଆନା ।

১ম বর্গ	১	৮	১	০
	০	৮*	০	৮*
২য় বর্গ	১	৮	০	১২
	০	৮*	০	৮*
৩য় বর্গ	২	০	১	১২
	০	৮*	০	৮*
৪র্থ বর্গ	২	০	১	১২
	০	৮*	০	৮*
৫ম বর্গ	২	৮	২	০
	০	১০*	০	৮*
৬ষ্ঠ বর্গ	২	৮	২	০
	০	১২*	০	৮*

বেঙ্গল পবন বেস্ট প্রেস
(পাবলিকেশন্স লিমিটেড).

49

प्रेमका चरित्र :—प्राचीन विद्वान्, चरित्रज्ञ ।

স্বাক্ষরিত পৌরসভায় জন্ম একশাল 'কটেট' শ্রেণীর
 হাফ প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য মহানগর মেয়র
 হাবুর এক দফা পত্রান পাঠিত দান করিয়াছেন। পৌ-
 রসভায় এই দান গৃহণ করিয়া, সম্মতি যে দফা 'কটেট'
 হাফ বিক্রিত হইলো, তাহাও একশালির "হারদান"।
 ন মেয়রর জন্য আদেশ প্রদান করিবারে।

সন্ধ্যা-২.০৪৯ হইতে বৃষ্টি পাইয়া ২.২২২
 হইয়াছে। ব্যাভের ষড়ক-সন্ধ্যা ১.২৬৬ জন,
 দুই ঘণ্টা বন্ধ্যা ১.১০১ জন ছিল। ষড়ক-সন্ধ্যার
 মধ্যে ১.২৬১ জন প্রায়, ১০ জন বোতাম, ১ জন
 মুক্তি কমিটির এবং ১ জন সন্ধ্যার কাজ করিয়া
 নিশ্চিন্দন করিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার বন্ধ্যা ১.১০১ জন

Printed and published by GEORGE WILSON DAVIS at the Royal Government Press, Algiers, Algeria. **WILSON ALTAIR DAVIS.**



বাঙলাব কথা

শ্রী ১৫, ১৯৩৩

কলিকতা, ১৯৩৭ খ্রি. ১৯৪১

[এক খণ্ড]

আধুনিক সমর-কোশলের রহস্য

কিপ্তা ও লোকবলের গুরুত্ব

[উইলিয়াম টিউ লিখিত]

যুদ্ধ-পরিধি সম্পর্কে সম্প্রতি কলকাতা মিঃ জার্নাল যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, উহা প্রায়শঃ পাঠ করায় পর সন্ধ্যার জৌহুরিক অবস্থান ও পরিণাম সম্পর্কে কেহ একটু আশঙ্কিত হইতে পারেন না। প্রধান-মন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে উক্ত আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ উপরীপ, জুমায়াপার, আটলান্টিক, আশিয়া, সুডান, কঙ্গো অধিকৃত আফ্রিকা, তুরস্ক এবং কি কলোনিয়াল উল্লেখ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্র আরও বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন বলিয়া বলা যাইতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিণাম শুধু সৈন্য ও প্রচেষ্টার দ্বারা বিচার করা যাইতে পারে না। কারণ যুদ্ধ শুধু সৈন্য ও প্রচেষ্টা দ্বারা চলিতে পারে না; আকাশে এবং সমুদ্রের নিম্নদেশেও উহার প্রভাব কোমর নাশে মূল্য নহে।

তবে কি ইহা? যুদ্ধে বিশাল জনবল ও জ্ঞান আঘাত করিবার কৌশলও বিবেচ্য। বিশেষতঃ যুদ্ধের এই যে, পেশাদার বিবর হইতে অনেক সময় কেহ আরম্ভই করে না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের শেষ বিজয় হইতে উল্লেখ করিয়া আদি ব্যাপারটি পরিচয় করিয়া দিতেছি।

জগৎ সামরিক কার্যে বিমানপোতের ব্যবহার সবে-কয়েক বছর হইল। আকাশের তুলনায় উহাকে পৈশাবিক্য করা যাইতে পারে। ১৯১৫ এবং ১৯১৬ সনে যে বিমানপোত ব্যবহার হইত, উহাদের কল-কল্য যেন বিস্ময়জনক, গতিবেগও তেমনি বঙ্গা ছিল। প্রথম প্রথম জগৎ যুদ্ধে সামরিক বিমানপোতে যাইকেন্দ্রকারী একটি যাত্রা লোক থাকিত। সে প্রাথমিক উভয় সন্ধ্যার সময় প্রকাশ পাইত।

ঐক সে-সময় কোকার নামক জনৈক বিখ্যাত জাভানি একখানি বিমানপোতের ডিভাইস আর্গানগের দিকট বিচার করে। উক্ত বিমানপোতে সংস্থাপিত মেশিনগান হইতে প্রতিমিনিটে ২০০ বার তলী দিকের কল্য ব্যবহার হইত। কোকার পরিকল্পিত বিমানপোত আকাশের বিমান কল্যের দ্বারা কতিপয় পূর্ব কল্য করিয়া করিয়া যুগ্মিত।

কলকাতা-সেতু নামক কলকাতার জনৈক আফ্রিকান মেশিন-ইঞ্জিনে কল্য করিতেছিলেন। কোকার বিমান-পোতের প্রতিমিনিট বহুদূর তিনি কিছু বীজ কল্যিতে পারেন কি না, উহাকে বিচার করা হইল। তিনি অত্যন্ত যত্ন সহিত। সন্ধ্যা ও অন্ধকারে তিনি পালকী হইলেন। কিন্তু কলকাতা-সেতু নামক কলকাতার জনৈক আফ্রিকান মেশিন-ইঞ্জিনে কল্য করিতেছিলেন। কোকার বিমান-পোতের প্রতিমিনিট বহুদূর তিনি কিছু বীজ কল্যিতে পারেন কি না, উহাকে বিচার করা হইল। তিনি অত্যন্ত যত্ন সহিত। সন্ধ্যা ও অন্ধকারে তিনি পালকী হইলেন।

কলকাতা-সেতু কল্যে হাত দিলেন। তিনি কোকার মেশিন-পোতের ও জন-অধিক কলকাতা-সেতু একপ্রকার মেশিনগান আধিকার করিলেন।

আকাশের যাইকেন্দ্র বা কাছাকাছের তুলনায় কোকার বিমানপোত বড়ো শ্রেষ্ঠ ছিল, এই ব্যবহার কল্যে আকাশের সামরিক বিমানপোতগুলি কোকার তুলনায় বড়ো শ্রেষ্ঠ বর্জন করিল।

কলকাতা-সেতু বিমানপোতের প্রথম বীজ সময় প্রকাশে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত, এমন সময় একটি কল্য ব্যবহার হইল। জটিল আর্গান ও বড়ো বুলিট বৈমানিকের বেলে উহাদের একখানিতে চড়িয়া গেল এবং উহাকে জালিয়া আর্গান দিবিবের দিকট লইয়া গেল। আকাশের সৈন্য-সামর্য্য একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। কিন্তু আফ্রিকান কলকাতা-সেতু-বীজ বাড়িয়া গেলেন, তবেই কোমর কল্য নাই; কারণ আর্গানগ উহার দিকট কোমর ও মূলনীতি সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। কার্যক্ষেত্রেও ইহাই দেখা গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রে কলকাতা-সেতু সন্ধ্যা পরিচয় হওয়ার পর আদি উহাকে উহার দিকট কোমর সম্পর্কে পুণ্য করি। তিনি কলকাতা-সেতু দিকট মায় উক্ত করিলেন, সামরিক মেশিন-বিমানের সাহায্যে চতুর্বিধ পরিণাম করে মিশরের দিকট উক্ত বিমানপোত দিকট হইয়াছে।

আর্গানগ শুধু সৈন্য, প্রচ ও পতীতকারী সন্ধ্যা পাইয়াছে। অপর যে ৪১টি অভ্যাস্যক কোমরের বিমানও বিশেষ বিবেচনার যোগ্য, তন্মধ্যে গতিবেগ একটি।

তাঁহার উক্ত আঘাত দিকট অধোবঙ্গা ছিল বটে; তবে তাঁহার আধিকৃত মূল পরিণাম কোমর ও অধিক সংখ্যক লোক দিগের দিকট আঘাত দিকট বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। বর্তমান সংগ্রাম আরও হওয়ার পর হইতে আদি এ-সম্পর্কে বহু চিন্তা করিয়াছি। আর্গান-উভাবিত প্রিন্সিপাল কলকাতা-সেতু মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৬ সন এবং ১৯৪০ সনের ৫ বার আঘাত উহা জালক উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

ভিত্তিকভাবে তিনি সন্ধ্যা পোম্যাগের দিকট পোম্যাগের ব্যাপার হইতেই আকাশের বিকাশে হস্ত উঠিত ছিল; কিন্তু তাহা হয় নাই। কল্য এই বীজছিল যে, কার্যণী তাঁহার বিরাট বাহিনী লইয়া কিম্ব পড়িতে-হস্তাও, মেশিনগান ও জন-সন্ধ্যার সন্ধ্যা উল্লেখ আরোহণ শেষ করিয়া গেল।

অতি কম সময়ের মধ্যে হস্তাও এবং কোমরের দিকট দিক উক্ত জাল-এক আঘাতের দিকট উক্ত

হস্তাও আঘাত কার্যও আছে। এ-সম্পর্কে সন্ধ্যা, প্রকাশ কার্য এবং পোম্যাগের কার্যকলাপ সন্ধ্যা উল্লেখযোগ্য।

যাহা হোক, জালক হইতে সৈন্য সন্ধ্যার পূর্ণ পরীক্ষা কিম্বা এবং একসঙ্গে বিরাট বাহিনী দিগের দিক উক্ত কল্য হস্তাও হস্তাও হয় নাই। কিন্তু আঘাত ও সন্ধ্যার মানে হস্তাও হস্তাও হয়। আঘাত পড়িয়াছিল কোমর দিকটে। তবেই বিবর, কিম্বা এবং আঘাতের বিমানপোত হইতে একসঙ্গে ৮টি মেশিন গুলের গোলাগুলি বহুদূর বহুদূর বহুদূর আর্গান বিমান-পোতগুলি কাছ হইয়া গেল। আঘাতের বিমানপোতের কিম্বা পড়িয়া ইতিমধ্যে বিমানের জালক সন্ধ্যার হইতে পারিয়াছে। প্রত্যেক সময় সন্ধ্যা একসঙ্গে বহু সৈন্য দিগের উপর দিগের উক্ত আঘাত করিয়া আঘাতের। পোম্যাগের দিকটে, "বহুদূর সন্ধ্যার সৈন্য হস্তাও পড়িতে পারিতে পারেন।"

বীজ চিত্তাকর্ষক পাইবেন যে, কিম্বা এবং সন্ধ্যার তাঁহার দিক দেখে তাঁহার দিক দেখে প্রকাশ করা হইতেছে।

মার্কিন ব্যবসায়ী মহলের অভিমত

মার্কিন ৮৪ জন হিটলারের বিপক্ষে

কলকাতা নামক প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভোট গ্রহণ করিয়াছিল। ভোটের ফলে দেখা যায়, ইহাদের মতকরা ৮৪ জনই মনে করেন যে-কোনও প্রকারে হিটলারকে পরাজিত করা প্রয়োজন। মতকরা ৯০ জন মনে করেন যে, যুদ্ধ নির্ধন বুলি পরিচয় করা অনুযায়ী আমেরিকার কোমর কাছ জালিয়া বাড়া উচিত। ইহাদের আঘাত প্রায় অর্ধেকেরই মত এই যে, প্রয়োজন হইলে সাধারণ ব্যবসায় কলকাতা-সেতু নির্ধন বুলি করা প্রয়োজন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বুলিট সুকরাজা, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্টেলিয়া, সুদূর-প্রান্ত ও পারস্যদেশাদয় ভারতবর্ষ বঙ্গ-সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ যাত্রায় করে।

জাহাজ-ভাড়াৎ বে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং বাহিনীর ভাড়া, মালগীর ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন তালিকার আবেদন করুন :—

ম্যাকিন্স ম্যাকেরী এন্ড কোং, ম্যাকেরী এন্ড কোং, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

कृष्ण जी को राजा बनाया जाता है, राजा-महाराज
 विनायक अर्थात् राजा जी को विनायक विनायक
 कहते हैं। अर्थात् १० वां श्लोक में विनायक
 शब्द का अर्थ है विनायक।

এ বুদ্ধ ভারতেরই বুদ্ধ

[মিলিত হাই-কোর্টের ন্যায় জেরী চার্জ রক্তাক্ত
হাজারো প্রাণী নিখোঁজ]

কট্টর প্রায় হইতে বুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। মানুষ বুদ্ধকে বহা অনর্থক মূল বলিয়া জানিতে পারিয়াছে অথচ ইহাকে পরিহার করিতে পারে নাই। বুদ্ধের পশ্চাতে সাধারণতঃ মানুষের মিলিত প্রবৃত্তি কাজ করে। জাতির স্বাধীনতা, ইচ্ছা, কর্মজগতীয় স্বাধীনতা, উচ্চাকাংক্ষা, জীবনী, অথবা পরম্পরের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস প্রভৃতি বুদ্ধ বিগ্রহের মূল কারণ বলিয়া মনে রাখা যায়।

ইউরোপের আকাশেও আজ দুর্বোধ্যের সমষ্টি। সাদা সাদা লোকের মাথার উপরে চিহ্নিত বুদ্ধ-শিখার চিত্রিত। কবিগণের জন্য সাদার অর্থব্যয় করিয়া একতরফা পত্র একটা রাষ্ট্র প্রাণ করিতেছে—প্রাচীন কত কীর্তি প্রকৃষ্ট হইতেছে—কত হাস্যমুখের নগরী শূন্যে পরিণত হইতেছে—কতজন হিংস্র ন্যায়কে মজবুত আকার ধারণ করিতেছে—আজকের আভ্যন্তর—কৃষকের কাতর ক্রন্দন—গৃহস্থের নরকটী হাহাকারে আজ আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত।

বর্তমান বুদ্ধ মূলতঃ বৃত্তি এবং জাতির কথা। সাদার পশ্চিমবঙ্গের ইচ্ছা নাথাকিবকালিত, নাতি, অত্যাচারিত এবং প্রপীড়িত রাজাসমূহকে রক্ষা করিয়া দেটা করিয়াছিল বা করিতেছে তাই বৃত্তির উপর ভাষা এই আক্রোশ। বুদ্ধ চলিতেছে ইউরোপে বৃত্তি ও জাতির মধ্যে; তবে এই বুদ্ধকে "ভারতের বুদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিব কেন তাহাট আশা করে প্রতিপাল্য বিষয়।

বুদ্ধের সহিত ভারতের অধীন দেশ সকলের অজান্তে লড়াই। ইহার একটা অঙ্গ অঙ্গ হইয়া পড়িলে অপর অঙ্গের উপরও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। বর্তমান বৃত্তির স্বার্থে সহিত ভারতের স্বাধীনতা ও প্রাধান্যের ভিত্তি হইয়াছে। বৃত্তি বলি এই বুদ্ধে জরাজীর্ণ করে তবে ভারতবাসী লাভবান হইবে, আবার বৃত্তি বলি এই বুদ্ধে পরাজিত হয় তাহা চইলে ভারতেরও দুর্ভাগ্য অঙ্গ থাকিলে না।

ভারতে বৃত্তি পালনের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতবাসীকে ক্রমে স্বাধীনতার উপযোগী করিয়া তাহাদের হস্তে ভারতের শাসনভার অর্পণ করা। ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ খৃঃ অব্দে ভারতবাসীর বিষয়ক যে সমস্ত আইন বিধিত হইয়াছিল, তাহা হইতে এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। বৃত্তি বলি এই বুদ্ধে জরাজীর্ণ করে তাহা হইলে ভারতে বৃত্তি পালন শুধু ভারতের স্বাধীনতা পালনের অধীনস্থিতি অধ্যায়ত থাকিলে এবং ভবিষ্যতে আত্ম স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

বিবাজ না করুন বলি এই বুদ্ধে বৃত্তির পরাজয় ঘটে, তাহা হইলে ভারতের দুর্ভাগ্য অঙ্গ থাকিলে না। কারণ তাহা হইলে ভারত অস্বাভাবিক অধীন হইবে এবং ভারতের স্বাধীনতার অধীনস্থিতি বৃত্তি পালনের পিছাইয়া পড়িলে।

যদি ভারতে মাথার পালন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভারত যে অস্বাভাবিক ভোগ করিলে তাহা সহ্যেট অনুভবে। আত্ম স্বাধীনতা সহ্যে কিছু জানি না বলিলেই হইবে—বুদ্ধ হইতে যাহা জানি তাহা হইতে মনে হয় জাতির অধীনস্থিতি মিলিত মানব-সত্যকে ধ্বংস করিতে যত্নপরিচয়। ইতিহাসে যে সকল রাষ্ট্র মাথার কর্তৃক অধীন হইয়াছে তাহাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী ভাঙি আসিয়া নিখরাস উঠে।

কলকাতা থেকে আসিতেছে বৃত্তি এবং জাতির বুদ্ধের কর্মকর্তার উপর আশা করে যেমন ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

এ বুদ্ধ জাতির আত্ম করিয়াছে এখনও (Democracy) ধ্বংস করিবার জন্য। Democracy একটা বিশেষ রাষ্ট্রতন্ত্র নহে। ইহা বিশ্বমানবের একটি মনোভাব। ইহার মূলমন্ত্র হইতেছে প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতির স্বাধীন চিন্তাধারাকে স্বীকার করা বা প্রাণী করা। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতিকে তাহার সাদা অধিকার হইতে বঞ্চিত না করা। এই মূল মন্ত্রের ও জাতির অধীনস্থিতি মনোভাব হইয়া আসিয়াছে যে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাথার পালন এই মনোভাবকে ধ্বংস করিতে উদ্যত এবং বিক্রমক প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা যত্নপরিচয়। এই মূল মন্ত্রকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক মূলমন্ত্রে সত্যি একই কথা। ভারতেরও এই কথা সাদার তৎপর হওয়া উচিত।

মাথার পালন যে শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতেছে তাহা নহে, পক্ষ অধীন দেশসমূহের স্বাধীনতার উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করিতেছে। এই অবিচারের বিরুদ্ধে গণমানস হওয়া আশা করে কর্তব্য।

"যে ব্যক্তি অন্যায় করে সে যেমন সোণী—অন্যায় যে সত্য করে সেও তেমন সোণী; কারণ সে অন্যায়ের প্রশংসা করে।" এমনই যদি হিটলারের অন্যান্য দেশ ও জাতির উপর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বাসনার পরিসরটি না করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের কল ভাঙ হইবে না। এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সেই মরশুমের বিংশ শতাব্দীর মধ্যপথে পতিত ও নিপদাতি হইতে পারে।

এই বুদ্ধের পশ্চাতে যে জাতির কোনও মত মামল নাই, তাহা বলা যায় না। সাদা সাদা শিখা ও পশ্চিমের মূলমন্ত্র প্রভৃতি সাদার ইচ্ছার প্রবৃত্তি হইয়া সে এই বুদ্ধে আসিয়াছে। যে কোন উপায়ে হউক মিলিত মীটে লুকাইয়া—আকাশের উপর উড়িয়া—নিরীচ জনসাধারণের মনোপ্রাণ বিনষ্ট করিয়া—প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্ণ মিলিত মনোপ্রাণ করিয়া সে ভারত বিজয়িকারী ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিতে যত্নপরিচয়। সাদার মাথার কর্মসূচীতে পতিয়া বিশ্ব সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য আশা করে বুদ্ধে আসিতে হইবে।

ইউরোপের বুদ্ধ বর্তমানে ভূমাসাপের অভিন্ন করিয়া ক্রমাগত ভারতের দিকে আগাইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে যে এই বুদ্ধ ভারতে সংক্রমিত হইবে, সে আশঙ্ক্য অস্বাভাবিক নহে। ইউরোপের বুদ্ধ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, এতদূর চীম জাপানের বুদ্ধ ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এতদূর কিংবা পূর্ব সীমান্ত হইতে ভারতের বুদ্ধ—বিশেষতঃ এই বিদ্যমানোত্তর জিনে—কিছুই নহে। কাজেই এই বুদ্ধ ভারতে আর প্রসার লাভ করিতে না পারে, তৎক্ষণাৎ আশা করে বুদ্ধে মিলিত হইতে হইবে। ভারতের বুদ্ধের উপর বুদ্ধ চন্দ্র—ভারতের প্রাচীন কীর্তি ও শিরের মিলিত মনোপ্রাণ হউক—ইহা কোনও ভারতবাসী কিংবা ভারতের কোনও জাতিকর্মীর উপস্থিতি নহে।

কিন্তু ভারতকে বিদেশী মন্ত্রণা চাঙ হইতে একা করিবার কলত্র আশা করে নাই। ভারতের জন্য আশা করে বৃত্তির সুযোগ্য হইতে হইবে। কাজেই অবিলম্বে বৃত্তির সহিত যোগদান করিয়া বুদ্ধের প্রসারকে রুদ্ধ করিতে হইবে।

শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই নহে, কিংবা বিপদে কিছু ভয় ভরতীর সভ্যতা রক্ষা করার জন্যই নহে—মূলমন্ত্রের দিক দিয়া, কৃতজ্ঞতার দিক দিয়াও আশা করে বৃত্তির সাদার করিবার জন্য বুদ্ধে মিলিত হওয়া উচিত। সে কর্তব্য অবলম্বন করিলে মনোভাবের অস্বাভাবিক হইবে।

বৃত্তির পশ্চাতে বাসনার-মাথার প্রসার লাভ করিয়াছে, সেদের নিজস্ব উদ্ভৃতি হইয়াছে, সেদের অঙ্গ কলকাতার

কলিকাতা ও ভারতবাসী সাদার লাভ করিয়াছে—যেমনও, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রচুর মূল্যে জীবনমাত্রা বিক্রয় সহ্য হইয়াছে—এক কথা—সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিকার সাদা প্রকার উদ্ভৃতি সংক্রান্ত হইয়াছে। জাই বসিভেটিলার যে, ইংরেজ জাতি আশা করে সেদের শিকার, শিকার, সত্য ও সাদা বিষয়ের উদ্ভৃতি করিয়া আশা করে কত উদ্ভৃতি করিয়া উলিয়াছে। আজ শ্রুতিম অধিবাসীর পতিয়াছে। এই সময় তাহাকে ভাষা করা আশা করে উচিত হইবে না। তাহাকে সাদার করা আশা করে অস্বাভাবিক হইবে।

অনেক ভারতবাসী সাদার বাসনার অধীন হইয়া পড়িয়া করিতেছে যে, বৃত্তির আশা করে স্বাধীনতা না মিলে আত্ম স্বাধীনতা লাভ করা করিব না। কিন্তু তাহা ইহা বুঝিতে পারেন না যে, কোনও দেশ কোনও উপনিবেশকে স্বাধীনতামূল্যে বিক্রয় করে না। স্বাধীনতামূল্যের জন্য মিলিত হইয়া যোগদান করিতে হয়। আজ যদি ভুক্ত ও অধিকৃত স্বার্থের ব্যক্তি আশা করে সাদা ও মিলিত বুদ্ধ বৃত্তির প্রতি আশা করে মনোপ্রাণিত কর্তব্য অবলম্বন করি, তাহা হইলে তাহা অস্বাভাবিক হইবে কিংবা থাকিলে না।

বুদ্ধের সাদা পরিচিতির আশা করা বলা যায়। হইতেছে যে, এই বুদ্ধ শুধু জাতির বিরুদ্ধে বৃত্তির বুদ্ধ নহে, এই বুদ্ধের সকল অঙ্গের সহিত ভারতের স্বাধীনতা বিজয়িত। স্বার্থের ব্যক্তি, স্বাধীনতার আশা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সাদার মিলিত স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং মনোপ্রাণিত কর্তব্য। সাদার জন্য ভারতবাসীকেও এই বুদ্ধে মিলিত হইতে হইবে। জাই এই বুদ্ধ শুধু জাতির বিরুদ্ধে বৃত্তির বুদ্ধ নহে। এই বুদ্ধ বিশ্ব সভ্যতা-পালী জাতির বিরুদ্ধে ভারতের বুদ্ধ। জাই এই বুদ্ধকে ভারতের বুদ্ধ বলিব।

বৃত্তির আশা করে শিখাইয়াছে যে, জাতির আশা ভিত্তি চিরস্থায়ী একা সম্ভব হয় না। মজবুত স্বাধীনতা যে বাইর একা কলকাতা করিয়া আসিতেছিল, বৃত্তির জাই আশা করে দিয়াছে।

আজ ভারতের বিভিন্ন সমস্যা এক মহাজাতিতে পরিণত হইবার আশা করে একই আশা অনুপ্রাণিত হইয়া একটি লক্ষ্যপথে চলিয়াছে। স্বাধীনতা মূলমন্ত্রেই লক্ষ্য। এ বিষয়ে বৃত্তির ভারতের সহিত একমত। তবে সমস্যা তর্ক মীমাংসা কি মিলনের পথে যাহা পড়িলে? অথবা চিরকালই এই দুটো দেশ অস্বাভাবিক ও বিরোধভাব পোষণ করিয়া চলিলে? আশা করে তাহা কখনই হইবে না। ভারতের অতীত পৌরোহিত্য, জাতির স্বাধীনতা পৌরোহিত্য সহ্যেট সন্দেহ নাই। আশা করে যেম সকলেই অস্বাভাবিক ভাবনা ও মতিমা বৃত্তির জন্য মজবুত এবং মাথার পালন ধ্বংস সাধনে বম, মাম, পূর্ণ অর্থ মন্ত্রণা পণ করিয়া বৃত্তিপশ্চাত্যের সমস্যা হইতে যত্নপরিচয় হই।

গ্রীক নৌবাহিনী বুদ্ধ বাসাইবে না

মিলিত জাতির নৌবাহিনী বুদ্ধ

গ্রীক নৌবাহিনী যে এতবার হইতে বিক্রমিত সত্য এক যোগে কার্য করিতে থাকিলে, সে মনোপ্রাণিত প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রীক "নৌবাহিনী" হাজার হইতে ৭ হাজার নৌ সৈন্য ও নৌ সৈন্যবাহিনী আছে। ইহা হাজার হাজার হাজার অস্বাভাবিক আছে। গ্রীক নৌবাহিনীতে অন্যান্য জাতকের সহিত "এজেন্ট" নামক জাহাজ, ১০টি ডেইরার, ১৩টি পূর্ণাঙ্গ উপদে জে বোট, ৬টি সাবমেরিন, ৯টি মটর বর্ধকটী জাহাজ ও কতকগুলি সাহায্যকারী (অভিযোজী) জাহাজ আছে।

ঋণ-সালিসী বোর্ডের কর্মসূচ্যপত্র

ঋণ মহকুমার বহু মাঙ্গা নিশ্চিতি

বাংলায় ঋণ-সালিসী বোর্ডগুলি যে দিন দিন বৃদ্ধি
জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে, নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে
উহা বেশ বুঝা যায়।

মেদিনীপুর জেলার ঋণের অন্তর্গত হালুয়াভাটীর
অধিবাসী পঞ্চাশের অধিক উচ্চ গ্রামের প্রায়শু দানের মিকট
হইতে ৩২ টা কা কর্ম হইয়াছিল। হালুয়াভাটী ঋণ-
সালিসী বোর্ডে উচ্চ টাকা সম্পর্কে মাঙ্গা দানের হইলে
বোর্ড ২০ টাকার উচ্চ নিশ্চিতি করিয়া দেন। মহাজন
হালুয়াভাটী ঋণদাতাকে কেরা দিয়াছেন।

কাঁকড়ির মিলাসী বিশৃঙ্খল বট উচ্চ গ্রামের মধ্যে
কোর মিকট সম্পত্তি বহু রাবিতা ৩০০ টা কা কর্ম
গ্রহণ করিয়াছিল। হালুয়াভাটী ঋণ-সালিসী বোর্ডের
চৌর্য ঋণদাতা ও মহাজন একত্রে হইয়া ঋণদাতাকে
১৪ কা কর্ম দিয়া দিয়াছেন।

মেদিনীপুর বৈকুণ্ঠ প্রকল্পের মেদিনীপুর অঞ্চলে হইতে
জমার ঋণদাতা বহু প্রকল্পের মধ্যে ৫৫ টা কা
কর্ম দিয়া। অধিষ্ঠী ঋণ-সালিসী বোর্ডের চৌর্য ঋণদাতা
নয়ন বহু ২০ টা কা প্রদান করিয়া দিয়াছেন। দার হইতে
অবশ্যই পাইয়াছে। মাঙ্গাটি আপোষে নিশ্চিতি না
হইলে পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তি হইত।

উদাচীনের মধ্যে দিয়া বহু সন্তান দিয়া
মাঙ্গাটিও বোর্ডের চৌর্য আপোষে দিয়া হইয়া গিয়াছে।
এই মাঙ্গার মধ্যে দিয়া আসল বহু ২,০০০ এবং
বহু ১,৩৬০ দিয়া করিয়াছিলেন। বোর্ড সর্ব-
মোট ২,০০০ টাকার উচ্চ নিশ্চিতি করিয়া দিয়াছেন।
বহু ৫০০ করিয়া ৪ বহুসের উচ্চ পরিচালনা দেওয়া
কি হইয়াছে।

হিটলারের ভাবী মঙ্গল কি ?

মধ্য-প্রাচ্যে হিটলারের সতর্কতা

যে সৈন্যবাহিনী লইয়া হিটলার বহুসের মধ্য দিয়া
অবতরণ চালাইয়াছে, এইবার তাহাদের লইয়া সে
কি করিবে ?

ইংলণ্ড অভিযান করিবার আশায় হিটলার ইহাদের
বহুসের হইতে পশ্চিম দিকে লইয়া আসিতে পারে,
অথবা লবীয়ার আরও সৈন্য প্রেরণ করিয়া মিসরের
মধ্যস্থতা দ্বারা আক্রমণ চালাইতে পারে। কিন্তু হিটলার
এই দুইটি পন্থা যেই অবলম্বন করুক, অবশেষে বৃটেন
অভিযান বা মিসরের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।
কারণ একবার সৈন্য-চলাচলেই কেরা সন্তান সন্তান
মাঙ্গা হইবে।

এই দুইটি দ্বারা হিটলার হস্ত অর্থাৎ আর একটি পন্থা
অবলম্বন করিতে পারে। মিসরের জৈববিশিষ্টতার
উপর অধিকার লাভ ও উচ্চ দিক হইতে মিসরকে বিচুত
করিবার দোড়ে হিটলার তীব্র আক্রমণও করিতে পারে।
অনুগ্রহ উৎসাহ এবং একই সঙ্গে গিরিমা অভিযান করাও
হিটলারের পক্ষে অসম্ভব নহে। এরোপ্লেনযোগে
গিরিয়ার সৈন্য প্রেরণ সম্ভব। কিন্তু ব্রিটিশ
সমরযুদ্ধের এ সমস্ত সম্ভাবনার কথাই অবলম্বন করেন।
ইহাদের উপর যে আক্রমণের আশঙ্কা আছে,
পত প্রীতিকালেই তাহারা সে সম্বন্ধে অবলম্বন হইলেন এবং
অনুগ্রহ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্যারিসের
সম্মেলনও অনুগ্রহ আশঙ্কা কথা বিবেচিত হইয়াছে এবং
অবশেষে হইল সতর্কতা আক্রমণ প্রতিরোধের
কথা কবেই সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। কিন্তু হিটলার
অন্যতঃ প্রতিদিন সূর্য-সূর্য সৈন্য ও বহুসের প্রেরিত
হইতেছে।

ইউনিয়ন-বোর্ড এসোসিয়েশনের উদ্যম

মাতৃ-সমন প্রতিষ্ঠা

মহানগর জেলার গোপালপুর সার্কল ইউনিয়ন
বোর্ড এসোসিয়েশন কর্তৃক নিশ্চিত "পুষ্টিমা মাতৃ-সমন" কার্য সম্পত্তি
মহানগর জেলার ম্যাগিষ্ট্রেট হিটলার এল, কে,
মোহ, আই, সি, এস, কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

হাটীর সার্কল অফিসার মৌলভী কে, আর, বাবেব
সাহেবের প্রচেষ্টায় একটি সার্কল ইউনিয়ন বোর্ড এসো-
সিয়েশন গঠন ও জনহিতকর কার্যের এক বিরাট পরি-
কল্পনা রচিত হয়। হাটীর সার্কল অফিসারের অনু-
প্রেরণায় এবং অসহায় পরিষদে এসোসিয়েশন এক
বহুসের পূর্বে ৮টি মৌলভী-বাহু একটি ইন্ডোর হাস-
পাতাল স্থাপন করিয়াছে।

উচ্চ সার্কল অফিসার সাহেবের অদ্বা উৎসাহে ও
প্রচেষ্টায় এসোসিয়েশন কর্তৃক একটি মাতৃ-সমন প্রতিষ্ঠা
নিশ্চিত ও আশাব্যবহার আসবাবপত্র ইত্যাদি সংগৃহীত
হইয়াছে। ইহার নির্মাণ কার্যে পুষ্টিমা-মাতৃ ট্রাস্ট এটো
৫০০ টা কা দান করিয়াছেন।

বিশদ ৩০শে এপ্রিল অপরাহ্নে বহু প্রচেষ্টা, পট্টী-
উগ্রন, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ এবং সাম্প্রদায়িক শ্রীতি উপলক্ষে
জেলা ম্যাগিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা
অধিবেশন হয়। উহাতে প্রায় ৫,০০০ লোক সমবেত
হইয়াছিল। এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে জেলা ম্যাগি-
ষ্ট্রেটকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়।

গোপালপুর বহু সন-কমিটির সেক্রেটারী বাবু তুপতি
মোহন দার চৌধুরী বহু জাতিগত সাহায্যকরে ইউনিয়ন
বোর্ড কর্তৃক আনারী টাকা হইতে বোর্ড ১,৭০০ সন্তান
পত টাকার একটি ভোজা জেলা ম্যাগিষ্ট্রেটের হাতে সমর্পণ
করেন। সভার মৌলভী কে, আর, বাবেব, প্রেসিডেন্ট,
ইউ, বি এসোসিয়েশন, বাবু বহুস চর দে, এন, এ,
বি, এল, উকিল অফিসার, মহানগর জি, বোর্ডের
জাইন-চৌর্যম্যান বাবু জামেজ চর দে, এন, এ, বি, এল,
ও বাবু মুরলীধর গাঙ্গুলী, বি, এ, প্রাচীন বহুতা করেন।
জেলা ম্যাগিষ্ট্রেট পট্টীগ্রামে হাসপাতাল ও মাতৃ-সমন
স্থাপনের জন্য মৌলভী কে, আর, বাবেবের তুফানী প্রাঙ্গণ
করেন।

বাংলায় সংক্রামক রোগের প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

পত ৫ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহ
বহুসের বোর্ড ৩,১৭৭ জন লোক কলেরা রোগে
আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে কলিকাতায় ৬৬৪ জন, বাবুসহ
৫৯২ জন, কলিকাতার ২৭৩ জন, ২৪-পরিষদ ২৩৭ জন,
হাওড়ার ১৫১ জন, বগোয়ারে ২৫২ জন, বুলনার ২১১ জন,
চট্টগ্রামে ১৮৪ জন এবং ত্রিপুরায় ১২৮ জন আক্রান্ত হয়।

উচ্চ সময়ে বোর্ড ১,৪০৮ জন লোক কলেরা রোগে
বুড়ানুপে পতিত হয়, তন্মধ্যে ২৪-পরিষদ ১২৪ জন,
বগোয়ারে ১৮২ জন, কলিকাতায় ২৬৫ জন, বাবুসহ
২৩৮ জন, চট্টগ্রামে ১৩২ জন এবং বুলনার ১১৪ জন
বুড়ানুপে পতিত হয়।

বোর্ড ১,০৭৬ জন লোক উচ্চ সময়ে কলেরা রোগে
আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে কলিকাতার ৩৬২ জন, বর্ডমানে ২৬৫
জন এবং হাওড়ার ১১৮ জন লোক রোগাক্রান্ত হয়।
কলকাতায় হাট দার বোর্ড ৫১০ জন লোক, জমার
মধ্যে একবার কলিকাতাতেই মরে ৩২৭ জন।

মাদ্রাসায় বোর্ড ৭১ জন লোক ইকু-বোর্ডের
আক্রান্ত হয়। কলিকাতার ইকু-বোর্ডের মৌলভী
প্রাঙ্গণ করে। প্রায় গোলে শেষ আক্রান্ত হইয়াছে
বহুসের সন্তান পাতাল দার আই।

ট্যাঙ্কিয়ারে আর্গামেন্টের কর্তৃক স্থাপনের প্রয়াস

শ্যামলি পরিচালিত জম-অবলম্ব

পত দুই সপ্তাহে শ্যামলি পরিচালিত সন্তান দিক দিয়াই
সন্তান দিক দিয়াছে। সন্তান দিক দিয়া সন্তান দিক দিয়া
অবলম্ব হইয়াছে, হাটীরা টাকা দার হইলে এবং
ইচ্ছানত হ্যা কেরা করিতে পারে, কিন্তু মিসরের
সন্তান তীব্রতা হইয়া উঠিয়াছে। মিসরের সন্তান
সন্তানদ্বারা একত্রে অসহায় পরিচালিত হইতেছে।

সন্তান ও শ্যামলি মিসরের উপর আর্গামেন্টের
প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। আর্গামেন্ট ইতিমধ্যেই
মিসরের মত উচ্চপূর্ণ বীতি অধিকার করিয়া বসিয়াছে।
সন্তানের বহু বহুসের বর্ডমানে আর্গামেন্টের পুষ্টি
অফিসার একটি শাখা বসিয়েও অসুখি হইবে না।

আর্গামেন্টের আর্গামেন্টের প্রচলন কর্তৃক
ট্যাঙ্কিয়ারে আক্রান্ত করিবে বহুসের সন্তান হইতেছে।
ট্যাঙ্কিয়ারে আক্রান্তের দ্বারা সন্তান জম। জম
হাটী মিসরের প্রাঙ্গণ ও কলকাতা মিসরের সন্তান
হানে অবলম্বিত বহুসের ইহা সন্তানের উপর দুই দিক এক
আক্রান্ত চলাচল মিসরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হান।

ট্যাঙ্কিয়ারে শাসন-পরিচালনা আর্গামেন্টের দিক
হইবে বহুসের সন্তান হান। ইহাদের সন্তান বহু আর্গামেন্ট
কর্তৃক হইবে, বাহাতে মিসরের কর্তৃক
আর্গামেন্টের হাতে আসে। কর্তৃক হইল ট্যাঙ্কিয়ারে
সন্তান নিয়ন্ত্রণ আরও হইয়া গিয়াছে; আর্গামেন্টের
এবং বেডারযোগে প্রেরিত সন্তানও নিয়ন্ত্রণ করিতে
চাইতেছে। ট্যাঙ্কিয়ারের বেডার বীতি হইতে নির্ভর
মাঙ্গীপকীয় প্রচলন আরও হইয়াছে।

আর্গামেন্টের বহুসের যে, শ্যামলি মিসরের ও ট্যাঙ্কিয়ারের
উপর আর্গামেন্ট: সাময়িক কর্তৃক স্থাপন করিতে না
পারিলে তাহাদের পক্ষে পশ্চিম তুফানাসের প্রবেশ-
দুই বহু করা সম্ভব হইবে না।

কেহ কেহ মনে করেন, শ্যামলি মিসরের জৈব
চলাচল মিসরের আক্রমণের দ্বারা হইয়া অবলম্ব
নহে। আক্রমণকারীরা এখানে শ্যামলি আক্রমণের
পুষ্টি ও আক্রমণের পাতাল উচ্চলন করিতে চৌ করিতে
পারে। তবে এইজন্য সন্তানসিক আক্রমণের একত্রেই
আবলম্ব করিতে পারেন; তিনি জৈবের বেইশবের।
পত কর্তৃক বহু শ্যামলি মিসরের জিহা প্রায়
আক্রমণ করিয়া দিয়াছে।

দেশরক্ষা বিভাগ

বিমান আক্রমণ

সর্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য

অবশ্য করণীয় কয়েকটি বিষয়

(ইংলিশ বা বাংলা)

কুলা দুই অঙ্গ—সন্তান দিক দিক দিক।

কলকাতা বোর্ড প্রেস (পাবলিকেশন প্রক), মাদ্রাসা,

কলকাতা, হাটীরা মিসর, কলকাতা

কলকাতার সন্তান পুষ্টিমানে প্রকৃত।

১০ নং কলকাতা কোর্ট, কলিকাতা।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

সংক্ষেপ—

প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটই হইতেছে যে পরমা করিয়া মুক্ত জাতিতে চীনা সংগ্রহের যে প্রচেষ্টা সমগ্র জেলা ব্যাপিয়া চলিয়াছিল, তাহার এপ্রিল মাসের ফলাফল সম্প্রতি জানা গিয়াছে। এই ব্যাপারে বঙ্গবাসী মহকুমা মোট ৩,০০৭।।/৫ সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য মহকুমা হইতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। নড়াইল মহকুমার ২,৫৮১।৮/৫ এবং ঝিনাইদহ মহকুমার ১,০১২।।/০ আলা নংপুতী হইয়াছে। সদর মহকুমার ৭৫০।৮/১৫ এবং মাগুরা মহকুমার ৬৭২।৮/৫ আলায় হইয়াছে। মোটের উপর এক মাসের চেষ্টার ফলাফল সমগ্র জেলা হইতে এই পরমা-কমে ৮,০১২।১/০ আলায় হইয়াছে। আলা করা বার যে, বর্তমান যে মাসেও অনুগ্রহ পরিমাণ অর্থ এই কমে নংপুতী হইবে। বঙ্গবাসী মহকুমার যে নংপুতী চীনা নংপুতী হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় মহকুমা চীনা, লাক্ষ্য অধিকারপন ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট-বর্গ বিশেষভাবে মনোযোগী। তাঁহাদের এই আশা যেমাত্র অন্যান্য জেলাতেও অনুগ্রহ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই পরমা-কমের চীনা সহ মনোচিত জেলা হইতে এই পর্যায় মুক্ত জাতিতে মোট ৫০,০০০ টাকা আলায় হইয়াছে।

বিগত ৩রা মে তারিখে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মি: আই. পি. মুখার্জী সহ প্রতাপকাঠি গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রপুর গ্রামে গ্রামবাসীসমূহকে জল পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। জলপিত্ত হইতে প্রতাপকাঠি পর্যন্ত যে কীচা দ্বারা চীনা নিরাসিত, তাহাকে মোটর চলাচলের উপযোগী করিয়া নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে মি: আই. পি. মুখার্জী জেলা-বোর্ডের হতে ২,০০০ টাকা দিবার প্রস্তাব করেন। প্রকাশ, জেলা-বোর্ড এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

বোখালি বাগড় হইতে কচুরীপালা পরিষ্কার করা হইয়াছে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বলাইজাল গ্রামে খানপুর ইউনিয়নের অফিস পরিদর্শন করেন। এখানে সবচেয়ে গ্রামবাসীসমূহকে তিনি বুঝের অবস্থা বুঝাইয়া দেন এবং আলায় জল জাতি করিয়া কার্য করিতে উপদেশ দেন।

যশোরের পোষ্টাল বিভাগের টেলিফোন একটি জেলা-বোর্ডের জন্য দেওয়া চলিতেছে। দ্বিতীয় কতিপয় ব্যবসায়ী ও আইনজীবী টেলিফোন সংযোগ গ্রহণ করিতে ব্যক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

চীনা—

চীনার সদর (উত্তর) মহকুমার অর্থ ও কৌশল ইউনিয়নের বিপ্লব। পল্লী-সমিতি সমগ্র পল্লী-সংগঠন কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইউনিয়ন জীবাণু একটি পুষ্টিগত কচুরীপালা উন্নয়ন উদ্যোগে জন-সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া বিজ্ঞাপন। যেহেতু প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা সাহায্যে উক্ত কার্য সম্পাদিত হইয়াছে।

অপর একটি পুষ্টিগত বন্য কার্যও চলিতেছে। এ-কারণে ২৫০ বার পড়িত। যেহেতু প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা সাহায্যে বিনা ব্যয়ে ইহার বন্য কার্যও সম্পন্ন হইবে। কতিপয় গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে কিছু এক মাইল পশ্চিমে একটি দ্বীপ নির্মাণ করিয়াছে।

অধিক ইউনিয়নের প্রচেষ্টা পল্লী-সমিতি সেরা গ্রাম একমাইল একটি বন্য বন্য করিতেছেন। ইহার

মোট ব্যয়ের অর্ধেক ভারত সরকার এবং অবশিষ্ট দ্বিতীয় অধিবাসী বন্য করিতেছে। কালিকাতার সার্কেল অফিসার বন্য বন্য কার্য পর্যালোচনা করিতেছেন।

পুর্বাংশ ইউনিয়নের ভারত পল্লী-সমিতি ভারত সরকার ও দ্বিতীয় চীনার অর্থ বেলার একটি বাই ডেবী করিতেছেন। এ-কারণে ১০০ বার হইয়া গিয়াছে।

সরকারী অর্থ কালিকাতা পল্লী-সমিতির ৫০ মূল্যে পুষ্টি বন্য করিয়াছে। ইহা একমাত্র একটি প্রচেষ্টা সাহায্যে পরিণত হইয়াছে।

বড়কা—

উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিনিয়র ও জুনিয়র মাদ্রাসা এবং মজলুমদের শিক্ষকের জন্য বড়কা-পাওয়ার বর্ডার-চর্চা বিষয়ক শিক্ষার বিশেষ অফিসার সম্প্রতি বড়কা পথের একটি বর্ডার-চর্চা শিক্ষকের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিগত ৫ই মার্চ হইতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত এই কেন্দ্রের কাজ চলিয়াছিল। মোট ৭২ জন শিক্ষক এই কেন্দ্রে বোগদান করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রের শিক্ষা সমাপনের পর বিগত ২৪শে মার্চ তারিখে সেন্ট্রাল মাদ্রাসা মহালায় একটি বর্ডার-চর্চা প্রদর্শনী অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বহু গণ্যমান্য উল্লেখ্য এই অনুষ্ঠানে বোগদান করিয়াছিলেন। উৎসাহীরা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মি: কে. এ. মজুমদার এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ট্রেনিং প্রদর্শনকারী শিক্ষকগণ বেলার কীচা-কলম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট অতিশয় প্রীত হন এবং বর্ডার-চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।

কলিকাতা (সদর মহকুমা)—

ভারত পল্লী-সমিতির দ্বিতীয় বন্য কচুরীপালা অর্থ এবং প্রাদেশিক সাহায্য হইতে ১১টি বন্য প্রদর্শন ১০,০০০ ব্যয়ে বলায় হইয়াছে।

দিল্লী পরিষ্কার-সমূহের কাজও শেষ হইয়াছে:—

	সরকারী সাহায্য।	দ্বিতীয় চীনা।
পাটনাইক ইউনিয়ন বোর্ডে চরমপুতী হইতে কলিকাতা-মহী পর্যন্ত একটি বন্য বন্য	১,০০০	৫০
চরমপুতী হইতে মলি বর্ডার পর্যন্ত একটি বন্য নির্মাণ	১,০০০	৫০০
বানাত বন্য-ই-জাতি কলিকাতা বোর্ড	৩৫০	২১৫
কালিকাতা বন্য-ই-জাতি কলিকাতা বোর্ড	২৫০	১৫০
পাটনাইক গ্রামের বোর্ড	২০০	৫০
দ্বিতীয় গ্রামের বোর্ড	৫৫০	১০
কলিকাতা-বোগদান গ্রামের বোর্ড	২৫০	১০
কলিকাতা বন্য-ই-জাতি কলিকাতা বোর্ড	২০০	১৫

সরকারী দ্বিতীয় চীনা।

চরমপুতী বন্য-ই-জাতি কলিকাতা বোর্ড ৩০০ ১০০
কলিকাতা বন্য-ই-জাতি কলিকাতা বোর্ড ৩০০ ২০৫
বাইকালী গ্রামে মজলুম পান্ডিত বন্য ও সাহায্য ম্যাজিষ্ট্রেটের বেজবাসী মাসের ৭৫০ ব্যয় বেল হইয়াছিল। বাইকালীর অধিনায় এই উদ্দেশ্যে একটি প্রচেষ্টা গৃহ বন্য করিয়াছেন। সরকারপ্রদত্ত ১,৫০০ সাহায্য হইতে ৫০০ ব্যয়ে কলিকাতা লীর বিজ্ঞান মাসে ৮টি বোর্ড দেওয়া হইয়াছে। ৫০০ ব্যয়ে এই লীর জলপিত্ত পরিষ্কার করা হইয়াছে।

কর্মে বিলম্ব সাহায্য

বিপ্লব বোগদান সাহায্য করার জন্য কর্মের বিলম্ব সাহায্য-লান পরিষ্কার কার্যকারী করার উদ্দেশ্যে জেলা-বোর্ডের হতে ৪,৫০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছিল।

কৃষি-বন্য

মার্চ মাসে কৃষি-বন্য ব্যয় ৩৫,০০০ টাকা নিতবন করা হইয়াছে।

মাদারীপুর (কলিকাতা)—

প্রাদেশিক সাহায্য ১০,৮৮৫ এবং দ্বিতীয় চীনা ৪,৮০০ টাকা হইতে মাদারীপুর ইউনিয়ন বোর্ড এলাসিগনেশনের সেক্রেটারী ১২০টি বন্য বন্য করিয়াছেন। বাজেটে আরও যে বন্য বন্য করিয়া আছে, ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ তাহা বন্যের ব্যবস্থা করিতেছে।

কচুরীপালা

যেহেতু প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা কচুরীপালা ইউনিয়ন হইতে কচুরীপালা দূরীভূত করা হইয়াছে। সরকারী সাহায্যে বাসিন্দা বন্য, সিদ্ধি বন্য, জাতিগত বন্যের বিলম্বিত এবং জাতিগত বন্যের কোন কোন জেলের কচুরীপালা পরিষ্কার করা হইয়াছে। সাহায্যে বিন্যাসিত কচুরীপালা প্রচেষ্টা করিতে না পারে, তৎক্ষণাৎ কচুরীপালা সিদ্ধি বন্য মাসে কচুরীপালা বন্য নির্মাণ করা হইয়াছে। এই পরিষ্কারের জন্য সরকারী সাহায্য ২০০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

সরকারী প্রচেষ্টা কচুরীপালা উন্নয়নে সাহায্য হইতেছে এবং জাতিগত জাতি বন্য দিতেছে।

সরকারী জলসেবা সল (ম: ১০) এই মহকুমার পরিদর্শন করিতেছে।

বিবিস

সরকারী সাহায্য বন্য ১,৮০০, ৫,৮০০ এবং ৩,৭৭০ চীনার জাতি নির্মাণ, বেলার বাই ডেবী এবং বন্য বন্য করা হইয়াছে। এই সরকারী সাহায্যের সমিত বন্য ৫৮৫, ২,৮১৫ এবং ১,৮১০ চীনা দ্বিতীয় চীনা পাওয়া গিয়াছে।

এই মহকুমার সাহায্যে সাহায্য সাহায্য ২,৫০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং যে কর্মের জন্য এই বন্য করিয়া হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যে জাতি বন্য করা হইয়াছে। বেলার বাই ডেবী বোর্ডের বন্য বন্য বন্য করা হয় বন্য; কচুরীপালা ৫০০ চীনা বন্য ৩১শে মার্চ সরকারের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

কচুরীপালা এই মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কচুরীপালা বোর্ডের বন্য বন্য করা হইয়াছে।

(কচুরীপালা)

Q 124

সাপ্তাহিক বুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার পেশাবল]

বিভিন্ন ঐতিহাসিক গৃহ অভিযুক্ত

লন্ডনের উপর গত ১০ই মে রাত্রিতে যে যে-প্লেনেরা বিমান আক্রমণ চালায়ছিল, তাহাতে পার্লামেন্ট গৃহ, ওয়েস্টমিনিস্টার এলি, এম' বুটিন মিউজিয়াম অভিযুক্ত হইয়াছে।

হাঙ্গেরি আক্রমণ

লন্ডনের আর একটি সংবাদে জানা যায় যে, কুস্তুর বুটিন বোমাবর্ষী বিমানবাহিনী প্রেসেন, একডেন এবং হাঙ্গেরির সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল।

ভুক্তিতে ইটালীতে গণপুত্র

ভুক্তিক এলাকার বহু ইটালীয় সৈন্য হত্যাচ্যুত এবং বন্দী হইয়াছে। সাতোরা গাড়ীর বন্দুকাধীনে বহু ইটালীয় আত্মরক্ষার বাহিনীর লিফটে বহন করিয়া নিহত ছিল, তখন বুটিন সৈন্যগণ অতিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বেশিরভাগের গুলীতে অনেককে হত্যাচ্যুত এবং বন্দী করে।

সুয়েজ এলাকার শত্রু হানা

বিশ্বের আভ্যন্তরীণ বিভাগের সর্গীর সঙ্কটবাসী হইতে প্রকাশিত এক এন্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, ৯ই মে শনিবার রাত্রিতে শত্রু বিমানপোতসমূহ পর্যায়ক্রমে সুয়েজ ক্যানাল এলাকার তৃতীয়বার হানা দিয়াছিল। বোমা বর্ষণের ফলে সামান্য ক্ষতি হইয়াছে এবং একজন লোক আহত হইয়াছে।

জিপোলিতে বুটিন বিমানের হানা

রাজকীয় বিমানবহরের একবাসি এন্ডেচারে ১২ই মে সিলিলীতে শত্রু বিমানপোতসমূহের ব্যাপক ক্ষতি সাধন এবং ইরাকের ভূতলা গণল সম্পূর্ণ হওয়ার সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

উরাত্তে বলা হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষের ক্যাটামিয়া ও কোবিলো বিমান বাহিনীর বিমানপোতসমূহের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে।

বোমার প্রেসনসমূহ জিপোলী বন্দর আক্রমণ করিয়া সরাসরিভাবে করেকটি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল।

বুটিন বাহিনী কর্তৃক রক্তবাহ, তুর্প অবিকৃত

বুটিন প্রেসনসমূহের বোমাবর্ষণের পর গত ১১ই মে রাজকীয় বিমানবহরের সাতোরা গাড়ীসমূহ ভূতলা গুণ' অবিকার করিয়াছে।

সোভিয়েটের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক

টাস এজেন্সী সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক ইরাকের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

এজেন্সী জানাইয়াছেন যে, গত ৩রা মে ইরাক গভর্ণ-মেন্ট এই সম্পর্কে আত্মসার সোভিয়েট প্রত্যাশার মারকতে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট এক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়া-ছিলেন।

জার্মানী হইতে হের হেনের পলায়ন

খুশের হিটলারের প্রধান সহকারী কলক দেব গত ১০ই মে একবালা বিমানপোতে চট্টিয়া গেলি জার্মানী হইতে অলুনা হুন; কিন্তু অবশেষে ফ্রান্সে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। তিনি ইংলণ্ডে বুদ্ধ-বন্দী হিসাবে থাকিবেন।

জার্মান মিউজ এজেন্সি জানাইয়াছেন যে, হের হেনের একবালা গজ হইতে জানা গিয়াছে যে, জার্মান মিত্র বিদ্রুতি ও চিত্তবিরম ঘটাইয়াছিল।

অলুনা হইবার কারণ বারম্বার হটক না কোস, জানা গিয়াছে যে, হেন প্যারিসস্থিত বোমার প্রেসনসমূহের ডেভিস ব্যাকবিন নামক জনৈক ক্রুকের কুটিলের নিকটে অবতরণ করেন।

[২য় কলামের বিস্তারিত]

ইরাকী বিদ্রোহের মূল রহস্য

রশীদ আলী ও চক্র-শক্তির যোগাযোগ

কাইরো হইতে মিউজ ক্রনিক্যাল পত্রিকার বিশেষ সংবাদপত্র নিবিরাজেন :—

জার্মানী এবং ইটালীয় সহায়তার রশীদ আলী যে করেক সপ্তাহ পূর্বেই পিছন হইতে ছুটি বাবার পরিকল্পনা করিয়াছিল, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যাউতেছে।

এক বৎসরেরও পূর্বে জার্মান রাষ্ট্রদূতবাসকে বোমাবার পরিত্যাপ করিতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু ইটালীয় সহিত ইরাকের সম্পর্কভেদ হয় নাই। ইটালীয়েরাই আত্মনিসের পক্ষে ইরাকে নানা বক্তব্য করে।

এতদূর পূর্বের ও জার্মানদের অব্যাহা প্রাপ্তন কিংব ইরাকে কিছুদিন হইতেই প্রবেশ করিতে থাকে। পূর্বাভাস অনুসন্ধিৎসুদের জ্ঞানবোধে বহু জার্মান ও ইটালীয় রণকর্তা এবং কুটনীতিবিদ তুরন্ত হইয়া ইরাকে আসে। সিরিয়ার ইটালীয় বুদ্ধ বিবর্তি কনিশনের সহিত গত দুই সপ্তাহ বহিরাই ইরানের এবং রশীদ আলীর বিশেষ সংযোগ স্থাপিত হয় এবং বসরা হইতে বোমার পর্যায় আত্ম-নিসের বক্তব্যভাল বিদ্রুত হইয়া পড়ে।

যখন সেবা সৈন্য আশ্রয় অনেক অনেক বেশী খ্রিষ্টান সৈন্য ইরাকে অবতরণ করিয়াছে, তখন রশীদ আলী অবিসরে খ্রিষ্টানবাহিনীকে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত হয়। সাখীনের সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়া তবুই অবশ্য সে এইরূপ দুঃসাহসিক কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্যায় রশীদ আলী সাখীনের নিকট হইতে বিশেষ কোনও সাহায্য পায় নাই।

অবশ্য ইরাকের বিদ্রোহের ফলে খ্রিষ্টানের সমগ্রপন কোনও প্রকারেই বিপন্ন হয় নাই। পারস্য উপসাগর এখনও খ্রিষ্টানের হাতে, সুতরাং বাহুরিণ এবং আরব-বেগের তৈলবসি অকলে প্রবেশ-পথ সম্পূর্ণ বোলাই আছে। ইরাকীনের একমল মাত্র এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছে, ইহারা অবিকার-ই হারী সৈন্যদলগুলির অন্তর্ভুক্ত। চারজন কুখ্যাত সৈন্যদল ইরানের বেতুর করিতেছে। ইহারা গত কর মাস ধরিয়া প্রায় প্রকাশ্য ভাবেই আত্মনিসের সহিত সহযোগিতা করিতেছিল; ঐসকল তাহারা রাজার বিরুদ্ধেও বক্তব্য করিতেছিল। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যাহারা যোগদান করিয়াছে, তাহার মধ্যে গ্রাও মুক্তিও আছে; এই গ্রাও মুক্তি প্যানে-টাইনের আরবদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্যাগাইরা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ার পরে বোমালানে পালিয়া যায়। গত এক বৎসর ধরিয়াই তিনি ইরাকের খ্রিষ্টান বিরোধীদের সহিত বক্তব্য করিতেছিল।

বর্তমানে সিরিয়া অন্তত তুরকপূর্ণ হান অবিকার করিয়া আছে। সেখানেও বর্তমানে বহু গভর্ণমেণ্ট চলিতেছে। বুইটা বড় রকম বর্ধিত এবং বসন্তভায়ে বহু লোকের সেবাদকার অবস্থা বিশেষ গোলযোগপূর্ণ। কিন্তু জেনারেল ওয়েবীর পূজভন ও বিশুদ্ধ সৈন্যদল সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত এলেনপুসী, মোক্ক, বেইকট এবং তেবাকস প্রভৃতি ঠিকিতে সম্পূর্ণ প্রভুত হইয়া আছে।

[১ম কলামের শেষ]

হের হেনের আত্মসার নিবেদী এবং ডটম্যাও অবতরণ সম্পর্কে অবৈধিকার কুটনৈতিক বহলে জর-করনা সৃষ্টি হইতেছে। জার্মান অনুমান করিতেছেন যে, সাখী পালন বহু জালন করিয়াছে। জার্মানের বক্তে ১৯১০ সালের কুন বহনের ব্যাপক হত্যাচ্যুতের বহু একটি ব্যাপার হইতে রক্ষা পাইবার কথা মেন পলায়ন করিয়াছেন।

হের হেনের পরে জার্মান বোমাবাস

হাঙ্গেরি হইতে জার্মান মিউজ এজেন্সি ঘোষণা করিয়াছে, হাইকোর সেকা বহিরা বহিষ্ট সার্লি বোমাবাস নামক জনৈক ব্যক্তিকে সিরিয়ার সেনার বন্দীভুক্ত করিয়াছেন। জার্মান পক্ষের আর হিটলারের জেনুসী কল হইয়াছে।

গোপালপুরে ইকু-প্রদর্শনী

সাকলাপূর্ণ অনুষ্ঠান

রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত গোপালপুরের কাছাকাছি প্রাকমে 'নব' বেলন স্থায়ী মিলন কোম্পানী লিমিটেড' একটি উপদেশকূলক ও শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনী সংবর্তন করিয়াছিল। বিশেষ কর্তৃপক্ষ সাধারণভাবে ইকু সম্পর্কিত ব্যাপারে রক্তালি বহিরা ইহা নাম 'ইকু প্রদর্শনী' সেওকা হইয়াছিল বটে; কিন্তু তৎসময়েও এখানে কৃষি-শিল্প ও বাবা বিবরক পথ্য প্রদর্শনের ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃত পক্ষে ইরাকে পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী বহিরা অভিহিত করা চলে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে গত ৭ই মার্চ মার্চের বহুবু হাকিম এই প্রদর্শনীর হাতো-লগাটন করেন এবং ১০ই জুনি পর্যায় উহা সর্বপার্যের জন্য উন্মুক্ত থাকে। যে সকল ব্যক্তি এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শনযোগ্য প্রযাতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাকলাপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে গত ৯ই মার্চ জেলা ব্যাঙ্কিট্টে পুরস্কার বিভরণ করেন।

রাজশাহী জেলা বোর্ডের জন-স্বাস্থ্য বিভাগ ব্যক্তিভুক্ত কৃষি, শিল্প, পণ্ড-চিকিৎসা প্রভৃতি বাঙলা সরকারের আত্মস্বাস্থ্যকীয় বিভাগ এবং কলিকাতা কম্পোজেনের প্রচার বিভাগ এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া এবং চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ প্রযাতি প্রদর্শন করিয়া লক্ষ-বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

কীলা, বেতের বুড়ি ও গাড়ীর চাকা ইত্যাদি বাবীর শিল্প প্রদর্শিত হইয়াছিল। জরি নির্বাচন হইতে মুক্ত করিয়া ইকুর কলম এবং ইকুর রোগ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক চাষের বিভিন্ন দিক চিত্তাকর্ষক মজা, ছবি ও বিশেষ বক্তব্য দ্বারা বুঝাইয়া সেওকা হইয়াছিল। ঠেসে প্রদর্শিত প্রযাতি ব্যক্তিভুক্ত মোল্ড বোর্ড লাঙল ঘরা জরি তৈরী, উত্তর কলম নির্বাচন, বাটি বুড়িয়া সেই সকল কলম বপন, চাকুদী সেওকা গর্তসমূহে গোবর সংগ্রহ, সকল সার নির্বাণ প্রভৃতি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রদর্শনী-প্রাক্ষেপে লক্ষ-বৃন্দকে হাতেকলমে বুঝাইয়া সেওকা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিনামূল্যে আবাদ প্রদানেরও ব্যবস্থা ছিল এবং এই স্থানে গড়ে প্রত্যাহ ৬,০০০ লোকের লোক সমবেত হইত।

বিশেষ কর্তৃপক্ষ বহু টাকা মূল্যের প্রয়োজনীয় প্রযাতি পুরস্কার প্রদান করিয়াছে। প্রথম পুরস্কার মূল্য ১০০ টাকা দ্বারা দান করা ছিল। একজন কৃষক প্রতি একরে ১,১১৬ বন ইকুর চাষ করিয়া উক্ত পুরস্কার লাভ করে।

এই প্রদর্শনীর সহিত একটি পূর্ণাঙ্গিত পত প্রদর্শনীও বোলা হইয়াছিল এবং বাহারা উত্তরভাগে সরকারী প্রথমদ বীজ পালন করিয়াছে ও জল বহিষ প্রদর্শন করিয়াছে। জারী কৃষি বিভাগের পত পালন বিভাগ কর্তৃক জারী প্রকৃত হইয়াছে। এই বহুপ্রদ প্রদর্শনী এই অকলে জুজিসন বহি এই অনুষ্ঠান কৃষকগণের চকু উন্মিলনে সাহায্য করে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইকু চাষের কণ-করী নিকট বহি সেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে বিশেষ কর্তৃপক্ষ যে অস্বীকার ও অস্বাভাব বীকার করিয়া এই প্রদর্শনী সংবর্তন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিচোম হইয়া বহিবে।

কিন্তুম্যাও জার্মান সৈন্যদের সম্মুখে রক্তালি পতিত হইবার কারণ আছে। জার্মানী যে অকল আক্রমণ করিতে চাহে, ইহা সেই অকল হইতে রশীদ সৈন্যদের অব্যাহ আত্ম করিয়া বহিরা বহিয়ার কিলিফ হুজা আর কিছু মনে। পিট্রই-হটক আর বিনোই-হটক জার্মানী রক্তালি নিকট হইতে উকল বাবী করিতে। উকল হইতে কলকল পর্যায় অনুমান হত্যাচ্যুত জার্মানীর উদ্দেশ্য।

গত বহুসময়ের পর সুয়েজকু অবিকারিতেন, উকল কলকল পত পাইতে জার্মানী জার্মান পূর্ণ জালিতে রক্তালি না।

বি-কথা—

বাঙলায় আখ-চাষের অবনতি

কখনো কখনো বোঝা যায়, এ কখনো বাঙলা দেশে চিনির কলকলিয়ে যে আখ (কুমার) কাটাই হইয়াছে, তাহা হইতে বহুসংখ্যক চিনি বাহির হয় নাই। কবীর কৃষি উন্নয়নের কৃষি-কল্যাণকর সাহেব ইহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙলা দেশের বোঝানেই আখের খুব বেশী চাষ হইতেছে, সেখানেই প্রযোজ্য।—

জাহান মতে আখের চাষের অবনতি এই কয় চিন্তা বাহির হওয়ার মূল ও প্রধান কারণ। যদিও কবীর দেশে চিনির কলের সংখ্যা বিহার ও মুক্ত-প্রদেশের তুলনায় অনেক কম, তাহাণি এই সকল কলই পূর্ণ ক্ষমতা বহনকারী প্রস্তুতিত এবং জাহানের স্থাপন্য পর যে আখের চাষ ক্রমশঃ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিনির কলের স্থাপন্যর সঙ্গে সঙ্গে জমি ও বানের বাজার হয় মন্দা হইয়া পড়ার বাঙালার ন্যূনতম আখ-চাষের বিজ্ঞতির আরও একটা কারণ ব্যক্তিগত। তবে জিনাকপুত্র, রাজশাহী, নবীরা, মুন্সিরাবাদ প্রভৃতি যে সকল জেলায় বড় বড় চিনির কল হইয়াছে, সেখানেই আখের চাষ হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু আখের চাষ বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহান চাষের অবনতিও ব্যক্তিগত। চিনির কল হওয়ার পূর্বে সাধারণতঃ কোনও জমী খুব বেশী পরিমাণ জমীতে আখ লাগাইত না। কাটাই ও শুক করার খরচ বাহার সাধারণতঃ বড়টা কুমাইত, সেই পরিমাণ চাষই সে করিত এবং সেই আখ কলসে সে সাধারণতঃ লাভ নিত ও কোপান, নিজস্ব প্রস্তুতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি বহানসম্বল ভালভাবে করিত। কিন্তু চিনির কল হওয়ার পর বহন কাটাই ও শুক করার খরচ আর হইল না, কোনো রকমে আখটাকে উৎপাদন করিয়া কাটাইা কুটিয়া গাড়ী-বোঝাই করিয়া কলসে লইয়া যাইলেই মঙ্গল লাভ বিলিতে লাগিল, তখন অল্প-পচাং বিবেচনা না করিয়া আখ-চাষ বাড়াইবার প্রতিটি চাষীরে বোঁক পড়িল, আখের কলসে কিসে ভাল হয় বা কলসে কিসে বাড়ে, সে নিকে দুই হইল না। তাই যে চাষী পূর্বে দুই বিঘা জমীতে আখ লাগাইত, সে এখন পনের বিঘা জমীতে আখ লাগায়; কিন্তু দুই বিঘা জমীতে সে ভালভাবে কলস করিতে পারিত, পনের বিঘা জমীতে ভালভাবে আখ-চাষ করা জাহান সাধারণতঃ অসম্ভব। জাহান কলসে আখের চাষের বিজ্ঞতি হইয়াছে, কিন্তু বিঘা-প্রতি কলস ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং জমীও নিকট হইয়া পড়িতেছে। আখ একটা দীর্ঘ কালসারী ও বেশী বায়-পোষণকারী পদ্য। পূর্বে বহন আর জমীতে আখের চাষ হইত, তখন পদ্য-পরিচালনের দ্বারা জমী বিশ্রাম পাইত; কিন্তু এখন খুব বেশী পরিমাণ চাষ হওয়ার জমী বহা-প্রয়োজন বিশ্রাম পাইতেছে না এবং বিঘা পূরণে জাহান স্বাভাবিক উর্বরতারও কম হইতেছে। আখের চাষ বেশী হওয়ার “মুড়ি” আখেরও পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং অবশেষের পরিভাষ্য এই সকল “মুড়ি” আখ হইতে মাঝ প্রকার কীটপত ও রোগের উৎপত্তি হইতেছে। জাহান আখের চাষ বাড়াইবার বোঁক কোথায় জমী আখ-চাষের উপযোগী কিনা, সে বিষয়ে জাহান বিবেচনা করে না। জাহান কলসে এখন অনেক দীর্ঘ জমীতে কোথায় কলস কলস করে, এমন কি বিল জমীতেও কোথায় দুই তিন হাত বাকের কলস দীর্ঘ, সেখানে আখের চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষি উন্নয়নের প্রস্তুতিত কোথায় আখ কলস বহা করিতে পারে বলিয়া হয়, জাহান বহন ও আখ দীর্ঘ জমীতে চাষ করিতে অসম্ভব হয় না। কিন্তু এ-কারণে কলস।

অন্যান্য আখের তুলনায় কোথায় আখের কলস বহা করিবার অনেক নতি আছে বটে এবং ইহার দ্বারা অনেক উপরে আখেরা থাকিলে ইহা সহজে বহে না, ইহা সত্য। কিন্তু মা বহা এবং ভালভাবে বীজ, দুই এক জিনিষ নয়। একজন বহু-প্রায়নী না হইয়া অনেকদিন বীজের থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া জাহান সহিত একটা দূর দীর্ঘায় থাকিলে তুলনা হয় না। গীড়ানো কলসে একবারে বহন ছাড়া যে কোনও পদ্যের আখি হয়। কোথায় আখের কলস বহে না বটে, কিন্তু গীড়ানো কলসে আখ কলসও খুব সলস হয় না; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে আখের শুষ্ক বা চিনি অনেক কম হয় এবং জাহাতে পোকার ও রোগের আক্রমণ হয় অনেক বেশী। জাহান দীর্ঘ বা বিল জমীতে কোন আখেরই চাষ করা উচিত নয়।

উপরোক্ত সারা কারণে আখ-চাষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি হওয়া দূরে থাক, অবনতিই ব্যক্তিগত এবং এই অবনতির কলসে আখের কলস ক্রমশঃ কমিতেছে, জমী নিকট হইয়া পড়িতেছে এবং লুপ্ত আখের সারা রোগ ও কীটপত জড় হইয়া পড়িতেছে। এইজন্য বাসায় আখের কলসও বেশী শুষ্ক বা চিনি থাকে না। জাহান চাষীরা এখন হইতে এ বিষয়ে অবজিত না হইলে অল্প তবিতাতে জাহানের এই অবশেষা ও লুপ্ত আখের কলস ভোগ করিতে হইবে। আখ-চাষে জমীর পরিচালনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া, বহা-প্রয়োজন সাধ বিঘা কম জমী হইতে কি করিয়া বেশী কলস পাওয়া যায়, ইহাই প্রত্যেক চাষীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। জাহা হইলে জমী বিশ্রাম পাইবে, খুব ও বেশী শুষ্ক বা চিনিবিশিষ্ট আখ জমাইবে এবং উন্নত জমীতে বায়-পদ্যের চাষ চলিবে। প্রত্যেক কলসের চাষে চাষীর ন্যূনতম সঞ্চয় রাখা উচিত যে, বাসায় বাজে চাষ করিয়া বেশী জমীতে যে কলস কলস, ভাল বীজে ভালভাবে চাষ করিলে কম জমী হইতে জাহান চাষের বেশী কলস পাওয়া যায়। আখের চাষে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, আখ-চাষের যে অবনতি ব্যক্তিগত, তাহা নিবারিত হয়:—

- (১) উন্নত জমীতে চাষ।—যে জমীতে ভাল পাড়ায়, সে জমীতে আখ লাগানো উচিত নয়।
- (২) খুব “ভগা” লাগানো।—কোনও প্রকার পোকা বা রোগের দ্বারা আক্রান্ত আখ চাষে কলসও “ভগা” হইবে না।

(৩) “মুড়ি” আখের জন্য প্রথম কলসের আখ কাটা শেষ হইলেই বালি কেতে আত্মন পড়িয়া পোড়াইয়া লওয়া উচিত এবং জমী বড়ই উর্বর হোক, এক কলসের বেশী “মুড়ি” রাখা উচিত নয়।

(৪) নিম্নোক্ত পদ্য-পরিচালন।—এক কলস দুইদিন এবং এক কলস “মুড়ি” আখ পাওয়ার পর পরবর্তী তিন কলসের মধ্যে আখ সেখানে একেবারেই আখ লাগাইবেন না।

(৫) কীটপত ও রোগের দমন।—কোনও প্রকার অনিষ্টকর পোকা বা রোগ দেখা দিলেই আক্রান্ত পাড়-গুলিকে নিম্নোক্তভাবে কাটাইয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

বাঙলা দেশে গোজাতির উন্নতি

এ কলস বাঙলায় মাঝা মাঝে যে সকল পল্ল-মুখ্যীয় প্রকণ দী হইয়াছে, জাহান প্রত্যেকটিতেই একটা বিশেষ উন্নয়নকারী ব্যাপার দেখা গিয়াছে। গোজাতির উন্নতির জন্য কবীর কৃষি-বিভাগ হইতে যে সকল পাড়াবী বীজ বিতরণ করা হইয়াছে, জাহানের দ্বারা বেশী পাই হইতে উৎপন্ন বাতুলগুলি দ্বারা আট-পন মাস কলসেই জাহানের দ্বারের চেরে আত্মনে অনেক বড় এবং সেট কলসের বা দুই কলসের বহুদীকে জাহান দ্বারের পাশে দীর্ঘ জমাইলে ওই বহুদীকেই না এবং পাইকে জাহান বাতুল বহিয়া হয় হয়। বাঙলায় দীর্ঘ পল্ল উন্নতির ক্ষেত্রে যে কত অপ্রসন্ন এবং এই পল্ল কলসের ও কত শত্রু পরিচালন হইতে পারে, এই ব্যাপার হইতে জাহান নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক দেখা গিয়াছে পাড়াবী বীজের দ্বারা প্রস্তুতিত সেট সেট বা দুই সেট দুই-সেটের বেশী পাইয়ের বাতুল প্রথম বিরানেই চাষ-পাট সেট খুব বেশী। এই সকল বাতুল ঘটনা দেখিয়া তবিতা চাষীদের বড় শত্রু চোখ বোলে, ততই জাহানের ও দেশের মঙ্গল। বাঙলায় পল্ল অবনতি অর্থ-নৈতিক হিসাবে যে কী বিঘাট অপচয়, জাহান ইহা করা যায় না। দেশের ও জাতির কল্যাণকারী প্রত্যেক বাড়িই এ বিষয় পটীকভাবে চিন্তা করা এবং জাহান প্রতিকার করা একান্ত কর্তব্য।

মুটেলের সাহায্যে আমেরিকান রোডক্রপের দান

এক কোটি বাট হাজার জলায়

মার্কট বাসের শেষ পর্যন্ত মুটেল আমেরিকান রোডক্রপের সাহায্যের পরিমাণ প্রায় এক কোটি বাট হাজার জলায় হইবে। ৯ই মে মদিনার এই বিষয় ঘোষণা করা হইয়াছে। রোডক্রপের চেয়ারম্যান মিঃ মরহাণ ডেভিল বলিয়াছেন যে, ১৬৯ খানা জাহাজে মোট ৯ পত মরহাণী পুখ্যাদি প্রেরিত হইয়াছে। কেবলমাত্র এগারখানা মরহাণী জাহাজ পুখ্য-প্রাণ হইয়াছে। এই সকল মরহাণী পুখ্যের মধ্যে বোমা বিপুল অঙ্কের দুর্গতদের প্রয়োজনীয় হাঙ্গপাউলে ব্যবহার্য। পুখ্যাদি আছে।



কলস ইটালিয়ান বৈমানিককে কলসে মজুতের কোনও দানে নইয়া হওয়া হইতেছে।

বাঙলাদেশের পল্লী-উন্নয়ন সমস্যা

ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে মাননীয় মিঃ তামিজউদ্দীন খানের বক্তৃতা

"পল্লী-উন্নয়ন সমস্যা যে বর্তমানে বাঙলা সরকারের সম্মুখে একটি মস্ত মসলায় রূপ নেয়া দিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাঙলা দেশের সন্তানদের প্রাণের উৎস তাহার গ্রামসমূহেই লেবিত পাওয়া যায় এবং বাঙলার সমৃদ্ধি ও পশ্চিম উত্তর গ্রামবাসীদের সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তির উপর অধিকাংশ নির্ভর করে।"

গত ৬ই মে রাতে পল্লী-সংগঠন বিভাগ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষগণের উদ্যোগে ইনস্টিটিউট পাউন্ডেবীয়েল মে পল্লী-সংগঠন প্রশ্নটির আলোচনা করা হইয়াছিল, তাহার উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে বাঙলা সরকারের কৃষি ও পল্লী-সংগঠন বিভাগের সচিব মাননীয় মিঃ তামিজউদ্দীন খান উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করেন। কলিকাতার কলেজসমূহের ছাত্রদের পল্লী-সংগঠনের বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষা দান এবং আপাদী দীর্ঘ ভ্রমিতে গাঢ়তায় তাহার যত্ন প্রাণে গমল করিয়া প্রয়োজনীয় কাৰ্য্যপত্র প্রবর্তিত করিতে পারে, তাহার প্রচেষ্টা করাট উক্ত প্রশ্নটির উদ্দেশ্য ছিল। মিঃ তামিজউদ্দীন খান সরকার সজ্ঞাপিত আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতা পুস্তকে মাননীয় মিঃ তামিজউদ্দীন খান আরো বলেন :—

"পঞ্চ এবং নগরসমূহের প্রয়োজনকে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু তাহারা যতই সমৃদ্ধিশালী হউক না কেন, যে পঞ্চ পল্লী অঞ্চলসমূহ প্রীতি-মণ্ডিত না হইবে, ততদিন সমগ্রজাত্যের সমস্ত দেশ কিছুতেই উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। বাস্তবিক পক্ষে, পল্লী-সংগঠন কাৰ্য্যকে আত্মা সমাজবিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। তিনিই সমাজতত্ত্ববিশারদী আজ বঙ্গদেশের যে পুংসলীলা চলিতেছে, তাহার ফলে অগণিত জীবন ও সম্পদ ধ্বংসের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে এবং সোভাগ্য অথবা দুঃখপাত্রেই বাতাসা বাতাসা থাকিবে, তাহারও উহার বিষমর ফল ও দুঃখ ভোগ করিবে। এই পুংস-প্রায় ও বিশ্বাস অথবা হইতে নুতন জন্ম দিই এবং নুতন সমাজ-বিধান তৈয়ারী করিয়া পৃথিবীকে পুনরায় স্বাধীভাবে সুখ-শান্তির ভ্রোতে ফিরাইয়া আনিতে হইলে চাই দেশের সনীলীদের দৃষ্টি আকর্ষণ। ছাত্র-সম্প্রদায়

যদি বাস্তবিক পক্ষে এই দিকে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করে এবং তাহাদের উচিত্তিত আদর্শ কাৰ্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, তবে আমার বিশ্বাস, তাহারা অধিকতর অভিজ্ঞতা উদার দৃষ্টিভঙ্গী, মানবমনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। কলেজের ভ্রাম্যে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও তাহারা উচ্চ নিমিত্তে পারিবে না।"

ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারী অধ্যাপক এম. কে. চট্টাচারী তাহার রিপোর্ট আলোচনা পুস্তকে বলেন, "জাতীয়-উন্নতি সম্পর্কে কাৰ্য্যকর এবং সর্বজনপরি পরিচরিতা তৈরী করিবার প্রয়োজনই আমাদের সম্মুখে বর্তমানে সবচেয়ে প্রথম সমস্যা এবং উচ্চ জাতীয় সরকারী অথবা বেসরকারী মতল হইতে যে কোন প্রচেষ্টাই হউক না কেন, সবই বুঝা যাইবে।"

পল্লী-উন্নয়ন-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এইচ. এম. এম. ইম্মাক, আই-সি-এম পল্লীসংগঠন কর্মীদের প্রবৃত্তি কর্তব্য সম্পর্কে একটি বনোজ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, "গ্রামবাসীদের উন্নতির জন্য এতকাল যেসব আত্মা কিছুই করি নাই, সে সম্পর্কে বুঝা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। জাতীয়ের কথা চানিয়া না আনাই ভাল। বর্তমানের অবস্থাট আদ্যের চিন্তা করিতে হইবে এবং তদনুসারেই আমাদের কর্তব্যপত্র অবলম্বন করিতে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। গ্রামবাসীগণকে তাহাদের বর্তমান অবস্থাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের সমাজ, নির্মোহিতা, অস্ব-করণের সাহায্য ও উদারতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও উদার পরিহা ও দুঃখের কথা সবই আমাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে তাহাদের প্রতি লোভাযোগ করিতে পারেন এবং সত্যই যদি তাহাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হন, তবে তাহাদের সঙ্গে আন্তরিক-ভাবে বেলোমো করিয়া তাহাদের অস্ববিধা ও অজ্ঞতা অভিব্যক্তি হরহর করিবে। আপনাদের সাহায্য পাইলে উন্নতিলাভক যে কোন প্রচেষ্টার তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহারা শুধু চায় শিক্ষা, জ্ঞান, সম্বলভুক্ত ও মূলধন এবং বাহ্যিক এতদধি তাহাদের প্রয়োজন ও মূল্যকে উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছে তাহাদের উচিত্তিত জাহানগকে সর্বভোজ্যে আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা করা।"



জনী-বিশ্ব একই সাদা বোঝা বিদ্যায় হইতে সংগৃহীত বক্তৃতা
বোঝা বিদ্যায় 'কিউ' বুঝিয়া শিক্ষণ করা হইয়াছে, হইতে
জাহাৎ বোঝা যাইতেছে।

সেভী হারবার্ট বুদ্ধ তর্কবিন

সংগৃহীত বর্ষের হিসাব

বিস্তৃত ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সেভী বোকা হারবার্ট বর্ষের বহিরা বুদ্ধ-তর্কবিনে বিভিন্ন জেলা হইতে বিদ্যাক্ষ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে :—

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—

২৪-পঞ্চমণা	সংখ্যা	পাওতা	বায়	দাই।
বঙ্গোড়	..	১,৪৪৫		
বুলদা	..	২,৪৪৫		
মুন্সিবাগ	..	১,৪২৯		
নদীয়া	..	৮৭৫		

মোট .. ৬,২২৫

বর্তমান বিভাগ—

বাঁকুড়া	..	৮১০
বীরভূম	..	১৫৯
বর্তমান	..	১৩,৫১২
হুগলী	..	৬,০০১
হাওড়া	..	২,৮২১
মেদিনীপুর	..	৬১,৩৪৮

মোট .. ৮৪,৬৬১

চট্টগ্রাম বিভাগ—

চট্টগ্রাম	..	৪,২০১
পাটুয়া চট্টগ্রাম	..	
দোরাখালী	..	২,৭৫০
ত্রিশূরা	..	১০,০৮০

মোট .. ১৭,০৩১

ঢাকা বিভাগ—

বাংলাবঙ্গ	..	১,৫৭২
ঢাকা	..	১৩,৫০০
কক্সবাজার	..	৫৩৯
মহানগর	..	৩,২০১

মোট .. ১৮,৮০৭

রাজশাহী বিভাগ—

বগুড়া	..	৭৭৫
নাখিলী	..	২৪,২২১
নিমাইপুর	..	৫,৪১৮
জলপাইগুড়ি	..	৭,৩৪১
মালদহ	..	২,২৭১
পাবনা	..	৮১৭
রাজশাহী	..	৭০৯
হুগলী	..	৭,১৮৮

মোট .. ৫০,১৪৯

মুন্সিবাগ	..	১,৭৭,৫৮১
কলিকাতা	..	৪,২২,০৪৫
চট্টগ্রাম, কাকদী ইত্যাদি	..	৫৩,২২৮

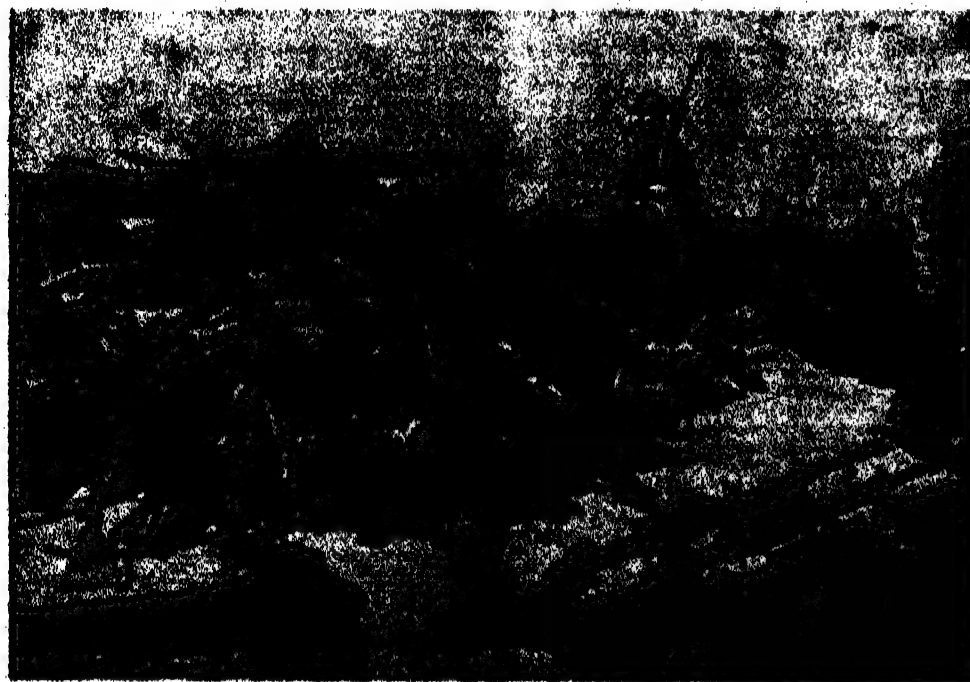
মোট .. ৫৪,৬৩৪

এপ্রিলে সংগৃহীত অর্থ :—

অর্থায়ন বিভিন্ন জেলা	..	৫,২৪৫
কলিকাতা	..	১৩,৫০৫
চট্টগ্রাম, কাকদী ইত্যাদি	..	৫,৪৫৫

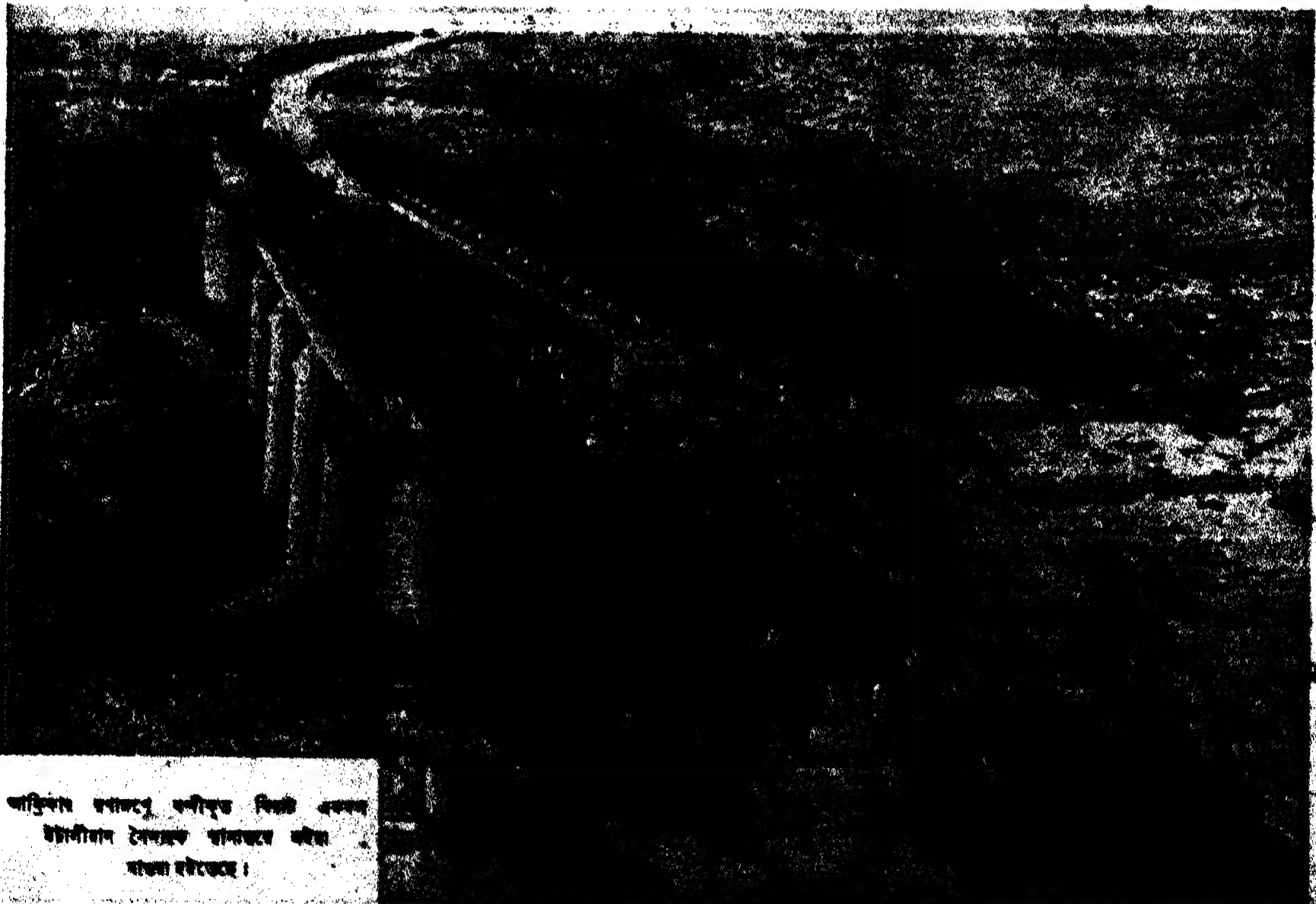
মোট .. ২৪,২৪৫

[illegible]



মাসে (উপরে)—মুজিব বিদ্যায় আকর্ষণ হইতে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে
বাসিন হইতে আগন্তিকরণ হৈন কোড়াই করিয়া হইলোকে পবন করিতেছে।
মাসে (নিচে)—আক্ৰিকার হাফাফে বন্দীকৃত ইটালীয়ান সেনাদের দিকটি
হইতে যে লম্বা বন্দুক ও মেশিন-গান বন্দন করা হইয়াছে, জবান এক
বিরাট ভূপ।

মাসের উপরে—স্বাক্ষরিত বিদ্যাল-বাহিনীর বোমা-বর্ষণে একটি ইটালীয়ান
'কনভয়' পূর্ণসত্ত্ব হইয়াছে।



আক্ৰিকার হাফাফে বন্দীকৃত দিকটি একজন
ইটালীয়ান সেনাদের দিকটি
হইতে হইতেছে।

বাঙলাব কথা

১৯৩৩ চন্দ্রিকা

১৯৩৩ চন্দ্রিকা

১৯৩৩ চন্দ্রিকা

আপানী বর্ষরতার যুগ বিকাশ

চীনে অনাচার-ব্যক্তিগণের বীভৎস অভিনয়

ম্যাগেটের পাড়িমান পত্রের প্রতিনিধি মিঃ এইচ. জে. টিম্বলি লিখিত "What war means" নামক পুস্তিকার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে জাপান বাহিনী কর্তৃক চীনের রাজধানী নানকিং অবিকৃত হইলে তখন যে-অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তিনি উক্ত পুস্তিকার উহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"নানকিং-এ জাপান বাহিনী তাহাদের ভ্রমণের স্টে করিয়া কেবিরিয়ে। চৈনিক ও বিদেশীরা যেরূপ অসুখের যে-অবস্থায় পড়িয়াছিল, তাহাও হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। চৈনিক কর্তৃপক্ষের পোচনীর পতন এবং সৈন্য বাহিনীর পরাজয় বর্ণনের পর এ অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশ জাপান বিধান দ্বারা হইতে প্রভাবিত ছিল। যুদ্ধ পরিস্থিতির অসুখ্য এবং বোম্বার আঘাতে নানকিং হওয়ার সত্যবাদী ত্রিভাষিত হওয়ার বহু লোক জাপানীদের অপরিসংখ্য প্রকাশ্যে আশঙ্ক প্রকাশ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই। তাহারা যেন হীক হাউসাই হইল। ইহার প্রকাশ কারণ এই যে, উপস্থল চৈনিক সৈন্যরা জাপানীদের আশঙ্কায় এত উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা নানকিং নগরের একটা বিরাট অংশের কোন কতি নাগরিক করিতে পারে নাই।

"কিন্তু এ ঘটনার দুই দিন পর অবস্থার আশঙ্ক পরি- বর্তন ঘটিল। নরহত্যা, লুট ভরাজ ও ব্যাপক লুণ্ঠন হইয়া অসংখ্য অসুখিত হইতে লাগিল; এমন কি নানকিং সম্প্রদায়ের প্রিয়জনগণ সন্দেহে মোর আশঙ্কা দেখা দিল।

"নিম্নে নানকিং-এর অনেক বিদেশী লোকের কত-এক উদ্ধৃত করা হইল। কেবল তাহা নয়, নরহত্যা কর্তৃক চীনের চীন দেশেই অভিযান্ত্রিক করিয়াছেন বলা যায়। পত্র- বাদিন সাহায্যবিত্ত ওয়াস বহুভাষ্যবর্ণের উদ্দেশ্যে লিখিত। ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কে লিখিত হইতামি এ-রূপে উদ্ধৃত করা হয় নাই।

"আমার বক্তব্য বিচারি কাম্যকর ও আশঙ্ক বান করিতে না। বক্তব্য ইহা এক নিরানন্দ্যর যে, অসংখ্য উহা লুট করিয়া বহিষ্কৃত হইয়া পড়িতে পড়েন; এ-কারণে অনেক অসুখের লোকের পূর্ণ কেব বেন ইহা লুট না করিয়া, বহুভাষ্যবর্ণের একজন লুপ্তনকারী নানকিং-এর নানকিং উপস্থল হইয়া পড়িয়া যে অসুখ অসুখ, অসুখ ও অসুখের বহুভাষ্যবর্ণের, পত্র- তাহারা বর্ণনা করিয়াছেন।

সময় যায় বহু দিন যায় হইল। ১০ই ডিসেম্বর তাহা হইতে এ-পর্বত যত্ন হইয়াছে তাহাই উদ্ধৃত করা হয়। নানকিং-এ অসুখ একজন একজন অসুখ অসুখ অসুখ করিয়াছে। পত্র- তাহা হইল। তাহা হইল। তাহা হইল। তাহা হইল।

একশে লোকের হত্যা। জাপান বাহিনীর নগর প্রবেশের বিন পর্বত নানকিং-এ একটা যুদ্ধের নগর বলা হইল। ইহাকে লইয়া আশঙ্কা এবং অসুখ অসুখ করিয়া না গুরু করিয়া। হার, আশঙ্কা উহার সে সৌন্দর্য্য নাই। নগর নগর একশে লুট, অসুখ ও বিপুলপ্রাণ।

৭ দিন ধরিয়া লুট ভরাজ ও অসুখতা চলিতেছে, —বেন একটা মনের মনুক। আশঙ্কা বিপুল বহিষ্কৃত আশঙ্কা ইহা বহিষ্কৃত এমন নয়। তাহা হইতে উদ্ধৃত এবং মনের মনের কাগজাদীন জাপানী সৈন্যরা ব্যক্তি- গণের যে বীভৎস অভিনয় করিতেছে, উহা কি কখন মনসপূর্ণ বিবেচিত হইতে পারে? জাপানী সৈন্যরা হত্যার উদ্দেশ্যে বিনা কারণে যখন কাহারও বক্তব্য লুণ্ঠন করিয়া গরীব এবং কাহারও বক্তব্য লুণ্ঠন করিয়া বিভলভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া বহু, তখন অসুখ লোকের কি অবস্থা হয় একবার চিন্তা করুন। এ-সম্পর্কে আমার কৃত উদ্ভ্রান্ত যে-কর্তৃক হত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, আমি এখানে সে কর্তৃকই উদ্ধৃত করিতেছি:—

১৫ই ডিসেম্বর:—আজ সন্ধ্যার সংবাদ আসিল যে, হেভকোরাগিরের নিকটে অবস্থিত আশঙ্কায় শিবির হইতে সৈন্যরা গুলী করিয়া হত্যা করিবার জন্য ১,০০০ লোককে লইয়া বহিষ্কৃত। ইহাদের মধ্যে কেব কেব পূর্ণ সৈনিকের কাল করিত। আশঙ্কায় হইল অনেক পর্বত সাহসিক কর্তৃক আশঙ্কায় জাপানিগণের হত্যা করা হইবে না। শিবিরের লোকজনকে প্রথমে সাহসিকভাবে বীভৎস করান হইল। তাহাদের প্রাণ একশত জনের এক একটা হল করিয়া তাহাদিগকে বীভৎস দিয়া বীভৎস হইল। বীভৎসের হাউসাই করিয়া লইবার পর হিঁকিকা সারিতে কেবলা সেওয়া হইল। পরকালে আশঙ্কায় পাতী হেভকোরাগিরের দ্বারা সেবা বেন যে, বীভৎসকে গুলী করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

১৬ই ডিসেম্বর:—সকাল হইতে গ্রীসোকের প্রাণতা হাবির সংবাদ পাওয়া হইতেছে। আশঙ্কায় পরিচিত পত্র-ব্যক্তি গ্রীসোককে জাপান সৈন্যরা বহুভাষ্য লইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৭ জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত্রী হইতে আশঙ্কা হইল। জাপান সৈন্যরা পূর্ণ প্রবেশ করিয়া বেনকম গ্রীসোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের সংবাদ ইহার বহুভাষ্য অবিক। আশঙ্ক- প্রাণিনী হাবির হাবির গ্রীসোককে জাপানী বীভৎস হইতে সেবা বহু।

১৭ই ডিসেম্বর:—জাপানি, নরহত্যা এবং ব্যক্তিগত আশঙ্কায় নরহত্যা চলিতেছে। বীভৎসভাবে অসুখিত হইয়াছে যে, পত্র-ব্যক্তি সিনে এক মনের মনুক এক মনুক নানকিং প্রাণতা হাবি করা হইয়াছে। একটা গ্রীসোকের উপর ১০ জন পাশবিক, তাহাদের অসুখিত

হয়। ৫ মনের একটি বিভলভাষ্য অসুখ উপর পাশবিক অত্যাচার জাপানিগণের নগর উক্ত নরহত্যা করিয়া উদ্ভ্রান্ত ব্যক্তিগত-বিবরণ নরহত্যা উদ্ধৃত করা হইল। আশঙ্কা করিলে আশঙ্কা নাই।

১৮ই ডিসেম্বর:—আশঙ্কায় নগর বিপুল আশঙ্কায় বেন যে, তাহাদের অসুখিত হইতে সৈন্যরা লুণ্ঠন বহিষ্কৃত উপর পাশবিক অত্যাচার জাপানিগণের। ইহাদের একজন ওয়াই, এন, সি, এন লোকের নিকট-আশঙ্কা। বিপুল এক নানকিং পত্র-ব্যক্তিগত, তাহাদের সত্য একশে আশঙ্কা করিলে। উদ্ভ্রান্ত জাপানিগণের যে, সাহসিকভাবে আশঙ্কায় অসুখ ৫ জনের একটি হেভকো- তাহাদিগকে আশঙ্কায় করা হইয়াছে। তাহাদের অসুখ তাহাদের পর্বতের ৫ জনগণের পর্বতের আশঙ্কা বহিষ্কৃত। একটি আশঙ্কায় ব্যক্তিগত ১৮টি আশঙ্কায় চিন্তা করিয়াছে। অনেক বহিষ্কৃত ১৮টি পত্র-ব্যক্তিগত ১৭টি অসুখ জাপানিগণের আশঙ্কায়। তাহাদের হইতে পত্র-ব্যক্তিগত আশঙ্কায় নানকিং অসুখ আশঙ্কায় হেভকোরাগিরের আশঙ্কায় প্রাণ করে। তাহারা হাত তাহারা বোলা আশঙ্কায় কাটা হইয়া গিয়াছে।

১৯শে ডিসেম্বর:—পূর্ণ অসুখতা হাবির। সৈন্যরা বহু ভাবে অসুখিত হইতে করিয়াছে। আশঙ্কায় জাপানিগণের অসুখিত আশঙ্কা হইয়াছে। সৈন্যরা কোন কোন নানকিং ১০/১২ জন করিয়া প্রবেশপূর্ণ পূর্ণনানকিং লুণ্ঠন লুণ্ঠন এবং বহিষ্কায়ের প্রাণতা হাবির প্রাণতা পায়। বিনা কারণে কতক লোককে নিহত করা হইয়াছে। একটি জেনার আশঙ্কায় ৭ জন আশঙ্কা-বিভলভাষ্য কর্তৃক ৬ জনকে লুণ্ঠন করা হইয়াছে। সন্ধ্যা ব্যক্তিগত কটে প্রাণ লইয়া আশঙ্কায় অসুখ পলায়ন করিতে লুণ্ঠন হয়।

২০শে ডিসেম্বর:—জাপানী এবং অত্যাচার অসুখ চলিতেছে। পত্র-ব্যক্তিগত জাপান পুস্তিকা পূর্ণ হইল বহিষ্কৃত। অসুখ ৫টি মনের আশঙ্কা ও পর্বত বীভৎস- যোগে অসুখ বহিষ্কৃত হইল। সন্ধ্যা ৫টি মনের [১২ পূর্ণ হইল]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

ব্রীজ হুজারাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাত্রা করবে।

জাহাজ-জাহাজ যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং বাহিনীর তাকা, মাসের তাকা প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ত্রিকোণ আবেদন করুন:—

ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত এক কোং, মাসের এক কোং, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বাঙালী পতঙ্গ মেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্যাবলী
সম্বন্ধে এবং পতঙ্গ মেণ্ট ও জলসাধারণের মধ্য-সংশ্লিষ্ট
অন্যান্য বিষয়ে জলসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ
করивার জন্য পতঙ্গ মেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া
গায়েবন। কিন্তু প্রেসমেন্ট দা সরকারী বিভাগে অথবা
মুদ্রাপা দা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় বাতীত
অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার
জন্য পতঙ্গ মেণ্টের কোন দায়ী নহি।

२७१ ६—३२४३

উত্তরে দক্ষিণের উপকূল, পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেল ও বিড়ে উপসাগর এবং দক্ষিণ দিকে ইজিরান সাগর-পথে জার্মানী সমুদ্রের সম্পর্কে আসিরাছে। বাকী দুই ভিত্তি দেশ জাভা হিইলার প্রায় সমগ্র ইউরোপই জয় করিয়া গইরাছে। এই বিজিত মহাসাগরের চতুর্দিকে কতকগুলি দীপ ও সামরিক গুরুত্ব সম্পন্ন স্থান বহিরাছে—
বেমল গ্রেট বুটেন, জিদ্দাষ্টার, বাল্টা, জীট, সাইপ্রাস, আলেকজেন্দ্রিয়া এবং হরবেক। সমুদ্রে বুটেনের আধিপত্যের কমে এই সব স্থান প্রকৃতপক্ষে পূর্ব দিকে ভারত হইয়া সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত, দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়ন ও পশ্চিম দিকে উত্তর আমেরিকার সহিত বসিটভাবে সম্পর্কিত বহিরাছে বলা চলে।

কার্যাবলী যদি ইউরোপের উপর জোরার অপ্রতিরোধ্য
প্রত্যক্ষ দাবী করিয়া দাখিলে চার, ডাফা হইলে সবথু
বিশুে প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠা না করিলে চলিলে না। সামরিক,
অর্থনৈতিক বা নতবাণ যে বিক বিক্রাই বিবেচনা করা
হউক না কেন, এক-সারকমে পরিচালিত বাসন এইমি
বিধিয বে, সবথু বিশু লইয়া ইহার প্রত্যক্ষ বিকৃত না
হইলে ইহা পূর্ণভাবে কার্যকরী হইতে পারে না।
বিশেষতঃ ব্রিটান ও জারার সম্বল একথা বেশ ভালরূপেই
উপলব্ধি করিতেছে যে, বড় শীশু এই বিশু-বাণী কর্তৃক
প্রতিষ্ঠা করা দাব, ততই সুবিধাজনক—বিশেষ উদ্দেশ্য
ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা পরিহারে। জরা জাঙ্কা, ইউরোপে
সব দুঃ-সজ্ঞার পাঠক্য দার না বলিয়া বড় শীশু
বড়ব বিশুবিজয়ের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কার্যাবলীর
পক্ষে দুঃ-পরিচালনাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যেন
শেষ প্রত্যেক জাতির দাবীসভা ও দাব্যো বিশুদী
এবা বাধাতে সকল জাতিই উপকৃত হইতে পারে উক্তন্য
বিশিষ্ট যেনের মধ্যে ত্রাণ্যদির আদান-প্রদান নীতির
কর্মক, লাগুদান হুলজাই এসব দেশের অনুকৃত নীতির
বিরোধী। এই সব নীতির সঙ্গে সবথু বিশুে এক
জাতির নৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠা
করিতে হইলে বড় শীশু সম্বল বিশুের সকল দানে
প্রতিরোধের কর্মজ লই করিয়া দেওতা উচিত—কেন সকলে
সম্মত হইয়া সাধারণ নতল বিক্রেত পীড়াইতে না পারে।
কার্যাবলী এই উদ্দেশ্য সাধনে দাখিলই অগ্রসর হইয়াছে।

কাছেই বসে চলে—বর্তমান ১৯৪১ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালটা বুটেন ও ডাংকার বিজ্ঞানভিন্দারের পক্ষে বিশেষ বিশৃঙ্খল সত্তা। সাময়িক সঙ্কট, সৈন্য-সংখ্যা, আর্থিক সংকট-সুবিধা এবং বর্তমান—এই সব নিকট বিজ্ঞান জ্ঞানার্থী বর্তমানে খোঁজবের উর্ধ্ব সীমার পৌঁছিয়াছে। আমেরিকার কলকাতাখানার কাল পূর্ণ লামে চাষিদের পর জাভানীর আর্থিক প্রতিপত্তি অবশ্য বর্তমানের সমস্ত থাকিতে না। বিহীন বিবেকও যে এই কলকাতার কতিবাহে, ডাংকার বিজ্ঞান ও যে জাতিতে প্রথম

জাহাজ বিক্রীনের বস্তুভারই বুঝা গিয়াছে। এই বস্তুভার
অভাবি নির্ধারণ করণবিন্যাস প্রতিক্রিয়াসমূহে আরো কঠোর
পরিশ্রম করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। মোটের
উপর বৃহৎ কার, ইন্ডিয়ানীয় প্রকৃতির ক্ষেত্র হইতে
অবিলম্বে সমস্ত বিশেষ প্রকৃতির বিজ্ঞানের জন্য সাংগীতিক চক্ৰ
হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, যোগ্যতার জাহাজা নিজেদের
অন্য সমস্ত ইন্ডিয়ানব্যাণী যে কারাগার বন্ধন করিয়াছে,
জাহাজ বন্ধন হ্রাস করিয়া বাহির হওয়ার চেষ্টা জাহাজসমূহ
করিতেই হইবে। সাংগীতের এই নীতিই কলম বৃষ্টি
সম্প্রদায়ের সমুদ্রে বিরাট বিপদের সূচনা হইয়াছে।
সম্প্রদায়ের সকল মানের জনগণই ইহা উপলব্ধি করিতেছে
যে, জাহাজের সকল প্রকৃতি বুঝে ব্যাপারে নিয়োগ
করিতে হইবে এবং সমস্ত জাহাজসমূহে কঠোর বুঝনেরও
সমুদ্রীয় হইতে হইবে। বুটের বুঝে বৃষ্টি পতি
বিফল হইয়াছে এবং গ্রীষ্মের বুঝে জাহাজ সমূহের
সঙ্গে পরাজিত হইয়াছে; কিন্তু উত্তর ক্ষেত্রেই জাহাজ
প্রমাণ দিয়াছে যে, বৃহৎ-কলম ও অল্পবয়স্ক বিক
দিতা জাহাজ আর্জেন্টিনার অংশের প্রোট। অবস্থা বুঝই
সম্পন্ন; কিন্তু যে-পর্ষায় আমেরিকা হইতে ব্যাপকভাবে
জাহাজ, ট্যাঙ্ক, বিমান ও কারান প্রভৃতি আবাসী
না হয়, যে-পর্ষায় বুটের ও বিক-পতিবর্গকে পত্ন অল্পবয়স্ক
সমূহে প্রাণপণে আশ্রয় করা বাইতেই হইবে।

সত্বে হার্ড মাসে বাববপুর ট্রেনে কতিপয় যাত্রী এবং
বাববপুর ইন্ডিস্ট্রিয়ারি: কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটি
দাকা হইরাছিল যজিয়া কোম কোম সংবাদপত্রে
একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোম
কোম পত্রিকা উহাকে সাম্প্রদায়িকরূপে নাম করে, কপন করত
সংবাদটি অতিরিক্ত হইয়াও প্রকাশ করে।

অনুলভ্যে জালা গিরাছে যে, বাসবপুর কলেজের
প্রায় ৪/৫ নত ছাত্র কলিকাতা এবং মহাবলী অন্যান্য
ট্রেনস হইতে ট্রেনযোগে কলেজে বাতারাতি করিয়া থাকে।
১৫৯ আপ ট্রেনবারি কলেজের ছুটির পরকণেই ছাড়ে বসিয়া
শে পাড়ীতে তীড় ভরিয়া থাকে। বিসত ১৪ই বাজ
অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক তীড় হয়; কারণ সেদিন
চতুঃপ্রহণ ও দুই দিনের জন্য কলেজ ছুটি হইয়া
যায়। ইহা ছাড়াও বৃত্তিহারাধিকের বাতীয়া বেশ তীড়
জমায়। ইহালা সেই পাড়ীতেই কিরিয়া আগিতেছিল।
ট্রেন বাসবপুর ট্রেনে পেঁহিলে দেখা যায়, উক্ত কলেজের
দুই নভাবিক ছাত্র পাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।
ছাত্ররা পাড়ীতে আরোহণ করিলে বাতীনের উদ্যমক
অস্থিিকা বটার জাহায়া বিকতি প্রকাশ করে। ইহাতে
হাতাঘাতি লাগিয়া যায় কলে উত্তর পক্ষের কয়েকজন
সাবাশা আঘাত পায়। বাতীনের মধ্যে বিশু কুলদান
উত্তরই ছিল; সুতরাং উক্ত ব্যাপারে মাঝাবিকল্পের কিছুই
ছিল না। পূর্ববদের পাড়ীতে বহু স্ত্রীলোকও ছিল।
স্ত্রীলোকদের পাড়ীর নিচে বাতরা করার কোন প্রহণ
নাই। কাজির স্ত্রীলোক বাসবপুর ট্রেনে অবতরণ-
পূর্বক পদপ্রক্ষেই বাতী চমিকা যায়। ট্রেনে বসার
কারণা নইয়াই স্কেনবালের বসী হইয়াছিল। এদিকে
সেনডরে কর্তব্যের দুই আকর্ষণ করা হইয়াছে।

ଦୁଇଜଣା ବସିଥାନ୍ତି ଡାର୍ କୋରୀନିକଟେ ପ୍ରାୟତଃ
 କଳା ହାତରେ, ଯବନ ଫୋମ ପ୍ରଦାନ ନାହାନ୍ତି ବରିଡ଼େରେ
 ନା । ଦୁହେଁର ସିଗର, ହାତକା ବିଲୁ ହିଲ ବସିଥାନ୍ତି ଜାଣି-
 ଦାସିକଙ୍କର ମୁଖ ଉପିପାହିଲ ।

ମହାନର ଦୁଇମାସରେ ଡାକିବା ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ
 ମହାନର ଦୁଇମାସରେ ଡାକିବା ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ
 ମହାନର ଦୁଇମାସରେ ଡାକିବା ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ

কমান্ড প্রদান হয়েছিল। দুইটি স্বেচ্ছাসিদ্ধ সিল-পত্রটি
সম্মুখে রাখলেন করিমা। দুইটি টুকরা পড়ি দুইটি কন্যাও
হলো। কান্না ধরিয়ে।

সিডোনা বড় হইতে অনেক কলার কলার মাঝে, একদা
শিশু কোন মুকল সেবা করিয়ে না। এই অপরিহার্য
বিশেষ অনুশিষ্টা কতটা সত্য হইলেন অন্য বিশেষ
অবস্থার সিডোনা উপলব্ধির জন্য বহা করা প্রয়োজন,
জায়া করা হইবে। উপলব্ধি কলার মুক্তি নামে মুক্ত
বাংলায় কারাবাসও অনুশাসিত হইবে। সুতরাং পরিকল্পনা-
মুদ্রার ব্যয়িক ১০০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন উপলব্ধি
হইবে। কর্তৃকসে ব্যয়িক ৫০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় উপলব্ধি
হইবে। কুইনাইনের পরিচালনা ব্যয়ও মুক্তি করার জন্য
চলিবে। উপলব্ধি পরিচালনা কুইনাইন ব্যয়িত সুতরাং
পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫০,০০০ পাউণ্ড সিডোনা -আলকলি
প্রদত্তা হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাহী সমে বাতলার বিধিত
 বেসের নতুন ডেটাব-গ্রন্থিকা রচিত হইতেছে। ভারতীয়
 আরবের আইনের বিধান অনুসারে কোন সরকারী কর্মচারীর
 পক্ষে কাহারও আরবের পরিমাণ প্রকাশ করা বৈধ
 নহে। সুতরাং আরবের পরিমাণ অনুসারে বাতলার
 কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাহী সমে ডেটাব-গ্রন্থিকার
 অর্থ আরবের মোটের বা কয়ের পরিমাণ প্রকাশ করিতে
 অনিচ্ছুক, তাঁহানিসঙ্গে মিথিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত
 আরবের প্রদান সম্পর্কিত ইনকার ট্যাক্স অফিসারের লাই-
 সেন্সকেটসহ আবেদন করিতে হইবে। উক্ত লাইসেন্সকেট
 বিলাহতো পাওয়া যাইবে।

অমূলবান ও মূলবান নির্বাচন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৎসর অমূল ৫,০০০ আয়ের উপর কর প্রদানকারিগণ এবং ইউরোপীয় নির্বাচন ক্ষেত্রে মূলপক্ষে ১২,০০০ আয়ের উপর কর প্রদানকারিগণ ভোট দানের বোধ্যাজ লাভ করিয়া থাকেন। এখানে ইতিহাসগণ অমূলবান-গণের পর্যায়ভুক্ত। বাহিন্যর টাকার উপর যদি আরকর দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাহিন্যর পরিবাহ, সম্পত্তি বাসিকের সার্ভিকিট প্রহরযোগ্য বিবেচিত হইবে। ব্যক্তিগত দানের পরিবর্তে যদি কোন প্রতিষ্ঠান উহার মোট আয়ের উপর আরকর প্রদান করেন, তাহা হইলে কোন অংশীদার ইদকার টাকার অফিসারের নিকট আবেদন করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লম্বীপত আয়ের দ্বারা তাহার জন্য ১২,০০০ কিংবা ৫,০০০ টাকার কর হয়, এ নর্বে সার্ভিকিট পাইবেন। অতঃপর ডোটার-ডোটার দান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি উক্ত সার্ভিকিট মিটিং হইতে পারিষদ পাইবেন।

জেটোন হওয়ায় দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে
কমিকার্ডার ব্যাপিন্দসিংকে কমিকার্ডার করিয়া
প্রদান করিবার এক ব্যবস্থার হইবে বা কমেদার
ব্যাপিন্দসিংকে বিকট দিখিই করবে আদায় করিতে হইবে।
আবেদনকারী জীয়ার এক সেকিউরাস ফরেন জেটোন-
আমিকার নাম অর্জিত করিতে ইচ্ছুক, উহার নাম দাবী
দেবে। আবেদনকারিগণ কমান্ডার শ্রী জীয়ার
আবেদনকারী পত্র দিবে। একজন দাবী প্রতিষ্ঠিত
করিতে পারিলে বাকী প্রকাশিত হওয়ায় পূর্ন বিজ্ঞাপিত
কমিকার্ডার নতুন উপস্থিত হওয়ায় অধিকার পক্ষে
হইবে বা।

पञ्चम-महामाया काली-पूजित कालीया काला काल
 कालीपूजित काली-पूजित कालीया काला काल काल
 कालीया काली कालीया कालीया कालीया कालीया

ইসকো উপর বিশেষ-জায়েগে সবর কোমরিক চকী-বাহিনীর তলাশিকারনশ কামুকোব তলাইত একটা
শক-বিশালক কামোব কবিতা বিদ্যুত কবিতোভহ ।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

জাভা-জার্মান চুক্তি

তিনি মিউক এজেন্সীর সংবাদে জানা গিয়াছে যে, জার্মানী সশস্ত্রবাহিনীর বৈঠকে জাভার প্রতি জার্মানীর পক্ষ সমর্থন করে অস্বীকারিত হইয়াছে। জালাপ-আলোচনার ফলে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহা নীচের কার্যকরী হইবে।

একবিয়াল পাঁচশ, দ্বিটসার ও ত্রিবেদন্তের সহিত আলোচনার পর দাপ'ল পেট্রার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সাপ্তাহিক ও বার্ষিকারের আল' নিয়ন্ত

গত ১২ই মে সোমবার রাতে একটি বোমা বর্ষণের ফলে সাপ্তাহিক ও বার্ষিকারের আল', জাহার সেক্রেটারী ও অন্য পাঁচ ব্যক্তি নিহত হইয়াছেন। উক্ত বর্মের লক্ষ্যমাত্রা এবং তিনি তার ১১ বৎসর বয়সে আল' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারপর তিনি পার্স অফিসার ও বাণিজ্য জাহাজের শিক্ষাবিদ হিসাবে কাঁধা করিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভের আগে সাপ্তাহিক তিনি সরকারী সরকার বিভাগের একজন অফিসারের পক্ষে নিযুক্ত হন।

বহু উত্তীর্ণসংসিদ্ধ অট্টালিকা কতিপয়

সম্প্রতি লন্ডনের উপর যে বিমান আক্রমণ হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে কাপ্তানবাহিনীর আল' বিমানের পূর্ব ল্যাবে প্রাণ, লন্ডনের সশস্ত্রবাহিনীর কেন্দ্রস্থল কুইন্স হল, সেন্ট জেমস প্রাসাদ, সেন্ট ক্রিষ্টেন্স ডেন্স ও মুক্তি ফোর্সের প্রধান কার্যালয় প্রভৃতিও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

হের হেস বন্দীকরণে আটক

হের হেসকে বন্দী হিসাবে আটক রাখা হইয়াছে এবং জাহায়ে একটি গোপন স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কাহাকেও জাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না।

বলা হইয়াছে যে, যদি তিনি কোন নিরপেক্ষ দেশে গিয়াছেন, তাহা হইলে মাৎসীপন কর্তৃক জাহার হত্যা প্রার অসিদ্ধা ছিল।

অধিকাংশ জার্মান বেসামরিক জাহার অস্ত্রাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব আছে।

সোভিয়েত এলাকার লক্ষ্যবস্তুর পশ্চাদপসরণ

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েত এলাকার লক্ষ্যবস্তুর আধার সোভিয়েতের দক্ষিণ ও পশ্চিমে পূর্বতন দিকিতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। এখানে বহু-লক্ষিত উচ্চতার বৃষ্টি সৈন্যসমূহ জার্মানিকে বিপর্যস্ত করিয়াছে।

ডিউক অব হ্যামিল্টনের সহিত হেসের সাক্ষাৎ

হেসের জটিল্যেও অবতরণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ডিউক অব হ্যামিল্টন জাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

হেস ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে জাহার দিকট ঐ সংবাদ সরকারীভাবে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি অধিকার বিবাসনোপে প্রসঙ্গোপে আলোচনা করেন। তেপুর্নী কুয়েন্সারকে বন্দী হইয়াছিল। লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন পশ্চিমের ডিউক জাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

তেপুর্নী কুয়েন্সারের সহিত আলোচনা সম্পর্কে ডিউক অব হ্যামিল্টন লন্ডন বেস্টের দিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন।

সিরিয়ার জার্মান বিমান

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়াছে যে, সিরিয়ায় জার্মানী কর্তৃক জার্মানদের ইরাকের বাতায়ন জমা সিরিয়ার বিমানবাহিনীকে ব্যবহার করিতে নিষেধের।

ইরাক ফলে, বৃষ্টি গভর্ণ বেস্ট সিরিয়ার বিমানবাহিনীকে ব্যবহার করিতে নিষেধের।

জানা গিয়াছে যে, জার্মান বিমানগুলি এই সকল বিমানবাহিনীকে সিরিয়ার দ্বারা হিসাবে ব্যবহার করিতেছে।

লক্ষ্যবস্তুর কনকর আক্রমণ

বৃষ্টি বেস্টের সম্প্রতি বিমানবাহিনীর গভ ১২ই মে রাতে জার্মানদের লক্ষ্যবস্তুর এক লক্ষ্যবাহী কনকরের উপর খুবই সাক্ষ্যের সহিত আক্রমণ চালায়। জার্মান বিমানবাহিনীর এক এন্ড্রোমারে উপরোক্ত সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। একখানা ৮,০০০ টাকার টনের বাণিজ্য-পোত ও তেপুর্নার উপর বোমা পড়ে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইয়া বাণিজ্য-পোতখানি বিধ্বস্ত হয়। সর্বশেষ উহা হইতে খুব নিম্ন হইতে দেখা যায় এবং পাইলটরা ফলে যে, উহা লুপ্তকাল নয়।

আফ্রিকায় বৃষ্টি বাহিনীর অগ্রগতি

একখানা উপাত্তের ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃষ্টি সৈন্যরা ত্রোমুক এবং সোল্লা এলাকার অধিকার বাণক-চলনকারী কাঁধা চালাইয়াছে। ১২ই মে তারিখে লক্ষ্য আফ্রিকা বাহিনী আফ্রিকার লক্ষ্যবস্তুর বাহিনীর লক্ষ্যবাহিনীর আফ্রিকা-আফ্রিকার বাহিনীর দিকে আরও বৃষ্টি গভর্ণপূর্ণ দাঁটি লক্ষ্য করিয়াছে। উক্ত দিগ ২৪ জন ইরানীর অফিসার এবং ১৭৫ জন ইরানীর সাধারণ সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ১৩ই তারিখ আফ্রিকা-আফ্রিকার দিকের হ্রদ এলাকার ৯টি হালকা ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করা হইয়াছে।

আরও সাফল্যের সংবাদ

সরকারীভাবে সংবাদে প্রকাশ যে, আফ্রিকা-আফ্রিকার লক্ষ্যবস্তুর হ্রদ এলাকার আরও সাফল্যের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। একটি ইরানীয় দাঁটি আক্রমণ করিয়া পশ্চিমত জন সৈন্যকে বন্দী করিয়া ফেলা হইয়াছে। ইরাকের উত্তরে এসমি নামক স্থান লক্ষ্য করিয়া লড়াই হইয়াছে। অধিকার প্রবল বাণিজ্য সত্ত্বের আফ্রিকার বৃষ্টি সৈন্যরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং গভর্ণপূর্ণ দাঁটি সিরানীমান লক্ষ্য করিয়া লইয়া আরও সৈন্যকে বন্দী করিয়া লড়াই হইয়াছে।

জীটে পত্র-বিমানের হান্স

লন্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে ১৬ই মে জানা গিয়াছে যে, জীটে পত্র পক্ষীয় বিমানের বেশ কয়েক আক্রমণ চলিয়াছিল। লক্ষ্যবস্তুর বার্ষিক এবং হার্ড-জিমনে বোমাবর্ষণ করিয়াছে কিন্তু এই আক্রমণে কোন ক্ষতিও হয় নাই বা কেহই হতাহতও হয় নাই। পাঁচ-খানা পত্র বিমানকে তুলাতিল করা হইয়াছে।

ইরাকে জার্মান বিমান

আফ্রিকার সংবাদে প্রকাশ, অস্ত্র: পক্ষে ১৭ খানা জার্মান বোমাবাহী বিমান ও জার্মান বিমান সিরিয়া আক্রমণ করিয়া ইরাকের সমুদ্রে অবতরণ করিয়াছে। অপর এক সংবাদে প্রকাশ, ২০ খানা জার্মান বোমাবাহী-বিমান সিরিয়ার জাহার বিমান দাঁটি হইতে বুদ্ধ চালাইতেছে।

সিরিয়ার কনকর জার্মানীয় ট্যাঙ্ক প্রেরিত

এক সংবাদে প্রকাশ, জার্মান জাহাজবোনে সিরিয়ার লক্ষ্যবস্তুর কতক পরিমাণে সরাসরকরণ ও ট্যাঙ্ক প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আফ্রিকার জার্মানপন এই সংবাদ অস্বীকার করিতেছে।

জার্মান লুপ্তবাসের অনেক লুপ্তবাহী বলেন যে, সিরিয়াতে মাত্র একজন জার্মান সৈন্য লুপ্তবাহী। তিনি জার্মান-ইরানীয় বুদ্ধ-বিবর্তি কমিশনের সভ্য। অপর একজন বলিতেছেন যে, জার্মান বিমান-বাহিনীকে ব্যবহার অবলম্বন করিবার জন্য বৃষ্টি গভর্ণ বেস্ট যে আদেশ দিয়াছেন, তাহার উপবুদ্ধ সময় এখনও আসে নাই। কারণ সিরিয়াতে কোন জার্মান সৈন্য পৌঁছায় নাই। সিরিয়ার বিমান দাঁটি ও লক্ষ্যবস্তুরে সাধারণ আক্রমণ চলিতেছে মাত্র।

ইরাক ও প্যালেস্টাইনে বৃষ্টি ও লক্ষ্যবাহিনীর সূত্র সৈন্যসমূহ উপস্থিত হইয়াছে।

হ্যানোভারে ও বার্লিনে আক্রমণ

১৫ই মে রাতে জার্মানীয় উপর বৃষ্টি বিমানের আক্রমণ সত্ত্বের বিমান বিভাগীয় লক্ষ্যবস্তুর এক উপাত্তের বলা হইয়াছে, বৃষ্টি বোমারু বিমান বাহিনীর একটি লক্ষ্যবাহী হল হ্যানোভারের উপর প্রধানত: আক্রমণ চালাইয়াছিল। লক্ষ্যবস্তুর পিত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অফলে কয়েক স্থানে বিপুল অগ্নিকাণ্ড

[৩২ পৃষ্ঠার দুইখা]



সোভিয়েত বাহিনীসমূহের বীর যুদ্ধবন্দী প্যালেস্টাইনে নিরাপত্তা প্রদান করিতে যুদ্ধ করিতেছেন।

সকল ভাল কাজের পরিবার বাহ্যিক করেন নি; কেবল
 গীতা করে সকল কাজের জ্ঞান, দান, দোষের ইত্যাদি।
 [অষ্টম পুস্তক দেখুন]

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

আনুগত্য ও কেন্দ্রশাসী মানে বর্জমান ও হাওড়ার এবং কেন্দ্রশাসী মানে বাকুড়া জেলার পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত যে সকল কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা আদোচনা করিলে দেখা যায় যে, উক্ত স্থানসমূহে বেশ উন্নয়নোপায়ী কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিয়া জনসাধারণ পল্লী উন্নয়নের অবস্থার উন্নয়ন-করে সচেষ্ট হইয়াছে।

বর্জমান—

বর্জমান জেলার বিভিন্ন পল্লী-উন্নয়ন সমিতি কর্তৃক পুষ্করিণী হইতে জলজ অন্নাল, পশিপার্শ্ব জলজ ও জল-মিক্রোপের মালা পরিষ্কার, বাসোবিত্ত উপকরণ অল্পে কুইনাইন বিতরণ, বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বাসোবিত্তের বিক্রেতা অভিযান, রাস্তা ও জলমিক্রোপের ব্যবস্থা রাখিয়া সেতুনির্মাণকার্য প্রভৃতি বিশেষ ঐকান্তিকতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। তরুল, তীক্ষ্ণসিঁ, জামজাড়া, বিজুয়া, ধুলাক, আমদপু, আমদপু, ময়সিংহপু, তামরা, জমুবালা, খাড়া, মাকোয়ান, মাকিলা এবং কুলাটি সমিতি-সমূহ বিশেষ উন্নয়নোপায়ী কার্য সম্পাদন করিয়াছে। সদর মহকুমার অন্তর্গত মকুয়া, বিজু এবং মিরো নামক স্থানে দুতল পল্লী-বজল সমিতিসমূহ খোলা হইয়াছে এবং আমদপুসেলের অন্তর্গত মকুয়াবীর ও মাকিলাবীরে পল্লী-সংগঠন সমিতিসমূহ গঠন করা হইয়াছে। সদরের কবিতিসমূহ প্রেট-পল্লী প্রতিবেশিতার ব্যবস্থা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উমাপ্রাণ ও ইবুকা (আমদপুসেল) নামক স্থানে দুইটি ট্রেডিং-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই দুইটি স্থানে বহু বেসম্বলসমূহকে শিকারান করা হইয়াছে; তাহারা নিজ নিজ এলাকার শীতুই পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য সুকৃ করিলে, এইজন্য আশা করা যাইতেছে। আমদপুসেল মহকুমার কতকগুলি সার রাস্তার গর্ত ভরাট করা হইয়াছে। সদর মহকুমার কোন কোন অল্পে বিভিন্ন প্রকারের রবিন্স ও তাহাদের চাষ করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক সরকারী সাহায্যে ১৬টি পাকা ইলারা ও ৭টি সিমেন্ট-বীথানে পাতকুয়া বসনের কাজ সুকৃ হইয়াছে। আমদপুসেল মহকুমার চারিটি নৈন-বিদ্যালয়, একটি পাঠাগার এবং একটি জামায়াত প্রাঙ্গণ স্থাপিত হইয়াছে।

হাওড়া—

সদর মহকুমার বাকুর উত্তরপল, বদমহিমপুর কৃষক, পুখা পাট, জগৎজগতপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি, সীতরাগাছি পল্লী-সংগঠন শাখা এবং মুলীতাকার সেহক সমিতি জোবা ও জলজ পরিষ্কার, পল্লীপথ সংজার, জলা বারগা ভরাট, ও কচুরীপানা খুঁ করা প্রভৃতি পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত বহুবিধ কার্য সম্পাদন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পালীর জল সরবরাহের নিমিত্ত ২১টি মলকুল এবং ১১টি সিমেন্ট-বীথানে কুল বসন করা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার ফলে বহুদিনের একটি অভাব দূরীভূত হইয়াছে। বদমহিমপুর সমিতি কর্তৃক একটি নৈন-বিদ্যালয় সংগঠিত হইয়াছে এবং সেই স্থানে ১০টি বহু বাকি বিনামূল্যে শিকারাত করিতেছে।

বাকুড়া—

মোখি ও পাকুরী পল্লী-সংগঠন সমিতি জাহাঙ্গীর নিজ নিজ এলাকার ৫৬৫ পথ পল্লী-পথ সংজার ও পিচ রাস্তাই করিয়াছে এবং পশিপার্শ্ব জলজ সাকৃ করিয়া কেনিয়াছে। তিনটি পল্লী-বজল সমিতি কতকগুলি দুতল পল্লী-বিলম্বায়া নির্মাণ তার গ্রহণ করিয়াছে এবং মেরিনীপুর পল্লী হলের নির্মাণ-কার্য সমাধা হইয়াছে এবং জেলা ব্যাকিট্টে জাহাঙ্গীর উন্নয়নকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

মাকিলা, জোবা, সেখো, অশ্বিনকোটা, রাস্তিয়া এবং

পাতলাহর প্রভৃতি বিভিন্ন পল্লী-বজল সমিতি রাস্তা বোরানত জলজ সাকৃ, পুষ্করিণী পরিষ্কার, সার রাস্তার গর্ত ভরাট এবং বীথপাট বিনষ্ট করিয়া বিশেষ উন্নয়নোপায়ী পল্লী-উন্নয়ন কার্য সমাধা করিয়াছে। সিহার ও কোচটিহি সমিতির কার্যাবলী বিশেষভাবে উন্নয়নোপায়ী। প্রবোক্ত সমিতি অব্যাহত কার্যের সহিত দুই বিলা জমির জলজ সাকৃ, আমদপুসেল নদীর উপর একটি বীথের সাকো নির্মাণ করিয়াছে এবং প্রবোক্ত সমিতি তিনটি খালের কচুরীপানা

সাকৃ, এক বিলা জমির জলজ কর্তন, একটি পল্লীপথ সংজার এবং বহুবিধের শিকার নিমিত্ত একটি শিকার-কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

বাকুর সরকার এবং ভারত গভর্নমেন্ট প্রদত্ত সাহায্য হইতে ১৭টি মলকুল বসন কার্য প্রায় সমাধা হইয়াছে।

বিজুপুর মহকুমার অন্তর্গত তিনটি ইন্ডিয়ানকে মইয়া নিবন্ধন বহুবিধের ১৫টি শিকার-কেন্দ্র স্থাপনের কার্য ইতিমধ্যেই সুকৃ হইয়াছে।

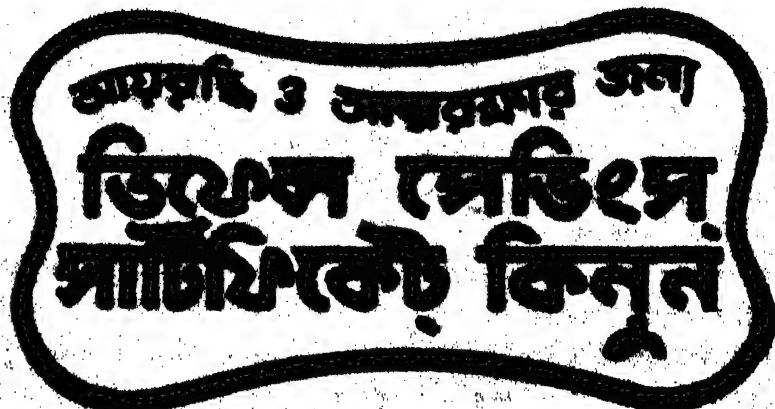


“আম্রন একটা প্রতিভেট

ফও খোলা সাকৃ—সবাই

ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনি।” একজন এই কথা বলতেই সবাই হালি হয়ে পেল। সকলে তখন ভাব হয়ে গিয়ে প্রভোক্তার জন্যে একবারি করে ‘সেভিংস ট্যাম্প কার্ড’ চেয়ে নিয়ে এল। প্রতি রাইনের দিন এক টাকার করে ট্যাম্প জমিয়ে যখন কার্ডের ওপর ১০ টাকার ট্যাম্প হ’ল, সেটির বসলে তখন পোট অফিস থেকে তারা ‘ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট’ নিয়ে এল। এই সার্টিফিকেটগুলি তাদের জন্যে শত-করা ১ হারে টাকা যোজগার করতে থাকবে এবং দশ বছর পরে প্রভোক্তার নাম বীভাবে ১৩১১/০ আসা। কিন্তু অসুস্থতা অথবা অন্য কারণ বশতঃ তার আপনই টাকা পরকার হলে যে কোন পোট অফিসে ‘সার্টিফিকেট’গুলি প্রাপ্য সুদ তহ পুরো নামে ভাঙানো যাবে। এই ভাবে তারা প্রতিভেট ফওর সব সুবিধাই পেল— টাকা বাতা বাবার তর সেই উপর্য তাল সুদ।

আপনার অফিসে প্রতিভেট ফও খুলুন



এবে ভ্রমারের শিক হইতে বেহিতে গেল ইত্যাকেন
 বিক্রমের নহন করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নিত্যের পুরোহিত।

পল্লী-উন্নয়ন ও কৃষির উন্নতি

[৫ম পৃষ্ঠার পেশাংশ]

এক সঙ্গে কেলে রেখে দিয়েছেন। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি তা থেকে কি রকম উপযুক্ত সাহায্য হচ্ছে; বিভিন্ন বর্ণ আলাদা করে বসে, এই সাহায্যকার করে তিনি আলাদা করে পেয়েছেন। তিনি আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন যে, কৃষি বিভাগ বেশ ভাল, ভাল, আগাছা ইত্যাদি থেকে এইভাবে মূল্যবান সার প্রস্তুত করার প্রণালী কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করুন। এই একটি কাজের দায়িত্ব কৃষির প্রস্তুত উন্নতি হবে। বর্ণ সাহায্য যেভাবে সার প্রস্তুত করছেন কৃষকেরা সেই রকম সহজভাবেই সার প্রস্তুত করতে পারেন এবং আমি বিশেষভাবে তাঁদের অনুরোধ করছি তাঁরা বেশ এই প্রণালীতে সার প্রস্তুত করেন।

কচুরীপানার কথা শোনে যে কি অসিষ্ট হচ্ছে, তা আর বিশেষ করে বলার দরকার নেই; কিন্তু কেবল এই কচুরীপানা থেকেই এক বড় মূল্যবান সার প্রস্তুত হতে পারে; এই সার পাটের ভিত্তিতে দিলে পাটের ফলন খুবই বাড়ে; উহা পঁচিয়ে বা প্রথমে ভুঁড়িয়ে তারপর পুড়িয়ে ছাই করে ভিত্তিতে বেগুনা চলে; সকলে বলছেন হঠাৎ নিজ নিজ এলাকার খাল, খিল, পুকুর জোবা ইত্যাদি হ'তে কচুরীপানা উঠিয়ে উহাকে পঁচিয়ে বা ভুঁড়ানো করে পুড়িয়ে ছাই হিসাবে যদি ভিত্তিতে প্রয়োগ করেন, তাহলে এই পদ্ধতি অনেক পরিমাণে গুণ করা যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিও প্রচুর উন্নতি হয়—কেবল দরকার একটু পরিশ্রম এবং একজোটে কচুরীপানা ধুয়ে করার ইচ্ছা। এক্ষেত্রে যেন রাখতে হবে কচুরীপানার পাড়া ও কাঁচ যখন একেবারে ভুঁড়িয়ে হয়ে গেছে যেন হয়, তখনও উহার শিকড়ে জীবাণীবদ্ধি থাকে এবং সুযোগ পেলেই সেই শিকড় থেকে আবার নতুন পাড়া জন্মায়, প্রত্যেক পানার প্রায় ১০০/১৫০ শিকড় থাকে এবং প্রত্যেক শিকড়ের ক্ষুদ্র অংশ হতেও নতুন পাড়া পড়ায়। অনেককেই দেখেছেন যে একটা পুকুর থেকে কচুরীপানা সম্পূর্ণভাবে তুলে কেলা হ'ল—কিন্তু দিন পরে আবার সেই পুকুর পানার তরে গেল; সুতরাং বড়টা সম্ভব জলাশয়ের সকল স্থান থেকে কচুরীপানা তুলে ফেলতে হবে। আংশিকভাবে কাজ করলে আবার ঐ জলাশয় পানার জন্ম দাবে। ঐ উপায়ে কচুরীপানাকে একেবারে লেন থেকে নির্মূল করা যাবে না বলা, কিন্তু এ কথা ঠিক যে সকলে যদি একজোটে কাজ করেন, তাহলে এর দায় থেকে অনেক পরিমাণে মুক্তি পাওয়া যাবে। শিকা হিসাবে ও কয়েক বৎসর এইরূপভাবে কচুরীপানা বিলাপের চেষ্টা করলে ভাল হয়; তাহলে কৃষকেরা অন্ততঃ একটুকু জমি লাভ করবেন যে, সকলের সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রম বাড়ীতে বেগেই কোন কাজ হ'তে পারে না। দুই রকমে কচুরীপানা পঁচাতে পাওয়া যায়; কচুরীপানা জলে ভুঁড়িয়ে রাসায়নিক কাল দাব, উহা পঁচে নষ্ট হয়ে যায় এবং উহা হ'তে আর অক্সিজেন হ'তে পারে না। কলের ভেতর কড়কড়ি কচুরীপানা একত্রিত করে তার উপর জলে ভরে আরও কচুরীপানা রাখলে ৫/৬ জন লোক অন্যত্রের উহার উপর দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা হ'তে অন্যত্রের উহাকে ভেদায় বড় চাকিরে নিয়ে বেতে পারে এবং চতুর্ভুজ কচুরীপানা তুলে খুপের আরও বৃদ্ধি করিতে পারে। খুপ বধেই পরিমাণে বড় হ'লে উহার বধা দিতে একটি লম্বা বীণ চাকিরে উহাকে বে কোন স্থানে আবদ্ধ করে রাখা যেতে পারে। কিন্তু দিন এই অবস্থার প্রকমে খুপের আরও অনেক পরিমাণে করে যায়। জল উহার উপর আরও কচুরীপানা কেঁচড়া বেতে পুড়ে। ভাল ও কালভেদে এই উপায়ের বিভিন্ন ব্যক্তি-গণ হ'তে পারে। এই কচুরীপানা খার হিসাবে সোনার

হ'তে উৎকৃষ্ট। এই প্রকারে কচুরীপানাকে সম্পূর্ণ-রূপে নির্মূল করা সম্ভবপর না হ'লেও এই উপায়ে সহজে বধেই পরিমাণে গুণ করা যেতে পারে। ইহা জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। এই কাজ নিজ হাতে করাই ভাল—বড় বড় চাকিরে কাজ করান বড় ব্যয়সাধ্য। ইহা ছাড়া জল হ'তে কচুরীপানা উঠিয়ে জলাশয়ের কাছাকাছি কোন উঁচু জায়গায় উহা গালা করে এবং চেনে রেখে দিলে উহা পঁচে যায়।

এখন আর একটা সহজ সাহায্য কথা ব'লে এই প্রস্তুত শেষ করব। এই সাহায্য "সবুজ সার" বলে। অনেক রকম ভাঙা ভাঙা কল আছে, যা ভিত্তিতে উৎপন্ন করে মাটির সঙ্গে কাঁচা ও নরম অবস্থার বিভিন্ন দিলে মাটির উর্বরা-পাতি প্রচুর পরিমাণে বাড়ে; ইহাদের মধ্যে হলুদ, পোন, ও বরষাটি প্রধান। "সবুজ সাহায্য" জন্ম এই সকল পদার্থ ভিত্তিতে কখন যুগ্মে হবে, তা বৈ কালের জন্য এই সকল সবুজ সার বেগুনা হবে তার বপনের সময়ের উপর নির্ভর করে। সবুজ সাহায্য গাছে কখন কখন বেরে তখনই উহা দিতে হয়। মালবানেকের মধ্যেই উহা পঁচিয়ে মূল্যবান সারে পরিণত হয় এবং ভিত্তি উর্বরাপাতি বাড়ায়; সবুজ সাহায্য জন্ম বিশেষ কোন ব্যয় নাই; কেবল যা অল্প কিছু বীজের দরকার হয়; এবং সেই বীজ কৃষকেরা নিজেরাই নিজের ভিত্তিতে উৎপাদন করে নিতে পারেন; একটু বা বীজ বোমবার এবং সবুজ সাহায্য পাছ মাটিতে বিনিময়ে সেবার সময় লাকল সেবার পরিশ্রম হয়।

ভিত্তিতে "সবুজ সার" দিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়; ভিত্তি প্রকৃতির উন্নতি হয়, উহার উর্বরাপাতি বাড়ে; ভিত্তিতে আগাছা, জলন প্রকৃতি কম জন্মায়।

পোষক সাহায্য পূরণ করার জন্য খাল, জল, আগাছা, আবর্জনা ইত্যাদি থেকে সার প্রস্তুত করা এবং ভিত্তিতে "সবুজ সার" বেগুনা একান্ত প্রয়োজন।

উপরে যে চার রকম সার প্রস্তুতের কথা বলা হল, তাই কোনটাই ব্যয়সাধ্য নয়; কৃষকেরা একটু পরিশ্রম করলেই এই ভিন্ন রকমের সার প্রস্তুত করে ও ভিত্তিতে ব্যবহার করে কালের কলন অন্যত্রের বাড়তে পারেন।

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ এইরূপ সহজসাধ্য কৃষিপালী কৃষকদের মধ্যে প্রচার ও প্রবর্তন করলে কৃষিকার্যে বধেই উন্নতি হ'বে।

মুজ-সাহায্যে প্যালেস্টাইনের ইহুদী

জেরুজালেমের ইহুদী সমাজ বোকা

"জেরুজালেমের ইহুদী সমাজ বোকা" নামের একটি প্রকাশ, ইহুদী একেবারেই প্যালেস্টাইনের ইহুদীপদের জেরুজালেম কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষের সভা ২০ হইতে ৩০ বৎসরের অনিবার্যিত কৃষকদের পুষ্টি ব্যয়নীতে জেরুজালেমের জেরুজালেম জন্ম অনুরোধ করিয়া এক বোকা করিয়াছেন। খ্রিষ্টীয় সৈন্যসাহাবীর সমাজ করিয়া জন্ম ইতিপূর্বে প্যালেস্টাইনের আট হাজার ইহুদী বোকা নিরাহে। বিশ্বের বিভিন্ন সতর্কতা হিসাবে আরও বেশ কিছু কথা প্রয়োজন জন্ম বর্তমান বোকার উদ্বেগ করা হইয়াছে। উপলব্ধিতে বলা হইয়াছে, "মুজ সাহায্যের সোপান দিতে বড় সাহায্য হইয়া আসিতেছে। সুতরাং জন্ম বর্তমান সাহায্য বান প্রয়োজনের পক্ষেই এখন কর্তব্য।"

ইরাকী রিভলিউনের দেশত্যাগের চাকলাকর কাহিনী

বোম্বায়ে বালক রাজা কৈজল

"জেরুজালেমের ইহুদী সমাজ বোকা" নামের একটি প্রকাশ, ইহুদী একেবারেই প্যালেস্টাইনের ইহুদীপদের জেরুজালেম কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষের সভা ২০ হইতে ৩০ বৎসরের অনিবার্যিত কৃষকদের পুষ্টি ব্যয়নীতে জেরুজালেমের জেরুজালেম জন্ম অনুরোধ করিয়া এক বোকা করিয়াছেন। খ্রিষ্টীয় সৈন্যসাহাবীর সমাজ করিয়া জন্ম ইতিপূর্বে প্যালেস্টাইনের আট হাজার ইহুদী বোকা নিরাহে। বিশ্বের বিভিন্ন সতর্কতা হিসাবে আরও বেশ কিছু কথা প্রয়োজন জন্ম বর্তমান বোকার উদ্বেগ করা হইয়াছে। উপলব্ধিতে বলা হইয়াছে, "মুজ সাহায্যের সোপান দিতে বড় সাহায্য হইয়া আসিতেছে। সুতরাং জন্ম বর্তমান সাহায্য বান প্রয়োজনের পক্ষেই এখন কর্তব্য।"

ইরাকের তুতপুর্ন রিভলিউন (রাজ-অভিভাবক) আবার আলম ইলুহর সহিত দেখা করিলে তিনি বলেন যে, তাঁহার মোটরচালকের তৎপরতায়ই তিনি বোম্বায়ে স্থানীয় আলীর অনুচরের দায় হইতে পালিয়ে পালিয়াছেন। ইরাকে যে একটা বিদ্রোহ আগুন, তাহা তিনি পুর্বেই জানিতেন; কিন্তু ঘটনার দিন রাতে প্রথমতঃ রাত্রি বারটার তিনি ঘরন করিতে বান। কিছুকাল পরে তাঁহার পার্শ্ববর্তী আসিরা তাঁহাকে আগাইয়া বলে যে, মোটর-চালক তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য জিন করিতেছে। অন্তঃপর মোটরচালক আসিয়া বলে, নগরীর সর্বত্র সৈন্যেরা চলাচল করিতে আরম্ভ করিয়াছে; প্রত্যেক নগর বন্ধুরে চলিয়া বাইবার জন্য সে পাড়ী প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছে।

রাজপ্রাসাদের চতুর্ভুজ ও পাছা বোজায়েন করা হইতেছে, এই সংবাদ অন্যান্য সূত্রে হইতেও পাওয়া গেল। অন্তঃপর রিভলিউন আড়াই নাইল দুই তাঁহার আট্টা আট্টা সাগর পুর্বে চলিয়া বাড়া সাহায্য করিলেন। তাঁহাকে একটি মুহূর্ত সৈন্যনিবিরের নিকট দিয়া বাইতে হয়। পথে সান সৈন্যসেনার পহিতও সাফল্য হয়। তবে বিমানবাহীর নিকটবর্তী অঙ্গনে পৌঁছবার পূর্বে তাঁহার মোটর পানাইবার কোনও চেষ্টা হয় নাই। অন্তঃপর পাড়ীর পতি উর্ভভব করিয়া লোকের বিদ্রোহপন কর্তৃক রিভলিউন প্রেতায়েন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে। বিমান-বাহীতে রাত্রি বাপন করিয়া আলীর আলম ইলুহ প্রত্যাহে বিমানবোম্বে বসবার আসেন এবং সেখানে হইতে ইরাক-সীমান্ত অতিক্রম করিতে সক্ষম হন।

বালক মুলজান কৈজল এখনও বোম্বায়ে রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে রাজবান্ধা তাঁহার তত্তাবধান করিতেছেন। ব্যাকসিনের প্রচারকার্য এবং ইরাকে বহুসংখ্যক জার্মান ও ইটালীয়ের আগমনের কলেই যে স্থানীয় আলী এই বিদ্রোহে প্ররোচিত হইয়াছে, এ বিশ্বাস জন্মেই দৃঢ়তর হইতেছে। স্থানীয় আলী যেন করিরাহিল যে, খ্রিষ্টপূর্বের জাহার বিদ্রোহ কোনও ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবে না, বরং জার্মানরাই জাহার সাহায্যে আসিবে।

ইরাকের সেনাপতা-সচিবের পদত্বের উপর ব্যাকসিন অনুচরের বিশ্ব প্রভাব। ইরাকী গভর্ণমেন্টের এক বিশেষভাবে পঠিত বিভাগ হইতে জার্মানরা ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউন্ডের সম-সমস্ত সমবাহের অস্ত্র জোপাড করিতে সক্ষম হইয়াছেন; অথচ আশ্চর্য্য এই যে, সেনাপতা ও অর্থ-সচিব, এমন কি, ইরাকের প্রবাস-বর্তীও যে বিষয়ে কিছু জানিতেন না।

কোনও কোনও বিদ্রোহ পঠনে জার্মান সৈন্যেরা (ভক্তের পুনি) ইরাকীয়ে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ব্যাকসিনের পক্ষে বিরাট প্রচারকার্য চালানিবার জন্য ইরাকের ইটালীয় রাষ্ট্রদূতবান হইতে ব্যাকসিন অনুচরের অর্থ সমবাহ করা হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

"জেরুজালেমের ইহুদী সমাজ বোকা" নামের একটি প্রকাশ, ইহুদী একেবারেই প্যালেস্টাইনের ইহুদীপদের জেরুজালেম কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষের সভা ২০ হইতে ৩০ বৎসরের অনিবার্যিত কৃষকদের পুষ্টি ব্যয়নীতে জেরুজালেমের জেরুজালেম জন্ম অনুরোধ করিয়া এক বোকা করিয়াছেন। খ্রিষ্টীয় সৈন্যসাহাবীর সমাজ করিয়া জন্ম ইতিপূর্বে প্যালেস্টাইনের আট হাজার ইহুদী বোকা নিরাহে। বিশ্বের বিভিন্ন সতর্কতা হিসাবে আরও বেশ কিছু কথা প্রয়োজন জন্ম বর্তমান বোকার উদ্বেগ করা হইয়াছে। উপলব্ধিতে বলা হইয়াছে, "মুজ সাহায্যের সোপান দিতে বড় সাহায্য হইয়া আসিতেছে। সুতরাং জন্ম বর্তমান সাহায্য বান প্রয়োজনের পক্ষেই এখন কর্তব্য।"

প্রথমতঃ আধিনিমিত্তার প্রত্যাশ-অন্যদিক ৬ কক্ষ-
প্রতিমিহি ডিউক-অন্য-আত্মী। জাহার মননম সহ আত-
মনন-এ করেন এমঃ পরে আত্মা সোমসিদ্ধি অত-
মনন-এ করে। আত্ম-আত্মা নুমে-এ এই আত-
মনন-এর পর আধিনিমিত্তার ইটালীর মাস্ত্রোফোর অন্যান্য
ইহা বসিতে ইহা।

क्र.सं. : नमिकासी. पुनः ।
आवेदन संख्या (क) : २४१० २५९३

ইরাকের পরিস্থিতি সম্পর্কে তুরকের মনোভাব

কর্ম-প্রাচ্যে জাতিগত বিষয় বসতি

ইরাকের জাতিগত বিষয় বসতি প্রকাশ, খ্রিষ্ট ৩ ইরাকীনের কথা সংক্ষেপে উপস্থাপিত হওয়ার তুরক যখন উল্লেখ করে করিতেছে। তুরক হইতে বসতি পর্যন্ত যে রেশমখানি প্রিয়াছে, এই সংক্ষেপে বসতি সাবিক-ভাবে হইলেও তাহা বহু হইবার আশঙ্কা জন্মিয়াছে। তুরকসম্প্রদায়ের বহু বিদ্বৎ হইবার পর তুরক এই পত্রিকাকে প্রাচ্য ও পশ্চাচ্যে কেন্দ্রবিন্দু সহিত কানিয়া চলাচলের অন্যতম প্রধান পথ হিসাবে ব্যবহার করিতেছিল। ইহা হইতে তুরকের উদ্দেশ্যের আরেকটি কারণ এই যে, যদি এই বহু কিছুকাল ভারী হয়, তবে জাতিগত বিষয় বসতি কোমল নুতন সীমারে আসিয়াও হইতে পারে। ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতি উক্ত প্রকৃতপক্ষে জাতিগত হইয়াছে বলিয়া খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে বসতি করিতেছে, তুরকের অন্যতম প্রধান জাতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। জাতিগত বিষয় আশা করিতেছে যে, ইরাকের বিরোধে বহু-প্রাচ্যে ব্যাপক বিরোধের দৃষ্টি করিবে। তুরকসম্প্রদায়ের জর করা সম্পর্কে ইতিহাসের যে পরিকল্পনা আছে, তাহাতে বহু-প্রাচ্যে একটি ব্যাপক বিরোধ দৃষ্টির ব্যবস্থাও আছে। আকস্মিক নতুনপথে যে, যেভাবে-বাটিগুলি খ্রিষ্টপূর্বের বিরুদ্ধে ইরাকীনের সাক্ষ্যের বহু উল্লেখ ও সম্পূর্ণ কালিক সংবাদ প্রচার করিতেছে। প্যালেস্টাইন এবং অন্যান্য অঞ্চলে খ্রিষ্ট-বিরোধী নানা গোষ্ঠাবাদের সংবাদও এইরূপভাবেই প্রচারিত হইতেছে। এই সকল বোঝা নাগালীর বহুপলক করিত হইতে কিছুই নহে। আরবসম্প্রদায়ের জাতিগত ও নৃ-সাংস্কৃতিক কর্মে প্রবোধিত করাট এই সকল প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য। তুরকদের ধারণা এই যে, ইরাকের পণ্ডিতগণ শত্রু না বিজিতে সত্তবত: জাতিগত এই ব্যাপারে হতভম্ব করিবে। সিরিয়ার বিমান বাহিনী চটতেই জাতিগত আক্রমণ পরিচালিত হইবে বলিয়া মনে হয়। (পরবর্তী সংবাদে এই সম্বন্ধে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।)

আজকের প্রাচ্য সংবাদে প্রকাশ, দেশের কতৃৎ সন্ন্যাসী কর্মীদের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে সিরিয়ারাণীনের হাতে বাইরা পড়িতেছে। যুদ্ধের কলকল অনুসারে সিরিয়ারাণীনা কোনও দিন ইংরেজ, কোনও দিন বা জাতিগতের পক্ষে। ইরানে বায়নারী ও বহুপলকারী জলুবেশে বহু জাতিগত উপস্থিত হইতেছে বলিয়া তুরকের কোন কোনও মহল ইরানেও পণ্ডিতগণ, আরবের আশঙ্কা করে।

দেশরক্ষা বিভাগ

বিমান আক্রমণ

“আলোক নিয়ন্ত্রণ আদেশ”

তৎসম্বন্ধে উপদেশ

—ইংরেজি—

কুলা এক আশা—সত্যক দুই আশা।

ই কখন নং ১৬, ২০ এবং ২১—

মুদ্রা-প্রতিষ্ঠানটি গারি আশা, সত্যক পণ্ডিত আশা।

কেন্দ্র বর্তমান সেন্ট্রেল প্রেস (পাবলিকেশন প্রক), আলিপুর,

সেন্ট্রাল অফিস, মাইলার বিল্ডিং, কলিকাতা,

এবং

কলিকাতার নতুন পুস্তকালয়ের পুস্তক।

জলপাইগুড়ি ইউনিয়ন-বোর্ড কনক্যারেন্স

প্রেসিডেন্ট ও মেম্বারদের মধ্যে পারিভৌকিক বিতরণ

বিস্তৃত ২৪০০ বেসে সত্তার শেষ হইয়াছে, সে সত্তারে জলপাইগুড়ি বহু কমিটির তরফে নিম্নোক্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে :—

বিঃ ভর জলদৈন	১৪১০
মহলাভি বহু কমিটি	১,০০৬

মোট ১,০২০৬০

এ-পর্যন্ত ৪১,২২০০০ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। এই অর্থ হইতে ৩১৪৫০০ দেতি মেরি হাফটি বর্ধীর বহিলা বহু তরফেদের জন্য টাকা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ইট ইতিহাস তরফেদের জন্য ৭০,৪০১১৪ পাই প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ড সন্মেলন

বিস্তৃত ২৮শে এপ্রিল জলপাইগুড়ি ইউনিয়ন বোর্ড কনক্যারেন্স সন্মেলন হয়। জাতিগত বিভাগের কমিশনার বিঃ এ. জে. ড্যান সি, আই, ই, আই, সি, এল, সন্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য কর্মীগণকে নিম্নোক্ত পারিভৌকিক বিতরণ করেন :—

- (১) রৌপ্যবস্ত্রিত হুডি ১৫টি
- (২) প্রথম শ্রেণীর সন্ম ২৫বালা
- (৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্ম ২৫বালা
- (৪) অত্র বাবলার সন্মিষ্ট একজন

আলাবীর সন্ম প্রবাদের জন্য ভরদৈন জোড়সারকে প্রথম শ্রেণীর সন্ম ১বালা কচুরীপানা পত্রিকারের জন্য কর্মীদিগকে দেওয়া হয়—

- (১) পদক ২৮টি
- (২) সন্ম ১২৭বালা
- (৩) পদ্মী-সংগঠন ট্রেনিং-এর জন্য—
(ক) সন্ম এবং ব্যাজ ১০০বালা
(ঘ) রৌপ্যনির্মিত কাপ ২টি

সন্মেলনের প্রান্ত:কালীন অবস্থানে কমিশনার ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ও পদ্মী অঞ্চলের অন্যান্য কর্মী-বৃন্দকে পদ্মী-সংগঠনকার্যের আশ্বাসকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। অন্তিমায়, জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান দায় জরগোবিন্দ জর বাহাদুরের সভাপতিত্বে সদস্যগণ ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালন সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা করেন।

“স্বদেশ-সন্মানী” ট্যাড

জিটেনের নতুন সাজোয়া পাকী

“জিটেনী ট্রেনিং” পত্রিকা লিখিয়াছে :—

বর্তমানে খ্রিষ্ট সৈন্যবাহিনীকে যে বহুপল সাজোয়া পাকী সজবায় করিতেছে, তাহা পূর্বের সাজোয়া পাকী-গুলি অপেক্ষা আরও অনেক উন্নত। হালকা এবং বাহারি ওজনের ট্যাডের বদলে বর্তমানে বিশেষ করিয়া ওজনের ট্যাডই নির্মিত হইতেছে। বাহারি ওজনের ট্যাড এখন আর নাই এবং হালকা ট্যাডও আর নতুন ভেদায় করা হইতেছে না।

“স্বদেশ-সন্মানী” (অপারেশন) ট্যাড নামক এক প্রকার নতুন ট্যাড নির্মিত হইতেছে। একমি দে হাটিক বহুপলের মত জটিলভিত্তিক। পত্রিকারের সাহায্যে বাহাদুর “আই” শ্রেণীর ট্যাডের বিশেষ উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।

কৃষিকাজে ব্যবহারের বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বাংলা সরকারের নির্দিষ্ট মার্কেটিং অফিসার দৃষ্টি ৬ই যে নিম্নলিখিত কৃষি-পণ্যের কলিকাতার বাজার দর সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

পণ্য—	চলতি দর।
কাপড়ের বসিরাতে ভরী আশ্বাসক	
আটা	প্রতি বন ৫১১০
চটের বসিরাতে ভরী	.. ৫১১০
কাপড়ের বসিরাতে ভরী	.. ৫৫৬০
আশ্বাসক বহু—	
“কিশোর” বাকী	.. ৬৪
“অনুভূতি” বাকী	.. ৬২
“ওজর” বাকী	.. ৬৪
“স্বদেশ-সন্মানী” বাকী	.. ৫৭
“সত্তর” বাকী	.. ৬২
“সীতা” বাকী	.. ৬৪
“সু” বাকী	.. ৬৫

চলতি—	প্রতি বন	৬১০০ হইতে
বীজতুলনী	..	৬১১০ পর্যন্ত।
পাটসাই	..	৫৫৬০ হইতে
	..	৬১০০ পর্যন্ত।
মোট	..	৫/০

বুজপীর ডিন (শ্রেণী বিভক্ত) —	
“এ” শ্রেণী প্রতি কুটি	৭৭০
“বি” শ্রেণী ..	১১৬০
“সি” শ্রেণী ..	১১/০
“ডি” শ্রেণী ..	১৭০

বুজ প্রতি টাকার	৪.১০
আলু (শ্রেণী বৈশিষ্ট্য) প্রতি বন	২১১০ হইতে
	২৫০ পর্যন্ত।
ই	প্রতি লেব ১/০

মধ্য—	প্রতি বন	২৫, হইতে ৩৫,
মোহিত	..	২২, হইতে ২৫,
টিংডি	..	১৫, হইতে ১৮,
ইলিন	..	১৫, হইতে ১৮,

কল—	
আপেল (কাশ্মির) প্রতি টাকার	৬ হইতে ৮টি
কমলা (মগপুর)	.. ২০ হইতে ২৫
আমরাস (আমরাস) প্রতি কুটি	৬, হইতে ১০,
কলা (শ্রী) প্রতি কল	৭০ হইতে ১০০
কলা (সিঙ্গাপুরী)	.. ৭০ হইতে ১০০

পণ্য—	
উর্ভ পক্ষে ৮ লেব বহু লেব এরূপ পাকীর দর	১০০,
কমপক্ষে ৬ লেব বহু লেব এরূপ পাকীর দর	৭২,
উর্ভ পক্ষে ১২ লেব বহু লেব এরূপ বহিষের দর	১৮০,
কমপক্ষে ১০ লেব বহু লেব এরূপ বহিষের দর	১৫০,

জিটেনের বহু ব্যয়

সরকারী হিসাব প্রকাশ

১৯৩৯ সালের ৩১ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য জিটেনের কত ব্যয় হইয়াছে, খ্রিষ্ট ট্রেনিং সম্প্রতি তাহার হিসাব প্রকাশ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে মধ্য খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে।

১৯৪১ সালের প্রথম ত্রিমাাস বহু-পরিচালনার প্রকৃত ব্যয় চলে উঠে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ পর্যন্ত পঞ্চপঞ্চাশ বার্ষিক বহুব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের মার্চ পর্যন্ত পঞ্চপঞ্চাশ বার্ষিক বহুব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড হয়।

জাপানী বর্ষভার মৃত্ত বিকাশ

[১ম পৃষ্ঠার শেখাংশ]

আগুন ধরিতা গিরি। শহরের বড় বড় সোকাবলি
এ-মাত্র উপর অবস্থিত। অসংখ্য অগ্নিকুণ্ডের
ভিতর দিয়া আনন্ডা বোটর চালাইয়া যাই।

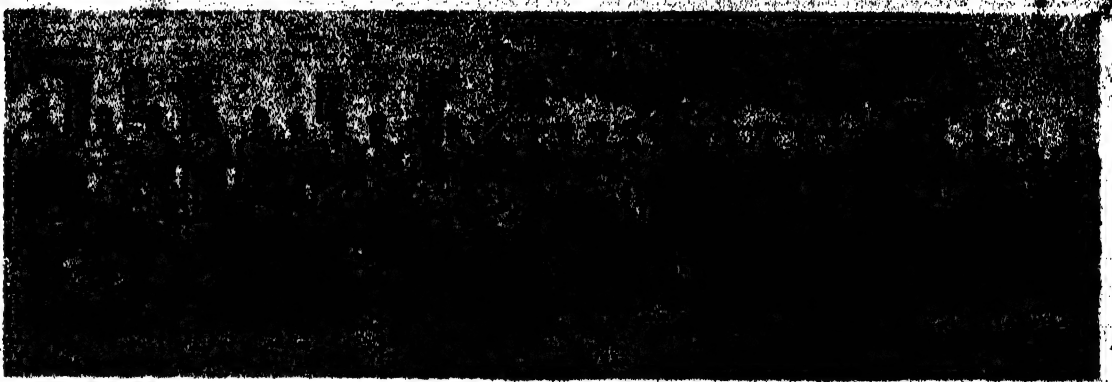
২২শে ডিসেম্বর:—আজ জোর পাল্টা হইতে
আমাদের অতি সিকটেই একবল লোক সোকাবলী বর্ষভার
কাছে আসিয়া গিয়াছে। একপলটী ভরী কল আমাদের
কানে পৌঁছে। রাজে দুইবার কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা
হয়। হারান্ধীমিকে সজীনের ডর দেখাইয়া প্রতিদিন
করা হইয়াছিল।

২৩শে ডিসেম্বর:—আমাদের শিবির হইতে ৭০
জন আশ্রয়প্রার্থীকে পল্লী-সারক ট্রেনিং কুলে নইয়া
গিয়া ভরী করিয়া হত্যা করা হয়। সন্ধ্যা হইলেই
জাহাজা কাহাকেও পাঁচড়াও করিতে ক্রটি করে না।
যদি আসিতে পারে যে, কোন কালে কেবল সৈনিক ছিল,
জাহা হইলে তার আর মিডার সাই, তৎকালীন প্রাপকও।
জিহ্বা কুলী, সুত্রধর এবং অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকদিগকে
প্রায়ই শ্রেণ্যভাষ্য করা হয়। বিশুদ্ধত্রে ফেঙ্কোরটিয়ে
একটি লোককে আনা হয়। জাহাজ মাক কাপ উড়িয়া
গিয়াছে। মাথাটি আঙনে পুড়িয়া কাল হইয়া গিয়াছে।
হাসপাতালে পাঠাইবার কয়েক ঘণ্টা পর সে ডায়া মারা
যায়। জাহাজ সম্পর্কিত ব্যাপারটি এই: কৃত হাজার
হাজার লোকের মধ্যে সেও একজন। বন্দীদিগকে
মজির সাহায্যে পড়তাবে বাহিয়া সর্বাঙ্গে তৈল ডিটাইয়া
তৎপর পরীরে আত্মপ ধরাইয়া দেওয়া হয়। উক্ত লোকটি
মুড়ির এক প্রান্তে বাঁধা ছিল বলিয়া জাহাজ পরীরে
বেশী তৈল পড়ে গাই। এ-কথা শুধু মাথাটি অগ্নিগত
হইয়াছিল।

২৪শে ডিসেম্বর:—আজ পুটানদের মজবিন। আব-
হাওয়ার দিক দিয়াও আনন্ডার বিমটা জারী চমককার
যাই। শহরের অবস্থাও কতকটা শাস্ত। বড় সোকাব-
লি খোঁপা আছে। যেটা কেমার জন্যও রাজার লোকেরা
উড় করিয়াছে। ইহা সবেও টিকিদের সময় তিনটি
বিভিন্ন কাম হইতে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।
এবিল পল্লী-সারক ট্রেনিং কুল হইতে আমেরিকান পডাকা
সহায়তা কেলা হয়। ৭ জন সৈন্য বাইবেল টিচার ট্রেনিং
কুলে পূর্ববর্তী রাতি যাপন করে এবং বড় সারী বর্ষণ
করে। আমাদের পানের বাড়ীতেই তিনটি সৈন্য ১২
বৎসর বয়স। একটি বালিকার উপর পর্যায়ক্রমে পানবিক
অভ্যাস করে। ডের বৎসরের একটি কিশোরীও পুঁজ-
হাসি ঘটায়। উইলসন প্রবন্ধ রিপোর্টে প্রকাশ, হাস-
পাতালে চিকিৎসার ২৪০ জন রোগীর মধ্যে ৩/৪
অংশ জাপ সৈন্যদের হাতেই আহত। বিশুবিদ্যালয়ে
রেজিষ্ট্রেশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। লোকজনকে ভাসাইয়া
দেওয়া হইয়াছে যে, যদি জাহাজের মধ্যে কোন প্রাক্তন
সৈন্য থাকে এবং যেজাহাজ বহা দেয় জাহা হইলে জাহাকে
প্রবেশ কাছেরই নিষেধ করা হইবে, বহ করা হইবে না।
উক্ত ঘোষণার পর ২৪০ জন বাহির হইয়া আসে। জাহা-
জিনকে এক সঙ্গে অন্যত্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহাদের
২১৩ জন ব্যাভীত সজলকে হত্যা করা হইয়াছে। আহত
হওয়ার পর উক্ত ২১৩ জন মৃত্যুর ডাণ করিয়া কোন প্রকারে
পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। একজনকে মেলিস গানের
মহে এবং অন্য দলকে সজীনের আঘাতে হত্যা করা
হইয়াছিল।

২৫শে ডিসেম্বর:—কোমর সামন্তা এবং নিয়ন্ত্রণার্থী
কানে মাই। রাজসুভাষা এবং সৈন্যদের মধ্যেও
বোমাবোম সংঘটিত হয় মাই। রাজসুভাষা যে
আরজপাল করিষ্ট পঠন করিয়াছেন, সৈন্যরা জাহা

[২য় পৃষ্ঠার শিষ্টাংশ]



হাসপাতার ক্যাম্পে সন্ধ্যাবেলায় বিনামূল্যে সিন্ডিক-গার্ড বাহিনী। কোম-ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যাম্পে উপস্থিত বাহিনী।

দিনাজপুর সিভিক-গার্ড বাহিনী

শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের যোগদান

বর্তমানে দিনাজপুর সিভিক গার্ড দল ১০৯ জন নইয়া
পঠিত, তন্মধ্যে ১১ জন অক্সিয়ার। সিভিক গার্ডদলে
নাম দেখাইবার জন্য যে আবেদন প্রচার করা হইয়াছিল,
জাহাতে বিশেষ সাড়া পাওয়া গিয়াছে এবং দিনাজপুর
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হার পূর্ণে অনুমোদন দে-
বরা বাহাদুর, মৌলভী কাদের বখশ, এম. এল. সি,
(পাব্লিক প্রসিকিউটর), সরকারী উকিল বাবু সুরেশচন্দ্র
সেন, কমিটার ও অকৈডনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হার সাহেব
অনুলম্ব বড়াল প্রভৃতি শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই
দলভুক্ত হইয়াছেন।

৭৫ বৎসর বয়স অবসরপ্রাপ্ত অক্সিয়ার মৌলভী ডাক্তার
উকীল আহমদ উক্ত দলের জনপ্রিয় ও উৎসাহী সদস্য।

অক্সিয়ার ও সদস্যগণ ট্রেনিং ব্যাপারে বিশেষ যত্নশীল
হইয়াছেন এবং প্যারেডে উপস্থিতির সংখ্যা বিশেষ সন্তো-
ষজনক। গত ২৩শে মার্চ জাহাজগকে হাসপাতার
শিবিরে নইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং ইটারের ভুক্তিতে
শহরের মধ্যে বিশেষ মার্চ ও প্যারেডের ব্যবস্থা করা
হইয়াছিল। কোমর বিভিন্ন স্থানে সিভিক-গার্ড দল
নিরস্ত্র হইতেছে এবং শহরের কতিপয় ব্যক্তি জাহাজের
ব্যবস্থাপনায় বেতনপ্রাপ্তভাবে সহায়্য করিতেছে
—এই সকল ব্যাপারেই ইহার জনপ্রিয়তা জনকর করিতে
পাওয়া যায়।

পটুয়াখালীর মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মি: ইউ. কে. বোখাল
আই-সি-এন্ড বাহিনী পতন-বেটের বিরোধ-উপদেষ্টারূপে
নিযুক্ত হইয়াছেন।

[১ম কলামের শেষ]

বীকার করিয়া নইতেছে না। কবিতার সদস্যগণকে
জাহাজা বাক করিয়া ফেঁদাইতেছে। সৈন্যদের মতে বিভিন্ন
জাতি কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। জাপ
সৈন্যদের অভ্যাস ও পৈশাটিক কুসৃতার অসংখ্য
পুটীত হইয়াছে। অভ্যাসের পরিচয় অনেক বৃদ্ধি
পাইতেছে। জাহাজার একটি ঘটনা কেবল সেনা: প্রায়
দুই সত্ৰীয় পূর্ণ জাপ সৈন্যরা ১২ বৎসরের একটি
হেসকে বহিয়া নইয়া যায়। জাহাজের পছন্দই
কাক করিতে অসমর্থ হওয়ার জাপানীরা হেসকেকে
সজীনের উপর আঘাতে হত্যা করিয়াছে। সত্ৰ রাজে
অনেক সামরিক কর্মচারী দুইজন সৈন্য দর বেটিনরয়ে
বিশুবিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্বক তিনটি জাতীয় পুঁজ-
হাসি করে এবং একটিকে নইয়া চপটে দেয়। যাইবে
ট্রেনিং কুলে জাপানীরা জাহাজ প্রবেশপূর্বক মৃত্যু
এবং ২০ জন হাজার উপর পানবিক অভ্যাস করে।
আর অকৈদনিক ব্যক্তিগণ।

গ্রীস হইতে সৈন্য অপসারণের চাক্ষু্যকর কাহিনী

রাষ্ট্রবোনে পথ অভিক্রম

গ্রীস হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ (ইউক্লোনান)
সম্পর্কে অনেক অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যাবাক সম্মতি নিবু-
নিবিত কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন:—

পার্সোপাইলি গিরিসকট হইতে আমার সৈন্যদলই
সর্ব প্রথম বাহির হইয়া আসিতে সমর্থ হয়, কিন্তু অষ্ট্রেলীয়
সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ইহাটাই সর্বশেষে গ্রীস ত্যাগ
করে। একদিন রাতি ৯টার আনন্ডা ৬০০ সৈন্যের
এক "কনভয়ে" এ হাজার সৈন্য নইয়া বাহির
হইয়া পড়ি। মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে হইয়া এক জাহাজের
আবাসের সারাদিনের জন্য চুপচাপ করিয়া স্থানগোপন
করিয়া থাকিতে হয়। সেখানে হইতে আমাদের গন্তব্য-
স্থল দুই ঘণ্টার পথ ছিল না। কিন্তু জাহাজ পর্যবেক্ষক
বিমানপোতগুলি প্রত্যয়ে আসিয়া টহল আরম্ভ করিয়া
পূর্ণেই আমাদের যাত্রা সমাপ্ত করিতে হইবে। আলো
না আলাইয়া এই সময়ের মধ্যে ৬০০ বোটর গাড়ীকে
গন্তব্যস্থলে নইয়া যাওয়া সম্ভব নহে; সুতরাং কিছু কিছু
আলো আলাইতে হইল। সোভাগ্যক্রমে কোনও জাহাজ
এরোপেন কাছাকাছি ছিল না; সুতরাং ইহাতে কোনও
বিশয় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আলো আলাইতে
পারিলেও এই পথ এত ঝলপ সময়ে অভিক্রম করা সম্ভব
কথা নহে। বোটর চালকেরা নিরাপদেই এই পথ
অতিক্রম করিল। সারা রাত আনন্ডা জনপাই বনে
লুকাইয়া রহিলাম। জাহাজ এরোপেনগুলি লক্ষ্যের
মুহুরে আমাদের বাহার উপর দিয়া সন্ধ্যা উড়িয়া বাইতে
লাগিল। গাছের আড়ালে এতগুলি লোক ও এতগুলি
গাড়ী লুকাইয়া রাখা সম্ভব কথা নহে; কিন্তু সৈন্যরা
আরগোপন (কেবোকেউ) বিদ্যায় সুশিক্ষিত হওয়ার
জাহাজ বিমানপোতগুলি আমাদের উপস্থিতি বোটেই
ক্রমে পাইল না।

সেই রাতেই আমাদের জাহাজবোনে গ্রীস পরিত্যাগ
করা কথা ছিল; কিন্তু কুসৃতার নির্দেশক্রমে প্রকমে
আমাদের আগমন হইতে হয়। সেখানে আনন্ডা একটি
সম্পূর্ণ দিন লুকাইয়া অবস্থার কাটাই। এই সময় জাহাজ
বিমানগুলি বোকা বর্ষণ করিয়া এইখানে জাহাজটি ও
কনভয়ে প্রবেশ করে। জাহাজের জাহাজের আগও দক্ষিণ
দিকে বাইবার আবেশ আসে। সারা রাতি জাহাজ
যাত্রা হত্যা দিয়া চলিয়া আনন্ডা কানাই পৌঁছিতে
সমর্থ হই। পরে অন্যান্য সৈন্য এই সৈন্যদের
মজিৎ যোগ দেওয়াতে ৪ হাজার হইতে ব্যক্তি সৈন্যদের
কনভা ৬ হাজার বীজের। জাহাজের চার চার চার
এবং তিন তিনটি বিদ্য আরগোপনের পর আনন্ডা অপসারণ-
কনভা পৌঁছিতে সমর্থ হই। সেইজন্য হইতে আনন্ডা
জাহাজবোনে গ্রীস ত্যাগ করি।

কনভয়ের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে তি প্রতিকাল
আরগোপন সম্মতি ৬৭ বৎসর মনে মনে মনে পড়িত
হইয়াছে।



वाङ्मय का

1400

লওনে বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের সমাবেশ

- ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত এক কোম,
 - ব্যক্তিগত একক, বি-আই-এম-এম কোম লি।

ৱার বাঙালার বাঙালীমোহন ঘোষ, বি. সি. এন্ড পুণ্ডি
(Director, Debt Conciliation, Western Circle)

বঙ্গীর মহাজন আইন

এই আইন কোন্ কোন্ বসে বাটবে এবং এগ-পাল্লী
আমার কিভাবে বাটবিতে হইবে তাহা কেমন এই পুস্তকেই
পাইবেন। মোকদ্দম-মোকদ্দমী কার্যের বিস্তারিত বিবরণ
আপনি মন্থন করিলে মন্থন মন্থন দেখিতে পাইবেন।
মুদ্রা কাপড়ে দাঁড় ১৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

প্রাণিকান : মি: শ্রীমন্তকুমার ঘোষ,

১৯, অগ্নিশ্রী দত্ত রোড, পো: বাসবিহারী এডিনিটি,
কলিকাতা।

বিশেষ প্রস্তাব

বাঙলা গড়ন বেস্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্যাবলী
হইতে এবং গড়ন বেস্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট
কোনো বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সম্বন্ধে
জানার জন্য গড়ন বেস্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া
গেলেন। কিন্তু প্রেন্সেস্ট বা সরকারী বিভাগে অথবা
গৃহাঙ্গা বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় বাতীত
কোনো যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার
স্বা গড়ন বেস্টের কোন দায়ী নাই।

বাঙলার কথা

২৯ জুন-১৯৪১

হের হেনের পলায়ন ব্যাপার

এক-মারককে পালিত কোনও দেশ হইতে যদি বেতাক-
যোগে ঘোষণা করা হয় যে, ডিটেক্টরের যিনি প্রধান
সহকারী ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ডিটেক্ট-
টবেক পরেই হাজার হাজার, দত্ত কর বৎসর হইতেই তাঁহার
মাথা খাড়াপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা হইলে বুঝিমান
প্রোজা অতি সহজেই ধারণা করিয়া লইতে পারেন যে,
সে-দেশের গড়ন বেস্ট ও গড়ন বেস্টের পরিচালকদের
প্রকৃত স্বরূপ কি।

জাঙ্গালী হইতে হের হেনের পলায়নের পর জাঙ্গাল
বেতাবে যে ঘোষণা প্রচার করা হয়, তাহা প্রবণ করিয়া
কিশোরীণীর যনে সম্ভবতঃ উপবোধজনক ধারণাই সৃষ্টি
হইয়াছিল। "প্রাকশী" রপ্তারির আত্ম-নিবৃত্তির
পর জাঙ্গাল প্রচার-বিভাগের যে মোচরীর স্বরূপ, উপস্থাপিত
হইয়া পড়িয়াছিল, হের হেনের ব্যাপারে তাহা যে আরো
লম্বা বৃত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিল, তাহা বলাই বাহুল্য।
হের হেন যে জুলাই ১৮ বৎসর কাল গভীর আনুগত্যের
সম্বন্ধে হিটলারের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, জাঙ্গাল
বেতাবে তৎপক্ষে কোন কথাই বলা হয় নাই; বরং
মামা আঘোল-জাঘোল আবৃত্তি করিয়া ঘোষণা করা
হইয়াছে যে, বুটেকের সম্বন্ধে একটা বীজাণু কলার
জন্ম চিত্ত-বিভ্রান্ত হইয়া একাকী জাঙ্গালী হইতে পলায়ন
করিয়া বুটেকে হাইয়া পৌঁছিয়াছেন। হের হেন লোক
গড় ৯ বৎসর কাল অতীতের মতই হিটলারের সম্বন্ধে
করিয়া আসিয়াছেন, আত্ম চরম সন্তোষের সমর বলি তাহার
কথা একজন "চিত্ত-বিহীন" লোক লেখ, তবে তাহা
প্রকৃতই বিশেষভাবে ডাকিবার বিষয়, বলিতে হইবে।
সুতরাং জাঙ্গাল বেতাবের প্রচারিত গল্প যে কেহই বিশ্বাস
করিতে পারে না, তাহাও বিশেষভাবে বলা যায়।

জাঙ্গালী হইতে হেনের এই আকস্মিক পলায়ন
ব্যাপারে বৃটন প্রধান-মন্ত্রী মি: চার্চিলের সম্পূর্ণ বিশ্বাসিত
এখনও প্রচারিত হয় নাই। পালিয়ারেণ্টে একটা প্রশ্নের
উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—

কিনা কলকাতাকেও হার যান, এই ঘটনা সেরাশী একটি
কাণ্ড।" কাজেই এই ব্যাপারে সত্যের সম্মান করিতে
হইলে, যা' জা' কলকাতার আশ্রয় লইলে চলিবে না।
কিনা হিটলারের পবিত্র মন্তব্যের জন্যই হের হেন জাঙ্গালী
হইতে পলায়ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতঃপর
হিটলার যে এ-হেন অত্যাচারের সমস্ত জবাব দিতে
মানসম্মত কর্তব্য অত্যাচারের অনুমোদন প্রদত্ত হইবে, তাহা
একজন নিষ্ঠুর করিয়াই বলা চলে। যাহা হউক,
বর্তমানে হেনের পলায়ন ব্যাপারে যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে,
তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত
হওয়া যায় :—

(১) বোটের উপর হের সম্পূর্ণ ভ্রমে প্রকৃতির লোক।
বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়াই তিনি নিজেকেই এমন
এক দেশে পলায়ন করিয়াছেন—যেখানেও লোকেরা
পড় হইলেও তত ব্যবহার করেন। তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত
হাঙ্গা-ব্রা এবং সত্যের উপযোগী কতকগুলি কটোপ্রাক
ছিল। পরিকল্পিত পথেই তিনি তাঁহার এরোসেন
চালসা করিয়া গিয়া অতঃপর প্যারাশুটযোগে অবতরণ
করিয়া বিরাট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন এবং বরাবরই
তাঁহার আচরণে স্বয়ং মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

(২) হেনের এই পলায়ন ব্যাপারে মাথলী পাট্টর
মধ্যে প্রকাশ্য ভাষনের পরিচায়ক বলিয়া যনে কথা
না গেলেও, ইহা অনেকটা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে,
মাথলী বেতাবের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দিয়াছে।

(৩) হেনের এই পলায়ন ব্যাপারে অন্যান্য মাথলী
বেতাব মধ্যে বিরাট চাকল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই
উপলক্ষে মাথলী প্রচার-বিভাগ বেরন ব্যাঙ্গ্য প্রদানের
চেষ্টা পাইয়াছে, তাহা হাঙ্গা জাঙ্গালীর জনসাধারণের
মনে কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে নাই এবং
মাথলী পাট্টর একজন বড় নেতাই যে বলত্যাগ করিয়াছেন,
এ-কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই।

(৪) বর্তমান বুডে জাঙ্গালীর চরম বিকর সম্বন্ধে
হেন যে সমস্ত পোষণ করেন, তাহাও এই ব্যাপারে
পরিষ্কারই বুঝা গিয়াছে।

হিটলারের সংশোধিত আক্রমণ-পরিকল্পনা

ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকার সাময়িক সংবাদবাহক
যতে হিটলার নিম্নলিখিত সংশোধিত আক্রমণ পরিকল্পনা
কির করিয়াছেন :—

১। সুয়েডশাল ও ইরাকের তৈলখনিগুলি দখল
করিবার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার দ্বা দিয়া সৈন্য প্রেরণ।
জেনারেল ওয়াভেলের সৈন্যবাহিনীর বখাসত্ব অধিক
সংখ্যক সৈন্যকে বুডে আটকিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে
জেনারেল যোবনের নেতৃত্বাধীনে জাঙ্গালবাহিনী বীর
করীণ লকিন অকলে এই সমস্ত আরেকটি বৃহৎ আক্রমণ
করিবে।

২। আলেকজান্দ্রিয়ার নিকট হইতে বৃটন নৌ-
বাহিনীকে বিতাড়িত করিবার জন্য আকাশ হইতে তীব্র
বোম্বার্ডিং। (প্রসঙ্গতঃ বলা হইতে পারে যে, গত
১৯ই মে মাথলী বোম্বার্ড বিমান এই উদ্দেশ্যে প্রথমবার
আলেকজান্দ্রিয়ার উপর বোম্বা বর্ষণ করে; কিন্তু বিধে
কোনও কতি করিতে পারে নাই)।

৩। ব্রিটেনের দক্ষিণ আটলান্টিকের দক্ষিণা পূর্ব
দিক করিবার উদ্দেশ্যে কানাডা ও অন্যান্য কল্লী
বন্দর হইতে জাঙ্গাল ও ইটালীর ইউ-বোট লইয়া প্রবল
আক্রমণ; এই সময়ে উক্ত আটলান্টিকের জাঙ্গালী ইউ-
বোটের পক্ষি বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু এই সমস্ত পরিকল্পনা
আমল চাপি-কাটাই হইল নিমিত্ত। সিরিয়াতে অত-
প্রতিকার করিতে পারিলেই এই পরিকল্পনা কল্যাণকর
জাঙ্গালবাহিনী জন্ম হইত।

মালমহের আত্ম বিক্রয় কলকাতা

উৎপাদনকারীদের সাহায্যার্থে সাময়িক প্রতি

মালমহ মেম্বর যে আত্ম বিক্রয়িত যন্ত্রাঙ্গাদী
জাহাজ বিক্রিবিধি বিশেষ করুন জাহাজ। প্রকৃত পক্ষে
আত্ম পল্লার পূর্ণ উদ্যোগ হাঙ্গা কলকাতা এবং বোট
বড় সব ব্যাপারীই আত্মপূরণ বুঝা হইতে বলিত হয়।
মোপালভোগ ও কীলসাপাতি জাহাজ আত্ম একজন
কালের বেশী থাকারে থাকে না, প্রকৃতপক্ষে আত্ম বসসা
কল্লী আত্ম লইয়াই। এই সমস্ত পূর্ণ কলকাতা বিভিন্ন
জেনার ব্যাপারীরা এই জেজর আসে এবং লম্বা বেস
জাহাজের কাছে হাত কল হইয়াছে, জাহাজের নিকট হইতে
কালসাপাতি জাহাজ করিয়া লয়।

যাহাতে উৎপাদনকারিণ বিশেষ সুবিধামত দান পাইতে
পারে, সেই উদ্দেশ্যে জাহাজপক্ষে সম্ভবতঃ করিবার নিমিত্ত
সম্পত্তি মালমহের জেলা ব্যাঙ্কিটের সভাপতিবে "টাকিন-
হলে একটি জনসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। বাঙলা
সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মি: এ. আর,
মালিক এবং ডেপুটি ব্যাঙ্কিট মি: এফ. বহমান সভার
উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে নিমন্ত্রণে বুঝিয়া দেন। সমস্ত
উৎপাদনকারিণ এই সম্ভবতঃ প্রভাব বিশেষভাবে সমর্থ
করে এবং একটি সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব সমর্থ সমিতি
ক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাব করা হয় যে, জেলা ব্যাঙ্কিট
প্রেসিডেন্ট, মি: এফ. বহমান প্রবল অবেতনিক কোষাধ্যক্ষ
এবং মি: জাহাজপক্ষে হাঙ্গা এবং বোলভী মোহাম্মদ মুসিয়ার
মুগ্ধ সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। উক্ত উদ্দেশ্যের
উপর সমিতির নির্বাহণী হচনা, সমস্ত নির্বাচনের তার
অপিত হইয়াছে।

বুডার্টের প্রতি জাঙ্গালীর চরম

মোহিত সাগরে জাহাজ আসিলে বুঝাইয়া বেতাব
হইবে

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার ওয়াশিংটন সংবাদবাহক
জাবে প্রকাশ, মোহিত সাগরে বুডাকল বলিয়া জাঙ্গালী
যে ঘোষণা করিয়াছে বুডাকল গড়ন বেস্ট তাহা উপেক্ষা
করিবেন। নিরপেক্ষ জাহাজ অনুসারে প্রেসিডেন্ট
জাহাজে যে সকল অকলকে বুডাকল বলিয়া দিব করেন,
তমু সেই সেই অকলকেই বুডাকল বলিয়া বীকার করা
হয়। কিছুকাল পূর্বে অথবা মোহিত সাগরে বুডাকল
বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু বর্তমানে ইহাকে বুডাকল
বলিয়া পণ্য করা হয় না। সুতরাং পণ্যই মোহিত
সাগরের পণ্য রাখিণ সন্তানসহী জাহাজ পণ্য বীজ
নিরপেক্ষ বিসয়ের বস্তুভূমিতে বাতলাত করিতে আরম্ভ
করিবে। তবে এমন পর্য্যন্ত কোনও রাখিণ জাহাজ
মোহিত সাগরে উপস্থিত হয় নাই; বসিও তিনি সমস্ত
কলকাতা বিপ্লবিত সংবাদ নিজেই। বুডাকল
ব্যাঙ্কিটের কলকাতা (জাহাজ সম্পত্তি সরকারী অঙ্গি)
বড় সম্বন্ধে এক ঘোষণা করিয়াছে যে, বুডাকল ও মোহিত
সাগরের বস্তুভূমির যতে নিমিত্ত সমস্তবাহী জাহাজ
চলাচলের ব্যবস্থা করা হইবে। একদা জাহাজেরও
ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বুডাকলের রপ্তা, সমস্তপক্ষে নিকট-প্রাচ্যের ব্রিটিশ
বাহিনীকে বাতাবে বুডাকল কল সমস্তবাহী না করিতে
পারে, সেজন্যই জাঙ্গালী বর্তমানে মোহিত সাগরে
বিশ্বকলকাতা একাকভাবে ঘোষণা করিয়াছে। মোহিত
সাগরে আসিলে রাখিণ জাহাজ বুডাকল নেতৃত্ব হইবে
বলিয়া জাঙ্গালী যে তত ঘোষণা করিয়াছে, জাহাজের
আত্মকল বলিত পণ্য করা হইতেছে। সমস্ত রাখিণ
জাহাজ বুডাকল সমস্ত জাঙ্গালীর হইবে বলিয়া কল
কল হয়।

হের হেনের পলায়নের রহস্য

[বি: ওয়ার্ড প্রাইন্স লিখিত]

(হের হেনের অপ্রত্যাশিতভাবে ব্রিটেনে আগমন কল্পনা কল্পনা বিস্তৃত ও চমকিত করিচ্ছে। এই ক্ষুণ্ণ ডেইলী বেল ডলিখাত লেখক বি: ওয়ার্ড প্রাইন্স একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বি: ওয়ার্ড প্রাইন্স ব্যক্তিগতভাবে হের হেনের সহিত পরিচিত। সুতরাং জীবন প্রবন্ধ হইতে হের হেন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইবে।)

আগন্তু হইবার ততীক বিলম্বিত ব্যক্তি ও হিটলারের প্রতি বিশ্বস্ত অনুচর হেডলার জার্মান কুরাককে ত্যাগ করিয়া বিমানযোগে জার্মানিতে চলিয়া আসিবে, ইহা অপেক্ষা অসম্ভব কিছু কল্পনা করা যায় না—অসম্ভবই নতুন হইয়া উঠিয়াছে।

আগন্তু হইতে ইহার কলঙ্ক অত্যন্ত গুরুতর হইবে। নাৎসীরা ইতিমধ্যেই প্রচার করিতে শুরু করিয়াছে যে, হেন পালিয়ে হইয়া গিয়াছে। জার্মানী পরীক্ষা যারাই এ বিষয়ের অসত্য বীবাণো হইবে। তবে পালিয়ে হইয়া থাকিলে বহুদিন তিনি হিটলারের নিকট হইতে এই সত্য লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে বলিতে চর। আর হিটলারের উপর বিরক্ত হইয়া থাকিলে সে তারও বেশ বহুদিন লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। গত রাতে হিটলারের ৫২তম জন্ম দিবস উপলক্ষে হেন যে বক্তৃতা দেন, তাহাতেও হিটলারের উচ্ছ্বলিত প্রশংসা করিয়াছেন।

কি কারণে হেন আগন্তু পক্ষ ত্যাগ করিয়াছে, এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা করিবার বিষয় কোনও অর্থ হয় না। তবে নাৎসী নেতাদের মধ্যে কোনও গুরুতর কনফ্লিক্ট হইয়া থাকিতে পারে এবং রোহনের পরিণতির কথা জাতিরা হেন পক্ষ দেখে পলাইয়া আসাও হইতে পারে। মনে করিয়াছেন। ১৯৩৪ সালে নাৎসী-কনের অন্যতম নেতা রোহ্ন হিটলার কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, ইহা বোধ হয় সকলেরই স্মরণ আছে।

হিটলারের মৃত্যুর পূর্বেই সে দুঃখ ও বেদনার স্রোত হইয়াছে, তাহাতে কিছু হইয়া হেনের পক্ষে এইরূপ করা অসম্ভব নহে। অন্যান্য নাৎসী নেতাদের তুলনায় হেন চিরকালই আত্ম-বাসী এবং কবিতার সুযোগ লইয়া কখনই তিনি নিজ স্বাধীন কবিতার চেষ্টা করেন নাই।

হেন আগন্তুীর সকল সোপান ধরই আসে। এই কবর তিনি ব্রিটেনের বসিয়া নিতে পারে, এই আশঙ্কায় আগন্তুীর সমস্ত বিভ্রান্তির কর্তারা নিশ্চয়ই বিবন পতিত হইয়া উঠিয়াছে। স্মারুসিকারপ্রবৃত্তি হিটলারকে জার্মান একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরের এই কর্তব্য যে প্রায় নিশ্চিত করিয়া তুলিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। হেনকেই যদি বিশ্বাস করা গেল না, তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করা চলিবে?

ইহার পর হিটলার যে কি করিয়া আগন্তুদের বৃত্ত করিতে উৎসাহিত করিতে পারিবেন, তাহাই জাতিবির বিবর। একেই জো ইদারা এত লীলকাল বৃত্ত চলিবে মনে করে নাই, তাহার উপর হেনের এই দলভ্যাপ জাতিবির সকল উৎসাহ নষ্ট করিয়া দিবে।

আগন্তুীতে হেন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। হেন অনেককালিয়ার অসুস্থত্ব করেন এবং ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত সেইখানেই কাটান। জার্মান পিতা ইহায়ে ব্যাকার করিতেছেন। কর্তব্য বৃত্ত আরও হইবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্তও হেনের পিতামাতা জিলে ছিলেন। হেনে নিষেধকভাবে জাতিবির আকিয়ার জন্যই সেখানে একটি ইঞ্জিনিয়ার পাইল এবং জার্মানের আগন্তুীতে কইয়া আসেন।

১২ বৎসর বয়সে জার্মান শিকারজীবী আগন্তুীতে পাইল হয়। জুনের পক্ষ কল পেন হইল, তখন

[২৪ বৎসরকাল জিলে সেখানে]

ইরানে সোভিয়েট সামরিক মিশন

আকস্মিকভাবেও আগমনের সম্ভাবনা

ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকা লিখিয়াছে:—

‘নিউ ইয়র্ক টাইমসে’ প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ইরানে একটি সোভিয়েট সামরিক মিশন প্রেরণ করিয়াছে। ‘বুড’ বুডে মিল হইলে’ বাহাতে সোভিয়েট ইরানের ১২টি বিমান বাহিনী ব্যবহার করিতে পারে, সে সম্বন্ধে ইরান সরকারের সহিত একটি আলোচনা করা ই এই মিশনের উদ্দেশ্য।

‘এই মিশন অনুগ্রহ স্ববিধা সংগ্রহের জন্য শীঘ্রই আকস্মিকভাবে বাহা করিবে বলিয়া মনে হয়।

‘সোভিয়েট পতন’ বেস্ট সম্প্রতি ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে ও অন্যান্য সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেল লাইনগুলি সৈন্য চলাচলের জন্য চাচ্ছিল।’

বৃটিশ পতন’ বেস্টের পক্ষে ভারতবর্ষ এ পর্যন্ত মোট ৮৪ হাজার ইউরোপীয় বুদ্ধ-বন্দীকে উত্তরণপোষনের তার গ্রহণ করিয়াছে। এ পর্যন্ত ৩০ হাজার বন্দী ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছে। ইরানের মধ্যে তিন হাজারের চেয়ে কিছু বেশী বন্দী অতিসহন শ্রেণীভুক্ত ছিল।

মিসরের সংরক্ষণপ্রণালিতে প্রকাশ, দ্বিতীয় পতন’ বেস্টের তুল্য জর কামিশন এ পর্যন্ত মিসরে ২ কোটি ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড (মিসরী) মূল্যের তুলা ও তুলায় বীজ প্রেরণ করিয়াছেন।

[১২ বৎসরের ভেদ]

বিবর্তন মহাবৃত্ত চলিতেছে। হেন জুল ত্যাগ করিয়া আগন্তু বিমানবাহিনীতে বাইয়া যোগদান করেন। বুডের পরে তিনি বিটনিক লিম্বিলালয়ে উত্তি চন।

১৯২০ সালে ২৩ বৎসর বয়সে হেন সর্বপ্রথম বিটনিকে হিটলারের বক্তৃতা শোনে। হিটলার তখনও ব্যাতিলাভ করে নাই, কিন্তু এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া হেন জার্মান দলে যোগদান করেন।

১৯২৩ সালে বিটনিক আক্রমণ বাধা হইলে হিটলারকে লাতনসবেগে দুগুন অবরুদ্ধ করা হয়। সেই সময়ে হেনও জার্মান দলে ছিল। এই কারণে কালেন্ট হিটলারের ‘মাইন কামেক’ প্রথম অংশ দেখা হয়। হিটলার ইহা বুঝে বুঝে বলিয়া লাইডেন এবং হেন লিখিয়া লাইডেন।

হেন একজন ভাল খেলোয়াড়। নাৎসী পার্টী দেখের কর্তব্য গ্রহণ করার পরও জার্মান খেলার প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকে। বিমানযোগে জুগু লিখক পর্বত প্রবন্ধিণ করার যে প্রতিযোগিতা হয়, নাৎসী পতন’ বেস্ট পরনের প্রথম বৎসরেই হেন তাহাতে যোগদান করে। কিন্তু হিটলার জাতিবির বিবন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া জীবন বিপন্ন করিতে নিষেধ করায় অতঃপর তিনি আর কোনও প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নাই।

হেন বিবর্তিত, কিন্তু নাৎসীদের সামাজিক উৎসবে জাতি জার্মান স্ত্রী বৃত্ত একটা দাঁড়ির আসেন নাই। হেন-লক্ষ্যীর একটি ছোট ছেলে আছে।

বয়স নাৎসী পার্টী আগন্তুীর একটি বিশিষ্ট হল হিসাবে পরিপকিত হইতে আরম্ভ করিল, তখন হেনই জার্মান প্রবাস ব্যবস্থাপক ও সংগঠিত হিসাবে কার্য করিতে থাকে। তখন হইতে এ পর্যন্ত তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল।

হেন কোমল জিনই শাসন সংক্রান্ত কোনও পদে নিযুক্ত হন নাই। নাৎসী পার্টী সুপরিচালনার জন্যই তাহাকে সকল পক্ষি নিয়োগ করিতে হইত। বুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর জাতিবির বিভিন্ন বিনে দল দানে বাইতে হইয়াছে; হেনারেল জাতিবির সচিব বোকা করিবার জন্য জাতিবির মালিক বহিতে হইয়াছিল, জাতি বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ আছে। সুতরাং জার্মান নাৎসী বক্তৃতায় যে কত-কত গুরুতর ঘটনা, জাতি পদক্ষেপ অনুসরণ।

বিলাতের চিঠি

(ভরমৈক লণ্ডনবাসী লিখিত)

লর্ড মেয়ারের বাসস্থান মানসান হাউসে সর্বপ্রথমবার মিটি অফ লণ্ডন কলে কেম্পানের অধিবেশন হয়ে খেল। এই বাড়ীটি অসামান্য শক্তিশালী, কিন্তু জাতি আনুগিক নামা স্বকম আকানের আলোচন করে আনুগিক করে মেওয়ার হয়েছিল। কিন্তু জিন হন কলে কেম্পানকে জাতিবির প’চিশো বছরের পুরাতন বাড়ী গিল্ড হল ফেলে আসতে হয়েছিল। গত ২৯শে ডিসেম্বর নাৎসীদের আগন্তু বোকার গিল্ড হল জয়যাত্রা করে পুড়ে যায়।

এই মৃত্যু বাড়ীর কার্যে কানুনে সদস্যরা এখনও অত্যন্ত হতে পারেন মি, জাই যেন কিছু কিছু অর্থবিত্ত বোধ করেছেন। পূর্ব অধিবেশনের কর্তৃত্বভার পুড়ে জাই হয়ে গেছে; সুতরাং টাউন হার্ক জা পড়তে পারেন মি। এ সম্বন্ধে মিটি অফ লণ্ডনের কলে কেম্পানের পক্ষে সুভদ্র ও অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মিটির পৌর-পরিচালনা প’চিশো শক্তিশালী মনোবাহী ঐতিহ্যের উপযোগী ধারায়ই অনুপ্রাণিত হইবে, এতে সন্দেহ নাই।

লণ্ডনের বাসিন্দাদের প্রতিমিহি হিসাবে মিটি কলে কেম্পান অসীম বহু মেওয়ারী, লাক্স ও বহু অসংকত জমজমাট মেওয়ারী উপেক্ষা প্রদান করে আগন্তু প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ দেখে আসতে। কালেই বর্তমানের অতিজ্ঞা কলে কেম্পানের কাছে কিছু মৃত্যু মন।

কলে কেম্পানের প্রধান হেডচন লর্ড মেয়ার। এর পর মিটি পৌর সভার অলভ্যবাসন ও বিচারকরণ’ ও সাধারণ কাউন্সিলারদের সভা। এই সভার সভা শ্রেণীর সংখ্যা ২৩০। সেই টিকেন্স মিহনে ২৬শে জানুয়ারী এই সমসাময়িক নির্বাচিত হন। এ প্রাচীন পুরা লীলকাল ধরে চলে আসছে। টিক কলকাতার সভা মিটি অফ লণ্ডনকে বিভিন্ন জাতি জাতি করে এক একটি অফসকে এক একটি ওয়ার্ড বলা হয়। এই ওয়ার্ড থেকেই কাউন্সিলাররা নির্বাচিত হন। পুডোফ ওয়ার্ডের ‘ওয়ার্ড-মোট’ বা ওয়ার্ড-সভা এসের নির্বাচিত করেন। এই ওয়ার্ড-মোট পুডোফ পুডোফই যোগদান করবার ও ভোট দেবার অধিকার আছে। সে হিসাবে এগুলিকে অফসকের প্রাচীনতম গণপ্রান্তিক ব্যবস্থার প্রতিমিহি বলা চলে। এই সভাগুলিতে পুডোর উৎসাহ লক্ষিত হয়। এদের নির্বাচিতের লক্ষণ উৎসাহ লক্ষিত হয়েছিল।

পৌর শাসনের দিক থেকে মিটি অফ লণ্ডন আর বাকী লণ্ডন দিক এক নয়। লণ্ডনের বহাৎলে একজন হাইল শাসকে মিটি বলা হয়। পূর্বে এর চারদিক মেওয়ার দিক থেকে ছিল। বহু পুরান কাল থেকেই মিটি পৌর শাসনভা গোপ করে আসতে।

লণ্ডনের বাসিন্দার বাসিন্দাগুলির বেহর এম: মেয়ার, পটী সম্প্রতি ‘জামের বাসিন্দাগুলি এসাকার চেপেদের জামা কাপড় উপহার দিয়েছেন। লামবের চেপেদের লক্ষণগুলি অত্যন্ত লক্ষিত অক্ষয়। আগন্তু বোকা বহুবার কলে এইসব চেপেদের বহাটী দান হয়েছিল, এমন কি এসের জামা কাপড় পর্যন্ত বাতাস দান মি। সুতরাং বেহর এসের জামা কাপড় সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন। এসের যে সব জামা মেওয়ার হয়, সেগুলি বিবর্তিত জাতিবির ‘জুড বাই মি: টীপু’এ ব্যবহৃত হয়েছিল। জাতিবির এই জাতিবির অনেকেরই দেখে থাকবেন। এই জাতিবির টেলিভিশন পাবলিক স্ক্রুনের জীবন দায়ার একটি চমককার আলোচ্য চিত্রিত হয়েছিল। হেনারেলের বিবর্তিত পাবলিক স্ক্রুনে এই চিত্রের অনেক চিত্র মেওয়ার হয়েছিল এবং অসম্ভব দৃশ্য। এই স্ক্রুনের কয়েকজন জাতি অংশ গ্রহণ করেছিল।

এই চিত্রের জন্য ছোট চেপেদের উপযুক্ত ১২/৬ জামা ও জুতার অর্ডার মেওয়ার হয়েছিল। ‘জুডবাই মি: টীপু’এর পুডোফকেই এই সকল জামা কাপড় ব্রিটিশ রেড ক্রস ও বোকা বিশ্বস্ত লামবের চেপেদের জন্য দান করেন। লামবের চেপেদের লল জাতিবির ব্যবহৃত এই লল জামা কাপড় পেয়ে খুশি হইতে ১০০

ইরাকের গোলযোগ ও মোসলেম সমাজ

হারজাবাদ ও বেরারের মহামান্য নিজাম বাকচরের বাণী

ইরাকে যে অব্যাহত পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে, তৎসম্বন্ধে হারজাবাদ ও বেরারের মহামান্য নিজাম বাহাদুর নিম্নোক্ত মর্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—

“ইরাকে সম্প্রতি যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটয়াছে, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকায়—আমার রাজ্য ও ভারতবর্ষ এবং সাধারণভাবে নিকট-প্রান্তের মুসলমানদের মনে ভীতি-ভয়নার সৃষ্টি হইতে পারে; এমন কি, ইরাকের এই গোলযোগ দমনের জন্য বৃট্টন গভর্ণমেন্ট যে সামরিক বা অব্যাহত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও অনেকের মনে ভীতি-ভয়নার সৃষ্টি হইয়া বিচিরি মনে। কাজেই, মুসলমান জনসাধারণকে আশুত করা এবং এই ব্যাপারে তীক্ষ্ণায়া যদি কোন ভীতি-ভয়না পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা অপনোদন করার উদ্দেশ্যে—আমি এই সাক্ষিত বাণী প্রচার করা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

“এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং মুসলমান ও অশাখানা বীচারা ইরাকের কল্যাণ কামনা করেন তীক্ষ্ণায়াগকে ইচ্ছা জানাইতে চাই যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে এই দেশের সংগঠনে বৃট্টন গভর্ণমেন্টের বিশেষ হাত ছিল এবং এই রাষ্ট্রের সহিত বহুতলুচ সম্পর্ক অব্যাহত রাখা তাহা তীক্ষ্ণাদের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। আমাদের বিত্ব-মতি মিসর ও তুরস্কের সহিত যোগাযোগ অকুণ্ঠ রাখার জন্য যাহা করা প্রয়োজন, ইরাকে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনই বৃট্টনের উদ্দেশ্য। ১৯৩৩ সালে স্বাধীন ইরাক-রাষ্ট্রের সহিত বৃট্টন সরকারের যে সম্প্রীতিবন্ধন সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধি-পত্রেরই একপ যোগাযোগ-পথ গোলা বাবাহ সঙ্কট ছিল।

“একটি পূর্ণ-স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ইরাকের সংগঠন হইতে আরম্ভ করিয়া এ-পন্যস্ত বরাবর বৃট্টন গভর্ণমেন্ট ইরাকের সহিত পটীক বহুতলুচ সম্পর্ক অক্ষয় রাখিয়া আসিয়াছেন এবং এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, সন্ধির উপরোক্ত একান্ত প্রয়োজনীয় সঙ্কট প্রতিপালিত হইলেই তীক্ষ্ণায়া পুনরায় সেরূপ প্রতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিতে অগ্রসর হইবেন।

“বর্তমান গোলযোগের প্রত্যেক কারণ হইতোহে—আত্মাণকের হাতের ক্রীড়কল্পে রশীদ আলীর বিশৃঙ্খল-বাহকতা। দেশের শাসন-তন্ত্র অনুযায়ী বীচাকে ‘রিজেন্ট’ পদে নিয়োগ করা হইয়াছিল, তীক্ষ্ণাকে বিভাজিত করিয়া দেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করতঃ শাসন-কর্ত্তা হস্তমত করিয়াই রশীদ আলী তীক্ষ্ণার বিশৃঙ্খলবাহকতার অভিযান আরম্ভ করে। অতঃপর সংখ্যার একদল বিপথ-চালিত সৈন্যের সমর্থনের জোরে রশীদ আলী হাযুমিয়া-খিত্ত বিমান-বাট বেড়াও ও আক্রমণ করিয়া নির্জলজের মত গতি-সঙ্কট অব্যাহত করে। বৃট্টন সন্ত্রাসের সহিত ইরাক সরকার যে পবিত্র সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সর্বসুখার্থী এই বিমান-বাট রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল।

“বিমান-বাট আক্রমণ হওয়ার পর বৃট্টন ও ভারতীয় সৈন্যপদ বীরত্বের সহিত বাধা দেয়। কাজেই বলা চলে—বৃট্টন সৈন্যপদ যে ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা নিছক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং তাহা ও মিসর সরকার অন্য বৈশ্বাযোগের উপরোক্ত যে-সব পদ উল্লুচ রাখা প্রয়োজন, তাহার নিরূপণের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

“বৃট্টনের এই ব্যবস্থা ইরাকেরও স্বার্থের অবলম্বন।

“রশীদ আলী ও তীক্ষ্ণার দলবল সন্ধি-সঙ্কট তরু করিয়া ইসলামের অদ্ব্যতন প্রবান নিকায় যে অব্যাহত করিয়াছে, আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এই আচরণের তীব্র নিন্দা করিতেছি এবং আত্মরক্ষার সহিত অনুরোধ করি যে, ভারতের মুসলমানগণ সন্নিবিষ্টভাবে একপ প্রতিবাদ জ্ঞাপনে আমার সহিত যোগদান করিবেন।”



লুকানো টাকা
মৃত অর্থের সামিল

যে টাকা কোনো কারে লাগে না তার কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু সেই টাকার যদি ‘ডিকেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট’ কেনে তাহলে টাকাটা দিনের পর দিন বাঁচতে থাকে। যেমন বরেন ১০ টাকা দিয়ে আপনি যদি আত্ম একটি ‘ডিকেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট’ কেনে তাহলে ১০ বছরে আপনার ৩১/০ আদা বেশী মোকদার হবে। অধির দায় করতে পারে কিন্তু ‘সেভিংস্ সার্টিফিকেট’ের কবে না। টাকা কতি গহনাপত্র হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু ‘সেভিংস্ সার্টিফিকেট’ কেতার মানে রেজিষ্টারী করা থাকে বলে কখনই হারান না। যান চান বন ইত্যাদির মত হবার ভয় আছে কিন্তু ‘সেভিংস্ সার্টিফিকেট’ যে কোন সময়ে পূরা লাভে ডানান যায়। সার্টিফিকেটগুলি বিভিন্ন মানে পাওয়া যায়—১০০, ৫০০, ১০০০, ৫০০০ ও ১০০০০ টাকা।

কি করে সার্টিফিকেটগুলি অল্পে অল্পে কিনতে পারা যায়

ভাল করে গিয়ে, ‘ডিকেন্স সেভিংস্ ট্যাম্প কার্ড’ চেয়ে দিন—চাইলেই পাবেন। তারপর যখন যেমন সুবিধা হয় ‘ডিকেন্স সেভিংস্ ট্যাম্প’ কিনতে থাকুন—যাদের দাম ১০, ১১০ ও ১০০ টাকা। ১০ টাকা দামের ট্যাম্প যখন কার্ডের ওপর আদা হবে, ভাল করে গিয়ে তখন তার পরিবর্তে একটি ১০০ টাকার ‘ডিকেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট’ দিন। এই ‘সার্টিফিকেট’ আপনার জন্য টাকা আদাতে থাকবে এবং দশ বছরে এর দাম হবে ১৩১/০ আদা—এর জন্য ইনকান ট্যাক্স দােন না। টাকা যদি আপনার আগেই দরকার হয় তাহলেও ছুদ ছাড়া কিনা পাবেন।

বাঁচতে হলে টাকা বাঁচান

আয়কর ও আত্মরক্ষার জন্য
ডিকেন্স সেভিংস্
সার্টিফিকেট কিনুন

বাংলাদেশের হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা

১৯৬১ সনের বাষিক কার্য-বিবরণী

বাংলাদেশের হাসপাতাল ও ডাক্তারখানাসমূহের ১৯৬১ সনের যে বাষিক কার্য-বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বহুতর করা হইয়াছে যে, এই প্রকল্পের অর্থায়নকে চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য হানের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে উপস্থিত নিকে অগ্রসর হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে হাসপাতাল ও ডাক্তারখানার সংখ্যা ১৫৪টি বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তন্মধ্যে ৫২টি পান্চাজী চিকিৎসা বিভাগ অনুসারে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, ১৭টি অন্যান্য ধরনের চিকিৎসালয় ও ৮৫টি চিকিৎসা কেন্দ্র। এছাড়াও হাসপাতালসমূহে মোট ৩১৩টি রোগীর শয্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কলিকাতার হাসপাতাল ও ডাক্তারখানাসমূহের আউট-পেয়ার রোগীর সংখ্যা ২,৮২৬ জন ও ইন্ডোর রোগীর সংখ্যা ৮,৯৮৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যম হাসপাতালে রক্ত-রশ্মির যত্ন বলা হইয়াছিল। বর্তমানে কলিকাতার ১২টি ও বকসলের ২টি হাসপাতালে রক্ত-রশ্মি পরীক্ষার সুযোগ বহিরাছে। খাসা ও গ্রামা ডিসপেন্সারীতে বহুতর বার্ষিক ৫০০ ও ২৫০ টাকা করিয়া সরকারী সাহায্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত হইয়াছিল। এছাড়াও মোট ১১৪টি খাসা ডিসপেন্সারী ও ৪১৬টি গ্রামা ডাক্তারখানার সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল। অনেকগুলি নতুন ডাক্তারখানা এবারও নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং বহুতর পুরাতন দালানের সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। জেলায় সদরে অবস্থিত হাসপাতালসমূহের উপস্থিতি জন্য ১৯৬৮-৬৯ সনের বাজেটে ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই টাকা হইতে ১৯৬৮ সালে তিনটি হাসপাতালে ৬৩,০০০ প্রকৃত হই এবং বাকী ২,৩৭,০০০ টাকার মধ্যে ১,৪০,৪১৮ টাকা ১৯৬৯ সালে নিম্নোক্ত সনদ হাসপাতালসমূহের জন্য ব্যয় করা হয় :-

বর্তমান ১৫,৩১৮ টাকা, বেদীপুর ৯,০০০ টাকা, হুগলী ৮,৬০০ টাকা, বরবনসিংহ ২৫,০০০ টাকা, কলিকাতা ৭,০০০ টাকা, বাবগঞ্জ ৫,০০০ টাকা, চট্টগ্রাম ২৫,০০০ টাকা, মোহাম্মাদী ৫,০০০ টাকা, রাজশাহী ৩০,০০০ টাকা ও হুগলী ১০,০০০ টাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রতি আলোচ্য বর্ষে বিশেষভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়; এই জেলায় ডাক্তারখানাকর্মির জন্য ঊষ ও ডাক্তারী জরুরি বিশেষভাবে সরকার কর্তৃক হইয়াছিল। এই জেলায় জন্য একটি পল্লী-স্বাস্থ্য পরিদপ্তর এবং সরকারী ও বেসরকারি হাসপাতাল-নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর সরকারের অধীনে স্থাপন করে। মোট ৬৩,১৮২ টাকা ব্যয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চিকিৎসা বিষয়ক নিকা প্রদানের জন্যও একটি পরিদপ্তর স্থাপন করা হইয়াছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু বার্ষিক চিকিৎসার জন্যও ব্যয় করা হইয়াছিল। বিভিন্ন জেলায় সনদ হাসপাতালে বহুতর চিকিৎসা অধিকতর সুবিধা জন্য ১৫,০০০ টাকা বিভিন্ন হাসপাতালে বিতরণ করা হইয়াছিল। কলিকাতা হাসপাতালে ডাক্তারদের একটি "কোম্পানী" আলাদাভাবে স্থাপন করা হইয়াছিল।

বর্ধিত অর্থ-নিয়ন্ত্রণী সমিতি যে সুন্দর কাজ করিয়াছে, তাহা অব্যাহত রূপে কাজ উৎসাহিত ১৫,০০০ টাকা, প্রদান করা হইয়াছিল।

সাহায্যের বিভিন্ন হাসপাতালে বৌদ্ধ-নির্মিত শ্রম-রত্ন সরকার সম্পর্কে লক্ষ্য মুক্তি যে বোধগম্য করেন, তন্মধ্যে বর্ধিত পণ্ডিত বেস্ট নিম্নোক্ত হাসপাতালগুলিকে এই যত্ন পাওয়ার উপযোগী বিনামূল্যে সরকার কর্তৃক :-

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা মিউনিসিপ্যাল হাসপাতাল, বেনগালিয়া কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল, বর্তমান জেলায় হাসপাতাল, বাবগঞ্জ বঙ্গা হাসপাতাল, পাখিদিং তিটোরিয়া হাসপাতাল ও চাওড়া জেনারেল হাসপাতাল।

পণ্ডিত বেস্ট-পরিচালিত মেডিক্যাল স্কুলসমূহ ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্কুলসমূহ ও তৎসমস্ত সনদের হস্তান্তর করা বিশেষ বৃদ্ধি মনুর করা হইয়াছিল। সরকারী মেডিক্যাল স্কুলগুলির নিকা পদ্ধতিও সংস্কার করা হইয়াছিল।

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলকে একটি মেডিক্যাল কলেজে উপস্থিত করা ও কলিকাতার একটি ঊষ প্রকৃত নিকা কলেজ স্থাপন বিষয়ে যে দুটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে এই উভয় কমিটির কাজ চলিতে থাকে।

১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ১,৩০০ জন দার ও ১,১৯৮ জন দারীর নাম রেজিস্ট্রী করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ১৬৮ জন দার ও ২১৬ জন দারীর নাম রেজিস্ট্রী করা হইয়াছিল।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ক্যাম্পবেল হাসপাতালে মোট ৫৫ জন দার আছে; তন্মধ্যে ২০ জন সনদপ্রাপ্ত। এই হাসপাতালে উপস্থিত সংখ্যক দারের ব্যবস্থা এবং তাহাদের ট্রেনিং-এর জন্য একটি পরিকল্পনা বহুতর করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে নিকা-প্রদানকারী দারদের হাসপাতাল নির্মাণ করা হইতেছে। আশা করা যায় যে, ১৯৬১ সনের অক্টোবর মাস হইতে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে এবং ইহার ফলে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে দারিঃ ব্যবস্থার বহুতর উপস্থিতি হইবে। বর্তমানে ট্রেনিং প্রাপ্ত দারদের সংখ্যা বাড়ান হইতেছে।

ঢাকা মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে দারিঃ ব্যবস্থার উপস্থিতি জন্য উহার দারদের সংখ্যা বাড়িয়া মোট ৩২ জন করার প্রকল্প করা হয়। রাজশাহী সনদ হাসপাতালে দুইজন দারী রাখার অনুমতি প্রদত্ত হয়। ২৫টি জেলায় সনদ হাসপাতালগুলিতে রেজিস্ট্রীকৃত দারী রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব জেলা হইতেছে—বর্তমান, বেদীপুর, হাওড়া, হুগলী, ২৪-পল্লী, নীলী, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, বরবনসিংহ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি ও পাখিদিং। বীরভূম, কুলনা, কলিকাতা, নিশাকপুর ও বাবগঞ্জ এই পাঁচটি জেলায় সনদ হাসপাতালে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সনদ একজন দারী রাখা কাজ করা হইয়াছিল। বীরভূম, কলিকাতা, বাবগঞ্জ, মোহাম্মাদী, হুগলী, বগুড়া ও পাবনা এই পাঁচটি জেলায় সনদ হাসপাতালগুলিতে কোন দারের ব্যবস্থা ছিল না।

আলোচ্য বর্ষে সরকার অঞ্চলে মোট ১,৬৬৫টি হাসপাতাল বা ডাক্তারখানা ছিল; পূর্বে বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ১,৬২৬টি; ইহার মধ্যে ১,৫৮৫টি পান্চাজী চিকিৎসা বিভাগ অনুসারে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫৬টি সরকার পরিচালিত, ১,৫২৯টি দারীর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত (গ্রামা ও ইন্ডিয়ান-বেস্ট ডিসপেন্সারী সহ), ১১৪টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান, ১৭৫টি সাহায্যবিহীন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৭৪টি জেলায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও ৮টি সাহায্যপ্রাপ্ত ডাক্তারখানা। এছাড়াও বাংলাদেশ, কলিকাতা ও চট্টগ্রামের চিকিৎসা জমা কোন কোন স্থানে জেলা বোর্ডের পক্ষ হইতে সাময়িক চিকিৎসাকেন্দ্র বোনা হইয়াছিল। মোট বোনা প্রকৃতিতেও সাময়িক চিকিৎসা-কেন্দ্র কোন কোন স্থানে বোনা হইয়াছিল। এছাড়া সাময়িক চিকিৎসাকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৬০২টি। পাখিদিং ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুইটি সাহায্য সরকারী চিকিৎসালয় কাজ করিয়াছিল।

বকসল অঞ্চলে হাসপাতালসমূহে বৎসরের শেষ নিকে মোট ৬,৫৫৫টি রোগীর শয্যা ছিল; তন্মধ্যে ৪,৬৫২টি পুরুষের জন্য ও ১,৯০৩টি স্ত্রীলোকের জন্য।

বকসলের হাসপাতাল ও ডাক্তারখানায় মোট ১২,১২৫,৬৮৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। মোট ৯২,৬৮৮ জন রোগীকে বকসলের হাসপাতালে রাখা চিকিৎসা করা হইয়াছিল। জেলায় সদরে অবস্থিত হাসপাতালসমূহে ৩৯,৮৮২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। বকসলে পান্চাজী ধরনের হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা-সমূহে বহিরাগত ১০,৫৭১,৮৯০ জন রোগীকে ঊষ প্রদান করা হইয়াছিল, অস্বাভাবিক চিকিৎসাকেন্দ্র বোনা প্রকৃতিতে ৮৫৯,২৩৩ জন রোগীকে ঊষ দেওয়া হইয়াছিল।

সনদ হাসপাতাল ও ডাক্তারখানাসমূহে বহিরাগত ৫,৩২,০৭৩ জন রোগীকে ঊষ প্রদান করা হইয়াছিল। ঢাকা মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে বহিরাগত একজন রোগীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল।

কলিকাতার পান্চাজী ধরনের পরিচালিত হাসপাতালসমূহে রোগীর শয্যা সংখ্যা ছিল ৪,১৬১টি।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হাসপাতালে মোট ২২,৩৭৪ জন ইন্ডোর রোগী ও ১,৯৫,৪৬৪ জন আউট-পেয়ার রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি মুক্ত-ডাক্তার

ঢাকা সংগ্রহের ব্যাপক ব্যবস্থা

মুক্ত ১৬টি যে যে সনদ পেন হইয়াছে, সেই সনদ জলপাইগুড়ি মুক্ত কার্যকরী সমিতির অর্থায়নিক কোষাধ্যক্ষ ৯,৭৭৮/০ আশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এ পর্যন্ত মোট ৫১,০০০/০ সংপূর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯১৫৭/০ সেটি বেরী হাফাটের বর্ধিত বহিরাগত উদ্ভবের দিগন্ত পূর্বক করিয়া রাখা হইয়াছে।

এছাড়াও ৭৭,৯৩৬/১ পাই ইট-ইট্রিয়া ফাটে প্রদান করা হইয়াছে।

সনদ বহুতর দারিঃ, লাক্স অফিসারসহ এবং জলপাইগুড়ি সরকারী অফিস ইন্সটিটিউটের সদস্যগণ জলপাইগুড়ি ও বহুতর দারিঃ নামক স্থানে "সরকারি" নটিক অফিস করিয়াছেন। বহুতর-বহুতর নামে অধীর মুক্ত সংগ্রহ উদ্ভবের প্রদান করিয়া দিগন্ত জলপাইগুড়ি মুক্তকার্যকরী সমিতির কোষাধ্যক্ষের নিকট ৭৫০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

সম্প্রতি পাখিদিং জেলায় বহুতর-বহুতর সাহায্য পণ্ডিত বাবগঞ্জ কলিকাতা হইতে কলিকাতা বর্ষে বহুতর করেই অফিস পরিদর্শন করেন। পণ্ডিত বাবগঞ্জকে বাস বহুতর অফিস পরিদর্শন করানোর; সেখানে একজন কলিকাতা সমিতি উদ্ভব সেবা হইলে তিনি তাহাদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে পুণ্য করেন। অতঃপর তিনি বহুতর ও বেরী দারবাসে চার্জ অফ ডিসপ্যাচ সিনদ পরিচালিত দুইটি হাসপাতাল এবং কলিকাতা নামক স্থানে একটি সিন্দু প্রতিষ্ঠানী বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ত্রিপুরা জেলা

গত এপ্রিল মাসে ত্রিপুরা জেলার নিম্নলিখিত পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য সম্পাদিত হইয়াছে :—

সদর (জমিদার) মহকুমা—

চৌধুরা থানার অন্তর্গত দুলাইরাইল ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন তিন পোতা মাইল দূর একটি রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে। লাকসার থানার অন্তর্গত, ভোগাই গ্রামের মধ্যে এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে। চাঙ্গিনা থানার অন্তর্গত কানালিয়া এবং সেওরা মারক গ্রামে আরও দুইটি রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় এই সকল কাজ সমাধা হইয়াছে। চাঙ্গিনা থানার অন্তর্গত সেওরা ইউনিয়নে খেচড়াপ্রদোষিত প্রবে একটি বাস বন্দন করা হইয়াছে।

ডাউলবার ইউনিয়নের দুইটি মৈন-বিদ্যালয়কে মাসিক দুই টাকা করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্য প্রদান করা হয়।

সদর (উত্তর) মহকুমা—

গত এপ্রিল মাসে বুড়ীচক থানার অন্তর্গত পরাত ও গিলাতালি এবং লাউলকাশী থানার অন্তর্গত চিহ্নারকাশী মারক গ্রামে পল্লী-মজল সমিতিসমূহ স্থাপন করা হইয়াছে। পরাতের সমিতি গ্রামটির ভাল রকম অধীপ করিয়া একটি ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই পাঁচটি রাস্তা সেরানত, চারটি পুকুরিণীর কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। পকাভরে, জিয়ারকাশী সমিতি একটি নতুন রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে। বুড়ীচক থানার অন্তর্গত দারারপসার ও করিমপুর পল্লী-মজল সমিতি জাতি মারক গ্রামে খেচড়াপ্রদোষিত প্রবে একটি প্রয়োজনীয় রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে। উহার ফলে স্থানীয় অঞ্চলে বহু লোকের একটি অভাব দূরীভূত হইয়াছে।

জগদীয়াতীর কতিপয় কর্মকর্তা প্রাণে জোবনা ক্রেতাস্বত্ব বিশেষ সরকারী কাজ সম্পাদন করিয়াছে।

চাঁদপুর মহকুমা—

আলোচ্য মাসে দুর্ভোগাপুর্ন আবহাওয়া এবং প্রবল জড়বৃষ্টি পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজ কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিয়াছিল। কচুরীপানা পরিষ্কার, জল সাফ, অস্বাস্থ্যকর গর্ভসমূহ উন্নীত এবং রাস্তা ও সেতুসমূহ নিরীক্ষণ ও মেরামত করার মধ্যেই ইচ্ছার প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল।

চাঁদপুর থানার অন্তর্গত ইলুহিরপুর ও মরগাঁও পল্লী-মজল সমিতি এবং চাঙ্গিনা থানার অধীন ব্রাহ্মণীচোরা সমিতি পুকুরিণী হইতে পান্য পরিষ্কার এবং গর্ত, বাঠ, বিল ও বাসসমূহের জল সাফ প্রকৃতি বিশেষ উন্নয়নযোগ্য কার্য সম্পাদন করিয়াছে। চাঁদপুর থানার অন্তর্গত ইলুহির ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বর্তমানে মারক গ্রামের সম্মুখে খেচড়াপ্রদোষিত প্রবে একটি অস্বাস্থ্যকর গর্ভ উন্নীত ও জল সাফ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রেসিডেন্ট খেচড়াপ্রদোষিত প্রবে দুইটি রাস্তা নির্মাণ ও ভিনজল শিক্ক দিয়া একটি মৈন-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। মীলকল ইউনিয়নে কতকগুলি রাস্তার দানা দানে খেচড়াপ্রদোষিত কর্মকর্তা বেরানত করা হয়। উপাধি ইউনিয়নে কিছু ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে এবং বাবদিক খেচড়াপ্রদোষিত প্রবে এক মাইল দূর একটি রাস্তা তৈরী করা হয়। কাবেকনাও ইউনিয়নে জিন্দী বাপের সীকো তৈরী করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের মৈন-বিদ্যালয়সমূহ বিবরণ্যে দৃষ্টিকরণে নিযুক্ত ছিল। জল ব্যাপকভাবে সার্কেল অফিসার, স্কোয়াড

অফিসার এবং সহকর্মী হাকিমগণ জনসাধারণকে একনিষ্ঠভাবে পল্লী-উন্নয়ন কার্যে প্ররোচিত করিতে উদ্বীণিত করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে সভার আয়োজন করা হইয়াছে এবং জাতিতে সহকর্মী হাকিম এবং সার্কেল অফিসারগণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বর্তমান পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবলীর উন্নতির বিধানার্থে সহকর্মী হাকিম ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, পল্লী-মজল সমিতির সভাপতি এবং চুইং অফিসারগণকে তাঁহার ব্যাপক কর্ম-পরিকল্পনা পরবরাহ করিয়াছিলেন।

বগুড়া জেলা

কাছালু থানার অন্তর্গত ১ নং বীর জেলার ইউনিয়নে সম্মতি ১৫টি পল্লী সমিতি দিয়া একটি পল্লী-উন্নয়ন ইউনিয়ন সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলির আর্থিক সুবিধার জন্য বৌ: শেখ বলিদুর রহমান, বি. এ, উক্ত থানার পল্লী বিভাগীয় এগিট্যান্ট ইন্সপেক্টর এবং প্রচার অফিসার সাহেবের সরল মুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় উদ্বীণ ও অনুপ্রাণিত হইয়া বৌ: রাসাত আলি খা, চেয়ারম্যান, জুট-কমিটি, ডি. এস. বোর্ড, প্রেসিডেন্ট, ইউনিয়ন বোর্ড, বৌ: ভাসন্ত আলি খা, ডাইন-প্রেসিডেন্ট, ইউ. বি. ডাইন-চেয়ারম্যান, জুট-কমিটি, ডি. এস. বোর্ড; আব্বাস আলি বন্দকার, শেখ নাসরুদ্দীন, বৌ: আবেদ আলি, বেহর, জুট-কমিটি, ও ডা: ইছমাইল হোসেন সাহেব অত্রাও পরিদ্রব করিয়া পক্ষকাল মধ্যে প্রায় ১০০ একশত টাকা টাঙ্গা আদায় করিয়াছেন। দ্বিহ হইয়াছে যে, টাকাগুলি বিভিন্ন সমিতির নামে স্থানীয় সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইবে এবং প্রতিযোগিতা করিয়া মুক্তিপূর্ণ আদায় করা প্রত্যেক সমিতির আর্থিক কলমের পুষ্টি করা হইবে। সমিতিগুলি প্রতি পাড়ার মৈন বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষার বিস্তার, বাসা ভোণা ভরানি করিয়া জন-সাধা রক্ষা, মামলা মোকদ্দমা নিবারণ করিয়া জনসাধারণের ভিতরে সৌহার্দ্য স্থাপন ও চাচীর পরব মজলজমক বাঙালি সরকারের পাটচায় নিয়ন্ত্রণ নীতির অল্প বর্ধাঙ্গ রক্ষার জন্য পুষ্টিভিত্তিক।

পাট বিভাগের প্রচার-অফিসার, যোগদান করিয়াছেন যে, এক মাস পর প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকারী সমিতিতে একটি মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ব্রিটেনের প্যারামুট বাহিনীর যুগ্ম শিক্ষা

সৈন্যদের জন্য বিশেষ জাতীয় ব্যবস্থা

ব্রিটিশ প্যারামুট বাহিনীর জন্য খেচড়াপ্রদোষিত বিশেষভাবে নির্বাচিত হয়। সারা প্রকার সৈনিক ব্যাঘ্র ও যুগ্ম প্রকৃতি বিনা অল্পে সজ্জিত বিভিন্ন কোর্স ইচ্ছার শিক্ষা দেওয়া হয়। উল্লেখ, প্যারামুট হইতে লাকসার মারিয়ার কোর্স, পড়িয়ার ও পড়িয়ার বিভিন্ন নিয়াম উপাধিগুলিও এই শিক্ষার অন্তর্গত। ইহা ছাড়া ব্যাপ বেবিয়া স্থান নির্ধারণ, সাধারণ কর্ম-নির্দেশনা এবং কাছাকো না খিলাসা করিয়া শুধু মাত্র চকু, কপ ও নিজ মুক্তির সাহায্যে বিশেষে কি উপায়ে পথ বুঝিয়া বাহির করিতে হয়, এ সকলও জাহানের নিবিতে হয়। শিকল, রাইফেল ও ব্রেন এবং টবি বন্দুকের ব্যবহার তো ইহা ছাড়া নিজ নিজ সৈন্য দলে পুর্বেই শিক্ষা করিয়াছে।

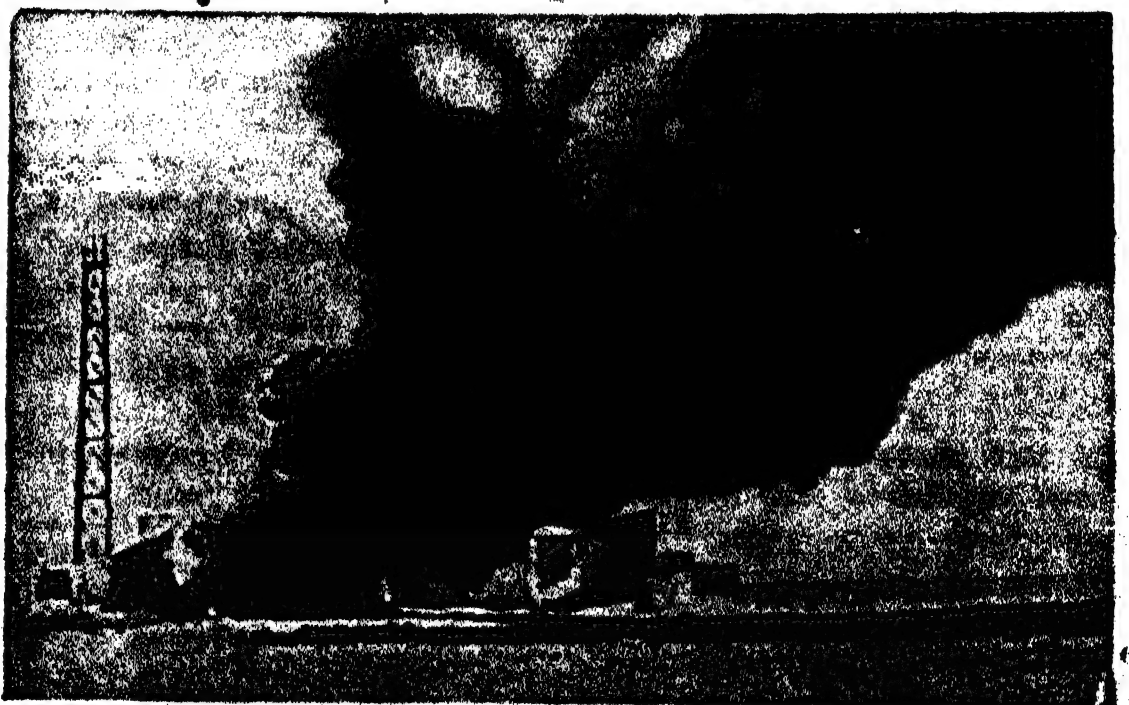
১৯ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তর্গত ত্রিশ বৎসর বয়স খেচড়াপ্রদোষিত মাত্র প্যারামুট বাহিনীতে লওয়া হয়। শিক্ষিত প্যারামুট সৈন্যগণ সাধারণ বাহিনীর উপরও বিশেষ জাজ পাইয়া থাকে।

আফ্রিকার ভারতীয়-বাহিনীর বীরত্ব

আত্ম-আলাপী অঞ্চল হইতে প্রত্যক্ষদর্শীর তার

কোনক প্রত্যক্ষদর্শীর মিকট হইতে প্রাণ জয়ে প্রকাশ, আত্ম আলাপী নামক ইটালীয়দের পদ-ভবন-ভিত্তি বাটটি উত্তর দিক হইতে ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণে ইতিপূর্বেই বিপদ হইয়া উঠিয়াছিল, বর্তমানে দক্ষিণ দিক হইতে হাবনী দেশতত্ত্ব বাহিনী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে তাহা আরও বিশেষভাবে বিপদ হইয়া পড়িয়াছে।

ভীমবিক্রমে এই অঞ্চলের কতকগুলি পাহাড় অধিকার করিয়া ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কবেই পত্র পক্ষের পুরান বাটটির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পত্র পক্ষ বখালাবা বাখানান করিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইচ্ছার রোষ করিতে সর্ব-হইতেছে না। এই উপর পার্শ্ব-ভাঙ্কলে ভারতীয় সৈন্যরা যে বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছে, তাহা একাত্তই বিস্ময়কর।



বিবিধ ইটালীয় যুগ্ম "কোট অফার" যুগ্ম বাহিনীর কোর্স করিতে সৈন্য শিক্ষকদের অধি-নিয়ন্ত্রণে, চকিতে জাহানি প্রের হইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

জার্মানীর পরবর্তী লক্ষ্য

পত্ন ২১শে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হইতে গেল তাহাতে স্পষ্টতঃ বলা হইতেছে যে, জার্মানি দ্বারা বর্তমান যুদ্ধের পরবর্তী লক্ষ্য হইতেছে যে, সাইপ্রাস জার্মানীর পরবর্তী লক্ষ্য হইতেছে।

জি. এ. এ. বলেন যে, তুরস্কের পশ্চিমে ইজিরানদেশের সীমান্ত উপকূলভাগ হইতে পত্ন সত্বে বর্তমান প্রত্যক্ষভাবে জার্মান সৈন্যবাহিনী প্রায়ই বিস্তারিত জার্মান প্রদেশকে দখল করিবে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে।

জি. এ. এ. এই সমস্ত প্রবন্ধের পত্ন বলে পরিণত। জার্মানীর বিশেষতঃ বর্তমানের অতিক্রম, জার্মানীর দুইটি পত্ন যে কোন একটি অবলম্বন করিতে পারে। জার্মানী পত্নের সামরিক ওজনপূর্ণ সাইপ্রাস দ্বীপ আক্রমণ করিতে পারে; অন্যথায় জার্মান সৈন্যবাহিনী জার্মান-সমুদ্র যোদ্ধা দ্বীপ হইতে নিরিবার বন্দরগুলিতে সৈন্য নামাইতে চেষ্টা করিবে।

হেলিপোলিসে বৃষ্টিপাত বিমানের আক্রমণ

হেলিপোলিসে বৃষ্টিপাত ও নক্ষত্র-অধিকৃত ক্রান্তের সান্দ্রতায় পত্ন ২১শে যে রাজকীয় বিমান বহরের তৎপরতা পরিদর্শিত হয়। জোট এক বাক বৃষ্টিপাত বোম্ব প্রায় হেলিপোলিসের সৌর্য্য আক্রমণ করে। এই অভিযানে একখানা বোম্ব প্রায় নির্বোধ হইয়াছে।

আর এক বাক বৃষ্টিপাত বোম্ব প্রায় বড় এক জাহাজ-প্রবাহের প্রবাহে নক্ষত্র-অধিকৃত ক্রান্তের বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিরুদ্ধ একটি বিমান উপকূলের দ্বীপ ও তৈল সংযোগ্য-পার আক্রমণ করে। ক্রান্তী উপকূল অতিক্রমের পর সবরের মধ্যেই পত্ন জাহাজ প্রায় রাজকীয় বিমান বহরের সমুদ্রীয় হয় এবং অনেকগুলি বিমান-বৃদ্ধ বটে। পত্নপ্রবাহের শেষ পর্যন্ত বিমান আক্রমণে বাক প্রবাহে অবতরন হয়। উত্তর লক্ষ্যবস্তুর উপরই সরাসরি বোম্ব নিক্ষেপিত হয়। রাজকীয় বিমান বহরের জাহাজ-প্রবাহের পত্ন পশ্চিমা জাহাজ প্রায় জাহাজের উপরই তৎপরতা করিয়াছে। রাজকীয় বিমান বহরের একখানা বোম্ব প্রায় ও জাহাজ জাহাজ প্রায় নির্বোধ হইয়াছে।

ক্রীটের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ

২২শে যে লক্ষ্যে জাহাজ গিয়াছে যে, ক্রীট সাগর চলিতেছে এবং জার্মানি বিমান পত্ন চেষ্টা আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। আক্রমণকারীবিগকে বাকী ও পত্ন বহিবার নিবিত্ত সাম্রাজ্যিকবাহিনী জাহাজ হাডহাড সাম্রাজ্য চলাইতেছে। বাকী হইতেছে যে, বাকী হইতেছে বিমান পত্নে সাত হাজার সৈন্য বুদ্ধবলে প্রবাহে জার্মানির দুই দিন সময় লাগিয়াছিল। জাহাজ গিয়াছিল যে, বাকী এক ডিভিশন সৈন্যকে এই আক্রমণে নিয়োজিত করা হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে এ পর্যন্ত সাত দিন জাহাজ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। পত্ন পত্ন, বাকী সাহায্যে চাহ প্রবাহের উদ্দেশ্যে জাহাজ বিমান পত্নে সৈন্য নামাইবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিবে। জাহাজ গিয়াছে যে, জার্মানি জোট জোট বাকী সাহায্যে ক্রমে ক্রমে সৈন্য নামাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; তবে জাহাজ অতিক্রমিত ক্রীট অবতরণ করিতে পারে নাই। জাহাজ গিয়াছে যে, প্রথম লক্ষ্যে পাহারার চাহ সাহায্যে যে সমস্ত সৈন্য অবতরণ করিয়াছিল, জাহাজগকে চর নিরুদ্ধ আর না হয় বাকী করা হইয়াছে।

মি. চার্চিলের বিবৃতি

মি. চার্চিল ২২শে যে কমনস সভার বোম্বা করেন যে, ক্রীট দ্বীপে পত্ন সাম্রাজ্য চলিতেছে। পরিণতি দারুণতর হইতে, কিন্তু জার্মানি বাকী দ্বীপে কোন কোন বাকী লক্ষ্যে অবতরণ করে। জার্মানি পাহারার-বাহিনীর সাহায্যে পত্নই বুদ্ধি পাউতেছে।

মি. চার্চিল বলেন যে, হেলিপোলিস এবং বৃষ্টিপাত পত্নে আছে। জার্মানি আরও একটি বিমানবাহিনী অবতরণ করিতে চেষ্টা, কিন্তু বৃষ্টিপাত উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে।

ক্রীট দ্বীপের উপর জার্মানির সামরিক অভিযান সম্পর্কে মি. চার্চিল বলেন যে, একটি কমনস সভায় প্রকাশ করা হয় এবং দুইখানি টেলিগ্রামে প্রকাশ করা হয়। জি. এ. এ. জাহাজ লইয়া গতি আর একটি কমনস সভায় পতিত হইলে উহাকে নিরুদ্ধ করা হয়, কিন্তু উত্তর ক্রান্ত এবং জাহাজ বাকী।

আবিসিনিয়ার আরো ইটালীয় সৈন্য যুদ্ধ

বৃষ্টিপাত সাহায্যে বাকী এক প্রবাহে প্রকাশ, পত্নপত্নীয় বাকী বৃষ্টিপাত ডিভিশন আবিসিনিয়ার বৃষ্টিপাত সাম্রাজ্যিক বাকী দ্বীপে পতিত হইতে এবং ক্রান্ত সমস্ত পত্ন সৈন্য বাকী হইয়াছে।

ফরাসী তৈলবাহী জাহাজ আটক

২১শে যে অসমাপ্ত সাম্রাজ্যের জাহাজ বাকী পত্ন হইতে বাকী হইয়াছে যে, বৃষ্টিপাত ও জি. এ. এ. পত্ন-বোম্বের লক্ষ্যে বাকী পত্ন জি. এ. এ. বাকী জাহাজ বাকী এবং অসমাপ্ত ক্রান্তী ও ক্রান্তী অধিকৃত জাহাজ হইতে জার্মানিতে সান্দ্রতায় সবরের দিগন্ত প্রকাশ পাহারায় বৃষ্টিপাত পত্ন বাকী ক্রান্তী তৈলবাহী জাহাজ "সাহায্য" অধিকার করিয়া লইয়াছে। উহাতে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, উক্ত জাহাজবাহিনী বাকী ক্রান্তী বৃষ্টিপাত যে পত্ন ১৫ জাহাজ টন তৈলই অধিকার করিয়াছে জাহাজ পত্ন, অধিকতর সে এমন একখানি জাহাজ অধিকার করিবে, বাকী পৃথিবীর মধ্যে একখানা উৎকৃষ্ট ও সুতরানী তৈলবাহী জাহাজ বাকী পরিচিতি।

ক্রীট জাহাজ লাই

লক্ষ্যে জাহাজ গিয়াছে যে, ২২শে যে লক্ষ্যে পর্যন্ত জাহাজবাহিনী কোন জার্মানি সৈন্য ক্রীট অবতরণ করে নাই। তবে সান্দ্রতায় বিমানবাহিনী এবং জার্মানির ক্রান্তীতে বাকী হইয়াছে। প্রকাশ, পাহারার ও বিমান-পাহারায় এবং জার্মানি সৈন্য ক্রীট অবতরণ করিতেছে।

ক্রীটের অবস্থা সম্পর্কে জাহাজ গেল যে, এবং জাহাজ-জাহাজ লাই চলিতেছে। বিমানপাহারার এবং পাহারার-বোম্ব এবং পত্ন সৈন্য অবতরণ করিতেছে। বিমান পত্ন হইতে সেখানেই জাহাজ অবতরণ করে, সেখানেই জাহাজ দ্বীপের বাকী সামরিকভাবে বাকী করিয়া দর। তবে এ পর্যন্ত একখানা সান্দ্রতায় বিমানবাহিনী জাহাজ আর কোন জাহাজ পত্নে জাহাজ নিরুদ্ধ প্রবাহে বাকী করিতে পারে নাই। ক্রান্ত পত্নের অতিক্রম হইল এই যে, সাম্রাজ্যিক বাকী পত্নে ক্রীট বাকী করা পত্ন পত্নপত্ন। জাহাজ বোম্ব প্রবাহের বোম্ববর্ষণ জাহাজ হইতে বাকী বাকী বাকী হইতেছে না; অধিকতর ক্রীট অভিযানে যে সমস্ত বৃষ্টিপাত সৈন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে, জাহাজ উত্তরপত্নের অসমাপ্ত বুদ্ধি নিয়োজিত বৃষ্টিপাত সৈন্য অসমাপ্ত সম্পূর্ণ জি. এ. এ. পত্নের।

বাগদাদে ২০ মাইল দূরে বৃষ্টিপাত সৈন্য

জার্মান সামরিক অফিসারগণ সিরিয়ার ক্রান্তী অফিসার-দ্বারা জাহাজ ও উপদেশ প্রকাশ করিতেছে।

ইরাকের পরিণতি অসমাপ্ত। একটি অসমাপ্ত লক্ষ্যে প্রকাশ, বৃষ্টিপাত সৈন্যপত্ন বাকী ইরাকের জাহাজী জাহাজের ২০ মাইল দূরত্বী এক জাহাজ উপনীত হইয়াছে।

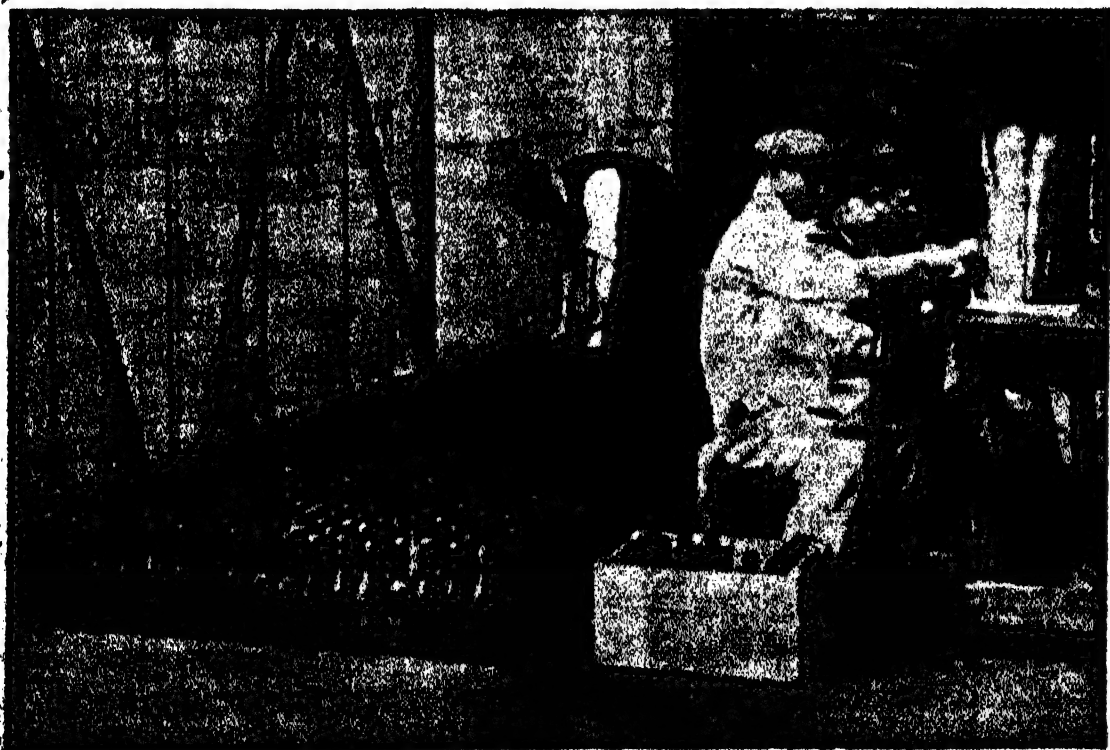
ইরাকের রিজেন্টের অসমাপ্ত-প্রবাহ

২১শে যে জাহাজের জাহাজ বাকী পত্নে প্রবাহিত হইতে পারিয়াছে যে, ইরাকের রিজেন্ট জাহাজ জাহাজ-ইলা ইরাক প্রবাহিত করিয়াছেন এবং পত্ন পত্ন বাকী পত্নের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

ইরাকের অবস্থা

নিরুদ্ধপ্রবাহ সাহায্যে প্রকাশ, জাহাজের বাকীপত্ন ইরাকী নিরুদ্ধপ্রবাহ পত্নপত্ন সৈন্য ও জাহাজ টাকসর জাহাজ আক্রমণ করে। পত্নের বাকীপত্ন বৃষ্টিপাত সৈন্যগকে নিরুদ্ধ করিয়া জাহাজ পত্নে প্রবাহ

[৮ম পৃষ্ঠার দেখুন]



বৃষ্টিপাত বোম্ব আর নিরুদ্ধ জাহাজের টাক-বিশ্বাসী বোম্ব প্রবাহে পরিণত প্রবাহ করা হইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

করে। বৃটিশ বিমান বহরের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ ও বৃটিশ সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণের ফলে পশ্চিম প্রান্তে বিন্দু হার। বৃটিশ সৈন্যগণ আবার জাহাঙ্গীর বাটগুনি দখল করিয়া লয় এবং কয়েকটি ট্যাকও জাহাঙ্গীর দখল করে। শহরের মধ্যে পশ্চিমের নিয়ন্ত্রণ-কারী জোনের সাথেই চলিতেছে এবং বৃটিশ পুনঃপ্রতি পলায়নপর পশ্চিমের উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে।

জাহাঙ্গীর বিমান আক্রমণ

জাহাঙ্গীর পুনঃপ্রতি হাঙ্গুনিয়া বিমানঘাটি আক্রমণ করিয়াছে এবং বঙ্গা শহরেরও কিছু ক্ষতি করিয়াছে। পরিচিতি মোটের উপর শান্ত। কয়েকজন বৃটিশ সিভিলিয়ান আবার কাজে যোগদান করিয়াছে।

বৃটিশ রণতরী "হুড" নিমজ্জিত

বৃটিশ নৌবাহিনীর এক ইম্বারো বন্দা হইয়াছে যে, ২৫শে মে জোরবেলা গ্রীষ্মকালের উপকূলবর্তী দরিয়ার বৃটিশ নৌবাহিনী জাহাঙ্গীর নৌবাহিনীর প্রতিরোধ করে (জাহাঙ্গীর নৌবাহিনীর মধ্যে বিনমার্ক নামক যুদ্ধ জাহাজটিও ছিল)। জাহাঙ্গীর নৌবাহিনীর উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং সংঘর্ষের সময় বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'হুডের' ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যবশত: আঘাত লাগে ও বিস্ফোরণ ঘটায় উহা নিমজ্জিত হয়। "বিনমার্ক"ও ক্ষতগ্রস্ত হইয়াছে।

"হুড" বৃটিশের সর্ববৃহৎ ব্যাটল জাহাজ; সর্ববৃহৎ ইম্বারো পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম রণতরী। ১৯২০ সালে ইহা নির্মিত হয় এবং ইহা ৪২,১০০ টনের রণতরী। ইহাতে ৮টি ১৫ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট কামান, ১২টি ৫.৫ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট কামান এবং ৮টি ৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট বিমানধ্বংসী কামান ছিল। ইহার প্রতিরোধ ছিল ঘন্টার ৩১ মট। এই জাহাজ দৈর্ঘ্য ৮৬০ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ১০৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ছিল। ইহার নির্মাণে ব্যয় পড়িয়াছিল ৫,৬৯৮,৯৪৬ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় পৌনে সাড় কোটি টাকার মত।

উত্তরসাগরে জাহাঙ্গীর জাহাজ জলমগ্ন

বিমান-সচিবের দপ্তর হইতে প্রকাশিত ইম্বারো বন্দা হইয়াছে যে, উত্তরসাগরে দুইখানি ২,৫০০ টনের পত্র জাহাজের উপর আক্রমণ করা হয়। উল্লেখ্য একখানি জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয় এবং অন্যখানি বঙ্গের দিকে গিয়াছে।

ক্রীটে জীৱ সংগ্রাম

বিক্রমিক বাহিনী হেরাফিরাস হইতে প্রতিপক্ষের সৈন্যদলকে বিভাজিত করিয়া গিয়াছে। রেডিওগোলে যে সব জাহাঙ্গীর সৈন্য অবতরণ করে, জাহাঙ্গীরকে বিক্রমিক বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং শহর ও বিমান বাটগুনি বিক্রমিক বাহিনীর দখলে আছে।

বালেশ্বরী বিমানঘাটিটি এখনও জাহাঙ্গীর দখল করিয়া আছে। কিছু কামানও উহারা উদ্ধার সাধিয়াছে। যুব সত্ত্ব যোটি হোটেল ফিল্ড কামান ও মর্টার ক্রোশ কামানও সাধিয়াছে।

বালেশ্বরী বিমানঘাটের পূর্ব দিকের বাটগুনি বিক্রমিক বাহিনী অধিকার করিয়া আছে এবং উত্তর পক্ষের মধ্যে তুলস সংগ্রাম চলিতেছে।

প্যারাশুটে কৃত্রিম সৈন্য অবতরণের সংবাদ

কারবোর সংবাদে প্রকাশ, জাহাঙ্গীর ক্রীটে প্যারাশুটে কৃত্রিম সৈন্য অবতরণ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার কারণ গ্রীক বুকা বহিঃস্থে না। তবে কবে হয় যে, এই সব কৃত্রিম সৈন্যের প্রতি বোমাবর্ষণ করিতে প্ররোচিত করিয়া বৃটিশ বাহিনীর গোলাবর্ষণ আতঙ্ক প্রদান করাই উদ্দেশ্য।

ক্রীটের রাজা ও মন্ত্রীসভার ক্রীট ত্যাগ

কারবোর সংবাদে প্রকাশ যে, সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সামরিক কর্তৃত্বপন্থতার বাহাতে বিদ্যুৎ উপস্থিত না হয়, তৎক্ষণাৎ গ্রীসের রাজা এবং গ্রীক মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ক্রীট ত্যাগ করিয়া বিসর পর্বত করিয়াছেন।

ইটালীয়ান ইম্বারো উদ্দেশ্যের একখানা ডেট্রার ও একখানি টর্পেডো বোট পূর্ব-তুলসসাগরে ধূসের সংবাদ উল্লিখিত হইয়াছে।

কারবোর এক সংবাদে প্রকাশ, জাহাঙ্গীর প্যারাশুটে বাহিনীর প্রথম যে দল ক্রীটে অবতরণ করে, জাহাঙ্গীর গ্রীসের রাজার সামরিক বাসভবনের কয়েক পত পক্ষের মধ্যেই অবতরণ করিয়াছিল। জাহাঙ্গীরগণ যে ক্ষতের প্রধানত: আক্রমণ চালায়, উহারই কেন্দ্রবিন্দু রাজা ও প্রধান-মন্ত্রী অবতরণ করিতেছিলেন। যখন রাজার সহিত জাহাঙ্গীর সৈন্যদের যোগদান হিন্দু হয়, ক্রীট পরিভ্রমণ করিবার পর রাজা স্বর্গ এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া পূর্বোক্ত সংবাদ জানাইয়াছেন।

রশীদ আলী জিলাদীর বাগদাদ ত্যাগ

বিশ্বস্তমূলে জানা গিয়াছে যে, রশীদ আলী তুরস্ক প্রদেশের জাঙ্গার চাহিয়াছেন। একদল সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, ইরাকের সেনাপ্রা সচিব নাজী শওকত বাগদাদ হইতে পলায়ন করিয়া জাহাঙ্গীর গ্রী ও পরিবার-বর্গের সহিত বোম্বাইয়ের জন্য তুরস্ক যাত্রা করিয়াছেন।

ইরাকের অর্থ-সচিব নাজী সুওরাইজী সরকারী কার্যো-পক্ষে ইরাক গিয়াছিলেন এবং তিনি ঐ সময় জাহাঙ্গীর পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। রশীদ আলীর পূর্ব বিভাগের মন্ত্রীও জাহাঙ্গীর পরিবারবর্গ সহ ইরাক গিয়াছেন।

এই মতে জের ওজব মোদা বাইতেছে যে, রশীদ আলী বাগদাদ হইতে পলায়ন করিয়া বহুলে গিয়াছেন। প্রকাশ, জাহাঙ্গীর সাহায্যের প্রত্যাশায় তিনি তথায় একটি পতন-বর্গে স্থাপনের সত্বক করিয়াছেন। একদল ওজব মোদা বাইতেছে যে, রশীদ আলীর কতিপয় জেনারেল জাহাঙ্গীর বিদ্রোহ পাল্টা বিদ্রোহ করিয়াছেন।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, কয়েক পত করালী সৈন্য লীমার অতিক্রম করিয়া প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করিয়াছে। সিরিয়ার আরও অনেক করালী সৈন্য বাহীন করালী বাহিনীতে যোগদানের চেষ্টায় আছে।

পশ্চিমপক্ষের কলঙ্ক অক্ষয়

বিমান বিভাগের এক ইম্বারো প্রকাশ, গত ২৫শে মে দিনের বেলা যম্মাও, জাহাঙ্গীর ও জেনারেলের উপকূলে বিপক্ষের দুইটি কলঙ্কের উপর আক্রমণ করে। বৃটিশ বোম্বার্ক বিমানবহরের অতর্কিত বিমান হইতে বোম্ব কেরিকার পর অনুমান একটি ছয় হাজার টনের জাহাঙ্গীর বাহিনীতে যোগদানের চেষ্টায় আছে।

জাহাঙ্গীর কর্তৃক কিসায়েগে ক্রীটে ট্যাংক আনয়নী

কলঙ্ক নিশ্চলমূলে জানা গেল যে, ক্রীটের যুব বৃটিশ বাহিনী কয়েক পত জাহাঙ্গীরক বন্দী করিয়াছে। জাহাঙ্গীর বিমান হইতে ক্রীটে ট্যাংকও আনয়ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তবে বৃটিশ বাহিনীর পক্ষিত ঐ সব ট্যাংকও নগর বহরার মতই কোদও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ক্রীটের ইটালীয়ান বাহিনী বিনষ্ট

কলঙ্ক-প্রচারের ২৫শে মে ইম্বারো বন্দা হইয়াছে যে, বাহিনীসিদ্ধির কলঙ্ক ইটালীয়ান বাহিনীর ক্রীট বিভাগ নিশ্চয় হইয়াছে এবং দুইজন ইটালীয়ান জেনারেল পর আরও কত বহর বৈদ্য বন্দী হইয়াছে।

সেজুন একাধার ইম্বারো বাহিনীর প্রথম কর্তৃত্বপন্থতা-পরিচালিত হইতেছে এবং বৃটিশ সৈন্যদের বাহিনীর কর্তৃত্বপন্থতা অকুণ্ণ আছে। বাহিনীসিদ্ধির উত্তর করিয়া ইম্বারো বন্দা হইয়াছে যে, সৈন্য অকলঙ্ক বহর ইটালীয়ান বন্দী হইয়াছে। এই একাধার যুদ্ধের ফলে ইটালীয়ান বাহিনীর আরও বিভাগ নিশ্চয় হইয়াছে।

কলঙ্ক জাহাঙ্গীর রণতরী নিমজ্জিত

২৭শে মে জাহাঙ্গীর নৌবাহিনীর এক ইম্বারো জাহাঙ্গীর ব্যাটলসিপ "বিনমার্ক" জলমগ্ন করার কথা ঘোষিত হইয়াছে। ইম্বারোটি এই—"বৃটিশ নৌবাহিনীর জাহাঙ্গীর ব্যাটলসিপ 'বিনমার্ক' ভূ-বাইরা গিয়াছে"।

পূর্বসংবাদে বৃটিশ নৌবাহিনীর এক বিশেষ ইম্বারো বন্দা হয়, জাহাঙ্গীর নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠ রণতরী "বিনমার্কে" বৃটিশ নৌবাহিনীর বিমান বহর কর্তৃক নিশ্চয় টর্পেডোর আঘাত লাগিয়াছে এবং বৃটিশ নৌবাহিনী ঐ জাহাজ রণতরীকে কলঙ্কবেগে অসুস্থ করিতেছে।

জাহাঙ্গীর ব্যাটলসিপ "বিনমার্ক" প্রথমে "জাহাঙ্গীর" বিমানবাহী জাহাজের একখানি বিমান হইতে নিশ্চয় টর্পেডোর বা বার এবং পরে উহার উপর প্রচণ্ডভাবে গোলা বর্ষিত হয়।

জাহাঙ্গীর নিউজ এজেন্সী বীকার করিয়াছে যে, জাহাঙ্গীর ব্যাটলসিপ "বিনমার্ক" বোমা গিয়াছে।

"প্রিন্স অব ওয়েলস"ও জখম

নৌবাহিনীর ইম্বারো ঘোষিত হইয়াছে যে, ৩৫ হাজার টনের বৃটিশ রণতরী "প্রিন্স অব ওয়েলস"ও উত্তর আটলান্টিকের নৌযুদ্ধে সারানো জখম হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস নির্মিত হইয়াছিল।

৬ খানা বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ বিনষ্ট

ক্রীটের নিকটবর্তী দরিয়ার জলমগ্ন বৃটিশ পক্ষের "পুটার" ও "কিজি" নামক দুইখানি জাহাজ এবং "জুনো", "কেনী", "গ্রেহাউট" ও "ক্যাপ্তি" নামক চারিখানি ডেট্রার নিমজ্জিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুইখানি ব্যাটলসিপ এবং কয়েকখানি জাহাজেরও ক্ষতি হইয়াছে, তবে জাহাজ তেমন সারান্যক নয়।

জলপথে ক্রীটে জাহাঙ্গীর সৈন্য সামগ্রীর সকল চৌধ বাধ হইয়াছে। ক্রীটে বৃটিশ পক্ষের সামরিক বল বৃদ্ধির জন্য সুত্তন সৈন্যসামগ্র পাঠান হইতেছে।

বিমানে জাহাঙ্গীর সৈন্যের ক্রীটে অবতরণ

কারবোর সংবাদে প্রকাশ, ক্রীটে কানিয়ার পশ্চিমপক্ষে জাহাঙ্গীর বাহিনী পুনরায় আক্রমণ চালায় এবং জাহাঙ্গীর বৃটিশ বাহিনীর যুদ্ধ ব্যাপকজাহাজে উল্লস তেল করিতে নর্থ হয়। কলঙ্ক বৃটিশ বাহিনীর পশ্চিমপক্ষের ক্রীটে সারিয়া আবার প্ররোচিত হয়। বিমানে জাহাঙ্গীর সৈন্য এখনও ক্রীটে পেরিহিঃস্থে এবং প্রচণ্ড কলঙ্ক চলিতেছে বলিয়াও ইম্বারোটিতে উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্রীটের জাহাঙ্গীর সংগ্রাম

বৃটিশ বিমানের আক্রমণে ৫ খানি সৈন্যবাহী বিমান ভলী করিয়া ধূসে করা হয়। কলঙ্ক কত সংকট বিদ্রোহ ঘোষণাও ধূসে করা হয়।

জাহাঙ্গীর বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া ক্রীটে ক্রীট জাহাঙ্গীর সংগ্রাম চলিতেছে। তবে কলঙ্কীয় বাহিনীর বহরতরীর সংবাদ বন্দ।

কলঙ্ক ১৫০ জন ইটালীয়ান নিমজ্জ

বাহিনীসিদ্ধির হইতে প্রায় সংবাদে প্রকাশ, কলঙ্ক প্রতিক্রমক পাল্টা যে আক্রমণ প্রতিক্রম করা হয়, সেই আক্রমণের ফলে ১৫০ জন ইটালীয়ান নিমজ্জ হইয়াছে এবং সাহায্যার্থ বাহিনী ১৫০ জন ইটালীয়ান ও অধিকার সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে।

পল্লী অঞ্চলের ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জেলায় সালিসী বোর্ডের প্রশংসনীয় উদ্যম

• কুমিল্লায় (জিলাপুত্র মহকুমা) —

সুপার ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ২১৮৬নং বাবলার মহাজন বেসিলীপুত্র জমিদারী কোম্পানী ব্যতীত বারিগাত্তা বিহার নিকট ৩৩/১৫ দাবী করে। ১৩৪২ সাল হইতে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত কাকি বাতলা বাবল এই টাকা প্রাপ্য হয়।

ব্যতক এই বর্ষে আপত্তি জানায় যে, যে-কবির জন্য বাতলা হয় হইয়াছে, তাহা কিছুদিন পূর্বে নীতে জমিদারী দিয়াছে।

বোর্ড অনুমোদন করিয়া দেখে যে, ব্যতকের বিবৃতি সত্য। মহাজন ইহাতে আর আপত্তি করে না এবং ব্যতকের নিকট আর কিছু পাওনা নাই বলিয়া জানায়।

খুলনা —

আলাদালী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৫নং বাবলার প্রবর্তক জমি মর্গে জ রাধিয়া ৩২৫ টাকা দার লওয়া হয়। মহাজন ব্যতকের মর্গ, একর এবং ৩৭ ডেসিবেল জমি প' ১৫ বৎসর কাল জোপদবল করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৩০০ টাকা বলিয়া ধাৰ্য্য করেন উক্ত ঋণ পরে ৬০০ টাকার বীমা-সা হয় ৩ টাকার নগদ প্রদান করা হয়। ব্যতক তাহার জমি কিরিয়া পায়।

রাজশাহী (সদর) —

কুমুদা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১০৪৮১২নং বাবলার ব্যতক প্রবর্তক পরিবর্তে কিছু জমি মর্গে জ রাধিয়া মহাজনের নিকট হইতে ১২০ টাকা দার করে। মহাজন তাহার দাবীর পরিমাণ ১২০ টাকা বলিয়া জানায়। মহাজন বহু বৎসর জমির মর্গ উপভোগ করিয়াছে বলিয়া বোর্ডের অনুরোধে ব্যতকের জমি প্রত্যাপন করে।

উত্তরপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

ব্যতক কেলার দাখ সরকার মহাজন আনকী দাখ সরকারের নিকট এক বিদ্য জমি বন্ধক রাখিয়া ৩৬ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ব্যতকের অবস্থা এবং সে ১৫ বৎসর জমি জোপদবল করিয়াছে বিবেচনা করিয়া মহাজন হইচ্ছার ব্যতকের জমি কিরাইয়া দিয়াছে।

কুমুদীপাড়ার ব্যতক কেলার দাখ সরকার মহাজন কুমুদী বিহারী কিশোরের নিকট হইতে জমি কট-কালো করিয়া ২৭ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। উহার সর্ব এই থাকে যে, নিখিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি ব্যতক টাকা কেবল নিতে না পারে, তবে জমি মহাজনের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া গৃহীত হইবে। ব্যতকের অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া মহাজন তাহার জমি প্রত্যাপন করে।

উপরোক্ত বোর্ডের ১৯৩৯ সালের ৪২-৪৩নং বাবলার ব্যতক মহাজন বিবি সোরা বিদ্য জমি মর্গে জ রাধিয়া মহাজন নদের বন্ধনের নিকট হইতে ২০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন জমি ১৬ বৎসর জোপদবল করিয়াছে বলিয়া বোর্ড বীমা-সা করে যে, মহাজন এই বৎসরের জমি দাখ গ্রহণ করিয়া উহা ব্যতককে প্রত্যাপন করিবে।

জগদীশপুর —

জগদীশপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১৮১৩৮নং বাবলার মহাজন ব্যতককে ১২৭৭ টাকা-এর মিল তাহার এক বিদ্য জমি ১৩৪০ সাল পর্যন্ত জোপদবল করিবার সর্ব গ্রহণ করে। বোর্ড

বীমা-সা করে যে, মহাজনের নিকট এখনও ৮০০০ প্রাপ্য হইয়াছে। পরে উক্ত পক্ষের সম্মতিক্রমে বিব হয় যে, বহু বৎসর মহাজন জমি জোপদবল করিয়াছে তাহাতে ব্যতকের সমস্ত ঋণ পোষ হইয়া গিয়াছে। মহাজন উভয় জমি ব্যতককে প্রত্যাপন করিয়াছে।

খোশালপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৬ সালের ১৮৮নং বাবলার ব্যতক বাতলা বিহার বিবর্তে ৫৬৯ টাকার ডিক্রী ছিল। বোর্ড উক্ত দলের সম্মতি লইয়া বিব করে যে, দল ১৮০ টাকা প্রদান করিতে হইবে। আসল ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০ টাকা। ব্যতক ঋণ গ্রহণের পর হইতে কোন টাকা দেয় নাই। ইহা পরিকাররূপে প্রতিভাত হয় যে, মহাজন দুই নীতির উদ্দেশ্যে আসলের পরিমাণ ৭০ টাকা হ্রাস করিয়াছে। দল টাকা প্রদান করার কলেই অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভবপর হইয়াছে।

জগলী (আরামবাগ) —

মোখাট ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১৯৪১৭ নং বাবলার মহাজন গোবিন্দ চন্দ্র মুখাটী একটি হাট চিঠার বলে ৬২ টাকা দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ৪২ টাকা বলিয়া বীমা-সা করা হয় এবং পরে ১৮ টাকার মিল্পতি হয়। উক্ত টাকা দুই বৎসরে ৪টি কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

১৯৪০ সালের ১৩৫১৪ নং বাবলার একজন ব্যতক ঋণ সমস্যার জন্য প্রবর্তক আবেদন জানায়। মহাজন দাখ চন্দ্র হাট্টা একটি কিস্তিগামী তদন্তের উপর ২২৮১১০০ দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ২০৪১১০ আনা ধাৰ্য্য এবং ১১৯ টাকার মিল্পতি হয়। ১৬ বৎসরে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। এই বাবলার ব্যতকের দার বাবল পণ্ডিত।

আদালী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৬৭১২ নং বাবলার মহাজন কুলেশ দাখ দাখ মহাজনের একটি ডিক্রী ৩ বৎসরী তদন্তের উপর ১৩৮৭ এবং ৯২৮ টাকা দাবী করে। ঋণের পরিমাণ কবাইয়া ১৮১৬ টাকার (১৩৮৭ + ৩২৮) পাঁচ করান হইয়াছিল। পরিশোধে উহা ৮২০ টাকার আট বৎসরের কিস্তিতে মিল্পতি হয়। এই বাবলার ব্যতকের দার মুখীয়া চন্দ্রবতী।

জিরোল ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৬১১৫ নং বাবলার অনাতম মহাজন পের মকপুর হোসেন ব্যতক পের আলমুর মহাজন ও অনাতম দুইজনের নিকট হইতে ১৭৭ টাকা দাবী করে। ইহা হাওলাতী সেনা ছিল, কিন্তু ব্যতকপন অত্যন্ত দারী বিহার মহাজন তাহার দাবী পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়।

জিলায় কেলার প্রাক্তনকালীন মহকুমার জমিদার প্রাক্তন "পল্লী-সংসার সমিতি" পত বৈশাখ মাসে প্রাচ্যপক্ষের জমল পরিকার করিয়াছে। সমিতির সভাপতির বৈশাখপ্রাপ্তি প্রবের সাহায্যে এবং প্রাচ্যপক্ষের দারপ্রাপ্ত করেকটী পুষ্করিণীর কুমুদীপালা পরিকার করিয়াছে। অশিক্ষিত এবং দরিদ্র বহুজনের জন্য একটি দৈন-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। দরিদ্র স্নাতকবিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিদ্যালয়ে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং একটি লাইব্রেরীও স্থাপন করিয়াছে।

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সরকার কর্তৃক ভবন-কমিটি গঠন

বঙ্গাই বিভাগের বিবর্ত ২৯শে এপ্রিল তারিখের ৩০২৪ পি নং-এর প্রজ্ঞাবের মর্মান্বাহী বাতলা সরকার ঢাকা পহর ও জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত বোধনা করিয়াছেন। বাতলার মানবীর প্রধান বিচারপতির পরামর্শের পর উক্ত কমিটির সভাপতিত্বের জন্য মানবীর বিচারপতি বি: ব্যাক্সনায়কে অনুরোধ করা হয়। তিনি পতন-বৈশিষ্ট্যের প্রজ্ঞাবে সম্মতি প্রকাশ করার, পতন-বৈশিষ্ট্য জাহাকে সভাপতি এবং জেলা ও দায়রা জজ বি: ভবনিউ, ব্যাক্সনাপ, আই, সি, এস-কে সদস্য করিয়া দত্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন। কোন্ কোন্ বিষয়ে তদন্ত করিতে হইবে, তাহা পূর্বেই প্রজ্ঞাবে বলা হইয়াছে। তদন্ত-কার্য্য পোপনে বা প্রকাশে হইবে কিম্বা সাক্ষীদের দার কার্য্য-বিবরণী বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে কিম্বা, তাহা বিব করার ভার পতন-বৈশিষ্ট্য তদন্ত কমিটির মানবীর সভাপতির ইচ্ছার উপর জাতিয়া দিয়াছেন। (প্রেস-বোর্ড)

আগামী ২৪ জুন হইতে ঢাকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কিত তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া জানিতে পায়া গিয়াছে। বাতলা কমিটির সমুদে সাক্ষ্য প্রদান বা বক্তব্য ব্যত করিতে চাহেন, তাহারা অতি দল জাহাযের দার দার, তদন্ত কমিটির সদস্য বি: ভবনিউ, ব্যাক্সনাপ, আই, সি, এস, ০/০ টাকা জেলা জজ, ত্রিকাণার পাঠাইয়া দিবেন। তাহারা ব্যক্তিগতভাবে কিম্বা কোন্ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হইতে চাহেন, তাহাও লিখিয়া জানাইতে হইবে। কোন্ কোন্ ঘটনা সম্পর্কে তাহারা সাক্ষ্য প্রদান বা বক্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, তাহারও কিম্বা আভাস দিয়া রাখিতে হইবে।

ভারতীয় সৈন্যবলের প্রতি ইটালীয়দের বিশ্বাসঘাতকতা

শেষ পত্রিকা মেখাটীয়া বৃদ্ধে বিবর্ত করিয়া আক্রমণ আদা আদালীর ১২ চাকার কুট উক্ত সৈন্য-পুষ্কৃত্যের ইটালীয়দের প্রতিতে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ আরম্ভ করিলে অবলম্ব ইটালীয় 'কাসোদুজ' বাহিনী প্রতি-প্রবাসদুস্ত্র প্রেত পত্রিকা প্রকাশ করে। ইহাতে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ হইতে বিবর্ত হয়, কিন্তু সবে সবে ইটালীয়রা তাহাদের উপর হাটবোমা নিক্ষেপ করিতে থাকে। বর্তমান বৃদ্ধে এইবার লইয়া ইটালীয় সৈন্যেরা তিনবার এইজন বিশৃঙ্খলভাটকতা করিল। সেলিখে নেটাল বাহিনীর ৩ পত সত্তায়ে দাক্ষীর আক্রমণ হাটকেন বাহিনীর সচিও এইজন বিশৃঙ্খলভাটকতা করা হইয়াছিল।

ফুটবল!

(প্রাক্তন পহ।)

সর্বোৎকৃষ্ট

ফুটবল!!

(প্রাক্তন পহ।)

সর্বোৎকৃষ্ট

সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম
১	মোহন	১১	মোহন
২	মোহন	১২	মোহন
৩	মোহন	১৩	মোহন
৪	মোহন	১৪	মোহন
৫	মোহন	১৫	মোহন
৬	মোহন	১৬	মোহন
৭	মোহন	১৭	মোহন
৮	মোহন	১৮	মোহন
৯	মোহন	১৯	মোহন
১০	মোহন	২০	মোহন

সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম
১	মোহন	১১	মোহন
২	মোহন	১২	মোহন
৩	মোহন	১৩	মোহন
৪	মোহন	১৪	মোহন
৫	মোহন	১৫	মোহন
৬	মোহন	১৬	মোহন
৭	মোহন	১৭	মোহন
৮	মোহন	১৮	মোহন
৯	মোহন	১৯	মোহন
১০	মোহন	২০	মোহন

১৫ নং কলেজ জোয়ার, কলিকাতা।

কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

সাম্প্রদায়িক শান্তি-স্থাপন প্রচেষ্টা

বাঙালি গভর্ণমেন্টের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের নির্দেশানুযায়ী গত বৎসরের পাট আবাদে ১/২ অর্ধেকই কিশোরগঞ্জ মহকুমার কৃষকগণ এবার পাট বপন করিয়াছে। এই মহকুমার জুট বেঙ্গলেশন বিভাগের কর্মচারীদের উপদেশে ও কর্মসংপত্তার কৃষকগণ উক্ত আইনের বিধান মেনে করে নাই। বরং তাদের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের মতল উপলব্ধি করিতে পারিয়া গভর্ণ-মেন্টকে বন্যাবাদ প্রদান করিতেছে। উক্ত বিভাগীয় কর্মচারীদের একাত্তিক বর ও চেষ্টার এখানে পাট নিয়ন্ত্রণের বিলম্ববাহী কৃষীদের প্রচারাধীনা সকল হইতে পারে নাই। আইনানুসারিত ১/২ অর্ধেক আবাদি পাটের ১/২ অর্ধেকের মতল নষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছে। গভর্ণ-মেন্ট আইনের বলে পাটচাষ না করাটলে চাষিগণ অন্যান্য বৎসরের মত এবারও তাদের চাকানুযায়ী অত্যধিক জমিতে পাট আবাদ করিয়া প্রসারের কবলে পতিত হইত, মলমল নষ্ট। ইটনা, অষ্টগ্রাম, তৈলন প্রভৃতি স্থানে অতিশূন্যে পাটচাষের মতল কতি সাধন হইয়াছে। অধিকাংশ জমিতে ধান বপন করা হইয়াছে। ধান্য কসনের অধিকাংশ আশাপ্রসাদ প্রাপ্য হইতে মনে হয় চাষী উদ্ভেদের অধিক নিষ্চয় বিধিত হইবে। এই মহকুমার বাঙালি সরকারের এ মত প্রচেষ্টা সমগ্র সাম্প্রদায়িক হইয়াছে, বিরাটী চিত্র একথা বলা হইতে পারে।

এ কথাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, চাকার সাম্প্রদায়িক লাজ চাকার দ্বারা এ মহকুমার স্থানে স্থানে আত্ম-প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাটচাষিগণ। কিন্তু মহকুমার শান্তিকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের, বিশেষতঃ জুট বেঙ্গলেশন বিভাগের কর্মচারীদের একাত্তিক চেষ্টার ফলে, সাম্প্রদায়িক কলর কোন অংশের স্রষ্টা করিতে সমর্থ হয় নাই। টাক্ ইন্সপেক্টর মৌলবী আব্দুল কুদ্দুস সাতের সপ্তম সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করিয়াও বিভাগীয় অন্যান্য কর্ম-চারীদের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা অব্যাহত রাখিয়াছেন। বর্তমানে মহকুমার পদ পাতি সপ্তম বিভাগ করিতেছে।

মিসেস্ কলভেন্টকে হত্যার চেষ্টা

উজ্জ্বল চিত্রাঙ্গা ভীতি প্রদর্শন

"ডেইলী বেল" পত্রিকার ওরিয়েন্টালিস্ট সংবাদপত্রের ভাবে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট কলভেন্টের পত্নী মিসেস্ এডিসন কলভেন্ট সম্প্রতি একটি উজ্জ্বল চিত্রি পাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাকে হত্যা করা হইবে বলিয়া উরু সন্দেহ হইয়াছে। ইহার ফলে মিসেস্ কলভেন্টের ব্যক্তিগত পরীক্ষারী এবং হোমাইট হাউসের প্রহরীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

মিসেস্ কলভেন্ট বহুবাহুর সহিত বর্তমানে হস্তিতে অবস্থান করিতেছিলেন। গত ৩০শে এপ্রিল সেইখানেই এই চিত্রিটা পৌঁছায়। এই চিত্রি পাইবার সাহায্য পরেই তিনি সাধারণের এক বক্তৃতাগুণে বাইজ গুজ্জা দেয়। বক্তৃতাশ্রমকালে গোয়েন্দা পুলিশেরা তাঁহার চতুর্দিকে বিবিধা থাকিয়া পাহারা দিতে থাকে। প্রকাশ, পত্রসম্বন্ধ ইহাতে আবেগিকার শান্তিকার কলর বন্যাবাদ চেষ্টা করার সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছে।

মিসেস্ কলভেন্ট ইতিপূর্বে একবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে পানাইয়া সত্যকে অত্যন্ত কুড়িটি চিত্রি দেয়া হয়। "আমার দিন" নামে সংবাদপত্রে তিনি যে মাতা কিম্বদন্তি আশোচনা করেন, তাহা বক্তৃতাগুণে সর্বত্রই প্রাপ্য হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে এবং অন্যান্য বক্তৃতাগুণে তিনি "মাতা" দেবতার তীর্থ সমাপোচনা করিয়াছেন।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা

বোর্ডের সভার বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা

সম্প্রতি বাঙালি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান শিক্ষা বোর্ডের ত্রিংশততম সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। বাঙালি মাননীয় প্রধান বক্তার অনুপস্থিতিতে বাঙালি জন-শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মি: জে. এম. বটমলী, সি. আই. ই. আই. ই. এম. সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানের বিষয়ের মধ্যে বোর্ড স্থানীয় ক্যামব্রিজ পরীক্ষা এবং হাইস্কুল প্রোগ্রাম পরীক্ষার উন্নতি সাধনের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। উপনৈসর্গিক জেলে বেয়েদের চিকিৎসা এবং বক্তার নির্দিষ্ট শান্তির জাতি পরীক্ষাধীনের বাঙালি জাতির বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

চোরামান মনোহর বোর্ডের সভাপত্যকে জানান যে, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ান শিক্ষার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা পরিচালনা কর্তৃক বহুদীক্ষিত অর্থ ১৯৩৫ সনের ভারত গভর্ণমেন্ট আইনের ১ ডকুমেন্ট বর্ধিত কোন সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয়িত হইতে পারে কিনা, সে সম্পর্কে এডভোকেট-জেনারেলের সভাপতিত্ব প্রাপ্য করা হইয়াছিল। ইহার উত্তরে এডভোকেট-জেনারেল জানাইয়াছেন যে, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ান শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখাই উক্ত আইনের চ-৩ ধারার উদ্দেশ্য। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ান ক্যাডা, উহা সঠিকভাবে বিব্র করিতে চলে তারত নাম আইন প্রবর্তনের পূর্বে ক্যাডা উক্ত অর্থ সাহায্য লাভ করিতেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। টেকনিক্যাল শিক্ষা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা চলিয়াছিল। সভার যোগদানের জন্য বিশেষভাবে আহ্বিত বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ডা: পাণ্ডেজ তাঁহার মূল্যবান পরামর্শের জন্য সকলের পক্ষ হইতে বন্যাবাদ জ্ঞাপন করা হয়। (শ্রেণ-মোট)

চাকার শ্রমী-উন্নয়ন কার্য

পাল ঘনেনে কৃষ-কার্যের উন্নতি সাধন

নিরক্ষর বহুভাগের শিক্ষার সমিতি চর-সমগ্রী পট্টী-কল্যাণ সমিতি চাকা জেলার একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহারা লোহা বাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করিয়াছে। বর্তমানে ইহা এক হাজার একর পরিমিত কৃষি জমির জল নিকাশের ব্যবস্থাপে ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমানে এই খালের ভিত্তি দিয়া নৌকা চালাইতে সম্ভবপর হইবে। চাকার সার উত্তর মহকুমার হাকিম মৌলভী আব্দুল আজিজ, মি, সি এম-এর বাহানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে "এ, আজিজ পট্টী-বঙ্গল খাল"। জলপরি যোগ্যপূর্ণোদিত প্রবে আরও চারিটি ছোট খাল খননের খনন করা হইয়াছে এবং উহা এ, আজিজ পট্টী-বঙ্গল খালের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

বাঙালি সরকারের শিখ-বিভাগ

নির্দিষ্ট বেকার শিখীদের সুযোগ

বেকারদের সুখ "দুর্ভিক্ষা মোচনকরে" হস্তিত বাঙালি সরকারের শিখ শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনানুসারে বাঙালি কুজ, লামান, হাজা, মুন্সুর পাখ ইত্যাদি নির্মাণ কোমল শিক্ষা করিয়াও বর্তমানে বেকার আছেন, অতি সস্তা তাহারা কেন ৭, কুটিলি হস্তিন ট্রী, কলিকাতা ট্রিকার বাঙালি শিখ বিভাগের ডিরেক্টরকে তাহাদের বর্তমান অবস্থা বিবরণ জানান। কোমল, কোমল বকের অবস্থানে এবং কত দিন বিকাশিত করিয়াছেন, পক্ষে তাহারাও উত্তর দাবিবে।

তৈলখনি ও সুরেল খাল

জার্মানীর দুই উদ্দেশ্য

"টাইমস্ পত্রিকা" কুটনৈতিক সংবাদপত্র দিবিয়াছেন:—

অনেক দেশ হইতেই বহু পাঠ্য বাইতেছে যে, মাতা চরম জার্মানী কর্তৃক অবিক্রমে মানিয়া আক্রমণের ভয় হইতেছিল, কিন্তু অকস্মাত জার্মানী সুবন্দ করিয়াছে, এমন কি জার্মানীর যে এইরূপ কোনও অভিসন্ধি আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে গত ৪৩ নং বক্তৃতা হিটলার হাকেরী ও কমান্ডার যে সুব্যক্তি করিয়াছে, জাতি বক্তার নিকট কিঞ্চিৎ অভ্যস্ত হইয়াছে। তবে অবিলম্বে মানিকাকে আক্রমণ করা অপেক্ষা তবু বেকারী মানিকার নিকট হইতে আরও মূল্য অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করাই যৌব হর জার্মানীর উদ্দেশ্য।

ট্রিপলির নিকটে ভূমধ্যসাগর যোদ্ধার সতীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেইখান দিয়া উত্তর আফ্রিকার জার্মান সৈন্যদের জন্য এখনও অস্ত্রপত্র ও রসাদি চালান আসিতেছে। তবে ব্রিটিশ নৌ ও বিমানবাহিনীও জাতির বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। তৈলখনি ও সুরেল খাল, এই দুইটিই যে জার্মানদের উদ্দেশ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুইটি জিনিষ জার্মানীর এই উদ্দেশ্যে বাধা দান করিতে পারে—প্রথম, ব্রিটিশের সৈন্যবল, ও দ্বিতীয়, তুরকের স্বাধীনতা।

গবাদি পশুর বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বাঙালি সরকারের মিনিস্টার মার্কেটিং অফিসার জানাইতেছেন:—

বিশত ১৭ই মে যে সভায় শেষ হইয়াছে, সে-সভায় ১৩৫টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতার আমদানী করা হইয়াছে। অন্যথা ৯৭টি পাঠ্য এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। সে সভায় পাঠ্য হইতে ১৮৭টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১৫০টি মহিষও আমদানী হইয়াছে।

গড়ে প্রত্যেকটি গাভীর দাম ৫৫, টাকা হইতে ১০৫, টাকা এবং মহিষের দর ১৫০, টাকা হইতে ১৮০, টাকা ছিল।

দেশরক্ষা বিভাগ

বিমান আক্রমণ

"আলোক" নিয়ন্ত্রণ আবেশ

তৎসম্বন্ধে উপবেশ

—ইংগিত—

মূল্য এক আনা—সত্যক দুই আনা।

এ কলর ১৬, ২০ এবং ২১—

মূল্য প্রতিবীদি চারি আনা, সত্যক পঁচি আনা।

বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস (পাব্লিকেশন প্রাক), আদিশ্বর

সেহস অফিস, হাইটোর্স বিল্ডিং, কলিকাতা,

এক

কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙলার আর্থিক সাহায্য

২২শে মে পর্যন্ত বঙ্গীয় যুদ্ধ-উদ্যোগ ও ইন্ড-ইণ্ডিয়া ফণ্ডের হিসাব

আবহাওয়া ও কলনের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিশ্ব ১৪ই মে জারিবে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলার আবহাওয়া ও কলনের অবস্থা নিম্নে দেখা হইল:—

পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে কোম কোম অংশে সাধারণ বৃষ্টি হইয়াছে। অম্যান্য স্থানে প্রচুর বাধিপাত হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে হৈমন্তিক কলনের এবং বর্ষাকালে কেতে যে কলন হইয়াছে উহার পক্ষে এই বাধিপাত বাধাপ, হইয়াছে। বিশ্ব ১০ই মে পশ্চিমবঙ্গে মুখিয়াবাব এবং বীরভূম জেলার বর্ষাকালে ৭,২৬৮ এবং ৪,৮৭৫ জন লোককে ঠেই বিলিক কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ১,৩৭০ ও ৫,৪৩৫ জন লোক বর্ষাকালে খানসাহী দান লাভ করিয়াছে। বাগদার জেলাতেও পদ্ম নদীর ৩৭১ জন লোক কর্তৃক বিলিনের সাহায্য পাইয়াছে। বঙ্গপুর্বেও অসুখট বোকা দিয়াছে এবং ওয়া ও ১০ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় বর্ষাকালে ৩৫,০২৫ এবং ৭৪,৮৫৬ জন লোক কর্তৃক বিলিনের নিযুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণ-চাউলের দর টাকায় ৭/১১০ দের। আগের সপ্তাহের তুলনায় উহার দর পতন ১'০৬ জাণ বড়িত হইয়াছে। চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল:—

২৪-পঞ্চমায় ডায়বড ডায়বাব, বাগদারপুর, বাগদার ও বনিবচাটে টাকায় ৭ দের হইতে ৭/১১০ দের; নলিয়ার কুটীরা, মেহেরপুর, হুজাডা এবং রাণাবাটে ৬/১১০ দের হইতে ৭ দের; মুখিয়াবাবের পালবাগ, অলীপুর ও কালিতে টাকায় ৬/১১০ হটাক হইতে ৭/১০ দের পর্যন্ত; বাগদার জেলার বাডকা, নড়াইল, বনগাঁবে টাকায় ৬/১১০ হইতে ৭ দের; বুলদার লাডকাইকা এবং বাগেরহাটে ৭ দের; বর্ষাকালের আদামদোল, কাটোজা এবং কালদার ৬/১১০ হটাক হইতে ৭/১০ দের; বীরভূম ও বাগপুরহাটে ৭; বীরভূম এবং বিলুপুরে ৭/১১০ দের; মেখিলীপুরের কাঁপি, জলসুক, বাটান এবং বাউথানে ৭/১১০ হইতে ৭ দের; হপলী, শ্রীহরপুর ও আদাক-বাপে ৭/১০ দের পর্যন্ত; বাওকা ও উলুবেড়িয়ার ৭/১০ হইতে ৭/১১০ দের; বাজপাহী, নতগাঁ এবং নাটোরে ৭ দের হইতে ৭/১১০ দের। সিদ্ধাপুর, ঠাকুরগাঁও ও বাগুপাটে টাকায় ৭ দের; অমলাইগড়ি এবং আদীপুরে টাকায় ৭ দের হইতে ৭ দের; বাজিলী, কানিরা, শিলিগড়ি এবং কালিন্দে ৭ দের হইতে ৭ দের; হাপুর জেলার বীলকাহারী কুড়িয়া, গাইদার ৬/১১০ হইতে ৭ দের; বড়ভার ৭/১০ হটাক; পাবনার সিদ্ধাপুরে ৭ দের; বাগদারে ৭/১১০ দের; কুর্চিয়ার ৭/১০ হটাক; ঢাকা জেলার বাণিকপাড়া, সাগরপাড়া এবং মুখীপাড়ে টাকায় ৬/১১০ হইতে ৭ দের; বরদাসির জেলার কালিন্দ-পুর, টাকটিল, মেহেরপা এবং কিশোরপাড়ে টাকায় ৬/১১০ দের হইতে ৭ দের; কলিপুর জেলার পোলাদপ, বাগদীপুর ও পোলাদপাড়ে ৬/১১০ হইতে ৭/১০ দের; বাগদার, পিরোজপুর, পটুয়াখালী এবং দক্ষিণ পার্বত্য-পুরে টাকায় ৭ দের হইতে ৭ দের পর্যন্ত; চট্টগ্রাম ও ফকরাবাব ৭ দের হইতে ৭ দের পর্যন্ত; ত্রিপুরা জেলার জাঙ্গলবাড়ী এবং চৈলপুরে ৭ দের হইতে ৭/১১০ দের; মোজাবাদী এবং কেশীতে ৭ হইতে ৭ দের; পার্বত্য-চট্টগ্রামে ৭ দের এবং ত্রিপুরা বাকো ৭/১১০ হইতে ১০/১০ দের।

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ পরিচালনা অনুসারী ২২শে মে জারিবে হইতে কলিকাতার আলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। শহরের বিভিন্ন বোমা জ্বলসে আবহাওয়ার পরিবর্তন বন্দ করা হইয়াছে।

কোম।	বঙ্গীয় যুদ্ধ সাহায্য উদ্যোগ।	ইউ ইণ্ডিয়া ফণ্ড।	এ পর্যন্ত মোট সাহায্য অর্থের পরিমাণ।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পঞ্চমায় ..	৭০,২২০	৬৮,৭৬৮	১,৪২,৬৮৮
(২) বঙ্গপুর্বে ..	৪০,১৭১	৬৮১	৪০,৮৫২
(৩) বুলদা ..	৪২,৬৬২	৩৭৬	৪৩,০৩৮
(৪) মুখিয়াবাব ..	২৫,১৫৭	১,১৭২	২৬,৩২৯
(৫) নলীয়া ..	২৮,২৪৮	১,৩০৮	৩০,২০২
মোট ..	২,২৩,২০৮	৭৩,৫০২	২,৯৬,৭০৭
২। বর্ষাকাল বিভাগ—			
(৬) বীরভূম ..	২২,৪৪০	৪৫	২২,৪৮৫
(৭) বীরভূম ..	২১,৬৩১	১৩১	২১,৭৬৬
(৮) বর্ষাকাল ..	২,২৪,০১৭	২০,০১৭	২,৪৪,০৩৪
(৯) হপলী ..	৩৩,০১১	৭,৬৩৭	৪০,৬৪৮
(১০) হাউকা ..	৩৪,৬৪৬	৫৪,৩৪১	৮৮,৯৮৭
(১১) মেখিলীপুর ..	৭৪,৬৮৯	৩,১৭৬	৭৭,৮৬৫
মোট ..	৪,১৭,১২৬	৮৫,৩৪১	৪,০৩,১৪৫
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম ..	২১,২৪০	৩৭,৪১৬	১,২৮,৫৫৬
(১৩) পার্বত্য-চট্টগ্রাম ..	৬,৮১৭	৫৩৭	৭,৪১৮
(১৪) মোজাবাদী ..	৬৮,৮৮৯	১	৬৮,৮৯০
(১৫) ত্রিপুরা ..	১১,৬৭,২৫৭	১,৭৭২	১,৬৯,১২৯
মোট ..	৩,৩৪,৮০২	৩৯,৭৮৬	৩,৭৪,৫৮৮
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাগদার ..	১৩,৪২৪	৮৪,০২৪	৯৭,৪৪৮
(১৭) ঢাকা ..	১,২২,৭০৮	৬১,১২১	১,৮৩,৮২৯
(১৮) কলিপুর ..	২৫,২২৮	১,২২১	২৬,৪৪৯
(১৯) বরদাসির ..	১,৩৬,২৭১	৪,৬২৭	১,৪০,৮৯৮
মোট ..	২,৭৮,০৩১	১,৫১,০৬৫	৪,০০,০৯৬
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
(২০) বড়কা ..	২,৪০৫	২৫০	২,৬৫৫
(২১) বাজিলি ..	৪০,৮০০	৪১,২৮১	৮২,০৮১
(২২) বিলাজপুর ..	৬৪,০৩২	৩১	৬৪,০৬৩
(২৩) কলপাইগড়ি ..	৩৩,২৪১	৮৮,২৬৪	১,২১,৫০৫
(২৪) বাগদার ..	৩৮,০৪৬	১,৫২২	৩৯,৫৬৮
(২৫) পাবনা ..	৭,২১৭	৮৩৮	৮,০৫৫
(২৬) রাজশাহী ..	৪৪,৪৩১	৪,২৬৫	৪৮,৬৯৬
(২৭) হাপুর ..	৪৩,০৭০	১,২৫১	৪৪,৩২১
মোট ..	৩,২০,২২৮	১,৪৮,৭০২	৪,৬৮,৯৩০
সংকলিত বিবরণী			
(ক) বঙ্গদেশীয় জেলাসমূহ অর্থ ১৭ ১ নং হইতে ৫ নং ..	১৪,২৪,৪২৭	৪,২২,৪০৮	১৮,৪৬,৮৩৫
(খ) বাঙলার বাহিরের জেলাসমূহ ..	২,৭৮৮	১,৮৮,২৮৫	১,৯১,১৮১
(গ) অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ [(ক) ও (খ) বাসে]—			
বঙ্গীয় বহিরা যুদ্ধ উদ্যোগ ..	৪,২২,১০৫	..	৪,২২,১০৫
জাতীয় চা সনিক্তি ..	২৫,০০০	..	২৫,০০০
ত্রিপুরা টেই ..	৭,০০০	..	৭,০০০
এ, বি, জেলাসমূহ ..	৭৪৮	২,০১২	২,৭৬০
বি, এম, জেলাসমূহ	৮৪,৬৩৮	৮৪,৬৩৮
ই, বি, জেলাসমূহ ..	৪৮৮	৩৬,৩৩৮	৩৬,৮২৬
অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমাণ ..	৪,২৪,৬৩৮	২,৪৫,১৮৮	৬,৬৯,৮২৬
মোট ক+খ+গ ..	২২,২২,৮৪৩	৬,৫৩,৪৭৭	২৮,৭৬,৩২০
কলিকাতা ..	৩,৩২,৩৮৮	৪০,০৩,৩৮২	৪৩,৩৫,৭৭০
মোট ..	২৫,৫৫,২৩১	৪৬,৫৬,৮৬৯	৭২,১২,১০০

১৯৪৫ সালের ২২শে মে পর্যন্ত মোট ১৪,০০০ টাকার দর।

Printed and published by GROSSE WILFRIED DAVIS at the Royal Government Press, Algiers, Algeria. Editor: ALFRED HENRIOT.

বাঙলাব কথা

৪ বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা]

কলিকাতা, ১ই জুন, ১৯৪১

[এক পৃষ্ঠা]

আটলান্টিকে উভয় পক্ষের নৌ-শক্তির পরীক্ষা

শীত্রেই চূড়ান্ত যৌঝাসার সম্ভাবনা

[এইচ. সি. ফেরারী লিখিত]

আটলান্টিকের পরিধিভিত্তি মনের পরিধিতে দিন দিন উদ্ভূত হইতে চলিয়াছে। আবার মনে হয়, তমু উদ্ভূত হইতে আর, যঃ আবারের অন্তরালে চরম নিশ্চিন্ত হইতে চলিয়াছে। যুদ্ধবাহী কৰ্কক পশ্চিম গোলার্ধে পাহারার ব্যবস্থা প্রবর্তন কর্তৃক মহাসাগরের তত্ত্বপূর্ণ ঘটনা সমুদয় অন্তরঙ্গ। নৌ-যুদ্ধের ইতিহাসে ইহা সত্যই স্পষ্ট। ইহা আন্তর্জাতিককে একটি মহা সমস্যার সম্মুখে তুলিয়া দিয়াছে। অতঃপর জাহাজপক্ষে হয় আটলান্টিকে জিহ্বাসের সার্বিক কার্যাবলী ও চৌচা-চক্রিতের সঙ্ঘাত সাধন কিম্বা আমেরিকান পাহারার অবসান ঘটাইতে হইবে। যুদ্ধবাহীর অধিকারীরা কি বীরবে জাহাজের রণপোত জুটির দুশা অবলোকন করিবে—অপর্যায়ী কোন পাণ্ডিত্য ব্যক্তাই কি তাহারা করিবে না?

পশ্চিম গোলার্ধ পাহারার ব্যবস্থাটা সোজা ব্যাপার নয়। অনেক ইহাকে বাহা মনে করেন, তার চাইতে উহা অনেক বড়। অনেক মনে করেন, ইহা রাজ্যের পুনির্বা পাহারার অনুরূপ কিন্তু একটা হইতে পারে। উভয় কার্যের মধ্যে একটা সারসংক্ষেপ থাকিতে পারে, তবে যে অল্প ব্যাপিরা পাহারার ব্যবস্থা করার আবশ্যক হইতেছে, উহা এত বিশাল যে আমি দিচ্ছে উহা কিস্তি করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

যাহিন রণপোত জাহাজপক্ষের কর্তা এত বিরাট টার্ক বিশ্বাসীকে আলাদা দিয়াছেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরে উভয় হইতে নব্বিশ দিকে প্রায় ১০,০০০ মাইল পরিধিত অঞ্চলে প্রবর্তী বোজাজেন হইবে। প্রবর্তী কার্যে নিযুক্ত জাহাজগুলি সাধারণতঃ ঘণ্টার ১৫ নট (সামুদ্রিক মাইল) করিয়া চলে। সুতরাং পাহারা-অঞ্চলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বাইতে একবারি জাহাজের ৩০ দিন লাগিবে। প্রবে উক্ত অঞ্চলটি প্রায় ২,০০০ মাইল। ইহা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত বাইতে হইলে প্রবর্তী জাহাজের পূর্ব ৫ দিন এবং ১৩ ঘণ্টা সময় লাগিবে।

একত্রব্যবস্থার পরেই রাজ্যের প্রবর্তীসের ব্যায় পশ্চিম গোলার্ধ পাহারার নিয়োজিত জাহাজগুলি ৮ আট মণ্টা অতর পাঠায় না। সমগ্র অঞ্চলটি দুইকেটি বর্ষ মাইল। ইহার যে কোন অংশে যে কোন সময় সাধনীসের জাহাজ, নব্বিশ-পাণ্ডিত্যপোত, ইউ-বোট অথবা যুদ্ধবাহীর কোনাবলী বিক্রমপোতের আবির্ভাব হইতে পারে। এই-বিরাট টার্ক সূত্রী বহিন আটলান্টিকে উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বহিনা বোজাজেন করিয়াছেন। তাহা এই যৌঝার বর্ষ মণ্টে তত্ত্বপূর্ণ।

অনেকের পক্ষে ইহা জালা পুই বাজানিক যে, যুদ্ধ-বাহীর বহিন নিশ্চিন্তি ব্যবস্থা-পাণ্ডিত্য উভয় আট-সামুদ্রিকের মধ্যেই সারসংক্ষেপ হইবে। কয়েকটি উভয়

আটলান্টিকেই তমু যুদ্ধবাহীর স্থান নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জিহ্ব করিয়াছেন যে, হিসাব এবং পূর্ব জুঝাসাপরে অবস্থিত নিরপেক্ষ বাইরে বন্দরগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎসাহে আমেরিকার বাণিজ্যপোতগুলি লোহিতসাগরের পথে চলাচল করিতে পারিবে। এ সকল বন্দরে বাইতে হইলে আমেরিকান জাহাজ-গুলিকে উত্তরাংশ অতরীপ বুঝিয়া আনিতে হইবে। এ পথের দূরত্ব ৭০০০ মাইল এবং সাধনীরা পশ্চিম আফ্রিকা-স্থিত কাসাসাভা ও দ্যাকারের মহাবলী যে-কোন স্থানে নৌ-বাহির প্রতিকা করিতে পারে। এ-সমস্যাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

কোন নৌ-বিজ্ঞানিশাসকট দ্যাকারের তত্ত্ব কোন কালে অধীকার করিতে পারিবেন না। পত মহাসাগরে আমেরিক প্রবর্তীসের জাহাজগুলি (কন্ডর) এ-স্থানে সবচেয়ে হইত। পত-সমুদ্রবহিন অধ্যুক্তি সমুদ্র এলাকার ভিতর দিয়া বুটেনগারী মালবোঝাই জাহাজগুলি জাভা, বুটেনগারীস প্রভৃতি যুদ্ধবাহী স্থান হইতে আসিয়া দ্যাকারেই একত্রিত হইত। কিন্তু সে সময় দ্যাকার বুটেন ও যুদ্ধ-বাহীর বিশেষজ্ঞ ক্রাসের হাতে ছিল বহিনা আন্তর্জাতী কর্কক অধিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে কন্ডরশী সে সম্ভাবনা বহিরাগে। টমস সংক্রান্ত বোঝা-বাণী প্রচারের সময় এডমিরাল টার্ক একসা কুসকল বিবর বহিনে তুলেন নাই।

আটলান্টিকে আন্তর্জাতী কত ইউবোট নিযুক্ত করিয়াছে, ইহা প্রায় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। বিগত ১৯২৭ এবং ১৯৩৮ সনেও এই একই প্রশ্ন করা হইত। বুটেন টাইমস বুটেন গোরেন্স অফিসের কর্তারী বিশায়ে উক্ত প্রশ্নের উত্তর সে-সবর আবার জালা ছিল। কন্ডরবাহীর বাণী আপেকা বহ আর ইউ-বোট তবন আটলান্টিকে জাভা-সেওরা হইয়াছিল।

ইউ-বোট সন্ধানী জাহাজের সংখ্যা হইতে ইহা নিশ্চয়ই মনে হইবে যে, সমুদ্রে পত পত ইউ-বোট বুঝিয়া দেওয়াইতেছে। কিন্তু বিগত বহিনসের কোন সময় একসঙ্গে ৩১ বাহিন অধিক ইউ-বোট নিয়োজিত করা হয় নাই এবং জালাও একবার ব্যয় করা হইয়াছিল। পত সাধারণতঃ মাসে ২১ বাহা ইউ-বোট সমুদ্রে জাভিয়া সেওরা হইত।

বর্তমান সংগ্রামে নিয়োজিত ইউ-বোটের সংখ্যা আবার জালা নাই। তবে ইহা টিক যে, আন্তর্জাতী একসঙ্গে পত যুদ্ধে নিয়োজিত ইউ-বোটের সন্ধান সংখ্যক ইউ-বোট নির্ধারণ করিতে পারে নাই। ইটালীয় প্রবল সমুদ্রের সংখ্যক এক কন্ড যে, বহিনসের কর্তা নিয়োজিত বাহা মোকর কর্তী অজ্ঞান বহিরাগে। আকাশ-পথে লড়ন, আত্মপথে ইটালীয়ান বৈমানিকরা আত্মপ

বৈমানিকদের যতটা সাহায্য করিয়াছে, আটলান্টিকেও টিক উড়াই তাহারা সাহায্য জালা করিয়া আসিতেছে।

আটলান্টিকের নৌ-সংগ্রাম যুদ্ধ তত্ত্বের নয়, আমি ইহা বহিনেছি না, বহা ইহা যে অত্যন্ত তত্ত্বের, তাহাই বহিন। বিগত ১৯৩৯ সনে আটলান্টিকে ইউ-বোটের লোভায়া আমতা বহ করিয়া দিতে দব্ব হইয়াছিল। সে-সবর প্রতি সত্তায়ে আমতা ২-৪ বাহা করিয়া ইউ-বোটের পুনে সাধন করি।

আন্তর্জাতীকে এক্ষণে তত্ত্বী অতি বীকার করিতে হইতেছে বহিনা আমতা লবী করিতেছি না। যে-পথায় জালা না হইতেছে, সে-পথায় ইহা টিক করা অনবদ্য যে, আটলান্টিকের যুদ্ধ জয়ের পথে আমতা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কন্ডরবাহীর মতটা মনে করিতেছে, তার চাইতে অনেক অধিক কন্ড-সত্তার "কন্ডর"-এর সাহায্যে আমদের নিকট পে-হিজেছে। নবকারীজায়ে প্রকাশিত একটি বিশায়ে জালা হইয়াছে—যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে মোট ৩০ কোটি টমের জাহাজ বুটেন বন্দরসমুদ্রে পে-হিছে। ইহাদের বেশীর ভাগই সমুদ্রে কোন কন্ডর নকরে পড়ে নাই। ইহা যুদ্ধে তত্ত্বপূর্ণ ব্যাপার।

"আটলান্টিকের নৌ-সংগ্রামের আর একটি দিক আছে। শিপিং ও ট্রান্সপোর্ট বিভাগ দুইটি একত্রিত করিয়া একই বাহিন পরিচালনাধীনে জাভিয়া বোজাজি জিহ্ব হইয়াছে। মাল আমদানী ও রকজানীর ব্যাপারে কন্ডরবাহী বহিনের লড়ন কন্ডরবাহীর মধ্যে যে-অন্যজায়ে জালা সেবা দেয়, এতদুজা পত-বোট উহার অবসান ঘটাইলেন।

হিসাবে বীল সনের বাস জীহ্ব হইতে পশ্চিম দিকে বিকৃত এক মূতন সেরককা এলাকা পুই করা হইয়াছে এবং উহার নাম হইয়াছে "কহিরোর পশ্চিম ডিফেন্স এলাকা।" এই মণ্টে বহিনী সেরককা বিভাগ এক বোঝা করিয়া-ছেন। এই এলাকার বোঝাযুক্ত বাহিনীর পহিত যে সকল বোজার অপারেটর নিযুক্ত থাকিবে, তাহারা বিশেষ হারে বেতন পাইবে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

ব্রীচন যুদ্ধবাহী, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অটেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পায়নোপদাসর ভীরবলী কন্ডর-সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ বাতায়াত করে।

জাহাজ জাহাজ যে-সব বিবরণ পাওরা সমুদ্রপার, জালা এবং বাহীসের জালা, মালের জালা প্রভৃতি বিকৃত বিবরণ জালা জালা মির ঠিকারী আবেদন করুন :—

ম্যাকিনস্ ব্যাকলী এক কোং, ম্যাকসিম এডেক্ট, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल महानगर

বাঙলার কথা

କ୍ରାନ୍ତର ସନ୍ତାନ ଓ ଉଦ୍‌ଧାର

ত্রিদি সরকার এই যে স্বাধীনতা অনুসরণ করিয়াছেন,
 তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে
 নিবেদনের করায়ত্ত করার জন্য জাঙ্গীণী চেষ্টা পাটভেতে
 এবং এই নিক দিয়া যথোচিত চালি মিথারও প্রয়াস
 পাইতেছে। ক্রান্তিকে বিধা-বিভক্ত করার কলে স্বভাবতঃই
 সে দেশের অর্থনৈতিক জীবন ধুসে উইয়া গিয়াছে এবং
 বিশ লক্ষ কল্যাণী সৈনিককে বন্দীজলে আবদ্ধ রাখিয়া
 জাঙ্গীণীতে বহুদূরী বাটান হইতেছে। ক্রান্তির যে
 অঙ্গল একপে জাঙ্গীণীর অধিকাংশে বহিয়াছে, সেখানকার
 সকল সম্পদ বেশবহুভাভাবে শোষণ করা হইতেছে এবং
 বাপেলিলে যে সব ক্রমা সত্তার বাহির হইতে আসিতেছে,
 তাহার মধ্যেও জাঙ্গীণী ভাগ বসাইতেছে। অবশেষে
 বৃদ্ধ দাশলি পের্তাকে তর সেখাওয়া সম্পূর্ণ জগে বন্দীভূত
 করার চেষ্টা হয়। প্রকাশ, তাঁহাকে একজন তর সেখান
 হর বে, পরিবারে বসি জাঙ্গীণীকে সবগ্ন ক্রান্তি লখন
 করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে ১৮ হইতে ৪৮ বৎসর
 বয়স পর্য্যন্ত ক্রান্তির সকল পুরুষকে বহিয়া জাঙ্গীণীতে
 লইয়া গিয়া বহুদূরী বাটান হইবে। এই বহুদূরী নামে
 নামে নাকি প্রলোভনও কেবান হইরাছিল। এই সব
 প্রলোভনে নাকি বলা হইরাছিল যে, ইউরোপের জন্য
 জাঙ্গীণী যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করিয়াছে, তাহা
 কার্যকরী হইলে কনুসিষ্ট ও নিরাপুত্ববাদীদের আর
 উত্তর হইবে না এবং কল্যাণী বাণিজ্য-ক্রান্তিসমূহ বৃদ্ধি

বৃত্তিগ পুৰ্বিক বসন্তেৰ বাৎসৰিক সন্তোষনে এতিয় পাতি-
বসন্তেৰ সহিত আলোচ্য অথবা পাতি স্থানসেৰে কৰা কৰাবাৰী
চালান অসম্ভব বুলিয়া ঘোষণা কৰিহা এক স্বাধিকৰণিগিতে
কৰা হব,—কোন প্ৰকাৰে আলোচ্যেৰে তেঁৱৰ আৰজা
অৰ্থে পুৰণ কৰিব না। দাখিলসহ পাতিস্থানসেৰ একমত
উপায় হইতেহে সম্পূৰ্ণ বিকৰ পাতি। হিটসায় এৰ
মুশোলিনীৰ সহিত সংশ্লিষ্ট পাতিতে আৰ। স্থাপন কৰ
নিবু'ডিডাই কৰে—আজি বাহাৰেৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰী
কৰিহা পাতি, ইহাতে উল্লেখকৰ প্ৰতি যোৱা বিশৃঙ্খলিতকৰ
কৰা হইবে।”

भारतवासी मित्रवादी अन्धाराद्व

পরে এই আদেশ প্রত্যাহার করি অন্য সরকারকে
অনুরোধ করা হয় এবং পতন বৈশিষ্ট্যকে পুনঃ পুনঃ আশ্রিত
করা হয় যে, সাম্প্রদায়িক অশ্রুতি বৃদ্ধি পাইতে পারে
এবং কোন বিধর প্রকাশ করা সংবাদপত্রসমূহ সাধারণ-
ভাবে নিষাধ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই সব
আশঙ্কা-বোধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং বর্তমানে ঢাকা
জেলায় সাম্প্রদায়িক অবস্থার অসমীচী উদ্ভূতি সঞ্চিত
হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, পতন বৈশিষ্ট্য এক্ষণে সাম্প্রদায়িক
হাজারী সম্প্রদায়িক প্রকাশের পক্ষে প্রেস-এন্ড-
ডাউনহাউসকে দেখানোর আদেশ প্রত্যাহার করিতে সক্ষম
করিয়াছেন এবং ১লা জুন তারিখ হইতে তাহা প্রত্যাহার
করিয়া লইয়াছেন। (প্রেস-নোট)

वाङ्मय नवी गण्डर्भ प्रवेष्टना

হাইড্রুলিক লেবরেটরীর প্রতিষ্ঠা

আবাবী বখাব হইতেই এই পলিকম্পন কার্যাবলী
বহুতর আঁচ আছে। প্রাথমিক কার্যাবলির কথা ১৯৪১-
৪২ সালের বাজেটে ২০ হাজার টকা ব্যয় করা হইয়াছে।

কলিকাতায় আলোক-নিয়ন্ত্রণ

সরকারী আদেশ সম্পর্কে বেতার বক্তৃতা

বাংলাগঞ্জ ও মোরাখালী জেলায় খুণিবাড়ী

সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা

বিগত ২৫ জুন তারিখে নিম্নোক্ত বর্ণে এক সরকারী প্রেস-নোট প্রচারিত হইয়াছে :—

বিগত ২৫শে মে সন্ধ্যা প্রায় ৭টা হইতে আরম্ভ করিয়া পর্য্যন্ত ২৬শে মে প্রাতে প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত সময়ে ব্যবসায়িক জেলায় বিদ্যুৎ অফিসের উপর বিদ্যুৎ জীর্ণ খুণিবাড়ী প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ অফিসের সহিত টেলিগ্রাফের যোগাযোগ হ্রাস হওয়ার এবং অতি খুব বেশী হওয়ায়, এ-পর্ব্যন্ত সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এ-পর্ব্যন্ত যে সব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়—সবত্র ভোলা বহুকুয়ার, লম্বা উত্তর বহুকুয়ার হিঙ্গলা ও যেকোনো ধরনের এবং পটুয়াখালী বহুকুয়ার পাটকল খানার কড়ক লোকের জীবন-হানি হইয়াছে ও পুণ্যায়িত পশুপাখিও বিস্তর কতি হইয়াছে, তাহা হাজা সম্প্রদায়ের বিরাট কতি হইয়াছে।

সংবাদ পাওয়াযাই হাদীর সরকারী কর্মচারিগণ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। অবিলম্বে সরকারী লক্ষ্যবশে জেলায় গিকটবর্তী ইন্সপেক্টর ও বীপের বকিণ সীমান্তে অবস্থিত সামরিক সৈন্য বাসে বাধ্য-পশুপাখি প্রেরিত হয়। অগায়া বাসেও বাধ্যপাখি প্রেরিত হইয়াছিল এবং প্রকৃত অবস্থা লম্বা উত্তর করিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

গতপনেন্ট ইন্ডিয়ানবাই উক্ত জেলায় কৃষি-এবং বাঘ ৪,০০,০০০ টাকা এবং বরগাড়ী ৪০ বর্গ ২৫,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় আয়োজন করা হইবে। সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের বিদ্যুৎ অফিসে ১০টি বেডিক্যাল ইউনিট, ৫০ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও কতিপয় ডাক্তার প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জেলা-বোর্ডের বাধ্য-সম্পর্কিত কর্মচারিগণকেও বাধ্যবশে প্রেরণ করা হইয়াছে।

হাসনীর প্রদান-মন্ত্রী ইন্ডিয়ানবাই বিদ্যুৎ অফিস পরিদর্শনে গমন করিয়াছেন এবং হাসনীর রাজস্ব-মন্ত্রী ও রাজস্ব-বিভাগীয় অধিনায়ক বিদ্যুৎ অফিসে গমন করিতেছেন।

মোরাখালী

মোরাখালী জেলায়ও বিদ্যুৎ অফিস বাধ্যপাখি বিগত ২৫শে মে সন্ধ্যা ৬ পর্য্যন্ত সকালে খুণিবাড়ী হইয়া গিয়াছে এবং মোরাখালী পর্ব ও অগায়া কোন-কোন স্থানে বিস্তর কতি হইয়াছে। এবংও বিদ্যুৎ বিবরণ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ—চৌরহনী, সোমহিঙ্গা, কামাংগ, মালারী, এমোখালিয়া, সেওপাড়া, লম্বাপাড়া, হাজিলাড়া ও বামপাড়া এলাকায় বিস্তর কতি হইয়াছে। মোরাখালী পর্ব পর্বত ৪০টি পুণ্ড্রিয়াং হইয়াছে। বহু স্থানে পুণ্ড্রিয়াং পশুপাখি হ্রাস হইয়াছে এবং বোকা কুকুর কড়ক লোকেরও প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। বাঘ, পাট ও বহিচ ফলসের কড়ক কতি সাধিত হইয়াছে।

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের কতিপয় বেসরকারী লোকসহ জেলায় বিভিন্ন অফিসদ্বারা খুণিবাড়ী সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। সংবাদ পাওয়াযাই গতপনেন্ট এই জেলায় অন্য ১,১৫,০০০ কৃষি-এবং ১৫,০০০ বরগাড়ী লাম হ্রাস করিয়াছেন।

[২৪ জুনের সংবাদ]

গ্যাম্প আচ্ছাদনমিহাজা হিসাবে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা সরকারীভাবে অনুমোদিত হইয়াছে :—প্রদানকর্তা ট্রান্স-পোর্ট কোম্পানী, জেন্স মোটরকার কোম্পানী, ইন্ডিয়া মোটর কার এবং এমোখালী এমোখালী।

বিদ্যুৎ-আচ্ছাদন প্রতিযোগিতা ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা নিঃ এ, এস, হ্যাটস, আই-সি-এস, সি-আই-ই মহোদয়ের ন্যায়গতি বেতারযোগে আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন :—

আলোক নিয়ন্ত্রণ আদেশের যে-অংশটি প্রত্যেক গ্রহ-স্বামীকে বাধ্য করিতে হইবে, উহা পূর্বের অভ্যুত্থান আলোক সম্পর্কিত। ২৬শে মে হইতে উহা কার্যকরী হইবে। গতপনেন্ট সমগ্র আদেশটি ব্যাখ্যা সহ জন-সাধারণের ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া আপনাদের কর্তব্য সম্পর্কে আপনাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। এ-বর্ণনের মূল্য ব্যাখ্যার নাম গোপবাসের কষ্ট হয় দেখা যায়। হ্রাস জেন্স কোন গোপবাসের লক্ষণ বিবরণী সকলের সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় না, একটা আরি সরল কথা আপনাদের কর্তব্য বলিয়া দিতেছি। আমার বর্ণনা স্বপ্নও হইবে না এবং উহাতে সব বিবরণ থাকিবে না। উহাকে কেহ সরকারী স্বপ্ন ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করিবেন না। তাহার আশঙ্কা হইলে আপনাদিগকে স্বাক্ষরী ব্যাখ্যা পড়িতে হইবে।

আপনাদিগকে প্রথমেই ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আকাশ হইতে নব ও উহার চতুঃপার্শ্ববর্তী অফিস পরিদর্শন হওয়ার লক্ষণ হ্রাস করা এবং সে-লক্ষ্যে পূর্বের বহু সকলের উহা সাধারণত ও প্রয়োজনসমূহে আলোকের ব্যবস্থা করাই উক্ত আদেশের সাধারণ উদ্দেশ্য। সুতরাং আপনাদের পূর্বের আলোক ব্যবস্থা আপনাকে এমন ভাবে করিয়া লইতে হইবে যাতে বাহির হইতে আলো খুব কম সময়ে পড়িতে পার—একভাবে না পড়াই ভাল। ইহা হাজা একটা বোটেই বুঝা যায় যে, লক্ষ্য জালানা বহু করিয়া আপনাদিগকে অর্ধ-অন্ধকার ঘরে থাকিতে হইবে। বহু বাহিরে আলো না পড়ে এমন ভাবে আপনাদের আলো জালাইয়া ঘরের লক্ষ্য জালানাও খোলা থাকিতে পারেন। ইহাই আলোক বক্তৃতা বিবরণ।

আপনাদের পূর্বের প্রবীণ যদি এমন কারণের সংস্থাপিত হয় যে, উহা বহুকেও আলোকিত করে এবং বাহিরেও আলো পড়ে, তবু সে-অবস্থার ঘরের আলোক কতি সময়ে বাহির হইতে পরিবে হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ খোলা লক্ষ্য বা জালানার পার্শ্ব সংস্থাপিত প্রবীণের উল্লেখ করা হইতে পারে। বাহির হইতে যদি আপনাদের উহার প্রতি আকাশ, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বাহিরে সঠিক উপর বা চতুঃপার্শ্ব হ্রাস হ্রাস কিবা পূর্বে উহার আলো গিয়া পড়িতে। ইহাই আপনাকে বহু করিতে হইবে। প্রবীণের যে দিকটা লক্ষ্য বা জালানার অতি দিকটাবর্তী, উহা আচ্ছাদিত করিলেই আপনাদের অতি সময়ে বাহিরে আলো পড়া বহু করিয়া দিতে পারেন। এক্ষেপে ঘরে আলো জালাইয়া আপনি বেশ স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারেন। আর-ও একটি উপায় আছে। প্রবীণটি সরাসরি এমন স্থানে রাখিতে পারেন যে-স্থান হইতে আলো-বাহিরে বাহিরে না। ইহার-যে-কোন একটি উপায় অবলম্বন করিয়া বাহিরে গিয়া একবার প্রবীণটির প্রতি আকাশের দেখুন। বাহির হইতে আপনাদের বহু আচ্ছাদিত দেখিবেন, কিন্তু প্রবীণের আলো যদি বাহিরে গিয়া না পড়ে, তাহা হইলে কিছু আলো যায় না। ইহাই আলোক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আদেশের আসল উদ্দেশ্য, কারণ উহাতে বহু হইয়াছে যে, বহু হইতে বেশ সমস্তই কোন আলো বাহিরে গিয়া না পড়ে। অন্য কথায় প্রবীণটি ঘরের বাহিরে আলো জালানা-সম্পন্ন করিবে না।

ইহাই সব কিছু নয়। মূল্যের বাধ্যবশে আলোক বক্তৃতা বাহিরে না পড়ে, তাহাই আপনাদিগকে কতি হইবে।

আজল বেওরা হইয়াছে। ইহা হাজা প্রবীণের আতা ও প্রতিকলনের লক্ষণও বাহিরে আলোক পড়িয়া থাকে। আমার সবুধে একটি প্রবীণ রাখিলে উহার আলোক আরম্ভের উপর গিয়া পড়ে এবং আরম্ভটিও আবার প্রতিকলিত হয়। প্রবীণের যে দিকটা লক্ষ্য বা জালানার দিকে, উহা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেও বিপরীত দিকে সংস্থাপিত আরম্ভের উপর প্রতিকলিত আলোকবাহিনী করিয়া বা জালানার দিক দিয়া বাহিরে গিয়া পড়িবে। ইহা বহু করিতে হইলে আপনাদিগকে হয় গ্যাম্প অথবা আরম্ভটি আচ্ছাদিত করিয়া দিতে হইবে, না হয় গ্যাম্প কিবা আরম্ভটি সরাসরি কেলিতে হইবে। বাহির হইতে আলো দেখা না যায়, এমন যে কোন ব্যবস্থা আপনাদের অবলম্বন করিতে পারেন। বাহির হইতে আপনাদের পূর্বের আলোক আতা পরিদর্শন না হয়, তাহাও আপনাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আপনাদের গ্যাম্পটি যদি লক্ষ্য বা জালানার বুঝেবুঝী লক্ষ্য অথবা লক্ষ্য হ্রাসের সেওরালের সবুধে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে পূর্বের পরিদর্শন আলোক বাহিরে গিয়া পড়িতে পারে। গ্যাম্পের আলোক সরাসরিভাবে বাহিরে গিয়া না পড়িলেও ইহা লক্ষ্যপূর্ণ। একটা আলো আচ্ছাদিত বা হ্রাসকরণের পর্বও বাহিরে বাহিরে একবার আলোক প্রতি আকাশি দেখা উচিত। বাহির হইতে বহু আলোকিতই দেখা যাইবে, কিন্তু তাহাতে কিছু আলো যায় না। সেওরাল হইতে বাহিরে আলোক পড়িতেছে কিবা অথবা আলোক চাকচিক্য হ্রাস হইতে সময়ে পড়িতেছে কিবা, তাহাই আপনাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

যাচায়া ও সেউজী আলোক নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার, কিন্তু এক্ষেত্রেও একই নিয়ম পদ্ধতি প্রযোজ্য। বাহিরে সরাসরিভাবে আলোক পড়িতে দিবেন না, আতাও যেন বাহিরে না যায়। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, লক্ষ্য-আকাশ হইতে যেন ঘরের ভিতরটা উজ্জ্বল না দেখায়। আমি পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, ইহা সরকারী ব্যাখ্যার সঠিক বিশ্লেষণ নয়, তবে যাচা বলা হইল উল্লম্বভাবে চলিলে আমার মনে হয় আপনাদের ভুল করিবেন না।

কি প্রকারের আচ্ছাদন ব্যবস্থার হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে একটি কথা বলা উচিত। আমার বক্তৃতা হইতে আপনাদের লিচুই ইহা বক্তৃতা পরিচালনা যে, আলো-আচ্ছাদনের লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া করিতেই হইবে। সরকার-অনুমোদিত কোন আচ্ছাদন নাই—উহা লক্ষ্যপূর্ণ নয়। বহু পূর্বের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনাদিগকেই যোগাযোগ ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। কোন বক্তৃতা আচ্ছাদন বা কার্ভবোর্ড হ্রাসের প্রয়োজন নাই। হ্রাস তা বহু কাগজেও চলিতে পারে। হ্রাস তা বহু বহু কাগজ হাজা একটি আচ্ছাদন তৈরী করিয়া আলোটিকে উহা পরিচালনা দিয়া কলকল লক্ষ্য করুন। যদি আপনি বহু কাগজ ব্যবহার করিতে না চান, তাহা হইলে আপনি উক্ত অনুপাতে অন্য যে কোন বক্তৃতা আচ্ছাদন ব্যবহার করিতে পারেন।

মোটর গাড়ীর আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও আপনাদের কিছু কর্তব্য আছে। অকলাইড হেডল্যাম্প আচ্ছাদনের জন্য গতপনেন্ট ২০শে জুন পর্য্যন্ত সময় বাড়ানিয়া দিয়াছেন। ইহাওসহ আপনাদের মোটর হেডল্যাম্প আচ্ছাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত অকলাইড হেডল্যাম্প কিবা একটি নিম্নলিখিত হেডল্যাম্প ব্যবহার করে পাওয়া কাগজে আবৃত করিয়া দিতে হইবে। উক্ত কাগজের একপাশ অফিসের উপর অর্ধাংশেও আবৃত দিতে হইবে। হেড-
[কলকলী জালানার দিক দেখায়]

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা

সম্পূর্ণভাবে সাক্ষরায়িত

বঙ্গদেশের প্রত্যেক পাট-চাষ ক্ষেত্রে পাটের আবাদ এখন সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গতমাসেই এই সম্পর্কিত বাস্তবিক ক্রমে কানাটতেও ১৯৪০ সালের বস্ত্রীয় পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের আদেশসমূহ যথাযথভাবে পালিত হইয়াছে।

এই বর্ষে আদেশ ছিল যে, ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমি উক্ত আইন অনুসারে রেকর্ড করা হইয়াছে, ১৯৪১ সালে তাহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাট-চাষ করিতে হইবে। ১৯৪১ সালে যে এট্রিয়েট করা জমিতে পাট বপন করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ সম্পর্কে এই প্রথম অবস্থাতে কিছু ত্রুটি হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। পাট বাৎসরিকের পক্ষ হইতে যে আনুমানিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় গত বছরের জমির তুলনায় বহু জেলায় সোয়া পাঁচ আনা হইতে পাড়ে ছয় আনা পরিমিত জমিতে এবং কোম কোম অঞ্চলে পাঁচ আনা পরিমিত জমিতে পাট-চাষ হইয়াছে। পাট বাৎসরিকের পক্ষ হইতে এই যে আনুমানিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে সারণ্য রাবিতে হইবে যে, বর্তমান বৎসরে যে জমিতে পাট-চাষ হইয়াছে তাহার পরিমাণ অনেক কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বৎসরের মাত্র হিসাব সঠিক হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া জমির ত্রুটিতম খুব অল্পই হইয়াছে।

পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে যে সকল বিবরণী পাওয়া গিয়াছে (উহার কর্তৃত্বাধীন প্রবেশের পাট-চাষীদের সহিত সমিতিভাবে সংশ্লিষ্ট), তাহাতে সরকার একথা অবগত হইয়া বিশেষ আশঙ্কিত হইয়াছেন যে, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি পূর্ণতর সমভাবে পালিত হইয়াছে এবং লাইসেন্স নেওয়া জমি ব্যতীত যে স্থানে পাট-চাষ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা অতি বিরল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহন এইরূপ লাইসেন্সহীনভাবে পাট বপন পরিলক্ষিত হইয়াছে, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃত্বাধীন ত্রুটি প্রকাশ করিলেই চাষীগণ বেচকাপুণোদিতভাবে তৎক্ষণাত্ ত্রুটি মস্কি করিয়া কেলিয়াছে।

লাইসেন্স ব্যতীত যে সকল অঞ্চলে পাট বপন করা হইয়াছে, তাহা বহু কথিয়ার দাবী করা হইয়াছে এবং গতমাসেই বৃহৎ বিশাল যে, শেষ পর্যন্ত যে পরিমাণ জমির জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে, কোন ব্যক্তিই তাহার বেশী পরিমাণ জমিতে পাটচাষ হইবে না।

এই সম্পর্কে প্রদেয় যে সকল পাট-চাষী সহযোগিতা করিবেন, গতমাসেই তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবেন।

নির্কাসিত কাইজার গুরুতর পীড়ার আক্রান্ত

আরোগ্যলাভ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ

বালিন হইতে নিউইয়র্ক টাইমসের নিকট প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জুডপুর্ন কাইজার সচি অর ও অরেন পীড়ার গুরুতররূপে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত বাহাদুরে বসিট বোয়ালোপ হইয়াছে, তাহার জুডপুর্ন স্ত্রীটির আরোগ্য লাভ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। বর্তমান অল্পবে ৮২ বৎসর বয়স্ক নিউইয়র্ক বৃহৎ কাইজার বিশেষভাবে কান্দি হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কেমব্রিজ বিশেষ বাসস্থান জন্য অভিজিত পাড়ে বাস কোটি টনায় বসাবেন জন্য কংগ্রেসের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।

বাঙালী যুবকদের সুযোগ

বিবিধ শিক্ষা-প্রযোজ্য তৈরী শিক্ষা

কালি, আঠা, মাকারক রোগ বিনাশক প্রযোজ্য, গালা, বাস্তব পালিশ প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী বিকাশন সম্পর্কিত পরিকল্পনানুসারে বাঙালার সরকারী নিয়ন্ত্রিত নতুন একজন শিক্ষার্থী গ্রহণের আয়োজন করিতেছেন। ইচ্ছাশিক্ষকে বিলা পরমায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। কলিকাতার পাণলাতালি মারক স্থানে অবস্থিত শিল্প গবেষণাগারে একটা স্থান বোলা হইবে। শিক্ষার্থীগণকে ৪—৬ মাস কাল তথ্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থীর বিবরণ-গুলির মধ্যে প্রত্যেককে একটি মাত্র বিষয় বাছিয়া লইতে দেওয়া হইবে। বাহার আই, এম, সি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে বা কোর্স শেষ করিয়াছে, তদুপাধায়ই তাঁহার উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। শিক্ষা গ্রহণের পর প্রদান জীবিকা হিসাবে উচ্চ অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দান করিতে বাহারের সম্মতি আছে, তাহাদিগকে যথাসম্ভব পাঁচ ৭, কাউন্সিল হাউস ট্রাষ্ট, কলিকাতা টিকানার বাঙালার নিয়ন্ত্রিতগণের ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। (প্রেস-নোট)

ডিউক অব আরোটার আত্মসমর্পণ

মুসলিম জগতে প্রতিজ্ঞা

ডিউক অব আরোটার আত্মসমর্পণের সংবাদে সবুখ বহা-প্রাচ্যে উল্লাসের স্রষ্ট হইয়াছে। আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও স্থানীয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মুসলিম জগৎ বিশেষ গণ্ডিত বোধ করিতেছে। ভারতীয় বাহিনীতে বহু সংখ্যক মুসলমান আছে। আবিসিনিয়ার সম্রাট বৃষ্টান হইলেও আবিসিনিয়ার রাজপরিবারের নিকট সমগ্র মুসলিম জগৎই কৃতজ্ঞ। পৌত্তলিকদের অভিযোগে বহন মতায় ডিষ্টাম অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন হজরত মহম্মদ তাঁহার আদিতম শিষ্যদিগকে আবিসিনিয়ার পাঠাইয়া দেন। তখন আবিসিনিয়ার রাজা তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন। এইজন্য হজরত মহম্মদ তৎকালীন হাবশী রাজাকে ব্যক্তিগত বন্যাবাদ প্রদান করিয়া একটি পত্রও লিখিয়া-ছিলেন। লিখিয়া, আলবেনিয়া, মন্টিনেগ্রো ও ক্রোশিয়ার মুসলমানদের উপর আত্ম আকসিসের প্রভুত্ব স্থাপিত হইতেছে। ইহার পর হাবশী আলী জাফারদের চানিয়া আদিরা আরেকটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্যকে বিপন্ন করিতে লাজা মুসলিম জগতেই বিশেষ ক্ষোভ ও দুঃখের সঞ্চার হইয়াছে।

মক্কাহলে চাউলের দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২১শে মে মে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মে-সপ্তাহে মক্কাহলে চাউলের দর নিম্নোক্ত ছিল:—

২৪-পঞ্চগা—ভারতীয় হারবার, বাহারপুর, বারসিও এবং বসিরহাটে চাকার /৬ সের হইতে /৭।০ হটাক; নবীরা—কুইরা, বেহেরপুর, চুরাডালা ও বাপাঘাটে /৬।। হইতে /৭ সের; মুশিলাবাদ—সালমান, অলীপুর এবং কানীতে /৬। হইতে /৭।। সের; বগোহর—জিলিহ, বাডরা, সজাইল এবং বসনীরে /৬।। হইতে /৮ সের; খুলনা—সাতকীরা ও বাগেরহাটে প্রতি চাকার /৭ সের হইতে /৭। সের; বর্ডমান—আগিন-সোল, কাটোরা এবং কাননার /৬।। হইতে /৭।। সের; বীরভূম ও হানপুরহাটে চাকার /৭. সের; বাকুড়া এবং বিকপুরে /৭ হইতে /৭।।; বেদীপুর—কাঁধি, তলুক, বাটাল ও বাউগ্রামে /৭ সের হইতে /৭। হটাক; হগলী—প্রীয়াসপুর এবং আদামবাগে /৭ হইতে /৭। সের; হাওড়া—উলুবেড়িয়ার /৭। হটাক; রাজশাহী—বগলী, নাটোবে /৬। হইতে /৮ সের; সিদাপুর—চাকার /৭ এবং বাসুরবাটে /৭ সের হইতে /৭। হটাক; অলপাইগুড়ি ও আলিপুরে চাকার /৬ সের, দাখিলী—কশিক, নিমিডডি ও কালিঙ্গ—এ /৬ হইতে /৮ সের; হুগলী—দীলকাহারী, কুড়িগ্রাম ও পাইবাডার /৬।। হইতে /৭ সের; বগুড়ার /৭। হটাক; পাবনা ও সিদাপুরে /৭ সের; বালদহে /৭। হটাক; কুচবিহার /৭। হটাক; ঢাকা—মাণিকগঞ্জ, সারানগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জে /৬। হইতে /৭ সের; বরমসিহ—জামালপুর, চাঁকাইল, মেত্রেকোনা ও কিশোরগঞ্জে /৬।। হইতে /৭ সের; করিমপুর—গোয়ালন্দ, মাদারীপুর এবং মোপালগঞ্জে /৬।। হইতে /৭ সের; বাবুগঞ্জ—পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও লক্ষ্মী সাহাবাপুরে চাকার /৭ সের হইতে /৭। হটাক; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে /৮ হইতে /৯ সের; মোরাখালি ও কেশীতে /৬ হইতে /৭ সের, পার্বত্য চট্টগ্রামে, /৮ সের; ত্রিপুরাখোজো চাকার /৬। হইতে /৩। হটাক।

বিগত ১৭ই মে মুশিলাবাদ, বীরভূম, হুগলী ও বালদহে টেই বিনিক কার্যে বহাফ্রমে ৪,২৩২, ৪,৩৬৮, ২,৩৬,৩২৫ এবং ৪৬১ জন লোক নিরোগ করা হইয়াছিল। মুশিলাবাদ ও বীরভূম জেলার বহাফ্রমে ১,৫২৯ এবং ৭,২৫৯ জন লোক বরগাতি দান পাইয়াছে।

বাবা আমাকে ডিফেন্স সেভিংস

সা টি কি কে ট

কিনে দিচ্ছেন ...

তোমার বাবাও কি

তোমাকে দিচ্ছেন?

ডিউক অব পেরি অফিস থেকে
নিকট বিবরণ জানা যাবে।



সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

“বিসমার্ক” জাহাজের কার্জনী

“বিসমার্ক” জাহাজের নতুন পাওয়ার পর জাহাজে ১,৭৫০ হার্টস পর্যন্ত অবিরাম জ্বালা করিয়া ফিউজনে বিদ্যমান করা হইল, নৌ-বিজ্ঞানের এক বিদ্যুত্বিত্তে জাহাজ প্রকাশ করা হইয়াছে। হিটলারের গর্বের স্বপত্তী “বিসমার্ক” বাহাতে পলায়ন করিতে না পারে, জাহাজ জন্ম বৃত্তি নৌ-বাহকের সবগুণ নষ্ট নিরোপ করা হইয়াছিল। “হুড” ও “রিপাল্ডন” নামক বিখ্যাত যুদ্ধপোত দুইটি উত্তর আটলান্টিক বাণিজ্য জাহাজের পাহারার কার্যে-রত ছিল। জাহাজকে ডাকিয়া আনা হয়। জিহ্বাকার হইতে একটি বন্দ, উত্তর অঙ্গন হইতে একটি বন্দ, কতকগুলি জুতার ও জেটুয়ার বন্দবহনের সহিত সংযুক্ত।

বিমানবহন এবং উপকরণের বিমানবহন সকলের চারিদিকের অভিযানে যোগ দিয়াছিল। জাহাজ নির্বহভাবে “বিসমার্ককে” লক্ষ্যভিত্তিতে জ্বালা করিয়া ডেনমার্ক প্রণালীতে বাইরা বিদ্যমান করিয়াছে।

হুডপূর্ব ইরাকী প্রধান-মন্ত্রীর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন

হারীস ক্রাণী রেডিওর এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ইরাকের হুডপূর্ব প্রধান মন্ত্রী কেসারেল সুদী সৈর পক্ষ বিজয়ের সঙ্গে পুনরায় ইরাকে ফিউজনে আসিয়া-ছেন। কেসারেল সুদী তিনবার ইরাকের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং এংলো-ইরাকী বৈদ্য-চুক্তির অন্যতম অঙ্গোচরকারী ছিলেন।

বুটিন সাবমেরিনের কার্জনী

নৌ-বিজ্ঞানের একখানি এন্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সাবমেরিনসহ পত্রপত্রের তীর্থ কটি লক্ষ্য করিয়াছে।

১৮,০০০ হাজার টন জাহাজের নকশা পত্রপত্রের একখানি নিরাট বাতীবাচী জাহাজ লক্ষ্য করিয়া টপে'ডো নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং ইহার সঙ্গে জাহাজখানির নলিন সমাধি ঘটিয়াছে বলিয়া বসে হইতেছে। জাহাজখানি লক্ষ্যভিত্তিতে অগ্নিসং হইতেছিল এবং বসে চর যে উত্তরে অবস্থান তিন হাজার পত্র সৈন্য ছিল।

ইটালীয় স্বপত্তী পাহারাবাহী একখানি ফরাসী জৈলবাচী জাহাজ (৫,০০০ টন) ত্রিপলী অভিমুখে হইতেছিল, টপে'ডো নিক্ষেপ করিয়া উত্তর জুয়াইরা দেওরা হইয়াছে। ৫,০০০ হাজার টনের আর একখানি বোগানলার জাহাজের উপরও টপে'ডো নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং নতবত: উত্তর দিকস্থিত হইয়াছে। ৪,০০০ হাজার টনের আর একখানি বোগা জৈলবাচী জাহাজের উপরও টপে'ডো নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

ক্রীটে সন্তোষজনক পরিস্থিতি

২৮শে মে সন্তোষ জাহাজের নতুন জাহাজে পারিবারিক যে, ক্রীটের অবস্থার নিবে কোন পরিস্থিতি হয় নাই। ক্রীটের ৩ ডেনিরা এবং জন্ম উপলক্ষের চতুর্ভুজক অবস্থা যে ক্রীট সন্তোষজনক জাহাজে কোন লক্ষ্য নাই। ক্রীটের অবস্থার বাণিজ্যিক উপস্থিতি হইয়াছে; তবে ক্রীটের কার্জনী পাহারাজের সাহায্যে আরো সৈন্য বাহিনীতে এবং উপলক্ষ অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক করে।

বুটিন সৈন্যের কার্জনী

পশ্চিম সন্তোষের বক্তব্যের পরে যে সন্তো সৈন্য ও সন্তোষজনক প্রেরিত হইতেছে, সন্তোষের সন্তোষ জাহাজ জন্ম করিতে পারত হইয়াছে। নৌ-বিজ্ঞানের এন্ডেচারে প্রকাশ, সন্তোষের সন্তোষ পত্র ১,২০০ যে জাহাজের এন্ডেচারে ক্রীট ইটালীয় জাহাজের

জাহাজ একখানি ১৮ হাজার টনের বাতীবাচী জাহাজ আরও ক্রীটের জাহাজ জুয়াইরা এই পুনরীক্ষা আরও বেশী প্রকটিত করিয়াছে।

এন্ডেচারে আরও বলা হইয়াছে যে, একখানি প্রায় ১,০০০ টনের সৈন্যবাচী জাহাজ, একখানি ১,০০০ টনের জৈলবাচী জাহাজ, একখানি বক্ত অবস্থায় জুয়ার জুয়াইরা দেওরা হইয়াছে এবং আর একখানি জেটু 'পুলাবে ক্রীটের বেনে দ্বারা আঘাত করা হইয়াছে।

পত্র এপ্রিল মাসে বুটিন সৈন্যের দিল্লি ও ত্রিপলীর মধ্যে পত্র এক কনডর আক্রমণ করিয়া ত্রিপলী ইটালীয়ান জেটুয়ার ও পত্রিচানা বোগানলার জাহাজ জুয়াইরা দে।

একখানি জুয়ার নিম্নভিত্ত

নৌ-বিজ্ঞান হইতে বোঝা করা হইয়াছে যে, “ইরক” নামক জুয়ারখানি সম্পূর্ণরূপে বোঝা গিয়াছে। জাহাজখানি কিছুদিন পূর্বে জবর হয়। বর্তমানে সুখা উপলক্ষের উত্তর সন্তোষ চলিতেছিল। তদন্তের অবস্থায় বোগানলার ক্রীট জাহাজখানি বোঝা গিয়াছে।

ইরাকে সাম্রাজ্য-বাহিনীর অগ্রগতি

লন্ডন হইতে সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, সাম্রাজ্য-বাহিনী ক্রীটের বাপলারের নিম্নভিত্ত হইতেছে। সাম্রাজ্যবাহিনীর অগ্রগতিতে বাপা প্রকাশের নিমিত্ত এখানী বিব্রোহীরা সন্তোষ প্রাণিত করিয়া দিতেছে।

জার্মানদের হালকায়া অবস্থার

সিসর সীমার অতিক্রমের পর জার্মান অভিযানের দ্বিতীয় দিনে জার্মানগণ কর্তৃক ফেলকারা পরিপন অবস্থার করিয়াছে।

বেলগাজীতে বোমাবর্ষণ

বধ্য-প্রাচ্যের সরকারী এন্ডেচারে দিল্লির আলেক্সেপা বিমানবাহীর উপর বোমাবর্ষণ এবং ক্রীট বীপে পত্র অবিকৃত বালেনে বিমানবাহীর উপর কয়েক বলা পাকল্য-পূর্ণ বিমান আক্রমণের সংবাদ বণিত হইয়াছে।

দিল্লির পত্র ২৬শে মে জাহাজের জাহাজে বুটিন বোমার প্রেসভলি বেলগাজী বন্দর আক্রমণ করে। একখানি বাতী বিদ্যুত হয় এবং ক্রীটের বীপের নিকটে অনেকগুলি অগ্নিকারের স্রষ্ট হয়।

হুডখানি পত্র-জাহাজ আক্রমণ

পত্র ২৮শে মে আক্রমণ উপলক্ষের নিকটে বুটিন বোমার প্রেসভলি সাধ ক্রীটের সন্তোষ পত্র জাহাজ আক্রমণ করিয়াছে। আর জাহাজ হইতে সন্তোষ জাহাজ টনের মধ্যে বুটিনা বাণিজ্য জাহাজের উপর সন্তোষ বোমার নিক্ষেপ হয়। আক্রমণ প্রত্যেক জাহাজ হইতে পুনরায় নির্গত হইতে দেখা যায়।

ক্রীটে আরো জার্মান সৈন্য

একখানি সামরিক এন্ডেচারে ৩০শে মে বলা হইয়াছে যে, বিমানপথে আরো সন্তোষ জার্মান সৈন্য ক্রীটে পৌঁছিয়াছে। সন্তোষ বিমানবাচী ক্রীট-জাহাজ বিমানের বোমাবর্ষণ চবিয়াছিল। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর বাণিজ্যের আরো কনডর করা হইয়াছে এবং পুনরায় বক্ত সন্তোষ বক্তবক্ত করিয়াছে।

জার্মান হুডজাহাজের সন্তোষ

“ক্রীট এন্ডেচারে” সামরিক সন্তোষজাহাজ জাহাজ-জাহাজে যে, ক্রীটের বসে বুধ কন পত্র জাহাজের পত্র জাহাজ জার্মান সৈন্য নিমিত্ত হইয়াছে।

হিটলার জাহাজে ক্রীটের বিমানপথে নিক্ষেপিত সৈন্যপক্ষে ক্রীট প্রেরণ করিতেছেন।

পোন্ডার অভিমুখে ইটালিয়ানদের পক্ষাঘাত

ইটালিয়ানগণ পোন্ডারের প্রায় ৫০ হার্টস উত্তরে আনোরাগারী সন্তোষের উপর অবস্থিত ডেনমার্ক জাহাজ করিয়া পোন্ডার অভিমুখে পক্ষাঘাত করিতেছে। পোন্ডারই এখন ইটালিয়ানদের বেনে আশ্রয়স্থানে পরিত্যক্ত; কার্জনী বুটিন ও বেন-প্রেরিত হারলী বোগানলার পক্ষিবে জেটু, লক্ষিণে চালা হয়, লক্ষিণ-পূর্বে জেটু। সন্তোষ এবং উত্তরে বর্তমানে ডেনমার্ক হুডপত্ত করা জাহাজ ক্রীটের অবস্থার পত্রিয়াছে। এই অবস্থায় অভিযানবক্ত অবস্থায় সৈন্যই বেন-প্রেরিত বোঝা; ইটালীয় বুটিন অফিসারের বহীনে বসে করিতেছে। পোন্ডার অবস্থায় ইটালীয়ানদের সংবাদ বক্ত জাহাজ ১৭ হাজার হইবে।

জোজরক অফলে বুটিন সৈন্যদের অগ্রগতি

কিছুকাল পূর্বে জার্মানদের আক্রমণের ক্রীট জোজরক পক্ষিবিদ্যক বক্ত-বক্তের কিছু অংশ বীক্ষিতা দায়। উত্তর অবস্থায় বাতীবাচী জন্ম বুটিন সৈন্যগণ সামান্য বসে অগ্নিসং হইয়াছে।

ইরাকে বুটিন বাহিনীর অগ্রগতি

পত্র ২৮শে মে বাপলারী অবস্থার পর বলায় বক্ত বুটিন বাহিনীর অগ্রগতিতে বিশেষ হইতেছে। উত্তরাভিমুখে যে বুটিন বাহিনী অগ্নিসং হইতেছে, জাহাজ উত্তর লক্ষ্য করিয়াছে।

বাপলারের উপকণ্ঠে বুটিন সৈন্যগণ

বুটিনবাহিনী উত্তর-পশ্চিম সীমার তীর্থ বহিয়া অগ্রসর হইতেছে। বাপলার এলাকার বুটিনবাহিনী বাপলারী হইতে আরও অগ্রসর হইয়াছে। পত্র অগ্নিসং বক্তার সন্তোষ বুটিন সৈন্যদের অগ্রগতিতে বেশী অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু বুটিন বাহিনীবাহিনী কনডবিব্রোনের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই জাহাজ বাপলারের উত্তর-পশ্চিম দিকে সন্তোষ ৫ হার্টস পূর্বে অবস্থিত।

রিজেন্টের কার্জনী প্রবেশ

ইরাকের রিজেন্ট আরীস আলুল ইলা ২৮শে মে জাহাজে সন্তোষ প্রবেশ করিয়াছেন। এই সন্তোষ বাপলার ও অগ্নিসং সন্তোষ হইতে আগত প্রতিনিধিদল জাহাজে সন্তোষ করেন। আরীস সন্তোষের আগমনের পরই সামরিক পত্র-বক্ত পত্রের বাপলার হুডপত্ত করিয়াছেন।

বাপলার হইতে প্রায় সন্তোষ জানা যায় যে, ৩১শে মে ইরাকে যুদ্ধ-বিব্রিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং ৩০শে মে সন্তোষ জাহাজ হইতে উত্তর কার্জনী হইয়াছে।

ইরাকে যুদ্ধ-বিব্রিত চুক্তি স্বাক্ষরিত

জাহাজ হইতে প্রতিনিধীরা ইরাকীগণ কর্তৃক যুদ্ধ-বিব্রিত অগ্রসর জাহাজের ৩ বক্ত আসি এবং উত্তর সন্তোষজাহাজের ইরাক হইতে পত্রজাহাজের সন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে কার্জনী হইতে সন্তোষ আসিয়াছে যে, বুটিন বাহিনী বাপলারের উপকণ্ঠে পত্র ২৮শে মে পৌঁছে এবং ইরাকের জাহাজের পত্রভিত্তিতে প্রবেশ করিয়াছে।

ক্রীটে সৈন্যপাকের পরিস্থিতি

ক্রীটের অবস্থা আরও সৈন্যপাকের বক্তা উত্তর-পত্র-“ক্রীট” পত্রিকা এই কথা এক সম্প্রদায়ের প্রবেশে বক্তিয়াছে। বুটিন সৈন্যগণ জন্ম উপলক্ষ এবং ক্রীট পত্রিগণ করিতে বক্তা হইয়াছে। তবে জাহাজ এবংও সৈন্যপাকের আরো; সন্তোষ এক প্রবেশ সন্তোষ চলিতেছে। এই জাহাজ পত্র ১২ বক্তা বক্তা চলিতেছে; এতদিন উত্তর ক্রীটে বক্তা প্রতিনিধক অগ্রসর করিয়াছিল কিনা পুণী লক্ষ্য।

[পত্রিকা ৮শ পৃষ্ঠার হুডবা]

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

রাজশাহী (সময়)—

গত জুলাই মাসে রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত যে সকল কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

চরখাট থানার অধীনস্থ আরাইন ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন গোদামের পল্লী-উন্নয়ন সমিতি খেচড়াপুণোদিত প্রদে এক পুকুরের পার্শ্বে এক বিদ্যা পরিমিত স্থানের জমল সাদ্ করিয়াছে। আরাইন ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ভাড়াটীপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতিতে ওখাকার অধিবাসিন্য ভাড়াটীপাড়া চইতে পোলাপাড়া পর্য্যন্ত নিকি মাইল দূর্য্য একটি রাস্তা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে এবং পোলাবোলা নামক স্থানের জমস্বাধারণ আলোচ্য মাসে খেচড়াপুণোদিত প্রদে পানীয় জলের নিৰ্ম্মিত একটি কাঁচা কূপ বনন করিয়াছে। ভাড়াটীপাড়ার অধিবাসিন্য ভাড়াটীপাড়া মৈল-বিদ্যালয়ের সমুখে খেচড়াপুণোদিত প্রদে একটি বেলায় রাঠি তৈরী করিয়াছে। তামোর থানার অধীনস্থ কামারগাঁও ইউনিয়ন বোর্ডের জমস্বাধারণ খেচড়াপুণোদিত প্রদে এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে।

এই মাসে অধিকাংশ গ্রামবাসী কৃষিকার্য্যে ব্যস্ত বসিয়া আলোচ্য মাসে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কোন কাজ সম্পাদিত হয় নাই।

মৈলবিদ্যালয়সমূহ পূর্ণের মতট উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

সরকারী কর্মচারিণ্য স্বয়ং ব্যাপদেশে পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর-প্রেরিত বুলেটিনসমূহ জমস্বাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বর্তমান কৃষি ঋণদান সমিতিসমূহের সংহার সাধন ও আলোচনার নিৰ্ম্মিত সার্কল অফিসার, পেনশাল অফিসার এবং পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কর্মচারীসমূহকে সঠিক গণ্ডে এরা যে একটি সঙ্গীতসীল আয়োজন করা হইয়াছিল। ক্রমাগত প্রচারকার্য্য হারা এবং জমস্বাধার সাগুিধো আসিয়া তাহার অডা-অভিযোগ সম্পর্কে ওরাকিষরাল হইয়া পল্লী-অঞ্চলে নবজীবন সঞ্চার করিবার প্রচেষ্টা করা হয়।

আপা করা যায় যে, পূর্ণিগত উপদেশ প্রচার করার চেষ্টে তাহারে সন্নিহিত পিরা তাহার অডা-অভিযোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করিয়া তাহারে সহিত সমবেদনাপূর্ণ ব্যবহার করিলে পল্লী-অঞ্চলের বিশৃঙ্খলতা হওয়া ও সহযোগিতা লাভ করা সম্ভবপর হইবে এবং তাহাতেই পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসিন্যের নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মূর্তি থাকিবে।

যশোর—

সুবেলকাটি মহা-ইংরাজী বিদ্যালয় বহু ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ে কোন পিরম নাই; ছাত্রগণই পিরনের কাজ করে। জুলের ছাউনি দল বিশেষ উদ্যমশীল। জুলের ছাত্রগণকে লইয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় গ্রামের জমল ও কচুরীপানা পরিচার করার ব্যাপারে উদ্যমশীল সঞ্চার করিতেছেন। জুলের কর্তৃপক্ষ বর্তমানে কতকগুলি কুপা পাকা দালানে বসাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই দালান নিৰ্ম্মাণ করিবার ব্যাপারে ছাত্রগণ নিকেরা ইট তৈরী করিয়াছে এবং তাহা পোড়াইয়া পাকা করিয়াছে। এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদানার্থ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই দালানের নিৰ্ম্মিত ৮০০ টাকা মন্তুর করিয়াছেন।

বাঘুদিয়া বিদ্যাবতী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড মাস্টার সেই অঞ্চলের অধিবাসীসমূহকে বহু সম্পর্কে সচেতন করিবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি টিভিসমূহে জেলা বুদ্ধ উদ্বিগ্নের নিৰ্ম্মিত অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার স্রীঃ এই ব্যাপারে বিশেষ পুশ-সদীর্ঘ উদ্যম প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিকেরা নেতী হেরী হাথার্টের মতীর মহিলা বুদ্ধ সংগ্রহ উদ্বিগ্নে দল টাকা প্রদান করিয়াছেন।

জুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

সিদ্ধিপালা গ্রামে জুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রায় পনের বৎসর ধাবত অতি সন্নিহিত পরিচালিত হইতেছে। উত্তর বিদ্যালয়ের মধ্যে রেবারেবি থাকার মন্তন জুইটি

প্রতিষ্ঠানেরই অব্যবহিত বর্তিয়াছে। একটা বীরাঙ্গন জন্ম লবনের মন্তন হাফিন চৌরী করিতেছেন। আপা করা যায় যে, তবিস্য্য জাতির মাঝে নিকেরা নীপাত করিয়া জুইটি কার্য্যকারী সমিতি জীহাদের পুণক জিন বজার রাখিতে সচেষ্ট হইবেন না।

কিন্দুদিন পূর্ণে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ মায় বনগী পল্লীসংগঠন করিয়া ছাত্রগণের সমক্ষে বর্তমান বুকের কতকগুলি বিশেষ পরিমিত সম্পর্কে কতক প্রদান করেন। ছাত্রগণ খুব মনোবোপের সহিত তাহার বক্তৃতা শ্রবণ করে।

মালেশিয়ার টীকা

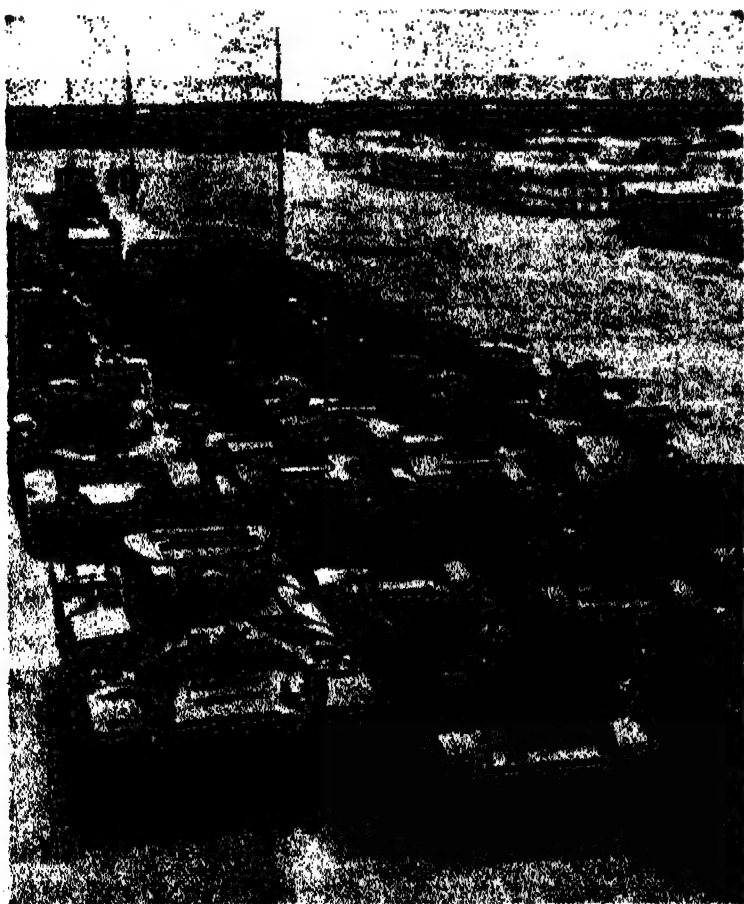
ইতিহাস নৈতিক্যাল রিচার্চ এসোসিয়েশন সদর মহকুমার অধীনস্থ বিকরণাহি নামক স্থানে একটি পল্লীকানুলক গবেষণা শুরু করিয়াছে; উহার প্রভাব আমাদের দেশের দাওয়া সম্পর্কিত ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হইবে। ডাঃ জে. সি. মায় মালেশিয়ার টীকা আধিকার করিয়াছেন। নিৰ্ম্মাণিত ব্যক্তিগণের উপর পল্লীকানুল কলে উহা কার্য্যকারী বসিয়াই অনুবিত হইয়াছে। যশোরের জেলা বোর্ড এই গবেষণার আর্থিক ক্রয় বচন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার ২,৫০০ টাকা মন্তুর করিয়াছেন। এই গবেষণা যদি সাকল্যমিত হয়—আপা করা বাইতেছে যে তাহা হইবে—তবে মালেশিয়ার অতি সহজেই এই জেলা হইতে নিৰ্ম্মাণ করা চলিবে। ডাঃ আবুত লাল মায় বাহিরের গবেষণার ভারপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

জেলা বোর্ডের অর্থকারী কমিটি সদর মহকুমার অধীনস্থ সিংজুলি এবং বনগী মহকুমার অধীনস্থ কাইদা নামক স্থানে জুইটি শিত কল্যাণ ও প্রসূতি সদন ফেল চলাইবার নিৰ্ম্মিত পৌদপুণিক মায় তার বহন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। আপা করা যায় যে, জুই তিন মাসের মধ্যেই এই জুইটি কেন্দ্রের কাজ শুরু হইয়া বাইবে। একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশের লোকেরা প্রসূতি সদন ও শিত কল্যাণ সম্পর্কিত কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমশঃ সচেতন হইতেছে। যশোহরে যে প্রভাবিত কলেজের কাজ আগামী জুলাই মাসে শুরু হইবে, ডাঃ গাজুরী তাহার অধিকার পদের জন্য নিৰ্ম্মাণিত হইয়াছেন। উক্ত কলেজের অফিসের হেড্ সার্কও নিৰ্ম্মাণিত হইয়াছেন। সেক্চারার পদের জন্য অতি শীঘ্রই লোক নিযুক্ত হইবে।

নোয়াখালী—

চরভাঙ্গি, চরমেঘের, চরগোলাই প্রকৃতি কতিপয় গ্রামের অধিবাসীসমূহকে লইয়া নোয়াখালী জেলার মায়গতি থানার অধীনস্থ মায়বীরাগাটে একটি পল্লী-বনন সমিতি গঠিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ উক্ত সমিতির কর্মকর্তা নিৰ্ম্মাণিত হইয়াছেন:—প্রেসিডেন্ট—বলকী কলিকুল হক; জবিন-প্রেসিডেন্ট—মুলী মুন্সির মহম্মদ; সেক্রেটারী—মায়র আবদুল হানি; মহকারী সেক্রেটারী—মায়র মোজাকিলুর মহম্মদ; জ্যাসির—মায় মাক্তর কুমার মন্তন; হিদায় পল্লীক—মায় প্রবীন্ কুমার জাকার। মোট ১৫ জন সদস্য লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির কাজ বেশ সচেষ্ট-কলকভাবে চলিতেছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে জরুর ও বাতলা কার্য্যের জন্য আমেরিকা দেশ হইয়াছে। বর্তমানে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ প্রতিরোধকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইবে বলিয়া প্রত্যাশা।



একটি বৃত্তীয় অর্থ-নির্মাণ কার্য্যে প্রভুত টাকাসমূহ মন্তনপ্রদে প্রেরণ করা যশোহা করিতেছে।

অন্ধদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা

নূতন প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা

অন্ধদের শারীরিক দুঃখ-যাগা কুর করার জন্য এবং জ্ঞানমূলক সেবাশ্রদ্ধা শিক্ষা ও জীবিকার সংগঠন করিয়া নিজেদের সমাজের কল্যাণকর সদস্যরূপে গড়িয়া তোলার জন্য আমরা "অন্ধদের আলোক-নিকেতন" (The Lighthouse for the Blind) নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছি। ভারতবর্ষে এই প্রণীত প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। সমগ্র দেশের দুঃখী-দুঃখিণী লোকদের এবং সাধারণভাবে অন্ধদের দুঃখা দুঃখিত্বের জন্য এই প্রতিষ্ঠান একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য করিবে। কাছের দুঃখা বার, অন্ধ বালক-বালিকাদের জন্য দেশের মানাভাবে বেসন অন্ধ-বিদ্যালয় আছে, এই প্রতিষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে সেজন্য প্রতিষ্ঠান হইবে না।

"অন্ধদের আলোক-নিকেতন" আপাততঃ নিম্নোক্ত কার্যে অগ্রসর হইবে:—

(১) প্রাপ্তবয়স্ক অন্ধদের শিক্ষার ব্যবস্থা

১৯৩১ সালের আদম-শুমারীর হিসাবে দেখা যায়— সমগ্র ভারতে ৬০০,০০০ জন অন্ধ লোক রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে ৫০০,০০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক। বাংলাদেশে মোট ৩৭,০০০ জন অন্ধের মধ্যে ১০,০০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক। এই বিরাট সংখ্যক অন্ধের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কোন প্রচেষ্টাই এখনো হয় নাই। ইহাদের অধিকাংশই তিকা-জীবী বা অসহায়। নূতন প্রতিষ্ঠানটি এই প্রণীত অন্ধদের মধ্যে এবং যুগের কলে বেসন সৈনিক অন্ধ হইবে, জাহাঙ্গিরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস পাইবে।

(২) অন্ধদের জন্য পুস্তক মুদ্রণ

অন্ধদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে চাইলে 'ব্রেইল' পদ্ধতিতে মুদ্রিত বইতে সংখ্যক পুস্তক সরকার। সুতরাং "অন্ধদের আলোক-নিকেতন" ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় "ব্রেইল" পদ্ধতিতে পুস্তক মুদ্রণের জন্য একটি জাপানী বোমা হইবে।

(৩) অন্ধ, কালা ও বোবা লোকদের শিক্ষা

বেসন লোক অন্ধ এবং সজে সজে কালা ও বোবা, তাহাদের শিক্ষার ওর গারিহতাও এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিবে। একজন লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে তাহারা ফড়ী উসুতি করিতে সক্ষম, জাহার প্রমাণ পাওনা বার লতা ব্রীক্ষ্যান, হেলেন্ কেলার এবং আরো কতিপয় একজন লোকের উপস্থিতি প্রতি লক্ষ্য করিলেই। ১৯৩১ সালের আদম-শুমারী অনুসারে, দেখা যায়— বাংলাদেশে অন্ধ এবং সজে সজে কালা-বোবা লোকের সংখ্যা হইতেছে ১৭৯ জন এবং সমগ্র ভারতে ইহাদের সংখ্যা হইতেছে ১,০৭২ জন।

(৪) সাধারণ মজল-স্বাধীন বিভাগ

"অন্ধদের আলোক-নিকেতন" যে সাধারণ মজল-স্বাধীন বিভাগ থাকিবে, তাহার পক্ষ হইতে প্রচার-কার্য ও অন্ধদের অন্যান্য কল্যাণকর কার্য করার প্রয়াস পাইবে।

একজনকেই এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া অন্ধদের মধ্যে আলোক বিস্তারের প্রয়াস পাইবে। অতএব এই ব্যাপারে স্বেচ্ছাশ্রী সকলের সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

আমরা সমগ্র জনসাধারণ, দেশীয় ও প্রাদেশিক সরকার, কমিশনার, কংগ্রেস, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়

ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারে সাহায্য কামনা করি। আমরা আশা করি, অন্ধদের মধ্যে আলোক-বিস্তারের এই চেষ্টায় দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন আমরা পাইব।

সমগ্র চীনা অর্থনৈতিক কোমারাক দ্বারা বাধ্যতাকার অন্ধদের চোখানী, ৭মঃ লারলস রোড (২মঃ ফ্ল), কলিকাতা, অথবা "সাইটিফিক কন বি ক্লাইড কং", সেন্ট্রাল ব্যাংক-অব-ইন্ডিয়া, ১০০ নং ক্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা, ত্রিকানার পাঠাইবেন।

রাইট অনারবল লর্ড সিংহ (সভাপতি)।

প্রোফেসার হুমোভ্যাক্স দ্বারা ও বি: সি: আর: (মুগ্ধ সম্পাদক)।

দ্বারা বাধ্যতাকার অন্ধদের চোখানী (কোমারাক)।

মিসেস ইডেনিল দ্বারা (সেক্রেটারী)।

ডা: বামাপ্রসাদ মুখার্জী (সদস্য)।

মি: এ, আর, সিংগী (সদস্য)।

লেনী এডওয়ার্ড (সদস্য)।

ডা: বিধান চন্দ্র দ্বারা (সদস্য)।

মি: নবীনী রত্ন সরকার (সদস্য)।

মি: তুবারকাসি দ্বারা (সদস্য)।

মি: রামকৃষ্ণ জাহ্নবী (সদস্য)।

মি: এম, এ, এইচ, ইসপাহারী (সদস্য)।

মি: শৈলেন্দ্র দ্বারা বামাপ্রসাদ (সদস্য)।

মি: নিখিল চন্দ্র চ্যাটার্জী (সদস্য)।

মি: এম, এম, বসু (সদস্য)।

মি: কণীন্দ্র দ্বারা বাম (সদস্য)।

মি: বিমলা চরণ দ্বারা (সদস্য)।

মি: ত্রি, সি, দ্বারা (সদস্য)।

মি: হমিদাস কুঠারী (সদস্য)।

প্রোফেসার অনাথ দ্বারা বাম (সদস্য)।

সোভিয়েট সো-সিভিলী দ্বারা বাম "বেড সিউ" সিবিয়াহে:—

সিবিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে তুর্কস্টানগরে ব্রিটিশ সোভিলী দ্বারা প্রভু বিশেষ চতুঃপূর্ণ। সাইপ্রাস, গ্রীস ও আলেকজান্দ্রিয়ার ব্রিটিশের দৌ ও বিমানবাহী দ্বারা তুর্কস্টানগরে ব্রিটিশের প্রভু এবং সিবিয়ার উপকূল জায়ে ব্রিটিশের চলাচলের পক্ষ অব্যাহত থাকিবার সম্ভাবনা।

বাঙালার চর্চা-শিল্পের উন্নতি

জামায়াত প্রদর্শনীর পরিকল্পনা সুদীর্ঘ

জামায়াত ও উদ্বাহ প্রণীতবিশেষের জন্য পরিচালিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা বাঙালার সরকারের বিবেচনারীন আছে। পরিকল্পনাটি এক বছর কাল পরীক্ষামূলকভাবে চালাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

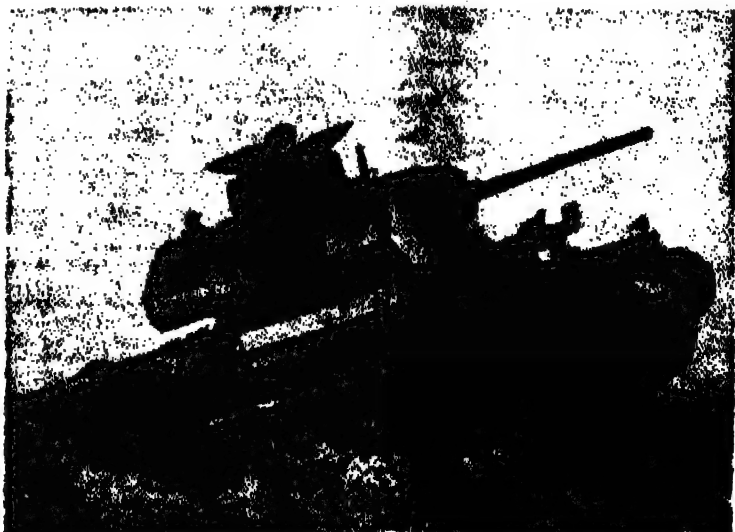
এ-সম্পর্কে বলা যায়, পৃথিবীর যে সকল দেশে অধিক পরিমাণে চাকড়া পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। ভারতীয় শিল্প কমিশনের দ্বারা পৃথিবীতে বড় পণ্যের পক্ষ আছে, উহার পত্রিকা ৩৩ ভাগ ভারতেই রহিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে বার্ষিক ৭ কোটি ৬০ লক্ষ হইতে ১০ কোটি ২০ লক্ষ চাকড়া উৎপাদ্য হয়। ভারতবর্ষ উহার পত্রিকা ২৭ হইতে ৩০ ভাগ উৎপাদ্য করে। সুতরাং দেখা যায়, ভারতবর্ষ অনারসে প্রভু পরিমাণ চাকড়া বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে। ইহার মধ্যে বাঙালার অংশ খুবই বড়। চাকড়া জাহাজ এবং উদ্বাহ প্রণীতবিশেষ সম্পর্কিত যে বাহ্যামান প্রদর্শনীর পরিকল্পনাটি ১৯৪১-৪২ সনে কায্যকরী করা হইবে, উহা মুক্ত প্রদেশের আদর্শে রচিত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনার বাণ্যক প্রচারকার্যের সাহায্যে কসাই এবং গ্রামে জামায়াত জাহাজ কার্খা দ্বারা লোকজনকে উক্ত কার্খা দক্ষ করিয়া তোলার ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রদর্শনীর কাল উত্তম বরণের তুরি ও গলারমিত প্রণামি ব্যবহারের প্ররোজনীয়তা সকলকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবে। প্রচলিত দ্বারা চাকড়া চাকড়াচার ৩টি সম্পর্কেও তাহারা সকলকে অবহিত করিবেন।

জাপানী নূতন কাচামালের প্ররোজনীয়তা

জাপানের পরিকায় স্বীকারোক্তি

জাপানের পার্টিজানের লক্ষ্যমত সাহায্যে জাপানের উরেন এডমিরেলের জেইটু: নামক পরিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে:—

"জাপানীরা এখন পর্য্যন্ত কিছু কাঁচা মাল সংগ্রহ আছে। ইহা মাল ও বুদ্ধি করিবার জন্য জাপানীরা কমতা বিভাগ লক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট মাল অধিকার করা জাপানীর পক্ষে অপরিসাধ্য। এই কারণেই জাপানীরা সবচেয়ে, চলাও ও জেলবিহীন, গ্রেট এবং অল্পেই সাহায্যে লক্ষ্য করিতে চাইতেছে। তবে তুর্কী ইউরোপের বিভিন্ন দেশ-গুলির প্রয়াসসাধনের উপরই জাপানী নির্ভর করিয়া নাই; বালিকা স্বভাবতই জাপানীকে পণ্য সংগ্রহ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্তমানে জাপানীরা লক্ষ্য মাল সংগ্রহ করিতে চাইতেছে। সুতরাং শীঘ্রই বাহাতে নূতন পণ্য লক্ষ্যে সংগৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।"



মুদ্রিত চাকড়ার মতলবসূচী ও প্রণীতবিশেষ বহু পক্ষে সমভাবে চমিতে লক্ষ্য।

ଇତିହାସର ଦୁଆ ଦୁହି କେବଳସାଥେ ଯାତନା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ
 ନହେ ; ଯହା ନବମ୍ନ ଜାତବୀର ସମସ୍ୟା । ତଥେ ଦୁଆ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
 କରିବା ଆକାଶୀ ହାଲ ପରିହେ ପାରେ—ଜୀବତ ସମ୍ଭବାର ଏ
 ବିଷୟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟର ମହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହେଉଅଛି ଏବଂ ବହୁ
 ହରିତେ ଅବିକ ପରିସାଧେ ଇତିହ ଆକାଶୀର ସାଧନା କରି-
 ହେଲେ । ଜୀବିତକେ ଅବିକ ପରିସାଧେ ସାଧ ଜୀବ ଅବିସାର
 କଲା ଉପରେ ଦେଖା ହଉଅଛି ଏବଂ ସମ୍ଭବେ ଅବଶେଷ ବିଶେଷ
 ସାଧ ଇତିହ ଜନସମାଜ କରେ, ଇତିହାସିକଙ୍କ ହାସୀର ମୁହାବଦାନୁ-
 ସାରେ ବ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିହେ କଲା ହଉଅଛି । ଏପରିତ କୋସ
 ମୁହାବେ ଦୁହିତାତ ଜାବାତ ଦୁଆ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲା ହା ନହି ।
 ଇତିହାସେ ବାସିତ ଦୁଆବେ ବାସିତ ବ୍ୟାସା ବ୍ୟା ଜାବାତ
 ଦୁଆବେ ଦୁହି ପରିହେ ଏକମ ଆବଦାର କୋସ କାସ ନହି ।
 ଇତିହ, ଇତି, କାଳ ଏବଂ ଇତି ମୁହାବିତ ଦୁଆ ଦୁଆ
 ଦୁହିତ କରାବାର ଆସି ।

কৃষি-কথা—

আউস ধানের বীজ সংরক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

বাঙালি অসত্য প্রবাস কল আউস ধান। আউস ধান জন্ম বর্ষার পক্ষে বসিমা উষাকে ঘোরে বীজিত তখন বড়ই কঠিন। বীজিত না তবাইলে কোনও বীজের বীজপত্রি ভাল থাকে না—শুধুই বই বইয়া যায়। অতএব বীজধান বর্ষাবর্ষে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক চাষীরই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ভাল বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখা একান্ত কর্তব্য। নিজের হাতে বীজ না থাকিলে বুনিয়ার সময়ে পরের অনুগ্রহের উপর ভরসা করিয়া থাকিতে হয়। সর্বত্রই চাষীদের মধ্যে একটা প্রথা আছে যে, বড়ই বীজ নতুন থাক, নিজের বোনা না হইলে কেহ কখনও কাছাকাড়ি বীজ দেয় না। সুতরাং অনেক কাছ হইতে সমরমত বীজ পাওয়া সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নাই। ইহার ফলে অনেক সময়ে কবি ভৈরবী হওয়া সম্বন্ধে বীজের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়—যাটির “মো” বই বইয়া যায় এবং বোনা নাবি হইয়া পড়ে। আউস ধানের একটা নিশ্চিত বসনকাল আছে, সেখানে বুনিমে ফসল দেওয়াতে ওঠে। তারপর, নিজে বীজ রাখিলে নিজের কটি ও পতনমত ভাল পরিচাল পরিচাল বীজ রাখা যায়, কিন্তু পরের বীজের ভণের কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। ভাল বীজ পাইতে হইলে যে কেউর এবং যে জাতীর ধানের ফসল সচরাচর ভাল হয়, তারাই বীজ সংগ্রহ করা উচিত এবং সে বীজ খুব ভাল করিয়া ঘোরে তবাইয়া লইয়া ভালভাবে ব্যক্তি-ব্যক্তি “আগড়া” “চিটা” বজিত করিয়া রাখা কর্তব্য। আর বীজ হইলে কলসে, বেশী হইলে জালার বা মটকিতে এবং খুব বেশী পরিমাণ হইলে গোলায় বা মরাইরে সম্পূর্ণভাবে বজ করিয়া রাখিতে হইবে। যে বর বা হান বেশ তরুণ ও ঠাণ্ডা, সেই বর বা হানই বীজ রাখিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভাল। যে কোনও চাষীর বাঁটি এবং বেশী কলসবিশিষ্ট বীজের প্রয়োজন হইলে জেলার কৃষি-কর্তার নিকট হইতে পাইতে পারেন।

দুরকারী কৃষি-পরীক্ষা কেতে বজ বৎসর ধরিয়া অসত্য বর ও পরিপূর্ণ অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে সানাপ্রকার উন্নত জাতীয় ধানের বীজ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক জেলার জেলা কৃষি-কর্তার তত্ত্বাবধানে যে সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে, সেই কৃষিক্ষেত্রে এই সকল উন্নত ধানের সহিত স্থানীয় লোকজাত ধানের তুলনার জন্য প্রতি বৎসর পরীক্ষা করা হয়। উপর্যুপরি কয়েক বৎসর এইভাবে পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় পরীক্ষিত ধানের ফল স্থানীয় লোকজাত ধানের চেয়ে বেশী, তাহা হইলে এই সকল ধানের বীজ সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বেশী করিয়া উৎপাদন করিয়া স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে সরকারীভাবে জমা করুন রাখা হয়। বর জেলার কৃষি-কর্তার নিকট অনুসন্ধান করিলেই চাষীরা এই সকল উন্নত ধানের সম্বন্ধে সবিশেষ জামিতে পারিবেন।

বীজধান ভালভাবে সংরক্ষণ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য হইতে হইবে—প্রথম, অনিষ্টকর কীটপতক হইতে বীজকে রক্ষা করা। বীজ তবাইবার সঙ্গে সঙ্গে বীজ রাখিবার পাত্রগুলিও ব্যক্তিগত সুস্থিতি ঘোরে তবাইয়া লইতে হয়। তারপর বীজ তবাইয়া সেই পাত্রের উপরে কিছু তরুণ কাঠের তই বড়ইয়া লিখা পাত্রের খুঁটি ভাল করিয়া বজ করিয়া দিতে হইবে। যাটির ফলে

জালা হইলে পাত্রের খুঁটি চাকলা দিয়া লাকিয়া কলার প্রবেশ দিয়া আঁচিয়া দিলে চলে। বজ পাত্র হইলে “কার্বন বাইসালফাইট” নামক এক ঔষধ তুলার ডিকাইয়া ওই ডিকা তুলার একটা সরাতে রাখিয়া সরাটা ধানের উপরে ছাপিত করিয়া পাত্রটি ভাল করিয়া বজ করিয়া দিতে হইবে—যেন কোনও ছিদ্র না থাকে।


দ্বিতীয়, হাজ-ঘোণের বীজপু হইতে বীজকে রক্ষা করা। ধানের হাজ-ঘোণের বীজপু অনেক সময়ে ধানের খোলায় লালিয়া থাকে এবং পথ বৎসর বৎসর ধান বোনা যায়, তবন ওই সকল বীজপু পলাইয়া ধান পাতকে আক্রমণ করে, ফলে অনেক পাহা বরিয়া যায় বা খুবই হইয়া পড়ে এবং অন্য তরুণ পাহেও ওই ঘোণ সংক্রমিত হইতে পারে। অতএব ঘাঘাতে ঘোণের বীজপু বীজধানে না থাকিতে পারে, বীজধান তুলিয়া রাখিবার পূর্বেই সে বিষয়ে লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রথমে বীজগুলিকে লবণজলে (১ ভাগ লবণ ও ১ সেল জল) লুইয়া লইয়া পরে “করোসিন্ড সালফিটে” নামক ঔষধের জলে (১ ভাগ “করোসিন্ড সালফিটে” ১,০০০ ভাগ জলে গুলিয়া) ১৫ মিনিট কাল বীজগুলিকে ডিকাইয়া রাখিতে হইবে। ধান লবণজলে কেলিলে “আগড়া”, “চিটা” ও অপরিশূদ্ধ চালকা ধানগুলি উপরে তালিয়া উঠিবে, কেবল উপরিশূদ্ধ বীজগুলি জলে ডুলিয়া থাকিবে। পূর্বেই জামান ধানগুলি তুলিয়া কেলিয়া দিতে হইবে। ঔষধের জলে ১৫।২০ মিনিট কাল

থাকিলে সকল প্রকার বীজপু বরিয়া যাইবে। তারপর ওই ডিকা ধান উঠাইয়া লইয়া প্রথমে জালার এবং পরে ঘোরে খুব ভাল করিয়া তবাইয়া লইতে হইবে। এই প্রণালীতে বীজধান রাখিলে বীজ ভাল আচ্ছন্ন হয়, পাহা বজ-লবণ হয় এবং কলসও বেশী হয়। আশাধের কৃষকরা এইভাবে বিশোধিত করিয়া ধানের বীজ রাখে এবং সেই বীজ বোনে। আশাধের সেনের চেয়ে জালাধের সেনে ধানের ফল অনেক বেশী হওয়ায় ইহা অসত্যের কারণ। “করোসিন্ড সালফিটে” জলে বা ডিকাইয়া কেবল লবণজলে লুইয়া বীজধান ভাল করিয়া তবাইয়া “এগোসিন্ড জি” নামক একপ্রকার গোলাপী রংএর তরুণ ঔষধ (১ ভাগ “এগোসিন্ড জি” ৫০০ ভাগ বীজের সহিত মিশ্রিত হইতে হয়) বীজধানের সহিত মিশ্রিয়া গোলাপাত করিয়া রাখিলেও ফল পাওয়া যায়। উক্ত ঔষধ বিক্রয় পলাব, সুতরাং ইহা ব্যবহার করিবার সম্বন্ধ থাক খুব ভাল দিয়া চাকিয়া রাখা উচিত। এই ঔষধ মিশ্রিত ডিকায়ার পাওয়া যায় :—

ইন্সপিরিয়েন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, লিমিটেড,
১৮নং ট্রাফ রোড, কলিকাতা।

উপরোক্ত বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানিবার প্রয়োজন হইলে বর্ষার কৃষিবিভাগের ইকনমিক পোষ্টালিট, পোঃ ডেভলপীও, ঢাকা, এই ডিকায়ার লিখিলে জিহি নামে লোক উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন।

টাইমস পত্রিকার আভ্যন্তরীণ সংবাদভাগ জায়ে প্রকাশ, কলসাপর হইতে বসকেনার প্রণালীর বরানিমা খুলখেরী, কলারী ও আকসিল পত্রিকার বিজ্ঞানের জাহাজগুলি চালাইয়া আদিয়া আর্দ্রাণী ইতিহাস উপলক্ষের কল-ভলিতে ধান ও সৈন্যবাহী জাহাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। যাত্রা করিল পূর্বেও বসকেনার প্রণালী দিয়া চালাই জাহাজ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, ইতিহাস তেইহাযের বকপাধানে এই জাহাজের অনেকগুলি আর্দ্রাণী কর্তৃক সদা অবিকৃত মিলিটিন ও মিলিট বীজ লুইলি আর্দ্রাণী বীজিতে সৈন্য ও বসকেনার কার্যে নিমুক্ত হিল।



ই লে ক্ টি, সি টি

জীবনযাত্রা সহজ করে

অনেকেই এই কথাটি মনে পড়তে পারেন না যে, একটি সাধারণ চলতি বাতির সঙ্গে একটি ১০০-৩০০টি বাতের পাখ'কো জ্বলন্ত হ্রব ও বাতের কতখানি পাখ'কা নির্ভর করে। পুস্তপক্ষে আমরা অনেকেই বর ওয়াটের বাতি ব্যবহার করি বটে কিন্তু জালসে বেশী ওয়াটের বাতের বরত মোটেই রাখে না—বা এত সামান্য বাত্রে যে সেমিকে লক্ষা লা করলেও চলে; এমিকে তের বেশী আলো হয় বলে এতে আমাদের চোখের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। সেখাপড়া, সেখাই-কৌড়াই, বা ছবি থাকা ইত্যাদি যে সব কাজে একাপ্রকার লক্ষ্য যে সব ক্ষেত্রে জোব ও জাভা ভাল রাখতে কোরাকো আলো লই-ই চাই।

**যত রকমে সম্ভব
বাড়ীতে
ইলেক্ট্রিক ব্যবহার করুন**

কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সলার্স ১৯৪১ ওপেনিংস অফিস

সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীতে কোন্ডের সৃষ্টি

জার্মানীকে বিমানবাণী ব্যবহার করিতে বেঙোর কল

টাইমস পত্রিকার আভ্যন্তরীণ বিশেষ সংবাদভাগে
তথ্য প্রকাশ, সিরিয়ার কমান্ডার কর্তৃক ইরাক-বাহিনী
জার্মান বিমানপোতগুলিকে সিরিয়ার বিমান বাণীগুলি
ব্যবহার করিতে দেওয়ার সিরিয়ার কমান্ডার সৈন্যবাহিনী
বিশেষ কৃত হইয়াছে। অবশ্য একমাত্র পদত্যাগ না
করিলে জেনারেল ডেনকিংয়ের তিনি এই আদেশ পালন
করা হইত। আর পদত্যাগ ছিল না; কিন্তু সৈন্যবাহিনী
এক সাধারণ সৈন্যেরা সকলেই যে ইচ্ছাতে বিরক্তি বোধ
করিয়াছে, ইচ্ছাতে সন্দেহ নাই।

পারস্যের বিমানবাণী জার্মানদের হাতে জড়িত। সিরি
কমান্ডার বিমানবাহিনীর গোয়েন্দা সকলেই অন্যত্র চমিয়া
গিয়াছে। জার্মানরা এইখানে সিরিয়ার সার্বিক ও
বিমানবাণী ব্যবহারকর্মের আশা করিয়াছে, তাহাতে
ইরাক সহকারে পথে জার্মান বিমানগুলি এইখানে পারিলে
ইরাক তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতে পারে। গ্রীস
হইতে জার্মান বিমান প্রথমতঃ বোম্বু বীপে আসে ও
সেখান হইতে পারস্যের বাণীতে আসিয়া বিমান করিয়া
ইরাক দ্বারা করে।

জার্মানী কখন আশীর্বাদে বিমানপোত দ্বারা সাহায্য
করিয়াছে, কিন্তু বর্তমানে কোনও বৈমানিক পের নাই
বলিয়া সন্দেহ করিবার কিছু কারণ হইয়াছে। সম্রাতি
যোগদানে দুইটি ব্রিটিশ জাহাজ বিমান দুইটি জার্মান বিমান-
পোতকে আক্রমণ করিয়া সহজেই জুপাতিত করিতে সক্ষম
হয়। দক্ষ বৈমানিক দ্বারা পরিচালিত হইলে এত সহজে
ঐ দুইটিতে জুপাতিত করা হইত না।

তত্ত্বাবধানের বহুসংখ্যক প্রকাশ, সিরিয়ার বহু
জার্মান "সরকারী" উপস্থিত হইতেছে বলিয়া যে সংবাদ
হইয়াছে, তাহা সত্য নহে।

তিন কক্ষক রক্ষণাধীন রাজ্যগুলির স্বাধীনতা বিক্রয়ের সংকল্প

সিরিয়া ও লেবাননবাসীদের আবেগ

টাইমস পত্রিকার জেরুজালেমের সংবাদভাগে
আমেরিকানদের :—

বেইরুতের সংবাদে প্রকাশ, তিনি সরকারের মধ্য-প্রচেষ্টার
কমান্ডার রক্ষণাধীন রাজ্যগুলির স্বাধীনতা বিক্রয় দ্বারা
যে সকল দেখাইতেছে, তাহাতে সিরিয়া এবং লেবাননে
জাতির সত্য হইয়াছে। সিরিয়া পূর্বে দুইকক্ষে পরিণত
হয়, এই আশঙ্কারই তাহারা বিশেষ আতঙ্কিত হইয়াছে।
সিরিয়ার জার্মান বিমান অবতরণ করিলে তাহার
উপর আক্রমণ চালান হইবে বলিয়া ব্রিটিশেরা পূর্বাভাস
যে বোম্বা করিয়াছিল, তাহা সিরিয়ার প্রকাশ করা হয়
নাই। তবে অনেক বেডন-প্রোড তাহা গোপনে
উল্লিখিত এবং মুখে মুখে বলিয়া লুপ্ত প্রচারিত হইয়া
পড়িয়াছে।

বিশেষ [বিশেষ] প্রেসিডেন্ট হুগো জর্জ এলিন
যে হাউস অব কমন্সের সীমিত নিকট সিদ্ধিহিত
জয় প্রেরণ করিয়াছেন :—

"ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পূর্বে উপর জার্মান বিমান
যেহা বর্ষন করার ব্যক্তিগতভাবে এবং জিহ্বার নিমিত্তে
কমন্সের পক্ষে আমি জাহাজ প্রেরণ দিয়া করিতেছি।
কমন্সের অসত্য কথক, ইহা আমার একমাত্র কাব্য।"

ব্রিটিশ ও আমেরিকান নাগরিকদের সিরিয়া পারত্যাগ

লেবাননে জার্মান প্রতিরোধের ভয়ঙ্কর

প্যালেস্টাইন-লেবানন সীমান্ত অঞ্চলের সাক্ষর হইতে
হেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার বিশেষ সংবাদভাগে
সিরিয়ার :—সিরিয়া হইতে যে সকল যবনকারী
প্যালেস্টাইনে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহাদের নিকট
জান গেল যে, রাজ্যের বিমান বাহিনীর বোম্বা বিমান
সারকে হানা দিলে তিনটি ট্রেনের উপর সফলভাবে
বোম্বা পড়ে। এই তিনটি ট্রেনই ইরাকের জন্য প্রেরিত
জার্মান ট্রাকে পূর্ণ ছিল।

সীমান্তের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাটিকে এক
কথায় "প্রতীকসম" বলা চলে। সিরিয়ার নিকট
সীমান্তবর্তী প্রথম প্রথম কমান্ডার সৈন্যবাহিনীগুলিকে
সহায়তা দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে জেরুজালেম
সৈন্যবাহিনী সেমিকে ট্রেন দ্বারা কার্ভা নিযুক্ত হইয়াছে।
হাউস অব কমন্সের পক্ষের অনুরোধে ব্রিটিশ, আমেরিকান
ও প্যালেস্টাইন সিরিয়া ও লেবানন পরিভ্রমণ করিতেছে।
এখান হইতে উপকূল অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত যে রাজ্যটি
গিয়াছে, তাহাতে নাইন স্থাপন করিয়া রাখা হইয়াছে।
দুই চারটি ট্রাক সৈন্যদের কথা ছাড়া দিলে সকল
সৈন্যকেই পূর্ণভাবে সহায়তা দেওয়া হইয়াছে। সেই-
খানে তাহারা ট্রাক বৃত্তিতে ও কমান্ডার বাণী স্থাপন
করিতেছে। ব্রিটিশেরাও বিশেষ ভয়ঙ্কর করিতেছে।
আকাশ এবং বসন্ত উত্তর নিকেই সর্ক সত্য রাখা
হইয়াছে।

তুরস্ক হইতে সিরিয়ার যে সকল বেল গাড়ী আসিতেছে,
তাহার প্রত্যেকটিতেই কয়েক শত করিয়া জার্মান থাকে।
ইহারা সকলেই বৈমানিক পোষাক পরা এবং বামাস
না এলোপাই ইরাকের পথ দ্বারা হয়।

লেবাননে সৈন্য সন্ধান করিয়া জার্মান অগ্রসরে রাখা
নাম করিবার জন্য সম্রাতি বেইরুতে এক আন্দোলনের
বলি হইয়াছে।

আমের পার্বেল প্রেরণের সুবিধা

ডাড়া হ্রাসের বিবেচনা

হানস ও নিমসরাই ট্রেন হইতে বাহ্যিক, বিচার
ও আশ্রয়ের বিভিন্ন স্থানে প্যালেস্টাইন ট্রেনগোলে আবেগ
পার্সেল পার্সেল সন্দর্ভে ইরাক জেরুজালেমের কর্তৃক
বিশেষভাবে ডাড়া হ্রাস করিয়াছেন। এই সব পার্সেলের
ডাড়া অগ্রসর প্রকাশ করিতে হইবে।

উপরোক্ত ট্রেনের হইতে পূর্ণরূপে ও আশ্রয়ের কোন
কোন ট্রেনে কখনও ১০ বর্ষ ওজনের এক ওজনের
আর প্রেরণের জন্য ডাড়া হ্রাসের বিশেষ ব্যবস্থা করা
হইয়াছে।

কি-এ-কু, জেরুজালেম ট্রেনগুলিতে এখন ওজনের
আর প্রেরণ করিতে হইলে কর্তৃক ওজন ১০০ বর্ষ
হওয়া প্রয়োজন এবং সম্পূর্ণ ওজনের হান একই
ব্যক্তি কর্তৃক একই পরিবারের নিকট প্রেরিত হওয়া
প্রয়োজন।

হানস ও নিমসরাই হইতে পূর্ণরূপে প্রেরিত হইলে
আগামী ১১শে আগস্ট পর্যন্ত ডাড়া এই হান কখনও
থাকিবে। যে-সব পার্সেল পার্সেল অষ্ট্রিয়ার
প্রেরিত হইবে, তাহার প্রতি কর্তৃক ওজনের বৃত্তির জন্য
১০ আনা ও একবার ওজনের বৃত্তির জন্য ১০ আনা
অতিরিক্ত থাকিবে।

কলিকাতার যান-বাহনাদির আলোক নিয়ন্ত্রণ

মহানন্দ পতঙ্গ বাহুর আবেগ

ভারত-রক্ষা আইনের ৫২ ধারা (১) উপধারা অনুসারে
পুনরুৎপাদন হলে পতঙ্গ বাহুর নিয়ন্ত্রণ আবেগ
প্রচার করিয়াছেন :—

১। এই জন (১৯৪১) তারিখ হইতে এই আবেগ
কার্যকরী হইবে।

২। (১) প্রত্যেক বিজ্ঞান পঞ্চাশে একটি নাল-
বাতি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) বাইসাইকেল, ট্রাইসাইকেল, ট্রাইসাইকেলবৃত্ত
ডেলিভারী ড্রাম ও কেরীওয়ালের গাড়ীর সমস্ত নাল-
বাতি ছাড়াও পঞ্চাশে আর একটি করিয়া নালবাতি
লাগাইতে হইবে।

(৩) সন্ধ্যার অর্ধশতা পর হইতে সূর্যোদয়ের
অর্ধশতা পূর্ব পর্যন্ত রাতের পার্শ্ব যে সব বোটের গাড়ী
পরিবহন থাকিবে, তাহা বিবেচনা করিয়া বোটের আইনের
এক নিয়মানুযায়ী বাতি জ্বালিয়া রাখিতে হইবে।
বোটের গাড়ীবিহার নির্দিষ্ট স্থানে বেসব বোটের পরিবহন
থাকিবে, তাহাদের বাতি না জ্বালিয়েও চলিবে।

৩। এই আবেগ "কলিকাতা" বলিতে ১৮৬৬ সালের
কলিকাতা পুলিশ আইনের ১৯ ধারার বর্ণিত শর্তাবলি,
১৮৬৬ সালের শর্তাবলী, পুলিশ আইনের ১৯ ধারার
বর্ণিত শর্তাবলী অঞ্চল ও ১৯০৮ সালের কলিকাতা
পোর্ট আইনের ৫৯ ধারার বর্ণিত শর্তাবলি এলাকাকে
সুঝাইবে।

৪। এই আবেগ কলিকাতা, ২৪-পতঙ্গ বাহুর
সমস্ত যানবাহন সহকৃতা, টালিগঞ্জ, বেহালা, বাটিকা, কল
মহেশপুর ও বজবজ বাসা; হরপলী জেলার টুটুকা,
প্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, তরুণ ও বঙ্গ বাসা; এবং
হাওড়া জেলার হাওড়া, গোলাঘাটী, বাটিকা,
শ্রীকট্টাইল, নিবন, বাসি, বাসি-চন্দ্রা ও উপবেড়িয়া
থানার প্রযুক্ত হইবে। কলিকাতা গোয়েন্দা বহু
বিক্রি প্রচার করিয়া বেসব সাময়িক এলাকার কথা
বোঝা করা হইবে, তাহার এই আবেগ প্রযুক্ত হইবে না।

কলিকাতার মেয়র-কণ্ঠ

কলিকাতা টাকা লঙ্ঘনে প্রেরণ

কলিকাতা কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে লঙ্ঘন বিমান আক্রমণ
ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য কলিকাতার মেয়র যে সাহায্য-
তহবিল গুলিয়াছিলেন, সেই কলিকাতার কর্তৃক প্রেরণের এক
পত্র উক্ত কর্তৃক বহু করার নিষেধ হয়। উক্ত কলিকাতা
এ পর্যন্ত মোট ১,১৫,১০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।
ইহা গত ১০ই মে তারিখে লঙ্ঘনের বিরোধের নামে পার্সেল
হইয়াছে।

উক্ত কর্তৃক জেরুজালেম মিঃ আকবর হুসাইন সিরিকী
সাহায্যের জন্য প্রকাশ করেন এবং লক্ষ টাকা
সাহায্য প্রকাশের জন্য কর্তৃক সরকারের নিকট বৃত্তান্ত
প্রকাশ করেন। সরকারের নিকট হইতে এই সাহায্য
না পাইলে লঙ্ঘন এক বেশী অর্থ প্রেরণ করা বন্ধবন্ধ
হইত না বলিয়া তিনি অতিরিক্ত প্রকাশ করেন। অর্থ-
সংগ্রহের জন্য কলিকাতার সরকারের ও ব্যক্তিগত
কলিকাতা জেরুজালেম সাহায্য করেন, জেরুজালেম মিঃ
সিরিকী তাঁহা করিয়াছেন।

মিঃ সিরিকী বলেন,—কলিকাতা হইতে অর্থের অতিরিক্ত
সাহায্য প্রেরণ করা উচিত ছিল। এই লঙ্ঘন বিমান
অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের অর্থের প্রতি লক্ষ্য-
বৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

খেলস পত্ৰবিশেষী কোম, পাবুলিভবনস্থ ভাৰ, ৩৮ নং সোণমৰগৰ সোত, কলিঙ্গপুৰ,
 মেলাস অফিস, হাটীটালু বিজিলা, কলিকাতা
 কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।

Printed and published by GEORGE WALFORD DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.



বাঙলাব কথা

৩৫ বর্ষ, ২৯শ নংখ্যা]

কলিকাতা, ১৬ই জুন, ১৯৪১

[এক আনা

আধুনিক যুদ্ধে বিমান-বহরের কৃতকার্যতা

বিমান হইতে নৌ-শক্তিকে কিরূপ সাহায্য সম্ভবপর ?

কমরীজ টেকেন্স কিংস্‌ সন্থিতি এক বেঙ্গল-বহুতায় নৌ-বাহিনী ও বিমানবহরের সহযোগিতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত অঙ্কিত প্রকাশ করিয়াছেন :—

বিমান-বহর আধুনিক, সরল-কৌশলের দিক দিয়া নৌ-শক্তিকে কি পরিমাণ সাহায্য করিতে পারে, বঙ্গবাহন প্রথমে আমি সে সম্পর্কে কিছু বলিতেছি।

যুদ্ধের সময় বিমানপোতগুলি যিবিধ ভাঙ্গা সীমান্ত করিয়া থাকে, বহা সংবাদ সংগ্রহ এবং বিজ্ঞাপক প্রকাশ্যি যখন। আবার পূর্ব বহুতায় বলা হইয়াছে যে, বঙ্গপোত-গুলিই নৌ-শক্তির প্রথম উৎস। অনেকগুলি কুত-বুহু বঙ্গপোতের সমবাহে একটি নৌ-বহর গঠিত হয় এবং প্রত্যেক নৌ-বহরে কুতায় থাকিবেই থাকিবে।

কুতায়গুলি নৌ-বহরের সমুদ্রভাগে থাকিয়া উদ্দেশ্য পথপ্রদর্শন করণে কার্য করে, পক্ষের অবস্থানের সন্ধান করিয়া বেড়ায় এবং পক্ষা বাঘাতে সংবাদ, সংগ্রহ করিতে লা পাবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

জুটলাগের যুদ্ধের সময় আমি "সাইপারাস্টন" নামক কুতায়ানি কুতায়ের ছিল। আবারই নব প্রথর আশায়ে কুতায়ের ক্রীকের উপর হইতে দেখিতে পাই যে, জার্মান বঙ্গপোতগুলি তাহার কুতায়ের সাহায্যার্থে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

আমরা জার্মান নৌ-বহরের পুটগোচর হওয়া সহ্যই উদ্ভাঙ্গা আশায়ে কাননের পায়ের বাহিরে থাকিয়া দুই বর্ষব্যাপী আনন্দমগ্নে লক্ষ্য করিয়া সেল বধন করিতে থাকে। এতদসঙ্গেই আমরা জার্মান নৌ-বহরের পুট-বিধির সংবাদ আশায়ে নৌ-বহরে প্রেরণ করিতে থাকি।

যে-কালে কুতায়কে নৌ-বহরের চক্ষু মনে করা হইত, উহা সে-কালেই ব্যাপার। বিমানপোতের আবিষ্কারের দরুন এক্ষণে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আজকাল যে-কোন নৌ-অশ্বাক তাঁহার নৌ-বহরের সহিত সংশ্লিষ্ট বিমান-পোতের সাহায্যে বহু দূরে অবস্থিত পক্ষপক্ষীয় নৌ-বহরের অবস্থতির সন্ধান অনায়াসে করিয়া লইতে পারেন। আধুনিক নৌ-বহরে বিমানপোতবাহী জাহাজ আছে। যুদ্ধজাহাজ এবং আশায়ে নৌ-বহর বিমান-বাহী বঙ্গপোতকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে; কারণ বিমান বহনসমূহের একে বিমানবাহীর অভাব বিমানবাহী কুতায়ের দ্বারা যেমন হইয়া থাকে। তাঁরই বিমান-বাহী হইতে কোন বিমানপোতই হাজার হাজার বর্গমিটার দূরে যিহা সমুদ্রে পক্ষের সন্ধান করিতে পারে না।

আটলান্টিকের যুদ্ধে আমাদের পক্ষে সমুদ্রপৃষ্ঠে উদ্ভাঙ্গের কারণ এই যে, ৪-ইঞ্চি বিশিষ্ট কলার-ইউন জার্মান বিমানপোত এবং ইউ-বোটের সহযোগিতা।

এই বিমানপোতগুলি বহু দূরে অবস্থিত ইউ-বোট-গুলিকে বহা যেহেতু বাণিজ্যপোতসমূহের অবস্থান

জানাইয়া দেয়। আটলান্টিক ইউ-বোটের অবস্থান মিশ্রের জন্য আমরা সাধারণতঃ বিমানপোত নিয়োগ করিয়া থাকি। জার্মানীয় বিমান-বহর ক্রান্তের উপকূলে অবস্থিত জার্মান নৌ-বাহী এবং কীরেলের সাবমেরিন উত্তীর কারখানাসমূহের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া থাকে। এ-প্রকারে বিমান-বহর নৌ-বহরকে সাহায্য করিয়া আনিতেছে।

আরও একটি দিক আছে। নোবাবী এবং টপে জো-বাহী বিমানপোতগুলি নৌ-বহরে উদ্ভাঙ্গের আবশ্যকতা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছে। হৌমরা বিমানপোতগুলি নৌ-বাহীতে অবস্থিত জাহাজের পক্ষে বড়টা সাহায্য সমুদ্রে চালু জাহাজের পক্ষে ভতরা নয়; কারণ বিমান সমুদ্রবহর যে কোন আকারের জাহাজ ক্রান্তগতিতে এলিক ওলিক যোজকো করিতে পারে। উদাহ ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে, জারী ওলনের জাহাজগুলি হৌমরা বিমানপোতের দ্বারা মিকটে সমুদ্রবহর বেশীদিন বহনভাবে চলকো করিতে পারে না। হৌমরা বিমানপোতগুলিরও অগ্রবিধা আছে। উদ্ভাঙ্গের পক্ষা সীমান্ত এবং উদ্ভাঙ্গের সেক্ষেত্রও বহু ত্রুণ হওয়া আবশ্যক। বহু উচ্চতায় হইতে বোমাবর্ষণ করিলে উহা বিশেষ কার্যকরী হয় না, কারণ অবিকার বোমা লক্ষ্যবস্তুর উপর পড়ে না। নৌ-বাহীতে অবস্থিত জাহাজের উপর কয়েকবার বোমা বর্ষণ করিতে হইয়া উত্তর পক্ষ ইহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে। অপর পক্ষে আবার যদি বহু উচ্চ হইতে বোমা নিক্ষেপ না হয়, তাহা হইলে আ-নিক বঙ্গপোতগুলির বর্ষাকৃত ডেক বিধীণ হয় না। বহুগির নৌ-বাহীর উপর জার্মানী কর্তৃক বহু উচ্চ হইতে নিক্ষেপ বোমা কোন উল্লেখযোগ্য প্রকল প্রকাশ করে নাই।

বিমানপোতগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত বাণিজ্য-পোতের উপর আক্রমণ চালাইতে পারে। কারণ উদ্ভাঙ্গ জারী ওলনের অগ্রগত বহু বিশেষ থাকে না। জার্মানীয় বিমান-বহরের অগ্রভূক্ত উপকূলবর্তী বিমানপোতগুলি, যস্যাত ও সমুদ্রের উপকূলে লাল দিয়া পক্ষের বহু কোপালকার জাহাজ গুহািজা দিতেছে। জার্মানরাও আমাদের "কন্ডর"কে রেহাই দিতেছে না। কিং এয়াপারে জাহাজকাহ বাঘাও পক্ষে পক্ষে করা হইতেছে। বিমানপোতগুলি একসঙ্গে মিথিই সংবাদ অবিক বিজ্ঞাপক বোমা বহন করিতে পারে না; তুপারি চলত জাহাজের উপর ক্রিকভাবে সব সময় বোমা নিক্ষেপ করা যায় না। প্রতিপল আবহাওয়া বিমানপোত-পরিচালনার দরুন অগ্রবিধার পট্ট করিয়া থাকে।

উপসংহারে আমি সৈন্যবাহী বিমানপোত সম্পর্কে কিছু বলিয়া যাবিভেছি। বর্তমান যুদ্ধে ইহা বহু প্রচলন হইয়াছে। "পুর্বেই বলা হইয়াছে যে, নৌ-বহর সমুদ্রিক পনগুলির উপর আনিতা লক্ষ্য রাধিতে

সচেষ্ট থাকে। নৌ-বহরকে কীকি কেওরায় বহমাই লক্ষ্যকিরেবর ভবন; কারণ জাহাজ হওয়ার আশা বোমা বেওরা হাই উদ্ভাঙ্গ হুহ দিয়া লবিয়া পড়ে। এ-যুদ্ধে লক্ষ্যকিরেবর জাহাজ আনাতিককে অপর একটি সূতন অগ্রবিধার সমুদ্রিক হইতে হইয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেনে লক্ষ্যের লক্ষ্য এই যে, হিটলার যদি লড়াই ইংলও আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিমান-পোতবোমাই সৈন্য ইংলও অবতরণ করাইতে চেষ্টা করিবেন।

কলিকাতার আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ

মোট-পাড়ীর বাড়ির ডাকনা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি
অসমাপ্যবহরকে জাড করা যাইতেছে যে, নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ মোটরকারের সমুদ্রবর্তী বাড়ির (head lamps) ডাকনা প্রভৃতকারীরাপে পরকারী অনুমোদন লাভ করিয়াছে। আলোক-নিয়ন্ত্রণের আদেশ অনুযায়ী আগামী ২০শে জুনের মধ্যে মোটর-কারসমূহে একশ ডাকনা বাধ্যজুলকভাবে লাগাইতে হইবে।

২০শে জুন তারিখের পর হইতে একশ ডাকনা ব্যবহার না করিয়া যদি কোন মোটর জাহাজ বাহির হয়, অথবা যদি এমন কোন বহন ডাকনা ব্যবহার করা হয়—তাহা অনুমোদিত আকারের নয়, তাহা হইলে উপরোক্ত আদেশ তৎক্ষণে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে এবং সাংশিই দায়িত্বক অতিক্রম করা হইবে।

অনুমোদিত প্রভৃতকারীরাপ—
বেদার্স আলকোড ট্রান্সপোর্ট কোং।
বেদার্স ক্রেক মোটর-কার কোং।
বেদার্স ইতিয়া বসিং ক্লিন্স।
বেদার্স এলেনসবেরী এও কোং।
বেদার্স হাওজা মোটর-কার কোং।
জাঙ্গা পিয়াডে যে, এই সব প্রভৃতকারী তাঁহাদের পক্ষ হইতে নিয়ন্ত্রকারী এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

ব্রীশ বুকরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপদ্বীপের ভারতবর্ষী বহর-সমূহের মধ্যে জাহাজ বাজারাত করে।

জাহাজ-জাহাজ যে-সম বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং বাত্রীভের ডাক, মালের ডাক প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিমন্স ম্যাককী এও কোং,
ম্যাককী এও কোং, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ জরুরী

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্যকরী নথিতে এবং গভর্ণমেন্ট ও অফিসের কার্য-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করবার কার্যে গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রেসমেন্ট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রাচীণ বা নির্ভরযোগ্য বস্তু যোবিত বিহীন বাস্তব অন্যান্য বস্তু প্রবর্ত এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৬ই জুন—১৯৪১

জাতিপ্রেম প্রচার-কার্যের স্বরূপ

বৃহত্তম জাতিপ্রেম প্রচার "বিসমার্কের" নিমজ্জন ব্যাপারে যে-সব বৃটিশ রণপত্রে বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকখানাকে (অনুভূত:পক্ষে ৪ খানা) ইতিপূর্বেই জাতিপ্রেম বেতাবে একাধিকবার নিমজ্জিত করার দাবী করা হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, আরো কয়েকখানা রণপত্রকে এমনভাবে দাখিল করা হইয়াছে যে, সেগুলি সেরামিত করা সম্ভবপর হইবে না।

বিগত বর্ষের ১৬ই মার্চ তারিখে জাতিপ্রেম বেতাবে ঘোষণা করা হয় যে, জাপানেতে বিমান-আক্রমণের কালে "হুজু", "বিশালসু" ও "বিশালসু" নামক তিনখানা বৃটিশ রণপত্র পুং করা হইয়াছে এবং "বিশালসু" নামক রণপত্র-খানাকে সাংবাদিকভাবে দাখিল করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এরূপ ঘোষণার পরও জাতিপ্রেম বেতাবে আরো বহুবার এই সব রণপত্রের নিমজ্জন বা দাখিল হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

দৃষ্টান্তরূপ উল্লেখ করা চলে যে, যদিও জাতিপ্রেম বেতাবে "হুজু" নামক রণপত্রকে পূর্বেই নিমজ্জিত করার দাবী করা হইয়াছিল, তথাপি রোম-বেতাবে ১১ ডিসেম্বর (১৯৪০) তারিখে ঘোষণা করা হয় যে, ইটালীর বিমান-সাহিনীর আক্রমণে ইহা ধীরকালের জন্য অক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘোষণার ৬ দিন পর রোম হইতেই বাংলা বেতাবে বলা হয় যে, বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট বীপপুস্তক নিকটে এই রণপত্রখানাকে পুং করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরদিনই পুনরায় রোম হইতে প্রচারিত ইংরেজী বেতাবে বলা হয় যে, বিশেষভাবে কতিপয় "আর্ক-রয়েল" রণপত্রের সঙ্গে "হুজু"ও জিহ্বাল্টারে হইয়াছে।

"বিশালসু" রণপত্র সম্পর্কে অনুগ্রহক্রমেই পরস্পর-বিরোধী দাবীপ্রকাশ দাবী করা হইয়াছিল। দৃষ্টান্তরূপ বলা চলে—১৯৩৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে প্রচারিত জাতিপ্রেম বিজ্ঞপ্তিতে এই রণপত্রখানা নিমজ্জনের দাবী করা হইয়াছিল এবং পরে জাপানেতে পুনরায় নিমজ্জনের দাবী করা হয়। বলা বাহুল্য, এই দুই ঘোষণার ব্যবধানী নব্বই জাতিপ্রেম প্রচার-বিভাগ কর্তৃক এই ঘোষণাও প্রচারিত হইয়াছিল যে, জবন "বিশালসুকে" বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট জাতিপ্রেম বস্তু নষ্ট হওয়া হইয়াছে। "জাপানেতে" ঘটনার পর "বিশালসু" রণপত্র সম্পর্কেও কয়েকবার দাবী প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং সর্বশেষ—বিগত ২৭শে মে তারিখে যে-সময়ে "বিসমার্ক" জাহাজ ভূবায়িত হওয়া হয়—সেদিনও জাতিপ্রেম বেতাবে ওয়াশিংটন বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করে—এক বৎসর পূর্বে কর্তৃক উপকূল জাহাজের দাখিল এই রণপত্রখানা সাংবাদিকভাবে জবন হইয়াছিল এবং সমস্তই সিঙ্গাপুর বীপের নিকটে ইটালীর দাবী প্রচার ইহাকে অক্ষত রাখিয়া দিয়াছে।

"কপাক" নামক যে জেইজাহাজ "বিসমার্ক" রণপত্রের উপর প্রথম টর্পেডো বর্ষণ করিয়াছিল, তাহার সম্পর্কে ১৯৪০ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে জাতিপ্রেম বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছিল যে, জাতিপ্রেম বস্তু তীব্রভাবে জ্বলিতে জ্বলিতে ইহা ভগ্ন আত্মকীয় হয়। যে "পেকিন্ট" রণপত্র "বিসমার্ক"কে অনুগ্রহ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে বিগত ১৬ই মার্চ তারিখে জাতিপ্রেম বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, কত-বিকৃত অবস্থায় ইহা জিহ্বাল্টারে গিয়া আগ্রহ নষ্ট হইয়াছে।

"বিসমার্কের" পুং ব্যাপারে বৃটিশ বিমানবাহী রণপত্র "আর্ক-রয়েল" ও ইহার বিমানসমূহ যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া জাতিপ্রেম প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবল্‌সের মতক বুৎ হওয়া হওয়া বোটেই বিচিত্র নয়। বিগত ১৯৩৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক জাতিপ্রেম বেতাবে জাতিপ্রেম ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, "আর্ক-রয়েল" রণপত্রকে ভূবায়িত হওয়া হইয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার-কার্যই পুনঃ পুনঃ চালান হয় এবং কলেজিয়াল ক্রান্ত নামক তৎকাল জাতিপ্রেম বৈমানিককে এই রণপত্র "নিমজ্জনের" জন্য "আক্রমণ-ক্রম" দ্বারা সম্বলিত করা হয়। কিন্তু ইহার আর কিছু দিন পরই (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯) ডাঃ গোয়েবল্‌স এই অভিযোগ করেন যে, "গ্রাকুলী" জাহাজের জন্য "আর্ক-রয়েল" রণপত্র প্রোট-নৌ-বাহিনীর দ্বারা অপেক্ষা করিতেছে। ইহার পর বিগত ১১ই জুলাই তারিখে বলা হয় যে, "ইউটি" নৌবাহিনী দ্বারা আক্রমণে "আর্ক-রয়েল" উপর দাখিল হইয়াছে।

কিন্তু মজার কথা—ডাঃ গোয়েবল্‌সের প্রচার-বস্তু দ্বারা এতদূর নিমজ্জিত বা জবন হওয়া সত্ত্বেও "আর্ক-রয়েল" ও অন্যান্য বৃটিশ রণপত্রের সর্ব-বৃহৎ জাতিপ্রেম রণপত্র "বিসমার্ককে" সর্বত্রের অভ্যন্তরে নিমজ্জিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। জাতিপ্রেম ও ইটালীর প্রচার-কার্যের স্বরূপ কি, এই ব্যাপারেই তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়।

বিমান-আক্রমণে কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের কর্তব্য

কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাঙলার অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের বিমান আক্রমণ সতর্কতা সম্পর্কে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ হইতে তাহার দায় সম্বলান সম্পর্কে সম্প্রতি বাঙলা সরকারের জন-স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-দায়িত্ব বিভাগের পক্ষ হইতে কর্পোরেশনের প্রধান কর্তৃক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট এক নির্দেশ-পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে।

উক্ত নির্দেশ-পত্রে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ আইনের ৪৭(১৮) ধারা ও বর্ডার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ আইনের ১(১৬) ধারা অনুযায়ী কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের কর্তব্যগণ গভর্ণমেন্টের অনুমতি নষ্ট করিয়া সাংবাদিকের নিয়ন্ত্রণসূচক কার্যে অর্থ-ব্যয় করিতে অধিকারী। বিমান-আক্রমণ-সতর্কতা পরিচালনা বস্তু বিমান-আক্রমণের আকস্মিক বিপদ হইতে সাংবাদিক-বর্গের বস-প্রাণ নিরাপত্তা করার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে, তবন কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের কমিশনারগণ এই ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের সহিত নষ্ট অসহযোগিতা অবস্থায় করিতে পারেন এবং এই ভয়াবহ ভীতি-উদ্ভিগ্ন এই ব্যাপারে বসাবাস অর্থ-ব্যয় করা। উক্ত সরকারী নির্দেশ-পত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আকস্মিক বিমান-আক্রমণের কালে বাহ্যতে জন-সমবাহার, বস্তু অক্ষত প্রভৃতি অক্ষত রাখার কর্তব্য সমূহ ব্যাহত হইতে না পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য-ও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের কর্তব্য এবং এইরূপ নিয়ম এমন সতর্কতাসূচক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে আকস্মিক বিপদের সময় এই সব ব্যাপার হুজুতে পরিণত হইতে পারে।

রাশিয়ার ইরান আক্রমণ

নূতন রণো-জাতিপ্রেম চুক্তির সর্ব

রাশিয়া ও জাতিপ্রেমের মধ্যে সংঘর্ষের দাবী জন্য কোনও নূতন চুক্তি সম্পাদনের এবং পর্যায়ক্রমে প্রাচীণ নিয়ম-পাত্তা বা বেতাবে, জাতিপ্রেম গভর্ণমেন্ট যে সম্প্রতি সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের সহিত বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক বিষয়ে কল্যাণী চুক্তি হইতেছে এবং তুর্কী বা ইরান কিং ইরানের উত্তরেই জাতিপ্রেম করিয়া কোনও রূপ একটা চুক্তি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা জবন করিবার কারণ আছে। জাতিপ্রেমের অভিপ্রায় এই যে, রাশিয়াকে কর্তব্য নামক দাবী দেওয়ার প্রস্তাব করা হইবে। কর্তব্য ভাল হইতে ১৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং পূর্ব অ্যানাডোলিয়া বালুনির উপর একটি জলপূর্ণ দ্বীপ। ১৯২০ সালে তুর্কীরা ইহা জবন করে। জাতিপ্রেম দ্বারা "দেখাচ্ছে" যে, রাশিয়া এবং জাতিপ্রেম দ্বারা চাপ দিলে তুর্কী বস্তু অসহযোগিতা হইতে এই প্রস্তাবে রাজী হইবে। এ অঞ্চলটি জবন করিতে পারা যায় কিনা বিচারে রাশিয়া বাকু তৈলবিশিষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধির এবং উত্তম অঞ্চলের রেল ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য জাতিপ্রেম বিশেষভাবে আগ্রহ করিবে।

ইরান আক্রমণের অভ্যন্তরে সর্ব করিয়াও রাশিয়াকে উৎসাহিত করা চলে। ইরানের রেল সাহায্য প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ আছে। কিন্তু ১৯২২ সালের রণো-ইরানী সন্ধি-ব্যবস্থা ব্যবস্থাপণে কেনিয়া জাতিপ্রেম রাশিয়াকে তাহার প্রাথমিক স্বার্থে দান করিতে পারে। এই সন্ধির সর্ব এই যে, ইরানী গভর্ণমেন্ট রাশিয়া-বিরোধী কোনও বিশেষী নৈতিক ইরানে আধিপত্য স্থাপনে বাধা দানে অসহযোগিতা হইতে রাশিয়া ইরান অধিকার করিয়া নষ্টে পারিবে। জাতিপ্রেম ইরান অঞ্চল অধিকার করিয়া রাশিয়ার জন্য এই স্বার্থের সর্ব করিয়া দিতে পারে।

বাকসার আন্দোলন

বেআইনী বলিয়া ঘোষিত

ভারত সরকারের এক এনুক্রোমের বলা হইয়াছে যে, প্রয়োজনক্রে বাকসার জনকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করার জন্য ব্যবস্থাবলয়ন করা হইয়াছে এবং এই সকল বিশেষ পরিচালিত ব্যক্তির কার্যকলাপের কলে বে-আইনী-কেন্দ্র দিয়াছে, তাহা বিবৃতি করার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী সর্ব প্রকার ব্যবস্থাবলয়ন করিবেন।

বাঙলা সরকারের দ্বারা বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ৫ই জুন বাকসার প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে:—“বেহেতু, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট বসে করেন যে, আক্রমণ-ই বাকসার জনকে বাকসার নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠান জনাতিব পক্ষে নিমজ্জন, বেহেতু, ১৯৩৮ সালের ভারতীয় সংবিধান কোডনামী আইনের (১৯৩৮ সালের ১৪ নং আইন) ১৬ ধারা অনুযায়ী প্রবর্ত অবস্থায় গভর্ণমেন্ট এই প্রতিষ্ঠানকে উক্ত আইনের ১৫ ধারা-ব্যবস্থা অনুযায়ী বে-আইনী প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করিতেছেন।”

অন্যান্য কোন-কোন প্রদেশ হইতেও অনুগ্রহ ব্যবস্থার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

"ইউরেন"র জেইজাহাজের সর্বজনপ্রিয় জাতিপ্রেম, বিশেষীকৃত জেই অধিক জেইজাহাজের দ্বারা পরিচালিত করিতেছে। দ্বিবিদ্য হইতে যে সকল লোক জেইজাহাজের আশ্রিত, তাহাদের নিকট হইতে জাতিপ্রেমের সর্বজনপ্রিয় জেইজাহাজের সম্পূর্ণরূপে দ্বিবিদ্যের অনুগ্রহ সংগ্রহ করিয়া।

‘হিমালয় বেতারবাণী’ কোথায় ?

(ভৈরব বেতার-বিশেষজ্ঞ লিখিত)

‘হিমালয়’ অর্থাৎ ‘আকাশ’ (বাহীনতা) বেতার-বাণী কখনো কখনো ভুল বোঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙালিরা কি, যেটিই কোথায় অবস্থিত এবং কখনো কখনো ইহা পরিচালিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে কৌতূহলের বস্তু হইতেছে। ভৈরব বেতার-বাণী লিখিত। ভৈরব-বাণী গোপনীয় ও রহস্যময়। বিশেষতঃ ‘আকাশ’ (বাহীনতা) বেতার-বাণী নামটা ভারতীয় জনসাধারণের নিকট সম্বন্ধেই একটা কৌতূহলের বাগান হইয়া উঠে। অতীত নামটা যে আকাশী বায়ুবিদ্যায় ‘ভিত্তিম ট্রান্সমিট’ অক্ষরপেই রাখা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

কৌতূহলের উত্তর করিতে পারিলে প্রচুর-কার্যে বিশেষ সুবিধা হয়; ‘আকাশ’ বেতার-প্রচারকেও পুরোপুরি ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। হিমালয়ের এক ভাগ হইতে ভৈরব কোমণ্ডা নভিগেশী বেতার-বাণী, অক্ষাংশ এবং লোকজন লইয়া বাতাসে যে সঞ্চার করে, সমস্তের ব্যবহার প্রোতসাহ্যে তাহা লক্ষ্য না করিয়া এই প্রচার যেখানে বিশৃঙ্খল করিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই বেতার যন্ত্র সর্বপ্রথম তৈরি হয়, তখন হইতেই এই কল্পিত ‘আকাশ’ বেতারের ঘোষণাকারী এমন সব ইচ্ছিত করিতে শুরু করেন যেন এই ‘বেতার-কেন্দ্র’ নতাই পূর্ণ হইবে। সুবিশিষ্ট ও অত্যন্ত ঠান্ডা গরমে অবস্থিত; সেখানে নিম্নের বেতার বোটা কোট ও রাতে কখনো প্রয়োজন হয় ইত্যাদি। কখনও সে গলা ভাঙার জন্য কথা প্রার্থনা করিত; কখনও কর্মসূচী সমাপ্ত হইবার পূর্বেই প্রচার বন্ধ করিয়া দিত এবং বিজ্ঞান দর্শনের কঠোর আবহাওয়া এবং ভারতের অভাব প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া প্রোতসাহ্যে জানাইয়া দিত; প্রচারের সময় বায়ুর ওরো-সে-বু-ও কলহিতা এমন একটা ভাব বোঝান হইত যেন এই হিমালয়-বাণীটিকে স্থান হইতে স্থানান্তরে সরাইয়া লওয়া হইতেছে।

প্রথমে এই বেতারবাণীটি সন্ধ্যা ৮টা ৫ মিনিটের সময় প্রচার আরম্ভ করিত। গত ১৭ই মার্চ হইতে ইহা ৭টা ৫৫তে প্রচার আরম্ভ করে। উভয় সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, বাহ্যিক কারণে প্রচার প্রবণ করেন, এই বাণীও তাহাদের আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে। গত ১৩ই মে হইতে ইহা পুনরায় ওরো-সে-বু-ও বন্ধ করিয়া ১৬ ওরো-সে-বু-ও রাতে ৫ সন্ধ্যা ৮টায় সন্ধ্যা হইতে প্রচার আরম্ভ করে। বি, বি, সি, হইতেও এই সময়ই বিশৃঙ্খলিত সংবাদ ঘোষণা করা হয়; ইহার প্রতিফলিত করিবার জন্যই যে ‘আকাশ’ বাণী সময় পরিবর্তন করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট।

কোন সময় এবং কোন ওরো-সে-বু-ও যে উপযোগী হইবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে না পারিয়া ‘আকাশ’ বাণী কখনো সময় এবং ওরো-সে-বু-ও বদলাইতে থাকে। কিন্তু গত ১৪ই মে এই বাণীর পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেইদিন সন্ধ্যার সময় রেডিও ঘোষণা করে যে, ভবিষ্যতে ‘আকাশ’ বেতার-বাণী সন্ধ্যা সাড়ে সাড়ে ১৯ ওরো-সে-বু-ও প্রচার করিবে। অর্থাৎ ‘আকাশ’ বা ‘হিমালয়’ এ সম্বন্ধে পূর্ণ নিশ্চয় পর্বাঙ্কও কোমণ্ডা সংবাদ দেয় নাই।

কিন্তু জুন হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিল ‘আকাশ’ বাণী ভৈরব-বাণী ইহা সংবাদ দিয়া লইবার চেষ্টা করে; পূর্বে ওরো-সে-বু-ও পরিবর্তনের সংবাদ দেয় নাই বলিয়া পূর্ণ প্রকাশ করে এবং কোম রেডিও কি প্রকারে এই সংবাদ জানিল তাহার তৈরিকৃত হিসাবে বলে যে, ‘কোম রেডিও ১০ মিনিট চেষ্টা করিয়া আকাশের সূত্র ওরো-সে-বু-ও বন্ধ করিয়াছে।’ বি করিয়া ‘আকাশ’ বাণী কোম রেডিওর ১০ মিনিটের এই চেষ্টার সময় পরিচয় এবং ‘আকাশ’ বাণী সূত্র ওরো-সে-বু-ও ব্যবহার

করিলে, তাহাই বা কোম রেডিও জানিল কি প্রকারে, তাহা এখনও ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

এই ‘আকাশ’ বেতার-বাণী হইতে নানা বিভিন্ন সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। হিটলারের স্বাক্ষরিত কার্ড, ‘আকাশী, ইটালী এবং রাশিয়া, ইহা প্রত্যেকেই প্রতিটি সেকেন্ডের দ্বারা পাসিত হয়’ বলিয়া ঘোষণা, ৫০ বৎসর পূর্ণ হইলে প্রত্যেক ভারতীয় কৃষকের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি এবং ‘পোশিত-পাত আরম্ভ করিলে বৃহৎ আকারেই আরম্ভ করিবে’ প্রতিশ্রুতি সমস্ত উক্তি এই বেতার-বাণী হইতে বিস্তৃত ভাষা গিয়াছে। ভারত-সম্রাট, প্রেসিডেন্ট জর্জেন্ট, হিটলার, মুসোলিনি প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্য উক্তি বিভিন্ন বোলা-চিঠি এবার হইতে প্রায়ই প্রচার করা হয়।

সম্প্রদায় লিখিতভাবে ভারতীয় নেতাদের প্রতি অত্যন্ত ভাষার পালি বর্ণনা ঘোষণা ‘আকাশ’ রেডিওর সংবাদ-সূচীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বানহাসি আইন ও ভাষার পণ্ডিত বাহির হইতে ইহা অত্যন্ত রচনা পরিচয় দিয়াছে। বর্ষের বিরুদ্ধে ইহাদের পরম আক্রোশের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান লিখিতভাবে লক্ষ্য নেতা ও বর্ষকেই ইহা বর্ণনা বিস্তৃত ও গোপালি করিয়া থাকে।

বিশেষজ্ঞের বিশেষ অনুসন্ধান সম্প্রতি কিং এট বেতার-বাণীটির প্রকৃত রচনা উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। কোম ঠিক হইতে এই বেতার প্রচার হয় ও ভারতবর্ষ হইতে এই বাণীর সুর কত, বেতার-বিশেষজ্ঞের বৈজ্ঞানিক প্রচার শিল্প করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে এই বেতার প্রচারের উপস্থিতি বহুতর। ইহা ছাড়া প্রচারিত সংবাদগুলি বিশৃঙ্খল করিয়াও এই বেতার-বাণী প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ‘আকাশ’ বেতার-বাণী চক্রান্তের বেতার প্রচারেরই অত্যন্ত, ইতিমধ্যে বহুলোকই ইহা টের পাওয়া গিয়াছে। প্রতি-রাতে ‘আকাশ’ বাণী হইতে যে ইতিবাচক কথা হয় এবং যে সেতুকারী ভারতীয়ের চকিত সম্বন্ধে যে ধীন ইচ্ছিত করা হয়, তাহা যে ভৈরব গোয়েন্দাদের পরিকল্পনা ও পরামর্শ অনুসারেই করা হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে প্রচারের তার আকাশী ও ভারতীয় ইটালীই পাইয়াছে। বেতার বাণীটি যেনে অবস্থিত বলিয়াই মনে হয়।

আফ্রিকার ইটালীর তিন লক্ষ সৈন্য নাম

৭ লক্ষ বর্ষ হাইল স্তম্ভ হস্তান্তর

পূর্ণ আফ্রিকার দুই ইটালীর কতিপয় পরিচয় সম্পর্কে ইরকানার পোষ্টের সংবাদপত্র লিখিয়াছেন :—

এই বৎসরের প্রথম দিকে ইহাদের মোকদ্দম ছিল ৩ লক্ষ; ইহার মধ্যে ইটালীর সৈন্যের সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই সৈন্যবাহিনী উপযুক্ত অস্ত্রসম্পন্ন হস্তান্তরিত ছিল। ইহাদের এক দলকার কামান, বর্ধন ও টাঙ্ক, বহু দল ও সৈন্যবাহিনী মোটর বান এবং উপযুক্ত বিমান-বাহিনী ছিল। বর্তমানে এই সৈন্যবাহিনীর হিসাব লইলে দেখা যাইবে যেটাই অধিক নিম্নলিখিতরূপ :—

বন্দী	১ লক্ষ ২০ হাজার।
সমতাপী ও মিসৌজ	১ লক্ষ ২৫ হাজার।
হস্ত ও মিসৌজ	৫৫ হাজার।
মোট	৩ লক্ষ।

অস্ত্র ও অস্ত্রাদি ক্রয়ক্রয় লক্ষ্যই নাই হইয়াছে। এই দুই ৭ লক্ষ বর্ষ হাইল পরিচয় করিয়া ইটালী জানাইয়াছে। ইটালীর মোট কতিপয় পরিচয় এক মিলিয়ন পাউণ্ড হইয়াছে বলা হয়। যে পরিচয় মুক্ত-মুক্ত হই হইয়াছে, তাহা পূর্ণ করিতে ইটালীর অস্ত্র-মুই বৎসর সময় লাগিবে।

‘বিসমার্ক’ জুবির তাৎপর্য

কোমণ্ডা-বিশেষজ্ঞ লিখিত

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার নৌ-সংবাদভাগ লিখিত-লেখ :—

ব্রিটিশের ‘বুড’ নামক বৃহৎ জাহাজটি জুলাইয়ার ৯০ বৎসর পূর্বে আকাশী ‘বিসমার্ক’ নামক বৃহৎজাহাজটিকে জুলায় হয়। ‘বিসমার্কের’ পশ্চিম-মুখের ও মিসৌজসহ জাহাজের নৌ-বাহিনীর আধিকারিকদের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ মিশন-ম বলিয়া পরিচালিত হইবে। ‘বুড’ মিসৌজিত হওয়ার কতগুলি ভক্তের ব্যাপার ঘটনার সত্যতা পূর্ণ হইয়াছে। ‘বিসমার্ক’ ‘বুড’কে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল বলিয়াই যে তাহার পশ্চিম-মুখের কথা লক্ষ্য হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ‘বিসমার্ক’ যদি আঘাত করিবে হাইতে পারিত, তবে কতগুলি পশ্চিম-মুখের জাহাজ জুলাইতে পারিত। সেবাদ হইতে ইহার পশ্চিম আক্রমণ অথবা ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে কোমণ্ডা-নিহির কার্যে নিমুক্ত হইবার সত্যতা ছিল। এই কার্যটিকে যে আকাশী অভিনয় প্রয়োজনীয় মনে করে, ইহা নিশ্চিত। কারণ ইহাকে বিশেষ ভক্তের কার্য মনে না করিলে তাহা কিভাবেই তাহাদের ১৫ হাজার টন ওরো-সে-বু-ও সত্যতা আধুনিক এই বৃহৎ-জাহাজটিকে ওরো-সে-বু-ও পাঠাইত না।

২৩ বৎসরের পুরাতন ব্যাটল-ক্রুজার ‘বুড’কে বিলম্বিত দিগা আকাশী এই উদ্দেশ্য পও করা হইল। আকাশী যে ইহাতে বিশেষ জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এসে হিটলারের ‘অন-বিধান’

পুঁজু-বাজারের অধাধ লীলা

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকা লিখিয়াছেন :—

ইতালিতে যে সকল গ্রীক বেকুটি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে হিটলারের ‘অন-বিধান’ রূপ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ইহাদের নিকট প্রায় সংখ্যে প্রকাশ, গ্রীসে মাংসীরা বাল্য প্রকার বাসায় লবণের জন্য জিহায দুকুর জারি করিয়াছে। জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণে বাসায় পাঠিয়ে দিয়া, এ সম্বন্ধে তাহারা নৃ-কণ্ড করিতেছে না। তথ্য তাহাই নয়। মাংসীরা মোকদ্দম, বাণীয, গলগলান সকলই নিম্নোক্তরূপে লুপ্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহা এবং ভৈরব-পত্র সকলই বাজেরাজ করা হইতেছে।

বিজয়ী আকাশ সৈন্যদের আক্রমণ সম্বন্ধে কোম লালিত করিতে গেলে, তাহাকে ভক্তের পাতি সেওয়া হয়। আকাশ-মিসৌজ এবেস রেডিও ইতিমধ্যেই বৃহৎ-সে-বু-ও লিখিত ‘অন-বিধানের পত্র দেয়’ প্রথম জালিকা প্রকাশ করিয়াছে।

বীর ও সাহসিকতার পুরস্কার

ভারতসম্রাট কর্তৃক দুইটি সম্মান চিহ্নের প্রেরণ

জনসাধারণের অবজ্ঞার জন্য জালাল বাউজের যে, বীর ও সাহসিকতার পুরস্কার বরণ মহামান্য ভারত সম্রাট ‘বি জর্জ ক্রস’ ও ‘বি জর্জ বেডেল’ নামক দুইটি সম্মানচিহ্নের বস্তু করিয়াছেন।

হিটলারের জন্মের পরেই ‘বি জর্জ ক্রসের’ নাম লিখিত হইয়াছে। সাংবাদিক বিলকালে তাহা অসাধারণ বীর্য প্রকাশ করে, উক্ত ক্রস জালাল-বীর প্রাপ্য হইবে। পূর্ণ সাহসিকতার জন্য বেডেল সেওয়া হইবে। ক্রস ও বেডেল প্রদানকে যে-সংবাদিক লোকদের জন্যই বস্তু হইয়াছে। বিহার আক্রমণ প্রতিরোধ ও নিতিক পাঠ পাঠনের মোকদ্দমও উক্ত সম্মান পাঠ করিতে পারিবে।

A high-contrast, black and white photograph showing three figures in silhouette against a bright, grainy background. The figures appear to be standing in a row, possibly in a field or on a path. The image is heavily degraded with noise and artifacts.

বাঙলার নদ-নদী সমস্যা

আন্তর্জাতিক বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা

এ পর্যন্ত ভারতের নদীসমূহ কেবলমাত্র হাম্মেশা বিধি প্রকার আছে সাধারণত নদী ব্যবস্থার হইত। কিন্তু ইহাদের যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও উন্নতি বিচারক বিবেচনায় নীচের মতোভাবে দেখা হইত না। একদা আন্তর্জাতিক নদীসমূহের কিছুই নাই; কারণ নদীগুলি বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতের প্রদেশ ও উন্নতিমূলক কোন কার্য করিতে হইলে, একটা বিশেষ প্রদেশের একাধিক অংশের উন্নতি বা সংরক্ষণ চেষ্টা সম্ভব হয় না। বর্তমান প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের কথা বিচার নদীগুলি প্রবাহিত হইতেছে, জাহাঙ্গীর নদে সংরক্ষণ চেষ্টা করিলে এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। এক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন।

এই প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা যদি নদীর জল সারা বছর ধরিয়া সকল প্রদেশের মধ্যে সুবিধাজনকভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে সকলেই বিশেষ উপকার হইবে। বর্তমানে এক প্রদেশ দ্বারা জলিয়া হইতেছে, অন্য প্রদেশে জলাভাব দেখা দেয়। গ্রীষ্মকালে নদীর জল শুকাইয়া অতিশয় কষ্ট প্রবাহিত হয় এবং কোথাও বা দানি জলপ্রবাহ একেবারে বন্ধ হয়। কেবলমাত্র একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা দ্বারা এই সকল অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভবপর হইবে। বাঙলা দেশের ভৌগোলিক অবস্থান দোষে এবং যদি উপরের দিকে অবস্থিত প্রদেশ ও ভারতের মধ্যে নদীর জল অত্যধিক পরিমাণে হ্রাসিত পড়ে, তাহা হইলে বাঙলা দেশে অবস্থিত নদীসমূহের ক্ষতিগণ্যে ইহার গুরুতর অনিষ্টকারী প্রতিভা হইবার আশঙ্কা আছে। এই প্রকার অবস্থার প্রতিকার ও নিরাকরণের আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করা বাঙলা দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং এ বিষয়ে কমিশনের উপর বহুই ক্ষমতা দাতা হওয়া আবশ্যিক।

বাঙলা সরকার অনতিদিলে এই প্রকার কমিশন গঠনের প্রতি বহুই তত্ব আরোপ করেন; যেহেতু বাঙলার নদী সমস্যা সরকারের দৃষ্টিতে সকল উপায় অবলম্বন করা হইবে, তৎসমূহের সকলতা অনুসরণ সমস্যা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের উপর নির্ভর করিবে। জলপ্রবাহ কোন একটি প্রদেশের বিশেষ সমস্যা নয়; ইহা আন্তর্জাতিক সমস্যা। প্রাচীনকাল এলাকার মধ্যে জলপ্রবাহের উন্নতি বিচার এবং উন্নত জল অন্য স্থানে প্রবাহিত করিবার দান সমুদায় দ্বারা বঙ্গ-সমস্যার সমাধান হইবে না। আন্তর্জাতিক কমিশনের কার্যক্রমে সবে সবে ইহার উন্নতি দান হইবে করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বর্তমানে সিংহী অবস্থার সন্নিবিষ্ট নদী বঙ্গ-সমস্যার পরিচয় করিবার লক্ষ্য নদীর জল অধিক পরিমাণে হ্রাসিত হইয়া যাই বোধ করিয়া নদীপথ অসম্ভব ও জলপ্রবাহীসমূহ বন্ধ করিয়া দেয়। কমে নদীর জল শুকাইয়া পড়িয়া দেশের প্রকৃত অর্থাৎ দানন করে। অধিকতর নদীর জল উপর দিয়া চলিয়া বাঙলার বাজিতে পৌঁছিত হয় না। তৎকালে নদী-অবস্থার উন্নতিতে জল সঞ্চয় হয় না। এরূপ অবস্থা বাঙলাদেশের নদীসমূহের পক্ষে উচিত নয়; কারণ অবস্থার উন্নতি হইলে নদীতে জল সঞ্চয় হয় না এবং দেশের জলপ্রবাহ জলপ্রবাহী শুকাইয়া যায়। সেক্ষেত্রেই যে, আন্তর্জাতিক কমিশনের সমাধানের সর্বপ্রথম প্রতিশ্রুতি হইবে চেষ্টা করা করিলে

নদী সমস্যা অধিক বঙ্গ-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান কার্যক্রম হইবে না।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া বাঙলা ও আসাম সরকার বেঙ্গল ও ব্রহ্মপুত্র এবং ভারতের দ্বারা ও উপসর্গ-সমূহের সংরক্ষণ ও উন্নতিমূলক ব্রহ্মপুত্র-বেঙ্গল নদী কমিশন গঠন করিতে সম্মত হইয়াছেন। কমিশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র অধিদপ্তর ১৯৪০ সনের জুন মাসে গঠিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙলা ও আসাম গভর্নর-জেনারেলের প্রতিনিধি, বেঙ্গল, ইয়ার কোম্পানী ও চা কোম্পানীর প্রতিনিধি আছেন। এই কমিটি নদীর জল সঞ্চার করিয়া সমস্যাসমূহের প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ এবং কমিশনের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে প্রস্তাব করিবেন।

কমিটি রিপোর্ট করিল করিয়াছেন। বাঙলা ও আসাম সরকার কর্তৃক কমিটির সোপান গৃহীত হইয়াছে এবং ভারতের প্রতিনিধিসমূহ বিবেচনার জন্য ভারত সরকারের নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছে। গত মন্তব্যের মাসে বাঙলা সরকারের পূর্ণ বিভাগের নদী মহোদয় এম্পেক ভারত সরকারের পূর্ণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সমস্যার সচিব আসাম-মালোচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় বিক্রম-কর আইন

এ পর্যন্ত কোন পরিবর্তনক নিম্নত হয় নাই

বাঙলায় বাৎসর-ট্যাক্সের কমিশনার জাতিতে পরিচালিত যে, কমিশন মোক বঙ্গীয় বিক্রম-কর আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সরকারী কর্মচারীকে নিবেদন পরিচর দিয়া বিভিন্ন বাৎসর-প্রতিষ্ঠানে দিয়া বাৎসরক পদীকর দাবী করিতেছে। কাজেই জনসাধারণের ও নগরী বাজিরের অবস্থার জন্য জাতিতে হইতেছে যে, বঙ্গীয় বঙ্গীয় বিক্রম-কর আইন কার্যক্রম হওয়া আসল হইয়া আসিয়াছে, তাহানি এ-পর্যন্ত কার্যক্রমে বাৎসরী প্রতিষ্ঠান-সমূহে হইয়া বাৎসরক পদীকর দাবী জমা অনুমতি দেওয়া হয় নাই। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ করে, তাহা হইলে দণ্ডিত হইবে যে, উক্ত ব্যক্তি দ্বিগুণ পরিচর প্রদান করিতেছে এবং তাহার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। বিক্রম-কর আইন অনুযায়ী বঙ্গীয় কোন সরকারী কর্মচারীকে বাৎসর-প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচর দেয় জমা প্রেরণ করা হইবে, তৎসম জাহাঙ্গীর সবে বাৎসর-ট্যাক্সের কমিশনার মি: ই. জগু, হুগলি, আই-সি-এস কর্তৃক সমীচীন প্রাকৃতিক অনুমতি-পত্র থাকিবে।

বিক্রমক ও সাময়িক পদার্থ প্রত্যেকের কার্যক্রমের জন্য বিশেষ ধরনের নীতির পাইন প্রয়োজন। একদল জাহাঙ্গীর হইতে আসলানী করা হইত। বর্তমানে ভারতবর্ষেই এই ধরনের নীতির পাইন নির্দিষ্ট হইতেছে। পদীকর ইহা সন্তোষজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সন্তোষ বিক্রমক ও সাময়িক পদার্থ প্রত্যেকের কার্যক্রমের দ্বারা এই পাইনের জন্য অত্যন্ত জরুরীকরণে আর অন্য দেশের সুযোগ্য হইয়া থাকিতে হইবে না।



এই প্রয়োজনগুলি এম্বা হেল-বেল্লের সেবাগড়ার বঙ্গ আশ্রমের কর্মচারী আর বঙ্গ হলে সেলেও আপনাকে চালাতেই হবে। সুতরাং বঙ্গীকে বেশী আত্ম আপনায় আছে তার হিসাব করে এখন থেকেই কিছু কিছু জমাতে থাকুন।

অধিকতর তত্ত্ব সঞ্চয় করুন:

আপনার নিয়ন্ত্রণ-ভবিষ্যৎ ভিকেল সেভিস্ সার্ভিসকেটের উপরই নির্ভর করে।

১০ ট্যাক্স ০/০ আসাম সাত

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

মওনা (রাজশাহী) —

মওনা'র নতুন মহকুমা হাকিম কার্যালয়ের প্রাঙ্গণ করার পর হইতে অবিশ্রান্তভাবে পল্লী-উন্নয়ন কার্য শুরু করিয়াছেন। মাত্র কুড়ি বাস কাল কাজ করিয়া অসংখ্যকে সন্তুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার কার্যের সর্বাঙ্গ বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

জন-স্বাস্থ্য

স্থানীয় ডিস্পেনসারীর প্রসারসাধন অভিযানকে হইয়া পড়িয়াছিল। এই মহকুমার একটি সিনিক্যাল সেবায়-টারীর অভাব বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল। মহকুমা হাকিম মিঃ মল্লিক এই উদ্দেশ্যে প্রায় ১,০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আরও তিন হাজার অতি শীঘ্রই পাওয়া যাইবে আশা করা যাইতেছে। স্থানীয় মিঃ এম. বি. মল্লিক কর্তৃক উক্ত ল্যাবরেটরী ডবলের ডিকি-প্রকল্প স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে উক্ত ডবল নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে কবিতা স্ট্রাইট বিভাগের জরুরী প্রয়োজনীয় বস্তু কিংবা মেডিক্যাল ও অন্যান্য বিভাগের জরুরী প্রয়োজনীয় বস্তু উহা উদ্বোধন করিতে অনুজ্ঞার আশেই উদ্বোধনের নিকট উপস্থিত হইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

সম্প্রতি একটি নিউ-কল্যাণ ও বাত-সমন কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব প্রদত্ত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে এবং এই কার্য অতি শীঘ্রই কার্যকরী হইবে।

মওনা'র নতুন মহকুমার কার্যের প্রসার মহকুমা হাকিমের পুষ্টি এজেন্সি দ্বারা সাই এবং টাউনে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের নিমিত্ত তিনি বড় একটি কার্যের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন। এই বৈদ্যুতিক আলো আনিবার পরিকল্পনার সকলকিছই সমাপ্তি আছে এবং স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে উহা বিশেষ প্রেরণা বোধাইবে।

উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

স্থানীয় কে. ডি. উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের মধ্যা বিশেষ জাল ছিল না। দুইটি ক্লাস-রুম এবং প্রাক্তনের একটি দেয়ালের বিশেষ অভাব অনুভূত হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত মওনা'র নতুন মহকুমার প্রাথমিক পল্লী-উন্নয়ন একটি কেন্দ্র বোলা হইয়াছে। পল্লী-উন্নয়নের দায়িত্ব নিমিত্ত একটি হস্তক্ষেপ বিশেষ প্রয়োজন। দুইটি ক্লাস-রুম নির্মাণ কার্য প্রায় শেষ এবং ৫০০ লোক পরিবে এইরূপ একটি হল নির্মাণ-কার্য অতি শীঘ্রই শুরু করা হইবে। এতদ্ব্যতীত ইতিমধ্যেই জনসাধারণের নিকট হইতে ১,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

৭টি খালা লইয়া এই মহকুমা পল্লিও এবং তদুপরে মাত্র ৫টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়-গুলির মধ্যে ৪টি মওনাতে কিংবা তাহার অতি নিকটে অবস্থিত। বাক্যে অল্পের পরিমাণে অবশিষ্টগুলির উচ্চশিক্ষার কোন সুবিধা নাই। ইহা কমে এই মহকুমা শিক্ষার নিকট হইতে পোচনীভাবে অনুপ্রাণিত। মিঃ মল্লিক উচ্চশিক্ষা প্রচারের কাজ বিশেষ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই মহকুমার বিশেষ অভাবম্বে চলিটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

মানববল ও চলাচল ব্যাঘাত

মানববল চলাচলের অভাব অভ্যন্তর পোচনী ছিল এবং আবহা একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। মহকুমার মধ্যে কেন্দ্রবিন্দু একটি বাস চলাচলের জাল ছিল এবং বাতী-পথের দুই-দিকের নিকট কিছুমান সড়ক না কিংবা উহা চলাচলের বোঝাপড়া বড় জটিল হইত।

সম্প্রতি একটি মোটর এসোসিয়েশন সংগঠন করা হইয়াছে, নতুন রাস্তাসমূহ খোলা হইয়াছে এবং বর্তমানে নির্ধারিত সড়কে বাসগুলি চলাচল করিয়া থাকে। মহকুমার যে সকল স্থান বর্তমানে সড়ক বিচ্ছিন্ন ছিল এক বৎসরের মধ্যে সেই সকল অঞ্চল সড়কজাল সংলগ্নে আসিয়াছে। একটি টমটম এসোসিয়েশনও বিশেষ সাক্ষ্য-যত্নে কাজ করিতেছে।

জন-সমন্যার সমাধান

এই মহকুমার জন-সমন্যার বোর্ডসমূহ বিশেষ প্রাথমিক কার্য সম্পাদন করিয়াছে। প্রাথমিক ব্যক্তি: অনুসন্ধান সমিতির মাতে বাতলাসেপের পল্লী-অঞ্চলে আনুমানিক জনের পরিমাণ একশত কোটি টাকা। বোর্ডসমিতিতে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, তদুপরে মওনা'র জনের পরিমাণ এক কোটি। ইতিমধ্যেই ৫৫ লক্ষ টাকার বীমা-পত্র হইয়া গিয়াছে। সর্বোপরি পাওয়া গিয়াছে যে, সর্ব প্রদেশে এ পর্যন্ত ১৩ কোটি টাকার জন বীমা-পত্র হইয়া গিয়াছে এবং মওনা'র প্রদেশের ৪৮৫টি মহকুমার একটি। ইতিমধ্যেই পল্লী-অঞ্চলের জন-সমন্যার সমাধানে এই মহকুমার বোর্ডগুলি গুরু অনুদান করিতে পারে।

বুড়-আইটে

বুড়-আইটে সম্পর্কে কিছু না বলিলে বর্তমানে কোনো বিবরণীই সম্পূর্ণ হবে। মহকুমা হাকিমকে প্রেসিডেন্ট-রূপে গ্রহণ করিয়া মহকুমা-বুড় কবিতা বুড়-আইটে বিশেষ তীব্রতায় করিয়া তুলিয়াছেন। নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতেই কবিতার কার্যকলাপ অবগত হওয়া যাইবে :—

প্রথমত: জনসাধারণকে কি ভাবে বুড় সম্পর্কে সচেতন করা যায়? দ্বিতীয়ত: কি ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যায়? তৃতীয়ত: আবার জনসাধারণকে কি পরিমাণ পর্যন্ত প্রদান করিতে বলিবে? সাধারণভাবে প্রচারকার্য এবং অর্থ সংগ্রহ একসঙ্গে পরিচালিত হইতেছে। বাংলা-বুড় কবিতা ও ইউনিয়ন বুড় কবিতা সংগঠন করা হইয়াছে। সর্ব প্রদেশে প্রায় একশতটি সভা আহ্বান করা হইয়াছে এবং মহকুমা হাকিম অধিকাংশ সভাতেই উপস্থিত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীগণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কি পরিমাণ অর্থ জনসাধারণকে প্রদান করিতে বলা হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা সভাই বৃদ্ধ। প্রত্যেক সভাতেই একমুখ্যে স্বীকার করা হয় যে, ইউনিয়ন যেতে প্রদান করাই সর্বোত্তম পদ্ধতি এবং এ সম্পর্কে ভাল তথ্য জান আছে এইরূপ প্রাথমিকভাবে জানা লোক যদি পরিমাণ বিবরণী দেয়, তবেই ভাল হয়। অত্যা যে সর্বোপেক্ষ কম পরিমাণ অর্থের উল্লেখ করিবে, তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করা যায় না। মওনাতে এই সম্পর্কিত কাজ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যেন হয় যে, বুড় মহকুমাই আছে বোঝানোর এত লোক টাকা প্রদান করিয়াছে। নিম্ন বিবরণীতে লিখিত, প্রথম কিসকল লিখিত এবং মওনা'র কলক টাকার কলকায়ের কলক-অর্থের সমস্ত প্রদান লইতে হইল। বুড় কবিতার জন্য বেশ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। বুড়-আইটে এ পর্যন্ত দান সংগৃহীত হইয়াছে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

দান প্রদানী নাম	১৭,৬১০৬৪
দানকারী প্রদান করিতে নতুন	১০,০০১
প্রদত্ত দান	১০,০০১
দানকারী কর্তৃক প্রদত্ত দান	৮,১০৬

ব্যক্তিগতভাবে দানকারী উল্লেখযোগ্য দান করিয়াছেন :—

দানকারীর নাম (প্রতিশ্রুত)	১০০০
১,০০০ টাকা)	১০০
দানকারীর নাম: বণীন্দ্রনাথ	৫০০
দান	৩০০

জনসাধারণের দ্বারা বড় সম্পর্কে সভা সংবাদ অবগত হইতে পারে, তদুপরে মওনাতে একটি রেডিও সেট (বৈজ্ঞানিক যন্ত্র) খোলা হইয়াছে। উদ্বোধনের মিঃ প্রিয় নতুন জোখুরী জরি পত্র টাকা দান করিয়া এই বৈজ্ঞানিক-সেট প্রদান করিয়াছেন। বুড় সম্পর্কে প্রচারকার্য ব্যাপারে এই রেডিও প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা যাইবে।

এইরূপ প্রদান করা হইয়াছে যে, ৬৬,০০০ টাকা রাজস্বী ভেলা হইতে প্রদান করিলে উক্ত খেলায় দানকারী একটি বিবাদের দায়বদ্ধতা হইবে। এ পর্যন্ত রাজস্বী ভেলা হইতে ৫৯,৭২১ টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে; তদুপরে মওনা'র প্রদান করিয়াছে ৩৭,৪৬০/৫। পুরা টাকা বহন সংগৃহীত হইবে, তখন মওনা'র দিচ্চরই ৪০,০০০ এর বেশী অর্থ প্রদান করিবে এবং রাজস্বীর পরিবর্তে সার্বভূম: মওনা'র দায়বদ্ধতা দাবী করিবে এবং একথা লভ্য যে এই অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে মওনা'র মহকুমা হাকিমের ব্যক্তিগত সাক্ষ্যই সঙ্গ্রহণ করিয়াছে।

টাকা

টাকা জিলার মনোহরনী খানার অন্তর্গত মনোহরনী বোর্ড-কল প্রাঙ্গণে মনোহরনী ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাহেবের সভাপতিত্বে হিন্দু-মোসলমান মিলিত এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। মনোহরনী আবদুল হক প্রাথমিক শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করার পর মনোহরনী বোর্ড-কল সিদ্ধিকুর রহমান সাহেব পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দানে সভার সকলকে আশ্চর্যিত করেন এবং পণ্ডিত কাজী আজিম উদ্দিন আহমদ সাহেবকে সেক্রেটারী করিয়া এক পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়। এই সভার ১৩৫ জন লোক মানিক ১০ এক আশা হিসাবে উক্ত পল্লী-উন্নয়ন সমিতির ডাবীয়ে টাকা দান করিতে বীজিত হন।

ফুটবল!

(প্রচার নং ১)

সর্বোৎকৃষ্ট

ফুটবল!!

(প্রচার নং ১)

সর্বোৎকৃষ্ট

নাম	টাকা	নাম	টাকা
মওনা'র ১	১০০	মওনা'র ১	১০০
মওনা'র ২	১০০	মওনা'র ২	১০০
মওনা'র ৩	১০০	মওনা'র ৩	১০০
মওনা'র ৪	১০০	মওনা'র ৪	১০০
মওনা'র ৫	১০০	মওনা'র ৫	১০০
মওনা'র ৬	১০০	মওনা'র ৬	১০০
মওনা'র ৭	১০০	মওনা'র ৭	১০০
মওনা'র ৮	১০০	মওনা'র ৮	১০০
মওনা'র ৯	১০০	মওনা'র ৯	১০০
মওনা'র ১০	১০০	মওনা'র ১০	১০০
মওনা'র ১১	১০০	মওনা'র ১১	১০০
মওনা'র ১২	১০০	মওনা'র ১২	১০০
মওনা'র ১৩	১০০	মওনা'র ১৩	১০০
মওনা'র ১৪	১০০	মওনা'র ১৪	১০০
মওনা'র ১৫	১০০	মওনা'র ১৫	১০০
মওনা'র ১৬	১০০	মওনা'র ১৬	১০০
মওনা'র ১৭	১০০	মওনা'র ১৭	১০০
মওনা'র ১৮	১০০	মওনা'র ১৮	১০০
মওনা'র ১৯	১০০	মওনা'র ১৯	১০০
মওনা'র ২০	১০০	মওনা'র ২০	১০০

আবহাওয়া ও চাউনের দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

সপ্তাহের কোন কোন দিনে প্রথম বাতাস হইলো ও বিসর্জন ২৮শে মে থেকেই যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে যে-সপ্তাহ উপর কুণ্ডলি বহিরাগত হইয়াছে। যে-সপ্তাহে পলা কলিকাতার জন্য পশ্চিম ও উত্তর দিকে দুই প্রয়োজন হইয়াছে। বিসর্জন ২৪শে মে দুইদিনের জন্য বহিরাগত হইয়াছে ৪,২৮৩ এবং ৪,৫৭৫ জন লোক কর্তৃক বিসর্জনের সাহায্য এবং ১,৫৭৩ এবং ১,৭৫২ জন বহিরাগতী দান লাভ করিয়াছে। তৎপূর্ণ সপ্তাহে মালবর জেলার ৭২৮ জন লোক প্রকৃত বিসর্জনের সাহায্য পায়। ২৪শে জুলাইতে হুগুণ্ডে ৪০,৬৪৮ জন প্রকৃত বিসর্জনের সাহায্য লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল।

চাউনের দর

২৪-পরিগণা—জামশেদপুর, বারাকপুর, বারাসত এবং বসিরহাটে চাকার ১/৬ সের হইতে ১/১০ চটাক; নীল—কুটরা, নেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাবাট ১/৬—১/৭ সের; মুন্সিগঞ্জ—লালবাগ, কুটরা ও কামি ১/৬০ হইতে ১/১১০ সের; মনোহর—বিলিফ, মণ্ডা, নড়াইল, বনগাঁও ১/৭ সের ১/১১০ চটাক; বুলা—নাটকীয়া ও বাগেরহাট ১/৭ সের; বর্ডমান—আলাদালাল, কাটোয়া ও কালু ১/৬০ হইতে ১/১১০ সের; বীরভূম—রায়পুরট ১/৭ সের; বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ১/৭ সের; মেদিনীপুর—কাঁচি, তনদুক, ঘাটাল ও হাটগ্রাম ১/৭ সের হইতে ১/১১০ সের; হুগলী—শ্রীরামপুর এবং আলাদালালের কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। হাটগড়া ও উলুবেড়িয়া ১/৭ হইতে ১/১১০; রাজশাহী—নগাঁও, মটোর ১/৬০ হইতে ১/১০ চটাক; নিম্নপুন্ড—ঠাকুরগাঁও, বালুরহাট ১/৭ সের হইতে ১/৮ সের; জলপাইগুড়ি আলিপুর চাকার ১/৭ সের; দাজিলী—কাশিমা, পিলিগুড়ি ও কালিমা ১/৬ হইতে ১/৮ সের; হুগুণ্ড—নীলকামারী, কুটিগ্রাম ও গাইবান্ধা ১/৬০ হইতে ১/৬০ চটাক; বগুড়া ১/৭০; পাখা—শিখারগড় ১/৭ সের; মালভ ১/৭ সের; কুচবিহার ১/৭০ চটাক; চাকা—বালিগড়, নারায়ণগড় ও মুন্সীগঞ্জ ১/৬০ সের হইতে ১/৭ সের; বরমসিংহ—জামশেদপুর, টাঙ্গাইল, মেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ ১/৬০ হইতে ১/৭ সের; করিমপুর—মোহাল, মালারীপুর, মোহালগঞ্জ ১/৬০ হইতে ১/৭ সের; বাবরগড়—পিরোজপুর, পটুয়াখালি, নকিব সাহাবাউলপুর ১/৭ সের হইতে ১/৭০ চটাক; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার ১/৭ হইতে ১/৮ সের; ত্রিপুরা—ব্রাহ্মপাড়িয়া, চাঁদপুর ১/৭ সের হইতে ১/১১০ সের; মেহেন্দিগঞ্জ এবং কেরী ১/৬ সের হইতে ১/৬০ সের; পান্ডুতা চট্টগ্রাম ১/৮ সের ও ত্রিপুরাবাঙ্গো ১/৬০ হইতে ১/৩ চটাক পর্যন্ত।

বাংলার সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিসর্জন যে-সপ্তাহে ৩ জুলাইতে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে বাঙলা দেশে মোট ১,৬৪৫ জন লোক কলিকাতার আশ্রিত হইল; তন্মধ্যে হাটগড় ১০৪ জন, ২৪-পরিগণা ১৮০ জন, কলিকাতার ৪৪৭ জন, করিমপুরে ১০৮ জন, বাবরগড়ে ২৯৮ জন, চট্টগ্রামে ১২০ জন, ত্রিপুরায় ২৪৫ জন, এবং মোহালগঞ্জ ১২৭ জন। যে-একটি সপ্তাহে কলিকাতার মোট ৬৪৬ জনের মৃত্যু ঘটে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতার ১২৬ জন, ও বাবরগড়ে ১১৭ জন মৃত্যুবরণ করে। এই সময় ৬৩১ জনের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে বর্ডমানে ১৬৬ এবং কলিকাতায় ১৩২ জন। কলিকাতায় ১০৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

দাজিলী এবং ত্রিপুরা হাটগড় বর্ডমানে ৯৫ এবং ৫৩ জনের ইনকুয়েন্সি হইয়াছিল। কলিকাতা, নীলগঞ্জ (নগর) এবং আলাদালালের কোন কোন অঞ্চলে যেমিনজাইটিস রোগ দেখা গিয়াছে।

(প্রসিদ্ধকর্তা)

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ও পরী-উন্নয়ন

রাজশাহীর পরীতে বিরাট প্রচেষ্টা

বিসর্জন ২০শে মেইন রাজশাহী জেলার যোগেশপাড়া গ্রামে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বৌ: কলিমুদ্দিন মওলদ সাহেবের সভাপতিত্বে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ ও পরী-উন্নয়ন শিবির প্রতিষ্ঠা করা হয়। সভার অনুমান ৭০০ নত লোক অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌ: কলিমুদ্দিন আহমদ এবং বৌ: তালিম উদ্দিন মোল্লা পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ও পরী-উন্নয়ন বিষয়ে জনসাধারণকে বিচিত্র উপদেশাদি প্রদান করেন। স্থানীয় কৃষি কমিটির চেয়ারম্যান বৌ: বাহার উদ্দিন মওলদ সাহেব পরী-উন্নয়ন ও পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এক সমস্যাটী বক্তৃতা দেন। পরে সভাপতি বৌ: কলিমুদ্দিন মওলদ সাহেব প্রত্যেক পাট-চাষকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার যেন তাঁহার লাইসেন্সের সহিত আবাদী জমি পুখানপুখ মিলাইয়া দেখেন।

করালী নীলজিৎ "ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার বিশেষ সাংবাদিকতার ভাবে প্রকাশ, সুপারিশিত এবং গ্রীষ্মের পড়নের পর তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই যে, আর্জেন্টা নিশ্চয়ই অস্বস্তি করবে। আফ্রিকার ইটালীর পোচনীর পরাক্রমের সম্ভাব্য ক্রমের জনসাধারণকে বিশেষ একটা জামিতে বেঁধে রাখা হইতেছে না। পাণ্ডি আলম বসিয়া ভাড়াবের আশ্রয় দেখা হইতেছে। পাণ্ডি হাপনের পর ফিলিপাইনের বহায়াতের জাঙ্গ সৌরভের দান অধিকার করবে এবং একবার আর্জেন্টা পেরেই ভাড়াব দান হইবে বলিয়া প্রচারকার্য চালান হইতেছে।

বিভিন্ন প্রকারের বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিজ্ঞপ্তি

বিসর্জন ২৭ জুলাইতে কলিকাতার বিভিন্ন প্রকারের বাজার দর নিম্নরূপ ছিল:—

	মুদ্রা মণ।
আমদারি আটা (কাপড়ের বসিয়ার)	৪১/০
ই (চটের বসিয়ার)	৪১/০
ই (কাপড়ের বসিয়ার)	৪১/০
আমদারি মুড় (কিশোর হাক)	৬৫
ই (অমৃত ভোজ)	৬৪
ই (উঁকার)	৬৪
ই (রাগা প্রজাপ)	৫৮
ই (শকর)	৬৪
ই (সীতা)	৬৮
ই (হুঁ)	৬৮
চাউল (বিক্রয়শীলী)	৬০—৬১/০
ই (পাটনাই)	৬—৬১/০
ই (মোটা)	৫—৬১/০

	প্রতি মুদ্রা
মুগা-বীজ (বাড়াই করা) (এ)	৬০
ই (বি)	১১/০
ই (সি)	১১/০
ই (ডি)	১০

	প্রতি চাকার
মুড়	১/৫ সের।

	প্রতি মণ।
গোল আল (নৈমিত্তিক)	৪১/০—৪১/০

	প্রতি সের।
ই	৮—৮/১০

	প্রতি মণ।
মংসা (কট)	১৮—২২

	প্রতি চাকার
ই (চিঁড়ি)	১২—১৪
ই (হিলি)	৮—১২

	প্রতি চাকার
কল (কপ্তারী আলম)	৬ টা হইতে ৮ টা।

	প্রতি চাকার
ই (গাঙ্গুরী কলম সেলু)	৮ টা হইতে ১২ টা।

	প্রতি চাকার
ই (আগারের আগার)	৭—১০

	প্রতি চাকার
ই (সিলাপুদী আলম)	৮/০—১০/০

৩১শে মে জুলাইতে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে মোট ১৩০টি মুগা-বীজ পাটী কলিকাতার আমদানী হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৭২টি পাটী পাটায় হইতে এবং অসামান্যতম অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল। এই সময় মধ্যে ১৬০টি মরিচ পাটায় হইতে ও ১৬৭টি অসামান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল।

মুগা-বীজ পাটী ও মরিচের দর বর্ডমানে ৭০—১০২, চাকা এবং ১৪৮—১৬৫, চাকার মধ্যে ওঠা-নাগা করিয়া ছিল। এই সময় পাটীর মুগের পরিমাণ ১/৬ সের হইতে ১/৮ সের এবং মরিচের মুগের পরিমাণ ১/০ সের হইতে ১/২ সের পর্যন্ত ছিল।

আফ্রিকার পড়ন সম্বন্ধে "ডেইলী মেল" পত্রিকা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—

আফ্রিকার পড়ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, পড়ন মুগের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসত সৈন্যেরা যে সামরিক কৃষিকার পরিচর দিয়াছে, তাহা নিম্নরূপ। এই মুগের আগা-পোড়া পড়ন অঞ্চল হইতে উপর দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জার্মান সৈন্যবাহিনী যে-সপ্তাহে জীবা অঞ্চল চালিয়াছে, তাহাতে তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।



এই বীর বৃদ্ধি বৈদ্যিক ২৩টি মণ্ডলী বিদ্যায় বিনয় করিয়া বিদ্যায় বিভাজন প্রাপ্ত সন্মান "মুগি কল" লাভ করিয়াছেন।

আরবের আধুনিক "লরেল"

ট্রান্সজর্ডনের মেজর গবেষণার কাহিনী

সাতশা চমকপ্রদ নামের পক্ষপাতি, জাহাজ বেল্লার পক্ষে আরবের মৃত্যু লরেল নামে অভিহিত করিয়া লিখিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক জন পুলিশের সহকারক মাত্র। আরব-বাহিনী নামে আধা-সামরিক যে একটি ট্রান্সজর্ডনের পাশি ও পৃথল্য বন্ধার কার্যে নিযুক্ত, মেজর গুব জাহাজের প্রধান। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ বাহিনীর মেজর হইলেও তিনি ট্রান্সজর্ডনের আর্মী অবদুরার কর্তব্য। এই বাহিনীটি একবার দেশের আন্তঃরিক পৃথল্য বন্ধার কার্যে নিযুক্ত; ইহাকে সীমান্তের বাহিরে বৃত্ত করিতে হয় না।

বিগত দুই বছর কালে লরেলের নাম বর্তমানে গুব ও আরবদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। তিনি আরবদের যুদ্ধে এবং বিশেষ পক্ষ লরেল। জাহাজ ও জাহাজে তালবাসে। গুব ক্রিষ্ণ বাজুতায়ার নায়ক অবলীলাক্রমে আত্মী তাল্য বলিতে পারেন।

গুব-পরিচালিত আরব বাহিনীতে যোগ দেওয়া ট্রান্স-জর্ডনের প্রায় আরব যুবকদের সমুদায় বৃত্ত আকর্ষণ। এই বাহিনীর লোকদের ভাল বেতন দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে সুখ-সুবিধা দেওয়া হয় এবং এই বাহিনীতে চুক্তিতে পারিলে আরব যুবকদের সমাজ বৃদ্ধি পায়। গুব আত্মক পক্ষ লরেল না। জাহাজ অফিসটি সুর এবং সেখানে প্রায় কীর্ণ। ইহার মধ্যে জাহাজে সেখানে মনে হয় না যে, যথা-প্রাচ্যে সর্বত্র ইহার নাম অপ্রচলিত এবং সর্বত্রই তিনি বিশেষ প্রকার পাত্র।

মেজর গুব জাহাজ বীর এবং তার প্রকৃতির লোক এবং নিজেকে মোটেই জাহাজ করিতে চান না। কখনও কখনও তিনি জাহাজ সাধারণ উটমিক্স বুলিয়া আরবদের নাম পরিধান করেন ও বক্তৃতির দরদ্রব্য পরিচর্যে বহির্গত হন। জাহাজ নবীর সেখানে মনে হয় এই জাহাজ জীবন, প্রায় জীবতে বাস ও পত পত হাইল বক্তৃতি অভিভ্রমণের পক্ষে তিনি উপযুক্ত নহেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অতটা দুর্বল নহেন। তিনি আরব-বাহিনীকে অগভীর শ্রেষ্ঠ পুলিশবাহিনীর অন্যতম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। এত অসংখ্য আরব জাহাজ অসংখ্য ব, জাহাজ, যথা-প্রাচ্যে হান দিতে আসিলে জাহাজ এই জনপ্রিয়তা জাহাজের পক্ষে এক বিশ্ব সমস্যার বিপরীত। উত্তরে। প্রকৃত পক্ষে জাহাজ প্রত্যহ জাহাজ বৃত্তা কখন করে।

সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনদের নাম পরিবর্তন

সরকারীভাবে যোগ্যতা আকার

জাতীয় চিকিৎসা বিভাগের সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন-এম এম হইতে এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন (জাতীয় পাখা) নামে অভিহিত হইবেন। হাসপাতালের সরকারীলগকে পূর্বে সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন নামে অভিহিত করা হইত। বর্তমানে যে সকল বেডিকেল লাইসেন্সিবেট (ডিপ্লোমাধারী) জাহাজ জাতীয় চিকিৎসা বিভাগের বীরে সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন হিসাবে কাজ করেন, পূর্বে হাসপাতাল সরকারীদের হুদনায় জাহাজ অনেক বর্ণী শিকিত ও জাহাজী পায়ে অভিজ্ঞ। সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন বলিলে মনে হইতে পারে, জাহাজ এখনও হাসপাতাল-সরকারীদের পর্যায়েই আছেন। ইহাতে জাহাজের বর্তমান শিক ও যোগ্যতার বহাব্য বহ্যক দেওয়া হয় না মনে করিয়াই জাহাজের নাম পরিবর্তন করা হইল।

যাওয়া ও পায়ে শিকের ডাল (Ingots) দিবার লক্ষ্যবিন্দুতে যোগ্যতা চলাইতেছে। একটি প্রতিষ্ঠান একটি নতুন জাহাজ-কল বাটাইয়া যথ-উপযোগী মেজরদের জন্য কতকগুলি শিকের গোলা তৈয়ারী করিতে লক্ষ্য হইয়াছে।

জার্মানিতে ব্রিটিশ বিমান আক্রমণের তীব্রতা

লক্ষ্যবস্তুলিকে আড়াল করিবার ব্যাপক বন্দোবস্ত

জার্মান সীমান্ত হইতে ডেইলী ট্রেনিং পত্রিকার বিশেষ সংবাদভাষ্য লিখিয়াছেন:—

হামবুর্গ, হানোভার এবং ব্রেমেনের উপর জার্মান বিমানবাহিনী যে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইতে শহরগুলির প্রধান প্রধান লক্ষ্যবস্তুলি বন্ধা করিবার জন্য ব্রিটিশ বিমানের দৃষ্টি হইতে ইহাদিকে লক্ষ্যপ্রকারে আড়াল করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। অনেক লক্ষ্যকারী সম্প্রতি এই তিনটি শহরই বুরিমা আনিয়াছেন। জাহাজ নিকট আনা গেল, হানোভার ও হামবুর্গের রেলওয়ে স্টেশন ও চতুর্দিকের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুলির উপর তল্লাশি এমনভাবে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এইগুলিকে ঠিক এক একটা টিলার মত দেখায়। অতঃপর ইহার উপর রাস এবং সারি সারি কৃত্রিম রোপাড বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উপর হইতে দেখিয়া মনে হইবে যে, যেম একটা পাহাড়ের উপরে রোপাডের কথা দিয়া একটা সাতা চলিয়া গিয়াছে।

ব্রিটিশ বোম্বা বিমানগুলি বোম্বা বর্ষণ করিয়া হানোভারের নিকট গোটা নরেক তেল-গুদাম উড়াইয়া গিয়াছে। এই বিমান আক্রমণের লক্ষ্য এই সকল তৈলঘনি অকলে করেক সত্তা পর্ষদ সকল কাজ বন্ধ ছিল। অতঃপর নাংলীরা এই অকলে তৈল-গুদারগুলির উপরে কৃত্রিম বাটীঘর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে।

ব্রিটিশের নতুন "পাংলা" বোমা

হামবুর্গ আক্রমণে ব্যবহৃত

"ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার সংবাদভাষ্য তারে প্রকাশ, সম্প্রতি জার্মান বিমানবাহিনী হামবুর্গ আক্রমণে যে বোমা ব্যবহার করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত অল্প বয়সের। ইহাদের বন্ধন সেবিয়া এগুলিকে "পাংলা" বোমা বলা যায়। প্রকাশ, হামবুর্গ এই বোমাগুলি অল্প কালও বসাইয়াছে। একটা বাড়ী হত এই বোমার গোটে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, পাণের বাড়ীটার সামান্য মাত্র ক্ষতিও হইল না এবং হত ২০০ গজ দূরে এই বোমার ঝাট্টার আঘাতের বাড়ীর ওকতর ক্ষতি হইল। ব্রিটিশের কোমও বোমা না ফাটিয়া মাটিতে পড়িলে, জাহাজকে অপসারণ করিতে জাহাজের দাপন তর পায়। এমন কি এইগুলি সরাইতে রাঙি হইলে কর্মীদের দও বন্ধ করা হয়।

ভারতে ঔষধ-প্রস্তুত

দেশীয় কারখানার প্রচেষ্টা

উত্তিপূর্বে বিশেষ হইতে অস্বাস্যী করা হইত এমন করেকটি ঔষধ বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোম্পানী এসেয়েই প্রস্তুত করিতে লক্ষ্য করিয়াছেন।

এ পর্ষদ "এবেলিন সাইটিন" ইংলও হইতে আকর্ষণী করা হইত। সম্প্রতি একটি ভারতীয় কারখানা ইহা প্রস্তুত করিতে লক্ষ্য হইয়াছে। বর্ষ জাহাজের একটি কারখানা "লিফ কলবেলডিয়ার" প্রস্তুতের কার্যে ব্যস্ত গিয়াছে। পূর্বে জাহাজী হইতে আকর্ষণী করা হইত এমন একটি ঔষধ বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে। ইহার নাম "কারবারকোল" বা "কোয়ার্ল"।

টাইমস্ পত্রিকার নিউইয়র্ক সংবাদভাষ্য তারে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপদ কর্মচারিগণ সামরিক সুবিধার লিফ হইতে গ্রীষ্মকালের ওকর নিগমতমে পর্ষদা করিয়া সেবিতেছেন। বর্ষ গ্রীষ্মকালের পালনকর্তা সমিতিয়ারে ইহার পট্টই জাহাজীনে পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতবর্ষে গ্যাস-প্রতিরোধক বস্ত্র নির্মাণ

আলিপুর টেট রাউন্ডের নতুন উদ্ভাবন

আলিপুরের টেট-রাউন্ডে সম্প্রতি গ্যাস-প্রতিরোধক এক প্রকার বস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্যাস প্রতিরোধে ইহা তৈল-বস্ত্রের ন্যায়ই কার্যকরী। পরীক্ষার জন্য এই বস্ত্রের তিন প্রকার নমুনা লিফ-কল হইয়াছিল। পরীক্ষার প্রত্যেকটি নমুনাই সন্তোষজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই বস্ত্রগুলি কোমও কোমও বিঘরে বিশেষ হইতে আকর্ষণী করা অনুগ্রহ বস্ত্রগুলি হইতেও উপযুক্ত।

এই বস্ত্রের বিশেষ চাহিদা হইয়াছে। তথ্য এ বেশ মনে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য বস্ত্র দেশ হইতেও ইহার জন্য অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই একতান হইতে ২২ লক্ষ গজ গ্যাস-রোধক বস্ত্র সরকারের অর্ডার আনিয়াছে। বিশেষ হইতে যে সকল গ্যাস-রোধক বস্ত্র আকর্ষণী হয়, পক্ষ প্রতি জাহাজ দান ২১০ টাকা। ভারতবর্ষে প্রস্তুত এই কাপড়ের দান ইহার চাইতে অনেক কম পড়িবে।

এই নতুন আবিষ্কারের ব্যাধি-তথ্য যে বর্তমানের গ্যাস-বস্ত্রের চাহিদাই লিফে, তাহা মনে; তথ্যভাষ্য ইহার সামান্য অসম-বলন করিয়া অরেল-ডিন, অরেল-কুখ ও অনুগ্রহ প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি নির্মাণ করা সম্ভব হইবে।

"বিসমার্ক" ডুবির সম্পর্কে সুইডেনের পত্রিকা

জাহাজ নৌ-বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ ক্ষতিগ্রস্ত

"ইকনমি টাইমস্" নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়াছেন:—

"হড" ডুবিতে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর যে ক্ষতি হইয়াছে, "বিসমার্ক" ডুবির লক্ষ্য জাহাজ নৌবাহিনীর ক্ষতি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর। "হড" বনতরীটি সমগ্র ব্রিটিশ বনতরী বাহিনীর ১৬ ভাগের এক ভাগ মাত্র, কিন্তু "বিসমার্ক" সমগ্র জাহাজ বনতরীর এক-চতুর্থাংশ।

"সোরেনসন" নামক সংবাদপত্রটির নৌ-সংবাদভাষ্য লিখিয়াছেন:—

"এন্ডেন" ও "প্রাক্সীর" তুলনায় ইহা বড় শত্রু শত্রু বস্ত্র হইয়া গেল। ব্রিটিশ নৌ-অধ্যক্ষদের পক্ষে ইহাকে বিশেষ গৌরবজনক বিজয় লাভ বলা চলে। "বিসমার্ক" মিল্ক-কলে ব্রিটিশ বিমানপোতও বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। তথ্যভাষ্য জাহাজের আটলান্টিকে সাবমেরিন হাজা অন্য দুই-তৃতীয়াংশ পাঠাইতে সাহস করে কি না, তাহা লক্ষ্য করার বিষয়।"

এ, আর, পি

- ১। বক্তৃতা এবং বৈঠক ওয়ার্ডেনদের জাতন্য বিঘর সংগ্রহ পুস্তক। (ইংরাজী) ৮ আনা (২ আনা)।
- ২। এয়ার রেইড-সর্বসাধারণের অবস্থা জাতন্য ও অবস্থা করণীর করেকটি বিঘর। (ইংরাজী ও বাংলা) ২ আনা (১ আনা)। প্রত্যেকখানি।
- ৩। আলো-নির্ভর সমুদ্রে আলো। (ইংরাজী ও বাংলা) ১ আনা (১ আনা)। প্রত্যেকখানি।
- ৪। আলো-নির্ভর আলো সমুদ্রে করন না বি, এম/এ, আর, পি, ১৬, ২০, ২১। (ইংরাজী) ৪ আনা (১ আনা)। প্রত্যেকখানি।
- ৫। পূর্বের কথা এয়ার রেইড, ১৯৪১। (ইংরাজী) ১ আনা (১ আনা)।

মেজর গভর্নমেন্ট প্রেস, পার্লামেন্টারি প্রেস, ও কলকাতা প্রেস, কলিকাতা।

মেজর অফিস, টাইমস্ বিল্ডিং, কলিকাতা।

কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।

জাহাজ।

वाङ्मय कथा

विषय सूची

ইংলিশ-চ্যানেলে শক্তিশালী নৌ-বহরের উপস্থিতি

কেন্দ্রে দুটিন বিমানবাহিনী ইংল্যান্ড বিমানবাহিনী
উড়ে উঠিয়া সিনা জাভানীর প্রাঙ্গণ বিমান-পথে
খিট নাথানে প্রকৃত হইয়া সৈন্যবাহী জাভান কনডর
হলসাকরে দুটিন পৌ-বহরকে মবেই সাহায্য করিতে
[৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন]

भाइकियन् भाइकरी एउ को।
 भाइकियन् भाइकरी एउ को।

জাতিগণের প্রতি গৌরবী বৈমানিকতা শিখাজানে ইংল্যান্ডের
উপর হানা দিতে উদ্যত হইতে পারে। তেমন অবস্থার
শিটকারার, ইয়াকিন্‌স, জেন জো ইত্যাদি শ্রেণীর বিমান-
বহর ভলি করিয়া ইয়াকিন্‌সকে ভূশান্তিত করিবে। যদি
কেন বা যেহাি পার, তখন হইলে অবস্থিত যোগাড়দের
প্রতীকার বিলম্ব ১৮ মাস পর্যন্ত বাতায় বসিয়া আছে
তথ্যের নিমিত্তই ইয়াকিন্‌সকে 'কাবু' করিয়া দেখিবে।
দাবণ নাহিতে অবতরণ করা হইত ইয়াকিন্‌সকে বুটসের
ভিত্তিমালী বন্দাবহিরীর সন্মুখীন হইতেই হইবে। ইতা-
হীন অবস্থায় কোন-পার্টিকলার কোন পর্যন্ত ইয়াকিন্‌স
বিহীন। বিলম্ব সেই বন্দাবের সাময়িক বিকার করে

[illegible]

‘যেকনা’ জাহান ডুবির তদন্ত

कविटी गेय

১৯১৭ সালের ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ১৯

কলিঙ্গ আশির পরাক্রমে পবিত্র ইয়াক বস্তুই মাথানীসের
কবলিত হইয়া গিয়াছে। যে দুৰ্জন্যের বিষয় চিত্ত
কলিত্তেও আশ্রয়ের নষ্ট হইয়া, সে সভ্যতা অবস্থা হইতে
পবিত্র ইয়াককে রক্ষা করার সমস্ত বিশেষ সুসংবাদ
মুঠেই উদ্ধৃত্ত প্রকাশ করিতেছে। আর্যসভ্যতা
মাথানীসের হস্ত হইতে পবিত্র স্থানগুলি রক্ষা করুন।

[illegible]

কত মহানগরের বিখ্যাত টাকফোর্ড ক্রীমের দ্বারা স্মৃতি
 সোনারখিল্লীর বাহ্যিক কত এক টিকের সঙ্গে স্মরণীয়ভাবে
 [কল কীলকের সঙ্গে স্মৃতি]

অগ্নিনিরীক্ষা টেরিটোরিয়েল পাখিদের সত্যাবের মধ্যে
কর্তব্যে ৩৫ প্রকারে বিভক্ত। এদের মধ্যে ডেক,
ড্যানি এবং বিনি নামের আছে। টেরিটোরিয়েল
পাখিদের মধ্যে প্রধানতঃ হাঙ্গা, ঠোঁড়র আকালো,
টাইপিন্ডার হাঙ্গা, টাইপিন্ডার ক্যা বা বোইর হাঙ্গার নাম
করা হয়।

লেডী মেরী হার্ট মহিলা যুগ্ম-তহবিল

সংগৃহীত টাকার হিসাব

বিগত ৩১শে মে তারিখ পর্যন্ত লেডী মেরী হার্ট মহিলা যুগ্ম-তহবিলে বিভিন্ন সূত্রে নিম্নোক্ত পরিমাণ টাকা পাওয়া গিয়াছে:—

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—	টাকা।
২৪-পরিচালনা	(টাকার পরিমাণ জানা যায় না)
দশোত্তর	১,৬০৯
মুন্সি	১,১৩৮
মুন্সিলাল	১,৬২৯
মুন্সি	১,০২৯
মোট	৭,৩৯৯

বর্ডার বিভাগ—	টাকা।
বীজ	৮১০
বীজতর	১০৯
বর্ডার	১০,৪৫৭
ভূমি	৬,৩২১
ভাড়া	২,৬৬৪
বেতনাদি	৬৩,৮১৯
মোট	৮২,৫০০

চট্টগ্রাম বিভাগ—	টাকা।
চট্টগ্রাম	৪,৫০৯
পাটুয়া চট্টগ্রাম	২,৭০৯
সোয়াপালী	১০,০৮৯
ত্রিপুরা	১৭,১৩৯

ঢাকা বিভাগ—	টাকা।
বাংলাদেশ	১,৫২৭
ঢাকা	১৪,৩০৯
কলিকাতা	৭৮৯
ময়মনসিংহ	৩,২০৯
মোট	১৯,৮৩৫

কাকদ্বীপ বিভাগ—	টাকা।
কাকদ্বীপ	৭৭০
কাকদ্বীপ	২০,৫০৯
কাকদ্বীপ	৬,৪৩৯
কাকদ্বীপ	৭,৭০৯
কাকদ্বীপ	২,২৭৯
কাকদ্বীপ	৮৪৭
কাকদ্বীপ	৮২৯
কাকদ্বীপ	৭,২০৯
মোট	৫২,৩৫৯

মোট	২৭,১০০	২৭,১০০
বাংলাদেশ কেন্দ্রীয়	১,৬৬,০০৯	৮,৭২৯
বাংলাদেশ বাহিরে	১,৫০০	১,৫০০
কলিকাতা	৪,৩৭,৭১৯	৮,৬৬৯
পাটক ও কাকদ্বীপ প্রভৃতি	৬৩,২০৯	৩,২০৯
মোট	৬,৬৮,৭২৯	২২,১০০

কররোগাক্রান্ত সরকারী চাকুরী

সুবিধার জন্য নতুন নিয়মাবলী প্রবর্তন

যেসব সরকারী কর্মচারী কররোগে ভুগিতেছে, তারা-
দের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় তাদের
নিজদের ও সহকর্মীদের প্রতি হৃদয় সহানুভূতি হইয়াছে
এবং পতন-ব্রণ্ট কররোগে নিধারনের যে অভিযান করিয়া-
ছেন, তাদের উৎসাহ-বাধা হইয়া বাইতে বসিয়াছে।
এমনও বলা গিয়াছে যে, যে-সব সরকারী চাকুরীয়া ব্যক্তি
সংক্রমণের কোন আশঙ্কাই ছিল না এবং যাহারা সম্পূর্ণ
সুস্থভাবে নিজদের কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করিতে সক্ষম, এমন
লোককেও কেবল কররোগের সংশয় বশে চাকুরী হইতে
বরখাস্ত করা হইয়াছে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া
পতন-ব্রণ্ট কররোগে আক্রান্ত সরকারী কর্মচারী ও
সাধারণভাবে জনস্বাস্থ্যের কল্যাণার্থে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী
প্রণয়ন করিয়াছেন:—

(১) বাতলা সরকারের অধীনস্থ কোন কর্মচারীর
কররোগ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট
প্রেসিডেন্সী বা সিভিল সার্জনের নিকট পরীক্ষার্থে
প্রেরণ করা হইবে। একজন পরীক্ষার জন্য কোন ব্যক্তি
পারিবে না। প্রেসিডেন্সী বা সিভিল সার্জন যদি
পরীক্ষার পর মনে করেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হাসপাতালে
প্রেরণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে
নিকটবর্তী এমন কোন হাসপাতালে পাঠাইয়া দিবেন
যেখানে ভালভাবে বন্ধ পরীক্ষার জন্য রত্ন-বন্দী বয়স
ব্যবস্থা হইয়াছে। যেসব সরকারী কর্মচারী ১০০
টাকার কম বেতন পায়, তাদের রত্ন-বন্দী কটোগ্রাফের
ব্যয়ভার পতন-ব্রণ্ট বহন করিবেন। যে-কে-কে কোনও
বেতনকারী হাসপাতালে রত্ন-বন্দী পরীক্ষার ব্যবস্থা
হইবে, সে-কে-কে পতন-ব্রণ্ট এই উৎসে বর্ডার
বর্ডার বাজেটে বরাদ্দকৃত ৭,০০০ টাকা হইতে এই
ব্যয় প্রদান করিবেন। বাক-বেতন, কমিকাতা বা অন্য
বে-বানের হাসপাতালেই রোগীর পরীক্ষার ব্যবস্থা হইবে
না কেন, কোন অবস্থাতেই পতন-ব্রণ্ট রোগীর ব্যয়ভার
বহন করিবেন না।

(২) বর্ধাযোগ্য পরীক্ষার পর যদি সংশ্লিষ্ট ডাক্তার
বা হাসপাতালের চিকিৎসক একজন অভিজ্ঞ প্রকাশ করেন
যে, রোগীর রোগ দমিত অবস্থায় হইয়াছে এবং তাহার
পক্ষে কার্য করিতে কোন আশঙ্কা নাই, তাহা হইলে
নিম্নোক্ত নর্থে তাহাকে চাকুরী করিবার অনুমতি প্রদত্ত
হইবে:—

(ক) উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সরকারী ডাক্তার বা
হাসপাতালে কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসার
ধাক্কিতে হইবে। উক্ত সরকারী চিকিৎসক একজন ব্যক্তি-
কের সাহায্যে একটি ডালিকা রাখিবেন যেন রোগীর অবস্থা
সহজে ধরা ধরা সত্য সত্য হয়।

(খ) যেসব সরকারী চাকুরীয়া কররোগে আক্রান্ত
হওয়ার পর যোগ্য দমিত অবস্থায় হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ
হইবে, তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট সরকারী ডাক্তার বা
হাসপাতালে পরীক্ষা করা হইবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহা
হইলে সরকার হাসপাতালে কোনও কররোগে বিশেষজ্ঞ
ডাক্তার পরীক্ষা করান হইবে। সরকারী ডাক্তার একজন
পূর্ণ-পরীক্ষা বিলা-ব্যয়ে করিবেন।

(৩) যদি উপযুক্ত পরীক্ষার পর মনে হয় যে, রোগ
এমনও বলা হইয়াছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির
নিয়মাবলীতে বর্তমানের দুই পাওনা হইয়াছে, তাহাকে
তত দিনের দুই বছর করা হইবে এবং যে-পাওনা না
সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী বা সরকার হাসপাতালে
কোন চিকিৎসক একজন অভিজ্ঞ প্রকাশ করিবেন যে,
উক্ত ব্যক্তির রোগ "দমিত" হইয়া গিয়াছে, যে-পাওনা
তাহাকে নর্থে মোকদম করিতে দেওয়া হইবে না।

[এই কলকে দিতে প্রত্য]

বুটেন অভিযানে হিটলারের অসুবিধা

[১ম পৃষ্ঠার পোষা]

পারিবে। তবে কখন প্রচুর কতিবীকারের পর কতক
জাতিগণ সৈন্য ইংলণ্ডে অবতরণ করিল। ইহাদের জন্য
হল ও অন্যান্য বন্দোবস্ত হই-ই।

সেনাপতিরদের পরিকল্পনা-এ-বর্গে একটি ব্যবস্থা
করা হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডে অভিযানের জন্য বিভিন্ন
অনুরোধী সৈন্যসমূহ ককোর সমর্যে ইংলণ্ডে উপনীত
হইবে। ৩৬ আগস্ট ও ৩৭ জুলাইয়ের মধ্যে থাকিবে—
যেহা সে-তারেই যোগাড় করিয়া দিতে হইবে।

জাতিগণ ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত সৈন্যব্যয়করণ যদি মনে
করিয়া থাকেন যে, ইংলণ্ডের পল্লী-আলয়ে সংশ্লিষ্ট
পেট্রল পাম্প ট্রেনে জাহাজ ভাঙ্গা কুপন উপস্থিত করিয়া
ট্যাঙ্ক ইত্যাদি জন্য পেট্রল সংগ্রহ করিতে পারিবেন,
তাহা হইলে আবার মনে হয়, জাহাজা দিগন্তই তুল
করিবেন।

ইংলণ্ডে পৌঁছার পর জাতিগণ সৈন্যদের বন্দোবস্ত
ও বন্দোবস্তের সমস্যা ও নতুন সৈন্য আনলী সম্পর্কে
কোন প্রশ্নই উঠে না; কারণ অত্যন্ত-পক্ষে একটি বন্দর
বন্দে না থাকিলে উহার কোনটাই সম্ভবপর নয়। তদুপরি
সমুদ্রপথ হাজা অন্য কোন উপায়ে সে-কার্য সম্পাদিত
হইতে পারে না।

বুটেনের জীবন-বরণ সমস্ত উক্ত সমুদ্রপথটি জাহাজ
প্রাণপণে রক্ষা করিবেই করিবে। সমুদ্র-পথে বুটেন
আক্রমণ হিটলারের পক্ষে অসম্ভব মনে হইলেও
আমানিপক্ষে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কারণ বর্তমান সতর্ক
হইতে শত্রু শত্রু পরিকল্পনার জন্য হিটলার হস্ত তেন
পূ-সাহসিক কার্যে প্রস্তুত হইতেও পারেন।

সুহৃদদের আহার ও বাসস্থান

বিমান আক্রমণ সম্পর্কিত প্রবন্ধের আলোচনা

বিমান আক্রমণের দক্ষ ব্যবস্থা সুহৃদ হইয়া পড়িবে,
অস্বাভাবিক জাহাজের বাওরা গাওরা ও আশ্রয় প্রদানের
ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রবন্ধের আলোচনার জন্য বিগত ৪১
জুন রাত-বিভাগের বর্ধী বানদীর স্যার বিজয় প্রদান
সিংহ রায়ের সভাপতিত্বে জাইটারিং বিল্ডিং-এ একটি সভা
হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার বের বি: সি, এন, ব্রজ,
ডেপুটি বের বি: এন, এ, এইচ, ইম্পারাদী, প্রেসিডেন্সী
বিভাগের কলিকাতা বি: এন, ডি, এইচ, সাইফুল,
সি, আই, ই, এন, সি, আই, সি, এন; করপোরেশনের
প্রধান কর্মকর্তা বি: জে, সি, মুখার্জী, রাত-বিভাগের
সেক্রেটারী বি: সি, আর, সেন, আই, সি, এন; পূর্-
বিভাগের চাকু ইতিমধ্যে বি: সি, ডবলিউ, ট্যাগি গ্রীণ
ও রাত-বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী বি: সি, ডি,
মর্টন, ও, বি, ই, আই, সি, এন, উক্ত সভার মোকদম
করিয়াছিলেন।

পতন-ব্রণ্ট যদি প্রয়োজনীয় কর্মের ব্যবস্থা করিয়া
সেন, তাহা হইলে উপযুক্ত উৎসে একটি প্রতিষ্ঠান
বীড় করাইতে এবং উহাকে তদু রাহিতে কলিকাতা
করপোরেশন সমিতি জ্ঞান করিয়াছেন। বন্দোবস্ত
শীঘ্র জাহাজ এ-সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা পেশ করিতেও
সম্মত হইয়াছেন।

[২য় কলকের পোষা]

সরকারী ডাক্তারগণ প্রয়োজন মনে করিলে কোনও
রোগীকে উপযুক্ত পরীক্ষার জন্য সরকার হাসপাতালে
অন্য কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট পরিচিতি
পারিবেন। যদি সুস্থীকৃত দুই সেন হওয়ার পূর্ব-ই
অভিজ্ঞ প্রকাশ করা হয় যে, রোগীর রোগ দমিত হইয়া
গিয়াছে, তাহা হইলে উপরে উল্লিখিত নর্থে উক্ত ব্যক্তিকে
সুস্থতার কার্যে মোকদম করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে।

একটি বিদ্যমান নীতি অনুসরণ করে উপর বর্ণিত প্রণীতি মোতা বিদ্যে বোঝাই
করা হয়। পূর্বের দাবী হইয়াছে।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

রাষ্ট্রদায়ী—

গত যে মাসে বাঙালী জেলার সদর মহকুমার যে সকল পল্লী-উন্নয়ন কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল:

আবানী ইউনিয়নের অন্তর্গত 'হরিপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি' যেকোনো প্রকারে অর্জবায়ন দীর্ঘ আবানী-হরিপুর রোড এবং হরিপুর হটতে বিদ্যমান পথের আর মাইল দূর। আর একটি পথ মৃতদেহ কবিরাজ নির্মাণ করে। আবানী পেরানাপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ২২০ গজ দূর একটি মৃতদেহ কবিরাজ নির্মাণ করিয়াছে এবং আলোচ্য মাসে চকসোপানদে পল্লী-উন্নয়ন সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রায় ১ বিঘা জমির অঙ্গন সাজ করা হইয়াছে। এই সকল সমিতিতে আবানী ইউনিয়নের অন্তর্গত চরমাটা থানার অধীন।

জলসামগ্রিক পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজে উৎসাহিত কবিগণ নিমিত্ত আবানী ইউনিয়ন বোর্ডের পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক এবং সম্পাদক একটি পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত সভা সংগঠন করিয়াছিলেন এবং এই সভার প্রায় পঁচাত্তর লোক উপস্থিত ছিল। ইউনিয়নের অধিবাসিগণ এই কার্য সফলভাবে সমর্থন করিলে এইজন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। মহকুমা চাকিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান আরও দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইল এবং লক্ষ্যভুক্ত হাট নামক স্থানে জলস্রোত হ্রদ, উপস্থিত জনগণের সংখ্যা ৩০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত হইয়াছিল। মহকুমা হাকিম উপস্থিত জনগণকে পল্লী-সংগঠনের প্রকৃত অর্থ বিনামূল্যে বুঝাইয়া দেন এবং অবিলম্বে পল্লী অঙ্গনের অধিবাসিগণের মাসিক দুইতরী ও জীবন যাত্রা প্রণালীর উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া তত্ত্বাবধা পারীক্ষিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ কবিগণ উপস্থিত প্রদান করেন।

পল্লী-অঙ্গনের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ কৃষি কর্তে ব্যাপৃত থাকে এবং কলে পল্লী সংগঠনের কাজ অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়।

বর্তমান মৈন-বিদ্যালয় ওলি পুখুরিয়ার মায়র শিক্ষা বিভাগ কার্যে নিযুক্ত আছে।

নীলকাচারী (রাপুড়)—

গত যে মাসে নীলকাচারীতে যে সকল পল্লী-সংগঠন সংক্রান্ত কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

ইটাখোলা ইউনিয়নের অন্তর্গত লিঙ্গাই নামক গ্রামে একটি পল্লীপথ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই কাজটি আট মাইল দূর গ্রামে বাসাস্থান নামক এক ব্যক্তির গৃহ হইতে জেলা বোর্ডের দ্বারা পথায় গিয়াছে। উক্ত গ্রামেই চকর হাটের নিকটে একই জল দীর্ঘ আর একটি দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে। শ্রীমধু নামক গ্রামে একই সৈন্যের আর একটি দ্বারা তৈরী করা হইয়াছে। কিশোরগঞ্জ থানার অন্তর্গত টালিমালা ইউনিয়নের অধীন বৈষ্ণব মহাস্থানের বাড়ী হইতে আর মাইল দূর যে দ্বারাটি বিনামূল্যে পথায় গিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে যেকোনো প্রকারে প্রবেশ তৈরী করা হইয়াছে। দ্বারাটি ইউনিয়ন বোর্ডের অধিন হইতে উক্ত জেলা বোর্ড যোগে পথায় গিয়াছে। কিশোরগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্গত জেলা নামক গ্রামে পল্লী মঙ্গল সমিতির সদস্যগণ এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তার সংস্কার সাধন করিয়াছে।

শিক্ষা ভান

পানিহালপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতির তত্ত্বাবধানে অতি নীচ একটি পল্লী প্রাঙ্গণের স্থাপিত হইবে। হল নির্মাণ কার্য সমাপ্ত প্রায়। এই উদ্দেশ্যে উত্তরবোর্ড ২৫০টি মৃতদেহ পুত্রক করা হইয়াছে।

কিশোরগঞ্জ এবং পুটিয়ারী ইউনিয়নে তিনটি মৃতদেহ মৈন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

কিশোরগঞ্জ থানার অন্তর্গত পাখাপুর ইউনিয়নের অধীন তালিমার গ্রামে টোপাচ চাঁদ নামক স্থান হইতে কইরাবীলটি পথায় যে দ্বারা গিয়াছে তাহার উপর একটি পাকা সেতুর ভিত্তি প্রকৃত স্থাপন কবিগণ উৎসাহ সম্পন্ন হইয়াছে। এই সেতুটি স্থানীয় জনসাধারণের বহু দিনের অভ্যাস দ্বীভূত হইবে।

আওরাই নামক গ্রামে জন মিকানের একটি কাটা নামা তৈরী করা হইয়াছে। এই নামা দ্বারা পান সাবক এক ব্যক্তির গৃহ হইতে বর্গ পালের দ্বারা পথায় গিয়াছে।

স্থানীয় পল্লী-মঙ্গল সমিতির সদস্যগণ চৌরা পানপাড়া গ্রামের নিকি বিদ্য জমির অঙ্গন সাজ করিয়াছে।

খুলনা—

পিলভাখুলনা জিলায় একটি মৃতদেহ প্রায়। লোক-সংখ্যা ৩,৫০০ হাজারের উপর। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও সংগঠনে পিলভাখুলনা বর্তমানে যে অগ্রগতি তাহার সূত্রপাত হয় ১৯৩৩ সালে। পিলভাখুলনা "উজ্জ্বল ইন্সটিটিউট" নামে বরেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। পরে ১৯৩২ সালে সাধারণ শিক্ষার সঠিত কার্যাবলি বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায় তৎকালীন বর্মা-ইংরেজী বিদ্যালয়টিকে "পিলভাখুলনা পলিটেকনিক হাই স্কুল" পরিণত করা হয়। বর্তমানে উক্ত বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঠিত বরেন বিদ্যা, মারিকেন জোবদার শিল্প (core industry) বই ও ছবি বীথাই, লক্ষ্যের কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের জায় ও বেকারগণ বিনা বেতনে এই সকল শিল্প কার্য শিখিতে পারে। শ্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য গত ১৯৩১ সাল হইতে একটি অর্থনৈতিক উচ্চ প্রাথমিক বানিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। বর্তমানে উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য গ্রামের কেন্দ্র স্থলে এক বহু জমি সংগৃহীত হইয়াছে। গত ১৯৮১ এপ্রিল জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মি: এন. এন্. বোথ ও ডিউটি ম্যাজিষ্ট্রেট এই জমি পরিদর্শন করেন এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই স্থানে মৃতদেহ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন।

জায়, যুদ্ধ ও প্রাচীনতার সাংস্কৃতিক উন্নয়ন (cultural development) জন্য প্রতি বছরে আবুতি, বিতর্ক ও পুস্তক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। গত বছরও এসব অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ আবুতি জন্য "প্রবোধ স্মৃতি পদক" পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রায় বহু ব্যক্তির প্রভিন্সের সাধারণ অধিকাংশ জায় যুদ্ধের শিক্ষামূলক নাটক অভিনয়ের দ্বারা গ্রামের বহু জনসাধারণের চিত্ত বিমোহন করেন।

প্রাচীনকালের সর্বো নিম্নকল্পে স্থান কবিগণ জন্য হাজারের জন্য একটি মৈন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বিপদ কর্তৃক বর্তমানের সংস্কার ও সংগঠন কার্যের বিবরণ বর্তমানে প্রকাশ্যে। লক্ষ্য প্রাচীনকালের ঐকান্তিক চেতার ও অঙ্গন উৎসাহে কোন প্রকার সরকারী বা বেসরকারী দ্বারা বা পাইয়াও একটি দান কোন অঙ্গন হইয়াছে। প্রতিবৎসর ২০০/২৫০ গজ মৃতদেহ

কাটা বা পুত্রাভয় সংস্কার করা হইতেছে। বর্তমান বছরের প্রায় ২৫০ গজ দান মৃতদেহ কাটা হইয়াছে। এই দানটি সম্পূর্ণ হইলে চুড়ালাহের বিল, মালুয়ার বিল, কহিয়ার বিল, জরপুরের দাঁড় প্রভৃতির ও পিলভা, ডাটপাড়া, জরপুর প্রভৃতির জন মিকান হইবে। উক্ত তিনটি বিলের জন মিকান হইলে প্রায় ৩০০ গজ বিদ্য জমি মৃতদেহ আত্মন হইবে। গত বছর ও বর্তমান বছরে প্রায় ১ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের অঙ্গন পরিদর্শন ও ১১০ মাইল দূরকার সংস্কার পল্লীপথের কবিরাজ করিয়াছেন।

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি পাঠাগার, পাঠপুত্র reading room) ও পল্লীপথের বিভিন্ন কার্যাবলীর সঠিত সর্বদা যোগাযোগ রাখিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় অফিস কবিগণ জন্য পিলভাখুলনা পলিটেকনিক স্কুলের নিকটে ৪ কাটা জমি পরিদর্শন করা হইয়াছে। এই স্থানে আবানীকীর গৃহনির্মাণের জন্য দুই তিকা দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

যুদ্ধকল্পে কুইল, জমি প্রভৃতি বেলার জিলায় সর্বত্র বেশ স্থান অর্জন করিয়াছে এবং কয়েকটি শিল্প, কাপ প্রভৃতি বিজয়ী হইয়াছে।

বর্তমানে গ্রামের বিভিন্নস্থানী কল্প প্রচেষ্টার গ্রামের যুদ্ধ, বুদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান সকলেই রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক অসৈক্যের উর্ধ্বে থাকিয়া গ্রামোন্নয়নে অর্থ-নিয়োগ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ—

পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর এবং পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের চিক কন্ট্রোলার মি: এইচ. এন্. ইসহাক, আই সি, এন গত ২৫শে মে বরেনসিঙে জেলার অন্তর্গত গোপালপুর পরিদর্শন করেন।

একটি জন-সভায় গোপালপুর মার্কেট ইউনিয়ন বোর্ড তাঁহাকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। মি: ইসহাক পল্লী অঙ্গনের পঁচি হাজার লোকের একটি বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উপলক্ষে টাঙ্গাইল ও জামালপুরের পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রথম ইন্সপেক্টরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এবং বাঙালার চাষী জীবনে তাহার প্রভাব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। পাটচাষিগণ যে পরিকল্পনাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে তাহা তিনি উদাহরণ্যক বসাবাদ প্রদান করেন এবং আগুন দেন যে তাহা একদা আশামুগ্ধ বাজার ও উচ্চ দর পাইবে। তিনি উদাহরণ্যক এই কথাই বিনামূল্যে বুঝাইয়া দেন যে, গ্রামের চাষ বাড়িয়েলেই বাঙালার চাষীদের বাত-বাড়র হইবে এবং অতিথিত পাটচাষের কলে প্রত্যেক বছর যে বাধ্যতাব্য হয়, সে সবদা আর থাকিবে না এবং বিলম্বে হইতে আবানী করা চাউনের উপরও বাঙালীকে নিউর করিতে হইবে না।

পল্লী-অঙ্গনের জনসাধারণ কি জাবে তাহাদের সুখ, সৈন্যের মধ্যেও আবানী হইয়াও নিজ নিজ সন্ধান করার দ্বারা পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে, সে সম্পর্কে মি: ইসহাক বিস্তৃত আলোচনা করেন। অন্তঃপুর তিনি বলেন যে বর্তমানের মধ্যে শিক্ষা-বিভাগ, পল্লী-উন্নয়ন সমিতি সংগঠন এবং গ্রামোন্নয়নের মধ্যে একত্র ও সহযোগিতার কলে পল্লী-অঙ্গনের অধীন সংস্কার সাধিত হইতে পারে।

গোপালপুরের মার্কেট অফিসার মি: কে. আর. বায়েন, জা: আবানী জমি, মৈন অঙ্গনের অধিন ও বাস করবেন ওলঙ্গন ননি পরিচালক নিয়ন্ত্রণ এবং পল্লী সংগঠন সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

আলেকজান্দ্রিয়ায় তীব্র বিমান-আক্রমণ

গত ৪ঠা জুন আলেকজান্দ্রিয়ায় উপর বিমানবলে যে প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালিত হয়, তাহার ফলে ১৪৭ জন লোক নিহত হইয়াছে এবং ৭৫ জন বাড়ি বিধ্বস্ত হইয়াছে। বিমানবলে প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে আনুমানিক ৪ নত লোক নিহত হইয়াছে। মিসরের প্রধান-নগরী আলেকজান্দ্রিয়া হইতে কার্গোর প্রত্যাবর্তন করিয়া এই তথ্য প্রকাশ করেন।

কলে কলে আগ্রবলের শব্দ ত্যাগ

বিমান, আক্রমণের ফলে আলেকজান্দ্রিয়ায় অধিবাসী-আক্রমণ এত বিপুল পরিমাণে শব্দ ত্যাগ করিতেছে যে, নারীরা, এমন কি, ছোট শিশুর পর্বত ট্রেনের ছায়ে চুকাইয়া নইয়া যাওয়া হইতেছে।

বানেকের নিকটে মিত্রবাহিনীর সৈন্যদল

বানেকের দশ বাটল জুন বার্লিন কমান্ড সৈন্যদলকে বীভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করিতে হইতেছে।

আমকার সংবাদে প্রকাশ, ইরাক হইতে আগ্রসন হইয়া সৈন্যদল গুরুত্বপূর্ণ কামিশ্বা দখল করিয়া নইয়াছে। তুরী-ইরাক রেলপথ যে অঞ্চলে সিরিয়া অতিক্রম করিয়াছে, শিবির সেই অঞ্চলে অবস্থিত।

ডেন্ভারেল বেজের প্রাণনাশের চেষ্টা

সিরিয়ার হাই-কমিশনার ডেন্ভারেল বেজের জীবন-নাশের চেষ্টা করার অভিযোগে কয়েকজন তরুণ কমান্ডী অফিসারকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ, কমান্ডী সৈন্যদল মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া তাহাদের আগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

গ্রীস ও জর্জিয়ার সংগ্রামে অটোম্যান কতি

নিউজিল্যান্ড পার্লামেন্টে অধারী প্রধান-মন্ত্রী মি: ম্যাক গ্রীস ও জর্জিয়ার সংগ্রামে নিউজিল্যান্ডের সৈন্য কি পরিমাণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং কি পরিমাণ হত হইয়াছে তাহার তুলনামূলক হিসাব তেন। তিনি বলেন যে, ১৬,৫০০ জন নিউজিল্যান্ডের সৈন্য গ্রীস ও জর্জিয়ারে প্রেরিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে ১১,১৮০ জনকে অপসারণ করা হয় এবং ৫,১৫০ জনের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বি অগ্রগতি

মিত্রবাহিনীর বাহিনী ক্রমশঃ লম্বাঘের লোক আগ্রসন হইতেছে। তবে এই আগ্রগতি চলিতেছে কতকটা মন-ভাবে; কারণ পাশ্চাত্য তাবে বেশ অধিকাংশ মিত্রবাহিনীর উদ্দেশ্যে পরিণত।

গুরুত্বপূর্ণ বিমান একর অধিকার

আলেক্সেন্দ্রিয়া সড়কের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিরোধকে প্রবল বিমানবাহিনী সৈন্যবলের ইরাক হইতে আগ্রসন বৃষ্টি সৈন্যদল কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। ইহা ইরাক দীর্ঘ হইতে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত।

পত্র-এলাকার বিমান-আক্রমণ

গত ১১ই জুন জায়ে রাজকীয় বিমান-বহর জড়ের উপর যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালান, তাহাতে ভুলবশতঃ ও ভুলবশতঃ প্রচণ্ড লোকসংখ্যায় পরিণত হয়। ব্যাপক অগ্নি-ঝড় সংঘটিত হয় এবং শিশুসংখ্যায় অনেক পরিমাণে কতিপয় হয়।

রক্তাক্ত হইয়া ও বোমার উপর আক্রমণ চালানো হয়।

বৃষ্টি বিমান মিত্রবাহিনীর নগর শব্দ হইতে প্রকাশিত এক প্রত্যক্ষ প্রকাশ, ইরাক হইতে ও ইরাকের দিক এক অগ্রগতির সী-বহনবাহিনী বৃষ্টি উপকূলবর্তী মিত্রবাহিনী ও বৌ-বহন বহনিত বিমান-বহর কর্তৃক অধিকৃত হয়।

ইরাকের দ্বিতীয় দল অধিকৃত

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১১ই জুন প্রবল সৈন্যে ইরাককে বৌ-বহর দল ও বিমান-বহরের মিত্র আক্রমণে ইরাকের দ্বিতীয় দল অধিকৃত হইয়াছে। দুইজন ইরাকীয় সৈন্যের মৃত্যু হয় এবং প্রচণ্ড সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

সিরিয়ার মিত্র-বাহিনীর অগ্রগতি

গত ৮ই জুন প্রত্যক্ষ ডেভার এবং সন্ধ্যার চারদিকে প্রবেশের পর সিরিয়ার মিত্রবাহিনীর সৈন্যদল ক্রমশঃ উত্তর-দিকে আগ্রসন হইতেছে। কমান্ডীরা ক্রমশঃ বাধা প্রদান করিতেছে, তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করিয়া হইতেছে ইহা সত্য যে, ইতিমধ্যে যে সমস্ত এলাকা অধিকৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানের কমান্ডী অফিসারগণ মিত্রবাহিনীর সহিত সন্তোষিত করিতেছে।

চার হাজার কমান্ডী সৈন্যের আত্মসমর্পণ

"নিউ ইংল্যান্ড টাইমস" পত্রিকার বাণে ৪ সংবাদমাতার প্রথম সংবাদে প্রকাশ, আধুনিক যুদ্ধের মন-সম্বন্ধ ও মন-সম্বন্ধে সজ্জিত ৪ হাজার কমান্ডী সৈন্য জবলদজ এলাকার বৃষ্টি সৈন্যদের সহিত যোগদান করিয়াছে।



ক্যাপ্টেন রাইট-অমারেলস ডেভিড হার্বার্ড

সম্রাট ইনি বৃষ্টির সমর-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন।

উতিপূর্ণ ইনি অধ-বিভাগের পালিগামেন্টারী সেক্রেটারী ছিলেন।

বেডল্ড জন প্যাট্রাস্ট সৈন্য বন্দী

মিত্র হইতে বার্লিন কমান্ডী বৈতাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সিরিয়ার একজন কপ্টল সচ ১৫০ জন প্যাট্রাস্ট-সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে।

জার্মানিতে বিমান আক্রমণ

সরকারী আর্দ্রাণ মিউন এডেনবী কমান্ডিগে যে, ৮ই জুন জার্মানিতে রাজকীয় বিমান-বাহিনী পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম জার্মানিতে আক্রমণ চালাইয়াছিল। কয়েকটি স্থানে উগ্র নিক্ষেপক ও আগ্রসন বোমা নিক্ষেপ হইয়াছিল।

সিরিয়ার মিত্রবাহিনীর কমান্ডারের ঘোষণা

সরকারী অফিসার ও সৈন্য, অগ্রগামী বার্লিন কমান্ডী সৈন্যদল ও সন্ধ্যায় বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়াছে এবং অনেক অগ্রগতি করিয়াছে। যাবে যাবে দুই একটি বার্লিন বাধা প্রদান করিতেছে। বৃষ্টিপক্ষে সৈন্য-দল খুব কম হইতেছে।

গ্রীসে ইটালীয়ান আধিপত্য

ইটালীয় বৃষ্টি যোগদানের প্রথম বাহিনী উপলক্ষে বহুজন প্রচণ্ড বৃষ্টিবাহিনী যোগদান করেন যে, এখান-সহ সমস্ত গ্রীস ইটালীয় করতলপত্রে হইবে। গ্রীস পুনরায় ইটালীয় কমান্ড-কমান্ডীর প্রত্যাবর্তনে আসিয়া পড়িবে।

বিমান কতির হিসাব

গত ১১ই জুন সন্ধ্যাবেলা যে সমস্ত শব্দ হইয়াছে, সেই সমস্ত ইতিহাস ও বহুপ্রাচ্যে রাজকীয় বিমান-বাহিনী ও বৌবাহিনী কর্তৃক অগ্রসর: ৭৮০মি এলিস বিমানবোত বিদ্যুত হইয়াছে।

এ সময়ে বিভিন্ন বপক্ষে রাজকীয় বিমানবহরের ৪৬০মি প্রেস বিদ্যুত হইয়াছে।

বৃষ্টির বৃষ্টি বৃষ্টি

বৃষ্টি সৈন্যবাহিনী পশ্চিমে একটি "বোম্বার্ডার বার্লিন" সজ্জিত হইবে। এই অগ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রাক্তনোক্ত অধিকার। তিনি একদে রাজ্য ইতিহাসে সৈন্য একজন অফিসার এবং জায়ে বহর যাত্র ২৪ বহর। দুই বহর পূর্ণ কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি বেকানিক্যাল সার্বসে (বহরবাস) অনার্স পাইয়াছিলেন। এই অগ্র কি বহর, তাহা অধিকা বহর হইতে পারে না। তাহা বৃষ্টি সৈন্যবাহিনীর উচ্চতম কর্মচারিণী আশা করেন যে, ইহা কমান্ডী ডিভিশনে (যা) উচ্চতম প্রদানিত হইবে। এই অগ্র নাজ্যক ও অধিকা বহর বন্দী করা হইয়াছে।

আফ্রিকায় বৃষ্টি বিমানের আক্রমণ

ইটালীয় কর্তৃপক্ষের একটি ইন্টারভিউ বলা হইয়াছে যে, বৃষ্টি বিমানসমূহ বেঙ্গালী ও লাইবেরিয়ার কয়েকটি স্থানের উপর তামা চিহ্নিত। যোডস বীপের উপর বৃষ্টি বিমানের চালান সংবাদও ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। গত ৫ই জুন জার্মানিতে বৃষ্টি বিমান-বাহিনী বেঙ্গালীর উপর সাক্ষ্যপূর্ণ আক্রমণ চালাইয়াছিল। তিন হাজার টনের উপর বা কাতাকতি কয়েকটি বোমা পড়িয়াছিল। একদানে বহু লোকের আত্মনাশিয়াছিল। সেই জায়ে বায়ু বা ও পাশাপাশি অবস্থান-বাহিনী উপরও বিমানসমূহ বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। বৌ-বিভাগীয় বিমানসমূহ ত্রিপোলি বহর উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। মধ্য-আফ্রিকায় যে সমস্ত স্থান এখনও ইটালীয়দের চাঙে আছে, তাহার উপরও আক্রমণ চালান হয়।

বৃষ্টি সাবমেরিনের কতি

একটি সাবমেরিন জুভানাপের মন-জায়ে ইটালীয় ল্যান্ডফোর্স বীপের পোজাপুরে চালান করে এবং জায়ে অবস্থিত পায় এক হাজার টনের এককাল পূর্ণ বোমাই যোগদান করে। তাহা উপে জায়ে আক্রমণে হইয়াছে। আর একটি সাবমেরিন বেঙ্গালী পোজাপুরে চালান করে এবং তাহা একটি ইটালীয় ল্যান্ডফোর্স উপে জায়ে আক্রমণে হইয়াছে। বহু অধিকৃত মন-জায়ে বীপের পোজাপুরে আর একটি সাবমেরিন আক্রমণ চালান। সেখানে দুইটি জায়ে জায়ে ও একটি বহু মন-জায়ে জায়ে জায়ে জায়ে হইয়াছে। সাবমেরিন হইতে কমান্ডী ল্যান্ডফোর্স দুইটি জায়ে জায়ে একটি মন-জায়ে জায়ে জায়ে জায়ে হইয়াছে। আর একটি সাবমেরিন পায় ১,০০০ টনের একটি বহু মন-জায়ে জায়ে জায়ে জায়ে। বৃষ্টি সাবমেরিনের জায়ে জায়ে "বৃষ্টি" নামক ৫,০০০ টনের ইটালীয় মন-জায়ে জায়ে জায়ে পোজাপুরে।

মিত্র বৃষ্টিতে জোনিয়ার যোগদান

জুন মিত্রবাহিনীর সংবাদে প্রকাশ, জোনিয়ার বৃষ্টিতে যোগদান করিয়াছে। জোনিয়ার জোনিয়ার আধিপত্য বৃষ্টিতে অধিকৃত হইয়াছে। বৃষ্টিবাহিনীর বহরবাহিনী কমান্ডী সিরিয়ার পুজিবিদগণকে [৮ম পৃষ্ঠা হইতে]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৭ম পৃষ্ঠার ভেতর]

ভাষা না কবিরা একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ত্রিশটি কেবল একটি সামরিক প্রয়োজনে প্রাপ্ত হইয়াছে, এইটি মৃত্যু বিপুল্যবাহ্য প্রবর্তন ও বিধিতে নিরাপত্তা রক্ষার কার্যবাহী, ইটালী ও জাপানের কাঙ্ক্ষার প্রতি যে সমস্ত দেশের সহানুভূতি আছে, এই ক্ষি তাদানের মধ্যে সচবোগিতার একটি দাবী তিতি থিয়া পরিগণিত হইবে।

মিত্রপক্ষের কবলে সিভিল

তিনটি একটি চতুর্ভাষে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ সৈন্যগণ তাল অধিকার করিয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, মিত্রবাহিনী উত্তরে সমগ্র সীমান্তে তিনটি সৈন্যদের সচিৎ হুঁতে প্রাপ্ত আছে।

তিনটি সৈন্যদের যুদ্ধ ভেদ

জেরুজালেমের জনৈক সামরিক মুখপাত্র বলিয়াছেন। কিপোরের পূর্বে বৃটিশ সৈন্যগণ বুঝকের পান দিচ্ছিল-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে। জাহাজ তিনটি দোহদের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভেদ করিয়াছে। উপকূলের ভেতরে জাহাজের অর্থী দাবাভাসের চারিপাশেই অপেক্ষাকৃত দ্রুত সচিৎ মিত্র-বাহিনীকে বাধা দেওয়া হইতেছে।

অরো ইউলিয়ান সৈন্যের আত্মসমর্পণ

আর্জেন্টিনার সেক্টর অরো জেনারেল প্যালাসেসো ই হাকার ইটালীয়ান সৈন্যের সচিৎ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

পশ্চিম মক্কায়িত্তে বুটেনের অভিযান

বৃটিশ জেনারেল হেডকোয়ার্টারের এক এনুভেহাবে লা হইয়াছে যে, পশ্চিম মক্কায়িত্তে কার্গিলের বিজয়ে বৃটিশ সৈন্যদের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে।

বৃটিশ সৈন্যগণ সোমালের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে জটিলসাগর যে সমস্ত বাঁটি নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে, বৃটিশ সৈন্যগণ সেই সমস্ত বাঁটি আক্রমণ করিয়াছে।

মিরিয়াড মিত্রপক্ষের আরো অগ্রগতি

জেরুজালেম, ১৬ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, আর্জেন্টিনার হেডকোয়ার্টারের জনৈক মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, জটিলসাগর পার্শ্বদেশে বৈদ্য করিয়া আক্রমণ পরিচালনার জরুরী বাহিনী দাবাভাস হইতে দল বাহিনী দূরবর্তী ভূমি দাবক দান অধিকার করিয়াছে।

মিত্রপক্ষের বাহিনী কর্তৃক দাবাভাসের ১১ মাইল দূরবর্তী কিলিই অধিকারের সংবাদ সম্বন্ধিত হইয়াছে।

দাবাভাসে মিরিয়াড প্রদানবর্তী এক ঘোষণাবাহী চার করিয়া জমদাবাভকে শান্ত থাকিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, অবস্থা কোন দিক হইতেই উৎপন্নকর নয়। বসপ্রাণ রক্ষার জন্য যুঁপুকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

দুইয়ের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সৌর এবং আইন অব্যবহার কর্তৃক, টেম্পলবার, গ্রেজ ইন এবং সার্ভেন্ট ইন সম্প্রতি জাপান বিমান আক্রমণে গুরুতরভাবে ক্ষয় হইয়াছে। টেম্পলবারের প্রায় অর্ধেকই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রেজ ইনের বিশেষ কিছু অংশই নষ্ট বলিদেই যেন এবং সার্ভেন্ট ইনের কাঠামোটা মাত্র গাড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য, গ্রেজ ইনের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ায় পড়ন্তীর্ণ হস্ত-বস্ত্রও ধ্বংস হইয়াছে। ইহা ছাড়া নাইটব্রীজ ২০ হাজার পুস্তকও পুড়িয়া গিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রচেষ্টা

মোরাবালীতে জম-সভার অনুষ্ঠান

সাম্প্রদায়িক বৈদ্যী অক্ষুণ্ণ এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার উৎসাহ সজ্জার জন্য যিগন্ত ২২শে মে জমগণ (মোরাবালী) একটি বিরাট জমসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদবী শাহ সৈয়দ গোলাম শাহওয়ার মোসাইনী, এম, এল, এ, এবং জেলা বোর্ডের সভাপতি হওলবী বনিম আহমদ সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। জেলার বিভিন্ন ধর্মের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রায় ১৫ হাজার লোক সভার যোগদান করে। জেলা-ব্যাজিষ্ট্রেট মি: জে. এন. মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক বৈদ্যীর আশাভাজা এবং বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে বৌদবী শাহ সৈয়দ গোলাম শাহওয়ার মোসাইনী, এম, এল, এ, বৌদবী বনিম আহমদ, হওলবী কাকি কবজুজহান ও বহুত্বা-ব্যাজিষ্ট্রেট মি: টি. আলি সভার বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভাপতি বক্তৃতা প্রদানে বলেন, কয়েক মাস পূর্বে আমি যখন মোরাবালী আসি, তখন উত্তর সম্প্রদায়ে মন কবাকবি চলিতেছিল দেখিতে পাঠ। এ-কথা আমি জেলায় বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক মিলন সভার আয়োজন করি, ফলে অবস্থা কতকটা শান্ত ভাব ধারণ করে। ইতি পূর্বে এ-জেলার আমি এত বড় সভার যোগদান করি নাই। আমাকে ইহার পৌরোহিত্যের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞ আমি সভার উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উত্তর সম্প্রদায়ের বসোমালিনোর কারণ আমি অনুধাবন করিতে অসমর্থ। মোরাবালীতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। এক্ষণে জাহাজেরই দলের জাতি দেশের শাসনভার দায় আছে। দেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তির দৃষ্ট করিয়া মিছোদেরই শাসন ব্যবস্থাকে বদলাই করিয়া তোলা জাহাজের উচিত হইবে না। মোরাবালীর হিন্দু সাংখ্যালয় সম্প্রদায়। কাজেই জাহাজা যদি কোন দাবা দাবালা বাধার, জাহাজ হইলে জাহাজিকেই অধিক কতিপয় হইতে হইবে। একজাহাজের অশান্তির দৃষ্ট করে কে? যাহ'পর এবং গভর্নমেন্টের পত্রবাহী বিবান বাবাইয়া জেনে।

সভাপতি আন্তরিক সকলকে সতর্ক করিয়া বলেন, গভর্নমেন্ট এক্ষণে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত আছেন। এ-সময় জাহাজ কোন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বরণ্য করিবেন না। তিনি যাহ'বালীদেব জুজা কবায় আচ্ছা দাপন না করিতে সকলকে সাবধান করিয়া দেন।

"টমি কুকার"

জাহাজ নতুন সরঞ্জাম

বোর্ড অব সার্বভিক্ষিক এও ইগরিয়াস বিসার্জ সজ্জাতি এক প্রকার আলানি উদ্ভাবন করিয়াছে। এগুলি শিপিং ও অন্যান্য বাহ্য সার্বভিক্ষিক পদার্থ বহীভুক্ত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। সহজেই এগুলি টিকি দাঁড়ের যবো তরিতা বইয়া মাওয়া যায়। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "টমি কুকার" (নিপাহীর চুকা) এবং এগুলি পুরাপুরি জাহাজবন্দীভুক্ত হ্রবোই প্রস্তুত।

পকেটে তরিতা বইয়াই উপযুক্ত এক টমে এই আলানির বড়ইকু করে, জাহাজে যাহ'বস্ত্র পদার্থ আন্তর আলানি জালা জমে। এগুলি অতি সহজেই যখন করা যায় এবং সেক্সাই কাকি সহযোগে প্রায় শিরাজের বড় সহজে আলানি জমে। এই আলানিপূর্ণ টমে কেংলি কলাইবার ব্যবস্থা করার ইহা আরও সুবিধাজনক হইয়াছে।

এই আলানি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করিয়া দেখিবার জন্য আমি বোর্ড কোয়ার্টার্স নীচুই ১০ হাজার টনের অর্ডার দিয়ে বহিরা আসা করা যায়। এই আলানি প্রস্তুত করিতে অতি সাবান্যই ব্যয় পড়ে; কারণ ইহার জন্য বিশেষ কোয়র্ড অশান্তির দরকার হয় না, এবং যদি টমিওলি আলানি ব্যবহার করা যায়।

বাঙলাদেশে চর্ম-শিল্পের অবস্থা

শিল্প-বিভাগের বুলেটিন প্রকাশিত

বেঙ্গল ট্যানিং ইন্সটিটিউটের স্পারিসমেন্টেণ্ট বার বি, এম, লস বাহাদুর লিখিত "বাঙলাদেশের চর্ম শিল্পের অবস্থা" শীর্ষক বিবরণী শিল্প বিভাগের বুলেটিন হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিবরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে:—

(১) কাঁচা চর্ম শিল্প, (২) চর্ম পাকা করার শিল্প, (৩) পালকা ভেঁড়ার শিল্প এবং (৪) চর্মের ভেঁড়ী বিভিন্ন শিল্প।

এই সকল শিল্পের বর্তমান অবস্থা, হাতে-কলমে টেমি: দানে ইহার তথ্যসং উদ্ভবের সভাবনা, তালবকম জম-বিত্তর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতা দান করা সম্পর্কিত বহু মূল্যবান তথ্য ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। জাগ চর্ম হইতে গুচ্ছত কিছু, বহিষের চাকড়া হইতে টান করা সোল লেদার এবং বাঙালীর গজা করে মিডিলিয়ান, মিলিটারী ও পালিশ করা বুট ও জুতা ভেঁড়ী সরকারী সাহায্যে অনেকাংশে প্রেরণা লাভ করিয়াছে। বাঙালী বাজা এই ব্যবসায় পরিচালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং কতিপয় পল্লরও ইতিউত করা হইয়াছে। আর বারে গুচ্ছত কিছু এবং পিট-চ্যান্ড সোল লেদার ভেঁড়ীর জোটবাট ট্যানারী বুলিবার পরিকল্পনাও উহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যে সকল ছাত্র বেঙ্গল ট্যানিং ইন্সটিটিউট হইতে পাল করিয়া গিয়াছে, জাহাজের সাহায্য গভর্নমেন্টের অর্থ সাহায্যে জোটবাট ট্যানিং ব্যবসা বুলিবার পরিকল্পনাও উহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

ট্যানিং-এর নিমিত্ত একটি আধুনিক বহু সঙ্গিনেশ করিয়া এবং বুট ও জুতা ভেঁড়ীর একটি বহু বসাইয়া বেঙ্গল ট্যানিং ইন্সটিটিউটের প্রদান সাধনের জন্যও উক্ত রিপোর্টে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হইয়াছে। উহার পরিকল্পনা এবং তৎজনা যে ব্যয় হইবে, জাহাজ উক্ত বিবরণীতে প্রদত্ত হইয়াছে।

বেঙ্গল ইগরিয়াস সাটে কমিটির নিমিত্তই বিশেষ করিয়া এই বিবরণী লিখিত হইয়াছে এবং উহা লেদার ইগরিয়াস সাব-কমিটিতে বিবেচনাধীন আছে।

৭ই জুন যে সভার শেষ হইয়াছে, সেই সময় বোর্ড ২০৭টি মৃতবস্ত্রী গাড়ী কলিকাতার আনীত হইয়াছে। উদ্ভবো ১১০টি পাড়াব এবং বাবাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। উক্ত সমস্তই পাড়াব হইতে ২৩৬টি বহিষ আনীত হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে বোর্ড ১৯৪টি।

নিয়মাবলী

বাথিক টানা।—"বাঙলায় কথা" বাথিক টানা তিন টানা করিয়া লিখিত হইল। অর্ডারের সঙ্গেই টানা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কার্যকর প্রায়ক করা হইবে না এবং বনই প্রায়ক হওয়া বাটিক না কেন, প্রায়ক সংখ্যা হইতেই বর্ষ বৎসর করা হইবে। টানার জন্য কার্যকর নিকট ডি-পি প্রেরণ করা হইবে না। টানার টানা বনি-অর্ডারযোগে "স্পারিসমেন্টেণ্ট, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই টিকানার প্রেরণ করিতে হইবে এবং বনি-অর্ডার ক্রমে টানা প্রেরকের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের টিকানা পরিবর্তনকে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলায় কথা" প্রকাশের জন্য দীর্ঘায় সংবাদ বা প্রবন্ধনি প্রেরণ করিবেন, জাহাজ অনুব্রহ্মপুর্ক কলকাতার এক পৃষ্ঠার পরিকল্পনাকে লিখিয়া উক্ত ঘটনা "সম্পাদক, বাঙলায় কথা"—এইটাই লিখিবেন, কলিকাতা—টিকানার প্রেরণ করিবেন। কলকাতার জমদার লোক সবই কোয়র্ড দেওয়া হইবে না।

বঙ্গীয় শিল্প-সাহায্য আইন

কুটির শিল্পের প্রসারে সরকারী প্রচেষ্টা

বাংলা সরকারের পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে:—

কুটির সরকারী শিল্প সাহায্য আইন অনুযায়ী গত ৫১৬ বৎসর ধর্ম যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইতেছে তাহার ফলে এই প্রদেশের বহু হস্তশিল্পী শিল্প উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। গত ১৯৩১ সালে এই আইনটি পাল হইয়াছিল।

এই আইন অনুযায়ী সাহায্যলাভের জন্য গড়প্‌বেণ্টের নিকট যে সকল আবেদন উপস্থাপিত হয়, তাহার সাহায্যলাভের উপযোগিতা সম্পর্কে বাঙালী সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বোর্ড গড়প্‌বেণ্টে উপস্থাপন করিয়া থাকেন। ব্যবসায় ও শ্রম-বিভাগের প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত এই শিল্প-বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই বোর্ডের প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে একবার বৈঠক হয়। সাহায্যের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রাদি সম্পর্কে বৈঠকে বিবেচনা করা হয় এবং আইনের ব্যবস্থার সহিত আবেদনপত্রের সঙ্গতি থাকিলে এবং পরিকল্পনা ভাল হইলে বিশেষ মনোযোগের সহিত উহা বিবেচনা করা হইয়া থাকে। কোনও মূল্য শিল্প-প্রতিষ্ঠা বা কোনও পুরাতন শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য আবেদন করা হইতে পারে। কুটির শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ১ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান অনুমোদন করিতে পারেন, কিন্তু এই পরিমাণের বেশী অর্থ প্রয়োজন হইলে গড়প্‌বেণ্টের অনুমোদন সরকার। কোনও আবেদনপত্র পাওয়া গেলে উহা নিজস্বপন্থে প্রচার করা হয়; তবে যে সকল আবেদনে ১ হাজার টাকার অনধিক পরিমাণ অর্থ ঋণ প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞপিত করা না করা বোর্ডের ইচ্ছাবিশীল।

বাঙালী সরকারের শিল্প বিভাগ যে সকল শিল্পীকে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, এই সকল শিল্পী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কোনও শিল্প-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে

অর্থ-সাহায্যের জন্য আবেদন করিলে উৎসাহিত বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রদেশের বেকার-সমস্যার উদ্ভূত বহালত্বের পরিমাণে হাঙ্গের জন্য শিল্পিত যুবকরা নিম্নোক্ত কোনও শিল্প সম্পর্কে হস্তশিল্পী বকরের কোনও প্রচেষ্টার প্রতী হইতে চাহিলে বোর্ড তাহাশিল্পকে সাহায্য আর্থিক সাহায্য প্রদানে বিশেষ আগ্রহ পোষণ করিয়া থাকেন:—

- (১) বরম—কাপাস, বেগুন, পাট; (২) বরমের বেগুন তৈরী; (৩) বেগুন তৈরী; (৪) কীসা ও শিল্পের বালনপত্র তৈরী; (৫) চাতা তৈরী; (৬) হোবড়া শক্তি তৈরী; (৭) সাবান তৈরী; (৮) চুবি-কাটি তৈরী; (৯) হোবড়ার জিনিষপত্র তৈরী; (১০) বেগার জিনিষপত্র তৈরী; (১১) তাল দিগ্‌দণ: (১২) কাগজ তৈরী; (১৩) পেমিস ও কালী তৈরী; (১৪) রেশম তিল; (১৫) কুড়ার কিতা তৈরী; (১৬) বা ও কাপিল শিল্প; (১৭) সেকটীপিস তৈরী; (১৮) সেলুলয়েড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্প।

উক্ত আইনানুযায়ী সাহায্যলাভের জন্য আবেদন করিতে হইলে প্রার্থীদের নিম্নি কয়েক বুদ্ধিমান করিয়া আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে হইবে। এই কর্ম কলিকাতা, ৭নং কাউন্সিল হাউস টাউন কুটির শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হইতে বিদ্যমান পাওয়া যাইবে। শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারী (এক্স-অফিসিও)।

যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে, তাহার অন্ত: বিত্তীয় মূল্যের প্রথমোক্তা জারানত দাবিদের জন্য সকল আবেদনপ্রার্থীকেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আবেদনপত্রের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি হারা প্রতীকায়ন হয় যে, গড়প্‌বেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থার প্রদেশের পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে। আর্থিক সাহায্যলাভের এই সুবিধার প্রতি শিল্পীরাইয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে।

জাপানের প্রকৃত অবস্থা

জম-সাহায্যের মনোভাব

জাপান হইতে সম্প্রদায়গত একজন লম্বাবেকক জাপানের সামরিক প্রকৃতি সম্পর্কে লাভ ধারণা পোষণ না করিবার জন্য প্রিটোমবাসীশিল্পকে সতর্ক করিয়াছেন। চীন যুদ্ধে জাপানের বিজয় বার হইতেছে সন্দেহ নাই; গত তিন বৎসর ধর্ম চীনে ১৫ লক্ষ জাপানী সৈন্য-বহুল রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু জাপানী জনসাধারণ যুদ্ধে সন্তোষ প্রস্তুত। সব জাতীয়তার জাপান এবং মূল্য মূল্য সৈন্য জাপানের উদ্ভাসনা জাপানকে যুদ্ধ প্রকৃতির পথে আরও হেঁদিকা লইয়া যাইতেছে। জম-প্রতি চাইনের বরাদ্দ আরও হ্রাস করা হইয়াছে। কৃত্রিম মূল্যের প্রকৃত বহুগুলি এতটী বাক্য যে, ইহা হারা প্রকৃত করিলে ফেলেনের জায়া কাপড় তিন সপ্তাহের বেশী টিকে না। কিন্তু জাপানের জনসাধারণের যথো বিজ্ঞেহের কোনও লক্ষণই নাই। জাপান বাহ্যে নিজে উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হয়, একনাও জাভা আরও অনেক কতি বীকার করিতে প্রস্তুত। সত্যতা: জাভা যেন জাপানে জনসাধারণের যুদ্ধে বিজ্ঞান সম্পর্কে সন্যস্তা ধারণা হারা আত্মপ্রত্যক্ষা না করি।

ক্রীটে মাংসীনের কটির পরিমাণ

অঙ্কত: ৩০ হাজার সৈন্য নিরত

গ্রীক মহল হইতে ক্রীটে মাংসীনের কটির পরিমাণের নিম্নলিখিত হিসাব পাওয়া গিয়াছে:—

যুদ্ধে অথবা বিমান হইতে অবতরণ কালে নিরত— ২০,০০০।

মকুর পথে ক্রীটে আশ্রয়ের তেজী করিতে গিয়া নিরত— ১০,০০০।

আমত সৈন্যের সংখ্যা যুদ্ধে নিরত বা নিরতকিত সৈন্যদের যৌ সংখ্যা অপেক্ষাও অধিক। ওকতব্রহ্মণে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য ক্রীটে জাপানদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। বহু কোর জাভা সৈন্যবাহী বিমানসোতওমিতে পুরিরা তাহাদের গ্রীসে ফেরৎ পাঠাইতে পারে।

জাপানী ক্রীটে যৌ যে পরিমাণ সৈন্য পাঠাইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিলে নিরতের সংখ্যা অত্যধিক বলিতে হইবে।

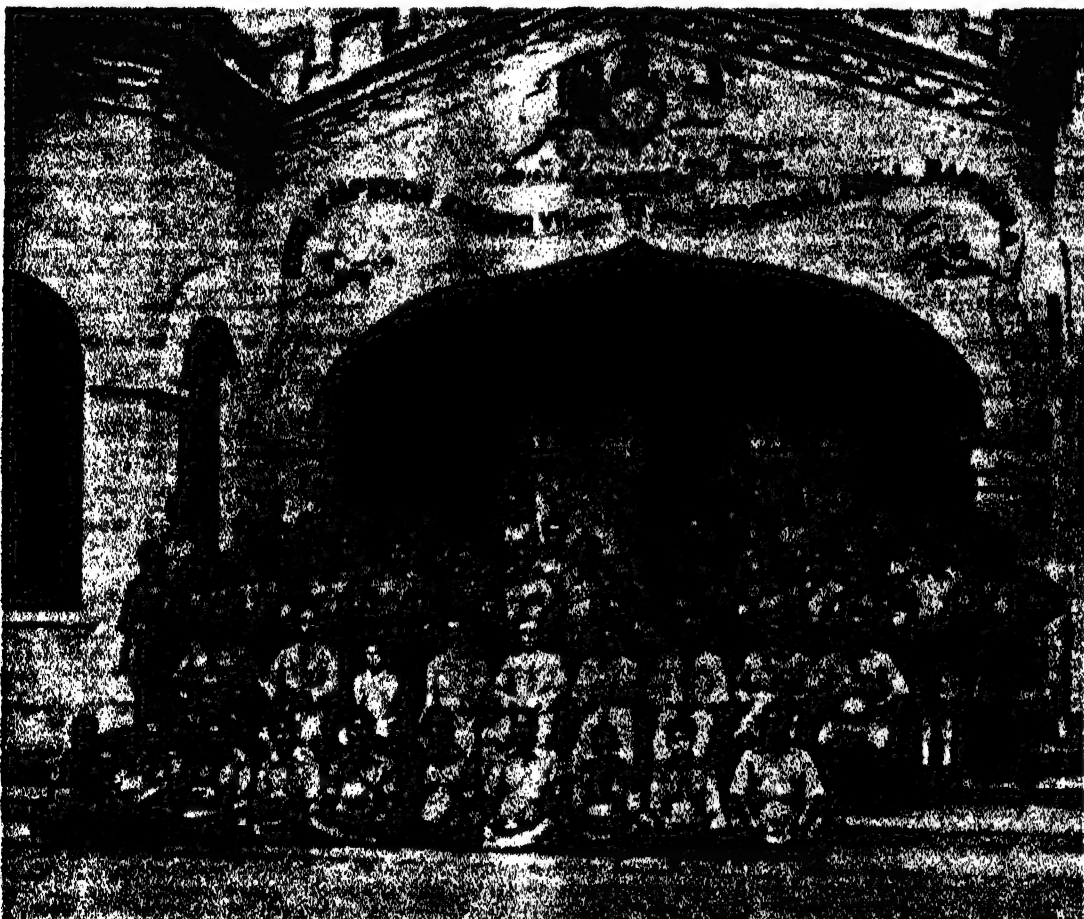
রংপুর ম্যালেরিয়া-নিবারণ পরিকল্পনা

সরকারের ২৮,৪০০ টাকা মকুর

রংপুর জেলায় যে চারিটি ম্যালেরিয়া নিবারণী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার প্রস্তাব ছিল, তদনুযায়ী বাঙালী গড়প্‌বেণ্ট নিম্নলিখিত দুইটি পরিকল্পনা মকুর করিয়াছেন।

আনুমানিক ২৯,২০০ টাকা ব্যয়ে বাসেয়া মলী উদ্যম পরিকল্পনা এবং ২৭,৬০০ টাকা ব্যয়ে জীন ও ভৎসংগু বাসের পুনর্মন করা।

গড়প্‌বেণ্ট প্রাথমিক প্রকল্প হইতে রংপুর জেলা বোর্ডকে ২৮,৪০০ টাকা মকুর করিয়াছেন। এই অর্থ উপরোক্ত পরিকল্পনার অর্ধেক ব্যয় নির্ণায় হইবে। গড়প্‌বেণ্ট এই চুক্তিতে উক্ত অর্থ প্রদান করিয়াছেন যে, রংপুর জেলা বোর্ড ব্যয়ের ব্যক্তি অর্ধেকের এবং উহার বাকশাফেকনের জব প্রদান করিলে। রংপুর জেলা বোর্ড এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করিবেন এবং জম-সাহায্য বিভাগের ডিরেক্টর ও বাঙালী সরকারের সেচ বিভাগ তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।



বীজকায় সিতিক-পাঠ ব্যক্তি

বিজী সিতিকে কোরে উপস্থিত (যার দিক হইতে)—বি: কাকতলায় কোর বি-এস; বি: এস, এফ, চিত্রাণী আই-পি; বিসু কোরায়; বিসেসু কোরায়; বি: ভগু, কে, কোরায় আই-পি; বিসেসু মকুরায়; রায় এস, বি, মকুরায় বাহাদুর; রায় এস, কে, সাহায্য বাহাদুর এবং বি: ডিম্বর শিলা।

ବାଟାଲେ ସଂସ୍ଥା-ମାସିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା

মামাবিদ জমহিউর এডভে.

প্যালেস্টাইন গভর্নমেন্ট কলেজের জন্য বিমান যোগে
বায়ান প্রেসিডেন্সী, করাচী ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ইত্যে
আগত ছাত্রদের ওপর স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণে যে
আদেশ জারি করিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া লইয়াছেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অসুচিত পরীক্ষাপত্র প্রকাশ নী আশঙ্কে সত্যিইর আসন্ন নাম করিয়াছে। ফোটেব্যাটো ধরনের এবং পরীক্ষামূলক হইলেও কলিকাতার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ নূতন। পরীক্ষাপত্রের সম্পর্কিত ব্যবসায়ের সমস্যাগুলি ইহাতে এমন পরিকারভাবে দেখান হইয়াছে যে, পুঁজিপতি বিদ্যা ও চর্চায় বিশেষ সাহায্য হইবে। জামান দূর বিশ্বাস, পরীক্ষাপত্রের সম্পর্কে শিক্ষা ও বক্তৃতাগুলির সঙ্গে জড়িতভাবে বিচারিতবে এ-ধরনের প্রকাশ নীরা ব্যবস্থা করা হইবে। পরীক্ষাপত্রের কাছাকাছি বাহা আনয়িতব্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইহা বাহা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

বাহ্যিক বস্তুর ত্বক-স্বাক্ষর কবিতার ইচ্ছাশী ভাবের
 কৃত্রিম সোনারসেলসবু পাই করিতে অসমর্থ, তাহাদের
 উপকারের জন্য বালক সত্যকার উচ্চ বিদ্যালয়ের বহানুমান
 প্রকাশের জন্য কিছুদিন পূর্বে সংকল্প করিয়া উচ্চ
 বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের বহানুমান বর্তমানে প্রকাশিত
 হইয়াছে। এম্ টি। এবং উহা এখন উহা করিতে পাঠ্য হইবে।

পত ৪৪১ তুন যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে
 বাতলায় নিরক্ষিত বারিশাপ্ত হয়। সাম্প্রতিক প্রবল
 বারিবর্ষের কলে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে কালের
 কয়েক নক্ষিত হইয়াছে। হৈমন্তিক কাল বপনের
 কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সাভারের বিনিময়ে
 বিগত ৩১শে মে মুশিলাবাদ ও বীরভূমে বণাক্রমে ৩,৪৬১
 এবং ৬,৭৭৭ লোককে কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।
 উপরোক্ত জেলা দুইটিতে এতদ্ব্যতীত বণাক্রমে ১,১১৪
 এবং ৮,৮৭৫ জন লোক বরষাষ্টী পান লাভ করে।
 ৩১শে মে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে বংপুরে
 ১০৬,০০০ লোক প্রবের বিনিময়ে সাভায়া লাঠের জন্য
 উপস্থিত হইয়াছিল। বাদলদের কোম রিপোর্ট পাওয়া
 যায় নাই।

২৪-পরগণার ডায়র-ওয়ারবার, বাগাকপুর, বাগালত এবং
বনিকচাটে সাধারণের আদর্শ চাউলের দর টাকার ১৬
সের হইতে ১৭১০ সের; নলীয়ার কুটীয়া, মেহেরপুর,
চুৰাভাঙ্গা এবং বাগাচাটে ১৬ সের হইতে ১৭ সের;
মুখিশাবান—দালবাগ, জঙ্গীপুর ও কালি ১৬৮০ টাকার
হইতে ১৭১০ টাকার; বগোহর—খিলিশ, মাধুরা
মড়াইল এবং বনগাঁও ১৭ হইতে ১৭১০ সের; খুলনা—
সাতকীরা, বাগেরহাট ১৭ হইতে ১৮ সের; বর্ডমান, আগাম-
সোল, কাচোরা ও কালনার টাকার ১৬১০ হইতে ১৭০০
টাকার; বীরভূম ও হাটপুয়াটে টাকার ১৭ সের; বাঁকুড়া
ও বিষ্ণুপুর ১৭ সের; মেদিনীপুর, কীৰ্ত্তি, তমলুক, বাটাল
ও বাঁড়ুয়া ১৬১০ হইতে ১৭১০ সের; হুগলী,
শ্রীহরমপুর ও আদামবাগে ১৬১১০ হইতে ১৭১০ টাকার;
হাওড়া ও উলুবেড়িয়ার ১৭ সের; রাজশাহী, নওগাঁ
ও নাটোর ১৬১০ হইতে ১৭১০ টাকার; সিমান্দপুর,
ঠাকুরগাঁও ও বাসুরহাট ১৭ হইতে ১৭১০ টাকার;
জলশাইগড়ি ও আলিপুরে ১৭ সের; পাতিলা, কাপিল
শিগিগড়ি ও কালিশা ১৬ হইতে ১৮ সের; বাঁপু
সিলকানারী, কুড়িগ্রাম ও পাইখাড়া ১৬১০ হইতে ১৭
সের; বগুড়া ১৭০০ টাকার; পাবনা—গিরাকপু
১৭ হইতে ১৭১০ টাকার; মালয়ে টাকাপুত্রি ১৭ সের;
কুচবিয়ারে ১৭১১০ টাকার; ঢাকা, মণিকগড়, সারাকপু
ও দুন্দীপরে ১৬১১০ টাকার হইতে ১৭ সের পর্য্যন্ত;
বরবন্দিশ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মেহেরগাঙ্গা এবং
কিশোরগঞ্জে ১৬ হইতে ১৭ সের; কবিলপুর, গোয়ালন্দ,
বালাদীপুর এবং গোপালগঞ্জে ১৬১১০ টাকার হইতে ১৭১১০
টাকার; বাবগঞ্জ, গিরোজপুর, পটুয়াখালি এবং লক্ষণ
পাহাড়পুরে টাকার ১৭ সের হইতে ১৭১০ টাকার পর্য্যন্ত;
চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ১৭ সের হইতে ১৮ সের; ত্রিপুরা,
ব্রাহ্মপাড়িয়া এবং টালপুরে ১৭ হইতে ১৭১১০ সের;
বোরাখালী ও কেবী টাকার ১৬ সের; পাহাড় চট্টগ্রামে
১৮ সের; ত্রিপুরারাজ্যে ১৬১১০ টাকার হইতে ১৮১০
টাকার।

ডেইলী ট্রেসিপ্রাক পত্রিকার মুদ্রাসংকীর্ণ সংবাদপত্রের
জায়ে প্রকাশ, ত্রেনার বিলিমেটে বিলিয়ার ও মুদ্রাসংকীর্ণ
সংবাদপত্রের পর ইচ্ছাসংকীর্ণ সংবাদপত্রগুলি যোগ্য
করিতে পারেন করিতেছে যে, কুন বাসেই মুদ্রার চরম
বীজাংশ হইবে। মুদ্রার গতি সুখ হইবে না এবং
কার্য্যাদী জাহার সাক্ষরপত্রের গীতি আরও উন্নত
করিয়া উঠিবে, এই সর্ব্বও ইচ্ছা সংবাদ প্রকাশ
করিতেছে। সংবাদ পত্রিকা বসে হয়, মুদ্রার উন্নত
সাক্ষরপত্র আনয়, তবে ইচ্ছা সংবাদ সংকীর্ণ হইতে পারে।
ইচ্ছার সাক্ষরপত্রের কার্য্যাদী যে বিশেষ হস্তাঙ্ক হইয়াছে,
উচ্ছাতে সংবাদ বাত্র নাই।

বাংলাদেশের বহুকলা-হাকিম বি: এম, সি, চ্যাটার্জীর পত্নী সম্রাণিচি বাটানে একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একটি কার্যক্রম স্থির করিয়া সমিতির কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। বহুকলা-হাকিমের পত্নী এই সমিতির সভাপতি ও পূর্বতন সাধ-রোজিষ্টার বি: বালাজীর পত্নী সেক্রেটারী ছিলেন। বিপত্তি ছিলেকর বাস হইতে স্থায়ী গ্রন্থ-সালিনী বোর্ডের স্পেশাল অফিসার বি: এম, সি, সেনগুপ্তের পত্নী সেক্রেটারীভাবে কার্য করিতেছেন। বাসিকা-বিশ্বালায়ে এই সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্থায়ী মহিলাগণ এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। "মাতৃ-বলন ও শিশু-কল্যাণ", "চকুরোপ ও ত্রাহার চিকিৎসা" এবং এক্সপান্স বিষয়ে সমিতির পক্ষ হইতে কল্‌ভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরিষ ও নিরানুর লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনই এই সমিতির মূখ্য উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে কতিপয় পরিষ ছাত্রকে পুস্তক কিনিয়া দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। মহিলাদের মধ্যে সূচীকার্ধ্য ও সেলাই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সূচী-শিক্ষায়তন প্রবাসির ক্রীড়ার ব্যবস্থা হইবে এবং বিক্রমলঙ্ক অর্থের কতকংশ সমিতির পরিষ-ভাণ্ডারে রাখা হইবে।

হালীর লাইসেন্সকে শিকারীকে জরী সনদিত চেষ্টা পাইতে-
ছেন। এই উদ্দেশ্যে কিম্বাই সামক স্থানে একটা লাই-টুনিং-
কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল এবং কিম্বাই নিউসিগিপ্যানিটির
বেডিক্যাল অফিসার ডাঃ 'এ. বি. ওল্ড' এই ব্যাপারে বিশেষ
সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। ইরশাদ, দাসপুর ও
কাটাংয়ে অনুদ্রুপ শিকারকেন্দ্র খোলা হইবে। বিজাগীর
কমিশনার এই উদ্দেশ্যে সনদিতক ৫০ টাকা সাহায্য
প্রদান করিয়াছেন।

বাঙালী জাতকের পুষ্টি-সমন্বয় সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর এম. এম. বক্স যে গবেষণা করিতেছেন, জাহান বার সন্তুলানের জন্য বাঙলা-সরকার ইতিহাস বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র পরিচালকবৃত্তী ও বৈজ্ঞানিক পরামর্শ পরিষদের হস্তে ১,০০০ টাকা প্রদান যত্ন করিতেছেন।

আগামী ৯ই জুলাই সরকারের দিন বাড়ার মহাযাত্রা গড়ন বহাদুর চাকর এক সরকারের অনুষ্ঠান করিবেন। এই মহাযাত্রা কতিপয় উল্লোককে উপাধি সমন প্রদান করা হইবে।

- ১। বাক্যদ্বয়ের একটি যেইহু তদার্থোক্তদ্বয়ের ভাঙিয়া দিয়া
সংজ্ঞিত পুঙ্খ। (ইংরাজী ১) ১ আদ্য
(২ আদ্য)*।
- ২। একটি যেইহু-দ্বয় দ্বারা দ্বয়ের অবস্থা ভাঙিয়া ও
অবস্থা কল্পনার কল্পকর্তা দ্বয়। (ইংরাজী ৩
আদ্য ১) ২ আদ্য ($১\frac{১}{২}$ আদ্য)* প্রত্যেককল্পনি।
- ৩। আদ্যো-নিয়তন নবতঃ আদ্যে। (ইংরাজী ৩
আদ্য ১) ১ আদ্য ($১\frac{১}{২}$ আদ্য)* প্রত্যেককল্পনি।
- ৪। আদ্যো-নিয়তন আদ্যে নবতঃ কাল না বি, এন/এ,
আর, মি, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ৩১ (ইংরাজী ১)
৩ আদ্য ($১\frac{১}{২}$ আদ্য)* প্রত্যেককল্পনি।
- ৫। পূর্বতঃ কথ্য একটি যেইহু, ১৪৪১। (ইংরাজী ১)
১ আদ্য ($১\frac{১}{২}$ আদ্য)*।

**পেচল মতর্জিষ্ট প্রেস, গাবুলিকান্স জাক,
এক কোম্পানী প্রেস, অফিস,
সোল্ড অফিস, হাটিকা বিজ্ঞান, কলিকাতা
কলিকাতার সর্ব প্ৰথম প্রকাশিত।
১৯৩৫।**

আকাশ হইতে কামান বর্ষণ

জীতে জাহাজের বহুত কাণ্ড

জীতে হইতে অসংখ্যকালে ব্রিটিশ পক্ষের বহু সৈন্যকে দীর্ঘ ও বিপুলকাল পথ অতিক্রম করিয়া অসংখ্যকালে আসিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি অনেক জাহাজগণের নিকট হইতে তাহার অভিজ্ঞতার, যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে জ্ঞা উদ্ধৃত হইল:—

জাহাজগণ পথ অতিক্রম করিবার জন্য হাতের অন্ধকারে আঁধা পাহাড়ী অন্ধনের পথ ধরিলেন। এই পথ এমনই কদুর যে আঁধারের সন্দের করেকজন এই পরিপূর্ণ সন্ধ্যা না করিতে পারিয়া পথপ্রান্তেই পড়িয়া গেল। ইহাদের সাহায্য করিতে পারি, আঁধারের অন্ধা তখন এমন নর, সুতরাং ইহাদের পরিচয় করিয়াই আঁধারের অগ্রসর হইতে, হইল।

আঁধারের পানীর জলের অভাব ভোগ করিতে হয়। তত নদীকূলে বহনই আঁধার কোনও কূলের সন্ধান পাইতাম, অর্থাৎ পড়িতে যেতল ধাঁধা তাহা হইতে অল কুলিয়া লুইতাম।

জাহাজ বিমান হইতে আবিষ্কৃত উপর তনু যে বোমা বর্ষিত হইয়াছে, তাহা নহে। সংরক্ষিত বায়োর টিন, প্যারাডটে বীজা ফিল্ড-গাম, অসংখ্য জাহাজ ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার জিনিষও আঁধারের উপর বর্ষিত হইতে থাকে। পথ চলিতে চলিতে আঁধার এমন অনেক জিনিষের সন্ধান পাইয়াছি, বাহা সন্ধানত: প্রকাশ্য আক্রমণ হওয়ার পূর্বেই জাহাজ বিমানগুলি পাহাড়ের উপরে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছিল।

আঁধারের এই পথ অতিক্রমের সময় একটি ভারি বজ্রাঘটনা ঘটে। আঁধারের সঙ্গে যে গোলন্দাজেরা বাহিতেছিল, তাহাদের গোলন্দাজি নিঃসেধ হওয়া বার অকস্মাৎ উপর হইতে গোলন্দাজী সন্দের একটি লুই পাউণ্ড ওজনের ছোট কামান ফাটে পড়িল। নীচে পড়িবার আঁধারে বাহাতে ভাবিয়া না বায়, একনা এই কামানটির নীচে কবার-চাকর খাটা লুইটি ঢাকা ছিল। অজান্তেই তাহা এই কামানটা লাগ করিয়া আঁধারের গোলন্দাজেরা হাতে ধর পাইল। পাহাড়ে নীচ হইতে কতগুলি জাহাজ সৈন্য উপরে আলিতেছিল। ইহারা কামানটা তাহাদের নিকে তালু করিয়া কুড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কামান লাগিবার পূর্বেই কবারের ঢাকাগুলি কুলিয়া লুইতা ধরকার তাহা ইহাদের জানা ছিল না। খোলা হোঁড়া হাতের কামানটা পাহাড়ের পা ভাঙিয়া উপরে উঠিতে লাগিল এবং কিছুকাল উঠিয়া আঁধার বেগে নীচে আঁধারের গোলন্দাজের নিকে গড়াইয়া আসিতে লাগিল। তাহারা জাহাজগণ একমিকে সন্দিগ পান কাটাইয়া আঁধার করে।

ভিনি অসুস্থ নোতির প্রতিক্রিয়া

আজ্ঞার করাসী হুত্বাঙ্গের ৯৭৮৯০১ পদত্যাগ

টাইমের ইজ্যুন্স নংসনাতার জয়ে প্রকাশ, আজ্ঞার করাসী হুত্বাঙ্গের করাসী হু: জিন বেলে ও হ: জিন মার্ক বোনের সম্প্রতি ভিনি সরকারের নিকট পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভিনি অসুস্থ বর্তমান বীতি সন্ধান এবং সাধারণ মুক্তির নিকট বনে করাই জাহায়া পদত্যাগ করিতেছেন।

কেনারেল হা সন্দের নিকট বোনের জন্য ইহারা পশুই ফারোয়া ফাটা করিবেন। তুরন্তেই বিভিন্ন করাসী হুত্বাঙ্গের এবং করাসীনের উপবিনোদন হইতে পশু আরও অধিক করাসী করাসী অসুস্থদের সন্ধান দে কল্পন হইবে বলিয়া ধরে হয়।

সঙ্কটকালে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিস্তৃত ক্ষমতা

মি: রুজভেল্টের ঘোষণার তাৎপর্য

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার ওয়াশিংটন সংবাদলাভে লিখিয়াছেন:—

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে ঘোষণা বক্তৃতা করেন, তাহা দুইভাগে ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার লোক প্রবেশ করেন। ইহা হাড়া ক্যানাডা, মেক্সিকো এবং গ্রেট ব্রিটেনে যেট আরও দুই কোটি লোকও ইহা আগ্রহের সহিত শুনিয়াছেন। এই বক্তৃতা পবে ঘোষণা হইলে যে পরিচয় টেলিগ্রাফ ও টেলিকোম হাড়া আসে, তাহাকে রেকর্ড সংগ্রহা বলিলেও চলে।

জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হইলে রুজভেল্টের প্রেসিডেন্ট যে সকল বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার মধ্যে বানবানন, বেভিহো এবং সেন হকার প্রয়োজনে বেশকরাই ব্যবহার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ-বিচারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ প্রতিক্রমের জাট খণ্ডার বেশী কাজ করার বিশেষ বলিয়া যে আইন আছে, তাহা প্রেসিডেন্ট সাহসিকতারে স্বাধীন রাষ্ট্রে পাশে, তবে বর্তমানে যে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার তাহার নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরও তিনি বহুলাংশে কর্তৃত্ব করিতে পারেন এবং বিশেষভাবে উপর বিবিধ বিধান প্রবর্তন এবং উচ্চাঙ্গত অভিযান (স্যানোকেজ) সহজে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এক কংগ্রেস হইতেই তিনি এই সকল ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন। ইহা হাড়া প্রয়োজন মনে করিলে সেনের সর্বাধিক ও বেশী ও সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিক হিসাবেও তিনি বিস্তৃত ক্ষমতা বহুতে প্রদান করিতে পারেন।

হাবশী সজাটের ধন্যবাদ

ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্বের প্রশংসা

আবিসিনিয়া হইতে ইটালীয়দের বিতাড়িত করিতে যে সকল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সচরতা করিয়াছে, সম্রাট হাইলে সেনানী তজাপিনকে ধন্যবাদ দিয়া একটি বিশেষ বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন:—“প্রথমবারই ভারতের জনসাধারণ ও সংবাদপত্রগুলি হাবশীদের প্রতি যে সজাভূতি প্রদান করিয়া আনিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সকল সংবাদই আমি অবগত আছি। ইহা জনী আবি কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ ভারতীয় সৈন্যেরা আবিসিনিয়ার মুক্তি সাধনে যে বীরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য আমি একান্ত কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি। পাহাড়ী-সুদের অভিজ্ঞতা থাকার ইহারা প্রথমে কেহন ও পবে আঁধা-আঁধাণীর সৈন্য অবলীলাক্রমে আক্রমণ করিয়া বহু মুহুর্তেই ধাঁচ দখল করিতে সক্ষম হইল। ইটালীয়েরা সংবাদ অধিক ছিল এবং আধুনিক যুদ্ধের তাহার কলঙ্কিত ছিল। ইহাদের সহিত যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যেরা যে সৌন্দর্য পছিরি বিজায়ে, তাহা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। সকল প্রেমীয় ভারতীয় সৈন্যকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে ও আমার দেশবাসীদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।” ভিত্তিক অসংখ্যকাল অসংখ্যকাল হুত্বাঙ্গ প্রাঙ্গণের এক কক্ষে বসিয়া গত ১৯৩৭ মে হাড়া হাইলে সেনানী এই বার্তাটি প্রাঙ্গণিত করেন। বর্তমানে হাবশী সম্রাট করাসী জাহায়া ন্যারই অবলীলাক্রমে ইহাও বীতিতে লিখিয়াছেন। পশু-আফ্রিকার যুদ্ধের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তিনি সন্ধানবোধের সহিত অনুধাবন করিয়াছেন। হুত্বাঙ্গ ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের বিস্তৃত বিপ্লু অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহার সকল তথ্যই তিনি অবগত আছেন।

বিভিন্ন ব্যবসায় বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বাংলা সরকারের বিভিন্ন মার্কেটিং অফিসার বিবিধ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

পণ্য।	চমুতি দর।
আমদারি আটা—	প্রতি মণ।
আমদারি মসিতে	৫১/০
চট্টের মসিতে	৫১/০
কানড়ের মসিতে	৫১/০
আমদারি মৃত—	
“কিনোয়া” মার্ক	৬২
“অমৃতভোগ” মার্ক	৬২
“জাহা” মার্ক	৬২
“রাণা প্রতাপ” মার্ক	৬৭
“বহর” মার্ক	৬৭
“সীতা” মার্ক	৬৭
“সু”	৬৭
চাউল—	
ধাঁকতুলনী	৬১/০ হইতে ৬১/০০
পাটনা	৬১ হইতে ৬১/০০
মোটা	৬১ হইতে ৬১/০০
মুগপাণি ডিম (সুপারবিজাণ) —	প্রতি কুড়ি।
“এ”	৭৭০
“বি”	৭০
“সি”	১১০০
“ডি”	১১০
মুগ—	প্রতি টাকার।
মুগ	৫ সেহ
	প্রতি মণ।
জলু (সেপী বৈজিভাল)	৪১/০
	প্রতি সেহ।
এ	৭৪
মাই—	প্রতি মণ।
মোহিত	২০১ হইতে ২২১
চির্পিত	১৫১ হইতে ১৮১
চলিল	১০১ হইতে ১২১
কল—	প্রতি টাকার।
আপেল (কাশ্মীরী)	১৬ হইতে ২০টি
কমলা (লাগপুর্নী)	১০ হইতে ১২টি
	প্রতি কুড়ি।
আমরাস (আমরাসী)	৬১ হইতে ৮১
এ (মিলাপুর্নী) প্রতিটি	১০ হইতে ১০০
গো-অফিসারি দর—	দর
গাভী (প্রাণ দুধের নিম্নতম পরিমাণ ৬ সেহ)	৬৫
গাভী (প্রাণ দুধের উচ্চতম পরিমাণ ৮ সেহ)	৮০
মহিষ (প্রাণ দুধের নিম্নতম পরিমাণ ১০ সেহ)	১০৮
মহিষ (প্রাণ দুধের উচ্চতম পরিমাণ ১২ সেহ)	১০৮

জানা গিয়াছে যে, মি: এল. এল. জোবুর্নী এবং মি: অস্ট্রাল করতারা গাভী সংরক্ষণে বাংলা মার্কেটের জন্য সরকারি বিভাগের এ্যাসিস্টেন্ট কম্পিউটার এবং ডেপুটি এ্যাসিস্টেন্ট কম্পিউটার নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নব আবিষ্কার

তৈল ভরিতার অভ্যন্তর কেনেজারা

পারাপ্রচীনে বা পারাপ্রচীর মাধ্যমে ব্যক্তিগত একোপ্তন বা মাধ্যমে প্রেরণ এবং জল সরবরাহ করা চলে, সেইজন্য সম্প্রতি এক পুকার কেনেজারা নির্মিত হইয়াছে। অনেক উপর হইতে নীচে ফেলিলেও ইহা জ্বলিবে না। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরেখার (ল্যাবরটরীক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব) ডিরেক্টর লব এস. এম. ডাউলার ইহা উদ্ভাবন করিয়াছেন। আলিপুর টেই হাউস এবং নয়াপল্লীর ভাঙ্গত সড়কারের নগরের স্থান হইতে নীচে নিক্ষেপ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহা জ্বলিবে না। একোপ্তন নীচু দিয়া উড়িয়া বাইতে বাইতে বলি এগুলিকে সঠিতে নিক্ষেপ করে, তবে ইহা অটু থাকে কিনা সম্প্রতি সাময়িক বিজ্ঞান তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে।

সাময়িক প্রকৃতির কার্যসমূহ (ক্যান্ডাস) উপর বোর ও গালা জাতীয় প্রকার প্রদেপ লাগিয়া এই কেনেজারাগুলি চৈতন্য। পেট্রোল বা তৈল লাগিয়া ইহা দই হয় না, বা জল চুষায় না।

যুদ্ধের পরেও এগুলি তৈল, তৈলাক বা প্রকৃতি দ্বারা ভরিতার কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ইহা দিনের কেনেজারা হইতে অনেক ভালো এবং চোট লাগিলেও ইহা বিশেষ জ্বর হয় না। সুতরাং ইহাদের জন্য যে বিস্তার চাওয়া হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পলায়নকালে রণে আলীর পাড়ী আটক

পুলিশ কর্তৃক বহু টাকা বাজেয়াপ্ত

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদলাভা বোগদাদ হইতে জানাইয়াছেন:—

বোগদাদ হইতে ইরানে পলায়ন কালে বর্ষীয় আলী বখস বাবুয়ার মধ্য লিখা হাইড্রজেন, তখন পুলিশ তদার পাড়ী ধামাইয়া বাসপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখে। ফলে বোগদাদের বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে লগ্ন-সুপ্তিত ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের ইরাকী মুদ্রা বাজেয়াপ্ত হয়। তাহাকে ১২০ পাউণ্ড লইয়া দেশত্যাগ করিতে দেওয়া হয়।

স্বাক্ষরিতব্যক আলীর আলুল ইমাম বখস বোগদাদ প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁহাকে অভিযন্ত্রিত করিবার জন্য ইরাকেও সকল দলের নেতারা "ওলু মরসে" (রোজ প্যালেস) উপস্থিত ছিলেন। ইরানের মধ্যে ইরাকী পানিয়ারমেন্টের সীকারও ছিলেন। ইরাকে গোলমালের সূত্রপাতের পর বাসনাতা তদার হাতেই বাসক-পতি কৈতুলের ডায় অংশ করিয়াছিলেন। ইনি রাজ্য কৈতুলকে উদ্ভাবনের নিয়োগ দানে লুকাইয়া রাখিয়া ছিলেন।

ব্রিটন নামের প্রশংসনীয় বীরত্ব

জর্জ মেডেল প্রদানে সম্মানিত

ব্রিটন প্রস্তুতি হাসপাতালের দুইজন মার্কিন বীরত্বের জন্য জর্জ মেডেল প্রদান করা হইয়াছে। ইহাদের নাম এলুজি মিলিয়ান টিভেনস এবং ডায়োনট ইভা এলিস ক্রানস্টন। একটি বিমানবিধ্বংসকর হইতে দুইটি মারী ও দুইটি পিত্তকে উদ্ধার করিবার জন্য যেহেতু সেনা আক্রমণ করিলে ইহারা অগুণের হইয়া আসেন। এ সম্বন্ধে সঠক পোকেটে নিম্নলিখিত সংবাদ বাহির হইয়াছে:—একটি আসন-পুলকা ব্রীলোক একটি বোমা বিধ্বংসকরী তলার আটকা পড়িয়াছে, হাসপাতালে এই সংবাদ পেঁহিলে সিঙ্গার টিভেনস ও সিঙ্গার ক্রানস্টন যেহেতু তাহার উদ্ধারার্থে হাইতে মারী হন। বোট লাভ জন লোক বাড়ীটির তলার আটকা পড়িয়াছিল, বাড়ীটা এমন ভাবে বিধ্বংস হইয়াছিল যে, যে কোনও বুদ্ধিমান লোক বাড়ীটা পুনরা পড়িতে পারে। গ্যাসে লবণ আবহাওয়া বিঘাট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বিপদের প্রতি মুকোশ মাত্র না করিয়া মার্কিন ধূস-ধূসের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর এই ব্রীলোকটিকে উদ্ধার করিয়া আনিতে সক্ষম হন।

ব্রিটনে নুতন মার্সার স্থাপনের আয়োজন

যুদ্ধকাৰ্য্যে নিযুক্ত মার্সারের লক্ষ্যন রক্ষার ব্যবস্থা

ব্রিটনের ব্রীলোকেরা প্রায় সকলেই যখন যুদ্ধ প্রচেষ্টার নামকরণ সাধনা করিতে যান, তখন যেটি যেটি ফেল-মেয়েদের লালন পালন একটি সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই অনুবিধা দূর করিবার জন্য ব্রিটন গভর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন যে, বিলাতের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্নসিপ্যানিটি প্রকৃতি স্বামী কঠোর প'চ বংশের অমরিক বহু পিত্তের জন্য মার্সার (নিও পালন প্রতিষ্ঠান) পুলিশে ব্রিটন সরকার তাহার সমস্ত বহু বহন করিবেন। এই মার্সারগুলি মাত্র দিনে খোলা থাকিবে, এবং দুই হইতে প'চ বংশের পিত্তের ভার লইবে। নিজস্ব সকল সমস্তের জবাই খোলা থাকে, এমনও বহু মার্সার আছে। এগুলিতে অল্পা পিত্তের খোঁপোখোঁপের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী পরদা দিতে হয়।

ডেইলী টেলিগ্রাফের কমেডিটাকট সংবাদলাভা যুক্তরাষ্ট্র এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন পরিচালন করিয়া লিখিয়াছেন:—প্রায় হইট্টি, হাইট্টি এরোপ্লটিকেল্ এবং এলিসন এই কারখানা ডিনটিতে বর্তমানে যে সকল জড়ী বিমানের ইঞ্জিন নির্মিত হইতেছে, তাহাদের মোট পরিমাণ মাসিক ৩৩ লক্ষ অনুপত্তি। বাকাত্তরে আর্দ্র-নিরঞ্জিত সমস্ত কারখানার বর্তমানে ৩৩ লক্ষ অনুপত্তি পরিমাণ বিমান-ইঞ্জিন নির্মিত হইতেছে।

বর্তমান যুদ্ধে বিমান-শক্তি ও গুরুত্ব

ক্রীটে ব্রিটিশ বাহিনীর ক্রটি

লান্ডে টাইমসের বিমান বিষয়ক সংবাদলাভা লিখিয়াছেন:—

সৈন্যবাহী বিমানের অবতরণের উপযুক্ত একটি বিমান-বাটি বিশেষ বাবা না দিয়া জাতিয়া দেওয়া ক্রীট-যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর বিষয় 'ডুল' হইয়াছিল। উক্ত বাটিটি পরিত্যাগ করিবার পূর্বে ইহা বিধ্বংস এবং অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলা উচিত ছিল; বাহাতে ইহা বেরানত করিতেও আর্দ্রদের কয়েক সাতার লাগিয়া যার। কিন্তু ইহা অকৃত অবস্থায় বর্তমানে জাতিয়া দেওয়ার তাহাদের অপ্যারাসেই একটি সাহসিক গুরুত্বপূর্ণ বিমান-বাটি লাভ হইল। এই বাটিটি এমন ভাল অবস্থায় না পাইলে আর্দ্র বিমানগুলিকে বাবা হইয়া সমুদ্রসিকতে অবতরণ করিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইহা বিশেষ বিপজ্জনক।

ক্রীটের যুদ্ধে যে বিলা লাভ হইল, তাহাতে ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলভাগের বিমানবাটিগুলি সম্বন্ধে পূর্বাঙ্ক নতক হওয়া প্রয়োজন। এই অকলে কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিমানবাটি আঁটে। এইগুলি পক্ষের হাত হইতে হক; কয়র জন্য আরও ব্যাপক ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

আর্দ্রদের সমুদ্র বিমানবাটি লাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। তাহারা বেশ গুরুত্বপূর্ণ যে, ভূখণ্ডাধার এবং আর্দ্রাণ্টিক উত্তর অকলের যুদ্ধেই তাহাদের সাহায্য স্থানিধাজনক বিমানবাটি জাতের উপর নির্ভর করিতেছে। দুই উপরে আর্দ্রাণ্টিক এই প্রচেষ্টা বাধা করা যার, প্রথমত: আকাশে আর্দ্র বিমানগুলিকে আক্রমণ করিয়া, দ্বিতীয়ত: তাহাদের বিমানবাটির উপরে হানা দিয়া। স্বাক্ষরিত বিমানবাহিনী পুনর্পাঠ্য জড়ী বিমান বাবা আক্রমণ চালনা করিয়া আর্দ্র বোম্বা ও সৈন্যবাহী বিমান পূসে করিতে পারে। ক্রীটে এইরূপ বাবা লানট উচিত ছিল। সবে সবে বোম্বা বিমান পাঠাইয়া পক্ষ বিমানবাটিগুলিতে হানা দিয়া পক্ষ বিমানের উপর বোম্বার্বণ করাও প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র হইতে সম্প্রতি যে সকল বিমানপোত আগিয়া পেঁহিতেছে, সেগুলি এইসব কার্যের জন্য বিশেষ উপযোগী।

আর্দ্রদের তাহাদের বিমানবাটি রক্ষার জন্য সমুদ্র ব্যাপক বন্দোবস্ত করিয়াছে। বনপথে আক্রমণ করিয়া এইগুলি বহন করা সম্ভব কথা মনে। এইগুলিকে বিমান আক্রমণের হাতই ধূস করা প্রয়োজন। বিমান আক্রমণ এই বাটিগুলি বিধ্বংস করিতে পারিলে আর্দ্রাণ্টিক আক্রমণাত্মক পরিকল্পনার বিশেষ বিপর্য্য ঘটানার সম্ভাবনা।

ভূখণ্ডাধারের ব্রিটনের আবিপত্তা রক্ষাও বর্তমানে বহু পরিমাণে বিমান সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে। বিশেষত: সমুদ্র কেবলে অপরিহার্য, সেখানে বিমানের সাহায্য না পাইলে কিছুতেই চলিবে না। আর্দ্রাণ্টিক তীব্র বিমান আক্রমণের হাত বাহাতে ব্রিটনের ভূখণ্ডাধারীর দৌরহরকে পর্যাপ্ত না করিতে পারে, সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

মুতন যুদ্ধে নিয়োগ

৩ জন প্রহরের ব্যবস্থা

বর্ষীয় মিডল জাতিসের (বিচার বিভাগীয়) নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়ামনী আদারী ১২ই জুনের "কলিকাতা পোকেটে" প্রকাশিত হইবে। স্বাক্ষরিতের পাত্তিক সাত্তিক করিবণ ৩৬টি পনের জন্য কার্যে নিয়োগ প্রকাশিত করিবেন এবং উল্লেখ্য দোক নিযুক্ত করা হইবে। মুতন পালনতবে এই প্রকর বন মুতন প্রহণ করা হইবে।



আর্দ্রাণ্টিক বিভিন্ন স্থানে সৈন্য-বিমানবাহন চালানিয়া আগিয়া এককল বৈমানিক জাহাজের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বিশেষ প্রকাশ করিতেছে।



বাঙলাব কথা

৩৭ বর্ষ, ৩৩৭ সংখ্যা]

কলিকাতা, ১০শে জুন, ১৯৪১

[এক আদ্য]

ইরাকে নাৎসীদের বিরূত ষড়যন্ত্র

ইসলাম রক্ষার নামে কর্তৃত্বশাস্ত্রের অপচেষ্টা

[সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর মহামাত্ত স্যার ডি. কানিংহাম লিখিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ]

বর্তমান সময় বৃটিশ, ভারতীয় ও স্বাধীনকীয় বিমান-বাহিনী ইরাকে রহিত। ইরানের তথ্য উপস্থিতির কারণ জানিতে সকলেরই কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। ইরাকে স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতির খুঁটি কারণ আছে, যথা জার্মান, ইটালীয়ান ও অন্যান্য শত্রুর হাত হইতে ইরাক রক্ষা করা; দ্বিতীয়ত: ভারতের নিরাপত্তা বিধান। কারণ এ-পথেই জার্মানরা ভারত আক্রমণের আশা পোষণ করিয়া আসিতেছে।

জার্মান বেডিও এবং আত্মা চিন্তাশীল বেডিওর মতক্কে আমাদের নিকট বহু বিদ্যা প্রচার করা হইয়াছে। বিদ্যাবাদীরা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইটাও বলিয়াছে যে, স্বাধীনকীয় বিমানবাহিনী বাংলাদেশের পবিত্র স্থানগুলির উপর বোমা বর্ষণ করিতে উদ্ভূত: করে নাই। ইরাকে পড়োব লেন হাত নাই। তাহাও ইটাও প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে যে, ভারতীয় সৈন্যরা বন্দী আদি ও ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে বাতী হয় নাই।

আরবে অশান্তি বিবাক করিতেছে বলিয়া বিশ্বাসের দল হাতা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, উহা আসলী সভা নয়। বিনর, প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডান, সৌদী আরব এমন কি ইরাকেও কোন গোলমালের স্রষ্টা হয় নাই।

আমল ব্যাপারটি এই: বন্দী আদি ইরাকের পুঙ্ক হাতা করকনকে কসত্রচ্যুত করিয়া নিজেই শাসন-করতা হস্তগত করেন। তিনি জার্মানদের বহু। ইরাকের স্বাধীনকীয় বিমানের তিনি জার্মান ও ইটালীয়ানদের নিকট হইতে শ্রুত: অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। জার্মানরা এ-কথা বেশ পছন্দিত: করিয়াছে। ব্যাপারটি একদল বেশ পছন্দিত: হইয়া গেল। জার্মানরা ইরাক বন্দ-পুঙ্ক ইরাকে প্রচাদের একটি উপনিবেশে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল; অপরপক্ষে বৃটিশরা দল বঙ্গদেশের পুঙ্কায় নদী পর্বতমালায় শত্রুর আক্রমণ হইতে ইরাকে রক্ষা দেটা করিতেছে নাই।

উপকোক্ত সত্বেই ব্রেট বৃটেন ও ইরাকের শীর্ষ সিলেক্ট সৈন্যী ও বহুবল প্রতীক। গত মহাসময়ের সময় বৃটিশের পাঠ্যব্য ইরাক পাবীকতা লাভ করে। বৃহৎসংখ্যক এ-কথা ইরাকের শাসন করতা বৃটিশের হস্তগত হইয়া পড়ে।

সুদীর্ঘ ১০ বৎসর বৃটিশ গভর্ণমেন্ট অত্যন্ত বিদ্যুৎপ্রায় সচিব জার্মানদের সচিব সম্পাদন করেন। এ সময় জার্মান ইরাকবাসিনদের ভারতের বিরুদ্ধে একটি সৈন্য ও বিমানবাহিনী পড়িত। তুমিহে বিদেশ নাকর্য করেন। জার্মান ইরাকের পুঙ্ক বাহিনীকে কল্যাণ জার্মান

জার্মানদের নিকট সোপাশেষ জাগান। ইরাক কলে হাতা করকন সার্বভৌম করতার অধিকারী হয়। শাসন-কার্যের সাহায্যার্থে কতিপয় বৃটিশ অফিসার ও বৃটিশ বিমান-বাহিনীকে তিনি ইরাকে রাখিয়া দেন।

উপরে যে সত্বেইর আভাস দেওয়া হইয়াছে, উহা বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও ইরাকের হাতা কর্তৃক ১৯১০ সনে সম্পাদিত হয়। উহাতে এ বর্ষের একটি পর্ষ সচিবটি বহিরাহে যে, যুদ্ধের সময় ইরাকের বেলগে, সদস্য, বিমানবাহী প্রভৃতি ব্যবহারের পুঙ্ক তথ্য-প্রমাণ বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে দেওয়া হইবে।

জার্মানী ও বৃটেনের মধ্যে ১৯১৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সাংঘাত্য ধাঁধা উঠার সঙ্গে সঙ্গেই পুঙ্কায় সচিব-গভর্ণমেন্ট ইরাক গভর্ণমেন্ট জার্মানীর সচিব সকল সম্পর্ক ছেদন করেন। ইরাকের জার্মান দূত ও অপরপক্ষ সোচ্ছন্দকে তথা হইতে বিতাড়িত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইরাকের চারি বৎসর বয়স্ক বালক হাজার পক্ষে বিদেশে প্রিন্স আদির আবদুল ইলা মহামাত্ত সচিব বর্ষ কর্তৃক পুঙ্ক সহযোগিতার আশ্রয় প্রদান পুঙ্ক তার করেন। এ ঘটনা জার্মানদের ক্রোধের সঞ্চার করে। তাহারা কাল বিলম্ব না করিয়া ইরাকের সরকারী কর্তৃত্ব-গণকে উৎকোচ প্রদানের ষড়যন্ত্রে নিগ্ধ করে। ইরাকের গভর্ণমেন্ট বৃটিশ হইয়া পড়ে এবং বন্দী-সভার দল বন্দল সংগঠিত হয়। ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে বন্দী আদি ইরাকের প্রবাস-বহিষ লাভ করেন। তিনি উক্ত পক্ষে ১০ বার কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৪১ সনের জানুয়ারীর শেষ ভাগে বন্দী আদির বন্দী-সভা পবিত্রায় করিলে বন্দী আদির আরকের সেন-বন্দা বিভাগের বৃদ্ধি কেনারল সৈন্য জাহা-আলু হাশেমী বৃত্তস বন্দী-সভা গঠন করেন। তিনি বৃটিশের সচিব ইরাকের সরকারী আরও দূত করিয়া সোদায় ইরাক প্রকাশ করেন। বৃত্তসর ও উৎকোচ প্রদান সবেও ইরাক ও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মধ্যে সবেও উপস্থিতি হইতেছে কেবল জার্মানরা প্রবাস পড়িল। এ-কারণে জাহায়া বন্দী আদীকে অত্যাচারিত বদ প্রদানে শাসন করতা হস্তগত করার জন্য উৎসাহিত করিয়া জেলে। তাহারা বন্দী আদীকে সৈন্য-সামন্ত হাতা সাহায্য দল করিতেও পুত্রিত: হয়। তত্বমালায় বিবাক এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে বন্দী আদী বাংলাদেশ সরকারী অফিসগুলি বন্দল পুঙ্ক বিদেশে আকুল ইরাকে ট্রান্স-কর্তৃক জাহায়া দেন।

জার্মানরা যে ইরাক বন্দল করিতে চাহিতেছে, ইহা আর বৃটিশের কাছে অজান হইল না। সচিব গভর্ণমেন্টে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট অতঃপরে ১৭ ও ১৮ই এপ্রিল তারিখে কলার সৈন্য অবতরণ করাইলেন। যে পথিকর্য্য অন্তর্গত হস্তায় সৈন্য প্রেরিত হয়, উহা দল দল পুঙ্ক বন্দী আদীর জাহায়ায় করা হইয়াছিল। সৈন্য অবতরণের পর এক বার পর্যন্ত বন্দী আদী এ-সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। গ্রীষ্মের যুদ্ধে জাহায়ায় শাকলা দল দে উৎসাহিত হইয়া বন্দী আদী যমে করিলেন, জার্মানী জাহায়ে সৈন্য-সামন্ত ও বন্দলজাহ হাতা সাহায্য করিতে পারিলে। উক্ত সাহায্য বন্দলজাহ হইয়া বন্দী আদী হাওয়াসিরা বৃটিশ বিমানবাহী আক্রমণ করিয়া করিলেন। বৃটিশ বাহিনীও অসত্যা পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিল। মাত্র ১০ দিনের মধ্যে জাহায়া বন্দী আদীর সর্বত্র ইরাকী বাহিনীকে হাওয়াসিয়া ও বন্দল হইতে বিতাড়িত করে। কংবাহু সচিব হাশেম সেন-পুঙ্ক ইরাকী সৈন্যরা বন্দল করিয়া পহিরাছিল, উহা পুনরায় বৃটিশের দলনে আলে। বৃত্তস: ইহা স্মৃতিভাবে বোকা পিরাছে যে, বন্দী আদীর সর্বত্র-করণ কর্তৃক বন্দী বর্ষের পুঙ্ক বৃটিশ বাহিনী আক্রমণাত্মক কোন কার্যই করে নাই।

এ সম্পর্কে বিশেষ বিশেষক রাষ্ট্রগুলির মতামত কি হেতুম। "ইরেনী শাবা" ও "জাহায়া" নামক দুই সংবাদ-পত্র দুই দলিও অন্যান্য সংবাদপত্রের দ্বারা বন্দী আদীকে এই অভিযোগে শিন্দা করিয়াছেন যে, তিনি দেশের পুষ্টি বিশ্লেষণাত্মকতা করিয়াছেন। বিশেষ প্রকাশ-বন্দী হাশেম সচিব পাণ্ডার জাহায়া তথাকার গভর্ণ-মেন্ট ইরাকের গোপনালের জন্য বন্দী আদীকে সম্পূর্ণভাবে দাতা সাহায্য করিয়াছেন। ইরাকের বিজ্ঞ বাতলীতিবিক দাতা পাণ্ডা পরিকল্পিতভাবে জাহায়া দিয়াছেন যে, ইরাকের অধিকাংশ সোচ্ছন্দ বন্দী আদীকে সর্বত্র করে নাই। সোচ্ছন্দ ইরাক সৌন্দ বন্দী আদীকে জাহায়া দিয়াছেন যে, তাহারা নিকট হইতে যেন কোন সাহায্য পাইয়া কাজ না করে। উপরন্তু তিনি ইটাও জাহায়াছেন বন্দী আদীকে তিনি আশ্রয় পর্যন্ত দিবার না। আমেরিকাবাদীরা পর্যন্ত বন্দী আদীর কায়েদী হীত শিন্দা করিয়াছে। বৃত্তস: দাতা প্রত্যাশীস লেন কর্তী বাতীত বিশেষ অপরপক্ষ সেনগুলি ইরাকের ব্যাপারে বৃটিশের তত্ত্বক্ষেপ অনুমোদন করিয়া থাকে। সাধারণ জাহায়া যমে করে বহাশ্রাচো ইরাকী ও জার্মানীকে দাতা প্রকাশ করা বৃট্ট বৃটিশরাই। জার্মানী এবং ইরাকী কল দল বঙ্গর হইতে বহাশ্রাচো অবস্থিত মুসলমান রাষ্ট্রগুলি উপর প্রত্যস্ত নিষেধের তেটা করিয়া আসিতেছে। একটি সচিবটি ও জাহায়া আরব রাষ্ট্র পড়িতা জেলা নয়, পর ইরাকের সরকারীরা তাণ করিয়া উক্ত রাষ্ট্রগুলির উপর প্রভুত পড়িত। কতাই তথ্যমালায় উৎসাহ।

বৃটিশরা বন্দল সিলেক্টের ইসলামের স্বাক্ষরতা বন্দী প্রচার করে নাই। তাহারা সিলেক্টেরকে ইসলামের বদ করিয়া পরিচূত:। ইরাক এবং অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রগুলি হাতাতে চক্রবর্তিপুঙ্ক করলিত: হইয়া চরম পুঙ্ক-পুঙ্ক দেপ না করে, জাহায়া শুধু উহা বেচিত: হয়।

মহামান্য গভর্ণরের কৃপাভা জ্ঞাপন

পশ্চিমাঞ্চলীয় মুখ উদ্বলিত। যে সাহায্য পাওনা নিরাশে,
তাহাতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগ যে কিরূপ দুঃভাবে
ইহার সম্বন্ধ করে তাহার সম্যক প্রকাশ পাওনা নিরাশে।
সদারানা পতন্যর বাহাদুর নাগও বেকতের ভিতর
হান বাহাদুর এন. সি. মোমকে লিখিত একটি চিঠিতে
কলিকাতার জেলার জরীপের কাঠোঁ নিযুক্ত অফিসারদের
৫,০০০ টাকা লক্ষের কথা কৃতজ্ঞতা সহিত স্বীকার
করিয়াছেন। এই অর্থ একটি আদালতের দ্বারা বাবদ
হইবে এবং উহার ব্যবহার করা হইবে "কলিকাতার
সেটেলমেন্ট আদালত"।

সিরিয়ান সংগ্রাম

কাছাকাছে রাজকীয় বিমানঘাটিনী নত ১০ই জুন
সন্ধ্যাবেলাে যে সময়টীকী বিস্তৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে
প্রকাশ, সম্প্রতি মিথিয়ার জার্মান বিমানের দ্বারা বিশেষ
কুড়ি পরিচাল্যে। নত সন্ধ্যাবে জার্মান বিমানবাহন কখন
মিসিগি বীপ জায়া করে, নতবল্য তখন সেইসকলের
অবিকল্প বিমানপাটই মিথিয়ার পারিষদ কেতা হয়।

পল্লী-সংগঠন

[মিঃ ব্রুসিয়ার প্রদত্ত ভাষণের এক-এ লিখিত]

“যেখানে পল্লী আমাদের মঙ্গল-সীমাবদ্ধ পুঙ্খবিলে বিস্তৃত চিন্তা প্রিয়, সেইখানে আমাদের পুঙ্খ-বিলে বিস্তৃত চিন্তা প্রিয়। ‘একবার ভাষণ বা লিখিত ভাষণ’।”
—রবীন্দ্রনাথ।

আমি না কবিতা উল্লেখ, কবিতা এই পুঙ্খবিলে আমাদের নজর পড়ছে কিনা, জানি। পল্লী-সংগঠনের মূল্যবোধ আমাদের অস্বাভাবিক যাদের যেহেতু চীন বর্ষে বর্ষে উপলব্ধি করছে কিনা। “Back to village”, “Rural reconstruction” এর যে কথা আজ আমরা শুধি, এর মধ্যে কতগুলি আছে শুধু সনিক্তা, কতগুলি আছে আন্তরিকতা, কতগুলি আছে ভাববিশ্বাস,—বিচার স্বরূপের সময় হয়তো এখনো হয়নি। তবু যে আজ সরকার বাহাদুর ও সরকার বাহাদুরের অনেক বিশিষ্ট প্রজা এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন, এটা আশার কথা। এই আশা বাড়ে কলে কলে সাধক হয়ে উঠে, সে চেতনা সকলেরই নিজ পক্ষে বড়ো আয়নিয়োগ করার সময় হয়েছে।

জাতিবাদের বহু প্রাণেই পল্লী-সংগঠন সনিক্তা হয়েছে। এই সকল সনিক্তার কর্মজালিকা প্রকটতাই এক—সারিত্রা পুঙ্খ করবার জন্য অনু বিস্তরণ, প্রয়োজন-সুস্থ পুঙ্খ বিস্তরণ, রোগীর চিকিৎসা, যেহেতুসেবা কার্য, নিবাসিন্দার, নৈশবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতির ব্যবস্থার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, জল পবিত্রতা, ভোজ্য ইত্যাদি, পান্য পবিত্রতা ইত্যাদি উপায়ে বাল্যেরিলা নিবাসনের চেতা, পাঠাগার ও পাঠচক্র স্থাপন ইত্যাদি। যাদের যাদের কোন কোন সনিক্তা হাতে প্রদর্শনী ও ব্যক্তিগত সংগঠনের সহযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থাও আছে। তবু বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় সারিত্রা পুঙ্খ হয়নি, বাল্যেরিলা নিবেশ হয়নি, জল নিরীল হয়নি, পাঠাগারে শুধু গোয়েন্দা কাহিনী সংবলিত পুঙ্খের অনুপ্রাণের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। নৈশবিদ্যালয় কতগুলি হয়েছে, কতগুলি উঠে গেছে। অথচ সনিক্তাগুলি বক্তৃতার পুঙ্খ নতর হয়ে একই প্রচেষ্টার বার্ষ পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।

কেন এমন হয়? গলম কোথায়? যদি এ কথা সত্য হয় যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা নিরর্থক হয় না, যদি এ কথা সত্য হয় যে কোন ভাষণে কত বিকল হয় না,—তবে এই সব সনিক্তার সাধনার প্রত্যেক কল আমরা পাই না কেন?

তার প্রধান কারণ যেরূপ হয় এই সব পল্লী-সংগঠন সনিক্তার মূলনীতিতে মতো মতো গলম হয়ে গেছে। আমরা পল্লী-সংগঠনকে নিত্যমূল্য মূল্যবোধে দেখছি, পল্লী-বাসিন্দার মূল সাহায্য দিয়ে উপকার করে পল্লী-সংগঠন করছি বলে বলে বলে সাধনা পেরেছি। মাননীয় স্রষ্টা মিঃ মোহনমোহন একবার বলেছিলেন—“I visualize rural reconstruction as a great psychological uplift” পল্লী-সংগঠন সনিক্তাগুলির এইটাই মূলনীতি হওয়া উচিত। গ্রামবাসিন্দার শুধু মূল সাহায্য করলেই যথেষ্ট কথা হল বলে চলে না,—সকলের আগে তাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন করতে হবে, তাদের মধ্যে উদ্ভূততার জীবন বক্তা প্রণালীর আশ্রয় প্রচার করতে হবে, তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ, উদ্ভূততা, আত্মনির্ভরশক্তিমূলী মনোবৃত্তি গঠন করতে হবে। এ দিক দিয়ে তাদের সচেতন করে তোলা হয় নি, বা হয় না—তাই সংগঠনের কাজে দেখা দিচ্ছে—গ্রামবাসিন্দার একাধি ইচ্ছাশক্তির অভাব।

এই একাধি ইচ্ছাশক্তির অভাবে পল্লী সনিক্তাগুলির কাজ কলমের ব্যাপ্ত হয়েছে। আমরা গ্রামবাসিন্দা, আমরা যে নজরই গ্রহণের উদ্ভূতি চাই, এ কথা বলে প্রাণে অনুভব করি না, যেরূপ দিয়ে বলতে পারি না। গ্রহণের উদ্ভূতিতে যে আমাদেরও উদ্ভূতি হয়, একথা আমরা ইচ্ছা করেই বুঝি না। সারিত্রা পরিবর্তনের

প্রতি যে কর্তব্য,—সে কর্তব্যকে আমরা জাতি, বান্দা, চাকার বরচ ও জীবনবীরা বিরোধী মূল্যে চাই। কলম বললে মতো বীরা পুঙ্খ বোঝা ও জীবনকেই লক্ষ্য বলে ও চরম লক্ষ্য বলে বলে দিয়েছি। আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড়ো অভিশাপ,—শিক্ত অশিক্ত, ইতর, ওহ—সকলেরই অভাব বোধ বোধ পেরেছে। যা আমাদের নেই, সেটাকে পুরোপুরি অনুভব করে বলে মনে বোধাই; যা আছে, সেটার মধ্যেই আমাদের ভাবনা চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করি। রোগে ভোগার সারিত্রাকে অনুভব বাড়ে ও নিজের অস্বস্তির অবস্থার বাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমরা শিক্ত। তাই আমাদের সারিত্রা চরমপাশ বলে মনে উঠে, সারিত্রা মর্মেত পড়া পাকের মূল। সারিত্রা বাগানের বা সারিত্রা আশেপাশের ভোজকে আমরা সুবিধা বিলাসেই প্রদর্শন করি, কেমনা ভাবে বর্ষা জল জ্বলে, কার কাটা, বাসনামা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পুঙ্খালীর কাজগুলি পুঙ্খ হয়। রোগ ও বাতাসের চেয়ে আর, কীটাম, মিচু ইত্যাদি নাম মাত্র বারী কলগুলির নাম আমাদের কাছে অনেক বেশী। প্রত্যন্তে মনীষনে অস্বাস্থ্যকর মনে যে সময় যায়, সেটা মিচুটাই সময়ের অপব্যবহার বলে বিবেচনা করি এবং শিক্ত থেকে বৃদ্ধ পুঙ্খ সকলের পক্ষেই নিরবিত সময়ের আহারকে একটা অস্বাস্থ্যকর উপায়ে বলে বিবেচনা করি। চারপাশের কলমের পড়াভাবের দিকে অনেকট মনোযোগ দিই, অনেকট তাদের জন্য পরমা বরচ করে পুঙ্খিক করি, কিন্তু তার পারিত্রিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে কিছু মাত্র মনোযোগ দিই না। তাই চারপাশের কাছে পড়াভাবো বাড়ে বেড়ে মনোপাত পাপকর, শিক্তকর, কাচে অস্বাস্থ্যকর বাড়ে বেড়ে মনোপাত পাপকর, অতিশয়ক-সেব কাছে পুঙ্খালি প্রতিপালন বাড়ে বেড়ে মনোপাত পাপকর। যারা অশিক্ত, উদ্ভূতশ্রী বর্ষিত,—তারের মধ্যে এই মনোবৃত্তিকে অজানতা প্রসূত বলা চলে, কিন্তু শিক্ত ও সনিক্তারের মধ্যে এই উল্লীসমূহ কি বলা যায়? শিক্ত চিন্তাশক্তির সক্রিয়তা ও ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা ভাড়া আর কি।

জল পবিত্রতা করে, ভোজ্য বুদ্ধির দিয়ে হয়তো বাল্যেরিলা সবলে নিরীল হয় না। বিশেষজ্ঞা বলছেন,—বাঙালার বাল্যেরিলা মট করতে হলে শুধু জল পবিত্রতা, বাল্যভোজ্য ইত্যাদিতে চলে না, জল মিকালের ব্যবস্থা করতে হবে, ভোজ্য বলা নদী ও বাল্যের পুঙ্খকার করতে হবে, এর পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা মরকার। কিন্তু এটা দিক জল পবিত্রতা করলে রোগ ও বাতাসের প্রাচুর্যকে আমরা লাভ করতে পারি ও পরিচাল্য পাকতে পারি; কলে রোগের প্রকোপ কম হওয়া অবশ্যকারী। কলে পড়াভাবো হয় “Cleanliness is next to godliness”, ব্যবহারিক জীবনে সে পুঙ্খমূল্যে modum হিসাবে দিই না কেন? পরিচাল্য থাকার অবিকার প্রত্যেক মানুষের আছে, পরিচাল্য থাকার ইচ্ছা প্রত্যেক মানুষের বাক্য উচিত।

চাই উদ্ভূতশ্রী। যে গ্রামে আমাদের বাক্য মাল পাকতে হবে, সে গ্রামের পুঙ্খকার সঙ্গে আমার ও সারিত্রা পরিবর্তনের পুঙ্খকা একসঙ্গে অভিত, সে গ্রামের প্রতি সারিত্রা কি ভাবনারমানোটেই পুঙ্খ হবে? ভাব করে বলতে হবে—হ্যাঁ, আমরা গ্রামের সাহায্য চাই, নদীল গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুঙ্খ হয়ে যাব। একথা ভাব করে বলবার, কোন করে ভাববার দিন কি আছে? আসে মি? কবি বলেছেন,—‘সরিত্রা পুঙ্খ বর—‘আমরা চাই’।’ এই মর্মেই স্রষ্টা হয়েচে মানুষের পারিত্রিক ও গোষ্ঠিক জীবন, স্রষ্টা হয়েচে সত্য, স্রষ্টা হয়েচে স্রষ্টা, স্রষ্টা হয়েচে জল ও বিজ্ঞানের দিগন্ত উপকরণ। এই মর্মেই আমাদের জীবনে, আমাদের গ্রামের প্রত্যেক মনোবৃত্তিতে জীবনের চেতা করার জিন কি আছে? আসে মি?

পল্লী-সংগঠন সনিক্তাগুলির প্রাথমিক কাজ শুধু হওয়া উচিত এইখানে। এই ইচ্ছাশক্তি গ্রামবাসিন্দার মনো-প্রাণে সনিক্তা করার চেতা তাদের কর্মজালিকার

প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত। কর্মজালিকার এই দিকটা উপেক্ষা করেই বলেই সনিক্তাগুলির সাক্ষ্য পরামর্শ হয়েছে।

পল্লী-সংগঠন সনিক্তাগুলির বিকলতার জন্য একটা কারণ আর্থিক অস্বস্তিকতা। এই আর্থিক অস্বস্তিকতার সারিত্রা জাতি সনিক্তার উপর চাপিয়ে শিক্ত। এই পর-সুপারিশকার মনে তাদের বেকসমে পুঙ্খ হয়ে যায়। চীনার সারিত্রা সকলের কাছেই উদ্ভাবন কলম হয়ে শিক্ত হয়েছে। অনেক আছেন,—পাড়ে চীনার সারিত্রা দেখিয়ে পড়ে, এই চেয়ে চীনার কলমাকরই হোক,—কোন অনুভূতিতে যেরূপ মনে না। একথা সত্য যে মাল অনুভূতিতে মাল চীনা অনেকটাই নিয়ে থাকেন। এ কথাও সত্য যে গ্রামে মাল করতে হলে পল্লী-সংগঠন সনিক্তাগুলির প্রয়োজন আছে। কেন না—

“কি করে আমরা বাঁচবো সেটা ভাববার কথা নয়, কেন না কোমলতা বাঁচার চেয়ে বলা ভালো। কি করে আমরা পুঙ্খালি বাঁচবো, সেইটাই ভাববার কথা।”
—(২৩শে অক্টোবর ১৯৩৬ সালে কলিকাতা কলমিয়ার মিটিং-রামে “বাল্য ও পুঙ্খ প্রদর্শনী”তে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা)।

এই পুঙ্খালি-বাল্যে বাঁচার মঙ্গল দেখার জন্য পল্লী-সংগঠন সনিক্তাগুলির একাধি প্রয়োজন। সে প্রয়োজন পুঙ্খ করতে হলে অস্বাস্থ্যকর মূল্য দিতে হয়। মূল্য দিয়ে বা কিনি, তার উপর বরচ স্বাভাবিক। উপার্জনকে অর্থ দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান পড়ে তুলি না পড়ে তোলায় সত্যতা করি,—তার উপর বরচও তেরমি স্বাভাবিক; আর এই সময়ই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি। গীতা বলি,—বহুধা বাঁচি, ও bank balance মিটেই জীবা মট। সেখানে জীবা ভিত্তি আসেন,—পুঙ্খ পুঙ্খের প্রচলিত পাল পাপকর, অথবা পুঙ্খ পুঙ্খের অধিক সম্পত্তির তজবাবদে। তাদের কাছে চীনা চাওতোয় পুঙ্খ কথা,—কোন সনিক্তাতে তাদের উপশিক্তি পুঙ্খ না কথাও জীবা স্বাভাবিক বলে মনে করেন না,—যে মনে চীনা চাওতোই এই প্রাণের প্রচল্য অর্থ। জীবা বাক্য মাল মনে থাকেন না, দেশের প্রতি জীবা এই বিবৃতি দীতি ও মানবজাতির দিক দিয়ে বিলাহিত মনেও জীবা বাক্য মাল। কিন্তু জীবা থাকেন ও জীবাের জল মনে গ্রামের পুঙ্খ পুঙ্খের সঙ্গে জীবা, জীবাের বিবৃতি বাক্য পড়। জীবা উপার্জন করেন, জীবা যে মাসিক পুঙ্খ আনার মতো সামান্য আর্থ-তাপও করতে পারেন না, একথা বিবৃতি-যোগ্য নয়।

পল্লী-সংগঠন সনিক্তাগুলির বিকলতার জন্য একটা কারণ প্রকৃত কর্মীর অভাব। প্রতিষ্ঠানকে পড়ে তুলতে হলে প্রতিষ্ঠানকে নিজের জিনিস বলে ভাবতে হয়, প্রতিষ্ঠানের দিগন্তে চিন্তা করতে হয়, প্রতিষ্ঠানের উপর বরচ বোধ করতে হয়। এছাড়া সারিত্রা জীবনের প্রয়োজন। যে যে সারিত্রা কর্মীর উপর মাত্র করা হয়, সে সারিত্রা সত্যে কর্মী যদি সচেতন না হ’ল তা’ হলে কাজে আসে বিবৃতি,—কলে প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হয়ে পড়ে আলো। কর্মীর দুর্ভাগ্য সামান্যের দুর্ভাগ্য থেকে পুঙ্খ হওয়া প্রয়োজন। যদি অশিক্ত অস্বাস্থ্যকর মধ্যে শিক্ত-বিচার করতে গিয়ে কর্মীর মনের ভাব এট হয় যে, তিনি একটা মনো কাজ করছেন, সেটাটই মতা করে অশিক্তদের অস্বাস্থ্যকর থেকে আলোয় আসছেন, তা’ হলে সে শিক্ত দিগন্তের উল্লীসমূহ হয় মাল, কাজটিও হয় মাল। রবীন্দ্রনাথ “বহু বাঁচি”তে সারিত্রা মণ্ডলের পুঙ্খ দিয়ে বলেছেন,—“জীবনের মনো মণ্ডল ভোজ্য এক কেতা, ওয়া আর এক কেতাের কাঠির এসেছে, আর আর জীবনের মন ওদের সারিত্রা উপর চাপতে চাই।”
—আমি ও একে কাপুঙ্খতা মনে করি।” একথা বলা বলা সত্য। এই মনোবৃত্তির কলমাকর পরামর্শের মনে আসে সাধন ও বিচার। কলম কাঠিও আছে আছে

যশোহর জেলায় তাঁতশিল্পের উন্নতি

জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্যোগ

স্থানীয় তত্ত্বাবধায়ক সনাতন অধিদপ্তরগুলির আন্তঃ-অভিযোগ এবং চম্পাচলিত বস্ত্রশিল্পের অবনতির কারণ সম্পর্কে সম্যক অবগত হইবার জন্য যশোহর জেলার প্রাথমিক ম্যাজিস্ট্রেট মি: এম. এম. বী. আই. সি. এস. মহোদয় বাঙালি পতন-মেন্টের বিশদ বিভাগের ডাইরেক্টর সম্মতিস্বত্বের পত্র ১লা জুন তারিখ যশোহর সিটিমের মিকটনটী মেসিন নগর (মডেল গ্রাম) পরিদর্শন করেন। কর্মপ্রায় ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের উপদেশ অনুসারে চম্পাচলিত বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে উক্ত গ্রামে একটি সমন্বয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পতন-মেন্ট কর্তৃক প্রেরণীকৃত হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডাইরেক্টর মহোদয় উক্ত গ্রামে পৌঁছিয়া উক্ত সমন্বয় সমিতির চেয়ারম্যান মো: ম: হাফিজুলী এবং সেক্রেটারী মো: আচম্ম আলী বি. এ. ও অন্যান্য কর্মকর্তা সমূহের আদিকার্য তত্ত্বাবধায়ক দপ্তরে হাইদ্রা প্রজেক্টের আভা-অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন এবং নি পক্ষ অবগত করিলে ঐ সমন্বয় সভার পুরীকৃত হয় তদনুসারে উপদেশ দেয়া। প্রজেক্ট পরিদর্শন তত্ত্বাবধায়ক পূর্ণ কৃষ্ণের প্রজেক্টের প্রজেক্ট পক্ষে বসিয়া বস বসন লক্ষ্য করেন এবং প্রজেক্টের কার্য উৎসাহিত করেন। সমন্বয় ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় বস শিল্পীর দুরবস্থা দেখিয়া তদানাগকে সমুদ্রপার সাহায্য এবং সমানুভূতি দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া। প্রজেক্টের বস বসন কার্য উৎসাহিত করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত গ্রামে একটি বস বসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করিবার জন্য সমন্বয় সমিতির সেক্রেটারী সাহেবকে অনুপ্রাণিত করেন এবং উক্ত প্রতিযোগিতায় পারিতোষিক দান করিবার জন্য বসপ্রবৃত্ত হইয়া প্রজেক্ট ইন্সপেক্টর ডিসপেন্স (discretionary fund) হইতে ৫০০ টাকা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। গ্রামের একজন গরীব অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস বসনকারীক তিনি একটি semi-automatic loom দান করিবেল বসিয়া আশুপাশ কেন। উপস্থিত শিক্ষার অভাবে স্থানীয় বস্ত্রবসনকারিগণ আজিও অনুপ্রাণিত বস্ত্রের সত্তা বস বসন করিয়া থাকে। আধুনিক কালের বস্ত্রশিল্পে নানাপ্রকার বস বসন শিক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় উক্ত শিল্প প্রায় লুপ্ত হইতে চসিয়াছে। এই অভাব পূরণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় স্থানীয় অধিদপ্তরগুলিকে উন্নত বস্ত্রের বসন এবং সুতা বা কড়া ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য উক্ত গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয়ও উক্ত প্রচেষ্টা বিশেষ সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত স্কুল সম্প্রতিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য বস্ত্রবসনকারীরা বসেই সাহায্য পায়, তদনুসারে অবস্থিতিগত কার্য আরও করিবার জন্য একটি ছাত্রাবাস বসন বিদ্যালয় উক্ত গ্রামে প্রেরণ করিবেল বসিয়া ডাইরেক্টর মহোদয় প্রতিশ্রুতি দেয়া।

বিগত ১৭ই মে বেসম্প্রায় শেষ হইয়াছে, সে-সম্প্রায় বাঙালি ১,০৩৬ জন কলকার আক্রমণ হয়। উদাহরণে বসো হাওড়ার ১১১ জন, কলিকাতার ৪১৪ জন, বসবসনবিহীন ১১১ জন ও বাবরগড়ে ১৫০ জন। উক্ত সম্প্রায় কলকার সমুদায় ২২৫ জনের মৃত্যু ঘটে। ইহারে বসো হাওড়ার ৫৬ জন, কলিকাতার ২৪ জন এবং বাবরগড়ে ৬৫ জনের মৃত্যু ঘটে। আলোচ্য সম্প্রায় ৪৩৪ জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বর্তমানে ১৪৮ জন, কলিকাতার ৯৭ এবং চাকার ৮৮ জন। বসন্ত রোগে কলিকাতার ঐ সম্প্রায় ৮৩ জনের মৃত্যু ঘটে।

মাসিনীঃ ১১৩ জন ইনকুবেটর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। কলিকাতার ৩ বর্তমানের কোন কোন ক্ষেত্রে বেসিন্জাইলি রোগ বোকা বিরাহিত।

গো-মহিষের বাজার দর

মার্কেটিং অফিসারের বিবৃতি

বাঙালি সরকারের নিম্নের মার্কেটিং অফিসার পত্ন ১৮ই জুন নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

পত্ন ১৪ই জুন যে সম্প্রায় শেষ হইয়াছে সেই সময় বাঙালিগণে মোট ১৩১টি গুড়বতী গাভী কলিকাতার আমদানী করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ৭৭টি পাঠাব এবং বাকি অম্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। উক্ত সম্প্রায় পাঠাব হইতে ২৯১টি এবং অম্যান্য প্রদেশ হইতে ১২৯টি মহিষ আমদানী করা হইয়াছে।

গুড়বতী গাভী ও মহিষের দর বর্তমানে ৫৫, হইতে ১০০ এবং ১৩৮ হইতে ২০০ টাকা পর্যন্ত ওঠানিয়া করিয়াছে। গাভীগুলি ৬ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলি ১০ সের হইতে ১২ সের পর্যন্ত মূল দিয়াছে।

বাঙালি সরকারের নিম্নের মার্কেটিং অফিসার আদাই-প্রদেয়:—

পত্ন ২১শে জুন সে-সম্প্রায় শেষ হইয়াছে, সে-সম্প্রায় পাঠাব ও অম্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙালি মোট ১১৫টি গুড়বতী গাভী আনা হয়। ঐ সম্প্রায় পাঠাব হইতে ১৫৭ এবং অম্যান্য প্রদেশ হইতে ২৪০টি মহিষও আনা হইয়াছিল।

আলোচ্য সম্প্রায় গুড়বতী গাভীর দর পড়ে ৫৮—৯৫ ও মহিষের দর ১৩৮—১৯৬ ছিল। প্রত্যেকটি গাভী ও মহিষ বর্তমানে দৈনিক গড়ে ৬—৮ সের এবং ১০—১২ সের মূল দিয়াছিল।



আমেরিকার বিখ্যাত বৈমানিক চালি হোরাইটহেড। সম্প্রতি ইনি রাজকীয় বিমান বহরের অর্ডার্ড বোম্বার্ডার বিমানের পাইলটের পদে যোগদান করিয়াছেন। যুক্তেমের চাকুরী গ্রহণের পূর্বে তিনি আকাশপথে বহু সময় হাইল পরিচরন করিয়াছেন।

লবণের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সাধারণের জ্ঞাতব্য

এডেন, পোর্ট সৈয়দ, সুদান এবং ভারতীয় লবণের দর সম্পর্কে পত্ন ১৮ই এপ্রিল যে প্রেস-নোট প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া পত্ন ১৬ই জুন হইতে নিম্নলিখিত দর বলক হইয়াছে:—

জাতক হইতে মাল গ্রহণ করিলে ১০০ বণ	
(৩৬৬ বণে)	১৬২৮
মোলা হইতে মাল গ্রহণ করিলে ১০০ বণ	
(৩৬৬ বণে)	১৬২৮
পাইকারী এক বণের দর (৩৬৬ ইত্যাদি দর)	৩৮০
বাজারে প্রতি বণের দর	৩৮০
বাজারে প্রতি সেরের দর	১২২৮

নিজামপুর ও হাকিমপুর লবণের দর পত্ন ১৯৩৬ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত প্রেস-নোট প্রবৃত্ত করি বলক থাকিবে।

হুগলী জেলার গ্রামে প্রশংসনীয়

প্রচেষ্টা

কম্পনগর, শিবসাবানি, মনুবাগি ও বাহুবানি গ্রামে

পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়; কিন্তু উৎসাহী কর্মীর অভাবে কম্পনগর ও শিবসাবানি গ্রামের সমিতিগুলি লুপ্ত হইয়া পড়ে। বর্তমানে মনুবাগি ও বাহুবানি গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন সমিতির কার্য উদ্বোধনব্যতীয়ে চলিতেছে।

মনুবাগি পল্লী-উন্নয়ন সমিতি।—প্রাথমিকপূর্বের জুডিশিয়াল Subdivisional Officer A. B. Chatterjee, I. C. S., মহোদয়ের উৎসাহে, বাঙালি পতন-মেন্টের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মনুবাগি ইন্ডিয়ান বোর্ডের যুবক কর্মী প্রেসিডেন্ট মি: বিজন বিহারী দাস মহোদয় ও গ্রামের কতিপয় উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় ও উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে এই সমিতি গঠিত হয়।

গ্রামের বাবতীর আয়তন প্রায় ৫০/০ বিঘা ও জমল পরিচার প্রায় ৫০০ হাত, জনসংখ্যা ১৫০০, সড়ক আলো-হাওড়া বহুকালী প্রায় ২০০ বৃহৎ বৃক জেলস ও প্রায় ৫/০ বিঘা বীপবন উৎপাদন, সাধারণ ব্যবহারের জন্য ২৫ বৃহৎ জমাল গ্রামবাসীগণ কর্তৃক দান, বিদ্যালয় ও স্কোলের সংস্কার, পাঠাগার ও নাট্যসমিতি স্থাপন, ১২টি পুষ্করের অধ্যাক্ষকর বাসগৃহ সংস্কার, ১৫ বৈদ্য ঠাট ও ২৫টি bored-hole Latrine নির্মাণ এই সমিতির উদ্বোধনব্যতীয়ে কার্যাবলী।

মনুবাগি পল্লী-উন্নয়ন সমিতির আশ্রয়ে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং মনুবাগি ইন্ডিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মি: বিজন বিহারী দাস মহোদয়ের উৎসাহে সৈয়দ শাহ কাবুল ইসলাম, শেখ আনোয়ার আলী, প'চকতি কর্তার ও মিটাই চরণ দাস মহোদয়গণের চেষ্টায় ও উদ্যোগে ১৯৩৯ সালে এই সমিতি গঠিত হয়।

গ্রামের জমল পরিচার, গ্রামা বাতা বেরাবত, প্রায় ২/০ বিঘা বীপবন পরিচার, জন-সংখ্যা ১৫০০ ও পুল নির্মাণ এবং ১৫টি পায়খানা নির্মাণ এই সমিতির উদ্বোধনব্যতীয়ে কার্যাবলী।

আগারী জুলাই মাসের শেষদিকে বর্ষীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ,— এই অধিবেশনে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইবে।

এ. আর. পি

- ১। বজমেনের এরার রেইট ওয়ার্ডেনদের জাতব্য বিষয় সংলগ্ন পৃথক। (ইংরাজী) ৮ আনা (২ আনা)।
- ২। এরার রেইটস-নয় সাধারণের অবস্থা জাতব্য ও অবস্থা করণীয় কতকটি বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা) ২ আনা (১ আনা)। প্রত্যেকখানি।
- ৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচন। (ইংরাজী ও বাংলা) ১ আনা (১ আনা)। প্রত্যেকখানি।
- ৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আলোচন সম্বন্ধে কলকাতা বি. এম. এ. আর. পি. ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১ (ইংরাজী) ৪ আনা (১ আনা)। প্রত্যেকখানি।
- ৫। পুষ্করের জন্য এরার রেইটস, ১৯৪১। (ইংরাজী) ১ আনা (১ আনা)।

বেঙ্গল সার্ভিসেস প্রেস, পাবলিকেশন্স ব্রাঞ্চ,
৩৬৬ কোম্পানির রোড, কলিকাতা
সেকেন্ড অফিস, হাইটলি বিল্ডিং, কলিকাতা
কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

সিরিয়ান সিন্ধু বাহিনীর অগ্রগতি

সকালে সরকারীভাবে ১৭ই জুন বোম্বা করা হইয়াছে যে, বাবিলের ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত হানান অবিকৃত হইয়াছে এবং ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত আতুকের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে।

সোমালি এলাকার বৃত্তীয় সৈন্য

উত্তর আফ্রিকার সোমালি এলাকার এখনও সংগ্রাম চলিতেছে। গতকাল পুনরায় বিশেষ তরফ আঘোণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বৃত্তীয়-বাহিনীর অগ্রগতি "হানান" এলাকারই নীচাবদ্ধ আছে। বেতাবে বৃদ্ধ অগ্রসর হইতেছে, জায়া মোটেই অসম্ভবজনক নহে।

আমেরিকান জাঙ্গাল কল্যাণের অফিস বন্ধ

সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ প্রাধান্য দিয়া জাঙ্গাল কল্যাণের দক্ষতরফা বন্ধের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস্ মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ইহাশিগকে কাক করিতে দেওয়া হইবে—অথচ ইহাতে আমেরিকার আর্থিকামূলক কার্যসূচীর কতি হইবার সম্ভাবনা আছে। এই অবস্থা অসহনীয়।"

নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন বলেন যে, এই ব্যবস্থার পরিপূর্ণ নতুন ব্যতিক্রমকে অন্য কোন ভাবে উন্নয়ন হইবে না।

জাঙ্গালিতে আমেরিকান সম্পত্তি বিপন্ন

জাঙ্গালিতে যে সব জমিন সম্পত্তি আছে, জাঙ্গাল গভর্ণমেন্ট শীঘ্রই তৎসম্পর্কে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। বালিস হইতে বোম্বা করা হইয়াছে যে, গত ১৪ই জুন জাঙ্গালি জমিন প্রেসিডেন্ট আমেরিকার সমস্ত জাঙ্গাল পুজিপাটী বন্ধ করণের আদেশ দান করিয়াছেন। সেই জন্য জাঙ্গাল জাঙ্গালি অবস্থিত জমিন সম্পদ সম্পর্কে অনুগ্রহ বাঁধা অবলম্বনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

সিরিয়ান সিন্ধু-বাহিনীর প্রতিরোধ

কারমো, ১৭ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, আশা করা নিরাশ্রিত, সিন্ধু-বাহিনীকে পরিহার করিয়া চলা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু এখন সেবা হইতেছে যে, জাহাজ অবিকৃত বৃদ্ধতার সজ্জিত বাহা প্রদান করিতেছে। জেনারেল সেন্সরের বাহিনী কেন্দ্রস্থলে আঘাত করার কলে উত্তর পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

মার্ক-আইব্রন এখনও নিরপেক্ষ হাতে রহিয়াছে। সম্পত্তি সিন্ধু-বাহিনী দাবী করিয়াছিল যে, জাহাজ এই স্থানীয় দখল করিয়া লইয়াছে। উপকূল অঞ্চলে সিন্ধু-বাহিনী সিন্ধু ছাড়াইয়া সামান্য গানিকটা অগ্রসর হইয়াছে।

সামান্যসের দক্ষিণে এখনও সংগ্রাম চলিতেছে। জাহাজে করেকটি সিন্ধু-বাহিনী দখল করা হইয়াছে। সিন্ধু-বাহিনী বর্তমানে সামান্যসের পার্শ্ববর্তী পাহাড় অঞ্চলে অবস্থান করিতেছে এবং উভা হইতে জাহাজা ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম অগ্রসর হইতেছে।

বৃত্তীয়-বাহিনীর নতুন অগ্র

বৃত্তীয় গভর্ণমেন্ট এক নতুন পোশাক অগ্র আবিষ্কারের সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। ইহা একজন বহু বিশেষ, বাহাতে রেজিমেন্ট সাহায্যে পক্ষ প্রেরণের সম্ভাব্য পাত্তা হইবে। বৈশ্ব বোম্বা প্রেরণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বৃত্তীয় গভর্ণমেন্ট এই নতুন অগ্র প্রেরণ করিতেছেন।

এরোপুস-নির্মাণ সচিবের বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দাতা মিঃ ওয়াটসন ওয়াটসন কর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের জন্য পক্ষপুস ও পক্ষ জাহাজ অনুগ্রহ সম্পর্কে রেজিমেন্ট ব্যবহার করিয়াছেন।

উপকূলস্থ বৃত্তীয় বাহিনীর বিমান বহরের কমান্ডার-ইন-চীফ স্যার ক্রিস্টোফার এই নতুন তথ্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বর্তমানে নিরাপত্তার সজ্জিত বলা চলে যে, সেন্সরী বোম্বের কৃতিত্ব ও রেজিমেন্ট বোম্ব পক্ষ সম্ভাব্য—এই উভয়ের সংমিশ্রণের ফলেই বৃত্তীয়ের যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হইয়াছে।

পশ্চিম জাঙ্গালিতে বৃত্তীয় বিমানের হানা

জাঙ্গালি বিমান বাহিনীর বিমানপোতসমূহ গত ১৭ই জুন জাঙ্গালিতে পশ্চিম জাঙ্গালি পক্ষ-প্রদান অঞ্চলে জাহাজ আক্রমণ চালাইয়াছিল। বৈশ্ব আক্রমণের পূর্বে জাঙ্গালি বিমান বহর চান্সেলের অপর দিকে অবস্থানভাবে আক্রমণ চালাইয়াছিল।

জাঙ্গাল-জুদ্ধের মৈত্রী চুক্তি

জুদ্ধ ও জাঙ্গালি মতো যে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে যঃ সামান্যসের জাহাজা বেতাবে মারফৎ এক বিবৃতি দান করিয়া বলিয়াছেন :—

"বিশ্ববাসী বিশ্ববাসের মতোও জুদ্ধ এবং জাঙ্গালি বিপন্ন বহু পাত্তা দাবী মারফৎ পরামর্শের পাত্তা করে স্টেট এবং উত্তর রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বদাই স্টেট এবং নির্ভুল রহিয়াছে। এই চুক্তির ফলে জাহাজের মৈত্রী দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।"

এই চুক্তির বিভিন্ন ধারা বিশেষণ করিলে সেবা দায় যে, জাহাজা একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন কার্য করিবে না। সকল সময়েই জাহাজা পারস্পরিক অন্ততঃ বন্ধা করিয়া চলিবে। উভিভাবে প্রয়োজন হইলে এই সমস্ত প্রস্তু জাহাজা বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ বন্ধা করিয়া চলিবে বলিয়া পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে।

এই চুক্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বালিস হইতে প্রাণ সংবাদে সেবা দায় যে, অল্প উভিভাবে উত্তর রাষ্ট্রের মতো অর্থনৈতিক চুক্তিও সম্পাদিত হইতে পারে।

জাঙ্গাল-অবিকৃত অঞ্চলে আমেরিকান দূতাবাস বন্ধ

১৫ই জুলাইর মতো জাঙ্গালি এবং জাঙ্গাল-অবিকৃত সকল দেশে বালিস যুদ্ধবাহিনী প্রতিটি ধানি দূতাবাস বন্ধ করিয়া দিবার জন্য জাঙ্গালি আদেশ দিয়াছে।

সামান্যসের জাহাজে মিত্রশক্তি বাহিনী

মিত্রশক্তিবাহিনী সামান্যসের মগদীর জাহাজে মাইরা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উপকূল-পথেও অবস্থা মিত্রশক্তি অনুগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে। একপে জাহাজা অগ্রাভ্যাসে বেইজিংয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে।

জটিল বৃত্তীয় সামরিক মুখপাত্রের মতে যে সকল মিত্র-বাহিনী এখন সামান্যসের আক্রমণ করিতেছে, জাহাজা যথেষ্ট বাহার সমুদ্রীয় হইয়াছে।

সামান্যসের আত্মসমর্পণ দাবী

কলিকাতা ব্রডকাস্ট-এর আভাষিত সংবাদদাতা মিঃ উইলসন হার্টেট বেতাবে বুদ্ধমোটে এই মর্মে সংবাদ জালাইয়াছেন যে, বৃত্তীয় সৈন্যবাহিনী স্যার হেনরী বেইটস ও উইলসন জেনারেলের হইতে রেডিও যোগে সামান্যসের কমান্ডী কমিশনার জেনারেল সেন্সরকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ জালাইয়াছেন।

বৃত্তীয় সৈন্যবাহিনী জেনারেল উইলসন বোম্বা করিয়াছেন যে, সামান্যসের আত্মসমর্পণ না করিলে জেনারেল সেন্সর বুদ্ধমোটে জালা দাবী হইবে।

বৃত্তীয় জাহাজ নিমজ্জিত

বৃত্তীয় জাহাজ "এম্পায়ার ওয়েবিস" মিউ ক্যানল হইতে করলা নদী পটুয়াস জাঙ্গালি পথে সেন্সরী-বাহিনী সজ্জিত ডিলা-বিরেল-ডি সামান্যসের হইতে কিছুটা দূরে কড়কড়ালি বিমানপোত মাইরা উত্থাৎ জুলাইয়া গেল। একখানা পটুয়াস ডেইলি এবং একখানা জেনে দৌকা পটুশ জম দাবিককে উদ্ধার করিয়াছে।

বৃত্তীয় সাবমেরিনের কৃতিত্ব

ইজিরাপ সামান্যসের বৃত্তীয় সাবমেরিনগুলি একখানা ইটালীয় বৈশ্ববাহী জাহাজ ও ডিলাখানা দৌকা টপে'জের জাহাজে নিমজ্জিত করিয়াছে। একখানা দৌকাতে জাঙ্গালপণ ও অপর বাহাতে জেনেব কয়েকটি জাহাজ বোম্বাই ছিল। সরকারীভাবে বোম্বা করা হইয়াছে যে, জুজা-সামান্যসের মতো অঞ্চলে বৃত্তীয় সাবমেরিন বৃত্তীয় ইটালীয় সরকার জাহাজ জুলাইয়া গিয়াছে।

সিরিয়ান সীমান্তে প্রচণ্ড যুদ্ধ

পশ্চিম মক্কাবির অগ্রগামী বাহিনীর দাবী বর্তমানের বিশেষ সংবাদদাতা জালাইতেছেন :—

সিরিয়ান সীমান্তের যুদ্ধে বৃত্তীয় জাঙ্গালি বিমান জুলাইতে করা হয় এবং জাঙ্গালি জাহাজ বিমান কিংবা বোম্বাবী বিমানের অনুপস্থিতি হইতে যুদ্ধা দায় যে, জাঙ্গালি বিমানবাহিনী জাঙ্গালি প্রচণ্ড দাপসে দায় হইয়াছে। করেক সম্ভাব্য দায় সম্ভাব্য উপসাগর বেইজিং জুদ্ধও একজন জাঙ্গালি সৈন্যের অবিকারে ছিল। সমস্ত পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই জাঙ্গালি-বাহিনী পশ্চিমদিক হইতে বৃত্তীয়-বাহিনীর আক্রমণে পদাগ্রহ হয়।

ইটালীতেও বালিস দূতাবাস বন্ধ

১৯শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, রোমে সরকারীভাবে বোম্বা করা হইয়াছে যে, ইটালীতে বালিস বালিসা দূতাবাসসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। বালিস কল্যাণ এবং অন্যান্য কর্মচারিগণকে ১৫ই জুলাই-এর মধ্যে অবলা ইটালী ত্যাগ করিতে হইবে।

রোম হইতে প্রেরিত জাঙ্গালি মিউক এজেন্সীর এক সংবাদে বলা হইয়াছে, "রোমে সরকারীভাবে বোম্বা করা হইয়াছে যে, ইটালীতে বালিস বালিসা দূতাবাস-সমূহের কর্মচারিগণের চালচলন এবং কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পরবর্তী বিভাগ বালিস পোতা বিভাগে একটি মোট প্রেরণ করিয়াছেন। ইটালীয় গভর্ণমেন্ট ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে ইটালীয় এবং ইটালীয় কর্মচারীকে বা অবিকৃত এলাকা হইতে সমস্ত বালিস কল্যাণ ও অন্যান্য কর্মচারিগণকে রোমে আশ্রয় ও বালিসা দূতাবাসগুলি বন্ধ করিয়া দিবার জন্য বালিস গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। ইটালীয় গভর্ণমেন্ট ইটালীতে আমেরিকান এজেন্সি কোম্পানীর অফিস বন্ধ করিয়া দিবার অবিকার বাহিয়া দিয়াছেন।"

সিরিয়ান সিন্ধু-বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতি

কারমো সংবাদে প্রকাশ যে, বালিস কমান্ডী ও ব্রিটিশ বাহিনী অব্যাহত পশ্চিমে সিরিয়ান সামান্যসের অগ্রসর হইতেছে। উপকূলভাগে অষ্টমির বাহিনী প্রথম প্রতিরোধের সমুদ্রে মফ পশ্চিমে অগ্রসর হইতেছে। মার্ক-আতুমে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। সংবাদবিধি সিন্ধু বাহিনী প্রথম পাকী আক্রমণ সম্ভব সামান্যসের দক্ষিণে দাবী করা দাবী বাহিনী অষ্ট আছে। সামান্যস এলাকার ব্রিটিশ ও জাঙ্গালি সৈন্যসম আঘও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

[অপর পৃষ্ঠায় উভা]

যয়মনসিংহে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার

মোরাখালী জেলা প্রশাসনিক
কমিটি
আবেদন

পাঁচ হাজারের অধিক শিক্ষক নিয়োগ

গত ১৯৩৮ সাল চইতে যয়মনসিংহ জেলা বাহালা-
কেন্দ্রে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা কেন্দ্রে পৌর
লাভ করিতে পারে এবং সেই সময় চইতে ইহা কিভাবে
বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে চলিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত
বিবরণী চইতে জানা যাইবে :—

সাতটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত যে, সমগ্র জেলায় বোর্ড
২,৬৩৪টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন।
উদ্যোগে ২,৫৭৯টি বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়
ও মাদ্রাসার সহিত সংশ্লিষ্ট ২২৪টি অবৈতনিক প্রাথমিক
বিদ্যালয় ১৯৪১ সালের বাচস পদার্থ স্থাপিত হইয়াছে।
বাকি বোর্ড অবিলম্বে উদ্যোগ সাহায্য করিবার দ্বারা
তৎপন্ন হইয়াছিল, তদাপি উপযুক্ত ভবনের অভাবে অবশিষ্ট
৫৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভবপর হয় নাই।

জুলা গৃহ নির্মাণ এবং ভাড়াতে আসবাবপত্র কার্যো-
পযোগী করিয়া জেলায় কাজ দ্বারী প্রচেষ্টায় সাধিত
হইয়াছে। দ্বারী কর্তৃপক্ষ শতকরা নব্বইটি কেন্দ্রে
জুলা বোর্ডকে ৫০ একর মিকর জমি রেজিস্ট্রী করিয়া
দান করিয়াছেন। পরীক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যে
অর্থনৈতিক ব্যাপার পাঠের বাজারে ব্যাপক মূল্য ধারার
দ্রুত বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ব্যাপারে করকটি কেন্দ্রে
ব্যক্তিগত জুলা বোর্ড নির্ধারিত ৪৫' X ১৫' মাপ বজায়
রাখা সম্ভবপর হয় নাই।

এই পরিকল্পনা প্রবর্তনের ফলে উপযুক্ত ও ট্রেনিং-
প্রাপ্ত শিক্ষকগণের দ্রুত বোর্ডের চাকরীর দিকে আকৃষ্ট
হইয়াছে এবং ইহা বর্তমান সময়ের তীব্র বেকার সমস্যার
অনেকাংশে সমাধান করিয়াছে। নিম্নলিখিত তথ্যবাহী-
বিলিট প্রায় ৫,৫৬১ জন শিক্ষক ইতিমধ্যে নিযুক্ত করা
হইয়াছে :—

আই, এ, পাস ১৩ জন (উদ্যোগে ৪ জন ওকুটেনিং
পাস)।
ম্যাট্রিক পাস ১,৬৬৬ (উদ্যোগে মধ্য জাণাকুলার
পাস ৪১ জন এবং ওকুটেনিং পাস ৮৯১ জন)।
ম্যাট্রিক পাস সহ এক্স মধ্য জাণাকুলার পাস ২৭।
ম্যাট্রিক পাস সহ এক্স ওকুটেনিং পাস ১,৬২৮।
মাদ্রাসা চাইটেল পরীক্ষার উত্তীর্ণ ১৯১।
নিম্নস্তরের যোগ্যতা সম্পন্ন ২,১৬৬।

এই সকল শিক্ষককে ১৬ টা টাকা হইতে মিস্রে ১০
টাকা পর্যন্ত মাসিক বাহিরানা প্রদান করা হইয়া থাকে।
বর্তমানে ৪টি সরকারী ওকুটেনিং বিদ্যালয় এবং
বিভিন্নভাবে একটি সাহায্যপ্রাপ্ত ওকুটেনিং বিদ্যালয়
অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ট্রেনিং
লাভের ব্যবস্থা চাহিয়া হিসাবে অতি সামান্য এবং
সেই চাহিদা মিটিয়াই গিয়া গত জানুয়ারী মাসে উক্ত
ইংল্যান্ডী বিদ্যালয়গুলির সহিত ট্রেনিং লালের নিমিত্ত
১০টি বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই ১৫টি
বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর ৫১৭ জন করিয়া শিক্ষক ট্রেনিং
লাভ করিয়া থাকে। গত ১৯৩৭ সালেও ট্রেনিং কেন্দ্র
গিরাছে যে, এই সকল বিদ্যালয়ের বন্ধনাবলি বোর্ড
৫৫,৫২১ টাকা ব্যয় হইয়াছে; উদ্যোগ প্রাথমিক সাক্ষর
হইতে ৫৪,৩৩১ টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং মিশর
কাও হইতে (বিভিন্নভাবে ওকুটেনিং জুলা জমা) ১,১৮৮
টাকা প্রদান করিয়াছে।

জুলা আসবাবপত্র এবং শিক্ষা প্রদানের যতপাতি
ইচ্ছাশক্তি জমা জেলা জুলা বোর্ড গত বৎসর ১৯,১৪৭
টাকা ব্যয় করিয়াছিল। উক্ত বোর্ড অতি শীঘ্রই বিভিন্ন
বিদ্যালয়ে ১০,০০০ বেকা বিতরণ করিবে, তৎজনা
ইতিমধ্যেই সরকার চাহিয়া পাঠানো হইয়াছে এবং
কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এই বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর হইতে নিজস্ব একটি
ভবনের অভাবে—তাড়া বাড়িতে অফিসের কার্যকর
চলিতেছে। এই অভাব দূরীকরণার্থে চিরস্থায়ী নিষে
এক বিলা পরিমিত জমি পাওয়া গিয়াছে। তৎজনা
বাৎসরিক ২০ টাকা বাজনা প্রদান করিতে হইবে এবং
৪,৩৩১ টাকা শ্রিমতি লাভ হইয়াছে। এই ব্যয়গার একটি
বিলাট অট্টালিকা নির্মাণ কার্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।
তৎজনা ৩২,৪৭৭ টাকা আনুমানিক ব্যয় হইবে বলিয়া
স্থির হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে ১৩,৮৮২ টাকা ব্যয় হইয়া
গিয়াছে। এখানে একটা উদ্দেশ্যবোধ যে, বাঙালদের
প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মি: এ, কে, জলসুল হক কর্তৃক
ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। আশা করা যায়
যে, আগামী পূজার ছুটির পূর্বেই এই অট্টালিকা নির্মাণ
কাধ্য সমাধা হইবে এবং মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী মহোদর
পুনরায় আসিয়া ইহার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করিবেন।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা এই জেলায়
সম্ভাব্যজনকভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, একথা
বলা চলে। অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের
ক্রমবর্দ্ধমান হ্রাস এবং নিম্নে প্রদত্ত গত চারি বৎসরের
প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ফল দৃষ্টে ইহা বিশেষরূপে
প্রতীয়মান হয় :—

জাতের সংখ্যা	
১৯৩৭-৩৮—১২৪,২৬১ ;	উদ্যোগে ৬,৪২৬ জন
বালিকা।	
১৯৩৮-৩৯—১৭৮,১৮২ ;	উদ্যোগে ১২,৮০২ জন
বালিকা।	
১৯৩৯-৪০—১৯০,৭৫৪ ;	উদ্যোগে ১৩,০০৫ জন
বালিকা।	
১৯৪০-৪১—১৯৪,৫২৩ ;	উদ্যোগে ১৫,৬৪৪ জন
বালিকা।	

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ফলাফল				
বৎসর।	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা।	উত্তীর্ণের সংখ্যা।	শতকরা পাশের সংখ্যা।	ইংল্যান্ডীয় পদ্ধতি ইংল্যান্ডে পাশের সংখ্যা।
১৯৩৭	..	১,৭৮৫	১,৩৫৫	৬৪.৭
১৯৩৮	..	৩,০১৮	২,১০১	৬৯.৬
১৯৩৯	..	৪,১১৫	৩,২৫৩	৭৯.৮
১৯৪০	..	৮,৮৫৩	৬,০৩৬	৭৮.৩

পরিবেশে একথা বলা হইতে পারে যে, এই পরিকল্পনা
কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন দিকে ব্যয় বাহালাভ সত্ত্বেও
বোর্ডের বর্তমান আর্থিক অবস্থা পূর্বের চাইতে দৃঢ়তর ;
কর্তৃপক্ষের বিতবারিতার ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

বাঙালী সরকারের স্বায়ত্বশাসন বিভাগের তৃত্বপূর্ণ
সেক্রেটারী মি: জলসুল হক, আই-সি-এস, (অবসরপ্রাপ্ত)
গত ২৫শে জুন প্রাক্কালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

গত ১১ই এবং ১২ই জুলাই তারিখে মোরাখালী জিলায়
উপর দিয়া যে বটিকা-প্রচার ও কলসাবান হইয়া গিয়াছে,
জালাব কলে সমগ্র জেলায় অধিবাসী বিশেষ কতিপয়
হইয়াছে। কতিপয় পরিবার এবং সম্পূর্ণ নির্ধারিত
হয় নাই, তবে মূলমতকে যে উচ্চ এক কোটি টাকা হইবে সে
বিশেষে নিঃসন্দেহ। শতকরা বাটের অধিক পূর ভূমি
হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আসবাবপত্র, পরিধানের পোষাক-
পরিচ্ছদ এবং সজ্জিত বাহ্যাসামগ্রী প্রভৃতিও নষ্ট হইয়া
গিয়াছে। অনেক স্থানে আউল ধান, পাট, বরিত
প্রভৃতির বিশেষ কতি হইয়াছে ও পান-বরক, ত্রপারী
ও বারিকেল-বাগান বিধ্বস্ত হইয়াছে। লক্ষ্মীপুর ও হারপুর
ধানার অগ্রগত চরের উপর বন্যা আসিয়া শতশতা
ঘরবাড়ী ও গরু-বহিষাদি জলাইয়া লইয়া গিয়াছে। সংবাদ
পাওয়া গিয়াছে যে, এই সময় চরের কতিপয় লোকেরও
প্রাণহানি হইয়াছে।

এই বাত্যা ও বন্যা-পীড়িত জনসাধারণের সাহায্যকরে
সদর মহকুমার ১৮টি সাহায্যকেন্দ্রে খোলা হইয়াছে। ইহা
ব্যতীত কেন্দ্রীয় মহকুমারও সাহায্যকেন্দ্রে খোলা হইয়াছে।
সরকার বাহাদুর কৃষিক্ষেত্র দ্বারা তিন লাখ পনের হাজার
টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই টাকা কৃষির উন্নতির
জন্য, বর-বাড়ী নির্মাণের জন্য এবং গরু-বহিষাদি ক্ষয়
করিবার জন্য কর্তৃক দেওয়া হইতেছে। এই টাকা
ছাড়া অনননকিষ্ট, আশ্রয়স্থান ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর জন্য
সরকার বাহাদুর পনের হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন।
এই প্রকার ব্যক্তিগণকে সাহায্যকেন্দ্রে হইতে উক্ত টাকা
বিতরণ করা হইতেছে। একমাত্র সরকার বাহাদুরের
সাহায্যের দ্বারা এইরূপ ভীষণ ও বিধ্বস্ত দুর্ভিক্ষ লাঘব
হওয়া সম্ভবপর নয়। এইজন্য মোরাখালী জেলায় একটি
কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট
ম্যাজিস্ট্রেট এই কমিটির সভাপতি, ডিষ্ট্রিক্ট জজ
সচকারীসভাপতি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান দান বাহাদুর
রেকজাকুল হারদর চৌধুরী, এম-এল-সি, ইহার সম্পাদক
এবং বোলবী সৈয়দ আবদুল মজিদ, এম-এল-এ, যুগ্ম-
সম্পাদক। জেলায় সকল সম্পদায়েব হিন্দু-মুসলমান
সেত্বুল এই কমিটির সভা হইয়াছেন। আমি
এই কমিটির পক্ষ চইতে জেলাবাসী এবং জেলায়
বাহিরের সহস্র, দানশীল ভ্রমহোদর ও ভ্রমহিলাগণের
মিকট আবেদন করিতেছি যেন তাঁহারা মোরাখালীর
আকস্মিক দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ও বিপন্ন জন-সাধারণকে স্বাক্ষর
জন্য যুক্তহস্তে সাহায্য করেন। তাঁহাদের সাহায্য
সামান্য হইলেও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

জে, এন, হিউ,
ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও সভাপতি, কেন্দ্রীয় সাহায্য
সমিতি, মোরাখালী।

বাঙালী প্রাক্কন সৈনিক-সমিতি

যুদ্ধে যোগদানেজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বাঙালী এক্স-সোলজারস্ এসোসিয়েশনের সাধারণ
সম্পাদক সুবেদার এম, বি, সিংহ সর্বসাধারণকে
জানাইতেছেন যে, যে সকল বাঙালী (হিন্দু ও মুসলমান)
এই যুদ্ধে নিম্নলিখিত, বোম্বার ট্রান্সপোর্ট, এম্বুলেন্স ও
সেবার কোর ইচ্ছাশক্তি যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা
অবিলম্বে এসং হস্তিশীল টীটে (এসোসিয়েশন অফিসে)
প্রত্যাহ বেল ১২ ঘটিকা হইতে সাত ৯ ঘটিকার মধ্যে
সিঙ্গে আসিয়া ভক্তি হউন।

শিলাচকুপুৰ ৪৭-আৰিমাণী বোৰ্ড •

১৯৪০ সালের ৪০ নং ব্যবসায়িক ব্যক্তিগত লাব-
বোখ এবং মহাজন মুকদ্দেসা বিধি।

বাঁহাশালসী বড় বনে ৪০৮ টাকা গ্রন্থ প্রদান করা
হইয়াছিল। মহাশয় মৃত্যু হইয়া কিংবদন্তিমান আদলের
পরিবর্তে এই অর্থ ১৬ বৎসরের জন্য ভোগদান করে।
ওদের পরিসংখ্যান ৩২৬ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। উক্ত
মর্মেণ্ট অর্থি বাণীও বাঁহকের আর কোন সম্পত্তি
ছিল না। সানিটারীতে মাত্র ১৮ টাকা মন্থ প্রদান
করিয়া সমস্ত ওদের দীর্ঘাঙ্গা হয়। বাঁহকে সমস্ত
অর্থি প্রত্যাহাণ করিতে হইবে।

বাক্যের সোপানীয় স্বয়ং-বাহিনী বোড

১৯৪০ সালের ১৯২১০ নং মামলায় ১০০ টাকা
বিবিক্ত একটি ভরি হাণ্ডেল দেওয়া হয়েছিল। চুক্তি ছিল
যে সমস্ত টাকা পরিশোধ সা করিলে বাড়ক জাহাজ কনি
কিরিয়া পাইবে না। কিন্তু বোর্ড বীমাঙ্গা করেন যে
ইতিমধ্যেই সমস্ত রূপ পোষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই
সহাজন বাড়ককে ভরি পূরণ করবে।

ग्राहक-नाम : ६५-जालिगी रोड

১৯৪০ সালের ১৯৬ নং মামলায় বাতক নথীকৃত মহাজন কীরদোদা শাসীর নিকট হইতে ২০৮ টাকা লইয়া ১০ বৎসরের বিধিত প্রচার হাতে ১১ বিঘা জমি হস্তান্তর করে। ত্রিশ বৎসর পর বাতক ঐশ-মালিনী বোঠের পরগণায় চর। ত্রিশ বৎসরে ত্রিশ সহ সমস্ত ঐশ শোধ দিয়া নিম্নোক্ত বলিয়া মহাজন বাতককে প্রচার জমি প্রত্যাপন করে।

মা ওয়াশিংটন-স্টাফোর্ড

১৯৪০ সালের ৫৪ নং আইনটির বাতিল বাতায় মওল
এবং অন্যান্য সকলে মহাক্ষম বৌদ্ধী চৌধুরী মোকাদ্দেস
হকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। মহাক্ষম ১৯৪৯
খ্রীঃ করে কিং বোর্ড নং ৯০৭ নিকা পুমান করিতে
দায়ের দলিলা বীনাশা করে।

२१५३५३—

নির্বাহক প্রক. সেনমান স্বক-মানসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১৯২০/১৭ নং আয়নার বাতক কট-
কড়ার ৩০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। সাতশত টাকা
ডেনিয়েল পরিমাণ অর্থাৎ এই চুক্তিতে ডাঙিরা দেওয়া হয়
যে মহাজন উহা ৭ বৎসর কাল ভোগ করল করিয়ে,
ইহার মধ্যে যদি বাতক ঋণ পরিশোধ করিতে না পারে
তবে উহা বিক্রীত হইয়া প্রিন্সকে বলিয়া বিবেচিত হইবে।
মহাজন ১৭ বৎসর কাল অর্থাৎ ভোগ করল করে
অন্য যে নির্ধারিত সময়ের পর উহার প্রকীর্তন গ্রহণ
করেন নাই। ঋণের পরিমাণ ৩০০ টাকা বলিয়া সাদাস
ও মঙ্গল ৫০০ টাকার বীমা-না হয়। এতদ্ব্যতীত বর্ধমান
কালের এক ভূতীয়া-ণ প্রদান করিতে হইবে। সময়
অর্থাৎ বাতককে প্রদান-ণ হিষ্ট হইবে।

A black and white photograph showing a group of approximately ten people, including several children and adults, standing in a line outdoors. They are positioned in front of a large, dark-colored vehicle, which appears to be a truck or a bus, with its rear wheel and side panel visible. The background consists of a dense line of trees. The image is grainy and has a high-contrast, somewhat somber tone.

যে ভারতীয় সেনা-মহিলা আফগানিস্তান ইচ্ছানীহদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিবারে, তাহাদের একটি দল ইরিস্থিয়ার 'আমবাজা' নামক নদী পার হইতেছে।

কতকগুলি করিযয়া বিক্রীত সর্ব্ব মহাজন বাতককে
২০০ টাকা ঋণ প্রদান করে। চুক্তির কাল শেষ হইয়া
গেলে মহাজন বাতকের বিক্রেতা ভিক্টরী লাভ করে। উক্ত
বিক্রয় পাঁচাপাঁচি হইবার কয়েকদিন পূর্বে বাতক জাহার
ঋণ পরমাণ্য সম্বন্ধানের নিমিত্ত বোর্ডের শরণাপন্ন হয়।
বোর্ড উক্ত মহাজনের নিকট বাতকের দের ৮৫০
(পূর্ব মহাজন ৪০০ ও ২য় মহাজন ৪৫০) দাবী
করে। এই আশিকের পরও বোর্ডের নির্দেশ কিছুই থাকে।
বাতকের টাকা পরিশোধ করিবার কোন উপায় বা ব্যাধার
বোর্ড জাহাকে স্টেবিলিয়া বসিয়া ঘোষণা করা দাবী করে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেবাংশ]

২০শে জুন জাতীয়তাবাদের খতিয়ান

২০শে জুন রাত্রিতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মে মাসে বৃটিশ ও বিক্রপকীর ৯৮০০০ (নব্ব্বাশ, ৯৮ হাজার) বিনটে হইয়াছে। পূর্ব-মুম্বা সাগরের যুদ্ধে মে জাহাজ বিনটে হইয়াছিল, তাহাও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। মার্চ বা এপ্রিল মাস অপেক্ষা মে মাসে অনেক কম জাহাজ বিনটে হইয়াছে।

বিনটে জাহাজগুলির মধ্যে ৭১০০০ টন বৃটিশ জাহাজ (৩৫০,০০০ টন)। অবশিষ্টের মধ্যে বিক্রপকে ২০ বারি (২২,০০০ টন) এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের ৫ বারি (১৪,০০০ টন)।

এই সঙ্গে মার্চ ও এপ্রিল মাসের জাতীয়তাবাদের সংশ্লিষ্ট তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে দেখা যায় যে, মার্চ মাসে ৫০৫,৭৫০ টনের এবং এপ্রিল মাসে ৫৮১,২৫১ টনের জাহাজ বিনটে হইয়াছে। গ্রীষ্ম হইতে চলিয়া যাওয়ার সময় মে মাসের জাহাজ বিনটে হইয়াছিল, সেইগুলির কথা তালিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রিটিশ এপ্রিল মাসের পরিমাণ কিংবা অধিক দেখা যায়। 'অনুমান চর' যে, ১০ই মে হইতে ১০ই জুন পর্যন্ত এক মাসে প্রতিপক্ষের ২৯১,০০০ টনের জাহাজ হৃত, অলমগু অথবা সৈন্যবাহিনীকে বিনটে হইয়াছে।

ভীত হাজারি সাক্ষ্য

জেক্সনসনের সামরিক মেড কোর্টের জেনারেল মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ ও বিক্রপকী সৈন্যবাহিনী দামাডাসের শেষ বারি সমূহে উপস্থিত হইয়াছে।

উপস্থিত অল্পসংখ্যক বিক্রপকীর বাহিনী কয়েকই বৈকালের আশরকারে নীতির নিকটবর্তী হইতেছে।

কর্তৃপক্ষ মহলের জেনারেল সান্দার্স জেক্সনসনের বেতার সাক্ষাতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্চ-আইয়ুন জেলার এলেক্ট্রিক জাহাজ ও বাতীসমূহে তিনি সৈন্য ও অট্টোম্যান সৈন্যদের মধ্যে তীব্র দাড়াহাতি সংগ্রাম চলিতেছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক পক্ষই সহরের অর্ধেক স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং সমগ্র নগর মহলের নিবিড় উত্তর পক্ষই তীব্র সংগ্রাম করিতেছে।

দামেদের পতন

২১শে জুন রাত্রিতে বৈকাল বেতিয়া হইতে বেতার-যোগে প্রচারিত এক এণ্ডেজারে প্রকাশ, তিনি-সৈন্যগণ দামেদ নগর হইতে প্রত্যাহা করিয়াছে।

আবিসিনিয়ার ইটালীয় আরো কতি

আবিসিনিয়ার ব্রিটিশ বাহিনী দামেদা নগর তীরে ইটালীয় সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে এবং জাহাজগণকে নগর পশ্চিম তীরে ডাঙাইয়া দেয়।

এই সংঘর্ষে পক্ষ পক্ষের বিস্তারিত সৈন্য ও সরঞ্জামগণের কতি হইয়াছে।

কীয়েল বৃটিশ বিমানের হানি

২০শে জুন রাত্রিতে কীয়েল জাহাজের বোম্বard প্রু-লম্বের আক্রমণের প্রথম সাক্ষ্য হল।

বিস্তারিত জেনা চ্যান্সেলর উপর তিনবারি অত্যাচারী প্রু-লম্ব করা হইয়াছে।

জাহাজের বিমানবাহিনীর বেসামরিক উপরে জাহাজের বিমানবাহিনীর চলাইয়াছিল। সামরিক সাক্ষ্যের উপরে সাক্ষ্যভাবে করেকটি বোম্বা নিক্ষেপ হয় এবং উহার ফলে বহু স্থানে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।

আট হাজার সশস্ত্র সৈন্য

জিহা অধিকারের সময় বৃটিশ সৈন্যগণ একজন কোর কমান্ডার, দুইজন বিভাগীয় কমান্ডার ও আটজন ব্রিগেডিয়ার সহ মোট আট হাজার সশস্ত্র সৈন্য বন্দী করিয়াছে।

সিরিয়ান বৃটিশ বাহিনীর আরো অগ্রগতি

২১শে জুন বিক্রপকীর বাহিনী লামেদের নিকটবর্তী মেডে বিমান-পোতাশ্রয় ও বিন অধিকার করিয়াছে।

জেক্সনসনের জেনারেল মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, তিনি সৈন্যরা মার্চ-আইয়ুনের চতুর্দিকে বিভিন্ন স্থানে কোর বাধা প্রদান করিতেছে। সহরের চতুর্দিকে কীটাতারের বেড়া সেওয়া হইয়াছে। এই অঞ্চলে অট্টোম্যান ও তিনি সৈন্যদের মধ্যে খণ্ডিত চলিতেছে।

কিউলিয়া হইতে একটি বাহিনী সান্দার্সের পক্ষে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। মেডে ও দামেদের উত্তর দিকে এখনও খণ্ডিত চলিতেছে।

কম্পার বিক্রপকী জাহাজের যুদ্ধ ঘোষণা

বিগত ২১শে জুন পরিবার শেষ সাত্রে সাত্রে তিনবার সময় জাহাজ বাহিনী অক্সাং কম্পার আক্রমণ করিয়াছে। এই আক্রমণ সহজে হিটলার যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, কম্পার জাহাজের বিক্রপকী বস্ত্র করিতেছিল। কম্পার পক্ষ হইতে এই অভিযোগ প্রতিবাদ বলিয়া জানান হইয়াছে। প্রকাশ—উত্তরে কিন্দাও হইতে দক্ষিণে কুমলাগর পর্যন্ত ১,৫০০ মাইল স্থান ব্যাপিতা জাহাজ বাহিনীর আক্রমণ শুরু হইয়াছে এবং কিন্দাও ও কমানিয়া এই আক্রমণে জাহাজের সহিত যোগদান করিয়াছে। প্রকাশ,—জাহাজ পক্ষে প্রায় ১৫০ ডিভিশন সৈন্য ও কম্পার পক্ষে ১৬০ ডিভিশন সৈন্য এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে।

তুরক নিরপেক্ষ

জাহাজ হইতে ২১শে জুন একবারি সরকারী এণ্ডেজারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কুমো-জাহাজ যুদ্ধে তুরক নিরপেক্ষ থাকিবে।

কম্পার বাহিনী কর্তৃক জাহাজ আক্রমণ প্রতিহত

২১শে জুন সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত লাককৌজ হাইকমান্ডের প্রথম যুদ্ধ-এণ্ডেজারে ১৫ বারি জাহাজ বিমানপোতাশ্রয় প্রু-লম্ব করা হইয়াছে। এণ্ডেজারে বলা হইয়াছে যে, জাহাজ-বাহিনীর নিরমিত সৈন্যগণ ২২শে জুন প্রাতঃকালে বালিক হইতে কুমলাগর পর্যন্ত সমগ্র সীমান্তব্যানী আশ্রয়ের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে। বিস্তারিত প্রু-লম্বের আশ্রয়ের সৈন্যগণ এই আক্রমণ প্রতিহত করে। বিভীকভাবে আশ্রয়ের অগ্রগামী দলের সহিত পুনরায় জাহাজগণের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে তীব্র সংগ্রামের পর পক্ষ আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে এবং উভাতে জাহাজগণ সশস্ত্র কতিও হইয়াছে। জু-গ্লোমেনো ও কুমলাগর অঞ্চলে (সোভিয়েট অধিকৃত পোমো) পক্ষা, সামান্য লক্ষ্য লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলে জাহাজ কামডার, টোয়াল এবং টিনায়েজাইট লক্ষ্য তিনবারি প্রু-লম্ব অধিকার করিয়াছে। কুমলাগরে এক বিরাট জাহাজ কামডারকে দেখা গিয়াছিল। ইহা বাকু তৈল বন্দর অধিকৃত অগ্রসর হইতেছে। এই অঞ্চলে জাহাজগণ রণভূমি সশস্ত্র সতর্ক হইয়া আছে।

জাহাজগণের বন্দী

জাহাজ ২২শে জুন প্রাতঃকালে এম, বেলোভের ঘোষণার পর সরকারী জাহাজ বিক্রপকী সোভিয়েট বিমানবাহিনীর কর্তৃক পোমো নগর প্রকাশ করিয়াছে।

জাহাজ বিক্রপকী সোভিয়েট বাহিনী করিয়াছে যে, ৩৬ বারি সোভিয়েট বিমানপোতাশ্রয় জাহাজ অধিকৃত পোমো নগর দিরাছিল। সোভিয়েট জাহাজ-প্রু-লম্ব এই ৩৬ বারি মধ্যে ৩১ বারিকেই জাহাজ করিয়াছে। একজনী জাহাজ বাহিনী করিয়াছেন যে, বিনবার প্রাতঃকালে ২ বারি সোভিয়েট বোম্বard-প্রু-লম্ব পূর্ব-প্রু-লম্বের হানি দিরাছিল। ইহার মধ্যে ৭ বারির অনুগ্রহ দণ্ডা হইয়াছে।

জাহাজ বিমানবাহিনীর পক্ষের বেলোভের ট্যাংক, বেলোভের জাহাজ প্রু-লম্ব হানে অগ্রসর চলাইয়াছিল।

কর্তৃপক্ষ জাহাজ সোভিয়েট-বাহিনীর জাহাজে জানাইয়াছে যে, ইতিমধ্যেই সীমান্তের নিকটবর্তী সোভিয়েট বাহিনী জেন করা হইয়াছে। জাহাজগণের আক্রমণ এত আকস্মিক ও তীব্র হইয়াছিল যে, সোভিয়েট 'ট্যাংকসমূহ' হতভু হইয়া পড়িয়াছিল।

জাহাজ-বাহিনী কর্তৃক কুমো-জাহাজ সীমান্তবর্তী বাগ নদী অভিমুখের সাক্ষ্য সোভিয়েট এণ্ডেজারে স্বীকৃত হইয়াছে। এই নদী মধ্যে জাহাজগণ সোভিয়েট কর্তৃক বিক্রপ করা হইয়াছিল।

জাহাজগণের একটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বিনবার প্রাতঃকালে কমানিয়া হইতে পর পর কয়েক বারি জাহাজ জেনারেল প্রু-লম্ব ওভেনার উপর আক্রমণ চলাইয়াছিল।

সরকারী জাহাজ বিক্রপকী সোভিয়েট বাহিনী করিয়াছে যে, সোভিয়েট বিমানপোতাশ্রয় পূর্ব-প্রু-লম্বের হানি দিরাছিল এবং ইহার ফলে সামান্য কতি ও অল্প কয়েকজন হতভু হইয়াছে।

ভারতীয় লক্ষ্যের সংবাদ

নিরমিত চিঠিপত্র না পাইলেও ভারতীয় কারণ নাই

ভারতবর্ষের বাহিরে যে সকল ভারতীয় লক্ষ্য কার্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের নিকট হইতে সমরভূত সংবাদ না পাইলেও তাহাদের আত্ম-বহন লক্ষণ উৎকর্ষিত হইয়া উঠেন। এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, সংবাদ না পাইলেও কিছু নির্ণয় হইয়াছে এমন মনে করা ভুল হইবে। কারণ বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীর ন্যায় লক্ষ্যদের কেহ হতভু হইলে বা গুরুতরভাবে পীড়িত হইলে তাহাদের নিকটবর্তী জাহাজগণের অবিলম্বে জানাইবার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধের লক্ষণ জাহাজ চলাচলের অগ্রবিদ্যা অবশ্যতঃই এবং সাধারণ চিঠিপত্র পাইতে অনেক সময়ই বিলম্ব হয়। শুভাঃ সরকার হইতে বাগাধা ধর না পাইলে লক্ষ্যদের আত্ম-বহন যেন জাহাজ তাগো আছে মনে করিয়া নিশ্চিত থাকেন, অন্যথাক্ষেপে উগ্রিণ না হন।

বাংলাদেশ জেলায় পাহারার চাহিদা

পত্ন-ব্যবসায়ীদের জাহাজ

কিউলিয়া পূর্ব, বাংলাদেশ জেলার উপর বিজা যে প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার ফলে বহু সংখ্যক পত্ন জলে ডুবিয়া বিনটে হইয়াছে। শুভাঃ চাষ-কার্য এবং যুদ্ধের নিবিড় পো-বাহিনীর বিশেষ জাহাজ হইয়াছে।

দেশের সমস্ত পত্ন-ব্যবসায়ীদের দুই এনিকে আক্রমণ করা হইতেছে। এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জাহাজগণের সহযোগিতা একান্তরূপে বাঞ্ছনীয়। যে সকল রাটে-বাহারে সাধারণতঃ পশুদি বিক্রয় হয়, তাহাদের বাহিনী-গণকে বিশেষ করিয়া অনুগ্রহে সাক্ষ্য করিতে—জাহাজগণ বেন তৎসংশ্লিষ্ট হাট-বাহারের পত্ন-ব্যবসায়ীদের এই চাহিদার কথা জানান।

এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জাহাজগণ বাহ্য বাহ্যবর্ষের কয়েকটি বিজা কলিকাতার ১২২ সাক্ষ্য জেলার বাহ্য লক্ষ্যদের নিবিড় সাক্ষ্যের অধিকারের নিকট অনুগ্রহ করা হইতে পারে।

আবহা ওয়ার অবস্থা ও চাউলের দর

বঙ্গীয় মুক্ত-ভাণ্ডার ও ইক্ট-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস ১৯শে জুন পর্য্যন্ত হিসাব

জেলা।	বর্ধমান মুখ্য তহবিল।	ইষ্ট-ইণ্ডিয়া তহবিল।	বোট।
	টাকা।	টাকা।	টাকা।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পরগণা ..	৭০,৪২০	৭২,১৪২	১,৪৭,০৬২
(২) বনোয় ..	৬২,৭৭১	৬৮৩	৬৩,৪৫৪
(৩) কুলনা ..	৪৪,৭৩৮	২৭৬	৪৫,০১৪
(৪) মুর্শিদাবাদ ..	২৬,৭০৭	১,২০২	২৭,৯০৯
(৫) নদীয়া ..	২৬,৬০০	২,০২৫	২৮,৬২৫
বোট ..	২,৩৭,৮২১	৭৭,০২৮	৩,১৪,৮৪৯
২। বর্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাকুড়া ..	২২,৪৪০	৪০	২২,৪৮০
(৭) বীরভূম ..	২১,৬১০	১০০	২১,৭১০
(৮) বর্ধমান ..	২,০১,১১৬	২০,৬৭০	২,২১,৭৮৬
(৯) হুগলী ..	৩১,৪১২	৭,৬০৭	৩৯,০১৯
(১০) হাওড়া ..	৫৪,৬৬৬	৫৭,২৪৩	১১,১২৯
(১১) মেদিনীপুর ..	৭০,২৬৪	৩,২২২	৭৩,৪৮৬
বোট ..	৪,২০,০৫১	৮৯,০৪০	৪,১০,০৯১
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম ..	২৮,৭২২	৩৮,৭১৩	১,৩৭,১৪০
(১৩) পার্শ্ব ভা চট্টগ্রাম ..	৭,১৬৪	৬০৭	৭,৭৭১
(১৪) নোয়াখালী ..	৭০,২৬৭	১	৭০,২৬৮
(১৫) ত্রিপুরা ..	৫০,৬৮০২১	১৮১৭	৫০,৬৯,৮৩৮
বোট ..	৩,৪৬,৭৫৪	২০,০৯৮	৩,৬৬,৮৫২
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাবরগঞ্জ ..	১৩,৪০৪	৮৮,৬০৭	১,০২,০১১
(১৭) ঢাকা ..	১,২৩,৬০৮	৬২,৬০১	১,৮৬,২০৯
(১৮) ফরিদপুর ..	২৮,১১৫	১,১০১	২৯,২১৬
(১৯) ময়মনসিংহ ..	১,৩৮,৪১১	৪,৬৭২	১,৪৩,০৮৩
বোট ..	৩,০৩,৮৩৮	১,৫৭,২০১	৩,৬১,০৩৯
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া ..	১০,১৭৪	২০০	১০,৩৭৪
(২১) বাজিলিং ..	৫৮,০০০	৫৪,২১২	১,১২,২১২
(২২) বিনায়কপুর ..	৬৭,২০৫	২১৪	৬৭,৪১৯
(২৩) জলপাইগুড়ি ..	৫৩,২২৬	২০,৪০৭	৭৩,৬৩৩
(২৪) বাগমতী ..	৩৮,৭১২	১,০২২	৪০,৭৩৪
(২৫) পাবনা ..	৭,১১০	৮৪৪	৭,৯৫৪
(২৬) রাজশাহী ..	৫৪,০১৬	৫,১৮৮	৫৯,২০৪
(২৭) ঝাংপুর ..	৫৩,০৭০	১,৭০১	৫৪,৭৭১
বোট ..	৩,৪২,২০২	১,৫৮,২৭২	৩,৯০,৪৭৪
(ক) বাঙলা দেশের জেলাসমূহ অর্থ ১৯৭১ সালে হইতে ৫৯৭১	১৬,৫৪,৪০৬	৫,২৩,৬৭৪	২১,৭৮,০৮০
(খ) বঙ্গদেশের বিহীন তহবিল	২,২৬৮	১,২৬,৪২০	১,২৮,৬৮৮
বর্ধমান মুখ্য তহবিল ..	৬,০২,২০২	৬,০২,২০২
ভারতীয় চা এসোসিয়েশন ..	২৫,০০০	২৫,০০০
ত্রিপুরা ট্রেড ..	৭,০০০	৭,০০০
এ. বি. রেলওয়ে ..	৭৮৪	২,২৪০	১০,০২৪
বি. এম. রেলওয়ে	২৪,৬০২	২৪,৬০২
ই. বি. রেলওয়ে ..	৪৮৬	৪৩,০১৩	৪৩,৫০১
ই. আই. রেলওয়ে ..	২৮৪	১,০৪,০৮৮	১,০৪,৩৭২
বিবিধ বোট ..	৬,০৫,৭০৬	২,৮২,৭২০	৮,৮৮,৩২৬
কলিকাতা ..	৩,৬২,২২২	৪৩,১৮,০৬৩	৪৬,৮০,২৮৫
মুর্শিদাবাদ ..	২৬,৪৬,১২২	৫৩,২১,২৪৭	৭৯,৬৭,৩৬৯

সত্ত ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সে সময় শেখ হাইকোর্টে, সে সময়ে
কোম্পানীটির আর্থিক পরিণতি হওয়ায় ফলে ফলে
চাষাবাদের উন্নয়নক আর্থিক পরিস্থিতি। সুবিধাভা
ও আর্থিক পরিণতির ফলে কোথাও কোথাও ফলে
ফলে হাইকোর্টে। কিন্তু ১৫ খ্রিস্টাব্দে সুবিধাবাদ
ও বীজতুলে সাহায্যের বিধির ফলে বৎসরে ২,৫৭৯ এবং
৩,০০৭ জনকে বৈধিক পরিণতির ফলে ফলে ফলে
হাইকোর্টে। সে সময়ে উক্ত দুই কোম্পানী বৎসরে
১,২১০ ও ৮,৭৩৭ জন বরখাস্ত দান লাভ করে। এই
সময়ে বৎসরে ৮৪,০৬১ জনকে সাহায্যের বিধির
ফলে ফলে ফলে হাইকোর্টে। ফলে ফলে ফলে
ফলে এবংও অসুস্থতা বরখাস্তে। সুবিধা-এই ফলে
ফলে সাহায্য দান চলিতেছে। বরখাস্তের ফলে
৪২০ জনকে ফলে ফলে সাহায্য দান করা হয়।

২৪-পঞ্চগা, ডারমণ্ড চারবার, মাধাকপুর, বাহালগড় ও বশিরঘাটে টাকার /৬।। সেব চইতে /৭ সেব; নবীরা সতর, কুটীরা, বেহরপুর, চুড়াডাঙ্গা এবং বাণাঘাটে /৬ সেব চইতে /৭ সেব; হুশিলাবাদ সতর, লালবাগ, কজীপুর ও কানিতে /৬৮ চইতে /৭। সেব; বগোয়াহ সতর, খিচিহ, মাকুয়া, মজাইল এবং বরশাণের টাকার /৭—/৭।। সেব; কুলদা সতর, মাজেকীরা ও বাণেহরঘাট /৭ সেব; বড়মান সতর, আসানসোল, কাটোরা এবং কালদায় /৬৮—/৭ সেব; বীরভূম সতর ও বামপুরঘাটে /৬।।—/৭ সেব; ঝাকুড়া সতর ও বিকপুরে টাকার /৬।। সেব চইতে /৭ সেব; বেহিলীপুর সতর, কঁদি, ডবলুক, মারিল ও ঝাড়দুয়ারে /৬।। চইতে /৭৮ সেব; ভগলী সতর, শ্রীরামপুর ও আদামবাগ চইতে কোন বিশেষ পাণ্ডা বার নাই; হাওড়া সতর ও উলুবেড়িয়া /৭ সেব; হাজপাটী সতর, মওলী ও মাঠেবে /৬।। সেব চইতে /৭। সেব; দিনাজপুর সতর, টাকুগুণী এবং বাপুৰঘাটে /৭ সেব চইতে /৭।। সেব; অলপাইগুড়ি ও আলিপুরে /৭ সেব; মাজিলী সতর, কানিরা, শিলিগুড়ি এবং কালিমাংস /৬ সেব চইতে /৮ সেব; ঝাপুর সতর, নীলকাহারী, কুড়িপুর ও গাইবান্ধা /৬।।—/৭ সেব; বড়ডা সতর /৬৮ সেব, পাবনা সতর ও শিরাখণ্ডে /৭—/৭।। সেব; মালদাহ /৭ সেব; কুচবিড়ায় /৭।।০০ সেব; টাকা সতর, মণিকগড়, গারোবগড়, ও মুন্সীগঞ্জ /৬—/৭ সেব; ময়মনসিংহ সতর, জাবালপুর, টাকটিল, মেহেরগাণা ও শিলোহগড়ে /৬।।—/৭ সেব; ফরিদপুর সতর, গোয়ালন্দ, বাদারীপুর এবং গোয়ালগড় /৬।। চইতে /৭ সেব, বাবরগড় সতর, শিহোজপুর, পটুয়াখালি ও সর্দিখ নাজরাজপুর /৭ সেব; চট্টগ্রাম সতর ও কক্সবাজারে /৭।।—/৮ সেব; ত্রিপুরা সতর, ব্রাহ্মবাড়িয়া এবং টাকপুরে /৬ চইতে /৭।। সেব; মোতাখালী সতর ও ফেরী /৬।। সেব, পাণ্ডা চট্টগ্রামে /৮ সেব; ত্রিপুরা যাকের টাকার /৬।। সেব চইতে /৬৮ সেব।

தாவியிதா கட்டாகை மதகாரி புகி மதகார

জানকী ঠিকানা জানিহিলা কলেজে অব্যাহতের জন্য
বাঙালী সরকার দায়িত্ব ১৫০ টাকা হিসাবে প্রদত্ত বৃত্তি
নবুত করিয়াছেন। উক্ত কলেজের প্রধান দায়িত্ব প্রাপ্তির
কাজেই বাঙালী সরকার দায়িত্ব প্রদানের জন্য বৃত্তিগুলি
নিষিদ্ধ করিয়াছেন। বৃত্তিগুলি দ্বিতীয় বৎসর কাল দায়ী।
কলেজের অন্যান্য বৃত্তিগুলি প্রদান করিবেন। প্রাপ্তদের
সেবাশক্তি ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বৃত্তি প্রদান
করা হইবে।

পল্লী-সংগঠন

[তৃতীয় পৃষ্ঠার প্ৰবন্ধ]

পত্র চয়। বঙ্গবাসী বঙ্গবাসী আগে দুই কবে
লিখেছিলেন,—“শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সহযোগিতা মাই।”
সে সময়েকার অত্যাধিক আশঙ্কিত হইতে লাগে।

পরিচালকসম্প্রদায়-সহায়িতাপ্রদান-আর্থিকসহায়তা প্রদান
কর্তৃক অত্যাধিক বঙ্গবাসী পল্লী-সমিতিগুলির কাজ
কাজ হইতে। এই অত্যাধিক প্রদান হইতে হইবে। তাহাদের
জানিতে হইবে ও দেখাতে হইবে,—পল্লী সমিতিগুলির কাজ
অত্যাধিক। অত্যাধিকদের এ বিষয়ে কথন
আছে।

“প্রত্যেক মানুষের হোতা উচিত যে জেনে তাঁর একবার
ময় জেনে দেখে, জেনে অশিক্ষিতদের, তিনি বাল্যের
জিন্দগিরি—বাল্যের মাই।” (অনুভবাল বসু, মাসিক
বঙ্গবাসী, জৈষ্ঠ, ১৯৩০)।

যুবকদের জ্ঞান হইতে হইবে, এই সমিতিগুলি তাদের
আলোচনা, চিন্তা ও নীতি বিকাশের ক্ষেত্র; যুবকদের জ্ঞান হইতে
হইবে—এই সমিতিগুলি তাদের জ্ঞানসম্পন্ন। কীকা
হাতজালিতে, কীকা যুবকদের কথার কোন বড়ো কাজ হয় না।

“চালাকীর দ্বারা কোন মত কার্য সাধিত হয় না।
পুত্র, সহায়তা ও সহায়তার সহায়তার সকল কার্য
সম্পন্ন হয়।” (বিবেকানন্দ)

পল্লী-সমিতিগুলির বিফলতার আর একটি কারণ
ভেদভুক্তি। এটা হয়তো সকল প্রকারের পক্ষে সত্য নয়,
কিন্তু কোম কোম প্রকারের পক্ষে সত্য। আমাদের দুই-
তিন জন: এতো সঙ্গীত হইতে পড়াই যে, আমরা
মিষ্টানের পক্ষীয় বাইরে কিছু উন্নতির কথা জানিতে
পারি না। অনেক বুদ্ধিমান শিক্ষিত পক্ষীয় জ্ঞানোক্তির
মুখে পোনা যায়, সারা গ্রামে একটি কেন্দ্রীয় জ্ঞানোক্তির
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়,—একটা তাঁরা বিশ্বাস করেন
না। গ্রামের যে জোট অশিক্ষিতের তাঁরা বাল করেন,
যা কিছু জ্ঞানো কাজ সেখানে হইতেই যথেষ্ট। এ ধারণা
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত বও
বও প্রতিষ্ঠানে গ্রামের উন্নতি বই অবশ্যই হয় না। কিন্তু
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা বা আঘাত করে নিষ্ফল
জোট জোট প্রতিষ্ঠান গড়লে গ্রামের শ্রুত কল্যাণ হয় না।
বং এ সকল প্রচেষ্টার প্রারম্ভিকালের মধ্যে পাবনিক
শ্রুতি ও সহায়তা কমে যায়, যাদের মধ্যে ভেদভুক্তি
আসে, দুই ও চিন্তার সঙ্গীত জ্ঞানে। সুধার
যে প্রশিক্ষণ দিকে দিকে বিচ্ছিন্ন হইতে গেল সেসব জীবনের
কষ্ট করে,—তা আসে একটি সংহত নীতি-কেন্দ্র হইতে।
এই কেন্দ্রীয় নীতির অভাবে বও বও প্রচেষ্টাগুলি ফল
হইতে পড়ে ও কোনটিরই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

একই গ্রামে জনহিতকর বও প্রতিষ্ঠান হইতে পারে,
কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলি একটি বুল কেন্দ্রীয় নীতির
সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সৈন্য প্রতিষ্ঠানগুলির
পক্ষীয় সঙ্গীত হইতে সঙ্গীত হইতে কল্যাণকর প্রাণ
হইবে। টীকা এবং donation এর বাতায় কল্যাণ হইতে
কল্যাণকর কিছু গড়ে উঠবে না।

এইবার পল্লী-উন্নতির মূল কর্তৃত্ববাহক কথা বলা
যাক। পল্লী-সমিতিগুলি যদি একটি অনুভব প্রণালীতে
একটি পরিকল্পনামুখী কাজ আরম্ভ করেন, তাহলে
গ্রামের যৌল আশা না হইলেও চৌক আশা উন্নতির
আশা করা যায়। একটা একটা পক্ষ-বাহিনী পরিকল্পনা
নিম্নে দেওয়া গেল। বিভিন্ন গ্রামে যে সব পল্লী-সমিতি
সমিতি কাজ করেন, তাঁরা যেরূপে সঙ্গে এই পরিকল্পনাটি
বিচার করে দেখতে পারেন। এর আশাশ্রুতিই যে
গ্রামবাসীরা হবে, এমন আশা করা অবশ্য অসম্ভব। কিন্তু
এই বঙ্গবাসী বিভিন্ন পল্লী-সমিতিগুলি নিম্নের বুদ্ধি
অভিজ্ঞতা ও পারিশ্রমিক আশ্রয়ী অনুভবী সংগঠন

করে কার্যকরী করার চেষ্টা যদি করেন, তা হলে গ্রামের
কল্যাণই হবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে
হলে নিম্নলিখিতগুলি প্রয়োজন:—

১। জ্ঞান ও যুবক কর্মীর মন।—জ্ঞানের দৈনিক
দুই এক কটা পরিচয় দিতে হবে।

২। ইউনিয়ন বোর্ডগুলির সহযোগিতা।—ইউনিয়ন-
বোর্ডগুলিকে যেন সাহায্য করে, পল্লী-সমিতি
আছে বলেই একই সংস্কারমূলক কাজগুলি করতে সমিতি-
গুলি সক্ষম হবে না। একটা দুইটা সেওয়া যাক। যেন
কলম কোম অর্থ-বান ব্যক্তি পণ্ডিত অমি জ্ঞানে আচ্ছন্ন
হইতে পারে। একেই সমিতির কর্মীরা যদি পরিচয়
ও সময় ব্যয় করে ঐ জ্ঞান পরিচয় করেন, তা হলে
জেনা সাধারণ তেল সেওয়াই হবে। সমিতির কর্মীরা
তীক্রে বঙ্গবাসীর বুঝিয়ে জ্ঞান পরিচয় প্রচারিত করবেন।
যেকোনো বিকল হইবে, সে কেনে ইউনিয়ন বোর্ড
তীক্রে কল্যাণ প্রয়োগ করে ঐ জ্ঞান পরিচয় তীক্রে
সাধা করবেন। জেনেই ইউনিয়নে অধ্যক্ষের আশ্রয়
কষ্ট করে প্রতিবেশীদের অশ্রুবিধা ঘটানো আইনে
অতিশয় হইতে হয়। যেহেতু গ্রামের বাড়ীর সামনে
পায়ের দামিক আরণ্য আছে, অতএব পায় সে জ্ঞান
ইচ্ছামতো জ্ঞানে ভরিয়ে ও গাছপালা দিয়ে গ্রামের
বাড়ীর কোম ও বাতাসকে আটকে রাখবে—এ রকম
অধিকার পায়ের নেই। এতদ্বা কলম সত্য জানি না,
কিন্তু এ রকম আইনের ব্যবস্থা আপাতত: আমাদের
মেনে, বিশেষ করে পল্লীগ্রামে নেই। তবুও বেটুকু
আইনগত কল্যাণ ইউনিয়ন বোর্ডের আছে, সেটুকু জন-
অধিকারের ভাবে প্রয়োগ করতে কৃতিত্ব হইতে চলে না।
তার পর ইউনিয়ন বোর্ড কেনে বিশেষ সমিতির কর্মীদের
দিয়ে জ্ঞান পরিচয় কবিরে ন্যায় পারিশ্রমিক সমিতি
দিতে পারেন। তাছাড়া, ইউনিয়নবোর্ডের জনসং-
মূলক কাজগুলি পল্লী-সমিতিগুলির সাহায্যে হওয়া
প্রয়োজন। তা হলে সমিতিতে জনপ্রিয় ও অভিজ্ঞতা
করে তোলা হবে। তবু থাকেই সমিতির জন সংস্কার
সাংস্কৃতিক বর্ধক করে লায় বালাস হইতে চলে না। পল্লী-
সমিতিগুলি হইতে যেখানে বিনাশেই প্রাথমিক
নিকালানের ও বিশেষভাবে নিরক্ষর বর্গের নিকালানের
ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রত্যেক ইউনিয়নবোর্ডের প্রত্যেক
চৌকীলাস দফতার যাতে সেখানে সেই নিকালানের
সুযোগ গ্রহণ করে, তা, ইউনিয়নবোর্ডগুলির
সেবা অবশ্য দরকার। পল্লী-সমিতিগুলি ও
ইউনিয়নবোর্ডসমূহ এইভাবে সর্ববিধ প্রকারে পরস্পরের
সঙ্গে সহযোগিতা করলে উভয়েই লাভবান হইবেন। তাঁদের
সঙ্গে তবু চিন্তার বাতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না।

৩। পরিচর্যা।—এ বিষয়ে পূর্বেই অনেক কথা
বলা হয়েছে। যার উপর যে পরিচয় অসিত হবে,
সে পরিচয়ের দক্ষতার কথা প্রয়োজন। বও প্রাধান্য
বিসর্জন দিয়ে নিজের নিজের পরিচয় অনুভবাবে নিষ্ঠুর
করলে সকল অনুভবই নির্ভরভাবে সম্পন্ন হয়। সমিতির
কর্মকর্তারা যদি কাগজে কলমেই কর্মকর্তা থেকে বান,
তীক্রে অশ্রু যদি সমিতির সত্য অনিবার্য উপস্থিতিতেই
পর্যবসিত হয়, তা হলে সত্য কাজই প্রচলন বা জেনে-
বেলা হইতে সাধারণ।

৪। অর্থসংগ্রহের প্রতি সহায়তা।—এই সহায়-
ত্বটি পোষাকী হইতে চলে না। সবচেয়ে বড়ো নিম্নতর
কেনে যেহেতু,—অভিজ্ঞতা বিসর্জন দিয়ে সহায়ত্বের
সঙ্গে জ্ঞানের পল্লী-সমিতিতে সাধারণ চেষ্টা করতে
হইবে। জ্ঞানের জ্ঞান দিতে হবে। সমিতির দান
কাজে, জ্ঞানের মধ্যে প্রচার করতে হবে সমিতির উদ্দেশ্য
ও প্রয়োজনীয়তা। গ্রামোন্নয়ন সমিতির প্রত্যেক
কর্মীকে পল্লীগ্রামে নিম্নতর করতে হবে—

“—that my life, my reason, my light is given
me entirely for the enlightenment of my fellow
beings.” (Tolstoy).

[সেই কলমের নিম্নে দেখুন]

বিভিন্ন প্রকারের বাজার মূল্য

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বাংলা সরকারের নিম্নের মার্কেটিং অফিসের নিম্ন বিবৃতি
বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

পণ্য।	চুক্তি মূল্য।	প্রতিমূল্য।
আগমার আটা (কাগজের বলিতে) ..	৪১০	
ঐ (চট্টের বলিতে) ..	৪১০	
ঐ (কাগজের বলিতে) ..	৪৫০	
আগমার মূল্য—		
কিশোর মার্কা ..	৬৫	
অনুত জোম ..	৬৫	
ডুকার ..	৬৫	
রাণাপ্রতাপ ..	৬৫	
মহম ..	৬৫	
নীতা ..	৬৫	
শ্রী ..	৬৫	
চাউল—		
বীকডুলী ..	৬০ হইতে ৬১০	
পাটলাই ..	৬, হইতে ৬১০	
মোটা ..	৫, হইতে ৫১০	
মুরগীর ডিম (শ্রেণী বিভক্ত) (প্রতিকুড়ি)—		
“এ” শ্রেণী ..	৫০	
“বি” শ্রেণী ..	৫০	
“সি” শ্রেণী ..	১১০	
“ডি” শ্রেণী ..	১১০	
মুড় প্রতি টাকার ..	৫ সে।	
	প্রতিমূল্য।	
আলু—		
দেশী নৈনীতাল ..	৪৫০	
	প্রতি সে।	
ঐ ..	৪১০	
	প্রতি মূল্য।	
বৎসা—		
মোহিত ..	২২, হইতে ২৫	
চিংড়ি ..	১৫, হইতে ২০	
টিল ..	১০, হইতে ১২	
	প্রতি টাকার।	
কল—		
আপেল (নৈনীতাল) ..	১৬ হইতে ২০	
কলানেমু (নাগপুর) (পুণা)		
(নৈনীতাল) ..	১৪	
	কুড়ি।	
আনারস ..	৬, হইতে ৮	
	প্রতি তরল।	
কলনী (সিঙ্গাপুরী) ..	১০ হইতে ১০	
উর্বর ..	মূল্য।	নিম্নতর ..
মুড়ের ..	মুড়ের ..	
পরিমাপ ..	পরিমাপ ..	
গাভী ৮ সে।	৮৫	৬ সে। ৬০
বহিষ ১২ সে।	১৫	১০ সে। ১০

[২৪ কলমের বেশ]

৫। আনন্দিতরতা ও আনন্দিতরতা।—নিম্নের উপর
কর্মীর পক্ষীয় আনন্দিতরতা থাকা দরকার, আনন্দিতরতা
থাকা দরকার। মূল্য গ্রাম বই করতে হবে, মূল্য
আনন্দিতরতা প্রতিষ্ঠিত করতে হইলে কর্মীর এই আনন্দিতরতা
ও আনন্দিতরতা একান্ত দরকার। কেনে—

“বই কর্মী পক্ষ, বৈরাগ্য দায় না এই
কর্মীর আনন্দিতরতা প্রতি নিম্নতর,—আনন্দিতরতা।”—
পঞ্চমঃ। (১৯৩৬ সালে পৌরীস কর্মীর আনন্দিতরতা
পণ্ডিত প্রকাশ।)

[আনন্দিতরতা কলমের বেশ হইবে]

আমি সেই কবীর সময় ছিল না। পাঠ্যপুস্তকে
 লিখিত কথা হইল এবং ভিন্নজন আশ্রয়কারী বীরের
 উপর চড়াও হইল। উচা নথল করিল। উত্তিমধ্যে তৃতী-
 কবীর লক্ষ লক্ষিরা প্রেতুলের সৈন্যরা চাক করিয়া
 সেতু লক্ষ করিল। তাহারা অধিকার লক্ষ করিয়া এই
 দ্বাদশে বীরি পাঠিল এবং হেল-আল-শেহাব এবং অন্যান্য
 লিখিতকারী বীরি হইতে বেশিরভাগের প্রভু তৃতীকরণ
 লক্ষের দ্বাদশই হইল না।

সরকারী জন-সেবা সম্বন্ধে

২৪-পরগণার প্রশংসনীয় কার্য

গত ৮ই মে হইতে ১৪ই মে পর্যন্ত বাঙলা সরকারের জন-সেবা সম্বন্ধে বিঃ স্বর্গীয় শ্রী চন্দ্রশেখর বসুকে ২৪-পরগণা জেলার বর্তমান বাসার এলাকার বসুপুর ইউনিয়ন বোর্ডে সন্মেলন উদ্দেশ্যে প্রচার করিয়াছেন। এই সেবা সম্বন্ধে জনস্বার্থের কল্যাণের মধ্যে আরও ছিলেন সুবিধা ভাঙার ও জাহাজের সরকারী কল্যাণের প্রচার বোগাযোগকে বীজিত করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। জাহাজের ও লাউ পিঁকারের সাহায্যে বস্ত্রের দ্রুত চর্চিত করার বক্তৃতা রাখিয়া পরীক্ষা, বাতাস ও জল-বীজিত ক্রিয়ায় সহজে উত্তৃত করিতে হইবে এবং উত্তৃত করিতে পাঁজা দান, বুঝাইয়া দেন।

প্রদত্ত দ্রব্যাদি—

- ৮ই মে—চাকর দ্বারা ও তুলের বাতাস।
- ৯ই মে—শিলা বা পাথর অস্ত্রবিধা ও বস্ত্র-বুদ্ধিগণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।
- ১০ই মে—কলেক্টর, প্রত্যাগী মৃত্যু এবং বস্ত্রের জাহাজের কুচকাওয়াজ।
- ১১ই মে—কলেক্টর দ্বারা (জি. এন্. বোর্ড)।
- ১২ই মে—পারী-সংস্কার ও সংগঠন।
- ১৩ই মে—শিক্ষাপাল, আবেগ চাপ ও জলের অসুখ কল্যাণ।
- ১৪ই মে—তুলের বাতাস, এডোবেট গিরিপুত্রের ঘটনাবলী ও প্রত্যাগী মৃত্যু ও বস্ত্রের জাহাজের কুচকাওয়াজ।

সরকারী ডাক্তারী বিভাগ (medical unit) যে সমস্ত রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা এই কয় দিনে ৮০৮৫ জন হইবে। সংখ্যা কম হইবার কারণ পরীক্ষার এ সময় বাসেলিয়ার প্রকোপ হইতে কম থাকে।

আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপকতায় মহাকুমা স্বাস্থ্যবিভাগের ইনস্পেক্টর সত্যেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যাহ সন্ধ্যায় উক্ত প্রচারণার যোগদান করিয়াছিলেন এবং কলেক্টর ও বসু এই দুইটি নিম্ন বসানারীর দ্বারা আবেগ কি উপায়ের সহজে এড়াইতে পারি, তৎসময়ে বক্তৃতা দিয়া উপস্থিত জনসংখ্যাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

আটলান্টিকের যুদ্ধ সম্পর্কে নরওয়েজীয় প্রধান-মন্ত্রী

১০০ নরওয়েজীয় জাহাজের সহযোগিতা

নরওয়েজীয় প্রধান মন্ত্রী সন্দ্রিট একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

জগতের স্বাধীনতা স্বাক্ষর জন্ম পণ্ডিতগণি আশু যে সংগ্রামে লিপ্ত, তাহার মধ্যে আটলান্টিকের যুদ্ধকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বনে করা হইতে পারে। আগামী মাসে এই যুদ্ধ চরমে উঠিবে বলিয়া মনে হয়। একবারে খ্রিষ্টীয় সপ্তদশমী জাহাজের পরই নরওয়েজীয় সপ্তদশমী জাহাজের দান। ইহাদের সংখ্যা অ্যাকসিস পন্ডিতগণের যে কালক্রমে সপ্তদশমী জাহাজের সংখ্যা হইতে বেশী। আমাদের নতুন বনেন, আমেরিকা ও খ্রিষ্টানের সামুদ্রিক বোগাযোগ স্বাক্ষর সংগ্রামে নরওয়েজীয় বাহিনী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করিবে। এই যুদ্ধে বিতরণক জিতিবে বলিয়া আমরা দৃঢ় বিশ্বাস।

জাহাজী যে দিন নরওয়েজীয় আক্রমণ করে, দ্রিক সেটদিনই নরওয়েজীয় রাষ্ট্রপরিষদ সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রয়োজন হইলে নরওয়েজীয় গণতন্ত্র বৈধ নৈশে হইতেও জাহাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে থাকিবে। এই সিদ্ধান্তের কয়েক বর্ষবন্দে ১০০ নরওয়েজীয় জাহাজ এবং ২৫ জাহাজের উপর মারিক বিক্রমজিগ কে সাচায়া করিতেছে।

জিগিগি জিগিগি আদি বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিয়াছি। প্রথমতঃ, যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত পরিচালনা করিয়া জয় লাভ করিবার জন্য খ্রিষ্টানের অনবদীর দৃঢ়তা। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধজাহাজের 'বুদ্ধজগুণ' বনোভাঃ প্রেসিডেন্ট কলেক্টর ল্ট জাহাজ বোগা করিয়াছেন যে, মাংসীদের সারা জগতের উপর প্রভুত লাভের প্রচেষ্টায় বাধা দিতে আমেরিকা দৃঢ়সংকল্প। তৃতীয়তঃ, নরওয়েজীয় জাহাজ সেনাবাহিনী যে অনবদীর সাহসিকতার সহিত মাংসীদের অভিযাত্রা সহ্য করিতেছে। বলা বাঙলা, তাহাদের এই সাহসিকতা আমায় চিত্তকে সর্বাপেক্ষা অধিক মগ্ন করিয়াছে।

কমজা প্রবণের প্রথম বাহিনী উপলক্ষে মাংসিন লে'ত্র যে যেভাবে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তিনি ফরাসী জাতিকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহাদের ভুগের দাবি এখনও শেষ হয় নাই। তাহানিগকে আরো দীর্ঘকাল যুদ্ধ ভোগ করিতে হইবে।

মানবীয় আত্ম-প্রদর্শনী

মানবীয় বিঃ ডব্লিউজিএন এন কর্তৃক উদ্বোধন

বিগত ১৬ই জুন তারিখে বাঙলা সরকারের কৃষি বিভাগের ডায়রেক্টর স্বর্গীয় মানবীয় বিঃ ডব্লিউজিএন এন মানবীয় টাউন-হলে "মানবীয় আত্ম-প্রদর্শনী" উদ্বোধন করেন। বাঙলা দেশে এই জাতীয় প্রদর্শনী এই প্রথম প্রকাশ হইল।

জেলার সকল দান হইতে আগন্ত জন-কলমে হস্তি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং প্রদর্শনীটি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

জেলার দান দান হইতে প্রায় ৪০০ প্রকার আন প্রদর্শনীতে আকর্ষণীয় হইয়াছিল এবং আগ্রা ও সাহায্যপূর্ণ হইতেও কতক আন আনিয়াছিল। প্রদর্শনীতে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল স্বাধীনভাবে প্রদত্ত এবং 'অন্যান্য প্রদর্শনী' হইতে আগন্ত আবেগ কাছন্দী, আমদান, আচর, চাটনী, বোরকা, হালুকা, সিন্ধুকা, বস প্রভৃতি আনকাত প্রদান। এই সব দ্রব্য সাহায্যী, কলিকাতা, আগ্রা, মোহাই, মাদ্রাস প্রভৃতি দান হইতে আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

বারোটি প্রথম প্রেরণী ও বারোটি দ্বিতীয় প্রেরণী রৌপ্য পদক এবং বহু সংখ্যক সার্টিফিকেট বিতরণ করা হইয়াছিল।

প্রত্যেক বস্ত্রের অমূল্য প্রদর্শনী অমূল্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৭ই জুন তারিখে মানবীয় স্বর্গীয় আত্ম-উৎপাদনকারীলৈব সমিতি এক ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা করেন। আত্ম উৎপাদনকারীলৈব একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

সরকারের মার্কেটিং ও কৃষি বিভাগের কর্মচারীগণ, জেলার স্বাধীন কর্মচারীগণ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা-হাকীম এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় কয়েক প্রদর্শনী এই প্রথম সাক্ষাৎভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

"মানবীয়" ও "স্বর্গীয় গিরারের" জন্ম ডাক্তার সরকারের সমন্বিত বিভাগ সম্প্রতি ডাক্তারবর্ধন দুইটি বিভিন্ন কারবারের নিকট অর্ডার দিয়াছে। দান প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির জন্য এই দুইটি জিগিগি বিশেষ সরকার হয়।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

হুগো বুদ্ধরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর জীবন্তী স্বাক্ষর-সমূহের মধ্যে জাহাজ-যাত্রার করে।

জাহাজ-জাহাজ যে-দর বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিন্স ম্যাককী ৩৩ কোং,

১২২নং, এডোবেট, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।



কুমিল্লার লোকসং দান একজন জাহাজী সৈন্য পাহারা করিতেছেন।



বাঙলাব কথা

সং. বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা]

কলিকাতা, ৭ই জুলাই, ১৯৪১

[এক আনা

পারিবারিক ব্যয়ের সংকোচ সাধন

সমর-প্রচেষ্টায় ইংলওবাসীদের বিরাট ভাগ

কীচা বালের অভাব এবং তদার সাবাস্ত না হওয়া সংকট ইংলও বঙ্গ ও জুতা ব্যবহারের পরিমাণ সীমিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের কার্য সম্পন্ন করিতে অল্প কয়েক জনাই যোগদান করেন, প্রত্যেককে বাহাতে সম-পরিমাণ বস্ত্র ও জুতা ব্যবহার করিতে পার, সে উদ্দেশ্যে কীচা বস্ত্র ও জুতা ব্যবহারের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইল। সরকারীভাবে কিছু না, বলা হইলেও ইহার আওতা নীচে কার্য হইবে। প্রথমতঃ পোষাক-পরিচ্ছদের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়াই ব্যবসায়ীদের প্রকৃষ্ট উপায়। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থার ফলে ইংলওবাসীদের কাপড়চোপড় ও জুতা ভৈরীর জন্য কি পরিমাণ কীচা বালের আদ্যাক, জাহা সহজে নির্ধারিত হইবে এবং তদনুসারে কাপড়ের বালের সঙ্কটের কথা সম্বন্ধে হইবে।

ক্রেতা-বিক্রেতা কেই ইতার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কারণ তাহাদের সকলেই জানে যে, ইংলও কাপড়-জুতার কোন অভাবই দেখা দেয় নাই। শান্তির সময়ের দায় এবং মোকামপাতিগুলি পূর্ণ আছে। ইহা অল্পা নতুন যে, যুদ্ধের সময় পরিধেয় বস্ত্রের দাম কিছু কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহা সর্বত্র ৫০ শিলিং পনের দুই-বিক্রেতার এবং ৬৫ শিলিং ৩ ৭৫ শিলিং এ বেশ ক্রমের পূর্ণ দুই বিক্রয় করিতেছে। বহিরাবাসের বস্ত্র-কালে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বাজারে ১২ শিলিং হইতে ২০ শিলিং মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়।

অনেকে তাহাদের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত আয়ের একটি অংশ মূল্য কাপড়চোপড় করে ব্যয় করিতে একটি উৎসুক। বিলাসিতার বাহাতে অর্থের অপচয় না হইতে, সে উদ্দেশ্যে প্রায় এক বৎসর পূর্বে মাথাপিছু কাপড়চোপড়ের পরিমাণও বীজা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। তখন ইংলও ১,৫০০,০০০ লোক বেকার ছিল। একতাব্যয় যদি প্রত্যেকটি কার্যকরী হইত, তাহা হইলে কাপড়ের বিদ্যে নিবৃত্ত আরও বহু শ্রমিক বেকার হইত। পণ্ডিত, অর্থ যুদ্ধের অগ্রসর নির্ধারণে কার্যকরী হইয়াছে তাহা হইত না।

বর্তমানে সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিদ্যে শ্রমিকদেরকে আদিয়া একশে অগ্রসর করিয়া নিবৃত্ত করা হইতেছে। কারণ বঙ্গবাসী উৎসাহের জন্য তদার বহু লোকের আদ্যাক।

উপরোক্ত ব্যবস্থা চাষি প্রকারে মঙ্গলপ্রসূ হইবে জানা করা যায়। বঙ্গ, ইহা জনসাধারণের ব্যয়ের অল্প হ্রাস করিবে এবং বাজারে বস্ত্রের অত্যধিক প্রচলনের পূর্ণ বাক্যের দৃষ্টি করিবে। বঙ্গবাসীরা নিবৃত্ত শ্রমিকদেরকে অগ্রসর নির্ধারণ কার্যকরী দিয়ারের সুবিধা হইবে। সরকারীভাবে তাহাদের অভাব ঘটিবে না; সরকারী প্রত্যেক ব্যবসায়ের জন্য অবশ্যই বস্ত্র ও জুতা পরিধেয়।

জুতা ও বস্ত্রের পরিমাণ বীজা দেওয়ার ফলে অনেক বিক্রয় অগ্রসর করে করিবে অনেক দায়; তবে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ বস্ত্র বস্ত্র ও জুতা করে কার্যকরী কোন বীজা দিয়ার মালিক চিন্তিতে হয় নাই।

সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে মি: কেমিসের সভাপতির সম্প্রদায় হইয়াছে। স্টেশনের মূল্য বাড়তে, অর্থ-সকলের আন্দোলন, বিলাসিতার ক্ষেত্রে ব্যয়বাস প্রকৃতি আন্দোলন ও ব্যবহার সঙ্গ, অতিরিক্ত আয়ের চাকার বাজার হাইজা হইতে পারিতেছে না। প্রত্যেকটি ব্যবসায়ী এ পর্যন্ত বেশ ক্রম প্রদান করিয়াছে। এদিককার বাজারে, অতিরিক্ত ব্যয় বস্ত্রের বিলাসলাভের আদ্যাকী হ্রাস এবং সঙ্গ-ভাঙারে বিপুল অর্থ প্রদান হইতে ইহার প্রদান পাওয়া হইতেছে। সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায়, "লণ্ডন সরকারের সন্যাস" সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১২৪,০০০,০০০ পাউণ্ড; যে বালের শেষ সন্যাসে জুতা ও বস্ত্র সন্যাস ২০,০০০,০০০ পাউণ্ডের অধিক সঙ্গ-ভাঙারে করা হইয়াছে। সঙ্গ আন্দোলন প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে এত অধিক অর্থ কোন সন্যাসে সংগৃহীত হয় নাই।

৩-৭৫ জন সন্যাস পণ্ডিত একটি শ্রমিক পরিবারের পক্ষে কত বস্ত্র পক্ষে "ইকনমিষ্ট" পত্রিকা সে সম্পর্কে একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। "মিনিট অর্থ সৈন্য" সেজেটে প্রকাশিত তথ্যমতে ত্রিভি করিয়া উক্ত হিসাব সন্যাসিত হইয়াছে। উক্ত হিসাব প্রকাশের পূর্বক পর্যন্ত পরিধেয় কাপড়চোপড়ের উপর কোন বিক্রি-বিষয় আন্দোলিত হয় নাই। তাহারা বর্তমানে ব্যয়ের পরিমাণ যে হ্রাস ঘটিয়াছে তাহা বলা নিশ্চয়কর। "ইকনমিষ্ট" পত্রের মতে ১৯৩৭ সনের অক্টোবর এবং ১৯৩৮ সনের জানুয়ারী, এপ্রিল ও জুলাই মাসে ৩-৭৫ জনের একটি শ্রমিক পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সন্যাসে ১ পাউণ্ড ১ শিলিং ১১^১/_২ পেন্স ব্যয় হইত। ১৯৪১ সনের মার্চ মাসে ই পরিবারের জন্য সন্যাসে ১ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৭^১/_২ পেন্স ব্যয় হইয়াছে।

বাধ্য ব্যবহার বস্ত্র, তুণ পুতুলের বাস, মাখন, চা, চিনি, কৃত্রিম মাখন, পলীর ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কটী, বস্ত্রা জাল, তুণ ইত্যাদির পরিমাণ এবং বীজা দেওয়া হয় নাই। ইহা সর্বত্র তুণ জাল ও পুতুলের বহু বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিন বৎসর পূর্বে কটী এবং বস্ত্রের দাম বাহা ছিল, বর্তমানে উহা অধিকা করা। যুদ্ধের সময় যদি উক্ত দাম কিছু কিছু বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা বর্তমান নয়। কারণ এবং তিন বৎসর পূর্বে দাম বাহা হইয়াছিল বার নাই।

মোটমুঠভাবে এই টুকু বলা যায়, যুদ্ধ অগ্রসর হওয়ার পর ইংলও বাধ্য ব্যবহার মূল্য সন্যাস ৬৫ ডাল মাত্র

বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থ শান্তির সময় একটি পরিবার বাধ্য ব্যবহার করা বাহা ব্যয় করিত, বর্তমানে উৎসাহ পণ্ড কল্প ২০ ডাল কম ব্যয় করিতেছে। উপরোক্ত হিসাব হইতে আদ্য এ দিয়ারে উপনীত হইতে পারি যে, যুদ্ধের সময় পারিবারিক ব্যয় বড়ো বৃদ্ধি পাইয়াছে, ব্যয় তদার বৃদ্ধি না পাওয়ার অর্থ করা বাহিয়া হইতেছে।

সৈন্য বিভাগে বাঙালীদের সুযোগ

মুন্ডন বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৃষ্টি
ক্যান্টনমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান অর্বিটমেন্টে প্রদান সৈন্যপরি এই প্রতিশ্রুতি দিয়ারিয়েন যে, উদ্ভিয়ারে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইলে যে সকল প্রদেশ বাঙালী সৈন্যবিভাগে যোগদানের বর্ধিত সুযোগ পায় নাই, তাহাদিগকেও সৈন্যবলে প্রবেশের স্বাধীন দেওয়া হইবে। বর্তমানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে পণ্ডিত মুন্ডন রেজিমেন্ট সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই মহামান্য ভারত, সন্যাস বেঙ্গল রেজিমেন্ট, আলবার রেজিমেন্ট এবং বিহার রেজিমেন্ট সন্যাস অসুবিধা দিয়ারিয়েন। এই সন্যাস সন্যাস রেজিমেন্টের পূর্ণাঙ্গ সন্যাস প্রত্যেক অসুবিধা হইয়াছে। বাকিটি শিব রেজিমেন্ট এক, একটি বস্ত্র রেজিমেন্ট এই পরিকল্পনা অসুবিধা পণ্ডিত হইবে। উল্লিখিত অসুবিধা হইতে তুণ যে সন্যাসই সন্যাস গ্রহণ করা হইবে তাহা নয়, টেরিটোরিয়েল সন্যাস ব্যাটালিয়নের যে সকল সন্যাস বেঙ্গল এই সন্যাস সৈন্যবলে যোগদান করিতে চায়, তাহাদিগকেও গ্রহণ করা হইবে। ১৬ নং বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের (ইতিমধ্যে টেরিটোরিয়েল সন্যাস) সন্যাসের সন্যাস বেঙ্গল রেজিমেন্ট আদ্য করা হইবে।

অসুবিধা জানা দিয়ারিয়েন যে, টেরিটোরিয়েল সন্যাস অধিকাং সন্যাসই বেঙ্গল এই সন্যাস সৈন্যবলে যোগ দিতে ইচ্ছুক। প্রত্যেক হইবে সন্যাসই সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

ইউনিয়ন মুন্ডন, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মুন্ডন-প্রাচ্য ও পারস্যোপদ্যায় ভারতীয় বস্ত্র-সমূহের মধ্যে জাহাজ বাতায়ন করে।

জাহাজ জাহাজ যে-সব বিবরণ পাওয়া সন্যাস, তাহা এবং দায়ের তাহা, মালের তাহা প্রকৃতি বিভক্ত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন টিকাদার আবেদন করুন :-

ম্যাকিন্স ব্যারকটী এন্ড কোং,

ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ জটকা

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের মিত্র-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ প্রবর্তায় করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসবোর্ড বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রাচীনা বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বোধিত কোন বাতীত অন্যান্য কোন প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৫ জুলাই—১৯৪১

কলীয়ার পালা

বিগত ১৯৩৯ সনের ২৩শে আগষ্ট তারিখে সোভিয়েট কলীয়ার সচিব জাফারী মল বঙ্গবন্ধু বেগমী এক আক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। এই চুক্তি অনুযায়ী উত্তর পক্ষই পরস্পরের প্রতি আক্রমণ হইতে বিরত থাকিতে এবং পাতিতে বন্ধুত্বের বন্ধন করিতে বীভূত হইবে। ইহার পর বিভিন্ন জাতিগত বন্ধন কলীয়ার এক-বিষয়ে আশ্রয় প্রদান করে যে, এই আক্রমণ চুক্তি উত্তর জাতির মধ্যে চিহ্নিত নবুকের প্রতীকস্বরূপ হইবে। এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দুই বৎসরও উত্তর হইল নাই, কিন্তু জাফারী উত্তরবোর্ড ইহারে ভেঁটা কাপড়ের মতই মনে করিয়া কলীয়ার বিরুদ্ধে দুই সোমণা করিয়াছে। মাংসী-সীতার বন্ধন এই ব্যাপারে পুনরায় মগ্ন হুজিতে আত্মপ্রকাশ করিল এবং ইহা হারা "পরিচয়" কুলা গিয়াছে যে, কোনপ্রকার চুক্তি বা সন্ধিপত্রকেই হিটলার পরিত্যাগ করিয়াছেন করে না। পরবর্ত্তে ব্যাতিরে যে-কোন রকম চুক্তি করিয়া পরে গরম কুলাইয়া পোলেই জায়া তরু করিতে হিটলারের পক্ষে মোটেই কোন না, প্রতারণা ও খড়বর প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বভাব ছিলিলেও অভ্যুত্থি হইল না।

বিশ্বাসযোগ্য জাফারীর কথা বিচার্য হইল। অন্যান্য দেশ উত্তরপূর্বে বৈষম্যভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, আর সোভিয়েট কলীয়ারকেও সেধপড়াতেই প্রত্যাখ্যাত হইতে হইল। সত্য-জগতের যেসব দানে এ-পন্থারও স্বাধীনতা আন্দোলন-বিশিষ্ট প্রজ্ঞাশক্তি বহিরাগত, সেসব দানের অবিস্মরণীয় হিটলারের বড়াবতায় বিশ্বাসযোগ্যতার এই দুতন দূরত্ব দেখিয়া দিশ্চর্য বিস্মিত হইবে না। এই ব্যাপারে আমেরিকান জনগণের প্রতিশ্রুতি করিয়া বিঃ সাহসার ওয়েস্টুল বসিয়াছেন :— "জাফারীর বহুমান গভর্ণমেন্ট কিরূপ হস্তক্ষেপ করুক তাহা আমরা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ পুনরায় আমেরিকা-জায়ে পাওয়া গিয়াছে। এরূপ সব চুক্তির পশ্চাতে কিরূপ বিরুদ্ধ ও ধ্বংসকর হস্তক্ষেপ বিজ্ঞানসম্মত থাকিতে পারে, জাফারীর কলীয়া আক্রমণের ভিত্তি দিয়া তাহারই প্রমাণ পাওয়া গেল।"

বৃষ্টিপ পালিয়ারকে বিঃ এন্টনী ইভেন এই সম্পর্কে বসিয়াছেন :— "পবিত্র সন্ধি-বন্ধন বিলম্বিত থাকা সত্ত্বেও জাফারী বৈষম্যভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করিয়াছে, তাহা হারা মানব-স্বাধীন ইহা দুতনভাবে প্রমাণিত হইল যে, মাংসীরা সন্ধ্যা বিশ্বে প্রত্যন্ত বিজ্ঞানের কি অপচেষ্টার অগ্রসর হইয়াছে। হিটলার কিরূপভাবে তাহার প্রতিশ্রুতি তরু করিতে পারে, চুক্তি করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই কেমন করিয়া সে চুক্তি তরু করা যায়, শীতকালে মরম মরম কথা বলিয়া বসন্তকালে কেমন করিয়া বোমা বর্ষণ করা চলে—জাফারীর কলীয়া আক্রমণে তাহারই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।"

কলীয়ার উপর মাংসীদের এই আতঙ্কিত আক্রমণ জাফারীর প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে,

সময় সময়ে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কিছু-কিছুরে কি বস্তু জমায়া পৌঁছিয়াছে। ইহা হুজা, সেসবসময় করা উপযুক্ত বাধ্য ও ব্যতিক্রম-বাহিনীর জন্য তৈরীকৃত অভ্যাসে হিটলার কিরূপ বহিরা হইয়া উঠিয়াছে, এই ব্যাপারে তাহাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পরিচয়ই কুলা হইয়াছে যে, উক্তবাহিনীর এর ও বাধ্য অস্ত্রের তৈরী-সজ্জা পাওয়ার জন্যই হিটলার এই অভিযানে অগ্রসর হইয়াছে। বৃষ্টিপ প্রতিরোধ-যাযায়া কতটা কার্যকরী হইয়াছে, এই ব্যাপারে তাহাও প্রমাণিত হইল।

কলীয়ার সৈন্য-সংখ্যা অনেক এবং বহু-সজ্জাও প্রচুর। জাফারী বাহিনীর বিরুদ্ধে এই বিরাট সৈন্যবল ও উপকরণ যে পরিমাণে বিশেষ কার্যকরী হইবে, তাহা বরাই বাহন। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় জাফারী বাহিনীর কতকটা অগ্রগতি অনিশ্চিত নহে। কারণ, জাফারী বাহিনীর বর্ত্তমানে পতির শেষ দীয়ার বাহিন্য উপনীত হইয়াছে এবং কলীয়ার সবতলকুঠি বহিরা-বাহিনীর অগ্রগতির পথে বেশ সুবিধা-অনেকও বটে। তাহা হুজা, কলীয়া বাহিনীর আক্রমণে বিরাট হইলেনও এখন পর্যন্তও জাফারী বাহিনীর বহু সুসজ্জিত হস্তায় সুযোগ পায় নাই। এই বুজের কলে জাফারী বিমান-বহর ও বহু-বাহিনী পূর্ব-দীয়ারে এতটা বাধ্য থাকিতে বাধ্য হইবে যে, সন্ততঃ কিছুদিনের জন্য পশ্চিম-দীয়ারের আক্রমণ কতকালে শিথিল হইয়া যাইবে। এই সুযোগে বৃষ্টিপের আক্রমণ-পদ্ধতি যে কিরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে, তাহা না বলিলেও চলে। সন্ততঃ আমেরিকার ক্রম-বর্ধমান সাহায্যের কলে নিরপেক্ষ যে হিটলারী পতির বিরুদ্ধে চরম বিরুদ্ধের অবিস্মরণীয় হইতে সমর্থ হইবে, এরূপ আশা মোটেই অসম্ভাবিক নহে।

মধ্যপ্রাচ্যে জাফারীর রণকৌশল

মধ্য-প্রাচ্যে হিটলারের পরবর্ত্তী ত্রিংশকল্প (দ্বিশ্লিখ অভিযান) সম্পর্কে দানা ভরনা করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এ-পন্থার ইহাই সেকা গিয়াছে যে, লুক্‌টুগারকে (জাফারী বিমান বহর) তাহারের বিমান বাহিনীর অগ্রসর অবস্থিত লক্ষা বহর উপরন্ত ত্রু তীক্ষ্ণ আক্রমণ চালাইয়াছে; রাজকীয় বিমানবহর যে-ভাবে বাস জাফারী, ডেকো-প্রোডাক্টিভ, পোলাও ও ইটালীয় উপর আক্রমণ চালাইয়াছে, মাংসীদের বিমান আক্রমণে উত্তর কোম মজীর নাই। মাংসীদের উক্ত কৌশলের মূলে নিম্নোক্ত কারণগুলি বহিরাগত :—

জাফারীর অভিযানে বিমান বাহিনী লাভ যা হওয়া পর্যন্ত লুক্‌টুগারকে (জাফারী বিমানবহর) প্যারিসের উপর বোমা বর্ষণ করে নাই। ইংলিশ চ্যানেলের তীরে অনেক ভুলি বিমানকেই হস্তগত করার পর হইতে জাফারীরা বুটেনে তীক্ষ্ণ বিমান আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করে। বুলগেরিয়া সম্পূর্ণরূপে করায়ত করিয়া প্রথমে তথায় বিমান বাহিনী স্থাপন করে, তাহার জাফারীরা গ্রীসে বিমান আক্রমণ চালাইতে থাকে। ক্রীটের কোয়ার্টার গ্রিক অসম্পূর্ণ কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল। বাস গ্রীসে অবস্থিত বিমানবাহিনী বহলে আশার পর জাফারীরা আকাশপথে ক্রীটের বিরুদ্ধে বিশ্লিখ-অভিযান জারায়।

ক্রীট দীপটি জাফারীর করায়ত হওয়ার লুক্‌টুগারকে পক্ষে একপক্ষে পূর্ণ সুযোগসাধনে, চলাচল জাফারী-ভুলির উপর আক্রমণ চালাইতে বিশেষ সুবিধা বহিরাগত। কারণ মিসিরা ও মিসরের উপকূলের পথে যে-সকল বৃষ্টিপ বণপোত ও কলতর চলাচল করে, জাফারীরা বর্ত্তমানে ক্রীটের বিমান বাহিনী হইতে উত্তীর্ণ দিয়া জাফারীকে সেইগুলি আক্রমণ করিতে পারে। "টের" ও "গাসবোর্ড মেডি-কর্ড" দুইটি উত্তর প্রমাণ। জাফারীরা আমেরিকান ও তুরস্কের উপর বহুবারী বাহিনী হইতে আক্রমণ চালাইয়াছেন, কিন্তু এরূপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার মিসর দিয়া মিসির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান জারায়। কখন কখনকার হইতে পারিবে না।

মিসর দীপ বিমান আক্রমণ হইতে অবিস্মরণীয় দীপিত জাফারী বিমান আক্রমণকারীরা এই সন্ততঃ পরিচয় না করে, (জাফারীরা ইহাও পরিচয় করায় মনে কর যে একপক্ষী পক্ষি পক্ষি পক্ষি পক্ষি পক্ষি) তাহা হইতে মিসির বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ত্রিংশকল্প আক্রমণ জারাইতে হইবে হিটলারকে বাহিনী দীপ, প্রচুর বহন করিতে হইবে। জাফারীর করায়তপত জোমোকামি দীপ মিসিরা হইতে এতটা দূর যে তাহা হইতে সৈন্যবাহিনী বিমানের ও অনতিদূর বাস হইতে হোঁচকা বিমানের কার্যকরী ব্যবহার মিসির, উপর চালিতে পারে না এবং সৈন্যবাহিনী বিমান ও হোঁচকা বিমানের সাহায্যেই জাফারীগণ এতটা সফলকার হইয়াছে।

মোটের উপর মধ্য-প্রাচ্যের সুযোগে রাজকীয় বিমান বাহিনী অবিস্মরণীয় সুযোগ সুবিধার সহিত জাফারী বিমান আক্রমণের সমুখীন হইতে পারিবে। মিসরে রাজকীয় বিমান বাহিনী আরও পক্ষিশালী হইয়াছে এবং মিসরীর উপকূলের বিরুদ্ধে জাফারী বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য মিসরের বিমান আক্রমণ জাফারী বিমানবহর ব্যবহৃত হইতে পারিবে এবং এই সমুদর বিমান কেন্দ্র হইতে রাজকীয় বিমান বাহিনীর দূর পাল্লা বোম্বাক বিমানবহর ক্রীট দীপে, গ্রীসে ও জোমোকামি দীপের মাথলী আক্রমণের উপর আক্রমণ চালাইতে পারিবে। ইহা বাতীত জাফারীরা যদি সাইপ্রাস দীপে পুনরায় জোমোকামি বিমানের ত্রিংশ আক্রমণ চালায়, তাহা হইলে ক্রীট দীপে বড়টা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সাইপ্রাসে জাফারীরা অনেক বেশী বাধা প্রাপ্ত হইবে। কারণ, আশা করা যায় যে, সাইপ্রাস বহর জাফারী বিমানবাহিনীর কলী বিমানবহর অসম্পূর্ণ একপত বাস লুক্‌টুগার বাস মিসিরা হুজা হইতে সাহায্য করিতে পারিবে। ইহা-বাতীত যদি মিসর নৈরাস্যজনক দুই-ভুক্তিতেও ইহা বহিরা লগুনা বাস যে, সাইপ্রাস দীপ সেমে পত্রবন্ধন হইবে, তাহা হইলেও ইহা বিশেষভাবে মনে করা হইতে পারে যে, সাইপ্রাস দীপস্থিত আক্রমণ হইতে মিসরের উপর পত্রব ত্রিংশ আক্রমণ বাস মিসিরা ও মিসর হইতে প্রতিরোধ করা হইবে। অতএব মধ্য-প্রাচ্যে কলীয়ার বাস হইতে জাফারীর হোঁচকা বিমান-আক্রমণের সুবিধা ও সুযোগ বৃষ্টিপ কলী বিমানের কার্যকরী বাধার দরুন অনেকটা করিয়া গিয়াছে। বৃষ্টিপকভাবে ইহা বরা হইতে পারে যে, জাফারী বিমান আক্রমণ আমেরিকা সেভাংকিত আক্রমণ বহু মিসর দীপ হইবে, রাজকীয় বিমানবাহিনীর পক্ষে তাহা প্রতিরোধ করা উত্তম। বেশী মরম হইবে।

কলীয়া জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাব

জাফারী-মাংসী ইহরক মসীর অভিযাত

ডেইনী টেলিগ্রাফ পত্রিকার জেনকা পত্রিকা এই পত্রিকার সম্প্রতি নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করিয়াছেন :—

বহু বৎসর বহিরাই আমি প্যারিসে বাস করিতেছিলাম; ১৯৪০ সালের ১১ই জুন আমাকে প্যারিস ত্যাগ করিতে হইল। প্রায় এক বৎসরের চেষ্টার আমি ব্রিটেনে পৌঁছাইতে সক্ষম হই। এই সময়ে আমাকে বহু কলীয়ার সম্পর্কে জানিতে হইল।

কালি হইতে বাস ই আমিরার সময়ে ট্রেনে অভ্যাস উচিত ছিল। একজন পুষ্টি প্রেরণী সুবিধা জাফারী করণা হুজা আমাকে কেখানে বসিবার জন্য হিটলারকে অনুমোদন করিল। সে উজ্জ্বল মরু আশার হাত বহিরা বসিল, "আপনি যদি কোমও মিস ইহাও পৌঁছাইতে পারেন, তবে আপনাকে কোমারীকে বসিয়ে, আমাকে কলীয়া মনে প্রাণে জাফারীকে মরুকে। ইহাওকে যদি আমিরার ও জাফারীকে পারিবার সে, তাহা হইবার জন্য বীভূত মরুকারী দীপ পত্রিক মনে : অসিও বিঃ।"

গৌরীপুর বঙ্গ-বিদ্যালয়

শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক উদ্বোধন

বাহাদুর শাহের পিতা বিজ্ঞানের ডিরেক্টর মি: এম.
মি: মিঃ বিজ্ঞান ৮৫ কুমার জাতিতে পৌরীপুর মহান
বিজ্ঞানের (মহানমিঃ) উদ্যোগ প্রদান করিয়াছিলেন।

বিকল বিজ্ঞানায় জিরেটর মহোদয়ের চেষ্টায় একশ্রেণি
 ট্রেনে যতনসহিত পৌঁছিয়া কমিকাজা কলুশোৎপাদনের
 ভূতপূর্ব বেঘর হিঃ এ, আর, মিখিকি লর হোটিংমোনে
 পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। তথায় গের্ট-কাউসে (অভিযুক্তকনে)
 অধ্যাপনা কর্মটির চোরাখানায় ও সত্যাপন তাঁহাদের
 সম্বন্ধে জানে। সুদ প্রাকমে একটি বসন্তক্লিষ্ট মরণ
 ভৈরাণী কথা হইয়াছিল। এই অধুটানের প্রাচ্যে একটি
 উদ্যান পত্র পরিচিত হইয়াছিল। জিরেটর মহোদয়কে
 মাল্য কুচিত করিবার লর অধ্যাপনা মিখিকি চোরাখানায়
 জিরেটর মহোদয়কে অভিমলম-পত্র প্রদান করেন। এই
 অভিমলম-পত্রে বাক্যে কেনে নিলোপানুভিৎ মলা জিরেটর
 মহোদয়ের চেষ্টা ও আগ্রহের ভূতলী প্রমাণ কথা হইয়াছে।
 অতঃপর বহন বিলাসদের সেকেন্দারী নত পণ্ডিত বৎসরের
 সুমের কাগজদলী ধর্ম্ম করিয়া একটি হিপোর্ট পাঠ
 করেন।

গৌরীপুর বহন বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব। ডান-
পাশে গির-বিভাগের ডিরেক্টর মি: এম. সি. মিত্রকে
দেখা দাঁড়াইছে।

ডিয়েটের সহায়ক অভিজ্ঞতামূলক একটি সোপা
উত্তম প্রদান করেন এবং সীতিলীপ বক্তৃতা প্রদান
করির পরিচালন কবিতার সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের উদ্বীণ
ছাত্রদের জন্য পাবনা করার কথা চিন্তা করিতে এবং
আমাদের সীতিলীপবাহুর ব্যবস্থা করিয়া দিতে অনুমোদন
প্রদান করেন।

কর্তব্যের জেলা ব্যাঙ্কিংয়ের কৃত্রিম-নিয়মের উদ্ভূতির
প্রবোধকারীরা। সমস্ত বক্তৃতা করেন এবং ডিবেটের সভাপতির
আনুষ্ঠানিক প্রদান বিদ্যালয় পুস্তক উদ্বোধন করিতে
আমন্ত্রণ করেন। তখন যি: যিঃ পূর্ব পল্লিকটে বাইরা
কোণা-ক্যাঃ যাহা বেশী-মুদ্রা কাটিকা পুস্তক উদ্বোধন
সম্পন্ন করেন। তৎপরে তিনি স্নাতকদের কার্য ও প্রদানের
প্রাপ্ত নিষ্ঠা বক্তব্যের মূর্তা পরিদর্শন করেন। যাহা
এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের
যাহা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন:—
যি: এস, কে, মোক, লাইট, সি, এস, জেলা ব্যাঙ্কিংয়ের,
যিঃ, এস, মোক, যি: এ, আর, মিঃ, যি: ডি, কে,
লাইট, মোক, এস, এস, এ (কেন্দ্রীয়), যাহা সমস্ত
বৌদ্ধী, যাহা আর্য, জেলা মোক, মোক, মোক,
যাহা সমস্ত প্রদান লাইট, মোক, যাহা সমস্ত প্রদান
লাইট, মোক, যাহা সমস্ত প্রদান যাহা মোক, মোক,
যাহা যি, কে, মোক, যাহা পল্লিকটে মোক, মোক,
যাহা মোক মোক মোক, মোক, মোক, মোক, মোক,
যাহা মোক মোক মোক, যাহা মোক মোক মোক মোক
এবং যি: এস, এস, যিঃ।

ସଞ୍ଚିତ ସମ ନବମେଶ୍ୱର ମହାବଳୀ ଆଦିପଦମେ ବୁଦ୍ଧ ବାସ
 ମହାବଳୀ ମହା ବାସ ୨୦୦ ମୋଟି ମାଟିକ ସମ ପ୍ରାଚୀନ
 ମହାବଳୀ ମହା ବାସ ମହାବଳୀ ମହାବଳୀ ।

ডেন কাউন্সিলের পক্ষ, কখনো রাজনীতিক চিন্তাবাদী,
বেসিলের লাইক বা কালকাকের ঔপন্যাস ভগন্ত-সভ্যতার
বিসিহাস বইতে সাহায্য করিয়াছে বলিলেও কিছুমাত্র
অভ্যুক্তি করা হইবে না। যেসমি ফেরন, কসেক কমকাত,
নবাবসেট বহু এবং আনুসিক অল্যাস ইংরেজ ঔপন্যাসিকেরা
প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিখ্যাত
করানী ঔপন্যাসিক ভূতান কুবেহায়ের নিকট গুণী
আর্চের ভগন্তে করানী "ইংরেজশাসিতক", নবীত ভগন্তে
শেখসি ও বাউল, চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাণ্ডব প্রভৃতির
দাম সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষর হইয়া থাকিবে।

वार्त्तिमन्त्र की वन यात्रा

জনসাময়িকের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়ের স্থানটি হ'ল

করিব শ্রেণীর লোকের মধ্যে অত্যন্ত অনড়মনে স্থান
স্থাপন। ইহাদের জন্য এক সাধারণ পরিচালন কাপড়
জানার ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ইহাদের কিছুতেই কল্যাণ
দায় না। সুতরাং সাধারণ শ্রেণীর লোকদের পোষাক
পরিচ্ছদ বড়ই বলিষ্ঠ ও হেঁড়া বসে হয়।

যাভাওয়াস্ত সম্পর্কে যে সকল নিয়ম কানুন বীহিতা
সেওয়া হইয়াছে, তাহাও বড়ই বিরুদ্ধজনক। ইমাম, মুস
বা টুগের শাখা অসংখ্য হুকুম করাইয়া সেওয়া হইয়াছে।

वर्तमाना अन्तर्गत कर्तव्य दृष्टि नष्ट

বাক্যসমূহ 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সার্ভিসেস'
 বাক্যসমূহকে বেতিয়া ইন্ডিয়ানসি: পিনা বিবাহ শিখিত
 বাক্যসমূহ একই কালের দুইটি বৃত্তি বাক্য। বাক্যসমূহ।
 বাক্যসমূহ ১০, টাকা বাক্যসমূহ একই বৃত্তি বাক্য শিখিত
 বাক্যসমূহ এক: বাক্যসমূহ একই বৃত্তি বাক্যসমূহ
 বাক্যসমূহ এক: বাক্যসমূহ একই বৃত্তি বাক্যসমূহ

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দুই বলা পূর্ণ জাপানের লক্ষ
শিল্পকে নজরপতি এবং প্রকোষার এম. সি. জার ও ডাঃ
টি. আবরহামে অসমসীমী সেতুসীমী বহিষ্ক এই অসমসীমী
প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হইয়াছে। শিল্পাভ্যাস ও বীজিকা
সামগ্র্য বহিষ্ক অসমসীমীসমিৎক সমাজের প্রয়োজনীয়
অসমসীমীসমিৎক পদ্ধতি জেনাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।
"অসমসীমী অসমসীমীসমিৎক" সমগ্র জাপানে এই
প্রকার প্রথম প্রতিষ্ঠান।



ই লে ক্ টি , সি টি

कीर्तनवाजा महल कादर

হ'ভবার ওপর অকস্মে পৌছতে বৃদ্ধ ঠাকুর-
দাবাকে সিঁড়ী ভাঙতে হচ্ছে একশর-ও বেশী—
আর তাঁর সঙ্গে ছিল যাবের কান জিনেবও সে
কই স্বীকার করতে হচ্ছে। আর এও আশমি
জ্ঞান করেই জানেন যে, নিকুই বেশির বাতান
হয়, সেদিন সিঁড়ী ভাঙতে কী খিঙ্কিই না আসে ?
সবর ও পাকিস অসমার বাতানার জন্যে আককান
প্রত্যেক নতুন বাড়ীতেই নিকুই বাড়ানো হচ্ছে।

କଥା ନୁହେଁ ସତ୍ୟ

ব্যবসারে

ऐदलकृदिक बावशान ककून

SECRET

██████████ ██████████ ██████████

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

১১৭ বালু সড়ক-বিমান বিধ্বস্ত

২৩শে জুন সোমবার একখানা জাপানি বিমান মুম্বইয়ের নিকট সমুদ্র উপর দিয়ে উড়ছিল। এইখানা লাইট ইঞ্জিন-চালিত ও উড়ন্ত-জাহাজের নকশা নির্মিত যুদ্ধে অক্ষম ১৫ বালু সড়কী বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে। লাভ জিতে পতন পক্ষের বোট ১১৭ বালু ও সড়কী বিমান বাহিনীর ৩০ বালু বিমান নষ্ট হইয়াছে। এই কয়েকদিনের মধ্যে মুম্বইয়ের একখানা স্থানে পতন পক্ষের ৪ বালু বিমান নষ্ট হইয়াছে।

আবিসিনিয়ান বৃষ্টি বাহিনীর আরো সাফল্য

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃষ্টি ও আবিসিনিয়ান আবিসিনিয়ানরা আত্মরো ও বেঙ্গলে লবণ করিয়াছে। বেঙ্গলে তিনবার ৬০ মাইল পূর্ব অবধি।

পাঁচ হাজার জাপানি অফিসার ও সৈন্য বন্দী

২৪শে জুন মঙ্গলবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত আলোকচিত্র এণ্ডেভারে বলা হইয়াছে যে, সোমবার দিনের বেলা পতন সৈন্যগণ ব্যক্তি হইতে কুলাগর পর্যন্ত সমগ্র এণ্ডেভারবাণী জাহাজের আক্রমণের পতি-বৃষ্টি প্রদান পাটয়াছিল, কিন্তু উহা সাক্ষ্যমণ্ডিত হই নাই। কাউনাস, প্রোভান্স, জলকোভিক, কোমরিন, স্লাভিনের ডেশিক, সাতকড়া এবং প্রোভি অভিযুখে অগ্রসর হইবার জন্য পতন বিশেষভাবে পতিপ্রদান করিয়াছিল।

আরও বলা হইয়াছে যে, সতত রণক্ষেত্রে কোথাও জাপানিরা জু আত্মকামলক কাছো ব্যাপ্ত হয়ে— জাহাজ পোলাও, কমানিরা ও পূর্ব প্রাণিয়ার দিকে আক্রমণও চালাইতেছে।

কমরিনার সাবরিক মহল দাবী করিতেছেন যে, জাহাজের নকশা নির্মিত বাহিনী গালাহ হইতে অভিযান চালাইয়া জাপানি বাসায়তিয়ার ৫০ মাইল ভিতরে চুকিয়া পড়িয়াছে।

মুইটী এলাকার জাপানিরা পালা আক্রমণ চালাইয়া জাপানিগকে সীমান্ত পর্যন্ত তাড়াইয়া দিয়াছে এবং কামানপ্রণী হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া ৩০০টী পতন ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত করিয়াছে।

প্রথম দুই দিনের মধ্যে ৫,০০০ হাজার জাপানি অফিসার ও সৈন্য সোভিয়েট হস্তে বন্দী হইয়াছে।

জাপানি বিমানবাহিনী বিশেষভাবে লালকৌণ্ডের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। সোভিয়েট এলাকার ৫৯ বালি পতন বিমানপোত বিধ্বস্ত করা হইয়াছে এবং একখানি বাধা হইয়া নিম্ন বিমানবাহিনীর নিকটে অবতরণ করিয়াছে। ইহা লইয়া মুইটীতে বোট ২২৭ বালি জাপানি বিমানপোত বিধ্বস্ত হইয়াছে।

কমরিনার সিংহাসনে নৃতন জার বসাইবার ব্যর্থতা

জানা গিয়াছে যে, জাপানিরা জাহাজের অভিযানে সেন্সা যুদ্ধে সম্প্রদায়ের সাহায্য পাঠিয়ে বসিয়া আশা করে এবং এই উদ্দেশ্যে জাহাজ একজন জুতপূর্ণ লুণ্ঠন পানবীকে বিশাল নিযুক্ত করিয়াছে। ইনি জাপানি অর্ডার কাউন্সিলের প্রথম কর্মকর্তা হিসাবে কার্য করিবেন। জাপানিরা সাতকড়োতে এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিশাল ইটকলিদের কৃষকের মধ্যে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালাইবেন।

জাপানিদের সহায়ক হিসাবে জাহাজের দ্বিতীয় উপায় হইল হোরেন-জোলাপ বন্দীর প্রিন্স কাউন্সিল, ইনি দ্ব্যাক ডিউক গাইলিদের কন্যা প্রিন্সেস কীয়েক বিবাহ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, জাপানিরা ইনি একজন জাপানি বসিতে সম্মতিত হইতে সমর্থ

হয়, জাহাজ হইলেই জাহাজ ইহাকে জার বসিয়া ঘোষণা করিবে।

ইউরোপের যুদ্ধ ব্যাপ্ত

করমল সড়ক যুদ্ধ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে একপক্ষ পাটয়া বারবার প্রবৃত্ত হইয়াছে। স্যার কিলবীউড বলেন যে, ডিন রাসের জন্য এই বারবার বাধা করা হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের ব্যয় সৈনিক এক কোটি আড়াই লক্ষ পাটয়া পতিবস্ত হইয়াছে।

জাপানিগকে নরওয়েতে অপসারণ

নরওয়েজিয়ান টেলিগ্রাফ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, হামবুর্গ, ব্রিসেন, কীল এবং উত্তর জার্মানীর অন্যান্য নগরগুলির উপর ব্রিটেন যে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইতেছে, তৎসম্পর্কে সতর্কভাবলক দাবী হিসাবে জাপানিরা বহুল পরিমাণ বৈমানিক বাহিনী ও সড়কী কর্মচারীদের নরওয়েতে অপসারিত করিতেছে।

রপক্ষে হুইলারের উপস্থিতি

জাপানি হাই কমান্ডের এক এণ্ডেভারে বলা হইয়াছে যে, হুইলার জাহাজ সৈন্যদের সহিত জাপানিরা রপক্ষে অবস্থান করিতেছেন।

১,৫০০ মাইল ব্যাপী রপক্ষে জুটিকা জাপান ও জাপানিরা ট্যাঙ্ক ও পলাতক বাহিনীর মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে। নবে নবে সোভিয়েট ও জাপানি বোম্ব প্রদানকর কমান্ডের ব্যক্তি ও কুলাগরের বন্দরে বোম্ববর্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

জাপানিরা দাবী করিতেছে যে, জাপানিরা সীমান্তবর্তী যুদ্ধ জেত করা হইয়াছে এবং কয়েকটি স্থানে জাপানি সৈন্যরা ৭৫ মাইল ভিতরে চুকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ২৫শে জুন যুদ্ধের প্রাতঃকালে মধ্যে বেতার মাধ্যমে লালকৌণ্ড হাই কমান্ডের যে এণ্ডেভার প্রচারিত হইয়াছে, জাহাজে জাপানিরা উচ্চ দাবী সমপিত হই নাই।

ইকলনের এক সংবাদে প্রকাশ, সেনিমথ্রাতে জাহাজ বিমানক্রমণের কমে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে।

সোভিয়েট বিমান-বহরের আক্রমণ

লালকৌণ্ডের এক এণ্ডেভারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বিমানবহরের পর পর তিনটি আক্রমণের কমে কুলাগরের তীরবর্তী কমানিয়ার বন্দর কলষ্টান্ডার আশ্রয় অনিচ্ছাছে। জাপানি বন্দর বুলিনাতেও জাহাজ-ক্রমে বোম্ববর্ষণ করা হইয়াছে। ক্রিমিন দৌর্য্যভিতে মুইটী জাপানি আক্রমণের প্রত্যুত্তরে এই সময় স্থানে স্থানে বেড়াই হইয়াছিল।

সোভিয়েট বোম্ব প্রদানকর জাহাজ, পূর্ব প্রাণিয়ার জাহাজী কামিনবার্গ, ওয়ারেন ও সাবলিনেও চালা দিয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিমদিকে লাডলাই ও লিখুনিয়া অঞ্চলে জাপানি আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে, একটি ট্যাঙ্ক বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং একটি অজ্ঞানিত বাহিনী নিশ্চিত করিয়া কোলা হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত সোভিয়েটের বোট ৩৭৪ বালি বিমানপোত বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে অবিকালই পতন বিমানবাহিনী আক্রমণের সময় বিধ্বস্ত হইয়াছে। অসামান্য জাপানি ৩৮১ বালি প্রেন বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২৬১ বালি সংবর্ধের সময় এবং ২২০ বালি সোভিয়েট বিমানবাহিনী আক্রমণ বিনষ্ট হইয়াছে।

জাপানিরা এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জাপানিরা ব্রিট টেনবলি বাকু অভিযুখে অভিযানের উদ্দেশ্যে আক্রমণের নিমিত্ত কনষ্টান্টিনোপল ও কুলাগরের পশ্চিম

তীরবর্তী অন্যান্য স্থানে এগ্রিস দৌর্য্যে সমাবেশ করা হইতেছে।

সিবিয়ান বৃষ্টি অগ্রাভিমান

জানা গিয়াছে যে, সিবিয়ান বাহিনী মার্ক-আইউন অবিকার করিয়াছে।

জেকলসনের ২৪শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, বৃষ্টি বাহিনী উত্তর সিবিয়ান পানিরা চতুর্ভুজ হইতে প্রায় বেড়াও করিয়া ফেলিয়াছে। বিশাল বৈমানিকের গোলাবর্ষণ ও বোম্ববর্ষণ করিয়া প্রভুত দাবা প্রদান করিতেছে।

দৌ-বহরের সাহায্য

দৌ-বহরের একখানি এণ্ডেভারে বলা হইয়াছে যে, জুলাইয়ের দৌ-বহরের একটি বাহিনী সিবিয়ান উপকূলে আক্রমণ সৈন্যদের অগ্রগতিতে মনেই সাহায্য করিতেছে।

২৩শে জুন প্রাতঃকালে মুইটী ডিন ডেইয়ার বৃষ্টি অভিযানে দাবা সৈন্যের চোকা করিয়াছিল। কিন্তু বৃষ্টি রপতরীন্দ্র উল্লানের সম্প্রদায় হইয়া কয়েকটি গোলাবর্ষণ করে। কয়েকটি গোলা ডেইয়ারের উপর পতিত হইতে দেখা যায়। ইহার পর ডেইয়ার মুইটীয়াই মুম্বইয়ান নষ্ট করিয়া পোজাপ্রায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

দৌ-বিমানপোত হইতে ইপেঁজো বর্ষণের কমে একখানি ডিন ডেইয়ার যুব লব্ধ নিমুক্তিত হইয়াছে।

বুটোপে আমেরিকান সাহায্য

পতন এগ্রিস স্থানে যুদ্ধাট্ট হইতে বোট ১,২৮০ লক্ষ ট্যাঙ্ক যুদ্ধার মাল বুটোপে চালায় বেড়াই হইয়াছে। পতন ২০ যুদ্ধার মধ্যে কোল স্থানে এত অধিক মাল বুটোপে আর কখনও চালায় বেড়াই হই নাই। পতন এগ্রিস স্থানে বুটোপে যে পরিমাণ যুদ্ধার মাল চালায় বেড়াই হইয়াছিল, জাহাজ হইতে এবারকার পরিমাণ আড়াই গুণ বেশী।

এগ্রিস স্থানে সমগ্র খ্রিষ্টীয় দাপ্রাছো ২,৪৬০ লক্ষ ট্যাঙ্ক যুদ্ধার মাল প্রেরিত হইয়াছে। ইহা যুদ্ধাট্টের বোট বন্দারীর নতকরা ৬১ ভাগ।

[সংবাদ ৮ম পৃষ্ঠার হইয়া]

এ. আর. পি

- ১। বঙ্গদেশের এয়ার রেইট জার্ডেনদের জাহাজ বিধ্বস্ত নকশা পুস্তক। (ইংরাজী) ৮ আনা (২ আনা)।
- ২। এয়ার রেইটস-সর্ব সাধারণের অবস্থা জাহাজ ও অবস্থা করণীর কয়েকটি বিবরণ। (ইংরাজী ও বাংলা) ২ আনা (১ আনা)।* প্রত্যেকখানি।
- ৩। আলো-নিরঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা। (ইংরাজী ও বাংলা) ১ আনা (১ আনা)।* প্রত্যেকখানি।
- ৪। আলো-নিরঞ্জন আলোচনা সম্বন্ধে কবিতা নং বি, এম/এ, আর, পি, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১ (ইংরাজী) ৪ আনা (১ আনা)।* প্রত্যেকখানি।
- ৫। পৃথক পৃথক এয়ার রেইটস, ১৯৪১। (ইংরাজী) ১ আনা (১ আনা)।*

বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস, পাবলিকেশন্স জাক, ৩৬ নং কোমলনগর রোড, কলিকাতা, সেলস অফিস, রাইটার্স হিগ্গিন্স, কলিকাতা এবং কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।

১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে ১৯৪১ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত হিসাব

	মেসেজ ১৯৪০।		ফিলেজ ১৯৪০।		জানুয়ারী ১৯৪১।		ফেব্রুয়ারী ১৯৪১।		মার্চ ১৯৪১।	
	নাইকিফেট।	ট্রান্স।	নাইকিফেট।	ট্রান্স।	নাইকিফেট।	ট্রান্স।	নাইকিফেট।	ট্রান্স।	নাইকিফেট।	ট্রান্স।
হাউজ	৪,৭৭০।	৩২৮১০	৪,৭২০।	৭৬১১০	১,৩৪০।	৭৪৪০	১৪,৭৪০।	৪৪১০	১৪০।	৩১১০
হাউজ	৬,০০০।	৪০১১০	২,২২০।	১৭১১০	৩,৩৩০।	৪০।	১,৭৭০।	৭৪৪০	৭৪০।	৪০১০
হাউজ	১,১০০।	৪১১০	১০,২২০।	৩৭৪০	৩,৪৪০।	৪০।	৪৪০।	৪৩৪০	৪,৭৭০।	৪০।
হাউজ	৪৪০।	৩৪১০	১০,০৪০।	৪৪১০	৬,১০০।	৭১১০	১৪,৩৭০।	৪৬।	৭,৭৭০।	৪১৪০
হাউজ	২,৪৪০।	২০।	২,৩৪০।	..	৭,৭৭০।	১০।	৬৭০।	১০।	১১,৭৩০।	১৪।
হাউজ	১,৭৩০।	১১০	৪০০।	..	৩৭০।	৩৬।	২৭০।	১৭৩৪০	৩৪০।	১২৪১০
হাউজ	২,৭০০।	৪১১১০	২,২০০।	৪৬১০	২,১৪০।	২৪৪০	..	৩৬।	১৪০।	২৩১১০
হাউজ	২,০২,০৪০।	২,৬১৮১১০	১,৬২,৬৪০।	৪,৪৩০।	১,৪৬,৪৪০।	৩,০৬৪৪০	২,০৬,০৩০।	৩,০৬৪১০	১,৭০,৩৪০।	৩,০৬,৩১০
হাউজ	১১,১০০।	৬।	২,৪৭০।	২৪৪০	১৪,৪৩০।	৩১১০	৩,৪৪০।	৪৭১১০	৪৪০।	৪৩৪০
হাউজ	২,৭৪০।	৪৭১০	৪,৭০০।	৪০১১০	৭,৭৭০।	৪০৪০	১,২৩০।	৪৭১১০	১,৭৭০।	৪৪১০
হাউজ	৪,৬৪০।	১১৪।	৪,৭৪০।	২৪৮১১০	১৪,৭৭০।	৩৩৪১১০	১২,৬৭০।	৪৭১।	৪,১৪০।	১৪৭৪০
হাউজ	৪,০৪০।	১১১১০	১০,৭১০।	২১৪১০	৪,৬৭০।	২১৪৪০	৪,১৪০।	১৪৮১০	১৪,৬৭০।	২৪৪।
হাউজ	১০,৬৭০।	৩৭১১০	৬,৭৭০।	৬৪১১০	৪,৭৭০।	১৭১।	৪,৭৭০।	৪০৪০	১০,০৩০।	৪৬১০
হাউজ	৩৪০।	৩১১০	৪,০৪০।	৪০১০	১,২০০।	৪৩১১০	১০।	২৪১০	১,৬৭০।	২৩৪৪০
হাউজ	২,৬৭০।	৩৭৪০	২,১০০।	২৪৪০	৪৩০।	১০৪৪০	৪,৭৭০।	১১১।	৪,১৪০।	১৪৬।
হাউজ
হাউজ	২,৬০০।	১৭৪০	১,২৪০।	৩১১০	১,০৭০।	২৭৪০	২,১২০।	৩৪০	১১০।	২৩৪০
হাউজ	৪,৭৭০।	২৭৭১০	৭,০৪০।	৩৭৬।	৩,৪৪০।	৪৪০১১০	১২,১০০।	৪৪৩৪০	৪,৪৪০।	৩৬২১০
হাউজ	১৪০।	২১১১০	১,৪০০।	৩১১০	৩৩০।	৩১৪০	৩০।	৪৬।	৪৪০।	৪০১১০
হাউজ	১৪,৪৩০।	১০।	১০,১৪০।	৩৪৪০	৭৩০।	১১১১০	৪৩০।	৩১৪০	২,২৪০।	১৪১১০
হাউজ	৭,৬৭০।	১১৪।	১০,০৭০।	২৪৮১০	১১,৩৪০।	১০৭১১০	..	৩৪৮১০	৩৪,৩৪০।	৪৩৩১০
হাউজ	১,০৪০।	৪০১১০	২,৪০০।	১০৭৪০	৪,৬৩০।	১৭৭১১০	২,১৪০।	২৪৭১১০	৪০০।	২১৭৪০
হাউজ	৪,৬৭০।	৪৭৪০	৭৪০।	৪০১০	২,৬৭০।	৪৬১০	৪,৪০০।	১৩২১০	৪,৭৭০।	১২৪১১০
হাউজ	৬৭০।	৪৭।	২৪০।	৪০১১০	১,৭১০।	৪২১১০	৪,১৭০।	৭৬।	৪,০৪০।	৩৬।
হাউজ	৪,৪৪০।	১৪৭১১০	৩,৪৪০।	১২২৪০	৪,৭৭০।	১২২১১০	৪,৪৬০।	২০৩১০	৪৬,৩৪০।	২,৩০১১০
হাউজ	২০।	১১০	২৪০।	১১০	৪,১৭০।	৬।	২,৬০০।	১১০	৭,০৪০।	৭।
হাউজ	১,৭০০।	২৪০	২০০।	২৪০	১৪০।	..	৪০।	..	১,৪০০।	..
হাউজ	২০।	২৪১০	২,০৩০।	২।	১,৪৪০।	২।	১,৪৭০।	১৪১১০	২০০।	৪১০
..	৩,১৪,৪০০।	৪,১৪৪১০	৩,০২,৭২০।	৬,৭৭৭৪০	২,৬১,৪৪০।	৪,৬৭৭৪০	২,৬৭,১৩০।	৬,৬৭৭১০	৩,৪৪,৭৪০।	৬,০৬৬১০

১৯৪০ সালের মূল আদায় হইতে ১৯৪১ সালের মূল আদায় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মোট আদায় ২১,৫২,১৪২, টাকা এবং মোট ব্যয় ১৫,৫৩৮, টাকা হইয়াছে।

অপ্রাপ্ত-বয়স্ক অপরাধীদের সংশোধনাগার

বাঙালার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্য-বিবরণী

যেমন পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন, বেঙ্গল চিলড্রেন হাউস, বেঙ্গল বোর্ডার্স ক্লব হাউস ও রিকর্ডেটরী ক্লব হাউসের প্রচেষ্টা সম্পর্কিত কার্যবিবরণী নিয়ে প্রস্তুত হইল :—

বিক্রম ১৯৩৯ সনে কলিকাতার অতিমুক্ত বালক-বালিকাদের কেন্দ্রীয় বিচারালয়ে ৫,৯৫৬ জনের বিচার হয়। ইহাদের অধিকাংশই কলিকাতা পুলিশ আইনের ৬৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল; বেঙ্গল চিলড্রেন হাউস অনুসারে ২১ জন, বঙ্গীয় পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন অনুসারে ৯ জন, চুরি ও অন্যান্য অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ভারতীয় যেনগের আইনের বিভিন্ন ধারা অনুসারে প্রায় ৩২৫ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৭৬ জনকে বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য কারাগারে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট বালক-বালিকা নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সাহায্য করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বা অভিভাবকদের হেতুতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বালকদের জন্য আলিপুরে যে রিকর্ডেটরী নিম্ন বিদ্যালয় আছে, ইহার সমস্ত ব্যয়ভার পতন-বেস্ট বহন করিয়া থাকেন। মুক্তি কৌশল পতিতাবৃত্তি-নীতি বোম্বার উইয়েন্স ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হোম মানব সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত যে প্রতিষ্ঠান আছে, ইহাতে বালিকাদের চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বঙ্গীয় পতিতাবৃত্তি নিরোধ ও বঙ্গীয় চিলড্রেন হাউসের বিধান অনুসারে নিম্নোক্ত বালক-বালিকাদিগকে আটক রাখার উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে :—

- (ক) গোবিন্দ কুমার হোম, পানিঘাটি;
- (খ) মুক্তি কৌশল উইয়েন্স ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হোম, বেহালা;
- (গ) কলিকাতা প্রোটেষ্ট্যান্ট হোম (কেণ্ডাল হোম);
- (ঘ) সোসাইটি কর দি প্রোটেকশন অব চিলড্রেন ইন্ ইন্ডিয়া, কলিকাতা;
- (ঙ) অন্ বেঙ্গল উইয়েন্স ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন।

নিম্নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণী প্রস্তুত হইল :—

১. আলিপুরের সংযুক্ত রিকর্ডেটরী এবং নিম্ন বিদ্যালয়ে ১৯৪৪টি বালকের দান আছে। প্রাথমিক স্তরের হইতে উহার দায় নিষ্কাহ হয়। আরও অধিক সংখ্যক বালকের দান সন্তানদের জন্য ইহাকে চালিগড়ে তহানত করা সম্পর্কিত প্রস্তাবটি এক্ষণে পতন-বেস্টের বিবেচনায়।

আলোচ্য বৎসরের ১১শে ডিসেম্বর তারিখে রিকর্ডেটরী ক্লব ও নিম্ন বিদ্যালয়ে বাক্সে ১৯৭ এবং ৭২৪টি বালক ছিল। পূর্ব-বঙ্গী বৎসরে ইহাদের সংখ্যা সম্মুখে ২৭৭ ছিল। আলোচ্য বৎসর রিকর্ডেটরী ক্লবে ৫৩টি এবং নিম্ন বিদ্যালয়ে ২৪৪টি নতুন বালক দান লাভ করে। ইহাদের মধ্যে ৭৪টি বালক চুরি ও সে ভারতীয় অপরাধে দণ্ডিত। মোট বালকদের ১৪২৪টি হিন্দু, ১২৪৪টি মুসলমান এবং ৩টি খ্রীষ্টান। মেয়ান উর্দু-বৈ-র পর রিকর্ডেটরী ক্লব হইতে ৪০ এবং নিম্ন বিদ্যালয় হইতে ৭৪টি বালককে মুক্তি প্রদান করা হয়। নিম্নে পর্যালোচনা রিকর্ডেটরী ক্লবের ১৬ এবং নিম্ন বিদ্যালয়ে ১৪টি বালককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নকে শিক্ষা দান করা হইয়াছে। উচ্চ ও মেয়ান কারিকুলা, কুস্তিবিদ্য ক্লাব, বহন নিম্ন এবং সোসাইটি-র কার্য ও প্রচেষ্টাকে দেখানো হইয়াছে। অনুসন্ধানিত

পাত্রাভ্যাসিকা অনুসারে বাঙলা, উর্দু ও হিন্দি ভাষার বহাভাষার বালকদের শিক্ষা দেওয়া হয়। বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক। মৈত্রিক ও বঙ্গীয় শিক্ষালয় ও অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ সুবিধা আছে। যে সকল বালকের আচরণ ভাল, তাহাদিগকে টুটির সিনে ও অন্যান্য উপলক্ষে বাড়ী হইতে এবং পশ্চিমী হাউসে বহিতে দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থা খুব স্বকল প্রদান করার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সম্প্রদায় হইয়াছে। বালকদিগকে ভাল বহিতে দেওয়া হয়। বালকদের দানে থাকে বলিয়া ইহাদের দায় বেশ ভাল।

উচ্চ বিদ্যালয় দুইটির জন্য আলোচ্য বৎসর ৬০,১২৪, টাকা এবং ১৯৩৮ সনে ৬০,২৪৪, টাকা দান হইয়াছে। হাজারীবাগ রিকর্ডেটরী ক্লব।—বাংলায় জেলা কোর্ট কর্তৃক দণ্ডিত বালকদিগকে হাজারীবাগ রিকর্ডেটরী ক্লবে প্রেরণ করা হয়। ইহা বিহার সরকারের পালসারী। ১৯৩৯ সনে বাঙলা হইতে উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪৬টি বালক প্রেরিত হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর বাঙালার পতন-বেস্ট ৫টি বালককে রিকর্ডেটরী ক্লব হাউসের ১০ (২) ধারা অনুসারে উচ্চ ক্লব হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গোবিন্দ কুমার হোম

এ প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় বালিকাদিগকে গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৯ সনের ১১শে ডিসেম্বর তারিখে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৮১; বহন ১ হইতে ১৬ বৎসর পর্যন্ত। পূর্ব-বঙ্গী বৎসর ৯০টি বালিকা ছিল। ইহাদের সকলই হিন্দু এবং ৩টি বাঙালী অবশিষ্ট বেরেরা বাঙালী। আলোচ্য বৎসর হাউস ৪টি নতুন মেয়ে যোগে গঠিত হয়। "হোমের" সংগৃহ বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে বহন, ও শীঘ্র নিম্ন শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। "হোম"-এর জন্য বৎসরে ১৩,৫২২, টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ৮,১৭৪/০ পতন-বেস্টের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ পাওয়া গিয়াছে।

মুক্তি কৌশল বারী-নিম্ন ভবন, বেহালা

ইহাও ভারতীয় বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে ১২০ জনের দান আছে। ১৯৩৯ সনের ১১শে ডিসেম্বর তারিখে ইহাতে ৮১টি বালিকা ছিল। এ বৎসর বিচারালয় কর্তৃক ১৪১৫ বৎসর বয়স্ক দুটি বাঙালী বালিকাকে এখানে প্রেরিত হয়। অধিকাংশ বালিকাই সেবাশ্রমের বেশ কতিপয় প্রদর্শন করিতেছে। পুষ্টিগত বিদ্যালয়-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে সেলাই এবং মরকচুর কাজ দেখানো হয়। আলোচ্য বর্ষে ইহা পতন-বেস্টের নিকট হইতে সম্মুখে ৩,৬৫৪, পাইয়াছে।

কলিকাতা প্রোটেষ্ট্যান্ট হোম

ইহা ইউরোপীয় এবং এ্যান্টো-ইন্ডিয়ান বারী ও বালিকা-দের জন্য প্রতিষ্ঠিত। নিরাশ্রয় ও নিপন্য বারী ও বালিকারা ইহাতে দান পাইয়া থাকে। ১৯৩৯ সনে হোমের ইহাদের সংখ্যা ছিল ৯০ মাত্র।

সোসাইটি কর দি প্রোটেকশন অব চিলড্রেন

আলোচ্য বৎসরের ১১শে ডিসেম্বর সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ৯৭টি বালক ও ১২১টি বালিকা ছিল। সোসাইটি পতন-বেস্টের নিকট হইতে ১,৬০০, সাহায্য পাইয়াছে।

অন্-বেঙ্গল উইয়েন্স ইউনিয়ন

বৎসরের শেষে ইউনিয়নে ১৮টি বালিকা ছিল। ইউনিয়নে নতুন ভর্তি সংখ্যা মাত্র ছিল। তন্মধ্যে দুইটি হিন্দু এবং একটি মুসলমান। বালিকাদিগকে সাধারণ

শিক্ষা, বহন ও শীঘ্র নিম্ন শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। উহারা পান-বাইট-এর শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহাদের দায় বোম্বার-ইন্ডিয়ান তান। আলোচ্য বৎসর ইউনিয়ন ১৫০, সাহায্য সাহায্য এবং মহামান্য পতন-বেস্টের সাহায্যের নিকট হইতে ৫০০, লাভ করিয়াছে।

বোর্ডার্স ক্লব, বাঙলা

বিক্রম ১৯২৬ সনে বোর্ডার্স ক্লব আইনটি পান হওয়ার পর হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। ১৯৩৯ সনের কাছাকাছি বেশ সন্তোষজনক। ইহাতে ২৪৮ জনকে দান হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর ভর্তি সংখ্যা ১১০ মাত্র। বিভিন্ন কারণে উচ্চ বৎসর ১১২ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; হুতমঃ বৎসরের শেষে ২৪৬ জন অবশিষ্ট ছিল।

বালকদের ব্যক্তিগত আয় ও ইচ্ছানুসারে বেঙ্গল-ক্লবী লোকের নিকটবর্তী তাহাদিগকে অর্থ-করী শিক্ষা দেখানো হইয়াছে। প্রত্যেককে অত্যন্ত-পক্ষে একটি বিয়ের শিক্ষা প্রদান করিতে হয়। একটি বালক প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পান করিয়াছে। ইহা ব্যক্তিগত প্রবণতার বিষয় যে, সে একদে বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছে। ৭৯টি বালক ভর্তি নবর মোটেই সেবাশ্রম আশ্রিত না, কিন্তু ভর্তি পর তাহারা লিখিত পঠিতে এবং অর্থ করিতে শিখিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। প্রত্যাহ বালকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। বালকদিগকে ব্যবহার্য বস্ত্রাভ্যাস উপলব্ধির জন্য সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়।

বেঙ্গল আর্টস-কেয়ার এসোসিয়েশন

আলোচ্য বৎসর এসোসিয়েশনের মোটসে ১৩২টি নতুন মেয়ে ভর্তি হয়, তন্মধ্যে বোর্ডার্স ক্লব হইতে ৮০ এবং রিকর্ডেটরী ক্লব হইতে ৩০টি। ক্লবের দায় মোটের উপর বহন হয়। নিরাস্রয়ভিত্তিক কিছু কিছু ক্লবের বর্ষে উপস্থিতি লাভিত হইয়াছে। নিরাস্রয়ভিত্তিক বিশ্রাম গ্রহণ এবং কখন কখন অন্যান্য কেয়ারিয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পতন-বেস্টের নিকট হইতে এসোসিয়েশন আলোচ্য বৎসর ২,৪০০, সাহায্য লাভ করিয়াছে।

বেঙ্গল চিলড্রেন হাউস ও পতিতাবৃত্তি আইনের বিধান অনুসারে দণ্ডিত ৩৩৪টি বালক বালিকাকে দুইজন হইল। ও দুইজন পুত্র পরীক্ষক-অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল। ইহারা নিরাস্রয়ভিত্তিক বালক বালিকাদের কাছে দায় তাহাদিগকে সংলগ্ন্য-দান করিয়া এবং তাহাদের উপর মৈত্রিক প্রদান বিভাগপূর্বক সংলগ্ন্য আশ্রমের তেঁা করেন। পরীক্ষক-বালীন বালক বালিকা-দের অধিকাংশের আচরণে বর্ষে উপস্থিতি পরিলক্ষিত হইতেছে। আশা করা যায়, উচ্চ অধিকারগণের পরিচালনায় ইহাদের অনেক ক্রিয়াক্ষেত্রে সত্যের বিশেষ কাজে আসিবে। বালক বালিকাদের আচরণে কোন উপস্থিতি হইতেছে কিনা সেবিষয় উল্লেখ্যে সেন্ট্রাল চিলড্রেন কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট করন করন ইহাদের নিকট দিয়া থাকেন। (প্রেস-নোটি)

বুধ-বঙ্গীনের ডাক

কেমেন্টারি পাঠ্য হইবে

বুধ-বঙ্গীনের যে সকল আর্টস ও বহুভাষ্য তাহাদের বঙ্গীশালয় টিকানা আসেন না, উহারা একেমন সেন্ট্রাল দ্য প্রিন্সিপ্যাল দ্য ডায়েরি, কেমেন্ট, সুইজারল্যান্ড (Agence Centrale de Prisonniers de Guerre, Geneva, Switzerland) এই টিকানার বঙ্গী-সৈন্যদের দায় ও পুস্তক উত্তরণ করিয়া এবং নিজেদের টিকানা দিয়া পত্র লিখিবেন। টিকি ও পাশের উপর "বুধ-বঙ্গীনের ডাক" এই কথাটি লিখিয়া দিতে হইবে এবং সাধারণ টিকি বা পাশের দায় সাহায্য ইহাদের ডাকে দিতে হইবে। ইহাতে কোনও ভাষ্যভিত্তিক সাহায্য প্রয়োজন নাই।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেবাংশ]

জার্মান জাহাজ নিমজ্জিত

আমেরিকার সামুদ্রিক মহলের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ নৌবাহিনীর একটি এককর্মী বিমানপোত জার্মান জাহাজের "এলব"কে আটলান্টিক মহাসাগরে আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ লাইনারগামী নিমজ্জিত হইয়াছে। "এলব" ৯ হাজার টনের জাহাজ ছিল।

গোলাবাক্স বোম্বার্ড ট্রেন বিনষ্ট

২৫শে জুন বুখার বৃটিশ বোম্বার্ড বিমানপোতের আক্রমণে হাফেল্প্রুকের ইয়াডে এককর্মী গোলাবাক্স বোম্বার্ড ট্রেন বোম্বার আঘাতে জ্বলন্ত জ্বলন্ত হইয়া যায়। সাতখানি জার্মান জাহাজ বিমানকে তুণাতিত করা হইয়াছে।

ডাচ নৌ-বিভাগের সাক্ষ্য

ডাচ নৌ-বিভাগ ঘোষণা করিতেছে যে, এককর্মী ডাচ সাবমেরিন নং ৭ হাজার টনের ডেলবার্ট জাহাজ ও এককর্মী প'চ হাজার টনের যোগানকার জাহাজ জুলাইয়া দিয়াছে।

মানটায় বিমান-যুদ্ধ

এককর্মী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ২৫শে জুন মানটার উপর এক বিমান যুদ্ধে তিনখানি ইটালীয় জাহাজ প্লেন তুণাতিত হইয়াছে এবং একখানি ইটালীয় বোম্বার্ড প্লেন গুরুতরভাবে ক্ষয় হইয়াছে।

ডুর্গ জাহাজ নিমজ্জিত

এককর্মী অজ্ঞাতপরিচয় সাবমেরিন ডুর্গ জাহাজ বিহার উপর টপে ডো নিমজ্জন করে। ফলে মোট ২০১ জন যাত্রীর মধ্যে ১৭১ জন সহ জাহাজখানি নিমজ্জিত হয়। টপে ডোর আঘাতে জাহাজখানি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। জাহাজ হইতে নাজ এককর্মী লাইক বোট নামানো সম্ভব হইয়াছিল এবং ইহাতে নাজ ২৮ জন যাত্রীর জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

জাহাজে ১০০ নতুন জম ডুর্গ নৌ-অফিসার ছিলেন এবং ইহাও ইংলও অভিযানে যাইতেছিলেন।

ভীতহর কক-জাহাজ সংঘর্ষ

কলিকাতা ব্রডকাষ্ট-এর আভারার সংবাদমতো ২৬শে জুন প্রাতঃকালে এক বেতারবাহীর বহিরাগমন যে, পূর্ব প্রসিদ্ধ হইতে বুকোভিনা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে জার্মানরা সন্ধান পড়িতে ও সন্ধান বিক্রমে ৮টি স্থানে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

কীড (ইউক্রাইনের রাজধানী) অত্যন্ত দুইটি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বলিয়া বনে হইতেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত জার্মানরা রাশিয়ান বাহিনীর মধ্যে কোন পূর্ণস অংশ খুঁজিয়া পায় নাই।

জার্মান বেতার বারকডে পূর্ব রণক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রচার প্রসঙ্গে বীকার করা হইয়াছে যে, অগ্নির হইবার জন্য জার্মানবাহিনীকে কঠিন সংগ্রাম করিতে হইতেছে এবং রাশিয়ানরা ভীতভাবে বাহা প্রকাশ করিতেছে। রাশিয়ানরা যে এভাবে বাহা প্রকাশ করিবে, তাহা পূর্বে জার্মানরা আশা করিতে পারে নাই।

রাশিয়ানরা যে পুনরায় বিস্তৃত স্থানে আক্রমণ চালাই-তেছে, তাহাও বেতার বার্তার বীকার করা হইয়াছে।

ভিলমার সংগ্রাম

জার্মানদের একটি একত্রেহায়ে বলা হইয়াছে যে, ২৫শে জুন বুখার নিম পক্ষের বোম্বার্ডার বাহিনী ভিলমা ও কান্সনটি একাকার জাহাজের আক্রমণের ভীতভু হুঁত করিয়াছিল। দিনের বেলা বহু সংখ্যক সোভিয়েট বিমানপোত এই অঞ্চলে পক্ষের ট্যাঙ্ক বাহিনীর সহিত সাক্ষাৎের সহিত দাঁড়াইয়াছিল। একটি অঞ্চলে পক্ষ ট্যাঙ্ক বৃহৎ ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

বুখারোই বোম্বার্ড

রাশিয়ান হইতে সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সী জানাইতেছেন যে, রাশিয়ান প্লেনসমূহ বুখার বুখারোই হামা দিয়াছিল।

সেবসিটি হইতে সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, রাশিয়ান বিমানপোতসমূহ নকিন ভিলমারের তুর্কু বশরে হামা দিয়াছিল।

কক-রপ/কজে ইটালীয় সৈন্য

রোমের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, একটি ইটালীয় ডিভিশন পরিচালনের নিমিত্ত বুসোলিনী বিমান-পোতবোম্বার্ডেরোয়া বাহা করিয়াছিলেন। এই ডিভিশনটি রাশিয়ান রণক্ষেত্রে বাহ্যর জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সিরিয়ান মিত্র-বাহিনীর সাক্ষ্য

সিরিয়ান বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ক্রমশঃ সুদূর পূর্ণাঙ্গি-সমর্থিত পামিরা নগরের নিকটবর্তী হইতেছে। বাহীন ককালী সৈন্যরা নগরের উত্তরে মাককা দখল করিয়াছে এবং নগর নগরের ৩৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত ওঠার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

মার্ক-আইফুন অঞ্চলে টেলমার অগ্ন্যারোহী সৈন্যদের সহিত ছিল সৈন্যদের সংখ্য হইতেছে এবং ১২০ জন সার্কাসিয়ান সৈন্য বৃটিশ সৈন্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কমানিয়ার গভর্ণমেন্টের রাজধানী ভাগ

সোভিয়েট বিমানবাহনের আক্রমণের পর কমানিয়ার গভর্ণমেন্ট বুখারোই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, হান্সকা কামান ও বটিকা বাহিনীর সহায়তায় জার্মান পন্যাতিক বাহিনী একটি সোভিয়েট বিমানবাহী দখল করিয়াছে।

ইকচনর হইতে ডিসিটে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্মান বাহিনী ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগা দখল করিয়াছে।

মিনস্ক অভিযুগে জার্মান অভিযান

জার্মান বাহিনী সোভিয়েট-অধিকৃত পোল্যান্ড হইতে ১৯৩৯ সালের সোভিয়েট সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হোয়াইট রাশিয়ার রাজধানী মিনস্ক অভিযুগে অগ্রসর হইতেছে।

এককর্মী সোভিয়েট এনভেহায়ে বলা হইয়াছে যে, জার্মান ও কমানিয়ার প্রুট নলী অতিক্রম করিয়া উত্তর বুকোভিনা ও কোলোভিয়ার প্রবেশের নিমিত্ত যে সমস্ত চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা রাশিয়ান সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে বাধা করিয়া দিয়াছে।

৫০ লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত

কিশুভসুজে জানা গিয়াছে যে, রাশিয়ানরা জার্মানদের দুই-তৃতীয়াংশ বিমানপোত ও প্রায় বিত্তন ট্যাঙ্ক এই যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভের সময় রাশিয়ানদের প্রথম হাউসে আনু-মানিক ৪,০০০ হাজার বিমানপোত ছিল। অন্যপক্ষে জার্মানদের ছিল প্রায় ৬,০০০ হাজার। ইহা হাজা জার্মানদের হাতে আরও অসংখ্য বিবার্ত বিমানপোত ছিল।

ইউরোপের এই দুই মহাপ্রতিদ যুদ্ধে বসন্তের প্রায় ৫০ লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত হইয়াছে। সৈন্যদের উত্তর পক্ষই প্রায় দখল।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হায়েবী

বুখারোইর এককর্মী সরকারী একত্রেহায়ে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হায়েবী নিকটে সোভিয়েট ইটালিয়ানের সহিত যুদ্ধরত বলিয়া বনে করিতেছে।

ভোজকের সংগ্রামে বৃটিশের সাক্ষ্য

সিরিয়ান অতর্কিত জেত্রকে সেবাওরা বাহী অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যদের অভিযান সাক্ষ্যভিত্তি হয়।

আবিসিনিয়ার ইটালীয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান চলিতেছে।

ককালী মালবাহী জাহাজ গুল

এককর্মী বৃটিশ জাহাজ নকিন আটলান্টিক ককালী মালবাহী জাহাজ 'ইলো চিনোক'কে (৬,৫০০ টন) পাকড়াও করিয়াছে। ককালী জাহাজের সানিকরণ জাহাজখানিকে জুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

৬ দিনে ১০৮ বাহিনী পক্ষ প্রেরণ বিবস্ত

বাহিনীর বিমানবাহর উত্তর কালসে অভিযানের সময় ২৭শে জুন ৯ বাহিনী সাত্বী প্লেনকে গুলী করিয়া তুণাতিত করিয়াছে।

ছয় দিনে এই সমস্ত অভিযানে পক্ষ পক্ষের বেট ১০৮ বাহিনী বিমানপোত বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। অন্যদিকে বৃটিশের ১৯ বাহিনী বিনষ্ট হইয়াছে।

সোভিয়েট সৈন্যদের ভীত সংগ্রাম

সোভিয়েট প্রচার বিভাগ হইতে ২৬শে জুন প্রাতঃকালে প্রকাশিত জানকীকের এক একত্রেহায়ে বলা হইয়াছে যে, শাউলাই, ভিলমা এবং বারাদোভি একাকার সোভিয়েট বাহিনী সংগ্রাম করিতে করিতে জাহাজের পূর্ব-প্রস্তুত বীচিতে সরিয়া আসিতেছে। কয়েকটি অঞ্চলে ককালী সৈন্যরা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছে এবং লুক ও লাও অঞ্চলে পক্ষদ্বিপক্ষে গোচরী-ভাবে পরাজিত করিয়াছে।

যুদ্ধকালে বহু সংখ্যক পক্ষসৈন্য বন্দী ও সমরোপকরণ হস্তগত করা হইয়াছে।

জার্মান রেজিমেন্ট নিম্নল

মাককা এক এনভেহায়ে জানা গিয়াছে যে, কোলোভিয়ার একটি সোভিয়েট অগ্ন্যারোহী বাহিনী একটি জার্মান রেজিমেন্টকে নিশ্চিহ্ন করিয়া কেনিয়াছে।

উত্তরপক্ষের পরস্পর বিরোধী দাবী

জার্মান পক্ষ হইতে এক ইতহায়ে প্রচার করিয়া দাবী করা হইয়াছে যে, ককালীর ৪,০০০ বিমান, ২,৩৩২ বায়ু ট্যাঙ্ক ও বহু অস্ত্র-পত্র বিনষ্ট বা দখল করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৪০,০০০ ককালী সৈন্য বন্দী করারও দাবী করা হইয়াছে। ককালীর পক্ষ হইতে এই দাবী বিখ্যা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ৩০,০০০ হাজার জার্মান সৈন্য বন্দী হইয়াছে; জার্মানদের প্রায় ১,২০০ বিমান ও ৯০০ ট্যাঙ্ক বিনষ্ট করা হইয়াছে।

জার্মানদের মিনস্ক অধিকারের দাবী

কলিকাতা ব্রডকাষ্ট: কোলোভার বেতারবাহীর প্রকাশ, ৩০শে জুন জার্মান বেজিমেন্টে সোভীয় জাহাজ মিনস্ক অধিকারের সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে।

সেবার্গ পতনের সংবাদ

জার্মান সংবাদ সরকার এককর্মী দাবী করিতেছে যে, জার্মান সৈন্যসং ৩০শে জুন সেবার্গ অধিকার করিয়াছে।

ককালী সৈন্যদের বীত

ইল এজেন্সির প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, জার্মান বাহিনীর একটি সোভিয়েট সৈন্যদের প্রতি দুই দফা করিয়া আক্রমণ চালায়। আক্রমণের প্রত্যক্ষা করিয়া ডিভিড হইলে, ককালী সৈন্যসং ককালী জাহা পাল্টা আক্রমণ করে। জার্মান সৈন্যসং পুনরায় বীত অধিকার করিয়া আক্রমণ প করে।

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জেলায় ঋণ-সামিগী বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য

মহাকর্ষনীয়—

মির্জাপুর ঋণ-সামিগী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ৯৪নং বাবলার ঋণের দায়-কুয়ার কল্যাণী; ১নং মহাকর্ষন নির্দেশিত কল্যাণী জেলায় করা মর্মেণ্ড অনুসারে পড়করা বার্ষিক আট আনা হারে ১,৫০০ টাকা ঋণ প্রদান করে। মহাকর্ষন সূত্র বাকল এ পর্যন্ত মাত্র ১০ টাকা পাইয়াছে, কিন্তু বর্তমানে জাহার প্রাপ্য বীজাইয়াছে ২৪২২১০। বোর্ডের চেয়ার মাত্র ৭৫০ টাকা মূল্য প্রদান করিয়া ঋণক ঋণগ্রহণ করে।

মির্জাপুর ঋণ-সামিগী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ৯৬নং বাবলার ঋণক বেকু বোরেল এবং আরও অনেক, এবং মহাকর্ষন মহেশচন্দ্র সাহা ও অন্যান্য লোকের বাড়ি। ১নং মহাকর্ষন মহেশচন্দ্র সাহা সাধারণ ঋণের উপর ৩৬ টাকা ঋণ প্রদান করে এবং জাহার লাবীর পরিমাণ হয় ৭৬ টাকা। সূত্র হিসাবে সে এ পর্যন্ত মাত্র ৮ টাকা পাইয়াছে। সাধারণ হয় যে, এক কিসিতে ২০ টাকা প্রদান করিলেই ঋণক ঋণগ্রহণ করে।

আড়াইবাড়ীয়া ঋণ-সামিগী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ২১৭ নং বাবলার ঋণক করিম বর এবং জাহার দুই ভ্রাতা; মহাকর্ষন বীণাপাণি চৌধুরী। মর্মেণ্ড ঋণের উপর ৬০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হইয়াছিল। মহাকর্ষন সূত্র হিসাবে এ পর্যন্ত ২৬৬ টাকা পাইয়াছে, তথাপি জাহার লাবীর পরিমাণ ১৭৯৭১৮১৫। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১,২০০ বসিয়া সাব্যস্ত করেন। পরে মূল ১০০ টাকা প্রদানে সবত বিহীন হইয়া যায়।

মণ্ডোলা ঋণ-সামিগী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ১০০নং বাবলার ঋণক ১৭৭৪ একর জরি মর্মেণ্ড জাতিয়া ৩২৫ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণকালের সর্ব এই হয় যে, মহাকর্ষন জরি জোপকল করিবার পরিসরে প্রতিক্রিয়ায় সূত্র এবং আসল হইতে ১০ টাকা ছাড়িয়া দিবে। সাত বৎসর এইভাবে জরি জোপকল করিবার পর মহাকর্ষন পুনরায় ঋণককে ৪৫০ টাকা ঋণ দেয়। এই সবত পূর্বের ঋণের মতো ৭৫০ টাকা বাকি ছিল। এই উভয় ঋণের পরিমাণ একত্র করিয়া মহাকর্ষন নিজের মারে ৭০০ টাকার এক কলুসিয়া করিয়া দেয়। বর্তমানে জরি হয় যে, সূত্র বাটীয়া মহাকর্ষন বার্ষিক ৭'৮ টাকা করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এই ঋণের বীজানো মূল্য ৪৬১৮ আনা হইয়া যায় এবং ঋণককে জাহার জরি প্রত্যাপন করা হয়। এই বাবলার ঋণকের দায় বহনকা ঋণক বিধি এবং মহাকর্ষনের দায় বহন বৈশাখী।

কামিরাবজল ঋণ-সামিগী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ১৪৯ নং বাবলার মহাকর্ষন ১'৩০ একর জরি মর্মেণ্ড জাতিয়া ৪৫০ টাকা ঋণ দেয়। মহাকর্ষন মূল বৎসর কাল জরি জোপকল করে এবং বোর্ড বীজানো করে যে, জাহার করে ৪৫০ টাকা পূর্ণ-পুষ্টি পোষ হইয়া যায়। তৎপর ঋণককে জাহার জরি প্রত্যাপন করা হয়।

১৯৪০ সালের ১নং বাবলার ঋণক সৈয়দ আব্দুল কবীর এবং মহাকর্ষন অধিবাসন জাহার এবং আরও অনেক। এই বাবলার এককিক মহাকর্ষনের সহিত বীজানো লোকের হয় পাই করিয়া ঋণগ্রহণ ঋণ-সামিগী বোর্ড

হইতে বাকল বাবলারিত করা হয়। মহাকর্ষন অধিবাসন জাহার ৪১৫৮১০ আনা জিহী পার। তৎপরো লাবীর পরিমাণ ছিল ৩,৭০০ এবং বর-বরতা বাবল প্রাপ্য হইয়াছিল ৪৪৮১১০ আনা। কিন্তু ঋণকের জাহার করিয়া নিজেই বসিয়া মহাকর্ষন জিহীর টাকা কিছু কলুসিতে মাজী হয়। সামিগীতে জরি হয় যে, ২০টি বার্ষিক কিসিতে ১,৭০০ টাকা প্রদান করিলে ঋণক ঋণগ্রহণ করে।

আড়াইবাড়ীয়া ঋণ-সামিগী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৫১নং বাবলার ঋণক নির্মাণ মর্মেণ্ড, মহাকর্ষন জাহারিতীয় লোকের নিকট হইতে জিহী ঋণের মূল ১,৫৪২ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণকলির বিবরণী নিম্নে প্রকৃত হইল:—

(ক) জোপকলানী বসিলে ১,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। সর্ব ছিল মহাকর্ষন ১'৬৬ একর জরি সূত্রের পরিসরে জোপ বহন করিবে।

(খ) জোপকলানী বসিলে ১৭৫ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। সর্ব ছিল মহাকর্ষন সূত্রের পরিসরে ৪১ একর জরি জোপকল করিবে।

(গ) ২০০ টাকা ঋণ দেওয়ার জন্য মহাকর্ষন জাহার একটি কিসিয়ারী বসিল মিহাইয়া লইয়াছিল। ১৩৪২ সালের চৈত্রমাসে এই ঋণ প্রদান করা হয়। সর্ব ছিল এই যে ১৩৪৩ হইতে ১৩৫২ সালের মধ্যে ২০টি লবণপরিমাণ বার্ষিক কিসিতে সবত দেয় পরিসরে করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বসিল কার্যকরী করার পর ঋণক একটি টাকাও পোষ করে নাই। মহাকর্ষন জাহারিতীয় লোকের বোর্ডের লবণে জাহার লাবীর পরিমাণ ১,৪৪২ বসিয়া জাহার। বোর্ড সবত ঋণের পরিমাণ ৩৫০ টাকা বসিয়া জরি করে। বোর্ড মহাকর্ষনের লাবীর পরিমাণ পরে ৯০ টাকা বসিয়া সাব্যস্ত করে এবং জরি হয় যে, মহাকর্ষন ঋণকের ২'১০ একর জরি ১৩৪৮ সালের চৈত্রমাস পর্যন্ত জোপকল করিলেই উক্ত টাকা পোষ হইয়া যাইবে। ১৩৪৮ সালের ১নং বৈশাখ ঋণক জাহার জরি করিয়া পাইবে এইমূল বীজানো হয়। কাজেই এই মূল মূল ঋণকের কোন ঋণ থাকিবে না। উপরন্তু সে ২'১০ একর জরি বসিলা হইবে।

পাড়া—

সাজ ঋণ-সামিগী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৩৬৭নং বাবলার ঋণক সাজ বোলা এবং মহাকর্ষন জাহারিতীয় লোকের।

সম্পত্তি মর্মেণ্ড জাতিয়া ঋণক মহাকর্ষনের নিকট হইতে ৫০০ টাকা ঋণগ্রহণ করে। মহাকর্ষন ১,১০০ টাকা জাহার লাবীর পরিমাণ বসিয়া জাহার। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১,০০০ টাকা সাব্যস্ত করে। পরে মূল ১৪১ টাকা প্রদান করিয়া ঋণক ঋণগ্রহণ করে।

মোহাবালী—

মোহাবালী ঋণ-সামিগী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৪৬৪নং বাবলার লাবীর পরিমাণ ছিল ১,৫০০ টাকা। আসনের পরিমাণ ছিল ৪০০ টাকা এবং ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত হয় ১০০ টাকা। ঋণক বস্তুত পাইয়া বসিয়া মহাকর্ষন মারমাত্র ৫,

টাকা প্রদান করিয়া জাহার ঋণগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এই বাবলার পরও উক্তের মধ্যে বসিলা পূর্ণ ঋণ বসার হইয়াছে।

কলুসিয়া ঋণ-সামিগী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ১৭৩৮নং বাবলার মহাকর্ষন কলুসিয়ায় ঋণকের নিকট ১৫০ টাকা পাইল। বোর্ড উক্তের মধ্যে সামিগী করিয়া জরি করে যে, মূল ৪০ টাকা প্রদান করিলে ঋণক জাহার অধিবাসন দেয়া পাইবে। উক্ত অধিবাসন মহাকর্ষন দায় বৎসর কাল জোপকল করিয়াছে।

লুপু—

নিমপুর ঋণ-সামিগী বোর্ড

মোহাবালী নং ৩৪১১৩৬। কলুসিয়া বসল, ঋণক, বলায় হাফেল উমিন হীর, মহাকর্ষন।

ঋণক বস্তুত এই মহাকর্ষনের নিকট হইতে ১০০ টাকা ঋণ লইয়াছিল, বোর্ড ১৮ বাবলার বিধানমত ২০০ টাকা ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করেন, মহাকর্ষন সেবে বোর্ডের অনুমোদনে মূল ১০০ টাকা ও আসল ২০ টাকা দায় দিয়া মাত্র ৮০ টাকা ১০ বৎসরের কিসিতে লইতে বীকার করিয়াছেন।

মোহাবালী নং ১৯১৯৩৭। আসনতুল্যা বসল, ঋণক, বলায় অনেক আলী লোকের ও বলায় আলী আকল, মহাকর্ষন।

পূর্ব মহাকর্ষনের আসনতুল্যা জিহীর দায় ২২৮১১৯ পাই পাওনা ছিল। বোর্ড ১৮ বাবলার বিধান মত ৩ টাকা দায় সাব্যস্ত করেন। বোর্ডের অনুমোদনে মহাকর্ষন পরে মাত্র ১২০ টাকা ২০ বৎসরের কিসিতে লইতে বীকার করিয়াছেন।

জিহীর মহাকর্ষনের ও আসনতুল্যা জিহীর দায় ১৪৩৬৬৬ পাই পাওনা ছিল। জিহীর বোর্ডের অনুমোদনে মাত্র ৫০ টাকা ১০ বৎসরের কিসিতে লইতে বীকার করিয়াছেন।

মোহাবালী নং ১৭১৯৩৯। এবারতুল্যা আকল, ঋণক, বলায় হবলাত পাল, মহাকর্ষন।

ঋণক ১৫ বৎসরের পূর্বে এই মহাকর্ষনের নিকট হইতে হোদী বস্তু মূল ২০০ টাকা ঋণ লইয়াছিল। বিভিন্ন জাতিয়ে ঋণক মহাকর্ষনকে মূল বাকল ১৭৪৮ টাকা দেয়। বোর্ড ১৮ বাবলার বিধানমত ১৪৬ টাকা ঋণ সাব্যস্ত করেন। পরে বোর্ডের অনুমোদনে মহাকর্ষন মাত্র ৫০ টাকা মূল লইয়া ঋণককে ঋণ মুক্তি বিচাচ্ছে।

মোহাবালী নং ২৮১৯৩৭। জোপকল আলী প্রদান, ঋণক, বলায় কোর্স জোপকল মূল প্রদান কলুসিয়া, মহাকর্ষন।

এই মহাকর্ষনের ঋণকের নিকট আসনতুল্যা জিহীর দায় ৫২৮৬০ আনা পাওনা ছিল। মহাকর্ষন বোর্ডের অনুমোদনে জিহীর মাত্র ১০৩৬০ আনা দায় দিয়া ৪২৫ টাকা ১২ বৎসরের কিসিতে লইতে বীকার করিয়াছেন।

মোহাবালী নং ১০৪১৯৩৯। বলায় উমিন লোকের, ঋণক, বলায় অকল কুয়ার প্রদানক, মহাকর্ষন।

ঋণক মহাকর্ষনের নিকট হইতে বস্তুত ২১ টাকা ঋণ লইয়াছিল। ১৮ বাবলার বিধানমত বোর্ড ৪২ টাকা ঋণ নির্ধারণ করে। পরে বোর্ডের অনুমোদনে মহাকর্ষন ২১ টাকা ২০ বৎসরের কিসিতে লইতে বীকার করিয়াছেন।

মোহাবালী নং ৩৭৩৮৩৮ বাবলার কিসিয়ার দায় মূলতুল্যা লোকের পাঠকদের নিকট উপস্থিতি। বস্তুত সেটা অনেক কাল করাই বেশী লোকের জরি করিয়া জাহার সেটা বস্তু করিয়াছেন এবং মহাকর্ষন সৌ-সেবায় বিজ্ঞানবাহিনী ও সৈন্যবাহিনীতে মোকদদ করিয়াছেন।

পল্লী-সংগঠন

[মিঃ নৃসিংহ ঐসাহ ভট্টাচার্য এম-এ লিখিত]

(পত্র সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

এইবার পরিকল্পনাটির কথা বলা থাকে। পরি-
কল্পনাটি এইরূপ হ'তে পারে—

প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে পল্লী-সংগঠন সমিতি
স্থাপন করা যাক। এই সমিতিগুলি সর্বজনীন হ'লে
খানা সমিতি, খানা সমিতিগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে জেলা সমিতি
গঠন করবেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়গণ এই সংগঠনে
উদ্বোধনী ভূমি ভাঙ্গা হ'বে।

প্রাথমিক সমিতিগুলি ছোট ছোট করে একটি কেন্দ্রে
বিশুদ্ধ করে কাজ করবেন। প্রত্যেক কেন্দ্রে ৫ জন সভ্য
দিয়ে গঠিত একটি পরিচালক সভা থাকবে। এই
পরিচালক সভা একজন কর্মসূচি ও একজন সহকারী
কর্মসূচি নির্ধারণ করবে। প্রতি তিন বাস অঞ্চল
কেন্দ্রগুলি ৫ ৫ কার্যের একটি বিবরণী কেন্দ্রীয় প্রাথমিক
সমিতিতে দাখিল করবে। প্রাথমিক সমিতিগুলি
খানা সমিতিতে, খানা সমিতিগুলি জেলা সমিতিতে
ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল করবে।

প্রাথমিক সমিতির প্রত্যেক কেন্দ্রের পরিচালক সভা
একটি বেজলাসেমকমল সংগঠন করে নিম্নলিখিত
পরিকল্পনামুযায়ী অনুষ্ঠানভাবে কাজ করবে।

পঞ্চাশতিকা পরিচালনা

প্রথম বর্ষ।

১। জমল পরিচালনা।—জমল সমস্যা বহু গ্রামের
প্রথম ও প্রধান সমস্যা। সেইজন্য এইমতে প্রথমেই
অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রসমূহ নিজ নিজ এলাকার
জমলাকীর্ণ স্থানগুলির একটি তালিকা করবেন।
তালিকা নিম্নলিখিতভাবে কাজ করবেন:—

(ক) ব্যক্তিগত জমি।—গ্রামে বহু পণ্ডিত জমি জমলে
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে। এই সমস্ত জমির মালিকদের
অনেকে গ্রামের দ্বারী বাসিন্দা ন'ন, অনেক এতদে
দ্বিতীয় যে এই সকল জমির জমল পরিচালনা করার ও
ধনেচাষ করার প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্য। বীজ সঞ্চয়, —
কেন্দ্রের বেজলাসেমকমল গ্রামের সাধারণতঃ বুড়ির জমল
কাটাতে বীজিত করবেন। যদি তাঁরা দ্বারী হ'ন, তা'
হ'লে বেজলাসেমকমল বহু পারিশ্রমিক তাঁদের জমল
পরিচালনা করে দেবেন, এবং পারিশ্রমিক অর্থ কেন্দ্রের
জাগারে দিবে। তাঁরা যদি দ্বারী না হ'ন তা'হলে
ইউনিয়ন বোর্ড তাঁদের জমলা প্রদান করবেন। বীজ
জমল পরিচালনার ব্যয় বহনে অর্থ, বেজলাসেমকমল
বিনা পারিশ্রমিক তাঁদের জমল পরিচালনা করবেন।

(খ) জাতীয় ধানের জমল।—বেজলাসেমকমল প্রথমেই
বিনা পারিশ্রমিক জাতীয় ধানের জমল পরিচালনা করবেন।
জমল সভ্য হ'লে লোকাল বোর্ড, ডিট্রি বোর্ড, ইউনিয়ন
বোর্ড, —জাতীয় নিয়ন্ত্রণকারী যে সব বোর্ড আছে, তাঁদের
সঙ্গে চুক্তি করে জমল পরিচালনা করা যেতে পারে। এ
ব্যয় বোর্ডসমূহ যে পারিশ্রমিক দেবে তা কেন্দ্রের
তরফে জমা হবে। গ্রামকে স্বাভাবিক করতে হলে
প্রথমেই দেখতে হবে, জাতীয় এইরকম হওয়া যাক,
যাতে জম না জমে, এবং জাতীয় দু'পাশে জনসিকায়ের
জমা লাগা থাকা যাক। প্রথমে গ্রামের প্রথম প্রথম
জাতীয়গুলি দিয়ে কাজ করতে হবে।

জোবা বোঝান।—জোবা, মালিকাটা পল্লী প্রভৃতি
ব্যবসায় বুড়ির দিতে হবে। যেখানে একাত্ত বোঝান
সভ্য হবে না, সেখানে বর্ষা সময় জোবার জন্য ফেরোনিয়
জোবার ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রগুলি নিজের নিজের
এলাকার অবস্থিত জোবাগুলির একটি তালিকা করবে
এবং সেগুলির মালিকদের সর্বজনীন বুড়ির দেখা দেয়।

করতে বীজিত করবেন। জমির পুষ্টিবৃদ্ধিও পরিচালনা
করতে বীজিত করবেন।

৩। কৃষিকার সংগঠন।—কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ এলাকার
অবস্থিত সাধারণের ব্যবহার্য কৃষিকারি যান্ত্রে চেকে রাখা
হয়, সে ব্যবস্থা করতে ইউনিয়ন বোর্ডকে বীজিত করার
চেষ্টা করবে। ব্যক্তিগত কৃষিকারি যান্ত্রে সন্ধান
পূর্বে চাকা ২৪ মালিকদের সে বিষয়ে দ্বারী করার
চেষ্টা করবেন। যান্ত্রে প্রত্যেক কৃষকের জল পটান,
ড্রিটিং পাউডার প্রভৃতি disinfectant দিয়ে
৭ দিন বা ১৫ দিন অন্তর পরিপোষিত করা হয়, সে
ব্যবস্থা কেন্দ্রগুলি করবে।

৪। ব্যায়ামকেন্দ্র স্থাপন।—কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ
এলাকার একটি করে ব্যায়ামকেন্দ্র স্থাপন করবে, এবং
প্রথমতঃ প্রত্যেক বেজলাসেমকমল ও দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রের
অধিবাসী প্রত্যেক বাসক ও যুগ্ম যান্ত্রে কেন্দ্রে ব্যায়ামবি
দ্যা নরীকে সুগঠিত করেন, সে বিষয়ে তৎপর হবে।

৫। পাঠ্যক্রম ও বিতর্ক সভা।—কেন্দ্রগুলি একটি
করে পাঠ্যক্রম ও বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করবে। যেখানে
পাঠ্যক্রম আছে, সেখানে এই পাঠ্যক্রম ও বিতর্ক সভার
ব্যবস্থা করা যেতে পারে, অথবা পর্যায়ক্রমে এক একজনের
পূর্বে এই সভার অধিবেশন বসানো চলতে পারে। যান্ত্রে
জুনের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্ররা এই সভার অনুষ্ঠানে
বিশেষভাবে যোগ দেয়, সে বিষয়ে কেন্দ্রগুলি প্রচারকার্য
করবে।

৬। গ্রামবাসীসমল সংগঠন।—তরফি ও দুঃস্থতকারী-
দের হাত হ'তে গ্রামবাসীদের রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক
কেন্দ্র নিজ নিজ এলাকার একটি করে গ্রামবাসীসমল
সংগঠন করবে। এই গ্রামবাসীসমল প্রয়োজন হলে
কেন্দ্রের বেজলাসেমকমলের সহযোগে বিবিধ জনসেবামূলক
কাজ করবে।

৭। বুৎবুৎের সাহায্য।—যে সমস্ত বুৎবুৎের কিছুনা
আর নেই, কারণেই ত্রিচার দ্বারা নিম্নলিখিত করতে
হয়, কেন্দ্রগুলি ৫ ৫ এলাকার অবস্থিত এইরূপ বুৎবুৎের
একটি তালিকা করবে এবং তাঁদের কাজ নিয়ে বা
বুড়িগণ দিয়ে আহার সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে।
এই কাজে দানকারক হাতের কাজ হতে পারে। আগত-
পাড়া কৃষিকারি প্রভৃতির অনুদানও হতে পারে।

৮। বরতপিকাকেন্দ্র ও নৈশবিদ্যালয়।—শিক্ষার
প্রথম সোপান অক্ষরজ্ঞান, শিক্ষার কল উৎকৃষ্ট গ্রামবাসীর
হ'ল। শিক্ষার অভাবে অজানতা:—এই অজানতা
বিবিধ রোগ ও বুৎবুৎের মূল কারণ। কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ
এলাকার নিজস্ব গ্রামবাসীগণের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানের
ও শিক্ষাবিজ্ঞানের জন্য নৈশবিদ্যালয় খুলবে।
সমস্ত বিদ্যালয়ে কেন্দ্রের কর্মীরা বেজলাসেমকমলে এই
শিক্ষকতার কাজ করবেন। বরতপের শিক্ষার জন্য
বর্ষীয় বরত শিক্ষা সমিতির পাঠ্যতালিকা অনুসৃত হ'বে।

৯। আর্থিক পাত্রের ব্যবস্থা।—কেন্দ্রগুলি ৫ ৫
এলাকার আর্থিক সাহায্যের জন্য জমা বা অনুদান
কোন বুৎবুৎ পাত্র দ্বারা ব্যবস্থা করবে। বুৎবুৎের
এ সব পাত্র দ্বারীর আর্থিক কলোতে রাখা করাতে
হবে। সঠিক আর্থিকতার দ্বারা ছোট ছোট জোবা বোঝানও
চলবে। বহু মধ্যে আর্থিকজিহাদি সহযোগে বহুজ
দ্বারা ও সভ্যবিত্তি দ্বারা গ্রামবাসীদের পরিকল্পনামূলক
সহযোগিতা করতে হবে।

দ্বিতীয় বর্ষ

দ্বিতীয় বর্ষে মূলত কোন কার্যক্রমিক না করে প্রথম
বর্ষের কার্যক্রমিক যান্ত্রে সাক্ষ্যবিত্ত হ'ল, সেই চেষ্টা
করিতে হবে।

তৃতীয় বর্ষ

তৃতীয় বর্ষে উপরিস্থিত কার্যক্রমিকার নিম্নলিখিত
সংসদমূলক কার্যক্রমিক বোর্ড করতে হবে:—

১০। পণ্ডিত জমির কাজে জগদান।—(ক)
ব্যক্তিগত জমি।—পণ্ডিত জমির মালিকদের বুড়ির

দ্বিতীয় বর্ষে জমির দ্বারী করতে হবে। মালিকদের
নিজ দ্বারী এই কাজ করতে হবে। যে পল্লী মালিক
দ্বিতীয় ও বার করেন অর্থ, কেন্দ্রগুলি তাঁদের হয়ে বার
বহন করবে। এই ব্যয়িত অর্থ মালিকদের উপস্থাপন
দেওয়া হবে। একতর পত্রিকা ১ টিকা অর্থ সর্বজনীন
হয়ে জম দ্বারী করা হবে। উক্ত জমির কল হতে
লব অর্থ দ্বারা এই বর্ষ পোষ হবে। কেন্দ্রগুলি নিজে
এই বর্ষ দেওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা অন্ততঃ মনে করবে
সর্বজনীন সমিতি গড়ে করতে পারে।

(খ) সমস্ত প্রাথমিক বুড়ি।—এরা দ্বারী,
তৃতীয় বর্ষে বারতীয় পণ্ডিত জমির জমল পরিচালনা হয়ে
দেবে। এখন কেন্দ্রগুলি সর্বজনীন হয়ে বুৎবুৎ একতর
পণ্ডিত জমি লীজ অথবা অন্যরূপে বুড়িবাচক ব্যবস্থার
সংস্থার করে সমস্ত প্রাথমিক বুড়ি বা উপায় রচনার
কার্যে ব্যবহার করবে। প্রথমতঃ বুড়ি বিদ্যা জমি দিয়ে
কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। পোষা করে বুৎবুৎ
তুলতে হবে। পরিকল্পনা এই অর্থ কার্যক্রমী করার
জন্য কেন্দ্রগুলি একটি সুনির্দিষ্ট পত্রা আবিষ্কার করবে।
এই বর্ষে প্রতিষ্ঠান সমস্ত আইনে রেজিস্ট্রী হওয়া বাধ্য।

১১। ছোট ছোট জাতীয় সংগঠন।—কেন্দ্রের বেজলা-
সেমকমল নিজ নিজ এলাকার ছোট ছোট জাতীয়গুলির
সংগঠন করবেন।

চতুর্থ বর্ষ

চতুর্থ বর্ষে উপরিস্থিত কার্যক্রমিকার সাক্ষ্যবিত্ত
করা ছাড়াও নিম্নলিখিত সংসদমূলক কার্যক্রমিক করবেন:—

১২। বীজ সঞ্চয়।—পল্লীসমল সমিতি কেন্দ্রগুলির
দ্বারক বুৎবুৎের বীজ সঞ্চয় করবে। এই সঞ্চয়-
কৃত বীজ বুৎবুৎের উপস্থাপন দেওয়া হ'লে, এবং পত্রিকা
২ ১ অর্থ অন্য কোন সভ্যবিত্তি হয়ে উপস্থাপন বীজ
আদায় করা হবে। উপস্থাপন যে বীজ আদায় হ'লে,
তা থেকে উদ্ভিদে "বর্মণোলা"র স্থাপন করা যেতে
পারে।

১৩। জম-উদ্যান।—সভ্য হলে বিনা দ্বারীর
কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ এলাকার একটি করে Park বা
জম-উদ্যান রচনা করবে। বড়সূর সভ্য পিত ও বাসক-
গণের জীভা-কৌতুকের সজ্জা এই সকল Park
সজ্জিত করা হবে।

১৪। জাতীয় সাক্ষ্য।—সভ্য হলে জাতীয় দু'পাশে
সেবাক বা অনুদান গাই বসানোর ব্যবস্থা করা হবে।

পঞ্চম বর্ষ

পঞ্চম এবং শেষ বর্ষে এই পরিচালনা ও আদর্শ গ্রাম
তৈয়ারী কাজ শেষ হবে।

১৫। পণ্ডিত জমির কাজে জগদান।—প্রায় ১০/৪০ বিদ্যা
জমি লীজ অথবা অনুদান ব্যবস্থার সংস্থার করে একটি
পণ্ডিত জমির কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে। এই পণ্ডিত-
জমি পল্লীসমল সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন হবে এবং সমিতি
পণ্ডিত মালিকদের কাছ থেকে বসানতঃ নিম্নলিখিত আদায়
করবেন। এই বর্ষে ট্রান্স কেন্দ্রের লক্ষ্য হবে বিতরণ
বুৎবুৎের জন্য সোপান ব'ল। পল্লীগ্রামে
পত্র "পোষণী" দেখার একটি প্রমাণ আছে। এই প্রমাণ
স্বযোগ দিয়ে কাজ করবে উদ্ভিদে পোষণা ব'ল অন্ততঃ
হ'লে বর্ষে হ'লে হ'ল।

১৬। বুৎবুৎ সঞ্চয়।—পণ্ডিত জমির প্রভৃতি হ'লে
পল্লীসমিতি একটি উৎকৃষ্ট বুৎবুৎ সঞ্চয় করবে এবং পল্লী
মালিকদের কাছ থেকে উপস্থাপন হয়ে প্রথম-জমক আদায়
করবে।

১৭। অন্যায়।—একতর সভ্য হ'লে সমস্ত
প্রাথমিক বসানতঃ জম, হ'লে ও জম পল্লী, গ্রামের
জীভা-সংস্থার করে জীভা-সংস্থার প্রথম পল্লীসমিতি
করতে পারবেন।

জীবহাওয়ার অবস্থা ও চাউনের দর

এক সন্তানের বিবরণ

গত ১৮ই জুন যে সন্তান জন্ম হইয়াছে, যে সন্তানে
কোনোমতে হইতে সন্তানিক পরিণাম হওয়ার দানে কানে
জন্মকালের তদানিক অবস্থায় বর্তমান। কোন কোন
অবস্থায় নিম্ন অধিতে পাঠের চাপ বন্ধ হইয়াছে। উক্ত
কালের অবস্থা যেটুকু ভাল। বিস্ত ৭ই ও ১৪ই
জুন তারিখে বহনকালিহ ও বীরভূমে বাহ্যবোর বিবরণে
বহনকালের ৪০ এবং ২,৪২০ জনকে দৈনিক পরিপূরণের
কাজে নিয়োগ করা হইয়াছিল। একবার বীরভূম জেলার
ই সন্তানে ৮,৭৮৮ জন বীরভূমী নাম লাভ করে। এই
সন্তানে ২৩,৭৩৭ জনকে সাহায্যের বিবরণে
পূরণের কাজ দেওয়া হইয়াছিল। বাসনহ জেলার দুর্গা-
পুত্র অকলে, কবি-এক আকারে সাহায্য নাম চলিতেছে।
বুনিয়াদ হইতে কোন সন্তান পাওয়া যায় নাই। প্রদেশে
সাহায্য চাউনের দর টাকায় ১৬১০/০০ সের। গত
সন্তানের জন্মের পরকাল ২-৭৭ তারিখ হইয়াছে।

চাউনের দর

২৪-পূর্বসঙ্গ, জীবহাওয়ার, বাহ্যকপূর্ব, বাহ্যক ও
বহিরাগত টাকায় ১৬ সের হইতে ৭৭ সের; নদীয়া সন্তান,
কুইয়া, বেহেরপুত্র, চুড়াভাঙ্গা এবং বাগাভাটে ১৬ সের
হইতে ৭৭ সের; বুনিয়াদ সন্তান, বাসনহ, কলীপুর ও
কানির বিবরণ পাওয়া যায় নাই। সন্তানের সন্তান,
বিলিহ, বাঙা, নদীয়া এবং বহন"রে টাকায় ১৬০০-
১৭১০ সের; বুনিয়াদ সন্তান, সাতকীয়া ও বাসনহাটে
১৬১০ হইতে ৭৭ সের; বহনহ সন্তান, বাসনহোল,
কাটোয়া এবং বাসনহ ১৬০০ হইতে ১৬১০ হইতে;
বীরভূম সন্তান ও বাসনহাটে ১৬১০-৭৭০ সের;
বীরভূম সন্তান ও বিজপুরে টাকায় ১৬ সের হইতে
১৬০০ সের; বেলিনীপুর সন্তান, কানি, তবলুক, বাচাল ও
কাউথামে ১৬ সের হইতে ৭৭০ হইতে; বগলী সন্তান,
প্রাচ্যপুর ও বাহ্যকপূর্ব ৭৭ হইতে ৭৭০ সের পর্যন্ত;
চাউড়া সন্তান ও উলুবেড়িয়া ৭৭ সের; বাসনহী সন্তান,
মগুণী ও নাটোরে ১৬০ সের হইতে ৭৭ সের;
নিমাতপুর সন্তান, টাকায় ৭৭ এবং বাসনহাটে ৭৭ সের;
জলপাইগুড়ি ও বাসনহ ১৬১০ সের হইতে ৭৭ সের;
হাতিয়া সন্তান, কানিয়া, নিমিত্তি এবং কানিয়া-এ
১৬ সের হইতে ১৮ সের; বাসনহ সন্তান, নীলকান্ধী,
কুইয়া ও পাটকাড় ১৬১০-১৬০ সের; বগলী
সন্তান ১৬০ সের, বাসনহ সন্তান ও নিমাতপুরে ১৬১০-
৭৭ সের; বাসনহ ৭৭ সের; কুইয়া ৭৭০ হইতে;
চাউড়া সন্তান, বাসনহ, বাসনহ ও বাসনহ ১৬০-
১৬১০ সের; বহনহ সন্তান, বাসনহ, চাউরিয়া,
কোইকোনা ও কানোবগে ১৬-১৬১০ সের; কলীপুর সন্তান,
গোলাপ, বাসনহীপুর এবং গোলাপগে ১৬১০ হইতে
৭৭ সের; বাসনহ সন্তান, নিমাতপুর, পটুয়াখালি ও
নকিণ পাটকাড়পুর ১৬ সের হইতে ৭৭১০ সের;
চাউরিয়া সন্তান ও কলীপুরে ৭৭-৮ সের; কলীপুর
সন্তান, কলীপুর এবং চাউরিয়া ১৬০ হইতে ১৬১০
সের; কোইকোনা সন্তান ও কলী ১৬০ হইতে ১৬১০
সের; কলীপুর চাউরিয়া ৮ সের; কলীপুর চাউরিয়া
১৬ সের হইতে ১৬০ সের।

পাটের আর্থনিক পূর্ণতা

১২ই জুলাই প্রদেশের সন্তান

১৯৪১ সনে বাঙালি, বিহার, উড়িষ্যা এবং মাদ্রাসের
উৎকল পাটের পরিমাণ সম্পর্কে সুস্থিত আকারে পূর্ণতা
যে প্রদেশের পূর্ণতা ১২ই জুলাই প্রদেশের স্থিতি
করা হইল, উক্ত সের সের বা হইল ১২ই জুলাই ১২ই
সন্তান প্রকাশিত হইবে।

নৌ-বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ

বাঙালি সরকারের কৃতির ব্যবস্থা

জাতিগত মারক জাহাজে নৌ-বিদ্যালয়ের ট্রেনিং
পাঠের নিমিত্ত বাঙালি সরকার বাঙালী বিদ্যা বাঙালিদের
হাটী অধিবাসী বাসকালিগের জন্য মাসিক ২০, টাকায়
প্রতি বৎসর ডিনারি কৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সন্তান
শিক্ষা-বাজ অথবা অতিভাষক সম্পূর্ণ মাহিলাকে দিতে পারেন
ন অথবা ট্রেনিং এর জন্য ট্রেনিং জেলেরিক জাহাজে
পাঠাইতে সন্তান হইল না, জাহাজের সাহায্যের জাহাজ
এই সন্তান কৃতি বহন করা হইবে। মূলমন্ত্র ও অ্যাংলো-
ট্রেনিং বাসক এই ট্রেনিং-এ উত্তী হইতে ইচ্ছা পূর্ণতা
করিলে ইচ্ছা করা হইতে নুইটি কৃতি প্রত্যেক বৎসর
একজন মূলমন্ত্র এবং একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের জন্য
পূর্ণতা করিয়া রাখা হইবে। যদি কৃতিবাহীসের বৈজ্ঞিক
চবিত্র ও উদ্ভূতি আশানুগুণ বসিয়া বিদ্যুত হয়, তবে উক্ত
কৃতিসমূহ ডিন বৎসরকাল বহন পাঠাবে। কৃতিসের
সুপারিশ অনুসারে বাঙালি সরকার প্রবেশার্থী শিক্ষা
করিলেন। কোন বিশেষ প্রবেশার্থীকে কৃতিস করা
হইয়াছে বসিয়াই শিক্ষা বাতা ও অতিভাষকগণ বহন হলে
না করেন যে, জাহাজিক বাহিরা এবং অতিভাষক বহন
বহন করিতে হইবে না। প্রতি বৎসর শিক্ষালাভ করা
আরও হওয়ার পূর্বে উক্ত কৃতিসকে আপন পূর্ণতা
করিতে হইবে।

কোন কারণ না দর্শিতা যে কোন আবেদন-পত্র
বাতিম করিবার অধিকার বাঙালি সরকারের থাকিবে।

বুজরাটে ব্রিটিশ ও ক্যানাডীয় বিমান বিশেষজ্ঞ

জিটোনের আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণের সংকেত

তেইনী টেলিগ্রাফের অটোম্যাটিক সংবাদলাভের দ্বারা
প্রকাশ, উপকলসকী বিমান বাহিনীর তুতপূর্ণ বিমান
অথাক এয়ার টীক বাসন সাব জেডারিক বাতিম
এবং ক্যানাডীয় বিমানবিশেষজ্ঞ বি: কে. পি. বিকেল
গত ২০শে জুন বুজরাটের বিমান কল্লপকের সচিব
আলোচনা কবিতার জন্য ওয়াশিংটনে গিয়াছেন। উক্ত
বিশেষ উদ্দেশ্যেই ওয়াশিংটনে গিয়াছেন বসিয়া প্রকাশ;
কিউ উদ্দেশ্যে কি, জাহাজ গোপন রাখা চাইতে।

সাব জেডারিক বাতিম আমেরিকা চাইতে এয়োপুস
প্রেরণের তদারকামের কার্যে নিযুক্ত আছেন। জাহাজ
মত এই যে, আটলান্টিকের "কমন্ডর" পাটকাড়িয়ার জন্য
যে সকল ট্রেনিং বিমান নিযুক্ত করা হইয়াছে, নীচু
জাহাজের কার্যকারিতা অসম্ভব প্রকার দৃষ্টি পাইবে।
ব্রিটেন বহনানে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করার কথা
চিন্তা করিতেছেন বসিয়াও তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পল্লী-সংগঠন

[১০ম পৃষ্ঠার প্ৰকাশ]

সন্তান কাশ্যাত্মিকারি সকল করতে হলে অবশ্য
প্রয়োজন হবে। অবশ্য অবশ্য কোথা হতে? অবশ্য
আসবে চিকার, অবশ্য আসবে চাউর, অবশ্য আসবে
জোড়ালেনবকলের পরিপূর্ণতা উপাধিমে। পরিপূর্ণতা ও
এককিত্তি সকলের আগে সরকার। পূর্ণতা ও বিস্তার
বৎসরের অনুষ্ঠান কর্তৃত্বালিকা লাকলাভিত করতে হলে,
অবশ্য জেডা সরকার নেই, জেডা সরকার জেডালেনবা
জাহাজ। এই নুই বছর মিটার সন্তান, পরিপূর্ণতা সন্তান
কাজ করলে প্রাথমিকের পরিপূর্ণতা জুন উপকারিতা সন্তান
জাহাজ ও মিস্ত্রীর হবেন। জুন জীবা সাহায্যে
চাউর বিতে কৃতি হবেন না। কর্তৃত্বালিকা যে আগে
গুলি সকল করতে হলে বেশী অবশ্য প্রত্যেক, বেডালিতে
সন্তান প্রাণী অনুসরণ করে চৌ। করা যেতে পারে।

পূর্ণতার উপস্থানে বক্তব্য:—
"My counsel to you is to do all the work that
comes to you as well as you can, while you can,
and so fill up with use and honour the days that
remain to you before the inevitable end...."
(Bernard Shaw : "The Adventures of a Black
Girl").

বিলিহের বিন, প্রত্যেক পান করার বিন চলে গিয়েছে,—
এবন জেডা বেশী সরকার কাজের। কাজের একাত্মিক
জাহাজ মিসে কাজে বাসনে সে কাজ বিকল হয় না।
চাই একাত্মিক জাহাজ, চাই বহন আসবে" মিটা, চাই
আবশিষ্টতা ও গভীর আত্মবিশ্বাস।

"বহন সেবে প্রতীতি চাই।" (কাহিনী জাহাজ)
একি মিত্র কবির কলম? আসন বাসীর বস্তু?
জাহাজালীর বেডাল? কলমো না। প্রাথমিকের
সন্তান জাহাজ জেডা পূর্ণতা ও চিন্তা মিসে কলম, পল্লী-
সন্তান পরিপূর্ণতার জাহাজ বহন হলে। বীজা শিক্ষক,—
জীবা জাহাজের মধ্যে একের বাকী প্রচার কলম, বীজা
সন্তান,—জীবা কলী ও সন্তান জ'ন, বীজা পূর্ণতা,—জীবা
পোষকতা, উৎসাহ, জেডেজা ও আশীর্বাদ বিন।
সেবেজ,—সমিতিগুলি হবে প্রাণের সন্তান, পল্লীর
প্রাণ। এই সমিতিগুলি থেকেই নুই হবে বসিত জীবা,
বসিত মন, উদ্ভূত ও সন্তানিত, আসন প্রাণ ও আসন
প্রাণের আশালা। পূর্ণতা, সন্তান সকলে মিলে কলমের
সন্তান কলম:—

"সন্তান জাহাজ দু' একটি জাহাজ
বেবে মিসে বাস করিয়া বস্তু
দু' একটি জীবা কবির মিস জাহাজ,
জাহাজ পূর্ণতা মিস।"
—বীজাল।



সন্তানের কলম ও বাসীর উদ্দেশ্যে পতিত একজন বিদ্যুৎ সাধনী বিমান।

ਬਨਿ-ਬਕੁਰਦੇਰ ਬੁਕ-ਅਫ਼ੇਰੀ

বেঙ্গলার বাৎসরিক দুটি পরিচয়

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার জারিয়াকার সম্বন্ধে প্রকাশ, অধিক পরিমাণে করণা উপস্থানের জন্য পুস্তক নোট যে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন, জাহার মনব্দ যে জারিয়াকার করণধর্মির সমুদ্রের জাহানের বাৎসরিক প্রীরকালীন দুটির দিনেও কাছ বহু প্রাপ্তিই না বর্জিত সিদ্ধান্ত করিয়াছে। গত ১৪ই জুন রাহিবিং ফেডারেশন বোর্ডের সাধারণ পরিষদের সভার পর ডেটাধিকো সিদ্ধান্তটি সুদীত হয়।

চুটির দিনগুলিতে কাজ করিবার জন্য প্রতি দিকুটের
জন্য পূর্ণ বরষ বন্ধুদের যোগদ্বি ২ নিমিঃ এবং
১৮ হইতে দুয় বরষদের ১ নিমিঃ করিয়া বেশী নকুটী
নেকা হইবে।

চুটির দিনগুলিতে কাজ করিবার জন্য প্রতি দিকুটের
জন্য পূর্ণ বরষ বন্ধুদের যোগদ্বি ২ নিমিঃ এবং
১৮ হইতে দুয় বরষদের ১ নিমিঃ করিয়া বেশী নকুটী
নেকা হইবে।

काशी



মিক শুভাৰ
লেন্স)

কত বিরাট কেরোগিন
ন হইতেছে তাঁহাদের

বাণে তেরোসিন সমৃদ্ধ
 হয়। প্রত্যেকটি কার্বাই
 দ্বারা সম্পাদিত হয়।

যারন বাহাতে অবিনাশ
 কহে পাইতে পারেন
 নর প্রতি ক্রমে বহু
 পরাক্রমী নিমুক্ত আছেন।

বিউটিং কোর অব ইন্ডিয়া লিঃ
 (প্রাইভেট লিমিটেড)
 কলকাতা ফিল্ম বিডি

SECRET

পত্নী দুই নম্রাহে ভারতবর্ষ ও 'ইন্ডিয়ান প্রদেশ' অর্থাৎ
বেঙ্গলসিকে অসম্পন্ন ও ইতিমধ্যেই ত্রুণা সমগ্রভাষের জন্য
অসম্পন্ন সরকারের সমগ্রভাষ বিভিন্ন বিপুল অর্থাৎ পরিমাণে।
অসম্পন্ন প্রদান অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্য আটকান ও বি-
ভিন্নভাবেও বহু সমগ্রভাষের অর্থাৎ বিভিন্ন বিপুল উল্লেখযোগ্য।
বেঙ্গল পুরাতন প্রাচীনকালের আরও উল্লেখযোগ্য করে
সামগ্রিক দেশের দৌর ও ইন্দ্রাজের উপস্থাপন বিভিন্ন দ্রব্য
করা হইতেছে। এই উপস্থাপন উপস্থাপনের পরিমাণ সামগ্রিক
প্রায় ২ হাজার টন সামগ্রিক বহির্ভুক্ত বস্তু প্রায় ২ হাজার টন।

বার্গা-শেল অয়েল টোয়েন্ট এণ্ড ডিট্রিবিউটিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ
(Public Limited)
কলিকাতা বোম্বাই বারাসাত মুম্বাই চিট্রা পুত্রী

বাঙলাব কথা

৩৪ বর্ষ, ৩৩৭ সংখ্যা]

কলিকাতা, ১৪ই জুলাই, ১৯৪১

[এক আনা

বঙ্গমান মহাসমরের আধুনিকতম যারণাস্ত্র

ব্রিটিশ টের্ভোবর্ষী বিমানের আক্রমণে শত্রুপক্ষ কাহিল

[উইং-কমান্ডার এল. ডি. ক্রেকার লিখিত প্রবন্ধের বাংলাভাষ্য]

বিমানপোত হইতে নিক্ষেপ টপে তো আধুনিক বহা-
নগ্ৰাণে বাক্যত অস্বাভাবিকতায় অনাতন।
পাক্ষীর নৌবহরের সারাক্ষরকারী বোম্বার্ডার নবগ্ৰহের
টপকুলে সংকীর্ণ বুদ্ধি, সোটাপ্যানেল নৌ-বুদ্ধি, টেরাশোতে
এবং সর্বোপরি "বিসমার্ক" নামক জাহাজ বহনপোতের
টপকুলে আকাশ হইতে টপে তো নিক্ষেপপূর্বক যথেষ্ট
ভুক্তির পরিত্র প্রদান করিয়াছে। বাক্ষীর নৌ-বহর
একশ্রেণে এমন একটি অসুখু বহনপোতের সারাক্ষর
জাহান পাইয়াছে, বহুখা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শত্রুকে
পারেন করা হইতে পারে।

বর্তমান মহাসমরেই বিমান-সাহিত্য টপে তো
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সত্য, তবে ইতিপূর্বে ও উহার প্রচলন
ছিল। বৈজ্ঞানিক যোদ্ধাদের কথা কহিলে মনে উদ্বিগ্ন
হওয়ার পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে আকাশ হইতে টপে তো
নিক্ষেপ হইয়াছিল। ১৯১৪ সনে ১৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট
একটি টপে তো একটি কুস্তকার সিংগুন হইতে নিক্ষেপ
হয়। তৎপরে ১৯১৫ সনের আগস্ট মাসে বহুখা সাগরে
ডুবীর একখানি রসদ্বারী জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া
আকাশ হইতে টপে তো নিক্ষেপ হইলে উহা ডুবিয়া যায়।

পত কত বসন্তে উহার যথেষ্ট উদ্বিগ্ন সাহিত্য হয়।
বর্তমান মহাসমরের প্রারম্ভেও বাক্ষীর বিমান বহর
এবং নৌবহরের সারাক্ষরকারী বিমান বহর যথেষ্ট সারাক্ষর
টপে তোকারী বিমান ছিল। নবগ্ৰহের অভিযানেই
ইউসিগকে সর্ব প্রথম কালে লাপানো হয়। ইহার
পর ফরাসী বহনপোত "জিগু"কে প্রাকারে অতল করিয়া
দেওয়া হয়। এট ঘটনার কিছু দিন পর ইংলন্ডের
উপকূলবর্তী বিমান বহরের বিটকোর্ট টপে তোকারী
বিমানপোতগুলি ফরাসীর সমুদ্রপথে ছিল যানি
বহনকারী জাহাজ জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছিল।

জাপান টেরাশোর পাশা আনে। পূর্ণিমার উজ্জ্বল
চক্সালোকে বহুখাকারের তিনখানি বহনপোত, তিনখানি
কুস্তকার এবং দুইখানি কুস্তকার জাহাজের লক্ষ্য কর্তি পাঠান
করা হয়। আকাশের যাত্র একখানি টপে তোকারী বিমান-
পোত ও ৪ জন লোক খোয়া যায়। আকাশ হইতে
টপে তো নিক্ষেপ করিয়া ফরাসীসাগরে ও ইতালীয়সাগরে
একখানি বহনপোত ও একখানি কুস্তকার ডুবিয়া দেওয়া
হইয়াছিল।

যাহা হউক, বোম্বার্ডার জাহাজের যথেষ্ট টপে তোকারী
বিমানপোতগুলি নিজেদের ভক্তদের সারাক্ষর পরিভ্রম প্রদান
করে। তৎপূর্বে বহু বহরকে কোন মুতে উহার অল্প
প্রদান করিতার সুযোগ পায় নাই। বুদ্ধির বহনপোতগুলি
ফরাসী ইউসিগার বহনপোতগুলি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধি-
বলবান ছিল। আকাশ হইতে টপে তো নিক্ষেপপূর্বক

উহারে প্রতিবেশ বনীকৃত না করা হইলে বহরকারে
স্বাধীন উহারে সারাক্ষর যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।
তৎ আকাশ হইতে নিক্ষেপ টপে তোকার যাহা যে উহারে
প্রতি বনীকৃত করা হইয়াছিল এমন নয়, বাক্ষীর
পাশে চলাই বহনপোত উহার আকাশের বিমান পোতগুলি
লক্ষ্য করিয়া ভনী বর্ষণ করিতে পারে নাই।

"বিসমার্ক"র পশ্চিমসাগরের সারাক্ষর বোম্বার্ডার বুদ্ধি
লক্ষ্য অভিযুক্ত বেশ কালে আসে। "জর্জ জ্যান্স" ও
"ভিক্টোরিয়া" নামক বিমানপোতকারী জাহাজ হইতে
সোড কিল এবং ব্যালিস্টিক সারীর টপে তোকারী
বিমানপোতগুলি উদ্বিগ্ন পিতা "বিসমার্ক"কে আতল করিয়া
দেয়। বাক্ষীর আকাশের বহুখাকারের বহনপোতগুলি
স্বাধীন করে।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ হইতে দুইটি সূত্র আবিষ্কৃত
হইয়াছে। প্রথমতঃ বিমানপোত হইতে নিক্ষেপ টপে তোকার
সারাক্ষর যে কোন প্রকারের জাহাজকে আতল
করা হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বহু বহরকে নৌ-বুদ্ধি
যে লক্ষ্য যত অবিকল-বাক টপে তোকারী বিমানপোত
নিরোধ করিতে পারিলে, সে লক্ষ্যের তত বেশী ভরিতা
লাভের সম্ভাবনা।

সেযোক্ত বিঘটন আকাশ বিমানপোতকারী বহনপোতের
প্রশু চানিয়া আবিষ্কৃত। কারণ নৌ-বুদ্ধি বাক্যত
বিমানপোতগুলি প্রাথমিক বিমানকারী বহনপোত হইতে
উদ্বিগ্ন পিতা বুদ্ধি অল্প প্রদান করিয়া থাকে। ফরাসীর
সরক টপে তোকারী বিমান পোতগুলি বেশ বহুখা উদ্বিগ্ন
পিতা নিক্ষেপ করিয়া সমাপন করে আকাশ জাহাজে নিজেদের
প্রত্যাবর্তন করে। বিমানকারী জাহাজের ভনী বিমানগুলি
উদ্বিগ্নকে পতন আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।
টপে তোকারী বিমানপোতগুলি প্রকৃত প্রকারে বিমানকারী
বহনপোতগুলির ওপর আতল অল্প প্রদান করে। তৎ
উচাই নয়, বহু-বুদ্ধি নৌ-বুদ্ধির উপর ও উহারে প্রাধান্য
প্রতিষ্ঠিত হইতে চানিয়াছে।

টপে তোকারী যে সকল বিমানপোত জাহাজ প্রতিষ্ঠিত
বাক্ষী বাক্যত করে, উহার বহু বহর। সারাক্ষর
বিমানপোত অপেক্ষা উহারে আকাশ বহু, জাহাজী
এবং এক সতে বহু বহু উদ্বিগ্ন হইতে পারে। উহারে
অল্প "কোরো বালিস্টিক ও ব্রিটন বিটকোর্ট" সারীর
আধুনিকতম টপে তোকারী বিমানপোতগুলির দ্বারা করা
হইতে পারে। উহার জাহাজ বিমানপোতগুলি এ বাক্যত
বেশ কৃতিত্বের পরিভ্র প্রদান করিয়াছে।

আধুনিক আকাশ-টপে তোকার ব্যাস ১৮ ইঞ্চি এবং
ভরন ১,৭৩০ পাউন্ড। ইহা নৌ-বহর কর্তৃক সর্বপ্রথম
বাক্যত ২১ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট টপে তোকার দ্বারা বাক্যত

না হইলেও ইহার দ্বারা বহুখাকার ও জাহাজ ওসমের
"বাক্ষী বিন" বাক্ষীত অস্বাভাবিক বহনপোতগুলি ডুবিয়া
হিটে পায় যায়। এমন কি বহু বাক্ষীকারী জাহাজ
ভুক্তির বিঘটন কর্তি করা হইতে পারে।

জাহাজের এ লক্ষ্যকে একেবারে নিশ্চেষ্টভাবে বাক্ষী
আছে এমন কিছু আশা করা যায়। শত্রুপক্ষ ও উহার
পূর্ণ জাহাজের প্রত্যেকের চোখ বহু আছে। কিন্তু ১৯১৭
সনে জাহাজের টপে তোকারী বিমান নিরোধ করিয়াছিল।
বহুখা জাহাজ দুই প্রাণীর বহু জাহাজ এট, ই—
১১৫ এবং জাহাজ ও জাহাজ এট, এ—১৪০ বিমানপোতগুলি
ই উহারে নিরোধ করিয়াছে। জাহাজের একখানি
বিমানকারী বহনপোতের জাহাজ জাহাজ কইসলার এক,
এল—১৬৭ নামক বিমানপোত নির্মাণ করিয়াছে।

জাহাজী কর্তৃক টপে তোকারী বিমান নিরোধের
সম্ভাবনা কম মনে করা নিশ্চেষ্টকার দ্বারা হইবে। তবে
এ ব্যাপারে আশা জাহাজীর জাহাজ অধিক অস্বাভাবিক।
ইতিপূর্বে এই নতুন সারাক্ষর সারাক্ষর আশা জাহাজ
পাক্ষীকে জাহাজ করিয়া করিয়া গিয়াছিল। অল্প জাহাজে
জাহাজের লক্ষ্যে বহু বুদ্ধি প্রদান করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় বাবদ পরিষদ

কেন্দ্রীয় সারাক্ষর একখানি এনক্রিপ্টেড নিরোধ
সোপা প্রচলিত হইয়াছে :—

মহানগরী পতন-কেন্দ্রীয় বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের
আবুজাল ১৯৪১ সালের ১লা অক্টোবর হইতে আতল
এক বহরকে জাহাজ বুদ্ধি করার সাক্ষর করিয়াছেন।
১৯৪০ সালের ২২শে জুন তারিখে পতন-কেন্দ্রীয়সারাক্ষর
যে নিরোধ কেন্দ্রীয় পরিষদের আবুজাল বাক্ষীত করা
হইয়াছিল, ১লা অক্টোবর তারিখের বাক্ষর বহু হইয়া হইবে।

বাক্ষীর পরিষদের আবুজাল ও ১৯৪২ সালের ১লা
অক্টোবর পর্যন্ত বাক্ষীত করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালেই
কেন্দ্রীয় সারাক্ষর এই পরিষদের বাক্ষর বহু হইত।

প্রকাশিত হইয়াছে!

বাক্ষীর

বিক্রয়-কর আইন, ১৯৪১

(টোরাডি)

কুলা—এক আনা (জাহাজের সারাক্ষর বুদ্ধি আনা)

বাক্ষীর বিক্রয়-কর আইনের অধীন
বাক্ষী নিরোধকারী

টোরাডি

কুলা—দুই আনা (জাহাজের সারাক্ষর চারি আনা)

প্রতিষ্ঠান :

বেঙ্গল পতন-কেন্দ্রীয় প্রেস

৩৮শা বোম্বার্ডার জাহাজ, কলিকাতা

এবং

রাউটার্স বিন্দু, কলিকাতা

বিশেষ প্রবন্ধ

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের মধ্য-সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসসেট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রাধিকার বা নির্দেশাবলী বহিরা গোপিত বিষয় বাস্তবিক অন্যান্য সেন্স প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৪ই জুলাই—১৯৪১

নাৎসীদের কথার মূল্য

সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে জাতিজ্ঞ আক্রমণ করার কারণ সম্পর্কে হিটলার যে কৈকির্য দিরাছেন, তাহার ফলে গত ২২ মাস কালের সকল নাৎসী প্রচারাভিযানই ভিত্তি ধুনিয়া পড়িয়াছে, বলা চলে। আকস্মিক চালবাতীতে হিটলারকে কিরণভাবে ট্যালিনের বিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, এই কৈকির্যে তাহারও স্বীকারোক্তি হইয়াছে।

গত ১৯৩৯ সনের ২৪শে আগষ্ট তারিখে হিটলারের তত্ত্বাবধায় তৎ-বিবেচনাপূর্ণ সোভিয়েট-জার্মান সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া বসিয়াছিলেন যে, এই চুক্তি উত্তর জাতির ইতিহাসের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান প্রচার-সচিব ডাঃ গোরেবলুস যুব জোরে-পোরে প্রচারাভিযান চালাইয়া সমগ্র জগতকে এবং বিশেষভাবে জার্মান জাতিকে ইহাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, এই জপ-জার্মান চুক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাজনীতিজ্ঞদের একটি বিচার-নির্ণয় সম্বরণ বলা চলে।

আজ ২২ মাস পর হিটলারকে এই ব্যাপারে কত-কট স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, জপ-জার্মান চুক্তি জার্মানীর পক্ষে অতি কঠোর হইয়াছিল এবং এ জন্য জাতিজ্ঞে বহুসংখ্যক নাৎসী নবোন্মেষন জোগ করিতে হইয়াছে।

জমরত্তের প্রতি দিশাচরণ অবজ্ঞা এবং সন্তোষ প্রতি বিতুকা না থাকিলে হিটলার হয় কিছুতেই তাঁঁ বোলা-ভুলিতেই জপ-জার্মান চুক্তির অসারতা স্বীকার করিতে পারিতেন না। আজ একটা পরিসরই বুঝা যাইতেছে যে, পোলাও আক্রমণ করিলে বাস্তবে বুটেন ও কুন্স জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃহৎ বোম্বাণী করিয়া না বসে, তাহার জন্যই হিটলার এই বোকাবাকীপূর্ণ চুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালের বসন্তকালে হারমান হুগেনিনের নিকট হিটলার জাতিজ্ঞ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,— "বল্শেভিকদের সহিত আবারও মত-বিবোধ মতটা, তাহার চেয়ে মতস্যম্য অনেক বেশী।..... জাতিজ্ঞ সহিত বিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা না করিলে সম্ভবত আবি পারিব না। এই ব্যবস্থাকে আবি আবার পের চাপ বহন রাখিব। সম্ভবতঃ ইহাই আমার স্বীকারের চরম বোলা হইবে। কিন্তু এখন হুগেন হুগেন আমি পশ্চাত্তর্য করিতে নিরত হইব না এবং পশ্চিম দিকে আবার উৎসাহ সঞ্চার হইলেই আবি জাতিজ্ঞকে আক্রমণ করিব।"

হিটলারের এই পেশ চাপ বাধা হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে তিনি পশ্চাত্তর্য করিয়া জাতিজ্ঞকে আক্রমণ করিয়াছেন। অবশ্য তাহার পশ্চিম দিকের উৎসাহ (অর্থাৎ বুটেনকে পরাজিত করা) সঞ্চার হয় নাই।

জাতিজ্ঞের ক্ষয়-বেসময়ে জার্মানীর সম্মতি কতটুকি, তবম হিটলার কি বলিয়াছিলেন? নিকট ১৯৪০

সনের ১৯শে জুলাই তারিখে হিটলারের বক্তৃতার হিটলার বলিয়াছিলেন:—

"ইংরেজ-ফ্রান্সীজিস্কা, আলা করিয়া থাকেন যে, জার্মানী ও জাতিজ্ঞের মধ্যে আবার বিরোধ সঞ্চার দিবে। জার্মানী ও জাতিজ্ঞের মধ্যে বাস্তবিক সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যদি কেহ মনে করে যে, এই দুই জাতিজ্ঞ মধ্যে বৃহৎ করিয়া বিরোধ সঞ্চার দিবে, তবে বলিতে হইবে—তাঁহারা নিতর্য মতই করিয়া করে। ইউরোপে একটা মতই মত করিয়া নিজেদের উপর পতিত চাপ হান করার যে আশা বৃটেনেরা করিতেছে, অতঃ জার্মানী ও জাতিজ্ঞের ব্যাপারে এমন করনাকে একান্ত অস্বীকার বলিয়াই মনে করিতে হইবে।"

আজ এক কথা বসিয়া দু'দিন পরই অন্যান্য কথা বলা—এক মাত্র হিটলার হাটা আর কোন সেন্সেই জাতিজ্ঞ নেতার পক্ষে সম্বরণ নয়। জার্মান জন-সাধারণও আজ পরিত্যক্তাবেট হুজিতে পারিবে যে, বুটেনের অভ্যুত্থানের প্রতিরোধ-কল্পিত, জার্মান বিধান-সভার উপর বিপত পরকালে বুটেন যে বিরাট আঘাত দানিতে সমর্থ হইয়াছিল, তীব্রভাবে বোম্বাণী সম্বন্ধে বুটেন যে ভাবে বাধা উঠু করিয়া পাঁজাইয়া তদ্বিরাছে এবং দিন-দিনই হিটলারী বারিসীকে বেশী করিয়া বাধা দেওয়ার জন্য বুটেন যে পক্ষি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার ফলেই আজ জাতিজ্ঞ সহিত হিটলারকে বিরোধ করিতে হইয়াছে। হিটলার আশা করিয়াছিলেন যে, কতকগুলি জড়িৎ অভিযান চালাইয়া শীঘ্র শীঘ্র তিনি মুখে জরলাত করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু কার্যকালে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হিটলারের এই আশা পূর্ণ হয় নাই, হয় বৃহৎ শীর্ষকালস্বারী হুগেনী সুনির্দিষ্ট। শীর্ষ-কাল বৃহৎ চালানের জন্য যে হুগেন-স্বারী প্রয়োজন, জার্মানীর তাহা নাই। কাজেই, আজ বাধা হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় বৃহৎ-স্বারীর জন্য হিটলারকে জাতিজ্ঞের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছে।

বৃহৎ-বোম্বাণীর সময় হিটলার জাতিজ্ঞের বিরুদ্ধে বেশক অভিযান করিয়াছেন, তাহা এত অসংলপ্ত যে, সম্ভবতঃ কেহই ভাবপ্রতি কোনরূপ গুরু আয়োগ করিবে না। বৃহৎ-বোম্বাণী বলা চলে—জাতিজ্ঞ কর্তৃক কিসল্যাও আক্রমণ ব্যাপারকে হিটলার তাহার বর্তমান বোম্বাণীর জার্মানীর বিরুদ্ধে অভিযান বসিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, বেসময়ে কিসল্যাও-বাসীরা জাতিজ্ঞের বিরুদ্ধে বৃহৎ করিতেছিল, নাৎসী লবো-পত্র ও বেডারবার্ডার সে-সময়ে এই বৃহৎকে জাতিজ্ঞ কর্তৃক ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিল। তবু তাহাই মনে, ইটালী (ইটালী তখনও নিরপেক্ষ ছিল) হইতে যে ৩০ হাজার বিমান কিসল্যাওর সাহায্যে প্রেরিত হইয়াছিল, হিটলার সে-সব বিমানকে জার্মানীতে আটক রাখার ব্যবস্থা পর্যন্ত করিয়াছিলেন।

জাতিজ্ঞ গোপনে গোপনে বুটেনের সহিত বিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ হিটলার করিয়া-ছেন, ইতিমধ্যেই তাহার উপযুক্ত প্রতিবাদ হইয়াছে। মতম হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি জানাইয়াছেন যে, জাতিজ্ঞ ১৯৩৯ সালের জপ-জার্মান চুক্তি একনিষ্ঠতার সহিত বাস্তব চমার অভ্যুত্থানেই বুটেনের সহিত জাতিজ্ঞের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

বর্তমানে যে পরিস্থিতি সঞ্চার দিরাছে, এই অবস্থার জার্মান পক্ষ হইতে প্রচলিত মত কতক কালের সিদ্ধান্ত কণাগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইতে পারে:—

"১৯৩৯ সালের আশ্বই মাস হইতে জাতিজ্ঞ সহিত আবারও সম্পর্ক সম্বোধিত ও অনুপূর্ণ হইয়াছে। এই সম্মতিজ্ঞকে প্রমাণিত করার জন্য ব্যাপক প্রচারা-ভিযান কোন প্রয়োজন হয় নাই।"—(৭ই মে মো, ১৩ই নভেম্বর ১৯৪০)।

"জার্মানী ও জাতিজ্ঞ এখন নীতি অবলম্বন করিয়াছে যে, তাহার পরস্পরকে স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিতে বাধা এবং করে জাতিজ্ঞের সকল আশা পূর্ণীকৃত হইয়াছে।..... এই নীতি জাতিজ্ঞের পতিত হইয়াছে, জাতিজ্ঞের উহা পূর্ণীকৃত হয় নাই।" (১৯৪০ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখের নাৎসী বেডারবার্ডার)।

"বিস্তৃত অর্থ-সৈন্যিক ব্যাপার (এমন কি জাতিজ্ঞ যে স্বয়ং মৃত্যু সেশু করার করিয়াছে, তাহার ফলে যে আর্থিক সমস্যা সঞ্চার দিরাছে, তাহাও) এমনভাবে বীজনা করা হইয়াছে যে, উত্তর পক্ষেই স্বার্থ পূর্ণভাবে বক্ষিত হইয়াছে।" (১৯৪১ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখের নাৎসী বেডারবার্ডার)।

এসব বোম্বাণীর কথা নিচেরই জার্মানীয়া বিবৃত হয় নাই। জার্মানীর সারক হিটলার স্বয়ং তীব্র, আত্ম-জীর্ণনীতে (বের্লিন কান্ড) বৃহৎ আত্ম হুগেন বহু পূর্ণ জাতিজ্ঞ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:— "জাতিজ্ঞ সহিত বসি জার্মানী বের্লিন-বসনে আবদ্ধ হয়, তবে তাহা একটি মৃত্যু বৃদ্ধির মৃত্যু করিবে এবং সে বৃদ্ধির পরিণামে জার্মানী পূর্ণ হইয়া যাইবে।"

হিটলারের এই উক্তি প্রমাণ মত হইয়াছে, বিস্তারিত কি তাহাই হইবে।

বৃহৎ-জাতিজ্ঞে রেলওয়েসমূহের ধান

বৃহৎ আধুনিক দৃষ্টান্ত

বৃহৎ প্রচেষ্টার রেলওয়েসমূহ কিরণভাবে সাহায্য করিতেছে, সম্প্রতি প্রবর্ত রেলওয়ে বৃহৎ টীলা হইতে তাহার প্রাণ পাওনা গিয়াছে। বেডল-সাপপুর রেলওয়ে কোম্পানী বৃহৎ-বিমান জয়ের জন্য ইট ইতিমধ্যে কতক ব্যয় সম্প্রতি পুনরায় ১০,০০০ টাকা বৃহৎ জাতিজ্ঞে দান করিয়াছে। এই রেলওয়ে ও ইহার কর্তৃত্বীদের মোট লান এ পর্যন্ত ৯৪,৬৩৯ টাকা হইয়া পাঁজাইয়াছে এবং ইট ইতিমধ্যে জোজাভূপের একখানা বিমানের নাম "বেডল-সাপপুর রেলওয়ে" রাখা হইয়াছে।

ইটালী বেডল রেলওয়ের বৃহৎ সাহায্য করিয়া সম্প্রতি একটি বৃহৎ প্রতিযোগিতার সম্প্রীত ৫,০০০ টাকা দান করিয়াছে। মহানামা গভর্ণর বাহাল এই নামের জন্য জেনারেল ম্যাসজারকে বনামান দিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন এবং বৃহৎ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য কিরণ দিরাধাভাবে বোলাবার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার প্রমাণা করিয়াছেন।

জার্মানী নৌবহরের বৃহৎজ্ঞা

জার্মান সাহায্যকার বসন্তরী নির্মাণ

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার লিঙ্গবসন বিশেষ সংবাদ-পাতা লিখিয়াছেন:—

সম্প্রতি ক্রমেক, উল্লেখ্য উত্তর আফ্রিকা বুরিয়া আশিয়া জানাইয়াছেন যে, সেনানবস জার্মানী নৌবহরগুলি বৃহৎ জন্য বিশেষ প্রস্তুত হইয়া বহিয়াছে। ক্রমেকের পত্রের সম্বন্ধে "দী বাই" নামক একটি জার্মানী বৃহৎজ্ঞা দিগিত হইতেছিল। অন্যান্য অবস্থার ইহাকে টালিয়া কানদ্রাভাতে নইয়া বাত্যা হয়। জার্মানদের সাহায্যকার বর্তমানে তাহার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইতেছে। ইহাতে কানান বসান হইয়াছে এবং জার্মানী এই কানানের জন্য ক্রমেক হইতে মোটা আনবরের অনুবর্তিত করিয়াছে। কানদ্রাভা বসবে অতঃ ১০টি জার্মানী নৌবহরিত জোতা করা হইয়াছে বলিয়াও এই উল্লেখ্য বসবে সেন।

নিকট ১৯৩৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে যে প্রেস-বোর্ড প্রচার করা হইয়াছিল, তাহার আর্থিক সংকল্পে করিয়া জানাস করিতেছে যে, "নিজেরি করি" বৃহৎ দান প্রতি শিশি ২৫৫০ আশ্ব হইতে বাকিরা ২৫৫০ আশ্ব করা হইয়াছে।

कार्यान्वीर उद्दिष्टः

(ग्यान्, कानिन्, ईन्न, हानगाऽ निबिड)

৮: ইঙ্গলেণ্ড পোডারটাইডিং মৃত্যুতে জনতার একজন
শ্রেষ্ঠ জনীয় প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি জনসংবিধায়
নির্বাসনব্যবস্থা ও স্বরাষ্ট্রনীতি ছিলেন। পোডারটের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপ্রমিক ছিলেন ও তাঁর নাম ডি-
স্ট্রিক্টের হইয়া থাকিলে। পত্নী মৃত্যুের সময় পোডারটের
সাহায্যে অম সাংস্কেতের জন্য তিনি পৃথিবীর সর্বত্র
সঙ্গীতমূলক করিয়া যেতাহারিছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি
পোডারটের পুত্র প্রবাস-মন্ত্রীর পক্ষে অধিষ্ঠিত হন।
তিনি পুত্রি নবোদয়ে পোডারটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া-
ছিলেন। এক বৎসর কাল তিনি প্রবাস-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে
ছিলেন। কিন্তু পোডারটের মন্ত্রণা-বলে তাঁহার পক্ষে
একটি সুষ্ঠু সম্প্রদায় করিয়া তিনি ইহাকে পঞ্চাঙ্গিক
নীতি করিয়া নিবেদন করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।
পোডারটাইডিং ব্যায় একজন সঙ্গীতমূলক প্রবাস-মন্ত্রীর
পক্ষে বিরুদ্ধ করিয়া পোডারট পুত্রি জাহানের
সামুদ্রিক উপকরণ পরিচর বিক্রয় করেন। এই সামুদ্রিক
আম জাহানের মধ্যে নিবেদিত হইবার সোপান
হইয়াছে। পোডারটাইডিং জাহান পোডারটের আরও কয়েক
জন কুটুম্ব সঙ্গীত জনসংবিধায় হইয়াছেন। স্ববিধায়
সঙ্গীতমূলক পক্ষ, প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক জনসংবিধায়, জনসং-
বিধায় জাহান বৈজ্ঞানিক যেতিয়-আবিস্কারী নাম
কুটুম্ব পুত্রি অনেক পোডারটেরই লোক।

খটিকা-বিধবস্ত অঞ্চলে মহামান্য গভর্নর

ত্রিপুরা ও মোরাখালীর জঙ্গ অর্থ সাহায্যের আশ্বাস

বাংলায় মহামান্য গভর্নর স্যার জন হার্ভার্ট বিগত ৫ই জুলাই খটিকাবিশুদ্ধ অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন সম্পন্ন করে নব্বই বছর বয়সে ফিরে আসছেন।

উক্ত দিবস প্রাতে টাঙ্গপুর পৌঁছিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মি: এ. এম. হাট্টন, ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং টাঙ্গপুরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মহামান্য গভর্নর বাহাদুর অষ্টপুত্র ইংল্যান্ড থেকে লইয়া ট্রেনে যোগে চাকিগঞ্জ গমন করেন। তথা হইতে একখানি লঞ্চে তিনি খটিকায় বিশুদ্ধ অঞ্চলের শস্যাদির দুরবস্থা দেখিতে পারেন।

দ্বিদিনের মধ্যে মহামান্য গভর্নর বাহাদুর আশ্বাসের ওপর ট্রেনে ফিরিয়া আসেন। তিনি ফুলের ডেউসার সমভিষাচারে বিভিন্ন স্থানেও গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে নৌকাযোগে চাকিগঞ্জে প্রত্যাবর্তনপূর্বক মহামান্য গভর্নর বাহাদুর ট্রেনে টাঙ্গপুর এবং টাঙ্গপুর হইতে গত ৬ই জুলাই ঢাকা পৌঁছেন।

খটিকাবিশুদ্ধ অঞ্চলের দুর্গতদের সাহায্যার্থ মি: এম. পি. পাণ্ডে টাঙ্গপুরে মহামান্য গভর্নরের হস্তে ৫০০ টাকার একটি চোড়া প্রদান করেন। মহামান্য গভর্নর বাহাদুর ত্রিপুরা ও মোরাখালী জেলার দুর্গতদের জন্য অর্থ সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছেন। প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মি: এ. কে. মুজুমদার গত ৬ই জুলাই ঢাকা পৌঁছিয়া সেদিনই টাঙ্গপুর যাত্রা করেন।

বাবুজী ও আদালীদেব যুগে যোগদান

খুজা-বেড়ী জাতিয়া কামান

তত্ত্বকে প্রিটিন সৈন্যদের বাবুজী ও আদালীদেব যিনিরা একটি বেসরকারী "গোলন্দাজ দল" গঠন করিয়াছে। তাদের ইহার নাম দিয়াছে "বুধু আদালীদেব"। বুধু ইটালীয় কামানগুলি জোগাড় করিয়া তাহারা বীভিসমত দল গোলন্দাজ হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম যখন ইহার আক্রমণ করে, তখন ইহাদের কামান ইঞ্জিনিয়ার কমান্ডার জেনারেল ছিল না; কিন্তু কমান্ডার কাক হইতে দুটি পাউন্ডের ইয়াবা আসিয়া গোলাগুলি ছোঁড়া শিখিত। অত্যাশ্চর্য্য কমে বর্তমানে ইহার বুধু দল গোলন্দাজ হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি লক্ষ্যবস্তুর দিকে গুলিও এখন জাহাজ গোলা ইঞ্জিতে পারে। কামানগুলির উপর গোলা নিক্ষেপ করাটা বর্তমানে তাহাদের অন্যতম আনন্দ।

জাতিগঠন ও পরী-উন্নয়ন

ত্রিপুরা জেলার কার্যের প্রগতি

বিগত যে বার ত্রিপুরা জেলার পরী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যাবিসংখ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আলোচ্য বারের প্রথম দিকে প্রথম বৃষ্টি এবং শেষ জুড়ে বৃষ্টিমাতার দরুন টাঙ্গপুর মহকুমার পরী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যে উন্নয়ন বাধার সৃষ্টি হয়। কচুরীপালা ধুলে, জোলা ডাঙা এবং নিরক্ষরতা দূর করণের কার্যে সমস্ত চেষ্টা নিবৃত্ত থাকে। এ-সম্পর্কে হানাতার, গাজিপুর, ইন্দ্রাহিমপুর, বীলকান্দ, মারেরপাড়া, হাট্টন, চরকালিয়া, হাজিগঞ্জ ও কড়াইতলী ইটনিয়নের মান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেজাল্টসে কতকগুলি ধানের পুল নির্মিত হইয়াছে। আকুদিয়া ও কড়াইতলীর নৈম-বিদ্যালয়গুলি বেশ ভাল কাজ করিয়াছে।

সদর (উত্তর) মহকুমার নিম্নোক্ত পরী-উন্নয়ন সমিতি ও নৈম-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে:—

টাকি—চাপিডলা ইউনিয়ন বোর্ড;

মিরপুর—চাপিডলা ইউনিয়ন বোর্ড;

সিরাইলখাড়া—খোলনল ইউনিয়ন বোর্ড;

বরউত্তরা—গাজিপুর ইউনিয়ন বোর্ড;

চরবাধর-চন্দননগর—জাকরগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ড।

নৈম-বিদ্যালয়

কালাকালি নৈম-বিদ্যালয়—লাউনকালি থানা;

হাজুর নৈম-বিদ্যালয়—মুরাদনগর থানা।

সাক্ষিগণ পরী-উন্নয়ন সমিতি বড়েশ্বর হইতে পাঁচোকা পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে। উক্ত সমিতি ১০টি ধানের পুলও তৈরী করিয়াছে।

খোলনল, সিরাইলখাড়া এবং বরউত্তরা গাজিপুর সমিতি গোবতী নদীর ধীরে বিভিন্ন স্থানের সংস্কার সাধন করিয়াছে। ছোট আলমদগর পরী-উন্নয়ন সমিতি ৬টি অসহায়ের ভোবা ডাঙা এবং দুইটি রাস্তা বেরাবত করিয়া দিয়াছে।

আলোচ্য বারের সদর-অধিনায়ক মহকুমার "কচুরীপালা সমিতি" গঠিত হইয়াছে। দলটি বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে কচুরীপালার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। এ-মহকুমার কচুরীপালা প্রায় নির্মূল হইয়াছে। বৃষ্টি ও বৃষ্টিমাতার দরুন অসহায় কাজ বসিত হইয়াছে।

মি: সারদার ওয়েলস কলেজ, মুক্তারট্রের সোভিয়েটকে সাহায্য করিবার পরিকল্পনা জরুরি ও কার্যকরীভাবে অনুসরণ হইতেছে।

বিভিন্ন জায়গায় চাকি বাজার দর

নিম্নের মার্কেট অফিসারের বিবৃতি

গত ২৫শে জুন বাজার সন্ধ্যায় নিম্নের মার্কেট অফিসার নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

পণ্য।	চাকি দর।
আগমার্ক আটা—	প্রতি বগ।
কাপড়ের বসিতে	৫১১/০
চটের বসিতে	৫১১/০
কাপড়ের বসিতে	৬
আগমার্ক বুড়—	
কিনোয় মার্কা	৬৪
অনুত জোপ	৬২
ডাকার	৬২
রাণা প্রতাপ	৫৭
নতর	৬২
সীতা	৬৫
প্রী	৬৮
চাউন—	
বাকুলসী	৬৪০ হইতে ৭১০
পাটসাই	৬১০ হইতে ৭
বোটা	৫৮০ হইতে ৬

মুগের দর (প্রথম বিভাগ)।

	প্রতি কুড়ি।
"ক" শ্রেণীর	৬৪০
"ব" শ্রেণীর	১১৪০
"গ" শ্রেণীর	১১/০
"ঘ" শ্রেণীর	১৪০
	প্রতি টাকার।
মুগ	৫ সের

আলু—	প্রতি বগ।
সেপী নৈমিজাল	৪১১০ হইতে ৪১১০
	প্রতি সের।
এ	৭০ হইতে ৭১০

বাহ—	প্রতি বগ।
মোহিত	২০ হইতে ২৪
চিড়ি	১৬ হইতে ১৮
ইলি	১০ হইতে ১৪

ফল—	প্রতি টাকার।
আপেল (নৈমিজাল)	১২টা হইতে ১৬টা
কমলা (সাগপুর্নী)	৮ হইতে ১০টা

	কুড়ি।
আমরাস (আমরাস)	৬ হইতে ৮
	এক ডজন।
কলা (সিলাপুর)	৭১০ হইতে ৮০

পানি—	উর্ধ্ব পক্ষে কত দুধ সের।	দার।
গাভী	৮ সের	২২
হরিণ	১২ সের	১৭৬
	কমপক্ষে কত দুধ সের।	দার।
গাভী	৬ সের	৬৬
হরিণ	১০ সের	১৪০

বাক্যসমূহ আদিকুল হকের দ্বারা মি: আলোর দ্বারা মি: এ. এম. হাট্টন সাহায্যে চাকি বিভাগের রেজিষ্টার দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। বাক্যসমূহ বাকি বিভাগের বিভিন্ন নিম্নের এজেন্সি-এই বাক্যসমূহ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।



১৬ হইতে ১৮ বছর বয়স প্রত্যেক বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যের শিশু প্রদানের উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা গঠিত হইয়াছে, বিদ্যমান-বিভাগীয় কর্মী দ্বারা আকিবদল নিম্নোক্তরূপে জনসমক্ষে উহার সরকারীভাবে সমিতি আয়োজন করিতেছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

জার্মান আক্রমণ প্রতিহত

১লা জুলাই প্রাতঃকালের সোভিয়েট এন্ডেজারে বলা হইয়াছে যে, কিলিশ সীমান্তে সাংসী ও কিলিশ সৈন্যরা সশস্ত্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু লানকৌজ নবত আক্রমণ প্রতিহত করে এবং পত্রিকাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করে।

বিল্ড এল্যাকার এবংও তীহু সংগ্রাম চলিতেছে এবং নরমেন বহুসংখ্যক ট্যাক বিধৃত করা হইয়াছে।

কুসঙ্গরে একখানা ও বাল্টিক সাগরে দুইখানা, মোট তিনখানা জার্মান সাবমেরিন জাহাজ দেওয়ার দাবী করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া নরমেনের আরও একখানি সাবমেরিন বিধৃত হইয়াছে।

জার্মানরা বিল্ড হাড়াইরা আরও ১০০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছে, তাহা বহুত এন্ডেজারে সম্বিত হয় নাই।

সোভিয়েট এন্ডেজারে জানানো হইয়াছে যে, তীহু সংগ্রামের পর বিল্ড অফলে নরম আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। এই অফলে উত্তর পক্ষের ট্যাক বাহিনীর যুগ্ম ভরবর সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং বহু নরমেনা নিহত এবং সমরোপকরণ ক্ষীরদের হতগত হইয়াছে।

মজোর আর একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্মান ও কমানিয়ার পুনরায় প্রস্তুত নদী অতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাঙ্গিকে বিভাডিত করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রভুত নতিও হইয়াছে।

সিরিয়ার বাহিনী

সিরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে নূন চমকপ্রদ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, উপকূলভাগে বিক্রপকীর বাহিনী সাকল্যে সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দাবের হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সিরিয়াকে শীঘ্রই বিল্ডের মত স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

দুইখানা নরম-জাহাজ বিধৃত

গত ৩০শে জুন দিনের বেলা রাজকীর বিমানবহর নরম-অধিকৃত উত্তর ক্রান্সে তিনবার দানা দিয়াছিল।

উপকূল হইতে ৬০ মাইল দূরত্বী একটি সামরিক নক্যাহানে ভরবরভাবে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল।

বৃটিশ প্রেন্সমহু কীল ও ব্রেনেও আক্রমণ চালিয়াছিল। কীলে বহুসংখ্যক বোমা বর্ষিত হইয়াছিল।

অভিযানের সময় বিমান বহর ডেট্রার পরিবেষ্টিত একটি নরম কনভয়ের সন্ধান পায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই বহু বহু দুইখানি জাহাজের (৭,০০০ হাজার হইতে ৮,০০০ হাজার টন) উপর বোমাবর্ষণ করে। দুইখানি জাহাজই নিমজ্জিত হইয়াছে।

বিল্ডের ৪০ মাইল পূর্বে জার্মান বাহিনী

১লা জুলাই জার্মান যুদ্ধ এন্ডেজারে এইরূপ দাবী করা হইয়াছে যে, জাহাজের সৈন্যরা বিল্ডের ৪০ মাইল পূর্বে উপনীত হইয়াছে এবং বাল্টিক রাষ্ট্রে দাবী জরিদা করণ করিয়াছে।

আক্রমণ প্রতিরোধে সোভিয়েটের লড়াই

মজোর বেজারে বোমণা করা হইয়াছে যে, নরমেন আক্রমণ বহুশক্তি প্রতিরোধ এবং সোভিয়েটের সশস্ত্র নবত-সম্পদের সংযোজনবই বেশকি পরিমাণ গঠনের উদ্দেশ্য।

সাক্ষরিত কমান্ড সৈন্য কমান্ড

বিলাসিতকের পূর্বে সাক্ষরিত কমান্ডে বদলী করা হইয়াছে এবং হতগত কন নবত-সম্পদের অধিকাংশই

সেই পর্বাত ধ্বংস করা হইয়াছে বলিয়া জার্মান রাষ্ট্র-কম্যাণ্ড ২রা জুলাই দাবী করিয়াছে।

একখানি এন্ডেজারে বলা হইয়াছে যে, কিলিশ সৈন্যদের জার্মান বাহিনী আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

একখানি রাশিয়ান এন্ডেজারে লাও পরিত্যক্তের কথা খোঁকা করা হইয়াছে।

৭খানি জার্মান সাবমেরিন বিনষ্ট

২রা জুলাইর একখানি রাশিয়ান এন্ডেজারে কুসঙ্গরে ৭ খানি সাব-মেরিন ধ্বংসের দাবী ও কনট্রার আরো আক্রমণের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

জার্মান নৌ-বাহিনীতে বোমাবর্ষণ

২রা জুলাই রাশিতে বৃটিশ প্রেন্সমহু পুনরায় জার্মান নৌ-বাহিনীসমূহে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। তিনটি নরম জাহাজের উপর বোমা পতিত হইয়াছিল।

রাজকীর বিমান বহরের বহুসংখ্যক বিমানসেপাত টানিশ চ্যান্সেল অতিক্রম করার পর কোংটির উপকূলভাগীয় প্রচরীরা বহুসংখ্যক হইতে বিকোয়নের নরম তনিত পায়। এই বিকোয়নের নরম উত্তর ক্রান্সের মধ্য হইতে আসিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে।

জার্মান ট্রান্স নিমজ্জিত

আনচাওয়ার নবর সংগ্রহে নিমজ্জ এক খানা জার্মান ট্রান্স নিমজ্জিত হইয়াছে এবং ২২ জন নাবিককে প্রেক্ষার করা হইয়াছে বলিয়া নৌ-বিভাগীয় এন্ডেজারে বোমণা করা হইয়াছে। আইসল্যান্ডের উত্তরদিকে সামরিক পর্যবেক্ষণের সময় বৃটিশ নৌ-সৈন্যগণ এই ট্রান্স ধানার গতিরোধ করে।

জার্মান প্যারামুট-বাহিনী

আক্টম ট্রাডেট পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, এছোমিয়ার বার্ডুর নিকটে ডেওল অফলে জার্মান প্যারামুট সৈন্যরা অবতরণ করিয়াছে।

যুদ্ধ সম্পর্কে জার্মান এন্ডেজার

জার্মান রাষ্ট্রকম্যাণ্ডের এন্ডেজারে ২রা জুলাই বলা হইয়াছে, পূর্বাফলে সোভিয়েট সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম উল্লুতির পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রাইপেত জলাভূমির

বিকিরে অলককোডের নিকটে যে ট্যাক সংগ্রাম হয়, তাহাতে একপক্ষ সোভিয়েট ট্যাক বিধৃত করা হইয়াছে। জাহাজের নিকটে দুই দিন ধাপ্ত সংগ্রামের পর সোভিয়েট ট্যাক বাহিনীকে বিধৃত করা হইয়াছে। ১২০ ট্যাক নবন করা হইয়াছে।

সিঙ্গা জাহাজের দাবী

ইতিপূর্বে একখানা বিশেষ এন্ডেজারে বোমণা করা হইয়াছে যে, সিঙ্গা জাহাজের হতগত হইয়াছে। ওয়ান (ন্যাটভিয়ার উপকূলে দিঘীর প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে) নবন হইয়াছে। কিলিশ সৈন্যদের সহযোগিতায় জার্মান সৈন্যবাহিনী মধ্য ও উত্তর কিলিয়াও অফলে সোভিয়েট সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আক্রমণ চালায়।

পারিয়ার পতন

জেকলসের, ৩রা জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, পারিয়ার আক্রমণ ন করিয়াছে।

মজোর হইতে ২৪০ মাইল দূরে জার্মান বাহিনী

ভিগি সংবাদ সন্ধ্যার এছোমীয়ার নিকট সোভিয়েট সীমান্ত হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, বিল্ড হইতে মজোর দিকে অগ্রসর জার্মান সৈন্যবহনগুলি মজোর হইতে ২৪০ মাইল দূরে সোভিয়েটের নিকটে উপনীত হইয়াছে। প্রাপ্ত সন্ধ্যা সংবাদেই প্রকাশ, বিল্ডের পশ্চিমে ও প্রিনেট জলাভূমির বিকিরে, বিশেষতঃ লুক বণাকসে বহু বকনের গুহ চলিতেছে।

মুরমানস্ক অধিকারের দাবী

টেকচলমে জার্মান প্রুত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, জার্মানগণ মুরমানস্ক অধিকার করিয়া লইয়াছে।

কনট্রা জাহাজ বিধৃত

সোভিয়েট নৌবহর অতিক্রম আক্রমণ দ্বারা কমানিয়ার নৌ-বাহিনী কনট্রা জাহাজ বিধৃত করিয়াছে।

ট্যালিসের বহুত

এম, ট্যালিস ৩রা জুলাই প্রাতঃকালে রাশিয়ার সশস্ত্র বেজার বাহিনী হইতে রাশিয়ান জাহাজ উদ্দেশ্যে এক বহুত লাম প্রসঙ্গে বোমণা করেন যে, রাশিয়ান সৈন্যদের বীরোচিত বাহাদুর ও নরম প্রুত সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হওয়া

[১০ম পৃষ্ঠার দুইখা]



বৃটিশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল লায়ন জন ডিস্ট ইংলেও অবস্থিত কোকোপুস্ত সৈন্যবিন্দকে পরিদর্শন করিতেছেন।
জাহাজ বহু পূর্বে কোকোপুস্ত সেনাপতি জেনারেল বিরোসুয়ে লড়াইর দাবী করিয়াছেন।

জাতিগঠনমূলক কার্যে সরকারী সাহায্য

বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য অর্থ যত্ন

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বাধরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নবীয়া, জলপাইগুড়ি, মণোহর, নবনন্দিনী, বীরভূম, চট্টগ্রাম, মালদহ ও বর্ধমান জেলার মিলেজাত পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার জন্য বাঁকুড়া সরকারী সঞ্চয়ি আদায় ১৮.৪০৫ টাকা যত্ন করিয়াছেন:—

বাঁকুড়া

কলকাতা মহা-ই-রাষ্ট্রী কুলে আদায় জাতীয় জাহাজের জন্য একটি ফোটেস নির্মাণার্থ	১৫০
বাঁকুড়া বামকক মিলন লাভা চিকিৎসালয়ের নতুন দালান নির্মাণার্থ	১,০০০
চৌপাল এম-ই কুলের গৃহ সংস্কারের জন্য	১০০
পাখান্দা বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণার্থ	১০০

মেদিনীপুর

জাহা চইতে শালবসি পর্যায় একটি রাস্তা নির্মাণার্থ	৪০০
হাঙ্গল থানায় একটি পুনরুদ্ধার থানা রাস্তা নির্মাণার্থ	৪০০
চক্রকোণা থানায় ২নং ইউনিয়নে লাফিঙ্গা হটতে কুইপুর্ পর্যায় একটি রাস্তা নির্মাণার্থ	১০০
পল্লী পাইল্টেজীর (হাঙ্গল) জন্য নতুন পুস্তক প্রকাশ (ইতিপূর্বে প্রকৃত ২০০ টাকা ছাড়া)	১,০০০
এগুয়া বালিকা মহা-ই-রাষ্ট্রী কুলের দালান নির্মাণ শেষ করার জন্য	৫০০
কাজলাগড় হাই-কুলে বরদ-বিভাগ বোলার জন্য (কুলের নাম বনলাইরা কলাগাছিয়া হাই-কুল হানিতে হইবে)	৪০০

বাধরগঞ্জ

কলকাতা থানের উপর একটি পারে চলা সেতু নির্মাণার্থ	১,২১৪
---	-------

ত্রিপুরা

কুমিল্লা নদর হালপাতালে সংক্রমক রোগের একটি ওয়াড নির্মাণার্থ	১,০০০
হাজরগাছী থানায় হরপুর্ থানে একটি নল-কুল বসানোর জন্য	১৭৫

নবীয়া

নবীয়ার নববার কৃষি-পরিকল্পনা সম্পর্কিত বারী প্রকাশনী প্রকাশ্যি সংগ্রহার্থ	১০০
---	-----

জলপাইগুড়ি

পাখান্দা ইউনিয়ন বোর্ড ডাকঘরখানার জন্য সাক-সংগ্রহ ও উৎসাহি প্রকাশ	৬০০
বাউড়া ইউনিয়ন-বোর্ড ডাকঘরখানার জন্য উৎস ও সাক-সংগ্রহ প্রকাশ	৫০০

মণোহর

কলি বাঁকুড়া চিকিৎসালয়ের জন্য একটি কিল্ডার প্রকাশ	৪০
পাখান্দা বালিকা-বিদ্যালয়ের আলবদল ও সাক-সংগ্রহ প্রকাশের জন্য	১০০
মেদা হাইট এলোবিশেষের একটি কালপ পঠনের জন্য	১৫০

মণোহরে একটি কৃষি, শিল্প ও বাহ্য প্রকাশনী প্রকাশ	১,২৫০
হরিণাকুণ্ড থানায় অধীনস্থ ভবানীপুর থানের পুনঃসংস্কার জন্য	৫০০

নড়াইল মহকুমা ইন্টার-কুল স্পোর্ট এলো-সিইলেন	২০০
---	-----

নড়াইল মহকুমার লাউড়িয়া নামক স্থানে একটি লাভা চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য	১,০০০
---	-------

নড়াইল মহকুমার পোপালপুরের ইউনিয়ন-বোর্ড লাভা চিকিৎসালয়ের স্থাপতি ও উৎস প্রকাশ	১,০০০
--	-------

নড়াইল মহকুমার আউড়িয়া গ্রামে একটি থানা লজগৃহ নির্মাণার্থ	১,০০০
--	-------

মোহাঙ্গা থানায় লক্ষীপাশা নামক স্থানে কৃষি-শিল্প প্রকাশনী প্রকাশ	২৫০
--	-----

"মোমিন" বালিকা মহা-ই-রাষ্ট্রী বিদ্যালয়ের চতুর্দশ শ্রেণীর দেওয়ান নির্মাণ সম্পূর্ণ করার জন্য	৫০
--	----

মহম্মদনগর

জাহালপুর মহকুমার লালিতাবাড়ী থানায় চেমা-বালি চইতে মুগ্ধি পর্যায় একটি থান বনানের জন্য	১৫০
--	-----

জাহালপুর মহকুমার পাখাবাড়া ইউনিয়নে বোয়ালমারি থান বনানের জন্য	৫০
--	----

বীরভূম

নদর মহকুমার লাউপুর থানায় লাখোলা নামক স্থানের বীধ বেরাভের জন্য	২,০৬৬
--	-------

চট্টগ্রাম

বৈশাল থানায় একটি পাখাডী নদীর উপর আদিশা সেতুর পুনঃগঠন জন্য	১,১০০
--	-------

মালদহ

মোশাকলা লাভা চিকিৎসালয়ে অস্ত্র-চিকিৎসার গৃহ ও মহিলাদের বিশ্রামাগার নির্মাণার্থ	২০০
মহারাজপুর লাভা চিকিৎসালয়ের উপযোগ্য নক্সার প্রকাশ	২০০

বর্ধমান

আদিশাল পল্লী-উপগ্রন কবিতা	২৫০
হাঙ্গল থানায় হরিপুর্ নামক স্থানে বাবোলের বীধ বেরাভের জন্য	১০০

বাধরগঞ্জ জেলার ঋণ-বীমাংশ

মালিনী-বোর্ডনগরের উদ্যম

বিবিধি ঋণ-মালিনী বোর্ড

বাইবালানী ও বিক্রী চুক্তিতে ৯২৫ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। উক্ত ঋণের পরিমাণ ৯১৯।০ টাকা বসিয়া লান্য হয়। পরে উহা ৩২০ টাকা বীমাংশ হয়। ১৬টি বার্ষিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করা হইবে।

বাউক এই চুক্তিতে ৫০০ টাকা ঋণ করে যে, উক্ত টাকা শোধ না করিলে সে জাহার যে নকল জরি করা মহাজনকে ভোগ দখল করিতে দিল, তাহা আর কেবল পাইবে না। কিন্তু বোর্ড থির করে যে, ১৬টি বার্ষিক কিস্তিতে ২০০ টাকা প্রদান করিলেই বাউক জাহার জরি করা কেবল পাইবে।

মুন্ডা কালিকাপুর ঋণ-মালিনী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৭৬১/৪ নং নালার বাইবালানী বড়ের বনে ৫২৫ টাকা ঋণ দিয়া মহাজন বাউকের ৫ গুণ জরি ৪১ বৎসর ভোগদখল করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৩২৫ টাকা বসিয়া বার্ষিক করে, কিন্তু বাউক বিপটি বার্ষিক কিস্তিতে ৫ উহা শোধ করিতে সমর্থ হইবে না বসিয়া ১৯টি বার্ষিক কিস্তিতে ১৯০ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে বসিয়া বোর্ড বীমাংশ করে। বাউকের যে জরি বর্গে ৯ দেওয়া ছিল, তাহা তৎকালে জাহাকে প্রদান করা হয়।



জোড়ের বা গুহে জোড়ের বৃষ্টি বসলে একবারি জাহার বসানী বসানী পরিশ্রম করিতেছেন।

বাঙলাদেশে কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা

বাঙলা-সরকারের নবীন উদ্যম

বাঙলাদেশে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত রোগীদিগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা, এই রোগকে আরও দূরীভূত করা এবং সত্ত্বপন হইলে এই রোগ সুস্থ কর্তৃকৃত করার বিষয় কিছুদিন যাবৎ বাঙলা গভর্ণমেন্ট বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া আসিতেছেন।

বাঙলা সরকারের জন-স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্থানীয় স্বাস্থ্য-পালক বিভাগ হইতে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জেলার শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রচার-পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কুষ্ঠ রোগকে আরও দূরীভূত করিতে হইলে প্রথমতঃ জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য-পালক এবং কুষ্ঠরোগ অনুবর্তিত অফিসের বহু সংখ্যক কুষ্ঠ চিকিৎসার স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহা অনুবর্তিত পত্র এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উপযোগী করিয়া করিতে হইবে। পল্লী-অফিসে এই প্রকারের চিকিৎসার স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য ও এই চিকিৎসার মধ্যে উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সন ও বহুকুমা হাসপাতালগুলিতে এবং ইউনিয়ন বোর্ডে কুষ্ঠ চিকিৎসার স্থাপনের একটি পরিকল্পনা জন-স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এই রোগ নিরূপণের ব্যাপক পরিকল্পনা সাবধানতার সহিতই আরও করিতে হইবে। কুষ্ঠরোগ নিরূপণের জন্য এই পরিকল্পনার যে অংশ নিজস্ব প্রয়োজনীয়, সেই অংশই প্রথমে কার্যকরী করিতে হইবে। সুতরাং ইহাই স্থির করা হইয়াছে যে, সন ও বহুকুমা হাসপাতালের সঙ্গে এবং ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে কুষ্ঠ চিকিৎসার স্থাপন ও পরিচালন করিয়া কাজ আরও করিতে হইবে। সন ও বহুকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন কুষ্ঠ চিকিৎসালয়ে বিশিষ্ট ঔষধি বা রোগ প্রতীকারক ঔষধ সরবরাহের জন্য গভর্ণমেন্ট যে সাহায্য প্রদান করিবেন, তাহার একাংশ সার্কস-জেনারেলের হাতে দেওয়া হইবে। ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে যে সনুর চিকিৎসার স্থাপিত হইবে, তাহার জন্য প্রথম বৎসর গভর্ণমেন্ট সাক্ষ-সংগ্রহ ও ঔষধের মূল্য বাকস দ্বারা প্রায় ১১৫০ টাকা সহ বোর্ড ২০০ টাকা ও তৎপরি ভাঙনের ও তাহার সাহায্যকারীর বেতনের অর্ধেক সাহায্য প্রদান করিবেন। এই সাহায্য ও পরবর্তী বৎসরগুলির জন্য গভর্ণমেন্ট প্রস্তুত আরোও সাহায্য এই সর্বে দেওয়া হইবে যে, বিভিন্ন পরিকল্পনা নতুন এককালীন ও স্থায়ী ব্যয়ের অবশিষ্ট প্রায় স্থায়ী বিভিন্ন সুত্রে প্রাপ্ত টাকা হইতে দেওয়া হইবে এবং এই বিষয়ে স্থায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যকীয় প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে হইবে।

এ প্রচার-পত্রে আরোও বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে যে সনুর কুষ্ঠ চিকিৎসার আছে, সেগুলিকেও এই প্রাথমিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়ের জন্য যে বছরের পীচা নির্দেশ করা হইয়াছে, তৎমুখ্য এই সনুর চিকিৎসালয়ে গভর্ণমেন্ট বরোপনুত সাহায্য প্রদান করিবেন—যাহাতে এই সনুর চিকিৎসালয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনাবলিতে কাজ চলিতে পারে।

গভর্ণমেন্টের অনুবর্তিত নীতি অনুসারে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এককালীন ব্যয়ের যে অংশ বহন করিতে হইবে, তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রথমে ব্যয় করিতে হইবে। তাহার পর গভর্ণমেন্টের সাহায্যের টাকা ব্যয় করিতে হইবে, এবং গভর্ণমেন্ট প্রদান করেন যে, স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রকারের সুত্রে প্রথম করিতে উচিত করিবেন যে এককালীন বহন বিভিন্ন পরিকল্পনা নতুন এইরূপ চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপনের প্রত্যক্ষ উপস্থিত করিবেন।

এই প্রবেশের লক্ষ্য এই এই রোগ দূর করা; তবে কোন কোন জেলার বেশী ও কোন কোন জেলার কমপেকা কম।

হংপুর, বেলগাঁও, কুশিয়ারা, বীরভূম, দক্ষিণ, রাজশাহী, ঝাঁকড়া, বিনাকপুর, ঢাকা, হুগলী, বরনগর এবং বর্তমান জেলার এই রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশী। অন্যান্য জেলারও এই রোগ আছে; কিন্তু অনেকটা কম। সুতরাং প্রস্তাব করা হইতেছে যে যেখানে এই রোগের আক্রমণ অত্যধিক, প্রথমে সেই সনুর জেলার কুষ্ঠ-নিবারণী কার্য আরও করা হউক। ব্যাপক পরিকল্পনার অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; তৎমুখ্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নীচের কার্য আরও করা হইবে:—

- (১) কুষ্ঠ চিকিৎসার জালার ও স্বাস্থ্য-পরিদর্শক-নিগের নিকট জনা বিশেষ নিকা-ব্যবস্থা।
- (২) নিম্নলিখিত স্থানে কুষ্ঠ চিকিৎসার স্থাপন:—
- (ক) সন ও হাসপাতাল,
- (খ) বহুকুমা হাসপাতাল এবং
- (গ) ইউনিয়ন বোর্ড।

রোগের সূচনায়ই রোগ নির্ণয়ের জন্য এবং আধুনিক চিকিৎসা প্রয়োগের জন্য ইহা নিজস্ব প্রয়োজন যে, সাহায্য ইহার সঠিক সংশ্লিষ্ট থাকিবে তাহা নিগকে এই বিষয়ে বিশেষ এবং ভাল শিক্ষা দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, কলিকাতার টপিকাল স্কুলে জালার ও স্বাস্থ্য-পরিদর্শক-নিগকে তিন সপ্তাহ ট্রেনিং দিতে হইবে। পক্ষান্তরে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত জালারনিগকেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কুষ্ঠ-প্রতিরোধ সমিতির বর্জী শাখার সহযোগিতায় ট্রেনিং দেওয়া হইতে পারে।

চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা।—যে সনুর জালার সন ও বহুকুমা হাসপাতালসমূহে কাজ করিতেছেন এবং কুষ্ঠ চিকিৎসার বিশেষ ট্রেনিং পাইয়াছেন, তাহাজে তাহাদের

ব্যবহারি আউটডোর বিভাগের কাজের সময় ছাড়া অন্য কোন নির্দিষ্ট সময়ে নতুন হুই দিন ব্যয়িত কুষ্ঠ রোগীকে চিকিৎসা করিতে পারেন। এই সনুর হায়ে এ কার্যও হাসপাতালের নিয়মকর্তা কর্তৃক অংশ করিয়া করা হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়।—কুষ্ঠরোগ পল্লী-অফিসেই বেশী দেখা যায়। কাজেই এই সনুর অফিসে চিকিৎসা-কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হইলে রোগ প্রতিরোধে বিশেষ সাহায্য করিবে। এই উদ্দেশ্যে এককালীন সাহায্য-ক্রমে নির্দিষ্ট ঘর, পুকুর ও জীলোকের জন্য পুষ্ক ব্যবস্থা রাখিয়া উপযুক্ত স্থানে তুলিতে হইবে। আবশ্যকীয় সাক্ষ-সংগ্রহ যোগাড় করিতে হইবে। এক জন বেসরকারী চিকিৎসককে আর্থিক সাহায্য করিয়া সপ্তাহে দুই দিন নির্দিষ্ট জায়গায় ও সময়ে রোগীদের চিকিৎসা করাইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এই প্রকারে সেখানে সত্ত্ব সেখানে এই চিকিৎসক তিনটি চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীদের চিকিৎসা করিতে পারেন।

এই সনুর চিকিৎসালয় পরিচালনার জন্য একটি রেজিষ্ট্রারপ্রদত্ত মেলা কুষ্ঠ বোর্ড থাকিবে। মেলা ব্যাকটিস্ট ইহার সভাপতি ও মেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান সহকারী সভাপতি ও আরোও ১৪ জন সভ্য এই বোর্ডে থাকিবেন। ইহার মধ্যে সভাপতি কর্তৃক বসোবাস দুইজন মহিলা সভ্যও থাকিবেন। ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়গুলির স্থান ও প্রয়োজনীয় ব্যয় স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে করিতে হইবে। একটি ইউনিয়ন বোর্ড অথবা কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ড একত্র এক কাজ করিতে পারে। তাহারা ইহার জন্য এককালীন দানও টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং বিদ্যমান কার্যিক পরিদর্শন কাজে লাগাইতে পারিবেন। যে স্থানে একজন সত্ত্বপন হইবে না, সেখানে মেলা বোর্ড ব্যবস্থা করিতে পারে।

দেশীয় ঔষধ শিল্পের আনুসঙ্গ্য

ছয় লক্ষাধিক করণের অর্জ

বিভিন্ন প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের প্রবলিশি বিভাগের ডাইরেক্টরগণের ব্যবহৃত তথ্য সনকারের সনকার বিভাগ তাঁহাদের নিকট ৬৯৯,০০০ হাতে মোল করণের অর্জ দিয়াছে। এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাসে এইগুলি সরবরাহ করিতে হইবে। পাঞ্জাব, বুরুশদেশ ও মেসারস ট্রেট লক্ষ্যপেকা অধিক অর্জ পাইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বাঙলা, বেহার, বিহার ও মদীপুর রাজ্যের অংশও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙলা দেশের মিল ৭,৫০০ করণের অর্জ পাইয়াছে।



একজন ইউনিয়ন নিবাসী নিবাস-জনস সম্পর্কে তাহাদের ট্রেনিং শেষ করার জন্য মোটেশনার যাত্রা করিয়াছে। নিকা সন হইলে ইহা সাম্রাজ্যিক বিদ্য-ব্যবহারী পতি কৃতি করিবে।

ঋণ-সালিশী বোর্ড সম্মেলন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অভিনব অনুষ্ঠান

বিগত ১৮ই জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জায়গায় বড়কুমার স্যাক্সিট মি: এইচ. এইচ. মোহাম্মদ সত্যপতিবের উক্ত মহকুমার ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান এম: বড় সাংখ্য সদস্য বাতীত ও সভার সার্কুল অফিসার, ঋণ-সালিশী বোর্ড অফিসার, সবদায় সমিতির ইন্সপেক্টরগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঋণ-সালিশী বিভাগের পূর্ণ সার্কুলের ডেপুটি ডিরেক্টর খানসাহেব এম. আর. আলি সভার প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি বলেন, জনসাধারণের ঋণভার লাঘবের ব্যাপারে সালিশী বোর্ডগুলি অনেক কিছু করিয়াছে সত্য, তবে উহাদের কর্মতৎপরতার বৃদ্ধিসাধনপূর্বক বলাসহজ নীতি উক্ত সাধারণ অবসান ঘটান উচিত। আইনের সংশোধন-মূলক যে-সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি বিধিবিহীন হইয়াছে, তন্মূলে ঋণ-সালিশী বোর্ডের কার্যাবলী যতটা সম্ভব শেষকটী পূর্ণ করা হইতে পারে যার দ্বারা, তাহাও দেখা উচিত। বর্তমানে দুইটি প্রধান ক্রটি পরিলক্ষিত হইতেছে, যথা (১) মামলার বিচারে বিলম্ব ও (২) মীমাংসায় ক্রটি।

দুই প্রকারে মামলা শেষ করা হইতে পারে। মীমাংসা বা ডিসমিস তদুপায় অর্থায়ন বাতীত হইতে পারে যখন আইনসম্মতভাবে উভয় কোম মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না অথবা মামলার পক্ষপাণের আচরণের প্রকৃতি যদি কোন মীমাংসা না করা যায়। অসম্মতভাবে কোন মামলা ডিসমিস করা নিষিদ্ধ। বড় সাংখ্য তাড়াতাড়ি মামলা নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া উচিত। যে সকল কারণে মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে অসম্মত বিলম্ব হইয়া থাকে, উহার অবসান ঘটান উচিত। পক্ষপাণের অনুপস্থিতিতেও মামলা চলিতে পারে, সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর ডেপুটি ডিরেক্টর মহোদয় বলেন, যদি বোর্ডগুলি চারিটির প্রত্যেক করে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহাদের সিদ্ধান্ত রেকর্ড করেন, তাহা হইলে মামলার বিচার ত্রুটিমুক্ত হইতে পারে। মিস্ট্র গুণ্ডলি দেওয়া হইল:—

(১) আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা; (২) ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ; (৩) অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ; (৪) নিষ্পত্তি। আবেদন সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধার হাত এড়ান যায়। ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত করিতে হইলে উহা স্বাধীনভাবে নিরূপিত হওয়া চাই। ইতিপূর্বে টাকা পরসার বা কুসম্পত্তি দ্বারা যে পরিমাণ ঋণ শেষ দেওয়া হইয়াছে, উহা নির্ভুলভাবে বাদ দিতে হইবে। বাতকের ঋণ পরিপোষের ক্ষমতা কতটুকু তাহা দেখাইবার জন্য তাহার অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে বীতিমত জব্দ করিয়া দেখা উচিত। কারণও কোন সভ্যদের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুধু মাত্র বাতকের ঋণ পরিপোষের ক্ষমতাকে ভিত্তি করিয়াই মামলা নিষ্পত্তি করা উচিত। কিন্তু অসুসাধে বাতকের ঋণ পরিপোষ করার ক্ষমতা থাকা চাই; মত্রে মোরেলদাস পণ্ডিতের পরামর্শ দিয়া।

ডেপুটি ডিরেক্টরকে প্রথম মামলায় ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সর্বপ্রথমে মহামান্য সত্যপতির প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য প্রকাশপূর্বক বর্তমান মহাসম্মেলনে ইংলণ্ডের জর কারদা করেন। বিজয়ন্ত: তাঁহারা অতিরিক্ত বৃত্তিপাতে শস্যাদি দ্রব্য বিক্রি টাকা এবং জুয়াবিক্রয়-গণের দ্বারা আকারে জনসাধারণের অবসরভার প্রতি ডেপুটি ডিরেক্টর মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সর্ব-প্রথমে তাঁহারা এই বর্ষে প্রার্থনা করেন যে,

ঋণ-সালিশী আইনের আয়কাল বৃদ্ধি করিয়া বাতক-সিপকে উহার স্বযোগ প্রদানে সাহায্য করা হউক। বোর্ডের কোম্পানী ও পরিণতা উপযুক্ত বাহিনা পায় না বলিয়াও তাহার অভিযোগ করিয়াছেন।

মানসম্মেলন উত্তরে ডেপুটি ডিরেক্টর মহোদয় বলেন, বুদ্ধ এক্ষণে এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, শুধু বুকের কথার কোন কাজ হইবে না। এ দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি অল্প সাধারণ জন্য অর্থবল ও লোকবল দ্বারা গঠন-মেন্টকে বলাসহজ সাহায্য করিতে হইবে। দুই প্রকৃতির লোকেরা দ্বিধা ও জব্দ হইয়া জনসাধারণের মনে যে ভ্রাস সত্যের চেষ্টা করিতেছে, তাহারা সত্য সংবাদ প্রচারের দ্বারা লোকের মনের দূর করিতে পারেন। এই ভাবে কথার দ্বারাও গঠন-মেন্টকে সাহায্য করা হইতে পারে। বিভিন্ন বুদ্ধ তদবিলম্বে জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেওয়াও তাহাদের কর্তব্য।

স্বপ্নের বিষয় বুদ্ধে যোগদানেচ্ছ যে কোন স্বাধীনতা যুদ্ধ এক্ষণে স্থল-বাহিনী, নৌ-বাহিনী অথবা বিমান-বাহিনীতে অন্যভাবে যোগ দিতে পারে। অতিরিক্ত দুইটি প্রকৃতি শস্যাদি সম্পর্কে তিনি বলেন, ইহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। দুর্ভাগ্যের সাহায্য প্রদান সম্পর্কে শাসন কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সজাগ আছেন এবং বর্তীত কৃষিভাঙ্গক আইনেও সার্কুলেট অফিসারগণকে অতিরিক্ত সময় দানের ক্ষমতা দেওয়া আছে। তিনি বলেন, ঋণ আদায়ের কাজ ব্যাপকভাবে শ্রমিত দ্বারা হইতে পারে না; তবে সার্কুলেট অফিসারগণ স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অতঃপর ডেপুটি ডিরেক্টর মহোদয় বলেন, ঋণ-সালিশী আইনের আয়কাল বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন তুল ধারণা থাকা উচিত নয়। পঁচ বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনত: আর কোন মূল্য মামলা গ্রহণ করা উচিত হইবে না। যে-সকল বাতক বোর্ডের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, তাহারা অন্যভাবে এখনও তাহা করিতে পারে। ১৯৪১ সনে কতক এবং ১৯৪২ সনে কতকগুলি বোর্ডের আয়কাল কুরাইয়া হইবে। বাহারা মামলা শেষ করিতে একান্ত ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

মো-মহিবিদ্যের বাজার

সার্কুলেট বিভাগের বিবৃতি

বিগত ২৮শে জুন যে সভায় শেষ হইয়াছে, উক্ত সভায় মোট ৯৩টি দুর্ভবতী গাভী কলিকাতার আমদানী হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৫৩টি গাভী পাঠান হইতে এবং বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশে হইতে আসিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে পাঠান হইতে ১৫৪টি মহিষ ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১১৪টি মহিষ আমদানী হইয়াছিল।

দুর্ভবতী গাভীর দর ৬১ টাকা হইতে ৯৫ টাকার মধ্যে ছিল এবং মহিষের দর ১৪০ টাকা হইতে ১৮৫ টাকার মধ্যে ছিল। গাভীগুলি দৈনিক ১৬ সের হইতে ১৮ সের পর্যন্ত এবং মহিষগুলি ১০ সের হইতে ১২ সের পর্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করিবার উপযুক্ত ছিল।

জনসাধারণের অবস্থার জন্য আশান্বিত হইতেছে যে, ১৪ই জুলাই তারিখে ঢাকার যে দরবার হওয়ার কথা ছিল, তাহা উক্ত তারিখে অনুষ্ঠিত না হইয়া আগামী ২১শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। যে লব মিলান-পত্র বিক্রি করা হইয়াছে, তাহা জুলাই ২১শে তারিখ বরফারে মোকদদাস করা চলিবে।

বাটিকা বিধিত অফলে সরকারী সাহায্য

বহু মেডিক্যাল ও স্যানিটারী ইউনিট প্রেরিত

মোরাখালি ও বাবরগঞ্জ জেলার কৃষিকাজের পরকণই বাতলার জনসাধারণের ভিতরের ডাকার দুর্ভাগ্যের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বহিরাগতের স্যাক্সিট ও জেলা-বোর্ডের সহযোগিতায় স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও বাটিকা-বিধিত অফলের জন্য নিযুক্ত ডাক্তারগণকে দ্বিধা চিকিৎসা-কেন্দ্রে থোলার জন্য তিনি টাকা সার্কুলেট জনসাধারণের সহকারী ডিরেক্টর ডা: এম. এম. মুব্বকে অবিলম্বে বহিরাগত হইতে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও গত ৩০ জুন বহিরাগত গমন করেন। বহিরাগত ও মোরাখালি জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বাটিকা-প্রদীপিত অফলের জন্য বাক্তরে ২৫ ও ১০ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়। জুন মাসের প্রথমভাগে মোরাখালি জেলার ৫টি চিকিৎসক ও বাতাপরিদর্শক দলকে দুর্ভাগ্যের চিকিৎসার জন্য কৃষিকাজ-বিধিত অফলে হইতে আবেদন প্রদান করা হয়। পরে আরও ১০ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর এবং মেডিক্যাল ইউনিট প্রেরিত হয়। জুন মাসের শেষ পর্যন্ত বাবরগঞ্জ এবং মোরাখালি জেলার বাটিকা বিধিত অফলের জন্য গঠন-মেন্ট ৫০টি মেডিক্যাল এবং স্যানিটারী ইউনিট প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে বাবর-গঞ্জে ৩৩টি এবং মোরাখালিতে ১৭টি কাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে ১০০ জন ডাক্তার এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের ব্যবস্থাও করা হয়। ইহাদের মধ্যে ৩২ জন ডাক্তার এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টরকে সংক্রমক ব্যাধি নিবারণের জন্য বাবরগঞ্জ জেলায় এবং ৩০ জনকে মোরাখালি জেলায় পাঠান হইয়াছিল। পুষ্ক-ইন্দ্রিয়ার লুপিত পানীর জন্য বিততির জন্য বাবরগঞ্জে ১০০ হস্তর স্প্রিচিং পাউজার এবং ২২৭ বণ বাতীতচূর্ণ দেওয়া হয়। মোরাখালি জেলার জন্য ৫০ হস্তর স্প্রিচিং পাউজারের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান মাসের প্রথমভাগেই উহা পাওয়া হইবে। মোরাখালি এবং বাবরগঞ্জের জন্য আরও সাহায্যের আয়োজন করা হইয়াছে। জুলাই মাসের ২ তারিখে গঠন-মেন্ট বাটিকা-বিধিত জেলাসমূহের জন্য অতিরিক্ত আরও ১৪,০০০ রত্ন করিয়াছেন। বাটিকার অব্যাহতিপরেই বাতলার প্রথমবর্তী মানবীর এ, কে, কজলুল হক বাবরগঞ্জ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। স্বাস্থ্য-বিভাগের মানবীর বর্তী মহোদয়ও তাঁহার গিয়াছিলেন। বিগত ৬ই জুলাই মানবীর স্যার বি, পি সিংহ দায় এবং স্বাস্থ্য সেক্রেটারী মি: বি, আর, সেম, আই, সি, এস, মোরাখালী যাত্রা করিয়াছেন।

“অন্ধদের আলোক-মিলেতন”

নারী-পুরুষ নিম্নলিখিত সকল শ্রেণীর অন্ধ লোকেরা বাহাতে ভাবী জীবনে প্রয়োজনীয় সাংগঠিকভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহের স্বযোগ পায়, এই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে শিকিত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অন্ধ ব্যক্তি-সিপকে দ্বিধকে লেখাপড়া, সঙ্গীত এবং কারিগরী শিকা বিলাসাবে প্রদান করা হইবে। জুলাই মাস হইতে শিকাদান আরম্ভ হইবে। কোন লোক এখানে শিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা ব্যক্তিগতভাবে বা দ্বিধিত-ভাবে সবুজ বিকরণ জামাইয়া কলিকাতা ১৩৩ নং বর্গতলা স্ট্রীটে (হাট নং ১২) “লাইট হাটস্ কন মি ট্রাইও” টিকানার মি: এম. সি. দায়ের সিকট আবেদন করিবেন।

ইহা উদ্দেশ্যে যে, দুই মাস পূর্বে দায়পুত্রের মর্দ নিম্নলিখিত সভাপতি এবং প্রকল্পার এল. সি. দায় ও ডা: টি, আবদুল হক আমদানী সেক্রেটারী করিয়া এই অসংখ্যকর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হইয়াছে। শিকাদান ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া অন্ধলোকসিপকে সজ্জব প্রয়োজনীয় সাংগঠিকভাবে শিকিত জেলায় এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন। “অন্ধদের আলোক-মিলেতন” সমগ্র জাহাজে এই শ্রেণীর প্রথম প্রতিষ্ঠান।

গো-পালন ও পশু-বিজ্ঞান

ইম্পিরিয়াল ডেটারিয়ারি রিসার্চ ইন ডিটিউটের কার্যাবলী

পত ৫০ বৎসর যাবত ভারতের পশু পত্র উন্নতি সাধনের জন্য যে চেষ্টা করা হইয়াছে, সমস্ত ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল ডেটারিয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ভারত বিজ্ঞান বিবরণ দিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। আর্থিক সুকেন্দ্র এবং আর্থিক ইচ্ছা-বল্লভ এই রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপিত। ইহাদের পুস্তিকা হইতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের পশুপালিত পশুগুলি যেটী ন্যা প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা হইবে। চাকবাসের জন্য পুষ্টিবীজ বহু পশুপালিত পশু আছে ভারত এক-পত্রাংশই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের পশুপালিত পশু ন্যা হইতেও এই সকল পত্র-সম্পদের ন্যা অধিক। পো-স্বত্বাধি দ্বারা ভারতবর্ষে বহু পশুপালিত পত্র হয়। এই বহু নিবারণ করিতে সা পারিলে এই সকল পত্র উৎকর্ষ সাধন বা কৃষির উন্নতি কোনটাই সম্ভব নহে।

১৮৯০ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাকটেরিয়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরি নাম দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম স্থাপিত হয়। তবে ইহার কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করা হয় এবং পত্রের সর্বপ্রকার ব্যাধি এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণার বিষয় হইয়া উঠে। তখন ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া ইম্পিরিয়াল ডেটারিয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট রাখা হয়। পত্রের জোপানুসঙ্গ হাড়া এইখানে পত্রের পুষ্টিগুণ, সুপ্রজনন এবং অবশ্য বিবরণে গবেষণা করা হয়। নিম্ন রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে ইচ্ছা-বল্লভে যে নিম্ন-গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আছে, তাহা ১৯০১ সালে খোলা হয়। কালক্রমে ইহারও কার্যক্ষেত্র ব্যাপকতর করা হইয়াছে। ইহাতে বর্তমানে কৈব পশু পাখা, পত্র-পুষ্টি পাখা, কুষ্ঠাধি পুষ্টিপালিত পশু সর্বাধি গবেষণা পাখা সংযোজিত হইয়াছে। সুকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠানে পত্রের স্বাস্থ্যকর যোগগুলির প্রতিষ্ঠান এবং চিকিৎসার জন্য গবেষণা করা হয়। "রিটারপেট" এবং রক্তপাখী "সেলটিসিমিয়া" পত্রের দুইটি প্রধান রোগ; ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা চলিতেছে। স্নাক কোষ্ঠাধি, পা এবং বুকের দা, "গাণীতে" রোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। পত্রের বহু, এনথ্রাক্স প্রভৃতি রোগগুলি মানুষের পক্ষেও সংক্রমক। এই সকল এবং পত্রের স্বাস্থ্য বহু রোগের প্রতিষ্ঠানের জন্য গবেষণা চলিতেছে।

ইম্পিরিয়াল ডেটারিয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পত্রের পশুপালিত পশু বাৎসরিক প্রায় দুই হাজার পত্র প্রকাশ করেন। পত্রের পক্ষে বিবিধ সংক্রমক রোগের উৎস আকৃষ্ট হইয়াছে। কৃষকের বহু প্রভি বৎসর বহু জাকসিন ও নিম্ন বিজ্ঞান করা হয়। ইউরোপের সেনগুলির দ্বারা পুষ্টিপালিত পত্রের বহু সংক্রমক রোগ বিজ্ঞতি যোগে জন্য পত্র-পুষ্টি ভারতবর্ষে নাই; সুতরাং পত্রের বহু সংক্রমক ব্যাধির বিজ্ঞতি রোগ করিবার জন্য কৈব উৎকর্ষ উন্নতি ও বাৎসরিক বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে কৈব উৎস প্রচলনের পক্ষে একটি বহু বিব হইল কৃষকের দায়িত্ব। অর্থ জ্ঞানের বহু জ্ঞানের পক্ষে অনেক উৎস প্রকাশ করাই সম্ভব হয় না। সুতরাং পত্রের যে সকল রোগ প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব, তাহাতে প্রভি বৎসর বহু পুষ্টিপালিত পত্র দ্বারা হইয়া কৃষকে অভিজ্ঞত করে।

ইচ্ছা-বল্লভে বর্তমানে একটি পৈতৃকীয় বহু স্থাপিত হইতেছে। যে সকল উৎস বাৎসরিক-পশুপালিত পরিবরণে

প্রভত করিতে হয়, অতঃপর জ্ঞানের সকলগুলিকেই পাহাড় হইতে নীচে নীচা আসা সম্ভব হইবে। ইহাতে বাজারাত ও সম্ভব বহু অসংকটা বীজিয়া হইবে। সুতরাং আসা করা বহু এই সকল নিবারণি উৎসের দ্বারাও কিছু করিবে।

পত্রের বাৎসরিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান বেশী দিন আরম্ভ হয় নাই। উপযুক্ত পুষ্টিকর বাৎসরিক অজাধেই যে অধিকাংশ পশুপালিত দ্বারা বহু এবং ইহাই যে আশ্বাসের সেনের বহু গাধা পত্রের বহু এবং কৈব বহু সেনের কারণ, ইহাতে সন্দেহনাত নাই। বিভিন্ন সেনী এবং বিশেষী পত্র-বাৎসরিক পুষ্টিকরিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। পত্র চিকিৎসার সাতগুলিতে দাসাধি উন্নতি করা বহু কি না, তাহা কেবাই ইহার উৎসে।

এইখানে পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, যে সকল গত্র কৈব বহু লিঙ্গ, বিজ্ঞানসম্মত পুষ্টিকর বাৎসরিক বাৎসরিক ভারতের বহু প্রায় চতুর্ভূজ বৃদ্ধি করা বহু। এই উপায়ে ভেড়ার পশুর পরিমাণও ত্রিগুণ বৃদ্ধি করা গিয়াছে।

পুষ্টি সমস্যার বিব-বিজ্ঞানও একটি বিশেষ দাস অধিকার করিয়া আছে। চিন্তা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোনও একটি রোগে বহু পশুপালিত দ্বারা বহু, বিজ্ঞত দাসপাতা হইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক পুষ্টিপালিত পত্র দ্বারা বহু। এই কারণেই ডেটারিয়ারি রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞত দাসপাতা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা হইতেছে।

গত্র, খোড়া প্রভৃতির বহু সুপ্রজননের আবশ্যকতা ভারতবর্ষে কৈব বীজ হইতেছে। সুকেন্দ্রের এ বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে।

বীজ, পুষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য যে পাখাটি আছে, তাহার একটি প্রদান উৎসে হইল বীজ পুষ্টি ও ত্রিগুণ বাৎসরিক উৎস দান। গ্রেট ব্রিটেন

বীজ হইতে বাৎসরিক প্রায় ৪০ বহু পাট্রি বহু ত্রিগুণ আশ্বাসী করে। খোড়াতে ত্রিগুণ প্রভিগুণ আছে বহু। বহু বহু ১০ হাজার ত্রিগুণ বিশেষে হাড়া বহু। ভারতবর্ষ হইতে বহু উৎকর্ষ ত্রিগুণ পাট্রা দ্বারা, তবে ইহার এখানে হইতেই ত্রিগুণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষের পুষ্টিপালিত বহু বহু ত্রিগুণ পাট্রা। এগুলি বিশেষে বাৎসরিক বহু বহু চিকিৎসে। ত্রিগুণ বাৎসরিক বাৎসরিক হইতে লাভজনক। কৈবজ্ঞানে বাৎসরিক হাড়া হাড়া ত্রিগুণ বহু-বীজ ও কৈবজ্ঞানে পুষ্টি: পুষ্টি প্রভত করিতে প্রয়োজন হয়।

ইহা হাড়া ইম্পিরিয়াল ডেটারিয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আরও একটি বহু কাজ আছে। এই প্রতিষ্ঠানকে পশুপালিত রোগ ও জ্ঞান উৎসধি সম্বন্ধে বহু প্রস্তাব অবশ্য বিজ্ঞত হয়। ত্রিগুণ ভারতবর্ষে বহু, প্রাচ্যে অবশ্য বহু কৈব হইতেও পত্রের পক্ষে পশুপালিত বিজ্ঞতা করিয়া এখানে পত্রাধি আসে। কোথাও উৎকর্ষ গো-বহু লিগনে উপদেশাধি দাস এবং তথ্যানুসন্ধানের জন্য এখানে হইতে গবেষণারও পাট্রা হইয়া থাকে।

জাতীয় পত্রিকার স্বীকারোক্তি

কৈব বৈজ্ঞানিকের দক্ষতা

জাতীয় বৈজ্ঞানিক সংবাদ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে জ্ঞানসম্পদের সামগ্রিক সংবাদপত্র এই ত্রিগুণ-বহু করিয়াছেন যে, আশ্বাসী করে দৈব বহু দ্বারা দ্বারা দ্বারা জাতীয় এবং বিশেষ পরিবরণে স্বাধিকারিণী ও বহু সৈন্যের সমাধে করিবে যে, বর্তমান বহু ইতিপূর্বে এবং আর কৈব দেখা দায় নাই।

সকল জাতীয় সংবাদ-সম্পাদকের বহু এই যে, কৈব বিদ্যাবাহিনী পো এবং সৈন্যবাহিনীর অধীনে হওরাতে উপযুক্ত দক্ষতা প্রদর্শন সম্ভব হবে। ইহা জাতীয় পক্ষে বিশেষ লাভের কথা।

জ্ঞানবহু জাতীয় সম্ভবগুলির দ্বারা এই যে, দ্বারা বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞ বহু, কিন্তু ইহাদের বিদ্য-ভবি নিক্ত প্রেরণ এবং কোনও কোনও কৈব একেবারে সেকেন্দ্রে প্রকাশে।



একটি বিজ্ঞত জাতীয় বিদ্যার আরও বৈজ্ঞানিক পুষ্টিপালিত পশুপালিত উৎস করিবারে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সবেও জাহাজ অগ্রসর হইতেছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, শেষ পর্যন্ত হিটলারের সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হইবে।

এই ট্যানক বাসিন্দা বাসিন্দা বহুজন বিতে-
হিসেন। তিনি বলেন যে, "নব্ব্বা, সাপ্তাহিক, জাহাজ,
উপনি এবং সৈন্য ও সৌরভের সোহাগ—হিটলারের
জাহাজী কর্তৃক আশ্রয়ের পিতৃভূমি আক্রমণ হইয়াছে
বলিয়া আর এই নতুন যুদ্ধে আমি আপনাদের উৎসাহ
বহুজন প্রদান করিতেছি।

হিটলারের সৈন্যদল লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়ায় অধিকার
যোজিত রাশিয়ার পশ্চিমাংশ এবং পশ্চিম ইউক্রেনের
একংশ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ক্যাসিট
বিমানবহন যুদ্ধবাহন, পেনসেলভ, কীট, ওভেসা এবং
সেবাওপোলো হানা নিতেছে। আনাদের বেকের সমুদ্রে
ডুবাব দিল উপস্থিত হইয়াছে। কয়েকটি নদরে
পশ্চিমাবী লালকোজ ক্যাসিট সৈন্যদের নিকট আত্মসমর্পণ
করিয়াছে—ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইল?

ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোন সৈন্যবাহিনীই অপরাধের
নদে। নোপোলিসের বাহিনীকে অপরাধের বলিয়া
মনে করা হইয়াছিল, কিন্তু জাহাজ ও রাশিয়ার, ইংরেজ এবং
প্রশিয়ার বাহিনী কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিল। প্রথম
সাপ্তাহিকাবাদী মহাপুত্র জাহাজ বাহিনীকেও অপরাধের মনে
করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও বৃটিশ ও কানাডী বাহিনী
কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিল। হিটলারের ক্যাসিট জাহাজ
বাহিনী সম্পর্কেও আজ অনাগ্রাসে এই কথা বলা যাইতে
পারে।

হিটলারের এই সৈন্য বাহিনী ইতিপূর্বে কখনও কোন
ডক্টর বাধার সম্মুখীন হয় নাই। এইবার আনাদের
শেষ আক্রমণের পরই জাহাজ প্রথম কঠোর বাধার সম্মুখীন
হইল। এই বাধাধানের কমে জাহাজী শ্রেষ্ঠ ভিত্তি
বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইহা হইতে অনাগ্রাসেই বলা যাইতে
পারে যে, নোপোলিস ও বিজীর উইলহেলমের বাহিনী
কেভাবে পরাস্ত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই হিটলারের
ক্যাসিট বাহিনীও পরাস্ত হইবে।

জাহাজীদের জীবা নদী অতিক্রম

৪ঠা জুলাই প্রাতঃকালে প্রকাশিত একখানি রেডিও
এন্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, ডিনক, বিনক এবং জাক-
মোপোল অফেনে জীবা নদীর তীরে চলেছে।

এন্ডেচারে বীকার করা হইয়াছে যে, কেকবটাইট
ও ডিনক অফেনে ডুবাব নদীর পর পত্র সৈন্য কেক-
বটাইটের নিকটবর্তী জীবা নদীর তীরে আসিয়া
শৌভিতে সক্ষম হইয়াছে।

দাবী করা হইয়াছে যে, বিনক ও বাবিসিলা এলাকার
পত্রদের প্রভুত কতি লাবন করা হইয়াছে এবং জাকটিকে
একখানি জাহাজ লাব-বেলিগ নিবন্ধিত হইয়াছে।

জাহাজীর বিভিন্ন স্থানে বৃটিশ বিমানের আক্রমণ

গতকালে জাহাজে প্রকাশিত, জাহাজী বিমান কয়েক
যোজিত প্রেমভক্তি এম জুলাই জাহাজে ইলেন, প্রিবেক
ও জীবেকহাডেলের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

জাহাজীর উপর এই যে বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত
হইয়াছে; তৎসম্পর্কে পৌ-বিজ্ঞানের এক এন্ডেচারে
বলা হইয়াছে: "ইলেন নদরে জুপুল কারখানা অবস্থিত।
এই নদরী বৃটিশ বোম্ব প্রেমভক্তির আক্রমণের অনাগ্রাস
প্রধান লক্ষ্যবস্তুরে পরিণত হইয়াছিল। একদমে এবং
জড়ের অনাগ্রাসে বোম্ব বর্ষণ করিয়াছেন বহু বার।"

উত্তর-পশ্চিম জাহাজীতে প্রিবেক বনর এক প্রিবেক-
হাডেলের কন-কারখানায় অক্রমণের প্রথম লক্ষ্য
বস্তুরে পরিণত হইয়াছিল। এই নদর আক্রমণের
করে সতর্কতা বৃটিশ প্রেম নির্বোধ হইয়াছে।

৭ লক্ষ জাহাজী হতাহত

কয়েক বেকের মারকটে বলা হইয়াছে যে, অতঃ-
পর ৭০০,০০০ লক্ষ জাহাজী সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

জাহাজীরা যে সবত জেনা বনল করিয়াছে, জাহাজ
সমুদ্র সমুদ্র জাহাজী সৈন্যের যুদ্ধবাহে পরিপূর্ণ হইয়া
হইয়াছে।

কানাডা বিমান-বাহিনীর তৎপরতা

কয়েক এন্ডেচারে ৫ই জুলাই বলা হইয়াছে যে,
লাল বিমানকোজ কানাডিয়ার কুলাসদের বনর কন-
টাইলার একপ তরায়ভাবে যোযাযগ করিয়াছে যে,
জাহাজ ও ইটালীরাবিকে এবং বাধা হইয়া কনটাইলার
পরিবর্তে বুলপেরিয়ার জাহাজ ও কুলাস বনর বাধার
করিতে হইতেছে।

সোভিয়েট বিমানবাহিনী সাকল্যবকভাবে পত্র
বিমানবাহী ও মেটরবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছে।

জাহাজী ভিত্তিধনের প্রবল চাপ

কয়েক হইতে সাকল্যভাবে যোযা করা হইয়াছে
যে, রাশিয়ার এবং বিনকের পূর্ব দিকে যেরেসিনা
নদীর বীজী বলা করিতেছে। এই স্থানে সাংলী-পাত্র
ভিত্তিধন প্রবল চাপ দিতেছে।

তরবার জাহাজ হাইকর্যাও দাবী করিয়াছেন যে,
জাহাজের টাটবহর বিভিন্ন স্থানে নদী অতিক্রম করিয়াছে।
উত্তর দিকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে সেপেল এলাকার
সাংলীরা নুতন অভিযান শুরু করিয়াছে।

জাহাজীদের দাবী

জাহাজ হাইকর্যাওর একখানি এন্ডেচারে বলা
হইয়াছে যে, প্রিবেক জাহাজীর দাবী করে কয়েক হাজার
পত্রসৈন্য বনী করা হইয়াছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী
অভিযান অগ্রসর হইতেছে।

হাইকর্যাওর সৈন্যরা কোলোরা ও টানিশুত বনল
করিয়াছে এবং নিটাবে আসিয়া শৌহিয়াছে।

আবিসিনিয়ার ইটালীয় সাম্রাজ্যের অবসান

৫ই জুলাই নিম্নলিখিতরূপ এন্ডেচারে বহির করা
হইয়াছে:—

"আবিসিনিয়ার অংশিট ইটালিয়ান সৈন্যদের জাহাজ
কর্তৃক সোমপতি যোযাযগ পাকেরা গালানিডানে
প্রমোদে যুদ্ধরত সমস্ত ইটালিয়ান সৈন্যের সহিত আ-
নবর্ষণ করিয়াছেন। বর্তমানে মাত্র গোজারে একটি
ইটালিয়ান হুজি বুদ্ধ করিতেছে। এই সৈন্যদলও
জাহাজ হইতে কেকবটিক হাকলী বোম্বা ও সাম্রাজ্যিক
সৈন্যবর্ষণ কর্তৃক পরিবর্তিত হইয়াছে। একটি হোট
ইটালিয়ান সৈন্য লল জাহাজ হইয়া আনাদের দাবী-
পাত্রের অকল্যাবী" অফেনে পলারন করিয়াছে।

ইতিহাস, আবিসিনিয়া ও ইটালীয়ান সোবালিয়াও
ইটালীয়ানদের সম্পূর্ণরূপে বাধাধানের অবসান হইয়াছে।"

৪২ বছর কন সৈন্যের কল্যাণ ?

সকলকর্তী জাহাজ নিউ এককলীয় এক নদ্রাবে
প্রকাশ, হিটলারের মেড-কোয়ার্টার হইতে দাবী করা
হইয়াছে যে, ৪২ সমুদ্র সোভিয়েট সৈন্য "কল্যাণ"
ভক্তি জাহাজীতে বনে ভিত্তিহীন। বিনক হইতে
জাহাজীদের জীবা আক্রমণের কমে এই বাণীর বহিরাহ
বলিয়া প্রকাশ।

জাহাজ আক্রমণ কলীকৃত

৫ই জাহাজের নদ্রাবে প্রকাশ, দাবী বিমানবহনের
তৎপরতা বৃদ্ধি পত্রিকের রেডিওর বাহিনীর বিরুদ্ধে
উত্তর বন বাহিনীর আক্রমণ বহু হইতেছে।

সিরিয়ার যুদ্ধ-বিরতি আসন্ন

জাহাজ, ৫ই জুলাইর নদ্রাবে প্রকাশ, এক নদ্রাবে
নদ্রাবে সিরিয়ার যুদ্ধ-বিরতি বহিবে বলিয়া আশা করা
যাইতেছে।

নদ্রাবে নদ্রাবে জাহাজে যে, তিনি বাহিনীর
কল্যাণ-ইন-টীক ও সিরিয়ার হাই কলিয়ার যোযাযগ
সেবনে বহু বৈকল্য বকার তার গ্রহণ করিয়াছেন।

ফোমসের ২৫ মাইল দূরে বৃটিশ সৈন্যদল

বৃটিশ সীমোজ বাহিনী পাত্রি অধিকারের পর উত্তর
সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ নদ্রাবে ফোমসের ২৫ মাইল দূরে উপনীত
হইয়াছে।

বৈকল্যের উপর জীবা আক্রমণ

বিত্তপক সোবালকর জাহাজী ও তিনি জুলাই-
সাপ্তাহিক প্রকাশ বনর বৈকল্যের উপর ৫ই জুলাই বিবৃতি
আক্রমণ চালায়। বৈকল্যের বন বাহিন দাবী যে
সকল টহলবার বাহিনী দাবুর নদী অতিক্রম করিয়াছিল;
অট্টোয় পল্যতিক বাহিনী তাহাদের অনুসরণ করে।
উত্তর নদীর উত্তর জীবা আক্রমণ করিয়া এসবু প্রায়
বনল করে। নদীর উত্তর জীবা পরিবার অবসানকারী
তিনি সৈন্যদের উপর বৃটিশ বিমানবহন বোম্ব বর্ষণ করে,
এবং উত্তর কলে বন বাহিনীর নদী অতিক্রম সক্ষম হয়।
বিমানবহন বৈকল্যের ব্যারাক ও অনাগ্রাসে তাহাদের উপর
বোম্ব বর্ষণ করে। এতদ্বারা তিনি বাহিনীর কল্যাণ ও
আক্রমণ করা হইয়াছিল।

হুইখানা জাহাজী ডেইজার নির্মিত

কল্যাণ ৫ই জুলাই যোযা করিয়াছে যে, সোভিয়েট সৌরব
কিলা উপল্যাবে হুইখানা জাহাজী ডেইজার জুলাইয়া বিজাছে।
কিনল্যাও উপল্যাবে হাইনের সহিত সক্ষম একখানা
জাহাজ গাববেরিগ ও নিবন্ধিত হইয়াছে বলিয়া দাবী
করা হইয়াছে।

জাহাজী অগ্রগতি প্রতিক্রিয়া

অট্টো, সেপেল ও নদ্রোহাড-জোমুদ অফেনে বুদ্ধ
চলিতেছে।

অট্টো অফেনে পত্রকের সীমোজা দাবীকর
বুদ্ধভেদের বহু প্রচেষ্টা ব্যাহত করা হইয়াছে। পত্র-
পত্রকে বিবর কতিগ্রহ হইতে হইয়াছে।

সেপেল অফেনে (সোয়াইট কলিরা) সোভিয়েট টাট
বহরের আক্রমণের কমে পত্র সীমোজা বহরভক্তিকে
আতঙ্কিত বীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

পশ্চিম ইউক্রেনে, প্রিভেজের জাহাজীর দাবী
পত্র বাহিন সৈন্যবলজা পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ার
সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে।

সামরাস্ত্রীর পতন

বাহিনের কবর প্রকাশ, জাহাজ হাইকর্যাও বনে যে,
সামরাস্ত্রী বহর অবিকৃত হইয়াছে।

ফোমস নদ্রাবে প্রকাশ, যুদ্ধভক্তির জাহাজী সা-
বাহিনী পরিভাগের সমস্ত জাহাজী বহরে আতঙ্ক লাপাইল
প্রকাশ করিয়াছে। জাহাজ ও কল্যাণ সৈন্যবর্ষণ বনল
পত্র প্রকাশ করে, তখন বীজিত আতঙ্ক অধিভেদিল।

কল্যাণ অতিক্রম স্পেরীয় সৈন্যদল

ফোম রেডিওতে প্রকাশ, কলিয়ার বিরুদ্ধে কল্যাণে
জাহাজদের সহিত যোযাযগ কল্যাণ স্পেরীয় প্রথম
কল্যাণিট সৈন্যদল পত্র সোবাল কল্যাণে মাত্র
করিয়াছে।

বিনক ১০ই জুলাই জাহাজ প্রকাশ বিনু সুলবলার
তৎপরতা টাটবহর বনল কল্যাণ আতঙ্ক করে। অফেনে
ফোমসের বহুলা বাহিনীট দি: ই, এন্ড, বাক অধিভেদিল,
কলি, সি, এল, এবং কল্যাণ অধিভেদিল বিনু বীজিত কল্যাণ
জাহাজী ইহাওর সেকর করিয়াছিলেন। এক বনী বহরের
জাহাজ ৫০০ বন কল্যাণ অধিভেদিল কল্যাণ বন। অফেনে
কল্যাণ, অফেনে ও বিনু অধিভেদিল কল্যাণ করিয়াছে।

কলিকাতার পান্ডু বটী কলেজে বাদেবিরার প্রবেশন
সম্পর্কে অনুমোদন করার জন্য বাঙালি সরকার নিকট : মা বাউ
(:২৪:) তারিখ হেডে ২০/০৮/৮৮ বছর কবিবাহন।

জলপাইগুড়িতে পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষা-শিবির

সাক্ষরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন

ডেপুটি কমিশনার ও সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের পৃষ্ঠপোষকতায় জলপাইগুড়ি জেলার বনগাঁও পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষা শিবিরে বোলা হইয়াছিল। একটি খানার এলাকা দিয়া এই শিবির বোলা হইয়াছিল এবং সেখানে শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল এবং এই শীতকাল ভিত্তি করিয়াই শিবির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই শিবির প্রতিষ্ঠান লক্ষণ পল্লী-উন্নয়নের অবস্থার উন্নতির কথা আমেরেই চিন্তা করিতেছে এবং প্রাথমিক কঠোর শ্রমে লোক পাওয়া দিবারে যত্নসহ পল্লী-উন্নয়নকার্যে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে সাক্ষরতা ও বাস্তবিক এই দুই উন্নয়ন হইতে যেহেতু সাক্ষরতা এই শিবিরে যোগদান করিয়াছিল। পল্লী-উন্নয়নকে যেহেতু সাক্ষরতা (ইহার মধ্যে পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ৪ জন কর্মচারী ছিলেন) নিরন্তরভাবে শিবিরে উপস্থিত হইত; আরও ২০ জন যেহেতু সাক্ষরতা সবার উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিত। পল্লী-উন্নয়নের প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের যেহেতু সাক্ষরতা-দিককে পৃথিবীতে এবং হাতে-কলমে সম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিগণ এই শিবির পরিদর্শন করিয়া ও বক্তৃতা প্রদান করেন।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছিল:—

- (১) ভাষা-বিজ্ঞান, পল্লী-উন্নয়নের নীতি ও বাস্তব, পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহের প্রতিষ্ঠা, পল্লীর অর্থনীতির সংগঠন।
- (২) কৃষিক্ষেত্রের বেকার-সমস্যা এবং কৃষির উন্নয়ন প্রদান, বাস্তব সেবে শিক্ষার্থীদের সুবিধা।
- (৩) বস্ত্র-বিষয়ের শিক্ষার বাস্তব ও নীতি, সৈন্য-বিজ্ঞান, সৈন্য-বিজ্ঞানসমূহের ব্যবস্থাপনা, বুদ্ধি-ভিত্তিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য।
- (৪) কার্ণালের সূত্র ও পাঠের ভিত্তি হইতে কৃষিকার বৈজ্ঞানিক নিয়ম।
- (৫) কৃষির উন্নয়ন, কৃষিকারের আবাদ, কৃষক-সমূহের বাগান, কলার চাষ, কলিতে দায় দেওয়া।
- (৬) পশুপালন উন্নয়ন, উন্নততর প্রজনন, ভাল বাসা ও ভাল খাবার ব্যবস্থা করিয়া আশোদন, পশুর খাদ্য, পশুর চোরা ও তাহা নিবারণের সহজ উপায়।
- (৭) পল্লী-পালন—উহার যোগ ও নিবারণের সহজ উপায়।
- (৮) রসায়ন-বিজ্ঞান।
- (৯) পল্লী-বাসা ও বাসাবিজ্ঞানসমূহ।
- (১০) পল্লীর পানীয় জল সরবরাহ, গ্রামাঞ্চল ও সেচ পরিকল্পনা।
- (১১) বুদ্ধি-নিবারণ এবং পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সহযোগিতা।

বিগত ২১শে বে তারিখে এই শিবিরের কার্য সমাপ্ত করা হইয়াছে। প্রায়শ্চলনে একটি কর্মসম্পাদন এক সমগ্র কার্য এখানেই ছিল এবং ভাল কাজ করিয়াছে। ডেপুটি কমিশনার ও সদর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিবিরের জন্য নিয়ন্ত্রিত, তদারক ২৭, টাকা প্রকৃত ও চাই করা করিতে ও অসামান্য ব্যয় ব্যয়নে বসত হইয়াছে। এই শিবিরকার্যের কল্যাণে নিম্নলিখিত ৪টি পল্লী-উন্নয়ন সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত সমিতি আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করিতেছে এবং নিজেদের পরিকল্পিত কার্যপদ্ধতি অনুসারে কাজ করিতেছে।

(ক) বাস্তবিক নীতি—পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ৪ জন কর্মচারী পল্লী-উন্নয়ন শিবিরে যোগদান করিয়াছিলেন, উহারের পরিচালনা ও বাস্তবিক নীতি-নিয়ম বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের সভাপতিত্ব এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। একটি উন্নয়নকার্য কার্য-পদ্ধতি কিং করা হইয়াছে। একটি কৃষক বোলা হইত ও একটি কৃষক সংগঠন করা হইয়াছে। প্রজনন বাস্তব বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করিয়া এবং দেশীয় বাস্তব মুক্তকলমে ব্যাপক আন্দোলন আদায় হইবে। বুদ্ধি-ভিত্তিক প্রকল্প করা হইয়াছে এবং একটি সৈন্য-বিজ্ঞানসমূহের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। প্রায় ১০ জন বক্তৃতা ব্যক্তি যোগদান করিয়াছে।

(খ) উন্নয়ন গোষ্ঠীসমূহের সমিতি—সাক্ষরতা উন্নয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর বৈজ্ঞানিক বাস্তব বোর্ডের তদারক এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই সমিতির অধীনে ১০৮টি বাড়ী আছে এবং ৮৫ জন বৈজ্ঞানিক আছে। আর্থিক অবস্থা অনুসরণের পর একটি প্রতিষ্ঠিত কার্যপদ্ধতি কিং করা হইয়াছে। একটি সৈন্য-বিজ্ঞানসমূহ বোলা হইয়াছে; তাহাতে ১০ জন শিক্ষার্থী যোগদান করিয়াছে। বুদ্ধি-ভিত্তিক প্রকল্প করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট একটি প্রজনন বাস্তব প্রতিষ্ঠান করিতেছেন এবং তাহার বাসা বসেই কাজ দেওয়ার জন্য লোকের মধ্যে প্রচার-কার্য চালান হইতেছে। একটি আল্প ইটনিয়ন বোর্ড কৃষিকার আদায় করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট একটি পল্লী-পালন কার্য আল্প প্রকল্প গীর্ষণে আদায় করিয়াছেন। প্রেসিডেন্টকে একটি রোডল বীন্দ্র মোহন দেওয়া হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই তাহার ২৪টি বাচ্চা হইয়াছে। প্রায়-বাসীবিদকে বিদ্যামূল্যে ছিল ও বাচ্চা সাক্ষরতা করিয়া এই জাতীয় যোগদানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নীতি সমিতি কিং করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা পল্লী-প্রচার কেন্দ্র হইতে একটি কল্যাণের বীন্দ্র দুই উন্নয়ন ভিত্তি করা করিয়াছেন এবং ইহার জন্য এই জাতীয় বীন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধির নীতি অবলম্বন করা হইবে। মৌলভী হইতে শিলালটি পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা যেহেতু প্রাথমিক পুরে করা হইয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন বাগান ও উন্নততর বাড়ী তৈরী করার আন্দোলন আদায় করা হইয়াছে এবং কিছু তত্ত্বাবধায়ক বীন্দ্র বিদ্যামূল্যে বিভাগ করা হইয়াছে।

আরোও দুইটি সমিতি উন্নয়ন গোষ্ঠীসমূহ ও সাক্ষরতা সমিতি একই উন্নয়নে বোলা হইয়াছে এবং অনুপ কার্যপদ্ধতিতেই পরিচালিত হইতেছে।

ইহা ব্যতীত শিবির পরিচালিত হওয়ার সময়ে পশুর খাবার জন্য কিছু বোম্বা বীন্দ্র ও বাস্তবিক বীন্দ্র বিদ্যামূল্যে বিভাগ করা হইয়াছিল।

পাটচারের পূর্বাভাস

জেলা।	করোন্ট জেলার বিবরণ		মোট
	গত বৎসরের পূর্বাভাস।	গত বৎসরের ফেক্ট।	
বঙ্গালী	১০,০০০	৬২,১০০	২০,৪০০
মুন্সীগঞ্জ	১২৭,৪০০	২১০,১৪০	১১,২৪০
কলিকাতা	১১২,৪০০	১৯২,০০০	১১০,০০০
মুন্সীগঞ্জ	১০৮,৪০০	২৪২,১০০	১০,০০০
বিহার	২৮২,২০০	২১৭,৪০০
বীন্দ্র	৪৪০	১০০
	৪২১,৪০০	৪২৭,৪০০

বুদ্ধ-ভাণ্ডারে চট্টগ্রামের দান

চুইটি বিমান প্রদান করা হইবে

বঙ্গীয় বুদ্ধ সঙ্ঘের তদবিলে চট্টগ্রাম জেলা বে অর্থ সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে উক্ত জেলা রাজস্বীয় বিমান বাহিনীর ইট ইতিমধ্যে হোয়াইট "চট্টগ্রাম নং ২" নামক বিমান একটি বুদ্ধ-বিমান নাম করিবার গৌরব লাভ করিয়াছে। এইরূপে চট্টগ্রাম দুইটি বুদ্ধ-বিমান দান করিয়া আশান্বিত, বর্তমানসময় এবং ২৪-পরিপাক পূর্ণ আশান্বিত লাভ করিল। "অস্বাভাবিক" নামক দুইটি বিমান ব্যতিরেকে অপর একটি বিমানের নামকরণ করা হইয়াছে "বঙ্গবন্ধু"। জেলা জেলা প্রকৃত দুইটি বিমানের নামকরণ করা হইয়াছে "চাকা" ও "কল্যাণপদ"। যেতি বৈজ্ঞানিক চর্চায় বঙ্গীয় বঙ্গীয় বুদ্ধ তদবিল হইতেও দুইটি বিমানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহাদের নামকরণ করা হইয়াছে "বঙ্গবন্ধু"। চট্টগ্রাম জেলা হইতে এ পর্যন্ত বে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরিচাল প্রায় দেড় লক্ষ পিচা পৌঁছিয়াছে। (শ্রুত-সোচ)

বিমান-আক্রমণে বিপন্নদের সাহায্য

সরকারী লক্ষ্যবস্তুর আন্দোলন সভা

বাংলা গভর্নমেন্টের রাজস্ব বিভাগের প্রচার স্তরে কলিকাতা করপোরেশন বিমান আক্রমণে পৃথক লোকদের অস্বাভাবিক বাস্তবের ব্যবস্থা ও আহ্বাননির সংস্থানের যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা বিগত ৫ই জুলাই তারিখে চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ-এ অনুষ্ঠিত একটি কল্যাণসম্মেলনে বিবেচনা করা হইয়াছে। রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বঙ্গীয় বাস্তবিক সাধারণ বি, সি, সিংহ দ্বারা এই কল্যাণসম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণ এই কল্যাণসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন:—

বি: সি, এম, বুদ্ধ, কলিকাতা বৈজ্ঞানিক; বি: এম, এ, এইচ, ইন্দ্রাবাসী, ডেপুটি বৈজ্ঞানিক; বি: জে, সি, মুন্সীগঞ্জ, চিক একজিকিউটিভ অফিসার, এবং বি: বি, এম, বে, কলিকাতা করপোরেশনের চিক ইন্সপেক্টর; বি, আর, সেন, আই, সি, এস, রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী; সি: সি, ই, এস, কোম্পানীর, সি, আই, ই, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার; এবং বি: সি, ডি, হাট্টন, ও, বি, ই, বঙ্গীয় বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী।

বি-আই-এস-এন কোং লি:

রাজ্য বুদ্ধবাহ্য, ভারতবর্ষ, ম্যাজিকা, অটোমোবাইল, বুদ্ধ-প্রাচ্য ও পারস্যোপদেশীয় ভারতীয় বঙ্গ-সমূহের মধ্যে জাহাজ-যাত্রায় করে।

জাহাজ-যাত্রার বে-সব বিবরণ পাওয়া যাকরণ, তাহা এক মাসের জন্য জাহাজ-যাত্রার জাহাজ প্রার্থিত বিবরণ জানার জন্য লিখিত টিকানার আবেদন করুন।

ম্যাজিকা ম্যাজিকা এক কোং, ম্যাজিকা এক কোং, বি-আই-এস-এন কোং লি।

বাঙলাব কথা



৩৪ বর্ষ, ৩৪৭ সংখ্যা]

কলিকাতা, ২১শে জুলাই, ১৯৪১

[এক খান]

যুদ্ধের গত এক বছরের হিসাব নিকাশ

লোকসানের তুলনায় ব্রিটেনের লাভের পরিমাণ

(ভট্টসেক রণকৌশল-বিশারদ লিখিত প্রবন্ধের অনূবাদ)

যুদ্ধের পনের পরও ইংলণ্ড তার মামিলা না মেঝিলা জার্মানী ও ইটালী একযোগে ইংলণ্ড এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সংযোগস্থলে আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করে। যুদ্ধের উত্তর পক্ষের যুদ্ধ পরিকল্পিত আক্রমণকে কতটা প্রতিফলিত করিয়া আসিতেছে, এক বৎসর পর এক্ষণে উহার একটা হিসাব-নিকাশ করা সম্ভবপর বিবেচিত হইতে পারে।

স্বয়ংক্রিয় ও নিরাপদ স্থান হইতে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করাই যুদ্ধের একটা মূলনীতি। এই কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাপ্রকারে তাহার প্রাধান্য থাকিবে উদ্ভাবিত করিতে হইয়াছে।

জিটলার যুদ্ধের সত্তারের মধ্যে ইংলণ্ড অবিকার করিয়া দুইবেশ জামাইয়া নিরাঙ্কিত। ব্রিটিশ জাতি, নৈতিক পক্ষ দিয়া বলা হইলে তখন কি উহা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল? ব্রিটিশের শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনী সারা বিশ্বেব্বের মূখে পড়িয়া ভারী অস্ত্রশস্ত্রাদি ভান্ডারকে কেলিয়া সর্বোত্তম ইংলণ্ড প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কোন দিক দিয়া জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে, এমন পক্ষ ইংলণ্ডের তখন ছিল না।

জার্মানীর তুলনায় তাহার সৈন্যবল ছিল না বলিতেই পারে। চাষ, গোলাবাজি এবং বিমানপতিকাও সেই অবস্থা-ইংলণ্ডেরই ছিল। তাহার সমস্ত আশা ভরসা। সুবাদে তাহার প্রাধান্য সত্ত্বেও সে একাকী জার্মানী এবং ইটালীর সম্মিলিত নৌ-শক্তি মোকাবিলা করিতে পারে কি না, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল।

জার্মানীর পক্ষি-করীক্ষার প্রবোধ আসিল সর্বাপ্রকারে। আসি ও সেজেই যালে "সুইটজার" (জার্মান বিমানবাহক) ইংলণ্ডের উপর অবিশ্রুতি ও প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। তাহার বহুজন অধিবাসী হত্যা সত্ত্বেও কয়েকটি যুদ্ধে জার্মানীকে জার্মানীর বিমানবাহকের দিকট পক্ষীয় করিতে হয়। তবে এক পর্যন্ত ইংলণ্ড অবিকার বন্দেই জার্মানী কোন দিক দিয়াই উপনীত হইতে পারিতেন না।

যুদ্ধের পনের পরও ইংলণ্ড তার মামিলা না মেঝিলা জার্মানী ও ইটালী একযোগে ইংলণ্ড এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সংযোগস্থলে আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করে। যুদ্ধের উত্তর পক্ষের যুদ্ধ পরিকল্পিত আক্রমণকে কতটা প্রতিফলিত করিয়া আসিতেছে, এক বৎসর পর এক্ষণে উহার একটা হিসাব-নিকাশ করা সম্ভবপর বিবেচিত হইতে পারে।

সর্বত্র যুদ্ধ প্রচেষ্টা চরমে পৌঁছিতে পারে নাই, কিন্তু জার্মানীও আমেরিকা যুক্ত প্রচেষ্টার সাহায্য বিলাস বরাদ্দ চাহা অন্য দিক দিয়া আর কি লাভ করিতে পারিয়াছে?

যুদ্ধের রণকৌশল উপলব্ধি জার্মানীর তরফ হইতে যথেষ্ট বাধা বিপুল সত্ত্বেও সত্ত্বেও জার্মানীর বিমান-বহকের উৎকর্ষতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহারা প্রতি-নিরস্ত জার্মানীর কতাবশ্যকীয় রণকৌশল নষ্ট করিয়া দিতেছে। জিটলার যুদ্ধের নৈতিক রণ নষ্ট করিবার দিকের উপর তাহার স্পষ্ট নিষেধ দাখিয়াছেন। অথচ বিপুলসী সার্বভৌমত্ব জার্মানী অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অপর পক্ষে জার্মানীর কলকারখানাগুলি পূর্ণ করার জন্য ব্রিটেন উহার উপর অবিরাম আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের বহু বাড়ীর দ্বারা জার্মান কলকারখানাগুলিও গোমার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অথচ সামরিক দিক দিয়া কলকারখানাগুলির চক্র অত্যন্ত বেশী।

জার্মানী যুদ্ধের-প্রবর্তিত অবস্থার ব্যবস্থা আলোচনা দিখিল করিতে সমর্থ হয় নাই। অবস্থার এবং জার্মানীর বিমানবহকের আক্রমণাত্মক কার্যাবলীর নকশা পিছুই জার্মানীর পক্ষ, চতু, তৈল ও বিবিধ বস্তু পদার্থের অভাব ঘটিবে। শেষ পর্যন্ত সে এমন অবস্থায় পিছা উপনীত হইবে যে, আমরা অনায়াসে তখন হস্তক্ষেপে তাহার আক্রমণ করিতে পারিব।

জিটলার যুদ্ধেই বলিয়া থাকেন যে, অবস্থার ব্যবস্থার পক্ষ মহানগরে জার্মানীর পরাজয় ঘটাইয়াছে। ইহা যুদ্ধে সত্য যে, সে-বারের অবস্থার ব্যবস্থা হুড়াত্তরলাভের ক্ষেত্রে তৈরী করিয়া দিয়াছিল। এবার বিমান আক্রমণে উহা সত্যতা করিয়া তুলিবে।

সে-যুদ্ধে আমরা "বিসমার্ক" কে হুড়াত্তর দিয়াছি। সার্বভৌমত্ব, যুদ্ধে রণকৌশল পুনঃসংগঠন এবং প্রিন্স উইলহেলমকে সার্বভৌমত্ব করণ ও অস্ত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। টোরাণ্টো এবং বাটলার ইটালীর নৌবহককে ব্রিটেন পক্ষ করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রেও জুদ্ধ এবং ক্রমবাস্যগণের কতিপয় জুজার এবং জেটরার যোরাইতে হইয়াছে সত্য, তবে প্রতিপক্ষের কতিপয় পরিমাণ জার্মান কতিপয় তুলনায় অনেক বেশী।

যুদ্ধের সর্বমোট ইটালীর ৪০০,০০০ সৈন্যের পুষ্টি আধারী পূর্ণসত্ত্ব করিয়া দিয়াছে। উক্ত যুদ্ধে দিখিল কলকারখানা তুলনায় চক্র হুড়াত্তর উপলব্ধ হয় নাই। উহা লক্ষ্যই সমস্ত রাত্রে উচিত যে, উক্ত সৈন্যবাহিনীর জিটলারের তার ব্যাভিমান্য সৈন্যবাহকদের উপর লাগু ছিল। অসুখিক অস্ত্রশস্ত্র ইংলণ্ডের যথেষ্ট ছিল। জার্মানীর জেটলারের কলকারখানা আমেরিকা যুক্ত সৈন্য ছিল।

ইটালীর সৈন্যবাহিনী ছিল উহার দশ জন। জুজারি ইটালীর কলকারখানা যথেষ্ট ছিল আমেরিকা যুক্ত সৈন্য।

জার্মানী অস্ত্রবাহক জিটলারকে হুড়াত্তর করিতে হইয়াছে বলিয়া জার্মানীকে কলকারখানা লক্ষ্য করিতে হইয়াছে। জার্মানী যুদ্ধে ও জার্মানী জাতিতে হইয়াছে সত্য, তবে জার্মানী যুদ্ধক্ষেত্রে রণকৌশল জার্মানী ইটালীকে বসিলা আলিবে সাহায্যাদান করিতে পারে নাই, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ দাখিয়াছে। "বসিলা আলিবে পনের মতে ইটালী জার্মান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টার অবলম্বন হইয়াছে। এক্ষণে যথা-প্রাচীর পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ লুপ্ত জন পরিপূর্ণ করিয়াছে।

ইটালী-বিশেষ প্রমাণিত না হইলে জার্মানী ও জার্মানী জিটলার দিখিল প্রমাণিত কি? ইটালী হইতে একজন সৈন্য পাইয়াছিল, দিখিল অস্ত্রবাহকদের সাহায্য করিতে পারিতেন না। একমাত্র দিখিল প্রমাণিত দিখিল লাভে পক্ষাভাবসম্পন্ন করিতে হইয়াছে। তবে জার্মানী ও জার্মানী জিটলার সৈন্য প্রমাণিত করে, জার্মানী হইলে দিখিল প্রমাণিত জার্মানী এতটা পূর্ণ হইয়া পড়িতে পারে যে, প্রতিপক্ষ হুড়াত্তর অস্ত্রক্ষেত্রে আক্রমণ করিয়া বসিলা, পূর্ণ ই ইহা আশঙ্কা করা হইয়াছিল।

চাষে পড়িয়া অস্ত্রবাহক সৈন্যবাহকী সার্বভৌমত্ব জার্মানী জিটলার তার বটে, তবে পক্ষপক্ষের সৈন্যবাহকী একবার বিদ্যেবর লীলা অস্ত্রবাহক পূর্ণ কলকারখানা অস্ত্রক্ষেত্রে প্রমাণিত করিয়াছিল, জার্মানী বহু সত্ত্বেও পূর্ণ সৈন্যবাহক ছিল, ইটালী: ঠিক সেখানেই আছে, ইহা দিখিল প্রমাণিত।

জার্মানী ও জার্মানী জার্মানীর দীর্ঘ উপর জিটলার আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন। জার্মানীর যুদ্ধে জিটলার জার্মানীর প্রচণ্ড কতিপয় এবং বহু সৈন্য কলী করিয়াছেন। উপর দিখিল ও সকল কথা হইতেছে।

উপরে যে এক বৎসরের হিসাব নিকাশ দেওয়া হইল, সে যুদ্ধ যুদ্ধে একাকী চক্রাভিমান দিখিল পড়িয়াছেন। ইহার লাভ-লোকসানের প্রতি দৃষ্টান্ত করিলে কোন যুদ্ধবাহকী উপলব্ধি না হইয়া পারে না।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

রাজীন্দ্র মুক্তাভাষ্য, তারকবর্ষ, আফ্রিকা, অটোমোবাইল, সুপার-প্রাচীর ও পারস্যোপদানর তারকবর্ষী কলকারখানা-সমূহের মধ্যে জাহাজ বাতায়ন করে।

জাহাজ জাহাজ যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং বাতায়নের তাক, মালের তাক প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন উক্তানার আবেদন করুন :—

জাহাজের যাহা-কিছু এও কোং, জাহাজের যাহা-কিছু, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

• 'एकनाडये नकि मकम ककिता माथी राकिनी मन्त्र'-

বাঙলার কথা

२३९९ कनदि, — ३४४३

ইউরোপের গর ও কলকাসের তৈলোর ভয়াই জার্মানী
কমীয়া আক্রমণ করিবারে লিয়া অনেকট মতামত
প্রকাশ করিবাডেন। কিন্তু জার্মানী পুনঃ পুনঃ বে
কৌশল ও রাজনীতিক চালবাজীর পরিচর দিয়া আসিয়াছে,
তাহা বিবেচনা করিতে গেলে মনে হয় কেবল যাত্র
এই উদ্দেশ্যেই জার্মানী কমীয়া আক্রমণ করে
নাই। কেবলযাত্র ইহাই যদি চিটিলারের উদ্দেশ্য
হইত, তাহা হইলে যুদ্ধের বিপদের সম্ভবীম না হইত।
সামরিক নজির তর দেখানোর মাথে মাথে আলোচনার
মধ্যস্থতায় মতের মিছি কবার চেষ্টাই হইত চলিত।
কিন্তু এই আলোচনার পথে মা গিয়া চিটিলার বিভ্রাট আক্রমণ
চালাইবাই নিজের অস্ট্রীই নিজির চেষ্টার অগ্রসর হইবাডেন।

একশ শীতি অবলম্বনের কারণ একান্ত পরিকার্যই বুঝা
বাইতেছে। পশ্চিম ইউরোপকে পদ্যমত করিয়া বহা-
প্রাচ্য ও জুয়বাগণ অকল হইতে বুটেনের পুডাব নট
করত: পরে বুটেনকেও ধুংস করার যে পরিকল্পনা
হিউলার করিয়াছিলেন, যতদিন পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনা
অনুসারে কাজ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত
আত্মাণী কলীরা হইতে অল্প পরিমাণ বসতাদি পাটহাও
সম্বলি ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, আটলান্টিক
ও মোহিত সাগরের বহা দিরা ক্রমাগত বুটেনের প্রতি
আমেরিকান সাহায্য বেক্ষপ ব্যাপকভাবে আসিয়া পৌঁছি-
তেছে, জাহাজ কলে মুক্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ারই সম্ভাবনা,
তখন বাধা হইয়াই হিউলারকে তাঁহার প্রাথমিক পরিকল্পনা
পরিবর্তন করিতে হইল। একদে নতরকত: তাঁহার
উদ্দেশ্য হইতেছে—আগে কলীরাই শেষ করিয়া পরে
বুটেনকে দেখা বাইবে।

হিউলারের এই কাহা যে সত্তি অসম্ভাবনিক, ব্যাপার
হইয়াছে, তাহা বলাই বাজনা। যদি স্বল্পকাল বারী
মুখে তিনি কশীরাৎ কাণু করিয়া ফেলিতে পারেন,
তাহা হইলে তাঁহার অব্যাহা উল্লেখ্য অতি সহজেই সিদ্ধ
হইয়া বাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। কারণ, তখন
ক্রীড়ার বিরাট সেনাবাহিনী (১৪টি বর্ষাবৃত সাত্তিক বাহিনী
সহ মোট ২২৫ ক্রিডিয়ন সৈন্য আত্মপন সেনাবলে পরিচালিত
কলিরা প্রকাশ্য) অতি অসামান্য ও নিশ্চিত মনে পশ্চিম
দিকে পাল বুটেন ও দক্ষিণ দিকে ইরাক ও ইরানের
বদা দিগা দুরন্ত, এমন কি ভারতে পর্য্যন্ত আক্রমণ
চালাইতে সক্ষম হইবে। কশীরাৎ কতকগুলি ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া এই সব রাষ্ট্রে আত্মপনীয় পক্ষ
মত এককম লোককে পালক করিয়া দিয়া সমগ্র কশীরা
হইতে আত্মপনীয় প্ররোচনায় শ্রমিক সংগ্রহ করা বাইবে—
এক্স ইচ্ছাই হিউলার ও তাঁহার সমকাল শোষণ করিতেছেন
বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে, বের্লিন কেন্দ্রে
কশীরাৎ বিরাট বন্দা-ডাঙর, বহিষ্কৃত-সম্পদ ও
তৈল প্রভৃতি আত্মপনীয় প্ররোচনায় ব্যাপকভাবে নিয়োগ
করাই ইচ্ছা ও সম্ভাব্য শোষণ করা হইতেছে।

একপক্ষেই পক্ষ নকর করিয়া মাথায় বাঁধিয়া সম্পূর্ণ-
রূপে অপরপক্ষের হইয়া বাঁড়াইবে, ইহাই বিধানের মনে
করেন। যদি বিপুল গণতন্ত্রসমূহ ইহাও পরও বুঝ
চালাইয়া বহিতে চায়, তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগর
ইহাতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে
আধিকারী জাতিগণের পক্ষে অসিদ্ধিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বুঝ
চালাইয়া মোটেই অসম্ভব হইবে না। অতঃপর জৌগোলিক
প্রভাবের লেহাই দিয়া আমেরিকার আমেরিকান আধিপত্য
ইউরোপ ও আফ্রিকার মাথায় প্রভুত্ব এবং মরুর প্রান্তে ও
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা
করতঃ "উপাধিকৃত "পাশ্বি" প্রতিষ্ঠার কোন প্রতিবন্ধকই
হকত, আর থাকিবে না। এক্ষণ হইলে তিনটা মহাদেশের
(ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেকাংশ) বাণিক্য
সম্পদ, বাসায়বাণি ও কাঁজা দ্রব্য মাথায় জাতিগণী
অধারে রাখার করিতে পারিবে বলিয়া আমেরিকান
বুদ্ধবাজা, দক্ষিণ আমেরিকার গণতন্ত্রসমূহ, দ্বীপ বীণপুত্র,
ভাৰত ও দ্বীপ উপনিবেশসমূহ এমন অবস্থার পতিত
হইবে যে, বাঁধা হইয়াই তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে মাথায়
"দব-বিধানের" আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

সমগ্র বিশ্বে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য এই যে লক্ষ্যী পরিকল্পনা করা চইয়াছে, ইহার মধ্যে অনেক ত্রুটিও অবশ্য দৃষ্টিগোচর। এই পরিকল্পনাকে সাধক করিতে হইলে আগামী শীত ঋতুর পূর্বেই কলীমাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা দরকার এবং এই সময়ে পশ্চিম সীমান্তে নাজিক হইতে শুরু করিয়া স্পেনের সীমান্ত পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সমুদ্রোপকূল দিককার ব্যবস্থাও জার্মানীকে করিতে হইবে। ভারতের যদি ধরিয়াও লড়াই যাব যে, কলীমার বিজিতে জার্মানীর এই সামরিক অভিযান সাফল্যবান হইবে, তাহাণি সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ার এক শ্রেষ্ঠাংশ হইবে না। কোনক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। জার্মান অধিকৃত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে ইতিমধ্যেই অসহযোগের সংবাদ পাওয়া বাইতেছে। এক্সপ অসহযোগের কারণ হইতেছে বিজয়ীদের প্রতি বিজিতদের স্বাভাবিক ঘৃণা ও এতগুলি দেশে যথেষ্ট অস্বাভাবিক শাসক বিরোধে জার্মানীর অক্ষমতা। কলীমার অন্ন করা যদি জার্মানীর পক্ষে সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে অধিকৃত স্থানের পরিচালন বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর এবিধ অসুবিধা যে আরো বৃদ্ধি পাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ইউরোপ ও এশিয়া যে দীর্ঘবে লক্ষী "সম-বিধানের" ভুলে রাখা অবশ্য কর্তব্য, এক্সপ মনে করারও কোন কারণ নাই। হরত হরতেরই নানা স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিবে এবং ফলে জার্মানীকে অধিকৃত দেশসমূহে বিরাট সৈন্য-বাহিনী মোতায়েন রাখিতে হইবে। কাকেই বলা চলে—লক্ষী সমর-যুদ্ধের ক্ষণে নিবৃত্তির জন্য জার্মান জনসাধারণ যে ত্যাগ-বীকার করিতেছে এবং বৃটিশ বিমানবাহিনীর ক্রম-সম্মান যেনা কর্ষণ বৈধরূপে জাহায্য করা করিতেছে, ইহার পরও বিজয় লাভের পর চিরকালের জন্য ঊন-রোক্তরূপে ত্যাগ বীকারে জার্মান জনগণ যে লগ্ন হইবে, এক্সপ মনে করার কোন কারণ নাই। দুইটির মাল পাওয়ার পর সামরিকভাবে কিছুদিন পর্য্যন্ত হরত জার্মান জন-সাধারণের কিছু আশ্রয় আশ্রয় হইতে পারে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না অধিকৃত দেশসমূহের জনগণকে পূর্ণ ভাবে ক্রীতদাসে পরিণত করা সম্ভবপর হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই দারী শান্তি আনা করা বাইতে পারে না। কিন্তু এবারতও একপভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাব্য কোন দাবীই দেখা বাইতেছে না। হিন্দীসী পরিকল্পনার দ্বন্দ্বল অংশ এখনও।

কিন্তু এখন বনু'রাজা হরিহরকে বাকিরাই আনামিকা-
 সিংহকে থাকিয়ে চলিয়ে যা। বিনু-মহাজনে বনু-
 করিতে হইলে এই মাখী বনু'রাজার বিরুদ্ধে লড়াই
 করিতে সক্ষমিতভাবে লড়াইনা হইতে হইবে। এই
 ব্যাপারে হরিহর অসীম ইতিহাসের লক্ষ্য উন্নত করিয়া
 নীচের হরিহরকে, হরিহর সিংহই মাখ। দেবোদিতের
 বিনু-বিশ্বের প্রভেদী অসীম মাখ্যাবলিত হই যা

পরিচায় যে প্রথম প্রচেষ্টা বর্তমানও সাফল্যবশিত হইতে পারে না, কিন্তুভাবে জায়া বহা কিছুতেই সন্তানপন্থা নহে। বর্তমান বন্ধুত্বের মধ্যেই হিঁসার হস্ত এমন ভয় সৌজন্য সর্জন করিতে পারেন যে, জঁহার বিরোধিতা করা ভয়ন অতি কষ্টন হইয়া পড়িবে; জঁহার এমনও হইতে পারে যে, জঁহার পক্ষন বন্দাইয়া আসিলে। যোঁর উপর, বিশুর শাসিকারী অমান্য শেপভগির সমিলিত ও আত প্রচেষ্টার উপরই সবিন্দ নির্ভর করিতেছে।

বৃত্তি প্রদানকারী ও বি: ইন্ডেনের বন্ধু ও কল্যাণ
প্রতি সকল সভা সাধারণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং
প্রসিদ্ধেন্ট কনভেন্ট কর্তৃক অনুগ্রহ নীতি অবলম্বন—
অধিকন্তু সমগ্র বৃত্তি সাপ্তাহিক ও আবেদিকার বৃত্তিকার
অনুগ্রহ কর্তৃক এই নীতির ব্যাপক সমর্থন—এই সম
বিবাদের প্রতি দৃষ্টি করিলে বিদ্যা বিহারী বন্ধু ভনে যে,
আধাণীকে একপে কতকগুলি জিহাট শক্তির সম্মিলিত
প্রচেষ্টার সহিতই লড়াই করিতে হইবে। এই সাপ্তাহিক
সম্মিলিত পক্ষেই ভর হউক, শান্তিকামী বিনু-মানবতার
কামনা ইহাতি।

ইউনিয়ন-বোর্ড কৃষিক্ষেত্র

বিভিন্ন প্রকারের খণ্ডি উচ্চশ্রেণীর লীজ
সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে এবং উন্নততর লীজ
ও সরঞ্জামাদি সবচেয়ে উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য
গভর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগ বাঙলা দেশের সমগ্র ইউনিয়ন
বোর্ড কৃষিকেন্দ্র ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি
করিতেছেন; একটি ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিকেন্দ্র ও তিনটি
প্রদর্শনী কেন্দ্রের জন্য একজন কৃষি-উপায়ুক্ত নিয়োগ
করা হইতেছে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত
করিবার জন্য বিভাগীয় কৃষিকেন্দ্রগুলি আহারের বৈজ্ঞানিক
বিভাগগুলিকে নিযুক্তি দিয়া কার্য-প্রচেষ্টা বৃদ্ধি
করিয়া অধিকতর ফল জন্মাইতে হইবে এবং বিভাগীয়
ডাকঘরাদি পরিচালিত যে-সরকারী প্রতিষ্ঠান-
সমূহকে সরবরাহ করিতে হইবে। ফেলী কৃষিকেন্দ্রের
সংখ্যা দুইটি বৃদ্ধি করা হইয়াছে, একটি চট্টগ্রামে ও আর
একটি বেলুনীপুরে, আহারে গভর্ণমেন্ট কৃষিকেন্দ্রের
সংখ্যা ২০টির স্থলে ২২টি হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সন
হইতে ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিকেন্দ্র ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের
সংখ্যা নিম্নে যেহাں গেল :—

১৯৩৮-৩৯—ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্র ৯৬ ; প্রদান নী
কেন্দ্র ২৮৫।

১৯৩৯-৪০—ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্র ১১৮।
প্রকল্প নী কোষ ৩৩৬।

১৯৪০-৪১—ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিকেন্দ্র ১৯৪১
প্রদর্শনী কেন্দ্র ৫৪৯।

এই পরিবাহিত কার্যক্রমে প্রত্ন বেষ্টের যেটি ব্যয়
হইতাহে—

१२३४-३२-३३,३२८, भाग १

१२७२-८०—७७,७७७, ८८८८

১৯৪০-৪১—২০,৭০০ টাকা (১৯৪০ সালের ৩১শে
ডিসেম্বর পর্যন্ত)

संविधान संहिताकार कमेटी का शासक निर्देश

২৪৯০১ কাক চাণক্যের প্রভাব

‘‘এইটো প্রকৃতপক্ষে পরিবার প্রাণকেন্দ্রিক সম্প্রদায়।
এইটো প্রকৃত, জীবন ব্যক্তিগত সম্পর্কভিত্তিক বান্ধবত
সম্পর্ক বন্ধ জারায় বিদ্যমান কর্মসূচি, এতদ্বা-
ন্যে।’’

“বেশ চাইব” নিষিদ্ধ।—বন্দ্য ও গিলি ভাষায়
নিষিদ্ধ বাক্যগুলি কলিকাতার বেশকিছু বক্তৃতাতে,
যেমন—“বেশ চাইব” বোলা সন্দেহ নাই; তবে পাশ্চাত্যের ২৪
বর্ষের কাল প্রচলিত আরও কিছু ভাষাভেদে ভাষায়
নিষিদ্ধ বাক্যগুলি—

১০ নং কলেজ ভেড়া, কলিকাতা।

বাঙালার আবহাওয়া ও কসনের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২৪ জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সপ্তাহে দুইপাত সাধারণতঃ অল্প হইয়াছে। শীতকালীন মাসের আলা বা চাড়া ঠাণ্ডাপন কেবল প্রান্তের কাজ চলিতেছে। কোন কোন দানে পাট কাটার কাজ চলিতেছে। মুন্সিাবাদ ও বীরভূম জেলার বিগত ২৮শে জুন নির্বাচন বন্ধান্তে ২,৩৬০ ও ১,৯৮১ জন লোক টেই রিলিক কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল এবং ২৮শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ১,৪৪৯ ও ১০,৭৫০ জনকে বরখাস্তা দান করা হইয়াছে। ভগলী জেলার বরখাস্তা দান ও কৃষিগণ সেওয়া হইতেছে। রংপুর জেলার ৪,১১৯ জন লোক টেই রিলিক কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ২১শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ময়মনসিংহ জেলার টেই রিলিক কাজে কোন লোক বাতান হয় নাই। এই প্রদেশে সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে টাকার ১৫১০ সাড়ে ছয় সের ছিল। পূর্বে সপ্তাহের জুলাইর মূল্য পতনকর ১১.৯৫ ডাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাধারণ চাউলের মূল্য চম্পিন-পরগণা, ভাটহাট হারবার, বারাকপুর, বাঘাশত ও বশিরচাটে টাকার ১৬ ছয় সের হইতে ১৫১০ সাড়ে ছয় সের; মলীয়া, কুটীয়া, বেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা ও বাগাঘাট ১৬০০ তিন চটাক হইতে ১৬৮ পৌনে সাত সের; মুন্সীাবাদ, লালবাগ, জলীপুর ও কালীতে টাকার ৬১০ সোজা ছয় সের হইতে ১৭ সাত সের; মনোহর, বিনাইমহ, মাওরা, নড়াইল ও বনগ্রামে টাকার ১৬ ছয় সের হইতে ১৬৮ পৌনে সাত সের; বুলনা, সাতক্ষীয়া ও বাগেরচাটে টাকার ১৬১০ সাড়ে ছয় সের হইতে ১৭ সাত সের; বর্ডমান, আসানসোল, কাচোরা ও কালনার ১৬০০ চটাক হইতে ১৭ সাত সের; বীরভূম ও রামপুর চাটে টাকার ১৬ সের হইতে ১৭ সাত সের; বাকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকার ১৬ ছয় সের হইতে ১৬১০০ ছয় সের লম্ব চটাক; বেদীপুর, কীর্বা, ডমলুক, দাটাল ও বাউগ্রামে ১৫৮ পৌনে ছয় সের হইতে ১৭১০ সাড়ে সাত সের; ভগলী, শ্রীধরপুর ও আদামবাগে ১৬১০ ছয় সের ছয় চটাক হইতে ১৭ সাত সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় ১৬১০ সোজা ছয় সের হইতে ১৭ সাত সের; রাজসাহী, মওনীও এবং সাতোরে ১৬১০ সোজা ছয় সের হইতে ১৭১০ সাড়ে সাত সের; বিনাকপুর, চাকুরগাঁও ও বাপুর্বাটে ১৬৮ পৌনে সাত সের হইতে ১৭ সাত সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুর ১৬১০ সাড়ে ছয় সের হইতে ১৭ সাত সের; দাখিনিং, কালিগাং, মিসিওড়ি ও কালিগাং ১৬ ছয় সের হইতে ১৮ সের; বংসুর, মিলকাবাড়ী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা ১৬ সের হইতে ১৬১০ সাড়ে ছয় সের; বগুড়ার টাকার ১৬৮ পৌনে সাত সের; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে ১৬১০ সাড়ে ছয় সের হইতে ১৬১০০ ছয় সের লম্ব চটাক; মানসিংহে টাকার ১৬১০ সাড়ে ছয় সের; কুতুবদিয়ারে টাকার ১৭১০ সোজা সাত সের; চাট্টা মালিকগঞ্জ, মারায়গঞ্জ ও মুন্সীপঞ্জে টাকার ১৬ ছয় সের হইতে ১৬১০ ছয় সের ছয় চটাক; ময়মনসিংহ, জাবালপুর, চাট্টাইল বেত্রেকোবা ও কিনোয়গঞ্জে টাকার ১৫৮ পৌনে ছয় সের হইতে ১৬১০ সাড়ে ছয় সের; কবিরপুর, গোবালিন, মালারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকার ১৬ ছয় সের হইতে ১৬১০ সাড়ে ছয় সের; বাবরগঞ্জ, গিরোজপুর, গুইরাবাড়ী ও দক্ষিণ সাবাকপুরে টাকার ১৬ সের হইতে ১৭ সাত সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকার ১৭ সাত সের হইতে ১৮ আট সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মবাজার ও চাঁদপুরে টাকার ১৬ সের হইতে ১৬১০ সাড়ে ছয় সের; বোরাখারী ও কোপিতে ১৬১০ চটাক হইতে ১৬১০০ সাত সের চৌক চটাক; পাহাড়ীয়া চট্টগ্রামে টাকার ১৮ সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকার ১৬১০ সাড়ে ছয় সের হইতে ১৮ আট সের।

জলপাইগুড়িতে বৃহৎ প্রচেষ্টা

সাহায্যভাণ্ডারে অবস্থা

বিগত ৪ঠা জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সপ্তাহে জলপাইগুড়ির বৃহৎ-কার্যকরী সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ মোট ১৯০৮ টাকা পাইয়াছেন। ইহার ৯০৮ টাকা চুনিয়াবোড়া জা বাগান হইতে ও ১০০৮ টাকা জলপাইগুড়ি জা কোঃ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই সপ্তাহ পর্যন্ত মোট সংগৃহীত টাকার পরিমাণ হইয়াছে ৫০,৮৬৯.৯ পাই, তন্মধ্যে ১,৭৬৫.৮০ আনা সেতী বেরী হার্বার্টের বরীয়া মহিলা তদবিলের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত জুয়ার্দের সাহায্য হইতে ৮৬,৮১৭.৮৪ পাই ইষ্ট ইন্ডিয়া তদবিলে দেওয়া হইয়াছে। বিগত

৩১শে মার্চ পর্যন্ত জুয়ার্দের সাহায্য সংগ্রহ ৫,২০৮.১৯ পাই সংগ্রহি সেতী বেরী হার্বার্টের বরীয়া মহিলা তদবিলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

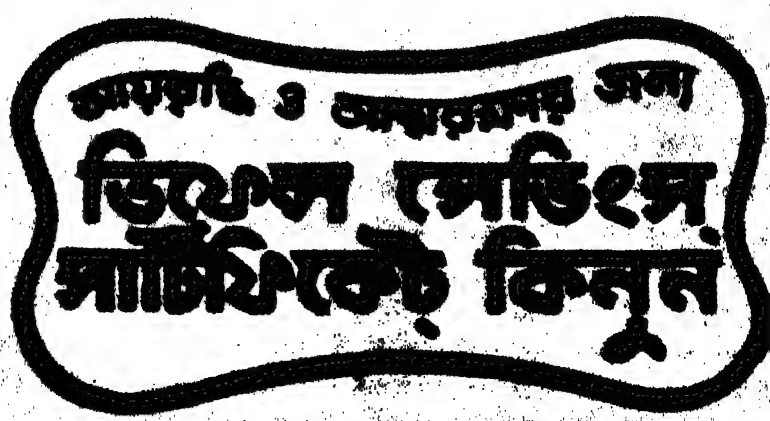
বিগত ৩ঠা জুলাই তারিখে জলপাইগুড়ি বৃহৎ-কার্যকরী সমিতির একটি সভা হইয়াছিল। বিভিন্ন বিষয় বিশেষভাবে ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া বৃহৎ-প্রচেষ্টা বৃদ্ধির কথা আলোচনা করা হইয়াছিল।

বাঙালার বৃহৎ তদবিলে ও ইষ্ট ইন্ডিয়া তদবিলে সাহায্য ব্যাপারে জলপাইগুড়ি বাঙাল প্রদেশে চতুর্থ দফা ও রাজশাহী বিভাগে প্রথম দফা অবিকার করিয়াছে।



"আমুন একটা প্রতিডেট কও খোলা থাকুক—সবাই ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনি।" একজন এই কথা বলতেই সবাই রাজি হয়ে গেল। সকলে তখন ডাক হয়ে গিয়ে প্রডোক্টের জন্য একখানি করে 'সেভিংস ট্রান্স কার্ড' চেয়ে নিয়ে এল। প্রতি রাইনের দিন এক টাকার করে ট্রান্স ডব্লিউর মতন কার্ডের ওপর ১০৮ টাকার ট্রান্স হ'ল, সেটির বদলে তখন পোষ্ট অফিস থেকে তারা 'ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট' নিয়ে এল। এই সার্টিফিকেটগুলি তাদের জন্য পতন করা ৩: হারে টাকা হোকবার ক্ষমতা থাকবে এবং লম্ব বছর পরে প্রডোক্টের দাম বীড়ায়ে ১৩১১/০ আনা। কিন্তু অসুস্থতা অথবা অন্য কারণ বশতঃ তার আগেই টাকা নষ্টকার হলে যে কোন পোষ্ট অফিসে 'সার্টিফিকেট'গুলি প্রাপ্য মূল তত্ত্ব পুরো দামে উভানো যাবে। এই ভাবে তারা প্রতিডেট কওর সব সুবিধাই পেল—টাকা নষ্টা রাখার ভয় নেই উপরন্তু ভাল সুদ।

আপনার অফিসে প্রতিডেট কও খুলুন



পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারী সাহায্য

বিভিন্ন জেলার জুও আরও অর্থ মঞ্জুর

বাঙালী সরকার নিম্নোক্ত পরিকল্পনাবলি কার্যকরী করিবার জন্য চট্টগ্রাম, ২৪-পরগণা, বর্ধমান, বরেন্দ্রসিংহ, বীরভূম, বনোয়র এবং রাজশাহী জেলায় আরও মোট ২৪,২০৯ টাকা ব্যয় করিয়াছেন:—

চট্টগ্রাম

চকরিয়া হাই স্কুল-সংলগ্ন ছাত্রাবাসের উন্নতি-সাধন ও আসবাবপত্র ক্রয় ব্যয়	২০০
ককরাখালি ইউনিয়ন বোর্ড দাওয়া	
চিকিৎসালয়ের জন্য বহুপাতি ও ঔষধ ক্রয় ব্যয়	২০০
বেনার্সি-কালীপুর ইউনিয়ন বোর্ড দাওয়া চিকিৎসালয়ের মেডিক্যাল অফিসারের বাসগৃহ নির্মাণ	৫০০
কুমারকুমারী প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ে একটি মসকুল স্থাপন ব্যয়	২৫০

২৪-পরগণা

করভালি বি. কে. ইনস্টিটিউশন-সংলগ্ন বেলার মাঠের বিদ্যুতিসাধন ব্যয়	৫০০
করভালি বি. কে. ইনস্টিটিউশনের জন্য বৈজ্ঞানিক বহুপাতি ক্রয় ব্যয়	৩০০
মগরাহাটের অন্তর্গত জগদীয়ার একটি মসকুল বসাইবার জন্য	৫০০
শালিপুর-মাগরপুর গ্রামা দাওয়ার উন্নতি সাধনকল্পে	১৫০

বর্ধমান

আসানসোলার বসি অফিসে দাওয়া এবং নিত্য প্রদর্শনী বেলার জন্য	১০০
বাবীবন গার্লস এম. টি. স্কুল প্রাঙ্গণে মসকুল স্থাপনের জন্য	১৬০
ককশা এম. টি. স্কুল দাওয়ায়ীর আবশ্যকীয় ভিত্তিগত ক্রয়ের জন্য	৬৬
কালনা মহকুমার গোপালপুর-আপলতি রোডে একটি জলদালী নির্মাণের জন্য	২৫০
মল্ল হাই ইংলিশ স্কুলের চুপকান, বরজা, জানালা ইত্যাদির জন্য	১০০

ময়মনসিংহ

চাঁদাইন মহকুমার ধরেনবাড়ী হাই স্কুলের সংলগ্ন বেলার মাঠের বিদ্যুতি সাধন-কল্পে	৬০০
উপকণ্ঠ বালিকা মেডিক্যাল এম. টি. স্কুল গৃহের বিদ্যুতি সাধনকল্পে	৪০০
কিশোরগঞ্জ মহকুমার ত্রাতারকাপি এম. টি. স্কুলের বোরসত কার্ভার জন্য	৬০০
পটিল জুজা বন হইতে মালমোহন বোম সেন পর্যায় বিদ্যুত দাওয়ার দুইটি কাঠের পুল নির্মাণের জন্য	৫০
চৌরাসীকা হইতে বাপসৈ নদী পর্যায় বিদ্যুত বালার উপর কাঠের একটি পুল নির্মাণকল্পে	১০০
ইটাইল জেলা বোর্ড সড়ক হইতে পৈকৈ-কান্দা পর্যায় সড়কের উপর একটি পাকা পুলের জন্য	৩০০
পজরপুর-পাতিয়া রোডে কাঠের দুইটি পুল নির্মাণকল্পে	১০০
মোনারকপুর মেডিক্যাল ইউনিয়ন বোর্ড সড়কে একটি কাঠের পুল নির্মাণ-কল্পে	৪৫০

উপকণ্ঠ বালিকা এম. টি. স্কুল গৃহের উন্নতি ও বিদ্যুতি সাধনের জন্য	৩০০
নেত্রকোণা মহকুমার শালিকানাক ইউনিয়ন বোর্ড দাওয়া চিকিৎসালয়ের জন্য চিকিৎসার ব্যয় ব্যয়	১০০

বীরভূম

কপলাখপুর দাওয়া চিকিৎসালয়ের টিনের ছাদের জন্য	৩০০
গগরা পল্লী-বল্লভ সনিক্তিক বারান-চর্চায় বহুপাতি ক্রয় এবং লাঠি বিভাগের উন্নতি সাধনকল্পে	১০০
বেলাস বালৈ ইককিনিস্ত বীরের জন্য	১,৬০০

বনোয়র

নৈলকুপা থানার অন্তর্গত কাটুরায় ইউনিয়ন বোর্ড দাওয়া চিকিৎসালয়ের ফিলটার ক্রয়ের জন্য	৫০
বোলকাটি এম. টি. স্কুলের গৃহনির্মাণের জন্য	৮০০
কাঁচেরখোল ইউনিয়ন পাবলিক দাওয়ায়ী ভবন ও গ্রামা চল নির্মাণকল্পে	১,১০০

রাজশাহী

জানিপুর, চাঁদাইন, মগরাহাটসারপাড়া, বেড়াগাতি, অরশীড়াকরপাড়া, কুমারপুর, গোবিন্দপুর, একডালা ও ভাদুড়ী মহকুমার মৈন-বিজ্ঞানবিদ্যালয় আলো ক্রয়ের জন্য ১৫ হিচাবে	১৩০
ভাটখোলার গ্রামা চল নির্মাণ ও সড়ক-সরঞ্জাম ক্রয় ব্যয়	১৫০
ডাকপাড়ার সোলাটডাক থানার উপর পুল নির্মাণকল্পে	৫,৯৫০
মগরাহাট মগরাহাট সনিক্তিক চিকিৎসা বিভাগের জন্য ঔষধপত্র ও বহুপাতি ক্রয় ব্যয়	২০০
মজারপুর বালিকা বিদ্যালয়ের আসবাব-পত্র ক্রয়ের জন্য	৫০
কপলাখপুর মহকুমার মৈন-বিজ্ঞানবিদ্যালয়ের জন্য পোট্রান্স-আলো ক্রয় ব্যয়	৩০
মজারপুর ইউনিয়ন বোর্ড দাওয়া চিকিৎসা-সাধনের জন্য ঔষধ ও বহুপাতি ক্রয় ব্যয়	১৫০
সোপুয়ার একটি বেলার বাঁঠ তৈরীর জন্য	১৫০
মহানন্দগারির বেলার মাঠের উন্নতি সাধন কল্পে	৫০
মোহনপুর এম. টি. স্কুলের বেলার মাঠের জন্য	১৫০
দাকপাড় (চাকুরীপাড়া ইউ. বি) একটি বেলার মাঠের জন্য	১৫০
মালারীপড়ে (পলিপুর ইউ. বি) বেলার বাঁঠ তৈরীর জন্য	১৫০
বৈগাচার (হুদডালা ইউ. বি) বেলার মাঠের জন্য	১৫০
পাকড়িয়ার (চরখাট ইউ. বি) বেলার বাঁঠ নির্মাণ ব্যয়	১৫০
মগরাহাট (বরগুনি ইউ. বি) একটি বিশ্রামাগার নির্মাণের জন্য	১০০
পালনা ইউ. বি জুট ও কটন উইভিং স্কুলের জন্য ডেকোরার্ড বেনিন ও কুইন্সটিন ক্রয় ব্যয়	২৫০

পাটের দর সমস্যা

মামলীর প্রধান-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে

গত ১৫ই জুলাই তারিখে বাঙালী প্রধান-মন্ত্রী মামলীর মি: এ. জে. ডাশ, সি-আই-ই একটি বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, পাটচাষীরা জাহাজে পাটের মাল্য দুল্য পাটের পাথে, উৎকলনা পটন মের্ট সলু প্রোজেক্টে প্রেরণ করিবেন।

তিনি বলেন যে, বাঙালী সরকার পটন উৎকলনা সহিত পাটের জাহাজের বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা করিয়াছেন। সম্প্রতি পাটের দর গতিপ্রতি হঠাৎ ১৫ টাকা মামলা গিয়াছে। চাষীরা এখন হঠাৎ জাহাজে পটন পাট বিক্রয়ের জন্য আশিতে উত্ত করিবেন। কলকাতা: টিক এই সময়ে দরের এইজন অবশ্যই জাহাজে পটন পাট বিক্রয় করিবেন, তবেই হঠাৎ দর লম্বাইয়া পটিকাচালা ও বাঙালীর পুরানো বেলার খেলিতে উত্ত করিয়াছে।

আমি বিশেষভাবে জানাইতে চাই যে, বাঙালী বর্তমান পটন মের্ট কার্যক্রম প্রচারণার পর হইতে পাটচাষীদের দাবীর প্রতি সলু দাই বিশেষ দৃষ্টি রাখা আসিতেছেন। দাবীর বাস্তবতার দ্বারা এইভাবে পাটচাষীদের দাবী চাহি জাহাজে গতিতে দিবেন না। একেবারে পটন মের্টের দাবির বুঝই হুগুট। একটা হুগুটের দর, পটন মের্টের কার্যক্রমের ফলেই পটন মের্টের দাবী দায় এক-কুটীয়াংশ করিতে পাট দলন করে। পাট চাষের জমির পরিচালনা এবং পটন চাষের দরো যে পার্থক্য আছে, জাহাজে দাবী দিবীর জন্য কাজে লাগানো হইতেছে বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমির পরিচালনা কোনও উত্তম নাই। এমন কি, একসময়ে যে সকল জমিতে পাট চাষের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, জাহাজ মের্টের জমিতেও পাট দলন করা উত্ত নাই। কোন কোন স্থানে দীর্ঘ সম্পূর্ণ পটন দর হইয়া গিয়াছে এবং পটন মের্ট দানে একজন পটন চাষীকে যে, বুঝ করই ফলন সেই সকল স্থান হইতেও পাট দাওয়া গাইবে। যে সকল অঞ্চল বুঝ উত্তম, প্রায়শই কলকাতা আসে এইজন অবস্থা দেখা গিয়াছে। কলকাতা: একসময় অলপা দলনের অপেক্ষা পাট অনেক কম পরিমাণে জমিয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রে পাট একজনভাবে কতিপয় হইয়াছে যে, জাহাজ আর কোনও কাজে আসিবে না। কাজেই, চাষীদের যে পাট অবশিষ্ট আছে, জাহাজে জাহাজ জাহাজ জাহাজ দুল্য পায়, জাহাজে পটন মের্টের একজনভাবে পটন জমিতে হইবে। পাট-নিরূপণ বিন পুরবর্তনের ইচ্ছা ছিল মূল উদ্দেশ্য। চাষীরা জাহাজে পটন পেকা জাল জাহাজে পাট বিক্রয় করিতে সলু দর, উৎকলনা পটন মের্ট মূতন দাবী পুরবর্তন করিতেছেন এবং প্রচলিত পাট-কর নির্ধারণ বিন এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। চাষীরা পাট বিক্রয়ের জন্য জাহাজে না করিয়া বেন জাহাজ দর পাটচালা জন্য অপেক্ষা করে। পটন মের্ট একজনবেলা চাষীদের দরো জোর প্রচারকার্য চালানোর উত্তা রাখেন।

মি: এ. জে. ডাশ, সি-আই-ই

বাঙালী সরকারের চীফ সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মি: এ. জে. ডাশ, সি, আই, ই, আই, সি, এস, মডেলর বিবৃতি ১৫ই জুলাই তারিখে মি: এ. জে. ডাশ, সি, এস, আই, সি, আই, সি, এস-এর দরো বাঙালী পটন মের্টের চীফ সেক্রেটারীর দায়িত্ব প্রচারণা করিয়াছেন।

মি: ডাশ ১৯১০ সনে জাহাজের দিষ্টিল মালিসে যোগদান করেন এবং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত জেলা-জজরূপে বাঙালী কলেকটর জেলার কাজ করেন। ১৯২৮ সনে তিনি বাঙালী পটন মের্টের দিকা বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সনে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হন। রাজনৈতিক ও বিরোধ বিভাগে ১৯৩৩ সনে কিছুকাল বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করার পর ১৯৩৫ সনে তিনি পুরানো প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সনে তিনি বাঙালী-বিজ্ঞানের সড়ক ডিসেন এবং পুরানো প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার হন। অন্ত:পর তিনি জাহাজী বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

[१००]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

আইসল্যান্ডে ব্রিটিশ সৈন্য

নতনের সহকারী মহন হইতে জানা গিয়াছে যে, আইসল্যান্ডে ব্রিটিশ সৈন্যবল অবস্থান করিতে। নতাবিত যে কোন আক্রমণ আক্রমণ প্রতিরোধের নিবিত্ত ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যবল সহযোগিতা করিতে বলিয়া মনে হয়।

জার্মান বোম্বার্ডার নিশ্চিহ্ন

একবারি রাশিয়ান এন্ডেজারে ২৫ জুলাই বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ান বাহিনী পোলক অঞ্চলে বিদ্যুৎগতিতে আঘাত করিয়া জার্মানদের প্রভুত কতি সাধন করিয়াছে।

কেপেল এন্ডেজারে জার্মানদের দুইটি বোম্বার্ডার নিশ্চিহ্ন ও জার্মান কমান্ডার চারিটা বাহিনী নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে।

জার্মানরা যথাক্রমে নত নত বৃত্তের কেন্দ্রাভিতা লেপেলের পশ্চিম দিকে পলায়ন করিতেছে। নতেন্সভের ও জোলিনস্কেব দিকে রাশিয়ানরা অবিরাম গতিতে জার্মান ট্যাঙ্ক ও মোটরবাড়ী বাহিনীর সহিত যুদ্ধ চালাইয়া পূর্বদিকে তাদের অগ্রগতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

রাশিয়ান বিমানবহর, দিগ্বিদিক জার্মান বোম্বার্ডার ও বহুচালিত বাহিনীর কতি সাধন করিতেছে। মোট ১০২ বাহিনী জার্মান বিমানপাট বিধ্বস্ত হইয়াছে।

জার্মানদের বেসাহাতিয়া দখলের দাবী

একবারি জার্মান এন্ডেজারে বোম্বা করা হইয়াছে, সবুজ বেসাহাতিয়া জার্মান ও কমানিয়ান বাহিনী কতক অবিকৃত হইয়াছে।

বুটিন বিমানবহরের তীব্র আক্রমণ

ব্রিটিশ বিমান বিভাগীর মরীচকত্বের এক এন্ডেজারে ২৫ জুলাই বলা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমান বহর লিপজিগের কয়েক মাইল অনুরে দরদা পর্যন্ত অভিযান চালাইয়া জার্মান পতঙ্গগুলির উপর হানা দেয়। তার পতঙ্গ ও বেলগের ইয়ার্ডের উপর তীব্রভাবে আক্রমণ চালানো হয়। বুঝ উচু হইতে বানসীরের সামরিক লক্ষ্যবস্ত্র সবুজের উপর বিকিরণ ও আওনে বোমা নিক্ষেপ হয় এবং আর একটি বহর লাক্সামবকভাবে কারখানাসমূহ বিলকলন্ত পতঙ্গের উপর আক্রমণ করে।

[পূর্ব-পটীর পোষণ]

ট্রেট রিলিফের কাজ চলিয়াছে। প্যাঁচখোলায় একটি ইউনিয়ন পলী-উনয়ন সমিতি ও একটি গ্রাম্য পলী-উনয়ন সমিতি বিপত্ত যে মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চন শাহাইল পলী-উনয়ন সমিতি বোচাপুগোমিত শ্রমে দুইটি বালের সাহায্য করিয়াছে। ত্রাতাতে জলাবল অকলগুলিকে নদীর সহিত সংযুক্তিত করিয়া কেওরা হইয়াছে, এই বালের একটি ১০০ গজ ও অপরটি ১৫০ গজ দীর্ঘ। শিকার ইউনিয়ন বোর্ড ব্যবসায়িক কাজে একটি পাকা পরঃপ্রণালী প্রস্তত করিয়াছে।

বিপত্ত ১৪টি জুন জাহিরে যে সমগ্র দেশ হইয়াছে এই সময়ের মরীচক প্রসঙ্গে মোট ৪৮১ জন কলেক্টর কাজে হইয়াছে, তন্মধ্যে ২২৫ জন কমিউনিস্ট, ৭১ জন হাইড্রার ও ৭০ জন ব্রিটিশ। এই সময় মধ্যে কলেক্ট মোট আক্রমণ লোকের সংখ্যা ১৮৭ জন, তন্মধ্যে ১০৭ জন বাকসতে ও ৮০ জন বর্তমান। এই সময়ে লাক্সিগে ২৫ জন লোক ইনসুফেচার আক্রমণ হইয়াছিল, কলিকাতায় মোঘাও বোম্বাও দুই একটি বেসাহাতিয়া আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রুসে আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এই সকল মাসে তীব্র হককের অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং কয়েক কতি সাধিত হয়। উপকূলভাগীর বিমানবহর রাতে হরপেপুগের পোডাপুগের উপর বোমাবর্ষণ করে এবং ক্রাসের উত্তর পশ্চিম উপকূলের নিকটে মাহাজনসবুজের উপর আক্রমণ করে।

জার্মান বিমানবহরের বিমানপাটগুলি ইতাল্যারীতে বাহির হইয়া উত্তর ক্রাসের একটি বিমান বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়।

প্রতিপক্ষীয় জরুখানি জাহাজ ধ্বংস

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১০ই জুলাই অপরাজে রাজকীয় বিমানবহরের কতিপয় বোম্বা বিমান জার্মান বিমানের সহযোগিতায় চেরবুগ এবং জাহাজের বন্দরে মোট ১০ জাহাজ টপের জরুখানি জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। অনুমান হয় যে, সব জরুখানি মাহাজই ধ্বংস হইয়াছে। বেসুদের বিকট অবস্থিত াকের সামরিক কারখানার উপরও বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে।

জার্মান এলাকার আরো বোমাবর্ষণ

বিমান বিভাগের সংবাদে প্রকাশ ২৫ জুলাই বাহিরে বোম্বা বিমানবাহিনী আশেপাশের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া উহার গুরুতর কতি সাধন করিয়াছে। এই শহরটি বেলজিয়াম এবং জার্মানীর সীমান্তে অবস্থিত। উচা আই-লা-চ্যাপেল নামে পরিচিত। বোমা বর্ষণের ফলে অগ্নিকাণ্ড উক্ত শহরের আধুনিক সমস্ত নিম্ন-প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে এবং পতঙ্গ ২০ বাহিনী গজ ভস্মীভূত হইয়াছে। পতঙ্গটি যে অঞ্চলে অবস্থিত উচাতে প্রচুর জনিক পলায়ন আছে। পূর্বপু বুটিন বিমানবাহিনী এই শহরে হানা দিয়াছে; কিন্তু এরূপ প্রবলভাবে ইতিপূর্বে কখনও বোমা বর্ষণ করে নাই। অনিশ্চয় কামান বর্ষণ এবং চিলসার বিমানের প্রতিরোধ চেষ্টা সত্ত্বেও বুটিন বিমানবাহিনী সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া শহরটি প্রকলিত করে। বিমান আক্রমণ প্রায় এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয় এবং সেই সময়ের মধ্যে বেলগের জংগল বিধ্বস্ত করা হয় এবং কারখানাসমূহে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

কলীয়ার জার্মান অভিযান নিশ্চল

যতটা হইতে ১০ই জুলাই প্রাতে যে সকল শহর অগ্নিকাণ্ডে ত্রাতাতে বোম্বা দায় যে, উত্তর বেলগ হইতে কুলসাগর পর্যন্ত সমগ্র ২,০০০ মাইলখালী বনাঞ্চলে কলীয়ার মধ্যে জার্মান অভিযান নিশ্চল চট্টা পিয়াছে—অন্ততঃ সাময়িকভাবে। একটি সমগ্র জার্মান বেসাহাতিয়া ডিভিশন নিশ্চল করিয়া সেওরা হইয়াছে এবং আর একটি জার্মান ডিভিশনকে "জরুজতাবে পরাজিত করা হইয়াছে।" গ্যোভিগেট সৈন্যেরা হুজতাবে পাকটা আক্রমণ চালাইতেছে।

জার্মান হাইকমান্ডের গানী

জার্মান হাইকমান্ডের এক বিশেষ ট্রাফারে বলা হইয়াছে, "বিজয়িত ও বিদ্রোহ দুই বুকের অবলম্বে পুনরীক ইতিহাসের সর্বাধিক পরিচালন সমরোপকরণ দরপত্ত করা হইয়াছে। ৩২,৩৮৮ জন সৈন্য জার্মানদের দ্বারা বন্দী হয়; তন্মধ্যে কয়েকজন বেসাহাতিয়া ও ডিভিশন কমান্ডার। ৩,০৩২টি ট্যাঙ্ক ও ১,৬০৩টি জাহাজ এবং অন্যান্য অসংখ্য অস্ত্রাদি হস্তগত হয়। অন্তর্গত কলীয়ার লাক্স চান লক্ষের বেশী হইয়াছে। যে সকল সমরোপকরণ ধ্বংস বা হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে আছে ৭,৬১৫টি ট্যাঙ্ক ও ৪,৪৩২টি কামান। এ পর্যন্ত গ্যোভিগেট বিমানবহরের ৪,২০০টি বিমান ধ্বংস হইয়াছে।"

বিভিন্ন বনাঞ্চলে জন সমরোপকরণ

যতটা বোভিগেট বোম্বিত হইয়াছে যে, মাস ১৫ তরোমি-লোভ, চিমোপেচো ও বুবেলি বনাঞ্চলে উত্তর, পশ্চিম ও লক্ষিণ বনাঞ্চলের প্রথম সোমাপতি দিবুজ হইয়াছে। বোম্বাধাকারী বসিয়াছেন যে, জীয়াতা উত্তিমবো ও ম মাসে কতবাতার গৃহন করিয়াছেন।

গ্যোভিগেট বিমানের সাফল্য

বুসাপেচোর একটি সমরোপকরণে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, গ্যোভিগেট বোম্বা বিমানের আক্রমণে কমানিয়ার গালাখল ও কনটীয়া বন্দর ধ্বংসপ্রাপ্তে পরিণত হইয়াছে। যতোর ইখায়ে গ্যোভিগেট বিমানবহরের আরও লাকলোর সংবাদ উল্লিখিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, গ্যোভিগেট বিমানবহর আক্রমণ চালাইয়া একটি বোম্ববাহিত এবং একটি মেকানাইকত সৈন্যদলসহ জার্মান পতিপ্রস্থন বাহিনীর কয়েকটি দলকে ধ্বংস করে।

জার্মান অগ্নিকৃত বন্দরসমূহে আক্রমণ

বুটিন বিমানবহর ইংলিশ প্রণালীর উপকূলবর্তী জার্মান অগ্নিকৃত বন্দরসমূহের উপর এক দল প্রচণ্ডতম এবং দীর্ঘকালস্থায়ী আক্রমণ চালায়। বুটিন বিমানবহরের এই আক্রমণ ৭টি ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময়ের সময় একবার ৪ মিনিট বহিরা অবিরত বিকিরণ হয়। এই বিকিরণের তীব্র শব্দে জার্মান বিমানবাহিনী কমান্ডের আশ্রয় পর্দায় ভসিত পাওরা দায় না এবং ইংলিশ প্রণালীর পরপারে বুটিন উপকূলের বাহিনীর পর্দায় কাপিতে থাকে। আভরাজ এরদই তীব্র হয় যে, বুটিনের উপকূলবর্তী শহরের কতকগুলি লোক পলায়ন করিয়া, ত্রাতাদের ঐ শহরের উপর বিমান আক্রমণ চলিতেছে—এই বাসনার মধ্যে বিমান আক্রমণের সময়ের আগ্রহবলে পিরা আশ্রয় গ্রহণ করে। ইংলিশ প্রণালীর উপকূলবর্তী শহর জাহাতি মেশের অভ্যন্তরভাগেও আক্রমণ চালান হয়।

জার্মান জাহাজ আটক

আর একটি জার্মান জাহাজ লক্ষিণ আমেরিকায় বুটিন অবস্থায় বানসে এড়াইতে পিরা বলা পড়িয়াছে। জার্মান জাহাজ "চেরমিগের" (৭,২০২ টন) পড়িয়াছে বলা হয়। উহার ক্যাপ্টেন, অফিসার এবং সাবকলিগকে বন্দী করা হইয়াছে। বেরমিগ ২৮শে জুন জাহিরে কিও-ডি-কোমেকিও হইতে হামবুগ মাত্রা করে। জার্মান জাহাজ "চেরমিগ" অতলভুক্তিত ছিল না বটে, তবে হা বন্দর করিয়াছিল। লক্ষিণ আমেরিকা বাটনার পথে ব্রিটিশ অবরোধ দায়ক। এড়াইতে সমর্থ হয়। জাহাজকাহি এপ্রিল মাসে কিও-ডি-কোমেকিও পেঁাছে। উহার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব জাহাজকাহি যতটা হইতে মাত্রা করে। ঐ সময় জাহাজকাহি মাস মোখাই ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেনের নিকট জানা যায় যে, ব্রিটিশ ও আমেরিকানিয়ার জাহাজ ব্যবসারীদের জন্য ঐ সম মাস প্রেরিত হইয়াছিল।

কালেকক্যাপোতাহ ডিগির জাহাজ

এসাহাতিয়া কলীয়া যুদ্ধ জাহাজ আদেকজাহাজে বন্দরে আগ্রহ লইয়াছে। জাহাজের সাবকলিগকে অতরীক বলা হইয়াছে এবং জাহাজগুলিতে শিকার করার কাজ চলিয়াছে।

একবারি ইতাল্যারী জাহাজ ২২ একবারি টুগার আদেক-জাহাজে বন্দরে পেঁাছিয়া আক্রমণের সময় জাহাজ জাহাজ করে। উহার কিছু পর ডিগির একবারি চেষ্টাচার, টুগার প্রেরিত চাববাসে অকলিগারী জাহাজ এবং একবারি টুগার জাহাজ উক্ত বন্দরে আদিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

[৮ম পৃষ্ঠার হইয়া]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

৮৮। সকল জাহাজেই ভিঙ্গির মোবাইলীয় সার্কিটের ব্যবস্থা রাখা। সকল জাহাজেই জাহাজের নাম ও প্রতীকসহ ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে।

প্রায় ১০ লক্ষ জাহাজ সৈন্য হস্তান্তর

সোভিয়েট যুদ্ধা পরিষদের সভাপতি করিনা এম. লসকী সাপ্তাহিক সম্মেলনে যোগদান করেন যে, বিগত ১৯ দিনের সংগ্রামে জাহাজগণের প্রায় মূল্যবান সৈন্য হস্তান্তর হয়েছিল।

জাহাজা চইতে বেতার-বাহীর আঘাতে পারা গিয়াছে যে, বহু চইতে সর্বশেষ যে সংখ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ,—সোভিয়েট ইউনিয়নে ৮০ লক্ষ সৈন্যকে সম্পূর্ণ সমাবেশিত করা চইয়াছিল। এখন সেই আশীশক সোভিয়েট সৈন্য বিভিন্ন যুদ্ধ সীমান্তের দিকে অগ্রসর চইতেছে।

তুর্ক-বুলগার সীমান্তে নাৎসী সৈন্য সমাবেশ

সোভিয়েট ইনকম্পেনশন বুঝে চইতে বিশ্বস্তভাবে সংখ্য পাওয়া গিয়াছে যে, তুর্ক-বুলগার সীমান্তে ব্যাপকভাবে সৈন্য সমাবেশ করা চইতেছে। জাহাজ ইঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে সমস্ত দিনরাত্রি বহিরা অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ দি নির্ধারণ করা চলিতেছে। অনেকগুলি বিমান-বাহীর নির্মাণ-কাঠাও চালান চইতেছে। বুঝে বলিতেছেন, স্ট্রট কোর্স বাইতেছে যে, ক্যাসিট সৈন্য বিভাগ ব্যঙ্গবাক্য অবিকারের যত্নবদ্ধ করিতেছে।

১৭২ বাহিনী পুনঃবিমান বিনষ্ট

সোভিয়েট বিমানবাহিনী প্রতিপক্ষীয় সার্কিটবাহিনী এবং বিমানবাহীর উপর আক্রমণ চালান এবং প্রত্যেকের উপর বোমাবর্ষণ করে।

গত ১৫ এবং ১৬ই জুলাইয়ের মধ্যে সোভিয়েট বিমান-বাহিনী ১৭২ বাহিনী পুনঃবিমান বিনষ্ট করিয়াছে।

বহু জাহাজ সাবমেরিন ধ্বংস

বুটিন নৌ-সচিবরঞ্জীর প্রথম লর্ড মি: এ. ডি. আলেক-জান্ডার যোগদান করিতেছেন যে, বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবত বুটিন নৌ-সেনাবাহিনী বহু জাহাজ সাবমেরিন ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জাহাজের ট্যালিন-লাইন ডকের দাবী

জাহাজ চাইকম্পের উপভোগ্যে বলা চইয়াছে যে, ১২ই জুলাই প্রিন্স বেডিও চইতে প্রাপ্ত বেতারবাহীর প্রকাশ, "পূর্ব সীমান্তে জীবন আক্রমণে ট্যালিন লাইনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি ডাকিয়া ফেলা হইয়াছে। জাহাজ, প্রোডাক্টিভাম ও হাজেলব্র্যান সেনাবল পদারম্ভের পত্র-সৈন্যের পত্রাভ্যাস করিতেছে। সীমান্ত দাবী উত্তম-পূর্ণ দিকে জাহাজ সেনা কিয়েভের সমুদ্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

মিস্কের পুষ্কিক ১২৫ মাইল অগ্রগতি

উক্ত উপভোগ্যে আরও বলা চইয়াছে, "প্রিন্স জাহাজের উত্তরে নীপার দাবী তীরবর্তী অধিকৃত স্থানগুলি দখল করিয়া গড়া হইয়াছে।" এইভাবে জাহাজ অভিযানকারী সেনাদের যথাস্থান মিস্কের পুষ্কিকে ১২৫ মাইলেরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ১১ই জুলাই চইতে তাইচিবক জাহাজের কবলিত হইয়াছে।"

লেনিনগ্রাদ অভিযুখে অগ্রগতি

জাহাজ কল্পকল্প একখানি বিশেষ উপভোগ্যে বলা চইয়াছে যে, নাৎসী সৈন্যবল পিলাস রবের পূর্ণ বিতা সেনিবাহীর দিকে অগ্রসর হইয়াছে। উক্ত উপভোগ্যে আরও বলা হয় যে, জাহাজ ও কমান্ডার বাহিনী সীমান্ত দাবী কিয়েভে মূল সৈন্যবলকে পরাজিত করিয়াছে এবং

প্রিন্স জাহাজের উত্তরে সোভিয়েট কল্পকল্প যে সমস্ত পূর্ণ, প্রাক্কালি নির্মাণ করিয়াছিলেন, জাহাজ বাহিনী তাহাও ডাকিয়া ফেলিয়াছে।

সিঙ্গিয়ার যুদ্ধবিভাগ সর্ভাবলী আক্রমিত

ভিঙ্গী কমিন ১৩ই জুলাই রাতে ১০-৪০ মিনিটের সময়ে সিঙ্গিয়ার যুদ্ধবিভাগ সর্ভাবলী আক্রমিত করিয়াছেন।

কারবোর সংবাদে প্রকাশ যে, সিঙ্গিয়ার যুদ্ধবিভাগ সর্ভাবলী আক্রমিত হওয়ার পর উত্তর গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিগণ ব ব বানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

বুটিন ও কমান্ডার মধ্যে যুদ্ধের চুক্তি
গ্রেট বুটিন ও কমান্ডার সন্ধিবিভাগে কার্য করিতে বলিয়া একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। ১২ই জুলাই সন্ধিতে মধ্যে পরে ইহা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বুটিনের পক্ষ চইতে বহুবিধিত বুটিন যুদ্ধবৃত্ত স্যার ট্যাকোর্ড ক্রিপস এবং কমান্ডার পক্ষ চইতে সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসিরে বলাচোভ এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।
এই চুক্তিপত্রে দুইটি পর্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, নাৎসী জাহাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরিচালনা ব্যাপারে দুইটি পর্বব'বেষ্ট, নতুন প্রকার পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ চলিতে থাকে কালে জাহাজা পারস্পরিক সম্মতি বাতীত যুদ্ধবিভাগ বা কোন-প্রকার সন্ধি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা চালাইবেন না অথবা উহার সম্পাদনা করিবেন না।
ইটালীর হস্তান্তরের সংখ্যা
জুন মাসের শেষ পর্যন্ত ইটালীর মোট হস্তান্তরের সংখ্যা পঞ্চাশকোটি হইবে বলিয়া প্রকাশ।



৩নং—মফঃসল ডিপো

ভারতবর্ষের সর্বত্র নিয়মিতরূপে কেরোসিন সরবরাহ করা একটি বৃহৎ সমস্যা। এই বিষয়ে বার্মা-পেন্সেল যে শুল্কমূল বন্দোবস্ত আছে মফঃসল ডিপোগুলি তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই ধরনের ডিপো-গুলিতে এত কেরোসিন সর্বত্র যত্নে রাখা হয় যে সেই এলাকার কখনও কেরোসিনের ঘাটতি পড়া অসম্ভব। সুনির্বাচিত স্থানসমূহে এইরূপ বহু ডিপো থাকার বার্মা-পেন্সেল যন্ত্রের তার নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষের সর্বত্র কেরোসিন সরবরাহ করিতে সক্ষম। এই ডিপোগুলির পিছনে বার্মা-পেন্সেল বহু অর্থ নিয়ো-জিত করিয়াছেন। কারণ, কল্প হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম ৬০০,০০০ পল্লীব্যাপী কেরোসিন সরবরাহের যে সুবিধিত ব্যবস্থা আছে তাহার শুল্কলা বন্দার তত্ত্ব এই ডিপোগুলি অনেকাংশে দায়ী।



বার্মা-পেন্সেল অয়েল টোয়েজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
কলিকাতা মোম্বাই মাদ্রাস কচি
(বিশেষ কলকাতা)
মিঃ বিজী

কৃষি-পত্রী

আবাদ-প্রাথমিক মাসের চাষ-আবাদ

[১ম পৃষ্ঠার শেষ]

এই সময়ে ধান "সোঁতা পোকা" ও কড়ি: (ইহারা ধান গাছের পাতা খাইয়া কেনে), "বহিঃ পোকা" (ইহারা পাতার ভিতরে প্রবেশ করিয়া পাতার উপর ও নীচের ত্বরের মধ্যে সরষা খাইয়া কেনে), "নালি পোকা" (ইহারা ধানের পাতা খায় এবং একটুকরা পাতা কাটিয়া পোল করিয়া নালি তৈয়ারী করিয়া ওই নালির মধ্যে বাস করে) প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ আবির্ভাব হয়। যোগ্য ঔষধ-কেন্দ্রে জলে বিলম্বিত এক বোতল হিসাবে কেরোসিন তেল চানিয়া একটা পড়ি বা বীণ কেন্দ্রে উপর দিয়া চানিয়া ধানগাছগুলোকে ওই কেরোসিন জলে ডুবাইয়া দিলে এই সকল পোকা বহিঃ পোকা ধায়। প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া এইরূপ করিলে এ সকল পোকাদেবীর আক্রমণ নিবারণ করা যায়। আবার উপরে জল দিলে এই সকল পোকাদেবীর বংশ-বৃদ্ধির ত্রুটি হয়। সুতরাং ঔষধ-কেন্দ্রে চতুর্দিকের আলোর দান, জল ইত্যাদি কাটিয়া আল পরিষ্কার রাখা উচিত।

পাটে এই সময়ে "খাঁচা" বা "বিড়া" (একপ্রকার তরু পোকা) এবং মোটা পোকাদেবীর আক্রমণ হয়। পুষ্টি পোকা গাছের পাতা খাইয়া কেনিয়া গাছকে দুর্বল করিয়া কেনে। এই পোকাদেবীর প্রজনন পাতার নীচের ওপর একত্রে অনেকগুলি ডিম পাড়ে এবং ডিম ফোটান পর ডোট ডোট পোকাদেবী প্রথম জন্ম-কালে একত্রেই বাস করে এবং পাতার নীচে উপরকার ত্বক খাইতে থাকে, তখন পাতার উপর দিকে দানা দানা কুটিয়া ওঠে। ওইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট পাতার নীচে লক্ষ্য করিলে পোকাদেবী দেখা যায়। ওই পোকা সমস্ত পাতাগুলো ভিড়িয়া কেরোসিন-মিশ্রিত জলে কেনিয়া দিলেই পোকাদেবী মরিয়া যায়। "মোটা পোকা" পাইগাছের কচি ডগা খাইয়া কেনে, তাহার কলে গাছের উপর দিকে বাড় বড় হইয়া গিয়া পানে ভালপালা ব্যহির হয়; তাহাতে পাট খারাপ হইয়া যায়। একটা মোটা পাটের পড়ি কেরোসিন তেলে ডিঙাইয়া কেন্দ্রে দুট পানে দুইজনে ধরিয়া পাইগাছের ডগা দুইটা ধরকতক চানিয়া ধরিলে গাছের ডগার কেরোসিনের গন্ধ হইয়া যায়, তখন পোকাদেবী আর ডগা খায় না। পাটকেন্দ্রে ডিঙির মধ্যে মধ্যে গাছের চেয়ে চাতখানেক উচু যে কোমণ্ড জল দিয়া গাছের ডাল বা বীণের ডগা পুতিয়া দিলে তাহার উপরে মাঝামাঝীর পাখী বসিয়া পোকাদেবীকে খাইয়া কেনে। এই উপায়ে "মোটা" পোকাদেবীর মরণ করা যুব সহজ। "খাঁচা" বা "বিড়া" মণ, অতঃপর, পিঁ, কতকটি প্রভৃতি বিষাক্তীয় সকল পোকাদেবী আক্রমণ করে। সুতরাং এ পোকাদেবীর উপর লক্ষ্য রাখা উচিত।

এই সময়ে আবে মাঝা মাঝায় পোকাদেবীর বংশ উপস্থাপন হয়। এই পোকা আবে গাছের ডগার কচি করিয়া প্রবেশ করিয়া ডিঙির পর খাইয়া কেনে, তাহাতে গাছের মাঝা নষ্ট হইয়া গিয়া উপর দিকে বাড় বড় হইয়া যায় এবং পানের গাছের চোখগুলো কুটিয়া বীণের কড়ি মত শাখা ব্যহির হয়। ইহাতে আবে বংশ বৃদ্ধি হয়। আক্রান্ত গাছের ডগা লম্বাভাবে চিহ্নিত লক্ষ্য করিলে মাঝা হইতে এই পোকা দেখা যায়। প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত গাছগুলো গোড়ার কাটিয়া পড়কে খাওয়ার দিকে ইহারা কেনে চতুর্দিকে পাবে না। এই পোকাদেবীর প্রসূতির বংশ বেশী হইলে আলোক-বীণ দিয়া ইহাদের মরণ করা যায়। অতঃপর হাতে আবেকেন্দ্রে বাবে আলোর উপরে যে কোমণ্ড প্রকার উজ্জ্বল আলো বা বীণের কাল আলিয়া এই আলোর দিক দিকে কোমণ্ড পোকে কিছু কেরোসিন-মিশ্রিত জল ছাড়া দিলে ওই পোকাদেবীর

[পঞ্চমী কলমের নিম্নে হইয়া]

মুখ্য পরিচালনার ক্ষমতার কমিটি

ট্যালিন কর্তৃক রাষ্ট্রপতি সমিতি গঠন

ট্যালিনের কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিবিয়াছেন:— ব্রিটিশ সামরিক ও অর্থনৈতিক "বিশ্ব"র মধ্যেতে কার্যাবল্য করিয়াছে। পোড়াকোট বিশেষজ্ঞদের সহিত ইতিমধ্যেই তাহাদের নানাবিধ আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং ইহাতে উত্তর পক্ষই বিশেষ উপকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

টেট ডিকেন্স (রাষ্ট্রপতি) কমিটি নামে ট্যালিন যে মূলত কমিটি গঠন করিয়াছেন, তাহা কাউন্সিল অব পিপুল কমিটির হইতে ক্ষমতার ও অধিক ক্ষমতার সহিত কার্য পরিচালনা করিতে সক্ষম হইবে। টেট ডিকেন্স কমিটিতে সর্বসাকুল্যে পাঁচজন সদস্য আছেন। ইহার মধ্যে ট্যালিন, বনোচোভ এবং মার্সাল ভোরোনিচের নাম সর্বজনবিদিত। আর দুইজনের নাম ম: বেরিয়া ও ম: মেলেনকোভ।

দুই মাস পূর্বে যখন জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বনোমালিনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন "জনসংসার" ট্যালিন নিজেই প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। বনোচোভ তাহার একান্ত বিশ্বাসী অনুচর। বর্তমানে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। মার্সাল ভোরোনিচক বহু বৎসর সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বোচ্চ জলপ্রায় ব্যক্তি ছিলেন। গত কশো-কিশিখ সুচের পর তিনি দেশরক্ষা মন্ত্রি পদ ত্যাগ করিয়া অন্যতন সহকারী প্রধানমন্ত্রীর পদাধিষ্ঠিত হন।

জাতীয় পাটকল সমিতি আরও তিন কোটি বালির বস্তার অর্ডার পাইয়াছেন। আগামী আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এই অর্ডার অনুসারে মাল সরবরাহ করিতে হইবে— দুই মাসে সমান পরিমাণে মাল দিতে হইবে। প্রতি একশত বস্তার মূল্য এগার টাকা রাখা হইয়াছে।

[১ম কলমের শেষ]

হুজের প্রজাপতি আলোর আকৃষ্ট হইয়া কেরোসিন-জলে খাঁপাইয়া পড়িয়া মরিয়া যায়, সুতরাং তাহাদের আর বংশ-বিস্তার হয় না। যে সকল জাতীয় পোকা আলোর আকৃষ্ট হয়, তাহাদের সকলকেই এইরূপ আলোক-কীড়ের দ্বারা সহজে মরণ করা যায়।

বর্ষাকাল পানে পাবে-মরা যোগ এবং ডাঁটা ও পাড়া-প'চা যোগের প্রসূতির সময়। এই সকল যোগের বিবরণ ও প্রতিকারের উপায় গত সংখ্যার "কৃষিকথা" "পানের যোগ ও তাহার প্রতিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে নির্ধারিত উপায় অবলম্বন করিয়া এই সকল যোগের প্রতিকার লা করিলে তাহারা ক্ষত হুজাইয়া পড়িয়া পান-বরোজের সর্বনাশ করে। সুতরাং প্রত্যেক পান-জাতীয় এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। যে সকল পান-বরোজে জলজন্তু জন্ম-নিষ্কাশন লা হয়, সেই সকল বরোজেই এই সকল হুজ-যোগের প্রসূতির হয় বেশী। সুতরাং বরোজের জন্ম-নিষ্কাশনের প্রতি সতর্ক হইয়া রাখা উচিত। প্রত্যেক বরোজে পান-জাতীয় বহি বরোজের ব্যহিরে চতুর্দিকে এবং বরোজের মধ্যে আড়াআড়িভাবে চাক-প'চা হাঙ ক্ষত একটা করিয়া রাখা করিয়া ব্যহিরের দানার সহিত যোগ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ব্যহিরের দানার বা উপরের অভিকর্ষক বল সশূণ হইলে ব্যহির হইয়া যায় এবং তাহাতে যোগের ক্ষমতা অনেক কমিয়া যায়।

যে কোমণ্ড কীট পতঙ্গ বা হুজ-যোগের মরণ ও প্রতিকারের বিষয়ে নিম্নলিখিত আদিত হইবে তাহার মোজার সময়ে যেহেতু কৃষি-কর্তব্যের মিকট সময় করিতে সক্ষম তথা পাওয়া যায়।

অধিকৃত ক্রান্ত হইতে কমান ও সৈন্যবাহিনী অপসৃত

রাশিয়ার মুক্তের চাপে জার্মানি ব্যভিচার

কমানী গীরাৎ হইতে ট্যালিন পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন:—

বালিন হইতে ৪৮ বস্তার চরমপত্র পাইয়া তিনি জার্মানি-রক্ষা বাহিনী "পে"তর সতর্কভাবে গত ২৮শে জুন রাশিয়ার মধ্যেও বস্তার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। কমান রাশিয়ার কূটনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিবন্ধ সাধারণ শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি করিয়া লিখ আছে; তিনি সরকার ইহা নিশ্চিত আদিত পারিয়াছেন এবং সেইজন্যই পুষ্টিক বাবদ্য অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া গত ১৩ জুলাই হাতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

অনবিকৃত ক্রান্তের মূল প্রণীতির উপর এই ঘোষণার বিশেষ প্রতিফলিত দেখা গিয়াছে। জার্মানির বস্ত এই যে, রাশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্ত সামরিক মন্ত্রিকে ব্যভিচার করিয়াছে, এমন কি অধিকৃত অনেক দেশ হইতে জার্মানীকে অর্ধেক সৈন্য ও সমস্ত বিমান-বিশৃঙ্খলী কমান রাশিয়ার মুক্তে ব্যবহার করিবার জন্য সরাইয়া হইতে হইয়াছে।

ডি-পি-এইচ পরীক্ষা

বৎসরে দুইবার করিয়া গ্রহণের সিদ্ধান্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-পি-এইচ পরীক্ষা (উত্তর ভাগ) পুনরায় বৎসরে দুইবার করিয়া গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অল-ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন ও পাবলিক হেলথের বর্তমান ডিরেক্টরের প্রস্তাব অনুযায়ী এবং ডি-পি-এইচ পরীক্ষা বৎসরে একবার করিয়া গ্রহণ করিলে তাহাদের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত পরীক্ষার্থীদের যে অসুবিধা হয়, তাহা বিবেচনা করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জুন জাইনায় পরীক্ষা (বিজ্ঞান শাখা) আগামী ১৯৮৩ মাস পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাটিকুলেশন পরীক্ষার সমস্তের বলিয়া বীকার করিয়া হইতে দাবী হইয়াছেন। ১৯৮৩ সালের পর জুন জাইনায় পরীক্ষার পাঠ্য ডালিকার মাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল নিয়মাবলী অনুসারে পূর্ণিও ব্যাটিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যগ্রন্থিকার মালের সমস্তের উপস্থিত না করা হইলে ১৯৮০ সালের পর হইতে আর উক্ত পরীক্ষা প্রবেশিকা পরীক্ষার সমস্তের বলিয়া অনুমোদন করা হইবে না।

আমানসোল মহকুমার পল্লী-উন্নয়ন প্রকল্প

মানবিক প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন

আমানসোল মার্কেটে বেকারপ্রসোবিতভাবে ইতিমধ্যে বহু কাল করা হইয়াছে। গত ১৮ জুন হইতে দাবীর মার্কেট অফিসের মেজবে মেজর সাক্ষর পের করবার জন্য ব্যবহৃত পুষ্টিগুণ বদলকারী আদিত হইয়াছে। সে দিন ফেলা ৯টার সময় মার্কেট অফিসের, ওপ-পার্সিবি অফিসের, পল্লী-রক্ষা সমিতির সভাপতি, হাইজি কলিকাতা ও গ্রামসংলগ্ন একুয়ে ৬০ জন ফেলার এক বৃদ্ধি লা পুষ্টিগুণ মিকট, উপস্থিত হইয়া একমতের আদিত করেন। তখন অসমতরতার মধ্যে যে উন্নয়ন উন্নয় দেখা গিয়াছে, আদিত করা হয়, তাহা দাবী হইয়াছে।

লোভা হারবার্ট যুদ্ধ-তহবিল

ইউনানী চিকিৎসার ক্যাকালিটে গঠন

কালিকাংএর সর্বাঙ্গিত বন-অকল

৩০শে জুন পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ

মনোনীত সদস্যদের নাম

সাধারণদের বিশেষ জ্ঞাতব্য

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—

২৪-পর্যন্ত	সংগৃহীত পাওনা
বঙ্গোবস	১,৬০২
কুলনা	১,২৫৪
মুন্সিবাগ	১,৬৪৪
ময়ূর	১,০২১
মোট	১,৫৩১

বর্ডার বিভাগ—

বাঁকুড়া	৮৩০
বীরভূম	১৫২
বর্ডমান	১৬,৭৬৪
হুগলী	৬,৬৭৮
হাওড়া	২,৮৬৪
বেলুরীপুর	৬৪,০২৯
মোট	৯১,০৮৮

চট্টগ্রাম বিভাগ—

চট্টগ্রাম	৪,৩০১
পাখুড়া চট্টগ্রাম	১
নোয়াখালী	২,৭৫০
ত্রিপুরা	১০,৪৮০
মোট	১৭,৫৩১

ঢাকা বিভাগ—

বাংলাবাজার	১,৬৭০
ঢাকা	১৪,৭৫০
কলিকাতা	১,৮৮২
ময়মনসিংহ	১,২০১
মোট	২০,৮০৩

কালিকাতা বিভাগ—

বগুড়া	৭৭৫
বাগিচা	২৬,২২১
মিনাপুর	৬,৪৮৮
জলপাইগুড়ি	৮,৬৭৮
মালদহ	১,০১২
পাবনা	৮৬৭
কালিকাতা	১২২
মুন্সি	৭,২০৮
মোট	৫৬,০০১

সংক্ষিপ্ত সাহা

কালিকাংএর মোট	সংগৃহীত	মোট
১,২০,৮৬০	১,৫০৮	
১,০০০		
৪,৪৪,৫৫১		১৭,৮৬৮
৬৭,১২৮		১,২০৮
৭,১৮,০০৮		২৩,০১১

ইউনানী চিকিৎসার কেন্দ্রের কাউন্সিল ও ট্রেট ক্যাকালিটে পূর্বে যে সমস্ত সভা নিয়োগ করা হইয়াছে, জমা হইয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সম্প্রতি প্রচলিত বিবাদের ৩ বাহা হতে নিয়োগ করা গেল :—

এক উপদেষ্টা হতে

ডাঃ সি. আহমদ, এম. বি. ডি. ও. এম. এম. এফ. আর. সি. এম. এফ. এস. এম. এফ. (বেঙ্গল) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি।

দ্বি উপদেষ্টা হতে

হেকিম বৌদী সালেহ-উল-হুসাইন গ্রাম বিজ্ঞানার্থী জেলা কলিকাতা, ঢাকা বিভাগের প্রতিনিধি; হেকিম এ. এফ. মোহাম্মদ নাজি, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধি; হেকিম বৌদী হাবিব হুসাইন, পাবনা, কালিকাতা বিভাগের প্রতিনিধি।

ত্রে উপদেষ্টা হতে

হেকিম মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সাহেব মাহমুদ-ই-আতিয়াহ প্রতিনিধি।

মো-মহিয়ারির বাজার-বর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বাংলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার জালাল-উদ্দীন :—

সিগ্রেট ৫৫ জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে কলিকাতায় মোট ১২৯টি গাড়ী আমদানী হয়। তন্মধ্যে পাঁচজন চাইতে ৭১টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে অবশিষ্ট ৩৮টি আসে। এই সময় পাঁচজন হইতে ১২৯টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ২৪৩টি মতি আমদানী করা হইয়াছিল।

মুন্সিগাঁও গাড়ীর নাম ৭০, হইতে ১০৫ টাকা এবং মতিয়ার নাম ১৪০ হইতে ১৮০ টাকা ছিল। প্রত্যেক গাড়ী হইতে ১৬ সেব হইতে ১৮ সেব এবং প্রত্যেক মতি হইতে ১০ সেব হইতে ১২ সেব মুন্সিগাঁও যায়।

প্রকাশিত হইয়াছে!

বকীর

বিক্রয়-কর আইন, ১৯৪১

(ইংরাজি)

মূল্য—এক আনা (জাকসভাল সহ দুই আনা)

বকীর বিক্রয়-কর আইনের অধীন

বন্দা নিয়মাবলী

(ইংরাজি)

মূল্য—দুই আনা (জাকসভাল সহ চারি আনা)

প্রতিষ্ঠান :

বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস

৩৬ নং কলকাতা রোড, কলিকাতা

রাইচান্দ্ বিদ্যাসু, কলিকাতা

কালিকাংএর আবেদনে অধি দুদিন পড়ায় মূল্যে সমাধানের ব্যাপারে গভর্নমেন্ট যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কালিকাং সংস্কার অকলকে "সংক্ষিপ্ত বন" করিবার জন্য গভর্নমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন। এই বিবৃতি হইতে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, সংস্কার অকল উপযোগী জুইও বনোবস না কেওটাই গভর্নমেন্টের অতিপ্রায়। "সংক্ষিপ্ত বন" প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে গভর্নমেন্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাহাই চূড়ান্ত না কেন, এই অকলে কোন জুইও বনোবস সংস্কার জন্য প্রস্তুত করিলে সেগুলি বিবেচনা করার অসুবিধা বা সেরী হইবে একদম নূন করিবার কোন কারণ নাই। পক্ষান্তরে এইরূপ সংবাদ সাধারণে প্রচারিত হইবে। (প্রেস-পোষ্ট)

মুন্সিগাঁও বকীর পুলিশ বাহিনীর নাম

আরোও ১০,০০০ টাকা প্রদান

বকীর পুলিশ বিভাগের অফিসার ও অন্যান্য কর্ম-চারিগণ বাঙালি মুন্সিগাঁও আরও ১০,০০০ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এই টাকা দ্বারা জুইও বনোবস নাম ক্রয় করা হইবে এবং জুইও নাম কেওটা হইবে "বেঙ্গল পুলিশ"। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অসমিক একদল পূর্বে জুইও পুলিশ বিভাগ জুইও বনোবস নাম ক্রয় করিবার জন্য এই পরিমাণ টাকা সাহায্য করিয়াছিল। মহাশয় গভর্নমেন্ট বাঙালি পুলিশের ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট বিঃ এ, ডি, গভর্ন, সি, আই, ই, মহোদয়ের নিকট পত্র লিখিয়া বাঙালি পুলিশ বিভাগের এই বহু উদ্দেশ্যের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য এই উপায় ও বাঙালি সাহায্য লক্ষ্যমূলক হইয়াছে।

মহোদয় গির্জার মরমারীর ভীড়

বাগিচা জুইও জমা প্রার্থনা

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংগৃহীত সংবাদানুসারে জানা যায়, গত ২৬শে জুন রাতে মহোদয় মন্দির গির্জার ভীড়ের দর্শনার্থীদের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

২৬শে তারিখেও মহোদয় জুইও জুইও ১২ হাজার মরমারী প্রার্থনা করিতে আসে। ২৬ জুন পর্য্যন্ত এই প্রার্থনা পরিচালিত করেন। এত বেশী ভীড় হইয়াছিল যে, বহু হাজার লোককে গির্জার বাহিরে আসিয়া বসিতে হইল। অসমিক সমস্ত প্রার্থনা বাক্য মরমারী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং প্রার্থনা পরিচালনা করেন।

নিয়মাবলী

বাঙালি টাঙ্গা।—“বাঙালি কল্যাণ” বাঙালি টাঙ্গা ডিন টাঙ্গা করিয়া লিখিত হইয়াছে। অর্জনের সর্বোচ্চ টাঙ্গা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কার্যকর প্রত্যেক করা হইবে না এবং বনোবস প্রত্যেক হইবে বাঙালি না কেন, মুন্সিগাঁও হইতেই বনোবস করা হইবে। টাঙ্গার জন্য কার্যকর হইতে ডি-পি প্রেরণ করা হইবে না। টাঙ্গার টাকা যদি অর্জনের প্রার্থনা-সংগৃহীত, গভর্নমেন্ট প্রিন্ট, আলিপুর, কলিকাতা এই টাঙ্গার প্রেরণ করিতে হইবে এবং যদি অর্জনের কূপের টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের টাঙ্গার পরিচালনা লিখিত হইবে।

बाँलाव कथा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय]

कनिष्ठा, २४८९ कुमाय, १३४१

FUTURE RESEARCH

শিক্ষা ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে ষ্টেটের অবস্থা

রাশিয়াকে প্রতিশ্রুত সাহায্যদানে সক্ষম ও সমর্থ

[অসংখ্যক ভাঙা লিখিত প্রবেশের অনুবাদ]

১৯৩২ সালে জাতিসংঘের একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে
মোহনলাল স্বাক্ষর, "আমরা সোভিয়েট রাশিয়াকে আমাদের
প্রয়োজনমত বহনকারী ও বর্ষ সাধারণ কল্যাণে অতিশয়
কল্যাণ করিবারি"।

বর্তমান মহানগরীয় আদায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত বৃটিশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পুষ্টিলাভ এতটা হ্রাস পায় যে, উহার আর কোন ওকালত বাকি না।

বুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত বানিয়ার ও বৃষ্ণি বানিজ্যপোতাভাব
 লগুন ও বাল্টিক বন্দরগুলির মধ্যে বানিজ্যসম্ভার ঘটন
 করিত। বাসিজা কাঠ এবং পত-পক্ষী ইত্যাদি চালান
 হিত। ইন্দো উচ্চ পরিবারে ভারী ওতনের নাম
 রকম বস্ত্রপাতি বানিয়ার পাঠাইত। ইম্পাট, মানবাহন
 ও বঙ্গদ্বারই এখন বানিয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু
 এককল ব্যবসায়ি প্রেরণের অন্তর্বিধাও আছে। এতদ্বারাও
 বুটেন এবং আবেসিকাত বুদ্ধবাটী লুণ-প্রাচ্যের পথ বিস্তা
 বানিয়ারকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। উক্ত বেক
 লাম্বের প্রাচ্যের কয়টি দান দ্বারা ভাটক চলাচল করিতে
 পারে। বুদ্ধের অবশিষ্ট দান এখন দান বাণাবিবু-
 লগুন থাকে। এ-কারণে প্রাচ্যের স্বারতপানিত বৃষ্ণি
 উপনিবেশগুলির গুরুত্ব এখনে এত অধিক।

কার্যকরীভাবে অবৈধভাবে প্রদানের প্রতি-
শ্রুতি জাড়া বি: চাট্টিস হিহাও আদালতের যে, অনুল্ল-
খ্যাবা অবলম্বনের জন্য মুদ্রিত জাহাজ বহু ও বিক্রয়ক্রমের
মিকট আবেদন জাহাজে। তেমন অবস্থায় রক্ষিত
মুদ্র পরিচালনার পক্ষে অভিযান্যক কাঁচা হালের জন্য
উত্তর ও দক্ষিণ অবৈধভাবে হাইড্রার উপর নির্ভর
করিতে পারে।

[illegible]

উপজ্যেষ্ঠ হিসাব হইতে, সেক্স হার, চক্রবর্তী ও গণ-
ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির উৎপাদনের পরিমাণ বঝানুসারে
৮৩,০০০,০০০ এবং ১৮০,০০০,০০০ ইউনিট। এক্ষণে
ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, গত দুই বৎসরে গণভিত্তিক
রাষ্ট্রসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ ২০০,০০০,০০০ ইউনিটের
অধিক বীতাহীন।*

গুরুত্বের দিক দিরা কীচা মালের নাম উৎপাদন-পদ্ধতি
 চোরে কোন অংশে কম নয়। সবগু পৃথিবীতে উৎপাদ্য
 পোটালের ৩২' ৪" ডায় পণ্যহারিক রাষ্ট্রসমূহের কবচনগত।
 পতকরা ২৮ ডায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের। ইয়া জাতি
 ববারের পতকরা ৮৫ ডায়, ডায়ের ৮৫' ৪", মিকেলের
 ১০' ৩ ডায় এবং নতুর পতকরা ৬৫' ৭ ডায় পণ্যহারিক
 রাষ্ট্রসমূহের দিতে পরিচালিত। আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র
 একটি পৃথিবীর উৎপাদ্য কুলার ৬০' ৮ ডায়, পণ্যহার
 পতকরা ৫৮ ডায় এবং বৌয়ের ৫০ ডায়ের দানিক।

১৯৫৫ খ্রিঃ অব্দে ১৫ জানুয়ারি এবং মজোর সর্বমুখ শ্রমিক টেক্স
উদ্যোগ পুনে "ক্রাসনোয়া জোয়েভেল" নামক একবাগা
সাহিত্যিক-পত্র একটি বিশাল প্রকাশ করিয়া দেখান যে,
বাস জার্মানীর এবং জার্মান-আফ্রিকান জাতিসমূহের সমস্ত
কলকারবাগাগুলিও সমস্তসময়ে ৪৫,০০০,০০০ টমের আর্থিক
ইন্সপাত উৎপাদন করিতে পারিবে না; অপর লক্ষে বৃষ্টি
৫. যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের পরিমাণ ১০৫,০০০,০০০ টমের
পরিমাণ।

এ-বন্দে, ইতি। বিবেচ্য যে, কুটিল উপায়ে পরিচালিত
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে, একসঙ্গে চরমে পিঁড়া পৌঁছে
নাট। বর্তমানে, তাহার ১০০,০০০ অবিক বোকার
শ্রমিক নাট।

গতপন বেসেটের উদ্ধারের ব্যয় বৃদ্ধি হইতে পাষ্ট আসা ব্যয় বে. ট্রা. পালনের পরিমাণ ক্রম বৃদ্ধি পাষ্টছে।
জুলাই হইতে বেসেটের পর্বত ব্যয়ের জন্য গতপন বেসেট ব্যয় ১,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ক্রম প্রকাশের অধীতি প্রাধ. না করিয়াছেন। গতপন বেসেটের সৈনিক ব্যয় একত্রে : ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড হুকাটের বিরুদ্ধে, অতি-
শীঘ্র টকা ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ডের বিজ্ঞা পাড়াইল।
১৯৪১ সনের জালালাই হইতে ব্যয় পর্বত প্রকাশের জন্য গতপন বেসেট প্রত্যাহ ব্যয় : ৪,০০০,০০০—১৪,৫০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন।, জুলাইকে ব্যয় বে. ট্রা. হইয়াছে, জালালাই ট্রা. বিলায়ের অধীতি। এপ্রিলের প্রথম ভাগ হইতে ক্রম বৃদ্ধি উদ্ধার অধিভার, বিলাস জুলাইতে আমেরিকা হইতে প্রাকটীর ক্রমাধি প্রকাশ হইতেছে।
সে. নাবর সৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ হাল পাউন্ড ১০,০০০,০০০ পাউণ্ডের উদ্ধার এবং কয়েক সত্তার পর্বত বিব পাউন্ড।
কিন্তু বর্তমান ব্যয়ের প্রথম ৭৫ মিলে (১) জালালাই

হইতে ১৪৫ কুম) বৃত্তি পত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়া
৮৮৭,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থ ১২ বৃত্তি ১২,০০০,০০০
পাউণ্ড অর্থ করিতে হইয়াছে। অর্থ কৰ্মী, পুৰ
বৃত্তি ও অধ্যাপিকার প্রেরিত প্রত্যেক জন ব্যক্তি
বার হইতে, একশে তম সৰ্ব-প্রচেষ্টা তত বার হইয়া
সকল কামই হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়,
সত্ত এক বৎসরে বৃত্তিদের উপস্থাপন-পত্র তম যে পত্র
৫০ জন বৃত্তি পরিচালিত হয়, তাহা জনসংখ্যা
হইয়াছে।

प्राथमिक विद्यालय

জলময় সাহিত্যের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব।

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার কেমব্রিজের সংবাদদাতা
ডাডালফুর্থে রফা পত্রিকা কয়েকজন যোদ্ধার অভিযুক্ত
সম্পর্কে এক আশ্চর্য বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। গত
মাসে বর্তমান একটা সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ সামরিক ডাডাল
কোল প্রকারে মৃত্যু বা কঠোর আত্মশাসিত সমুদ্র
সীমাবদ্ধে ডুবাইয়া দেহ। উদাহরণে ব্রিটিশ কবি
রফা পায় ডাডাল কয়েকখানা বোমা নৌকায় করিয়া
৮০০ মাইল দূরবর্তী লক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে নিক্ষেপিত
হইয়া করে। ১৫ মিল নৌকাতে ক্রান্তিবার পরে একটি
আমেরিকান জাহাজ ডাডালের উদ্ধার করিয়া কেমব্রিজ
সামাইয়া দেহ।

এই সাধিকদের অস্তিত্বের ব্যাপ্তি বিস্ময়কর। বন
ঝির সৌক্যে কলিহিয়ার পর উহারই পার্শ্বিক কনের
অভ্যন্তরে দেখা গেল। উভাদের কাপোরেই তবস লক্ষণকে
বলে, “এস, আমার লম্বাই মিলে নুহির কদাঃ উল্লসনের
কালে পুখুঁসা করি”। কি আশ্চর্য্য, লনের বিন লম্বা
লম্বাই বহি মার্গে একা উহার বৈ কল লম্বুর করিয়া
বাহে। পরের বিন জাতিতে কাপোরেই আবার লম্বাইকে
উল্লিখা বলেন, “এস, আমার লম্বাই উল্লসনের কালে
পুখুঁসা করি—কোন কদাঃ কোন অসিদ্ধা কদাঃ
উহার কদাঃ”। এবারও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল। লনের
বিন হুঁ হির লম্বা দিকটো একটি আবেশিতা লক্ষণের
কদাঃ দেখিতে পাওয়া গেল একা উহার আবেশিতা
উহার করিল।

अप्र-निर्माण कारणामार कथा विष्णु कारिणर

• १६६ महाराज जोगेंद्रजी महाराज महाराज

ଦିବିନୁ ଶ୍ରେଣୀର ସହ ମହାତ୍ମା ଲୋକ ବର୍ଦ୍ଧନୀୟତା-ନିର୍ଦ୍ଦାମ
 କାରବାରର ନିକାମାଠ କରାଯାଉ । ଟହାଣିର ସର୍ବୋ
 କାରବାରର ଶୃଙ୍ଖଳାର, ନିକାମାବିଳ ବାଳକ କାରିଗର,
 ନିକାମୀ ନିକାମିତ୍ତ, ବିକାମାବିଳ କାରିଗର ପ୍ରଭୃତି ଆଉ ।
 ଟହାଣି ଟହାଣି ଟହାଣି କାରବାରର କରାଯାଉ ଏକ ଟହାଣିନିକେ
 ଆଉ ଏ କାରିଗର ନିକାମିତ୍ତ ଏକ ବାହାଣି କାରବାର ଟହାଣିନିକେ
 ନୂଆପୁରୀ ଏକ କାରିଗର କାରବାର ନିକାମିତ୍ତ ହେଉ ।
 ଟହାଣି ଟହାଣି କାରବାର ସହ ନୂଆକ କାରିଗର ଲୋକଙ୍କ ଆବା-
 ସିକାର କରାଯାଉ ଏକ ନିକାମିତ୍ତ ହେଉ ।

বিশেষ প্রবন্ধ

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের মধ্য-সংঘর্ষিত অবস্থার বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক ধারণা সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমোট বা সরকারী নিয়ন্ত্রিত অথবা প্রাক্ষিপ্ত বা নিয়ন্ত্রিতভাবে দলিতা যোবিত বিহীন বাঙালি জনসাধারণ সেসব পুস্তক এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন পারিচ নাট।

বাঙলার কথা

২৮শে জুলাই—১৯৪১

কুশীয়ার সংগ্রাম

কুশীয়ার বর্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাকে বিশেষ সাময়িক ইতিহাসের অতীতপূর্ব ব্যাপার বলিয়া বিলা-বিহার অভিহিত করা চলে। এই সংগ্রামের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিচার্যে, যাহাকে পুঙ্খটই অতীতপূর্ব বলিতে হয়। কুশীয়ার সংগ্রাম প্রথমেই বলা চলে যে, এই যুদ্ধে কোন পক্ষই বাধাবদ্ধ কোন লাইন মানিয়া চলিতেছে না। পক্ষান্তরে এই যুদ্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় বেপরোয়াভাবে যুদ্ধ চলিতেছে। উভয় জন লাইন কুশীয়ার একে অপরের আক্রমণ করার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসোমেনোডোনে পরস্পরের প্রতি আক্রমণ চালাইতেছে এবং উপরে থাকিয়া উভয় পক্ষের বিমান-বাহিনী এই আক্রমণে সাহায্য করিতেছে।

যুদ্ধের এই এসোমেনোডোনের জন্যই পুঙ্খট অবস্থার পরিচয় দেওয়া কোন সময়েই সম্ভবপর নহে এবং মনে হয় আদৌ অনেক দিন পর্যন্ত এরূপ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।

ভিন্নটা বিশেষ কারণে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ বর্তমান যুদ্ধের মূলতঃ অস্ত্র-যান্ত্রিক-বাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। এই যান্ত্রিক বাহিনী যেকোনভাবে অল্প বর্ধিত, সেজন্যভাবেই ওলী-বর্ধন ক্ষমতা ও গতি-বলিতে অতুলনীয়। জাপানীর এরূপ যান্ত্রিক বাহিনী কুশীয়ার রক্ষণ-বাহি ডেন করিয়া বৈশ্বিক ১০০ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ। এই সব যান্ত্রিক বাহিনীর বহু পক্ষান্তে থাকে পদাতিক (মোটর-বাহিত বা অনাবহ) সেনাদল এবং অনেক সময় কেবলমাত্র পাদীযোদ্ধা বা বিমান কর্তৃক বাহিত রসদ-পত্রের উপর নির্ভর করিয়াই অগ্রবর্তী যান্ত্রিক বাহিনীকে দিনের পর দিন অভিযান্ত্রিক করিতে হয়। প্রাচীন ভারতের অশ্বারোহী সারথীরা সেনাদল ও সশস্ত্র সারথীর সাহায্যে অভিযানকারী প্রাচীন ইউরোপের সর্দারদের সহিত বর্তমান যুদ্ধের এই সব অগ্রবর্তী যান্ত্রিক সেনাদলের তুলনা করা চলে।

উপযুক্ত পরিমাণ তৈল-সরবরাহের উপরই এই প্রবর্তী যান্ত্রিক-বাহিনীর অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। এই যান্ত্রিক-বাহিনীর জন্যই বর্তমান যুদ্ধে অতিসম্পন্ন পরিবিভিন্ন সৃষ্টি হইয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে, সম্পূর্ণ সেনাদল পরাজিত হওয়ার পরও এই বরষের যান্ত্রিক-বাহিনী অব্যাহতভাবে অভিযান চালাইয়া গিয়াছে।

বর্তমান সংগ্রামের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে—
যানের বিকৃতি। কুশীয়ার "বাহিনী" সবসময়ই প্রাথমিকভাবে একেবারে ভাঙ থাকে বলিয়া যে-কোন বিধে আক্রমণ পরিচালনার পক্ষে সুবিধাজনক। যান্ত্রিক-বাহিনীকে এই সুবিধার জন্য কেবলমাত্র উভয় দিকের উপর নির্ভর করিতে হয় না, বরং সবসময় জুটির উপর বিরাট ব্যবহার্য্যভাবে উভয় দিকের অগ্রসর হইতে পারে। যান্ত্রিক-বাহিনীর

একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বক হইতেছে জনসংখ্যা; কিন্তু প্রাথমিকভাবে এই সব জনসংখ্যার মধ্যেও জন ও কর্মের অনেকাংশে ভাঙ থাকে। কুশীয়ার বহু সুবিধা "বেশে" এরূপ বরষের যান্ত্রিক-বাহিনীর সুযোগ সুবিধা শেষ পর্যন্ত বিচলন ঘটাইবে, তাহা অবশ্য এখনও নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না।

এই সংগ্রামের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে বিমান-বাহিনীর বৈশিষ্ট্য। যান্ত্রিকবেগে সেনাদলের যে গতিবিধি হয়, তাহার তুলনায় এক্ষেত্রে কতকটা অস্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু দিশান্তরে সেনাদল, সমর-সম্মার, যান-বাহনাদি অগ্রবর্তী সেনাদলের বহু পক্ষান্তে থাকুক না কেন, বিমান-বাহিনীর আক্রমণ চাইতে কিছুতেই তাহারা নিস্তার পাইতে পারে না। আক্রমণ পরিচালনার ব্যাপারেও বর্তমানে বিমান-বাহিনীর কৌশল বিমোচকি গোলাপাতি বাহিনীর বহুই মূল বাহিনীকে সাহায্য করিতে পারে। বিশেষতঃ যান্ত্রিক-বাহিনীর প্রতিই বিমান-বাহিনীর এরূপ সাহায্য বিশেষ কার্যকরী হইয়া থাকে। কিন্তু কুশীয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে "মত সুবিধা" স্থানে বিমান-বাহিনীর এরূপ সাহায্য কতটা কার্যকরী হইতে পারে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা খুবই কঠিন। তাহা হাজা, বর্তমান সংগ্রামে কোন পক্ষের বিমান-বাহিনী যে শেষ পর্যন্ত নষ্টমান প্রমাণিত হইবে, তাহাও বলা খুবই কঠিন। যান-বিশেষে ও কল্যাণকোশলের দিক দিয়া হরত কোন পক্ষের বিমান-বাহিনীর প্রেরিত সাময়িকভাবে প্রমাণিত হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র রণক্ষেত্রে ব্যাপিত কোনও পক্ষের বিমান-বলের প্রেরিত প্রমাণিত হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।

চট্টগ্রাম নগর-রক্ষী বাহিনী

মাননীয় সিকি গার্ড কর্তৃ-তৎপরতা

চট্টগ্রামে সিভিকগার্ড বাহিনীর সংগঠন কার্য সম্প্রতি আরও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং এই বাহিনীর সাধারণ কার্যতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সংগঠন নিয়মিতভাবে তিন বার কুচকাওয়াজ হইয়া থাকে এবং সৌভাগ্যক্রমে স্থানীয় ইতিমধ্যে হাইকমল ব্যাটালিয়নের উপস্থিতি সাহায্য এই বাহিনী পাইতে সক্ষম হইয়াছে।

পুলিশের কর্তব্য সম্বন্ধে বহুতর দেওয়া শেষ হইয়াছে এবং সিভিকগার্ডস এখন সিঙ্গেলের অফিসারদের অধীনে পৃথকভাবে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পাঠান গিয়াছে। মূলতঃ কর্তব্যকার্যে তাহারা বেশ প্রশংসার সহিত আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে এবং অত্যধিক সাংগঠনিক আবহাওয়ার মধ্যেও তাহাদের কাজ কৃতিত্বাঙ্ক হইয়াছে।

মেকর সি, এক, হোয়াইট, এম-সি, এই সিভিক গার্ড-বাহিনী সংগঠনে প্রথম হইতেই বেশ বহুমোহণ গিয়া-ছিল। তাহার বিচার উপলক্ষে ও জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বি: টি, সি, জেবলস, আই-সি-এসএর বিচার উপলক্ষে একটি কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

চট্টগ্রামকে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধে বাধিত প্রস্তুত করার কাজে সিভিকগার্ডস সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে এবং এই ব্যাপারে জনসাধারণকে সুস্বাক্ষর উপদেশ প্রদান করিতেছে। দুইপক্ষ লড়াইকর সিভিকগার্ডের নাম বিস্তৃত করা হইয়াছে; ইহা হাজা ১৩৫ জন মূলতঃ ভাঙি করা মোককে শিকা দেওয়া হইতেছে এবং তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য কর্তব্য করিতে প্রস্তুত থাকেও সিভিকগার্ড বলে নিবৃত্ত করা হইবে।

একটা আনন্দের সহিত উল্লেখ করা বাইতে পারে যে, সিভিক গার্ডের মধ্যে সামান্যতক বহুতর হইতেছে এবং তিনটি বা তিনটি সমস্যার জন্যে সিকি সিভিক বিভাগ এবং বহু ভাঙি হইয়াছে; কিন্তু সিভিকগার্ডের কোমরবিক মোকবিলের বহু ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করিতেছে।

চাকার পানী-অঞ্চলে গভর্ণমেন্ট বাহাদুর

বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন

বহাওয়ান গভর্ণমেন্ট বাহাদুর বিভিন্ন স্থানে, মেলো-ম্যাজিস্ট্রেট ও সিভিক পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সমিতিবাহিত চাকা মোদার মসজিদ, সিকি ও হাকপু বাসার দুইনিয়োগী পরিদর্শন করিতেছে। ১৩ই জুলাই রবিবার অপরূহে তিনি চাকা জাগ করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি "মোদার" পুলিশ ন করেন। এখানে তিনি বাহারে গমন করিয়া মোকবিলারের সহিত কাক-বার্তা করেন এবং এপ্রিল মাসের দাকার কতিপয় বর্ষীয় পুনর্মিলনের কার্য পরিদর্শন করেন। ইহা পর মানবীর গভর্ণমেন্ট বাহাদুর পরীক্ষণ, দুকুপী ও নায়ারপুণের গমন করেন। পরদিন স্থানীয় অধিবাসিনগ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বহাওয়ান গভর্ণমেন্ট বাহাদুর হাকপু ও প্রীপুণার গমন করিয়া স্থানীয় পুঙ্খ-মিলাপের কার্যাদি পরিদর্শন করেন। তিনি হাকপু মোদার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইতিহাসের শিক্ষা

প্রাদেশিক শিক্ষা-বোর্ডের সভা

বাঙলাদেশে এ্যাংলো-ইতিহাস ও ইউরোপীয়ানদের প্রাদেশিক শিক্ষা-বোর্ডের ৩১শ অধিবেশন সম্প্রতি কলিকাতা হাইটার্স বিল্ডিং অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সে সময়ে নিম্নরূপ প্রেস-মোট প্রকাশিত হইয়াছে:—

বাঙলাদেশে এ্যাংলো-ইতিহাস ও ইউরোপীয়ানদের শিক্ষার প্রাদেশিক বোর্ডের ৩১শ অধিবেশনে মানবীর প্রধান বক্তার অনিবার্য অনুপস্থিতিতে বাঙলাদেশের ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন মি: জে, এইচ, বটবরী, সি, আই, ই, আই, ই, এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্থানীয় বিষয়-ভাসিকার মধ্যে অতঃপ্রাদেশিক বোর্ডের উদ্যোগে শিক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত, সমগ্র ভারতবর্ষে ইউরোপীয়ান কুলসমূহকে সব-পর্যায়ভুক্ত করা, ডেন-ফোর্ড ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপকী বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলন, ইউরোপীয়ান কুলসমূহে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নত শিক্ষা প্রদান (এই সম্পর্কে ভারতীয় চিঠিনকর আধুনিক ভারতীয় ভাষা সাক-কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে), মূলতঃ সাধারণ শিক্ষা-বিষয়ের জন্য এ্যাংলো-ইতিহাস ও ইউরোপীয়ানদের শিক্ষার অবস্থা এবং এ্যাংলো-ইতিহাস ক্যাডেট কোর পঠন ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। স্থানীয় ক্যান্ট্রি পরীক্ষার পুঙ্খ নিক্ষেপ ও গাইদা বিজ্ঞানের ও কোন কোন ভারতীয় ভাষার পাঠ্য-ভাসিকার প্রস্তুতি পরিবর্তনসমূহ এবং বেডিক্যাল কলেজে সিভিকী বেডিক্যাল ছাত্রদের ভাঙি হওয়ার জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার পরিবর্তন সম্বন্ধে বোর্ডের পঠার বিবেচনা করা হইয়াছিল। চেম্বারমান বোর্ডকে জানান, যে, বক্তার মাসি; কাউন্সিল হাইদার গ্রেড কুল লাইনাল সার্টিকিকেটকে এ্যাংলো-ইতিহাস ও ইউরোপীয়ান বালিকাদের মাসি; ট্রেনিং ও ভাঙি হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য যোগ্যতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

তিনি বোর্ডকে আরও জানান যে, প্রাদেশিক বোর্ডের পঠের কোন পরিবর্তন হইলে তাহা নির্ধারিত সীমার মধ্যেই থাকিবে এবং তাহা সমগ্র ভারতের সাধারণ পরি-কল্পনা হইতে হইবে ও তাহাতে যে সমস্ত সার্বের প্রতিবিধি আছে, তাহার বহু গ্রহণ না করিয়া তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না বলিয়া তাহাটিকে যে স্থাপন, তাহা অতঃপ্রাদেশিক বোর্ডে শেষ করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, এই বোর্ড অগ্রসর উল্লেখ করিয়াছে যে, সমগ্র ভারতে প্রাদেশিক বোর্ডের পঠন একই পুঙ্খের হওয়া তাহা সমর্থন করেন।

মহাশয় গভর্ণর বাহাদুরের সান্নিধ্য বস্তুত।

"যে দীর্ঘ অভিযানে আত্মবিশ্বাস অশ্রুণুর হইতে
হইবে, এই কলেকের প্রতিপক্ষে সেই সুদীর্ঘ যাত্রা-
পথের সূচনা করিয়া যাবে করা চলে। সমাজিক
ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বীকার করিতেই উঠবে যে, অন্যায়
প্রদেশ এই বিক নিরা আত্মবিশ্বাসে প্রত্যক্ষি বঙ্গুর অশ্রুণুর
হইয়া যায়ছে। সামগ্রীর জ্ঞান কোন সাধা-বিষয়টি
উত্তর করিয়াছেন, তাহারোপরও বিশেষভাবে বিশ্বাস

“আমি আতঙ্কিতভাবে জবাব দিই। কিম্বদন্তি কহিল থাকি
বে, পাট টুংগানমে এই প্রদেশই সর্বোচ্চ ভাসে। অধিকার
কহিল থাকিবে; কিন্তু ভগ্নস্বৰ্গেও অর্থ নীতি কেহো আতঙ্কিত

“সবু পোষে আমি বিদ্যালয়টির এবং তৎসঙ্গে উভয়
পরিচালকবৃন্দ এবং কলসোয়ার আশ্রমশীল যুবকদের
সাক্ষাৎ কার্যে করিতেছি।”

কেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার অকৃত্রিম যত্ন-পরিচরিত
 বুকাইতা দিয়া বিহ-পক্ষিত যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সগুণ ফলনে
 সাধায়া করায় জন্ম লকলকে অনুবোধ করেন। কেলা-
 ম্যাজিষ্ট্রেট সে দিন হালীর ইউনিয়ন-মোঠা ৬ পরিদর্শন
 করিয়াছিলেন। ইউনিয়ন মোঠা অমান্যতা বা খাওয়ার ট্রান
 প্রেরিত-কর্তৃক অভিযুক্ত করেন।

পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে গবেষণা

বৃদ্ধ-সম্পর্কিত সাহায্য প্রচেষ্টা

২০শে জুলাই হইতে ২৮শে জুলাই পর্যন্ত কলিকাতার ৪ নং মেট্রো পৌর কমিটির প্রধান অফিসে জাতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির দপ্তর অধিবেশন এবং ইহার বিভিন্ন টেকনিক্যাল সাব-কমিটির নামাঙ্কন সভার অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভারও অধিবেশন হয়। পরামর্শকার বসে কমিটির প্রেসিডেন্ট ও চম্পিয়নাল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের ডাটম-চেয়ারম্যান মি: পি. এস. মুখার্জী, সি. আই. টি. আই. সি. এস. এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

কাপড়, বিছান, উজ্জিয়া, ও আসান প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে পাট উপযুক্ত হয়, তৎসংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট, পাট-ব্যবসায়ী এবং পাট-উৎপাদকারী প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

পাটের মূল্য ও ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কে তালিমন্তর টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীর কার্য পরিকল্পনা, বিশেষ করিয়া যে সকল কার্যাবলী বৃদ্ধ সম্পর্কিত প্রচেষ্টার কাজে লাগিবে, তাহা এই অধিবেশনে কমিটি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে। বৃদ্ধকেই আসল জিনিষ লুপ্তহিত হাবিবার জন্য পাটের তৈরী ভাল নির্মাণ করিবার একটা প্রস্তাব আছে। বর্তমানে উক্ত ভাল বিলাতি আমদান ও দেশের অংশে তৈরী হইয়া থাকে। ক্যান্ডালস এবং অন্যান্য সাময়িক প্রয়োজনীয় জিনিষ নির্মাণ ব্যাপারে সর্ব প্রকার পাট-নির্মিত বস্ত্র তৈরীর একটা প্রচেষ্টা করা হইতে পারে। এই পরিকল্পনার এমন আরও বহু গবেষণার প্রস্তাব আছে, যাহা কেবল বাক্য বৃদ্ধ সাহায্য ব্যাপারে ফলপ্রসূ হইতে পারে। কিং এই সকল প্রচেষ্টার বরন ও রূপণ করার যত্নপাতির প্রয়োজন, কিং বর্তমানে গবেষণাগারসমূহে তাহার অভাব বহিরাছে। তাহা: বর্তমানে পাট কলের সহযোগিতায় এই সকল কার্য পরিচালিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা

সূর্যণ থাকিতে পারে যে, কমিটির শেষ অধিবেশনে পাট সম্পর্কিত গবেষণাকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণাগারের সহিত সহযোগিতা করিবার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে পাটের গবেষণা বিষয়ক কতকগুলি দীর্ঘ কালের চুক্তির প্রস্তাব এবং কতকগুলি প্রাথমিক গবেষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছে। এই সকল পরিকল্পনার নিম্নলিখিত প্রস্তাব আছে:—

প্রকেন্দ্র আন্তর্জাতিক অনুসরণে উহার বিখ্যাত কম-পদ্ধতি বহুদরশির সহযোগে পশর এবং বৃক্ষের কাণ্ডের উপর পাটের আঁপের বিশ্লেষণ, কৃত্রিম উপায়ে রজন প্রস্তুত করিয়া উহা র: করা; উদ্ভূত ধরণের পাটের আঁপের সহিত মিশ্রিত করিয়া এমন জিনিষ তৈরী করা যাহা বর্তমানে দয়া অশ্লীল জুতা এবং কৃত্রিম দিহ যে প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে, উহা তাহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। পরিলেখে একটি চিত্তাকর্ষক প্রস্তাবও আছে। পাটের অবাধচাষা অংশ এবং বাজে পাটকে পিও করিয়া তৈরী করিয়া কাজে লাগানো হইতে পারে কিম্বা, সে গবেষণার প্রস্তাবও আছে। পাটকে পিও তৈরী করিয়া নামাঙ্কন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী করার গবেষণার যে প্রস্তাব বহিরাছে তাহাতে "বোত" অফ্ সারফেক্টিফ্ এণ্ড ইণ্ডোয়াল রিসার্চ" এবং বীটির "ইন্ডিয়ান লাক্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের" সহিত যে বিশেষ সহযোগিতা চলিবে, তাহার পূর্ব জ্ঞান পাওয়া হইতেছে।

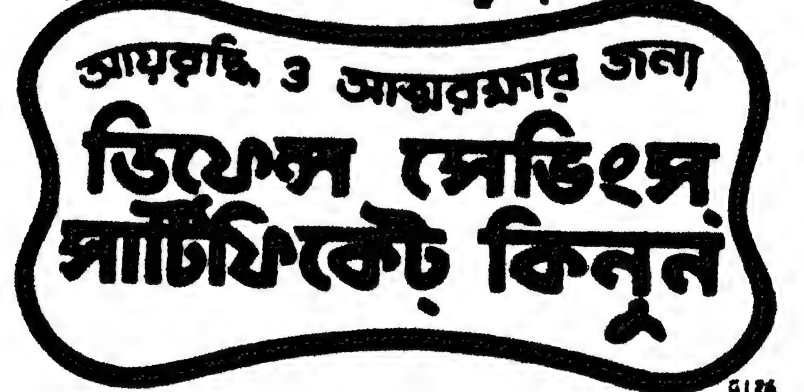
[পরবর্তী দুই কলামের নিম্নে দেখুন]



বাইরে যেবার সময় হলো এডিমার ইনি চাকরিতে একটি অর্ডার আসা বললে 'সেভিংস ট্রান্স' কিনে সে এক চাকরিতে এই বাকের আর একবার 'ট্রান্স' দিতে যেতে গেলো। ১০০ টাকার ট্রান্স জমিয়ে 'সেভিংস-স্টোরে' (যা যে কোনো পোট-অফিসে চাইলেই মেস) তখন লগান হলে সেটা বকলে পোট-অফিস থেকে একবার 'ডিকেল সেভিংস স্টোরে' পাওয়া যায়। ২৫ বছর পরে স্টোরেটের দাম হবে ১০০/০ টাকা, কিন্তু এই তার আগেই চাকরির বাকের দর তা হলে বাকের করলে প্রাণা হুৎ তত টাকা কেবল পেওয়া হবে।

চাকরিতে অনেকদিন কাজ করার পর বকল অবসর

সে, তখন থাকা ভানের কিছু উপরী চাকা বকলিন সেম ওয়া অনারসে নব্ব টাকার বকলে চাকরির দর 'ডিকেল সেভিংস স্টোরে' কিনে ভানের উপহার দিতে পারেন।



[১ম কলামের শেষাংশ]

শ্রেণী-বিভাগ কেন্দ্র

একটা সূর্যণ থাকিতে পারে যে, কমিটির শেষ অধিবেশনে এইরূপ একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইতেছে যে, কিভাবে শ্রেণী-বিভাগ পাট বিক্রয় করিতে হয়, পাট চাষাঙ্গিকে তাহা বিজ্ঞা দিবার নিমিত্ত পরীক্ষারী শ্রেণী-বিভাগ কেন্দ্র খুলিতে হইবে। এ সম্পর্কে কিন্ন বিবরণ নিম্নলিখিত করা হইয়াছে এবং পশ্চিম কমিটির অনুমোদনের জন্য উহা পেশ করা হইবে। বকরদের আঙ্গা পাট ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করা এবং তাহার দর প্রচার করার কাজের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হইবে। এই সম্পর্কিত পরিকল্পনার উল্লিখিত ব্যাপারে আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে এই যে, বাহাতে পাটের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়, তৎসংক্রান্ত দানীর পাটের ব্যবহারও দিতে ব্যাপকভাবে অনুদান করা এবং সে সম্পর্কে তথ্যবিবরণ পাওয়া।

সেক্রেটারী মি: ডি. এস. বকরদার, আই-সি-এস, এই বর্ষে একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় কলে এই সম্পর্কিত কার্যের ব্যাপক প্রচারে ও উন্নয়নে সাহায্য করিবে এবং বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রাদেশিক কর্ম-চারিগণের কার্যাবলীকে পরিলক্ষণ করিয়া তুলিবে। গত ১৯৩৭ সালে কোন কোন অফিসে পাটের আমদান হইবে, তাহার যে একটা আনুমানিক হিসাবের পরিকল্পনা তুল করা হইয়াছিল, তাহা বর্তমান বৎসরে সমাপ্ত হইবে। উৎপাদন কল সম্পর্কে একটা আনুমানিক আমদান হিসাব করিবার যে একটা প্রস্তাব ছিল, তাহা "লুই সেনলান্স কমিটি" কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং পাটভাবে বকরীকৃত হইবার নিমিত্ত উহা অতি পশ্চিম বুন কমিটির সমুখে উপস্থাপিত করা হইবে। পূর্ব আঞ্চলিক হিসাব সম্পর্কে গভর্নমেন্ট বেঙ্গল এই কমিটির সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন, এ কেন্দ্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

হিটলার-গোয়েরিং বিরোধ

যেহেতু বেতারে এই মর্মে একটি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, হান্সি আক্রমণের আনুমানিক হিসাব এবং গোয়েরিংয়ের মধ্যে একটি, সাংবাদিক বক্তব্যের ভঙ্গী হইয়াছে।

টেকসলবের ওয়াকিফাল মহলের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া যেকো বেতার-বোম্বার বলা হইয়াছে যে, গোয়েরিংয়ের যুক্তি ছিল—পশ্চিমে, বরফান অভিযানে এবং ক্রীটে কার্গারীর বিমানবহরের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে কোন মতন অভিযানে বিমান-আক্রমণের উপর নির্ভর করিলে কোন কাজ হইবে না। মতন অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে গোয়েরিং অস্বীকার করেন। ইহাতে হিটলার ক্ষুব্ধ হন এবং গোয়েরিংকে কাপুরুষ বলেন। হিটলার বলেন যে, তিনি স্বয়ং কার্গারী বিমানবাহিনীর পরিচালনার ভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। আরও শুধু, হিটলার জিদের সহিত প্রত্যাব করিয়াছেন যে, গোয়েরিংকে বন্দীনিধিরে আটক রাখা হউক।

বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রীর ঘোষণা

১৪ই জুলাই লণ্ডনে এক ভোক্তসভায় বক্তৃতাশ্রমক বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মি: চার্চিল ঘোষণা করেন যে, ইংলণ্ডের সকল স্থানের বেসামরিক বেসরকারী পলকে ইংলণ্ডের উপর আত্মাধীন আরও প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আর বৃটিশ বোম্বার্ক বিমানসমূহও অতি সহরই, আত্মাধীন এ পর্যন্ত ইংলণ্ডের উপর যে পরিমাণ বোম্বা বর্ষণ করিয়াছে, তাহা আপেক্ষা অনেক গুণ অধিক উগ্র বিদ্রোহক বোম্বা বর্ষণ করিবে।

ভূমধ্য-সাগরে বৃটিশ সাবমেরিন বহরের কৃতিত্ব

নৌ-বিতাগের এক এন্ডেচারে ১৪ই জুলাই বলা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরে একটি সাবমেরিন কর্তৃক নিকিগ টপে'ডোর আঘাতে গুরুতররূপে ক্ষয় হইয়া ইটালীর ভৈলবারী জাহাজ "টমবেচ" (৪,২৩২ টন) ইতালীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সম্প্রতি বেরারডের জন্য ইটালী নাইবার পথে ঐ জাহাজবাহিনীকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কনডর-পরিবেষ্টিত মাস বোম্বাট একখানি জোনাগার জাহাজ (৪,৫৫৫ টন) ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সৈন্য ও সামরিক জাহাজি পারাপারের কার্যে নিযুক্ত আর একখানি জাহাজও নিঃসজ্জিত হইয়াছে।

বাংলিতে জাওয়ান নৌ-বহরের ক্ষতি

১৫ই জুলাইএর সোভিয়েট এন্ডেচারে প্রকাশ, বাঙ্গালী নৌবাহিনীতে দুইখানা জাহাজ ডেইলার, ১৪ বানা জোনাগার জাহাজ এবং চার-সজ্জিত একখানা বজরা নিঃসজ্জিত হইয়াছে।

লালফোজের তিনদিনে পাটী আক্রমণ

সোভিয়েট এন্ডেচারে বলা হইয়াছে: "১৫ই জুলাই তারিখে উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যুদ্ধ চলে। সোভিয়েট সৈন্যগণ নব্বই ট্যাঙ্ক ও সীড়গাড়ী গাড়ী এক বিরাট বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দান করে এবং পাটী আক্রমণ করিয়া নব্বই বিস্তারিত কতিপয় করে।

"পশ্চিম দিকে সোভিয়েট কনসেন্স ও বিনামবের প্রায় ৩,০০০ নব্বইসমূহে পরাভূত করিয়াছে। নব্বই বিস্তারিত কতিপয় ও গোলাবারুদ কলীজনের হস্তগত হইয়াছে।"

কুটন ও কলীয়ার মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইক-কন যুদ্ধের কলে বৃটিশ ও বাঙ্গালি সন্তান-সন্তান মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতঃপর কলকাতা বিদ্রোহের অভ্যুত্থিত বিবেচিত হইবে।

জিরাপীর নিকটে বোম্বা বর্ষণ

জিরাপীর হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত জোড়ি বোম্বা নিকিগ হইয়াছে। প্রকাশ, জিরাপীর হইতে ১২ মাইল দূরে পাটী ব্যাহিনী একখানা ইটালীজান বোম্বাট পুনঃ বিমুগ্ন হইয়াছে।

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর সাফল্য

একখানি ইটালীজান এন্ডেচারে রাজকীয় বিমানবহর কর্তৃক বেসিলা, সিসিদি, সেরণী, বারিসিয়া, বেনগালী ও গোজের বোম্বারবের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, ব্রিটিশ কলী পুনঃ পরিবেষ্টিত ট্রেনের পুনঃস্থল চেম্বার ও সেরাভের ডক ও জাহাজ-পারিতোষ আক্রমণ চালাইয়াছিল। চেম্বারে ও জাহাজ ট্রেনের একখানি জাহাজের উপর বোম্বা বর্ষণ করিয়া উহাতে আগুন বলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ডকের দক্ষিণ দিকের বেলডরে লোকোমোটিভ পেল ও একটি কারখানার সজা-সজ্জাবে বোম্বা পতিত হইয়াছিল।

নৌবহরের প্রায় ৬ জাহাজ ট্রেনের একখানি জাহাজের উপরও বোম্বা পতিত হয়।

জুন মাসের জাহাজ ডুবির প্রতিরূপ

জুন মাসে বৃটিশ ও বিরপজিগের মোট ৩২৯,২৯৬ টনের ৭৯ বানি সলগরী জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। যে মাসে ইহা আপেক্ষা ২৫ বানি বেশী জাহাজ (১৬,৮৫৫ টন) জলমগ্ন হইয়াছিল। গত জুলাই মাসের পর জুন মাসের জাহাজ ডুবির সংখ্যা সর্বোচ্চ হয়।

নৌবিতাগের এন্ডেচারে আরও বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধবিশেষের পর হইতে এপর্যন্ত মোট ১,৭৩৮ বানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১,০৭৮ বানি ব্রিটিশ, ৩৩৪ বিরপজিগের এবং ৩২৬ বিরপজিগের জাহাজ।

আহাজডুবির প্রতিরূপ উপস্থিত করিয়া নৌবিতাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইহার পর গুরুতররূপে জাহাজ-ডুবির প্রতিরূপ প্রকাশের ইচ্ছা নাই; কারণ ইহাতে নব্বই পলেক মূল্যবান তথ্য জামিলা নষ্টবার সুবিধা হয়। লণ্ডনে অনুমান করা গিয়াছে যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এপর্যন্ত এজিস পলিকরণের মোট ১,০৯১,০০০ টন ডাবলারী জাহাজ গুরু, নিঃসজ্জিত অথবা বিমুগ্ন হইয়াছে।

সিরিয়ান যুদ্ধ-নিরতি চুক্তি

সিরিয়ান যুদ্ধ-নিরতির বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বন্ধ অনুযায়ী ফরাসী সৈন্যগণকে যুদ্ধের পূর্ণ মর্যাদা প্রকাশ করা হইয়াছে। কতকটা স্থানে ফরাসী সৈন্যগণকে একত্রিত করা হইবে এবং অল্পে পূরণ না করা পর্যন্ত তাহারা স্থানীয় ফরাসী সৈন্যগণের অধীনে অবস্থান করিবে। সমস্ত অস্ত্রসম্পদ নিষ্কি এলাকার গমনের সময় তাহারা যুদ্ধের মর্যাদা লাভ করিবে। অফিসার, মন-কমিশনর অফিসার ও সৈন্যগণকে তাহাদের স্ব স্ব অস্ত্রসম্পদ বহিরাগত অনুমতি দেওয়া হইবে; কিন্তু সৈন্যগণ গোলাগুলি রাখিতে পারিবে না। কামান ও সামরিক যানবাহন প্রভৃতি সমস্তসম্পদ বৃটিশ কর্তৃক রাখিবে একত্রিত করা হইবে। ইহার মধ্যে হইতে বৃটিশের প্রয়োজন বস্ত্র জাহাজি নষ্টবা বাটবার অধিকার থাকিবে। অবশিষ্টগুলি বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীনে ফরাসীরা পূর্ণ করিয়া লেখিবে। ফরাসি প্রেরিত বন্দীসমূহ বিস্তারিত সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে। শাসনকারী চালাইবার জন্য সন্তান প্রয়োজন হইবে, ততদিন একত্রিতকৃত অফিসারগণ তাহাদের পদে কার্য করিতে থাকিবেন। বৃটিশ কর্তৃক রাখিবে ফরাসী জাহাজে করিয়া ফরাসী সৈন্যগণকে যথেষ্ট প্রেরণের প্রত্যয়ে বৃটিশ কর্তৃক সমস্ত আছে। অল্পে প্রেরিত ফরাসী প্রকাশের সম্পত্তি স্থানান্তরিত করা হইবে।

বিমান-আক্রমণে বৃটিশে হতাহতের তালিকা

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে বর্তমান বৎসরের জুন মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত বিমান আক্রমণের কলে ব্রিটিশে আনুমানিক ৪১,৯০০ পত বেসামরিক আত্মাধীন নিহত এবং ৫২,৬৭৮ জন লোক আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়াছে।

জুজ এলাকায় দুই হাজার টন বোম্বা নিক্ষেপ

১৬ই জুন হইতে ১০ই জুলাইএর মধ্যে জুজ এলাকার দুই সহস্রাবিক টন বোম্বা নিক্ষেপ হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে কয়েকদিনে ১ হাজার টন ও বৃষ্টিতে পঁচ পত টন বোম্বা বর্ষিত হইয়াছে।

ব্রিটিশ বনফোর্ডে গুরুত্ব সংগ্রাম

যেকো এক এন্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, গুরুত্ব ও পোরবুড অফেন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছে।

সোলেনস, বোম্বাই ও মডেগুড-ওলিনসের দিকে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। এন্ডেচারে আরও বলা হইয়াছে যে, জাগাচেক হইতে পশ্চিমপলায়নকারী নব্বই এক ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়ান বিরাট কেলিগা বিমুগ্ন করা হইয়াছে।

সোভিয়েট স্ট্রেনের বোম্বাবর্ষণ

আরও একখানা সোভিয়েট এন্ডেচারে বলা হইয়াছে: মিখায়েল সোভিয়েট প্রেমগুলি নব্বই ব্যতিক্রমী, বিমানবাহিনী অধিকৃত নব্বই প্রেমসমূহ বিমুগ্ন করিয়াছে এবং নব্বই পারখানিওলিতে সমস্ত নব্বই প্রেমসমূহ আক্রমণ করিয়াছে এবং গোয়েরিং উপর ও সুলিগা, তুমসিয়া ও স্যাকিয়ার টেলিগার ও বানবাহনসমূহের উপর বোম্বাবর্ষণ করিয়াছে।

মোলেনসক রথলের দাবী

বাঙ্গালির সংবাদ প্রকাশ, সরকারী আত্মাধীন মিডল-এডেলী সোলেনসক অধিকারের দাবী করিয়াছে। জাগাচেকের দাবীতে প্রকাশ, সোলেনসক অফেন যে সমস্ত কনসেন্সা বন্দী করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক সোভিয়েট ডিভিশনের অধিক আছে এবং বিস্তারিত ট্যাঙ্ক, কামান, বাম ও হস্তগত হইয়াছে।

২০ লক্ষ সৈন্যের সংগ্রাম

জাগাচ টাইকরাগের এন্ডেচারে দাবী করা হইয়াছে যে, কল সেনাপন তাহাদের সেনা বিভাগ সেনা বনফোর্ডে প্রেরণ করিয়াছে। এন্ডেচারে আরও বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে ২০ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ চলিয়াছে।

জির্জিনফ পতনের সংবাদ

বাঙ্গালির সংবাদ প্রকাশ, জাগাচ ও জামানিগার সেনাপন বেসামরিকায় রাজধানী কিলিমসক উপস্থিত হইয়াছে। সংবাদ এডেলী আরও বলে যে, বিস্তারিত কনসেন্সা বন্দী হইয়াছে এবং জাগাচ মূল সোভিয়েট সেনাপন ও অস্ত্রসম্পদ বিমুগ্ন হইয়াছে।

জামানিয়ান ব্যাটালিয়ানের আত্ম-সমর্পণ

সোভিয়েট টেকসলবের বক্তব্য ১৭ই জুলাই এক এন্ডেচার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছে যে, ১৫ই জুলাই তারিখে জোজ-পোরবুড এলাকায় জামানিগার সংগ্রাম চলিয়াছিল। সোভিয়েট বিমান-বহর নব্বই গুরুতররূপে বাহিনীর নিকট অভিযান চালাইয়াছিল এবং সোভিয়েট অস্ত্র-পলেক-বিসংলপ্যে পূর্ণ করিয়াছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় সঙ্গীত জাগাচ-জামানিগার বাহিনীর পরাজয়ের পরে একজী কনসিলিয়ান ব্যাটালিয়ান বেসমুদ্য আদিগা আরম্ভণ করিয়াছে। সিরিগি ট্যাঙ্কপুলী কামান, ৪২০টি রাইফেল, ১২টি মেরিনগাম এবং বস্ত্র পরিমাণ কর্তৃক ৬ বেল, একজী বেসমুদ্য বস্ত্র, পঁচাবানি মোটগাড়ী এবং ৫৬ বানি গাড়ী কলীজনের হস্তগত হইয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠার হইয়া]

বাঙলার পাবলিক সার্ভিস কমিশন

১৯৩৯-৪০ সনের কার্য-বিবরণী

বাঙলা সরকারের কৃষি ও শিল্প-বিভাগ

কৃষি-শিল্প ও গবেষণা তত্ত্ব-কমিটি নিয়োগ

বাঙলার কৃষি-গবেষণা এবং কৃষি-শিল্পের কৃষক-সুবিধা রক্ষায় এবং বিভিন্ন উচ্চ টেক্সটাইল ও বস্ত্র ইত্যাদি শিল্পায় কৃষিবিষয়ক শিক্ষা পুষ্টিদের জন্য উচ্চ কৃষক কার্যকরী হইতে পারে ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য বাঙলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগ সম্মতি একটি এড-হক কমিটি গঠন করিয়াছেন:—

মি: কলম্বুস মহাম্মদ, এম-এ, বি-এল, এম, এল, এ, (চেয়ারম্যান), প্রফেসর ডে, এম, মুখার্জি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডা: এ. টি. সেন (চাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ডা: কৃষ্ণচন্দ্র বোশা এবং চাকা এগ্রিকালচারেল ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপালকে লইয়া উক্ত এড-হক কমিটি গঠিত হইয়াছে।

সহ-সচিব মহোদয় এবং বাঙলার আরও কয়েকটি কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য বাঙলা সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তি-দ্বয়কে লইয়া আর একটি এড-হক কমিটি গঠন করিয়াছেন:—

মি: চার্লস হক চৌধুরী, এম-এল-সি (প্রেসিডেন্ট), কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর, এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল, কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর (ওরিয়েন্টাল সেকশন), সেক্রেটারী, শীতপাতিয়ার কুমার সনৎকুমার রায় চৌধুরী, মি: ডি. মর্গান, সি-আই-ই, এম-এল-এ, মি: আবদুর রশীদ, এম-এল-এ, এবং সৌভাগ্যপুর এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল।

উৎসেধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

জন-সাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য

কলিকাতায় মেসার্স এইচ. ডে, কলার এবং কো, লিমিটেড, কর্তৃক আমদানী করা ও বিক্রয় প্রস্তুত "ওরিয়েন্টাল মিল" নামক উৎসেধের মূল্যনিয়ন্ত্রণের অধীন করা হইয়াছে এবং নিম্ন উদাহরণ নিম্নলিখিত পাইকারী ও পুর্নচর পর সেওয়া গেল। ইহা ছাড়া ১৯৪০ সনের ১০ই জুন তারিখে প্রকাশিত প্রেস-নোটে স্থাপন পরিবর্তন করিয়া এন্ট্রান্স (ইউ), লিমিটেড, কর্তৃক আমদানী করা "ডেটল" নামক উৎসেধের বাজার পর নিম্নলিখিতরূপ নিয়ন্ত্রিত করা গেল। এই দুই অবস্থায় কলিকাতায় ও পুর্নচরীতে কার্যকরী হইবে:—

	প্রতি টন।	প্রত্যেকটি।
ওরিয়েন্টাল	২৫০০	২০
ডেটল নং ৪	১০০	১০০
ডেটল নং ৮	২০০	২০০
ডেটল নং ১৬	১০০	১০০

১৯৪০ সনের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে "কলিকাতা গেজেট" প্রকাশিত এই সনের ২০শে নভেম্বর তারিখের গভর্ণমেন্ট প্রেস-নোটে এম. ও. বি. ৬৯৩ চাপলেটের যে সর্বোচ্চ পাইকারী পর নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিবর্তন করিয়া নিম্নলিখিত কমরুল্য কলিকাতা পর ও পুর্নচরীতে করা হইল; ইহা ১৯৪১ সনের ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে:—

ডেজমান (এম. ও. বি. ৬৯৩) চাপলেট—

	প্রত্যেকটি।
১০০ বর্ডিন কোট	১২
২৫ বর্ডিন ..	৩০
বোলা চাপলেট	৩৩ পাউ

১৯৪০ সালের ১০শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহার সাম্প্রতিক প্রকাশিত বার্ষিক বিবরণীতে বাঙলার পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রাদেশিক চাকুরীসমূহের পরীক্ষার্থীদের অবিকালনের যোগ্যতার পরিচয় সম্পর্কে বিস্তৃত বহুধা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালের পরীক্ষাসমূহের ফলাফল অত্যন্ত সৈবাস্য-জনক। পূর্বে বৎসর মেখানে ৮৭ জন পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ নম্বরের নতকরা ৫০ কিংবা ততোধিক নম্বর পাইয়াছিলেন, বহুমান বৎসরে সেখানে মাত্র ২৯ জন উক্ত নম্বর পান। ১৯৪০ সালের পরীক্ষার্থীগণ আবার উন্নতি প্রদর্শন করেন এবং পূর্বে বৎসরের ৬৯ জনের স্থলে এই বৎসর ৮১ জন পরীক্ষার্থী মোট নম্বরের নতকরা ৪০ নম্বর প্রাপ্ত হন। এতদসঙ্গে সাধারণ বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের অজ্ঞতা অত্যন্ত সৈবাস্যজনক। এসম্পর্কে কমিশন সাধারণ বিষয়ের পরীক্ষকের বহুধা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাধারণ বিষয়ে পরীক্ষকের এ বিষয়ে অভিযুক্ত এই যে, "দু-একজন ভাল প্রার্থী আছেন বটে, কিন্তু অবিকাল-ই সৈবাস্যজনক এবং কোম কোম প্রার্থীর অজ্ঞতা বিস্ময়-যোগ্য মতে। অজ্ঞতা অপেক্ষা সঠিক জ্ঞানের অভাবই সমস্যা। ইহাকে বুদ্ধিবৃত্তির অসামুদ্রিকতা বলা চলে। অবিকাল উত্তরই আশ্চর্য উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য আশ্চর্য করার কোন সোদ নাই, কিন্তু প্রকৃত ঘটনার নিকট তাহার সারসংহা দাকা প্রয়োজন। কোম পরীক্ষার্থী বলি বলেন যে, বাঙলাদেশে এক কোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং বাঙলা সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করেন, কিংবা কানাকড়ি ভরসংখ্যা বিন কোটি, তবন লোকের কি মনে করিতে পারে?" তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, বহু প্রার্থী তাহার সচাচ্যে বনোদান ব্যক্ত করিতে পারেন না এবং বিস্তর বাসন তুল করিয়া থাকেন।

কমিশন নাম করেন, সরকারী চাকুরীসমূহের সাধারণ জ্ঞানসা বিষয় সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যিক। সঠিক তথ্য সাংগ্ৰহ, চিন্তা বুদ্ধি ও বিবেকপ্রয়োগ এবং খাঁর বহুধা পরিভাষায় প্রকাশের অভ্যাস করা আরও অধিক প্রয়োজন।

১৯৪০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার জন্য কলেজের অধ্যাপকগণ তাঁহাদের বনোদনের জন্য লিখিত ৫৫৭টি আসনের মধ্যে ৪৮৮ জন প্রার্থী মনোনীত করিয়াছিলেন। তদুপরে কমিশন ১৬৬ জনকে পরীক্ষার জন্য অনুমতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোট ২১৯ জন প্রার্থী পরীক্ষা দেন। ১৯৩৯ সনের পরীক্ষার হিসাবে পারেন নাই। পূর্বে বৎসর পরীক্ষার ফলাফলের উপর ৫ জনকে চাকুরী গ্রহণের জন্য আদান করা হইল। ৩ জন প্রার্থী গিফের নাম প্রত্যাহার করেন এবং ৯ জন পরীক্ষার উপস্থিতি হইতে পারেন নাই।

সকল নির্বাচিত প্রার্থীকে পরীক্ষার বসিতে না থাকা সাহায্য করার টাকা দিতে পারে নাই, তাহাদের পরিবর্তে মৃতদ প্রার্থীকে প্রয়োজন সেওয়ার বিষয় বহিঃস্থ হয়, তাহা হইলে অধিক সংখ্যক প্রার্থী পরীক্ষা দিতে পারিবে। কমিশন গভর্ণমেন্টের সহিত এবিষয়ে আলোচনা চলাইতেছেন। গভর্ণমেন্ট কমিশনকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা বিভিন্ন চাকুরীতে যোগ্যতার পরিচয় অল্পু রাহিতে চান এবং কমিশনের স্থাপন অনুযায়ী চাকুরীতে লোক নিয়োগ করিবে। আলোচ্য বর্ষে কমিশন ১৩১টি পদের জন্য প্রার্থী স্থাপন করেন। পূর্বে বৎসর উদাহরণ সংখ্যা ৯৩ ছিল। নির্বাচনের সর্ব কমিশন বিভাগীয় কর্মীদের সমুদ্রে প্রার্থীদের সহিত সাক্ষ্য করেন। সর্বত্রই কমিশনের স্থাপন অনুযায়ী লোক

নিযুক্ত করা হয়। আর বৃহত্তি কেন্দ্র কমিশনের স্থাপন অনুযায়ী কাজ হয় নাই। তবে উদাহরণ কমিশনকে জানান হইয়াছে। বাঙলা গভর্ণমেন্টের উক্ত পদ-সমূহ ব্যতিরেকে বাঙলা গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর অফিসে একাউন্ট্যান্ট ও নিম্নবিভাগীয় কর্মচারীর জন্য প্রার্থী নির্বাচনের তার কমিশনের হস্তে সেওয়া হয় এবং কমিশনের স্থাপন অনুযায়ী লোক নিযুক্ত করা হয়। যে তিনটি পদ পূরণের জন্য পূর্বে বৎসর কমিশনের পরামর্শ প্রাপ্ত করা হইয়াছিল, এবার সেই তিনটি পদ পূরণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিভাগীয় বড়-কর্তাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কমিশন গভর্ণমেন্টের নিকট অল্পদন বিভাগের কর্মচারীদের বহা হইতে বেতন ভূমির সিভিল সার্ভিসে পলোমুজির জন্য এবং ভূমির সিভিল সার্ভিস হইতে বেতন সিভিল সার্ভিসে পলোমুজির জন্য কর্মচারীদের তালিকা দাখিল করেন। পূর্বে লকার তালিকাটি গভর্ণমেন্ট অনুমোদন করেন। ১২ জনকে ভূমির সিভিল সার্ভিসে উন্নীত করা হয়; কিন্তু বিত্তীয় গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করেন নাই এবং কি কারণে কমিশনের স্থাপন গ্রহণ করা হয় নাই, গভর্ণমেন্ট তাহা কমিশনকে জানাইয়া দিয়াছেন। আলোচ্য বৎসর আরও ১৯টি ব্যাপারে কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সাবজিক্টে সার্ভিস হইতে প্রবোদন দিয়া প্রাদেশিক সার্ভিসে উচ্চসংখ্যক পদ পূরণ করা হয়।

ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসর কমিশন নিম্নোক্ত পরীক্ষা-সমূহ গ্রহণ করেন:—

বাঙলা সরকারের সেক্রেটারিওফিস ও অন্যান্য অফিসের অল্পদন কর্মচারীদের জন্য ক্রাফ্টিং পরীক্ষা,

টাইপিং ও টেনোগ্রামারের পদের জন্য পরীক্ষা; বিভাগীয় পরীক্ষা ও ইন্টারপ্রুটারশিপ পরীক্ষা।

আলোচ্য বৎসর নিম্নোক্ত পদগুলির জন্য ভায়ে ও ইংলন্ডে একই সময় বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীগণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়:—

বাঙলার সরকারী কলেজসমূহের জন্য ইংলন্ডী ভাষার অধ্যাপক, ইউরোপীয়ান সিভিলিয়াল ডিরেক্টর; বেতন ইন্ডিনিয়ারি: কলেজের অধ্যাপক।

কমিশন এম, আর, সি, ডি, এম, ডিপুয়া লাভ এবং ডেপুটী এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং এবং জন্য ট্রেট-কলারশিপ প্রার্থী নির্বাচন করিয়াছিলেন। সাহিত্যসম্পর্কিত ১১টি ব্যাপারেও কমিশনের নিকট জানান হয়। ২৩টি আশাস্যসংক্রান্ত ব্যাপারেও কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। সরকারী কারো নিযুক্ত থাকা অবস্থায় কখন হওয়ার অল্প পেন্সন ও বর্ধনের দাবী সম্পর্কিত ৫টি ব্যাপারেও কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসর পরীক্ষার ফিল্ড বাক ২৬,৪৪৯, আলার এবং ১২৫,৫৭০, ব্যয় হয়। বাঙলা সরকার এ বর্ষে একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পরীক্ষাসংক্রান্ত কোন বিহি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে কমিশনকে গভর্ণমেন্টের বহুধা গ্রহণ করিতে হইবে। কমিশনের অবিকাল স্থাপন পুর্নিত হওয়ার তাঁহারা উপসংহারে বাঙলা সরকারকে বনাবান জ্ঞাপন করিয়াছেন। যে সকল কেন্দ্রে তাঁহাদের স্থাপন বৃদ্ধি হয় নাই, সে সব কেন্দ্রেও গভর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে উদাহরণ জ্ঞাপন করার তাঁহারা বিশেষ আশঙ্কিত। তবে তাঁহাদের স্থাপনগুলি পুর্নোপস্থিতিতে গ্রহণের ব্যবস্থার উপর তাঁহারা কোন সিদ্ধান্ত নাই।

(প্রেস-নোট)

বাঙালার পাটচাষের পূর্বাভাস

পাটের আবাদী জমির পরিমাণ সম্পর্কে সরকারী বিবৃতি

বাঙালার পাটচাষের যে প্রাথমিক পূর্বাভাস সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে জনসাধারণের মনে সান্নিধ্য হইতে পারে। উল্লেখ্য হইয়াছে যে, এ-সম্বন্ধে সান্নিধ্য তুল্য ব্যাখ্যা করা হইতেছে বলিয়া সরকার জানিতে পারিয়াছেন। এই সব হাতিয়ার ধরে পাটের মূল্য কমানোর চেষ্টা করিয়া বাঙালার আশঙ্কা আছে বলিয়া গভর্ণ-মেন্ট সান্টিফিক জনসাধারণের অবগতির জন্য এবং পাট-চাষীদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করা প্রয়োজন বনে করিতেছেন।

বাঙালার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক পাটচাষের যে পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ্য হইতেছে—পাটের জমির একটি আনুমানিক হিসাব প্রদান করা। এই হিসাবে বাঙালার বাহিরের অন্য যেকোন প্রদেশ বা সামান্য রাজ্যের বিবরণ দানলাভ করিয়াছে, তাহা পূর্ণ পূর্ণ হিসাব হিসাব অনুসরণ করিয়া উক্ত প্রদেশসমূহ বা সামান্য রাজ্যগুলি হাতিয়ার প্রকৃত বিবরণী হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

বাঙালার এই বিবরণী সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পূর্ণ-রূপে এবার পরিবর্তিত হইয়াছে। ১৯৪০ সালের বর্ষীয় পাট-নিরূপণ আইনের বিধানমত প্রত্যেক কৃষি পরিদর্শন করিয়া পাটের আবাদী জমির একটি রেকর্ড প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এক্ষণে প্রকৃত রেকর্ড হইতেই এক্ষণে পাটচাষের পূর্বাভাস প্রস্তুত করা হইয়াছে—পূর্বাভাস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নাই। পূর্বে প্রত্যেক জেলার স্বাভাবিক পাটের আবাদ সম্বন্ধে ইন্ডিয়ান বোর্ড ও অন্যান্য সরকারী সূত্রে যে সব বিবরণ পাওয়া যাইত, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই পূর্বাভাস রচিত হইত।

পূর্বে যেরূপভাবে পূর্বাভাস রচিত হইত, তাহার আভি-ধানতা সম্বন্ধে সন্দেহের মর্মেই কারণ ছিল বলিয়া গভর্ণ-মেন্ট ও পাট-ব্যবসায়ীগণের ধারণা ছিল এবং এইজন্যই বর্তমান বর্ষের পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টার পক্ষে পাটের আবাদী জমির একটি সঠিক হিসাব পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় পাট কমিশনের সহযোগিতায় ইংল্যান্ডের নতুন সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টা এখনও চলিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে পাটচাষ নিরূপণের জন্য নতুন আইন পাশ হওয়ার প্রত্যেক আবাদী জমি পরিদর্শন করিয়া জমির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের ব্যবস্থা হয়।

বর্তমান বর্ষের হিসাবের সঙ্গে গত বৎসরের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা কেবল আনুমানিক পদ্ধতি বজায় রাখার জন্যই করা হইয়াছে এক সঠিক হিসাব বলিতে কেবল বর্তমান বর্ষের হিসাবকেই বুঝিতে হইবে। এই হিসাব হাতিয়ার পরিদর্শন বৃদ্ধি হলে যে, পূর্বে যে পদ্ধতিতে পূর্বাভাস রচিত হইত, তাহা হাতিয়ার পূর্ণ আবাদী জমির অনেক কম হিসাবই পাওয়া যাইত। সুতরাং পূর্বেকার হিসাবকে নির্ভুল বনে করিয়া বেসরকারী করা হইতেছে, তাহা প্রকৃতই হাতিয়ার।

১৯৪০ সনে বিবেক ভক্তকর্ত্তি কারণে পাট চাষের বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এ বিষয়ে গভর্ণ মেন্ট উল্লেখ্য করিয়াছেন। ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে পাটের যে অভাববীর উচ্চ পর হইয়াছিল, যুদ্ধের জন্য ১৯৪০ সনেও অনুসরণ উচ্চ পর অব্যাহত থাকিলে বলিয়া লোকের ধারণা করিয়াছিল এবং ১৯৪১ সনে পাট-চাষ নিরূপণ করা হইবে জানিতে পারিয়া চাষীরা ১৯৪০ সনে বসানতর বেশী জমিতে পাট চাষ করিয়াছিলেন।

এখনও কেহ বিচারে যে, বেসরকারী আবাদী পাট-চাষের উৎসাহিতা নহে, সেজন্য জমিতেও ১৯৪০ সালে

পাট বপন করা হইয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে পাট না কাটিয়া জমিতেই মই হইতে দেওয়া হইয়াছিল এবং পাট-নিরূপণ বিভাগের কর্মচারীগণ সেসব জমি পরিদর্শন করিয়া খেলে পর নতুনভাবে চাষ দিয়া সেসব জমিতে অন্য ফসল বপন করা হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের পাটের আবাদী জমির পরিমাণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে এই সব বিষয় বিবেচনা করা উচিত। অন্য কারণ বলা চলে—পাটের আবাদী জমির যে রেকর্ড প্রস্তুত করা হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা অনেক কম জমি ইচ্ছাশীল পাট কাটা হইয়াছিল এবং ১৯৪০ সালের সঠিক হিসাব পাইতে হইলে বেসরকারী জমি হইতে শেষ পর্যন্ত পাট কাটা হইয়াছিল, সেসব জমিকেই হিসাবে বলা উচিত।

কোন কোন মহলে এখন অভিহিত প্রকাশ করা হইতেছে যে, প্রাথমিক পূর্বাভাসে লাইসেন্স-প্রাপ্ত পাটের আবাদী জমির যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা না করিয়া রেকর্ড-করা হিসাবকে ভিত্তিভাবে ভাঙ্গ করিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। এরূপ ধারণা একান্তই ভুল। প্রত্যেক জেলার বেসরকারী জমির লাইসেন্স প্রস্তুত হইয়াছে, সে-সব লাইসেন্স একত্রিত করিয়া এই হিসাব রচনা করা হইয়াছে। কার্কেই বলা চলে পাট-নিরূপণ বিভাগের কার্যক্রম হইতেই এই বিবরণী রচনা করা হইয়াছে।

কোন কোন লোক হইতে এখন অভিহিতও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, যে পরিমাণ জমিতে পাটচাষের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জমিতে পাট বপন করা হইয়াছিল। গভর্ণ-মেন্ট পূর্বাভাস সম্বন্ধে এখন অভিহিতের প্রতিবাদ করিতেছেন। প্রধান প্রধান পাট-উৎপাদনকারী জেলাসমূহের অবস্থান জানাই জমিতে দিয়া লাইসেন্সের সঠিক প্রকৃত আবাদের পরিমাণ মিলিয়ে পরীক্ষা করার কাজ শেষ হইয়াছে। অন্যান্য জেলায় এক্ষণে পরীক্ষার কাজ চলিতেছে এবং শীঘ্রই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এ-পন্থায় এক্ষণে পরীক্ষার ফলে হাতিয়ার জমি পাওয়া যাইতে পারে, লাইসেন্স-প্রাপ্ত জমির বেশী কোথাও বপন করা হয় নাই এবং সামান্য কোন-কোন ক্ষেত্রে কিছু বেশী জমিতে বপন করা হইয়া থাকিলেও তাহা লাইসেন্সের কম পরিমাণ জমিতেই পাট বোনা হইয়াছে। যে-সব ক্ষেত্রে লাইসেন্সের বেশী পরিমাণ জমিতে পাট বোনা হইয়াছিল, সে-সব ক্ষেত্রে চাষীরা খেচরাই অতিরিক্ত পরিমাণ জমির ফসল মই করিয়া দিয়াছে এবং অতি অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রেই হাতিয়ার অনুসরণে সামান্য ক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রয়োজন হইবে।

গভর্ণ মেন্ট পূর্বাভাস একটা সোমণা করিতে চাচ্ছেন যে, ১৯৪১ সালে লাইসেন্সের অতিরিক্ত জমিতে আদৌ পাট বোনা হয় নাই। যে পরিমাণ জমিতে পাট বোনা হয় তাহা লাইসেন্স প্রকৃত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম জমিতে প্রকৃতপক্ষে আবাদ হইয়াছে, তাহা এবং সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই; কিন্তু গভর্ণ মেন্ট সঠিক-নির্দিষ্টভাবে ইহা বলিতে পারেন যে, গভর্ণ লাইসেন্সের কম পরিমাণ জমিতেই পাট বপন করা হইয়াছে।

প্রাথমিক পূর্বাভাসে যদিও বেসরকারী আবাদী জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ফসল উৎপাদ্য হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই, তাহাও গভর্ণের পর কক্ষের যে জমি হইয়াছে তাহার বিবরণ

জাতিগত নরম গরম প্রচারকার্য

রাশিয়ার জনসাধারণকে বিজ্ঞাত করিবার প্রয়াস

জাতিগত সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার বৃহৎ জাতিগত প্রচারকার্যও জোর চলিয়াছে। জাতিগত বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার হইতে রাশিয়ার জনসাধারণকে বলা হইতেছে, তাহা হাতিয়ার যেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিজ্ঞাত করে। বৈজ্ঞানিক শৈলীতে পাঠ্যরূপে ও কলকারখানা মই করিবার জন্য টায়ালিন যে আবেদন করিয়াছে, তাহাতে যেন কেহ কম পাত না করে। হাতিয়ার ইচ্ছা প্রচেষ্টার দ্বারা যিহে জাতিগতিকে বুদ্ধি দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে; সবে সবে আবার ত্রীতি পূর্ণ হইতেছে। যদি তাহা হাতিয়ার গভর্ণ মেন্টের আশা পালন করে, তবে কক্ষের পাতি দেওয়া হইবে বলিয়া জানাইতেছে। পাতে ১৮১২ সালের পুনরাবৃত্তি বটে একটা জাতিগত বিশেষ চিহ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হাতিয়ার পরিচা বৃহৎ আশা গ্রহণ করিবে জাতিগতিকে লক্ষ্য করিয়া সোমণা করা হইতেছে যে, পোলাও জাতিগত কতি কতি রাহা গোপনে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা যিহে কিঞ্চিৎ পাতি দেওয়া হইয়াছে রাশিয়ার জনসাধারণ যেন তাহা স্মরণ রাখে। ইউক্রেনে জাতিগত প্রচারকার্যে ভরপ্রদান অপেক্ষা পূর্বকারের মোড়ই বেশী বেঝাইতেছে। জাতিগত এখানে পতন-বাতিরা পড়িয়া তুলিতে পারিবে বলিয়াও আশা রাখে। ইতিমধ্যেই জাতিগত ইউক্রেনের জাতীয় লোকের বলা হইতে এখন সব জাতিগত জাতিগত হাতিয়ার লোক যিহে করিয়া রাহিয়াছে, হাতিয়ার জাতিগত হাতিয়ার পূর্ণ হাতিয়ার থাকিবে। অনেক আমেরিকান সাংবাদিকতা বলেন, জাতিগত এই লক্ষ্য হাতিয়ার পতনের লক্ষ্য এমন কি লক্ষ্যের জাতিগত, পেশিদল, শীল-যোদ্ধা পর্যন্ত ঠিক করিয়া রাহিয়াছে। জাতিগত বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার বোমণা করা হইতেছে যে, জাতিগত ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াইতে না, তাহা হাতিয়ার লোকের বিমর্ষ করিয়া ইউক্রেনের জনসাধারণের বাজিপত অবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

মানাহিমে ব্রিটিশ বিমানের হানা

নিরপেক্ষ ব্যক্তির ফলাফল বর্ণনা

সিসকন হইতে "ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার লেখক উইলকিন্সন টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছেন,—

"জাতিগত হইতে সমাপ্রত্যাপ্ত জাতিগত আমেরিকান জাতিগত লাইসেন্স, হাতিয়ার জাতিগত কারখানাগুলি বহু ম্যানচিত্রে কাচকগুলি কারখানা জাতিগত বিমানবাহিনীর পোষাকধানে পূর্ণ হইয়াছে। সামরিক দক্ষাভাব্যগুলি মধ্যে একটি মোটর-জাতিগত ও একটি বিমান হৈলবাহিনীর কাণোনা সম্প্রতিক মোটরগণের ফলে অর্থ হইয়াছে।

বিমান কারখানাগুলি পূর্ণাঙ্গ লাইসেন্স কারখানাগুলি উচ্চ কাজ বহু রাহিতে হইয়াছে।

[২৪ কলমেও ছেদ]

উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমান বর্ষে বিভিন্ন জেলা হইতে জমির বিবরণ পাওয়া যাইতেছে এবং বিশেষভাবে যিহু ও মোটরগতী জেলার যে একটা কতি বাপকগুলি লিখিত হইয়াছে, গভর্ণ মেন্ট তৎসম্বন্ধে সন্ধান পাইয়াছেন। হাতিয়ার জেলার ৭,০০০ একর পরিমিত জমির পাতি দিয়া ও বৃদ্ধিহাতিয়ার ফলে একেবারেই বিমর্ষ হইয়া দিয়াছে এবং পূর্বাভাসে এই সব জমি লক্ষ্য দিয়াই হিসাব করা হইয়াছে। বর্তমানসময় জেলারও ব্যাপক অঞ্চলে পাট ফসল ফলিতভাবে কতিপয় হইয়াছে।

[শেষ কলমেও নিম্নে দেখুন]

(মুদ্রণ-মোট)।

শিল্পে সরকারী সাহায্যের বিবরণী

বোর্ড-অব-ইণ্ডাস্ট্রিজ ১৯৩৯-৪০ সনের বার্ষিক রিপোর্ট

বাংলাদেশের বোর্ড-অব-ইণ্ডাস্ট্রিজ ১৯৩৯-৪০ সনের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে—“উচ্চ আদায়ের বিষয় যে বিভিন্ন জেলার কলেক্টরদের নিকট হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এ দ্বারা যে সমস্ত শিল্প ব্যবসায়ীকে ১৯৩৯ সনের শিল্পে সরকারী সাহায্য আইন অনুসারে সাহায্য করা হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই কারবার চলাই অবস্থায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। যে সাহায্য তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা লাভজনক ভাবেই খাতিয় হইয়াছে এবং তাহাতে তাহাদের প্রকৃত উপকার হইয়াছে।”

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য আইনমতে সাহায্যের জন্য আনুমানিকভাবে ৪২ এককরূপে বাসা পরগণা পাওয়া গিয়াছিল, পূর্ব বঙ্গের ঐক্যপন্থবাস্তবের সংখ্যা ছিল ৫২টি। বোর্ড মোট ২৩ বাসা পরগণা (উচ্চর মধ্যে পূর্ব বঙ্গের বুলদুবি ১২ বাসা পরগণাও ছিল) পতন বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ সহ প্রেরণ করিয়াছিলেন ও পূর্ব বঙ্গের ৮ বাসা সহ ১৩ বাসা পরগণা মারফত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। আলোচ্যবর্ষে প্রত্যাহৃত পরগণার সংখ্যা ছিল ১৩টি; উচ্চর মধ্যে ৭টি পূর্ব বঙ্গের। এখন বোর্ডের নিকট বঙ্গের মধ্যে ২৩টি পরগণা বুলদুবি আছে। উচ্চর মধ্যে ৪টি পূর্ব বঙ্গের।

দুইটি পক্ষের সরকারী সাহায্য প্রদানে পতন বোর্ডের আদেশ গাঠিত করিতে হইয়াছে; কারণ তাহাদের অনুকূলে যে সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহা তাহারা লইতে অসিদ্ধা প্রকাশ করে।

বোর্ড অনুমোদন করিয়াছিলেন যে, ধনের কিস্তি ও ত্রুণ আদায় হইয়া প্রায় ১০,০০০ টাকা বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য তহবিলে আসিবে এবং তাহারা প্রত্যাহ করিয়া-ছিলেন যে, ই টাকা ১৯৪০-৪১ সনে আইনের ১৯ (১) (ক) ধারামতে ঋণ দেওয়ার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইবে। এই প্রত্যাহ পতন বোর্ড অনুমোদন করিয়াছেন। বোর্ড ১৯৪০-৪১ সনের জন্য নিম্নলিখিত বাজেট বরাদ্দ করিয়াছেন।—

আইন প্রয়োগ করিবার ব্যয় নিম্নলিখিতের জন্য ১,০০০ টাকা (নিম্ন বাজেট), আইনের ১৯(১) (ক) ধারামতে ঋণ প্রদান জন্য ৫০,০০০ টাকা (ঋণ বাজেট)। আলোচ্য-বর্ষে এই আইন প্রয়োগ ব্যাপারে প্রকৃত ব্যয় হইয়াছে ২,২৬৮৫০ টাকা; উচ্চর পূর্ব বঙ্গের ব্যয় হইয়াছিল ২,২৬১৫০ টাকা। বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য তহবিল হইতে আলোচ্যবর্ষে ২২,১০০ টাকা ব্যয় দেওয়া হইয়াছিল।

বোর্ডকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া পতন বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া আইনের বিধানমতে লুইকন ঋণ গ্রহণকারীর নিকট হইতে বেহেন লসিলমুলে পাওয়া টাকা আদায় করিতে হইয়াছে। এই ঋণ গ্রহণকারীর একজনকে ঋণ বাজেট হইতে সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল এবং আলোচ্যবর্ষে তাহার নিকট হইতে পাওয়া টাকার বেশীর ভাগই আদায় করা হইয়াছিল। বঙ্গের মধ্যে অপর ঋণ গ্রহণকারীর নিকট হইতে পাওয়া আদায়ের ব্যাপারও করা হইয়াছিল।

তাহারও ব্যতিরেকে উচ্চতর ট্রেডিং ও শিল্পের জন্য আলোচ্যবর্ষ হইতে ২টি বৃহৎ শেওরা নিম্নলিখিত পুনরায় গ্রহণ করা হইয়াছে; এই বৃত্তির জন্য প্রার্থী নিম্নলিখিত কয়ার উদ্দেশ্যে বোর্ড একটি লায়-কমিটি স্থাপন করিয়া-ছিলেন। এই বৃত্তির জন্য তিনজন প্রার্থী নিম্নলিখিত হইয়াছিল এবং বোর্ড লায়-কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া

ঐ লায়গুলি পতন বোর্ডের আদেশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। বেডিও টিমিয়ারি শিল্পের জন্য প্রার্থী শেষ নিম্নলিখিত পতন বোর্ডের সিদ্ধান্তের উপর জাতিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে ঋণ-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গীয় শিল্পে টাকা আদায় ব্যাপারে ২৬ জন কিস্তি খেলাপ করিয়াছে। উচ্চর মধ্যে ১১টি ব্যাপারে বোর্ড তাহাদের কিস্তি উপেক্ষা করিয়াছেন, ১১টি ব্যাপারে পতন বোর্ড বোর্ডের সুপারিশ-মতে কোনরূপ অতিরিক্ত ত্রুণ দাবী না করিয়া কিস্তি

উপেক্ষা করিয়াছেন; অবশিষ্ট দুইটি ব্যাপারে, যাহা উপরেও উল্লেখ করা হইয়াছে, পাওয়া টাকা আদায়ের জন্য বেহেনী লসিলমুলে বাসনা অবলম্বন করা হইয়াছে।

উপসংহারে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় শিল্পে কিস্তি ও ত্রুণ আদায় না করায় বৃত্তির অল্প দিন হইল বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আইন অনুসারে যে শিল্প ব্যবসায়ীকে সাহায্য করা হয়, তাহাদের ছোট ছোট শিল্প ব্যবসার চলিতেছে, তাহাদের মূলধন কম ও কারবারও ছোট। সেইজন্য আইনের নির্দেশ পালন করিতে কিরা বেহেনী লসিলমুলে সর্বমতে টাকা আদায় করিতে তাহাদের অনেক অসুবিধা আছে। সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপারে বোর্ড প্রত্যাহকারী অবস্থা বিচার করিয়া বঙ্গীয় শিল্পে ব্যয় করা অবলম্বন করেন এবং আদায়ের সহিত একটা উল্লেখ করা হইতে পারে যে, ঋণ আদায়ের অসমর্থ ব্যক্তিদের অনুকূলে বোর্ড যে সমস্ত সুপারিশ করিয়া-ছিলেন, তাহা পতন বোর্ড অনুমোদন করিয়াছেন।



৪নং—এজেন্ট (প্রতিনিধি)

কেরোসিন সরবরাহের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অঙ্গ বোধ হয় এজেন্টগণ। নিজ নিজ এলাকার হাল পৌছাইয়া দিবার দায়িত্ব মূলতঃ তাহাদেরই। তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় বাহাতে তাহাদের এলাকা-ভূক্ত প্রতি বোকানী, এমন কি কেতিওরালা ও বোতলওয়ালারা পর্যাপ্ত সময়মত এবং প্রয়োজনমত হাল পান। বার্মা-শেলের এজেন্টগণ সকলেই বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী। দেশবাসীর একটি অত্যাবশ্যক চাহিদা মিটাইতে তাহারা যে সহায়তা করেন তাহা ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাদৃত হয়।

গোড়াপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০০,০০০ পরীবাণী এই কেরোসিন সরবরাহের বিভিন্ন স্তরগুলি যথাযথ পরিচালিত হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য বার্মা-শেলের নিজেদের নিযুক্ত বহু ইন্সপেক্টর আছেন।



বার্মা-শেল অয়েল টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অফ ইন্ডিয়া লিঃ
এজেন্টস্:
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাস কচি

(ইন্ডিয়া সরকার)

সিউ বিজী

হোমিওপ্যাথিক ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি

উদ্দেশ্য ও জেনারেল-কার্ডিনালের গঠন-প্রণালী

বর্তমান যুদ্ধে ভারতের কর্তব্য

কিন্ড মার্শাল লর্ড বার্ডউডের বাণী

কিন্ড মার্শাল লর্ড বার্ডউডের নিম্নলিখিত বাণী গত ২৮শে জুন তারিখের ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে :—

ভারতের প্রতি আহ্বান

“ইউরোপে জাতির পর জাতি মাংসীনের কোপলী ও অসামান্য সমরনীতির অতর্কিত আক্রমণের ফলে পড়িত হইয়াছে। এখান থেকেই ভারতবর্ষে কি সেইরূপ যুদ্ধে পড়িত হইবে? ভারতবর্ষ কি ইউরোপের মঙ্গলদায়ী ও সৌভাগ্যবান অথবা হইতে বিফল হইয়া পড়িয়াছে? কি তাই হইবে না? কি তাই চরম মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত একজার শক্তি, মঙ্গলমিত্রে পড়িত এই পরীক্ষিত প্রবাস-বাক্যের চিরন্তন ও অপরিহার্য সত্যতার প্রতি ভারতবর্ষে উদ্যোগ প্রদর্শিত হইবে।”

“সমগ্র ও বর্ধিত শক্তির চক্রে আর ভারতীয় যুদ্ধ ও যের প্রতিশ্রুতি হইয়াছে। এখন আর কেহ ভারতীয়ের কথা আর্য্য বাপন করে না; কারণ ভারতীয় জাতির প্রাথমিক যুদ্ধ আর বঙ্গের বিপ্লব ও বিপ্লব-যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে। একদা কে বিপ্লব করিবে যে ভারতবর্ষে মাংসী অত্যাচারীদের দ্বারা পড়িত ভারতবর্ষের অসং উদ্দেশ্য লাগবে হইল। সময় সময়, ভারতবর্ষে এক দিন বা এক রাত্রে কাল যুদ্ধের চিহ্নিত পদক্ষেপ-সম্মুখীন বীতি অনুসারে কাজ চালাইবে এবং চিন্তা ও সুসম্মানের বর্ধিত পথের দাম্পত্যের সম্মান করিবে।”

“সৌভাগ্যক্রমে ভারতের সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকই ভারতবর্ষের বর্ধিত, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা যেন বিপ্লবজন্মেই চলিয়াছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানে ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর চরমকার যুদ্ধ-কৌশল অগত্যা প্রমাণ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছে।

“ভারতবর্ষকে যদি ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গ-প্রতিষ্ঠানগুলি অক্ষত রাখিয়া রাখিয়া থাকিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে এই মুহূর্তেই যত্ন করিতে চইবে যে, ইউরোপের রাজ-মৈত্রিক যেটি যেটি মঙ্গলদায়ী ও অনুপ্রাণিতকারী যে পরিপত্তি পাই ও শোচনীয়ভাবে সেবা দিচ্ছে, তাহা হইতে নিজা প্রত্যক্ষ করিবে অথবা এই লক্ষ্যে নিজা ও ইরাকের সর্বাঙ্গ বিপ্লবের আত্মরক্ষা উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষে বীতিগত পাকের সমাগমে ছাড়িয়া যুগোপ ও পরাধীনতার সিনকে বরণ করিয়া দইবে।

“উদ্যোগ বীতিগত কোন কথা পড়া দাই।”

ব্রিটেনে আমেরিকার সাহায্য

বোম্বার্ড বিমানের আমেরিকান যুদ্ধ

টাইমস পত্রিকার ওয়াশিংটনের সংবাদলেখক প্রচার করেন :—

কয়েক মাস ধর পাকিস্তানের পর ব্রিটেন আমেরিকার হইতে তৃণা কিনিতে আরম্ভ করিবে বলিয়া কৃষি বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা হইতে অনেক ধারণা করিতেছেন যে, বর্তমানে অটল্যান্টিক সাগরে জাহাজদুটির অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটিয়াছে। অন্য আদ্য একটি যুদ্ধে জাহাজ যেন যে, বর্তমান আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে বোম্বার্ড বিমান আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধে পাইয়াছে।

কলিকাতা কুটম্বল-বীণের বেলায় বর্তমান যুদ্ধে সোচা-বোম্বার্ডিং প্রাণ “চ্যাম্পিয়ন” হইয়া সর্বত্র বাতের মত এই যৌবন অকর্ষন করিয়াছেন।

প্রত্যেক কার্য্যকালের জন্য এই সকল সদস্য কলিকাতার রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। (৩) ঢাকা শহর হইতেও গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুগ্রহ প্রদানবাদের জন্য দুইজন চিকিৎসক সদস্য মনোনীত হইবেন এবং তৎপরবর্তী প্রত্যেকবার প্রায়ঃ ঢাকার রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। (৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য মনোনয়ন করিবে; তিনি চিকিৎসক হইবেন, এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। (৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুগ্রহ একজন সদস্য মনোনয়ন করিবে। (৬) জেনারেল কার্ডিনাল এবং ফ্যাকাল্টির অনুমোদন লাভ করিতে পারে, একজন হোমিওপ্যাথিক কলেজসমূহের পাঁচজন প্রতিনিধি; অথবা এই সকল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন হইতে হইবে। (৭) গভর্ণমেন্ট দুইজন সদস্য মনোনয়ন করিবে; ইচ্ছা চিকিৎসক হইতেও পারেন—নাও হইতে পারেন। (৮) রেজিষ্টার (পল-বিকারবলে)। (৯) গভর্ণমেন্ট প্রথমতঃ বাধ্যবাধকতার একজন সদস্য এবং বাধ্যবাধকতা একজন সদস্যকে কার্ডিনালের সদস্য মনোনয়ন করিবে। তৎপর উক্ত আইন-সভার সদস্যগণ এইজন সদস্য নিযুক্ত করিতে পারিবে। (১০) কার্ডিনালের অনুমোদন লাভ করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নহেন, একজন একজনকে সদস্য কো-অপ্ট করিবে।

কার্ডিনালের সদস্যগণকে কার্ডিনালের বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে না। গভর্ণমেন্টের অনুমোদনক্রমে কার্ডিনাল সদস্যদের যাত্রাভার ব্যয় বহুর করিতে পারেন—অথবা কার্ডিনালের তহবিল হইতে যখন এইরূপ ব্যয় বহন করা সম্ভব হইবে। কার্ডিনালের আয়কাল তিন বছরের নির্ধারিত হইয়াছে।

অতঃপর কার্ডিনালের কার্য্যক্রম, কার্ডিনালের বৈঠক আহ্বানের নিয়মাবলী, একজন রেজিষ্টার নিয়োগ, ভাষার বেতন এবং অফিস পরিচালনার ব্যয়, পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে সাব-কমিটি গঠন, উদ্যোগ কার্য্যপ্রণালী, রেজিষ্টার চিকিৎসকগণের রেজিষ্টার বন্ধার ব্যবস্থা, চিকিৎসকগণের পক্ষে নান রেজিষ্টারী করিবার উপযোগিতা সম্পর্কে নিয়মাবলী পদ্ধতি হইয়াছে।

কুমারিয়ার জনসাধারণের মনোভাব

ভাষায় ভাষাবাদী হইতে নিষ্কার স্বাধীন

টাইমস পত্রিকার ইন্ডিয়ান সংবাদলেখক প্রচার করেন :— কুমারিয়ার জনসাধারণ সরকারী মতের দ্বারা যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশিত করে। কুমারিয়ার গভর্ণমেন্ট বেসামরিক পুলকভার ও প্রচেষ্টা মতের কথা বলিয়া জনসাধারণকে এই যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলে, কিন্তু জনসাধারণের মনোভাব অন্যরূপ। প্রায়ঃ তাহা জানে বাধ্যবাধকতা ও জাহাজের হাট হইতে নিষ্কার পাইলেই যথেষ্ট। তবে কুমারিয়ার সরকারী মত এক্ষণে উপলব্ধি করিতেছেন যে, কুমারিয়ার যুদ্ধটা একটি বন-প্রাক্কলনের দ্বারা যেমন সহজ ব্যাপার হইবে বলিয়া ভাষাবাদী বুঝিয়াছে, আসলে তাহা সেরূপ নহে। যুদ্ধেরই কর্তৃপক্ষ ও বর্তমানে বাণিজ্য ত্রিশ প্রতিযোগিতা করিতে বিলম্ব ও উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছেন।

বাঙলা দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির বহুল প্রচলন হেতু জনসাধারণের মাঝেই যুদ্ধ হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার বিষয় কিছু দিন ধাং গভর্ণমেন্টের বিবেচনাবীর ছিল। গত ১৯৩৭ সালে চিকিৎসা বিভাগের জরুরী বর্ধিত আহ্বানে কলিকাতার বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের এক বৈঠক হয় এবং তাহাতে বিচার হয় যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যুদ্ধে নিয়ন্ত্রিতভাবে পড়াশুনার উৎসাহ দিবার জন্য আয়োজিত ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি ও জেনারেল কার্ডিনালের অনুগ্রহ বাঙলা দেশে বড় শীঘ্র সম্ভব একটি হোমিওপ্যাথিক ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি ও জেনারেল কার্ডিনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বৈঠকের এই প্রস্তাব গভর্ণমেন্ট এই সর্বত্র গ্রহণ করেন যে, গভর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে কোন আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিবে না।

পরিচালনার উদ্যোগের দিকটি হইতে এ পর্যন্ত ৬,৮৫০ টাকা দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। পরিচালনা কার্য্যকরী হইবার পর আরও দান পাওয়া যাইবে বলিয়া গভর্ণমেন্ট আশা করেন।

এই সকল দান ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের রেজিষ্ট্রেশন ফী হইতে যাহা পাওয়া যাইবে, কার্ডিনাল প্রতিষ্ঠার ব্যয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয় তাহাতে চলিয়া যাইবে বলিয়া গভর্ণমেন্ট আশা করেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেন্ট কোন আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবে না—এই প্রস্তাব সর্বত্র ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি ও জেনারেল কার্ডিনাল সম্মত নিম্নলিখিত বিধানসমূহ জারী করিয়াছেন :—

বিধানসমূহ

১। একটি কার্ডিনাল প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহা “জেনারেল কার্ডিনাল এন্ড ষ্টেট ফ্যাকাল্টি অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, বেঙ্গল” নামে অভিহিত হইবে। অতঃপর উহা শুধু “কার্ডিনাল” বলিয়া উল্লিখিত হইবে। স্থানীয় গভর্ণমেন্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া যে তারিখ জারী করিবে, সেই তারিখ হইতে উহা কার্য্যকরী হইবে।

কার্ডিনালের গঠন-প্রণালী

নিম্নোক্ত সদস্যগণকে সর্বত্র কার্ডিনাল গঠিত হইবে। (ক) স্থানীয় গভর্ণমেন্ট কার্ডিনালের প্রথম কার্য্যকালের জন্য একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন করিবে; তৎপর কার্ডিনালের সদস্যগণ কর্তৃক প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইবে। (খ) প্রথমবারের জন্য গভর্ণমেন্ট বাঙলা দেশের পাঁচটি বিভাগ হইতে পাঁচজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সদস্য মনোনয়ন করিবে এবং পরবর্তী প্রত্যেক কার্য্যকালের জন্য পাঁচ বিভাগের রেজিষ্টার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এই সকল সদস্য নিযুক্ত করিবে। (গ) কলিকাতা কলেজের একজন সদস্য নিযুক্ত করিবে; তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইবেন, এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। (ঘ) প্রথম কার্য্যকালের জন্য গভর্ণমেন্ট কলিকাতার সর্বত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে সদস্য মনোনয়ন করিবে; পরবর্তী

সাপ্তাহিক মুক্ত-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

রটাকতার ডাক বিমান-আক্রমণ

বিমান-সচিবের বক্তব্যবান্য হইতে প্রকাশিত একখানি এণ্ডেচারে বোঝা যায় যে, ১৬ই জুলাই অপরাহ্নে কয়েকটি প্রেমীয় বোম্ব বিমানবহন রটাকতার ডাকের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। ১৫,০০০ টনেরও অধিক ভাষবহনে সক্ষম একখানি জাহাজ সহ কয়েকখানি জাহাজের উপর সফলভাবে বোমা নিক্ষেপ হইয়াছিল। ডাকের হাউস ও প্রোবেক প্রভৃতি ক্ষতি হইয়াছে।

ভুক্তক বৃত্তীয়-বাতিনী অগ্রগতি

মধ্যপ্রাচ্যের একখানি বৃত্তীয় এণ্ডেচারে ১৭ই জুলাই না হইয়াছে যে, তৎপূর্বের একটি অস্ট্রিয়ান বাতিনী ব্রহ্ম-অধিকৃত এলাকার ১৬,০০০ পক্ষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুইটি স্তম্ভ বীতিতে সাক্ষ্যভঙ্গকভাবে আক্রমণ চালাইয়াছিল। বহু পক্ষ সৈন্যকে হত্যা করিয়া বাতিনী করিয়া আসে।

বৃত্তীয় বিমান-বাতিনী কৃতিত্ব

সরকারীভাবে বোঝা করা হইয়াছে যে, উপকূলবর্তী বিমান-বাতিনী নিশ্চয়ই ৬,০০০ টনের একখানি বৈমান-বাতি জাহাজ এবং ১,৫০০ টনের একখানি বোম্বার্ডার জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। খুব সম্ভব আরো দুইখানি জাহাজের আহাৎ ও ধারন হইয়াছে।

কিরেড অঞ্চলে সংগ্রাম

সরকারী জাহাজ মিউজ এজেন্সী বলে যে, কিরেড অঞ্চলে অগুণাধী জাহাজ যাত্রিক সৈন্যসমূহের পশ্চাতে জাহাজ পশ্চাৎ সৈন্যসমূহকে আক্রমণ করিয়া সোভিয়েট সৈন্যগণ জাহাজের অগুণাধী ব্যাচত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

জাহাজী নি কৃত্তক আক্রমণ করিবে?

তুরস্কের লক্ষ্য সীমায় বৃত্তীয় সৈন্যদের অবস্থানে যে সমস্যা উদ্ভব হইয়াছে, প্রকাশ, জাহাজগণ ইতিপূর্বেই কৃত্তক জাহাজ সন্ধান করিয়াছে।

মার্কসবাদ প্রভৃতি: কোম্পানীর আকারে সংগঠিত জাহাজগণ বলেন—“আজকের কৃত্তক মহলের নিকট হইতে আসা গিয়াছে যে, বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টাঙ্গানগণ তুরস্কের লক্ষ্যে ইজিয়ান উপকূল হইতে পাত্র কয়েক মাইল দূরবর্তী প্রাক্তম গ্রীক দীপ সমুদায়ের জাহাজ সৈন্যের এক জাহাজী হানন করিয়াছে।”

“এই সকল সৈন্যের মধ্যে সাত হাজারেরও অধিক সৈন্য তিন সপ্তাহ পূর্বে ৯ খানা সৈন্যবাহী জাহাজ-বাহনে সাবান দীপে অবতরণ করিয়াছে।”

জাহাজ বিপ্লবসূত্রে আসা গিয়াছে যে, জাহাজী সৈন্যের জাহাজী গ্রীক অধিকৃত ইজিয়ান দীপপুঞ্জে সূতন সূতন জাহাজ সৈন্য আশ্রয় করিবে। আর ক্রমিক পর কৃত্তক যে আকস্মিক পক্ষের দুর্ভাগ্যের অস্তিত্ব হইবে, জাহাজ আরও একটি প্রকাশ পাওয়া যাইতেছে এই ব্যাপারে এবং তুরস্কের প্রতিবেশী বুলগেরিয়া অপ্রত্যাশিত সামরিক আয়োজনে।

হুইস বেজারে প্রকাশ, জুজী পতন বেগে জাহাজে ক্রসাকের জুজী জাহাজের জাহাজে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

জাহাজের চতুর্দশ আক্রমণ

সত্তম যে সমস্ত সংবাদ আসিয়া পৌঁছিতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, চারিটি প্রধান আক্রমণ-পথেই জাহাজগণ অগ্রসর হইতেছে। প্রথমত: বেলগুয়ারে নিকে, বিজীকৃত: সোভিয়েটের নিকে এবং তৃতীয়ত: কীডের নিকে এবং চতুর্থত: বোম্বার্ডার নিকে।

হিটলারের বৃত্তীয়

যেহেতু বেজারে ২১শে জুলাই বোম্বা করা হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া ‘জাহাজগণ’ যে, হিটলারের চিকিৎসা জাহাজ অধ্যাপক জাহাজ সহ কয়েকজন বিখ্যাত ডাক্তার আহৃত হইয়াছেন।

জাহাজগণের বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শে বোম্বারন করেন। প্রকাশ, যেহেতু কোয়ার্টারে সর্ব-পরিমণে বোম্বারনের সময় হিটলার বৃত্তীয় আক্রমণে আসার দন।

বৃত্তীয় বোম্ব বিমানের বিরাট সাক্ষ্য

ব্রিটিশ বিমান-সচিব স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লার ১৯শে জুলাই বোম্বা করিয়াছেন যে, গত ৫ বাসের মধ্যে ব্রেন্ডারি বোম্ব বিমানগুলি তিন সক্ষম পক্ষ-জাহাজ অগ্রসর করিয়াছে এবং অগ্রসর পরিণত জাহাজের কতিপয়নও করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, রাজকীয় বিমানবহন প্রত্যাহই অধিকতর পক্ষিমালী হইয়া উঠিতেছে এবং সাত্রি বহু দীর্ঘ হইবে বৃত্তীয় বোম্ব বিমানগুলি ততই পক্ষবহনের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে দানা দিবে।

নাৎসী-কমান্ডার সক্ষম

সোভিয়েট প্রচার বিভাগের ধরে প্রকাশ, জাহাজ ও কমান্ডার সৈন্যদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।

বোম্বারবিমান বহুক্ষেত্রে হারিটিয়েব নিকটবর্তী বহু-ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে বীতিমত বহুদুঃ হইয়া গিয়াছে।

মাতাল জাহাজ অফিসারগণ কয়েকজন কমান্ডার সৈন্যকে প্রহার করে। কমান্ডার সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া জাহাজ লিবিরের উপর গুলীবর্ষণ করে। পক্ষাধীন দ্বারা এক ব্যাটেলিয়ন নাৎসী পশ্চাৎ সৈন্য আশ্রয় করা হয়; ইহা পাশ্চাত্য কমান্ডার সৈন্যসমূহের উপর গুলী নিক্ষেপ করে।

জাহাজ সৈন্যগণ কয়েক জন কমান্ডার সৈন্য নিরস্ত করিয়া পশ্চাৎ প্রেরণ করিয়াছে।

যাহাতে অন্যান্য কমান্ডার সৈন্যসমূহের মধ্যে এই সংঘর্ষের সংবাদ ছড়িয়া না পড়ে, সেইজন্য জাহাজ হাইকরাও সতর্কতাসূচক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

বৃত্তীয় বোম্ব-বহণে জাহাজীর ব্যাপক কতি

তুরস্কের ভিতর দিয়া বালিন হইতে যেকো ব্যতীর সময় একজন ক্রস কৃত্তক রাজকীয় বিমানবহনের ধ্বংসীকার সংবাদ লব্ধ হইয়াছে। বালিনে প্রচারিত সংবাদমতে প্রকাশ, জুসেল ডক নবর ধ্বংসকূপে পরিণত হইয়াছে; হাফু, ব্রিয়েন ও অন্যান্য নবর লক্ষণ কতিপয় হইয়াছে।

কৃত্তকের জাহাজগণ সবেও নিরপ্রদান নবরগুলির প্রতিক ও অন্যান্য অধিবাসী পক্ষী-অঙ্গের নিকে পলায়ন করিতেছে। পশ্চিম জাহাজীতে যেনপথে ব্যতীরাত ও বান চলাচলও খুব বেশী অনিশ্চিত অবস্থার উপনীত হইয়াছে; আর সমস্ত জাহাজীতে সকল প্রকার জাহাজী ব্যতীর অবস্থা দেখা যাইতেছে।

৪ খানি পক্ষ জাহাজ বিলম্ব

ব্রেন্ডারি বোম্ব বিমানবহন জাহাজ উপকূলের অধরে একটি পক্ষ ক্রসকৃত সাক্ষ্যভঙ্গকভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। ক্রসকৃতের জাহাজ আসা খুব সম্ভব বিপ্লব হইয়াছে।

যেহেতু-৫০মিল দূরত্বের সংবাদ

জাহাজ সরকারী মিউজ এজেন্সী কীডের ১০০ মাইল পশ্চিমবিক্রম সজোয়া-৫০মিল দূরত্বের দাবী করিয়াছে।

জাহাজ হিটলার-বুলগেরিয়া আক্রমণ?

১৯শে জুলাই হিটলার যেকো বেজারে হইতে করা হইয়াছে যে, কয়েক দিন মধ্যেই হিটলার ও বুলগেরিয়া ব্রেনার পরিবর্তে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

সংবাদে প্রকাশ যে, জাহাজ আলোচনাকালে পূর্ব যুদ্ধবহনের অবস্থা, কোন কোন অঙ্গনে জাহাজ সৈন্যগণ হলে ইটালীর সৈন্য সরাবেন, ইংলণ্ডে বিলম্বিত সংগ্রামের ভবিষ্যৎ এবং জাহাজের পরিবর্তিত ইত্যাদি বিষয় করটি আলোচনা করিবেন। প্রকাশ, হিটলার বুলগেরিয়াকে কসিকা ও সাত্রি অধিকারের অনুমতি দিতে পারেন।

জাহাজগণের আরও অগ্রগতির দাবী

বালিনের ধরে প্রকাশ, এক জাহাজ ইজাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জাহাজ ও কমান্ডার বাহিনী বোম্বার্ডার হইতে আরও অগ্রসর হইতেছে। প্রতিপক্ষের জাহাজগণ পক্ষি চূর্ণ করিয়া দীর্ঘ দূর পূর্ব তীরে উজাহী প্রতিপক্ষের সৈন্যদের পশ্চাৎ প্রেরণ করিতেছে।

দীর্ঘ দূর পূর্ব তীরে সংগ্রাম

যেকো সংবাদে প্রকাশ, ইটালীয়া সরকারী মিউজ এজেন্সীর সংবাদে করা হইয়াছে যে, দীর্ঘ দূর পূর্ব তীরে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে এবং জাহাজ ও কমান্ডার বাহিনী ট্যানিস লাইন আক্রমণ করিয়াছে।

ক্রস-কিনিস সীমায় বনকৃষিতে অগ্রসংযোগ

বালিনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, সাতোপা হবের উত্তরে সোভিয়েট-কিনিস সীমায় ক্রস সৈন্যগণ পশ্চাৎ-পশ্চাৎ করার পর বনকৃষি ব্যাপক অগ্রসংযোগ দৃষ্ট-গোচর হয়। নবর এবং গ্রামগুলি একেবারে জুলাই করা হইয়াছে।

ট্যানিস লাইন জেতার দাবী

সরকারী ইটালীয় মিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, দীর্ঘ দূর পূর্ব তীরে বুলগেরিয়া জাহাজ ও কমান্ডার সৈন্যবাহিনী ইতিপূর্বে ট্যানিস লাইনের দুর্গ-সমূহে উপনীত হইয়াছে। এই দুর্গ-সমূহ সিনেট ও ইংল্যান্ডের কাঠানের দ্বারা প্রস্তুত। এই সকল দুর্গ গোলাবাজ বাতিনী ও সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত। প্রকাশ যে, প্রতিপক্ষ ট্যানিস লাইনের একাং ভেল করিয়াছে।

বুলগেরিয়ার প্রতি গুলী নিক্ষেপ

যেকো বেজারে ২১শে জুলাই বোম্বা করা হইয়াছে যে, দিনর বুলগেরিয়া সংগ্রাম যখন ইটালীর সৈন্যগণ পরিদর্শন করিতে থাকেন, তখন জাহাজ কীডবহনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। আসা গিয়াছে যে, জাহাজ লক্ষ্য করিয়া একটি হিটলার হইতে দুইটি গুলী করা হয়।

বাঙলা পতর্গমেটের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

বকীর অকৃষি জুনি ডাক-কবিতার রিপোর্ট (১৯৪১)

—মূল্য ১০ আনা (ডাকভাঙন ১০ আনা)।

বকীর ধ্বংস-সামিনী হানুবেল (১৯৪১) —

মূল্য ২১ টাকা (ডাকভাঙন ১০ আনা)।

বকীর মোটর-স্পিডিট বিক্রম-করের বঙ্গা বিরোধী

(১৯৪১) —মূল্য ১০ আনা (ডাকভাঙন ১০ আনা)।

বকীর বিক্রম-কর আটিন, ১৯৪১

মূল্য—এক আনা (ডাকভাঙন ১০ আনা)।

বকীর বিক্রম-কর আটিনের অধীন বঙ্গা বিরোধী

মূল্য—দুই আনা (ডাকভাঙন ১০ আনা)।

[সবগুলি পুস্তকই ইংল্যান্ডে লিখিত]

প্রতিষ্ঠান:

বেঙ্গল পতর্গমেট প্রেস (পাবলিকেশন ড্রাক)

৩৬ নং বেকিংহাম স্ট্রিট, কলিকাতা

২৬

হাইটস্ বিল্ডিং, কলিকাতা

কৃষি-কথা—

বাঙালার আলু-চাষের অবস্থা ও তাহার উন্নতি

বাঙালীকাল পূর্বে খেচা আলু চাষ ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; কিন্তু আজ সারা ভারতবর্ষে ইহার বড় বাণিজ্য চাষ আর কোনও সন্ধ্যাই নাই। আরবর নস্য হিসাবে আলুর তরকারিও কল্যাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারী বিবরণীতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে বৎসরে গড়ে প্রায় পঁচ কোটি মণ আলু উৎপন্ন হয় এবং দুই টাকা বড় হিসাবে ইহার মূল্য মণ কোটি টাকা। গত পঁচ বৎসরে ভারতবর্ষে গড়ে প্রায় সাতো তের লক্ষ বিঘা জমীতে আলুর চাষ হইয়াছিল। বাঙালার আলু-চাষের আধুনিক আড়াই লক্ষ বিঘা জমীতে ইহার চাষ হয় এবং নব্বইটি ইয়ার চাষ আরও বাড়িলে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সবতল ভূমির উত্তাপে আলু সংরক্ষণের অসুবিধা থাকায় এখন পর্যন্তও বড় পরিমাণ বীজ-আলু বিদেশ হইতে এসেছে আমদানি হয়। সরকারী হিসাবে দেখা যায় গত কয়েক বৎসরে গড়ে ত্রিশ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের প্রায় সাতো এগার লক্ষ মণ আলু ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে এবং এই আলু প্রাথমিক: বঙ্গ, ইটালি এবং আফ্রিকার কেনিয়া উপনিবেশ হইতে আসে। বাঙালার যে আলু আসে তাহা প্রায় সবই বঙ্গ হইতে আমদানি হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থান আলু-চাষে আমদানি বীজের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের কারণে যে কোনও মাল আমদানি-রপ্তানির পথে প্রভূত বিঘ্ন ঘটায়, এখন হইতে ভারতবর্ষে বীজ-আলু সংরক্ষণের কোনও তথ্যবাজনক ব্যবস্থা না করিলে এ দেশের আলু-চাষের বিশেষ অসুবিধার ঘটনার সম্ভাবনা বহিরাগত। গত মহাযুদ্ধে দেখা গিয়াছিল ইটালি হইতে বীজ-আলু না আসার বোঝাই প্রদেশের শুষ্ক পৃথা জেলাতেই আলুর চাষ ১৯ হাজার বিঘা হইতে কমেতে কমেতে যুদ্ধের চাষ বৎসরে ৭ হাজার বিঘার পধ্যবসিত হইয়াছিল। আলু একটি পচনশীল পদার্থ, তাই শুধামে ও পথে লাভ্যভাবে বড় পরিমাণ আলু উত্তাপে পঁচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। অমুন হইতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় সাতো পঁচালী লক্ষ মণ পরিমাণ আলু এইভাবে লোকসান হয়। ইহার মূল্য দুই কোটি টাকার কাছাকাছি, অর্থাৎ ভারতবর্ষে যেটি যে পরিমাণ আলু উৎপন্ন হয়, তাহার পঁচ-ভাগের প্রায় এক ভাগ নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণেই নিজেদের বীজ রাখার প্রতি চাষীদের আগ্রহ থাকে না। তাই চাষের সময়ে বেশী দাম দিয়াও অন্য স্থান হইতে তাহারা বীজ ক্রয় করে এবং তাহাতে আলু-চাষের বরচাও অনেক বেশী হইয়া যায়। আবার, আলু উঠিলে কিছুদিন ধরে রাখিয়া দান চড়ার অপেক্ষা করিতেও চাষীরা ভরসা করে না, কম ধরে দান বিক্রয় করিয়া কেনিতে তাহারা ব্যস্ত হয়। অর্থনৈতিক হিসাবে যে ইহা বড় বড় লোকসান, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

আমাদের বিদ্যর যে, ভারত-সরকারের কৃষি-পরিষদ পরিষদ এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়াছেন এবং আলু সংরক্ষণের ভিগোকে কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা রাখিয়া শুধাম-জাত আলুর পঁচন দি করিয়া নিবারণ করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইয়াছেন। চাষীরাও যদি সেই সঙ্গে এই বিদ্যার বহুশীল হন, তাহা হইলে এ লোকসান অনেকটা কম হয় এবং বেশী দাম দিয়া বিশেষ হইতে বীজ-আলু তাঁহাদের কিনিতে হয় না। নিম্নোক্ত সচল উপায়গুলি বর্ধাভাবে অবলম্বন করিলে আলুর পচন নিবারণিত হয়:—

(১) আলুর পাচগুলি পাকিয়া সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া শুকানোর পূর্বে আলু জুগিয়েন না। এইরূপ আলুকেই পক্ষা আলু বলে।

(২) মাটি হইতে উঠাইবার সময় কোমালের আঘাতে পঁচ-পঁচা আলু কাটিয়া যায় বা ছাল উঠিয়া যায়, এইরূপ কাটা বা ছাল-ওয়া আলু বাড়িয়া পুথক করিয়া সম্পূর্ণ বাক্ত আলুই উপরজাত করিলে।

(৩) পোকা বা জীবাণুগণের দ্বারা আক্রান্ত আলু বাকী উচিত নয় এবং এইরূপ আলু কখনও বীজরূপে ব্যবহার করিবে না।

(৪) খুব বড় আকারের আলু পঁচ বেশী, আবার খুব ছোট আলুতে সবল বীজ হয় না; সুতরাং মাঝারি আকারের আলুই বাড়িয়া রাখা উচিত।

(৫) আলু মাটি হইতে উঠাইয়া শুধামজাত করিবার পূর্বে দুই-একদিন বোত্রে শুকাইয়া দান কমাইয়া দাঁতের বেশী দিন টেকে।

(৬) আলুর শুধাম বেশ তরুণা অবস্থা ঠাণ্ডা এবং অধিক বড়-চপাচলযুক্ত হওয়া চাই। বড় বা সীতাসম্পন্ন ধরে আলু খুব বেশী পচে।

(৭) আলু শুধাম বীজিয়া রাখা উচিত নয়। উপযুক্ত ধরের মেঝে বা মাচায় শুকাইয়া রাখা উচিত এবং এক ফুটের বেশী পুরু স্তর যেন না হয়। খুব উচ্চ গাছা করিয়া রাখিলে ভিতরে গরম হইয়া আলু বেশী পচে। উক্ত এক ফুট স্তরের উপরে শুকাইয়া হিচি বালি শুকাইয়া আলুগুলি ঢাকিয়া দিলে পোকের আক্রমণ হয় না।

(৮) জৈব-সাদা-মাসে, অর্থাৎ ডিকা উত্তাপে, আলু পঁচ সবচেয়ে বেশী। এইরূপ আবহাওয়ায় মধ্যে মধ্যে আলুর পাচগুলি জীবাণু পঁচা আলুগুলি বাড়িয়া ফেলিয়া দিলে লোকসান অনেক কমেইয়া যায়।

এই পদ্ধতি আলুর চাষ সম্বন্ধে পঁচা কথা বলা আমদান্য। পুত্রীপাকপত: ভারতবর্ষে আলুর সাধারণ ফলন অতিশয় কম এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ফলনের সচিব তাহার তুলনায় চলে না। ইহার কারণ ইহা নয় যে ভারতবর্ষের মাটি বা জলবায়ু আলুর অনুপযোগী। এই কারণে দেশের চপলী, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় বিদ্যমান একশত মণ হইতে

বেতনত ২০ পর্যন্ত ফলন প্রায়ই দেখা যায়; ইহার তুলনায় বাঙালার অন্যান্য জেলার আলুর সাধারণ ফলন বিস্ময়প্রতি পক্ষা-যদি দেশের বেশী নয়। ইচ্ছা হইত এই প্রমাণ হয় বর্ধমানের চাষ হইলে আলুর ফলন কতখান বাড়িত। ভারতবর্ষে, তথা বাঙালার দেশে, আলুর বয় ফলনের কারণ—খালস বীজ, অসুপযুক্ত মাটিতে চাষ, সারের অভাব, পোকা ও জীবাণুগণের দরনের প্রতি চাষীদের অবহেলা, এবং মাটি ও জলবায়ুর উপযোগী বীজের অভাব। নিম্নোক্ত নিম্নোক্তের প্রতি দক্ষা রাখিলে আলুর ফলন অনেক বাড়ান যায়:—

(১) চালুকা পদ্ধতি মাটি, অর্থাৎ এসমুখ দেশে পোশাক বা পোশাক মাটিই আলুর উপযোগী। এইরূপ মাটিতে আলু বড় হয় ও বেশী ফলে, মাটি মাটিতে আলুর ফলন কম হয়।

(২) খুব ছোট বীজ ফলন পুষ্টি হয়, সুতরাং মাঝারি আলুই বীজের পক্ষে ভাল।

(৩) আগাম লাগাইলে আলুর ফলন বাড়ে এবং বীজও পুষ্টি অধিক হয়। মাটি ও আবহাওয়ার অবস্থা পুষ্টি কাস্তিক মাসের পুথবর্ষের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করা উচিত।

(৪) প্রয়োজন মত সার প্রয়োগে আলুর ফলন অনেক বাড়ে। আলু মাঝে তিন-চার মাসের ফলন, সুতরাং সরিষা বা বেড়ির বোল এবং সোরা, এমোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি যে সকল বিলাতী সার পশু পলিয়া যায়, সেই সকল সারই আলুতে কাথাকরী হয়। আলু বসাইবার পূর্বে জমীতে বর্ধাকালে মণ বা বৈকর সন্ধ্যার করিলে আলুর ফলন বেশী হয়।

(৫) পোষ মাসে দুইবার এবং দান মাসে একবার বা দুইবার জল সেচন করিলে আলু অনেক বেশী ফলে এবং আলু খুব বড় হয়।

কিন্তু আধুনিক প্রযাঙ্গী আপাতীয়া আপাদে প্রত্যাবর্তন করিবার আয়োজন করিতেছে, এই মর্মে জোহান্দেমদার হইতে সাংবাদ আসিয়াছে। জালা গিয়াছে যে, ওয়াকিফডাল মহলের মত, আপাদে প্রত্যাবর্তনের এই আদেশ টোকাই হইতেই আসিয়াছে। আপ সূত্রবাল এই সম্পর্কে কোম মহুবা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।



সিদ্ধান্তগড়ে 'জুবিলী' নামকান চকু-চিকিৎসক
পানবার জেলা-স্বাক্ষিট্টে মি: ই, জি, জীক আই-সি-এস ও সিদ্ধান্তগড়ের মহকুমা-চাকীম
মি: এস. বরমজাদ আই-সি-এস এই চিকিৎসকের পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

শিক্ষক ও ছাত্রগণের সভা

মুক্ত-প্রচেষ্টায় মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বক্তৃতা

বাঙলাদেশের পাবিত্রিক বিলম্বন কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা ও হাওড়ার সমস্ত গভর্ণমেন্ট স্কুলের উচ্চ-প্রাথমিক ছাত্র ও শিক্ষকগণের এক সভা কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় সাত শত ছাত্র ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফজলুল হক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ টাউসনের সাক্ষিপ্ত অভিধানে বক্তৃতার পর মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি এই কণার উপরই ভরসা দেন যে, বর্তমান যুদ্ধ যুগে বৃটেনের যুদ্ধ নৈবেদ্য, পশ্চিম ইন্ডা ভারতবর্ষের যুদ্ধ। কারণ ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অগাধা দেশের নিরাপত্তার সচিব ভিত্তি এবং যেহেতু উদ্দেশ্যে সার ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্যই বৃটেন শেষে জয়লাভ করিবে। যে সময়ে তিনি কোন সময়ে পোষণ করেন না। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় বাণিজ্য আক্রমণ করায় যুদ্ধ ভারতের আর্থিক নিকটবর্তী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের জন্য আমাদের পক্ষে তৎক্ষণাত্ আর্থিক বিলম্ব করা উচিত নহে। তিনি বাঙলার যুবকসমূহকে সৈন্যদলে, নৌ-বিশিষ্টে ও বিমান বাহিনীতে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বিমান বাহিনীতে যে সমস্ত বাঙালী যুবক শিক্ষা পাইতেছে তিনি তাহাদের সত্য ও যুক্তিমূল্যে যে সংবাদ পাঠিয়াছেন, তাহা যুবক উৎসাহ-বাহক এবং একথা নিশ্চয় করিবার দরকার বহিরাগত যে, তাহারা জগতের শ্রেষ্ঠ বিমান-যোদ্ধাদের সমন্বয় হইতে পারিবে। বাঙালী হিসাবে তিনি এসবের জন্য গৌরব বোধ করেন এবং তাঁহার আশঙ্কায় কারণ হইল যে, বাঙালীরা বর্মীর নয় বলিয়া যে অপবাদ ছিল, সে ধারণা এইভাবে সম্পূর্ণ বহুলাইয়া পেল।

তিনি আরও বলেন যে, আমাদের মুক্ত-প্রচেষ্টায় আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা মনে স্থান দিব না, বরং গোটা ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়াই কাজ করিব। যুদ্ধবিধি ১২ বৎসর পর তিনি ফরাসী দেশে কাটয়া যুদ্ধের যে ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এই ধৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, যুদ্ধ ভারতবর্ষের সীমানার নিকটবর্তী হইয়াছে না হয় সেজন্য সর্ব প্রকারের চেষ্টা করিতেই হইবে এবং তাহা কারবার একমুখী পথ হইতেছে বৃটেন ও বিতরণজীকে সাহায্য করা। বিমান ক্ষমতাকে পুশুর না কেওয়ার জন্য এবং সেগুলি প্রতিরোধ করার জন্য তিনি বিশেষ ভরসা দেন এবং জমলাধারের মনে বিশ্বাসের ভাষা কল্পি করার জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন। উপস্থিতরাই তিনি বলেন যে, পাবিত্রিক বিলম্বন কমিটির মত প্রতিরোধকে সকল প্রকার মুক্ত-প্রচেষ্টায় সর্বভোক্তাবে সাহায্য করিবার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত আছেন। অতঃপর কয়েকটি যুদ্ধের ছায়াচিত্র দেখান হয় এবং বাঙলাদেশের পাবিত্রিক বিলম্বন কমিটির সেক্রেটারী নিকারডেন বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বাঙলা গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত স্পেশাল অফিসার ডাঃ পরিবল দ্বারা বিমান-যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি চিত্রাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

মিসেস হাসিনা ইমার্শেদের বক্তৃতা

বাঙলাদেশের পাবিত্রিক বিলম্বন কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে বিগত ১৫ই জুলাই তারিখে দ্বিতীয় সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অনিবার্য কারণে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বক্তৃতার অনুপস্থিতি থাকায় পাবিত্রিক-মোমরাই সেক্রেটারী মিসেস এইচ. বোশে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। একটি দ্বিতীয় বক্তৃতা দিয়া আনন্দের সাথে বক্তৃতাতে উপস্থিতরাই বক্তৃতা দিয়া

[পরবর্তী কালের নিবন্ধ হইবে]



প্রাক্তনবাড়িয়ার সিভিক-গার্ড ফুটবল দল। ডেনা-ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, মিলিটারি ইন্টেলিজ্যান্স অফিসার, বহুমান-হাকিম ও মহকুমা পুলিশ-অফিসার বেলোয়াডার সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রাক্তনবাড়িয়ার সিভিক-গার্ড দল

প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা

আনন্দোৎসবের জন্য ও বেলোয়াডী মজাদারের উৎসব সাধন উদ্দেশ্যে একটি ফুটবল খেলা হইয়াছে এবং প্রাক্তনবাড়িয়ায় একটি বায়ামাণ্ডার ও ক্রীড়া গার্ড সিভিক-গার্ড বাহিনীকে হারিডা দেওয়া হইয়াছে। এই বেলোয়াড দল প্রাক্তনবাড়িয়া পর্যন্তের ও মহকুমার ক্রীড়ার সহিত কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক খেলা ক্রীড়ার সহিত খেলিয়াছে।

ফুটবল ম্যাচ উদ্বোধন উপলক্ষে একটি চিত্রাকর্ষক অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মিঃ ডি. সি. ভট্টাচার্য, আই. সি. সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ম্যাচের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই ম্যাচ প্রাক্তনবাড়িয়ার জন্য গভর্ণ-মেন্ট কর্তৃক খালাস করা হইয়াছে। প্রাক্তনবাড়িয়ার এজন্য কতকটা টাকাও খালাস। স্থানীয় ১১ জনের ও প্রাক্তন-বাড়িয়ার সিভিক-গার্ডবাহিনীর ১১ জনের মধ্যে প্রতিযোগিতা-মূলক খেলা হইয়াছিল। সিভিক গার্ডের জেলা কমান্ডার মিঃ ডি. কে. মল্ল, বি. এন. এবং মিঃ ভট্টাচার্য মোহোদ মনের পক্ষ হইয়া খেলিয়াছিলেন এবং শিমচর গুরুচরণ কলেজের অধ্যাপক রবি দত্ত প্রথমোক্ত দলের পক্ষে খেলিয়াছিলেন। প্রায় ৩,০০০ টি দর্শকের দল ক এই খেলা দেখিয়াছিল এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত খেলা যুবক চিত্রাকর্ষক হইয়াছিল। আগন্তুক দল এক গোলে বিজয়ী হইয়াছিল। সুলতানপুরের মিঃ মহেন্দ্র লাল দত্ত খেলার উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং খেলা শেষে তিনি বেলোয়াডলিগকে পান-ড্রেকেনে আশীর্বাদ করেন।

[১ম কলের খেলা]

যে সমস্তজনক দল অতিবাহিত করিতেছে, তিনি তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই যুদ্ধে সমস্ত উলট-পালট হইতে চলিয়াছে; বর্তমানে আনন্দোৎসব হারা বহুকণকে উল্লেখ্য করা করিতে হইবে। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বলিয়াছেন, "ইংরেজ এই যুদ্ধ ভারতবর্ষই যুদ্ধ"। আমাদের দেশের যুবকগণের সেইটাই আশা হওয়া দরকার।

ইহার পর "সমুদ্রে প্রবৃত্ত" নামক যুদ্ধের ছায়াচিত্র দেখান হয় এবং কমিটির সেক্রেটারী ডাঃ পরিবল দ্বারা "পোলাভে লাংগী পাল" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বাঙলার সংক্রামক রোগের প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

১৯৪১ সনের ২২শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ৬২১ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৪২১ জন কলিকাতার ও ১০০ জন হাওড়ার। এই সময়ে মোট ২৪৩ জন লোক কলেরায় মৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৯৪ জন কলিকাতার ও ১৪৯ জন চব্বিশ-পরগণায়। বর্তমান জেলায় ৫২ জন কলার রোগে এবং চব্বিশ-পরগণা ও পাবিত্রিক-এ মজাদার ৫৯ জন ও ৮৪ জন ইনফ্লুয়েন্সা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

কলিকাতার কোথাও কোথাও বেনিনকাইটস্ রোগের আক্রমণ হইয়াছিল। প্রুপ রোগে আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

রতীন্দ্র মুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অট্টোম্যান, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপদ্বীপের তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ হাতারাত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং বাত্মীয়েদের ডাড়া, মালের ডাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ব্যাকেরী এন্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেন্ট, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বাঙলাব কথা

৩৪ বর্ষ, ৩৬৭ সংখ্যা]

কলিকাতা, ৪১। আগষ্ট, ১৯৪১

[এক আদ্য]

নাৎসী মতবাদের সার কথা

হিংস্র প্রকৃতিই শক্তিশালী পুরুষের ধর্ম

[জর্জ আমেরিকান লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ]

যুগে যুগে মানব জাতির উপর দিগা কত বড় বজা
ঘটিয়া গিয়াছে, কত নতানী-পুষ্ট আচার-অনুষ্ঠান, যিনি-
বাদনা রাজসভা বিলীন চটকা গিয়াছে, তাহার ইয়দা
নাই। মানব জাতির বেশ-সোপানের গমন, বহুবুধ,
নুতন নুতন বেশ আবিষ্কার, সভ্যতার উত্থান ও পতন,
বৃষ্টির মতবাদের প্রচলন, বর্ষ শকার, বেনেদী, রাষ্ট্রের
বিপ্লব, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ঘটনার
ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ। এত পরিবর্তন ও বিবর্তনের
মধ্যেও মানবজাতি তাহার স্বকীয়তাকে শক্তির আকাশ্যক্ষে
বিসর্জন করে নাই, বরং কি উপায়ে মানব সভ্যতার
বৃদ্ধির কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, কিসে মানুষের
জীবন সুখশান্তি অর্জন হয়, সেখানকার কিসে প্রত্যেক
মানুষের জীবনই মানব-সমষ্টির অস্তিত্বের পক্ষে একান্ত
অপরিহার্য করিয়া জেগে যায়, যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ
সেই সাধনাই করিয়া আসিয়াছে। এই সাধনাই সভ্যতার
সর্বোৎকৃষ্ট মাপকাঠি। আমেরিকার আধুনিক হিসাবে
আমাদের পক্ষে ইহা আরও বহুগুণ সত্য।

নাৎসি পুখলা, নিরাপত্তা, ন্যায়পরায়ণতা, রাষ্ট্রীয়তা,
আত্মসম্মতি, মানব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং উন্নত জীবন
যাপনই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। হতত এই তালিকায় আরও
কিছু যোগ করা উচিত। আমাদের ন্যায় অগণতন্ত্র আরও
বহু জাতি সভ্যতাকে উপরোক্তভাবে বিচার করিয়া থাকে।
কিন্তু এমন দেশও আছে, যেখানে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত
কিছু পরিলক্ষিত হইবে। উপরোক্তভাবে নাৎসী জাতিগণের
নাৎসি কথা বহিষ্টে পারে। তাহার কুসংস্কার বা মনোভাব
ও তাহার অনুচরবৃন্দ যে বৈচিত্র্যময় পাপসম্মতঃ প্রদর্শন
করিয়াছেন, তাহার প্রতি অবিচলিত অনুগত্য প্রদর্শনই
জীবনের সেরা কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। সত্য ও
ন্যায়পরায়ণতাকে তাহার সেকেন্দ্রে বনে করে। হিতৈষ-
বাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-লিওন উইলসন জাতিগণের
প্রচার-সচিব গ্যোরেবলস বলেন, “আর্য্যক” হইলে
হাটের বাব্বের বাড়ির এমন কি বিজ্ঞান এবং সত্যকেও
শিকার জুনিয়া রাখিতে চাইবে।” ইহার আসল তাৎপর্য্য এই
যে, অপর কোন জাতির কণ্ঠে আসন্ন পুখল পরাইবার বেয়াম
চাপিলে ন্যায়-অন্যায় কিছুই বিচার বিবেচনা করা হইবে না।

গোয়েনিকা ও মোরেভিয়া লোকের পর উক্ত সমু-
দ্বিক্তির লবণ যে গোয়েনিক্স জাতির সংরক্ষণের ২৫শে
শতকের সাধারণ ধর্ম, “গোয়েনিকা এবং মোরেভিয়ার
লবণ লক্ষ্যীত ব্যাপারে আমরা ইংলও ও ফ্রান্সের সহিত
কোন আবেগতা করি নাই। আন্তর্জাতিক বিচার,
ফরাসী প্রভৃতি ফরাসীজনের নীতিরাকারিতা নইয়া
তাহাদের সঙ্গে কোন আবেগতার প্রবৃত্তি হইতে আমরা
চাই না। অসুখেরই আমরা একটি বাক দিয়া রাখিয়াছি;
আরও উদাহরণ অনুমানের প্রবৃত্তি উল্লেখ করিয়া থাকে”।

বালিগে অনুষ্ঠিত নাৎসীদের একটি সভার নাৎসী
অনুচরবৃন্দ কুৎসিত গান করিতে থাকে। জর্জ আমেরিকান
মহিলা উদাহর একটি ছত্রের সিমুলক্ৰ অনুবাদ করেন:
“রাষ্ট্রীয়তার যুগে আমরা যুগু দেই।” তবে তখনই এত
কুৎসিত যে, ব্যক্তি আমেরিকান জাতির উদাহর অনুবাদ হয় না।

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে নাৎসী মতবাদের কতকটা পশ্চিম
পাওয়া যায় বটে, তবে পুরোপুরিভাবে নয়। নাৎসী
মতবাদ সম্পর্কে আরও অধিক কিছু জানিতে হইলে
আমাদেরকে জাতিগণের জাতিগত ও নাৎসী মতবাদের
প্রচারক যোগ দিলে পর্যাপ্ত জিরিয়া গাইতে হয়।
সত্য বটে দিলে জাতিগত কৃষ্ণকৈ শূন্যর চোখে দেখিতেন।
ইহা সত্যও ১৯১৮ সনের সাম্রাজ্যবাদী কাউন্সিল এবং
দ্বিতীয় রাইখের বীজপুত্রবৎ নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের
জন্য নাৎসী মতবাদের বিকৃত অর্থ করিয়া উদাহর
কাজে লাগাইয়াছিল। এই মতবাদের মধ্যে এমন আরও
কতিপয় বিষয় ছিল, যাচা কাউন্সিল এবং নাৎসীদের
মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কালক্রমে উহা
কাগোও পরিণত হয়।

দিলে পশ্চিম পুরুষের আদর্শই প্রচার করেন।
জাতির কলিত এই পশ্চিম পুরুষ নিঃসঙ্কোচে পশ্চিম
প্রয়োগ করিয়া থাকেন, বহুমানের কোন দাম জাতির
মধ্যে নাই। জাতির মতে ভাববাসা, কল্যাণ, সত্য প্রভৃতি
লক্ষ্যমোক্ষের পরিচায়ক—পশ্চিম পুরুষের গুণ নয়;
কারণ পশ্চিম পুরুষ অপরকে রেশ দিয়া আহরণ পায়।
নাৎসীদের প্রতি একটি ছত্রে নাৎসী মতবাদের সারমর্ম
পাওয়া যায়—“মানুষ হিংস্র প্রকৃতির”। নাৎসীরা
ইহাকেই আদর্শ করিয়া লইয়াছে; তবে শুধু এইটুকু
প্রত্যক্ষ যে, কোন হিংস্র প্রাণীই পরকে খুৎ-কটে দেওয়ার
ব্যাপারে তাড়াতাড়ি সমতক নয়। পরের কল্যাণ নিম্নারনের
জন্যই শুধু অপর কোন পশুর হাড়ে কাঁপাইয়া পড়ে।
নাৎসী ও হিটলারবাবীরা শুধু মাত্র আহরণ-প্রয়োগের জন্য
অপরকে খুৎ-বহন্য দিয়া থাকে। তাহাদের শিক্ষা ও
ইতিহাসের ইহাট হইল সার বহু। তাহাদের লক্ষ্যও
একটি—পশ্চিম হওয়া।

ইহার সমর্থনে দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখনে সাধারণতঃ
নিম্নোক্তজন, কারণ সকলেই এ-বিষয়ে অনেক কিছু
জানেন। এতদসঙ্গেও আমি আমেরিকার জর্জ
সরকারী কর্মচারী কর্তৃক বর্ণিত একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ
করিতেছি। বর্ণনাচারীর নাম প্রকাশ করিতে আমি
অনুমতি পাই নাই। বর্ণনাচারীর কতকগুলি বাক্য
তবে শুনাইয়া রাখিয়া পাঠের অগ্রদূত হইতে কোমর
পর্যায় হিঁড়িয়া কোমর জন্য কুঁকুর লেগাইয়া দেওয়া
হয়, উক্ত আমেরিকান সে বর্ষকাল কারাবন্দী বর্ণনা
করিয়াছেন। সন্তোষনীয়ও লোকের পর নাৎসীরা তাহার

চেক্‌দের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার-অবিচারের অনুষ্ঠান
করে, তাহাও কথার ও অক্ষরাদি।

হতভাগ্য জাতিগণের নিরাপত্তা নামে কিছু নাই, ইহা
বলাই অন্যায়। হাট্ট সব কিছুর মানিক। জর্জ
বাক্যসমাকারী বলেন, “যদি কোন ব্যক্তি জাতির পুষ্টি
গাভীর একটি পুষ্টিবর্ণনাকে দিয়া কেলে, তাহা হইলে
ইহাকে সোমাদিকম বলা চলে; যদি কেহ তাহার পুষ্টি
গাভীর পুষ্টিবর্ণনাকে দেয়, তাহা হইলে উহা
কমিউনিস্টের পথ্যে পড়ে, আর যদি মানিককে হত্যা
করিয়া পুষ্টিবর্ণনাকে তাহার পুষ্টি গাভীর লইয়া প্রকাশ
করে, তাহা হইলে উহা নাৎসীদের বনে করিতে চাইবে”।
চেকোশ্লোভাকিয়া লোকের পর নাৎসীরা চেক্‌দের অর্থ,
বৌদা, অর্থসহ, বাসগৃহ, কাপড়-কপড় এমন কি লোক-
জনকেও বহিয়া লইয়া যায়। চেকোশ্লোভাকি জাতি বা
বাঁকিবিষয়ে কোন বক্তব্য কোন কতিপয় জাতি
করে নাই। হাট্ট জনা অপরজন করা যায় ও আটন-
সত্য। সাম্রাজ্যিকের বেনে নাৎসীদের আগমনের সঙ্গে
সঙ্গে কত অশ্রুপূর্ণের কষ্ট হইয়াছে, উদাহরিতা বহু
আমরা জানাইয়াছি। আমেরিকান দিকটা উহা অনিশ্চয়
কিভাবে। চেক্‌ যুদ্ধ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতিগত তাড়াতাড়ি
সত্য লক্ষ্যমিত্ত নিষাধন ভোগ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্য-
দের বহু জাতিগত বিলাপিতার প্রাপ্তিতে সন্তোষ
হইয়াছে, অনেককে বর্ণনাচারীর আটক রাখিয়া তাহাদের
বিলাপিতার বহু করিয়া আসিয়াছেন। জাতিগত
পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লেগোপার লোকজন পশে-
শাট জাতিগত শ্রমিকগণ জাতি করিতে কিছু হাট
কটি করে নাই। পুষ্টি আমেরিকান পুষ্টিবর্ণনীর
রিপোর্টে প্রকাশ, বাস জাতিগত অধিনায়কের অধ্যায়
তালিকা। নিরাপত্তা বলিয়া কোন জিনিষ তথায় নাই।
বে-আই-এস-এন তাৎকাল লোকজনকে বিভিন্ন লক্ষ্যে সন্তোষ
করা হয়, সম্পত্তি লোকজন হইয়া যায়; জীবীর বিচার
কোন পাইয়াছে। এক কথায়, নাৎসী বহু-কর্তাদের ইচ্ছার
উপর সকলের জীবন-বরণ নির্ভর করে।

[চতুর্থ পৃষ্ঠা দেখুন]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃত্তীয় মুকরাজা, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা,
অটেলিয়া, সূদ্র-প্রাচ্য ও পারস্যোপদ্বীপ
তীরবর্তী বন্দর সমূহের মধ্যে জাহাজ পাড়ায়
করে।

জাহাজ-জাহাজ বে-সব বিবরণ পাঠ্য
সম্ভবপর, তাহা এবং জাহাজের ডাড়া, মালের
ডাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য
নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিন্স ব্যাকলী এন্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেন্ট, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ জরুরী

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্যাবলী সম্বন্ধে এক গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসগোষ্ঠী বা সরকারী বিভাগি অথবা প্রাচীণ বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় বাতীত অন্যান্য কোন পুঙ্খ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৪ঠা আগস্ট—১৯৪১

রাজনৈতিক কর্মীদের স্বাধীনতা

বিগত ত্রিশের মাসে জন-নিরাপত্তা কর্মসিগণ অনশন ধর্মঘট করার সময়ে এই ত্রিশের তারিখে প্রচারিত কমিউনিকেশন গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নিরাপত্তা কর্মসিগণের অভিযোগের বিষয় কতকটা নিচিন হইয়াছে এবং তাহাদের অবশিষ্ট দাবীসমূহ গভর্ণমেন্টের বিবেচনামূলক আছে।

জন-নিরাপত্তা কর্মসিগণ নিজেরা যে সমুদয় দাবী উপস্থাপন করিয়াছেন এবং অতঃপর আইন-সভার কতিপয় সদস্য তাহাদের পক্ষে যে সমুদয় দাবী উপস্থাপন করিয়াছেন, সেগুলির বিবেচনা শেষ হইয়াছে এবং নিরাপত্তা কর্মসিগণের সম্বন্ধে নিয়মাবলীর অনেক সংশোধন করা হইয়াছে।

উক্ত সংশোধন দ্বারা যে সমুদয় ব্যবস্থা পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, নির্দিষ্ট পরিমিত পাশা-জব্বার বন্দে প্রত্যেক কর্মসিগকে দৈনিক বাসোয় জন্য ভাতা দেওয়া হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মসিগণ একত্রে ইচ্ছা করিলে নিজেরদের ভোজ্য-জালিকা স্থির করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক জাতীয় যে কোন প্রকার বাসা নির্মূল্য করিয়া লইতে পারিবে। কর্মসিগণকে তাহাদের বাসোয় বহন-কাছোও উভয়দিক করিতে দেওয়া হইবে। শয্যাঘরা, পরিবেশ বস্ত্র, ভৈজসামগ্রী ও প্রাচীনবস্ত্রাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। শুধু দারিকেলের ছোবড়ার গলির পরিবর্তে দারিকেল ছোবড়া ও তুলারিপ্রিত পলি ও তুলার বালিশ ব্যবহৃত হইবে। জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিবেচনামতে দিওয়ানী জেলে নিরাপত্তা কর্মসিগকে শীতকালে অতিরিক্ত শয্যাঘরা ও গ্রীষ্মকালে গভর্ণমেন্টের খরচার পাটি ও চাত-পাখা দেওয়া হইবে।

পরিবেশ বস্ত্রের জন্য নিরাপত্তা কর্মসিগকে দুইবার বন্দে চারিবার খুতি কাপড় দেওয়া হইবে। খুতির দীর্ঘ পরিবার তিন জোড়া ইকার, ৩ বানা কমান ও এক জোড়া স্যাডল বা চট্টিজা বেশী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শীতকালে বেশব জ্বালাদি সরবরাহ করা হইত, তদুপরি প্রত্যেক কর্মসিগকে একখানি পশরী ঘাপাশ বা মাকুলার দেওয়া হইবে। কর্মসিগ ইচ্ছা করিলে এবং একই বুল হইলে জেলে প্রত্যেক কাপড়ের পরিবর্তে মিলে প্রত্যেক কাপড় দেওয়া হইবে। পরিবেশ বস্ত্রের উপর এরূপ চিকিৎসা দেওয়া হইবে, যাহাতে বৌত হইয়া আসিবার পর্বও কর্মসিগ নিজ নিজ ব্যবহৃত বস্ত্র পুঙ্খায় পাইতে পারিবে।

এমুনিয়াবের খাদ্য, খাতি ও প্রাসের পরিবর্তে কীসায় ভৈজসামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। চিনামাটির পেরালা ও শিরীচ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পাঁড়ের বাকন, চিকণী ও কেম্বেল গভর্ণমেন্টের খরচার সরবরাহ করা হইবে। জেলের অন্যান্য

অপরাধীদের দ্বারা নিরাপত্তা কর্মসিগের কৃত্য পরিচালনা করার ও তাহাদের পালিশ সাপোর্সের ব্যবস্থা হইয়াছে।

"টেক্সট" ও "আজাদ" পত্রিকা ছাড়াও কর্মসিগের নিম্নচিনমতে অন্যান্য সংবাদপত্র ও পাক্ষিক পত্রিকা গভর্ণমেন্টের খরচার সরবরাহ করা হইবে। মাসে একখানি নৌমুখ বিনা পরমার প্রত্যেক নিরাপত্তা কর্মসিগকে দেওয়া হইবে।

জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিবেচনামতে নিরাপত্তা কর্মসিগকে জেলের মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ বাসা-ঘর ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, দিওয়ানী জেলে একটি বেতারঘর বসান হইবে।

দারিকেল বাসায় ও খেলাধুলার সুবিধা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিবেচনামতে বাসায়ের জন্য পারাপেল দাব ও ভগ করিবার স্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।

নিরাপত্তা কর্মসিগের সহিত একত্রে সাক্ষাৎকারীদের সংখ্যা ১ হইতে ৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, কোন নিরাপত্তা কর্মসিগ সন্ততি তাহার স্ত্রী, পিতা অথবা মাতা, পুত্র অথবা কন্যা কিম্বা তাহাদের জেনেমেয়ে, মাতা অথবা ভগ্নী কিম্বা পুত্র বা পুত্রভ্রাতার সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হইলে, ঐ সাক্ষাৎকার কোন পুলিশ কর্মচারীর মহাত্মতার না হইলে, সব সময় পুলিশ কর্মচারীর উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে না।

কোন নিরাপত্তা কর্মসিগের পিতা অথবা মাতার প্রথম প্রাচ-উৎসবে, ঐ কর্মসিগ জোড় পুত্র হইলে, গভর্ণমেন্ট অনধিক ২৫ টাকা সাচায়াপ্রদানের বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন।

গভর্ণমেন্টের বিশ্বাস যে, নিয়মাবলীর এই পরিবর্তন-দ্বারা যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং সকলেই একথা উপলব্ধি করিবেন যে, আর অভিযোগের কোন মুক্তিসম্ভব কারণ থাকিতে পারে না।

মিঃ কে, জি, মোর্শেদ আই-সি-এস

কেন্দ্রীয় সরকারে নিযুক্ত

বাঙলা গভর্ণমেন্টের কমিউনিকেশন ও ওয়ার্কস বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কে, জি, মোর্শেদ, আই, সি, এস, ডাক্তার গভর্ণমেন্টের চিকিৎসা-কলেজের অব পাঠ্যক্রম (সরবরাহ) নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ মোর্শেদ ১৯২৪ সনে ভারতীয় সিভিল সাভিসে যোগদান করেন এবং মুনীগঞ্জ, ঢাকা, শ্রীরামপুর ও হুগলীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হক্বে কাল করিবার পর ১৯৩০ সনে তিনি ২৪-পর্বগণা জেলার অতিরিক্ত ডিটাইল ও সেশন জজ নিযুক্ত হন এবং তৎপরে বাঙলা দেশের প্রতিক্রমের কতিপয় ব্যাপারে কমিশনার নিযুক্ত হন। অতঃপর যশোর ও ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ও চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে কাল করেন। তৎপরে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জেলা প্রায় ৫৫ লক্ষ লোকের আবাসভূমি সমন্বিত জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের পদে কাল করেন। তিনি বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী হইবার পূর্বে হাওড়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের পদে কাল করেন। বুদ্ধের প্রায় কালে তাঁহাকে চিকিৎসা-কলেজের অব প্রাইসেস নিযুক্ত করা হয়। তৎপরে তাঁহাকে কমিউনিকেশন ও ওয়ার্কস বিভাগে বদলী করা হইয়াছিল।

প্রকাশ, বাঙলা সরকারের অব-বিভাগের আওতা সেক্রেটারী মিঃ এ, হিলালী, আই-সি-এস ডাক্তার সরকারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জুনি বিভাগের আওতা সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ঢাকা জেলার বাণিকপত্রের বহুকুমা-হাকিম মিঃ ডি, কে, হাও, আই-সি-এস, মিঃ হিলালীর দ্বারা বাঙলা সরকারের অব-বিভাগের আওতা সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম জেলা-বোর্ডের সমস্ত-প্রচেষ্টা

সর্বত্র ডিকেন্স সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা

সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলা-বোর্ড কর্তৃক সর্বত্র একটি নতুন হইয়া গিয়াছে। উক্ত নতুন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ও, এম, হাট্টন, সি, আই, ই; আই, সি, এস, এবং পল্লব বহু সরকারী কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান খান-মাহমুদ আল-ওতালদ আলিম, বার-হাট্টন-এম, এম-এম-এ, মুক্ত প্রচেষ্টার জেলা-বোর্ডের কর্তৃত্বপন্থতার উল্লেখ করিয়া বলেন—

"জেলার সর্বত্র ডিকেন্স সেভিং সার্টিফিকেট এবং ট্যাক্স বিক্রয়ের ব্যবহার ভাব প্রদানের জন্য কমিশনার আমাকে অনুরোধ করেন। এই উদ্দেশ্যে বিগত ৭ই জুন জেলা-বোর্ড কর্তৃক সর্বত্র একটি নতুন পানি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে ১০টি পানি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আরি বহু বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত করেকটি জন-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদায় ডিকেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ও ট্যাক্স বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

তিনি আরও বলেন,—“জেলা বোর্ডের স্যানিটারী ইনস্পেক্টরগণ এ সম্পর্কে বেশ উৎসাহ উদ্যোগের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইহাদের সর্বজনকে মুক্ত সম্পর্কিত প্রচার কার্য এবং পানি কমিটিগুলির মধ্যে সহায়তার জন্য প্রেরণ করা হয়। জেলা বোর্ডের কর্তৃত্বপন্থতার চেয়ার ১,০০০ টাকা মূল্যের ডিকেন্স সার্টিফিকেট ও ট্যাক্স বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরিও ২১১ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। জেলা বোর্ডের কর্তৃত্বপন্থতা ইহা ইতিমধ্যে মুক্ত তহবিলে ২২১ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহারা ২০,০০০ মূল্যের ওয়ার-বণ্ডও বিক্রয় করিয়াছেন। জেলা-বোর্ডের সদস্য, বঙ্গবী বনসর আলি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের ডিকেন্স সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রয় করিয়াছেন।”

সার্ভেট অব হিউম্যানিটি সোসাইটি

যন্ত্রা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় সরকারী সাহায্য কলিকাতার সার্ভেট অব হিউম্যানিটি সোসাইটি কমিকাতা পার্ক সার্কাস অফলে বহাযান্য লেডী লিনলিথগো বহাযদ্বারা লামানুসরণে “লেডী লিনলিথগো বহু-চিকিৎসালয়” নাম দিয়া একটি বহু-চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালন জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট এককালীন ৬০,০০০ টাকা ও পৌনঃপুণিক ব্যয়ের জন্য বাৎসরিক ২,৬৬০ টাকা প্রার্থনা করিয়া আবেদন করার গভর্ণমেন্ট ঐ অফলে, বিশেষতঃ সর্বত্র লোকের জন্য, একটি বহু-চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এককালীন ৬০,০০০ টাকা সাহায্য করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতিরিক্ত পৌনঃপুণিক ব্যয় সম্বন্ধে একথা বলা হইতে পারে যে, চিকিৎসা-লয়ের গৃহ নির্মাণ কার্য শেষ না হইলে সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না এবং গৃহ নির্মাণে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন; সুতরাং পৌনঃপুণিক সাহায্যের বিষয় গভর্ণমেন্ট অতঃপর বিবেচনা করিবেন। উপস্থিত গভর্ণমেন্ট উক্ত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করবে কতিপয় সর্বজনকে চলিত বৎসরে সোসাইটিকে এককালীন ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া বহু করিয়াছেন। আপাদী আর্থিক বৎসরে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বহন প্রয়োজন হইবে, তবন আরও অনধিক ৩০,০০০ টাকার জন্য আবেদন করিবার উপলক্ষে সোসাইটিকে দেওয়া হইবে।

অসহায়-মিহরিদে প্যারিস মেডেল বাকি হইতে পাত ১৫৫
 তদ্বিধে বাক্যের কথা হইতেছে যে, পোলাও, জামদ,
 বাসিন্দা ও জীতের বৃত্ত লগ্নে। বাসিন্দা বৃত্তে জামদেব
 বেশী কতি হইতেছে।

নাৎসী-মতবাদের সার কথা

[১ম পৃষ্ঠার শেখাংশ]

উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের অনুবর্তন করিলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নাৎসীদের নৃতন মতবাদে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই, নিরাপত্তা তথ্য অচল, সুখ-শান্তি কল্পনারও বাস্তবতা নাই। আরও পরিষ্কার ভাষায় বলা যায়, আমেরিকানদের নিকট যাহা কিছু প্রিয়, তৎসব ও উপভোগ্য, নাৎসীদের নিকট 'প্রাচ্য' অত্যন্ত দুখ। 'প্রাচ্য'দের মতবাদে মায়েরপারপত্য ও মানবজাতির কোন দাম নাই, পশুপক্ষী প্রাণীদের নিকট সর্বাপেক্ষা বড় কথা। রাষ্ট্রের বড় কঠোরতম উদ্দেশ্যে 'রাষ্ট্রের স্বত্বাধীনতা' যত্ন-ভরে উদ্ধার প্রয়োজন হয়। পরবর্তী আক্রমণকেই মতবৃত্তি: তাহারা রাষ্ট্রের মতলবজনক কাজ বলিয়া ক্রমে করে। ফলে প্রতিবেশী দেশগুলি রাষ্ট্রগুলি একটির পর একটি করিয়া প্রাচ্যদের করলিত হইয়া পড়িতেছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিলে কি না এবং একমাত্রকামীরা রাষ্ট্রগুলির মিথ্যাত্ব ও নিপেষণ হইতে অন্যান্য আত্মিক মুক্ত করা হইবে কি না, নিবেশক-ভাবে বিচার করিলে, ইচ্ছা বহুমান বহাসনহীন আসল বিচার্য বিষয়।

মতাজ, কষ্ট, মানব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বত্ব-স্বাধীনতার সচিব পদবলের বস্তু আসমুপার। আমাদের দেশেও আমরা ইহার অনুশ্রবণ হইয়াছি। কোন কোন আমেরিকানদের মাঝেও ক্যানিষ্ট মতবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে। কেত কেত আমাদের গণপ্রান্তিক পাসম ব্যবহার তীব্র নিন্দা করিয়া দেওয়া হইতেছে, আবার কেত কেত একমাত্রকীদের মতিমা পুচারে লিপ্ত হইয়াছে। কোন কোন উগ্র ক্যানিষ্ট মোতা আমেরিকানদের মন বিচলিত করিয়া প্রোথান জনা লক্ষ লক্ষ উদ্যম ব্যয় করিতেছেন। আমাদের ক্ষতি করিতে পারে, এতটা নজি এখনও ইচ্ছাদের অধিকতর হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহা সত্ত্বেও আমাদিগকে অতন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে। ইহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে আসন ছুড়িয়া বসিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মতাজ ও বর্বরতার সংঘর্ষ আসমু প্রায়। মতাজ ও মানবজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে যুদ্ধে জয়লাভ করিতেই হইবে। এক, দুই কিংবা তিন বৎসরের মধ্যেই আমাদের ভাগ্য নিরূপিত হইবে। আমাদের ভাগ্য একদা বলা হইল যে, আমাদের ওষিধাৎ অন্যান্য দেশের ভবিষ্যতের সহিত ওড়পুত্রভাবে অভিন্ন। মতাজকে অস্বীকার না করিয়া আরহা দুই থাকিতে পারিল না।

মতাজ ও অসত্যের গাথবানে আমরা একপে ৩৭তমান আছি। সংলগ্ন রাষ্ট্রগুলি হইতে বিবাজ আমাদের সহায় হউন।

বাঙালি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২৬শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে জ্বররোগ ৪০৮ জনের কলমে হয়; তন্মধ্যে হাওড়ার ১০৩ এবং কলিকাতার ১০৫ জন। ঐ সপ্তাহে কলেরার ১০৫ জনের মৃত্যু ঘটে; তন্মধ্যে হাওড়ার ৫১ এবং কলিকাতার ৫৪ জন। বসন্ত-আক্রান্ত মোকের সংখ্যা ছিল ১৭৮; তন্মধ্যে বর্ডমানে ৫০, ঢাকার ৩১ এবং শাখরগাড়ে ৩৭ জন। চত্বিন-পক্ষণা এবং গাছিলী-এ বধ্যক্রমে ২১ ও ৬৬ জনের ইনজুয়েন্স হইয়াছিল।

কলিকাতায় কোন কোন স্থানে নেতিভিটিন জেন বোকা গিয়াছিল। সেখানে কেত আমের হইয়াছিল বলিয়া খবর যায় নাই। (প্রেক্ষাপট)

সম্মানবাদীদের মুক্তি-সমস্যা

বাঙলা সরকার কর্তৃক পূর্ব নিয়ম প্রত্যাহত

বিগত ১৯৩৯ সনের ১৪ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত এনফোর্সমেন্টের ১ম পারবার বাঙলা সরকার এ বর্ষে একটি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বাঙলায় বিভিন্ন জেল হইতে যে ৪০ জন সম্মানবাদী কর্মচারীকে পরীক্ষার মুক্তি প্রদানের সুশ্রাবণ করা হইয়াছিল, গভর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট পরীক্ষা গৃহন করার পর যে কোন মুহূর্তে প্রাচ্যগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। উক্ত সিদ্ধান্তের অনুশ্রাবী আমের জারী করা হয় এবং এ পর্যন্ত মতলবকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

পরীক্ষার মুক্তি প্রদানের প্রণালী সম্প্রতি পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখার পর গভর্নমেন্ট এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় একপে প্রাচ্য মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে পরীক্ষার মুক্তি প্রদানের নিয়ম প্রত্যাহার করিলেন। সুতরাং অবশিষ্ট ৩০ জন সম্মানবাদীকে আর সে সুবিধা দেওয়া হইবে না।

(কমিউনিক)

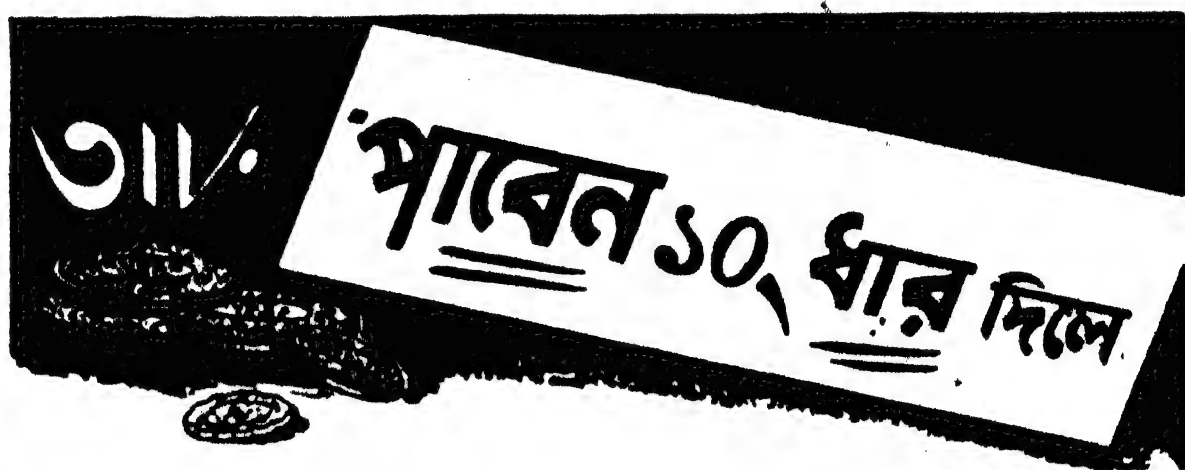
বাটিকা-বিষয় অফলে চিকিৎসা-ব্যবস্থা

ডাক্তারখানাসমূহে সরকারী সাহায্য

বাটিকাবিধু অফলের দুর্গতমণ বাহাতে বিনামূল্যে ঔষধ পাইতে পারে, ডাক্তার বাঙলা সরকার নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত ডিসপেন্সারীগুলির ঔষধ প্রদানের প্রত্যাহার করা এককামী ৫০ টাকা করিয়া সাহায্য করিয়াছেন:—

বেগমগঞ্জ, হাজিরগাড়া, লক্ষ্মীপুর, হাইপাড়া, হাফাজ, জয়গঞ্জ, সোনাইলুটী, সেনগুড়া, দহপাড়া, বিধা, চান্দা, জমিদার হাট, হাফাজি, হাতিয়া, চর আলেকজান্দার, বুড়ীচর এবং বীর মতলব আলি ডিসপেন্সারী।

মতো রেডিও মারক্স সোভিয়েট সারীসমাজ প্রিন্টের সারীজাতির প্রতি সম্প্রতি একটি বহুতাসূচক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে প্রিন্টের সারীদের সাহস ও বৈরীর প্রকাশ করিয়া ফিলিস্তিনের ধ্বংসের জন্য জাতিসংঘ সনদবীনের দুই সংকল্পের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।



প'ড়ে দেখুন কি ক'রে পাবেন

যাঁরা ভবিষ্যতের জন্মে কিছু কিছু সঞ্চয় করতে পারেন তাঁদের পক্ষে গভর্নমেন্ট 'ডিকেন্স সার্টিফিকেট' একটি সুবর্ণ সুযোগ। টাকা খুবই নিরাপদ উপরত্ব এত বেশী সুদ স্বল্প সঞ্চয়ীরা সাধারণতঃ অন্য কোন উপায়ে পান না।

দশটাকা পাবের একটি 'সার্টিফিকেট' কিনলে প্রথম বছরের পর থেকে প্রতি বছরে ১/০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। এ ছাড়া পাঁচ বছর পরে চার আনা এবং দশ বছর পরে আট আনা 'বোনাস' দেওয়া হয়। তার মানে দশ বছর পরে ১০৮ টাকা ১০৮/০ আনার পরিণত হয়—এর কোনো ইনকার্ টাক্স লাগে না।

আপনি শুধু ডাক-ঘরে গিয়ে একখানি 'ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট' কিনুন। এক-সপ্তকে যদি ১০৮ টাকা না দিতে পারেন তা হলে একটি 'ডিকেন্স সেভিংস ট্যাক্স কার্ড' জেরে দিন—বিনামূল্যে পাবেন। জরুর

যখন যেমন সুবিধা হয়, ১০ আনা, ১১০ আনা অথবা ১৮ টাকা পাবের ডিকেন্স 'ট্যাক্স' এই কার্ডের উপর অব্যাহত থাকুন। ১০৮ টাকার 'ট্যাক্স' জমলে 'সেভিংস ব্যাঙ্কের' কাজ হয় এমন পোই অফিসে গিয়ে সেই 'কার্ডের' পরিবর্তে একখানি ১০৮ টাকার 'ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট' দিতে আসুন। সার্টিফিকেট-

খানি আপনার কোনো টাকা জমাতে থাকবে এবং দশ বছরে এর দাম হবে ১০৮/০ আনা—এর কোনো ইনকার্ টাক্স লাগে না। ইতিমধ্যে যদি আপনার টাকার দরকার হয় তা হলে প্রাপ্য সুদ ও 'বোনাস' তহ টাকা কেত পাবেন।

সেভিংস ট্যাক্স
সঞ্চয়ের পথ
সুগম করে

ডিকেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন
নিজে লাভবান হবেন-স্বদেশ সুরক্ষিত হবে

ঢাকা কৃষি-কলেজের উদ্বোধন

কৃষি-বিভাগের মাননীয় বক্তার বক্তৃতা

খগত ২২শে জুলাই তারিখে ঢাকা কৃষি-কলেজের উদ্বোধন উপলক্ষে কৃষি বিভাগের জাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তরিকউলীন বাস নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বহুমান্য গভর্ণর বাহাদুর বে সাহাবুদ্দীন বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে সংখ্যার আধা প্রকাশ করিয়াছি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতার বলেন,—“এই কলেজের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সক্ষম হওয়ার আমি সর্ব-প্রথমেই বহুমান্য গভর্ণর বাহাদুরের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতেছি। এই প্রদেশের আর্থিক নব-জীবনের পথে এই নবীন প্রতিষ্ঠানটি বিরাট সাহায্য করিতে সমর্থ। প্রকৃতি বাঙালকে প্রভুত কৃষি-সম্পদে পরিণত করিয়াছে। সমগ্র প্রদেশের সমস্তই ভূমির পরিমাণ হইতেছে প্রায় সোটা পাঁচকোটি একর; তন্মধ্যে প্রায় ৩ কোটি ১৫ লক্ষ একর পরিমিত ভূমি কৃষ্যোপযোগী এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ একর পরিমিত অধিতে প্রকৃতপক্ষে চাষাবাদ হইতেছে। পাট ফসল কলসার প্রায় একচতুর্থাংশ সম্পন্ন। সমগ্র ভারতে ধান ও ডালক বারবারই সম্পূর্ণকরণ বোধী হয়, এবং ইক্ষু, চা ও অন্যান্য ফসলও এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই প্রদেশে ধো-বহিরাণি পূর্ণপাকিত পত্র সংখ্যা হইতেছে প্রায় ২ কোটি ২৬ লক্ষ এবং এতদ্ব্যতীত প্রায় ৭০ লক্ষ ভেড়া ও ছাগল বহিরাছে। বাঙালার রাস-মুণীর সংখ্যাও কম নহে—যদিও এই দিক দিয়া সম্পূর্ণ উন্নতি এখনও সম্ভবপর হয় নাই। এই প্রদেশের অসংখ্য নদী-নালা ও পার্শ্ববর্তী সমুদ্র-অঙ্গল সংসা-সম্পদে পরিপূর্ণ। যদি এই সব স্বাভাবিক সম্পদকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নততর করিয়া কাজে লাগানো যায়, তবেই বাঙালার জনগণের (বাহাদুরের বিরাট আশ্রয় হইতেছে কৃষিকর্মী) প্রকৃত আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর। বর্তমান গভর্ণর-মহোদয়ের কাৰ্য্যভার গ্রহণের পর হইতেই এই সমস্যার সমাধান ব্যাপারে বিশেষভাবে বিশেষণা করিয়া আসিতেছেন। গভর্ণর-মহোদয় সর্ব-প্রথমেই কৃষিবিভাগের সমগ্রসাধনে—বিশেষভাবে কৃষিকর্মীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ও উন্নততর চাষ-আবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান বিস্তারনের জন্য প্রদর্শনকারী কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভাব গোড়া হইতেই অনুভূত হইয়া আসিতেছে। এতদিন পর্যন্ত এই প্রদেশে কৃষি-শিক্ষার কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল না। যে সামান্য কয়টি এতদ্বিষয়ক ছিল, তাহা হারা বিভাগীয় নিম্নতর চাকুরী ডেপুটিমাস্টারের পরে বঞ্চিত সংখ্যক লোক নিযুক্ত করাও সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। বর্তমান জুলাইমাসে হুজা যদি অপর কোন প্রতিষ্ঠান হইতে লোক-সংগ্রহের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ধান্যর একজন করিয়া ডেপুটিমাস্টার নিয়োগের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ১৬ বৎসর সময় লাগিবে। এই জন্যই আপাততঃ এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে যে, যে-পর্যন্ত না উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত বঞ্চিত সংখ্যক লোক পাওয়া সম্ভবপর হইবে, যে-পর্যন্ত বাধ্যতাবিহীন বিদ্যালয়সমূহ ও কৃষি-কার্গুগুলির স্বাভাবিক প্রতি বর্ষে ১০০ জন করিয়া মাস্টারুলেশন পূর্ণ বৃত্তকে ট্রেনিং দিয়া অধ্যয়ীভাবে ডেপুটিমাস্টারের পদে নিযুক্ত করা হইবে। অবশ্য এই ব্যবস্থা কোন ক্ষেত্রে কাজ চালাইয়া বাওরারই প্রদান করা; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্র না করিলে আর্থ-বীজ্যে বহু বৎসরে পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করা হুজা আর কোন সম্ভাবনা নাই।

ডেপুটিমাস্টার পদে লোক সংগ্রহ করার ব্যাপারেই যেখানে এত অসুবিধা, সেখানে বিভাগীয় উচ্চতর পরে লোক-নিয়োগ কিংবা কঠিন ব্যাপার, তাহা অতি সহজেই অনুমোদন। বাঙালার অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ-শ্রেণীর বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকিলেও, দেশের প্রধান উপজীবিকা যে কৃষি, তাহা নিয়ে উন্নততর শিক্ষা প্রদানের বিষয়ে আমরা এতদিন অসুবিধা অনুভব করিয়া আসিয়াছি। কম এই রীতিটিতে যে, বিভাগীয় উচ্চ-পাঠশালা শিক্ষাও উচ্চ-যোগ্যতা-বিহীন বিভাগীয় নিম্ন-পাঠশালা লোককে প্রয়োজন দিয়া অথবা অন্য প্রদেশের কৃষি-কলেজের পাঠ করা লোকদের দ্বারা পূর্ণ করিতে হইতেছে। এই উভয় ব্যবস্থাই নিঃসন্দেহে অসংযোজনক।

রাজকীয় ভারতীয় কৃষি-কমিশনের রিপোর্টে বর্ণনা করা হইয়াছিল যে, কৃষিবিভাগের কর্মচারীগণ যে প্রদেশে কার্যে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের শিক্ষা-জীবনও যদি সেট প্রদেশেই অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে অন্যত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অপেক্ষা তাঁহারা অনেক বেশী কাজ করিতে পারিবেন। এই নীতির উপরই কমিশন সোপান করিয়াছিলেন যে, উচ্চতর কৃষি-বিষয়ক শিক্ষাপ্রদানের উপযোগী একটি কৃষি-কলেজ বাঙালার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যেন এই কলেজ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কৃষি-বিভাগের উচ্চতর পদগুলিতে নিযুক্ত হইতে পারেন। বাঙালার কৃষি-শিক্ষার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে এরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বহুমান গভর্ণর-মহোদয় বিশেষভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। ঢাকায় একটি কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রবন্ধকারী বাবদ্যাপক সভার মিঃ এ. কে. ফজলুল হকের (বর্তমান মাননীয় প্রধান মন্ত্রী) এক প্রস্তাব দ্বারা সব প্রথম উপস্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর কৃষিবিভাগের জাবপ্রাপ্ত আমায় পূর্ণবর্তী মন্ত্রী ঢাকার মাননীয় মহোদয় বাহাদুর ১৯৩৭ সালে এই প্রস্তাবটি পুনরায় উপস্থাপন করেন। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর এই সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা পেশ করেন। উক্ত পরিকল্পনায় প্রাথমিক পর্যায়রূপ ৫,৬৬,৪০০ (পঞ্চাশলাখ) ৪,৬৬,০০০ ও মধ্যপাঠের জন্য ৮০,৪০০ এবং দ্বিতীয় পৌনঃ-পুনিক ব্যয় ৮২,১০০ টাকা বরাদ্দ হয়। এই পরিকল্পনা-কেই উপযুক্ত পরীক্ষা ও সংশোধনের পর যে রূপ দেখিয়া হইয়াছে, আজ আমি প্রচারিত উদ্বোধন করার জন্য মহাশয় গভর্ণর বাহাদুরকে অনুমোদন করিন। পূর্বাভাসের ব্যয় প্রকৃতপক্ষে ৫,১৫,০২৮ টাকা পড়িয়াছে এবং মধ্যপাঠের জন্য ৮০,৪০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কলেজের অধ্যাপকসমূহের বেতন ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যয়ের জন্য দ্বিতীয় ৭৮,৮৮০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ঢাকার কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাজকীয় কৃষি-কমিশন কর্তৃকই সমর্থিত হইয়াছিল। উচ্চ-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার মত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকায় বহিরাছে এবং কৃষি সম্পর্কিত কার্যকারী শিক্ষার উপযোগী একটি বিরাট কৃষি-কার্গু এখানে বিদ্যমান। তাহা চাড়া, চাকর আশে পাশে এমন সব জমি বহিরাছে, বাহার সহিত বাঙালার বিভিন্ন অঙ্গলের জমির তুলনা করা চলে। ঢাকার কয়েক মাইল উত্তরেই “কীলা” অঙ্গল—যাহাকে অতি অনার্য্যে পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চ ভূমির সঙ্গে তুলনা করা হইতে পারে। যাত্র এক মাইল পশ্চিমে মল্লী-বহল নিম্নভূমি বিদ্যমান; বাঙালার সকল ধানের বিল অঙ্গলের সহিত উহার মিলনা বহিরাছে। এই অঙ্গলে বেশী জলের দান্য জন্মে এবং এখানকার উচ্চভূমি-সমূহ শীতকালীন ফসলের সম্পূর্ণ উপযোগী। পত্রের

পার্শ্ববর্তী লক্ষিম অঙ্গলে বহুদূর পূর্বদিকে মুখিত এমন জমি বহিরাছে, যার ঢাকার জমির সঙ্গে বাহার কতকটা পোষাক দিমান এবং যে-অঙ্গলের চাষাবাদের পদ্ধতিও ভিন্ন বহিরাছে। পত্রের পত্রের অব্যবহিত পূর্বাঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু ও বিলাতী পাশপাশি জন্মে। কাজেই বলা চলে—ঢাকার এই কৃষি-কলেজ হইতে যেসব চাষ-পাঠ করিবে, তাহারা এই প্রদেশের কৃষির উন্নতি ও কৃষিকর্মীদের মঙ্গলের জন্য অনেক কিছু করিতে পারিবে।

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্দেশ্য হইতেছে—এখান হইতে উচ্চ শ্রেণীর কৃষি-শিক্ষা দেওয়া হইবে, যেন এখানকার পাঠকরা ছাত্ররা দেশের কৃষি-কর্মচারী ও জেলার পত্র-বিশেষক কর্মচারীগণে যাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারেন। কলেজের প্রতিষ্ঠা বিষয় দুই বৎসরে শেষ হইবে এবং প্রত্যেক ক্লাসে ২০ জন করিয়া ছাত্রের স্থান হইবে। বাহারে ছাত্রগণ জেলার কৃষি-কর্মচারী ও পত্র-বিশেষক কর্মচারীর কাজ শুদ্ধভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন, একপত্রাবে বিশেষণা করিয়াই প্রতিষ্ঠা বিষয় নিশ্চয়িত করা হইয়াছে। পরিণামে পত্রপালন বিভাগকেও কৃষিবিভাগের সহিত সম্বন্ধিত করা হইবে—যেন একই কর্মচারী বাবা উভয় প্রকার কার্য সম্পন্ন হইতে পারেন। এরূপ ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে বিভিন্ন কাজের জন্য দুই বহু কর্মচারী বাবার যে প্রয়োজন, তাহা পূরীভূত হইবে। প্রথম বামিক শ্রেণীর ২০ জন ছাত্রের মধ্যে ১৪ জনকে কৃষি সম্পর্কিত বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এস-সি পাঠ করা ছাত্র হইতে গ্রহণ করা হইবে এবং বাকী ৬ জনকে বর্তমান পত্র-চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী বিভাগের প্রাজুবেশন হইতে গ্রহণ করা হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কৃষি-ক্যাকালটি মুলিয়া উপযুক্ত ধরনের বি-এস-সি ক্লাস বোলায় ব্যবস্থা করিয়াছে এবং এই কৃষি-কলেজ উক্ত ক্যাকালটিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে। কৃষি-কলেজে দুই বৎসরের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃষি-ক্যাকালটির পত্র চাইবে কৃষি-প্রাজুবেশনের (ম্যাচেলার অব এগ্রিকালচার) উপাধী প্রাপ্ত হইবে। এই ধরনের উপযুক্ত সব কৃষি-প্রাজুবেশন বর্তমান কৃষি বিভাগের উচ্চ পরে নিযুক্ত ছাত্রগণ উপযুক্ত বিষয়টি হইতে, সাধারণতঃ জীবাণিগণকে জেলা কৃষি-কর্মচারী ও পত্র-বিশেষক কর্মচারীগণেই নিযুক্ত করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে উচা উল্লেখ করা হইতে পারে যে, যদিও প্রথমতঃ কৃষিবিভাগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই এই কলেজে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, তথাপি প্রয়োজন-বিশিষ্ট বাহারের জাবপ্রাপ্ত উচ্চতর ভিত্তি করা হইবে। ভারতে কৃষি-গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাওয়া যায় জন বাগের বহিরাহুতন যে, এদেশে বহুবিধ শিকিত সমাজ কার্যকারীভাবে কৃষিকার্যে আত্মনিবেশ করে না দ্বিধা কৃষির ব্যাপারে উন্নততর পদ্ধতির ব্যাপক বিপুল হইতেছে না। তিনি বহুদূর করিয়াছেন যে, কৃষিবিষয়ক প্রাজুবেশনের চাষ-আবাদের মনোনিবেশ করা উচিত। কাজেই এরূপ ধরনের জাবপ্রাপ্ত এই কলেজে সাধারণ প্রদত্ত করা হইবে।

এই কলেজের উদ্দেশ্য দি, আমি সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিয়াছি। এই প্রদেশে কৃষির উন্নতি ব্যাপারে এই কলেজ যে বিশেষ কার্য সমাধা করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ কারপেন্টার, কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ জার্ক ও তাঁহার সহকারীগণ এই পরি-কল্পনাটিকে লাফল্যমিত করার জন্য যে চেষ্টা পাঠিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ আমি জীবাণিগণকে ধন্যবাদ দিতেছি। কলেজের নবোদয় পালায়টি নির্মাণ ব্যাপারে ওপারিশেপ্তি উচিত্যার

ब्राह्मणेन विप्रियन् बणिक्काय

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

হাজপাড়া—

হাজপাড়া জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত চরখাটি থানার অধীন আবাদী ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকার নিম্ন-লিখিত পরীক্ষক সমিতিসমূহে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে যে পরীক্ষণের মূল্য কার্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুত হইল:—

বেড়েরবাড়ী পরীক্ষণ-উন্নয়ন সমিতি বেড়েরবাড়ী হইতে হরিপুর পর্যন্ত আর হাইল লম্বা একটি নতুন রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে এবং বেড়ের বাড়ী হইতে আবাদী পর্যন্ত যে এক হাইল দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ, তদা সংস্কার করিয়াছে।

হরিপুর ও বেড়েরবাড়ী পরীক্ষণ-উন্নয়ন সমিতি হরিপুর হইতে আগাণী পর্যন্ত যে তিন হাইল লম্বা একটি পুরাতন রাস্তা আছে তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছে। বোকা বাউসা পরীক্ষণ-উন্নয়ন সমিতি বোকা বাউসা হইতে আবাদী পর্যন্ত যে পুরাতন রাস্তা নির্মাণ, তদা সংস্কার করিয়াছে।

চকদিয়া পরীক্ষণ-উন্নয়ন সমিতি আর হাইল লম্বা একটি রাস্তার সংস্কার করিয়াছে এবং কখনপুর পরীক্ষণ-উন্নয়ন সমিতি কখনপুর সাধারণ গ্রাম্য হইতে ওয়ার্ডাড়া গ্রাম পর্যন্ত যে রাস্তা নির্মাণ, তাহার গুরু হাইল সংস্কার করিয়াছে।

চক সোনাচর পরীক্ষণ-উন্নয়ন সমিতি উক্ত স্থানের নৈঋ-বিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছে।

পত্নী জুন মাসের ২৮ তারিখ হাজপাড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবাদী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত একটি পরীক্ষণ-উন্নয়ন সভার সভাপতির কার্যে। এই সভায় ১,০০০ লোক যোগদান করিয়াছিল। উক্ত ইউনিয়নের অধিবাসি-গণ পরীক্ষণ-উন্নয়ন এবং নিরক্ষর বরফগণের শিক্ষা-ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। ভারত সরকার-পুস্তক সাদা হইতে ক্রীত কতকগুলি আলো এবং নিরক্ষর বরফগণের পড়িবার উপযুক্ত কিছু প্রাথমিক পুস্তক উক্ত সভার বিনামূল্যে বিতরণিত হয়।

পত্নী ২৭শে জুন কখনপুরে আহুত অনুষ্ঠান একটি সভার সদর মহকুমা দফতর সভাপতির কার্যে এবং পরীক্ষণ-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সহৃদয় পুস্তক প্রদান এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণকে নিরক্ষর বরফগণকে শিক্ষা প্রদান করিতে উৎসাহিত করেন। সম্প্রতি ১৯৩৬ বৎসর যে সকল রাস্তা সম্পূর্ণরূপে বেড়াপুণোদিত প্রায় তৈরী হইয়াছে, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এবং মহকুমা দফতর তৎপর তাহা পরিদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত অফিসার-গণ কতকগুলি নৈঋ বিদ্যালয় (বরফ নিরক্ষরগণের নিমিত্ত) পরিদর্শন করেন। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে পুস্তক ক্রিয়া যে সকল স্থানের কথা বিদ্যা প্রচার্য নির্দেশিত, ইহার আগাগোড়া একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা পরিচালিত হইয়াছিল।

হাজপাড়ার দামার অন্তর্গত জুগীপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ডাচবাগী পরীক্ষণ-উন্নয়ন সমিতি বেড়া-পুণোদিত প্রায় একটি পুস্তকবিশিষ্ট পাঠ হইতে তত্তল সাধ করিয়াছে, এক হাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে এবং দুইটি পুস্তকবিশিষ্ট হইতে কচুড়ীপাড়া পরিদর্শন করিয়াছে।

উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন সোনাচর পরীক্ষণ-উন্নয়ন সমিতি তিন বিদ্যা পরিদর্শন পরিদর্শন পুস্তক পুস্তকবিশিষ্ট পাঠ হইতে তত্তল সাধ করিয়াছে।

নৈঋ-বিদ্যালয়সমূহ পূর্বের মতই কাজ করিয়া চলিয়াছে। বাহিরের কোনো প্রকার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সোনাচর নৈঋ-বিদ্যালয়ের জন্য একটি নতুন গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে।

হুগলী—

বিগত এপ্রিল ৬ মে মাসে হুগলীস্থ ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষণ-উন্নয়নের নিম্নলিখিত কাজ হইয়াছে:—

হুগলীস্থ দামার দামার ইউনিয়নের অন্তর্গত দিহির নাক প্রায় ১১ হাইল লম্বা ৬ ও ৬ ফিট প্রস্থ একটি প্রায় রাস্তা বেড়াপুণোদিত প্রায় প্রস্তুত করা হইয়াছে। দিহিরপ্রায়ের পরীক্ষণ-উন্নয়ন সমিতি বেড়া-পুণোদিত প্রায় ১৫ বিদ্যা তত্তল পরিদর্শন করিয়াছে। সোনাচর ইউনিয়নে দিহির পরীক্ষণ-উন্নয়ন সমিতির কাছাই

সাপ্তাহিক কাজ বিবেচিত হয়। হুগলীস্থ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুস্তকবিশিষ্ট সভার সভাপতির কার্যে এবং বিজয়-মিলন (বিতরণ করেন।

পাণ্ডুরা ইউনিয়ন বোর্ড জি পুটমারী জুন-মাসের আর একটি বড় পরীক্ষণ-উন্নয়ন সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। হুগলীস্থ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই সভার সভাপতি ছিল। বেড়া-পুণোদিত প্রায় পরীক্ষণ-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। পাণ্ডুরা একটি পরীক্ষণ-উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট অফিসারের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে রাস্তা পুস্তকবিশিষ্ট পাঠ আদায় করা হইয়াছে।



৫নং—দোকানী

ভারতের চল্লিশ কোটি লোকের পক্ষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি একটি গুরুতর চিন্তার বিষয়, কারণ জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় বস্তু জিনিষ এই অনিশ্চিত বৃষ্টি-পাতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু কেরোসিনের নিয়মিত আমদানি সবচেয়ে কোনই অনিশ্চয়তা নাই।

বার্দ্দা-শেল কেরোসিন আমদানির একমাত্র মুহাব্বা করিয়াছেন যে এই একটি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ সকলেরই সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। যদি কোন গ্রামে হাত্রে একটি দোকানও থাকে সেখানেও বার্দ্দা-শেল কেরোসিন বিক্রয় হয়। গত দশ বৎসরে প্রচলিত হইয়াছে, যে বাহাই ঘটক না কেন, ভারতবর্ষে এতদ্যেই প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন আমদানি বিষয়ে সুনিশ্চিত থাকিতে পারেন—তা তিনি সহজেই বাস করুন বা পুত্র পরীতে।



বার্দ্দা-শেল অয়েল টোরেজ এণ্ড ডিট্রিবিউটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
এজেন্টস্:
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাস কল্যাণ (ইন্ডিয়ান মার্কেট)
মিউ বিল্ডিং

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেবাংশ]

জাপান সৈন্যের লিবিয়া পরিভ্রমণ

বিশ্বযুদ্ধের জাপান গিয়াছে যে, দুট ডিভিশন জাপান সৈন্য লিবিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছে।

জাপান রণাভ্যাস উপর বোমাবর্ষণ

২৫শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ,—জাপান বন্যেরী "লান চোইকে" ব্রেট্ট হইতে ল্যাপালিসে হাইড্রে সেবা যায় এবং রাজকীয় বিমান বহন ২৩শে জুলাই তারিখে বন্যভরকারী সর্বাঙ্গেরা ডাবী বোমার সাহায্যে উহার উপর আক্রমণ চালায়। জাপান-ধামার উপর সর্বসাধারণ বোমা পড়িতে দেখা গিয়াছে।

ব্রেট্ট "লানচেনো" বন্যেরী উপরও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালাইয়া হয়।

জাপান পদাতিক ডিভিশন বিক্ষত

একখানা সোভিয়েট এণ্ডেহায়ে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ২৪শে জুলাই রাতে ও দিনভাগে পোটোম্যাকোডক, পোমোডক, পোলোভিক-মেডেল, কোলেনক ও জিটোভির অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতে থাকে। স্যুলেনক অঞ্চলে পত্রপত্রের এক বিরাট বাহিনীকে বাধা দানের কালে সোভিয়েট সৈন্যদল দুইদিকেরে সমাগত ওয় জাপান পদাতিক ডিভিশনকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে।

লিবিয়ান সংগ্রামের অবস্থান

২৫শে জুলাই প্রাতে জেনারেল দ্য গলেব বেইকভে প্রবেশের সহিত লিবিয়ান অভিযান শেষ হইয়াছে। জেনারেল দ্য গলে জেনারেল কাত্রোর সহিত যখন এক সোজা মোড়ের মোটর-সাইকেল আরোহী একদল বাকী-পরিবেষ্টিত হইয়া পড়েন প্রবেশ করেন, তখন বিপুল উৎসাহ ও উজ্জীলতা লক্ষিত হয়। সোজার বাতীর উপর ফরাসী, ব্রিটিশ ও নেভাগনী পত্রাকাসমূহ উড়িতেছিল। জেনারেল দ্য গলে প্র্যাংসেরাইল সৈন্যদের অভিযান প্রদর্শন করেন।

জিসি-জাপান চুক্তির সর্ভাবলী

নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, ইম্পেরিয়াল সাক্ষ্য চুক্তিতে নিম্নোক্ত শর্তগুলি দান পাইয়াছে :—

(১) জাপান কামরাণ উপসাগর দখল করিবে, (২) জাপান সাইগন বিমান বাহিনী দখল করিবে, (৩) ৪০ হাজার জাপ সৈন্যকে ইম্পেরিয়াল অবস্থান করিতে দিতে হইবে। এই সৈন্যদলকে আত্মা সর্ববাহের ব্যবস্থা ইম্পেরিয়াল করিতে হইবে; বলা প্রদানের ব্যবস্থা পরে করা হইবে।

আমেরিকা ও বৃটেনে জাপানী সম্পত্তি আটক

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত জাপানী সম্পদ আটকের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

এই আদেশ জারীর কালে কোন জাপানী আত্মকই দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিতে পারিবে না।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চীনা সম্পদ আটকেরও আদেশ জারী করিয়াছেন।

বৃটেনে সমস্ত জাপানী শুল্কপত্র আটক করিবার জন্য বৃটেন এক আদেশ জারী করিয়াছে। সন্ত্রাসের অব্যাহা আদেশও অদৃশ্য দাবী অবলম্বিত হইয়াছে।

জাপান উপর বোমাবর্ষণ

একটি এণ্ডেহায়ে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ২৫শে জুলাই পোমোডক, পোলোভিক, মেডেল, স্যুলেনক ও জিটোভির অঞ্চলে যুদ্ধ চলে। উক্ত এণ্ডেহায়ে আরও বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বিমান বহন কক্ষীরা বন্যের উপর বোমা ফেলেন করে। গত ২৪শে জুলাই ২৫টি জাপানী সৈন্য জুপাতিত করা হইয়াছে।

জাপানীর সাহায্যে ৯০ হাজার স্পেনীয় সৈন্য

কটাবিকার গভর্ণমেন্টের নিকট স্পেন হইতে প্রেরিত এক কুটনৈতিক নোটে জানানো হইয়াছে যে, জাপান বিজয়ে সংগ্রামে সাহায্য করার জন্য ৯০ হাজার স্পেনীয় সৈন্য জাপানী বাহ্যে করিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে আরও সৈন্য প্রেরণ করা হইবে। এই নোটে জাপানী অধিবাসীদের মধ্যে জাপানের গভর্ণমেন্টের বিজয়ে যথেষ্ট বিরক্তির উত্তর হইয়াছে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী টমাস সোললি (টনি নিজে স্পেনীয়) "লিবিয়া" পত্রিকার লিবিয়াডেন, "গভর্ণমেন্টের অবিলাসেই স্পেনের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করা কর্তব্য। যদি স্পেন গণতন্ত্রের বিজয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহা হইলে ল্যাটিন আমেরিকা নিশ্চয়ই স্পেনের বিরুদ্ধপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে।"

বালিনের উপর বিমান হান

২৬শে জুলাই মধ্যমে জাপান গিয়াছে যে, রাজকীয় বিমানবহন বালিন এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম জাপানীর সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ চালায়।

রাজকীয় বিমানবহন হ্যানোভার ও হাংগের উপরও প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করে এবং চার উজ্জীলবিশিষ্ট বোমার বিমানের একটি ছোট দল বালিন আক্রমণ করে।

জাপানে আমেরিকান ও ব্রিটিশ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

জাপান যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কার্ভোর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপান ব্রিটিশ সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করিয়াছে।

জাপানিয়ার ইচ্ছা

জাপানিয়ার সৈন্য বাহিনীর একখানি এণ্ডেহায়ে দাবী করা হইয়াছে যে, "জাপানিয়ার নিকট হইতে সমগ্র বেসামরিক পুনর্বিকার করা হইয়াছে। পূর্ব বন্যক্রেত্রে জাপানিয়ার ভূমি উদ্ধারের সংগ্রাম শেষ হইয়াছে। কার্পে-সিয়ান হইতে সবুজ পর্বাশ সমগ্র সীমান্ত আবার জাপানিয়ার অধিকারে আসিয়াছে। জাপানিয়ার উন্নতি, শৃঙ্খলা ও সভ্যতার নিরাপত্তায় জন্য এখনও সংগ্রাম চলিতেছে। জাপান-জাপানিয়ার সৈন্যবাহিনী দীর্ঘতর চাড়াইয়া অনেক-বানি আগ্রসর হইয়াছে।

জুমা-সাগরে নৌ-যুদ্ধ

নৌ বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জুমা-সাগরের সামুদ্রিক অভিযানে ডেইহার "কিয়ারলেন" বিধ্বস্ত

হওয়া চাড়া একখানি কুজার এবং আর একখানি ডেইহার অভিযুক্ত হইয়াছে। আরখানি পত্র বিমানপোত বিধ্বস্ত এবং আরো চারখানি অভিযুক্ত হইয়াছে। সভ্যতঃ একখানি পত্র সাবমেরিনও বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ইম্পেরিয়াল জাপানী সৈন্যদের উপস্থিতি

ইম্পেরিয়াল জাপানী সৈন্যদের হইতে ২৭শে জুলাই প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, পূর্ব জিন সাইগনে সর্ব-পূর্বর কতকগুলি জাপানী বোমার বিমান এবং সাহোয়া গাড়ী আসিয়া পেঁয়াজিয়াছে; তবে উহার সংখ্যা সীমাবদ্ধ। বেসরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, জাপানীসহ হংকং হইতে সমস্ত জাপানী আত্মক অপসারণ করিয়া লইতেছে।

দুইটি জাপান পদাতিক ডিভিশন নিষ্কট

হংকংর এক ইন্টারভে ২৭শে জুলাই বলা হইয়াছে যে, স্যুলেনক এবং জিটোভীর দিকে তুলন যুদ্ধ চলিতেছে।

সোভিয়েট ইনকমবেশন ব্যুরো হইতে নিম্নলিখিত ইন্টারভে প্রচারিত হইয়াছে :—

২৬শে জুলাই জাপানিয়ার সৈন্যবাহিনী পোরকড, মেডেল, কোলেনক ও জিটোভীর-এর দিকে তুলন আক্রমণ চালাইতে থাকে। বপাঅনর সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। স্যুলেনকের দিকে সংঘর্ষকালে সোভিয়েট সৈন্যদল পত্রপত্রীর দুইটি পদাতিক ডিভিশন খুস করে।

মহা মেডিও দাবী করিতেছে যে, তিন দিনব্যাপী সংগ্রামের পর প্রচণ্ড কতিসহ একটি পূর্ণ জাপান সাম্রিক ডিভিশন বিনষ্ট হইয়াছে।

তত্ত্বকে ভারতীয় সৈন্যদের বার্তা

২৮-প্রাচ্যের এণ্ডেহায়ে ভারতীয় চমককার বাহিনীর আর একটি সাক্ষ্যজনক অভিযানের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

এণ্ডেহায়ে বলা হইয়াছে যে, একটি ভারতীয় বাহিনী উগ্রক হইতে অপূর্ব সাহসিকতার সহিত সাক্ষ্য-জনকভাবে অভিযান চালাইয়াছিল। এই চমককার বাহিনী তৎপরতার সহিত পর পর চারটি পত্র বাহিনীর পত্রাং ভাগ আক্রমণ করিয়াছিল। পত্রা এই অত্যন্ত আক্রমণে কঁকড়াবিন্দু হইয়া পড়ে। একটি বাহিনীতে সর্ভবনের সাহায্যে আক্রমণ চালাইয়া পত্রদলকে হটাইয়া দেওয়া হয়। এই সময় পত্রপত্রকে প্রভূত কতিও বীকার করিতে হইয়াছে।

১০৪ বানি নাংসী সেনা জুপাতিত

জাপানিয়ার বিমান বহন কক্ষসৈন্যদের সহযোগিতায় পত্রসৈন্যবাহিনী আক্রমণ করিয়াছিল এবং পত্র বিমান-বাহিনীর বিজয়ে অভিযান চালাইয়াছিল। ১০৪ বানি জাপান বিমানপোত খুস হইয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠার হইয়া]



পূর্ব-বৌদ্ধ-বাহিনীর অভিযান "সিউং"। জাপান জুমা-সাগরের বিজয়ে ইহার অভিযান বিরাটভাবে সাক্ষ্যবিত্ত হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জেলায় সালিসী-বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্যাবলী

জেলা—করিমপুর

বিহণ ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৫৭ নং মামলার ২নং ধাপের পরিমাণ ২৫০৮ টাকা। বেজেটী মর্গে ঋণ করা হয়। মহাজন ১৩৩২ সন হইতে ঋণকের অধি ভোগ স্বত্ব করিয়াছে বলিয়া বোর্ড হিসাব করিয়া দেখে যে ৬৪৫৮ টাকা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং ঋণকে আসল ২৫০৮ এই মতো কোন অর্থই প্রদান করিতে হয় নাই।

পাটগতি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৯৯ নং মোকদ্দমার বেজেটী মর্গে ঋণের আদায় করিয়া আসল আদায় হইতে ১৯২৭ সালে ৩০০৮ টাকা বার গ্রহণ করে। হিসাব নিকাশের সময় বোর্ড দেখিতে পায় যে অধি হইতে মহাজন ৬০০৮ টাকা গ্রহণ করিয়াছে। অতঃপর বোর্ড বিবরণ করে যে ঋণকের আর কোন ঋণ নাই। এইভাবে ঋণক ৬০০৮ টাকার ঋণমুক্ত হয়।

উক্ত ঋণক বেজেটী মর্গে ঋণ বলে করিয়া আসল এক মহাজনের নিকট হইতে ২৫০৮ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের হিসাব নিকাশের সময় বোর্ড দেখিতে পায় যে মহাজন অধি হইতে ৫০০৮ টাকা লাভ করিয়াছে।

উক্ত ঋণকই পুনরায় করিয়া আসল নিকট হইতে বেজেটী ধাপের বলে ১৫০৮ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১৫০৮ টাকা সাব্যস্ত করে। কিন্তু ঋণকের অধি হইতে মহাজন ১৫০৮ টাকা ইতিপূর্বেই ভোগ করিয়াছিল বলিয়া ঋণের পরিমাণ ২৮৮ টাকা বলিয়া বীমাংসা হয় এবং উক্ত অর্থ ৭টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে বিধি হয়।

জেলা—মিনাজপুর

পাটগতি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১০ নং মামলার মহাজন রাইগড় বন-ভাগ্য নিঃ মর্গে ঋণের বলে ২,৪০০৮ টাকা, সাধারণ ধাপের বলে ১৪০/০০ হ্রস্ব হিসাবে ৪৪১/০০ এবং একত্রে ২,৭৮৫১/০০ ঋণক সসিউকীন সরকার ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে দায়ী জানায়। ঋণের হিসাব দেখিতে গিয়া বোর্ড জানিতে পারে যে, ঋণক প্রথমে ১২৮ বিঘা জমি বীজেটী দিয়া ১,২০০৮ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বন ইহার উপর হ্রস্ব জমি তখন মহাজন ঋণকে দিয়া ২১১৮ টাকার একটি সাধারণ ঋণ লিখিয়া দয় এবং উক্ত টাকা উজারের সিন্ডি সিডিল কোর্টে দাখিল করিয়া ৩৪০৮ টাকা এক আসা দ্বিতী ক্ষত করে। অতঃপর বোর্ড অনুদান করিয়া জানিতে পারে যে, মহাজন বাকি ভাগ্যর জন্য উক্ত মর্গে ঋণ অধি ৭০ বিঘা জমি মিলানে উজার এবং মহাজন দিকে ৪৫৯৮১০ দিয়া উজার করিয়া রাখে। ঋণক এ অভিযোগও জানায় যে, মহাজন এতদ্ব্যতীত উজার নিকট হইতে ৬৭৮ টাকা গ্রহণ করে কিন্তু ঋণের পঞ্চাশে উজার ওজাশীল দেয় না এবং কোন প্রকার সিস্তিও দেয় না।

প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া বোর্ড ঋণের পরিমাণ ২,২৩৫৮/১০ সাব্যস্ত করে। কিন্তু মহাজন ইতিপূর্বেই ২,৪০০৮ টাকা মূল্যের ৭০ বিঘা জমি বিক্রিয়া দিয়াছে বলিয়া উজার সময় দায়ী লাভ্য ভাগ্য করিতে অনুদান করে। এবনে একবা বিশেষভাবে উজার-বোধ্য যে, মহাজন বোর্ডের অনুদানক্রমে সমস্ত দায়ী ৪৫৯৮১০ পরিত্যাগ করিয়াছে।

জেলা—১৯-পরাগা

বিহণ ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৬৯ নং মামলার ঋণক বিহণপুর হামদার এবং অন্যান্যের নিকট মহাজন দলিত মোহন ঘাটটির দায়ী পরিমাণ ছিল ৭০০৮ টাকা। মর্গে ঋণের বলে ১৩৩২ সালে ঋণক উক্ত ঋণ গ্রহণ করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৩৫০৮ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে; কিন্তু ঋণকের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া পরে ঋণের পরিমাণ ১৭০৮ টাকা বলিয়া দায়ী হয়। মহাজন ৭টি চিঠি সব-সংবাদ দায়িক কিস্তিতে উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। এতদ্ব্যতীত মহাজন সমস্ত মর্গে ঋণ সম্পত্তি ঋণকে প্রত্যাপন করিয়াছে।

কসিরাটি সাধারণ ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৪৩ নং মামলার ঋণক আবদুল্লাহ পের এবং মহাজন সুরেন্দ্রনাথ নিকতার।

১৯১৯ সালে ঋণক মহাজনের নিকট হইতে পতক ৩৭৮ হ্রস্ব ২০০৮ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে মহাজন ১৪০৮ টাকা পায় এবং উক্ত বৎসরই বড় বদলাইয়া ১০০৮ টাকার বড় লিখিয়া দেওয়া হয়। এই মূল্য বড় ভেদী করার পর ঋণক মহাজনকে ৪৭০৮ টাকা বাক প্রদান করিয়াছে। ১৯৪১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ঋণক কসিরাটি পেনশনাল বোর্ডের দায়ীপত্র হয়। তৎপরে উক্ত মামলা কসিরাটি সাধারণ ঋণ-সালিসী বোর্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। মহাজন উজার দায়ী পরিমাণ ১,২৩৪৮ টাকা বলিয়া জানায়। বোর্ড এই মামলার বীমাংসা করিবার পূর্বেই উভয় দল একযোগে একটি আপোষ-পত্র দাখিল করে; তাহাতে বলা হয় যে, ঋণক মহাজনকে ১০০৮ টাকা দিতে স্বীকৃত আছে এবং উক্ত অর্থ বার্ষিক ১৫৮ টাকা করিয়া বিন বৎসরে পরিশোধ করা হইবে। বোর্ড উক্ত আপোষ-পত্র মঞ্জুর করিয়া উজার বাকের করিয়া সমস্ত আছে। ১,২৩৪৮ টাকার দায়ী এইভাবে মিলানে সত্যি বোর্ডের পক্ষে প্রত্যাপন করা; কিন্তু একেই ইচ্ছা দেখিতে হইলে যে, মহাজন ২০০৮ টাকা ঋণের জন্য ৬১০৮ টাকা দায়ী করিয়াছিল, অর্থাৎ উজার দায়ী পরিমাণ আসল ঋণের তিন গুণকেও ছাড়িয়া দিয়াছিল। যদি এই অর্থের সঙ্গে আরও ১০০৮ টাকা যোগ করা যায়, তখন উজার পরিমাণ আসল ঋণের পাঁচগুণ বাড়িয়া, এইজন্য পেনশনাল অফিসার এই সম্পর্কে অনুদান করিতে গিয়া বোর্ডকে আপোষ-পত্র মান্য করিতে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে এই মামলার নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের ৪৪ (ক) নং অনুযায়ী নুতন করিয়া শুরু করা হইয়াছে।

জেলা—মেদিনীপুর

ভাটগ্রাম পেনশনাল ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৭০৫নং মামলার মহাজন (১) কালিধর কল ও অন্যান্য এবং (২) রজনী কান্ত চৌধুরী এবং ঋণক দুর্গ। চরণ মায়ের এবং অন্যান্য।

এই মামলার ঋণক প্রথমে ১৯২৭ সালে পূর্ব মহাজনের নিকট হইতে ৪০ আড়া বাক ঋণ গ্রহণ করে; কিন্তু তাহা পরিশোধ করিতে না পারিয়া ঋণক পূর্ব বড় পরিবর্তন করিয়া ১৯২৭ সনে ১০০ আড়া বাক আসল বলিয়া লিখিয়া দেয়। ইহার পর কয়েক বৎসর মাসে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া ১৯৩৬ সালে তৃতীয় বার বড় কল্যাণ দেয়। এই সময় মহাজনের দায়ী

পারদায়ী দায়ী মাসে ৭৫ সেকা বাক ঋণ তাহাতে বলা হয় যে, উক্ত পারদায়ী দায়ী নিকট হইতে আসল হিসাবে ১৪৯৮ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ঋণে একবারও লিখিত হয় যে, দ্বিতীয় ধাপের প্রাপ্য ঋণ ঋণকরণ আর্থিক ভাবে ১২০ আড়া বাক পরিশোধ করিয়াছে। মহাজন ৭৫০৮ পূর্ব দায়ী বোর্ডে দাখিল করে, সেজন্য বোর্ড ঋণের ৩৫০৮ কল্যাণ মামলার ৭৫০৮ অর্থীকর করে এবং তদানন্তর অনুদান হইতে থাকে।

বোর্ড বিবরণ করে যে ৪০ আড়া বাক হইতে আসল ঋণ এবং বেজেটী মহাজন ১২০ আড়া বাক গ্রহণ করিয়াছে তদনুসারে আসল ঋণের বিহণ পরিশোধ করা হইয়াছে এবং ঋণকের কোন ঋণ থাকিতে পারে না। তৃতীয় বড় বোর্ড আর প্রাণ্য করে নাই।

উক্ত ঋণকরণ ২৫০ মহাজনের নিকট হইতে ১০০৮ টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং এই আপোষ মহাজনকে দুইটি পূর্বক বড় দেওয়া হয় এবং ঋণের পরিমাণ ২১ বিঘা জমি মর্গে ঋণ দেওয়া হয়। মহাজন পাঁচ বৎসর কাল জমি ভোগদান করে।

বোর্ড প্রদান আসলে দায়ী পরিমাণ ৪৬২৮ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল অধি হইতে মহাজন ১,০০৮৬ টাকা লাভ করিয়াছে। আসল ঋণ হইতে মহাজন বিতরণেরও বেশী লাভ করিয়াছে বলিয়া ঋণকের কোন ঋণ নাই বলিয়া বোর্ড দায়ী করে।

অতঃপর মহাজনের তরফ হইতে আপিলেট অফিসারের নিকট আপিল করা হয় কিন্তু সেখানেও বোর্ডের বীমাংসাই সাব্যস্ত বলিয়া গৃহীত হয়। তৎপরে মেদিনীপুরের জেলা জজের নিকট আপিল করা হইলে তিনিও বোর্ডের বীমাংসা বহাল রাখেন।

আমকোপা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ২১নং মামলার এই মর্গে ৬৭ পত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল যে, মহাজন ১৩ বৎসর মর্গে ঋণ জমি ভোগদান করিবে এবং তাহান মর্গে ঋণ ৬ হ্রস্ব পোষ হইয়া গাইবে। ঋণে একবারও লিখিত ছিল যে, ঋণকে এই লাভ বিঘা জমির বার্ষিক বাজ্যা ১৬১০০ করিয়া দিতে হইবে না। বোর্ড নিম্নলিখিতভাবে উক্ত মামলার বীমাংসা করে:—

২৩ বৎসর জমি ভোগদান করার পূর্বময় হ্রস্ব করিয়া ১৫ বৎসর করা হয়। মহাজন ইতিমধ্যে তের বৎসর জমি ভোগদান করিয়াছে; তত্বেজা চয় পত টাকার মধ্যে ৫২০৮ টাকা লাভ দিয়া বাক্যক ঋণের পরিমাণ ৮০৮ টাকা সাব্যস্ত করা হয়। পরে ঋণকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই ৮০৮ টাকার পরিমাণ কমাইয়া ৪৮৮ টাকার বীমাংসা করা হইল এবং ১২ টাকা করিয়া চারটি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হইল। মর্গে ঋণ করা সম্পত্তি মহাজন পুনরায় ঋণকে প্রত্যাপন করিল এবং সেই হইতে উজা ঋণকের অধিকারে আছে।

জেলা—বগুড়া

১৯৩৯ সালের ১৮৩৩নং মামলার হাটপেরপুর পোন অফিস ঋণক আদু প্রামাণিকের নিকট ২,১৩৬৮ টাকা দায়ী করে। বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ ৮১২৮ টাকা সাব্যস্ত করে এবং পরে উজা ১৬১৮ টাকার বীমাংসা হয়।

বুয়েলি অফিস হইতে "জেলা" জেলাপ্রাকের" মামলা-পত্রা লিখিয়াছেন—

আজেক্ষণিকার সর্বাপেক্ষা সাধারণতঃ কালিধে জেলাকেল জুরান রাটেলি মোদিসনকে জেডারেল কোর্ট উজার বিপুলবাক্য কাছাকাছীর সর্বোচ্চময় কৈকিরং দেওয়ার জন্য তদন করিয়াছেন। আজেক্ষণিকার দায়ী সংবাদপত্র "এক টাইমের" সম্পাদক সিনের গোবর্দ্ধনপ্রায় নিকট হইতেও অনুদান কৈকিরং তদন করা হইবে।

[illegible]

সরকার কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর করা

কতিপূরণ প্রদানের নিয়মকানুন

ভারতের আইনের ১৬নং কলে নির্ধারিত হইয়াছে যে, যখন কোনো গভর্ণমেন্ট অথবা প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট কোন সম্পত্তি হস্তান্তর কর্তৃক দান বা আদায় করেন, কিংবা কালে লাগাইতে পারি করেন বা ব্যবহারে আনেন, কিংবা এই সম্পত্তি হস্তান্তরিত, ধূস বা বাবদারের অনুপস্থিতি করা হয়, এই সম্পত্তির মালিকের যে কতি হইবে তৎক্ষণাৎ এই কলের বিধানমতে নির্ধারিত কতিপূরণ এই মালিককে দেওয়া হইবে। উক্ত কলের ১নং প্রকরণে প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট বা প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টকে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ প্রচার করিয়া এই সর্বস্ব সর্বের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, সর্বস্ব সর্ব কতিপূরণের দাবী বিবেচনা করিবার কিংবা তৎসঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার দায়িত্ব সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি, সে কতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার সময় বিব করিবেন।

বাংলা দেশে উক্ত কলের বিধানমতে কতিপূরণ দেওয়ার বেলায় কি নিয়ম প্রচলিত করা হইবে, সে সম্বন্ধে বাংলা গভর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

কতিপূরণ পাওয়ার অধিকার উক্ত হওয়া মাত্রই কতিপূরণের নির্ধারিত দাবী কালেক্টরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট উক্ত কলের ৪১, ৭৬, ৭৮, ৭৯নং কলেবর্তে আদেশ প্রচার করিয়া কোন সম্পত্তি কর্তৃক দান বা আদায় আনিলে কিংবা এই সম্পত্তি কালে লাগাইবার দাবী করিলে বা ব্যবহারে আনিলে কিংবা এই সম্পত্তি হস্তান্তরিত, ধূস বা বাবদারের অযোগ্য করিলে এই সম্পত্তির মালিক ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের মধ্যে তৎক্ষণাৎ কতিপূরণের পরিমাণ আপোষে স্থিরীকৃত হইবে যদি এমন চুক্তি হয় যে, মালিককে এই সম্পত্তি বিশেষভাবে উল্লিখিত সাধারণ বা মেমোরান্ডাম করিয়া দেওয়া হইবে এবং এই সম্পত্তি যদি উক্ত সম্পত্তি সাধারণ বা মেমোরান্ডাম না করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সম্পত্তি মালিককে দেওয়া দেওয়ার পর বর্ষাসত্তর কালবিলম্ব না করিয়া কালেক্টরের নিকট নির্ধারিত কতিপূরণের দাবী পেশ করিতে হইবে।

কতিপূরণের দাবীতে অন্যান্য বিষয়ের মতে উল্লেখ করিতে হইবে, কি তাহা দাবীর উত্তর হইবে, দাবীকৃত কতিপূরণের পরিমাণ এবং এই পরিমাণ চাকার দাবী করিবার ক্ষেত্রে।

কি পরিমাণ কতিপূরণ দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে সম্পত্তির মালিক ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের মধ্যে কোন চুক্তি না থাকিলে এই সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কোন কতিপূরণ দাবী করা হয়, তাহা হইলে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট এমন একজন ব্যক্তিকে সালিশ বা বর্ষাস নিয়োগ করিবেন, যিনি বিরোধীতার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং তিনি উক্ত আদেশের ৬ এবং ৭নং প্যারাগ্রাফের বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং এই ব্যাপারের সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া, যদি এই সম্পত্তির মালিককে কোন কতিপূরণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন এবং নির্ধারিত নিষ্পত্তি প্রদান করিবেন। এমন দাবী সম্বন্ধে উক্ত নির্ধারিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে।

কতির পরিমাণ নির্ধারিত করিবার সময় একজন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ৪১, ৭৬, ৭৮ এবং ৭৯নং কলের বিধানমতে প্রদত্ত আদেশ কার্যকরী হওয়ার সময় কোন কতিপূরণের দাবী করা হইলে যে সম্পত্তি সম্বন্ধে দাবী করা হইতেছে তাহার মালিকের কোন বাস্তব আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে কি না, তাহার কথা এই কতিপূরণের দাবীর উত্তর হইয়াছে এবং এই বিশেষ ব্যাপারে এই সম্পত্তির মালিক প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টকে বিশেষভাবে সাহায্য প্রদান

[দ্বিতীয় কলেবর্তে বিব্রু হইবে]

ঢাকা কৃষি-কলেজের উদ্বোধন

মামনীর কৃষিমন্ত্রীর বক্তৃতা

[৫ম পৃষ্ঠার পেশাং]

যিঃ হপলাও ও এক্জিকিউটিভ ইন্ডিস্ট্রিয়াল যিঃ ডি. সি. লসকপ যে সকলের পরিচয় ছিলো, তৎক্ষণাৎ তাঁহারাও সম্মানিত পাওয়ার যোগ্য। আমি আপা করি, কলেজের কাছা পরিচালনার ও উহার উন্নতি বিষয়ে অধ্যাপক-মণ্ডলীর উৎসাহ পশিত হইবে না এবং অধ্যাপক-মণ্ডলীর হস্তক্ষেপে যেই দিন সময় এই প্রতিষ্ঠানটি যোগ্যতার লিক কিংবা এতটা উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে যে, তাহাদের অন্যান্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমকক্ষ বলিয়া এই কলেজটি অচিরেই গণ্য হইতে সমর্থ হইবে। আমি প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি।

আমার বক্তব্য শেষ হইল। এক্ষণে আমি মহাশয় গভর্ণমেন্ট বাতাসকে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিতে অনুমোদন করিতেছি।

মোয়াদালী জেলার কটিকা-বিভাগে

মলকুপ খনন

অবিদ্যে কার্য সমাধা করার ব্যবস্থা।

মোয়াদালী জেলায়—বিশেষ করিয়া কটিকা-বিভাগে অকলে—৪৫০টি মলকুপ খনন করিবার নির্ধারিত কাজ সরকার ৮৩,২৫০ টাকা মূল্য করিয়াছেন। প্রস্তাবিত মলকুপগুলির স্বকপাবেষণের ব্যয় তাহা যখন করিতে মোয়াদালী জেলা-বোর্ডকে অনুমোদন করা হইয়াছে। অতি শীঘ্র এই কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া জিনিষ-পত্র সরবরাহ সম্পর্কে মোয়াদালী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত পরামর্শের করিতে অনন্যদ্বা বিভাগের চিক্ ইন্ডিস্ট্রিয়ালকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

মোয়াদালী জেলায় যে পরিমাণ মলকুপ খননের প্রস্তাব মূল্য করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির জিনিষপত্র যে উক্ত স্থানে পাওয়া হইবে না, তাহা সরকারকে জানানো হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ সরকার কর্তৃক বন্যোন্নতি যে-সকল প্রতিষ্ঠান সত্তাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটির জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে পারিবে, অনন্যদ্বা বিভাগের প্রধান ইন্ডিস্ট্রিয়ালকে সেই সকল সরঞ্জাম উক্ত স্থানে পাঠাইবার জোর প্রদান করা হইয়াছে।

বিস্ত ২৮শে জুলাই হইতে কটিকা-বিভাগে ও কটিকা-বিভাগে সত্তাব অধিবাসন আরম্ভ হইয়াছে।

[১ম কলেবর্তে পেশাং]

করিয়াছেন কি না, কিংবা এই আদেশমতে কাজ করিতে হইয়া সম্পত্তির মালিককে কোন প্রকার অর্থ-হার করিতে হইয়াছে কি না।

কোন কতিপূরণের দাবীর ব্যাপারে যদি কতিপূরণ দিতে হয়, তাহা হইলে এই কতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নিয়োজিত সালিশ বা বর্ষাস তাঁহার নিষ্পত্তির দেওয়ার পূর্বে এই দাবী সম্বন্ধে কালেক্টর কোন আপত্তি উপস্থাপন করা নকত মনে করিলে কালেক্টরকে উক্ত আপত্তি পেশ করার সুযোগ-সুবিধা দিবেন। দাবী-উপস্থাপনকারী নিজের কথা মিছে বলিতে পারিবেন কিংবা যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উক্ত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন এবং সালিশ বা বর্ষাস আদেশ্যক মনে করিলে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারবেন।

উক্ত আদেশের পূর্ব বিধান ১৯৪১ সনের ২৪শে জুলাই তারিখের "কলিকাতা গেজেট" প্রকাশিত হইয়াছে।

অনহিতকর কার্যে সরকারী দান

অতিরিক্ত ১৩,২৮৬ টাকা মূল্য

বাংলা সরকার বেঙ্গলীপুর, খুলনা, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, মুন্সিগঞ্জ, জামশিদি এবং ঢাকা জেলায় নিম্নোক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার জন্য অতিরিক্ত ১৩,২৮৬ টাকা মূল্য করিয়াছেন—

মোয়াদালীপুর

বক্তৃতাগুলির মিলেজার জুকিলী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠের উন্নতি সাধনকল্পে—১০০৮।

বাংলায় বালক-বালিকাদের জন্য একটি প্রাথমিক-উদ্যান প্রতিষ্ঠাকল্পে—২৪৮।

খুলনা

সাতকীরা মহকুমার কালীগঞ্জ থানার অস্থায়ী মাদরাসা খালে একটি জলনিষ্কাশন নিদান—১,৫০৮।

বারাকপুর পাবলিক স্কুলের শীতের পুষ্ক ও আসবাব-পত্র ক্রয়ের জন্য—১০০৮।

জলপাইগুড়ি

মুন্সি ও কালকুট সেতু দ্বারা বাসাবাসের কার্য এবং তাহার শীতের রাস্তা নির্মাণের জন্য—১,৫০০।

বীরভূম

সদর মহকুমার লবপুর থানার এলেকাধীন সারোয়ার খাঁয়ের সড়কের সাধনকল্পে—২,০৬৬।

সদরমাটি থানার এলেকাধীন সোহাপুরের মহাবীর রাম মেমোরিয়াল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পুস্তক ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের নির্ধারিত—১০০৮।

সোলজানপুর শ্রীরাম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংলগ্ন মোটেল ও কারখানা নির্মাণের জন্য—৫০৮।

মুন্সিগঞ্জ

কতিপূর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠের জন্য—৫০৮।

সালবাগ মহকুমার এলেকাধীন শীশানপাড়ার নিকটে মেহেরীদি প্রাইমারী বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণকল্পে—১৫০৮।

সালবাগ মহকুমার নিমালবাগে বেজাপুরগোড়িত পুরে নির্মিত বাড়ার একটি জলসুপানী নির্মাণকল্পে—২০০৮।

কালি মহকুমার হালা আত্মপ্রাণ মাধ বর্ষা-ইংরেজী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের জন্য—১০০৮।

সালার এডওয়ার্ড বর্ষা ইংরেজী বিদ্যালয়ের সম্পত্তি নির্মিত খেলার মাঠ সমস্ত করার জন্য—১০০৮।

সদর মহকুমার বাহালা পল্লী সংগঠন সমিতির জন্য একবাগি গ্যাস হাউ নির্মাণকল্পে—১০০৮।

সদর মহকুমার এলেকাধীন পলাপুরের হিন্দুসারিনী এবং মাদারিচা নিমালবাগী সমিতির সংলগ্ন বালক-বালিকাদের দুক বিদ্যালয় গৃহের পুনর্নির্মাণকল্পে—১০০৮।

বহরমপুরের এলেকাধীন বলিচর মাইপাড়ার একটি মলকুপ স্থাপনের জন্য—২৫০৮।

জামশিদি

বিজয়বাড়ী থানার মাঠের উন্নতিকল্পে ১২০৮ কালিঙ্গা-এর শীতের বর্ষা এবং সমবেতের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ—৮০০৮।

সোহামা হটলে হিমতিব্দ খানসাহেব সাতজান বহরমপুর বিপটি রাস্তার উন্নতি সাধনের জন্য—৪০০৮।

ঢাকা

মুন্সিগঞ্জ থানার এলেকাধীন চর জুবুরিয়া নামক স্থানে একটি সাতজান চিকিৎসালয় নির্মাণকল্পে—১৮০৮।

(পেশ-মোট)

লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ

বেচা কেনার তফা লাইসেন্স প্রদান

সিমলা হটতে সরকারী বিভাগ ভারতে লৌহ ও ইস্পাত বেচাকেনা সম্পর্কে একটি প্রেসনোট প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্ভাষে প্রকাশ,—

বর্তমানে যুদ্ধের প্রয়োজনে লৌহ ও ইস্পাতের আবশ্যকতা এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আবশ্যিকীয় ব্যাপারে সাধারণ লৌহ বা ইস্পাতের অপর্যাপ্ততা বা ঘটে অথচ অস-নাধারণ ও জাহাজের প্রয়োজনীয় কাজে এই সকল জিনিস হটতে বঞ্চিত না হয়, সে-কথা ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাত বেচা-কেনা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ১শা আগস্ট হইতে এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিষিদ্ধ অফিসের নিকট হইতে লাইসেন্স অর্থাৎ অনুমতিপত্র না লইয়া কেহ লৌহ বা ইস্পাত বেচাকেনা করিতে পারিবে না। বিভিন্ন প্রয়োজনে লাইসেন্স সেওয়ার ভার বিভিন্ন অফিসের উপর লাল হইয়াছে—

(১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পুর্নবিভাগ, এ, আর, পি স্থানীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠান (কর্পোরেশন ও মিউনিসিপালিটি ইত্যাদি) ও পোর্ট ট্রাস্টের প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কে লাইসেন্স প্রদান করিবেন—কেন্দ্রীয় সরকারের প্রম বিভাগ (ইস্পাত-নিয়ন্ত্রণ শাখা)।

(২) রেলওয়েসমূহের প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাতের লাইসেন্স দিবেন—রেলওয়ে বোর্ড।

(৩) বিমানপোত নির্মাণ ও অন্যান্য সামরিক জিনিস তৈয়ারীর জন্য কলকারখানা বা অন্যান্য উপকরণের আবশ্যিকীয় লৌহ ও ইস্পাতের লাইসেন্স প্রদান করিবেন—ডিপার্টমেন্ট-ফর-অয়ার, মামিনানস প্রোডাকশন, কলিকাতা (দি ডিপার্টমেন্ট অব মৌলস)।

(৪) দেশরক্ষা বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য যে লৌহ ও ইস্পাত প্রয়োজন, তাহার লাইসেন্স সেওয়ার কর্তা—অনারবল ডেপুটি কমিশনারের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার।

(৫) নৌ-বিভাগ ও জাহাজ নির্মাণ সংক্রান্ত লৌহ ও ইস্পাতের লাইসেন্স দিবেন—রয়েল ইন্ডিয়ান নেভীর ম্যানুজ ডেপুটি কমিশনার, সিমলা—সিঙ্গী।

(৬) বেসামরিক অধিবাসীদের সাধারণ প্রয়োজন, ও শিল্পাধিকারের আবশ্যিকীয় লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ লাইসেন্স সেওয়ার ভার থাকিবে—ভারত সরকারের শাসিতা বিভাগের হাতে। এই লাইসেন্সের জন্য চীফ কম্পিউটার অব টেম্পোরারি নিকট প্রবেশ করিতে হইবে।

কোন বিভাগের মারফতে কতটা লৌহ ও ইস্পাত বেচাকেনার লাইসেন্স সেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবেন—মাস্টার-অনারবল অব দি অর্ডম্যান্স।

লৌহ, ইস্পাত, পোছার পাট, পোছার বস্ত্র, জু, গ্যাসডেনাইজড সিট, পোছার তার ইত্যাদি লৌহ ও ইস্পাতের বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য সম্পর্কে এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে।

লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদক কারখানাগুলি এবং উহার বিক্রেতারা আরও এও ট্রল কম্পিউটারের লাইসেন্স বাতীত কার্যও নিকট জিনিস বিক্রয় করিতে পারিবে না। আরও এও ট্রল কম্পিউটারের আবেশ অনুযায়ী উৎপাদক কারখানা এবং টকিউনিগকে জাহাজের বেচা-কেনার হিসাব রাখিতে হইবে এবং উক্ত অফিসের লেখিত চাহিদে এই হিসাব তাঁহার নিকটে পেশ করিতে হইবে। উক্তা করিলে এই অফিসের তাঁহারের মোকদম বা কারখানা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

আরও এও ট্রল কম্পিউটার নিবদ্ধ হইলে পর বর্তমান ট্রল কম্পিউটার ও ডেপুটি ট্রল কম্পিউটারের মাই পরিদর্শন করিয়া ট্রল ইস্পোর্ট কম্পিউটার ও ডেপুটি ট্রল ইস্পোর্ট কম্পিউটার রাখা হইবে।

তিন হাজার কার্খান ট্যাক্স বিনষ্ট

বালুটিকে পানসার ভিত্তিমের সলিস সমাধি

“ডেইলী এক্সপ্রেস” পত্রিকার সাহিত্যিক সংবাদভাষ্য লিখিয়াছেন—

প্রায় তিন হাজার কার্খান ট্যাক্স পুংস অথবা ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বালুটিক সাগরে সোভিয়েট সৈন্যদের কার্খানীর যে সকল জাহাজ ডুবাইয়াছে, তাহাতে আর একটি পানসার ভিত্তিমের কেন্দ্রিয় ইন্ডাস্ট্রির নিকট ফিল্ডমার্শাল বানারহিমের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইতেছিল। তত্বে কার্খানীর এপার্ট আউট-বোর্ডিং পানসার ভিত্তিম বিনষ্ট হইয়াছে। উহার ফলে কার্খানীর নাবিক বাহিনীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতে পারে।

বর্তমান মাসে ৩৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০, ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬, ১০০৭, ১০০৮, ১০০৯, ১০১০, ১০১১, ১০১২, ১০১৩, ১০১৪, ১০১৫, ১০১৬, ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, ১০২০, ১০২১, ১০২২, ১০২৩, ১০২৪, ১০২৫, ১০২৬, ১০২৭, ১০২৮, ১০২৯, ১০৩০, ১০৩১, ১০৩২, ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৬, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪১, ১০৪২, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৫, ১০৪৬, ১০৪৭, ১০৪৮, ১০৪৯, ১০৫০, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৩, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮, ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৬৫, ১০৬৬, ১০৬৭, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭০, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৫, ১০৭৬, ১০৭৭, ১০৭৮, ১০৭৯, ১০৮০, ১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩, ১০৮৪, ১০৮৫, ১০৮৬, ১০৮৭, ১০৮৮, ১০৮৯, ১০৯০, ১০৯১, ১০৯২, ১০৯৩, ১০৯৪, ১০৯৫, ১০৯৬, ১০৯৭, ১০৯৮, ১০৯৯, ১১০০, ১১০১, ১১০২, ১১০৩, ১১০৪, ১১০৫, ১১০৬, ১১০৭, ১১০৮, ১১০৯, ১১১০, ১১১১, ১১১২, ১১১৩, ১১১৪, ১১১৫, ১১১৬, ১১১৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১২০, ১১২১, ১১২২, ১১২৩, ১১২৪, ১১২৫, ১১২৬, ১১২৭, ১১২৮, ১১২৯, ১১৩০, ১১৩১, ১১৩২, ১১৩৩, ১১৩৪, ১১৩৫, ১১৩৬, ১১৩৭, ১১৩৮, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৪১, ১১৪২, ১১৪৩, ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৪৬, ১১৪৭, ১১৪৮, ১১৪৯, ১১৫০, ১১৫১, ১১৫২, ১১৫৩, ১১৫৪, ১১৫৫, ১১৫৬, ১১৫৭, ১১৫৮, ১১৫৯, ১১৬০, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৩, ১১৬৪, ১১৬৫, ১১৬৬, ১১৬৭, ১১৬৮, ১১৬৯, ১১৭০, ১১৭১, ১১৭২, ১১৭৩, ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১১৭৭, ১১৭৮, ১১৭৯, ১১৮০, ১১৮১, ১১৮২, ১১৮৩, ১১৮৪, ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৮৭, ১১৮৮, ১১৮৯, ১১৯০, ১১৯১, ১১৯২, ১১৯৩, ১১৯৪, ১১৯৫, ১১৯৬, ১১৯৭, ১১৯৮, ১১৯৯, ১২০০, ১২০১, ১২০২, ১২০৩, ১২০৪, ১২০৫, ১২০৬, ১২০৭, ১২০৮, ১২০৯, ১২১০, ১২১১, ১২১২, ১২১৩, ১২১৪, ১২১৫, ১২১৬, ১২১৭, ১২১৮, ১২১৯, ১২২০, ১২২১, ১২২২, ১২২৩, ১২২৪, ১২২৫, ১২২৬, ১২২৭, ১২২৮, ১২২৯, ১২৩০, ১২৩১, ১২৩২, ১২৩৩, ১২৩৪, ১২৩৫, ১২৩৬, ১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৪০, ১২৪১, ১২৪২, ১২৪৩, ১২৪৪, ১২৪৫, ১২৪৬, ১২৪৭, ১২৪৮,

ଆ ବର୍ଷ, ୨୧୫ ମସିହା ।

बनिकाया, २३ई बागई, २६४२

1. Introduction

সমগ্র বিশ্বে একটি মাত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

[উৎকল্যাস ষ্টাফ লিখিত প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত]

তার ১৫ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে অপেক্ষা সোভিয়েট
 রাশিয়াকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহুশত্রু বলিয়া বোধ করা
 হইত। হিটলারের হুডবান্ড জবন আকাশে মেঘ-
 বস্তুর দ্যায় এমিক সৈনিক ডানিয়া বেড়াইতেন—
 কোথাও স্বাধী আশ্রয় জড়িয়া বসিতে পারে নাই।

কিন্তু ধীরে ধীরে ইহা এমন এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল যে, চিনিবার আর যো হইল না। আবার নতুন হয়, নুতনত আন্তিভূমির অজ্ঞানসারে ইহা এখনও পরিবর্তনের দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। তবে অনেক ইহা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না।

১০ কংগ্রেস এমন কি ১০ কংগ্রেসের পূর্বের বলশেভিক
মানিরা আজ আর তেমনটি নাই। তখন লোকের বান-
পুষের বেলাতে বড় বড় অক্ষরে কার্ড বার্কসের বিখ্যাত
উক্তি "বন্দ মানুষের পক্ষে অহিংসেন তুল্য" লিখে
সেওয়া হইত। সাম্যিকতার প্রচার-কার্য সম্বন্ধে আজও
তথ্য চসিছে।

এতদ্ব্যতীত কিছু তুলে তুলে তুমার দুইটি পরিসর
সংরক্ষিত হইতে থাকে। কল বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শাখার
ইজিডাল চর্চার ব্যবস্থা হইল এবং দুঃশ্রমের প্রভেদে
স্বাধীনভাবে নিজের বনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিত করিল।
ব্যবশ্যিক-বিবোধী লোকের দিক হইতেই আমি
ইহা জানিতে পারিয়াছি।

সম্প্রতি ইয়াও জানিতে পারা গিয়াছে যে, বঙ্গেশ্বর
স্বাধীনতা, শৌর্য ও আত্মসম্মান ব্যাঘাতে অকণ্ঠ থাকে,
তৎকালীন বঙ্গের নবু প্রবাস নির্ভর ১২,০০০ জন লোক
নববঙ্গ হইয়া উপূরের নিকট বর্তমান বুকে তরলাভের
প্রাধান্য জ্ঞাপন করে।

ইসলামী জীবনের যেখানে-সেখানে জাতির মণ্ডল
মিষ্টাভ্যে যেখানে জমা হয়-সেখানে জাতির মণ্ডল
কর্ম-স্বার্থের নীতি অনুসরণকারী জাতির মণ্ডল
কর্ম-স্বার্থের নীতি অনুসরণকারী জাতির মণ্ডল

রাশিয়ার দলদ-কীভাবে এই পরিস্থিতি জড়ায় তখন
মুখ্য এবং উচ্চ স্তরে রাশিয়ার দীর্ঘায়িত থাকিবে না।
এই ক্ষেত্রে মার্কসের মার্কসিজম ও রাষ্ট্রশাসিত কীভাবে
যে সকল দল মতভেদের দৃষ্টি হইয়াছে, একতরফা উচ্চ
আবেগের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে।

[illegible]

নাই। এ কারণে আবাবিনকে অনুবিহার পড়িতে দেও, তিনি উহার অর্ধেকটা পরিকারভাবে বুঝিয়া নিজে পাবেন নাই—উহা আবাবের নিকট অবোধগম্য হইয়া রহিয়াছে। গ্রেট ব্রিটেন এবং পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশের কোটি কোটি লক্ষ্যমণী কেন যে আবাবিনজার মুলির জন্য অন্ধান বন্দে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে, কার্য কার্যের প্রচারিত নীতির সাহায্যে উহার তাৎপর্য উপলব্ধ হইতে পারে না।

মানুষের জ্ঞান হিসাবে স্বাধীনতার সঙ্গে মিশ্রণ
সেই ব্যাপার নয়। জ্ঞান ইহা নিশ্চয়ই; তবে
বৈষয়িক বিচার-বিবেচনার সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক
নাই। বিভিন্ন বস্তুয়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক
প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার কতকটা মিল থাকিলেও স্বাধীনতা
ইহার জন্য সংগ্রাম করে তাহার যে শুধু যেটা বাড়িল,
ব্যবসারে উন্নতি কিবা সম্ভার যেটুকু বাড়ী লাভের আশার
তাহা করে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। স্বাধীনতা,
সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা পণ্ডত্বের অভ্যর্থিত
অংশ। পণ্ডত্বই মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তাধারাকে
বীচাইয়া রাখে বলিয়া গ্রেট বুটেন ও মিশ্রবুদ্ধিশূত্র ইহার
জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ফল কথা, উদার-মন পাশ্চাত্যের উদার-মৈত্রিক দলের রাজনীতি-মত-মতাবলম্বের সঠিক কৃষ্টিণ ও মিত্রপক্ষপুষ্টের নৃত্বের উদ্দেশ্যের দেশী কিছু পূর্ণতা নাট—মিঃ পূর্ণমন্ডী দুগের উদার-মৈত্রিক রাজনীতি-মতাবলম্ব অর্থ-নীতির উপর তাঁহাদের মতাবলম্ব প্রতিক্রিয়া করিয়া কুপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া উদার-মৈত্রিক রাজনীতি-মতাবলম্বের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া আরম্ভ করে, আবার কেহ কেহ সোশ্যালিজম বা কমিউনিসিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শেষোক্ত দলের অনেককে মতাবলম্বের তাৎপর্যের মতাবলম্ব বা দুষ্কৃত প্রচারণা বানান করিয়া মনে করিয়া লয়। আন আন উদার-মৈত্রিক সেই মতাবলম্ব হইতেই টানিয়া লয়। বোম্বাই-বোম্বাই স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিতেছেন। ইহার কি কোন ফল নাই ?

আমরা একে একে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার আশ্রিতিকে সাক্ষাৎসমকভাবে সংগ্রাম জনায়িত্তেছি। সিবিয়ার আশ্রয়ের অভিযান পূর্ণভাবে চলিয়াছে, এবং প্রায় ৬ হাজারতরকা কার্ভো একটা সমস্ত ঘটনার উল্লেখ্য আয়োজনে আমরা বাস্তু এক ক্রীড়ার পরামর্শ দিতে বিলা প্রদণ পূর্বক এই বিলাকে ইংলও বন্ধার প্রবেশ করিতে চেষ্টা কোন ক্রটি দ্বিষ্টেই না। এত আশ্রিতকার স্বেচ্ছাও আমি বর্জমান বন্ধনময়ের অস্বাধিকার উল্লেখ্য সম্পর্কে চিন্তা করাকে কালের অপব্যয় মনে করি না। এই সংগ্রাম সংগ্রাম বায়িত্তি প্রোগ্রাম পদ্ধতিতে পদ্ধতের উল্লেখ্য বি. তাহাও বায়িত্তিক পদ্ধতিভাবে চিন্তা করি। সেবা উচিত। অন্যথা প্রতি পক্ষে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে।

হিটলার কমতানাত্বে অকৃত্ত বাসনা পোষণ করিয়া থাকেন। এই বাসনার কোন পরিসীমাই আছে বলিয়া বলা হয় না। ইহাকে বোটারুটিভানে লড়া বলিয়া বহিরা লইলে যেন হয় আলেকজান্ডার ও নেপোলিওনের বিজয়-গৌরব স্থান করার জন্য ভূমি দখল পৰিবার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বহুসংখ্যক চেষ্টাওয়ে। ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য হইলেও তাঁহার অনুকৃত নীতি কিং কিয়-বিধুলী হইলেও রপটিলীর অনুকৃত নীতিকই অনুকৃত।

স্বভাৱে সেবা নাইভেছে, দুইটি পৰম্পৰা-বিৰোধী উদ্দেশ্যে বিপুল বৃদ্ধি এই শ্ৰমবহুল ধূলো-বজ্জৰ অনুষ্ঠান চমিভেছে। বিপ্লৱ-জয় ও সমগ্ৰ মানব জাতিৰ উপৰ কৰিব কৰাই আত্মপন্থেৰ ইচ্ছা, অলপ পক্ষে বিপ্লৱ শ্ৰেষ্ঠতাকটি জাতি বাহাৰে নিজেৰ স্বাভাৱ্য বজাৰ পাবিলা সাধীন ও বৃত্তান্তৰে বাঁচিলা থাকিছে পাবে, পতনলৈ পৰিভৰ্ত্তে বাহাৰে নৈতিক বিধান, জাতীয় ও আন্তৰ্জাতিক আইন-কানুন বিধান-বিস্তাৰ দ্বীকৰণেৰ একত্ৰায়ে অস-জপে পৰিগণিত হয়, তৎক্ষণা মেট বৃট্টন ও বিজ্ঞ পতি-পুত্ৰ এই পুংসাৱক সংগ্ৰামে অকতীণ হইয়াছেন।

বুজের দাপ্‌নিক বাণ্যায় গ্রহণ করা হইবে তিনি
সভাপতি কর্তৃক অভিযান্ত্রিক কারীগরের পদাধিবেশন
এবং ১৭৮৯ সনের কল্যাণী বিদ্যুতের মূল্যবোধের বিজ্ঞা-
চরণের কারণে এই ঘটনা উল্লেখ।

ইহা বুঝই নহা যে, তাঁরাহা কাল সকলের জড়বাদ-
নীতির উপর ততটা দৃষ্টি ছিলেন না। সেনের স্বাধীনতাকে
তাঁরাহা বড়টা জ্ঞানবাদিগণ, তার চাইতে অধিক
বুঝা করিতেছেন জড়বাদ নীতিকে। কিন্তু মহানব্বের
পর ব্যাভাষ্য ইংরেজ লাম্বিক প্রকোষের হনহাতি
যে উক্তি করিয়াছিলেন, আরামের ইহা ন্যূনতম উচিত।
তিনি বলিয়াছিলেন, যতেকোষ যতোই তবু, লাকসৈনিক
স্বাধীনতা সিদ্ধি আছে ইহা ঠিক নয়; বরং যতেকোষ
সুখি উল্লাস প্রাণই লাকসৈনিক স্বাধীনতার লক্ষণ।

হিটলারের উদ্দেশ্যে এইভাবে যে মাথাপিছু-কর্মসিদ্ধি
বিশ্বে একটি সার্ব-বস্তুর প্রতিষ্ঠা, অপর পক্ষে যেহেতু-
প্রণোদিত ঐক্য এবং সামাজিক আইন-কানুনগত
বহু-ঐক্যের দ্বারা সকল দেশে আনন্দের লক্ষ্য।

মানবীজ বাবুদের আচার নিদান দ্বারা ৬ রাজনৈতিক
মারীমজ কথ্য করিতে উদ্যত। বর্ষ ৩ রাজনৈতিক
মারীমজকেই আমরা মুক্তি বলিয়া মনে করিয়া থাকি।
টোলিন শব্দ এক্ষেপে উদার জন সংগ্রাহ করিতে মানিজান-
দের প্রতি আবদান প্রাপন করিবারে। ইহা হইতে
মনে হয়, তাহাদের নিজেদের এবং অন্যের মুক্তি দিকটাই
ইহা আশিষ্যে।

চিকিৎসক এবং রোগীকে আটকী মৃত্যু বরণের
 আবেদন বিধান নির্ধারণ করিলে। ইহার নাম উক্ত
 "কাসিন্ হক"। "হাকনা" নামে অভিহিত হইয়াছে
 যে বিধানটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, ইহা জগতই পৌনঃ
 "হক" আবেদনকার প্রচেষ্টার নাম-করা জাতীয় বিধান।
 ইহা এক মানস ও এক ইতিহাস এবং পীড়িত পান্থিক
 আধুনিক বহুলাংশে সংগঠিত। "হাকনাতে" শিক্ষা সমাপন
 করিয়া জাতীয় পান্থিকের "হক" জগতই।

कार्यालय मुमुक्षु भवन

পূর্ণ হইতে পারেন। এক্ষণে পতন ঘণ্টা বজাউ
আপত্তা কহিয়াছিলেন যে, এই বিবেচনার ফল পূর্ণ
সত্যতার নকট অবস্থা আরও বুঝি পাইবে। তদন্তের
অধিনয়ে গণপুত্র কর্তৃপক্ষের নিকট এই বিবেচনা উত্থাপন
সেওরার জন্য আপত্তি করা হইয়াছিল। ইহা অবশেষে
সচিব উত্তরন করা করি যে, ২৫শে জুলাই হইতে শিব
চাউল (যে চাউল সাধারণতঃ বাঙালান্দে আবাদানী হয়)
সহজে বিবেচনা পরিহার করা হইয়াছে। আবাদানী-
কামিসন বাহাজের কোকন ও উত্তিমার কোন কোন
বাদে (বেবাদে অতিরিক্ত চাউল সন্তুষ্ট আছে) চটতে
বাহাতে চাউল আবাদানী করে, সেজন্যও পতন ঘণ্টা চটী
কহিয়াছেন। সন্তুষ্ট চাউল সহজে এই বাবদ্য করা
হইয়াছে; সুতরাং উৎকণ্ঠার কোন কারণ আসে নাই।
ইহা চাউল অনেক জেলার স্তম্ভ বান কাটা সন্তুষ্ট
হইয়াছে এবং আপত্তি করা দায় যে, এই কলস সংগ্রহ
কার্য শেষ চটিলে সাধারণ অবস্থার আরও উন্নতি হইবে।
জেলা অফিসারসিগের নিকট নিকট চটতে এই কলস
সহজে সংবাদ সংগ্রহ করা হইতেছে। জেলা অফিসার-
সিগকে জানাইয়া সেওরা গিয়াছে যে, কলিকাতার বাহাজের
বহল পরিমাণ চাউল সন্তুষ্ট আছে এবং যদি তাঁহারা আপত্তা
করেন যে তাঁহাদের জেলার প্রয়োজনীয় চাউলের পরিমাণ
কমতি হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা কলিকাতা হইতে
চাউল আবাদানী করিতে পারেন। এই অবস্থার কথা
জনসাধারণকেও অবহিত করান হইয়াছে, বাহাতে একজন
অভিযোগ উপস্থিত করা না হয় যে, চাউলের স্তম্ভাপত্তা
যেহু প্রদেশের কোন অংশে লোকসিগকে দুঃখ-কষ্ট
প্রদান করিতে হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট চাউলের
সহজে আলোচনা করা গেল। মূল্য সহজে জেলা
অফিসারসিগকে উপলেন সেওরা হইয়াছে যে, তাঁহারা
এই সব প্রবোধ মূল্যের উপর বেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।
একজন বাবদ্য করা হইয়াছে যে, প্রতি সন্তুষ্ট জেলা
অফিসারসিগের নিকট কলিকাতার দেশীয় ও বর্ষা চাউলের
মূল্য সহজে সংবাদ প্রেরণ করা হইবে এবং তাঁহাসিগকে
অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের জেলার বেন
তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত মূল্য দিরা করিয়া যেন। ইহজন মূল্য
দিরা করিবার সময় বালের ডাড়া ও স্থানীয় বাবদ্যসিগের
সাধায়া লাভ অবধিক পতনকা ৫, টাকা দিরা বিবেচনা
করা হয় এবং স্থানীয় বাবদ্যসিগের সচিব ঐ দরে দিতি
করিবার একটা বাবদ্য কহিয়া দিবেন।

জমদাখারণ ভবিষ্যৎ আশুপদ চাইবেন যে, ব্রহ্মদেশে
 ধান ও চাউনের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে এবং কলিকাতার
 পুষ্টি বশে ১০ আনা হইতে ১২০ হ্রাস আনা দান
 কলিয়াছে। কলিকাতার মূল্য হ্রাস হওয়ার উহার প্রভাব
 মকঃবলেও অনুভূত হইতেছে।

যদি জমদাখারণের দ্বারা কেহ বনে করে যে, ব্যবসায়ী
 জাহার নিকট হইতে স্যারনকড মূল্য চাহিতেছে না,
 জাহা হইলে মকঃবলে দ্বাবীর অফিসারের নিকট এবং
 কলিকাতার প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃচাযীর অফিসে
 লংঘান দিবেন। এই সবুদর অফিসারকে অসম্মারভাষে
 লাভবান হওয়ার চেষ্টাকে দ্বাৰ্য কবিবার জন্য তাঁহানের
 আন্তরীণে নম্র প্রকার কবজা প্রয়োগ কবিবার উপদেশ
 দেওয়া হইয়াছে। ব্যবসায়ীগণকেও সতর্ক করিয়া
 দেওয়া হইতেছে যে, কোন ক্ষেত্রেই ইচ্ছায়া অসম্মার-
 ভাষে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করিলে তাঁহানের বিরুদ্ধে
 কঠোর দাবদী অবলম্বন করা হইবে। নতুবা ৫
 টাকার অধিক লাভ করিলেই অসম্মারভাষে লাভ কবিয়াছে
 বলিয়া করা হইবে।

असि वन ।

বর্ধার সিং চাউন	৪১০ টাকা
বর্ধার আত্মপ চাউন	৪১০ টাকা
কোন্সন বোডি	৪১০ টাকা
কটক বোডি	৪৫০ টাকা
কোন্সন বোডি	৬ টাকা

মত ২২শে জুন মঙ্গল পুনির্দিনে রিভিউর কাজে কার্যাবলী
রানিমা আত্মসম্পন্ন করেন। রানিমা মূল আত্ম তত্ত্বের মধ্যে
রানিমা এবং আত্মবিশ্বাস মধ্যে কেউ কখনো আত্মসম্পন্ন করেন না
হ'লে একটি চুক্তি হয়েছিল। মত মনোভূমির মঙ্গল রানিমা
ছিল বিটেলের মঙ্গল। অন্যদের মূল এবং আত্মসম্পন্ন হ'ল
কেন, বিটেলের মঙ্গল থেকে কোন্ কোন্ মনোভূমির মঙ্গল
অন্য এবং মনোভূমি, সে মনোভূমি বিটেল মনোভূমির মঙ্গল
আলোচনা করেছেন। কিন্তু মনোভূমি মনোভূমি মনোভূমির মঙ্গল
সব চেয়ে বেশি যে করেছে, সে হচ্ছে রানিমা মনোভূমি। রানিমা
যে বিটেলের মঙ্গল এবং প্রতিভূমিতে তত্ত্ব করেছিল।

বাই-মোক, বিটমোর পুত্র সিংহাসনভুক্ত কর কবর
 মধ্যে বিসর্জিত করিয়া লৈ। কাজেই জাতিস্বাধীনতার
 কাছে জাতিগণ এই মুক্ত অভিধান অনুপ্রাণিত নহ।
 রাণিরাকে যে জাতিগণ আক্রমণ করতে পারে—এটার সত্যতা
 সব সময়েই ছিল ; জাতি একটা কারণ বিটমোরের মুক্তনীতির
 মধ্যেই এই সিংহাসনভুক্ত কর বীর সিংহিত আছে। এর পরে
 হয় জে অরকা কেবল জাতিগণ ইটাদি আক্রমণ করে গলেছে।
 —এটার সত্যতা অবশ্য কম—কিন্তু সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়।
 তার কারণ এই যে, বিটমোর মুসোলিনী এবং টানিসের সঙ্গে
 চুক্তি করেছেন, কিন্তু এঁরা পরস্পর একযোগে কাজ করলেও
 অথবা ধৌপভাবে পরস্পরকে সাহায্য করার চুক্তি করলেও
 এঁদের স্বার্থ এক নয়। সাধারণ স্বার্থ—মুঠন। সৈনিক
 নিয়ে এঁরা সাধারণভাবে মিলতে পারেন, কিন্তু ইউরোপের
 বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এঁদের প্রত্যেকের স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক।
 কাজেই এঁরা এক সঙ্গে কাজ করলেও প্রত্যেকেই প্রত্যেককে
 সন্দেহ করে চলেতে বাধ্য। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে
 পারে ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে। সাম্রাজ্যের
 প্রত্যেকটি দেশের স্বার্থ ব্রিটেনের স্বার্থের সঙ্গে এক। সেই
 জন্য এদের মধ্যে কোনো চুক্তি করতে হয় না। সাম্রাজ্যের
 বাইরে যে সব দেশের সঙ্গে ব্রিটেন একযোগে জাতিগণের
 বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদেরও স্বার্থ এক। এক এই জন্য
 যে জাতিগণের হাতে তারা প্রত্যেকেই পরাজিত। একটা
 বিরাট সামরিক যুদ্ধের চাপে তারা নিশ্চিন্ত। এই
 চাপ থেকে তাদের হুঁকি দেওয়ার কোনোই ব্রিটেন অত্র কারণ
 করেছে। ব্রিটেনের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা—নিজের এবং
 অত্যাচারিত জাতিসমূহের। অত্যাচারিত জাতির উদ্দেশ্যও
 আত্মরক্ষা। কাজেই স্বার্থের কোনো বিরোধ নেই। যদি
 ব্রিটেনের বা ব্রিটেনের পক্ষে বাধ্য যুদ্ধ করছে তাদের
 উদ্দেশ্য হ'ল অকারণ এক একটা দেশের উপর আক্রমণ
 চালিয়ে তাদের সর্ব্ব নশ্ট করা, তা হ'লে স্বার্থে
 স্বার্থে ঠোকাঠিকি স্বার্থ সত্যতা ছিল।

কিন্তু সে কথা বাক। লাফানী অভ্যাজারী বলকে যেমন
ক'রে হোক পরাক্রান্ত বা করলে খ্রিষ্টানের এবং যে সব
আতি হিংসারের পরাক্রান্ত হইবে, তাদের বাঁচান আর কোনো
পথ নেই। কিন্তু হিংসারের শক্তি অসাধারণ। কিশু-
করের উৎকণ্ঠা নিম্নেই সে এতদিন ব'লে সবত জার্মান-
আতিক্রম সাধন-সময়কালে গড়ে তুলেছে। যে পথে এই
বল এগিয়ে গিয়েছে সেই পথেই সে এ'কেছে ধূসরের
চিহ্ন। নির্বিকল্পভাবে লক্ষ লক্ষ অসামরিক লোকবলীকে
সে হত্যা করেছে, বিকলাক করেছে অথবা সর্ব্ব্বাস্ত
করেছে। তার নিজের কতিপয় কম হারনি—কিন্তু নিজের
লোককেও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে চালাইয়েছে
সে তার ধূসরের দ্বাৰ। লোকবল তার অসাধারণ। অজ্ঞান
সে অসীম কলিমা। খ্রিষ্টানের উৎকণ্ঠা তার এই
পন্থিক বীয়ে বীয়ে কম কথা, আর লক্ষ লক্ষ নিরস্ত
পক্ষি মর্জানো।

প্রিয়তম কি কি ভাবে বিলাসভোগ ব্যক্তি করে করতে
 সেইটে জানে সেও বাক। প্রথমতঃ যে সব জাতি-
 বিলাস প্রিয়তম অভিযত্ন করতে থাকে, তার মধ্যে কোন
 উপকরণ-সমূহ বিলাসের বাহ্যেই যে অন্য উপায়ে অভিযত্ন
 করে সেই সব বিলাস বস্তু কোন গভীর দুঃখ করে।

[५७-३०१६८२४]

CLK. 07.

আবহাওয়া ও কসলের আবহা

এক মণ্ডাচের বিবরণী

বিশত ১৬ই জুলাই তারিখে যে সন্তাহ অতীত হইয়াছে, এই সময়ে বাঙলাদেশে বৃষ্টিপাত সাধারণ অপেক্ষা কিছু কম ছিল। বৈমাত্রিক কসল কাটা হইতেছে। শীত কালের ধান। কসলের রোপণ কার্য চলিতেছে। আমাশী কসলের আবহা। মোটামুটি ভাল কিন্তু হঠাৎ নবীওনিতে জলবৃষ্টি হওয়ার পূর্বে বজের কোন কোন জেলার নীচু ও সমতল ভূমির কসলের ক্ষতি হইয়াছে। বিশত ১২ই জুলাই তারিখে বুর্শাবাদ ও বীরভূম জেলার বর্ষাক্রমে ৬৩১ ও ২৩৮ জন ব্যক্তি টেট রিনিক কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল। আলোচ্য সন্তাহে এই জেলার বর্ষাক্রমে ৭১৯ ও ১১,২৭৭ জন লোকে বহুজাতী 'বান' গ্রহণ করিয়াছে। এই সন্তাহে হংপুরে ১৯২ জন লোক টেট রিনিক কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই সন্তাহে বাঙলাদেশে সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য প্রতি টাকার ১৬১/০ ছয় সের ছয় চটাক ছিল। পূর্বে সন্তাহের সহিত তুলনার মূল্য শতকরা ০.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চন্দ্রিশ-পরগণা, ডারিও হাটুয়া, বারাকপুর, বসিরহাট, মলীয়া, কুড়িয়া, বেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও বাগাবাটের দরের কোন সংখ্যা পাওয়া যায় নাই, মুলশিবাব, মাল-বাগ, ভলীপুর ও কালীতে টাকার /৬ ছয় সের হইতে /৬।৭০ ছয় সের বেড়ে পোয়া ; বশোহর, খিনাইদহ, বাঙড়া, মড়াইল ও বঙ্গপীরে টাকার /৫।১০ সাড়ে প'চ সের হইতে /৬।১০ সাড়ে ছয় সের ; খুলনা, সাতক্ষিয়া ও বাগেরহাটে /৬ ছয় সের হইতে /৬।১০ সাড়ে ছয় সের ; বর্ডমান, আসানসোল, কাটরা ও কালনার /৬।০ হইতে /৭ সাত সের ; বীরভূম ও বাবপুর হাটে /৫ প'চ সের হইতে /৬।৭০ ছয় সের বেড়ে পোয়া ; বাঁকুড়া ও বিজুপুরে টাকার /৫।১০ সাড়ে প'চ সের হইতে /৬।১৭০ ছয় সের আড়াই পোয়া ; বেদিলীপুর, কীথী, তরলুক, বাটাল ও ঝাড়গ্রামে /৫।১০ সাড়ে প'চ সের হইতে /৫৭০ পৌনে সাত সের ; হুগলী, শ্রীরাবপুর ও আরাববাগে /৬।৭০ ছয় সের বেড়ে পোয়া হইতে /৬।১০ সাড়ে ছয় সের ; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ার /৬।১০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৬৭০ পৌনে সাত সের ; রাজ-নাথী নগরী ও নাটোরে /৬।১০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের ; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুর-হাটে /৬৭০ পৌনে সাত সের হইতে /৭ সাত সের ; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে /৬।১০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের ; দাখিলী, কাসিরা, শিলিগুড়ি ও কালিঙ্গাং /৬ ছয় সের হইতে /৮ আট সের ; বংপুর, মিলনাবারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার টাকার /৬ ছয় সের ; বগুড়ার টাকার /৬৭০ ছয় সের পনের হটাক ; পাবনা ও সিরাভগঞ্জের সংখ্যা পাওয়া যায় নাই ; মালদহে /৬।০ সোরা ছয় সের ; কুচবিহারে /৭।০ সোরা সাত সের ; ঢাকা, বাণিকপত্র, সারানগর ও মুল্লীগঞ্জে টাকার /৫৭০ প'চ সের চৌদ্দ হটাক হইতে /৬।০ সোরা ছয় সের ; বরনদিহ, জামদপুর, টাঙ্গাইল, বেত্রকোণা ও কিশোর-গঞ্জে /৫৭০ পৌনে ছয় সের হইতে /৬।১০ সাড়ে ছয় সের ; করিমপুর, সোরাগর, মাদারীপুর ও সোপালগঞ্জে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের ; বাকরগঞ্জ, শিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাবাকপুরে /৬।১০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের ; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে /৬।১০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৮ আট সের ; ত্রিপুরা, ব্রহ্মপ-কাড়িয়া ও চন্দ্রপুরে /৬ ছয় সের হইতে /৬৭০ পৌনে সাত সের, মোকামালী ও কেরিতে /৫৭০ পৌনে ছয় সের হইতে /৬ ছয় সের ; পানুজ চট্টগ্রামে টাকার /৬।১০ সাড়ে ছয় সের ; ত্রিপুরা জমো টাকার /৫ প'চ সের হইতে /৬।১০ সাড়ে ছয় সের।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—	বর্জী যুদ্ধ তহবিল।	ইই ইতিহাস কণ।	সর্ব মোট।
(১) ২৪-পরগণা ..	৭৭,২৫০	৮১,৭৪১	১,৫৮,৯৯১
(২) যশোচর ..	৬৪,৫৭১	৬৮১	৬৫,২৫২
(৩) খুলনা ..	৪৫,২৯৪	৯৭৬	৪৬,২৭০
(৪) মুন্সিগঞ্জ ..	২৬,৫০৭	১,২০২	২৭,৭০৯
(৫) নবাবী ..	২৯,০০০	২,১৪৯	৩১,১৪৯
মোট ..	২,৪২,৬৫২	৮৬,৭৮১	৩,২৯,৪৩৩
বর্জমান বিভাগ—			
(৬) বাকুড়া ..	২৯,৪৪০	৪৫	২৯,৪৮৫
(৭) বীরভূম ..	২১,৬৭০	১০১	২১,৮০১
(৮) বর্জমান ..	২,৪১,১২৪	২১,০৬৭	২,৬২,১৯১
(৯) হুগলী ..	৩৩,৬১৯	৮,৬৭১	৪২,২৯০
(১০) হাওড়া ..	৩৪,৯১১	৫৯,৩১৯	৯৪,২৩০
(১১) বেদিনীপুর ..	৭০,২৬৪	৩,৬০৭	৭৩,৮৭১
মোট ..	৪,৩৬,০৩০	৯৬,১৭২	৫,৩২,২০২
চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম ..	১,০৩,৮৪৪	৪০,৯৮১	১,৪৪,৮২৫
(১৩) পানুড়া চট্টগ্রাম ..	৭,১৪৯	৬৭৭	৭,৮২৬
(১৪) মোতামারী ..	৭১,২৬৭	১	৭১,২৬৮
(১৫) ত্রিপুরা ..	১,৭১,০০২	১,৮৮২	১,৭২,৮৮৪
মোট ..	৩,৫৩,২৮৩	৪৩,৮৮১	৩,৯৭,১৬৪
চাকা বিভাগ—			
(১৬) দাখরগঞ্জ ..	১৩,৮৮১	৯১,৪৪১	১,০৫,৩২২
(১৭) চাকা ..	১,২৪,৫৬৭	৬৩,২০১	১,৮৭,৭৬৮
(১৮) ফরিদপুর ..	৩৮,৪৫২	১,৩১১	৩৯,৭৬৩
(১৯) ময়মনসিংহ ..	১,৩৮,৫২১	৪,৭০৯	১,৪৩,২৩০
মোট ..	৩,১৫,৩৬১	১,৬১,৪৫১	৪,৭৬,৮১২
মাজারী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া ..	১০,২৭২	২৫০	১০,৫২২
(২১) মাজারী ..	৬০,৩২৪	৪৫,৮৯৯	১,০৬,২২৩
(২২) মিনারপুর ..	৬৯,৫৫১	২৬৬	৭০,৮১৭
(২৩) জলপাইগুড়ি ..	৫৬,৭২৬	১,০২,৯৬৪	১,৫৯,৬৯০
(২৪) মালভ ..	৪১,৪৬২	১,৫২২	৪২,৯৮৪
(২৫) পাবনা ..	৭,০২০	৮৫৪	৭,৮৭৪
(২৬) মাজারী ..	৫৪,৫১৬	৪,৬২৮	৫৯,১৪৪
(২৭) মংপুর ..	৫০,০৭০	১,২৫১	৫১,৩২১
মোট ..	৩,৫৩,৩১১	১,৬৭,৬১৪	৫,২০,৯২৫
বাংলায় বিভিন্ন জেলা ..	১৭,০০,৬২৫	৫,৫২,৪৭৮	২২,৫৩,১০৩
বাংলায় বহির্ভূত জেলা ..	৩,২৮৫	২,০৮,২০৭	২,১১,৪৯২
অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত যথা :—			
বর্জী মহিলা যুদ্ধ তহবিল ..	৬,৩০,৯০৬	..	৬,৩০,৯০৬
ভারতীয় চা বোর্ডের নবীতি ..	২৫,০০০	..	২৫,০০০
ত্রিপুরা রাজ্য ..	৭,০০০	..	৭,০০০
আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ..	৮২৪	৯,৮১৪	১০,৬৩৮
বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে	৯৪,৬৫৫	৯৪,৬৫৫
ইই-বেঙ্গল রেলওয়ে ..	৪৮৬	৪৯,২৪৪	৪৯,৭৩০
ইই ইতিহাস রেলওয়ে ..	৩৩০	১,৪৫,০২৭	১,৪৫,৩৫৭
মোট ..	৬,৬৪,৫২৬	২,৯৮,৭৪০	৯,৬৩,২৬৬
উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ..	২৩,৬৮,৪৩৬	১০,৫৯,৪৫৫	৩৪,২৭,৮৯১
কলিকাতার সংগৃহীত ..	৪,০১,৬৪৯	৪৪,৫০,৯৬০	৪৮,৫২,৬০৯
সর্বমুদ্রা ..	২৭,৭০,০৮৫	৫৫,১০,৪১৫	৮২,৮০,৫০০
গভার্নর হিচাবে প্রকাশের পর প্রাপ্ত ..	১,১৫,৩৬৪	১,৬৯,৩৬৯	২,৮৪,৭৩৩
ত্রিপুরা জেলার সংগৃহীত অর্থের মধ্যে রাজ্য কমান্ডারের হার প্রদত্ত সর্বমুদ্রা ৬৫,০০০ টাকা বাকি রয়েছে।			

বাঙলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ

১৯৩৯-৪০ সনের কার্য-বিবরণী

বাঙলায় মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের (কলিকাতা ব্যতীত) ১৯৩৯-৪০ সনের যে বার্ষিক বিবরণী সন্মতি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত সরকারী প্রজ্ঞাপন প্রসীত হইয়াছে :—

আলোচ্য বর্ষে পূর্ব বঙ্গের বহুই নগর কর্তৃক যে মোট ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। যমুনা, কুমিল্লা ও বাগিচা মিউনিসিপ্যালিটির নামান্না সত্ত্বে সামান্য রকম পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ৩টি মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই নির্বাচনে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা গিয়াছিল। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির ৩টি ওয়ার্ডে নতুন ৯০ জন ভোটার ভোট প্রদান করিয়াছিল। নারী ভোটারগণও বিশেষ উৎসাহের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং পিরোজপুর মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে নতুন প্রায় ৭০ জন নারী ভোটার ভোট প্রদান করিয়াছিলেন। এক ওয়ার্ডে সেখানে নতুন ৭৫ জনেরও বেশী মহিলা ভোটার ভোটারদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই বর্ষে মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের মোট ৩,০২৮টি সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তন্মধ্যে কোরাস সভা ৭১টি সভা হইতে পারে নাই এবং ৩০টি সভা বুলডুবি দ্বারা হইয়াছিল। নবীন মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের বেশী সংখ্যক সভার (মোট ১১৪টি) অনুষ্ঠান করিয়াছিল। তন্মধ্যে ৮টি সভা কোরাস সভার আধা হইয়া যায় এবং ২৩টি বুলডুবি সভা।

ভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি ব্যতীত প্রদেশের সবগুলি মিউনিসিপ্যালিটিই প্রতি মাসে অন্ততঃ একটি করিয়া সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, যদিও পর্যায়ক্রমে মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা বর্ষে বার ৬টি সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং বালুগিয়া ও পেরপুর (বড়ুয়া) মিউনিসিপ্যালিটি সভা বঙ্গের বার ৯টি করিয়া সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

১৬টি মিউনিসিপ্যালিটিতে নতুন ৫০ জনেরও কম কমিশনার সভার যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিশনারদের সভার উপস্থিতির সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম (নতুন ৩৭) ছিল। বেসরকারী সদস্যদের উপস্থিতি কোটচীপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে সর্বাপেক্ষা বেশী (নতুন ৯৮) এবং বঙ্গের সর্বাপেক্ষা কম (নতুন ৩৭) ছিল। পানিচাটি মিউনিসিপ্যালিটিতে সর্বাপেক্ষা বেশী (নতুন ৯৬) সরকারী সদস্য সভার উপস্থিত ছিলেন এবং চাঁদাইল মিউনিসিপ্যালিটিতে সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক সরকারী সদস্য (নতুন ৪ জন) সভার উপস্থিত ছিলেন।

জন-সংখ্যা ও ভাণ্ড

কলিকাতা ব্যতীত বাঙলায় অন্য সব মিউনিসিপ্যালিটির একাকার মোট ২,৩৪১,৪০৭ জন বাসিন্দা ছিল; এই সংখ্যা সমগ্র বঙ্গের জন-সংখ্যার নতুন ৪.৭ জন মাত্র। ইংল্যান্ডে বসবাসকারী বাসিন্দা ৩২,৭০৫ জন ছিল বলায়। একাকার মিউনিসিপ্যালিটিতে মোট বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন ১০ জনেরও কম লোক কোন প্রকার কম প্রদান করিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে মিউনিসিপ্যালিটি একাকার জনসংখ্যাকে ৩৬৭৭ পাঁচ করিয়া কম প্রদান করিয়াছিল; পূর্ব বর্ষে এই ক্রমের পরিমাণ ছিল ৩৬১১ পাঁচ। ইহা হইতেই বুঝ যায় যে, মিউনিসিপ্যালিটি ক্রমের দায় বৃদ্ধি কম এবং আলোচ্য বর্ষে পূর্ব বঙ্গের জনসংখ্যা কম হ্রাস করিয়াছিল। একাকার বাসিন্দা হ্রাস আর কোন

মিউনিসিপ্যালিটিতেই ক্রমের দায় জনসংখ্যা ১০৭ টাকার বেশী হয় নাই। পানিচাটি ক্রমের দায় জনসংখ্যা ১১৭২ পাঁচ ছিল। পানিচাটে ১৫টি মিউনিসিপ্যালিটিতে জনসংখ্যা ১৭ টাকারও কম কম হইয়াছিল। বেলদুবিপুর মেলায় চন্দ্রকোণা, রানসীপুর ও বিরাই এবং নারী মেলায় কুমারখালী মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমান মিউনিসিপ্যালি আইনের বিধানমত সম্পত্তির উপর কম গাফীলাত করিয়া পূর্ব বঙ্গ ব্যক্তি বিশেষের উপরই কম গাফীলাত করিয়াছিল।

বলিও পূর্ব বঙ্গের জনসংখ্যা ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা বেশী কম গাফীলাত করা হইয়াছিল। তদাধি প্রকৃত আদায় ৭৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, (অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গের জনসংখ্যা ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা কম) হইয়াছিল। ভাণ্ডারী বেলগুয়ে আইনের ১৩৫ (২) ধারামতে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির একাকার ইট-ইটিয়ান বেলগুয়ে ও বি-এম-বেলগুয়ের সম্পত্তির উপর নির্ধারিত ট্যাক্স করার প্রায় ২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা কম আদায় হইয়াছিল। বেল-আইনের এই আদেশ পরে সংশোধন করা হইয়াছে।

পূর্ব বর্ষে মিউনিসিপ্যালিটি বেলগুয়ে ৭৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা আদায় হইয়াছিল, সেখানে আলোচ্য বর্ষে এই আদায়ের পরিমাণ কমিয়া ৭৭ লক্ষ ৯৮ হাজার হইয়াছিল। তন্মধ্যে, পানিচা ও মলটী মিউনিসিপ্যালিটি ভাণ্ডারের নির্ধারিত কম প্রায় সবুধই আদায় করিয়াছিল। মোট ১৪টি মিউনিসিপ্যালিটিতে মোট ক্রমের নতুন ৯০ ভাগেরও বেশী আদায় হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৭টি মিউনিসিপ্যালিটি আদায় নতুন ৯০, টাকারও বেশী আদায় করিয়াছিল। ১৩টি মিউনিসিপ্যালিটি অর্ধেকেরও কম কম আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে রানপুর মিউনিসিপ্যালিটি মোট ক্রমের নতুন ২৭.২৭ ভাগ আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

পূর্ব বর্ষে বঙ্গের ৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার কম মূল্য কম হইয়াছিল; আলোচ্য বঙ্গের তদা বৃদ্ধি পাওয়া ৭ লক্ষ ৫ হাজার পাঁচ। বঙ্গের ৩৪ লক্ষ ২৪ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাওয়া ৪০ লক্ষ ৮৭ হাজার হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের বঙ্গ আলোচ্য বঙ্গের হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে বঙ্গের ক্রমের পরিমাণ (১৭,১৮,৫৩৭ টাকা) সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। ১,৬৭,০৮০ টাকা কম মূল্য করার পরও এই পরিমাণ টাকা অন্যান্য দ্বিতীয়

দ্বিতীয়। অন্যান্য বঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটির বেশী পরিমাণ অন্যান্য ক্রম হইয়াছে, তদা হইতেই অন্যান্য-টাকার (১,১৮,৫৪২ টাকা), চাঁদাইল (১,২০,৪০১ টাকা) হাওড়া (১,১৩,৬৮১ টাকা), চাঁদাইল (১,৮৯,৩৬১ টাকা) এবং যমুনা (১,৪৮,৮৫০ টাকা)। আলোচ্য ক্রমের নির্ধারিত ক্রমের দ্বিতীয় তুলনা করিলে রানসীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্যান্য ক্রমের দায় সর্বাপেক্ষা বেশী লোক দায় এবং ইহার পরই যমুনা এবং পানিচা-বাগিচা দায়।

পূর্ব বর্ষে বঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের মোট আদায়ী পূর্ব বঙ্গের বঙ্গের তদা বৃদ্ধি পাওয়া ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮ হাজার ছিল, কিন্তু আলোচ্য বঙ্গের তদা কমিয়া ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪ হাজার হইয়াছে। বঙ্গের দিক দ্বিতীয় আলোচ্য বঙ্গের মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৭ হাজার টাকা বঙ্গের বঙ্গ; পূর্ব বঙ্গের এই দায় ছিল ১ কোটি ১৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা।

বঙ্গের বঙ্গের ক্রমের মিউনিসিপ্যালিটির তদা বঙ্গের এত কম পরিমাণ অর্থ বঙ্গের ছিল যে, কোন মিউনিসিপ্যালিটির উপর ছিল না। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির মেলায় পরিমাণ চুক্তি আরের নতুন ৮৬ ভাগেরও বেশী ছিল। ১৫টি মিউনিসিপ্যালিটির কোন মেলা ছিল না।

শিক্ষা-প্রচার

আলোচ্য বর্ষে শিক্ষা দায় মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের দায় সরকারী দায় ১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা নয় মোট ৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা হইয়াছিল। পূর্ব বঙ্গের এই বঙ্গের পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। মিউনিসিপ্যালিটি অঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার দায় পূর্ব বঙ্গের ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাওয়া আলোচ্য বঙ্গের ৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা হইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভাণ্ডারি দায় ১৯৩৮-৩৯ সনে বঙ্গের ২১ পাঁচ ছিল, আলোচ্য বর্ষে সেখানে তদা বৃদ্ধি পাওয়া ২১৮ পাঁচ হয়। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এই ব্যাপারে মোট ৮১,৮৮৫ টাকা দায় করিয়া সর্বাপেক্ষা কম অর্থের ক্রম এবং এই মিউনিসিপ্যালিটির একাকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভাণ্ডারি ২১৮ পাঁচ করিয়া দায় হয়।

চাঁদাইল ও পানিচা মিউনিসিপ্যালিটি প্রত্যেক ভাণ্ডারি জন্য বঙ্গের ৮৬৭৬ পাঁচ ও ৮/০ দায় করিয়া বিশেষ ক্রমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। চাঁদাইল ও কারশিলা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতি ভাণ্ডারি জন্য বঙ্গের ৮.৪ পাঁচ ও ৬.৭০ আদায় দায় করিয়াছিল, চাঁদাইল মিউনিসিপ্যালিটি ভাণ্ডারি ১৪১৭০ আদায় দায় করিয়া সর্বাপেক্ষা উচ্চ দায়ের অর্থকারী হইয়াছে। যমুনা ও চন্দ্রকোণা মিউনিসিপ্যালিটি সমগ্র ভাণ্ডারি ১/২ পাঁচ ১/৪ পাঁচ দায় করিয়া সর্বাপেক্ষা কম দায়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

[৯২ পৃষ্ঠার উপর]



কলিকাতার মেলায় তদা মেলা-আইনের অধিদায়কসমূহ ট্রেসিং দ্বারা অভিযুক্ত, ক্যান্টিনার দ্বারা অভিযুক্ত এবং ক্যান্টিনার দ্বারা অভিযুক্ত।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

৩৭খানা পক্ষ-গেন বিজয়

১৮শে জুলাই সিঙ্গি বিমানবীক্ষনসমূহের উপর বিমান আক্রমণের সময় ৩৪ খানা পক্ষগুন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

দক্ষিণ ইন্দোচীনে ৪০ হাজার জাপানী সৈন্য

চানর হইতে একটি সরকারী বোম্বার বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ইন্দোচীন দেশের নির্দিষ্ট আগন্তু জাপানী সৈন্য সংখ্যা ৪০,০০০ হাজার হইবে।

প্রকাশ, ইন্দোচীন জাপানকে দক্ষিণ ইন্দোচীনের আটটি বিমানবীক্ষি ভাঙিয়া দিতেছে। ইহার মধ্যে একটি নুতন পাইলট সীমান্তের নিকটে অবস্থিত।

এই মর্মে এক সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, জাপ সৈন্যবাহিনী কামরাপ উপসাগর দখল করিয়া লইয়াছে।

জাপানী সৈন্যদের অবতরণ

জাপানী সৈন্যরা কামরাপ উপসাগরের ঠিক উত্তর দিকস্থ হাটরা নামক স্থানে অবতরণ করিতে যাবস্ত করিয়াছে।

সাইগন ও সীমবীর ভাঙা, জাপান উপকূল ভাঙার মধ্যকারী হাটরা, হোবোস, সাইগনের নিকটবর্তী বীনচোয়া, কোংএর মোচনার অবস্থিত কোকটো, কাহতিয়ায় বিলাই কোকর নিকটবর্তী কমপাউন এবং কোকদিয়ার বাজারী পেরপন পুত্ততি স্থানের বিমানবীক্ষিও বাতিল করা হইবে।

টোকিওর ২৯শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, জাপ গভর্ণ-মেন্ট ডাচ সম্পত্তি আক্রমণ করিয়াছে।

মকোর উপর আবার বিমান-আক্রমণ

সরকারী টাস এজেন্সী জানাইতেছেন যে, ২৯শে জুলাই রাতিতে ১৪০ হইতে ১৫০ খানি জাপান গুন বাপকভাবে মকোর উপর আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিমানপোত-বিধ্বংসী কামানের গোলা ও টেন পশ্চাত্তাবনকারী বিমানপোতসমূহ মকোর উপর আসিয়া পৌঁছিয়া পূর্ব্বই আক্রমণকারী গুনসমূহকে ভাঙিয়া দেয়। মাত্র ৪১০ খানি জাপান বিমানপোত পক্ষের উপর আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছিল।

৯ খানি জাপান গুন তুপাতি হইয়াছে। বাড়ীঘর-সমূহের উপর বোমা নিক্ষেপ হওয়ার অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরতার সহিত আগুন নিভাইয়া ফেলা হয়। কেহ হতাহত হয় নাই।

নেভেল ও মোলেনদের দিকে সংগ্রাম

একখানি বাণিরাম এণ্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, ২৯শে জুলাই রাতিতে নেভেল, মোলেনস এবং জিগোরীর অঙ্গুলে সংগ্রাম চলিয়াছিল। বসবাহিনীর সহযোগিতায় বাণিরাম বিমানবাহন পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপর হানা দিয়াছিল।

জাপান টাইকম্যাণ্ডের এণ্ডেচার

জাপান টাইকম্যাণ্ডের একখানি এণ্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, ২৯শে জুলাই জাপানিয়ার সৈন্যবাহিনী নিহার মলীর বোম্বা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কলেং বোম্বাবাহিনী পক্ষ অবিকারে আর কোন অস্তিত্ব রহিল না। ইউরোপে অভিযান অগ্রসর হইতেছে। টাসিন দাইন ভেতের সময় পরাক্রম বিধিসূত্র পক্ষ সৈন্যসমূহকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইতেছে। সর্ব্বশেষ লক মোলেনসের পুত্র দিকে সংগ্রাম সমাপ্ত হইতেছে।

জাপানদের মকো অভিযানের সত্ত্ব পরিচায়

ম্যামলেন দিটা পত্রিকার প্রকাশ, সর্ব্বশেষ জাপান বিধ্বস্ত হইতে দেখা যায় যে, জাপানকা সমস্তই বোম্বা অভিযান এবং বাণিয়ার অগ্রসরে প্রবেশের বাসনা পরিচায়

করিয়াছে। এমন তামারা পক্ষকে উদ্বাস্ত করিয়া কোনে কাজ দাখিল করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জাপানদের বোম্বসূত্র পক্ষ পক্ষ কিলোবিটারব্যাপী বিধ্বস্ত হইয়াছে। পক্ষ পরিকা বাহিনী বায়বাহিকভাবে এই সংযোগ পক্ষের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। ইহার ফলে প্রায় তৎসময়ানেক জাপান বোম্বসূত্র বিধিসূত্র হইয়া পড়িয়াছে। জাপান পক্ষ বিমানবাহিনী এবং তৎপরতার সহিত বোম্বাবর্ষণ করিতেছে। ইহার ফলে অগ্রসারী বাহিনীর সহিত মূলবাহিনীর যোগাযোগ রক্ষা করাট এখন জাপানদের নিকট এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জাপান সামরিক অভিযন্ত

“বাসনার সাতকিটেন”এর বাণিরাম সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জাপান সমস্ত বিশেষজ্ঞা আশা করেন যে, পূর্ব্ব বৎসরের সাংগ্রাম পক্ষ যতদূর পোনে এবং আত্মী সাংগ্রামের সত্ত্ব আকস্মিকভাবে শেষ হইবে। জাপানের মতে এবারও পক্ষ আকস্মিক পড়ন হইবে। তবে এই সত্ত্ব তিনি ইচ্ছা করেন যে, এই আশা বুঝি সীমান্ত; কারণ জাপানের তুলনায় সোভিয়েট বাণিরাম অনেক বেশী বিলাই সৈন্য অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে।

ডককে ব্রিটিশ বাহিনীর তৎপরতা

২৮শে জুলাই রাতিতে ডককের চহলার বাহিনী-সমূহের বিশেষ কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। একটি চহলার বাহিনী ব্রিটিশ বাহিনী হইতে দুই মাইল দূরে একটি বিলাই ইটালীর দলকে বিধ্বস্ত করিয়াছে।

দক্ষিণ ইন্দোচীনে জাপ-সৈন্ত

৩১শে জুলাই সাইগনের এক তারে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ করাসী ইন্দোচীনের জাপবাহিনীর প্রধান সেনাপতি একদল নুতন জাপানী সৈন্যসহ দক্ষিণ ইন্দোচীনের এক বংশের অবতরণ করিয়াছেন।

কীটেলের পুত্রশোক

জাপান নিউজ এজেন্সী জানাইতেছেন যে, জাপান সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল কীটেলের কনিষ্ঠ পুত্র লে: ম্যামলেন জর্জ কীটেল বৃত্তান্তে পতিত হইয়াছেন।

লে: কীটেল পূর্ব্ব বৎসরের সাংগ্রামে নিহত হইয়াছেন। তিনি একটি গোলন্দাজ রেজিমেন্টের সহিত ছিলেন।

কিমল্যাণ্ডে বিমান ছান

একখানি সরকারী এণ্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, ৩০শে জুলাই কেরকখানি ব্রিটিশ ও বাণিরাম বিমানপোত দিলাহাবাবীতে হানা দিয়া বোমা, টর্পেডো ও বেশিদলানের পোষাবর্ষণ করিয়াছিল।

ভিনবানি নামসী জাহাজ ধর

১৯ আগষ্ট অপরাজিত বাণিরাম এণ্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট নৌবিকাগীর বিমানপোত বাস্টিক নামের একখানি পক্ষ চেষ্টায় বুল ও আরও দুইখানি বিলাই জাহাজ জুড়িয়া দিয়াছে।

মোলেনস একাধারে জাপানীর অনুবিধা

একখানি সোভিয়েট এণ্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, ৩১শে জুলাই সোভিয়েট বাহিনী মোলেনসের দিকে পক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া জাপানের প্রভুত কতি ক্ষয় করিয়াছে।

মোলেনস একাধারে মোলেনসের সত্ত্ব সাংগ্রাম চলিয়াছিল।

এই বৎসরে জাপানী জাহাজ পক্ষ আক্রমণ চালাইয়া পক্ষ বাহিনীকে জাপানের বাহিনী হইতে হটাইয়া দিয়াছে এক জাহাজের প্রভুত কতিক্ষয় করিয়াছে। বহু সৈন্য বধী ও আহতজনজন হতবস্ত হইয়াছে।

এক বাক সোভিয়েট হোমার বোম্ব বিমানপোত বাস্টিকে দুইখানি জাপানী টহলার বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল।

পূর্ব্ব জাহাজের উপর একটি বোমা নিক্ষেপ হয় এবং উহার ফলে জাহাজখানি জুড়িয়া যায়। দ্বিতীয়খানিও তৎপরভাবে অবন হইয়াছে।

পক্ষ পশ্চাত্তাবনের এক বিমানবীক্ষি আক্রমণ করিয়া ৯ খানি জাহাজ ও ভিনবানি বোম্বারিট বিধ্বস্ত করা হইয়াছে।

মকোর উপর আবার বিমানাক্রমণের চেষ্টা

করেক বাক জাপান গুন ৩০শে জুলাই রাতিতে মকোর উপর বিমানাক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল। বিমানপোত-বিধ্বংসী কামান ও সৈন্য জাহাজসমূহ বাজবাহিনীতে আসিয়া পৌঁছিয়ার পূর্ব্বই জাপান গুনসমূহকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। দুইখানি গুন বাহা অভিযান করিয়া বাজবাহিনীর উপর আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। করেকটা আগুনে বোমা নিক্ষেপ হইয়াছিল। করেকটা বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়াছিল, কিন্তু তৎপরতার সহিত উরা নিবাইয়া ফেলা হয়। কোন সামরিক লক্ষ্যস্থানের ক্ষতি হয় নাই।

জাপান পরাতিক বাহিনী হুস্তত

সোভিয়েট ইনকম্পেন বুরোর ২৯ আগষ্টের এণ্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, “মোলেনস অঙ্গুলে সাংগ্রামের ফলে লজকোজ ১৩৭ সংখ্যক জাপান পরাতিক ভিত্তিমকে হুস্তত করিয়া দিয়াছে।”

বলা হইয়াছে, “প্রত্যয় হইতে সোভিয়েট সৈন্যরা পক্ষ পক্ষের উপর তীব্র ভাবে চাপ দিতে থাকে। পশ্চাত্তাবনকারী জাপান বাহিনীগুলির পক্ষিধির জন্য জাপান করাও জত ১৩৭ সংখ্যক ভিত্তিমকে প্রেরণ করে এবং উহার সমস্তই বৎসকে উপস্থিত হয়। উক্ত ভিত্তিমকে বাহ পঠনের সুবিধা না কিয়াই একটি সোভিয়েট বাহিনী পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করে। লাক-কোজের অবস্থান বসন্তসি সত্ত্ব সত্ত্ব পক্ষপক্ষের ১৩৭ সংখ্যক বাহিনীকে বিধিয়া ফেলে এবং সোভিয়েট মোলেনস বাহিনী প্রচণ্ডভাবে মোলোবর্ষণ আরম্ভ করে। পক্ষপক্ষ বেটনী ভেল করিয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিলে সোভিয়েট

[৮৭ পৃষ্ঠার হটবা]

বাঙলা গভর্ণমেন্টের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

বকীর অকুখি জুরি ভলু-বকীর রিপোর্ট (১৯৪১)

—মূল্য ১১০ আনা (ভাকবাতল ৭০ আনা)।

বকীর ৪৭-মাসীয়া ম্যানুয়াল (১৯৪১) —

মূল্য ২৫ টাকা (মাত্র ১৫০ আনা)।

বকীর মোটর-স্পিডি ক্রিস-করের বস্তু বিক্রয়কারী (১৯৪১) — মূল্য ৭০ আনা (মাত্র ৭০ আনা)।

বকীর বিক্রয়-কর আইন, ১৯৪১

মূল্য—এক আনা (মাত্র ৭০ আনা)।

বকীর ক্রিস-কর আইনের অধীন বস্তু বিক্রয়কারী

মূল্য—দুই আনা (মাত্র ৭০ আনা)।

[সবগুলি পুস্তকই ইংরেজীতে লিখিত]

প্রতিস্থান:

বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস (পাবলিকেশনস ডপ)

৩৭, কোলকাতা রাস্তা, কলিকাতা

রাইটার: বিজয়, কলিকাতা

যে সকল লোক এই অত্যাচার হাঙ্গামারাজ্যের উপযোগী
কলিতা পড়িতা দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে বিকলভাবন করিতেছে,
[১২ পৃষ্ঠার শেষ]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেখাংশ]

ট্যাঙ্ক বাহিনীর আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গে বাধা হয়। কয়েক মণ্ডা সাক্ষর প্রচণ্ড সংগ্রামের পর শত্রুপক্ষ আর প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হয় এবং অগ্র, রানবাহন এবং রসদ কেলিরা ও বগলকোটে বহু নিহত ও আহত সৈন্য কেলিরা হারিয়া পলায়ন করে। জার্মান সৈন্যরা একটি বনে আগ্রহ প্রচণ্ডের চেষ্টা করিয়া বার্থ হয় এবং পোড়িয়ে দেওয়ার ভয়ভীতিতে বিপর্যস্ত হয়। এই অঞ্চলে ৪ পত্রিক জার্মান অফিসার ও সৈন্য নিহত এবং ১৫০ পত বন্দী হইয়াছে।

বাস্টিলে শত্রু-আক্রমণ নিরাকৃত

সোভিয়েট বিমানপোতের আক্রমণে বাস্টিল শাপের পক্ষের একখানি টেলিফোন আক্রমণ এবং পীচ হাজার টনের একখানি তৈলবাড়ী জ্বালায় নিমজ্জিত হইয়াছে এবং আটো ৪ খানি জার্মান আক্রমণ বিপ্লবভাবে ধ্বংস হইয়াছে।

জার্মান ইন্ডাস্ট্রির দাবী

জার্মান উচ্চতম কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায্যে বলা হইয়াছে যে, পিপাস রোগের পশ্চিমে শত্রুপক্ষের সৈন্যসমূহ বিধ্বস্ত করিবার সময় সোভিয়েটের প্রায় দশ সহস্র সৈন্যকে বন্দী করা হয় এবং অসংখ্য ট্যাঙ্ক, বশু ও অন্যান্য সরঞ্জামপত্র হস্তগত করা হয়।

উত্তর মেস অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণের পরিকল্পনা

ইচ্ছায্যে সংবাদ প্রকাশ উত্তর মেস অঞ্চলের ব্যাপক বৃষ্টি জ্বালা ও নৌ-সৈন্যের উপস্থিতির সংবাদ ফিলিপ পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে বিরাট কল বাহিনীর সমাবেশের বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, সোভিয়েটের উপর বৃষ্টির যোদ্ধাবর্ষণ একটি আকস্মিক আক্রমণ হইবে। এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনা যে বুটেন ও রানিয়ার আছে, উহাতে ডাহাই বুঝা যাইতেছে।

জার্মানীর ১৫ লক্ষাধিক সৈন্য কয়

সোভিয়েট ইন্সপেকশন ব্যুরোর ডাইন-প্রেসিডেন্ট হ: লজোভিচ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, কল বগলকোটে এ-পর্ষাও জার্মানীর ১৫ লক্ষাধিক সৈন্য কয় হইয়াছে এবং ললভাগী সৈন্য সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

জার্মান পত্রিকায় ভিত্তিমূলক বিবরণ

সোভিয়েট টাস এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যগণ 'ডি' টাউনের নিকটে ২৫০ সংখ্যক জার্মান পত্রিকায় ভিত্তিমূলক আক্রমণ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে। বহু সংখ্যক সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং বহু বুলদাম ও উল্লেখযোগ্য সরঞ্জাম হস্তগত হইয়াছে।

হল্যান্ডের উপকূলে শত্রুজাহাজ ভলব

বৃষ্টি বিমান বিভাগের একটি ইচ্ছায্যে প্রকাশ, ২৪ আগস্ট রাতে বৃষ্টি যোদ্ধা বিমানসমূহ বাসিনের বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। হাবু ও কিরেলও বোম্বার্ড করা হইয়াছে। জার্মানীর উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে বৃষ্টি বিমানসমূহ হানা দিয়াছিল। বৃষ্টি বিমানসমূহ হল্যান্ডের উপকূলের নিকট পক্ষের টেক-দাবী আক্রমণের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে অনেক লক্ষ্য হইয়াছে।

বাসিনে ব্যাপক বোম্বার্ড

চারি ইতিমধ্যে বিমানের একটি পত্রিকা দাবী পত ২৪ আগস্ট বাসিনে পক্ষের কেন্দ্রস্থলে হানা দিয়া বুটেনে সর্বাধিক জারী জারী বোম্বার্ড করা হয়। চতুর্বিধ হইতে একসঙ্গে আক্রমণ করা হয় এবং বহু অগ্নিকাণ্ড ঘটিত হইয়াছিল। বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে

উপর বহুত বোম্বা বগলকোটে পড়িত হয় এবং আগু-গিরি অগ্নি-পাতনের দ্বারা আগুন জ্বলিয়া উঠে। জার্মানীর বিমানবহন ৮০ বাইল লু হইতে এই আক্রমণের উল্লেখ করা দেখিতে পাওয়াছিল। এ পর্যন্ত বাসিনে প্রায় ৫০ বার বিমান আক্রমণ চালায় হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে শত্রুপক্ষের ক্রটি

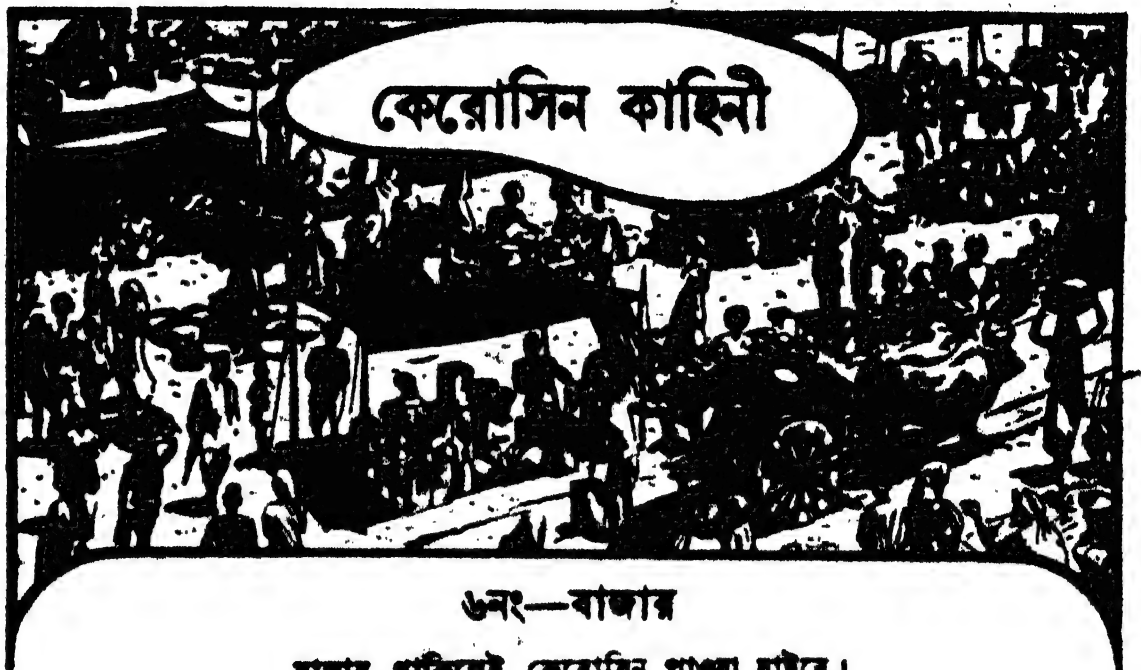
সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরে একটি সাবমেরিন ও ইটি পরিবহন কামানবিশিষ্ট একটি ইটালীয় জাহাজকে টর্পেডো হারিয়াছে।

বৃষ্টি নৌবিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন, ভূমধ্যসাগরে যে সময় সাবমেরিন বুরিমা বেড়াইতেছে, তাহারা আতঙ্কিত হইবে এবং পরিবর্তন হইবে যদিও

সাক্ষর সংবাদ দিয়াছে। ভূমধ্যসাগরে শত্রুপক্ষীয় ১৬ লক্ষ ও হাজার টনের আক্রমণ হইয়াছে এবং ইটালীয় উপকূলের এক বহিনের মধ্যে একটি জাহাজ ভক্তের উপর আক্রমণ চালায় হয়। দুইটি টাপ এই ভক্তকে একটি টেইলার ও দুইটি টর্পেডো বোটের পাখার টানিয়া লইয়া বহিতেছিল। জাহাজ ভক্তিতে অস্তিত্ব একটি টর্পেডোর আঘাত লাগিয়াছে।

বাইল্যান্ড সীমান্তে জাপ সৈন্য সমাবেশ

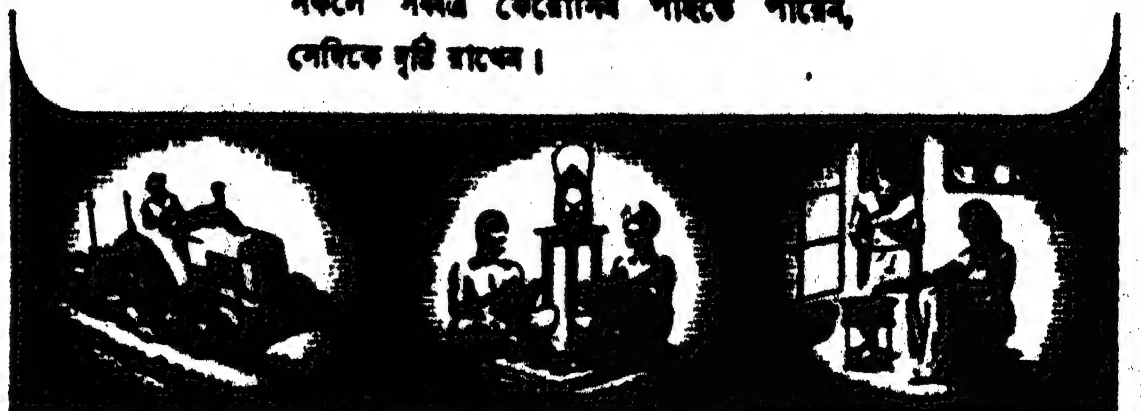
বাইল্যান্ডের অথবা সুভাষিত ওস্তব বসিতা যমে করা হইতেছে। বাতক হইতে প্রায় সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জাপানী সৈন্য বাইল্যান্ডের সীমান্তে সমাবেশ করার বাইল্যান্ডকে বাতক অথবা সন্দর্ভে অবস্থিত হইতে হইবে এবং আমেরিকা অথবা আমেরিকা ও বুটেন বাইল্যান্ডের স্বাধীনতা স্বাক্ষর প্রতিশ্রুতি না মিলে পরিবর্তিত হইতে পরিবর্তন হইবে যদিও জাপানী করা বার।



৬নং—বাজার

বাজার থাকিলেই কেরোসিন পাওয়া যাইবে। ক্রমে ক্রমে কেরোসিন ভারতের নিম্নতম প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। হুদ্র গ্রামবাসি-গণও জানেন যে ঠিক হুদ্রারের গোড়ার না হইলেও স্থানীয় বাজার অথবা হাটে কেরোসিন সর্বত্রই যত্নে থাকে এবং চিনে অথবা বোতলের মাশে পাওয়া যায়।

বহু বৎসর ধরিয়া বার্মা-পেল কেবল মাত্র কেরোসিন বিক্রয়ের এই হুদ্র বিস্তৃত যন্ত্রোত্ত করিয়াই নিরস্ত হ'ন নাই। উপরন্তু তাহাদের ইম্পেক্টরগণ কেরোসিন সরবরাহ-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে সর্বদা চেষ্টা করেন—বাহাতে সকলে সর্বত্র কেরোসিন পাইতে পারেন, সেদিকে দৃষ্টি রাখেন।



বার্মা-পেল অরেল টোরেল এও ডিই বিউটিং কোং অক ইতিয়া সিং

এককর্তৃক:

কলিকাতা

মুম্বাই

হায়দ্রাবাদ

কলকাতা

(ই-সি-সি-সি)

ডিই বিউটিং

বাঙলার বিউনিসিপ্যালিটীসমূহের বিবরণী

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

১০টি বিউনিসিপ্যালিটিতে হাটপ্রতি বার ৪৮ টাকার উপর চাইয়াছিল এবং ৪৮ টি বিউনিসিপ্যালিটিতে জুতা ১ টাকার নিম্নে চাইয়াছিল। নব্বটি বিউনিসিপ্যালিটি ডাঙারের আয়ের পতকরা ১২ ডাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বার ৯৮০০ আটমার বিধান জারিত হইয়াছিল। রংপুর বিউনিসিপ্যালিটি বোটি আয়ের পতকরা ২৯.৫ ডাগ ও পেরপুর্ন বিউনিসিপ্যালিটিতে পতকরা ২২ ডাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বার করা হইয়াছিল।

পানীয় জল সরবরাহ

পহরাজপে পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত ১২,৮১,০০০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে গত বৎসর হইতে এ ব্যাপারে ১,০০,০০০ টাকা কম খরচ হইয়াছে। পরিচালনা ও বেরোয়তি টাকাদি ব্যাপারে ৫৬,২৭৫ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে বলিয়া উপরোক্ত ব্যাপারে মূলধন হিসাবে ১,৬১,০০০ টাকা কম খরচ করা হইয়াছে।

বর্তমান বিভাগের বিউনিসিপ্যালিটিসমূহ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত মোট ৪,৩২,৫২৬ টাকা ব্যয় করিয়াছে। গত বৎসর এই অর্থের পরিমাণ ছিল ৪,৪৫,৮৩৯ টাকা। বিউনিসিপ্যালিটির পানীয় জল সরবরাহ পরিচালনার বিজ্ঞপ্তির নিমিত্ত জন-স্বাস্থ্য বিভাগের চিক্ ইন্সপেক্টরকে যে আগাম টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে রূপায়ী-টুচুড়া বিউনিসিপ্যালিটির একটি খরচ বাবদ যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল মূলতঃ তাহার জন্যই ৪৫,১৫৮ টাকা কৃতি পড়িয়াছিল। অবশ্য পরিচালনা ও বেরোয়তি খরচের নিমিত্ত মোট ৩১,৮৪৫ টাকা ব্যয়িত করা হইয়াছে এবং নতুন জেলার বিউনিসিপ্যালিটি তাহার অংশ পাইয়াছে। সাধারণতঃ বিউনিসিপ্যালিটির যাহা আয় তাহার পতকরা ১২.২ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত ব্যয় হয়। গত বৎসর পতকরা ১২.৩ ব্যয় করা হইয়াছিল। কোন কোন বিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে ইহার ভারতব্যাপ্তি। উপহারপত্র বলা বাইতে পারে যে, রূপায়ী-টুচুড়া বিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়ের পরিমাণ পতকরা ৪১.৫ অথচ বৈদ্যুতিক ব্যয়ের অল্প পতকরা ১.১ মাত্র।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত ব্যয় করা হইয়াছে মোট ৪,৪২,৫৮৪ টাকা। অপর পক্ষে বলা বাইতে পারে যে, গত বৎসর হইতে মোট ৩,০০০ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। পার্ভেনীচ, জেলায়, বরহাঙ্গা, টালিগঞ্জ এবং কামারহাট বিউনিসিপ্যালিটি এই ব্যাপারে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। পঞ্চাঙ্গের মূল্য, বহরমপুর, দক্ষিণ ময়মন এবং বজবজ বিউনিসিপ্যালিটি গত বৎসরের তুলনায় এই সম্পর্কে তাহাদের খরচ হ্রাস করিয়াছে।

ঢাকা বিভাগের বিউনিসিপ্যালিটিসমূহ পানীয় জল সরবরাহে মোট ২,০২,৩৫৪ টাকা ব্যয় করিয়াছে। গত বৎসর এই খরচের পরিমাণ ছিল ২,০২,৬২৫ টাকা। ব্যয়পত্র ও বরিশাদে গত বৎসরের তুলনায় খরচ কম পড়িয়াছে; কিন্তু অনেক কম বৃদ্ধি করার মতন করিয়াছে এবং পানীয় জল নিষ্কাশন ও ইলেক্ট্রিক চার্জ বৃদ্ধি পাওয়ার পট্টাবলীতে অনেক পরিমাণ বর্ধিত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বিভাগে পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যয়ের পরিমাণ সবচেয়েই (১,১৭,৫০৮ টাকা) হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার লক্ষ্য করিয়াছেন যে, জাহিদার মূল্যের চট্টগ্রাম বিউনিসিপ্যালিটিতে জল সরবরাহের পরিমাণ অনেক কম এবং বৈদ্যুতিক চার্জ বৃদ্ধি করিয়া, জাহিদার মূল্যের হইতে প্রয়োজনীয় জলের জলসেই কমেই কমেই হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে রাজশাহী বিভাগের বিউনিসিপ্যালিটিসমূহের জল সরবরাহের ব্যয়ের পরিমাণ গত বৎসরের খরচ ১,৬২,০৬৪ টাকা হইতে ৭৮,৮২৬ টাকার গাতিয়া আসিয়াছে। এমুদো একমাত্র লজিটিং বিউনিসিপ্যালিটি গত বৎসর হইতে ১৭,৭২৮ টাকা কম খরচ করিয়াছে। কিন্তু এই বিভাগে বোটি ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও জল সরবরাহ ব্যাপারে প্রত্যেক বিউনিসিপ্যালিটিতেই পতকরা খরচের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল মাত্র সিরাঙ্গ-পত্র এবং ইংল্যান্ডের এই বৃদ্ধির তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে।

ময়লা নিকাশ

ময়লা নিকাশ ব্যাপারে গত বৎসর মোট ২৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার আসিয়া পড়িয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিউনিসিপ্যালিটিসমূহের সাধারণ বোটি ব্যয়ের পতকরা ২৩.৯৮ ডাগ এই উদ্দেশ্যে খরচ হয়। টালিগঞ্জ বিউনিসিপ্যালিটি টাকার ইত্যাদি এর করিয়া এবং বৈজ্ঞানিক বতে মল নিকাশের ব্যয়তা করিয়া মোট ১৪,২৫১ টাকা অধিক ব্যয়ের কারণ হইয়াছে।

ঢাকা নগরে রাস্তার কলের জলের চাপ খুব কম বলিয়া কর্তৃপক্ষ নগরের মল নিকাশ ব্যাপারে বিশেষ অনুবিধা গ্রহণ করিতেছেন। সেপটিক ট্যাঙ্কে যে মল ময়লা জমে তাহা সরাইয়া কেলিবার নিমিত্ত আরও দুইটি নতুন ট্যাঙ্ক খনন করা হইয়াছে। চট্টগ্রামে মল নিকাশ ব্যয়তার আরও উন্নতি হওয়ার প্রয়োজন আছে। কুনিয়া নগরে মল নিকাশের ব্যয়তা অত্যন্ত বাধাপ এবং বোটির দরীয়া এই কাজ সম্পাদন করার নিক্ত বিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারসিগের দুটি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

জল নিকাশের ব্যয়তা

জলনিকাশের জন্য আলোচ্য বৎসরে মোট ৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে গত বৎসরের ব্যয়ের তুলনায় ৭০,২০৮ টাকা বেশী লাগিয়াছে। মূলধনরূপে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং পরিচালনা ও বেরোয়তি ব্যয় ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে।

রাণীগঞ্জ বিউনিসিপ্যালিটি জলনিকাশের জন্য বেসার্দ মার্গ এত কোম্পানীর কুলি লাইন হইতে ১,২০০ ফিট দীর্ঘ পাইপ বসাইয়াছে। উক্ত কোম্পানী বিউনিসিপ্যালিটিকে বিনামূল্যে পাইপ সরবরাহ করিয়াছে। প্রিয়ামপুর বিউনিসিপ্যালিটি জাহা পরঃপ্রানী জৈরী করিয়াছে। জামা গিয়াছে যে, উহা খনন করার কলে উক্ত মকলের স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে এবং বাস্তবায়িত পদ্ধতি হইয়াছে। ঢাকার গাড়ার উপর "সিরা জলনিকাশের ব্যয়তা করিয়া ১৫,০০০ টাকার একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছিল এবং তাহার অধিকাংশ কাজ আলোচ্য বর্ষে সম্পন্ন হইয়াছে। লজিটিং বিউনিসিপ্যালিটি কতকগুলি প্রয়োজনীয় রাস্তার জলের মল কন্ট্রোল ব্যাপারে ১০,২০০ টাকা এবং বোড়া পরঃপ্রানীকে কার্যোপযোগী রাখিবার জন্য ৩,০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছে।

আলোর ব্যয়তা

আলোর ব্যয়তা সম্পর্কে আলোচ্য বৎসর ৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। গত বৎসর এই ব্যাপারে ৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। রাজশাহী বিভাগে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা কম খরচ হইয়াছিল। লজিটিং বিউনিসিপ্যালিটি এই ব্যাপারে ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা কম খরচ করিয়াছিল।

বর্তমান বিউনিসিপ্যালিটি আলোর ব্যয়তার ৬,২০২ টাকা বেশী ব্যয় করিয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, ঢাকার নতুন করিয়া বৈজ্ঞানিক আলো নিষ্কাশন করা হইল। গত দুই বৎসর এই আলোর ব্যয়তা ছিল না। ঢাকার ইলেক্ট্রিক সার্কার কোম্পানীর কার্যপত্রের দর হ্রাস পাওয়ার ব্যয়ের পরিমাণ ৪,৩৭২ টাকা কমিয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য বিউনিসিপ্যালিটির অধিক অবস্থা বহুতল না থাকা সত্ত্বেও উহা আলোর জন্য কোনরূপ হানি ঘটা করে নাই।

জনস্বাস্থ্য

বিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ তাহাদের নিজ নিজ এলাকার সাধারণতঃ জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর ব্যয়তার প্রয়োণে যথেষ্ট আশ্রয় ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিউনিসিপ্যালিটির হেলথ অফিসার ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর-পদের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়াছে; তাহাতে ২ লক্ষ ৪৩ হাজারের বদলে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ব্যয় হইয়াছে। হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের জন্য এবং অবশ্য সাধারণ ব্যয়তার জন্য ব্যয় হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজারের বদলে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ও ১ লক্ষ ৪৯ হাজারের বদলে ১ লক্ষ ৩৪ হাজারে পড়িয়াছে। কতিপয় বিউনিসিপ্যালিটিতে কমেতা ও মল ময়লাসমূহ দেখা গিয়াছিল; কিন্তু যথাসময়ে নিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকাংশ বদলেই উহা আরতাবীনে আনা হইয়াছিল। মৈত্রী ও জটপাড়া বিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে মল ময়লা দেখা গিলে জাহা নিরোধক জন-স্বাস্থ্য বিভাগ ও তাহাদের বিশেষজ্ঞদের তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কতিপয় নগরে স্বাস্থ্যক-ভাবে কলো ও বসন্তের আক্রমণ হইয়াছিল, বিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ উপন্যস্তার সঠিত উহার প্রতি-বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অধিকাংশ বিউনিসিপ্যালিটিতেই স্বাস্থ্যকর বজ্র ঝিকার নিবৃত্ত করা আছে এবং বিনামূল্যে ঝিকার সেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন বিউনিসিপ্যালিটিতে মিষ্টি পানসমূহে ঝিকার সেওয়া হয়; কোন কোন বিউনিসিপ্যালিটিতে কলোজারের দ্রবীয়া ঝিকার সেওয়া হয়।

কতিপয় বিউনিসিপ্যালিটি মিষ্টি পান্যে ম্যালেরিয়া নিরোধকের উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। দালী বিউনিসিপ্যালিটি নিরোধক হই-ইতিয়া যেনও কলোজারের সহযোগিতায় ম্যালেরিয়া নিরোধকের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার কলে আলোচ্য বর্ষে নতুনতঃ কোন ম্যালেরিয়ার আক্রমণ এ অঞ্চলে হয় নাই এবং সাধারণ জন-স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল। গত বৎসর ও বর্তমানের তুলনায় তুল্যানে ঢাকার ময়োর ও তৎসম্পর্কিত পানসমূহে পটীকামূলকভাবে ম্যালেরিয়া নিরোধকের পদ্ধতাদি পরি-কল্পনা জন-স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল এবং উক্ত রোগ নগরে অনেক পরিমাণে সঙ্কলিত লাভ করিয়াছে। ঢাকা ম্যালেরিয়া নিরোধক কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। ইহা একটি বড় প্রতিষ্ঠান, ইহাও গত বৎসর জেলা-বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা জাব ও অবশ্য প্রতিষ্ঠান সাহায্য করিয়া থাকে। এই কর্তৃক কার্যে ঢাকা বিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট উপকার লাভ হইয়াছে। অধিকাংশ বিউনিসিপ্যালিটি পূর্ণ পূর্ণ বৎসরের ব্যয় এ বৎসরও হ্রাসের ব্যয়ের জলস পরিচালনা করিয়া, পুষ্টিবর্ধী ও কোম-গুলির সংগ্রহ যোগ দূর করিয়া এবং আগাছা জল ও অবশ্যকর উদ্ভিদাদি পরিচালনা করিয়া অন্য ব্যক্তি-বিশেষের উপর বোজা ভারী করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যকর ব্যয়তার উৎসাহিত্বানে চেষ্টা করিয়াছিল।

কতকগুলি বিউনিসিপ্যালিটি পূর্ণ পূর্ণ কিন্তু কলোজারের চিকিৎসার ব্যয়তা হ্রাসপাইয়াছিল। ময়লা ও কলোজারের বিউনিসিপ্যালিটি কলোজার ও কলোজারের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিল। কলোজারের একটি বস্তা চিকিৎসার পরিচালিত হইয়াছিল ও ময়লা

বাঙলাদেশে পেটল নিয়ন্ত্রণ

নিয়মাবলী প্রকাশ

বাঙলাদেশে মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত পিট্রলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের আদেশ ১৯৪১ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখে কার্যকরী হইবে।

গাড়ীতে ব্যবহৃত ডিকেন্সের বেলায় বর্তমানে এই নিয়ম প্রয়োগ করা হইবে না, ইহা শুধু পেট্রোল, বেনজিন ও অনিচ্ছিতের পাথলা বা চাপকা কোয়ালিন এবং পেট্রোল ও কোয়ালিনের বা পেট্রোল ও মাস্টিক পলি উপাদানক সুরাসারের সংমিশ্রণ প্রকারের বেলায় প্রযুক্ত হইবে।

ভারতবর্ষে মজুত মোটর পিট্রলের বাচাতে অপচয় না হয়, সেই জন্যই এইরূপ পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং বেসামরিক ব্যক্তিগণের তৈলব্যবহারকে অপরিহার্য প্রয়োজনের সীমার হাল করা হই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। যে তারিখে এই আদেশ কার্যকরী হইবে তদ্বিন হইতে নির্ধারিত কুপন ও বসিন ট্যাক্সের লে করিলে মোটর পিট্রল পাওয়া যাইবে না। কুপনগুলি নির্ধারিত সংখ্যক ইউনিটের জন্য প্রদান করা হইতবে এবং আপাততঃ 'ইউনিট'কে এক গ্যালনের সমতুল্য ধরা হইবে।

স্টাডেন্ট গাড়ীগুলির জন্য মূলতঃ নিম্নলিখিত পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে:—

অধিক ৩ অশ্বশক্তিমান গাড়ীর জন্য মাসে দুই ইউনিট, ৩ অশ্বশক্তির অধিক ও ৪ অশ্বশক্তির অধিক শক্তিমান গাড়ীর জন্য মাসে ৪ ইউনিট, ৪ অশ্বশক্তির অধিক ও ৭ অশ্বশক্তির অধিক শক্তিমান গাড়ীর জন্য প্রতি মাসে ৫ ইউনিট, ৭ অশ্বশক্তির অধিক ও ৯ অশ্বশক্তির অধিক শক্তিমান গাড়ীর জন্য প্রতি মাসে ৬ ইউনিট, ৯ অশ্বশক্তির অধিক ও ১২ অশ্বশক্তির অধিক শক্তিমান গাড়ীর জন্য প্রতি মাসে ৮ ইউনিট, ১২ অশ্বশক্তির অধিক ও ১৫ অশ্বশক্তির অধিক শক্তিমান গাড়ীর জন্য ৯ ইউনিট, ১৫ অশ্বশক্তির অধিক ও ১৯ অশ্বশক্তির অধিক শক্তিমান গাড়ীর জন্য ১০ ইউনিট, ১৯ অশ্বশক্তির অধিক শক্তিমান গাড়ীর জন্য ১২ ইউনিট।

এই শ্রেণীর গাড়ীর জন্য প্রথম তিন মাসে নির্ধারিত পরিমাণ সম্পূর্ণ হই মাসিকভাবে কেওয়া হইবে; তিন মাসের অতিবাহিত হইলে অন্য পিট্রলের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে হাল করা হইবে না, কিন্তু অন্যতম শ্রেণীর গাড়ীর বেলায় ইহা করা হইবে।

মোটরবাস, ট্যাক্সি গাড়ী, লরী ও প্রতিষ্ঠানগুলির গাড়ী প্রভৃতির জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া রেশনিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিমাণ নির্ধারিত করা হইবে।

ব্যক্তিগণের প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত পরিমাণ মোটর পিট্রল কেওয়া হইবে; এলাকার রেশনিং কর্তৃপক্ষ উহার পরিমাণ স্থির করিবেন। সাধারণ কুপন তিন মাসের জন্য কেওয়া হইবে এবং উহা তিন মাস বন্ধ থাকিবে। কিন্তু অতিরিক্ত কুপন একটি মাসের এক মাসের জন্য কেওয়া হইবে।

নির্ধারিত মোটর পিট্রলের জন্য আবেদন নিম্নলিখিত কক্ষে রেশনিং বা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে। কলিকাতা ও পরগণার জন্য কুপনপ্রাপ্তির আবেদনের কক্ষ, (ক) আঞ্চলিক রেশনিং কর্তৃপক্ষের অধিনে, (খ) পেট্রোল সরবরাহ অফিস, (গ) বর্ডার অটো-মোবাইল এসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

অন্যান্য অঞ্চলের কুপন এই অঞ্চলের রেশনিং কর্তৃপক্ষ এবং জাহাঙ্গীর বাজা নির্ধারিত কার্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

যে গাড়ীর জন্য আবেদন করা হইবে, তাহার মোটরপেট্রল সার্টিফিকেট ও ট্যাক্সের নিশান উৎসার দাখিল করিতে হইবে।

আবেদনকারীকে স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নাই, কোন একজন বা প্রতিনিধিত্ব দ্বারা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে। কলিকাতা ও পরগণার অঞ্চলের জন্য পাস্টিক ডিরেক্টর বিভাগের ডেস্কটি পুলিশ কমিশনার আঞ্চলিক রেশনিং কর্তৃপক্ষ হইবে এবং অন্যান্য অঞ্চলের জন্য প্রত্যেক কেন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে এই পদে দায়বদ্ধ হইবে।



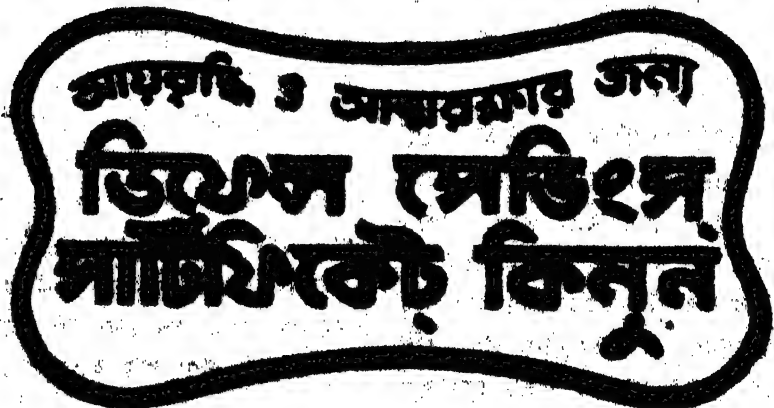
আপনি যদি মাটির নীচে টাকা পুতে রাখেন বা কাঁচা টাকা, সোনা অথবা রূপো কিনে বাড়ীতে লুকিয়ে রাখেন তাহলে সে টাকা আপনার বা আপনার সংসারের কোন কাজেই আর লাগতে পারে না। লাভ করতে হ'লে টাকাকে বাটাতে হ'বে এবং ডিকেন্স সেটিংস্ সার্টিফিকেটে টাকা বাটানোর মত সহজ ও নিরাপদ ব্যবস্থা আর কিছুই নেই।

১০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা এবং ১,০০০ টাকা দানের ডিকেন্স সেটিংস্ সার্টিফিকেট কেনা মানেই গভর্ণমেন্টের কাছে আপনার টাকা গচ্ছিত রাখা আর আপনার প্রত্যেক ১০ টাকার জন্য গভর্ণমেন্ট বার্ষিক ১/০ আনা করে ছয় ও পঞ্চ বছরের মধ্যে ১০ আনা ও দশ বছরের মধ্যে ১১০ আনা 'বোনাস' দিয়ে আপনার আসল ১০ টাকাকে বাড়িয়ে ১৩১/১০ আনার বাঁচ করা যেন। ইচ্ছা হ'লে যে কোন সময়ে আপনি এই সার্টিফিকেট প্রাপ্য ছয় ভদ্র ভাঙতে পারবেন এবং স্বল্প-বহু টাকা ও সিঙকের সোনার রূপ্যবোক্ষণ করার ব্যপার সময়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আপনার টাকা বাড়ছে দেখে খুশী হবেন।

কিভাবে কিনতে ডিকেন্স সেটিংস্ সার্টিফিকেট কিনতে পারেন

পোস্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিকেন্স সেটিংস্ কার্ড চান—বিনামূল্যে পাবেন। তারপর ১০ আনা, ১১০ আনা বা ১০ টাকা দানের সেটিংস্ ট্যাক্স বন্ধন যেরমন পাবেন ইচ্ছা মত কিনতে থাকুন। যখন আপনার কার্ডে ১০ টাকা দানের ট্যাক্স হবে তখন 'সেটিংস্ ব্যাঙ্ক'র কাছ করে এমন যে কোন পোস্ট অফিসে গিয়ে কার্ডখানি মিলেই আপনি একটি ১০ টাকার ডিকেন্স সেটিংস্ সার্টিফিকেট পাবেন।

টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়ান
বাঁচতে হ'লে টাকা বাঁচান



কলিকাতা অঞ্চলের রেশনিং কর্তৃপক্ষের অফিস ৭৭বি, করিবেন। বিভিন্ন প্রকারের গাড়ীর জন্য ডিকেন্স সেটিংস্ সার্টিফিকেট কিনতে পারবেন।

ইহা আপনাকে দায়িত্ব দেবে যে, আপনি আপনার গাড়ীর মোটরপেট্রল সার্টিফিকেট কিনতে পারবেন। আঞ্চলিক এই কুপন কেওয়া দায়িত্ব আঞ্চলিক রেশনিং কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে। কলিকাতা ও পরগণার অঞ্চলের জন্য পাস্টিক ডিরেক্টর বিভাগের ডেস্কটি পুলিশ কমিশনার আঞ্চলিক রেশনিং কর্তৃপক্ষ হইবে এবং অন্যান্য অঞ্চলের জন্য প্রত্যেক কেন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে এই পদে দায়বদ্ধ হইবে।

বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের বার্ষিক বিবরণী

[১ম পৃষ্ঠার পেশাবল]

প্রত্যেক স্থান বন্দোবস্তের দায় হইতে বাকী পাইবার জন্য মুদ্রাস্থিয়ার প্রচলনকারী চালান হইয়াছিল। বহরবন্দুকের কুঁড়ি টিকিটসমূহও বেশ ভাল কাজ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বায়্য পরিদপ্তর কর্তারী কামিরাঃ ৬০টি নুতন ইচ্ছা আক্রমণ উৎসাহিত করিয়াছেন এবং আক্রমণ ব্যক্তিগণকে কাছাকাছি হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং অন্য সকলকে আশ্রয়ার্থী উপলক্ষে প্রদান করা হইয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষের মাতৃমন্ডল ও শিশু-মন্ডল বিষয়েও তাঁহাদের কর্তব্যের প্রতি উৎসাহী থাকেন নাই। কতিপয় মিউনিসিপ্যালিটিতে বহিঃস্থিক কিকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। দাইসনের ট্রেনিং শেষ হইলে ডায়ালিসিস প্রয়োজনীয় যত্নাতি দেওয়া হইয়া থাকে। হপলী জেলার চুঁচুড়ার একটি মাতৃমন্ডল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সারারপুতের মহিলা সমিতি মেলা-বোর্ডের সহযোগিতায় একটি প্রদর্শনী বাবদ্য করিয়াছিল।

কুছিয়া সদর হাসপাতালে আনুমানিক ১৫,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি এম্বুলেন্স ওয়ার্ড প্রস্তুত হইতেছে।

চুপ্টা বিদ্যারী বিঃ এ, সি, সেন এই কাজের জন্য ১২,৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। পূর্ণ পূর্ণ বৎসরের সার ডেজাল বায়্যক্রম আইন সর্বত্র সমানভাবে ও যথাযথভাবে সকল মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রয়োগ করা হয় নাই। কেবল যে সব স্থান মিউনিসিপ্যালিটি এই ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রসংসাবোধে সজ্জিত অবস্থান করিয়া ডেজাল বায়্য করিয়াছে এবং ডেজাল বায়্যক্রম বিক্রয়কারীদের বিক্রেতে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে, শুধু সেই সব স্থানে আইন কতকটা কার্যকরী হইয়াছে।

রাজ্যস্বত্ব নিদ্রাণ

আলোচ্য বর্ষে রাজ্যস্বত্ব প্রভৃতি নির্ধারকার্থে বোর্ড ব্যয়ের পরিমাণ করিয়া ১৬ লক্ষ ৩১ হাজারের মত ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার বীড়াইয়াছে। বর্তমান বিভাগে ব্যয় ৫ লক্ষ ৪ হাজারের মত ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার হইয়াছে। ইহার কারণ প্রকাশ্যে রাজ্য নির্ধারণ ২৮,৩২২ টাকা কম ব্যয় হইয়াছে ও হাজকা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে এট্রিগিয়েন্ট বরচ ১৫,০০০ টাকা কম হইয়াছে; এই কম ব্যয়ের কোন কৈফিয়ত দেওয়া হয় নাই।

প্রেসিডেন্সি বিভাগে এই বাজে বরচ বৃদ্ধি পাইয়া ৪ লক্ষ ২৭ হাজারের মত ৪ লক্ষ ৫১ হাজার হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধিক ব্যয় হইয়াছে পার্ভেনরীতে (৪০,৯১৭ টাকা), বরাহনগরে (২৫,০৬২ টাকা) ও টালিগড়ে (১২,১২২ টাকা)। টালিগড়ে লক্ষ হাজারে অধিকতর উচ্চ শ্রেণীর রাজ্য নির্ধারণ অন্যই এইরূপ বেশী ব্যয় হইয়াছে এবং বরাহনগরে বড় বড় জায়গা মেসারজীর জন্য ব্যয় হইয়াছে। পার্ভেনরীতে বেশী ব্যয়ের কোন কৈফিয়ত দেওয়া হয় নাই।

রাজ্য বিভাগে রাজ্যস্বত্ব নির্ধারণ ব্যয় হাল পাইয়াছে, — ২ লক্ষ ৭৬ হাজারের মত ২ লক্ষ ৫৭ হাজার হইয়াছে। ইহার কারণ প্রকাশ্যে ৩৬,১২২ টাকা, বরচবন্দুকের ৩,৩২৪ টাকা ও বরিশালে ১,৯৫৬ টাকা কম ব্যয় হইয়াছে। বরিশালে অর্ধাভ্যবহৃত কম বরচ হইয়াছে অতীত সকল কেন্দ্র এইরূপে; কিন্তু রাজ্য ও বরিশাল-পক্ষে কোয়ার কোন কারণ দেওয়া হয় নাই।

চট্টগ্রাম বিভাগে ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে— ২৬ হাজারের মত ১ লক্ষ ১৬ হাজার ব্যয় হইয়াছে। এই বৃদ্ধি-ব্যয়ের অধিকাংশ রাজ্যের কাজে লগান হইয়াছে। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির কলিকাতার রাজ্যস্বত্ব উপস্থিতির অধিক ব্যবস্থাপনা, কলিকাতার এবং পূর্ণ বৎসরের কোন অধিকতর বেশী টাকা ব্যয়করিয়াছেন। ইহাতে মোটর জাহাজ ট্যাক্স জমিদের টাকাও আছে। এই মিউনিসিপ্যালিটির রাজ্যস্বত্বের পক্ষা খতি তরত, কারণ খতিতে

এ বিবরে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই এবং কলিকাতার অধিক বন্দোবস্ত এতিকে বিক্রে হইবে।

রাজ্যস্বত্ব বিভাগে ব্যয় হাল পাইয়াছে— ১০ লক্ষ ৮ হাজার টাকার মত ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার ব্যয় হইয়াছে। এই হাল মত ব্যয়ের পতকরা ২১.৬ ডায়। যদিও পাত্তিক ওয়ার্কসের মোট ব্যয় হাল পাইয়াছে, তথাপি রাজ্য নির্ধারণ ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ৫৫ হাজারের মত ১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার বীড়াইয়াছে; ২টি মিউনিসিপ্যালিটিতে এই ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কামিরাঃএর মিউনিসিপ্যালিটি ৬টি মিল রেতে একটি পার্ক নির্ধারণের কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। দায়ালিঃএর মিউনিসিপ্যালিটি "ব্রাবোথ" পার্কের জন্য কুচবিহার টেটের মিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়াছে এবং সেখানকার রোড পাকা করিয়াছে। ব্যয় বৃদ্ধি হওয়া মত্রেও অনেক মিউনিসিপ্যালিটির রাজ্যস্বত্বের অবস্থা নিজস্ব শোচনীয় ও আনুগিক কানবাহন চলাচলের অযোগ্য হইয়া সংবাদ পাওয়া যায়। এই সময়ের প্রতি মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের বিশেষ বন্দোবস্ত দেওয়া আবশ্যিক।

হিসাব পরীক্ষা

আলোচ্য বৎসর বাংলায় একাধিকবার অর্থ দোকানাল একাউন্টস ও তাঁহার সহকারী কর্মচারীদের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের হিসাব পরীক্ষা করেন। বিনোদপুর মিউনিসিপ্যালিটির অনেক ট্যাক্স আদায়কারী সরকার প্রতারণার উদ্দেশ্যে কতক পরিমাণ ট্যাক্স ছাড়িয়া দিয়াছিল। ইহা বাতীত অন্যত্র কোথাও আতসাং ইত্যাদির কোন প্রচেষ্টা করা পড়ে নাই। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের উক্ত সরকারকে চাকুরী হইতে সরবাস্ত করিয়া তাঁহার জাহানের টাকা এবং প্রতিভেন্ট কও হইতে ২৮২৫০/০ আদায় করিয়া লইয়াছেন।

কুচমাং ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির হিসাবপত্রে সাদা বিশুদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। পাত্তিপুত্রের মিউনিসিপ্যালিটির সার চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিও আর্থিক অবস্থার কোন উসুতি দেখা যায় না।

কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটি এখনও পূর্ণের বিশুদ্ধতার পুনরাবৃত্তি করিয়া আনিতেছেন এবং হিসাবপরীক্ষক যে সকল বিষয়ে আপত্তি উপস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সংশোধনে বিলম্ব করিতেছেন। পতর্নবেষ্ট আপা করেন, জাহাজা হিসাবপত্রে গোলমালের পুনরাবৃত্তি হইতে বিবেক না। অবশেষে এবং বিলম্ব হওয়ার পততি বিবেক-ভাবে অনুমান না করার মতন উক্ত বিশুদ্ধতা ঘটিকা থাকে।

সামান্য মন্তব্য

বিভাগীয় কলিকাতার অধিকাংশ পাই করিমে এ-প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির পরিচালন সম্পর্কিত ব্যাপারে আশার সঞ্চার হয় না। মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনার যে সকল সোম-কটি পরিলক্ষিত হয়, তাহার অন্য দাবী করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষই এই অধিক অবজ্ঞাকার জন্য দায়ী; কারণ তাঁহারা অসম্মিত হাজিয়ার করে ট্যাক্স আদায়ের জন্য কতকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না।

এ কারণে অনেক বিভাগীয় কলিকাতার দাবা হইয়া মতব্য করিয়াছেন যে, মিউনিসিপ্যালিটির অধীনের ট্যাক্স অদায় বিভাগগুলি জাহাজের মিকট হইতে হিনাইয়া নিকা প্রকাশ্যে অধিকাংশের অধীন করিয়া দেওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্তমত বিবেচনা করিয়া দেবার সময় আসিয়াছে। জাহাজ হতে পেরান অধিকাংশের অন্য কথা ব্যয় হইবে, আর বৃদ্ধি পাইবে জাহাজ হইতে কেন বেশী। প্রত্যেকটিকে ব্যয়ভাণসমূহক প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যক্তদের পক্ষে হানিকর বিবেচিত হইতেও পারে না; কারণ জাহাজ বোর্ডগুলির আয়ের অধিকাংশ অর্থই পতর্ন-বেষ্ট আদায় করিয়া সেন।

কু পূর্ণাঙ্গা হাজার হাজার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ প্রসংগে দাবী করিতে পারেন না। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে জাহাজের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে এক মিক মিক পতর্নের উসুতি দাবনের জন্য বিভাগসমূহ দাবা অবলম্বন এবং নুতন নুতন পতিকরনা রচনা করিতে হইবে। সামাজিক কোন মিউনিসিপ্যাল হ্যাটে ট্যাক্স বাধার যে ব্যাপক কলত্র মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে, বোম্বাইতেই জাহাজ সে-বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতেছেন না। কোন ট্যাক্সের ব্যয় পূর্ণের সার বুর কম হইয়াছে। ইহার কারণ জাহাজ ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া জোটাগানের মিকট অধিগ্রহ হইয়া উঠিতে ইচ্ছা করেন না।

কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে কলিকাতার অধিক বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার পুত্রের দাবীর বাতির কলিকাতার বাতির ৩ মনমত দাবী বিলম্ব দেওয়া একান্ত আবশ্যিক। পতর্নবেষ্ট এ সম্পর্কে অধিক বন্দা বাতলা হবে করেন।

আলোচ্য বৎসর অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটির অধিকাংশের সাধারণ দাবা ভাল ছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সিদ্ধান্তে ইহাদের কর্তৃত্বপত্ন সত্যই প্রশংসনীয়। বাকী তেজাল দাবা আইনটি আরও কতকটিভাবে প্রত্যেকের হওয়া উচিত। কারণ তেজাল দাবা জাহাজের দাবা সম্পূর্ণরূপে বহু করা আবশ্যিক।

বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ বেশ উৎসাহ-উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন। সুবীর্ষ ১৫ বৎসর কর্তার পতিক্রমের পথ চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি অবৈতিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত পতিকরনা কার্যকরী করিতে মনব হইয়াছেন। একদা জাহাজ বন্দোবস্ত।

বুধ অর সংখ্যক মিউনিসিপ্যালিটি বাতীত বাংলায় অবশিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটিগুলি অধি নির্ধাপন সম্পর্কিত প্রস্তুত প্রতি বিবেক কোন বন্দোবস্তই প্রদান করেন নাই। পতর্নবেষ্টের মত্রে বহু বহু মিউনিসিপ্যালিটি-গুলির অধিনির্ধাপন জাহাজি দাবা একান্ত আবশ্যিক।

অনেক মিউনিসিপ্যালিটির আনুগিক পতিকরের দাবা অসম্মিতবন্দ এবং অধিক মিক দাবা কতিকর। এই দাবদার উসুতি দাবন পূর্ণক দাবাতে আয়ের টাকার উদার ব্যয় সমুদান হয়, সেজন্য আপ্রাণ জেটা করা উচিত।

মিঃ এস. কে. যোব আই-সি এস

পূর্ণ-বিতরণের সেলেক্টরী পয়ে মিসুজ

মিঃ কে. জি. মুরের, আই-সি-এস, সম্প্রতি তরত লককায়ের লককায় বিভাগের প্রধান নিয়ন্ত্রক মিসুজ হইয়াছেন বলিয়া জাহাজ হলে বরমসিয়ারের মেলা ব্যাকিট্টে মিঃ এম্, কে, মোম, আই-সি-এস, বাহা নকর্নবেষ্টের দান-দায়ন ও পূর্ণ বিভাগের সেলেক্টরী মিসুজ হইয়াছেন। মিঃ মোম জাহাজীর সিডিস লাডিসের সিডিসের বের এবং বরমসিয়ারে আদায় পূর্ণ জাহাজ লককায়ের অধীনে জিমি আদায়ের বিশেষত্ব প্রমিকের মিসুজ হিমায়ে জিমি বরমসিয়ারে কাজ করিয়াছেন। এই পয়ে তবন পর্বাৎ কোন কাজ ইউরোপীয়দেরই গ্রহণ করা হইত। একদাতীত জিমি বন্দোবস্তের মেলা ব্যাকিট্টে এম্, পতর্নবেষ্ট চট্টগ্রামের প্রথম জাহাজীর সেলেক্টরী কলিকাতার জিমি। তবন জিমি হাপুয়ের কোন ব্যাকিট্টে মিসুজ মন এবং সেখানে জিমি বরমসিয়ারে কাজ করিয়াছেন। ইহার পর জিমি হপলীর মেলা ব্যাকিট্টে মিসুজ হইল। জাহাজ হিমায়ে যে, শিল্প ও প্রস বিভাগের সেলেক্টরী কলিকাতার মিঃ এ, জিউম, আই-সি-এস, বরমসিয়ারের মেলা ব্যাকিট্টে মিসুজ হইয়াছেন।

জাহাজ হিমায়ে যে, বরাই বিভাগের অতিক্রম জাহাজ সেলেক্টরী মিঃ বি, কে, জাহাজের হলে বরমসিয়ারে বরমসিয়ার সেলেক্টরী মিসুজ হইয়াছেন।

বিমান আক্রমণ এড়াইবার কল্যাণ

जार्ज टाउट द्वितीय वाणिज्य महत्त्व

Printed and published by GEORGE WILFRED DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

বাঙলাব কথা

৩৪ বর্ষ, ৩৮৭ নংখ্যা]

কলিকাতা, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪১

[এক খণ্ড]

জার্মানীর উপর পাল্টা বিমানহানা

নানাস্থানে ব্যাপক ধ্বংসের অবতারণা

[উইং-কমান্ডার এল. ডি. ফ্রেকার কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার]

জার্মানীর বিমানবাহুর প্রতিবিপ্লবিত জার্মানীর সকলকার চৈতন্য কারমানাগুলির উপর যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে, এক্ষণে উহার পট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই ধ্বংসীলা কণ্ড ব্যাপক জাহাজ সবে মাত্র জার্মানিতে পান্না গিয়াছে। এক্ষণে একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কলোনের উপকণ্ঠে অবস্থিত ফ্রেনবার্গ হইতে কলোনের লক্ষ্যপাণী সমস্ত বায়বীয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি জার্মানীর বিমানবাহুর উক্ত স্থানের প্রতি বিশেষ নজর দেয়। পরস্পরি বোমা নিক্ষেপের ফলে যে টেনন হইতে রেলপাড়ীগুলি রণনগরে বোম্বাই করা হইত, উহা যাত্রীবাহী পাকীর টেনন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উক্ত দিক্‌পাণী রেলের সাইনের উপরও বোমা নিক্ষেপ হয়।

পর্যবেক্ষণের সময় দেখা গিয়াছে যে, ফ্রেনবার্গের টেনন সমাবেশ কেন্দ্রে পূর্বের মার আর টেননের প্রেশী-বিভাগ হইতে পারিভেদে না। বোমা নিক্ষেপের পূর্বে প্রত্যাহ এই ইলাস্টে ৬,০০০ পাউন্ড বোম্বাই দিতে পারা যাইত। কয়েক মস্তার পর্যন্ত ইহা একেবারে অব্যাহত পড়িয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহু কেন্দ্রেও দানা অনুবিদ্য দেখা দেয়।

বাস কলোনের কথাই বলা যাক্। কলোনের অধিবাসী-বাই উহার ধ্বংসীলা সম্পর্কে দানা কথা বলাবলি করে। চিত্রিত্রাও অনেক কিছু জানা যায়। সাংগীতের নৃত্তি এড়াইয়া বহু লোক ডাখা যাইতেছে এবং কিরিয়া আসিতেছে। কলোন সম্পর্কে লগ্ননে যে রিপোর্ট প্রোঁহিতেছে, এক্ষণে উহা একটা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইয়া থাকে। রিপোর্টগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, কলোনের উপর বেশ সাফল্যজনকভাবে আক্রমণ পরিচালিত হওয়ার লক্ষণ তথাকার-বহুভাষী যত নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে।

জৈনক সৈন্যের হতে কলোনের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চলান হইয়াছে। ১২৬ বার নগরে আগুন করিয়া গিয়াছিল; অগ্নি সারকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, কতটির পরিমাণ অতি বারান্য। সৈন্যদের কল সর্বস্বায় কেন্দ্রটি এক সপ্তাহ কাল অদিরাছিল। এক্ষণে উহার আর কোন ভিত্তি নাই। জলসারস্বয়ের বহু অলঙ্কার নৃতি পাইতেছে এবং তাতার প্রকাশ্যে বিকোত প্রকাশ করিতেছে। বেরেলোককা কলোনের উল্লেখ্য প্রকাশ্যে কলিধ্বংস করিতেছে। লুইশড লোককে প্রেক্ষতার কলস সমস্ত অধিবাসীর অস্ত্রের স্তব্ধ হইয়াছে। একেবারে হইলেই প্রত্যেক জার্মান অকপটে বীকার করে যে, জাহাজ বহু আলো চায় না; কিন্তু লুইশন হইলে কেউই কিছু হসিতে পারেন করে না।

সমস্তকার্যে ভক্ত কথা পরিচালনার জন্য সমস্ত জার্মানীকে সংগঠিত করা হইয়াছিল। পাড়ির সময়

এ ব্যবস্থা বেশ চলিয়াছিল। কতকগুলি শিকিট কেন্দ্র হইতে সমগ্র দেশের রেল ও বায়বীয়গুলি হুড়িত। জাহাজের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় ইহাট মত বড় বিপদ হইয়া পড়াইয়াছে। নিম্ন-প্রকাশিত জর অকলটি আকারে যুদ্ধের, বায়বীয়ের বিতরণ—ইহা সৈন্যে ৪৪ এবং প্রবে ১৬ মাইল। এই সতীর্ণ তুরকের পূর্বদিকে হার এবং পশ্চিম পার্শ্বে বাইম প্রবাহিত হইতেছে।

জর অকলটি নিরাপত্তাজনক নয় বলিয়া জার্মানরা একটি ফলি আঁটিয়াছে। জর অকলে বিধৃত কলকারখানার কতিপূর্ণের জন্য জাহাজা নিয়ন্ত্রণের তথাকথিত বক্ষণীয় রাষ্ট্রগুলি হইতে কলককা গ্রহণ করিয়া আনিতেছে।

ক্রান্তে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কলকারখানা আছে বটে, তবে জার্মানীর বিমান বহুর উদাহরণকে মোটেই রেহাই দিতেছে না। জার্মানীর বিমান বহুর বোম্বাট বিমানগুলি জার্মান বিমান লইয়া হাতলিঙ্গ এ-সকল কারখানার উপর দানা দিতেছে। জার্মানরা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইয়া যতগুলি বিমানপোত বোম্বাইয়াছে জার্মানীয় বিমান বহুর তত কতি হয় নাই।

লিখাতায়ে আক্রমণ এখনও লৈন-হাসার মার তীব্র ও মারাত্মক হইয়া উঠে নাই মতা, তবে এ পর্যন্ত দানা কতি করা হইয়াছে উহা দেখাং কম নয়। লাইন একটি বিখ্যাত শিক কেন্দ্র। বর্তমান সময় ইহা জার্মানদের আরাধীন। ইহার কারখানাসমূহের বিলুপ্ত সর্বস্বায় কেন্দ্রটির উপর বোমা নিক্ষেপ হইয়াছে। কলে কারখানার কাক বনীভূত এবং উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। আর, এ, এফ্ বহন যোটার্ডসে বোমা নিক্ষেপ করিতে দায়, তখন জাহাজা জাহানিগকে সম্বলিত করিবার জন্য জাহাজ আসিয়া পড়ায়। আর, এ, এফ্ ও এত নীচে গিয়া লক্ষ্য বস্তুর উপর বোমা নিক্ষেপ করে যে, জাহাজা সমবেত জাহাজ লক্ষ্যকণের কটো পর্যন্ত ভুলিয়া যায়। পোতাপুরে হৌক, কিয়া সমুদ্রবক্ষে হৌক অথবা জেটিয়াটো সম-সীতে হৌক, জার্মান জাহাজ নৃতিগোচর হইলেই উহার আর হুকা নাই। জার্মানদের কতটির পরিমাণ উল্লেখ্যের নৃতি পাইতেছে। মাত্র এক দিনের ঘটনা হইতে জাহাজ-সের কতটির একটি পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। ৯-দিন প্রায় ১ লক্ষ টন ওজনের ২২ বানা জার্মান জাহাজকে গুরুত্বভাবে ভবন করা হয়। কোন এক সপ্তাহে জার্মানদের ৪০,০০০ টনের জাহাজ বোমা দায়। অন্য এক লক্ষার তিন সপ্তাহে জার্মানদের ১৭০,০০০ টন ওজনের জাহাজের উপর আক্রমণ পরিচালিত হয়; কলে উহাদের অবিকালে আগুন করিয়া দায় এবং নিবৃত্তি হয়। ইহা হুড়া

দানা বহুর 'আরও ৩২ বানা জাহাজ লক্ষ্য করিয়া বোমা এবং পোলাভনী বহিত হয়; কলে সম কলটি জাহাজকে আগুন করিয়া দায়।

জার্মানীর ভিতরের বহুর হইতে দানা দায়, উইল-হেলকুলহেডেন, কারহেডেন, হলটেকবেক্, হলটেক ৩ ফ্রেইবার্গের অধিবাসীরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে। জাহাজা পাড়ি বাড়ীত আর কিছুই চায় না। যানবাহন মারক লক্ষ হইতে প্রায় সংখ্যে প্রকাশ, আর, এ, এফ্, তথায় এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চলিয়াছিল যে, সমস্ত বহু-বাড়ী প্রকলিত এবং আকাশ বক্ষণ' গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা লুচনা মাত্র। অতঃপর দানা করা হইবে, উহা আরও ব্যাপক এবং ভয়াবহ।

অপর একটি সংখ্যে প্রকাশ, 'জার্মানির জলযান-পূম্য প্রায়। ইংরেজরা ইহাও অতিব দাখে নাই। বিমানপোত হইতে শিকিট একটি টেন-টোর আকারে ১০০ মিটার পরিমিত দানের কিছুই বলা নয়। একটি বাড়ীর মধ্যে ৯০ জনের মৃত্যু বটে। বিকৃতমতি কলকক সেম্ ইংরেজবিশেষে হসিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পুরাতন জাহাজের তথায় বাঙালার কোন প্রত্যেক নয়।' জার্মানীর উপর বিমান আক্রমণ কলেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ একদিকে আমেরিকান যুদ্ধবাহী হইতে বেরন মতন নুতন বিমানপোত আসিতেছে, অপর পক্ষে ডেবলি নৃতিগের উৎপাদন পতিত বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের প্রায়তে হইলি প্রেশীর বোম্বাট বিমানগুলি লক্ষ্যপেকা জার্মান তখনকার বিমানপোত বসিয়া পণ্য করা হইত; কিন্তু আজকাল ইহা মরাম প্রেশীর পর্যায়ভুক্ত। তখনকার মরাম প্রেশীর বোম্বাট বিমানগুলি এক্ষণে কলে বোম্বাট আঘা পাইয়াছে। সংখ্যার শিক দিয়া বলা যায়, মত জুন মাসে জার্মানীর ৬ জন অধিক বোম্বাট বিমান নিরোহিত হইয়াছিল। ইহাদের শিকিট বোমা পূর্বে ব্যবহৃত বোমা অপেক্ষা অনেক বড় এবং উৎকৃষ্ট ছিল।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

ব্রীশ যুদ্ধরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্টেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপদ্বীপের তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ বাতায়াক করে।

জাহাজ-ভাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং বাতায়কের ডাড়া, মালের ডাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানার আবেদন করুন :—

ম্যাকিন্স ম্যাকলী এন্ড কোং,

ম্যাসেজি এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বিশেষ প্রতিবেদন

বাঙলা গণতন্ত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকরী সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নিয়ে আমরা বিশেষ প্রতিবেদন সাজিয়ে দিচ্ছি। বিশেষ করে গণতন্ত্রের "বাঙলার কথা" প্রকল্পে আমরা যাচাই করেছি। "বিশেষ প্রকল্প" বা সরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা প্রাথমিক বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিশ্ব স্ৰাষ্ট্রিক অধ্যয়ন কেন্দ্র প্রবর্ত এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গণতন্ত্র কেন্দ্রের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৮ই জানুয়ারী—১৯৮১

বেকার-সমস্যার সমাধানে সরকারী প্রচেষ্টা

বাঙলা সরকারের নিয়োগ-উপদেষ্টার আফিসের ১৯৮০-৮১ সনের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বৃহৎ পরিমিতের ফলে দেশ-বাসীর সম্প্রদায়ের যেন চাকুরীর সুযোগ হইয়াছে, বাঙলার বৃহৎ সম্প্রদায়কে তৎসময়ে অবহিত করা ও নিয়োগ-উপদেষ্টা কর্তৃক প্রাথমিক পরীক্ষার পর প্রার্থীদিগকে বিভিন্ন রিক্রুটিং কর্পোরেশনের নিকট প্রেরণ করা ই আলোচ্য কর্তৃক উল্লেখযোগ্য কার্য ছিল।

১৯৮০ সালের প্রথমদিকে ইহা উপলব্ধি করা গিয়াছিল যে, বিভিন্ন চাকুরী সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করা এবং প্রার্থীদিগকে নিয়োগকারীদের সম্পর্কে আদায়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। সুতরাং সে-কালকার বিভিন্ন বিভাগে স্থানীয় রিক্রুটিং অফিসারগণ কর্তৃক লোক নিয়োগিত হইয়া থাকে বলিয়া এরূপ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। বাক্য হউক, কেন্দ্রীয় সরকার যেন করেন যে, এই ব্যাপারে প্রচেষ্টা-কার্য পরিচালনা ও প্রার্থীদিগকে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষার ব্যাপারে প্রাথমিক পদক্ষেপেই যত্নবশত বিবেচনায় সাহায্য করিতে সক্ষম।

সুতরাং বিভিন্ন সেবা-বিভাগে লোক সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়:—

স্বাভাবিক সূত্রের ডাক্তারী বস-বাতিম্বর ডাক্তারী কলিনস ব্যাপারে কোলমবুর্গে বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করিয়া কমিশনার একটি প্রাথমিক কমিটি গঠন করা হয়। নিয়োগ-উপদেষ্টা বিশেষভাবে কমিশনার অফিস ও সাংবাদিকভাবে সাহায্য বাঙলায় এই সম্পর্ককে অবলম্বন-পত্রের কয় বিভাগ করেন। বড়লোকের কমিশনবৃদ্ধ পদসমূহের ব্যাপারেও অনুরূপ পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছিল।

বৃহৎ সম্প্রদায় কারিগর ও শ্রমিকের বিকল্পের নিয়োগ-উপদেষ্টাকে নির্ভর-কমিটির সমসাময়িক গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে তিনি দুইবার ডাক্তার বস করিয়াছিলেন। আলোচ্য বছরে মোট ৬০০ বৃহৎকে এরূপ ট্রেনিং-এর জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

সেবা বাতিলী সম্প্রদায় সংবাদ সরবরাহ বাতীত সাংবাদিক চাকুরী সম্পর্কেও বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ করা হইয়াছিল।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বৎসরের অভিজ্ঞতার দুইটি বিষয় পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমত: খুবই নিম্নে যে, বাঙলার বৃহৎ সমাজ বিলম্বিত ট্রেনিং পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত: ইহাও বৃহৎ নিম্নে যে, বৃহৎদের সাধারণ জ্ঞান আরো ভাল হওয়া উচিত। সেত্রে নিম্ন-প্রাথমিক ব্যাপারে বৃহৎদের যদি কোম্পানি জ্ঞান অধিকার করিতে চাহে, তাহা হইলে জাহাজের বাতীর উপস্থিতি সর্বদা প্রদান পাইতেই হইবে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের চাকুরী, যেসব চাকুরী, অবসর্য চাকুরী, প্রতিষ্ঠান চাকুরী, বিভিন্ন কোম্পানী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্তকর্মী কর্মসংস্থান, বিভিন্ন নিম্ন প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং-এর সুযোগ, বৃহৎ বৃহৎ শিল্প কার্জ কোম্পানি জাহাজ-চাকুরী চাকুরী বিষয়ে বৈশিষ্ট্যের ও পরে যখন এই বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন সংবাদ সরবরাহ করা হইয়াছিল।

১৯৮০-৮১ সনে মোট ৭৫ জন বৃহৎকে বিভিন্ন কোম্পানী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বৈশিষ্ট্য করিয়া দেওয়া হয়; ১৭ জন বৃহৎকে চাকুরীর ব্যাপার বৎসরের শেষ সফল বৈশিষ্ট্য ছিল। নিয়োগ-উপদেষ্টা বহু বিভিন্ন বড় বড় কার্জ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া তথ্য পরিচালনা ও ব্যাংকগুলিকে সঠিক সরকারী পরিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। যেন লোক নিয়োগ-উপদেষ্টার অফিসের সংবাদভার সেবা বাতিলীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বহুবার করিয়াছিল, তন্মধ্যে ২১৭ জনকে বৈশিষ্ট্য করা হইয়াছিল; ৭১১ জন প্রার্থীর বিষয়ে শেষ বৈশিষ্ট্য এ পর্যন্তও জ্ঞান হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে মোট ২,৬১৬টি পত্র নিয়োগ-উপদেষ্টার অফিসে পাওয়া গিয়াছিল; পূর্ব বৎসর এরূপ ৮৬৫ বাক্য পত্র পাওয়া গিয়াছিল। মোট ৩,০৪২ বাক্য পত্র এই অফিস হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল; পূর্ব বৎসরে এরূপ পত্রের সংখ্যা ছিল ৭৬০ বাক্য। মোট ১৮৬৪ জন কর্মপ্রার্থীর সমিত নিয়োগ উপদেষ্টা আলোচ্য বর্ষে সাফল্য করিয়াছিলেন; পূর্ব বৎসরে মোট ১,১৬৭ জন লোকের সমিত সাফল্য করা হইয়াছিল।

দক্ষিণ আমেরিকায় নাৎসী ষড়যন্ত্র

ইউরোপ হইতে আমেরিকায়ের বৃহৎ অন্যত্র আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে হিটলার দক্ষিণ আমেরিকায় তাহার গোপন কার্যকলাপ বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু এই পর্যন্ত তাহার উদ্দেশ্য কেবলই বাধা হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেসরকারি গণতন্ত্র নাৎসীদের ছোটখাট প্রিন্সিপালদের বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার আশা করিতে পারে না, তাহারও বৃহৎবৃহৎ সহায়তার উপর ভরসা করিয়া হিটলারের অপচেষ্টার বাধা প্রদান করিতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকায়ের হিটলারের হাজার হাজার অনুচর আছে; ইহাওই গোপনীয় দলীয় চেষ্টা করিতেছে। বেশির ভাগ প্রয়োজন হইলে ইহাওকে অস্ত্র গারন ও পশ্চিম গোলাবর্ষের কোমল সুবিধাগুলি বীতি আগলিয়াইতে নির্দেশ দেওয়া হইবে, তাহাতে পরে সেই দল হইতে হিটলার তাহার বেশ পত্র আমেরিকাকে আক্রমণ করিতে পারে।

ল্যাটিন আমেরিকায়ের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র আর্জেন্টাইনই বর্তমানে নাৎসীদের সর্বাধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। আর্জেন্টাইন কংগ্রেসের বহু সদস্যই জার্মানীর সমিত সম্পর্কেই পক্ষ, তবে খুবই এইরূপ কিছু করা হইবে বলিয়া বলা হয় না।

জার্মানী-অনুরূপ বসোভাস্ল্যাভ বেসরকারি বেসরকারি বৈশিষ্ট্যের সম্প্রতি নাৎসী বীতিতে পদসংক্রমণ হইতে যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। বর্তমানে তাহার নাৎসী অনুচরদের বহু-সংখ্যক হইয়াছে।

কিউবা ৬২ জন আফ্রিকান অনুচর প্রেরণ হইয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে বর্তমানসময় অস্ত্রবোম্বarda হইয়াছে। কমিউন হইতেও বহুটি পিটার কং বোম্বার্ডের সময় একজন জার্মান লোক নিহত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের চাকুরী, যেসব চাকুরী, অবসর্য চাকুরী, প্রতিষ্ঠান চাকুরী, বিভিন্ন কোম্পানী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্তকর্মী কর্মসংস্থান, বিভিন্ন নিম্ন প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং-এর সুযোগ, বৃহৎ বৃহৎ শিল্প কার্জ কোম্পানি জাহাজ-চাকুরী চাকুরী বিষয়ে বৈশিষ্ট্যের ও পরে যখন এই বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন সংবাদ সরবরাহ করা হইয়াছিল।

গোয়েবল্ডের সরকারী প্রেরণ

মস্কোর বৃহৎ সম্প্রদায় আলোচ্য বর্ষের

তেইনী টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত প্রেরণ সংবাদ-বাজার তাহা প্রকাশ, তাহাদের প্রচেষ্টা-বাজার বিষয়ে বিশেষী সংবাদভারের সংবাদ সরবরাহের তাহাও নিম্নে কর্তব্যী তা: কার্য বোম্বার্ডের প্রেরণ করা হইয়াছে। বিশেষী প্রতিষ্ঠান সংবাদভারের এই সংবাদটি বাহিরে প্রেরণ করিতে বেওয়া হয় নাই। এই প্রেরণের কারণ সময়ে তখন এই টুকুই বলা যায় যে, বাহিরে একটি কুটনৈতিক সমিতি তা: বোম্বার্ডের অবিস্মৃতি-প্রতিষ্ঠান পরিচর নিহাছিলেন। প্রকাশ, বাহিরার সমিত বৃহৎ সম্প্রদায় কোমল বিষয়ে এই "অবিস্মৃতি-প্রতিষ্ঠান" করা হইয়াছিল।

তাহার গোয়েবল্ড বোম্বার্ডের বৃহৎ নিম্নে করিতে। তাহার নিকট হইতে তিনি কোমল সংবাদই গোপন করিতে না। বিশেষী সাংবাদিক সমসাময়িকি বোম্বার্ডের সভাপতি করিতে। নির্দিষ্ট মাস, জুন, পোন্ডা ও অন্যান্য সাময়িক কার্যকলাপের কেন্দ্রনি বোম্বার্ডের জন্য বহু বিশেষী সাংবাদিক-নিম্নে মস্কো বাতী হইত, তখন ইনিই কর্তব্যের কার্য করিতে।

মুন্ডন দূরপ্রাচ্যের এরোপ্লেন

মুন্ডন-প্রাচ্যে ব্যবহারের সভাপতি

বর্তমান বৃহৎ আকৃষ্ট হইবার সময়ে দুই-ইতিম নিম্নে বোম্বার্ড বিমানগুলির সাপাই সমসাময়িকি ছিল। সর্ব-প্রকার সমসাময়িকি মস্কো ইহা ৩,২০০ মাইল পর্যন্ত উড়িতে পারিত। বর্তমানে যে সকল মুন্ডন বিমান নিম্নে হইতেছে, তাহাদের পালা আরো বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বিমানশোভার এই পদা বৃদ্ধি করা মুন্ডন-প্রাচ্যে বিশেষরূপে অনুভূত হইবে বলিয়া বলা হয়। বাহিরার বৃহৎবৃহৎ যে সকল বিমানশোভা যোত্রের আছে, ইন্দোচীনের জাপানের বাতীও তাহাদের আরও বৃদ্ধি পড়িবে। অকল্যাৎ হইতে আরও বৃদ্ধি হইবে; পর্যন্ত সমসাময়িকি বৃহৎ-পত্র বোম্বার্ড বিমানের পরীক্ষা বৃদ্ধি পড়ে।

উক্ত আটলাণ্টিক ও এরোপ্লেনের পালা বৃদ্ধি করা অনুভূত হইবে। ব্রিটেন ও আমেরিকা সমিতিভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায়ের বহু-বর্ষী সমসাময়িকি উপর জ্ঞান প্রেরণ ব্যাপক করিতে পারিবে। ইহাতে কলমের বাক্য বিশেষ বৃদ্ধি হইবে।

হস্তচালিত ক্রীড়ার কলমের চাহিদা

বিভিন্ন প্রদেশে সরবরাহ বিকাশের অর্জন

ইতিমধ্যে ট্রান্স-ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় রাজ্যগুলির প্রশাসনের উন্নয়নের নিকট হস্তচালিত ক্রীড়ার প্রচেষ্টা করা সরকারের জন্য প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। এই কাজ ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে। বৃহৎ বৃদ্ধি পড়ে, ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের প্রদেশে সেন্টমেন্টের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে এই কাজের ইতিমধ্যে নিকট আরও ক্রীড়ার কাজ আরম্ভ দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নারী সমাজের কণ্ঠস্ব

মহামান্য মেডী বেরী হার্গার্টের বক্তার-বক্তৃত্তা

মহামান্য পত্নী-পত্নী মেডী বেরী হার্গার্ট সম্প্রতি ঢাকা হইতে পূর্ববঙ্গের মহিলাসমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে বক্তার বার্ষিকী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নারী সমাজের বিবিধ উপায়ের প্রতি সংশোধন আশঙ্ক্য করা হইয়াছে।

মেডী বেরী হার্গার্ট বলিয়াছেন, "আজ আমি পূর্ব-বঙ্গের মহিলাসমাজকে আমাদের দেশের ক্ষেত্র লক্ষ্য হইতে সজাগ করিতেছি। আমি পূর্ববঙ্গের বিবিধ সমস্যা

বাইরা আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তির মহিলা সমাজের পক্ষ হইতে এই সমস্যাগুলি প্রকাশ করিতেছি।

কিন্তু মৈনসিক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থগত দিক এবং পোকে তাহা ভুলিয়া যায়। বর্তমানে জাপানের দাবী-দাবী ব্যাপার সাময়িক ভাবেই জাপানের বিভিন্ন অংশে সংঘটিত হইতেছে। পত্নীর স্বামী আমি ঢাকা আসিয়াছিলাম, তখন জাপানের পত্নী হওয়ার মুহূর্তে অথবা পূর্ব সঙ্কট-সঙ্কট ছিল। এ বঙ্গের ঠিক সেই সময় মুহূর্তে অথবা পূর্ব সঙ্কট-সঙ্কট হইয়াছে। যে বঙ্গের অতীত হইয়া গেল, এই সময় হইতে ভবিষ্যৎ সমস্যাগুলি স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমটি হইল এই যে, জাপানের পত্নীপদের প্রকৃত স্বরূপ বলা পড়িয়াছে, তাহারা মানব জাতির পক্ষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। তদুপায় সরাসরী যে ব্যক্তিগত মূল্যবান সত্যগুলি বলা করিয়াছে আমাদের পত্নীপদ তাহা নষ্ট করিয়া বিপুল প্রাণের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা। কিন্তু অপরদিকে সত্যগুলি সর্বত্রই পড়ি এই বর্ষে বৃষ্টি পাইয়াছে। অতঃপর পত্রিকার জাতিসমূহের মনোবল ও সভ্যজাতিসমূহের দৃষ্টি সর্বত্র আত্মা বহিত হইয়াছে।

এই বঙ্গের বৃষ্টি, গ্রীষ্ম ও অন্যান্য দেশে, যেখানে পাতিপ্রিয় পরিবারেরা মুহূর্তে বিতীর্ণকার কম ভোগ করিয়াছে, তাহার মহিলাসমাজ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা বীর ও সচিবতার উপায়ের দ্বারা সমুদায়িত হইয়াছে। বিশেষ বিভিন্ন দেশেও সাহায্য ও সহানু-ভূতির উপায়ের দৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষেও মহিলাসমাজ সীমারে ও বীরে বীরে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য অংশ যা হইলও প্রয়োজনীয় অংশ। যে সময় পুরুষ যুদ্ধে সাফল্যের বা পরাজয়ের বোঝাপড়া করিয়াছে, জাপানের পারিবারিক মানব কল্যাণের জন্য মহিলাসমাজ যথেষ্ট করিয়াছে। শুধু বেতুন, সেন্ট্রাল এন্ডুলেন্স, মহিলা পরিচালিত এ. আর. পি ও বহু বার্ষিক কর্মসমূহ সর্বত্র উল্লেখ করিলেই মহিলাসমাজ কিরূপ কাঙ্ক্ষারী সাহায্য প্রদান করিতে পারে, তাহা স্পষ্ট প্রতিভা হইবে। তথাপি আরোও অনেক কিছু করিবার আছে এবং সেই-জনাই আমি দুইটি উপায়ের উল্লেখ করিতে চাই—যে উপায় পূর্ববঙ্গের মহিলাসমাজ আরোও সাহায্য করিতে পারে।

প্রথম উপায় হইল ব্যক্তিগত সেবা গার। সমাজি আমি এ. আর. পি পরিচালনা অনুসারে সমুদায়িত হালপাতার মার্কের প্রয়োজন মিটিবার জন্য ১,০০০ এক ডাকের মহিলা বেতুনসেবিকার ট্রেনিং প্রদান করিবার জন্য প্রকাশ্য আবেদন করিয়াছি। এই বেতুনসেবিকা-গণের সকলকেই কর্মসম্পন্ন হইতে হইবে না। পূর্ব-বঙ্গে মহিলাসমাজ সেন্ট্রাল এন্ডুলেন্স বাহিনীর একটি প্রশিক্ষিত শাখা আছে সেখানেও মার্কের অতি উত্তম ট্রেনিং দেওয়া হইতে পারে। এই ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের একটা প্রমাণ করিবার সুযোগ আসিয়াছে যে, জন-সেবার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহারও পক্ষপাত নহে। প্রত্যেক জেলার মহিলা-কেন্দ্র হইয়াছে সেখানে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদিত হয় এবং বেতুনসেবিকার প্রয়োজন সর্বত্রই হইয়াছে এবং থাকিবে। আমাদের আরোও মার্কের প্রয়োজন হইবে, মহিলা-কর্মকর্তাদের জন্য আরোও বেতুনসেবিকার সরবরাহ হইবে।

আমি আপনাদিগকে উত্তম কাজেই সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছি এবং দুই মাসের মধ্যে আমাদের আশঙ্ক্য বার হইবে না, সকলে অগ্রসর হউন এবং স্বয়ং সেখানে সম্ভবপর হয়, কাজ করিয়া উঠুন।

[সেখানে ১১ পৃষ্ঠার হইয়া]

মিসেস, শাহাবুদ্দীনের বক্তার-বক্তৃত্তা

মিঃ শাহা শাহাবুদ্দীনের পত্নী দেশের স্বরূপ বায়ু বায়ব, এম-এল-এ, সমাজি ঢাকা বেতুন-কেন্দ্র হইতে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নারী-সমাজের কণ্ঠস্ব। সশ্রমে নিম্নলিখিত বক্তৃত্তা প্রদান করিয়াছিলেন :—

মহামান্য মেডী বেরী হার্গার্ট কর্তৃক দিন পূর্বে এই ঢাকা বেতুন-কেন্দ্র হইতে এক বক্তৃত্তা প্রদান করিয়া বর্তমান যুদ্ধে ভারতীয় নারী-সমাজের কণ্ঠস্ব। সম্পর্কে বিবরণ্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহাও ও তাহার সহযোগী যুদ্ধকারী বল যে অসম্ভাব্য ও যুদ্ধের অভিযান আরম্ভ করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ্যে সাহায্যে করী হইতে পারে, তৎকালীন আনন্দ ভারতীয় জগৎপন কিরূপে সাহায্য করিতে পারেন, আমি আজ তাহার দুই একটি বিষয় সর্বত্র আলোচনা করিব। কতকগুলি লোক অধিবাসকের বড় একটা বলিয়া আসিতেছিল যে, বর্তমান যুদ্ধের পক্ষে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু বর্তমানে অথবা তত পক্ষিতমে এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে যে, যুদ্ধ ভারত হইতে অনেক দূরে আছে মনে করিয়া কাহারও পক্ষে আর-প্রবন্ধন করা আর সম্ভবপর নহে। সাময়িক ওভারসিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে এক দিকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ও অপর দিকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে ভারতের দীর্ঘায় বহিষ্ঠে হয় এবং বলা চলে যে, যুদ্ধ আমাদের দাবীতে সমাধা হইয়াছে ও ভারত-ভারত প্রত্যেক সত্যের কণ্ঠস্ব হইতেছে—যে পত্নীপদ সে-মনের দিক দিয়া আমাদের পূর্ব করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদিগকে পূর্বস্বত্ব করার জন্য সংগ্রাম করা।



(মিসেস, শাহাবুদ্দীন, এম-এল-এ)

আমরা আজ যে পাতি ও প্রীতির মধ্যে বসে করিতেছি, সেই পাতি-প্রীতি সাহায্যে অসম্ভাব্য বাক্যে তৎকালীন সর্বপ্রকার ত্যাগ-বীকারে আমাদেরকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেবল করার জন্য-বসে করিতে চলিলে না—আমাদিগকে কাঙ্ক্ষারী সাহায্য অগ্রসর হইতে হইবে। সাহায্যে আমাদের পূর্বস্বত্ব, স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক বীর্য বহু সংগ্রামকেই অগ্রসর হইয়া নিজেদের স্ব-সংসার ও শ্রিত-পক্ষিতকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধিতে পারে, তৎকালীন আমরা—নারীসম—কি করিতে পারি, আমি এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিব।

ইংলণ্ডের নারী-সমাজ ব্যক্তিগত ভরী ও বিপদ সম্বন্ধে বর্তমানে যুদ্ধ-সম্পর্কিত সকল প্রকার কাজ করিতেছে। কয়েক সত্তার পূর্বে এককাল বিলাতী সাহায্যের অভিযান প্রেরণী অনেক বহিরাগী মহিলায় দুই প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত দুইটিতে সেবা নিয়ন্ত্রিত যে, উক্ত মহিলা একটি পক্ষিত করিয়া অগ্রসর হইয়া কোমল এক বেস-টোনসে হইয়া পূর্বিকের টিকের চাহিতেছেন। এই মহিলাসমাজ হইতে পক্ষিতই ইহা

[সেখানে ১১পৃষ্ঠার হইয়া]



(মহামান্য মেডী বেরী হার্গার্ট)

ও পায়স কাষকের পোতা এবং এই দানের অধিবাসী-দের পূর্ব-প্রবন্ধ কতুনোচিত সর্বত্র উপভোগ করিবার জন্য এই ভারতীয় বীর এখানে আসিয়াছি। আমি আমি এ বঙ্গের পূর্ববঙ্গের বহু পরিবার লুপ্ত ও ধ্বংস আ-ভিত হইয়াছে এবং ঢাকার পক্ষপাত করিয়া আমি পূর্ব-বঙ্গী মহিলাসমাজ, ত্রিপুরা ও নোয়াখালীবাড়ীর লুপ্তকার করা বিস্মৃত হইতে পারি না। সম্প্রতি এই দেশে সর্বত্র যুদ্ধিতার মনে যে সর্বত্র পরিবার কল্যাণ হইয়াছে, তাহাদের স্বরূপী নই হইয়া দিয়াছে ও শ্রিত-বিরোধ বহিষ্ঠাছে, তাহাদের প্রতি সর্বত্র প্রকাশ করিতে

বাঙলার আবহাওয়া ও কলনের আবহাওয়া

এক সপ্তাহের বিবরণী

[२४ कलामेव विदुः शब्देना]

[১ম কভারের ভেতর]

মিডিক পাঠ বলা পরিচালনা কমিটির দ্বারা বিভিন্ন
 বাস্তবায়নিক উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে ১৯৪০ সালের
 ১৯ই মার্চের বাস্তবায়ন কমিটির সভায় ৩ বাস্তবায়ন মর্মে
 প্রথম এই বাস্তবায়ন পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়।

मातृशाला छात्राङ्गण भूभाग

চব্বিশ-পয়সার, ডায়মণ্ড হারবার, বাঘাকপুর, বারানসী ও বনিতহাটে টাকার /৬ ছয় সের হইতে /৬১১০ সাত্বে ছয় সের; মলীয়া, কুইয়া, বেহরপুর, হুয়াকান ও নান্দাহাটে /৬ ছয় সের হইতে /৬১১০ সাত্বে ছয় সের; মুল্লিখান, কালকান, জলীপুর ও কালীতে টাকার /৬ ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; কপোতপুর, কিলানিহ, বাঙলা, মড়াইন ও কল্যাণে টাকার /৬১১০ সাত্বে প'চ সের হইতে /৬১১০ সাত্বে ছয় সের; বুন্দা, সাতকীয়া ও বাগেরহাটে টাকার /৬ ছয় সের হইতে /৬১১০ সের; বর্ডমান, আগামসোল, কাটোজ ও কালনার /৬/০ হুটাক হইতে /৭ সাত সের; বীজপুর ও বানপুরহাটে টাকার /৬ সের হইতে /৬১১০ হুটাক; টাঁকুজা ও কিলুপুর্বে টাকার /৬১০ সোজা ছয় সের হইতে /৬১১০ সাত্বে ছয় সের; বেদিপুর, কীর্ষী, ভললুখ, বাটাল ও বাজগ্রামে /৬১১০ সাত্বে প'চ সের হইতে /৬১০ পৌনে সাত সের; হগলী, শ্রীরাবপুর ও আরাববাগে /৬/০ ছয় সের দুই হুটাক হইতে /৬১১০ সাত্বে ছয় সের; বাঙলা ও উলুবেড়িয়ার /৬১১০ সাত্বে ছয় সের হইতে /৬১০ পৌনে সাত সের; জালসারী, টাঁকুরনীও ও বাকুরহাটে /৬ ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; বলশাইওড়ি ও আদীপুর্বে /৬১১০ সাত্বে ছয় সের; বাখিলা, কালিয়া, শিমিওড়ি ও কালিঙ্গাও /৬ ছয় সের হইতে /৭১১০ সাত্বে সাত সের; কংপুর, শিলকানরী, কুজিগ্রাম ও কলিখাতার /৬ সের হইতে /৬১০ সোজা ছয় সের; বড়তার টাকার /৬১০ পৌনে সাত সের; পানকা ও শিরকপায়ে /৬১১০ সাত্বে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; বালগহে টাকার /৬১১০ সাত্বে দুই সের; কুতবিরার টাকার /৭১০ সোজা সাত সের; ঢাকা, বাবিলগড়, সারানগড় ও মুন্সীগঞ্জে টাকার /৬১১০ হুটাক হইতে /৬১১০ সাত্বে ছয় সের; বরকানিহ, কালকপুর, টালহিন, বেজবোনা ও কিলোর-গঞ্জে টাকার /৬ ছয় সের হইতে /৬১১০ সাত্বে ছয় সের; কলিপুর, মোরামল, কালকীপুর ও কোন্দালগঞ্জে টাকার /৬ ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; বাবিলগড়, নিরোম-পুর, পটুয়াখালী ও লক্ষিখ সাবারপুর্বে টাকার /৬১০ সোজা ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; চইগ্রাম ও কলকাতায় টাকার /৬১১০ সাত্বে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও টালপুর্বে টাকার /৬ সের হইতে /৭ সাত সের; মোরাখালী ও দেশীয়ে /৬১১০ হুটাক হইতে /৬১০ হুটাক; পান্ডুয়া চইগ্রামে টাকার /৬ সের; ত্রিপুরা বাহো টাকার /৫ সের হইতে /৬১১০ সাত্বে আট সের।



ব্যবহার্য যেহেতু পুষ্টিগত ত্রুটি ইত্যাদি-কেন্দ্রীয় বিঃ এইচ, সি, হার্ট, কে-বি, আই-বি, ব্রহ্মাণ্ডীয়
 বিভিন্ন-পার্শ্ব বাহিনী পরিণত হইতেছে।

विमान-वाहनानां महत्त्वका विमान-वहानिकाणां विविध
संस्थायां च विमान-वाहनानां वाहन-वहानिकाणां ।

পরলোকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রায় ৮১ বৎসর বয়সে গৌরবময় জীবনের অবসান

গত ৭ই আগস্ট বুধবার বেলা ১২টা ১০ মিনিটের সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কলিকাতা জ্যেষ্ঠাঙ্গকোষিত ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর ৩ মাস হইয়াছিল।

কবির জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যদিও সেরেঞ্জনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বাঙলা ১২৬৮ সাল, ২৫শে বৈশাখ তীহার জন্ম হয়। কলিকাতা নবীন স্কুলে পাঠকালে নবম বর্ষের বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়া শিক্কলগণের প্রশংসা-ভাজন হইল। এখানে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি পিতার সহিত প্রথমে বোলপুরে এবং পরে ডানমৌসী পাঠাড়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সময় ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। অনন্তর ইহার প্রধান জ্যেষ্ঠা সন্তোষনাথের কর্তৃত্ব আচম্বাচনে গিয়া কিছুদিন থাকেন। সেই সময় ইনি ইংরেজী ভাষার ব্যাপতি লাভ করেন। তখন ইহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। এই সময় ইনি ভারতী পত্রিকার পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি গঙ্গা নগরে যাওয়া ইউনিভার্সিটি কলেজে কিছু দিন ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা করেন। উত্তরকালে তিনি আর একবার ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে খুলনা জেলার বেণী-নাথর দ্বার চৌধুরী কন্যা সুখানন্দী দেবীর সহিত রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বড়ীর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অসামান্য। কি গীতিকাব্যে, কি উচ্চ ভাবাবলম্বিত কবিতায়, কি সাটিক উপন্যাস প্রণয়নে, কি সাহিত্য, সমাজ, বা স্বাভাবিক বিষয়ক পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ সবত্রই প্রতীক্ষাসম্পন্ন। ইহার বচিত গ্রন্থ বিস্তৃত। ইনি "বঙ্গবন্ধু" (নবপরিচয়) পত্রিকার কিছুদিন সম্পাদকতা করেন। "বালক" "সাধনা" "ভাষ্য" ও "ভাষ্য" নামক পত্রিকা সম্পাদনের লবিতও ইনি কিছুকাল যত্ন করিয়া-ছিলেন। ইহার বচনাগুলি সাধারণতঃ অতি আশ্চর্য সহিত পঠিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ অধিক সময় বোলপুরেই অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পঞ্চাবধি বয়সে প্রায় উপলক্ষে বড়ীর সাহিত্য পরিবর্ধ ও অসামান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারী (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ) রবিবার কলিকাতার টাউন হলে একটি মহতী সভায় অনুষ্ঠান করিয়া কবিকে গজবন্দর পুরস্কারে কলিত অক্ষর বচিত অতিশয়-লিপি পুরস্কার করা হয়। অন্তঃপর ইনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে গমন করেন। ইংলেণ্ডে ইহার "পীতাম্বল" ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হওয়ার কবির আলৌকিক কবিত্বশক্তি ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জার্মানিতে "নোবেল" পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাহাতে প্রায় এক লক্ষ বিপ হাজার টাকা তাঁহার হস্তগত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃক সনাতনচক্র "ডাক্তার" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন এবং পর বৎসর ৩০শে জুন ভবিত-গঙ্গা-বেঙ্গ ইত্যাদি "নাইট" (সার) উপাধি প্রদান করেন। এই বৎসর পরবর্ত্তকালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বহির্গত হন; তথায় সর্ব্বাঙ্গি ইত্যাদি বিশেষরূপে অভিনন্দিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ইনি চীন, জাপান, আমেরিকা ও অন্যান্য অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া নিজের কীর্তি ব্যাপ্তি আনিয়াছেন।

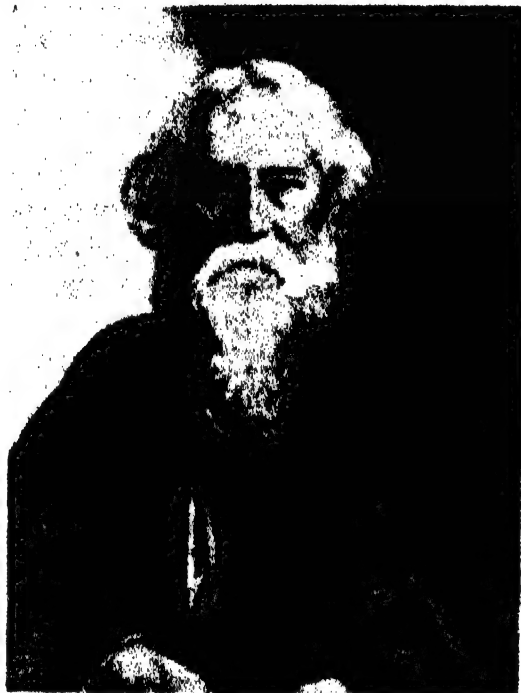
গত বৎসর অক্টোবর কিছুকাল হইতে কবিত্বকে ভি-সিটি উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ দুই পুত্র ও তিন কন্যা রাখ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও কনিষ্ঠ কন্যা গীতা দেবী মাত্র একমাত্র জীবিত আছেন।

শেখকৃত্য

অপমার ৩টা ১৫ মিনিটের সময় কবির সমগ্র দেহ পুণ-বঙ্গা ও তৎকালি রাজ্য হস্তান্তরিত একবারি বাটের উপর রাখিয়া তাঁহার উৎসর্গ উহা যত্ন করিয়া জ্যেষ্ঠাঙ্গকো ভবনে হইতে ধীরে ধীরে হস্তান্তর দিকে আগ্রসর হইতে থাকে।

আপার চিংপুথ বোটে বিশুদ্ধ জলস্তায় সমাবেশ হয় এবং উহা সাবি ধিখিয়া হস্তান্তর হুটপাশে ঝাড়াইয়া পড়ে। বড়ীর অসিলে, চালে ও বাগানার এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল যে, তথায় আর তিসবারগের নাম পর্যায় ছিল না। বিবেকানন্দ বোটে হইয়া নবমাত্রা যত্ন চিত্তরতন এভিনিউতে আসিয়া উপনীত হইল, তখন প্রায় লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়।



(বিশিষ্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র দেহ পুণ্ডরিক দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, কিন্তু তাঁহার সুবন্দন অলম্বিত ছিল। নবমাত্রার উপর মাত্র অল্প কয়েকটি পুণ্ডরিক দ্বারা হটরাহিল, অধিনীউলি পরে বহু সর্বা বোকাই করিয়া শ্যাম বাটে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

নবমাত্রা যত্ন আরম্ভ হয়, তখন জনতার মাথার উপরে প্রচণ্ড ঘোর ছিল। কিন্তু চিত্তরতন এভিনিউতে পেঁচিকা-বাত্র আকাশে মেঘ সঞ্চার হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই নবমাত্রা সেরেঞ্জনাথের সংযোগধনে পেঁচিকি বর্ষণ আরম্ভ হয়। এই সময় নবমাত্রা ক্রম আগ্রসর হইতে থাকে এবং কলুচোনা হইয়া যত্ন কলেজ জ্যেষ্ঠার উপনীত হয়, তখন উহা বিরাট জনসমূহে পরিণত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রে ডাইল-জ্যামেলার দ্বারা আচ্ছাদিত হক, সিগিফ্রেটের ও সিসেটের সমসাগণ পুণ্ডরিক লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। নবমাত্রা তাঁহাদের সমুদ্রে আসিলে জনতার চালে তাঁহারা দিক ধাক্কাতে আরম্ভ হন; কাজেই একবার পুণ্ডরিক অর্পণ করা ব্যতীত আর কিছুই সম্ভবপর হয় নাই। ধীরে ধীরে নবমাত্রা আসিয়া কলেজ টা ও হাতিসদ বোতের সংযোগধনে উপনীত হইল।

এই সময় উহা বিরাট আকার ধারণ করে এবং কলুচ ৪৫ চলে তত্বের পর্যায় অনন্ত সমুদ্র ব্যতীত আর কিছুই পুঁজোচ হয় নাই। নবমাত্রাধিকারীদের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ হইবে।

কলেজ টা ও কপ'ওলালি টা মিহা বর্ষদের সময় বহিলাপন পুণ্ডর হইতে নবমাত্রার উপর পুণ্ডরিক করেন। বিভিন্ন কালীয় নবমাত্রা যত্ন কলে বহুকালের জন্য বানবাহন চলাচল বহু ছিল। কপ'ওলালি টা হইতে সেরেঞ্জনাথ থ্রে টাটে পড়ে এবং বটক পাল এভিনিউ হইয়া মিহতলায় বিক্রে আগ্রসর হইতে থাকে।

অপমার ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় সেরেঞ্জনাথ মিহতলা নবমাত্রাটে পেঁচকে। এই সময় কলজা মিহতলা কলজা একটি নবমাত্রার বিষয় হইয়া লীড়ার। নবমাত্রাটের ডিউবের দীর্ঘাবলম্বিত দানটি পুঁজুই জমাখীণ হইয়া পড়ে এবং নবমাত্রাটি অতিক্রম হইতে লইয়া যাওয়া হয়। নবমাত্রা-বাটের বাহিরে বিরাট জনতার সমাবেশ হয়।

৭টা ১৫ মিনিটের পুণ্ডে নবমাত্রার চিতার উপরে হস্তান্তর করা সম্ভবপর হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের একবার পুঁজু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে নবমাত্রাটের প্রাচীরে পুণ্ডর করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তিনি পোকে অত্যন্ত মুহুরাস হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অগ্রসর ছিলেন। তাঁহার অগুপ্তিহিত রবীন্দ্রনাথের হাতপুণ্ডে নবমাত্রাটের ত্বরেঞ্জনাথ ঠাকুরের পুঁজু মি: হুধীণ ঠাকুর শেখকৃত্য সম্পদ করেন।

গজাব দিক উপরেই নবমাত্রাটের সর্ব্বশেষ উত্তর কোণে চিতার স্থান নিশ্চিত করা হয়। পরে বাহাতে ঐখানে একটি উপরক পুঁজিরলির নির্মাণ করা হইতে পারে, সেট উদ্দেশ্যেই ঐখানেই নিশ্চিত করা হয়।

মহামান্য বক্তৃতাটের শোক-বাণী

মহামান্য হাকপুতিমিহি নিম্নলিখিত বাণী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন:—

"আপনার পিতার মৃত্যু সংবাদে আমি গভীর শোকা-ভিত্ত হইয়াছি। তাঁহার মহাপ্রাণে উচ্চ আদর্শ ও বহু উপলব্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত হুধীণ কর্তব্য জীবনের অবসান হইল। তাঁহার জীবন ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদীপনামূলক আদর্শ হইবে। তাঁহার তিরোহানে ভারতবর্ষ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্মানকে চাহাইল। তাঁহার বহুধী নাম ও কপ-পুণ্ডেটীয় ভারতবর্ষ বিশেষ প্রভা ও সম্মান লাভ করিয়াছে। আপনাদের অপরূপীয় কতিতে আমার আত্মিক দয়বন্দনা গ্রহণ করুন।"

মহামান্য গজবর্ষের শোক-বাণী

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করিয়া বাঙলার মহামান্য গজবর্ষ মি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট নিম্ন-লিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন:—

"আপনার পিতার মৃত্যু সংবাদে পাটকা গভীর দুঃখ-মুগ্ন করিয়াছি। বাঙলা আজ তাঁহার এমন একজন সম্মান চাহাইল, তাঁহার ধীর্ঘ ও গৌরবময় জীবন সেরেঞ্জনাথের সেরায় উচ্চ হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কবি এবং গ্রন্থকর্তাধ্বনে তিনি বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং নিজেকে শু-সেপকে বিশ্বের সমুদ্রে পৌরবাধিত করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য পুঁজিতা অপেক্ষা তাঁহার বহু আদর্শ কোম অপরূপ কর ছিল না। তাঁহার এই আদর্শ ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে। আপনাদের এই অপরূপীয় কতিতে আমার আত্মিক শোক জ্ঞাপন করিতেছি।"

মামলীয়া প্রদান-মন্ত্রী শোক প্রকাশ

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মামলীয়া মি: এ. কে. ফকরুল হক এক শোকপুস্তক ব্যতীত বলিয়াছেন:—

"রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙলা দেশ বেকল গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, কোম বাঙালীর পক্ষে তাঁহা তাঁহার প্রকাশ করা অসম্ভব। তিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম কবিকে মহো অমাত্য—তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যে যে অতি হইল, নিকট ভবিষ্যতে কোমলিম ভাষা পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ।"

এতদ্ব্যতীত মহাত্মা গান্ধী, মি: মোহাম্মদ আলী জিন্মা, স্যার হরিন দাস, স্যার শোভাচন্দ্র আচর, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, বাবু হাজেত প্রদান, স্যার সেরেঞ্জনাথ হায়াট বাম, স্যার আজিজুল হক, মি: নরম চক্র বহু, স্যার বাবাকরণ, সত্যেন্দ্র হাতিয়াস হুট এম, মেইলী, মিসেস মেরাখিনী নাইটু এবং আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কিছু-কিছু মৃত্যুতে শোকপুস্তক ব্যতী প্রেরণ করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

অনেক হইতে নারী, শিশু ও অক্ষম পুরুষগণ স্থানান্তরিত হইবে সংবাদে প্রকাশ, গ্রীষ্মক, শিশু ও অক্ষম সৌকর্যগকে নক্সা হইতে রক্ষা করিতে করা হইতেছে। তৎপরি ইত্যাদি বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ানরা নক্সা ত্যাগ-কারিগণকে সৈন্য ও সমরসজ্জার চলাচলের সুবিধার জন্য রেলপথ ও প্রধান বাজপথগুলি ব্যবহার সা করিবার নির্দেশ দিয়াছে।

মধ্য-রপাঙ্কনে উভয় পক্ষের নুতন সৈন্য আমদানী
নিরপেক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, জার্মানী ও রাশিয়া—উভয় পক্ষই এখনও কেন্দ্রীয় রপাঙ্কনে নুতন সেনাবাহিনীর আমদানী করিয়া নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। রাশিয়ানগণ তাহাদের রিচার্ড সেনা-বাহিনীকে স্যুপেরমন্ডের পূর্ব দিকে সঞ্চিত করিয়াছে, এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু নক্সার ইত্যাহারে উক্ত স্তম্ভপূর্ণ পটের চারিপাশে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে, কেন্দ্রমাত্র ইটাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

জার্মান কর্তৃপক্ষের একটি ইত্যাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, জার্মানরা এষ্টোনিয়ার পাশ্বে শহর লুন্ড করিয়াছে।

ইটালীয় বন্দরে বোমা-বর্ষণ
৫ই আগস্ট অপরাহ্নে মৌকিতাগের একটি ইত্যাহারে সাক্ষিনিগার ইটালীয় বন্দর ও বিমান বাঁটিসমূহের উপর বৃষ্টি বিমান ও মৌকিতাচীর আক্রমণের সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। ইত্যাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে গভ্র করেকসিস যাবৎ বড় বকম যুদ্ধ চলিতেছে।

সুয়েড গাল অঞ্চলে বোমাবর্ষণ
কারখার সংবাদে প্রকাশ, গত ৫ই আগস্ট রাত্রিতে সুয়েডগাল এলাকার পত্রপত্রীর বিমান আক্রমণের কলে ৯০ জন নিহত ১৬০ জন আহত হইয়াছে।

জার্মানদের অগ্রগতির দাবী
৫ই আগস্ট জার্মান বেতারে দাবী করা হইয়াছে যে, খলু ও বাইরলায়া শহর জার্মানরা অবিকার করিয়াছে।

মান্টিনিগ্ৰোতে বিদ্রোহ
"নিউ জুরিখের সাইটু"এর মাসিনর সংবাদমাত্রা জানাইতেছেন যে, মন্টিনিগ্ৰোতে প্রবল বিদ্রোহ চলার মাসিনে উল্লেখের সজা হইয়াছে। তবে ইটালীয় সৈন্য-গণ অবস্থা আগতে আনিতে পারিবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

বুলগেরিয়ার ট্রেন লাইনচ্যুত
সোমবার "নিউইয়র্ক টাইমস" এর সংবাদমাত্রা জানাইতেছেন যে, বুলগেরিয়ার কমানিট বড়বাকারিগণ গত ১০ দিনে বুলগোপুতিয়ার উপকূল ও সোফিয়ার বাকবর্তী নামে ডিনটি ট্রেন লাইনচ্যুত করিয়াছে। রেলওয়েসমূহে ধ্বংসের কাঁচা বহু করিবার জন্য বুলগেরিয়ার প্রধান প্রধান সমস্ত রেলপথে সমস্ত প্রবর্তীর সংবাদ বিগুণ করা হইয়াছে।

থাইল্যান্ড কর্তৃক জাপানকে অগ্ন্যবশের প্রস্তাব
থাইল্যান্ড মাকুকো রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং জাপানকে গুণ দিতে চাহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জার্মানদের দাবী
জার্মান কর্তৃপক্ষ দাবী করিয়াছে যে, জুন মূহে ৮ লক্ষ ১৫ হাজার সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং উহা অপেক্ষা অনেক বেশী সৈন্য নিহত হইয়াছে। রাশিয়ানদের ৩৩,১৪৫টি ট্যাঙ্ক ও সাফোজা গাড়ী, ১০,১৮৮টি কামান, ৯,০৮২টি বিমান নষ্ট হইয়াছে।

জার্মান ইত্যাহারে বলা হইয়াছে যে, জার্মানরা আশাভীত মাকলা লাভ করিয়াছে এবং জার্মান বাহিনী ইতিমধ্যেই নুতন অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু করিয়া বিপুল জরলাভ করিতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাশিয়ার আন্ত্র প্রেরণ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার প্রথম বলা অগ্রনয় প্রেরণ করিয়াছে বলিয়া ওয়াশিংটনে ঘোষণা করা হইয়াছে।

লব্ধ এলাকায় বৃষ্টি বিমানের আক্রমণ
বিমান বিভাগের একটি ইত্যাহারে বলা হইয়াছে যে, ৬ই আগস্ট দিনের বেলায় বৃষ্টি বোমার্ক বিমানসমূহ মল্যাণ্ডের উপকূলের নিকট একটি পত্রপত্রীর জাহাজ-বহরের উপর আক্রমণ চালায়। ক্রাফার্ট, ম্যানহিব ও কানস্কেচের উপরও আক্রমণ চালায়। শহরগুলিতে আগুন লাগে। উক্ত জাহাজের কয়েকটি বিমান বাঁটিতেও বোমাবর্ষণ করা হয়। উপকূলবর্তী বিমানসমূহ নতরুর উপকূলে একটি পত্রপত্রীর জাহাজকে টপে'ডো করে ও নতরুর একটি বিমান বাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। বৃষ্টি বিমানসমূহ সিসিলিতে অগাষ্টার সামরিক বাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। বেজাকী, ডেম' ও অন্যান্য পত্র-অবিকৃত বন্দরেও হান দেওয়া হইয়াছিল।

সুয়েডগাল এলাকায় পুনরায় বোমাবর্ষণ
সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, গত ৬ই আগস্ট রাত্রিতে সুয়েডগাল এলাকার বিমান আক্রমণের কলে ১০ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হইয়াছে। বন-সম্পত্তিও কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

সিরিয়ার যুদ্ধবিভাগের পর প্রথমবার পত্রবিমানসমূহ প্যালেস্টাইনের দিকে অগ্রনয় হয়। হাইকাতে বিমান-গুপী কামান হইতে গোলা নিক্ষেপ করা হয়। কোন ক্ষতি হয় নাই বা কেহ হতাহত হয় নাই।

ইটালোপে বৃষ্টি অস্ত্রবিমানের সম্ভাবনা
নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন সংবাদপত্রসমূহে বলা হইতেছে যে, ইটালোপে একটি বৃষ্টি আক্রমণ অসম্ভব নয়। রাশিয়ার সহযোগিতায় উক্তাংশে একটি অভিযান সম্ভব এবং বৃষ্টিসমূহ বলিয়া বদে করা হইতেছে। এইরূপ আক্রমণের যে বিপদ আছে, তাহা স্বীকার করা হইতেছে। কিন্তু বলা হইতেছে, তাহা কাটাঁইয়া উঠিবার বড় শক্তি বৃষ্টেনের আছে।

আলেকজেন্দ্রিয়ার উপর বিমান আক্রমণ
৮ই আগস্ট এক সরকারী ইত্যাহারে প্রকাশ, 'পূর্ব' রাত্রিতে আলেকজেন্দ্রিয়ার উপর এক বিমান আক্রমণ হয়। বোমা নিক্ষেপের কলে ১৩ জন নিহত এবং ২৩ জন আহত হইয়াছে। গৃহাঙ্গিও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

১৫ লক্ষ জার্মান সৈন্য হতাহত
৮ই আগস্ট প্রাতে নক্সা বেতারে এক সরকারী বিবৃতিও ঘোষণা করা হয় যে, পূর্ব ইত্যাহারে জার্মানীর সোভিয়েট অপেক্ষা বিগুণের বেশী সৈন্য কম হইয়াছে। সোভিয়েটের ক্ষতি সবচে জার্মানরা যে দাবী করিয়াছে, তাহারে
[৮ন পৃষ্ঠার দেখুন]



এই প্রয়োজনগুলি এবং ছেলে-মেয়েদের সেবাশ্রমের বহু আপনায় কর্তব্য আর বহু হারে সেলেও আপনাকে চালাতেই হবে। সুতরাং বড়টুকু বেশী আত্ম আপনায় আছে তার হিসাব করে এখন থেকেই কিছু কিছু জমাতে থাকুন।
ভবিষ্যতের ভর সফল করুন :
আপনার নিরাপত্তা-ভবিষ্যৎ ভিকেল মেডিসিন মার্কিনিকটের উপরই নির্ভর করে।

১০ ট্যাক্স ও বাড়ীভাড়া

10. 11. 1941

कर्मणि कञ् । कर्मणि कञ् ।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

"টরন্ট" বলিয়া বর্ণনা করিয়া সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত জার্মানদের ১৫ লক্ষাধিক সৈন্য হস্তগত হইয়াছে, আর সোভিয়েটের হস্তগত ৫ লক্ষাধিক সৈন্য ৬ লক্ষ সৈন্য কর হইয়াছে।

জার্মানরা ট্যালিন লাইন ভেদ করার যে শাধী করিয়াছে, এই বিষয়টিতে জার্মান প্রতিনিধি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলা হইয়াছে যে, "ট্যালিন লাইন নামে যাঁহা অভিহিত করা হইতেছে" তাঁহা জার্মানদেরই হস্তগত হইয়াছে।

সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, জার্মান বিমান বাহিনীর ক্ষতি মূল বেশী হইয়াছে। পূর্বে বর্ণনায় জার্মানদের ৬ হাজার বিমান ধ্বংস হইয়াছে, আর সোভিয়েটের পক্ষে মূল ৮ হাজার ৪ হাজার বিমান। জার্মানদের ৮ হাজার বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

ওডেসা অভিযানে জার্মান বাহিনী

৮ই আগস্ট প্রকাশ পাইয়াছে যে, ওডেসার দিকে জার্মানদের অভিযান এখন বেশ একটু গুরুত্বের আকার ধারণ করিয়াছে। কিয়ৎকালে ওডেসা পর্য্যন্ত সশস্ত্র সৈন্যগণ যে রেললাইনটি আছে, তাঁহা নাকি বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। জার্মানবাহিনী যদি আরও অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়, তাঁহা হইলে ওডেসার যে সোভিয়েটবাহিনী আছে, তাঁহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানদের তৃতীয় আক্রমণ

গতকের ৮ই আগস্টের সংবাদে প্রকাশ, রাশিয়ার বিরুদ্ধে পূর্বে দাব্যে জার্মানদের তৃতীয় আক্রমণ শুরু হইয়াছে এবং ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়াছে। মস্কো ও বার্লিন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, বেশম ও কিয়ৎকালে অভিমুখে এই দুইজন আক্রমণ শুরু হইয়াছে। মস্কো হইতে প্রাপ্ত বেসরকারী সংবাদে জানা যায় যে, মোসলেনকো জার্মানরা কয়েক মাইল দূরে বিতাড়িত হইয়াছে। গতকাল সোভিয়েট চিঠিভাষীরা এই দুইজন আক্রমণের সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং রাশিয়ানরা মস্কো, লেনিনগ্ৰাদ ও কিয়ৎকাল রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া দ্বিধা বিমূঢ় হইয়া পোষণ করিতেছেন। ডিটলারের হাইকমান্ড ১৮৫,০০০ সৈন্য বন্দি করার যে শাধী করিয়াছে, তাঁহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতা নিকট জাপানের ৪ লক্ষাধিক সৈন্যের আগমন

বোম্বে সংবাদে প্রকাশ যে, ইটালীয়ান সরকারী নিউজ এজেন্সী জানিতে পারিয়াছেন যে, জাপান রাশিয়ার নিকট মিয়োকো চারি লক্ষা "অনুরোধ" জানাইয়াছে বলিয়া সাংবাদিকের কটনৈতিক মহলে গুরুত্ব প্রচারিত হইয়াছে :— (১) প্রাতিষ্ঠানিক বেসামরিক এলাকার পরিগণকরণ এবং যাক্কুও সীমারে একটি বেসামরিক এলাকা গঠন; (২) সাইবেরিয়ার অর্থনৈতিক তথ্যাদি; (৩) সোভিয়েট কর্তৃক ভারত এলাকার আমেরিকাকে কোন ধর্মী না দিবার প্রতিশ্রুতি; (৪) সাখালিনের সোভিয়েট অধিকৃত এলাকার জাপানকে আরও সুড়ঙ্গ সুড়ঙ্গ তথ্যাদি।

যাক্কুওতে জাপানীরা প্রাতিষ্ঠানিক হইতে প্রায় এক শত মাইল দূরে হাবুস ও কোবিয়ার উত্তর সীমান্ত মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে; অনুরোধ ইকো-টীনে জাপানীরা থাইল্যান্ডের ব্যাংকক হইতে ২৫০ মাইল দূরে সিবেরিয়া অধিকার করিয়াছে। জাপান যদি সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তবে থাইল্যান্ডে বলাশাখ প্রতিবেশ করিবে। জাপান ও দামাসি বন্দরের কথা দিয়া যাক্কুও ও কোবিয়ার সৈন্য প্রেরণ করার জাপানের কোন অসুবিধা হইবে না, কিন্তু সাইবেরিয়ার কল সৈন্য অত্যন্ত প্রবল।

থাইল্যান্ডের সৈন্যসংখ্যা মূল ও প্রায় পঞ্চাশ হাজার এবং ইরানের অস্ত্রস্ত্র বেশ সীমাবদ্ধ; বিমান বহর আর

সংখ্যক হইলেও উৎকর্ষ। জাপান যদি সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে, তবে ভারতকে খুবই বেশ পাইতে হইবে। বহু বারের সিঙ্গাপুরকে দখলের কথা হইয়াছে এবং বৃষ্টিপ বিমান বহরের সমস্ত বিমান জাপান আশ্রিতে পারিবে না। সম্রাতি আরও সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

ইরানের প্রতি জার্মানীর তৎপরতা

আমকারা হইতে কেতোর বোম্বার বলা হইয়াছে— "ভেরাভানের জার্মান দূত ইরানের প্রধান-মন্ত্রীকে বৃহস্পতি-বারে এই বার্তা জার্মান গভর্ণমেন্টের এক পত্র অর্পণ করিয়াছেন যে, ইক-সোভিয়েট চাপের ফলে যদি ইরানে অবস্থানকারী ২,৫০০ জন জার্মান প্রজাকে ইরান হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, তবে জার্মান গভর্ণমেন্ট ইরানের সহিত ক্রান্তনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইবেন।" জার্মানীর এই পত্রে ইরানের গভর্ণমেন্ট কি জবাব দিয়াছেন, তাঁহা জানা যায় নাই। সেজন্য এইরূপ ধারণা করা হইতেছে যে, বর্তমানে ইরানের গভর্ণমেন্ট জার্মানদেরকে প্রতিশ্রুতি করিতে চেষ্টা করিবেন।

পাইল্যাণ্ডের দৃঢ়তা

"বেলিক হইতে পাইল্যাণ্ডকে আক্রমণ করা হউক না কেন, পাইল্যাণ্ড তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পাত করিয়া সাংগ্রাম করিবে"—এই মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট সদস্য লিউ: বিচিট বহরকরণ ৯ই আগস্ট সাংবাদিকদের নিকট এই কথা বলেন। তিনি বলেন যে, গভর্ণমেন্ট নিরপেক্ষতা রক্ষার দৃঢ়-লব্ধ।

মাক্কুরোর সমরায়োজন

গতকাল প্রাধান্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, মাক্কুরো সীমারে প্রায় এক লক্ষ জাপান সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। এ ছাড়া মাক্কুরো সীমারে পূর্বে হইতেই আড়াই লক্ষ জাপান সৈন্য মোতায়েন আছে।

জার্মানীর সাকল্যের দাবী

৯ই আগস্ট একটি বিশেষ জার্মান ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, সুমেনসের ৬০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব যে কল সেনানিবাসটিকে দিখিয়া ফেলা হইয়াছিল, তাঁহা-মিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে। ৩৮ হাজার কল সৈন্যকে বন্দি করা হইয়াছে এবং ২৫০টি সাকল্য গাড়ী, ৩৫৯টি কামান ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি হস্তগত করা হইয়াছে।

অপর একটি জার্মান ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, জার্মান করোয়েন বেসওয়ার জাপান অধিকার করিয়াছে।

গতকের ওয়াকিবহাল বহরের বিশৃঙ্খল যে, জার্মানরা দক্ষিণ ইউক্রেনে কিছুকাল অগ্রসর হইয়াছে। কুকুসগার তীরবর্তী ওডেসা বন্দরই তাঁহাদের দক্ষিণ বলিয়া মনে হইতেছে।

বালিনে বিমান হানা

মস্কো হইতে গতকাল প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট বিমানবহর পুনরায় বালিনের উপকণ্ঠে সামরিক লক্ষ্য বস্তুসমূহের উপর বোম্বার্বণ করিয়াছে।

কল-জার্মান যুদ্ধের অগ্নি সঙ্কেত আলোচনা

"ইউরোপীয় পোষ্টের" সামরিক সংবাদদাতা বলেন যে, ৭ম সপ্তাহের কল-জার্মান যুদ্ধ রাশিয়ার অনুকূলে আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি নিম্নলিখিত তথ্যাদি দিয়াছেন :—

- (১) জার্মানদের চরম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাশিয়ান বাহিনী পরাজিত হয় নাই।
- (২) জার্মানদের সুদৃষ্টিমূলক ও পদাতিক ডিভিশন বর্ণনায় প্রেরিত হইয়াছে। উভয় বর্গে ৫০টি ডিভিশন অবস্থান হইয়া দিয়াছে।

(৩) জার্মান ডিটলার সৈন্যদল একে বুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।

(৪) রাশিয়ানদের দূর বেশী দূরে না থাকায় তাঁহাদের বেশী মার্চ করিতে হইতেছে না এবং তাঁহারা পূর্বাভাসের বিরুদ্ধভাবে বাধ্য পাইতেছে। কল তাঁহারা স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে না।

(৫) জার্মানরা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বোম্বে আছে সেইখানে সীকাইয়াই তাঁহাদের বুদ্ধ করিতে হইতেছে।

(৬) কার্যাত: ডিটলারের পরাজয় হইয়াছে; কারণ তিনি এই যুদ্ধে ৩০ লক্ষ সৈন্য এবং ২৫ ডিভিশন বহু বাহিনী সহ ১ লক্ষ ট্যাংক ও সাকল্য গাড়ী ব্যবহার করিয়াছেন।

(৭) জার্মানদের বহু দূর হইতে আনীত জিনিষপত্রের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এপর্য্যন্ত তাঁহাদের ২০ লক্ষ টন তৈল বহু হইয়াছে।

(৮) রাশিয়ানদের পাল্টা আক্রমণ অগ্রবর্তী জার্মানদের প্রতিহত করিতে হইতেছে; কল জার্মানদের তৃতীয় অভিযানের জন্য আরোহনে বাধ্য উপস্থিত হইয়াছে।

(৯) রাশিয়ানদেরই এখন সুবিধা। তাঁহাদের অপরিমিত সরঞ্জামাদি বহিরাগত।

উক্রেনে জার্মানদের সাকল্য দাবী

জার্মান উক্রেন কর্তৃপক্ষ উক্রেনে আরও সাকল্য দাবী করিয়া জানাইয়াছেন যে, সোভিয়েট ৫৪ ও ৫৫ বাহিনী এবং অষ্টাদশ বাহিনীর একাংশ ধ্বংস হইয়াছে। জার্মান উক্রেন কর্তৃপক্ষ দাবী করিতেছেন যে, এক লক্ষ তিন হাজার কল সৈন্য বন্দি হইয়াছে এবং ৩০৭টি ট্যাংক হস্তগত হইয়াছে। দুই লক্ষ সোভিয়েট সৈন্য ধ্বংস হইয়াছে।

মস্কো-৬০ মাইল দূরে জার্মান বাহিনী

গতকালের সংবাদে প্রকাশ—জার্মানরা সুমেনসের ৬০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জেল্লা নামক স্থানে কল বাহু ভেদ করিয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা আরও জানাইতেছেন যে, জার্মান সৈন্যরা পিগাস ও ডালিনের বন্দবস্তী স্থানে ফিলদাও উপসাগরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। "ভাগ-মলু পাইল্যাণ্ড" এর বালিন সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, লিটো ও মিলার মত বন্দবস্তীস্থানে কল বাহুর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জার্মান সৈন্যগণ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া বালিনে দাবী করা হইয়াছে। ফিলদাওস্থিত সুইডিশ সংবাদদাতারা জানাইতেছেন যে, ফিলদা উত্তরায় উত্তরে সোভিয়ানস্তুতে পৌঁছিয়াছে; অন্যান্য বর্ণনায় কল সংঘত হইতেছে। দুইটি ফিলিপ বীপ অধিকার করার চারোদিক্ত কলদের কর্তৃত্বপত্র প্রমাণিত হইয়াছে।

ফিলদের দাবী

গতকালের সংবাদে প্রকাশ যে, একটা ফিলিপ ইস্তাহারে কয়েকটি রাশিয়ান ডিভিশনকে বিচ্ছিন্ন করার দাবী করা হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ফিলিপ-বাহিনী প্রতিপক্ষের সুবিকৃত বার্লিনসহ ভেদ করিয়া লাভোণা হলের তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। প্রতিপক্ষের কঠোর প্রতিরোধের দক্ষ বহু সৌক এবং বন্দবস্ত কর হইয়াছে। তদুপরি ইস্তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, অধিরাম প্রতিপক্ষীয় বাহিনীকে পড়িবেই ও ধ্বংস করা হইতেছে।

জার্মান হাইকমান্ডের দাবী

গতকালের সংবাদে প্রকাশ যে, বালিন সংবাদদাতা কল বিশেষজ্ঞের অভিমত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, জার্মানরা ইউক্রেনে একশ বিঘটি সাকল্য লাভ করিতেছে যে, তাঁহাতে জার্মান হাইকমান্ড রাশিয়ানরা শীঘ্রই সীমান্ত বন্ধ করিবে বলা, ওডেসা ও কুকুসগার তীরবর্তী অঞ্চল জাপান কর্তৃক বন্দি মনে করিতেছেন। জার্মানরা [১০ম পৃষ্ঠার শেষ কলামে দেখুন]

সরকারী উদ্যান-সমূহের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী

১৯৪০-৪১ সনের বার্ষিক বিবরণী

রয়েল বোটানিক পার্কে, কলিকাতার উদ্যানসমূহ এবং লাজিসিটের বোটানিক পার্কে ১৯৪০-৪১ সনের বার্ষিক বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, ভারত ও ভারতের বাহিরের বহু বৈজ্ঞানিক ও গবেষণাকারী চারাগাছের বাগান বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে বিভিন্ন উদ্ভিদ, পাকসজী, তরুণগুলির চাষ এবং কীট পতঙ্গের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পরিদর্শকবিশেষের মধ্যে "চাইনিজ গার্ডেনিং সোসাইটি" পরিচালক হিসাবে য়াহাঙ্গা তাই চি জোয়াং এই সকল উদ্যানে পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই সকল উদ্যানে অভিযান্ত্রিক করেন এবং যাহাতে "এশিয়ান আদি প্রতিষ্ঠান"—কলিকাতার রয়েল বোটানিক পার্কে সন্নিবিষ্ট চীন দেশের ভবিষ্যত উদ্ভিদ, কৃষি ও বন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

যাপানের বাদীদের উদ্ভিদরূপ শিক্ষাদান এবং দূতন করিয়া সংগঠনের কল উদ্যানের সাধারণ পণ্ডিত পরিচালক এবং বিভিন্ন বিভাগের কতকগুলি পরিদর্শক কার্যে বিশেষ উদ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। পায় পাড়ের ঘরে, কুইটীনা পাড়ের ঘরে এবং যে সকল গাছ ফুলিয়া যাবা হয়, তাহাদের উপর প্রচুর জন শিক্ষকের প্রয়োজন হয় বলিয়া জন সচিবসহের নিমিত্ত আলোচনা বৎসরে রয়াল বোটানিক পার্কে একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক মোটর-পাল্পে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই নূতন পায়র জন-শিক্ষকের ব্যবস্থা প্রবর্তন করার মন ও চাকুরী গাছগুলির চাষ বেশ লাভস্বয়ী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উদ্যানের আরও বহু উদ্যুতি সাধন করা হইয়াছে এবং এই বৎসর উদ্যানের প্রায় বারটি রাস্তার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

যাহাতে কতকগুলি অশিশু গাছ, ফুলে গাছ, কাগজ তৈরী হইতে পারে একপ ঘাস ও ঘোষা এই সকল জনসম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে, তদ্ব্যতীত জন কলী উদ্ভিদ-উদ্যানে দানা প্রকার গবেষণা করা হইয়াছে।

বিভিন্ন উপায়ে ৬৫৪টি চারাগাছ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশে ১২,৯৬৭টি চারাগাছ প্রেরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ৩৫৪ প্যাকেট বীজ পাওয়া গিয়াছে।

চারাগাছের বাগান

যথায় বৎসর ব্যাপী চারাগাছের বাগানে বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক কার্য পরিচালিত হইয়াছে। প্রায় ৩,৪৭২ বৎসরের চারাগাছের নমুনা চিনিয়া রাখির করা হইয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রায় দুই শত প্রকার নমুনা পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বর্ধমান পরিধিতির জন্য উক্ত নমুনাগুলি বিতরণ করিবার কাজ করা হইয়াছে। এই বৎসর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আমেরিকার মোট ১,০৭৫ বৎসরের চারাগাছের নমুনা প্রেরণ করা হইয়াছে। আমেরিকার সকলের চেয়ে বেশী পরিমাণে যে চারাগাছ প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৬৬৪। অসামান্য দান হইতে চারাগাছ আদরন করা আলোচনা বৎসরে বেশ করা হইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা আনা হইয়াছে—সমাপ্ত: দেশের ভিতর হইতেই। উদ্ভিদ, পাকসজী, তরুণগুলি এবং বন সম্পর্কিত গবেষণা বিষয়ক বহু প্রণেয় কলম এবং জ্ঞান প্রদান করা হইয়াছে। এই সকল প্রণু ভারতের

বিভিন্ন অঞ্চল ও বহির্ভারত হইতে করা হইয়াছিল। বিলাহারে এই সকল প্রণেয় উক্তর দান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে উদ্ভিদ ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ সচিবসহ করা হইয়াছে।

কলিকাতার উদ্যানসমূহ

শীত ঋতুতে কলিকাতার উদ্যানসমূহের কুল বেশ সজোবজলক হইয়াছে। ডালিয়া ও দানা জাতীয় গোলাপের বিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং কুলগুলি আকারেও বিশেষ বড় হইয়াছিল। টিম্বর গাছগুলি দানারূপ চিত্তাকর্ষক কুল সহ যাপানের যথাযোগ্য দানে এবং সেকের বাবে বাবে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ইতেন পার্কে যে সমাপ্ত কুলের কেহাটী করা আছে জ্ঞান নূতন নজর লাভানো হইয়াছে এবং তাহার বিতরণ করা হইয়াছে। ইতেন পার্কে "ডিক্টোফিরা বেজিয়া" নামক বিরাটকার পল্ল কুল জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই জাতীয় কুলের বীটি বহু অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এবং কুলের চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

জাভান উদ্যান

এই উদ্যানের পূর্ণ বিক হইতে যে রাস্তা আসিয়া কেন্দ্রের সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেই পথ এবং কেন্দ্রের বাহিরের দিককার বৃক্ষের সংস্কার সাধন করা হইয়াছে এবং ভিতরের বৃক্ষকে একেবারে কাটিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

এই উদ্যানের কল উদ্যানের পৌলরা অমোলাপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শিত্তের পক্ষে ইহা বিশেষ লাভবান দান হইয়া উঠিয়াছে। ডালহৌসী কোয়ার্থ পুষ্করিণীর চারি পাশ দিয়া জনের সন্নিবেশে কুল গাছ রোপন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে বর্ধীপ গুল্য রোপন করিয়া ইহার নজা প্রস্তুত করা হইয়াছে। পুষ্করিণীর জলে ইহার চারা পতিত হইলে চরংকার সেবার। এতদ্ব্যতীত উদ্যানের বেকগুলির সংস্কার সাধন করিয়া র করা হইয়াছে।

লজিসিট বোটানিক পার্কে (লাজিসিট)

লাজিসিটের দান জন এতদ্ব্যতীত পূর্ণ পার্কে নজাই একটি হইয়া দানে পরিবর্ত হইয়াছে। সম্প্রতি পায়র পাড়ার উপর দিয়া উক্ত উদ্যান ২০০ শত বর্গ ফিট বর্ধিত করা হইয়াছে। যে সকল গাছ পাড়ার সাধারণ পুষ্টি হইতে বহু উচ্চ জমিরা থাকে, সেই জাতীয় গাছ এখানে লাগানো হইয়াছে এবং তাহারা বেশ তরোতরবে গজাইতেছে। এইখানকার কুলের নজা ও কেহাটী আলোচনা বৎসর বহু সেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং প্রায় ২৪,২৮৯ জন ব্যক্তি ইহা পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্যানের ফিউকের এবং কুপারিন-সিওপ্ট বৈদ্য বহু দানে পরিদর্শন করিয়া কুইটীপায় সংবাদ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং পাকসজী সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানে ৩,৩০৪ প্যাকেট বীজ, ৮,১৭০টি বীজের চারা, ২৪২টি চারাগাছ এবং ১৮টি পশাপু জাতীয় গাছ এখানে হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হাতে কলমে কাজ নিবাহিয়ার ও গবেষণাকারী পরিচালকের নিমিত্ত ডাকডাকের বিভিন্ন বিশুবিদ্যালয় ও বহির্ভারতের বহু জাতীয় দিকট উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ক বহু জ্ঞান প্রেরণ করা হইয়াছে। দিকা এবং উৎসাহ সম্পর্কিত গবেষণা ব্যাপারে ছাত্রদের বাগান বিশেষ চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই নূতন বিভাগ গত বৎসর বোলা হইয়াছে।

লাজিসিটের গত বার্ষিক পূর্ণ-পূর্ণ দীতে এই উদ্যান কুল সজ্জিত করিবার কাজশিল্প এবং বিমানের অভ্যন্তর বিভিন্ন কুল সংগৃহে তাহার পূর্ণ বৌদ্ধ অকণু রাখিয়াছিল।

বাঙালার সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৫ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহ বাঙালানে মোট ৪২০ জন ব্যক্তি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ৮৭ জন কলিকাতার এবং ১৩৬ জন মোহাবাদীতে রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। উক্ত সপ্তাহ কলেরা রোগে মোহাবাদীতে ৬৬ জন দান দায়। চাকার ৫৯ জন ব্যক্তি বসন্ত এবং লাজিসিটে ৬৮ জন ইনফ্লুয়েন্সার আক্রান্ত হয়।

কলিকাতার উদ্ভিদ: যেহিহাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পুণ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নাই।



সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে কুনিপ্লাস বৈজ্ঞানিকগণ জাতীয় বিদ্যান-বাহিনীর পরিদৃষ্টি করিতেছেন।

ভিত্তে বহুদণে সমাপ্ত একপ চাকরন বৈজ্ঞানিককে দেখা হইতেছে।

পাটচাষীদের প্রতি উপদেশ

পাট-নিরস্রণ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি

বাংলা প্রদেশের জুটেরওয়েলথ বিভাগের চীক কন্ট্রোলার বিজ্ঞপ্তি-প্রসঙ্গে বলেন যে, ১৯৪১ সালের পাটচাষ সুসমিহিত হইয়াছে। গতবৎসর অতিশয় আমদানের সহিত যোগা করিতেছেন যে, এতদসম্পর্কে জাহানের উদ্যমপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং পাটচাষিগণের সহযোগিতা ও আইনানুযায়িতা ব্যর্থ হইয়াছে। বর্তমানে সন্তোষজনক আশা করা যায় যে, ১৯৪০ সনে অভাবিক পাট উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও পাটের যোগ্যতা ও চাহিদা একত্র সমতার আসিয়া পৌঁছিতে এবং পাটচাষিগণের জন্য পাটের বাবদ দ্বারী ও উচ্চ মূল্য বিধানকরে সরকারী প্রচেষ্টা অসম্ভব হইবে।

এতদসম্বন্ধে পাটচাষিগণকে সতর্ক করা হইতেছে যে, উপরোক্ত বলা হইলেও ১৯৪০ সনের উৎপাদিত পাট আত্মক নিঃশেষিত হইয়াছে। বাজারে পাটের অভাব নাই। যদিও বহিঃস্থ বাজারের কোন আশঙ্কা নাই, তবু আরও কিছুকাল আমদানী ব্যতিরেকেই বাজারের সাধারণ চাহিদা মিটান হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে চাহিদা নিশ্চয়ই পাটের তপের উপর অধিকতর নির্ভর করিবে। এ-বৎসর ব্যবসায়ীরা আমদানী অর্থাৎ উত্তম, পরিষ্কার ও সর্বোৎকৃষ্ট পাট বহিঃস্থ করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইবেন। সুতরাং গতবৎসর পাটচাষিগণকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, যদি তারা পাট বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে চান, তাহা হইলে পাটের গুণাগুণের প্রতি জাহানের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অবস্থানসম্মত তাহারা যেন সর্ব-প্রথমে যথাসম্ভব উত্তম পাট অন্বেষণে প্রয়াস পান। যথাসম্ভবে পাট কাটিয়া যতপূর্বক পঁচাইয়া এবং উত্তমভাবে শুষ্ক পদ্ধতিতে করিয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক হইতে হইবে। জড়ান অংশ যতপূর্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ভাল ও মল পাট পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। ভাল ও মল পাটের সংমিশ্রণ সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু উহা পাটচাষিগণের স্বার্থের বিপরীত প্রতিকূল। কারণ বিশুদ্ধ পাট সাধারণতঃ দ্রুত পাটের মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

গতবৎসর পাটচাষিগণকে বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এই উপদেশ দিতে চান যে, এককালীন সমস্ত পাট লইয়া বাজারে উপস্থিত না হইয়া জাহাজা বেগ অর করিয়া ক্রমাগত পাট বিক্রয় করেন এবং সাবিকভাবে পাটের মূল্য হাস পাইতে দেখিয়া বেগ হতান না হন। দ্বারীর চাহিদার সহিত যতপূর্বক সাবিকতা করা করিয়া যতদূর পাটের যোগ্যতা করিয়ে জাহাজা নিজেদের তো যতদূর লাভবান হইবেনই, সমস্ত প্রদেশের অপর্যাপ্ত অঞ্চলের পাটচাষিগণও সবিবেক উপকৃত হইবেন।

পাটচাষিগণ একথা বেশ ক্রোধান্বিত হইয়াছেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর পাট, বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট পাট এবং বিভিন্ন জিয়ার পাট বিভিন্ন মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা হইতে যতদূর বাজারে পাটের মূল্য সাধারণতঃ ৫০ আনা হইতে ১১০ আনা পর্যন্ত কম হইয়া থাকে। অতএব জাহাজা বেশ পাটের মূল্য হইতে এতদূর সম্পর্কে কিছু বান বিয়া হিসাব করেন।

পরিশেষে গতবৎসর ইহা জানাইতে চাহেন যে, পাটচাষিগণের উপকারার্থে জাহাজা যাহা যাহা উপদেশ-পূর্ণ "মোটর ও বিজ্ঞপ্তি" প্রকাশ করিয়াছেন। পাট-চাষিগণ যেন সেই সকল উপদেশ সম্বন্ধে অনুশীলন করিয়া তদনুসারে কার্য করেন। জাহাজিককে পাট ব্যবসায় সম্বন্ধে বাবতীর বধ্যবন্ধক বেওয়ার জন্য সমস্ত পাটচাষিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কর্মচারিগণের প্রতি বিশেষ বেওয়ার হইবে। জাহাজা বেশ দ্বারীর পাটচাষিগণের কর্মচারিগণের সংগ্রহে থাকিয়া জাহাজের উপদেশ অনুসারে কার্য করেন।

লেডী মেরী হার্ভার্টের মহিলা যুদ্ধ-তহবিল

সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ

বিভিন্ন কোষায় ১৯৪১ সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত মোট সাহায্যের পরিমাণ নিম্নে উল্লিখিত হইল—

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—

(১) ২৪-পদগণা	..	সংখ্যা বেওয়ার হইয়াছে নাই।
(২) বঙ্গোদয়	..	১,৬৩৪
(৩) বুলনা	..	৩,৩৬৬
(৪) মুন্সীরাবাদ	..	১,৬৪৪
(৫) মলীয়া	..	১,০৫৭
		<hr/> ১,৭০১

বর্তমান বিভাগ—

(৬) বাকুড়া	..	২০৮
(৭) বীরভূম	..	১৫২
(৮) বড়দান	..	১৬,৭২৬
(৯) চুপালী	..	৬,৭০৮
(১০) চাওড়া	..	২,৮৬৪
(১১) বেঙ্গলীপুর	..	৭২,১৬১
		<hr/> ২২,৬১৬

চট্টগ্রাম বিভাগ—

(১২) চট্টগ্রাম	..	৪,৮৩৫
(১৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম
(১৪) সোমপুরী	..	২,৭০৮
(১৫) ত্রিপুরা	..	১০,৮৮৮
		<hr/> ১৮,৪৩১

ঢাকা বিভাগ—

(১৬) বাবুগঞ্জ	..	১,৬৭০
(১৭) ঢাকা	..	১৫,০৫০
(১৮) কলিকাতা	..	১,৪৮২
(১৯) বরেন্দ্রিয়া	..	৩,২০১
		<hr/> ২১,৪০৩

রাজশাহী বিভাগ—

(২০) বগুড়া	..	৭৭৫
(২১) লালমনিয়া	..	৩২,১০১
(২২) বিলাতপুর	..	৭,৪২৮
(২৩) জলপাইগুড়ি	..	৮,৬৩১
(২৪) বাবুগঞ্জ	..	৩,০১২
(২৫) পাখা	..	২৭৭
(২৬) রাজশাহী	..	২,৩২২
(২৭) হুগুচ	..	৭,৮৫৭
		<hr/> ৬৩,১১৬

সংকল্প সাধ

কলিকাতা	জুলাই মাস	জুলাই মাসে।
বাকুড়া বিভাগ	২,১০,৩০৫	১৬,৪৪০
বাকুড়া বাহিরের কোষায়
হইতে	..	১,৪০০
কলিকাতা	৪,৭৪,২১২	১২,৬৬৮
জুটিল ও কারখানা প্রকৃতি	৬২,২৮২	২,১৬১
	<hr/> ২,৪৬,৩১৬	
		<hr/> ৩৬,২৭৬

জুলাই মাসের সর্বমোট

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৮ম পৃষ্ঠার জের]

জুটের ও বিকোলাকে পৌঁছানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছে। এই দান হইতে রাশিয়ার অস্ত্র-সরঞ্জাম প্রদান কেসের উপর আক্রমণ চালানো জাহানের পক্ষে সম্ভবপর হইবে।

১০ বছরব্যিক সোভিয়েট বিমান কনসের দ্বারী

এক আশীশ ইতালীতে বোম্বিট হইয়াছে যে, পূর্ব দিকে যুদ্ধ পরিচালনা অনুসূচী পরিচালিত হইতেছে। উক্ত ইতালীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এ পর্যন্ত সোভিয়েট বিমানবহরের ১০ বছরব্যিক বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

সোভিয়েট ইতালীতে এক অতিরিক্ত সংখ্যক রাশিয়ান-বের চপে বন্দী জাহাজের আশীশ সৈন্যদলকে রাশিয়ানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অনুরোধ জানাইয়া আবেদন প্রচার করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

জার্মান সেনাপতি জেনারেল বিলক নিহত

বলক রেডিওর যোগ্য প্রকাশ, ন্যাশনাল গ্যেজিট এবং জেনারেল বিলককে সাময়িক নেতৃত্ব হইতে অপসারিত করার যে চেষ্টা হইতে, জার্মান সেনাপতিবলকীর বিশেষ যোগ্যতা জাহানের কাছারও দান উল্লিখিত হয় নাই, তাহা দ্বারা সর্বাধিক হইতেছে। এই বিবরের প্রতি টকহানের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। ন্যাশনাল গ্যেজিটের দশা কি হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। তবে এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, তিনি এখনও রাশিয়ানদের নিকটে কোন বন্দীবাসেই হস্তক্ষেপ করেন। জেনারেল বিলকও জার্মান গ্যেজিট পুলিশ প্রেতার করে। তিনি ইতালী বংশসম্বৃত হইলেও ন্যাশনাল গ্যেজিটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া উচ্চতম সামরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া বের চিবদার ও জাঃ গ্যেজিটের উচ্চতম পদেই বৃদ্ধা করিতেন। প্রকাশ, গ্যেজিট পুলিশ কর্তৃক বৃত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বের চিবদারের আদেশে উচ্চতম ওদী করিয়া হত্যা করা হয়।

আলবেনিয়ান বিদ্রোহ

সোভিয়েট ইতালীতে অতিরিক্ত সংখ্যক প্রকাশ, যুগোস্লাভিয়া হইতে অপাতির সংবাদ প্রাপ্তির পর পরই আলবেনিয়া হইতেও অনুরূপ অপাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত সংখ্যক উল্লিখিত হইয়াছে যে, উত্তর আলবেনিয়ার কয়েক দানে বিদ্রোহ হইয়াছে। উহাতে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিদ্রোহীরা উচ্চতমকে লক্ষ্য করার জন্য প্রেরিত একজন ইটালীয়ান সৈন্যকে হস্তক্ষেপ করিয়া কেনে। এই সন্মর্মে কলে আলবেনিয়ানরা চারিটি ইটালীয়ান পার্বত্য অঞ্চলের যুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী কামান, ৮টি বেনিগান ও অনেকগুলি হাত-বোমা হস্তগত করিয়াছে।

ইউক্রেনে জার্মান অগ্রগতি

১১ই আগস্ট লন্ডনে কিছুকালের উল্লিখিত হইয়াছে যে, জার্মানরা ইউক্রেনে অনেকটা অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বলা হয় যে, জুটের আশঙ্কার কারণ বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহা হউক, সোভিয়েট যুদ্ধ জেত করিতে জার্মানরা যে সক্ষম হইয়াছে, তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে না। বিকৃত অঞ্চল জুটের জুটল যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া বলা হয়।—উপদেশে জুটলপোর্ট প্রদান যুদ্ধ চলিতেছে। তবে এখন অনুমিত হয় যে, অগ্রসরকার জার্মান বাহিনী কলিকাতার অতিশুবে অগ্রসর হইতেছে।

রাশিয়াতে চেক সৈন্যদল

এক পর্যায়ে রাশিয়ান যোগ্য করিতেছে যে, রাশিয়াতে একটি চেক সৈন্যদল সংগঠন করা হইতেছে। এই সৈন্যদল চেক অধিনায়ক কর্তৃক পরিচালিত হইবে, তবে সোভিয়েট কমান্ডের অধীনস্থ থাকিবে।

কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা

[২য় পৃষ্ঠার পেশাংশ]

কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা... কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা... কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা...

কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা... কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা... কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা...

কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা... কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা... কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা...

কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা... কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা... কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা...

কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা... কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা... কলিকাতা-পট্টন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা...

মিসেস শাহাবুদ্দিনের বক্তৃতা

[৩য় পৃষ্ঠার পেশাংশ]

মিসেস শাহাবুদ্দিনের বক্তৃতা... মিসেস শাহাবুদ্দিনের বক্তৃতা... মিসেস শাহাবুদ্দিনের বক্তৃতা...

মিসেস শাহাবুদ্দিনের বক্তৃতা... মিসেস শাহাবুদ্দিনের বক্তৃতা... মিসেস শাহাবুদ্দিনের বক্তৃতা...

মিসেস শাহাবুদ্দিনের বক্তৃতা... মিসেস শাহাবুদ্দিনের বক্তৃতা... মিসেস শাহাবুদ্দিনের বক্তৃতা...

যে দেশে আমি নাই

বাঙালির বক্তৃতা

বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা...

বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা...

বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা...

বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা...

বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা...

[২য় কলামের শেষ]

বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা... বাঙালির বক্তৃতা...

ফুটবল !

(প্রত্যয় সহ)

সর্বোৎকৃষ্ট

ফুটবল !!

(প্রত্যয় সহ)

সর্বোৎকৃষ্ট

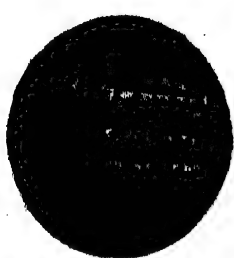


Table with 2 columns: Team names and scores. Includes teams like 'কলিকাতা', 'মাদ্রাসা', etc.

যে ইন ফোর্স আর্দ্র...

১৫ নং কলমের শেষে, কলিকাতা

[শেষ কলামের সিন্ধু প্রবাহ]

এই আশ্রয়ভাণ্ডারে পৌঁছানোর প্রকৃতির দ্বয় জ্ঞান
বিশেষতঃ থাকিবে। যে সকল আশ্রয়ে দুই পক্ষের অধিক
বোঝের থাকিবার ব্যবস্থা হইবে, উক্তার প্রত্যেকটিতেই
ভোক্তাভাণ্ডারের বিশেষতঃ থাকিবে। জাহা জাহা,
এতদ্বিধে প্রাথমিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা জাহা হইবে।

বিশেষ প্রজ্ঞা

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের মধ্য-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত নিম্ন খাতীত অন্যান্য রেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৫শে আগস্ট—১৯৪১

বাহুর খেলা

অনেক মানুষের পিতা তামার গুরুত্ব অপোচের যথেষ্ট-ভাবে সর্ব প্রকার সমস্তের ব্যবহার করিত এবং তার কলে তামার চতুর্দিকে আসিয়া জমা হইত বড় সব তুচ্ছপুত্র ও দৈত্যাদি। ময় পড়িয়া এই সব অপদেবতারে ডাকিয়া মানার কৌশলই হাত্রে এই পিতা শিক্ষা করিয়াছিল; কোন্ ময় পড়িয়া পরে এগুলিকে বিদায় করিতে দেবে, তাহা সে অবগত ছিল না। "তামার" শেষ পর্যায় দৈত্য-দানবের কিত্তিধিকার পরিবেষ্টিত হইয়াই একদিন উক্ত পিতাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল।

এই গল্পটি জাঙ্গালীতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। জাঙ্গালীর অনেক হিলাইরাও তামার সর্ব গুণের ভিত্তি দিয়া বিভিন্ন দেশে সে দিগন্তের বহির্ভিমা আলাইয়া জুলিয়াছেন, এই বিকল্পভাবে ময়ম করার মত কোন ময় যদি তামার জানা থাকিত, তবে মিচরই তিনি আজ নানা স্থানে যে ময়মের সম্ভাবনার করিতেন। "ইউরোপের ময়-বিদ্যার" এই ময়-সিদ্ধি ঘটয়িতা একথা জানিতে পারেন নাই যে, সর্ব র অত্যাচারের ভিত্তি দিয়া অসংখ্যই হাত্রে গজাইয়া উঠিতে পারে এবং সে অসংখ্য যে কোন সময় বাঁধাড়া প্রোভের হঠাৎ উদারভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। হিলাইরা একথা পুণ্ডিতে বুঝিতে পারেন নাই যে, মাংসী অত্যাচারের অতীত বলকান অকলের চাখী সমাজ অত্যাচারীদের হাতে কসল জুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা বহু নিজেবাই আঙন লাগাইয়া দিয়া সে-সব মাংস করার ব্যবস্থা করিবে এবং মাংসী অত্যাচারীদের সর্ব-প্রকার ভীতিপ্রদনকে অগ্রাহ্য করিয়া ও গুলশাক জনসাধারণ বৃশি বিমান-শ্রেণীকে আকাশে মেলা হাইট অভিনয়মান জানাইবে। বিগুজয়েন করণার জমীর হিলাইরা এসব কথা ঘোটেই ভাবিয়া দেখেন নাই।

এই অসংখ্য ময়মিয়ার জন্য হিলাইরা শেষে চোটা ময়ম "শান্তির" কথা প্রয়োগ করার চেষ্টা পাঠিয়েছেন। তিনি জামেম তামার কাশাকলে সমগ্র বিশ্বে যে অপান্তির দাবিদার জমিয়া উঠিয়াছে, স্বাভাবিকভাবেই তামার অবসানে জনগণ "শান্তি" কামনা করিবে। এই "শান্তি" বুলি কপ্চাইয়াই মানুষের নিখোয় মত হিলাইর আজ "অসংখ্যের" দৈত্য-দানবকে ঘুরে ডাড়াইবার প্রহাস পাঠিয়েছেন। কিন্তু তামার এই "শান্তি"-বাণী অবসানের কণে ঘোটেই প্রথিত হইতেছে না। অকস্মৎ "শান্তি" কামনা করে বটে; কিন্তু সে শান্তি হিলাইরী মার্কির নোটেই ময়—হিলাইরী অগতকে সেই কাবা পাতি কিছুতেই দিতে সমর্থ নয়।

হিলাইরী শীতির পরিণামে অগতঃ যে অসংখ্য আঙন জমিয়া উঠিয়াছে, মাংসীরা অভিমান করিয়াও হিলাইরী সেই অপান্তি বয়মের কোম উপায়ই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। এই জন্যই ময়মক: কোন কোন স্থানে হিলাইরীর আবুজসম আত্মনিরোধের অলম প্রকাশিত করিয়া নিজেদের ময়মক হামিল করিবার প্রহাস পাঠিয়েছে। ময়ম আবেদিকার একসঙ্গে অপান্তি করি করিয়া বুজরাইর

বুট ইউরোপ হইতে ভিসুপুণী করণ চেষ্টা করত ইজিত বড়ই হইতেছে। কিন্তু ময়ম আবেদিকার ময়মক পপপপ-পপপপ হাট পুণ হইতেই এই ব্যাপারে ময়মক হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ময়ম-প্রাচ্যে জাপানকে হাত করিয়া ও তিনি পরকারের উপর চাপ দিয়া বড় বড় পক্ষিগুলির বুট বিমাত্ত করণ আর এক চোটা পাওরা হইতেছে। ময়-প্রাচ্যে তুরস্ক ও ইরান উভয়েই আজ কলকাতা: বিপদের সমুদ্রীন হইয়াছে।

মোট কথা, ময়ম জুগত ব্যাপিরা মাংসী ময়মক যে আল বিতারের প্রহাস পাওরা হইতেছে, তাহা হারা ইহাই পরিকারভাবে বুঝা বাইতেছে যে, হিলাইরী চাল অনাত্ত বাধ হইয়াছে বলিয়াই ময়ম জনসাধারণী মানুষ এই বেলা আবুজানের প্রহাস পাওরা হইতেছে।

কাপড়ের দর-ময়মা

বিগত জুলাই মাসের ময়মতাম হইতে কাপড়ের দর অব্যতাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার, বাঙলা সরকার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে সে সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। নীচুই অবস্থার কোম উন্নতি না হইলে গভর্ণমেন্ট উদার প্রতিকার কলে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কিং করিয়াছেন, উক্ত বিবৃতিতে উদারও আভাস দেওয়া হইয়াছে। বুচরা বিক্রোভালা কলোতে নিয়মিতভাবে মাল পার, তজ্জনা পাটকারী বিক্রোভা ও আমদানীকারক পক্ষে জলাভাস্ত মাল সরবরাহ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সরকারী বিজ্ঞপ্তির সাক্ষাৎ ফল বহুপ সর্ব সাধারণের ব্যবহার্য করে পুকার বস্ত্রের পাটকারী দর হ্রাস পাইতে দেখা যায় বটে, তবে গভর্ণমেন্ট ইহাও বুঝের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, উহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই এবং কাপড়ের দর আবার বৃদ্ধি পাইতেছে।

এ ময়মা সম্পর্কে বড় বড় পাটকারী ও বুচরা দর বিক্রোভাভের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনার পর তামার-নিগমকে ইহা বিবদভাবে বুঝাইয়া বলা হইয়াছে যে, কাপড়ের দর সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট কোন প্রকার হুল-চাহুরী সহ্য করিবেন না। পাটকারী বিক্রোভাগণ বলিয়া থাকেন, যে-সকল অর্থ নৈতিক কারণ পরম্পরার কাপড়ের দর চড়িয়াছে, উদারের উপর তামারের কোম হাত নাই। কাপড়ের দর বৃদ্ধির মূল হক্কত নানা অর্থ নৈতিক কারণ থাকিতে পারে, গভর্ণমেন্টও ইহা স্বীকার করিতেছেন বটে। তবে তামারের বাধা, ব্যবসায়ীরা নিজেদের বহো বিদ্যা ও প্রত্যাবানুলক ক্রম-বিক্রয় কাটা হারা কাপড়ের দর বাড়াইয়া জুলিতেছে। উপরন্তু ওলাবে কাপড়ের অ-প্রাচ্যের সুযোগ গ্রহণ পূর্বক তামারা জনসাধারণকে খোশ করিতে এবং মোটা টাকা লাভ করিয়া লইতেও চেষ্টা করিতেছে। নতুন মাল আমদানীর ব্যবের সহিত বর্তমান বরের কোম সম্বন্ধ নাই। গভর্ণমেন্ট ইহাও জানিতে পারিয়াছেন যে, পাটকারী বিক্রোভাগণ পুরো পাইটের কমে বুচরা বিক্রোভাগের নিকট মাল বিক্রয় করিতে অস্বীকার এবং ক্রমে বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়া বুচরা বিক্রোভাগকে অত্যন্ত অসুবিধার কেলিয়াছেন। এ সকল চাহুরী অত্যন্ত মিলমীর। গভর্ণমেন্ট পুকার ময়মক করিয়া নিজেছেন যে, ব্যবসায়ের স্বাভাবিক অবস্থা কিম্বাইক না জানা হইলে মালমলত ময় জনসাধারণ দ্বারা এই অত্যন্তব্যক ক্রম পাইতে পারে, তজ্জনা গভর্ণমেন্টকে বাধ্য হইয়া কলকাতা: ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আদ্য কথা যার, এই ময়মক-বাণী বাধ হইবে না বহু: ইহাভের উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইল, তামারা ইহার প্রতি বিশেষ সন্মোহণী হইবেন এবং তামারের অকস্মাতঃ গভর্ণমেন্ট প্রকাশিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এ ময়মক অভিযোগ ময়মক না উঠে।

গভর্ণমেন্ট বর্তমান পরিস্থিতি উপর সুতীক্ষ্ম বুট মাঝিয়াছে। ময়-জামতীর ভিত্তিতে কাপড়ের দর

বিবর্তন সম্পর্কে তামারা তামার ময়মক-বাণী বহু পলাপান করিতেছেন। নীচুই কাপড়ের দর কলিবে বলিয়া তামারের কিম্বা: ইতমকরে কলকাতা:কে কাপড় ক্রম ময়মকক বহু ময়মক বলা হইতেছে।

গভর্ণমেন্ট জনসাধারণকে পুকার এই আবুজ প্রকাশ করিতেছেন যে, ময়মক মাল আকর্ষণী করিতে যে ব্যয় পড়ে, কাপড়ের দর ময়মক তামার উপর না উঠে এবং জলাভাস্ত মালের পরিমাণ অনুসারে তামারা দ্বারা কাপড় পার, তজ্জনা তামারা ময়মকিত্তি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

কীরেড অকলে জাঙ্গালী আক্রমণের তাৎপর্য

কীরেডের ময়মক জাঙ্গালী ময়মকি যে নতুন আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, একাধিক কারণে তামা উৎসাহের সজ্জা করিতেছে। এই আক্রমণের দ্বারা অবশ্য ইহা প্রকাশিত হইল যে, ময়মক পথে জাঙ্গালী যে, উদ্দেশ্যে এত সৈন্য নিসর্জন দিয়াছে, তাহা বাধ হইয়াছে। কিন্তু ইহা হাড়া ইহার আবেকটি গুরুতর তাৎপর্য আছে। নিকট-প্রাচ্যে ও ময়-প্রাচ্যের অবস্থানের কথা বিবেচনা করিলে ইহার গুরুত্ব বিশেষরূপে ময়মক হইবে।

কীরেড পার হইয়া অচেলা ও ককেসাসের তৈলবনি অকলে পৌছাইতে হয়। হিলাইরী কীরেডের নিকে বতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, তৈলবনি অকলের জিনা তামার দোত আরও তামার হইয়া উঠিবে। ককেসাস অকলে পৌছাইতে পারিলে তামারের উপরও তামার বুট পড়া অবশ্যব ময়।

তুরস্ক ও ইরানের পথেও এই সকল অকলে পৌছান বাহ। বলাকানে মাংসীদের কার্যকলাপ ঘেরিলে ময়ম হয়, এই পথে অগ্রসর হওয়ারও তামারের পক্ষে অবশ্যব ময়। বিশেষতঃ, মাপিয়ার ময় দিয়া অগ্রসর হইবার চোটা বাধ হইলে তামারা এমিক দিয়াই চোটা করিয়া দেখিবে। ইরানের এবং আকমানিহানের গুরুত্বপূর্ণ চাহুরীগুলিতে বহু জাঙ্গালী বিশেষতঃ নিবুজ আছে। যেমন শেনের ক্ষেত্রে হইয়াছে, এ দেশগুলিতেও মাংসীরা বালাহন ব্যবহার উপর অবিকার লাভের নিকেই বিশেষ-ভাবে ময়ম দিয়াছে। অবশ্য ব্রিটিশ ও সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে উক্ত ময়মা বুটিকে নিজেদের বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত মাংসীরা বুচারজন হাড়া অন্য জাঙ্গালী বিশেষতঃ ময়-ত্যাগ করিতে বলা হয় নাই।

বিশেষ করিয়া, ইরান সম্বন্ধে আরও একটি "আপভার কারণ হইয়াছে। ইরাকে জাঙ্গালীর যে মাফীপোপালোরা মিঃমাক কষ্ট করিয়াছিল, বর্তমানে তামারাও পলাতক হিসাবে ইরানে অবস্থান করিতেছে।

সিরিয়ার ময় দিয়া মাংসীদের ইরাকে বা ইরানে বাগটার পথ বন্ধ হইয়াছে ময়মক নাই। কিন্তু ঠিক এই কারণেই তুরস্কের গুরুতর আপভার কারণ হইয়াছে। তবে তুরস্ক-ময়মকিরা সীমাত্রে বর্তমানে জাঙ্গালীর যে সৈন্যবাহিনী মোজারেন আছে, তাহাকে বুজব বলা চলে না। এই সৈন্যদের অবিকার-পই হয় ইতালীর, ময়মক বুলপেরীর। বুলপেরীর সৈন্যদের মুখে উপায় খুব বেশী নয়। বুলপেরীর সৈন্যবাহিনীকে বড় বড় বুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতে অকস্মৎ আরও ময় মেডেক লাগিবে। তবে জাঙ্গালী বিশেষতঃ "বুলপেরিয়ার পোভপ্র ও বিমান ক্ষেত্রগুলিকে ময়মকিত্তি করিবার জন্য দাব্যে বাধ্য আছে।

এক বিষয়ে প্রায় নিশ্চিতভাবে জবিয়ায়ী করা বাইতে পারে। যদি ময়মক অবিকারের চোটা ময়মক কীরেড ময়মক চোটা বাধ হয়, তবে জাঙ্গালী তুরস্ক ও ইরানের ময় দিয়া ককেসাস অকলে পৌছিয়া অন্য একবার প্রচণ্ড চোটা করিয়া দেখিবে।

পাটচাষীদের বিশেষ জ্ঞাতব্য

রেকর্ড সংশোধনের নতুন সুযোগ

পাটচাষী ও জনসাধারণ একথা ভুলিয়া আসিতে হইবে যে, ১৯৪০ সনের পাট-নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইন বিধিত ২য় ভূমি জরিপ হইতে কার্যকরী হইয়াছে। সংশোধিত আইনের ৫৪ ধারার বিধি অনুসারে হইয়াছে যে, "জেলার কালেক্টর নিজের উদ্দেশ্যে হইয়া অথবা নির্দিষ্ট পুণ্যের দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া, পাটচাষী নির্ধারিত কি ১০ চারি আনা জমা দিলে, যে তারিখে রেকর্ড প্রমাণ বহিরা লুপ্ত করা হইয়াছে তাহারি তারিখে এক বৎসরের মধ্যে কাইদাল রেকর্ড পরীক্ষা করিতে পারেন এবং তৎপরে পর ঐ কাইদাল রেকর্ডের আবশ্যকীয় পরিবর্তনের আদেশ দিতে পারেন।" এই আইন অনুসারে যে ব্যবস্থা লম্বত নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে বিধি অনুসারে হইয়াছে যে ৩ (বি) নং কন্ডে মৌজা প্রচার করিয়া পাটচাষীকে স্বাক্ষরিত তাহার এই অবিকারের বিষয় জানাইয়া দেওয়া হইবে। যে সময়ের মধ্যে পাট জন্মে, তাহার প্রত্যেক বোজার ঐক্য মৌজা প্রচার করা হইয়াছে এবং তৎপরে ঐ মৌজার বর্ষ ও দরখাস্ত লিপির পদ্ধতি ইত্যাদি প্রত্যেক বোজার অন্তর্গত নুটি পাড়ার বা মজারি চৌলের বোমা দ্বারা প্রচার করা হইয়াছে।

যেহেতু বিভিন্ন বোজার বিভিন্ন তারিখে রেকর্ড প্রমাণ বহিরা লুপ্ত করা হইয়াছে এবং কোন কোন রেকর্ডের বোমার ঐ তারিখ হইতে ১২ মাস অতীত হইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতীত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেইহেতু ইহা বিধি অনুসারে হইয়াছে যে, এ সময়ের রেকর্ড সংশোধনের দরখাস্ত কালেক্টরের বিবেচনা মতে ১৯৪১ সনের ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। কাজেই প্রত্যেক পাটচাষীকে দরখাস্ত লিপির পরিচয় জমা লুপ্তকে এক মাস সময় দেওয়া হইল এবং সে তারিখ রেকর্ড সংশোধন করাইয়া দিতে পারিলে। রেকর্ড লিপির ত্রুটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাই পড়া হইলে, জমির প্রমাণ বিভাগ ইত্যাদি এই সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তাহাতে পাটচাষীজগৎকে এই আইনের নির্দেশমতে দরখাস্ত লিপির পরিচয় জমা জেলার সচিব দ্বারা অনুমোদিত হইতে বা হইবে, তৎপরে পড়ন বোর্ড এই ধারার প্রয়োগের জন্য এমিটেন্ট ইন্সপেক্টর ও তৎপরে পট-নিয়ন্ত্রণ কর্মচারীজগৎকে তাহারের নিজ নিজ এলাকার কালেক্টরের কবজা প্রদান করিয়াছেন। অথবা তাহারের নির্দেশের বিরুদ্ধে জেলার কালেক্টরের নিকট আপীলের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পাটচাষীগণ অবিকারিত ক্ষেত্রেই তাহাদের নিজের খামার এবং অনেকসময়ে খামার মধ্যে একাধিক স্থানে তাহাদের দরখাস্ত লিপির পরিচয় জমা করা যায়, এই ব্যাপারে পাটচাষীগণের কোন প্রকারের অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

বুড়-এচেরী বেসল পুলিশের দান

মালপত্র বহনের বর্ধিত বান-ক্রয়ের ব্যবস্থা

বেসল পুলিশের অফিসার ও কর্মচারীরা বর্ধিত বুদ্ধি বহন করিতে ১০,০০০ টাকা প্রদান করার বর্তমানে বেসল পুলিশ হইতে নতুন সাকুল্যে দানের পরিমাণ ৪০,০০০ হাজার বর্ধিত হইয়াছে। উপরিস্থিত দানের দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের মিস্ত্রি মালপত্র বহনের উপযোগী বর্ধিত ও বান ক্রয় করা হইবে। বুড়-এচেরী বেসল পুলিশের এই বানক্রয় এবং কার্যকরী সাহায্যের জন্য জরাজীর্ণ পড়ন ও কার্যকরী পুলিশের ইন্সপেক্টর-মেজর জি. এ. ডি. গর্ভন সি. আই. ই-র নিকট নির্দিষ্ট একটি পত্রে বেসল পুলিশকে লিখিত প্রার্থনা করিয়াছেন।

পরলোক লর্ড উইলিংডন

নিউমোনিয়া রোগে ভুতপূর্ণ বয়স্কালের মৃত্যু

১২ই আগস্ট বঙ্গবাহর অপরাহ্নে লর্ড উইলিংডন পরলোকগমন করিয়াছেন। কয়েক দিন যাবৎ তিনি নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন।

লর্ড উইলিংডন ১৯১৩ সালে বোম্বাইয়ের পড়ন'র নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৯১৬ সালে তিনি বাহাজের পড়ন'র নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে তিনি কানাডার পড়ন'র-সেবারেন নিযুক্ত হন এবং তৎপরে ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের বড়লাট রূপে কার্য করেন।

ভারতে অবস্থানকালে লর্ড উইলিংডন অতিশয় জনপ্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন।

সিভিলসার্ভের ব্যাজ ও প্রতীক

অপারেশন পক্ষে বাৎসর আইন-বিজ্ঞান

সরকার অধীন হইয়াছেন যে, সিভিল সার্ভিস এবং বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক প্রতিষ্ঠানসমূহের "ব্যাজ" ও পিটম-নির্দিষ্ট "প্রতীক" কোনো প্রতিষ্ঠানের লগো নহেন, একজন সব ব্যক্তি নিকট বিক্রয় করা হইতেছে। উপরোক্ত এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের "ব্যাজ" এবং পিটম-নির্দিষ্ট "প্রতীক" সরকার হইতে বাৎসর করা হইয়াছে এবং কেবল মাত্র পড়ন বোর্ড এবং সরকারী কর্মচারীর নিকট পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ আইনের ৪৮ ধারা অনুযায়ী যে ব্যক্তি সিভিল সার্ভিস কিংবা বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক প্রতিষ্ঠানের লগো নহেন, তাহার উক্ত "ব্যাজ" কিংবা "প্রতীক" ধারণ করিতে পারিবেন না এবং যে ব্যক্তির আইনসম্মতভাবে উহা ধারণ করিবার অধিকার নাই, তাহাকে কেহ উক্ত "ব্যাজ" কিংবা "প্রতীক" দরখাস্ত করিবেন না কিংবা সরবরাহ করিতে চাহিবেন না।

এই সকল "ব্যাজ" এবং "প্রতীক" বিক্রয় করা এবং অধিকারনির্দেশ ব্যক্তি উহা ধারণ করা ভারতবর্ষ আইনের ৪৮ ধারা অনুসারে অপরাধ এবং এই আইন লঙ্ঘন করিলে যে উক্ত ধারা অনুসারে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, সেমিকে জনসাধারণের নৃষ্ট আকর্ষণ করা হইতেছে।

পানী-উন্নয়ন প্রজেক্টের সরকারের দান

বিভিন্ন জেলার ব্যাপক কর্মজালিকা

বাংলা সরকার ২৪-পঞ্চম, বর্ধমান, কলিকাতা, বনোয়, রাজশাহী এবং হাওড়া জেলার নিম্নলিখিত প্রজেক্টের ব্যয় নির্বাহিত অতিরিক্ত ১০,৮৮০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন :—

২৪-পঞ্চম	টাকা।
ভাঙ্গা দাবক স্থানে একটি মলকুল বন্যের নিমিত্ত	২,৭০০
উত্তর কালিকাতা দাবক স্থানে একটি মলকুল বন্যের নিমিত্ত	২,৭০০
বর্ধমান	
বানেশ্বরী খামার অতঃপর পাটকা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন কেলেকোড়া-আমতিয়া বোর্ডের পানী উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য	৪০০
আমতিয়া খামার প্রচলিত বীতে প্রস্তুত করা	১০০
কলিকাতা	
বুড়দুলাল খামার অতঃপর কালিকাতা দাবক স্থানে একটি মলকুল বন্যের নিমিত্ত	৪০০
বনোয়	
চৌখাড়া বন-ইংল্যান্ডী বিলসমূহের অসম্পূর্ণ দাবী সমাধান নিমিত্ত	৪০০
রাজশাহী	
মালপত্রার দাবী লাইসেন্সের নিমিত্ত পুষ্কর জলাধার	৩০
বাগিচাপাড়া পরীর বোমার বোর্ডের উন্নয়ন কর্মসূচি	১০০
আগাখী বোমারউল বোর্ডের বোমারউল জলা	১,০০০
বোমারউল কালিকাতা পরীক্ষার উন্নয়ন একটি সেতু নির্মাণ	১,০০০
কলকাতার একটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহার আদায়-পত্র জলাধার	৬০০
হাওড়া	
আমতিয়া দাবী	২৪০
বাগিচাপাড়া খামার অতঃপর সেতু দাবীর নিমিত্ত	২০০
পাটকাখাড়া দাবী	১০০



বুড়দুলাল বিমান-নিবাহী সেল ব্যক্তিগত একজন সৈনিক তাহারের কামানে নতুন "ব্যাজ" সংগ্রহ করিতেছে।

দার্জিলিং জেলার উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

পার্বত্য জাতীয়দের আর্থিক উন্নতি

পল্লী সংগঠন কার্যের দিক দিয়া দার্জিলিং এর সহিত বাঙালি জনসাধারণের কোন সাদৃশ্য নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, উত্তিপূর্বে কোন সময় দার্জিলিং সম্বন্ধশালী ছিল না। কৃষিকাজ তথ্যে অনেক পরে আরম্ভ হয়। মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, মাত্র গত ১০০ বছর হইতে চাষাবাদের কাজ চলিয়া আসিতেছে এবং উহা ক্রমেই উন্নতির দিকে গাইতেছে। তাহাদের অন্যান্য অঙ্গের অবিস্মরণীয় তাহাদের অতীত পৌরসভায় যুগের বিধায় সুরক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু দার্জিলিং জেলার ব্যাপারে উহা প্রযোজ্য নয়। নুতন আমলেই এখানে চাষাবাদের কাজ সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়। বর্তমানের আবাদী অধিভূমি এক সময় বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল।

অন্যদের ধারণা, পার্বত্য জাতিরা মোটের উপর অনশিত, কিন্তু উহা ভুল। পার্বত্য জাতির মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের শতকরা হার বাঙালির অন্যান্য অঙ্গের লেখাপড়া জানা লোকের সমান। পার্বত্য জাতিদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সুবিধা বৃহৎ বেশী নয়। তদুপরি এ জেলাবাসীদের পক্ষে যেটা যেতনের চাকুরী লাভের সম্ভাবনাও বৃহৎ নয়। কিছু কিছু বিদ্যা-চর্চা বাঁকা সবেও কৃষক ও চা-বাগানের শ্রমজীবীরা এ-পন্থায় নিজদের অবস্থার উন্নতি করে তেমন বিশেষ কিছুই করে নাই। ইহারা সাধারণতঃ সরল প্রকৃতির লোক। তথ্যসম্পর্কে ইহারা চিন্তা করে না বলিয়া ইহারা অর্থ-সঙ্কট হইতে নিজদের বাঁচাইতে পারে না। বহু সংখ্যক মাজদারী ও বাহিরের লোক দার্জিলিংয়ের লোকসম্প্রদায় বুলিয়া এ জেলার বাবসা-দারিত্ব-ভুলি একচেটিয়া করিয়া বসিয়া আছে।

পর্বতবাসীদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া জেলার জন্য চেষ্টাচরিত হইয়াছে। পাল মহল অঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতার জাতি আগাইয়া জেলার চেঁচা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কৃষি-এবং বিনী করা হয়। এ ব্যবসায় উহার পুনরাবৃত্তি হইবে। এ ব্যবসায় কলে চাষীদিগকে একত্রে পসোয় উপর মহাজনদের নিকট হইতে টাকা কর্ত্ত করিতে হয় না। টাকা বিনীর সময় প্রত্যেক চাষীকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, পসোয় বিস্ময়ে মহাজনদের নিকট হইতে কর্ত্ত গ্রহণ করা অর্থের অপচয় মাত্র। যদি তাহারা কলদের সৌভাগ্য পন্থায় কোন রকমে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে ঐ সময় তাহারা কলদের আরও অধিক দর পাইবে। কালিঙ্গ-এ সময় ব্যাংক চাষীদিগকে বর বেয়াসে বহু টাকা কর্ত্ত দিতেছে। কয়েক মাসের প্রচারকার্যের ফলেই যে চাষীদের স্বভাবের পরিবর্তন হইবে তাহা নয়, তবে লীক্ষকাল ব্যাপী প্রচারকার্য চলিলে এবং অন্য-ভাবে যদি ইহাদের অর্থ-ভাষা মিটান যায়, তাহা হইলে ঐ প্রচেষ্টা ব্যাপারটিকে ইহারা ক্রমে ক্রমে বহু জাতিতে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে।

দার্জিলিংয়ের সরকারি ক্রম-বিক্রয় সমিতিটি পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা হইয়াছে। আশা করা যায়, এ-বন্দর সমিতি আশুর ব্যবসা বিশেষ করিয়া অন্যান্য জেলার বীজ আলু সরবরাহ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। ব্যবসা-ব্যবস্যা পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ এবং কৃষায় প্রতিষ্ঠিত হইলে সমিতি এ-কটির ব্যবসারে হাত দিতে পারিবে। বর্তমানে স্থানীয় ব্যবসারীরা চাষীদের নিকট হইতে সভা করে উহা ক্রম করিয়া থাকে।

গতবর্ষের কাঁচাকরীভাবে এ-জেলার চাষীদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। পল্লী-সংগঠন কার্যের জন্য গভর্ণমেন্ট যে অর্থ দান করিয়া থাকেন, উহা সাহায্যে পাল মহল অঙ্গের জন-সরবরাহ সম্পর্কিত বহু পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হইয়াছে। কোম্বা, গুয়ে হন এবং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

[২য় কলমের বিবরণ হইবে।]

জলপাইগুড়িতে শরীরচর্চা শিবির

কার্যকরী ও শৃঙ্খলিত শিক্ষাদান

গত ১১ই জুলাই হইতে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে গুরুত্বপূর্ণ ক্রমে জলপাইগুড়ি ও দিমাজপুর্ জেলার শরীরচর্চা সম্পর্কিত সংগঠনকারী বিঃ আর, এল, চক্রবর্তীর অধিনায়কতায় তিন সপ্তাহের জন্য শরীরচর্চা শিক্ষা দানের নিমিত্ত একটি শিবির স্থাপন করা হইয়াছিল। গুরুত্বপূর্ণ ক্রমে ৩১ জন ছাত্র এই শিবিরে যোগদান করিয়াছিল।

শিক্ষাধিগণকে "শিক্ষাদানের পুণালী", "বিশ্রামের যাত্রা রক্ষা" এবং "শরীরচর্চা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নীতি" সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যভাবে উপদেশ প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষার বালকগণের উপযোগী ছোটখাট খেলাধুলা, গানি দাঁতের ব্যাচন এবং অন্যান্য ক্রীড়া-কৌতুক চাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

গত ৩১শে জুলাই সমাপ্তি উৎসব উপলক্ষে শিক্ষার্থী দল মান্যরূপ খেলাধুলা এবং ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শন করে। জলপাইগুড়ির মহকুমা হাটের বিঃ এবং আর, চৌধুরী এই উপলক্ষে সভাপতিত্ব করেন এবং যে সকল ছাত্র ক্রীড়া-কৌতুক সাক্ষাৎকার করে, তাহাদের সাংক্ষিতিক পুরস্কার করেন।

জার্মান আক্রমণ আশঙ্কার তুরন্দের সতর্কতা

দার্জিলিং অঙ্গের সামরিক তৎপরতা

আশঙ্কা হইতে পারে একটি সংবাদ প্রকাশ, ক্রীট আক্রমণের পূর্বে টিলাগ নবম তুরন্দের মধ্য দিয়া সৈন্য সইয়া মাইবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন হইতেই তুর্কী সামরিক কতপক্ষ দার্জিলিংকে সামরিক এলাকা-ভুক্ত অঙ্গ হিসাবে গণ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দার্জিলিং প্রণালীর নিকটবর্তী অঙ্গ হইতে তুর্কী এবং বিশেষী সকল বেসামরিক অবিস্মরণীয় ক্রমে ক্রমে অপসারিত করা হইতেছে। সামরিক কর্ত্তপক্ষের নিকট হইতে বিশেষ অনুমতিপত্র না পাইলে কাছাকাড়ি এ অঙ্গ প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। বুলগেরিয়ার দিক হইতে দার্জিলিং আক্রমণ হইলে বাঘাতে "নির্ভীক" বাহিনীর অপকারী আতঙ্ক বাবদ্যার গোপনযোগ্য না হইলে, সে বিষয়ে তুরন্দের সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। এই সতর্ক তুর্কী সামরিক কর্ত্তপক্ষ সোভিয়েট সীমান্তের ককেনাস অঙ্গের তুর্কী যুগ্ম-গণিতে সৈন্য বৃদ্ধিও আশঙ্ক দিয়াছেন।

[১ম কলমের বিবরণ]

দিলিগুড়ি সমস্ত কেন্দ্রে অবস্থিত হইলেও পার্বত্য অঙ্গের সহিত ইহার বহু সাদৃশ্য রহিয়াছে। তৎকাল চাষীরা বাহাতে নিজদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হইয়া নিজদের অবস্থার উন্নতি জন্য চেষ্টা কর, তৎকাল তাহাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাইয়া জেলার চেঁচা চাইতেছে। গত বছর সর্বপ্রথম মনকুপ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি এই ব্যবস্থা সাক্ষাৎকৃত হয়, তাহা হইলে বাসিন্দারা প্রতিযোগিতা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পাল মহল হইতে প্রাপ্ত টাকার সুবিধা কর্ত্ত খোলা হইয়াছে। কলে অঙ্গের পাল এবং চীনাগারের চাষাবাদে বিশেষ উদ্বৃতি পরিদর্শিত হইতেছে। কাছিনা-বহুকুলা যে সকল দুর্ভাগী অঙ্গ এবং চাষাবাদের কাজে অনুপ্রাণিত, তৎকাল তাহাদের স্বাধীনতা উন্নয়ন আয়োজন হইতেছে। আশা করা যায়, আরও অধিক সংখ্যক চাষী তৎকাল হইয়া কলম করিবে এবং তাহাদের উপস্থিতি কলম বিস্তারিত হইবে। কাছিনা-প্যারামিগ, নতুন একটি পুন দিলিগুড়ি জন্য গভর্ণ-মেন্টের নিকট হইতে ১,০০০, পাঁচকা বিজ্ঞপ্তি।

বাঙলাদেশে শীকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা

সরকার কর্ত্তক ভুক্ত কমিটি গঠন

বাঙলাদেশে শীকারের উপযোগী বনাঞ্চল শীকারের বন্যা সংরক্ষণ ব্যবস্থা করতে বিবেচনা করার জন্য বাঙলা সরকার সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সম্মতি-এক কমিটি গঠন করিয়াছেন। বিশেষভাবে সরকারী সংরক্ষিত বন-অঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে এবং বাঘাতে এই সব শীকারের উপযোগী পত্ত সম্বন্ধে জ্ঞানরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে, কমিটি তৎসম্বন্ধে সোপারিত করিবেন। বাঙলাদেশ হইতে সর্ব-প্রকার শীকারের উপযোগী পত্ত সংখ্যাই ক্রমে কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন বনে করিতেছেন।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হইবে :—
চেয়ারম্যান—বিঃ এল, আর, ককান, সি-আই-ই, আই-সি-এস, রাজস্ব বোর্ডের চেয়ার।

সেক্রেটারী—বিঃ এল, এল, বিজ, বি-এল-এস, ডেপুটি কমিশনারের অফিস, কলকাতা।

বাঙলায় শিকারের কলকাতার অফিসের অফিসার।
বিঃ ই, জি, এল, গুয়ে, এল-সি, বর্ডার পেরু ফোর্ডার-পনের প্রতিদ্বন্দ্বি।

মহাপালা শীকার আচার্য চৌধুরী, এল-এল-এ, মুজাগাছা, ময়মনসিংহ।

বিঃ আহমদ চৌধুরী, এল-এল-এ।

মাম বাহাদুর মজিবুদ্দীন আহমদ, এল-এল-সি।

জাঃ এল, সি, লাহা, এল-এ, সি-এইচ-ডি।

প্রস্তাবিত কমিটিকে নিম্নোক্ত বিষয়ে সোপারিত করিতে হইবে :—

(ক) শীকারের উপযোগী পত্ত ও বন্যা সংরক্ষণ সম্পর্কে বর্তমানে বাঙলাদেশে (সংরক্ষিত বনাঞ্চল সম্বন্ধে) যে আইন প্রচলিত রহিয়াছে এবং এই ব্যাপারে কার্যতঃ যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া শীকারের উপযোগী পত্ত ও বন্যা সংরক্ষণ সম্পর্কে অধিকতর উপযোগী প্রস্তাব এবং প্রয়োজন হইলে নতুন আইন রচনার প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে ব্যয়ের বিস্তৃত তালিকাসহ একটি পরিকল্পনা দাখিল করিতে হইবে।

(খ) বিশেষভাবে সংরক্ষিত বন-অঙ্গের শীকারের উপযোগী পত্ত ও বন্যায় অবস্থা অতীত কালের তুলনায় বর্তমানে কিরূপ আছে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

(গ) শীকার ও বন্যা ধরার জন্য বেসব জাব রহিয়াছে, তাহাদের কার্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই সব জাবের কার্য হাঙ্গা শীকারের উপযোগী পত্ত ও বন্যা সংরক্ষণের সুবিধা বা অসুবিধা হইতেছে এবং তাহাতে এই শ্রেণীর জাবগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া উচিত হইবে কিনা। যদি লাইসেন্স দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ সতর্কতা যত্ন করিতে হইবে।

(ঘ) সরকার কর্ত্তক পরিচালিত শীকার সংরক্ষণ বিভাগ একটা খোলা উচিত কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া সরকারকে প্রামাণ্য প্রদান করিতে হইবে।

এই তত্ত্ব সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব রচনা করা হইয়াছে। বাঙলাদেশে শীকার সংরক্ষণ সম্পর্কে যে সব আইন ও নিয়মাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎকাল কার্যে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে কিরূপ, উপযুক্ত ব্যক্তি-বর্গকে অনুপ্রাণিত করা হইতেছে যে, তাহারা বনে এ সতর্ক নিয়মের বর্তমানে প্রকাশ করেন। সরকারী বন বিভাগের অধীনে একটি শীকার বিভাগ স্থাপন বা সরকারের প্রত্যেক পরিচালনারীনে একটি বক্তা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এই ব্যাপারে একটি পরিচালনাবলী গঠন প্রয়োজন কিনা, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রাণ্য কর্ত্তক করিতে হইবে।

আশা করা যায় যে, কমিটির প্রথম সভা সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হইবে।

এইজন ফেনাটিকের দ্বারা প্রবর্তনের কালে ফেনাটিকের
বৃত্তের দ্বারা লক্ষ্যসম্বন্ধ করা হইয়া গন্তব্য বৃত্তের বসিয়া গমন
হয়।

संस्कृत-समाज-संस्था-संस्था

বাংলাদেশের জেলা ও লোকাল-বোর্ডসমূহ

১৯৩৯-৪০ সালের বার্ষিক বিবরণী

বাংলাদেশের জেলা ও লোকাল বোর্ডসমূহের ১৯৩৯-৪০ সালের কার্যবিবরণী আলোচনা করিয়া গভর্ণ-মেন্টের জন-স্বাস্থ্য ও ভাড়া-পান বিভাগের প্রতিনিধিরা বলা হইয়াছে যে, জেলা বোর্ডসমূহের পক্ষে আলোচ্য বর্ষে সামান্যকার অসুবিধা ছিল। কারণ কতক জেলা বোর্ডকে বিনিময়ের কার্য চালাইয়া পূর্ন বৎসরে বন্যা-নীড়িত লোকসমূহকে সাহায্য করিতে হইয়াছে; কোন কোন বোর্ডকে ১৯৩৯-৪০ সনের বন্যা অবস্থা অনুযায়ী কল কল সই হওয়ার নতুন বিনিময়ের কাজ চালাইতে হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বোর্ডসমূহকে অল্প সাহায্য প্রদান করিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছে। কারণ সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সনের ভারত গভর্ণ-মেন্টের আদেশ (ভারতীয় আইন প্রণয়ন) অনুযায়ী এই সমস্ত বোর্ড পাব্লিক ওয়াক সেনের অধীনস্থ হইল। ইহা অতি আনন্দের সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সিক্রেটারি অফ হাউস বোর্ড-সমূহ বেশ ভাল কাজ করিয়াছে এবং অসহিতকার কার্য পূর্বে বর্তা করিত এখনও তত্পর করিয়াছে। প্রদেশের নবুত্র জেলা কর্তৃপক্ষ ও বোর্ডের অকপট ও নিবিবোধ সম্পর্কে অকণ্ঠ ছিল।

জেলা বোর্ডের সংখ্যা পূর্নবৎ ২৬টি ছিল, তাহার মোট সভ্য সংখ্যা ৬৯৪ জন, তন্মধ্যে ৪৪৭ জন নিযুক্তি ও অবশিষ্ট গভর্ণ-মেন্ট নিয়োজিত। ইহার মধ্যে ৪৬ জন সরকারী কর্মচারী।

আলোচ্যবর্ষে বাকুড়া জেলা বোর্ড পুনর্গঠিত হইয়াছে। লালিমা জেলা বোর্ডে গভর্ণ-মেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া, ডেপুটি কমিশনার চেয়ারম্যানের কাজ ও বোর্ডের সভ্য সভাপতি করিয়াছেন। বগোতর জেলা বোর্ডে গভর্ণ-মেন্ট একজন চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট বোর্ডসমূহ নিজ নিজ চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বোর্ডসমূহে সর্বমোট ১৬৫টি সভ্য অধিবেশন হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ সভ্যের অনু-পস্থিতির হেতু কোন সভা নির্ণয় হয় নাই কিন্তু ২৪টি সভার কার্য মূলতঃই স্বাভাৱিক হইয়াছিল; পূর্ন বৎসরে ২৬টি সভার কার্য মূলতঃই স্বাভাৱিক হইয়াছিল। সভ্য সভ্যপদের উপস্থিতির গড় বাকুড়া জেলার সর্বোচ্চ অধিক হইয়াছিল—সভ্য ২১ জন এবং বাকুড়া ছিল সব চেয়ে কম—সভ্য ৬৩ জন।

লোকাল বোর্ডসমূহ—আলোচ্য বর্ষে লোকাল বোর্ডের সংখ্যা ৭৪টির ফলে ৭০টি হইয়াছিল, কারণ বঙ্গুর জেলার লোকাল বোর্ডগুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার সভ্যসংখ্যা ১,২৪৮ জনের ফলে ১,১৯২ জন হইয়াছিল।

জেলা বোর্ডসমূহের মোট আয়, মজুর তত্ববিল বাণ নিয়া ১৬৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা হইয়াছিল; ইহার পূর্ন বৎসরে আয় হইয়াছিল ১৫২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল “বিবি” বাক্সের আয়ের আর ও এন’ বাক্সের আয়লাভের জন্য। এই চলতি আয় হইতে ব্যয় হার পাইয়া ১৫৬ লক্ষ ৩ হাজারের ফলে ১৫৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার শীর্ষক হইয়াছিল, ব্যয়কে কোন কোন প্রধান ব্যয়ে অধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে; অন্যথায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল “মৃতিক সাহায্য”। এই ব্যয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া ২ লক্ষ ৮২ হাজারের ফলে ৭ লক্ষ ৪ হাজার হইয়াছিল।

বিকা—বিকা ব্যয়ে জেলা বোর্ডের আর ও ব্যয় হার পাইয়া ২ লক্ষ ৩৬ হাজারের ফলে ৮ লক্ষ ৬৬ হাজারে শীর্ষক হইয়াছিল। কারণ পূর্নবৎ বিকা প্রকল্প, প্রেসিডেন্সী, রাজ্য ও ইউনিয়ন বিভাগের বোর্ড কোন জেলার জেলা বোর্ড হইতে জেলা কুল বোর্ডের হতে

হানাতকিত হইয়াছে। জেলা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ছিল ৪৩০টি, তাহাতে শিক্ষার্থী বালকের সংখ্যা ছিল ২১,২৭৮ জন ও বালিকার সংখ্যা ছিল ২,৫৫৯ জন; পূর্ন বৎসরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৮০টি। শিক্ষার্থী বালকের সংখ্যা ২৬,৭২৭ জন ও বালিকার সংখ্যা ৩,৪২৬ জন ছিল। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৭০ টি হইতে ১,০১৪টি হইয়াছিল এবং শিক্ষার্থী বালক ও বালিকার সংখ্যা বৎসরে ৩২,৮৬৪ জন ও ৩,৫৮১ জনের ফলে ৪৪,৭১০ জন ও ৮,৫৮২ জন হইয়াছে। এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল রাজশাহী জেলার ৯১টি ও পাবনার ১৬১টি নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা। বোর্ডসমূহ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া ১০,৮৫৫টি হইতে ১,৫০৮টিতে শীর্ষক হইয়াছে এবং তাহাতে শিক্ষার্থী বালক ও বালিকার সংখ্যা বৎসরে ১৮,৭৫৫ ও ১০৬,১৭৮ জনের ফলে ৩৭৬,৩৭৩ ও ৩৭,১৭১ জন হইয়াছে। অধ্যাদেশ সাহায্যপ্রাপ্ত নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১১,৪০৭টিতে শীর্ষক হইয়াছে এবং তাহাতে শিক্ষার্থী বালক ও বালিকার সংখ্যা হইয়াছে বৎসরে ২৮৮,৮৭৮ জন ও ১০৭,৭০৬ জন। বোর্ড-সমূহ কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক স্কুলসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪,৬২৯ জনের ফলে ৪,৮১০ জন হইয়াছে। বোর্ডসমূহ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১,৪০৬টির ফলে ১,৪১৭টি হইয়াছে। বোর্ড-সমূহ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত নিম্ন বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৎসরে ৮৩ এবং ১,১৬২টি ছিল।

অন্যস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য—জেলা বোর্ডসমূহের আর ও ব্যয় উল্লিখিত ব্যয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও ঠিকা দেওয়া ইহার অঙ্গভূক্ত। আর ও ব্যয়ের পরিমাণ বৎসরে ১২ লক্ষ ৬১ হাজার ও ৪২ লক্ষ ১৬ হাজার। বোর্ডসমূহ কর্তৃক পরিচালিত চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭১১টির ফলে ৭২১টি হইয়াছে। জেলা বোর্ড হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত চিকিৎসা-লয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া ৬৭৪টির ফলে ৬৮২টি হইয়াছে। কয়েকটি ছোটপায়িক, আয়ুর্বেদিক ও ইউনিয়নী চিকিৎসালয়ও ইহার অঙ্গভূক্ত। ভারত গভর্ণ-মেন্টের পল্লী-উন্নয়ন সাহায্য হইতে প্রাথমিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক কালীন নামের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে গ্রন্থ প্রতিলিপের সংখ্যা প্রধানতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাল্য ও প্রাথমিক চিকিৎসালয়ে সাহায্য প্রদানের পরিকল্পনা হতে ক্রমশঃ সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার এই সমস্ত চিকিৎসালয় পরিচালনে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছে।

কিছু কুচর সংবাদের চিকিৎসা বিভিন্ন কেন্দ্রে পরিচালন করিবার পরিকল্পনার কাজ আলোচ্য বর্ষে সত্যোৎপন্নকভাবে চলিয়াছে। জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার রোগের মহামারী নিবারণের জন্য বোর্ড সমূহ নিরোহ ও আরোগ্য-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। পরীক্ষাসিদ্ধিকে সাহায্যকা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রণালী সম্বন্ধে ঠিকা দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্যযোগে বক্তৃতা, স্বাস্থ্য বন্ধা সম্বন্ধে বক্তার বাণী ও পিতৃ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এইগুলিই বোর্ডসমূহের স্বাস্থ্য-কর্মচারীদের কার্য তৎপরতার প্রধান বিষয় ছিল।

জেলা বোর্ডসমূহ কলো ও কনজুগার নিবারণের জন্য হস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল এবং মহামারী নিবারণের জন্য স্বাস্থ্য ঠোকা নিযুক্ত করিয়া স্বাস্থ্য কর্মচারীর স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। জন-স্বাস্থ্য বিভাগ জেলা বোর্ডসমূহকে অবিলম্বে সাহায্য প্রদান করিয়াছে, তন্ম

অতিরিক্ত জরুরি ও সাময়িকীয় ইমপোর্টের পাঠাইবার ব্যবস্থা করে নাই, উহা হাজি বর সংরক্ষণ প্রায়শঃ চিকিৎসক বর প্রেরণের ব্যবস্থাও করিয়াছিল। এই সব চিকিৎসক লম্বা ডাক্তার, কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় ঔষধাদির ব্যবস্থা করে, ইহা স্বাভাৱিক কল হইতে ও রোগ নিবারণের ব্যবস্থাও ছিল। জেলা বোর্ড সমূহ সাপোর্ট ও কালেক্টর প্রতিলিপ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা বলা হইতে ও কলোকার ঠিকা দেওয়া, পুষ্টিবর্ধক প্রদান, বৃদ্ধি, জোনা ও জল পরিষ্কার করণ, স্বাস্থ্য-কর অবস্থা বৃদ্ধিকরন ইত্যাদি কার্যও পরিচালন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত কোন কোন বোর্ড প্রায়শঃ সব চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং কুইন্সাইন বিভাগের কার্য তৎ-পরতার সচিৎ পরিচালন করিয়াছিল। কুই রোগের বিধিই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকরী অবস্থায় রাখা হইয়াছিল ও হাউসকল ও নিউকলন প্রতিষ্ঠানের প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল। বহু সংরক্ষণ ঠাকৈক বিকল ক্রিয়া সম্বন্ধেই নব পল্লী অঞ্চলে কাজ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল।

জল সরবরাহ ব্যবস্থা—জল সরবরাহের জন্য আলোচ্য বর্ষে ৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, পূর্ন বৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। বাকুড়া বিভাগে বোর্ডসমূহ ২৮৯টি মনকুল বনম বা পুনঃ সংরক্ষণ করিয়াছে। প্রেসিডেন্সী বিভাগে বোর্ডসমূহ ৪১৩টি মনকুল বনম বা পুনঃ সংরক্ষণ করিয়াছে। ঠাকা বিভাগে বোর্ডসমূহ ৫৭১টি মনকুল বা মোকো-কনজুগার কল বনম বা পুনঃ সংরক্ষণ ও ১৬টি পুষ্টিবর্ধক বনম করিয়াছে। ইহা ব্যতীত সাপোর্টের জেলাবোর্ডের সাহায্যে ১৬৮টি সাপোর্ট পুষ্টিবর্ধক ছিল, উপস্থিতিবিলক ও পান মজল বিভাগ ও ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক বোর্ডে ১৪৮টি পুষ্টিবর্ধক ইহার অঙ্গভূক্ত করে। চট্টগ্রাম বিভাগের বোর্ড সমূহ ২৭১টি মনকুল বনম করিয়াছে। রাজশাহী বিভাগের বোর্ডসমূহ মোট ১৬৮টি মনকুল বনম করিয়াছে এবং ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি সিস্টেম পায়েন কুল, ইলারা ও পাতকুল বনম করিয়াছে।

মৃতিক সাহায্য—পল্লীমাণ বিভাগে এই ব্যয়ে ব্যয় হইয়াছে ৪৫,১০৮ টাকা; পূর্ন বৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ৩০,৬৫০ টাকা। বাকুড়া জেলাবোর্ড এই ব্যয়ের পরিচালন অত্যধিক বেশী হইয়াছে, ই জেলার পশ্চিমবঙ্গের ফল কতক পরিমাণে নষ্ট হইয়া সাহায্য ফলে এই বিনিময়ের কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী বিভাগে বৃন্দীমাণ জেলা-বোর্ড গভর্ণ-মেন্ট হইতে পর্যাপ্ত সাহায্য পাইয়া লক্ষ্যের সচিৎ অবস্থানসমূহে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল এবং বিনিময়ের কাজে ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে। ঠাকা বিভাগে এই ব্যয়ে মোট ব্যয় হইয়াছে ১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। জেলা বোর্ডসমূহে গভর্ণ-মেন্ট যে অগ্রিম সাহায্য পান করিয়াছেন, তাহা হইতে এই টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। রাজশাহী বিভাগের সাপোর্ট জেলার পূর্ন বৎসরের প্রতিকূল আর্থিক অবস্থার লক্ষ্যে বৃন্দীমাণ অবস্থান বা হওয়ার জেলা বোর্ডকে বিনিময় কাজের জন্য ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। পাবনা ও মাদারগেব জেলা বোর্ডে বিনিময় কার্যের জন্য বৎসরে ৬৮,১১২ টাকা ও ৩৫,৮৮২ টাকা ব্যয় করিয়াছে।

বাটা কোম্পানীর বদায়তা
মুখ্য তত্ববিলে পাঁচ হাজার টাকা পান
বর্জীয় মুখ-প্রাণের জন্য সম্পত্তি আরও ৫,০০০ টাকা পাওনা গিয়াছে। মি. জম বাণীক সাহায্যে সমস্তান্ত গভর্ণ-মেন্ট মিলক উচ্চ অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন। বাটা কোম্পানীর মুখপূর্ণ জিরেইক মি. প্রাকলভ বক্তব্যে মুক্তি সমস্ত স্বল্প উচ্চ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এবং অধীনস্থ লোকজন এই অর্থ পান করিয়াছেন। মহামাণ্য গভর্ণ-মেন্ট বাহাদুর স্তায়ী পক্ষে মি. বাটীকের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্নক এই অতিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মুখ-প্রাণের এ ধরনের সাহায্য হুড়ান আর ও পাঠিকে নিকটবর্তী করিয়া আনিয়াছে।
(প্রেস-সেন্ট)

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সাপ্তাহিক নিরাপত্তার উপযোগী হাটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত উভয় দেশ আক্রমণকারী সেনাগুলিকে নিরস্ত করাষ্ট একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিতেছে।

জায়াপাড়ে বৃষ্টিপাত বিমানের ব্যাপক হানা

বৃষ্টিপাত বিমান-হাটীর দক্ষতার হইতে ১৫ই আগস্ট প্রচারিত এক এণ্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, পূর্বাংশে বোম্বার্ড বিমান দ্বারা যে অভিমানে বহির্গত হয়, উহাতে তিন পতনেরও অধিক বিমান যোগদান করিয়াছিল। ইংল্যান্ডের, ফ্রান্সের ও রাশিয়ার কারখানা ও মসলান-সমূহ ছিল আক্রমণের মূল লক্ষ্য। অনেকস্থানে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। জায়াপাড়ে আশ্রয় লব্ধ ব্যাপকভাবে অনিশ্চয় পাকে। হাটীপাড়া ও কোলারের কলসমূহের উপরও আক্রমণ চালানো হয়। ক্রিডিয়াস দীপপুঞ্জের অধূরে বৃষ্টিপাত প্রেমটির বিমানগুলি পতনপদের একখানা সমবায় কাছাকাড়ের উপর সন্ধানি বোমা নিক্ষেপ করে এবং জায়াপাড়ায় আশ্রয় অনিশ্চয় পাকে ও উচা ভস্মগু হয়।

ওডেসা দখল পরিবেষ্টিত

১৫ই আগস্ট ক্রিমিয়ায় হেভকোয়ার্টার হইতে প্রচারিত এক এণ্ডেচারে ক্রিমিয়ার কৃষ্যাগরস্থিত ওডেসা দখল পরিবেষ্টিতের দাবী পুনরায় সমধিত হইয়াছে। এণ্ডেচারে বলা হইয়াছে যে, "পূর্বেই বোঝা গিয়াছিল যে, কমান্ডার সৈন্যরা ওডেসা এবং আশ্রয় ও হাটী-পাড়া সৈন্যরা নিকোলায়েভ পরিবেষ্টিত করিয়াছে। বাগ-মসীরা অধূরে পরাজিত পতন-সৈন্যদের অবিরত পশ্চাৎদিকের কালে গুলুপুর্ন বোম-বর্ষি অধূরে ক্রিডিয়াস দখল করিয়াছে।"

ওডেসা পরিত্যক্ত হইবে না

ব্রিটিশ সামরিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া ইকসপ্রেস হইতে তিনি নিউক এজেন্সীর নিকট প্রেরিত এক দপ্তার বলা হইয়াছে যে, আপাততঃ রাশিয়ানদের ওডেসা পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় কোন ইচ্ছা নাই। মনে হইতেছে যে, বলা ভাগ হইতে ওডেসা পরিবেষ্টিত ও ত্রাণবহুগুণে গোলা বর্ষিত হইলেও রাশিয়ানরা ওডেসায় অবস্থান করিবে।

কলকাতার প্রান্তি কুটন ও মাকিংগের সাহায্য প্রতিশ্রুতি
মতন, ১৬ই আগস্টের সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট কলকাতার ও বি: চ্যাট্‌স, এম. ট্যানিংয়ের নিকট সমবেত-ভাবে এই বর্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন যে, ক্রিমিয়ার সমরোপকরণ প্রেরণ সহজে আসোচনা করিবার জন্য পদম মাকিংগ ও বৃষ্টিপাত প্রতিমিত্রগণ বহু পক্ষের উপনীত হইবেন।

এই বাণীতে সাংগী আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের চমকপ্রদ বাণী প্রকাশের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে যে, "মাকিংগ যুদ্ধবাই ও কুটন আপনাদের জরুরী প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণে সমরোপকরণ সমবাহারে প্রেরণ করে। ইতিপূর্বেই সমরোপকরণপূর্ণ বহু জাহাজ আমদের উপকূল জাগ করিয়াছে, আরও বহু জাহাজ নীচুই যাত্রা করিবে।"

পরিবর্তী সংবাদে প্রকাশ, এম. ট্যানিং বহু সমরলনের প্রভাবে সমধিত প্রদান করিয়াছেন।

জায়াপাড়া দাবীমত হরণ

জায়াপাড়া নির্দেশ প্রকাশ করিয়াছে যে, কোন জায়া প্রদেশ এবং বিউমিগিলিয়ামিতে যাত্রা-পালনবিহার থাকিবে না।

নির্বাচিত ক্রিডিয়াসের পরিবর্তে এবং হইতে সেন্টার পদম বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত অফিসারের নামেরও কলকাতা কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

হেগ, হাটীপাড়া এবং আমটোবাস সমরবিভাগে আভ্যন্তরীণ বিভাগের হাটী পালনাবীনে সাত করা হইয়াছে।

নিকোলায়েভ জায়াপাড়ের দখলে (?)

একটি জায়াপ ইয়াহায়ে ১৭ই আগস্ট নিকোলায়েভ দখল করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বাগ নদীর পূর্বাংশে প্রবল চাপের কলে পরাজিত পতন সৈন্যদের ক্রমেই ক্রমবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। বহু সৈন্য ও বর্ষেই সমরোপকরণ জায়াপাড়ের হস্তগত হইতেছে।

উক্রেইনে জায়াপ আক্রমণের বেগ মন্দীভূত

মস্কোতে এইরূপ ধারণা পোষণ করা হাটীতে যে, কল সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড প্রতিরোধের কলে উক্রেইন অঞ্চলে জায়াপীর বিরাট আক্রমণের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে।

ক্রিমিয়ার অগ্রগতির দাবী

ইকসপ্রেসের সংবাদে প্রকাশ, ক্রিমিয়া লাভোগা হলের উত্তর-পশ্চিম সর্বাঙ্গী চুক্তিভাবে দখলের সংবাদ প্রদান করিয়াছে। তথ্যেরা বলিয়াছে যে, রাশিয়ানরা পতনটিকে প্রায় অকতট রাশিয়াছে এবং ক্রিমিয়াও গোলাবর্ষণ করিয়া পতনটির কতি করিতে চায়ে নাই বলিয়া উহা দখলে জাহানের বিলম্ব হইয়াছে। ইচাও দাবী করা হইতেছে।

হইয়াছে যে, লাভোগা হলের পশ্চিম তীর জায়াপাড়ের হাটীপাড়া হইয়া গিয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, ক্রিমিয়ায় ক্রিমিয়া খেল হইতে সাত প্রায় ১০ মাইল দূরে আছে।

সিমিগির উপর বিমান-আক্রমণ

মহাপ্রাচ্যের রাষ্ট্রবীর বিমানবাহিনীর এক ইয়াহায়ে প্রকাশ, ১৭ই আগস্ট রাশিয়াতে সিমিগির উপর সাকসোবি সজিত বিমান আক্রমণ চালানো হইয়াছিল। উক্ত ইয়াহায়ে আশ্রয় বলা হইয়াছে যে, ত্রাণবাহ রাশিয়াতে ক্রিডিয়াস দখলে বোমাবর্ষণ করা হয়। একটি কলে টেম্ব, ত্রাণবিভাগের একটি ভবন প্রবৃত্তির উপর বোম্ব কর্তব্য করা হয়। পরে একটি বিকোরণ হয় এবং ৭০ মাইল দূর হইতে অগ্নিবিধা সোঝিতে পাওয়া যায়। আট পত ক্রি পর্ষা অগ্নিবিধা উদ্ভিরাছিল। সিমিগির দক্ষিণ অঞ্চলেও বিমানবাহিনী হানা দিয়াছিল।

ক্রিমিয়াপাড়ে শত্রুজাহাজ নিষিদ্ধ

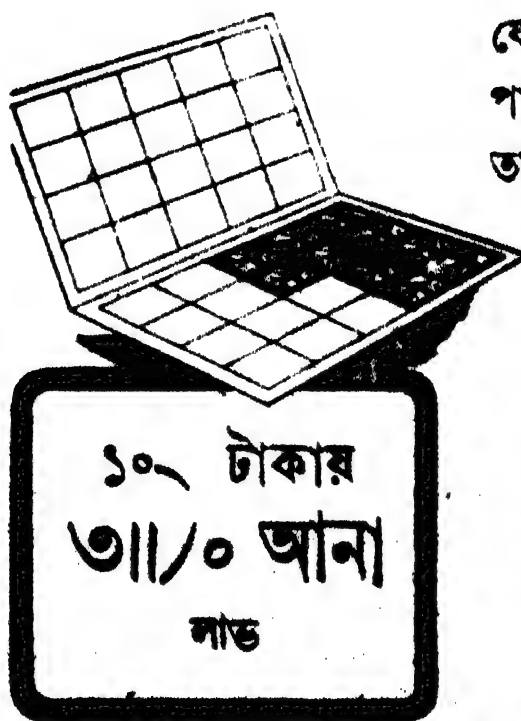
১৭ই আগস্ট রাশিয়াতে বৃষ্টিপাত বিমানবাহিনী কলোন, জুইলবুর্গ ও জুসেলভর্ক প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। রাইসল্যাও ও কুরেও বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মহা-প্রাচ্যের বৃষ্টিপাত বিমান-বাহিনীর একটি ইয়াহায়ে বলা হইয়াছে যে, ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই আগস্ট বৃষ্টিপাত বিমান-বাহিনী ক্রিমিয়াপাড়ে আক্রমণ চালান। পঁচটি বাহিনী-জাহাজের একটি কলকাতার উপর আক্রমণ চালান হয়। জাহাজগুলির সহিত কয়েকটি ডেইয়ার ছিল। তিনটি বাহিনীপোত ও একটি ডেইয়ারে চর্পে ভোর আঘাত লাগে; একটি জাহাজে প্রচণ্ড বিকোরণ হয়। দুইটি জাহাজ ও একটি ডেইয়ার নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

সেভিংস্ কার্ড

সংগ্রহ করুন

যে কোন পোষ্ট অফিসে
পাওয়া যায় এবং
তার উপরে



১০ টাকার
৩১/০ আনা
লাভ

ওয়েলকম হলে যে
কোন সময়ে প্রাপ্য হুব
স্বত্ব টাকা কেবল
যেওয়া হবে।

১০ আনা, ১১০ আনা অথবা
১ টাকা বুসেয় ডিকেন্স
সেভিংস্ ট্যাম লাগান।

বহন আপনায় কার্ডে ১০
টাকা বুসেয় ট্যাম জমা
হবে তখন তার পরিবর্তে
পোষ্ট অফিস থেকে একটি
"ডিকেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট"
ডের দিন—১০ বছরের মধ্যে
এই সার্টিফিকেটের দাম হবে
ডের টাকা ৭ আনা।

নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করুন
ডিকেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনুন

কৃষি-পঞ্জী—

ভাদ্র-আশ্বিন মাসের চাষ-আবাদ

কেন্দ্র-বাংলা।—এ প্রভুতে বীজ বোনাবুনির কাজ বেশী কিছু নাই। ভাদ্রের প্রথমদিকে মাটির “জো” হইলে বৃষ্ণ ও মাটিকলাই বুনিতে হয় এবং আশ্বিন মাসে মাটি সরিয়া বুনিবার সময়। কৃষি-বিভাগের প্রবর্তিত চৌকি ৭ নং নথিমা সবচেয়ে ভাল।

এ প্রভু প্রধানতঃ সকল প্রকার ভাদ্রই পলা সংগ্রহের কাল। বোনা আউল ধান ভাদ্র মাসে এবং গোপা আউল আশ্বিন মাসে কাটা হয়। ভোঁতা পাট ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে কাটা শুরু হয় এবং আশ্বিনের শেষ পর্যন্ত চলে। কুল ধরিয়া ঝিরা যখন ভোট ভোট কল ধরে তখনই ভোঁতা পাট কাটবার সবচেয়ে ভাল সময়। ইহার পূর্বে কাটিলে ‘অ’নি বেশী উজ্জ্বল হয় বটে, কিন্তু ‘অ’নির কোর কম হয় এবং কলমও কম হয়। ইহার পরে কাটিলে কলম কিছু বাড়ি বটে, কিন্তু ‘অ’নি মোটা হয়, হাং মরলা হয় এবং বেশ পাকিয়ার হয় না। চাষীদের পাটের বাড় শীঘ্র বড় হইয়া যায়, তাই সে জাতের পাট কলে কম এবং আগান কাটা হয়; কিন্তু সরকারী পাট অনেক দিন ধরিয়া বাড়ি, তাই ভোঁতার কলম অনেক বেশী এবং বেশী পাটের অনেক পরে কাটা হয়। প্রাইট দেখা যায় কৈতের যে আগে গাছ বেশ উঁচু ও মোটা হইয়াছে অর্থাৎ যেখান হইতে বেশী পাট পাওয়া যাইবে, নগল টাকার সোতে চাষীরা নস্যের সেই আগ পাটের জন্য “কাটিয়া নম এবং যে আগে গাছ ভোট ও সড় হইয়াছে, অর্থাৎ যেখান হইতে বেশী পাট পাওয়া যাইবে না, সেই আগ বীজের জন্য ধরিয়া যেন। ইচ্ছা নিত্য অল্পবিশিষ্টার পরিচর। প্রত্যেক চাষীর কতলা, ভু পাট নর, সুকল শীসারই সবচেয়ে সুখ, সবল ও সতেজ অনেক বীজের জন্য নিখিষ্ট করিয়া রাখা এবং সেখান হইতেই বীজ সংগ্রহ করা। এই প্রকার বীজ বুনিতে সুখ, সবল পলা হয় এবং সে বীজের মধ্যে বেশী কলম দেওয়ার ভুল থাকে।

ভাদ্র মাসের প্রথমে আর্থের সময় তখন ও পাকা পাড়া জাড়াইয়া সরিয়া কোলা উঠিত। পাটের ফাল উঠিয়া বার একপাত্রে কোনও কাঁচা পাড়া টানিয়া বেঁড়া উঠিত নর, তাহাতে পাটের কতি হয়, বড়সর পর্যন্ত টানিলে খাঁটি হইতে পাড়া আপনি বুনিয়া আসে, ততসূর পর্যন্ত পাড়া জাড়াইতে হয়। এইরূপে পাড়া জাড়াইয়া নিলে কীকা হইয়া বোম, হাওয়া প্রবেশ করিলে পাটের কতি হয় ও উপরে আরও বাড়িতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ওই সকল তখন পাকা পাড়ার মধ্যে সুজারিত সময় পোকা-মাকড় ছাড়িয়া যায়। কাটিক মাসে নুতন আগ লাগাইতে হইলে মাটির “জো” অনুসারে আশ্বিন হইতেই জরীতে চাষ ও বই শুরু করা উচিত।

সকল ধনি মস্যের জন্যই পূর্ববর্তী ভাদ্রই পলা উঠিয়া নিয়া জরী বালি হইলেই জরীতে লাগল দেওয়া, সুক করা উচিত। কোনও কলম বুনিবার বড় আগে হইতে জরী চাষ আরম্ভ হয় ততই ভাল, কারণ মাটির মধ্যে বোম ও হাওয়া প্রবেশ করিলে পূর্ববর্তী পস্যের শিকড় হইতে নির্গত বুজিত পলাসবুদ নষ্ট হইয়া যায়, যোম-হাওয়া প্রভৃতি মাটির একটা পচন-ক্রিয়া হইয়া উপরভা বাড়ি এবং সময় আগাড়া ও মাটির মধ্যে সুজারিত পোকা-মাকড় নষ্ট হয়।

আশ্বিনের শেষে বা কাটিকের গোড়ার গোপা আমস ধরকের কুল-কোটা শেষ হইলে ওই জরীর বীজানো কম ধারির করিয়া নিয়া প’রেক উপরে ধানের মতের কোলা বা কোপার বীজ ছিটাইয়া দেওয়া বৃষ্ণ ভাল। ইহাতে ধানের পরে আগান একটা কলিক

পাওয়া যায় বা এই সকল পাড় পড়কে বাড়ান যায়, অবিকল এই সকল নিম্ন-জাতীয় পস্যে মাটির উপরভা বাড়ি। অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটবার সময় এই সকল পস্যের মাথা কাটিয়া বার বটে, কিন্তু ভোঁতাতে কতি ভোঁতা হইত না বরং লাভ হয়, কারণ মাথা কাটিয়া বইলে মাথা-প্রশাখা বাড়ির হইয়া গাই বাড়ান হয়।

আশ্বিন মাস ভাদ্রের বীজতলা ধরিবার সময়। ভাদ্রের চাষা ভৈরবী হইতে প’ইত্রি হইতে চল্লিশ দিন সময় লাগে। সুতরাং আশ্বিন মাসের প্রথমেই বীজ ফেলিলে কাটিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চাষা বাড়িয়া বসাইবার উপযুক্ত হয়। যে সকল মাসে ইহার আগে মাটির “জো” হয়, সেখানে আরও আগে বীজ ফেলা ভাল। যদি বৃষ্টি হইলে যখনমের মাটির “জো” না হইতে পারে, তাহাতে চাষা অত্যধিক বড় হইয়া যায়, সুতরাং একটা মাত্র বীজতলার উপর দিওর না করিয়া আশ্বিন দিন পরে আর এক সকা বীজ ফেলিয়া রাখা ভাল। ইহাতে কতি সাধারণ মাসের বীজের অপচর হইতে পারে, কিন্তু বাড়িয়া বসানোর সময়ে উপযুক্ত বসনের ও আয়তনের চাষা হইলে কলমের যে উপকার হয়, ভোঁতার মূল্য অনেক বেশী। এক তোলা বীজ যে চাষা হয়, তাহাতে এক বিদা জরী যথেষ্ট লাগানো যায়। বর্ষীয় কৃষি-বিভাগের প্রবর্তিত বহিরাবী ভোঁতার চাষ সবচেয়ে লাভজনক। ইহার বীজ প্রতি তোলা দুই আনা মাত্র মানে বিক্রয় হয়।

আর্থের জাড়াইয়া পাড়া ফেলিয়া না নিয়া কোনও কীকা জাড়াইয়া পাটের তলার পাশ করিয়া কলে তলে গোবর গোলা ভাল নিয়া পচাইলে বেশ ভাল মানে পরিপক হয়, ওই সময় পরবর্তী বহিল পস্যে বেশ দেওয়া চলে। আশ্বিন-শ্রমণে প্রস্তুত এইরূপ আগাড়া-জলম পচানো মাসের গোলা ভাদ্র মাসে আগ-পচা অবস্থার ভাজিয়া নুতন গোলা করিলে ভাষা ওমোচিপানি হইয়া সরাসরীতে পচে। কচুপীপানিও এই সময়ে এইভাবে পচাইয়া বেশ ভাল সাধ করা যায়। কচুপীপানির মায়ে পাটের বিশেষ উপকার হয়।

মাগ-বাগিচা।—যে সকল শীতের সন্ধ্যার চাষা করিয়া বাড়িয়া বসাইয়া চাষ করিতে হয় (যথা—কুলকপি, বীরাপনি, ওলকপি, বিট, পানগর, বিলাতী বেগুন ইত্যাদি) ভাদ্র-আশ্বিন মাস ভোঁতার বীজতলা করার সময়। এ সকল সন্ধ্যা ভৈরবী হইলে বেশী দিন জরীতে রাখা যায় না; সুতরাং মাঝবে বিক্রয়ের জন্য লোক বা ঘরে রাখার জন্যই হোক, এক সন্ধ্যার সময় বীজ বা ফেলিয়া ভোঁতার মাঝামাঝি হইতে শুরু করিয়া চৌক-পনের দ্বি তলতে তলতে দুই-তিন সন্ধ্যার বীজ ফেলাই ভাল, তাহা হইলে অনেক দিন ধরিয়া সন্ধ্যা পাওয়া যায়। জনদি বীরাপনি পাটতে হইলে ভোঁতার প্রথমেই ভোঁতার বীজ ফেলা উচিত। আগাড়ের শেষে বা শ্রমণের প্রথমে কলমি পানসই কুলকপির বীজ ফেলা হইয়া থাকিলে ভোঁতার প্রথমেই চাষা বাড়িয়া বসাইতে হয়। যে সকল বিলাতী সন্ধ্যার বীজ একেবারে জরীতে বসাইতে হয় (যথা—কেকরী, কড়াইগুটী, বিলাতী মূল ইত্যাদি), ভোঁতার আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে শুরু করিয়া উপরোক্তভাবে দুই-তিন সন্ধ্যার ফেলা ভাল। ইহার পূর্বে লাগাইলে জরী বৃষ্টিতে ভোঁতা নষ্ট হইয়া বহিবার ভয় থাকে। যে কোনও সন্ধ্যা বড় আগেই লাগানোর চেষ্টা করা হোক, মাটির ঝিকর “জো” না হইলে অত্যধিক কলম-মাকড় ভোঁতার বীজ কমানো যুগ। সুতরাং মাটির “জো” অনুসারে বীজ বসাইতে হইবে।

বেশী মূল ও পানস পাড়ের বীজ ভোঁতার প্রথমে হইতে আশ্বিনের শেষ পর্যন্ত লাগানো যায়। শীতের মাটির বীজ ভাদ্র মাসে বসাইতে হয়। জরী প’রেক আশ্বিনের শেষে লাগানো যায়।

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে মাটির “জো” হইলেই শীতের বেগুন ও সন্ধ্যার জরী কোলাস দিয়া ভাষা করিয়া কোপাইয়া নিলে বৃষ্ণ উপকার হয় এবং আগাড়াকলও নষ্ট হইয়া যায়।

প’জতানের মাঝারী মরতরী মূদেব বীজতলা করিবার এই সময়। দুই তিন সন্ধ্যার চাষা করিলে অনেকদিন ধরিয়া কুল পাওয়া যায়। চতুর্থমিকার চাষা মাসের হইতে বাড়িয়া জরীতে বসানোরও এই সময়। ঘরাকাল শেষ হইয়া দ্বি পড়িতে শুরু করিলে আশ্বিনের শেষে বা কাটিকের গোড়ার গোলাপের ডাল ছাঁচি এবং শিকড়ে বোম ও দ্বি বীজতলার সময় হয়। প্রথমে পাটের সময় ভাল বাগালো কাঁচি দিয়া ভোট করিয়া ছাঁচিয়া দিতে হইবে, জরুর পাটের গোড়া হইতে চতুর্ভুজ এককটি পরিমাণ বৃষ্ণ পানস গোলা করিয়া ওই মাসের সময় পূরাতন মাটি মগ-মারো টিপি প’জার করিয়া আগে আগে বৃষ্টিয়া উঠাইয়া দিতে হইবে, মাঝাতে প্রধান শিকড়তলা কোনও বকম আগাড়া না পায়। ওই বকম গোলা অবস্থার আশ্বিন দ্বি ফেলিয়া ধরিয়া শিকড়ে দিলে বোম এবং মাঝে দ্বি বীজতলাইতে হয়। জরুর মূতন মাটির সঙ্গে পচা গোবর এবং পাড়া-পচা মাস ও প্রতি গাছে দুই মূল্য হিসাবে চাড়ের ভাঁড়া মিশাইয়া ওই প’জ তরীয়া গাড়ের চারিদিকে “মাগ” করিয়া দিয়া বীজকা দিয়া বৃষ্ণ ডাল করিয়া কল দিতে হয়। কিছুদিন পরে মূতন ভালে পাড় তরীয়া যায় এবং সে ভালে পূর্বে কৃষ্টি করে। শীর্ষকাল ধরিয়া ও বড় কুল পাটতে হইলে এ বসন্তের প্রথম মাগা “কৃষি-কথা”র বণিত তরল-মাস মাসে মূটবার হিসাবে প্রয়োগ করিতে হয় ও পাছে প্রয়োজনমত জল দিতে হয় এবং মাটি জোপিয়া বইলে বৃষ্ণ দিয়া মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিয়া আশ্বিনা করিয়া দিতে হয়।

কুল বা কল-পাটের সকল প্রকার মূতন কলম এই প্রভুতে কাটিয়া মাটিতে বসাইতে হয়। ঘরাকাল শেষ হইবার যথেষ্ট পূর্বে বসাইতে পারিলে নবা থাকিতে থাকিতে ভোঁতা মাটিতে বেশ লাগিয়া যায়। সন্ধ্যা মাটিতে বসানোর সরকার না থাকিলে ভোঁতার কোনও প্রকার মাটির পাছে লাগাইয়া রাখা চলে; পরে ভবিষ্য-মত ওই পাড় ভাজিয়া বসানোর বসাইতে পারা যায়।

শীতপত ও বোম।—গোপা আমস মাসে “গোলা পোকা” ও “নলি পোকা”র উপপাত ভাদ্র মাসে পূজা পয়ে চলে। ইহাদের বসনের বৃষ্ণ সময় উপায় পত মাগা “কৃষি-কথা”র বণিত হইয়াছে। সেই উপায় অবলম্বন করিয়া ওই সকল পোকাকে ধরন করিয়া কলম বীজানে উচিত। আশ্বিন মাসে ধানের সবচেয়ে অধিক “মাককা পোকা”র আক্রমণ হয়। এ পোকা পূর্ণ বহুত বাগগাড়ের জীটার মূতা করিয়া প্রবেশ করিয়া ভিতরের লার কুরিয়া বাটরা ফেলে। তাহার ফলে ধানের শীষ একেবারেই বাড়ির হয় না, বা লাগ মতের কীপা শীষ বাহির হয় মাঝাতে কুল ফুটে না বা নানা হয় না। এই পোকার বেশী প্রাচুর্য হইলে কলমের অত্যধ কতি হয়, সুতরাং এ পোকার প্রতি চাষীদের পূর্ণ লক্ষ্য রাখা উচিত। কোনও গাছে উক্ত প্রকার কীপা শীষ বেশী হইলে সে গাছ উপকাইয়া পোকাইয়া কোলা বা মাটিতে পুতিয়া দেওয়া উচিত, তাহা হইলে ভোঁতার অত্যধক পোকা ধিনষ্ট হয়, তাহার বংশ-বিস্তার হইতে পারে না। এ পোকায় প্রকাপতি আগোর আকৃষ্ট হয়, সুতরাং বড় মাগা “কৃষি-কথা”র বণিত আগোক-কীলের মাগা ইহাদের বংশ-বৃদ্ধি বড় করা যায়। ধান কাটার পরে এ পোকা মাঠে পরিভ্রম “মোকা”র মধ্যে

[সেখান ১১ পৃষ্ঠার শেষ কলমে হইয়া]

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিস্তারিত সাক্ষাৎ

আই, এক, এ, শীল্ড ও চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ

খ্রিষ্ট ১৬ই আগস্ট কালকটী মাঠে মোহামেডান স্পোর্টিং আই, এক, এর ফাইনাল খেলার কে, ও, এন, বি নামক মিলিটারী টিমকে দুই গোলে পরাজিত করিয়া শীল্ড বিজয়ী পৌরস্ব লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে তাঁরাও আর একবার শীল্ড বিজয়ের পৌরস্ব অর্জন করিয়াছিলেন। ১৯৩৬ সনেও তাঁরা এ বছরের মতো আই, এক, এ শীল্ড ও শীর্ষ চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেন। টাচ গাড়া গল্ড বংসব তাঁরাও রোজার্স কাপ, ডি, মন্টবারেসলী কাপ, জুব্বাও কাপ এবং ডি, এক, এ শীল্ড জয় করিয়া ভারতের ক্রীড়ন খেলার এক অপরূপ রেকর্ড স্থাপন করেন। আই, এক, এ শীল্ডের এবারকার ফাইনাল খেলার রশিদ ব'। এবং সানু প্রত্যেকে মিলিটারী টিমকে এক একটি গোলে সেন।

মিলিটারী খেলার এইজন্য পুণশা করিতে হয় যে, খেলা আশ্রয় হওয়ার দশমী পূর্বে প্রবল বারিবর্ষণের দরুন মাঠটি কর্মরাজ এবং অত্যন্ত পিচিঙ্গল হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আশাপোড়া সেন স্পন্দনে খেলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে পরাজিত করিতে সক্ষম হন, অর্থাৎ কলসিক মাঠে সৈনিকদের ভাল খেলিতে অভ্যস্ত। বারিবর্ষণ টিমকে পরাজিত করিয়া যাচারা আই, এক, এ শীল্ডটি কলিকাতায় রাখিলেন, তাহার বন্যাসের পাত্র। খেলায় সেনে বাঙালি বন্যাসা গভর্ণর বাহাদুর পুরস্কার বিতরণ করেন।

মোহামেডান স্পোর্টিং এর পক্ষে নিম্নোক্ত খেলোয়াড়গণ সেন-দিন খেলিয়াছিলেন:—

কানু ব'।; সিরাজ উদ্দীন ও জুনা ব'।; বাচিচ ব'।, রশিদ ব'। ও মাস্তুর; সুবোধচন্দ্র, তাজের, রশিদ (বড়), সানু এবং তাজ মোহাম্মদ।

আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা

বিশ্বকরুণ কম সৈন্য নিহত

ভারত সরকারের সেনরক্ষা বিভাগ হইতে সম্প্রতি একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ যে:—

গত বৎসরের ডিসেম্বর মাস হইতে বর্তমান বৎসরের ৮ই জুলাই পর্যন্ত আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মোট ৬,৪২৭ জন লোক হতাহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে নিহতের পরিমাণ আবার বিস্ময়কর হইয়াছে। এই সময়ে ভারতীয় সৈন্যেরা কেবলমাত্র সশস্ত্র ও অস্ত্রবিহীন ২১০,০০০ পক্ষ সৈন্যকে হতাহত করে। আফ্রিকার এবং পরে সাইবেরিয়ার যে পরিমাণ পক্ষ সৈন্য ধারের করা হইয়াছে, তাহার তুলনা হইলে এই সংখ্যা অনেক বেশী পাঁড়িবে। গত বছর যুদ্ধের সময় বেসোমোটেবিয়ার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ১৩,৮১২ জন লোক হতাহত হইয়াছিল। তাহার তুলনার আফ্রিকার বর্তমানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যে পরিমাণ লোক হতাহত হইয়াছে, তাহাকে দুই কয় বসিতে হইবে।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ৮ই জুলাইয়ের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নিম্নলিখিত সংখ্যক লোক হতাহত বা নিখোঁজ হইয়াছে:—

মৃত ৭৫৯, আহত ৪,৩৬৭, নিখোঁজ ১,২৬১ এবং বন্দী ৪০।

গত বছর যুদ্ধে বেসোমোটেবিয়া অঞ্চলে ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯১৭ সালের জুলাইয়ের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নিম্নলিখিত সংখ্যক লোক হতাহত বা নিখোঁজ হইয়াছিল:—

মৃত ২,৮৬২, আহত ৩,৩৬৯, নিখোঁজ বা বন্দী ১,৫৫১।

ভারতবর্ষে কল ও দুগ্ধ সংরক্ষণ শিল্প

খাদ্য দ্রব্য চিন্তাক্রমে করিবার ব্যবস্থা।

সিমলা হইতে সম্প্রতি সরকার বিভাগের যে প্রেস নোটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, সেনরক্ষা বাহিনীগুলিকে খাদ্য সংরক্ষণ করিবার জন্য বাধ্য হইতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, সেনা বাহিনীর জন্য যে প্রকার কল সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইতে হইবে তাহা সেনরক্ষার অধিক চিন্তাক্রমে করা হইবে।

কেন্দ্রের অধীনে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর খল কল শুধু নষ্ট হয়। এই কলের অধিকাংশই চিন্তাক্রমে করিবার বস্তু। বর্তমানে এই গুলিকে চিন্তাক্রমে করিতে এবং ইহার হইতে কলের মোহন (জান) প্রস্তুত করিতে বস্তু করা হইয়াছে। গাড়ে কল কলিতে অনেক বৎসর আগে। সুতরাং বর্তমানে যে সব কলের বাগান আছে তা দুই কল বৎসরের মধ্যে যে সময় গাড়ে কল হইতে উঠিলে, তাহাদের কল নষ্ট হইতে পারে। চিন্তাক্রমে করিবার উপায় এবং সৈন্যদের প্রয়োজনীয় কল খুব বেশী স্থানে জন্মায় না। প্রথমত: এগুলি উত্তর-পশ্চিম শীর্ষ প্রদেশে এবং কাশ্মীরেই উৎপন্ন হয়। তবে পাক সর্বা ভারতবর্ষের খল কলই জন্মায় এবং তাহা উৎপাদন করিতেও খুব মাসের বেশী সময় লাগে না।

ভারতবর্ষে সামান্য কয়েকটি "ক্যানিং" বা কল চিন্তাক্রমে করিবার কারখানা আছে, তবে ইহাদের অধিকাংশের সার-সংরক্ষণই সামান্য এবং সৈন্য বাহিনীর জন্য যে প্রকার কল সংরক্ষণের প্রয়োজন, তাহা সংরক্ষণের পক্ষে ইহাদের অধিকাংশই অসমর্থ উপযুক্ত নহে। তবে এগুলিতে জায় ও বাসিন্দা প্রস্তুত এবং চিন্তাক্রমে ও পাক সর্বা চিন্তাক্রমে করা হইতে পারে। এগুলির মধ্যে যেগুলি উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, সেগুলিকে বাড়িয়া বড় করিবার ইচ্ছা আছে। কাঁচা মালের কেন্দ্রের নিকট নতুন কারখানা খোলাও সরকার। এ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে। সরকার বিভাগের উদ্যোগে দুইটি নতুন প্রদর্শন প্রকল্প হইয়াছে এবং যেন ভাল কাজ করিতেছে। একটি আলুর নিখোঁজ ও অন্যটি পোল্ডেন নিখোঁজ প্রকল্প। বর্তমানে বিপুল পরিমাণে আলু-গোলা প্রস্তুত হইতেছে। সিরাল ও বস্টে পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। যে সকল কারখানার বর্তমানে আলুর নিখোঁজ প্রস্তুত করিতেছে, তাহা হইলে তাহারই অন্যান্য পাক সর্বা নিখোঁজ প্রস্তুত করিতে পারিবে।

"মার্গারিট" নামক কৃত্রিম মধন, বরসা, জই চুপ (ওটিল), সবিয়া, টেলিওকা (মাও প্রভৃতি) খাদ্য প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ) প্রভৃতি সংরক্ষণ করিবার উপযুক্ত কেন্দ্রের ও স্থান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সৈন্যদের জন্য এগুলির চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম।

দুগ্ধ চিন্তাক্রমে করিবার জন্য ভারতবর্ষে বর্তমানে কোনও কারখানা নাই। এ ব্যবস্থার উদ্ভাবিত সম্ভাবনা প্রচুর। এই নিম্নলিখিত ভারতবর্ষে প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে কলকারখানা স্থাপন হইতেছে।

স.ইকোল-রিকশার ব্যবহার

পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ

কলিকাতার সাইকোল-রিকশার ব্যবহার সম্পর্কে অনেক কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

কলিকাতার কোন কোন অঞ্চলে এবং গাভীগুলি বাড়াবাড়ের পক্ষে উপযুক্ত নয় বলিয়া গভর্ণমেন্টের বাধ্য। যে-সকল অঞ্চলে ইহাদের ব্যবহারের দরুন বিপদ ঘটতে পারে কিংবা ভীতি বৃদ্ধি পায়, তাহার ইহাদের ব্যবহার নিষেধ সম্পর্কে একবারি বিজ্ঞি প্রকাশের বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

সুতরাং উক্ত সাইকোল-রিকশা পরিবহন পূর্বে পরিবাহিত এবং সরকারী বিজ্ঞি প্রতীক করিতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।

কলিকাতার নলকূপ বন্যার ব্যবস্থা

সংরক্ষণের সমালোচনা সম্পূর্ণরূপে নীতিমূলক

বিমান-যাত্রার প্রকৃতির সম্পর্কে কলিকাতার কলকগুলি নলকূপ বন্যন করা হইয়াছে এবং সে ব্যাপারে সংরক্ষণ-পত্রে যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সেটিকে গভর্ণ-মেন্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হইল:—

নলকূপগুলির স্থান নিম্নলিখিত ব্যাপারে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে:—

(১) বানবাহন, বিশেষ করিয়া ঢাকা-মুর্শাবাদী রাস্তাতে অসুবিধা হইতে না হয়, কিংবা খুব কম অসুবিধা হয় সেটিকে দৃষ্টি দেওয়া।

(২) সড়কের দূরত্ব জনতার জন্য বস্তুর স্থান ও পরিবহন ব্যবস্থা করা সম্ভব, জরুরী করা।

(৩) বস্তুর সড়ক অধিক সংখ্যক লোকের উপকার করা এবং বাহাতে জনসাধারণ সহজে নলকূপের কাছে হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।

এতদ্ব্যতীত একাধারে বাটির উল্লেখ এবং, বাহার উপকার বাহা সেবিয়া স্থান নিম্নলিখিত করিতে হইয়াছে। পরিবার এবং অপরিবার জনের মূল পাইল, বাহার নিম্নলিখিত পর:প্রদানী, কৈবর্তিক তার, গ্যাল পাইল, টেলিকোনের তার, বিভিন্ন গৃহের সড়িত সংযোগ করিবার পাইল প্রভৃতি ভূগর্ভের নিম্ন-বস্তু; পক্ষান্তরে—বাহার উপকার বিভিন্নভাবে নলকূপ বন্যের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাঁলের বক নিম্নলিখিত পক্ষে বিস্তৃত বস্তু। এই সকল ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে কুটপাখ ডাউটের বাহার কিনারে নলকূপ বন্যন করিতে হইতেছে।

নলকূপগুলি কার্যোপযোগী বাহার জন্য বস্তমানে তবু পরীক্ষার পাস বন্যনো হইয়াছে। নলকূপগুলির জন্য বেশী ভৈরী হইলে এবং বাহাভাবে পাস বন্যনো হইলে, পরে উহা সরাইয়া দেয়া হইবে।

কাজ সমাধা হইলে এই সকল নলকূপের বাহা জরি হইতে ৯ ইঞ্চি নীচে থাকিবে এবং কুটপাখের উপর কিংবা কোনো নিখোঁজ স্থানে রাখা হইবে। নল অথবা বিশেষ ব্যবস্থা বাহা বাহাভাবে পাস বন্যনো হইবে। কাজেই নলকূপগুলি অতিপ্রস্তু হইবার কিংবা বাহা-বাহনের বাহা সর্বা করিবার কোনো প্রস্তুতি ওঠে না।

এই নলকূপগুলি বন্যন করিবার পূর্বে কলিকাতার বাটিতে উহা সড়কপথ হইলে কি না, সে সম্পর্কে জনসাধারণ বিভাগের টীক ইতিমধ্যে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ভূতত্ত্বিক স্থানীয় ইন্সটিটিউট ডা: কুলসনের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। এই নলকূপ বন্যের দূর প্রয়োজন হইলেই জিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। জিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের পরিদর্শন অনুসারে নতুন গাড়া পুনের গুহ এবং ডিটোরিয়া-মুর্শাবাদীর অর্ধ বাইল ব্যাসের মধ্যে কোন নলকূপ বন্যন করা হইতেছে না।

নলকূপগুলি ৫০ ফিট এবং ৭০ ফিট নীচের করিয়া বন্যন করা হইতেছে বলিয়া যে বস্তা করা হইয়াছে, উহা একেবারে ভিত্তিমূল। কলিকাতা নগরে পূর্বেকল্প ভূগর্ভে কোন কলের গুহ নাই। যে সকল নলকূপ বন্যন করা হইতেছে তাহাদের সাধারণ গভীরতা হইতেছে ২৫০ ফিট। যদি কেহ দেখেন যে কোন নলকূপের গভীরতা ২৫০ ফিটের কাছাকাছিও নহে, তবে তিনি যদি উক্ত নলকূপের স্থান ও নিম্নলিখিত বিবরণ জনসাধারণ বিভাগের টীক ইতিমধ্যে জানিল, তবে সর্বা বিশেষ উপকার করা হইবে। টীক ইতিমধ্যে তখন তাহার ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা করিবেন।

সাধারণত: একটি নলকূপ দূর বন্যের কল পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। সুতরাং জনসাধারণ যে শুধু সর্বা কলই উহা গভীর উপযুক্ত হইলে জরুরী ক্ষেত্রে উপকারের পূর্বে ও পরেও উহার ব্যবহার-ব্যবস্থা লাভ করিতে পারিবে।

বোলিভিয়ার জাতিগত কড়মূল

প্রাকৃতিক সম্পদ লাভের চেষ্টা

“ম্যানচেস্টার পাবলিশিং” শেয়ার অনেক সংবাদপত্র
নিবন্ধিত—

১. ম্যানচেস্টার পাবলিশিং বিল্ডিংস কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান বিল্ডিংস কোম্পানী লিমিটেড, বোলিভিয়ারও সেই প্রকারেই
জাতিগতের প্রত্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাতিগত বোলিভিয়ার সংবাদপত্রগুলির উপর অনেকটা
কড়মূল লাভ করিয়াছে। বার দুই একটি কানক পত্র
এবং আমেরিকা ও ব্রিটেনের অন্যান্য সংবাদপত্রসমূহ,
অন্যটি প্রায় ৩টি পত্রিকার ক্যাড ইকল-ওয়েল সংবাদ
সংকলন প্রতিষ্ঠানের সংবাদ জাপানি জাতিগত প্রত্যয়ের
সম্মত। করিতেছে। জাতিগত বাবদ্য প্রতিষ্ঠানগুলি
কানক লাভ করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এমন
কি বড় বড় আমেরিকান বাবদ্য প্রতিষ্ঠানের স্থানীয়
জাতিগত প্রতিষ্ঠানগুলিও শুধু এমন কানকে বিজ্ঞপন দিয়াছে,
যেগুলি জাতিগত সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের সংবাদ জাপানি। আমে-
রিকান বাবদ্যীরা এ সম্পর্কে বহুসংখ্যক বাবদ্য অবদান
করিয়াছেন। এ বিষয়ে ব্রিটিশেরও কিছু বাবদ্য
অবদান করিতে সক্ষম, কারণ এ সকলে কানক লাভ
সংবাদপত্র জাপানিয়ার যে কানক লাভ কর, তাহা
ব্রিটিশ কড়মূলকেই নিয়ন্ত্রণাধীন।

জাতিগত যে সব সংবাদেই সংবাদ প্রচার করে তাহা
নতুন; নানা বিচিত্র ও মনোহর আকারেও এই প্রচার-কাণ্ড
চালায়। বোলিভিয়ার জাতীয় প্রেসিডেন্ট
জেনারেল ডোমোর একটি উক্তিই ইহার একটি উদাহরণ
পাওয়া যায়। গত এপ্রিল মাসে তিনি বলেন, ব্রিটিশ
ব্রিটিশকে সাহায্য প্রেরণ করুক আর নাই বা করুক,
কিন্তু আসে যায় না, কারণ জাতিগত ইতিহাসেই যুদ্ধ
জয় লাভ করিয়াছে। ম্যানচেস্টার পাবলিশিং কোম্পানী
পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকাই কঠোর এবং ব্রিটেনের
অন্য অন্তর্গত পক্ষ। বার করিয়া ব্রিটিশের পক্ষে
বলিয়া আমেরিকার সেনাগুলিকে অর্থ দান সেও উচিত।
কারণ ইহা হারা ভবিষ্যত জাতিগত প্রতিযোগিতা নিবারণ
হইবে। অতঃপর তিনি বলেন জাতিগত যুদ্ধ জয় লাভ
করিলে ইউরোপকে লইয়াই সে বাস্তব থাকিবে, সুতরাং
জাতিগত হইতে আমেরিকার কোনও ভয় নাই। কিন্তু
জাতিগত যদি পরাজিত হয়, তবে জাতিগত অসিদ্ধ
লক্ষণ আমেরিকা হইয়া ফেলিবে এবং অল্প ভবিষ্যতে
কড়মূল লাভ করিয়া যাইবে।

সম্প্রতি বোলিভিয়ারে মাংসীনের যে বড় বড় চলিয়াছে,
তাহা শুধু জাতীয়তাবাদী কারণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া
বলি না। বোলিভিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের বহু
চিন্তা প্রদান। পৃথিবীর নীচের প্রদেশ এক বড় বড়
বোলিভিয়ার উৎপন্ন হয়। ইহার উপরই বোলিভিয়ার
সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন নির্ভর করিতেছে। চীন হইয়া
বোলিভিয়ারে বড় পরিমাণে আকর্ষণ ও চাঃটেন পৃথিবীর
মোট উৎপাদনের নতুন ২৯ ভাগ উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের
পূর্বে জাতিগতই এগুলির অধিকাংশ বক্র করিয়া লইত।
ব্রিটিশ চীন হইতে চাঃটেন আকর্ষণ করিত। জাপানের
কার্যকলাপের ফল চীন হইতে ব্রিটিশের চাঃটেন
সংকলন বড় হওয়াতে ব্রিটিশ বোলিভিয়ার সহিত চীন
বন্ধনের সমস্ত চাঃটেন ভয়ের চুক্তি করে। এই চুক্তি
সম্প্রদায় জাপান দাপ্তর বাধ্য করে, কিন্তু সকলকেই হইতে
পারে নাই। জাপান বার হওয়ার পরেই কিন্তু বোলি-
ভিয়ার গোলযোগের আশঙ্কা হয়। সুতরাং ব্রিটিশ যখন চীন,
চাঃটেন ও অ্যান্টিমনি সার্কের প্রতিযোগিতায়
বোলিভিয়ার গোলযোগের কুল কারণ। জাতিগত ও
জাতিগত পক্ষের পক্ষের পক্ষে বন্ধন এই সকল দাপ্তর
সম্পদ লাভ নতুন হইয়াছে, তখন অত্যাচার বাঙালি ব্রিটিশ
ইয়া বা পূর্বে জাতিগত সম্প্রদায় চলিতেছে।

যুদ্ধকার্যে যোগদানকারীদের সুযোগ

সুবিধা

বাঙালি যত্নমেন্টের ইচ্ছা

বাঙালি সরকার বিবেচনা করেন যে, বাঙালি যুদ্ধের কার্যে
যোগদান করিবে যুদ্ধের পর যত্নমেন্টের অধীনে
বেসামরিক চাকরীতে নিয়োগ দানার্থে যুদ্ধের কার্যে
যোগদান করে নাই এমন প্রাথমিকের জন্মদায়
জাতিগতকে যেন কোন প্রকার অসুবিধার পড়িতে না হয়।
অতঃপর যত্নমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙালি
যুদ্ধের কার্যে যোগদান করিবে, সে যত্নমেন্ট প্রাথমিক
নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করা হইবে:—

(ক) যত্নমেন্টের কতকাল পরেও ১৯৪১ সালে
১লা সেপ্টেম্বরের পরে লাভ্যতা যেন সে যত্নমেন্ট
লোক নিয়োগ করা হইবে, তাহার নতুন ২০টি অধি-
পূর্ণ বাবা হইবে এবং এই সব পক্ষে সাহায্য যুদ্ধ কার্যে
দানার্থে করিয়াছে যুদ্ধের পর জাতিগতের দাপ্তর পূর্ণ
করা হইবে।

(খ) সিদ্ধান্তিত বয়সের জন্য পীড়াদায়িত্ব করা
হইবে না। যত্নমেন্টের চাকরীতে প্রবেশের জন্য বয়স
নির্ধারিত করিয়া যে নিয়ম করা হইয়াছে, সেজন্য যুদ্ধ
কার্যে যোগদানকারী প্রাথমিক যত্নমেন্ট যুদ্ধ কার্যে
ব্যাপ্ত থাকিবে, তাহা বয়স পূর্ণ করা বয়স বয়স
হইবে।

(গ) অমান্য যোগ্যতা সহজেই পীড়াদায়িত্ব করা
হইবে না। বাঙালি যুদ্ধকার্যে যোগদান করিবে তাহাদের
বেসামরিক নিম্নলিখিত যোগ্যতা সহজেই নিয়োগ বিধান
প্রদান করা হইবে না।

(ঘ) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। যে যত্নমেন্ট চাকরী
ও পদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়—নির্ধারিত
পরীক্ষা ও বেতন পার্থক্য লাভ করিলে কড়মূল লাভ্য-
কার্যের বাবদ্য হইয়াছে—এ যত্নমেন্ট চাকরী বা পদের জন্য
যুদ্ধকার্যে যোগদানকারী প্রাথমিক নির্ধারিত পরীক্ষা
মিলিতে হইবে না।

এই যত্নমেন্ট সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্ন প্রকারের
কার্যকে যুদ্ধ কার্যে করা হইবে:—

(ক) ভারতের বাহিরে সামরিক বাহিনীর সহিত যে
কোন কাজ।

(খ) ভারতবর্ষে সামরিক, অস্ত্রসম্পদ ও যত্নমেন্ট কড়মূল
অধীনে কার্য এবং ১৯৪০ সালের ২ নং বাণ্যমাণ্য লাভ্য
অভিমানের ৪(১) নং বাণ্যমাণ্য বিজ্ঞপিত কার্যমাণ্য
কার্য, অথবা প্রত্যেক বড় যত্নমেন্ট ভারতের বাহিরে
হইতে হইবার সর্বোচ্চ।

(গ) প্রত্যেক হইলে ভারতের বাহিরে যাত্রার
সর্বোচ্চ কোন সামরিক বাহিনীর সহিত কিছুকাল চৌনি
প্রদান করা।

উল্লিখিত কার্যকলাপে সামরিক সুবিধা সেও
হইবে।

যে যত্নমেন্ট সুবিধা এখানে উল্লেখ করা গেল, তাহার
প্রতি লাভ্যত্ব সর্বোচ্চ-বিধি প্রদান করা হইবে, বাঙালি
এ যত্নমেন্ট নিয়োগ—

(১) জনসাধারণের স্বার্থের সহিত সামরিকসম্পদ
হয়।

(২) পদের বাহিরে সম্প্রদায় অমান্য ব্যক্তিকে
নিয়োগ করা না হয়। উল্লিখিত সুবিধাসমূহ বাঙালি
যত্নমেন্টের নিয়মাবলী প্রদান করতাবলী সর্বোচ্চ
চাকরীতে প্রদান করা হইবে; কিন্তু যেন চাকরীতে
কোনোজন জন অপরিসীম, তাহাতে এমন সুবিধা
সেও হইবে না।

আরও রাজ্যগুলির যোগাযোগ

কার্যেতে মিলন বৈঠকের সভাপতি

ডেইলীয়েন পরিবার কার্যেতে মিলন সভাপতি হি:
আলেকজান্ডার ফিল্ডস নিবন্ধিত—

নিবন্ধিত যুদ্ধবিধি সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ আরও রাজ্যগুলিকে
পরিবারের সহিত আধিকার সংযোগের পক্ষে যিনি
করিবার চেষ্টা হইতেছে। আর্থিক ও সামরিক
ব্যাপারে ভারতীয় রাজ্যে সামরিকভাবে যুদ্ধের সহিত
অধিকতর সংযোগ করিতে পারে, সেদিকে অক্ষা
হইয়াছে। সমস্যাটিতে কোন চুক্তি বা লিপি
স্বাক্ষরিত হইবে কি না, সে সম্বন্ধে এখনও কিছু জন্ম
কর নাই। তবে কার্যেতে আলেকজান্ডার পক্ষে বিভিন্ন
রাষ্ট্রের জন্য আর্থিক ও সামরিক, আর্থিক-চুক্তি, প্রচার
এবং সাংস্কৃতিক কার্যের জন্য নিবন্ধিত যোগা-
যোগের বাধ্য হইবে। মিলন, প্যারিস, ট্রান্সজর্ডন,
ইরাক, লিবিয়া ও সেনাগকে লইয়াই প্রাথমিক কথোপকথন
চলিতেছে। সর্বোচ্চ আরও ও আরও বিবেচনায় একা
একা বাঙালি পক্ষ করে। তবে ভারতীয় বয়স পরে
বর্তমান সংকল্পের ফলাফল সেখান প্রত্যাবর্তন হইতে
পারে।

জঙ্গীপুরে যুদ্ধ প্রচেষ্টা

জন-সাধারণের মধ্যে বাণ্য উৎসাহ-উদ্বোধন।

গত জুন মাসে যুদ্ধবিধি আলেকজান্ডার জঙ্গীপুর
মহাকুমা যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে বাণ্যমাণ্য প্রচার-কাণ্ড
পরিচালিত হইয়াছে।

যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে সত্যিকার
বিশদ করিবার জন্য এবং ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জাহাজের
সমন্বিত উৎসাহ করিবার নিমিত্ত বঙ্গবন্ধু, জঙ্গীপুর,
মোহালা এবং পাকিস্তানের মহাকুমা যুদ্ধ করিবার সভার
অধিবেশন হইয়াছে।

প্রত্যেকটি সভার বড় লোক যোগদান করিয়াছিল এবং
বিশিষ্ট নেতৃগণ জাহাজের সামরিক বিভাগে যোগদান
থাকা সর্বোচ্চ যুদ্ধ প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ সহিত সংযোগের
সমর্থন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

মহাকুমা বহিরাগত এই সম্পর্কে বিশেষ হইয়া যিনি-
ভিলেন না। বিশেষ যে, সি, চন্দ্রসীম লজ্জাসীম
মহাকুমা হইয়া যুদ্ধ করিবার একটি সভার অধিবেশন
হইয়াছিল। উক্ত সভার এই সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে
যে, যে সর্বোচ্চ জাহাজের পাঠ্যপুস্তক যুদ্ধের সর্বোচ্চ
জাহাজের সর্বোচ্চের ভবিষ্যৎকে লিপি করিতে বহিরাগত,
সে সম্পর্কে জাহাজের বিশেষ সাহায্য হইয়াছে। অতঃপর
আরও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, জাহাজ জাহাজের
ভেলেনেরের দাপ্তর যুদ্ধ-প্রচেষ্টা জাহাজের সর্বোচ্চ
একটি অভিনয়ের বাধ্য করিবে। আলেকজান্ডার মাসে
যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জাহাজে ১,০০০,০০০ টাকা সাংগৃহীত হইয়াছে।

ভারত-আফগান মাসের চাব-আবাস

[১ম পৃষ্ঠার মেসাজ]

আমেরিকা লিখ্য করে এবং পর বয়স বয়সকে
পুনরায় আনিয়া হয়। সুতরাং যখন কতিপয় পরেই
মাসে আমেরিকা বহিরাগত গোষ্ঠীকে গোষ্ঠীকে ফেলিয়া
জরী চাওয়া মিলে গোষ্ঠীর অধিকতর লক্ষ্য পোকা বহিরা
যায়। যে সকল ক্ষেত্রে এই পোকার উৎপাদন হয়, সে
সকল জরীতে প্রত্যেক জরীর কর্তব্য এই উপায়ে এ
পক্ষকে নিবৃত্ত করা।

পায়ের পায়ের মাসে এবং জীবাণু ও পাক-পাঁচ
জেন এ জাহাজে চলিতে থাকে, পরে শীত পড়িতে
যুদ্ধ করিলে ইহা করা যায়। গত সপ্তাহ “কৃষি-
কাণ্ড” পায়ের সকল প্রকার যোগের সর্বোচ্চ ও প্রতি-
কারের উপায় বিবরণ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

রেডিওর মধ্যে বাংলা সঙ্কেতলিপি

আর্জেন্টিনায় জার্মান চরদের কার্যকলাপ

“ডেইলী ট্রেডিং” প্রকাশিত সংবাদে জানাটাইছে :—

বুয়েনস এয়ারেসের সংবাদ প্রকাশ, আর্জেন্টাইন কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি সঙ্কেতলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। গত মাস দুইয়ের মধ্যে “জিআর” বলিল কেবল বিখ্যাত হইয়াছিল, এই সঙ্কেতলিপিও তখন বিখ্যাত হইয়া পড়া অসম্ভব নয়। বর্তমান সঙ্কেতলিপি চাইতে সাক্ষি ইচ্ছা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সম্প্রতি পেরু ও ইকুয়েডরের মধ্যে যে সীমান্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, জাভা বাংলা চক্রান্তের দ্বারা প্ররোচিত।

একটি পত্র রেডিও রেডিও সেটের ভিতরে এই সঙ্কেতলিপি পাওয়া যায়। গত মার্চ মাসে চিলির সান্টিয়াগো নগরে চাকরম বাংলা প্রতিমি একটি মিটিং করিয়াছিলেন। বর্তমান সঙ্কেতলিপিতে বলা হইয়াছে যে, পেরু ও বলিভিয়ার সমস্ত বাংলা চররাই বেল উত্থানের দ্বারা চিত্তিত পথে চলে।

এই আবিষ্কারের দ্বারা ইচ্ছা প্রমাণিত হইল যে, বলিভিয়ার আর্জেন্টাইন জার্মান গোয়েন্দাগিরি ও পুলিশ কার্যের পরিচালনা। সেন্সর প্রাচীনা কেডারেল আদালতে বিবিধ প্রমাণ উপস্থিত করিয়া দেখাচ্ছে যে, এই সকল কার্য আর্জেন্টাইন আটমের পরিপন্থী।

হানবাহন সমস্যার জার্মানী বিব্রত

হানিয়ায় স্পেন হইতে হালগাড়ী চালান

পূর্বে সীমান্তে জার্মানীকে হানবাহনের এরমট অন্তর্বিধা ভোগ করিতে হইত। যে, প্রকাশ জার্মানী স্পেন হইতে হানিয়ায় বেলের হালগাড়ী, ইহা ইতালি চালান দিতো। স্প্যানিশ ও জার্মান বেল লাইনের পূর্ব (পূর্ব) সমান, জার্মান রেলসাইন ইচ্ছা অপেক্ষা কম চওড়া। স্পেনের বিভিন্ন স্থান হইতে সে সকল আবেহিকান লিসন আনিয়া পৌঁছিতো, প্রায়শই সকলেই বলিতো যে, কলসী সীমান্তে নিকট হালগাড়ী হানিয়ায় চালানোর জন্য অসম্ভব হইত। স্পেনের অস্থিরতার পর হইতে সেখানে বেলগাড়ীর সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। এ অবস্থায় স্পেন জার্মানীকে হাল বেলী হালগাড়ী প্রাপ্তি দাখিলিত পারিলে বলিয়া হয়ে হয় না। এই সমস্যা একটি গাড়ী হানিয়ায় আনিবার জন্য বাংলায় গাড়ী বাত হইয়াছে সেখানে হয়ে হও, হানিয়ায় হানবাহনের সমস্যা হইয়া প্রায়শই বিশেষ বিশেষ পড়িয়াছে।

যুদ্ধের জন্য কুটির শিল্পের লাভ

হস্ত-চালিত তাঁতে বিভিন্ন ব্রহ্ম প্রস্তুত

বর্তমান যুদ্ধের জন্য তুর্কি যে বিশেষভাবে উৎসাহ পাইয়াছে তাহা নহে, তাঁতে শিল্প ও পটপোষকতা লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের পর হইতে এ পর্যন্ত ১০ লক্ষেরও অধিক হস্তচালিত তাঁতে বোনা কবলের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাদের মোট মূল্য ৭০ লক্ষ হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা হইবে।

যুদ্ধ প্রদেশ, পাকিস্তান ও বোম্বাই অধিকাংশই অর্ডার পাইয়াছে; কারণ তাঁতের কল প্রস্তুতের জন্য এ অঞ্চলগুলি বিশেষ সুবিধা। ইচ্ছা হাজা বোম্বাই, বাংলা, ভারত এবং হায়দ্রাবাদ, হুগলি, বোম্বাই ও কাশ্মীর হাজাও অর্ডার কল সরবরাহের অর্ডার পাইয়াছে।

জবে কুটির শিল্পের মধ্যে তুর্কি তাঁতের কলই যুদ্ধের কাজে লাগিতো এবং মনে করা জুল হইবে। যুদ্ধের জন্য আল, কিল, বেগমার সস্ত্রি, বড়ি প্রভৃতিরও চাহিদা হইয়াছে, এবং ইহাদের জন্য বড়ি ও টেরি ডিপার্টমেন্টের ডালিকাত্ত অনুমোদিত কলকারখানার নিকটেই অর্ডার দেওয়া হয়, তুর্কি এই সকল ব্রহ্মের অধিকাংশই তাঁতের দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়।

১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিরীতে প্রাদেশিক ও সেন্সর হাজাগুলির প্রস্তুতির তাইরেটিকগণের এক সম্মেলন হয়। সেই সভার সৈন্যগণের জন্য তাঁতের কল বরাদ্দ সম্প্রতি বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত হইয়াছিল। সৈন্যগণ যেকোন উৎকৃষ্ট কল ব্যবহৃত হয়, তাঁতের কল ততটা উৎকৃষ্ট করা সম্ভব হয় না; কিন্তু তাহা হইলেও ডিকেন্স ডিপার্টমেন্টের (সেন্সর দফা বিভাগ) কর্তৃপক্ষ এই কল প্রদান করিতে সম্মত হন। এই সভার আগামী ছয় মাসের জন্য তাঁতের বোনা কল প্রস্তুতের একটি পরিকল্পনা প্রদান করা হয়। অতঃপর ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে, এই কাজের বিভিন্ন প্রদেশে ও সেন্সর হাজা তাঁতে বোনা কবলের অর্ডার দেওয়া হয়। এই অর্ডার মত মাল সরবরাহ হওয়ার ১৯৪১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে, এই সর্বোত্তম তাঁতের কবলের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল।

বর্তমান বৎসরে (১৯৪১-৪২) আরও বেশী তাঁতের কবলের অর্ডার দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। এবং বিভিন্ন প্রদেশে ও সেন্সর হাজাগুলি ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট পরিমাণ কল সরবরাহ করিতে পারিলে বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা গৃহীত হইয়াছে।

অন্ধ সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ সংগ্রহ

জার্মান গোয়েন্দার হস্তকা

জার্মানী কিংবা বর্তমান সহিত পাকিস্তানে গোয়েন্দা চালান করে, তাহার একটি চরকার ব্রহ্ম সম্রাট হইল। টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটি কল হইতে পাওয়া গিয়াছে।

যুদ্ধের সময় সাধারণ যুদ্ধে মিল পূর্বে একটি কোম-বিশ্ব বুলিয়ারী পূর্বের পাবে সম্রাট একটি ছোট অন্ধ বালককে ছোট হার্ডবিরম আতীর বালক সম্রাটের প্রশিক্ষণ অন্ধ ভিক্ষুকের মধ্যে প্রস্তুতি পানকি হাতিতে দেখা যায়। সেই পূর্ব মিল যুদ্ধের দিকে বাইবার সম্রাট সৈন্যেরা তাহার কবল বা পক্ষ কবল বা কলি হুজিরা দিয়াছে। এইখানে কি করিতেছে, এই প্রশ্ন করিলে অন্ধ বালকটি বলিত যে জাহাজ পূর্ব প্রদেশ জাহাজ এই উত্তর দানে কেনিরা পালিয়াছে। সৈন্যদের সে কিছু কিছু প্রশ্ন করিয়া হাজাট প্রস্তুতির কবল আনিয়া লইত।

কিন্তুকাল এইজন চিলিয়ার পূর্ব একদিন অনেক কলীর কোম তাহারে দেখিতে পার। জেনেরার পাবে হাজে-বোনা আনের কাজের জন্য এবং পাখলুবে জলির একটু বাতাবাতি দেখিয়া কেবলের কেবল মনে হয়। জেনেরার হাতে পাতে বরলার হুজিরা থাকিলেও চাহাভূমি হাত পা এত কলি বা এত স্তম্ভিত হওয়ার কথা নয়। অতঃপর দেখিয়া এ, যে অন্ধ, তাহারেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এ অবস্থায় কোম একটি কোমল অবলম্বন করিলেন। জেনেরার কাছে আগুস হইয়া তিনি জার্মান তাহার প্রায় তার কানে কানে বলিলেন—জার্মান জানতো? জেনেরা স্তম্ভিত ছিল না, বলিয়া উঠিল “জা”। জার্মান তাহার ইচ্ছা অর্ধ “হা, জা”। কিন্তু বলিয়া কেলিটাই সে নিজ জুল বুলিতে পারিল এবং কলীর তাহার বলিল যে, সে জার্মান তাহার ক-অন্ধও জানেন না।

জাহাজ প্রেরণ করিবার পর সে বীকার করে যে, সে জাহাজে কলীর কিছু তাহার বাবা জার্মানীতে বাইরা বসবাস করেন। সুরবরণের একটি গানের জুল হইতে গোটাগো জাহাজে জোগাড় করে এবং তাহারের কলীর তাহা হাজাট লইবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ইচ্ছা হাজা তাহারে প্যারাইট বোনে অতঃপর এবং জাহাজের তারকা পক্ষের দীতে লইয়া বাইবার প্রক্রিয়া শিকা দেওয়া হয়। ইচ্ছা তাহার চক্ প্রকৃত অন্ধের জাহাজে সার দেখায়।

ইচ্ছা বাবা-জাহাজে অতঃপর একটি রেডিও প্রচার-কল প্রকাশ ছিল।



হাজাটতে হাজাট সস্ত্রি বাহাজ

হাজারী গভর্ণর হাজারি কলিয়ার পূর্বে হাজারী পত্রিকা সে গবন করিয়াছিলেন। জিত্তে দেখা হইতেছে—
জেনা-বালিট্টে মি: এ, জেন, বাল বিশিষ্ট ব্যক্তি কে লাই সাহেবের সহিত পরিচিত করাইতেছেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

রাজ্য যুদ্ধরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও প্যারস্যোশসার ভারবর্তী কল-সম্রাটের মধ্যে জাহাজ বাতাব্যত করে।

জাহাজ-হাজার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভব, তাহা এক হাজারের জাহাজ, হাজার জাহাজ প্রকৃতি বিস্তৃত বিবরণ জাহাজ জন্ত লিখ টিকানার আবেদন করুন :—

ম্যাকিন্স ব্যক্তকী এও কোং,

ম্যাকিন্স এও কোং, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বাঙলাব কথা

৩৪ বর্ষ, ৪০৭ নংখ্যা]

কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

[এক খণ্ড]

ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়কগণের কর্মতৎপরতা

নাৎসী-পদানত রাষ্ট্র-সমূহে জোর প্রচার-কার্য

[উপলব্ধ, বীজ, লিখিত প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত]

বর্তমান, বর্তমানের সোভিয়েত যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যাপারে ব্রিটিশের একটি বার্ষিক রকমের পুস্তিকা প্রকাশ পায়। জন্ম-স্থলে ও অভ্যাসে বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে জাতিপন্থের মনোবল দৃষ্ট করায় জনা প্রচারকার্য পরিচালনাও যে বেশী বা হঠক অবস্থায় সর্বান প্রয়োজন, ইহা তাঁহারা সেন্সর আশী উপলব্ধি করিতে পারেন নাহি। অথচ ইহা সাময়িক কার্যাবলীর চতুর্থ অপরিহার্য অংশ বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল।

ব্রিটিশ স্বনামধনীর প্রধান কর্মকাণ্ড ছিল জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা; জাতিগত বাস্তবতা ইংল্যান্ডের আকাশে প্রাণাশ্রয় প্রাপ্তি। যা করিতে পার, সে-ব্যবহার তার আপিত হইয়াছিল রাজকীয় বিমান বাহিনীর উপর। ইহার কারণ এই যে, আকাশে প্রাণাশ্রয় জাতিগত ইংল্যান্ড আক্রমণে বিশেষ সাহায্য করিত। সুবিধার বিভিন্ন দেশ হইতে প্রেরিত বসন্তকার ও বাতাসামণ্ডলী বাহ্যতে অব্যাহত "বুটেনে পৌঁছে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পক্ষ বুদ্ধ ও বিকলিত রাখার তার সেওতা হইয়াছিল ব্রিটিশ নৌ-বহরকে।

উপরোক্ত কার্যাবলি সুদূরতম সম্পাদনের পূর্বে পত্র পত্রকে জন্ম ও পরাধিত করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন আক্রমণিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তুতি হইতে পারে না। আক্রমণিক কার্যাবলির সঙ্গে সঙ্গে বাস জাতিগত পরিচালনার অতঃপর পরাক্রমের বিজয়িকা সঙ্গর এবং জাতিগত-অধিকৃত রাষ্ট্রগুলির জন্মসাধারণের মধ্যে সাহস ও আশা জাগাইয়া তোলাই বৃহৎ আশাযুক্ত ছিল এবং এখনও বহিরাগত।

বৃহৎ-প্রচেষ্টার এই বিকট প্রথম প্রথম ব্রিটিশ গভর্ণ-মেন্ট কোন সময়ই বেন নাই। তবে যুদ্ধের বিষয় এই যে, ব্যাপার বেশী দূর বা গভীরতার পূর্বে এ-নিকের তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। কলে প্রথম দিকে অবলম্বন লক্ষ্য পানের সীতের মতটা বাট্টা, পরিচালনা প্রিয়ছিল, উচর পুনরুদ্ধার হইয়াছে। জাতিগত ব্রিটিশ প্রচার-কার্যের প্রতিজ্ঞা দিল মিল পাঠকর হইয়া উঠিতেছে।

এ-পর্যন্ত বহু রকমের প্রচারকার্য চালান হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ V (ডি) অভিযানই সর্বপ্রধান কার্যকরী হইয়াছে। V বহিষ্ঠে জিওরী অর্থাৎ জন্ম বৃদ্ধি। এই V প্রতীকটি জাতিগত-অধিকৃত রাষ্ট্রের অধিকাংশ-বিষয়ক ব্রিটিশের সহিত একই সূত্রে প্রযুক্ত ও একই উদ্দেশ্যে প্রসারিত করিয়া তুলিয়াছে। জাতিগতের অতঃপর ইহা মরাতীতির সঙ্গর করিয়াছে। কালক্রমে একজন সত্যক উপলব্ধি করিতেছে যে, জাতিগত সৌন্দর্য সত্যক বুদ্ধকে পরিচেষ্ট হইয়া বহিরাগত। কে কোন বুদ্ধের ইচ্ছা বলা সত্যক বিলা উঠিতে পারে, উচর একজন জাতিগতের অধিকার।

সুখান জাতিগত-প্রথম বিভাগের জন্য জাতিগত নির্দেশিকা বহিষ্ঠের দ্বারা বুদ্ধের করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য-

মিল লাইন ঘটনা করিয়া বাহিরাগত। উচর ডেল করিয়া সৌন্দর্যত: কোন সত্যক তথ্য বহিষ্ঠে বা আশিতে পারে না। তবে ব্যক্তিগত লাইনের সাথে উচর যে একটি বহিষ্ঠিকা বিশেষ, তাহা বলাই বাহুল্য। তৎক্ষণাৎ জাতিগত-নির্দেশিত জন্মসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক-বাহারও অধুনা বহুল উৎসৃতি লাভিত হইয়াছে। পত্র চেটা সত্ত্বেও জাতিগত কল্পিত উচর বহু করিতে পারিতেছে না। ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক-বাহার প্রোডা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাঠিতেছে। নরওয়ে, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইতালি, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশ-বাহার অতঃপর আবার উৎসাহ ও আশার সঙ্গারের লক্ষ্য মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পরিচালনা মিত্রবন্ধির জন্মলাভ অধ্যাত্মবাহী, ইহাট একশে তাহারা যমপ্রাণে বিশ্রাম করিতেছে।

প্রচারকার্যের দিক দিয়া ব্রিটিশের বৃহৎ শৈলীয়া প্রথম করিয়াছে এবং অব্যাহত কালক্ষেপও করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের বিষয় প্রচারকার্যের তত্ব উপলব্ধি করা সত্যক তাহারা এ-ব্যাপারে যথেষ্ট কর্তৃত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিগত ১৯১৮ সনে জাতিগতের অতঃপর বৈজ্ঞানিক পরাক্রমের বহিষ্ঠাভ্য জাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, বর্তমানও ঠিক সে-তাব জাগাইয়া তোলাই কোন ক্রটি হইতেছে না।

বৈজ্ঞানিক কারখানার অঙ্গ নির্মাণ

রেলওয়ে ও বিভিন্ন কারখানায় কর্মচাকর্য

গভর্ণ-মেন্টের কারখানাগুলি হাজা জন্ম বহু কারখানাতেও বর্তমানে ইংল্যান্ডের বর্ষ, ইতিমধ্যেই জন্মাবি এবং বিভিন্ন প্রকারের বুদ্ধা ও সৌন্দর্যী নির্দেশিত হইতেছে। এই সকল বৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক কারখানা বুদ্ধারের বিভিন্ন অংশ নির্মাণের জন্য বিশ্রাম কর্তার পাঠিতেছে। সৈন্যবলের প্রত্যেকবীর জিমিক্সর বাস্তব জৈনমিক কারখানাতেও তৈয়ার হইতে পারে, একজন কলিকাতা, লাহোর, বোম্বাই, দাদপুর, মাদ্রাস এবং কলম্বুরে এই সকল জন্মের প্রথম-বীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কলে রেল ও বাহিষ্ঠের কারখানাগুলিতে সৈন্যবলের প্রত্যেকবীর ৪০৭ প্রকার ত্রা নির্মাণ জন্ম হইয়াছে। কয়েকটি বৈজ্ঞানিক কারখানার সেল "পক্ষ" ও হাউ-বোম্বি খোলা প্রস্তুতও আশ্রয় হইয়াছে। বোম্বাইর একটি কারখানা গোলাব-বাহ প্রস্তুতের অর্থাৎ পাঠিতেছে। কলিকাতা অঞ্চলের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক কারখানার কয়েক প্রকার অঙ্গ-নির্মাণ জন্ম প্রস্তুতের অর্থাৎ সেওতা হইয়াছে।

জন্মত সত্যকর পাণ্ডিত্য জন্ম নির্মাণ করিলে (ব্যাক-বৈজ্ঞানিক ইন্সটিটিউট অফিস) বুদ্ধা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বুটেনে কারার-গার্ড বাহিনী গঠন

বৈজ্ঞানিক জাতিগত বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্যের জন্ম বুদ্ধের বহিষ্ঠাভ্য অতঃপর ১৮-১৯ বৎসর বহু প্রাণ জন্মের পুত্রকে একটি জন্ম জিওরী পরিচালনা-সাথে অগ্নি নির্ভ্রাণন করিয়া জন্ম জিওরীতে হইয়াছে। ইহা জাতিগতবুদ্ধ। গভর্ণ-মেন্ট একশে দ্বিগত করিয়াছে যে, "কারার-গার্ড" নামে একটি বাহিনী গঠনপূর্ণক জাতিগতকে করিয়া এবং সম-কল্পিত অধিকাংশের পরিচালনাবাহীনে হাজিকা লিখেন। বুদ্ধের বহু এবং বুদ্ধের অধ্যাত্মা নিম্নপ্রথম কয়েক জাতিগত অধিকাংশীতে কোথাও আশ্রয় লাগিতেছে কিনা, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য। এ-সকল অতঃপরিত কলকাতালাসবুরে আশ্রয় নিম্নপ্রাণের কার্য প্রত্যেকের জন্য জাতিগতবুদ্ধ করা হইয়াছে। গভর্ণ-মেন্টের পত্রিত বর্তমানে বুদ্ধ-ইউনিয়ন ও কলকাতালাসবুরে বাসিকগণের সহিত যে জন্ম-বাহী চমিতেছে, উচর কলে অগ্নি নির্ভ্রাণন ব্যবহার বহুল উৎসৃতি লাভিত হইবে আশা করা যায়। "কারার গার্ড" নামে যে বাহিনী গঠিত হইয়াছে, উচরতে ইতি-বহিষ্ঠে ২,০০০,০০০ বৈজ্ঞানিক জন্ম করা হইয়াছে। সৌন্দর্যের বহুবাটী, জৈনবাটী সৌন্দর্য ও কারখানাগুলি বহু জন্ম ইচ্ছাশ্রমকে সত্ত্ববহু ট্রেনিং দিয়া একটি "কারার গার্ড" বাহিনীতে পরিণত করা হইবে। আশ্রয় হইলে ইচ্ছার পরিচালনার জন্য বিশ্রাম করিয়া এবং সম-কল্পিত অধিকাংশগকে তাঁহাদের স্ব স্ব জন্মবাহী ও চাকুরীকাল অধুনায়ে সত্ত্বায়ে ৩ পাঠিত ১২ মিলি: ৬ সেল হইতে ১০ পাঠিত পর্যায় বেতন সেওতা হইবে।

প্রত্যেক অঞ্চলে একজন করিয়া ইচ্ছা অধিকাংশ থাকিবে। ইচ্ছাকে সাতার জন্ম জন্ম জৈন গার্ড, একজন নির্মাণ গার্ড এবং নির্মাণ জৈনগে থাকিবে। প্রত্যেক ৩০০ কারার গার্ডের উপরে একজন নির্মাণ-সত্ত্বার গার্ড এবং প্রত্যেক ৬ সত্ত্বার বহিষ্ঠে ৭৫ জন্ম একটি নির্দিষ্ট জন্ম কালে জাতির থাকিবে। প্রত্যেকের জন্য ট্রেনিং জাতিগতবুদ্ধ এবং জাতিগতের প্রত্যেককে এক একজন করিয়া বর্ষ ৬ নির্মাণ সেওতা হইবে। প্রত্যেক জন্ম জাতিগতের জন্য সৌন্দর্যময় পাল পাঠিবে। এই "কারার গার্ড" বাহিনীর সুবি হইবে, "বুটেনে জন্মত চম্বীকৃত হইবে না"।

বুদ্ধতাগারে ইট-ইতিরা কণ্ডের বিলাট বস

সুচকারী বিমান-সচিবের উচ্চ-প্রশংসা

জাতিগত বহিষ্ঠাভ্য গভর্ণ-মেন্টের বহিষ্ঠাভ্য বুদ্ধা বিজ্ঞান-বিভাগের সত্যকারী সচিব সেক্রেটারী জর্জেন জে. টি. সি, জন্ম প্রত্যেকজনের দিক হইতে নিম্নোক্ত তার পাঠিয়াছেন:— "বুদ্ধ-বিজ্ঞানের জন্য সত্যকি ইট-ইতিরা কণ্ডের পক্ষ হইতে যে ৬৮,৫০০ পাঠিত পাঠিকা গিয়াছে, তাহা সত্যক এ-পর্যন্ত এই কণ্ডের সৌন্দর্য পরিচালন ৫,০৬,৫০০ পাঠিত হইয়াছে। পাঠিকাগকে পুনরায় আবার আশ্রিতক প্রত্যেক জন্ম করিবে। তাঁহাদের এই সাহায্যের জন্মানে রাজকীয় বিমান-বাহিনী জাতিগত উপর দিয়া-মিত্রি কয়েকভাবে আক্রমণ জন্মিতে সত্ত্ব হইতেছে।"

বিশেষ প্রজ্ঞা

গতলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য দলিলা প্রোচিত বিষয় বাতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১লা সেপ্টেম্বর—১৯৪১

এক বছর আগে

মানুষের স্বভাব সাধারণতঃ সচলশীল। বিপদ-আপদ সত্য করিয়া যাওয়ার কথটা প্রকৃতিস্বভাবেরই তাহার মধ্যে মিলিত হইয়াছে। বিপদের পর সুদিন আসিলে পূর্ণের বিপদের কথা অনেক সময় মানুষ ভুলিয়াই যায়। আজ বিশ্বের যে বণ-কল্যা উঠল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রকাশ মোটেই কম হয় নাই; বরং এই স্বভাব-স্বাভাবিক বৈচিত্র্যের দিকটিতেই হইয়া আসিতেছে। কিন্তু স্বভাবতঃই বিপদ বিপ্লুত হওয়ায় যে সমস্ত আশঙ্কাজনক কথা মিলিত হইয়াছে, তাহার ফলে আমরা আস্তে আস্তে এই বিপদের কথা হস্ত ভুলিয়া যাইতে পারি। এই বিপদের বিরুদ্ধে একাধিক ও অসংখ্য সে দিগন্ত প্রচেষ্টা পাওয়া চাইবে এবং বাস্তবতা ও সম্মিলিতভাবে যে লীক-বন্ধ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বিপ্লুত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বভাবতঃ পরিণামে জয় অশেষাচারী একথা মনে করিয়াও আস্তে আস্তে বিপদকে আমরা হস্ত উপেক্ষা করিতে পারি।

একজনই আমাদের উচিত অতীতের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকানো। এক বৎসর পূর্বে কিরূপ লীক-বন্ধের সঙ্গে বিভীষিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা হইয়াছিল, যদি আমরা তাহার কথা বিবেচনা করি, তাহা হইলে স্বভাবতঃই বুঝা যাইবে যে, কেমন কবিয়া ক্রমে ক্রমে বিপদের কাল বেগ ধনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই বিপদের সঙ্গে যুদ্ধিবার জন্য আমরা কিরূপ চেষ্টা পাইয়াছিলাম। ভবিষ্যতেও আমাদের মানুষের কিরূপ বিরাট কর্তব্য হইয়াছে, তাহাও অনেকাংশে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হইবে।

গত বছরের ১৫ই আগস্ট তারিখে লণ্ডনে বসিয়া পবিত্রতম পদুমত উত্তরোত্তর প্রতি হিন্দুস্বামী গ্রাহ্য "শান্তি" প্রস্তাব পেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে লণ্ডন নিযুক্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করিয়া দইবেস বলিয়া ফলস্বরূপ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিন্দুস্বামীর সুযোগও হইয়াছিল অনেকখানি। ক্রমশঃ পতনের পর ইংলিশ চ্যান্সেলর জীবন্তী করাসী বন্দ-সমূহ তাঁহার হাতে পিরা পড়িয়াছিল এবং পরেও, হলাও, বেলজিয়ারের সমুদ্র জীবন্তী বার্লিনবুর্গের সুযোগও হিন্দুস্বামী পাইয়াছিলেন। সেনাপতির দ্বারা ইংলিশ বিজয়ের ফলস্বরূপ করিয়াছিলেন, তখন তিনিও করাসী বন্দ বন্দোবস্ত উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। এই বন্দোবস্ত বন্দর অধিকার করিয়া হিন্দুস্বামী তখন দিগন্ত সর্ব-সম্মুখ সঙ্কট করিয়াছিলেন—বুটেন আক্রমণের জন্য। সেনাপতির তাঁহার পরিকল্পনা যে বিষয়ে করাসীও করেন নাই, সেই বিবাস-বাহিনীর সুযোগও হিন্দুস্বামীর যথেষ্টভাবে ছিল এবং বুটেনের বিবাস-পদ্ধতি অনেকাংশেই সর্ব-সম্মুখ বিবাস-পদ্ধতি বেশী পদ্ধতিশীল ছিল।

গত বৎসর শরৎকালে পরিচিতি একশই ছিল। শুধু তাহাই নয়—ইউরোপের অধীশ্বর সেনাপতির বিরাট বিপদ-

সম্মুখ এবং সঙ্গে সঙ্গে বনুসান উপরীপের সেনাপতি ও লসীয়ার প্রত্য-সম্মুখও যথেষ্টভাবে বনুসানের পূর্ণ সুযোগ চাইয়াছেন ছিল। ক্রমশঃ পতনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ-সম্মুখ অতঃপর বুটেনের একজন পদ্ধতিশীল সিনের সজ্জা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইটালী আবার বিরাট পদ্ধতিশীল সেনা দিগন্ত দিগন্ত ও পূর্ণ-আক্রমণ হইতে বুটেন-অধিকৃত হামলুতের উপর আক্রমণ চালাইয়া বসিল। বনু-কুম্বালাপারে ইটালীর প্রত্যাবের কালে হামলুতের অতঃপর তীক্ষ্ণতম হইয়া দাঁড়াইল এবং ইটালীয়ার সৌভাগ্যিনী ও সাক্ষরিত বহুসময় জন্য ক্রমশঃ-সম্মুখ হোতাভের বুটেন সৌ-বহুরের কর্তব্য করিমতর হইয়া উঠিল। চারিদিকের একপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে স্বভাবতঃই পূর্ণ উক্তি হইল "এই চরম বিপদে বুটেন কেমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে—যদি বুটেনের পরাজয় ঘটে, তাহা হইলে অবস্থা কি দাঁড়াইবে?" ঠিক এই সবরই স্বভাব-প্রাচ্য ইটালী ও বন্দী সজ্জার উপর জাপানের আক্রমণের মীতিব আভাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আমেরিকা তখন পর্যায়ঃ সশস্ত্র সেনার সেনাপতি, বুটেনের সম্মুখ প্রেসিডেন্ট কলভেল্ট তখন আস্তে আস্তে বিপ্লুতের সম্মুখীন।

কিন্তু এত সব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বুটেন লীক-বন্ধের বহুত সিনের বন্দা বজায় রাখিতে পারিয়াছে। যে ১৫ই আগস্ট তারিখে হিন্দুস্বামী লণ্ডনে বসিয়া তাঁহার "আকাশ-লীক" বন্দোবস্ত করিয়া করিয়াছিলেন, ঠিক সেই তারিখেই বুটেনের তখন বৈমানিকসম ও বিমান-সু-লী কার্যসমূহ ১৮০টি আক্রমণকারী জাহাজ বিমান বিনষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ হইল। প্রচণ্ড বিপদকে কেমন করিয়া প্রতিরোধ করিতে হয়, একপত্রেই বুটেনবাসী তাহার প্রমাণ দেয়। ইহার কয়েক মাস পরই বুটেন প্রবাস-বন্দী পালিয়ারেণ্ট ডবলে দাঁড়াইয়া বাধা উচ্চ করিয়া হোতাভ করিয়াছিলেন—বিশ্ববাসী চাছিল যে-ক আবার কিরূপভাবে বিপদ অতিক্রম করিয়া অগুর হইতেছি।

সৈন্য শিবিরে যাত্রাকর

বিশেষ ভারতীয় সৈন্তের আনন্দ বিধান

গত জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যায় সৈন্যদের "আনন্দ বিধান" কও হইতে প্রবাসী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য ১ কোটিরও অধিক ব্যক্তি প্রেরিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৫ হাজার বই, ১,৬০০টি প্রামোদ্যন বেকর্ড, ১৮৯টি রেডিও সেট, খেলার সরঞ্জাম, ডাস, সবেল বিহেচারের সাজসজ্জা, চিঠির কাগজ ও বাস এবং বহু সস্ত্র আননাও পাঠান হইয়াছে।

এই কও হইতে ইটালীর ভারতীয় সৈন্যদের জন্য ইতিমধ্যেই ১২ হাজার টাকা বহুর হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সুবস্তুবিধার দিকে সক্ষম রাখিবার জন্য একজন ওরেনজের অধিকার নিযুক্ত হইয়াছেন। হামলের সৈন্যদের জন্য ১০ হাজার টাকা বহুর হইয়াছে। এই টাকা হইতে প্রথমতঃ খেলার সরঞ্জাম ক্রয় করা হইবে, ফলপ সামনের ভারতীয় সৈন্যদের খেলার সরঞ্জামের বিশেষ চাহিদা। স্বাস্থ্য ও ইতিহাসের বিভিন্ন বই পাঠান হইয়াছে এবং আরো পাঠ্যবিধার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সৈন্যদের আরোপ নিবার জন্য দুই মাসের জন্য দুইজন হামলুত নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাক্যঃ ২,৫০০ ডলার পাঠান হইয়াছে এবং সেপ্টেম্বর মাসে আরও ১,০০০ ডলার ডলার প্রেরিত হইবার সম্ভাব্য। ইতিমধ্যেই সেখানে ৩ লক্ষ বিক্তি পাঠান হইয়াছে। ইটালীর সৈন্যেরা ভারতীয় জাতিসমূহে বেগা বই, ডাক এবং গ্রন্থসমূহ বেকর্ড চাছিল পাঠ্যদের জন্য সর্বসম্মুখ ব্যবস্থা হইতেছে।

বুলগেরিয়ার হিন্দুস্বামী-বিরোধী মনোভাব

জনসাধারণের রাশিয়ার পক্ষে

ইংল্যান্ড হইতে ডেবীলি বেলের মনোভাবতা লিখিতঃ—

গোষ্ঠী-প্রত্যাপিত জনসাধারণের দিক হইতে প্রাণ সংযোগ প্রকাশ, হিন্দুস্বামীর বিরুদ্ধে বুলগেরিয়ার ক্ষুধা বিস্তারিত হইয়া উঠিতেছে।

বুলগেরিয়ার স্বদেশীয় প্রায় সকলেই রাশিয়ার অনুকূল মনোভাবপনু। বুলগেরিয়ার শতকরা ৮০ জনই কৃষি-শ্রমী; ইহাদের মধ্যে হইতে অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর সৈন্য শ্রমীত হয়।

দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালে রাশিয়া, তুর্কীসের অধীনস্থ হইতে বুলগেরিয়াকে মুক্ত করে। সুতরাং বুলগেরিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা রাশিয়ার সাহায্যেই অর্জিত হইয়াছিল। এখনও সেইচরজন বৃত্ত সেই সবরই কথা স্মরণ করিতে পারে। তারদের পতন ও সাম্রাজ্যের আধিপত্যের কালে রাশিয়ার প্রতি বুলগেরিয়ার জনসাধারণের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে উচ্চ-পদম সারিক কর্মচারীরা প্রায় সকলেই জার্মানীর পক্ষে। ইহাদের চাপে পড়িয়াই রাজা বোরিস জার্মানীর পক্ষে হইতে বাধ্য হন। এই বৎসরের প্রথমভাগে রাজা বোরিস একটি উক্তি করেন। এই উক্তি হইতেই অস্বাভাবিকতা ঘটিবে। তিনি বলেন, আমার প্রজাতি রাশিয়ার অনুকূল মনোভাবপনু, আমার সৈন্যবাহিনী জার্মানীর পক্ষে, আমার স্ত্রী ইটালীর পক্ষে মনে হয়, একমাত্র আমিই বুলগেরিয়ার পক্ষে আছি।

মসি ছাড়িয়া মসি ধারণ

অক্সফোর্ড অধ্যাপকের বুদ্ধ পরিচালনা

ডেবীলি চেনিগ্রাফের কাইরোয়িত বিশেষ, সংবাদ-পতীর তাহে প্রকাশ, প্রায় সাত মাস ধরিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীববিদ্যার জনৈক অধ্যাপক আবেসিমিয়ার গরিদাধিনির মন্তব্য করিয়াছেন। অধ্যাপকটি একসময়ে একজন নামকরা নিকারী ছিলেন এবং তাঁহার সেই নিকারী বন্ধুটিই তিনি এই বুদ্ধপরি-চালনারও নিজ অতঃপর ব্যবহার করিতেছেন। এই বোকা অধ্যাপকের বয়স ৩৯ বৎসর, তিনি ওরেন্স অধিবাসী এবং একটি সুদৃষ্টি পুস্তকের প্রণয়ক। বুদ্ধের পূর্বে মৃত্যুর তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং তাঁহার পবেষণার জন্য লীক-বন্ধ তিনি আফ্রিকার আলি জাতিগুলির মধ্যে কাটায়াছেন। অতি অল্প সংখ্যক লোক লইয়া দুই এক সপ্তাহ পর পর অতিক্রান্ত আক্রমণ করিয়া তিনি ইটালীর বাহিনীকে একাধিকার ব্যতিব্যস্ত করিয়াছেন।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তক

নির্বাক্তন সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃককরণ কর্তৃক পুস্তক নির্বাচন সম্পর্কে সংবাদপত্রে সমালোচনা হইয়া থাকে। একমাত্র নিম্নে সংশ্লিষ্ট নিম্ন পদ্ধতির প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছেঃ—

কর্তার শিক্ষা আইনের ১০ম নিয়মানুযায়ী অনু-প্রাইজের পুস্তক ক্রয়সমূহের ইন্সপেক্টর অথবা ইন্সপেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই।

কর্তার ওইই বুক কমিটি ১৪ (২) শিরে বিধান আছে যে, বিভিন্ন মাস শিক্ষা বিভাগের জিওগ্রাফি বাইবুল যে সকল পুস্তক অনুমোদিত করিয়াছেন, সরকারী ও সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়েই যেসকল পুস্তক অনুমোদিত হইয়াছে।

বাঙলার সরকারী বন-বিভাগ

১৯৩৯-৪০ সনের বার্ষিক বিবরণী

বিস্তৃত ১৯৩৯-৪০ সনের বাঙলার বন বিভাগের বিপোর্টে প্রকাশ, উক্ত সার্কেলের সকল ডিভিশনেই কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধির মূলে বহিরাহে, ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি। পূর্ববর্তী বৎসর জলপাইগুড়ি ডিভিশনে বন সংরক্ষণ পাল বৃদ্ধি বিক্রয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর জেলাগণ উহার আংশিক মূল্য পরিচালনা করার বন বিভাগের আর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দক্ষিণ সার্কেলের সুন্দরবন এবং ঢাকা-বরগনসিংহ ডিভিশনেও আর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, সুন্দরবনে সুবিধাজনক বন পাওরা নিরাশ্রিত। ঢাকা-বরগনসিংহ ডিভিশনে পূর্ববর্তী বৎসরের বাকী টাকা আদায় এবং গৃহকার্যে ব্যবহারোপযোগী ও জালানী কার্গুর উচ্চ দর পাওয়ার দরুন আরও পরিচালনা বাড়িয়া যায়।

‘চট্টগ্রাম ডিভিশনে ৪,৮৭১ হাট পাণ্ডা, কার্ণ বৎসরের পেকডায়ে বন্যার দরুন কাঠের চাহিদা অনেক কমিয়া গিয়াছিল; তদুপরি বন্যবনের চারের বিরুদ্ধেও তথ্য আন্দোলন চলিয়াছিল।

বন বিভাগকে সার্বজনীন: গভর্ণমেন্টের আর বৃদ্ধির অন্যতম উপায়-বিধা বনে করা হয় না। সেনের বর্তমান ও ভাবী অবস্থানসমূহের সমস্যা বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাই এই বিভাগের প্রধান কর্তব্য। এতদসঙ্গেও আলোচ্য বৎসর ৬,৫৮,০৩১ লাভ হইয়াছে। পূর্ব-বর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল, ৫,৪৮,৪৯১ টাকা।

বৎসরের পেকডায়ে ইজারার তুলি সহ বাঙলার ১২,১০০ বর্গ মাইল পরিমিত বনভূমি ছিল। বিস্তৃত ১৯৩৮-৩৯ সনে ছিল, ১২,২০৯ বর্গ মাইল। আলোচ্য বৎসর ১০৯ বর্গ মাইল হ্রাস পায়। সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ৩ বর্গ মাইল বৃদ্ধি পাইয়াছে। লাক্ষী: জেলায় সংরক্ষিত বনভূমির আরও বাড়িয়া বেড়াইয়াছে। চট্টগ্রাম ডিভিশনের একটি অংশ আবার অন্য বৃদ্ধি করিয়া বেওয়ার দরুন সংরক্ষিত বনভূমির আরও ১১২ মাইল কমিয়া গিয়াছে। ঢাকা-বরগনসিংহ ডিভিশনের ডাওরাল এবং আটরা বনভূমি হইতেও কিছুটা হ্রাসিতা কেন্দ্র হইয়াছে। ইজারার এবং কোন প্রণীতক বন এমন বনভূমির আরও কোন পরিবর্তন হয় নাই।

আলোচ্য বৎসর সর্বমোট ১৬,১৭৬ টাকা ব্যয়ে ৫ মাইল নতুন রাস্তা তৈরী করা হইয়াছে। নতুন গৃহ নির্মাণে ৪৫,৭৭৬ টাকা ব্যয়িত হয়। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ৩১,০১৪ টাকা। আলোচ্য বর্ষে পঞ্চাশটি সেরাতে ৫১,০৪৭ টাকা এবং পূর্ববর্তী বৎসর ৩৯,০২৪ বর্ষ হইয়াছিল। বৃহাদির সংস্কার কার্যে এ-বৎসর ৪১,০৪৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বন বিভাগের অবতল কর্তৃত্বী ও বন্যবনের অধিদপ্তরের জন্য বন সংরক্ষণ ও অপসারণ জোটকাটো নতুন কার্যে ৬,২৭৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব বৎসর এ-সকল কার্যে ৫,৬৪১ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

কার্য-প্রণালী

প্রস্তুতকৃত নিয়ম-কানুন মানিয়া চলা হয়, তবে আকস্মিক হইলে ক্রমবিকাশ করা হইয়া থাকে। সংশ্লিষ্ট কার্যপ্রণালী প্রকর্তন সাপেক্ষে লাক্ষী: ডিভিশনে অনুমোদিত ব্যবস্থাসমূহের বনভূমির পরিচালনার কার্য চলিয়া থাকে। লাক্ষী:, জলপাইগুড়ি এবং সুন্দরবন ডিভিশনের কার্যপ্রণালী সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়িক কার্য চলিতেছে। উহার প্রকর্তন সাপেক্ষে লাক্ষী: এবং সুন্দরবনে সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসারে কার্য চালান হইতেছে।

জলপাইগুড়ি ডিভিশনে বর্ত্তী সত্তম পূর্ব কর্তব্য অনুযায়ী কার্য চলিতেছে। রক্ষণাধীন ও অপেশীভূত বন-ভূমির কাঠ হারা লোকের চাহিদা অনেকটা বিচলন দায় বলিয়া চট্টগ্রাম ডিভিশনে আলোচ্য বৎসর নতুন কর্ত-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। বন্য ডিভিশনের কর্ত-পদ্ধতির সংশোধন সম্পর্কে একটি প্রাথমিক বিপোর্ট রচিত হইয়া-ছিল।

সরকারীভাবে যে কাঠ আহরণ করা হইয়াছিল, পূর্ব-বর্তী বৎসরের তুলনায় এবার উহার অধিক মূল্য পাওয়া গিয়াছে। ডিভিশনাল কর্তে অকিসার পাইকারী ক্রেতা-দের কাঠ বিক্রয়ের সুব্যবহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া-ছেন। বনভূমিতে উৎপন্ন ক্রয়াদি বিক্রয় করিয়া সর্ব-মোট ২১,৩৬,৬৮৬ টাকা লাভ হইয়াছে। পূর্ব বৎসর উহার পরিমাণ ছিল, ২০,১৮,৫৯১ টাকা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি

আগাছা, পহাছা ও পোকাঝাড়ে বাতাসে কাঠ নষ্ট না করিতে পারে, তৎক্ষণা সত্তম চেষ্টা বোধোপায় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। পূর্বের মায় আলোচ্য বৎসরও হাতী ও অন্যান্য বন্য পশু অনেক চড়া পাহ নষ্ট করিয়া গিয়াছে। বুনো হাতীর উপরন নিবারণকল্পে পার্শ্বভা চট্টগ্রাম ডিভিশনে হাতী বহিবার জন্য পাইসেন্স বেঞ্জা হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর মোট ৩৭টি হাতী বন্য পড়ে। লাক্ষী: ডিভিশনের দূর অঞ্চলের নিম্ন-ভাগের কোন কোন অংশ ধুসিলা পড়িয়াছিল। ইহার প্রতিরোধের জন্য শিশু শিশু যে সকল পাহ পাড়তা বড় হয়, ডেমন পাহ পাড়তা বোপন ও পাখরের প্রাচীর নির্মিত হয়। লাক্ষী: ডিভিশনের পার্শ্বভা অঞ্চলের প্রায় সকল বেষ্টে মাটি ধুসিলা পড়িয়াছিল। অর্ধের সমুদান হইলে তথ্যও প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হইবে। লাক্ষী: বান মচল অঞ্চলস্থিত বন্যপাচেন ১৯৩৮-৩৯ সনে যে প্রতিরোধক ব্যবস্থা এবং পাহ পাড়তা লাগানোর কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল, বিপোর্টে বর্ণিত বৎসরও উহা চালু রাখা হইয়াছে। উপরোক্ত ব্যবস্থার দরুন, বন্যপাচেন পরিচালনার অত্রিক্ত কোথাও মাটি ধুসিলা পড়ে নাই। সেনালের বেশি কীর্য তীরবর্তী অঞ্চলের অধিকাংশ অংশবিশিষ্ট বহিরাহে। আলোচ্য বৎসর ধুসিলাভা, তুমারপাড ইত্যাদির বন্য বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। লাক্ষী:, জলপাইগুড়ি, বন্য এবং পার্শ্বভা চট্টগ্রাম ডিভিশনে প্রাকৃতিক দরুন কিছু কিছু ক্ষতি লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। পার্শ্বভা চট্টগ্রাম ডিভিশনে ক্ষতির পরিমাণ তুল্য বেশী; তবে উহার বেগমডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যত্র কিছু বিশেষত্বের দরুন কোথাও কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

উক্ত সার্কেলের সর্বত্র বন অঞ্চলের অধিদপ্তরসমূহে নগ্ন পরামর্শ বিমিত্রে মাঠ কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। চমকবনের উপযোগী করিয়া জেলায় জন্য হোজ নভরও বর্ণিত। ইহার বিমিত্রে জরাজিগকে পদা উপযোগের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। তদুপরি পদাশি পত চলিতে এবং নিম্নের বাকীতে তৈরী ও ব্যবহারের জন্য কমে উপস্থ ক্রয়াদিও জরাজিগকে বিকল্পে জেল করিতে দেখা হইয়াছিল। হাতীকমি বেশী জারী আছে। বৎসরের পেনে ইহাও পদ্যা ২১ ছিল।

আলোচ্য বৎসর, পূর্ব, জল, চিত্রনাথ ও বন্য হাতীর জন্য বৎসরে ১, ২, ২ এবং ৪ জন লোক নিহত হয়। জলুক বৃদ্ধকল্পে এবং চিত্রনাথ একজনকে বন্য করে।

বন্য পশুর জন্য বন্য পুষ্কলিক পুষ্কল প্রাথমিক ঘটনাতে। এ-সম্পর্কে বন্য বহির্ভে পারে যে, আলোচ্য বৎসর ৩১টি বন্য, ১৬টি চিত্রা বন্য, ২টি জলুক, ২টি বুনো পশু এবং ১১টি বন্যপশুকে ত্তরী করিয়া ফেলা হয়। বন্য শীকারের জন্য মোট ১,২০০ পুষ্কল বেওয়া হইয়াছে। হাতীর শীকার নিবারণের জন্য চট্টগ্রাম ডিভিশনের দায়িত্ব কর্তৃক শিকারীকিমকে পাইসেন্স প্রদান করেন। বন্যিগণ বৃদ্ধকল্পে বাহিন্যকরা শিকারীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উহা ৪টি হাতী শিকার করে। উক্ত ডিভিশনে সেনারী ব্যক্তিকে বেওয়ার পাইসেন্স বেঞ্জা হইয়াছিল। বেওয়ার সাহায্যে ৩৭টি হাতী বন্য হয়, তদুপরি ৪টি বন্য হয় এবং দুইটিকে ত্তরী করিয়া ফেলিয়া ফেলা হয়। পার্শ্বভা চট্টগ্রাম ডিভিশনের কোন কোন বন অঞ্চলে বেওয়ার বন্যিবার জন্য ইজারা বেঞ্জা হইয়াছিল। এ-সকল বেওয়ার ৩০টি হাতী বন্য পড়ে, তদুপরি ১১টি শিকার। ত্তরী: এও কিনি; এলোনিয়নের কাজ পূর্বের মায় চলিতেছে। সুন্দরবন ডিভিশনের নীচে বন্য শিকার ব্যয় ১৪,৮৯১ আদায় হয়। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ১৫,৫৬৬ টাকা। বন্যিগণের পরিচালনাবলী ঢাকা-বরগনসিংহ ডিভিশনের বেসরকারী বন অঞ্চলের আংশিক অবতার উন্নতি অব্যাহত আছে। পড়ে প্রতিরোধের আটরা অঞ্চলে ১১/২, ডাওরাল অঞ্চলে ৩১/০ এবং সুন্দরবন অঞ্চলে ১/৬ লাভ হইয়াছে। এ-কারণে আশা করা যায়, বর্ত্তমানে ১০ বৎসর মধ্যে যে বৃদ্ধি আছে, বাসিন্দাদের পক্ষে উহা অনেক অধিককাল হাতী ত্তরী ব্যবস্থা হইবে। বন্যবনসংরক্ষণ কোন পরিচালনা কাঁচকারী করিয়া তুলিতে হইলে দুইবৎসর ১০ বৎসর সময়ের আশংকা।

(স্রেম-মোট)

মো-মহিবাধির বাজার দর

এক সত্তারের বিবরণী

বাঙলা সরকারের নিমিত্র মাকী: অকিসার বি: এ. আর, মালিক নিম্নলিখিত বিশৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন:—

পত ১৬টি আগষ্ট যে সত্তার শেষ হইয়াছে, সেই সত্তার মোট ২৭৩টি পুষ্কলী পাড়ী কলিকাতার আদীত হইয়াছে। তদুপরি ১০৪টি পাড়ায় এবং বাসকিম অন্যান্য প্রদেশ হইতে আদালতী করা হইয়াছে। উক্ত সত্তার ২৬৪টি মহিষ পাড়ায় হইতে এবং বাসকিম ৬৪৬টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আদা হইয়াছে।

পুষ্কলী পাড়ী এবং মহিষের বন্য বৎসরে ২৬ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্যন্ত এবং ১৫০ টাকা হইতে হইতে ২০৫ টাকা পর্যন্ত ভ্রমাদান করিয়াছে। পাড়ীকমি সাধারণত: ৬ সের হইতে ৮ সের পর্যন্ত এবং মহিষকমি ১০ সের হইতে ১২ সের পর্যন্ত পুষ্কল প্রদান করিয়াছে।

বাঙলা গভর্ণমেন্টের এম্বালী

বাঙলা সরকারের প্রকাশিত পুষ্কলবলী দান বিবরণ। দান প্রকার নিম্নলিখিত, নির্দেশাবলী, পরীক্ষা সত্তার প্রণালী, দান-পত্র (বাসকিম), দান বিভাগীয় বিবরণ (বিস্তারিত), শিকারবিবরণ শীর্ষ-পত্র (বিস্তারিত), জৌহরিক ও উত্তরালিক বিবরণী, শি-সম্প্রদিত ভবানী ও জরাজিগ পুষ্কল, বাসক-পত্রিক ও বাসকিম দরুন কর্তব্যকাল, বাসকিম, মহিষ (কোম) প্রকৃতি নিমিত্র কার্যের পুষ্কল প্রাথম।

বেকল গভর্ণমেন্ট জেল (পারিকেশন জাং),

আলিপুর বা সেন, অকিস, রাইটস

বিভিৎস, কলিকাতা।

মালদহের সিভিকগার্ড দল

ত্রীলোকের বীরত্ব আগামী দ্বিত

বাঙালার আত্মা ও কলনের অবস্থা

মানসিক বিরা প্রাথমিক কার্যের অচ্যুতান

মালদহ-জেলা-বুদ্ধ-কমিটির কার্যকরী সমিতির প্রত্যেক-
করে ইংরাজ বাঙালার টাউনে একজন সিভিক গার্ড সংগঠন
করা চাইতে।

উক্তকরণ একজন ট্রেনিং প্রাপ্ত লোকের প্রয়োজনীয়তা
এবং উপকারিতা জনসাধারণ বিশেষভাবে বুঝতে
করিয়েছে এবং জাতির কার্যকরী দল-নে সকলেই
স্বকল্পে চাইতে।

মি: পি, কে, রায় জেলা ব্যাঙ্কিষ্টে কলিক সিভিক
গার্ড দলের জেলায় অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। জেলায়
অধিনায়কের নীচে সাত জন অফিসার নিযুক্ত করা
হইয়াছে। মিস্ট্র জাহাঙ্গীর নাম প্রবক্তা হইল।

২ জন সিভিক গার্ড করাগণ-মি: কে, পি, অধিনায়কী
ও মৌলভী মজহুদ উল্লাহ। ২ জন ডেপুটি করাগণ-
মৌলভী আকবর আলি এবং মি: এস, পি, সফকার এবং
৩ জন গ্রুপ করাগণ-মি: এন, জি, চক্রবর্তী, এ, কে, রায়
এবং জে, আহমদ।

সিভিক গার্ড ও অফিসারগণ প্যারোডে যোগদান করি-
তেছেন এবং ১৬ জন সিভিক গার্ডের একটি দল
প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ট্রেনিং গ্রহণ করিয়াছেন।
এতদ্ব্যতীত পছন্দে সিভিক গার্ডদের "কট মার্চ"ও
করানো হয়।

বুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্প্রদায় প্রচার কার্য ব্যাপারে জেলা অধি-
নায়কের অধিনায়কত্ব নিমিত্ত সিভিক গার্ডদল বিভিন্ন গ্রামে
আহুত জনসংগ্রহে যোগদান করে। এই সকল সভায় জেলা
অধিনায়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। গ্রীষ্মকালে কয়েকবার
পছন্দে আহুত দান। অধি নিযুক্ত দলপাল সিভিক
গার্ড এবং অফিসারগণ জনসাধারণের বিশেষ উপকার
করে।

গৌড়ের বিন্যাস সামরিকের জেলায় অফিসারগণসহ
একজন সিভিক গার্ড প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে সিভিক
গার্ডদের প্রধান কাজ ছিল বানবাহন নিয়ন্ত্রণ, বাসে
যাত্রীদের অতিরিক্ত ভীড় নিয়ন্ত্রণ এবং ত্রীলোক ও পিকু-
বাহনে বাসে উঠিতে অসুবিধা ভোগ না করে, সে বিষয়ে

[২য় কল.মহ মিস্ট্র জাহা]

পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্তৃক বিশেষভাবে পুরস্কৃত

চাঁক। জেলায় অচ্যুত টাউনবাসী দলার অধিনায়ক-
পাঠার বীরত্ব নিয়ন্ত্রণের ত্রী আগামী বিবি অসাব্যসা
বীরত্বের সন্তিত একটি লগী আসাব্যসা বৃত্ত করার জন্য
বাঙলা দেশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ পুলিশের নিকট
হইতে একটি সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে। ত্রীলোকটি
অসুবিধা অবস্থার জাহাঙ্গীর কুড়ে করে বুঝিতেছিল; রাতি
কুটিলার সময় দুইটি লগী আসাব্যসা হবে চুকিয়া জাহাঙ্গীর
পাত্রে চইতে সোনার মালুদী ও কানবালা ডিনাইয়া লর।
বিশেষ প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানের সন্তিত ত্রীলোকটি এক জনকে
বহিয়া কেলিয়া সোরগোল করে। ত্রীলোকটির বারী
অপহর করে ছিল; সে চুকিয়া আসিলে অপহর আসাব্যসা
জাহাঙ্গীরে ছুরিকাঘাত করিয়া পলায়ন করে। ত্রীলোকটি
অপহর আসাব্যসা বহিয়া রাতিতে সন্ধর হয়।

এই মামলায় বিচার কালে ব্যাঙ্কিষ্টে বক্তব্য করেন যে
এই ত্রীলোকটিকে বীরত্বের জন্য বিশেষভাবে পুরস্কৃত
করা উচিত। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট জাহাঙ্গীর ৭৫১
টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

[১ম কলনের ভের]

সাহাব্যসা কথা। সিভিক গার্ডদল অশ্রুতলভাবে যে
কাজ সম্পাদন করিয়াছিল, জাহাঙ্গীর সেবিয়া জনসাধারণ
বিশেষ বুরী হইয়াছিল।

গত জাহাঙ্গীরী বাসে বাঙালার বক্তব্যনা গভর্ণর বাঙালার
এই জেলা পরিদর্শন করিতে আসিলে সিভিক গার্ডদল
'গার্ড অফ অনার' প্রদর্শন করে। গভর্ণর বাঙালার
দলটি পরিদর্শন করিয়া উভার সামরিক আদর করিয়া
এবং নিয়ন্ত্রণকৃত সেবিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

বিভাগীয় কমিশনার মহন এই অঞ্চল পরিদর্শনে
আসেন তখন তিনিও সিভিক গার্ডদল পরীক্ষণ করিয়া
বিশেষ প্রীতি হন এবং জাহাঙ্গীর কর্তব্য ও লবিব
সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন।

একটি 'সিভিক গার্ড জাব'ও সংগঠন করা
হইতেছে।

এক সভাহের বিবরণী

বিগত ১৩ই আগষ্ট মে সভায় শেষ হইয়াছে, এই
সকলে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ অল্প হইয়াছে। পর্য্যবসায়ী
কলন কাটা আরম্ভ হইয়াছে। শীতকালীন কলনের
কলন কাজ চলিতেছে। আসাব্যসা কলনের অবস্থা যেটাবুটি
ভাল। উভর বাঙালার কোম কোম বাসে আরও বৃষ্টি
প্রয়োজন আছে। বীরত্ব জেলায় বিগত ৬ই আগষ্ট জাহাঙ্গীর
বহিয়ারে ১১০ জন লোক টেই বহিয়ার করে নিয়ন্ত্রিত
হইয়াছিল এবং এই সভাহে বৃষ্টিপাত, বীরত্ব, জাহাঙ্গীর ও
ত্রীপুত্র জেলায় বহিয়ারে ১,৪৫২, ১০,২৩৬, ৩৩৩৭২, ৩৭৪
জনকে বহিয়ারী দান করা হইয়াছে। এই প্রদেশে সাধারণ
বাহুত চাইলের মূল্য আমোচা সভাহে টাকার ১৬১/০
হর সেত বর হটাক ছিল। পূর্ণ সভাহের জুলদার মূল্য
কড়করা ০ ৭৬ ভাগ করিয়াছে।

সাধারণ চাইলের মূল্য

চব্বিশ-পয়সা, জাহাঙ্গীর হারবার, বাবাকপুর, বাবাকপুর
ও বহিয়ারে টাকার ১৬ হর সেত হইতে ১৭১০ সাত্তে
সাত সেত; নদীয়া, কুটিলার, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও
জাহাঙ্গীর ১৬ হর সেত হইতে ১৭১০ সাত্তে সেত, অশ্রুতল
হটাক; বৃষ্টিপাত, লালবাগ, জাহাঙ্গীর ও কানীতে টাকার
১৬ হর সেত হইতে ১৭১০ সোয়া সাত সেত; বহিয়ার,
জিনাইনহা, বাঙালার, মজহুদ ও বহিয়ারে টাকার ১৬১০
সাত্তে হর সেত হইতে ১৭১০ সাত্তে আট সেত; বুলনা,
সাত্তীয়া ও বাগেরহাটে টাকার ১৬ হর সেত হইতে
১৬১০ সেত; বর্জমান, আসাব্যসা, কাটোয়া ও কালনার
১৬ হর সেত হইতে ১৭ সাত্তে সেত; বীরত্ব ও বাবাকপুর-
হাটে টাকার ১৬০০ হটাক চইতে ১৬১০ সাত্তে হর সেত;
কুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকার ১৬০০ পৌনে সাত্তে সেত হইতে
১৭১০০ হটাক; মেসীপুর, কানী, তরলুক, বাটাল ও
জাহাঙ্গীর ১৬ হর সেত হইতে ১৬০০ পৌনে সাত্তে সেত;
জাহাঙ্গীর, প্রীতিপুর ও আসাব্যসা ১৬০০ হর সেত দুই
হটাক চইতে ১৬০০ হটাক; হাটুয়া ও উলুবেড়িয়া
১৬১০ সাত্তে হর সেত হইতে ১৬০০ হটাক; বাবাকপুর,
মজহুদ ও মাজোরে ১৬০০ পৌনে সাত্তে সেত হইতে ১৭১০
সাত্তে সাত্তে সেত; মিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বাবাকপুরে
১৬ হর সেত হইতে ১৭ সাত্তে সেত; জাহাঙ্গীর ১৬০০
পৌনে ১৭ সাত্তে সেত; মিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বাবাকপুরে
১৬১০ সাত্তে ৭৮ সেত হইতে ১৬ সেত; বাজিঙ্গি;
কালিঙ্গা, শিলিগুড়ি ও কালিঙ্গা ১৬০০ পৌনে হর সেত
হইতে ১৬১০ সোয়া হর সেত; বাবাকপুর, মিলনবারী,
কুটিগ্রাম ও বাবাকপুর ১৬ সেত হইতে ১৬১০ সাত্তে হর
সেত; বাঙালার টাকার ১৬০০ পৌনে সাত্তে সেত; বাবাকপুর
ও মিনাজপুরে ১৬১০ সাত্তে হর সেত হইতে ১৬০০ পৌনে
সাত্তে সেত; বাবাকপুরে টাকার ১৬০০ পৌনে সাত্তে সেত;
কুটিগ্রামে টাকার ১৬১০০ হটাক; চাঁক, বাবাকপুর,
বাহাঙ্গীর ও বৃষ্টিপাতে টাকার ১৬ হর সেত হইতে
১৬১০ সাত্তে হর সেত; বহিয়ার, জাহাঙ্গীর,
জাহাঙ্গীর, মেহেরপুর ও কালিঙ্গা টাকার ১৬১০
সাত্তে হর সেত; কালিঙ্গা, পোলাপু, বাবাকপুর ও
পোলাপুতে টাকার ১৬১০ সোয়া হর সেত হইতে
১৭ সাত্তে সেত; বাবাকপুর, মিনাজপুর, পুষ্টিপাতী
ও কালিঙ্গা পোলাপুতে টাকার ১৬ হর সেত হইতে
১৭ সাত্তে সেত; চইগ্রাম ও কালিঙ্গার টাকার ১৭ সাত্তে
সেত হইতে ১৬ আট সেত; ত্রীপুত্র, বাবাকপুর ও
ত্রীপুত্রে টাকার ১৬১০ সোয়া হর সেত হইতে ১৬১০ সাত্তে
হর সেত; মেহেরপুর ও কালিঙ্গা ১৭ সাত্তে সেত;
বাহাঙ্গীর চইগ্রামে টাকার ১০ সাত্তে হইতে ১৩ সাত্তে
সেত; ত্রীপুত্র জাহাঙ্গীর টাকার ১৬ সেত হইতে ১৬ সাত্তে
সেত।



মালদহের সিভিকগার্ড বাহিনী ও বাহিনীর অফিসারগণ। যথো উপস্থিতি জেলা ব্যাঙ্কিষ্টে এবং জাহাঙ্গীর নাম পূর্ণ মি:
আহ: এন, চক্রবর্তী, কানী-এই ও জাহাঙ্গীর মি: বীর রোমন উপস্থিতি করিয়াছেন।

বাঙলা-সরকারের প্রচার-বিভাগের কার্যাবলী

ব্যবস্থা-পরিষদে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতি

সম্প্রতি কর্তৃক ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ বোসের জারী যোগ্য বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই সব প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বলেন:—

প্রাদেশিক গণপ্রত্নিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আনুযায়িক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাই প্রচার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ, গণপ্রত্নিক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে জনসাধারণকে সরকারী বিভাগ সমূহের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখা, বিজ্ঞা অভিযোগ ও বিকৃত, বর্ণনার প্রতিবাদ করা এবং সরকারী কার্য সম্বন্ধে কোন ভাড়া ধারণার উদ্বেগ হইলে তাহার সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। সরকারের অধীনস্থ সবগুলি জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রচারকাৰ্য্য সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবেও এই প্রচার বিভাগ কার্য করিতেছে।

এই প্রচার বিভাগের করণীয় কাজ কি, তাহার বর্ণনা সম্বন্ধিত একটি বিবরণী পরিষদের সমসাময়িক সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে। তাহা হইতেই সমসাময়িক দৃষ্টিতে পরিবেশ যে, এই বিভাগ কিরূপ প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধা করিতেছে। এই বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত প্রেস-নোটিশ সংখ্যা ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সনে যথাক্রমে ৪৪৯ ও ৪১৩ ছিল; ১৯৩৭ সালে, একজন প্রেস-নোটিশ সংখ্যা ছিল ১৮৫টি। ১৯৩৯ সনে ১৩৮টি ও ১৯৪০ সনে ১০০টি লাত্ত সংস্কারের প্রতিবাদ করা হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, সংস্কারসমূহের প্রতি বরাবর সতর্ক ও সতর্ক এবং বিজ্ঞা বা ত্রিভিটীন সংস্কারের প্রতিবাদ অধোগ্রহ হওয়ার, সংস্কারপত্র প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে ত্রিভিটীন বা বিকৃত অভিযোগ প্রকাশের পরিমাণ অনেক কমিয়াছে।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রচারকাৰ্য্য সম্পর্কে বলা চলে যে, প্রচার বিভাগের অধীনে যেসব জন-সেবা বাহিনী ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কাজ করিতেছে, ১৯৪১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এগুলি ২৩৪টি কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া ৩,৬৭৫টি প্রচলনীয় ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং প্রায় ৫,০৪০,০০০ জন লোক এমত প্রচলনীয় বোধ্যমান করিয়াছিল। এই সব ইউনিটের সঙ্গীত ডাক্তারগণ ১২৮,০০০ জন রোগীকে চিকিৎসা করিয়া বিস্ময়কর ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। প্রচার বিভাগ হইতে "প্রাদেশিক অতিথি শাসনের লুট বন্ডের" ও "প্রাদেশিক স্বাস্থ্য শাসনের ত্রুটি" নামে দুইখানা সুবিষয় পুস্তক প্রকাশ করিয়া গভর্ণ-মেন্টের কার্য্যের বিস্তৃত বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একখান লাত্ত পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া ব্রিটিশ-বাহিনীর কতিপয় অভিযোজকের অবগতির উত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

প্রচার বিভাগের কতকগুলি কর্তব্য একেবারে নূতন এবং ইহার করণীয় কতিপয় কার্য্য ইতিপূর্বে যথেষ্ট বিভাগের সংস্কারপত্র দ্বারা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল।

প্রচার-বিভাগের কর্তব্য

পরিষদের সমসাময়িক যথো প্রচার বিভাগের করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রচার করা হইয়াছিল, তাহা নিম্নরূপ:—

(১) বিভিন্ন বিভাগ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রেস-নোটিশ প্রচার এবং গভর্ণ-মেন্টের বিভিন্ন কার্য্যের উন্নয়নমূলক বিবরণী প্রকাশ।

(২) গভর্ণ-মেন্টের সমালোচনা সম্বন্ধিত সংবাদ-পত্রের সেবা পরীক্ষা করণ এবং বিভিন্ন বিভাগ বা সংস্থার জেলা কর্তৃপক্ষের মিকট হইতে সঠিক বিবরণী সংগ্রহ করিয়া সংস্কারপত্রের জন্য প্রতিবাদ বা বর্ণনা প্রস্তুত করা।

(৩) যোগ্যতা গভর্ণ-মেন্টের বাহাদুর, মাননীয় বহিঃ-কর্মের ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর প্রস্তুত বক্তৃতা-সমূহ সংস্কারপত্র প্রকাশের প্রেরণ।

(৪) বাঙলা সরকারের সাপ্তাহিক মূল্যের "বেঙ্গল টাইমস" ও "বাংলা কণা" প্রকাশ করা।

(৫) জন-সেবা বাহিনী ও সরকারী প্রচলন নীতিবোধের বহাভারি পঠনমূলক প্রচারকাৰ্য্য চালান ও এসব প্রতি-ষ্ঠানের কর্মচারীদের পরিচালনা।

(৬) পরীক্ষা অনুসরণে শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের প্রচার উদ্দেশ্যে জারিচিত্র ও প্রামোদ্যে বেকর্ড প্রস্তুত করা।

(৭) সরকারী বিভিন্ন বিভাগ ও অধীনস্থ অফিস-সমূহ হইতে প্রাপ্ত বিভাগসমূহ সংস্কারপত্র প্রকাশের প্রেরণ।

(৮) যেসব সংস্কারপত্র ও সংবাদ সম্বন্ধিত প্রতিষ্ঠানে সরকারী প্রেস-নোটিশ ও কমিউনিকেশন হিসাবলো প্রেরণ করা হইতে পারে, তাহাদের একটি তালিকা সংরক্ষণ ও যথো যথো উক্ত তালিকার সংশোধন।

(৯) বাঙলা জনসাধারণের অফিস হইতে প্রতি বৎসর সংস্কারপত্রের যে বিবরণী ও বিবরণী বচিত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা।

(১০) নির্দিষ্ট-ভাষিত বেতিহর লুটী কেন্দ্র হইতে যে সব বিষয় প্রচার করা হইয়া থাকে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা।

(১১) সংস্কারপত্রসমূহ প্রকাশিত প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহের কাঠি সংগ্রহ করিয়া রাখা ও তাহার প্রণী-বিভাগ করা।

(১২) যোগ্যতা গভর্ণ-মেন্টের বাহাদুর ও মাননীয় বহিঃ-কর্মের সঙ্গ উপলক্ষে এবং সরকারী অন্যান্য অনুষ্ঠানে বক্তৃতাটির সুবিধার জন্য দুনি-বিভাগের যত্নসি বাবদ করা।

(১৩) বৃত্ত সম্পর্কিত প্রচার কার্য্য।

(১৪) এই প্রদেশের বাসিন্দা ও বাহিরের লোকদের অনুবোধ মত বাঙলা সরকারের কার্য্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি সম্বন্ধিত।

(১৫) সংস্কারপত্র-প্রতিমিবিভাগ যথো সরকারী সংস্কারি বিভাগ।

কলিকাতা সুইমিং ক্লাব

বৃহৎ-ভাঙারে বিরাট লান

কলিকাতা সুইমিং ক্লাবের সমসাময়িক সম্প্রতি টি-ইউনিটের মধ্যে বৃহৎ প্রচেষ্টার সাচায়া হিসাবে ২: ৫.০০০ টাকা লান করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব-প্রস্তুত ঠান লান সম্পূর্ণ লানের পরিমাণ প্রায় ৭০,০০০ হইয়াছে এবং বিমান-বাহিনীর টি-ইউনিটের কোয়ার্টারের একটি বিমানের নাম এই ক্লাবের নামানুসারে রাখা হইবে। ক্লাবের সভাপতির মিকট এক পত্র মিথিয়া যোগ্যতা গভর্ণ-মেন্টের বৃহৎ-প্রচেষ্টার এই মিকট সাচায়ায় জন্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কলিকাতার জীবনসমূহের একজন প্রচেষ্টা প্রকৃষ্ট বন্যবান্দার।

বাঙলা-সরকারের পরী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

পার্ট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মচারীদের ট্রেনিং

বাঙলাসরকারের পার্ট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ও পরী-উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক পার্ট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মচারীগণের ট্রেনিং প্রচেষ্টার জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই পরিকল্পনা হতে ১৯৪১ সনের ২২শে জুলাই হইতে ত্রি-মাসিকের জন্য হিসাবপুর্বে একটি ট্রেনিং নির্দিষ্ট বোধ্য হইয়াছিল। তাহার ৬০ জন টিউ ইনস্পেক্টর ও বাহাদুর ইনস্পেক্টরকে সার্ভে স্টেটমেন্ট ও পরী-উন্নয়ন কার্য্যে হাতে কলমে সহায় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ট্রেনিং প্রাপকগণ কর্মচারীগণকে প্রতিদিন সকাল ৬-১০ নাগে ডাক্তার হইতে অপরাহ্ন ১ ঘটিকা পর্যন্ত নাগে কাজ করিতে হইত এবং অপরাহ্ন ১টা হইতে ৫টা পর্যন্ত ও পুনরায় ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে আদর্শ সম্পর্কিত বক্তৃতা যোগদান করিতে হইত। বাঙলা-সরকারের পরী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর ও পার্ট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চিক স্টেটমেন্টের এই নির্দিষ্ট ১০ দিন ছিলেন ও পরী-উন্নয়ন সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে ৮টি বক্তৃতা প্রদান করেন। ডেভেলপমেন্ট সার্কেলের ইন্সপেক্টর: ইন্ডি-মিটার মি: সি, সি, আর সেচ ও পর:প্রণালী সম্বন্ধে একটি চিত্রাঙ্কন প্রস্তুত পাঠ করেন, তাহাতে কৃষি ও বাহা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ লও-চিকিৎসা, সমসার, পরী রণ, কুখীলানা, জনস্বাস্থ্য ও পরীত স্বাস্থ্য বাবদ, বাসপেরিয়া, গুলিগোকার চাম, কৃষির শিল্প, কৃষিকাজ ওষ্যের রূপ-বিভিন্ন বাবদা ইত্যাদি সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। হিসাবপুর্বে গভর্ণ-মেন্ট কৃষিকাজে কৃষি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করা হয়; তাহাতে শিক্ষণীয় কর্মচারীগণ উন্নয়নের কৃষি পদ্ধতির বাস্তব মিকটা সেবিয়ার রূপে পাঠিয়াছিলেন। তাহাঙ্গিকে একটি ইউনিয়ন বোর্ড কৃষি-কাজে লটকা লাগা হইয়াছিল এবং পরীতে কিরূপভাবে উন্নত বরণের কৃষিকাৰ্য্য সম্প্রদায়িত হইতেছে, তাহাও তাহারা সেবিতে পাঠিয়াছিলেন। ইয়া হাড়া কৃষি, কৃষি-শিল্প, পরীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে জারিচিত্রও সেবান হইয়াছিল। হিসাবপুর্বে এই শিক্ষা নির্দিষ্ট বর্ণেই সাফল্যবান হইয়াছে। এই শিক্ষণীয় কর্মচারীগণ যথেষ্ট উৎসাহ অর্জন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অধীনস্থ অনর্দিষ্ট লোকগণকে তাঁহারা শিক্ষা দিহেন এবং তাঁহাদের এলাকার তাঁহাদের এই লক্ষ অভিভূতা বাস্তব কাজে নিয়োগ করিবেন।

এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধরার কাজ এখন আরম্ভ হইবে। টিউ ইনস্পেক্টরগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বাঙলাসরকারের সমুদ্র ১৬টি চার্জ শিক্ষা নির্দিষ্ট বুলিতে হইবে এবং পরী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক পরিকল্পিত কাগ্যতালিকা হতে কাজ করিত প্রত্যেক চার্জের মনর্দিষ্ট কর্মচারীগণকে তিনটি মনে বিতরু করিয়া, প্রত্যেক মনে প্রায় ৫০ জনকে লইয়া শিক্ষা দিতে হইবে। প্রত্যেক মনকে দুই মাসের শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং একটি নির্দিষ্ট ইউনিয়নের সমস্ত গ্রামে পরী-উন্নয়নের কাজ হাতে-কলমে করিতে হইবে। সার্ভে ও স্টেটমেন্টের কাজ সকাল ৬-১০ নাগে ডাক্তার হইতে ১টা পর্যন্ত চলিবে এবং অপরাহ্ন ১টা হইতে ৬-১০ নাগে ডাক্তার পর্যন্ত পরী-উন্নয়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হইবে। ইয়া হাড়া প্রত্যেক দিন লঙ্কার পরী সমসায় সম্বন্ধে দুইটি করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হইবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে পূর্বাণ ৬টি আরম্ভ হইবার পূর্বেই ৬,০০০ জন হাডার লোক পরী-উন্নয়ন সম্বন্ধে পূর্ণ ট্রেনিং পাইবে।

ইয়া হাড়াই যে-সরকারী কর্মগণকে শিক্ষা দেওয়া বাবদ হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, আশাশী পীত কালের মধ্যে ৫০,০০০ পক্ষন হাডার কর্মীকে ট্রেনিং দেওয়া হইবে।

ଡଃ. ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, କଟକ ।

କରିଳାପୁର ଡେମା

ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ—

ମୋହିନୀମୟ ସହକର୍ତ୍ତା—

श्रीगणेशाय नमः सकलस्य—

সকলারই প্রজ্ঞান বীজসমূহ বেশ ভাল কাজ করিতেছে।
অর্ধাঙ্গিকে বেশ ভালভাবে চালাইয়া দিয়াছে।

গৌণীজননক মহাব্যসা—

পল্লী-বঙ্গম সমিতিসমূহ আগের মতই কাজ করিয়া
চলিয়াছে। শিক্ষা পল্লী-বঙ্গম সমিতি সম্বন্ধে বিশেষ
কথিত। বলা হইবে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান যেহেতু প্রবাসিত
স্থানে কলুসীপাতা পরিষ্কার, একটি মৈত্রীবিদ্যালয় পরিচালনা
এবং বাসমহিলা-প্রশিক্ষিত অঙ্গনে বিদ্যামূল্যে কুইনসিয়াম
বিতরণ করিয়াছে।

নৈশবিদ্যালয়সমূহ পুষ্টির বড়ই কাজ করিতেছে। যে সকল নৈশবিদ্যালয় সম্মতি লাভিত হইয়াছে, সেগুলিও বেশ ভাল কাজ করিতেছে। ১৯৩৯ সালের বর্ষীয় প্রতিষ্ঠা ও বেকার সাহায্য আইন অনুসারে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাকী কয়টি ইউনিয়নে এবং ভাল চীনা সংগৃহীত হইতেছে।

ଆବଦ୍ଧାନ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ର

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରିରାହୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟତଃ ୧୫୦୦ ରୁ ୨୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ କରାଯାଇଛି ।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সৈন্যবাহী বহু জার্মান বিমান ধ্বংস

সোভিয়েট ইন্টারনেস ফ্রন্টপ্যারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বিমানবাহকের আক্রমণে বহু চার-ইঞ্জিনযুক্ত জার্মান সৈন্যবাহী বিমান ধ্বংসিত হয়। উক্ত বিমানগুলির প্রত্যেকটিতে সৈন্যসহ একটি করিয়া হাফা ট্যাঙ্ক আছে দেখা যায়।

লেনিনগ্রাডের সর্বকণ্ঠে জার্মান সৈন্য

“আকস্মিকভাবে” পত্রিকার বালিনকিত সংবাদমতানুসারে প্রকাশ, গ্যাটচিনা পথে অস্ত্রাধিকারী জার্মান সৈন্যরা গত ২০শে আগস্ট রাতে লেনিনগ্রাডের ২০ কিলোমিটার দূরে উপনীত হয়। সংবাদে বলা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাডের নিকটে অস্ত্রাধিকারী সৈন্যেরা তীব্রতর পরিচালিত হইতেছে এবং গ্যাটচিনার বহু মিটি সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টায় আক্রমণ চলিতেছে।

জার্মানদের চারটি নগর দখলের দাবী

বালিন হটতে প্রচারিত জার্মান হাইকমান্ডের এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, স্কিপ টাউন-এর জার্মান-বাহিনীর অস্ত্র-সৈন্যরা নীপার নদীর মোহনাবর্তী সামুদ্রিক বন্দর ও শিল্পমণ্ডিত নগর দখল করিয়াছে। প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, জার্মানরা ও লাভা এই তিনটি নগর দখলের দাবী করা হইয়াছে। পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, গোয়েলের উত্তরে ও চতুর্দিক দখল করিয়াছে যে, সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর তীব্র পরাক্রম ব্যক্তিগত।

নাৎসী হাইকমান্ডের দাবী

কুয়েনবার্গের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত জার্মান হাইকমান্ডের এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, “গোয়েলের চতুর্দিক জার্মান সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে এবং উত্তরে সোভিয়েট বাহিনী পোচলানভের পর্বত হইয়াছে। এই বৃত্তে বাইকেলবারী ১৭টি ডিভিশনের একাংশ, দুইটি সীজোয়া ডিভিশন, একটি যন্ত্রাঙ্গিত ডিভিশন এবং দুইটি প্যারাসুট প্রিগেড পরাক্রম, নির্ভর করিয়া বন্দী হইয়াছে। ৭৮,০০০ সোভিয়েট সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৪৪টি ট্যাঙ্ক, ৭০০ কামান এবং দুইটি সীজোয়া ট্রেনও জার্মানের হস্তগত হইয়াছে।”

জার্মানীর বিরাট কতি

২১শে আগস্ট সোভিয়েট ইনকম্পেন বারো হইতে মঃ লোজোভস্কি কর্তৃক প্রচারিত কন হিসাব অনুসারে পূর্বে সীমিত প্রথম দুই মাসকালীন যুদ্ধে জার্মানদের প্রায় কতি লক্ষ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। প্রায় ৭ লক্ষ হত হইয়াছে। মঃ লোজোভস্কি বলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে একজন বিশাল কতি কোন সৈন্য বাহিনীর হইয়াছে বলা উচিত। পাওয়া যায় না। ইহা সত্য যে, এই কতির বিশিষ্ট ছিলার সোভিয়েটের কিছু কমি দখল করিয়াছে। কিন্তু ইহা খাড়া খাড়া দখল হইবে না; এই জানগুলি নগর ও গ্রামের পুনরুদ্ধার ও কারখানার উন্নয়নমূলক। তাহা ছাড়া জিটারকে পথিলা যুদ্ধ ও অধিকৃত অঞ্চলের অবিস্বাসীয় বিবেকের সমুদায় হইতে হইতেছে।

অন্ততঃ নাৎসী-নেতা নিহত

২১শে আগস্ট জার্মান বেডিগেতে প্রকাশ, নাৎসী পার্ট অফিসার প্রাচীর মর্যাদা ও এবং জার্মানবাহিনীর সর্ব নেতা হাইনরিক হিমলার কন বহুদিনে প্রাণ হারাইয়াছেন।

যেই বেডিগেতে প্রকাশ যে, পূর্বে সীমিত সংগ্রামে হিমলার যুদ্ধসময় নেতা আর্থার আকমানও অন্ততঃ প্রায় হত হইয়াছেন; কন জার্মান জান হাউসি ব্যক্তিগত কেনিতে হইয়াছে।

লেনিনগ্রাডের ৪৯ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ

সোভিয়েট সীমিত হটতে তিনি নিউজ এজেন্সীর নিকট সংবাদ আনিয়াছে যে, লেনিনগ্রাড বন্দী ৪৯ লক্ষের বেশী সোভিয়েট সৈন্য নিয়োজিত আছে। গোয়েল অঞ্চলের যুদ্ধ উত্তর করিয়া এই সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গোয়েলের সমুদ্রে যে সকল বড় বড় সোভিয়েট সৈন্যসহ সমাবেশ করা হইয়াছিল, সেগুলির উপর সুলেনক অঞ্চলের নাৎসী অগ্রবাহকে বিচলিত করিয়া দেয়ার আশে দেয়া হইয়াছিল বলা বনে হয়; উত্তর উত্তরবাহকের অন্য লক্ষ পক্ষের ডিভিশন-এ পৌঁছবার চেষ্টা করে। জার্মান কমান্ড সুলেনক ও কিহেভ অঞ্চল হইতে উক্ত ট্যাঙ্ক আনিয়া কনসের পশ্চা-জাগ আক্রমণ হাড়া এই মতলব রাখা করিয়া দে। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে গোয়েল ও জার্মান সগৃহীত অঞ্চল জার্মানদের হাতে এবং প্রকাশ, জার্মান বেসকানাইড কনগুলি গোয়েলের ১৫০ মিলি উত্তর-পূর্বে ব্রিসক-এ পৌঁছিয়াছে।

সৈন্যবাহী জার্মান জাহাজ জলমগ্ন

সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সী হেলসিংকি হটতে সংবাদ পাইয়াছে যে, ফিনল্যান্ড বাহিনী লাভোয়া হ্রদের তীরে কেরলেন অধিকার করিয়াছে বলা ফিনল্যান্ড উত্তর ককৃপক দাবী করিয়াছেন। জার্মান আরও দাবী করিয়াছেন যে, জুলাই ১৯৮ সংখ্যা নুতন সোভিয়েট ডিভিশনকে সঠিকভাবে ককিপে অবস্থিত অস্বীকার পর্যন্ত হাইয়া লিখাছে। এই ডিভিশনের মূল বাহিনী বিশুদ্ধ হইয়াছে। আরও দুইটি সোভিয়েট ডিভিশনকে হাইচোলার পূর্বে কিলপুলা বৃত্ত পর্যন্ত হাইয়া দেয়া হইয়াছে।

কিনগন কর্তৃক কেরলেন অধিকারের দাবী

সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর মতে সোভিয়েট বোনাক বিমানসহ ককৃপাগের কতকগুলি জার্মান চালানী জাহাজ পর্যন্ত করিয়াছে। অস্ত্র: দুইটি চালানী জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। একটিতে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে এবং অন্যান্যগুলির উপর বোমা পড়িয়া ক্ষয় হইয়াছে। উক্ত চালানী জাহাজগুলি উত্তরে নুতন সৈন্য দাবী হইতেছিল।

চুই মাসের যুদ্ধে জার্মানীর কতি

একবারি সোভিয়েট ইন্টারনে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের প্রথম দুইমাসে ২০ লক্ষেরও বেশী জার্মান সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে, জার্মানদের ৮ হাজার ট্যাঙ্ক ১০ হাজার কামান এবং ৭ হাজার ২ শত বিমান ধ্বংস গিয়াছে।

ঐ সময়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার সোভিয়েট সৈন্য নিহত, ৪ লক্ষ ৪০ হাজার আহত ও ১ লক্ষ ১০ হাজার মেরীচ হইয়াছে। সর্বমুখ সোভিয়েটের ৭ লক্ষ সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। সোভিয়েটের ৫ হাজার ৫ শত ট্যাঙ্ক, ৭ হাজার ৫ শত কামান ও ৪ হাজার ৫ শত বিমান বোমা বিস্ফোরিত।

হজোতে যেটি ২৪ বার বিমান আক্রমণ হইয়াছে— কিন্তু সামরিক কোন লক্ষ্য কতিগ্রস্ত হয় নাই। ৪১৬ জন লোক নিহত, ১,৪৪৪ জন ওড়তর আহত ও ২,০৬৯ জন মারাত্মক আহত হইয়াছে।

সোভিয়েট বাহিনীর পান্টা আক্রমণ

বহু মগজ হইতে প্রেরিত সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর সংবাদে ২৪শে আগস্ট বলা হইয়াছে যে, ফেলান্স কোমিসরেডের দেকুয়ে পরিচালিত সোভিয়েট বাহিনী প্রতিপক্ষের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে; জার্মান একটি জার্মান পশ্চাভিক ডিভিশনকে পর্যন্ত করিয়াছে, উত্তর কামানসহ হস্তগত করিয়াছে এবং হেডকোয়ার্টার বিচলিত করিয়াছে। জুপারি প্রতিপক্ষের

কমান্ড সিস্টেম সর্বত্র কলিয়ার ও সৈন্য নিহত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ পশ্চাভিকিত বাহ হইতে সৈন্য আনিয়া নকি করি করে, কিন্তু জার্মান পর্যাপ্ত হয়। সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণে ১১০টি ট্যাঙ্ক, নভাবিক নদী, বহু কামান ও প্রচুর গোলাবারুদ ধ্বংস হয়। ফেলান্স কোমিসরেডের সৈন্যসহ সোভিয়েট এলাকাভুক্ত প্রাথমিক প্রতিপক্ষের কনসহ করিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং প্রতিপক্ষকে বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ দিতেছে না।

ইউক্রেনের জার্মান

ইউক্রেনে নীপার নদীর পশ্চিমতীরে সের্ভের নিকট সংগ্রাম চলিতেছে। উক্ত সের্ভ এখন জার্মানদের অধিকারে আছে। জার্মান ইন্টারনে বলা হইয়াছে যে, জার্মান প্রচণ্ড সংগ্রামের পর চেরকানীকিত নীপার নদীর সের্ভ দখল করা হয়। জুপারি জার্মানরা এই দাবী করিয়াছে যে, জার্মান নীপার নদীর উত্তরে একটি নুতন দানে পৌঁছিয়াছে এবং উত্তর অতিক্রম করিয়াছে। বালিন বেডিগেতে প্রচারিত হইয়াছে যে, জার্মানরা ককৃপাগের তীব্রতর ওড়োয়া ও নীপার নদীর মোহনাবর্তী ওড়াকোভ বন্দর দখল করিয়াছে। জার্মানরা ৮ শত সৈন্য বন্দী, ১৮টি বিমান ও ৩১টি কামান হস্তগত করিয়াছে বলা সংবাদ দিতেছে। জার্মান কুয়েলী নীপার নদী অতিক্রম করার পর ওড়াকোভ বন্দরে বিচলিত হইয়া পড়ে। বালিনের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্মানরা এই দাবী করিয়াছে যে, বালিনমরা কিলম্যাও উপদাগর হইতে এগোনিনার উপকূলে সৈন্য নামাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু জার্মানরা তাহা বাধা করিয়া দেয়।

বুটিন ও সোভিয়েট সরকার কর্তৃক ইরান আক্রমণ

সরকারীভাবে ২৫শে আগস্ট ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বুটিন ও সোভিয়েট গভর্নমেন্ট ইরানে সমবেতভাবে সামরিক ব্যবস্থাপন করিয়াছেন।

একসিঙ্গ নকি বাহাতে কপিরা এবং বহু প্রাচী ফেলান্স ও ভারতের নিরাপত্তা বাহিত কর্তৃক আর সুরোগ না পাও এবং ইরানের তৈল এবং অন্যান্য সম্পদ বাহাতে নাৎসীদের হাতে না পড়িতে পারে, ফেলান্স তদুদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ইরান নিকে জার্মান সম্পদাদি বন্ধার অসমর্থ হওয়াই ইহার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়াছে।

এতৎসম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, নিউজ নিরাপত্তার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে; ইরানের স্বাধীনতা বা অধঃতার হস্তক্ষেপ করার অতিসমি ইহার মধ্যে বিশৃঙ্খল ও নাই।

উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে অভিযান

এম, বরোভিট ইরানের রাষ্ট্রদূতকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী ইরানে প্রবেশ করিতেছে। লঙ্কন প্রাচীর পূর্বে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কপিরা সৈন্যরা ককৃপাগ অঞ্চল হইতে ইরানে প্রবেশ করিয়াছে এবং বুটিন সৈন্যরা দক্ষিণ দিক হইতে ইরানে প্রবেশ করিতেছে।

জার্মানদের বিরুদ্ধে কনসারদের পান্টা আক্রমণ

নীপার নদীর তীরে ২৫শে আগস্ট যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কনসারদের হাজার কামান সর্বত্র কুয়েলী নদীর তীরে জার্মান সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন।

হজোয় মধ্যপ্রাচ্যের এন্ডেরারে বলা হইয়াছে যে, “নীপার-পৌত্তক এলাকার বিশেষভাবে তীব্র লড়াই চলিতেছে।”

এই শহরটি ইম্পার্ট ও পৌত্তকের দাবী বিখ্যাত। কু-দাগর হইতে প্রায় ২০০ শত মিলি দূরে নিয়োগ-পৌত্তক বর্তমান নীপার নদীর তীরে অবস্থিত।

ত্রিপুরা-কোন্সার নগর (উত্তর) অঞ্চল-অঞ্চল “বোন্স ফেলান্স” জার্মান-বাহিনী ককৃপাগের পশ্চিম দিকে উত্তর-বাহিনী উত্তর দিক দখল করিয়াছে।

বঙ্গদেশে সেভিংস্ সার্টিফিকেট ও সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প বিক্রয়

এপ্রিল, মে ও জুন মাসের হিসাব

ক্রমিক কোড	এপ্রিল মাস		মে মাস		জুন মাস	
	সার্টিফিকেট	টাকায়	সার্টিফিকেট	টাকায়	সার্টিফিকেট	টাকায়
১। ত্রিপুরা	৮,৬২০	১০৪১০	১,০০০	১০০	৪,২০০	১০৪১০
২। মেঘালয়	১,০০০	১০০	৪০০	৪০	১,২০০	১২০
৩। উত্তরপ্রদেশ	১,০০০	১০১০	৪,১০০	১০০	৩,০০০	৪১০
৪। পশ্চিমবঙ্গ	১০০	...	১০০
৫। মাদ্রাস	৫,০০০	১০	২,০০০	১০০	৪,১০০	১০০০
৬। কলকাতা	৫২০	৫২০	১০০	১০	২,৫০০	৫২০
৭। চম্বা	৫,০০০	১০১	৪,০০০	১০০	১,০০০	১০১১০
৮। মাদ্রাস	১,০০০	৫০১০	১,১০০	১০২১০	১০০	১০১১০
৯। পশ্চিম	১,১০০	১১০	১০০	১০	৪,১০০	১০০
১০। কলিকাতা	১,০১,২০০	১০০১০	১,০১,১০০	১,০০১	১,০১,১০০	৪,১০১০
১১। অশোক	৫০০	৫০	১,০০০	১০	১,১০০	৫১০
১২। পুন্ড্র	১,০০০	১০১০	১১,১০০	১১	১,০০০	৫১০
১৩। পশ্চিম	১,০০০	১০১	১,০০০	১০১০	১,০০০	১০১০০
১৪। বেঙ্গল	৫,০০০	৫০০	১,০১০	১০০	১,০০০	৫১০
১৫। বীজ	১০০	১০	...	১০০	১০০	৫১১০
১৬। মাদ্রাস	১,১০০	১০০০	১,০০০	১১১০	১,০০০	১০১০
১৭। বঙ্গ	১,০০০	৫১১০	১,০০০	৫১০	১,০০০	৫১০
১৮। ১৪-পশ্চিম	১০,০০০	১০০১১০	১,০০০	৫১১০	১০,০০০	৫১১০
১৯। মাদ্রাস	১০০	১০	১০০	১০	১০০	১০
২০। পশ্চিম	১,০০০	১০১০	১,০০০	১১১০	৫১০	৫১০
২১। বীজ	১,০০০	১১০	৫০০	১০১০	১০০	১০
২২। কলিকাতা	১,০০০	১০	৫,১০০	১০০	১,০০০	১১১০
২৩। অশোক	৫,০০০	১১১০	৫০০	৫১০	১,১০০	৫১১০
২৪। বঙ্গ	১০	১০	১,০০০	১০১০	৫১০	১১১০
২৫। মাদ্রাস	৫,০০০	১১১১০	১০০	১০০	১,১০০	৫১১০
২৬। অশোক	৫,০০০	১০০	১,০০০	৫১০	১,০০০	১১১০
২৭। অশোক	৫০০	১০০০	১১০	১১১০	১,০০০	১১১১০
২৮। কলিকাতা	৫,০০০	১১১০	১০,০০০	১১১০	১,০০০	১১১০
মোট	১,১১,১০০	৪,১০১১০	১,১১,১০০	১,১১,১০০	১,১১,১০০	৪,১০১১০

এপ্রিল, মে ও জুন মাসে মোট ৮,৪০,১০০ টাকার সেভিংস্ সার্টিফিকেট ৬ কোটি ১১,৮০,১১০ টাকার সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে।

বাংলা দেশের সংক্রামক ব্যাধি

বর্তমান সময়ে যে সংক্রামক রোগ হইয়াছে, সেই সময় বাংলা দেশে যেটি ৮০০ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইল। কলেরা রোগের ১২২ জন, ২৪-পারসপার ১০৫ জন এবং মেঘালয়তে ৪১২ জন লোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হইল। উক্ত সময় যেটি ১১৬ জন লোক কলেরার মাত্র পক্ষে, কলেরা এক মাত্র মেঘালয়ী জেলা-তেই ১৮০ জন লোক মৃত্যু হইতে পড়িত হইল।

২৪-পারসপার এবং পাকিস্তানি জেলার বাকসে ৫১ জন ৮৩ জন লোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হইল। কলিকাতার ইতিহাসে কলিকাতার মৃত্যু হইয়াছে।

উৎসের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাংলা সরকারের প্রধান মূল্য নিয়ন্ত্রকের অধিন হইতে গত ১লা আগস্ট নিম্নলিখিত বিধি প্রকাশিত হইয়াছে :—
গত ১৯৪০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত গত ১৯৪১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী সরকারী প্রেস-নোট সংশোধন করিয়া স্যাণ্টোমিসের (যে এক বেকার) পাইকারী ও পুচকা লব কলিকাতা ও পরগণার জেলা নিম্নলিখিতরূপে বাধ্য করিয়া দেওয়া হইল। এই আদেশ নতুন নতুন কার্যকরী হইবে :—

নাম। পাইকারী। পুচকা।
স্যাণ্টোমিস (এক, এক)
[এক কলেরা নিম্নে হইল]

বন্দীদের দ্বারা শোষক প্রকৃত

হামসড ও বাকালোরের কারখানা স্থাপন

সরকারি বিভাগের একটি প্রেস নোট প্রকাশ :—

গত ২২ মাসে ভারতবর্ষের ৮টি শোষক উদ্যোগ কারখানার বিভিন্ন প্রকারের ৪০ লক্ষেরও অধিক জিনিস প্রস্তুত হইয়াছে। যথেষ্ট, মাকানপুর, কলিকাতা এবং বাকাল প্রভৃতি স্থানে এক লক্ষের কাচাকাড়ি জিনিস প্রস্তুত হইয়াছে।

সম্প্রতি বাকালোর এবং হামসডে বাকসে বাকালোর এবং কলিকাতা শোষক উদ্যোগ কারখানা দুইটির মিলিত সংশ্লিষ্ট দুইটি শাখা কারখানাও খোলা হইয়াছে। এইগুলিতে যুদ্ধে বন্দীদের দ্বারা শোষক উদ্যোগী করিতে হইবে। এই শাখা দুইটি বন্দীদের দ্বারা তাঁপ এবং অপরী বাকসে স্থাপন করা হইয়াছে। উপর্যুক্ত বাকসে স্থাপন হইয়াছে এবং উত্তরবাহী এইগুলিতে কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

অষ্ট্রিয়ার বহু রূপে জার্মান সৈন্যের পরিবর্তে ইটালীয় সৈন্য

বিয়েন্না রেভিউর অধিনে জার্মান সৈন্যের উৎসাহ

ভিয়েন্না টেলিগ্রাফ পত্রিকার তদানিষ্টম সংবাদমতে ভারত প্রকাশ, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আক্রমণ উদ্বৃত্তন করিবার জন্য জার্মান অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন রূপ হইতে জার্মান সৈন্যের সহায়তা দিয়া দাঁড়াইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্মান সৈন্যের পরিবর্তে এই সময় স্থানে ইটালীয় সৈন্য মোতায়েন করা হইতেছে। ইটালীয় সৈন্যেরা জার্মানদেরকে বহু বিঘ্নে স্বাধীনতা দিতেছে। অষ্ট্রিয়ার কোমণ্ড কোমণ্ড অফিসে জার্মানদের পার্কেই যথেষ্ট প্রকাশ্য দিবালোকে বিয়েন্না রেভিউর বহু কলিতেছে। মিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলেও ইটালীয় সৈন্যেরা উচাতে বাধা দেয় না। ইটালীয়রা এইরূপে যে, ইটালি বিজয়ী এবং অষ্ট্রিয়ারা উত্তরেই একই পক্ষ হইতে সাক্ষিত হইতেছে এবং উত্তরেই উত্তরের সমর্থনী।

কল ও শাক-সব্জীর প্রদর্শনী

আগামী শীত কালে আয়োজিত হইবে।

বাংলা দেশের নিম্নলিখিত বার্ষিকী: অফিসার মি: এ. আর. মালিকের সভাপতিত্বে গত ১২ই আগস্ট কলিকাতার বিখ্যাত কল-সংরক্ষণ কারখানার মালিকদের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভার বিষয় করা হয় যে, আগামী শীত ঋতুতে কলিকাতা শহরে কল ও শাক সব্জী হইতে উৎপন্ন হইবার একটি প্রদর্শনী বোলা হইবে।

অধিা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে প্রতি বছর এই জাতীয় শাক সব্জী পরিমাণে আশ্রয়ী করা হয়। ভারতবর্ষের কলকলি প্রদানে বিশেষ করিয়া বোখা, বাজিলা এবং পাটালে দেশীয় নিম্ন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করা হইতেছে। এই ব্যাপারে বাংলা দেশে নিচের পদ্ধতি আছে। পাটা করা যায় যে, এই প্রদর্শনীতে কল দেশীয় নিম্নের উদ্ভৃতি বিধানে যথেষ্ট সাফল্য করিলে।

[২য় কলের ভেদ]

বি) (এক অষ্ট্রিস) ২১, প্রতিটি ২৪, প্রতিটি
স্যাণ্টোমিস (এক, এক)
বি) (১/২ অষ্ট্রিস)
(এক সেট) ... ২৫, সেট ২০, সেট

পল্লী-অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

রাজশাহী ডেলার বহু ঋণ-সালিসী বোর্ডের
প্রশংসনীয় কার্য

জিওপাড়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১০৫—১০ নং বাবলার ঋণতক বাবলস সঞ্চায় বহুজন সাধারণ কবিগোত্রের নিকট আড়াই বিঘা জমি মণে ৪৯ টাকায় ধার করে। মহাজন বলে, অন্যান্য বহু সহ জমার দাবীর পরিমাণ ২০৫৫০ আনা। কিন্তু ঋণতক ত্যাগ অস্বীকার করে। মহাজন বার বার ধরিয়ে জরি জোগানবল করে এবং তত্বজনা জমার বিশেষ লাভ হয়। তত্বজনা বোর্ডের বিশেষ অনুরোধে মহাজন জমার দাবী পরিত্যাগ করিয়া জমি ঋণতকে প্রত্যাপন করে।

আত্রাই শেখাল বোর্ড

১৯৪১ সালের ৩—৩টি নং বাবলার ঋণতক শাখা ১৫৫৫ হোসেন চৌধুরী এবং আরও অনেকে এবং মহাজন সমুদায় ছয় আনী এট্টেট এবং আরও চৌক জন।

১৯৩৮ সালের ১৮ই নভেম্বর বাবলা দারের করা হয়। ১৯৪১ সালের ১৬ই মার্চ উচ্চ আত্রাই শেখাল বোর্ডের হাতে আসে। বোর্ড দাবীর পরিমাণ ছিল ৭,৪৭২ টাকা; তদুপরে ঋণতক জমা ৬,১৩৬ টাকা পাওয়া ছিল। লাভে প'চ বৎসরের ঋণতক অনাসারী ছিল। অসিলকরণকে এগার বৎসরের কিস্তিতে দাবী করানো হয়। সমুদায় ছয় আনী এট্টেট এ পিথরে উদ্বার প্রদর্শন করেন। এই এট্টেটের প্রাপ্য ছিল ৪,১৩৬ টাকা। জমাদার দাবীর পরিমাণ কমানিয়া ১,৬৮৬ টাকা বাদ্য করেন। ঋণতক ব্যাপারে এইরূপ বলসাহিত্য সত্যই বিরল। ১৯৪৬ সালের শেষ দুই কিস্তি এবং ১৩৪৭ সালের ঋণতক হিসাবে বোর্ড ঋণতকে উচ্চ এট্টেটকে ৫৪৭ টাকা প্রদানে প্ররোচিত করে। বোর্ড ৭,৪৭২ টাকার ঋণ ৫,৬১৪ টাকার বীমাংসা হয়।

কানিলাগাড়ী ঋণ-সালিসী বোর্ড

ঋণতক বড়ীয়া সাধ দার এবং নওগাঁ। ইউনিয়ন ব্যাংক ছয় জন হাজা মহাজন।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বাবলা দারের করা হয়। মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ২০,১০০ টাকা। উচ্চ পরে ১৩,৬৬৭ টাকা বসিয়া সাব্যস্ত এবং ৬,৫৮৫ টাকার বীমাংসা হয়। বাকি ঋণতক জমা ১,৩১২ টাকার দুইটি ঋণ ছিল; উচ্চ ১,৩১২ টাকার বীমাংসা হয়। অন্যান্য ঋণ সম্পর্কিত বিবৃত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মহাজন।	দাবী।	সাধ্য।	বীমাংসা।
নওগাঁ।			
ইউনিয়ন			
ব্যাংক ..	৮,৪১২	৬,২৬৮	৩,০০০
পাথ নওগাঁ।			
ব্যাংক ..	১৭২	১৭২	৮৫
বামাইল			
এট্টেট ..	২,৪২০	৫,৭৩৪	২,০০০
নওগাঁ।			
টাইল			
ব্যাংক ..	২০২	২০২	৮০
নওগাঁ।			
সোদ			
অফিস ..	২৪৫	২৪৫	১০০
বোর্ড ..	১৬,৯৭৮	১২,৩৪৮	৫,২৪৬

[২৪ কলমে নিম্নে প্রদত্ত]

হাসপাতালের রোগীদিগকে দেখার
সময়

বাঙলা গভর্নমেন্ট কল্লিক মির্জারিত

বাঙলা সরকার কলিকাতার সমস্ত সরকারী হাসপাতালে রোগীদিগের আত্মগণের সহিত দেখা করিবার সময় নিম্নলিখিতরূপ নির্ধারণ করিয়া বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন:—

- (১) মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল .. সপ্তাহের অন্যান্য নিবস—বৈকাল ৪১০টা হইতে ৬টা পর্যন্ত; এবং প্রতি রবিবার—বৈকাল ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত।
- (২) কারমাইকেল হাসপাতাল (টুণিক্যাল অস্ত্রোপচার জন্য) .. ৩
- (৩) প্রেসিডেন্সী মেমোরেল হাসপাতাল .. ৩
- (৪) নবুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল .. ৩
- (৫) কামেল হাসপাতাল .. সপ্তাহের অন্যান্য নিবস—বৈকাল ৪১০টা হইতে ৬টা পর্যন্ত; প্রতি রবিবার—বৈকাল ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত; এবং সকাল ১১টা হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।
- (৬) ডালাগাড়ী ডেমি-রিজেল হসপিটাল .. অপরাহ্ন ১টা হইতে ৩টা পর্যন্ত।

নহরের আমোক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন থাক। কাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

[১ম কলমের ক্ষেত্র]

চেরাপপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড
(খানা মহালেকপুর)

১৯৪০ সালের ২৬ নং বাবলার ঋণতক মানলা দাসা বাবলা দারের করে। মহাজন কেনার সাধ দেবদাশ চক খৌরীর অধিনায়ী।

১২ বৎসরের নিমিত্ত চারি বিঘা জমি জোগ দ্বল করিতে দিয়া গড় ১৩৪৩ সনে ৯৬ টাকা ধার করা হইয়াছিল।

বোর্ড টাকার উপর একটা আইনসম্মত ছদ এবং মহাজন জমি কিস্তি জোগদান করিয়াছে জমার একটা মোটামুটি হিসাব করে।

এই সময় বিবর এবং ঋণতকের দুখবর কথ্য বিবেচনা করিয়া জমার মহাজনের বদ সময় করিতে সক্ষম হয়। নব বার প'চ টাকা প্রদানে এই ঋণতক বিবরটি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঋণতকে জমার জমি প্রত্যাপন করা হইয়াছে।

লালপুর শেখাল ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪১ সালের ২১ নং বাবলা মহাজন পূর্ণ হুত দার এবং ঋণতক মানলী সাধ হুত।

মহাজন ঋণতকের নিকট ১,১৭৬ টাকা দাবী করে। ঋণতকের দুখবর কথ্য বিবেচনা করিয়া বোর্ড কলম পরিমাণ ৬০ বসিয়া সাব্যস্ত করে এবং উচ্চ দুই কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে বাকি করা করিয়া দেয়। উচ্চ দুখের নওগাঁ আইন এই ঋণতক কথ্য বিবৃত।

বিভিন্ন জব্বার বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

১৮ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতার বিভিন্ন জব্বার বাজার দর নিম্নরূপ ছিল:—

জব্বার।	মূল্য।
আগমার্ক। আটা (কাপড়ের বসিয়ার)	৫৫০
আগমার্ক। আটা (চটের বসিয়ার)	৫৫০
আগমার্ক। আটা (কাপড়ের বসিয়ার)	৬১০
আগমার্ক। মুত—	
কিশোর বার্কী	৬৭
অন্ততাল	৬৬
অভর	৬৭
রাগা প্রত্যাপ	৬০
শতর	৬৭
সীতা	৭০
শ্রী	৭২
চটিল—	
বীকতুলসী	৭১/০
পাটিনাই	৬১/০
	হইতে ৭১/০
মোটা	৫৫০

দুখবর ভিন্ন (শ্রেণী ভিন্ন করা)—

	প্রতি কুড়ি দার।
এ ..	৫০
বি ..	৫০
সি ..	১১০
ডি ..	১১০

প্রতি টাকার।

মুত ..	১৫ সের হইতে ১৫ সের
--------	--------------------

প্রতি বগ।

আলু ..	৫১০
এ ..	৬০

প্রতি বগ।

মোহিত ..	২৫, হইতে ২৬
চিংড়ি ..	১৫, হইতে ১৬
ইলিশ ..	১৫, হইতে ১৬

কল—

আটা (মৈদিকাল)	১৫টা
কল (আমেরনর)	১৫টা

প্রতি কুড়ি

আমর	৫, হইতে ৫৫
-----	------------

প্রতি কলম।

কল (মিলাপুহ)	৬০ হইতে ৭০
--------------	------------

মুত—

মুত (মিলাপুহ) .. ৬০ হইতে ৭০

ইতিশাসের পুনরাবৃত্তি

মেশোনিয়ান ও হিটলারের তুলনা

মহাশিম বদক্যার একটি প্রাচীন সাদিক সাদিক
কিয়মতের বাড়ী মুক্তি বিদ্যায়। এক মহাশিম পূর্ণ
সদিক পাওয়া বিদ্যায় যে, এই মহাশিম সাদিক
সাদিক কয়লায় কয়লা সাদিক সাদিক ০০০, সাদিক সাদিক
বিদ্যায়।

খিঠেনের পাগড়ী আক্রমণ

আমেরিকার সামরিক সহযোগিতা

ডেইলী বেঙ্গল পত্রিকা বোইম্বর সংবাদপত্রের ডায়েরী
প্রকাশ :-

জাটিল ও কলভেন্‌স্ট্রী সাক্ষাৎকার ও সম্মিলিত যোগ্যতার উপরে আমেরিকার বিশেষ প্রকার আয়োগ করা হইতেছে। বিশেষতঃ, কলভেন্‌স্ট্রী সত্বে আমেরিকার নৌ, বিমান ও নৈসর্গ্যাব্যবস্থা উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার অনেকেরই বিশ্বাস যে, এই সাক্ষাৎকারের সহজে এংলো-আমেরিকান সম্মিলিত সামরিক ব্যবস্থার বিবর্ত ও আলোচিত হইয়াছে। জাপান বলি সত্তা সত্তাই আক্রমণ করিবার ন্যে এবং হিটলার যদি ডাকার অগ্নি সন্ধি আমেরিকার নিকটে হস্ত বাড়াই, তবে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, প্রকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও না কি স্থির হইয়া গিয়াছে। যে সকল সামরিক পুত্র আলোচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান বলিয়া অবসারণের যোগ্য বিশ্বাস :—

(২) কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আগানের বিরুদ্ধে
খ্রিষ্টান ও আবহিহিকান বাহিনীর সহযোগিতা।

(২) উক্ত আফ্রিকার উপকূল বরাবরে ব্রিটিশ ও
আমেরিকান বাহিনীর সহযোগিতা।

(১) বর্ধমান অথবা আগাধী গ্রীষ্মকালে ব্রিটেন
ইউরোপ আক্রমণ করিলে কতকগুলি বিষয়ে আমেরিকার
সহযোগিতা।

(৪) আমেরিকা যদি বুঝে নাযে, তবে আমেরিকার
এ প্রিটেন্সের সৈন্যবাহিনী কোম কোম অকলে ডাঙ
করিয়া রাখা হইবে, সে সন্দর্ভে আশোচর্য।

(৫) ব্রিটেন কর্তৃক ভারতীয়দের অবশেষে স্বাধীনতা
করিতে আমেরিকার সহায়তা।

(৬) আমেরিকা কর্তৃক অহিংসতাও বন্ধ।

(৭) সিন্ধুতে বৃহৎ-প্রচেষ্টা বৃদ্ধির জন্য আমেরিকা
হইতে বহু সহস্র কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার ও বিদ্বি প্রেরণ।

তাহা হাঁহা এই সম্মিলিত আলোচনার প্রথম কল
হিসাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের নিকট পঞ্চাশ
কোটি পাউণ্ড ইজারার প্রস্তাবনা বন্ধুত্বের জন্য অনুমোদন
করিবেন বলিয়া বন্দে চর।

সবকরায় বিভাগের একটি বিবৃতিতে প্রকাশ:—

ব্রিটিশ পৌ-বিভাগের ব্যবস্থারের জন্য ভবিষ্যৎ নগরটি
তালদান ডক নির্মাণ করিতে বন্দন করিরাছে। শ্রুতি
এই নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইবে।

বি-আই-এম-এন কোং লিঃ

ଇଟିମ ହୁଡ଼ଗାଡ଼ା, ଭାରତବର୍ଷ, ଆଫ୍ରିକା,
 ଏସିଆ, ଇନ୍ଦ୍ର-ପ୍ରାନ୍ତ ଓ ମାରଗୋମାର
 ଶିରବତୀ ବ୍ୟବ-ସମୁଦ୍ରେ ଯଥେଷ୍ଟାଦି ଯାତ୍ରା
 କରେ ।

জাহাজ-হাফার যে-সব বিবরণ পাওয়া
 নকবপুর, তাহা এক ঘরীফের ডাক, মাসের
 ডাক প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য
 নিম্ন টিকানায় আবেদন করুন :—

शक्तिमान् शक्तिमती ७७ पृष्ठ.

ब्रह्मविद्या-सूत्र-प्रकरण-प्रथम-अध्याय-प्रथम-श्लोकः ।



মুঠোনের নারী বিয়ান-বাগিচীর একজন সুন্দর 'কিকুই' ডোহাঘের পোখাক ও মাটিলাতের বহন করিয়া বহিয়া
ব'ইতেছে। এই বাগিচীর নারীজন জনাপ্রকারের পূজন্য বৈদ্যনিকবিদকে মাফিয়া করিয়া থাকে।

বাঙলাব কথা

৩৭ বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা]

কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

[এক খান]

রাজকীয় বিমান বাহিনীর কৃতিত্ব

নূতন বোমাবর্ষী বিমানের বিরাট সাফল্য

[অলিভার টুইস্ট লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

আজকাল প্রায়ই রাজকীয় বিমান বহরের ৪-ইঞ্জিন বিশিষ্ট নূতন বোমারু বিমানগুলির নাম শুনে পাওয়া যায়। মাত্র কিছুদিন পূর্বে ব্রিট্রি এবং ল্যা-চ্যা পালিতে জার্মানীর নূতন বম্বপোত শাশু'ইউ ও মেগামো-র উপর আক্রমণ পরিচালনার ব্যাপারে উক্ত ৪-ইঞ্জিন বিশিষ্ট বোমারুগুলি অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই ঘটনার পর তাম্রা বালিন শহরেও বোমারু নিক্ষেপ করে। সরকারী কমিউনিক ৪-ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রেশীয় বোমারু যে উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 'পট টালি', 'হ্যাডলী পেক', 'হ্যালিকান্স' এবং 'বোরি' কুই: কোয়েল-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্মান বৃহৎ জাহাজ আক্রমণে ইহাদের সব করতী এবং প্রচণ্ড কৃতিত্ব ছিল।

৪-ইঞ্জিনবিশিষ্ট সাধারণ বোমারুগুলির সহিত সর্বত্র ভাল সাফল্য চলিতে পারিত না। আকাশে উঠা-নামার সময় উক্ত পরিচালকগণকে নানা অন্তর্বিঘ্ন ঠেকিত। সাময়িক দিক দিয়াও ইহা অর্ধেক বয়েই অগত্যা ঘটিত। তদুপরি বুর-পালার দিক দিয়া চলনই হইলেও উক্ত বুর উড় এবং ভ্রম পতিতে বাইতে পারিত না।

এ-সকল অন্তর্বিঘ্ন দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে রাজকীয় বিমান বাহিনী নূতন বহরের ৪-ইঞ্জিনবিশিষ্ট বোমারু ব্যবহার করিতেছে, উক্ত ৪-ইঞ্জিনবিশিষ্ট বোমারু তুলনার অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন।

সাধারণ উপর দিয়া যখন টালি বোমারু উড়িয়া যায়, তখন যেন হয়, উহার পতিবেগে ভয়ানক মন্দ। যদিও ইহাদের অবিচলিত প্রায়ই আশ্রয়ে বসিয়া থাকে যে, 'নূতন বোমারুগুলি আস্তে আস্তে উড়িয়া যায় যেন হয়। আসলে কিন্তু উহা দ্রুত যব যাত্র। উচ্চাকাশে ইচ্ছামুখে দ্রিষ্ট হইতে সক্ষম না করিলে ইহাদের আকাশ, পতি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা কল্পিতে পারে না। সুতরাং সমান্য উড় দিয়া বোমারুগণের বেশিরভাগই বম্বপোতে উড়িয়া বাইতেছে যেহেতু যেন হইবে, আসলে উহা। তখন বহু উড় দিয়া ভ্রমবেগে উড়িয়া বাইতেছে, বসিয়া লইতে হইবে।

তদুপরি ভ্রম পতিয়া বসিয়া যে ৪-ইঞ্জিনবিশিষ্ট বোমারুগুলির এত সুখ, জাহা মর; বহু উড়িয়া এত উচ্চ উড়িয়া থাকে যে, অন্য কোন বোমারু পক্ষে জাহা সম্ভবপর নয়। উচ্চ উড়ার নিম্ন দিয়া বোরি: বিমানপোতগুলি পক্ষের সেনা বলা হইতে পারে। উচ্চাকাশে উড়িয়া বহু সুপারজার্টার নামক বোমারু ব্যবহার হইয়া থাকে, বোরি: প্রেশীয় বিমানপোতে উহার অতি আধুনিক বহু বসান হইয়াছে। ইহার নির্মাণ কোমল সোজা নয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা নামক স্থানে এ-প্রেশীয় সুপারজার্টার সম্পর্কে কবর পড়িয়া চলিতেছিল, তখন আমরা কি নিশ্চয়ই তা পড়িয়াছিলাম। কিন্তু

আমেরিকানরা সে-বিষয় এড়াইতে সমর্থ হয়। ইহার ফলে উপরোক্ত সুপারজার্টার সহিত বুরশাকার বোমারুগুলি এক্ষণে ব্রিট্রি বহু প্রচণ্ড কাজে লাগাইবার সুযোগ লাভ করিল।

বোরি: বিমানপোতগুলি বহু উচ্চ হইতে ব্রিট্রি উপর বোমাবর্ষণ করে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ক্রিস-প্রেসী কামানের গোলাগুলি এত উচ্চ পারা করিতে পারে না বলিয়া বুরজার্টার বোরি: বোমারুগুলির বম্বাকবচের কাজ করে। আকাশের সর্বত্র ট্রাটোসফিয়ার এক বকরের হয় না। পৃথিবীর এই অংশে ইহা ৪০,০০০ ফিট। বিমানপোত পরিচালনার ইহা সূতনই বটে। জরী বিমানপোতগুলি ইতিপূর্বে ৩০,০০০ হইতে ৩৭,০০০ ফিট উচ্চ হইতে বুরশাকার বিমানপোতের সঙ্গে লড়িয়াছে।

ইতিপূর্বে বোমারুগুলি এত উচ্চ উড়িতে পারিত না। বম্বাকবচ উপর সরাসরি এত উচ্চ পারিয়া বোমারু বর্ষণ করা সম্ভবপর কিনা, ইহাই সাধারণত: সকলে ভিজাল করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে বোমারুগুলির প্রতি লক্ষ্য করিতে বলা হইতে পারে। বোমারুগুলি বহু দূরে পারিয়া বোমাবর্ষণ করে, বহু জাহাজগুলি প্রায় উহার দ্রিষ্ট বহু দূরে থাকিয়া বম্বাকবচ উপর গোলাগুলি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। আজকাল বোমারু বিমানপোতগুলি ৫১৬ মাইল দূর হইতে বোমারু নিক্ষেপ করিয়া থাকে। অন্য পক্ষে বহু বহু বম্বপোতগুলি ১০১২ মাইল দূর পারিয়া বম্ব পক্ষে উপর আক্রমণ চালায়।

সুতরাং উপরোক্ত ব্যাপার হইতে উহা পরিচাল্য বুরা হইতেছে যে, ৫১৬ মাইল উচ্চ হইতে বম্বাকবচ নিক্ষেপ করা বহু পক্ষে কাজ করে। তবে বোমারু হইতে বহিষ্ট বোমারু সব সময় বম্বপোত হইতে নিক্ষেপ সেনার দ্বারা দ্রিষ্ট হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য। অবশ্য সম্ভব নষ্ট নিক্ষেপ বহু বহু অল্পে উদ্ভূতি হইয়াছে।

সেনার তুলনার বোমারু উড়িয়া করিতে বহু অল্পেই হয় পড়ে। সেনা বর্ষণ করিতে বহুগুলি বম্বপাতি চালু করিতে হয় এবং বম্বপাতি চালুর জন্য বহুগুলি লোকের আবশ্যক, বোমাবর্ষণ কার্যে উহার চাইতে সেনা কম সময় ও লোকের আবশ্যক হয়। বোমাবর্ষণের জন্য প্রত্যেক কামানেরও কোন প্রকার হয় না। বুরশাকার পক্ষিই সব কিছু করিয়া দেয়। কামানের বুর হইতে সেনা বহুটা দ্রিষ্ট বহু বম্বাকবচ উপর দিয়া পড়ে, বম্বাকবচ পক্ষি ততটা সেনা বোমারুে সক্ষম উপর টালিয়া লইয়া কেলিতে পারে না বটে, তবে সেনার দ্বারা বহুটা লোকের সহিত বম্বাকবচকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

এক্ষণে ৪-ইঞ্জিনবিশিষ্ট নূতন বহরের বোমারু সোচ্চরস সম্পর্কে কিছু কম আবশ্যক। এক্ষণে বহু নির্ভুলভাবে

কাজ করিবার দ্রিষ্ট কামান জাহাজকে উচ্চাকাশে নিক্ষেপে হয়। বিমানপোতের দ্রিষ্ট অংশে জাহাজকে বহুতরফে কাজ করিতে হয়। ব্রিট্রি সাধারণত: জাহাজ একে সেনার সহিত আশ্রয় আশ্রয়সা করিয়া থাকে। এক্ষণে কাজ করিবার দ্রিষ্টকালি বহুতরফে দ্রিষ্ট না পইলে ইহাদের কাজে নানা নিশ্চয়তা বহুতরফে সম্ভব। নিশ্চয় বম্বাকবচের মতো ইচ্ছামুখেও একই ভাবে কাজ করিয়া বাইতে হয়।

বিস্মিতা বিস্মিতা বহুতরফে কামান সেনারের জন্য দ্রিষ্ট জাহাজের তুলনা আছে। জাহাজে জাহাজে বিস্তৃত করিয়া জাহাজকে এক্ষণে কাজ করার দ্রিষ্ট প্রকাশী বুর উচ্চাকাশে দ্রিষ্টা সেওয়া হয়। কোন কোন দ্রিষ্ট দ্রিষ্ট ইহা বহুতরফে বহুতরফে দ্রিষ্ট; কিন্তু জাহাজে জাহাজের বিমানপোত পরিচালনার ইহার একই অত্যন্ত বেশী।

এক সাত অধিক সংখ্যক বিমানপোত পারাইয়েই যে পক্ষে কোরে আশ্রয় করা যায়, জাহা মর। আর সংখ্যক বিমানপোতের সাধারণত: সেনা সকল জাহাজ হইতে পারে। অধিক সংখ্যক বুরকার বিমানপোত বম্বপক্ষে বহুটা অতি সাধন করিতে পারে, আর সংখ্যক 'হালি' এবং 'হ্যালিকান্স' প্রেশীয় বোমারু জাহা অসমানে করিতে পারে। ইহাদের পক্ষে আরও একটা বুরিয়ার কাজ এই যে, বাইতে অবতরণ না হইয়া বহুতরফে দ্রিষ্ট বহুতরফে সেনা ইচ্ছামুখে বহুটা বিপদে পড়িতে হয় না।

এই ৪-ইঞ্জিনবিশিষ্ট বিমানপোতগুলি জরী বিমানপোতের সাধারণ দ্রিষ্টকে বম্বপক্ষে কামান করিয়া দ্রিষ্ট পারিয়ে ইহা আশি করণও যেন করি না। কারণ জরী বিমানপোতগুলি অসমানে ইচ্ছামুখে পারা আক্রমণ করিতে পারে। তবে ইহার উড় পারা বুরকার বিমানপোতের সমাপিষ্টার বম্বপক্ষে উপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ পূর্ণক সাংখ্যিক অতি সাধন সমর্থ।

কলিকাতার এ. ডি. কুশেন পক্ষ হইতে তিনটি সাধারণ বহুর অস্ত্রাঙ্গ করিয়া বহুর বহু-জাহাজের ম' ৩,৬১৬/২ পাউ লাল করা হইয়াছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

রাজী বহুরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপদ্বীপের জোরকর্তী বহুর-সমূহের মধ্যে জাহাজ বাজারাত করে।

জাহাজ-জাহাজ যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, জাহাজ এবং বারীজের জাহাজ, মালের জাহাজ প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য দ্রিষ্ট দ্রিষ্টার আবেদন করুন :-

ম্যাকিন্স ব্যরকর্তী এক কোং,

ম্যাকিন্স একক্টন, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ প্রবন্ধ

বাঙলা গল্প মেসেজের বিভিন্ন বিভাগে কার্যাবলী সম্বন্ধে এক গল্প মেসেজ ও জনসাধারণের আর্থ-সংগৃহীত আনন্দা বিধানে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গল্প মেসেজ "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় বাতীত অন্যায় ভেসে পুবে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গল্প মেসেজের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১ই সেপ্টেম্বর—১৯৪১

বিশ্বের নবান দানব

বর্তমান পতঙ্গালীর পুণ্য দিকে শিকেলগুণ্ডার নামক জৈনিক আত্মীয়-স্বজনীয়, দরিদ্র এবং দুঃস্থ তরুণ "পুণ্যে সাময়িক প্রসিক এবং পরে অতিক্রমের চিত্রকর" হিসাবে কোন বকনে মিলের উল্লসার সন্ধান করিত ('মেইন ক্যান' নামক গ্রন্থে অথ দ্বিষ্টারের ধর্ম)। পুণ্য হিসাবে কাজ করার কালে অধিকাংশ সময়ই কোন-কম মজুরীর ব্যবস্থা করা এই তরুণটির পক্ষে সম্ভবপর হইত না এবং চিত্রকর হিসাবেও পরে কাজ হারান তখন কমই হইত। সর্বাঙ্গ প্রতিক্রিয়া প্রায়ই তাহার সহিত জগতায়িত এবং সে প্রতিষ্ঠা-সামর্য্য হইয়া উঠিত। তাহার সচিবেরা যখন তাহাকে লইয়া বিক্রম করিত, সে তখন অতিমাত্রায় অপমানিত বোধ করিত।

আত্মীয় বাঙালী ভ্রমণের এই প্রণীতির অধিবৃত্তক এবং বিশাল পতঙ্গালীর সভ্যতার বিকল্পে ক্রম হ্রাসপ্রাপ্ত ছিল আনন্দা হাজার হাজার। ইউরোপ ও আমেরিকায় অন্যান্য পন্থার এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় অসংখ্য পন্থার বাজারেও একজন হ্রাসপ্রাপ্তের অস্তিত্ব ছিল লক্ষ লক্ষ। একেই যথো একজন—এতদূর দ্বিষ্টার (অন্য নাম শিকেলগুণ্ডার)—যৌবনের সুখের অতিক্রমের কালে পুণ্যবতঃ অমেরিকা গিভের অজ্ঞাতসারেই এবং পরে বুদ্ধি-ভ্রমিয়া বহু বর্ষের চৌর্য সভ্যতার বিকল্পে প্রতিস্থিতি-প্রবেশের জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

অমেরিকায় যোগদান করিয়াছে—হিসাব একটি আত্ম উন্মাদ, মানসিক বিকারগ্রস্ত, কালে ট-চপ্ নকারী প্রভৃতি। তাহার এই মানসিক বিকৃতির বশে সে যে বেশভূষা সজ্জা করিয়া চলিয়াছে, সম্ভবতঃ সজ্জা অগতঃ কোন আদর্শ হইতেই—একথা সে রেহাই পাইবে না। হরত বলা হইবে—পুণ্য পবিত্রিত যুদ্ধের কালে বাহাদুর নিহত হয়, তাহারের জীবনসাধনের জন্য ব্যক্তিবিশেষ লারী হইতে পারে না। কিন্তু হিসাবের সম্পূর্ণ জ্ঞানস্বারে ও তাহার নিজেরই হৃদয়ে তাহার অশেষবালীনের উপর যে বর্ষ্য জ্বলন্ত চালাইয়া হইয়াছে, তাহার দায়িত্ব অস্বীকার করা কোন উপায় নাই। তাহার আবেশ অনুসারে এবং অনেক সময় তাহার নিজের হস্তের নিখিল গুলীতে যে তাহার পরিচিত বহু আত্মীয় নিহত হইয়াছে, এ-বিষয়েও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তাহা হাজা, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আত্মীয়েরা এবং মাংসী-কবলিত অন্যান্য দেশে যে বর্ষ্য সজ্জার চলে এবং তাহার দায়িত্ব হিসাবের অর্থ স্বীকার করিয়াছে, তাহার কথাও কিছুতেই বিলুপ্ত হওয়া চলে না। এক কথায় বলা চলে, বুদ্ধি বহন বেশ হইবে এবং বিজ্ঞানিক বিজ্ঞানী হইবেন, তবুও বর্তমান বিশ্বে এই অত্যাচারী নামক হিসাবের বিকল্পে সভ্যতার দাবারে যে অভিযোগ উত্থিত হইবে, তাহা হইতে মুক্তি পাবনা কিছুতেই তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

আংলো-আমেরিকান যোগদান

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার এডিটর-সংবাদ-পত্র। তাহারইভেদে যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিলের সাক্ষাৎকারের কালে যে বৃহৎ বৈদ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে সমগ্র বিশ্বে জন প্রয়োজনীয় একমাত্র মনীষ্যরূপে বিবেচনা করা চাইবে। ইহাতে যে নীতি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন জাতির সত্যিকার মিলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে বিশেষ শ্রম্যক হইবে, সন্দেহ নাই।

কেত কেত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চার্চিল-রুজভেল্ট সাক্ষাৎকারের সময় যেসব প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহাকে লুপ্তারিত রাখার জন্য একটি বাচ্য আবেদন স্বরূপ এই যোগদান প্রচারিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিল উভয়দিকে বুদ্ধি পরিচালনার খাপপায়ে সম্মতঃ আনন্দা অনেক বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন। অনেক নতুন কথন তাপান যদি আত্মীয়ের পরামর্শ মত পুণ্য মনোযোগ অকলে প্রকৃষ্ট গোলমাল সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা পায়, তাহা হইলে কিম্বদ সাময়িক বাধ্যতায় অবলম্বন করিতে হইবে, মিঃ চার্চিল ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি সরকার যদি উত্তর-আফ্রিকার আত্মীয়কে প্রত্যক্ষ বিচার করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কি বাধ্যতায় অবলম্বিত হইবে, তাহাও সম্ভবতঃ আলোচিত হইয়াছিল। এই উত্তর বাধ্যতাকে কাঙ্ক্ষণী করিতে হইলেই সতর্কতামূলক বাধ্যতায় হিসাবে কতকালে আমেরিকার সাময়িক সমবেগিতার প্রয়োজন হইবে। এই সম্পর্কে আমেরিকার বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারীমণ্ডলকে প্রণীত করা হইলে তাহার কোন পত্রিকার বর্তমান প্রকাশ করিতে সম্মত চম নাই।

কিন্তু মিল মিলই অথবা এমন হইয়া পড়াইতেছে যে, চরুপত্রের নীতি কালে প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকার নিরাপত্তা ব্যাহত হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে এবং তখন আমেরিকার পক্ষে আর নিশ্চয় পাকা মোটেই সম্ভবপর হইবে না।

ক্রমে ৫০ হাজার কমিউনিষ্ট প্রেরণ

রেল লাইনের ব্যাপক কতি সাধন

ডেইলী টেলিগ্রাফের ডিসিক্রিট নিরপেক্ষ সংবাদপত্র তাহা প্রকাশ, রেললাইনের কতিসাধনকারীদের অনুসন্ধান ব্যাপকভাবে গত করিলে আত্মীয় ও কবালী কর্মচারীরা অনবিকৃত ক্রমে ১০ হাজার ও আত্মীয় অধিকৃত ক্রমে ১০ হইতে ৪০ হাজার তথাকথিত কমিউনিষ্ট প্রেরণ করিয়াছে। কমিউনিষ্টরা যে সকল স্থানের কতিসাধন করিয়াছে, প্যারিসের ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত জুবিসি-কুর-অর্দ নামক রেল ষ্টেশনটি সাকি তাহার অন্যতম। জুবিসি ষ্টেশনের কতিসাধনকারীদের সংখ্যা দ্বিগুণ প্রেরণের সম্ভাব্যতা করিলে সংবাদপত্রকে ৫,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া প্যারিসের পুলিশ এক ঘোষণা করিয়াছে। কতি সাধনের লক্ষ্য এই ষ্টেশনে আর একটু হইলেই একটি গুরুতর রেল দুর্ঘটনা ঘটিত।

ক্রমে রেল লাইনের কতিসাধন এইরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে, রাষ্ট্র বা মাল চলাচল বিশেষ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে অনেক কয়ে আত্মীয় সৈন্য চলাচলেরও অসুবিধা হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা অঞ্চলের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কলিকাতার অধিন ৬৮ নং টেকনিক্যাল (ভানসোয়ী ফোর্স, কলিকাতা) হইতে ১০ নং বাতায়ন ট্রাউ (মুন্ডা ও ডেডলার) ১৯ সেপ্টেম্বর হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

ব্রিটেন কার্গানী আক্রমণ করিতেছে না কেন ?

(কেত কেত মত প্রকাশ করিয়াছেন মিঃ)

উত্তরে কার্গানী ট্রাউ আক্রমণ সম্ভাব্য কিছু বলিয়াও করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ অবস্থায় রাশিয়াকে ব্রিটেনের আরও সক্রিয় সাহায্য করা উচিত বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে। এইরূপ করার কি কি অসুবিধা বর্তমান, তাহার উত্তর করা প্রয়োজন।

কেত কেত মত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পক্ষে বর্তমানে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু পশ্চিম গীমতে এখন আক্রমণ চালাইলে হিটলারের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে। আত্মীয় বা আত্মীয় অধিকৃত দেশগুলির উপরে আক্রমণ পরিচালনা করিবার পূর্বে মিত্র-পক্ষকে বিমান কর্তৃক লাভ করিতে হইবে। সমস্তের ব্যয় আকাশে পূর্ণ কর্তৃক লাভ সম্ভব নহে। তবে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী যেমন আফ্রিকার নৌবাহিনী অপেক্ষা শক্তিশালী, ব্রিটেনের বিমান শক্তিকেও সেট পরিমাণ উৎকৃষ্ট ও অধিক শক্তিশালী হইতে হইবে। তত্বে বিমান শক্তির উৎকর্ষতা অর্জন করা নিতান্তই প্রয়োজন। ইহা শুধু রাশিয়ার বাণের পক্ষেই প্রয়োজনীয় নহে, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থ ও ইচ্ছা উপর নির্ভর করিতেছে। এই উদ্দেশ্য ব্যাহত না করিয়া মত বিমানপোত প্রেরণ করা, বাত, বর্তমানে আত্মীয় আক্রমণ করিতে তাহার চাইতে বেশী বিমানপোত প্রেরণ করা উচিত হইবে না। লুক্টিওভাবে অপেক্ষা আমেরিকার বিমানবাহিনী অধিকতর শক্তিশালী করিয়া গঠন করিবার যে পরিকল্পনা অনুসারে আমরা চলিতেছি, বর্তমানে আক্রমণ বৃদ্ধি করিবার জন্য সেট নীতি পরিত্যাগ করিলে সমগ্র-কোণের দিক হইতে অতি বড় ভুল করা হইবে।

বুদ্ধি জয়ের নিশ্চিত পদ্ধতি অর্জন করিবার পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আত্মীয়মূলক নীতি অবলম্বন করাই বুদ্ধিসম্মত বনে করিতেছে। সংবাদপত্রে প্রায়ই গীমালীর বরণের আক্রমণ সম্বন্ধে উল্লেখ থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেও আক্রমণের জন্য এখন একটি বিরাট গীমালী তৈয়ারী করিতে হইবে। গীমালীর এক বাহ হইবে রাজকীয় বিমান বাহিনী এবং অন্য বাহ হইবে পরাধীন দেশগুলির বুদ্ধিবাহী জনসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাল বাহিনী।

যদিও প্রকৃত হওয়ার পূর্বেই এই গীমালী ব্যবহার করিতে গেলে সমস্ত উদ্দেশ্যই লভ হইবে। রাশিয়ার যে সমস্ত বাস হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা অপেক্ষা আত্মীয়মূলক কালে অধিক সময়ের লায় অনেক বেশী। রাশিয়া মাংসীনের বড়ই বাস নিতে থাকিবে, ততই পুণ্য হইবার জন্য বেশী সময় পাওয়া যাইবে। যে পর্যায় না বিমানবাহিনীর (আপা হর, ব্রিটেন এবং রাশিয়ার সম্মিলিত বিমানবাহিনীর আক্রমণের দাবাই ইহা সম্ভব হইবে) তীব্র আঘাতে মাংসীনের জয়ের আশার কাটল না হয়ে এবং সে পর্যায় না অধিকৃত দেশগুলির জনসাধারণ যেচ্ছাকৃত অমিত সাহসের দ্বারা ভিতর হইতে পরপক্ষকে বিদ্রোহ করিতে আরম্ভ করে, সে পর্যায় কার্গানী আক্রমণ করিয়া মাংসীনের বিপর্য্যত করা সম্ভব নহে।

সরকার বিভাগের একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ যে, ১৯৪১ সালের পৌষ ৩ ইশ্যাত (সরকার) অর্জন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত ক্রমোপাধি চলা বিদ্রোহ জিনিসপত্র আর কর্তৃক জন কোনও বাইলেন্স হইবার প্রয়োজন নাই। প্রকৃতভাবে, লিড, যেমন পুষ্টিগত ক্ষমতা, বাসতি, জল, পুষ্টিগত বস্তু প্রভৃতি ইত্যাদি আর বা প্রকৃতকরণে কোনও জিনিসপত্রের প্রয়োজন হইবে না।

লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের নব-গৃহের উদ্বোধন

মহামান্য গভর্নর বাহাদুরের সারগর্ভ বক্তৃতা

• বিগত ২৩শে আগস্ট বাঙালী মহামান্য গভর্নর সাহেব জব হার্বিট লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের নব-নির্মিত ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে বলেন:—

এই কলেজের উদ্বোধন উৎসব আমাদের শিক্ষা-বর্ষের অন্য একটি কৃতিত্বের সিলসিল। ১৯২৪ সনে তাঁহার মহোদয়ের আদেশে তাঁহারই ইচ্ছামতে চৌদার ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার পূর্ববর্তী গভর্নর লর্ড বংসব পূর্বে যে কলেজের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান, আবার আজ উহারই উদ্বোধন করিতেছি। এই স্তূপের প্রাঙ্গণ নির্মাণসম্পাদকে, অভিনন্দন জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যি বাঙালীর প্রবাস মহীতপনে অধিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বে হইতে এ লেনে শিক্ষা বিভাগের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্যোগের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার চেষ্টায় নতুন এই কলেজ ভবনের কাজ এত সহজেই সমাপ্ত হইতে পারিয়াছে, তাঁহার বিষয় আমাদের যেন উল্লিখিত হয়।

কলেজের আবশ্যিকতা

এই কলেজের আবশ্যিকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত থাকিতে পারে না। যে সময় পৃথিবীর শিক্ষা, কৃষ্টি এবং সভ্যতা বিপদাপন্ন, সে সময় আমরা এই মহামান্য কলিকাতার ন্যূনতম বসিঙ্গা উচ্চশিক্ষাকে বাঁচাইয়া রাখার সমস্ত প্রচেষ্টা করিতে পারিতেছি, ইহা বাস্তবিকই আমাদের কথা। এই কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা লুইট আছে। ভূপের দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় যে, অত্রীতে যেমন ইহা আমাদের ইতিহাসকে তৎ বাঁচাইয়া রাখে নাই বরং অবিকল্পিত সৃষ্টিশীল করিয়া দিয়াছে, তবিশ্রান্তেও তাঁহারই করিবে। প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতাকে রক্ষণ করার জন্য আসে নাই, কারণ এ পর্যন্ত উহা আমাদের সমাজজনক বসিয়ারই প্রতিপত্তি হইয়াছে। সত্যতঃ সেই ইতিহাসকে যে প্রতিষ্ঠান বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, সাধারণভাবে উহা যেসেই বস্তু সাধন করিয়া থাকে। উপরে অসুবিধা সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, উহা শিক্ষা-পদ্ধতির ভারতবর্ষের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের লক্ষণ হইয়া থাকে। ইহার পরিচয় কম এই পটভূমি যে, বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী হইয়া পড়ে। এই কলেজে সে কৃষ্ণবিধা লেখা গিবে যেন করিয়া আনি উভয় উদ্দেশ্যের পরিচয়, জাতি মর; বরং ইহা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ার লক্ষণ যে ভাববহু অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে, উহা হইতে শিক্ষা-লাভের জন্যই আনি আত্মীয় মাত্র মিলান।

গত বৎসর বংসব পর্য্যন্ত কার্য্যে জড়িত বনোবোন অসম্পূর্ণ "কলকাতা" অর্থাৎ আমাদের কথার কালচার বা কৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট করা হইতেছে। যুগ্ম জাতির যুগ্মের সকল সাধনের উদ্দেশ্যে উহা করা হইতেছে এবং লক্ষ্য, বরং কার্য্যে জড়িত ও বিশেষ অধ্যয়ন জাতিসমূহের সম্মুখীন লোকদের উচ্চ প্রাচীর বাড়া করিয়া জাতি উদ্বোধনের উদ্দেশ্য।

জাতি হিসাবে কার্য্যবোধের প্রেরণ এবং অধ্যয়নের জাতিসমূহের প্রাঙ্গণ করিয়া জাহাজা বিশেষ পরম্পরের প্রতি পরস্পরের বিবেচনায় উদ্বোধন করিতেছে। এ-কালে প্রাচীর অনেকটা সমসাময়িক হইয়াছে, কলা চলে। কার্য্যবোধের প্রাঙ্গণ এই বৈশ্বাত্মকতার বিস্তারিত আলোচনা সম্মুখীন প্রবৃত্তি করি। ইহাকে অসুবিধে উদ্দেশ্য করা করায় উদ্দেশ্য। বিভিন্ন মহামান্য আদর্শ বহু জাতি এ-ব্যাপারে আমাদের সম্মিত সহযোগিতা করিতেছে। ইহায়ে সহযোগিতা হইতে আমাদের এ শিক্ষা বিভাগের উদ্দেশ্য, যে, বাঙালী অধ্যয়ন কলেজের কৃষ্টি ও কৃষ্টি একই হইতেও পরস্পর সন্ধিকৃত, বিভিন্ন প্রবৃত্তি

সম্পর্কে বৈশ্বাত্মিকভাবে আমাদের যথেষ্ট বিস্তারিত আলোচনা করি, এই প্রতিষ্ঠানটি সেই সমস্ত মীতি অধ্যয়ন বাহিনীতে চৌদার কোন কৃষ্টি করিবে না।

মাননীয় প্রবাস-মহীর বক্তৃতা

মহামান্য গভর্নর বাহাদুরকে কলেজ ভবনের উদ্বোধন করিতে অনুমোদন জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বাঙালী প্রবাস-মহী বাসিন্দার মিঃ এ. কে. জলদাস হক বলেন—

মহামান্য গভর্নর বাহাদুরকে লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের উদ্বোধন করিতে অনুমোদন জ্ঞাপনের প্রবেশ পাড়ের জন্য আমি বক্তব্যতঃ নিজেকে প্রেরণা করিতেছি। মুসলমান দেশে যেসেবা বাঙালী জাতির পাশ্চাত্যিকদের যথেষ্ট থাকিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কৃষ্টি লাভ করে, উচ্চতম। শ্রুতি বহুতর কলেজ প্রতিষ্ঠার বহু বৎসর পূর্বে আমরা অসুবিধে উল্লিখিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকল্পিতভাবে কাছের জাহাজের শিক্ষা প্রদান করা উচিত, ইহাও তাঁহার বক্তব্য।

লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের লেডি প্রিন্সিপালকে কলিকাতার যে কোন কলেজের অধ্যাপকবর্গের ন্যূনতম অধ্যয়ন প্রদান করা হইতে পারে। কলেজের বক্তব্য: বহু জাতি জাতি প্রিন্সিপাল দিগ্গজের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপাল মিস্ গ্রেস ইংল্যান্ডের প্রিন্সিপাল, কলিকাতা কাছের জাহাজ ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে। কলিকাতার যে কোন কলেজের প্রিন্সিপালের ন্যূনতম অধ্যয়ন প্রদান জাহাজ বাহিনীতে। তাঁহার সরকারিণীপত্রেরও বেশ যোগ্যতা আছে।

মুসলমান ও অসামান্য সম্প্রদায় এই কলেজের সমস্ত উদ্দেশ্যে করিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। প্রবাস বংসব ইহার জাতীয় সংখ্যা ছিল ৫৫ জন, যিহা বংসব ৭৩ জন, এক্ষণে উচ্চ সংখ্যা বৃদ্ধ পাইয়া ১২৫ গণ্ডিত্বাচ্ছে। ইহা জাতি বহু জাতীয়কে দিবিয়া বাহিনী হইয়াছে।

উপলব্ধিতে মাননীয় প্রবাস-মহী বলেন, লেডি ব্রাবোর্ণ প্রথম হইতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্মান্য তাঁহারই বাহিনীপত্র এই কলেজের সমর্থন করা হইয়াছে।



লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজে গভর্নর বাহাদুর

বাসিন্দা হইতে—মহামান্য গভর্নর বাহাদুর, কলেজের প্রিন্সিপাল মিস্ গ্রেস, ই. গ্রেস, মিঃ জে. এ. বটমলী এবং মাননীয় মিঃ এ. কে. জলদাস হক।

মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান ব্যাপারে কতটা স্বকণ্ঠীয় ছিল তাঁহা কাতার অজানা নাই। দেশে যেসেবা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রত্যেক পিতা মাতা ও অভিভাবককে ইতিমধ্যে প্রণোদিত করিয়া প্রোৎসাহিত করা হইত।

আমরা বহু বাস্তবে পরিপক্ব হইয়াছে বলিয়া কতটুকু আশঙ্কিত। সেই বহু এক্ষণে এই কলিকাতার বোসদের বাসিন্দা কলেজের জন্য পরিপূর্ণ করিয়াছে। তিনি ইহাও বলেন যে, লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ প্রবাসমতঃ মুসলমান বাসিন্দাদের জন্য নিশ্চিত হইতেও ইহার হাব অন্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের জন্যও খোলা হইয়াছে।

কর্তব্যে এ কলেজের জাতীয় সংখ্যা ১২৫, তন্মধ্যে ২৭ জন অসুসলমান। মুসলমান জাতীয়ের জন্য কলেজের সংখ্যা একটি ঘোড়ের আছে। যদি অপরূপ সম্প্রদায়ের যেসেবা এ কলেজে পাঠ্যভাগ করিতে আসে এবং যেসেবা চায়, তাহা হইলে তাহাদের জন্যও একটি ঘোড়ের বাসিন্দা করিতে লক্ষ্য বেষ্ট যোগ্যতা চেষ্টা করিবে।

মাননীয় প্রবাস-মহী এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করেন যে, বাহিনীকুলেপ শিক্ষা পাশ করার পর কলেজ এবং

অধ্যয়ন মহামান্য গভর্নর বাহাদুর মাননীয় প্রবাস-মহী, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ বটমলী, মিস্ গ্রেস এবং গভর্নর বক্তব্য সম্প্রদায়কে দিবিয়া লক্ষ্য কলেজ প্রবাসী পরিচয় করান। উদ্বোধন উৎসবে সরকারী বহু পদমর্যাদা লোক যোগদান করিয়াছিলেন।

বাঙালী সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের হিসাব

বিগত ২৩ আগস্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উচ্চ সপ্তাহে বাঙালী লেনে মোট ৭৬৯ জন লোক কলেজের আত্মীয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে বর্তমানে ১২১ জন, বাব-গড়ে ১১০ জন ও মোহাবানীতে ১৭৮ জন আত্মীয় হইয়াছিল। এই সময়ে মোট ১৫৬ জন লোক কলেজের মজা মার; তন্মধ্যে ১৭১ জন মোহাবানী কেন্দ্রীয় বৃত্তা-বৃত্তে পড়িত হইয়াছিল।

লজিকালি: অতঃপর ৮১ জন লোক ইনস্টিটিউটের অধ্যয়ন হইয়াছিল। কলিকাতার ইতিহাস: বৈশ্বাত্মকিটিস্ বৈশ্বাত্মকিটিস্ লোকের আত্মময় লোকের আত্মময় হয় নাই।

ডিফেন্স লোন ও সুদবিহীন বণ্ড

বাঙালার বিভিন্ন জেলার হিসাব

পত্র জুলাই মাসে বাঙালার সরকারী ট্রেজারীসমূহে পত্রকরা ১ টাকা স্বদের ডিফেন্স লোন, ১৯৪১-৪২ সালে পরিশোধ্য দ্বিতীয় ডিফেন্স লোন ও ১ বৎসরের মেয়াদী সুদবিহীন ডিফেন্স বণ্ড নিম্নলিখিত পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে:—

	১ স্বদের ডিফেন্স লোন ২য় ডিফেন্স লোন		সুদবিহীন বণ্ড	
	(২য় জুলাই ১৯৪১ হটতে)	(১ম সেপ্টেম্বর ১৯৪১ হটতে)	(২য় জুলাই ১৯৪১ হটতে)	(১০ই জুন ১৯৪০ হটতে)
	১১শে জুলাই ১৯৪১)	১১শে জুলাই ১৯৪১)	১১শে জুলাই ১৯৪১)	১১শে জুলাই ১৯৪১)
কলিকাতা	২,৮৫,৫৬,১০০	৫,৮২,০৮,১০০	২,৭৫১	৩৫,৯২,৬৬২
বাংলাগড়	..	৩,৫০০
বাকুড়া
বীরভূম	..	২০০
বগুড়া
বর্ধমান	৩৭,৪০০	১,৩১,২০০	২,০৫১	২,৫৫৫
চট্টগ্রাম	৬৯,২০০	৮৩,৫০০	..	১,৪০০
ঢাকা	১,০০০	১৩,২০০	৮,০০০	৫২,০০০
দাখিলিঃ	৬,২০০	১,৫৩,৯০০	৫,০৬৮	১৭,৩৮০
দিনাজপুর
করিমপুর	..	১০০
হুগলী	২,৮০০	২২,৩০০
হাওড়া	১,৫০০	৩,০৬,৫০০	..	২,৫৫১
জলপাইগুড়ি	৬৬,০০০	৬৭,৮০০	..	৬০০
মণোর
খুলনা
যশোর
মেদিনীপুর	..	১০,০০০
মুর্শীদাবাদ	১,০০০	১০,০০০
ময়মনসিংহ	৪,০০০	৪,৩০০
নদীয়া	৫,০০০
নোয়াখালী	..	২৫,০০০
পাটনা	..	১,৫০০
রাঙ্গামাটী	..	১০০
রংপুর	..	৪৫,০০০
ত্রিপুরা	..	৪৫,০০০
২৪-পরগণা	৫০০
মোট	২,৮৭,২৫,৪০০	৬,৯০,৯৭,৪০০	১৮,১৭০	৩৬,৭৪,৯৫৮

বিগত ১২ই জুলাই তারিখে রাঙ্গামাটী সেন্ট্রাল জেল
ঘরখানে হাঙ্গার জেল কুলা ও দর দর সেন্ট্রাল জেল কুলায়
যথো এক কুচকর কোয়ার অফিস হইয়া গিয়াছে। উক্ত
কোয়ার টিকেট বিক্রয় দর অর্থ হইতে ২০ ১০০ টাকা
করীর মুদ্রা জোগারে দান করা হইয়াছে।

একটি বাঙালার ও নিজ কল্যাণ কোষ প্রতিষ্ঠার জন্য
বাঙালার সরকার বর্তমান আর্থিক বন্দরে জরুরী
পুত্র নিউসিল্যান্ডিয়ার ২০,০০০ টাকা দান
করিতে করিয়াছেন।

কলিকাতা ও আশা ওয়ার অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২০শে আগস্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই
সপ্তাহে বৃষ্টিপাত সাধারণ বড় হইয়াছে। শরৎকালীন
কলিকাতা আশা হইয়াছে। শীতকালীন কলিকাতার
বপন কাজ চলিতেছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের কোন কোন
অঞ্চলে আরও অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। আশা কলিকাতার
অবস্থা মোটামুটি ভাল। উত্তর বাঙালার কোন কোন
ভাগে আরও বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। বীরভূম জেলার
বিগত ১৬ই আগস্ট তারিখ পরিসরে ১০৩ জল লোক
ট্রেট থলিক কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল এবং ত্রিপুরা
জেলার উক্ত সময়ই ৮,২৪৭ জন লোককে অনুরণ কাজে
নিয়োজ করা হইয়াছিল। এই সপ্তাহে মুর্শীদাবাদ, বীরভূম,
হুগলী ও ত্রিপুরা জেলার বন্যাক্রমে ৬৪২ ৬,৭৫৯, ৩৪৮
৬,৬৭১ জনকে বহরতী নাম করা হইয়াছে। এই
প্রদেশে সাধারণ ব্যক্তিদের মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে
টাকার ১/৬১১০ হ্রসব লক্ষ হইয়াছিল। পূর্ণ সপ্তাহের
কুলনার মূল্য পত্রকরা ০.৯০ ভাগ করিয়াছে।

সাধারণ চাউলের মূল্য

চম্পু-পরগণা, ভারতও হারবার, বারাকপুর, বারানত
ও বনিনহাটে টাকার ৬/১০ সোয়া হ্রসব হইতে ১/৬১১০
সাত হ্রসব সের; নদীয়া, কুটীয়া, বেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা
ও রাণাবাটে ১/৬ হ্রসব সের হইতে ১/৭১১০ সাত সের
লক্ষ হ্রসব; মুর্শীদাবাদ, দানবাগ, জলীপুর ও কালীতে
টাকার ৬/১০ সোয়া হ্রসব সের হইতে ১/৭১০ সোয়া সাত
সের; মণোর, বিনাইসহ, মাওরা, মড়াইল ও বনগ্রামে
টাকার ৭/১০ সোয়া সাত সের হইতে ১/৮১১০ সাত আট
সের; খুলনা, সাতকীয়া ও বাপেরহাটে টাকার ১/৬ হ্রসব
সের হইতে ১/৬১১০ সের; বর্ধমান, আসানসোল, কাচোয়া
ও কালনার ১/৬১০ সোয়া হ্রসব সের হইতে ১/৬১১০ হ্রসব
সের পল্লব হ্রসব; বীরভূম ও বাপেরহাটে টাকার ১/৬১১০
সাত হ্রসব সের হইতে ১/৭ সাত সের; বাকুড়া ও বৈষ্ণুপুরে
টাকার ৭/১০ সোয়া সাত সের হইতে ১/৭১১০ সাত সের লক্ষ
হ্রসব; মেদিনীপুর, কালী, তনলুক, বাটাল ও বাউগ্রামে
১/৬ হ্রসব সের হইতে ১/৭১০ সোয়া সাত সের; হুগলী,
শ্রীরামপুর ও আশাওয়ানে ১/৬১১০ হ্রসব সের হ্রসব
হইতে ১/৭ সাত সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়া ১/৬১১০
সাত হ্রসব সের হইতে ১/৬১১০ হ্রসব; রাঙ্গামাটী, নওগাঁ
ও নাচোরে ১/৭ সাত সের হইতে ১/৭১১০ সাত সাত সের।
দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বাপেরহাটে ১/৬ হ্রসব সের হইতে
১/৭ সাত সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে ১/৬১১০
সাত প'চ সের হইতে ১/৬ সের; দাখিলিঃ, কালিয়া,
মিলিগুড়ি ও কালিয়াঃ ১/৬ হ্রসব সের হইতে ১/৬১০
হ্রসব সের হ্রসব; রংপুর, মিলকাবাড়ী, কুষ্টিয়া ও
গাইবান্ধা ১/৬ সের হইতে ১/৬১১০ সাত হ্রসব সের;
বগুড়ার টাকার ১/৬১০ সোয়া সাত সের; পাটনা ও
সিরাঙ্গমে ১/৬১১০ সাত হ্রসব সের; বাসমতী টাকার
১/৭ সাত সের; কুচবিয়া টাকার ১/৬১১০ হ্রসব; ঢাকা,
মাকিমগড়, দারাবগড় ও মুর্শীদাবাদ টাকার
১/৬ হ্রসব সের হইতে ১/৭ সাত সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর,
টাঙ্গাইল, মেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জে টাকার ১/৬১১০
সাত হ্রসব সের; করিমপুর, মোহাম্মদপুর, বাপেরহাট
ও ময়মনসিংহ টাকার ১/৬১১০ সাত হ্রসব সের হইতে
১/৭ সাত সের; বাকুড়া, শিখারপুর, পুটুয়াখালী ও
বকিণ ময়মনসিংহ টাকার ১/৬ হ্রসব সের হইতে ১/৭ সাত
সের; চট্টগ্রাম ও ককরাবগড় টাকার ১/৭ সাত সের
হইতে ১/৮ আট সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মপাড়া ও উলুপুরে
টাকার ১/৬১০ সোয়া হ্রসব সের হইতে ১/৭ সাত সের;
কোচবী ও কোচিতে ১/৬১১০ সাত হ্রসব সের হইতে
১/৭ সাত সের; নদীয়া চট্টগ্রাম টাকার ১০ লক্ষ সের
হইতে ১২ লক্ষ সের; ত্রিপুরা যথো টাকার ১/৬ সের
হইতে ১২ লক্ষ সের; ত্রিপুরা যথো টাকার ১/৬ সের।

জলপাইগুড়িতে প্রাথমিক শিক্ষার

দ্রুত অগ্রগতি

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রদর্শনের আশা

১৯৪০ সনকে জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগবোধা বৎসর করা হইতে পারে। কারণ এই বৎসরে শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন দায়িত্বপূর্ণ কাজ আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হইয়াছে। একথা উল্লেখ করা হইতে পারে যে, জেলা জুল বোর্ড ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদগণ গৃহণ করে এবং পরবর্তী মাসেই জেলায় সর্বত্র পূর্ণভাবে কাজ চলিতে থাকে। অগৌণে কার্যসম্পন্ন ও অপেক্ষাকৃত উন্নত বয়সের প্রাথমিক স্কুল-সমূহের প্রতিষ্ঠাই ছিল বোর্ডের লক্ষ্য। যে জেলার অবিস্মার্য প্রায় পঞ্চাশ ৭০ জন ৩য় উপশিক্ষিত লক্ষ্যসমূহের সৌকর্য বহু শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নকে সীমিত করে। তাই বোর্ড এই পরিষদকে যথোচিত সাক্ষর্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টা ও অগ্রসর করে। এই পরিষদের প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং জেলার পুরী সঙ্কল্পে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জেলারবাসিনের পক্ষে সহজলভ্য করিয়াছে। কার্যসম্পন্ন ও অবিকল্পিত উন্নত বয়সের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। নিম্নোক্ত বয়সের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বহু হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে এবং এই 'ওলিফে' মধ্য-ইংরেজী স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগসহ বোর্ডের পরিচালনা ও পরিচালনায় আন হইয়াছে। এই সমস্ত সংস্কারের চেষ্টা বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। যিনি প্রাথমিক স্কুলে অধিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করে। শিক্ষা পুরানোর পদ্ধতি উচ্চতর তর উন্নীত ও তাহা সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছে। প্রাথমিক স্কুলের যে সবসময় শিক্ষক ট্রেনিং পাঠ্যক্রমের অর্থায়ন হ্যাটিকুলেশন পরীক্ষা পাশ অথবা অনুমোদিত পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন, ৩য় তাহাশিক্ষিত শিক্ষক পদে রাখা হইয়াছে। পূর্বে শিক্ষকগণ যে বেতন পাইতেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বেতন বার্ষিক করা হইয়াছে এবং এই সবসময় শিক্ষকের বেতন তিন মাস বা চার মাস না দিয়া প্রতি মাসে দেওয়া হইতেছে। গণপরিষদের নির্বাহিত নীতি অনুসারে সহ শিক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় সাহায্য ও শিক্ষাকে যোগাভর ও অবিক কার্যকারী করিবার জন্য উপযোগী জবাবদিহি অবিকার্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন বৎসে শিক্ষার বর্ধমান ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হইয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান এক বৎসরে এই কাজগুলি করা হইয়াছে এবং এই অগ্রসর হওয়া বর্তমান বৎসর জাতি-সিদ্ধিই করা হইয়াছে; কিন্তু প্রতিবৃদ্ধ অবস্থায় সঠিক সংগ্রাম করিয়া আরোও অগ্রসর হইতে হইবে।

যেটের উপর আলোচ্য বর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার যে পুরস্কার হইয়াছে তাহাকে বেশ সন্তোষজনক বলিয়া করা হইতে পারে। উল্লেখ্যে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, কারণ আশাযুক্ত নতুন অবস্থায়ই আরোও উন্নতির দিকি এই সময়ে স্থাপন করা বিদ্যায়। জলপাইগুড়ি

অবৈতনিক শিক্ষার পুরস্কার বীজাণু আশ্রয়ণী, জাতিগত বয়স উৎসাহের কলি হইয়াছে এবং জমজ: সৌকর্য বহু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিশৃঙ্খল বহু হইতেছে। একথা বক্তব্য: অবলম্বন করা যায় যে, অগ্রসর উল্লেখ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

এই জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৪টির দলে ১৫৪টি হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৫,২৩২ জনের দলে ৩,৫৬৮ জন হইয়াছে। এই সংস্কারে প্রত্যেক স্কুলের উন্নয়ন ও উন্নয়নকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধীনস্থ করা হইয়াছে। সমস্ত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় মাসিক: কমিটি কর্তৃক পরিচালিত অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত। মধ্য ইংরেজী স্কুলের সাহায্য বিতরণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে; কারণ দুই প্রাথমিক স্কুলের মধ্য ইংরেজী স্কুল (যাহাতে ৫৪ ও ৬৪ প্রাথমিক স্কুল) এবং যেগুলি পুরাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত নহে, গণপরিষদ ও জেলা বোর্ডের সাহায্য পাইয়াছে। মধ্য ইংরেজী স্কুলগুলি শিক্ষা পরিষদগণের কোন দিকিই স্থান পায় নাই; কারণ ইহা শিক্ষা পরিষদগণের অর্থায়ন দিকিই কোন স্কুলের সীমা পড়াই পৌঁছায় নাই। মধ্য ইংরেজীর শেষ তরে কোন সরকারী পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। অর্থের অনটনের জন্যই এই সব স্কুল এখনও চলিয়াছে এবং শিক্ষার যোগাভর হইলেই এই প্রাথমিক স্কুলকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার যৌক্তিক কথা। সাধারণত: দেখা যায় যে, যে জেলা একবার ইংরেজী পড়ে সে আর মাঠে বাইরা কাজ করিতে বাজী হয় না। যে জেলা মধ্য ইংরেজী পুর পর্যায় পড়ে তাহার যৌক্তিক বা অজিত প্রায় বহুইকট হইক। সে মাধ্যমিক শিক্ষার চূড়ান্ত হ্যাটিকুলেশন পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করিতে চায়। এই সবসময় জেলার পড়াশুনা সমস্তের, অর্থের ও কার্যকারী পদ্ধতির অপচয় হয়। আরোও পূর্বে এই সবসময় অন্য পদ্ধতি ব্যয়িত হইলে জেলার পক্ষেও ভাল, মাধ্যমিক স্কুলগুলির পক্ষেও ভাল হইত। মধ্য ইংরেজী শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্তনের প্রতি আশা বোধোদয় দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৪১ সনের ১১শে মার্চ তারিখে জেলার মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকসংখ্যা ছিল ১৭১ জন, তন্মধ্যে ৪১ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং ১৩০ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত নহেন। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন পড়ে মাসিক ৭১১ টাকার দলে ৮২১ টাকা, মধ্য ইংরেজী স্কুলের শিক্ষকের বেতন পড়ে ২৮১ টাকা, পূর্বে বৎসরের পত্র ছিল ২৬১ টাকা। গত হ্যাটিকুলেশন পরীক্ষার এই জেলার উচ্চ বিদ্যালয় হইতে কুটনত একজন প্রাথমিক উপস্থিত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ২১ জন প্রাচীণেই জার ও ২৬ জন বালিকা ছিল, তন্মধ্যে ১১৯ জন কৃতকার্য হইয়াছে। মধ্য ইংরেজী স্কুল হইতে ১৫টি জেলা বৃত্তি পরীক্ষার উপস্থিত ছিল এবং ৩ জন বৃত্তি পাইয়াছিল। পরীক্ষকদের আর্থিক বৃদ্ধিবার লক্ষ্য এই জেলার মাধ্যমিক স্কুলসমূহের অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। অবিকল্পে মাধ্যমিক স্কুল গণপরিষদের ও জেলা বোর্ডের সাহায্য এবং সাহায্য টীকা ও অনির্দিষ্ট ভাবে সংগৃহীত হইতে বেতনের উপর নির্ভর করে। তাহা হইলে শিক্ষা-পদ্ধতির যে যৌক্তিক ত্রুটি আছে, তাহা হইবে

মাধ্যমিক শিক্ষা-পদ্ধতি পুরাতন হইয়াছে এবং উচ্চতর যে সবসময় দেখা দিয়াছে, তাহার জটিলতা বর্ধমান হইয়াছে। হ্যাটিকুলেশন পরীক্ষার যে পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতির উপর হইয়াছে, তাহা ত্রুটি জন্মাই কোন স্কুল পড়া বা সংস্কার শিক্ষা বিভাগ করিতে চাইলে; তাহা কার্যকারী হয় না। জলপাইগুড়ি জার যে যেসকল হইক একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিতে হইবে। যদিও এ বিষয়ে সকলে একমত যে সাধারণ শিক্ষা বহুই উন্নত হইক বা কোন জটিলতার সমস্যা সমাধান করিতে পারে না। মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির আনুগত্য পরিবর্তন প্রয়োজন। যদি বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন বর্ধমান দেখা সমস্যা আরোও বৃদ্ধি করিতে না হয়, যদি শিক্ষার্থীজনকে একজন শিক্ষা দিতে হয় যে স্কুল জাতিগত আদার পর সবসময় জাতিগত কর্মকর্তৃক লক্ষ্যবিন্দুর কাম অবিকার করিতে পারে, তাহা হইলে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতিকে বর্ধমান হ্যাটিকুলেশনের প্রাচীণ হইতে বৃদ্ধি করিতে হইবে ও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করিতে হইবে।

বালিকাশিক্ষার শিক্ষা

১৯৪১ সনের ১১শে মার্চ সে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে। এই সমস্ত বৎসরমাত্র বালিকাশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সংখ্যা ৪৫ হইতে কমিয়া গেল আশিরা পৌঁছায় এবং জাতিগত জাতি সংখ্যা ১,৯৮৩ হইতে ১,০৮৩ পৌঁছায় কমিয়া যায়। ইহার অন্যতম কারণ হইতেছে এই যে, সরকার বর্তমানে এই নীতি অবলম্বন করেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বালিকা-বালিকাশিক্ষা এক সঙ্গে অবলম্বন করিবে এবং তাহা কলে সে ১৫টি বিদ্যালয় কেবলমাত্র বালিকাশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেগুলিকে সহনিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। ১৯৪১ সালের ১১শে মার্চ হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সমস্ত বালক ও বালিকাশিক্ষার বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে ৬,৫৬৮ জন বালিকা অবলম্বন করে, ইহার পূর্বে বৎসর উচ্চ তাহা হইতে এই সংখ্যা ছিল ৬,০৪৩। এইভাবে বালিকা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৫২৩ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৫টি বালিকা বিদ্যালয়কে সহনিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার জাতিগত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বালিকাশিক্ষার জন্য সর্বসময় একই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় এবং ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (কেবলমাত্র বালিকা-শিক্ষার জন্য) আছে। এই বিদ্যালয়গুলি সাহায্য পাইয়া থাকে। শিক্ষার্থীদের ট্রেনিংএর নির্দিষ্ট এই জেলার কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। বালিকা বিদ্যালয় এবং নিম্নোক্ত বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য এবং উপস্থিত ট্রেনিং প্রাথমিক শিক্ষার্থী নিম্নোক্ত উপস্থিত বালিকাশিক্ষার শিক্ষার প্রগতি নির্ভর করে। যদিও বালিকাশিক্ষাকে শিক্ষা দান ব্যাপারটা এই জেলার শিশু অবস্থায় আছে; তাহাশিক্ষা একথা বলা চলে যে ইহা পূর্ণাঙ্গিত পক্ষে। বালিকা-শিক্ষার্থীর সংখ্যা জমজ: বৃদ্ধি পাইতেছে। উচ্চ বিদ্যালয় সমস্ত-জন্মকট মধ্য চলে। একটি মাপার বালিকাশিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষার ৩বিদ্যালয় উন্নতি এবং বর্ধমান অবস্থাকে জমজ: করিয়াছে। তাহা হইতেছে বালিকাশিক্ষার নির্দিষ্ট সম্পূর্ণ পূর্ণ বিদ্যালয়। বালিকাশিক্ষার জন্য পূর্ণক বিদ্যালয় শিক্ষার আর্থিক শিক্ষা হইতে নির্দিষ্ট, ইহার একমাত্র পত্র হইতেছে সহনিকার-সম্পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে বিকৃত করা। কিন্তু নিম্নোক্ত বিদ্যালয়গুলিকে সাক্ষর্যমণ্ডিত করিতে চাইলে—জলপাইগুড়ি শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। অবিক সাহায্য শিক্ষার্থী নিম্নোক্ত থাকিলে পিতৃমাতার ও নির্দিষ্ট থাকিলে পারিষদ, জলপাইগুড়ি জাতিগত বালিকাশিক্ষার পাইয়া দিবে, কেবলমাত্র এবং পাঠ্যক্রম ব্যয়সময় দিকেও দৃষ্টি দিতে পারিষদ। সারী জাতিগত পূর্ণক পক্ষে প্রাথমিক। কাজেই জাতিগত পিতৃপিতার মত সেই সকল বানোদিত অগ্রসরই আপটিকা ট্রিনিটি পারিষদ।

সাপ্তাহিক বুদ্ধ-সংবাদ

জনস্বাস্থ্যকর্মকর্তাদের মনোপ্রাণ পরিচালনা

সোভিয়েট প্রচার বিভাগ ২৬শে আগস্ট বিপ্লবের নিম্নলিখিত প্রস্তাবের প্রকাশ করেছেন—

২৫শে আগস্ট রাশিয়ার আর্মার সৈন্যবাহিনী সমগ্র রণক্ষেত্রে পত্রিকার বিক্রেতা সাংবাদিক চালাইয়াছিল।

যোষণা করা হইয়াছে যে, যোদ্ধার সাংবাদিকের পর মনোপ্রাণ পরিচালনা হইয়াছে।

একখানি সোভিয়েট বনভ্রমী কর্মকর্তাদের এক-খানি জার্মান সাংবাদিক নিম্নলিখিত হইয়াছে।

২৪শে আগস্ট বিমান যুদ্ধ ও বিমানবাহিনীতে অবস্থিত ৪৬খানি জার্মান প্রেস নিম্নলিখিত হইয়াছে।

রাশিয়ার রণক্ষেত্রে পরিবেশনকারীদের মতে জার্মানরা টাক যুদ্ধে এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতেছে। এখন টাকসমূহ পত্রিকার বাহিনীর সহিত একযোগেই অগ্রসর হইতেছে। টাক ও পত্রিকার মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটের ব্যবধান রাখা হইতেছে। রাশিয়ার টাক-বহর প্রতিরোধে বিকৃত পত্রিকার এবং উভয় সমুদ্রে পত্রিকার বাহিনীকে মোতায়েন রাখা হয়। রাশিয়ার বাহিনী কর্মকর্তাদের নিকট নাসী অগ্রসরী বাহিনী বিপুল চাপের এই নতুন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

ইরানে সোভিয়েট আগ্রাসন

সরকারী সোভিয়েট সংবাদ এজেন্সী ২৬শে আগস্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী ইরানের মধ্যে ২৫ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহার অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলিতেছে।

জার্মানি ও তাত্ত্বিক আভিযুক্ত অভিযান

প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী ইরানে আক্রমণ (রাশিয়ার সমুদ্রের পশ্চিম উপকূলের ১০ মাইল পূর্বে অবস্থিত) ও তাত্ত্বিকের নিকট পশ্চিম মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

ইরানী সৈন্যদের বাধা দান

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়াছে যে, ইরানে বৃষ্টি সৈন্য-বাহিনী খুব সামান্য পরিমাণ প্রতিরোধেরই সমর্থন হইতেছে। আবহাওয়া কিংবা পরিমাণ বাধা প্রকাশ করা হয় এবং সর্বত্রই সামান্য রকমের বাধার সমর্থন হইতে হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানে এইরূপ বিবী-কৃত হইয়াছে যে, রাশিয়ার ইরানের একাংশ অধিকার করিবে এবং বৃষ্টি অপর এক অংশ অধিকার করিবে।

বুলগেরিয়ায় জার্মান সেনার বাপক সরাসর

ইরান হইতে সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বুলগেরিয়ার বাপকভাবে জার্মান সৈন্য সরাসর হুক হইয়াছে। প্রকাশ, নতুন সর্বস্বত্ব সৈন্য (অধিকাংশই প্যারাসুট সৈন্য) সালোমিকার সন্ধান করা হইয়াছে। প্রত্যাহী নতুন সৈন্য ও বৈমানিকরা আসিয়া পৌঁছিতেছে। সৈন্য ও অস্ত্রের হানাদবিভক্তের পক্ষে উপযুক্ত একজন জার্মান এডমিরাল সোফিয়ার আসিয়া পৌঁছিতেছেন। জার্মানগুলি উপসাগরের তীরবর্তী বুলগেরিয়ার বন্দর জাবা এবং বাসনাসে সন্ধান করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, গ্রীক বীপ সাবে একটি নৌবহর সন্ধান করা হইতেছে। এখানে সম্প্রতি প্রায় দশ হাজার ইটালীয় সৈন্য আসিয়া পৌঁছিতেছে।

জাপানের প্রতি সোভিয়েটের সতর্ক বাণী

সোভিয়েট পতন বেস্ট জাপানকে জানাইয়াছেন যে, তদন্ত-প্রচার সোভিয়েট বন্দরসমূহের মারকম মার্কিন বুদ্ধবাহিনীর সহিত সোভিয়েটের যে ব্যবস্থা-বাণী চলিতেছে, উভয়কে বাধাধারের যে কোন রকমের প্রচেষ্টাকে সোভিয়েট ইন্টেলিজেন্সের বিরুদ্ধে পত্র তদন্তক কার্যক্রমে থামা করা হইবে।

তাত্ত্বিক সোভিয়েট সৈন্য

মস্কো বেতারের এক সংবাদে প্রকাশ, ইরানস্থিত সোভিয়েট বাহিনী গত ২৬শে আগস্ট প্রচুর অধিকার করে।

কুরানের নিকট জার্মানীর অনুরোধ

জানা গিয়াছে যে, ইরানে অবস্থিত জার্মান নারী ও শিশুদের তুরানের মধ্য দিয়া অকিনয়ে চলিয়া আসার সুবিধা দেওয়ার জন্য জার্মানী তুরানের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছে।

৬২ হাজার জার্মান নিহত

লন্ডনের ২৮শে আগস্টের সংবাদে প্রকাশ, সেলিনগ্রাড-মস্কো লাইনটি কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া জার্মানরা যে দাবী করিয়াছিল, তাহা সত্যি হইয়াছে।

বে-সরকারী পক্ষে প্রকাশ যে, ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানে রাশিয়ার নতুন সৈন্যের সহিত পত্রিকার বাধা দিতেছে। প্রকাশ যে, একটি যুদ্ধের পক্ষে রাশিয়ার নাসীজের ১৫২তম ডিভিশন হইতে ৬,০০০ হাজার জার্মান মারিরাছে। জার্মান লাইনের পশ্চাতে সোভিয়েট গরিল সৈন্যরা জার্মানদের আরও আটটি অস্ত্রশস্ত্র ও চারটি পেট্রলের ত্রাস উড়াইয়া দিয়াছে।

কিংসিয়েন, গোমেল ও নিম্প্রোপেট্রকে রাশিয়ার সৈন্যের প্রবল সংগ্রাম

সোভিয়েট সরকার কর্মকর্তা প্রকাশ যে, ২৭শে আগস্ট রাশিয়ার সোভিয়েট সৈন্যরা কিংসিয়েন, গোমেল, নিম্প্রোপেট্র ও ওভেনা অঞ্চলে পত্রিকার বিরুদ্ধে লড়াইর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে।

জর্জিয়া-পশ্চিম জার্মানীতে বিমান হানা

সরকারী জার্মান সংবাদ এজেন্সীর এক পক্ষে প্রকাশ, জর্জিয়ার বিমানবহর গত ২৭শে আগস্ট রাতে জর্জিয়া-পশ্চিম জার্মানীর উপর হানা দেয়। বলা হইয়াছে যে, বিমানগুলি কয়েক স্থানে বোমাবর্ষণ করে।

জর্জিয়ার বিমানবহর করানী উপকূলস্থিত অভিযান বন্দরসমূহের উপরও হানা দেয়। ডানকার্ক ও ক্যালের চতুর্দিকের আকাশ সাইটসাইটের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং বিমানবহর আলোর উপকূল জাগের কয়েক মাইল উদ্ভাস হইয়া উঠে।

ইরানী মন্ত্রী-সভার পরামর্শ

ইরান মন্ত্রিসভা পরামর্শ করিয়াছেন। শাসন পরামর্শ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। শাসনের নতুন অনুজ্ঞাসমূহে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত বা হওয়া পর্যন্ত, বর্তমান মন্ত্রিসভা ও আচার সেক্রেটারী-পদ পাসনকারী পরিচালনা করিবেন।

নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত

২৮শে আগস্ট তেহরান হইতে বাসিন্দে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, নতুন ইরান গভর্ন বেস্ট গঠিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ বন্ধ করিবার বিষয় আবেদন করা মন্ত্রিসভার এক বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে।

তেহরান হইতে তিনি নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত আর একটি সংবাদে প্রকাশ, নতুন ইরানী গভর্ন কেই বাসনাস বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি

মস্কো বেতারের মারকম ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্য বাহিনী ইরানে আরও ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহার তাত্ত্বিকের ৫০ মাইল নকিব পূর্ব-কর্তী তাকমানস্থিতে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

ইরানের জার্মান বাসিন্দাদের আনকারায় উপস্থিতি

ইরানের বাহিনীর জার্মান বাসিন্দা তুর্ক সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তুরানের মধ্য প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া আনকারা হইতে তিনি নিউজ এজেন্সীর খবর দিয়াছেন। জার্মান করানী নিউজ এজেন্সীর ইরানুলের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মাসপার এবং অর্থহীন অবস্থার ইরান হইতে জার্মান আনকারা আসিয়া পৌঁছিতেছে।

তিউলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার

তিউলারের হেড কোয়ার্টারের এক বিশেষ ইন্টারভিউ ঘোষিত হইয়াছে যে, ২৫শে ও ২৬শে আগস্টের মধ্যে কুরানের হেড কোয়ার্টারে তিউলার ও মুসোলিনীর সাক্ষাৎকার হয়। তদুপরি ঘোষণার ইচ্ছা বলা হইয়াছে যে, তিউলার ও মুসোলিনী উভয়ের সামরিক ও রাজনীতিক মারকমসমূহ পূর্ণ রণক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, জানসমূহ পরিদর্শন করেন এবং কলমেন্ডিকালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইটালীয়ান বাহিনীর একটা ধাঁড় পরিদর্শন করেন। নকিব রণক্ষেত্র পরিদর্শনের সময় ফিল্ড মার্শাল জেনারেল কু-টেক্ট তাঁহাকে সন্মান করেন।

রোম বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, ইটালী প্রত্যাহারের পর মুসোলিনী কুরানের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করেন,—“একত্রে যে উল্লীত দিনগুলি অভিসারিত করিয়াছি, তাহা স্মৃতিপটে অক্ষর হইয়া থাকিবে।”

লানকোলের নীম্প্রোপেট্রিক ও “এন” নগর ত্যাগ

একটি জার্মান ইন্টারভিউতে রিডেন নগরের দাবী করা হইয়াছে।

সোভিয়েট সৈন্য ইন্টারভিউ বলা হইয়াছে যে, লানকোল নীম্প্রোপেট্রিক নগর পরিচালনা করিয়াছে। দাবী করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্য ইউক্রেনের “এন” নগরও ছাড়িয়া দিয়াছে। পত্রিকার ও হাজার অধিকার ও সৈন্য হতাহত হয়।

[৮ন পৃষ্ঠার হইয়া]

চুরাডাকার শিখ ও দ্বন্দ্ব প্রণয়নী

সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান

চুরাডাকার সাংগঠিতশালার ব্যক্তিগত বি: কে. কে. বাসিন্দা মস্কোর একাংশ ডেটার ও মার্কেল অধিকার বি: এ. কে. বিপ্লবের উদ্যোগে চুরাডাকার “প্রিয়তম হন” প্রাচ্যে একটি প্রদর্শনী বোঝা হয়। বাস্তব সরকারের শিখ বিভাগ কর্মকর্তা প্রেরিত একটি প্রদর্শনী-ইউনিট দেশীয় কৃষি শিল্পের কৃষি ক্রমসমূহের যোগদান করে। জগপ্রাচ্য কর্মজারী বো: যে, এ. কৃষি নতুন কর্মক্ষেত্রে এই নতুন কৃষির প্রত্যাহার-প্রণয়নী ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রত্যাহার বক্তৃতা দিয়া বুঝিয়া ফেল। নীচা তিউলার-মস্কো চুরাডাকার সাংগঠিত ইন্সপেক্টর কর্মজারী একটি দ্বন্দ্ব বিভাগের আবেদন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও বক্তৃতির ও অপরায় শিল্পের বিভাগ বোঝা হইয়াছিল। বি: বাসিন্দা প্রত্যাহার তিন তিন বোঝার বক্তৃতা ও বাসিন্দা আবেদন-প্রণয়নের ব্যবস্থা করিয়া নগরের বসনকারী হইয়াছেন।

विष्णुः—

গাড়ীর নং : ৯০, টাকা : ১৫০, টাকা : ১৫০
 মজুরের নং : ১০৫, টাকা : ১৫০, টাকা : ১৫০
 মিল :

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সোভিয়েট বাহিনীর মুখপাত্র “রেড টার” পত্রিকার
 বলা হইয়াছে যে, বধ্য ভবাক্ষেপে জেনারেল কোমিনভেজের
 কৈশোরাবাহিনী ইন্ড্রিনখোই জার্মানদের বিত্তীত বন্ধ-মুহুরকে
 ভেদ করিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, জার্মানরা
 হতভম্ব হইয়া ইতস্ততঃ বিকল্পভাবে পলায়নপর

কলকাতা প্রভৃতি: সিট্রোনের সংরক্ষণ: বি: উইলসন
 কলিট আমকায় হইতে বেতারযোগে বোম্বা করেন যে,
 ১৯৫৫ আশ্বিনের মধ্যে ইরানের সমস্ত সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক
 সমস্যার সমাধানের জন্য বৃট্টিশ ও মোজিরেট পতন ঘটে
 যে পত্রিকাল্পনা করিয়াছে, তাহা প্রায় পুরাঙ্গতরূপেই
 দাখল পড়িত হইয়াছে বলিয়া বলা হয়। ত্রেতাযুগস্থিত
 বৃট্টিশ ও মোজিরেট দুই ভাষার পতন ঘটেই পক
 হইতে যে সকল প্রকার উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে
 ইরানের ওয়াশিংটন অবস্থানবহু অবিকারে কিংবা দুই
 ও দুইভাষার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ବର୍ତ୍ତମାନର ସହାୟକାବିଷୟମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟାବଳୀରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ
 ଲକ୍ଷ୍ୟାବଳୀର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ପ୍ରତି ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥର ସର୍ବ ବ୍ୟବହାର
 ସେବାକାରୀଙ୍କ ଓ ସହାୟକ ଲକ୍ଷ୍ୟାବଳୀର ସର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ ।

विभिन्न अट्टबार बाजार कर

মার্কটিং বিভাগের বিবৃতি

जोफ
क्या ?

2047

— 53 —

Figure 2

1990

1-15-57

Figure 1

युवराज डिग (जुनी डिग कक्षा) —

10

19

1

4. 11

18

44

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

— *Journal of the American Medical Association*

ଉତ୍ତରୀୟ ମଣ୍ଡ । ଯନ୍ତ୍ରା : ଯାମବୃକ୍ଷ ମଣ୍ଡ । ଯନ୍ତ୍ରା ।

1980

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1990

ବିକଳତା ମୋ ଦୋଳେଇବର ହୋଇବେ ଧୂଳିର ବିଚାର ବାସିନୀ

विमान वातावरण प्रदूषणकरी विचारक एकविमल आर व क-

[illegible]

SECRET

ଆସିବାର କାହାଣୀ, ଉପାଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ
ଆସିବାର କାହାଣୀ, ଉପାଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

পল্লী অঞ্চলে ঋণ সমস্যার সমাধান

পূর্ব সীমান্তে জার্মানীর সৈন্য ক্রম

হাসপাতালে হাসপাতাল

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার নিম্নলিখত সন্ধানমতে, নিম্নলিখিতঃ—

পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধে জার্মানীর যে বিপুল সৈন্যকর্ম হইতেছে, বিভিন্ন সূত্রে হইতে তাহার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আতঙ্কের, সংবাদ এতই অধিক যে হাসপাতালে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। পশ্চিম পোল্যান্ড ও পূর্ব জার্মানীর হাসপাতালগুলি অতি অল্প কালের মধ্যেই ভর্তি হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর সরকারী হাসান প্রভৃতি হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এখন ছোটখাট বেসরকারী হাসান কোঠাও পূর্ণ মেট মূল্য করিয়া হাসপাতালে পরিণত করিতেছে।

আম্মেনস পাক্টা হইতে আতঙ্কের হাসপাতালে নাইবায সময় বাহারা উপস্থিত ছিলেন, এমন কয়েক জনের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, হাসপাতালের বন্দোবস্ত মোটেই সুবিধাজনক নহে এবং আতঙ্কের উপযুক্ত তত্ত্বা চাইতেছে না। ডাক্তার এবং নার্সের সংখ্যা মোটেই বৃদ্ধি নহে।

আতঙ্কের বহু দুঃস্থানে পাক্টাইয়া নার্সীরা জনসাধারণের নিকট হইতে অতিরিক্ত পরিমাণ গোপন করিবার যে কলী বাহির করিয়াছিল, এখন আর তাহা কার্যকরী হইতেছে না। কারণ, আতঙ্কের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, কোমণ্ড হাসপাতালই আর বাসি রাখা সম্ভব নহে। বুদ্ধে যে কিরণ লোক কর, হইতেছে, জার্মানীর জনসাধারণ তাহা বর্তমানে বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতেছে।

পল্লীতে খেলা-খেলার অনুষ্ঠান

শিক্ষক ও অফিসারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা

বিগত ১৩/৮/১৯৪১ তারিখে বরমন্দির জেলার অন্তর্গত হোসেনপুর থানার অধীন হোসেনপুর হাই স্কুল মাঠে স্থানীয় অফিসারসহ এবং স্থানীয় শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে একটি ফুটবল খেলার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। উক্ত পক্ষে এক একটা করিয়া গোল চড়বার বেনাটী অসীমাসিতভাবে শেষ হইয়াছে। খেলার দিন খেলা প্রায় ২১/০টা হইতে অগণিত লোক খেলা দেখিবার জন্য মাঠে উপস্থিত হইয়াছিল।

অফিসার ক্রমঃ—এম, চৌধুরী; এম, মল্লবর্দন, এম, হক; এম, বরমান, এস, হার, এম, রায়; এ, বসু, এস, চক্রবর্তী, বি, কেম, এস, ডাটাচার্জ, এস, আলী।

শিক্ষক ক্রমঃ—এ, বরমান; এস, সে, পি, হার; জে, দাস, ইলিয়ার হাট্টার, অর্জুন; আর, কালকট, এস, বর, এ, বারী, এ, হানি, মোকডাক।

বেলারীঃ—ডাঃ এম, চাটার্জী।

[২য় কলমের জের]

হাসপাতালের দাবীর পরিমাণ ছিল ১,০৬২৫০ টাকা। বাকি হু ১৬ টাকা মইয়া বোর্ড জেরের পরিমাণ ১৬১ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে।

ঋণ সাব্যস্ত করার দিন পর্যন্ত ঋতক বোর্ড ৪০ টাকা পোষ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। যিহ হর যে ২০টি সহস্রাবিক কিভাবে ঋতক ২৪০ টাকা প্রদান করিলে।

জেলার—বগুড়া

১৯৪০ সালের ১৪/১৬ নং বামলায় সাক্ষ্যদাতা খেলারী ঋতক এবং কুমিল্লী সরকার মহোদয়।

হাসপাতালের দাবীর পরিমাণ ছিল ৩,৭৮৯ টাকা। উহা ১,২৬৬ টাকার দীমান্তে হর।

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্যাবলী

জেলার—মুন্সিগাঁও

নিমিত্তা-প্রত্যাপন ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১৪/৭/৭ নং বামলায় মহোদয় টাকারল সেবাগণী এবং ঋতক টাকারল নিখাস ও বোলা বহু নিখাস। এই বামলা গত ১৯৩৮ সালের ২৩শে জুলাই পাঠের করা হয় এবং ১৯৪১ সালের ২২শে মে মাসে বীমাগো হয়। মহোদয়ের দাবীর পরিমাণ ছিল ১,০০০ টাকা। আসমেন পরিমাণ ছিল ৮৩২৬/১৫। বোর্ড জেরের পরিমাণ ১০০ টাকা দাখ্য করে।

মহোদয় তত্ত্বাপূরণে দ্বিতীয় বুলেটের কোটে ৭০০ টাকার দাবী জানাইয়া বামলা পাঠের করে এবং ১৩২৬/১৫ বরতা সম্বন্ধে ৮৩২৬/১৫ ডিগ্রী পায়। ডিগ্রীর টাকার উপর পতকরা ৬ টাকা হু বহা হয় এবং বোর্ডের নিকট বহন বামলা আসে তখন দাবীর পরিমাণ ১,০০০ টাকা হয়। ঋতক সামান্য কিছু টাকা পরিপোষ করিয়াছিল। বোর্ড মহোদয়ের কাছে ঋতকের অবস্থার কথা বলে এবং ১০০ টাকার বীমাগো করিতে সমর্থ হয়।

জেলার—দিনাজপুর

বাসুদেব ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৩১/১০ নং বামলায় ২ নং মহোদয় বাসু মুন্সিগাঁও চরণ মল্লী চৌধুরী ১,৭৫৭ টাকার একটি ডিগ্রী পায়। বোর্ড জেরের পরিমাণ ১,০০০ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। ঋতক ও মহোদয় নিজেদের মহোদয়ের জেরের পরিমাণ সাব্যস্ত করে এবং সোলেনমাসা লিখিল করে। ঋতক বোর্ডের সমুদ্রে মহোদয়কে ১,০০০ টাকা প্রদান করে। সোলেনমাসার চুক্তি অনুসারে উক্ত ১,০০০ টাকা প্রদানে ২ নং মহোদয়ের ডিগ্রীর সমস্ত ঋণ পরিপোষ হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত বর্ডে ডিগ্রীর বলে গত ১৩৩৪ সনে মহোদয় ঋতকের যে সকল জরি কিম্বা মটরাছিল, তাহা সোলেনমাসা অনুসারে ঋতককে প্রত্যাপন করা হইয়াছে।

জেলার—পাটনা

পূর্ণিমাগাঁতি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪১ সালের ৩৩/১১/৪ নং বামলায় মহোদয় ৫৮ একর জরি ৯ বৎসরের জন্য জোগদান করিলে এই সন্তে ঋতক ১০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহোদয় প'চ বৎসর কাল জরি কল জোগ করে। মহোদয় ৬৬ টাকা দাবীর পরিমাণ বলিয়া জানান। বোর্ড এই সন্ত প্রকাশ করে যে, ঋতককে আর কিছু দিতে হইবে না এবং মহোদয় ঋতকের জরি কিরাইয়া লিখে। মহোদয় ও ঋতক এই প্রস্তাবে সম্মত হইল।

জেলার—বনোয়ার

শেখদি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৪৪/৮/১১ নং বামলায় ঋতক আবদুল হককে পোষ এবং মহোদয় কাজেন করিল।

প'চ বৎসর পূর্বের একটি সিডিল কোটে ২৪০ টাকার ডিগ্রীর বলে মহোদয় ঋতকের জরিপেরা এর করিয়া দর এবং সেই হইতে জরি জোগদান করিতে গেল। বোর্ড মহোদয়কে উক্ত জরি অর্ধেক চিকিৎসার জন্য ঋতককে প্রদান করিতে প্ররোচিত করে।

জেলার—বেঙ্গলীপুর

মহোদয়পুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৬৮ নং বামলায় দাবীপূরণপূর্বক আবুদ দাবী গত ১৩৩৫ সালে জেরের পরিমাণে ১২ একর জরি যেরে ক লিগ উক্ত প্রাণেরই করিল হয়

মোরাইয়ের নিকট হইতে ১২০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। জেরের পরিমাণ ১২০ টাকাই সাব্যস্ত হয়। নগদ ৪৪ টাকা প্রদান করিয়া এই বামলায় নিশ্চিতি হয়। ঋতককে তাহার জরি প্রত্যাপন করা হইয়াছে।

জেলার—মুম্বাই

লক্ষ্মীচরণ ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৮৯ নং বামলায় ঋতক নসিরাম বেগম গত ১৩৪৩ সালে মহোদয় জরি মটলের নিকট হইতে বর্গে জরি বিক্রির চুক্তিতে বার্ষিক পতকরা ২৭ টাকা হু ৪৯ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋতক বোর্ডের পরপাপন হইবার পূর্বে হু না আসিল লক্ষ্মী কিছুই পরিপোষ করে নাই। বোর্ড জেরের পরিমাণ ১১৩৬০/০ আনা বলিয়া সাব্যস্ত করে। মহোদয় ঋতকের আধিক দুরবস্থা দেখিয়া এত বেশী বিচলিত হইয়া পড়ে যে, নগদ মাত্র ১ এক টাকা মইয়া সমস্ত প্রাপ্য ছাড়িয়া দেয়।

জেলার—হুগলী

গোপীনাথপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৩৭/৫ নং বামলায় ঋতক বমিরামালি থানার অন্তর্গত জিয়ারা নামক স্থানের মলিত্ত বোহন মাইতি—মহোদয় পূর্ণিমা থানার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরের (১) অরবিন্দ চৌধুরী এবং (২) দুর্গাপাল চৌধুরীর নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সালিসীতে মিটাইবার জন্য গোপীনাথপুর ঋণ-সালিসী বোর্ডের পরপাপন হয়। বর্গে জরি বলিলে বলে গত ১৯২৬ সালে পতকরা বার্ষিক ১৮৬০ আনা হু ৩০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। জরি ঋতকের দরদেই থাকে। মহোদয়গণ ১,০৬৮৬০ আনা দাবী করে। বোর্ড উক্ত জেরের পরিমাণ ৫০০ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। অতঃপর বোর্ড ঋতকের আর ও দর হিসাব করিয়া দেখে যে, তাহার উক্ত অত্যন্ত মগায়া। তখনই বোর্ড তাহার প্রাপ্য অর্ধের অধিকংশ মহোদয়কে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করে। মহোদয়গণ তাহার ঋতকের আধিক অবস্থার কথা সম্যক অবগত ছিল এবং তাহার এই অতিমাত্র প্রকাশ করে যে, যদি ঋতক নগদ কিছু প্রদান করে তবে মহোদয়গণ বোর্ডের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবে। ঋতক মহোদয়গণকে নগদ ৪০ টাকা উক্ত হুমেই প্রদান করে এবং মহোদয়গণ সমস্ত প্রাপ্য ছাড়িয়া দেয়।

জেলার—রংপুর

তুষভাণ্ডার ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৫৮/১১ নং বামলায় হরমলায় বোম এবং অক্যান্ডা অনেক ঋতক এবং ইন্ড্রাজ বৈ মহোদয়। মহোদয়ের বোর্ড দাবীর পরিমাণ ছিল ৬৮৪১/০ আনা; পরে মহোদয় বোর্ডের প্রস্তাবে সম্মতি দান করে এবং নগদ ৩০০ টাকা গ্রহণ করিয়া ঋতককে মুক্তি দেয়।

মোনারার ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৯/৩ নং বামলায় ঋতক আবদুল মজিদ সরকার এবং একরামুল হক মহোদয়।

একটি বর্গে জরি কিম্বা দাবীর বলে গত ১৯৪০ সনের ১০ই অক্টোবর ঋতক ৩২২ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। আসল জেরের পরিমাণ ছিল ২০০ টাকা। উক্ত জরি ১৯৩৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর গ্রহণ করা হয়।

[২য় কলমের নিম্নে হইয়া]

মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষা [এম পূজার মেমোরান্ডাম]

মুসলমানদের শিক্ষা

এই জেলার বহু সংখ্যক ছাত্র বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তন্মধ্যে ১৬,৬০৭ জন অথবা পঁচাত্তর জন মুসলমান। এখানকার জনসাধারণ অনুপাতে মুসলমানগণ পড়করা ২৩.৯০ জন। সেমিক শিক্ষা বিধান করিতে গেলে উপরোক্ত সংখ্যা মুসলমানদিগের পক্ষে বিশেষ সন্তোষজনক। ১৯৩৯-৪০ সনে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৬,১৭৮ জন, পরে ১৯৪০-৪১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধিত হইয়া ১৬,৬০৭ পর্যন্ত উঠিয়াছে অথবা ৪২৯ জন বাড়িয়াছে। এই সংখ্যা খুঁটী যদিও যোকা বার যে উচ্চাঙ্গের কিছু উন্নতি হইয়াছে—তথাপি মুসলমানগণ শিক্ষার অনুমুত্ত। শিক্ষার এবং বিশেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষার যে মুসলমানগণ অনুমুত্ত তাহার কারণ চাইতে, উচ্চাঙ্গের স্বকণ্ঠস্ব, শিক্ষা বিষয়ক প্রচেষ্টার উচ্চাঙ্গের উৎসাহজনিতা, কৃষিক্ষেত্রের আর্থিক পরিভ্রা এবং বর্তমানের আর্থিক দুর্বলতা ও বেকার সমস্যা। একতরুণ প্রতীক্ষমান যে, মুসলমানগণ চিন্তাধর্মের সহিত এক সাথে পা ফেলিয়া চলিতে পারিয়াছে না এবং উচ্চাঙ্গের সম্প্রদায় বহুদিক বিশেষভাবে প্রচেষ্টা না করিলে উচ্চাঙ্গের বহু পক্ষেই পড়িয়া থাকিবেন।

প্রাথমিক মুসলমান বিদ্যালয়সমূহে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে শুধু সময়ের অপব্যবহার হয় এবং ছাত্রদিগকে মূল্যবানকভাবে বেশী সময় অধিকার করা হয়। মুসলমান ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে যোগ দান করিতে উৎসাহিত করিতে এবং বালক বালিকাদিগের সাধারণ শিক্ষার উন্নতি বিধানের শিক্ষা বিভাগ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মুসলমানদিগকে শিক্ষা সম্প্রদায় বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করিতে চাইবে।

অনুন্নত জেলার শিক্ষা

এই জেলার লোকসংখ্যার অনুপাত তিন ভাগের দুই ভাগ রাজবাংলী, আলিম অধিবাসী এবং শিক্ষার অনুমুত্তদের লইয়া গঠিত। এই অনুমুত্ত প্রণালীর অধিকাংশ লোক অন্যান্য জেলা এবং প্রদেশ হইতে আসিয়া এই জেলার চা বাগানে কৃষির কাজ করে। স্থানীয় অনুমুত্ত প্রণালীর মধ্যে অত্যন্ত পরিভ্রা বর্তমান পাকার এবং সামান্য শ্রমিক লোকের বীহনজাত্য অধারী বসিয়া এই জেলার অনুমুত্ত সম্প্রদায় সহজে শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। এই অনুমুত্ত সম্প্রদায়ের চারভাগের দুই ভাগ ২০,২১৭ জন। গত ১৯৩৯-৪০ সালে উচ্চাঙ্গের সংখ্যা ছিল ১৯,৪১৪। ইহাতে দেখা যায় যে, আগেরকার বৎসর হইতে ৩,৬০৩ জন ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানে একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অনুমুত্ত সম্প্রদায় জেলাবোত পট্টকল্পিত আবেশনিক প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ স্বযোগ গ্রহণ করিতেছে।

চা বাগানের বিদ্যালয়

চা বাগানসমূহ মোট ১০০টি বিদ্যালয় আছে। উচ্চাঙ্গের চারভাগের দুই ভাগ পূর্ণ বৎসর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০৬ এবং চারভাগের দুই ভাগ ছিল ৪,০৪৭। চা বাগানে যে সকল লোক কৃষি হিসাবে কাজ করে, তাহাদের শিক্ষার জন্য এই সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। চা বাগানদের মধ্যে একজন অধারী শ্রমিকের সন্ত হইয়াছে। চা বাগানদের কুলগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়; এই সকল বিদ্যালয়ে যে বার হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে জেলা মূল বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত।

পারীক্ষিক শিক্ষা

সকল জেলার বহু শিক্ষক ট্রেনিং প্রার্থী পরীক্ষার চর্চা বিষয়ক শিক্ষালভ্য আছেন। বহু কয়েকটি স্থান ইংরেজী বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষার চর্চা

ভূগতদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ

মিঃ এম. এম. বালাজীর মিথ্যা-প্রচার

কিছুদিন পূর্বে কিছু মহাসত্তা বিলিক কয়েক কোম্পানি মিঃ এম. এম. বালাজী সম্প্রদায়ের দ্বারা এই-মর্মে একটি অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, দুর্গ জেলার সাহায্য-করে হাজার হাজার মুক্তি পাইয়া হইয়াছে অথচ এককথায় মুক্তি পাইয়া হয় নাই। বালাজীর জেলা বালাজীরই তথাকার বিলিক কমিটির প্রেসিডেন্ট। তিনি জানাইতেছেন যে, উক্ত বিলিক কমিটির পক্ষ হইতে এ-মর্মে নিম্নোক্ত সংখ্যক মুক্তি ও মুক্তি বিতরণ হইয়াছে:—

মুদ্রন কাপড়—

	কোড়া।
পাড়ী অথবা মুক্তি	৩,৭০৯
মুক্তি	২৪১
মোট	৩,৯৫০

পূরাতন কাপড়—

	বাসা।
পাড়ী এবং মুক্তি	৫৫২
মুক্তি	১০০
মোট, কক ইত্যাদি	৫১৭টি।

উপরোক্ত সংখ্যা হইতে আসল ব্যাপার বুঝা যায়।
(প্রশ্ন-মোট)

ভারতীয় কাপড় কারখানায় বিপুল অর্ডার

তুলাই মাসে মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ

ভারতের সৈন্যবাহিনী এবং ইন্দো-এশিয়াটিক বিভিন্ন দেশগুলির জন্য ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে আরও অধিক অর্ডার দেওয়া হইতেছে। গত তুলাই মাসে মোট দুই কোটি আশি লক্ষ গজ কাপড়ের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। বাকী ছিল, মীস বজা ছিল, স্যাটিন ছিল, বাকী টুইল, বাকী সেলুলার স্যাটিন কাপড়, ইনসামিকের জন্য সন্তোষ পূরক বর্ণের স্যাটিন কাপড়, মোপাট স্যাটিন কাপড়, মাসাইনসেট তুলাই কাপড়, কোকো ক্যালিকো, বাকী টুইল, বাকী স্যাটিন, মশাতির মোট কাপড়, তুলাই নিম্নিত কাপড়, হিপল, লক্স-বক্স গোপন পরিবার জন্য অস্বচ্ছন্দ্য প্রয়োজনীয় পুষ্কবস্ত্র, বাক্স প্রভৃতি হরেক রকম জিনিস সরবরাহ করিতে চাইবে।

বিশেষী অর্ডারের অধিকাংশ অট্টোমো, মধ্য-প্রাচ্য, মিউজিয়াম, মাসর, দুর্গ জেল, মিলস এবং সিঙ্গাপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে।

[এম কলমের জের]

বিষয়ক ট্রেনিং প্রার্থী শিক্ষক আছেন। উচ্চাঙ্গের বহু তিন সপ্তাহ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। মুদ্রন জেলার পুষ্কবস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আগেরকার হিসেব হিসেব কলসের দ্বারা নিম্নোক্তরূপে পারীক্ষিক শিক্ষা প্রদান করিতে চাইবে। এই শিক্ষার চারভাগের দুই ভাগ উন্নতি সাধিত হইবে এবং শিক্ষকগণও তাহাতে আগ্রহ প্রদান করিবেন।

আনোচা বর্ষে পট্টম-মেন্ট বিদ্যালয় সমূহ এবং জামে মসজিদ ও অন্যান্য পারীক্ষিক প্রচেষ্টার উন্নতিকল্পে নবমী সাহায্য করিয়াছেন। এই সাহায্যের ফলে পুষ্কবস্ত্রের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়-সমূহও পারীক্ষিক শিক্ষা এবং বোলাবুদার দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু উচ্চাঙ্গের কার্যকরী করা সম্পর্কে এক প্রকার কিছুই করা হয় নাই। একথা সত্য যে, পরীক্ষার চর্চা বিষয়ক শিক্ষা এক দুর্গ কল্যাণ আন্দোলনের দিকে এ জেলা বিশেষ ভিত্তি করিতে পারে নাই।

ভারতীয় শিল্পের প্রসার

২০ হাজার রকম জুতা প্রস্তুত

সরবরাহ বিভাগের একটি প্রেস-ঘোটে পুষ্কবস্ত্র, সৈন্য-বাহিনীর জন্য ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই ২০ হাজারের অধিক বিভিন্ন প্রকারের জুতা প্রস্তুত করিতেছে এবং এই প্রকার মুদ্রন জুতার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষে এক হাজারেরও প্রচুর হইয়াছে। শ্রিকর্মগতিক কম্পাস, মরীচ ও মধ্যমি বসাইবার হাতের প্রভৃতি বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাঙ্ক প্রস্তুত হইতেছে। গত মাসগুলোর মধ্যে সৈন্যদের জন্য ভারতবর্ষের কাপড়, বাকী সার, কালোনের স্যাটিন কাপড় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের পশরী কাপড় ইত্যাদি হইতে আমদানী করিতে হইত। কিন্তু বিপত্ত মাসগুলোর পর ভারতবর্ষে যে সকল বিভিন্ন কারখানা বীহে বীহে পরিভ্রা উঠিয়াছে, তাহালাই বর্তমানে ভারতের সৈন্যদের কাপড় করার সমস্ত চাহিদা মিটিয়া দিতে সক্ষম। এমন কি বিশেষ প্রেরিত সৈন্যদের চাহিদাও একটি বড় অংশ বর্তমানে ভারতবর্ষ হইতেই মিটিয়া দিতে পারা যাইতেছে।

মুদ্রন পূর্বে সৈন্যবাহিনীতে ক্যাডিস নির্মিত যে সকল জুতা ব্যবহার হইত, তাহার অধিকাংশই পশ পিচা উচ্চাঙ্গ হইত। কিন্তু পুষ্কবস্ত্র মোট পনের পড়করা ৯০ ডানাই লম্বিয়ার উৎপাদন হয় বলিয়া পনের পড়করাই ব্যবহারের জন্য অন্য কোমন্ড জিনিস অধিকারের পূরোজন হইয়া পড়িয়াছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত পরেখনার ফলে মুক্ত আরও হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বহুটি, হিপল, বাকী ক্যাডিস ও কল বহনের বলিয়া উচ্চাঙ্গের জন্য পাট ও তুলায় সামরিক পশুপুণে প্রস্তুত ক্যাডিস প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

মুক্ত আরও হইবার পশ ভারতবর্ষে প্রায় ৫০০ এবং জুতা প্রস্তুত হইতে আরও হইয়াছে, যাহা হইতে পূর্বে এখানে মোটাই প্রস্তুত হইত না না হইলেও বর্তমানের আর অধিক পরিমাণে হইত না। এ সম্পর্কে গজাল, চব্বা, বহারের সফল, কাটা চামচ, এমাইল ও কাচের দাগল, বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র, সারসীল ও অন্যান্য প্রকারের বাস্তি, বোকাইটে প্রস্তুত হইয়াছে, মোটের উচ্চাঙ্গের তেল এবং সৈন্যদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের জুতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সেবকা বিভাগ, সরবরাহ বিভাগ এবং পুষ্কবস্ত্র-পুষ্কবস্ত্রগুলির মধ্যে সরবরাহিতার ফলেই ভারতবর্ষে এই সকল জুতা প্রস্তুত করা সম্ভব হইতেছে।

কলিকাতার কার্জন পাথক সম্প্রতি দ্বার স্বদেশস্বায় গান্ধীজীর এক প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাঙালি গভর্ণমেন্টের গ্রন্থাবলী

বাঙালি সরকারের প্রকাশিত পুস্তকালয়ী দ্বারা বিতরণ। দ্বারা প্রকার নিম্নোক্ত, নির্দেশনা, পটীকা, সফরী পুষ্কবস্ত্র, সাহস-প্রদ (বাস্তব), সকল বিভাগীয় বিষয় (বিশেষ), শিক্ষাবিষয়ক পরিচালনা (সিঙ্গল), জৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিষয়, পিতৃ-সম্পর্কিত তথ্যাদি ও সাহায্যকার পুস্তিকা, বাস্তব-পরিচয় ও ব্যবস্থাপক সত্তার কার্যকলাপ, ব্যবস্থাপনা, সাহিত্য (কোড) প্রভৃতি বিভিন্ন কাণ্ডের পুস্তকাদি প্রাপ্য।

বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস (পাব্লিকেশনস্ ট্রাফ),
আলিপুর বা সেলস্ অফিস, রাইটার্স
বিজিটস্, কলিকাতা।

Printed and published by GEORGE WILFRED DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

বাঙলাব কথা

শ্রী কবি, ৪২৭ নংখা]

কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

[এক আশ]

যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবস

দেশবাসীর প্রতি মহামাণ্ড গভর্ণর বাহাদুরের বারী

বিশ্বত এম সেপ্টেম্বর হইতে বর্তমান মহামাণ্ডের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে বাঙলায় মহামাণ্ড গভর্ণর স্যার জন হার্শ্বাট্টি নিম্নোক্ত বারী প্রকাশ করেন:—

দুই বৎসর পূর্বে আমরা বহন পরিভ্রমণে বৃষ্টিতে পুঙ্খিল্যে যে, চুক্তি সম্পাদন বা বিশেষ বিশেষ সুবিধা দান করিয়াও জাতিগতিক সঙ্কট করা বাইবে না, তখন আমরা বাহন জাতি আশ্রয় পড়াইতে বহিন না। আমরা শুধু আশ্রয়কার জন্য সংগ্রাম করিতেছি না, বরং তিরিটার বাহনের জাতীয় বাতর্য ও অভিজ্ঞের বিশেষ দায়িত্ব করিয়াছে। আমরা জাতিগতের জন্যও সজ্জিত। কৃষ্টি, সত্যতা, আদর্শ, স্বাধীনতা প্রভৃতি বাহা কিছু আমরা অত্যন্ত মূল্যবান মনে করিয়া থাকি, উহার সংরক্ষণের জন্য আত্মত্যাগকে জাতিগতের জাতিগত ঐক্যের সচিৎ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

এক বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডকে একাধীক জাতিগত বিবাহ আক্রমণের রাজ্য করা করিতে হইয়াছিল। জাতিগত অভিজ্ঞের আশ্রয় পর্যন্ত দেখা গিয়াছিল। বহন-বৃদ্ধ জাতিগত সৈন্যবাহিনী অপরাধের হইয়া উঠিয়াছিল, শুধু সমুদ্রেই বৃষ্টিগতের আশ্রয়তা প্রাপ্তিগত ছিল। বর্তমান সময় জাতিগতী সমুদ্র হইতে এক বহন বিভাজিত, আত্মত্যাগের সৌভাগ্য আমরা জরাজীর্ণ করিয়াছি; রাশিয়ার ব্রীত্বজীর্ণ অসুস্থতাপিতভাবে প্রতিমত হইয়াছে এবং জাতিগত জাতিগতী বিজাত বাহিনী নিঃশেষ প্রায়। আবে-বিকা ও বিপাল সাত্ত্বিকের মহামাণ্ডের বৃষ্টিগত জাতিগত সংরক্ষণকরণের পরিচালন অসম্ভব বহন বাড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। সর্বোপরি বৃষ্টিগতের বিষয় এই যে, বহনকরণ শিশু জরাজীর্ণ আশ্রয় বুলিয়া হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের পরিচালন বৃষ্টিগত পাইলে জরাজীর্ণ যে আমাদের প্রাণ হইবে, জাতি বলাই বাহুল্য।

আগামী বহনকালে আমাদের পক্ষ আরও বহিত হইবে। আমাদের সৈন্যবাহিনী সারা বহন পক্ষে প্রসজ্জিত হইতে পারিবে। সমুদ্রে কোম আমাদের সমুদ্রে তিরিটে পাড়িবে না, অপর পক্ষে আকাশে আমাদের বিমান বহনের প্রাধান্য স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাইবে। শুধু এ-জাতিগতই শেষ নয়। সাত্ত্বিক এবং আমেরিকার সাহায্যের পরিচালনও তখন বহন বৃষ্টিগত পাইবে। তব্বিভাবে বহন বিপ্লবের আশ্রয় না কেন, আমাদের লক্ষ্য বিপ্লব, এক বৎসর পূর্বে অপেক্ষা তখন আমরা অসম্ভবভাবে উঠা করিয়া উঠিতে পারি।

ইউরোপের দুই জাতিগত: জাতিগতের মিকটবর্গী হইয়া আসিতেছে। সত্যতার অধিবাসীগণকে ইহা পতিগত-জাতিগত উপলব্ধি করা উচিত যে, পাতি সত্যতার সত্যতার-জাতিগত ব্যাপার বৃষ্টিগত পতিগতের সত্যতার পতিগত হইবে। জাতিগতের বাহিত্তে যে সত্য বহন হইতেছে,

উহার বহনস্বার্থী জাতিগতের সচিৎ এ-বহনের জাতিগত ইহা-মিকটবর্গী কোন সত্য নয়, এ দেশবাসীর জাতিগত মনে করে বহিনা অসম্ভব: পক্ষে আমি বিশ্বাস করি না। বৃষ্টিগত কল্যাণ বাহাই হৌক না কেন, উহাতে দেশবাসীর কিছু লাভলোকনান নাই, এমন ব্যাপার কোন লোক আছে ইহা আমি স্বীকার করিয়া সচিৎ আপো প্রবৃত্ত নহি।

এ কারণেই প্রাধান্য-বর্গী সাম্প্রতিক আবেগের দেশের সমুদ্রে এবং সত্য সম্প্রদায়ের মিকট হইতে এত অধিক পরিচালন সত্য পাওয়া গিয়াছে। বৃষ্টিগত প্রচেষ্টার সাহায্যের জন্য তিনি সত্য ব্যক্তিগণকে জাতিগতের এক-দিনের বাহিনীর টাকা দান করিতে অসম্ভব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এ দেশের বহন ব্যক্তিগত ব্যক্তি উক্ত আবেগের সমর্থনে বহিত্তি প্রচার করিয়াছেন। ইহা আমাদের অত্যন্ত আশ্রয় প্রদান করিয়াছে। প্রাধান্য-বর্গী আবেগের ইতিবাহাই বহন আশ্রয় চাতে পৌঁছিয়াছে।

বৃষ্টিগত জাতিগত ও মিকটবর্গী হইতে এ-দেশকে সত্যের জন্য বাহিনী সারা বৃষ্টিগত সত্য করিতেছেন, জাতিগতের সত্যতার এবং বৃষ্টিগত জাতিগতের বৃষ্টিগত প্রতিলিপ্য করিবার উচ্চা হইতেই বৃষ্টিগতের আশ্রয়-জাতিগতের মিকট-জাতিগত প্রতিলিপ্যের আশ্রয়তা উপলব্ধি হইয়া থাকিলে, ইহাই আমার বিশ্বাস। যে-সময় জাতিগত-বহিত্তি বাহি-সমুদ্রের অধিবাসীরা অসম্ভব অসম্ভব-অধিত্যে অসম্ভবিত ও মিকটবর্গী, যে-সময় বৃষ্টিগত, উপলব্ধিক ও জাতিগত সৈন্যের সমবেতভাবে জাতিগতের বাহিনীর বহন করিয়া আশ্রয়গণকে বৃষ্টিগত পাতিতে বাস করিবার সুযোগ দিয়াছে। ইহা যে আমরা সত্য উপলব্ধি করিতেছি, বৃষ্টিগতের বহন:প্রাধান্যগত সাহায্য উহার উচ্চতম বৃষ্টিগত। বিশেষতঃ সমুদ্র জাতিগত বহন মিকটবর্গী আমরা সত্য সমুদ্রজাতিগতের অসম্ভব বহিত্তি মিকট হইতে পারি, এতদ্বারা জাতিগত প্রতিলিপ্য হইতেছে।

প্রাধান্য-বর্গী আবেগের জাতিগত ও মিকটবর্গী। আমরা বিশ্বাস এই প্রাধান্যগতী আশ্রয়গণকে বহন করিবে। কোনজন আশ্রয়দান না দেখানো জাতিগত। তবে জাতিগত আমরা যে-পক্ষি অসম্ভব করিতেছি, উহার উপর নির্ভর করিয়া চলুন। সমবেতভাবে আমরা এই সত্য সত্য বৃষ্টিগত জাতিগত বহন প্রকাশ করি যে, জাতিগতের মিকটবর্গী করিয়া জাতিগত এবং জাতিগত পুনরায় পাতি বাসনকরে আমরা জাতিগত কোন জাতি করি না।

সত্যতার প্রাধান্য-বর্গী আবেগের সমর্থনে সত্যতার বাস স্যার মিকটবর্গী একটি বিবৃতি পুনরায় বহন—

“বৃষ্টিগত দ্বিতীয় বাহিনী বিশ্বাস পালন উপলক্ষে এক বিশেষ কেন্দ্র দান সম্পর্কে সত্যতার প্রাধান্য-বর্গী যে-আবেগের জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমি সত্য:করণে ইহা সমর্থন করি। বৃষ্টিগত জাতিগত হইতে আমরা একম

পূর্বের বৃষ্টিগত আশ্রয় সত্য, তবে জাতিগত: উহা আমাদের মিকটবর্গী হইয়া পতিতেছে। বৃষ্টিগত বৃষ্টিগত জাতিগত এবং পরিচালন জাতিগত জাতিগত আবেগের উচ্চতা। সে-উচ্চতা সত্যতার জন্য আমাদের প্রত্যেককে জাতিগত করিতে হইবে।”

বাহিনীর বহন-পাতি সত্যতার বি: এই, এম, সোভারভর্গী এ-দেশকে বহন—

বৃষ্টিগত দ্বিতীয় বাহিনী বিশ্বাস এই-বহনের জাতিগত জাতিগত করিয়া জাতিগত আশ্রয়গণকে সত্য উপলব্ধি করবে বহিনা আশ্রয় বিপ্লব। সত্যতার প্রাধান্য-বর্গী আবেগের সেই সত্যজাতিগত অধিত্যগত। আমরা একম পূর্বের জাতিগত বহন:প্রাধান্যগত জাতিগত জাতিগত। বৃষ্টিগত প্রাধান্যগত, অসম্ভবিকরণ প্রতিলিপ্য হইতে আমরা বৃষ্টিগত আশ্রয়। বৃষ্টিগত সত্য আশ্রয়ের শিশু প্রচেষ্টার সত্য পতিগত সত্য হইয়াছে এবং আমরা আশ্রয়গণকে সত্য হইতেছে।

বৃষ্টিগত-প্রচেষ্টার জাতিগতের দান বহন নয়। তবে আরও অনেক কিছু বাকী আছে। পক্ষে মিকটবর্গী জাতিগত আশ্রয়গণকে সত্যতার সাহায্য করিতে হইবে। আমরা যে একম বহন উচ্চতায় প্রাধান্যগত, জাতিগত প্রাধান্যগত বৃষ্টিগত-প্রাধান্যগত একমিকটবর্গী উপলব্ধি বহন দান করা আমাদের একম কর্তব্য। আমি সত্যতার প্রাধান্য-বর্গী আবেগের সত্য:করণের সমর্থন করিতেছি।”

“চলুন আমরা সকলে সাহায্যগত গ্রেট বৃষ্টিগতের সাহায্য করি এবং বৃষ্টিগত জাতিগত এম সেপ্টেম্বরের সত্য না আশ্রয় উপলব্ধিগত দান করি”, সত্যতার প্রাধান্য-বর্গী আবেগের সমর্থন পুনরায় জাতিগত-পরিচালন শীতল এবং কলিকাতা বিশুবিদ্যালয়ের জাতিগত-জাতিগতের সত্যতার স্যার আশ্রয়গণ বহন উপলব্ধিগত বহন করুন।

তিনি আরও বলেন, প্রাধান্য-বর্গী সত্যতার বি: এ, কে, কলকাতা সত্য আবেগের সমর্থন করিতে আমি আশ্রয়গণকে করিতেছি। আমরা বিশ্বাস, যে-উচ্চতায় পতিগতিক বাহিনীর একম সংগ্রামে শিশু আছে, এইভাবে আমরা সেই উচ্চতায় সচিৎ আমাদের বহিত্তি দান করিতে পারি।

জাতিগত আমরা একম পাতিতে বাস করিতেছি, কিন্তু বৃষ্টিগত জাতিগতের বহন মিকটবর্গী হইয়া পতিতেছে, ইহা বৃষ্টিগত অসম্ভব লোকটী উপলব্ধি করিতেছে। যে কোম বৃষ্টিগত জাতিগত বৃষ্টিগত সত্যতার জাতিগতের মিকটবর্গী পতিগত পারে। জাতিগতিক সত্যতার পতিগতিক সম্পর্কে আমরা যে সত্যজাতিগত আশ্রয়, উহার মিকটবর্গী বহন, সাহায্য গতিগত বহনকরে আমাদের পক্ষ হইয়া সত্য করিতেছেন, জাতিগতিক করিবার সাহায্য প্রদান করা একম আশ্রয়গণ।

“বিশেষতঃ সত্যতার আশ্রয় বিপ্লব। যদি আমরা জরাজীর্ণ না করিতে পারি, জাতিগত হইলে সত্য জাতিগত পক্ষে একম সত্যতার সম্প্রদায়িক প্রাধান্য হইতে সত্য পাইবে। সত্যতার বৃষ্টিগত জাতিগতের সত্য প্রকাশের সাহায্য করা প্রত্যেক জাতিগতের কর্তব্য।”

জাতিগতের সমুদ্রজাতিগত জাতিগত করিতেছেন যে, জাতিগত শীতলবাহিনী আশ্রয়-বাহিনী বহন করিবার জন্য পূর্ব বহনসে সত্যতার দান করিবে।

বিশেষ প্রবন্ধ

কলকাতা পল্লীশিক্ষা সমিতির বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং পল্লীশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের বাধা-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য পল্লীশিক্ষা সমিতি "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমোটর বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রাধিকার বা নির্দেশনা বিনা বোধিত বিষয় বাতীত অন্যান্য কোন প্রকার এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য পল্লীশিক্ষা সমিতির কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১০ই সেপ্টেম্বর—১৯৪১

তৃতীয় বর্ষের সূচনায়

সাংসী জাতিগণের অবিস্মরণীয় ত্রিভুজের অবিচ্ছেদ্য-কারিতায় কয়েক দশক ধরে পূর্বে যে সূচনামূলক সূচনা হইয়াছিল, বিগত ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর হইতে এই পূর্ব-সূচনামূলক তৃতীয় বর্ষে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে। গত দশক ধরে সংগ্রামে জাতিগণ বহু কঠোর সংগ্রামের পরে হইয়া অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সত্য; কিন্তু বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অতি সহজেই ইহা উপলব্ধি করা যায় যে, গত দশক এই সময়ে জাতিগণ পক্ষে বৃদ্ধ-পরিচিতি বড়ো অনুকূল ছিল, বর্তমানে অথবা আর উল্লেখ্য নহে। ত্রিভুজকে একত্রে কল্যাণের সঠিক জীবন-রূপ সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইতেছে। বৃট্টের নৌ, বিমান ও হল-বাহিনী শত প্রকার বাধাবিপ্লব ও বিপদ অতিক্রম করিয়াও আজ বিরুদ্ধভাবে শক্তিশালী করিতে সক্ষম হইয়াছে। বৃট্টের উপর জাতিগণ বিমান-বাহিনীর আক্রমণ বাধা জার পর্যাবসিত হইয়াছে এবং বর্তমানে বৃটিশ বিমান বাহিনীই বহু-মাণিক্যভাবে আক্রমণের নীতি অবলম্বন করিয়াছে। নিকট ও দূর-প্রাচ্যে বৃট্টের আক্রমণের পক্ষে অনেক বেশী শক্তিশালী। সমুদ্রের সংগ্রামে শত্রুর উপর বিরাট বিজয়ের অধিকারী হইয়া বৃটিশ নৌবাহিনীর এখনও সমুদ্রে নিজের অপ্রতিরূঢ় অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে। কল্যাণ আক্রমণের পূর্বে সাংসীকে যে লক্ষ্যের আশা করিয়াছিল, তাহা বাধা জার পর্যাবসিত হইয়াছে এবং পশ্চিম দিকে স্বাধীন বিমান বাহিনীর আক্রমণে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইতেছে।

বৃদ্ধ-পরিচিতি এই সব দিক বিবেচনা করিয়াই বৃটিশ বহীলভার কোন কোন সমস্যা বৃট্টের এই ত্রিভুজ বাহিনী দ্বারা আশা করা যোক্তা করিয়াছেন। বৃটিশ বহীলভার অসামান্য সদস্য বি: আর্থার গ্রীপটন বলিয়াছেন:— "বৃটিশ সেনাবলকে অক্ষত ও অক্ষত অবস্থায় রাখিয়াই আত্মা বৃট্টের তৃতীয় বর্ষে পূর্ণাঙ্গ করিলাম। বর্তমানে সমস্ত অভিমুখিত হইতেছে, তবুও বৃট্টের প্রতি আশাভর কঠোর কাজে বৃট্টের দিন নিশ্চয় বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সাংসী অসামান্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চরম বিজয় সম্পর্কে লুপ্ত আত্মবিশ্বাসেরও প্রমাণ বিশেষভাবে পাওয়া যাইতেছে। যেখানে ত্রিভুজের সমস্ত-সমস্ত দিক বিনষ্ট হইল পাইতেছে, আত্মরক্ষার সমস্ত-সমস্ত তবুও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিনষ্ট হইয়া থাকিবে।" তদন্ত কল্যাণের সংগ্রাম-ক্ষেত্রেই ত্রিভুজের সমস্ত-সমস্ত যে সত্য হইবে না, তাহাই কে কে বলিতে পারে?

সাংসী জাতির কাহিনী

"ইপ্সল পাখী কোন দিনই শত্রুর কাছেরে আসে না"— এই প্রবাদটি সাংসী জাতির জীবন-কথা বর্ণনা "ইপ্সল" এর অধিকাংশ প্রাচীন কথামূলক পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছিল—কখন এক সামাজিক বাহিনী এই বর্ণনাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেদিন নৌ-পতঙ্গ "ইপ্সল" বর্ণনাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। আজও ত্রিভুজের পক্ষ বহু অক্ষত বৃটিশ নৌ-বাহিনীর সমুদ্রীন হইয়াছে, তখন বৃটিশ-পক্ষও সমস্ত: একদল উল্লিখিত করিতে পারে। সাংসী ইপ্সল (জাতিগণ বিমানবাহিনী) তাহার পক্ষপুটে যোদ্ধা বোঝা বহন করিয়া হস্ত মনে করিয়াছিল। নৌ-পতঙ্গ বিন বনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই বাধা বিধা বিনাইয়া প্রমাণিত হইয়াছে—দূর-পারস্যে বোদ্ধা বিমান বহরের সমস্ত প্রকার আক্রমণ উপেক্ষা করিয়াও বৃটিশ নৌ-বাহিনী আত্মা পূর্বেই সত্যই অক্ষত হইয়া রাখিয়াছে। তবু তাহাই নহে—তুরস্ক, জার্মানি, ম্যাগনেটিক সাইন, জলপানী মৃতদেহের জলবায় "ই-পাউ" এবং অন্য সমস্ত-প্রকার আধুনিক সরঞ্জামকেই বৃটিশ নৌ-বাহিনী উপেক্ষা করিয়া সপক্ষে বাধা উঠু করিয়া রাখিয়াছে। গত দুই দশকের সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে অপ্রভুত বাক্য সমস্ত বৃটিশ বহুতর ও বাণিজ্য-বহর শত্রুর নৌ-বহরের উপর নিজের শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তি করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং বর্তমানে প্রশান্ত মহাসাগরেও মৃতদেহের সমুদ্রীন হওয়ার জন্য বৃটিশ নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে প্রভুত হইয়াই রাখিয়াছে।

বৃট্টের ইহা বেশ ভালরূপেই অবগত আছে যে, যে কোন প্রকার মুখে তাহার নৌ-বাহিনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে। তবুও বৃট্টেরই নহে, বরং বিশ্বের যে কোন দেশে সাধারণ শ্রেণীর জনগণও এ-বিষয়ে কৃতসিদ্ধ যে, বৃটিশ নৌ-বহরের কৃতকার্যতা সমস্ত সময়ে পোষণের কোন ছেদ নাই।

বৃটিশ নৌ-বাহিনীকে উৎসাহ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে কোক্ বলিয়াছিলেন—"নিরাপত্তা বাক্যের জন্য ইহা রাষ্ট্রের সমস্ত পক্ষাঘাত বর্ণী ওজনসম্পন্ন আত্মরক্ষা-প্রাচীর।" বৃট্টের প্রাচীরকে করেক দশ দশকে কোন কোন লোক এই "আত্মরক্ষা" কথাটির উপর বেশী ওজন আরোপ করিলেও, বোধ্যমান সেনাসল কিন্তু মোটেই একদল যেনো-জাতির পরিচয় দেয় নাই। বৃটিশ নৌ-সেনারা যেন কহে—আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। আত্মরক্ষাও বৃট্টের এই নীতিরই পরিচয় দিয়াছে। বর্তমানে বৃটিশ বিমান-বাহিনীর কাছে সাংসী বিমান-বহরকে তবু পরাজয়ই স্বীকার করিতে হয় নাই, বরং বাস জাতিগণের পর্যাবসিত নিজা বৃটিশ বৈমানিকগণ দান্যদানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোলা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে। বৃটিশ হল-বাহিনী প্রথম প্রথম কল্যাণী আশ্রয় নিরপেক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নীতির পন্থায় নিরস্ত, শেষে বোধ্যমানী সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে সেখানেই আক্রমণের নীতির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং ইহা আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে "ইপ্সল" নামের নিকটবর্তী বহর গিরাই ইহারা নিজের বীজের পরিচয় দিতে পারিবে।

জাতিগণ "ইপ্সল" নামা সমস্ত নামা বৃদ্ধি পরিগ্রহ করিতে উদ্যত। বিশ্বের দিনে ইহা কোকিলের মত-চীৎকার শুদ্ধ করে এবং এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, সাংসী পরাজয় কখন হইয়া আসিবে, তখন একদল ধুসিই আত্মা আত্মরক্ষা করিবে। যেসব জাতির উপর সাংসীরা অত্যাচারের মতলব পোষণ করে, তাহাদের মধ্যে বৃট্টের বহরই অন্য সাংসী "ইপ্সল" তৃতীয় শ্রেণীর সাম্প্রতিক চারদিকী হিসাবে সমস্ত সমস্ত দান্যদানে আত্মরক্ষা-উদ্যোগেরও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কোকিলের মতই কাকের বাসার ভিত্তি প্রদানের বজ্রবৎ সাংসী ইপ্সলের হইয়াছে। তাই, ইপ্সলী পাখীর দান্যদানে জাতিগণ ইপ্সলের দ্বিত্ব আধিক্য হইয়াছে এবং বৃটিশ ও কল্যাণী এই দ্বিত্ব হইতে দান্য বৃট্টের বাহির হওয়ার পূর্বেই ইহাকে অক্ষত করিয়া সেখানে বহর মনে করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক গার্ভেজের আত্মরক্ষা

বৈজ্ঞানিক গার্ভেজের আত্মরক্ষা

বর্তমান বৈজ্ঞানিক গার্ভেজের আত্মরক্ষা ও কর্মসম্পাদন বৈজ্ঞানিক গার্ভেজের আত্মরক্ষা বহু বিবরণ আত্মরক্ষা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপে বড়ো বাওড়া পোট, বটুখ এবং কলকাতা পোটের নিকটবর্তী কলকাতা পোটের পটিকা বহর কল হইয়াছে। বাক্যেতে সত্যের সমস্ত উদাহরণ সমস্ত বাক্য বাক্যেতে পারে, তবুও জনসাধারণকে উদাহরণ বাক্য অবলম্বন পূর্ব হইতেই নির্ণয় করিয়া রাখিতে বলা হইতেছে। সুপারিন্টেন্ডেন্টের দ্বারা-ভরসে কিছুদিন হইল প্রাথমিক চিকিৎসা শিলা সেওয়া হইতেছে। উদাহরণে উদাহরণ এবং বাহিরের বিমান-আক্রমণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর্মসম্পাদন উচ্চ শিলা সত্য করিতেছে। উদাহরণে বৈজ্ঞানিক আত্মরক্ষার সমস্ত বহুবার করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন এবং উচ্চ বক্তৃতা সমস্ত সমস্ত কার্যকরী শিলাও প্রদান করা হয়। উদাহরণে বহু যদি বিমান আক্রমণ হয়, তবে উদাহরণে উদাহরণী প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র বহুবার পরিগণিত হইবে এবং বৈজ্ঞানিক আত্মরক্ষার উদাহরণ উদাহরণ কর্মসম্পাদন নিকট থাকিবেন। সত্য কালে আত্মরক্ষার প্রাধিকার এবং আরও অন্যান্য নিরাপত্তা যানে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। কারণ কলীর তীর বোলা বহুবার বিমান আক্রমণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। যদি কোন কর্মসম্পাদন উদাহরণে বিমান আক্রমণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান থাকেন, তবে, তাহাদের বিজ্ঞান বিবরণের জন্য বর্তমান বৈজ্ঞানিক গার্ভেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কিম্বা কিউবের সমস্ত দেখা করিতে অনুদান করা হইতেছে।

বৃট্টের অর্থনৈতিক সমস্যা

অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ কমিটি

একটি প্রেস-মোট প্রকাশ, বৃদ্ধ শেষ হইলে পর দেশে যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে, তাহার সমাধান চিন্তা করিবার জন্য ভারত সরকার একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করিয়াছেন। পাঠ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এল. সি. জৈন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জে. পি. নিরোঙ্গী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এইচ. এল. সো, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এল. কে. রত্ন ও প্রোঃ বি. পি. আদরকার, লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ স্বাভাবিক বৃদ্ধাধিকার এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হইতে ব্যাভাব্য আরও করেকজন অর্থনীতিবিদকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছে।

আগামী ২৩শে অক্টোবর মঙ্গল দিবসে এই কমিটির প্রথম অধিবেশন হইবে। বাণিজ্য এবং শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সাহা রামস্বামী মুখার্জীর এই সভার সভাপতিত্ব করিবেন।

বাঙলার সংস্কারক ব্যাধি

এক সমস্যার বিবরণী

গত ৯ই আগস্ট যে সভায় শেষ হইয়াছে, সে সভায় বাঙলার ৮৩৬ জন কর্মচারীর আত্মরক্ষা হই; তবুও মোরাদাবাদে ৪২৪ জন, বাবরগড়ে ১১৮ এবং বর্তমানে ১৬৪ জন। এই সভায় কলকাতা পোট ৩৪৩ জনের মৃত্যু হইতে; তবুও মোরাদাবাদে ২১৪ জন এবং বর্তমানে ৭৯ জন। বাণিজ্যিক জেলের ১০৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় কোন কোন দানে বৈজ্ঞানিক গার্ভেজের আত্মরক্ষা। প্রেসে অক্ষত হওয়ার কোন কোন কর্মসম্পাদন হই। (প্রেস-মোট)

পুলিশিভাগ পক্ষ করণে মহানগর গভর্ণ'র বাহাদুর বহরবপুরে "জেমস্‌ নরায়ণ বসু। ডিক্‌শ্যানারি" গ্রন্থ প্রকাশ প্রতীতি করেন। ত্রিভে বাল্যাবস্থিত অসহায় গভর্ণ'র বাহাদুর ও তাঁহার জ্ঞানদায়ী বালকীর মহানগর পুলিশের দ্বারা মহোদয়কে অসহায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেখা বাহিহেত্রে।

ইরানে তৈলখনির ব্যবসা

বাৎসরিক এক কোটি টন উৎপাদন

বহা-প্রাচ্যের প্রধান তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ইরান অন্যতম। এখানে বৎসরে প্রায় ১ কোটি টন অপরিষ্কৃত পেট্রোলিয়াম উৎপাদ হয়। অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীর চেটারই ইরানের তৈলখনিগুলি হইতে তৈল আহরণ আরম্ভ হয়। ১৯০৯ সাল হইতে এই কোম্পানী কার্য আরম্ভ করে। হাফ্ট-কেল হইতে একটি মলযোগে এই তৈল পারস্য উপ-দ্বীপসাগরের উপকূলবর্তী আবাবানে দইরা আসা হয়; এইখানে এই তৈল পরিষ্কৃত করা হয় এবং এখান হইতে ইতা বিশেষে রপ্তানী করা হয়।

প্রতি বৎসর এই কোম্পানী ইরান সরকারকে যে খাজনা দেয়, তাহা ইরানের মোট রাজস্বের একটি বড় অংশ। যেরূপটি ও ট্যাক্স হিসাবে এই কোম্পানী হইতে ইরান সরকার প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পাইরাছে। ইরানের পাহ কাঙ্গারির উপসাগর হইতে পাবসা উপসাগর পর্যন্ত যে রেললাইনটি নির্মাণ করিয়াছেন, এই টাকা পাওয়ার তদারক্য-নির্বাহে বিশেষ সচায়া হইরাছে। ইরানের শপতকরা ৬৫ ভাগ বাণিজ্যই মোটেরই বাণিজ্য, মুক্ত-মার্ট ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত।

কুষ্টিয়ার উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

বিরাট পরীক্ষণ সড়ার অনুষ্ঠান

বিগত ২৬শে জুন বুধবার বেলা ১২টার সময় কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত ডেড়ামারা থানার অধীন ধরমপুর গ্রামে কুষ্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মি: বীরেন্দ্র নাথ বসু মহাপ্রভুর সভাপতিত্বে ধরমপুর ম্যাজিস্ট্রেট নিবারণী ও সাধারণ আদালত মহাপ্রভুর সমিতি মিটিংয়ের প্রচেষ্টায় সমন্বিত সৈন্য-বিমানবাহিনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সুচাঙ্গরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধবাহিনী বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সড়ার সহস্রাবিক লোকের সমাবেশ হইরাছিল।

উদ্বোধন কর্তৃত্ব এবং সভাপতিত্ব বান্যাদানের পথ জুট-রেজিমেন্টের বিভাগের প্রাণীপাণ্ডা অফিসার বৌ: বনজকোকা হকিমুজ্জাম, বি-এল সাহেব ওকালতী ডাক্তার পরী-উল্লাহ এবং এডভোকেট হিমু মুসলমানের একতর প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষী বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনসাধারণের মনে এক নব জাগরণের স্রষ্টা করেন। অজ্ঞানের জুট ইন্সপেক্টর বৌ: মহারম ইউনুস আলি, বাবু লক্ষ্মীকান্ত বিপ্লব এম-এল-এ এবং স্থানীয় দাওয়া চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু বিনয়কান্ত বসু মহাপ্রভুর সমন্বিত উপকারিতা সত্ত্বেও যুদ্ধবাহিনী বক্তৃতা প্রদান করার পর সভাপতি মহোদর তাঁহার বারমর্দ অভিভাষণে জন-মতবীর উৎসাহ বর্ধন করেন।

অভিজ্ঞত ক্রমে মাংসী জুলুম

জাঙ্গীল বিক্রেতা কথ্য বলিলে কীসি

এসময়ের মাংসী পানসকর্তা কথটি হুখানার সজ্ঞতি এই বর্ষে একটি বোকা কথী কবিরাজের যে, ১৯৪১ সালের ২৭শে এপ্রিল হইতে জাঙ্গীল ডাকা আসা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কলানী ডাক্তার কথ্য বলিলে, তাহাকে অধিকার প্রেরণ করিয়া এক বৎসরের জন্য বশিষ্ঠালার আটক রাখা হইবে।

বিশেষী রেজিষ্টার প্রথম করিলে প্রেরণকে তৎকালীন প্রেরণ করিয়া ২ হইতে ৫ বৎসরের জন্য বশিষ্ঠালার প্রেরণ করা হইবে।

কেহ জাঙ্গীল বিক্রেতা কোন কথ্য বলিলে তাহাকে কীসি দেওয়া হইবে।

কিনল্যাও কি স্বতন্ত্র সন্ধি করিবে?

রাজনৈতিক বলগুলি বৃদ্ধ-বিবর্তিত স্বপক্ষে

ডেইলী টেমিগ্রাকের ইকনমিস্টিক মনোমতায় লিখিয়াছে:—

জর্জীয় এবং কিনসের মধ্যে বর্তমানে বৃদ্ধ-বিবর্তিত আলোচনা চলিতেছে কিনা, এ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা না গেলেও নানা দিক হইতে এ বিষয়ে যে বন-জানাজানি চলিতেছে, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কিনল্যাওর ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র সচিব ও কিন-ল্যাওর বিশেষ শক্তিশালী রাজনৈতিক বল কিনসি সনাক্ত-ভরী পার্টির নেতা মি: ডেইলো ট্যানার কিনসের সন্ধি করিতে বলিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহার বক্ত এই যে, কিনল্যাওর পূর্বের সীমানা বন পুনরুদ্ধার করা গিয়াছে, তখন অথবা বৃদ্ধ চালানবার প্রয়োজন নাই। কিনল্যাওর বৃদ্ধ ইয়ুনিয়নসমূহের প্রেসিডেন্ট এবং সুইডিস্ কিন পার্টির মুখপাত্র মি: কেপারফোবও মি: ট্যানারের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। কিনল্যাওর বৃদ্ধ রাজ-নীতিকই সন্ধি স্বাপনের স্বপক্ষে বলিয়া প্রকাশ।

এ সম্বন্ধে জাঙ্গীল মহলের প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে এইরূপ: কিনসের বৃদ্ধ করিতে চায় কি না চার, তাহাতে কিছু আসে যায় না, বৃদ্ধ তাহাদের করিতেই হইবে।

সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলের কিনসের সকলেই বৃদ্ধের অবসান কাননা করিতেছে। কিনল্যাওর বণাক্তনে জাঙ্গীল সৈন্যদের শোচনীয় ব্যর্থতা দেখিবার পর হইতে কিনসের জাঙ্গীলদের হুকিতে আর পূর্বের দায় তর পার না।

পানীয় জলের অভাব মোচন

মুর্শিদাবাদের জমা সরকারী সাহায্য

মুর্শিদাবাদ জেলার কালি, লালবাগ এবং জঙ্গীপুর মহকুমার জলাভাব দূরীকরণার্থ জল-সরবরাহ ব্যবস্থাটি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার অভিবিক্ত ৮,৬০০ টাকা মন্তর করিয়াছেন। বাঙলা সরকার উক্ত টাকা এ-সর্ব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে অর্পণ করিয়া-ছেন যে, বর্তমান বৎসর উপরোক্ত এলাকাসমূহে টাকার সাহায্যে এ-জেলার জমা পরীক্ষারের জমা রচিত জল-সরবরাহ পরিকল্পনা অনুযায়ী "এ" শ্রেণীর মনকূপ বনান হইবে।

এজ্যুডীত বীরভূম জেলার অন্তর্গত বর্ধপুর হইতে বাঙ্গলায় পর্যন্ত একটি রাজ এক ৪টি পল্লপ্রণালী নির্ধারণের জন্য বাঙলা সরকার ৫০০, মন্তর করিয়াছেন।

টাইবুনের আভ্যাবিহিত মনোমতায় লিখিয়াছেন:—

ইরান হইতে জাঙ্গীল বিপুল পরিমাণ জুলা, পপ এবং চাকড়া কিনিয়া যখনে চাকড়া বিকৃত ব্যবস্থা করিতেছিল। কিন্তু ইরানে ব্রিটিশ ও জর্জীয় সৈন্যসামরিকী জল অসুস্থ হইতে পারিবার এই লক্ষ্য বাক চলান দেওয়া আর সম্ভব হইবে না।

আবোখার পরসেক্ষপত কথ্য জাঙ্গীল আদী সাহেব পৌত্র প্রিন্স সেক্ষপার প্রেরণ আদী বিক। বক্ত ১৫ সেপ্টেম্বর অপর্যবু পরসেক্ষপতন করিয়াছেন। বৃদ্ধসকল তাঁহার বক্ত ৫৬ বক্ত হইরা-ছিল। জিদি সাহেবকথ্য আবক আদী বিক। ও সাহেবকথ্য আবক আদী বিক। আবক দুই পূত্র এক এক কথ্য রাবির বিকাজেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার দী বিরোধ হয়।

রংপুর জেলার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

জলচাকা অঞ্চলে প্রচার-সভা

রংপুর জেলার জলচাকা অঞ্চলে পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ কার্য সুচাঙ্গরূপে সম্পন্ন হইরাছে। যে সমস্ত অভিবিক্ত পাট বরা পড়ে, তাহা মৌসিম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষিগণ ফেজ্জার নষ্ট করিয়া কেন্দ্রে এ পর্যন্ত তবু একজন লোক পাট বা ডাকার পাতি প্রাণ হইরাছে।

বিগত ৩০ জুলাই তারিখে জলচাকা "এ" সার্কেলের অন্তর্গত বুটামারা ইউনিয়নের টেকরবারী হাটে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও জুট কমিটির চেয়ারম্যান বৌলতী কলমুর রহমান সাহেবের একাধিক দৌর এক বিরাট জনসভার অবিকেশন হয়। সর্বসম্মতিক্রমে বৌলতী কলমুর রহমান সাহেবই সভাপতি নির্বাচিত হন।

সভার মাওলাসা কসিম উকিন, বৌলতী হকিমউকিন, সার্কেল ইন্সপেক্টর মি: আবদুর রহিম, বি, এ, ও প্রাণীপাণ্ডা অফিসার মি: বাউলী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ও গোড়ার কথা, পাট আইন ও ডাক বর্তমান ভক্তের কল, পরী-বক্ত এবং ডোলা বিলিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। উপস্থিত সকলেই আলোচ্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সভার অন্যান্য ৯০০ মর পত লোক উপস্থিত হইরাছিলেন।

মৌ-মহিষাধির বাজার বর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ৩০শে আগস্ট যে সপ্তাহ শেষ হইরাছে, সে সপ্তাহে ২৮২টি বৃদ্ধবর্তী পাটী কমিকাতার আবদানী হয়। তন্মধ্যে পাটচাষ হইতে ২১৫টি এবং অবনিউগুলি অবদান প্রদেপ হইতে। এই সময় ২৭০টি মহিষ পাটচাষ এবং অবদান প্রদেপ হইতে ৬১২টি মহিষ আবদানী হইরাছিল। পাটী ও মহিষের মর বক্তারূপে ৮৬—১১৮ টাকা এবং ১৪০—১৯৮ টাকা ছিল। পড়ে এক একটি পাটী ও মহিষ ৮—৮ সের এবং ১০—১২ সের মূষ মের।

নিয়মাবলী

বাধিক টীকা।—“বাঙলার কথার” বাধিক টীকা ডিস টীকা করিয়া লিখিত হইরাছে। অর্জনের সঙ্গেই টীকা অধিব পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কথ সময়ে জমা কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং বনবই গ্রাহক হওয়া যুক্তি না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ পথনা করা হইবে। টীকার জন্য কাহাকেও লিখিত ডি-পি প্রেরণ করা হইবে না। টীকার টাকা মহি-অর্জনের প্রেরণ “জাঙ্গীলপ্রেসেন্ট, পতর্ক-বেন্ট প্রিন্টিং, আলিপুর, কলিকাতা” এই টীকার প্রেরণ করিতে হইবে এবং মহি-অর্জনের কূপের টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের টীকার পরিচয়ভবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—“বাঙলার কথার” প্রকাশের জন্য বখায়া সময়ে বা প্রবর্তন প্রেরণ করিবেন, তাঁহার অন-প্রবর্তন কথারের এক পূত্র পরিচয়ভবে লিখিত উক্ত রচনা: “সম্পাদক, বাঙলার কথার”—এইভাবে লিখিলে, কলিকাতা—টীকার প্রেরণ করিতে। অবশেষীত জমা কথার কথার কথার হইবে ক।

বাঙলার কুইনাইন ও সিন্‌কোনার চাষ

রাজ্য প্রধান-মন্ত্রীর ঘোষণা

মুদ্র-পরিচিতি রূটিনের অন্তর্ভুক্ত

১৯৩৯-৪০ সনের সরকারী বিবরণী

"অতিরিক্ত উৎপাদন ও চাষিদের চাপ কমাতে অসুবিধা হইতে আরম্ভ করে। আলোচ্য বৎসর পূর্ব বঙ্গী বৎসরের তুলনায় পতকরা ১০ জাগ অধিক বৎসর সংস্কারিত হয়। উহার মোট পরিমাণ ১,৪২৩,২৪৬ পাউণ্ড। ইহার সবচেঁটাই বাঙলাদেশেই সংস্কারিত হইয়াছে। বৎসর হইতে প্রাপ্ত কুইনাইনের পরিমাণেরও সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।" বাঙলা সরকারের সিদ্ধান্ত উৎপাদন ও কুইনাইনী সম্পর্কিত ১৯৩৯-৪০ সনের রিপোর্টে উপরোক্ত মন্তব্য করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর বঙ্গ হইতে ৫০,১৬১ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট এবং ২৮,৩০৪ পাউণ্ড সিন্‌কোনা কেমিক্যাল পাওয়া যায়। মাত্র ৫,০৫৬ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট অসংশয়িত অবস্থায় থাকে, অবশিষ্ট কুইনাইন সালফেট সরকারী হান অনুসারে পরিশোধিত করা হয়। বিতরণের জন্য কুইনাইনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার লক্ষণ পূরাতন টক্ হইতে আরও ২১,৮৮৯ পাউণ্ড ওজননের কুইনাইন পরিশোধিত করা হইয়াছিল। এক্ষেপ্তরে অন্য পূরাতন টক্ হইতে বি. পি. টাওয়ার্ডের ১৬,০২৫ পাউণ্ড কুইনাইন তৈরী করার আশংকা হয়।

কুইনাইনের মূল্য সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, মূল্য বিনিময় হারের লক্ষণ কুইনাইনের দরে সামান্য উঠা নামা বাতীত লম্ব প্রায় পূর্ণবৎ ছিল। আলোচ্য বৎসর ইউরোপে মুদ্রা আরম্ভ হওয়ার কুইনাইনের ব্যবসারে উহার প্রতিক্রিয়া পড়ে। ফলে কুইনাইনের দর ক্রমশঃ চড়িতে থাকে। যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুইনাইন সালফেটের প্রতি পাউণ্ড যেখানে ২৪ টাকায় বিক্রয় হইত, উহা এক্ষেপ্ত ৩৭ টাকায় পাঁড়াইয়াছে। বৌদ্ধিক লবনের দিক দিরা মাত্র পতকরা ৭ জাগ বৃদ্ধি পায়। জাত পতকরা ৫ জাগ বৃদ্ধি পায়। মূল্য বিনিময় হার বৃদ্ধির পূর্ব ও বৃদ্ধিকাশী লবনের বাকী প্রকৃতমানের জন্য লারী। ভারতে বাহালা কুইনাইন পেরন করিয়া থাকে, তাহারা যে শুধু চড়া লবনে উহা ক্রয় করিতেছে, এমন নয়, উপরন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে কুইনাইন সরবরাহও হইতেছে না। ইউরোপের পক্ষ এক প্রকার বহু। জাতীয় টক পূর্ণ আছে সত্তা, তবে লাম প্রেরণের তরানক অন্তর্বিধা বহিরাছে, জুপরি ধারে বিক্রয়ের সুবিধা প্রত্যাহত হওয়ার আমলানী হান পাছিয়াছে। মোট চাহিদার একটা অংশ মাত্র গভর্ণমেন্ট দেশী ও বিদেশী কুইনাইন রাস্য মিটাইতে পারেন। আশা করা যায়, নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এই অত্যাবশ্যকীয় জ্বাতি উৎপাদনে তামতবর্ষ জোর দেটা করিবে।

যদিও মুদ্র মুদ্র হইবার পর বাজার দর বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি কুইনাইন সালফেটের সরকারী দর গত ১৯৪০ সালের কেন্দ্রকারী দাস হইতে প্রতি পাউণ্ডে ১৮ টাকা হইতে ২৪ টাকায় বর্ধিত হইয়াছে।

বহুরের পক্ষে ৩,১৬৪ একর জমিতে সিন্‌কোনার চাষ হইয়াছে; অর্থাৎ বাপুতে ১,৮২৫ একর, বাসে ১২৪ একর এবং কসৌ লাক হানে পরীক্ষারীসজাবে ১২৪ একর। আলোচ্য বর্ষে বাপুতে ২২৫ একর, বাসে ১৪৭ একর এবং বাসোতে দ্বিতীয় বৎসরে পরীক্ষারীসজাবে ৩৬ একর চাষের জমি বর্ধিত করা হইয়াছে। মোটামুটিভাবে লাদিগালি সত্তা চাষই উৎপাদ্য করিয়াছে; কিন্তু বাসে ৩১ একর লাদিগালে চাষের পূরাতন জেম প্রকা বিদ্যছিল এবং জাহার ফলে চাষাধি বাসোতক করিতে ছিল। হইতে হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে কুইনাইন হাইড্রোকুইনাইড এবং বাই হাইড্রোকুইনাইডের নিমিত্ত নতুন গাছ লপন কাছা সমাধা হইয়াছিল। বাই হাইড্রোকুইনাইড কেবল মাত্র বি. পি. স্পেসিফিকেশনে তৈরী হয়; কিন্তু হাইড্রোকুইনাইড অধিকতর বহু মূল্যের গাছ হইতেও তৈরী হইয়া থাকে।

গত বৎসর হইতে আলোচ্য বৎসরে টাবলেট তৈরী পরিমাণে কিছু কম হইয়াছে। মোট ২৪,৫৬৮ পাউণ্ড ওজননের জ্বা টাবলেটে পরিণত করা হইয়াছে।

পূর্ব বৎসর যে অসুবিধা ছিল, তথা আলোচ্য বৎসরের যে মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত বাপু এবং বাসে অকলে বলবৎ ছিল এবং লাবলানতা অবলম্বন করা সম্ভব উক্ত গাছের চাষে হানে হানে আওল লাগিয়াছিল। উহা ছাড়া বাপু অকলে লাকা বহুরের আবহাওয়া আভ্যাকিক হইত ছিল এবং বিশেষ প্রবল বহব না হইয়া বৃষ্টি বহাবর ভালই হইয়াছে।

বাপু চাষ-অকলে লাবিপাত সাধারণ অসুবিধা হইতে ও ইকি কম ছিল। আলোচ্য বর্ষে বাসো পরীক্ষারীস চাষ-অকলে ৩৫৯ ০ ইকি লাবিপাত হইয়াছিল। ভাল জল নিকাশের লাবহার পূর্ব অতিক্রান্ত এখানে বিশেষ কার্যাকরী হইয়াছিল এবং বাসে ও বাপু অকলে হইতে এখানকার আবহাওয়া চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল লবিয়া অনুভূত হইয়াছিল। ফলে জোটি জোটি চাষা গাছ সত্তা হইয়া উঠিয়াছিল এবং ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত এই পরীক্ষারীস লাকা বিশেষ লাকল্যাকিত হইয়াছে।

ভারতীয় সৈন্যদের জজা চা-সরবরাহ

একপ্যাক্সান বোর্ড কর্তৃক ৫০ হাজার টাকা মজুর

ভারতীয় টি মার্কেট একপ্যাক্সান বোর্ড ভারতীয় সৈন্য-লিগকে চা সরবরাহ করিবার লক্ষিকরসা কাছো পরিপত করিবার জন্য বর্তমান বৎসরের অংশিত কয়েক মাসের জন্য ৫০ হাজার টাকা অতিরিক্ত মজুর করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনার ভারতীয় সৈন্যলগ ভারতে অবস্থান করিবার সময় মোটামুটিভাবে তাহাণিপক্ষে চা সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু সম্ভ্রতি পুস্তার করা হয় যে, যে লকল ভারতীয় সৈন্য লিগেলে হইয়াছে, তাহাণিপক্ষে চা সরবরাহের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। করিটি এই পুস্তার লুখ লবীটীন লবিয়া লমে করেন এবং আন্তর্জাতিক বোর্ডের লিকট পুস্তান করেন যে, লিসরে বোর্ডের যে লবিশনার আছেন, তাঁহার লারকতে প্রথমতঃ লিসরে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যলিগকে মোটামুটিভাবে চা সরবরাহ করিলে ভাল হয়; অবশ্য সেলসা যে লার হইলে, ভারতীয় বোর্ডিট প্রাচা লকল করিবেন। আন্তর্জাতিক বোর্ডিট এই পুস্তাবে সম্ভ্রতি সেন, লিগ লানলম যে, একসা যে মোটামুটি এবং কর্তারীস প্রয়োজন হইবে, জাহা ভারত হইতে সরবরাহ করিতে হইবে। প'চাবানি মোটামুটি পাড়ী হইলে লিসরে লাক চলিতে পারে।

মোর্ট এই পরিকল্পনা মজুর করিয়া এক্ষেপ্ত আশংক্য অনুভূতির লকল লাবিগির কর্তৃপক্ষের লচিত লখালাক ললবিহেলে লবিয়া পুস্তান।

প্রাথমিকভাবে পক্ষ লাল টাবলেটের পুনরলিগেশন লসিলে পুস্তান-লবী লি: চাচিলস মুদ্র-পরিচিতি সম্পর্কে এক লিগুতি লাম করেন। আটলান্টিক মুদ্র লুটিপ লৌলানদীস লুটিপ উহার অল্যতন উল্লেখযোগ্য লিমর। পুস্তান-লবী ললেন, গুড লুলাই ও আশা মাসে যে পরিমাণ লুটিপ ও লিগ-লকীর লাহাভ লকলক লুলাইয়া লিগাছে, জাহা লিগ-লকীর লাবলমবিন এবং লিগাম যে পরিমাণ লাবলপ ও ইলানীলান লাহাভ লুলাইয়া লিগাছে, জাহা এক-লুটীলানপের লেশী হইবে না।

লি: চাচিলস তাঁহার লিগুতিতে অল্যপের লিস্ত্রাক লিগ-লুটিপ ও উল্লেখ করেন:—

৩০১৪০ লামি লবিয়া লাবলপ লিগাম লাবিগোলে লাবিগা লুটিপ লবিগার লাইম লিগলপ লবিয়া লিগাছে লাক, লিগিগু লবপের লবপাতিস লাহাভো জাহা ললেনকটা লারতে লামা লিগাছে।

লাবিগার লুটিগোলে লকা উল্লেখ লবিয়া লিগি ললেন যে, লাবিগারলদের লাবলান লক্তি পুস্তানাই। লাবিগার মুদ্র লাবলপের গুড লিগ লাসে যে লোণিত লর হইয়াছে, গুড এক লবপের লুদেও জাহা লর লাই। লাবলপলপ এখন লিগিগুতাহে লুটিগে লাবিগাছে যে, উলর লেক হইতে লুলাগার লবীস লরগু লবাকলে লল লেপের লুট ও লীগে জাহাণিপক্ষে লৈমা লোভারলম লাবিগে হইবে। ললিও লাবিগার এক কোটি হইতে সেড কোটি লৈমা লাহে এবং তললুবারী অল্যপ ও লরলোপলকলপ জাহা লাহে, তথাপি উল-লাকিন লাহালা লাবিগার লকে লভ্যলপলক। লাবিগার লিগল পরিমাণ লাহালা লাবিগা লেভরা হইয়াছে; উলি লবীলান লাবিগার লবে। লাবিগার উপলারাপ লুটিপকে অনেক উপলকলানি লাহালা লবিগে হইবে।

লারলোপ লাকটীয় ইলানীস ও লাবলপকে লাবললপ ল করিতে হইবে। এক লবপ লুপু লাবলপের লবকা লেবিয়া একলার লাবকা ছাড়া লার লকলেই লভ্যল হইয়া লুটিগাছিল, লিগ লাক লাবকা লবিগে লাবি, "লাবলপের লুট লিগলপ লাবলপের হাডে—লাবলপের লুট লামনা।"

আমেরিকান লালবারী লাহাভ লিগলিগত

লোহিত লাপরে লিগল-ল্যাকলপ

ওলানীসের লাইলিগাপ হইতে লোহিত লকা হইয়াছে যে, লাকিন লালবারী লাহাভ "লিগ লিগলগার" লোহিত লাপরে লিগল লিকিগ লোহার লাহাভে লিগলিগত হইয়াছে। এই লাবল লাহাভের লাকিন লাইলুত ওলানীসে লেপল লবিগাছেন। লিগলিগ কোন্ লেপের, জাহা লামা লার লাই। ললপ লাবিকট লকা লাইয়াছে।

লাহাভের লাবলে পুস্তান, লাকিন লালবারী লাহাভ "লিগ লিগলগারের" উপর উল্লেখ ললোলাকলীস লাবিগে লুভেভের লুর লুট লাইল লকিনে লাকলপ লীলান লব। ললুটি লুপালা লাবলপ লোলাক লিগললিগ লরলোপের লকিগলপ লললপ লবীস লাহা লিগাছে লবিয়া লামা লিগাছে। লোভেকালিগ লীলপুস্তার লীটি হইতেই যে এইলম লাবলপ লিগল অলিগল চালাইতেছে, জাহা লেপ লুলা লার। "লিগ লিগলগারের" লকা-লুলায় লাবিগার লকা লরলোপলকলপ লোলাই ছিল। ললকলীসে লোহিত লকা হইয়াছে যে, একলানি লুটিপ ললকলী "লিগ লিগলগারের" লোকলককে ললললক হইতে উলর লবিগাছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

২৫ লক্ষ জার্মান সৈন্য হতাহত

এই যুদ্ধে হিটলার কোন পরাজিত হইবেন, তাহার সন্দেহ বর্ণনা করিয়া নক্সা হইতে জার্মান প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে এক বেতার-বার্তা প্রচার করা হইয়াছে। উক্ত বেতার-বার্তা হইয়াছে যে, আজ পর্যন্ত পূর্ব বর্গাঙ্গনে ২৫ লক্ষ জার্মান সৈন্য হতাহত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সংখ্যা হইতেছে ১৭ লক্ষ। আগষ্ট মাসের প্রথম ২২ দিনে জার্মানীর ১২টি সাজোজা বাহিনী, ৩৭টি পদাতিক ডিভিশন, ৮টি মোটর চালিত ডিভিশন, ৪টি বায়োডিভিশন, ১৭টি পদাতিক রেজিমেন্ট বিধ্বস্ত হইয়াছে।

তুর্কী সীমান্তে অ্যাঙ্গিস সেনাদল

২৭ সেপ্টেম্বর সকালে দাশদশ প্রজাতন্ত্র কোম্পানীর আনকারাধিত প্রতিমি বি: মার্টিন অ্যাঙ্গিস সৈন্য যুদ্ধ-মার্টিন উদ্দেশ্যে এক বেতার-বার্তা প্রচার করা হইয়াছে। পক্ষীয় সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণী প্রদান করেন।

তাঁহার হিসাব অনুযায়ী তুর্কী-সীমান্তে দাশদশ, বুলগার ও ইটালীয়ান সৈন্যদের মোট ১৬টি ডিভিশন রহিয়াছে এবং তাহা জাড়া, বুলগেরিয়ায় আরও চার ডিভিশন দাশদশ সৈন্য রহিয়াছে।

বি: অ্যাঙ্গিস সৈন্য যে, তুর্কী-সীমান্তের নিকটে বর্তমানে যে সকল বুলগার, ইটালীয় এবং জার্মান সৈন্য রহিয়াছে, তাহাদের সমস্ত একত্র করিলেও জার্মান সৈন্য বর্তমানে বা অল্প ভবিষ্যতে তুর্কীর উপর আক্রমণের মত সৈন্য সমবেত করিতে পারে নাই। ক্রমাগত তুর্কী হইতেছে যে, জার্মান আক্রমণ আসিলে হইয়া উঠিয়াছে।

ইরান পার্লামেন্টে প্রবাস-মন্ত্রীর বিবৃতি

মুহাম্মদ (ইরান পার্লামেন্ট) এক সাধারণ অধিবেশনে প্রবাস-মন্ত্রী কাকবী ডেপুটিমের জানান যে, সম্ভাব্যজনকভাবে আলোচনা চলিতেছে এবং পরিস্থিতি ক্রমশঃ সরল হইয়া আসিতেছে। তিনি আশা করেন যে, দুই-এক দিনের মধ্যেই সব বিবাদের মীমাংসা হইয়া যাইবে।

বেসামরিক সোভিয়েট গরিলাদের প্রেসেন্সের তৎপরতা

জার্মান ও কমান্ডার সৈন্যদের দ্বারা অবিকৃত বেগাবিমা প্রবেশে সোভিয়েট গরিলার যোদ্ধাদের সাক্ষ্য-যুক্ত সংগ্রামের সংবাদ সোভিয়েট এন্ডেভারে ঘণিত হইয়াছে। সোভিয়েট গরিলার যোদ্ধাগণ অসীম সাহসের সহিত পক্ষীয় ধাঁড়ি উড়াইয়া দিয়া এবং ব্যাপক অগ্নি-কাণ্ডের ফল করিয়া পক্ষ সৈন্যাদিকে এবং তাহাদের অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি ধ্বংস করিতেছে।

আগষ্ট মাসে গরিলারা পক্ষীয় ১৪টি ট্যাঙ্ক ও সাজোজা গাড়ী, গোলাগুলি ৩২টি মর্টার, সম্ভাব্যজনকপূর্ণ ৪৪ বাসা ওয়াশন এবং ৪০টি অধিক পেট্রোল জাল বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং ৪০০ জন কমান্ডার সৈন্য ও অফিসারকে হতাহত করিয়াছে।

পত্র রেজিমেন্ট নির্মূল

সেনাসেনাদের দিকে সোভিয়েট সৈন্যগণ ১৬১ সংখ্যক জার্মান ডিভিশনের এক বেজিমেন্ট পদাতিক নির্মূল করিয়াছে। উক্ত বেজিমেন্টের মাত্র ৮১০ জন লোক প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং রবার্ট নামক একজন কলিকৃত জার্মান অফিসারের যুগে প্রকাশ, পূর্ব বর্গাঙ্গনে কলিকৃত রক্ষণ সৈন্যদের কোন জার্মান হাইকমান্ড অবিকৃত

লেনগলি হইতে জার্মান সৈন্য আনয়ন করিতে বাধা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অফিসার-ই রিচার্ড সৈন্য দলের অস্ত্রহীন।

বুটিন সাবমেরিনের তৎপরতা

নৌবিভাগের এক ইন্ডায়ের ৩৭ সেপ্টেম্বর বলা হইয়াছে: ডুম্বাঙ্গাঙ্গের এক কনভয় বহন জাহাজ উপকূল দিয়া বেনগালী মটতেছিল, তখন একটি বুটিন সাবমেরিন উত্থাপিত করিয়া দুইটি বড় বুনর (এক শ্রেণীর জাহাজ) ডুবাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত সিসিলির উত্তর পশ্চিমের প্রতিপক্ষের যোগানকার জাহাজ-সমূহ আক্রান্ত হয়; সম্ভবত: উত্থাপিত হইয়া একটি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। বেনগালী পোতাশ্রয়ের প্রবেশপথেও বুটিন সাবমেরিনসমূহ কর্তৃক প্রতিপক্ষের জাহাজসমূহ আক্রান্ত হইয়াছিল।

বাল্টিক সাগরে জার্মান নৌবহর

জার্মান সরকারী নিউজ একেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, লেনিংগ্রেড অভিমুখী অভিযানের উত্তর পাশ্বে রক্ষা করিবার জন্য বাল্টিকে জার্মান নৌবহর নিযুক্ত আছে। প্রকাশ, তাহারা "পরিকল্পনামূলকী সমুদ্রপথে আরও সৈন্য আনিয়াছে; তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি হয় নাই।"

লেনিংগ্রেডের প্রবেশপথ রক্ষা

লেনিংগ্রেডের মুখপত্র 'রেড স্টার'এ বলা হইয়াছে যে, বিপাকত্রি লেনিংগ্রেডের প্রবেশপথ রক্ষা করা হইতেছে এবং সোভিয়েট বাহিনী সম্ভবত: মধ্যবর্গাঙ্গনে আক্রমণ চালাইয়া ২২টি গ্রাম পুনরায় দখল করিয়াছে।

বাল্টিক অঞ্চলে বিরাট বিমান-যুদ্ধ

মধ্য বর্গাঙ্গন হইতে প্রাচ্য এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, একদানে জার্মানদেরকে ডিন বাইল দূরে ডাকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ানরা তীব্র গোলাবর্ষণের মধ্যে আক্রমণ চালাইতেছে।

বাল্টিক বর্গাঙ্গনে বড় বহনের এক বিমান যুদ্ধের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ১০০ বড় জার্মান বোম্বার্ড প্লেন আক্রমণের উদ্দেশ্যে আনিয়াছিল, কিন্তু রাশিয়ান জাহাজ প্লেন, উপকূলবর্তী বাহিনী ও নৌ-বাহিনী ইহাদিগকে বিভাজিত করিয়া দেয়। আরও জানা গিয়াছে যে, রাশিয়ান বর্গাঙ্গনসমূহ জার্মান বাহিনীর উত্তরাংশে গোলাবর্ষণ করিয়াছিল।


জার্মান বাহিনীতে সৈন্য ও অফিসারের অভাব

মক্সা বেজিমেন্ট মারকতে নিম্নলিখিত বার্তা প্রচারিত হইয়াছে—

জেনারেল কন আর্দীর কর্তৃক প্রচারিত এক নির্বাহী পূর্ব বর্গাঙ্গনে জার্মান বাহিনীতে অফিসারদের অত্যধিক অভাবের কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

একটি পদাতিক রেজিমেন্টের সৈন্যাদিগকে গুত করেক সম্ভাব্য ধরিয়া একজন হারভাঙ্গা পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে যে, বর্তমানে ইহাদের যুদ্ধ করিবার মত বিশেষ কোন পড়ি নাই।

[৮ম পৃষ্ঠার ত্রুটি]



ই লে ক টি সি টি

জীবনযাত্রা সহজ করে

ভেবে কেবল বাড়ীতে একটি ইলেক্ট্রিক কেবলি থাকার মত সুবিধে আর কি হতে পারে? তা-খীড়ার অভ্যাস একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার—কিন্তু সাধারণ কেবলিতে কবে উনোনের পড়ত খাঁচে তা ভেরী করা এক অর্ডার বিরক্তিকর কাজ হঠাৎ কোমলিন দেবী ক'বে বাড়ী কিয়ে পোষায় আসে এক পেচালা চুই ববদ আপনি মনে মনে কাননা করছেন তখনই মন মিনিটের মধ্যে এক পেচালা গরম ম বেতে বেতে আপনি যুক্তিতে পারবেন বাড়ীতে একটি ইলেক্ট্রিক কেবলি থাকার সুবিধে কত।

কত রকমে সম্ভব

বাড়ীতে

ইলেক্ট্রিক ব্যবহার করুন

কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সলার্স অসীম কলিকাতা

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

মুন্সিগঞ্জ—

গত ১৯৩৯ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত কাপালপাড়া গ্রামে একটি পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। গ্রামের সমস্ত যুবকই ইহার সভ্য। বরফের মধ্যেও দুই-চারি জন এখানে আসিয়া পরামর্শ দাতা হিসাবে। এই কেন্দ্রের অধীনে একটি ইংরেজি স্কুল চালু রহিয়াছে। গ্রামের উদ্দেশ্যে যেনে শিক্ষা বিস্তার। কাপালপাড়া এম. ই. স্কুলটি এই গ্রামের বাবাই সুপরিচালিত। গ্রামের প্রচেষ্টায় এই স্কুলকে কেন্দ্র করিয়া একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কেন্দ্রে ওঠি গ্রাম। উদ্দেশ্যে যাঁতে এই কেন্দ্রের একটি জেলেনেমেও অধিকৃত না থাকে। গ্রামের সভ্যরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সমস্যা-পর্বোপী কলম তিকা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। গ্রামেরই প্রচেষ্টায় একটি দালান এই স্কুলের জন্য প্রস্তুত হইতে চলিয়াছে।

বেরেবে শিক্ষার জন্য গ্রামে একটি উঃ, প্রাঃ বহুল স্থাপিত হইয়াছে। এবারত সেটা বিলা সাহায্যেই চলিয়া আসিতেছে। বড়দের শিক্ষার জন্য একটি "Adult Education Centre" খোলা হইয়াছে। গ্রামের যুবকগণই এই কেন্দ্রে শিক্ষক। ২ বৎসরে প্রায় পড়করা ৪০ জন "বড়" নাম রাখার করিতে পিঁরিয়াছে। অল্প ভবিষ্যতে একটি নিম্নোক্ত মক্কন স্থাপনের আশা আছে। গ্রামের সভ্যদের প্রচেষ্টায় প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতা-মূলক কুচল খেলা, প্রত্যেক গরমের মধ্যে প্রতিযোগিতা-মূলক নানা রকম খেলা ধূলা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গ্রামের পুঙ্ক গৃহ আছে। স্কুলের একটি ঘরও আছে। সেখানে সভাপণ নাম রাখার নবীর-চর্চা করে।

এই গ্রামের অধীন একটি public library আছে। সাইব্রেরিতে অনেক রকম বই আছে। গ্রামের সভ্যদের দ্বারা একটি পল্লী-সকল সমিতিও গঠিত হইয়াছে। গ্রামের কাজ হইতেছে—(১) গ্রামের জমল পরিষ্কার করা (এখনও প্রায় ১১০টা বাগানের জমল পরিষ্কার করা হইয়াছে)। (২) জল নিকাশের ব্যবস্থা (এটা জেন পরিষ্কার করা হইয়াছে)। (৩) রাজা ঘাট (এ বৎসর একটি রাজা পাকা ও করেকটি রাজা বেরান্ড করা হইয়াছে)। (৪) বাঁধ ও পানির সেবা (১০১১ জন রোগীকে সেবা-ভ্যুতমা করিয়া আরোপা করা হইয়াছে)। (৫) নিরাশ্রয় মৃত ব্যক্তির দাকন কাকন। (৬) গ্রামের বেকার-সনদ্যা (মাঝে মাঝে সভা-সমিতি করিয়া বেকারদের আরের পথ বুঝে দেওয়া)। (৭) গরীবদের বিনা পরসার হোমিও-প্যাথিক ঔষধ ও সামান্য কুইনাইন সেওয়ার ব্যবস্থা। (৮) বাড়ী পরীক্ষা (মাঝে মাঝে বাড়ী বাড়ী ঘুরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও গো-পালন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া)। (৯) গ্রামা চুরি, ডাকাতি নিবারণ। (১০) দারুণ বোকখরা মিটান (এটা বাজে দারুণা বিহীন করা হইয়াছে)।

বায়রগঞ্জ—

বড়পুর ইউনিয়নবাসীদের সমবেত প্রচেষ্টায় জরিপাল জেলার পৌরস্বী বাসার এসেকারীন বেগুহার ইউনিয়ন বোর্ড অধিনে সম্প্রতি এক বিরাট জনসভার আধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার সর্বসম্মতিক্রমে বৌঃ কাজি আবুল হুসাইন সাহেব বি-এ (প্রেসিডেন্ট, ইউনিয়ন বোর্ড) সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত সভার মোকদ্দম পল্লী-উন্নয়ন সমিতির ডিন জন সভ্য এবং উপস্থিত দুই জন মোক পল্লী-উন্নয়ন সমিতির বিলা ধারণা করেন। পৌরস্বী বাসার ২ নং সার্কেলের

দুই বেডলেশন বিভাগীর স্থপারভাইজি: অফিসার বৌঃ নরিক আবুল আজিজ সাহেব সভার দুই আকর্ষণ করিয়া প্রস্তাব করেন যে, পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় এই বর্ষে সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডকে অনুপ্রেরণা করিয়াছেন যে, উদ্যোগ প্রতি ইউনিয়নে বরফের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৪৮০ টাকা এবং ক্রমান্বয়ে তদুর্ধ্ব সাহায্য করিতে পারেন। "আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনুপ্রেরণা করিতেছি যে, আপনাদের প্রতি গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করিয়া বার্ষিক অঙ্কত: ১০০০ তিন পত টাকা পল্লী-সকলের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড উত্থল হইতে আলাদা করিয়া সাধারণ বরফের জন্য ব্যয় করিতে পারেন। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, কেনস করিয়া এই ১০০০ টাকা আদায় করিতে পারেন? মনে করুন যে ইউনিয়ন বোর্ডে ২,০০০ দুই হাজার টাকা আদায় হয়; তাহা হইতে ১,২০০ টাকা চৌকিদারদের বেতনের জন্য ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট ৮০০ পত টাকাও অনুদান ১০০০ তিন পত টাকা রাজ্য, বাল, বিল প্রভৃতির জন্য ব্যয় হয়। আপনারা সচ্ছন্দেই সমিতির চরক হইতে উক্ত বাল, পুষ্করিনী, রাজ্য উত্থলি নিজেস্ব কাটিয়া উক্ত টাকাগুলি আপনাদের সমিতির তহবিলে রাখিয়া বরফের শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীর কাজে লাগাইতে পারেন।" পরিশেষে সভাপতি সাহেব এক দীর্ঘ বক্তৃতায় পল্লী-উন্নয়নের উপকারিতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলে সভাপণ সমবেত হয়ে প্রতি গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করিবেন বলিয়া অলীকারবন্দ হইয়াছেন।

বগুড়া—

বগুড়া জেলা হইতে গত মে ও জুন মাসের পল্লী-সংগঠনমূলক কার্যের যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পল্লী সকলে এ সম্পর্কে যথেষ্ট কাম সম্পাদিত হইয়াছে। পল্লী সকলের একেবারে অভ্যস্তরে, ১ নং বুলেটিন প্রচার করার কলে পল্লীবাসীদের মধ্যে মূঠম পুরণা সজাচিত হইয়াছে এবং ব্যক্তিগতভাবে ও সবটীকৃত ভাবে উন্নতভাবে জীবন যাত্রা নির্মাণ করার ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে ক্রমশ: জাগরিত হইতেছে।

সম্প্রতি জেলার মধ্যে ২২৬টি পল্লী-সকল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং ১০টি সমিতি পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত উন্নয়নযোগ্য কার্য সম্পাদন করিয়াছে। গ্রামবাসিণ সস্প্রতি তাহাদের বাসগৃহের উন্নতি সাধনার চেষ্টার ব্যয়ের বরফে করোগেটের সিঁড়ি ও টালি ব্যবহার করিতেছে। বড় জাতগার জমল সাক করা হইয়াছে এবং মাতাঘাতের সুবিধার নিমিত্ত পুণাতন মাস্তাগুলি দেবারত করা হইয়াছে।

পূর্বে যে সকল অধিতে পাটের চাষ হইত কিং বর্তমানে উঁটি পড়িয়াছে, সেই সকল স্থানে ইক্ষু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফসলের চাষ করা হইতেছে। পুষ্করিত পশুদির প্রজনন মাঠে উন্নতি লাভ করিতে পারে, তদুজ্জনা প্রচারকার্য পরিচালিত হইতেছে।

চন্দ্রবাহিনী, বুন্ট, এলডি, বুগ'হাটা, বাবেপুপুপ, সারিগালাপী, কুতুবপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে পল্লী-চর্চা সম্পর্কিত ব্যবস্থা সংগঠন করা হইয়াছে। উপস্থিত জেলার বাঁধগুলি পল্লী সকলের যুবকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতেছে। গ্রামে গ্রামে ফুটবল খেলা প্রচলিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ বেসাৎসাই পল্লী-সকল সমিতিসমূহ পরিচালনা করিয়া থাকে। কককরদি ইউনিয়নে বা-কু-কু এবং ভলিবল প্রভৃতি খেলা খেলা হইয়া থাকে।

৫৭৯টি বৈশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বরফ নিরক্ষরণকে শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে, উদ্যোগে ২৭৯টি বৈশ্ব-বিদ্যালয় বিশেষ সহোচ্চকমল কাজ করিয়াছে। পল্লী-সকল সমিতিসমূহ এবং জেলার কতিপয় উদ্যমশীল যুবক গ্রামা প্রচাণার এবং বৈশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করিয়াছে। এই সকল প্রচাণারের পাঠক সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতেছে।

বালুড়া ও মরীচচৌধুর বরফ বিদ্যালয়, দোয়ালাদোয়ার নিম্ন প্রতিষ্ঠান এবং বুন্টের সরকারপাড়া হোসিয়ারী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কুটির-শিল্প সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। "কোল বিকিণেন্স কোম্পানী" নামে একটি বিনষ্ট পল্লী সংগঠন সমিতি একটি বরফ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। উহার দ্বারা সংখ্যা বেশ ভাল এবং উচ্চ শ্রেণীর কাপড় এখানে তৈরী হইয়া থাকে।

কলীর রেডিওর অভিমত পত্রা

জাতীয় প্রচারে ব্যাখ্যাত

ডেইলী টেলিগ্রাফের টেকনলজিক সন্ধানবাজা লিবিয়া-জেন:—

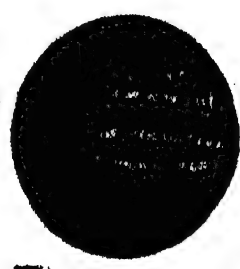
মাস্তা জাতীয় সংস্কৃত বেতার টেলিফোন দ্বারা প্রবল করেন, তাহারাই গত কয়দিন ময় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, জাতীয় হাই-কম্বাডের বুদ্ধ-বিবৃতি প্রচারের পূর্বে তাহার এক অদ্ভুত দাবী-বচন প্রচারিত হইতেছে। জাতীয় তাহার অভিমত বেতিতো প্রচারক গভীর তাহার বলে, "জাতীয় ইতিমধ্যেই বুঝে পরাজিত হইয়াছে। পূর্ব-লীনাথ জাতীয় সৈন্যদের ত্তে রাজা হইয়া উঠিল" ইত্যাদি ইত্যাদি।

জুটিপন পরবাস্টগিটের বরফের অবাধ ম: সেসোরেও বাবনা এই যে, কলীর বেতার বাঁটিই এই প্রচার পরটি আবিষ্কার করিয়াছে। জাতীয় বেতার বাঁটি যে ত্তেত-সেপে প্রচার করে, এই প্রচারও ঠিক সেই ত্তেত-সেপে করা হইয়া থাকে এবং জাতীয়ের প্রচার সূতীতে বরফই কেলিও ত্তেত থাকে, তবসই এইভাবে জাতীয় বিবোবী প্রচার করা হয়। জাতীয় বেতিতোও যোবনা করিয়াছে যে, ইহা সোতিয়েটের প্রচার হাজা আব কিছুই নহে।

ফুটবল !

(দ্রাক্ষর সহ।)

সর্বোৎকৃষ্ট



ফুটবল !!

(দ্রাক্ষর সহ।)

সর্বোৎকৃষ্ট

ক্রম.	টো.স্বা.। টো.স্বা.।	ক্রম.	টো.স্বা.। টো.স্বা.।
১. 'কোমল' ম: ১ ১ ০ ১ ০	১০. পাল্ল টেট ... ১ ০		
২. 'কোমল' ম: ০ ১ ১ ০ ১	১১. পাল্ল মাস্তা ... ১ ০		
৩. 'কোমল' ম: ০ ০ ০ ০ ০	১২. পাল্ল বড় ... ১ ০		
৪. 'কোমল' ম: ০ ... ০ ০	১৩. সেলি. জল ... ১ ০		
৫. 'কোমল' ম: ০ ... ০ ০	১৪. মাস্তা ... ১ ০		
৬. 'কোমল' ম: ০ ... ১ ০	১৫. টাচার ম: ১ ... ১ ০		
৭. 'কোমল' ম: ০ ... ০ ০	১৬. টাচার ম: ২ ... ১ ০		
৮. 'কোমল' ম: ০ ... ০ ০	১৭. টাচার ম: ০ ... ১ ০		
৯. 'কোমল' ম: ০ ... ১ ০	১৮. টাচার ম: ০ ... ১ ০		
১০. 'কোমল' ম: ০ ... ১ ০	১৯. টাচার ম: ০ ... ১ ০		

বি: পি. তে মল পাল্ল জ:

যো হ ম তো হ জা ল ম, সি,

১৫ ম: কলেক জোবর, কলিকাতা।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ଦୁଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ମାନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି ।

পল্লীবাসীর ঋণ-সমস্যার যৌথতা

নানা স্থানে মালিসী বোর্ডের প্রচেষ্টা

কানৌজগঞ্জ মালিসী বোর্ড (মুন্সিগঞ্জ)

১/১১-৩৮ নং বোকেয়া। পাণ্ডালায় পুণ্ডিত বাবু দাস। বাতক জমিদারি দেখে দিঃ। বাতক একতরফে দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়া কর্তৃক সর। পাণ্ডালায়ের দাবী ১৭২, একতরফে টাকার দাবী ২০, কুড়ি টাকা। ১০ প'চ কাঠি জমি দিয়া বোর্ড বীমাংসা করিয়া দিয়াছে।

৫/১১-৩৮ নং বোকেয়া। পাণ্ডালায় বিজুতি ভূষণ সরকার। বাতক ইতি দেখে। তবতক বাবু পাণ্ডালায়ের দাবী ৩২৬, তিনশত ছত্রিশ টাকা। বোর্ড এই বোকেয়া বাত ৪৮, আটচল্লিশ টাকার বীমাংসা করিয়া দিয়াছে। বাতককে এককালীন টাকা আদায় দিতে হইবে।

১৩/৩-৩৯ নং বোকেয়া। পাণ্ডালায় আশির বসু। বাতক আদায় দেখে। তবতক বাবু পাণ্ডালায়ের দাবী ৩৪৬/৬ পাই। বাত ৩০, তিন টাকার বীমাংসা হইয়াছে। বাতক এককালীন টাকা আদায় দিতে হইবে।

১৪/৩-৩৯ নং বোকেয়া। পাণ্ডালায় টাঙ্গা দেখে। বাতক জমিদারি দেখে। পাণ্ডালায়ের দাবী তবতক বাবু ২৩৭/১৬ পাই। বাত ১০, এক টাকার বীমাংসা হইয়াছে। বাতককে এককালীন আদায় দিতে হইবে।

৩৪/৪-৩৯ নং বোকেয়া। পাণ্ডালায় বিজুতি ভূষণ সরকার দিঃ। বাতক লাককোট দাস। তবতক বাবু পাণ্ডালায়ের দাবী ৫৯৮, বাত ১৫, পনের টাকার বীমাংসা হইয়াছে। বাতককে এককালীন টাকা আদায় দিতে হইবে।

৪৬/৪-৩৯ নং বোকেয়া। পাণ্ডালায় চিত্তরঞ্জন সরকার দিঃ। বাতক বরভাঙ্গা দেখে দিঃ। পাণ্ডালায়ের তবতক বাবু মালিন, দাবী ১২০, টাকা। অনেক দিনের কারবার। বাত ৪০, চল্লিশ টাকার বীমাংসা, ২ কিল্ডিতে বাতককে টাকা আদায় দিতে হইবে।

৪৮/৪-৩৯ নং বোকেয়া। পাণ্ডালায় পৌরাজিচরণ দাস। বাতক বোগেন্দ্র দাস দিঃ। তবতক বাবু মালিন। পাণ্ডালায়ের দাবী ৩৯৭, টাকা। বাতক ২/০ বিঘা জমি দিয়া অব্যাহতি চায়। পাণ্ডালায় উক্ত জমি লইয়া বাতককে অব্যাহতি দিয়াছে।

৭০/৫-৩৯ নং বোকেয়া। পাণ্ডালায় কালুদাস পেরি। বাতক উজির বসু। পাণ্ডালায়ের দাবী ১,৪১৮/১০ আনা। ৩৭৫, তিনশত পঁচাত্তর টাকার বীমাংসা হইয়াছে। ২ কিল্ডিতে বাতক টাকা আদায় দিতে হইবে।

৯২/৭-৩৯ নং বোকেয়া। পাণ্ডালায় বজেন্দ্র চৌধুরী দিঃ। বাতক টুলুবাঙ্গা দাসী। দলিল বাবু পাণ্ডালায়ের দাবী ৪২০, চল্লিশ কুড়ি টাকা। বাত ৭৫, পঁচাত্তর টাকার বীমাংসা হইয়াছে। ৫ কিল্ডিতে বাতককে টাকা আদায় দিতে হইবে।

১০৪/৮-৩৯ নং বোকেয়া। পাণ্ডালায় কালচাঁদ দাস। বাতক জমিদারি বসু। বাতক পাণ্ডালায়ের অনুকুলে ২ বাঘা দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়া বখাতিয়ে ৮০০, ও ৫০০, একতরফে ১,৩০০, তেরশত টাকা কর্তৃক সর। পাণ্ডালায়ের দাবী ২,৬০০, ছত্রিশ শত টাকা। উক্ত সেনার বাবু পাণ্ডালায় ১১/০ বিঘা জমি কলম জেন ববদ কর্তার পর উক্ত জমি বাতক নিজ দখলে রাখে। উক্ত ১১ বিঘা জমির ৫ কলমের কলমের দায় করিয়া বোর্ড উপস্থিত ৮৩১, আট শত একত্রিশ টাকার এই দায় বীমাংসা করে। ১৮ কলমের বাতককে এই টাকা আদায় দিতে হইবে।

১০৪/৮-৪০ নং বোকেয়া। পাণ্ডালায় বিজুতি ভূষণ সরকার। বাতক একতরফে দেখে। দলিল বাবু মালিন।

পাণ্ডালায়ের দাবী ২৭, দুই শত সাতাশ টাকা। অনেক দিনের কারবার। বাত ১১, তের টাকার এই বোকেয়া দিল্পতি হইয়াছে। ২ কিল্ডিতে বাতককে টাকা আদায় দিতে হইবে।

ভূষভাঙ্গার ঋণ-মালিসী বোর্ড (রাঙ্গপুর)

১৯৪০ সালের ৫৮টি নং বাবুদার কাউন্সিল সার্কেলের পাণ্ডালায় ইন্ড টাঙ্গ বসেন্দ্র, কাকদল সার্কেলের ইন্ড টাঙ্গ বোদে দিঃ বাতকের নিকট ৭৪৮/০ নং পেরি ডিক্রি অনুযায়ী ৬৮৪/১০ আদায় দাবী করেন। বোর্ডের চেয়ার পাণ্ডালায় নগদ ৩০০, টাকা লইয়া বাতকগণকে বণবৃত্ত করেন।

১৯৪০ সালের ২৯ নং বাবুদার কাউন্সিল সার্কেলের পাণ্ডালায় বরীউদ্দীন দিঃ ২৪ নং আদায়ভেদে ২১১৮/১০ নং ডিক্রি দাবী ১০০, বাবুদার দাবী করেন। এই বাবুদার বাতক কাউন্সিল সার্কেলের আজিম বোদা দিঃ। বোর্ডের চেয়ার পাণ্ডালায় বাতকের নিকট হইতে নগদ ২২, টাকা লইয়া বাকী বাবুদার বোদা হইতে বাতককে মুক্তি দিয়াছেন।

১৯৪০ সালের ২৮টি বাবুদার বিজুদেব সার্কেলের পাণ্ডালায় উক্ত সার্কেলের বাতক লাকদুল দাস দেখে দিঃ এর নিকট বাবুদার দাবী ৬৭, দাবী করে। বোর্ডের চেয়ার এই বাবুদার ৩৪, টাকার দিল্পতি হয়। পাণ্ডালায় বাকি দাবী হইতে বাতককে মুক্তি দেন।

১৯৪০ সালের ৪০টি বাবুদার বিজুদেব সার্কেলের পাণ্ডালায় হাজির বাবু দিঃ উক্ত সার্কেলের বাতক অমত দেখে নিকট বাবুদার দাবী ১৪৫, দাবী করেন। বোর্ডের চেয়ার বাতক নগদ ৩৫, টাকা দিলে পাণ্ডালায় বাকি টাকা হইতে বাতককে বণবৃত্ত করেন।

বাবুদার সার্কেলের হাজির দিঃ নিকট উক্ত সার্কেলের পাণ্ডালায় একামনি দাবী বাতকগণের নিকট বাইখালান মলক বাবু দাবীলের দিল্পতি সর্ভাবলী অনুযায়ী ৭৫, টাকার দাবী করেন। বোর্ডের চেয়ার উক্ত বিদা টাকার দিল্পতি হয়। পাণ্ডালায় বাতকের নিকট হইতে কোন টাকার দাবী না করিয়া বাতককে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জমি প্রত্যাপন করেন।

সরকারী জন-সেবা সঙ্ঘ

করিমপুরের পল্লীতে কর্তৃত্বপন্থতা

বাতক পল্লী বোর্ডের ১০ নং বোকেয়া ওয়েলফেয়ার ইউনিট করিমপুর জেলায় ছোট জাকলা ইউনিটের অধীনস্থ চরবরাট গ্রামে গত ১৮ই হইতে ২০শে আশ্বিন পর্যন্ত প্রত্যাহ সিনেমা বোঝে নানাবিধ বিষয়ে ছাত্রাচিত্র প্রদর্শন করে।

উক্ত ইউনিটের কর্তৃত্ব বৌদনী মহেশ্বর আরজান আদী বাবু মজলিস কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রবোধ বুঝা ও বেকার-দলগা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান পূর্বক চরবরাটের বিবর-বন্ধু বুঝাইয়া দিয়া পরাগত লস কর্তৃত্বকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি উক্ত সার্কেলের সচিব শ্রীমতি মতিবাহারে বিভিন্ন পল্লী পরিদর্শন পূর্বক পল্লী-উন্নয়ন, জলস পদ্ধতি, জল শিকারের ব্যাবস্থা, মদ্যর আত্যাগা উন্নতি, আবর্জনা দাব প্রত্যাহ, সৈন্য বিদ্যালয় স্থাপন, মদ্য চাষের সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া জনসাধারণের মধ্যে এক অভিনব আগ্রহ আদরন করিয়াছেন।

এই ইউনিটের দায়িত্ব চিকিৎসা বিভাগ হইতে আগতক সর্ব প্রণীত বোকাগিগকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

কলিকাতার কার্গেসী কলেজ

বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত

ডাঃ ডি. ই. এডেনসারিয়া দাবক অনেক অবদানপূর্ণ মিলিটারী এমিট্যান্ট সার্জন এবং আবুদালায়ের প্রতি-পদ্ধিগামী চিকিৎসক কলিকাতার একটি কার্গেসী কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিগত ১৯৩৮ সনে বাতলা সরকারের হাতে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বাতলা সরকার উক্ত দাব প্রত্যাহ স্বীকৃত হইয়া একটি কার্গেসী কলেজের পরিকল্পনা রচনা এবং সে সম্পর্কিত ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য মেঃ কর্গেসী দাব আন, এন, চোপরা, কে, জি, এম, এ; এম, ডি; এম-লি, ডি (ক্যান্টার); এক, আব, লি, পি (মডল); কে, এইচ, পি; আই, এম, এম (অবলয় প্রাণ্ড)কে চেয়ারম্যান করিয়া বিশেষজ্ঞগণের একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি ১৩৯ পৃষ্ঠা দাবী একটি রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন; উক্ত রিপোর্ট দাবী ১ টাকা মূল্যে বাকি করিতে পাওয়া যায়। ইয়া দাবী প্রত্যাহ পরিপূর্ণ এবং এতদে বাকীয়া ওষধ প্রত্যাহ প্রণীত সম্পর্কিত জাম দাতের জন্য উৎস্রক, প্রত্যাহের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। [প্রেস-নোট]



মুন্সিগঞ্জ সরকারী মহাবিদ্যালয় পল্লী ও বাবুদার মহাবিদ্যালয়ের অধীনস্থ হাজিরদল ইউনিট-বোর্ড প্রোগ্রাম-কার্য পরিদর্শন করিতেছেন।

বাংলায় ভাষামান চকু চিকিৎসালয়

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিবরণ

ভাষামান চকু চিকিৎসালয়কে একটি জনগণীয় আনুগত্য মনোভাবী সফলিত ছোট-বড় চকুর হাসপাতাল বলা যাইতে পারে। এই চিকিৎসালয়ের প্রচার সম্পর্কিত জিগিষা, সিনেমা এবং মাসিক লেটস ও সবে লইয়া থাকে।

একাধারে প্রতিবেদক এবং আরোগ্যকারক কার্য পরিচালনা ইত্যাদি উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার মূল কাজ হইতেছে প্রতিবেদ সম্পর্কীয়। এই ভাষামান চকু চিকিৎসালয়ের পবিত্রতা মিলন হইতে পাওয়া যায়। উক্ত সেনে ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বাঙালি সেনে এই কাজের যথেষ্ট সুযোগ দিরাছে, কিন্তু মূলতঃই ইহার উন্নতি সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

বাঙালি সেনের অল্প নিবারণী সমিতি কর্তৃক গত ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে মূল প্রথম ভাষামান চকু চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। গত ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে এই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং বাঙালি সেনের বিভিন্ন সেক্টর ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন ভাষামান চকু চিকিৎসালয় স্থাপন তখনই ইহার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য উক্ত এসোসিয়েশনের কমিটি ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের পূর্বে প্রথম ভাষামান চকু চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে সক্ষম হয় নাই। মহানন্দা সমিতির সহায়তায় ততবিন হইতে ১৫,০০০ টাকা পাওরায় কলে ইটা সত্তরপুর হইয়াছিল এবং প্রথম ভাষামান চিকিৎসালয়ের বধ্যাযোগ্য নামকরণ করা হইয়াছিল "জুবিলি ভাষামান ডিসপেনসারী"। বর্তমান, বীরভূম এবং বাকুড়া জেলায় বাঙালি সেনা বাহাতে উচ্চ চলাচল করিতে পারে, তৎক্ষণাৎ এসোসিয়েশন বিশেষ ভাবে একটি মোটর ড্রাম নিষ্কাশন করিয়া তাহা চিকিৎসার উপযুক্ত রূপান্তরিত হইয়া লক্ষ্যকৃত করিয়া দিয়াছিল।

জুবিলি ডিসপেনসারী সবে সবে সাক্ষ্যমণ্ডিত হইল। উহার এত চাহিদা হইল যে পূর্বে যে জেলার প্রতিটি ভিন্ন মাস করিয়া সমস্ত সেক্টর হইয়াছিল, তাহা বাড়িল করিয়া উক্ত ভ্রমণ সমাধা করিতে পূর্ণ এক বৎসর বেশী সময় লাগিল।

প্রথম ভাষামান চকু চিকিৎসালয়ের অভিবান এত বেশী সাক্ষ্যমণ্ডিত হইল এবং স্থানীয় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইল যে, উচ্চ খুব জড়ত্ব অনুভবিত পথে চলিল। ফলে ১৯৬১ সালের মধ্যে এসোসিয়েশন আরো চারটি ভাষামান দলের ব্যবস্থা করিয়া কেলিল।

১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় ডিসপেনসারী কাজ শুরু করিয়াছে। বাঙালি সেনের বৃহত্তর জেলা মনোনিবেশে ইহার কল্যাণ বিনীত বাধ্য করা হইয়াছিল, পূর্ব বঙ্গের অধিকাংশ জেলার বড় মনোনিবেশে বিশেষ ভাল রাজ্য নাই। এই অঞ্চলে নবীতেই বাঙালি হইয়া থাকে। এই কারণে মোটর ড্রাম সকল স্থানে বাইতে পারে না এবং তদনুসারে রূপান্তরিত ডিসপেনসারীকে একটি মোটর উপর স্থানান্তরিত করা হয়। এই ভাবে যে যে স্থানে ইহার বাইবার কথা ছিল তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাষামান দলটির কাজও বিশেষ সাক্ষ্যমণ্ডিত হয় এবং যে জেলার কাজ ছিল সেখানে সেখানে করা হয়, তাহা সমাধা করিতে পূর্ণ ১৫ মাস সময় লাগে।

স্থানীয় জনসাধারণের বিজ্ঞানে ইহার উপকারিতা প্রদর্শন করিয়াছে এবং ইহার কল্যাণে জনসাধারণের মনোনিবেশ ইহার চাহিদা হইয়াছে, তাহা উক্ত ব্যাপারেই শ্রেষ্ঠ প্রতীকমান হয়।

[২য় কলামের নিম্নে অব্যাহত]

ভারতে 'ছাদ-পাহারা' প্রকল্প

বিমান আক্রমণে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

ভারত সরকার 'ছাদ পাহারা' সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষকদের ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বড় বড় কারখানা এবং অফিসের ছাদে এই সকল ছাদ-পাহারা-বার বোতামের কথা হয়। শত্রু বিমান হানা দিতে আসিলে পূর্ব হইতেই ইহার সে সম্বন্ধে নীতি আকর্ষণ করিতে পারে। এইরূপ পাহারার বোতামের ব্যবস্থা করে প্রকৃত আক্রমণ আরম্ভ হইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কারখানা এবং অফিসের কাজ চলান যায়। যথেষ্ট সময় থাকিতে বাহাতে লোকদের বাসিন্দার নিরাপত্তা স্থানে আশ্রয় লইতে পারে, সে বিষয়ে বাসিন্দাদের হুঁসিয়ার করা হয় ছাদ পাহারা-কারের প্রধান কাজ। প্রত্যেক অফিস বা কারখানা হইতে বোতামের লইয়াই আলাদাভাবে প্রত্যেকটির জন্য ছাদ পাহারাদার দল গঠন করা হইবে।

অক্টোবর মাসেই প্রথম শিক্ষক দলের শিক্ষা আরম্ভ হইবে। বিভিন্ন প্রশ্নে হঠাতে করতল করিয়া শিক্ষার্থীকে এই ট্রেনিং লাভের জন্য পাঠান যাইবে, তাহা নিশ্চিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার্থী ইহার শত্রু বিমান চিনিতে পারে কিনা এবং শত্রু ও বৈদেশিক বিমানের পার্থক্য ধরিতে পারে কিনা, তাহা যাচাই করিবার জন্য একটি পরীক্ষা লওয়া হইবে।

[১ম কলামের শেষ]

নির্ধারিত সময় ৩ মাসের পরে এসোসিয়েশন বহন করে; বাসবাকি খরচ স্থানীয় টাকায় সংগৃহীত হয়।

১৯৪০ সালের মধ্যে এই সকল ভাষামান চিকিৎসালয়ের চাহিদা বিশেষ রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এই বৎসরই বাঙালি গভর্নমেন্টের নিকট হইতে ১৫,০০০ টাকা সাহায্য পাওয়ার কলে এসোসিয়েশনের কমিটি আরও দুইটি ভাষামান চিকিৎসালয় প্রেরণ করিতে সক্ষম হয়।

প্রথম ডিসপেনসারীর (জুবিলি) অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বৃহৎকার মোটর ড্রাম বাঙালি সেনের বহুসংখ্যক রাজ্যের কার্যোপযোগী নহে। তদনুসারে কমিটি নতুন ডিসপেনসারীগুলির জন্য ছোট ছোট ড্রামের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তৃতীয় ভাষামান ডিসপেনসারী বেদীপুর জেলার এক বৎসরেরও অধিককাল কাজ করিয়াছে। এখানেও যে উচ্চ শিক্ষণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহা এই ব্যাপারেই বুঝা যায় যে ৫১৬ মাসের পর হইতেই ইহার প্রায় সবকিছু স্থানীয় টাকায় হইতে বহন করা হইয়াছে।

চতুর্থ ডিসপেনসারী হুগলিতে পাঠানো হইয়াছিল। ইহার কাজও বিশেষ সাক্ষ্যমণ্ডিত হইয়াছে। হুগলি জেলার উক্ত ড্রাম সমস্ত মাস কাজ করিয়াছে এবং এখনও সবভাবে কাজ চালাইতেছে।

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে পঞ্চম ভাষামান চকু চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ইটা মুন্সিগঞ্জে প্রেরিত হয় এবং বর্তমানে সেইখানেই কাজ করিতেছে। পঞ্চম ভাষামান চকু চিকিৎসালয় সবে সবে কমিটি দ্বারা আসল উদ্দেশ্যকে মূল্য করিয়াছে। বাঙালি সেনে এই কারণে কাজের ব্যাপক হইয়াছে। ইতিপূর্বে যে সকল সাত হইয়াছে তাহা বিশেষ উপায়জনক, এবং উপযুক্ত মুদ্রণ পদ্ধতিতে এসোসিয়েশন এই পরিচালনার উপকারিতা প্রদানের সকল অবসরে বিজ্ঞান করিতে সক্ষম হইবে। বর্তমান পর্যন্ত প্রদানের পূর্ব হইয়া চকু চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে এই কারণেই শত্রু বিমানের আক্রমণে ভাষামান চকু চিকিৎসালয়গুলি পরীক্ষণের অধিবাসী-বিশেষ বিশেষ উপায়ের ব্যবস্থা করিতে, ইটা জেলার পূর্ববর্তী কার্যেই প্রতীকমান হইয়াছে।

বিভিন্ন জেলার বাঙালি দল

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর নিম্নলিখিত জেলার বাঙালি দল নিম্নলিখিতরূপে ছিল:—

পণ্য।	চলুতি বহ।	প্রতি বহ।
আগমার চাকী আটা—		
কাগজের খলিতে ভর্তী	৬১৫০	
চটের খলিতে ভর্তী	৬১৫০	
কাগজের খলিতে ভর্তী	৭১	
সেন্যার আগমার আটা	৬৫৫০	
আগমার হুত—		
কিনোয় বাকী	৬৭১	
অনুভোগ	৬৭১	হইতে
		৬৮১
ওজার	৬৮১	
রাগাশ্রুতাপ	৫৮১	
শব্দ	৬৭১	
গীতা	৭০১	
শ্রী	৭০১	

চাউন—	
বাকচুলনী	৭১০ হইতে ৭১০
পাটনাই	৬১০ হইতে ৭০০
মোটা	৫১১০ হইতে ৫১১০

বৃক্ষণীর ভিন্ন (প্রণীতিভিত্তিক)—

	প্রতি কুড়ি
"এ" প্রণী	৬০
"বি" প্রণী	৬০
"সি" প্রণী	১১০
"ডি" প্রণী	১১০
	প্রতি টাকার।
মুদ্র	৫ হইতে ৬
	সের।
	প্রতি বহ।
আলু	৫১০
	প্রতি সের।
আলু	৭১০

বৎস—

	প্রতি বহ।
মোহিত	২০ হইতে ২০
চিংড়ী	১০
ইলিশ	১২ হইতে ১৫

কল—

	প্রতি টাকার।
আপেল (নৈনিজম)	১০ হইতে ১২
কমলা (আবেশনগর)	১০ হইতে ১২
	প্রতি কুড়ি।
আদার (আদার)	৮ হইতে ১০
	প্রতি টাকার।
কলা (মিলাপুর্নী)	৭১০
গত	উচ্চ পক্ষে বুঝা।
মুদ্র	মুদ্র।
সের।	সের।
মুদ্র	১ ১১০
মুদ্র	১২ ১১০

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অর্থায়ন অনুযায়ী প্রতিবৎসর ৫১৫,০০০ পাউন্ডের উপর (৫,৫৫,০০০ বহ.) বিদ্যুৎ সঞ্চয় বিভাগের কার্যক্রম করা হইয়াছে।

সাংস্কারিক বুদ্ধ-সংবাদ

[৮ম পৃষ্ঠার ভেতর]

সেনিনগ্রাডের নিকটস্থ একটি নদীর পলক

জার্মান সেনিনগ্রাডের ২৫ মাইল পূর্ব দিকে ল্যাভোনা হ্রদের তীরবর্তী সু-কসেনবুর্গ নদীর তীরে অবস্থিত। ৮ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবের প্রকাশিত সোভিয়েট ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রেসের বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সেনিনগ্রাডের একটি বন কর্তৃক প্রতিপক্ষের পলকসংগ্রহ আক্রমণ করার কালে একজন জার্মান সেনার মৃত্যু হইয়াছে এবং একটি জার্মান ব্যাটালিয়ন পরাস্ত হইয়াছে। প্রতিপক্ষের ১,২০০ সৈন্য নিহত হইয়াছে ও একটি টাক হেলিকপ্টার্স অবিকৃত হইয়াছে। প্রতিপক্ষের পাঁচ পত সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

সেনিনগ্রাডের সেনাপতি হ্রদ করার দাবী

বালিদের সংবাদে প্রকাশ যে একটি বিশেষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল বোম্বিট হইয়াছে যে, জার্মান বিমান বাহিনীর সাহায্যপূর্ণ পলিশি ডিভিশনসবুর্গ সেনিনগ্রাডের পূর্ব দিকবর্তী নোভার পৌরহিরাছে এবং ল্যাভোনা হ্রদের তীরবর্তী সু-কসেনবুর্গ নদীর তীরে অবস্থিত। জার্মান এই দাবী করিয়াছে যে, এতদ্বারা সেনিনগ্রাড পরিবেষ্টন করা কার্য সম্ভব হইল এবং বসন্তের সেনিনগ্রাড পূর্ব প্রকার বোম্বুর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল।

কিনিস বাহিনীর অগ্রগতির কথা

বালিদের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্মান হাইকমান্ডের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোভিয়েট-জার্মান বুদ্ধ সম্পর্কে তথ্য এই দাবী করা হইয়াছে যে, ল্যাভোনা হ্রদের তীরবর্তী কিনিসবাহিনী তির নদীতীরে পৌরহিরাছে। তির নদী ওসেনা হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে ল্যাভোনা হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব-কোণের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর সর্বাপেক্ষা "এনালিট" বিনোদিত যে, কিনিসবাহিনী ওসেনা ও ল্যাভোনা হ্রদের মধ্যবর্তী তির নদীতীরে পৌরহিরাছে বলিয়া কিনিস ও জার্মান হাইকমান্ডের ইন্ডাস্ট্রিয়াল দাবী করার সোভিয়েট উত্তর ও পশ্চিম বাহিনীর মধ্যবর্তী দুইটি ওকসপূর্ণ সর্ববরাহ পথ বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিবে বলিয়া অনুমিত হয়। এই দুইটি ওকসপূর্ণ পথ হইতেছে পুতলাসর ও পশ্চিম বাহিনীর মধ্যবর্তী প্রধান জল পথ ট্যালিন ক্যানেল এবং বুরানস হইতে দক্ষিণ দিকবর্তী বেলপথ। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে, অনুমান চারদিন পূর্বে কিনিস সৈন্যদল ওসেনা হ্রদের পূর্ব তীরবর্তী পেট্রোভোড অভিমুখে অভিযান শুরু করে; কিন্তু উহা অবিকৃত হয় নাই। ইহা অনুমান করা বুদ্ধিবৃত্ত যে, কিনিসের তির নদীতীরে পৌরহিরাহের দাবী সত্য হইলে বাহিনীর ওসেনা ও ল্যাভোনা হ্রদের মধ্যবর্তী অংশে জাহাজের যাত্রা অসম্ভবিত্ত হইয়াছে।

১,৫০০ জার্মান সৈন্য হতাহত

সোভিয়েট সৈন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক প্রেসপ্রেস বলা হইয়াছে যে, জার্মান সৈন্য পলক আক্রমণে জার্মানদের ১,৫০০ সৈন্য হতাহত হয়।

বলা হইয়াছে, "কেন্দ্রীয় স্বাক্ষরের কোন এক অংশে কয়েকটি সোভিয়েট-এর সৈন্যদল প্রবল বুদ্ধের পর কলিট-পথকে অনেক দূর করিয়া দেয়। এই সৈন্যদল তিনটি জন-অধ্যুষিত অঞ্চল ও দুইটি টালা দখল করে। এই দলের প্রতিকূলের কেন্দ্রীভূত তীরবর্তী চারটি পলক-বিন্দু প্রকাশিত হয়। ৫০টি সেনিনগ্রাড বাহিনী, ৭টি পলকবাহিনী, ৬টি টালা, ১৭টি মাইল সিকেলপথী, এবং ৪টি বুরানসর কামানসহ ১৫টি কামান পূর্ণ করা হয়। পলক অস্ত্রসংগ্রহ ১,৫০০ টালা ও অস্ত্রসংগ্রহ হইয়াছে।"

[বিজ্ঞান কলিকাতা-সিদ্ধান্ত]

জরুরী ও আচার সর্বোচ্চ নয়

কলিকাতা ও নবদ্বীপী সম্পর্কে নির্দেশ

বিপ্লব ১৯৩৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তির (যা ১৯৪০ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল) সংশোধন হিসাবে নিম্নোক্ত প্রবাসিন পাইকারী ও পুচকা বিক্রয়ের সর্বোচ্চ নয় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। কলিকাতা ও নবদ্বীপীতে উহা অবিলম্বে কার্যকরী হইবে :—

প্রকারের নাম।	পাইকারী নয়।	পুচকা নয়।
	প্রতি মণ।	
গম	৫১১০	
মুগ (পূর্ববর্তী ও নঃ)	৭১১০	০.১
আটা (ভি)	৬	০.৬
কচাটী ময়লা	৬১১০	০.২
চাউ আটা		০.৭

(প্রেস-নোট)

সর্ববরাহ বিভাগের পুনর্গঠন

ইন্ডিয়ান ট্রেস ডিপার্টমেন্টের বিলোপ

১৯৪১ সালের ১শা আগস্ট হইতে বুদ্ধ চলাকালীন ভারত সরকারের সর্ববরাহ বিভাগের ক্রম পাণ্ডা দায়ক একটি নতুন পাণ্ডা গঠিত হইয়াছে। যতদিন বুদ্ধ চলিবে ততদিন পর্য্যন্ত কলকাতা টাইমসেসের এবং ট্রেস ডিপার্টমেন্টের সর্ববরাহ বিভাগের অস্তিত্ব থাকিবে। ইহার পরেই নতুন পাণ্ডা গঠন করা হইয়াছে। ট্রেস ডিপার্টমেন্টের টীক কন্ট্রোলার ও ডেপুটি কন্ট্রোলার এবং কলকাতা টাইমসেসের টাইমসেস ও ডেপুটি টাইমসেসের পদ আপাততঃ অপূর্ণ রাখা হইবে। ইহার পরে সর্ববরাহ (সাপ্লাই) ও বুদ্ধ সামগ্রী (এক্সিমিন) উভয়ের জন্যই একজন করিয়া টীক কন্ট্রোলার ও একজন করিয়া ডেপুটি টীক কন্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইবে।

সরকারী শিল্প-মিউজিয়াম

"পূজা-বাজার" প্রদর্শনীর আয়োজন

ভাঙ্গা সরকারের শিল্প মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষের মিউজিয়াম পুর্বে "পূজা-বাজার" আয়োজন করিতেছেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। এখানে প্রদর্শিত: কৃষির শিল্পাভিগ্রহের সমাবেশ হইবে।

(১) জুয়া ও বেনমহাত বস্ত্র ও হোমিয়ারী ব্র্যা, (২) প্রসাধন ব্র্যা, (৩) জুতা ও চর্ম-নির্মিত অন্যান্য পোশাক ব্র্যা এবং (৪) বেনমা প্রকৃতি কৃষির শিল্পাভিগ্রহের সমাবেশ হইবে।

বিলা জাহাজ মোকাদ্দাস স্থাপন ও ব্র্যা বিক্রয় হইতে পারিবে। প্রদর্শনীর পুস্তকের দাবতীর নাম মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ বহন করিবে।

[প্রকাশ কলিকাতা]

বালিদের উপর প্রতিকূলতম বোমা বর্ষণ

সংসদ কর্তৃপক্ষীর হ্রদে বলা হইয়াছে যে, গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বৃষ্টি বোম্বার্ডের একটি অস্ত্র বহিন্দাবী বন বাহিনীর উপর আক্রমণ চালান। বহিন্দাবী উপ-বিভাগের ও অগ্নিপ্রশাসক বোমা বহিত হয়। উক্ত বন চক্রান্তের লক্ষ্যে বালিদের বৃষ্টি বহিন্দাবী হয়। কীল এবং বাহিনী বহিন্দাবী ও বালিদের বালিদের আক্রমণ হয়। এই আক্রমণ বালিদের উপর বৃষ্টি বোম্বার্ডের লক্ষ্যে প্রকৃত এবং ১১জন বহিন্দাবী আক্রমণ। জার্মানীর উপর বৈদ্য বিমানসমূহের পত পত বৃষ্টি বিমান বোম্ব দেয়। অধিকাংশ বিমান বালিদের আক্রমণে বাতিল হইল। এই সময় বালিদের উপর বৃষ্টি বোম্বার্ডের লক্ষ্যে বালিদের বহিন্দাবী বহিন্দাবী হইল।

বিমান আক্রমণ-সতর্কতা

অগ্নিনির্বাপন সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ

বিমান আক্রমণকালে বাহাতে আত্ম রক্ষা করা পদ্ধতিতে যা পারে, তাহার জন্য ক্রম বাতলা অবলম্বনের আশ্বাসকর ইংরেজ অধিকার হইতে নকসেই বুদ্ধিতে পারিবে। আত্ম রক্ষাতে জাহাজাতি নির্বাপিত করা বার, উক্ত বার ও উপকরণের জনসাধারণকে কর্তৃপক্ষের বহিত সহযোগিতা করিতে অনুমোদন করা হইতেছে। এই সম্পর্কে জাহাজাতি বহিন্দাবী ৫১মি বহিন্দাবী প্রুতি জনসাধারণের বৃষ্টি আক্রমণ করা হইতেছে। ইহাতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বৈকাল পুষ্টি কর্তব্যী বা পতর্ক বৈকাল হইতে এই সম্পর্কে কর্তব্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি অগ্নিনির্বাপন ও অগ্নিনির্বাপন কার্যে বৈকাল বহিন্দাবী প্রুতি করিতে পারিবে। এই বাতলা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী অনুমোদিত লোকসমূহ অগ্নিনির্বাপন ও অগ্নিনির্বাপন কার্যে বহিন্দাবী প্রুতি করিবার সমস্ত সুবিধা দিবার জন্য জনসাধারণকে অনুমোদন করা হইতেছে। পতর্ক বৈকাল এই কথা বিশেষভাবে জানাইতেছেন যে, কর্তব্যী জনসাধারণের পর কোন লোক যদি জাহাজ বাতলাতে অনুমোদিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে জাহাজে কর্তৃপক্ষ জাহাজ বাতলাতে সহজে প্রুতি করিতে পারে জাহাজ বাতলা করিয়া বাতলা জাহাজ কর্তব্যী। বাতলাতে কোন লোক না থাকিলেও জাহাজ বাতলাতে আত্ম পারিবে। এই আত্ম নিবাহিয়ার জন্য এবং পার্শ্ববর্তী বাতলাতে উহার বিস্তার বহ করিবার জন্য পুষ্টি অথবা সরকার হইতে কর্তব্যপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি জাহাজ জাহাজ এই বাতলাতে প্রুতি করিবে। যে সময় লোক বাতলা জাহাজ বহিন্দাবী ও জাহাজের জাহাজের চাবী বহিন্দাবী অথবা দাবী না হইলেও জাহাজ হইতেছে যে, পালি বাতলা বালিদের নির্দেশ সুবিধার জন্যই মিউজিয়াম কোন প্রুতিবর্তী বা জাহাজের নিকট জাহাজের চাবী রাখিবার বাতলা সমস্ত হইবে।

(প্রেস-নোট)

বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইন।

বিক্রয়ের জন্য মকসদে প্রেরিত

জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য বৈদ্য জাহাজাতি হাই (বিক্রয়কর)। ১৯৪১, বৈদ্য বোম্বার্ডের শিল্পিট বিক্রয়-কর আইন এবং উহার বহিন্দাবী নিবাহিয়ার পুস্তক জেলা ব্যাজিট্রোনের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জেলা ব্যাজিট্রোনের অফিসে উহা কিনিতে পাওয়া হইবে।

(প্রেস-নোট)

এ, আর, পি

- ১। বঙ্গদেশের এয়ার রেজিষ্ট্রার ও জাহাজাতি বিদ্যে সংসদ পুস্তক। (ইংরেজী ও বাংলা) ১ আনা (২ আনা)* প্রত্যেককপিস।
- ২। এয়ার রেজিষ্ট্রার—সংসদ সংসদের অথবা জাহাজাতি ও অথবা কর্তব্যী কর্তব্যী বিদ্যে। (ইংরেজী ও বাংলা) ২ আনা (১ ১/২ আনা)* প্রত্যেককপিস।
- ৩। আনো-মিউজিয়াম বহিন্দাবী আনো। (ইংরেজী ও বাংলা) ১ আনা (২ আনা)* প্রত্যেককপিস।
- ৪। আনো-মিউজিয়াম আনো অথবা কর্তব্যী, এন/এ, আর, পি, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ২২। (ইংরেজী) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেককপিস।
- ৫। পুস্তকের জন্য এয়ার রেজিষ্ট্রার, ১৯৪১। (ইংরেজী ও বাংলা) ১ আনা (১ ১/২ আনা)* প্রত্যেককপিস।

বৈদ্য সতর্কতাক্ষেপে প্রেস, পার্শ্ববিভাগের জাহাজ, ৩৭ মাইল বহিন্দাবী জাহাজ, অগ্নিনির্বাপন, সেন্স অফিস, হাইটাস্টিক বিজ্ঞান, কলিকাতা।

কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিভাগ।

*প্রত্যেককপিস।

বেঙ্গিন শিকা-পরিচালনা

শীতের তৃতীয় দলের নির্বাচন

বেঙ্গিন শিকা-পরিচালনা পুণঃ বল কর মাস হইতে চলিতেছে। উক্ত পুণঃ শিকা-পরিচালনা পুণঃ বল কর মাস হইতে চলিতেছে। উক্ত পুণঃ শিকা-পরিচালনা পুণঃ বল কর মাস হইতে চলিতেছে। উক্ত পুণঃ শিকা-পরিচালনা পুণঃ বল কর মাস হইতে চলিতেছে।

জাহাজের বৃত্তান্ত নির্বাচন বৃত্তি এবং শ্রীমতের প্রদর্শন সর্বদা সচলভাবে চলিতেছে। উক্ত পুণঃ শিকা-পরিচালনা পুণঃ বল কর মাস হইতে চলিতেছে। উক্ত পুণঃ শিকা-পরিচালনা পুণঃ বল কর মাস হইতে চলিতেছে।

পূর্বেই এই দলের জন্য ব্যবস্থা করা গিয়াছে। উক্ত পুণঃ শিকা-পরিচালনা পুণঃ বল কর মাস হইতে চলিতেছে। উক্ত পুণঃ শিকা-পরিচালনা পুণঃ বল কর মাস হইতে চলিতেছে। উক্ত পুণঃ শিকা-পরিচালনা পুণঃ বল কর মাস হইতে চলিতেছে।

[২৪ কলমে দেখুন]

বঙ্গের বিক্রয়-কর আইন

বাঙলার বিভিন্ন স্থানে আকিস সংস্থাপিত

১৯৪১ সনের ১লা জুলাই হইতে বঙ্গের বিক্রয়-কর আইনটি বলবৎ হইয়াছে; তবে আগামী ১লা অক্টোবর তারিখ হইতে বাঙলার বিক্রয়-কর উপর কর বাধ্য হইবে। বাঙলার, কলকাতার মালিক এবং উৎপাদনকারীসকলকে উক্ত তারিখের পূর্বে নিজ নিজ নাম রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে হইবে, অন্যথা দণ্ডীয় হইতে হইবে। বরখাস্ত প্রাপ্তির পর সে-সম্পত্তীতে স্ট্যাকটিক প্রদান করিতে কমানিশিয়াল ট্যাক্স-অফিসারদের এক পক্ষ কাল সময়ের আবশ্যক হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। বরখাস্ত প্রাপ্তির ক্রমিক নম্বর অনুসারে উক্তদের মধ্যে বিচার বিভাগ হইবে, এ-জন্য অনতিবিলম্বে সকলকে বরখাস্ত করিতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

কোন কোন শ্রেণীর ব্যবসায়ীকে কোথায় এবং কতদূরে রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে হইবে, তাহা একটি পুস্তিকার দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। কমানিশিয়াল ট্যাক্স অফিসারের অফিসে চাহিলে উহা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

কলিকাতা এবং হাওড়ার নিম্নোক্ত স্থানে কমানিশিয়াল ট্যাক্স অফিস সংস্থাপিত হইয়াছে:—২৮ বি, পোলক স্ট্রীট (বেঙ্গল কোর্ট), ৭৯, ন্যায়ালয় স্ট্রীট, ৩৫১, বিভিন্ন স্ট্রীট, ৭৮, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য স্ট্রীট, ৭৯১, লোয়ার মার্কেট স্ট্রীট, ১২, চাঁদমাঠ স্ট্রীট, হাওড়া।

সকলকে নিম্নোক্ত স্থানে কমানিশিয়াল ট্যাক্স অফিস আছে:—আলমগোল, শ্রীহরিশপুর, কলকাতা, পান্ডুতীপুর, বাজপাড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও টাঙ্গুর।

(শ্রেম-সোর্ট)

[১ম কলমের শেষ]

ইহা ছাড়া ভারত-সরকার এই ব্যবস্থাও করিয়াছেন যে, শিকা কালে পশুপক্ষের আক্রমণের ফলে কোনও শিকারীর যদি মৃত্যু হয় অথবা সে অক্ষত হইয়া পড়ে, তবে ওয়ার্কমেনস্ কলমেনসেশান (মজুরের কতিপূরণ) আইনের ধরনে কতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইবে।

শিকারীদের মধ্যে যাহারা কৃষির প্রদর্শন করিতে পারিবে, জাহাজের প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদের কারখানায় উৎপাদনকারী শ্রেণীর কাল অথবা কারিগরী শিকারকে শিকারের কাল পাইবার সম্ভাবনা আছে।

ইরানে ব্রিটেন ও ক্যান্সার নীতি

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে না

টাইমসের কুটনৈতিক সংবাদপত্র লিখিয়াছেন:— ইরানের সমস্ত মুখে নিম্ন হইয়াছে, এইজন্য আমেরিকা কখনও মনে করি নাই; ইরানের সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করাও আমেরিকা উদ্দেশ্য নহে। ইরানে জার্মান প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে এবং ইরান হইতে ক্রমবর্ধমান জার্মান প্রভাব দূর করিবার জন্যই ব্রিটিশ-ইরান অভিযান করিয়াছিল। ইরান হইতে জার্মান পক্ষ বাহিনীকে বিতাড়িত করিবার জন্য ব্রিটেন ও ক্যান্সার ইরান সরকারের নিকট যে অনুরোধ করে, তাহা স্বাভাবিক, করিয়া ইরান সরকার অথবা বিলম্ব করিতে থাকিলে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পূর্বলতা যেহেতু বা জার্মান গালাবোম প্রত্যাপার ইরান সরকার যে নীতি অবলম্বন করিতে অস্বীকার করে, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সেই নীতি প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে। ইরানে ব্রিটিশ-ইরান প্রথম কর্তব্য হইবে জার্মান প্রভাবের বিলোপ সাধন। এই প্রভাব বাহাতে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয় এবং বাহাতে ইরান পুনর্জীবিত হইবার আর সম্ভাবনা না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা সর্বাপেক্ষ প্রয়োজন। ইরানের ভৈরবসি অফিস ও পারস্য উপসাগর স্বাধীন করিবার জন্য ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে সামরিক-ওজনপূর্ণ বানউনিও ব্রিটিশ সৈন্যেরা দখল করিতে পারে। স্বল্প ভৈরবসি অফিস ও ক্যান্সার উপসাগরের পশ্চিমে পাহারা দিবার জন্য জার্মান সৈন্যেরা ইরানের উত্তর দিকের বাউন্সি দখল করিতে পারে। তবে স্বা-প্রত্যো জার্মানীর কার্যকলাপ দূর হইলেই এই বাউন্সি হইতে ব্রিটিশ ও জার্মান সৈন্যদের সরাইয়া দেওয়া হইবে। ইরান অভিযানের পূর্বেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং পুনর্বার এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইবে। এই সকল বৈধি দখল করা ছাড়া, ইরানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রায় হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

তেরাহের জার্মান রাষ্ট্রদূতদের কি অবস্থা হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ব্রিটিশ-ইরান যোগাযোগ করিয়াছে যে, তাহারা হাত ইরানের প্রকৃত নিরপেক্ষতা চাহে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, তেরাহের জার্মান রাষ্ট্রদূতের দপ্তরকে পূর্বের ন্যায় থাকিতে দিলে নিরপেক্ষতার প্রতি বর্ষালা প্রদর্শন করা হইবে। কিন্তু সুতিন এই যে, এমন রাজ্য নাই যেখানে জার্মানরা কুটনৈতিক অবিকারের অনুরোধ করে নাই। সর্বত্রই জার্মান রাষ্ট্রদূতসকলকে জার্মানীর পক্ষে ওজনপূর্ণ ও প্রচারণা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

বি-আই-এস-এন কোং লি:

বঙ্গীয় মুদ্রাভা, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যদেশাদির ভিন্নবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাত্রাও করে।

জাহাজ-ভাড়া বে-লম্ব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং বাঙলার ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আব্রহাম করুন:—

ব্যক্তিগত কার্যকরী এক কোং,

ম্যানেজিং একেট, বি-আই-এস-এন কোং লি।



সুশীলাবাবু মহাশয় ও তাঁহার পরিবার

বিভিন্ন পূর্বে কলিকাতা মহাশয় ও তাঁহার পরিবারের মধ্যে একজন মহাশয়। তিনি দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার পরিবারে পূর্বেই বাঙলার স্থানীয় সিভিল-সার্ভিস বাহিনী পরিচালনা করিতেছেন।

বাঙলাব কথা

৩৪ বর্ষ, ৪৩৭ সংখ্যা]

কলিকাতা, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

[এক পাতা]

তরুকের অতুলনীয় রক্ষণ-ব্যবস্থা

অক্টোবর, ভারতীয় ও ইংরাজ সৈন্যদের অনমনীয় দৃঢ়তা

[অগাধ, এ, বিকে প্রথম বেতার-বক্তৃতা]

তরুকে যে বৃষ্টি বাহিনী বহিরাছে, সঠিক হ'ল তাহা-
নির্ভরক বুঝা বন্ধ-বৃত্তিক নাম দিয়াছে। তাহার মতে
ইহাদের উদ্দেশ্যের কোন আশা করাই বুঝা। তরুকের
রক্ষণ করা যে-সকল অসৈনিক, ভারতীয় ও বৃষ্টি সৈন্য
তাহার দ্বারা হইয়াছে, সত্যতঃ তাহার সঠিক হ'ল প্রথম
উপন্যাস পাঠ্যের বোধ্যতা প্রতিপাদনের জন্য ইহা
নীচে আশুর গ্রন্থন করে। ইহা চারি মাস আগের ঘটনা।
বৃষ্টি বাহিনী এখনও তরুকে প্রায় সে-অবস্থায় আছে।
তরুকের পরিচয়পত্র করিয়া আসার কোন কথাই তাহার
মনে স্থান দেয় নাই। চরমভিত্তি ব্যতীত এবং সুবাদ
আলোচন-প্রদানের ব্যাপারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ইহা
করিয়াই জাহাজিক তরুকে রাখিয়া আসা হয়। কার্যেও
তাঁহাই হইয়াছে, কারণ চরমভিত্তি ব্যতীত পথে ইহারা ভীষণ
কষ্টভার হইয়া পড়িয়াছে। এই কয়েক সপ্তাহ কৈলাই
দ্বীপ অভিন্নভাবে উন্নত হোমোজেন হোমোজেন সেক্ষারী
কার্যে ও ইটালীয়ান বাহিনীকে ঠেকায়া রাখে।
ইহাও এখনও জার্মান ও ইটালীয়ানদের সহযোগে
পঠিত একটি বিরাট বাহিনীকে উপস্থিত এবং ভীষণ
উচ্চ স্তরে প্রায় আসে করিয়া রাখিয়াছে; অন্য
দিক দিয়া সর্ব সারকগণের নিকট ইহাদের প্রয়োজনীয়তা
বুঝে নাই।

যদি প্রত্যেক এই পরিচয়পত্র কৈলাই দ্বীপে হিটলার,
গোম্বিত তাহার অনুশ্রম ও একে-সকল আবেগ-জাহাজ
দ্বারা বহিষ্ঠে, তাহা তখন আসার দাঁপি পায়।
ইহারা সিরের সেক্ষারকে বোকা দানাইতেছে। ইহা
জবে বাসিনের সংবাদপত্রগুলি একটা মতের পক্ষ
হইতেছে। ইহাদের মতে ইটালীয়ানরা তরুকে
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত পথে পরিপূর্ণ করিয়াছিল।
আমার ইহাদের কায়রো কাহারও মতে তরুকের রক্ষণ
দায়িত্ব নাই এবং কি নাথীনের নিজস্ব সিদ্ধান্ত
নাই অথবা অধিক বক্তৃতা, জার্মান জাহাজ পক্ষে
ইহা নিশ্চয় করা বুঝি কঠিন হইবে বলা যায়। কিন্তু
কিন্তু এই যে, জার্মান সংবাদপত্রগুলি যেমন
হইতেছে যে, এক কক্ষ পূর্বে বৃষ্টি সৈন্যের দ্বারা ১০
কক্ষের মতো ইটালীয়ানদের নিকট হইতে তরুকে
হিসাব রাখিয়াছিল।

বিরাট জার্মান ও ইটালীয়ানরা নিশ্চয়ই এক-দিনে
বুঝিবে পারিয়াছে যে, তরুকের রক্ষণ ব্যবস্থা সঠিক
আমাদের সৈন্যরা পত ৪ মাস পর্যন্ত ইহাকে রক্ষা করিয়া
আসিতেছে। বৃষ্টি বাহিনী তরুকের বোকা-বিশ্ব
বাহিনী হিটলার দ্বারা সর্ব কাটাইতেছে ইহা কেবল
কিছু নয়। তরুকের সঠিক বহিন দ্বারা বিজীর্ণ জাহাজ
জাহাজের দ্বারা পক্ষে বড়ই চব্বি পাবে।
তরুকের রক্ষণ ব্যবস্থা সে-দ্বারা হইতে পাবে পর্যাপ্ত নিশ্চয়।
এই কয়েক কক্ষের দৃষ্টান্তের প্রথম সৈন্যের পরিচয়

বাহিনী বুঝ চালাইতে বাধ্য হইতেছে। বিরাট বহা-
সর্বস্বার্থী পরিচয়পত্রের মধ্যে বাহিনী এই কয়েক বৃষ্টি
বাহিনীকে পক্ষের পরিচয়পত্র লক্ষ্য, নৈশ পাহারা এবং
এমন অন্যান্যসকলের কার্যাদি সম্পন্ন করিতে হইতেছে
যে, তরুকের ইহারা জিটোরিয়া রক্ষ পাইবার বোধ্য।
অন্য এ-নব কক্ষ ইহাদের নিকট সিটাইনিক
ব্যাপার, সেজন্য এ-সম্পর্ক বড় বিশেষ কোন আলোচনা
করিতেও তাহাঙ্গিকে দেখা যায় না।

বৃষ্টি বাহিনী বাহিনী পাইবার জন্য বুঝ দানাইতে
সঠিক আমেরিকান সংবাদপত্র দ্বারা আমি তাহাদের
একটি প্রণয়ন করিতে চাই। উল্লেখ্য বহিন
আমি যাহা করবিন পূর্বে সংঘটিত একটি ব্যাপারের
উল্লেখ করিতেছি। সংবাদপত্রে আলোচনা উহার বিবরণ
পড়িয়া থাকিবেন।

জার্মান সীলোহা বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন, একজন
কর্পোরাল এবং একজন অসিদ্ধিত সৈন্যকে বহিনের
অসিদ্ধিতগণের জন্য বিজিট একটি রিডলার, একটি
"টমি" গান, একটি ব্রেস গান এবং আর কয়েকটি হাত-বোমা
সহ তরুকের দক্ষিণ দিক হইতে ডিন বাইল দ্বারা অবস্থিত
একটি পর্যবেক্ষণ বীজিতে প্রেরণ করা হয়। বৈকালের
শেষভাগে ক্যাপ্টেন টেনিকোনে আসিছিলেন যে, তাঁহার
সমুদয় ইটালীয়ানদের মধ্যে অত্যন্ত কর্তব্যপরতা
পরিচয়িত হইতেছে। অবিলম্বে তাহার সাহায্য
কতিপয় ব্রেস গান বাতক প্রেরিত হইল। কিন্তু ব্রেস গান
বাতকসহ তাহার শৌচ্য পূর্বেই ১০ জন ইটালীয়ান
উচ্চ বীজি হইতে মাত্র ১০০ গজ দূরে থাকিয়া বীজি
আক্রমণ করিল। বুঝ তখন অবস্থিত প্রায়। ক্যাপ্টেন
তাঁহার সর্দারকে লইয়া বাসিন দ্বারা আড়ালে থাকিয়া
আক্রমণ করিতে লাগিলেন। আক্রমণকারীদের ৬ জন
হালকা ওজনের কামান সহ ৭৫ গজের মধ্যে শৌচ্য
বাইজি তিনি গুলী করার আদেশ দিলেন। আর কয়েকগার
গুলী বর্ষণের পর ব্রেস গান নষ্ট হইয়া গেল। পরকালে
"টমি" গানটির সেই দশা হইল। কর্পোরাল এবং
সৈন্যটি তখন অধুনা ইটালীয়ানদেরকে লক্ষ্য করিয়া
হাত বোমা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্যাপ্টেন
কামান দুইটি গুলি করিয়া তোলায় অন্য কোম চেষ্টা
করিতে পারিয়া গেলেন। কয়েক বিমিটের মধ্যেই
কামান দুইটি নষ্ট হইয়া উঠিল। ব্রেস গানের গোলা
আঘাতে অধুনা ৬ জন ইটালীয়ান মৃত্যুবরণ করিল।
তরুকের বহিন কামানেরও কোন ডিক হইল না।
"টমি" গান অবশিষ্ট ইটালীয়ানদেরকে লক্ষ্য করিয়া
বোমা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৫ বিমিট পর ব্রেস
গান বাতকসহ মর্দারকে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায়
যে, বীজি ১০ জন মোক ১৮ জন ইটালীয়ানকে বহিন
হবে পারিবারি দ্বারা এবং অবশিষ্টরাও দ্বারা।

আক্রমণ বিরাট অভিযানের ইহা একটি বড় ঘটনা
নয়। এইরূপ বড় এবং বিজিট দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া
তরুকের পক্ষ করিয়াছে। বৃষ্টি সামরিক ইতিহাসে
তরুকের তরু একমাত্র এত বেশী। তরুকের অধি-
বাহিনী অধিকতর অবস্থার নিম্ন দান করিতেছে না। জার্মান
সৈন্যের সে-ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। তরুকের দ্বারা বিদ্যুৎ
সৈন্যবাহিনীকে সিদ্ধান্তভাবে অধিকতর ও দ্বারা দ্বারা
করা হইয়া পাবে। উপরন্তু বহিন বাহিনী দ্বারা সর্বস্ব
হয়, তাহাকে কিছুকালের জন্য জেগের জন্য তরুকে হইতে
লইয়া আসা হয়। অবশিষ্ট সৈন্যরা প্রায় সমুদ্রতীরে হাউসি
কৈলাই দুটি বিমিটের আবেগ-প্রবোনে কাটাইয়া থাকে।

তরুকে কতকটা স্বাভাবিকভাবেই সকলে জীবনব্যাপী
নির্ভর করিতেছে। পূর্বাশু দ্বারা বহিন কতকটা
বহিন অধি এই যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে দানে ২০-৩০
বার বিমান আক্রমণ চলে, সে দানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-
ভাবে দিন কাটাইতে পারা যায় না; কিন্তু ওলু পাই
হইতে বাধ্য। সুদানিয়ার দ্বারা অবস্থিত হইয়াও দ্বারা
বে-ভাবে তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে, তরুকে
টিক বহা-প্রাচ্য দ্বারা পৃথিবীকে অনুশ্রমভাবে জিহ্বা
প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। পত ৪ মাসে সূর্যমুখ
উল্লেখ্য ১০০০ বার বিমানের হইতে হইয়াছে। এমন
একটিও বীজি নাই যে-বীজিতে তরুকে কোন বিমিট
পাড়া যাইবে না। তরুকে রক্ষাকারীদের মধ্যে
কামানের গোলাবর্ষণকেই সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ ও
কষ্ট লক্ষ্য করিতে হইতেছে। তাহাদের দ্বারা
ব্যাপী কয়েক পরিপূর্ণ একে-সকল প্রদর্শন করিতেছে।
কারণ জার্মান ও ইটালীয়ানরা একে-সকল বিমান-
পোত দান দ্বারা উল্লেখ্য হইতে বোমাবর্ষণ দ্বারা আশুর
হইতে বাধ্য হইয়াছে। আত্মকাল বুঝ অনুশ্রমিক
জার্মান বিমান মজের পক্ষে। সাধারণতঃ আক্রমণের
পূর্বাশুকে কয়েক জার্মান বিমান-চালক থাকে। তাহার
পশ্চাতে বিজিট দানে থাকে ইটালীয়ান বিমানপোত।
জার্মান বিমান-চালক আক্রমণকারীদের সেজা হিসাবে
দ্বারা বিমানপোতের দাঁটি হইতে কয়েক বিমিট উড়ে
[১০ম পৃষ্ঠার প্রইবা]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃষ্টি বক্তৃতা, ভারতীয়, আক্রমণ,
অক্টোবর, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যদেশীয়
ভীষণতী বহিন-সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ বাতারা
করে।

জাহাজ-জাহাজ যে-দশ বিবরণ পাওয়া
সম্ভবপর, তাহা এবং বাহিনীর তাকা, বাসিনের
তাকা প্রভৃতি বিজিট বিবরণ জাহাজের জন্য
নিম্ন টিকানার আবেগন করুন :—

ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী এত বেশী,
ব্যক্তিগত এত বেশী, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

ହଜୁରା: ଟିପିଣାଟ ସାରି ଡୋମଟ ପାଞ୍ଜିର ମୁହାଁର ବଦେ,
 ଡୋମା ଜାଣିନିଟ ସାଧନିକ ଜାଣିନି ମନିଞ୍ଜିରକ ଡିବେ ।
 ବାସୁନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀ ଜାଣିନି ବକ୍ସାମାନ୍ଦର, ଡିବେ ଡୋମ୍
 ମୁଞ୍ଜିକିମାଟ ସଞ୍ଜି ବସିରାଟ, ଡିବେ ବକ୍ସା ମିନି ଡିବେ
 [ମାଟ ମୁଞ୍ଜିକି ଡିବେ ବକ୍ସାମାନ୍ଦର ମିନି ଡିବେ]

১৯৩৯-৪০ সনের বার্ষিক বিবরণী

(৩) যে বিদ্যালয় বা মাদ্রাসা অবশিষ্ট পঠকরা ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর উপর বাধ্যতামূলকভাবে বণিক ১০ আনা হিসাবে জন রাখার কিংবা বসাইবেন, সে বিদ্যালয় বা মাদ্রাসার অর্থ সাহায্য করা হইবে। বিজিক্যাল ডিবেন্টারকে এ কমপ্লাই মেন্সা হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি উপরোক্ত হারের অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন।

આચાર્યશ્રીશ્રી ડૉક્ટર અરુણ

একটি নারী সমিতির উদ্যম

ব্রাহ্মণবাধিক্য। ধান্যের অভাব। তৎসংস্কারের পক্ষী-উপায়
 সমিতির দ্বারে ও স্বেচ্ছাসেবকের সহযোগিতায় একটি
 কবরস্থান তৈরি করিয়া অনুষ্ঠানে বেড়া দেওয়া হইয়াছে।
 পানীর কি প্রাথমিকী ফুসলি কড়ে নষ্ট হইয়া নিরাশ্রিত;
 সমিতি ইহাও বিলি দ্বারা স্বেচ্ছাসেবকের জোঁর স্বেচ্ছায়
 কবরস্থান নিয়াছে। সমিতি পরিচালিত দুইটি কলনী
 ক্রিয়ামণ্ডলে প্রায় একশত জন ছাত্র বীতিমত উপস্থিত
 থাকিয়া সেবাগড়ার সঙ্গে সঙ্গে বীণ, বেতা ও কর্করকের
 কাজ বিলা করিতেছে। সমিতি সর্বসাধারণের জন্য
 একটি পাঠাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রায় ৮০ টাকা
 টাকা সংগ্রহ করিয়াছে।

A political cartoon depicting a map of China enclosed within a fence. Five soldiers are positioned at the corners of the fence, each holding a sign that reads: "Don't let the Communists in", "Don't let the Americans in", "Don't let the British in", "Don't let the Japanese in", and "Don't let the Russians in". The map of China inside the fence shows a factory and a city. In the bottom left corner, a group of people is watching the scene.

[illegible]

ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ

বাঙলার যক্ষণস্বল অঞ্চলে সাহায্য-ব্যবস্থা

ব্যবস্থা-পরিষদে মাননীয় রাজস্ব-সচিবের বিবৃতি

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত কতকগুলি প্রস্তাবের জবাবে বাঙলার রাজস্ব-সচিব মাননীয় স্যার বি. পি. সিংহ দ্বারা বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলার কৃষি সম্পত্তীভূত লোকসমাজ এবং বাঙলা সরকার সেই ব্যাপারে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যে প্রয়োজনীয় ও তৎসম্পূর্ণ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

সনৎ ১৯৪০ সালে পল্লীর অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনায় উল্লিখিত হয় নাই বলা চলে। বারিশাত সামন্তস্বায়ী ও অপর্যাপ্ত ছিল এবং তাহার ফলে বঙ্গ জেলার শীতকালীন ফসল খুবই কম হইয়াছিল, ডিহাইবার ফলের অভাবে নিম্ন শ্রেণীর পাট উৎপাদন হইয়াছিল এবং বর্ষাসি কবিরার সুযোগ-সুবিধার অভাবে পাটের দরও কমিয়া গিয়াছিল। এই সকল কারণে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা আরও বারোপের দিকে গিয়াছিল। বীরভূম জেলা সম্পূর্ণরূপে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইয়াছিল এবং জেলার তিন ভাগের দুই ভাগকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস চইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ২০-৭৫ ইঞ্চি বারিশাত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী আট বৎসর বারিশাতের পরিমাণ ছিল ৪২-৬৩ ইঞ্চি। অক্টোবর মাসে ৩-৬ ইঞ্চি বারিশাত হইয়াছিল; সাধারণতঃ এই সময় ৩-১৮ ইঞ্চি বারিশাত হইয়া থাকে। ইহার ফলে জেলার একমাত্র ফসল আমন ধান সম্পূর্ণরূপে তলিয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত (১) বীকুড়া, (২) বর্ধমান ও (৩) মুন্সিগঞ্জ সাক্ষাতিকভাবে কতিপয় হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে—এই একটি জেলা ব্যতীত অবিকারিত কব-বংশ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইয়াছিল। বীকুড়া জেলার বারিশাত অপর্যাপ্ত ও সামন্তস্বায়ী ছিল। মোট ৪২ ইঞ্চি বারিশাত হইয়াছিল; এই জেলার সাধারণতঃ ৫৭ ইঞ্চি বারিশাত হইয়া থাকে। ১৯৪০ সালের জুন ও জুলাই মাসে অপর্যাপ্ত বারিশাতের ফলে ফসল লাগান কার্যের বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে অধোপশু বৃষ্টি না হওয়ার ফলে বিশেষ কতি করিয়াছিল। ইহার ফলে—সাধারণতঃ শীতের ফসল যে পরিমাণে হয়, পতকরা তাহার ৫৮ ভাগ হইয়াছিল বার।

বর্ধমান সম্পর্কে বলা বাইতে পারে যে, ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস চইতে জুন মাস পর্যন্ত বারিশাত সাধারণতঃ কম ছিল। আগষ্ট মাসে কিছু বৃষ্টি হওয়ার অবস্থায় কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু ধান খুব কম উৎপাদন হইয়াছিল।

মুন্সিগঞ্জ সম্পর্কে বলা বাইতে পারে যে, অল্প বৃষ্টির ফলে আট আদী পরিমাণ আউস ধান মট হইয়াছিল। জেলার সকল ধানী অধিতে বিশেষ করিয়া রাঙা অঞ্চলে আমন ধান রোপণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

এই বৎসরের প্রথম ভাগে বঙ্গ জেলার আর বৃষ্টির জন্য যোগ্যে ধান বিশেষরূপে কতিপয় হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে অকালে প্রথম বারিশাতের ফলে পূর্ববঙ্গের নীচু অধিবাসী ভূমিরা গিয়াছে এবং তৎকালীন পাটের বিশেষ কতি হইয়াছে। কৃষি-বাতক আইন বলবৎ হওয়ার এবং মহাজনী আইনের কিছু কিছু অঙ্গ-বল হওয়ার পরী-অঞ্চলে ধান না পাইয়া জনসাধারণের দুঃখব্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অপরদিকে, পূর্বে যে পরিমাণ অধিতে পাটের চাষ হইত তাহার পূর্ববর্তীরাণে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে

বলিয়া—দিনরত্নবলিগের কাজ বহল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। পাটের পরিবর্তে যে ফসলের চাষ হইতেছে তাহাতে পাটের কাজের মতো দিন বহুরের তুলনা চাইনা নাই বলিয়া পরী অঞ্চলে সরকারের নিকট চইতে কলের নিমিত্তে সাধারণ প্রাপ্তি দাবী প্রকাশ; বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

সম্পূর্ণপরি পত ২০শে ও ২৬শে যে প্রচণ্ড ঝটিকার আঘাত, আর সেই সঙ্গে বাকসগা, মোহাবাদী এবং ত্রিপুরার প্রবল বারিশাত; বহিমান পরব ধুব দেশী পরিমাণে কতিপয় হয় নাই; কিন্তু জেলায় পরী-অঞ্চল, পটুয়াখালীর অংশ বিশেষ এবং সন্দ্ব উপকূলীয় প্রায় সমস্ত বর্ষই পড়িয়া গিয়াছে। এই প্রবল ঝটিকার সঙ্গে তেঁতুলিগা ময়ীতে ধান ডাকিয়াছিল, উক্ত বসন্তে অল্প সময়ের পাঁচ কুট এবং চরভূমিতে ১০ কুট পর্যন্ত উর্ধ্বে উঠিয়াছিল। এই ব্যাপারে হালকা চাকার গো-বহিখামি বিনষ্ট হইয়াছিল এবং চরভূমিতে ও দক্ষিণ পাটাবাঙ্গপুণ্ডের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বঙ্গ মোকের জীবন হামি ঘটিয়াছিল। এই সকল অঞ্চলের অধিক পরিমাণে বাধাধরা হয় কতিপয় হইয়াছে কিংবা ফলে বৌত হইয়া গিয়াছিল। বাগের ফলে পানীয় জলের বিত্তম্বতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং উক্ত ধান কৃষি জমিরও বহল পরিমাণে কতিপয় করিয়াছে। সুপারী ও লামের মাগানসমূহও যথেষ্ট পরিমাণে কতিপয় হইয়াছে। এখানে একথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিধুত অঞ্চলের কোন কোন অংশে আউস ধান বীচিয়া গিয়াছে এবং আমন ধান রোপণ করিবারও সময় ছিল।

মোহাবাদী জেলার দুটো কারণে জনসাধারণ কতিপয় হইয়াছে। প্রথম কারণ চইতেছে এপ্রিলের শেষভাগে ও যে মাসের প্রথম ও শেষভাগে প্রবল বারিশাত এবং দ্বিতীয় কারণ ২০শে ও ২৬শে মের তীব্র ঝটিকা। ইহার ফলে মোহাবাদীজির দিকে মোহাবাদীর উত্তর অঞ্চল একেবারে ফলে ভুবিয়া যায়। যে অঞ্চল এই ভাগে কতিপয় হয় তাহার পরিমাণ দুইপত বর্গ মাইল। এই অঞ্চলের সমস্ত ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বন্যার জন এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহাতে চর পাট গছগুলিকে ভুগাইয়া গিয়াছে, যা চর তাহাদের বাড় বর করিয়া রাবিয়াছে। একমাত্র উচ্চ ভূমিতে আবাক করা পাটই বীচিয়াছে, কিন্তু সেই বৎসরের জমি জেলার ধুব বর্ষই আছে। মৌতাপোর বিঘর এই যে, ধুব ভ্রমতবেগে জন মাঝিরা সাইতেছে এবং বর্ধমানে যে বিঘরণ পাটয়া গিয়াছে তাহাতে আমা যায় যে, উক্ত অঞ্চলের অবিকার হানেই আমন ধান রোপণ করা সম্ভব হইতে পারে। এই সকল দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অঞ্চলের যে সমস্ত ফসল 'আমন' ধান রোপণ করা সম্ভবপর হবে, সেবানকার অবস্থা আগামী ১৯৪২ সনের জুন মাসের বেলাপেবি কিংবা জুলাইয়ের প্রথম দিক পর্যন্ত বিশেষ মোচনীর থাকিবে। এই প্রবল ঝটিকার জেলায় পশ্চিম দিকের লক্ষ্মীপুর ও হারপুর থানা এবং উত্তরে হাতিয়া, চরসহ এবং মেঘনা পর্যন্ত সাক্ষাতিকভাবে কতিপয় হইয়াছে। এই অঞ্চলে আগরগোড়া প্রায় সমস্ত গুড়, উইতি-কদম এবং সুপারী গাছ বিনষ্ট হইয়াছে। উক্ত জনসাধারণের আরের বিশেষ পক্ষ। বিশেষ করিয়া এই অঞ্চলটি সম্পর্কে বলা বাইতে পারে যে, এখানে বেশ আমন ধান জমিয়াছে। চর অঞ্চলের ফসলের অবস্থা এই হিসাবে ভাল বলা বাইতে পারে যে, এখানকার ধুম ফসল 'সাক্ষাৎ' ধান তৎসমস্ত ফসল ফল হয় নাই।

কেনী মহকুমার যতিও ঝটিকার বিশেষ প্রবলতা হয় নাই, তাহাও ফসলও বৃষ্টি এবং বন্যার প্রবল কেনীও নীচু অঞ্চল ও জগলনাইয়া থানার 'আমন' ধানের বিশেষ কতি হইয়াছে।

ত্রিপুরা জেলার অত্যধিক বারিশাত এবং কতক ঝটিকার ফলে জনসাধারণ কতিপয় হইয়াছে। ইহার ফলে মোহাবাদী জেলার সামগ্র্য অঞ্চলে লাগান কেনী ও ধুক-সমূহ বিনষ্ট হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে বীরেন বে-সরকারী অংশের জাতির জাতির জাতিয়া গিয়াছিল এবং তৎকাল ৫০ বর্গ মাইল পরিবর্তিত জমি জন প্রাপ্তি হইয়া গিয়াছিল। মোহাবাদী জেলা সামগ্র্য জেলায় দক্ষিণ দিকে বেশভবে সাইনের দক্ষিণে জনবর্তী চইতে লাগান এবং সাধারণ চইতে চীতপুর পর্যন্ত অঞ্চল বিশেষভাবে কতিপয় হইয়াছিল।

মোহাবাদী জেলার কোমলগঞ্জের উত্তরে এবং মোহাবী-মুর্তি অঞ্চলের যে অবস্থা ত্রিপুরা জেলার পূর্বদিক অঞ্চল দিক একই ভাবে বন্য নিযুক্ত হইয়াছে। আউস ধান, পাট ও আমন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং শীতকালীন ফসল বন্য করিবারও কোন সম্ভাবনা নাই।

পূর্বদিক বলা চইয়াছে যে, অঞ্চলে 'অত্যধিক বারিশাতের ফলে পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের পাট মট হইয়া গিয়াছে। বর্ধমানসিংহ জেলার সন্দ্ব, টাঙ্গাইল এবং আমনপুর মহকুমার পাটের দর কতি হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, এই অঞ্চলে আউস ধান ভাল এবং আমন ধান সাধারণতঃ হইয়াছে। কিন্তু কিশোরগঞ্জ ও মেহেরগঞ্জের অবস্থা বিশেষ উপভোগ্যকর। কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধঃপত্ন সমগ্র জাতি অঞ্চলের বোঝা ধানের প্রায় ধার আলী এবং সমস্ত আমন ধান বিনষ্ট হইয়াছে। এই অঞ্চল প্রায় প্রতি বৎসরই অত্যধিক জন জমায় কতিপয় হয়।

মেহেরগঞ্জ মহকুমার কালীঘাটুড়ি থানা ব্যতীত আর সমস্ত অঞ্চলই অত্যধিক জন জমিয়াছে এবং তাহার ফলে শীতকালীন ফসল রোপণ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

চট্টগ্রাম জেলার বৃষ্টির প্রবল বর্ষণ জোয়ারের ফলে সমস্ত বিঘিত চইয়া প্রবল প্রবল মলীভূমিতে বন্যার কতি করিয়াছিল। দুই এক বারের সাধারণ বন্যার ফল জাতিয়া গিয়ে—মলী উত্তর গতিবর্ষ পরিবর্তন করিয়াছে। ফলে জোর জোর করে কতি অঞ্চল একেবারে বিনষ্টে ত্তী হইয়া গিয়াছে। নিম্ন অঞ্চলের কবির আউস ও আমন ধানের কিছু কিছু কতি হইয়াছে। মলীর জীবের কতকগুলি ব্যতী বন্যার ভাঙ্গাইয়া মটয়া গিয়াছে; কোমো ক্ষেত্র উত্তা জনাভাগিত কতিয়া নিগাপন জাতিয়া নইয়া আলা চইয়াছে। আমতরার নিম্ন অঞ্চলের কতকগুলি পুত একেবারে ভুবিয়া হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরই এই বৎসর ব্যাপার ব্যতীয়া থাকে। মৌতাপোর বিঘর এই যে, বন্যার ফল মাঝিরা গিয়াছে এবং পরিষ্কৃতি আমন ধান মৃত্যু করিয়া বপন করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। এই আমনই জেলার প্রধান ধান। আলা করা যায় যে, উক্ত ফসল প্রচুর পরিমাণেই উৎপাদন হইবে। এতদ্ব্যতীত মৈলখুদিপায়ে যে সকল জেলা কতিপয় হইয়াছে, প্রচুর মতো করিপুর ও বংপুণ্ডের দান উল্লেখযোগ্য।

কৃষি-বন, এককালীন দান এবং কলের নিমিত্তে সাধারণ প্রদান করিয়া দুর্ভিক্ষের সাধারণতঃ ফল সন্তপ-মেন্ট দান কিছু প্রয়োজন ও সম্ভব, তাহা সমস্ত কতিয়া-হেমে। কৃষি-বন বাদে যে সকল অঞ্চল সমস্ত বিত্তাপ কাজ করে না, সেই সকল ফলে অল্প সময়ের জন্য বিশেষ

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

উক্ত-কণা সত্তে ইরান সরকারের সম্মতি

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইরান পতন-মেন্ট সমস্ত উক্ত-কণা সত্তে মানিয়া লইয়াছে। জার্মান, ইটালীয়, জাপানিয়ার এবং ফ্রান্সিয়ার মতোপাস বহু কথিতা সেওয়া হইবে এবং ইরানে যে সকল জার্মান আছে, তাহাদিগকে বৃটিশ ও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করা হইবে।

জার্মানীর গোপন অস্ত্র

মিঃ চার্লিস বিখ্যাত প্রসঙ্গে জার্মানীর এক অস্ত্র "লক্ষ্যভঙ্গী নাইমের" কথা প্রকাশ করেন। এই নাইমে এমন বাস্তব আছে যে, জার্মানের লক্ষ্য পাইলট উচ্চ বিকোচিত হয়।

জার্মান সৈন্যদের সাফল্য

সোভিয়েট উপাচারে ১ই সেপ্টেম্বর বলা হইয়াছে, স্যুয়েড-এর দিকে স্যুয়েড-নির্দেশিত পথের ইয়েল-নিয়ার জন্য লড়াই ২৬ দিন পরে শেষ হইয়াছে এবং সোভিয়েট সৈন্যেরা ইয়েল-নিয়ার দখল করিয়াছে। এই যুদ্ধে পক্ষের এস এস ডিভিশন, ১৫ নং পদাতিক ডিভিশন, ১৭ নং মোটরাইজড ডিভিশন, ১০ নং ট্যাঙ্ক ডিভিশন, ১৩৭ নং অস্থায়ী পদাতিক ডিভিশন, ১৭৮ নং, ২৯২ নং ও ২৬৮ নং পদাতিক ডিভিশন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

জার্মান সৈন্যদের কর্তৃক ৫০টি গ্রাম পুনরুদ্ধার

৪৪তমের জার্মানিও সংবাদদাতা জার্মানিও জানাইয়াছেন:—ইয়েল-নিয়ার প্রকৃতভাবে পরাজিত হইয়া জার্মান সৈন্যদের দখল হইয়াছে। জার্মান সৈন্যদের পশ্চাদসরণ করিতেছে। জার্মান সৈন্যদের পশ্চাদসরণ ও বেশী গ্রাম পুনরুদ্ধার করিয়াছে ও তাহারা অপ্রতি-হতভাবে জার্মানদের পশ্চাদসরণ করিতেছে। ইয়েল-নিয়ার প্রায় ২০ মাইল দূরে জার্মানদের গজরান শোনা হইতেছে। লক্ষ লক্ষ জার্মান সৈন্যের মৃতদেহ সর্বত্র ঘুর্ণিত হইয়া রহিয়াছে। রাশিয়ানদের অগ্রগতি বোধ করার জন্য জার্মানদের দিগের পর দিন নুতন নুতন সৈন্য আত্মপালী করিয়াছে। কিন্তু জার্মান সৈন্যদের জার্মানদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়াছে। জার্মানদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর রপসত্তাও বহুপ করিয়াছিল। কিন্তু জার্মানদের এই সকল হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছে।

জার্মান সৈন্যদের অগ্রগতি বহু

উক্ত-কণার সাংবাদ প্রকাশ, লাক্সী সমস্ত সংবাদদাতাদের প্রেরিত সংবাদদাতাদের ওভেরসাইকী সৈন্যদের পরাক্রমে জার্মান সৈন্যদের অগ্রগতি বহু হইয়াছে।

জার্মান ট্রেন জাহাজ ত্রয়োদশী জনসমূহ

বৃটিশ নৌবাহিনীর আক্রমণে উত্তর মরুইন্ডিয়ান পরিষদ গোলাবর্ষণ দিকার জার্মান ট্রেনিং জাহাজ "ত্রয়োদশী" (১৪,০০২ টন) জনসমূহ হইয়াছে বহিয়া জার্মান সৈন্য-পতিনগুলির ইচ্ছাধারে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত ইচ্ছাধারে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, একখানি বৃটিশ জাহাজ ও দুইখানি ডেইলার আতকিতে এই ট্রেনিং জাহাজগুলির উপর আক্রমণ চালায়। সাধারণ কিছুকণ প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর কয়েকখানি ট্রেনিং জাহাজ বোটে কর্তৃক এই জাহাজগুলি জনসমূহ হয়। উত্তর কতিপয় নাবিককে উদ্ধার করা হইয়াছে বহিয়াও ইচ্ছাধারে উল্লিখিত হইয়াছে।

ইংলিশ প্রণালীতে প্রতিপক্ষের কনভয়ের আক্রমণ

বিমান লড়াই হইতে বোধবা করা হইয়াছে যে, ইংলিশ প্রণালীতে প্রতিপক্ষের বিশেষভাবে বহুখানি এক জাহাজ-প্রণালীর উপর বৃটিশ টানলারী জাহাজ আক্রমণ চালায়।

তাহাতে প্রতিপক্ষের একখানি (৪,০০২ টনের) সর্ববাহ জাহাজ, আর একখানি ৩,৫০০ টনের সর্ববাহ জাহাজও লড়াইতে আর একখানি ই-বোটে জনসমূহ হইয়াছে।

চ্যানেলে ও উত্তর সাগরে জার্মান জাহাজ আক্রমণ বিমান বিভাগের ইচ্ছাধারে বলা হইয়াছে, একটি বৃটিশ জাহাজ বিমান বেসজিয়ার উপকূলের নিকট পক্ষের এক বিমান-দুঃসী কামানবাহী জাহাজ আক্রমণ করিয়া উচ্চাৎ সাংবাদিকভাবে জবন করে; তাহাওটি পরে বিমানবাহকের দ্বারা জাহাজ বিমাননির্দেশিত বিকোচনে উড়িয়া যায়। চ্যানেলে ছোট ছোট জাহাজগুলিকেও আক্রমণ করা হয়; একটি জাহাজে বোমার আঘাত লাগে, আর একটিও জবন হয়।

পক্ষের অপূরণীয় ক্ষতি

সোভিয়েট এশুভকারে বলা হইয়াছে যে, ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েট ট্যাঙ্কমুখের আক্রমণে পক্ষের একখণ্ড-খানা ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী, ৪২১ কামান, ১০০টি পরিধাপুঃসী কামান, ৫৬০ খানা দরী ও মোটর গাড়ী, ২২৫ খানি মোটর সাইকেল, ১৬১ খোতাখাটি বিধ্বস্ত ও তিন কোরাড্রন অশুভকারী সৈন্য ও সাত হাজার পদাতিক সৈন্য নিহত হইয়াছে।

মার্কাল টিমোশেঙ্কোর অগ্রগতিতে অভিধান

এম. লজোভস্কী জানাইয়াছেন যে, ইয়েল-নিয়ার পক্ষের অবিকার করার পরও মার্কাল টিমোশেঙ্কোর আক্রমণাত্মক অভিধান সমানভাবে চলিতেছে। এম. লজোভস্কী আরও জানাইয়াছেন যে, জার্মানদের শুল্কসেবায় লক্ষ্য করিয়াছে বহিয়া যে দাবী করা হইতেছে, সে-সম্পর্কে তিনি বহা-প্রাচ্যবিত্ত ৪৪তমের বিশেষ সংবাদদাতার নিকট হইতে কোনও সংবাদ পান নাই।

গোয়েন ধন্যজনের সংগ্রাম সম্পর্কে তাস-একেন্দী প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ, জার্মান মোটরবাহিনী সোভিয়েট সৈন্যদের বিভাজিত করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে। জার্মান সৈন্যদের পালা আক্রমণে একটি পক্ষপক্ষীয় ডিভিশন ধূস এবং কেশলবাহী হল সৈন্যদের আক্রমণে ৪৭টা জার্মান ট্যাঙ্ক, ৮টা সাঁজোয়া গাড়ী, ১১টা কামান, ২৬টা দরী ও অন্যান্য অস্ত্রধন ধূস হয়। জার্মান মোটর-বাহিনীর বেড কোরাটর বিধ্বস্ত এবং ১২ জন ট্রাক অফিসার নিহত হইয়াছে। বহুক্ষেত্রে হাজার হাজার পদ পড়িয়া রহিয়াছে।

সুখানস্কের নিকটে নৌ-সংগ্রাম

বৃটিশ নৌবাহিনীর সুখানস্কের নিকটে জার্মানদের এক-খানা ডেইলার, একখানা সস্ত্র ট্রলার ও আরও একখানা জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

"প্রমথ" নামক একখানা জার্মান হালকা জাহাজ কতিপয় এবং বহুসমস্ত লক্ষ্য নিমজ্জিত হইয়াছে। আরও একখানা জার্মান জাহাজ কতিপয় হইয়াছে।

ওভেরসাইকী জীবন দূশের জবতারণা

ইটালীয় পত্রিকা "আনসোপিয়ালিস্ট" বলা হইয়াছে যে, "ওভেরসাইকী জীবন দূশের জবতারণা পক্ষিত হইয়াছে। জুনি, অশু ও অন্যান্য পক্ষের বহু, বিকিষ্ট দরী, পরিভ্রমণ কারাব ও চমৎকারীস ট্যাঙ্ক হইয়া দিয়াছে। আহতদের জার্মান বেসিগদান ও বোমা বিকোচনের আওরাককেও চাড়াইয়া উড়িয়াছে।"

জার্মান সংবাদ একেন্দীর বহু প্রকাশ, কিয়েভের উত্তরপক্ষের প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে এবং দুই ডিভিশন জার্মান সৈন্য উচ্চাৎ নিহত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে একটি জার্মান ডিভিশন কর্তৃক একটি বহু পক্ষের লক্ষ্য ও ১২ বহু জার্মান সৈন্য বহী করার দাবী করা হইয়াছে।

ইরানে জার্মান ও ইটালীয়ান প্রেক্ষতার আঘাত

জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ ও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পারস্যে জার্মানদের হস্তাক্রম করিবার জন্য যে আটচালি বহী সমস্ত বহু করিয়াছিল, তাহা উত্তীর্ণ হওয়ার জার্মান ও ইটালীয়ানদের প্রেক্ষতার করিয়া ইরানের পুরান কেন্দ্রে আনয়ন করা হইতেছে।

কলিকাতা বুটেনের জার্মানিয়ার প্রেরণ

কলিকাতা বুটেনের উত্তরে মিঃ চার্লিস বুটেন কর্তৃক রাশিয়াকে পতন পত জার্মানিয়ার প্রেরণের সংবাদ সমর্পণ করেন।

ইটালিয়ান জাহাজ নিমজ্জিত

১১ই সেপ্টেম্বরের নৌ-বিভাগের এশুভকারে বৃটিশ সাবমেরিনের আক্রমণে আরও একখানা ইটালীয়ান জাহাজ জুনির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। জাহাজখানার নাম 'মারা'—ইহা ডুবিয়াছে ইজিরা সাগরে।

ইটালীতে বৃটিশ বিমানের আক্রমণ

রাজকীর বিমান বহর উত্তর ইটালীর সাবরিক লক্ষ্য-বস্তুর আক্রমণ করিয়াছে।

বাহি বহু হইতে আঘাত করার পত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে বৃটিশ বোমার প্রমণগুলি আরও উত্তর ইটালীতে হানা দিয়াছিল। জানুয়ারীর পর এই প্রথম ডিউবিন, মারবেলা বন্দর ও ডিমিস বন্দরে বোমাবর্ষিত হইয়াছে।

তিউরগের রাজকীর অস্ত্রাঘারে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ

জানা গিয়াছে যে, উত্তর ইটালীতে ব্যাপক বিমান-হানার সময় ডিউবিন রাজকীর অস্ত্রাঘারে উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ অনুষ্ঠিত হয়; কল কতকগুলি বহু বহু অগ্নি-কাণ্ডের স্রষ্ট হয়। অনেকগুলি ভারী ভারী বোমার প্রম আক্রমণে বোমাবর্ষণ করিয়াছিল।

ভেলিকীলুকা অকলে প্রচণ্ড সংগ্রাম

সরকারী জল সংবাদ সর্ববাহ একেন্দী কর্তৃক প্রকাশ সংবাদে প্রকাশ, ভেলিকীলুকা অকলে উত্তর সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে ইতিমধ্যেই ২০ হাজার জার্মান সৈন্য, ৩৪০টি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী নিশ্চিত হইয়াছে।

[৮ম পৃষ্ঠার উত্তরে]

এ. আর. পি

- ১। বহুক্ষেত্রে আরও রেইড ওভারসাইকী জাহাজ বিধ্বস্ত সংবাদ পুস্তক। (ইংরাজী ও বাংলা) ৮ খানা (২ খানা)* প্রত্যেকখানি।
- ২। আরও রেইড—সর্ব সাধারণের অবস্থা জাহাজ ও অবস্থা করণীয় কয়েকটি বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা) ২ খানা (১ ১/২ খানা)* প্রত্যেকখানি।
- ৩। আলো-নির্জন সমস্ত আলো। (ইংরাজী ও বাংলা) ১ খানা (১ খানা)* প্রত্যেকখানি।
- ৪। আলো-নির্জন আলো সমস্ত আলো করণীয় আলো, আর, পি, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১। (ইংরাজী) ৪ খানা (১ খানা)* প্রত্যেকখানি।
- ৫। বৃহৎ বলা আরও রেইড, ১৯৪১। (ইংরাজী ও বাংলা) ১ খানা (১ ১/২ খানা)* প্রত্যেকখানি।

বেঙ্গল লক্ষ্যবোটে প্রেস, পাবলিকেশন্স প্রাক,

৩৬ নং বেনগলুর রোড, কলিকাতা,

সেলস অফিস, রাইটস্ বিকিন্স, কলিকাতা

কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।

বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগের কার্যাবলী

১৯৪০ সনের বার্ষিক রিপোর্ট

“পুলিশ ও জনসাধারণের মীমাংসা সম্পর্কে ব্যাপারে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিভাগীয় উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীগণ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যদের সহযোগিতায় কাজ করিয়াছিলেন এবং অপরাধ নিবারণ ও অপরাধিগণকে দণ্ডিত করার ব্যাপারে জনসাধারণ ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগত ভিত্তিতে পুলিশের কার্যে সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন।” — কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চল ব্যাপীত বাঙালি পুলিশ বিভাগের ১৯৪০ সনের কার্য নিম্নলিখিত উপরোক্ত বক্তব্য করা হইয়াছে।

আগোচ্য বর্ষে পুলিশ বাহিনীর উচ্চ কার্যক্ষমতা এবং নিরস্ত্রশক্তিগণের মধ্যে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ পাওয়া গিয়াছিল। কোন আশঙ্কিত বা হঠাৎকর্তি কর্তৃক পুলিশের বিরুদ্ধে কোনরূপ কঠোর সমর্য আগোচ্য বর্ষে করা হয় নাই। সাংবাদিক ধর্মের অপরাধের সংখ্যা ১৯৩৯ সনে বেহেলে ৪৭,৫২৭ ছিল, আগোচ্য বর্ষে তাহা কমিয়া ৪৫,০১০ হয়। বেসম্ম অপরাধ ধর্মবোধগণ, তাহার সংখ্যা কমান্বত্ত্বই প্রমাণিত হইয়াছে যে, পুলিশ বিভাগ এই দিক দিয়া বেশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল।

গ্রাম্য পুলিশ

পূর্ব বঙ্গের চৌকিদার ও দফতদারের সংখ্যা ৭৪,৫১০ জন ছিল; আগোচ্য বর্ষে এই সংখ্যা ৭৪,৪৮৪ ছিল। ইউনিয়ন প্রেসিডেন্টের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যগণ অপরাধ নিবারণে কতক সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ প্রাথমিক ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ও বোর্ডদের সহিত বৈঠক করার ক্ষমতা নিম্ন-পদস্থ পুলিশ-কর্মচারীদের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং পুলিশের কার্যেও বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীগণের ত্রৈমাসিক সম্মেলন ও জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতার সত্তার অপরাধ নিবারণ, অপরাধীদের দমন সম্পর্কে আগোচ্য হইয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আগোচ্য বর্ষে পুলিশের ২৪,৯২১টি সহযোগিতার অনুষ্ঠান হইয়াছিল; পূর্ব বঙ্গের অনুরূপ ২৬,৬৮৮টি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

দাঙ্গা নিবারণ, দাঙ্গাকারী জনতা নিয়ন্ত্রণ বা ভাঙাতি নিবারণ করিতে বাইরা আগোচ্য বর্ষে পুলিশকে ১১টি ক্ষেত্রে গুণী বর্ধন করিতে হইয়াছিল। ১৯৩৯ সনে মাত্র ৩ জনের একসঙ্গে গুণী বর্ধন করিতে হইয়াছিল। ঢাকা, ত্রিশূলা, খর্দাস, কুশিলাবাদ ও কামরুগঞ্জ জেলায় একবার করিয়া গুণী বর্ধনের প্রয়োজন দেখা গিয়াছিল; লক্ষ্মণের বরনসিহ, চট্টগ্রাম ও ২৪-পরগণার দুইবার করিয়া গুণী বর্ধনের প্রয়োজন হইয়াছিল।

আগোচ্য বর্ষে ৬,৮৮৬টি গ্রাম্য ডিসকন্স পার্টি ছিল; পূর্ব বঙ্গের এই সংখ্যা ছিল ৭,৩৩৩। এই সব দলের সদস্যগণ বেশ সাহায্য ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা বেশ সাহায্যের সময় ৩৯২ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল এবং গুল্মবো ১০১ জনকে পুলিশের সাহায্যে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

কিন্তু এই ইতিবাচক হইয়াছে যে, গুণী নিপুণী দলের প্রত্যেকটি বিভিন্ন কংগ্রেস-সভার সময়ে নিজেদের দায়িত্ব পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই দলের

বিভিন্ন মেম্বার বাঙালি ও সাহায্য বাহিরে সমন্বিত করিয়া নিজেদের দায়িত্ব পূরণ করিয়া প্রদত্ত প্রশিক্ষণ পাইয়াছিল। বাঙালি অধিকাংশ জেলায়ই স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটিতে এই দলের বেশ প্রভাব দেখা গিয়াছে এবং ইহারা প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি দমন কমান্বত্ত্বই ছিল। ১৯৩৯ সনের মত আগোচ্য বর্ষেও ইহারা হস্ত-সমাজের মধ্যে বিশেষ কর্মসম্পন্নতার পরিচয় দিয়াছিল। আগোচ্য বর্ষে কতিপয় রাজস্বোচ্চক পুত্রিকা ও বিজ্ঞাপনী প্রচার করিয়া সমাজতান্ত্রিক ও বিদ্রোহ সম্পর্কে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি কর্তৃক এই সব পুত্রিকা ও বিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছিল। গুপ্ত সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক দুটটি অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন বর্ধনের সমাজতান্ত্রিক বাঙালি তরুণদের মধ্যে বিস্তৃত দাঙ্গা করিয়াছিল এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে আলোচনায় তাহারা প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল।

অন্যান্য প্রদেশে পুলিশের কার্যের দক্ষ বাঙালিদের কমিউনিষ্ট সাহিত্যের প্রচার বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু কমিউনিষ্ট সাময়িক পত্রসমূহ বাঙালিগণ হস্তে পড়িতে পারে এবং অনেক পরিমাণে কমিউনিষ্ট সাহিত্য হস্তগত করা হইয়াছে, তাহা পি রাজস্বোচ্চক সাহিত্য বিতরণ করা হইতেছে কমিউনিষ্টদের প্রচার-কার্যের প্রধান উপায়।

ভাঙাতি নিবারণী প্রচেষ্টা

ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টরগণ ডিপার্টমেন্টের ১১ জন ইন্সপেক্টরকে বিনোদপুর, বালুচ ও ঢাকার ভাঙাতি নিবারণ কার্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল; তাহাতেই বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। এই বিভাগের কর্মচারীগণ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বাগেরগঞ্জ, ত্রিশূলা, খর্দাস, বেলুচীপুর, হাওড়া, হুগলী, মালীয়া, হাশোয়া, বুলদা, ঢাকা, বরনসিহ এবং চট্টগ্রাম-পরগণার পশ্চিমা ও পেশীর কতকগুলি ভাঙাতি দলের কার্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিল। একজন ইন্সপেক্টরকে লক্ষ্মণ পর্যবেক্ষণ-কারীসহ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সবুর ভাঙাতি দলের কার্যাদি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ করার জন্য। বাঙালি কলিকাতা হইতে পাশ্চাত্যী জেলাসমূহে গুরুতর অপরাধ সংগঠন করিয়া থাকে এবং বঙ্গবাসীকে নিজেদের অপরাধীরা সন্ধান করা হইয়াছিল এবং তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। বোল জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে ৯ জনকে ক্রিমিনাল ট্রাইবুনাল আইন, একজনকে গুণী আইন ও ৬ জনকে ভাঙাতি দলগুলি আইন অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সবুর কর্মচারী সংবাদ সংগ্রহ করিত এবং তাহারা গুণী হাওড়া, হুগলী ও চট্টগ্রাম-পরগণার ভাঙাতি দল পতিয়াছে।

রিপোর্টের কয়েকটি ডিফারেন্স সংবাদ নিম্নে দেওয়া য়েছে :—

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ডিফারেন্স কর্মীদের দ্বারা ও অসহী পদে মোট ২,৮৯৪ জনকে নিয়োগ করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১,৪৬১ জন ছিল ও অন্যান্য সমস্তদের এবং ১,৪৩৩ জন মুসলমান। ২৯০ জন ব্যক্তিগত দল নিয়োজিত ব্যক্তিই বাঙালি অধিকাংশ।

আগোচ্য বর্ষে মুসলমান ২০ জন প্রাক্‌কোর্ট ও ৫৯৭ জন ব্যক্তিগত বা ইন্টারমিডিয়েট পদ প্রার্থীকে কনষ্টেবলের পদে নিয়োগ করা হইয়াছিল।

আগোচ্য বর্ষে মূলতঃ ৩০টি ভাঙাতি হইয়াছে; ইহার পূর্ব বঙ্গের ৫৪টি ভাঙাতি হইয়াছিল।

বোচি-বাসের মোট দুইটি সংখ্যা ছিল ১,৪২৫টি; ইহার পূর্ব বঙ্গের সংখ্যা ছিল ১,১৮৪টি।

আগোচ্য বিভাগে বোচি-বাসের সংখ্যা ছিল ১০০,২৪০টি। ব্যক্তিগতের মিলে ৪০,২১৭টি বোচি-বাস উপস্থিত করা হইয়াছিল। ১৯৩৯ সনে ইংলিশ বোচি-বাসের সংখ্যা ছিল ৩৭,১১০টি। পুলিশের মিলে ৬০,০২৩টি বোচি-বাসের একত্র করা হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের অনুরূপ বোচি-বাসের সংখ্যা ছিল ৬২,০২৮টি।

সত্তা বলিয়া যে বোচি-বাস নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হাল পাইয়া ৮১,২৩৬টির বদলে ৮১,০৪১টি হইয়াছে।

গত বঙ্গের বুলদুবি বোচি-বাস সহ লক্ষ্মণ আগোচ্য বিভাগে বোচি-বাসের সংখ্যা ছিল ১,২৬৫টি, ১৯৩৯ সনে ইংলিশ বোচি-বাসের সংখ্যা ছিল ১,৮৮৭টি। গুরুতর অপরাধের মোট সংখ্যা হাল পাইয়া ৪৭,৫১৭টির বদলে ৪৫,০১০টি হইয়াছে।

এই প্রদেশে ১৮টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে, ১৯৩৯ সনের সংখ্যা ছিল ২৩টি।

প্রাক্‌ভ ভাঙাতি সংখ্যা ছিল ৬১৬টি, ১৯৩৯ সনের সংখ্যা ছিল ৭১৪টি। এই বঙ্গের কোন রাজনৈতিক ভাঙাতি হয় নাই। কলিকাতা ও চট্টগ্রাম জেলায় এক একটি করিয়া ভাঙাতি হইয়াছে—বাইতে ডেপুটি-কমিশনার ব্যক্তিগত কার্যের জন্য ভাঙাতি করিয়াছিল।

আগোচ্য বর্ষে প্রাক্‌ভ পিঙ্গেল চুরির সংখ্যা ছিল ২৫,৮৪৪টি, ১৯৩৯ সনে তাহার সংখ্যা ছিল ২৭,৯৮১টি। কাজেই ২,১৩৭টি পিঙ্গেল চুরি হাল পাইয়াছে। এই হালপ্রাপ্ত সংখ্যা ১৭টি জেলায় দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাক্‌ভ চুরি বোচি-বাস হাল পাইয়া ১৫,৭৩৪টির বদলে ১৫,৪৪৪টি পাইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিম চুরির সংখ্যা হইয়াছে ৮৬৯টি, ইহার পূর্ব বঙ্গের সংখ্যা ছিল ১,০৩৭টি।

ইট-ইটিয়া বুদ্ধ-তহবিলে দান

ভারতীয় টেকনিক সমিতির বার্ষিক রিপোর্ট

বাঙালি সভাব্য গঠন বাঙালি ভারতীয় টেকনিক সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ ভবানী, এ, এম, ওরফার এবং, এম, এম, এম, মিলেট সিন্ডিকেট মধ্যে একবার পত্র লিখিয়াছেন :—

ভারতীয় টেকনিক সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত ৩ লক্ষমিক টাকা ইট ইটিয়া কংগ্রেস বাঙালি প্রদর্শন। তাহাদের এই বার্ষিকতার জন্য আপনি জীবনিকালে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন। ভারতীয় টেকনিক সিন্ডিকেট গঠনে এই অর্থ বিশেষ সাহায্য করিলে এবং বুদ্ধ করে বাঙালি এই দল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে। পূর্ব দলী ইট ইটিয়া সিন্ডিকেট গঠিত হইলে বেশ দলার অর্থ সাহায্যে। আবার দৃষ্টি নিশ্চয়ঃ দুইটি গঠিত হইয়া করিলে।

কলিকাতায় একটি দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান সত্তা গুরুতর সবকারের দায়িত্ব বিভাগকে জানাইয়াছেন যে, আপাদী দুই বঙ্গের দান পদার্থ তাহারা ইট প্রদর্শন সমস্ত দেশের ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেসের সমস্ত চাহিদা বিটাইতে পারিলে বলিয়া জানা করে।

মুদ্রার নির্দেশে ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেসের অধ্যক্ষগণের দ্বারা।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৩৪ পৃষ্ঠার শেবাংশ]

লেনিনগ্রাড অঞ্চলের অবস্থা অপরিসীম

লেনিনগ্রাড অঞ্চলের অবস্থা অপরিসীম নয়।

পূর্ব রণাঙ্গনে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের দক্ষিণে জাঙ্গানগর গোয়েল হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। সোভিয়েট পাকটা আক্রমণের সবাত্তরানত্বে এই আক্রমণ চলিতেছে। একই সময়ে এই দুই আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পরিস্থিতি গোয়েলগাপুর্বা আকার ধারণ করিয়াছে। কি হইবে, তাহা এখন সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে কম সৈন্যাদেশ যদি আগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে জাঙ্গানগরকে পশ্চাৎপদাধীন করিতে হইবে।

বর্তমান যুদ্ধে বিমান আক্রমণের বর্তমান

সরকারী তালিকাভুক্ত জাহাজ যাহা যে, যুদ্ধের আশ্রয় হইতে এ পর্যন্ত এপ্রিল মাসের ৮, ১০-১২ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। (ইহা ছাড়া বালিকা অভিযানে অনুমান চার সহস্র বিমান ধূস হইয়াছে)। ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর ৩,০৮৮টি বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

হেরিটাজের যোগ্যতা

যুদ্ধে শীতকালীন সাহায্যের আবেদন সম্পর্কে জাঙ্গানগর উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক শেবাংশ ১২ই সেপ্টেম্বর হেরিটাজ বেলেন, "আমাদের সৈন্যেরা এই উত্তীর্ণ-প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জাঙ্গানগর আভির জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। পূর্বে উদ্ভূত বন্যপ্রাণ ও বন্যপ্রাণিকরণ যেমন তমু জাঙ্গানগর মধ্যে থাকিবে, আমাদের বিজয়তা করিতেছিল, এক্ষণে তেমনি সমগ্র পৃথিবী বালিকা ব্যাপকভাবে আমাদের বিজয়তা করিতেছে। নবা ইউরোপের সুনির্গত জাতীয় সমাজতান্ত্রী জাঙ্গানগরকে ধ্বংস করিবার জন্য সংগঠিত জাঙ্গানগর আভিরে নিশ্চিত করিবার জন্য সজ্জিত হইয়াছে। সুতরাং আজ দুই বৎসর যাবৎ জাঙ্গানগর সৈনিক জাহাজ প্রতি রক্তধিমা ও জীবন বিদ্যা আমাদের প্রিয় পিতৃভূমি ও জাতিকে রক্ষার দ্রুত প্রদান করিয়াছে।"

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের যোগ্যতা

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বেতার বক্তৃত্য বেলেন, "যুদ্ধে সত্য" এই যে, "পৃথিবী" জাহাজ ইচ্ছাপূর্বক নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে জাঙ্গানগর সাবমেরিন প্রথম টপে ডো ডুজিয়াছিল। "আইনত: ও ন্যায়ত: ইহা বসুন্ধরা" তিনি বলেন যে, এই ঘটনাটি "বিজয় নগর, উদা এক সাধারণ পরিকল্পনার অঙ্গ।"

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সোভিয়েট জাঙ্গানগর ও ইতালীকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, এখন হইতে জাহাজের রণতরী আমেরিকার দেশের সাহসিক এলাকার যদি প্রবেশ করে, তবে জাহাজের "বিশ্ব হাড়ে লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। যাকিণ সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ হিসাবে আমি এই নীতি অবিলম্বে কার্যে পরিণত করিবার আদেশ দিচ্ছি। পূর্ব দিকের জাঙ্গানগর উপর পড়বে। জাঙ্গানগর গারে পড়িবে না আনিলে অগ্রসরণ করা হইবে না।"

প্রেসিডেন্ট বলেন, "যাকিণ নৌবাহিনী কতক তমু জুতদিন, বডদিন ব্রিটিশ নৌবাহিনী টিকিবে থাকিবে।" তিনি আরও বলেন যে, যাকিণ দেশের সাহসিক এলাকার যাকিণ জাহাজ এখন হইতে আর এপ্রিল রণতরী প্রথম আক্রমণ করে কি না, সেজন্য অপেক্ষা করিবার থাকিবে না। এখন এই কথা বলিবার সময় আসিয়াছে--"জোবরা আমাদের নিগাহত জাঙ্গানগর করি-
তাহ। জোবরা আর অগ্রসর হইতে পারিবে না।"

"আমাদের উদ্দেশ্য জাহাজ ও বিমান সবত বালিকা-জাহাজকে রক্ষা করিবে, তমু আমাদের জাহাজ সব, আমাদের আশ্রয়কর হইবার যে কোন দেশের ব্যবসার জাহাজকে জাহাজ রক্ষা করিবে।"

বর্তমান কুটমৈত্রিক সংবাদ জাঙ্গানগর বে, এখন হইতে যাকিণ নৌবাহিনী আইনগত হইতে জুতটে উত্তর পর্যন্ত আইনগতের বৃহৎ অংশকে নান্দী সুসাব-বেরিণ ও রণতরীমুদ করিবে,--এই সংবাদে অধিরান কর্তব্য ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সৈনিকেরা আনন্দিত হইবে। নৌবাহিনীর ভারসাম্যের উপর এই যাকিণ সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে। ব্রিটিশ পাহারার জাহাজগুলির উপর চাপ অনেক কমিবে, যতই ব্রিটিশ রণতরীমুদ অন্যত্র নিয়োজিত হইবার সুযোগ পাইবে।

টর্পেডোর আঘাতে যাকিণ জাহাজ জলমগ্ন

রাষ্ট্র বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যাকিণ জাহাজ "মনটোমা" যুদ্ধরাষ্ট্র হইতে আইনগত হওয়ার পক্ষে টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

লেনিনগ্রাড অঞ্চলে বিরাট জাঙ্গানগর বাহিনী

"রুজভেল্ট" বক্তৃত্য বিশেষ সংবাদ জাঙ্গানগর হইতে, লিটভিয়া ও এস্তোনিয়ার সৈন্যপদসমূহ অধিকার করার জাঙ্গানগর লেনিনগ্রাড অঞ্চলে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। লেনিনগ্রাডের প্রবেশ পথসমূহ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, কোন কোন স্থানে প্রতিপক্ষের বহুগুণে শক্তিশালী সৈন্যদের সহিত সংগ্রাম চলিয়াছে। কমান্ডার বালারক-এর পরিচালনাবাহী সৈন্যদের জাঙ্গানগর উপর পাকটা আক্রমণ চালাইয়া কতকগুলি অঙ্গ অধিকার করিয়াছে। রাশিয়ানরা দাবী করিতেছে যে, লেনিন-গ্রাডের বেগত্রে যোগপূত্র এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। বর্তমান যুদ্ধে তমু সংগ্রাম চলিয়াছে। ইংলণ্ডের সহিত যোগ রক্ষার পক্ষে বর্তমান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আরও দক্ষিণে ডেনিকীন্দী এলাকার পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিইতেছে। পক্ষান্তরে হইতে লেনিনগ্রাডবাহী জাঙ্গানগর নিয়ন্ত্রিত যোগপদসমূহে রাশিয়ানদের আক্রমণ চালাইবার সম্ভাবনা দেখা দিইতেছে। নবা রণাঙ্গনে নান্দী টরোপেডোর সৈন্যদের বেগ ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে। উক্ত অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ক্রিগেড অঞ্চলের অবস্থাও অনুগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

রুজভেল্টের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

সব সংবাদে একাধিট বলিতেছেন, "জাঙ্গানগর ও সোভিয়েট ইজরায়েল জবংই বক্তব্যের অত্যন্ত পরিণতি হইতেছে। ইহা সুশীলরূপে প্রতীক্ষান হইয়াছে যে, রাশিয়ার যুদ্ধ একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করিতেছে। লেনিনগ্রাডের বিশেষ আশঙ্কা অধিকতর বসিত হইয়াছে বলিয়া বনে হর না এবং নগর রক্ষার তমু ব্যক্তি জাঙ্গানগর প্রথম অজ্ঞার হইবে। এখন প্রতীক্ষান হর যে, যাকিণ রণাঙ্গনে নান্দী বুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবার সম্ভাবনা দেখা দিইয়াছে।

ক্রিগেড অভিযানে অভিযান

রাশিয়ানরা দাবী করিয়াছে যে, জাঙ্গানগর নিম্ন দীপাঙ্গের পূর্ব তীরে একটি স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইহার অর্থ হইতে এই যে, রাশিয়ার ও ক্রিগেডের বালবাহী পেরিক্রোপ যোজক অভিযানে জাঙ্গানগর অভিযান শুরু করিয়াছে।

আর একটি শহরের পতন

তমু নজাইবের পর জাঙ্গানগর যোগদিতে (উত্তর ইউক্রেন) পর পরিত্যক্ত করে। পক্ষান্তরে নদীর তীরে ক্রিগেডের ৮০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

লেনিনগ্রাডে জানা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা

সোভিয়েট সৈন্য-বাহিনীর অভিযান পক্ষে বলা হইয়াছে--১১ই সেপ্টেম্বর জাঙ্গানগর বিমানবহর পুন: পুন: লেনিনগ্রাডে জানা দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিপক্ষের তাহানের চেষ্টা ব্যর্থ হর। কয়েকটি বিজয় নান্দী-গুন অনুবাহ জাহাজ ১১ মটিকার সবর বক্ষী-বাহ জেন করিবা শহরের উপরে চলিয়া আসে এবং তমু হইতে শহরের স্থানে স্থানে বিস্ফোরক ও আগুনের বোমা নিক্ষেপ করে। কোন কোন অঞ্চলের বনভাগিতে আগুন ধরিয়া যায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ এই সবত আগুন নিবাহিয়া দেওয়া হয়।

লেনিনগ্রাডের প্রবেশ-পথে প্রচণ্ড সংগ্রাম

বর্তমান যুদ্ধে সংবাদ জাঙ্গানগর ১৪ই সেপ্টেম্বর জানাইতেছেন যে, লেনিনগ্রাডের বহির্ভাগে দিবারাজি কমান্ডের লড়াই চলার ঐ অঙ্গ প্রজ্জ্বলিত অধিকৃত পরিণত হইয়াছে। নগরের প্রবেশপথসমূহে সলিবেসিত উত্তর পক্ষের সৈন্য দল পরক্ষণে প্রতি প্রথম সোনা কর্তব্য করিতেছে। পৃথিবীর এই ভীষণতম সংগ্রামে সোভিয়েট সিভিল গার্ড বাহিনী ও সালফোর্ডের সহিত একযোগে তিন সপ্তাহ যাবৎ সংগ্রাম চালাইতেছে। রণাঙ্গনের এক স্থানে সোভিয়েট সিভিল গার্ড দল বেগবেট আক্রমণ চালাইয়া জাঙ্গানগরকে হটাইয়া দেয়।

তিনি সংবাদে প্রকাশ যে, কিন্তু নান্দী বালারহাইম লেনিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিম দিকবর্তী কারেনিয়ান বোজক হইতে ফিলিপ বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যকে অসীম, রণাঙ্গনে বালারহাইম করিয়াছেন। উক্ত সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এতদ্বারা কারেনিয়ান বোজকে প্রকৃত পক্ষে সংগ্রামের অবসান হইয়াছে বলিয়া প্রতীক্ষান হইয়াছে।

তিনি নিউজ এজেন্সীর সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ফিলিপ বাহিনীর নতুন লক্ষ্যবস্ত হইতেছে সোভিয়েট কারেনিয়া জর করা। প্রকাশ যে, ফিলিপ বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ওনেগা হলের পশ্চিম তীরবর্তী পেট্রোগ্রাডোভ অভিযানে অগ্রসর হইতেছে এবং ফিলিপ বাহিনীর অবশিষ্টাংশ ল্যাডোগা ও ওনেগা হলের বালবাহী অঙ্গে তিন মটীর পশ্চিম তীরে রাশিয়ানদের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে।

জাঙ্গানগর হাইকমান্ডের এক ইজরায়েল ঘোষণা করা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাড পরিবেষ্টনকারী "অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে।" তমুপরি ইজরায়েল জেনারেল কম পোবেস্ট-এর বক্তব্য কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি পূর্ব রণাঙ্গনে একটি জাঙ্গানগর বাহিনী পরিচালনকারী নিম্ন বালাকালীন তমুবার জ্ঞান নিয়ন্ত হর।

সোভিয়েট ইজরায়েল বলা হইয়াছে যে, বালক নৌ-বাহিনীর অতীত বিমান বাহিনী লেনিনগ্রাডের প্রবেশ পথে জাঙ্গানগর চালাইবার উপর আক্রমণ চালাইয়া সবু কতি করিতেছে।

একবার নতুন মাসিকপত্র

ইউনিয়ন-বোর্ডসমূহের আভা

পত এপ্রিল মাস হইতে "ইউনিয়ন বোর্ড" মাসিক একবার নতুন মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বি: বিরাটতম বক্তব্য, এন-এন-এ, ইহার সম্পাদক। ১৬ ম: মাসকে বেশ, কলিকাতা হইতে এই পত্রিকাখানা প্রকাশিত হইতেছে। যাকিণ মাস মাস ১ এক টিকা।

জাহাজ "ইউনিয়ন বোর্ডের" কয়েক সংখ্যা সংবাদে অন্য প্রাণ হইয়াছে। ইউনিয়ন-বোর্ডসমূহের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যদের প্রচেষ্টায় অনেক ভাষা এই পত্রিকার প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং এই দিক দিয়া পত্রিকাখানা বেগের পরিকল্পনা বিশেষভাবে বালবাহী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

जरकारी विमर्श

• পাবনা জেলার অন্তর্গত ১১টি ভিৎসেপনসারী ইউনিয়ন
যেউনসুহ কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছে। এতদ্বাতিত
একটি ইউনিয়ন বোর্ড একটি হোমিওপ্যাথিক লডভা
ডিকিৎসার পরিচালিত করিয়াছে।

प्राथमिक शिक्षा

আলোচ্য বর্ষে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত যে অর্থ ব্যয় করিয়াছে, তাহার পরিমাণ ২ লক্ষ ৯৩ হাজার দুইশত ১ লক্ষ ১ হাজার পঁচাত্তর বড়িত হইয়াছে। হাজপাণী বিভাগে জলপাইগুড়ি জাতীয় অধ্যাদা জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ পূর্ব বঙ্গের অনেকে আলোচ্য বঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছে। ঠাকুরগাঁও মহকুমার অন্তর্গত বাহিরচুড়া ইউনিয়ন বোর্ড পূর্বকার ন্যায় অর্থাত্মিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনা করিতেছে।

কৃষ্ণাঙ্গী জেলার পট্টী-বকল সমিতিগুলির বিশেষ
 প্রশংসার সহিত বিরক্ষকগণের বিজ্ঞে অভিমান পরিচালিত
 করিয়াছে এবং জাহাঙ্গীর দ্বারা স্থাপিত মৈশ-বিদ্যালয়
 আদালত ইত্যাদির নোডের সাহায্য সহিত বেশ উন্নয়নসাধনা
 করিয়া সম্পাদন করিয়াছে।

পাখিলা জেলার সিরকারদের মধ্যে শিকা-বিক্রয় ব্যাপারে নির্ণেয় দুই সেভান-হইরাছিল। সিরাফসত্ত মহকুমার ৩১০টি শিকা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইরাছিল এবং ঐক কেন্দ্রসমূহ মোট ১৪,০৯৯ জনকে শিকা দান করিয়াছিল। নবর মহকুমার দরত সিরকারদের জন্য ১০৪টি সৈন-কিন্দার স্থাপন করা হইরাছে।

সানিহ ও অলপাইওড়ি জেলার বহুতমের শিক্ষার
 নির্দিষ্ট বর্ষাক্রমে—১৯০ ও ২১টি বিদ্যালয় স্থাপন করা
 হইয়াছে। সানিহ জেলার অবিক্রমে মৈনবিদ্যালয়
 দুই টিকার সাহায্যে পরিচালিত হইয়াছে। দিনাজপুর
 জেলার পদর বহুকুমার অন্তর্গত সাড়টি ইউনিয়ন বোর্ড
 পীঠামার ও প্রাঙ্গণালয় পরিচালিত করিয়াছে। স্থানীয়
 ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে লইয়া সাড়ের বহুকুমার
 অন্তর্গত মালপুরে একটি সাধারণ প্রাঙ্গণ স্থাপিত
 হইয়াছে।

যে সকল স্কোলার ইন্টিনিয়ন বোর্ডসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার
অধিকতর অবদান করিয়াছে, তাঁহাদের নাম নিম্নে
প্রদত্ত হইল:—

विनायकपुर	२७,४१०
पावना	२३,७४१
वर्हनाथ	२१,७४३
अनासपुर	२०,४०१
बुलना	२०,३१७
हनुमान	१३,३१४
वीरगढ	११,३२०

कानूनी विचारणा विभाग

এই বন্দাদের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এইতেছে
এই যে, যার মেজাজ ইতিমধ্যে খোঁসামুহে পরিণত উদ্ভ
মহিমা লাভলাভমি করিয়াছে। তাহার কবে পরমর্শী
কখন প্রথম কবে প্রেমিকের ও বন্দাবাদের বাহিরানা
মোখাইতে কোনদিক অকৃত্রিম হয় বাই।

[illegible]

ପ୍ରାୟୋଗୀ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର
 ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପାଦାନମାନ । ଶିକ୍ଷା
 ଦାନର ଦେଖିବା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନମାନ ।

ইউনিয়ন বেসক এবং ইউনিয়ন কোর্ট

১৯১৯ সালের বলীয়ার পল্লী বারিহা-বাসিন আইন অনুসারে এক লাভ লাভিঙ্গি; জেলা বাণ্ডীও বাজলা বেবের প্রজ্যেক জেলায় ইউনিয়ন বেকসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বেকের সংখ্যা ছিল ২,১৬৬; উহার পূর্ব বৎসর বেকের সংখ্যা ছিল ১,৫১৫। এই সকল বেকে মোট ৯২,৭৫২ সংখ্যক জনসংখ্যার রিপোর্ট আছে। হিসাবে দেখা যায় যে, উহার সংখ্যা গত ১৯১৮ সাল হইতে ৯২২টি কম। মোটামুটি ইউনিয়ন বেকসমূহের কাজ বেশ সন্তোষজনক। আলোচ্য বর্ষে ৪৬ সংখ্যক ছোট ছোট বাজলা নিশ্চিতি করিয়া উহার সাধারণ কোর্টের কাজকে হাল্কা করিয়া দিয়াছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প ব্যয়ে উহার বিচার শেষ হইত বলিয়া উহা পল্লী অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে।

ইউনিয়ন কোর্টসমূহও ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় শাসী
বারত-শাসন আইন অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিগত বাড়ি
দেখের সমস্ত জেলার স্থাপিত হইয়াছে। আদালত ঘরে
মোট কোর্টের সংখ্যা ছিল ১,৬২৫টি; ইহার পূর্বে
বঙ্গের ইহার সংখ্যা ছিল ১,৪২৮টি। আদালত ঘরে
এই সকল কোর্ট মোট ৬৪,৩৯৪টি বোকক্ষমা দানের
করা হয়। হিসাবে দেখা যায় যে, ইহার পূর্বে বঙ্গের
হইতে ৮,৩৩৫ টি বোকক্ষমা কমিয়া গিয়াছে। খুব অল্প
সময়ের মধ্যে কম বরচে স্থানীয় অফিসে বিচার শেষ হয়
কমিয়া দ্বিতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিবেক জনপ্রিয়
হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে অবিকারিত জেলার মুন্সিফ-
গণের কাজ হাল্কা হইয়া থাকে। প্রতিদিন জেলা
অফিসে দাঁড়াই যে, এখানে যদি ভাল লোক বসানো হয়
এবং অব্যাহত ব্যাপারে ইহার উন্নতি সাধন করিয়া জন-
সাধারণের মন হইতে এ সম্পর্কে সন্দেহতা দূর করা যায়,
তবে এই সকল কোর্টের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

কোন কোন ছেলা হইতে এইরূপ সকল পাওয়া গিয়াছে
যে এক-সালিনী ঘোড়ের পুশকীনের কলে এই সকল
কোটের কাজ কিরূপ-বিধানে কতিপয় হইয়াছে।

आशीर्वादन मंत्रवा

ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ জনাবের কার্যের গভীর মধ্যে সকল দিকে বিশেষ সাহায্যসমকভাবে উদ্ভূতি লাভ করিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড আদায় ব্যাপারে সাহায্য দ্বারা উদ্ভূতি পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং কয়েকটি মেলা এই সম্পর্কে যথেষ্ট পরিচর্য করিয়াছে।

[শেষ কলমেৰে শেষ]

এখনও দাঁড়িয়েছে। ঐ মানুষ পুষ্টিকার বেজার-বজের
ভক্তিত-প্রবাহ সহজে কিংবা সাধারণতঃ অবলম্বন করিতে
হইবে, তাহাও বলা হইয়াছে। বেজার-বজ বাঁধার ও
সংযোজক জার সহজে বিস্তারিত উপদেশাবলী প্রচার করার
কথা বিশেষতঃ বলা হইতেছে।

বৈদ্যুতিক সংযোগ কার্যের উন্নতি ও দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ইলেকট্রিক কন্ট্রোল ও প্রত্যক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কারিগরদের পরীক্ষা ব্যবস্থার জন্য নিয়মাবলী প্রণীত হইয়াছে। যদিও এই পরিকল্পনা কয়েক বছর পূর্বে কার্যকরী করা হইয়াছে, তথাপি বৈদ্যুতিক কার্যনিষ্ঠে নিশ্চিত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। তদুপে এখনও এমন অনেক বাড়ী আছে, সেখানে কোন কোন কারণে অসহ্য বিপদজনক রহিয়াছে এবং বৈদ্যুতিক কারিগর ও জনসাধারণকে বৈদ্যুতিক হত্যা দ্বারা হানি ও ব্যয়গ্রস্ত করিবার সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন নাহলে বিপদ-প্ৰস্তাবে প্রসিক্ত করা যাইতে পারে।

সম্পত্তি লাগিয়াছে একটি দুইটিমাত্র কালে একজন উন্ন-
 য়োক ও তাহার স্ত্রী উক্তই সংস্পর্শে বৃত্তান্তে পড়িত
 হওয়ার সংবাদপত্রে এই বিষয়ে প্রাপ্ত সংবাদ-বৃত্তে যথেষ্ট
 সমালোচনা হইয়াছে। সেইহেতু সমস্ত সাধারণের অবগতির
 জন্য নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করা গড়ন বৈশিষ্ট্য বাস্তব
 মনে করিতেছেন:—

১৯৪১ সনের ২য় আগস্ট ডেথিং নথ্যায় কলিকাতা
বালিশক্ত এমি, কাকুলিয়া রোডে বেতার-বহু-সংযোগক
ডেথের সংশ্লিষ্ট একটি দুর্ভাগ্যের কলে বাবু বিশ্বনাথের
বোম্ব, বরস ৪০ বৎসর ও তৎপত্নী মিসেস বরজ বোম্ব,
বরস ২২ বৎসর, বৃদ্ধানুবে পতিত হন এবং উক্ত দুই
ব্যক্তিবর্গের কন্যা মেবা, বরস ১১ বৎসর, আহত হন।
মৃত্যুর দ্বারা বালিশক্ত বাবা হইতে সংবাদ পাইয়া একজন
ইলেকট্রিক ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন। পরবর্তী
দিন আরোও বিশেষভাবে কারণ শিক্তপন করা হয়।

সেবা াল মে বেজার-ঘরের দুইট বরন বেলা অবতার
ছিল, তখন ভাস্করের উপর এরিয়াল (সংযোজক ডার) ২২০
ডোলার্ট এ. সি. কনভারশনিট ত্রুটি-পুৰায়ে সম্পূৰ্ণিত
ছিল। বেজার-ঘর-সংযোজক ডার হায়ে পাটান ছিল
এবং এট দুৰ্ঘটনার সময় মে লম্বুর বাসকবালিকা হায়ে
বেলা করিতেছিল, তাহাৰে সাপালের বহো ঐ ডার
ছিল। সেবা বরন অন্যান্য বাসকবালিকাদের সহিত
হায়ে বেলা করিতেছিল, তখন বেজার-ঘরের সংযোজক ডার
লক্ষ্য করে এবং ত্রুটি আখাত প্রাপ্ত হয়। ঘটনার
সময় সাপানের ছাফটি অত্যন্ত আর্দ্র বা সোপসেতে ছিল
এবং সেই জন্যই আখাত অতি গুরুতর হইতাহিল।
যেবাকৈ উদ্ধার করিতে হইত তাহাৰ পিত্তা ও সাত্তা
উত্তরেই ত্রুটি আখাতে মৃত্যুদণ্ডে পতিত হয়।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার প্রথম কারণ হইল যে, বেঙ্গার
মহাশি শোমভূক্ত থাকার নতুন নমুনা তড়িৎ-প্রচার
সংযোগক ভাবে চলিয়া গিয়াছিল এবং বিতীভক্ত: অপরটি
হ্রাবে এত দীর্ঘ করিয়া রাখা হইয়াছিল যে, ক্রীড়াভক্ত
খালকখালিকগণের সাধারণের মধ্যে ছিল।

সংবাদপত্রে যে সংবাদোচ্চল করা হইয়াছে, তাহাতে ২২০ ভোল্ট এ, সি, তড়িৎ-প্রবাহের নিম্নতম বিভবেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাপারে দুর্ভট্টমার সময় যে অবস্থা ছিল তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প বলের তড়িৎ-প্রবাহ থাকিলেও অনুজ্ঞা পোচুটির ফল হস্তান্তর সম্ভাবনা ছিল। পঞ্চম ভোল্ট তড়িৎ-প্রবাহেও তৎকর্তার দুর্ভট্টমা ঘটয়াছে। পারিপাশ্বিক অবস্থা তড়িৎ আঘাতের অনুকূলে থাকিলে সাধারণ বয়সের ডি, সি, তড়িৎ-প্রবাহও জীবন নশ হইয়াইতে পারে। ডি, সি, তড়িৎ-প্রবাহের সংশ্লেশে কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি সম্ভাবনায় পতিত হস্তার সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে।

তুষ্টি-প্রসার কর্তা। তীব্র হইলে বিপদজনক হয়, যে মহাৎ বিশেষজ্ঞদের মত। মন্তব্য আছে। কিন্তু কারণ নির্ভর করে পরীক্ষার 'তত্ত্ববিশুদ্ধ' আছে চ্যাম্পিওন তুষ্টি-প্রসারের তীব্রতার উপর। আরও যা সোচ্চ-সোচ্চ অধ্যয়ন, অধিক আকর্ষণ হানে সংশ্লিষ্ট, পরীক্ষার যে আছে তুষ্টি-প্রসার প্রবেশ করে তৎসমুদয়ই বিশেষজ্ঞা করিতে হইবে। তুষ্টি-প্রসারের তীব্রতা ও এ, সি, ফিফা ডি. সি. প্রকারই তৎ কারণ মতে।

ইহা উত্তর করিয়া বহির্ভূত পাত্রে যে, বাতাসাশ্রয়ের
প্রত্যেক তত্ত্বই ব্যবহারকারী একাধিকবার ইংরেজী,
উর্দু ও বাঙলা ভাষার পুস্তিকা পাইয়াছেন—বাহ্যতে তত্ত্ব-
প্রবাহের সম্বন্ধ-পত্র বা ত্রুটিত বস্তুর ব্যবহারে প্রাথমিক
ও দৃষ্টিগত সাহায্যের অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া
হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই উপদেশগুলির প্রতি
অন্যোপায় না দেওয়ার ফলে বহু প্রতিবেদনাদিগো বর্জিত।

[ମଧୁ ବଢ଼ି କଳସେର ମିଶ୍ରୁ ଗଢ଼ିବା]

বাঙলার যক্ষ্মলে সাহায্যদান ব্যবস্থা

[৫ম পৃষ্ঠার ভেতর]

কৃষি-ঋণ বিতরণ-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের যক্ষ্মল পুষ্করিণী-উন্নয়ন আইন অনুসারে বীরভূম, বর্ধমান, মুন্সিগঞ্জ, বাঁকুড়া এবং মালদহের সেচকার্যের পুষ্করিণী সমূহের পক্ষেভাৱের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত চারিটি জেলার কর্মকর্তা বৃষ্টি এবং সেচকার্যের অনুবিহার জন্য কলকাতা নগর হইতে প্রায় বার্ষিক ব্যাপার। পুষ্করিণী ভূমির উন্নয়নের কলে দৃষ্টিকের চাও হইতে বেশ অনেকটা টাকা পাঠিতে পারিলে। বীরভূম জেলার উক্ত আইন অনুসারে ২৭৪টি পুষ্করিণীর পক্ষেভাৱ করা হইয়াছে এবং ৪৪টি পুষ্করিণীতে কাজ চলিতেছে। এই সম্পর্কে মোট ১,৭০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। জনসাধারণের বিশেষ করিয়া যক্ষ্মল প্রদেশ লোকদের বোরাকের ব্যবস্থা করিবার জন্য করিমপুর ও বাঁকুড়া এবং ময়মনসিংহ জেলার কর্তার নিমিত্তে সাহায্য প্রদান করিবার কাজ শুরু করা হইয়াছে।

বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় পানীর জলের অভাব হইয়াছে। কৃষক জনের নিমিত্ত বীরভূম ও বাঁকুড়ার কলেজের ফোকাতে বোরাকের ৫০,০০০ এবং ৫,০০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

বীরভূম জেলার গো-বালা কম পাঠিয়াছে বলিয়া খুঁচু করা করিয়া অল্প মূল্যে কৃষি-ঋণ হিসাবে বিলি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারের উপহারে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশতরে কৃষক জেলার বাসিন্দা ও অন্যান্য জিনিষ আমদানী করিবার হাতের দর দরায়ীয়া বিয়াছেন।

মালদহ, মোকামালী ও ত্রিপুরার ষাটিকা-বিপুল অঞ্চলের দুর্গতদের সাহায্যের নিমিত্ত কর্তার নিমিত্তে বোরাকের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আরম্ভ গান রোপণ বীজ ক্রয়, কতিপয় বাড়ীতলি বোরাক এবং চাল-মসল ক্রয় করিবার নিমিত্ত কৃষি-ঋণ প্রদান করা হইয়াছে। প্রয়োজন হিসাবে বাসা-বীজ বিতরণ করা হইয়াছে। উপরোক্ত সমস্ত জেলাতেই কর্তার নিমিত্তে সাহায্য প্রদান করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ধমান জেলার কাঁচের অল্পমিলা মিলিয়া গান খাড়া, কলকাতা, বে সঙ্গল গাছ উৎপাদিত হইয়াছে তাহা অপসারিত করা এবং বাস ও কচুরীপাঙ্গা পরিষ্কার করার কাজ ত্রি-বীম প্রতিকারের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রকর্ষন করা হইয়াছে। বাবরগাও ও মোকামালী জেলার বে-সঙ্গল নরিক, মধ্যবিত্ত অল্পমিলা প্রদেশ লোকদের যক্ষ্মলী বটিকার বিধিত হইয়াছে, সেইগুলি সূতন করিয়া নির্মাণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ ঋণ যত্ন করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে লণ্ডন বোর্ডে বাবরগাও জেলায় নিমিত্ত ১,৫০,০০০ টাকা এবং মোকামালী জেলায় অন্য ৫০,০০০ টাকা যত্ন করিয়াছেন। মোকামালীর ত্রি-বীম প্রতিকার বাহাও

অন্য গরম করিয়া কাজ সংগ্রহ করিতে পারে, তত্বন্য জমাদেব বিনামূল্যে বাতারাও ব্যবহার পরিচালনা যত্ন করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে ৫,০০০ টাকা পুষ্করিণী রাখা হইয়াছে। নরিক ভাঙা ও করিমপুর প্রদেশ লোকদের ঋণ দান করিবার একটি পরিচালনা যত্ন করা হইয়াছে এবং তত্বন্য ২৫,০০০ টাকা বিশেষ সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

গত ১৯৪০ সাল হইতে কোন কোন জেলার দুরবস্থা শুরু হইয়াছিল; সেই সময় হইতে ১৯৪১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুর্গতদের সাহায্যের জন্য সরকার নিম্নলিখিতরূপ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন:—

কৃষি-ঋণ	২৫,৩২,০০০
অল্প সময়ের জন্য কৃষি-ঋণ	৩,৮০,৬০০
কনি উন্নয়ন ঋণ	১,৮১,৩৭০
কর্তার নিমিত্তে সাহায্য	১০,৬৮,৭৬২
এককালীন দান	১১,৩৭,৫০০

মোট ১,২৬,৬০,২৩২

উপরোক্ত অর্থ ব্যতীত "ইতিহাস লিপন ক্যানিন ট্রাষ্ট কাও" হইতে প্রায় ২০,০০০ টাকা বীরভূম জেলার যে সমস্ত লোক কাজ করিয়া টাকা নিতে অসমর্থ এবং দৃষ্টিক আইনের ১৭৭ ধারা অনুসারে ধরপাতি দানহেও যোগ্য নহে, তাহাদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত "জর গোবিন্দ দ" কাওর জন্য দুই হইতে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার উপরোক্ত প্রদেশ লোকদের মধ্যে বর্ধমান ৬,০০০ ও ২,০০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহও অবলম্বন করা হইয়াছিল:—

(ক) টাকা জেলার দুর্গত ভাঙাটিকের সাহায্যার্থ একটি পরিচালনা যত্ন করা হইয়াছে। কর্তার নিমিত্তে সাহায্য প্রদানের যে উদ্দেশ্য আছে, তাহা হইতে এতদ্ব্যতীত ২০,০০০ টাকা যত্ন করা হইয়াছে।

(খ) বাবরগাও ও মোকামালী জেলার কলেজকে এই বর্ষে আদান হইয়াছে যে, এই দুরবস্থার সময়ে যেন বিপুল অঙ্কে মিলানী কিংবা সেল-পার্টিকিট জারি করা না হয়।

আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পার্টিকিট ইত্যাদি বর্ষ বাধিবার অবস্থায় সার্কুলার ত্রিপুরার কলেজের উদ্দেশ্যেও জারি করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহের কলেজকে আদান হইয়াছে যে, অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত না হইলে এই বৎসর উপরোক্ত অঙ্কে কোন পার্টিকিট জারি করা হইবে না।

বাঙলার সংক্রামক ব্যাধি

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিস্তৃত ১৬ই আগস্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলা দেশে সর্ব মোট ৬৭৬ জনের কলেজা রহ, তত্বন্য বর্ধমান ১০৯, চট্টগ্রামে ১১২ এবং মোকামালিতে ৪০১ জন। এই বর্ষে কলেজের চট্টগ্রামে ৯২ জন এবং মোকামালিতে ১৮১ জনের মৃত্যু হয়। বাড়িবিঃ জেলার ৮৬ জনের ইনফ্লুয়েন্সা হইয়াছিল।

কলিকাতার ইডডডঃ বেনিগ্নাইটিস্ রোগ বেশা বার। ফেব্রুয়ারি মাসে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। (প্রেশ-নোট)

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়

চট্টগ্রামের শ্রীতে প্রতিষ্ঠিত

অসমর্থদের সুবিধার্থে চট্টগ্রাম জিলায় পটীয়া থানায় এলেকাথীন হাইস্কুল ১৩ ইটনিরনের কর্মসূচির প্রেসিডেন্ট ও জাইন্ট-প্রেসিডেন্টের চেয়ার উক্ত ইটনিরনে একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। সমস্তের এম্.ডি. ও গারবে উক্ত চিকিৎসালয়ের দায় উন্নয়ন করিয়া গ্রাহ্যগণীয়ভাবে উপস্থাপিত করেন। এই চিকিৎসা-কেন্দ্রে বিনামূল্যে হো-চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

১৯৪০ সালের বর্ষের পটীয়া জলুক মিথ্রণ (স-পোষিত) আইনের (১৯৪০ সালের বর্ষের ১৫ আইন) দ্বারা অনুসৃত বর্ধমান বর্ষের পটীয়া বোর্ড প্রদেশ পুষ্ক-পুষ্কান বিভাগে প্রস্তাব হইবে। (প্রেশ-নোট)

তত্ত্বকের অভ্যুদয় রক্ষণ-ব্যবস্থা

[১ম পৃষ্ঠার ভেতর]

সাবিত্রা আসে; কিন্তু যতকম ইটালীয়ান বৈমানিকরা সমান্য কিছু বর সাবিত্রা তত্বন্য বর উর্ধ্ব উর্ধ্ব তত্ব হইতে মোকামালী করে। অনেক সার্কেল্ট হুসেন—বায়ু সে বিন ত্রিদি ত্রিদি বাবা ইটালীয়ান হো-বাবা বিমানসেতকে উর্ধ্বাধানে দিকে ছুটিতে দেখিয়াছেন।

তত্ত্বকের দুই ইটা উল্লেখ্য প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, হো-বাবা বিমানসেতকে ছোট ছোট কামান দাগিয়া অনায়াসে কাণ্ড করা হইতে পারে। হাইকেন ও বুলেট-গানের ওপীবিহ হইয়া সবটাই প্রায় অর্ধেক বিমান-গোত ভূপাতিত হইয়াছে। অনেক ক্যান্টন জাহার অফিসের সমুদ্রে সংস্থাপিত ১২টি লুইসগানের সাহায্যে ৬টি বিমানগোত ভূপাতিত করিয়াছেন।

তত্ত্বক আত্মদারক দান নয়। করণ লিবিয়া-কক প্রান্তের উক্ত বারু তত্বন্য তত্বন্য পরবেই বটী করে। উপরন্তু তত্বন্য প্রায়ই বটীকার সহিত বালি উড়িয়া থাকে। বাহির উপরন্তু অত্যন্ত বেশী।

এতদ্ব্যতীত সকলেই বীরবে কাজ করিয়া বাইতেছে, তবু আত্মা ও ইটালীয়ান বর্ষীয়া একই টেডবেরি করিয়া থাকে। কলকাতা হাইকেনেরই বিমানগোত লিবিয়া বোনার আঘাত হইতে বাকী নয়।

তত্ত্বকের এই ঐতিহাসিক রক্ষণ-ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়। করণ শীঘ্রই জেনারেল অফিসের আফ্রিকা বর্ষাংশ হইতে চক্রাভির সৈন্যসামরকে দূর করিয়া দিবেন। সেই ভাষী অভিযানে তত্ত্বকের বহুবিকারই পুরোজনে থাকিবে।

ত্রিপুরার পটী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

জৈদগ্ৰাম থানার প্রেসবোর্ড কার্য

জৈদগ্ৰাম থানার পটী-উন্নয়ন কার্য কিছুদিন হইতে অতি ক্রতগতরূপে আরম্ভ হইয়াছে। বাতিসা ইটনিরনের বো: হুলজান আহবু (প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান, লুট কনিটি), বো: ডকম্বল হুসেন (এ, আই, জুই রেড-সেন), বো: আফর আলী, বি, ডি, কানু অনুসা কুবার ওর ও অন্যান্য তত্ব মহোদয়গণের চেয়ার ও সমস্তের ডিলটি প্রণত রাজা ইতিসবোই প্রকৃত করা হইয়াছে। উল্লিখিত রাজাগুলির মধ্যে প্রথমটি বাতিসা হইতে বৈরাজ (দূর প্রায় ১ এক মাইল), দ্বিতীয়টি দেবীপুর হইতে আনুকা (দূর প্রায় দেড় মাইল) এবং অপরটি সুবিহার হইতে সরপটি (১ এক মাইল) পর্যন্ত গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মুন্সিগঞ্জ ইটনিরনেও একটি রাজা প্রকৃত হইয়াছে। ইহাছাড়া অপর দুইটি রাজ্য বোরাক কার্যও চলিতেছে। সার্কেল অফিসার মহোদয় ও এলিটেন্ট ইন্সপেক্টর (লুট রেডসেন) এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্বিধা বাতিসা ইটনিরনে পটীটি বৈর জিয়ারত ও অন্যান্য ইটনিরনে আরো সাতটি বৈর জিয়ারত স্থাপিত হইয়াছে। অনির্দিষ্ট জনসাধারণের উপকারার্থে স্থানীয় সরকারী ইন্সপেক্টর (লুট রেডসেন) ও সান-রেজিষ্টার বাবু এম্. বর্ষ এবং স্যানিটারি ইন্সপেক্টর বাবু কে. বি. অধিকারী প্রভৃতি তত্ব মহোদয়গণ পটী-উন্নয়ন কার্যের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন এবং কর্তার দ্বারা উক্ত বৈরজিয়ারত-গুলি পরিদর্শন করতঃ সকলের ভিতর উপহার ও উর্ধ্বাধানে দৃষ্টি করিতেছেন এবং কানে সারন পটী-উন্নয়ন দ্রিষ্টি বর্ধমানও অগ্রগমন চলিতেছে। বর্ধমান ও মালদহীগুলি পরিষ্কার করিয়া, প্রাথমিকভাবে বাসোবিতা, কলেজ ও কলকাতা মহোদয় কর্তার দৃষ্টি হইতে রক্ষণ ও উর্ধ্বাধানে।

कामदेवकृतं कृषिकीर्तनं चित्ति

पञ्चाङ्गसूत्रम् ।

মজোর মাঝে প্রকাশ, পাণ্ডিত্যের পথপ্রদীপে
 অসীমের জন্য পলা উপদান বহু দিন ত্রিভা কান্যায়
 সম্রাতি আশ্রম সাধনা দেওয়া হয়। এইজন্য কতি-
 পামন চুল করিয়া সহিত মাগুরার অপর্যবেক্ষিত
 বিখ্যাত কান্যায়ের মালিককে প্রেরণ করা হইয়াছে।

দুইটি ব্রিটিশ বোম্বার্ডার বিমান
 যখন লক্ষ্য করে, তখনই দুইটি ব্রিটিশ
 বোম্বার্ডার বিমান লক্ষ্য করে।

কিন্তু কখনও জরুরী হইতে পারিত যে অভিজিত
সৈন্য নিরাসুবে পৌঁছিয়াছে, অত্যাশঙ্কিত একজন
কর্মী সৈন্যও আছে। কর্মী সৈন্যদের ইচ্ছা প্রথম
হাসিলে আসিল। কর্মী সৈন্যদের সঙ্গে আনুশঙ্গিক
কিন্তু পান (কামান) নাই। ব্রিটিশ পোলিশার বাহিনী
এবং নিজের বিশিষ্টতায় নবীন নিরাসুদের ও অর্ডারস
কোডের কয়েকটি দলও আসিয়াছে। যেহেতু দলগুলি
অন্যভাবে বিভিন্ন প্রদেশের সৈন্য নষ্টরাই পড়িত।

মুশিলাবাদ নগর বাহাদুর ইনস্টিটিউট

মাননীয় নগর বাহাদুরের বক্তৃতা

সম্প্রতি মুশিলাবাদ নগর বাহাদুর ইনস্টিটিউটের পুরস্কার-বিভরণী সভায় মুশিলাবাদের নগর বাহাদুর আমিরুল ওমরা কে. সি. এস. আই. কে. সি. ডি. ও সভাপতির অতিপ্রিয় প্রসঙ্গে বলেন "এ খুল এ বরণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বাঙলাদেশে ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হয়। থাকে। যে-সাতার সর্বশেষে তাঁহার সন্তান ও পরিবার সম্প্রদায়ের তৎপর এবং তাঁহার অধিদায়ককে উপযুক্ত শিক্ষকগণকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। যে-সাতারের নিয়োগ তাঁহার লক্ষ্যমাত্রায় মূল্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করে। আমি বিশ্বে কবি এই প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি অকুণ্ণ থাকিবে এবং শিক্ষা বিষয়ে ইহার উপযোগিতার আরোও প্রমাণ প্রদান করিবে। বর্তমান সময়ে, যখন আমরা অশান্তি ও উত্তেজনের মধ্যে কাশ হাপন করিতেছি, যখন আমরা নিজেদের অসহায় সময়ে আন্দোলিত করিতে পারি না। যখন সনাপিতবর্তনশীল সময়গুলোতে সংশ্লিষ্ট পুণ্য বিদ্যেই ঘটনা পরম্পরায় আমরা বিচ্ছিন্ন সমুদ্রে আপজিত হইয়া তীরে পৌঁছিয়া জন্ম বিশৃঙ্খল প্রকাশ পাইতেছি এবং আমি বিশ্বে কবি শীঘ্রই দুর্ভিক্ষের সজা অভিযান্ত্রিক হইবে ও আমরা নিরাপত্তা তীরে অবতীর্ণ হইতে পারিব, একজন সময়ও এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যুগতি বন্ধত: আমলদারিক। এই ঘটনা পরম্পরায় আপনাকে বিভ্রান্ত হইবেন না, বিশৃঙ্খলতার উপর বিশৃঙ্খল রাখিয়া নিজের কর্তব্য সমাধা করুন, ফলাফলের জন্য আন্দোলিত চিন্তা করিবেন না।

হাজিরাগের প্রতি আমার এই উপদেশ যে, তোমরা কোন কেসাইলী জনপ্রিয় কিংবা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবে না, অথবা রাজনীতিতে আন্দোলিত হইবে না। ইহা তোমাদের স্বার্থের কলিকর ও অভ্যন্তরীণ অধিকার, ইহা তোমাদের চরিত্র গঠনের পথে বাধা দিবে। কত বৃদ্ধ উদ্ভাবনার কলে হাত পথে চালিত হইয়াছে, কত বৃদ্ধ উচ্চতম বক্তব্যসমূহ লোকের সামুখে আসিয়া বাড়ী-ঘর, আত্মীয় স্বজন-ভ্রাতা-ভগ্নি গিয়াছে। ইহা খুবই প্রয়োজনীয় যে, যখন জোবাগিকে বিপদ সঙ্কুল পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে প্রযুক্ত করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহা প্রতিরোধ করিতে হইবে এবং চিন্তায় ইহা পরিচালিত করিতে হইবে। কাজের প্রতি কখনও অবহেলা দেখাইবে না, শিক্ষার বিষয়ে ও পরীক্ষাচর্চা শিক্ষার যথোচিত বনোবাস দিবে। একটা সূর্য্য রাবিবে যে, অপর ভবিষ্যতে জন ও স্বাধীন জাতিতে সংগঠনে জোবাগিকে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যাহা বলিলাম তদনুযায়ী কাজ করিলে তোমাদের সুবিধা হইবে এবং ইহা দেশের সেবার জন্য জোবাগের যোগ্যতা আনয়ন করিবে। বর্তমান কালের লোকজনের কার্যের উপর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বহু-মাংশে নির্ভর করে। অবিচলিতভাবে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছিয়া জন্ম সন্তোষ পথ অনুসরণ কর এবং ইহা সভ্য যে, স্বাধীনতা লোকজনেরকে বিভাজ্য সাধনা করেন।"

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সভার উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরাণ আবৃত্তি ও হাজিরাগের আবৃত্তি সহ বিভিন্ন কার্য-ক্রমিকা সমাধা হওয়ার পর এই অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ইহাওর সংস্কৃতি জাগাই একেবারে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পদবীকাল এয়েন্টের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উত্তরে ইহাওর "ইহাওর হইতে অশান্তি কারণ স্বাধীনতার দূর করিবার জন্য" ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সর্বাঙ্গিকভাবে সমর্থন করিয়াছেন। একটি সুশ্রীত রকমের স্বাধীনতা অকুণ্ণ রাখিবার জন্য এইজন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট ইহাওর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কার্য্য সাংবাদিকতার স্বীকারোক্তি

পূর্বাশেখা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার লাভ

টাইমসের কুটনৈতিক সংবাদপত্র নিবিরাহছেন:—
সম্প্রতি কার্য্য সাংবাদিকতার অধিকার লাভ স্বাধীনভাবে সত্যমত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃহৎ সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার বিভিন্ন প্রকার সংবাদ প্রকাশিত হইলেও বুল বক্তব্যের মধ্যে একা লক্ষিত হইবে। মোটামুটি ইহাদের প্রায় সকলগুলির বক্তব্যই এই যে, রাশিয়া এতটা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা পূর্বে তাহা বার নাই; গত এক বৎসর কালে ব্রিটেন বিশেষ শক্তি সহায় করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এই জীবন-মরণ যুদ্ধে কার্য্য জন্মসাধারণকে আরও স্বাধীনতাগ করিতে হইতে পারে। "ক্রান্তকূটের বৈটনিক" নামক সংবাদপত্রটি নিবিরাহে: যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইংলও ও আমেরিকা মাংসীবাধ ধ্বংসের জন্য আরও উত্তীর্ণ পতিয়া লাগিয়াছে। কলভেন্সের সম্মিত সাক্ষাতের পর চার্চিল একেবারে রণচণ্ডী মুষ্টি ধারণ করিয়াছেন। রণকৌশলের নিক হইতে ব্রিটিশের অবস্থার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; তবে জিজ্ঞাসা, ইহাতে কি বৃহৎ জয় করা চলিবে? সোভিট হইতে ব্রিটিশেরা এবার আক্রমণ চালাইতে পারে, কিন্তু অ্যাকসিস শক্তিরও প্রত্যুত হইয়া আছে। যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষে কার্য্য পক্ষের উপর অধিকতর আক্রমণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয় এবং তুর্ভা-সাগরে ক্রিসমাসের ব্যক্তিগত-অর্থবোধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে।

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে, সম্প্রতি কার্য্য সাংবাদিকতালিকে মোটামুটি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। গোয়েবেলসের মিথ্যা-প্রচারের নীতি এবং কার্য্য সাংবাদিকের জন্ম লাভ সময়ে চক্রা-নিলাদ কার্য্যকারী মনে না হওয়াতেই এইজন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। গাড়ী গাড়ী আহত সৈনিক এবং সংবাদপত্রে শোক-সংবাদের প্রাচুর্য্য দেখিবার পর কার্য্য জন্মসাধারণ সভা প্রচার-কৌশলে কিছুতেই ভুলিত না।

ভারত সরকারের সরকারি বিভাগ কমিকাতার আরও ৩৬০,০০০টি টুপি অর্ডার দিয়াছে। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের মার্চের মধ্যে এই টুপি সত্বরায় করিতে হইবে।

চাঁদপুরে হিন্দু-মুসলমান মিলন-প্রচেষ্টা

বাবুরহাটে শান্তি-কমিটি গঠিত

ত্রিশুয়া মিলার চাঁদপুর মহকুমার স্বাধীন বাবুরহাটে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শান্তি-কমিটি গঠন করা হইয়াছে। উহার প্রথম-পত্র বক্তা হইয়াছে:—

বর্তমানে আমরা এক অভ্যন্তরীণ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি মধ্যে নিরাপত্তা চাহিয়াছি। এইজন্য পরিচালিত হইতে সমাধা ঘটনা হইতেও লোকের মনে কলিত জাতির সজার হওয়ার সম্ভাবনা। বর্তমান জবে যদি সেরাধ মুখিন সম্প্রতি হয়, তবে লোকস্বার্থী যে নিরাপত্তা নিশ্চয়তার এবং অস্বাভাবিক লোক নিধার আশঙ্কা হইয়াছে, উহার হত হইতে লোকস্বার্থী জীবন ও সম্পদ কিছুতে রক্ষা করা যায়, ইহা বর্তমানে আমাদের নিকট সর্বপ্রধান সমস্যা হইয়া পড়াইয়াছে। এই সমস্যা কালে লোকের মুখলা ও শান্তি রক্ষার ব্যাপারে আবশ্যিক একটা বৃহৎ গারিহ হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য বাবুরহাট উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের এক বিলাট সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা "বাবুরহাট শান্তি কমিটি" নামে একটি পঞ্জিলালী কমিটি গঠিত হইয়াছে। এ কমিটির সর্ব-প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ, বিভাদ, বনোবাসিনা অধিক যে কোনো প্রকার অশান্তি সূচীকরণে প্রবলভাবে চেষ্টা করা, প্রীতি ও সত্য প্রচলিত করা এই কমিটির উদ্দেশ্য। এই সভার সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত হইয়াছে যে, বাবুরহাট শান্তি-কমিটির উপর লোকস্বার্থী হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিবে এবং তাহাদের বীমাংগা নিবিরাহে রাখিবে লইতে বাধ্য থাকিবে।

সুতরাং দেশের ছোট বড় যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা অবিলম্বে এই কমিটির গোচরীভূত করিতে লোক-স্বার্থীকে অনুরোধ করা হইতেছে। কমিটি ইহাওর যথোপযুক্ত বীমাংগা করিতে চেষ্টা করিবে। অধিক করি, বাবুরহাটবাসী হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায় সর্ব-প্রকার গাফা ও সহানুভূতি দ্বারা এই প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবে।

বানীর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌ: বতিরান মহম্মদ পাটওয়ারী এই কমিটির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।



বিশেষভাবে নিবিরহ এই কমিটিতে বসিয়া বৃষ্টি চাঁদ-বাসিনীর লোকস্বার্থীতা কামান হইতে কমিটির প প্রশাসন করি।

ଅଥ ବର୍ଷ, ୫୫୩ ମହାବୀର]

ବନ୍ଧିବାଡ଼ା, ୧୩୫ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୫୧

1. **अथर्ववेद**

বিশ্বের সম্মুখে দুইটি বিভিন্নমুখী পথ

“এই সঙ্গে হিটলারের প্রাক্তন উপদেষ্টা হারবার্ট রোপ-
মিস প্রণীত “হিটলার শিক্স” নামক পুস্তকের কোন কোন
অংশ এবং অন্যান্য বিখ্যাত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি উদ্ধৃত
করিয়া নাৎসীদের নক্সা এবং উচ্ছেদের স্বরূপও দেখান
বাইরেছে।

“ভীষ্মের সেবাসিগণ পরাজিতা আক্রমণ ও রাজ্য
বিক্রয়ের কোন অভিলাষ গোষণ করেন না।”

“সব প্র ইউরোপ এবং উপনিবেশ আমরা চাই। আমাদের
জাহাজ নীমায়েবার বাহিরে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে
জাহাজ আবিষ্কার বিস্তার করিবেই করিবে। দক্ষিণ
আমেরিকার উপরও আমাদের দাবী রহিয়াছে। পঞ্চম
তম জাহাজের, যখন একেবারে খুঁজ করাই মানুষের সাম্প্রতিক
প্রবৃত্তি।” (হিটলার শিকস।)

“নানুই জাতিসকলের স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বাভাবিক
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতের রাজ্যের সীমারেখার কোন
পরিবর্তন সাধিত হইবে না।”

“বর্তমান সংগ্রামের কালে পৃথিবীর উপর ভারী আধিপত্য
নাভের দ্বারা আশ্রয়ের জন্য উদ্ভূত হইবে। তখনও
কতকগুলি জাতি আশ্রয়ের পলায়ন-ও পত্র হইয়া থাকিবে
আমরা প্রাধান্যকে আধুনিক দাস জাতি নামে অভিহিত
করিতে যোগ্য ইচ্ছুক; করিব না।” (হিটলার শিকসন)

“জাহান্নাম যে বহুকের পানসে স্বাক্ষরীনে থাকিতে চায়
জাহান্নামকে ঠিক সেইভাবে থাকিতে দেওয়া হইবে
যে মজিহ ৯ আনসিরপাখিকার জাহান্নামে নিকট হইবে
কবলেম হিলাইকা লগুন হইয়াছে, আনকা উহার পুনরাবৃত্তি
কানসা করি।”

"तुम तुम माझे निज कुशिक निवाह । जित
मोड आहे ना—आहे प्रसूष । गवामविष्टाच अस्मिताच वन
मागे मंगलनिष्ठताच आत्म । उ मुनि जेव्हा चलाया गया
ही कथिल आहे ना ।" (हिंसाच निरुप)।

“কৃত্ত বৃহৎ বিজয়ী, বিজেক্তা প্রত্যেক রাষ্ট্রই বহু অর্থ-
মৈত্রিক উদ্ভূতি সাধনের জন্য যাহাতে আবশ্যকবহত
সম্মান অধিকারের ডিক্টিতে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে
এবং পৃথিবীর কীচা হাল আয়তন করিতে সমর্থ হয়,
সর্বমান সাধাবশ্যকতাগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া
আবস্থা উন্নয়ন বোধোচিত ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিব।”

“দুর্ভাগ্যবশত জাৰ্জীয়া তথাহি অধিকৃত রাজ্যভূমি
শোষণ করিবে। অর্থনীতির নিক দিয়া ইহার প্রাপ্ত্য।
এই বে, জাৰ্জীয়ার অর্থনৈতিক সুস্থিতির বান্ধা করা।
আবাসের কারখানার প্রস্তুত উৎকৃষ্টের বলকল্পা গারা
বিশ্বে বিক্রয় করা হইবে; ইহার ফলে আমেরিকার যুক্ত-
রাষ্ট্রের বেকার সংখ্যা ৭,০০০,০০০ হইতে দুই পাঁচ-
—৪ কোটি হাঁটাইবে। তখন বিঃ কলভেন্সকি চাতকোভ
করিয়া আমেরিকাই সিদ্ধান্তিত করে জীহাদের দেশের কীচা
মাল ক্রয়ের জন্য মুরেরবাকের নিকট প্রাৰ্থনা জানাইবেন।”
(১৯৪০ সনের মে মাসে পাইলি মিগিঃরে মার্সী ক্বি-মট্রীর
বক্তব্য।)

“শ্রমিকদের উন্নতি, অর্থনৈতিক সুবাসনা এবং সামাজিক প্রগতির জন্য আমরা অর্থনীতি কেবল বিভিন্ন ক্ষতির মধ্যে সত্তার সত্তর সচলোনিষ্ঠা স্থাপনের প্রয়াস পাইব।”

“জাৰ্ণান বাৰলুড্ৰ নহ, এমস লোকজন্মের দাবতী
 ভূসম্পত্তি ও কলকৰ্ম্মবান্য বাৰেবান্য কৰিয়া উহা। মনের সোণ
 ব্যক্তি এবং বৰ্জমান যুক্ত শৌৰ্য্যবীৰ্য্যের জন্ম। সম্পত্তি
 মৈনিকদের মধ্যে বিভক্তিত হইবে। জাৰ্ণান অভিজাত
 সম্পত্তির দাসদাসী থাকিবে। তাহারা অভিজাত সম্প
 ত্তির সম্পদস্বপ্নে পৰা হইবে। যথাসুখীৰ দাস পুৰাণ
 পুৰাণপ্রবর্তনের ইচ্ছা জাৰ্ণানের আছে। পুৰিষীৰ সম্প
 ত্তি এবং অভিজাতীৰ জাৰ্ণানের অর্থ মৈনিক জাৰ্ণানতা বিস্তা
 কলেপ বৰ্জিত। নতুন নতুন কল কৰাইলা নষ্ট হইবে।”

“সামগ্রী কঠাচাচের চরম পূর্বের নয় প্রত্যেক জাতি
জাহান হ'ল সেখানে ভরপুরা জাহান এবং প্রাচুর্যের মধ্যে
জুড়ে পরিবেশে যান কঠিতে পারে, উচাই জাহান। সেখানে
চাই।”

“ভীতি শূন্য এই পৃথিবীর উপর অবিলম্বে বিস্তার
উপায়। রাজস্বায় রাজনৈতিক অর্থ বিশেষ। রাজনীতি
ক্ষেত্রে আদি ভীতি-মর্দের প্রতিরোধী কার্য করি যা
ব্যক্তিগত স্বাভাবিক কোন অবস্থান উদাহৃত নাই।”

“সুতোকে যাচাইতে দিয়া বাবার সমুদ্র পাশে বাড়িরান্ত
করিতে পাবে, ডেবদ পাড়িই আদ্যা করিয়া করি।”

“বিশ্বের উন্নয়ন আকিঞ্চন্য প্রকৃতির জন্য অসম্ভব
জাহার বোম্বের প্রয়োজনীয়ভাবে সম্প্রসারিত করিবে।
উক্ত বোম্বের পৃথিবীর সমস্ত জাতিগণ পত্রিকা এবং
জাতিগণ ব্যক্তি ও প্রতিপত্তি বহন করিবে।” (এডভিটম্যান
হেইডার।)

“স্বাভাবিক এবং আধ্যাতিক কারণে বঙ্গ প্রদেশে বীজিত
অবস্থান বলিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যেহেতু জল,
বল ও অতীতকৈ অপরকৈ আক্রমণের জন্য অল্প বয়স
সিদ্ধাপ কাটা বয় না হইলে কোন স্বাধীন পাকি প্রতিষ্ঠান
সম্ভাবনা নাই, একতম ইচ্ছামূলকৈ সর্বদাথে নিবৃত্ত করা
একাত আশংক। আক্রমণকারীর প্রায় বাহাতে পাকি-
প্রিয় জাতিগুলিকে অল্প-বয়স সিদ্ধাপে সর্বদাধী ব্যবস্থার
বহন করিতে না হয়, তৎক্ষণা আমবা মণালাবা চেষ্টা
করিব এবং অপরকৈও উৎসাহিত করিব।”

“ହୁଏତ ଜୀବନ, ତଥା ମତା ଏବଂ ମାତୃ ଜନୀତ।”
 “ହୁଏତ ମନଃ ମୁକ୍ତିଦାୟକ କଥାମାନ ମିଳିତ କାହା
 ତାମ୍ ବାକିର ଏବଂ ମନଃ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ତଥା ଜୀବନ କହିବ
 ମୁକ୍ତିଦାୟକ ବାକିର।”

গণপন্থাৰ পিতামহ কথিতামতে যে, আগামী ১৫ই
 ৩ ১৬ই ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে লাক্ষ্মি-এ এই প্ৰদেশৰ
 জেলা বোৰ্ডসকলৰ চেয়াৰম্যানগণৰ একটী কনফাৰেন্স
 কৰা হইবে। মহাত্মা গান্ধীৰ বাচান্দৰ এই কনফাৰেন্সৰ
 উদ্বোধন কৰিবেন। তাকৰ মহাত্মা নগৰ বাহাদুৰ
 সভাপতিত্ব কৰিবেন। প্ৰথম জেলা বোৰ্ডৰ চেয়াৰম্যান-
 গণকে স্বয়ং উপস্থিত হওৱাৰ জন্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হইবাহে।
 ইতিপূৰ্বে ১৯৩৬ সনৰ নভেম্বৰ মাহে জেলা বোৰ্ডৰ
 চেয়াৰম্যানগণৰ কনফাৰেন্স হইছিল।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

রতীশ মুকরাজা, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা,
অস্টেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর
ভীরবতী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ দাড়াইতে
করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া
 সম্ভবপর, তাহা এবং দারীঘের ডাকা, মালের
 ডাকা প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য
 নিম্ন ঠিকানার আবেদন করুন :—

ਬਾਕਿਮਤ ਬਾਦਕੀ ੬੪ ਕੋਰ.

ब्राह्मणः अथर्ववेदः, वि-भाष-अम-अव कोशः ।

বিশেষ জরুরী

বাউল পতন মেমোরি বিত্তীয় বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এই পতন মেমোরি ও অসমাপ্তকরণের আর্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের অসমাপ্তকরণকে সঠিক সংশোধন সরবরাহ করিবার জন্য পতন মেমোরি "বাউলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসমেন্ট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় বাতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য পতন মেমোরি কোন দায়িত্ব নাই।

বাউলার কথা

১৩ই অক্টোবর—১৯৪১

কাইসারের ভুলের পুনরাবৃত্তি

ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করে। এ বেশ নিজের লেখা হইতে নিজেরই চুরি করা। গত মহাযুদ্ধে লীধ আর্থ-ত্যাগ, কঠিন নিয়মানুষ্ঠিতা এবং বিশেষ দক্ষতার ফলে জার্মানী যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারে। কিন্তু পরিণামে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। বর্তমানের ঘটনাবলীও এইরূপ পরিণতির সূচনা করিতেছে। যেন হয় বেশ পূর্ণে দেখা অথচ ভুলিয়া-বাউল একটা সিনেমার ছবি চোখের সমুখে উদ্ভাসিত দেখিতে পাউতেছি।

বিখ্যাত জার্মান রণশাস্ত্রলেখক প্রুইকেন্স জোহা দিয়া বলিয়াছেন, জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ চালাইয়া শত্রুপক্ষকে পরিশ্রান্ত করার নীতি অবলম্বনীয় নহে। তাহার সতর্ক বাণী অগ্রাহ্য করিয়া জার্মানী ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ করে। জার্মান কল্পনাকৃত ভবিষ্যদ্বাণী, ভয় মাম, বড় ভোর নয় মাসের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে।

বর্তমান যুদ্ধেও ইহারই পুনরাবৃত্তির ঘটনা হইতেছে। লীধ-কালব্যাপী যুদ্ধের বিশেষ সময়ে হিটলারের বিশ্বস্ততম উপদেষ্টারা তাহাকে পুণ্যেই সাবধান করিয়াছিল। কিন্তু হিটলার যেন করিয়াছিল যে লুক্কায়িত সচরাচর জার্মান পানমজার বাহিনী তত্ত্বগতি যুদ্ধে সর্বত্র প্রতিরোধ দাখ করিয়া দিতে সক্ষম হইবে। এমন কি এ বিষয়ে সন্দের প্রকাশ করিবার জন্য জিস্ হিটলারের বিরোধিতা করিয়া

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ছয়মাস পূর্বে জার্মানীর আধা-সরকারী কাগজ "ডয়েটসের ইন্ডাস্ট্রি" সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছিল। আলোচনাকারী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, প্রিংক্সট্রীপ বা তত্ত্বগতি যুদ্ধ প্রত্যাশিত ফল লাভে সক্ষম হইবে না।

ইহা সত্ত্বেও হিটলার যুদ্ধ আরম্ভ করে।

পোলাও, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং অবশেষে ফ্রান্স জয় করার পর ম্যাগান গোয়েরিং ব্রিটেন বিজয়ের পথ পরিচালনা করিবার জন্য জার্মান বিমানবাহিনী লুক্কায়িত পাঠায়। কিন্তু গোয়েরিং-এর আশা সফল হইল না, লুক্কায়িত সার বাইরা হার মালিচা চলিয়া গেল। ইহা একমুখের আসেবার কথা।

এইরূপভাবে জয় হইবার পর জার্মানী বলিল, প্রিংক্সট্রীপ হল যুদ্ধে কাঙ্ক্ষণী। পরবর্তী সাক্ষাৎসিও এই কাঙ্ক্ষণকে সর্ব্বম করিতেছে বলিয়া যেন হইল। রণনীতির সাহায্য অসম-কলম করিয়া জার্মানী নুতন নুতন সাক্ষ্য অজ্ঞান করিতে লাগিল।

অতঃপর প্রিংক্সট্রীপের সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া জার্মানী বাহিনী আক্রমণ করিল। জার্মানীকে কামুকতায় অপরাজিত কেহই নিবে না। চিরকালই সে ডেক দেখাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অতিবিশ্রাসেই তাহার দুর্ভাগ্য হইল, সত্ত্বেও কখনই যে জার্মানী আক্রমণ করিত না।

অন্য রাশিয়ার যুদ্ধে হিটলার যে মোটেই সাক্ষ্য লাভ করে নাই, তাহা কখন চলে না। জার্মানিও তেজ করিয়া জার্মান সৈন্যেরা রাশিয়ার ভিতরে অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে জয় পরাজয়ের বীনা-সো হয় নাই। জার্মানী রাশিয়ার বিস্তার কতি করিয়াছে, কিন্তু নিজেকেও প্রচুর কতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া এ পর্য্যন্তও জার্মানী রাশিয়ার পর, টেল এক-বলিত পদার্থ প্রভৃতি একাধি আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ হস্তগত করিতে পারে নাই।

১৯১৯ সালে জার্মানীর "মিলিটারি বোচেনস্টাট" নামক পত্রিকার জৈমক জার্মান লেখক গত মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—জার্মানের সৈন্যবাহিনীকে সামরিক ও রাজনীতিক দুয়োপাশ পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইয়াছে। তাহাদের জাতি চরমে উন্নীত হইল এবং এমন পরিপূর্ণভাবে জার্মানীকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

বর্তমান যুদ্ধের গতি জাতিগতিক বন্ধ রেখার নত হইতে বাধ্য। জার্মানী সম্পূর্ণ ভুলভিত্তি হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল, তত্বে প্রথমে কিছু জয়লাভ করিতে পারায় বিশ্বাসের কিছু নাই। কিছুকাল ধরিয়া এই নিজের লেখা উল্লগামী হইয়া চলিতে থাকিলে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যতই প্রিটেন ও বিশ্বশক্তিবর্গ ভুলভিত্তি হইতে থাকিলে, জার্মানীর সাক্ষ্যের লেখা ততই নিম্নাভিমুখী ও বিশ্বশক্তিবর্গের পক্ষি উল্লগামী হইতে থাকিলে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় এবারও দেখা যাইতেছে যে, দুই মাসের যুদ্ধের পর বিশ্বশক্তিবর্গ উত্তরোত্তর পক্ষিসকল করিতেছে এবং জার্মানী ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। কাইসারের সময় হিটলারও জার্মানীর প্রকৃত হিটলারী উপদেষ্টাদের সমুপদেশ লক্ষণ করিতেছে এবং কাইসারের মতই এখন উদ্ভাবন আর পথ নুঁজিয়া পাউতেছে না।

জার্মানীর "নব বিধানের" স্বরূপ

অর্থনৈতিক যুদ্ধ-সচিবের মন্তব্যে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, জার্মানীর "নব বিধানের" কারখানা-মালিক এবং ধনিকদের বিশেষ সুবিধা হইবে। জার্মানীর মোট শ্রমশক্তির পতনকরা ৬৭ ডায়ট তিনটি "কার্টেলের" (কারখানা মালিকদের সংঘ) দ্বারা হইবে। ইহারা রাষ্ট্রপতির সচরাচরই পুট, এবং ইহাদের জোট ভাঙিবার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয় নাই।

আই, জি, কারবেনিন্ডারী নামক প্রতিষ্ঠানটি যুদ্ধের সুযোগে সারা অধিকৃত ইউরোপে ব্যবসা বিস্তৃত করিয়াছে। ঔষধ এবং সার উৎপাদনের অভিল্লায় ইহা জার্মানীর জন্য যুদ্ধের মালমশলা তৈয়ারী করিতেছে। জার্মানী ক্রমশ জয় করিতে পারায় কোম্পানীটি ইহার একমাত্র প্রতিযোগী কুহুন্ড্যান কোম্পানীটিকে বন্দি করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে। স্পেনে, যুগোস্লাভিয়ার এবং জেলিসিয়ারও এই প্রতিষ্ঠানটি বিত্তীয় ত্রাণ উৎপাদনের কারখানা গঠন করিয়াছে। যে সকল স্থানে এই সকল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে কাককর্ষ, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তির দার সন্দের নাই; কিন্তু এই কারখানার যে সকল ত্রাণ উৎপন্ন হয়, তাহা সকলই জার্মানীর ভোগে লাগে। কারখানা অকলঙলির ডায়ো বাটুদী এবং জার্মান ব্যাংক গঠিত টাকার অর্থ বৃদ্ধি।

জার্মানীতে বীজ হইতে প্রস্তুত তৈলের অভাব হইবার বস্তুকানের কৃষকদের বহন পরিচালনা দুর্বাসুখী কল উৎপাদনে বাধ্য করা হইতেছে।

নিরপেক্ষ লেন্ডলির অবস্থাও ইহা অপেক্ষা খুব ভাল নহে। দুইবারল্যাও জার্মানীকে বহু টাকা দান দিতে বাধ্য হইয়াছে। এই টাকার দুইবারল্যাও হইতে ত্রাণ ক্রয় করিয়া জার্মানী নিজ দেশে চালাই দিতেছে।

[শেষ কলামের নিম্নে বৃষ্টি]

পলী-অফিসে সরকারী সাহায্য

কতিপয় পরিকল্পনার জন্য অর্থ মন্ত্রণ

বাউল সরকার সম্বন্ধি নিম্নলিখিত সাহায্য মন্ত করিয়াছেন:—

বর্তমান

নেতারা উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণার্থ ৩০০ টাকা।

বীরভূম

দুবরাকপুর থানার অতর্কিত ধরমপুর হইতে বণ্ডগ্রাম পর্য্যন্ত একটি পলীপথ নির্মাণ এবং স্থানীয় জন বিকাশের কোন অগ্রবিধা হইবে না, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে চারিটি ক্যানভার্ট (ভল নিকাশের বাস্তু) সহ সেতু নির্মাণার্থ ৫০০ টাকা মন্তব্য করা হইয়াছে।

বঙ্গোড়

সমোদর কো-অপারেটিভ বোটার লিডিং সোসাইটিকে এই বর্ষে ২,০০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে যে, অবিলম্বে উক্ত টাকা কো-অপারেটিভ উন্নয়ন ইউনিয়নে আগার হিসাবে লিটে হইবে এবং তাহা পরিচালনা করা হইলে জেলার পলী নিষেধের উন্নতি ও প্রগতির জন্য ব্যয় করা হইবে।

দাৰ্জিলিং

নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পর্কে ৩,৫২৫ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে:—

(ক) মক্সালবাড়ী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কল্পে ৭২৫ টাকা।

(খ) জেলি নামক স্থানে একটি ডিসপেন্সারী নির্মাণ কল্পে এই বর্ষে ৯০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে যে, প্রথমে স্থানীয় চাঁদা ১০০ টাকার দান করা করিতে হইবে এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে টিক বস পাওয়া যাইবে সে সম্পর্কে তেপুটি কমিশনার নির্দিষ্ট হইবে।

(গ) মক্সালবাড়ী বোড হইতে ৪৭নং জেলা বোর্ডের সারা পর্য্যন্ত একটি পলী পথ নির্মাণার্থ এই চুক্তিতে ১,৪০০ টাকা মন্তব্য করা হইয়াছে যে, স্থানীয় চাঁদা ১,২০০ টাকা আগে মন্তব্য সাংগ্রহ করিতে হইবে।

প্রস্তুতি সন ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র

কুমিলার রাজসেবী প্রস্তুতি সন এবং শিশু-কল্যাণ আশ্রম সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরের মাসিক ৭৫ টাকা হিসাবে বাহিরানা গত ১লা এপ্রিল হইতে মন্তব্য করা হইয়াছে।

জেলার কল্যাণ প্রতিরোধক পরিকল্পনাকে গত ১লা মার্চ হইতে এক মাসের জন্য কার্যকরী করিবার নির্দিষ্ট ও তাহার ব্যয় নির্বাহাধ পাশিলি: জেলা-বোর্ডকে ১৭,০০০ টাকা মন্তব্য করা হইয়াছে।

শ্রীহরপুরের ওয়েলস্ হার্প পাতালে একটি প্রস্তুতি-সন ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করিবার নির্দিষ্ট শ্রীহর-পুরের কমিশনারকে এককালীন ৪,০০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

বাউল পতন মেমোরি বাউলার অর্থ-নিবাহণী সমিতির ২৩,৪০০ টাকা এই বর্ষে নেতারা মন্তব্য করিয়াছেন যে, ১৯৪১-৪২ সনে এই সমিতি এই প্রকল্পে পাঁচটি গ্রাম্যায় চকু-চিকিৎসার পরিচালনা করিবে।

[২য় কলামের বেরাণ]

অনুগ্রহ উপারে জার্মানী দুইভেন হইতে সম্বন্ধি বৌধ আশ্বাসীয়াও ব্যবসা করিয়াছে।

জার্মান ব্যাংকটিও অধিকৃত অঞ্চলেই ব্যাংকটিকে নিষেধের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লইতেছে। ইহাতে জার্মান ব্যাংকটির অবস্থার উন্নতি হইতেছে।

কলিকাতা পুলিশের কার্যাবলী

১৯৪০ সনের বাষিক বিবরণী

কলিকাতা নগরী ও নগরতলি অঞ্চলের ১৯৪০ সনের পুলিশ সালনের বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষে সঙ্গানবানী কোম কার্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। বেশক লোক বিপুলী দলকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা পাইতেছিল, এমন ২৫ জনকে গ্রেফতার করিয়া ভারতবর্ষ আইন অনুসারে কারাগারে আটক রাখা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী জেলে আবদ্ধ নিরাপত্তা কর্মসূচীকরণ অংশন ধর্মঘট করিয়াছিল এবং আলীপুর, বিজলী ও নবন জেলের নিরাপত্তা কর্মসূচীও এই ধর্মঘটে যোগদান করিয়াছিল। বি: সুভাষচন্দ্র বসু ও অপর একজনের মুক্তির পর অংশন ধর্মঘট বন্ধ হয়। দুইটি ব্যবসায় স্বাক্ষরিতিক সন্দেহভাজন লোকেরা সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই উভয় ব্যাপারেই তদন্তে গোয়েন্দা বিভাগ স্থায়ী পুলিশকে সাহায্য করিয়াছিল। এই উভয় ব্যাপারেই ব্যক্তিগত বাধে'র জন্যই অংশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ট্রেড-ইউনিয়নসমূহ যথেষ্ট উন্নতি করে এবং ট্রেড-ইউনিয়নসমূহের কর্মকাণ্ডের পরিচালনা প্রকৌশল জন্ম অনিষ্টকর শ্রমিক আন্দোলনকারীদের প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হইতে পারে নাই। এই বর্ষে মোট ৬০টি ক্ষেত্রে শ্রমিক-ধর্মঘট হইয়াছিল; কিন্তু অনি-কারণ কেত্রেই ধর্মঘট স্থলকাল স্থায়ী হইয়াছিল। বৎসরের শেষ দিকে ১২৯টি বৈজ্ঞানিক ট্রেড-ইউনিয়ন ছিল।

রিপোর্টে উল্লেখিত হইয়াছে যে, চাকার অনুষ্ঠিত করণার্থে স্ক্রুকের এক সন্দেশে এই বর্ষে প্রস্তাব পাণ হয় যে, কলিকাতার হস্তশিল্প মনুষ্যে'ট অংশন করার জন্য সভাপতি আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। বি: সুভাষচন্দ্র বসু সন্দেশ করেন যে, ওয়া জুলাই (১৯৪০) তারিখে এই সভাপতি আরম্ভ করা হইবে। সুভাষা ২৪ জুলাই তারিখে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ভারতবর্ষ আইন অনুসারে জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। এই সম্পর্কে ৩২৯ জন সভাপতিগণকে গ্রেফতার করিয়া বিভিন্ন সন্দেশে জন্ম কারাগারে দণ্ডিত করা হয়। এই আন্দোলনের পুর্বেই গণতন্ত্র'মেন্ট স্থির করিয়াছিলেন যে, মনুষ্যে'টিকে অংশনিত করা হইবে। সুভাষা এই সম্পর্কে সরকারী সন্দেশ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সভাপতি আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায়।

রিপোর্টে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মুক্তি বিজ্ঞপনী ও পুস্তিকার সাহায্যে ব্যাপকভাবে কমিউনিষ্ট প্রচারকার্য পরিচালিত হইয়াছিল। বোম্বাই হইতে সেনসে'নে প্রেরিত এমন কয়েক বাস পুস্তিকা গুত করা হয় এবং স্থায়ী বেশক প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে'র এসব পুস্তিকা প্রচারিত হইত, তৎসমূহ কেন্দ্র তক করিয়া বৈঠক হয়। অন্যান্য পুনে'শেও অনুষ্ঠান কেন্দ্রসমূহের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

স্বাক্ষরিতিক সভা-সমিতিতে শ্রমিক সমাজকে সহায় করার ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষেও পুর্ন'মুখী চলিয়াছিল। কমিউনিষ্ট ও সোশ্যালিস্টদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সভা আলোচ্য বর্ষে মোট ২৫০টি হইয়াছিল এবং অন্যান্য শ্রমিক-সভা হইয়াছিল ১২৭টি।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষেও পুলিশের বিদেশী বিভাগের উপর অনেক বেশী কাকের চাপ ছিল। বেশক সুভাষা সহিত পক্ষীয় অনেকগুলি নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র বর্জন করিয়া সর, তাহা দুই পক্ষ বাহিনীর কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বতন্ত্রতাই প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং এসে'নে বাসকারী বিদেশীজনের অধীত

কার্যাবলী সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিতে হয়। সকল আধা'নকে (আশ্রয়প্রার্থী'গণ সহ) আটক করিয়া তাহাদের কার্যকলাপ পরীক্ষা করা হয়। ইহাদের মধ্যে অনেককে কাটাখাত দানক হানের বন্দী-নিবাসে প্রেরণ করা হয়। ইটালী বুডে যোগদান করিলে পর কলিকাতার সব ইটালী-জানকে (মোট ১৩৫ জন) গ্রেফতার করিয়া তাহাদের পৃথকী ও কার্যকলাপে তদন্ত করা হয়।

রিপোর্টে উল্লিখিত আর কয়েকটি বিশিষ্ট বিষয় হইতেছে নিম্নরূপ:—

মোট ৫১ জন কনস্টেবলকে হেড-কনস্টেবল পদে উন্নীত করা হয়; তন্মধ্যে ৩৭ জন রিপু ও ১৪ জন মুলহাস।

পুলিশের সাধারণ বিভাগে যে সব কনস্টেবল লওয়া হয়, তাহাদের মধ্যে সকলেই ছিল বাঙালী। ইহাদের মোট সংখ্যা হইতেছে ২১১ জন; তন্মধ্যে মুলহাস ছিল ১০৬ জন, ৩২ জন তপশীলভুক্ত সন্দেশ এবং বাকী ৭৩ জন অন্যান্য প্রেরণী'র অ-মুলহাস।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতার সিভিক পার্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন করা হয় এবং বৎসরের শেষ দিকে সিভিক পার্ট বাহিনীতে ২৫৮ জন অফিসার ও ৫,৫৬০ জন কর্মী ছিল। সিভিক পার্টসিগকে সামরিক নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয় এবং তাহাবিগকে পাচারকার্য হিসাবে ট্রেনিং লিবারও ব্যবস্থা হয়।

আলোচ্য বর্ষে ৩৩৩ আইন অনুযায়ী ৩৪টি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনামনের জন্য গণতন্ত্র'মেন্টের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। ৪২ জন তদন্তে গুত করা হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে ৪০ জনের সাজা হইয়াছে। বৎসরের শেষদিকে বাকী দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল।

আলোচ্য বর্ষে বিচারমোদা মোট ১২,০২২টি মামলা পুলিশের নিকট রিপোর্ট করা হইয়াছিল এবং ১,৮৪৯টি মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছিল।

এই বৎসর ১৯,১৪৪।০ টাকা পুরস্কার বন্ড বিতরণিত হইয়াছিল; ১৯৩৯ সালে ১৩,৮৬১ টাকা এতদভাবে পুরস্কার বেত্তা হইয়াছিল। পুরস্কারের টাকার মধ্যে ১,৮৪০ টাকা বাহিরের লোককে দেওয়া হইয়াছিল এবং বাকী টাকা পুলিশের লোকসিগকেই প্রদত্ত হইয়াছিল। এই টাকার মধ্যে ১৬৫ টাকা বেশককারী লোকসিগ কর্তৃক পুরস্কার বন্ড বেত্তা হইয়াছিল।

জার্মানী কর্তৃক বিব্রাণ উপহার

কৃতিকার্যের জন্য তৈল সরবরাহ বন্ধ

টাইমসের ওয়ালিংটন সংবাদপত্রের ভাবে প্রকাশ, জার্মানদের কর্তৃত্বাধীনে পোল্যান্ডের চরকো দানক হানের সামরিক সন্দেশে'র কার্যকলাপে'তে সম্প্রতি নিবারণ বিব-বাপ তৈয়ার হইতেছে। পুর্ন পীষা'তে বিব-বাপের বৃদ্ধ আরম্ভ হইতে যে আর বেশী বেশী নাই, ইহা তাহারই পুর্ন'ভাষ।

জার্মান সহিত বুডের সঙ্গে যে জার্মানীর পেট্রোল ও জেলের বাণিত পক্ষিত'হে, এ বিষয়েও কোম'ও সন্দেশ নাই। জার্মানী'র কৃষি-জীবন বন্ধ হইতে উভয় সাইলেনসিয়ার কৃষি প'সনকে বন্ধুর সেও'রা হইয়াছে যে, তাহাতে কৃষি-কার্যের জন্য বেশ আর পেট্রোল ও তৈল সরবরাহ করা না হয়।

ভারতে খার্বোমিটার নির্মাণ

ডাকারী তথা প্রভে'র উন্নতি

পুর্ন বিশেষ হইতে আকাশী হইত, এইজন ২২২ প্রকার ৩৭৭ ও ডাকারী তথা ব'ঠন'নে ভারতের বিভিন্ন সরকারী অথবা বেশককারী ঐশ্বর প্রভে'র কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে ২৮ ব'ঠন'র ঐশ্বর এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে যে, এগুলি বিশেষ পর্যন্ত ব'ঠন'ী করা চলে। সরবরাহ বিভাগ অনেকগুলি ঐশ্বরের জন্য অর্ডারও দিয়াছে।

যে সকল ঐশ্বরের কাঁচামাল ভারতে পাওয়া যায়, তাহার সবগুলি এখন খেপেই প্রস্তুত হইতেছে। বিদেশী কাঁচামাল কিং'ও সাদা প্রকার ঐশ্বর প্রস্তুত হইতেছে।

অত্র চিকিৎসার বহুশক্তি নিব্বাণের কারখানাগুলিতে কোর কাক চলিতেছে। কলে এই সকল তথ্য'ও তদন্ত-বর্ষের সাময়িক ও বৈশ্ববিক চাহিদা বিচার্যায় ব'ঠ পতক'রা প্রায় ৭৫ ডাগ জিনিষই ভারতে উৎপন্ন হইতেছে। ব'ঠাতি কাপড়, প'রম জন্দের বলে প্রভৃতি যে সকল ব'ঠার তথা হাসপাতালে ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই এখন ভারত-বর্ষে প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতের মনুষ্যকল হইতে হামব ব'ঠা তথা হইতে ক'লুজিয়ার আরে'লের ব'ঠ এক প্রকার ঐশ্বর তৈয়ারী হইতেছে। ভারতে প্রস্তুত এই ঐশ্বরী ক'লুজিয়ারে'র ম্যার কার্যকরী। সরকারী মেডিক্যাল স্টোর্স ডিশার্ট-মেন্ট একাই ৮ হাজার প্যাকলের উপর এই ঐশ্বরের অর্ডার দিয়াছে।

বাঙালার একটি প্রতিষ্ঠানে সোয়াকর্ড প্রস্তুত হইতেছে। ইহা পরীক্ষার পর সত্যোজ্ঞসক ব'ঠা বিবেচিত হইয়াছে। কলিকাতার ২।৩টি বিদ্যায় কী'ত তথ্য'র কারখানায় জন্ম পরীক্ষার খার্বোমিটার এবং কী'তের জিপি অ'টি মোডল তৈয়ারী হইতেছে।

জোখের অস্ত্রচিকিৎসার জোখ সেলাই বা খাত'জ কারখানার জন্য যে বিশেষ ধরণের সিলুকের সূতা (সিগে'জ) আবিষ্কার, এতকাল তাহা বিশেষ হইতে আকাশী হইত। এই সূতা সাদা, কালো ও লাল এই তিন ধরণের হয়। সম্রাতি উপযুক্ত ধরণের সাদা সিলুকের সূতা ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইতেছে। লাল ও কাল ধরণের সূতাও এসে'নে তৈয়ারী'র চেষ্টা চলিতেছে।

ডাক বিভাগে সারী নিয়োগ

মুখ্যতালীম ইংলণ্ডে বৃত্তম ব্যবস্থা

ব্রিটেনের পোষ্টালিস্‌গুলির প্রতি তিনজন কর্মচারীর মধ্যে একজন হয় সৈদ্য বাহিনী'র সন্ত নৌ, বিমান, বেশক'কা অথবা কোম'র্স বাহিনীতে যোগদান করিয়াছে। মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার পোষ্টাল কর্মচারী বুডে গিয়াছে। সৈদ্যসঙ্গে যোগদানকারীদের স্বল পূর্ণ' করিয়ার জন্য ৪৪ হাজার বৃত্তম সারী কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের সহায় ব্রিটেনের বিভিন্ন পোষ্টালিস্‌নে সারী কর্ম-চারীর সংখ্যা মোট ৯৬ হাজার হইল।

গুত দুই বৎসরে পোষ্টালিস্‌গুলি বৃদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যে ব'ঠ টন পুরাণ কাপড়, ব'ঠ টন সিনা, তামা এবং স্ট্রো'ট এবং পুরাণ তাকের ব্যাগ ল'গু'র করিয়াছে। সাধারণ তাকের কাক ছাড়া ব্রিটিশ পোষ্টালিস্‌কে বিভিন্ন সরকারী অফিসের মোট ২০ কোটি ইন্ডায়ার বিলি করিতে হইয়াছে। এই সকল ইন্ডায়ারে প'জুপ'কের আক্রমণ, হান-ছা'গ, আত্মক'কাপ'র, প্যাস-প্রতিষেধক সুবোস ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া ব্রিটিশ পোষ্টালিস্‌কে সরবরাহ বাস-সন্দেশের সুপ'র এবং অন্যান্য সুপ'রও বিলি করিতে হইয়াছে।

বাঙালার পাটচাঁষ নিয়ন্ত্রণ

ব্রিটেনের দৈনিক ব্যার সওয়া কোটি পাউণ্ড

পাট-চাঁষের পূর্বাভাস

পাটচাঁষী এবং পাটের বেপার ও কড়িয়া-গণের প্রতি সতর্ক-বাণী

বাঙালার পাটচাঁষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কন্ট্রোলার মহোদয় এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন:—

সামান্যমাত্র চটতে উপর্যুপরি এই বর্ষে অভিযোগ আসিতেছে যে, পাটের কাঁচা বেপার বাজারে বহুল পরিমাণে ভিজা পাট আমদানী হইতেছে। ভিজা পাট বিক্রয় করিয়া কেহ কেহ সাময়িকভাবে লাভবান হইলেও ইহার প্রতিক্রিয়া সমগ্র পাটচাঁষীর স্বার্থের নিত্য প্রতিকূল; কারণ ভিজা পাটের আমদানী বৃদ্ধির সাপে সাপে পাটের দর উন্নয়নের পড়িয়া যাইবে।

ইহা অবশ্য সঠিক জানা যায় নাই যে, পাটচাঁষীগণ কিহা পাটের বেপারী ও কড়িয়াগণের মধ্যে কাছাকাছি এই অপরাধের জন্য দায়ী। বেপারী ও কড়িয়াগণকে এই সম্বন্ধে প্রবাসত: সতর্ক করা হইলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না যে, পাটচাঁষী সম্পূর্ণ এ লোথ মুক্ত। কম বেশী লোথ যে পক্ষই করুক না কেন, বাঙালার সরকার এবং গুরুতর অনার্য কার্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ সরকারের উদ্দেশ্য পাটের দরূণ চাঁষীর আর বৃদ্ধি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে পাট বাজারকে অনাচারমুক্ত করা। সুতরাং পাটচাঁষী এবং পাটের বেপারী ও কড়িয়াগণের প্রতি সবযোগ্যবাণী এই উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বতঃপ্রসূত ইহা পাটে জল দিয়া বিক্রয় করা বন্ধ করেন। যদি তাঁহারা সাময়িক লাভের আশায় এই প্রকার অনার্য কার্য হইতে বিরত না হন, তাহা হইলে ইহা রোধকল্পে বাধ্য হইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এতদসম্পর্কে বাহাদুর হাতে হাতে করা পড়িবে, জরাজীর্ণের প্রতি জেল, জরিমানা প্রভৃতি গুরুতর শাস্তিও প্রয়োগ করা হইতে পারে।

পাটচাঁষীর স্বার্থের জন্যই এই অনাচার অবিলম্বে বন্ধ করা কর্তব্য। পাটের বাজার সম্পূর্ণ এই অনাচার মুক্ত না হইলে কেতা বাঁচি ও শুক পাটের জন্য ন্যায্য মূল্য দিতে বাধ্য হইবেন না; কারণ ভিজা ও শুক পাট সব সময় সঠিক নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। এরূপভাবে বাঁচি মাল আমদানী করিয়াও অনেক চাঁষী ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইবে। অতএব পাটচাঁষী এবং পাটের বেপারী ও কড়িয়াগণের প্রতি আমার অনির্বচনীয় অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে এই অনাচার পরিত্যাগ করেন এবং সরকার বাহাদুরকে তাঁহাদের প্রতি অপ্রীতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য না করেন। ইহা অতিশয় আশঙ্কের বিষয় যে, পাটচাঁষ নিয়ন্ত্রণের জন্য পাটের দর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। অতএব পাটচাঁষীদের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন এই সুযোগে ক্রমাগত পাট বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। সমগ্র পাট একসঙ্গে বিক্রয় করিয়া বাজারে লইয়া যাওয়া অথবা ঘরে বস্তু রাখা উভয়ই পাটচাঁষীর স্বার্থের প্রতিকূল।

পরিশেষে আমি পাটচাঁষীগণকে একথাও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, তাঁহারা যেন সর্ব প্রকারে উক্ত পাট অনুসন্ধান প্রয়াস পান। বরফা ও অথবা উত্তরী পাটের চাঁষিকা এখার আলো দেখা যায় না।

বাঙালার গভর্ণমেন্ট বর্তমান কালের সময় মহাকুমাৰ অরুণ ও সওদাগার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠটির উন্মুক্ত ভূমি এই সবে ৩০০ টাকা মূল্য করিয়াছেন যে, অধিনায়কভাবে এখান চুক্তি করিতে হইবে যে, কোন সবার কোলা ব্যালিষ্টেট আদালত দ্বারা ইচ্ছা করিলে এই খেলার মাঠের স্বত্ব ও বসন গভর্ণমেন্টের হাতে যাইবে।

আরওকরের পরিমাণ আর বিস্তার

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আগষ্ট মাসের শেষ পর্যন্ত যে পরিমাণ আরওকর আদায় হইয়াছে তাহা ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের আয়ের প্রায় বিস্তার। ১৯৪০ সালে এই পাঁচ মাসে মোট ৭৪,৩০০,০০০ পাউণ্ড আরওকর আদায় হইয়াছিল। তাহার মূল্য বর্তমান বৎসরে ১৪৯,৫০০,০০০ পাউণ্ড আদায় হইয়াছে। এই সময়ে ১৯৪০ সালের মোট রাজস্ব ছিল ৩৯৫,০০০,০০০, বর্তমান বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬১৩,০০০,০০০ পাউণ্ড হইয়াছে।

গত কয় মাস ধরিয়া ব্রিটেনের দৈনিক ব্যারের আদ ১২,৫০০,০০০ পাউণ্ডে পৌঁছাইয়াছে। ট্যাক্সের চার এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জিনিষপত্রের দাম বিশেষ বাড়িতে নাই। গত পাঁচ মাস ধরিয়া ক্রয়-সমূহের প্রায় কোনই পরিবর্তন হয় নাই বলা চলে।

বাঙালার সৎক্রামক রোগ

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২৩শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বাঙালার প্রদেশে মোট ৭৬৭ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল; ইহার মধ্যে বর্তমানে ৯৭ জন, বাধগ্রস্ত ৯৫ জন, বীরভূমে ৯১ জন ও নোয়াখালীতে ৩৪২ জন ছিল। এই সপ্তাহে কলেরার মৃত্যুসংখ্যা ছিল ২৬২ জন; তন্মধ্যে নোয়াখালীতে ১৪৫ জন।

লাজিলিং-এ ইনস্পেক্টর ৯৫ জন লোক আক্রান্ত হইয়াছিল। কলিকাতায় কোথাও কোথাও বেনিডাইটিস রোগের আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। শ্রুতিতে আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

১৯৪১ সালের শেষ হিসাব

কলেরার দরূপ প্রদেশ।	একই হিসাবে পাটের মোট আদায়।		৪০০ পাউণ্ডের মধ্যে আদায়-ব্যয়-উৎপন্ন।
	১৯৪১ সালে কলেরা-প্রাদুর্ভাবের পরিমাণ (মৃত্যু-পূর্ণ-জাল)।	১৯৪১ সালে কলেরা-প্রাদুর্ভাবের পরিমাণ (মৃত্যু-পূর্ণ-জাল)।	
বীরভূম ও বীরভূম	৩০০	২৪০	৪৮০
জলপাইগুড়ি	৩৩,৪৪০	৩২,৮১০	৮৪,৪৪০
বগুড়া	৪৭,৭০০	৪৬,৬৪০	১৫০,৪৪০
বরেন্দ্রসিং	৩৩০,৪০০	৩০০,৪০০	৭৭৮,২৪০
বাংলাদেশ	৩৫,৩৫০	২৮,৩০০	৪৭,৪০০
নোয়াখালী	৩৮,৮৪০	২৯,২০০	৪০,৮৪০
বুলনা	২৬,৪৪০	২৫,০২০	৭০,৪৪০
বর্তমান	৬,৩৫০	৪,৪৪০	১৬,৪৭০
বকলী	২০,৪৪০	১৯,২৭০	৪৯,৪১০
নিমাজপুর	৭১,৪০০	৬৯,৪২০	১৪৪,০৭০
পাটনা	১,৮০০	১,৪৭০	৫,৩৬০
পাটনা	৭৪,৭০০	৭২,১৫০	২০৬,৪৪০
মেলিগুপুর	৮,২৪০	৭,৫২০	২১,০০০
হাওড়া	৪,২০০	৪,৪৪০	১২,০৪০
জলপাইগুড়ি	৭১,২৪০	৭০,৬৭০	২২১,২৪০
মুন্সীগঞ্জ	১৪৪,৩০০	১৪৮,৬৪০	৪৭১,৪০০
কলিকাতা	১৩০,০০০	১২৮,০৪০	৩৫৪,৪১০
ত্রিপুরা	১৭,০০০	১৭,০০০	৩৪,০০০
২৪-পরগণা	২৬,৪০০	২৪,৮৪০	৪৯,৭৪০
মুন্সীগঞ্জ	৩৮,৪৪০	৩৬,২০০	১০০,৪৪০
চট্টগ্রাম	৩০০	২৭০	৮০০
ত্রিপুরা	১৪২,৪৪০	১২৭,২৪০	৩৬১,৭৪০
উত্তরা	১৫,৭০০	২৫,০৪০	৫৮,৮১০
আসাম	২৭০,০০০	২৭৬,১০০	৬০৬,১০০



সেতাল পরিদর্শন ইহাওয়া সড়ক

দক্ষিণ ব্রিটেনের কোনও স্থানে সেতাল পরিদর্শন নেই। কলিকাতা পল্লী উন্নয়ন পরিষদ জনৈক সেতাল পরিদর্শন করিতেছেন।

বাঙলাদেশে শনের চাষ

উন্নতি সম্পর্কে প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা

৭৭ খাগড়া দেবের একটি অর্থকরী ফসল। এই প্রদেশে শণ ঘাসা সুভদ্রী, বশি ও মাজু ধার জন প্রভৃতি হওয়া ছাড়াও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করা হয়। মুক্ত ভারত হইবার পর ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ সৈন্য বিভাগের মাল সরবরাহ ব্যাপারে ইহা দান্য প্রকারে কাজে আসে, যথা মুক্তবস্ত্র সৈন্যবিশিষ্টের জন্য অতি আবশ্যকীয় সোদন। শস্য শণ ঘাসা প্রভৃতি হয়। এইজন্য হুগলী জেলায় শ্রীহরিশপুর, চাট্রা ও দেওরাকুন্ডিতে সুভদ্রী, বশি ইত্যাদি প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন প্রকারের কৃষি নিষ্পন্নর কাজ ত্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং কলিকাতার আসে পাশে নুতন নুতন নিষ্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে।

এই প্রদেশের কৃষিগর জেলার অল্প পরিমাণ ভূখণ্ডে শণের আবাদ হয়, কাজেই উহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। বাঙলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর নিম্নলিখিত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাত এই প্রদেশের কয়েকটি জেলার কি পরিমাণ ভূমিতে শণের আবাদ হয়:—

জেলার নাম।	পরিমাণ (একর হিঃ)।	আবাদের উৎসাহ।
হরদ্বারিয়া	১০,০০০	শণসুতার জন্য ও শবুস গায়ের জন্য।
পাখরা (প্রধানতঃ শবুস বহুকুমা)	৭,০০০	শবু শণ সুতার জন্য।
বাংলাদী	২,০০০	অবিকার শবুস গায়ের জন্য।
হুগলী	২,০০০	এ।
ত্রিপুরা	১,০০০	এ।
কলিকাতা (প্রধানতঃ বাংলাদীপুর বহুকুমা)	৯০০	শবু সুতার জন্য।
বীরভূম	১৫০	এ।
মোট	২৩,০৫০	

বাংলাদেশ জেলার গৌরনদী থানার, বৈদ্যনাথপুর জেলার জিওনবালা থানার ও বীকুড়া জেলার বিজপুর বহুকুমার অল্প পরিমাণ ভূমিতেও শণের আবাদ হয়। এই কয় জেলার আবাদের পরিমাণ ১,০০০ একর পরিমাণ নাইলে এই প্রদেশে ২৩,০৫০ হাজার একর ভূমিতে শণের আবাদ হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদিও এই প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের শণ উৎপন্ন হয়, কলিকাতার শণই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন প্রকারের শণের অবিকারই বহি ফসল। ইহা দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে, যথা বিহার, মুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং মাজাজে যে প্রেশীর শণ উৎপন্ন হয় তাহা বাঙলা দেশে, বিশেষভাবে পশ্চিম বঙ্গ, বহিক ফসলক্ষেপে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে বাঙলা দেশে শণ আবাদ করার অবস্থা ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য একটি পঞ্চ-বাহিনী পরিকল্পনা পত্র-কমিটির বিবেচনামূলক আছে। এই পরিকল্পনা-মতে বাঙলা দেশের বিভিন্ন প্রকার মাটিতে বিশেষরূপে বিভিন্ন বর্ষের শণ, যথা কামপুর, কামপুর, চিন-বোয়াল, বিহার, তরুভূম ও বশিপুরায় উৎপন্ন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ইহা সত্য কথা যে, বাঙলা দেশে উৎপন্ন শণ বিশেষরূপে শণের সঠিক প্রতিবেশিতার দান পায় নাই; কারণ শবু হইতেই দেশের শণ নিষ্কৃষ্ট।

সকল প্রকার শণের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনেক বৎসর যাবত যে শবুস উপায় অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা মাজু ও অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। নিম্নে ই শবুস উপায়ের উল্লেখ করা গেল:—

- (১) শবুসে বোলা জলে না ডিকাইয়া পরিষ্কার জলে ডিকাইতে হইবে।
- (২) শণ ৫ লিট বা ততোধিক লেবো করিয়া শুকাইবে।
- (৩) শাঁপ বদলাইবার দান্য ও বেশ উত্তম হইবে।
- (৪) ইহা বেশ শক্ত ও সুন্দর হইবে।
- (৫) শুটান শণের মধ্যে পোলা বা অন্য কোন দ্রব্য থাকিবে না।

যদি উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাঙলার শণের সমান্য অবশ্যই অন্যান্য স্থানের শণের সমতুল্য হইবে এবং এই প্রদেশের চাষীদের আর যথেষ্ট বৃদ্ধি হইবে।

বাঙলার শণ প্রতিবেশিতার অপরাধ হুগলীর জন্য কারণ হটল বেশ বীরা ও জাহাজে প্রেরণ করার ব্যাপারে কোন উপযোগী ব্যবস্থা নাই।

বাঙলাদেশ বাঙলাদীয়া সাধারণতঃ বাঙলা দেশের শণ বিদেশে চালান দেয় এবং উহা তিন প্রেশী ভুক্ত করিয়া প্রেরণ করা হয়—(১) বেঙ্গল নং ১, (২) বেঙ্গল নং ২, (৩) বেঙ্গল নং ৩; কিন্তু একই প্রকার শাম বলা করা হয়। বিভিন্ন বাঙলাদী ও বাঙলাদীকারকগণ নিজ নিজ সুবিধা ও প্রয়োজন মত প্রেশী বিভাগ করিয়া থাকে।

উল্লিখিত ত্রিটিগুলি বিস্তারিত করিবার জন্য ডাক্তার গভর্ণমেন্ট ও বাঙলা সরকারের মার্কেটিং বিভাগের অফিসারগণ শণ বাঙলাদী ও অন্যান্য বাঙলাদীদের সঠিক বাঙলা দেশের সিনিয়ার মার্কেটিং অফিসারের অফিসে ১৯৪১ সনের ১০মে জামদারী তারিখে একটি কন্-কারেন্সে সমবেত হইয়াছিলেন। এই কন্-কারেন্সে

বেলাগর শণের পার্থক্যসূচক প্রেশী বিভাগ আদোচনা করা হয় এবং বাঙলার শণ ১ অন্যান্য বর্ষের শণ অনুসরণ প্রেশী বিভাগে বিভক্ত করিবার জন্য একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। এই সাব-কমিটি শণের বিভিন্ন প্রেশীর নাম করণ করিয়াছেন এবং সকলে একমত হইয়া প্রণয়ন করিয়াছেন যে, শণ বাঙলাদী ও বাঙলাদীকারকগণের একটি সমিতি অনতিবিলম্বে গঠন করিতে হইবে। এই সমিতির উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত মত হইবে:—

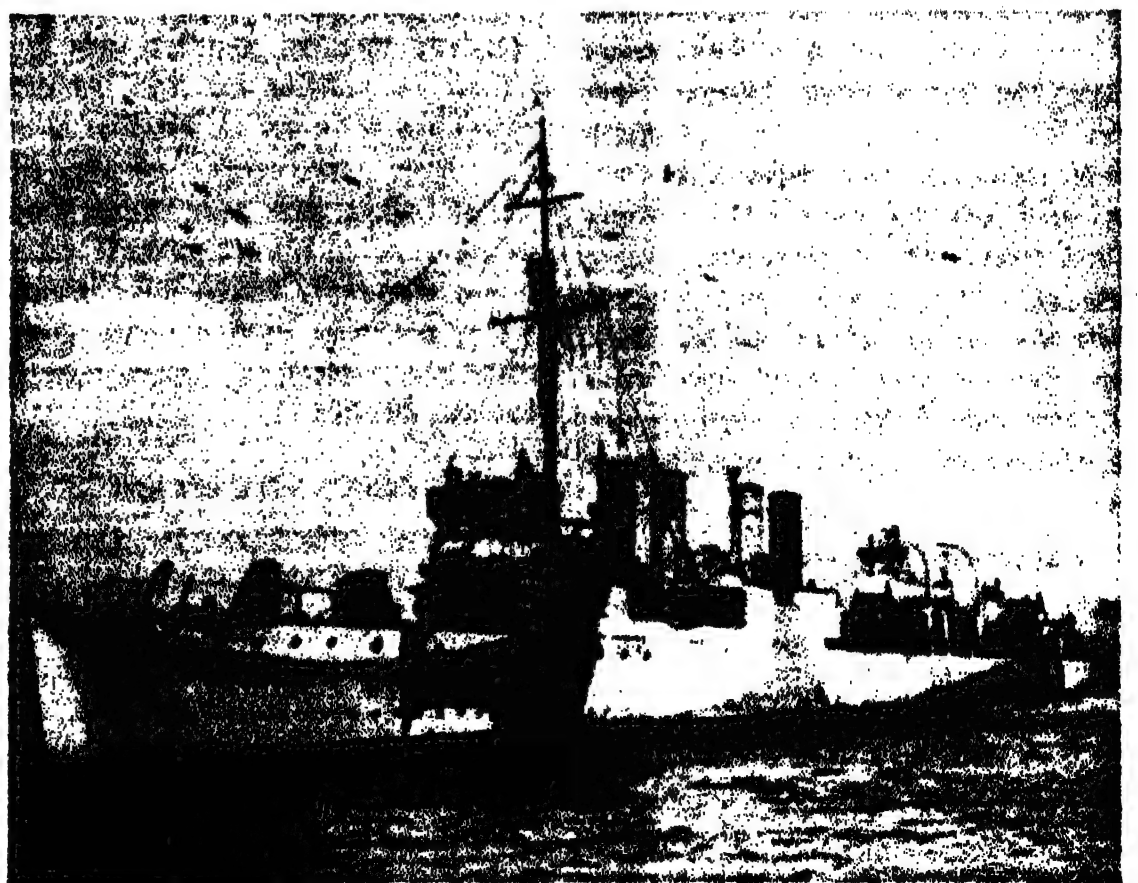
- (১) প্রস্তাবিত নির্দেশসমূহ কার্যে পরিণত করা হইবে।
- (২) ভারত পত্ৰ-বোর্ডের কৃষিজাত মার্কেটিং এজেন্টদের মতানুসারে বাঙলাদী ও বাঙলাদীকারকগণের সমন্বিত প্রেশী নির্দেশ করার নিয়ম প্রণয়ন করা এবং যে মাল নিষ্পে পাঠান হইবে, তাহা 'আগ মার্ক' চিহ্নিত করা হইবে।

কিন্তু শবুসের বিষয় যে, ভারত পত্ৰ-বোর্ডের ও বাঙলা সরকারের মার্কেটিং বিভাগ-উদ্যোগী হওয়া লেবো বাঙলাদী ও বাঙলাদীকারকগণ এই সমিতি গঠনে সহযোগিতা করে নাই। বিদেশে প্রেরিত বাঙলার শণ বাহাজে প্রতিবেশিতা করিতে পারে, সেজন্য বাঙলার বাঙলাদীগণের ও বাঙলাদীকারকগণের এই সমিতি গঠনে সমবেতভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই প্রদেশের চাষীগণ যদি শণের উৎকর্ষ সাধনের জন্য পূর্বোক্ত প্রস্তাবগুলির প্রতি লক্ষ্য প্রদান করে এবং উৎপাদিত শণ বাহাজে শবু-কমিটির নিয়মিত ১ ও ২ নং প্রেশীভুক্ত হয় তাহা হইলে উহা করে, তাহা হইলে এই শণের কদম হইতে জাহাজের আর অনেকটা বৃদ্ধি পাইবে এবং আর্থিক সহস্যর সমাধান হইবে।

পাঠানিকি আও ইগাউরাল রিসার্চের অধ্যক্ষ জামাই-মাজেন যে, দুলাব বীজ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপায় বর্ধীকৃত তৈলের দ্বারা বিশেষভাবে পান পাড়ের তৈলের কাছ চলিতে পারে। এই তৈল ভারতবর্ষে সহজেই প্রস্তুত করা যায়।

বর্তমানে ভারতবর্ষে পান তৈলের যে অভাব দেখা গিয়াছে, তাহা এই উপায়ে মিটিতে পারে।

হট ইগিরা লাও হটতে পুনরায় বিবাস বিভাগে ১২,৫০০ পাউণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে।



বৃন্দীশ বৌ-বাহিনীর অধীক্ষিত "রক্তবো" নামক ডেইরার। এই বৃন্দীশ বাস বিশেষভাবে প্রচুরকার্য ও সাধনবিশিষ্ট শবুসের উপযোগী করিয়া গৃহীত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

সার্বভৌম স্বাধীনতা উপলক্ষে যে দুই সপ্তাহ কাল “বাঙলার কথা” প্রকাশিত হয় নাট, এই সময়ের মধ্যে যুদ্ধ-পরিণতি সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ইহা যে, নাৎসী যুদ্ধের ব্যর্থ করার জন্য বৃটিশ ও রুশ বাহিনী একই সময়ে ইরানে অভিযান করে। বর্তমানে ইরানে সম্পূর্ণভাবে শান্তি বিরাজ করিতেছে। জার্মান বাহিনী লেনিনগ্রাড অঞ্চলের সংগ্রামে বিশেষ জোর দিতেছে এবং নুতন করিয়া একদল জার্মান সৈন্য ক্রিমিয়া দিকেও অভিযান করিয়াছে। রুশ বাহিনী সর্বত্রই জার্মানিকে তীব্রভাবে বাধা প্রদান করিতেছে। গত কয়েক দিনের সংক্ষিপ্ত সংবাদ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

চেকোস্লোভাকিয়ার নাৎসী জুলুম

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর চেকোস্লোভাকিয়াতে জার্মান অধিকার প্রতিষ্ঠার পর বিশ তনের সামরিক আদালতের বিচারে প্রাথমিক আদেশ হইয়াছে এবং রেডিওর মাধ্যমে প্রকাশ, সেই দিনই তদাধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

মিত্র বাহিনীর মধ্যে অসমর্থ প্রাগেভার জেনারেল ক্রিস্টিয়ান হোরাভেক, প্রাগের কলিগালা ক্রিস্টিয়ান ওয়াল্ফ, লজিস্ক ওয়াশেক, পের্ভাশা, আসাবাওয়ালা গারোভাভা সেভাসেক এবং জুসাস সাপুট প্রভৃতি নেতৃবাহিনী কমান্ডারদের মার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চেকোস্লোভাকিয়ার নাৎসী স্বরূপ আদেশ জারী করিয়াছে যে, যে অঞ্চলে জার্মান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে সেখানে সকল প্রাথমিকগণের মাত্র ১০টা ১০ মিনিটের সময় হইতে পুলিশের কঠোর আইন বলবৎ হইবে। রেলের রেলস্টেশনগুলিতে কেবল জার্মানদের আশ্রয় দেওয়া যাবে। পুর্বেও ন্যায় খোলা থাকিতে পারিবে। জার্মান বিরোধী ও কমসার্ট প্রভৃতির প্রতি এই সতর্ক আইন প্রযুক্ত হইবে না। সভা সমিতি, বিপ্লব, ব্যাংক, কমসার্ট এবং অন্যান্য সকল প্রকার চেক বেসাধুলা প্রভৃতি সমস্তই নিষিদ্ধ হইয়াছে। অর্থনৈতিক করপোরেশন অথবা অংশীদারদের সভার প্রতি এই আদেশ প্রয়োগ করা হইবে না, তবে কোন সভার অধিবেশনের পূর্বে কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিতে হইবে। মাত্র ১১টার সময় সমস্ত গৃহের দরজা বন্ধ করিতে হইবে এবং কোন কোন ঘরে ইহার এক ঘণ্টা পূর্বে ও বন্ধ হইবে।

লেনিনগ্রাডের সংগ্রামে বহু জার্মান চতুষ্টয়

লেনিনগ্রাডের দিকে জার্মান আক্রমণ প্রতিবর্ত করার সময় একদিনের মধ্যে ২৬৯ সংখ্যক জার্মান জিওপনের এক হাজারেরও অধিক সৈন্য হত বা নিহত হইয়াছে। সোভিয়েট সৈন্য বিভাগের মুখপত্র “রেডস্টার” নিকট প্রেরিত এক ডেসপ্যাচে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্যগণ লেনিনগ্রাডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে “এস” নামক একটি ক্ষুদ্র নদ পুনরধিকার করিয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যগণ একটি নদী অতিক্রম করে। অতঃপর জার্মান এই নদীর তীরে অবস্থিত একটি ছোট নদ অধিকার করে এবং এক রেজিমেন্ট পত্র সৈন্য নির্মূল করিয়া পত্রপক্ষে বহুদূর বিতাড়িত করে। জার্মান টুটী নামক সোভিয়েট ইউনিয়নের একজন বীর পুরুষ কর্তৃক পরিচালিত একটি রেজিমেন্ট এই আক্রমণ পরিচালনা করে।

জাভা বোরিসের নিকট হিলারের চরমপন্থা

প্রকাশ, সোভিয়েট যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের প্রেরণের জন্য জিওপার বুলগেরিয়ার জাভা বোরিসের নিকট চরমপন্থা প্রেরণ করিয়াছেন।

জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে জীবন হুমকির

জার্মান হাই-কমান্ডের একটি কমান্ডিকে প্রকাশ, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পত্রপক্ষীয় বিমান উত্তর জার্মানীর সমস্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। কয়েকখানি বিমান জার্মানীর দক্ষিণাংশের উপকূল ডেখ করিয়াও প্রবেশ করিয়াছিল।

রুশ রণাঙ্গনে বৃটিশ বিমান-বহর

গতকালে প্রকাশ, গত কয়েক দিনের মধ্যে রুশ রণাঙ্গনের কোনও অঞ্চলে জার্মানদের অগ্রগতির কোনও আভাস পাওয়া যায় নাই।

যুদ্ধে হইতে যোষণা করা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমানবহরের দ্বিতীয় জোড়ান এবং পূর্ব রণাঙ্গনের সংগ্রামে যোগদান করিয়াছে। রুশিয়ান জরী বিমান-সমূহের সহিত সহযোগিতাক্রমে তাহারা দুই দিনে ২৬ বার পত্র-বিমানকে তুপাতিত করিয়াছে। উহার মধ্যে ১৭ বার গ্রীষ্ম বৈমানিকতা তুপাতিত করিয়াছে।

লেনিনগ্রাড অঞ্চলে প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ

সোভিয়েট এগেডারের একটি রিপোর্টে লেনিনগ্রাড অঞ্চলের ট্যাঙ্ক-যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত এগেডারে প্রকাশ, ৭ দিন ব্যাপী লড়াইয়ের পর মাত্র একখানা সোভিয়েট ট্যাঙ্ক পত্রপক্ষের ১২ খানা ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে। তাহা ছাড়া চতুষ্টয় জার্মান সামরিক অফিসার ও সৈন্যসংখ্যা প্রায় ১,৫০০ হইয়াছে।

বুলগেরিয়ার বিরোধ

সোভিয়েট যুদ্ধ সম্পর্কে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সেট সমস্ত সংবাদ পাঠে জানা যায়, বাণিজ্য বিচ্ছেদ যুদ্ধে লিপ্ত করার জন্য বুলগেরিয়া সম্পর্কে জার্মান যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ বুলগেরিয়ার কয়েকটি জেলায় বিরোধ আরম্ভ হয়। এই সমস্ত আন্দোলন দমন করার জন্য বুলগেরিয়ার বিভিন্ন জেলায় টটালিয়ার সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। আরও জানা গেল যে, বুলগেরিয়ার কোন কোন সৈন্যদের ডিউরও বিরোধ দেখা দিয়াছে এবং অনেকেই পদত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িতেছে।

বুলগেরিয়ার নবুদর নদ, জার্মানিতে ঢালান হেওরা হইবে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে নবুদর নদ বাহাতে জার্মানদের হস্তে অর্পণ করা হয়, বুলগেরিয়ার চাষীদের সেতুভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাংস, চপ্পি, চিনি, লাবান এবং পলীরের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। খাদ্যের পরার বহু পত্রিকা ৪০ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুলগেরিয়ার শিল্প কারখানাগুলিও জার্মান দখল করিতেছে। দেশের নবুদর বহিনিবির ইত্যাদি স্থাপন করা হইয়াছে। রাজনীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আক্রমণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

রুশিয়ান পোলটাজা নদর ত্যাগ

১লা অক্টোবর সোভিয়েট ইনসপেক্টর যুদ্ধে কর্তৃক নিম্নোক্ত একতরফাখানি প্রচারিত হইয়াছে :—

“৩০শে সেপ্টেম্বর আবার সৈন্যরা নবুদর নদে পত্র-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করে। অতঃপর সংগ্রামের পর আবার সৈন্যরা পোলটাজা পরিভাগ করে। ২৮শে সেপ্টেম্বর ৬৫ খানা জার্মান বিমান নিহত করা হয়। আবার ২৭ খানা বিমান ধোয়া দিয়াছে।”

পোলটাজা একটি গুরুত্বপূর্ণ নদ; ইউক্রেনের জার্মানী বিরোধের প্রায় ২ পত্র বাকি দক্ষিণ-পূর্বে এই নদ অবস্থিত। পোলটাজার জনসংখ্যা ১ লক্ষ হইবে। ইহা সুখপালিত পত্র ও নদা ব্যবসায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

যুদ্ধে হইতে সরকারীভাবে যোষণা করা হইয়াছে যে, এমন পর্যন্ত কোনও জার্মান জিওপা উপরীপে পলাপণ করিতে সক্ষম হয় নাই; ঐ অঞ্চলে উপরীপ হওয়ার পথে দিবারাত্র প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে।

ক্রিমিয়ার সাক্ষা দাবী

লাহিট বেতারে কিস সৈন্যগণ কর্তৃক কার্যনিয়ম পণতরের রাজধানী পেট্রোজাভেভে নবুদর সংবাদ যোষণা করা হইয়াছে।

“রেডস্টার” পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, জার্মানদের ২৬৮তম পদাতিক বাহিনী বহু রণাঙ্গনে মার’লি টিমো-পেভোর সৈন্যদের প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিলে বিধৃত, চতুষ্টয় ও বিতাড়িত হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং তিন দিন ব্যাপ্ত উঠা চলে। জার্মানরা রণাঙ্গনে ১,৮০০ জন সৈন্যের মৃতদেহ ও বহু সরবরাহকরণ রাখিয়া গিয়াছে।

ক্রিমিয়ার অবস্থা

রুশ সৈন্য বারকভের ৮০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম-দিক পোলটাজা পরিভাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এই সংবাদ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হওয়ার পর ওয়াকফরাল বহল সংবাদ পাইয়াছেন যে, জার্মানগণ পেরেকপের সাহ মাইল দক্ষিণে পৌঁছিয়াছে। মোজকটি ১০।১২ মাইল চওড়া কিন্তু জার্মানগণ এখনও মোজকেবল সতীর্ণতন স্থান অতিক্রম করিতে পারে নাই।

একসিগ-সিগিত লাহিট বেতার কেন্দ্র হইতে দাবী করা হইয়াছিল যে, কিস সৈন্যগণ নবুদর রেলওয়ে দখল করিয়াছে। কিন্তু কিসিয়ার পত্র হইতে ইহার সর্বন পাওয়া যায় নাই।

রুশ রণাঙ্গনে সর্বত্র তীব্র সংগ্রাম

রুশ-জার্মান রণাঙ্গনে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে শীত-কালীন বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। লেনিনগ্রাড এলাকা এবং ইউক্রেনে জার্মান আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া প্রতীকমান হইতেছে। লেনিনগ্রাড এলাকার জার্মানরা দলে দলে নুতন সৈন্য আমদানী করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে সর্বত্র লেনিনগ্রাড এলাকার চতুর্দিকে বোরভর সংগ্রাম চলিতেছে এবং জার্মানদের এক প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিবর্ত হইয়াছে। লেনিনগ্রাডের চতুর্দিকে রুশ গরিলা বাহিনী পচাচাচায়ে আক্রমণ চালাইয়া জার্মানদের বিরুদ্ধে করিতেছে। গরিলা বাহিনীর একটি দল একটি জার্মান সাক্ষরার ট্রেনের গতিরোধ করে এবং ত্রিশজন জার্মানকে নিহত ও প্রচুর বস্তুসম্পদ হস্তগত হয়। বহু ইউক্রেন হইতে কোন নুতন সংবাদ পাওয়া বাইতেছে না। বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ মনে হয় যে, জার্মানরা গারিলা অসামান্য প্রমাণ উপলব্ধি করে রাজসভা অতিমুখে পূর্ণ উদ্যমে আক্রমণ চালিয়াছেন বলা প্রত্যুত হইতেছে।

পতীর্ণ পোজকোপ মোজকে কিসিয়ার যুদ্ধ চলিতেছে। প্রতিপক্ষ-পরিষেবীত ওয়েসল দক্ষিণাংশ সৈন্য বাহিনী এখনও জার্মান ও কমান্ডারদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে। এই যুদ্ধে জার্মানরা প্রায় ৫০০ (ইউক্রেনীয় বিমান) ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রুশ-জার্মান যুদ্ধে প্রায় ৫০০০০ জন সৈন্য এই প্রথম জার্মানদের আক্রমণে তিনটি প্রায় ৫০০০ জন প্রাণহীন হয়।

[৮৭ পৃষ্ঠার চতুর্থ]

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

কলিকাতা ও বাণেশ্বর

১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত কলিকাতা ও বাণেশ্বর জেলায় যে পল্লী-উন্নয়ন কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

কলিকাতা জেলার সদর মহকুমার ভারত সরকারের দ্বিতীয় সফর প্রদত্ত সাহায্য তহবিল এবং ১৯৪০-৪১ সালের প্রাথমিক সাহায্য ভাণ্ডার হইতে মোট ১২,৯৫৪।১০ ব্যয়ে ২১টি নলকূপ খনন করা হইয়াছিল। উক্ত সময়েরই জানুয়ারীতে ১২০টি ও গোয়ালন্দ মহকুমার ৬৫টি নলকূপ খনন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাণেশ্বর মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ তাহাদের ব্যাংকট হইতে পুঙ্খভাবেনে নলকূপ খনন করিয়াছে।

কচুরীপালা সাক্ষরতার কাজ বিশেষ সাফল্যবশিতভাবে পরিচালিত হইয়াছে। সদর মহকুমার কুমার নদীতে ৮টি বাঁধ নির্মাণ করণে ৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বাণেশ্বর মহকুমার বেঙ্গলপ্রদেশের শ্রমে ও সরকারী সাহায্য ৯০০ টাকার কচুরীপালা পরিকার করা হইয়াছে। শিখর এলাকা হইতে কচুরীপালা পরিকার করিবার উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত ৪টি ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দকে 'সমস্যা গ্রহণ করিয়া একটি পদ্ধতিগত কল্যাণ গঠন' করা হইয়াছে। গোয়ালন্দ মহকুমার কতকগুলি ইউনিয়নে কচুরীপালা পরিকার করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের প্রেসিডেন্টগণের নিজস্ব মূল্যবোধবলী বিতরণ করা হইয়াছে এবং কুমার ও বাণেশ্বর নদীর বিন-অফেনে বাহাতে কচুরীপালা প্রবেশ করিতে না পারে, তৎক্ষণাৎ সরকারী সঙ্কল্পে বাঁধের বাঁধসমূহ তৈরী করিয়া দেওয়া হইতেছে। গোয়ালন্দ মহকুমার কচুরীপালা পরিকার কুমার জম্মা কাছাকরী পরিকল্পনা তৈরী করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে ১,০০০ টাকা সরকারী সাহায্য পাওয়া গিয়াছে এবং কলিকাতা ইউনিয়নে কচুরীপালা পরিকার করা হইয়াছে।

সদর মহকুমার খেলার মাঠের প্রশু উপাধিত হইয়াছিল এবং ভারত সরকারের সাহায্য ২,০০০ ও স্থানীয় টাকা ৯৫০ টাকার সাহায্যে ৮টি ক্রীড়া-ভূমির সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। গোয়ালন্দ মহকুমার সরকারী সাহায্য ১,৪০৬ ও স্থানীয় টাকা ৮৭০ টাকার সাহায্যে ৬টি খেলার মাঠ তৈরী করা হইয়াছে। বাণেশ্বরের সুবিধা সম্পত্তি কাজেও অনুদান দুই দেওয়া হইয়াছে। গোয়ালন্দ মহকুমার ভারত সরকারের প্রদত্ত সাহায্য ও স্থানীয় টাকার ৬টি বাঁধ ও ৩টি সেতু নির্মাণ করা হইয়াছে। জলপথের ও সেতু কার্যের সুবিধা সহ বাণেশ্বরের তিনটি পরিকল্পনা গোয়ালন্দ মহকুমার গৃহীত হইয়াছে।

পালং নামক স্থানে সংস্কারভাবে কলেক্টর জোগ বিজ্ঞান লাভ করিয়াছিল বলিয়া জন-স্বাস্থ্য বিভাগ ব্যাপকভাবে কলেক্টর-প্রতিবেদক 'ইনাকুনেশনের' ব্যবস্থা করিয়াছিল। উক্ত বিভাগই বামেলিয়া-প্রদীপিত অঞ্চলে কুইমিন বিতরণ করার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের প্রেসিডেন্টগণকে বামেলিয়া-নিবাসী পরিচিতি স্থাপন করিতে অনুপ্রাণিত করা হইয়াছিল এবং বিতরণের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কুইমিন সরবরাহ করা হইয়াছিল। গোয়ালন্দ মহকুমার বামেলিয়া-প্রদীপিত অঞ্চলেও কুইমিন বিতরণ করা হইয়াছিল। গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত ওকডিল নামক স্থানে বেঙ্গলপ্রদেশের শ্রমে জম্মা বিকাশের একটি বাস বন্ধনের কল পল্লী অঞ্চলের বিবেক উপকার সাধিত হইয়াছে। বাণেশ্বর মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে কিছু

টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কলিকাতা জেলা বোর্ড কর্তৃক বিভিন্নরূপে সাহায্য প্রদানে ২,০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছে। বাণেশ্বর মহকুমার দুইটি নতুন মৈত্রিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং গোয়ালন্দ মহকুমার অনুদান ৮টি বিদ্যালয় ইচ্ছামত ব্যয় করিবার তহবিল হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছে। জেলা ব্যাংকিংট্রের সাহায্য হইতে সদর মহকুমার একটি পল্লী বিনমাগার ও একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে।

বাণেশ্বর জেলায় ৯ মাইল পরিমিত জমি, ১৩ মাইল পরিমিত খাল অঞ্চল, ৩ মাইল পরিমিত পলিপার্শ্ব জমি হইতে অঞ্চল সাক্ষর করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৪৬ মাইল দীর্ঘ বাঁধ ও ৮ মাইল দীর্ঘ কূটপাথ বেরানত এবং ২০ মাইল দীর্ঘ বাঁধ ও ১২ মাইল দীর্ঘ কূটপাথ নির্মাণ করা হইয়াছে। ৬৭ মাইল দীর্ঘ খালের পুনর্নির্মাণ করা হইয়াছে। ৮৭টি পুকুরি ও ৮ মাইল দীর্ঘ খাল হইতে কচুরীপালা পরিকার করা হইয়াছে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৪টি মৈত্রিবিদ্যালয় এবং একটি গ্রামাঞ্চল সঙ্গতি স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জেলায় ৪টি খেলার মাঠ তৈরী করা হইয়াছে। নিরোক্তপূর্ব মহকুমায় ৩০,০০০ টাকার বিকাশী সহ পঁচাত্তরটি অবিক মৈত্রিবিদ্যালয় বিশেষ প্রণালীর সহিত কাজ করিতেছে।

ময়মনসিংহ

জেলা ময়মনসিংহের অধীন বেলালদ বাবার অধীন 'আজা ইউনিয়নে' বাবাডোকা-বেলালদ পল্লীমন্ডল সমিতি গঠিত হয়। ইসলামপুর সার্কেলের সার্কেল অফিসার মৌ: এ. এক. এম. উজ্জ্বল কর্তৃক সাধন এই সমিতির পূরণোদক। আজা ইউনিয়ন বোর্ডের ডাইন-প্রেসিডেন্ট ও এম-লান্সী বোর্ডের চেয়ারম্যান বাবু পাখা চরণ মৈত্রি মহাপ্রসাদ প্রেসিডেন্ট, ডা: নরেন্দ্র চন্দ্র গোস্বামী সেক্রেটারী এবং স্থানীয় পণ্য মালা ব্যক্তি ও যুবকসমূহ সমিতির সদস্য সংখ্যা মোট ১১৫ জন।

সমিতি বিশেষ উৎসাহ ও উদীপনার সহিত অল্প সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত জনহিতকর কাজগুলি সম্পাদন করিয়াছে:—

(১) বাবাডোকার মহাশয় দুই মাইল দূরত্বের একটি কাঁচ নির্মিত সেতু বেরানত করা ও একটি বংশ নির্মিত সেতু বেরানত করা এবং বাবার পার্শ্বের অঞ্চল কর্তন ও পর্ক ভরাট।

(২) ওকামানিকা ঠাকুর নামক উক্ত পার্শ্বের পৌরস্বয় নদীতে আজা ইউনিয়ন পল্লীমন্ডল সমিতির সহযোগিতায় ২০০ হাত দূর একটা বংশ সেতু নির্মাণ।

(৩) গোবিন্দপুর বাবারের পশ্চিম হইতে বেলালদ বাবার পূর্ব পার্শ্ব পর্যন্ত লোকাল বোর্ডের তিন মাইল দূরত্বের একটি বংশ সেতু বেরানত ও দুইটি নতুন বংশ সেতু নির্মাণ এবং বাবার পার্শ্বের অঞ্চল কর্তন ও পর্ক ভরাট।

(৪) বাবাডোকা ঠাকুর পাড়ার মহাশয় তিন পোতা মাইল দূরত্বের পার্শ্বের অঞ্চল কর্তন ও পর্ক ভরাট এবং কতকটা বাঁধ কেনবল হওয়ার উদ্যোগ পুনঃসংস্থাপন।

(৫) আলহিরপাড মহাশয় সেতু মাইল দূরত্বের পার্শ্বের অঞ্চল কর্তন ও পর্ক ভরাট।

(৬) শির্কা মহাশয় অর্ধ মাইল দূরত্বের পার্শ্বের অঞ্চল কাটা ও পর্ক ভরাট।

(৭) বাবাডোকা মহাশয় কামেকানদের কচুরী পালা অপসারণ।

(৮) সমিতি পরিচালনার নিমিত্ত জম্মাভাণ্ডারের নিজস্ব হইতে দুই টিকা আদায়।

(৯) বেলালদ মৌজার বাঁধটপাড়ার কলিকাতা বাঁধের উত্তীর্ণ জম্মা আলোবাঁহাস প্রদানের নিমিত্ত কৃষক পাখা, বীণ অঞ্চল ইত্যাদি কাটা।

(১০) গ্রামের দুই পল্লীভাণ্ডারের অনুকূলে সাহায্য নিমিত্ত জম্মাভাণ্ডারের নিজস্ব হইতে ১০ মণ রস দান সাংগ্ৰহ এবং সমিতি পরিচালনার জন্য দুই টিকা আদায়।

(১১) সমিতি কর্তৃক তিনটি মৈত্রি-বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে।

(১২) সমিতির খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে।

(১৩) সমিতি জম্মাভাণ্ডারের চিত্রাধে এ পর্যন্ত দুইশতক ৩৪৮ টিন পত্র আটচলি টাকার কাজ করিয়াছে। স্থানীয় জম্মাভাণ্ডারের প্রদত্ত টিন, উটমিরম বোর্ডের সাহায্য ও দুই টিকা দ্বারা সমিতি পরিচালিত হইতেছে।

মহাপুর বিমান ভোরাডুম

মহাপুর কল্লক প্রতীক-চিহ্ন প্রেরিত

অতী বিমান মহাপুর মহাপুর ভোরাডুমের বৈমানিকেরা নিজস্ব পাখা অবস্থায় দুইটি বস্ত্র বিমান উপাধিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরে তাহারা আরও বস্ত্র বিমান আয়ত্ত করিয়াছে। তাইসের সংখ্যে প্রকাশ পাইতে ইচ্ছা তিন পূরণ বশিত পণ্ডিতের দায়ক দুই মস্তকমিশ্রি উপাসের প্রতিষ্ঠিত সমিতি নতুন বস্ত্রের 'বাক' গ্রহণ করিলে। ইহা মহাপুরের বর্তমান উক্ত মহাপুরের নিজেস্ব প্রতীক-চিহ্ন। তিনটি মহাপুর ভোরাডুমের বৈমানিকেরা জম্মা এই চিহ্ন সমিতি 'বাক' পাঠাইয়াছেন। এই সম্পর্কে মহাপুরা যে সাপী পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "পত্ন মহাপুরে বিজ্ঞ-পদ্ধতিগত জম্মাভাণ্ডারের পল্লী আদায় জম্মা হইয়াছিল বলিয়া 'কল' পল্লী আদায় নামের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। আদায় প্রতীক-চিহ্ন পণ্ডিতের। ইহা অপেক্ষা বৃহৎ পল্লী কোথাও নাই। গোয়ালন্দ ইহা হাতে বীণ ও ইচ্ছা আদায় অনুপ্রাণিত।"

বেলুন ব্যারাজের জম্মা মারী নিয়োগ

উৎকলীকর মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার

রাজকীর বিমানসিচনীতে বেলুন ব্যারাজ (বিমান আক্রমণ নামক নামের জম্মা ব্যারাজ বেলুন) পরিচালনার জন্য যে সমিতি নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে অধিক প্রয়োজনীয় কার্যে অনগ্রহ নিয়োজিত করা হইবে।

উদ্যোগ স্বল্প পূর্ণ করিবার জন্য মারী কর্মীদের নিযুক্ত করা হইবে। বেলুন বাঁচনীতে পূর্ণ হইতেই উদ্যোগসমূহ অকস্মিকভাবে এতদ্রূপে কর্তব্যের মারী নিযুক্ত আছেন। ইচ্ছা যেহেতু, মহাপুর কার্য এবং বেলুনের পদ্ধতিগত টানটানির কাজে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে এই সম কাজ ভাড়া বেরানত বেলুনগুলির চালনার ও সাংগ্ৰহের ত্বরিত প্রদর্শন করিতে হইবে। পরে লাল উৎকলীরা এই কার্যে যোগ দিতে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ভেতর]

লালমোহনের সাক্ষাৎ

মহা রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, সেনিগ্রাডের ১২৫ মাইল দক্ষিণে টলমেন হলের নিকটবর্তী টারানোপাতে প্রথম পাণ্টা আক্রমণ চালিয়া সামরিক গুরুত্বপূর্ণ টারানো গ্রাম ও একটি পাচাত্ত পূর্ণবল করা হইয়াছে। একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, নীপাবর্তীর প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। জার্মানরা নীপাবর্তীর দক্ষিণাঙ্গের আক্রমণ করার জন্য বহুবার চেষ্টা করে, কিন্তু রুশসামরিক আক্রমণে তারা প্রতিহত হয় ও প্রতিপক্ষের সমুদ্র কতি হয়।

মস্কোতে ত্রিশত্বে সন্মেলন

মস্কোতে ত্রিশত্বে (প্রিটন, মস্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট) সন্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। ২৯শে সেপ্টেম্বর এই সন্মেলন আরম্ভ হয় এবং ১লা অক্টোবর উহা শেষ হয়। তিনটি প্রধান নক্ষিত এই সন্মেলনে সোভিয়েট সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষ যে সব মাল চালিয়া-ছেন, তাহার সমস্ত তীতাদিগকে দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ম: মলোচৌভের সভাপতিত্বে মস্কোতে অধিরাম তিন দিন সন্মেলনের অধিবেশন হয়। নর্ড বীভাসগ্রন্থক, মি: সীমান ও ম: মলোচৌভের নেতৃত্বে তিন নক্ষিত প্রতিদ্বন্দ্বি মল পারম্পরিক বিশ্বাস ও সমিচ্ছার আনন্দাওয়ার মধ্যে কথাবার্তা চালান।

ম: ট্যালিন সন্মেলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সন্মেলন সফলভাবে তাহার কার্য সমাধা করে ও তাহার লক্ষ্য অনুসারী প্রস্তাব গ্রহণ করে। "সমস্ত স্বাধীনতাপ্রিয় আন্তরিক মারাত্মক নক্ষিত বিকল্পে জয়লাভের সাধারণ প্রচেষ্টার তিন প্রধান নক্ষিত পূর্ণ হইতক। ও খনিষ্ট সহযোগিতা সন্মেলনে প্রকাশ পায়।"

সন্মেলনের উপসংহারে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব ম: মলোচৌভ বলেন,—

"হিটলারকে ইতিপূর্বে কখনও বিভিন্ন গণ্ডণ'মেন্টের একজন নক্ষিতালী কোয়ালিশনের সমুখীন হইতে হয় নাই। একজন নক্ষিত পাণ্টা আঘাত বাইবার অভিজ্ঞতা তাহার হয় নাই। আবার কোন মতেই নাই যে, হিটলারবিরোধী ক্রমট ত্রুত উত্তরোত্তর নক্ষিতালী হইবে এবং এমন কোন নক্ষিত নাই যে, উহাকে পরাভূত করিতে পারে। আমরা প্রচণ্ডতম আঘাত সহ্য করিতেছি; কিন্তু এ কথা ক্রমশ: সমগ্র জগতের আতিসমূহ উপলব্ধি করিতেছে। আমাদের সঙ্কল্প ভাঙে নাই, আরও দৃঢ় হইয়াছে। আমাদের সৈন্যবাহিনী বিরাট নক্ষিতপে অটুট আছে এবং উহা অবিচল থাকিমা সংগ্রামে জয়লাভ করিবে।"

রুশীয় বাহিনীর পাণ্টা আক্রমণ

লণ্ডনে প্রাথমিকভাবে ৩রা অক্টোবর বলা হইয়াছে যে, বারকডের দিকে জার্মান অভিযানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে পাণ্টা আক্রমণ চালানো হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অনুসঙ্গভাবে পেরেকপ যোজকেও জার্মানদের বিরুদ্ধে পাণ্টা আক্রমণ পরিচালিত হইতেছে এবং ক্রিমিয়ার মূল উপরীপে তাহারা পেঁজিতে সমর্থ হয় নাই।

মস্কো হইতে রুশসামরিক বিশেষ সংবাদদাতা জারবোশে জানাইতেছেন যে, পূর্বে রণাঙ্গনের মধ্যে ইউক্রেন সম্পর্কে এখন সর্বাপেক্ষা বেশী উৎসে দেখা গিয়াছে। এই অঞ্চলে জার্মানরা বারকডের নিম্ন-এলাকার উপর আঘাত চালিয়া ক্রিমিয়ার সমস্ত-নক্ষিত ব্যাঘত করার চেষ্টা করিতেছে; ওদিকে একই সঙ্গে ক্রিমিয়া আক্রমণেরও চেষ্টা চলিতেছে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবস্থা

ক্রিমিয়ার প্রতিরোধ-বাহিনী পেরেকপ যোজকের উপরই বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। জার্মানরা দাবী করিতেছে

যে, তাহারা উভয় অর্ধেক পথ অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু ক্রিমিয়ার উহা দাবীকার করিতেছে না।

জার্মানরা ক্রিমিয়া অভিযানে ব্যাপকভাবে হাইড্রোবোম্বার্ডিং ব্যবহার করিবে বলিয়াই মনে হয়। পেরেকপ যোজক রক্ষার জন্য ক্রিমিয়ার তাহাদের নক্ষিতালী কুলসাগরবর্তিত নৌবহরের উপর নির্ভর করিতে সমর্থ।

দক্ষিণ ইউক্রেনের পোল্টাভার চতুর্দিকে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। ক্রিমিয়ার দুইদিন পূর্বে ঐ স্থান পরিত্যাগ করে। পথ অপর্যাপ্ত সরল হওয়া সত্ত্বেও জার্মানরা বারকডের দিকে ত্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বারকড নক্ষিত ট্যাঙ্ক এবং নিম্নপাণ্টা ত্রুত উৎপাদনের এক মস্তবড় কেন্দ্র; উহা ৮৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

সেনিগ্রাড সমীপে জার্মানবাহিনী

সেনিগ্রাড হইতে জার্মানদের দূরত্ব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা নক্ষিতের কাছে আগাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ক্রিমিয়ার বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ক্রিমিয়ার উপসাগরের দিকে ক্রিমিয়ার নৌবহর জার্মানদের কাছে বৈগিতে দেয় নাই এবং ক্রমশ: তাহাদের নক্ষিতের বহুদূরে তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। জার্মানরা দাবী করিতেছে যে, তাহারা মুরপারার কাবনের সাহায্যে ওয়ানিয়েনবাউয়ের উপর পেলবর্গ করিতেছে। ওপনি-য়েনবাউর ক্রমশ: তাহাদের বিপরীত দিকে অবস্থিত। উহা সেনিগ্রাডের ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি দ্বীপ এবং দুর্গ বিশেষ।

হিটলারের বক্তৃতা

হিটলার ৩রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৩—৩২ মিনিটের সময়ে বাসিন্দা নক্ষিত প্রদান করিয়াছেন। তাহার বক্তৃতা শ্রবণের পূর্বে প্রচার-নক্ষিত ডা: গোয়েবলস্ অপরাহ্ন ত্রিমটার সমস্ত বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

হিটলার বলেন যে, জার্মান আতি যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বিদ্যুত করা এবং কুরেবের ও জার্মান আন্তরিক মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো সম্পূর্ণ-রূপে অসম্ভব।

হিটলার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আপ-জার্মান সম্পর্কের ক্রমশ: উন্নতি ঘটতেছে।

তিনি আবার বলেন, যে মাসে লাইট বোম্বা গিরাছিল যে, সোভিয়েটই জার্মানদের প্রথম আক্রমণ করিবে। কিন্তু আমিই সোভিয়েটকে প্রথম আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। জীবনে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমি আর কখনই গ্রহণ করি নাই।

অভ্যুপরিপূর্ণ ইতিহাসের সর্ব-মুখ্য সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এ-পর্বাৎ পরিকল্পনা অনুসারেই যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। এই নক্ষিত ইতিপূর্বেই জালিয়া পড়িয়াছে।

হিটলার বলেন যে, ২৫ লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে দাবী করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার কাবন ও পক্ষ তাহার ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত করা হইয়াছে।

সেনিগ্রাড অঞ্চলে নুতন যুদ্ধ নির্ধারণ

হেলসিংকি বেতারে বলা হইয়াছে যে, ক্রিমিয়ার সেনিগ্রাড অঞ্চলে নুতন প্রতিরোধ-যুদ্ধ নির্ধারণ করিতেছে। উহাতে ক্রিমিয়ার পাণ্টা আক্রমণের তীব্রতা বলা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, নুতন সৈন্য অবদারী ক্রিমিয়ার পক্ষে সর্ব-সময়েই সমর্থ বলিয়া মনে হইতেছে।

মহাযুদ্ধ পঞ্চম দ্বাদশ ১৯৪১ সালের ইটালি ক্রিমিয়ার রাইকমন্ড (বর্তীক ব্যাটালিয়ন সংগঠিত) কনু আটনে সমস্তি দান করিয়াছেন।

ডাক্তারখানার সরকারী সাহায্য

বক্তাবিষয়ক অঞ্চলের জন্য অর্থ মঞ্জুর

বাহুবল্লভ জেলার অধগত যে সকল ডিপেন্ডারীরা ঔষধ পণ্ড বক্তাবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাদের নুতন ক্রিয়া ঔষধ ক্রমশ: বাঙলা সরকার এককালীন ১,৩৫০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত টাকা নিম্নলিখিতরূপে বণ্টন করা হইয়াছে:—

ডোলা বহুত্ব ডিপেন্ডারী	২০০
মনপুরা ইউনিয়ন বোর্ড ডিপেন্ডারী	১০০
বোলা ইউনিয়ন বোর্ড ডিপেন্ডারী	১৫
সৌভদ্রা ডিপেন্ডারী	১৫
চামড়া ডিপেন্ডারী	১৫
চরানদী ডিপেন্ডারী	১৫
জানমোহন ডিপেন্ডারী	১৫
মুনারী ডিপেন্ডারী	১৫
বাটা ডিপেন্ডারী	১৫
চর কাসাম ডিপেন্ডারী	১৫
শ্রীহরপুর ডিপেন্ডারী	১৫
পাটের হাট ডিপেন্ডারী	১৫
কনকদিয়া ডিপেন্ডারী	১৫
বাউল ডিপেন্ডারী	১৫
বড়নদী ডিপেন্ডারী	১৫
তাজনদী ডিপেন্ডারী	১৫

এতদ্ব্যতীত মূল্য জেলার অধগত টাউন-শ্রীপুরের বাড়িগল ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট দ্বাদশ সম্পর্কিত পরিদপ্তর মাসিক ১৫ টাকা দ্বারে বাহিনী মঞ্জুর করা হইয়াছে।

আগে দ্বাদশ টাল মগল আদার করিতে হইবে, এই পর্বে বাঙলা সরকার বাঁকড়া জেলার অধগত বিজুপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বেতার মাঠ এবং বিজুপুর মহকুমা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের জন্য ২০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ময়মনসিংহে ঋণ-সমস্যার সমাধান

একটি সালিসী বোর্ডের কার্য

বাদল। ঋণ-সালিসী বোর্ড (খাসা ইটনা)

বো: ম: ২৯৮ ১৯৩৯ সন।

মহাজন দরখাস্তকারী—দরখাস্তকারী বনিকা।

বাতক—গিরীত্র চন্দ্র বনিকা।

মহাজন দরখাস্তকারী বনিকা ৫০ টাকা দাবী মূল বাতক গিরীত্র বনিকার বিরুদ্ধে উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করে। বোর্ড মহাজনের প্রাণা আসল ২৫ ও সুদ ২৫, মোট ৫০ ঋণ নির্ধারণ করেন। বাতকের আদিক অবস্থা বিবেচনা করত: মাত্র ৫ টাকা বোর্ড উক্ত মোকদ্দমা আপোষ করিয়া দিতে সমর্থ হয়।

বো: ম: ৩০৬, ১৯৪০ সন।

মহাজন দরখাস্তকারী—দুর্গা কুমার রায়।

বাতক—দুর্গার চন্দ্র রায়।

মহাজন দুর্গা কুমার রায় ৩৯৮ দাবী মূল বাতকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করেন। বোর্ড ১৮ টাকা ঋণ নির্ধারণ করেন এবং ৫৬ টাকা বোর্ড ১৪ কিস্তিতে পরিশোধ করিবার কবাবে পক্ষপদ মধ্যে আপোষ বীভাঙ্গা করিতে সমর্থ হয়।

আদালত দ্বারা ইতিমধ্যে যেহু ক্রম এবং সেপ্টেম্বর আদালতের সমস্ত অধিকার আদালত দ্বারা দেয় তাহা পর্যন্ত ১,১০,৬১০ টাকার উর্ধ্ব নক্ষিত হইয়াছে।

হুগলী জেলায় যুদ্ধ-সাহায্য সংগ্রহ

ডিকেন্স সেভিংস্‌ সপ্তাহের অনুষ্ঠান

হুগলী জেলায় সর্বত্র ও আয়তনব্যাপী মহাকুসার পত্র ১ম আগষ্ট হইতে ৭ই আগষ্ট পর্যন্ত সপ্তাহে "ডিকেন্স সেভিংস্‌" সপ্তাহ পালন করা হইয়াছিল। সর্বত্র মহাকুসার এলাকা হুগলী-চুড়া, বীরশেখরা, কোলকাতা, ক্রিবেশী, পাণ্ডুরা ও বৈষ্ণবী নামক স্থানে এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। শাখাপত্র যথাযথ কার্যক্রম এলাকাভিত্তিক অনুষ্ঠানভাবে সপ্তাহের অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত হয়।

সব সিনেমা-গৃহে সপ্তাহ অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানে প্রচারমূলক সিনেমা স্টাইল দেখানো হইবে এবং স্থানীয় পত্রিকা-সমূহের মাধ্যমেও প্রচারকার্য চালাইয়া হইবে। যে-সরকারী ব্যক্তিবর্গ ছাড়া সর্বত্র প্রায় সকল পালন বিভাগীয় সরকারী কর্মচারীর উপরই এক একটি কেন্দ্রের ভাব অব্যাহত করা হইয়াছিল। সর্বত্রের মহাকুসার স্থানীয় উদ্যোগে এই সব সরকারী কর্মচারী স্থানীয় কমিটি-



কয়েকদিন হইল চুড়া পরিদপ্তর ন কালে মহাকুসার পত্রের মাধ্যমে স্থানীয় সিভিক-পার্টি হল এবং এ-আর-পি বাহিনীও পরিদপ্তর ন করিয়াছেন।

মাধ্যমে "সপ্তাহের" অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, তৎকালে বিদ্যমান সব যে, স্থানীয় কমিটি-সমূহের যত যত অবদান হইবে, ব্যাপকভাবে বহু সংখ্যক প্রচার-সত্তার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, পোষ্টার ও বিজ্ঞাপনী প্রভৃতি ব্যাপকভাবে বিতরণিত হইবে। পাবলিক রিলেশন্স কমিটির প্রচার-কালখানা ৩১শে জুলাই হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ই আগষ্ট পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে যাত্রারত করিবে, নির্ধারিত নির্দেশে সাতিক সাতাশ সাতারো বক্তৃতাশ্রমের ব্যবস্থা হইবে, স্থানীয় সিনেমা-গৃহগুলিতে যুদ্ধ বিষয়ক চিত্রচিত্র প্রদর্শিত হইবে, এই

সর্বত্রের সভাপতিজার স্থানীয় স্থানীয় অফিসের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা পাইয়াছিল।

সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় আগষ্ট মাসে ২,৬০০ টাকার ডিকেন্স পত্র ও ৪৮,০০০ টাকার ডিকেন্স সেভিংস্‌ সীলিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অনেক প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছে। পবিত্রিত সপ্তাহের অনুষ্ঠান ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিল।

আবাসনার মহাকুসারও অনুষ্ঠান ব্যবস্থা অব্যাহত হইয়াছিল। উক্ত মহাকুসার ১,৫০০ টাকার সীলিকিট বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।



হুগলী পত্রের মাধ্যমে চুড়া পরিদপ্তর সিভিক-পার্টি হল ও এ-আর-পি বাহিনীর আর একটি দৃশ্য।

রুশীয় পরিদপ্তর ওরুদ

শীতকালীন যুদ্ধে ভারতীয়ের অবদান

ডেইলী টেলিগ্রাফ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

রুশীয় পরিদপ্তর ওরুদ অবদান করা যায় না। তবে গত তিন মাসে একাধিকবার ওরুদ পরিদপ্তর উল্লেখ হইয়াছে এবং প্রতিবারই রুশীয় সৈন্যেরা সর্বত্র উল্লেখ হইতে সর্বত্র হইয়াছে। অবশ্য কোনও কোনও কেন্দ্রে ভারতীয় বিকৃত অসল অবদান করিতে সর্বত্র হইয়াছে।

ভারতীয়ের প্রবল উদ্দেশ্য কিং তুর্কি লাভ করে, রুশীয় সৈন্য বাহিনীকে পূর্ণ করাই ভারতীয়ের আসল উদ্দেশ্য। ভারতীয় প্রচারবিভাগও একটা বহুবার বলিয়া আসিতেছে। এ পর্যন্ত ভারতীয়ের সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতীয়রা এখন শীতকালীন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া জানা প্রবল পাওয়া গিয়াছে। প্রবল যখন ভারতীয় বলিয়া আক্রমণ করে, তখন তাই নাই যে শীতকাল পর্যন্ত ভারতীয় যুদ্ধ চালিতে হইবে।

রুশীয়দের রেজি-বিন্ট শীতি অবদানের কলে ভারতীয়-অনিকৃত সকল অসলই প্রায় বিকৃত, ভারতীয় উপর সতর্কতার শেষ না হইলেই প্রবল বিকৃত হইতেই সর্বত্র অসল যখন আক্রমণ হইয়া গিয়াছে। এদিকে ভারতীয়ের শীতকালের শীতকালের সেরা দিয়াছে। এ অবস্থায় শীতকালে যুদ্ধ চালনা যে ভারতীয়ের পক্ষে পূর্ণ আশা-দায়ক হইবে না, তাই সর্বত্র অনুমোদন।

চুর্কন সন্তানবাহী মিহত

বুলগেরীয় উপজাতীয় মেডার বিচিত্র জীবনকথা

ডেইলী টেলিগ্রাফের কাউন্সিলিং সম্পাদক জামি-হাভেন :—

কাউন্সিলিং প্রায় সর্বত্র প্রকাশ, ব্যক্তিগতভাবে কুলাত সন্তানবাহী আইডাম মিহতিরিক্ত পক্ষিণ সান্ত্বিত্য সর্বত্র নিচত হইয়াছে। মিহতিরিক্ত নাম করা বস্তু ছিল। গত যে মাস হইতে বুলগেরীয়দের পক্ষে সে পক্ষিণ বুলগেরীয়দের পালনব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছিল।

গত মহাকুসার পর বহু বৎসর পলাত বুলগেরিয়া সরকারের কর্তৃক উপেক্ষা করিয়া সে বুলগেরিয়া ও সান্ত্বিত্য সীমায়ের নিকটবর্তী স্থান। সর্বত্র গোপন পালিতা গাটি হইতে পালিতা অসলের উপর কর্তৃক করিতে থাকে। ১৯৩৪ সালে সে সর্বত্র পলাইয়া যায় এবং পরে পোলাভ উপস্থিত হয়। পোলাভ জর করিবার পর ভারতীয়রা এই বুলগেরীয় আশ্রয় দান করে এবং ইহার সর্বত্র অপব্যয় ব্যয় করা করিতে বুলগেরীয়দের সাহায্য করে।

গো-মহিষাধির বাজার ঘর

এক সপ্তাহের বিবরণ

গত ২০শে সেপ্টেম্বর সে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় মোট ৪০৮টি লুকাইয়া গাটী কমিকাজার আনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৬৯টি পাড়ার হইতে এবং বাক-সাতটি অসামান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। উক্ত সপ্তাহেই ১৮৭টি সতিম পাড়ার হইতে এবং ৫৭৫টি অসামান্য প্রদেশ হইতে আসা হইয়াছে।

বুলগেরীয় গাটী ও হতিমের পর সর্বত্র ৭০২ হইতে ১৪০২ এবং ১১৫২ হইতে ২১০২ পর্যন্ত গঠন করা করিয়াছে।

গাটী ৫ সের হইতে ১০ সের এবং হতিম ৬ সের হইতে ১২ সের পর্যন্ত লুকা প্রদান করিয়াছে।

ডিকেন্স সেভিংস সার্ভিসেস ও ট্যাম্প

বাংলাদেশে বিজয়ের হিসাব

বিগত জুলাই মাসে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত পরিমাণ ডিকেন্স সেভিংস সার্ভিসেস ও ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে:—

জেলা।	সার্ভিসেস।	ট্যাম্প।
১। ঢাকা ..	১,৭৮৫	১৭৮১৭/০
২। বগুড়া ..	২,০৫০	৪৪৭৭/০
৩। বাবুগঞ্জ ..	১,০৬০	২৪৭
৪। ব্রিহ্মা ..	১,২১০	১২৮৭/০
৫। মোহাম্মাদী ..	৪০	১২১১/০
৬। বগুড়া ..	২১০	৪১৭/০
৭। দিনাজপুর ..	৫০	৫৮১১/০
৮। গুপ্ত ..	১,৪৬০	৪১
৯। বর্ধমান ..	২,০৮,৪২০	৪,০৮১
১০। ফরিদপুর ..	২,২৪০	৭২
১১। মেদিনীপুর ..	৯,১২০	১৪৫
১২। বাকুড়া ..	২,১২০	৩৮
১৩। ২৪-পঞ্চগা ..	৭,৪৫০	১,০৫৭১/০
১৪। মহম্মদপুর ..	৬,৭২০	৬৫
১৫। কলিকাতা ..	৩,০২,৪২০	৬,৪৮৫১১/০
১৬। চট্টগ্রাম ..	৪,১২০	৫৮১৭/০
১৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম
১৮। জলপাইগুড়ি ..	২,১০০	৬৪০৭/০
১৯। নাখিলি ..	১০,১৮০	৮৪৮১/০
২০। ঢাকা ..	১০,৮০০	২৯৩১১/০
২১। বীরভূম ..	৮৬০	৫৯১/০
২২। মালদহ ..	২০	৮৮৭/০
২৩। মুন্সীগঞ্জ ..	৫,৩৪০	১
২৪। হাওড়া ..	১১,২৮০	৫৬১৭/০
২৫। জগন্নাথ ..	৬,৫৭০	২০১১১/০
২৬। পাটনা ..	৩০০	৯৬৭/০
২৭। রাজশাহী ..	১৪০	১৭৩১১/০
২৮। বুলদা ..	১১,২২০	৫১৭/০
মোট ..	৬,১১,৭১০	১৬,৩৭১১/০

ইরানে খাজনার অভাব

ভারত হইতে গম ও চিনি প্রেরণ

ডেহারান হইতে নিম্নলিখিত যে ডাব আলিয়ারে ডাবাভে প্রকাশ, ইরানে যে সকল খাজনার অভাব দেখা দিয়াছে, ব্রিটিশ ও ফরাসি সৈন্যরা ইরানে ডাবা কেনা বন্ধ করিয়াছে। তদুপরি ডাবাই নহে, ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার সেই সকল ডাবা ইরানে চালানও পাঠাইতেছেন। গম ও চিনি ইরান দ্বারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরাসি আর্মি সোর্ভিসেস সৈন্যের জন্য ক্যান্টিনার উপকরণের ইরানী ব্যবসায়ীদের দ্বারা ও চিনি লইয়া বাইতেছে। ইরানী জনসাধারণের দিকট বিক্রয় ও বাণিজ্য এই সকল খাজনা ডাবা ছাড়া বন্ধপত্র প্রেরণ করিতেছে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইরানের তৈলখনি অঞ্চলে ৭০০ টন বরাদ্দ সরবরাহ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে বন্দর শাপুরে পৌঁছই ১,৫৫০ টন গম, ১,৫০০ টন চিনি ও প্রায় ৫০০ টন চা চালান হইবে। এই সকল ডাবা ইরানী কর্তৃপক্ষের দিকট বিক্রয় করা হইবে।

ইরান সরকারও আহুওরাত ও মোহাবেরাহু হইতে বরাদ্দ পাইয়া চিনি ডেহারানে চালান আনিতেছেন। ইরা ছাড়া ব্রিটিশ ও ফরাসি কোম্পানীগুলির মারফতে ইরান সরকার ইটাইতে যে ৪৩ হাজার টন চিনির অর্ডার দিয়াছেন, তাহারও প্রথম কিস্তি পৌঁছই আলিয়ার পৌঁছিতে।

ফরিদপুর সেটেলমেন্টের অফিসার ও কর্মচারীরা আরও ১৫,০০০ টাকা বান করিয়াছে। এই টাকা বান মুদ্রিত সৈন্যদের জন্য ডিউটি খাজনা-পত্রের দ্বারা প্রাপ্ত করা হইবে। ইরা উল্লেখ করা হইতে পারে যে, ফরিদপুর সেটেলমেন্ট মুদ্রকের জন্য প'চটি সম্পূর্ণ একুয়েল ইউনিটের জন্য টাকা প্রদান করিয়াছে।

ফরিদপুর ইরানী মুদ্রা-বণীক সম্প্রতি ইরানী হইতে যে সকল চিনি পত্র পাইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ইরানী হইতে যে সকল পত্র ইরানী টাকায় বান পাইয়াছে ইরা প্রেরিত হইয়াছে, তাহার সবগুলি পুনরায় আর্মি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া আলিয়ারে প্রত্যেকটি খাজনার উপরই আর্মী উপদেষ্টার পাখার স্থাপন।



যার জন্য এরই সঙ্গে বাড়তে থাকবে!

শিশুর জন্ম—উপহার দেওয়ারও কি চিন্তার উপলক্ষ্য। কানে সন্তা হলেও এই উপহারের দ্বারা দিন দিন বেড়ে যাবে। পোষাক পরিচ্ছদ অল্পবিসের মধ্যেই সই হয়ে যায়, বহুবার দানও হরতো করে যাবে—এর পরিবর্তে ডিকেন্স সেভিংস সার্ভিসেসেই কেনাই ভাল—অল্প কোন উপহারই এর মত কানে লাগবে না। কলিকাতা দীর্ঘের উপহারও বেচে সহজেই দূরত্রে পাঠাবেন:



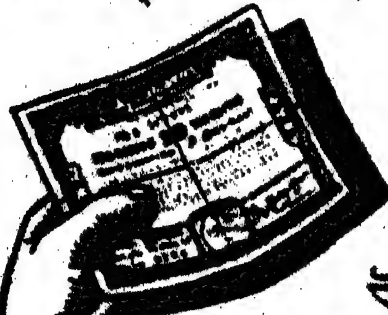
১। পোষ্ট অফিস থেকে আপনি ১০, ৫০, ১০০, ৫০০, এবং ১০০০ টাকা দ্বারা সার্ভিসেসেই কিনতে পারেন।



২। শিশুর বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে তার টাকার পত্রিকা আর ৫০০ চক্রবর্তী দ্বারা সহ অল্প কয়েক। তাছাড়া যে কোনও সময় অফিসে গুন নব্বই এই সার্ভিসেসেই ডাবাতে পারেন।



৩। আরও সুবিধা, এর উপর আরও নেই। জেবে দেখুন এই শিশুর দ্বারা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আদ্য, জুতো, বই সবই এই টাকার কিনতে পারবেন। আপনিও তখন যেমন যেমন যে ডিকেন্স সেভিংস সার্ভিসেসেই সব উপহারেরই স্রেষ্ঠ কারণ শিশুর বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে এর দ্বারাও কত বেড়ে গেছে।



ডিকেন্স সেভিংস সার্ভিসেসেই উপহার দিন।

ডিকেন্স সেভিংস ট্যাম্প দিয়ে আপনি এই সার্ভিসেসেই কিনতে পারেন। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য যে কোনও পোষ্ট অফিসে যোগ করুন।

Adm. No. ৫৫

ময়মনসিংহের পল্লীতে যুব-কল্যাণ প্রচেষ্টা

ভাড়াওয়ালিতে সম্মেলনের অনুষ্ঠান

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে ময়মনসিংহ জেলার ভাড়াওয়ালী হাই স্কুল প্রাঙ্গণে কুলিয়ারচর ইন্স. ওয়েল-ফেয়ার ক্লাবের (জিলা যুব কল্যাণ সভার অন্তর্গত) দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিশেষগণের স্বেচ্ছা বহুতর ব্যক্তিগত, বিঃ এস. সেন, আই. সি. এস. উক্ত সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট উদ্যোগকর গণ ও ক্লাবের সভ্যগণের প্রায় ৬০০ নত লোক সভায় যোগদান করেন। সভার নির্বাহিত সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ ও ভাড়াওয়ালী গ্রামের গ্রামবাসী সমস্ত পাঠ-অধ্যয়ন প্রদান করে এবং ভাড়াওয়ালী হাই স্কুলের ভাড়াওয়ালী জায়গা অধ্যয়ন লাভায়। ক্লাবের সভাপতি পারীষদিক ব্যায়াম ইত্যাদি প্রদান করা পর সভার কার্য আদিত হয়। ক্লাবের কার্য, উন্নতি ও সকলতা করিয়া কবিরা ক্লাবের প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক ও বিশেষগণের ভূতপূর্ব এস. ডি. ও. বিঃ এস. এম. বকর, আই. সি. এস. জিলা পরীক্ষার্থী সংগঠনকারী, বিঃ বি. এম. হাট, বি. এস. সি. ময়মনসিংহ সদর লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান খানসাহেব মওলবী মোহাম্মদ ওয়েল আলী, বি. এস. ক্লাবের প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক সাব ডেপুটি কালেক্টর, মওলবী আবুল কায়েম, বি. এ. আশীর্বাদ বাণী প্রেরণ করেন।

ক্লাবের বিদ্যারী সেক্রেটারী বিঃ এ. ইউ. এম. ওয়েল. ১৯৪০-৪১ সনের কার্যের রিপোর্ট পাঠ করিলে পর ইহা গৃহীত হয়। আলোচ্য বর্ষে ক্লাবের উন্নয়নযোগ্য উন্নতি পুর্নিকৃত চর বলিয়া রিপোর্টে প্রকাশ।

ক্লাবের দ্বারী সভাপতি মওলবী এ. এফ. এম. মুক্কা, বি. এ. বাবু শশী ভূষণ বসিক ও মওলবী সৈয়দ মজমুদ হুসা, বি. এ. বি. সি. ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা, যুব-কল্যাণ ব্যাপারে উচ্চ কার্যকলাপ সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের পর সভাপতি বিঃ সেন, বিপুল চর্চাশ্রমের মধ্যে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি এবং বিধ ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষকদের উচ্চ বহুমুখী কার্য কলাপের কথা উল্লেখ করিয়া এবং ব্যাপারে আরও সক্রিয় সহায়তা প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। ইহার পর ১৯৪১-৪২ সনের কার্যকরী কমিটি ও উচ্চ কর্তব্য নির্বাচিত হয়।

সভার ছয় লক্ষ করনের অর্জার

হস্তান্তরিত ভাড়াওয়ালী কল্যাণের জাহান

আগামী বার্ষিক সনের মধ্যে মাল কোম্পানিতে হইবে, এট সর্বোচ্চ ভাড়াওয়ালী সেক্রেটারী টোম, ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় ব্যক্তি ৬,২৬,৫০০ টাকায় কোম্পানি করনের অর্জার দিরাতে। ইতিপূর্বে যে সকল অর্জার সেওয়া হইয়াছিল, তাহার তুলনায় সর্বোচ্চ হইলেই এই মুক্ত মাল সেওয়া আরম্ভ করিতে হইবে। পশ্চিমে আরও করনের অর্জার মাল সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় ব্যক্তির সহিত কথাবার্তা চলিতেছে।

আর্থিক সহায়তা বিভাগ এবং আর্থিক ইন্টার গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিলের ভাড়া এই সকল করন কেনা হইতেছে। ইন্টার গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিল ও লক্ষ করনের অর্জার দিরাতে।

ইতিপূর্বে কেবল প্রদান করা হইয়াছিল, ভাড়াওয়ালী আগামী ২৬/১০/৪১ অক্টোবর তারিখের মধ্যে দিরাৎ বক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের ওয় অধিবেশন হওয়া বিধিকৃত হইয়াছে। এম জাহানুর রহমান, আরব, সার্ব, এবং, এড, (বাংলায় শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ) সহকারী ডিরেক্টর, যোজনা সভাপতির করিতে বীকৃত হইয়াছেন।

করকটি ঋণ-সালিসী বোর্ড

নতুন কর্মকাণ্ড প্রাণ

যাহার পতন বাস্তব সিদ্ধান্ত ঋণ-সালিসী বোর্ডসমূহকে নতুন চাবী-বাঁক আইনের ১৯(১) ধারা (প) উপধারা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনের অধিকার প্রদান করিয়াছেন:—

ত্রিপুরা জেলার সদর (দক্ষিণ) মহকুমার বাগাঝা, হাইকোয়ার, জুলাইন, খোপখাস, লাকসান, মুলশীরাই, বেলবর, মোলপাখা, লাকসকোট, জৌকগ্রাম, পোখিমপুর, জারকোট, পশ্চিমপাড়া, বাইশপাড়া, কনকটিল, লক্ষনপুর, উত্তর হাওলা, জজা, মাঝেপেটুয়া, দেওয়া, কালীর বাজার, গালিয়ারা, বড়পাড়া, শিলমুড়ি, চিওড়া, আমরাভলি, উজীরপুর এবং জগদীশপুর।

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার অধীনস্থ বুল-মিলা, মনগ্রাম, কলমপুর, বাসীম, চণ্ডীপুর, লাকস এবং বেলাপুর।

বর্তমান জেলার সদর মহকুমার গুলী, কোচি, পাকারী, সাতপাড়িয়া, মুওড়া, পাখার এবং বাবার।

বর্তমান জেলার কালু মহকুমার মাজেপুয়া, আট-বরিয়া, বাবলা, পাটলী ও কুমুগ্রাম।

বর্তমান জেলার কালু মহকুমার কালু।

বর্তমান জেলার আসামসোল মহকুমার অধীনস্থ সালান-পুর, হিজলগোড়া, কাকোকা, এগায়া, গোয়ালা এবং গোপালপুর।

চাকা জেলার মুলশীপাড়া মহকুমার বেতকা, আটপাড়া এবং তেওড়িয়া।

সম্প্রতি দিল্লীতে সংগঠিত ডিরেক্স এডভাইজরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন জেলার পঞ্চাঙ্গের উন্নতি সাধন

কার্যকরী শিক্ষাব্যয় কেন্দ্র স্থাপন

ত্রিপুরা সরকার প্রদত্ত সাহায্যে বাংলাদেশের ২২টি জেলার পঞ্চাঙ্গের উন্নয়ন পরিচালনার বিভিন্ন সাধন করা হইয়াছে এবং উক্ত জেলাসমূহে গো-বহিষাধির বিরুদ্ধে উন্নতি পরিচালিত হইয়াছে।

প্রাথমিক তহবিল হইতে জলপাইগুড়ি, ঝাঁকুড়া, নবীরা, চাকা, কুখিয়া, ময়মনসিংহ, মুলশাখা, হাওড়া, পাখা, মিলাজপুর, বড়কা, কলিমপুর, বেদিমীপুর, বাবুগঞ্জ, জগদী, মালভা, হাকপাড়া, বুলশা এবং ২৪-পঞ্চাঙ্গের ১০০ নত ঋণ সহায়তা করা হইয়াছে এবং বাসমতী ইত্যাদির জন্য ২৭টি সহায়তা করা হইয়াছে।

৮০,২৫০ টাকা ব্যয়ে কুখিয়া, হাকপাড়া, মালভা, বড়কা এবং বেদিমীপুরে হাটে-কলমে পঞ্চাঙ্গের শিক্ষা দিবার মিনিস্ট্রি চারিটি পঞ্চ-পালম কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই পঞ্চ-পালম যে "কুটির শিল্প" হিসাবে পরিচালিত হইতে পারে তাহা বিশেষ সাক্ষ্যভিত্তিতে পরীক্ষিত হইতেছে।

এ. আর. পি. সহস্রাঙ্গ

মিলিটারী সার্ভিসে বাইতে চুক্তিবদ্ধ নহেন

এই বর্ষে প্রথম শোনা হইতেছে যে, বিভিন্ন বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক কার্যের সহিত সার্ভিসে যুক্তি-বাক্যে মিলিটারী সার্ভিসে জালা হইবে। নতুন সেন্ট এই সকল বিষয়টির তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানাইতেছেন। যে বর্ষে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক কার্যে সমস্তাঙ্গকে প্রদণ করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা প্রকৃত মিলিটারী সার্ভিসে বাইতে থাকা নহেন।

ইলেক্টিসিটি
জীবনযাত্রা সহজ করে

অনেকেই এই কথাটি বুঝতে পারেন না যে, একটি সাধারণ চুল্লি বাতির সঙ্গে একটি ১০০-ওয়াট বাল্বের পার্থক্য তাঁদের ঘর ও বাস্তব জীবনযাত্রা পরিবর্তন করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেকেই আর ওয়াটের বাতি ব্যবহার করি বটে কিন্তু আসলে বেশী ওয়াটের বাল্বের ব্যয় মোটেই নাড়ে না—যা এত সাধারণ ব্যাপার যে সেটিকে লক্ষ্য না করলেও চলে; এদিকে তবু বেশী আলো হয় বলে এতে আমাদের চোখের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। দেয়াপড়া, দেয়াই-কোঁড়াই, বা জ্বলি ঝাঁক ইত্যাদি যে সব কাজ একাধিকার সহকারে সে সব কাজে চোখ ও স্বাস্থ্য ভাল রাখতে জোরালো আলো চাই-ই চাই।

যত রকমে সম্ভব বাড়ীতে ইলেক্টি ট্রেক ব্যবহার করুন

কলিকাতা ইলেক্টি ট্রেক সার্ভিস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া

জাৰ্ঘাণীৰ মাহিত তিনিৰ চুক্তি

জনসাধারণের রাজ্য হওয়ার প্রকৃত কারণ


বি: আনটাইন সেনার ক্রান্তির পতনের পূর্বে করানী
আটীর যেতিয়া প্রতিষ্ঠান (জ্যেষ্ঠ ন্যায়ালয় যেতিয়া
সিন্ধু) এর আনটাইন সেনার ক্রান্তির প্রধান ছিলেন।
সমুদ্রি জেইনী এন্ড প্রেস পত্রিকার তাহার এক প্রকৃত প্রকা-
শিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার আনটাইন ক্রান্তি করা হইল :

আট দিন পূর্বে "ববক" জাহাজ তিনি ছাড়িয়া গানি,
তখন জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি চুক্তির প্রস্তাবই
প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। শান্তি চুক্তি হইতে তিনি
সরকার কি আশা করিতেছেন, অত্যন্ত কিশোর মূর্তে সে
সময়ে যাহা ভাবিতে পারিয়াছি তাহা এই। তিনি
সরকারের কিশাস, জার্মানীকে আলসাস লোরেন এবং
জার্মানীর দ্রুতপূর্ণ উপনিবেশগুলি, ইতালীকে ট্রিভিস
এবং শেনকে বরোজোর একটা অংশ ছাড়িয়া, বিনেই
ফ্রান্সকে আর কোনও মূল্য যাহা হাজাড়া করিতে
হইবে না বা অন্য কোনও দাবী বিটাইতে হইবে না।
তিনি সরকার আশা করেন, যুদ্ধের কতিপয়বর্ষের পর
হইতেও এই উপায়ে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।
জার্মানীর সব বিধানের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা নানিয়া
নষ্টে তাহাদের আশ্রয় নাই। ব্রিটেনের সহিত
জার্মানীর যুদ্ধ চলাকালীন তাহারা জার্মানীকে উত্তর
আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূলের অধিকার ছাড়িয়া দিতে
স্বীকৃত আছে। তিনি সরকারের কিশাস, তাহাদের সৈন্য-
বাহিনী ও উত্তর আফ্রিকার সৈন্য বাহিনী অটুট থাকিবে।

মিষ্ট মিষ্ট আত্মীয়স্বজনদের বন্দীশালা হইতে মুক্ত
করিবার জন্য ক্রান্তির অধিকৃত এবং অস্বিকৃত উভয়
অঙ্গদের লোকেরাই তিনি গভর্ণমেন্টের জাঙ্গাধীর
যে কোনও প্রস্তাবে রাজী হওয়া অনুমোদন করিবে।
ইহাদের বাবশা এই যে, ব্রিটেন যখন জাঙ্গাধীকে
পরাজিত করিবে, তখন এ সকল চুক্তির কোনও বুলী
বাঁকিবে না। অতএব জাঙ্গাধীর সহিত কোনও
প্রকার চুক্তি করা যাইতে পারে।

কলিকাতা ক্যাথলিক হাসপাতালে রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে ১৫৫ জন নার্স নিয়োগ করার জন্য বাঙলা গভর্ণমেন্টে ১,২৭,৪০০ টাকা হস্তুর করিরাডেন। ক্যাথলিক মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে নব-নির্মিত কোয়ার্টারে এই সবুদের নার্সের থাকার ব্যবস্থা করা হইবে।

Phone B. B. 1920.



শীতের আরম্ভ
 হেলেনিক্স ও বটক-বকসাবের
 কাছাকাছি রাখিতে
 আমাদের ব্যাক্সিস্ট
 প্রাকটিক মেট, ৩৫০ ও ৫৫০ টাকা।
 বীনা মেট, ১০৫০। হিটোরিক
 মেট, ১২৫০ টাকা।
 প্রক্স মেট, ১০৫ টাকা।
 নার্টিক কক—১, ৪৫০, ৫, ১০০
 প্রতি ককন।
 টেমিস ফারকট—১, ৭৫০, ১০, ৫
 ককন।
 টেমিস ফান—১, ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০
 প্রতি ককন।
 টেমিস বন—প্রাক্স ১, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০
 প্রতি ককন।
 ক. টেমিস—প্রাক্স ১, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০
 প্রতি ককন।
 টেমিস টেমিস—১, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০
 প্রতি ককন।
 টেমিস টেমিস—১, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০
 প্রতি ককন।

ନିଉଡ଼ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ

হেলেনিষ্টিক ও বুদ্ধ-বিশ্বাসের
আম্র্য অঙ্কন প্রতিষ্ঠা

बाम्बाटपत्र बाबुशिवन्तर

জ্যাকব সেট, ৩৫০ ও ৭৫০ টাকা।
 বীনা সেট, ১০৫০। জিটোরিও
 সেট, ১৭৫০ টাকা।
 ব্রডন সেট, ১০৭ টাকা।
 সার্টেন কক—৩, ৪১০, ৩, ৪ টাকা
 পুডি ব্রডন।
 টোমাস কার্কেট—৪, ৭১০, ১০, ও
 ৩৭৫।
 টেমস ড্যান—৪, ১০, ২০, টাকা।
 টমিল বদ—পুডাক্স ৩, মুহম
 ১৪, পুডি ব্রডন।
 ক টক—বাক্স ১ ক ১১০, ২ ক
 ১৫০, ৩ ক ২৫০, ৪ ক ৪১০,
 লিড টাইমার—১ ক ৩, ৪ ক
 ৪, ৫ ক ১১, ইলেকট্রিক—১,
 ২৫০ ও ২৫০ টাকা।

বাংলা গণপন বোর্ড বাকুড়া জেলার মেথিরা উচ্চ ইংরেজী
স্কুলের সঠিয়ার ও বেনার বাঠের জন্য ১০০ এক
টাকা এই সন্তে হকুর করিবার্থন দে, এই প্রতিষ্ঠানের
সংশোধিক বাংলা জন্য বাকুড়া নগরে জেলা ব্যাংকট্টে
পড়াতে সিদ্ধ হইবে। এবং অপরটি ১,৫০০ টাকা
সংশোধনে প্রকাবে সংগৃহীত হইবে।

বাউলার কথা

শ্রী বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা]

কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর, ১৯৪১

[এক খণ্ড]

বুটেনের প্রতি আমেরিকার ব্যাপক সাহায্য

নাৎসী বর্ষরতার বিরুদ্ধে বিরাট প্রচেষ্টা

১৯৪০ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখ আমেরিকার বুটেনকে আরও সাহায্য প্রদান ব্যবস্থার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিন। এই দিন ড্রেটনার সরকারের হুকুম মোতাবেক করা হইয়াছিল।

ইহা হাজা এই তারিখ পর্যন্ত বুটেনকে যুদ্ধে আমেরিকার সাহায্য প্রদান শুধু সৈনিক সাহায্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যবসায়িক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণকর্তাও জনসম আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত; এই সাত্রে সংশোধন করা হইয়াছিল যে সর্বদা মূল্য দিয়া বিক্রয় বাল নইয়া বাইতে পারিবে। ইহাতে বুটেনকে এইটুকু সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল যে, বুটেনের স্বর্ণ ও তামারের বিক্রির দ্বারা যে পরিমাণ ক্রয় করিত, তাহা ব্রিটিশের আদায়ে বহন করিয়া নইয়া বাইতে হইত।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে এইরূপ সম্পত্তির সর্বস্তর পরিচালনা ছিল অব্যবহিক ৪৫,০০,০০০ ডলার, ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ইহার প্রায় অর্ধেক ব্যয় হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট অংশও এরূপ হারে ব্যয়িত হইতেছিল যে, আর এক বৎসর বাল ক্রয় করিলে ঐ সময় টাকার নিশেষ হইয়া বাইত।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে বুটেনকে আমেরিকার সাহায্য প্রদান ব্যাপারে দ্বিতীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ১৯৪১ সনের মার্চ মাসে লিঙ্ক ও লেও আইন প্রণয়ন। এই আইন দ্বারা আটলান্টিক সমুদ্রের অপর পারে বুটেনকে ব্যবসায়িক সরবরাহের কল কৌশল নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং তৎকালীন কল কৌশলের দ্বারা মৌলিক পরিবর্তন হইয়াছে। ১৯৪১ সনের মার্চ মাস হইতে আরম্ভ যে ক্রয়াদি মূল্য দিতে পারি না তাহা দ্বারা বাইতেছি এবং ক্রয়াদি জন্য কোন আর্থিক সহায় প্রয়োজন হয় না।

এই লিঙ্ক ও লেও আইন অনুসারে প্রথম ৭০,০০০ লক্ষ ক্রয়াদি ব্যয়িত করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমান করা হইতে পারে যে, বিশুব সাহায্যেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিতরূপে এই অর্থ ব্যয় করা হইতেছে—
কয়ল ৬ লক্ষ ৭০ হাজারের জন্য ১৩,৪০০ লক্ষ, বিদ্যুতের জন্য ২০,৪৪০ লক্ষ, ট্যাক্স ও সার্বস্বত্বের জন্য ১,৬২০ লক্ষ, জাহাজের জন্য ৬,২৪০ লক্ষ, বিবিধ বস্তাবস্তুর জন্য ২,৬০০ লক্ষ, সেনাবাহিনীর আবশ্যিকীয় প্রয়োজনীয়তার জন্য ৭,৬২০ লক্ষ, কৃষি, শিল্প ও অপরাধের জন্য ১৩,৪০০ লক্ষ, সেনাবাহিনীর আবশ্যিকীয়তার জন্য ২,০০০ লক্ষ, এই পরিচরনার উত্তরে করা হয় নাই এরূপ কার্যাদি সমাপনের জন্য ৪০০ লক্ষ, পরিচালন ব্যয় ১০০ লক্ষ—মোট ৭০,০০০ লক্ষ।

বিমান বিশেষ বড় বাক—আমেরিকার বিমান-শিল্প বিশুবলভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে। ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে ৪০০ বিমান প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৪১ সনের জুলাই মাসে ১,৪৬০ বাক সাপ্লিক বিমান কারখানা হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে। ১৯৪২ সনে নির্মিত বিমানের সংখ্যা হইবে ৩০,০০০ গ্রিন হাউস।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর প্রথম ১২ মাসে আমেরিকা হইতে ব্রিটিশ বাকো ৭৬৪টি বিমান রপ্তানী করা হইয়াছিল। ১৯৪১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে চৌদ্দ দিনে উপরোক্ত সংখ্যক বিমান প্রস্তুত হয়। আমেরিকার কারখানাগুলি যুদ্ধ পাল্লায় বড় বেইতার বিমান প্রস্তুত করিয়া সত্তরত: বুটেনকে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতেছে।

বিগত যে মাসে একটা প্রচার করা হইয়াছিল যে, বড় বোম্বার বিমান আটলান্টিকের উপর দিয়া উড়িয়া বাইতেছে এবং সেই সময় হইতে এইরূপ বড় বড় বোম্বার ইংলেণ্ডে প্রেরণ করা হইয়াছে। যথাযথ বিমান পৌঁছাইবার সুবিধার্থ ১৮ই আগস্ট তারিখ হইতে আফ্রিকার পথে জাহাজ দ্বারা প্রেরণ করা হয়।

উক্তরোক্ত বহুস্তর সংখ্যক বিমান পরিচালনার জন্য জাহাজের বিমান বহরের বিমানচালকগণকে আমেরিকার শিকো বেগরার পরিকল্পনা মাত্র জুন মাসে প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং একই সময়ে ৭,০০০ হইতে ৮,০০০ লোককে শিকো বেগরা হইবে।

বিগত যুদ্ধে আমেরিকার জাহাজ নির্মাণের অত্যধিক-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই যুদ্ধে বৃদ্ধির দ্বারা ত্রুটিপত্রও অধিক হইবে। ২৫ আগস্ট প্রচার করা হইয়াছিল যে, ২৯টি পোত নির্মাণ মাসে ১৮২ কাঠাবের উপর কাজ হইতেছে এবং ৭৪২টি বালিকা জাহাজ প্রস্তুত করা হইয়াছে কিংবা জাহাজ তুলি হইয়াছে। এই সমস্ত জাহাজের জাহাজী শক্তির পরিমাণ ৮০ লক্ষ টন।

বিগত ২০শে আগস্ট তারিখে নুতন পরিকল্পনানুসারে ব্যয় বর্ধিত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। জাহাজ পরিমাণ ৩১১,০০০,০০০ পাউন্ড এবং ১,২৭৬টি জাহাজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে ১২১ বাক জাহাজ প্রস্তুত শেষ হইয়াছে। আগামী পৃথিবীকালে একমাত্র আমেরিকা যেহাে জাহাজগুলি চলিরাছে, তাহার চেয়ে ক্ষমতাবশিষ্ট জাহাজ প্রস্তুত করিতে পারিবে এবং ১৯৪১ সনের গ্রীষ্মকালে সৈনিক দুইবাংলা জাহাজের নির্মাণকার্য শেষ করিতে পারিবে। বুটেনে যে জাহাজ প্রেরণ করা হইবে, তাহার অনুপাত সঠিক জানা যায় নাই।

লিঙ্ক ও লেও আইনে এরূপ জরুরী ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ব্রিটিশের যুদ্ধ জাহাজসমূহের সেবাসত্ত প্রয়োজন হইলে তাহা আমেরিকার পোত নির্মাণ বন্দ-সমূহে করা বাইবে ও অসামান্য কাজ ফেরিয়া প্রথমেই এই কাজ করিতে হইবে। এইভাবে গ্রীষ্মকালে আমেরিকার কর্তৃক বড় বড় কলকারখানার যুদ্ধসজ্জার প্রস্তুত হইতেছিল। মোটম পাকী প্রস্তুতের বড় বড় কারখানা এইরূপ যুদ্ধসজ্জার প্রস্তুত করিতেছে।

আমেরিকা যে মাসের শেষ অর্ধের জৈরী ব্যবসায়িক যে সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছে এবং গত বৎসরের সংখ্যার দৃষ্টিতে তুলনা করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মাসিক বড়করা ১,০০০ লক্ষ ৩৭ শতাংশী প্রস্তুত হইয়াছে, মোট মোট অংশের বড়করা ১,২০০ লক্ষ ৩৭ শতাংশী এবং সেমিল্পারের এক প্রকারের তুলি তিন ৩৭ ও অন্য প্রকারের তুলি চারিভাগ প্রস্তুত হইয়াছে।

আটলান্টিকের অপর পারে হইতে ব্যবসায়িক পাড়র একটা অতি জরুরী যোগসূত্র। নিয়ন্ত্রণকর্তা আইন অনুসারে এখনও আমেরিকার বাণিজ্য জাহাজ যুদ্ধ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে আটলান্টিকের অপর পারে হইতে বাণিজ্যিক পাড়র দাখল সমস্তা গ্রিভির উপরে কড়কলি পরিবর্তন করা হইয়াছে—

১। যদিও আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ সাহায্য ব্যবসায়ী জাহাজগুলিকে প্রকৃত পূর্তাবে রক্ষা করিবার জন্য ব্যয় না, তবু ১৯৪১ সনের এপ্রিল হইতে আটলান্টিকের বড়লুপ পর্যন্ত পাল্লায় দিচ্ছে এবং পরপক্ষের বিমান, লাক-বেরিগ অথবা বেইতার সেবিলে সমস্ত জাহাজকে সতর্ক করিয়া দেয়। এই মাসেই প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিম গোলার্ধের রক্ষণ জন্য সমুদ্রের বড়লুপ প্রয়োজন ততলুপ পাল্লায় দেওয়া হইবে।

২। পশ্চিম গোলার্ধে রক্ষা নীতি অনুসারে আমেরিকা আটলান্টিকের বড় লুপে নিরাপত্তা সীমানা প্রসারিত করিয়াছে এবং ঐ সমুদ্র এলাকার আমেরিকার বাণিজ্য জাহাজ আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাতরাত করিতে পারে।

১৯৪১ সনের এপ্রিল মাসে আমেরিকা ওয়াশিংটনের দিনেবার বরীর দৃষ্টিতে তুলিয়াছে গ্রীষ্মকালকে নিজস্ব রক্ষণাবেশে আনিয়াছে। এই তুলির মধ্যে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে, যে আমেরিকার আফ্রিকার জন্য ঐ মাসে বিমান অকতরণ করিতে পারিবে এবং জাহাজের জন্য পোতপ্রেরণ কাজ করিবে। সুতরাং শুধু আমেরিকার জন্য মনে ইহা কামান্ডার জন্য সুবিধা হইবে। গ্রীষ্মকালকে উপর দিনেবারবিশেষে অধিকার, ঐ সেবাসীলি আইন ও বীভিনীতি অনুগু হইয়াছে।

জুলাই মাসের প্রথমে আমেরিকার সৈন্যসংখ্যা আইনসমূহের সত্তর্গ-মোটের সঠিক তুলি করিয়া আইনসমূহে অবতরণ করিয়াছে। ব্রিটিশ ও কানাডার সৈন্যসংখ্যকে সাহায্য প্রদান ও ক্রমে ক্রমে তাহাবিশেষে ঐ বাস হইতে অপসারিত [১১ পৃষ্ঠার সুটখা]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অটেলিয়া, মুর-গ্রাচ ও পারস্যোপদ্বীপের ভীরবতী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ বাতরাত করে।

জাহাজ-জাহাজ যে-সব বিবরণ পাড়র সত্তরপার, তাহা এবং বাতরীরে তাড়া, মাসের তাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিন্স ম্যাকেলী এণ্ড কোং,
ম্যাসেজি এজেন্ট, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

দুইটা শাখায় কুলীন কাকদেবির বহর ও বিমান-বাহিনীর
এই আক্রমণের ফলে সবেই ইটালীর অস্ত-বস্ত্রের কারখানা
ও বন্দরসমূহের উপরই রক্তকীর বিমান-বাহিনীর আক্রমণ
পূর্য্য করে চলিতেছে। এমন যেহিঁদা মুসোলিনি কিসকর
সুখে বোম্বারনের মিলি'ডিজ আত্ম করে করে উপভোগ
করিতে থাকিতেছেন।

১০) কাঠির সেবাসাধ	প্রতি মোস	০৫/০
" "	প্রতি ডকন	১০
" "	প্রতি বাস	১০০.

পত্নী-অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

কতকগুলি চিত্তাকর্ষক মামলার বিবরণী

মেদিনীপুর জেলা

ভাটিকুড়ি ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১১০ নং মামলার ঋতক জরুরি দাস ১৯৪০ সনে মহাজন কৃষকদিগের দলের নিকট হইতে ১৫০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং তখন হিসাবে নিজের দুই বিঘা জমি ভোগ দখল করিতে দেয়। মহাজন উহা হইতে কিন্তোপ লাভদান হইয়াছে তাহা হিসাব করিয়া বোর্ড ঋণের পরিমাণ ২৫০ টাকা বলিয়া ঘাতি করে। মহাজন বাহাতে ঋতককে ঋণমুক্ত বলিয়া স্বীকার করে, তৎক্ষণাৎ বোর্ড ঘাতিসাধ্য করে। বোর্ডের চেয়ারম্যান মহাজন অবশেষে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন এবং আসল দলিল ঋতককে প্রত্যাপন করে। তাহার জমিও তাহাকে কিনাইয়া দেওয়া হয়। ঋতককে মৃতদেয় করিয়া আর কিছু পরিশোধ করিতে হয় নাই।

চট্টগ্রাম জেলা

১৯৪০ সালের ৫৭১১ নং মামলার ঋতক তমির গোলাল এবং আরও অন্যান্য ব্যক্তি মহাজন আলিমদাকে তখন হিসাবে ৮ কাষী ও গড়া ৩ কড়া জমি ভোগদখল করিতে দিয়া ৭২৫ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন উক্ত জমির উপস্থর ১৫ বৎসর কাল ভোগদখল করে। ঋতকদের ঋণ কিছুই থাকি নাই বলিয়া ঘাতি হয়। মহাজন সামনে ঋতকদের জাম প্রত্যাপন করিয়াছে।

সারোয়াতলী ঋণ-সালিশী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ১১০১৪, সন ১৯৩৯ ইং

এই মোকদ্দমায় জৈষ্ঠপুরা সাকিনের ঋতক সরোজিনী বড়ুয়া এই প্রাচীর মহাজন সিরাজউদ্দীন হইতে ১৯ গড়া জমি বন্ধক দিয়া ৫০০ টাকা পঁচাত্তর টাকা কর্তৃক গ্রহণ করিয়াছিল। মহাজন ঋতকের এই জমি ১২ বৎসর ভোগ করে। ঋতকের সৈন্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া বোর্ড বিশেষ চেষ্টা করতঃ ঋতক হইতে মাত্র ৩৯ টাকা গ্রহণ করিয়া ঋতকের জমি তাহার স্বীয় দখলে ছাড়িয়া দিবার জন্য মহাজনকে রাজী করান। ঋতক এই ৩৯ টাকা মহাজনকে নগদ আদায় করার মহাজন ঋতকের জমি ঋতকের বাস দখলে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

চেমলা ঋণ-সালিশী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ১৭৫, সন ১৯৩৯ ইং

ঋতক আব্দুল হাকিম পাণ্ডানার নূর আহমদের পিতা ওরাজ্জিদ হইতে ১৫ গড়া জমি কট বন্ধক দিয়া নং ২০০ টাকা কর্তৃক লইয়াছিল। পাণ্ডানার কটের জমি ১৭ বৎসর ভোগ করার পর কটের আসল ২০০ টাকা লাগি করে। ঋতক বোর্ডের আশ্রয় গ্রহণ করার বোর্ড বিনা টাকায় ঋণমুক্তি দিয়া বন্ধকী জমি ১৩৪৮ বাংলা হইতে ঋতককে দখলে দিয়াছেন।

মোকদ্দমা নং ২০৯, সন ১৯৪০ ইং

ঋতক মৌঃ সৈয়দর রহমান পাণ্ডানার মনির আহমদের বরাবরে কট কবলা সম্পাদন করতঃ ৫০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বন্ধকী জমি ঋতকের দখলে থাকে। পাণ্ডানার উপস্থর ও আসলে ৩১২ টাকা লাগি করিয়া বোর্ডের আশ্রয় গ্রহণ করে। বোর্ড ঋতকের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করতঃ পাণ্ডানারকে নং ১০ টাকা নগদ দিয়া বন্ধকী জমি সহ ঋতককে ঋণমুক্ত করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

রংপুর জেলা

বাগাঝাড়ই বাড়ী ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৯৮/১১ নং মামলার ঋতক মবীউদ্দীন সরকার মহাজন সাকিনউদ্দীন আহমদ এবং আরও অন্যান্যদের নিকট হইতে একটি বর্গে জমি দলিল বলে ৫২১১০ আনা ঋণ গ্রহণ করে। ঋতক প্রথমে ৪০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। পরে উক্ত ঋণ বহুলাইয়া হলে আসলে ৫২১১০ আনার বর্গে জমি দলিল দাবি করা হয়।

[২য় কবকের নিম্নে চিত্রিত]



হাঁ বাবা তোমার জন্যেই !

এই বালকই বড় হয়ে উঠে পোষ্ট অফিস থেকে প্রত্যেক সপ্তাহ ১৭ টাকার পরিবর্তে ১৩৮/০ জুড়তে পারবে।

সেইপরায় মাতাপিতার কর্তব্য নিজেদের সন্তানের জন্য

১৭ টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনে সঞ্চয় করে রাখা। প্রত্যেক বালকই সেভিংস স্ট্যাম্প লাগানোর জন্য সেভিংস কার্ড রাখতে পারে। এই স্ট্যাম্প



পোষ্ট অফিসে ১০

আনা, ১০ আনা ও

১৭ টাকার কিনতে

পাওয়া যায়। সব

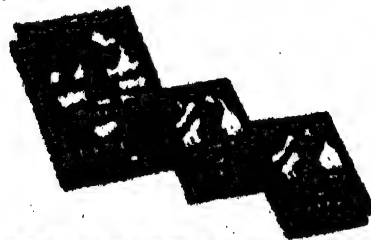
বয়সের বালকেরাই

স্ট্যাম্প জমাতে ডালবাসে

আর এই

ভাবে তারা টাকার জমাতে পারবে, পরে সহরে সেবাপদার

সুবিধা হবে।



ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেটের লাভ থেকে বাত্রে এরা স্বাধীন হয়ে পারে তার সাহায্য করুন।

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট

No. 60-4

মহাজন মোট ১,০৪০ টাকা দাবী আদায়। আসল দলিলের পুঁঠে বিভিন্ন সবচেয়ে যে ছয় ওয়াশীল দেওয়া হয় তাহার মোট পরিমাণ ৮৯৬ টাকা। সালিশীতে মহাজন উক্ত বর্গে জমি দলিলের দাবী-বাকী পরিচয় করে এক এইভাবে ঋণের স্বীকারোপ।

মানবীর প্রকাশ-করীর অধিকারে রংপুর জেলার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী জমি মহাজনদের নিকট হইতে রংপুর জেলা বৃহৎ কমিটি তাহার এক বিশেষ বৈঠক দ্বারা মোট ৬৮৪১৭০ প্রাপ্ত হয়।

বাঙলাদেশে ব্যাপক যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

বিভিন্ন স্থানের কার্যাবলী ও দানের বিবরণী

মহীর পুলিশ বাহিনীর দান

কেন্দ্র পুলিশের অফিসের ও কর্মচারীদের নিকট হইতে অর্থাৎ ১০,০০০ টাকা পাওরার জন্যে দেখা দেয়া যে, বর্তমান বৎসরে পুলিশের দানের পরিমাণ অর্ধ লক্ষ এক টাকা পর্য্যন্ত উন্নীত হইবে। এই সর্বশেষ দানের দ্বারা ৫২ নীকোরাপাড়ী জন করা হইবে। সমস্ত থাকিতে পারে যে, গত বৎসর বেঙ্গল পুলিশ দরকারে ব্যবহারের উপযোগী চারিটি 'আয়ুর্নেন্স ক্লাব' সাহায্য প্রদান করিয়াছিল। যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে কার্যকরী সাহায্য করার নিমিত্ত বহালা পতনর বাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মি: এ. ডি. গর্ডন, মি. আই. ই. কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পোর্ট কমিশনারের কর্মচারীদের দান

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বাঙলার বহালা পতনর বাহিনীর কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের চেয়ারম্যান দাব টমাস এন্ডারটনের নিকট নিম্নলিখিত চিঠিবানি প্রেরণ করিয়াছেন:—

"যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে আপনাদের কর্মচারিবৃন্দ যে ক্রমাগত সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ আপনি আমার ধন্যবাদ প্রদান করুন এবং আপনাদের কর্মচারিবৃন্দকে জ্ঞাপন করুন। ইট ইন্ডিয়া কংগ্রেসে আপনাদের এই দানের জন্যে ৬৭,০০০ টাকা সাংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা একটি যুদ্ধ বিমান জন করা হইয়াছে। ইহা বিশেষ গৌরবজনক ও কার্যকরী অভিনন্দন এবং বর্তমান যুদ্ধে বাঙলার একটি উন্নয়ন। যোগ্য দানের উদাহরণ স্বরূপ।"

আরো পাঁচটি জেলার নামাঙ্কিত যুদ্ধ-বিমান

মাকমুদী, মন্দিরা, মুন্সিগঞ্জ, নগোদা ও হুগলী জেলা হইতে মোট ১,০০,০০০ টাকা যুদ্ধ সাহায্য জোগাবে প্রস্তুত হওয়ার ইট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে এই প্রত্যেকটি জেলার নামে একটি করিয়া যুদ্ধ বিমান জন করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই প্রত্যেকটি বিমান জন করার দেখা বাইতেছে যে, এ পর্য্যন্ত বাঙলা দেশের পরী অঙ্গের ২২টি জেলার নামে যুদ্ধ-বিমান জন করা হইয়াছে। এ ব্যাপারে বর্তমান শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং উক্ত জেলার নামে ৩টি বিমান জন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটির নাম হইয়াছে আগানসোল। ঢাকা জেলা হইতে দুইটি বিমান পাওরা গিয়াছে, তাহার একটির নাম ঢাকা অপরটির নাম নারায়ণ-গঞ্জ। ২৪-পরগণা, বরেনসিহা এবং চট্টগ্রাম এই প্রত্যেকটি জেলার নামে দুইটি করিয়া বিমান জন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত পাঁচটি জেলার বিমান ব্যতীত হাওড়া, বেলুরীপুর, ত্রিশূর, বাবুগঞ্জ, গাজিদি: এবং ভুজুরের নামেও বিমান জন করা হইয়াছে।

কুষ্টিয়ার দান

কম্প্রতি বহালা পতনর বাহিনীর যে মন্দির অঙ্গ ও যুদ্ধসময় পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই সময় কুষ্টিয়া সরকার অধিবাসিনের বহালা পতনর বাহিনীর যুদ্ধ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ ২০,০০০ এবং সেতী বেরী বার্ষিকের মন্দির মন্দির যুদ্ধ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ ১০০ টাকা প্রদান করিয়াছে। কুষ্টিয়া সরকার হাকিম মি: বি. এন. বোস, বি-সি-এস, বরেনসিহা অফিসের জন-সাহায্য বিশেষ সজা বিদ্যায়।

লাহরু আকুইজিশন কালেক্টরের দান

মহানীর প্রধান-মন্ত্রীর আদেশে কলিকাতার লাহরু আকুইজিশন কালেক্টর এবং তাঁহার অফিসের কর্মচারিবৃন্দ যুদ্ধ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ ১৯৬০০ জন সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। উক্ত অর্থ ইন্সপেক্টর দাব টমাস দেখা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে অভিনব প্রচেষ্টা

চট্টগ্রাম জেলা যুদ্ধ কমিটির মহিলা দাব-কমিটির প্রেসিডেন্ট মিসেস মার্টিন প্রদান করিয়াছেন যে "বৎসাহালা দান" ও কিংবদন্তী হইতে পারে। তাঁহার বচন যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের মধ্যেও তিনি কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ও অফিসকে অনুবোধ করিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের পরিত্যক্ত বাক্য কাগজ জেলা যুদ্ধ কমিটিতে জন দেয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁহার অনুবোধ স্বীকা করিয়াছে। সম্প্রতি জেলা যুদ্ধ কমিটি উক্ত কাগজ কাগজ বিক্রী করিয়াছে এবং উহাতে ১০০ টাকা পাওরা গিয়াছে। এই অর্থ যুদ্ধ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ প্রস্তুত হইয়াছে। এই অর্থের পরিচালন হস্তে যুদ্ধ মেশী দায়। এই যুদ্ধ ব্যাপার হইতেই প্রতিশ্রুতি হয় যে, উক্তা থাকিলে দাব মিনি হইতেও যুদ্ধ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ সাহায্য করা সম্ভবপর হয়।

মাসিকপত্রের কার্যাবলী

মাসিকপত্র কোম্পানী আদালত জামাতি দাব যুদ্ধ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ সাহায্যার্থে গত ১০শে আগষ্ট "কেন্দ্র দাব" মাসিক অভিনয় করে। এই অনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক লোক অংশ হইতেই বিশেষ সজা পাওরা দায় এবং বিকটি প্রেক্ষাগৃহে তিন ঘণ্টারও দায় থাকে না।

বহুসংখ্যক হাকিম মি: এইচ. টি. আলি আই-সি-এস একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃত্য জাবের এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন, এই সভাপতিত্ব জনা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত সাহায্য করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন। তৎপরে সেকেন্ড অফিসার মি: মোহ বাঙলার বহুসংখ্যক হাকিমের বক্তৃত্য বিশদরূপে উপস্থিত জনগণকে বুঝাইয়া দেন। এই অনুষ্ঠান বিশেষ সাফল্যবর্ত্তিত হয়।

মহানীর প্রধান-মন্ত্রীর আদেশে গত ৩রা সেপ্টেম্বর বহুসংখ্যক হাকিমের সভাপতিত্বে মন্দির কুন্সি আই-সি-এস হলে একটি জনসভা আয়োজিত হইয়াছিল।

বৃষ্টি সাহায্যের বর্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষ এ পর্য্যন্ত যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে গ্রহণ করিবে, সে সম্পর্কে সভ্যের গণ্যমান্য উদ্যোগকর্মী বক্তৃত্য প্রদান করেন। উক্ত সভার দিব হয় যে বহুসংখ্যক সর্ব "ডি" অভিনয় শুরু করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ সভার "ডি" চিহ্নিত বহু পতাকা বিক্রী করা হয়। এই সভার ইতিও দিব হয় যে, সভ্যের জনা বহু সভ্য সভ্য এক বল দিত্তিক গার্ড পঠন করিতে হইবে। সভ্যের বহুসংখ্যক হাকিম মন্দির প্রধান-মন্ত্রীর অনুসরণে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সকলকে সাহায্য করার আবেদন জ্ঞাপন করিয়া অনুষ্ঠান শেষ করেন এবং নিকে তাঁহার এক দিনের বেতন দান করেন। বহুসংখ্যক হাকিমের দ্বারা বহু অফিসার ও জনসাধারণও সাহায্য প্রদান করেন এবং উক্ত দানেই বেশ কিছু টাকা সাংগৃহীত হয়। অতঃপর অঙ্গকে ভবিষ্যতে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন।

এইভাবে যে উৎসাহ ও উদীপনার দ্বী হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইতে দেখা হয় নাই। বহুসংখ্যক হাকিম ইতিমধ্যে একটি জনসভা ও বহুসংখ্যক আয়োজন করিয়াছেন। গত ৭ই সেপ্টেম্বর কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে উক্ত জেলার আদালতিক উদ্যোগ হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে যে বিকটি জনসভা সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বৃষ্টি সাহায্যের বক্তৃত্য বিজ্ঞে বহুসংখ্যক অধিবাসিনের

সমবেত হইয়া সাহায্য করিবার যে দাবি, সে সম্পর্কে বক্তৃত্য প্রদান করা হয়। উদ্যোগ উৎসাহ দেখে বিজ্ঞাণ কালীবাড়ীতে এবং বহুসংখ্যক জনসভা প্রাঙ্গণে বিকটি উদ্যোগ করেন। এই জেলা এক সভ্য কাল জমে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে সাহায্য ব্যাপারে জনসাধারণের যে দাবি, তাহা ব্যাপকভাবে এই জেলার প্রচার করা হয়।

চট্টগ্রামে "ডি" অভিনয়

চট্টগ্রাম জেলা যুদ্ধ কমিটি সম্প্রতি এক "ডি" অভিনয় শুরু করিয়াছে। যুদ্ধের এই দুই বৎসরের মধ্যে চট্টগ্রাম জনবল, অর্থ বল, ক্রয়াদি এবং নৈতিক দায় দ্বারা জাব বিজ্ঞে জাবে সাহায্যের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। চট্টগ্রাম জেলা যে যুদ্ধ যোগ্যতার বিজ্ঞাণ উৎসাহ "ডি" পতাকা উৎসাহ রূপে জেলার সর্বত্র দান করিয়াছে, তাহা জাবের উপন্যাস হইয়াছে।

জাবের যোগ্যতার দায় সন্তোষ করিবার জন্য "ডি" জাপান জোট জোট পতাকা জাবের জাবের লোক জন করিয়াছেন এবং জেলা যুদ্ধ কমিটি যে ১০,০০০ জাবের পতাকা জাপাইয়াছিল, তাহা হইতে কিছু কিছু নাই বলিলেই চলে। একটি পতাকার সর্ব বিদ্য দায় এক আদা করিয়া নির্ধারিত ছিল, কিন্তু উক্ত এক একটি পতাকা এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা এবং কি দায় টাকাও বিক্রীত হইয়াছে।

সমস্ত পাড়ীর বহালাকারীরা পাড়ীকে "ডি" চিহ্নিত করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ যুদ্ধ, অফিস ও যোগ্যদের বিশেষভাবে "ডি" চিহ্নিত করা হইয়াছিল।

এই পতাকা দিবসে সভ্যের দাব দিয়া পাড়ী চালিয়া গেলে অভিনয় দ্বারা দ্বীপের পতিত হইত। জাবের কোম্পানীর দিবস কর্মচারী সম্প্রতি অফিস, পাড়ীকারী বহালাদায়ের দিবস, সরকারী বিভাগসমূহ, মন্দির প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, দিবসে জাউল এবং সভ্যের বিশিষ্ট উদ্যোগ সমূহে বহুসংখ্যক "ডি" দায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। জাবের ইতিও দাব জোট জোট লোকাল, দাব ও দাবি-দিগের অঙ্গেরও তাহাদের নিজের জাবে "ডি" চিহ্নিত ও সজ্জিত করা হইয়াছিল। সাহায্য যুদ্ধের সমুদ্রে প্রাচীরপত্র সজ্জিত করিতে পারে নাই, তাহারা হাতে অধিকাংশ সেই অস্ত্রের পূরণ করিয়াছে। পথে জালা পিয়াছে যে, সভ্যের দাব অনুষ্ঠিত হইয়াছে জেলার দায় দায় ও গ্রামে গ্রামে জাবই সংক্ষিপ্ত ও ক্রমাকারে সম্পাদিত হইয়াছে।

এই পতাকা দিবসেই চট্টগ্রামের সর্ব প্রথম কাগজের কলের উদ্যোগ উৎসাহ সম্প্রতি হয়। এই উৎসাহ সজ্জা "ডি" অতি বিশিষ্ট দায় অধিকার করিয়াছিল। বিশেষ উদ্যোগদায়ের মধ্যে দিবসের দায়ের দায়: জিরেইর যোগ্য করেন যে, "ডি" চিহ্নিত উক্ত দিব "ট্রেডমার্ক" দিবসে দাবদায় করিবে।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর জাবের দিবস দিবস বহুসংখ্যক সভ্য ও গ্রামাঞ্চলের সর্ব এ বিজ্ঞাণ দায় দিবস সমবেত হইয়া বৃষ্টিদের জাবের নিমিত্ত প্রাঙ্গণ করেন। এই সময় চট্টগ্রামে যে সৈন্যদল জাউল দিব, তাহাদের কমাতি: অফিসার উৎসাহকে সর্ব দায় দায় ও দাব করিবার নিমিত্ত সৈন্যদলকে দিব সভ্যের দাব দিয়া ক্রমাকারে করেন এবং এই সভাপতিত্বের কল সভ্যের অধিবাসিনের বিশেষ প্রীত দায়।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর দিবসের দিবস দিবস, দিবস ও দায় দিবস বৃষ্টিদের জাবের দাব প্রাঙ্গণ করা হয় এবং সকল জেজাই অধ্যক্ষিক জনসাধারণ হইয়াছিল।

এই "ডি" উৎসাহ দাবা করিয়া চট্টগ্রাম এই সমিতিই প্রকাশ করিল যে, বৃষ্টি সৈন্যদল সাহায্যে জনসভা করিবে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

আটলান্টিক জাহাজ জলমগ্ন

দৌলতাবাদের একটি ইস্তাফাতে বলা হইয়াছে যে, একটি ব্রিটিশ রপ্তানীর আক্রমণে আটলান্টিক একটি জাহাজ জোগানদার জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

ক্রিমিয়ান যুদ্ধের অবস্থা

দক্ষিণ ইউক্রেনে ক্রিমিয়া অভিযান প্রধানতঃ সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। পেরেকোপ যোদ্ধা দ্বারা ক্রিমিয়া প্রবেশের চেষ্টার জার্মানরা বেরগোরা আক্রমণ চালাইতেছে এবং দলে দলে নতুন সৈন্য আক্রমণ করিয়া পশ্চিম দিক দিচ্ছে। কিন্তু ক্রিমিয়া স্বাক্ষরী সোভিয়েট বাহিনী প্রবল পরাক্রমে বাধা দিতেছে এবং জার্মান আক্রমণকারীদের সমূহ ক্ষতিসাধন করিতেছে। এদিকে রাশ'ল বুধনী পেরেকোপের জার্মান সৈন্যদের যোগসূত্র ভিন্স করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রুশ সৈন্যসহ এই যুদ্ধে প্রবল অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তাহার দুইটি পশ্চিম ব্যাটালিয়ন, ট্যাঙ্ক ও সাঁজোরা পাড়ীর উপর আক্রমণ চালায়।

জার্মান বাহিনী পর্যায়ন্ত

রস্কোর সংবাদে প্রকাশ যে, সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গত দশ বাণী এক সংগ্রামে ১২৩ সংখ্যক জার্মান ডিভিশন ও ৮৯ সংখ্যক বোম্বার্ডার পর্যায়ন্ত হইয়াছে। বাসিনের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্মান নিউজ এজেন্সি বুবারেটের এক সরকারী ঘোষণায় উল্লেখ করিয়া এই দাবী করিয়াছে যে, "নীপারের পশ্চিমে আক্রমণ সাগরের তীরবর্তী এলাকার রুশ সৈন্য বাহিনী পূর্বে দিকে পশ্চাদগমন করিতেছে।" তদুপরি ঘোষণায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, বাসিনের "সংবাদসমিতি" এবং যুদ্ধবাক্য কাম ইত্যাদিতে সজ্জিত থাকা" সত্ত্বেও জাহাজের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। তদুপরি এই দাবীও করা হইয়াছে যে, ইউক্রেনে কমান্ডার আলপাইন ও অস্বাভাবিক বাহিনী জার্মান বাহিনীর সহযোগে "বোরস্তর" সংগ্রামে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে।"

লেনিনগ্রাড রণাঙ্গন

সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী লেনিনগ্রাড রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত এক সংবাদের উল্লেখ করিয়া এই দাবী করিয়াছে যে, গত কয়েক দিন যাবৎ সোভিয়েট বাহিনী প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া তাহাদের সমূহ কতি করিতেছে। লালকৌশলের যুদ্ধের "রেডস্টার" পত্রিকায় প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, বেকার জেনারেল কোন্‌কভের নেতৃত্বে পরিচালিত রুশ বাহিনী লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে তুসল যুদ্ধের পর দুই দিন মাইল অগ্রসর হইয়াছে। লেনিনগ্রাড এলাকার বাসিনেরা নতুন ধরনের ট্যাঙ্ক প্রেরণ করিতেছে। ইহার রুশ সারথক হইতেছে। জার্মানরাও দলে দলে নতুন সৈন্য আক্রমণ করিয়া পশ্চিম দিক দিচ্ছে বসিয়া জানা গিয়াছে।

মধ্য ও দক্ষিণ রণাঙ্গনে রুশ সাক্ষ্য

যদি রণাঙ্গনে রাশ'ল টিবোনেভোর সৈন্যসহ আরও কয়েকটি গ্রাম দখল করিয়াছে। রুশ ইজাহারে ওভেন্সার বাসিনেরদের আর একটি সাক্ষ্যের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। বাসিনের সৈন্যদের পাঠা আক্রমণে এক সমগ্র জার্মান অফিসার ও সৈন্য হতাহত হইয়াছে। এক যুদ্ধে জার্মান বহিষ্কৃত-বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

উত্তর পক্ষের কতিব হিসাব

মস্কো রেডিও কর্তৃক সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরোর জাইয়েটর য: সেরবাভের একটি উদ্ধৃত প্রবন্ধমুদ্রায় সোভিয়েট আত্মবরণের পর হইতে জার্মানীর ক্রিয়াকর্ম

সৈন্য হতাহত হইয়াছে। এই একই সময়ের মধ্যে সোভিয়েটে নিম্নলিখিতরূপে লোকসংখ্যা হইয়াছে :—

২৩০,০০০ নিহত
৭২০,০০০ আহত
১৭৮,০০০ নিরক্ষণ

এবং খোরা গিয়াছে :—

৮,৯০০ কামান
৭,০০০ ট্যাঙ্ক
৫,৩১৬ বিমান

য: সেরবাভ বলেন, জার্মানদের কতি হইয়াছে :—

১১,০০০ ট্যাঙ্ক
১০,০০০ কামান

এবং বিমান যুদ্ধে ও বিমান বাটতে ধ্বংস হইয়াছে :—

৯,০০০ বিমান

আকাশে উড়িবার সময় যে বিমান ধ্বংস করা হইয়াছে, তাহা এই হিসাবে গণ্য করা হয় নাই।

আক্রমণ উপসাগর অঞ্চলে যুদ্ধ

জার্মান হাইকমান্ডের এক এন্ডেচারে এই অটোবর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "পূর্বে যে নতুন অভিযানের কথা ঘোষিত হইয়াছে, তাহার ফলে আক্রমণ সাগরের উত্তর উপকূলে প্রচণ্ড সংগ্রাম হইয়াছে এবং নবম সোভিয়েট আর্মির হেডকোয়ার্টার্স হস্তগত করা হইয়াছে। জার্মান সৈন্যসহ পরাক্রমিত পক্ষের পশ্চাদগমন করিতেছে। পূর্বে রণাঙ্গনের অন্যান্য অঞ্চলেও পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগ্রাম পরিচালিত হইতেছে।"

পেরেকোপ যোদ্ধা জার্মানদের কতি

লণ্ডনের প্রামাণ্য মতন হইতে জানা গিয়াছে যে, ক্রিমিয়ার পেরেকোপ যোদ্ধা জার্মানরা ওল্ডেরূপে কতিপুত্র হইয়াছে। ইয়েলেনিসের নিকটে জার্মানদের এক ডিভিশন সৈন্যের অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে বাধা পড়িয়াছে। ক্রিমিয়ান নৌ-বহর উহার উপর আক্রমণ চালাইতেছে এবং উক্ত ডিভিশনের অগ্রগতি প্রতিহত করা এবং উহার কতি-সাধনের ব্যাপারে নৌ-বহরের যথেষ্ট কতিব হইয়াছে।

জার্মান ডিভিশন হস্তগত

ডাস এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, রণাঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে (ইউক্রেন) জার্মানদের তিনটি ডিভিশনকে হস্তগত করিয়া বেওয়া হইয়াছে এবং ৫,৫০০ জন পক্ষ-সৈন্য নিহত হইয়াছে। যে তিনটি ডিভিশনকে হস্ত-গত করা হইয়াছে, তাহাতে একটি বারিক, একটি ট্যাঙ্ক এবং একটি বিমানযুক্ত ডিভিশন আছে।

৫ জন চেক-নেস্তার কামি

প্রাণ হইতে জার্মান নিউজ এজেন্সীতে প্রাপ্ত এক টেলিগ্রামে প্রকাশ, রাশ'লোবলক বক্তার ক্রিয়াকর্ম এবং যে-আইনীভাবে অগ্রসর বাসিনের অগ্রসরে জেনেরেল-কিরার অগ্রসর বাসিনে অগ্রসর এক কোর্ট-মার্শালের বিচারে আরও ৫ ব্যক্তির প্রাণহরণ হইয়াছে।

মধ্য রণাঙ্গনে আরও যুদ্ধ

রুশ ইজাহারে ১ই অক্টোবর বলা হইয়াছে যে, বিমান ও প্রিমানের জড়পূর্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ হইতেছে। হিটলারের হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রচারিত একটি বিবরণে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, একমাত্র বিজয় অর্জনই কয়েকটি সোভিয়েট সৈন্যসহ পরিচালিত করা হইয়াছে, তাহারা ক্রমশঃ ধ্বংস দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মস্কো রেডিওতে জার্মানীর বিরুদ্ধে হিটলার সৈন্য-সাহসী ক্রিয়াকর্ম আরও করিয়াছেন। ক্রিমিয়ার

যুদ্ধ হইতে ও লেভ এর দিকে জার্মানরা অগ্রসর হইবে এবং নীচাশীল আকারে আক্রমণের উত্তর বাহ জালভাই পর্যন্ত প্রবীর উত্তরাংশে সোভিয়েট হইতে ক্যালিনিন পর্যন্ত অগ্রসর হইবে, এরূপ সম্ভাবনা বোঝা গিয়াছে।

বাসিনের আক্রমণ সম্ভাবনা

এরূপ আক্রমণ পাণ্ডুর গিয়াছে যে, লেনিনগ্রাড এবং ওভেন্সা হইতে চারকতের সমুদ্র ভাঙে এবং ক্রিমিয়া হইতে বাসিনের প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিবে।

জার্মানরা এই সর্বত্র একটি দাবী করিতেছে যে, জাহাজ আক্রমণ সাগরের তীরবর্তী বন্দর বাসিনের এবং বাসিনের শে'হিয়াছে। যুদ্ধ উত্তরে মুরমাকের দিকে অবস্থা বাসিনের অগ্রসর।

লেনিনগ্রাডের প্রবেশপথে জার্মানদের কতি

সরকারী টাস এজেন্সীর প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ,— সোভিয়েট পশ্চিম, সোলপাঙ্ক, ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনী একযোগে লেনিনগ্রাডের প্রবেশপথে জার্মানদের প্রবৃত্ত কতি করিয়াছে। জার্মানরা আক্রমণের ব্যর্থতা অবলম্বন করিয়া পরিবার আক্রমণের কতিবত বাধা হইয়াছে। কিন্তু লেনিনগ্রাডের সৈন্যসহ তাহানিকে হস্তগত করিতেছে। রুশ সৈন্যসহ ক্রিমিয়ান যুদ্ধ পক্ষের সহিত প্রচণ্ড সংগ্রাম করিতেছে এবং দুই দিনে বহু সমগ্র পক্ষ-সৈন্য নিহত হইয়াছে।

একখানা ব্রিটিশ জাহাজ নিশ্চিহ্ন

ব্রিটিশ নৌ-সেবায়কের এক এন্ডেচারে বলা হইয়াছে, "নৌ-বহর দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, 'বাসিন' নামক একখানা ব্রিটিশ জাহাজ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কেহ হতাহত হয় নাই।"

আক্রমণ সাগর পর্যন্ত জার্মান অগ্রগতি

সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সী জানাইয়াছে যে হিটলারের হেডকোয়ার্টার্স হইতে জার্মান হাইকমান্ড জানাইয়াছেন নীপারো-পেট্রের পূর্বে জার্মান প্যাঙ্ক বাহিনী ইটালীয়, হাঙ্গেরীয় এবং স্লোভাক বাহিনীর সাহায্য লইয়া আক্রমণ সাগর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। যে নবম সোভিয়েট বাহিনী পরাক্রমের পথে বাধা দিয়া

[৮ম পৃষ্ঠার দেখুন]

এ, আর, পি

- ১। বঙ্গদেশের এয়ার রেডিও স্টেশনের জাহাজ বিধ্বংস সংক্রান্ত পৃষ্ঠক। (ইংরেজী ও বাংলা) ১ আনা (২ আনা)* প্রত্যেকখানি।
- ২। এয়ার রেডিও—সর্বসাধারণের অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কয়েকটি বিবরণ। (ইংরেজী ও বাংলা) ২ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।
- ৩। আক্রমণ-বিজয় নতুন সংবাদ। (ইংরেজী ও বাংলা) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।
- ৪। আক্রমণ-বিজয় সংবাদ নতুন কাম বি, এম/এ, আর, সি, ১০, ১০, ২০, ২১, ৩১। (ইংরেজী) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।
- ৫। যুদ্ধের কথা এয়ার রেডিও, ১৯৪১। (ইংরেজী ও বাংলা) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস, পাবলিকেশন্স প্রাক, ৩৮ নং সেকেন্ডার স্ট্রিট, কলিকাতা
সেকেন্ড অফিস, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা

কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিভাগ।

প্রকাশক।

পত ১৪ই কুল এবং ৩০শে আগষ্ট তারিখের দুইটি
সাধারণ অধিবেশনে মূল্য দেয়ার দেহচাটি বাসা এবং
দেহচাটি বিটমিনিপ্যামিটির লক্ষ্যে ৩ শিবসদস্য প্রায়ে
একটি পতী-বহুল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক বুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পেশাংশ]

তাহাশিলক মেলিটাপোসের অধুনে সোভিস্তিক বুদ্ধে পনাকিও করিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই আর্মী এবং কমান্ডার বাহিনী পশ্চিম দিক হইতে উত্তরাংশের পশ্চাদ্ভাগ করিতে থাকে। সকল দিক হইতে কঠোরভাবে বেষ্টিত হইবার ফলে সাতটি বাহিনীর মধ্যে তরুটিই অবিলম্বে নিপুল হইয়া বাহিনীর সত্যতা দেখা দিতেছে।

ওয়েল শহর পরিত্যক্ত

সোভিস্তিকের মধ্যবর্তী এপ্তেহায়ে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিস্তিক সৈন্যরা ব্রিটান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশিত ওয়েল পরিত্যাগ করিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ৮ই অক্টোবর সোভিস্তিক সৈন্যরা সপ্ত রণাঙ্গনে পতনের দৃষ্টিতে বুদ্ধ করে এবং ত্রিভাঙ্গনা, ব্রিটান্ড ও মেলিটাপোসের দিকে ক্রিপনভাবে কঠোর সংগ্রাম চলে। একবারি অতিরিক্ত এপ্তেহায়ে বলা হইয়াছে যে, প্রচণ্ড সংগ্রামের পর ওয়েল পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

ত্রিভাঙ্গনা ও ব্রিটান্ডে প্রচণ্ড সংগ্রাম

ব্রিটান্ড সত্যায়কাল পূর্বে মজোর পশ্চিমে অবস্থিত ত্রিভাঙ্গনা এবং মজো শহরের ২০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্রিটান্ডের উপর যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, মার্শাল টিমোশেভের বাহিনী তাহার প্রচণ্ডতর সমুখীন হইয়াছে। এই দুইখানে বুদ্ধ ক্রমশঃ প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। আর্মীরা বুদ্ধ ভেদ করিয়া মজোর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য মরিয়া হইয়া প্রচুর পরিমাণে সৈন্য ও সরঞ্জামপত্র রণক্ষেত্রে আমদানী করিতেছে এবং ইতিমধ্যেই তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। মাংসী হাইকম্যান্ড লারী করিয়াছে যে, কতিপয় সোভিস্তিক 'আর্মি' ত্রিভাঙ্গনা অঞ্চলে পরিবেষ্টিত করা হইয়াছে এবং তাহাদের ধ্বংসসাধন করা হইতেছে।

আর্মী ইউ-বোটের আক্রমণ

সীমিত বুদ্ধের পর একবারি বড় আর্মী ইউ-বোট "লেডী শালী" নামক একখানা ব্রিটিশ টুলারের দিকট আক্রমণ করে, পরে ইউ-বোটখানা ডুবাইয়া দেওয়া হয়। ৪৪জন বন্দীসহ "লেডী শালী" জিপ্সিগোলে উপনীত হইয়াছে।

চুক্তি-আর্মী হানি-চুক্তির বিবরণ

আমদারার ওয়াকফকাল মহলে প্রকাশ যে, বাসিনের উপদেশ অনুযায়ী আর্মী বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ রুডিনস ক্রের সম্পর্কে তুরস্কের সংশোধন প্রস্তাবগুলিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এই দুজন প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪০ সনের পূর্বে আর্মী তুরস্কে ১৮,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সরঞ্জামপত্র দিলে ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ সনের মধ্যে তুরস্ক আর্মীর দিকট ৯০,০০০ হাজার টন ক্রের বিক্রয় করিবে। আর্মী কর্তৃক এই সরঞ্জামপত্র প্রেরণের সর্বোচ্চ উচ্চ ক্রের ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সনে প্রেরণ করা হইবে।

গেনিসগ্রাতে রূপ আক্রমণ

রূপ ইত্যাদির একটি জেলপত্রে মেলিগুস্তি রণাঙ্গনে বাসিনদের আক্রমণের বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে উত্তর-পশ্চিম এলাকার (মেলিগুস্তি) সোভিস্তিক সৈন্যগণ ৬৫ খানা পতনকারী ট্যাঙ্ক ও ১ হাজার আর্মী সৈন্য ধ্বংস করিয়াছে। মধ্যবর্তীতে প্রচণ্ড বুদ্ধে সোভিস্তিক বিমানসমূহ খোলাবাক্স সহ ৫৪ খানা পতনকারী নদী ও ডিমসী কামানপ্রখী মই করিয়াছে।

আর্মী বাহিনীর গতি রূপ

ওয়েল শহর হইতে তেজীয়া পরিষ্কার এই মর্মে এক ক্রমশঃ প্রেরিত হইয়াছে যে, মজোর দিকের ব্রিটান্ড

যে সীমান্তী বুদ্ধ রচনা করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার দক্ষিণ বাহুর পশ্চিম হইয়াছে। আর্মী বাহিনী ওয়েল শহর করিয়া গিয়া উত্তরায়িতবুদ্ধে অগ্রসর হইবার কালে সোভিস্তিক বাহিনী ক্রমশঃ বুদ্ধভাবে বাধা দিতেছে, তাহার কলনই ইহা সত্য হইয়াছে।

৩১২ মাইল বাণিজ্য রণাঙ্গন বিজয়

বাসিনের সংবাদে প্রকাশ,—আর্মী উত্তর কর্তৃক পক্ষে একটি ইত্যাদির দাবী করা হইয়াছে যে, মধ্য বর্তীতে ৫০০ কিলোমিটার (তিনশত সাত্বে বার মাইল) দূর বাণিজ্য রণাঙ্গন ভেদ করতঃ আর্মীরা আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ত্রিভাঙ্গনা, ব্রিটান্ড ও আর্মী সাগরে পরিবেষ্টিত রূপ সৈন্যগণকে আরও বেশী পরিমাণে চাপিয়া বলা হইয়াছে এবং ওয়েল ও মুনবীনে সম্মতি যে সংগ্রাম হইয়াছে, তাহাতে ১২,৫০০ রূপ সৈন্য বন্দী হইয়াছে। সম্মতি এক রাত্রে আর্মী বাসিনবাহিনী ক্রিবিয়ার বিমান বাটসমূহ দক্ষিণ ও মধ্য বর্তীতের রেলওয়েসমূহ এবং মেলিগুস্তিতে সরঞ্জামপত্রের কারখানাসমূহে আক্রমণ চালাইয়াছে।

রণক্ষেত্রে টালিস

"ডেলি বেল"এর ইচ্ছানুযায়িত সংবাদ-বাজা জানাইতেছেন যে, টালিস গোপনে ত্রিভাঙ্গনার পিছনে মার্শাল টিমোশেভের ডেড-কোরারির্মে দান। প্রধান-মন্ত্রী ও সর্বোচ্চ দেশরক্ষা পরিষদের কর্তা হিসাবে তিনি এই পরিদর্শনে দান এবং তাহার সঙ্গে প্রধান সাংবাদিক পরামর্শ দাতা মার্শাল মাপোসনিকোভ ছিলেন।

মধ্য-রণাঙ্গন অতিমুখে দলে দলে সোভিস্তিক সৈন্য

এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মধ্যবর্তীতে মার্শাল টিমোশেভের বাহিনীকে অত্যন্ত চাপ সহ্য করিতে হইতেছে। তাহাশিলকে সাহায্য করার জন্য সাধারণ রণাঙ্গনে অত্যন্ত পূর্ব সৈন্যসল বসিয়া বসিত দলে দলে পশ্চিমালী সৈন্যসল প্রেরণ করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে ডাবী ট্যাঙ্ক, মোটরযোদী, পতাতিক, মোমলাস ও অম্বারোদী সৈন্যসল বহিয়াছে।

আওজ সাগরে বুদ্ধ সমাপ্ত

আর্মী হাইকম্যান্ডের এক বিশেষ ঘোষণায় ১১ই অক্টোবর বলা হইয়াছে যে, আওজ সাগরের বুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে।

অগ্রসরী উচ্চ ঘোষণার বলা হইয়াছে যে, "সোভিস্তিক মধ্য ও অগ্রসর সংবাদ আর্মীর পক্ষাংশে পূর্ণসত্য বা অংশে হইয়াছে।" প্রতিশব্দের ৬৪,৩২৫ জন সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং ১২৬টি ট্যাঙ্ক, ৫১৯টি কামান ও প্রচুর সরঞ্জাম হস্তগত হইয়াছে। আর্মী হাইকম্যান্ডের উচ্চ ঘোষণার ইহাও বলা হইয়াছে যে, ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে-এ পর্যন্ত ক্রিমস্ট মার্শাল রণক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী মোট ১০৬,৩৬৫ সৈন্য বন্দী করিয়াছে এবং ২১২টি ট্যাঙ্ক ও ৬৭২টি কামান হস্তগত করিয়াছে।

মজো হইতে অনেক প্রেক্ষিত ভাষাকারের ঘোষণার প্রকাশ, ওয়েল ও মজোর মধ্যবর্তী দানে অবস্থিত টুলা আর্মীরা বন্ধ করিয়াছে।

বারকডের আর্মী অভিযান

সমগ্র বর্তীতের দ্যার দক্ষিণ বর্তীতসেও প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে। শিশুপ্রধান বারকড সমগ্র দিকে আর্মী অভিযান প্রতিহত করার জন্য বাসিনদের আর্মীবিন্দকে প্রতি পক্ষক্ষেপে প্রবল বাধা দিতেছে। মধ্য-রণাঙ্গনকে এলাদিত বলিতেছেন, ক্রিবিয়ার পেরেকোপ বোকে এবংও আর্মী আক্রমণ প্রতিহত হইতেছে। মেলিটাপোসের চতুর্দিকে ক্রিম উত্তর পক্ষ হইতে প্রাচ সাহায্য বিবরণ হইতে প্রতীতবান হয় যে, এই এলাকার বাসিনস ডিভিসন-সমূহের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে।

মধ্য বর্তীতের অবস্থা

মজোর বিপদ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ১১ই তারিখ প্রাতঃকালে প্রকাশিত সোভিস্তিক ইত্যাদির মধ্য বর্তীতসে আর্মী অভিযান সম্পর্কিত সরকারী সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ত্রিভাঙ্গনা ও ব্রিটান্ড অঞ্চলে আর্মী অভিযানের প্রতিরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকান প্রেক্ষিত ভাষাকারের ঘোষণার প্রচারিত বেসরকারী সংবাদে জানা যায় যে, ২৪ ঘণ্টাকাল ধাবং আর্মীরা বিমানবাহিনীতে অগ্রসর হইতেছে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে হস্তোত্তা মজোর একটি নুতন বিপদের সত্যতা দেখা দিতে পারে। এই সব ঘোষণার একটিতে বলা হইয়াছে যে, টুলা আর্মী-দের করতলগত হইয়াছে। আর্মী বাহিনী কর্তৃক টুলা অবিকারের সংবাদ অতিরিক্ত হইলে এবং কেবলমাত্র অগ্রগামী আর্মী বাহিনীও যদি তাহার পেরেকোপ বোকে তবে আর্মীরা ওয়েল ও মজোর মধ্যবর্তী দানে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মজোর পথে বিরাট সংগ্রাম

মজোর পথে বিরাট বুদ্ধের প্রচণ্ডতা আদৌ হাস পায় নাই। ব্রিটান্ড ও ত্রিভাঙ্গনা অঞ্চলেই সর্বোপেক্ষা প্রচণ্ড বুদ্ধ চলিয়াছে। প্রতি পক্ষে প্রচণ্ড বাধা অগ্রাধ্য করিয়া অগ্রসর হওয়ার ফলে আর্মীবিনদের প্রচুর সৈন্য

[১০ম পৃষ্ঠার সূচনা]



বিস্তার একখানা আর্মী ঘোষণায় ক্রিমস্টের রণাঙ্গন।

বাঙালি সমবায় আন্দোলনের প্রসার

১৯৩৯-৪০ সনের বিভাগীয় বিবরণী

১৯৪০ সনের ৩০শে জুন বাঙালি সমবায় বিভাগের বে বৎসর শেষ হইয়াছে প্তাহার রিপোর্টে প্রকাশ, উক্ত বিভাগের ডাকপ্রাপ্ত বরী ১৯৩৯ সনের ১৫ই মার্চ পরিষদে বে আশুপ প্রদান করেন, তদনুযায়ী সরকার আর সবরের বেগানে কৃষকগণকে ৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন। প্রাথমিক গ্রামা সমিতি ও সেন্ট্রাল ব্যাংকসমূহের সহায়ত এই ঋণ প্রদান করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে সরকার ৬,৫৮২টি শস্য ঋণ সমিতি গঠন করেন। পূর্বে বৎসরে এই সমিতির সংখ্যা ছিল ৬,২৫১টি। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কৃষকগণ বুকের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের অধিক মূল্য পাইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সাতক্ষীরা (খুলনা), চাঁদপুর (বকশাল) ও নাসরপুরে (নরমসিংহ) তিনটি সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৫,৪৪৭ জন সদস্য ও ৮৩,৮৭০ টাকা মূলধন লইয়া ১৬টি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সময়ে ৫টি শস্য বিক্রয় সমিতি, ৫টি বৎস চাষ সমিতি, ৩৭টি আর্থ উৎপাদক সমিতি, ১০টি-সেচ সমিতি, ২টি শিল্প সমিতি ও ১০টি তাঁতী সমিতি কার্য আরম্ভ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কৃষিক্রয় সমিতির সংখ্যা ২৬,১২৩ হইতে ৩২,৭১১ এবং সদস্য সংখ্যা ৫৩২,৫১২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৮১,৫২৬ জনে পরিণত হয়। আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৫২ কোটি ২৭ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫২ কোটি ৫২ লক্ষে পরিণত হয়। সমবায় সমিতির বৈজ্ঞানিক তহবিল ১৯৮ কোটি ২৩ লক্ষ হইতে ২০১ কোটি ৬৩ লক্ষে পরিণত হয়। বৎসরের শেষে শস্য ব্যাংকগুলির সংখ্যা ৩২টির স্থলে ৩৮টি হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৫টি নতুন আবু'নি ব্যাংক খোলা হয়।

সমবায় বিভাগের সদস্যদের ঋণভার লাঘবের জন্য আলোচ্য বর্ষে ১০০টি সেন্ট্রাল ব্যাংকে স্পেশাল কো-অপারেটিভ ঋণ-সানিশী বোর্ড খোলা হয়।

আলোচ্য বর্ষে সেন সোসাইটির সংখ্যা ৬৮টির স্থলে ৭৩টি ছিল এবং উহার সদস্য সংখ্যাও ১৯,৩৫৫ জনের স্থলে ৩২,৮৩০ জন হয়।

সেচ সমিতির সংখ্যা ১,০০১টি হইতে ১,০১১টিতে পরিণত হয় এবং সেচের অধির পরিমাণ ১৪৬,৩২৮ বিঘার স্থলে ১৪৪,৮৭৮ বিঘাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উন্নত প্রণালীর জীবনধারণ সমিতিসমূহের সংখ্যা ৫৪৭টি হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৫৭১টিতে পরিণত হয় এবং সদস্য সংখ্যা ১২,১২৩ হইতে ১৪,৮২৭ জনে পরিণত হয়।

আলোচ্য বর্ষে মুক্ত সমিতির সংখ্যা ২২৬ ও সদস্য সংখ্যা ১০,৮১৪ জন ছিল। কলিকাতা মুক্ত সমিতি এই বৎসর ৪০,২৪৪ বৎ মুক্ত বিক্রি করিয়া ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। পূর্বে বৎসর তাহার পরিমাণ ছিল ৩৭,৭৭৩ বৎ ও ৩ কোটি এক লক্ষ টাকা।

আলোচ্য বর্ষে মহিলা সমিতির সংখ্যা ১০টি হইতে হাসপ্রাপ্ত হইয়া ৯টি হইয়াছে। সমবায় মহিলা শিল্প চোর প্রশংসার কার্য করে। ছোট কর্তৃক পরিচালিত উন্নততর বয়সভিত্তিক সাহায্যে মহিলা সদস্যগণকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এখানে নিম্নিত্ত শিরাজত ত্রাণগুলি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়।

গত বৎসর সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলির সংখ্যা ছিল ১১৮টি; আলোচ্য বর্ষে উহার সংখ্যা ১২১টি হয়। এই সমস্ত সমিতির অধীন সমিতির সংখ্যা ২৪,২৫৫টি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০,৩২১টি ও মূলধনের পরিমাণ ৫২,৯২৭ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫,৩৫৭ টাকাত্তে পরিণত হয়। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বেঙ্গল প্রতিষ্ঠানগুলি কো-অপারেটিভ ব্যাংক আলোচ্য বর্ষে জনসাধারণের আস্থা পূর্ণের ন্যায় ভোগ করিতেছিল। জনসাধারণ ব্যাংকে পূর্ণের ন্যায় টাকা জমা দিতেন। বিগত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ঋণের টাকা অধিক পরিমাণে আদায় হয়। ব্যাংক সরকারের নিকট হইতে চতুর্থ লক্ষার দুই লক্ষ টাকা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

কেন্দ্রীয় শস্য বিক্রয় সমিতি এবং বৎসর ১২৮,৭৩৯ বৎ শস্য ও চাউল বিক্রয় করে। পূর্বে বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ১১২,১৮১ বৎ।

ইটালী কি স্বতন্ত্র সন্ধি করিবে ?

জার্মানীর নিকট ভূমধ্যসাগর উপকূলের গুরুত্ব

"ম্যানচেস্টার পাবলিশিং" লিবিরাছে: ইটালীর ভূমধ্যসাগর সাগর পাইয়া অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিতেছে, স্বতন্ত্র সন্ধি প্রস্তাব করিতে ইটালীর আর কতদিন বাকী। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দাবী, জার্মানী ইটালীকে স্বতন্ত্র সন্ধি করিতে বিবে না। ইটালীর পক্ষে নিশ্চয়:বিজয়প্রাপ্ত এবং তাহাকে বর্তমানে আর প্রথম শ্রেণীর পক্ষ বলা চলে না। তবু সাময়িক কোশলের দিক হইতে ইটালীর অবস্থানের ভয় অস্বীকার করা যায় না। ইটালীর উপকূল হইতে যেমন ব্রিটিশকে, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ইতালী ও বেলজিয়ামকে বিগ্ৰহত করা চলে। সুতরাং ইটালীর ইচ্ছা কিছুতেই জাতিবে না। এই সুবিধার জন্যই জার্মানী ইটালীকে "সাময়িক ও অস্থায়ী" সাহায্য দান করিতে থাকিবে।

ইটালীর স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়া

মিসরের পত্রিকার মন্তব্য

ইটালীর স্বতন্ত্র সন্ধি মিসরের "আল মোকাদ্দাম" নামক পত্রিকাটি লিবিরাছে, জানিয়ার বে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ইটালীর দাবী করিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে এতকালে জার্মানী দ্বারা জানিয়ার উপরই কর্তৃত্ব করিত এবং ইতিমধ্যে মক্কা, মেদিনাশ্রাভ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি দখল করিয়া বসিত।

১৯৪০ সালের জুলাই মাসে রাইবট্রাংগে ইটালীর তাগীপ ও কলিয়ার বহুত্বপূর্ণ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া স্বতন্ত্র করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন জার্মানী জানিয়ার আক্রমণের জোগাড় করিতেছিল, তখন পর্যন্তও ইটালীর প্রচার করিয়াছে, জানিয়ার সহিত জার্মানীর কিছুতেই মনোমালিন্য হইতে পারে না।

মধ্যপ্রাচ্যে জেনারেল অচিনলেক

প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সফর

মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সেনাবাহক জেনারেল অচিনলেক সাম্প্রতি অরবানের জন্য প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়ার কয়েকটি স্থানে সফর করিয়াছেন। সফরকালে জেনারেল অচিনলেক হাটকার সেনাপ্রকায়মূলক এবং এ. অবি, পি, দাবদা ও হানীর টাক জুটটি পরিদর্শন করেন। তাহা ছাড়া জেনারেল শিটানী মলীর সাময়িক গুরুত্বপূর্ণ জমি:টিও পরিদর্শন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জেনারেল অচিনলেকের সহিত জেনারেল কার্টো এবং জেনারেল শিয়ারের আলাপ-আলোচনা হইয়াছে।

জেনারেল অচিনলেক গ্রিগোলা এবং উক্ত এলাকাবিশিষ্ট কয়েকটি অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল পরিদর্শন করেন। জেনারেল জেকজালের এলাকায় বৈজ্ঞানিক মলের ট্রেনিংও পরিদর্শন করিয়াছেন।

তুপাল ও বরোদা জলী-বিমান কোরাডাস

বিভিন্ন বিমান যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন

বিমান যুদ্ধে সফলতর সাধন সমবায় বিভাগ জানাইয়াছে যে, অধিকৃত জায়েস বৈশ ও দিবা আক্রমণ চালান, জায়েস বলা ও ব্রিটেনের যুদ্ধে তুপাল ও বরোদা কোরাডাসের বৈমানিকেরা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসার। তুপাল ও বরোদার অধিবাসী-দের অর্থ সাহায্যেই এই বিমান সন্ধিরে বিমান বাহিনীটি গঠিত হইয়াছে।



কোনও বৃষ্টি বৃদ্ধক্রে মোকাদ্দামী বিমানে পেলিস তত্ত্বি করা হইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৮ম পৃষ্ঠার শেবাংশ]

ও সরোপকরণ কর হইতেছে। যুদ্ধের পথে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ নদরগুলি অধিকার করার মূল উদ্দেশ্যে ত্রিভাঙ্গা অসংখ্য ট্যাঙ্ক, পদাতিক সৈন্য ও সোলস্ট্রাক নিয়োগ করিয়াছে।

সরোপকরণ হইতে রণীরগণ কর্তৃক প্রেরিত সার্ভার বঙ্গ হইয়াছে যে, কোন কোন স্থানে আক্রমণকারী জার্মান সৈন্যের সংখ্যা সোভিয়েট সৈন্যের তুলনায় অনেক বেশী। মার্সাল টিমোশেভের কৃত্যত্ববাহী সৈন্যগণ অটুট পুটভার সহিত বারবার জার্মানদের গতিরোধ করিয়াছে। এই সকল বীর সৈন্যকে সাহায্য করার জন্য নতুন বহু সোভিয়েট সৈন্য বঙ্গ বণাঙ্গনে প্রেরিত হইতেছে।

জার্মান প্যারাসুট সৈন্য নিয়োগ

ত্রিভাঙ্গা অঞ্চলে সোভিয়েট ব্যাঙ্কের পশ্চাৎভাগে তিন জন জার্মান প্যারাসুট সৈন্য নারান হইয়াছিল। দাপকৌজ উদ্যোগকে নিশ্চিত করিয়াছে। ত্রিভাঙ্গা বণাঙ্কের মধ্যভাগে সোভিয়েট সৈন্যের প্রতিরোধ চূড়ান্ত অপরায়ণ হইয়াছে। তথ্য উত্তর পক্ষে অসংখ্য সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ একটি সাক্ষরক বণালের জন্য জার্মানগণ আগ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

যুদ্ধে অতিমুখে জার্মানদের অগ্রগতি

রাশিয়ার বঙ্গ বণাঙ্কে প্রবল সংগ্রাম সম্পর্কে সন্ধ্যা পক্ষে সংবাদ প্রকাশ যে, বসিও যুদ্ধের দিকে জার্মানদের অভিযানের গতি রাস পাইয়াছে, কিন্তু এখনও উদ্য ক্রম হয় নাই। রাশিয়ার ইচ্ছায্যে প্রকাশ যে, জার্মানগণ ত্রিভাঙ্গা ও ত্রিভাঙ্গার চতুর্দশ দিগা অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তাতাদের এই অসা প্রভুত কতি স্বীকার করিতে হইতেছে। রূপ সৈন্য পশ্চাৎ-পসরণ করিয়া নতুন স্থান হইতে জার্মানদের গতি ধূমস্তাবে বোধ করিতেছে।

রুশিয়ার ত্রিভাঙ্গা ত্যাগ

সোভিয়েটের এশতেহারে রূপ সৈন্যগণের ত্রিভাঙ্গা পশ্চিভাঙ্গের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

যুদ্ধের পথে জার্মান অভিযান বাধাগ্রস্ত

যুদ্ধে বণাঙ্কে মার্সাল টিমোশেভের সৈন্যবাহিনী কিছুটা পশ্চাৎ হটিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু জার্মান দীক্ষাভা ত্রিভাঙ্গাগুলিকে তত্রতা সোভিয়েট লাইনের বধ্যদিগা কোনও প্রবেশপথ করিয়া লইতে সক্ষম হইতেছে না। ত্রিভাঙ্গা এবং ত্রিভাঙ্গা অঞ্চলে বিনয়ভাবে প্রচণ্ড লড়াই চলিতেছে। ত্রিভাঙ্গা ও উদ্য চতুর্দশ বণাঙ্কে একটি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। বৃহৎ কোনও নিশ্চিষ্ট বণাঙ্ক বা নিশ্চিষ্ট লাইনে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া একত্রে তাতা সগু অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং কতকগুলি সৈন্যবাহিনী উত্তরভাগে ছুটছুটি করিয়া সংগ্রাম করিতেছে। উত্তর পক্ষেই বিজার্ড বাহিনীকে লড়াইয়ে নানানো হইতেছে।

১২ দিন পর জার্মান অভিযান একত্রে কতকটা বহর হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা আঘাতের ফলে উত্তর পক্ষেরই বহু ত্রিভাঙ্গা পড়িতেছে। তবে পত্র বেরানতের লোকান নিকটে থাকার রাশিয়ারদের এইনিক হইতে কতকটা সুবিধা হইয়াছে।

রাশিয়ার নিকট প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রতিশ্রুতি

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, যাকিন যুদ্ধোত্তর বণারসমূহ হইতে অবিশ্রান্ত থাকার রাশিয়ার সরোপকরণ প্রেরিত হইতেছে এবং সোভিয়েট বোদ্ধাঙ্গন বীজবিক্ষেপে যে বাধা প্রদান করিতেছে, তাতাতে সবারজ

করিবার জন্য সাধ্যমত সকল প্রকার সরোপকরণ সরবরাহ করা হইতেছে।

তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধে সশস্ত্রনে ট্যাঙ্ক, এরোস্পেন লবি প্রভৃতি যে সমস্ত সরোপকরণ জার্মানর মানে সরবরাহের প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাতা জার্মানর মাসের শেষভাগেই রাশিয়ার পৌঁছিতে।

বুটিন বিমানের ব্যাপক তান

পত ১৩ই অক্টোবর রাতিতে বুটিনের যোদ্ধা স্পেনগুলি পশ্চিম জার্মানীর সামরিক লক্ষ্যবস্তগুলি আক্রমণ করে। রাশিয়ার রাতিব বিরাট আক্রমণের পর এই আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাশিয়ার রাতিতে বুটিন স্পেনগুলি বৈরুপ ব্যাপক আক্রমণ পরিচালন করিয়াছে, ইতিপূর্বে জার্মানিতে বুটিন স্পেনের এত বড় আক্রমণ আর কখনও ঘটে নাই। প্রায় তিন শত থানা বোম্বার্ক স্পেন হাঙ্গু হইতে ত্রিবেণ পর্যন্ত প্রসারিত সামরিক লক্ষ্যবস্তগুলি বিধ্বস্ত করিয়াছে।

বিমান আক্রমণে বুটিনে ক্ষতির হিসাব

পত মাসে ত্রিভাঙ্গা বিমান আক্রমণের কলে ৪৮৬ জন বেসামরিক অধিবাসী হতাহত হয়। ৮৭ জন পুরুষ, ৭৩ জন নারী, ১৬ বৎসরের অনধিক বয়স ৪৫ জন বালক বালিকা এবং অপর ১২ জন নিহত বা নিরুদ্দেশ হইয়াছে এবং বাহারা নিরুদ্দেশ হইয়াছে, মনে হয় যে তাতারা বৃত্তাবুধে পড়িত হইয়াছে। ২৬৯ জন আতত হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়।

আরও ৮ জন চেকের প্রাণনাশ

আরও আটজন চেক প্রজার প্রাণ নাশ করা হইয়াছে। রাজভ্রোহের বড়বয় ও বেসাইনী অস্ত্রপত্র রাখার অপরাধে প'চ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। অপর তিনজন অধ'নৈতিক খুংসুলক কার্যের অপরাধে মৃত্যু হইয়াছে।

জার্মানদের দাবী

কুহেরায়ে বৈজ-কোরটার হইতে প্রকাশিত, জার্মান হাইকমান্ডের ১৪ই অক্টোবরের এশতেহারে—“ত্রিভাঙ্গা অঞ্চলে পরিবেষ্টিত সৈন্যদের সম্পূর্ণ ধ্বংসের সংবাদ এবং ত্রিভাঙ্গা অঞ্চলে পরিবৃত্ত সৈন্যদের ক্ষতভন্ন হইয়া পড়ার সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে”

তুম্বা সাগরে আরও তিনথানা শতজাহাজ নিমজ্জিত। তুম্বাসাগরের নৌ-বাহিনীর অতর্কিত সাবমেরিনগুলি শতপক্ষের তিনথানা যোদ্ধাঙ্গর আঘাতকে আক্রমণ করিয়াছিল। একথানা বধ্যাকারের ও তিন হাঙ্গার টনের একথানা মোটির তানিত জাহাজ তুম্বিয়া সেতবা হইয়াছে। চার হাঙ্গার টনের তৃতীয় জাহাজবাহার টপে'তোর আঘাত লাগে এবং চিহ্ন তুম্বিয়া বার।

ইটালীতে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ

অধিকদের দারা আন্দোলন আরম্ভের সম্ভাবনা

ডেলী টেলিগ্রাফের কারোবিত সংবাদদাতা লিবিয়াছেন :—বুটিনে কারনে ইটালীতে চরম অবস্থার বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথমতঃ জার্মান সৈন্যের বৃদ্ধি পূরণের জন্য জার্মানী ইটালীর নিকট হইতে সৈন্য দাবী করার বুলোনিদী বুঝিয়াছেন যে, ইটালী বিপদগ্রস্ত হইলে জার্মানী আর তাতার উদ্ধারে আসিতে পারিবে না এবং জার্মানীর বহু লাভজনক না হইয়া ক্রমেই লোকসানের হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ আগষ্ট মাসের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে, এই আশ্বাস দিয়াই ইটালীর জনসাধারণের উল্লাহ' বজার রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর ৬ পার হইয়া গেল, অথচ শান্তি স্থাপিত হইবার লক্ষণ মাত্র নাই। জনসাধারণকে আবার শীতকালীন যুদ্ধের সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কত ইটালীয় সৈন্যকে যে রাশিয়ার তুম্বারের মধ্যে প্রাণ বিলম্বন করিতে হইবে, তাতারও ঠিক নাই।

কারোব দাবীদ ইটালীয়দের দাবী এই যে, রাজ-পরিবার বা মার্সাল বোদালিয়েব হতক্ষেপের কলে ইটালীর বর্তমান নীতি পরিবর্তনের বিশেষ সম্ভাবনা নাই।



বুটিন নৌ-বাহিনী সংগ্রামে একথানা সোভিয়েট জেইরার সৈনিকগণ বিমান-বৃষ্টি আঘাত হইতে কলী বর্জন করিতেছে।

বুটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য

[১ম পৃষ্ঠার ভের]

করিয়াছে। ভূপের প্রেসিডেন্ট যোগা করিয়াছেন যে, আইসল্যান্ডকে ও জর্ডানকে সৈন্যকে রক্ষা করাই হইল আমেরিকার অবশ্যকীয় নীতি।

এখন আমেরিকার বৌদ্ধের উত্তর আটলান্টিক বহুদূর পর্যন্ত পাহারা দেবে, এই পথ আইসল্যান্ডের ভিত্তি দিবে। অতীত ও বর্তমানের বীপসবুহ এই পথের পশ্চিম আমেরিকার দিকে, যাকেরিয়া, ক্যানাডা বীপসবুহ ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ইহা হইতে পূর্বে বেশী দূর নহে। আটলান্টিকের এই অংশে আমেরিকার পাহারা কেবল সাধারণ জাহাজের দ্বারা, সাধারণ বা যোদ্ধা বৈশিষ্ট্যে বিশেষ চারিদিকে সংরক্ষণ করে।

আমেরিকার বৌদ্ধভাষার সেক্রেটারী কপ্পেনসন ১৫ই আগস্ট তারিখে বলিয়াছেন যে, আমেরিকা আইসল্যান্ড পর্যন্ত পাহারা দেওয়া আরও করিবার পর হইতেই এই অঞ্চলে বুটেনের সবসময় জাহাজগুলি বহু হইয়াছে। তিনি বলেন, "কোন সাধারণের কথা আর পোলা বার নাই এবং এই অঞ্চলে অসংখ্য নতুন নতুন নাই।"

৩। ১৯৪১ সনের ১১ই এপ্রিল তারিখে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যোগা করেন যে লোহিত সাগরে আরও নাই : সুতরাং আমেরিকার জাহাজ লোহিত সাগরের পোতাশ্রমে কিছু এডেন উপদ্বীপের অধীনে বাইতে পারে। ইহার জ্ঞাপন হইল যে আমেরিকা হইতে নব্য-প্রাচ্যে যে সাচায়া প্রেরণ করা হইবে, তাহা আমেরিকার জাহাজে আমেরিকা হইতে সোজা বাইতে পারিবে। ইতিমধ্যেই একজন বহু সংখ্যক জাহাজ আমেরিকা পৌঁছিয়াছে।

পত্নী বংশের মধ্যে আমেরিকার পত্নী বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে ও বৃষ্টি পত্নী বৈশিষ্ট্যের সহিত বিশেষ পরামর্শ করিয়া, বৃষ্টি বহিন্গনী-প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংগ্রামের অনুষ্ঠান অর্থনৈতিক সেন্সরকা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

ইহা পত্রিকা—(১) রক্তাঙ্গী নিয়ন্ত্রণ—১৯৪১ সনের ১ম জুলাই তারিখের সেন্সরকা আইন দ্বারা সাময়িক জরাজীর্ণ, বহা ভিন্ন, রবার, বোম্ব-বিশ্ব বাত, লৌহ ও ইস্পাত রক্তাঙ্গী বহু করা হইয়াছে। (২) বৃষ্টি আমেরিকার উপর্যু বৃষ্টি প্রয়োজনীয় ব্যবহারী জরাজীর্ণ ব্যাপকভাবে করা করিয়া বিশেষভাবে জরাজীর্ণ জরাজীর্ণে অবলম্বন দ্বারা। (৩) অর্থনৈতিক অবলম্বন, বহা জাপানের সমস্ত সম্পদকে আটক রাখা। (৪) সশস্ত্র ব্যক্তিগণের জাতি প্রত্যন্ত দ্বারা বৃষ্টি পত্নী বৈশিষ্ট্য কর্তৃক প্রত্যন্ত জাতিগত বহু নাম আছে, তাহা অপেক্ষা ৩০০০০০০০ বহু অধিক দায় আমেরিকার জাতিগত আছে। (৫) আমেরিকার বিল জরাজীর্ণ আইন প্রণয়ন দ্বারা। সশস্ত্র জরাজীর্ণ অর্থনৈতিক-পরিচালিত ১৮০,০০০ টনের জাহাজ অবলম্বন করিবার আদেশ দ্বারা। অর্থনৈতিক সেন্সরকা বোর্ড জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতি প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের সেক্রেটারী উক্ত বোর্ড উদ্ভাবিত ব্যবস্থাসমূহের সমস্ত ও সম্বলিত করিবেন।

রেজিস্ট্রার কার্যের নুতন পদ্ধতি

বাঙালার সরকারের নির্দেশ

বাঙালার সরকার দায়িত্ব কর্তৃক প্রণয়ন অনুযায়ী রেজিস্ট্রার কার্য, বাঙালী এবং জরাজীর্ণ-পরিচালিত জরাজীর্ণের দায়িত্ব পক্ষে বহুভাবে আর, এবং, (সেন্সর), আর, এবং, (সেন্সর) এবং আর, এই, জি, (সেন্সর) জরাজীর্ণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইহার ফলে রেজিস্ট্রার কার্যের বহা হইতে জরাজীর্ণে স্থিতিগত করিয়া জরাজীর্ণ হইল।

(প্রেরণ-বোর্ড)

বাঙালার আদমশুমারীর হিসাব

শতকরা ৪৪.৭০ ভাগ মুসলমান ও

৪৩.৮ ভাগ হিন্দু

১৯৪১ সালের আদমশুমারীতে কুচবিহার ও ত্রিপুরা জাতিগত বাঙালার মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার হইয়াছে।

কুচবিহার ও ত্রিপুরা জাতিগত বাঙালার বৃষ্টি অঞ্চলের লোকসংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৬ কোটি ৩ লক্ষ। বৃষ্টি এলাকার মোট লোকসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৩ কোটি ৩০ লক্ষ এবং হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার। ১৯৩১ সালের মোট জনসংখ্যার মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯৭ হাজার এবং হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৫ লক্ষ ১৭ হাজার। কাজেই বর্তমান বংশের লোকসংখ্যার মুসলমানের সংখ্যা শতকরা প্রায় ২০ ভাগ এবং হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ২২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্তমান বংশের সেন্সরে মুসলমানের আনুমানিক সংখ্যা শতকরা ৪৪.৭০ এবং হিন্দুর আনুমানিক সংখ্যা শতকরা ৪৩.৮ হইয়াছে। ১৯৩১ সালের সেন্সরে মুসলমানের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪৪.৮৭ এবং হিন্দুর সংখ্যা ছিল শতকরা ৪৩.০৪। ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার হিন্দুর মধ্যে উপজাতীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার।

হিন্দুসহ লক্ষ বর্গের উপজাতীর সংখ্যা মোট ১ কোটি ৮ লক্ষ ৯০ হাজার।

নবগঠিত পোলিশ বাহিনী

জাতিগত পক্ষে বৃষ্টি যোগদান

ডেইলী টেলিগ্রাফের সংবাদমন্ত্রীর জাতিগত পক্ষ, নবগঠিত পোলিশ সৈন্যবাহিনীর পুরান সেনাপতি জেনারেল এপ্রিল যোগা করিয়াছেন যে, বর্তমানে জাতিগত হাতে নবগঠিত তিন ডিভিশন সৈন্য আছে। পৌরুষ পোলিশ বাহিনী পূর্ণ-সীমারে জাতিগতের বিপক্ষে লড়াই করিবে। একাধিক স্থান হইতে জুতপূর্ণ পোলিশ সৈন্যের হাজার হাজার লোক এই নবগঠিত বাহিনীতে যোগদান করিতেছে। জাতিগতের বিভিন্ন স্থান হইতে ১৫ হাজার পোলিশ নারী সৈন্য সৈন্যবাহিনীর কার্যে সহায়তা করিতেছে। পোলিশের সকলেরই ধারণা এই যে, নারী জাতিগত পোলিশের বহু জাতিগত জীবন সম্পূর্ণ দিলুপ্ত করিবার প্রয়াসী। সুতরাং জাতিগত অপেক্ষা পোলিশের বহু বহু আরও বেশী নাই। জাতিগতের সহিত জাহাজের পূর্বে যে বনোবাসিন্দা ছিল, এই জাহাজের বিপক্ষে বৃষ্টি জাতিগত পোলিশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

আগামী হজের তথ্য

জাতিগত পক্ষ-আজকের ও বার হাজারের ব্যবস্থা

বর্তমান হজ কর্তৃক জাতিগত সরকারের নিকট হইতে নিম্নলিখিত জরাজীর্ণ প্রায় হইয়াছেন :—সংলগ্ন আরও পত্নী বৈশিষ্ট্য আমেরিকার সহিত যোগা করিয়াছেন যে, পশ্চিম জাতিগত জাহাজের পথ জাতিগত, বহু ও জাতিগত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান।

হিন্দুর মুসলমানগণ জাহাজে বহুভাবে ও বহুভাবে বহু বহু হজ উদ্ভাবন করিতে পারেন, তৎকালে জাহাজ সরকার ১৩৬০ হিজরি সনের জন্য হজ পালন ও বহু পশ্চিম পক্ষের বাঙালার ও বহুভাবে শতকরা ২৫ ভাগ হজ করিয়াছেন। জাহাজ পত্নী বৈশিষ্ট্য জাতিগত জাতিগত জাতিগত ও বহু বহু জাহাজের মুসলমানগণ পশ্চিম হজ পালনের এই সুবর্ণ সুযোগ হারাইবেন না।

কলিকাতার বিভিন্ন ব্যবসার দূলা

শত ৬ই অক্টোবর তারিখের বিবরণ

ব্যয়।	দূলা।
আগারকা আটা (কাপড়ের বহিষ্ঠার)	৩১৬০
আগারকা আটা (চটের বহিষ্ঠার)	৩১৬০
আগারকা আটা (কাপড়ের বহিষ্ঠার)	৭১
আগারকা বি—	
কিনোয় বাকী	৬৮১
অবৃত্তোপ	৬৮১
অবৃত্ত	৬৭১
জাপা প্রত্যাপ	৫৮১
শতর	৬৭১
সীতা	৭২১
প্রী	৭২১
চাউল—	
বাকতুলনী	৭১০—৭১১/০
পাটলাই	৬১০—৭১/০
বোটা	৫৭০—৬৭/০
মুদ্রার তিন (বাড়াই)—	প্রতি কুড়ি।
এ	৬৭০
বি	৬৭০
সি	১১৭০
ডি	১১০
মুদ্র (প্রতি টাকার)	১০ পাঁচ পের।
আলু (বহা) (প্রতি বহ)	৪১৬০
আলু (বহা) (প্রতি পের)	৭৩
বাহ—	প্রতি বহ।
বোহিত	২২১
চিঃডি	১৮১
ইলিশ	১৪১
কল—	
আটা (কাপড়ী), ১০ ডাকের বাকের	৮১—৮১১/০
কলসা (কাপড়ী), ৮ ডাকের বাকের	৮১—৮১০
আনারস (আগারী) (প্রতি কুড়ি)	১০১—১২১
কলা (সিলাপুড়ী) (প্রতি ডাক)	১০—১০০
মুদ্রাণিত পত্ন—	
মুদ্রের পরিমাণ।	দূলা।
শত	১০ লক্ষ পের
	১৬ লক্ষ পের
বহিন	১২ লক্ষ পের
	১৮ লক্ষ পের

নিয়মাবলী

বাহিনী টালা।—“বাঙালার কথার” বাহিনী টালা জিলা টালা করিয়া দিখিই হইয়াছে। জাতিগতের সেক্রেটারী টালা অধিব পাঠাইতে হইবে। এক বংশের কথার সমস্তের জাতিগত জাহাজেও প্রায়ক করা হইবে না এবং সকলই প্রায়ক জাহাজেও জাহাজ জাহাজের পক্ষ, প্রথম সংখ্যা হইতেই বহু পক্ষ করা হইবে। টালা জাতিগত জাহাজেও দিখি টি-পি প্রেরণ করা হইবে না। টালা টালা জাতিগত জাহাজে “সুপারিশপেটেন্ট, শতবর্ষেট প্রিন্টিং, আলিপুর, কলিকাতা” এই টালা জাহাজ প্রেরণ করিতে হইবে এবং জাতিগত জাহাজ জাহাজে টালা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরণের টালা পক্ষীয় জাহাজে দিখিতে হইবে।

যেহাভাবে বাল-খন্নন

পৃষ্ঠাবিভাগীয়া মন্ডী কঠক পরিচালন

কমিকাজ, হাওড়া, হুগলী এবং ২৪-পরগণার বিমান-
যাত্রণ প্রতিরোধক আশ্রম নির্মাণকারী রত্ন নুহ অগ্রগণ্য
হইয়াছে। বাক্সা সরকারের পুষ্ঠ বিভাগ এই আশ্রম
নির্মাণকারী পরিচালনা করিতেছে এবং উহা দ্রুত পণ্ডিত
সমাধা হইতেছে।

প্রত্যাহ করা হইয়াছে যে, একবার কলিকাতার বস্তি
অঞ্চলের লোকদের জন্যই ৩,০০০ আশ্রয়দান অথবা
ইটক নির্মিত পরিখা নির্মাণ করা হইবে। উক্ত আশ্রয়-
দানগুলি এমন সব ব্যয়গার নির্মাণ করা হইবে যে,
বিপদের ধ্বনি হইবার পূর্বে হইতে লাগে যিনিদের মধ্যে
লোকেরা উক্ত পরিখাসমূহে আসিয়া পৌঁছিতে সমর্থ
হইবে।

[illegible]

পূৰ্ণ বিজ্ঞানৰ বান্দীৰ যতী মহাশয়ৰা শ্ৰীণ চয় ননী
এবং মহাকাৰী কৰ্ণচাৰী দল সম্প্ৰতি এই সকল আশ্ৰয়-
স্থল পৰিচালনা কৰিরাহেয়।

কেলা বনোয়ার খান শ্রীপুরের অন্তর্গত “শ্রীকোল
এস্টেটস লিমিটেড” সমিতির কার্য অনেক দিন হইতে
চলিয়া আসিতেছে। বিগত আগষ্ট মাসে শ্রীপুরের সভার
সেক্রেটারী হারইপাড়া দিবালী বো: বো: আসগার হোসেন
সাহেব সমিতির যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তৎকালে বনোয়ারের
কেলা ব্যাজিফেট এন. এম. খান বনোয়ার সভার সভ্য
উক্ত সমিতির লাইব্রেরীর পুস্তক বন্দি করিবার জন্য
গতবর্ষেই হইতে ৫০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

ঢাকা জেলার কাপালীয়া বাগাবীল কাপালীয়া ইউনিয়ন
বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌসুমী মহসন মৌসুম বীম সাহেবের
উদ্যোগে ও ইকান্তিক ডোর দ্বার দ্বারী ১৫ জন উপস্থিত
বাড়িতে নব্বই একশ পঁচাত্তর জনিতি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।
প্রেসিডেন্ট সাহেবই এই সমিতির প্রেসিডেন্ট।

সম্প্রতি উক্ত প্রেসিডেন্ট সাহেবের জ্যেষ্ঠ "বিমানচী"
 সার্জার ডক্টর বাস কক্ষ করিয়া গার্মেন্টস প্রায় ২৫:৩০
 বাস করি সাহেবের উপস্থিত করিয়া গেজার ইকিউইট।

উক্ত বাঙ্গালীর পান্থবর্ধী করিয়া মোক্তারদল করি ভব
কহিতে কহিতে বাঙ্গালী প্রায় ফলটি করিয়া বেশিরাহিল।

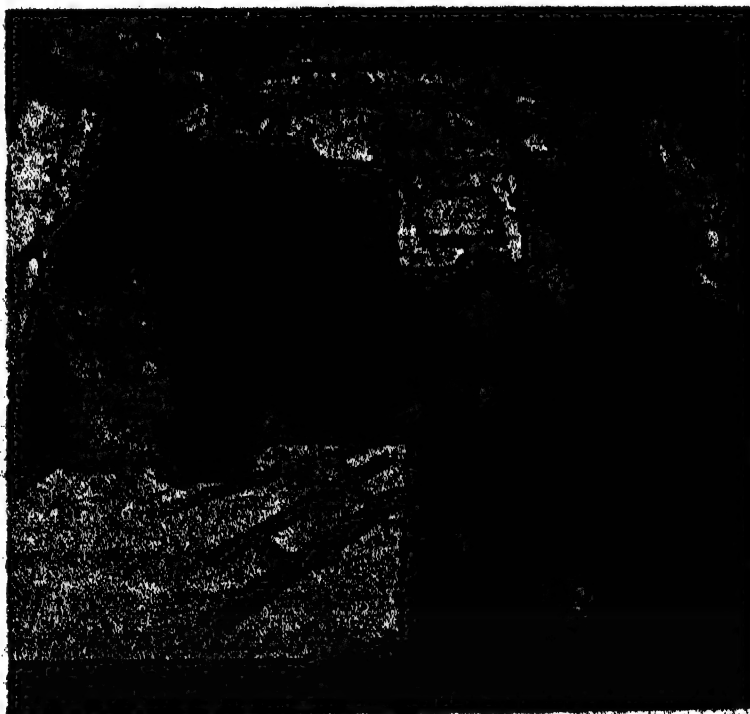
পত ১০ই বার্ষিক ১৯৪১ সাল জারিবে উক্ত "বিলাসভাটী"
বাসের পার্শ্বে কর্ণাল সৈন্যের ঢাকা জিয়ার কুট
প্রশাসক অফিসার বৌ: এক, করিম সাহেব, জয়দেবপুর
জুট রেকলেশন রেকর্ড ইন্সপেক্টার মি: ডি, কে, দাস,
কাপালিয়া থানা জুট রেকলেশন এগিট্যাণ্ট ইন্সপেক্টার
মি: এন, দাস, কাপালিয়া থানার স্যানিটারী ইন্সপেক্টার
বাবু রবেন চন্দ্র দাস, কাপালিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতির
আট জন বোয়ার এবং স্থানীয় বহু পণ্যবান্য ব্যক্তির সহ-
যোগিতায় এক বিরাট সজা অনুষ্ঠিত হয়। বিখিট
জারিবে প্রায় ৬০০/৭০০ নত লোক একত্র হইয়া পরম
উৎসাহের সহিত ধানজীর বদল কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া দুই
দিনে এক মাইল সৈর্বা, পাঁচ হাত প্রস্থ, দুই হাত পতীর
করিয়া ধানজীর বদল কার্য শেষ করা হইয়াছে।

লর্ড বেক্সর কণ্ঠে দান

মিঃ ছোটাইলাল কানোয়াইয়ের বঙ্গমাতা

বহাৰাৰা পত্ৰৰ বহাৰাৰাৰ কিছুদিন পূৰ্বে কি হোটা-
লাৰ কাৰোৱাইয়েৰে নিৰ্ঘট নিৰ্ঘটনিত পত্ৰখানি লিখি-
ছিলৈ :—

আপনি লঙ্কনের লষ্ট বেডরের কাছে যে ৫,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, আপনার সেই বন্যভাগ্য জন্য আমার আর্থিক বন্যাবাদ প্রধান করিতেছি। সুদূর ভবিষ্যৎসর্বেও যে ভাষাদের কটনহিকুতার জন্য নববেদনা প্রকাশ করা হইয়াছে, লঙ্কনের বিদ্যান আক্রমণে অভিযুক্ত ও আহত ব্যক্তিগণ ইহা জানিতে পারিয়া যে বিশেষ উৎকীর্ণিত ও উৎসাহিত হইবে, এ বিষয়ে আমার বিশ্বাসে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে আপনি ইষ্ট ইন্ডিয়া - কাণ্ডেও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই বন্যভাগ্য জন্য আমার আপনাকে বন্যাবাদ প্রধান করিতেছি।



কলকাতা পুস্তক মেলায়ও বিবাদের সমুদায় কামরায় বিলাসভাষ্য ও ভাবের দুই ভাব
সম্বোধনী 'পাইলট'কে দেখে কলকাতায়।

এস. সি. বিত্র,
ডিরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রিস, বেঙ্গল, ৭ নং কাউন্সিল
হাউস ইট, কলিকাতা।

কিছুদিন হইল জেলা পাবনার অন্তর্গত শাহজাদপুর
সার্কেন্দ্র দুর্গাশ্রম স্থল প্রাক্তনে "সন্ধ্যাকোষ বিন
হত্যন" পাব্লিক লাইব্রেরী'র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ
উপলক্ষে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। জিলা
ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারম্যান বোলবী আমন্ত্রিত হইনি সর্বদুর্গ
এম, এম, এ, সাহেব সভাপতিত্ব করেন এবং লাইব্রেরীর
ভিত্তি প্রস্তর বহনতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেরেস্তাদারী
কর্তৃক বাণিক বিকল্পনী পঠিত হয়। জারীর পঞ্চাশা
স্মৃতিগণ ও চেয়ারম্যান সাহেব এই কার্যে বঙ্গলাবা
সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

Figure 1

आदर्श-संस्कृत-विद्यापीठ-अनन्तपुरा निः ।

ঢাকার বর্তমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা

সরকারী বিরোধিতায় ঘটনার আত্মপুঙ্খিক বিবরণ

গত অক্টোবর মাসের ৫ই ইংরেজি ২৮শে পর্যন্ত ঢাকার ঘটনাবলীর বর্ণনামূলক বিবরণ দাওয়া সরকার ১০০শে অক্টোবর তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, হিন্দু সত্তার নির্ধারিত কার্যক্রমসমূহের ৫ই অক্টোবর রবিবারে ঢাকা পুরে হিন্দু মোকাদ্দাসগণ হাঙ্গামা পানন করে। সার্বভৌম কোমপ্রকার দুইটানা ঘটে নাই। কিন্তু সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় তিনজন অজ্ঞাত ব্যক্তি জনৈক মুসলমানকে কুঠারখাতে আহত করে। এই ঘটনার পর ঐ দিন সবা-রাত্রির পূর্বে চারিজন হিন্দু আক্রান্ত হন এবং আহতদের মধ্যে দুইজন মৃত্যুবরণ পতিত হন। একজন মুসলমান কলকিট ইটের আঘাতে সামান্যতমে জখম হয়। ইহার পর ইংরেজি ১২ই অক্টোবর রবিবার বেলা এগারটা পর্যন্ত ক্রমাগত নাকশিট ও আক্রমণ চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে সাতজন হিন্দু ও চারিজন মুসলমান নিহত এবং আটজন হিন্দু ও ১৮ জন মুসলমান আহত হইয়াছিল। ৫ই অক্টোবর রাত্রিকালেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং ১৫ই অক্টোবরের অপরাহ্নে সড়কভাঙ্গলক ব্যাধাওসি কিংবদন্তিরাণে শিথিল করা উক্তপন হয়। সূর্য-আইনের সময় ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮ই অক্টোবর তারিখে সবা-রাত্রি হইতে সূর্য-আইনের আদেশ প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয়।

ইংল-কোর আসলু সেবিয়া ২০শে অক্টোবর সূর্য-আইন প্রত্যাহার করা হয় এবং কর্তৃপক্ষ ইদের বিজিলের আবেশ প্রদানের সিদ্ধান্তও করেন। ২২শে অক্টোবর পূর্বাঞ্চে নিখিলে ইদের সারাক সম্পদ হয় এবং পহরের আধাওয়া এও দ্ব্যাজসূচক সেবা গিরাছিল যে, কিছুকাল কাল এতদপ সেবা বার নাই। কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় একজন মুসলমান বালক সামান্যতম আহত হয় এবং ইহার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে জনৈক বরেন্দ্র মুসলমান নিহত হয়। ২৩শে তারিখ সকালবেলা সর্ব প্রক হলের নিকট আর একজন মুসলমান চুরিকাঘাত হইয়াছিল। এইজন অবস্থা সেবিয়া ইটাপ কণ্ঠিতার রাইকেন সেসালকে পহরের পাতি বকাখে নিবুত করা হয় এবং যে সকল অজ্ঞে পূর্বাঞ্চে হইতে প্রবনে পোসবোগ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের লোকের পতিবিবি ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত নিরস্তিত করার ব্যবস্থা হয়।

ইদ-বিজিল আক্রমণ ও পাশ্চা আক্রমণের সজাবনার কর্তৃপক্ষ বিজিল বাহির করিয়ার সমস্যাটি সহজে পুনরায় বিবেচনা করেন। পূর্ব বর্তী ২৪ ঘণ্টার ঘটনাবলী বিবেচনা করিয়া, বিবেচনা: এই সময় মধ্যে মুসলমানগণ আপত্তিকর কোন কিছু না করার, হারীর কর্তৃপক্ষ বুঝিয়া-ছিলেন যে, ইদ বিজিলের প্রতি নিবেদ্যতা ভারি করিলে মুসলমানদের মধ্যে নৈরাশ্য ও অসন্তোষের স্রষ্ট হইবে।

অনুমান বিপ্লবের বেলায় বসগ্রাম ও গরারীর সংযোগ-জনে জনৈক মুসলমানকে চুরিকাঘাত করা হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি সেই সময় একটি হিন্দু গৃহে মাল তৈনিতারি নিতে গিয়াছিল। অপরাহ্নে নবীতে গানের সময় একজন মুসলমানকে চুরিকাঘাতের চেষ্টা হইয়াছিল। সাড়ে আটটার সময় সূর একজন মুসলমান ইদ-বিজিলে বাইবার সময় বসবোহন বসাক রোড ও নওরাবপুর রোডের রোডের উপর জাহানের প্রতি প্রকর নিকিও হয়। ইহার নওরাবপুর রোডের কতকগুলি বাড়ীর লোকের আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু কোন কতি করে নাই, যদিও তখনও এক হিন্দু জনতা তহাদিগকে আক্রমণ করিতেছিল। জনৈক অতিথিক বেলা ব্যাঙ্কিট্টে সূর একজন পুসিগের করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষ সন্ডেই কবাবিহিত ব্যবস্থা করেন। ইহার আক্রমণ পরে ঢাকার মোজারেন

জারতীর পলাতক সৈন্যদল হারীর কর্তৃপক্ষের অনুবোধে উপকৃত অজ্ঞে স্রষ্ট হাচি করিয়া নওরাবপুর রোড দিয়া বার। সবত সন্ধ্যাকাল এই রাস্তার হিন্দু জনতা সবকোত হইয়াছিল। অতিথিক বেলা ব্যাঙ্কিট্টে ও পুসিগ, বাসু খিরলাসম্ব বালগু ও অন্যান্য হিন্দু উল্লোকের সহাবতার এই জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়াছিলেন। রাস্তা অবশুয়া হইতে একঘণ্টার বেশী সময় জাখিয়াছিল।

সন্ধ্যা সাড়টার সময় উর্দু রোড হইতে বিজিল রাস্তা আরম্ভ করে। বিজিলের পুরোজাণে একখানি লরীতে কীলুনে গ্যাসের ডোরাত এবং পহরুখে অন্যান্য পুসিগ বাইতেছিল। পোতাযাত্রার শেষজাণেও দুইখানি বরী বেঝাই পুসিগ গিরাছিল। পোতাযাত্রার সপ্ত হইতে পহরুজাণে পর্যন্ত সার্কেটগন পাহে বীটীয়া যাত্রারাত করিতেছিল। বাসুঝার গ্রীকের নিকট একটি ভাঙারী ছত্রভেদে বেস হইতে পোতাযাত্রার উপর ইটক নিকিও হয়, কলে একটি বালক জখম হয়। বাসুঝার কীটির নিকট একজন অতিথিক বেলা-ব্যাঙ্কিট্টে পোতাযাত্রার পুরোজাণে আশিয়া বোগদাম করেন। জনৈক অতিথিক পুসিগ সুপারিশেন্টেওট এই কীটিতে কর্তব্য কার্যে নিবুত ছিলেন। তিনি বিজিল-হারীরের কোমপ্রকার কলমচরণ বেবেন মাই বা অলমচরণের কোন সংবাদও তিনি পান নাই।

জিটোরিয়া পার্কে পোতাযাত্রা শৌচা পর্যন্ত আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল যে, পোতা-যাত্রার উপর আরো ইটপাটকেন হোঁকা হইয়াছিল। প্রতিশোধ নইবার জন্য কতকগুলি লোক বিজিলের বাহিরে চলিয়া আসে; কিন্তু সার্কেটগন পীতুই তহাদিগকে কিরাইয়া আসে। অতি সামান্যই কতি হইয়াছিল। ইহার পর বিজিলের পুরোজাণ নওরাব-পুর পুনের উক্তর নিকে অবস্থান হিন্দু-প্রধান স্থানে দিয়া শৌচে। নওরাবপুর পুস হিন্দু ও মুসলমান অজ্ঞকে পূবক করিয়াছে। এইস্থান হইতে পোতাযাত্রা নওরাবপুর রোড জাণ না করা পর্যন্ত রাস্তার উক্তর পার্শ্ব পূহের জাণ হইতে অবিরত ইটপাটকেন নিকিও হইতে থাকে এবং উক্তর পার্শ্বের কতকগুলি লোকদের দরজা জানালাও ভাঙিয়া বেলা হয়। হারীর অবিসারীয়া ইটপাটকেন চুরিকাঘাত এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পোতাযাত্রীর বস লোকদের দরজা জানালা ভাঙিয়াছিল। ইহার কলে ৭০ জন মুসলমান আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হয় এবং ইহার মধ্যে মধ্যে দুইজন মৃত্যুবরণ পতিত হইয়াছে। পুসিগ অনুসন্ধান করিয়া দরজা ও কীচের জানালা তগুণিয়ার সেবিয়াছে। কতকগুলি কীচ ইটের আঘাতে ভাঙিয়াছে বলিয়া বসে হইয়াছে। বাড়ীর ছাদের নিকে অনেক কীলুনে গ্যাস ছাড়িয়ার পর ইটক নিক্ষেপ বাখিয়া যায়। পোতাযাত্রার কতকগুলি লোকেরও গ্যাস লাগিয়াছিল। বিজিল চলিয়া বাইবার পর বসবোহন বসাক রোডের উপর সবকোত হিন্দু জনতার প্রতিও কীলুনে গ্যাস ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

জনতা ছত্রভঙ্গ হইবার অবশ্যহিত পরেই হারীর সরকারী কর্তৃপক্ষগণ সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করা এবং নওরাবপুর রোডে ক্রমাগত ৪৮ ঘণ্টা কাল পতিবিবি নিরস্তিত করা দ্বির করেন। পরদিন সকাল আটটা হইতে এই সকল নিয়ন্ত্রণ আদেশ বসবন হয়।

পূর্ব সন্ধ্যার ঘটনাবলী ও বিজিলের প্রতি পূর্ণাঙ্গাধারের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ হিন্দুদের নিকটে সজবত চেষ্টা

চলিতে পারে, যেন করিয়া বেলা ব্যাঙ্কিট্টে জারতীর পলাতক সৈন্যদলকে কানে কানে বোজারেন রাখেন। রাত্রি ১২টা হইতে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত একজন অতিথিক বেলা ব্যাঙ্কিট্টে ও পহরের অতিথিক পুসিগ সুপারিশেন্টেওট করেকজন সেভুহারীর মুসলমান উল্ল-লোককে সঙ্গে করিয়া মুসলমান পলীজসি পতিবরণ করেন এবং উক্তজন পাতি করিতে চেষ্টা পান। রাত্রি প্রায় সাড়ে বাঘটার সময় বেলা ব্যাঙ্কিট্টে ও পুসিগ সুপারিশেন্টেওট সেবিতে পান যে নওরাবপুর রোডের যে স্থানে ইটপাটকেন নিকিও হইয়াছিল, সেখানে হইতে ইটপাটকেন প্রকৃতি সরাইয়া বেলা হইয়াছে। আশে-পাশের লোকেরা বস্ত্রপ্রবৃত্ত হইয়াই রাস্তা পাকিয়ার করিয়াছে বোঝা যায়।

সবা-রাত্রির অস্ত বিরামকণ পরে কারেজুসিতে একটি হোঁকাটি অগ্নিকাণ্ড হয়। নওরাবী বাজারে একজন পলীজা হিন্দুর মোকাদ্দাস লুট ও মোকাদ্দাসমিককে প্রহার করা হইয়াছিল। জাহার পতিভিত্তি মিথৌক হয়। পরে এই বুঝা গ্রীলোকের মৃতদেহ আঘাত চিকিৎসক নিকিও-বর্তী একটি কুপ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। আঘাত চিকিৎসি সারাকক ধরনের ছিল। হকের বিবরণ, ঐ রাত্রিতে উল্লেকবোধ্য আর কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সারাক্ষণি ব্যাপী জারতীর পলাতক সৈন্যদল বুঝিয়া বেজার এবং জোর পর্যন্ত ব ব স্থানে উপস্থিত ছিল। ২৪শে অক্টোবর সকাল বেলা পর্যন্ত অবস্থা পাত ছিল। বিকাল বেলা কোম্পানিগে জনৈক হিন্দু লাঠির আঘাতে আহত হয়। পুসিগ আক্রমণকে হোঁকাই করে। পরে আখিরপুহে আর একজন হিন্দুকে চুরিকা-ঘাত করা হয়। এই দুইটি ঘটনাই পহরের উপকণ্টে হইয়াছিল।

অপরাহ্নে নওরাবপুর রোডের পূর্ব দিক পর্যন্ত পতি-বিবি নিয়ন্ত্রণাধীন জারী করা হইয়াছিল। ২৬শে অক্টোবর সকালে শৌচ পোতাযাত্রার সময় নওরাবপুরে জনৈক মুসলমানকে চুরিকাঘাত করা হইয়াছিল। ইহার পর মুসলমানগণ পহরের পলীজসিগতি কতকগুলি হিন্দুগুহ আক্রমণ করিয়া অগ্নিসংযোগ করে। একাধে হিন্দু ও মুসলমানে মারামারিত হয়। পুসিগ হিন্দু ও মুসলমানের উপর ভণী জনতা করিতে মার্য হয়। ইহার কলে একজন হিন্দু নিহত এবং একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান আহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান। মৃত হিন্দুর দেহ জুসিয়া সেবা যায় যে, সে তখনও হইতে বণী করিয়া বহিয়াছে। কতকগুলি লোকাকারীকে প্রেক্ষতার করা হয়। সেই সময় চৌকুরীবাঝেও বসল হয়। পুসিগ লোকাকারীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

বেলা সাড়ে পণটার সময় বাজা সেওয়ান পলীজ করেকটি বাড়ীর ছাদ হইতে ইটক নিকিও হয় এবং কতকগুলি মুসলমান একটি হোঁকা হিন্দু মোকাদ্দাস আক্রমণ করাইয়া দেয়। সেই সময় হরমতগেজের জনৈক কলের উক্তর পাশে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই লোকান অগ্নিকণ্ড হইয়াছে। পুসিগ, সরকারী কর্তৃতরী, সিদ্ধিক গার্ড ও হারীর লোকজনদের সহাবতার অগ্নি নিবুপাণিত করা হয়। ঐদিন সকাল বেলায় নিকে নওরাব ইটপুত রোডে একজন হিন্দুকে হোঁকা মারা হয়; জাহার আঘাত গুরুতর নয়।

বৈকাল বেলা গরারীর গরাকস রোডের কাছে সেবা যায় যে, একজন মুসলমান মারার আঘাত প্রায় হইয়াছে এবং সারাক দায়েবুখীস রোড হইতে একটু দূরে একজন হিন্দু জেদ-গরারীর সংসংভাবে নিহত হয়। সর্ব প্রক হলের নিকটবর্তী এলাকার উপর যে নিবেদ্যতা জারী করা হইয়াছিল, ঐদিন বেলা ২ ঘটিকার জাহার সময় অতিমারিত হয় এবং ঐ অজ্ঞে পহরের অন্যান্য এলাকার বেঙ্গল ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল, জাহাপেকা অপর কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় নাই।

ভারতীয় কৃষক

সবুজ উপকরণ ব্যাপি ভারত-সীমান্তের দুই দিক জার সেই। বেতান, বিলাসপোত, ভাঙা দাঁড়ি, প্যাগোয়াল ও পক্ষবাহিনী বিকীকরণ দুইয়ের ব্যবহার দুইয়ের কেন্দ্রে। আসন্ন শ্রমিক আত্মত্যাগের বেগে অস্তিত্ব উঠছে। ভারতীয় কৃষক আত্মত্যাগের সঙ্কল্পে আত্মত্যাগিক মহাকাব্যের, কৈশিক ত্রিষ্টম কর্তৃক সুরক্ষিত। ভারতের বহির্ভাগ সুরক্ষিত করছে ইন্ডিয়ান প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, পূর্ব-আফ্রিকা ও মালয় দেশ।

সমসাময়িকীন তৎপরতার তামিলে ভারতের এই বীজিত্বনিত্তে শত্রুর আক্রমণ নিষিদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে বীজিত্ত ভারতীয় কৌশলের সঙ্গে সমাবেশ হয়েছে, ক্রেডিটস্টেম, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের কৈশিক-কলমে আক্রমণের বীর সত্যনাম। এই সত্যনামই যে আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত করে নিষিদ্ধে ব্যবসাবান্ধির জিনে শক্তিতে শ্রম বাপন সত্যকরণ করে সুসংগঠিত যে সত্য উপেক্ষা করা যায় না।

... রক্ষা করতে এদের সাহায্য করুন
ডিকেন্স সেন্টিমেন্ট সার্টিফিকেট কিনুন।



কলিকাতার হুজুর

কলিকাতা হুজুরে জাহাজ হাটার ব্যবস্থা

কলিকাতা পোর্ট হক-কমিটির এক্সিকিউটিভ কমিটির নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :-

১। বাংলা ও আসামের হুজুরীদের সুবিধার্থে নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলিকাতা হুজুরে যোগদান সাইনের এককালীন অনুষ্ঠান জাহাজ হাটার ব্যবস্থা প্রচলিত করা হইবে। কলিকাতা বন্দর হুজুরে যাত্রার জাহাজে উঠিতে চাহিলে, ত্রিভুজাঙ্গিক ইংরেজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৪১, বাংলা ৩০শে কাশিক ১৩৪৮, বিক্রমী ২৫শে বঙ্গাব্দ ১৩৬০, শুক্রবার দিন যা উক্ত তারিখের অন্তঃ ৪১৫ দিন পূর্ণ অথবা অল্প কলিকাতার পৌরসভায় হইবে। এই তারিখের পর আসিলে কলিকাতার জাহাজ পাইকার আসা নাই।

২। এতদ্বারা হুজুরীদের জাহাজে যাত্রার প্রণয় ব্যবস্থা নাই। জাহাজে শুধু ডেক ও প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর জাহাজে যাত্রা নাই, একজন কলিকাতার ডেকবাহিনীর জন্য আরবে উঠে যাত্রারত করিলে হুজুর ও বসিন্দা পরিচর্যে যোগদান নাই ৬৬৪ টাকা লাগিবে। জাহাজে প্রথম শ্রেণী ও আরবে যাত্রা করিলে ১,৫৫১ টাকা লাগিবে। জাহাজে প্রথম শ্রেণী ও আরবে যাত্রা করে সকল করিলে ১,৯৭০ টাকা লাগিবে। বসিন্দা পরিচর্যে যোগদান না করিলে প্রথমোক্ত যাত্রীর জন্য ১৯৪১/৪০, যাত্রা যাত্রীর জন্য ১০৬১/৪০, এক যাত্রীর জন্য ৪৫০১/৪০ কর পড়িবে।

৩। বাংলা ও আসামের যাত্রীদের জন্য কলিকাতা বন্দর হুজুরে জাহাজে উঠাই সুবিধাজনক; কারণ কলিকাতা বন্দর হুজুরে যাত্রার হুজুরে কলিকাতা হুজুরে যোগদান পথের সুবিধা পথ রেল, বাতোর কটেজস এবং অতিরিক্ত বরচ হুজুরে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। কলিকাতার জাহাজে সকল যাত্রীই বাতোর ও আসামের লোক। জাহাজের চাকরসম ও ডায়া একই প্রকার। কাজে কাজেই জাহাজে পরস্পরে মিলিয়া মিলিয়া, বেশ সুখে ও বাচ্চলো সফর করিতে পারিবেন।

কপড় ও হুজুর মূল্য বৃদ্ধি

কাপড়ের কল কারখানা বৃদ্ধির ব্যবস্থা

সম্রাট সরকারের চেষ্টা চাহিয়া বৃদ্ধি হওয়ার সুতা ও কাপড়ের মূল্য কত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণতঃ মূল্যের অনুমান সত্যতা বকার জন্য এবং বৃদ্ধি সরকার প্রচুর পরিমাণে অল্প জাহাজের জন্য পতন বেস্ট বলে করেন যে, সুতা ও কাপড়ের কল ও কারখানার উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কাট্টরী আইনের বিধান নভে ৫৪ বৎসর হলে সপ্তাহে ৬০ বৎসর কাজ চলাইতে দেওয়া অতীত প্রয়োজনীয়। সুতরাং এই সবুজ মিল ও কারখানাকে কাট্টরী আইনের ৩৪ ধারার বিধানের কল হইতে মুক্ত হইবার আদেশে বিলম্বিত প্রচার করা হইয়াছে। এই অব্যাহতি আদেশের কল কারখানার দৈনিক কার্যকাল দশ বৎসর থাকিবে। জাহাজ পূর্ণ সাপ্তাহিক চুক্তিও জোগ করিতে পারিবে এবং অতিরিক্ত কাজ করার জন্য প্রতি ৬ বৎসর সাধারণ বেতনের হারের ১১৪ সোরাডন বহু পাইবে।

(প্রেস-নোট)

বিদেশ প্রতিনিধির নেতৃত্বাধীনে ব্রিটেনে গান্ধীজী সত্যনাম বারন কল যে কত খোঁজ হইয়াছে, জাহাজে কাজ এবং জাহাজ ১ হাজার পণ্ডিত এবং জাহাজের বেটী ২৫০ পণ্ডিত টানা প্রেরণ করিয়াছেন। এই কল ইতি-মধ্যেই ১,৩৬,০০০ পণ্ডিত ইতিমধ্যে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় দেশবাসীর সাহায্যের যৌজনীয়তা

ইউনিয়ন-বোর্ড সম্মেলনে বাধাগ্রস্তের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তৃতা

গত ২০শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় টাউনহলে পিরোজপুর মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ড এসোসিয়েশনের বর্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এক, ও, বেল, আই-সি-এস, মহোদয়ের সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট নৌলতী সানিত্রী সেনে চৌধুরী, অন্যান্য স্থানীয় সরকারী কর্মচারীগণ ও সেতুকারী বেসরকারী উন্নয়নকারীগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই মহকুমার সভাপতি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডাঃ প্রভাকরী ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্যগণ, অধিক সংখ্যার অধিবেশনে যোগদান করেন এবং আলোচ্য বিষয়সমূহে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যাবলী এবং বিশেষভাবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শ্রীত হয়। উপস্থিত ভ্রমরগণী একমুখ্যে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য বক্তব্য করেন এবং এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদানার্থে এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে সর্বসম্মত আড়াইশত টাকা ডিবেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিবেন বলিয়া এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ঘোষণা করেন। পুখানপুখানপুখান আলোচনায় দ্বিতীকৃত হয় যে, প্রতি ইউনিয়নের অবস্থাপন ও সকল ব্যক্তিগণকে যুদ্ধভাণ্ডারে যোগদান করা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইবে। যাহারা পরিষ্কার না আট আনার কম ইউনিয়ন রেট দিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট টাকা চাওয়া হইবে না। যুদ্ধ-পরিষিদ্ধি সম্বন্ধে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট একটা নীতিবিশিষ্ট বক্তৃতা করেন এবং এই সম্পর্কে যাকতীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেশবাসীকে একমুখ্যে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্যার্থে আহ্বান করেন। তিনি স্ট্রাইকভাবে বুঝাইয়া বলেন যে, আট আনার কম ইউনিয়ন রেট দীহার দিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট টাকা চাওয়া কোনমতেই সম্ভব হইবে না এবং এই চেষ্টা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক।

যুদ্ধ-পরিষিদ্ধি সম্বন্ধে উত্তর করিয়া তিনি বলেন যে, এক কথায় বলিতে গেলে এ যুদ্ধে এক পক্ষে জাপানী এবং অপর পক্ষে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি, যথা, পোল্যান্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স, হাঙ্গারী, অস্ট্রা, চেকো-স্লোভাকিয়া, ইত্যাদি। জাপানী এই সকল দেশের বিরুদ্ধে অগ্রসর করে এবং ইহাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই সকল ভেট বড় দেশকে বাঁচাইবার জন্যই ব্রুটন জাপানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ও এই মহাযুদ্ধের বিরাট পরিধি ও গুরুত্ব প্রদর্শন করে। এই যুদ্ধে ব্রুটনের উদ্দেশ্য পৃথিবীর স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকতা রক্ষা করা। জাপানীর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সকলের আত্মিক বুদ্ধি করিয়া দেওয়া।

তিনি আরো বলেন যে, আট আনার যাকতীর সত্যতা ও বৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া সত্য মিলন অন্যান্য করিয়া মানুষের উপর যে নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচার করা হইতেছে, তাহা সর্ববিধিত। অন্যান্য প্রীত্যেক, নির্ভর, যোগ্য—তাহারাও এই অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা পাইতেছে না।

বিনত মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর অসংখ্যর জাতিসমূহ নিরীকরণ ও অকর্মণ্যপী পাত্রপ্রতিষ্ঠার জীবন কল ব্যাপ্ত হইল, জাপানী তখন হইতেই এই ব্যক্তিগণকে যুদ্ধে অন্য অগ্রসর করিতেছিল এবং তাহাদের কল ব্যাপ্ত হইল। সত্যতা ও বৃত্তিকে কল কিছুই বিপন্ন করিয়াছে। অসংখ্যর

এই মহাপ্রস্তর হাত হইতে আশ্রয়ের রক্ষা পাইতে হইবে। এমতাবস্থায় ত্রাপ জীকার করিয়া ব্রুটন আনান্দকে রক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। আশ্রয়ের জারতবাসীকে এখনও যুদ্ধের কিছুমাত্র কুশলোপ করিতে হয় নাই। তাই কেহ কেহ স্বেচ্ছাচারে ব্রুটন হইতে পারেন যে, এ যুদ্ধ শুধু ইউরোপীয় যুদ্ধই বটে। তাহারা ভুলিয়া যান যে, ইহা ভারতবর্ষেই যুদ্ধ এবং অন্য কিছুই নয়। এ যুদ্ধকে যাকতীর হইতেই আশ্রয় অসংখ্যর করিতে না পারি, তাহা হইলে চমৎ একদিন সত্যতাই আশ্রয়ের হাওড়া ইহা কল্যাণ করিবে। বিশ্বজুড়ির প্রকৃত জনমিকে আশ্রয়ের চিন্তা লইতে হইবে এবং আশ্রয়ের আশ্রয় যুদ্ধের প্রচেষ্টা এই যে, বিশেষ করিয়া আশ্রয়ের নিজেদের পাতি ও নিরাপত্তার জন্যই যে ব্রুটন জাতি আশ্রয়ের ও অন্যান্য জাতির পক্ষ হইয়া সত্যতাই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহারা সাহায্য করা আবশ্যিক।

তিনি জনসাধারণের নিকট এই আহ্বান করেন যে, তাহারা যেন ডিবেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করেন এবং যুদ্ধভাণ্ডারে যুদ্ধ-ভাণ্ডারে অর্থ দান করেন। দেশের যুদ্ধকল সাহায্য কাহা যোগদান করিতে পারেন।

সর্বশেষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেন যে, আশ্রয়ের প্রচেষ্টা শুধু বৌদ্ধিক কল ও শুধু প্রচেষ্টাই যেন পর্যাপ্ত না হইয়া সত্যতাই পরিপূর্ণ হয় এবং তিনি পলী-উন্নয়ন—কার্টিন্সের পক্ষ হইতে ১,০০০, তাহারা টাকার ডিবেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ঘোষণা করেন।

জলস্রাবীর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বাবু প্রীণ চন্দ্র ঘোষ, পিরোজপুর গভর্ণমেন্ট উচ্চ ইংল্যান্ডী বিদ্যালয়ের প্রধান মৌলতী আবদুল্লাহ ও পিরোজপুরের সারবজিটের মৌলতী মহম্মদ ইসমাইল প্রভৃতি অধ্যাপক বক্তব্যপণ্ড যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্থানীয় পলী-উন্নয়ন কার্টিন্সের একটি সাধারণ-সভার অধিবেশনও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ব্যবস্থা পরিষদের পরিচালন-ব্যয়

গত বৎসরের হিসাব

১৯৪০ সালের মে মাস হইতে ১৯৪১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদের কার্য পরিচালনা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, গত বৎসর ব্যবস্থা পরিষদের কার্য পরিচালনার ব্যাপারে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সদস্যগণের বেতন ব্যয় প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং তাহাদের ট্রাভেলিং ও দৈনিক ভাতা ব্যয় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার চেয়েও অধিক টাকা ব্যয় হয়। অবশিষ্ট অর্থ স্ট্রীকাল, ভেপুলী স্ট্রীকার ও পরিষদ কর্মচারীগণের বেতন দান ব্যয়িত হয়। আলোচ্য বৎসর পরিষদের ত্রিমাসী অধিবেশন হয়। মোট ৯২ দিন অধিবেশন চলে। তিনটি অধিবেশনে মোট ১ হাজার ৪ শত ৪৪টি প্রশ্ন, ৩২৭টি প্রশ্ন এবং ৪৪টি মূলতী প্রশ্নের পরিষদে উত্থাপিত হয়। অসুখ ১০৯টি বিষয়ে ভোট গৃহীত হয়। ১৩টি মূলতী প্রশ্নের বিল এবং ১শত ১০টি বেসরকারী বিল পরিষদে পেশ করা হয়। গড়ে প্রায় দুইশত ৭৪ জন সদস্য দৈনিক পরিষদে উপস্থিত ছিলেন।

অর্থের মধ্যে শিক্ষা বিভাগ

ব্রুটন পদ্ধতিতে ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং ট্রেনিং বিভাগে ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে অর্থবিশেষের শিক্ষার জন্য নিককবিশেষ ট্রেনিং সেওয়ার যে শিক্ষার্থী প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা এক বৎসরে ট্রেনিং-কোর্সে উপস্থিত করিয়াছে। গত বৎসর মোট ৪১ জন শিক্ষার্থী—৩৬ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা—এই শিক্ষার্থী প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাহারা ২৫ জন—২২ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা—গত এপ্রিল মাসে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। উত্তরবিন পরীক্ষা প্রবর্তন করা হইয়াছিল—পুথিগত ও হাতেকলমে। পুথিগত পরীক্ষার শিক্ষার্থীগণকে অর্থবিশেষের শিক্ষার ঐতিহাসিক লুক্সারিসময়ী প্রশ্ন ও অর্থবিশেষের পদ্ধতি যে বিশেষ অর্থবিশেষের উত্তর হয় তাহাতে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। হাতেকলমে পরীক্ষা বিভাগে শিক্ষার্থীগণকে ব্রুটন পদ্ধতিতে পঠন ও দিবনে ও অর্থবিশেষের শিক্ষার জন্য অন্যান্য প্রবর্তিত পদ্ধতিতে উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিতে হইয়াছে।

বর্তমান বৎসরে এই শিক্ষা পর্যায়ের ৫৫ জন শিক্ষার্থী—১০ জন পুরুষ ও ২৫ জন মহিলা—ভুক্তি করা হইয়াছে। এই জার্মানের সম্বন্ধে প্রধান বিশেষ এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মানের সহিত ডেভিড সেওয়ার ট্রেনিং কলেজের, জটিলচার্ট কলেজের ও লয়েটো হাউসের জার্মানও যোগ দিয়াছে এবং তাহাদের সম্বন্ধে প্রথম একজন অর্থ জার্মান এই বিভাগে ভুক্তি হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মানের সর্বপ্রথম এই পদ্ধতি শিক্ষা-পর্যায়ের অর্থবিশেষ করিয়াছে। আমেরিকার জটিল বিশ্ববিদ্যালয়ে,—তাহারা দিব্যত কল্যাণী ও হাউসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থবিশেষ—এই শিক্ষা পদ্ধতি করেক বৎসর পূর্বে প্রবর্তন করিয়াছে। যেই ব্রুটনে তিনটি কেন্দ্রে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক এস. সি. হার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার এসেলে অর্থবিশেষের শিক্ষার মূলত মূল আদান করিয়াছে। কারণ তাহারা শিক্ষার এই পদ্ধতিতে যোগদান করিয়াছে, তাহারা বি, টি, বিভাগের জার্মান। কাহেই তাহারা অর্থ ও ব্রুটনবিশিষ্ট যোগ উত্তরকেই শিক্ষা দিতে পারিবে। এই পদ্ধতিতে ট্রেনিং-প্রাপ্ত নিককবিশেষ শুধু অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়েই চাকুরী পাইবে না, ইহাশিক্ষকে সাধারণ বিদ্যালয়েও নিয়োগ করা হইবে। কারণ এ সমস্ত বিদ্যালয়েও পশুই অর্থবিশেষের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। ইহা জাতি এই সমস্ত শিক্ষক সম্বন্ধে ও পরীক্ষিত অর্থ দানক বালিকা ও বয়স্কদিগকে, তাহারা অর্থবিশেষ বা অন্য কোন কারণে জুয়ে শিক্ষা-লাভের সুযোগ পায় না, তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া সমাজের সেবা করিতে পারিবে।

বীকুড়া জেলার মানানিধ জনহিতকর কার্য

সরকারী সাহায্য প্রদান

বীকুড়া জেলার জনহিতকর বিভিন্ন কার্যের জন্য বালিকা গভর্ণমেন্ট ৪৭৫০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তাহা যথা ১৫০০ টাকা বালিকা পলী-উন্নয়ন সমিতির একটি প্রায় সভাপতি নির্বাচনের জন্য, ২৫০ টাকা বাগবান্ডা উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের বেসরকারী কলেক্টর জন্য, ৫০০ টাকা দিহর পলী-উন্নয়ন সমিতির বেসরকারী মঠ তৈয়ার করিবার জন্য, ১০০০ টাকা কলকলপুর বাহা কলিকটক মাসেবিতা বিদ্যালয়ের জন্য এবং ১৫০০ টাকা কলকলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য প্রায় হল নির্মাণের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

মেদিনীপুর

গত জুন মাসে কীৰ্তি মহকুমার অন্তর্গত এগুয়া থানার অধীন বেকুরী ইউনিয়নের তিন হাটল দীর্ঘ বাস মহল হাঙ্গা মূলতঃ খেচড়াপ্রণোদিত প্রদে মেরাকত করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড এই ব্যাপারে ১৩৮।।০ প্রদান করিয়াছে। প্রকৃত হিসাব করিলে দেখা যায় যে, এই কার্যে উপরোক্ত অর্থের মূল ৩৭ বাস হইত। এগুয়া ইউনিয়ন বোর্ড সাত হাটল দীর্ঘ একটি কাঁচা রাস্তা এবং অপর একটি পিছ চালা রাস্তার জন্য ১০০ টাকা ব্যয় করিয়াছে। পঁচাত্তাল নামক স্থানে চারিটি বাঁশের পুল নির্মাণ করা হইয়াছে। বারলা ইউনিয়ন বোর্ড অনুন্নতভাবে তিনটি গ্রামে ১,০৫০ গজ পল্লী-পথ মেঝাকত করার কাজে ৭১১ টাকা ব্যয় করিয়াছে। সিমারী বাসনবার পল্লী-উন্নয়ন সমিতি খেচড়াপ্রণোদিত প্রদে পটাপপুর থানার অন্তর্গত ১৪ নং ইউনিয়নের বোকা বাসনবার নামক স্থানে ৫০ ফিট দীর্ঘ একটি নুতন রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে এবং মোট বেড় হাটল লম্বা চারিটি পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করিয়াছে। উক্ত থানার অন্তর্গত কানপুর বোকার প্রায় ১,৯০০ হাট রাস্তা স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত ৯৫১ টাকা হাঙ্গা আমনগর সমিতি নির্মাণ করিয়াছে। উক্ত ইউনিয়নেই তপচিয়ার পল্লী সমিতি ১৫০ হাট দীর্ঘ একটি নুতন রাস্তা তৈরী করিয়াছে। মুন্ডাকাপুর বোকার অন্তর্গত লালট-জঙ্গা মোড় হইতে পল্লীর সম্মুখ পর্যন্ত ১,২০০ ফিট দীর্ঘ একটি নুতন রাস্তা স্থানীয় প্রচেষ্টায় নির্মিত হইয়াছে এবং এই রাস্তার উপর দুইটি বাঁশের পুল তৈরী করা হইয়াছে। এগুয়া থানার অন্তর্গত জোগাপলিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন মোট এক হাটল লম্বা তিনটি পল্লী-পথ স্থানীয় প্রচেষ্টায় নির্মিত হইয়াছে। ইহার ভিতর একটি জল নিকালের খালের উপর ৮১ টাকা ব্যয়ে একটি কাঠের সেতু নির্মাণ করা হইয়াছে। কাঠ ও তক্তা জনসাধারণ সরবরাহ করিয়াছে।

হাটাল মহকুমার অন্তর্গত পলাশপাই পল্লী-সংগঠন সমিতি সম্পূর্ণ খেচড়াপ্রণোদিত প্রদে অর্জনহীন লম্বা একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে। অনুন্নতভাবে সাতপোতা পল্লী-সংগঠন সমিতি এক হাটল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করে এবং সরলা পল্লী-সংগঠন সমিতি ১০০ গজ লম্বা একটি পল্লী-পথ মেঝাকত করে। বনশ্যাবামি পল্লী-সংগঠন সমিতি বিমুলিয়া হইতে পাইরাণী পর্যন্ত তিন হাটল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথের সংস্কার করে। মিরতলা বদোচরপুর পল্লী সংগঠন সমিতি আনিকতাবে সরকারী সাহায্যলাভ করিয়া বদোচরপুর হইতে মিরতলা পর্যন্ত তিন হাটল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথ নির্মাণ-কার্য সমাধা করে। মহাবলা ও কইজুরী পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে অর্ধ হাটল দীর্ঘ একটি কবিতা পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করে। ভগবানচক পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রায় ৭০০ ফিট লম্বা একটি রাস্তা নির্মাণ করে। তেরী চাইপাট সমিতি খেচড়াপ্রণোদিত প্রদে ৯০০ ফিট দীর্ঘ একটি সরকারী রাস্তা মেঝাকত করে। বর্তমানে উক্ত পথ দিয়া হাটরাতে এক প্রকার অসুবিধা হইয়া উঠিয়াছিল।

ভরলুক মহকুমার শ্রীধামপুর পল্লীসমষ্টি সমিতি বাড়ারাতের সুব্যবস্থা এবং চাষাবাসের সুবিধার জন্য পুট-পুটিকা, শ্রীকান্ত এবং কালপতা নামক বোকার অন্তর্গত বীথওমির সংস্কার সাধন করিয়াছে।

জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসেবা

জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নতি বিধানার্থ কীৰ্তি মহকুমার অন্তর্গত এগুয়া থানার অধীন কলমুখপুর বোকার ২ নং ইউনিয়নে দুইটি নলকূপ খনন করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড ৬০ টাকা সাহায্য

প্রদান করিয়াছে, বাকশিক টাকা জনসাধারণ টাল হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছে। এগুয়া থানার অন্তর্গত ৪ নং ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন হাট উচ্চা এবং পটাপপুর থানার অন্তর্গত ৬ নং ইউনিয়নের অধীন ডোয়ার পাড়া নামক স্থানে পানীর জল সরবরাহের নিমিত্ত দুইটি পুকুরিণী খনন করা হইয়াছে। এগুয়া থানার অন্তর্গত ১১ নং ইউনিয়নের অধীন চোরে পালিয়া নামক স্থানে খেচড়া-প্রণোদিত প্রদে তিনটি পুকুরিণীর পড়োজার করা হইয়াছে। এগুয়া ইউনিয়ন বোর্ড জঙ্গল ও পুকুরিণী পরিষ্কার করার জন্য ৮৯।।০ আনা ব্যয় করিয়াছে এবং উক্ত অকলের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানার্থ বখেট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এগুয়া থানার অন্তর্গত ৮ নং ইউনিয়নের জেখান নামক স্থানগার দুই হাটল গজ লম্বা জল নিকালের খালের সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। এগুয়া থানার অন্তর্গত ১১ নং ইউনিয়নের অধীন মির্জাপুর নামক স্থানে গ্রাম-সাপিগণ মেজরা খাল হইতে বাঁচি কাটিকা বেড় হাটল লম্বা একটি রাস্তা তৈরী করিয়াছে। এই রাস্তা বীথ হিসাবে উক্ত অকলকে বন্ধ করিবে এবং জল নিকালের খাল পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান সাহায্য করিবে।

হাটাল মহকুমার রাধাকান্তপুর ও সোনাবালি পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে প্রায় পঁচ বিঘা পরিমিত জমির মাপের বড় বড় পুকুরিণীর পড়োজার কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। পঞ্চাত্তরে বালা সমিতি তিন বিঘা পরিমিত অকলের জঙ্গল সাদ্ করিয়াছে এবং গুহাটি, চাইপাট বেল-জাঙ্গা এবং জোটেকেশ্বর পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে ১২ বিঘা পরিমিত জমির জঙ্গল সাদ্ করিয়াছে। এই ভাবে সোনাবালী, কইজুরী ও হাটপেগি পল্লী-সংগঠন সমিতি উক্ত পরিমাণ জমি হইতে জঙ্গল সাদ্ করিয়াছে। সাতপোতা পল্লী-সংগঠন সমিতি দুইটি পুকুরিণী ও এগারটি জোবা হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। নাটোক, শ্যামগঞ্জ এবং সাগরপুর পল্লী-সংগঠন সমিতি জোবাদের জঙ্গলে আর নুতন করিয়া পালা জন্মাইতে সের নাই।

শ্যামগঞ্জ, সাটুক এবং পাইক মাকিয়ার পল্লী চিকিৎসালয়-সমূহ হ্যালেরিয়া প্রসীড়িত রোগিগণের মধ্যে বিদ্যমান ঔষধ বিতরণ করিয়া অর্থের দ্বিত সাধন করিতেছে। সোনাবালী পল্লী-সংগঠন সমিতি ১০টি পুকুরিণী, ভগবান-চক সমিতি ৮টি পুকুরিণী এবং পাগু সমিতি ৪টি পুকুরিণীর পানা পরিষ্কার করিয়াছে। গত যে মাসে চাই-পাট নামক স্থানে একটি নুতন পল্লী-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সময় হইতে উহা বেশ আশানুগত কাজ করিতেছে। জোকা ও ভগবতপুর সমিতিও গ্রামসমূহে উন্নত চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ এলাকার টাকা সংগ্রহ করিতেছে। আশা করা হইতেছে যে, আগামী শীতকালের মধ্যেই এই দুইটি সমিতি দুইটি পুকুরিণী-সমষ্টির স্থাপনে সক্ষম হইবে। ভরলুক মহকুমার অন্তর্গত কাপাসবেলিয়া সমিতি পল্লী পথের উত্তর পার্শ্বের জঙ্গল এবং খাল ও জোবাসমূহ হইতে কচুরীপানা সাদ্ করিয়াছে।

শিক্ষা

শিক্ষা ও চিকিৎসার উন্নয়নার্থ কীৰ্তি মহকুমার অন্তর্গত এগুয়া থানার অধীন হারিলা নামক স্থানে ১০ জন শিক্ষার্থী লইয়া একটি দৈন-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এগুয়া থানার অন্তর্গত ৪ নং ইউনিয়নের অধীন হাট বাসিন্দা নামক স্থানে ১,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করা হইয়াছে। এই গ্রামে জাহাঙ্গীর কবুর্ক সাক্ষ্যাবতিতভাবে একটি দৈন-বিদ্যালয় সংগঠিত হইয়াছে।

পল্লী-সংগঠন সমিতি কাকশিকি পরামর্শের সহিত বহা বীতি আদান প্রদান ও ব্যবহার করা হইয়াছে এবং চমুটি দৈন-বিদ্যালয়গুলি আশানুগতভাবে পরিচালিত হইতেছে।

গত এপ্রিল মাসে হাটাল মহকুমার অন্তর্গত পাল্লা-পল্লীসংগঠন সমিতি নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার নিমিত্ত একটি নুতন শিলা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। কুটপুহ এবং জাহার পার্শ্ববর্তী রাধাকান্তপুর, শামপুর, উজ্জ-বার, সোনাবালী, গুহাটি, কইজুরী, সরলা, মোরী রানী-চক এবং ইরকলা প্রভৃতি চমুটি কেন্দ্রসমূহ আশানুগত কাজ করিতেছে। বহু সংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তি এই সকল কেন্দ্রে উৎসাহ সহকারে যোগদান করিয়া শিলা লাভ করিতেছে। কুটপুহ, শ্যামগঞ্জ, উজ্জবাব ও সাপকবার প্রভৃতি স্থানের গ্রামসমূহের বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং জনসাধারণ উহার সমর্থন করিয়াছে। সারাবাস গ্রামগার লাভিলে নুতন নুতন পুস্তক সরবরাহ করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উৎসাহনার স্বর্গ হইয়াছে। এই মহকুমার বিভিন্ন স্থানে মাসিক-সংগঠন সহযোগে স্বাস্থ্য বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। এই সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যে বহু জনসাধারণ হইয়াছে।

ভরলুক ও অন্যান্য মহকুমার অন্তর্গত গ্রাম ও গ্রামসমূহের বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া চলিয়াছে। পল্লী অকলের গ্রামগার সমূহে নুতন এবং চিত্তাব-ক পুস্তকাদি সরবরাহ করার ফলে সর্বত্র একটা সাদা পরিচা পিরাছে এবং পাঠক সমাজে বিশেষ উৎসাহ ও উৎসাহনা পরিচালিত হইয়াছে।

কৃষিকার্য

কৃষিকার্যের উন্নতি ব্যাপারে কীৰ্তি মহকুমা পল্লী-সংগঠন সমিতি একদল একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহার মধ্যে উন্নত বরষের বীজ ও সার বুদ্ধিবান কৃষক-নিপের মধ্যে বিতরণ করিবার প্রত্যাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সমিতি কৃষি-নিপের উন্নতি বিধানার্থ অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কীৰ্তি গুহা টেনি: কুলে একটি পল্লীকালক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। মিরাপুর নামক স্থানে যে বহিঃ-স্বস্তি বেলা হইয়াছিল, তাহাতে একটি কৃষি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। কৃষি বিষয়ক ব্যাপার এবং পশুপালি উন্নতি বিধানার্থ বহু প্রাচীর-পত্র সর্বজন সর্বক্ষেত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বাসনগর থানার অন্তর্গত বাসনপুর নামক স্থানে এক সত্তাহের জন্য অনুন্নত একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। সরকারী নিয়োগাটি এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া কৃষি, পশুপালি উন্নতি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত জ-বিষ হুবি প্রদর্শন করে। হাটাল মহকুমার তেরী পল্লী-সংগঠন সমিতি কৃষি কার্যের উন্নয়নার্থে সেহ কার্যের সুবিধার জন্য ২,০০০ ফিট দীর্ঘ একটি জল নিকালের খাল খনন করিয়াছে। পাট, চীনা বাসন এবং জোয়ারের উন্নত বরষের বীজ বিতরণ করা হইয়াছিল এবং নবাব পাড়া পিরাছে যে, উহারে তাহ বেশ ভাল হইয়াছে। গত জুন মাসে সাটুক নামক স্থানে একটি কৃষি কার্য পরিচালিত হইয়াছে।

ভারতে গ্যাস-প্রতিরোধক বস্ত্র প্রস্তুত

বিশেষ হইতে বিরাট অর্ডার লাভ

অট্টলিয়া সরকার গ্যাস-প্রতিরোধক বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষে একটি বড় ক্রয় অর্ডার নিষ্পন্ন।

কলকাতার বিশাল-অকল সরকারী কারখানা-সমূহের একটি নুতন এক প্রকার তৈর-কর সম্প্রতি কমিউনিজ গ্রন্থ হইতেছে। এই ক্রয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য হইবে কলিকাতা রাস্তার।

সাপ্তাহিক বুদ্ধ-সংবাদ

ইংল্যান্ডের উপকূলে জার্মান বিমান কাল

বিমান বিধ্বংসীর এক উড়ান ২৮শে অক্টোবর বোম্বা করা হইয়াছে যে, ইংল্যান্ডের পূর্ব উপকূলের নিকট বৃটিশ জলবিমানসমূহ দুইখানা নকলবিমান সমুদ্রে পতিত করে।

রাজকীয় বিমানবাহিনী উত্তর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের উপকূলে কাল দেয়। সমুদ্রে জার্মান দুইখানা জার্মান নৌবাহিনী বিমান ও তিনখানা জার্মান জলবিমান ধূসে হয়। ইংল্যান্ডের উপকূলের নিকট প্রহরারীন একজন জার্মান জাহাজের উপর বোম্বার্ডার বিমানসমূহ আক্রমণ চালায়।

আর একখানি ডৈলবাড়ী জাহাজ নিমজ্জিত

"বৃটিশ বেকিংহাম" নামক ডৈলবাড়ী জাহাজ আমেরিকা হইতে বুটেনে ডৈলবাড়ী কার্ভা নিযুক্ত ছিল। প্রকাশ, গত ২০শে অক্টোবর সপ্তম জাহাজের পাঠ্যার প্রেক্ষিত বানিজ্য জাহাজবহরের উপর আক্রমণকালে বনরোভিতা হইতে প্রায় ২৫০ মাইল পশ্চিমে উয়ার উপর উপরোক্তে নিমজ্জিত হয়। জাহাজখানা ডুবিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তৎপূর্বদিন যেখানে "লেডি" নামক জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছিল—সেই স্থানের নিকটেই ঐ জাহাজের উপর আক্রমণ হয়।

৫ দিনে ২৫ হাজার জার্মান সৈন্য হতাহত

মস্কো বেতারে জানান হইয়াছে যে, ত্রিবিয়ার যুদ্ধে ৫ দিনে ২৫ হাজার জার্মান সৈন্য হতাহত হইয়াছে। ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ১লা অক্টোবরের মধ্যে প্রথমবার ত্রিবিয়ার যুদ্ধে অস্ত্রবাহনে ৩০ হাজার জার্মান সৈন্য হতাহত হইয়াছিল।

হিটলারের পরবর্তী পরিকল্পনা

ম্যামনাল মেইটু: নামক সুইস পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, তুর্কী সামরিক পরাবেক্ষকের দ্বারা এই যে, জার্মানী যৌব বৃটিশ দীপপুত্র আক্রমণের পরিবর্তে বৃটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত করিতে পারে। তুর্কির দ্বারা এই যে, এই প্রকার আক্রমণ ককেশাস হইতে আরম্ভ হইয়া উত্তরপূর্বের দিকে অগ্রসর হইবে। সবে সবে বিসয়ের উপরও আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে।

রোষ্টের একেপ-পথে প্রচণ্ড যুদ্ধ

মস্কো বেতারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ডন নদীর মোহনার অন্যতম প্রধান বন্দর রোষ্টের প্রবেশ-পথে যুদ্ধ চলিতেছে এবং এই বন্দরটি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্তী চতুর্দশে এবং পরবর্তী রাতপথেও তীব্র যুদ্ধ চলিবে। রোষ্টের পথে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ডোনের জলবাহিকার, উত্তর-পশ্চিম দিকে বহু বন্দা যাবৎ প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে যেকোনো পূর্ব দিকে জার্মান সৈন্যগণ সোভিয়েট যুদ্ধ ভেদ করিয়াছে। কিন্তু লাকৌক অস্তিত্বকালে যাবৎ বেতারের জাহাজ ঐ পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই স্থানে দ্রুত প্রকৃত কতি হইয়াছে।

প্রচণ্ড যুদ্ধে অকস্মে পূর্ব দিকে বহু উত্তর দিক চলিতেছে। জার্মান সৈন্য এই স্থানে বহু ট্যাংক নিয়োজিত করিয়াছে। কিন্তু যে সকল ট্যাংক পরে প্রবেশ করিয়াছিল সোভিয়েট সৈন্যসমূহ ও বিমানবাহিনী তাহা প্রায় সম্পূর্ণ ধূসে করিয়াছে।

আর একটি বন্দর বন্দরের দাবী

একটি জার্মান উড়ান ২৮শে অক্টোবর, "ডোন" জলবাহিকার পশ্চিম তীরে সৈন্যসমূহের পশ্চিম তীরে দাবী করিয়াছে। জার্মান সৈন্যসমূহ জলবাহিকার প্রবেশ-পথে।

বারকোভের নিকট লাকৌকের পশ্চিম তীর

মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, সপ্তম জার্মান বাহিনীর চাপে বারকোভের নিকটে সোভিয়েট বাহিনী সামান্য হ্রাস হইতে বাধ্য হয়। পরবর্তী বিপন্ন হইয়াছে।

নুতন নুতন সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পশ্চিম তীরে জার্মান বারকোভের উপরও আক্রমণ চালাইতেছে।

বারকোভে তিনদিন ধাবৎ একটি সোভিয়েট সৈন্যসমূহ জার্মানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছে। প্রথম করেকটি আক্রমণ ব্যর্থ হইলেও সৈন্যসমূহের আবেশে উক্ত সোভিয়েট বাহিনী জাহাজের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া পিতৃ হ্রাস গিয়াছে। এই যুদ্ধে জার্মানদের অতুতপূর্ণ কতি হইয়াছে। এক দিনের মধ্যেই ৩,৫০০ জার্মান সৈন্য হতাহত হয়। জার্মানদের যুদ্ধবৈদ্য, ডাক ও বিধুস ট্যাংক ও মোটরযানে বন্দোবস্ত আত্মীয় হইয়া গিয়াছে।

সোভিয়েট জাহাজ লাকৌক

সোভিয়েট জাহাজের উত্তর করিয়া বলা হয় যে, লাকৌক করেকটি স্থান পুনরুদ্ধার করিয়াছে এবং সৈন্য ও সরবরাহের দিক হইতে পশ্চিম তীরের প্রকৃত কতি সাধন করিয়াছে।

ওডেসার আড়াই লক্ষ কমানিয়ার সৈন্য হতাহত

সরকারী টাগ এজেন্সী জানাইতেছেন যে, ওডেসার প্রবেশপথে যে সাম্রাজ্য হইয়াছে, তাহাতে আড়াই লক্ষের কমানিয়ার সৈন্য হতাহত হইয়াছে। জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং কমানিয়ার সৈন্যসমূহকে অপেক্ষাকৃত অধিক বিপজ্জনক বলা (মস্কো) বলাজনে জানায়িত করিয়াছে।

কমানিয়ার পান্টা আক্রমণ

মস্কো বলাজনের করেকটি অকস্মে সোভিয়েট বাহিনী পান্টা আক্রমণ চালাইতেছে এবং জার্মানদের দ্বারা নদী অস্তিত্বের সকল চৌকি ব্যর্থ হইয়াছে। একা নদীর পারাপারের ভানও লাকৌক পূত্রাধে নিজেদের অধিকারে রাখিয়াছে। ওবেল অকস্মে যুদ্ধ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

মস্কো বেতারে বোম্বা করা হইয়াছে যে, জার্মান বিমানসমূহ মস্কোর চাপা দেয়। অধিকাংশ বিমানই বিমান-ধূসী কামানের গোলা বর্ষণ ও কল জলী বিমানের আক্রমণে হতাহত হইয়া যায়। জার্মান বিমানসমূহকে মস্কোর পৌছিতে দেওয়া হয় নাই। যে করেকটি বিমান নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে, সেগুলি এসোপাবারিতাধে অতি বিশেষরূপে বোম্বার্ডন করে। বোম্বগুলি দ্বারা ও আবাস পূহসমূহের উপর পড়ে। কোন সামরিক লক্ষ্য বন্দর কতি হয় নাই। করেকজন হতাহত হইয়াছে।

জার্মানদের ত্রিবিয়ার প্রবেশের দাবী

ত্রিবিয়ার যেকোনো দাবী হইতে প্রকাশিত একটি বিশেষ বোম্বার জার্মান ত্রিবিয়ার প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। বোম্বার বলা হইয়াছে, "বিশেষ যুদ্ধকর্তৃক যুদ্ধ জাহাজ প্রবেশের সময় ১৮ই ও ২৮শে অক্টোবরের মধ্যে জার্মান ১৫ হাজার ১ পত সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে ও ১০০ ট্যাংক ও ১০০০ কামান হতাহত করিয়াছে। পরাক্রান্ত পতন পশ্চিম তীরে হইতেছে।"

জার্মান সৈন্য এসোপাবারিতাধে বলা হইয়াছে যে, লাকৌক পশ্চিম তীরে সৈন্যসমূহের পশ্চিম তীরে দাবী করিয়াছে। পরবেশন পশ্চিম তীরে করিতেছে ও জাহাজের পশ্চিম তীরে করা হইতেছে।

জার্মানদের যুদ্ধে জার্মানদের ডাঙা (বিশ্বাস)

২৯শে অক্টোবর অকস্মে মস্কো বেতারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, মস্কো-সোভিয়েট সৈন্যসমূহের উপর, মস্কো হইতে ১১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কামিদিম শহর দখলের যুদ্ধে জার্মানদের একেপে আত্মকামিদিম বাহিনী অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পরবর্তী প্রবেশ পশ্চিম তীরে সামরিকসমূহ ও হাজার সৈন্য হতাহত এবং ৪০টি কামান, ৩২টি বিশেষরূপে সৈন্যসমূহ কামান ও বহু বন্দ বিনষ্ট হইয়াছে। এই অকস্মে জার্মান সৈন্যসমূহ একেপে পুনরুত্থিত হইতেছে। একটি বহুদক্ষিত পশ্চিম তীরের এত বেশী কতি হইয়াছে যে, উহা "একপে সামরিক একটি পশ্চিম তীরের" পরিণত হইয়াছে।

ডন নদীর তীরে নুতন কমানিয়ার যুদ্ধ

বর্তমানের দ্বারা লাকৌক জাহাজের বলা, জার্মান সৈন্যসমূহের দক্ষিণ তীরে ডন নদীর তীরে অত্যন্ত পশ্চিম তীরে একটি যুদ্ধ বন্দা করিতেছেন। অকস্মে ডন নদীর অপর তীরে, মস্কোর পূর্ব দিকে ও ত্রিবিয়ার দ্বারা সৈন্য নুতন পশ্চিম তীরে সৈন্যসমূহ পতন করার বিশেষ দাবী দাবী। বৃটিশ ও জার্মান জাহাজসমূহের উপর দাবী হইয়াছে। জাহাজ পিরাতে যে, এই নুতন সৈন্যসমূহ ও নদীর ট্যাংক বা আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব হইবে না।

উত্তর তীরের যুদ্ধ

বিশিষ্ট বিশেষ যুদ্ধের দক্ষিণ সোভিয়েট ও লাকৌক হ্রাসের দ্বারা যে অকস্মে জাহাজের হাতে আছে, তাহা বলা করিতেছে। সোভিয়েটের কল জলী বিমানবাহিনী বহুতাল জার্মান বোম্বার্ড বিমানসমূহকে বাহাজনের মত পতি দাবে।

বারকোভ নগরীর পতন

মস্কো, ১০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যরা উত্তর তীরের প্রধান নগরী বারকোভ পতিত করিয়াছে। পতন করেক সপ্তম দাবী এই অকস্মে পূত্র সাম্রাজ্য চলিতেছিল। বারকোভ পতন একটি "যুদ্ধপূর্ণ" পিত্র-কল্প। এই পতনের অধিকাংশ-সংবাদ প্রায় ১ লক্ষ হইবে।

মস্কো বেতারে সোভিয়েট বিমানসমূহ কর্তৃক বাহিনীর উপর বোম্বার্ডনের সংবাদ বোম্বা করা হইয়াছে। তীব্র বিশেষরূপে ও আগুনে বোম্বা এবং এপেভার পরবর্তী উপর বহিত হয়। জার্মান বিমানসমূহ কর্তৃক মস্কোর উপর বোম্বার্ডনের সংবাদও বোম্বা করা হইয়াছে।

রক্তাক্ত বন্দরের বিপদ

মস্কো বেতারে বলা হয় যে, ডন নদীর মোহনাবর্তী বিরাট বন্দর বর্তমান প্রবেশ-পথে এবং সাম্রাজ্য চলিতেছে এবং বর্তমান পক্ষে ওজ্জ্বল আলো দেখা দিয়াছে। পরবর্তী চতুর্দশ বন্দী পশ্চিম তীরে বহিত করা হইতেছে।

এই অকস্মে একটি যুদ্ধে জার্মানদের ৪৪টি ট্যাংক, ৪০টি পশ্চিম তীরে সৈন্যবাহিনী দাবী এবং ৩ কামান বিমানসমূহ বিধ্বস্ত হয়। ৫ পত জার্মানদের যুদ্ধের বন্দোবস্ত পতিত দাবে। উত্তর-পশ্চিমে ডন নদীর অধিকাংশ অকস্মে করেক বন্দা দাবী যুদ্ধের পর জার্মানরা যেকোনো পূর্ব দিকে সোভিয়েট যুদ্ধ ভেদে দাবী হয়, কিন্তু লাকৌক বর্তমান পক্ষে বলা দাবী করিয়া এই লাকৌক বেশীদূর অগ্রসর হইতে দেখা দাবে। এই অকস্মে জার্মানদের কতি "বৃহৎ বন্দী" বলিয়া বহিত হইয়াছে।

দিনাজপুর জেলার উন্নয়ন প্রচেষ্টা

ডাকা মহান এটোমিক জাদুকি কাছাৰী (মহানবাবিহা)
সংলগ্ন ব্ৰহ্মাণ্ড পুৰণিগীট কিছুদিন অৰং কলুৰিপত্নী
তৰিকা গিৰা সপুৰ হালহাৰে অৰোৰা হইয়াছিল।
মহাভক্তি জাদুকি পত্নীউপস্থান বহিৰ্ভিত্তি সেৱকতাৰী সৈন্য
কাছাৰী সৈন্য সান্ধলুৰ বাৰী ইয়াৰ ৪ কাছাৰী সৈন্য
উৰোপাৰে উচ্চ বহিৰ্ভিত্তি সত্যৰণ ৩ উচ্চ মহান এটোমিক
এমিলাট-ট হাৰেবকাৰ সৈন্যৰ এক কৰ্ত্তব্যবিশয়, বহি
কুলেৰ শিকক ও হাৰেবকাৰ ৩ বাৰীৰ সৰল শ্ৰেণীৰ সৈন্য
সৈন্যৰণ একত্ৰিত হইল অৰুৰ উল্লেখ্য বহিৰ্ভিত্তি
অৰুৰণ ৩ই দিন বহিৰ্ভিত্তি বহিৰ্ভিত্তি উচ্চ পুৰণিগীট কলুৰিপ
পাত্ৰা সপুৰ ব্ৰহ্মাণ্ড বহিৰ্ভিত্তি।

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের চাষ-আবাদ

কীট পত ৩ যোগ।—এই প্রকৃতে এক প্রকার কালো
 রঙের সোণা পোকা ভ্রমাক ও বিলাতী মাখীর অতিশয়
 অসিদ্ধ করে। ইহারা পাতার আক্রমণ করিয়া বীজভ্রমার
 চারা গাছের বা মাঠে বাড়িয়া কালো গাছের পাতা
 খাওয়া করে। অনেক সময়ে ইহারা ছোট গাছের
 পোড়া কাণ্ডের পাতারকে একেবারে ভাঙে করিয়া দেয়।
 প্রথম আশিষ্ঠার লক্ষ্য হইলেই পাতার নীচে কালো রঙের
 পোকা কালো বাড়িয়া খাওয়া কেনিয়া ইহাদের প্রথম
 লক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া নিজে পারিলে আর বেশ বৃদ্ধি হইতে
 পারে না। অল্পকালে এই পোকের আক্রমণ হয়। আর
 এক প্রকার সবুজ রঙের সোণা পোকা কুমকপি ও বীজ-
 কণির অত্যন্ত অসিদ্ধ করে। ইহারা পাতার আক্রমণ করে
 এবং কটি পাতা খাওয়া কেনিয়া গাছকে দুর্বল করিয়া দেয়।
 ইহাদের সমন সা করিলে পারে কুমকপি ও বীজকণির
 মাথা হইলে মাথার ও ছুটি করিয়া প্রবেশ করে। এই
 পোকের দী-প্রকাশপতি পাতার নীচে এক সময়ে অনেক-
 কালো ছিদ্র পড়ে এবং এই ছিদ্রের সমষ্টি একটি ভিন্ন-রঙের

[১১ পৃষ্ঠার ছবি]

ইলেক্‌টি, সি টি

জীবনযাত্রা সহজ করে

হৃৎসার ওপর অবিলম্বে পৌছাতে বৃহৎ ঠাকুর-
বাগানে সিঁড়ী ভাঙতে হতো একশত-ও বেশী—
আর তাঁর সঙ্গে ছিল বাগের কান জীবন্তও সে
কই স্বীকার করতে হতো। আর এও আপনি
জান করেই আসেন যে, কিছুই বেশির বাগান
হয়, সেদিন সিঁড়ী ভাঙতে কী বিরতিই না আছে।
সবর ও শক্তির অপব্যয় বাঁচাবার জন্যে অস্বাভাবিক
প্রত্যেক নতুন বাড়ীতেই সিঁড়ী বাঁচানো হচ্ছে।

যত রকমে সম্ভব

ব্যবসায়

ইলেক্‌ট্রিক ব্যবহার করুন

কলিকতা: ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী

অফিসিয়াল কলিকতা কোম্পানী

कवि-जो

[ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଶ୍ରେୟ]

পক্ষীর লক্ষ্য পড়ে। তিনজন কুটীবে ছোট ছোট ছানা-
 ওয়া প্রথম বিদ-করের একজনই থাকে এবং পাতার মাড়ের
 নিকে উল্লভের ডর বাইরে থাকে, তবন পাতার উল্লভ
 নিকে নানা দান কুটীরা উঠে। পাতার উল্লভ দান
 দান দান ইইনই ইই সকল শোকনিনের পড়িতা
 দিকিয়া কেবোনিব ডেল বিশ্রিত মনে ফেলিয়া বিনেই
 শোক-করা সব বহিয়া দান, আর উল্লভের দান-বিভার
 দান দান।

[illegible]

এই প্রকৃত পানের মূল কথা যোগ্য এবং "কাফি" বা "আকাফি" যোগ্যের প্রাপ্তির মত। পাত পূর্ণ পানের "কফি-কবার" উক্ত যোগ্যের অর্থ ও প্রতিফলনের মতই নিশ্চয়ই হবে যদিও ইচ্ছাও।

বঙ্গদেশের কোমার সিনসুদী ও কটকাবিত্ত হাতি ও বিড়ম্বার
কেন্দ্রেই জন্ম লাভের পাঠ্য বোর্ডে বর্তমানে ৪,০০০
টাকা ও ১,৮০০ টাকা মূল্য করিয়াছেন। এই উক্ত
কেন্দ্রে স্বাধ্যাপকদের কপনের দায়িত্ব বেতন ১০, টাকা
মূল্য করা হইয়াছে।

এ আর পি.

- ১। বসন্তেরে এরাং রেইকু তরোঁকপের জাভা নিব
নংকো পুতক। (ইংগাণী ও বাগো) ১ আন
(২ আন)* পুতোকবানি।
- ২। এরাং রেইকু—সু পাখাংবের কপা জাভা ও
অপা কপাং কেরেকী নিব। (ইংগাণী ও
বাগো) ২ আন (১ $\frac{2}{3}$ আন)* পুতোকবানি।
- ৩। আদো-নিরুপ সতর আদেপ। (ইংগাণী ও
বাগো) ১ আন (১ আন)* পুতোকবানি।
- ৪। আদো-নিরুপ আদেপ সতর কপা ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫

ଦେବତା ମହର୍ଷିମଣି ମେନ, ପାବୁନିକେମ୍‌ହାକ,
 ଏକ ସେବକାରୀ ମେନ, ଆମ୍‌ହା,
 ସେବକାରୀ ମେନ, ମାହିଟାମ୍‌ ବିକ୍‌ହା, କାମ୍‌ହାକ,
 କାମ୍‌ହାକାରୀ ମେନ ମହାବିକ୍‌ହା,
 କାମ୍‌ହାକାରୀ ।

.....

বিনোদপুর জেলার পানু গ্রামে নির্মিত একটি মন্দির
একটি মন্দির নির্মাণের জন্য প্রায় ১০০
টাকা মূল্য করিয়াছেন। এই মন্দির সংরক্ষণের
ব্যয় করা হইয়াছে তাহা মন্দির ও মন্দিরস্থল
বহিঃস্থস্থানে মন্দির এবং মন্দির স্থান ১০০
টাকা মূল্য মন্দির স্থানে মন্দির মন্দির
মন্দির মন্দির মন্দির মন্দির

বঙ্গবাসী

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে

[२३ कण्ठद्वय विद्यु उदीरा]

স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোনা কখনও স্বাধীনতাবে যা
পরিণত হবে উৎসাহ দিচ্ছে। স্বাধীনতার সাক্ষাৎ
বিভাগের ডায়েরীর ১৯৪২ সালের ১৯ই জানুয়ারি
সুপ্রিম কোর্টের সাক্ষাৎ ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৩
১৯ই জানুয়ারি কখনও স্বাধীনতার সাক্ষাৎ
১৯ই জানুয়ারি কখনও স্বাধীনতার সাক্ষাৎ

[illegible][illegible]